ব্যবহারিক শব্দকোষ

আধুনিক বাংলা ভাষার অভিধান

কবিগুরু গোটে, রবীন্দ্রকাব্যপাঠ, সমাজ ও সাহিত্য, নব পর্যায়, নদীবক্ষে,
আজাদ, তরুণ, শাশ্বতবঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট
কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক,
অবিভক্ত বাংলার ও পশ্চিমবঙ্গের টেক্সট্-বুক
কমিটির ভূতপূর্ব সেক্রেটারী

কাজী আবদুল ওদুদ এম. এ.-সম্পাদিত

১৩৫১ বঙ্গাব্দ

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা • বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য ৮॥•

Published by A. C. Ghosh M. A., Presidency Library, 15, College Square, Calcutta.
Printed by Ajit Chandra Ghosh, at Sree Jagadish Press, 41, Gariahat Rd., Calcutta-19.

নিবেদন

'ব্যবহারিক শব্দকোষ' সংকলনে বিশেষ সাহায্য লাভ করেছি বাংলা ভাষার এই তিনখানি সুপরিচিত শব্দকোষ থেকে: স্বর্গীয় রামকমল বিদ্যালঙ্কার-সংকলিত 'প্রকৃতিবাদ অভিধান', স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-সংকলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' আর শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। এই বরেণ্য পথিকৃৎদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের ক্ষুদ্রকায় কিন্তু সুসম্পাদিত 'চলন্তিকা' থেকেও মাঝে মাঝে সাহায্য পেয়েছি। তাঁর প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাংলা ভাষা তার বিচিত্রমূল সাধারণ ও অ-সাধারণ শব্দ ও শব্দ-সংশ্লেষ নিয়ে বর্তমানে যে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করছে, ক্ষেত্রবিশেষে করতে চাচ্ছে, সে-সবের সঙ্গে প্রধানতঃ শিক্ষার্থীদের যথাসম্ভব অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটানো 'ব্যবহারিক শব্দকোষের' উদ্দেশ্য। সেজন্য শব্দের বিচিত্র অর্থ ও সমার্থক শব্দের নির্দেশের চাইতেও বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়েছে তার সুষ্ঠু প্রয়োগের নিদর্শন উদ্ধৃতির দিকে। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রচুর উদাহরণ দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। এরূপ একখানি সর্বদা-ব্যবহারযোগ্য অভিধানের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তা সহজেই স্বীকৃত হবে। কিন্তু কাজটি যেমন লোভনীয় তেমনি কষ্টসাধ্য। দীর্ঘ দিনে বহুজনের মিলিত চেষ্টায়ই এরূপ অভিধান সংকলনে প্রকৃত সাফল্য লাভ সম্ভবপর। 'ব্যবহারিক শব্দকোষের' বহু অসম্পূর্ণতা দেশের গুণীদের আনুকূল্যে বিদূরিত হবে সংকলকের এই এক বড় ভরসা

বাংলার মুসলমানসমাজে প্রচলিত অথচ বাংলা অভিধানে সাধারণতঃ অচলিত শব্দগুলোও সংকলন করতে চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলমান-সমাজের চিত্র বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে অঙ্কিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসবের প্রয়োজনীয়তা সহজেই বৃদ্ধি পাবে।

আরবী ফারসী ও তুর্কী ভাষা থেকে আগত শব্দগুলোর প্রতিবর্ণীকরণ যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করতে চেষ্টা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

ا = আ	خ = খ'	ش = শ	ع = 'অথবা া'
ت = ত	ذ = জ'	ص = স'	غ = গ'
ث = থ'	ز = য	ض = দ'	ق = ক'
ج = জ	ژ = য্ হ্	ط = ত'	ک = ক
ح = হ'	س = স	ظ = য'	و = ব
		ہ = হ	ی = য়, ঈ

সমস্ত বিদেশী s ধ্বনি 'স'-এর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সংক্ষেপ ও সাংকেতিক চিহ্নাদি সাধারণতঃ বর্জন করতে চেষ্টা করা হয়েছে। যেগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তার তালিকা এই :

অ = অব্যয়	প্রাকৃ = প্রাকৃত ভাষা
আ = আরবী	ফা = ফারসী
ইং = ইংরেজি	বহুব্রী = বহুব্রীহি সমাস
ক্রি = ক্রিয়া	বি = বিশেষ্য
খৃ, খ্রী = খৃষ্টাব্দ	বিণ = বিশেষণ
চৈ চ = চৈতন্য-চরিতামৃত	মধু = মাইকেল মধুসূদন দত্ত
পর্তু = পর্তুগীজ ভাষা	রবি = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পা = পালি ভাষা	সং = সংস্কৃত ভাষা

চেষ্টা সত্ত্বেও ছাপার ভুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নি। সেজন্য আমরা দুঃখিত। একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হলো।

কাজী আবদুল ওদুদ

ব্যবহারিক শব্দকোষ

অ

অ—স্বরবর্ণের আদ্যবর্ণ, উচ্চারণ সাধারণতঃ দুই প্রকার, যথা—(১) অর্চনা, অতএব ; (২) অতীত, অরুণা (ওকারের মত) ; অভাব, বৈপরীত্য ইত্যাদি বোধক অব্যয় : (১) অভাব—অলোভ, অভয় ; (২) সাদৃশ্য—অব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কিছু, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি—অব্রাহ্মণ নও তুমি তাত—রবি), (৩) অন্যত্ব—অকাজ (কাজ অর্থাৎ ভাল কাজ ভিন্ন আর কিছু) ; (৪) অল্পতা (আমার সোনার ক্ষেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত—রবি) ; (৫) অপ্রাশস্ত্য—অকাল ; (৬) বিরোধ, বিপরীত—অধর্ম, অক্রোধ (অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় কর—বুদ্ধদেব)। গ্রাম্য ভাষায় অ অনেক সময় নিষেধার্থক হয় না, যথা—**অমন্দ**। নঞ্ অর্থে ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে 'অ' এবং স্বরবর্ণের পূর্বে 'অন্' ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু গ্রাম্য ভাষায় অনেক সময় ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বেও 'অন্' ব্যবহৃত হয়, যথা—আমার কি অনসাধ।

অই—(বর্তমানে 'ঐ' 'ওই' রূপে ব্যবহৃত হয়) ওখানে, অদূরে।

অঋণ—ঋণশূন্যতা ('সুখী সে অঋণে যাহার দিন যায়')। নঞ্ তৎ। **অঋণী**—যাহার ঋণ নাই অথবা যে ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছে ; যে 'দেবঋণ' 'ঋষিঋণ' 'পিতৃঋণ' হইতে মুক্ত হইয়াছে।

অংশ—[অন্শ্ (ভাগ করা) + অ (ঘঞ্)] খণ্ড, ভগ্নাংশ (চারি অংশে ভাগ করা) ; সম্ভূত বা প্রভাবে জাত (দেবতার অংশে জন্ম) ; ভাগ (সম্পত্তির অংশ) ; অবয়ব (যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ) ; বিষয় (কোন অংশে হীন নহে) ; রাশিচক্রের ৩০ ভাগের এক ভাগ বা ভূপরিধির ৩৬০ ভাগের এক ভাগ। বিণ আংশিক। **অংশক**—বণ্টক ; জ্ঞাতি ; দিন। **অংশন**—বণ্টন। **অংশা-অংশি,—শী, অংশাংশি**—ভাগাভাগি। **অংশানো**—বর্তানো। **অংশাংশ**—অংশের অংশ। **অংশাবতার**—ভগবানের অংশরূপে নরলোকে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে। **অংশী**—ভাগী, অংশীদার ; সমব্যথী (আমার দুঃখের অংশী)। স্ত্রী অংশিনী। বিণ **অংশিত**—বিভাজিত। **অংশভাগী**—সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। **অংশীদার**—কোন সম্পত্তিতে বা কারবারে যাহার অংশ আছে, shareholder, partner. **অংশতঃ**—কিছু পরিমাণে (অংশতঃ দায়ী)। **অংশ্যমান**—যাহা ভাগ করা হইতেছে।

অংশু—অশ্ (ব্যাপা) + উ) কিরণ, দীপ্তি ; সূতা ; বস্ত্র ; আঁশ। **অংশুক**—বস্ত্র, সূক্ষ্মবস্ত্র (চীনাংশুক)। **অংশুকায়**—প্রবাল কীট তারামাছ প্রভৃতি। **অংশুজাল**—কিরণসমূহ। **অংশুধর**—সূর্য। **অংশুপট্ট**—রেশমী শাড়ী (তসর, গরদ প্রভৃতিও)। **অংশুপতি, অংশুমান, অংশুমালী**—সূর্য। **অংশুল**—প্রভাবান্।

অংস—(অংস্ + অ) স্কন্ধ, কাঁধ। **অংস-কূট**—ষাঁড়ের ঝুঁটি। **অংসভার**—কাঁধের বোঝা ; দায়িত্ব। **অংসল**—যাহার কাঁধ মোটা ও চওড়া, বলবান্।

অকচ—কেশহীন ; নেড়া।

অকট্‌কিনা—আচারবিচারে খুব বাঁধাবাঁধি নিয়মের অভাব, অকড়াক্কড়ভাব। নঞ্ তৎ।

অকঠিন—কোমল ; কঠিন নয় (তরল বায়বীয় ইত্যাদি)। নঞ্ তৎ।

অকঠোর—সদয় ; প্রশ্রয়শীল ; রুক্ষতাবর্জিত।

অকড়িয়া—ধনহীন, মূল্যহীন।

অকণ্টক—শত্রুহীন ; বাধাবিঘ্নহীন। **অকণ্টকে** —নিষ্কণ্টকে, নির্ঝঞ্ঝাটে। বহুব্রী।

অকথন—যাহা মুখে আনা যায় না ; যাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না ; অকথনীয়। নঞ্‌ তৎ। **অকথিত**—যাহা বলা হয় নাই (অকথিত বাণী)। **অকথনীয়**—অবর্ণনীয়, অনির্বচনীয় ; যাহা মুখে আনা অনুচিত। **অকথা** (পূর্ববঙ্গীয় গ্রাম্য ভাষায় 'আকথা'—বাজে কথা) কুৎসিত কথা। অকথা কুকথা—গালমন্দ। **অকথ্য**—মুখে উচ্চারণের অযোগ্য, অশ্লীল, এত বেশী যে বুঝাইয়া বলা যায় না (অকথ্য যন্ত্রণা, অকথ্য অত্যাচার)। [অকথনীয় ও অকথ্য অনেক ক্ষেত্রে তুল্যার্থক, কিন্তু অনির্বচনীয় অর্থে অকথ্য বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না। আলাওল অনির্বচনীয় অর্থে 'অকথ্য কথন' ব্যবহার করিয়াছেন।]

অকপট—ছলনাশূন্য, সরল। নঞ্‌ তৎ। বি অকপটতা। **অকপটে**—সরলভাবে, কিছু গোপন না করিয়া।

অকবি—যাহার মত কার কবি-প্রতিভা নাই, রসবোধহীন।

অকমনীয়—অমনোহর, অসুন্দর। নঞ্‌ তৎ।

অকম্প, অকম্পিত, অকম্প্র—স্থির, অচঞ্চল, নির্ভীক (অকম্পিত চরণে)।

অকর—নিষ্কর, rent-free।

অকরণী—(করণী = √) যে রাশির মূল বাহির করিলে কোন ভাগশেষ থাকে না (√১৬ = ৪)।

অকরণীয়—যাহা করা উচিত নয় ; যেখানে বা যাহাদের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ অচল বা অপ্রশস্ত।

অকরুণ—নিষ্ঠুর, সহানুভূতিহীন।

অকর্কশ—মসৃণ।

অকর্ণ—কর্ণহীন ('ঈশ্বর অকর্ণ তবু শুনিতে পান'), বধির, সাপ। বহুব্রী।

অকর্ণধার—পরিচালকহীন।

অকর্তব্য—যাহা করা উচিত নয়, গর্হিত।

অকর্তা—যাহার কর্তৃত্ব নাই (নিজেকে অকর্তা জানিয়া কাজ কর—গীতা)। বি, অকর্তৃত্ব।

অকর্ম—অপকর্ম ; অবাঞ্ছিতকর্ম, কর্মত্যাগ ; সন্ন্যাস। **অকর্মক** (ব্যাকরণে)—যাহার কর্মপদ নাই।

অকর্মণ্য—কোন কাজের নয় ; অপটু, অকেজো, শক্তিহীন। নঞ্‌ তৎ। **অকর্মা**—(বিরক্তি বা তাচ্ছিল্য-জ্ঞাপক, কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য) অকর্মণ্য।

অকলঙ্ক—নির্দোষ (অকলঙ্ক চরিত্র), অনিন্দ্য (অকলঙ্ক হাস্যমুখে ঘুমাইতে কার অঙ্কটিতে—রবি)। বহুব্রী। **অকলঙ্কী**—কলঙ্কমুক্ত।

অকলুষ—নির্দোষ।

অকল্ক—সরল, নিষ্পাপ, দম্ভরহিত। বহুব্রী।

অকল্পিত—যাহা কল্পিত নয়, স্বাভাবিক ; যথার্থ।

অকল্মষ—যাহার পাপ নাই, নির্দোষ।

অকল্য—অসুস্থ, পীড়িত।

অকল্যাণ—অমঙ্গল, অহিত (অকল্যাণ কামনা করা)। বিণ, **অকল্যাণকর**—ক্ষতিকর।

অকষ্ট—ক্লেশহীন। অকষ্টকল্পিত—যাহা কষ্টকল্পিত নহে, কতকটা সহজ প্রেরণার ফলে সৃষ্ট।

অকস্মাৎ—সহসা, যাহার আশঙ্কা করা হয় নাই ; অজানিতভাবে। অ—কিম্ ৫মী ১ব (কস্মাৎ)। বিণ আকস্মিক।

অকা—অক্কা দ্রঃ।

অকাজ—মন্দ কাজ, অনুচিত কাজ, অসার্থক কাজ, অনুপযুক্ত কাজ। বিণ **অকেজো**।

অকাট—সম্পূর্ণ, নিরেট ও মূর্খ। আকাট দ্রঃ।

অকাটা—(গ্রাম্য আকাটা) যাহা কাটা হয় নাই স্বাভাবিক অবস্থায় আছে (অকাটা ধান), গোটা (অকাটা সুপারি)।

অকাট্য—যাহা যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করা যায় না ; অবহেলার অযোগ্য, সঙ্গত। নঞ্‌ তৎ।

অকাণ্ড—অকার্য, কুকাণ্ড, কাণ্ডহীন (বৃক্ষ)।

অকাতর—অকুণ্ঠিত (শ্রমে বা দানে অকাতর)। **অকাতরে**—স্বচ্ছন্দচিত্তে।

অকাম—যে কিছু কামনা করেনা, (প্রাদেশিক অকাজ (পূর্ববঙ্গে 'আকাম')। **অকাম্য**—অবাঞ্ছিত।

অকায়—দেহহীন, রূপহীন। বহুব্রী।

অকারণ—যাহার কোন কারণ বা হেতু নাই উদ্দেশ্যহীন, অনর্থক, অহেতুক (শুধু অকারণ পুলকে—রবি)।

অকারান্ত—অকার অন্তে যাহার (ফল জল ইত্যাদি শব্দ)।

অকার্য—অযোগ্য কার্য ; অকর্ম। অকার্যকর—

কর্মে প্রয়োগের অযোগ্য, যাহাতে কাজ দেয় না, ineffective। বি, অকার্যকারিতা।

অকাল—অসময় (অকাল বসন্ত); জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতে অনুপযুক্তকাল (বাং আকাল—দুর্ভিক্ষ)। **অকালকুষ্মাণ্ড** (গালি)—অকেজো, অপদার্থ, মূর্খ (কুষ্মাণ্ড দ্রঃ) মধ্যপ কর্মধা। **অকাল-কুসুম**—অসময়ের ফুল। **অকালপক্ক**—(গালি) অভিজ্ঞতা হয় নাই অথচ কথাবার্তা অভিজ্ঞের মত, এঁচড়ে পাকা, ফাজিল। ৭মী তৎ। **অকাল-বার্ধক্য**—অসময়ে বৃদ্ধাবস্থা, রোগশোকাদি হেতু যৌবনে বার্ধক্য। **অকালবোধন**—অসময়ে পূজা বা অনুষ্ঠান (বিশেষ গরজে)। **অকালমৃত্যু**—অপরিণত বয়সে বা পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্বে মৃত্যু। **অকাল-বৃষ্টি**—অসময়ে বৃষ্টি।

অকিঞ্চন—নিঃসম্বল, দরিদ্র, অধম। বহুব্রী।

অকিঞ্চিৎকর—সামান্য, নগণ্য, তুচ্ছ। নঞ্ তৎ।

অকীর্তি—অপবাদ, যশের হানিকর কিছু। বিণ—**অকীর্তিকর**—যশের হানিকর। উপতৎ, অকীর্তি কৃ+ট।

অকু—[আ বকূ'] ঘটনা, দুর্ঘটনা, চুরি ডাকাতি প্রভৃতি দণ্ডনীয় অপরাধ (অকুস্থল, অকুস্থান—ঘটনাস্থল, দাঙ্গা প্রভৃতির স্থান)।

অকুটিল—সরল, অজটিল, যে প্যাঁচক্ষের বোঝে না (অকুটিল তারুণ্য)। নঞ্ তৎ।

অকুণ্ঠ, অকুণ্ঠিত—কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ রহিত; জড়িমা-বর্জিত (উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা তুমি অকুণ্ঠিতা—রবি) নঞ্ তৎ; অম্লান। **অকুণ্ঠিত চিত্তে**—অসঙ্কোচে, উদারভাবে।

অকুতোভয়—যাহার কোন ভয় নাই, ভয়কে যে আদৌ আমল দেয় না, নিঃশঙ্ক। বহুব্রী।

অকুল—হীনবংশ, যে বংশে কন্যা দান করা চলে না।

অকুলন, অকুলান—অল্পতা; টানাটানি, অভাব।

অকু'ব, অক্ক'ফ [আ বকুফ] কাণ্ডজ্ঞান (আক্কেল-অকব আছে তো)।

অকুলীন—সমাজে কুলীন বলিয়া স্বীকৃত নহে; সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর বহির্ভূত।

অকুশল—অদক্ষ; অমঙ্গল।

অকূল—যাহার তীর দেখা যায় না, দুস্তর; অসহায় অবস্থা। বহুব্রী। **অকূল পাথার**—অকূল সমুদ্র, অকূল সমুদ্রে ভাসার ন্যায় অসহায় অবস্থা। **অকূলের ভেলা**—অত্যন্ত অসহায় অবস্থার আশ্রয়।

অকৃত—অসম্পাদিত; অসমাপ্ত। **অকৃতকর্মা**—অপটু, অপারগ। **অকৃতকার্য**—বিফল-মনোরথ।

অকৃতঘ্ন—যে উপকারীর অপকার করে না। নঞ্ তৎ।

অকৃতজ্ঞ—যে উপকারের কথা মনে রাখে না, নিমক-হারাম।

অকৃতদার—অবিবাহিত। (বহুব্রী)।

অকৃতার্থ—অকৃতকার্য, যার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। বহুব্রী।

অকৃতাপরাধ—নিরপরাধ।

অকৃতিত্ব—অযোগ্যতা, অক্ষমতা; অগৌরব।

অকৃতী—অক্ষম, অদক্ষ, গুণহীন।

অকৃত্য—যাহা না করা ভাল; অবৈধ কার্য।

অকৃত্রিম—স্বভাবজাত, বিশুদ্ধ, অকপট, খাঁটি।

অকৃপণ—মুক্তহস্ত; দীনতাবিহীন (অকৃপণ বনে চেয়ে গেল ফুলদল—রবি); যে প্রয়োজন মত ব্যয় করে। নঞ্ তৎ।

অকৃপা—বিমুখতা; প্রতিকূলতা; অনুকম্পাহীনতা।

অকৃষ্ট—অকর্ষিত। **অকৃষ্টপচ্য**—যাহা কর্ষণ ব্যতিরেকে উৎপন্ন ও পরিপক্ক হয় (নিবারাদি)।

অকেজো—কোন কাজের নয়; ব্যবহারের অযোগ্য; অকর্মণ্য।

অকৈতব—ছলনাহীন; অকৃত্রিম; অকপটতা।

অকোমল—কড়া; অকরুণ।

অকৌশল—(বাং) অবনিবনাও, মনান্তর।

অক্‌কা পাওয়া—মরিয়া যাওয়া (ব্যঙ্গে)।

অক্টোবর—[ইং October] ইংরেজী মতে বৎসরের দশম মাস।

অক্ত—মাখানো (তৈলাক্ত, রক্তাক্ত—অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)।

অক্রম—ক্রম বা শৃঙ্খলার অভাব।

অক্রিয়—ক্রিয়াশূন্য; যাহার ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। **অক্রিয়া**—অকাজ, কাজের অভাব।

অক্রুদ্ধ—ক্রোধহীন; শান্ত। নঞ্ তৎ।

অক্রূর—কুটিল নয়, সরল। **অক্রূর-সংবাদ**—মহাভারত-বর্ণিত যদুবংশীয় অক্রূর সম্বন্ধে কাহিনী (যাত্রায় সুপ্রচলিত)।

অক্রেয়—আক্রা, অগ্নিমূল্য।

অক্রোধ—ক্রোধবিরহিত শান্ত ভাব ; ক্রোধহীন, যে ক্রোধের বশীভূত হয় না। নঞ্‌ তৎ, বহুব্রী।

অক্লান্ত—পরিশ্রমে অকাতর। **অক্লান্তভাবে**—কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ না করিয়া, অকাতরে।

অক্লিষ্ট—যে ক্লান্ত হয় না ; অম্লান (অক্লিষ্টকর্মা)।

অক্লেশ—কষ্টের অভাব। নঞ্‌ তৎ। **অক্লেশে**—কষ্ট স্বীকার না করিয়া ; সহজে।

অক্ষ—[অক্ষ্ (ব্যাপা) +অ] পাশা (অক্ষক্রীড়া) ; গাড়ীর দুই চাকাকে যে কাষ্ঠখণ্ড যুক্ত রাখে (ধুরা), axis ; ভৌগোলিক কাল্পনিক রেখা latitude, অক্ষরেখা (অক্ষাংশ) ; গ্রহের আবর্তন-পথ , জপমালার বীজ (অক্ষমালা) ; ছিদ্র, চক্ষু (গবাক্ষ)। **অক্ষ-কুশল**—অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ। **অক্ষদণ্ড**—মেরুদণ্ড,যে কাল্পনিক রেখার উপরে পৃথিবী আবর্তিত হয়, axis। **অক্ষধূর্ত**—জুয়াড়ী। **অক্ষদেবী**—যে পাশা খেলে। **অক্ষপাদ**—ন্যায়-শাস্ত্র-প্রণেতা গৌতমমুনি। **অক্ষবাট**—কুস্তির আখড়া ; পাশাখেলার ছক বা আড্ডা। **অক্ষশক্তি**—Axis Powers, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী ও তাহার মিত্রবর্গ।

অক্ষত—যাহার উপর কোন আঘাতের চিহ্ন পড়ে নাই। নঞ্‌ তৎ। **অক্ষতযোনি**—কুমারী, যে-নারীর পুরুষ-সঙ্গম হয় নাই। **অক্ষত-দেহে**—অনাহত দেহে, খুব প্রতিকূল অবস্থায়ও লাঞ্ছনা ভোগ না করিয়া।

অক্ষম—যাহার ক্ষমতা নাই , শক্তিহীন , অযোগ্য ; ক্ষমাহীন। স্ত্রী অক্ষমা।

অক্ষমা—ক্ষমাহীনতা ; ক্রোধ ; অসহনশীলতা।

অক্ষয়—যাহা কখনও নষ্ট হয় না ; অফুরন্ত, শাশ্বত (অক্ষয় পুণ্য, অক্ষয় ভাণ্ডার)। **অক্ষয় তৃতীয়া**—তিথি বিশেষ। **অক্ষয় বট**—পুরী প্রভৃতি তীর্থের পূজনীয় প্রাচীন বট ; স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যাহা দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে, (সেজন্য দীর্ঘজীবী কিন্তু শ্রীহীন)। **অক্ষয় স্বর্গ .াস**—অনন্ত স্বর্গবাস।

অক্ষর—যাহার ক্ষরণ বা নাশ নাই, নিত্য, ব্রহ্ম ; বর্ণমালার বর্ণ ; বর্ণমাত্রা, Syllable।

অক্ষর-জ্ঞান নাই—আদৌ লেখাপড়া জানে না (unlettered)। **অক্ষর-পরিচয়**—অক্ষরের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ; প্রথম শিক্ষা।

অক্ষরবৃত্ত—অক্ষরসংখ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (ছন্দ)।

ক-অক্ষর গোমাংস—লেখাপড়ার সঙ্গে কিছুমাত্র সংস্রব নাই ; একান্ত মূর্খ।

অক্ষরে অক্ষরে পালন করা—কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া পালন করা।

অক্ষরণ—ক্ষরণশূন্যতা।

অক্ষাংশ—(ভৌগোলিক) ডিগ্রী, degree (অক্ষ দ্রঃ)।

অক্ষি—[অক্ষ্ +ই] চক্ষু।

অক্ষিকোটর—চোখের খোল। **অক্ষিগোলক**—চোখের তারা। **অক্ষিপক্ষ্ম**—eyelash চোখের পাতার লোম। **অক্ষি-পটল**—চোখের পাতা ; চোখের ছানি। [**বিড়ালাক্ষী**—কটাচোখো (বিদ্রূপে)।]

-বিভ্রম—দৃষ্টি-বিভ্রম।

ণ—শক্তিমন্ত , অকৃশ।

অক্ষুণ্ণ—অটুট, অখণ্ডিত, সম্পূর্ণ, পূর্ববৎ ; অক্ষুব্ধ। (অক্ষুণ্ণ প্রতাপ)।

অক্ষুধা—ক্ষুধার অভাব ; আহারে অপ্রবৃত্তি। নঞ্‌ তৎ।

অক্ষুব্ধ—শান্ত, আলোড়নহীন (অক্ষুব্ধ হৃদয়, অক্ষুব্ধ সমুদ্র)।

অক্ষেত্র—অনুর্বর-ক্ষেত্র ; অযোগ্য ক্ষেত্র বা পাত্র।

অক্ষেম—অকল্যাণ।

অক্ষোভ—প্রশান্তি।

অক্ষৌহিণী—১০৯৩৫০ পদাতিক, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী ও ২১৮৭০ রথ দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনী (মোট ২১৮৭০০), অগণিত (নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হ'তে—রবি)। অক্ষ—ঊহ্ +ণিন্।

অক্সিজেন—(ইং oxygen) প্রাণধারণের সহায়ক গ্যাস বিশেষ (রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া)।

অখণ্ড—পূর্ণাঙ্গ ; অক্ষুণ্ণ ; অপ্রতিদ্বন্দ্ব (অখণ্ড রাজ্য ; অখণ্ড প্রতাপ)। **অখণ্ডনীয়, অখণ্ড্য**—অলঙ্ঘনীয়, অকাট্য। **অখণ্ডিত**—যাহার খণ্ডন হয় নাই ; অবিভক্ত (অখণ্ডিত ক্ষুর , অখণ্ডিত পতিপ্রেম)।

অখল—সরল প্রকৃতির। স্ত্রী **অখলা**—যে-নারী ছলনা জানে না।

অখাত—অকৃত্রিম জলাশয়, বিল, হ্রদ প্রভৃতি।

অখাদ্য—অবৈধ বা নিষিদ্ধ খাদ্য ; ভোজনের অযোগ্য ; কুখাদ্য।

অখিল—সমগ্র ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ('তুমি অখিলের পতি')। নঞ্‌ তৎ।

অখ্যাত—অপ্রতিষ্ঠিত। **অখ্যাতনামা**—তেমন পরিচিত নহে (সুতরাং অবিশ্বাস্য) বহুব্রী।

অখ্যাতি—দুর্নাম।

অগণন—অসংখ্য (কাব্যে ব্যবহৃত)।

অগণনীয়—গণনার অযোগ্য, তুচ্ছ।

অগণ্য—অগণিত; অকিঞ্চিৎকর।

অগণিত—যাহা গণিয়া শেষ করা যায় না, বহু (মৌখিক ভাষায় 'অগুন্তি', 'অগন্তি')।

অগতি—উপায়হীন, আশ্রয়হীন ('তুমি অগতির গতি'); মৃতের সদ্গতির অভাব। **অগতিক**—বেগতিক।

অগত্যা—উপায়ান্তর না দেখিয়া; কার্যগতিকে।

অগভীর—যাহার তলদেশ বেশী নীচে নয় (অগভীর জল), ভাসা-ভাসা ধরণের (অগভীর জ্ঞান)।

অগম্য—দুর্গম; দুর্বোধ (জ্ঞান-অগম্য)। স্ত্রী **অগম্যা**—শাস্ত্রানুসারে সম্ভোগের যোগ্যা নয়।

অগস্ত্য—[অগ (পর্বত) —স্তৈ (স্তম্ভিতকরা) + অ] মুনি বিশেষ। কথিত আছে, শিষ্য বিন্ধ্য পর্বতকে প্রণত রাখিয়া ইনি দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, আর ফিরেন নাই; ইহা হইতে **অগস্ত্য যাত্রা**—জন্মের মত যাওয়া।

অগা, অঘা (সং অজ্ঞ)—নির্বোধ ও অকমণ্য। (অগার একশেষ, অগারাম; অগাচণ্ডি; অগা মেরে যাওয়া)।

অগাধ—[অ—গাধ্ (প্রতিষ্ঠিত হওয়া) + অ] যাহার তল পাওয়া ভার (অগাধ জল; অগাধ জ্ঞান); অপরিমেয় (অগাধ বিষয়সম্পত্তি)।

অগুণ—অপকার (খেলে অগুণ করবে না)।

অগুরু—সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ (অগুরু-চন্দন-বাসিত)।

অগোচর—অপ্রত্যক্ষ; অজ্ঞাত; যাহা দর্শনেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত। নঞ্ তৎ। **অগোচরে**—সামনাসামনি নহে, আড়ালে।

অগৌণে—দেরী না করিয়া; অবিলম্বে; তৎক্ষণাৎ

অগৌরব—গৌরবের বিপরীত; অখ্যাতি; অমর্যাদা।

অগ্নি—[অগ্ (গমন করা) + নি] আগুন, যাহা দহন করে (কোপাগ্নি; শোকাগ্নি; জঠরাগ্নি)। **অগ্নি-অবতার**—অগ্নি-শর্মা। **অগ্নি-কর্ম**—হোম; শবদাহ। **অগ্নিকল্প**—আগুনের মত, ক্রুদ্ধ, তেজস্বী। **অগ্নি-কাণ্ড**—গৃহদাহ। **অগ্নি-কার্য**—হোম-যজ্ঞাদি; শবদাহ। **অগ্নি-কুক্কুট**—জ্বলন্ত তৃণগুচ্ছ বা নুড়া। **অগ্নিকুণ্ড**—যেখানে আগুন জ্বালানো হয়, আগুনের পাত্র। **অগ্নিকোণ**—পূর্ব-দক্ষিণ কোণ। **অগ্নি-ক্রীড়া**—অগ্নির সাহায্যে খেলা, বাজি পোড়ানো। **অগ্নি-গর্ভ**—অগ্নি অথবা অগ্নির মত তেজ যাহার ভিতরে আছে (অগ্নিগর্ভ বাণী)। **অগ্নি-গৃহ**—হোম-গৃহ। **অগ্নিচূর্ণ**—বারুদ। **অগ্নিদাতা**—যে মুখাগ্নি করে। **অগ্নি-দীপন**—জঠরানল-উদ্দীপক। ৬ষ্ঠী তৎ। **অগ্নি-পক্ক**—আগুনে পাক করা; আগুনে-পোড়া (হাঁড়িকুঁড়ি)। **অগ্নি-পরিশুদ্ধি**—অগ্নি-প্রবেশের দ্বারা চরিত্রের বিশুদ্ধি প্রমাণ। **অগ্নি-পরীক্ষা**—অগ্নি-পরিশুদ্ধি; অতিকঠোর পরীক্ষা। **অগ্নি-প্রস্তর**—চক্‌মকি পাথর। **অগ্নি-বর্ধক**—পরিপাকশক্তি বর্ধক। **অগ্নি-বাণ**—প্রাচীন কালের আগ্নেয় অস্ত্র বিশেষ। **অগ্নিবৃষ্টি**—কামান প্রভৃতি দ্বারা গোলাগুলি বর্ষণ। **অগ্নিমন্ত্র**—অগ্নিতুল্য জ্বলন্ত সংকল্প (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা)। **অগ্নিমান্দ্য**—ক্ষুধামান্দ্য। **অগ্নিমূর্তি**—অতিশয় ক্রুদ্ধ; অগ্নিসঙ্কাশ। **অগ্নিমূল্য**—অত্যন্ত চড়াদাম। বহুব্রী। **অগ্নিশর্মা**—অতিশয় কোপনস্বভাব। **অগ্নিশুদ্ধ**—যাহা আগুনে পোড়াইয়া শোধন করা হইয়াছে। **অগ্নিষ্টোম**—যজ্ঞবিশেষ। **অগ্নিসংস্কার**—শবদাহ; অগ্নি-পরিশুদ্ধি। **অগ্নিসখা**—বায়ু। **অগ্নিসঙ্কাশ**—অগ্নির মত দীপ্ত। **অগ্নি-সৎকার**—শবদাহ। **অগ্নিসেবন**—আগুন পোহানো। **অগ্নি-হোত্র**—প্রাত্যহিক হোমের জন্য নিয়ত অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা। **অগ্ন্যুৎপাত, অগ্ন্যুদ্গম, অগ্ন্যুদ্গার**—আগ্নেয়গিরি হইতে জ্বলন্ত পদার্থ নিঃসরণ। **অগ্ন্যুৎপাত**—গৃহদাহ।

অগ্র—(অন্গ্+র) প্রথম; প্রধান; পূর্ব; সম্মুখ; উর্ধ্বভাগ; উত্তম। **অগ্রগণ্য**—প্রধান, শ্রেষ্ঠ। **অগ্রগামী**—অগ্রবর্তী, পুরোগামী। **অগ্রজ**—পূর্বে জাত; বড়ভাই। **অগ্রণী**—নায়ক। **অগ্রদানী**—একশ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ। **অগ্রদূত**—যে আগে সংবাদ দেয়; সূচনাকারী (বসন্তের অগ্রদূত)। মধ্যপ কর্মধা।

অগ্রপশ্চাৎ—সূচনা ও পরিণতি (অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করা)। **অগ্রবর্তী**—সম্মুখবর্তী। **অগ্রমহিষী**—পাটরাণী। **অগ্রমাংস, অগ্রমাস**—রোগবিশেষ। **অগ্রসর**—অগ্রবর্তী; উন্নতি-প্রবণ (অগ্রসর জাতিবৃন্দ)। **অগ্রসূচনা**—পূর্ব লক্ষণ।

অগ্রহণীয়—যাহা গ্রহণ করা যায় না; যাহা গ্রহণ করা অবৈধ।

অগ্রহায়ণ—বাংলা মাস বিশেষ (বৎসরের প্রথম মাস—পূর্বে অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ হইত)। (কথ্য—অঘ্রাণ)।

অগ্রাহ্য—বাতিল; উপেক্ষণীয়।

অগ্রিম—অগ্রে দেয়; আগাম।

অঘ—[অঘ্ (পাপ করা)+অ] পাপ; পাপজনিত দুঃখবিপত্তি। **অঘনাশন**—যিনি অঘ নাশ করেন।

অঘটন—যাহা ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায় না (অঘটন যদি ঘটেই)। **অঘটন-ঘটন-পটিয়সী**—যে বা যাহা (যে ক্ষমতা) অঘটন ঘটাইতে বিশেষ পটু (প্রতিভা)। **অঘটনীয়** অঘটন।

অঘর—বিবাহ ব্যাপারে অপ্রশস্ত ঘর অর্থাৎ বংশ।

অঘাট—নির্দিষ্ট ঘাট ভিন্ন অন্যস্থান, অপ্রশস্ত ঘাট। প্রাদেশিক—আঘাট (ঘাট-অঘাট বিচার—সঙ্গত অসঙ্গত বিচার; অঘাটে জল খাওয়া—অসঙ্গত বা নিন্দিত কাজ করা)।

অঘোর—অচেতন (অঘোরে ঘুম); শিব। **অঘোরপন্থী**—বীভৎস-আচার-পরায়ণ শিবোপাসক সম্প্রদায় বিশেষ।

অঘ্রাণ—অগ্রহায়ণ মাস (কথ্য)।

অঙ্ক—[অনক্ (লক্ষ্য করা)+অ] চিহ্ন, রেখা; গণিতের রাশি (অঙ্ক কষা; অঙ্কপাত); ক্রোড় (মাতৃ-অঙ্কে শায়িত); নাটকের প্রধান প্রধান পরিচ্ছেদ (পঞ্চাঙ্ক নাটক)। **অঙ্ক-লক্ষ্মী**—অঙ্কগতা লক্ষ্মী (সম্পদ); পত্নী। **অঙ্কশায়িনী**—একান্তবশীভূতা। উপপত্নী।

অঙ্কিত—মুদ্রিত; চিত্রিত; কথায় চিত্রিত।

অঙ্কুর, অঙ্কূর—(অনক্+উর) বীজ হইতে প্রথম উদ্গত, মুকুল; সূচনা (অঙ্কুরে বিনাশ)। বিণ **অঙ্কুরিত**—যাহার অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে; সদ্যসূচিত। **অঙ্কুরোদ্গম**—অঙ্কুরের উন্মেষ;

[illegible]া, -ষ—[অনক্ (গমন করা)+উশ] যে লৌহদণ্ডের সাহায্যে মাহুত হস্তী পরিচালিত করে, ডাঙস; আত্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রবল আঘাত (বিবেকের অঙ্কুশ-তাড়না)। [কবিরা নিরঙ্কুশ—ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়]।

অঙ্গ—[অনগ্ (বোধ করা)+অ] হস্তপদাদি; অপরিহার্য বা বিশিষ্ট অংশ; অংশ; দেহ; আকৃতি; উপকরণ (অঙ্গহীন পূজা); রাজ্য বিশেষ (অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ)। **অঙ্গগ্রহ**—খেঁচুনি। **অঙ্গজ**—পুত্র। **অঙ্গত্রাণ**—বর্ম। **অঙ্গদ**—ভূষণ বিঃ। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ**—শরীরের সমস্ত অংশ। **অঙ্গভঙ্গি**—অঙ্গের ভাবপ্রকাশক ভঙ্গি। **অঙ্গমর্দী**—যে ভৃত্য গা টিপিয়া দেয়। **অঙ্গমোড়া**—গা-মোড়া। **অঙ্গরাগ**—শরীর রঞ্জনের দ্রব্য, ভেষ্টতৎ, toilet। **অঙ্গসংস্কার**—অঙ্গরাগ, দুর্গন্ধনাশার্থ অঙ্গে চন্দন-কুঙ্কুমাদি লেপন। **অঙ্গসৌষ্ঠব**—অঙ্গসমূহের সামঞ্জস্য-পূর্ণ গঠন। **অঙ্গহানি**—অঙ্গের বা অবয়বের নাশ এবং সেজন্য সমগ্রের শ্রীহীনতা। **অঙ্গহীন**—বিকলাঙ্গ; ত্রুটিপূর্ণ। **অঙ্গাঙ্গী**—দেহের এক অঙ্গের সঙ্গে অন্য অঙ্গের যেরূপ অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সেইরূপ (অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ); অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বিণ, **আঙ্গিক**—অঙ্গবিষয়ক; বিশেষত্বের পরিচায়ক চিহ্নাদি অথবা রীতি-পদ্ধতি, technique। (অঙ্গ+ইক)।

অঙ্গন—আঙিনা (গগনাঙ্গন—আকাশের বিস্তার)।

অঙ্গনা—সুদর্শনা নারী; নারী; পত্নী।

অঙ্গার—[অনগ্ (পাওয়া)+আর] কয়লা; কলঙ্ককর; অধম (কুলাঙ্গার)। **অঙ্গারক**—বিশুদ্ধ অঙ্গার, carbon। **অঙ্গার-পক্ব**—অঙ্গারে পক্ব (শিক-কাবাব)।

অঙ্গার-ধানী—আগুনের মালশা।

অঙ্গীকার—স্বীকার, প্রতিশ্রুতি। **অঙ্গীকার-বদ্ধ**—প্রতিশ্রুতি দ্বারা আবদ্ধ। বিণ—অঙ্গীকৃত।

অঙ্গীভূত—অন্তর্গত, অবয়ব-স্বরূপ।

অঙ্গুরি, অঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক—আংটি।

অঙ্গুলি, অঙ্গুলী—আঙুল। **অঙ্গুলি-নির্দেশ, অঙ্গুলি-সঙ্কেত, অঙ্গুলি-হেলন**—আঙুল দিয়া কোন কিছুর প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া (অঙ্গুলি হেলনে—অঙ্গুলি নির্দেশ মাত্র, ইঙ্গিত মাত্র)। **অঙ্গুলি মোটন**—আঙুল মট্কানো।

অঙ্গুষ্ঠ—বৃদ্ধাঙ্গুলি। **অঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন**—উপেক্ষা

প্রদর্শন, তাচ্ছিল্য প্রদর্শন।

অঙ্গুস্তানা—অঙ্গুলিত্রাণ, যাহা অঙ্গুলিতে পরিয়া দর্জিরা শেলাই করে।

অঙ্ঘ্রি—চরণ ; শিকড়।

অচক্ষু—যাহার চক্ষু নাই (অচক্ষু সর্বত্র চান)।

অচঞ্চল—স্থির, শান্ত। নঞ্ তৎ।

অচতুর—যে প্যাঁচগোচ বোঝে না ; সাদাসিধা ; অনিপুণ।

অচপল—অচঞ্চল, স্থির (তুমি অচপল দামিনী—রবি)।

অচর—স্থাবর (চরাচর)।

অচরিতার্থ—অসফল ; অতুষ্ট।

অচল—স্থির, পর্বত ; প্রচলনের অযোগ্য (অচল টাকা) ; রীতিবহির্ভূত (সদারি একালে অচল) ; একঘরে (সমাজে অচল) ; অনটন, ক্রিয়াশীল নহে (অচল সংসার ; ব্যবসা অচল হয়ে পড়েছে)। **অচলায়তন**—পরিবর্তনবিমুখ, একান্ত রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থা। স্ত্রী অচলা (অচলা ভক্তি)। **অচলিত**—অপ্রচলিত (অচলিত সংগ্রহ)।

অচাক্ষুষ—অপ্রত্যক্ষ, যাহা চোখে দেখা যায় না।

অচাঞ্চল্য—স্থিরতা ; গাম্ভীর্য। নঞ্ তৎ।

অচলন—ব্যবহারের অভাব। **অচলনীয়**—প্রচলনের অযোগ্য।

অচিকিৎসা—চিকিৎসার বা যথোচিত চিকিৎসার অভাব (অচিকিৎসায় মারা গেল)।

অচিকিৎস্য—অচিকিৎসনীয়, (সে রোগ) চিকিৎসায় সারিবার নয়।

অচিন—অচেনা, রহস্যময় (খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়—গান)।

অচিন্তনীয়—চিন্তার অতীত ; আকস্মিক।

অচিন্তিত, অচিন্তিত-পূর্ব—পূর্বে যাহা চিন্তা বা অনুমানের বিষয় হয় নাই।

অচিন্ত্য—চিন্তার দ্বারা যাহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না (অচিন্ত্য এ ব্রহ্মাণ্ডের লোক-লোকান্তরে—রবি)।

অচির—ক্ষণস্থায়ী ; অনধিক (অচিরকাল)। **অচিরস্থায়ী**—নশ্বর। **অচিরাৎ**—অচিরে।

অচেতন—সংজ্ঞাহীন, জড় ; সদসদ্‌বিচারশূন্য।

অচেনা—অপরিচিত ; অপরিজ্ঞাত।

ন্য—সংজ্ঞাহীন।

ন্ন—যাহা ছিন্ন বা কর্তিত হয় নাই।

অচ্ছিন্নত্বক—যাহার ত্বকচ্ছেদ সংস্কার (খৎনা) নিষ্পন্ন হয় নাই।

অচ্ছুৎ—অস্পৃশ্য (অচ্ছুৎ কন্যা)।

অচ্ছেদ্য—যাহা ছেদন করা যায় না (অচ্ছেদ্য বন্ধন)।

অচ্ছোদ—যাহার জল নির্মল ; হিমালয়ের একটি সরোবরের নাম (অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন—রবি)।

অচ্যুত—অস্খলিত ; শ্রীকৃষ্ণ। বি অচ্যুতি।

অছি—(আ. ৰসি)—সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। **অছিগিরি**—অছির কাজ।

অছিয়তনামা, অসিয়তনামা—(আ+ফা) উইল, পরবর্তীদের করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ।

অছিলা (ফা ৰসিলা)—অজুহাত, ছুতা।

অজ—(অ—জন্+ড) যিনি জন্ম-রহিত ; ঈশ্বর ; ছাগল ; আদৎ (অজমূর্খ ; অজ পাড়াগেঁয়ে)। স্ত্রী অজা। (অজাযুদ্ধ—বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া)।

অজগর—খুব বড় সাপ (ছাগল গিলিয়া ফেলিতে পারে)। অজ—গৃ+অ।

অজড়—জড় নয় ; জঙ্গম।

অজন্তা—প্রাচীন বৌদ্ধযুগের প্রাচীর-চিত্র ও ভাস্কর্য-সম্বলিত হায়দরাবাদ রাজ্যের বিখ্যাত গুহা।

অজন্মা—অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ইত্যাদির জন্য ফসলের অভাব বা কম ফলন। বহুব্রী।

অজপা—সব সময়ে জপিবার মন্ত্রবিশেষ।

অজর—জরাবিহীন। **অজরামর**—জরা ও মরণের অতীত।

অজস্র—প্রচুর, অফুরন্ত ; নিরন্তর।

অজাত—যাহার জন্ম হয় নাই ; নীচবংশে জাত। **অজাতপক্ষ**—যাহার পাখা উঠে নাই। **অজাত-শত্রু**—শত্রুহীন, মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র। **অজাতশ্মশ্রু**—যাহার গোঁফ দাড়ি উঠে নাই, অল্পবয়স্ক। বহুব্রী।

অজানত—অজান্তে।

অজানা, অজানিত—অজ্ঞাত ; অপরিচিত ; অচিন্তিত, আকস্মিক।

অজান্তে—না জানিয়া।

অজিজ্ঞাসু—প্রশ্ন করিতে অনিচ্ছুক ; জানিতে অনিচ্ছুক। নঞ্ তৎ।

অজিত—যাহাকে জয় করা হয় নাই।

অজিন—চর্ম, মৃগচর্ম।

অজিফা—(ফা ৰজি'ফা) বৃত্তি, বরাদ্দ খাদ্য ; নিত্য ধর্মশাস্ত্রপাঠ।

[অজী]র্ণ—বদহজম (Indigestion)। অ—জৄ+ক্ত

অজীর্ণোদ্গার—অপরিপাচিত উক্তি :—ওজু দ্রঃ।

অজুরা, আজুরা—(ফা) পারিশ্রমিক, মজুরি।

অজুহাত—(ফা বজুহাৎ) হেতু, ওজর, ছুতা।

অজেয়—যাহাকে জয় করা যায় না (অজেয় পরাক্রম)।

অজৈব—যাহা জীব অর্থাৎ জন্তু ও উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। **অজৈব রসায়ন**—Inorganic chemistry।

অজ্ঞ—[অ—জ্ঞা+অ] যে জানে না ; নির্বোধ ; অশিক্ষিত। বি অজ্ঞতা।

অজ্ঞাত—অপরিচিত (অজ্ঞাতকুলশীল) ; অবিদিত, গুপ্ত (অজ্ঞাতবাস)। **অজ্ঞাত-নামা**—যাহার নাম বা পরিচয় জানা নাই। **অজ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতে**—অজানিত ভাবে, অগোচরে।

অজ্ঞান—জ্ঞানের অভাব, মায়া ; অচৈতন্য ; যাহার জ্ঞান জন্মে নাই ; অবোধ। **অজ্ঞান-কৃত**—যাহা ভুলে করা হইয়াছে, জ্ঞানের অভাব হেতু কৃত। **অজ্ঞান-তিমির**—অজ্ঞান রূপ ঘোর অন্ধকার। রূপক-কর্মধা।

অজ্ঞেয়—অজানিত (অজ্ঞেয়কারণ), জ্ঞানাতীত, যাহা বুঝিবার মত শক্তি মানুষের নাই (পরম তত্ত্ব অজ্ঞেয়) ; Inscrutable। **অজ্ঞেয়বাদ**—ঈশ্বর আছেন কি নাই তাহা জানা মানুষের সাধ্য নয় এই মত, Agnosticism।

অঝর, অঝোর—ধারাসার ; অবিরামবর্ষণশীল (অঝোর নয়নে, অঝোরে বর্ষণ)।

অঞ্চল—[অন্চ (গমন করা) + অল] দেশ (মধুপুর অঞ্চলে) ; বস্ত্রপ্রান্ত বিশেষতঃ শাড়ির প্রান্ত। **অঞ্চলের নিধি**—অঞ্চলে সুরক্ষিত ধন (সন্তান)। **অঞ্চল-প্রভাব**—স্ত্রীর প্রভাব।

অঞ্জন—[অন্জ্ (দীপ্তি পাওয়া) + অন] কাজল, সুর্মা (নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে—রবি) ; আয়ুর্বেদোক্ত ধাতুঘটিত ঔষধ বিশেষ (রসাঞ্জন)। **অঞ্জন-শলাকা**—চোখে কাজল ব্যবহারের শলাকা (জ্ঞানাঞ্জনশলাকা)।

অঞ্জলি—(অন্জ্ + অলি) যুক্ত করে দেবতাকে যে ফুল বা জল নিবেদন করা হয় ; দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত (গীতাঞ্জলি) ; করপুট, আঁজলা (অঞ্জলি ভরিয়া জল পান)। [**কৃতাঞ্জলিপুটে**—হাত জোড় করিয়া।]

অটবি, -বী—[অট্ (বিচরণ) +অ+বি] অরণ্য ; জঙ্গল ; উপবন (নন্দন-অটবীতে—রবি)।

অটবীপাল—বনের প্রহরী।

অটল—[অ—টল্ (চঞ্চল হওয়া) +অ] স্থির, যাহা টলে না, দৃঢ় (অটল বিশ্বাস ; অটল প্রতিজ্ঞা)।

অটাল—কুস্থান।

অটুট—অখণ্ড ; পরিপূর্ণ, নিখুঁত (অটুট স্বাস্থ্য)।

অট্টরোল—উচ্চধ্বনি।

অট্টহাস, -হাসি, -হাস্য—উচ্চহাস্য ; বিকটহাস্য।

অট্টালিকা—(অট্ট = খুব উঁচু) ইষ্টকনির্মিত গৃহ।

অড়হর—দাল বিঃ।

অঢেল—ঢের, অফুরন্ত।

অণিমা—(অণু + ইমন্) শরীরকে অণুর মত সূক্ষ্ম করিবার যোগবল।

অণু—[অণ্ (শব্দ করা +উ)] অতি সূক্ষ্ম কণা molecule, atom। **অণুচ্ছেদ**—পরিচ্ছেদের বা বক্তব্যের ক্ষুদ্র অংশ, paragraph। **অণুমাত্র**—একটুও। **অণুবীক্ষণ**—সূক্ষ্মের বীক্ষণ-যন্ত্র, microscope।

অণ্ড—অম্ [নির্গত হওয়া) +ড] ডিম ; অণ্ডকোষের বীচি, testes অথবা অণ্ডকোষ scrotum। **অণ্ডজ**—ডিম হইতে জাত (অণ্ডজ প্রাণী)। **অণ্ডাকার, অণ্ডাকৃতি**—oval-shaped। **অণ্ডাকর্ষণ**—খাসি করা, castration।

অত—ও-পরিমাণ, বেশী (অত কথা কেন), অতটা (অত বাড়াবাড়ি ভাল হয় নাই)। **অতশত**—অত রকমের ব্যাপার (আমি অতশত বুঝি না)।

অতএব—এজন্য, সুতরাং।

অতঃপর—ইহার পর।

অতট—পর্বতের উচ্চস্থান, পার্শ্বদেশ ; নদীর উচ্চতীর।

অতনু—কামদেব। বহুব্রী।

অতন্দ্র, অতন্দ্রিত—বিনিদ্র, সজাগ ; নিরলস (অতন্দ্রিত প্রয়াস)।

অতর্কিত—অচিন্তিত ; অপ্রত্যাশিত ; হঠাৎ (অতর্কিত আক্রমণ)।

অতল—অগাধ, অতি গভীর (যে অতলে গীতগান কিছু না বাজে—রবি)। **অতলস্পর্শ**—যাহার তল বা সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অতি

গভীর (অতলস্পর্শ অনুভূতি)। বহুব্রী।

অতসী—ফুল বিশেষ ; মসিনা গাছ।

অতি—খুব বেশী (অতি উচ্চ) ; অতিরিক্ত (অতি লোভ, অতি মোটা, অতি গর্ব, অতিভক্তি)।

অতিকায়—বিশালকায়। (সেকালের অতিকায় জন্তু)।

অতিক্রম, অতিক্রমণ—পার হওয়া, উল্লঙ্ঘন (পথ অতিক্রম করা, পর্বত অতিক্রম করা)।

অতিক্রমণীয়, অতিক্রম্য—অতিক্রমযোগ্য।

অতিক্রান্ত—উল্লঙ্ঘিত ; বিগত ; অসম্মানিত।

অতিগ—যাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, অতীত (সংশয়াতিগ ; দেশাতিগ বাণ)। অতি—গম্+ড।

অতিতর—অতিশয়, অত্যন্ত।

অতিথ-মেহমান—অভ্যাগত, অতিথি।

অতিথি—[অ-তিথি] যিনি অল্পকাল বাস করিবেন এমন আগন্তুক। **অতিথি-সৎকার**—অতিথি-সেবা। **অতিথি-শালা**—অতিথির বাসের জন্য গৃহ, ধর্মশালা। ষষ্ঠীতৎ।

অতিদর্প—মাত্রাতিরিক্ত গর্ব (অতিদর্পে হত লঙ্কা)।

অতিদেব—দেবতাদেরও ক্ষমতার অতীত।

অতিদেশ—একের স্বভাব বা পদ্ধতি অন্যে আরোপণ। বিণ অতিদিষ্ট। (অতিদেশসূচক শব্দ—বৎ, তুলা, সদৃশ ইত্যাদি)।

অতিপর—(বাং) যাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

অতিপাত—যাপন, ক্ষেপণ (কালাতিপাত)।

অতিপ্রাকৃত—প্রাকৃতিক নিয়মের বাহিরে, অনৈসর্গিক, অলৌকিক। প্রাদি।

অতিবাড়—অপরিমিত বাড় ; স্পর্ধা, বাড়াবাড়ি, (অতিবাড় ভাল নয়)।

অতিবাদ—বাড়াইয়া বলা।

অতিবাহন—অতিক্রম (পথ অতিবাহন)।

অতিবুদ্ধি—বেশী চালাক বা বেশী চালাকি (অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি)।

অতিবৃষ্টি—ফসলের হানিকর অতিরিক্ত বৃষ্টি। (তুলনীয়—অনাবৃষ্টি)।

অতিভক্তি—মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, আদর-যত্নের সন্দেহজনক আধিক্য (অতিভক্তি চোরের লক্ষণ)।

অতিভোজন—গুরু ভোজন, অপরিমিত ক্ষতিকর ভোজন (অতিভোজন দোষের)।

অতিমর্ত্য—মর্ত্যে দুর্লভ ; অতিপ্রাকৃত।

অতিমাত্র—অতিশয়।

অতিমান—অতিশয় আত্মাভিমান।

অতিমানব—মহামানব (Superman)

অতিমানুষ—অলৌকিক, যাহা মানুষে দুর্লভ (অতিমানুষ শক্তি) ; অতিমানব।

অতিমানুষিক—মানুষে দুর্লভ।

অতিমৃত্যু—(বাং) মৃত্যুর হারের আধিক্য। (অতিমৃত্যু নিবারণ রাষ্ট্রের এক কাজ)।

অতিরঞ্জন—বাড়াইয়া বলা, অতিশয়োক্তি। বিণ অতিরঞ্জিত।

অতিরিক্ত—অতিশয় ; উদ্বৃত্ত। অতি—রিচ্ +ক্ত।

অতিরেক—প্রাচুর্য।

অতিলোভ—বেশী লাভের আকাঙ্ক্ষা (অতি লোভে তাঁতী নষ্ট)

অতিশয়—[অতি—শী+অচ্] খুব বেশী ; আধিক্য। অতিশয়োক্তি—অতিরঞ্জিত উক্তি ; অর্থালঙ্কার বিশেষ। (বি আতিশয্য ; বিণ অতিশয়িত)।

অতিশীত—যে শীত সহ্য করা কঠিন (অতিশীতের দেশ)।

অতিষ্ঠ—স্থির থাকিতে অক্ষম, তিক্ত-বিরক্ত (প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে)।

অতিসার, অতীসার—পেট নামা, অতিরিক্ত তরল মল নিঃসরণ। অতি—সৃ+ঘঞ্।

অতিস্তুতি—অতি প্রশংসা (flattery)।

অতিস্থূল—অতিরিক্ত মোটা ; মহামূর্খ।

অতীত—বিগত (অতীত কাল, অতীত ঘটনা) ; অতিক্রান্ত, উর্ধ্বে অবস্থিত (দুঃখাতীত ; জ্ঞানাতীত) ; অতীত কাল। **অতীতবেদী**—প্রাচীন ; অতীত কাল সম্বন্ধে জ্ঞাত। **অতীত স্মৃতি**—অতীত সম্বন্ধীয় স্মৃতি।

অতীন্দ্রিয়—অপ্রত্যক্ষ ; ইন্দ্রিয়ের অগম্য।

অতীব—অতিশয়।

অতুল, অতুল্য, অতুলনীয়, অতুলিত—যাহার তুলনা নাই, অনুপম। অতুলন (কাব্যে ব্যবহৃত)—অনুপম। নঞ্‌তৎ।

অতুর—(যে চলিতে পারে না) পীড়িত, অতিশয় কুড়ে।

অতুষ্টি—অসন্তোষ, অতৃপ্তি।

অতৃপ্ত—যাহার পরিতোষ লাভ হয় নাই (অতৃপ্ত বাসনা ; অতৃপ্ত সাধ)। বি অতৃপ্তি।

অত্যধিক—অত্যন্ত, মাত্রাতিরিক্ত (অত্যধিক বাৎসল্য)।

অত্যন্ত—খুব বেশী। [আত্যন্তিক] প্রাদি।

অত্যয়—অতিক্রম ; অবসান (মেঘাত্যয়) ; বিনাশ (জীবিতাত্যয়)।

অত্যল্প—সামান্ত মাত্র, খুব কম। সুপ্‌সুপা।

অত্যাচার—অনুচিত আচরণ (শরীরের উপরে অত্যাচার); দৌরাত্ম্য (প্রজার উপরে জমিদারের অত্যাচার)। **অত্যাচারী**—দৌরাত্ম্যকারী।

অত্যাজ্য—যাহা ত্যাগ করা অন্যায় (অত্যাজ্য ধর্ম)।

অত্যাবশ্যক—খুব দরকারী। সুপ্‌সুপা।

অত্যাশ্চর্য—অতিশয় আশ্চর্যজনক।

অত্যাসক্ত—অত্যন্ত অনুরক্ত বা লিপ্ত। বি অত্যাসক্তি।

অত্যুক্তি—অতিরঞ্জন, exaggeration ; অবিশ্বাস্য উক্তি ; অলঙ্কার-বিশেষ। প্রাদি।

অত্যুগ্র—অতি তীব্র (অত্যুগ্র ঘৃণা)।

অত্যুৎকট—অতিতীব্র।

অত্যুৎকৃষ্ট—পরম মনোহর (অত্যুৎকৃষ্ট স্বভাব)।

অত্যুত্তম—অতি চিত্তাকর্ষক (অত্যুত্তম ব্যবহার)।

অত্যুষ্ণ—সহ্যের অতিরিক্ত উষ্ণ (অত্যুষ্ণ মরু-প্রান্তর)। সুপ্‌সুপা।

অত্র—এখানে। **অত্রস্থ**—এখানকার (অত্রস্থ কুশল)

অথই, অথাই—তলহীন, অগাধ (অথই জলে পড়া—একান্ত নিরুপায় বোধ করা)।

অথচ—তৎসত্ত্বেও।

অথবা—পক্ষান্তরে, অন্যথায়।

অথর্ব—[অথ (মঙ্গল) + ঋ (গমন করা) + বন্] চতুর্থ বেদ ; উত্থানশক্তিরহিত ; অতিবৃদ্ধ ; পৌরুষহীন।

অদক্ষ—অনিপুণ, অনভিজ্ঞ,

অদণ্ড্য—দণ্ডের অযোগ্য ; নির্দোষ।

অদত্ত—যাহা বৈধভাবে দেওয়া হয় নাই, উৎকোচ-আদি।

অদন—(অদ্ + অন) ভক্ষণ ।(বদনে রদন নড়ে অদনে বঞ্চিত—ভারতচন্দ্র)।

অদন্ত—যাহার দাঁত উঠে নাই। (অদন্ত মুখের হাসি বড় ভালবাসি)।

অদমনীয়, অদম্য—যাহা বা যাহাকে দমান যায় না। (অদম্য আগ্রহ)। নঞ্-তৎ।

অদরকারী—অনাবশ্যক (অদরকারী কাগজপত্র)

অদর্শন—দর্শনের অভাব (প্রভুর অদর্শনে কাতর আছি); অন্তর্হিত (কাব্যে)।

অদল-বদল—ভুলক্রমে বিনিময় ; পরিবর্তন।

অদান—দান না করা ; অযোগ্য দান (অদানে অধোগতি)।

অদাহ্য—যাহা দগ্ধ হয় না, যাহার অগ্নি-সংস্কার অনুচিত।

অদিতি—দেবতাদিগের মাতা। **অদিতি-নন্দন**—দেবতা। অ—দো + ক্তি।

অদিন—অশুভ দিন।

অদীক্ষিত—গুরুর দীক্ষা এখনও যাহার লাভ হয় নাই ; কোন আদর্শে এখনও যে আত্ম-নিয়োগ করে নাই।

অদীন—ধনী ; অন্তরে সমৃদ্ধ।

অদীর্ঘ—হ্রস্ব ; ছোটখাট (অদীর্ঘ কাহিনী)।

অদূর—নিকটবর্তী, আসন্ন (অদূর ভবিষ্যৎ)। অদূরে—নিকটে। **অদূরদর্শী**—পরে কি হইবে যে তাহা ভাবে না, অবিবেচক। বি অদূরদর্শিতা। **অদূরবর্তী**—নিকটবর্তী।

অদৃশ্য—অপ্রত্যক্ষ (অদৃশ্য জগৎ), অন্তর্হিত (মুহূর্তে অদৃশ্য হইল)।

অদৃষ্ট—ভাগ্য, বিধিলিপি, নিয়তি, যাহা চক্ষুর গোচর নয়।(অদৃষ্ট চির-অদৃষ্ট)। **অদৃষ্টক্রমে**—সৌভাগ্যক্রমে। **অদৃষ্টপূর্ব**—যাহা পূর্বে দেখা যায় নাই, অপরিচিত। **অদৃষ্টের পরিহাস**—ভাগ্য-বিড়ম্বনা। **অদৃষ্টবাদ**—অদৃষ্ট বা ভাগ্যের দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় এই মতবাদ। **অদৃষ্টবান্**—ভাগ্যবান্। **অদৃষ্টলিপি**—ভাগ্যের লিখন, বিধিলিপি। **অদৃষ্ট পরীক্ষা**—ভাগ্য পরীক্ষা, কপালের লেখা। **অদৃষ্টপুরুষ**—বিধাতাপুরুষ।

অদেখা—অগোচর (চোখের অদেখা হইলে মনে থাকে না); অসাক্ষাৎকার (কত দিনের অদেখার পরে দেখা)।

অদেবমাতৃক—যে দেশের ফসল বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে না।

অদেয়—যাহা দেওয়া যায় না (বন্ধুকে অদেয় কি থাকিতে পারে)।

অদ্ভুত—(অৎ—ভূ + উত) বিস্ময়কর, অপূর্ব ; (অলঙ্কারে) রস বিশেষ। (অদ্ভুতকর্মা—অসাধারণ-কর্মশক্তি-সম্পন্ন)।

অদ্য—আজ, এখন। **অদ্যকার**—আজকার। **অদ্যতন**—আধুনিক। **অদ্যভক্ষ্য**—একদিনের খাদ্য। **অদ্যাপি**—আজ হইতে ; আজিও [ভুল—অদ্যাপিও] ; আজ পর্যন্ত। *

অদ্রব—যাহা দ্রব হয় না, কঠিন।
অদ্রব্য—অবস্তু, তুচ্ছবস্তু।
অদ্রি—(যে বৃষ্টির জল পান করে বা ধারণ করে) পর্বত।
অদ্রোহ—অবিদ্বেষ ; অহিংসা।
অদ্বয়—এক ; ব্রহ্ম। **অদ্বয়-বাদ**—অদ্বৈতবাদ—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই মত।
অদ্বার—অপ্রকাশ্য দরজা, গুপ্তদ্বার।
অদ্বিতীয়—যাহার দ্বিতীয় নাই ; ব্রহ্ম ; যাহার জোড়া নাই (অদ্বিতীয় মিথ্যাবাদী)।
অদ্বৈত—অদ্বয়, ব্রহ্ম। **অদ্বৈতবাদ**—ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর কিছু নাই এই মত। **অদ্বৈত-বাদী**—অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী।
অধঃ—নিম্নদেশ। **অধঃপতন**—অধোগতি। **অধঃপাত** (অধঃপাতে যাওয়া—মনুষ্যত্ব নষ্ট হওয়া)।
অধম—(অধস্+ম) হীন ; নিন্দিত, মূল্যহীন ; বিনীত আত্মপরিচয়ে (অধমের নিবাস সপ্তগ্রামে)।
অধমর্ণ—খাতক। (বিপরীত—উত্তমর্ণ)।
অধমাঙ্গ—পা। (বিপরীত—উত্তমাঙ্গ)।
অধমাধম—অতি নিকৃষ্ট।
অধর—[অ—ধৃ+অ] নীচের ঠোঁট, অথবা ওষ্ঠাধর দুই-ই (অধরমদিরা, অধরমধু, অধর-সুধা)। **অধরামৃত**—পূজনীয়ের থুতু বা প্রিয়-জনের অধররস।
অধরা—যাহাকে ধরা-ছোঁওয়া যায় না।
অধর্ম—ন্যায়-নীতি-বিরুদ্ধ আচরণ ; শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ। **অধর্মী, অধার্মিক, অধর্মচারী, অধর্মাচারী**—ধর্মলঙ্ঘনকারী।
অধর্ম্য—পাপজনক ; ধর্মনাশক।
অধস্তন—নিম্নস্থ। **অধস্তন কর্মচারী**—নিম্নপদস্থ কর্মচারী। **অধস্তন পুরুষ**—কোন বংশে পরবর্তী কালে জাত।
অধি—আধিক্য, কর্তৃত্ব ইত্যাদি জ্ঞাপক উপসর্গ (অধিকর্তা)।
অধিক—বেশী (শতাধিক ; প্রাণাধিক) ; আরও বেশী (অধিক কি বলিব)। **অধিকন্তু**—ইহার উপর। **অধিকাংশ**—বেশীর ভাগ।
অধিকরণ—(অধি—কৃ+অন) (ব্যাকরণে) কারকবিশেষ, locative ; স্থান (ধর্মাধিকরণ)।
অধিকরণিক, অধিকারণিক—বিচারক।
অধিকর্তা—পরিচালক, director (শিক্ষা-অধিকর্তা)।
অধিকার—(অধি—কৃ+ঘঞ্) স্বত্ব, দখল (রাজার অধিকারে) ; দাবি (সম্পত্তিতে অধিকার) ; গভীর জ্ঞান (দর্শনশাস্ত্রে অধিকার) ; যোগ্যতা, কর্তৃত্ব, পরিচালন (শিক্ষা-অধিকার ; যাত্রার দলের অধিকারী, বিদ্বানদের সভায় বসিবার অধিকার)। বিণ **অধিকারী**—স্বত্ববান্ ; ক্ষমতাবিশিষ্ট ; অধ্যক্ষ ; রাজা ; ব্রাহ্মণের উপাধি ; বৈষ্ণবের উপাধি। **অধিকার-ভেদ**—যোগ্যতা বা কাজের ক্ষমতা অনুসারে পার্থক্য। স্ত্রী অধিকারিণী।
অধিকৃত—বিজিত।
অধিগত—লব্ধ (অধিগত জ্ঞান)।
অধিগম্য—জ্ঞেয় ; শিক্ষণীয় (দুরধিগম্য বিষয়)।
অধিজানু—নতজানু। **অধিজ্য**—ছিলাচড়ানো ধনুক
অধিত্যকা—পর্বতের উপরি-ভাগের সমতল ভূমি (বিপরীত—উপত্যকা)।
অধিদন্ত—গজদাঁত। **অধিদেব, অধিদেবতা, অধিদৈবত**—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; অন্তর্যামী পুরুষ (বিণ, আধিদৈবিক)। **অধিনায়ক**—প্রধান পরিচালক, অধ্যক্ষ। **অধিপ, অধিপতি**—রাজা ; প্রভু [আধিপত্য—প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব]। **অধিপুরুষ**—সর্বময় কর্তা ; পর-মেশ্বর। **অধিবাস**—নিবাস ; পূজা বিবাহ রাজ্যাভিষেক ইত্যাদির পূর্বে গন্ধাদির দ্বারা আচরিত মঙ্গলানুষ্ঠান। **অধিবাসন**—অধি-বাস সাধন (বিণ **অধিবাসিত**—গন্ধমাল্যাদির দ্বারা যাহার সংস্কার করা হইয়াছে)। **অধিবিদ্যা**—অতিশয় বিদ্বান্। **অধিবেদন**—স্ত্রী থাকিতে বন্ধ্যাত্বাদি দোষ হেতু স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহ (অধিবেত্তা—এরূপ বিবাহিত স্বামী, স্ত্রী, অধিবিন্না) **অধিবেশন**—সভা সমিতি সম্মেলন ইত্যাদির বৈঠক (চতুঃশক্তির অধিবেশন)। **অধিমাস**—মলমাস। **অধিমাংস, অধিমাস**—ফোঁড়া, বর্ধিত মাংস। **অধিরথ**—সারথি ; মহাযোদ্ধা ; কর্ণের পালকপিতা। **অধিরাজ**—রাজচক্রবর্তী (ভুলিল সেলিম সে যে রাজ-অধিরাজ—নঃ ইঃ)।
অধিরূঢ়—আরূঢ় (সিংহাসনে অধিরূঢ়)।
অধিরোপণ—উপরে স্থাপন বা চড়ানো (বিণ অধিরোপিত)। **অধিরোহণ**—আরোহণ।

অধিরোহণী,রোহিণী—সিঁড়ি। **অধিশ্রয়ণ**—(অধি—শ্রি+অন) উনুনে হাঁড়ি চড়ানো; focus। **অধিশ্রয়ণী,-য়িণী**—চুল্লী। **অধিশ্রিত**—আশ্রিত; প্রাপ্ত; স্থাপিত। **অধিষ্ঠাতা**—(অধি—স্থা+তৃ)যে অধিষ্ঠান করে, প্রভাবান্বিতা, অধীশ্বর (স্ত্রী অধিষ্ঠাত্রী)। **অধিষ্ঠান**—অবস্থান; বাসস্থান; দেবতাদির আবির্ভাব বা প্রভাব বিস্তার (কণ্ঠে সরস্বতীর অধিষ্ঠান হইল); বাহন (দেব-অধিষ্ঠান)। বিণ অধিষ্ঠিত—অবস্থিত; আরূঢ়; অধিকৃত।

অধীত—(অধি—ই+ত) সম্যক্ পঠিত। অধীতি—অধ্যয়ন। অধীতী—ছাত্র; যাহার পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে।

অধীন—(অধিগত) আয়ত্ত, বশবর্তী, অনুগত, (দৈবাধীন, ভাগ্যাধীন); অন্যের দ্বারা অধিকৃত (অধীন দেশ); আশ্রিত, বিনীত (অধীন লালন বলে; অধীনের বিনীত নিবেদন)। **অধীনস্থ কর্মচারী**—অধস্তন কর্মচারী। বি **অধীনতা**—পরবশে থাকা। স্ত্রী অধীনা। **অধীনা নদী**—Tributary river। **অধীনে**—শাসনাধীন; বশে।

অধীয়ান—অধ্যয়নকারী, বিদ্যার্থী।

অধীর—ব্যাকুল, অসহিষ্ণু, চঞ্চল। (বি অধীরতা)।

অধীশ, অধীশ্বর—প্রভু; অধিরাজ।

অধুনা—আজকাল, এখন, সম্প্রতি। **অধুনাতন**—আধুনিক।

অধৃষ্য—যাহাকে পরাভূত করা যায় না; যাহার কাছে যাওয়া যায় না, inaccessible (বিপরীত—অভিগম্য)। বি **অধৃষ্যতা**।

অধৈর্য—অধীর, ব্যাকুল, বিহ্বল; বিহ্বলতা।

অধোগতি, অধোগমন—অধঃপতন, নরক গমন, হীনযোনিতে জন্ম (বিণ অধোগত)। **অধোদেশ**—নিম্নাংশ। **অধোবদন, অধোমুখ**—যে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া আছে (দুঃখে অথবা লজ্জায়); নতমুখ। **অধোবায়ু**—অপান বায়ু। **অধোবাস**—পরিধেয় বস্ত্র, ধুতি, লুঙ্গি, পাজামা প্রভৃতি। **অধোবিন্দু**—Nadir। **অধোভাগ**—দেহের নীচের অংশ।

অধ্যক্ষ—পরিচালক; ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; অধিপতি। (কলেজের অধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, মঠাধ্যক্ষ)।

অধ্যবসায়—[অধি—অব—সো (নষ্টকরা, উৎসাহ করা)+অ] উদ্যম, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, অবিশ্রান্ত উদ্যোগ, Perseverance। **অধ্যবসায়ী**—অধ্যবসায়পরায়ণ।

অধ্যয়ন—[অধি—ই (পাঠ করা)+অন] পাঠ; যত্ন সহকারে পাঠ (শাস্ত্রাধ্যয়ন)। (বিণ অধীত)।

অধ্যাত্ম—আত্মা-বিষয়ক, ব্রহ্ম-বিষয়ক, spiritual, আধ্যাত্মিক।

অধ্যাপক—(অধ্যাপি+অক) বিশেষজ্ঞানসমন্বিত শিক্ষক (দর্শনের অধ্যাপক, কলেজের অধ্যাপক, টোলের অধ্যাপক)। স্ত্রী অধ্যাপিকা। **অধ্যাপয়িতা**—অধ্যাপক (স্ত্রী অধ্যাপয়িত্রী)। **অধ্যাপন, অধ্যাপনা**—অধ্যাপকের কর্ম। **অধ্যাপিত**—যাহাকে পাঠ করানো হয়।

অধ্যায়—(অধি—ই+অ) গদ্যগ্রন্থের বা শাস্ত্রের বিভাগ (কাব্যের বিভাগের সাধারণ নাম সর্গ; বৃহৎ কাব্যের বিভাগকে বলা হয় কাণ্ড, পর্ব)।

অধ্যারূঢ়—আরূঢ়, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

অধ্যারোপ, অধ্যাস—এক বস্তুকে অন্য বস্তু জ্ঞান করা, যেমন রজ্জুকে সর্প জ্ঞান করা। **অধ্যাসিত, অধ্যাসীন**—অধিষ্ঠিত, সমাসীন।

অধ্যুষিত—(অধি—বস্+ত) অধিষ্ঠিত, সেবিত (সৈন্য-অধ্যুষিত অঞ্চল—সৈন্যেরা যেখানে বসবাস করে)।

অধ্যেতা—অধ্যয়নকারী; বিদ্যার্থী। **অধ্যেষণ**—বিনয়পূর্বক জিজ্ঞাসা।

অধ্রুব—অনিত্য, চঞ্চল, নশ্বর।

অধ্বর—যজ্ঞ। **অধ্বর্যু**—যজ্ঞের ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত।

অনংশ—সম্পত্তির ভাগে অনধিকারী।

অনক্ষর—যাহার অক্ষরজ্ঞান হয় নাই, নিরক্ষর; যাহা অক্ষরে বা লেখায় প্রকাশিত হয় নাই; অনক্তব্য।

অনঘ—নিষ্কলুষ, অনবদ্য; বিঘ্নবিপত্তিহীন।

অনঙ্গ—(হরকোপানলে ভস্মীভূত) মদন (অনঙ্গ-তপ্ত)। **অনঙ্গলেখ**—প্রেমপত্র। **অনঙ্গ-মোহন**—মদনমোহন, অতি চিত্তাকর্ষক।

অনচ্ছ—যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায় না, opaque, ঘোলা।

অনঞ্জন—দোষরহিত; আকাশ; পরব্রহ্ম।

অনটন, অনাটন—(অচল অবস্থা) অভাব, টানাটানি (বড় অনটনে পড়েছি)।

অনড়—যে বা যাহা নড়ে না বা বদলায় না; অপরিবর্তনীয় (যা' বললাম তা' অনড়)।

অনতিক্রমণীয়, অনতিক্রম্য—যাহা উল্লঙ্ঘন সম্ভবপর নয়; অবশ্যপালনীয় (অনতিক্রমণীয় পর্বত; অনতিক্রম্য পিতৃবাক্য)। [**অনতিদীর্ঘ, অনতিদূর, অনতিপূর্ব, অনতিবিলম্ব, অনতিবিস্তৃত**—(অনতি=বেশী নয়, কম-ও নয়)]।

অনতিক্রান্ত—যাহা অতিক্রান্ত বা লঙ্ঘিত হয় নাই।

অনধিক—কম; তাহার মধ্যে (পাঁচ বৎসরের অনধিক কালে শিক্ষা আবশ্যিক হইবে)।

অনধিকার—অধিকারের অভাব; অযোগ্যতা। **অনধিকার-চর্চা**—অনভিজ্ঞতা অযোগ্যতা অথবা সম্পর্কহীনতা সত্ত্বেও মতপ্রকাশ বা হস্তক্ষেপ। **অনধিকার প্রবেশ**—বে-আইনী প্রবেশ, tresspass। বিণ, অনধিকৃত।

অনধিকারী—যোগ্যতাহীন বা আইনগত-অধিকার-হীন।

অনধিগম্য—দুর্জ্ঞেয়, দুরারোহ (অনধিগম্য বিষয়; অনধিগম্য শিখর)।

অনধ্যায়—ছুটির দিন; যে সময় শাস্ত্রপাঠ-নিষিদ্ধ।

অননুকরণীয়—যাহার অনুকরণ দুঃসাধ্য (অননুকরণীয় ভাষা)।

৳—অনুপলব্ধ।

৳—অননুমোদিত।

অননুমোদিত—যে বিষয়ে অনুকুল মত লাভ হয় নাই (শাস্ত্রাননুমোদিত)।

অননুশীলন—অনভ্যাস; চর্চার অভাব।

অনন্ত—অন্ত নাই যার; অসীম, infinite; বিষ্ণু (অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া); ব্রহ্ম; স্ত্রীলোকের বাহুর অলঙ্কার; বহু (অনন্ত লাঞ্ছনার পরে জয়ী হওয়া)। [আনন্ত্য—অনন্ততা]। **অনন্তশয্যা**—অনন্তনাগরূপ শয্যা (নারায়ণের)।

অনন্তর—অতঃপর তাহার পর; নিকটবর্তী, next of kin (সপিণ্ডদের মধ্যে অনন্তর)।

অনন্য—একক; অপর দশজন হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র; একমাত্র, unique (স্ত্রী অনন্যা)। **অনন্যকর্মা** অন্যকর্ম-রহিত। **অনন্যগতি**—অনন্যোপায়। **অনন্যচিত্ত, অনন্যমনা, -নাঃ**—যাহার অন্য দিকে মন নাই, একাগ্রচিত্ত। **অনন্যতন্ত্র**—মৌলিক। **অনন্যদৃষ্টি**—যাহার অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই। **অনন্যধর্মা**—যাহার অন্য কোন ধর্ম বা প্রবণতা নাই। **অনন্যপরায়ণ**—অন্য কিছুতেই আসক্ত না হইয়া। **অনন্যবৃত্তি**—যাহার অন্য কর্ম নাই, একাগ্রচিত্ত। **অনন্যসাধারণ, অনন্যসুলভ**—অসাধারণ। **অনন্যোপায়**—অন্য-উপায়-বর্জিত।

অনপত্য—সন্তুতিহীন। বি, অনপত্যতা।

অনপরাধ—নিরপরাধ; নির্দোষতা।

অনপেক্ষ—যে অপরের কাছে কিছু আশা করে না; নিস্পৃহ; নিরপেক্ষ। **অনপেক্ষিত**—অতর্কিত।

অনপেত—অনপগত, অবিচলিত, অচ্যুত, যুক্ত (ন্যায়ানপেত বুদ্ধি)।

অনবকাশ—যাহার অবসর নাই; অবকাশের অভাব; নিরন্তর কর্ম-ব্যস্ততা।

অনবগত—অবিদিত।

অনবগুণ্ঠিত—অনাবৃত; সুস্পষ্ট (উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা—রবি)।

অনবদ্য—অনিন্দ্য, নিখুঁত। **অনবদ্যাঙ্গী**—নিখুঁত সুন্দরী।

অনবধান—অমনোযোগ, অসতর্কতা; অমনোযোগী। **অনবধানতা**—অসতর্কতা; উদাসীনতা। বিণ অনবহিত।

অনবমাননীয়—অবজ্ঞার অযোগ্য।

অনবরত—অবিশ্রান্ত; বিরামহীন।

অনবলম্ব, অনবলম্বন—নিরালম্ব, নিরাশ্রয়।

অনবসর—অনবকাশ; অবসরহীন।

অনবস্থা—স্থিরতার অভাব; নিয়মের অভাব।

অনবস্থিত—অনিশ্চিত, অস্থির। **অনবস্থিত-চিত্ত**—অব্যবস্থিতচিত্ত।

অনবহিত—অসাবধান, অমনোযোগী।

অনভিজাত—অকুলীন; সমাজের নিম্নস্তরের।

অনভিজ্ঞ—যে জানে না; যাহার জ্ঞান বা বিশেষ দক্ষতা নাই; আনাড়ী, কাঁচা।

অনভিজ্ঞতা—অভিজ্ঞতার (বিজ্ঞতার বা বহুদর্শিতার) অভাব।

অনভিপ্রেত—ইচ্ছানুযায়ী নয়, অনভিমত।

অনভিভবনীয়—অপরাজেয়।

অনভিমত—অনীপ্সিত; অননুমোদিত।

অনভিব্যক্ত—অপ্রকাশিত, অপরিস্ফুট।

অনভিলষিত—অবাঞ্ছিত।

অনভ্যস্ত—যাহার অভ্যাস নাই; অনভিজ্ঞ, কাঁচা (অনভ্যস্ত হাতে কাজ এগোয় না)। বি

অনভ্যাস (অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস পায়)।

অনমনীয়—দৃঢ় ; দোল খায় না এমন ; একগুঁয়ে (অনমনীয় মনোভাব)।

অনম্বর—উলঙ্গ, যাহারা কাছা দিয়া কাপড় পরে না (সন্ন্যাসী-ফকীরের দল)।

অনর্গল—অব্যাহত ; অবিরাম (অনর্গল বক্তৃতা)।

অনর্ঘ—অমূল্য।

অনর্থ—অমঙ্গল, অনিষ্ট (অর্থ অনর্থের মূল) ; অকাজ (এ অনর্থ করা কেন)। **অনর্থক**—বৃথা (অনর্থক কথা কাটাকাটি হ'চ্ছে)। **অনর্থপাত**—অশুভ ঘটন ; বিপৎপাত।

অনর্হ—অযোগ্য, অসমীচীন।

অনল—(বহু দহন করিয়া যাহার পরিতৃপ্তি হয় না অথবা যাহার দ্বারা বাঁচা যায়) অগ্নি (অনল-অক্ষরে লেখা ; জঠরানল ; প্রেমানল)।

অনলপ্রভা—অগ্নির ঔজ্জ্বল্য, জ্যোতিষ্মতী লতা।

অনলঙ্কার—অলঙ্কার বা কারুকার্যের অভাব। বিণ, অনলঙ্কৃত। অনলঙ্কৃত ভাষা—ঋজু ও প্রাঞ্জল ভাষা)।

অনলস—নিরলস, অশ্রান্তকর্মা।

অনল্প—অধিক ; মহৎ।

অনশন—উপবাস ; উপবাসী। **অনশন ব্রত**—আহার-গ্রহণ না করিয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প। **অনশন ধর্মঘট**—অনশনসমন্বিত ধর্মঘট।

অনশ্বর—যাহা নশ্বর নয় ; চিরস্থায়ী।

অনসূয়—অসূয়া (ঈর্ষা)-বর্জিত ; পরের দোষ আবিষ্কারের দিকে যাহার দৃষ্টি নাই, বরং যে পরের গুণের প্রশংসা করে ও দোষ গোপন করে। স্ত্রী **অনসূয়া**।

অনস্বীকার্য—যাহা অস্বীকার করা যায় না।

অনহঙ্কৃত—নিরহঙ্কার।

অনাকুল—শান্ত, ধীর। **অনাকুল কেশ**—আলুলায়িত নহে এমন কেশ, বেণীবদ্ধ কেশ।

অনাগত—যাহা এখনও উপস্থিত হয় নাই, ভাবী (অনাগত কাল, অনাগত ঋষি)। **অনাগত-বিধাতা**—অনাগতের প্রতিকার-সমর্থ ; অনাগত সম্বন্ধে অবহিত।

অনাঘ্রাত—যাহার আঘ্রাণ নেওয়া হয় নাই বা যাহা ভোগ করা হয় নাই ; সরস, অম্লান (অনাঘ্রাত পুষ্প)। নঞ্‌ তৎ।

অনাচার—ধর্ম ও সমাজ-বিরুদ্ধ আচরণ ; যথেচ্ছাচার। **অনাচারী**—যথেচ্ছাচারী, কদাচারী।

অনাটন—'অনটন' দ্রঃ।

অনাড়ম্বর—আড়ম্বরের অভাব ; আড়ম্বরহীন ; সহজ।

অনাঢ্য—তেমন ধনী নহে ; অসমৃদ্ধ।

অনাতপ—ছায়াযুক্ত ; রৌদ্রদাহহীন।

অনাতুর—অক্লিষ্ট।

অনাত্মীয়—স্নেহবন্ধনহীন ; নিঃসম্পর্ক ; বিদ্বেষী। বি. অনাত্মীয়তা। নঞ্‌ তৎ।

অনাথ—অভিভাবকহীন ; সহায়সম্বলহীন ; মাতৃপিতৃহীন। স্ত্রী **অনাথা**—পতিহীনা। বহুব্রীহি। **অনাথ-আশ্রম, অনাথালয়**—orphanage, পিতৃমাতৃহীন শিশুদের আশ্রয়স্থান, এতিমখানা।

অনাদর—অবহেলা ; অযত্ন ; অসম্মান। বিণ **অনাদৃত**।

অনাদায়—সংগৃহীত না হওয়া, অপ্রাপ্তি। (জরিমানা অনাদায়ে এক বৎসরের জেল)। বিণ. অনাদায়ী (অনাদায়ী খাজনা)।

অনাদি—যাহার আদি বা কারণ নাই। (অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর)। বহুব্রী।

অনাদিকাল—স্মরণাতীত কাল।

অনাদ্যন্ত—আদি-অন্ত-হীন।

অনাদৃত—অবজ্ঞাত ; অপূজিত।

অনাবশ্যক—অপ্রয়োজনীয়।

অনাবিল—মালিন্যহীন, প্রসন্ন। নঞ্‌ তৎ। (অনাবিল চেতনা)।

অনাবিষ্কৃত—অজানা, অপ্রকাশিত।

অনাবিষ্ট—অনিবিষ্টচিত্ত, অমনোযোগী।

অনাবৃত—আবরণহীন, উদ্‌ঘাটিত, খোলা। (অনাবৃত দেহ ; অনাবৃত স্থান।)।

অনাবৃষ্টি—পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব।

অনাবৃত্তি—ফিরিয়া না আসা বা না ঘটা ; পুনর্জন্ম না হওয়া, মোক্ষ ; অনভ্যাস।

অনাময়—নীরোগ, নির্বিঘ্ন ; আরোগ্য, কুশল।

অনামা—অখ্যাত।

অনামিকা—যাহার নাম নাই বা নাম মুখে আনিতে নাই এমন স্ত্রীলোক ; কড়ে আঙ্গুলের কাছের আঙ্গুল, Ring-finger. অনামা+কণ্‌ স্বার্থে আপ্‌।

অনামুখ, অনামুখো—যাহার মুখ দেখিলে অযাত্রা।

অনায়ক—পরিচালকহীন ; অরাজক । সেনানায়কহীন । বহুব্রীহি ।

অনায়ত্ত—অনধিকৃত । (প্রয়োগবিজ্ঞান আজিও আমাদের অনায়ত্ত) নঞ্ তৎ ।

অনায়াস—অল্পশ্রম (অনায়াসলব্ধ) ; ক্লেশ নাই যাহাতে, স্বতস্ফূর্ত বহুব্রী । (অনায়াস সে মহিমা—রবি) ।

অনায়াস-লভ্য—সহজ-লভ্য ।

অনারারি (Honorary)—অবৈতনিক ও গৌরবযুক্ত (অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট) ।

অনার্জব—সারল্যের অভাব । বিণ অনৃজু—কুটিল ।

অনার্তবা—রজোদর্শন হয় নাই এমন নারী ।

অনার্য—আর্য নয় এমন জাতি, Non-Aryan ; অভব্য, অসাধু, নীচ । নঞ্ তৎ

অনালম্ব—যাহার অবলম্বন বা আশ্রয় নাই, unsupported ।

অনালোচ্য—আলোচনার অযোগ্য বা বহির্ভূত ।

অনাশ্রয়—আশ্রয়হীন, আশ্রয়ের অভাব ।

অনাসৃষ্টি—অনর্থ, সৃষ্টিছাড়া, অদ্ভুত । (অ-আ-সৃজ্+ক্তি) বহুব্রী ।

অনাসক্ত—নির্লিপ্ত, আসক্তিহীন ।

অনাস্থা—অবিশ্বাস ; উপেক্ষা ; নির্ভরযোগ্য বা মূল্যবান্ জ্ঞান না করা (ধনে অনাস্থা)

অনাস্বাদিত, অস্বাদিত—যাহার স্বাদ গ্রহণ করা হয় নাই, লোভনীয় । নঞ্ তৎ ।

অনাহত—যাহাতে আঘাত লাগে নাই ; আঘাত ব্যতিরেকে উত্থিত (ধ্বনি, সঙ্গীত) (আমার অনাগত আমার অনাহত তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা—রবি) ।

অনাহার—উপবাস । **অনাহারী**—উপবাসী ।

অনাহূত—আহ্বান ব্যতিরেকে আগত, আপনা আপনি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নঞ্ তৎ ।

অনিকেত, অনিকেতন—গৃহহীন ।

অনিচ্ছা—অরুচি (আহারে অনিচ্ছা) ; অমত, আপত্তি (অনিচ্ছা জ্ঞাপন) ; আগ্রহের অভাব (অনিচ্ছায় পড়িতে বসা) ; অনবধানতা (অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি) । **অনিচ্ছুক**—আগ্রহহীন । নঞ্ তৎ ।

অনিত্য—অল্পকালস্থায়ী, চঞ্চল, নশ্বর ।

অনিদ্র—নিদ্রাহীন, সজাগ, উৎকণ্ঠিত (অনিদ্র রজনী যাপন ; অনিদ্রকনয়ান—রবি) । অনিদ্রা—ঘুম না হওয়া, insomnia । বহুব্রী ।

অনিন্দনীয়, অনিন্দ্য—উৎকৃষ্ট, নিখুঁত । নিন্দনীয় নয় । নঞ্ তৎ ।

অনিন্দিত—শোভন, সাধু, নিখুঁত (অনিন্দিত চরিত্র) । স্ত্রী অনিন্দিতা—সাধ্বী ।

অনিপুণ—অদক্ষ ।

অনিবার—যাহা নিবারণ করা বা বাধা দেওয়া যায় না ; নিরন্তর ; সর্বদা ; অজস্রভাবে । বহুব্রী ।

অনিবার্য—যাহা রোধ করা দুঃসাধ্য (অনিবার্য কারণে) । নঞ্ তৎ ।

অনিবারিত—অপ্রতিহত ।

অনিবেদিত—যাহা নিবেদন করা হয় নাই (নিবেদন দ্রঃ) ।

অনিমিষ, অনিমেষ—পলকহীন, সতৃষ্ণ দৃষ্টি (অনিমেষ নয়নে) । বহুব্রী । অনিমিখ—কবিতায় ব্যবহৃত ।

অনিয়ত—অনিয়ন্ত্রিত ; উচ্ছৃঙ্খল ; নিয়মরহিত ; অনিশ্চিত । **অনিয়ন্ত্রিত**—উচ্ছৃঙ্খল, অনিবারিত । (অনিয়ত বারিপাত) ।

অনিয়ম—নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব । নঞ্ তৎ । (আহারের অনিয়মে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে) ; উচ্ছৃঙ্খলতা । বিণ ; অনিয়মিত ।

অনিরাকৃত—যাহার নিরাকরণ হয় নাই (নিরাকৃত দ্রঃ) ।

অনিরুদ্ধ—রোধহীন, অবাধ, অনর্গল (অনিরুদ্ধ বেগে) ।

অনিরূপিত—অনির্দিষ্ট ; অনিয়মিত । নঞ্ তৎ ।

অনির্দিষ্ট—অনির্ধারিত ; অনিশ্চিত ।

অনির্দেশ্য—যে সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা যায় না ।

অনির্ণয়—অনিশ্চয়, অনির্ধারণ ।

অনির্বচনীয়—যাহা কথায় প্রকাশ করিয়া বলা যায় না । (অনির্বচনীয় সুখ, আনন্দ) নঞ্ তৎ ।

অনির্বাণ—চির-জ্বলন্ত, চির-অম্লান, চির-সচেতন । (অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্বাণ আমি -রবি) ; অম্লাত (হস্তী) । বহুব্রী ।

অনির্বাদ—অবিরোধ । **অনির্বাদে**—বিবাদ না করিয়া ।

অনিল—(অন্+ইলচ্) বায়ু ।

অনিশ্চয়—যাহাতে নিশ্চয়তা নাই ; সংশয় ।

বিণ অনিশ্চিত। অনিশ্চিন্ত্য—যাহা চিন্তা করিয়া নির্ণয় করা যায় না। নঞ্ তৎ।

অনিষ্ট—অপকার, ক্ষতি; দুর্দৈব (অনিষ্টাশঙ্কা)।

অনিষ্ঠা—অবিশ্বাস; অশ্রদ্ধা।

অনিষ্পত্তি—অমীমাংসা; অসম্পাদন বিণ অনিষ্পন্ন।

অনীকিনী—সৈন্যদল, অক্ষৌহিণীর দশ ভাগের একভাগ।

অনীতি—দুর্নীতি; অধর্ম।

অনীপ্সিত—অবাঞ্ছিত। নঞ্ তৎ।

অনীশ্বরবাদ—ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণহীন এই মতবাদ।

অনীহা—স্পৃহার অভাব; চেষ্টাশূন্যতা। **অনীহ**—নিস্পৃহ।

অনু—পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, ব্যাপ্তি, অনুক্রম ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।

অনুকম্পা—সমবেদনা, দয়া। অনুকম্পী—অনুকম্পাকারী। অনু—কম্প্+আপ্।

অনুকরণ—অনুরূপ আচরণ, নকল করা। বিণ অনুকরণীয়, অনুকৃত। বি অনুকৃতি।

অনুকর্ম—অনুকরণ, নকল।

অনুকর্ষ, -কর্ষণ—আকর্ষণ।

অনুকল্প—প্রতিনিধি, গৌণবিধি (মধুর অনুকল্পে গুড়)।

অনুকার—অনুকরণ। অনুকারী—অনুকরণকারী, অনু—কৃ+ঘঞ্ (অনুকারী অব্যয়—ব্যাকরণে)।

অনুকাল—সময়োপযোগী, opportune।

অনুকীর্ণ—বিকীর্ণ, বিস্তৃত।

অনুকীর্তন—কীর্তন; ক্রম অনুসারে বর্ণন। অনু—কৃত্+অনট্।

অনুকূল—অবিরোধী, সহায়, অনুগ্রহকারী (অনুকূল মত, অনুকূল অবস্থা; অনুকূল বায়ু)। **অনুকূল গলহস্ত**—দৃশ্যতঃ প্রতিকূল হইলেও অনুকূল বা সহায়ক।

অনুক্ত—অকথিত। নঞ্ তৎ।

অনুক্রম—পরম্পরা, পর্যায়। অনু—ক্রম্+ঘঞ্। Sequence। **অনুক্রমণিকা**—গ্রন্থের অবতরণিকা। **অনুক্রিয়া**—অনুকর্ম।

অনুক্ষণ—সব সময়ে, প্রতিক্ষণ; ক্ষণে ক্ষণে। অব্যয়ীভাব।

অনুগ—অনুগামী, ভৃত্য; অনুযায়ী (মূলানুগ)। অনু—গম্+ড।

অনুগত—বশবর্তী, আশ্রিত, একান্তবাধ্য ('অনুগত জনে কেন'); অনুযায়ী (মূলের অনুগত)। অনু—গম্+ক্ত।

অনুগমন—অনুসরণ, পিছনে পিছনে যাওয়া, অনুরূপ আচরণ (শবানুগমন; স্ত্রীর মৃতপতির অনুগমন—সহমরণ)। অনু—গম্+অনট্।

অনুগুণ—অনুকূল, অনুগত; পশ্চাৎগামী, অনুসারী, অনুগামী।

অনুগৃহীত—কৃপা-প্রাপ্ত, বাধিত, উপকৃত। অনু—গ্রহ্+ক্ত। বি অনুগ্রহ—কৃপা, আনুকূল্য।

অনুগ্র—মৃদু (অনুগ্র গন্ধ)। নঞ্ তৎ।

অনুগ্রাহক—অনুগ্রহকারী।

অনুচর—সহচর, সেবক, অনুগামী। অনু—চর্+অচ্। স্ত্রী, অনুচরী। অনুচার—ভৃত্য attendant

অনুচ্চ—তেমন উঁচু নয় (অনুচ্চ টিলা); মৃদু (অনুচ্চকণ্ঠ)।

অনুচ্চার্য—অকথ্য; উচ্চারণের অযোগ্য।

অনুচিকীর্ষণ—অনুকরণের ইচ্ছা। অনু—কৃ+সন।

অনুচিকীর্ষিত—অনুসৃত।

অনুচিকীর্ষু—অনুকরণেচ্ছু।

অনুচিত—অসঙ্গত, অযোগ্য। বি অনৌচিত্য। নঞ্ তৎ।

অনুচিন্তন, অনুচিন্তা—অনুধ্যান, সতত চিন্তা।

[illegible]—অণুচ্ছেদ দ্রঃ।

[illegible]—পবিত্র; অভুক্ত।

অনুজ, অনুজন্মা—যে পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ছোট ভাই। স্ত্রী অনুজা। বহুব্রী।

[illegible]-আশ্রিত, ভৃত্য।

[illegible]—প্রগর্বহীন (অনুজ্জ্বল মেধা; অনুজ্জ্বল দিন)।

অনুজ্ঞা—আদেশ, অনুমতি, সম্মতি; (ব্যাকরণে) Imperative mood। বিণ অনুজ্ঞাত—আদিষ্ট, অনুমতি-প্রাপ্ত।

অনুতপ্ত—অনুশোচনাগ্রস্ত, repentant (বি অনুতাপ)।

অনুতাপ—অনুশোচনা, পরিতাপ, আফসোস (পাপের জন্য, ভুলের জন্য)।

অনুত্তম—(যাহা হইতে উত্তম নাই) সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বাধিক (অনুত্তম সুখ, অনুত্তম দুঃখ)।

অনুত্তর—অত্যুত্তম, প্রধান ; দক্ষিণ ; উত্তরহীনতা।

অনুৎসাহ—উৎসাহহীনতা ; নিরুৎসাহ।

অনুদগ্র—যাহা উগ্র উৎকট বা উদ্ধত নয়।

অনুদয়—সূর্যোদয়ের পূর্বে।

অনুদরা—ক্ষীণমধ্যমা।

অনুদাত্ত—(অন্-উৎ-আ-দা+ক্ত) অনুচ্চ (স্বর)। নঞ্ তৎ।

অনুদার—সঙ্কীর্ণচিত্ত, গোঁড়া ; কৃপণ।

অনুদিত—অনুদ্গত, অপ্রকাশিত। নঞ্ তৎ।

অনুদিন—প্রতিদিন। অব্যয়ীভাব।

অনুদ্ঘাত—উঁচুনীচু নয়, সমতল।

অনুদ্দিষ্ট—নিখোঁজ, নিরুদ্দেশ। বি অনুদ্দেশ।

অনুদ্বিগ্ন—উদ্বেগরহিত, চিন্তাভাবনাবর্জিত, placid। বি অনুদ্বেগ।

অনুদ্যোগ—আলস্য ; ঔদাস্য।

অনুদ্ভিন্ন—অনুদ্গত, অপরিপুষ্ট (অনুদ্ভিন্নযৌবনা)।

অনুধাবন—(অনু-ধাব্+অনট্) অনুসরণ ; মনোযোগ দান। বিণ অনুধাবিত।

অনুধ্যান—নিয়ত ধ্যান, সব সময়ে চিন্তা করা।

অনুধ্যায়ী—যে সতত চিন্তা করে বা স্মরণ করে। (শুভানুধ্যায়ী)।

অনুনয়—অনুরোধ। **অনুনয় বিনয় করা**—খুব অনুরোধ করা।

অনুনাদ—প্রতিধ্বনি। বিণ অনুনাদিত—অনুরণিত।

অনুনাসিক—নাসিকার দ্বারা উচ্চারিত, নাকি সুরের। (ব্যাকরণে) অনুনাসিক বর্ণ—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

অনুন্নত—তেমন উন্নত নয় (অনুন্নত সমাজ ; অনুন্নত অঞ্চল)।

অনুপ—অনুপম ('রূপ অনুপ')। নঞ্ তৎ।

অনুপকার—উপকারের অভাব ; ক্ষতি ; অমঙ্গল। নঞ্ তৎ।

অনুপকারক, অনুপকারী—ক্ষতিকারক, অগুণকারী।

অনুপদিষ্ট—যাহাকে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই ; অশিক্ষিত।

অনুপদ—ধুয়া, chorus; অনুগামী। **অনুপদী**—অনুসরণকারী।

অনুপপত্তি—যুক্তির অভাব, অসঙ্গতি (তর্কশাস্ত্রে)। বিণ অনুপপন্ন। নঞ্ তৎ।

অনুপভুক্ত—যাহা উপভোগ বা ব্যবহার করা হয় নাই। নঞ্ তৎ।

অনুপমেয়, অনুপম—যাহার উপমা নাই, অতুল্য। বহুব্রী। স্ত্রী অনুপমা।

অনুপযুক্ত—অযোগ্য ; অকর্মণ্য।

অনুপযোগিতা—অসমীচীনতা, অপ্রয়োজনীয়তা।

অনুপল—বিপলের ষষ্টিতম অংশ।

অনুপলব্ধি—উপলব্ধির বা বোধের অভাব ; অননুভূতি। নঞ্ তৎ।

অনুপস্থিত—উপস্থিত নয়, গর-হাজির ; অনাগত। বি অনুপস্থিতি।

অনুপাত—অনুগমন, হার ; (গণিতে) অনুরূপ অঙ্কপাত, Ratio; Proportion।

অনুপাতক—মহাপাতকের সদৃশ পাতক বিশেষ।

অনুপান—কবিরাজী মতে ঔষধের অনুপূরক দ্রব্য। বহুব্রী।

অনুপাম—(কাব্যে) অনুপম।

অনুপায়—নিরুপায়।

অনুপূরক—যাহা কোন কিছু পূর্ণাঙ্গ করে (অনুপূরক কোণ)।

অনুপূর্ব—অনুক্রমিক, পর-পর (আনুপূর্বিক—প্রথম হইতে পর পর)।

অনুপ্রবেশ—ভিতরে প্রবেশ ; ব্যুৎপত্তি। বিণ অনুপ্রবিষ্ট।

অনুপ্রস্থ—প্রস্থের দিকে, আড়দিকে।

অনুপ্রাণনা—প্রেরণা, প্রাণ-সঞ্চারী উৎসাহ, inspiration। বিণ অনুপ্রাণিত।

অনুপ্রাস—শব্দালঙ্কার বিশেষ, alliteration। (যথা, তুমি ভীম ভবার্ণবে ভেলক হে)।

অনুবদ্ধ—গ্রথিত।

অনুবন্ধ—অনুরোধ, অভিলাষ, আরম্ভ, প্রসঙ্গ, সম্বন্ধ ইত্যাদি। [প্রাচীন বাংলায় বহুলরূপে ব্যবহৃত, আধুনিক বাংলায় প্রায় অপ্রচলিত]।

অনুবন্ধী—অনুবর্তী।

অনুবর্তন—অনুসরণ।

অনুবর্তী—অনুগামী। বি অনুবর্তিতা।

অনুবল—সৈন্যের পৃষ্ঠরক্ষক সৈন্যদল। প্রাদি।

অনুবাত—অনুকূল বায়ু।

অনুবাদ—(অনু—বদ্+ঘঞ্) প্রশংসা (গুণানুবাদ) ; নিন্দা ; তর্জমা, translation।

অনুবাদক—যে অনুবাদ করে। বিণ অনূদিত—ভাষান্তরিত।

অনুবাদী—(সঙ্গীতে) প্রধান সুরের অনুগামী সুর।

অনুবাসন—(অনু-বাসি+অনট্) ধূপাদির দ্বারা সুরভীকরণ। বিণ অনুবাসিত—সুরভিত।

অনুবিদ্ধ—সমুৎকীর্ণ, গ্রথিত (অনুবিদ্ধ রত্ন)।

অনুবিধান—বিধান বা আদেশের অনুরূপ কার্য।

অনুবৃত্তি—অনুসরণ ; পূর্ব প্রসঙ্গের বিস্তার।

অনুবেদন—সহানুভূতি। **অনুবোধ**—পুনরুদ্দীপন, উদ্‌বোধন।

অনুব্রজ—অনুগমন করা ; প্রত্যুদ্গমন, আগ বাড়াইয়া লওয়া। **অনুব্রজ্যা**—পশ্চাদ্গমন।

অনুব্রত—যে অনুকূল কার্য করে, সহায়, অনুরক্ত ; নিরন্তর। বহুব্রী

অনুভব—বোধ, উপলব্ধি।

অনুভাব—মহিমা ; প্রভাব ; ভাবভঙ্গি (অলঙ্কারে)।

অনুভাবী—অনুভবকারী।

অনুভূতি—ইন্দ্রিয়ের চেতনা, sensation (স্পর্শানুভূতি), উপলব্ধি।

অনুভূমিক—horizontal, ভূমির সমান্তরাল।

অনুমত—অনুমোদিত ; আদিষ্ট (শাস্ত্রানুমত বিধান)। বি অনুমতি। **অনুমন্তা**—যে অনুমতি দেয়। স্ত্রী অনুমন্ত্রী।

অনুমরণ—সহমরণ। বিণ অনুমৃত।

অনুমান—(তর্কবিজ্ঞানে) যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত করা (ধূম দেখিয়া আগুন অনুমান করা ; অনুমানে বলা) ; আন্দাজ। বিণ অনুমিত, অনুমেয়। বি অনুমিতি। **আনুমানিক**—probable (আনুমানিক কাল)। **অনুমাপক**—যাহা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে সাহায্য করে।

অনুমৃত—অনুমরণ দ্রঃ।

অনুমোদন—(অনু—মুদ্+অনট্) অনুকূল অভিমত, সম্মতি। বিণ অনুমোদিত approved।

অনুযাত—পশ্চাদ্গত ; অনুকৃত।

অনুযাত্র, অনুযাত্রী—সঙ্গের লোকজন, দলবল। **অনুযাত্রা**—অনুগমন, সঙ্গী হওয়া।

অনুযায়ী—অনুসারে (নিয়মানুযায়ী)।

অনুযুক্ত—জিজ্ঞাসিত ; তিরস্কৃত।

অনুযোক্তা—অভিযোগকারী।

অনুযোগ—(অনু—যুজ্+ঘঞ্) নালিশ ; দোষারোপ।

অনুরক্ত—অনুরাগী, প্রীতিমান্, ভক্ত, আসক্ত। বি অনুরাগ, আনুরক্তি।

অনুরঞ্জক—আনন্দবর্ধক, প্রীতিমান্ (প্রজানুরঞ্জক)।

অনুরঞ্জন—(অনু—রন্জ্+ণিচ্+অনট্)। আনন্দবর্ধন ; প্রীতি-সম্পাদন (প্রজানুরঞ্জন হেতু সীতাবিসর্জন)।

অনুরণন—ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বিস্তার, resonance। বিণ অনুরণিত।

অনুরত—প্রীতিমান্। স্ত্রী অনুরতা (পতি-অনুরতা)। বি অনুরতি।

অনুরথ্যা—গলি, ফুটপাথ।

অনুরাগ—(অনু-রন্জ্+ঘঞ্) প্রেমের আকর্ষণ (প্রিয়তম বা প্রিয়তমার প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, ধর্মের প্রতি অনুরাগ) ; আন্তরিক প্রীতি (কত কথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায় কত অনুরাগে—রবি)। বিণ অনুরক্ত—আসক্ত। **অনুরাগী**—উৎসাহী (বিদ্যানুরাগী—বিদ্যার উন্নতি বা প্রচার বিষয়ে আসক্ত ও উৎসাহী)। স্ত্রী—অনুরাগিণী—অনুরক্তা, প্রেমময়ী ('নবঅনুরাগিণী রাধা')।

অনুরাধা—যে যাত্রাদিতে ইষ্টসিদ্ধি করে ; নক্ষত্র বিঃ।

অনুরুদ্ধ—উপরুদ্ধ, উপযাচিত, যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

অনুরূপ—মতন, যোগ্য, সমগুণ (রূপের অনুরূপ গুণ)। প্রাদি।

অনুরোধ—উপরোধ ; হেতু (প্রয়োজনানুরোধে)। বিণ অনুরুদ্ধ।

অনুর্বর—যাহাতে তেমন শস্য জন্মে না, মরুময়।

অনুলম্ব—লম্বালম্বি। প্রাদি।

অনুলিখন—প্রতিবর্ণীকরণ ; শ্রুতলিখন।

অনুলেপ, অনুলেপন—চন্দনাদি প্রসাধন-দ্রব্যের ব্যবহার। বিণ অনুলিপ্ত।

অনুলেহ—প্রীতি।

অনুলোম—যথাক্রম, অনুকূল। **অনুলোম বিবাহ**—যে বিবাহে বর উচ্চবর্ণের, কন্যা নিম্নবর্ণের (বিপরীত—প্রতিলোম বিবাহ)।

অনুল্লঙ্ঘন—উল্লঙ্ঘন না করা। নঞ্ তৎ।

অনুশয়—(শয়ন বা বিশ্রাম না করা) পস্তানো ; চিরদ্বেষ।

অনুশাসন—কর্তব্যের উপদেশ ; আদেশ (রাজানুশাসন) ; edict (তাম্রানুশাসন—তাম্রফলকে লিখিত অনুশাসন)।

অনুশিষ্য—প্রশিষ্য ; শিষ্যের শিষ্য।

অনুশীলন—(অনু—শীলি+অনট্) দীর্ঘকালব্যাপী চর্চা ; আচরণ, cultivation। বিণ অনুশীলিত, —চর্চিত।

অনুশীলনী—অধীত বিষয়ের অনুকূল প্রশ্নাদি।

অনুশোচন, অনুশোচনা—(অনু—শুচ্+অনট্)। অনুচিত কর্মের জন্য দুঃখবোধ, পরিতাপ।

অনুষক্ত—(অনু—সন্জ্+ক্ত) সংযুক্ত, সংশ্লিষ্ট।

অনুষঙ্গ—সংশ্লিষ্ট বিষয় ; সম্পর্ক ; দয়া ; প্রণয়। বিণ আনুষঙ্গিক।

অনুষ্টুভ্,-প্—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

অনুষ্ঠাতা (অনু—স্থা+তৃচ)—যে অনুষ্ঠান করে, উদ্যোক্তা। **অনুষ্ঠান**—ক্রিয়া-কর্ম ; উৎসবাদি ; সম্পাদন ; আয়োজন ; ধর্ম-কর্ম। **অনুষ্ঠিত** —কৃত। **অনুষ্ঠেয়**—সম্পাদনযোগ্য।

অনুষ্যূত—পরস্পরসম্বন্ধ।

অনুষ্ণ—শীতল ; অলস ; জড়।

অনুসঙ্গী—সহচর, সঙ্গী। (সং অনুষঙ্গী)।

অনুসন্ধান—(অনু—সম্—ধা+অনট্)। অন্বেষণ। **অনুসন্ধান-সমিতি**—অন্বেষণ ও গবেষণার জন্য গঠিত সমিতি। **অনুসন্ধিৎসা**—অনুসন্ধানের ইচ্ছা। **অনুসন্ধানী**—অনুসন্ধানে পাকা, যে খোঁজ-খবর রাখে। **অনুসন্ধিৎসু**—অনুসন্ধানে যাহার আগ্রহ আছে। **অনুসন্ধেয়** —অনুসন্ধানের যোগ্য।

অনুসরণ—অনুবর্তন, অনুরূপ . আচরণ, পিছু নেওয়া। **অনুসারে**—অনুযায়ী।

অনুসূচক—দ্যোতক।

অনুসৃত—যাহা অনুসরণ করা হইয়াছে। বি অনুসৃতি।

অনুস্যূত—(অনু—সিব্+ক্ত) গ্রথিত ; সতত-সম্বদ্ধ।

অনুস্বর, অনুস্বার—'ং'।

অনুহরণ, অনুহার—অনুকরণ, সদৃশীকরণ।

অনূচান—(অনু—বচ্+কান) যিনি সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন ; বিনীত, মার্জিতরুচি।

অনূঢ়—অবিবাহিত। নঞ্ তৎ। স্ত্রী—অনূঢ়া।

অনূঢ়ান্ন—আইবুড়ো ভাত।

অনূদিত—ভাষান্তরিত, translated।

অনূন—অখণ্ড, সমগ্র, অন্যূন।

অনূপ—জলবহুল দেশ, হাওড়, বিল ; মহিষ। বহুব্রী। **অনূপজ**—আদা।

অনূর্ধ্ব—অনধিক (অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কালে—দশ বৎসর কালের মধ্যে)। নঞ্ তৎ।

অনৃজু—ঋজু নয়, কুটিল।

অনৃণ,-ণী—অঋণী।

অনৃত—মিথ্যা (অনৃতভাষী—মিথ্যাবাদী)।

অনেক—বহু, প্রচুর (অনেক তফাৎ) ; বাড়াবাড়ি (অনেক হয়েছে, আর কেন)। **অনেকটা**—কিছু পরিমাণে (রোগী অনেকটা ভাল বোধ করছে)। **অনেক করে বলা**—খুব অনুনয়-বিনয় করা

অনেকধা—বহুধা।

অনৈক্য—ঐক্যের অভাব, বিরোধ ; মতভেদ। নঞ্ তৎ।

অনৈপুণ্য—অদক্ষতা, অবিচক্ষণতা।

অনৈসর্গিক—অপ্রাকৃত। নঞ্ তৎ।

অনৌচিত্য—অযৌক্তিকতা, অন্যায্যতা।

অন্ত—শেষ (কার্যান্তে অবসর গ্রহণ ; বনান্ত) ; সীমা, স্বরূপ-নির্ণয় (তার অন্ত পাওয়া দায় ; 'তার অন্ত নাই গো') ; নাশ (প্রাণান্ত পরিশ্রম) ; জীবনশেষ, মৃত্যু, পরকাল (অন্তে দিও পদাশ্রয়)। বিণ অন্ত্য।

অন্তঃ—মধ্যে, অভ্যন্তরে। **অন্তঃকরণ**—মন, হৃদয়। **অন্তঃকুটিল**—কুটিল অন্তকরণের। **অন্তঃপট**—যবনিকা। **অন্তঃপাতী**—অন্তর্গত। **অন্তঃপুর**—অন্দরমহল। **অন্তঃপুরিকা**—অবরোধবাসিনী, পরিবারের স্ত্রীলোক। **অন্তঃপ্রকৃতি**—স্বভাব। **অন্তঃপ্রবিষ্ট**—অন্তর্গত। **অন্তর্বিদ্রোহ**—প্রজাদের বা নাগরিকদের বিদ্রোহ। **অন্তঃশত্রু**—পরিবারের বা রাজ্যের ভিতরকার শত্রু।

অন্তঃসত্ত্বা—গর্ভবতী। **অন্তঃসলিলা**—মাটির নীচে প্রবাহিত হইতেছে এমন ধারা। **অন্তঃসার** —ভিতরের সারবস্তু। **অন্তঃসারশূন্য**—ঘুণে ধরা, অপদার্থ। **অন্তঃস্থ**—ভিতরের, হৃদয়স্থ। **অন্তঃস্থল**—(অন্তরের অন্তঃস্থল —core of the heart.)। **অন্তঃস্থ বর্ণ**—য র ল ব।

অন্তক—যম ; সংহারক।

অন্তকর, অন্তকারী—নাশক।

অন্তকাল—মৃত্যুসময়।
অন্তগ—পারগামী, কুশল (বেদান্তগ) ; অন্তস্থিত। উপতৎ।
অন্তত, অন্ততঃ—কম পক্ষে (অন্তত পাঁচশ' ; অন্তত আমি জানি)।
অন্তদন্তহীন—অতিবৃদ্ধ।
অন্তেবাসী—আবাসিক বিদ্যার্থী।
অন্তর—অন্তঃকরণ (অন্তরে আঘাত লাগা) ; তফাৎ (দশ হাত অন্তর) ; ভিতরকার, গোপন (অন্তরাত্মা ; অন্তরটিপুনি) ; ভিন্ন (গ্রামান্তর)। বিণ আন্তর, আন্তরিক। **অন্তরঙ্গ**—যাহার সহিত অন্তরের মিল আছে, বন্ধু। **অন্তরঙ্গতা**—মাখামাখি। **অন্তরটিপুনি**—গোপনে টিপ বা ইঙ্গিত দান। **অন্তরস্থ**—ভি তরকার, মনোগত।
অন্তরজ্ঞ—(অন্তর—জ্ঞা+ক) বিশেষজ্ঞ।
অন্তরা—গানের দ্বিতীয় কলি।
অন্তরাত্মা—অন্তঃকরণ। মধ্যপ কর্মধা।
অন্তরাপত্যা—অন্তঃসত্ত্বা।
অন্তরায়—প্রতিবন্ধক।
অন্তরাল—আড়াল, ব্যবধান।
অন্তরিত—অপসারিত, আবৃত, লুক্কায়িত।
অন্তরিন্দ্রিয়—মন।
অন্তরিক্ষ, অন্তরীক্ষ—আকাশ, বায়ুমণ্ডল।
অন্তরীণ—internee, কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ রাজবন্দী।
অন্তরীপ—তিনদিকে সমুদ্রবেষ্টিত সমুদ্রে প্রবিষ্ট সংকীর্ণ ভূভাগ, cape।
অন্তরীয়—পরিধান-বস্ত্র, ধুতি, ঘাঘরা ইত্যাদি (বিপরীত—**উত্তরীয়**)।
অন্তর্গত—অন্তর্ভুক্ত, মধ্যবর্তী।
অন্তর্গূঢ়—ভিতরে প্রবল বাহিরে প্রায় অপ্রকাশিত।
অন্তর্গৃহ—ভিতরের ঘর ; গৃহের অভ্যন্তর ; অন্তর্বর্তী গৃহ। মধ্যপ কর্মধা।
অন্তর্ঘাত—বিপক্ষের গোপন ক্ষতিসাধন, sabotage।
অন্তর্জগৎ—মনোজগৎ।
অন্তর্জল—মুমূর্ষু হিন্দুর গঙ্গাদি পবিত্র নদীর তীরে জলে নাভি পর্যন্ত ডুবাইয়া বসা। **অন্তর্জলী**—ঐ অবস্থায় তারকব্রহ্ম নাম-কীর্তন-আদি পারলৌকিক কর্ম। ষষ্ঠী তৎ।
অন্তর্জ্যোতিঃ—অন্তরের আলোক ; চৈতন্য ; inner illumination ;
অন্তর্দর্শন—introspection, নিজের চিন্তার বা মনের গতির বিচার।
অন্তর্দাহ—মনের জ্বালা, মনে মনে শোক দুঃখ অপমান ইত্যাদির তীব্র অনুভূতি। মধ্যপ কর্মধা।
অন্তর্দৃষ্টি—(অন্তর্‌—দৃশ্‌+ক্তি) প্রকৃত সত্যের প্রতি দৃষ্টি, insight, আত্মজ্ঞান।
অন্তর্দেশ—মধ্যবর্তী প্রদেশ ; উপত্যকা।
অন্তর্দ্বার—বাটীর মধ্যগত গুপ্তদ্বার, খিড়কী দরজা।
অন্তর্ধান—(অন্তর্‌—ধা+অনট্‌) অদৃশ্য হওয়া ; মহাপুরুষের দেহত্যাগ। বিণ অন্তর্হিত।
অন্তর্নিবিষ্ট, অন্তর্নিহিত—ভিতরকার।
অন্তর্বর্গ—বৃহৎ বিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর বিভাগ।
অন্তর্বর্তী—মধ্যবর্তী (দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী কাল ; গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বর্তী প্রদেশ ; অন্তর্বর্তী শাসনব্যবস্থা)।
অন্তর্বত্নী—(অন্তর্‌+বতুপ্‌+ঈপ্‌) গর্ভিণী।
অন্তর্বাণিজ্য—Internal trade, দেশের মধ্যকার ব্যবসাবাণিজ্য। মধ্যপ কর্মধা।
অন্তর্বাস, অন্তর্বস্ত্র—পরিধান-বস্ত্র, কৌপীন, সেমিজ, সায়া ইত্যাদি।
অন্তর্বাষ্প—অন্তঃস্তম্ভিত অশ্রু।
অন্তর্বিগ্রহ, অন্তর্বিপ্লব—Civil war, গৃহবিবাদ, আভ্যন্তরীণ বিপর্যয়। মধ্যপ কর্মধা।
অন্তর্বিরোধ—নিজেদের মধ্যে বিরোধ।
অন্তর্বিবাহ—endogamy, সগোত্রে বিবাহ।
অন্তর্বেদনা—মানসিক যাতনা।
অন্তর্বেদী, -র্বেদি—দোয়াব ; ব্রহ্মাবর্ত দেশ। উপতৎ।
অন্তর্ভূত, অন্তর্ভুক্ত—অন্তরস্থ, মধ্যস্থিত।
অন্তর্ভেদ—দেশের লোকদের নিজেদের মধ্যে কলহ ; গৃহবিবাদ (অন্তর্ভেদজর্জরিত রাষ্ট্র)। মধ্যপ কর্মধা।
অন্তর্ভেদী—যাহা অপরের মনের ভাব বুঝিতে সক্ষম (অন্তর্ভেদী দৃষ্টি)।
অন্তর্মুখ, অন্তর্মুখী—introspective, আত্মবিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ; আত্মজিজ্ঞাসু। বহুব্রী।
অন্তর্মৃত—মাতৃগর্ভে মৃত।
অন্তর্যামী—(অন্তর্‌—যামি+ণিন্‌) মানুষের অন্তরের কথা যিনি জানেন ; মনের মালিক, ঈশ্বর (তিনি ত অন্তর্যামী ন'ন)।
অন্তর্লীন—লুক্কায়িত ; গূঢ়।

অন্তর্হাস—গূঢ়হাস্য।
অন্তর্হিত—(অন্তর্—ধা+ক্ত) তিরোহিত,আচ্ছন্ন।
অন্তশয্যা—মৃত্যুকালীন ভূমিশয্যা। মধ্যপ কর্মধা।
অন্তস্তল—অন্তর্দেশ (অন্তরের অন্তস্তল)।
অন্তিক—সন্নিহিত (অন্তিকতম—নিকটতম)।
অন্তিম—মৃত্যুকালীন, শেষ ; পরকাল। (অন্তিম অনুরোধ ; অন্তিমে স্বর্গলাভ)।
অন্তেবাসী—(অন্তে—বস্+ণিন্) পাঠকালে গুরু-সমীপে বাসকারী ; বোর্ডিংবাসী।
অন্ত্য—শেষ ; অন্তিম ; অন্ত্যজ।
অন্ত্যজ—(অন্ত্য—জন্+ড) হীনবর্ণ। **অন্ত্যজন্মা**—নীচজাতি, শূদ্র।
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—মৃতের সদগতি, শবদাহাদি ক্রিয়া। কর্মধা।
অন্ত্র—(অন্ত্+ষ্ট্রন্) নাড়িভুঁড়ি, আঁতুড়ি (ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র)। বিণ আন্ত্রিক (আন্ত্রিক জ্বর)। **অন্ত্রবৃদ্ধি**—hernia।
অন্দর—[ফা অন্দর্] অন্তঃপুর, মেয়েমহল, অন্দরমহল—পূর্ববঙ্গে আন্দর।
অন্ধ—দুইচক্ষুহীন ; দিনে বা রাত্রে দৃষ্টি-শক্তি-হীন। (দিবান্ধ, রাত্র্যন্ধ) ; মোহাচ্ছন্ন,বিচারহীন (মোহান্ধ, ক্রোধান্ধ) ; অজ্ঞান (অন্ধজনে দেহ আলো-রবি)। **অন্ধ হওয়া**—দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়া ; দোষ বা গুণ দেখিতে না পাওয়া। **অন্ধের নড়ি**—অসহায়ের সহায়। **অন্ধ আবেগ**—বিচারহীন প্রবল আবেগ ; গোঁ। **অন্ধ বিশ্বাস**—বিচারহীন প্রবল বিশ্বাস ; blind faith। বি অন্ধতা।
অন্ধকার—তিমির, আলোকহীনতা, মোহ, অপ্রফুল্লতা, আশাহীনতা (পিতার মৃত্যুতে চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল) ; নিরানন্দ (এই অপমানকর ব্যাপারে তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল)। **অন্ধকার হইতে আলোকে আসা**—কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে জ্ঞান ও উন্নতির ক্ষেত্রে আসা। **অন্ধকারে ঢিল মারা**—আন্দাজের উপরে নির্ভর করিয়া কিছু করা বা বলা।
অন্ধকূপ—এঁধো কুয়া ; ইতিহাসবিখ্যাত Black-hole (বর্তমানে অবিশ্বাস্য জ্ঞান করা হয়) ; গৌণার্থে, তত্তুল্য অব্যবহার্য অল্পপরিসর কক্ষ।
অন্ধিসন্ধি—ফাঁক, সন্ধান, খোঁজখবর, ভিতরকার কথা (তার অন্ধিসন্ধি খুঁজিয়া পাওয়া ভার)।
অন্ধ্র—মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলের তেলেগু-ভাষী প্রাচীন জাতি ও অঞ্চল।
অন্ন—(অদ্+ক্ত) ভাত, খাদ্য। **অন্নগত প্রাণ**—অন্নই যার জীবন ধারণের প্রধান উপায়। **অন্নকূট**—অন্নের স্তূপ। **অন্নচ্ছত্র**—অন্নসত্র, যেখানে প্রার্থী মাত্রেই অন্ন পায়। **অন্নজল**—দানাপানি। **অন্নজল উঠা**—পরমায়ু শেষ হওয়া অথবা চাকরি শেষ হওয়া। **অন্নজীবী**—অন্নগত প্রাণ। **অন্নদা**—অন্নপূর্ণা, অন্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **অন্নদাতা**—প্রতিপালক। **অন্নদাস**—ভাতুড়ে, উদরান্নের জন্য দাস। **অন্নধ্বংস**—কোন কাজ না করিয়া বসিয়া বসিয়া খাওয়া। **অন্ননালী**—যে নালী দিয়া খাদ্য পাকস্থলীতে যায়। **অন্নপূর্ণা**—জগৎপালিনী ; দুর্গা। **অন্নপ্রাশন**—শিশুর প্রথম অন্নভোজন। **অন্নবিকার**—অন্নের রস রক্ত ইত্যাদিতে পরিণতি। **অন্নব্রহ্ম**—অন্নরূপ ব্রহ্ম। **অন্নরস**—ভুক্ত অন্নের পরিণতি বিশেষ, chyle। **অন্নের সংস্থান**—জীবিকার ব্যবস্থা। **অন্নসত্র**—যেখানে বিনামূল্যে অন্ন দান করা হয়। **অন্নাভাব**—অন্নের অভাব, খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ।
অন্য—অপর, আর কোন। **অন্যকাম, অন্যগ, অন্যগামী**—অন্যাসক্ত। **অন্যতম**—অনেকের মধ্যে একজন। **অন্যতর**—দুই জনের মধ্যে একজন। **অন্যত্র**—স্থানান্তরে। **অন্যথা**—ব্যতিক্রম, তাহা না হইলে। **অন্যথা-চরণ**—বিপরীত আচরণ। **অন্যদীয়**—অন্য-সংক্রান্ত। **অন্যপুষ্ট**—অন্যের দ্বারা পালিত (কোকিল)। **অন্যপূর্বা**—যে কন্যা পূর্বে বাগ্দত্তা হইয়াছিল বা বিবাহিতা হইয়াছিল। **অন্যবিধ**—অন্য প্রকার। **অন্যভৃৎ**—(অন্য—ভৃ+ক্বিপ্) অন্যকে যে পালন করে (কাক)। **অন্যভৃত**—অন্যের দ্বারা পালিত (কোকিল)।
অন্যমনস্ক—আনমনা, অনবহিত। **অন্যান্য**—অপরাপর।
অন্যায়—অনুচিত, গর্হিত ; অবিচার (অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—রবি) ; অনুচিত আচরণ, অধর্ম। **অন্যায়তঃ**—অন্যায় করিয়া।
অন্যায্য—অযৌক্তিক ; অন্যায়।
অন্যূন—কমপক্ষে ; সম্পূর্ণ (অন্যূনাঙ্গ)।

অন্যোন্য—পরস্পর; অর্থালঙ্কার বিশেষ। **অন্যোন্যাভাব**—পরস্পরের অভাব। **অন্যোন্যাশ্রয়**—পরস্পরসাপেক্ষ।

অন্বয়—(অনু—ই+অচ্) অনুগমন, সম্পর্ক, ধারা (অন্বয়ব্যতিরেক—একের অস্তিত্বে বা অভাবে অন্যের অস্তিত্ব বা অভাব); (ব্যাকরণে) কর্তা কর্ম ক্রিয়াদির পরস্পর সম্বন্ধ; সরল গদ্যে রূপান্তর।

অন্বিত—(অনু—ই+ক্ত) যুক্ত (গুণান্বিত; ক্রোধান্বিত)।

[illegible]—যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে; বাঞ্ছিত। [illegible]া—বেদবাক্য শ্রবণ ও পর্যালোচনা; অন্বেষণ।

অন্বেষক—(অনু—ইষ্+ণক) অন্বেষী, অন্বেষণকারী। **অন্বেষণ**—অনুসন্ধান (বিণ অন্বেষিত)। **অন্বেষণা**—গবেষণা; তর্কাদির দ্বারা ধর্মাদির সন্ধান। **অন্বেষ্টা**—অন্বেষক।

অপ্, অপ—জল।

অপ—নিন্দা, বিকৃতি, বিরোধ ইত্যাদি সূচক অব্যয়।

অপকর্ম—নিন্দিত কর্ম, কুকর্ম, অবাঞ্ছিত কর্ম, অসঙ্গত কর্ম। **অপকর্মা**—কুকর্মা।

অপকর্ষ—হীনতা, ন্যূনতা (বিণ অপকৃষ্ট)। **অপকলঙ্ক**—অমূলক কলঙ্ক। **অপকার**—ক্ষতি, হানি, অনিষ্ট (বিণ অপকারক, অপকারী)। **অপকৃতি**—কুকীর্তি, দুর্নাম। **অপকৃত**—(অপ—কৃ+ক্ত) যাহার অপকার করা হইয়াছে (বি অপকৃতি, অপকার)। **অপকৃষ্ট**—(অপ—কৃষ্+ক্ত) নিকৃষ্ট, মন্দ। **অপক্রম, -ণ**—পলায়ন, অপসরণ (বিণ অপক্রান্ত)। **অপক্রিয়া**—হানি, কুক্রিয়া। **অপক্রোশ**—নিন্দা, ভর্ৎসনা।

অপক্ব—কাঁচা; অসিদ্ধ (অপক্ব তণ্ডুল); অপরিণত (অপক্ব বুদ্ধি)।

অপক্ষপাত—পক্ষপাতশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। (বিণ অপক্ষপাতী)।

অপক্ষেপণ—নীচের দিকে নিক্ষেপ করা, উৎক্ষেপণের বিপরীত; প্রত্যাখ্যান। **অপগত**—(অপ—গম্+ক্ত) প্রস্থিত, পলায়িত, রহিত (বি অপগম—বর্ষার অপগমে)। **অপগা**—নিম্নগামিনী, সমুদ্রগামিনী (নদী)। **অপগুণ**—দোষ; অগুণ, অপকার। **অপগ্রহ**—প্রতিকূল গ্রহ। **অপঘন**—শরৎকাল।

অপঘাত—আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, রোগ ব্যতিরেকে আকস্মিক কারণে মৃত্যু। **অপঘাতক, অপঘাতী**—অপঘাতকারী। **অপঘৃণ্য**—নির্দয়; নির্লজ্জ। **অপচয়**—(অপ—চি+অল্) ক্ষতি; অপব্যয়; নাশ (বিণ অপচিত)। **অপচার**—স্বধর্ম-ব্যতিক্রম, অহিতাচরণ; পরিপাক না হওয়া। **অপচিকীর্ষা**—অপকারের ইচ্ছা (বিণ অপচিকীর্ষু—যে অনিষ্ট করিতে চায়)। **অপচিত**—ব্যয়িত, ক্ষয়িত (বি অপচিতি)। **অপচীয়মান**—(অপ—চি+শানচ্) যাহার অপচয় হইতেছে। **অপচেতা**—অপব্যয়কারী। **অপচেষ্টা**—বৃথা চেষ্টা। **অপচ্ছায়**—ছায়াহীন; দেবতা; উপদেবতা। **অপচ্ছায়া**—অশুভ ছায়া। **অপজাত**—পূর্বপুরুষের সদ্‌গুণ যাহাতে নাই, degenerate (বিপরীত অভিজাত)। **অপজাতি**—হীনতাপ্রাপ্ত জাতি বা কুল; অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য (কত অপজাতির বা অপজাতের ভাত বরাতে আছে—মেয়েলি গালি)।

অপটু—অক্ষম, অদক্ষ।

অপণ্ডিত—শাস্ত্রজ্ঞানহীন; যে বেশি পড়াশুনা করে নাই; মূর্খ।

অপতি, অপতিকা, অপত্নী—বিধবা; অপরিণীতা।

অপত্নীক—বিপত্নীক; পত্নীসাহচর্যহীন (ধর্মকর্ম)। বহুব্রী।

অপত্য—(অ—পত্+যৎ) যাহার জন্মের দ্বারা বংশ পতিত হয় না, সন্তান (অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন)।

অপত্রপ—নির্লজ্জ। বহুব্রী।

অপথ—অযোগ্য পথ।

অপথ্য—রোগীর অখাদ্য।

অপদ—পদহীন, সরীসৃপ; অগৌরবের স্থান। **অপদস্থ**—অপমানিত, লাঞ্ছিত। **অপদা**—কোন পদের বা মর্যাদার নয় (মেয়েলি—গ্রাম্য)।

অপদার্থ—যাহার ভিতরে পদার্থ নাই; সর্বপ্রকারে যোগ্যতাহীন। বহুব্রী।

অপদেবতা—ভূত প্রেতাদি। **অপধ্যান**—অমঙ্গল চিন্তা। **অপদেশ**—ব্যাজ, ছল, নিমিত্ত। **অপনয়ন**—দূরীকরণ, অপনোদন।

বিণ অপনীত। **অপপাঠ**—অশুদ্ধ পাঠ। **অপপ্রয়োগ**—অযোগ্যপ্রয়োগ, ভুলপ্রয়োগ।

অপবর্গ—(অপ—বৃজ্ +ঘঞ্) মুক্তি, মোক্ষ। **অপবাদ**—বদনাম, নিন্দা। **অপবিত্র**—অশুচি ; দূষিত। **অপব্যবহার**—অসার্থক ব্যবহার ; অন্যায় ব্যবহার। **অপব্যয়**—বৃথা ব্যয়, কুকর্মে অর্থ ব্যয়। বিণ অপব্যয়িত। **অপভাষ**—নিন্দা। **অপভাষা**—অখ্যাতি ; অসাধুভাষা। **অপভ্রংশ**—শব্দের বা উচ্চারণের বিকার। **অপমান**—অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা। **অপমৃত্যু**—দুর্ঘটনায় মৃত্যু ; উদ্বন্ধনাদিতে মৃত্যু। **অপযশ**—অখ্যাতি।

অপয়া—(সং, অপায়) অলক্ষুণে।

অপর—অন্য, পৃথক ; অন্য লোক, অনাত্মীয়। (স্ত্রী অপরা—পরার বিপরীত, বেদবেদাঙ্গাদি বিদ্যা)।

অপরক্ত—বিবর্ণ ; অনুরাগহীন।

অপরঞ্চ, অপরন্তু—অধিকন্তু।

অপরতি—বিরতি, নিবৃত্তি।

অপরত্র—অন্যত্র।

অপরাগ—(অপ—রন্জ্ +ঘঞ্) বিরাগ ; বিদ্বেষ।

অপরাজিত—অবিজিত। নঞ্ তৎ। স্ত্রী **অপরাজিতা**—ফুল বিশেষ।

অপরাজেয়—অজেয়।

অপরাধ—দণ্ডার্হ দোষ, পাপ ; ক্রটি ; (বিণ অপরাধী ; স্ত্রী অপরাধিনী)।

অপরান্ত—পশ্চিমদিকের সীমা ; পশ্চিমদিকের সীমায় অবস্থিত ; পাশ্চাত্ত্য। ষষ্ঠী তৎ।

অপরাপর—আর আর।

অপরামর্শ—অযোগ্য বা মন্দ পরামর্শ।

অপরাস্ত—অজিত।

অপরাহ্ণ—বিকাল (বিপরীত—পূর্বাহ্ণ)।

অপরিকল্পিত—যাহার পরিকল্পনা করা হয় নাই, অচিন্তিত। **অপরিগণিত**—অপরিসীম ; যাহা গণনায় ধরা হয় নাই। **অপরিগ্রহ**—অস্বীকার ; পরিব্রাজক ; বিপত্নীক। নঞ্ তৎ।

অপরিগৃহীত—প্রত্যাখ্যাত। **অপরিচয়**—পরিচয়ের বা জানাশুনার অভাব। বিণ অপরিচিত। **অপরিচ্ছন্ন**—পরিপাট্যহীন ; মলিন ; নোংরা। **অপরিচ্ছিন্ন**—অখণ্ডিত ; একটানা ; অসীম। নঞ্ তৎ। **অপরিজ্ঞাত**—অজানা। **অপরিজ্ঞেয়**—যাহা জানা যায় না। **অপরিণত**—যাহা পরিণতি লাভ করে নাই ; অপুষ্ট ; কাঁচা। (বি অপরিণতি)। **অপরিণামদর্শী**—অদূরদর্শী, অবিমৃষ্যকারী। নঞ্ তৎ। **অপরিতুষ্ট**—অপ্রসন্ন ; অতৃপ্ত। **অপরিতৃপ্ত**—যাহার পরিতোষ লাভ হয় নাই, অতৃপ্ত। **অপরিত্যাজ্য**—যাহা পরিত্যাগ করা যায় না ; অবশ্যস্বীকার্য। **অপরিপক্ক**—অপরিণত ; অনিপুণ (বি অপরিপাক—অজীর্ণতা)। নঞ্ তৎ। **অপরিপন্থী**—যাহা পরিপন্থী বা বিরোধী নয়। **অপরিবর্তিত**—যাহাতে পরিবর্তন বা বিকার ঘটে নাই। **অপরিমিত**—অপর্যাপ্ত ; অমিত ; সুপ্রচুর। **অপরিম্লান**—অম্লান, উৎফুল্ল। **অপরিমেয়**—বিপুল, পরিমাণের অযোগ্য। **অপরিশোধনীয়, অপরিশোধ্য**—যাহা পরিশোধ করা যায় না।

অপরিষ্কার—ময়লা, নোংরা, অপরিষ্কৃত। নঞ্ তৎ।

অপরিসীম—অসীম, অত্যধিক। বহুব্রী। **অপরিস্ফুট**—অস্পষ্ট, অবিশদ। **অপরিহরণীয়, অপরিহার্য**—যাহা পরিহার করা যায় না, নঞ্ তৎ, unavoidable।

অপরীক্ষিত—যাহা পরীক্ষা বা যাচাই করিয়া দেখা হয় নাই। নঞ্ তৎ।

অপরূপ—অপূর্ব ; অতুল ; অদ্ভুত ; অলৌকিক।

অপরোক্ষ—প্রত্যক্ষ (অপরোক্ষ অনুভূতি)।

অপর্ণা—যিনি তপস্যাকালে পর্ণও ভক্ষণ করেন নাই, পার্বতী।

অপর্যাপ্ত—ইয়ত্তারহিত ; প্রচুর। **অপলক**—নির্নিমেষ ; পলকহীন। বহুব্রী।

অপলাপ—সত্য অস্বীকার ; ভাঁড়ানো।

অপসরণ—(অপ—সৃ+অনট্), সরিয়া পড়া, প্রস্থান (বিণ্ অপসৃত—স্থানান্তরিত, অপগত)।

অপসর্পণ—(অপ—সৃপ্ +অনট্) পলায়ন।

অপসারণ—বহিষ্করণ, দূরীকরণ, সরানো। বিণ্ অপসারিত—যাহা সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বহিষ্কৃত। **অপসৃত**—অপসরণ দ্রঃ।

অপসিদ্ধান্ত—নিন্দিত সিদ্ধান্ত।

অপস্নাত—মৃত্যুর পর স্নাত ; অশৌচান্তে স্নাত ; সংস্কারার্থ স্থাপিত (মৃতদেহ)। (বি অপস্নান)।

অপস্মার—যাহার ফলে স্মরণ থাকে না, মূর্চ্ছারোগ ; মৃগীরোগ।

অপহৃত—(অপ—হৃ+ক্ত) বিনষ্ট।
অপহরণ—চুরি। বিণ্ অপহৃত। **অপহর্তা**—চোর। **অপহার**—চুরি। **অপহারী, অপহারক**—চোর।
অপহাস—অতিরিক্ত হাস্য, বৃথা হাস্য।
অপহ্নব—সত্যের অপলাপ; অস্বীকার। **অপহ্নুতি**—গোপন করা, ভাঁড়ানো; অর্থালঙ্কার বিশেষ।
অপাক—অজীর্ণরোগ। নঞ্ তৎ।
অপাঙ্‌ক্তেয়—পঙ্‌ক্তিতে বসিবার অযোগ্য; ভদ্র সমাজে বসিবার যোগ্য নয়; একঘরে।
অপাঙ্গ—নেত্রকোণ। **অপাঙ্গ দৃষ্টি**—কটাক্ষ।
অপাচ্য—যাহা হজম করা যায় না। নঞ্ তৎ।
অপাঠ্য—যাহা পাঠ করা যায় না; অশ্লীলতা-হেতু বা অন্য দোষে পাঠের অযোগ্য।
অপাত্র—অযোগ্য পাত্র (অপাত্রে দান)।
অপাদপ—বৃক্ষহীন, গাছপালাহীন।
অপাদান—(ব্যাকরণে) কারক বিশেষ।
অপান—(অপ—অন্+ঘঞ্) যে বায়ু অধোদেশে যায়।
অপাপ—পাপহীন; পাপশূন্য অবস্থা, innocence। **অপাপবিদ্ধ**—পাপসম্পর্কশূন্য।
অপাবরণ—উদ্ঘাটন। বিণ, অপাবৃত।
অপায়—অভাব; দোষ; বিপদ; অশুভ; দুর্দৈব।
অপার—অসীম; দুস্তর; অত্যধিক। বহুব্রী।
অপারক,-গ—অসমর্থ। নঞ্ তৎ।
অপার্থিব—যাহা পার্থিব নয়; অলৌকিক।
অপার্যমানে—না পারিলে।
অপিচ—পক্ষান্তরে।
অপিনদ্ধ—(অপি—নহ্+ক্ত) পরিহিত; ধৃত।
অপুণ্য—পুণ্যহীন; অধর্ম।
অপুত্রক, অপুত্র—নিঃসন্তান। বহুব্রী।
অপুষ্ট—অপরিণত; ক্ষীণ।
অপুষ্পক—যাহার ফুল হয় না। বহুব্রী। **অপুষ্পফলদ**—কাঁঠাল গাছ।
অপুষ্যি—কুপোষ্য।
অপূজা—পূজার অভাব; অনাদর। বিণ্ অপূজিত।
অপূপ—(অ—পূয়্+প) পিষ্টক; রুটি; পুরোডাশ।
অপূর্ণ—অসম্পূর্ণ, ভগ্ন (অপূর্ণ সংখ্যা), অসমাপ্ত (অপূর্ণ ব্রত) অতৃপ্ত (অপূর্ণ সাধ)।
অপূর্ব—অভিনব; আশ্চর্য; অদৃষ্টপূর্ব; চমৎকার।
অপৃষ্ট—(অ—পৃচ্ছ্+ক্ত) অজিজ্ঞাসিত।
অপেক্ষা—দেরী (তিনি অপেক্ষা করিলেন না, চলিয়া গেলেন); প্রতীক্ষা (গাড়ীর অপেক্ষায় আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিব); তুলনায় (অপমান অপেক্ষা মৃত্যু ভাল); নির্ভরতা (তোমার বদান্যতার অপেক্ষায় জগৎ বসিয়া নাই); খাতির (দিন কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না); প্রত্যাশা (প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা না করিয়া কর্তব্য সম্পাদন কর)। **অপেক্ষাকৃত**—তুলনায় (অপেক্ষাকৃত ভাল)। বিণ্ অপেক্ষিত প্রতীক্ষিত, অভিলষিত, সম্মানিত; অপেক্ষণীয়; আপেক্ষিক। **অপেক্ষী**—প্রত্যাশী, আকাঙ্ক্ষী, অনুবর্তী।
অপেত—(অপ—ই+ক্ত) অপগত; চ্যুত; পলায়িত (অপেতভী—নিঃশঙ্ক)। **অপেত-রাক্ষসী**—তুলসীগাছ (যাহা হইতে রাক্ষস-পিশাচাদি পলায়িত)।
অপেয়—পানের অযোগ্য; যাহা পান করা নিষিদ্ধ। নঞ্ তৎ
অপোগণ্ড—(অপ—গম্+ড—প=পো) শিশু যাহার অসহায় শৈশব অবস্থা অতিক্রান্ত হয় নাই, নাবালক।
অপৌরুষ—পুরুষোচিত আচরণের অভাব, নিন্দা (গ্রাম্য—অপৌরষ)। **অপৌরুষেয়**—যাহা পুরুষের বা মানুষের কৃত নহে, অলৌকিক (অপৌরুষেয় বাণী)।
অপ্লেয়ে—অলপ্লেয়ে দ্রঃ।
অপ্রকট—অব্যক্ত। নঞ্ তৎ।
অপ্রকাণ্ড—যাহা খুব বড় নয়; কাণ্ডরহিত বৃক্ষ; গুল্ম; ঝোপ।
অপ্রকাশ—প্রকাশের অভাব; অনুদয়; গোপন; অপ্রকাশিত; গুপ্ত। **অপ্রকাশ্য**—যাহা প্রকাশ করার যোগ্য নয়, গুপ্ত (অপ্রকাশ্য মন্ত্রণা)।
অপ্রকৃত—অসত্য; অযথার্থ। নঞ্ তৎ।
অপ্রকৃতিস্থ—যাহার মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক নয়; উন্মাদপ্রায়। বি অপ্রকৃতিস্থতা।
অপ্রকৃষ্ট—যাহা উত্তম নয়; সাধারণ; নিকৃষ্ট।
অপ্রখর—যাহা প্রখর বা তীব্র নয়, অনুগ্র; ।
অপ্রগল্‌ভ—সংযত লাজুক (বিপরীত ধৃষ্ট) নঞ্ তৎ।

অপ্রচলন—অব্যবহার। বিণ অপ্রচলিত—অচলিত।

অপ্রচুর—অল্প। বি অপ্রাচুর্য।

অপ্রণয়—অসম্প্রীতি, অবনিবনাও, বন্ধুভাবের অভাব।

অপ্রণিধান—অনবধান; অমনোযোগ।

অপ্রতিকার, অপ্রতীকার—প্রতিকার বা চিকিৎসার অভাব। বিণ অপ্রতিকার্য।

অপ্রতিদ্বন্দ্ব,- দ্বন্দ্বী—যাহার সমকক্ষতা করিবার মত কেহ নাই, একক।

অপ্রতিপত্তি—অগৌরব। নঞ্ তৎ।

অপ্রতিপন্ন—অপ্রমাণিত। **অপ্রতিপাদিত** যাহা প্রতিপাদিত বা অবধারিত হয় নাই।

অপ্রতিবন্ধ—অব্যাহত। নঞ্ তৎ।

অপ্রতিবিধান—প্রতিবিধান বা প্রতিকারের অভাব। বিণ অপ্রতিবিধেয়—যাহার প্রতিবিধান সম্ভবপর নয়।

অপ্রতিভ—হতবুদ্ধি, অপ্রস্তুত, লজ্জিত।

অপ্রতিম—অনুপম, নিরতিশয়।

অপ্রতিরথ—যাহার তুল্য যোদ্ধা নাই।

অপ্রতিষেধনীয়—যাহা নিষেধ করা যায় না বা উচিত নয়।

অপ্রতিষ্ঠ—গৌরবশূন্য; অখ্যাত; অস্বীকৃত। বহুব্রী। বি, অপ্রতিষ্ঠা।

অপ্রতিহত—অকুণ্ঠিত; অব্যাহত (অপ্রতিহত বেগে)।

অপ্রতীক—যাহার প্রতীক বা অবয়ব নাই, নিরবয়ব (ব্রহ্ম)। বহুব্রী।

অপ্রতুল—টানাটানি, অভাব, অসঙ্গতি (সামান্য ভদ্রতারও অপ্রতুল)।

অপ্রত্যক্ষ—অগোচর; পরোক্ষ; অদৃষ্ট। নঞ্ তৎ।

অপ্রত্যয়—অবিশ্বাস; সন্দেহ (বিণ অপ্রত্যয়ী)।

অপ্রত্যাশা—আশায় না থাকা। বিণ অপ্রত্যাশিত—অভাবনীয়, অতর্কিত (অপ্রত্যাশিত বিপৎপাত)।

অপ্রধান—মুখ্য নয়; গৌণ। নঞ্ তৎ।

অপ্রবল—দুর্বল; শক্তিহীন।

অপ্রবাস—স্বদেশে ও স্বগৃহে বাস (অপ্রবাসে ও অঋণে যাহার দিন যায়)।

অপ্রবীণ—অল্প-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন; অবিজ্ঞ।

অপ্রবৃত্তি—অনিচ্ছা, অরুচি, আগ্রহের অভাব।

অপ্রমত্ত—মত্ততাহীন, শান্ত, অবধানযুক্ত।

অপ্রমাদ—ভুলভ্রান্তির অভাব; অপ্রমত্ত।

অপ্রমাণ—প্রমাণহীন; অগ্রাহ্য; অপ্রামাণিক।

অপ্রমেয়—অপরিমেয়; অবিজ্ঞেয়।

অপ্রযত্ন—প্রয়াসের অভাব; উদ্যমহীন।

অপ্রযুক্ত—অব্যবহৃত; অসঙ্গত।

অপ্রয়োজন—প্রয়োজনের অভাব। বিণ অপ্রয়োজনীয়।

অপ্রশংসা—অখ্যাতি; নিন্দা। বিণ অপ্রশংসিত; অপ্রশংসনীয়—নিন্দনীয়, অযোগ্য।

অপ্রশস্ত—অনুপযুক্ত, দোষযুক্ত, অশুভ, সংকীর্ণ।

অপ্রসন্ন—নিরানন্দ; অসন্তুষ্ট; চটা। বি অপ্রসন্নতা; **অপ্রসাদ**—অপ্রসন্নতা; অনুগ্রহের অভাব।

অপ্রসিদ্ধ—সাধারণে অজ্ঞাত (অপ্রসিদ্ধ অর্থ); অখ্যাত; অমূলক; অপ্রামাণিক। বি অপ্রসিদ্ধি।

অপ্রস্তুত—অপ্রতিভ, হতবুদ্ধি; অনিষ্পন্ন। নঞ্ তৎ।

অপ্রস্তুত প্রশংসা—অর্থালঙ্কার বিশেষ।

অপ্রহত—অনাবাদী; অকৃষ্ট; যেখানে লোকের গমনাগমন নাই।

অপ্রাকৃত—অনৈসর্গিক; অলৌকিক; অলোক-সামান্য।

অপ্রাচীন—অর্বাচীন।

অপ্রাচুর্য—অভাব; অনটন; অল্পতা।

অপ্রাজ্ঞ—অল্পবুদ্ধি; অদূরদর্শী।

অপ্রাপ্ত—অলব্ধ; অনধিগত। **অপ্রাপ্ত-বয়স্ক, অপ্রাপ্তব্যবহার**—নাবালক, minor। **অপ্রাপ্তযৌবন**—যাহার যৌবনাবস্থা লাভ হয় নাই। **অপ্রাপ্তাবসর**—কর্মনিরত। বি অপ্রাপ্তি।

অপ্রাপ্য—যাহা পাওয়া যায় না, দুষ্প্রাপ্য।

অপ্রামাণিক—যাহা প্রমাণসিদ্ধ নয়; অনির্ভর-যোগ্য; অবিশ্বাস্য। বি অপ্রামাণিকতা।

অপ্রামাণ্য—প্রামাণিকতার অভাব, অবি-শ্বাস্যতা, অসত্যতা।

অপ্রাসঙ্গিক—অবান্তর, irrelevant। নঞ্ তৎ।

অপ্রিয়—অপ্রীতিকর, রূঢ়। (অপ্রিয় সত্য); বিরাগভাজন, unpopular। স্ত্রী অপ্রিয়া—অমনোজ্ঞা, অপ্রিয়বাদিনী। **অপ্রিয়ংবদ**—পরুষ-ভাষী, দুর্মুখ।

অপ্রীতি—অসন্তোষ, মনোমালিন্য, বিরোধ। **অপ্রীতিকর**—অপ্রিয় ও অবাঞ্ছিত (অপ্রীতিকর ব্যাপার)।

অপ্সরা—দেবযোনি বিশেষ, উর্বশী মেনকা-প্রমুখ ত্রিদিব-মোহিনী। **রূপে অপ্সরা**—সাধারণত ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়।

অফল, অফলা—যাহাতে ফল ধরে না, অনুর্বর।

অফিস—আপিস দ্রঃ।

অফুটন্ত—যাহা ফোটে নাই, অবিকশিত (অফুটন্ত কলি)।

অফুরন্ত—যাহা ফুরায় না, প্রচুর (অফুরন্ত ভালবাসা); যাহা ফুরাইবে বলিয়া মনে হয় না (অফুরন্ত কথা)। **অফুরান**—(সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

অফেন—(সং) অহিফেন; ফেনশূন্য। বহুব্রী।

অব—ন্যূনতা, অনাদর, ব্যাপ্তি ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।

অবকলন—ব্যবকলন, বিয়োগ, subtraction।

অবকাশ—(অব—কাশ্‌+ঘঞ্‌) ফাঁক; সুযোগ; বিরাম, অবসর (নিঃশ্বাস ফেলি এমন অবকাশ নাই); ছুটি (গ্রীষ্মাবকাশ)।

অবকীর্ণ—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; চূর্ণ।

অবক্রন্দন—উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।

অবক্রান্তি—নিম্নদিকে গতি, অবতরণ।

অবগণন—গণনা না করা, হেয় জ্ঞান করা।

অবগত—(অব—গম্‌+ক্ত) বিদিত, বিশেষ ভাবে জ্ঞাত। বি অবগতি—প্রতীতি, সংবাদপ্রাপ্তি।

অবগম—প্রস্থান; অপগম।

অবগাঢ়—নিমগ্ন, নিবিড়; অন্তঃপ্রবিষ্ট।

অবগাহন—জলে সর্বশরীর ডুবাইয়া স্নান; গভীরতায় প্রবেশ (অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি করহ সন্ধান—রবি)। (দুরবগাহ্য—unfathomable, যাহার তলকূল পাওয়া কঠিন)।

অবগীত—নিন্দিত; নিন্দাকীর্তন।

অবগুণ—বিগুণ, দোষ।

অবগুণ্ঠন—(অব-গুণ্ঠ্‌+অনট্‌) ঘোমটা, আবরণ। বিণ অবগুণ্ঠিত—অবগুণ্ঠনযুক্ত, আবৃত, উদার-প্রভাববর্জিত (তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে করো না বিড়ম্বিত তারে—রবি)। স্ত্রী; অবগুণ্ঠিতা, অবগুণ্ঠনবতী।

অবগ্রহ—অনাবৃষ্টি; অপসারণ; প্রতিবন্ধক; অনাদর; শাপ; তিরস্কার।

অবচেতন—চেতনার অন্তরালস্থিত, subconscious।

অবছায়া—আবছায়া; আভাস।

অবচ্ছিন্ন—খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ, মিশ্রিত। বি অবচ্ছেদ। অবচ্ছেদে—সব লইয়া।

অবজ্ঞা—(অব—জ্ঞা+অঙ্‌) তাচ্ছিল্য, অবহেলা। বিণ অবজ্ঞাত—অনাদৃত; উপেক্ষিত। **অবজ্ঞেয়**—অনাদরণীয়, ঘৃণার্হ।

অবডীন—পক্ষীর নিম্নাভিমুখ গতি (বিপরীত-উড্ডীন)।

অবতংস—কর্ণভূষণ, শিরোভূষণ; গৌরবের বস্তু (রঘুবংশ-অবতংস)।

অবতরণ—(অব—তৄ+অনট্‌) নামা; ঘাট।

অবতরণিকা—সিঁড়ি; গ্রন্থারম্ভের মঙ্গলাচরণ; ভূমিকা, মুখবন্ধ, পূর্বভাষ।

অবতার—দেবতাদির পৃথিবীতে রূপগ্রহণ করিয়া আবির্ভাব; মূর্তস্বরূপ (ক্ষমার অবতার)। **অবতারণ**—ঊর্ধ্ব হইতে নীচে নামানো।

অবতারণা—সূচনা, প্রস্তাবনা। বিণ অবতারিত সূচিত; revealed।

অবতীর্ণ—ভূতলে আবির্ভূত, অবরূঢ়, প্রকটিত।

অবদংশ—(অব-দন্‌শ্‌+অল্‌) মদের চাট।

অবদমন—মনের প্রবৃত্তি বা প্রবণতা দমন, repression।

অবদান—মহৎ কর্ম; যাহা শুদ্ধ করে; উত্তম চরিত (দিব্যাবদান)।

অবদারণ—বিদারণ; **অবদারণাস্ত্র**—খন্তা-কোদালি-আদি।

অবদ্ধ—অসম্বদ্ধ; বন্ধনমুক্ত (অবদ্ধকেশ)।

অবদ্য—নিন্দনীয়, হীন; পাপ, দোষ।

অবধান—মনঃসংযোগ, প্রণিধান। বিণ অবহিত।

অবধারণ—নিরূপণ, সিদ্ধান্ত। বিণ অবধারিত—নিশ্চিত, নির্ণীত।

অবধি—পর্যন্ত, হইতে ("জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু"; আজ অবধি তার খোঁজ নাই); সীমা (অভিযোগের অবধি নাই)।

অবধূত—সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী; বিক্ষিপ্ত, চালিত; ত্যক্ত। স্ত্রী অবধূতী, অবধূতানী।

অবধেয়—অবধানযোগ্য, গ্রাহ্য।

অবধ্য—বধের অযোগ্য (অবধ্য ব্রাহ্মণ); যাহাকে বধ করা অসম্ভব (দেবের অবধ্য)। নঞ্‌তৎ।

অবনত—নত (বিনয়াবনত, দুঃখভারে অবনত);

অনুন্নত, দুর্দশাগ্রস্ত (অবনত জাতি)। বি অবনতি— অধোগতি (চরিত্রের অবনতি)।

অবনমিত—(অব—নম্+ণিচ্+ক্ত) নত, বক্রীকৃত (নেতার সম্মানে জাতীয় পতাকা অবনমিত হইল)। বি অবনমন।

অবনম্র—অবনত (পুষ্পস্তবকাবনম্র লতা)।

অবনি, নী—পৃথিবী।

অবনীকণ্টক—পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ, উৎপীড়ক।

অবনীমুখ—অধোবদন।

অবনিবনাও—মনের ও আচরণের মিল না হওয়া।

অবন্তি—মালব দেশ।

অবন্তী—উজ্জয়িনী।

অবন্ধকপ্রয়োগ—বন্ধক না রাখিয়া ঋণ দান।

অবন্ধন—বন্ধনরাহিত্য, মুক্তি।

অবন্ধু—নির্বান্ধব ; অসহায়।

অবন্ধুর—সমতল। নঞ্ তৎ।

অবন্ধ্য—সফল, ফলবান্।

অবপাত—তৃণাচ্ছাদিত গর্ত, যাহাতে হাতী পড়ে।

অববাহিকা—নদীর উভয়পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ ঢালু জমি, basin।

অববুদ্ধ—বিদিত, পরিজ্ঞাত। বি অববোধ—অবগতি, সুপরিস্ফুট জ্ঞান। **অববোধন**—শিক্ষাদান ; জাগ্রত করা। **অববোধিত**—জ্ঞানপ্রাপ্ত ; জাগরিত।

অবভাষণ—নিন্দা করা। বিণ অবভাষিত।

অবভাস—দীপ্তি, আবির্ভাব, ভ্রম, ছলনা।

অবমত—অবজ্ঞাত, অনাদৃত, তিরস্কৃত।

অবমন্তা—(অব—মন্+তৃচ্) অবজ্ঞাকারী ; সব বিষয়ের দিকেই যার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি।

অবমর্দন—পদদলন, বিধ্বস্তকরণ। বিণ অবমর্দিত।

অবমান,-না—অপমান ; অনাদর। বিণ অবমানিত—অবজ্ঞাত।

অবমোচন—বন্ধন হইতে মুক্তি দান।

অবমোটন—মোচড়ানো।

অবয়ব—হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ; limb ; সমুদয়ের এক অংশ ; ন্যায়ের (syllogism-এর) বাক্যসমূহের বিভিন্ন অংশ।

অবয়বী—অবয়বযুক্ত, অঙ্গবিশিষ্ট।

অবর—কনিষ্ঠ, পরবর্তী (অবর-পরিচালক)। নঞ্ তৎ।

অবরে-সবরে—কচিৎ-কখনও, কালেভদ্রে।

অবরুদ্ধ—বন্দীকৃত, ব্যাহত (অবরুদ্ধ বাসনা)। বি অবরোধ—বেষ্টন করা, আচ্ছাদন, রাজ-অন্তঃপুর ; পর্দা (অবরোধ-প্রথা)।

অবরূঢ়—(অব্—রুহ্+ক্ত) অবতীর্ণ।

অবরেণ্য—সমাদরের অযোগ্য, অপূজ্য।

অবরোধ—অবরুদ্ধ দ্রঃ।

অবরোহ, -ণ—অবতরণ (দর্শনে) যুক্তি-পদ্ধতি বিশেষ, Deduction। **অবরোহী**—(গাড়ী হইতে) যে নামে। বিপরীত—আরোহী। (আরোহী দ্রঃ)।

অবর্ণ—নীচ জাতি।

অবর্ণ্য—অবর্ণনীয়।

অবর্তমান—অনুপস্থিত। **অবর্তমানে**—মৃত্যুর পর। নঞ্ তৎ।

অবলম্ব—আশ্রয় (নিরাবলম্ব)।

অবলম্বন—জীবিকা অর্জনের উপায়, আশ্রয়ের বস্তু, নির্ভর। বিণ অবলম্বিত—আশ্রিত, ধৃত।

অবলম্বী—যে কিছু আশ্রয় করিয়াছে (স্বাবলম্বী)।

অবলা—যাহার বল নাই, নারী ; যাহার বোল নাই (অবলা জীব)। বহুব্রী।

অবলিপ্ত—অবলেপযুক্ত (অবলিপ্ত জিহ্বা)।

অবলী—বলবান্ নয়, দুর্বল ; ছোট। বলী দ্রঃ।

অবলীলা—খেলা, অনায়াস। **অবলীলাক্রমে**—অনায়াসে, হাসিতে হাসিতে।

অবলুণ্ঠন—গড়াগড়ি দেওয়া, মাটিতে লুটানো। বিণ ; অবলুণ্ঠিত।

অবলুপ্ত—(অব—লুপ্+ক্ত) অন্তর্হিত, লুপ্ত ('ঘন মেঘে অবলুপ্ত')।

অবলেপ—লেপন-দ্রব্য ; চন্দনাদি ; গর্ব।

অবলেপন—লেপা। বিণ অবলিপ্ত।

অবলেহ—লেহন, চাটা ; যে সব দ্রব্য লেহন করা হয় ; লেহ্য। বিণ অবলীঢ়—যাহা চাটা হয়, আস্বাদিত।

অবলোকন—দর্শন। বিণ অবলোকিত।

অবশ—অসাড়, বিকল। অবশেন্দ্রিয়—অজিতেন্দ্রিয়।

অবশিষ্ট—(অব—শিষ্+ক্ত) উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত।

অবশীর্ণ—জীর্ণতাপ্রাপ্ত।

অবশেষ—অন্ত, শেষ (ধ্বংসাবশেষ)। বিণ অবশিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট)।

অবশ্য—অপরিহার্যভাবে (অবশ্যকরণীয়), of course (পড়াশোনা যথেষ্ট করা চাই,

অবশ্য স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া) ; বশীভূত নয়, দুর্দান্ত ; যাহাকে এড়াইবার উপায় নাই ('নিকটে জানিবে তবে অবশ্য মরণ')। **অবশ্য-অবশ্য**—যাহা না করিলেই নয়, নিশ্চয়ই (মাতা পুত্রকে লিখিয়াছেন, অবশ্য-অবশ্য বাড়ী আসিবে)। বিণ আবশ্যিক —compulsory)। **অবশ্যম্ভাবী**—যাহা অবশ্যই ঘটিবে। বি অবশ্যম্ভাবিতা।

অবশ্রয়ণ—উনান হইতে হাঁড়ি প্রভৃতি নামানো (বিপরীত অধিশ্রয়ণ)।

অবসন্ন—(অব–সদ্+ক্ত) অবসাদযুক্ত, স্বকার্যে অক্ষম, নিস্তেজ ; বিষণ্ণ ; বিগত (রাত্রি অবসন্ন-প্রায়)। বি অবসন্নতা, অবসাদ।

অবসর—অবকাশ, ছুটি, leisure, বিরতি (একদণ্ড অবসর নাই) ; ফাঁক, সুযোগ (ইত্যবসরে শত্রুদল প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ করিল)। **অবসর গ্রহণ**—কার্যাদি হইতে অবসৃত হওয়া, retirement।

অবসাদ—নিস্তেজতা, শিথিল ভাব, মনমরা ভাব, গ্লানি, স্ফূর্তিহীনতা। **অবসাদক**—অবসাদ-জনক।

অবসান—সমাপ্তি, বিরাম ; মৃত্যু ; সমাপ্ত ('দিবা অবসান হলো')। বিণ অবসিত—অপগত, অবসানপ্রাপ্ত।

অবসৃত—(অব–সৃ+ক্ত) কার্যাদি হইতে অবসর-প্রাপ্ত, retired। (তুল, অপসৃত)।

অবসেক,-সেচন—জল সেচনের দ্বারা আর্দ্র-করণ।

অবস্তু—তুচ্ছ বস্তু ; মিথ্যা বস্তু, যাহার প্রকৃত সত্তা নাই।

অবস্থা—দশা (বাল্যাবস্থা ; দুরবস্থা) ; ভাব, প্রকার ; লক্ষণ (মনের অবস্থা, রোগীর অবস্থা) ; সঙ্গতি (অবস্থাপন্ন) ; দুর্দশা (কাদা ভেঙে রোদে পুড়ে যাত্রীদের অবস্থার একশেষ)। (গ্রাম্য আবস্তা, আবস্থা)। **অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা**—যেখানে যাহা করা বিজ্ঞতার কাজ সেখানে সেইরূপ কাজ করা। **অবস্থাচতুষ্টয়**—বাল্যকাল (পনের বৎসর পর্যন্ত), কৌমার (ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত), যৌবন (পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত); তৎপরে প্রৌঢ় অবস্থা ও বার্ধক্য ; স্ত্রীলোকের পক্ষে, ষোল বৎসর পর্যন্ত বালা, ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তরুণী, পঞ্চান্ন বৎসর পর্যন্ত প্রৌঢ়া, তারপরে বৃদ্ধা। **অবস্থান**—বাস, স্থিতি, বাসস্থান, location। **অবস্থান্তর**—ভিন্ন অবস্থা। **অবস্থাপন**—স্থাপন। বিণ অবস্থাপিত। **অবস্থায়ী**—যে অবস্থান করে। **অবস্থিত**—স্থিত ; বিদ্যমান ; সংস্থিত।

অবহার—(অব—হৃ+অ) অপনয়ন, যুদ্ধাদি হইতে নিবৃত্তি বা সৈন্য অপসারণ ; ধর্মান্তর গ্রহণ।

অবহিত—(অব—ধা+ক্ত) জ্ঞাত ; সচেতন ; মনোযোগী।

অবহৃত—(অব–হৃ+ক্ত) অপনীত ; অপহৃত।

অবহেলন—গণ্য না করা ; অনাদর। **অবহেলা**—অমনোযোগ, অনাদর, উপেক্ষা। **অবহেলায়**—অনায়াসে। বিণ অবহেলিত—অনাদৃত, উপেক্ষিত।

অবাক্—বাক্যহীন, বিস্মিত, অভিভূত (তোমার কাণ্ড দেখে অবাক্ হচ্ছি ; হাটের দিনে লোকে… দেখত অবাক চোখে—রবি) বহুব্রী ; বিস্ময়কর (অবাক কাণ্ড)। **অবাক জলপান**—লবণ ও ঝাল মিশ্রিত পাঁচমিশালি ভাজা বিশেষ।

অবাঙ্মনসগোচর—বাক্য ও মনের অগোচর, বাক্য ও চিন্তার দ্বারা যাহার স্বরূপ নির্দেশ করা যায় না। নঞ্‌তৎ।

অবাঙ্মুখ—অধোমুখ।

অবাচী—দক্ষিণ দিক। বিণ অবাচীন।

অবাচ্য—যাহা মুখে আনা যায় না (অবাচ্য কুবাচ্য—অকথ্য গালি) ; (সম্ভ্রমে) অনিন্দ্য, অবচনীয়। নঞ্‌তৎ।

অবাত—যেখানে বায়ু বহে না। বহুব্রী।

অবাধ—যাহাতে কোন বাধা নাই (অবাধ বাণিজ্য ; free trade অবাধ মেলামেশা)। **অবাধে**—বিনা বাধায়।

অবাধ্য—অবশীভূত ; যে কথা শোনে না।

অবান্তর—অপ্রধান, গৌণ, বহির্ভূত, বাজে।

অবান্ধব—নির্বান্ধব।

অবারিত—খোলা, যাহাতে কোন নিষেধ নাই, অপ্রতিবন্ধ (অবারিত স্রোত)।

অবার্য—অনিবার্য, অপ্রতিবিধেয়, অচিকিৎস্য।

অবাস্তব—কল্পিত, অসত্য, অমূলক।

অবিকত্থন—শ্লাঘারহিত।

অবিকল—বিকারহীন, অবিকৃত, সম্পূর্ণ, যথাযথ।

অবিকার, অবিকারী—পরিবর্তনরহিত, রাগ-

দ্বেষশূন্য। **অবিকৃত**—যথাযথ, অপরিবর্তিত, বিশুদ্ধ। বহুব্রী।
অবিক্রী—যাহা বিক্রীত হয় নাই বা হয় না (অবিক্রী মাল)। **অবিক্রীত**—যাহা বিক্রীত হয় নাই ; যাহা বিক্রয় করা যায় নাই।
অবিক্লব—প্রশান্ত।
অবিগ্রহ—যাহার বিগ্রহ বা মূর্তি নাই, নিরাকার। বহুব্রী।
অবিঘ্ন—নির্বিঘ্ন ; বিঘ্নাভাব। নঞ্‌তৎ।
অবিচক্ষণ—অনিপুণ ; যাহার কাজের ক্ষমতা নাই ; অপণ্ডিত।
অবিচল, অবিচলিত—স্থিরসংকল্প, অচঞ্চল।
অবিচার—অন্যায় বিচার ; অবিচারজনিত লাঞ্ছনা, অবিবেচনা। **অবিচারিত**—যাহা বিচার করিয়া দেখা হয় নাই।
অবিচ্ছিন্ন—অবিরাম, বিচ্ছেদরহিত, অখণ্ডিত। নঞ্‌তৎ।
অবিজ্ঞাত—যাহা জানা যায় নাই। **অবিজ্ঞেয়**—যাহা জানিবার উপায় নাই।
অবিতর্কিত—অচিন্তিতপূর্ব, অভাবনীয়, unforeseen।
অবিদগ্ধ—অপণ্ডিত, অরসিক।
অবিদিত—অজানা, অপরিজ্ঞাত।
অবিদ্যমান—অনুপস্থিত ; অবর্তমান ; মৃত (পিতার অবিদ্যমানে)।
অবিদ্যা—জ্ঞানাভাব ; মিথ্যা-জ্ঞান ; যাহা আত্মা নহে তাহাকে আত্মা বলিয়া জানা ; যাহা সত্য নহে তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ; মায়া ; উপপত্নী। নঞ্‌তৎ।
অবিদ্বান—বিদ্যাহীন, মূর্খ, অবিবেকী।
অবিধান—অন্যায় বিধান, অব্যবস্থা। নঞ্‌তৎ।
অবিধি—বিধির বিপরীত ; যাহা আইনসঙ্গত বা ধর্মসঙ্গত নহে। বিণ অবৈধ, অবিধেয়।
অবিধ্বংসী—যাহা ধ্বংস হইবার নহে, স্থায়ী, অবিনশ্বর।
অবিনয়—বিনয়ের অভাব, ঔদ্ধত্য, অশিষ্টাচার; অসম্মান। বিণ অবিনীত।
অবিনয়ী—অবিনীত, গর্বিত, অভদ্র। নঞ্‌তৎ।
অবিনশ্বর, অবিনাশী—যাহার নাশ নাই, অমর, শাশ্বত। **অবিনাশ**—স্থিতি, অমরতা ; বিকারহীন (শিব)।
অবিনীত—দুর্বিনীত, উদ্ধত ; অশিক্ষিত।
অবিন্যস্ত—অসজ্জিত। বি অবিন্যাস।
অবিবক্ষিত—বলিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত নয়।
অবিবাদ—ঐক্য, বিরোধের অভাব। নঞ্‌তৎ। **অবিবাদে**—মিলিয়া মিশিয়া।
অবিবাহিত—অনূঢ়। **অবিবাহ্য**—যাহাকে বিবাহ করা যায় না।
অবিবেক—ভালমন্দ জ্ঞানের অভাব। বিণ অবিবিক্ত—অবিবেচিত, বিবেকশূন্য। **অবিবেচনা**—বিচারহীনতা।
অবিবেকী—সদসদ্‌জ্ঞানবর্জিত।
অবিভক্ত—অখণ্ড (অবিভক্ত সম্পত্তি ; অবিভক্ত পরিবার)। **অবিভাজ্য**—যাহা ভাগ করা যায় না।
অবিমিশ্র—অপর কিছুর সহিত মিশ্রিত নয়, ভেজালহীন (অবিমিশ্র সুখ)।
অবিমৃশ্য—অবিচার্য ; সন্দেহাতীত এইভাব। **অবিমৃশ্যকারী**—অবিবেচক, অদূরদর্শী।
অবিমৃশ্যকারিতা—অবিবেচনা, গোঁয়াতুর্মি।
অবিযুক্ত—মিলিত।
অবিরত—অবিচ্ছিন্ন। বি অবিরতি।
অবিরল—অবিরত, নিবিড়; বিরতিশূন্য (অবিরল-ধারায় বর্ষণ)।
অবিরাম—বিরামবিহীন, একটানা, বি অবিরতি।
অবিরুদ্ধ—সঙ্গতিযুক্ত ; বিরোধহীন ; অনুকুল। বি অবিরোধ। নঞ্‌তৎ। (অবিরোধে—অবাধে)। **অবিরোধী**—অপ্রতিকুল (অবিরোধী মনোভাব)।
অবিলম্ব, অবিলম্বিত—বিলম্বরহিত, ত্বরান্বিত।
অবিশঙ্ক—নিঃশঙ্ক, অসংশয়িত।
অবিশুদ্ধ—দোষযুক্ত, অপবিত্র।
অবিশেষ—অভেদ, তুল্য ; ভেদের অভাব।
অবিশ্রান্ত, অবিশ্রাম—শ্রান্ত না হইয়া, অবিরাম, শৈথিল্যহীন।
অবিশ্রুত—অপ্রসিদ্ধ।
অবিশ্বাস—অপ্রত্যয়, অনাস্থা। বিণ অবিশ্বস্ত। **অবিশ্বাসী**—যে বিশ্বাস করে না। **অবিশ্বস্ত, অবিশ্বাস্য**—যাহা বিশ্বাস করা যায় না।
অবিষম—যাহা বিষম নয়, যুগ্ম, অকুটিল। বহুব্রী।
অবিষহ্য—দুর্বিষহ; অতিপ্রখর।
অবিসংবাদ—অবিরোধ। **অবিসংবাদিত**—সর্বসম্মত, undisputed
অবিসংবাদী—অবিরোধী, প্রমাণানুযায়ী।

অবিস্পষ্ট—সুস্পষ্ট নয়, জড়িমাযুক্ত।
অবিহিত—নিষিদ্ধ, অসঙ্গত।
ল—অব্যাকুল, প্রকৃতিস্থ। বি অবিহ্বলতা।
র—বীর্যহীন, ভীরু; পুত্রাদিরহিত।
স্ত্রী-অবীরা—পতি-পুত্রহীনা, যে বিধবার পুত্র-সন্তান জন্মে নাই; কড়ে রাঁড়ী।
অবুঝ—অবোধ; অধৈর্য, অপরিণামদর্শী, নির্বোধ; যে প্রবোধ মানেনা (অবুঝ মন)।
অবুদ্ধি—বুদ্ধিহীন; বুদ্ধির অভাব।
অবুথবু—জবুথবু দ্রঃ।
অবুধ—অবুঝ, অপণ্ডিত, মূর্খ।
অবৃদ্ধিক—যাহার জন্য সুদ দিতে হয় না।
অবৃষ্টি—অনাবৃষ্টি।
অবেক্ষক—পর্যবেক্ষক, পর্যালোচক; আয়-ব্যয়ের পর্যবেক্ষক।
অবেক্ষণ—অবলোকন, পর্যবেক্ষণ; পরিদর্শন; বিচার; অনুসন্ধান। বিণ অবেক্ষিত। **অবেক্ষণীয়**—পরিদর্শনীয়; বিচার-বিবেচনার যোগ্য। **অবেক্ষমাণ**—যে অবেক্ষণ করিতেছে, অনুসন্ধানপর। **অবেক্ষা**—অবেক্ষণ, দৃষ্টি।
অবেণাব　।
অবেদ্য—অজ্ঞেয়, নিগূঢ়; unknowable। নঞ্ তৎ।
অবেলা—অসময়; অপরাহ্ণ (অবেলায় স্নানাহার)। নঞ্ তৎ।
অবৈতনিক—বিনাবেতনে, Honorary অবৈতনিক সম্পাদক; অবৈতনিক (free) বিদ্যালয়।
অবৈধ—বে-আইনী; অশাস্ত্রীয়, অসঙ্গত। নঞ্ তৎ।
অবোধ—অজ্ঞান; অবুঝ; অবিকশিতবোধ (অবোধ শিশু)। বহুব্রী। স্ত্রী অবোধা, অবোধিনী। **অবোধ্য**—যাহা বুঝা যায় না (অন্যের অবোধ্য ভাষা); দুর্জ্ঞেয়।
অবোল, আবোলা—যাহাদের বলিবার ভাষা নাই (অবোলা জীব)।
অব্জ—জলজাত; পদ্ম। উপ তৎ। **অব্জযোনি**—ব্রহ্মা।
অব্দ—বর্ষ (খৃষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ, শতাব্দী)।
অব্দুর্গ—যে দুর্গের চতুর্দিকে গভীর জলরাশি।
অব্ধি—সমুদ্র।

অব্যক্ত—অপরিস্ফুট; অপ্রকাশিত; অস্পষ্ট; নির্গুণ ব্রহ্ম। নঞ্ তৎ। **অব্যক্ত-শিরস্ক**—যাহাদের মস্তক পরিব্যক্ত নহে, ঝিনুক।
অব্যগ্র—অব্যস্ত, শান্ত। নঞ্ তৎ।
অব্যতিক্রম—ব্যতিক্রমের অভাব।
অব্যবসায়—নিশ্চেষ্টতা; চর্চার অভাব; অনিশ্চয়তা; অনভিজ্ঞতা।
অব্যবসায়ী—অনভিজ্ঞ, আনাড়ী; ব্যবসায়ের অনুপযুক্ত, unbusiness-like
অব্যবস্থিত, অব্যবস্থ—স্থিরতারহিত, চঞ্চল; অগোছালো। বি অব্যবস্থা—বিশৃঙ্খলা, বিধি-বিধান-হীনতা; অরাজকতা। **অব্যবস্থিতচিত্ত**—যাহার মতির স্থিরতা নাই। বহুব্রী।
অব্যবহার—অপ্রয়োগ। বিণ অব্যবহার্য—ব্যবহারের অযোগ্য; কাজের অযোগ্য।
অব্যবহিত—সন্নিহিত; সংলগ্ন; লাগাও। (অব্যবহিত পরেই আসিলেন)।
অব্যবহৃত—অপ্রচলিত; আনকোরা।
অব্যভিচার—অব্যতিক্রম, অবিরোধ, অচ্যুতি।
অব্যভিচারী—ব্যতিক্রমহীন, অস্খলিত, (অব্যভিচারী নিয়ম)। **অব্যভিচরিত**—নিত্যসম্বন্ধযুক্ত; অবাধ।
অব্যয়—ক্ষয় বা পরিবর্তন-বিহীন, নিত্য, পরব্রহ্ম; (ব্যাকরণে) যে শব্দের লিঙ্গে বচনে কিম্বা বিভক্তিতে কোন বিকার ঘটে না। বহুব্রী।
অব্যয়ীভাব—(ব্যাকরণে) যে সমাসে অব্যয় পূর্বপদ আর সমস্তপদ অব্যয়ে পরিণত হয় (উপকূল, অনুগঙ্গ)।
অব্যর্থ—অমোঘ, যাহার সফলতা নিশ্চিত, সার্থক। (কালাজ্বরে অব্যর্থ)
অব্যসন,-নী—ব্যসন বা কুপ্রবৃত্তি-বর্জিত।
অব্যস্ত—অনুৎকণ্ঠিত; শান্ত।
অব্যাকুল—অস্থিরতাহীন, শান্ত।
অব্যাজ—অকপটতা, অকৃত্রিমতা। **অব্যাজ-মনোহর**—স্বভাবতঃ অর্থাৎ প্রসাধন ব্যতিরেকে মনোহর। **অব্যাজে**—একাগ্রমনে; ত্বরায়।
অব্যাহত—বাধাহীন, অকুণ্ঠিত (অব্যাহত গতি)।
অব্যাহতি—নিস্তার, পরিত্রাণ, মুক্তি।
অব্যুৎপন্ন—অশিক্ষিত, ব্যাকরণজ্ঞানহীন, অপণ্ডিত।
অব্যূঢ়—অবিবাহিত। স্ত্রী; অব্যূঢ়া। **অব্যূঢ়ান্ন**—আইবুড়ো ভাত।

অব্রত, অব্রতী—যাহার উপনয়ন হয় নাই; শাস্ত্রের নিয়মাদিতে অমনোযোগী; অদীক্ষিত।

অব্রাহ্মণ—আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণেতর জাতি (ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি); ব্রাহ্মণেতর হীন জাতি (অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত—রবি)। নঞ্ তৎ।

অভক্তি—অশ্রদ্ধা; অনাস্থা; অরুচি; বিতৃষ্ণা (খাব কি দেখেই অভক্তি হয়)।

অভক্ষণ—অনাহার, উপবাস।

অভক্ষ্য, অভক্ষণীয়—খাদ্যরূপে গ্রহণের অযোগ্য; শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ খাদ্য।

অভগ্ন—আস্ত (অভগ্ন চাউল); অব্যাহত (অভগ্ন উদ্যম—ভগ্ন দ্রঃ)। নঞ্ তৎ।

অভঙ্গ—আস্ত; মহারাষ্ট্রদেশে প্রচলিত তুকারামের কবিতা।

অভঙ্গুর—যাহা ভঙ্গপ্রবণ নহে; স্থায়ী, নির্ভরযোগ্য।

অভদ্র—যে ভদ্র ব্যবহার জানে না, অশিষ্ট, ইতর (অভদ্র আচরণ); অমঙ্গল। বি অভদ্রতা—অশিষ্টতা, ইতরতা।

অভব্য—সভ্য-আচরণ-বহির্ভূত, অমার্জিত, অসভ্য, বর্বর। বি অভব্যতা।

অভয়—ভয়হীনতা; নির্ভরযোগ্য আশ্বাস; অভয়বাণী; একান্ত ভয়হীন। নঞ্ তৎ, বহুব্রী। **অভয়পদ**—যে পদে আশ্রয় লইলে ইহকালে ও পরকালে ভয় থাকে না। **অভয়বাণী**—মাভৈঃ এই বাণী। স্ত্রী অভয়া—দুর্গা।

অভরসা—ভরসার অভাব। **অভরসা খাওয়া**—ভরসা না রাখা; হতাশ হওয়া (অত অভরসা খেলে চলবে কেন)।

অভাগা—সৌভাগ্যহীন; সহায়সম্বলহীন; দুঃখী; দুর্বিপাকগ্রস্ত। স্ত্রী অভাগিনী, অভাগী (গ্রাম্য আভাগী—আভাগীর বেটা)।

অভাগ্য—দুর্ভাগ্য; সুযোগসুবিধাবঞ্চিত; ভাগ্যহীনতা।

অভাজন—নগণ্য; গুণহীন; অক্ষম।

অভাব—না থাকা; অবিদ্যমানতা; অনটন; মৃত্যু (পিতার অভাবে কে দেখবে)। **অভাবে স্বভাব নষ্ট**—অভাবের তাড়নায় স্বভাব সাধারণতঃ নষ্ট হয়।

অভাবনীয়—অচিন্তনীয়; অপ্রত্যাশিত (অভাবনীয় সৌভাগ্য; অভাবনীয় দুর্গতি)। **অভাবিত**—অচিন্তিত। **অভাব্য**—অভাবনীয় (যত অভাব্য দুর্ঘটনায়—রবি)।

অভি—আভিমুখ্য, অভিলাষ, সাদৃশ্য ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।

অভিকর্ষ—পৃথিবীর কেন্দ্রের অভিমুখে বস্তুর আকর্ষণ, gravity।

অভিকেন্দ্র—centripetal, কেন্দ্রের দিকে যাহার আকর্ষণ।

অভিক্রম—অভিযান; আরম্ভ।

অভিখ্যা—নাম, সংজ্ঞা; খ্যাতি; শোভা।

অভিগমন, অভিগম—অভিমুখে গমন; প্রত্যুদ্গমন, যুদ্ধার্থ গমন; সম্ভোগ। বিণ অভিগত।

অভিগ্রস্ত—কবলিত।

অভিগ্রহ—অভিযান; যুদ্ধে আহ্বান।

অভিগ্রহণ—অধিকার করা, লুণ্ঠন।

অভিঘাত—কঠিন আঘাত; বিনাশ। **অভিঘাতক, -ঘাতী**—পীড়ক, শত্রু।

অভিচার—তন্ত্রমন্ত্র; যাহার দ্বারা নিজের ইষ্ট ও অন্যের অনিষ্ট সাধন হয়।

অভিচারী—যে অভিচার প্রয়োগ করে।

অভিজন—পূর্বপুরুষের বাসস্থান; প্রসিদ্ধ বংশ; কুলীন।

অভিজাত—সৎকুলজাত; মনোহর; শ্রেষ্ঠ; সমৃদ্ধ; ধনিক-শ্রেণী-সম্পর্কিত। **অভিজাততন্ত্র** aristocracy। **অভিজাত-সাহিত্য**—শ্রেষ্ঠ সাহিত্য; ধনিকশ্রেণীর জীবনযাত্রা যে সাহিত্যের বর্ণনার বিষয়। বি আভিজাত্য—কৌলীন্য, জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব।

অভিজিৎ—বিজেতা; যজ্ঞবিশেষ; নক্ষত্র বিশেষ।

অভিজ্ঞ—বহুদর্শী; হাতে কলমে কাজ করিয়া যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে; বিশেষজ্ঞ। (অভিজ্ঞ চিকিৎসক)। বি অভিজ্ঞতা—বহুদর্শিতা; ঠেকিয়া শেখা জ্ঞান (কঠোর অভিজ্ঞতা)।

অভিজ্ঞা—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রথমেই যে জ্ঞান লাভ হয়; স্মৃতি। বিণ অভিজ্ঞাত—নিদর্শন অথবা অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত।

অভিজ্ঞান—স্মারক, নিদর্শন, token।

অভিজ্ঞানপত্র—বিশিষ্ট পরিচয়-পত্র। certificate।

অভিধা—নাম, আখ্যা, শব্দের সহজ মুখ্য অর্থ-বোধক শক্তি। বিণ, অভিহিত।

অভিধান—(অভি—ধা+অনট্—অর্থের সম্যক

প্রকাশ যাহাতে) শব্দকোষ, dictionary; নাম; পরিচয়।

অভিধাবন—[ধাব্ গমন করা] অনুসরণ।

অভিধেয়—দ্যোতক, প্রতিপাদ্য। বি অভিধা।

অভিনন্দন—[নন্দ্—আনন্দিত হওয়া অথবা আনন্দ দান করা] প্রশংসার দ্বারা সন্তোষ সাধন; গৌরব-কীর্তন; সানন্দ অভ্যর্থনা। বিণ অভিনন্দিত। **অভিনন্দনপত্র**—অভিনন্দনজ্ঞাপক পত্র।

অভিনব—নূতন, অদৃষ্টপূর্ব, চমৎকার (অভিনব বলে যেন মনে হয়···চিরপরিচিত বন্ধুগণে—রবি)।

অভিনয়—[নী—আনয়ন, অভিনেয় বিষয় সামনে আনয়ন অথবা ভাবভঙ্গি ভাষণের দ্বারা অভিনেয় বিষয়ের অনুকরণ] থিয়েটার-যাত্রা-আদি; কৃত্রিম ভাবভঙ্গি। অভিনয় করা—acting, নাট্যকলা প্রদর্শন; অনুকরণ করা; কৃত্রিম ভাবভঙ্গি প্রকাশ করা; ভাবভঙ্গি সহকারে কথা বলা। বিণ অভিনীত। **অভিনেতা**—যে অভিনয় করে, actor। স্ত্রী অভিনেত্রী।

অভিনিবিষ্ট—[(বিশ্—প্রবেশ করা) যে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে] অনুপ্রবিষ্ট; আগ্রহান্বিত। (অভিনিবিষ্ট পাঠ,-পাঠক)। বি **অভিনিবেশ**—মনঃসংযোগ।

অভিনিষ্ক্রমণ—(অভি—নির্—ক্রম্+অনট্) বেগে বহির্গমন। বিণ অভিনিষ্ক্রান্ত।

অভিন্ন—[অ—ভিদ্ (বিদারণ করা)+ক্ত] ভিন্ন নয়; অপৃথক, অচ্ছিন্ন, সংযুক্ত। **অভিন্ন-পরিবার**—একান্নবর্তী পরিবার। **অভিন্ন-হৃদয়**—সমপ্রাণ।

অভিপীড়িত—নিপীড়িত; সন্তপ্ত।

অভিপ্রায়—উদ্দেশ্য, মতলব; অভিসন্ধি; অভিলাষ। বিণ অভিপ্রেত—অভীষ্ট, লক্ষ্য; বাঞ্ছিত।

অভিবন্দন—প্রণতি; স্তব।

অভিবর্ষণ—ব্যাপক বর্ষণ। বিণ, অভিবর্ষিত।

অভিবাদ—অপবাদ, অখ্যাতি।

অভিবাদন—প্রণতিজ্ঞাপন, পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম; সম্যক্ বা যথাবিহিত শ্রদ্ধা নিবেদন (পতাকা অভিবাদন)। বিণ অভিবাদ্য—প্রণম্য।

অভিবাদয়িতা—যে অভিবাদন করে।

অভিবীক্ষণ—সম্যক্ অবলোকন।

অভিব্যক্ত—পরিস্ফুট, আবির্ভূত, সম্যক্ প্রকাশিত, বিবর্তিত। বি অভিব্যক্তি—প্রকাশ; আবির্ভাব, ক্রমশঃ প্রকাশ, বিবর্তন। (অভিব্যক্তি-বাদ—Theory of evolution)

অভিব্যঞ্জন—পরিস্ফুটন, অভিব্যক্তি। **অভি-ব্যঞ্জনা** (অলঙ্কারে)—ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশ; গূঢ়শ্লেষ।

অভিব্যাপ্ত—সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত; পরিব্যাপ্ত। বি অভিব্যাপ্তি।

অভিভব—পরাভব, একান্ত পরাজয়, লাঞ্ছনা।

অভিভাব, অভিভূতি—পরাভব, বিহ্বলতা।

অভিভাবক—শাসক; তত্ত্বাবধায়ক (বিশেষতঃ নাবালকের); guardian। স্ত্রী, অভিভাবিকা।

অভিভাষণ—সম্ভাষণ, সভাপতির ভাষণ।

অভিভূত—নির্জিত, বশীভূত, আবিষ্ট, ভাবে বিহ্বল। বি অভিভূতি।

অভিমত—অনুমোদিত; প্রিয়; সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, মত, opinion।

অভিমন্যু—মহাভারত-বর্ণিত অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র। **অভিমন্যু-বধ**—অভিমন্যু-বধ পালা; অভিমন্যু-বধের মত অন্যায় যুদ্ধ। **অভিমন্যুর ব্যূহ**—(ব্যঙ্গার্থে) যে জনসমাবেশে কষ্টে-সৃষ্টে প্রবেশ করা যায় কিন্তু তাহা হইতে নির্গমনের পথ নাই।

অভিমর্ষ,-মর্ষণ—ধর্ষণ।

অভিমান—আত্মাভিমান, অহঙ্কার; প্রিয়জনের ত্রুটি বা অনাদরের জন্য ক্ষোভ, প্রিয়জনের প্রতি অস্থায়ী বা কৃত্রিম বিরূপতা প্রকাশ। **অভি-মানী**—আত্মাভিমানী, অহঙ্কারী, self-conceited, touchy। **অভিমানিনী**—প্রিয়জনের ব্যবহারে ক্ষুব্ধা।

অভিমুখ, অভিমুখী—সম্মুখ, facing, towards, প্রবণ; লক্ষ্যের দিকে গমনশীল (কুলয়াভিমুখ পক্ষিদল)।

অভিযাচিত—যাহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে; অনুরুদ্ধ।

অভিযান—যুদ্ধযাত্রা, সদলবলে গমন, কঠিন কার্যোদ্ধারের জন্য সদলবলে প্রয়াস (এভারেস্ট অভিযান; ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান)।

অভিযুক্ত—যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছে; আসামী, accused। **অভি-যোক্তা**—ফরিয়াদী, অভিযোগকারী।

অভিযোগ—দোষারোপ; ভর্ৎসনা; নালিশ;

খুঁৎখুঁৎ করা (অভিযোগের আর অন্ত নেই)।
অভিযোজন—উদ্দেশ্য সাধন, কোনকিছুকে কাজে লাগানো, কোন বিশেষ কাজের যোগ্য করা, adaptation।
অভিরক্ষণ—সম্যক্‌ভাবে রক্ষণ। বিণ অভিরক্ষিত। **অভিরক্ষিতা**—অভিভাবক।
অভিরঞ্জিত—সর্বত্র উজ্জ্বলীকৃত, বিভূষিত।
অভিরত—অত্যাসক্ত, পরায়ণ ; পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। বি অভিরতি।
অভিরাম—(অভি—রম্‌+ঘঞ্‌) যাহাতে মন অনুরক্ত হয়, মনোহর ; সুন্দর, আনন্দকর। **নয়নাভিরাম**—নয়নের আনন্দবর্ধক।
অভিরুচি—বিশেষ প্রীতি, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি (তোষামোদে অভিরুচি)।
অভিরূপ—মনোমত, প্রীতিকর, যোগ্য।
অভিলষণ—বাঞ্ছা করা, লোভ করা। বিণ অভিলষিত, অভিলষণীয়।
অভিলাষ—কামনা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, অনুরাগ ; লোভ। বিণ অভিলাষী। স্ত্রী অভিলাষিণী।
অভিশঙ্কা—আশঙ্কা, সংশয়। বিণ অভিশঙ্কিত। **অভিশঙ্কী**—অভিশঙ্কাবিশিষ্ট।
অভিশপ্ত—অভিশাপগ্রস্ত, দুর্দৈবলাঞ্ছিত, দুঃখ যার নিত্যসঙ্গী (অভিশপ্ত ভাগ্য)।
অভিশাপ—(অভি—শপ্‌+ঘঞ্‌) দৈবনির্দেশিত লাঞ্ছনা বা দুঃখ (অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে—রবি ; রূপ তাহার জন্য অভিশাপ হইল) ; কাহারও ব্যবহারে ক্ষুব্ধ বা অপমানিত হইয়া তাহার অমঙ্গল কামনা (সাধারণতঃ উচ্চ কণ্ঠে)।
অভিষব, -ণ—সোমরস প্রস্তুত করণ ; মদ চোয়ানো।
অভিষেক—(জল সিঞ্চন করা) রাজসিংহাসনে আরোহণের নিমিত্ত যথা-বিহিত স্নানানুষ্ঠান ; রাজপদে বরণ ; installation। বিণ অভিষিক্ত—সিঞ্চিত ; যথাযোগ্যভাবে রাজপদে বা তত্তুল্য উচ্চপদে স্থাপিত।
অভিষ্যন্দ,-স্যন্দ—ক্ষরণ, জল ঝরা ; জলের প্রবাহ। বিণ অভিষ্যন্দী—ক্ষরণশীল। **অভিষ্যন্দনগর**—শহরতলী, suburb।
অভিসন্তাপ—মনস্তাপ ; অত্যধিক দুঃখ।
অভিসন্ধক—ঈর্ষাতুর, নিন্দুক। বি, অভিসন্ধান—লক্ষ্য, সংকল্প, অভিসন্ধি, প্রবঞ্চনা।
অভিসন্ধি—(অভি—সম্‌—ধা+ই) গূঢ় অভিপ্রায় ; মতলব ; উদ্দেশ্য।
অভিসম্পাত—অভিশাপ।
অভিসরণ—অনুগমন, অভিসার।
অভিসার—মিলনেচ্ছু নায়ক-নায়িকার সংকেত-স্থানে গমন ; প্রিয়মিলনের জন্য দুঃখময় পন্থা-অবলম্বন (আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার-রবি)। **অভিসারক, অভিসারী**—অগ্রগামী, লক্ষ্যের অভিমুখে বা সংকেত-স্থানে গমনকারী। (সমুদ্রাভিসারী)। **অভিসারিকা**—প্রিয়-মিলনার্থ সংকেত-স্থানে গমনকারিণী।
অভিহত—(অভি—হন্‌+ক্ত) প্রহৃত, নিপীড়িত, অভিভূত। বি অভিঘাত।
অভিহিত—(অভি—ধা+ক্ত) কথিত, সংজ্ঞিত, পরিচিত।
অভীক—ভয়হীন। বহুব্রী।
অভীত—নির্ভয়, নিঃশঙ্ক। বি অভীতি।
অভীপ্সিত—আকাঙ্ক্ষিত। **অভীপ্সু**—প্রার্থী, ইচ্ছুক।
অভীষ্ট—[অভি—ইষ্‌ (বাঞ্ছা করা) +ক্ত] বাঞ্ছিত (অভীষ্ট লক্ষ্য) ; যাহা কামনা করা হইয়াছে।
অভুক্ত—অভক্ষিত, অস্বাদিত ; উপবাসী।
অভূত—যাহা হয় নাই বা জন্মে নাই, অঘটিত ; অবিগত। **অভূতপূর্ব**—পূর্বে যাহা ঘটে নাই, unprecedented ; অপূর্ব।
অভূষিত—যাহা সাজানো হয় নাই ; স্বাভাবিক ; অনলঙ্কৃত (অভূষিত সৌন্দর্য)।
অভেদ—ঐক্য, অভিন্নতা ; ভেদরহিত, সদৃশ ; যাহা ভেদ করা যায় না। নঞ্‌ তৎ ; বহুব্রী। (**অভেদাত্মা**—একমন একপ্রাণ)।
অভোগ্য—ভোগের অনুপযুক্ত ; যাহা ভোগ করা উচিত নয়। স্ত্রী অভোগ্যা। **অভোজ্য**—অখাদ্য।
অভ্যগ্র—নিকটবর্তী, অগ্রবর্তী ('অভ্যগ্র পদধ্বনি')
অভ্যঙ্গ,-ঞ্জন—(অভি—অন্‌জ্‌+অনট্‌) সমস্ত শরীরে তৈল বা অন্য স্নেহপদার্থ মাখানো।
অভ্যন্তর—ভিতর, মধ্য। **অভ্যন্তরীণ, আভ্যন্তরীণ**—অন্তরস্থিত, ভিতরকার।
অভ্যর্থনা—সংবর্ধনা ; সমাদরে গ্রহণ (অভ্যর্থনা সমিতি)। বিণ অভ্যর্থিত।
অভ্যস্ত—পুনঃ পুনঃ আচরিত, শিক্ষিত (অভ্যস্ত আচরণ ; অভ্যস্ত বুলি ; উপবাসে অভ্যস্ত)।

বিণ অভ্যাস।

অভ্যাগত—গৃহাগত ; অতিথি ; নিমন্ত্রিত।

অভ্যাস—(অভি—অস্+ঘঞ্) পুনঃ পুনঃ আচরণ, স্বভাবে পরিণত আচরণ, habit (পাঠাভ্যাস ; সাঁতারের অভ্যাস ; দীর্ঘদিনের অভ্যাস ; উপবাস করার অভ্যাস)।

অভ্যুত্থান—(অভি-উৎ-স্থা+অনট্) উঠা ; উন্নতি ; প্রভাববৃদ্ধি (ধর্মের অভ্যুত্থান) ; রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ; সম্মান দেখাইবার জন্য গাত্রোত্থান। বিণ অভ্যুত্থিত।

অভ্যুদয়—(অভি—উৎ—ই+অচ্) উদয় ; বৃদ্ধি ; সৌভাগ্য ; প্রকাশ (তিমির-বিদার-উদার-অভ্যুদয় তোমারি হউক জয়—রবি) ; উৎসব। **আভ্যুদয়িক**—বিবাহ রাজ্যাভিষেক ইত্যাদি সংক্রান্ত উৎসব। বিণ অভ্যুদিত।

অভ্যুদাহরণ—(অভি—উৎ—আ—হৃ+অনট্) প্রতিকূল উদাহরণ।

অভ্র—খনিজদ্রব্য, Mica ; মেঘ ; আকাশ। **অভ্রনীল**—আকাশের মত নীল। **অভ্রভেদী**—আকাশভেদী, অত্যুচ্চ।

অভ্রংলিহ—(অভ্র—লিহ্+খশ্) মেঘচুম্বী, খুব উঁচু (অভ্রংলিহ প্রাসাদ)। উপতৎ।

অভ্রচ্ছায়া—মেঘচ্ছায়া ; মেঘচ্ছায়ার মত ক্ষণিক উপভোগ্য। (৬ষ্ঠী তৎ)।

অভ্রাতৃক—যাহার ভাই নাই, অথবা ভাইবন্ধু নাই। বহুব্রী।

অভ্রান্ত—যাহাতে ভ্রম-প্রমাদ নাই (অভ্রান্ত সত্য) ; যিনি ভুল করেন না (অভ্রান্ত ঋষি)। **অভ্রান্ত-লক্ষ্য**—অভ্রান্তদৃষ্টি ; অব্যর্থসন্ধান।

অমঙ্গল—অকল্যাণ ; বিপদ ; অশুভ ; দুর্নিমিত্ত। বহুব্রী, নঞ্তৎ। অমঙ্গলকর—অকল্যাণকর। **অমঙ্গল্য**—অশুভকর।

অমণ্ডিত—অনলঙ্কৃত, অকৃত্রিম (অমণ্ডিত শ্রী)

অমত—অসম্মতি। **অমত করা**—মত না দেওয়া।

অমতি—অপবৃত্তি, কুমতি।

অমত্ত—অপ্রমত্ত ; শান্ত, বিচারপরায়ণ। বি অমত্ততা।

অমন—ঐ প্রকার ; ও ধরণের ; এমন। **অমনি**—ওই রকম। সুন্দর অথবা বিশিষ্ট (তুমি অমনি সন্ধ্যার মত হও—রবি)। **অমনি এক রকম**—ভালও নয় মন্দও নয়।

অম্‌নি—(কথ্য) বিনাকারণে (অমনি রাগ করা) ; বিনামূল্যে বা পরিশ্রমে (অম্‌নি পাওয়া) ; খালি (অমনি গায়ে, অমনি পায়ে, অমনি ভাতে) ; বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা কাজে (অমনি অতটা সময় কাটাবে এমন খেয়ালী তুমি নও ; জায়গাটা বহুদিন অমনি পড়ে ছিল) ; তৎক্ষণাৎ (যেমন বলা অমনি উঠে দৌড়)।

অমনুষ্যত্ব—মনুষ্যত্বের অভাব ; অমানুষের মত কাজ। নঞ্ তৎ।

অমনোনীত—অপছন্দ ; অনির্বাচিত।

অমনোযোগ—অনবধানতা ; মনোযোগের অভাব। নঞ্ তৎ। বিণ অমনোযোগী—অনবধান ; উদাসীন।

অমন্ত্র, অমন্ত্রক—যে গুরু-মন্ত্র গ্রহণ করে নাই ; বেদপাঠশূন্য ; অদীক্ষিত।

অমন্থর—অমন্দ ; ত্বরিত।

অমন্দ—ত্বরান্বিত ; (প্রাদেশিক), মন্দ, অপছন্দ (তা পাত্র তো এমন অমন্দ নয়)।

অমর—মৃত্যুহীন, দেবতা ; যাহা মরণশীল নয় ; চিরস্মরণীয়, চিরঅম্লান (অমর কবি ; অমর মহিমা)। বি অমরতা, অমরত্ব। **অমরা**—স্বর্গ, ইন্দ্রপুরী ; দূর্বা ; জরায়ু ; ফুল (placenta)। **অমরাত্মা**—চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ। **অমরাবতী**—অমরদের বাসভূমি, স্বর্গ।

অমরকোষ—বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান।

অমরুশতক—অমরুরচিত বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য।

অমর্ত্য—অমর ; যাহা মর্ত্যের নয় ; অপার্থিব। নঞ্ তৎ, **অমর্ত্যভুবন**—স্বর্গ।

অমর্যাদা—যোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করা, অনাদর ; যথাবিহিত আচার লঙ্ঘন। (মর্যাদা দ্রঃ)।

অমর্ষ, অমর্ষণ—অক্ষমা ; অসহিষ্ণুতা ; প্রবল-ঈর্ষা ; অসহিষ্ণু, ক্রোধী। নঞ্ তৎ। বিণ, অমর্ষিত। **অমর্ষী**—ক্রুদ্ধ।

অমল—নির্মল, অনবদ্য, অকলঙ্ক। স্ত্রী অমলা—লক্ষ্মী।

অমলক—আমলকী।

অমলিন—মালিন্যবর্জিত, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল।

অমসৃণ—কর্কশ।

অমা, অমাবস্যা,-বাস্যা—সূর্যের সহিত

চন্দ্রের একত্র বাস হয় যে তিথিতে, কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি, চন্দ্রকলা যেদিন আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না। **অমানিশা**—অমাবস্যার রাত্রি; ঘোর অন্ধকার বা দুর্দিন। **অমাবস্যার চাঁদ**—দুর্লভদর্শন প্রিয়জন।

অমাংসল—কৃশ।

অমাতৃক—মাতৃহীন। বহুব্রী।

অমাত্য—যিনি খবরাগবর রাখেন এমন রাজ-সহচর; মন্ত্রী।

অমানব—(অমানবোচিত) মনুষ্যহীন; মানুষ ভিন্ন আর কিছু; অমানুষ। বহুব্রী; নঞ্‌তৎ।

অমানুষ—মানুষ বলিয়া গণ্য করিবার অযোগ্য, পাজি। বিণ অমানুষিক—মানুষের পক্ষে অশোভন; মানুষের সাধ্যের অতিরিক্ত। (অমানুষিক অত্যাচার; অমানুষিক পরিশ্রম)। **অমানুষী**—অতিমানুষ (অমানুষী শক্তি)। "অমানুষিক" কখনও কখনও অমানুষী (অলৌকিক) অর্থে ব্যবহৃত হয়—অমানুষিক মেধা।

অমান্য—লঙ্ঘিত, অনাদৃত; অনাদর, অসম্মান। **অমান্য করা**—অনুবর্তী না হওয়া (গুরুজনের বাক্য অমান্য করা); বিরুদ্ধাচরণ করা (ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অমান্য করা; আইন-অমান্য-আন্দোলন)।

অমায়িক—(যে মায়া বা কপটতা জানে না) অকপট; সদালাপী; ভদ্র, প্রীতিমান্। নঞ্‌তৎ। বি অমায়িকতা—ভদ্র ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার।

অমার্জিত—অভব্য; বর্বর; অবিদগ্ধ; অকৃত্রিম (অমার্জিত শ্রী)। **অমার্জনীয়**—মার্জনার অযোগ্য (অমার্জনীয় অপরাধ)।

অমিত—ইয়ত্তাহীন, অতিশয়, প্রচুর (অমিত পরাক্রম; অমিততেজাঃ; অমিতব্যয়)।

অমিতাচার—ভোগে অসংযম। কর্মধা। বিণ অমিতাচারী—ভোগে আচার-নিয়ম লঙ্ঘনকারী।

অমিতাভ—(অমিত আভা যাঁর) বুদ্ধদেব। বহুব্রী।

অমিত্র—শত্রু অথবা শত্রুর মত (অমিত্র ব্যবহার)। **অমিত্রতা**—প্রতিকূলতা; শত্রুতা। **অমিত্রাক্ষর**—Blank verse, চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারজাতীয় কবিতা কিন্তু মিলহীন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক প্রবর্তিত।

অমিয়—অমৃত (সাধারণতঃ পদ্যে ব্যবহৃত)।

অমিল—মিলের অভাব (অমিল ছন্দ); অবনিবনাও; অসঙ্গতিপূর্ণ। নঞ্‌তৎ।

অমিশ্র, অমিশ্রিত—বিশুদ্ধ, যাহার সহিত অন্য কিছু মিশানো হয় নাই। **অমিশ্র বর্ণ**—যাহা যুক্তাক্ষর নয়। **অমিশ্র রাশি**—অখণ্ড বা পূর্ণসংখ্যা, whole number।

অমীমাংসা—মীমাংসা বা সিদ্ধান্তের অভাব; মতানৈক্য। নঞ্‌তৎ। বিণ অমীমাংসিত—যাহা বিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় নাই।

অমুক—এক বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু যাহার নাম জানা নাই বা উহ্য।

অমুক্ত—বদ্ধ, যে পরিত্রাণ পায় নাই; আবৃত।

অমুত্র—পরলোকে।

অমূর্ত—মূর্তিহীন; যাহার আকার-প্রকার কোন বিশেষ মূর্তিতে ধরা পড়ে না; নিরাকার।

অমূল—মূলহীন বা শিকড়হীন (অমূলতরু); অমূল্য। **অমূলক**—ভিত্তিহীন, কাল্পনিক।

অমূল্য—যাহা মূল্য দিয়া লাভ করা যায় না অথবা যাহার মূল্য নিরূপিত করা যায় না।

অমৃত—যাহা পান করিলে মৃত্যু হয় না; যাহা পান করিয়া দেবতারা অমর হইয়াছেন; অতি মধুর (অমৃতের মত আনন্দদায়ক ও প্রাণশক্তিবর্ধক বলিয়া কতকগুলি খাদ্যকে অমৃত বলা হয়, যথা—দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ইত্যাদি; অমৃত বলিতে স্বর্গ, মুক্তি, পরমসত্যের আনন্দময় উপলব্ধি ইত্যাদিও বুঝায়)। • **অমৃতদ্যুতি**—চন্দ্র। **অমৃতফল**—আম; নাশপাতি; পেঁপে ইত্যাদি। **অমৃতবল্লী**—গুলঞ্চ লতা। **অমৃতযোগ**—শুভযোগ বিশেষ। **অমৃতসারজ**—গুড়, খাঁড়। **অমৃতলোক**—স্বর্গলোক। **অমৃতি**—মিঠাই বিশেষ। **অমৃতত্ব**—অমরতা; মুক্তি। **অমৃতায়মান**—অমৃততুল্য।

অমেধাঃ—মেধাহীন, নির্বুদ্ধি। বহুব্রী।

অমেধ্য—(যাহা যজ্ঞের যোগ্য নয়) অশুচি; অপবিত্র বস্তু, মলমূত্রাদি, মলমূত্রাদিপূর্ণ স্থান (অমেধ্য হইতেও কাঞ্চন গ্রহণ করিবে—মনু)। নঞ্‌তৎ।

অমেয়—অপরিমেয়; যাহার স্বরূপের ইয়ত্তা করা যায় না।

অমোঘ—অব্যর্থ; অভ্রান্ত; সার্থক; নঞ্‌তৎ।

অম্বর—আকাশ; বস্ত্র; গন্ধদ্রব্যবিশেষ। **অম্বরী বা অম্বুরী**—অম্বরের দ্বারা (amber)

সুবাসিত (অম্বরী বা ওম্বুরী তামাক)।

অম্বরিষ, -রীষ (সং)—ভাজনাখোলা।

অম্বল—টক; অম্লস্বাদের ব্যঞ্জন; অম্লরোগ। ঝোলের লাউ অম্বলের কদু—সুবিধাবাদী।

অম্বা—(গরু বাছুরের ডাকের অনুকরণে) মাতা; দুর্গা। **অম্বিকা**—মাতা; দুর্গা। **অম্বিকেয়**—গণেশ; কার্তিক।

। **অম্বুধর**—মেঘ। **অম্বুদাগম**—বর্ষাকাল। **অম্বুনিধি, অম্বুপতি**—সমুদ্র **অম্বুপ্রসাদ**—(যাহা জল নির্মল করে) নির্মলী ফলের গাছ। **অম্বুবাচী,-বাচি**—তিথি বিশেষ। **অম্বুসর্পিণী**—জোঁক।

অম্রাতক—আমড়া।

অম্ভঃ—জল। **অম্ভঃসার**—মুক্তা।

অম্ভোজ—জলজ, পদ্ম, চন্দ্র ইত্যাদি। উপতৎ।

অম্ভোজা—লক্ষ্মী।

অম্ভোদ—মেঘ। উপতৎ।

অম্ভোধি, অম্ভোনিধি—সমুদ্র।

অম্ল—অম্লস্বাদ, টকো, acid; তেঁতুলের অম্বল; অম্লমধুরস্বাদের মিশ্রণ। **অম্লজান**—Oxygen। **অম্লমধুর**—মিষ্ট কিন্তু ঈষৎ-অম্লস্বাদযুক্ত (অম্লমধুর নেংড়া আম)। **অম্লশাক**—চুকা পালঙ্। **অম্লোদ্গার**—টক্ ঢেকুর।

অম্লান—বিমল, প্রসন্ন, প্রফুল্ল, উজ্জ্বল। **অম্লান বদনে**—কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ না করিয়া।

অযত্ন—যত্নের অভাব; প্রয়াসশূন্য; অবহেলা (শরীরের অযত্ন করা)। **অযত্ন-কৃত**—বিনা চেষ্টায় নিষ্পন্ন। **অযত্নজাত, -লব্ধ, -সম্ভূত**—অনায়াসলব্ধ; প্রকৃতিদত্ত। নঞ্ তৎ, বহুব্রী।

অযথা—অকারণে; অন্যায়রূপে। নঞ্ তৎ।

অযথার্থ—অসত্য, অন্যায়, মিথ্যা। বি **অযথার্থতা**—অবাস্তবতা; অনৌচিত্য।

অয়ন—গতি, পথ (সূর্যের উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ)। **অয়নাংশ**—সূর্যের ভ্রমণপথের অংশ।

অযন্ত্রিত—অনিয়ন্ত্রিত; স্বেচ্ছাচারী; যে ভোজনাদি ব্যাপারে শাস্ত্রের নির্দেশ মত চলে না।

অযশ, অযশঃ—অপযশ, নিন্দা, অগৌরব। **অযশস্কর, অযশস্য**—যশের হানিকর

অয়স্—লৌহ। **অয়স্কান্ত**—চুম্বক পাথর। **অয়স্কার**—লৌহকার, কামার।

অযাচক—যে যাচ্ঞা করে না। **অযাচনীয়, অযাচ্য**—প্রার্থনার যোগ্য নয়। **অযাচিত**—প্রার্থনা না করিয়া প্রাপ্ত (অযাচিত সাহায্য; অযাচিত সৌভাগ্য)।

অযাজনীয়, অযাজ্য—যাজনের অযোগ্য. পতিত। **অযাজ্যযাজন**—পতিতদিগের পৌরোহিত্য। বিণ অযাজ্যযাজী।

অযাত্রা—অশুভ যাত্রা; যাত্রাকালে অশুভ ঘটনা বা অলক্ষণ সামনে আসা (নাম করিলে অযাত্রা)।

অযাথার্থ্য—অসত্য; অযৌক্তিকতা, অনৌচিত্য।

অয়ি—স্ত্রী-সম্বোধনে ব্যবহৃত (সাধারণতঃ কাব্যে)।

অযুক্ত—যুক্ত নয়, পৃথক্; অযোজিত; অসমাহিত; অযৌক্তিক। বি **অযুক্তি**—অসৎ পরামর্শ; যুক্তিবিরুদ্ধ কথা।

অযুগ্ম—বিজোড়; বিষম, odd। নঞ্ তৎ।

অযুত—দশ সহস্র; অন্তহীন (অযুত ভঙ্গে)।

অয়েল—(Oil) তেল, তেল দেওয়া; (অয়েল ক্লথ; অয়েল পেপার; ঘড়ি অয়েল করা)।

অযোগ—যোগের অভাব, বিচ্ছেদ, কুযোগ, দুর্যোগ। **অযোগবাহবর্ণ**—ং ঃ ঁ।

অযোগ্য—অকেজো (কাজের অযোগ্য); অনুচিত (অযোগ্য কর্ম); অনুপযুক্ত, অপটু, (অযোগ্য ব্যক্তি)। নঞ্ তৎ। **অযোগ্যম্মন্য**—যে নিজকে অযোগ্য মনে করে।

অযোধ্য—দুর্ধর্ষ, যাহার প্রতিযোদ্ধা নাই।

অযোধ্যা—রামায়ণপ্রসিদ্ধ সূর্যবংশীয় নরপতিদের রাজধানী, উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত।

অযোনি—জন্মরহিত, নিত্য। বহুব্রী। **অযোনিজ,-সম্ভব,-সম্ভূত**—যে নারীগর্ভে জন্মগ্রহণ করে নাই। বহুব্রী।

অযৌক্তিক—যুক্তিবিরুদ্ধ, unreasonable, খেয়ালী। বি অযৌক্তিকতা।

অর—চক্রশলাকা বা চাকার পাখি, (spoke)

অরক্ষণীয়া—যে কন্যার শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিবাহকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে।

অরক্ষিত—যাহার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই, (অরক্ষিত দুর্গ, অরক্ষিত সম্পদ); লঙ্ঘিত (অরক্ষিত প্রতিজ্ঞা); অপব্যয়িত (অরক্ষিত ধন)।

অরঘট্ট—কূপ হইতে জল তুলিবার কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্র; ইন্দারা

অরজস্কা, অরজাঃ—অরজস্বলা; বালিকা।

অরণি—[ঋ (গমন করা), অগ্নি-উৎপাদক] যে কাষ্ঠে অন্য কাষ্ঠের দ্বারা ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয় ; চকমকি পাথর।

অরণ্য—[(ঋ) পশুরা যেখানে আহার-বিহারের জন্য গমন করে] ; অরম্য স্থান ; বন। বিণ আরণ্য। **অরণ্যে রোদন**—যে রোদনের মর্ম বুঝিবার মত কেহ নাই ; নিষ্ফল আবেদন। **জনারণ্য**—লোকারণ্য, যেখানে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে ; অনিয়ন্ত্রিত জনতা। **অরণ্যচন্দ্রিকা**—বনের জোৎস্নার মতো নিষ্ফল সাজসজ্জা। **অরণ্যধর্ম**—বানপ্রস্থ-ধর্ম। **অরণ্যবহ্নি**—দাবানল। **অরণ্য ষষ্ঠী**—জামাই ষষ্ঠী। **অরণ্যানী**—মহাবন।

অরতি—অপ্রীতি অসন্তোষ, উৎসাহ-হীনতা চিত্তের আকুলতা।

অরন্ধন—রন্ধন না করার দিন, ভাদ্র-সংক্রান্তি।

অরবিন্দ—পদ্ম।

অররু—(হিংস্র) শত্রু।

অরসিক—যাহার রসবোধ নাই ; যে কাব্যকলায় তেমন আনন্দ পায় না ; বেরসিক ; কাটখোট্টা।

অরাজক—যেখানে রাজা নাই বা শাসন নাই ; শাসনশৃঙ্খলাহীন। বি অরাজকতা—শাসনাভাব ; বিষম বিশৃঙ্খলা (টৈবিলিক অরাজকতা—রবি)।

অরাতি, অরি—(যে সুখ দেয় না) শত্রু। **অরিন্দম**—শত্রুজিৎ। **অরিমিত্র**—শত্রুর বা শত্রু-রাজার সাহায্যকারী।

অরিষ্ট—আয়ুর্বেদীয় ঔষধ-বিশেষ।

অরুগ্‌ণ—আধি-ব্যাধি-হীন, স্বাস্থ্যপূর্ণ (অরুগ্‌ণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—রবি)।

অরুচি—(রোগবিশেষ) খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছা, অপ্রবৃত্তি, অনভিলাষ ; অপ্রীতি। **অরুচিকর**—অপ্রীতিকর ; যাহা আগ্রহ জন্মায় না। **যমের অরুচি**—(গালি) যমও যাহাকে গ্রহণ করে না।

অরুচির—অসুন্দর, অশোভন, অমনোজ্ঞ।

অরুণ—প্রভাতের লোহিতবর্ণ সূর্য, বালার্ক ; সূর্য-সারথি ; রক্তবর্ণ। স্ত্রী অরুণা। **অরুণবসন**—রক্তবর্ণ বস্ত্র। **অরুণলোচন,-নেত্র**—রক্তচক্ষু। **অরুণিত**—বালার্ক-রঙ্গে রঞ্জিত। **অরুণিমা**—রক্তিমা। **অরুণোদয়**—সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল, প্রভাত।

অরুদ্ধ—অব্যাহত ; মুক্ত।

অরুন্তুদ—মর্মভেদী ; অতি কঠোর ; মর্মপীড়াদায়ক।

অরুন্ধতী—বশিষ্ঠ মুনির পত্নী, (নক্ষত্র বিশেষ), পতিব্রতা নারীর আদর্শস্থানীয়া।

অরূপ—রূপ নাই যার ; নিরাকার (অরূপের রূপ-কল্পনা)। **অরূপ রাশি**—যাহার ঠিক মূল বাহির হয় না, surds।

অরে—ওরে দ্রঃ।

অরোগ—নীরোগ, ব্যাধিমুক্ত ; রোগের অভাব। বহুব্রী ; নঞ্‌ তৎ।

অরোচক—অরুচিকর।

অর্ক—সূর্য, স্ফটিক, কিরণ, আকন্দগাছ। **অর্কাঘাত**—সর্দিগর্মি। **অর্কচন্দন**—রক্ত-চন্দন। **অর্কদুগ্ধ**—আকন্দের আঠা। **অর্ক-পত্র**—আকন্দগাছ। **অর্কফলা**—টিকি (ব্যঙ্গে)। **অর্কতাপত্তি**—স্ফটিকে পরিণত হওয়া, crystallization।

অর্গল—দরজার খিল ; (**অর্গলিকা**—ছোট খিল); প্রতিবন্ধক (অনর্গল)। বিণ অর্গলিত।

অর্ঘ—মূল্য (মহার্ঘ) ; পূজার উপকরণ। বিণ অর্ঘার্হ—পূজ্য।

অর্ঘ্য—অর্ঘার্হ ; মধুপর্কের দ্বারা যাহার অভ্যর্থনা করা হয় ; পূজার উপচার ; (পঞ্চাঙ্গ অর্ঘ্য ; অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য), যজ্ঞে বা সভায় সর্ব-প্রধান ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনার্থ প্রদত্ত মাল্য-চন্দনাদি।

অর্চক—পূজক। **অর্চনা**—পূজা, উপাসনা। **অর্চনীয়, অর্চ্য**—পূজনীয়, উপাস্য। **অর্চিত**—পূজিত, উপাসিত।

অর্চি, অর্চিঃ—জ্যোতিঃ ; রশ্মি ; জ্বালা ; শিখা (মেঘরন্ধ্র চ্যুত তপনের জলদর্চি রেখা—রবি)।

অর্চিষ্মান্‌—সূর্য ; অগ্নি ; তেজস্বী ; প্রজ্বলিত।

অর্জক—অর্জয়িতা (যে উপার্জন করে)।

অর্জন—উপার্জন ; আয় ; প্রয়াসের দ্বারা লাভ করা। বিণ, অর্জিত—উপার্জিত, অধিকৃত, লব্ধ (অর্জিত পাপপুণ্য)।

অর্জুন—তৃতীয় পাণ্ডব ; অর্জুন গাছ ; নেত্ররোগ বিশেষ (আঞ্জুনি)।

অর্ণব—বারিধি, সমুদ্র (শোকার্ণব)। **অর্ণবজ**—সমুদ্রের ফেনা ; সমুদ্রজাত। **অর্ণবতরী, -পোত,-যান**—সমুদ্রগামী জাহাজ।

অর্তি—পীড়া, ব্যাধি।

অর্থ—ধন-সম্পত্তি (অর্থ অনর্থের মূল) ; উদ্দেশ্য, প্রয়োজন (বিদ্যালাভার্থ দেশান্তরে গমন) ; প্রার্থনা

(বিদ্যার্থী); জ্ঞাতব্য বিষয় (সর্বার্থ-ভেদী দৃষ্টি); তাৎপর্য, মানে (কঠোর ব্যবহারের অর্থ; শব্দের অর্থ); ঐহিক সৌভাগ্য (ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ); রাজনীতি (অর্থশাস্ত্র); মহৎ লক্ষ্য (পুরুষার্থ); কল্যাণ (অনর্থ); সত্য, তত্ত্ব, (যথার্থ)। **অর্থকৃচ্ছ্র**—অর্থের টানাটানি। **অর্থগৃধ্নু**—কৃপণ। **অর্থগৌরব**—ভাবের গৌরব। **অর্থগ্রহ**—অর্থবোধ। **অর্থচিন্তা**—রোজগারের চিন্তা। **অর্থদণ্ড**—জরিমানা। **অর্থদূষণ**—ঋণ শোধ না দেওয়া, ধনের অপব্যবহার, ইত্যাদি। **অর্থপিশাচ**—অর্থলাভের জন্য যে পিশাচের মত ব্যবহার করে। **অর্থপ্রয়োগ**—অর্থের বিনিয়োগ, টাকা খাটানো। **অর্থবিজ্ঞান**—Political economy। **অর্থবিদ্**—অর্থবিজ্ঞানী। **অর্থশাস্ত্র**—কৌটিল্যের রাজশাসনশাস্ত্র; রাজ্যের উন্নতিবিষয়ক শাস্ত্র। **অর্থভেদ**—রহস্যভেদ; অর্থের বিভিন্নতা। **অর্থশৌচ**—সৎপথে অর্থ উপার্জন; অর্থের ব্যাপারে সাধু আচরণ। **অর্থসংস্থান**—অর্থসংগ্রহ। **অর্থসঙ্কট**—অর্থের অভাবজনিত সঙ্কট। **অর্থসিদ্ধি**—অভিপ্রায়সিদ্ধি। **অর্থহানি**—ধনহানি। **অর্থশ্লেষ**—অর্থালঙ্কারবিশেষ, এক শব্দের বহু অর্থ ব্যঞ্জনা। **অর্থাগম**—আয়। **অর্থান্তর**—অন্য অর্থ। **অর্থান্তরন্যাস**—কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ। **অর্থিত**—যাচিত। **অর্থী**—অভিলাষী; প্রার্থী; বিত্তশালী; বিচারপ্রার্থী। **অর্থে**—নিমিত্ত (পরার্থে)। **অর্থোদ্ভেদ**—ব্যাখ্যা, interpretation, রহস্যোদ্ভেদ। **অর্থ্য**—অর্থযুক্ত, যুক্তিযুক্ত।

অর্ধ—দুই ভাগের এক ভাগ। **অর্ধোচ্চারিত** অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত। **অর্ধকথিত**—অসম্পূর্ণভাবে বর্ণিত। **অর্ধগ্রাস**—গ্রহণের সময়ে সূর্যের বা চন্দ্রের অর্ধভাগ ছায়ামলিন হওয়া। **অর্ধচন্দ্র**—চন্দ্রখণ্ড (অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত-পতাকা); গলাধাক্কা (অর্ধচন্দ্র দান)। **অর্ধজীবিত**—আধমরা। **অর্ধদৃষ্টি**—অপাঙ্গ দৃষ্টি। **অর্ধনারীশ্বর**—শিব ও গৌরীর যুগল মূর্তি। **অর্ধনিদ্রিত**—তন্দ্রাযুক্ত। **অর্ধনিমিলিত**—আধখোলা। **অর্ধবয়স্ক**—আধাবয়সী। **অর্ধপথ**—মধ্যপথ। **অর্ধমাত্রা**—নির্ধারিত মাত্রার অর্ধেক। **অর্ধরাজত্ব ও রাজকন্যা**—অসাধারণ যোগ্যতার জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (অর্ধরাজ্য এবং রাজার কন্যা পাবার আমার ছিল দাবি—রবি)। **অর্ধরাত্র**—নিশীথ (অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি—রবি)। **অর্ধাশন**—আধপেটা খাওয়া। (কর্মধারয়) **অর্ধেন্দু**—চন্দ্রের অর্ধভাগ (অর্ধেন্দুশেখর—শিব)। **অর্ধোদয়**—অর্ধোদয় যোগ, পুণ্যতিথিবিশেষ।

অর্পণ—স্থাপন, দান, ন্যস্ত করা। বিণ অর্পিত। **চিত্রার্পিত**—চিত্রিত। **অর্পয়িতা**—অর্পণকারী।

অর্বাচীন—পরবর্তী কালের, আধুনিক, নবীন, অপ্রবীণ; যাহার বয়স হইয়াছে অথচ বুদ্ধিবৃত্তিতে অপরিণত, অজ্ঞ।

অর্বুদ—দশ কোটি; রোগবিশেষ, আব (tumour)

অর্শ—রোগবিশেষ (piles)।

অর্শানো, অর্সানো—[ফার্সী উরস্] বর্তানো, ওয়ারিস বা উত্তরাধিকার-সূত্রে বর্তানো (পিতার সম্পত্তি পুত্রে অর্শে), সৌভাগ্যক্রমে ঘটা; স্পর্শ করা (দোষ অর্শানো)।

অর্হ—যোগ্য (দণ্ডার্হ, পূজার্হ)।

অর্হৎ, অর্হন্—পূজ্য; জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বিশেষ। বিণ অর্হিত—পূজিত, সম্মানিত। **অর্হণীয়**—পূজনীয় শ্রদ্ধেয়।

অলক—(মুখমণ্ডলের শোভাবর্ধক) চূর্ণ-কুন্তল (curls); পাশের বা সম্মুখের কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ (অলক-ঢাকা কোমল পলক নয়ন গরবী—করুণানিধান); কুঞ্চিত ও তরঙ্গায়িত মেঘ। **অলকদাম**—কুঞ্চিত কুন্তলগুচ্ছ।

অলকনন্দা—স্বর্গে প্রবাহিত গঙ্গা মন্দাকিনী; গঙ্গোত্রীর সন্নিকটস্থ গঙ্গার একটি ধারা।

অলকা—হিমালয়পর্বতে কুবেরপুরী।

অলকাতিলক, অলকাতিলকা—চুলের পাতা কাটা ও মুখে চন্দনাদি দ্বারা চিত্র রচনা।

অলক্ত, অলক্তক—লাক্ষারাগ, আল্তা।

অলক্ষণ—অশুভ লক্ষণ, কুলক্ষণ। **অলক্ষণা**—যে স্ত্রীর লক্ষণাদি শুভসূচক নয়। **অলক্ষণে**—লক্ষ্মীছাড়া; অশুভসূচক (অলক্ষণে ব্যাপার—কথ্য ভাষায় অলক্ষুণে)। নঞ্ তৎ।

অলক্ষিত—যাহা লক্ষিত হয় নাই, অতর্কিত (অলক্ষিত আক্রমণ)। **অলক্ষিতে**—অজ্ঞাতসারে, অগোচরে।

অলক্ষ্মী—দুর্ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দুষ্ট লক্ষ্মী, (ইহারও উদ্ভব সমুদ্র মন্থন কালে); অগোছালো ও গৃহকর্মে অনিপুণা স্ত্রী। **অলক্ষ্মীর দশা**—শ্রীহীনতা ও দারিদ্র্য। **অলক্ষ্মীর দৃষ্টি**—কিছুতেই আর টানাটানি দূর হয় না এমন অবস্থা। নঞ্ তৎ।

অলক্ষ্য—অদৃশ্য, অগোচর, অপরের অজ্ঞাত (বিধি অলক্ষ্যে বসিয়া হাসিতেছিলেন)।

অলখ—(অলক্ষ্য) অদৃশ্য, নামরূপহীন (অলখ নিরঞ্জন ; অলখ ডোরে দিনে দিনে বাঁধল মোরে —রবি)।

অলগ্ন—ফাঁক ফাঁক, আলগা।

-গুরু, ভারী ; ধীর।

ন·—(অলম্—কৃ+অনট্) প্রসাধন, ভূষণ।

অলঙ্কর্তা—যে সজ্জিত করে (প্রসাধক)।

অলঙ্কার—গহনা, ভূষণ ; সাজসজ্জা। (আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার—রবি); ভাষার বা বক্তব্যের উৎকর্ষ-সূচক গুণাবলী, figures of speech ; অলঙ্কারশাস্ত্র। **আলঙ্কারিক**—অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞ।

অলঙ্কৃত—সজ্জিত, ভূষিত (বহুগুণালঙ্কৃত)।

অলঙ্ঘন—লঙ্ঘন বা অবহেলা না করা ; অনুবর্তী হওয়া। **অলঙ্ঘনীয়, অলঙ্ঘ্য**—দুরতিক্রম্য, দুর্ধর্ষ (অলঙ্ঘনীয় পর্বতমালা, অলঙ্ঘনীয় পরাক্রম); অবশ্যপালনীয় (অলঙ্ঘ্য পিতৃবাক্য)।

অলঞ্জর, অলিঞ্জর—মাটির কলসী, জালা, যাহা অল্পদিনে জীর্ণ হয়।

অলজ্জিত—অকুণ্ঠিত, সপ্রতিভ।

অলপ্পেয়ে (অল্পায়ু) গালিবিশেষ।

অলভ্য—যাহা লাভ করা যায় না, অনধিগম্য।

অলস—আলসে, কুঁড়ে, শ্রমবিমুখ ; উৎসাহহীন ; অত্বরিত (অলস গমন); শিথিল প্রকৃতির। বি আলস্য। **অলসবিন্যস্ত**—শিথিলভাবে রক্ষিত বা সজ্জিত।

অলাত—অর্ধদগ্ধ কাঠ। **অলাতচক্র**—জ্বলন্ত কাঠ ঘুরাইতে থাকিলে যে আগুনের চাকার সৃষ্টি হয়, চক্রাকার বহ্নি। **অলাত-শিলা**—পাথুরে কয়লা।

অলাবু—লাউ ; লাউয়ের খোলের দ্বারা তৈরী ভিক্ষাপাত্র।

অলাভ—ক্ষতি ; না পাওয়া। নঞ্ তৎ।

অলি, অলী—ভ্রমর। স্ত্রী অলিনী।

অলি—ওলি দ্রঃ।

অলিগলি—গলিঘুঁজি, সংকীর্ণ পথ।

অলিঙ্গ—চিহ্নহীন, উপমা অথবা পরিমাপ-হীন, পরমাত্মা। বহুব্রী।

অলিজিহ্বা—আলজিভ।

অলিন্দ—(যাহার দ্বারা গৃহ ভূষিত করা হয়) বারান্দা ; দ্বারের সম্মুখের চাতাল।

অলীক—অমূলক, অসত্য, মিথ্যা (এখন স্বপন নয় তখন স্বপন কেমনে বলিতে পার, অলীক এ কিছু নয় ভাব কি তখন যখন স্বপন হের—একলিমুর রাজা)।

অলুক্—সমাসবিশেষ (যুধিষ্ঠির)।

অলুব্ধ—লোভবিহীন।

অলোকসাধারণ, অলোকসামান্য—মনুষ্য লোকে যাহা সচরাচর ঘটে না; অসাধারণ।

অলোকসুন্দর—অসামান্য-সৌন্দর্য-ভূষিত।

অলোভ—লোভের অভাব ; অলোলুপতা।

অলোল—ঢিলা নয়, আঁটসাঁট। নঞ্ তৎ। অলোলিত—অশিথিল।

অলৌকিক—লোকাতীত ; স্বর্গীয় ; লোকদুর্লভ (অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয় —রবি)। বি **অলৌকিকতা**। **অলৌকিক কার্যকলাপ**—miracle, যাহা সাধারণ মানব-বুদ্ধির অগম্য।

অল্প—সামান্য, ক্ষুদ্র, ঈষৎ, তুচ্ছ। **অল্প অল্প**—প্রবলভাবে নয় (অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে), একবারে বেশী নয় (অল্প অল্প করিয়া খাওয়া)। **অল্পজলের (বা পানির) মাছ**—ক্ষুদ্র প্রাণ, সামান্য পুঁজির বা সামান্য অবস্থার লোক, সামান্যবিদ্যাসম্পন্ন। **অল্প জ্ঞান করা**—তুচ্ছ করা। **অল্পজীবী**—অল্পায়ু। **অল্পপ্রাণ**—ক্ষুদ্রপ্রাণ, কৃপণ, অল্প পুঁজির লোক ; (ব্যাকরণে) অল্পপ্রাণ বর্ণ—বর্গের প্রথম তৃতীয় পঞ্চম বর্ণ এবং যরলব। **অল্পে**—সহজে (অল্পে ছাড়িবার পাত্র নয়); সংক্ষেপে (অল্পে সারা)। **অল্পে অল্পে**—ক্রমে ক্রমে (অল্পে অল্পে সব গ্রাস করা)। **অল্পে অল্পে মিটিয়া যাওয়া, অল্পে ছাড়া**—জটিলতার সৃষ্টি না করা। **অল্পের উপর দিয়া যাওয়া**—সামান্য ক্ষতিতে বা কষ্ট ভোগে বা ব্যয়ে অব্যাহতি

পাওয়া। **অল্পদর্শী**—যে পরিণামের কথা ভাবে না। **অল্পবিদ্যা**—অগভীর জ্ঞান, স্বল্পমাত্র জ্ঞান (অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী)। **অল্পবুদ্ধি**—অজ্ঞান, অল্পমতি, মূঢ়। **অল্পমেধা**—অল্পবুদ্ধি। **অল্পশক্তি**—যার শক্তি সামান্য। **অল্পস্বল্প**—যৎসামান্য। **অল্পাধিক**—কমবেশী। **অল্পাকাঙ্ক্ষ**—যার আকাঙ্ক্ষা সামান্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষাবর্জিত। **অল্পায়ু**—অল্পজীবী ; ক্ষীণজীবী। **অল্পাশয়**—অল্পাকাঙ্ক্ষ। **অল্পাহার**—পরিমিত আহার। বিণ অল্পাহারী।

অশকুন—অযাত্রা ; অলক্ষণ। (নঞ্ তৎ)।

অশক্ত—অক্ষম, অসমর্থ, শক্তিহীন, দুর্বল। বি অশক্তি।

অশক্য—অসাধ্য, ক্ষমতার অতীত, অসম্ভব।

অশঙ্ক—নিঃশঙ্ক ; নিসংশয়। বহুব্রী। **অশঙ্কা**—অভয় ; সন্দেহহীনতা। নঞ তৎ। **অশঙ্কিত**—অভীত ; অত্রস্ত ; নিশ্চিত।

অশন—ভোজন ; খাদ্যদ্রব্য। **অশনবসন**—অন্নবস্ত্র।

অশনি—(যে পাহাড় পর্বত খায়) বজ্র (এতদিনে কি পড়িল ধরা অশনিভরা বিদ্যুৎ-রবি) ; বজ্রাগ্নি, বিদ্যুৎ। **অশনিসম্পাত**—বজ্রপাত।

অশরণ—আশ্রয়হীন, অনাথ। বহুব্রী।

অশরীরী—যাহার শরীর নাই বা দেখা যায় না ; দেহহীন, কন্দর্প। নঞ্ তৎ। **অশরীরী বাণী**—দৈববাণী, আকাশবাণী।

অশান্ত—অস্থির, বিক্ষুব্ধ (অশান্ত সমুদ্র) ; দুরন্ত (অশান্ত বালক) ; প্রবোধহীন (অশান্ত হৃদয়)। বি অশান্তি—আধিব্যাধি ও অনটনের জন্য অস্বস্তি (বড় অশান্তিতে আছি) ; বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা (চারিদিকে অশান্তি)।

অশাশ্বত—অনিত্য ; অল্পকালস্থায়ী।

অশাসন—অনিয়ন্ত্রণ, অরাজকতা। **অশাসনীয়, অশাস্য**—দুর্বিনীত, দুর্দমনীয়। **অশাসিত**—অনিয়ন্ত্রিত, অনুপদিষ্ট।

অশাস্ত্র—নিন্দিত শাস্ত্র। **অশাস্ত্রীয়**—যাহা শাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত নহে, অবৈধ। নঞ তৎ।

অশিক্ষা—শিক্ষার অভাব ; কুশিক্ষা।

অশিক্ষিত—যে লেখাপড়া জানে না, মূর্খ, অভব্য, কুসংস্কারগ্রস্ত ; অনভ্যস্ত, অদক্ষ (অশিক্ষিত হস্ত) ; যাহা শিক্ষার দ্বারা লাভ হয় নাই (অশিক্ষিত-পটুত্ব)।

অশিথিল—যাহা ঢিলে-ঢালা নয় ; দৃঢ় (অশিথিল হস্তে রাজদণ্ড পরিচালন)।

অশিব—অকল্যাণ, অমঙ্গল, অশুভ ; যা অমঙ্গল আনয়ন করে। নঞ্ তৎ ; বহুব্রী।

অশিরস্ক, অশিরাঃ—শিরোহীন, কবন্ধ। অশিরঃ স্নান—মাথা বাদ দিয়া সর্ব শরীর নিমজ্জন।

অশিষ্ট—অভদ্র, অসভ্য (অশিষ্ট আচরণ) ; দুরন্ত, অশান্ত। **অশিষ্টাচার**—অভব্যতা, শিষ্টসমাজ-বহির্ভূত আচরণ। বি অশিষ্টতা।

অশীতি—আশি (৮০)। **অশীতিতম**—আশিসংখ্যক। **অশীতিপর**—আশিরও উপর (অশীতিপর বৃদ্ধ)।

অশীল—গর্হিত স্বভাব ; দুশ্চরিত্র। নঞ্ তৎ ; বহুব্রী।

অশুচি—অপবিত্র (অশুচি দেহ, অশুচি মন) বি অশুচিতা।

অশুদ্ধ—ব্যাকরণদুষ্ট (অশুদ্ধ প্রয়োগ) ; ভুলযুক্ত (অশুদ্ধ অঙ্ক) ; অসংস্কৃত, অশোধিত (অশুদ্ধ ধাতুদ্রব্য) ; যাহার অশৌচের কাল পার হয় নাই ; অপবিত্র (অশুদ্ধ মন)। স্ত্রী অশুদ্ধা—ঋতুমতী। বি অশুদ্ধি।

অশুভ—অমঙ্গল, (কাহারও অশুভ কামনা না করা) ; দুর্লক্ষণ, দুর্দৈব ; প্রতিকুল। বিণ অশুভকর,-ঙ্কর। স্ত্রী অশুভকরী, -ঙ্করী।

অশুষ্ক—সরস ; অনুভূতিপূর্ণ (অশুষ্ক হৃদয়)। নঞ্ তৎ।

অশেষ—অন্তহীন ; যাহার নিবৃত্তি নাই (অশেষ দুঃখ) ; অনিঃশেষিত (অশেষ প্রয়াস)। **অশেষ প্রকার, অশেষবিধ**—বহুবিধ।

অশোক—স্বনামধন্য সম্রাট্ ; দুঃখ-রহিত ; অশোক বৃক্ষ। **অশোক ষষ্ঠী**—চৈত্র মাসের তিথি বিশেষ।

অশোচনীয় অশোচ্য—শোক-দুঃখের কারণ যাহাতে নাই ; সফলতাপ্রাপ্ত (অশোচ্য প্রতিভা)।

অশোধন—শোধন বা পরিমার্জনের অভাব। বিণ অশোধিত—অমার্জিত, অসংশোধিত।

অশোভন—বেমানান; অসুন্দর, অসঙ্গত (অশোভন আচরণ ; অশোভন ব্যস্ততা)। **অশোভিত**—অসজ্জিত। নঞ্ তৎ।

অশৌচ—অশুচিভাব ; আত্মীয়ের জন্ম ও

মৃত্যুর জন্য শাস্ত্র-নির্দেশিত অশুচি-কাল (জননাশৌচ, মরণাশৌচ)। **অশৌচান্ত**—অশৌচকালের শেষ দিন।

অশ্ম—প্রস্তর, পাষাণ। **অশ্মকেতু**—যে ক্ষুদ্র গাছ মৃত্তিকাহীন পাষাণ ভেদ করিয়া উঠে। **অশ্মরী**—পাথরী রোগ।

অশ্রদ্ধা—অপ্রত্যয় ; অনুরাগের অভাব ; অপ্রবৃত্তি, অবজ্ঞা (গ্রাম্য অছেদ্দা)। **অশ্রদ্ধেয়**—শ্রদ্ধার অযোগ্য, অনাদরণীয়। নঞ্ তৎ।

অশ্রম—শ্রমহীন (অশ্রম কারাদণ্ড) ; শ্রমাভাব। বহুব্রী ; নঞ তৎ।

অশ্রান্ত—বিরামহীন (অশ্রান্ত বর্ষণ) ; অক্লান্ত ; নিরন্তর প্রয়াসে যার আনন্দ (হে অশ্রান্ত শান্তিহীন শেষ হয়ে এল দিন এখনো আহ্বান—রবি)।

অশ্রাব্য—শোনার যোগ্য নয়, অশ্লীল (অশ্রাব্য গালাগালি)।

অশ্রু,-স্রু—চোখের জল ; ক্রোধ, দুঃখ, হর্ষ প্রভৃতি সঞ্চারের ফলে উদ্গত বারি। **অশ্রুআঁখি**—অশ্রুপূর্ণ আঁখি। ("নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ" [বলাকা, ৪৫] রবীন্দ্রনাথের এই চরণে 'অশ্রুচোখে'র অর্থ করা যায় চোখের মত ভাবপ্রকাশক অশ্রু)। **অশ্রুধৌত**—অশ্রুর দ্বারা সরসীকৃত। **অশ্রুপ্লাবিত**—অশ্রুধারায় প্লাবিত। **অশ্রুমুখী**—ক্রন্দনরতা।

অশ্রুত—যাহা শ্রুতিগোচর হয় নাই (অশ্রুত কোন গানের ছন্দে অদ্ভুত এই দোল-রবি)। **অশ্রুতপূর্ব**—যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই।

অশ্রেয়, অশ্রেয়ঃ—অমঙ্গল, অশুভ, অনর্থ। **অশ্রেয়স্কর**—অকল্যাণকর।

অশ্রোতব্য—শ্রবণের অযোগ্য।

অশ্লাঘা—অপ্রসংশা, নিন্দা। **অশ্লাঘনীয়, অশ্লাঘ্য**—গৌরব করিবার যোগ্য নয়।

ষ্ট—অসংবদ্ধ, বিযুক্ত ; অপ্রাসঙ্গিক।

ল—শোভনতাহীন, ভদ্রসমাজের অনুপযুক্ত ; কামবিষয়ক অমার্জিত উক্তি (indecent, obscene)। বি, অশ্লীলতা।

অশ্লেষা—অমঙ্গলসূচক নক্ষত্রবিশেষ (অশ্লেষাতে যাত্রা করে শুরু—রবি)।

অশ্ব—ঘোটক। **অশ্বকোবিদ, অশ্ববিদ্**—অশ্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ। **অশ্বচক্র**—দাবাখেলার কৌশলবিশেষ। **অশ্বডিম্ব**—ঘোড়ার ডিম (অস্তিত্বহীন অলীক বস্তু)। **অশ্বতর**—খচ্চর, mule (অশ্ব ও গর্দভের মিলন হইতে উৎপন্ন)। স্ত্রী অশ্বতরী। **অশ্বমেধ**—প্রাচীন কালের যজ্ঞবিশেষ ; বিণ অশ্বমেধিক—অশ্বমেধবিষয়ক। **অশ্বশাবক**—ঘোড়ার বাচ্চা। **অশ্বশালা**—আস্তাবল। **অশ্বসাদী**—ঘোড়-সোওয়ার। বিণ আশ্ব—অশ্ব সম্বন্ধীয়।

অশ্বত্থ—(যাহা বহুকাল বাঁচিয়া থাকে) অশত্থগাছ, পিপ্পল। নঞ্ তৎ। বিণ আশ্বত্থ।

অশ্বিনী—নক্ষত্রবিশেষ। **অশ্বিনীকুমার**—যমজ দেববৈদ্য, সৌন্দর্য ও চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য বিখ্যাত।

অষ্ট—আট (৮)। **অষ্টধাতু**—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, পিতল, কাংস্য, ত্রপু (রাং), লৌহ। **অষ্টধর্ম**—সত্য, শৌচ, অহিংসা, অনসূয়া, ক্ষমা, অনৃশংস্য, অকার্পণ্য, সন্তোষ। **অষ্টপ্রহর**—দিনরাত সব সময়। **অষ্টবজ্র**—ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার অক্ষ, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকেয়ের শক্তি ও কালীর খড়্গ। **অষ্টম**—আট সংখ্যার পূরক, (eighth)। **অষ্টরম্ভা**—(অষ্টসিদ্ধির বিপরীত) ফাঁকি। **অষ্টসিদ্ধি**—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, এই অষ্টবিধ অলৌকিক শক্তি। **অষ্টাংশিত**—আটভাগে বিভক্ত ; আট পত্র বা ষোল পৃষ্ঠার ফর্মা (octavo)। **অষ্টাঙ্গ**—দেহের অষ্ট অবয়ব (দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু ইত্যাদি) ; অষ্ট-অঙ্গ-জাত—যথা যোগের অষ্ট অঙ্গ (যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম ইত্যাদি), তেমনি প্রাণায়ামের অষ্ট অঙ্গ, রাজনীতির অষ্ট উপায়, ইত্যাদি। **অষ্টাপদ**—স্বর্ণ। **অষ্টাহ**—আটদিন।

অষ্টে পৃষ্ঠে, আষ্টেপৃষ্ঠে—অষ্টাঙ্গে, সর্বাঙ্গে, পুরাপুরি।

অসংখ্য, অসংখ্যেয়—যাহার সংখ্যা করা যায় না। বহুব্রী। **অসংখ্যাত**—অগণিত, অপরিমিত।

অসংজ্ঞ—সংজ্ঞাহীন, অসাড়।

অসংবৃত—অনাচ্ছাদিত, নগ্ন (দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে অয়ি অসংবৃতে—রবি)।

অসংযত—উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, অনিয়ন্ত্রিত, সংযমহীন। **অসংযত রসনা**—অসংযত যে রসনা, খারাপ বিষয়ে লোভ, অথবা যে মুখে কথা আটকায় না।

বি অসংযম—প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের অভাব ; আহারে-বিহারে অমিতাচার।

অসংলগ্ন—অসম্বদ্ধ ; ছাড়াছাড়া ; সঙ্গতিহীন। নঞ্ তৎ।

অসংশয়—সংশয়রহিত, নিশ্চিত। বহুব্রী। বি অসন্দেহ—নিশ্চয়। **অসংশয়িত**—অসন্দিগ্ধ, সন্দেহমুক্ত।

অসংশ্লিষ্ট—অসম্পর্কিত ; অসংসক্ত।

অসংস্কৃত—অশোধিত, অমার্জিত, উপনয়ন-বিবাহ-আদি শাস্ত্রীয়-সংস্কার-রহিত ; অপকৃষ্ট সংস্কৃত অথবা সংস্কৃতের নিকৃষ্টভাষা।

অসংস্থান—অপ্রতুল, অসদ্ভাব।

অসংহত—অমিলিত, অকেন্দ্রীভূত, বিক্ষিপ্ত।

অসকৃত—একবার মাত্র নয় ; বহুবার।

অসক্ত—অনাসক্ত ; ফলাকাঙ্ক্ষারহিত।

অসখ্য—অপ্রীতি।

অসংকল্পিত—অনভিপ্রেত, অনির্ধারিত।

অসংকীর্ণ—উদার, প্রশস্ত।

অসঙ্কুচিত—সঙ্কোচশূন্য, সাগ্রহ, প্রগল্‌ভ, খোলামেলা।

অসঙ্কোচ—অকুণ্ঠা, দ্বিধাহীনতা।

অসঙ্গত—অন্যায় ; অনুচিত, অযৌক্তিক ; পূর্বাপরসম্বন্ধহীন। বি অসঙ্গতি—অনৈক্য।

অসচ্চরিত্র—দুশ্চরিত্র, অসজ্জন।

অসচ্ছল—সচ্ছল অর্থাৎ টানাটানি-রহিত নয়, কষ্টে চলে।

অসজ্জন—দুর্বৃত্ত।

অসৎ—অবিদ্যমান ; অসত্য ; অসাধু, মন্দ, নিন্দিত। নঞ্ তৎ। **অসৎ-সঙ্গ**—কুসঙ্গ।

অসতী—অসাধ্বী, ভ্রষ্টা, কুলটা।

অসত্য—যাহা সত্য নয় ; অনির্ভরযোগ্য, কল্পিত। **অসত্যপরায়ণ**—অসত্যে যার প্রধান নির্ভর। **অসত্যবাদী**—মিথ্যাবাদী। **অসত্যসন্ধ**—মিথ্যাচারী, কপটাচারী।

অসদাচার, অসদাচরণ—অন্যায় আচরণ, গর্হিত আচরণ, কদাচার। বিণ অসদাচারী।

অসদৃশ—বিসদৃশ, অযোগ্য, বিরুদ্ধ।

অসদ্‌গ্রহ—যাহা গ্রহণ করা উচিত নয় এমন বস্তুতে আগ্রহ ; নিন্দিত আগ্রহ ; আবদার। বিণ অসদ্‌গ্রাহী—অবৈধ ধন গ্রহণকারী।

অসদ্‌বৃত্তি—কুপ্রবৃত্তি ; অসাধু ব্যবহার ; জীবিকা অর্জনের অসৎ উপায়।

অসদ্ব্যবহার—অসৌজন্য, দুর্ব্যবহার।

অসদ্ভাব—অবিদ্যমানতা ; অভাব ; অসংস্থান ; অসম্প্রীতি, মনোমালিন্য, বিবাদ।

অসন্তুষ্ট—অপ্রসন্ন, অপ্রীত, ক্রুদ্ধ ; অপরিতুষ্ট, অতৃপ্ত। বি অসন্তুষ্টি। **অসন্তোষ**—অপ্রসন্নতা ; খুঁৎখুঁতে ভাব ; বিরক্তি ; অভিযোগ (আমি দেখি সকল-তাতে এদের অসন্তোষ—রবি)।

অসন্দিগ্ধ—সন্দেহহীন ; যে অনিষ্টের আশঙ্কা করে না ; বিশ্বস্ত। **অসন্দিগ্ধচিত্ত**—নিঃসংশয় মন। **অসন্দিহান**—অসন্দিগ্ধ।

অসম্বদ্ধ—অবদ্ধ ; অসজ্জিত ; আলগা ; কবচহীন।

অসপত্ন—শত্রুহীন, নিষ্কণ্টক, (অসপত্ন রাজ্য)। বহুব্রী।

অসপিণ্ড—শোণিতসম্পর্কশূন্য, যে সাত পুরুষের মধ্যে নয়।

অসবর্ণ—ভিন্ন বর্ণ। **অসবর্ণ বিবাহ**—বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে (যথা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে) বিবাহ।

অসভ্য—ভদ্র সমাজের অযোগ্য, অমার্জিত, গোঁয়ার, বর্বর, বন্য (অসভ্য জাতি)। বি অসভ্যতা।

অসম—অসমান ; সাদৃশ্যহীন ; অসমতল ; বিজোড়। **অসমদর্শী**—যে পক্ষপাত করে।

অসম সাহস—অপরিসীম সাহস, প্রায় দুঃসাহস। বিণ অসমসাহসিক।

অসমক্ষ—পরোক্ষ, অগোচর, অসাক্ষাৎ।

অসমঞ্জস—সঙ্গতিরহিত, বেখাপ ; যুক্তি দ্বারা অসমর্থিত। বি অসামঞ্জস্য।

অসমতল—যা সমতল নয়, এবড়োখেবড়ো, বন্ধুর, পার্বত্য।

অসময়—অনুপযুক্ত সময় ; অপ্রশস্ত সময় ; দুঃসময়।

অসমর্থ—অক্ষম ; অপারগ। বি অসমর্থতা, অসামর্থ্য।

অসমর্থন—অননুমোদন। বিণ অসমর্থিত—অননুমোদিত ; প্রমাণরহিত।

অসমান—সমান নয় অসদৃশ, ভিন্ন আকৃতির বা প্রকৃতির, ভিন্ন জাতীয়, অসমতল, উঁচুনীচু।

অসমাপ্ত, অসমাপিত—অসম্পূর্ণ ; অনিষ্পন্ন ; পূর্ণাঙ্গতাবিহীন।

অসমীক্ষণ—অপর্যবেক্ষণ, অপরীক্ষণ।

অসমীক্ষ্যকারী—যে বিচার না করিয়া কাজ

করে, হঠকারী, গোঁয়ার। **অসমীক্ষ্যভাষী**—যে বিবেচনা না করিয়া কথা বলে। বি অসমীক্ষ্যকারিতা।

অসমীচীন—অসঙ্গত, অযোগ্য, অনুচিত, অপ্রশস্ত। বি অসমীচীনতা।

অসমীয়া—আসামের জাতি বা ভাষা।

অসম্পর্ক—সম্পর্কের বা সংযোগের অভাব; সম্বন্ধরহিত, নিঃসম্পর্ক।

অসম্পূর্ণ—অসমাপ্ত; অপূর্ণাঙ্গ।

অসম্পৃক্ত—সম্পর্ক বা সংযোগ-বিহীন।

অসম্বদ্ধ—অসংলগ্ন; সঙ্গতিবিহীন। নঞ্‌তৎ। **অসম্বদ্ধ প্রলাপ**—এলোমেলো উক্তি।

অসম্বাধ—বাধাবিঘ্নহীন; প্রশস্ত (অসম্বাধ পন্থা)। বহুব্রী।

অসম্ভব—যাহা সম্ভবপর নয় (impossible); অবিশ্বাস্য (অসম্ভব কথা); অদ্ভুত, বিস্ময়কর (অসম্ভব রকমের ভাল)। গ্রাম্য, অসম্ভাব—অবিদ্যমানতা (পিতা অসম্ভাবে সন্তানের দুঃখ) **অসম্ভাব্য, অসম্ভাবনীয়**—অচিন্ত্য, যাহা হইবে বলিয়া অনুমান হয় না (improbable)। **অসম্ভূত**—যাহার জন্ম হয় নাই।

অসম্ভ্রম—অসম্মান, অমর্যাদা, অনাদর।

অসম্ভ্রান্ত—মর্যাদাহীন; অভদ্র; অভব্য; হীন রুচির পরিচায়ক।

অসম্মত—অনিচ্ছুক; অস্বীকৃত; নারাজ; প্রতিকূল। বি অসম্মতি।

অসম্মান—অমর্যাদা; অবমাননা; অনাদর।

অসম্যক—অসম্পূর্ণ; অবিস্তারিত; অগভীর।

অসহ—অসহ্য, দুঃসহ, অতি অস্বস্তিকর। **অসহন, অসহনীয়**—যাহা সহ্য করা যায় না। **অসহযোগ**—সহযোগ না করা (non-co-operation)। **অসহযোগী**—যে এরূপ অসহযোগ করে।

অসহায়—সহায়হীন; অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে যাহার চলে না (অসহায় শিশু); নিরাবলম্ব, ভরসাহীন (পারিবারিক অসুখবিসুখে বড় অসহায় বোধ করছি)।

অসহিষ্ণু—যে সহ্য করিতে পারে না; ধৈর্যহীন, অধীর, impatient। **পরমত-অসহিষ্ণু**—intolerant, মতবিরোধ যে সহ্য করিতে পারে না।

অসহ্য—অসহনীয়, দুঃসহ।

অসাক্ষাৎ—অগোচর; অনুপস্থিতি (কারো অসাক্ষাতে তার নিন্দা করা)। **অসাক্ষাৎ-সম্বন্ধে**—পরোক্ষভাবে।

অসাড়—অনুভূতিশূন্য (রোগীর অর্ধ অঙ্গ অসাড়); অজ্ঞান (ঘুমে অসাড)।

অসাদৃশ্য—অমিল, অনৈক্য।

অসাধ—অনিচ্ছা; অপ্রীতি।

অসাধারণ—অসামান্য, যাহা সাধারণতঃ চোখে পড়ে না বা ঘটে না; অতিশয়। বি অসাধারণত্ব।

অসাধু—অসৎ, গর্হিত, dishonest (অসাধু ব্যক্তি, অসাধু প্রচেষ্টা); অপ্রশস্ত, ব্যাকরণদুষ্ট (শব্দের অসাধু প্রয়োগ)। স্ত্রী অসাধ্বী—ভ্রষ্টা। বি অসাধুত্ব, অসাধুতা।

অসাধ্য—দুঃসাধ্য, সাধ্যাতীত (অসাধ্য সাধন); যার প্রতিকার নাই (অসাধ্য ব্যাধি)।

অসাবধান—অসতর্ক; অমনোযোগী। বি অসাবধানতা।

অসামঞ্জস্য—অমিল, অসঙ্গতি। নঞ্‌তৎ।

অসামাজিক—সমাজবহির্ভূত; অমিশুক।

অসামাল—বেসামাল, এলোমেলো; শিথিল-স্বভাব; বেগধারণে অসমর্থ। **অসামাল হয়ে পড়া**—নিজেকে সামলাইতে না পারা; বাহ্যের বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া কাপড় নষ্ট করা, কোন নেশায় বিহ্বল হইয়া পড়া; প্রায় পাগলের মতো উত্তেজনা প্রকাশ করা, ইত্যাদি।

অসাম্প্রদায়িক—কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত-বর্জিত, (non-communal)। বি, অসাম্প্রদায়িকতা।

অসাম্য—সমতার অভাব; সমান অধিকারের অভাব (মানুষের সমাজ এতদিন অসাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল)।

অসার—অন্তঃসারহীন; অকিঞ্চিৎকর; মূল্যহীন; অসত্য। (সংসার অসার; অসার আলোচনায় সময়ক্ষেপ)।

অসি—[অস্ (ক্ষেপণ করা)+ই] তরবারি, খড়্গ; অস্ত্র বা অস্ত্রবল (মসীর বিপরীত)। **অসি-চর্ম**—ঢাল-তলোয়ার। **অসিচর্যা**—অসির ব্যবহারে শিক্ষালাভ। **অসিধারক**—শাণকার। **অসি-ধারাব্রত**—যে ব্রতে পুরুষ অঙ্কগতা স্ত্রীকেও উপভোগ করে না, অতি কঠিন ব্রত। **অসিপত্র**—(অসির ন্যায় ধারাল পত্র যার) আক গাছ; অসিকোষ।

অসিত—কৃষ্ণ, শ্যামল। **অসিতপক্ষ**—কৃষ্ণ পক্ষ। **অসিতোৎপল**—নীল কমল।

অসিদ্ধ—অনিষ্পন্ন; অপ্রমাণিত; অপ্রতিষ্ঠিত; অসফল; যাহা ফুটন্ত জলে সুপক্ক হয় নাই। বি অসিদ্ধি—অসাফল্য, প্রমাণাভাব। নঞ্ তৎ।

অসীম—সীমাহীন, অনন্ত, (infinite) যাহাকে আয়ত্ত করা যায় না, অপরিমেয় (অসীম সুখ, অসীম দুঃখ, অসীম সাহস)।

অসু—প্রাণ, life (গতাসু)।

অসুখ—সুখের অভাব, দুঃখ, অশান্তি, অস্বস্তি, পীড়া (অসুখ করা; অসুখ হওয়া)। **অসুখ-বিসুখ**—একাধিক ছোটখাট ব্যাধি।

অসুখী—সুখ-বঞ্চিত (সুখ দ্রঃ), শান্তিহীন, স্বস্তিহীন।

অসুন্দর—সুন্দরের বিপরীত, কুৎসিৎ, শ্রীহীন, সৌষ্ঠবহীন, অশোভন, অসঙ্গত। (সুন্দরের হাতে অসুন্দরের পরাভব)।

অসুবিধা—বাধাবিঘ্ন, স্বচ্ছন্দতার অভাব, inconvenience।

অসুমার—[অ+শুমার (গণনা)] অগণ্তি, অফুরন্ত, অঢেল।

অসুর—সুর-বিরোধী; পুরাণোক্ত দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী; মহাবল (অসুরবিক্রমে, গায়ে অসুরের মত শক্তি); শক্তিগর্বিত, বর্বর। বিণ আসুর, আসুরিক (সাত্ত্বিকের বিপরীত—রাজসিক, তামসিক—আসুরিক চিকিৎসা; আসুরিক খাদ্য)।

অসুলভ—যাহা সহজে পাওয়া যায় না, দুর্লভ।

অসুসার—টানাটানি; অস্বস্তি।

অসুস্থ—সুস্থ নয়, পীড়িত, রুগ্ণ, অস্বাভাবিক, বিকৃত (অসুস্থ দেহ, অসুস্থ মনোভাব)। বি অসুস্থতা।

অসুহৃৎ—বিপক্ষ, শত্রু।

অসূক্ষ্ম—স্থূল। **অসূক্ষ্মদর্শী**—অবিবেচক; অপরিণামদর্শী।

অসূয়ক—(যে অসূয়া করে) পরের গুণ যে অস্বীকার করে; নিন্দুক, ঈর্ষাপরায়ণ।

অসূয়া—পরগুণ অস্বীকার; ঈর্ষা; নিন্দা। **অসূয়া-পর, অসূয়াপরতন্ত্র**—অসূয়াপরায়ণ।

অসূর্যম্পশ্যা—[অসূর্য—দৃশ্+অ+আ] (যে স্ত্রী সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখে না) অবরোধবাসিনী, অন্তঃপুরচারিণী।

অসৌজন্য—অভদ্রতা, অসদব্যবহার; সমাদরের অভাব।

অসৌষ্ঠব—অসামঞ্জস্য, অপারিপাট্য, অশোভনতা; অসমঞ্জস; অগোছালো; শ্রীহীন।

অসৌহার্দ,-হৃদ্য—মনের মিলের অভাব,

।—(অস্+ক্ত) অদর্শন, নাশ, অবসান, সূর্য-চন্দ্রাদির পশ্চিমদিকে অদৃশ্য হওয়া, setting।

অস্তগত, অস্তমিত—অদৃশ্য, ক্ষয়প্রাপ্ত, নিঃশেষিত (সৌভাগ্য অস্তমিত হইল)। **অস্তগিরি,** অস্তাচল—যে পর্বতের ওপিঠে গেলে সূর্যকে আর দেখা যায় না। **অস্তাচলগামী, অস্তাচলচূড়াবলম্বী**—অস্তগমনোন্মুখ।

অস্তমান, অস্তায়মান—অস্তগমনশীল।

অস্তর—অস্ত্র, হাতিয়ার। অস্তর করা—চিকিৎসকের রোগীর দেহে অস্ত্র প্রয়োগ।

অস্তর, আস্তর—(ফাঃ অস্তর) কোট ইত্যাদি জামার ভিতরে যে কাপড় দেওয়া হয় (lining)।

অস্তি—(সং) আছে। **অস্তিত্ব**—সত্তা, বিদ্যমানতা, existence। **অস্তি-নাস্তি**—আছে কি নাই অর্থাৎ পরমসত্য ঈশ্বর আছেন কি নাই (অস্তি নাস্তি শেষ করেছি দার্শনিকের গভীর জ্ঞান—ওমরখৈয়াম)। **অস্ত্যর্থে**—অস্তি (আছে) এই অর্থে।

অস্তুত—অপ্রশংসিত, অপূজিত।

অস্তেব্যস্তে—আস্তেব্যস্তে দ্রঃ।

অস্তেয়—(চুরি না করা) পরধন গ্রহণ না করা।

অস্তোদয়—সূর্যের অস্তগমনের পর হইতে উদয়ের কাল পর্যন্ত; পতন ও অভ্যুদয়। **অস্তোন্মুখ**—অস্তগমনোন্মুখ। বহুব্রী।

অস্ত্র—(যাহা ক্ষেপণ করা যায়) যাহা দ্বারা বিপক্ষকে আঘাত করা যায়, তরবারি, গদা, তীর, ধনুক ইত্যাদি; যাহা দিয়া কাটা যায় (ছুতারের অস্ত্র; ডাক্তারের অস্ত্র)। **অস্ত্রক্ষত**—অস্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন ক্ষত। **অস্ত্র-চিকিৎসক**—যিনি রোগীর দেহে অস্ত্র-প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, surgeon। **অস্ত্রত্যাগ**—বিপক্ষকে অস্ত্রাঘাত না করিবার সংকল্প গ্রহণ; অস্ত্র সংবরণ করিয়া হার স্বীকার; অস্ত্র নিক্ষেপ। **অস্ত্রধারণ করা**—যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া; কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। **অস্ত্রবেশ্ম**—অস্ত্রাগার। **অস্ত্রশস্ত্র**—নানা প্রকার অস্ত্র। **অস্ত্রহীন**—

যাহার হাতে অস্ত্র নাই (অস্ত্রহীনে যোধে...... সম্ভাষে সংগ্রামে—মধু) **অস্ত্রাগার**—অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার স্থান। **অস্ত্রী**—অস্ত্রধারী।

অস্ত্রীক—বিপত্নীক; স্ত্রীহীন (অস্ত্রীক বিদেশ-যাত্রা)। বহুব্রী।

অস্থান—মন্দ স্থান, কুৎসিত স্থান; অযোগ্য পাত্র; শরীরের মর্মস্থান, যেখানে আঘাত করিলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। নঞ্‌ তৎ।

অস্থাবর—যাহা স্থাবর নয়, গমনশীল, movable property, (আসবাব, টাকাকড়ি, গহনাপত্র ইত্যাদি)।

অস্থায়ী—যাহা স্থায়ী নয়, বিনাশশীল, ভঙ্গুর, অল্পকালস্থায়ী (অস্থায়ী জীবন, অস্থায়ী চাকরী)। বি অস্থায়িতা, অস্থায়িত্ব। অস্থায়িভাব (অলঙ্কারে)।

অস্থি—(অস্+থি) হাড়। **অস্থিচর্মসার**—যাহার মাত্র অস্থি ও চর্ম বর্তমান আছে; অত্যন্ত কৃশ। **অস্থিপঞ্জর**—কঙ্কাল, skeleton। **অস্থি-প্রক্ষেপ**—গঙ্গায় মৃতের অস্থিদান। **অস্থি-সার**—অতিশয় শীর্ণ।

অস্থিতপঞ্চ,-পঞ্চক—কঠিন অঙ্ক বিশেষ; কিংকর্তব্যবিমূঢ় করা।

অস্থির—অধীর, চঞ্চল, ব্যাকুল, ব্যস্ত। **অস্থির-চিত্ত, -বুদ্ধি, -মতি**—যাহার বিচার-বিবেচনার স্থিরতা লাভ হয় নাই। **অস্থিরবায়ু-মণ্ডল**—যে স্তরে কখনও প্রবল ঝড় হয়, কখনও পূর্ণ শান্তি। বি অস্থিরতা, অস্থৈর্য।

অস্থূল—সূক্ষ্ম, কৃশ।

অস্থৈর্য—স্থৈর্যের অভাব, অস্থিরতা, অস্বস্তি।

অস্নাত—যে স্নান করে নাই; রুক্ষকেশ। **অস্নাত-অভুক্ত**—স্নানাহারের অভাবে রুক্ষ-দর্শন। **অস্নাতক**—যাহার গুরুগৃহবাস শেষ হয় নাই, undergraduate। (স্নাতক—Graduate; স্নাতকোত্তর Post-Graduate)। নঞ্‌ তৎ, বহুব্রী।

অস্নেহ—স্নেহপ্রীতির অভাব, অবাৎসল্য; ঘৃত-তৈলাদি স্নেহদ্রব্যহীন। নঞ্‌ তৎ; বহুব্রী।

অস্পন্দন—স্পন্দনহীন, অচঞ্চল, স্তব্ধ।

অস্পর্শ—অস্পৃশ্য, অশুচি।

অস্পষ্ট—অপরিস্ফুট, অর্ধোচ্চারিত (অস্পষ্ট কথা) অনবধারিত (অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে—রবি); ঝাপ্‌সা (অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে)।

অস্পৃশ্য, অস্পর্শ্য, অস্পর্শনীয়—অশুচি, অচ্ছুৎ, অন্ত্যজ (যাহাকে ছোঁয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ)। **অস্পৃষ্ট**—যাহা স্পর্শ করা হয় নাই; যে খাদ্য বা পানীয় এখনও গ্রহণ করা হয় নাই।

অস্পৃহ—যাহার স্পৃহা নাই, আগ্রহহীন; অনাসক্ত; উদাসীন।

অস্ফুট—অবিকশিত (অস্ফুট কুঁড়ি); অর্ধো-চ্চারিত (শিশুর অস্ফুট কথা, অস্ফুট ক্রন্দন); অস্পষ্ট (অস্ফুট জ্যোতিঃ-লেখা); অব্যক্ত (অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে—রবি)।

অস্বচ্ছ—ঘোলা, যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায় না। opaque।

অস্বস্তি—স্বস্তি বা আরামের অভাব, অশান্তি, পীড়া।

অস্বাতন্ত্র্য—স্বাধীনতার অভাব; পরনির্ভরতা।

অস্বাধ্যায়—যে তিথিতে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ; অনধ্যায়-কাল।

অস্বাভাবিক—অনৈসর্গিক; অলৌকিক; প্রকৃতিবিরুদ্ধ; অসঙ্গত অথবা সন্দেহজনক (অস্বাভাবিক ব্যস্ততা)। নঞ্‌ তৎ।

অস্বামিক—যাহার স্বামী বা প্রভু নাই, বেওয়ারিস। বহুব্রী।

অস্বাস্থ্য—স্বাস্থ্যের অভাব, স্বাস্থ্যভঙ্গ, অসুখবিসুখ। বিণ অস্বাস্থ্যকর।

অস্বীকার—সত্যের অপলাপ (ঋণ অস্বীকার করা); মানিয়া না লওয়া (দায়িত্ব বা অপরাধ অস্বীকার করা; নেতৃত্ব অস্বীকার করা); প্রত্যাখ্যান করা (বন্ধুত্ব অস্বীকার করা)। বিণ অস্বীকৃত—অসম্মত (ঋণদানে অস্বীকৃত)। **অস্বীকার্য**—অস্বীকারের যোগ্য।

অহং—আমি; অহঙ্কার। **অহংবুদ্ধি**—অহঙ্কার; আমি কর্তা এই বুদ্ধি, egoism। **অহংসর্বস্ব-ভাব**—নিজের প্রাধান্যবোধ, egotism।

অহ—দিনমান অথবা দিন ও রাত্রি উভয়কাল (অহরহ)।

অহঙ্কার—(অহম্—কৃ+ঘঞ্‌) আত্মাভিমান, গর্ব, আমিত্ববোধ, আমি কর্তা এই বোধ। বিণ অহঙ্কৃত, অহঙ্কারী। **অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না**—কাহাকেও গ্রাহ্য না করার ভাব

অহমিকা—অহংবুদ্ধি ; বড়াই।
অহংপূর্বিকা—সকল বিষয়ে নিজের অগ্রগণ্যতা স্থাপনের আগ্রহ।
অহরহ—প্রতিদিন, সর্বদা।
অহর্নিশ—অহোরাত্র, সর্বক্ষণ। (দ্বন্দ্ব)।
অহল্যা—পুরাণবর্ণিত গৌতম মুনির পত্নী। স্বামীর শাপে তপস্যাপরায়ণা হইয়া ইনি বহু সহস্র বৎসর পাষাণের মত অবস্থিতি করেন ও পরে রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে মুক্তিলাভ করেন। (২) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের স্বনামধন্যা রাণী, দানের জন্য বিখ্যাত।
অহ্মাল, আহ্মাল—[আঃ হমল—গর্ভস্থ সন্তানের ভার বা বস্তুভার, বহুবচনে অহ্মাল বা আহ্মাল (আদালতে ব্যবহৃত)] বস্তুসম্ভার, মালমাত্তা, জিনিষপত্র।
অহহ—দুঃখজ্ঞাপক শব্দ (বর্তমানে তেমন প্রচলিত নয়)।
অহি—সর্প। **অহিকোষ**—সাপের খোলস। **অহিতুণ্ডিক**—সাপুড়ে। **অহিনকুলসম্বন্ধ**—চিরশত্রুতা, প্রবল শত্রুতা।
অহিংস, অহিংসক—অহিংস্র, দৈহিক আঘাত দানে অসম্মত (অহিংস অসহযোগ, অহিংসক জীব)। **অহিংসা**—শত্রুভাবের অভাব, জীবহিংসায় বিরতি, সর্ব জীব ও জগতের প্রতি প্রেম ও করুণার ভাব (অহিংসা পরম ধর্ম)।
অহিংস্র, অহিংস্রক—যে হিংসাধর্মী নয়, পরপীড়াদানে বিরত।
অহিত—অমঙ্গল, ক্ষতি (অহিতকর, অহিতকামী) **অহিতাচরণ**—অনিষ্ট আচরণ। বিণ অহিতাচারী। নঞ্ তৎ।
অহিফেন—আফিম। **অহিফেনসেবী**—আফিমখোর।
অহিভয়—সর্পভয় ; রাজাদিগের স্বপক্ষ বা স্বজন হইতে ভয়। পঞ্চমী তৎ।
অহিভুক—গরুড়, ময়ূর, নকুল। উপপদ।
অহৃদ্য—যাহাতে আনন্দ পাওয়া যায় না ; অমনোমত ; অপ্রিয়।
অহৃষ্ট—নিরানন্দ ; অসন্তুষ্ট।
অহেতু, অহেতুক—অকারণ, অনর্থক, স্বার্থ-চিন্তাবর্জিত (অহেতুক ভীতি, অহেতুকী ভক্তি)। **অহৈতুক**—নিষ্কাম, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত (অহৈতুকী ভক্তি)।
অহো—বিস্ময় ও খেদ-সূচক উক্তি (বর্তমানে তেমন প্রচলিত নয়)।
অহোরাত্র—সূর্যোদয় হইতে পরদিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টাকাল ; সর্বদা, নিরবচ্ছিন্ন (অহোরাত্র উৎসব)।
অ্যাঁ—প্রবল বিস্ময় বা হতাশাসূচক। (ডাকের উত্তরে কখনও কখনও অ্যাঁ বলিয়া সাড়া দেওয়া হয় কিন্তু তাহা শিষ্টসম্মত নহে)।
অ্যালুমিনিয়ম—aluminium ধাতুবিশেষ, বর্তমানে ইহার রান্নার পাত্র বহুলরূপে ব্যবহৃত।
অ্যাসিড—acid, অম্ল ; দ্রাবক।

আ

আ—স্বরবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণ সাধারণতঃ দুই প্রকার : (১) আজকাল, আনচান, আখড়া, আটা। (২) আম, আতা, গান, তারা, ঈষৎ ব্যাপ্তি সীমা ইত্যাদি সূচক উপসর্গ—আনত, আজীবন, আজানু, ইত্যাদি, অবজ্ঞা, অতি-পরিচয়, সংযোগ, উৎপত্তি, ইত্যাদি সূচক প্রত্যয়—রামা, পাগলা, লোনা, ভয়সা ইত্যাদি ; বিস্ময় আনন্দ বিরক্তি খেদ ইত্যাদি সূচক অব্যয়—আ মরি, আ মলো, আ কপাল ইত্যাদি।
আই—তদ্ভাব, সম্বন্ধ, ক্রিয়া ইত্যাদি সূচক প্রত্যয়—বড়াই, ঢাকাই, খোদাই, রোশনাই, ইত্যাদি।
আই, আঈ, আয়ী—মাতামহী।
আই, আঈ, আও, আউ—লজ্জা ধিক্কার ইত্যাদি জ্ঞাপক, সাধারণতঃ স্ত্রীসমাজে ব্যবহৃত। (আউ আউ, ছি ছি, আউ ছি—অত্যন্ত নিন্দা)।
আইঢাই—অস্থির, ছটফট (প্রাণ আইঢাই করছে)।
আইন (আঃ আঈন)—রাজবিধি, কানুন। **আইন-কানুন**—বিধিব্যবস্থা ; প্রচলিত আচার।
আইন পাশকরা—আইন প্রবর্তিত করা। **আইন মতে, আইন মতাবেক**—আইন

অনুসারে। **পাঁচ আইন**—পুলিসের ক্ষমতা ও তাহার কর্তব্য বিষয়ক আইন।

আইনা—'আয়না' দ্রষ্টব্য।

আইন্দা—'আয়েন্দা' দ্রঃ।

আইবড়,-বুড়ো—অবিবাহিত। **আইবড়ভাত, -বুড়োভাত**—বিবাহের পূর্বে সংস্কার-বিশেষ।

আইমা—মাতামহী।

আইশাশ, আঈশাশ্—শাশুড়ীর মাতা।

আইঁষ,-শ্—মাছের গায়ের আঁষ বা শল্ক, (scale); আমিষ (মাছ, মাংস ডিম্ব)।

আইঁষ্ পান্না, আইঁষ্ মুক্তি—শ্রাদ্ধের পরে জ্ঞাতিগণের সহিত আমিষ ভোজন। **আইঁস বঁটি, আইঁষ্ হাঁড়ি, আইঁষ্ হেঁসেল** (মাছ মাংস ও ডিম রান্নার জন্য নির্দিষ্ট)।

আইঁষ্টা, আঁষ্টে—মাছের গন্ধযুক্ত।

আউওল—(আ আর্ ব্বল) প্রথম, সবচেয়ে ভাল। **আউওল জমি**—যে জমিতে কয়েক প্রকারের শস্য ষোল আনা উৎপন্ন হয়।

আউক—ইক্ষু (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

আউটনো, আওটানো—তরল পদার্থ কাঠি দিয়া নাড়া (দুধ আওটানো); জ্বাল দিয়া গাঢ় করা (দুধ আউটিয়া ক্ষীর করা)।

আউড়—খড়, (রাজসাহী অঞ্চলে প্রচলিত)।

আউড়ি—বাঁশের দরমা দিয়া তৈরী ধান রাখিবার আধার।

আউন্স—মাপে প্রায় অধ ছটাক।

আউরনো—আউরে যাওয়া, পাতা-ফুল-আদি শুকাইয়া যাওয়া; রোদে ঝলসানো (মুখ আউরে গেছে; চারাগুলো আউরে গেছে)।

আউল—(আ আওলিয়া) আউল-বাউল, সহজিয়া, কর্তা-ভজা (ইহাদের অনেক আচার সাধারণ সমাজে নিন্দিত)। **আউল-ঝাউল**—এলোমেলো।

আওজানো—বন্ধ করা (দরজা আওজানো)।

আউলানো—আলুলায়িত।

আউলিয়া—(বলী'র বহুবচন) বৈরাগী, দরবেশ, শ্রেষ্ঠ দরবেশ।

আউশ্,-স—(আশু) বর্ষাকালে উৎপন্ন মোটা ধান, শীঘ্র পাকে এই জন্য ইহার নাম আশুধান্য বা আউশধান।

আওড়—আবর্ত; নদীর জল যেখানে পাক খায় (whirlpool)।

আওড়ানো—আবৃত্তি করা (মন্ত্র আওড়ানো)।

আওতা—রৌদ্রনিবারক আচ্ছাদন; ছায়া, (বড় গাছের আওতায় ছোট গাছ বাড়ে না); ক্ষতিকর প্রভাব। (কেহ কেহ 'প্রভাব' অর্থেও ব্যবহার করেন কিন্তু তাহা সুব্যবহার মনে না)।

আওয়াজ—(ফাঃ আরাষ) ধ্বনি, শব্দ। **বুলন্দ্ আওয়াজ**—উচ্চ শব্দ। **মিঠা আওয়াজ**—মধুর শব্দ (কানন ছাওয়া মিঠা আওয়াজ লাখ পাখির গিট্‌কিরি—করুণানিধান) **আওয়াজ তোলা**—কোন ধ্বনি বা 'শ্লোগান' উচ্চারণ করা। **আওয়াজ কালাম না মানা**—ডাক-দোহাই না মানা, প্রতিবাদে বা অনুনয়ে কর্ণপাত না করা—গ্রাম্য।

আওয়াজি—উপরের দিকের ছোট জানালা।

আওয়াস, আওাস—বাসগৃহ (পদ্মাবতীর আওাস—আলাওল)।

আওরৎ—(আঃ আ'ওরৎ) নারী; পত্নী; (বিপরীত মরদ)।

আওলাদ—(আঃ আরলাদ) সন্তানসন্ততি। **আওলাদ-বুনিয়াদ**—গোষ্ঠীর লোক।

আওরানো—ফুলিয়া উঠা, টাটানো। (বীচি আওরানো)।

আওসৎ—[আঃ আওসৎ-মধ্যবর্তী] (ভূসম্পত্তি বিষয়ক) পত্তনী; জমিদারির অধীন খাজনা-করা সম্পত্তি। **আওসৎ হাওয়ালা**—হাওয়ালার অধীন জমিদারি। **আওসৎ তালুক**—বড় তালুকের অধীন ছোট তালুক।

আওসা—গরুর রোগ বিশেষ।

আওসানো—আওজানো, ভেজাইয়া দেওয়া; আয়োজন করা, সমাপ্তির দিকে আনা (ধান আওসানো—ভানিয়া তোলা; কাজ আওসানো—পুরাপুরি আরম্ভ করা)

আওহাল, আহোয়াল—[আঃ আহ্'ৱাল—circumstance] অবস্থা, দুরবস্থা (কি হাল-আহোয়ালে আছি দেখে যাও)। **আহোয়াল-শিকস্ত্**—সবস্বান্ত, নিঃস্ব।

আংগা—ছোট জামা বিশেষ।

আঙ্টা—কড়া, ring; আগুন রাখিবার পাত্র।

আংটি—অঙ্গুরীয়।

আংরা, আঙ্গরা—জ্বলন্ত অঙ্গারের মত লাল বর্ণ। (যে আগুন খাবে সে আংরা হাগবে)। আঙারি পড়া—আঘাতের জন্য গায়ে লাল বর্ণ হওয়া।

আংরাখা—অঙ্গরাখা, লম্বা জামা বিশেষ।

আংশিক—অংশগত, খানিকটা (আংশিক উন্নতি)।

আঃ—বিরক্তি ক্রোধ ইত্যাদি সূচক শব্দ (আঃ কি যন্ত্রণা)।

আঁইশ—আইঁষ (দ্রঃ)

আঁক—অঙ্ক (আঁক কষা); দাগ, রেখা।

আঁকড়ষি, আঁকশি, আঁকুশি, আকর্ষী—ফল পাড়িবার অঙ্কুশের মতো আগা-বিশিষ্ট লগা।

আঁকড়া—আংটা, বাঁকা লোহা, hook।

আঁকড়ানো—আঁকড়াইয়া ধরা, দুই বাহু দিয়া সাগ্রহে জড়াইয়া ধরা; সাগ্রহে অবলম্বন করা।

আঁকড়ি, আকুড়ি—আঁকশি।

আঁকবাড়ি—যে কাটিতে আঁক কাটিয়া গোয়ালা প্রভৃতি অশিক্ষিত লোকেরা হিসাব রাখে।

আঁকশলী—যে কাষ্ঠশলাকা ঢেকিকে দুই খুঁটি বা কাতলার উপরে রাখে। কোনো কোনো অঞ্চলে ইহাকে আরশালী বলে।

আঁকশি, -শী, আঁকুশি,-শী— আঁকড়শী দ্রঃ।

আঁকা—দাগ কাটা; চিত্রিত করা।

আঁকাবাঁকা—বহুস্থানে বাঁকা, সাপের গতির মত, zigzag।

আঁকুড়ি—(আঁকড়ি দ্রঃ)।

আঁকুপাঁকু,-বাঁকু—ব্যগ্রতা বা ব্যস্ততা প্রকাশ।

আঁকুশী—আঁকড়শী দ্রঃ।

আঁখ, আঁখি—চক্ষু।

আঁখি ঠার—চোখের ইঙ্গিত। **আঁখি মুদা** চোখ বন্ধ করা।

আঁচ—আগুনের দাহ; অল্প তাপ; তেজ; প্রতিবাদপ্রিয়তা (ছেলের আঁচ আছে); অনুমান (আঁচ পাওয়া)। (আঁচিয়া যাওয়া—অল্প ধরা)।

আঁচড়—দাগ, নখের দাগ; রেখা। **আঁচড় কাটা**—রেখাপাত করা; (মনে আঁচড় কাটলো)। **এক আঁচড়ে**—(কষ্টিপাথরে সোনার সামান্য আঁচড়ের মত) সামান্য পরীক্ষার ফলেই। **কালির আঁচড়**—লেখা-পড়া (ধড়ে কালির আঁচড় আছে)।

আঁচড়া—কৃষিকাজের যন্ত্র বিশেষ। **মাঠে আঁচড়া পড়া**—প্রথম লাঙ্গল দেওয়া।

আঁচড়ানো—নখাদির দ্বারা চিহ্নিত করা (আঁচড় কাটা, কুকুরের মাটি আঁচড়ানো); চিরুণী দেওয়া (চুল আঁচড়ানো)।

আঁচল—বস্ত্রের প্রান্ত, অঞ্চল। **আঁচল ধরা**—বশীভূত (মায়ের আঁচল ধরা; স্ত্রীর আঁচল ধরা)।

আঁচলা—কারুকার্য-করা অঞ্চল।

আঁচানো—আচমন করা, খাবার পরে হাত মুখ ধোওয়া। **না আঁচালে বিশ্বাস নাই**—কার্যে সিদ্ধিলাভ হইবার পরে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া, তার আগে নয় (ধূর্তের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে অথবা কোনো কঠিন কাজ সম্পর্কে এই কথা বলা হয়)।

আঁচিল,-চীল—উপমাংস বিশেষ।

আঁজল, আঁজলা—অঞ্জলি; অঞ্জলি পরিমাণ (এক আঁজল চাউল)।

আঁজি—রেখা; বস্ত্রপ্রান্তের রঙীন সুতার রেখা।

আঁট—কষা, tight (আঁটসাঁট—ঢিলে নয়); বাঁধুনি (কথার আঁট); অনুরক্তি (লেখাপড়ায় আঁট); বন্ধন, শাসন—(মুখে আঁট নেই—অবাচ্য কুবাচ্য যা খুশী বলে)। **আঁটসাঁট**—কষাকষি, কড়া গণ্ডা বুঝিয়া লওয়া।

আঁটকুড়—আঁস্তাকুড়, এঁটো পাতা ফেলিবার স্থান। **আঁটকুড়া, আঁটকুড়ে, আঁটকুড়িয়া**—নিঃসন্তান। স্ত্রী আঁটকুড়ী।

আঁটনি,-টুনি—বাঁধন, আঁটসাঁট ভাব (কথার আঁটুনি)।

আঁটা—কষিয়া বাঁধা (কোমর আঁটা—কাপড় কষিয়া পরা; উদ্যমের সহিত প্রস্তুত হওয়া); সংকুলান হওয়া (ছোট ঘরে অত লোক আঁটিবে কেন); যোগ্যভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা (আঁটিয়া উঠা)। **আঁটাআঁটি**—কড়াকড়ি।

আঁটালো—এঁটেল দ্রঃ।

আঁটি,-ঠি—ফলের কঠিন-আবরণ-যুক্ত বীজ (আমের আঁটি); গোছা, যতটা মুঠায় ধরা যায় (এক আঁটি ধান)। আটি দ্রঃ।

আঁটুলি,-লী—এঁটুলি দ্রঃ। **আঁড়িয়া**—এঁড়ে দ্রঃ।

আঁত, আঁৎ—(অন্ত্র) পেট। **আঁত উঠা**—খুব বমি হওয়া; অত্যন্ত ঘৃণা হওয়া। **আঁত-মরা**—নাড়ী মরা, যথাযোগ্য আহারের অভাবে যাহার নাড়ী শীর্ণ হইয়াছে, ক্ষুধা কমিয়া গিয়াছে। **আঁতে ঘা লাগা**—কথার বিষম খোঁচা বোধ করা, মর্মে আঘাত লাগা। **আঁতের টান**—

নাড়ীর টান, রক্তের টান। **আঁতড়ি, আঁতুড়ী**—নাড়ী-ভুঁড়ি (বিশেষতঃ জীব-জন্তুর)।

আঁতিপাঁতি—সর্বত্র (আঁতিপাঁতি খোঁজা)।

আঁতুড়—আঁতুড়-ঘর, সূতিকাগার। **আঁতুড়ে খোকা**—নিতান্ত খোকা (বিদ্রূপে)।

আঁৎকানো—চমকানো। **আঁৎকে ওঠা**—চমকে ওঠা, অতিশয় অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে খুব বিস্মিত ও ভীত হওয়া।

আঁদরসা—গুড় ও চালের গুঁড়ির তৈরি পিঠা বিশেষ।

আঁধার—অন্ধকার। **মুখ আঁধার করা**—অপ্রসন্ন হওয়া; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া। **আঁধার ঘরের মাণিক**—আশাভরসাস্থল, পাণপ্রতিম। **আঁধারে ঢিল মারা**—আন্দাজের উপরে নির্ভর করিয়া কাজ করা।

আঁধারি—অন্ধকার, রাত্রির যে অংশে চাঁদ থাকে না; রৌদ্র নিবারণের জন্য নির্মিত পাতলা-ছাওয়া খড়ো চাল; পাত-পেরেকবিশেষ (নৌকার তক্তার মুখ জোড়া দিতে ব্যবহৃত হয়)। **আঁধারি পাড়া**—খড়ো চাল তৈরির উদ্দেশ্যে প্রথমে হাল্কাভাবে খড় পাতা। **আঁধারি মারা**—চালে খড় দিয়া খুঁচি দেওয়া, চালের মটকা খড় দিয়া ঢাকা। **আলো-আঁধারি**—অন্ধকারও আছে আলোও আছে এরূপ অবস্থা; পুলিশ-প্রহরীর লণ্ঠন বিশেষ।

আঁধি, -ধী—গাঢধূলিময় ঝড় যার ফলে চারিদিকে কিছুই দেখা যায় না; (তর্কের আঁধি)।

আঁশ—সূক্ষ্ম তন্তু বা সূত্রবৎ অংশ (তুলার আঁশ; ফলের আঁশ, কাঠের আঁশ)। **এক আঁশ কম বেশী না করা**—ঠিকভাবে ওজন করা বা ভাগ করা।

আঁস,-শ—আঁইশ দ্রঃ।

আঁস্থ—অশ্রু।

আঁস্তাকুড়—আবর্জনা ফেলিবার জায়গা। **আঁস্তাকুড়ের পাতা স্বর্গে যায় না**—স্বভাবতঃ হীনপ্রকৃতির লোকের দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।

আক—আখ, ইক্ষু।

আককুটে,-খুটে—জিনিষপত্রে যার অযত্ন, উড়নচড়ে, লক্ষ্মীছাড়া, অপব্যয়ী।

আকছার, আকসার—(আরবী অক্‌থ়র্) সদাসর্বদা; সচরাচর।

আকজ—আখজ দ্রঃ।

আকড়িয়া, আকড়ে—কড়িহীন; বিনামূল্যের।

আকণ্ঠ—গলা পর্যন্ত; **পুরাপুরি** (আকণ্ঠ ভোজন; ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত)। (অব্যয়ীভাব)।

আক্‌তা, আখ্‌তা—(আ আখ্‌তা) খাসি-করা, castrated (আক্তা ঘোড়া)।

আক্‌দ্—(আ, আ'ক্'দ্) বিবাহ-বন্ধন; মুসলমানী বিবাহে বর ও কন্যার পরস্পরকে বিধিবদ্ধভাবে স্বীকার। (আক্‌দ-এর পরে বর ও কন্যা পরস্পরের সঙ্গে বাস করিলে মুসলমানী বিবাহ পূর্ণাঙ্গ হয়।)

আক্‌নি—আখ্‌নি দ্রঃ।

আকন্দ—গাছ বিশেষ।

আকপিল, আকপিশ—নীল ও পীতবর্ণের মিশ্রণ, পাংশুটে বর্ণ, পাটকিলে।

আকব্বরী, আকবরী—সম্রাট আকবরের আমলের। **আকব্বরী মোহর**—বিশুদ্ধ স্বর্ণের মুদ্রা বিঃ।

আকম্প, আকম্পন—ঈষৎ কম্পন; কিছু বিচলিত হওয়া। বিণ আকম্পিত—ঈষৎ আন্দোলিত।

আকর—খনি; উৎপত্তিস্থান গুণের আকর) বিণ, আকরজ—খনিজ।

আকর-আওলাত—জমির উপরের বৃক্ষাদি।

আকরিক—স্বর্ণ, লৌহ, সৈন্ধবলবণাদি; খনির কর্মী।

আকর্ণ—কান পর্যন্ত। (আকর্ণলোচন; আকর্ণ-সন্ধান)।

আকর্ণন—শ্রবণ। বিণ আকর্ণিত, আকর্ণনীয়।

আকর্ষ—আকড়া, tendril।

আকর্ষক—যে আকর্ষণ করে, চুম্বক লৌহ। স্ত্রী আকর্ষিকা।

আকর্ষণ—টানা; নিজের দিকে আনিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ; প্রবল টান বা অনুরাগ (আকর্ষণ অনুভব করা); মাধ্যাকর্ষণ; তান্ত্রিক অভিচার-ক্রিয়ার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে সবশে আনয়ন; চুম্বক। বিণ আকৃষ্ট। স্ত্রী—আকর্ষণী (আকর্ষণী শক্তি)। **আকৃষ্যমাণ**—যাহাকে আকর্ষণ করা হইতেছে।

আকর্ষী—আঁকড়ষী দ্রঃ।

আক্‌ল্—আক্কেল দ্রঃ।

আকল্প—কল্পকাল অর্থাৎ প্রলয়কাল পর্যন্ত

আকস্রার—আকছার দ্রঃ।

আকস্মিক—দৈবাৎ সংঘটিত, অপ্রত্যাশিত (আকস্মিক দুর্ঘটনা ; আকস্মিক আগমন)।

আকাঁড়া—কিঞ্চিৎ তুষযুক্ত ; অপরিষ্কৃত (ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া)।

আকাঙ্ক্ষা—(আ—কাঙ্ক্ষ্‌+অ+আ) ইচ্ছা, বাসনা ; প্রার্থনা। বিণ আকাঙ্ক্ষিত—বাঞ্ছিত। **আকাঙ্ক্ষণীয়**—বাঞ্ছনীয়। **আকাঙ্ক্ষী**—যে আকাঙ্ক্ষা করে।

আকাট—একান্তস্থূলবুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞানহীন **আকাট মুর্খ**—নিরেট মূর্খ blockhead।

আকাটা—অকাটা দ্রঃ।

আকাঠা—বাজে কাঠ।

আকার—মূর্তি, চেহারা, লক্ষণ ; আ বর্ণ, আবর্ণের চিহ্ন 'া'। **আকার-ইঙ্গিত**—ভাবভঙ্গি। বিণ আকারবান্।

আকাল—দুর্ভিক্ষ, অন্নাভাব ; অপ্রাপ্তি (পাশকরা ছেলের কি আকাল পড়েছে)।

আকাশ—(আ—কাশ্‌+ঘঞ্‌—যাহা সর্বত্র দীপ্তি পায়) নভোমণ্ডল, ব্যোম, ether, গগন (sky)। **আকাশকুসুম** অলীক কল্পনা। **আকাশগঙ্গা**—মন্দাকিনী ; ছায়াপথ। **আকাশচুম্বী**—গগনচুম্বী। **আকাশ থেকে পড়া**—কিছুই না জানার ভাণ করা ; একান্ত বিস্মিত হওয়া। **আকাশ-প্রদীপ**—কার্তিক মাসের সন্ধ্যায় বাঁশের ডগায় বাঁধিয়া জ্বালানো প্রদীপ। **আকাশ-দুহিতা**—প্রতিধ্বনি। **আকাশ ধরা**—বৃষ্টি ধরা। **আকাশ পাতাল তফাৎ**—আসমান জমিন্ ফারাক্, অনেক প্রভেদ। **আকাশ পাতাল ভাবা**—সিদ্ধান্তবিহীন বহু ধরণের চিন্তা করা, দুশ্চিন্তা করা। **আকাশফুটো, আকাশ ফোঁড়া** (আকাশ ফুটো কথা—একান্ত-অমূলক কথা)। **আকাশ-বাণী**—দৈববাণী। **আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া**, আকাশ ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়া—অতর্কিত বিপদে বা অমঙ্গলের সম্ভাবনায় দিশাহারা হইয়া পড়া। **আকাশে তোলা**—অতিরিক্ত প্রশংসা করা ; অনর্থক আশা পোষণ করিতে দেওয়া। **আকাশ হাতে পাওয়া** আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া—অভাবনীয় সাফল্য বা সৌভাগ্য লাভ।

আকিঞ্চন—আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, সাধ।

আকীর্ণ—ব্যাপ্ত, ছড়ানো (কণ্টকাকীর্ণ ; তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনা-জালে—রবি)।

আকুঞ্চন—কোঁকড়ানো, সঙ্কোচন, গুটানো। বিণ আকুঞ্চিত। বি আকুঞ্চনীয়তা—সঙ্কোচনের ক্ষমতা, compressibility.

আকুতি,-কূতি—আকুলি-ব্যাকুলি, আবেগ ; আকুল কামনা (চিত্তের আকুতি)।

আকুল—ব্যাকুল, ব্যগ্র, উৎসুক, ব্যথিত (আকুল প্রাণে ডাকিতেছি) ; আলুলায়িত, বিলুলিত (আঁচল আকাশে হতেছে আকুল—রবি ; আকুল-কুন্তলা)। **আকুলি-ব্যাকুলি**—ব্যগ্রতা, অত্যন্ত আগ্রহ।

আকৃতি—মূর্তি ; অবয়ব ; গঠন। **আকৃতি-প্রকৃতি**—চেহারা, লক্ষণ।

আকৃষ্ট, আকৃষ্যমাণ—আকর্ষণ দ্রঃ।

আক্কেল, আকল্—(আঃ আক্'ল্) বুদ্ধি-বিবেচনা ; কাণ্ডজ্ঞান। **আক্কেল গুড়ুম**—হতভম্ব হওয়া (দেখিয়া শুনিয়া আমার ত আক্কেল গুড়ুম)। **আক্কেল সেলামি**—বুদ্ধির অল্পতার জন্য দণ্ড-ভোগ। **আক্কেল দেওয়া**—বুদ্ধির অল্পতা প্রমাণিত করা ; ঠকানো। **আক্কেল দাঁত**—পরে যে দাঁত উঠে, wisdom teeth (আক্কেল দাঁত গজায় নাই—বুদ্ধি বিবেচনায় অপরিণত)। **আক্কেলমন্দ, আকল্‌মন্দ্**—বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ।

আক্রম—বিক্রম ; আক্রমণ।

আক্রমণ—হানা ; ক্ষতি বা পরাভূত করিবার উদ্দেশ্যে অন্যের উপর পড়া (দুর্গ আক্রমণ ; সংবাদ-পত্রে আক্রমণ ; ম্যালেরিয়ার আক্রমণ)। বিণ আক্রান্ত। **আক্রমণীয়**—আক্রমণযোগ্য। **আক্রামক**—আক্রমণকারী।

আক্রা, অক্কারা—দুর্মূল্য ; চড়াদাম (আক্রার বাজার)।

আক্রোশ—দীর্ঘ দিনের বিরূপতা, grudge ; বিদ্বেষ ; ক্রোধ।

আক্লান্ত—অতিশয় ক্লান্ত। (তুঃ অক্লান্ত)।

আক্ষরিক—অক্ষরসম্বন্ধীয় ; অক্ষরে অক্ষরে, মূলের একান্ত অনুগত, literal (আক্ষরিক অনুবাদ)।

আক্ষার—অখ্যাতি ; দুশ্চরিত্রতার অপবাদ।

আক্ষিপ্ত—আক্ষেপযুক্ত, convulsed ; নিক্ষিপ্ত ; বিক্ষিপ্ত। **আক্ষিপ্তচিত্ত**—বিহ্বলচিত্ত।

আক্ষেপ—(আ—ক্ষিপ্+ঘঞ্) ক্ষোভ ; খেদ-প্রকাশ ; মনস্তাপ ; হাত পা খেঁচুনি, তড়কা, spasm ; অলঙ্কার বিঃ ।

আখ—ইক্ষু ।

আখজ, আখেজ—(আঃ আখ্'জ—শত্রুভাব) বিদ্বেষভাব ; শত্রুতা ; বিবাদ ।

আখট, আখটি, আখুট, আখুটী—শিশুর আব্দার, জেদ, বায়না । বিণ আখুটে ।

আখড়া—আড্ডা ; সাধুসন্ন্যাসীদের বাসস্থান (বাবাজীর আখড়া) ; কুস্তি ব্যায়াম সঙ্গীত ইত্যাদি শিখিবার স্থান । **আখড়াই**—গানবাদ্য যাত্রা ইত্যাদির মহড়া, rehearsal । **আখড়াই দেওয়া**—মহড়া, দেওয়া, অভিনয়াদির পূর্বে অভ্যাস করা ।

আখণ্ডল—(যিনি ভাঙ্গিয়া ফেলেন) যিনি বজ্র দ্বারা পর্বত ভঙ্গ করেন ; ইন্দ্র । **আখণ্ডল-ধনুঃ**—ইন্দ্রধনু ।

আখ্তা—আক্তা দ্রঃ ।

আখ্থু—জোরে থুথু ফেলার শব্দ ; ঘৃণা প্রকাশ করা, ছিঃ ছিঃ করা (সকলে আখ্থু করছে) ।

আখ্নী—(ফাঃ—এখ্নি=মাংসের ঝোল) পোলাও রাঁধিবার জন্য মাংস ও সামান্য মসলা দিয়া সিদ্ধ করা জল ; সিদ্ধ মাংসের টুক্‌রা (আখ্নী পোলাও—আখ্নী-সম্বলিত পোলাও) । এখ্নি দ্রঃ ।

আখ্বার—(আঃ—আখ্'বার—খবরের বহুবচন) খবরের কাগজ ।

আখর—অক্ষর । **আখর দেওয়া**—কীর্তন গানের সময় ভাব-অনুযায়ী নূতন নূতন পদ জুড়িয়া দেওয়া । **আখরিয়া**—লিপিকর ; নকল-নবীশ । **খুঁট আখরিয়া, খুঁট আখুরে**—যাহার হাতের লেখা খারাপ ; অশিক্ষিত ।

আখ্রোট—(পশ্তু ; সংস্কৃত অক্ষোট) ফল বিশেষ ।

আখা—চুলা, উনান ।

আখাত—অখাত ; যাহা মানুষের দ্বারা খাত নহে ; স্বাভাবিক জলাশয় ।

আখাম্বা, আখম্বা—খামের মতো স্থূল ও দীর্ঘ ; বেমানান, খাপছাড়া (আখাম্বা কথা) ।

আখির, আখের—(আঃ আখ্'ঈর=পরিশেষ, পরবর্তী) পরিণাম ; শেষ । **আখেরে**—পরকালে ; কালে কালে (লাগিয়া থাক আখেরে ফল পাইবে) । **আখেরী**—শেষ । **আখেরী পয়গম্বর**—শেষ বার্তাবহ, last prophet । **আখেরী জমানা**—শেষ যুগ, কেয়ামত বা প্রলয়ের পূর্বের যুগ । **আখেরী চাহার-শুম্বা**—শেষ বুধবার (হজরৎ মোহম্মদের তিরোধানের পূর্বের শেষ বুধবার ; তাঁহার শেষ অসুখের সময় এই দিনে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন) ।

আখুট—আখটি দ্রঃ ।

আখুন্দ্, আখুন্, আখুঞ্জী, আখন্, আকন্—(ফাঃ আখু'ন, আখু'ন্দ্=শিক্ষক) সেকালের ফার্সী শিক্ষক ।

আখেজ—আখজ দ্রঃ ।

আখের—আখির দ্রঃ

আখ্যা—পরিচয় ; নাম ; সংজ্ঞা ।

আখ্যাত—পরিচিত ; কথিত ; বিখ্যাত । **আখ্যান**—গল্প ; কাহিনী ; ইতিহাস । **আখ্যায়ী, আখ্যায়ক**—বর্ণনাকারী, কথক । **আখ্যায়িকা**—বর্ণিত বা লিখিত বৃত্তান্ত, কাহিনী । **আখ্যেয়**—কথনীয় ; নাম-বিশিষ্ট ।

আগ—অগ্র ; অগ্রভাগ ; সর্বোচ্চ (আগ ডাল—'অগ ডাল'ও বলা হয়) । **আগ-পাছ**—অগ্রপশ্চাৎ (আগ-পাছ ভাবা) । **আগবাড়া, আগুবাড়া**—অগ্রবর্তী হওয়া (কাহারও সংবর্ধনার জন্য অগ্রসর হওয়া) ।

আগচ্ছমান—যে আসিতেছে ।

আগড়—(সং অর্গল) কপাটের মত ব্যবহৃত ঝাঁপ ; বাধা (মুখের আগড় নাই) । আগড়-বাগড়—(আনাজের পরিত্যক্ত খোসা) বাজে জিনিষ (আগড়-বাগড় দিয়া বাক্স ভর্তি করা) ; বাজেকথা, অসম্বদ্ধ কথা (আগড়-বাগড় বকা) ।

আগণা—অগণা ; অগন্তি ; অসংখ্য ।

আগত—যে আসিয়া পৌছিয়াছে (বিদেশাগত) ; প্রাপ্ত (শরণাগত) ; উৎপন্ন (বাণিজ্যাগত সম্পদ) । **আগতপ্রায়**—আসিতে সামান্যই দেরী ।

আগদল—অগ্রগামী দল, সৈন্যদলের অগ্রে যাহারা রাস্তা-আদি প্রস্তুত করিয়া চলে ।

আগন্তুক—অভ্যাগত ; অতিথি, যে অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হইয়াছে ; অপরিচিত অভ্যাগত ; হঠাৎ সংঘটিত (আগন্তুক কারণ) ।

আগম—উপস্থিতি (বসন্তাগমে); আমদানি, আয় (অর্থাগম); উৎপত্তি (বৃক্ষে ফলাগম); তন্ত্রশাস্ত্র [শিবের মুখ হইতে 'আগত' গিরিজার কর্ণে 'গ'ত' বাসুদেবের ম'ত-(সম্মত)-তাই আ-গ-ম শাস্ত্র]। **আগমজ্ঞ**—আগম-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ।

আগমন—উপস্থিতি, আসা। **আগমনী**—পার্বতীর পিতৃগৃহে আগমন বিষয়ক গান; অভ্যর্থনা-সঙ্গীত (কাব্যে ব্যবহৃত)।

আগর—(অগুরু) আগর বাতি, ধূপকাঠি।

আগল—(সং অর্গল) হুড়কা, ঝাঁপ, প্রতিবন্ধক (দ্বারে দ্বারে ভাঙলো আগল—রবি; বন্ধ চোখের আগল ঠেলে—সত্যেন দত্ত)।

আগলা—(আল্‌গা—বর্ণ-বিপর্যয়ে) আবরণ-রহিত, মুক্ত, খোলা।

আগলানো—পাহারা দেওয়া, খবরদারি করা (যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর—রবি)।

আগা—অগ্রভাগ (বেতের আগা, বাঁশের আগা)। **আগাগোড়া**—আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত, সমস্ত। **আগা**—সম্মানসূচক উপাধি বিশেষ। (আগা শিরাজী)। **আগেকার**—পূর্বের।

আগানো—এগোনো।

আগাছা—অবাঞ্ছিত ছোট গাছ; ছোট গাছের জঙ্গল; অবাঞ্ছিত-কিছু, জঞ্জাল (সাহিত্য-ক্ষেত্রের আগাছা)।

আগাড়ি-পিছাড়ি—(হি) আগের ও পিছনের; অগ্রপশ্চাৎ।

আগাম—(সং অগ্রিম) অগ্রিম; অগ্রে দেয় (আগাম টাকা দেওয়া); সূচনা (কাজের আগাম ভাল দেখাইতেছে না)।

আগামী—যা শীঘ্রই আসিবে; next (আগামী কল্য, আগামী বৎসরে, আগামী যুদ্ধে)। (অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ অর্থে 'ভাবী' ব্যবহৃত হয়)।

আগার—গৃহ; ভাণ্ডার (ধনাগার, অস্ত্রাগার); আধার (শোভার আগার)।

আগুড়ী—(প্রাদেঃ) অগ্রিম।

আগুন—(সং অগ্নি) অগ্নি, বহ্নি; অতিশয় উত্তাপ বা উত্তেজনা (গায়ে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে); অত্যন্ত চড়া দাম (বাজার আগুন); দুর্ভাগ্য (কপালে আগুন); অত্যন্ত ক্রুদ্ধ (আগুন হয়ে বাপ বারে বারে দিলেন অভিশাপ—রবি); দাহকর অনুভূতি (প্রেমের আগুন)।

আগুন করা—কয়লা কাঠ ইত্যাদির সাহায্যে আগুন তৈরি করা। **আগুন ধরা**—আগুন লাগা। **আগুন ধরানো**—আগুন করা; আগুন লাগানো। **আগুন নিবানো**—অগ্নি নির্বাপিত করা; দাহকর বা ধ্বংসকর ব্যাপারের প্রশমন। **আগুন পোহানো**—আগুনের তাপ উপভোগ করা। **আগুন লাগা**—আগুনের মতো দীপ্ত অথবা ধ্বংসশীল হওয়া। **আগুন লাগানো**—অগ্নি সংযোগ করা; ঘোর ঝগড়া-বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া। **পাতার আগুন**—যা সহসা জ্বলিয়া উঠে ও সহজেই নিভিয়া যায়। **আগুন দেওয়া**—আগুন জ্বালানো; ঘরে আগুন দেওয়া; জলাঞ্জলি দেওয়া। **ছাই-চাপা আগুন**—যে দুঃখ বা ক্ষোভ বাহিরে অপ্রকাশিত কিন্তু ভিতরে প্রবল; অখ্যাত কিন্তু প্রকৃতই গুণবান্‌। **তুষের আগুন**—অপ্রকাশিত কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী গভীর দুঃখ বা ক্ষোভ।

আগুপাছু, -পিছু—আগ দ্রঃ।

আগুয়ান—অগ্রসর, অগ্রবর্তী।

আগুর—(প্রাদেশিক) অগ্রবর্তী, যথা সময়ের পূর্বে ঘটিত (আগুর ধান; আগুর চাষ)।

আগুরি—(উগ্রক্ষত্রিয়) হিন্দুজাতি বিশেষ।

আগুলানো—আগলানো, পাহারা দেওয়া, পথ রোধ করা।

আগুল্‌ফ—গোড়ালি পর্যন্ত (আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার)।

আগুসার—(ব্রজবুলি) অগ্রগামী।

আগে—(অগ্রে) প্রথমে; পূর্বে। **আগে-আগে**—পূর্ববর্তী হইয়া। **আগে-পাছে**—পুরোভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে (সৈন্যদলের আগে পাছে; কাজের আগে পাছে)। **আগেকার**—পূর্বের, পূর্ববৎ (আগেকার দিনের; আগেকার মত)। **আগেভাগে**—সর্বাগ্রে।

আগ্নেয়—অগ্নিগর্ভ, অগ্নি-উদ্গীরণকারী (আগ্নেয় পর্বত); অগ্নির দ্বারা চালিত (আগ্নেয় অস্ত্র, আগ্নেয় পোত); অগ্নির ন্যায় জ্বালাবিশিষ্ট (আগ্নেয় বাণী)। **অগ্নিবর্ধক**—আগ্নেয় ঔষধ। **আগ্নেয় প্রস্তর**—আগ্নেয় গিরির নিঃস্রবের ফলে গঠিত প্রস্তর।

আগ্রহ—(আ—গ্রহ্‌+অন্‌) অনুরাগ ও যত্ন (কাজে আগ্রহ আছে); ব্যগ্রতা (আগ্রহসহকারে

প্রশ্ন করিল) ; ইচ্ছা, প্রবৃত্তি (শুনিবার আগ্রহ নাই)।

আগ্রহাতিশয়—সমধিক আগ্রহ। **আগ্রহান্বিত**—উৎসুক ; ব্যগ্র।

আঘাট,-টা—অঘাট দ্রঃ।

আঘাত—(আ—হন্+ঘঞ্) প্রহার ; অস্ত্রাঘাত ; চোট (করাঘাত, ভল্লাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, মৃদঙ্গে আঘাত, কথার আঘাত) ; দুঃখ, লাঞ্ছনা (আরো আঘাত সইবে আমার—রবি)।

আঘাসা—ঘাসজাতীয় আগাছা।

আঘ্রাণ—(আ—ঘ্রা+অনট্) গন্ধ নেওয়া ; শোঁকা ; গন্ধ, আভাস (অন্নের আঘ্রাণ)। বিণ **আঘ্রাত**—যাহার গন্ধ উপভোগ করা হইয়াছে। **আঘ্রায়ক**—যে আঘ্রাণ করে।

আঙটা—(আংটা ইত্যাদি দ্রঃ)।

আঙরা—জ্বলন্ত কয়লা, জ্বলন্ত কয়লার মতো রক্তবর্ণ।

আঙলানো—(আঙ্গুল দিয়া নাড়া) বিরক্ত করা, ঘাঁটানো।

আঙিনা—আঙ্গিনা দ্রঃ।

আঙিয়া—ছোট জামা (কোমল গায়ে দিল পরায়ে রঙিন আঙিয়া—রবি) ; মেয়েদের বক্ষাবরণ, কাঁচুলি।

আঙুর—আঙ্গুর দ্রঃ।

আঙ্গিক—অঙ্গসম্বন্ধীয় ; কলাকৌশল ; technique।

আঙ্গিনা,-ঙিনা—অঙ্গন, উঠান ; ক্ষেত্র (বসন্তকাল এসেছিল বনের আঙিনায়—রবি ; সাহিত্যের আঙিনা)।

আঙ্গুর—(ফাঃ) দ্রাক্ষাফল, grapes।

আঙ্গুল, আঙুল—অঙ্গুলি (পায়ের আঙ্গুল ; হাতের আঙ্গুল ; finger, toe)। **আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ**—হঠাৎ অর্থশালী হওয়া (ব্যঙ্গোক্তি)। **আঙ্গুল মটকানো**—আঙ্গুল টানিলে বা ঈষৎ মোচড় দিলে যে মট্‌মট্ শব্দ হয়। **আঙ্গুলহাড়া**—আঙ্গুলের মাথা পাকা, whitlow।

আচকান—(ফাঃ) সুপরিচিত দীর্ঘ অঙ্গাবরণ।

আচঞ্চল—কিঞ্চিৎ চঞ্চল।

আচমকা—(হিঃ আচানক) চমক লাগাইয়া ; অপ্রত্যাশিত ভাবে (আচমকা আসিয়া উপস্থিত হইল) ; আচম্বিতে।

আচমন—হাতমুখাদি জল দিয়া বৈধরূপে ধৌত করা (পূজাদিকর্মের পূর্বে ; ভোজনের পরে)। **আচমনীয়**—আচমনের জল ; যে খাদ্য গ্রহণ করিলে হাত মুখ ধোওয়া বিধি।

আচম্বিতে—আচমকা।

আচরণ—(আ—চর্+অনট্) ব্যবহার (জঘন্য আচরণ) ; উদ্‌যাপন, বিধিবদ্ধভাবে পালন (ধর্মাচরণ) ; চালচলন (আচরণ ভদ্র লোকের মতো নয়)। বিণ আচরিত—অনুষ্ঠিত, প্রচলিত (চিরাচরিত)। **আচরণীয়**—অনুষ্ঠানের যোগ্য ; সামাজিক আদান-প্রদানের যোগ্য (জল আচরণীয়)।

আচষা—অকর্ষিত, যে জমি চষা হয় নাই ; পতিত।

আচাভুয়া—অদ্ভুত ; কিম্ভূতকিমাকার। **আচাভুয়ার বোম্বাচাক**—অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য-কিছু।

আচার—(পোর্তুগিজ—চাট্‌নি) আম কুল নেবু ইত্যাদি দিয়া তৈরি চাটনি, pickle।

আচার—(আ—চর্+ঘঞ্) ধর্মের ক্রিয়াকলাপ (আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ) ; রীতিনিয়ম (দেশাচার, কুলাচার, স্ত্রী-আচার) ; যাহা চরিত্রে প্রতিফলিত (সদাচার, মিথ্যাচার, দুরাচার)। (আচারচ্যুত, আচারনিষ্ঠ, আচারবর্জিত, আচারবান্, আচারভ্রষ্ট)। **আচার-বিচার**—নিয়মশৃঙ্খলা (আচারবিচার নাই) ; শাস্ত্রানুমত বাছবিচার (কেবল আচারবিচার নিয়েই আছি)। **আচার-ব্যবহার**—চালচলন, ব্যবহার।

আচার্য—(যিনি বিধিবদ্ধভাবে শিষ্যকে বেদ-অধ্যয়ন করান) শাস্ত্রবিশেষের শিক্ষাদাতা (দ্রোণাচার্য, বিজ্ঞানাচার্য) ; গুরু (আচার্যের আসনে উপবিষ্ট) ; গ্রহবিপ্র। স্ত্রী আচার্যাণী—আচার্যপত্নী। **আচার্যা**—শিক্ষাদাত্রী।

আচালা—যাহা চালুনি দিয়া চালা হয় নাই।

আচোট—(যাহাতে চোট লাগে নাই অর্থাৎ কর্ষণ হয় নাই) পতিত জমি ; অনাবাদি জমি।

আচ্ছন্ন—(আ—ছাদি+ক্ত) আচ্ছাদিত, আবৃত, পরিব্যাপ্ত (মেঘাচ্ছন্ন প্রভাত ; অজ্ঞানাচ্ছন্ন দেশ) ; অভিভূত (মোহাচ্ছন্ন)।

আচ্ছা—হাঁ, তাহাই হইবে (পিতা পুত্রকে বলিলেন, কাল খুব ভোরে উঠিবে ; পুত্র বলিল, আচ্ছা) ; বেশ, ধরা যাউক (আচ্ছা তাহাই না হয় হইল) ;

যোগ্য (আচ্ছা কথা শুনানো হইয়াছে; আচ্ছা করে কান মলে দাও); ব্যঙ্গোক্তি (আচ্ছা হাত দেখিয়েছ; আচ্ছা পাগলকে নিয়ে পড়া গেছে)।

আচ্ছাদন—আবরণ; চাঁদোয়া; ছাউনী; পরিবার বস্ত্র (গ্রাসাচ্ছাদন)। **আচ্ছাদক**—যাহা আচ্ছাদন করে। **আচ্ছাদিত**—আবৃত, ঢাকা; ঢাকনিযুক্ত।

আচ্ছিন্ন—যাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে; খণ্ডিত।

আছড়া—(প্রাদেশিক) পসলা-বৃষ্টি (এক আছড়া জল)।

আছড়ানো—আছাড় দেওয়া, মাটি কাঠ পাথর ইত্যাদির উপরে জোরে নিক্ষেপ করা (আছাড়ে রজক ম্লান বসননিচয়—কু, মজুমদার)। **আছাড় খাওয়া**—পা পিছলাইয়া অথবা টাল সামলাইতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া যাওয়া।

আছাল্‌তন্—(ফাঃ আসাল্‌তন্—সশরীরে) স্বয়ং হাজির হইয়া, সশরীরে উপস্থিত হইয়া (বাদীকে আছালতন জবাব দিতে হইবে এই আদেশ হইয়াছে)।

আছি, আছে ইত্যাদি—থাকা; to be; বিদ্যমান থাকা; (আমি আছি ইহা ত দেখিতেছ); বাঁচিয়া থাকা (আজও আছি); জীবনযাত্রা নির্বাহ করা (আছি এক রকম); হাজির থাকা (আমি আছি তোমার দোসর); সহায়রূপে থাকা (জানি জানি আছ তুমি প্রভু); বাস করা (এখন আছি বর্ধমানে); প্রচলিত থাকা (কথায় আছে)। (তোমার সঙ্গে কথা আছে—কিছু বলিবার আছে; এর মধ্যে কথা আছে—বিশেষ কথা কিছু আছে)।

আছিল—ছিল। বর্তমানে পূর্ববঙ্গের ভাষায় ব্যবহৃত (উচ্চারণ আছিল্)।

আছুক—থাকুক (কাব্যে ব্যবহৃত।

আছোলা—অছোলা, অপরিষ্কৃত, অমসৃণ (আছোলা বাঁশ)।

আজ—অদ্য; to-day (আজ বড় গরম); অধুনা, বর্তমানে (আজ তার সুদিনের উদয় হয়েছে); এক্ষণে, এইবার (আজ বোঝা যাবে তোমার প্রতিজ্ঞার অর্থ)। বিণ আজকার (আজকার কাজ)। **আজকাল**—বর্তমান কালে (আজকাল আর পাওয়া যায় না)। **আজকাল করা**—গড়িমসি করা (আজকাল করিয়া ছয় মাস ত কাটিল)। **আজ বাদে কাল**—অদূর ভবিষ্যতে (আজ বাদে কাল পটল তুলবে তবে আর কেন এত কলপের ঘটা)। **আজকে**—আজ।

আজখোদ—(ফাঃ, আয্‌খোদ—নিজ হইতে) বিনা পরোয়ানায়।

আজগবী, আজগুবী—(ফা.+আঃ আয্ গায়েব—অদৃশ্য হইতে) ভিত্তিহীন, স্বকপোল কল্পিত, অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য (আজগুবী কথা)।

আজড়ানো—খালি করা; এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা। **মনের কথা আজড়ানো**—মনের কথা অপরকে বলিয়া মনের বোঝা লাঘব করা (গ্রাম্য)।

আজন্ম—জন্মাবধি, যাবজ্জীবন (আজন্ম তোমারি সেবক)।

আজব—(আরবী) অলৌকিক; আশ্চর্য; অদ্ভুত ("তোমার দেশের প্রতি দৃষ্টি কর—আজব কারখানা")। **আজবঘর,-খানা**—যাদুঘর, museum।

আজবক—উজবুক দ্রঃ

আজমীঢ়—রাজপুতানার শহর বিশেষ, খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তির সমাধি ক্ষেত্ররূপে বিখ্যাত।

আজরাইল—(আ. ই'য্‌রাইল) যে ফেরেশ্‌তা (স্বর্গীয় দূত) প্রাণীর প্রাণ হরণ করে, যম।

আজা—মাতামহ। স্ত্রী আজী।

আজাদ—(ফা. আযাদ) মুক্ত, বন্ধনহীন (গোলাম আজাদ করা)। বি আজাদী—স্বাধীনতা (আজাদী মিলেনা পস্তানোয়—কাঃ নজরুল)।

আজান—(আ আজা'ন) নামাজের জন্য আহ্বান। **আজান দেওয়া**—আজানের বাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা। (আজান দিতেছে কৌম—নঃ ইসলাম)।

আজানু—জানু পর্যন্ত। **আজানুলম্বিত**—জানু পর্যন্ত লম্বিত বা প্রসারিত (আজানুলম্বিত বাহু)।

আজামৌজা—[আজার মৌজ (খেয়াল) মতো] খোশখেয়ালী, যথেচ্ছ।

আজি—আজ দ্রঃ।

আজী—আজা দ্রঃ।

আজীব—(আ—জীব্+ঘঞ্—যদ্দ্বারা জীবন

ধারণ করা যায়, জীবিকা, ব্যবসায় (ব্যবহারাজীব)। **আজীব্য**—উপজীব্য। **আজীবন**—সমস্ত জীবন (আজীবন তুমি রবে তার)।

আজুরা—(আঃ) মজুরী, পারিশ্রমিক; ভাড়া।

আজ্ঞা—(আ—জ্ঞা+অ+আ) আদেশ, হুকুম, নির্দেশ (আজ্ঞা দিলেন বিষহরি)। **আজ্ঞাকারী**—আদেশদাতা; আদেশপালক। **আজ্ঞা-চক্র**—যোগশাস্ত্রের ষট্‌চক্রের অন্তর্গত। **আজ্ঞাধীন**—আজ্ঞানুবর্তী। **আজ্ঞাপিত**—আদিষ্ট। **আজ্ঞাবহ**—আদেশপালক। **আজ্ঞাভঙ্গ**—আদেশ না মানা। **আজ্ঞাপত্র, আজ্ঞালিপি**—হুকুমনামা। **যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞে**—শ্রদ্ধেয় জনের নির্দেশে সম্মতি জ্ঞাপন : (অশিক্ষিতেরা যে এজ্ঞে বলে)।

আজ্য—(সং) ঘৃত, যজ্ঞে ব্যবহার্য স্নেহপদার্থ, টার্পিন।

আঝাল,-লা—ঝালহীন; যে ব্যঞ্জনে ঝাল হয় নাই বা দিতে নাই (আঝালা ব্যঞ্জন)। **আঝালা**—যাহা ঝালা হয় নাই, not soldered।

আঝোড়া—(ঝোড়া দ্রঃ) যাহার ডালপালা কাটিয়া ফেলা হয় নাই (আঝোড়া খেজুর গাছ)।

আঞ্জনি, আঞ্জুনি, আঞ্জুনী—চোখের পাতার কোণে যে ব্রণ হয়।

আঞ্জনেয়—অঞ্জনার পুত্র, হনুমান।

আঞ্জা—(যাহার জন্ম হয় নাই) দুই গর্ভের অন্তবর্তী কাল (কোন স্ত্রীলোকের আঞ্জা এক বৎসর কাহারও দুই বৎসর, কাহারও তিন বা ততোধিক)।

আঞ্জাম—(ফাঃ) সমাপ্তি; শেষ; সম্পাদন; বন্দোবস্ত। **কাজ আঞ্জাম হওয়া বা করা**—সুসম্পন্ন হওয়া বা করা।

আঞ্জীর—(ফাঃ) ডুমুরজাতীয় ফলবিশেষ।

আঞ্জুমান, -মন—(ফাঃ) সভা; সমিতি; মজলিস (সাধারণতঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য-মূলক)।

আট—(অষ্ট) আট। **আটকড়াইয়া, আট কৌড়ে**—শিশুর জন্মের অষ্টম দিনের সংস্কার বিশেষ। **আটখানা করা**—পল্লবিত করা; লাগানো ভাঙ্গানো। **আহ্লাদে আটখানা হওয়া**—অত্যন্ত উৎফুল্ল হওয়া, অসঙ্গত ভাবে আনন্দ প্রকাশ করা। **আটঘাট বাঁধা**—আটদিক বা আট সুরের পর্দা সম্বন্ধে হুঁসিয়ার হওয়া, সর্বপ্রকারে সাবধান হওয়া (আটঘাট বাঁধিয়া তবে কাজে লাগিয়াছি)। **আট-কপালে, আটকপালী**—হতভাগ্য, কপাল-পোড়া। **আটকাট, আটেকাটে**—সব রকমে (আটেকাটে দড় তো ঘোড়ার পিঠে চড়)। **আটচালা**—আট-চাল-বিশিষ্ট ঘর; উৎসবাদির জন্য নির্মিত বড় ঘর। **আটপ্রহর**—(অষ্ট প্রহর), **আটপরদিন**—দিবারাত্র, সর্বক্ষণ (পূর্ববঙ্গে চৌপর দিন বলে)। **আটপিঠা; আটপিঠে**—সব রকমের শ্রমের কাজে দক্ষ (আটপিঠে লোক)। **আটপিঠে খাটুনি**—নানা কাজে কঠিন শ্রম (আটপিঠে খাটা লোক—অত্যন্ত পরিশ্রমী, মজবুত লোক)। **আটেপিঠে**—আষ্টে পৃষ্ঠে। **আট, আঁট**—প্রতিবন্ধক; শাসন। (মুখের আট নাই)।

আটক—বাধা, প্রতিবন্ধক (তোমাকে বলিব তাহার আর আটক কি); কয়েদ, বন্দী, অবরুদ্ধ (পড়া না পারার জন্য আটক থাকা)। **আট্‌কা পড়া**—বাধাপ্রাপ্ত হওয়া; বন্দী হওয়া (ইন্দুর কলে আটকা পড়েছে; পথে আটকা পড়া)। **আটকানো**—অবরুদ্ধ করা; বাধা পড়া (মুখের কথা আটকায় না—যাহা অকথ্য তাহাও বলে)।

আট্‌কে বাঁধা—পুরীধামে অর্থ দিয়া জগন্নাথের ভোগ বরাদ্দ করা; ভরণপোষণের ঝঞ্ঝাটহীন নির্ভরযোগ্য স্থায়ী ব্যবস্থা করা।

আটপৌরে—অষ্টপ্রহরের; সবসময়ের; সব সময়ে ব্যবহার্য (আটপৌরে পোষাক; আটপৌরে ভাষা)।

আটবিক—অরণ্যসম্বন্ধীয়; বনজাত; বনবিষয়ে অভিজ্ঞ সৈন্যদল (গরিলাবাহিনী, Guerilla)।

আটা—পেষা গম (ময়দার চেয়ে মোটা)। **আটা করা**—গম পিষিয়া আটা তৈরি করা, অথবা যে কোন শস্য পিষিয়া আটা তৈরি করা; আঠা, কাই, গঁদ, যাহা লাগিয়া থাকে (লোকটা আটার মত লাগিয়া রহিয়াছে); আট ফোঁটার তাস। **আটাআটি**—আঁটাআঁটি, কড়াকড়ি।

আটাল,-ঠাল—আঠাযুক্ত; শক্ত (আঠাল মাটি); ডাক টিকেট (আটাল মারা—ডাক টিকিট লাগানো)।

আটালি, আটুলি—কুকুর গরু প্রভৃতির দেহে

আঠার মত লাগিয়া থাকে যে কীট ; এঁটুলি। **আটালির মত লাগা**—কিছুতেই না ছাড়া (ব্যঙ্গার্থে)।

আটাশে—গর্ভের অষ্টম মাসে ভূমিষ্ঠ সন্তান ; অপরিপক্ব ; বোকা ; ভীরু (আটাশে ছেলে পাও নাই যে ঠকাবে) ; মাসের ২৮ তারিখ।

আটি, আঁটি—গুচ্ছ ; তাড়া ; হালা ; বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমাঙ্গুলি দিয়া যতটা ধরা যায় (এক আটি ধান)। **শাকের আটি**—হালকা জিনিস (বোঝার উপর শাকের আটি)।

আটে-পিটে,-পিঠে—আষ্টেপৃষ্ঠে, সর্বাঙ্গে ; সর্বপ্রকারে (আটেপিটে দড় তো ঘোড়ার পিঠে চড়)।

আঠা—আটা দ্রঃ।

আঠার—১৮ ; অষ্টাদশ সংখ্যক। **আঠার ঘা** (বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা)—নানাস্থানে ঘা, নানা ব্যাধি ; নানা ঝঞ্ঝাট ; নানা ফ্যাসাদ। **আঠার মাসে** বৎসর—যাহার সময়ের বোধ নাই, দীর্ঘসূত্রী।

আঠালু—আটালি।

আড়—আড়াল, আবরণ ; বঙ্কিম (আড়চোখে চাওয়া) ; বাধ-বাধ ভাব, অস্পষ্টতা (কথার আড়ভাঙ্গা) ; আড়াআড়ি (আড় পার হওয়া—আড়াআড়ি পাড়ি দেওয়া ; আড়ে দুই মাইল ; আড় হইয়া পড়া) ; আটপৌরে কাপড় রাখিবার বংশদণ্ড ; পাখী বসিবার দাঁড় ; শাংগা, কাঠ বা বাঁশের নির্মিত দেওয়াল বা বেড়া-সংলগ্ন উঁচু আধার। **বিছানায় আড় হওয়া**—বিছানায় গা দেওয়া (হাত পা কিছু ছড়াইয়া শ্রান্তি দূর করা)। **আড়কাঠ**—কড়িকাঠ। **আড়কালা**—এক কানে কালা। **আড়-কোলা**—পাথালি-কোলা।

আড়ৎ—আড়ঙ্গ দ্রঃ।

আড়কাটি—নদীর চড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে হুঁসিয়ার করিবার জন্য পোঁতা বংশদণ্ড ; pilot, যে-বন্দরের নিকটবর্তী নদীতে বা মোহানায় অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত পথে জাহাজ চালাইবার ভার নেয় ; কুলী-সংগ্রাহক।

আড়খেমটা—সঙ্গীতের তাল বিঃ।

আড়গড়া—ঘোড়ার আড্ডা ; ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা।

আড়ঙ্গ, আড়ৎ—মেলা, গঞ্জ, হাট। **আড়ৎ-ঘাটা**—নৌকার ঘাট। **আড়ৎছাঁটা**—বাজারে বিক্রয়ের জন্য তৈরী (চাউল), ঢেঁকিছাঁটা নয়। **আড়ৎধোপ**—বাজারে বিক্রয়ের জন্য কোরা কাপড় শাদা করা।

আড়চোখ—আড় দ্রঃ।

আড়বাঁশী—আড়ভাবে ধরিয়া যে বাঁশী বাজানো হয়, মুরলী।

আড়বুঝ,-বুঝা,-বুঝো—বেঁকাবুঝো, উল্টাবুঝ, একগুঁয়ে।

আড়ভাঙা—বক্রভাব দূর করিয়া সরল ও স্বাভাবিক করা ; দুষ্টকে সোজা করা ; অস্পষ্ট বিকৃত উচ্চারণ সংশোধন করা।

আড়মোড়া, আড়ামোড়া—শরীরের আড়ষ্ট ভাব দুর করার জন্য গা মোড়া দেওয়া (আড়া-মোড়া ভাঙা)।

আড়ত, আড়ৎ—ক্রয়-বিক্রয়ের বড় কেন্দ্র, depot, গোলা। **আড়ৎদার**—যে অন্যের মাল নিজের গোলায় রাখে ও দস্তুরি লইয়া বিক্রয় করাইয়া দেয়। **আড়ৎদারি**—আড়তে বিক্রয়ের কারবার ; আড়ৎদারের প্রাপ্য দস্তুরি।

আড়ম্বর—(আ—ডম্ব্‌+অর) ঘটা, সমারোহ (বাগাড়ম্বর, মেঘাড়ম্বর) ; উল্লাস, গর্বপ্রকাশ, বাহুল্য, তূর্যধ্বনি, হস্তীর গর্জন। **আড়ম্বর-বর্জিত, -শূন্য**—সহজ সরল।

আড়ষ্ট—নমনীয়তাবর্জিত ; অস্বচ্ছন্দ ; স্তব্ধ। বি আড়ষ্টতা—অস্বচ্ছন্দতা।

আড়া—গড়ন ; মাপবিশেষ ; শাংগা ; পাখীর দাঁড়। **আড়াঠেকা**—সঙ্গীতের তাল বিঃ। **আড়াআড়ি**—আড়ভাবে, প্রস্থের দিকে ; কোণাকোণি ; শত্রুভাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

আড়াই—দুই এবং আধ।

আড়ানী—বড় পাখা ; বড় ছাতা।

আড়াল—অন্তরাল, আড়াল করা, পর্দা, চোখে পড়ে না এমন জায়গা (অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে—রবি)।

আড়ি—মনের অমিল, বিরূপতা, শত্রুতা, গোঁ, অভিমান (তোমার সঙ্গে আড়ি)। **আড়ি পাতা**—লুকাইয়া কথাবার্তা শুনা। **আড়ি ধরা**—গোঁ ধরা। **আড়ি পাতুনিয়া,-পাতুনে**—যে আড়ি পাতে। **আড়িভাঙ্গা**—আলস্য ভাঙ্গা ; মাপ বিঃ।

আড়ে—আড়ালে ; প্রস্থের দিকে। **আড়ে-**

গেলা—না চিবাইয়া খাদ্য গিলিয়া ফেলা। **আড়ে-দীঘে**—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে। **আড়েহাতে লাগা**—পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে শত্রুতা সাধন করা; ক্ষতি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগা। **আড়েপাতালে**—যে দিক সোজা মনে হয় সেই দিকে (আড়েপাতালে দৌড়)।

আড্ডা—বাসা; সম্মিলিত হওয়ার স্থান; কুলোকের মিলন-কেন্দ্র; সম্প্রদায়বিশেষের বাসস্থান, আখড়া; ঠিকাগাড়ী, পাল্কী প্রভৃতির কেন্দ্র; মজলিস্। **আড্ডা জমানো**—সরস গল্পগুজবে সমাগত লোকদের মনোরঞ্জন। **আড্ডা দেওয়া**—সমবয়স্কদের সঙ্গে অনর্থক গল্পগুজবে সময় নষ্ট করা। **আড্ডা গাড়া**—অস্থায়ী বাসস্থানে কিছু দিনের জন্য স্থায়ী ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা। **আড্ডাধারী**—আখড়ার বা দলের নেতা; যে আড্ডায় অনেক সময় কাটায়, আড্ডাবাজ।

আঢাকা—অনাচ্ছাদিত; মুক্ত।

আঢ্য—সম্পন্ন; সমৃদ্ধ; সম্পদশালী।

আণবিক—অণুসম্বন্ধীয়; অণুঘটিত (আণবিক বোমা)। **আণবিক আকর্ষণ**—molecular attraction. **আণবিক বিপ্রকর্ষণ**—molecular repulsion.

আণ্ডা—অণ্ড; ডিম। **আণ্ডাবাচ্চা**—ছোট ছোট ছেলেপিলে (ঈষৎ ব্যঙ্গার্থক)। **কথার আণ্ডা বাচ্চা বা'র করা**—পল্লবিত করা; কল্পনার বশবর্তী হইয়া অদ্ভুত ব্যাখ্যা করা।

আণ্ডিল,-ণ্ডীল—(সং আণ্ডীর—ডিম্ববহুল) বহু টাকার লোক (টাকার আণ্ডিল)।

আণ্ডীর—(সং) যার বহু ডিম আছে; মুষ্কযুক্ত।

আৎকা—(পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) হঠাৎ; অপ্রত্যাশিত ভাবে।

আত—(ফাঃ বহুবচনবোধক প্রত্যয়—আদালতের ভাষায় ব্যবহৃত) সমূহ, আদি ইত্যাদি বোধক (কাগজাত, দলিলাত)।

আতঙ্ক—(সং) ত্রাস; উদ্বেগ; তড়কা রোগ। **জলাতঙ্ক**—রোগী জল দেখিলেই ভয় পায়, hydrophobia, ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগালে কামড়াইলে এই রোগ হয়। বিণ **আতঙ্কিত**।

আতত—(তন্-বিস্তার করা) বিস্তৃত; প্রসারিত।

আততায়ী—(সং) প্রাণনাশ অথবা সমূহ ক্ষতি-প্রয়াসী শত্রু (বশিষ্ঠের মতে যে গৃহদাহ বিষপ্রয়োগ ভূমি দার অর্থাদি হরণ, প্রাণনাশ এই সব অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয় সে আততায়ী)। বি আততায়িতা।

আতপ—(আ-তপ্+অন্) সূর্যের কিরণ; রৌদ্র। **শীতাতপ**—শৈত্য ও উত্তাপ, শীত ও গ্রীষ্ম। **আতপতণ্ডুল**—আলো চাল। **আতপত্র**—ছাতা। **আতপস্নান**—sunbath, সূর্যের উত্তাপ নগ্ন শরীরে অথবা হাল্কা-ভাবে-আবৃত শরীরে লাগানো।

আতর—লাঙ্গলের দ্বারা চিহ্নিত রেখা, সীতা (প্রাদেশিক)।

আতর—(আঃ ই'ৎ'র্—সুরভি) নানা ধরণের পুষ্প সুগন্ধি ঘাস মৃগনাভি ইত্যাদির নির্যাস। (বর্তমানে আতর বলিতে সাধারণতঃ পুষ্প মৃগনাভি ইত্যাদির গন্ধযুক্ত চন্দনতৈল বুঝায়)। **আতরদান**—আতর পরিবেশনের সোনার বা রূপার কারুকার্যবহুল আধার।

আতস্—(ফাঃ আতশ) আগুন। **আতসবাজি** (অগ্নি-ক্রীড়া)—বাজি পোড়ানো, fire-works (কল্পনার আতসবাজি)। **আতসকাঁচ** বা **আতসীকাচ**—সূর্যের কিরণ যে কাচে কেন্দ্রীভূত হইয়া অগ্নি উৎপাদন করে।

আতা—(পর্তুগীজ) আতা ফল; শরিফা।

আতাম্র—তাম্রবর্ণের মত, পাটল (pink)।

আতালি—মাচা (গ্রাম্য)।

আতালি-পাতালি, আথালি-পাথালি—(প্রাঃ উথল্লপথল্ল) যে দিকে সুবিধা পাওয়া যায় সেই দিকে (আতালি পাতালি বাড়ি; আতালি পাতালি দৌড়)। (গ্রাম্য)।

আতিক্ত—ঈষৎ তিক্ত।

আতিত, আতিতা, আতীতা—আতিক্ত; কিছু তিতা।

আতিথেয়—(অতিথি+ষ্ণেয়) অতিথিসেবা যাঁর প্রিয় (hospitable); অতিথিসেবার সামগ্রী, অতিথির ভোজ্য পানীয় শয্যা ইত্যাদি। বি আতিথেয়তা, **আতিথ্য**—অতিথিসেবা, অতিথি-সেবার সামগ্রী। **আতিথ্য স্বীকার**—অতিথি সৎকারের সামগ্রী (খাদ্য বাসস্থান ইত্যাদি) গ্রহণ।

আতিশয্য—(অতিশয়+ষ্ণ্য) আধিক্য, প্রাবল্য।

আ-তু—কুকুরকে ডাকিবার শব্দ (আমি তো কুকুর

নই যে এত লাঞ্ছনার পরেও আ-তু বলিলেই আসিব)।

আতুআতু—অতিরিক্ত যত্ন, কিসে যত্নের সামগ্রীর ক্ষতি হয় এই ভয়ে (আতুআতু করে ছেলেটার পরকাল ঝরঝরে করলে)।

আতুর—(সং) আর্ত, কাতর (আতুর চোখের প্রশ্ন নিয়ে ফিরে কুকুর বাইরে ঘরে—রবি) ; অভিভূত (শোকাতুর)। **আতুর-নিবাস**—পীড়িতদের নিবাস, hospital।

আতেলা—তৈলহীন ; শ্রীহীন।

আত্ম—(সং আত্মন্) নিজ, নিজবিষয়ক। **আত্মকর্ম**—নিজের কাজ। **আত্মকলহ**—নিজেদের মধ্যে কলহ। **আত্মকৃত**—স্বকৃত। **আত্মগত**—আত্মনিষ্ঠ; স্বগত। **আত্মগরিমা**—অহঙ্কার। **আত্মগোপন**—নিজেকে প্রকাশ না করা। **আত্মগৌরব**—আত্মগরিমা। **আত্মগ্রাহী**—স্বার্থপর। **আত্মগ্লানি**—অনুতাপ। **আত্মঘাত**—আত্মহত্যা। **আত্মজ**—পুত্র। **আত্মজ্ঞ**—ব্রহ্মজ্ঞানী, নিজের দোষগুণ সম্বন্ধে সচেতন। **আত্মতত্ত্ব**—আত্মার স্বরূপ জ্ঞান। **আত্মতুষ্টি**—নিজের সন্তোষ। **আত্মতৃপ্তি**—আপনার সুখ-সন্তোষ। **আত্মদমন**—আত্মসংযম। **আত্মদর্শন**—আত্মপরীক্ষা। **আত্মদান**—নিজেকে দান। **আত্মদোষ খণ্ডন**—নিজের দোষ সম্বন্ধে অভিযোগ খণ্ডন। **আত্মদ্রোহ**—গৃহবিবাদ, অন্তর্বিদ্রোহ; নিজের অপকার। **আত্মনিগ্রহ**—আত্মসংযম, অতিরিক্ত আত্মশাসন। **আত্মনিবেদন**—আত্মোৎসর্গ। **আত্মনির্ভরতা**—নিজের শক্তিসামর্থ্যের উপর ভরসা। **আত্মনিষ্ঠ**—আত্মজ্ঞানী ; আত্মগত (subjective—বিপরীত বিষয়নিষ্ঠ, objective)। **আত্মপর**—আপন ও পর। **আত্মপরায়ণ**—স্বার্থপর। **আত্মপূজা**—আত্মপ্রশংসা ; আত্মতোষণ। **আত্মপ্রকাশ**—স্বরূপ প্রকাশ ; সর্বসাধারণের সম্মুখে প্রকাশলাভ। **আত্মপ্রতারণা**—নিজেকে ভুলানো। **আত্মপ্রত্যয়**—আত্মবিশ্বাস। **আত্মপ্রসাদ**—নিজের মনের আনন্দ। **আত্মপ্রাধান্য** — নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। **আত্মবশ**—স্বাধীনপ্রকৃতির। **আত্মবন্ধু**—নিজের লোকজন। **আত্মবান্**—আত্মপ্রতিষ্ঠ ; অপ্রমত্ত। **আত্মবিক্রয়**—লাভের আকাঙ্ক্ষায় অপরের ইচ্ছাধীন হওয়া। **আত্মবিচ্ছেদ**—স্বজনের সহিত বিচ্ছেদ। **আত্মবিদ্যা**—ব্রহ্মবিদ্যা। **আত্মবিলোপ**—আত্মপ্রাধান্যের বিলোপ। **আত্মবিস্মৃত**—নিজের মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে উদাসীন ; আপন-ভোলা। **আত্মমর্যাদা**—নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে বোধ। **আত্মম্ভরী**—আত্মপরায়ণ ; অহঙ্কারী। **আত্মরক্ষা**—নিজের দেহ প্রাণ মান মর্যাদা রক্ষা। **আত্মরত**—স্বার্থপর। **আত্মরতি**—আত্মতৃপ্তি। **আত্মশাসন**—আত্মসংযম। **আত্মশিক্ষিত**—নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত (self-taught)। **আত্মশিল্প**—পূর্ণ আত্মোৎকর্ষের প্রয়াস। **আত্মশুদ্ধি**—প্রায়শ্চিত্ত, self-purification। **আত্মশোধন**—আত্মদোষ বর্জন। **আত্মশ্লাঘা**—আত্মপ্রশংসা। **আত্মসমর্পণ**—ধরা দেওয়া, নিজেকে অপরের ইচ্ছাধীন করা। **আত্মসমাহিত**—আত্মস্থ, স্বপ্রতিষ্ঠ। **আত্মসম্বরণ**—নিজের ভাবাবেগ সম্বরণ। **আত্মসম্মানবোধ**—আত্মমর্যাদাবোধ। **আত্মসাৎ**—অন্যায়ভাবে নিজের করা। **আত্মহত্যা**—আত্মঘাত ; নিজের বড়রকমের অকল্যাণ সাধন, অযোগ্য কর্মে আত্ম-বিসর্জন। **আত্মহারা**—আত্মভোলা ; আত্মবিস্মৃত।

আত্মক—তদ্‌গুণসমন্বিত (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—রসাত্মক)।

আত্মা—soul, জীবাত্মা, 'রুহ্', অন্তর-সত্তা ; স্বভাব, মানসিক প্রবণতা (দীনাত্মা) ; আপন, নিজ, self (আত্মসুখ, আত্মদোষ, আত্মবৎ) ; পরমাত্মা, ব্রহ্ম। **আত্মাদর**—নিজেকে ছোট না জানা, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা। **আত্মানুসন্ধান**—নিজের দোষগুণ বিচার ; ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা। **আত্মাপহারক**—আত্মপরিচয় গোপনকারী, কপট। **আত্মাপুরুষ**—জীবাত্মা। **আত্মা শুকাইয়া যাওয়া**—অত্যন্ত ভীত হওয়া। **আত্মাভিমানী**—নিজের সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণকারী, অহঙ্কারী। **আত্মাবমাননা**—নিজেকে অপমান করা। **আত্মাবলম্বী**—স্বাবলম্বী। **আত্মারাম**—ব্রহ্মে যাঁহার আনন্দ, আত্মসমাহিত ; আত্মা, প্রাণপাখী (আত্মারাম খাঁচাছাড়া)। **আত্মাশ্রয়**—আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বন ; আত্ম-

নির্ভরশীল। **আত্মীয়**—স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব (তাহাদের সহিত নূতন আত্মীয়তা হইয়াছে)। বি আত্মীয়তা। **আত্মোৎকর্ষ**—নিজের গুণপনার উৎকর্ষ। **আত্মোৎসর্গ**—সম্যক্ ভাবে আত্মনিয়োগ, মহৎকর্মে আত্মদান। **আত্মোদরপূর্তি**—নিজের স্বার্থসাধন। **আত্মোদ্ভব**—আত্মজ। **আত্মোন্নতি**—নিজের শ্রীবৃদ্ধি, আত্মোৎকর্ষ। **আত্মোপজীবী**—দৈহিক শ্রমের দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে; স্ত্রীর অসম্মানকর উপার্জনে যে জীবন ধারণ করে। **আত্মোপম**—নিজের মত। বি আত্মোপমা। **আত্যন্তিক, আত্যন্তীন**—(অত্যন্ত+ষ্ণিক : ঈন) একান্ত; অত্যধিক, যৎপরোনাস্তি; অবিচ্ছিন্ন। **আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি**—চিরদিনের জন্য দুঃখনিবৃত্তি)। বি আত্যন্তিকতা।

আত্যয়িক—(অত্যয়—বিনাশ) নাশকর; বিপজ্জনক।

আথাল—গোহাল। **আথালি পাথালি**—আতালি-পাতালি দ্রঃ।

আথিবিথি—খুব ব্যস্তসমস্ত হইয়া।

আদ—(অর্ব) অর্ধ, আধ। **আদকপালে**—আদকপালে মাথাধরা। **আদখানা**—আধখানা। **আদখোরা**—খোরার অর্ধেক।

আদৎ—(আঃ আ'দৎ) রীতি, ধরণ; অভ্যাস; স্বভাব, মূল, খাঁটি (আদৎ ভাল নয়; আদৎ করা—অভ্যাস করা; আদৎ মুক্তা, আদৎ ঘটনা, আদৎ পাঁজি, আদৎ কথা)।

আদত্ত—গৃহীত।

আদপে, আদবে—আদৌ; আসলে; একেবারেই।

আদব—(আঃ আদব) শিষ্টাচার। **আদবকায়দা**—ভদ্রসমাজের রীতি-পদ্ধতি, etiquette। **আদবকায়দা-দুরস্ত**—আদবকায়দায় সুশিক্ষিত। **আদবের খেলাফ**—শিষ্টাচার-বহির্ভূত।

আদম—(আঃ আদম) প্রথমসৃষ্ট মানব। **দাদা আদমের কাল থেকে**—স্মরণাতীত কাল হইতে। **আদমশুমারি**—মানুষগণনা, census।

আদমী—আদম হইতে জাত, মনুষ্য; স্বামী (মোর আদমী ঘরে নেই); গণনীয় ব্যক্তি (একটা আদমী বটে)। **মর্দ-আদমী**—বীরপুরুষ।

আদর—(আ–দৃ+অল্) সস্নেহ সম্ভাষণ; যত্ন; খাতির (আদর করিয়া কাছে বসাইল); কদর, মর্যাদা (সোনার আদর চিরকালই; তাহারা গুণের আদর করে); প্রীতি, প্রণয় (স্বামীর আদরিণী); সম্মান, গৌরব (জামাই-আদর); বাৎসল্য, স্নেহ, আসক্তি (আদরের ডাকনাম)। **আদর-অভ্যর্থনা**—সমাদর ও অভ্যর্থনা। **আদর-আপ্যায়ন**—সমাদর ও তুষ্টিবিধান। **আদর করা**—যত্ন করা; স্নেহ প্রকাশ করা, সোহাগ করা। **আদরযত্ন**—সমাদর। বিণ আদরণীয়—সমাদরের যোগ্য, গ্রহণযোগ্য।

আদরা—ঈষৎ সাদৃশ্য; নক্সা; প্রাথমিক রেখাচিত্র (sketch)।

আদরিণী—বিশেষ স্নেহ-ভালবাসার পাত্রী; সমাদরের যোগ্যা; সোহাগিনী (আদরিণী কন্যা বা বধূ)। **আদরী, আদুরী, আদুরিয়া, আদুরে**—বেশী আদরের; অতি স্নেহের পাত্র, যার আবদার রক্ষিত হয়।

আদর্শ—(যাহাতে দর্শন করা যায়) দর্পণ, আরশি; যাহা অনুকরণযোগ্য; শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ-জ্ঞাপক; ideal, model। (আদর্শ চরিত্র; আদর্শ রমণী, আদর্শ পতি; আদর্শ পরিবার; আদর্শ পুরুষ)। **আদর্শলিপি**—শিক্ষার্থীরা যে লিপি অনুসারে লিখিতে শিক্ষা করে। **আদর্শ বিদ্যালয়**—যে বিদ্যালয় অন্য বিদ্যালয়ের অনুকরণযোগ্য; যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। **আদর্শস্থানীয়**—আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার যোগ্য। **আদর্শস্বরূপ**—দৃষ্টান্তস্থল।

আদল—(আদর্শ) সাদৃশ্য; আভাস (ছেলের মুখে বাপের মুখের আদল আসে)।

আদলা, আধলা—আধ পয়সা; আধাখানা ইট, ভাঙাচোরা ইট।

আদা—আদ্রক, ginger। **আদা-কাঁচকলা**—পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব; একান্ত অমিল। **আদায় কাঁচকলায়**—(দুজনে বনিতেছে ভাল, যেন আদায় কাঁচকলায়)। **আদাজল খেয়ে লাগা**—উঠেপড়ে লাগা। **আদার ব্যাপারী**—ছোট কারবারী, নিম্নপদের লোক, নগণ্য লোক (আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর কেন)।

আদাই—আদায় করার কাজ (খাজনা আদাই ভালই চলিতেছে)।

আদাওৎ, আদাওতি—(আঃ অ'দাবৎ—শত্রুতা) বৈরভাব ; দ্বেষাদ্বেষি। (দুইজনের মধ্যে বহুদিনের আদাওতি)।

আদাড়—আবর্জনা ফেলার স্থান ; আঁস্তাকুড়। **আদাড়ে কচু**—জঙলা কচু ; অভদ্র, পাজি (যেমন আদাড়ে কচু তেমন বাঘাটে তেঁতুল)। **আদাড়-পাঁদাড়**—আঁস্তাকুড় ও বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগের অপরিষ্কার স্থান ; অস্থান-কুস্থান।

আদান—(আ—দা+অনট্) গ্রহণ ; স্বীকার। **আদান-প্রদান**—দেওয়া-নেওয়া ; সামাজিকতা।

আদাব—(আঃ 'আদবে'র বহুবচন) অভিবাদন। **আদাব করা**—সাধারণতঃ ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাইয়া অভিবাদন করা।

আদায়—(আঃ আদা) পরিশোধ (দেনমোহরের অর্ধেক টাকা চাহিবামাত্র আদায় করিব) ; গ্রহণ (প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা)। **আদায়-উশুল করা**—আদায় করিয়া জমাখরচ লেখা। **আদায়-তহশীল**—খাজনা আদায়।

আদালত—(আ, আ'দালত) বিচারালয় (দেওয়ানী আদালত ; ফৌজদারী আদালত)। **আদালত করা**—মোকদ্দমা দায়ের করা।

আদি—(যাহা অগ্রে গৃহীত হয়) প্রথম ; মূল (আদি কারণ ; আদি নিবাস) ; হেতু, নিদান, প্রমুখ, ইত্যাদি (ইন্দ্রাদি দেবতা)। **আদিকবি**—বাল্মীকি। **আদিকারণ**—মূল কারণ ; পরমব্রহ্ম। **আদিপুরুষ**—কোন বংশের প্রথম পুরুষ। **আদিভূত**—মূল, প্রথম-উৎপন্ন।

আদিত্য—(অদিতি+ষ্ণ্য) সূর্য। **প্রতাপাদিত্য**—প্রতাপে আদিত্যসদৃশ।

আদিম—(আদি+ম) প্রথম ; অতিপ্রাচীন। **আদিম অধিবাসী**—আর্যদের পূর্ববর্তী আদি অধিবাসী।

আদিরস—অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত নব রসের প্রথম রস ; শৃঙ্গাররস। **আদিরসাত্মক**—আদিরসপূর্ণ।

আদিষ্ট—(আ-দিশ্+ক্ত) যাহাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে ; নিয়োজিত।

আদুড়, আদুল—উন্মুক্ত, খোলা (আদুল গা—প্রাদেশিক)।

আদুরিয়া, আদুরী, আদুরে—আদরী দ্রঃ **আদুরে গোপাল**—অত্যন্ত আদুরে।

আদৃত—সমাদৃত ; আগ্রহের সহিত গৃহীত। **আদ্রিয়মাণ**—যিনি সমাদৃত হইতেছেন।

আদেখ্‌লে—যে দেখে নাই সুতরাং অভ্যস্ত নয় ; অতি ব্যগ্র, কাঙাল। (প্রাদেশিক)।

আদেশ—(আ—দিশ্+অল্) আজ্ঞা, হুকুম, উপদেশ, অনুশাসন (যত আদেশ তোমার পড়ে থাকে আবেশে দিবস কাটে তার—রবি) ; অন্তরে অনুভূত নির্দেশ (ঈশ্বরের আদেশ লাভ) ; বিধি ; (ব্যাকরণে) বর্ণ ও প্রকৃতি-প্রত্যয়ের রূপ পরিবর্তন। **আদেশক**—আদেশদাতা, আদেশকর্তা। **আদেশক্রমে**—আদেশানুসারে। **আদেশ-পালন**—আদেশানুযায়ী কর্মসম্পাদন। **আদেশলঙ্ঘন**—আদেশ অমান্য করা। **আদেষ্টা**—আদেশদাতা, উপদেষ্টা, শাসক।

আদৌ—আদিতে, মোটেই, একেবারেই।

আদ্য—প্রথম, আদিম, আদিভূত। **আদ্যিকাল**—মান্ধাতার আমল। **আদ্যন্ত**—আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত। **আদ্যশ্রাদ্ধ**—প্রথম শ্রাদ্ধ।

আদ্যা—আদিভূতা, প্রকৃতি ; মহাবিদ্যা, দুর্গা, কালী। **আদ্যাশক্তি**—মহামায়া।

আদ্যোপান্ত—আগাগোড়া।

আধ—অর্ধ। **আধ-আধ**—ভাসাভাসা ; অসম্পূর্ণ। **আধকপালে**—মাথাধরা বিঃ। **আধখেঁচড়া**—অর্ধসম্পাদিত। **আধধেড়ে**—আধাবয়সী। **আধপাগলা**—পাগলাটে ধরণের। **আধপেটা**—মাত্র অর্ধ পেট পূর্ণ করিয়া, অর্ধাশন। **আধবুড়া**—প্রৌঢ় ; বিগতযৌবন। **আধমরা**—প্রায় মরা, নির্জীব ; উদ্দীপনাহীন (আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা—রবি)।

আধর্ষিত—আক্রান্ত ; অভিভূত ; নিগৃহীত। বি আধর্ষণ।

আধলা—আধপয়সা ; আধখানা ইট ; ভাঙাচোরা।

আধলি, আধুলি, আধুলী—আট আনার মুদ্রা।

আধা—অর্ধেক। **আধা-আধি**—অর্ধেক (আধাআধি শেষ করিয়া আনা হইয়াছে) ; সমান দুই অংশে (আধাআধি ভাগ)। **আধাবয়সী**—মধ্যবয়সী, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত।

আধান—(আ—ধা+অনট্) গ্রহণ ; ধারণ ;

সঞ্চার (গর্ভাধান ; অগ্ন্যাধান ; বলাধান) ।
আধার—(আ—ধৃ+ঘঞ্) পাত্র ; আশ্রয় ; অবলম্বন (মস্থাধার ; সকলগুণাধার) ; আলবাল ; পাখীর খাদ্য ।
আধি—[আ—ধৈ (চিন্তা করা) + কি] মনঃপীড়া ; উৎকণ্ঠা (আধিব্যাধি) ; বিপদ । **আধিক্লিষ্ট**—মনঃপীড়ায় শান্তিহীন । **আধিক্ষীণ**—মনোদুঃখে কাতর ।
আধিকরণিক—(অধিকরণ + ষ্ণিক) বিচারপতি ।
আধিক্য—আতিশয্য ; প্রাবল্য ।
আধিজ—মনঃপীড়া-জাত । **আধিভক্ত**—আর্ত ।
আধিদৈবিক—দৈব হইতে জাত (দুঃখ)—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত ইত্যাদি ।
আধিপত্য—প্রভুত্ব ; কর্তৃত্ব (তার আধিপত্য অসহ্য) ; রাজত্ব (ত্রিশ বৎসর আধিপত্য করেন) ।
আধিব্যাধি—শারীরিক ও মানসিক পীড়া ।
আধিভৌতিক—মানুষ ও জীবজন্তু হইতে আগত (দুঃখ) ।
আধিরাজ্য—সাম্রাজ্যশাসন, আধিপত্য ।
আধীকৃত—যাহা বন্ধক রাখা হইয়াছে ।
আধুত, আধূত—(ধু, ধূ—কাঁপা) ঈষৎ কম্পিত (আধুতবনরাজী) ।
আধুনিক—(অধুনা + ষ্ণিক) একালের ; **অধুনাতন**—সাম্প্রতিক ; অর্বাচীন ।
আধুলি—আধুলি দ্রঃ ।
আধৃত—গৃহীত, রক্ষিত ।
আধেক—অর্ধেক (সাধারণতঃ কবিতায় ব্যবহৃত) ।
আধেয়—(আধান দ্রঃ) স্থাপনযোগ্য ; যাহা বন্ধকরূপে স্থাপন করা যায় ; উৎপাদ্য (অগ্ন্যাধানে আধেয় বহ্নি) ।
আধোয়া—যাহা ধোয়া বা পরিষ্কার করা হয় নাই (আধোয়া হাত ; আধোয়া মুখ, আধোয়া কাপড়) ।
আধ্মাত—[আ—ধ্মা (শব্দ করা) + ক্ত] ধ্বনিত ; নিনাদিত ; বায়ুপূরিত (আধ্মাত শঙ্খ) ।
আধ্মান—নিনাদ ; শব্দ ; ফাঁপিয়া উঠা (flatulence) । (উদর-আধ্মান) ।
আধ্যাত্মিক—(অধ্যাত্ম + ষ্ণিক) আত্মাসম্বন্ধীয় ; ব্রহ্মবিষয়ক ; ঐশ্বরিক ; spiritual ; আত্মিক ; মানস ।
আধ্যান—উৎকণ্ঠার সহিত স্মরণ ।

আন—অন্য ; ভিন্ন ; অপরিচিত । (কাব্যে ব্যবহৃত) । আন—(ফাঃ বহুবচনসূচক প্রত্যয় —বাংলায় আইন-আদালতের ভাষায় ব্যবহৃত) সকল, গণ, আদি (শরিকান, নাবালকান) ।
আনক—(যাহা জীবিত করে) ঢাক ; ভেরী ।
আনকা, আনকো, আন্‌খা—অপরিচিত ; অভিনব ; নূতন ধরণের (আনখা মানুষ দেখিয়া শিশু কাঁদিয়া উঠিল) । (প্রাদেশিক) ।
আনকোরা—সম্পূর্ণ নূতন ; এখনও যাহা ব্যবহৃত হয় নাই, fresh, brand-new ।
আনচান—[আন (অন্য) + চান (ফা. চয়েন—স্বস্তি)] অস্থির ; চঞ্চল ; উচাটন ("প্রাণ করে আনচান") ।
আনত—ঈষৎ নত (আনত দৃষ্টি) ; বিনীত, অবনত । বি আনতি—প্রণতি ; নম্রতা ।
আনদ্ধ—[আ—নহ্ (বন্ধন করা) + ক্ত] গ্রথিত ; সজ্জারূপে ব্যবহৃত (আনদ্ধ কেশপাশ, আনদ্ধ আভরণ) ; চামড়ায় ছাওয়া বাদ্যযন্ত্র (তবলা, ঢোল, মাদল, ঢাক, নাগরা ইত্যাদি) ।
আনন—(যদ্দ্বারা প্রাণগ্রহণ করিয়া বাঁচে) মুখ (mouth) ; মুখমণ্ডল, face (বর্তমানে এই অর্থই প্রশস্ত) । **চন্দ্রানন**—চন্দ্রের মত সুন্দর মুখ । (স্ত্রী চন্দ্রাননা, চন্দ্রাননী) ।
আনন্তর্য—অনন্তরত্ব ব্যবধানরাহিত্য, contiguity, continuity ।
আনন্ত্য—অনন্তের ভাব ; অশেষত্ব ; অসীমত্ব ।
আনন্দ—(আ—নন্দ্ + অল্) হর্ষ ; পুলক ; (আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে এক বান—রবি ; প্রমোদ, সুখ, পরিতোষ (তোমার আপ্যায়নে বড় আনন্দলাভ করিলাম) ; পরমসত্যের উপলব্ধি-জাত গভীর অনুভূতি (জগতের আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ—রবি) ; (স্ফূর্তি (কয় বন্ধু মিলিয়া খুব আনন্দ করিতেছে) ; আনন্দের কারণ ('ভক্তের পরমানন্দ তুমি হে দয়াল') ; মদ্য ; গৃহ-বিশেষ । **আনন্দ**—আনন্দরূপ । **আনন্দ-বেদনা**—পুলকবেদনা দ্রঃ । **আনন্দময়**—আনন্দপূর্ণ ; ঈশ্বর । **আনন্দরস**—আনন্দ-রূপ রস । **আনন্দলহরী**—আনন্দের ঢেউ ; আনন্দস্রোত ; নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ । **আনন্দ-বিহ্বল**—আনন্দে অভিভূত অথবা অভিষিক্ত ; আনন্দে গদগদ । **আনন্দন**—আনন্দ বর্ধন, অভিনন্দন । বিণ আনন্দিত ।

আন্‌মনা—অন্যমনস্ক; চারিদিকের পরিচিত শোভা সৌন্দর্য সমারোহ প্রভৃতির দ্বারা যাহার চিত্ত বন্দী নয় (ক্ষ্যাপার মতন আছি চিরদিন উদাসীন আনমন—(রবি)।

আনমন—ঈষৎ নত করা বা নত হওয়া; নোয়ানো। **আনমনীয়**—যাহা নত করা যায় অথবা নত হয়। **আনমিত**—ঈষৎ নত, আনত। **আনম্য**—যাহা নত করা যায়; যাহার নিকট নত হওয়া উচিত, শ্রদ্ধার্হ, প্রণম্য।

আনর্থ্য, আনর্থক্য—অনর্থকতা; নিষ্ফলতা।

আনা—লইয়া আসা। **আনাগোনা**—আসা-যাওয়া।

আনা, আনি, আনী—ষোল ভাগের এক ভাগ।

আনাচ-কানাচ—আশপাশ, বাড়ীর অ-প্রকাশ্য স্থান।

আনাজ—(হিঃ) কাঁচা তরকারী, সবজী।

আনাড়ী—(হিঃ) অজ্ঞ; অশিক্ষিত; অনভিজ্ঞ।

আনানো—আনীত; আনয়ন করানো।

আনায়—(যদ্বারা মৎস্যাদি আনা হয়) জাল, ফাঁদ (আনায় মাঝারে বাঘ পাইলে কি কভু ছাড়ে রে কিরাত তারে—মধু)।

আনার—(ফা.) ডালিম, pomegranate। (ফলের ভিতরকার রঙের জন্য বিখ্যাত)।

আনারস—(পোর্তু ananas) অম্লমধুর সুপরিচিত ফল, pine-apple.

আনীত—(আ-নী+ক্ত) যাহা আনা হইয়াছে; উপস্থাপিত (তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ)।

আনীল—ঈষৎ নীল, নীলাভ, light-blue।

আনুকূল্য—সহায়তা; সদয়তা; পোষকতা, অনুগ্রহ।

আনুগত্য—অনুসরণ; অধীনতা, বাধ্যতা।

আনুপূর্ব, অনুপূর্ব—পর্যায়ক্রম, যথাক্রম; পরম্পরা; sequence।

আনুপূর্বিক—যথাক্রমে; পরম্পরাক্রমে; আগাগোড়া।

আনুমানিক—(অনুমান+ষ্ণিক) অনুমানের দ্বারা যতটা বুঝা যায় অথবা স্থির করা যায়; সম্ভাব্য, approximate, probable (আনুমানিক হিসাব; আনুমানিক জন্মকাল); মোটামুটি।

আনুরক্তি—(আ-অনু-রন্‌জ্‌+ক্তি) অনুরাগ; আনুগত্য; আসক্তি।

আনুরূপ্য—সৌসাদৃশ্য; তুল্যতা।

আনুষঙ্গ, আনুষঙ্গিক—সঙ্গে আগত; সম্পৃক্ত; সংশ্লিষ্ট; প্রাসঙ্গিক (বিবাহের আনুষঙ্গিক ব্যয়)।

আনুষ্ঠানিক—শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী; (অনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম); অনুষ্ঠানপরায়ণ।

আনুপ—(অনূপ+ষ্ণ) অনূপ বা জলবহুল স্থান সম্পর্কিত বা জাত—মাছ, কুমীর, হাঁস, গণ্ডার, মহিষ, শূকর প্রভৃতি।

আনেতা—(আ-নী+তৃন্‌) যে আনয়ন করে; আহরক।

আন্তর—মনোগত; ভিতরকার (আন্তর ও বাহ্য)।

আন্তরিক—অন্তরস্থিত (আন্তরিক বিদ্বেষ); হৃদ্‌গত; অকৃত্রিম (আন্তরিক ভালবাসা)। বি. আন্তরিকতা—হৃদ্যতা। **আন্তরিক-স্রোত**—সমুদ্রগর্ভস্থ স্রোত, main currents of the ocean। **আন্তরীণ**—ভিতরকার।

আন্তরীক্ষ—আকাশসম্বন্ধীয়, আকাশ হইতে আগত (আন্তরীক্ষ উপদ্রব)।

আন্তঃপ্রাদেশিক—Inter-provincial; দুই বা ততোধিক প্রদেশ সম্পর্কিত (আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য, আন্তঃপ্রাদেশিক সম্প্রীতি; আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা)।

আন্তর্জাতিক—জাতিসমূহের ভিতরকার, জাতিসমূহ সম্পর্কিত (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; আন্তর্জাতিক ভাষা; আন্তর্জাতিক প্রীতিসম্মেলন)।

আন্ত্রিক—অন্ত্রঘটিত (আন্ত্রিক জ্বর—অন্ত্রের ক্ষতের জন্য জ্বর, enteric fever)।

আন্দাজ—(ফা. আন্‌দায) অনুমান, guess, আনুমানিক (একটা আন্দাজ করা; আন্দাজ দুইশত লোক); পরিমাণ (এক হাঁড়ি ভাত ও সেই আন্দাজ তরকারী)। বিণ আন্দাজী—আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া, প্রমাণহীন, কল্পনাপ্রসূত (ও তোমার আন্দাজী কথা)।

আন্দোলন—(আন্দোলি+অনট্‌) কম্পন; দোলন; আলোড়ন; বাদানুবাদ; সর্বত্র প্রচার ও চেতনা-সঞ্চার (গণ-আন্দোলন)। বিক্ষোভ প্রদর্শন (লবণ-আইনের বিরুদ্ধে

আন্দোলন)। **আন্দোলন তত্ত্ব**—(বিজ্ঞান) তরঙ্গায়িত গতিবাদ, undulation theory)। বিণ আন্দোলিত—কম্পিত, সঞ্চালিত (আন্দোলিত পত্রপল্লব ; আন্দোলিত তরুশাখা)।

আন্বাহিক—(অন্বহ+ষ্ণিক) দৈনন্দিন ; প্রতিদিন করণীয়।

আন্বিক্ষিকী—(অন্বীক্ষা+ষ্ণিক+আপ্) ন্যায়-দর্শন, তর্ক-বিদ্যা ;

আপ—(হি.) স্বয়ং (আপে নিরঞ্জন) ; নিজের (আপরুচি খানা—নিজের রুচি অনুযায়ী ভোজন)।

আপকেওয়াস্তে—(আপনারই জন্য) জো-হুকুম ; চাটুকার ; খোসামুদে (আপকেওয়াস্তের দল)।

আপক্ব—ঈষৎ পক্ব ; আধপাকা ; ডাঁশা ; অর্ধসিদ্ধ ; অল্প ভাজা।

আপখোরাকি—নিজের খাইয়া, খোরাকি ব্যতিরেকে (আপ খোরাকি দশ টাকা বেতন—নিয়োগকর্তা নিযুক্ত ব্যক্তিকে শুধু দশ টাকা বেতন দিবে খোরাকি দিবে না, এই ব্যবস্থা)। **আপখোরাকি বিনি মাইনে** ছেড়ে দিলে জরিমানা—নিতান্তই বেগার খাটা (বিদ্রূপাত্মক)।

আপজাত্য—আভিজাত্যের বিপরীত ; অবকর্ষ , সদ্‌গুণের নাশ, degeneracy।

আপড়া—(হি. অনপঢ়—অশিক্ষিত) যা পড়া হয় নাই ; যে লেখাপড়া শেখে নাই। (বিপঃ পড়ো, পড়ুয়া)।

আপণ—[আ-পণ্ (বাণিজ্য করা)+অল্] বিপণি, দোকান ; ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান ; হাট। **আপণিক**—দোকান বা পণ্যসম্বন্ধীয় ; হাটের খাজনা, তোলা ; দোকানদার, বণিক।

আপত্তি—(আ-পদ্+ক্তি) বিপত্তি ; বাধা (আপত্তিটা কি) ; অমত, বিরুদ্ধ মত (এ বিবাহে পিতার আপত্তি)। **আপদ, আপৎ**—[(তুঃ আঃ আফৎ) যাহার দ্বারা লোকে বিপদাপন্ন হয়] বিঘ্ন বিপত্তি, ধনক্ষয়-আদি, দুর্গতি ; বিরক্তির কারণ (কি আপদ ; আপদ গেলে বাঁচি)। **আপৎকাল**—বিপন্ন অবস্থা। **আপদ্‌গ্রস্ত**—বিপন্ন। **আপদবিপদ**—দুঃসময়। **আপদ্ধর্ম**—আপৎকালে যাহা বৈধ যদিও অন্য সময়ে অধর্ম বা অবৈধ (ষষ্ঠী তৎ)। **আপদ্ ভঞ্জন**—আপদ দূর করেন যিনি, ঈশ্বর।

আপদ, আপাদ—মাথা বা গলা হইতে পা পর্যন্ত। (আপাদচুম্বিত, -লম্বিত চোগা)।

আপন—(হি. আপনা) নিজ (আপন পরকাল নষ্ট করিতেছ) ; আপনার জন (পরকে আপন করা) ; নিকটতম, শোণিত-সম্পর্ক (আপন মামাতো ভাই)। **আপনআপন**—নিজ-নিজ। **আপনপর**—আত্মীয়-অনাত্মীয় ; কে শুভার্থী কে শুভার্থী নয়। **আপন পায়ে কুড়াল মারা**—নিজের ক্ষতি নিজে করা। **আপনা**—আপন, নিজ (আপনা ভাল কে না চায়)। **আপনার**—নিজের, আত্মীয় (তুমি ত আমার আপনার লোক)। **আপনহারা**—তন্ময়।

আপনি—সম্ভ্রমসূচক তুমি ; নিজে (আপনি প্রভু বাঁধা সবার কাছে—রবি)। **আপনা-আপনি**—নিজ হইতে, স্বজন বা বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে (আপনা-আপনির মধ্যে বিবাদ)।

আপন্ন—বিপন্ন ; প্রাপ্ত (অবস্থাপন্ন, শরণাপন্ন)।

আপরাহ্ণিক—অপরাহ্ণকালের, বৈকালে অনুষ্ঠিত (আপরাহ্ণিক নিদ্রা, আপরাহ্ণিক শ্রাদ্ধ)।

আপশোস,-সোস—আফসোস দ্রঃ।

আপস, আপোস—বন্ধুভাবে (আপোষে কুস্তি লড়া), মিটমাট্ (শত্রুদের সঙ্গে আপোস্ কর আর বন্ধুদের সঙ্গে উৎসব কর—হাফিজ)। **আপোসহীন মনোবৃত্তি**—প্রতিপক্ষের সহিত কোন মিটমাট না করার মনোভাব ; কোন অন্যায়কে কোন রকমেই না মানিয়া নেওয়ার মনোভাব। **আপোসে**—আপনা-আপনির ভিতরে (আপোসে ঝগড়া) ; উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে (মোকদ্দমাটি আপোসে মিটিয়া গেল)।

আপা—জ্যেষ্ঠা ভগিনী ; মুসলমান মেয়েদের মধ্যে সম্ভ্রমাত্মক সম্ভাষণ (দিদি)।

আপাক—(সং) কুম্ভকারের হাঁড়িকুঁড়ি পোড়াইবার ঘেরা জায়গা ; পোয়ান।

আপাটল—ঈষৎ পাটকিলা রংয়ের।

আপাণ্ডর,-ণ্ডুর—ঈষৎপাণ্ডুবর্ণ ; ফ্যাকাসে (pale)।

আপাত—তৎকাল, উপস্থিত, আপাততঃ (আপাত মধুর)। **আপাতকঠোর,-কর্কশ**—ভবিষ্যতে কঠোর বা কর্কশ বোধ হইবে না। **আপাতদৃষ্টিতে**—দৃশ্যতঃ। **আপাততঃ,**

আপাতত—উপস্থিত; এক্ষণে (তিনি আপাততঃ এখানেই আছেন)।

আপাদ—আপদ দ্রঃ। **আপাদমস্তক**—মস্তক হইতে পা পর্যন্ত।

আপান—(আ—পা+অনট্) মদের দোকান বা আড্ডা।

আপামর—সামান্যলোক পর্যন্ত। **আপামর-সাধারণ**—সর্বসাধারণ।

আপিঙ্গল—ঈষৎ পিঙ্গল বা তাম্রবর্ণ।

আপিস, অফিস, আফিস—(ইং office) অফিস; কেরাণী ও অফিসারদের কাজ করিবার জায়গা; দপ্তর; সেরেস্তা (সাতঘণ্টা আপিস করার পর ফুরসৎ কোথায়)।

আপীড়ন—নিপীড়ন; গাঢ় আলিঙ্গন। বিণ আপীড়িত—নিপীড়িত, গাঢ়-আলিঙ্গন-বদ্ধ।

আপীত—ঈষৎ হলদে (yellowish)। **আপীত-হরিৎ**—হালকা হরিদ্রা ও সবুজের মিশ্রণ (yellowish green)।

আপীল—(ইং appeal) উচ্চতর বিচারালয়ে পুনরায় বিচারের আবেদন (হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে)।

আপেক্ষিক—(অপেক্ষা+ষ্ণিক) অপেক্ষাকৃত; তুলনাকৃত, তুলনায় নির্ধারিত (relative)। **আপেক্ষিক গুরুত্ব**—জলের ওজনের তুলনায় অন্যবস্তুর গুরুত্ব। **আপেক্ষিকতা**—relativity।

আপেল—(ইং apple) সেব।

আপ্ত—(আপ্+ক্ত)—যাহার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারা যায়, বিশ্বস্ত, অভ্রান্ত (আপ্তবাক্য); প্রাপ্ত, লব্ধ (আপ্তকাম—যাহার কামনা চরিতার্থ হইয়াছে); আত্মীয়জন। **আপ্ত-গরজী**—যে শুধু নিজের গরজ বুঝে, স্বার্থপর। **আপ্তবচন**—মুনিবাক্য, ভ্রমপ্রমাদশূন্য বাক্য। **আপ্তবাক্,-বাক্য**—প্রত্যাদেশ, revelation; যাঁহার কথা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়।

আপ্যায়ন—(প্যায়্ বৃদ্ধি পাওয়া) সম্বর্ধনা; প্রীতি সম্পাদন; পরিতোষ সাধন। বিণ আপ্যায়িত—পরিতৃপ্ত, প্রীতিপ্রাপ্ত।

আপ্রাণ—প্রাণপণ; যথাসাধ্য (আপ্রাণ চেষ্টা)।

আপ্লব—স্নান; জল ছিটানো; লাফাইয়া চলা।

আপ্লাব—প্লাবন। বিণ আপ্লুত—অভিষিক্ত, প্লাবিত। **আপ্লাবন**—বন্যা, অভিষেক। **আপ্লাবিত**—প্লাবিত, অভিষিক্ত।

আফগান—(ফাঃ) আফগানিস্থানের অধিবাসী, পাঠান জাতি বিশেষ।

আফতাব—(ফাঃ) সূর্য।

আফলা—যাহাতে এখনও ফল হয় নাই বা ফল ধরে নাই।

আফলোদয়—যে পর্যন্ত না সফলতা লাভ হয়। **আফলোদয়কর্মা**—এরূপ ফলোদয় না হওয়া পর্যন্ত যে কর্মে লাগিয়া থাকে; অধ্যবসায়ী।

আফসানো—(ফা. আফ্শান—ছড়ানো) বিফল মনোরথ হইয়া ক্রোধে হাত পা আছড়ানো, হাত কামড়ানো। বি আফসানি।

আফসোস—(ফা. আফ্সোস—পরিতাপ) পরিতাপ, অনুশোচনা (এখন কাজ করিলে আফসোসের আর অন্ত থাকিবে না), দুঃখের বিষয় (আফসোস আমার গোপন সব ফসকে যে দেয় নিদয় প্রাণ—ন. ইসলাম); বিদ্রূপে (আফসোস এমন দাঁওটা ফস্কে গেল)।

আফিং, আফিম—সুপরিচিত বিষ ও মাদকদ্রব্য (আফিংখোর; আফিমচি)।

আব—(ফা. আব—জল; পঞ্জাব, গোলাব) ঔজ্জ্বল্য (আবদার মুক্তা); ধার (তলোয়ারের আব)। **আবেজমজম**—মক্কার পবিত্র জমজম কূপের জল, হাজীগণ কৌটায় ভরিয়া সঙ্গে আনেন।

আবওয়াব, আবয়াব—(ফাঃ বাব শব্দের বহুবচন) বৈধ কর ভিন্ন অতিরিক্ত কর।

আবকার—(ফাঃ আব্কার—যে মদ চোলাই করে) মাদকদ্রব্য প্রস্তুতকারক; মদ্য-বিক্রেতা। **আবকারী বিভাগ,-মহাল**—মাদকদ্রব্যের তত্ত্বাবধায়ক সরকারি বিভাগ—Excise Department।

আবখোরা—(ফাঃ) জল পান করিবার পাত্র বিঃ।

আবছা, আবছায়া, অবছায়া—(সং অপচ্ছায়া) আভাস; অস্পষ্ট ছায়া, ছায়া-আলোর মিশ্রণ।

আবজুশ—(ফাঃ আবজোশ) কাথ, broth।

আবডাল—আড়াল (নিবিরগন পরিবারের আড়ালে আবডালে মোদের হতো দেখা শোনা ভাঙা লয়ের তালে—রবি)।

আবদা—লাখেরাজ বিঃ।

আবদার—বায়না (শিশুর আবদার) ; অসঙ্গত প্রার্থনা, দাবি, ফরমাশ (আবদারের দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন আসিয়াছে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইবার দিন)। **আবদারে, আবদেরে**—যে আবদার করে।

আবদার—আব দ্রঃ।

আবদ্ধ—অবরুদ্ধ (পিঞ্জরাবদ্ধ ; আবদ্ধ জল) ; বাঁধা (শৃঙ্খলাবদ্ধ ; অঙ্গীকারাবদ্ধ) ; বিজড়িত (সাংসারিক কাজে আবদ্ধ) ; সীমাবদ্ধ ; বন্ধকী, mortgaged।

আবন্ধ—(আ—বন্ধ্+ঘঞ্) জোয়াল ; প্রণয়।

আবর—অবোধ, অসভ্য ; আসামের পার্বত্যজাতি বিশেষ।

আবরক—(বৃ—অবরোধ করা) আবরণকারী, ঢাকনি।

আবরণ—আচ্ছাদন, গায়ের কাপড় ; পর্দা (মুখাবরণ) ; ঢাকনি ; ঢাল ; (বেদান্তে) অবিদ্যা, মায়া, যাহার দ্বারা চৈতন্য আবৃত থাকে। **আবরণশক্তি**—মায়াশক্তি। বিণ আবৃত।

আবরু—(ফাঃ আবরু—চোখের পাতা) আবরণ ; পর্দা (আবরু-পর্দা নাই) ; সম্ভ্রম (আবরু-ইজ্জত রক্ষা করা দায় হইয়াছে) ; লজ্জাশীলতা, ভব্যবেশ (এই পোষাকে আবরু রক্ষা হইবে না)। **আবরু-হুরমৎ**—শ্লীলতা ও শালীনতা, সম্ভ্রম। বে-আবরু দ্রঃ।

আবরোঁয়া—(ফাঃ আ ব র বাঁ—জলধারা) অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র ; জলে ভিজাইলে জলের মত দেখাইত।

আবর্জনা—অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে পরিত্যক্ত, জঞ্জাল (আবর্জনার স্তূপ) ; অবাঞ্ছিত ; সৌষ্ঠবের হানিকর।

আবর্ত—(আ—বৃৎ+অল্) জলের পাক, whirlpool ; যাহা চক্রাকারে ঘুরে অথবা চক্রাকার (রোমাবর্ত)। **আবর্তবাত্যা**—ঘূর্ণিবায়ু, cyclone।

আবর্তন—ঘূর্ণন ; চক্রাকারে ভ্রমণ (rotation) ; প্রত্যাবর্তন ; আওটানো। বিণ আবর্তিত। **আবর্তমান**—যাহা আবর্তিত হইতেছে। **আবর্তনী**—ঘোঁটার কাঠি।

আবলী, আবলি—(সং) শ্রেণী, সমষ্টি (তারাবলি, গ্রন্থাবলী)।

আবলুস—(ফাঃ আবনুস—ebony) ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠবিশেষ (দেখিতে আবলুসের মত কাল)।

আবল্য—(অবল+ষ্ণ্য) শরীরের দুর্বল ও জড় ভাব (তাহার সহিত জিহ্বার জড়তা) ; জড়তাজনিত তন্দ্রার ভাব।

আবশ্যক—(অবশ্যম্+কণ্) প্রয়োজন ; দরকার ; প্রয়োজনীয় ; আবশ্যকতা, (আবশ্যকীয়—অশুদ্ধ প্রয়োগ)। অবশ্য দ্রঃ।

আবশ্যিক—অবশ্যকরণীয় ; বাধ্যতামূলক ; compulsory (আবশ্যিক পাঠ্য)।

আবহ—(আ—বহ্+অচ্) উৎপাদক ; জনক (কৌতুকাবহ, ভয়াবহ) ; বাহক, ধারক (আবহ সঙ্গীত—background music)। **আবহ বিজ্ঞান,-বিদ্যা**—পবন-বিদ্যা, meteorology। **আবহ সংবাদ**—ঝড়বৃষ্টি সম্বন্ধে সংবাদ, meteorological report। **আবহন**—বহন। **আবহমান কাল**—একাল পর্যন্ত।

আবহাওয়া—(ফাঃ, আব্-ও-হাওয়া) জলবায়ু, climate ; পরিবেষ, atmosphere (অধর্মের আবহাওয়ায় কি করিয়া ধর্মশিক্ষা হইবে)।

আবা—(আ, আ'বা) বোতামহীন লম্বা জামা বিশেষ। (কাবা দ্রঃ)। **আবাকাবা**—সম্ভ্রান্ত জমকাল বেশ (আবাকাবা লাগিয়ে এসেছ চেনা দায় —ব্যঙ্গে)।

আবা-আবা—শিশুরা মুখে বার বার হাত দিয়া এই ধ্বনি করে। **আবা-আবা খেলা,-খেল**—শিশুর খেলা ; ছেলেখেলা (একি আবা-আবা-খেল পেয়েছ)।

আবাঁধা—যাহা বাঁধা হয় নাই ; অবিন্যস্ত (আবাঁধা বই—ভাল মলাট দিয়া বাঁধা হয় নাই ; আবাঁধা চুল—এলায়িত কেশ ; আবাঁধা দাম—অনিয়ন্ত্রিত দ্রব্যমূল্য)।

আবাগি,-গী—(অভাগা দ্রঃ) হতভাগ্যা নারী (পুং আবাগে) ; গালি বিশেষ (আবাগির বেটা) ; (গ্রাম্য)।

আবাছা—অনির্বাচিত ; যাহা হইতে অবাঞ্ছিত উপকরণ বাছিয়া ফেলা হয় নাই (আবাছা চাউল, আবাছা শাক) ; ছোট বড় মিশানো (আবাছা চিংড়ী)।

আবাদ—(ফাঃ) বসতি (লোকজনের আবাদ হইয়াছে) ; শস্যক্ষেত্রে বা বসতিতে পরিবর্তন

(পতিত জমি আবাদ করা ; জঙ্গল কাটিয়া শহর আবাদ করা)।

আবাদী—চাষযোগ্য ; যাহাতে ফসল জন্মে।

আবাপ—(সং) বীজবপন, পররাষ্ট্র সম্বন্ধে চিন্তন।

আবার—পুনরায় (আবার সে দিন আসিবে) ; অবজ্ঞা সন্দেহ অসম্মতি ইত্যাদি সূচক (পাগলের আবার শ্বশুর বাড়ী ; কোথায় আবার যাব) ; অধিকন্তু (সে-ই পারবে তুমি আবার কেন)।

আবাল—অল্পবয়স্ক (আবাল ছেলে কোলে ; আবালকালে। আবালবৃদ্ধবনিতা—বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী)।

আবাল্য—শৈশবাবধি (আবাল্য আদরে মানুষ)।

আবাস—(আ–বস্+ঘঞ্) বাসস্থান ; বসতি ; বাসা (ছাত্রাবাস)। **আবাসভূমি**—স্থায়ী বাসস্থান। **আবাসিক**—রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, care-taker ; যেসব ছাত্র ছাত্রাবাসে বাস করে। **আবাসিক বৃত্তি**—আবাসিক ছাত্রদের নিমিত্ত নির্ধারিত অর্থসাহায্য। **আবাসিক বিদ্যায়তন**—যে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র আবাসিক, Residential Educational Institution।

আবাহন—আহ্বান ; নিমন্ত্রণ, প্রতীকে আবির্ভাবার্থ দেবতার প্রতি আহ্বান, invocation। বিণ আবাহিত—আহূত। **আবাহনী**—দেবতার প্রতি আমন্ত্রণ-জ্ঞাপক বিশেষ মুদ্রা বা করতলবিন্যাস ; আবাহনের জন্য রচিত মন্ত্র গীত বা স্তুতি।

আবিদ্ধ—বিদ্ধ, ছিদ্রিত (আবিদ্ধ রত্ন)।

আবিধ—(সং) সূত্রধরের যন্ত্রবিশেষ ; তুরপুন, a gimlet, ভোমর।

আবির,-বীর—(সং অভ্র) ফাগ ; আবিরের রং (আকাশ যখন আবিরে ভরিল অথচ তারকা নাই—করুণানিধান)। **আবির খেলা**—পরস্পরের গায়ে আবির ছোঁড়া।

আবির্ভাব, আবির্ভবন—(আবিস্–ভূ+ঘঞ্, অনট্) প্রকাশ ; অধিষ্ঠান (ঘটাদিতে দেবতার আবির্ভাব) ; দেবতার মানুষ অথবা অন্য কোন রূপে মর্ত্যে অবতরণ ; মহাপুরুষের উদয়, মাহাত্ম্যব্যঞ্জক প্রকাশ। বিণ আবির্ভূত।

আবিল—(যাহা দৃষ্টি আচ্ছাদন করে ; অস্বচ্ছ) পঙ্কিল, ঘোলা, কলুষিত। বি আবিলতা, আবিল্য।

আবিষ্কার, -স্করণ, -স্ক্রিয়া—অপ্রকাশিত বা অজ্ঞাত বিষয়ের প্রকাশ সাধন ; নূতন কিছুর উদ্ভাবন, discovery, invention (মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কার ; বেতারযন্ত্রের আবিষ্কার ; নূতন প্রতিভা আবিষ্কার)। **আবিষ্কর্তা, আবিষ্কারক**—যে আবিষ্কার করে। বিণ আবিষ্কৃত।

আবিষ্ট—(আ–বিশ্+ক্ত) অভিভূত (শোকাবিষ্ট) ; ভাবে গদগদ (প্রেমাবিষ্ট) ; অভিনিবিষ্ট (আবিষ্টচিত্তে পাঠ)।

আবীর—আবির দ্রঃ।

আবুড়াখাবুড়া—'এবড়ো-খেবড়ো' দ্রঃ।

আবৃত—আচ্ছাদিত ; ঢাকা ; পরিব্যাপ্ত (মেঘাবৃত আকাশ) ; পরিবৃত (অজ্ঞানাবৃত জীবন)। বি আবৃতি—আবরণ, বেষ্টন, ঘের (enclosure)।

আবৃত্তি—পুনঃ পুনঃ পাঠ ; ছন্দ ভাব ভাষা ইত্যাদি অভিব্যক্ত করিয়া পাঠ, recitation ; আবর্তন, প্রত্যাবর্তন। বিণ আবৃত্ত।

আবেগ—[আ–বিজ্ (ভীত হওয়া, ত্বরা করা) +ঘঞ্] অনুভূতির প্রাবল্য ; বেগ ; ব্যাকুলতা, ব্যগ্রতা (ভাবাবেগ, শোকাবেগ, মনের আবেগ, অন্ধ আবেগ)।

আবেদক—(বেদি—জানানো) আবেদনকারী, অভিযোগকারী, প্রার্থী।

আবেদন—দরখাস্ত, নিবেদন, অভিযোগ, অন্তঃকরণে নিবেদন, appeal (সুরের আবেদন)। বিণ আবেদিত ; আবেদ্য।

আবেশ—(বিশ্—প্রবেশ করা) তন্ময়ভাব, ভাবাবেশ (সুকুমার দেহগন্ধ নিঃশ্বাসে নিঃশেষে লইল শোষণ করি অতৃপ্ত আবেশে—রবি ; যত আদেশ তোমার পড়ে থাকে আবেশে দিবস কাটে তার—রবি) ; সঞ্চার (ক্রোধাবেশ, রসাবেশ), প্রভাব (ভূতাবেশ) ; হাবভাব (আবেশে বিলাসে ছলনার পাশে চারিদিক হ'তে ঘেরিল আসি—রবি) ; অপস্মার রোগ।

আবেষ্টক—পরিবেষ্টক, বেড়া।

আবেষ্টন—পরিবেষ্টন, পরিবেশ, environment (ক্লেশকর আবেষ্টন) ; ঘের (আবেষ্টনী—বেষ্টনী, পরিধি)। বিণ আবেষ্টিত।

আবোর—(ফাঃ আব্র্—মেঘ ; সং অভ্র) মেঘ, বৃষ্টির পূর্বসূচনা (আবোর করেছে)।

আবোল-তাবোল—(হিং অন্‌বোল-তন্‌বোল—

যা-তা বলা) মনে যা আসে তাই বলা; পরস্পর-অসংলগ্ন উক্তি-সমূহ, nonsense। **আবোল তাবোল বকা**—অসংলগ্ন কথা বলা; আসল কথার পাশ কাটাইয়া বাজে কথা বলা।

আব্‌বা—(আঃ আব, আবা) বাবা; পিতা। (সম্ভ্রমার্থে—আব্বাজান)। (রেখেছে আব্বা ইব্রাহিম সে আপনা রুদ্র পণ—নঃ ইঃ)।

আব্রহ্ম—ব্রহ্ম হইতে। **আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্ত**—পূর্ণ চৈতন্য ব্রহ্ম হইতে অচেতন পদার্থ পর্যন্ত, বিশ্ব-সংসার।

আভরণ—(ভৃ—ধারণ করা) ভূষণ, অলঙ্কার; হার, বলয় প্রভৃতি গহনা। **আভরণপ্রিয়**—সাজসজ্জাপ্রিয়।

আভা—[আ—ভা (দীপ্তি পাওয়া) + অ] প্রভা, দীপ্তি।

আভাং—আভাঙ্গ (অভ্যঙ্গ), শরীরে প্রচুর তেল মাখা।

আভাঙ্গা—অভঙ্গ; যাহার ব্যবহার করা হয় নাই। [আভাঙ্গা জমি—অকর্ষিত পতিত জমি; আভাঙ্গা জল—ঘাটের (প্রাতঃকালের) যে জলে কাহারো অঙ্গস্পর্শ হয় নাই; আভাঙ্গা সাপ—যে সাপের বিষদাঁত তুলিয়া ফেলা হয় নাই]।

আভাষ—[আ—ভাষ্ (বলা) + অল্] ভূমিকা, অবতরণিকা, আলাপ। **আভাষণ**—সম্ভাষণ, আলাপ, অভিভাষণ। বিণ আভাষিত। **আভাষ্য**—আলাপের যোগ্য।

আভাস—(ভাস্—দীপ্তি পাওয়া) অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ প্রকাশ; ইঙ্গিত (আসল ব্যাপারের কিছু আভাস পাওয়া গেল); প্রতিবিম্ব; প্রকাশ; দীপ্তি (কী মূরতি তব নীলাকাশশায়ী নয়নে উঠে গো আভাসি—রবি); আদল, সাদৃশ্য (কন্যার মুখে মায়ের মুখের আভাস)। (তর্কশাস্ত্রে—হেত্বাভাস—fallacy)। বিণ আভাসমান—প্রতীয়মান।

আভিজাতিক—বংশমর্যাদা-বিষয়ক; কুলপরিচায়ক।

আভিজাত্য—(অভিজাত + ষ্ণ্য) কৌলীন্য; (আভিজাত্যের অহঙ্কার); শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ (সহজ আভিজাত্য); পাণ্ডিত্য; সৌন্দর্য।

আভিধানিক—অভিধানগত। শব্দের **আভিধানিক অর্থ**—অভিধানবর্ণিত সাধারণ অর্থ। **আভিধানিক শব্দ**—অপ্রচলিত শব্দ।

আভিমুখ্য—সম্মুখবর্তিতা; আনুকূল্য।

আভীর—গোপজাতি (বর্তমানে আহীর)। **আভীরনারী**—গোপনারী। **আভীরপল্লী**—গোপপল্লী।

আভূমি—ভূমি পর্যন্ত। আভূমিনত—ভূমি পর্যন্ত অবনত।

আভোগ—সম্যক্ ভোগ; পূর্ণতা; বিস্তার; সঙ্গীতের শেষ ভাগ (আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ)।

আভ্যন্তর, আভ্যন্তরীণ—অন্তরস্থ, ভিতরকার, অভ্যন্তরীণ।

আভ্যুদয়িক—(অভ্যুদয় + ষ্ণিক) অভ্যুদয় দ্রঃ; অভ্যুদয়সূচক; মাঙ্গলিক; শ্রাদ্ধ বিশেষ।

আম—[আ—অম্ (রুগ্ণ্ হওয়া) + ঘঞ্] অজীর্ণরোগ, আমাশয়। **আমরক্ত**—রক্তস্রাব-মিশ্রিত আমাশয়। **আমরস বাহির করা** বা **হওয়া**—আমরক্ত বাহির করা বা হওয়া (হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে)।

আম—(আঃ আ'ম—সাধারণ) সাধারণ ('খাসে'র বিপরীত)। **আমলোক**—সর্বসাধারণ, দশজন। **আমদরবার**—সর্বসাধারণকে লইয়া দরবার। **আমরাস্তা**—সর্বসাধারণের ব্যবহার-যোগ্য রাস্তা, public road।

আম—(সং) অপক্ব; অসিদ্ধ, কাঁচা, raw (আম মাংস); অদগ্ধ (আমকুম্ভ, আম হাঁড়ি)। **আমগন্ধি**—কাঁচা-গন্ধ-যুক্ত।

আম—(সং আম্র) সুপরিচিত ফল (লেংড়া, বোম্বাই, ফজলি আম)। **আম-আচার**—আমের আচার। **আমআদা**—আমের গন্ধযুক্ত আদা (হরিদ্রার ন্যায় মূলবিশেষ)। **আমচুর**—শুষ্ক আম্র-খণ্ড (শুকাইয়া আমচুর হইয়াছে—আমচুরের মত শীর্ণ ও লাবণ্যহীন হইয়াছে)। **আমসত্ত্ব**—পাকা আমের রস শুকাইয়া প্রস্তুত হয়। **পাকা আম দাঁড়কাকে খায়**—গুণবতী রূপবতী কন্যা অপাত্রে দান; উত্তম বস্তুর অযোগ্য ব্যবহারের জন্য আক্ষেপ। **বর্ণচোরা আম**—যে আম পাকিলে কাঁচার মত দেখা যায়; বাহিরের আকার ও চালচলন দেখিয়া যাহাকে চেনা যায় না।

আমক শ্মশান—যে শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করিতে দেওয়া হয় না—শিয়ালকুকুরে খায়।

আমট—আমসত্ব।

আমড়া—ফলবিশেষ, আম্রাতক, hogplum।

আমড়াগাছি, -গেছে করা—তোষামোদে ভুলানো, অযথা প্রশংসাদির দ্বারা কাজ হাসিল করিতে চেষ্টা করা।

আমতা-আমতা করা—হাঁ না কিছুই স্পষ্ট করিয়া না বলা; দায়ে পড়িয়া অস্পষ্টভাবে স্বীকার করা।

আমদ—(ফাঃ আমদন—আসা) আসা। **আমদ ও রফৎ**—আসা-যাওয়া; আমদানী-রপ্তানি।

আমদানি—(ফাঃ) দেশের বাহির হইতে পণ্য আনয়ন; পণ্যের জোগান (মাছের আমদানি কমে গেছে)। **আমদানি বাণিজ্য**—আমদানী পণ্যের বাণিজ্য। **আমদানি রপ্তানি**—মালপত্র বিদেশ হইতে আনা ও স্বদেশ হইতে বিদেশে চালান দেওয়া, import & export. বিণ আমদানী (আমদানী মাল)।

আমধুর—অম্লমধুর; অল্পমিষ্ট।

আমন—(সং হেমন্ত) হেমন্তকালে জাত ধান।

আমন্ত্রণ—(মন্ত্র—মন্ত্রণা করা, আহ্বান করা) আহ্বান; সম্বোধন; নিমন্ত্রণ। বিণ আমন্ত্রিত—আহূত, নিয়োজিত। **আমন্ত্রয়িতা**—যিনি আমন্ত্রণ করেন।

আমন্দ্র—ঈষৎ গম্ভীর।

আমবাত—চর্মরোগ বিশেষ (গায়ে চাকা চাকা দাগ হয় ও সেই সঙ্গে জ্বালা ও চুলকানি), nettlerash।

আমমোক্তার—(ফাঃ মুখ্‌তার-ই-আ'ম) বিধিবদ্ধভাবে নিয়োজিত প্রতিনিধি, attorney। **আমমোক্তারনামা**—আমমোক্তাররূপে নিয়োগের দলিল, power of attorney।

আময়—(আম – যা + অ—হিংসাকারক, অস্বস্তিকারক) ব্যাধি, পীড়া (নিরাময়—নীরোগ, মনঃপীড়াহীন)।

আময়দা—আমাদা দ্রঃ।

আময়িক—রোগসম্বন্ধীয় (therapeutic)।

আমর—(আ – মর্) অল্প ক্রোধ বিরক্তি ইত্যাদি সূচক উক্তি (আমর্ তুই কি কাণা)।

আমরক্ত—রক্তামাশয়। আম দ্রঃ।

আমরণ—মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

আমরি—আহা মরে যাই। সাধারণতঃ বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়; কখনও কখনও প্রশংসায়ও ব্যবহৃত হয় (আমরি বাংলা ভাষা—অঃ প্রঃ)।

আমরুল—অম্লস্বাদের শাক বিশেষ।

আমর্শ,-র্শন—(মৃশ্—পরামর্শ করা, স্পর্শ করা) পরামর্শ; প্রণিধান।

আমর্ষ—(মৃষ্—ক্ষমা করা) অমর্ষ; সহ্য বা ক্ষমা না করা; ক্রোধ।

আমল—(আ. আ'মল্—কর্ম, প্রভাব, অধিকার) শাসনকাল (নবাবী আমল; নতুন গিন্নির আমল); কাল (মান্ধাতার আমল; দাদা আদমের আমল থেকে); অধিকার (জ্ঞাতিরা এখনও তাহাকে সম্পত্তিতে আমল দেয় নাই; তার মত লোক আমাদের বাড়ীতে আমল পাবে না)। **আমলদস্তক**—সম্পত্তিতে অধিকার-দানের অনুজ্ঞাপত্র। **আমলদার**—খাজনা আদায়কারী; শাসনকর্তা। **আমলদারি**—মালগুজারি; শাসন। **আমল না দেওয়া**—অধিকার না দেওয়া, কাছে ঘেঁষিতে না দেওয়া; কর্ণপাত না করা।

আমলক, আমলকী—আমলা, ত্রিফলার অন্যতম।

আমলনামা—(আঃ + ফাঃ) নিয়োগপত্র; নিযুক্ত ব্যক্তির কাজকর্ম সম্বন্ধীয় বই (Service Book); জমি অথবা অন্য সম্পত্তি সম্বন্ধে অধিকার-নির্দেশক অনুজ্ঞাপত্র।

আমলা—(আ, আ'মল্) নিম্নপদস্থ রাজকর্মচারী; কেরাণী। আমলাতন্ত্র—রাজকর্মচারীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত শাসনতন্ত্র; Bureaucracy। **আমলা-ফয়লা**—কর্মচারী কেরাণী প্রভৃতি।

আমলা—অমলক দ্রঃ।

আমসি,-সী,-শী—শুষ্ক আম্রখণ্ড। আম দ্রঃ।

আমসত্ত্ব—আম দ্রঃ।

আমা—আধপোড়া (আমা ইট)।

আমাতিসার—অতিসার বিশেষ।

আমাত্য—অমাত্য দ্রঃ।

আমাদা—(ফাঃ আমাদাহ্) হাতের কাছে প্রস্তুত, প্রচুর (আমাদা জিনিস পেয়েছে তাই ফেলে ছ'ড়ে খাচ্ছে)।

আমানৎ—(আঃ আ মা নৎ) জমা; গচ্ছিত;

ন্যাস। (দশ টাকা আমানৎ রাখা হইয়াছে; আমানতের খেয়ানৎ করিও না)।

আমানি,-নী—কাঁজি, পান্তাভাতের জল (আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান—কঃ চঃ)।

আমান্ন—অসিদ্ধ চাউল, অসিদ্ধ খাদ্য।

আমামা—(আঃ আ'মামা) শিরস্ত্রাণ; পাগড়ি বিশেষ। (হাঁকে বীর শির দেগা নাহি দেগা আমামা—নঃ ইঃ)।

আমার—নিজস্ব (কেন বল সন্তান আমার); অন্তরতম (তুমি আমার আমি তোমার)।

আমাশয়—পাকস্থলী; উদরাময় বিশেষ, dysentery।

আমি—কর্তৃত্ব-নির্দেশক (আমি কথা দিতেছি); সত্তা (সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি—রবি); অহঙ্কার (আমি আমি কেন কর); আত্মা বা মহৎ সত্তা (অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্বাণ আমি—রবি); পরমতত্ত্ব (সোঽহম্)। **আমাতে আর আমি নাই**—ভয়ে বা উৎকণ্ঠায় একান্ত অভিভূত হওয়া।

আমিন, আমীন, আমেন—(আঃ আমীন; ইং amen—প্রার্থনা পূর্ণ হোক) প্রার্থনা পূর্ণ হোক; তাই হোক।

আমিষ—(সং) মাছ মাংস ডিম্ব প্রভৃতি জৈব খাদ্য। **আমিষভোজী**—যে আমিষজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে, মাছমাংস খায়; আমিষাশী।

আমীন, আমিন—(আ.) রাজস্ববিভাগের (কর্মচারী বিশেষ), জরিপে নিযুক্ত; তত্ত্বাবধায়ক।

আমীর, আমির—(আঃ আমীর) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; প্রদেশশাসক; বড়লোক (আমির ও গরীব); কাবুলের রাজার উপাধি। **আমীরি, আমীরানা**—বড়লোকি; ঐশ্বর্যের পরিচায়ক (আমীরী চাল-চলন)। **আমীরওমরা**—আমীর ও তত্তুল্য সম্ভ্রান্ত দরবারস্থ ব্যক্তি; বড়লোকের দল।

আমুক্ত—(আ–মুচ্+ক্ত) নিক্ষিপ্ত; অল্প খোলা; খোলা।

আমুদে—হাস্যকৌতুকপ্রিয়, রসিক, আমোদ-আহ্লাদপ্রিয়; খোশমেজাজের।

আমূল—মূল পর্যন্ত (ছুরিকা আমূল প্রোথিত হইল); গোড়া হইতে, আগাগোড়া (আমূল সংস্কার)।

(আ—মৃশ্+ক্ত) অবলুপ্ত, মুছিয়া যাওয়া; পরিমার্জিত।

আমেজ—(ফাঃ আমেয) আভাস, একটুকু স্পর্শ; অল্পমিশ্রণ (নীলের আমেজ, নেশার আমেজ)।

আমোদ—(আ–মুদ্+অল্) হর্ষ, আহ্লাদ, ক্রীড়াকৌতুক, উৎসব; স্ফূর্তি (খোলামাঠে ছেলেরা আমোদ করিতেছে); কৌতুক (লোকটাকে পাড়াগেঁয়ে পাইয়া সকলেই খুব আমোদ করিল); সৌরভ, সৌরভজাত আনন্দ (গন্ধামোদ, হেনার গন্ধে বায়ু আমোদিত)। বিণ আমোদিত—সুবাসিত, আনন্দপূর্ণ। **আমোদ-আহ্লাদ,-প্রমোদ**—কয়েক জনে মিলিয়া আনন্দ উপভোগ। **আমোদ-প্রিয়**—কৌতুক-প্রিয়; যাহারা আমোদআহ্লাদ ভালবাসে; স্ফূর্তিবাজ (আমোদপ্রিয় ধনীর দুলাল)। **আমোদী, আমুদে**—যে আমোদে সময় কাটাইতে ভালবাসে।

আম্বর—(ইং amber) সুগন্ধ রঞ্জনদ্রব্য বিঃ, ইহার দ্বারা কাপড় রঙানো হয়।

আম্বা, আস্পা—হাম-বড়াই; স্পর্ধা; দুরাকাঙ্ক্ষা (গ্রাম্য)।

আম্মা—(সং অম্ব; আঃ উম্; উর্দু আম্মা) মা; প্রভুপত্নী অথবা তত্তুল্য মহিলাকে সম্ভাষণ (আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া—নঃ ইঃ); আম্মাজান—(সম্ভ্রমে) মা।

আম্র—আম। **আম্রকানন**—আমবাগান; **আম্রগন্ধক**—গুল্মবিশেষ। **আম্রপুষ্প**—আম্র-মুকুল। **আম্রবীজ**—আমের আঁটি। **আম্রহরিদ্রা**—আম আদা।

আম্রাত, আম্রাতক—(আমের মত) আমড়া; আমসত্ত্ব।

আম্ল—(অম্ল+ষ্ণ) যাহার স্বাদ অম্ল; টক্।

আয়—(আ–যা+ঘঞ্) অর্থাগম; উপস্বত্ব; লাভ (মাসিক আয় এক'শ টাকা)। **আয়ের পথ**—আয়ের উপায়। **আয়কর**—যাহাতে আয় হয় (আয়কর ফলের চাষ); আয়ের উপরে নির্ধারিত কর, income-tax। **আয়ব্যয়**—আয় ও ব্যয়; জমাখরচ।

আয়ত—(আ—যম্+ক্ত) বিস্তৃত, টানা (আয়ত-লোচনা; আয়তাক্ষী); (জ্যামিতিতে) চতুষ্কোণ ক্ষেত্র বিশেষ; সধবার চিহ্ন। বিঃ আয়াম।

আয়তন—মাপ; দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফল, area;

পরিসর ; গ্রন্থ ; দেবালয়, গৃহ, ক্ষেত্র (অচলায়তন ; বিদ্যায়তন) ; (বৌদ্ধমতে) পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন।

আয়তি, আয়তী—আয়ত বা সধবার চিহ্ন (শাঁখা, শাড়ী, সিঁদুর প্রভৃতি) ; সধবা।

আয়ত্ত—(আ—যত্‌+ক্ত) অধিকৃত, বশীভূত ; অধিগত, অধীন (করায়ত্ত ; আয়ত্তবিদ্যা ; দৈবায়ত্ত)। **আয়ত্তাধীন** (অশুদ্ধ)—অধীন (স্বামীর আয়ত্তাধীন)। বি আয়ত্ততা, আয়ত্তি।

আয়না—(ফাঃ আঈনা) আর্শি ; কাচ (আয়না বসানো চুড়ি)। **আয়নায় মুখ দেখা**—তুল্য ব্যবহার করা বা পাওয়া।

আয়মা, আয়েমা—(আঃ আএমা) নিষ্কর জমি, (রাজকার্যের পুরস্কারস্বরূপ অথবা পাণ্ডিত্য ও ধর্মপ্রচারের জন্য দেওয়া হইত)। **আয়মাদার**—আয়মাভোগী।

আয়স—(অয়স্‌+ষ্ণ) লৌহময় ; লৌহনির্মিত। **আয়সী**—বর্ম।

আয়স্ত্রী, আইয়োস্ত্রী—এয়ো, সধবা।

আয়া—(পর্তুঃ Aya ; ইং nurse) সেবিকা, দাই ; (সাধারণতঃ মেমের অথবা ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবারের)। **আয়াগিরি**—আয়ার চাকরি।

আয়াত, আয়েত—(আঃ আয়াত) কোরানের ক্ষুদ্রতম বাক্য।

আয়ান—রাধিকার স্বামী।

আয়াম—(আঃ আইয়াম=কাল, ঋতু) মরশুম, উপযুক্ত সময় ; (সং) দৈর্ঘ্য, নিয়ন্ত্রণ (প্রাণায়াম)।

আয়াস, আয়েস—(আঃ আ'য়েস—উপভোগ) উপভোগ, আরাম ; স্ফূর্তি (আয়াসপ্রিয়—আরামপ্রিয়)। **আয়াস-ঘর**—বিশ্রাম-ভবন; আরাম উপভোগের ঘর। **আরাম-আয়েস**—আরাম।

আয়াস—[আ-যস্‌ (ক্লিষ্ট হওয়া)+ঘঞ্‌] পরিশ্রম ; প্রযত্ন ; ক্লেশ, ক্লান্তি। **আয়াস-সাধ্য**—প্রযত্নসাধ্য, সুকঠিন। বিণ আয়াসী—পরিশ্রমী, যত্নশীল।

আয়ি, আয়ী—আই দ্রঃ।

আয়ু, আয়ুঃ—[ই (গমন করা)+উ, উস্‌] জীবন, নির্ধারিত জীবনকাল (মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে—মধুসূদন ; তাহার আয়ু নাই কি করিয়া বাঁচিবে)। **অল্পায়ু, স্বল্পায়ু**—যে অল্পদিন বাঁচে ; যাহা অল্পদিন কার্যকর থাকে (স্বল্পায়ু সাহিত্য)। **দীর্ঘায়ু**—দীর্ঘ জীবন, দীর্ঘজীবী)। **আয়ুক্ষয়**—আয়ুনাশ (আয়ুক্ষয়কর পরিশ্রম—যে পরিশ্রমের ফলে আয়ু কমিয়া যায়)। **আয়ুপ্রদ**—জীবনপ্রদ ; আয়ুবর্ধক। **আয়ু-শেষ**—জীবন শেষ, মৃত্যু।

আয়ুধ—(আ-যুধ্‌+অ) অস্ত্র ; যুদ্ধাস্ত্র। **আয়ু-ধাগার**—অস্ত্রাগার, arsenal, armoury। **আয়ুধিক**—সামরিক ; আয়ুধধারী।

আয়ুর্বৃদ্ধি—আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি। **আয়ুর্বৃদ্ধিকর** আয়ুষ্কর।

আয়ুর্বেদ—চিকিৎসা-বিদ্যা, কবিরাজী চিকিৎসা। **আয়ুর্বেদী, আয়ুর্বেদবিৎ, আয়ুর্বেদ-বেত্তা**—আয়ুর্বেদজ্ঞ। **আয়ুর্বেদীয়**—আয়ুর্বেদ মতের, আয়ুর্বেদ সম্বন্ধীয়।

আয়ুষ্কর—যাহা আয়ু বাড়ায় (আয়ুষ্কর ঔষধ)।

আয়ুষ্কাম—যে দীর্ঘ জীবন কামনা করে।

আয়ুষ্মান্‌—দীর্ঘজীবী (আয়ুষ্মান্‌ হও)। স্ত্রী—আয়ুষ্মতী।

আয়ুষ্য—আয়ুপ্রদ ; পথ্য।

আয়েন্দা—(ফাঃ) যাহা আসিবে, আগামী ; ভবিষ্যৎ (আয়েন্দায় তোমাদের ওখানে যাইব)।

আয়েব—(আ, অ'য়েব) দোষ, ত্রুটি, কলঙ্ক (আল্লাহ্‌ বে-আয়েব ; বুড়ামানুষের আয়েব ধরিতে নাই ; পরের আয়েব ঢাকা সওয়াবের কাজ—হাদিস্‌)।

আয়েমা—আয়মা দ্রঃ।

আয়েস—(আ. আয়েশ) আরাম ; সুখভোগ (আয়েস আরাম করা)। **আয়েসী**—আরামপ্রিয়, যে শ্রম বা ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া চলে ; ভোগী।

আয়োজক—যে আয়োজন করে ; উদ্যোক্তা।

আয়োজন—(আ-যুজ্‌+অনট্‌) উদ্যোগ, সংগ্রহ ; যোগাড় (বৃহৎ ব্যাপার, আয়োজন করিতেই সপ্তাহ কাটিবে) ; সংগৃহীত উপকরণ (খাবার আয়োজন যা হ'য়েছিল তা খুশী হবার মত)। বিণ আয়োজিত। **আয়োজন-কর্তা,-কারী**—যিনি আয়োজন করেন।

আর—এবং, ও (শিকারী আর তার কুকুর) ; অধিকন্তু (কাটাঘায়ে আর নুনের ছিটা দিও না) ; অতিরিক্ত (আর কিছু দিন অপেক্ষা

কর) ; অপর (আর কিছু আছে) ; ভবিষ্যৎ (আর তোমাকে বলিতে আসিব না) ; দ্বিতীয় (আর এক জন নিউটন) ; বিভিন্ন (কথায় এক কাজে আর) ; কখনও (স্বাস্থ্য কি আর অমনি ভেঙেছে) ; পক্ষান্তরে (আর যদি সে এসেই পড়ে) ; অন্যপ্রকার (এ আর এক ব্যাপার) ; পুনরায় (আর এমন কাজ ক'রো' না) ; ইহার পরে (আর তর্ক কেন) ; কিংবা (যাও আর নাই যাও) ; এখন (আর কি কানাইয়ের সে দিন আছে) ; যেন (নবাব আর কি) ; বিগত (আর বছরে কথা দিয়েছিলে তুমি আসবে) ; হতাশা ইত্যাদি ব্যঞ্জক (আর কি সারবে ; আর কেন ওসব কথা) ; আক্ষেপ, তুলনা (তিনিও শিক্ষক ছিলেন আর আমরাও শিক্ষক) ; অবশ্য (এ ত আর মন্দ কথা নয়) ; পর পর (যাব আর আসব)। **আরও, আরো**—অধিকতর, এতদ্ব্যতীত (আরও দুর্ভোগ আছে)। **আর আর**-অন্যান্য, অবশিষ্ট (আর আর যাহা করিবার আছে কিছুই বাকি থাকিবে না)।

আরক—(আঃ আ' র ক্' = নির্যাস, সার) নির্যাস, extract, তরল তেজস্কর ঔষধ ; মদ্য।

আরক্ত, আরক্তিম—ঈষৎ রক্তবর্ণ ; টকটকে লাল। **আরক্তনয়ন**—ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি।

আরক্ষ, আরক্ষক—রক্ষক ; প্রহরী। **আরক্ষাবিভাগ**—পুলিশবিভাগ।

আরজ—(আঃ আ'র দ্') নিবেদন, প্রার্থনা ; দরখাস্ত। **আরজবেগ,-বেগী**—বিচারপতির সম্মুখে দরখাস্ত দাখিলকারী, পেশকার। **আর্‌জী, আর্জি**—দরখাস্ত ; বাদীর দরখাস্ত।

আরনি—[আ—ঋ (গমন করা) + অনি] ঘূর্ণি ; জলের পাক।

আরণ্য—(অরণ্য + ষ্ণ) বনজাত, বন্য (আরণ্য পশু) ; অরণ্যসম্পর্কিত (আরণ্য পর্ব)। **আরণ্যক**—অরণ্যজাত ; বেদের অংশ বিশেষ। **আরণ্যক সভ্যতা**—ঔপনিষদিক সভ্যতা।

আরতি—(আ-রম্ + ক্তি) বিরতি, নিবৃত্তি ; অনুরাগ, আগ্রহ (মনের আরতি—কাব্যে)।

আরতি—(সং আরাত্রিক) প্রদীপ ধূপ ইত্যাদি দ্বারা দেবমূর্তিকে পূজা নিবেদন।

আরদালি, আর্দালি—(ইং orderly) আফিসের প্রহরী ও হুকুমবরদার ; পেয়াদা ; চাপরাসি।

আরব—আরব দেশ, আরব জাতি। **আরবী, আর্‌বী**—আরবে প্রস্তুত, আরব দেশের ভাষা, আরবের লোক। **আর্‌বী ঘোড়া**—আরব-দেশে জাত বিখ্যাত ঘোড়া।

আরব, আরাব—(আ-রু + অল্, ঘঞ্) উচ্চধ্বনি, কোলাহল (ভৈরব আরাব)।

আরব্ধ—(আ-রভ্ + ক্ত) যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে।

আরভমাণ—উপক্রমমাণ, যে আরম্ভ করিতেছে।

আরমান—(ফা. আর্‌মান) বাসনা, অভিলাষ ; আকাঙ্ক্ষা ; সাধ (মনের আরমান মেটানো)।

আর্‌মানী—(ইং Armenian) আর্মেনীয় (আর্‌মানী সাহেব ; আর্‌মানী গির্জা)।

আরম্ভ—উপক্রম ; উদ্যোগ, সূচনা ; প্রস্তাবনা (গ্রন্থারম্ভ)। **আরম্ভক**—যে আরম্ভ করে।

আরশ—(আ আ'র্শ্) সিংহাসন ; উচ্চতম স্বর্গ (গরীবের উপর এমন অত্যাচারে খোদার আরশ টলিবে)।

আরশি, -সি, -সী—(সং আদর্শ) দর্পণ ; মুকুর ; আয়না, looking-glass.

আরশুলা, আরসুলা—তেলাপোকা (cock-roach)। **আরশুলা আবার পাখি**—কাহারও মূল্যহীনতা সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি।

আরসা—রসহীন ; বিশুষ্ক।

আরা, আরী—(সং আর) করাত ; চর্মকারের সেলাইএর যন্ত্র, awl।

আরা—চাকার কাঠের পাখি, spoke।

আরাত্রিক—আরতি ; নীরাজন (দীপমালা, সজলপদ্ম ইত্যাদি পঞ্চ উপচারে দেবপূজা) ; অভিনয়-কলা-বিশেষ।

আরাধক—উপাসক, সেবক।

আরাধনা—(রাধ্—আরাধনা করা, নিষ্পন্ন হওয়া) উপাসনা, সেবা, সন্তোষ-সাধন, প্রার্থনা (কত আরাধনার ধন তুমি আমার)। বিণ আরাধিত, আরাধ্য। **আরাধ্যমান**—যাহার আরাধনা করা হইতেছে।

আরাব—আরব দ্রঃ।

আরাম—(আ-রম্ + ঘঞ্ ; ফা) কার্যবিরতি ; স্বস্তি ; শ্রান্তি-অপনোদন ; সুখ ; (মাধ্যাহ্নিক আহারের পরে কিঞ্চিৎ আরাম করা) ; সুস্থ,

রোগমুক্ত (বহুদিন রোগ-ভোগের পর সম্প্রতি আরাম হইয়াছেন) ; উপবন, ফলফুলের বাগান। **আরাম-কেদারা**—arm-chair। **আরাম-তলব**—যে বেশী আরাম চায় ; ভোগী, পরিশ্রমে অনিচ্ছুক।

আরারুট—পালো বিশেষ (ইং arrowroot)।

আরূঢ়—(আ-রুহ্+ক্ত) যে আরোহণ করিয়াছে বা চড়িয়াছে (অশ্বারূঢ়, বৃক্ষারূঢ়, সিংহাসনারূঢ়)। **আরূঢ়যৌবনা**—নবযুবতী।

আরে—(সং অরে, বাং আরে ওরে) সম্বোধন-সূচক অব্যয় ; স্নেহে (আরে ফটিক ওঠ, কত আর ঘুমোবি) ; বিদ্রূপে (আরে বাপরে কি তেজ) ; বিস্ময়ে (আরে তুমি কোথা থেকে) ; ঘৃণায় (আরে ছিঃ ও কথা মুখে আনতে আছে) ; রোষে (আরে তোর এত বড় কথা)।

আরোগ্য—(অরোগ+ষ্ণ্য) রোগমুক্তি ; নিরাময়তা ; স্বাস্থ্য। **আরোগ্যকর**—যাহা আরোগ্য করে। **আরোগ্যশালা**—চিকিৎসাশালা। **আরোগ্যসাধ্য**—যাহার আরোগ্য সম্ভবপর।

আরোপ—(আ-রুহ্+ণিচ্+অল্) অর্পণ ; স্থাপন ; ascribing (দোষারোপ) ; একবস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্ম কল্পনা (নক্ষত্রপুঞ্জে মনুষ্য-মূর্তি আরোপ)। **আরোপণ**—স্থাপন, সংযোজন (ধনুকে জ্যা আরোপণ) ; বৃক্ষ শস্য ইত্যাদি রোপণ। বিণ আরোপিত।

আরোপক—আরোপণকারী।

আরোহ—(আ-রুহ্+অল্) আরোহণ ; উচ্চতা (দুরারোহ) ; (দর্শনে—**আরোহ মার্গ**—কার্য হইতে কারণ অনুমান ; from effect to cause ; Induction ; বিপরীত—অবরোহ) ; নিতম্ব (বরারোহা)। **আরোহক**—আরোহী, আরোহণকারী। **আরোহণ**—চড়া ; উপরে উঠা। **আরোহণী**—সিঁড়ি। বিণ আরোহিত।

আরোহী—আরোহণকারী ; সঙ্গীতে স্বরের নিম্নগ্রাম হইতে উচ্চগ্রামে আরোহণ। (বিপরীত অবরোহণ, অবরোহী)।

আর্কফলা—টিকি, চৈতন (বিদ্রূপে)।

আর্জব—(ঋজু+ষ্ণ) ঋজুতা, সারল্য।

আর্ট—(ইং art) অনুভূতির রূপদান-বিষয়ক ব্যাপার ; রসাত্মক রচনা (কারুকলা, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতি) ; স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্প। **আর্টস্কুল**—কলা শিক্ষার বিদ্যালয়। **আর্টিষ্ট**—শিল্পী।

আর্ত—(আ-ঋ+ক্ত) পীড়িত ; কাতর (তৃষ্ণার্ত) ; রোগী, বিপন্ন, বিহ্বল।

আর্তনাদ—উচ্চ রোদন, দুঃখসূচক চীৎকার (আমার জীবনের সম্বল দাঁড়াল তাকে হারিয়ে আর্তনাদ—গোর্টে)। **আর্তস্বর**—কাতরধ্বনি ; দুঃখ রোগ বিপদ-সূচক চীৎকার।

আর্তব—(ঋতু+ষ্ণ) স্ত্রীরজঃ ; ঋতুসম্বন্ধীয়, ঋতুজাত (পুষ্পাদি) ; স্ত্রীঋতু সম্বন্ধীয় (আর্তব ব্যাধি)।

আর্তি—আধিব্যাধি ; বিপত্তি ; ব্যাকুলতা।

আর্থিক, আর্থ—(অর্থ+ষ্ণিক, ষ্ণ) অর্থসম্বন্ধীয় (economic) ; অর্থনৈতিক ; ধনবিষয়ক (financial)। **আর্থনৈতিক**—অর্থনীতি-সম্পর্কিত।

আর্দালি—'আরদালি' দ্রঃ।

আর্দাশ—(আ'র্দ'দাস্ত্) লিখিত আবেদন, অভিযোগ।

আর্দ্র—[অর্দ্ (গমনকরা) + র] ভিজা, অভিষিক্ত ; নরম (দয়ার্দ্র চিত্ত)। বি আর্দ্রতা।

আর্দ্রক—(সং) আদ্রক, আদা (ginger)।

আর্দ্রিত—অভিষিক্ত।

আর্বী—আরব দ্রঃ।

আর্য—[ঋ (গমন করা, পাওয়া) + ঘ্যণ্—যে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়] জাতিবিশেষ Aryan ; প্রাচীনকালে ইহারা নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে, ইরানে ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ; ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ; সুসভ্য, শ্রেষ্ঠ, সম্মানিত, গুরুস্থানীয়। স্ত্রী আর্যা। **আর্যধর্ম**—আর্যজাতির ধর্ম, শ্রেষ্ঠ আচার। **আর্যপথ**—সতীধর্মের পথ, আর্য-ধর্মের পথ। **আর্যপুত্র**—সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, স্বামী। **আর্যভাষা**—আর্যজাতির ভাষা। **আর্যসমাজ**—স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়। **আর্যসমাজী**—আর্যসমাজের সভ্য বা প্রচারক। **আর্যসিদ্ধান্ত**—আর্যভট্ট-রচিত জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থ।

আর্যাবর্ত—আর্যজাতির বাসভূমি ; বঙ্গোপসাগর, হিমালয় পর্বত, আরবসাগর ও বিন্ধ্য পর্বতের দ্বারা সীমাবদ্ধ ভূমি।

আর্ষ—(ঋষি+ষ্ণ) ঋষিসম্পর্কিত (আর্ষ বিবাহ) ;

(ব্যাকরণে) সাধারণ নিয়ম অনুসারে অশুদ্ধ কিন্তু ঋষিদের দ্বারা ব্যবহৃত (আর্ষ প্রয়োগ)।

আর্হৎ—অর্হৎ সম্বন্ধীয়; জৈন দিগম্বর সন্ন্যাসী; বুদ্ধবিশেষ (সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ চরিত্র এই রত্নত্রয়ের সাধনা আর্হতের সাধনা)।

আল, আলি, আইল—খেতে জল আটকাইবার জন্য বাঁধ, সীমা; বাধা (মুখের আল নাই—বেফাঁস কথা বলিতে বাধে না)।

আল—হুল (বোলতা, মৌমাছি, কাঁকড়াবিছা প্রভৃতির); খোঁচা, অলক্ষিত ভাবে তীব্র আঘাত করিবার প্রবৃত্তি—বিশেষতঃ ছেলেপিলের (বোঝা যাচ্ছে তোমারও যথেষ্ট আল আছে; কথার আল আছে); কাঠের সরু মুখ, যাহার দ্বারা এক কাঠের সহিত অন্য কাঠের জোড়া দেওয়া হয়, tenon; ছিদ্র করিবার অস্ত্র, awl (জুতা সেলাইএর আল); জলুই পেরেক ইত্যাদির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ।

আলওয়ান—আলোয়ান দ্রঃ।

আলকাতরা—(পর্তুঃ alcatras); পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত কাল ঘন নির্যাস বিশেষ।

আলকুশি,-শী—লতা ও ফল বিশেষ।

আলখাল্লা, আলখেল্লা—লম্বা ঢিলা জামা; বৈরাগী ফকির প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহৃত (তসবি জায়নামাজ ও আলখাল্লায় ধর্ম নাই—শেখ সাদী)।

আলগ—(হিঃ অলগ্) পৃথক, স্বতন্ত্র। **আলগ থাকা**—জড়িত না হওয়া।

আলগা, আল্‌গা—(সং অলগ্ন; হিঃ আলগা) ঢিলা শিথিল (আলগা কর গো খোঁপার বাধন—নঃ ইঃ); ফাঁক; খোলা, আবরণহীন (ভাত আলগা পড়ে আছে); আঁটুনিহীন, বেফাঁস (আলগা মুখ); আন্তরিক নহে, লোক-দেখানো (আলগা কথা, আলগা সোহাগ)। **আলগা-আলগা থাকা**—গা না মাখানো। **আলগা দেওয়া**—শাসন শিথিল করা, প্রশ্রয় দেওয়া। **আলগা লোক**—সম্পর্কহীন, অপরিচিত; সন্দিগ্ধচরিত্র।

আলগোছ—অসংলগ্ন, অস্পৃষ্ট, নিরবলম্ব (আলগোছে রাখা—অন্য জিনিসের স্পর্শ বাঁচাইয়া রাখা)। **আলগুছি দেওয়া**—শিশুর প্রথম কিছু না ধরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা।

·অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ; অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয়।

আলচা, আলছা—চোখের এক কোণ দিয়া দেখা, অস্পষ্ট ভাবে দেখা (আলছা দেখা; আলছা নজরে পড়া)।

আলচাল, আলোচাল—আতপচাল; ধান সিদ্ধ না করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া প্রস্তুত চাউল।

আলজিব,-জিভ—(সং আলিজিহ্বা) জিহ্বার উপরে স্থিত গলনালীর মুখে জিহ্বার মত ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড। **আলজিব টেনে ছেঁড়া**—মিথ্যা বা অসঙ্গত কথার জন্য কড়া শাসানি।

আলটপ্‌কা—হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবে (আল-টপ্‌কা টাকা পাওয়া—'আটপ্‌কা'ও বলা হয়)।

আলতা—অলক্ত, যাবক, লাক্ষারস (আলতাপরা পায়ে)।

আলতারাফ,-প—আলমারি সিন্দুক দেরাজ প্রভৃতির বাহিরে লাগাইবার জন্য লোহার বা পিতলের আংটা-সমেত কব্জা বিশেষ।

আলতো—অলগ্ন, ঢিলা, ফাঁপা (আলতো খোঁপা)।

আল্‌না—কাপড় রাখিবার জন্য দীর্ঘপায়াযুক্ত কাঠের দাঁড়, cloth stand।

আলপনা, আলিপনা—আলিম্পন; পিটুলি দিয়া মেঝে দেওয়াল ও সিঁড়িতে যে চিত্র আঁকা হয়; মাঙ্গলিক চিত্র।

আলপাকা—(ইঃ alpaca) মেষের মত পেরুদেশীয় পশু বিশেষ; উহার লোমে প্রস্তুত বস্ত্র (আলপাকার চাপকান)।

আলপিন—(পর্তুঃ alfinete) পিন, সাধারণতঃ কাগজ জোড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

আলবৎ—(আঃ আল্‌বত্তাহ্) অবশ্য অবশ্য, নিঃসন্দেহ, বিনাওজরে (সাধারণত ধমকের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়—তোমাকে আলবৎ একাজ করতে হবে)।

আলবাট-কাটা—সিঁথি ডান দিকে আর সিঁথির সামনের চুল ফাঁপানো—এইরূপ কেশ-বিন্যাস।

আলবাল—(সং) বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চনের জন্য বৃক্ষের চতুর্দিকে যে আলি বাঁধা হয়।

আলবোলা—দীর্ঘনলযুক্ত সম্ভ্রান্ত সমাজে ব্যবহৃত হুঁকা বিশেষ; ফরসি হুঁকা, গড়গড়া।

আলমারি—(পর্তুঃ armario; ইং almirah) পুস্তক, কাপড় ইত্যাদি রাখিবার জন্য দরজা ও

তাক-যুক্ত কাঠের কিংবা লৌহের সুপরিচিত আধার।

আলম্‌পনাহ্‌—(আঃ ফাঃ আ'লম্‌+পনাহ্‌) পৃথিবীপালক ; শাহনশাহ্‌ ; বাদশাহ্‌।

আলম্ব—(আ—লম্ব্‌+অচ্‌) আশ্রয় ; অবলম্বন ; আলম্বন। (নিরালম্ব সত্যকে দৃঢ়তা দান করা, কার্যকর করা)।

আলম্বন—আশ্রয়, আধার, অবলম্বন ; (অলঙ্কারে) যাহাকে অবলম্বন করিয়া রস জমিয়া উঠে। **আলম্বিত**—লম্বিত, ঝুলানো।

আলয়—(আ—লী+অল্‌) গৃহ ; বাসস্থান (অমরালয়) ; আধার, আশ্রয় (কমলালয়, মঙ্গলালয়)।

আলয়াতি—যে চোরাই মাল গচ্ছিত রাখে, থালুত।

আলস—(কাব্যে ব্যবহৃত) আলস্য, জড়তা, নিশ্চেষ্টতা (এই যে মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে—রবি)। **আল্‌সে**—কুড়ে ; শ্রমবিমুখ। **আল্‌সেমো, আল্‌সেমি**—কুড়েমি।

আলস্য—কুড়েমি ; কর্মবিমুখতা ; জড়তা বিশ্রাম বা অচঞ্চলতার সুখ (আলস্যে অরুণ সহাস্য-লোচন—রবি)। **আলস্য ত্যাগ**—হাইতোলা। **আলস্যপরবশ**—আলস্যের অধীন।

আলা—(আঃ আ'লা—উচ্চ) উচ্চ ; প্রথম ; শ্রেষ্ঠ। **সদর-আলা**—সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

আলা—(আলো) শুধু তামাক-পাতা যাহা গুড়াদির সহিত মিশ্রিত করা হয় নাই (আলা-পাতা—পানে ব্যবহৃত হয়) ; উজ্জ্বল (কবিতায়)।

আলা, ওয়ালা—(হিঃ বাংলা) বাসিন্দা ; কর্তা ; ব্যবসায়ী। (দিল্লী-আলা ; চুড়ি-আলি অথবা চুড়িওয়ালী ; বাড়ী-আলা, বাড়ী-ওয়ালী)।

আলাই-বালাই—আপদ-বিপদ ; অমঙ্গল ;

আলাত—জ্বলন্ত অঙ্গার (অলাত দ্রঃ) ; মোটা কাছি।

আলাদ—(সং অলগর্দ) কেউটিয়া সাপ, জল-বোড়া। **মেছো আলাদ**—জলবোড়া ; যে খুব বেশী মাছ খায় (এ ছেলে মেছো আলাদ, মাছ দিয়ে এর পেট ভরাবে কে—গ্রাম্য)।

আলাদা, আলাহিদা—(আঃ আ'লাহি'দা) ভিন্ন, স্বতন্ত্র (তার কথা আলাদা) ; **আলাদা করিয়া দেখা**—স্বতন্ত্র করিয়া বিচার করা ; পর ভাবা। **আলাদা হওয়া**—পৃথগন্ন হওয়া।

আলান—(সং) মোটা খুঁটি ; হাতী বাঁধিবার থাম ; খুঁটায় বাঁধিবার মোটা দড়ি।

আলানো—আলুলায়িত করা, খোলা (পাঁজি আলানো—পাঁজি খুলিয়া তিথি নক্ষত্র ইত্যাদির কথা বলা ; ভিতরকার সকল কথা ব্যক্ত করা) ; পর্যুসিত হওয়া, বাসী হওয়া (আলানো তরকারি ; ভাত আলাইয়া যাওয়া)।

আলাপ—(আ+লপ্‌+ঘঞ্‌) পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা, কিঞ্চিৎ আলোচনা (এ বিষয়ে তাহার সহিত আলাপ করিতে হইবে) ; আলাপ-পরিচয় (তাহার সহিত এখনও আলাপ হয় নাই) ; সুরের বিস্তার (ভৈরবীর আলাপ—তবলা বা মৃদঙ্গের সহিত গাহিবার আগে প্রথম রাগিণী বিন্যাস) ; পাখীর কূজন। **আলাপ করা**—প্রারম্ভিক আলোচনা করা, গল্পগুজব করা।

আলাপন—কথোপকথন, জিজ্ঞাসাবাদ (পথিকে পথিকে পথের আলাপন—গান)। বিণ আলাপনীয়, আলাপ্য—আলাপের যোগ্য। **আলাপ-পরিচয়**—আলাপ-জাত পরিচয়, পরস্পরের সম্বন্ধে কিছু জানাশুনা। **আলাপ-সালাপ**—ঈষৎ দীর্ঘ প্রথম আলাপ (আলাপ-সালাপে বুঝিলাম লোকটি মন্দ নয়)। বিণ আলাপিত। **আলাপী**—যাহার সহিত আলাপ আছে (আলাপী লোকগুলিকে ত বলিতে হইবে) ; যে আলাপ করিতে ভালবাসে, মিশুক (লোকটি বেশ আলাপী)। **আলাপচারী**—সঙ্গীতের আলাপ ; প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা।

আলা-ভোলা, আলবোলা—(হিঃ আল্‌-বোলা) কাণ্ডজ্ঞানহীন ; অচতুর, সাদাসিধা।

আলায়া—আলেয়া দ্রঃ।

আলাল—(হিঃ অলাল—অকর্মণ্য) হিসাবের বহির্ভূত ; উপরি পাওনা। [আলাল=অলাল (অ+লাল—পুত্র)=নিঃসন্তান] **আলালের ঘরের দুলাল**—নিঃসন্তান ধনীর আদুরে ছেলে। (আলালের অর্থ 'ধনী'ও করা হইয়াছে)। প্যারীচাঁদ মিত্রের বিখ্যাত বই।

আলালচক্র—(সম্ভবতঃ অলাতচক্র বা আলাত-চক্র হইতে) কুলালচক্র, কুমারের চাক।

আলি, আলী—আল দ্রঃ।
আলি, আলী—আলী দ্রঃ।
আলিখিত—লিখিত ; বর্ণিত ; চিত্রিত।
আলিঙ্গন—[আ-লিন্‌গ্ (গমন করা) + অনট্] অঙ্গের সহিত অঙ্গ মিলানো ; কোলাকুলি ; আশ্লেষ ; সানুরাগে বরণ (মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা)। বিণ আলিঙ্গিত—যাহাকে আলিঙ্গন করা হইয়াছে। **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গনযোগ্য ; মৃদঙ্গ বিশেষ যাহা বক্ষে রাখিয়া বাজানো হয়।
আলিপনা, আলপনা—আলপনা দ্রঃ।
আলিম, আলেম—(আঃ, আ'লিম) বিদ্বান্ ; মুসলমান-ধর্মতত্ত্বজ্ঞ। **আলেম-সম্প্রদায়**—মৌলবী-মওলানা-প্রমুখ মুসলমান ধর্মের নেতৃবৃন্দ। (বিপরীত জাহেল)।
আলিসা,-শা—(আলি-সদৃশ) ছাদের উপরকার অল্প উঁচু ঘের, সাধারণত কিঞ্চিৎ নক্‌সা-কাটা, railing।
আলী, আলি—(আঃ, আ'লী—সমুন্নত) উচ্চ, শ্রেষ্ঠ, মহান্। **আলী হুকুম**—প্রবল আদেশ। **আলি জনাব**—মহামান্য। **আলীশান**—জবরদস্ত, খুব বড়। **মেজাজে আলী**—মহাশয়ের কুশল তো ?
আলীঢ়—(আ—লিহ্‌ + ক্ত) আস্বাদিত ; ডান পা আগে বাড়াইয়া ও বাম পা পশ্চাতে গুটাইয়া তীর ক্ষেপণকারীর অবস্থিতি বিশেষ।
আলীন—(আ—লী + ক্ত) সম্যক্ লীন ; বিগলিত। **আলীন, আলীনক**—রাং সীসা প্রভৃতি ধাতু।
আলু—potato, গোল আলু। **শাঁক আলু** বা **শকরকন্দ আলু**—মিষ্ট আলু। **আলু বোখারা**—কুল-জাতীয় ফল বিশেষ, চাটনিতে ব্যবহৃত হয়।
আলু—শীলার্থক প্রত্যয় (দয়ালু, কৃপালু ইত্যাদি)।
আলুনি,-নী—আলোণা ; প্রয়োজনীয় লবণ যাহাতে দেওয়া হয় নাই।
আলুথালু—শিথিল, এলোমেলো (আলুথালু বেশ ; আলুথালু কেশ)।
আলুলায়িত, আলুলিত—(সং) এলায়িত (কুন্তল)।
আলেকুম—(আঃ আ'লায়্‌কুমুস্‌সালাম) আলেকুম্ সালাম (প্রতি-নমস্কার) আপনাদের উপরেও করুণা বর্ষিত হোক। মুসলমানী সম্ভাষণে প্রথমে বলা হয় আস্‌সালামো **আলায়্‌কুম**—আপনাদের উপরে (আল্লাহ্‌) করুণা বর্ষিত হোক ; তার উত্তরে বলা হয় আলায়কুমুস্‌-সালাম। বাংলায় সাধারণত বলা হয় 'সালাম আলেকুম' 'আলেকুম সালাম'।
আলেখ্য—[আ—লিখ্‌ + য] ছবি ; চিত্রপট ; অঙ্কিত প্রতিমূর্তি। (পিতার আলেখ্য ; জনস্থানের আলেখ্য)।
আলেপ, আলেপন—লেপন ; plastering ; আলপনা।
আলেয়া—জলাভূমিতে অথবা গোরস্থানে মাঝে মাঝে যে আলোক দেখা যায়, will-o'-the-wisp, ফস্‌ফরাস ও হাইড্রোজেন-জাত বাষ্প, কিন্তু সাধারণ লোকে ইহাকে ভূত মনে করে ; রাত্রিকালে অনেক সময়ে এই সব আলোকে পথিকের পথভ্রম ঘটে ; সেজন্য বিভ্রান্তিকর কিছুকে আলেয়া বলা হয় (আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া হয়রান হইয়াছি)।
আলো—(সং আলোক) আলোক (আলোয় আলোকময় কর হে—রবি) ; আলোকিত, উজ্জ্বল (ঘর আলো হইল ; রূপে আলো করে)।
আলো—আতপ (আলো চাল আর কাঁচ কলা) ; অমিশ্রিত (আলো খই ; আলো তামাক) ; সম্বোধনে (আলো সখি)।
আলো-আঁধার—আলো ও আঁধারের মিশ্রণ, ঈষৎ অন্ধকার। **আলোয় আলোয়**—দিন থাকিতে ; সুসময় অন্তর্হিত হইবার পূর্বে (আলোয় আলোয় ভালোয় ভালোয়)। **আলো-ছায়া**—ছবির আলোকিত অংশ ও অনুজ্জ্বল অংশ, light and shade, আলো ও ছায়ার মিশ্রণ।
আলোক—(আ—লোক্ + অল্) জ্যোতি, দীপ্তি, আভা ; উজ্জ্বলতা ; জ্ঞান, আত্মিক বিকাশ ; (অন্ধকারের বিপরীত—সূর্যালোক ; জ্ঞানালোক ; আলোকপ্রাপ্ত ; অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও—উপনিষৎ)। বিণ আলোকিত। **আলোক-চিত্র**—(আলোকের সাহায্যে গৃহীত প্রতিমূর্তি) photography। **আলোক-বিজ্ঞান**, optics। **আলোক-স্তম্ভ**—সমুদ্রগামী জাহাজের পথ-নির্দেশক আলোকযুক্ত উচ্চ স্তম্ভ বা গৃহ।

আলোকন—দেখা, অবলোকন ; দেখানো, প্রদর্শন।

আলোচন, আলোচনা—(আ—লোচ্‌ + অনট্‌) বিচার, বিবেচনা (দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা) ; চর্চা, আন্দোলন, রটনা (মেয়ে-মহলে আলোচনা হইল)। বিণ আলোচিত ; আলোচনীয় ; আলোচ্য।

আলোড়ন—(আ—লুড়্‌ + অনট্‌) মন্থন ; ঘাঁটা ; আন্দোলন ; প্রবল কম্পন। বিণ আলোড়িত।

আলোণা—আলুনি দ্রঃ।

আলোয়ান—(আঃ আল্‌বান্‌) সুপরিচিত পশমী চাদর।

আলোল—ঈষৎ লোল বা শিথিল, লকলক (আলোল রসনা ; আলোল অলকদাম)। **আলোলিকা**—উলুধ্বনি।

আলোহিত—ঈষৎ লোহিত। **আলোহিত নয়ন**—আরক্ত লোচন (ক্রোধে)।

আল্লা, আল্লাহ্—(আঃ আল্লাহ্‌) কোরআন-বর্ণিত পরমেশ্বর—নিরাকার, বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা, জনয়িতা নহেন জন্যও নহেন, পাপের শাস্তিদাতা, পুণ্যের পুরস্কারদাতা, মহাশক্তিধর, সদাজাগ্রত, অক্লান্ত, পরমদয়াল, তাঁহাতে সমর্পিত-চিত্তদের রক্ষাকর্তা, মানুষের একমাত্র উপাস্য, সর্বজীব ও জগতের পরমগতি (জাগ্রত আল্লাহ্‌র উপলব্ধি)। **আল্লার কুদরত**—আল্লার অলৌকিক ক্ষমতা। **আল্লার মরজি**—আল্লার যদি ইচ্ছা হয়, আল্লার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়া (আল্লার মরজি কাল যাইব)। **আল্লার গজব**—অধিদৈবিক আধিভৌতিক ইত্যাদি শাস্তি। **ইন্‌শা আল্লাহ্**—আল্লার মরজি। **আল্লার কিরা,-কিরে**—আল্লার শপথ (আল্লারি কিরে মুঁই তেঁদু—মধু)।

আশ,—(আশ ধাতু—ভোজন করা) অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ভোজন ভোজক ইত্যাদি অর্থ ব্যক্ত করে, যথা, প্রাতরাশ, সায়মাশ, পবনাশ (সর্প), হুতাশ (হুত ভোজন যার = অগ্নি)।

আশ—আশা, আকাঙ্ক্ষা (না পুরিল আশ)। (সাধারণত কাব্যে ব্যবহৃত ; গদ্যে কচিৎ ব্যবহৃত হয়—আশ মিটিয়ে খাওয়া)।

আশ—সঙ্গীতের অলঙ্কার বিশেষ (আশ, গমক মীড়)।

আশ, আস—সেই ধরণের (টাকাটা আসটা পাওয়া যেতো ; ছুটিটা আসটা ছিল টিকিটা আসটা দেখলে মুখ সামলে কথা কই)।

আশংসন, আশংসা—(আঃ—শন্‌স্‌ + অনট্‌) সম্ভাবনা, কামনা, প্রত্যাশা, expectation।
বিণ আশংসিত—অভিলষিত, সম্ভাবিত।

আশক, আশেক—(আ আ'শিক্‌') প্রেমিক ; প্রণয়াসক্ত ; অত্যাসক্ত (খোদার আশক দরবেশ ; লায়লীর আশক মজনু ; গাঁজার আশক গেঁজেল)।

আশ্‌কারা, আসকারা—(ফাঃ আশ্‌কারা—প্রকাশিত) প্রশ্রয় (ছেলেকে আশকারা দেওয়া) ; অনুসন্ধানের পর সুব্যবস্থা (খুনের আশকারা করা ; মোকদ্দমা আশকারা করা)।

আশঙ্কা—(আ – শনক্‌ + অ + আ) ভয়, সন্দেহ, apprehension (দুর্দিনের আশঙ্কা) ; ত্রাস, dread (মৃত্যুর আশঙ্কা)। বিণ আশঙ্কিত, আশঙ্কনীয়। **আশঙ্কাস্থল**—ভয়ের বা সন্দেহের বিষয়।

আশনাই—(ফাঃ আশনা – প্রেমিক, আশনাই—প্রেম) গুপ্ত প্রেম ; অবৈধ প্রণয়।

আশপাশ—এদিকওদিক, চারিদিক, নিকট (আশপাশ দশগাঁয়ের লোক এই কথা বলিতেছে)। **আশেপাশে**—চতুর্দিকে, নিকটে।

আশমান আসমান—(ফা আসমান, সং অশ্মন্‌—প্রস্তর ; আকাশ প্রস্তরময় এই বিশ্বাস সম্ভবত প্রাচীনকালে ছিল ; তুঃ (আকাশ ভেঙে পড়া) আকাশ। **আশমান জমিন ফারাক,-তফাৎ**—আকাশ ও মাটির মধ্যে যে ব্যবধান তত্তুল্য, বিষম ব্যবধান। **আশমানী, আসমানী**—আকাশের রং-বিশিষ্ট ; আকাশ হইতে আগত, revealed (আসমানী কেতাব)।

আশয়—(আ-শী + অল্‌) আশ্রয়, আধার, স্থান (জলাশয়, মূত্রাশয়, পাকাশয়) ; অন্তঃকরণ, স্বভাব, অভিপ্রায় (মহদাশয়, নীচাশয়)।

আশরফী, আশর্ফি, আসরফী—(ফাঃ আশ রফী) সোনার মোহর।

আশ্‌শাওড়া, আশ্‌শেওড়া—ছোট গাছ বিশেস, কায়ফলা (দাঁতনকাঠি তৈয়ার হয়)।

আশা—(আ – অশ্‌ + অ + আ—যাহা ব্যাপ্ত হয়) কোনকিছু প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা, hope

(আশাপথ) ; ভরসা (আশা করি এরূপ ভুল আর করিবে না)। (আশাতরু, আশাবৃক্ষ, আশালতা)। **আশা দেওয়া**—প্রত্যাশা করিতে দেওয়া। **আশা রাখা**—প্রত্যাশা করা, ভরসা করা। **আশাতীত**—আশার অতিরিক্ত। **আশা-ভরসা**—সম্ভাবনা, নির্ভর (এখন তুমিই আমার আশা-ভরসা ; আশা-ভরসা কিছুই নাই)। **আশাপতি**—দিক্‌পাল।

আশা, আসা—(আঃ আ'সা—লাঠি) সন্ন্যাসী-ফকিরদের ব্যবহৃত দণ্ড, কখনও কখনও অলৌকিক ক্ষমতাযুক্ত জ্ঞান করা হয় (মুসা নবীর আশা)। **আশাবরদার**—রাজদণ্ড-বহনকারী। **আশাসোঁটা**—staff, mace, রাজশক্তির চিহ্ন ; ক্ষমতার চিহ্ন।

আশী—আশ ১ দ্রঃ (মাংসাশী)।

আশী, আশি—অশীতি, ৮০।

আশীবিষ—[আশীতে (দন্তে) বিষ যার, বহুব্রী] সর্প (কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে—কৃঃ মঃ)।

আশীর্বচন, আশীর্বাদ, আশীষ, আশিষ,-স—কল্যাণ-প্রার্থনা, কল্যাণ হউক এই ধরণের উক্তি। **আশীর্বাদক**—যিনি আশীর্বাদ করেন। **আশীর্বাদী**—আশীর্বাদক যাহা দেন ; দেবস্থানের পুষ্পাদি।

আশু—(অশ্‌ ধাতু) অবিলম্বিত, ত্বরিত (আশু প্রতিকার) ; ক্ষিপ্র (আশুগতি)। **আশুকারী**—চট্‌পটে। **আশুগ**—আশুগামী। **আশুতোষ**—যিনি সহজে তুষ্ট হন, শিব। **আশুধান্য**—আউশ ধান্য। (আশুবিশ্বাসী, আশুরোষ, আশুরুষ্ট)।

আশেক—(আঃ আ'শিক্‌') প্রেমিক (আশেক-মাশুক—প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ)। আশক দ্রঃ।

আশেপাশে—আশপাশ দ্রঃ।

আশৈশব—শিশুকাল হইতে (আশৈশব যত্নে লালিত)।

আশ্চর্য—বিস্ময় (ইহাতে আর আশ্চর্য কি) ; বিস্ময়কর (আশ্চর্য দক্ষতা) ; বিস্ময়াপন্ন (আশ্চর্য হচ্ছি তোমার কথা শুনে) ; অদ্ভুত (আশ্চর্য নির্বুদ্ধিতা)।

আশ্মন—প্রস্তরবিষয়ক ; পাথুরে।

আশ্রম—[আ—শ্রম্‌ (তপস্যা করা) + অল্‌] জীবনযাত্রার স্তর (চারি আশ্রম, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ইত্যাদি) ; তপোবন (মুনির আশ্রম, যেখানে বিশেষ তপস্যা করা হয়) ; সাধু-সন্ন্যাসীর আখড়া ; আশ্রয় (আতুরাশ্রম, বিধবাশ্রম) ; শিক্ষা ও ধর্মচর্চার স্থান (শান্তিনিকেতন আশ্রম)। **আশ্রম-ধর্ম**—তপোবনের ধর্ম। **আশ্রমিক**—যে আশ্রমে বাস করে ; আশ্রম-ধর্ম পালনকারী।

আশ্রয়—(শ্রি—সেবা করা) অবলম্বন, শরণ (তুমি দীনের আশ্রয়) ; বাসস্থান, রক্ষণাবেক্ষণ (তাঁহার আশ্রয়ে বহুদিন কাটিল) ; আধার (সূর্য অনন্ত তেজের আশ্রয়)। **আশ্রয়ণ**—অবলম্বন, আশ্রয় গ্রহণ। **আশ্রয়ণীয়**—আশ্রয় গ্রহণের উপযুক্ত। **আশ্রয়ী**—আশ্রয় গ্রহণকারী। (আশ্রয়দাতা, আশ্রয়প্রার্থী, আশ্রয়ার্থী, আশ্রয়হীন)। **আশ্রিত**—শরণাগত ; অবস্থিত (কোটরাশ্রিত)। **আশ্রিতবৎসল**—আশ্রিতের প্রতি কৃপাপরবশ।

আশ্রুত—(আ – শ্রু + ক্ত) শ্রুত ; প্রতিশ্রুত।

আশ্লিষ্ট—(শ্লিষ্‌—আলিঙ্গন করা) আলিঙ্গিত ; সংযুক্ত ; পরিব্যাপ্ত।

আশ্লেষ—আলিঙ্গন, মিলন (আশ্লেষরসিকা, চিনি তোমায় চিনি—গোটে) ; একদেশ সম্বন্ধ।

আশ্বমেধিক—অশ্বমেধসম্বন্ধীয়।

আশ্বস্ত—(শ্বস্‌—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা) উদ্বেগহীন ; সান্ত্বনাপ্রাপ্ত ; আশাযুক্ত।

আশ্বাস—ভরসা ; সাহসদান ; সান্ত্বনা ; আশা (সে-আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম—রবি)। **আশ্বাসন**—সান্ত্বনা দান। **আশ্বাসিত**—যে আশ্বাস পাইয়াছে।

আশ্বিন—বাংলা ষষ্ঠ মাস।

আশ্‌শ্বশুর—(সং আর্য শ্বশুর) শ্বশুরের পিতা, দাদাশ্বশুর। স্ত্রী—আশ্‌শাশুড়ী।

আষাঢ়—বাংলা বৎসরের তৃতীয় মাস। **আষাঢ়ে গল্প**—আষাঢ়ের ঘন বৃষ্টির দিনে বৃদ্ধাদের কাছে শোনা উপকথা ; অদ্ভুত উদ্ভট গল্প।

আষ্টেপৃষ্টে—অষ্টেপৃষ্টে দ্রঃ।

আসক—আশক দ্রঃ।

আসকারা—আশকারা দ্রঃ।

আস্‌কে—চালের গুঁড়া দিয়া তৈরি পিঠা বিশেষ। **আস্‌কে খেয়েছ** ফোঁড় তো গোণনি—সুখ চেয়েছ, কিন্তু পরিণাম ভাবনি।

আসক্ত—(সন্‌জ্‌—আলিঙ্গন করা) একান্ত

অনুরক্ত (সাধারণত অপ্রশস্ত কর্মে—প্রণয়াসক্ত, কুক্রিয়াসক্ত)। **আসক্তি**—অনুরাগ, প্রবণতা, অভিনিবেশ, ভোগলিপ্সা।

আসঙ্গ—সহবাস, মিলন (আসঙ্গলিপ্সা)। আসক্তি।

আসছে—আগামী (আস্‌ছে মাসে)।

আসত্তি—(সদ্—গমন করা) সংযোগ ; নৈকট্য।

আসন—(আস্—উপবেশন করা) বসিবার স্থান (কুশাসন কাষ্ঠাসন রাজাসন ইত্যাদি); সম্মানিত অবস্থিতি (জাতির হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহার আসন লাভ হইয়াছে); বাসস্থান, গৃহ (ভদ্রাসন); পীঠ (দেবীর আসন); যোগ-সাধনায় উপবেশনের বিবিধ ভঙ্গি (পদ্মাসন, বজ্রাসন)। **আসনগ্রহণ,-পরিগ্রহ**—উপবেশন। **আসনপিঁড়ি,-ড়ী**—পা মুড়িয়া ডান পা বাম হাঁটুর উপরে ও বাম পা ডান হাঁটুর উপরে দিয়া বসা, cross-legged.

আসনা, আসনাই—আশনাই দ্রঃ।

আসন্ন—(সদ্—গমন করা) নিকটবর্তী (আসন্ন মৃত্যু); অন্তিম, শেষ (আসন্নকাল—মৃত্যুকাল)। **আসন্নপ্রসবা**—যাহার প্রসবকাল নিকটবর্তী। **আসন্নপরিচারক**—যে ভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

আসব—[আ—সু (প্রসব করা)+অল্] (যাহাতে মত্ততা জন্মায়) নূতন চোলাই মদ ; তাড়ি ; মধু। **আসবপায়ী, আসবসেবী**—সুরাপায়ী।

আসবাব—(আঃ আস্‌বাব্) গৃহসজ্জার উপকরণ, furniture, গৃহস্থালির দ্রব্যাদি। **আসবাবপত্র**—গৃহস্থালির সমস্ত আসবাব।

আস্‌মান—আশমান দ্রঃ।

আসমুদ্র—সমুদ্র পর্যন্ত অথবা সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত (আসমুদ্রহিমাচল)। **আসমুদ্রকর-গ্রাহী**—সসাগরা ধরণীর অধিপতি।

আসর—(হিঃ আস্‌রা) মজলিস (গানের আসর), সভা, পরিমণ্ডল (সাহিত্যের আসর)। **আসর গরম করা**—আসর মাতাইয়া তুলা, আসরে উদ্দীপনার সৃষ্টি করা। **আসর গরম-করা কথা**—মানুষ মাতানো কথা। **আসর জমা**—লোক-সমাগম হওয়া ও সমাগত লোকের অন্তরে উদ্দীপনার সঞ্চার হওয়া। **আসর জমানো**—নৈপুণ্য প্রদর্শনের দ্বারা সমাগত জনমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করা। **আসরে নামা**—আসরে অংশ গ্রহণ করা ; কর্মক্ষেত্রে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করা।

আসল—(আঃ আস্‌ল্) আদি, মূল, origin ; fundamental ; সত্য (আসল কথা); বিশুদ্ধ (আসল সোনা)। **আসলে**—প্রকৃত-প্রস্তাবে, মূলতঃ (আসলে তোমারই দোষ)।

আসশেওড়া—আশশাওড়া দ্রঃ।

আসা—আগমন করা (বাড়ী আসা); উপস্থিত হওয়া (বসন্ত আসিল); আয় হওয়া (দিবারাত্রি ভাবনা কিসে টাকা আসে); যাওয়া (তবে আসি এখন); কাজে লাগা (শিখে রাখ কাজে আসবে); পটুতা প্রকাশ (বাজনা বেশ আসে); উদ্গত হওয়া (চোখে জল আসা); অনুভূত হওয়া (জ্বর আসা, বমি আসা)। **যায় আসে না বা আসিয়া যায় না**—ক্ষতি বা লাভ হয় না। **মাথায় আসা**—বুদ্ধি খেলা। **মুখে আসে না**—ভাল উচ্চারণ করিতে পারা যায় না। **হাত আসা**—অভ্যস্ত হওয়া। **হাতে আসা**—হস্তগত হওয়া। **বিবাহের কথা আসা**—প্রস্তাব আসা। **জলে পাট আসা**—পাট পচা ও ধুইয়া তুলিবার যোগ্য হওয়া।

আসান—(ফাঃ আসান—সহজসাধ্য) লাঘব, সুবিধা, দুঃখের অবসান, রেহাই (যত মুস্কিল তত আসান)। **আসান হওয়া**—সহজসাধ্য হওয়া।

আসাবরদার—রাজদণ্ডবাহক ; আসাসোঁটা-বাহক।

আসাম—বঙ্গের উত্তরপূর্ববর্তী প্রদেশ। **আসামী**—অসমিয়া, আসামদেশ-জাত ; আসামের ভাষা।

আসামী—(আঃ আসামী) যাহার নামে অভিযোগ আনা হইয়াছে, accused, খাতক, অপরাধী (আসামী হাজির)।

আসার—[আ—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্] প্রবল বারিপাত (ধারাসার বর্ষণ)। **নয়ন-আসার**—অশ্রুধারা।

আসীন—(আস্—উপবেশন করা) উপবিষ্ট, অবস্থিত।

আসুর, আসুরিক—অসুরসম্বন্ধীয়, বর্বর, বলদর্পিত, নিন্দিত, গর্হিত। **আসুর বিবাহ**—ধনদানের পরিবর্তে বধূ-লাভ। **আসুর বিক্রম**—অপ্রতিহত বিক্রম।

আসোয়ার—(ফাঃ সবার) অশ্ব হস্তী ইত্যাদিতে আরূঢ়।

আস্কন্দিত—[আ—স্কন্দি—(গমন করানো) +ক্ত] দ্রুত অশ্বগতি বিশেষ।

আস্ত,-স্তো—গোটা, অখণ্ডিত, পুরোপুরি (আস্ত পাগল ; আস্ত কেউটে—অতিশয় ক্ষতিকারক (নারী বা ঈর্ষা-পরায়ণ)। **আস্ত না রাখা**—প্রহারে অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করা।

আস্তব্যস্ত, আস্তেব্যস্তে—অতিশয় ব্যস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি।

আস্তরণ—(স্তৃ—বিস্তার করা) পাতিবার কারুকার্য-খচিত চাদর বিশেষ, গালিচা বিশেষ ; হাতীর পিঠে যে কারুকার্য-খচিত চাদর পাতা হয়।

আস্তানা—(ফা আস্‌তানা—আড্ডা) ফকীর-সন্ন্যাসীর বাসস্থান ; আড্ডা।

আস্তাবল—(ইং stable) অশ্বশালা। হাতী, উট প্রভৃতি রাখিবার স্থানকেও আস্তাবল বলা হয় (হাতী রাখিবার স্থানকে সাধারণত পিলখানা বলা হয়)।

আস্তিক—(অস্তি+কণ্‌) যে বেদ মানে ; যে ঈশ্বর ও পরকাল মানে। বি আস্তিক্য—বেদে শ্রদ্ধা ; ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস।

আস্তিন, আস্তীন—(ফাঃ আস্‌তীন) জামার হাতা (আকাশের আস্তীনে লুকানো রয়েছে বজ্র—ইকবাল)।

আস্তীর্ণ—(স্তৃ ধাতু) প্রসারিত ; যাহা পাতা হইয়াছে ; আচ্ছাদিত (জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়)।

আস্তৃত—বিস্তৃত, প্রসারিত, আচ্ছাদিত।

আস্তে—(ফা. আহিস্তা—ধীরে) ধীরে, কোন আঘাত বা শব্দ না করিয়া (আস্তে রেখে দেওয়া)। (আস্তে বলা, আস্তে চলা)।

আস্থা—(আ—স্থা+অ+আ) বিশ্বাস, ভরসা (এর পর তার উপর আস্থা রাখা দায়) ; শ্রদ্ধা (শাস্ত্রবাক্যে আস্থা) ; নির্ভরযোগ্য বা মূল্যবান জ্ঞান করা (যশ ও প্রতিপত্তিতে আস্থা)। **আস্থাভাজন**—বিশ্বাসভাজন। **আস্থান**—স্থান, বিশ্রামস্থান।

আস্থায়ী—সঙ্গীতের চার কলির বা চরণের প্রথম কলি (আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ)।

আস্থিত—অধিষ্ঠিত ; আশ্রিত।

আস্পদ—(আ—পদ্‌+অল্‌) আধার, আশ্রয় (প্রেমাস্পদ, স্নেহাস্পদ)।

আস্পর্ধা—স্পর্ধা দ্রঃ। (বাং আস্পর্দা, গ্রাম্য আস্পদ্দা)।

আস্ফালন—[আ—স্ফালি (গমন করানো)+ অনট্‌] সঞ্চালন, প্রদর্শন, flourish (অস্ত্র আস্ফালন) ; গর্ব, দম্ভ, রোষ ইত্যাদি প্রকাশ (কি তাহার আস্ফালন)। বিণ আস্ফালিত—সঞ্চালিত, প্রদর্শিত।

আস্ফোট—(স্ফুট্‌—প্রস্ফুটিত হওয়া, বধ করা) সংঘর্ষণজনিত শব্দ ; তালঠোকা ; আস্ফালন। (বহ্বাস্ফোট, পুচ্ছাস্ফোট)।

আস্য—(অস্‌—ক্ষেপণ করা)—যাহার মধ্যে খাদ্য নিক্ষিপ্ত হয়, মুখ, mouth (সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎ-শিখায় মেলিল বিপুল আস্য—রবি) ; মুখমণ্ডল, face। **আস্যাসব**—মুখামৃত, থুথু।

আস্রব—(স্রু—ক্ষরিত হওয়া) প্রবাহ।

আস্রাব—ক্ষত ; ক্ষত হইতে নিঃসৃত রস ক্লেদ ইত্যাদি।

আস্বচ্ছ—ঈষৎ স্বচ্ছ।

আস্বনিত—নিনাদিত।

আস্বাদ—[আ—স্বদ্‌ (আস্বাদন করা)+ঘঞ্‌] রস-গ্রহণ, অনুভূতি (সুখের আস্বাদ, কাব্য-রসাস্বাদ) ; ভোগ, সেবন (দুঃখের আস্বাদ, রক্তের আস্বাদ)। **আস্বাদন**—স্বাদগ্রহণ, উপভোগ, পান, ভোজন। **আস্বাদক**—যে স্বাদ গ্রহণ করে। **আস্বাদনীয়, আস্বাদ্য**—আস্বাদন-যোগ্য। **আস্বাদিত**—যাহার আস্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে, ভুক্ত।

আহত—(আ—হন্‌+ক্ত) আঘাতপ্রাপ্ত (হতাহত, বাত্যাহত, মর্মাহত) ; প্রতিহত (দৈবাহত) ; বাদিত, ধ্বনিত। বি আহতি, আঘাত।

আহব—(হ্বে—আহ্বান করা—যেখানে যোদ্ধৃগণ আহূত হয়) সংগ্রাম, যুদ্ধ ; হোম-স্থল ; যজ্ঞ। আহবনীয়—হোমযোগ্য অগ্নি বিশেষ।

আহমাল—(আঃ হম্‌ল্‌—বোঝা ; বহুবচনে আহ্‌মাল) আদালতের পরিভাষা—মালপত্র, মালমাত্তা।

আহরণ—(আ—হৃ+অনট্‌) সংগ্রহ, অর্জন (অমৃত আহরণ, মধু আহরণ, কাষ্ঠ আহরণ, খাদ্য আহরণ) ; সঙ্কলন ; যৌতুক। বিণ আহৃত—সংগৃহীত, অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত (আহৃত তথ্য)। **আহর্তা**—সংগ্রাহক, অনুষ্ঠাতা।

আহরিৎ—ঈষৎ হরিৎ বা সবুজ, greenish। **আহরিৎনীল**—greenish blue।

আহ্‌লে—(আঃ আহ্‌ল্—অধিবাসী, people, native) বাংলায় 'আহেল', 'আহেলী', 'আহেলা' প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আহেলা বিলাতী—বঙ্কিমচন্দ্র; আহেল্ বিলাত নরিস সাহেব ধর্মঅবতার—হেমচন্দ্র; অর্থাৎ ইহারা খাঁটি বিলাতী লোক সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। **আহ্‌লে-ইসলাম**—ইসলামের অন্তর্ভুক্ত লোক, মুসলমান। **আহ্‌লে-জবান**—মাতৃভাষা-ভাষী (আহ্‌লে-জবানের কায়দায় উর্দুতে বলিলেন)। **আহ্‌লে** বা **আহেলে মামলা**—মোকর্দমার বাদী-প্রতিবাদী।

আহা—দুঃখ, সহানুভূতি, শোক ইত্যাদি সূচক অব্যয় (আহা সে যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত)। **আহা বলে এমন লোক নাই**—সমব্যথী কেহ নাই। **আহা মরি**—সাধারণত বিদ্রূপাত্মক উক্তি; বিস্ময়কর, অনিন্দ্যসুন্দর (দেখিয়া কেহ আহামরিও বলিবে না, থাক্‌থুও করিবে না)।

আহাম্মক—(আঃ আহ্‌মক'=নির্বোধ) নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, স্থূলবুদ্ধি। বি আহাম্মকী।

আহার—(আ—হৃ+ঘঞ্) খাদ্য, ভোজন। **আহার করা**—ভোজন করা; গ্রাস করা। **আহারদাতা**—প্রতিপালক। **আহার-নিদ্রা**—নিত্যনৈমিত্তিক আহার ও নিদ্রা বা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম (আহারনিদ্রার ব্যাঘাত নাই; আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া কাজে লাগিয়াছে)। **আহারপুষ্ট**—প্রতিপালিত; সুবর্ধিত। **আহারবিহার**—ভোজন ও আমোদআহ্লাদ। **আহার্য**—খাদ্যদ্রব্য (আহার্যের অন্বেষণ)।

আহাহা—(সং অহহ) অতিশয় ক্ষোভ, দুঃখ ইত্যাদি প্রকাশক অব্যয়।

আহিত—(আ—ধা+ক্ত) স্থাপিত; নিহিত; যাহা বন্ধক দেওয়া হইয়াছে। **আহিতলক্ষণ**—নিজগুণে খ্যাত। **আহিতাগ্নি**—সাগ্নিক।

আহীর, আহীরী—(সং আভীর) গোপজাতি, পশ্চিমা গোয়ালা; স্ত্রী আহীরণী, আহীরিণী।

আহুত—[আ—হু (হোম করা)+ক্ত] যাহা আহুতি দেওয়া হইয়াছে।

আহুতি—দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতদান, হোম; মহৎ কর্মে আত্মবিসর্জন (স্বদেশপ্রেম-বহ্নিতে কত তরুণ নিজেকে আহুতি দিয়াছে)।

আহূত—(আ—হ্বে+ক্ত) যাহাদিগকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে, নিমন্ত্রিত (আহূত, অনাহূত, রবাহূত)। বি আহূতি।

আহৃত—আহরণ দ্রঃ।

আহেল—আহ্‌লে দ্রঃ।

আহোয়াল—আওহাল দ্রঃ।

আহ্নিক—(অহন্+ষ্ণিক) দৈনিক, সন্ধ্যা-বন্দনাদি প্রতিদিনের ধর্মকর্ম। **আহ্নিক গতি**—পৃথিবীর প্রতিদিনের আবর্তন, যাহার ফলে ২৪ ঘণ্টায় একবার দিন একবার রাত্রি হয়, diurnal motion।

আহ্লাদ—[আ—হ্লদ্ (সন্তুষ্ট হওয়া)+অল্] হর্ষ, আনন্দ, আমোদ। বিণ আহ্লাদিত, আনন্দিত, প্রীত।

আহ্লাদী, আল্লাদি (গ্রাম্য)—(সাধারণত যুবতী বা বালিকাকে বলা হয়, যুবক বা বালককে বলা হয় আহ্লাদে বা আল্লাদে) অতিরিক্ত বা অসঙ্গতরকমে হাসিখুশীপ্রিয়; ন্যাকা; আদুরে। **আহ্লাদে আটখান**—খুশীতে ফাটিয়া পড়া, নির্বোধের মত অতিরিক্ত আনন্দ প্রকাশ করা।

আহ্বান—ডাক (স্বদেশের আহ্বান আসিয়াছে); স্পর্ধাপূর্বক ডাক (দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানিরে তোরে—মধু); সম্বোধন; আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ (সভা আহ্বান করা; পরামর্শের জন্য আহ্বান করা)। **আহ্বায়ক**—আহ্বানকারী।

ই

ই—স্বরবর্ণের তৃতীয় বর্ণ। বক্তব্য জোরালো করা, আজ্ঞা, নিশ্চয় ইত্যাদি অর্থে শব্দের সহিত ই যোগ হয়। যথা :—জোরালো করা (নাইবা পেলেম রাজার খেলাত—রবি) ; অবজ্ঞা (কাকেই বা গ্রাহ্য করি ; কি সাজেই সেজেছ) ; নিশ্চয় (সে-ই এ কাজ করিয়াছে) ; কেবলমাত্র (তুমিই পার) ; অনিশ্চয়তা (যদিই যাই তোমাকে বলিব) ; হেতু (থাক বাবা তোর সালাম, বচনেই তুষ্ট হলাম) ; আধিক্য (যতই চেষ্টা কর, তাহাকে মানাইতে পারিবে না)। কখনও প্রত্যয় স্বরূপ ব্যবহৃত হয়, যথা, দাগি ; সরকারি ; লম্বাই, চওড়াই ; ডাক্তারি, মোক্তারি ; হাঁড়ি, মুচি, চাকনি ; সাতই, আটই।

ইঃ—বিস্ময় বেদনা অবজ্ঞা ইত্যাদি সূচক অব্যয় (ইঃ বড় লেগেছে ; ইঃ বললেই হ'ল) ; কখনও কখনও ইঃ অর্থে ইস্ ব্যবহৃত হয় (ইস্, মেরে দেখ দেখি)। অব্য।

ইউনানী—য়ুনান দ্র.। ইউনানসম্বন্ধীয় ; হাকিমি চিকিৎসা।

ইউরেশীয়,-শিয়ান—Eurasian, সঙ্করজাতি-বিশেষ, পিতা সাধারণত ইউরোপীয় মাতা এশিয়াবাসিনী।

ইউরোপীয়,-ইওরোপীয়, ইয়োরোপীয়—European, ইউরোপ সম্বন্ধীয়, ইউরোপ-জাত ; ইউরোপের বিশেষত্ব-প্রকাশক (ইউরোপীয় প্রকৃতি ; ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি)। বিণ।

ইংরাজ,-রেজ—(পর্তু Inglez, হিঃ অঙ্গ্রেজ, ফ্রেঃ Anglaise) ইংলণ্ডের অধিবাসী। বিণ ইংরাজী, ইংরেজী (ইংরেজী ভাষা ; ইংরেজীপ্রথা)।

ইংলিশ—(ইং English ; পর্তু, Ingles) ছাপার অক্ষর বিশেষ।

ইংলিস—(Inglis) সিপাহীদের পেন্সনের পরিবর্তে দত্ত নিষ্করভূমি। **ইংলিসদার**—ইংলিস-নিষ্করভোগী।

ইঁচড়—কাঁচা কাঁঠাল। বি **ইঁচড়ে পাকা**—অকালপক্ক, জ্যাঠা।

ইঁট—ইট দ্রঃ।

ইঁদুর—ইন্দুর দ্রঃ।

ইকমিক—ডাক্তার ইন্দুভূষণ কর্তৃক উদ্ভাবিত 'ইকমিক্ কুকার', দ্রুত রান্নার সরঞ্জাম বিঃ।

ইকরার—একরার দ্রঃ।

ইকার—ই বর্ণ ি। **ইকারাদি**—ই-কার যে বর্ণের আদিতে। **ইকারান্ত**—ই-কার যে বর্ণের অন্তে।

ইক্ষু—(সং) আখ। বি **ইক্ষুনেত্র**—আখের চোখ বা গাঁট। **ইক্ষুযন্ত্র**—আখমাড়া কল।

ইক্ষ্বাকু—সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা। ইঁহার নাম অনুসারে সূর্যবংশের নাম ইক্ষ্বাকুবংশ। বি।

ইঙ্কার—(আঃ ইন্কার) অস্বীকার ; অমান্য (ইঙ্কার করা)। বি।

ইঙ্গ-বঙ্গ—(Anglo-Bengali) চালচলনে ইংরেজের অনুকরণকারী বাঙ্গালী-সমাজ, অথবা সেই সমাজ-সম্পর্কিত।

ইঙ্গিত—(সং) ইসারা, সংকেত (ইঙ্গিতে বলা); অভিপ্রায় (তোমার ইঙ্গিত যেন ঘন গূঢ় ভ্রূকুটির তলে বিদ্যুতে প্রকাশে—রবি)।

ইঙ্গুদ, ইঙ্গুদী—(সং) বৃক্ষ বা ফল বিশেষ।

ইচড়—ইঁচড় দ্রঃ।

ইচলা, ইচলি—(পূর্ববঙ্গে ইচা বা ইঁচা) চিংড়ী মাছ।

[ইষ্ (বাঞ্ছা করা) +অ] অভিলাষ বাঞ্ছা (ইচ্ছা করে মনে মনে স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে—রবি) ; অভিপ্রায় (কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ; তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে—রবি)। বি, স্ত্রী। **ইচ্ছা-কৃত**—সজ্ঞানে কৃত। **ইচ্ছাময়**—যাঁহার ইচ্ছামাত্রে কর্ম হয় (ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা)। **ইচ্ছামৃত্যু**—মৃত্যু যাহার ইচ্ছাধীন।

ইচ্ছাশক্তি—Power of will, ইচ্ছা রূপ শক্তি বা ইচ্ছার শক্তি।

ইচ্ছু, ইচ্ছুক—অভিলাষী। বিণ।

ইজন্-নামা—(আঃ+ফাঃ ইজ্ন্+নামা) চুক্তিপত্র; সম্মতি-পত্র। বি।

ইজমাল,-মালী—(আঃ ইজ্মাল) একত্রকরা, যৌথ। বিণ। **ইজমালী সম্পত্তি**—যৌথ সম্পত্তি, Undivided property of a joint family.

ইজলাস—(ফাঃ ইজ্লাস) এজলাস, বিচারালয়।

ইজা—(ফাঃ ইজা') জের, carried over; আগের পাতার খরচের সমষ্টি পরের পাতার মাথায় লিখিত হইলে তাহাকে ইজা বলা হয়।

ইজাফা—(আঃ ইদাফা) বেশী, অতিরিক্ত খাজনা।

ইজার—(ফাঃ ইযার) পা-জামা, ঢোলা পা-জামা। **ইজারবন্ধ**—ইজার কোমরে বাঁধিবার ফিতা।

ইজারা—(আঃ ইজারা) কয়েকবৎসরের ভোগাধিকারের জন্য খাজনার নিয়মে গৃহীত সম্পত্তি। **ইজারাদার**—যে ইজারা লইয়াছে। বি।

ইজাহার—(ফাঃ ইয্'হার) এজাহার, বিবৃতি, জবানবন্দী (থানায় এজাহার দেওয়া)। বি।

ইজ্জৎ—(আঃ ই'য্যৎ) সম্ভ্রম, সম্মান; মান; নারীর পবিত্রতা। **মান-ইজ্জৎ**—মান-সম্ভ্রম। **বে-ইজ্জৎ**—অপমান (বেইজ্জৎ না হলে তোমার হুঁশ হবে না)। বি।

ইঞ্চি—(ইং inch) এক ফুটের বারো ভাগের ভাগ।

ইঞ্জিন—(ইং Engine) যন্ত্র, কল। বি। **ইঞ্জিন-চালক**—যে ইঞ্জিন চালায়।

ইঞ্জিনিয়ার—(ইং Engineer) যন্ত্র-বিজ্ঞানবিদ্; পূর্ত গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বিদ্যায় পারদর্শী। বি।

ইঞ্জিল, ইঞ্জীল—(ইং Evangel) মুসলমানী ভাষায় বাইবেলকে অর্থাৎ New Testament-কে, ইঞ্জীল বলা হয়।

ইট—(সং ইষ্টক) কর্দমার সাহায্যে প্রস্তুত চতুষ্কোণ মৃত্তিকাখণ্ড, পোড়াইলে পাকা বাড়ী তৈরির যোগ্য হয়। (রৌদ্রে শুকানো ইটকে কাঁচা বা আমা ইট বলে)। বি। **ইট কাটানো**—ইট প্রস্তুত করানো। **ইটের গাঁথনি**—ইটের উপর ইট সাজাইয়া গাঁথনি। **ইট পাটকেল**—আস্ত ইট ও ভাঙা ইট। **ইটটি মারিলে পাটকেলটি খাইতে হয়**—tit for tat, আঘাতের পর প্রতিঘাত। **ইটখোলা**—ইট তৈরির ও পোড়াইবার মাঠ। **ইটচুর**—সুরকী। **ইটানো, ইটোনো**—ইট দিয়া আঘাত করা; পাগল ও তজ্জাতীয় লোকের প্রতি রাস্তার লোকের বা ছেলেপিলের ঢিল ছোঁড়া।

ইটিসিটি—এ-জিনিষ সে-জিনিষ।

ইড়া—(সং) নাড়ী বিঃ।

ইৎ—(ব্যাকরণে) লোপ পাওয়া, যথা, অনট্ এর ট্ ইৎ যায়।

ইতর—(সং) সাধারণ (ইতর-বিশেষ); নিকৃষ্ট শ্রেণীর (ইতর লোক), মানবেতর (ইতর প্রাণী), হেয়, অধম (ইতর-স্বভাব); অন্য, অপর (প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল—মধু)। বিণ। **ইতর-বিশেষ**—সাধারণ ও অসাধারণের ভেদ, ভেদাভেদ। **ইতর ভাষা**—অপভাষা। **ইতুরে**—ইতরের উপযুক্ত (ইতুরে কাণ্ড)। বি **ইতরামো, ইতরামি**—ইতরের ব্যবহার, হীন ও গর্হিত আচরণ।

ইতস্ততঃ—এখানে ওখানে (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত); এদিক ওদিক। অব্য। **ইতস্ততঃ করা**—দোমনা হওয়া, সঙ্কোচ করা।

ইতি—শেষ। অব্য। **ইতিউতি**—ইতস্ততঃ। **ইতি-করা**—শেষ করা। **ইতিকথা**—উপকথা। **ইতিকর্তব্য**—করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত। **ইতিকর্তব্যবিমূঢ়**—কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। **ইতিপূর্বে**—ইহার পূর্বে (ইতঃপূর্বে সাধু)। **ইতিবৃত্ত**—পুরাকাহিনী, ইতিহাস। **ইতিমধ্যে**—ইহার মধ্যে, এই অবসরে ('ইতোমধ্যে' সাধু)।

ইতিমাম—(আঃ ইহ্তিমাম—তত্ত্বাবধান) জমিদারি বিশেষ।

ইতিহাস—(ইতিহ—অস্+ঘঞ্) অতীত কাহিনী; বংশ, দেশ বা সভ্যতার যথাসম্ভব সত্য ও সুসম্বদ্ধ পরিচয়; আনুপূর্বিক বিবরণ (রোগের ইতিহাস; কষ্টের ইতিহাস)। ইতিহাসবিৎ,-বেত্তা—ইতিহাসজ্ঞ।

ইতু—সূর্যপূজা বিঃ।

ইতোমধ্যে—ইতিমধ্যে।

না, **ইত্তেলা**—(আ ইত্ত'লা') সংবাদ, বিজ্ঞপ্তি, বিবরণ।

ইত্যবসরে—এই সুযোগে। **ইত্যাকার**—এই প্রকার। **ইত্যাদি**—প্রভৃতি।

ইথে—ইহাতে, বর্তমানে সাধারণত ব্যবহৃত হয় না (ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে পোঁচা নিয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে—ঈঃ গুঃ)।

ইদানীং—আজকাল, অধুনা। (প্রাচীন বাংলা—ইদানী, এদানি)। অব্য।

ইদানীন্তন—বর্তমান কালে; নব্য। বিণ।

ইদারা, ইঁদারা—(হি, ইন্দারা) বাঁধানো বড় কূপ।

ইদ্দৎ—(আঃ ই'দ্দৎ) মেয়াদ; মুসলমান বিধবার বা তালাকপ্রাপ্তার পুনর্বিবাহের পূর্ববর্তী শাস্ত্রনির্দিষ্ট কাল (ইদ্দৎ পার না হইলে বিবাহ নাজায়েজ)।

ইন্‌কাম ট্যাকস্—(ইং Income tax)—আয়কর।

ইন্‌টারপ্রেটার—(Interpreter) আদালতে নিযুক্ত দোভাষী।

ইনফসলী—ছাড়পত্র, a release।

ইনভয়েস—(ইং invoice) *চালান, চালানি মালের বিবরণপত্র।

ইন্‌সলভেণ্ট—(ইং insolvent) দেউলিয়া (আদালত কর্তৃক স্বীকৃত।

ইনসান—(আ. ইন্‌সান) মানুষ। বি ইনসানিয়াত—মনুষ্যত্ব, মানবিকতা। **খাদেমুল ইনসান**—মানব-সেবক।

ইন্‌সাফ—(আঃ ইন্‌স'াফ) সুবিচার, পক্ষপাতহীন ব্যবস্থা।

ইনাম—(আঃ ইন্‌অ'াম) অধীনব্যক্তিকে প্রশংসাজনক কাজের জন্য বখশীস্, পুরস্কার। **ইনামভূমি**—পুরস্কার স্বরূপ দত্ত নিষ্করভূমি।

ইনামেল, এনামেল—এনামেল দ্রঃ।

ইনি—এই ব্যক্তি (সম্ভ্রমার্থে); ব্যঙ্গার্থেও ব্যবহৃত হয়। সর্ব।

ইনিয়ে বিনিয়ে—ইনাইয়া-বিনাইয়া, পল্লবিত করিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া।

ইন্‌তিকাল, এন্তেকাল—(আঃ ইন্‌তিক'াল—তিরোভাব) মৃত্যু (এন্‌তেকাল ফর্মাইলেন—পরলোকগমন করিলেন)। **ইন্‌তিকাল-ই-জায়দাদ**—transfer of poperty সম্পত্তির হস্তান্তর।

ইন্তিজার, এন্তেজার—(আঃ ইন্‌তিযার) প্রতীক্ষা; শুভাগমনের অপেক্ষায় থাকা। (আপনার এন্তেজারে আছি)।

ইন্তিজাম, এন্তেজাম—(আঃ ইন্‌তিযাম) সুব্যবস্থা, শৃঙ্খলা (এন্তেজাম করা)।

ইন্তিহা, এন্তেহা—(আঃ ইন্‌তিহা) ইয়ত্তা, সীমা, অবধি (কষ্টের আর এন্তেহা নাই)। **বেইন্তিহা**—অশেষ, দেদার।

ইন্তিহান—ইম্‌তিহান দ্রঃ।

ইন্দারা—ইদারা দ্রঃ।

ইন্দিবর, ইন্দীবর—[ইন্দি (লক্ষ্মী) বর (শ্রেষ্ঠ) = লক্ষ্মীর অতিপ্রিয়] নীলপদ্ম। **ইন্দিবর-আঁখি**—নীল পদ্মের মত চোখ যার (বহুব্রী)। **ইন্দিরা**—লক্ষ্মী। ইন্দিরালয়—পদ্ম।

ইন্দু—[ইন্দ্ (প্রভুত্ব করা) + উ] চন্দ্র। বি **ইন্দুকলা,-লেখা**—চন্দ্রকলা। **ইন্দুভূষণ**—ইন্দু ভূষণ যার, শিব। বি বহুব্রী। **ইন্দুমৌলী**—ইন্দু মৌলী (শিরোভূষণ) যার, চন্দ্রচূড় (বহুব্রী)। **ইন্দুর**—ইঁদুর, মূষিক।

ইন্দ্র—(ইন্দ্ + র) দেবরাজ, বজ্রী, আখণ্ডল; শ্রেষ্ঠ (দেবেন্দ্র, নরেন্দ্র, বীরেন্দ্র)। বি। স্ত্রী ইন্দ্রাণী। **ইন্দ্রকল্প**—ইন্দ্রতুল্য; **ইন্দ্রচাপ**—ইন্দ্রধনুঃ। **ইন্দ্রজাল**—ভোজবাজি, কুহক। **ইন্দ্রধ্বজ**—বিশেষ পদ্ধতিতে নির্মিত ধ্বজাবিশেষ, ইন্দ্রের সন্তোষার্থ প্রাচীন ভারতে মহাসমারোহে ইহার পূজা হইত। **ইন্দ্রনীল**—নীলকান্তমণি। **ইন্দ্রপুরী**—স্বর্গ। **ইন্দ্রলুপ্ত**—টাক, কেশ-নাশক রোগ বিশেষ। **ইন্দ্রলোক**—ভোগভূমি, অমরাবতী। **ইন্দ্রায়ুধ**—রামধনু।

ইন্দ্রিয়—যে শক্তির দ্বারা আমরা পদার্থের জ্ঞান লাভ করি, senses। বি। **পঞ্চেন্দ্রিয়** বা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক; ভারতীয় মতে মন-ও একটি ইন্দ্রিয়। **ইন্দ্রিয়গম্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য**—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়গোচর। **ইন্দ্রিয়গ্রাম**—সমস্ত ইন্দ্রিয়। **ইন্দ্রিয়জয়**—ইন্দ্রিয়-সংযম, ইন্দ্রিয়ের উপরে আধিপত্য লাভ। **ইন্দ্রিয়পর,-তন্ত্র**—ভোগ-

পরায়ণ। **কর্মেন্দ্রিয়**—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটি।

ইন্ধন—[ইন্ধ্ (প্রজ্বলিত করা) + অনট্] আগুন জ্বালাইবার উপকরণ, কাঠ, কয়লা, ঘুঁটে, patrol ইত্যাদি, fuel। বি। **ইন্ধন যোগানো**—আগুন-প্রজ্বলিত রাখার ব্যবস্থা করা, মনোমালিন্য শত্রুতা ইত্যাদি বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

ইন্স্পেক্টার—(Inspector) তত্ত্বাবধানকারী, পরিদর্শক।

ইফ্তার, এফ্তার—(আ ইফ্তার) সমস্ত দিন রোজা রাখার পরে সন্ধ্যায় যে আহার্য গ্রহণ করা হয় (ইফতার বা এফতার করা)। **ইফতারী**—যে খাদ্য ও পানীয় দিয়া ইফতার করা হয়।

ইব্নে—(আঃ ইব্ন্—পুত্র) পুত্র। (ইবনে মুসা—মুসার পুত্র)।

ইব্রানী, ইব্রিয়—(ইং Hebrew) ইহুদী জাতি সম্পর্কিত; হিব্রু।

ইমন—সন্ধ্যার রাগিণী বিশেষ (ইমন ভূপালী—ইমন রাগিণী ও ভূপালী রাগিণীর সংমিশ্রণ।

ইমসাল—[ফা ইম্ (এই) + সাল] এই বৎসর, বর্তমান বৎসরে।

ইমান—(আ ঈমান) ধর্মবিশ্বাস; আল্লাহ্র একত্বে ও হজরত মোহম্মদের পয়গম্বরত্বে বিশ্বাস; বিবেক (লোকটার ইমান নাই—লোকটার বিবেক নাই, ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই, সে অবিশ্বাসী, অনির্ভরযোগ্য)। **ইমানদার**—ইসলাম-ধর্মে বিশ্বাসী; সাধু, বিশ্বস্ত।

ইমাম—(আ. ইমাম) নেতা; [চার ইমাম—মুসলমান-ধর্মের (সুন্নীমতের) চারজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা (ইমাম আবুহানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফী, ইমাম ইব্নে হাম্বল)]; নামাজে যিনি নেতৃত্ব করেন (ইমাম ভিন্ন নামাজরত অন্যান্য লোককে বলা হয় মোক্তাদি)। **ইমাম-বাড়া**—শিয়া-সম্প্রদায়ের ধর্মগৃহ, হজরত মোহম্মদের দৌহিত্রদ্বয় ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের স্মরণার্থে নির্মিত; মোহররমের সময়ে এই সব গৃহে নানা অনুষ্ঠান হয়।

ইমারত—(আঃ ই'মারত) অট্টালিকা।

ইয়ত্তা—(ইয়ৎ + তা) সংখ্যা, পরিমাণ, ইস্তিহা (তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা নাই)। বি **ইয়ত্তা-রহিত**—অপরিসীম।

ইয়াকুত—(আঃ য়াকু'ত) লালবর্ণের মণি বিঃ, ruby।

ইয়াদ—(আঃ য়াদ) স্মরণ; মনেপড়া। **ইয়াদ দাশ্ত**—স্মারক, memorandum। **ইয়াদ করা**—স্মরণ করা। **ইয়াদ হয় না**—মনে পড়ে না। **ইয়াদগারী**—অভিজ্ঞান।

ইয়ার—(ফাঃ য়ার) বন্ধু (চার ইয়ার—চার বন্ধু); (বাং) বয়স্য, আড্ডা দেওয়ার লোক (ইয়ার-বন্ধু ঢের জুটেছে)। **ইয়ার্কি**—ঠাট্টা-তামাসা, রসালাপ, রসিকতা (ইয়াকি পেয়েছ)। বাংলায় এয়ার-ও বলে। বি।

ইয়ারিং—(ইং ear-ing)—কানের দুল, ফুল ইত্যাদি।

ইয়ুনানি, য়ুনানি—(আ য়ুনানী, গ্রীক Ionian, সং যাবনিক) ইয়ুনান-সম্পর্কিত, গ্রীক।

ইয়ে—যে শব্দ মনে বা মুখে আসিতেছে না অথবা ব্যবহার করা সমীচীন মনে হইতেছে না তাহার পরিবর্তে 'ইয়ে' বলা হয়।

ইয়োরামেরিকা—Euro-America, ইয়োরোপ ও আমেরিকা উভয় মহাদেশ সম্পর্কিত। (ইয়োরামেরিকার সভ্যতা)।

ইরম্মদ—[ইরা (জল, মেঘ)—মদ্ (খেলা করা) + খশ্] বিদ্যুৎ, বাড়বাগ্নি (ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে—মধু)। বি।

ইরশাদ, এরশাদ—(আঃ ইর্শাদ—নির্দেশ) অভিপ্রায়, আদেশ, অনুজ্ঞা (আল্লার তরফ হইতে এরশাদ হইল)। বি।

ইরশাল—(আঃ ইর্সাল—অর্থপ্রেরণ) সদরে প্রেরিত খাজনা। বি।

ইরাক—মধ্যপ্রাচ্যের দেশবিশেষ।

ইরান—পারস্যের প্রাচীন ও বর্তমান নাম। **ইরানী**—ইরানের লোক, ইরান সম্পর্কিত

ইরাদা, এরাদা—(আ ইরাদা) ইচ্ছা, সংকল্প, অভিলাষ (হজে যাইবেন এই এরাদা করিয়াছেন)। বি।

ইর্সাল—ইরশাল দ্রঃ।

ইলচি, এলচি—এলচি দ্রঃ

ইলশা, ইলশে—সুপরিচিত মৎস্য। **ইলশে গুঁড়ুনি**—গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, drizzle. বর্ষাকালে এরূপ বৃষ্টির সময় ইলিশ মাছ জালে বেশী

পড়ে বলিয়া ধারণা। **ইলশে জাল**—ইলিশ মাছ ধরিবার উপযুক্ত জাল।

ইলাকা, এলাকা—(আঃ ই'লাক'া) অধিকার; অধিকারের সীমা (থানার এলাকা; ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকা; তোমার এলাকার বাইরে)। বি।

ইলাহি, এলাহি—(আঃ ইলাহী) পরমেশ্বর; বিরাট (এলাহি কাণ্ড)। **ইলাহিগজ**—আকবর বাদশাহ্ প্রবর্তিত তেত্রিশ ইঞ্চি-প্রমাণ গজ। **ইলাহি তওবা**—ইলাহি, তোমার নাম করিয়া পাপকার্য হইতে বিরত হইতেছি। **ইলাহি রাত**—যে রাত্রি আর ফুরাইতে চায় না। **ইলাহি সন**—আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত সন। **দীন-ই-ইলাহি**—আকবর-প্রবর্তিত একেশ্বরবাদ।

ইলিম, এলেম—এলেম দ্রঃ।

ইলিশ—ইলশা দ্রঃ।

ইলেক—বাঁকা রেখা বিশেষ, (অথবা \ চিহ্ন। দশ টাকা লিখিলে ইলেক \ এই ভাবে দিতে হয়—১০\; দশ গণ্ডা লিখিলে ইলেক (এই ভাবে দিতে হয়—(১০। (মণের দামের বামে ইলেক মাত্র দিলে আধ পোয়ার দাম শিশু নিমেষেতে মিলে—শুভঙ্করী)।

ইলেকট্রিক—(ইং electric) বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় (ইলেকট্রিক লাইট; ইলেকট্রিক মিস্ত্রী)।

ইলেক্ট্রোপ্যাথি—electropathy, বৈদ্যুতিক চিকিৎসা

ইলোরা—দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত গুহা।

ইল্লৎ—(আঃ ই'ল্লৎ)—ময়লা, অপরিচ্ছন্নতা, আবর্জনা [ইল্লৎ যায় ধুলে, খাস্লত (স্বভাব) যায় ম'লে]।

ইশ্ক—(আ ই'শ্ক্', প্রেম) প্রেম, আসক্তি।

ইশতিহার, ইস্তাহার—ইস্তাহার দ্রঃ।

ইশ্‌পিশ, ইস্‌পিস—নিশপিশ দ্রঃ; অস্থির, ব্যাকুল, স্বস্তিহীন; কোনকিছু করিবার জন্য অস্থির। (গা ইসপিস করে)।

ইশাদী—(আঃ শাহাদত) সাক্ষী।

ইশারা, ইসারা—(ফাঃ ইশারাহ্) ইঙ্গিত (ইসারা করা, ইসারা দেওয়া)। [পূর্ববঙ্গে ইসারায়=পলকে (এই কাম ইসারায় করমু)]।

ইষণা—(এষণ দ্রঃ) ইচ্ছা; মনন; অন্বেষণ। বি

ইষর মুল, ইষের মুল—সর্পবিষহর মূল-বিশেষ।

ইষু—(যে হিংসার জন্য গমন করে) তীর। বি। ইষুধর—ধনুর্ধর।

ইষ্ট—[ইষ্ (বাঞ্ছা করা)+ক্ত] অভিলষিত, প্রার্থিত, অভিপ্রেত; কল্যাণ। বিণ। **ইষ্ট কবচ**—ইষ্টমন্ত্রপূত মাদুলি। **ইষ্টকর্ম**—প্রিয়কর্ম। **ইষ্ট-কুটুম্ব**—আত্মীয়-স্বজন। **ইষ্টতম**—প্রিয়তম। **ইষ্টদেবতা**—উপাস্য দেবতা; দীক্ষাগুরু। **ইষ্টবিয়োগ**—প্রিয়জনের বিয়োগ। ৬ষ্ঠীতৎ। **ইষ্টসিদ্ধি**—মনোবাঞ্ছা পূরণ।

ইষ্টক, ইষ্টকা—(সং) ইট। বি **ইষ্টকখণ্ড**—ইটের টুকরা, পাটকেল।

ইষ্টার্থ—অভিপ্রেত কার্য।

ইষ্টিমার—(steamer) ষ্টিমার।

ইস্—ইঃ দ্রঃ।

ইসর মুল—ইষর মূল দ্রঃ

ইসলাম—(আ ইস্‌লাম—শান্তি, কল্যাণ) শান্তি, কল্যাণ, আল্লাহ্‌তে আত্ম-সমর্পণ; হজরত মোহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মকে ইসলাম বলা হয়; কিন্তু কোরআনের মতে জগতের পূর্ব পূর্ব সব বার্তাবাহকের ধর্ম ছিল ইসলাম অর্থাৎ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, হজরত মোহম্মদ সেই চিরন্তন ধর্মের শেষ বার্তা বাহক; একমাত্র আল্লাহ্‌কে উপাস্য জানিবে, মূর্তিপূজা করিবে না, হজরত মোহম্মদকে আল্লাহ্‌র শেষ বার্তা-বাহক জানিবে, মৃত্যুর পরে পাপপুণ্যের বিচার হইবে, রক্ত-সম্পর্কে মানুষ মর্যাদাবান্ হয় না, মর্যাদাবান্ হয় সদনুষ্ঠান ও ধর্মনিষ্ঠার ফলে, এই সব হইতেছে ইসলামের বিশিষ্ট শিক্ষা। বিণ ইসলামী,-মীয়।

ইসেবগুল—ঈশবগুল দ্রঃ।

ইস্‌কাতর—(ফ্রে escritoire) লিখিবার ডেস্ক; ছোট বাক্স, বিশেষতঃ কাঠের, ইহাতে সাধারণতঃ খরচের টাকা রাখা হয়।

ইস্কাপন—তাস বিশেষ।

ইস্কুল—(ইং school) বিদ্যালয়।

ইস্ক্রুপ—(ইং screw) পেঁচকাটা পেরেক।

ইস্তক—পর্যন্ত। **ইস্তক-নাগাদ**—প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত (ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ—উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সংসারের সব কাজ)।

ইস্তফা, ইস্তাফা—(আঃ ইস্‌ত'ফা) ক্ষমা-প্রার্থনা, পদত্যাগ, শেষ। **ইস্তফা দেওয়া**—পদত্যাগ করা, সংস্রব ত্যাগ করা।

ইস্তাহার, ইস্তিহার—(আঃ ইশ্‌তিহার) বিজ্ঞপ্তি, প্রচারপত্র (ক্রোকের ইস্তাহার; নীলামের ইস্তাহার)।

ইস্তিমরারী—(আঃ ইস্তিমরারী) চিরস্থায়ী (ইস্তিমরারী তালুক—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে যে সমস্ত তালুকের খাজনা সুনির্দিষ্ট হইয়াছিল; মোকররী তালুক)।

ইস্তিরি, ইস্ত্রী—(ইং iron) ধোওয়া কাপড় মসৃণ করিবার লৌহযন্ত্র। **ইস্ত্রী করা**—ইস্ত্রীর সাহায্যে ধোওয়া কাপড় মসৃণ করা ও ভাঁজ করা।

ইস্তেমাল, এস্তেমাল—(আঃ ইস্‌তা'মাল) ব্যবহার, অভ্যাস। **এস্তেমাল করা**—অভ্যাস করা, ব্যবহার করা।

ইস্পাত—(সং অয়স্-পত্র) পরিষ্কৃত ও শক্ত লৌহ।

ইস্পিরিট—(ইং spirit) সুরাসার।

ইস্প্রিং—(ইং spring) কুণ্ডলীকৃত স্থিতিস্থাপক লৌহের তার।

ইহ—(ইদম্+হ) উপস্থিত; বর্তমান (ইহকাল)। **ইহজগৎ**—দৃশ্যমান জগৎ; এই পৃথিবী। **ইহজন্ম**—এই জন্ম। **ইহবাদী**—সংসার-জীবনই সব অথবা প্রধান এই মত যাহারা পোষণ করে; পরলোক সম্বন্ধে যাহারা সন্দেহশীল। **ইহলোক**—ইহজীবন (বিপরীত পরলোক)। অব্য।

ইহা—এই বস্তু (ইহার, ইহাকে, ইহারা, ইহাদের ইত্যাদি)। **ইহাতে**—ইহার মধ্যে, এই বিষয়ে, এই জন্য। (ইহাতে ক্ষোভের কিছু নাই।) সর্ব।

ইহুদী—(আঃ য়হুদ) প্রাচীন জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায় বিশেষ। স্ত্রী ইহুদিনী।

ঈ

ঈ—স্বরবর্ণের চতুর্থ বর্ণ; বাংলা প্রত্যয়, সম্বন্ধ অস্তিত্ব নির্মিতি ইত্যাদি অর্থ জ্ঞাপক (ভেদী, রেশমী, সরকারী, মেজাজী ইত্যাদি)।

ঈকার—ঈ এই বর্ণটি। **ঈকারান্ত**—ঈকার যে শব্দের অন্তে।

ঈক্ষণ—(ঈক্ষ্+অনট্) দর্শন, দৃষ্টি। বি। **ঈক্ষমাণ**—যে দর্শন করিতেছে। **ঈক্ষিত**—দৃষ্ট। বিণ।

ঈগল—(ইং eagle) পার্বত্য মাংসাশী পক্ষী, আকারে বৃহৎ, দৃষ্টিশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ। বি।

ঈড়া—(সং) প্রশংসা, স্তব। বি বিণ—ঈড়িত। **ঈড্য**—স্তবের যোগ্য।

ঈতি—(সং) শস্যের ছয় প্রকারের বিঘ্ন—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, পতঙ্গ, পক্ষী এবং প্রতিবেশী শত্রুরাজা। বি।

ঈথর—(ইং ether) অতি লঘু পদার্থ-বিশেষ, বৈজ্ঞানিকদের মতে ঈথর সর্বত্র বিরাজমান।

ঈদ—(আ ঈ'দ-উৎসব, খুশী) সুপ্রসিদ্ধ মুসলমানী পর্ব। ঈদ দুটি- **ঈদুল্‌ফিৎর, ঈদুজ্জোহা,** রমজানের একমাস রোজার পরে ঈদুল্‌ফিৎর, আর ঈদুলফিৎরের দুই মাস দশ দিন পরে হয় ঈদুজ্জোহা বা বকর-ঈদ। এই ঈদে ছাগ মেষ গরু উট প্রভৃতি কোরবাণী করা হয় হজরত ইব্‌রাহিমের বিখ্যাত কোরবাণীর স্মরণে। এই সময়েই হজ হয়।

ঈদগা, ঈদগাহ্—(আ+ফা) যে খোলা জায়গায় ঈদের নামাজ পড়া হয়।

ঈদৃশ, ঈদৃক—(ইহার মত যাহা দেখায়—উপপদ) এরূপ, এতাদৃশ (ঈদৃশ দুর্গতি)।

ঈপ্সা—(আপ্+সন্+অ+আ) লাভ করিবার ইচ্ছা; বাঞ্ছা। বি বিণ ঈপ্সিত—বাঞ্ছিত, অভিলষিত। **ঈপ্সু**—অভিলাষী, ইচ্ছুক।

ঈরাণ—ইরান।

ঈরিত—(সং) উদ্গীত; সঞ্চালিত।

ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা—[ঈর্ষ্ (দ্বেষ করা)+অ+আ] পরশ্রীকাতরতা, পরের সৌভাগ্য ও সদ্‌গুণ সহ্য করিতে না পারা; প্রেমিক-প্রেমিকার

পরস্পরের একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহ, jealousy। **ঈর্ষান্বিত, ঈর্ষালু, ঈর্ষী**—ঈর্ষাপরায়ণ। বিণ **ঈর্ষামূলক**—ঈর্ষা যাহার মূলে।

ঈশ—(ঈশ্—আধিপত্য করা,+অ) অধিপতি; প্রভু; স্বামী; নিয়ন্তা, ঈশ্বর। (নরেশ, মহেশ, পরমেশ)। বি।

ঈশবগুল—(ফা ইস্পগুল) শাক বিশেষের বীজ, আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয়।

ঈশা—ঈষা দ্রঃ

ঈশান—(ঈশ্+শান) শিব। স্ত্রী ঈশানী। **ঈশানকোণ**—পূর্ব-উত্তর কোণ।

ঈশিত্ব ঈশিতা—প্রভুত্ব, প্রাধান্য; ঈশ্বরের কর্তৃত্ব-শক্তি। **ঈশের মূল**—ইষর মূল দ্রঃ।

ঈশ্বর—(ঈশ্+বর) অধিপতি, প্রভু (হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর—রবি)। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা, সগুণ ব্রহ্ম; God। **ঈশ্বরদত্ত**—ভগবানের দেওয়া, মানুষী শক্তির দ্বারা যাহা লাভ হয় নাই। **ঈশ্বরদ্বেষ**—ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা। **ঈশ্বর-প্রাপ্তি**—মৃত্যু। **ঈশ্বরপ্রসাদাৎ**—ঈশ্বরের কৃপায়। **ঈশ্বর-বৃত্তি**—ঈশ্বরের বা দেবতার সেবার জন্য নির্ধারিত ব্যবসায়ের বা জমিদারির অর্থ। স্ত্রী ঈশ্বরী। **ঈশ্বরেচ্ছা**—ঈশ্বরের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়।

ঈষ—(সং ঈষা) লাঙ্গলের ফলা; লাঙ্গলদণ্ড।

ঈষৎ—(সং) অল্প, কিঞ্চিৎ, সামান্য। বিণ **ঈষৎ-পাণ্ডু**—ধূসর। **ঈষদুদ্ভিন্ন**—ঈষদ্বিকশিত। **ঈষদুদ্রিক্ত**—ঈষৎ উত্তেজিত, ঈষৎ জাগরিত। **ঈষদুষ্ণ**—কুসুম কুসুম গরম। **ঈষদূন**—সামান্য কম। **ঈষদ্বিকশিত**—অল্প বিকশিত, আধফোটা। **ঈষদ্ভিন্ন**—অল্প পৃথক্, একটুক ফাঁক। **ঈষন্মাত্র, ঈষৎ-মাত্র**—একটুকু। **ঈষদ্রক্ত**—রক্তাভ, আলোহিত।

ঈষা—(ঈষ্+অ+আ) লাঙ্গলের বা গাড়ীর দীর্ঘ-দণ্ড, লাঙ্গলদণ্ড, লাঙ্গলের ফলার দ্বারা চিহ্নিত রেখা, সীতা। বি।

ঈষাদণ্ড—লাঙ্গলদণ্ড; লাঙ্গলের ফাল যাহার সহিত যুক্ত থাকে। **ঈষাদন্ত**—ঈষাদণ্ডের মতো দীর্ঘ দন্ত-বিশিষ্ট দাঁতাল হাতী। বহুব্রী।

ঈস্, ইস্—অবিশ্বাসসূচক উক্তি (ঈস্, পারবে আবার!)

ঈসা, ঈশা—(ইং Jesus) খৃষ্টান-ধর্মের প্রবর্তক।

ঈহা—ঈহ্ (চেষ্টা করা, ইচ্ছা করা)+অ+আ] ইচ্ছা, চেষ্টা। বি। **ঈহমান**—সচেষ্ট। **ঈহিত**—বাঞ্ছিত; উদ্যোগ। **ঈহিনী**—বাঞ্ছিতা (ঈশান-ঈহিনী—ভা, চ)।

ঈহামৃগ, ঈহারক—নেকড়ে বাঘ।

উ

উ—স্বরবর্ণের পঞ্চম বর্ণ; ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে সাধারণতঃ ু এই রূপ হয়, সমাদরে কখনও কখনও বাংলায় উ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, যথাঃ- শিব, চিতু, নীপু, যতুল্য; 'বিশিষ্ট' অর্থেও হয়, যথাঃ চালু, নিবু-নিবু, ডুবু ডুবু।

উই—সুপরিচিত কীট (উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার—ঈশ্বর গুপ্ত)। **উইঢারা, উই-ঢিপি**—উইপোকা কর্তৃক নির্মিত স্তূপ, বল্মীক। **উইধরা, উয়েধরা, উইলাগা**—উইয়ের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া।

উইচিংড়া—উচ্চিঙ্গড়া, ষট্পদী পতঙ্গ-বিশেষ, খুব লাফায় ও চিরিক্-চিরিক্ শব্দ করে।

উইল—(ইং will) মৃত্যুর পরে তর ভোগাদি সম্পর্কে নির্দেশ।

উঃ—বেদনা, যন্ত্রণা, ক্রোধ, বিস্ময় প্রভৃতি সূচক অব্যয়।

উঁকি—আড়াল হইতে দেখার জন্য মুখ বাড়ানো (দরজার ফাঁকে কিমারা)। **উঁকি-ঝুঁকি**—বার বার উঁকি দিবার চেষ্টা।

উঁচ, উঁচা, উঁচু—উচ্চ, উন্নত (উঁচকপালী; উঁচা নীচা; উঁচু পাহাড়)। বিণ **উঁচু নজর**—প্রশস্ত মন, অসংকীর্ণ দৃষ্টি, বড় নজর, দানে উদার।

উঁচট, উঁচোট—উচোট দ্রঃ

উঁচনো, উঁচানো—উত্তোলন করা (লাঠি উচানো); ডিঙ্গানো (বাপকে উঁচাইয়া কাজ করা); অবস্থাপন্ন হওয়া (দুর্দিনে উঁচিয়ে ওঠা)। **উঁচুনীচু**—অসমান, বন্ধুর।

উঁচলানো, ওঁচলানো—ঝাড়া, চাল কলাই প্রভৃতি তুষ কাঁকরাদি হইতে পৃথক্ করা।

উঁচোট—উচট দ্রঃ।

উঁহু—অসম্মতি-জ্ঞাপক অব্যয়।

উক—আখ।

উকড়া, উকড়ো—মুড়কি।

উকার—উবর্ণ, ু।

উকি, উক্কি—হিক্কা, হেঁচ্‌কি ; বাম (উকি ওঠা)।

উকিল, উকীল—(আঃ বকীল) প্রতিনিধি, মুখপাত্র, মুসলমানী বিবাহে যে কনের সম্মতি লইয়া বরকে বিজ্ঞাপিত করে (উকিল বাপ), আইন-ব্যবসায়ী, ব্যবহারাজীব।

উকুণ, উকুন—সুপরিচিত কেশকীট।

উকুনবাড়ি—উকুনতাড়া, কাটা ধানগাছ ও খড় ছড়াইয়া দিবার বংশদণ্ড বিঃ।

উক্ত—(বচ্ + ক্ত) কথিত : উল্লিখিত। **উক্তানুক্ত**—কথিত ও অকথিত। বিণ্।

উক্তি—কথা ; বাণী। বি **উক্তিপরম্পরা**—পর পর সজ্জিত উক্তি।

উক্ষতর, উক্ষা—[উক্ষন্ (বৃষ) + তর] প্রৌঢ়-বয়স্ক ষাঁড়। **উক্ষতরী**—প্রৌঢ়াগাভী।

উখ, উখা, উগা—(গ্রাম্য উকো, উগো) রেতি, file, যে লৌহ ঘষিয়া অন্য লৌহ ধারাল করা হয়।

উখড়নো, উখড়ানো—সমূলে উৎপাটন।

উখল, উখলি—উদূখল ; যে চওড়া গর্তকরা কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে মুষলের সাহায্যে ধান্যাদি ভানা হয়।

উখা, উগা—চুলা।

উখাল—(প্রাদেশিক) বমন। **উখাল করা**—বমি করা।

উখি—মাথার মরামাস (প্রাদেশিক)।

উখুনপাশি—উকুনবাড়ি।

উখো—উকুনবাড়ি।

উগরণ, উগরোন—উদ্‌গিরণ, বমন। **উগরনো, উগরানো**—ওগরানো দ্রঃ।

উগলানো—বমন করা।

উগ্র—[উচ্ (সমবেত বা মিলিত করা) + রক্] তীব্র, প্রখর (উগ্র গন্ধ) ; ক্রুদ্ধ, কড়া, পরুষ অসহিষ্ণু (উগ্র স্বভাব) ; বায়ুমূর্তিশিব ; জাতিবিশেষ। উগ্রক্ষত্রিয়—জাতিবিশেষ। **উগ্রকণ্ঠ**—যাহার কণ্ঠ কর্কশ। **উগ্রকর্মা**—ক্রূরকর্মা। **উগ্রগন্ধ**—তীব্রগন্ধ। **উগ্রচণ্ডা, উগ্রচণ্ডী**—অতিশয় কোপনস্বভাবা স্ত্রী। **উগ্রপ্রকৃতি**—কড়া মেজাজ। **উগ্রবীর্য**—উগ্রতেজবিশিষ্ট। **উগ্রমূর্তি**—ক্রুদ্ধমূর্তি। **উগ্রস্বভাব**—কোপনস্বভাব।

উচক্কা—হঠাৎ, অতর্কিতভাবে (উচ্চকা হোঁচট খাওয়া) ; অপরিপক্ক, নব্য (উচক্কা বয়স), অপরাধপ্রবণ।

উচক্কা—গোঁয়ার। বিণ।

উচট, উচোট, উছুট, হোঁচট—অতর্কিত-ভাবে পায়ের আঙুলে চোট লাগা, এরূপ অতর্কিত চোটলাগা ও পদস্খলন (উছট খাওয়া)।

উঁচা-নীচা, উঁচুনীচু—বন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো। বিণ

উঁচাই—খাড়াই।

উচাটন—(সং উচ্চাটন) উৎকণ্ঠিত, অস্বস্তিপূর্ণ (মন উচাটন) ; ব্যাকুলতা।

উচিত—(উচ্ + ক্ত) ন্যায্য, উপযুক্ত (উচিত কথা ; উচিত শাস্তি) ; কর্তব্য (তোমার একবার যাওয়া উচিত), ঠিক, সঙ্গত, যোগ্য (উচিত কি তব এ শয়ন—মধুসূদন ; রাজোচিত)। বিণ। **উচিতবক্তা**—উচিত কথা বলিতে যে কুণ্ঠিত হয় না। বি—ঔচিত্য। **উচিতি**—জামাতার সংবর্ধনার জন্য পুরস্ত্রীদের গান (উচিতি গাওয়া)।

উচ্চ—উঁচু, তুঙ্গ (উচ্চ অট্টালিকা, উচ্চ শিখর) ; মর্যাদাবান্ (উচ্চকুল, উচ্চপদ) ; মহৎ (উচ্চ হৃদয়) ; চড়া (উচ্চ কণ্ঠ, উচ্চ মূল্য)। বিণ। বি উচ্চতা—উৎকর্ষ, খাড়াই। **উচ্চকর্মচারী**—উচ্চপদের কর্মচারী। **উচ্চ-নীচ**—ছোটবড়, ভদ্র-অভদ্র, অসমান। **উচ্চপ্রকৃতি**—মহৎ প্রকৃতি। **উচ্চবাচ্য না করা**—প্রতিবাদ না করা ভালমন্দ না বলা। **উচ্চ বিদ্যালয়**—মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়, ইং High School। **উচ্চভাষী**—যে জোরগলায় কথা বলে, রূঢ়ভাষী। **উচ্চহৃদয়, উচ্চমনা**—উন্নতমনা, উদারহৃদয়। **উচ্চরোল**—উচ্চকণ্ঠ। **উচ্চ-লগ্ন**—অতি শুভক্ষণ। **উচ্চশির**—উঁচুমাথা,

মর্যাদা (উচ্চশির ভূমিতে লুটাইল)। **উচ্চ-শিরালো**—যাহার শিরাসমূহ বেশ চোখে পড়ে। **উচ্চহাস্য**—অট্টহাস্য।

উচ্চকিত—উৎকণ্ঠাযুক্ত, স্বস্তিহীন, চঞ্চল। বিণ।

উচ্চণ্ড—প্রচণ্ড, ভীষণ। বিণ।

উচ্চয়—(উদ্—চি+অ) সংগ্রহ, পুঞ্জ (শিলোচ্চয়, সমুচ্চয়, কুসুমোচ্চয়)। (বিপরীত অপচয়)। বি।

উচ্চরণ—ঊর্ধ্বগতি।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা—উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, মহৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা। বিণ. উচ্চাকাঙ্ক্ষ।

উচ্চাটন—(উদ্—চাটি+অনট্) তন্ত্রোক্ত অভিচারের দ্বারা মনের ব্যাকুলতা সম্পাদন, স্বস্থান হইতে অপসারণ, উৎপাটন; অশান্ত, উদ্বিগ্ন, উচাটন।

উচ্চাবচ—(ময়ূরব্যংসকাদি সমাস) উচ্চনীচ, বিষম; ভালমন্দ।

উচ্চাভিলাষ—উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কমধা। বিণ. উচ্চাভিলাষী,-লাষিণী।

উচ্চারণ—(উৎ—চারি+অনট্) মুখে বলা। বি। উচ্চারণ করা—কথায় প্রকাশ করা। **উচ্চারণতত্ত্ব**—ধ্বনিবিজ্ঞান, phonetics. **উচ্চার্য, উচ্চারণীয়**—উচ্চারণের যোগ্য।

উচ্চাশ—উচ্চাভিলাষী। **উচ্চাশয়**—মহাশয়, উন্নতমনা। (বিপরীত নীচাশয়)। বহুব্রী।

উচ্চাশা—উন্নতির আশা।

উচ্চিংড়া, উচ্চিঙ্গট—উইচিংড়া দ্রঃ।

উচ্চৈঃশ্রবা—(উচ্চ কর্ণ যার) ইন্দ্রের বাহন, সপ্তমুখ শ্বেতবর্ণ অশ্ব; উচ্চ স্বরে বলিলে যাহার কানে কথা প্রবেশ করে, বধির, কালা। বহুব্রী।

উচ্চৈঃস্বর=উচ্চ স্বর, উঁচু গলা। **উচ্চৈঃস্বরে**—চীৎকার করিয়া।

উচ্ছন্ন—(সং উৎসন্ন) নষ্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত। **উচ্ছন্ন যাওয়া**—চরিত্রহীন হওয়া; বিনষ্ট হওয়া।

উছট, উছোট—উচট দ্রঃ।

উচ্ছল, উচ্ছলিত—[উৎ—শল্ (গমন করা) ক্ত] যাহা ছাপাইয়া উঠিয়াছে, উথলিত। বিণ।

উচ্ছিদ্যমান—যাহার উচ্ছেদ হইতেছে।

উচ্ছিন্ন—[উৎ—ছিদ্+ক্ত] উৎপাটিত, বিনাশিত। বিণ।

উচ্ছিষ্ট—[উৎ—শিষ্ (শেষ করা)+ক্ত] এঁটো, যাহাতে অন্ন-ব্যঞ্জনাদির স্পর্শ লাগিয়াছে (উচ্ছিষ্ট হাত, উচ্ছিষ্ট পাত); ভুক্তাবশিষ্ট (উচ্ছিষ্ট অন্ন)। (উচ্ছিষ্টভোক্তা উচ্ছিষ্টভোজী, উচ্ছিষ্ট ভোজন)। **উচ্ছিষ্ট অন্ন**—এঁটো ভাত।

উচ্ছৃঙ্খল—শৃঙ্খলাহীন, যথেচ্ছাচারী, নৈতিক বন্ধনহীন (উচ্ছৃঙ্খল জনতা, উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি)। বহুব্রী। বি. উচ্ছৃঙ্খলতা উচ্ছৃঙ্খলা।

উচ্ছে——করলা (ভাজছে উচ্ছে বলছে পটল)।

উচ্ছেত্তা—(উদ্-ছিদ্+তৃচ্) উচ্ছেদকারী। **উচ্ছেদ**—উৎপাটন, বিনাশ। **উচ্ছেদক**—যে উচ্ছেদ করে, বিনাশকারী।

উচ্ছ্রিত—(উৎ—শ্রি+ক্ত) যাহা মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়াছে, উদ্গত। (উচ্ছ্রয়, উচ্ছ্রায়—বিস্তার; উচ্চতা; উৎকর্ষ)।

উচ্ছ্বসিত—স্ফীত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (উচ্ছ্বসিত বর্ণনা, উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ); উৎফুল্ল, উচ্ছলিত (তাঁহার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত)। বিণ।

উচ্ছ্বাস—দীর্ঘ নিশ্বাস; উৎক্ষেপ; outburst; আবেগ-প্রকাশ; ভাববিলাসিতা, sentimentalism (উচ্ছ্বাসভরা বর্ণনা)। বি।

উছল—(সং উচ্ছল) সাধারণত কাব্যে ব্যবহৃত হয়।

উছিলা—(আ. ৱসিলা) অছিলা; ছল, ছুতা।

উজ—(সং ঋজু; উজবক) সোজা; বোকা, বোকা ও অকর্মণ্য (একটা উজ কোথাকার—গ্রাম্য)।

উজবক, উজবুক—(তুর্কী—উজ্‌বক,উজবেগ) অশিক্ষিত, নিতান্ত আহাম্মক।

উজর, উজোর, উজল—উজ্জ্বল (কাব্যে ব্যবহৃত হয়)।

উজাগর—(সং উজ্জাগর) রাত্রি-জাগরণ, পূর্ণ জাগরণ।

উজাড়—[উৎখাত জড়] নিঃশেষিত (আমানি উজাড়ে—কঃ চঃ; উজাড় করা); বসতিহীন (উজাড় বাস্তু; দেশ উজাড় হল)। বিণ।

উজান—স্রোতের প্রতিকূল (যমুনা বহে উজান)। **উজানের মাছ**—বর্ষার জল পুকুরে বা বিলে ঢুকিলে যে সব মাছ সেই স্রোত উজাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। **উজান-ভাটি**—বিপরীত প্রবাহ ও স্বাভাবিক নিম্নাভিমুখী প্রবাহ। **উজানি**—ভাটির বিপরীত, উজাইয়া চলার ভাব, স্রোতের প্রতিকূলে। **উজানি বেলা, উজানি প্রহর**—পূর্বাহ্ণ, দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি

(প্রাদেশিক)। **উজানো**—স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া।

উজাল, উজিয়ার, উজিয়ারা—আলোকিত, উজ্জ্বল (কাব্যে ব্যবহৃত হয়)।

উজির,-জীর—(আঃ বযীর) মন্ত্রী। **উজীরি, উজীরালি, উজিরগিরি**—উজীরের কাজ। **উজীর-ই-আজম**—প্রধান মন্ত্রী। **রাজা-উজির**—প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ। **রাজা-উজীর মারা**—গালগল্পে নিজের বাহাদুরি দেখানো ; রাজা-উজীর-বিষয়ক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প করা।

উজু—ওজু দ্রঃ।

উজোড়—উজাড় দ্রঃ।

উজোর—উজাল দ্রঃ।

উজ্জয়িনী—প্রাচীন নগর বিশেষ, মালব দেশের অন্তর্গত অবন্তী।

উজ্জাপন—উদ্‌যাপন দ্রঃ।

উজ্জীবন—(উদ্—জীব্ + অনট) মূর্চ্ছার পর চেতনা-প্রাপ্তি, নবজীবন-সঞ্চার। বি। বিণ. **উজ্জীবিত**—নবচেতনা প্রাপ্ত, অনুপ্রাণিত (**পুনরুজ্জীবন**—প্রাচীন ভাবধারার নব তেজ ও স্ফূর্তি লাভ, revival)।

উজ্জুগ, উজ্জোগী—উদ্যোগ, উদ্যোগী, দ্রঃ।

উজ্জ্বল—(উদ্—জ্বল + অচ) দীপ্ত, আলোকিত, গৌরবান্বিত (উজ্জ্বল দিন ; উজ্জ্বল মেধা ; হাস্যোজ্জ্বল মুখ ; রূপে গৃহ উজ্জ্বল করা ; দেশের মুখ উজ্জ্বল করা)। বিণ। বি. উজ্জ্বলতা, ঔজ্জ্বল্য। উজ্জ্বলন—প্রজ্বলন, দীপ্তি। বি। বিণ. উজ্জ্বলিত।

উঞ্ছ—[উঞ্ছ্ (খুঁটিয়া লওয়া) + ঘঞ্] ধান কাটার পরে ক্ষেতে যে ধান পড়িয়া থাকে তাহা কুড়ানো। বি। **উঞ্ছবৃত্তি**—উঞ্ছের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা (ইহাই ব্রাহ্মণের সর্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি); ভিক্ষাবৃত্তি, হেয় জীবনোপায় ; উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা যে নিজের ভরণপোষণ করে, উঞ্ছোপজীবী। (শিল দ্রঃ)।

উট—উষ্ট্র, camel। স্ত্রী উটনী। **উটপাখী,-পক্ষী**—Ostrich, ইহার গলা উটের মত। **উটমুখো**—যে নীচের দিকে তাকাইয়া চলে না।

উটকা, উটকো—অপরিচিত, হঠাৎ আগত (উটকো লোক, উটকো খবর)।

উটকানো, উটকনো—খোঁজাখুঁজি (গ্রাম্য)

উটক্করা, উটক্কারা—অপরিচিত ; অনিশ্চিত ; নিরালম্ব (অমন উটক্কারা ব'স না—গ্রাম্য)।

উটজ—[উট (তৃণপত্রাদি)—জন্ + ড] মুনিদের পর্ণকুটীর : **উটজশিল্প**—কুটীর-শিল্প।

উঠতি, উটতি—যাহা উঠিতেছে, উন্নতিশীল, বিকাশশীল (উঠতি বয়স—নবযৌবন)। **উঠতির কাল**—নবযৌবন কাল, বিকাশের কাল, উন্নতির সময়। (বিপরীত—পড়তির কাল বা ভাটি)। **উঠতি-পড়তি**—বিক্রয়ে লাভ-লোকসান, বাজার উঠানামা।

উঠিতে বসিতে—সবসময়ে, সব অবস্থায় (উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত—রবি)।

উঠন, উঠান—অঙ্গন, আঙ্গিনা yard। উঠান দ্রঃ।

উঠ-বস—উঠা ও বসা, উঠা ও বসা এই শাস্তি (শিক্ষক মহাশয় রামকে কানে ধরাইয়া উঠবস করাইলেন)।

উঠবন্দী—রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত। **উটবন্দী-প্রজা**—যাহাদের জমিতে স্থায়ী স্বত্ব নাই, বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন জমি চাষ করে।

উঠসার—দাবাখেলায় কিস্তি বিশেষ, উঠকিস্তি।

উঠা, ওঠা—আসন ত্যাগ করা, শয্যা ত্যাগ করা, প্রকাশ পাওয়া, উপরে চড়া, উদ্গত হওয়া (সূর্য উঠা, গাছে উঠা, ঘাম উঠা, দাঁত উঠা) ; বিদ্রোহী হওয়া, বিরুদ্ধাচরণ করা (মাথা উঠানো) ; বমি হওয়া ; স্খলিত হওয়া (চুল উঠা), নষ্ট হওয়া, বিকৃত হওয়া (রং উঠা) ; শেষ হওয়া (দোকান পাট উঠা) ; রহিত হওয়া (দাসপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে, এবাড়ী হইতে তাহার অন্ন উঠিয়া গিয়াছে) ; স্থানান্তরিত হওয়া (বাস উঠানো) ; হিসাবে লেখা (হিসাবে উঠানো ; ইহা হইতে, 'উঠনা বা উঠনো শব্দের' অর্থাৎ যাহার নেওয়া জিনিষপত্রের দাম খাতায় উঠাইয়া রাখা হয় ও মাসান্তে অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ে আদায় হয়), রটনা (কানে উঠা), আমদানি (বাজারে উঠা)। **উঠানামা, উঠাপড়া**—উত্থান-পতন। **উঠে পড়ে লাগা**—কর্মে বিশেষ যত্নপরায়ণ হওয়া। **চোখ উঠা**—চক্ষুরোগ বিশেষ। **জাতে উঠা**—একঘরে দোষ কাটিয়া যাওয়া, সমাজে স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হওয়া। **নাম উঠা**—নাম কাটিয়া যাওয়া ; নাম ডাক হওয়া। **পাখ উঠা**—পাখীর ছানার পক্ষো-

দগাম হওয়া ; বাড়াবাড়ি করা, বাড়াবাড়ির ফলে ধ্বংসের নিকটবর্তী হওয়া (পিঁপড়ার পাখ ওঠা) । **পাট উঠা**—ব্যবসায় বা ধারা পরিবর্তিত করা। **মন উঠা**—সন্তুষ্ট হওয়া (বৌ দেখিয়া শাশুড়ীর মন উঠিল না । **মন হইতে উঠিয়া যাওয়া** —অপ্রীতিভাজন হওয়া। **রক্ত উঠা**—মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হওয়া। **রব উঠা**—রটনা হওয়া। **তাতিয়া উঠা**—উত্তপ্ত হওয়া, হঠাৎ রাগিয়া উঠা। **জমি উঠা**—জলমগ্ন জমি আবাদ হওয়া। **খরচ উঠা**—খরচের অনুরূপ আয় হওয়া।

উঠান—আঙ্গিনা। **উঠান বাঁধা**—উঠান উঁচু ও শক্ত করা। (খেদাই না তোর উঠান চষি—প্রকারান্তরে ক্ষতি সাধন)। বি।

উঠানো—উত্থিত করা ; উত্তোলন করা (কথা উঠানো, হাত উঠানো), প্রশ্রয় দেওয়া (মাথায় উঠানো) ; গাঁথিয়া তোলা (দেওয়াল উঠানো) ; উৎপাটন করা (আগাছা উঠানো) : বর্ধিত করা (বাচ্চা উঠানো) ; রহিত করা (দোকান উঠানো)। ক্রি।

উড়তি—উড্ডীয়মান। **উড়তিখবর**—লোকের মুখে মুখে শুনা খবর।

উড়নচড়ে, উড়নচণ্ডী—অপব্যয়ী, লক্ষ্মীছাড়া।

উড়নি,-নী, উড়ানি, উড়ুনি—চাদর, উত্তরীয়, ওড়না।

উড়ুষ, উরুস, উলুস—ছারপোকা।

উড়ন্ত—যাহা উড়িতেছে (উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক)।

উড়া, ওড়া—শূন্যে উঠা ; বিতাড়িত পর্যুদস্ত বা বিধ্বস্ত হওয়া (বাতাসে মেঘ উড়ে যাওয়া ; মুগের চোটে সব উড়ে যায় ; তোপের মুখে উড়ে যাওয়া) ; অগ্রাহ্য বা তাচ্ছিল্য করা (তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল), সহসা সরাইয়া দেওয়া বা অপহৃত হওয়া (বাজিকর ফুলটি উড়াইয়া দিল ; এইমাত্র ত রেখেছি উড়ে গেল নাকি) ; অপব্যয় করা (টাকা উড়ানো), প্রচুর পরিমাণে পাওয়া বা খাওয়ান (দু'জনে এক হাঁড়ি ভাত উড়িয়ে দিলে ; আজকের ভোজে লুচি সন্দেশ খুব উড়বে)। **উড়াতাড়া বা উড়োতাড়া করা**—ব্যতিব্যস্ত করা (নতুন চাকর উড়োতাড়া করলে পালিয়ে যাবে)। **উড়িয়া অসিয়া জুড়িয়া বসা**—অনাহূত ব্যক্তির প্রাধান্য লাভ।

উড়ি, উড়ী—বন্যধান বিশেষ।

উড়িয়া, ওড়িয়া—উড়িষ্যাবাসী।

উড়িষ্যা- উৎকলপ্রদেশ।

উড়ু-উড়ু, উদ্বেগপূর্ণ, স্থিরতালাভে অক্ষম (মন উড়ু উড়ু)।

উড়ুক্কু—পাখাওয়ালা, উড়িতে সক্ষম। **উড়ুক্কুমৎস্য**—Flying fish, পক্ষযুক্ত সামুদ্রিক মৎস্য।

উড়ুপ, উড়ূপ—[উড়ু (জল)—পা (রক্ষা করা) + ড] ভেলা, ডোঙ্গা। বি। বিণ ঔড়ুপিক—ভেলা সম্বন্ধীয়, যে নদী ভেলায় পারহওয়া যায়, ছোটনদী।

উড়ুপথ—আকাশ।

উড়ুম্বর, উডুম্বর—(সং) যজ্ঞডুমুর। বি। বিণ ঔড়ুম্বর।

উড়োনচণ্ডী—উড়নচণ্ডী দ্রঃ।

উড়ো—যাহা উড়িয়া বেড়ায় (উড়ো জাহাজ) ; বাসাছাড়া (উড়ো পাখী ফিরবে কি তার নীড়ে—করুণানিধান) ; ভিত্তিহীন, যুক্তিতর্কহীন, (উড়োখবর ; উড়োতর্ক)। উড়োখৈ গোবিন্দায় নমঃ—বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে যে খৈ তাহা দেবতাকে নিবেদন করা ; বাধ্য হইয়া সৎকার্যে মত করা।

উড্ডয়ন—(উৎ—ডী—আকাশে গমন করা + অনট্) আকাশে উঠা, উড়া। বি।

উড্ডীন—আকাশগামী। উড্ডীয়মান—উড়ন্ত। বিণ।

উতরানো, ওতরানো—নামা ; সম্পন্ন হওয়া (ছবিটি ভাল উতরেছে), সফল হওয়া (পরীক্ষায় উতরাতে পারেনি)।

উতরোল—অশান্ত, অস্থির (আজি উতরোল উত্তরবায়ে উতলা হ'য়েছে তটিনী—রবি)। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

উতল, উতলা—ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত ; আনন্দ-বিহ্বল (উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে —রবি)।

উৎকট—(উৎ + কটচ্) উগ্র, অসহনীয়, অত্যন্ত প্রবল, বিকট (উৎকট ঘৃণা ; উৎকট গুমট, উৎকট লোভ, উৎকট গন্ধ)। বিণ। বি উৎকটতা, ঔৎকট্য।

উৎকণ্ঠ—উদগ্রীব। **উৎকণ্ঠা**—[উৎ—কণ্ঠ্ (চিন্তা করা) + অ] উদ্বেগ, দুর্ভাবনা। বি। বিণ উৎকণ্ঠিত—উদ্বিগ্ন ; উৎসুক। (ঔৎকণ্ঠ্য)।

উৎকর্ণ—শুনিবার জন্য আগ্রহশীল, কান খাড়া করিয়া (সকলে উৎকর্ণ হইয়া সেই বিবরণ শুনিলেন)।

উৎকর্ষ—(উৎ—কৃষ্+অল্) বিকাশ, উন্নতি, শ্রেষ্ঠতা (গুণের উৎকর্ষসাধন; বীজের উৎকর্ষ-সাধন; উৎকর্ষ—অবকর্ষ)। বি। **চিত্তোৎকর্ষ**—ব্যক্তিগত বা জাতীয় চিত্তের উন্নতিসাধন, culture। বিণ উৎকৃষ্ট। **উৎকর্ষণ**—উপরের দিকে টানিয়া উঠানো (বসন উৎকর্ষণ)।

উৎকল—উড়িষ্যা।

উৎকীর্ণ—(উৎ—কৃ+ক্ত) ক্ষোদিত (উৎকীর্ণ শিলালিপি); ছিদ্রিত (বজ্রসমুৎকীর্ণ)। **উৎকিরণ**—খোদাই।

উৎকীর্তন—উচ্চ প্রশংসা, ঘোষণা। বি। বিণ উৎকীর্তিত।

উৎকুণ—উকুণ।

উৎকূলিত—তীরে উৎক্ষিপ্ত।

উৎকৃষ্ট—উত্তম, শ্রেষ্ঠ। বি উৎকৃষ্টতা।

উৎকোচ—(উৎ—কুচ্—সঙ্কুচিত হওয়া+ঘঞ্) ঘুষ। বি।

উৎকোচক—ঘুষদাতা। **উৎকোচগ্রাহী**—ঘুসখোর।

উৎক্রম—(উৎ—ক্রম্+ঘঞ্) ক্রমভঙ্গ, ব্যতিক্রম। বি। **উৎক্রমণ**—ঊর্ধ্বগমন, জীবাত্মার দেহত্যাগ।

উৎক্রান্ত—অতিক্রান্ত; উল্লঙ্ঘিত, উদ্গত। বি **উৎক্রান্তি**—উদ্গমন; অপসরণ; মৃত্যু; আরোহ। **উৎক্রান্তিবাদ**—আরোহনীতি, ক্রমোৎকর্ষ-তত্ত্ব।

উৎক্ষিপ্ত—ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত, উৎপাটিত, অভিভূত। **উৎক্ষেপ**—ঊর্ধ্বে ক্ষেপণ বা চালন। **উৎক্ষেপক**—উত্তোলনকারী; যে ছোটখাট জিনিস চুরি করে; ছিঁচকে চোর।

উৎখাত—(উৎ—খন্+ক্ত) সমূলে উৎপাটিত, অবদারিত।

উৎখাতকেলি—বৃষ হস্তী প্রভৃতির শিং অথবা দাঁত দিয়া মাটি খোঁড়ারূপ খেলা, বপ্রক্রীড়া।

উত্তংস—শিরোভূষণ, কর্ণভূষণ।

উত্তট—উচ্ছলিত, তটপ্লাবী। প্রাদি।

উত্তপ্ত—অতিতপ্ত; তাপে দ্রবীভূত; ক্রুদ্ধ। বিণ। বি উত্তাপ।

ম—উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, উপাদেয়; গ্রাহ্য (উত্তম, তা হলে নিজের পথ দেখ); ধ্রুবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। **উত্তমপদ**—সম্মানিত পদ।

পুরুষ—first person, আমি, আমরা ইত্যাদি সর্বনাম। **উত্তম মধ্যম**—নরমগরম, অল্পাধিক প্রহার। **উত্তম সাহস**—সাহস দ্রঃ।

উত্তমর্ণ—ঋণদাতা, মহাজন, (তুলনীয় অধমর্ণ)।

উত্তমাঙ্গ—মস্তক, দেহের ঊর্ধ্বাংশ; bust।

উত্তমাশা—আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণপ্রান্তে স্থিত অন্তরীপ বিশেষ, the Cape of Good Hope.

উত্তমোত্তম—উত্তম হইতে উত্তম, পরমোৎকৃষ্ট।

উত্তর—(উৎ—তৃ+অল্) জবাব, প্রতিবাক্য, সিদ্ধান্ত (প্রশ্নের উত্তর); প্রতিকার, প্রতিফল (যত লাঞ্ছনা করেছ এতদিনে তার উত্তর পাচ্ছ), অঙ্কের ফল; অসাধারণ (লোকোত্তর); অব্যবহিত পরে, পরবর্তী (উত্তরকাল, উত্তররামচরিত); গ্রন্থের শেষভাগ (উত্তর কাণ্ড)। বি। **উত্তর করা**—জবাব দেওয়া; চোপা করা। **উত্তর দেওয়া**—জবাব দেওয়া, সাড়া দেওয়া। **উত্তরকাল**—ভবিষ্যৎকাল। **উত্তরক্রিয়া**—মৃতের শ্রাদ্ধাদি।

উত্তরঙ্গ—তরঙ্গসঙ্কুল। **উত্তরচ্ছদ**—বিছানার চাদর। **উত্তরণ**—উল্লঙ্ঘন (সংসার-সমুদ্র উত্তরণ)। **উত্তরণ-স্থান**—পৌঁছিবার স্থান। **উত্তরপক্ষ**—সিদ্ধান্তপক্ষ, সমাধান। **উত্তর-পদ**—সমাসের শেষ পদ। **উত্তরপাদ**—চতুষ্পদ ব্যবহারের দ্বিতীয় পাদ (পাদ দ্রঃ)। **উত্তর পুরুষ**—বংশের পরবর্তী পুরুষেরা, (ব্যাকরণে) প্রথম পুরুষ। **উত্তর-প্রত্যুত্তর** বাদ-প্রতিবাদ, উকিলদের সওয়াল-জবাব। **উত্তরবাসঃ**—উত্তরীয়, ওড়না। **উত্তরভারতী**—প্রতিবচন। **উত্তর-মীমাংসা**—বেদান্তদর্শন। **উত্তর-সাধক**—সাধনায় সাহায্যকারী; সাধনার উত্তরাধিকারী; যে শবসাধকের পশ্চাতে থাকিয়া সাহসাদি দেয়।

উত্তর—উত্তরদিক, north [**উত্তরপশ্চিম**—বায়ুকোণস্থিত। **উত্তরপূর্ব**—ঈশানকোণস্থিত]; বিরাট-রাজ-তনয় (উত্তরা—বিরাটরাজ-তনয়া)। **উত্তরাখণ্ড**—হিমালয়পর্বতের গাড়ওয়ালপ্রদেশ।

উত্তরাধিকার—পূর্বপুরুষগণের ধনসম্পত্তিতে পরবর্তী পুরুষগণের অধিকার। বি। বিণ, উত্তরাধিকারী; স্ত্রী উত্তরাধিকারিণী।

উত্তরাপথ—আর্যাবর্ত। (বিপরীত, দক্ষিণা-পথ)।

উত্তরাভাস—উত্তরের আভাসমাত্র, অপ্রকৃত উত্তর।

উত্তরায়ণ—সূর্যের বিষুবরেখার উত্তর দিকে গমনকাল, মাঘ হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত।

উত্তরার্ধ—উৎকৃষ্ট অর্ধ, দেহের উপরের অংশ।

উত্তরাশা—উত্তর দিক।

উত্তরাস্য—উত্তরের দিকে মুখ করিয়া। (বহুব্রী)।

উত্তরি—উপনীত হইয়া (কাব্যে)।

উত্তরী—উপবীতের ন্যায় ধৃত বস্ত্র, চাদর, ওড়না।

উত্তরীয়—চাদর, ওড়না।

উত্তরোত্তর—উত্তরের উত্তর ; ক্রমশঃ (উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল)।

উত্তান—(উৎ—তন্+ঘঞ্) চিৎ। বি। **উত্তানশয়, উত্তানশায়ী**—যে চিৎ হইয়া শয়ন করে। স্ত্রী উত্তানশায়িনী।

উত্তানপাদ—ধ্রুবের পিতা।

উত্তাপ—(উৎ-তপ্+ঘঞ্) উষ্ণতা, heat ; মনস্তাপ। বিণ উত্তাপিত, উত্তপ্ত।

উত্তাল—তালপ্রমাণ, উত্তুঙ্গ (উত্তাল তরঙ্গ)।

উত্তিষ্ঠমান—যে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ; উন্নতি-শীল ; উদ্যমশীল।

উত্তীর্ণ—যে পার হইয়াছে (দুঃখসাগরোত্তীর্ণ) ; কৃতকার্য (পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া) ; নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত (সঙ্কটোত্তীর্ণ)।

[illegible]—অতি উচ্চ (উত্তুঙ্গ পর্বতমালা)।

উত্তুরে—উত্তর দিকের। **উত্তুরে হাওয়া**—উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত শীতের হাওয়া, অবাঞ্ছিত হাওয়া।

উত্তুষ—(যাহার তুষ নাই) খই।

উত্তেজক—যাহা উত্তেজনার সঞ্চার করে, উদ্দীপক, তেজাল দ্রব্য, এসিড acid ; দেহযন্ত্রের ক্রিয়া উত্তেজিত করে এরূপ ঔষধ, stimulant। **উত্তেজক কারণ**—(রোগের) বৃদ্ধির মুখ্য কারণ।

উত্তেজন, উত্তেজনা—উদ্দীপন, উৎসাহদান, ক্রোধাদি বা বিক্ষোভ (উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে) ; ঘর্ষণের দ্বারা অস্ত্রের ধার বৃদ্ধি। বিণ উত্তেজিত।

উত্তোরণ—উচ্চ তোরণ ; উচ্চতোরণবিশিষ্ট নগর।

উত্তোলন—(উৎ-তোলি+অনট্) তোলা, উপরে উঠানো (ভারোত্তোলন)। বি। বিণ, উত্তোলিত।

উত্ত্যক্ত—বিরক্ত, ব্যতিব্যস্ত।

উত্ত্রাস—অতিশয় ত্রাস ; মহাশঙ্কা। বিণ, উত্ত্রস্ত।

উত্থ—উদ্গত, উদ্ভূত (সাগরোত্থ)।

উত্থান—উঠা, আসনত্যাগ ; শয্যাত্যাগ ; অভ্যুদয় (জাতির উত্থান), পুনর্জীবন, (পুনরুত্থান—মৃতের পুনর্জীবন লাভ, resurrection) ; বিদ্রোহ, রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। **উত্থানপতন**—উন্নতি-অবনতি। **উত্থানশক্তিরহিত**—যাহার উঠিবার পর্যন্ত সামর্থ্য নাই। বিণ, উত্থিত।

উত্থাপক—প্রস্তাবক। **উত্থাপন**—উঠানো, প্রস্তাবনা **উত্থাপনীয়, উত্থাপ্য**—উত্থাপনের যোগ্য। **উত্থাপন করা**—উপস্থিত করা, অবতারণা করা।

উত্থিত—(উৎ—স্থা+ক্ত) দণ্ডায়মান, উদ্গত, উৎপন্ন (কণ্ঠোত্থিত) ; পুনর্জীবিত, প্রবুদ্ধ, বিপক্ষে দণ্ডায়মান। বিণ। বি, উত্থিতি, উত্থান।

উৎপতন—উড়িয়া আসিয়া পড়া, উর্ধ্বগমন। **উৎপতনশীল**—উড়ন্ত। **উৎপতিত**—উড্ডীন, উৎক্ষিপ্ত।

উৎপত্তি—(উৎ-পদ্+ক্তি), উদ্ভব (গঙ্গার উৎপত্তি-ক্ষেত্র) ; আবির্ভাব (জ্ঞানোৎপত্তি) ; উদ্গম (কুসুমোৎপত্তি)। **উৎপত্তি-মূল**—আদি কারণ। **উৎপত্তিস্থল**—নিদান। বিণ উৎপন্ন।

উৎপত্তিক্রম—উৎপত্তিসম্বন্ধীয় ক্রম।

উৎপথ—কুপথ, অশাস্ত্রীয় পথ। **উৎপথ-গামী**—উন্মার্গগামী। **উৎপথাশ্রয়**—অসৎ-পথ অবলম্বন।

উৎপদ্যমান—যাহা উৎপন্ন হইতেছে, জায়মান। বিণ।

উৎপন্ন—প্রস্তুত ; জাত (উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ)। **উৎপন্ন করা**—জন্মানো (ফসল উৎপন্ন করা)। **উৎপন্নবুদ্ধি**—(উপস্থিত বুদ্ধি, উৎপন্নমতি, presence of mind।

উৎপল—পদ্ম (নীলোৎপল)। **উৎপলাক্ষ**—যাহার চক্ষু পদ্মের পাপড়ির ন্যায়।

উৎপাটক—যে উৎপাটিত করে। **উৎপাটন**—উন্মূলন। **উৎপাটনীয়**—উৎপাটনের যোগ্য। **উৎপাটিত**—উন্মূলিত।

উৎপাত—(উর্ধ্ব হইতে পতিত) দৈবনিগ্রহ, (ভূমিকম্প, উল্কাপাত, অগ্ন্যুৎপাত, ইত্যাদি) ;

উপদ্রব (মশকের উৎপাত, শূকরের উৎপাত, ছেলেদের উৎপাত—তাহা হইতে 'উৎপেতে')। **উৎপাত-কেতু**—উৎপাতজনক চিহ্ন।

উৎপাদক—উৎপাদনকারী, জনক, কারণ। বি। স্ত্রী উৎপাদিকা।

উৎপাদন—জন্মানো, জনন (শস্যোৎপাদন, পুত্রোৎপাদন); নির্মাণ (উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে)। **উৎপাদনীয়, উৎপাদ্য**—উৎপাদন যোগ্য। বিণ। **উৎপাদয়িতা**—উৎপাদক। । স্ত্রী উৎপাদয়িত্রী। **উৎপাদী উৎপাদিনী**—উৎপাদনক্ষম (ভূমি)। বিণ উৎপাদিত। **উৎপাদ্যমান**—যাহার উৎপাদন হইতেছে।

উৎপাদশয়ন—যারা ঊর্ধ্বদিকে পা রাখিয়া নিদ্রা যায়: তিতির পাখী।

উৎপিঞ্জর—পিঞ্জর হইতে মুক্ত; উচ্ছৃঙ্খল।

উৎপিপাসু—উদ্‌গ্রাব, উৎকণ্ঠিত।

উৎপিষ্ট—মর্দিত, চূর্ণিত।

উৎপীড়ক—পীড়নকারী, অত্যাচারী।

উৎপীড়ন—অত্যাচার; উপদ্রব; ক্লেশদান। বিণ উৎপীড়িত—অত্যাচারিত, ক্লিষ্ট (অন্তরে উৎপীড়িত)।

উৎপুচ্ছ—ঊর্ধ্বপুচ্ছ (উৎপুচ্ছ হইয়া দৌড়াইতেছে)। বিণ।

উৎপ্রেক্ষা—অর্থালঙ্কার বিঃ, প্রকৃত বস্তুর সহিত অপ্রকৃত বস্তুর সম্পর্কের কল্পনা (করধৃত শুকতারা শুভ্র উষাসম কে তুমি উদিলে আসি—রবি)।

উৎপ্লব—উল্লম্ফন; ভাসিয়া থাকা। **উৎপ্লবা**—নৌকা, ভেলা।

উৎফাল—লম্ফ।

উৎফুল্ল (উৎ-ফুল্ল+ক্ত) বিকশিত, প্রস্ফুটিত; হৃষ্ট, উল্লসিত। বিণ।

উৎরনো, উৎরানো—(সং উত্তরণ) আসিয়া পৌঁছা, সম্পন্ন হওয়া (কাজটি ভালয় ভালয় উৎরেছে, ছবিটি উৎরেছে ভাল); বাধা-বিঘ্ন কাটাইয়া সফল হওয়া (অনেক বিঘ্নের ভিতর দিয়ে কাজটি উৎরেছে)।

উৎরাই, উতরাই—পাহাড়ে অবরোহণের পথ; ঢাল (বিপঃ চড়াই)। (চড়াই-উৎরাই)।

উৎলনো, উৎলানো—উথলানো, স্ফীত হওয়া, উথলিয়া উঠা (দুধ উৎলায়; মন উৎলিয়ে ওঠে—নানা কথা মনে পড়ায় বিহ্বল হয়)।

উৎস—[উন্দ্‌ (আর্দ্র হওয়া)+স] ফোয়ারা, ঝর্ণা, যে কেন্দ্র হইতে কোন কিছু অফুরন্তধারায় নির্গত হয় (জ্ঞানের উৎস, ভালবাসার উৎস; বক্ষ আমার এমন করে বিদীর্ণ যে করো উৎস যদি না বাহিরায় হবে কেমন তরো—রবি)। বি।

উৎসঙ্গ—[উৎ-সন্‌জ্‌ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্‌] ক্রোড়, পর্বতের সানুদেশ, পর্বতের উপরিভাগ, অধিত্যকা; আলিঙ্গন, আসক্তি।

উৎসঙ্গিত—অঙ্কগত, সম্পৃক্ত, সংযুক্ত। বিণ।

উৎসন্ন—(উৎ-সদ্‌+ক্ত) বিনষ্ট, বিধ্বস্ত। বিণ। **উৎসন্ন যাওয়া**—বিনষ্ট হওয়া, চরিত্র সৌভাগ্য ইত্যাদি নষ্ট হওয়া।

উৎসব—(উৎ—সূ+অ—যাহা সুখ প্রসব করে) আনন্দজনক ব্যাপার; পারিবারিক বা সামাজিক আনন্দ-অনুষ্ঠান (বিবাহ-উৎসব, দুর্গোৎসব, ঈদোৎসব)। **উৎসব-কৌতুক**—আমোদ-আহ্লাদ; **উৎসব-সঙ্কেত**—[উৎসবের জন্য (রতির জন্য) যাহাদের সঙ্কেত—বহুব্রী] হিমালয়ের পার্বত্য জাতি বিশেষ, ইহাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা নাই।

উৎসর্গ—(উৎ-সৃজ্‌+ঘঞ্‌) দেবাদির উদ্দেশে দান বা নিবেদন। বি। **উৎসর্গ-পত্র**—প্রিয় বা পূজনীয়ের উদ্দেশে গ্রন্থ-নিবেদন-লিপি, dedication। বিণ উৎসৃষ্ট।

উৎসর্জন—ত্যাগ, উৎসর্গ (শতলক্ষ ধিক্কার-লাঞ্ছনা উৎসর্জন করি—রবি)। **উৎসর্জক**—যে উৎসর্জন বা উৎসর্গ করে।

উৎসর্পী—ঊর্ধ্বগামী, ঊর্ধ্বপ্রসারী; প্রবর্ধমান।

উৎসাদ—(উৎ—সদ্‌+ঘঞ্‌) নাশ, উচ্ছেদ। বি। **উৎসাদক**—বিনাশকারী। **উৎসাদন**—উন্মূলন, নাশকরা; তৈলাদি মর্দনের দ্বারা গাত্রের শোভা বর্ধন; ক্ষতের দূষিত অংশ চাঁচিয়া ফেলা। **উৎসাদনীয়**—উন্মূলনীয়। **উৎসাদিত**—বিনাশিত; পরিষ্কৃত।

উৎসারক—(উৎ—সারি+ণক) অপসারক, অপনোদক, চালক; স্থানান্তরকারী। **উৎসারণ**—অপসারণ, দূরীকরণ, চালন। **উৎসারণীয়**—দূরীকরণযোগ্য।

উৎসারিত—অপসারিত, চালিত, উৎক্ষিপ্ত (সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল—রবি)।

উৎসাহ—উদ্যম, উদ্দীপনা, প্রযত্ন, আগ্রহ (সাহিত্য-চর্চায় তাঁর খুব উৎসাহ); অধ্যবসায়; কর্মে সহর্ষ প্রবৃত্তি; (অলঙ্কারে) বীররসের স্থায়িভাব। **উৎসাহক**—উদ্যোগী, উৎসাহদাতা। **উৎসাহন**—উৎসাহবর্ধন। **উৎসাহভঙ্গ**—নিরুৎসাহ; উৎসাহনাশ। **উৎসাহশীল**—উৎসাহী। **উৎসাহিত**—উৎসাহপ্রাপ্ত, উদ্দীপিত।

উৎসাহী—উৎসাহযুক্ত, আগ্রহশীল। স্ত্রী উৎসাহিনী।

উৎসিক্ত—(উৎ—সিচ + ক্ত) আর্দ্রীকৃত, যাহার উপরে জলসিঞ্চন করা হইয়াছে, besprinkled; গর্বিত, উদ্ধত। বিণ।

উৎসুক—(উৎ—সু + ক) আগ্রহান্বিত, উন্মনা, ব্যগ্র। বি ঔৎসুক্য।

উৎসূত্র—গ্রন্থনসূত্রবিহীন (উৎসূত্র মণিরাশি); নিয়মবহির্ভূত; পাণিনিসূত্রবিরুদ্ধ; নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। প্রাদি।

উৎসৃষ্ট—ত্যক্ত, দেবোদ্দেশে নিবেদিত।

উৎসৃষ্টার্থ—যে ধন দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

উৎসেক—উপরে জলসিঞ্চন করা; পরিপ্লাবন, আধিক্য (দর্পোৎসেক); গর্ব।

উৎসেচন—জল দিয়া ভিজানো; উদ্দীপন; উৎসেচন-ক্রিয়া, fermentation, গাজিয়া উঠা।

উৎসেধ [উৎ-সিধ্ (গমন করা) + অল্] উচ্চতা, altitude; গৌরব। বি। **উৎসেধজীবী**—যে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবন ধারণ করে।

উথলনো, উথলানো—(উৎলনো দ্রঃ) উথলিত হওয়া (দুধ উথলানো)। **উথলাইয়া উঠা**—সৌভাগ্যে সম্পদে ফাঁপিয়া উঠা। **উথলিত**—উদ্বেলিত উচ্ছলিত।

উদ্, উৎ—উপসর্গ; সাধারণত এই সব অর্থ প্রকাশ করে: প্রকাশ (উৎপুচ্ছ, উদ্ঘোষণ); ঊর্ধ্ব (উৎকণ্ঠ, উৎপাটন); বহির্ভূত (উৎসূত্র, উদ্বাস্তু), আধিক্য (উৎকম্প, উৎফুল্ল) অকস্মাৎ (উৎপাত)।

উদ—(সং উদ্র) জলবিড়াল বিশেষ; ভোঁদড়, otter।

উদক—জল। **উদকদান**—তর্পণ। **উদকদাতা**—তর্পণকারক। **উদকশান্তি**—জলপড়ার দ্বারা ব্যাধি-শান্তি। **উদকুম্ভ**—জলের কলস।

উদক্—উত্তর দিক, উত্তরকাল। **উদঙ্মুখ**—উত্তরমুখ।

উদগ্র—তীক্ষ্ণ, তীব্র, উচ্চ, প্রচণ্ড (উদগ্র তাপ); উন্নত, মহৎ। বিণ (বহুব্রী)।

উদজ—জলজ, পদ্ম।

উদজান - hydrogen—বাং লিপ্যন্তর।

উদড়ানো—অনাবৃত করা, খুলিয়া ফেলা (ঘরের চাল উদড়ে ছাওয়া)।

উদধি—(জল ধারণ করে যে) জলধি, সমুদ্র। **উদধিমল**—সমুদ্রফেনা। **উদধিমেখলা**—সমুদ্রবেষ্টিত ধরণী। **উদধিসুতা**—লক্ষ্মী।

উদপাত্র—জলপাত্র, কলসাদি। **উদবাস**—জলচর, মৎস্যাদি।

উদম, উদাম—(সং উদ্দাম) বন্ধনমুক্ত, উলঙ্গ, নগ্ন, অনাবৃত।

উদমো—অপরিণতবয়স্ক (উদমো রাঁড়ী—বালবিধবা); বন্ধনমুক্ত স্বচ্ছন্দবিহারী (উদমো ষাঁড়)।

উদয়—[উৎ— ই (গমন করা) + অ] উদয়গিরি, যেখান হইতে সূর্য উদিত হয়; প্রকাশ; উত্থান; আবির্ভাব, সঞ্চার (সৌভাগ্যের উদয়, ক্রোধের উদয়); লাভ (ফলোদয়); সমুন্নতি (মহোদয়); আবির্ভাব (ব্যঙ্গে—সাহিত্যগগনে এই নবতারকার উদয় স্মরণীয় বটে)। বি। **উদয়কাল**—আবির্ভাবকাল। **উদয়গিরি,-অচল,-পর্বত**—সূর্যের উদয়-পর্বত।

উদয়ন—অবন্তীর বিখ্যাত রাজা (উদয়ন-বাসবদত্তা)।

উদয়নালা—স্থানবিশেষ, এখানকার যুদ্ধে নবাব-মীরকাসিম ইংরাজদিগের হস্তে পরাজিত হন।

উদয়াস্ত—সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত; সারাদিন (উদয়াস্ত পরিশ্রম)।

উদয়োন্মুখ—প্রকাশোন্মুখ।

উদর—[উদ্—ঋ (গমন করা) + অল্] পেট (উদরের চিন্তা—খাদ্যসংগ্রহের চিন্তা); গর্ভ (উদরে ধারণ—গর্ভে ধারণ)। **উদরপর, উদরপরায়ণ**—ঔদরিক, উদরপূরণ যাহার প্রধান কাজ। **উদরপিশাচ**—যথেচ্ছভোজী, খাদ্যাখাদ্যবিচারহীন। **উদরভঙ্গ**—পেটনামা।

উদরম্ভরি, উদরসর্বস্ব—উদরপরায়ণ। **উদরসাৎ**—গ্রাস **উদরাধ্মান**—পেটফাঁপা। **উদরান্ন**—পেটের ভাত (উদরান্নের সংগ্রহে জীবন অতিবাহিত হইল)। **উদরাবর্ত**—নাভিকূপ, নাভি। **উদরাময়**—অতিসার, diarrhoea। **উদরিণী**—গর্ভিণী। **উদরী**—রোগবিশেষ, dropsy।

উদলা—অনাবৃত (খাবার উদলা রাখা); খোলা (উদলা মাথা—ঘোমটাহীন)। (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

উদাত্ত—(উৎ-আ-দা+ক্ত) উচ্চস্বর, সঙ্গীতের উচ্চগ্রাম (সে পূর্ণ উদাত্তধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্রসম—রবি); উচ্চ, বিপুল (উদাত্ত মহিমা); মহদ্‌গুণসম্পন্ন (ধীরোদাত্তপ্রতাপবান্); অর্থালঙ্কার-বিশেষ।

উদান—কণ্ঠস্থিত বায়ু, প্রাণ-অপানাদি শরীরের পঞ্চবায়ুর অন্যতম।

উদাম, উদোম—(প্রাদেশিক) অনাবৃত; আবাধা (উদাম কেশ; খাবার জিনিষ উদাম পড়িয়া আছে); ছাড়া পাওয়া, স্বেচ্ছাচারী।

উদায়ুধ—শত্রুবিনাশে ধৃতাস্ত্র, সশস্ত্র।

উদার—(উৎ—আ-ঋ+অ) উন্মুক্ত (উদার সিন্ধু, উদার আকাশ); উচ্চ, ব্যাপক (জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ-গান বাজে—রবি) মহান, অসামান্য (তিমির-বিদার-উদার-অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়—রবি); অকপট, সদয় (উদারহৃদয়); সংকীর্ণতাশূন্য (উদার দৃষ্টি); উৎকৃষ্ট, সুন্দর ('দেহি পদপল্লবমুদারম্'); (অলঙ্কারে) রচনার গুণবিশেষ। **উদারদর্শন**—সৌম্যদর্শন; পুণ্যদর্শন। **উদারচরিত**—মহৎস্বভাব যার, বিণ, বহুব্রী। **উদারচিত্ত, উদারচেতা**—অকপট ও মহৎ। **উদারতন্ত্রী**—উদারনীতি-অবলম্বী। **উদারতা**—অকপটতা, দানশীলতা, অসংকীর্ণতা।

উদারা—সঙ্গীতের তিন সপ্তকের নিম্নতম সপ্তক (উদারা, মুদারা, তারা)।

উদাস—[উৎ—আস্ (উপবেশন করা) + অচ্] আসক্তিহীন, সংসারে বীতস্পৃহ (হে বৈরাগী, কর শান্তিপাঠ…উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে—রবি); চতুর্দিকে কি ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে উদাসীন; অনিশ্চিতের আকর্ষণে আকৃষ্ট (হরিণ যে কার উদাসকরা বাণী, হঠাৎ কখন শুনতে পেলে আমরা কি তা জানি—রবি); এলোমেলো, দিক্‌দেশহীন (নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন—রবি); বিষাদময়, নৈরাশ্যময়; অনুরাগশূন্য, indifferent (কর্তার উদাস ভাব, সংসার কি ভাবে চলবে সে-ভাবনা গিন্নীর); উদ্দেশ্যহীন, vacant (উদাস দৃষ্টি)।

উদাসী—উদাসীন, গৃহের মায়া বর্জিত (আমি উন্মনা হে, হে সুদূর, আমি উদাসী—রবি); অজানার উদ্দেশ্যে সমর্পিতচিত্ত (ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি এ প্রাণ তোমার দেহে হ'য়েছে উদাসী —রবি); অনুরাগহীন, শূন্যহৃদয়, indifferent; অন্যমনস্ক (শুনিয়া উদাসী, বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে—রবি); উদাসীন, সন্ন্যাসী (উদাসী সম্প্রদায়)। স্ত্রী—উদাসিনী।

উদাসীন—(বিষয়বাসনার ঊর্ধ্বে অবস্থিত) ভাবনা-চিন্তা-বিরহিত, indifferent, নিরপেক্ষ (তিনি এ বিষয়ে উদাসীন); সংসারবিরাগী (উদাসীন সন্ন্যাসী); ধনমান সম্বন্ধে অনাসক্ত, ভাবের প্রভাবাধীন (ক্ষ্যাপার মতন আছি চিরদিন উদাসীন আনমনা—রবি)। [উদাস, উদাসী, উদাসীন অনেক ক্ষেত্রে তুল্যার্থক; তবে উদাস উদাসী সাধারণত উন্মনা অর্থে ব্যবহৃত হয়, উদাসীন ব্যবহৃত হয় আগ্রহহীন indifferent এই অর্থে]। বিণ। বি ঔদাসীন্য।

উদাহরণ—(উৎ—আ—হৃ+অনট্) দৃষ্টান্ত (ভাবে সপ্তমীর উদাহরণ; অবিচারের উদাহরণ; বদান্যতার উদাহরণ)। বি। **উদাহৃত**—উদাহরণ স্বরূপ উক্ত, উপস্থাপিত। বিণ।

উদিত—(উৎ—ই+ক্ত) প্রকাশিত, উত্থিত, আবির্ভূত। বিণ।

উদীচী—(উদচ্+ঈপ্) উত্তর দিক। **উদীচ্য**—উত্তর দিক বা দেশ সম্বন্ধীয়। বিণ।

উদীয়মান—(উৎ-ই+শানচ্) যাহা উদিত হইতেছে, rising (উদীয়মান কবি)। বিণ।

উদীরণ—[উদ্—ঈর্ (গমন করা)+অনট্] উচ্চারণ, কীর্তন। উদীরিত—কীর্তিত।

উডুম্বর—উড়ুম্বর দ্রঃ।

[উদূখ]ল—(সং) ধান ভানিবার চওড়ামুখ কাষ্ঠপাত্র বিশেষ, মুষলের সাহায্যে ইহার মধ্যে ধান ভানা হয়।

উদো—নির্বোধ।

উদ্গত—উদ্ভূত, উত্থিত, প্রকাশিত। বিণ।

বি **উদ্গম**—প্রকাশ, উত্থান, উৎপত্তি (কুসুমোদ্গম), উদ্গতি।

উদ্গাতা—যিনি সামবেদ গান করেন, উচ্চকণ্ঠে গানকারী, ঘোষক (মুক্তিমন্ত্রের মহা-উদ্গাতা)।

উদ্গার—(উৎ—গৃ+ঘঞ্) ঢেকুর, বমন; নিঃশেষে প্রকাশ, বর্ণন (বিষোদ্গার, দোষোদ্গার)।

উদ্গীত—(উৎ—গৈ+ক্ত) ঘোষিত, প্রতিধ্বনিত। বি, উদ্গীতি। **উদ্গীথ**—সামবেদগান।

উদ্গিরণ, উদ্গীরণ—(উৎ—গৃ+অনট্) বমন; নিঃসারণ (কামানের অনল উদ্গীরণ)। বিণ উদ্গীরিত (উদ্গীর্ণ—সাধু)।

উদ্গীর্ণ—উৎসৃষ্ট, নিঃসৃত (গুরুমুখোদ্গীর্ণ শাস্ত্র)।

উদ্গ্রীব—(যে গলা উঁচু করিয়া আছে) উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল, অতিশয় আগ্রহান্বিত। (বহুব্রী)।

উদ্ঘাট, উদ্ঘাটন—(উৎ—ঘাটি+অনট্) উন্মোচন, অনাবৃত করা (দ্বারোদ্ঘাটন)। **উদ্ঘাটক**—উদ্ঘাটনকারী। বিণ **উদ্ঘাটিত**—প্রকাশিত।

উদ্ঘাত—(উৎ—হন্+ঘঞ্) টক্কর, ঠোকর লাগা; পাদস্খলন; উপোদ্ঘাত। বিণ, উদ্ঘাতী—যাহা গমনে বাধা সৃষ্টি করে, উঁচু নীচু (উদ্ঘাতিনী ভূমি)।

উদদণ্ড—যে লাঠি উঁচাইয়াছে, খড়্গহস্ত, মারমুখী। **উদ্দণ্ডনৃত্য**—হাত উঁচু করিয়া নৃত্য।

উদ্দন্তুর—উঁচুদাঁতওয়ালা, ভীষণদন্ত।

উদ্দান্ত—সংযমিত, শান্ত।

উদ্দাম—(উৎ—দম্+ঘঞ্) অনিয়ন্ত্রিত, দুর্দমনীয় (উদ্দাম গজ; উদ্দাম বাসনা); বাধাবন্ধহীন, স্বচ্ছন্দবর্ধিত (মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে, উদ্দাম সঙ্গীতে—রবি; উদ্দাম কেশপাশ; উদ্দাম বনশ্রী); উৎকট, প্রচণ্ড (উদ্দাম লালসা)।

উদ্দিষ্ট—যাহা লক্ষ্য করা হইয়াছে; অভীষ্ট; উপদিষ্ট।

উদ্দীপক—(উদ্—দীপ্+ণক) উত্তেজক, বিবর্ধক (ক্রোধোদ্দীপক, অগ্ন্যুদ্দীপক)। **উদ্দীপন**—উৎসাহ-বর্ধন, উত্তেজন, অনুরাগ বর্ধন, প্রজ্বলন। **উদ্দীপনা**—উত্তেজনা, আগ্রহাতিশয্য (তাঁহার কথায় তরুণদের প্রাণে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে)।

উদ্দীপনবিভাব—(অলঙ্কারে) যাহা রসের উদ্দীপনে সাহায্য করে। **উদ্দীপিত**—উত্তেজিত, প্রজ্বলিত, উদ্ভাসিত। **উদ্দীপ্ত**—আলোকিত প্রজ্বলিত, উদ্রিক্ত।

উদ্দেশ—(উৎ—দিশ্+অল্) লক্ষ্য, সন্ধান, অন্বেষণ (বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে—মধু; তার সর্বশেষ আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ—রবি), অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য (তারে ল'য়ে কি করিবে, ভাবে মুনি কি তার উদ্দেশ—রবি); নির্দেশ (পথের উদ্দেশ—গ্রাম্যভাষায় উদ্দিশ); স্মরণ, ধ্যান (দেবীর উদ্দেশে স্তব)। বিণ উদ্দিষ্ট; উদ্দেশিত-ও ব্যবহৃত হয়। **উদ্দেশক**—অন্বেষক, উদ্দেশকারক।

উদ্দেশ্য—(উদ্দেশ+য) অভিপ্রায়, লক্ষ্য অভিসন্ধি, তাৎপর্য, প্রয়োজন; (ব্যাকরণে) বাক্যের কর্তৃপদ। **উদ্দেশ্যহীন, বিহীন**—লক্ষ্যশূন্য। **উদ্দেশ্যানুরূপ**—অভিপ্রায় অনুযায়ী, মতলবমত।

উদ্ধত—(উৎ—হন্+ক্ত) দৃপ্ত, গর্বিত (তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজাপট—রবি); উৎকট, দুঃসহ (উদ্ধত দ্যুতি); সংক্ষুব্ধ (উদ্ধত সমুদ্র); উগ্র, অবিনীত, পরুষ, কঠোর (উদ্ধত স্বভাব); অহঙ্কৃত, স্পর্ধিত (উদ্ধত চালচলন)। বি **ঔদ্ধত্য**—অবিনয়, স্পর্ধা (তার ঔদ্ধত্য দুঃসহ); উদ্ধতি—উদ্ধত আচরণ; উদ্ঘাত।

উদ্ধরণ—(উৎ—ধৃ+অনট্) উন্নয়ন, উত্তোলন (পতিতোদ্ধরণ); উন্মূলন, দূরীকরণ (কণ্টকোদ্ধরণ); অপরের উক্তি বা রচনা স্বীকৃতির সহিত অবিকল গ্রহণ।

উদ্ধার—(উদ্—ধৃ+ঘঞ্) ত্রাণ, উন্নয়ন, উত্তোলন (পাতকী-উদ্ধার, পঙ্কোদ্ধার, দায় হইতে উদ্ধার, শত্রু কবল হইতে উদ্ধার); নষ্ট সম্পদের পুনঃপ্রাপ্তি, বন্ধনমোচন (সম্পত্তি-উদ্ধার, চিতোরোদ্ধার, সীতা উদ্ধার); অপরের বাণী বা রচনা উদ্ধরণ। **উদ্ধরণ চিহ্ন** বা **উদ্ধৃতি চিহ্ন**—" "। বিণ উদ্ধৃত—সংকলিত, আহৃত (উদ্ধৃত বাণী, উদ্ধৃত রচনাংশ)। **উদ্ধার পাওয়া**—দায় বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া, রক্ষা পাওয়া।

উদ্ধৃত—উদ্ধার দ্রঃ। বি উদ্ধৃতি—অন্যের উক্তি বা রচনা হইতে আহৃত অংশ।

উদ্বন্ধন—উপর হইতে গলায় দড়ি দেওয়া, ফাঁসি। **উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ**—গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা। **উদ্বন্ধন-রজ্জু**—ফাঁসির রজ্জু, a halter.

উদ্বপন—উৎপাটন, উত্তোলন।

উদ্বমন—উদ্গীরণ, বমন।

উদ্বর্ত—(উৎ—বৃত্‌+অল্‌) খরচ বা ব্যবহারের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে; আধিক্য। বিণ উদ্বৃত্ত।

উদ্বর্তন—বৃদ্ধি, স্ফীতি; প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া বর্ধিত হওয়া, জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকা (যোগ্যতমের উদ্বর্তন); গাত্রঘর্ষণ, massage; হরিদ্রা, তিল, বেসন ইত্যাদি দ্বারা গায়ের মলশোধন; বিলেপন।

উদ্বায়ী—যাহা সহজে বাতাসে উড়িয়া যায় বা উঠিয়া যায়, volatile.

উদ্বাস্তু—বাস্তুচ্যুত, বাস্তু-পরিত্যাগকারী (কঠিন উদ্বাস্তু-সমস্যা); বাড়ী-সংলগ্ন খালি জমি, পালান।

উদ্বাহ—বিবাহ। **উদ্বাহন**—বিবাহ সম্পাদন। **উদ্বাহনী**—বিবাহের পণের কড়ি। **উদ্বাহিত**—বিবাহিত।

উদ্বাহু—ঊর্ধ্ববাহু, যে কোন কিছু ধরিবার জন্য হাত উঠাইয়াছে; অলভ্যে যাহার লোভ। (বহুব্রী)।

উদ্বিগ্ন—(উদ্‌—বিজ্‌+ক্ত) উদ্বেগযুক্ত, উৎকণ্ঠিত, আশঙ্কিত। **উদ্বিগ্নচিত্ত**—ব্যাকুলচিত্ত, স্বস্তিহীন। বি—উদ্বেগ।

উদ্বিড়াল—উদ, জলমার্জার, otter.

উদ্বুদ্ধ—(যাহার চেতনা বিকশিত হইয়াছে) প্রবুদ্ধ, জাগরিত, অনুপ্রাণিত। বি উদ্বোধন।

উদ্বৃত্ত—ব্যয়াতিরিক্ত, অবশিষ্ট (উদ্বৃত্ত অর্থ); উন্নত ও বৃত্তাকার।

উদ্বেগ—উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা, অস্বস্তি; ভাবাবেগ (অপূর্ব উদ্বেগভরে সঙ্গিহীন ভ্রমিছেন ফিরে মহর্ষি বাল্মীকি কবি—রবি)।

উদ্বেজক—(উৎ—বিজ্‌+ণিচ্‌+ণক) উদ্বেগ-জনক, বিরক্তিকর, দুঃখকর।

উদ্বেজন—উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, স্বস্তিহীন করা। **উদ্বেজনীয়**—উদ্বেগকর, দুঃখকর, ভীতিকর। **উদ্বেজয়িতা**—অস্বস্তিকারক, ভীতিকারক। বিণ **উদ্বেজিত**—উদ্বিগ্ন, পীড়িত।

উদ্বেল—যাহা বেলা বা তীর ছাপাইয়া উঠিয়াছে, উচ্ছলিত, উথলিত (বাহিরিতে চাহে উদ্বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে—রবি)। বহুব্রী।

উদ্বোধ—বোধের উন্মেষ; মনে পড়া। **উদ্বোধক**—উদ্বোধ-সঞ্চারক; উদ্দীপক, স্মারক। **উদ্বোধন**—জাগরণ, উদ্দীপন (ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন—নঃ ইঃ)।

উদ্ভট, উদ্ভট্ট উদ্ভট্টী—উৎকৃষ্ট ও লোকপ্রসিদ্ধ রচনা কিন্তু রচয়িতার নাম অজ্ঞাত; অদ্ভুত, আজগুবী (উদ্ভট কল্পনা)।

উদ্ভব—(উদ্‌—ভূ+অল্‌) উৎপত্তি, জন্ম (নেত্রোদ্ভব বারি); উৎপন্ন (সমুদ্রোদ্ভব শঙ্খ), উৎপত্তিস্থান (সমুদ্রোদ্ভবা লক্ষ্মী)। বিণ উদ্ভূত। **উদ্ভাবক**—উদ্ভাবনকারী, প্রথম-নির্মাতা inventor, designer. **উদ্ভাবন**—সৃষ্টি, আবিষ্করণ (উপায় উদ্ভাবন); পরিকল্পনা। বিণ উদ্‌ভাবিত। **উদ্‌ভাবয়িতা**—উদ্‌ভাবক (স্ত্রী উদ্‌ভাবয়িত্রী)। **উদ্‌ভাব্য**—উদ্‌ভাবন-যোগ্য (উদ্‌ভাব্য পরিকল্পনা)।

উদ্ভাস—(উদ্‌—ভাস্‌+ঘঞ্‌) দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য। বিণ উদ্ভাসিত—আলোকিত, প্রদীপ্ত, শোভিত।

উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিদ্—(উদ্ভিদ্—জন্‌+অ; উৎ—ভিদ্‌+ক্বিপ্‌) বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-ঔষধি প্রভৃতি, vegetable. উদ্ভিজ্জবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—Botany। উদ্ভিজ্জাশী—তৃণভোজী, নিরামিষাশী, vegetarian.

উদ্ভিন্ন—(উদ্‌—ভিদ্‌+ক্ত) অঙ্কুরিত, প্রস্ফুটিত, বিকশিত (উদ্ভিন্নযৌবন—যাহার যৌবন-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে)।

উদ্ভূত—উৎপন্ন, জাত, প্রস্ফুটিত। বি উদ্ভূতি, উদ্ভব।

উদ্ভেদ—(উদ্‌-ভিদ্‌+ঘঞ্‌) প্রকাশ, উদ্গম, আবির্ভাব (যৌবনোদ্ভেদ; কিশলয়োদ্ভেদ; পুষ্পোদ্ভেদ, অর্থোদ্ভেদ); ব্রণ (উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া)।

উদ্ভ্রম—(উদ্‌-ভ্রম্‌+ঘঞ্‌) বুদ্ধিভ্রংশ, আকুলতা। বিণ **উদ্‌ভ্রান্ত**—দিশাহারা, পাগল, উন্মত্ত (বনচরের উদ্ভ্রান্ত প্রেম); যথেচ্ছাচারী; বিহ্বল।

উদ্যত—(উদ্‌-যম্‌+ক্ত) উন্মুখ, উদ্যমশীল (উদ্যত কর জাগ্রত কর নির্ভয় কর হে—রবি; বধোদ্যত); উত্তোলিত (উদ্যতকৃপাণ)। বি উদ্যতি—উদ্যোগ, উদ্যম।

উদ্যম—(উদ্‌-যম্‌+ঘঞ্‌) প্রয়াস, প্রচেষ্টা, অধ্যব-সায় (নিরুদ্যম); উৎসাহ, প্রযত্ন (ভগ্নোদ্যম রক্ষঃচমূ—মধুসূদন)। **উদ্যমভঙ্গ**—উদ্যমে শিথিলতা। **উদ্যমী**—উদ্যমশীল, যত্নপরায়ণ।

উদ্যান—(উদ্-যা+অনট্—আনন্দোৎসাহের সহিত যথায় গমন করা হয়) উপবন, বাগান (উদ্যানকুসুম, উদ্যানলতা—যত্নে বর্ধিত কুসুম ও লতা ; বিপরীত বনকুসুম, বনলতা)। **উদ্যানতরু**—ফলের গাছ। **উদ্যান-পাল, -পালক**—মালী। **উদ্যানবিদ্যা**—horticulture. **উদ্যান-সম্মেলন**—উদ্যানে প্রীতিসম্মেলন, garden-party।

উদ্‌যাপন—(উদ্-যাপি+অনট্) ব্রত সমাপন ; সম্যক্ সম্পাদন (বিণ উদ্‌যাপিত—সম্পাদিত, নির্বাহিত)।

উদ্যুক্ত—উদ্যোগী, চেষ্টাবান্।

উদ্যোক্তা—আয়োজনকারী (সভার উদ্যোক্তা) ; উদ্যমশীল।

উদ্যোগ—(উদ্-যুজ্+ঘঞ্) আয়োজন, যোগাড় (উদ্যোগ-আয়োজন) ; প্রচেষ্টা, উদ্যম (উদ্যোগে কার্যসিদ্ধি) ; উপক্রম (উদ্যোগপর্ব)। বিণ উদ্যোগশীল ; উদ্যোগী—চেষ্টাপরায়ণ। (গ্রাম্য—উজ্জুগী, উজ্জোগী)।

উদ্রিক্ত—বর্ধিত, উত্তেজিত, স্ফুট, উদ্ভূত (বন্ধুভাব উদ্রিক্ত করা)।

উদ্রেক—(উদ্-রিচ্+ঘঞ্) উত্তেজন, উদয়, সঞ্চার (ক্রোধের উদ্রেক, ক্ষুধার উদ্রেক, রসের উদ্রেক)।

উধাও—ধাবমান (উধাও ছুটিল) ; পলায়নপর (নূতন চাকরটি দশ টাকা লইয়া উধাও হইয়াছে) ; অন্তর্হিত (কোথায় উধাও হইল আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না)।

উধার—(প্রাদেশিক) ধার, কর্জ।

উধো—উদো দ্রঃ। **উধোর পিণ্ডি বা বোঝা বুধোর ঘাড়ে**—একজনের দায়িত্ব বা অপরাধ অপরজনের ঘাড়ে চাপানো।

উন, উনা, উনু—(সং উন) ন্যূন, কম। (উনোভাতে দুনো বল, উনা বর্ষা দুনা শীত)।

উনচল্লিশ, উনচাল্লিশ—৩৯ সংখ্যা বা সংখ্যক।

উনন—(সং উদ্ধ্মান) চুলা, আখা ; উনান, উনুনও হয়। **উননমুখো দেবতার ঘুঁটের নৈবেদ্য**—যে যেমন তার সঙ্গে তেমন ব্যবহার।

উনপাঁজুরে—যাহার পাঁজরার হাড় কম, অলক্ষুণে, হতভাগ্য, স্বভাবতঃ বিপৎগামী ; (গালি বিশেষ)।

উনসত্তর—৬৯ সংখ্যা বা সংখ্যক।

উনান—উনন দ্রঃ।

উনানো, উনোনো—গলিয়া যাওয়া ; গলানো ; মনে আঘাত পাওয়া ও ক্ষুণ্ণ হওয়া (একটুকুতেই উনিয়ে যায়)।

উনি—সম্ভ্রমার্থে সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে কখনও কখনও 'উনি' বলা হয় ; স্বামীকে বুঝাইতে মেয়েরা অনেক সময় 'উনি' বলেন ; কখনও কখনও 'তিনি' স্থানে 'উনি' ব্যবহৃত হয়।

উনিশ—১৯ সংখ্যা। **উনিশ-বিশ**—সামান্য পার্থক্য। **উনিশ-বিশ না করা**—আদৌ ইতরবিশেষ না করা।

উনু—উন দ্রঃ।

উনুন—উনন দ্রঃ।

উন্নত—(উদ্-নম্+ক্ত) উচ্চ, মর্যাদাবান্ ; অধিকতর সভ্য (উন্নত রুচি, উন্নত কুল, উন্নত সমাজ) ; তুঙ্গ, উদ্ধত (বল বীর, চির-উন্নত মম শির—নজরুল) ; উদার, মহৎ (উন্নত-মনা)। **উন্নত নাভি**—গোঁড়। বি উন্নতি।

উন্নতি—পদোন্নতি (চাকরিতে তাহার খুব উন্নতি হইয়াছে) ; শ্রীবৃদ্ধি, সৌভাগ্য (প্রতিবেশীর উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিল) ; অগ্রগতি (উন্নতির যুগ)। **উন্নতিশীল**—উৎকর্ষশীল (উন্নতিশীল জাতি)। **উন্নতিসাধক**—উন্নতিজনক ; যে উন্নতি সাধন করে।

উন্নদ্ধ—উর্ধ্বে গ্রথিত, মাথার উপরে বাঁধা (উন্নদ্ধ জটাকলাপ) ; স্ফীত ; উন্নত, উচ্ছ্রিত (উন্নদ্ধ ফণা) ; উৎকট, প্রচণ্ড।

উন্নমন—উন্নতি, অভ্যুদয়, উত্তোলন। **উন্নমিত**—উত্তোলিত, উন্নীত।

উন্নয়ন—উত্তোলন ; উৎকর্ষসাধন।

উন্নস—যাহার নাক উঁচু। (বহুব্রী)। **উন্নাসিক**—আত্মাভিমানী, গর্বিত, যে নিজেকে অপরের চেয়ে বড় মনে করে।

উন্নিদ্র—নিদ্রাবিহীন ; সতর্ক। (বহুব্রী)।

উন্নীত—উর্ধ্বগ্রামে নীত বা স্থাপিত, উত্তোলিত।

উন্মগ্ন—উত্থিত, উদ্ধারপ্রাপ্ত।

উন্মজ্জন—ভাসিয়া উঠা।

উন্মত্ত—অতিরিক্ত মত্ত ; ক্ষিপ্ত, ; উত্তেজনাময় ও বিশৃঙ্খল (উন্মত্ত কোলাহল) ; প্রমত্ত। বি উন্মত্ততা।

উন্মথন—(উদ্-মথ্+অনট্) মর্দিত করা ; বিনাশ করা। বিণ উন্মথিত।

উন্মদ—প্রমত্ত (উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত—রবি), ক্ষিপ্ত। বহুব্রী।

উন্মনা—অন্যমনস্ক, ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত, অস্বস্তি-পূর্ণ (আমি উন্মনা হে, হে সুদূর আমি প্রবাসী—রবি)।

উন্মন্থ, উন্মন্থন—মন্থন, আলোড়ন, মর্দন; বধ।

উন্মাদ—(উৎ-মদ্+ঘঞ্) উন্মত্ততা; উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত; হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। **উন্মাদক**—যাহাতে মত্ততা জন্মায়। স্ত্রী উন্মাদিনী। **উন্মাদ-কর**—পাগল-করা।

উন্মান—(উদ্—মা+অনট্) তুলাদণ্ড; ওজন। বিণ উন্মিত।

উন্মার্গ—(প্রাদি সমাস) কুপথ, অসৎপথ, অসদাচরণ; কুপথগামী, কদাচারী। **উন্মার্গী**—বিপথগামী।

উন্মিষিত—[উৎ মিষ্ (প্রকাশ পাওয়া)+ক্ত] বিকসিত, উন্মীলিত।

উন্মীল, উন্মীলন—(উৎ-মীল্+অনট্) চোখ-মেলা, উন্মেষ, উন্মোচন। বিণ উন্মীলিত।

উন্মুক্ত—(উৎ-মুচ্+ক্ত) খোলা, বন্ধনমুক্ত, অবাধ (উন্মুক্ত প্রবাহ); অনাবৃত (উন্মুক্ত গগনতল—প্রাঙ্গন); উদার, অকপট (উন্মুক্ত-চিত্ত)।

উন্মুখ—উদ্যত, প্রস্তুত, ব্যগ্র; উৎসুক (শ্রবণোন্মুখ); অভিমুখ, অভিমুখে, তৎপর (তীর্থদর্শনোন্মুখ যাত্রিদল)। বি উন্মুখতা—আগ্রহ, ব্যগ্রতা। (বহুব্রী)

উন্মুদিত—(উৎ-মুদ্+ক্ত) সবিশেষ আনন্দিত।

উন্মুদ্র—মুদ্রা অর্থাৎ শীলমোহর বর্জিত অথবা মুক্ত; বিকশিত, প্রস্ফুটিত। (বহুব্রী)।

উন্মূলন—(উদ্-মূলি+অনট্) উৎপাটন, সমূলে ধ্বংস, উচ্ছেদ। বিণ উন্মূল, উন্মূলিত। **উন্মূলয়িতা**—উচ্ছেদক, উৎপাটনকারী।

উন্মেষ—(উদ্-মিস্+ঘঞ্) চোখ মেলিয়া চাওয়া; উদ্ভব, আবির্ভাব, বিকাশ (জ্ঞানোন্মেষ); ঈষৎ-বিকাশ (চেতনার উন্মেষ)। বিণ উন্মিষিত।

উন্মোচন—খুলিয়া দেওয়া, মুক্তিদান (আবরণ উন্মোচন; শৃঙ্খল উন্মোচন)। বিণ উন্মোচিত।

উপ—সামীপ্য সান্নিধ্য সাদৃশ্য হীনতা প্রভৃতি সূচক উপসর্গ

উপকণ্ঠ—সমীপ, প্রান্ত (নগরের উপকণ্ঠে; গ্রামের উপকণ্ঠে)। প্রাদি সমাস।

উপকথা—উপাখ্যান; কল্পিত কাহিনী। (প্রাদি সমাস)।

উপকরণ—কার্যসাধনে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বস্তু; অঙ্গ, উপাদান। (নির্মাণের উপকরণ, ভোজনের উপকরণ, পূজার উপকরণ)।

উপকর্তা—উপকারক। স্ত্রী উপকর্ত্রী।

উপকার—(উপ—কৃ+ঘঞ্) কল্যাণ; হিতসাধন; আনুকুল্য; অনুগ্রহ। বিণ উপকারী—হিতকারী; উপযোগী।

উপকারক—সাহায্যকারী।

উপকারিতা—উপকার করিবার যোগ্যতা বা ক্ষমতা। **উপকার্য**—উপকারযোগ্য। (উপকারিকা—রাজ-ব্যবহার-যোগ্য তাঁবু-আদি; মরাই। উপকার্য—রাজ-ব্যবহার-যোগ্য তাঁবু)।

উপকীচক—কীচকের কনিষ্ঠভ্রাতা।

উপকূল—তীরের নিকটবর্তী স্থান, বেলাভূমি। প্রাদি; অব্যয়ীভাব।

উপকৃত—উপকারপ্রাপ্ত, অনুগৃহীত। বি উপকৃতি।

উপকেশ—পরচুলা।

উপক্রন্তা—(উপ—ক্রম্+তৃচ্) উপক্রমকারী, উদ্যোক্তা।

উপক্রম (উপ—ক্রম্+ঘঞ্) আরম্ভ, আয়োজন; উদ্যম। **উপক্রমণিকা**—প্রস্তাবনা, অবতরণিকা। **উপক্রমণীয়**—আরম্ভযোগ্য; **উপক্রমমাণ**—যে আরম্ভ করিতেছে। **উপক্রান্ত**—আরব্ধ, যাহার সূত্রপাত হইয়াছে (উপক্রান্ত যুদ্ধ)।

উপক্রিয়া—উপকার।

উপক্রোশ—(উপ—ক্রুশ্+ঘঞ্) কুৎসা, নিন্দা। **উপক্রোষ্টা**—নিন্দুক।

উপক্ষয়—হানি, অপচয়, ক্ষতি।

উপক্ষীণ—ক্ষয়প্রাপ্ত, ব্যয়িত, অন্তর্হিত।

উপক্ষেপ—প্রস্তাব; মনস্তাপ।

উপগত—সমাগত, প্রাপ্ত, সংঘটিত; কৃতমৈথুন। বি উপগম—প্রাপ্তি; উপস্থিতি।

উপগান—সঙ্গীতের পূর্বে আলাপচারী

উপগিরি—ক্ষুদ্র পাহাড়; উপবনের কৃত্রিম পাহাড়।

উপগুপ্ত—প্রখ্যাত বৌদ্ধগুরু

উপগ্রহ—গ্রহকে প্রদক্ষিণকারী ক্ষুদ্রগ্রহ, satellite.

উপগ্রাহ, উপগ্রাহ্য—(উপ—গ্রহ্‌+ঘঞ্‌) উপঢৌকন, ভেট, ডালি।

উপঘাত—পীড়ন, ক্ষতি, আঘাত, বিনাশ। **উপঘাতক**—বিনাশক, পীড়ক।

উপচক্ষুঃ—দিব্যচক্ষু ; চশমা। প্রাদি সমাস।

উপচয়—(উপ—চি+অল্‌) বৃদ্ধি (বিপরীত—অপচয়) ; পুষ্টি, অভ্যুদয়। বিণ উপচিত—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পরিপুষ্ট ; ব্যাপ্ত।

উপচরিত—পূজিত, অর্চিত, সেবিত।

উপচর্যা—সেবা, পরিচর্যা ; চিকিৎসা।

উপচা, উপচানো—ছাপাইয়া পড়া অতিরিক্ত হওয়া, to overflow (হাঁড়ি উপচাইয়া পড়া)।

উপচার— (উপ—চর্‌+ঘঞ্‌) উপকরণ, ভোগের বস্তু ; পূজার সামগ্রী (ষোড়শোপচারে পূজা) ; ধর্মকর্ম (পাণিগ্রহণ-উপচার)। বিণ উপচরিত।

উপচিকীর্ষা—উপকার বা সাহায্য করিবার ইচ্ছা। **উপচিকীর্ষু**—উপকার করিতে ইচ্ছুক।

উপচিত—উপচয় দ্রঃ।

উপচীয়মান—যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, যাহা সঞ্চিত করা হইতেছে।

উপচ্ছদ—ঢাকনি।

উপচ্ছায়া—অপচ্ছায়া দ্রঃ ; মূর্তির আভাস (কার মূর্তি দেখা দিল উপচ্ছায়া সম—রবি)।

উপজ—(ক্রিয়া, উপজে, উপজিল ইত্যাদি রূপ) উৎপন্ন হওয়া, জন্মানো, প্রকাশ পাওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি অর্থ ব্যক্ত করে (হাস গোপত ভেল উপজল লাজ—বিদ্যাপতি)। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

উপজ—গানে বা কবিতায় অতিরিক্ত তান বা পদ।

উপজনন—জন্ম, উদ্ভব, উৎপাদন।

উপজাত—উদ্রিক্ত (হর্ষ উপজাত হইল) ; নীচজাতি।

উপজিহ্বা, উপজিহ্বিকা—আলজিভ্‌।

উপজীবন, উপজীবিকা—বৃত্তি, ব্যবসায়, রোজগারের উপায়। **উপজীবী**—উপজীবিকারূপে অবলম্বনকারী (ভিক্ষোপজীবী)।

উপজীব্য—উপজীবিকা, আশ্রয়, অবলম্বন।

উপজ্ঞা—(উপ—জ্ঞা+অচ্‌) উপদেশ বিনা প্রথম জ্ঞান, সহজাত জ্ঞান, instinct.

উপড়ানো—উৎপাটন, তুলিয়া ফেলা (আগাছা উপড়ানো)।

উপঢৌকন—উপহার, নজর, ভেট।

উপতপ্ত—সন্তপ্ত, পীড়িত দুঃখিত।

উপতাপ—সন্তাপ ; দুঃখ।

উপতারা—চোখের তারার চতুর্দিকের রঞ্জিত মণ্ডল, Iris।

উপতীর—উপকূল।

উপত্যকা—দুই পর্বতের মধ্যস্থিত নিম্নভূভাগ, valley.

উপদংশ—রোগবিশেষ, গরমি, syphilis ; অবদংশ, মদের চাট।

উপদর্শক—দ্বারী ; পথপ্রদর্শক। **উপদর্শন**—প্রদর্শন। **উপদর্শিত**—প্রদর্শিত।

উপদিশ্যমান—যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে ; যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

উপদিষ্ট—যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; যে বিষয়ে উপদেশ বা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ; কথিত, নিবেদিত।

উপদেব, উপদেবতা—দেবতা হইতে হীন অথচ অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন, ভূত, প্রেত প্রভৃতি দেবযোনি। **উপদেবী**—অপ্রধান দেবতা।

উপদেশ—(উপ—দিশ্‌+ঘঞ্‌) করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ, advice ; শিক্ষাদান (শিক্ষকের উপদেশ) ; পরামর্শ, মন্ত্রণা (রাজ্য চালনায় উপদেশ)। **উপদেশক**—উপদেষ্টা, শিক্ষক। **উপদেশাত্মক**—উপদেশপূর্ণ। **উপদেশনীয়, উপদেশ্য**—উপদেশের যোগ্য। **উপদেষ্টা**—শিক্ষাদাতা, উপদেশদাতা।

উপদ্রব—[উপ—দ্রু (গমন করা)+অল্‌] উৎপাত, দৌরাত্ম্য, অত্যাচার (ছেলেমেয়েদের উপদ্রব ; চোরের উপদ্রব ; পুলিশের উপদ্রব) ; রাজ্যে বিশৃঙ্খলা (মগের উপদ্রব, বর্গীর উপদ্রব)। বিণ **উপদ্রুত**—অত্যাচারিত, নিপীড়িত (উপদ্রুত ব্যক্তি, উপদ্রুত অঞ্চল)।

উপদ্বীপ—প্রায় চতুর্দিকে জলদ্বারা বেষ্টিত ভূভাগ, peninsula.

উপধর্ম—অপকৃষ্ট ধর্ম, ধর্মের অঙ্গীভূত কুসংস্কার, অপকৃষ্ট লৌকিক ধর্ম।

উপধাতু—স্বর্ণাদি প্রধান ধাতুর ন্যায় ধাতু (মাক্ষিক, তুঁতে, অভ্র প্রভৃতি) ; দেহস্থ উপধাতু হইতেছে স্তন্য (রস হইতে), রজঃ (রক্ত হইতে),

বসা (মাংস হইতে), মেদ (মেদ হইতে), দন্ত (অস্থি হইতে), ইত্যাদি।

উপধান—(উপ—ধা+অনট্) বালিশ, (শিরোধান ; পাদোপধান)। **উপধানীয়**—বালিশ।

উপনগর—ক্ষুদ্র নগর ; শহরতলী (suburb). প্রাদি।

উপনত—প্রাপ্ত, আয়ত্ত, আগত। বি উপনতি—উপস্থিতি ; নতি।

উপনদ-দি—নদ বা নদীর নিকটবর্তী স্থান।

উপনদী—(ভূগোল) যে নদী অন্য নদীতে গিয়া পড়িয়াছে ; Tributary, affluent.

উপনয়ন—(যে সংস্কারের দ্বারা বালক বেদ অধ্যয়নের জন্য গুরুসমীপে নীত হয়) যজ্ঞোপবীত ধারণরূপ সংস্কার ; পৈতা দেওয়া।

উপনাম—উপাধি, আসল নাম ভিন্ন অন্য নাম, nickname.

উপনায়ক—নায়কের চরিত্র প্রকাশের সহায়ভূত নায়ক, যেমন রামায়ণের উপনায়ক লক্ষ্মণ ; উপপতি।

উপনিধান—ন্যাস-রক্ষণ ; উপনিধি ; ন্যাস রূপে রক্ষিত বদ্ধ পেটিকাদি যাহার ভিতরকার দ্রব্যের রূপ ন্যাস-গ্রহণকারীর অবিদিত।

উপনিবদ্ধ—যত্নে লিপিবদ্ধ।

উপনিবেশ—বিদেশে নবস্থাপিত বাসভূমি, colony. **উপনিবেশ স্থাপন**—দলবদ্ধ নরনারীর নূতন দেশে বসবাস স্থাপন। বিণ উপনিবেশিত, উপনিবিষ্ট—যাহারা উপনিবেশে বসবাস স্থাপন করিয়াছে। (**ঔপনিবেশিক**—উপনিবেশ সম্বন্ধীয়)।

উপনির্গম—বহির্গমন ; বহির্গমনের পথ।

উপনিষৎ,-নিষদ্—(উপ—নি—সদ্+ক্বিপ্) (যদ্দ্বারা সংসার-আসক্তির বিনাশ ঘটে) বেদের জ্ঞানকাণ্ড, ব্রহ্মবিদ্যা।

উপনিষ্ক্রমণ—বহির্গমনের পথ ; রাজপথ।

উপনিহিত—উপনিধি বা ন্যাস রূপে রক্ষিত।

উপনীত—উপস্থিত, উপস্থাপিত, আনীত ; যাহার উপনয়ন সংস্কার সমাধা হইয়াছে।

উপনেতা—উপনয়নদাতা (পঞ্চপিতার অন্যতম); সমীপে আনয়নকর্তা ; উপনায়ক। স্ত্রী উপনেত্রী।

উপনেত্র—চশমা।

উপন্যস্ত—উপস্থাপিত, গচ্ছিত ; উদাহরণরূপে কথিত।

উপন্যাস—গচ্ছিত রাখা ; বচনবিন্যাস ; কাল্পনিক উপাখ্যান ; কল্পিত গদ্যকাব্য (কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত গদ্য কাব্য) ; নভেল—বর্তমানে উপন্যাস বলিতে কল্পিত কাহিনী বুঝায় না, জীবনের চিত্রসম্বলিত গদ্যে রচিত কাহিনী বুঝায়। **উপন্যাসকার**—ঔপন্যাসিক, উপন্যাস লেখক।

উপপতি—গুপ্ত প্রণয়ী, জার। স্ত্রী উপপত্নী। (প্রাদি)।

উপপত্তি—সমাধান ; সিদ্ধান্ত ; প্রমাণ ; উৎপত্তি ; প্রাপ্তি।

উপপত্নী—উপপতি দ্রঃ।

উপপথ—সংকীর্ণ পথ, যে পথে সাধারণতঃ লোকে চলাফেরা করে না, অপথ, গুপ্তপথ।

উপপদ—(ব্যাকরণে) সমাসবিশেষ, পূর্বপদের সহিত কৃদন্ত পদের সমাস (সূত্রধর এই শব্দে সূত্র পূর্বপদ বা উপপদ)।

উপপন্ন—যুক্তিযুক্ত ; প্রতিপন্ন ; উৎপন্ন ; লব্ধ।

উপপাতক—অল্প পাপ, মহাপাতক হইতে লঘুতর পাতক।

উপপাদক—(উপ—পাদি+ণক) সমাধান-কারক, প্রতিপাদক, কার্যকারক।

উপপাদন—সমাধান করা, যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা, প্রতিপাদন, সম্পাদন। বিণ উপপাদিত। **উপপাদ্য**—মীমাংসার যোগ্য ; জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা, theorem.

উপপুর—শহরতলী, শাখানগর, suburb. (প্রাদি)।

উপপুরাণ—অপ্রধান পুরাণ, শাখাপুরাণ।

উপপ্রদান—উপহার, ভেট, উৎকোচ।

উপপ্রলোভন—(উপ—প্র—লুভ্+ণিচ্+অনট্) যার দ্বারা প্রলোভিত করা যায় ; উৎকোচাদি।

উপপ্লব—উপদ্রব ; উল্কাপাত, গ্রহণ, বাত্যা-দাবানলাদি প্রাকৃতিক উপদ্রব ; অরাজকতা। বিণ উপপ্লুত—উপদ্রুত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা বিপন্ন।

উপবন—যাহা দেখিতে বনের মত, কৃত্রিম

বন, রোপিত-তরুলতাদি-পূর্ণ উদ্যান; পুষ্পপ্রধান বন। (প্রাদি)।

উপবর্ণ—ব্রাহ্মণাদি প্রধান বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ।

উপবর্ণন—সবিস্তৃত বর্ণনা।

উপবর্তন— বাসস্থান, জনপদ।

উপবর্হ—(উপ—বৃহ্ [আরোপণ করা + অল্]) শিরোধান, বালিশ।

উপবসথ—বাসস্থান, গ্রাম।

উপবাস—(নিকটে বাস) যজ্ঞার্থ পূর্বদিন অগ্নি-সমীপে নিয়মপালনপূর্বক বাস (পণ্ডিতদের মতে ইহাই উপবাস শব্দের প্রাচীন অর্থ); অনশন (উপবাস-ক্লিষ্ট)। বিণ উপবাসিত। (গ্রাম্য বা কথ্য উপাসী, উপোসী; উপোস)। **উপবাসক**—অনাহারী, উপবাসী।

উপবিদ্যা— তুক-তাক তন্ত্র-মন্ত্র ঝাড়-ফুঁক আদি, হীন বিদ্যা।

উপবিধি—রাজবিধি ভিন্ন অন্যান্য অপ্রধান বিধি; মিউনিসিপালিটি-আদি প্রবর্তিত আইন।

উপবিষ্ট—(উপ—বিশ্ + ক্ত) আসীন; যে বসিয়াছে, আসন গ্রহণ করিয়াছে।

উপবৃক্ষ—পরগাছা।

উপবীত—যজ্ঞসূত্র, পৈতা। **উপবীতী**—যজ্ঞ-সূত্রধারী।

উপবেদ—গৌণবেদ (আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ গন্ধর্ববেদ ও তন্ত্র)। প্রাদি।

উপবেশন, উপবেশ—আসনগ্রহণ; আসনে বসানো; (প্রায়োপবেশ,-বেশন—সংকল্পপূর্বক অনশনে মৃত্যুবরণের জন্য আসনগ্রহণ)। বিণ উপবিষ্ট। **উপবেশিত**—যাহাকে বসানো হইয়াছে। **উপবেশয়িতা**—যে অপরকে আসনে বসায়।

উপব্রাহ্মণ—পতিত ব্রাহ্মণ।

উপব্যাঘ্র—নেকড়েবাঘ; চিতাবাঘ।

উপভাষা—অপ্রধান ভাষা, আঞ্চলিক কথ্যভাষা, dialect।

উপভুক্ত—(উপ—ভুজ্ + ক্ত) যাহা উপভোগ করা হইয়াছে; আস্বাদিত; ব্যবহৃত (বস্ত্রমাল্যাদি)। স্ত্রী উপভুক্তা। বি উপভুক্তি—উপভোগ, সেবন। **উপভুজ্যমান**—যাহা উপভোগ করা হইতেছে। **উপভোক্তা**—উপভোগকারী।

উপভোগ—তৃপ্তিপূর্বক ভোগ, সম্ভোগ, আস্বাদন, ব্যবহার। বিণ উপভোগ্য—ভোগের যোগ্য, উপভোগের বিষয়। **উপভোগী, উপভোজী**—উপভোগকারী। **উপভোজ্য**—ভোজনযোগ্য।

উপম—(সমাসে অন্য শব্দের সহিত মিলিত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে) সদৃশ, সম, তুল্য (দেবোপম, অমৃতোপম, সাগরোপম।

উপমন্ত্রী—অপ্রধান অথবা সহকারী মন্ত্রী (Minister without portfolio?)

উপমা—তুলনা, সাদৃশ্য; অর্থালঙ্কারবিশেষ; "একধর্মবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের (উপমান ও উপমেয়ের) সাধর্ম্যকথন বা সাদৃশ্য-বর্ণনাকে 'উপমা' অর্থালঙ্কার কহে," simile. **উপমান**—যাহার দ্বারা তুলনা দেওয়া হয়, যেমন, মুখচন্দ্র এই শব্দে চন্দ্র মুখের উপমান আর মুখ উপমেয়।

উপমাতা—(উপ—মা + তৃচ্) যে তুলনা করে; প্রতিমাকারক; চিত্রকর; (প্রাদি) মাতৃতুল্যা, মাসী, পিসী, শাশুড়ী প্রভৃতি।

উপমান—উপমা দ্রঃ; সাদৃশ্য, উপমা।

উপমিতি—উপমা, সাদৃশ্যজ্ঞান।

উপমেয়—উপমা দ্রঃ; উপমার বিষয়।

উপযন্তা—উপযাম দ্রঃ।

উপযাচক—(উপ-যাচ্ + ণক) অজিজ্ঞাসিত-ভাবে প্রার্থী; স্বতঃপ্রবৃত্ত। **উপযাচন**—প্রার্থনা। **উপযাচিত,-ক**—প্রার্থিত; ইষ্ট-সিদ্ধির জন্য দেবতাকে দেয় বলি, মানসিক বা মানত।

উপযাম—বিবাহ। **উপযন্তা**—স্বামী।

উপযুক্ত—(উপ-যুজ্ + ক্ত) সমুচিত (উপযুক্ত শাস্তি; উপযুক্ত মর্যাদা); যোগ্য, সমর্থ (কাজের উপযুক্ত; উপযুক্ত পাত্র); প্রাপ্তবয়স্ক, উপার্জন-ক্ষম (ছেলেরা উপযুক্ত হয়েছে)। বি উপযুক্ততা—কার্যদক্ষতা, উপযোগিতা।

উপযোগ—উপযোগিতা, উপযুক্ততা, প্রয়োগ।

উপযোগিতা—যোগ্যতা, উপকারিতা, কার্য-কারিতা, প্রয়োজনীয়তা। বিণ উপযোগী—উপযুক্ত।

উপর—ঊর্ধ্ব (উপর আকাশ); উপরিভাগ (জলের উপর); পৃষ্ঠ (তিনি ছিলেন হাতীর উপর); অধিক (তিন ক্রোশের উপর): প্রতি (গরীবের উপর দয়া); উপরের দিকের (উপর ঠোঁট, চোখের উপর পাতা); বহির্ভাগ (উপর চটকা); বাড়া (বেহায়া লোক বহু দেখেছি

কিন্তু সে সবার উপর)। **উপর-উপর**—ভাসা-ভাসা ধরণে। **উপরওয়ালা**—ঈশ্বর (উপর-ওয়ালা ত দেখছেন) ; প্রভু, আপিস বা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। **উপর-চড়া**—গায়ে পড়িয়া যে ঝগড়া করে। **উপরচাপ**—ভয় প্রদর্শন, পীড়ন। **উপরচাল**—লোক দেখানো ভাবভঙ্গি ; শতরঞ্চ খেলায় যে দেখিতেছে তাহার বলিয়া দেওয়া চাল। **উপর তলা**—গৃহের উপরের স্তরের প্রকোষ্ঠসমূহ বা ছাদ। **উপর-নীচে, উপরনীচ**—ওঠা-নামা। **উপর পড়া**—অযাচিত ভাবে (বিবাদ বা তর্ক বাধানো)। **উপর টান**—মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ-জ্ঞাপক ঊর্ধ্বশ্বাস। **উপর-টপকা**—উপর-উপর, অনাহূতভাবে।

উপরক্ষ—দেহরক্ষী, body-guard. **উপ-রক্ষণ**—পাহারার জন্য সৈন্য নিয়োগ।

উপরত—বিরত, নিবৃত্ত ; মৃত ; সংসার-ধর্মে বীতস্পৃহ। বি উপরতি—নিবৃত্তি, বৈরাগ্য ; মৃত্যু।

উপরত্ন—রত্নের মত উজ্জ্বল—কাচ, প্রস্তর, মুক্তা, শঙ্খ প্রভৃতি।

উপরন্তু—এতদ্ব্যতীত, অধিকন্তু।

উপরম, উপরাম—(উপ-রম্+ঘঞ্) বিষয়-বাসনা ত্যাগ, বিরতি, শান্তি, মৃত্যু, অবসান। **উপরমণ**—উপরতি।

উপরস—উপধাতু, হিঙ্গুল, অভ্র প্রভৃতি।

উপরাগ—রাহুগ্রাস (চন্দ্রের উপরাগ) ; উপদ্রব ; রঞ্জন ; রক্তিমা।

উপরাজ—রাজপ্রতিনিধি।

উপরাণী—রাজার অবিবাহিতা রাণী।

উপরি—অতিরিক্ত (উপরি পাওনা, উপরি আয়, নির্দিষ্ট বেতনের বা লভ্যের অতিরিক্ত যা পাওয়া যায়, বখশিশ ঘুষ ইত্যাদি) ; অনিমন্ত্রিত (উপরি লোক খেয়েছে অনেক)। **উপরি-উপরি, উপরো-উপরি**—পর পর, অল্পকাল মধ্যে। **উপরি খরচ**—নির্ধারিত ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয়। **উপরিতন**—ঊর্ধ্বতন। **উপরিদিষ্টি,-দৃষ্টি, উপরিভাব**—ভূত-প্রেতের দৃষ্টি বা প্রভাব। **উপরিদেবতা**—অপদেবতা। **উপরিচর**—আকাশচর। **উপরিভাগ**—ঊর্ধ্বদেশ ; পৃষ্ঠ। **উপরিস্থ,-স্থিত**—উপরের।

উপরুদ্ধ—উপহত, উৎপীড়িত ; অবরুদ্ধ ; অনুরুদ্ধ।

উপরে—উপর, উপরি দ্রঃ।

উপরোক্ত—(অসাধু) উপর্যুক্ত।

উপরোধ—(উপ—রুধ্+ঘঞ্) অনুরোধ, অনুনয়-বিনয়, সুপারিস। **উপরোধক**—অনুরোধকারী। **উপরোধে ঢেঁকি গেলা**—অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অত্যন্ত কঠিন বা অবাঞ্ছিত কাজেও রাজি হওয়া।

উপর্যুক্ত—পূর্বোল্লিখিত।

উপর্যুপরি—উপরি-উপরি, পর পর।

উপল—প্রস্তর ; পাথরের টুকরা (উপলবিষম) ; মণি। **উপলা**—জাঁতার উপরের পাথর।

উপলক্ষ, উপলক্ষ্য—উদ্দেশ্য, অবলম্বন (বিবাহ উপলক্ষে) ; ওজুহাত, ব্যপদেশ (দেখা করতে আসা উপলক্ষ, খবর জানা আসল উদ্দেশ্য)।

উপলক্ষক—সাধারণ চিহ্নাদি দেখিয়া যে ভিতর-কার গূঢ় ব্যাপার বুঝিতে পারে ; নিপুণ পরীক্ষক, **উপলক্ষণ**—ব্যাপকতর অর্থের সূচক, চিহ্ন (রাষ্ট্রের কল্যাণ=রাজ্যের লোকের কল্যাণ—এক্ষেত্রে 'রাষ্ট্র' রাজ্যের লোকের উপ-লক্ষণ)। **উপলক্ষণা**—অর্থালঙ্কারবিশেষ, লক্ষণা (গঙ্গাবাসী=গঙ্গাতীরবাসী)।

উপলব্ধ—(উপ-লভ্+ক্ত) অনুভূত, পরিজ্ঞাত (উপলব্ধ সত্য) ; প্রাপ্ত, অর্জিত (উপলব্ধ কর্মফল)। বি উপলব্ধি—অনুভূতি, প্রতীতি।

উপলভ্য—প্রাপ্য, লাভের যোগ্য (শ্রমোপলভ্য প্রতিষ্ঠা) ; জ্ঞেয়।

উপলম্ভ—প্রাপ্তি, অনুভব ; বোধ, অবগতি।

উপলিপ্ত—লেপিত (গোময়-আদির দ্বারা)।

উপলেপ, উপলেপন—গোময় অথবা অন্য বস্তুর দ্বারা লেপন, উক্ত বস্তুর প্রলেপ।

উপশম—(উপ-শম্+ঘঞ্) শান্তি, নিবৃত্তি (রোগের উপশম ; ক্রোধের উপশম ; বৃষ্টির উপশম)। **উপশমক**—উপশমকারক। **উপশমিত**—প্রশমিত ; হ্রাসপ্রাপ্ত। **উপ-শান্ত**—শান্ত, সংযত, নিবৃত্ত, নির্বাপিত (উপ-শান্ত চিত্ত ; উপশান্ত দাহ)। বি উপশান্তি।

উপশয়—(উপ-শী-অল্) পশু শিকারের উদ্দেশ্যে ব্যাধের আত্মগোপন-স্থান ; বিশেষ ঔষধ অথবা পথ্য প্রয়োগের দ্বারা ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয়। **উপশায়**—প্রহরার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে শয়ন। **উপশায়ী**—নিকটে শায়ী, পার্শ্বে শায়ী। স্ত্রী উপশায়িনী।

উপশাখা—শাখা হইতে উদ্গত শাখা।
উপশিরা—শাখা-শিরা (শিরা-উপশিরা)।
উপশিষ্য—অপ্রধান শিষ্য, শিষ্যের শিষ্য, প্রশিষ্যের শিষ্য।
উপশোভন—শোভিত করা, অলঙ্করণ। **উপশোভা**—সজ্জা। **উপশোভিত**—বিভূষিত।
উপশ্রুত—শ্রুত ; অঙ্গীকৃত। **উপশ্রুতি**—অঙ্গীকার ; কিংবদন্তী।
উপসংক্ষেপ—সার-সংগ্রহ।
উপসংখ্যান—গণনা করা, সংখ্যা করা।
উপসংগ্রহ—সংগ্রহ ; পদধূলি গ্রহণ। **উপসংগ্রাহ্য**—পদধূলি গ্রহণের যোগ্য (গুরুজন)।
উপসংবাদ—শর্তযুক্ত প্রতিজ্ঞা বা বাক্যদান।
উপসংযম—ইন্দ্রিয়শাসন।
উপসংসদ—অধস্তন সংসদ, সাব-কমিটি sub-committe.
উপসংহার—সমাপ্তি; গ্রন্থের বা কোন বিষয়ের সমাহার, বস্তু সংক্ষেপ। বিণ উপসংহৃত।
উপসদন—সদনের বা গৃহের সন্নিকট।
উপসন্ন—সমীপগত, নিকটবর্তী।
উপসম্পন্ন—অন্বিত, সমৃদ্ধ, পর্যাপ্ত।
উপসর—(অপ-সৃ + অল্) প্রজননার্থ বৃষপ্রয়োগ। **উপসর্যা**—উপসরযোগ্যা গবী, ডাক-আসা গাভী।
উপসর্গ—(উপ-সৃজ্ + ঘঞ্) ভূমিকম্প, উল্কাপাতাদি আকস্মিক উৎপাত ; বিঘ্নবিপত্তি (নানা উপসর্গ এসে জোটে) ; পীড়ার আনুষঙ্গিক পীড়া (রোগীর নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে) ; (ব্যাকরণে) প্র পরা অপ সম্ প্রভৃতি কুড়িটি অব্যয়, ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া ইহারা নানা অর্থ প্রকাশ করে, যথা—আহার, প্রহার, সংহার।
উপসর্পণ—প্রার্থী হইয়া অন্যের নিকট গমন ; প্রেমনিবেদন, courtship.
উপসাগর—স্থলবেষ্টিত মহাসাগরাংশ, gulf, bay.
উপসুন্দ—দৈত্য বিশেষ ; তিলোত্তমাকে লইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুন্দের সহিত ইহার যুদ্ধ হয়, পরে দুই ভ্রাতাই নিহত হয়। **সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ**—প্রেমঘটিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
উপসূর্যক—সূর্যের চতুর্দিকের রশ্মিমণ্ডল, disc, চন্দ্রমণ্ডল।
উপসৃষ্ট—পীড়িত ; রাহুগ্রস্ত (সূর্য বা চন্দ্র) ; ভূতাদির দ্বারা আবিষ্ট।
উপসেক, উপসেচন—জলাদি সেচন, এরূপ সেচনের দ্বারা কোন জিনিষ নরম করা। **উপসেচনী**—হাতা। **উপসেবক**—সেবক, পূজক, উপভোক্তা। **উপসেবন**—আসক্তি, addiction. **উপসেবী**—উপসেবাপরায়ণ ; পরিচারক।
উপস্কর—যাহা ভূষিত করে (কুণ্ডলাদি) ; ব্যঞ্জন প্রস্তুতির জন্য মসলা ; গৃহোপকরণ (হাঁড়ি-কুঁড়ি, মুষল, উদুখল, সম্মার্জনী ইত্যাদি)। **উপস্কার করা**—পরিষ্কার করা (প্রাচীন বাংলা)।
উপস্তরণ—আস্তরণ। **উপস্তুতি**—সম্মুখে স্তুতি।
উপস্ত্রী—উপপত্নী।
উপস্থ—ক্রোড় ; উপবিভাগ ; জননেন্দ্রিয়। **উপস্থনিগ্রহ**—ইন্দ্রিয়শাসন।
উপস্থাতা—সেবক, attendant.
উপস্থান—উপস্থিতি, সমবেত হওয়া। (**মহা-উপস্থান**—বুদ্ধসমীপে ভিক্ষুদের উপস্থিতি ও ধর্মোপদেশ শ্রবণ ; প্রতিদিন তিনবার এরূপ মহা-উপস্থান ঘটিত)।
উপস্থাপক, উপস্থাপয়িতা—প্রস্তাবক। স্ত্রী—উপস্থাপয়িত্রী। **উপস্থাপন**—আনয়ন। **উপস্থাপিত**—আনিত, প্রস্তাবিত।
উপস্থিত—সমাগত, আসন্ন, বর্তমান (আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত বিপদ)। **উপস্থিত বক্তা**—পূর্ব হইতে প্রস্তুত না হইয়া যিনি উপস্থিতমত কিছু বলিতে পারেন, extempore speaker. **উপস্থিতবুদ্ধি**—প্রত্যুৎপন্নমতি। বি উপস্থিতি।
উপস্বত্ব—সম্পত্তি হইতে আয় ; খাজনা ; ভূমি হইতে জাত শস্য। প্রাদি।
উপহত—পীড়িত ; অভিভূত ; ব্যাহত ; দূষিত ; আহত ; বিনষ্ট। বি উপহতি—আঘাত ; পীড়ন ; বিনাশ।
উপহার—সমাদরপূর্বক দান ; দেবতাকে দান ; খাদ্যদ্রব্য। **উপহরণ**—উপহার দান, খাদ্য পরিবেশন। বিণ উপহৃত।
উপহাস—ঠাট্টা, তামাসা ; অবজ্ঞা। বিণ উপহসিত—যাহাকে লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করা

হইয়াছে, অবজ্ঞাত। বি ঠাট্টা। **উপহাসাস্পদ**—উপহাস্য।

উপাংশু—অনুচ্চ, নির্জন, নিগূঢ়। **উপাংশুকথন**—ফিস্‌ফিস্ কথা, whispering. **উপাংশুকথনমঞ্চ**—whispering gallery, যেখানে অনুচ্চ শব্দও প্রতিধ্বনিত হইয়া বহুদূর পর্যন্ত শ্রুত হয়। **উপাংশুজপ**—অনুচ্চস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ। **উপাংশুবধ**—গুপ্ত হত্যা। **উপাংশুবাস**—গোপনে বাস।

উপাক্ষ—চশমা। **উপাক্ষকার**—চশমানির্মাতা।

উপাখ্যান—পুরাকাহিনী, গল্প, যাহাতে কল্পনার ভাগ প্রচুর (ধ্রুবের উপাখ্যান; এই বলে ফের চলল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাখ্যান —রবি)।

উপাগত—আগত, উপস্থিত; প্রাপ্ত; সংঘটিত। বি উপাগম—উপস্থিতি; প্রাপ্তি।

উপাঙ্গ—অঙ্গের অঙ্গ (হস্তের উপাঙ্গ অঙ্গুলি); বেদাঙ্গের মত শাস্ত্র, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি; বাদ্য বিশেষ। **উপাঙ্গ-প্রদাহ**—পাকস্থলীর উপাঙ্গনালীর প্রদাহ; appendicitis.

উপাচার্য—সহকারী আচার্য।

উপাঞ্জন—গোময়াদি দ্বারা লেপন।

উপাত্যয়—প্রচলিত আচারাদি লঙ্ঘন।

উপাদান—উপকরণ, যদ্দ্বারা কোন কিছু নির্মিত হয়; আদিকারণ; সমবায়িকারণ।

উপাদেয়—উৎকৃষ্ট, গ্রহণযোগ্য, উপভোগ্য।

উপাধান—উপধান, শিরোধান, বালিশ।

উপাধি—বাহ্য লক্ষণ; পদবী; বংশ বিদ্যা সম্মান ইত্যাদি নির্দেশক নাম (মিত্র, ভট্টাচার্য; খানবাহাদুর, বি-এ, বিদ্যারত্ন ইত্যাদি)। **উপাধিক**—উপাধিবিশিষ্ট। **উপাধি-পত্র**—উপাধির পরিচায়ক পত্র। **উপাধিধারী**—খেতাবধারী। **উপাধি-ভূষিত**—খেতাবের দ্বারা সম্মানিত।

উপাধ্যায়—যিনি বেদের অংশবিশেষ অধ্যয়ন করান; যিনি বেদ কিংবা বেদাঙ্গ শিক্ষা দিয়া জীবিকার্জন করেন; ধর্মাচার্য। (বল্লালসেনের সময় আচার বিনয় বিদ্যা ইত্যাদি সদ্‌গুণভূষিত ব্রাহ্মণগণ উপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। তাঁহাদের বাসগ্রামের নামানুসারে বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি উপাধি দেওয়া হইত)। স্ত্রী উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী—আচার্যা। **উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়ানী**—আচার্য-পত্নী।

উপানৎ, উপানদ্, উপানহ—(যাহার দ্বারা পা আবৃত করা যায়) জুতা। **উপানহী**—পাদুকাপরিহিত।

উপান্ত—সীমা, শেষ প্রান্ত (আদ্যোপান্ত, চরণোপান্ত); অন্তের অব্যবহিত পূর্বস্থান বা বর্ণ, penultimate, last but one; গৃহকোণ।

উপাপরাধ—লঘু অপরাধ।

উপাবর্তন—প্রত্যাবর্তন, পার্শ্ব পরিবর্তন। বিণ উপাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত; শ্রম দূর করিবার জন্য ভূমিতে পার্শ্ব পরিবর্তনে রত।

উপায়—কার্যসিদ্ধির পথ (এখন উপায় কি); পরিত্রাণ (এই পাপীর উপায় কি হবে); আয়, অর্থাগম (দুহাতে উপায় ক'রত খরচও করত তেমনি)। **উপায়ক্ষম**—উপার্জনক্ষম। **উপায়জ্ঞ**—রাজ্যশাসন ও শত্রুর সহিত ব্যবহারে কুশল। **উপায়ান্তর**—অন্য উপায়, গত্যন্তর।

উপারত—(উপ—আ—রম্+ক্ত) নিবৃত্ত, বিরত।

উপারম্ভ—আরম্ভ, উপক্রম।

উপারূঢ়—সমাগত, প্রাপ্ত।

উপার্জক—যে উপার্জন করে। স্ত্রী উপার্জিকা। **উপার্জন**—(উপ—অর্জ্+অনট্) আয়, লাভ, কীর্তি, achievement (মুসলিম-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপার্জন মানবিকতা)।

উপার্ধরঙ্গ—শরীরের অংশবিশেষের নৃত্যজনিত রঙ্গ।

উপালব্ধ—তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত।

উপালম্ভ—তিরস্কার, দুর্বাক্য।

উপাশ্রয়—আশ্রয়, অবলম্বন: আশ্রয়কারী। **উপাশ্রিত**—অবলম্বিত।

উপাস—উপবাস দ্রঃ।

উপাসক—পূজক, প্রার্থনাকারী (ঈশ্বরের উপাসক; অর্থের উপাসক; ক্ষমতার উপাসক); চাটুকার। স্ত্রী উপাসিকা।

উপাসিত—সেবিত।

উপাসনা—উপকারার্থ সেবা, শুশ্রূষা, আরাধনা; ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। (নির্গুণোপাসনা—পরমেশ্বর সকল গুণের অতীত, সেই গুণাতীত সত্তাতে আত্মসমর্পণ। সগুণোপাসনা—ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান ও সর্বগুণাশ্রয় জানিয়া তাঁহার

পরিচালন প্রার্থনা। নির্গুণোপাসনার লক্ষ্য নির্বাণ লাভ অথবা সোঽহং-বোধ লাভ, সগুণোপাসনার লক্ষ্য ঈশ্বরের গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়া)।

উপাসী—উপোসী ; উপবাসী (দ্রঃ)।

উপাস্য—উপাসনার যোগ্য, আরাধ্য।

উপাহৃত—আনীত ; অর্পিত।

উপুড়, উবুড়—ভূমির দিকে মুখ করিয়া রাখা বা অবস্থিতি (উপুড় করিয়া রাখা কলসী ; পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল) ; চিতের বিপরীত। **উপুড়-হস্ত**—হাত উপুড় করিয়া দান, দানে অভ্যস্ত। (হাত চিত করিতেই জান উপুড় করিতে জান না—দান গ্রহণ করিতেই পটু, অপরকে দান করিতে কুণ্ঠিত)।

উপেক্ষক—উপেক্ষাকারী, **উপেক্ষণ**—অবহেলা, ঔদাসীন্য ; পররাষ্ট্রের গতিবিধি অথবা শক্তি-সামর্থ্য নিরীক্ষণ। **উপেক্ষণীয়**—অমনোযোগের যোগ্য ; মূল্যবান অথবা অর্থপূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করিবার অযোগ্য।

উপেক্ষা—তাচ্ছিল্য, অমনোযোগ, অস্বীকার (তোমাকে করবে উপেক্ষা আমি যেমন করছি—(গোটে) ; ঔদাসীন্য (সামান্য অসুখও উপেক্ষা করিবে না) ; বৌদ্ধ সাধনায় অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, মৈত্রী করুণা ও মুদিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ভাব, পরম শান্ত ভাব।

উপেক্ষিত—অবহেলিত, অবজ্ঞাত, অনাদৃত (কাব্যের উপেক্ষিতা—রবি), পরিত্যক্ত।

উপেত—যুক্ত, সমৃদ্ধ, মিলিত (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—সর্বগুণোপেত)।

উপেন্দ্র—ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বামনরূপী বিষ্ণু।

উপোতী, উপোদিকা—অপোদিকা, পুঁই-শাক।

উপোদ্‌ঘাত—উপক্রম ; আরম্ভ ; মুখবন্ধ ; দৃষ্টান্ত।

উপোষ,-স—উপবাস। বিণ উপোষী।

উপোষণ—অনাহার। বিণ উপোষিত, অভুক্ত (উপোস্ উপাস উপোসী, উপুসি—উপবাসী)।

-(বপ্‌+ক্ত) যাহা বোনা হইয়াছে (উপ্ত বীজ)। **উপ্তকৃষ্ট**—বোনা ও চষা অর্থাৎ বপনের পরে কর্ষিত। **উপ্তবীজ**—যে ক্ষেত্রে বীজ বপন করা হইয়াছে। বি উপ্তি।

উবচানো—উপচানো, ছাপাইয়া পড়া।

উফরিফাঁফরি—(উপর্যুপরি+ফাঁফর) শ্বাস নেওয়া যাইতেছে না এমন অবস্থা ; একসঙ্গে বহুকাজে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ার ভাব ; অস্থিরতা, অতিশয় অস্বস্তি (উফরিফাঁফরি লাগা ; উফরি-ফাঁফরি ঠেকা)।

উব, উবা—উবিয়া যাওয়া, বাতাসে মিলাইয়া যাওয়া।

উবটন—(সং উদ্বর্তন) হরিদ্রা কুঙ্কুম প্রভৃতি গায়ের ময়লা তুলিবার বস্তু ; গায়ের ময়লা তুলিবার জন্য তৈলাদি দ্বারা গাত্র-ঘর্ষণ।

উব্‌দা উব্‌দো—বিপরীতমুখী, উল্টা (সোজা বা সিধার বিপরীত)। (গ্রাম্য)।

উবরানো—উদ্‌বৃত্ত হওয়া, বাঁচিয়া যাওয়া।

উবু—উঁচু (উবু হইয়া বসা)।

উভ—উভয়। **উভচর**—জল ও স্থল উভয়স্থানে বিচরণকারী ; ব্যাঙ কাছিম ইত্যাদি, amphibious.

উভয়—দুই, দুইজন, both. **উভয়তঃ**—দুইদিকেই, দুইপক্ষেই। **উভয়তোমুখ**—যাহার দুই মুখ (গৃহ, জলপাত্র)। **উভয়ত্র**—দুইস্থানেই। **উভয়থা**—উভয় প্রকারে। **উভয়পদী**—(ব্যাকরণে) আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী উভয়ই (ক্রিয়া)। **উভয়বেতন**—যে প্রভু ও প্রভুর শত্রু উভয়ের নিকট হইতে বেতন লয়, বিশ্বাসঘাতক। **উভয়শঙ্কা**—দুই দিকেই বিপদ।

উভরড়ে—দ্রুতবেগে (প্রাচীন বাংলা)।

উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে (কাঁদে উভরায়—বর্তমানে অপ্রচলিত)।

উভা, উবো—উত্তোলিত ; খাড়া ; উঁচা ; ঊর্ধ্বমূল, উল্টা, উবদা। (গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।

উভু উবু, উপু—উঁচু।

উম্, ওম্—উষ্ণতা। ওম দ্রষ্টব্য।

উম্‌দা—(আ উ'মদহ্) উত্তম, মনোহর, পছন্দমাফিক, উপাদেয়।

উমর—(আ উ'মর্) বয়স (উমর আন্দাজ চল্লিশ)। **উমরভোর**—সারাজীবন। (গ্রাম্য—উমের, উমির)।

উম্‌রা—(আঃ উম্‌রা, আমীর শব্দের বহুবচন ওমরাহ্ দ্রঃ। **আমীর-উম্‌রা**—রাজা-রাজড়া ; বড়লোকের দল।

উমা—পার্বতী। **উমাকান্ত**—শিব। **উমাধব**—শিব।

উমেদ, উম্মেদ—(ফাঃ উমেদ—আশা, প্রত্যাশা) আশা, ইচ্ছা (তোমাদের ওখানে যাইবার উম্মেদ রাখি)। **উমেদার**—(ফাঃ উমেদবার) প্রার্থী, চাকুরিপ্রার্থী, candidate (চাকরীর উমেদার; বিবাহের উমেদার)। **উমেদারি**—চাকরির জন্য চেষ্টা, প্রতীক্ষা (ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আসে, শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে—রবি)।

উমেশ—উমাপতি, শিব।

উয়াড়—ওয়াড় দ্রঃ।

উয়ার—কাটিয়া সাফ্ করা, ঝরিয়া ফেলা।

উরঃ, উর—বক্ষঃস্থল (ব্যূঢোরস্ক)।

উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম—(যে বক্ষের দ্বারা গমন করে) সর্প। স্ত্রী উরগী। **উরগভূষণ**—শিব। **উরগরাজ**—বাসুকি। **উরগস্থান**—নাগলোক, পাতাল। **উরগারি, উরগাশন**—সর্পভুক্ গরুড়, নকুল, ময়ূর।

উরজ—স্তন।

উরণা—মেষচর্মের বক্ষাবরণ, breast-plate.

উরু, উরুত, উরাত—ঊরু।

উরমাল, উরুমাল—মলের মত ধ্বনিকারক আশ্বাদির পায়ের আভরণ।

উরশ্ছদ—বক্ষোরক্ষক, কবচ, breast-plate.

উরস—বক্ষঃস্থল। **উরসিজ**—স্তন।

উরস্ত্র, উরস্ত্রান—বক্ষোরক্ষক।

উরস্য—ঔরসজাত পুত্র।

উরস্বান্—বিশালবক্ষাঃ।

উরা—আবির্ভূত হওয়া (কাব্যে ব্যবহৃত)।

উরুস, উরুস—(আঃ উ'রূস্) পীরের দরগায় অথবা পীরের নামে উৎসব (খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তির উরুস)।

উরুত, উরুত—উরত দ্রঃ।

উরুবুক—(সং) এরণ্ড, ভেরেণ্ডা গাছ।

উরুমার্গ—প্রশস্ত অথবা দীর্ঘ পথ।

উরুধার—তীক্ষ্ণধার।

উরুবিক্রম, উরুসত্ত্ব—মহাবিক্রমশালী।

উরোগ্রহ—বুকশূল।

উরোঘাত—বুকের ব্যথা, বুক চাপড়ানো।

উরোজ—স্তন।

উরোভূষণ—হার।

উর্জিত—ঊর্জিত দ্রঃ।

উর্ণ, ঊর্ণ—সূত্র। উর্ণনাভ—মাকড়সা।

উর্ণা—মেষ মৃগ ইত্যাদি পশুর লোম; কপালের লোমযুক্ত আঁচিল।

উর্দি—সৈন্যদের সরকারি পোষাক, সিপাহী বরকন্দাজ প্রভৃতির সরকারি পোষাক, uniform.

উর্দু, উর্দূ—(তুর্কী উর্দূ—লস্কর) উর্দূ বা হিন্দুস্থানী ভাষা, মোগল সৈন্যদের মধ্যে প্রথম উৎপন্ন। **উর্দুনবীশ**—যে উর্দু ভাষা জানে; উর্দূ ভাষায় ও রচনায় ব্যুৎপন্ন। **উর্দুবাজার**—বাদশাহী পল্টনের বাজার।

উর্বর—প্রচুর-উৎপাদনক্ষম (উর্বর ক্ষেত্র)। **উর্বর-মস্তিষ্ক**—যাহার মাথায় বহু ভাব বা চিন্তা খেলে (নিন্দায় ব্যবহৃত)। **উর্বরা**—প্রচুর-শস্যদায়িনী (ভূমি); যাহাতে বহু প্রকারের শস্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়, fertile.

উর্বশী, ঊর্বশী—(যে মহৎ ব্যক্তিকেও রূপের দ্বারা বশীভূত করিতে পারে) স্বর্গের মোহিনীদিগের প্রধানা; রূপে অতুলনীয়া, নিরুপমা (উর্বশী মেনকা আর কোথায় পাবে)।

উর্বী—পৃথিবী। উর্বী-ধর,-পতি,-শ্বর—পৃথিবী-পতি, রাজা। **উর্বীধর**—ভূধর। **উর্বীভৃৎ**—পর্বত। **উর্বীরুহ**—মহীরুহ।

উর্স—উরুচ দ্রঃ।

উল—(ইং wool) পশম, উর্ণা।

উলঙ্গ—বস্ত্রহীন, নগ্ন (উলঙ্গ দেহ); আবরণহীন (উলঙ্গ তরবারি); বাক্যালঙ্কার অথবা ভাবুকতা-বর্জিত (উলঙ্গ বাস্তবতা); কপটতা অথবা কৃত্রিমতা-বর্জিত, সরল ও বীর্যবন্ত (জাগা'য়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল কঠিন সন্তোষ—রবি)। স্ত্রী উলঙ্গিনী, উলঙ্গী।

উলট-কম্বল—ছোট গাছ বিশেষ, ইহার পাতার উল্টাদিক লোমশ।

উলট-পালট, ওলট-পালট—উল্টা-পাল্টা, বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল; নড়চড় (কথার যেন উলট-পালট না হয়)। উলটি-পালটি—তন্ন তন্ন করিয়া (কাব্যে)।

উলপ, উলুপ—ওলপ। **উলুপ দেওয়া**—হাঁড়ি বা কলসীর মুখে সরা দিয়া মাটি বা ময়দার প্রলেপের সাহায্যে তাহা বন্ধ করা।

উলসি—উল্লসিত হইয়া (কাব্যে ব্যবহৃত)।

উলা, ওলা—নামা, তিরোহিত হওয়া, অপসৃত হওয়া (শুকনো ভাত গলায় ওলে না—গলা দিয়া নামে না)।

উলু—উলুখড় ; উলু উলু ধ্বনি।

উলেমা, উলামা—(আঃ আ'লিম শব্দের বহুবচন) পণ্ডিতগণ, মুসলমান-ধর্মশাস্ত্রবেত্তৃ-সম্প্রদায়।

উলূক, উলুক—পেচক ; ধর্মঠাকুরের বাহন।

উলূপী—শিশুমার ; নাগকন্যা, অর্জুনের পত্নী।

উল্টা—বিপরীত (উল্টা বুঝিলি রাম) ; নিম্নমুখ (উল্টা কলসী)। **উল্টাজামা**—যে জামার ভিতরের পিঠ বাহিরে আনা হইয়াছে। **উল্টারথ**—রথযাত্রার অষ্টম দিবসে রথ যথাস্থানে ফিরাইয়া আনার উৎসব। **উল্টাবুঝা**—ভুলবুঝা, বিকৃত অর্থকরা। **উল্টাবিচার**—অন্যায় বিচার, ভুলবিচার। **উল্টারীতি**—বিপরীত প্রথা, অসঙ্গত রীতি।

উল্টানো—ঘুরাইয়া দেওয়া ; অন্যথা করা (কথা উল্টানো)। **চোখ উল্টানো**—উর্ধ্ব দিকে চাওয়া, মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ। **বইয়ের পাতা উল্টানো**—কিছু কিছু পড়া। **উল্টা-পাল্টা**—বিপর্যস্ত, পূর্বাপরসঙ্গতিহীন। **উলটি-পালটি**—ঘুরপাক (উলটি পালটি খাওয়া—ঘুরপাক খাওয়া)।

উল্টে, উলটিয়া—যাহা করা উচিত ছিল তাহার পরিবর্তে, ফিরিয়া (দোষ স্বীকার করবে কি উল্টে আমাকেই দোষী করছে)। **উল্টে চোর মশানে গায়**—মশান দ্রঃ।

উল্কা—আকাশ হইতে পতিত জ্বলন্ত প্রস্তর, আকাশে ধাবমান জ্যোতির্ময় পিণ্ড, meteor, shooting star. **উল্কাবেগে**—অতি তীব্র বেগে। **উল্কামুখ**—আলেয়া, প্রেত বিশেষ। **উল্কামুখী**—খেঁকশিয়ালী।

উল্কি, উল্কী—গোদানি ; স্ত্রীলোকের কপালে ও হাতে সূচের সাহায্যে যে স্থায়ী চিত্র অঙ্কিত করা হয়।

উল্লঙ্ঘন—(উদ্-লঙ্ঘ্+অনট্) অতিক্রম, উল্লম্ফন, ডিঙ্গানো (সমুদ্র উল্লঙ্ঘন)। বিণ উল্লঙ্ঘিত—অতিক্রান্ত।

উল্লম্ফ, উল্লম্ফন—লাফ দিয়া ডিঙ্গানো, অতিক্রম করা। **উল্লম্ফনীয়**—লাফ দিয়া পার হওয়ার যোগ্য।

উল্লসিত—উৎফুল্ল, হৃষ্ট ; বিকশিত ; কোষমুক্ত (উল্লসিত তরবারি) ; বিক্ষুব্ধ (উল্লসিত বারিধি)।

উল্লাস—(উৎ-লস্+ঘঞ্) উৎফুল্লতা, আনন্দের আতিশয্য (চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে—রবি) ; অর্থালঙ্কার বিশেষ ; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ (প্রথমোল্লাস)। **উল্লাসী**—আনন্দচঞ্চল। স্ত্রী উল্লাসিনী।

উল্লিখিত—(উৎ-লিখ্+ক্ত), পূর্ববর্ণিত ; অঙ্কিত ; উৎকীর্ণ।

উল্লু—(সং উলূক) পেচক ; (গালি) নির্বোধ, হাবা।

উল্লুক—বনমানুষজাতীয় বানর; gibbon ; (গালি) নির্বোধ, মূর্খ।

উল্লুণ্ঠন—লুট করিয়া লওয়া ; উলট-পালট খাওয়া।

উল্লেখ—বর্ণন, কথন, নির্দেশ ; অর্থালঙ্কার বিশেষ। **উল্লেখযোগ্য**—নির্দেশযোগ্য।

উল্লোল—উঁচু ঢেউ ; অতি-আন্দোলন, অতি উত্থিত (উল্লোল কল্লোল)।

উশীর, উশীরক, উষীর—খশ্‌খশ্। **উশীর-স্তম্ব**—খশ্‌খশের গোছা।

উশুল—(আঃ কস্‌'ল) আদায় (জরিমানা উশুল করা)। **উশুলী**—যাহা উশুল দেওয়া হইয়াছে বা দিতে হইবে।

উষ—ওষ দ্রঃ।

উষখুষ—উস্‌খুস্ দ্রঃ।

উষসী—সন্ধ্যাকাল।

উষা—উষা দ্রঃ।

উষাকাল, উষঃকাল—যখন রাত্রি শেষ হইল বলিয়া মনে হয় ; ভোর বেলা।

উষিত—পর্যুষিত, বাসি।

উষিপষি, উষিপিষি, উষিপুষি, উষিমুষি, উষুপুষু, উষুমুষু—ইসপিস নিসপিস জাতীয় শব্দ, অস্থিরতা, অস্বস্তি, অধীরতা এই সব ভাব প্রকাশ করে।

উষীর—উশীর দ্রঃ।

উস্কানো—উত্তেজিত করা, প্ররোচিত করা। বি উস্কানি (পরের উস্কানিতে এমন করছে)।

উস্কাফুস্কা, -খুস্কা—উস্‌কোখুস্‌কো, তৈলহীন, অমার্জিত। (উস্কাখুস্কা চুল)।

উষ্টা, উষ্ঠা—উছট (উষ্ঠা খাওয়া) ; পায়ের আঙুল বা পা দিয়া আঘাত, পূর্ববঙ্গে প্রচলিত (উষ্টা দিমু তোর কপালে)।

উষ্ট্র—(যে মরুতাপে দগ্ধ হয়) উট। স্ত্রী উষ্ট্রী। **উষ্ট্র-কণ্টক-ভোজন-ন্যায়**—কণ্টকচর্বণে দুঃখ প্রচুর সুখ বা লাভ সামান্য; সামান্য সুখের জন্য বহু-দুঃখ-ভোগী সাংসারিক মানুষের দশা সেইরূপ।

উষ্ট্রগ্রীব—উষ্ট্রের মত গ্রীবা যার; ভগন্দর রোগ।

উষ্ণ—[উষ্ (দগ্ধ করা) + ণ] গরম (উষ্ণ অন্ন) ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত (উষ্ণ হইয়া উঠিল), তীব্র, কড়া (উষ্ণবীর্য); তাপ (উষ্ণবারণ—ছাতা)। **উষ্ণকাল**—গ্রীষ্মকাল।

উষ্ণক—যে শীঘ্র কাজ করে, দক্ষ। (বিপরীত শীতক)।

উষ্ণপ্রস্রবণ—যে প্রস্রবণের জল স্বভাবত উষ্ণ, hot spring. **উষ্ণবীর্য**—তেজস্কর; সূর্য।

উষ্ণা—সিদ্ধ, boiled (উষ্ণা চাউল, উষ্ণা ধান্য)।

উষ্ণাগম, উষ্ণাভিগম—গ্রীষ্মকাল।

উষ্ণালু—যে গরম সহ্য করিতে পারে না।

উষ্ণীষ—(তাপনাশক) পাগড়ি, মুকুট।

উষ্ম, উষ্মা—গ্রীষ্মকাল, গরম, গুমট (উষ্ম করে আছে); ক্রোধ। **উষ্মবর্ণ**—aspirants, শ ষ স হ। **উষ্মান্বিত**—ক্রোধান্বিত। **উষ্মামতি**—কুপিত।

উসখুস—অস্বস্তি, অস্থিরতা, অধীরতা, কিছু করিবার বা বলিবার জন্য ব্যগ্র (মন উসখুস করছে)।

উসনো, ওসানো—বিস্তৃত করা, ব্যাপক ভাবে আরম্ভ করা (কাজ ওসানো)। **ধান ওসানো**—ধান সিদ্ধ করিয়া রোদ দিয়া ভানিবার ব্যবস্থা করা। **চা'ল ওসানো**—ঢেঁকিতে চাউল প্রস্তুত করার কাজে প্রবৃত্ত হওয়া।

উসরা—ওসারা দ্রঃ।

উস্থুনি—ছাঁইচ-বাহিয়া-পড়া বৃষ্টির জল। **উস্থুনির জল**—উস্থুনির জলের মত একটু রঙ-ধরা মাত্র (ঝোল ত নয় যেন উস্থুনির জল)।

উস্কনো, উস্কানো, ওস্কানো—বাড়াইয়া দেওয়া, (শলিতা উস্কানো); প্ররোচিত করা পরামর্শ বা প্রশ্রয় দিয়া উত্তেজিত করা (তোমার উস্কানিতেই ত ঝগড়াটা বেধেছে)। উস্কানো দ্রঃ।

উস্‌খুস্‌ক—উষ্‌কা খুস্‌কা দ্রঃ।

উস্তাদ, ওস্তাদ—ওস্তাদ দ্রঃ।

উহা—(সর্বনাম) তাহা, ঐ বস্তু বা ব্যক্তি; ঐ বিষয় বা প্রাণী।

উঁহার, উঁহাকে—(সম্ভ্রমার্থে) ব্যক্তি-নির্দেশক।

উঁহুঁ—অসম্মতি বা অস্বীকৃতি সূচক।

উহু—আঘাত পাওয়া যাইতেছে এমন ভাবসূচক।

উহ্য—অনুল্লিখিত কিন্তু সঙ্কেতিত, understood.

উহ্যমান—যাহা বহন করা হইতেছে।

ঊ—স্বরবর্ণের ষষ্ঠবর্ণ।

ঊঢ়—বিবাহিত। স্ত্রী. ঊঢ়া (নবোঢ়া)। বি ঊঢ়ি।

ঊন—কম, ন্যূন, (ঊনত্রিশ; কিঞ্চিদূন)। (ঊন ভাতে দুন বল ভরা ভাতে রসাতল)।

ঊনআশী—৭৯।

ঊনকোটি,-কোটী—বহুসংখ্যক, অন্তহীন (ঊনকোটি ওজুহাত)।

ঊনচত্বার, ঊনচল্লিশ, ঊনচত্বারিংশ, ঊনচত্বারিংশৎ—৩৯।

ঊনচত্বারিংশত্তম—ঊনচল্লিশ সংখ্যক।

ঊনত্রিংশ, ঊনত্রিশ—২৯।

ঊনত্রিংশত্তম—ঊনত্রিশা।

ঊনপাঁজুরে—অলক্ষুণে; বিপথ গমনে অথবা গণ্ডগোল করিতে অভ্যস্ত।

ঊরু—আবির্ভূত হও (কাব্যে).

ঊরাৎ—উরাৎ দ্রঃ।

ঊরু—উরৎ, পায়ের হাঁটুর উপরের অংশ। **ঊরুগ্রাহ**—ঊরুস্তম্ভ রোগবিশেষ। —(ঊরু হইতে যাহার জন্ম) বৈশ্য।

ঊর্জঃ—বীর্য, শক্তি, তেজ; উৎসাহ **ঊর্জস্বান্**—বলবান্, তেজস্বী। **ঊর্জিত**—তেজস্কর (ঊর্জিত অসি)।

ঊর্ণনাভ, ঊর্ণনাভি—মাকড়সা।

ঊর্ণা—পশম, ভ্রূমধ্যস্থিত রোমাবর্ত (প্রসিদ্ধি আছে এরূপচিহ্নযুক্ত ব্যক্তি রাজচক্রবর্তী অথবা মহাযোগী হন)। **ঊর্ণাময়**—ঊর্ণাদ্বারা প্রস্তুত (আসন কম্বল ইত্যাদি)।

ঊর্ধ্ব—উপরের দিকে ; ঊর্ধ্বমুখ, উত্থিত (ঊর্ধ্ব-কেশ ; ঊর্ধ্বকর্ণ)। **ঊর্ধ্বকণ্ঠ**—উচ্চকণ্ঠ। **ঊর্ধ্বকর্ণ**—উৎকর্ণ। **ঊর্ধ্বকায়**—দীর্ঘকায় ; নাভির উপরের অংশ। **ঊর্ধ্বকেতু**—যাহার ধ্বজা ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান।

ঊর্ধ্বগ—ঊর্ধ্বগামী ; সৎপথগামী, ধার্মিক।

ঊর্ধ্বটান—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে শ্বাসের ঊর্ধ্বগতি।

ঊর্ধ্বতন—উপরের ; পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত (ঊর্ধ্বতন কর্ম্মচারী) ; পূর্ববর্তী (ঊর্ধ্বতন দ্বাদশ পুরুষ)। **ঊর্ধ্বদৃষ্টি**—শিবচক্ষু ; শূন্যদৃষ্টি। **ঊর্ধ্বদেহ**—মৃত্যুর পরে সূক্ষ্ম শরীর ; (বিণ ঔর্ধ্বদৈহিক)। **ঊর্ধ্বপাতন**—চোলাই distillation. **ঊর্ধ্বফণা**—উদ্যতফণা। **ঊর্ধ্ববর্ত্ম**—শূন্যমার্গ। **ঊর্ধ্ববাহু**—যে এক বা দুই হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া মন্ত্রাদি জপ করে। **ঊর্ধ্বরেতাঃ**—জিতেন্দ্রিয়, যোগী। **ঊর্ধ্বলোক**—স্বর্গ। **ঊর্ধ্বশায়ী**—যে চিৎ হইয়া শয়ন করে। **ঊর্ধ্বশ্বাসে**—অতি দ্রুতবেগে।

ঊর্ধ্বস্থ—উপরিস্থ।

ঊর্বর—উর্বর দ্রঃ।

ঊর্বশী—উর্বশী দ্রঃ।

ঊর্মি—জলপ্রবাহ ; তরঙ্গ, ঢেউ (চলোর্মি, শোকোর্মি)।

ঊর্মিকা—ছোট ঢেউ, ক্ষুদ্র তরঙ্গ ; কোঁচানো, চুনট করা।

ঊর্মিমান, ঊর্মিল—ঢেউখেলানো, undulating.

ঊর্মিলা—লক্ষ্মণের পত্নী।

ঊলূক— উলূক দ্রঃ।

ঊষর—অনুর্বর, মরুময় (তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে—দ্বিজেন্দ্রলাল)।

ঊষসী—ঊষা ; সূর্যোদয়ের প্রাক্‌কাল।

ঊষা—সূর্যোদয়ের প্রাককাল, যখন রাত্রির অবসান হইয়াছে কিন্তু প্রভাতের আলোক ফুটিয়া উঠে নাই (ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা)।

ঊহ, ঊহা—বিতর্ক ; সংশয়।

ঊহন—বিচার। **ঊহিত**—তর্কিত।

ঊহ্য—যাহা অনুমান করিয়া লইতে হয়। উহ্য দ্রঃ।

ঋ

ঋ—স্বরবর্ণের সপ্তম বর্ণ।

ঋক্—বেদমন্ত্রবিশেষ, ঋগ্বেদ।

ঋক্‌থ—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনসম্পত্তি।

ঋক্‌থী, ঋকথ-গ্রাহ,-হী,-ভাক্,-গী,-হর-হারী—ধনসম্পত্তির অংশীদার, উত্তরাধিকারী।

ঋক্ষ—ভল্লুক ; নক্ষত্র (ঋক্ষমণ্ডল—ভল্লুকাকৃতি সপ্তর্ষিমণ্ডল)।

ঋগ্বেদ—প্রাচীনতম বেদ। **ঋগ্বেদী, ঋগ্বেদবিৎ**—ঋগ্বেদে অভিজ্ঞ।

ঋজু—[ঋজ্ (গমন করা)+উ] সরল, সোজা, অকুটিল। **ঋজুকায়**—সরলকায়।

ঋজুগ—যার গতি অবক্র।

ঋজুতা—সরলতা, স্বাভাবিকতা। **ঋজুপ্রকৃতি**—ঋজুস্বভাব, সরল প্রকৃতি। **ঋজুরেখা**—সরল অকুটিল রেখা। স্ত্রী, ঋজ্বী।

ঋণ—(ঋ+ক্ত—যাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়) দেনা, কর্জ ; (ভারতীয় মতে ঋণ ত্রিবিধ—দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ; দেবঋণ পরিশোধিত হয় যজ্ঞাদির দ্বারা, ঋষিঋণ পরিশোধিত হয় শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা, আর পিতৃঋণ পরিশোধিত হয় সন্তানোৎপাদনের দ্বারা) ; *উপকাররূপ ঋণ। **ঋণগ্রস্ত**—ঋণী। **ঋণগ্রহণ**—কর্জ লওয়া। **ঋণগ্রহীতা, ঋণগ্রাহক, ঋণগ্রাহী**—যে ঋণগ্রহণ করিয়াছে, খাতক। **ঋণচিহ্ন**—বিয়োগ-চিহ্ন, (− এই চিহ্ন)। **ঋণজাল**—ঋণরূপজাল, দেনার দায়। **ঋণদ,-দাতা**—উত্তমর্ণ। **ঋণদাস**—ঋণহেতু যে দাসত্বে বন্দী ; ঋণশোধ

না হওয়া পর্যন্ত যাহাকে চাকুরি করিতে হয়। **ঋণমুক্তি**—ঋণ হইতে মুক্তি। **ঋণলেখ্য**—তমসুক। **ঋণশোধ**—কর্জশোধ।

ঋণাদান—ঋণপরিশোধ, ঋণের টাকা সুদে-আসলে আদায় করা।

ঋণী—ঋণগ্রাহী, খাতক ; উপকাররূপ ঋণে আবদ্ধ ; বিশেষভাবে উপকৃত ; কৃতজ্ঞ।

ঋত—সূর্য, যজ্ঞ, জল ; বিশ্বব্যাপারের সুনির্দিষ্ট কর্মধারা ; সত্যাচার ; সত্য। **ঋতম্ভর**—সত্যপালক ; পরমেশ্বর।

ঋতানৃত—সত্যমিথ্যা।

ঋতি—গতি ; সৌভাগ্য। **ঋতিঙ্কর**—শুভঙ্কর।

ঋতু—(নিয়মানুসারে গমনকারী) গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ঋতু, Seasons, স্ত্রী-রজঃ। **ঋতুকাল**—রজস্বলা অবস্থা, গর্ভধারণের যোগ্যকাল। **ঋতুচর্চা**—বিভিন্ন ঋতুতে করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ। **ঋতুনাথ,-পতি**—বসন্ত। **ঋতুপরিবর্তন**—এক ঋতুর তিরোভাব ও অন্য ঋতুর আবির্ভাব কাল। **ঋতুমতী**—রজস্বলা। **ঋতুরক্ষা**—ঋতুস্নানের পরে যথাবিহিত স্ত্রীগমন।

ঋতুসংহার—ঋতুবর্ণনার সমাহার, কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য।

ঋতুস্নান—ঋতুমতী নারীর চতুর্থ দিবসের স্নান ; এই স্নান সম্পর্কে স্বামী দর্শন বা ধ্যান আদি সংস্কার। বিণ. ঋতুস্নাতা। **ঋতুহরীতকী**—বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন অনুপানের সহিত হরীতকী সেবন—ইহাতে নাকি সকল রোগের উপশম হয়।

ঋত্বিক্—যজ্ঞের পুরোহিত ; প্রধান চারজনের নাম—হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা।

ঋদ্ধ—সমৃদ্ধ, প্রাচুর্যসম্পন্ন। বি. **ঋদ্ধি**—সবতোমুখী উন্নতি, অভ্যুদয়, উৎকর্ষ ; ধনসম্পত্তি। **ঋদ্ধিমান্**—সমৃদ্ধিযুক্ত, সাধনাসম্পন্ন।

ঋভু—দেবতাবিশেষ ; দেবত্বপ্রাপ্ত মনুষ্য।

ঋভুক্ষ—স্বর্গ ; ইন্দ্র। **ঋভুক্ষী**—বজ্রী, ইন্দ্র

ঋষভ—হিমালয়ের শৃঙ্গ বিঃ ; বৃষ ; শ্রেষ্ঠ (বীরকুলর্ষভ)। **ঋষভী**—শ্মশ্রুযুক্তা স্ত্রীলোক।

ঋষি—ঋষ্ (গমন করা)+ই—যিনি জ্ঞান ও সংসারের পারে গমন করিয়াছেন) প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বদর্শী ; সত্যদ্রষ্টা (ধনসামন্তদের ঋষি)। স্ত্রী ঋষী।

ঋষিক, ঋষীক—ঋষিপুত্র। **ঋষিতুল্য**—ঋষির মত জ্ঞানী ও শ্রদ্ধার্হ। **ঋষিপ্রোক্ত**—ঋষিকথিত, ঋষিনির্দেশিত। **ঋষিশ্রাদ্ধ**—আড়ম্বর-সার ব্যাপার।

ঋষ্টি—গ্রহদোষ।

ৠ

ৠ—সাধারণত বাংলা বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত ভাবা হয় হয় না ; তবে বাংলা ক্রিয়ায় ইহার ব্যবহার আছে, যথা দীর্ণ (দৄ+ক্ত)।

ঌ

ঌ—বাংলা স্বরবর্ণের অষ্টম বর্ণ। কিন্তু বাংলায় ইহার ব্যবহার নাই।

এ

এ—বাংলা স্বরবর্ণের নবম বর্ণ ; প্রাচীন বাংলায় সম্বোধনে হে স্থলে এ ব্যবহৃত হইত ; বর্তমানে গ্রাম্য ভাষায় এরূপ ব্যবহার হয় (এ কর্মকার ভাই) ; সাধারণত এই, ইহা, বর্তমান, অনির্দিষ্ট ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় (এ কাজ ; এ বিষম দায় ; এ বৎসর ; এপার ওপার ; এ বাড়ী ও বাড়ী ; লোকে বলে) ; তদ্দেশ-প্রচলিত বা জাত, ব্যবসায়ী, তন্নিমিত্ত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত প্রত্যয় (শান্তিপুরে শাড়ী, চীনে বাসন, শহুরে ভাবা, কাপুড়ে, কাগুজে, মেটে বাড়ী, খিট্‌খিটে মেজাজ) ; কাল, বয়স ইত্যাদি নির্দেশক (বাইশে, বাহাত্তুরে) ; কর্তৃকারক, করণকারক, অপাদান

কারক, অধিকরণ কারক ইত্যাদিতে বিভক্তির চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয় (খিদে লাগলে বাঘে ধান খায়, ইস্পাতে গড়া, এ মেঘে বৃষ্টি হবে, অরণ্যে রোদন, 'স্মরে দাস তব পদাম্বুজে')।

এই—(সর্বনাম) সম্মুখবর্তী, নিকটস্থ (এই বই ; এই অঞ্চলেই বাস করে) ; বিশেষ (এই কথা ছিল তোমার সঙ্গে ? এই ব্যবহার করলে ?) ; এখনি (এই এলাম : এই আসছি) ; সম্প্রতি (এই ত ছিল, গেল কোথায়) : বিস্ময় দুঃখ ইত্যাদি প্রকাশক (এই চেহারা হয়েছে ! এই তার পরিণাম ! ; এই যে, কবে এলে)। **এইরে**—বিরক্তি বিস্ময় ভয় ইত্যাদি সূচক (এই রে, আবার বক্তৃতা)।

এউ-ঢেউ, হেউ-ঢেউ—ভূরিভোজনের পরে উদ্গারের শব্দ : পরিতোষের চিহ্ন (আর কি হ'লে তোমার এউ-ঢেউ হবে বলত)।

এও—(সর্বনাম) ইহাও, এমন ব্যাপারও, এমন কথাও (এ-ও শুনতে হ'ল) : এই ব্যক্তিও (এও এসেছে আমার সঙ্গে)। **এও, ওও**—দুইই, ইহাও উহাও (এও পারবে না ওও পারবে না, কি পারবে শুনি ?)। **এ-ও-তা**—নানা রকমের ব্যাপার অথবা বস্তু (এ ও-তা করে সময় কেটে যাচ্ছে)।

এওজ, এওয়াজ—(আঃ এ'বাদ') বদল, বিনিময়। **এওজ-তরাজ**—পরস্পর বিনিময়। **এওজী**—বিনিময়ে বা পরিবর্তে প্রাপ্ত (এওজী জমি)। **এওজে**—পরিবর্তে, বিনিময়ে, in lieu of।

এঃ—নিন্দা ঘৃণা সমবেদনা ইত্যাদি অর্থবাচক (এঃ গু মাড়িয়েছি ; এঃ অনেকটা কেটে গেছে)।

এঁচড়—ইঁচড় দ্রঃ।

এঁটে—আঁটিয়া, কষিয়া (এঁটে বাঁধা)।

এঁটেল—বালির অংশহীন মাটি, ভিজিলে পিচ্ছিল ও শুকাইলে খুব শক্ত হয়।

এঁটো, এঁঠো—উচ্ছিষ্ট ; উচ্ছিষ্টযুক্ত ভুক্তাবশিষ্ট (এঁটো পাত ; এঁটো খাওয়া)। **এঁটো উঠানো**—উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করা, ঐ স্থান গোময়াদি দ্বারা লেপন করা। **এঁটো-কাঁটা**-এঁটো পাতায় পরিত্যক্ত অন্নব্যঞ্জনাদি ; ভুক্তাবশিষ্ট। **এঁটো খেকো**—গালি ; ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া যাহার দিন অতিবাহিত হয় ; অতি হীনরুচির। **এঁটো পাত**—আহারান্তে পরিত্যক্ত ভোজনপাত্র (তোমার এঁটোপাতের অর্ধেক দিয়া আমাকে কুকুর ভুলাইতে আসিয়াছ —রবি)। **এঁটো মুখ**—আহারের পরের অপরিষ্কৃত মুখ। **এঁটো হাত**—ভোজনের দ্বারা অথবা আহার্যের সংস্পর্শের দ্বারা অপরিষ্কৃত হাত।

এঁড়ে—অণ্ডকোষযুক্ত, পুরুষজাতীয় গরু বাছুর মহিষ ইত্যাদি ; ষাঁড় ; যে পিছে হটে না এরূপ তেজস্বী পুরুষ, একরোখা, একগুঁয়ে (গ্রাম্য ও কথ্য)। **এঁড়েগলা, এঁড়েডাক**—উচ্চ, কর্কশ শব্দ। **এঁড়েলাগা**—শিশুর অল্পবয়সে মাতার আবার সন্তান হইলে, অথবা মাতার গর্ভাবস্থায়, মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যহানি ঘটে—এই স্বাস্থ্যহানিকে এঁড়েলাগা বলে।

এঁদের—ইঁহাদের।

এঁদো, এঁধো—অন্ধকারময়, জঞ্জালপূর্ণ, অব্যবহার্য (এঁদো কুয়ো, এঁদো পুকুর)।

এঁশে এঁষে—গরু ছাগল ইত্যাদি জন্তুর মুখে ও খুরে যে ঘা হয়।

এঁষানি, এঁসানি—আমিষগন্ধ। **এঁষানি-মারা**—ঘৃতে ভাজিয়া বা সাঁতলাইয়া আমিষগন্ধ দূর করা ; মাছ মাংস কষা।

এক—একসংখ্যক, একজন, একটি, অভিন্ন (এক-প্রাণ ; এক মায়ের সন্তান) ; একত্রিত, সঙ্ঘবদ্ধ (তোমরা এক হও), অদ্বিতীয়, অনন্য (এক ঈশ্বরের পূজা ; একরোখা) ; পূর্ণ, ভরা (এক গাড়ি ভাত, একমাস রোজা) ; অনির্দিষ্ট (এক জন পথিক ; এক বানর) ; অন্যতম (জ্ঞানীদের একজন)। **এক আঁচড়ে বোঝা**—কষ্টি-পাথরে সোনা একটু ঘষিলেই যেমন তাহা খাঁটি কিনা বুঝা যায় তেমনি সামান্য কথাবার্তা বা আলাপ পরিচয় হইতে কাহাকেও বুঝিয়া ফেলা।

এক-আধ—অল্পকিছু (একআধ বছর)। **এক-আধটু**—অতি সামান্য (একআধটু ত্রুটি)।

এক এক—বিভিন্ন (তার একএক সময় একএক মূর্তি)। **একে একে**—ক্রমশঃ ('একে একে নিভিছে দেউটি')। **একদিন**—পরীক্ষার দিন (তোর একদিন কি আমার একদিন)। **এক-পা গিয়াই**—সামান্য অগ্রসর হইয়া। **একপেট খাওয়া**—পেট ভরিয়া খাওয়া। **একহাত লওয়া**—সুযোগ বুঝিয়া কাহাকেও

লাঞ্ছনা বা উপহাস করা; দাদ তোলা। **এক হাতে করা**—অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে কাজ সম্পন্ন করা। **এক-আড়া**—একহারা, মোটা নয় কৃশও নয়। **এককথা**—অনড় কথা (এক কথার লোক)। **এক কাঁড়ি,-গাদা**—অনেক-গুলি, স্তূপাকার। **একগাছ**—গাছভরা (একগাছ নারিকেল)। **এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো**—সমপ্রকৃতি বা সমভাগাবিশিষ্ট হওয়া। **এক ঢিলে দুই পাখী মারা**—এক কৌশলে একাধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা; চালাকি করা।

একক—একলা; একা একা।

এককালীন—একবারে দেওয়া (এককালীন দান)।

এককুড়ি—কুড়িটি অথবা কুড়ি (এক কুড়ি আম, এক কুড়ি বয়স; দুই কুড়ি, দু'কুড়ি)।

একগলা—গলা পর্যন্ত।

একগাল—গালভরা (একগাল হাসি)।

একগুঁয়ে—একরোখা।

একঘর—এক পরিবার (একঘর নাপিত)। **একঘরে**—সমাজচ্যুত।

একঘেয়ে—এক ধরণের, বৈচিত্র্যবর্জিত (একঘেয়ে খাবার)।

একচক্ষু—কাণা, শুধু একদিকে যার দৃষ্টি।

একচর—যে একাকী বিচরণ করে, গণ্ডার, নিঃসঙ্গ। (গ্রাম্য—একচরে (একচরে একঘরে))।

একচালা—একচালযুক্ত, সাময়িক ব্যবহারের জন্য নির্মিত।

একচিত্ত—একমন।

একচুল—চুলপরিমাণ (একচুল এদিক ওদিক হবে না একচুল কম পাবে না)।

একচেটিয়া, একচেটে—প্রতিদ্বন্দ্বিহীন।

একচোখো—পক্ষপাতদুষ্ট; অনেকের মধ্যে একজনের স্বার্থরক্ষার দিকেই বেশী দৃষ্টি যাহার।

একচোট—বেশ কিছুক্ষণ; খানিকটা মনের ঝাঁঝ মিটাইয়া; (বকাঝকা খুব একচোট হলো)।

একচ্ছত্র—অখণ্ডপ্রতাপ, অসপত্ন।

একছুট, একছোট—একপ্রস্থ কাপড়, এক ধুতি অথবা এক শাড়ী; একদৌড়।

একজাই—একসঙ্গে, পুনঃ পুনঃ।

একজাতি—দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নয়, শূদ্র; সমধর্মা। **একজাতীয়**—এক শ্রেণীর (গ্রাম্য একজেতে)।

একজোট, একজুটি—মিলিত, দলবদ্ধ।

একজ্বরি—জ্বর সব সময় থাকে এমন অবস্থা।

একটা—এক (একটা গরু); অবজ্ঞাত, অনির্দিষ্ট (হবে একটা কিছু); বিশেষ, সার্থক (একটা ফন্দি বার করেছি, একটা লোকের মত লোক; একটা কথা শুনবে)। **একটা কিছু**—বিশেষ কিছু যদিও অজ্ঞাত (একটা কিছু গোলমাল হয়েছে)। **বড় একটা**—প্রায়ই, সাধারণত (তাহার সহিত বড় একটা দেখা হয় না)।

একটানা—একঘেয়ে (একটানা সুর), নিরবচ্ছিন্ন (একটানা স্রোত; একটানা পরিশ্রম)।

একটি,-টী—এক (একটিবার), সমাদরে, স্নেহে (একটি দুটি ফুল ফুটেছে, একটি মাত্র ছেলে, তাকেও বকাঝকা করবে), কেবলমাত্র (একটি টাকা সম্বল); শ্রদ্ধায় ও সমাদরে (একটি লোকের মত লোক), কোনও (মুখে একটি রা নেই)।

একটিন,-টীন, টীনি—(ইং acting) অন্যের পরিবর্তে, অস্থায়ীভাবে কাজ করা (সে তার ভাইয়ের একটিনি করছে)।

একটু—সামান্য, কিঞ্চিৎমাত্র (একটু দাড়াও, একটু দয়া কর, একটু অসাবধানে সব মাটি), কিয়ৎপরিমাণ, খানিকটা (একটু বেলা হলে) কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া, শ্রম করিয়া (একটু দেখত একটু উদ্ধার কর)। **একটুকুতে, একটুতে**—অল্পেই। **একটুখানি**—সামান্য, অল্প কিছুক্ষণ; অল্পবয়স্ক, দেখিতে খুব ছোট (ওই একটুখানি মেয়ে)। **একটুকু**—একটু; একরত্তি।

একঠাঁই—সম্মিলিত।

একতঃ—এক দিকে।

একতন্ত্রী—একতারা (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ)।

একতর—একরকম, একধরণের।

একতরফ—একদিক। **একতরফা**—একপক্ষের অনুকূলে (একতরফা ডিক্রী—প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতে বাদীর প্রার্থনা মত রায় দান)।

একতলা, একতালা—একতলবিশিষ্ট বাড়ী।

একতা—ঐক্য; মিলমিশ।

একতান—সম্মিলিত সুর; একাগ্রচিত্ত।

একতার—এখ্‌তিয়ার দ্রঃ।

একতারা—একতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র।

একতালা—সঙ্গীতের তালবিশেষ; একতালা বাড়ী।

একত্র—একদিকে সম্মিলিত (ছড়ানো কাগজগুলা একত্র কর)। **একত্র হওয়া**—সম্মিলিত হওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। (একত্রিত অশুদ্ধ, কিন্তু প্রচলিত)।

একত্রিংশ, একত্রিংশৎ—একত্রিশ, '৩১'। **একত্রিংশত্তম**—একত্রিশ সংখ্যার পূরক।

একত্ব—ঐক্য, অভেদ; একাকিত্ব।

একদন্ত, একদংষ্ট্র—এক দাঁত যাহার, গণেশ।

একদম—একেবারেই, পুরাপুরি, entirely (একদম বাজে, একদম চলিতে পারে না)। **একদমা**—যাহা একবার আওয়াজ করিয়া নিঃশেষিত হইয়া যায় (এক-দমা পটকা, দো-দমা পটকা)।

একদা—একসময় (একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে—রবি) কোনসময় ("একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল")।

একদৃষ্টি—একচক্ষু, কানা, অনন্যদৃষ্টি, একনজর। **একদৃষ্টে**—অনিমেষনয়নে (একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল)।

একদেব—এক অদ্বিতীয় পুরুষ, পরমেশ্বর।

একদেশ—এক অংশ; কোন এক অংশ। **একদেশদর্শী**—সংকীর্ণদৃষ্টি, অবিবেচনাদর্শী, পক্ষপাতী। বি একদেশদর্শিতা।

একদেহ—সগোত্র, দম্পতি।

একধর্মা—সমগুণ, এক প্রকৃতিবিশিষ্ট; তুল্য-ধর্মযুক্ত। **একধর্মী**—এক ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত।

একধা—একদিকে, একপ্রকারে (বিপরীত—বহুধা)।

একনবতি, একনব্বুই, একানব্বুই—৯১। একনবতিতম—৯১ সংখ্যক বা তাহার পূরক।

একনলা—এক নল বা নলি যুক্ত (একনলা বন্দুক)।

এক-না-এক, এক-না-একটা, একটা-না-একটা—অন্ততঃ একটিও (এক না এক ফ্যাসাদ লেগেই আছে)।

একজন-না-একজন অন্ততঃ একজনও (একজন-না-একজন আসবেই)।

একনাগাড়—(গ্রাম্য—একলাগাড়) অবিচ্ছেদে, ক্রমাগত।

একনামা—সমনামবিশিষ্ট, namesake।

একনায়ক—এক নায়ক (শাসক) যার; অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক, autocrat। **একনায়কতন্ত্র**—এক নায়কের অধীন শাসনব্যবস্থা, dictatorship।

একনিষ্ঠ—একাগ্র; অনন্যব্রত; সমর্পিতচিত্ত। (বহুব্রী)। স্ত্রী একনিষ্ঠা—সাধ্বী।

একপক্ষ—একটি মাত্র পক্ষ যাহার, অর্থাৎ বাদীপক্ষ না যে প্রতিবাদী পক্ষ; পনর দিন; সপক্ষ; পরস্পরের সহায়।

একপঞ্চাশৎ—৫১। **একপঞ্চাশত্তম**—৫১ সংখ্যক।

একপঙ্‌ক্তিক—একশ্রেণীভুক্ত।

একপতিকা—এক পতি যাহার, পতিব্রতা; সপত্নী। (বহুব্রী)। **একপত্নীক**—একপত্নী-পরায়ণ।

একপদ—অশ্ব, ঘোড়া; এক পা (একপদও অগ্রসর হইও না)। **একপদী**—একজনের গমনযোগ্য পথ, সংকীর্ণ পথ। **একপদী-করণ**—(ব্যাকরণে) একাধিক পদকে সমাসবদ্ধ করা।

একপরামর্শী—যাহারা পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া একমত হইয়া কাজ করে; একমত।

একপিতৃক—এক পিতা যাহাদের।

একপুরুষ—এক ব্যক্তি; একব্যক্তির শক্তি-সামর্থ্য বা পদ্মের কাল (একপুরুষে বড় মানুষ—পূর্ব পুরুষ বড়মানুষ ছিল না)।

একপেট—পেট পুরিয়া (একপেট খাওয়া যাবে)।

একপেশে—এক-পাশ-ঘেঁষা, একদিকে ঝোঁকা; অপাঙ্গ।

একবচন—(ব্যাকরণে) একক সংখ্যা নির্দেশক; Singular Number।

একবর্গা—একগুঁয়ে।

একবর্ষিকা—এক বৎসর বয়স্কা (গাভী)।

একবস্ত্র—এককাপড়ে, এক বস্ত্র যার সম্বল, উত্তরীয়বিহীন। স্ত্রী একবস্ত্রা।

একবার—এক দফা; এক সময় (একবার তার খুব অসুখ করেছিল; একবার তোরা মা বলিয়া ডাক—রবি); কৌতূহলোদ্দীপক (দেখ একবার তার কাণ্ড)।

একবাল—(আ ইক্‌বাল) সৌভাগ্য। [বলন্দ-

একবাল—সুপ্রসন্ন-ভাগ্য (দোয়া করি বলন্দ-একবাল হও)]।

একবাস—এক বস্ত্র, একবস্ত্রপরিহিত।

একবিংশ, একবিংশতি—২১। **এক বিংশতিতম**—একুশ সংখ্যক।

একবিধ—এক প্রকারের, সমজাতি।

একব্বর—আকবর (একব্বর পাৎশা)।

একব্যবসায়ী—সমব্যবসায়ী ; একবৃত্তি ; এক পথের পথিক।

একভাব—অকপট ; একনিষ্ঠ ; একমনা ; অকপটতা ; একাগ্রচিত্ততা। (বহুব্রী ; তৎপুরুষ)।

একমত—মতে বা ভাবনায় অভিন্ন ; সমমতাবলম্বী।

একমতি—একমত ; একনিষ্ঠ।

একমনা, একমনাঃ—একমতি, একাগ্রচিত্ত, অনন্যমনা। (বহুব্রী)।

একমনে—একাগ্রচিত্তে, তদ্গতচিত্তে।

একমাত্র—কেবলমাত্র, আর সবকিছু বাদ দিয়া। (বহুব্রী)। **একমাত্রা**—একবারে উচ্চার্য শব্দাংশ, one syllable ; তালের একটি মাত্রা ; ঔষধের এক দাগ। বিণ, একমাত্রিক mono-syllabic।

একমুট, একমুটো, মুঠো—একমুষ্টিপরিমিত (চাউলাদি)। **একমুঠো ভাত**—আহার্যের অতি সাধারণ বন্দোবস্ত (একমুঠো ভাতের যোগাড় করা)।

একমেটে—আংশিক ভাবে সম্পন্ন প্রথম-সম্পন্ন অসম্পূর্ণ রূপ।

একমেবাদ্বিতীয়ম্—এক ও অদ্বৈত, দ্বিতীয়-রহিত।

একযষ্টিকা—একনরী হার।

একযোট, জোট—সম্মিলিত ; দলবদ্ধ।

একযোটে—দলবদ্ধভাবে ; একযোগে।

একরকম—একপ্রকার, একজাতীয় (একরকম জিনিষ) ; অনির্দিষ্টভাবে বা ধরণে, কোনপ্রকারে (সময় একরকম কাটিছে)।

একরঙা—একরঙে রঞ্জিত (বস্ত্রাদি)।

একরত্তি—একরতি, অতিক্ষুদ্র ('নাম রেখেছি বাবলারাণী একরত্তিমেয়ে')।

এক রা, এক ডাক—একরব, একধরণের মতামত (সব শেয়ালের একরা বা এক ডাক)।

একরার—(আঃ ইকরার) স্বীকার, কবুল **একরারনামা**—স্বীকারপত্র, প্রতিজ্ঞাপত্র

একরাশ—একরাশি ; অনেকগুলো ; প্রচুর ; একজন্মরাশি।

একরূপ—একাকৃতি ; অভিন্নরূপ ; একরকম।

একরোখা—একবিষয়ে রোখ বা গতি যার ; একপেশে ; একগুঁয়ে ; যে বস্ত্রের বা শাড়ের পাড়ের সদর-মফঃস্বল আছে অর্থাৎ একদিকে চিকন্ বুনানি অপরদিকে কর্কশ বুনানি (বিপরীত দোরোখা)।

একল—একলা, একাকী। বি ঐকল্য।

একলপ্ত—(ফাঃ একলফ্ত্) লাগাও, অভেদ (একলপ্তে ষাট বিঘা জমি)।

একলষেঁড়ে—(একলা+ষাঁড়) অপরকে ভাগ দিতে নারাজ, অসামাজিক।

একলা—একক ; নিঃসঙ্গ (যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তুই একলা চল্‌রে—রবি), সহায়হীন, অন্তরঙ্গহীন (বড় একলা বোধ করছি)। **একলাটি**—একলা (সমাদরে)।

একলা-দোকলা—কখনও একাকী কখনও দুজনে ; একজন কিংবা দুইজন (একলা দোকলার কাজ নয়)।

একলাই—একপাটা মিহি চাদর (তুলনীয় দোলাই)।

একলাগাড়—একনাগাড় দ্রঃ।

একশ—একশত ; অনেক, অগণতি ('একশ মানিক জ্বালা')।

একশফ—যে সব জন্তুর খুর অখণ্ডিত (অশ্বাদি)।

একশরণ—একমাত্র আশ্রয়স্থল ; একমাত্র আশ্রয়স্থল যার।

একশা, একসা—মিলিত, একাকার।

একশিরা—অণ্ডকোষের রোগ বিশেষ, ইহাতে অণ্ডকোষের এক পার্শ্ব স্ফীত হয়, orchitis।

একশৃঙ্গ—একশৃঙ্গবিশিষ্ট ; গণ্ডার। (বহুব্রী)।

একশেষ—চরম, চূড়ান্ত (কষ্টের একশেষ) ; (ব্যাকরণে) সমাস বিশেষ।

একশ্রুতধর—একবার শ্রুত বিষয় যাহার মনে থাকে।

একষট্টি—৬১। একষট্টিতম—৬১ সংখ্যক। (**একষট্টি দেওয়া**—পলায়ন করা, চম্পট দেওয়া)।

একসংশ্রয়—সংহত, সমবেত (একসংশ্রয় বৃক্ষরাজি) ; যাহার একমাত্র আশ্রয় ; সংহতি, সমবায়।

একসংস্থ—এক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।
একসপ্ততি—৭১। একসপ্ততিতম—৭১ সংখ্যক।
একসা—একশা দ্রঃ।
একসুত—এক সুত পরিমাণ চওড়া, ১/৮ ইঞ্চি।
একহারা—ছিপ ছিপে গড়নের, মোটা নয় রোগাও নয় (সুন্দর একহারা গড়ন)।
একহৃদয়—অভিন্নহৃদয়, অশেষসম্প্রীতিযুক্ত।
একা—একক, একলা; নিঃসঙ্গ; দ্বিতীয়রহিত, কেবলমাত্র (একা রামে রক্ষা নাই)। **একাই একশ**—একাই প্রতিকুল অবস্থার সহিত যুঝিতে সমর্থ। **একা রামে রক্ষা** নাই সুগ্রীব তার মিতা—(ব্যঙ্গোক্তি) প্রতিপক্ষের অবাঞ্ছিত বলবৃদ্ধি সম্বন্ধে বলা হয়। **একা পাইয়া**—নির্জনে পাইয়া, অসহায় দেখিয়া।
একাই—স্যাকরার নেহাই বিশেষ।
একাকার—তুল্যাকৃতি; বিভেদহীন; প্লাবনহেতু উচ্চনীচভেদহীন; সমাজগত-পার্থক্য-রহিত।
একাকী—একক, একলা, নিঃসঙ্গ, সহায়হীন। স্ত্রী, একাকিনী।
একাক্ষ—এক চক্ষু যাহার, কানা; কাক, শিব।
একাক্ষর—ব্রহ্মপ্রতিপাদক; ওঙ্কার। (বহুব্রী)। **একাক্ষর কোষ**—পুরুষোত্তম দেব কৃত বিখ্যাত স্বরবর্ণের অভিধান। **একাক্ষরী মন্ত্র**—কালিকা-বীজ "ক্রীং"।
একাগ্র—একান্ত (একাগ্র যত্নের ফল। স্থিরলক্ষ্য, একনিষ্ঠ (একাগ্রচিত্ত)। (বহুব্রী)।
একাঘ্নী—অব্যর্থ অস্ত্র বিশেষ, একজনকে বধ করিতে সমর্থ। (যবে কর্ণ, এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে—মধু)।
একাঙ্গ—দেহের উত্তমাঙ্গ; মস্তক, একাংশ।
একাট্টা—(হি, সং একত্র) সমবেত; সঙ্ঘবদ্ধ, একত্র।
একাত্তর—৭১।
একাত্ম—একমতি; অভিন্নহৃদয়। বি একাত্মতা।
একাত্মবাদী—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বেদান্তের এই মত অবলম্বনকারী।
একাদশ—এগার, ১১। **একাদশতম**—১১ সংখ্যক।
একাদশী—তিথি বিশেষ (শুক্লপক্ষে শুক্লা একাদশী, কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণ একাদশী); একাদশী তিথিতে পালনীয় উপবাস (একাদশী করা; একাদশীপালন)।
একাদিক্রমে—নিরবচ্ছিন্নভাবে; একনাগাড়।
একা-দোকা—একলা-দুকলা,-দোকলা; নিঃসঙ্গ।
একাধারে—একাশ্রয়ে; একই সঙ্গে (একাধারে কবি ও বক্তা)।
একাধিক—এক হইতে অধিক; দুই কিম্বা তাহার উর্দ্ধ সংখ্যক।
একাধিপতি—সর্বেসর্বা।
একাধিপত্য—অসপত্ন বা প্রতিদ্বন্দ্বিহীন আধিপত্য।
একানব্বই—একনবতি দ্রঃ।
একান্ত—নির্জন; নিতান্ত; অত্যন্ত; একাগ্র (একান্ত প্রযত্ন)। **একান্তপক্ষে**—খুব কম হইলেও; কমপক্ষে। **একান্তে**—নির্জনে।
একান্তর—একটির পর একটি; একটি বাদ দিয়া alternate।
একান্ন—৫১।
একান্ন—একত্র আহারকারী।
একান্নবর্তী—যৌথ পরিবারভুক্ত (**একান্নবর্তী** পরিবার—যৌথ পরিবার, joint family)।
একান্নভোজী—একান্নবর্তী; একাহারী।
একাবলী,-লি—একনর হার; ছন্দোবিশেষ।
একাভিসন্ধি—যাহার উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয়।
একায়ন—একাগ্র; একের গমনযোগ্য সংকীর্ণ পথ; ফুটপাত।
একার—'এ' এই অক্ষর।
একারাদি—যাহার আদিতে 'এ' আছে।
একার্থ—তুল্যার্থ। **একার্থচর্যা**—এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মিলিত প্রচেষ্টা। **একার্থতা**—তুল্যার্থ প্রকাশ, প্রয়োজনের অবিচ্ছিন্নতা। **একার্থবোধক**—এক অর্থ জ্ঞাপক।
একাশী—৮১। একাশীতি—৮১। একাশীতিতম—৮১ সংখ্যক।
একাশ্রয়—যাহার অন্য আশ্রয় বা গতি নাই। বিণ একাশ্রিত।
একাসন—একস্থানস্থিত; যোগাসন হইতে না উঠিয়া।
একাহ—একদিন; একদিনের (একাহ পর্ব)। **একাহগম্য**—যে স্থানে একদিনের মধ্যে যাওয়া যায়। **একাহিক**—একদিবসীয় (একাহিক শ্রাদ্ধ)।
একাহার—একবার মাত্র আহার গ্রহণ। **একাহারী**—যে দিনে একবার মাত্র আহার করে।

একি—ইহা কিরূপ; এ কেমন (একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে—মধু); আশ্চর্যজনক; অপূর্ব (একি কৌতুক নিত্যনূতন ওগো কৌতুকময়ী—রবি)।

একিদা—(আঃ আ'কীদহ্—ধর্মবিশ্বাস) বিশ্বাস; ঈশ্বরে নির্ভরতা; ধর্মে নির্ভরতা, প্রত্যয়। আকিদা দ্রঃ।

একীকরণ—সংমিশ্রণ, বিভিন্নতা দূর করা, একাকার করা। বিণ একীকৃত।

একীভবন—একত্র মিলিত হওয়া, একাকার হওয়া। **একীভাব**—ঐক্য। **একীভূত**—সম্মিলিত; এক-অবস্থা-প্রাপ্ত।

একুন—সমষ্টি।

একুনে—মোট, সর্বশুদ্ধ।

একুশ—২১।

একুশে—২১ তারিখ।

একুল-ওকুল—শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল: উভয় আশ্রয়স্থল বা অবলম্বন (একুল-ওকুল দুকুল হারা)।

একূল-ওকূল—নদীর দুই-তীর; ইহকাল ও পরকাল, উভয় আশ্রয় (একূল-ওকূল-দুকূল হারা)।

একে—ইহাকে; এ কোন লোক অথবা এ ব্যক্তি কে; (অ্যাকে) একটিতে; একদিকে (একে খাঁদা তায় আবার টেরা)।

একেএকে—একের পর এক (একে একে নিভিছে দেউটি—মধু)।

একেক্ষণ—একচক্ষু যার, কাণা, কাক; শুক্রাচার্য।

একেবারে—সম্পূর্ণভাবে (একেবারে ফাঁকি)।

একেলা—একলা দ্রঃ।

একেশ্বর—সর্বময় প্রভু। স্ত্রী একেশ্বরী (তুমি একেশ্বরী রাণী বিশ্বের অন্তর-অন্তঃপুরে—রবি); একলা, একক (একেশ্বর গরুড় সকল অহিনাশে—কাশীদাস)। স্ত্রী-একেশ্বরী। **একেশ্বর-বাদ**—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্তা একজন মাত্র, বহু নন, এই মত।

একোদর—সহোদর।

একোদ্দিষ্ট—ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ।

একোন—এক কম (একোনত্রিংশৎ, একোনপঞ্চাশৎ, একোননবতি)।

এক্কা—এক ঘোড়ার দু চাকার গাড়ী বিশেষ। **এক্কাওয়ালা**—এক্কাচালক।

এক্কেবারে—সম্পূর্ণরূপে।

এক্ষণ—এখন, বর্তমান কাল। **এক্ষণি, এক্ষুণি**—এখনি। **এক্ষণে**—এখন, এই সময়ে, এইবার (এক্ষণে কি করিতে হইবে বল)।

এক্‌জিবিশন্—(ইং Exhibition) পণ্য-প্রদর্শনী।

এক্সচেঞ্জ—(ইং Exchange) আন্তঃ-প্রাদেশিক অথবা আন্তর্জাতিক বিনিময়-প্রতিষ্ঠান; মহাজনদের বিল-বিনিময়ের স্থান।

এখতিয়ার—(আঃ ইখ্‌তিয়ার) ক্ষমতা, অধিকার, দখল সাধ্য (আমার উপরে জুলুম করিবার কোন এখতিয়ার তোমার নাই; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, তোমাকে জেলার বাহির করিয়া দিবার এখতিয়ার আমার আছে)। (গ্রাম্য একতার, এখতার)।

এখন—এই সময়, এই অবস্থায় (এখন কি কর্তব্য); এতক্ষণে, এত দেরীতে (এখন হুঁস হয়েছে, আগে মনে পড়েনি কেন), অসময়ে (এখন আর সে কথা কেন); একালে (এখন ও-গহনার চল নাই); অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য (এখন চলুক, পরে দেখা যাবে); সুযোগমত, পরে (বলা যাবে এখন), এইবার (বড় যে গলা করে বলছিলে, এখন ?); অবশেষে, এতদিনে (এখন জ্ঞান হ'য়েছে, বুঝেছি ভাল কাজেও বাড়াবাড়ি ভাল নয়); আসলে, প্রকৃতপক্ষে (এখন কথা হচ্ছে সে দোষী কি না; এখন সেই ঘোড়াটা ছিল এক শাপভ্রষ্ট রাজপুত্র)। **এখন-তখন**-মুমূর্ষু, মরমর (রোগী এখন-তখন ওঝা ছয় মাসের পথ)। **এখনো, এখনও**—এপর্যন্ত, আজিও (এখনও বেঁচে আছি); ইহার পরও (এখনও বলিবে, তুমি নির্দোষ ?); প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও (এখনও ধর্ম আছে)। **এখনকার**—আজকালকার। **এখনকার মত**—আপাততঃ। **এখনি, এখনই**—অবিলম্বে, আর দেরী না করিয়া (এখনি চলিয়া যাও); অল্পক্ষণেই (তিনি এখনই ফিরিবেন)।

এখান—এইস্থান (এখান হইতে চলিয়া যাও); এই গৃহ, এই পরিবার (এখান থেকে বরাত

উঠল) ; এই সংসার, এই পৃথিবী (এখান থেকে যাবার দিন ত ঘনিয়ে এল) ।

এখো—আখ হইতে প্রস্তুত (এখোগুড়—পূর্ববঙ্গে আউখা) ।

এগজামিন—(ইং examine, examination) পরীক্ষা। **এগজামিন দেওয়া**—পরীক্ষা দেওয়া। **এগজামিন করা**—পরীক্ষা করা। (আর কি চলা যায় এমন করে এগজামিনের লগি ঠেলে ঠেলে— রবি) ।

এগজিকিউটার—(ইং executor) উইল-করা বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক, নাবালকের বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত (পুরুষ বা স্ত্রী) ।

এগোন, এগোনো, এগুনো—আগাইয়া যাওয়া, অগ্রসর হওয়া। **এগোচ্ছে না**—অগ্রসর হইতেছে না, উপযুক্তভাবে কাজ হইতেছে না। **এগিয়ে দেওয়া**—পথে কিছুদূর পর্যন্ত সঙ্গে যাওয়া ; উন্নতির সহায় হওয়া। **এগিয়ে যাওয়া**—সামনে অগ্রসর হওয়া ; উন্নতি করা।

এগার—১১ ।

এগারঞ্চি—গোর ইঞ্চি মাপের বড় ইট। **এগারঞ্চি ঝাড়া**—বড় ভারি ইট দিয়া সাংঘাতিকভাবে আঘাত করা।

এগুনো—এগন দ্রঃ ।

এগুলা—এই সব (অনেক সময় তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়—এগুলা কি আপদ জুটিয়াছে) ।

এগোনো—এগন দ্রঃ ।

এঙ্কার—(আঃ ইনকার) অস্বীকার, অমান্য, তুচ্ছতাচ্ছিল্য (শয়তান আল্লাহ্‌র আদেশ এঙ্কার করিল) ।

এচড়—এঁচড় দ্রঃ ।

এজন, এজনা—এই ব্যক্তি ; সাধারণতঃ আত্ম-প্রাধান্য জ্ঞাপনার্থ ব্যবহৃত হয় (এজন আর তোমার দ্বার মাড়াবে না, এজনার কথা মনে রেখো) ।

এজন্য, এজন্যে—একারণ, এই হেতু ।

এজমালি,-লী—(আঃ ইজ্‌মালী) একাধিক ব্যক্তি অথবা কয়েকজনের যৌথ অধিকারভুক্ত (এজমালি সম্পত্তি—জ্ঞাতিদের বা উত্তরাধিকারি-গণের অবিভাজিত সম্পত্তি) । **এজমালি ব্যাপার**—পাঁচজনের ব্যাপার ।

এজলাস—(ফাঃ ইজ্‌লাস্) বিচারালয়, ধর্মাধি-করণ (জজের এজলাস) ।

এজহার, এজাহার—(আঃ ইয্‌হার) বিজ্ঞপ্তি ; প্রকাশ করিয়া বলা ; কোন ফৌজদারি ঘটনা সম্বন্ধে থানায় সংবাদ দান ও সেই সংবাদ লিপিবদ্ধকরণ (দারোগা এজাহার নিল না) ।

এজাজত—(আঃ ইজাযত) অনুমতি, সম্মতি (এজাজত দেওয়া ; যদি এজাজত দেন তবে বলি) । **এজাজতনামা**—অনুমতিপত্র, permit, license ।

এজেণ্ট—(ইং agent) প্রতিনিধি, কারপরদার ; ভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যবসায়ী (বেলিরাদারের এজেণ্ট) । **এজেন্সি**—এজেণ্টগিরি, এজেণ্টরূপে মালবিক্রির ব্যবস্থা ; এজেণ্টের আফিস ।

এঞ্জিন, ইঞ্জিন—(ইং engine) পরিচালনী যন্ত্র (রেলের এঞ্জিন, মোটরের এঞ্জিন) ; কল ।

এটার্ন, এটর্নী—এক শ্রেণীর আইন-ব্যবসায়ী ।

এটা—এই বিষয় (এটা বোঝা যাচ্ছে তোমার শরীর ভাল নয়) ; এই প্রাণী (এটা হাতী ; বৃহৎ বা ভীতিকর প্রাণী সম্বন্ধে সাধারণত 'এটা' ব্যবহৃত হয়) ; এই লোকটা (এটাকে জুটিয়েছ কোথা থেকে) ; (অবজ্ঞায় 'এটা' কিন্তু বিদ্রূপে 'এটি' বলা হয়, ছেলেপিলে সম্বন্ধেও 'এটি' বলা হয়) । **এটা-ওটা-সেটা**—অনির্দিষ্ট বা অবান্তর ব্যাপার (এটা-ওটা সেটায় ব্যাপৃত আছি) । **এটা-সেটা**—বাজে জিনিষ (এটা-সেটা দিয়ে ত মোট বাঁধলে, এখন নেবে কেমন করে) ।

এটানো—এটোনো, আটি বাঁধা ।

এডভান্স—(ইং advance-money) আগাম ।

এড়মুক—(দ্বন্দ্ব) বধির ও বোবা, হাবা-কালা ।

এড়া—বাসি, পচা (এড়া ভাত) ।

এড়াটিয়া, এড়াটে—আলসে ; ঢিলে-ঢালা ।

এড়ানো—পরিহার করা, অতিক্রম করা (সবার দৃষ্টি এড়াইয়া) ; অব্যাহতি লাভ করা (হাত এড়ানো) ; নিক্ষেপ করা (এড়িলা একাঘ্নী বাণ-মধু) ; জড়াইয়া যাওয়া (কথা এড়িয়ে গেছে) । **এড়িতেও পারে না বেড়িতেও পারে না**—উভয় সঙ্কট ।

এড়ি, এঁড়ি—আসামের রেশমী কাপড় বিশেষ ; জুতার গোড়ালি ।

এডিটর—(ইং editor) খবরের কাগজের অথবা সাময়িক পত্রের সম্পাদক। **এডিট করা**—সংগৃহীত রচনার সুবিন্যাস, পাঠশুদ্ধি টীকাটিপ্পনী ইত্যাদিসহ প্রকাশ করা। **এডিটরি**—(ইং editorship) সম্পাদকতা।

এডিশন—(ইং edition) কোন গ্রন্থের একবারের মুদ্রিত খণ্ডসমূহ (একবারের এডিশন শেষ হ'য়ে গেছে); মুদ্রণ (বাংলায় সাধারণতঃ বলা হয় সংস্করণ—এমন বাজে বইয়ের পাঁচটি এডিশন হয়েছে)। **পকেট-এডিশন**—গ্রন্থের ছোট আকারের সংস্করণ, যাহা পকেটে রাখাও চলে।

এড়ো—আড়ভাবে রাখা; কুটিল (এড়ো চাল)। **এড়ো-পাতালি**—যে দিক সামনে পড়ে সেই দিকে (এড়োপাতালি দৌড়)।

এণ—(যে চঞ্চলভাবে গমন করে) হরিণ (এণাক্ষী—মৃগনয়না)। **এণক**—ক্ষুদ্র মৃগ। **এণতিলক**—মৃগাঙ্ক, চন্দ্র। **এণরিপু**—মৃগবিনাশকারী, সিংহ। **এণাজিন**—মৃগচর্ম। স্ত্রী এণী।

এণ্ডা—আণ্ডা। **এণ্ডা-বাচ্চা**—আণ্ডাবাচ্চা। **গণ্ডায় এণ্ডা মিলানো**—ফাঁকি দেওয়া (পাঠশালায় সুর করিয়া গণ্ডাকিয়া পড়িবার সময় অন্য কথাগুলা না বলিয়া শুধু ণ্ডা বলিয়া সুরে সুর মিলানো)।

এণ্ডি—আসামের এডি।

এত—প্রভূত, প্রচুর (এত খ্যাতি-প্রতিপত্তি; এত টাকা; এত লোকজন; এত ফাসাদ); অতিরিক্ত (এত বাড়া ভাল নয়)। **এতটুকু**—খুব অল্প, কিঞ্চিৎ মাত্র (এতটুকু লজ্জা নেই)। **এতটুকু হইয়া যাওয়া**—অপ্রতিভ হওয়া, নিরাশ হওয়া, একান্ত উদ্যমহীন হওয়া (এত বড় বৈয়াকরণের সহিত বাকযুদ্ধে নামিতে হইবে ভাবিয়া কবি এতটুকু হইয়া গেলেন)।

এতৎ, এতদ—এই, ইহা, এই বিষয় বা ব্যক্তি (এতদ্ব্যতীত; এতৎসংক্রান্ত; এতদবস্থায়)।

এতদর্থে—এই উদ্দেশ্যে, ইহা স্বীকার করিয়া (এতদর্থে এই একরারনামা লিখিয়া দিলাম)।

এতদুদ্দেশ্যে—এই অভিপ্রায়ে; ইহা মনে করিয়া।

এতদ্দেশ—এই দেশ। বিণ এতদ্দেশীয়।

এতদ্ধেতু—এই কারণে।

এতদ্ভিন্ন—ইহা ভিন্ন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত, এতদ্ব্যতীত—ইহা ব্যতীত, ইহা ছাড়া।

এতবার, এতেবার—(আঃ এ'তেবার) নির্ভরতা; বিশ্বাস; ভরসা (কথায় এতবার করা)।

এতলা, এত্তেলা—(আঃ ইত্ত'লা) সংবাদ, report (সদরে এত্তেলা পাঠানো হইল)। **এত্তেলানামা**—বিজ্ঞাপন, notice।

এতাদৃশ—এমন, ঈদৃশ। স্ত্রী এতাদৃশী।

এতাবৎ—এই, এত। **এতাবৎকাল, এতাবৎকাল পর্যন্ত**—আজ পর্যন্ত।

এতালা—এতলা, এত্তেলা দ্রঃ।

এতিম—(আঃ য়তীম) পিতৃহীন; মাতৃপিতৃহীন (ধর্মপথ-অস্বীকারকারীকে দেখেছ? সে সেই যে এতিমের প্রতি অকরুণ—কোরান)। **এতিমখানা**—অনাথ-আশ্রম, orphanage।

এতেক—এতটা, এত; এতদূর (প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত)

এত্তেলা—এতলা দ্রঃ।

এথা—এস্থানে, এদিকে (প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত)। **এথাকার**—এখানকার। **এথায়**—এদেশে বা এস্থানে।

এদিক—এইস্থান; এই পক্ষ (এদিকের কথাও ভাব)। **এদিক-ওদিক**—ইতস্ততঃ; চতুর্দিক। **এদিক-ওদিক করা**—দ্বিধান্বিত হওয়া। **এদিক-সেদিক করা**—চাতুরী করা; ফাঁকি দিতে চেষ্টা করা; ওজনে কম দিতে চেষ্টা করা। **এদিকে**—এই অঞ্চলে; এই দিকে; পক্ষান্তরে, অন্যদিকে (এদিকে চোর যে কখন ঘরে ঢুকেছে তা কেউ জানে না)।

এদের—ইহাদের (সম্ভ্রমে এঁদের)।

এদ্দিন—(গ্রাম্য) এত দিন, এত দীর্ঘ কাল।

এধার—এই দিক, এই অঞ্চল। **এধার-ওধার**—এদিক-ওদিক, চতুর্দিক। **এধারে**—এই ধারে; আমার কাছে।

এন্‌কোর—(ফরাসী encore) থিয়েটারে গাত বা নৃত্যের পুনরাবৃত্তির জন্য দর্শকদের অনুরোধ।

এ না—('না' বাহুল্যে) এই ব্যক্তি বা বস্তু (এ না কোন্ জন=এ কোন্ জন)।

এনামেল—(ইং enamel) ধাতুপাত্রের উপরে মসৃণ কলাই।

এন্ট্রান্স্—(ইং Entrance Examination) প্রবেশিকা পরীক্ষা (এনট্রান্স্ পাশ—প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ)। **এন্ট্রান্স্ দেওয়া**—এনট্রান্স্ পরীক্ষা দেওয়া। বর্তমানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া বা ম্যাট্রিক দেওয়া অথবা স্কুল ফাইনাল দেওয়া।

এন্ভেলাপ—(ইং envelope) চিঠির খাম, লেফাফা, ডাকটিকিটযুক্ত চিঠির খাম।

এন্তাকাল, এন্তেকাল—ইন্তাকাল দ্রঃ।

এন্তার—(পর্তু entaro অখণ্ড) অজস্র, দেদার, ক্রমাগত।

এন্তেজারি—(আঃ ইন্তিযা'র প্রতীক্ষা) প্রতীক্ষা করা; আশাপথ চাহিয়া থাকা (আপনার এন্তেজারি করছি)।

এপার—এইকুল, এই দিক (বিপরীত ওপার)। **এপার-ওপার**—এপিঠ হইতে ওপিঠ পর্যন্ত (বর্শা এমন জোরে নিক্ষেপ করিল যে শূকরের পাঁজরায় বিঁধিয়া এপার-ওপার হইয়া গেল); নদীর এপার হইতে ওপার, পারাপার। **এপারকার**—এপারের। **এপারের**—এই তীর সম্বন্ধীয়; ইহকাল সম্বন্ধীয়।

এপিডেপিট, এবিডেবিট, এবিডেবি—(ইং affidavit) শপথপূর্বক লিখিত উক্তি ও আদালতে সত্য বলিয়া গৃহীত; হলফনামা (এপিডেবিট করে যদি বল তবু মানব না)।

এপ্রিল, এপ্রেল—(ইং April) চৈত্রের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখের মাঝামাঝি পর্যন্ত। **এপ্রিল ফুল**—(ইং April fool) ১লা এপ্রিল তারিখে তামাসা করিয়া যাহাকে প্রতারণা করা হয়।

এফ্তার—ইফ্তার দ্রঃ।

এবং—(বাং) ও, আর, and, সাধারণত দুই শব্দের মধ্যে 'ও' এবং দুই বাক্যের মধ্যে 'এবং' ব্যবহৃত হয়; চলিত ভাষায় 'এবং' স্থলে 'আর' ব্যবহৃত হয়।

এবঞ্চ—অধিকন্তু। **এবম্বিধ**—এইরূপ, ঈদৃশ। **এবম্প্রকার**—এবম্বিধ। **এবমস্তু**—ইহাই হউক (এবমস্তু বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন)। **এবম্ভূত**—এইপ্রকার, এইরূপ।

এবড়ো-খেবড়ো—বন্ধুর, অসমান, উঁচুনীচু; অমসৃণ (এবড়ো-খেবড়ো উঠান)।

এবরা—(আঃ ইব্রা) অব্যাহতি; ত্যাগ; ছাড়া। **এবরানামা**—স্ত্রীধনের দাবি পরিত্যাগসূচক পত্র। **সাক্ষী এবরা করা**—নামঞ্জুর করা।

এবাদত—(আঃ ই'বাদৎ) উপাসনা, প্রার্থনা। **এবাদতগাহ্**—উপাসনালয়। **এবাদত-খানা**—আকারের বিখ্যাত ধর্মচর্চার আসর।

এবার—এইবার, এই দফা (এবার তোমায় হইতে হবে); এই সময়ে (এবার সুদিনের উদয় হয়েছে): এবৎসর (এবার ভাল ফসল হবে); এ-অবস্থায়, অতঃপর (এবার ফিরাও মোরে—রবি)। **এবারের মত**—এ যাত্রায়, এ জন্মের মত (সেই বারতা কানে নিয়ে যাই চলে এইবারের মতো—রবি; এবারের মত বিদায়)।

এবারৎ—(আঃ ইবারৎ) রচনারীতি, style; বর্ণনাপদ্ধতি (তমসুকের এবারৎ); মুসাবিদা। **এবারত-এ-রঙ্গীন, ইবারত-ই-রঙ্গীন**—অলঙ্কারপূর্ণ রচনা।

এবে—এখন, উপস্থিত ক্ষেত্রে (কাব্যে ব্যবহৃত)।

এবেলা—এসময়, এইবার, এখন (এবেলা যাবার যোগাড় কর); দিবসের এই অংশে (চাল যা আছে তাতে এবেলা চলবে); সকালবেলা (বিপরীত—ওবেলা)। **এবেলাকার**—এবেলার।

এম, এ—(ইং M. A., Master of Arts) বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি বিশেষ; উক্ত উপাধি-ধারী ব্যক্তি; উচ্চশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত (বি, এ - এম, এ'র দল)।

এম, ডি—(ইং M. D.—Doctor of Medicine) চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চ উপাধি বিশেষ)।

এমত—এরূপ, এমন (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

এমন—এরূপ, ঈদৃশ, এহেন (এমন সুযোগ, 'এমন দিনে তারে বলা যায়'; এমন দুর্যোগ; এমন দুরন্ত; এমন শিকার; এমন রূপ; এমন আর কোথায় পাবে; এমন গুণ; এমন কপাল); সন্দেহে (এমন কি ক্ষতি হয়েছে; এমন কি আর করেছি)। **এমনই**—এতই মন্দ বা ভাল (এমনই পোড়া অদৃষ্ট; জলের এমনই গুণ)। **এমন কি**—অধিক কি বলিব (এমন কি, গায়ে হাত তুলেছে)। **এমন কিছু**—বিশেষ কিছু। **এমনটি**—এমন দ্বিতীয়টি। **এমন-তর, এমন ধারা**—এই ধরণের। **এমন-তেমন**—সাধারণ, অগ্রাহ্য করিবার মত (এমন-

তেমন লোক নয়) ; বেগতিক, বিপদের সম্ভাবনা (এমন-তেমন দেখলে সরে পড়বে)।

এম, বি—(ইং M. B.—Bachelor of Medicine) চিকিৎসাবিদ্যা-সম্পর্কিত উপাধি বিশেষ।

এমান—ইমান দ্রঃ।

এমাম—ইমাম দ্রঃ।

এমারৎ—ইমারৎ দ্রঃ।

এম্নি—এমনই বা এমনি ; তীক্ষ্ণতা বা প্রচণ্ডতা-জ্ঞাপক (এম্নি তিতো ; এম্নি মিষ্টি ; এম্নি শীত ; এম্নি রোদ, এম্নি ভোঁদোড় ; এম্নি ঘুম)।

এমুখো—এদিকে আসা ; এদিক পানে পা-বাড়ানো (আর সে এমুখো হও না—আর যে এদিকে আস না ; ব'লে দিচ্ছি আর এমুখো হ'য়োনা—আর এদিকে আসবার চেষ্টা ক'রো না বা এস না)।

এমুড়া-ওমুড়া—এপ্রান্ত হইতে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ; এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত।

এযাবৎ—এপর্যন্ত, একাল পর্যন্ত।

এয়ার—ইয়ার দ্রঃ। **এয়ার বন্ধু**—বাজেকাজে বা বাজে গল্পগুজব করিয়া সময় কাটাইবার সঙ্গী : কুকাজের সঙ্গী।

এয়ারিং—ইয়ারিং দ্রঃ।

এয়িস্ত্রী, এয়েস্ত্রী—এয়ো।

এয়ো—সধবা স্ত্রী।

এয়োত্, এয়োতী—(আইঅত—অবৈধব্য) অবৈধবা। **এয়োজাত**—এয়োদিগের উৎসব বিশেষ। **এয়োরাণী**—এয়ো ও রাণীর মত ভাগ্যবতী (জন্ম এয়োরাণী হও)।

এর—ইহার ; এই লোকের। **এরপর**—ইহার পর, এমন অপ্রীতিকর ঘটনার পর।

এরা—ইহারা। **এদের**—ইহাদের

এরণ্ড—ভেরেণ্ডা গাছ, রেড়ি গাছ। **এরণ্ড তৈল**—রেড়ির তেল।

এ রসে—উপস্থিত রসে, উপস্থিত আমোদ-প্রমোদে ; রসাল আলাপ আলোচনায় বা পান চা ইত্যাদি সেবনে (এ রসে বঞ্চিত দাস গোবিন্দ—উপস্থিত রসে অংশ গ্রহণ করিতে বক্তার বিনীত অসম্মতি জ্ঞাপন)।

এরারুট—(ইং arrow-root) এক প্রকার গাছড়ার মূল ও তাহার পালো (রোগীর পথ্য)।

এরূপ—এই প্রকার ; এই মূর্তি।

এলা—অবহেলা করা ; অনাদর করা (পেট ভরলে মণ্ডা এলে ; গঙ্গা মড়া এলে না)।

এলা—যাহা মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, এলাবীজ ; এলাইচ বা এলাচি।

এলাকা—(আঃ ই'লাক'া=সম্বন্ধ) অধীকার ; সীমা (ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকা ; থানার এলাকা) ; সম্পর্ক, সম্বন্ধ (তোমার সহিত আমার কোন এলাকা নাই)। (গ্রাম্য ভাষায়) এলেকা, এলাক্কা। **এলাকাধীন**—এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

এলাকাড়ি,-কাঁড়ি, আলাকাড়ি—শিথিলতা, ঢিলেঢালাভাব ; সচেতনতার অভাব। **এলা-কাড়ি দেওয়া**—গা না করা।

এলানো—এলাইয়া দেওয়া, আলগা করা (বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী—রবি)। **এলায়িত**—এলানো (খোঁপা)।

এলাম, এলেম—আসিলাম।

এলাহি, এলাহী—ইলাহি দ্রঃ। **এলাহি কাণ্ড-কারখানা**—বড় রকমের আয়োজন।

এলি—আসিলি।

এলীকা—ছোট এলাচ।

এলুমিনিয়াম—(ইং Aluminium) ধাতসহ লঘু ধাতুবিশেষ। ইহার দ্বারা আজকাল রান্নার তৈজসাদি বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

এলে—আসিলে (তুমি এলে) ; আসিলে পরে (তুমি এলে আমি যাব)।

এলে—বাঁধন আলগা করিয়া, ত্যাগ করিয়া। **এলে দেওয়া**—শিথিল করিয়া দেওয়া (ধান ভানিবার সময় এলে দেওয়া—গড়ের ধান মাঝে মাঝে নাড়িয়া দেওয়া) ; শাসন শিথিল করা, আশাভরসা ছাড়িয়া দেওয়া (বাপ-মা ছেলেটাকে এলে দিয়েছে)।

এলেকা, এলেক্কা—এলাকা দ্রঃ।

এলেঙ্গা—মাছ বিশেষ।

এলেম—(আঃ ই'ল্‌ম) বিদ্যা, জ্ঞান ; দক্ষতা। **এলেমদার**—বিদ্বান, সুদক্ষ। **এলেম-বাজ**—বিদ্যার প্রয়োগে নিপুণ, কার্যকুশল।

এলো—আসিল। **এলো-এলো**—এখনি আসিয়া পড়িবে—এই ভাব। **এলো ব'লে**—আসিতে আর দেরী নাই।

এলানো—এলায়িত। **এলোকেশী**—যাহার কেশ আলুলায়িত। **এলো-খেলো**—আলু-থালু,

বিশৃঙ্খল। **এলোধাবাড়ি**—এলোপাতাড়ি, বিশৃঙ্খল। **এলোপাতাড়ি**—বিশৃঙ্খলভাবে (এলোপাতাড়ি কাজ করলে কাজ এগোয় না); **এলোপাতাড়ি দৌড়**—দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়, যেদিক সামনে পড়ে সেই মুখেই দৌড়)।

এলোমেলো—বিশৃঙ্খল, পূর্বাপর-সম্বন্ধহীন (এলো-মেলো কথা); দিক্‌দেশহীন (এলোমেলো বাতাস; এলোমেলো চিন্তা); ছড়ানো, অগোছালো (এলোমেলো সংসার)।

এষণ—[ইষ্ (অন্বেষণ করা, গমন করা) + অনট্] অন্বেষণ; লৌহময় বাণ; শস্ত্রের দ্বারা পূঁজাদির অপসারণ। **এষণা**—কামনা (পুত্রৈষণা)। **এষণীয়**—কাম্য।

এষা—(এষণা) বাঞ্ছিতা; অন্বেষণযোগ্যা। **এষিতা**—অভিলাষী।

এষ.ক্রিয়া—শলাকা দ্বারা ক্ষতের গভীরতা পরীক্ষা, probing।

এস—আইস; অবতীর্ণ হও; দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হও।

এস্পার-ওস্পার, এস্পার কি ওস্পার—চূড়ান্ত ব্যবস্থা, চূড়ান্ত মীমাংসা (একটা এস্পার-ওস্পার হ'য়ে যাক; আর দেরী করা যায় না, এস্পার কি ওস্পার যা হোক একটা কিছু ক'রে নিতে হবে)।

এস্‌রাজ—তারের যন্ত্র বিশেষ; ছড়ি দিয়া বাজানো হয়।

এসিড—(ইং acid) অম্ল, তেজাব।

এশিয়া, এসিয়া—(ইং Asia) এশিয়া মহাদেশ; ইহার পশ্চিমে ইউরোপ ও আফ্রিকা, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর। **এশিয়াবাসী**—এশিয়ায় যাহার জন্ম ও বাস।

এসেন্স—(ইং essence) ইউরোপীয় প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত গন্ধসার।

এসেসার—(ইং assessor) সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করিয়া যিনি কর ধার্য করেন।

এস্তাহার, এস্তেহার—ইস্তাহার দ্রঃ।

এস্তেমাল, এস্তমাল—(ইস্তেমাল দ্রঃ) ব্যবহার, অভ্যাস।

এহেন—ঈদৃশ, এমন (এহেন পিতার এমন কুলাঙ্গার পুত্র, এহেন নিমকহারামকে জায়গা দেওয়া)।

এহো—ইহাও, এও (প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর—চৈ. চরি)।

ঐ

ঐ—বাংলা স্বরবর্ণের দশম বর্ণ; অ এ এই দুই স্বরের যুক্তরূপ; ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে ইহার রূপ হয় ৈ, যথা—ক্ + ঐ = কৈ।

ঐ—সেই, পূর্বোক্ত, নির্দিষ্ট বিষয় বস্তু বা ব্যক্তি (ঐ বিষয় ঐ লোক); দূরে স্থিত কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ('ঐ যে তরী দিল খুলে'; ঐ বাঁশী বাজে; ঐ আসে); অস্পষ্টভাবে মনে পড়িতেছে এমন বিষয় বা ব্যক্তি (ঐ যার কথা কাল ব'লছিলে)।

ঐকতান—অনেক যন্ত্রের বিচিত্র সুরের মিলন, concert.

ঐকপত্য—(একপতি + ষ্ণ্য) একাধিপত্য।

ঐকবাক্য—বক্তব্যের একতা; একাভিপ্রায়।

ঐকমত্য—মতের ঐক্য; unanimity.

ঐকল্য—এককত্ব।

ঐকাগ্র্য—একাগ্রতা।

ঐকাত্ম্য—পার্থক্যরাহিত্য।

ঐকান্তিক—একনিষ্ঠ; সবিশেষ; দৃঢ়। বি ঐকান্তিকতা।

ঐক্য—একত্ব, মিল, বিরোধের অভাব। **ঐক্যমত্য**—একমতত্ব।

ঐক্ষব—ইক্ষুজাত, এখো।

ঐচ্ছিক—ইচ্ছাঅনুযায়ী, ইচ্ছাধীন, optional.

ঐণিক—যে হরিণ শিকার করে। **ঐণেয়**—মৃগচর্ম; কৃষ্ণসারের চর্ম।

ঐত—উহাই ত (ঐ ত দোষ) ; নির্দেশিত (ঐ ত দেখা হইতেছে)।

ঐতিহাসিক—ইতিহাসজ্ঞ ; ইতিহাস সম্বন্ধীয়, ইতিহাস-বর্ণিত।

ঐতিহ্য—ঐতিহাসিক ধারা বা কথা ; পরম্পরাগত চিন্তা ও সংস্কার, tradition (জাতির ঐতিহ্য)।

ঐন্দ্র—ইন্দ্র সম্বন্ধীয় ; মেঘপতিত।

ঐন্দ্রজালিক—ইন্দ্রজাল সম্বন্ধীয় : জাদুকর, magician.

ঐমত—ঐপ্রকার, সেইরূপ।

ঐন্দ্রলুপ্তিক—ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) সম্বন্ধীয় ; টেকো।

ঐযা—ভুল স্মরণে (ঐযা, ছাতা ফেলে এসেছি) : দুঃখ বিরক্তি ইত্যাদি প্রকাশক (ঐযা, নৌকো ছেড়ে দিল)।

ঐরাবত—ইন্দ্রের হস্তী।

ঐশ, ঐশিক—ঈশ্বর সম্বন্ধীয়। স্ত্রী ঐশী (ঐশী শক্তি)।

ঐশ্বর, ঐশ্বরিক—ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, দিব্য, divine।

ঐশ্বর্য—ধনসম্পত্তি, বৈভব, প্রভাব-প্রতিপত্তি (ঐশ্বর্যবান, ঐশ্বর্যশালী) ; অষ্টবিধ অলৌকিক শক্তি—অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব। **ঐশ্বর্যগর্ব**—ঐশ্বর্যের গর্ব। **ঐশ্বর্যগর্বিত**—বৈভবের প্রাচুর্যের জন্য গর্বিত। **ঐশ্বর্যান্বিত**—ঐশ্বর্যসম্পন্ন। **ষড়ৈশ্বর্য**—সমগ্রপ্রভুত্ব, পরাক্রম, যশঃ, সম্পৎ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য।

ঐহিক—ইহকালের (ঐহিক সুখ)। **ঐহিক-দর্শী**—মাত্র ইহকালের সুখদুঃখ যার চিন্তার বিষয় : ইহকালসর্বস্ব। (বিপরীত—পারত্রিক)।

ও

ও—বাংলা স্বরবর্ণের একাদশ বর্ণ : অ উ যোগে উচ্চারিত হয়, ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে ইহার রূপ হয় 'ো' ; সম্বন্ধ, অস্তিত্ব, ব্যবধান, তন্নির্মিত ইত্যাদি অর্থে প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয় (ভলো, সুনো, মেছো) ; সম্বোধনে (ওমা, ও দাদা)।

ও—সে, ঐ ব্যক্তি ; বা ঐ বস্তু, ঐ বিষয়। (ও কেন বললে ; ওটা রেখে দাও ; ওনিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই)।

ওই—অদূরে, ঐ (ওই লোকটি ; ওই তারা ; ওই যায়)।

ও-ও—ইহাও-উহাও, উভয় (সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে ; গোদার পা-ও মাথায় খসখসের পা-ও মাথায় ; শ্যামও রাখি কুলও রাখি, এ-ও কি হয়)।

ওঃ—যন্ত্রণা, পরিতাপ ক্ষোভ ইত্যাদি গভীর অনুভূতি জ্ঞাপক (ওঃ মাথায় কি যন্ত্রণা, ওঃ এই ছিল কপালে)।

ওঁ—সম্ভ্রমার্থে (ওঁকে, ওঁর)।

ওঁ, ওম্—প্রণব, ওঙ্কার।

ওঁচলা—শস্যের ঝাড়িয়া ফেলা অসার অংশ, আবর্জনা।

ওঁচা, ওঁছা—উপেক্ষিত, হেয়, অধম, নিতান্ত বাজে (জাতে হয়ত মেথর হবে কিম্বা নেহাৎ ওঁচা—রবি ; এমন ওঁচা কাজও করে)।

ওঁচানো—উত্তোলন করা, মারিবার বা ভয় দেখাইবার জন্য লাঠি-আদি তোলা।

ওঁৎ—ওত দ্রঃ।

ওঁয়া-ওঁয়া—সদ্যোজাত শিশুর কান্না।

ওক—উকি দ্রঃ। **ওক ওঠা**—বমনের বেগ হওয়া ; ওয়াক দ্রঃ।

ওকালৎ, ওকালতি—(আঃ বকালৎ) উকিলের ব্যবসায় ; পক্ষসমর্থন (ওকালতি করতে এসেছ)। **ওকালৎ-নামা**—উকিলরূপে নিয়োগের দলিল, আমমোক্তারনামা, power of attorney.

ওকি—বিস্ময় ও প্রশ্নসূচক ; সে কি।

ওকুপ,-ফ—(আঃ বকুফ) কাণ্ডজ্ঞান, বিবেচনা (আক্কেল-ওকুপ লোপ পেয়েছে ; বে-ওকুফ)।

ওকে—উহাকে। সম্মানে ওঁকে।

ওক্ত, ওক্‌ত্‌—(আঃ ৱখ্‌'ত্‌—সময়) সময়, নির্দিষ্ট সময় (পাঁচ ওক্তের নামাজ)।

ওখড়ানো—উখড়ানো দ্রঃ।

ওখানে—সন্নিধানে, বাসস্থানে, অঞ্চলে (তোমাদের ওখানে একবার যাব)।

ওগয়রহ—(আঃ ৱগ'য়্‌রহ্‌) ইত্যাদি, প্রভৃতি, এবং, অন্যান্য।

ওগরা—একত্রে সিদ্ধ করা চাল-ডাল-বিশেষ, সাধারণতঃ রোগীর খাদ্য।

ওগরানো—বমন, উদ্গীরণ; বাধ্য হইয়া লুকানো কিছু বাহির করিয়া দেওয়া (গিলেছিলে এখন ওগরাও); আদল, প্রতিমূর্তি (মেয়ে যেন মায়ের ওগরানো)।

ওগলানো—উদ্গীরণ করা, ওগরানো।

ওগো—সম্বোধনবাচক অব্যয়, আবেগ উচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রকাশক; সমাদরে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি সম্বোধন (ডাকের সেরা 'ওগো' —সত্যেন দত্ত); অনেকক্ষেত্রে ওগো অনির্দেশ্যতা-ব্যঞ্জক (ওগো কাকে জানাব আমার মনের কথা)।

ওঙ্কার—প্রণব, সকল মন্ত্রের আদি বীজ।

ওছি—(আঃ ৱসি) অছি দ্রঃ। **ওছিয়ৎ-নামা**—উইল, will.

ওজঃ—তেজ, বল, দীপ্তি, উদ্দীপনা; রচনার চিত্ত-উদ্দীপনী গুণ; সমাসবাহুল্য।

ওজন—(আঃ ৱযন্‌) তৌল, পরিমাপ, পরিমাণ; ক্ষমতা, সঙ্গতি (আপনার ওজন বুঝিয়া চল); আন্তরিকতাবর্জিত, উচ্ছ্বাসবর্জিত (ওজন করা ভালবাসা; ওজন করা কথা); গুরুত্ব, গভীরতা (কথার ওজন, বিদ্যার ওজন)। **ওজন-ছাড়া**—বেহিসাবী, বিচারবিবেচনাহীন। **ওজন দরে**—ওজন হিসাবে গনতিতে নহে (কপি ওজন দরে বিক্রয় হইতেছে); অফুরন্ত-ভাবে নয়, পরিমিত (মিষ্টমুখে ভুবন-ভরা হাসি ওষ্ঠে শেষে ওজনদরে মিলে—রবি); অনাদরজ্ঞাপক (সে সব বই এখন ওজনদরে বিক্রি হচ্ছে)।

ওজর—(আঃ উ'জ্‌'র্‌) আপত্তি, কারণ দর্শানো; বাহানা; ছল; (কোন ওজর চলিবে না)। **ওজর-আপত্তি**—আপত্তি, অজুহাত দেখানো।

ওজস্বল—তেজস্বী, বীর্যবন্ত। **ওজস্বিতা**—তেজস্বিতা। **ওজস্বী**—বলশালী, বিক্রমশালী, বলিষ্ঠ, উদ্দীপক (ওজস্বী,-স্বিনী ভাষা)।

ওজু—(আঃ ৱযু') নামাজ, কোরাণ পাঠ ইত্যাদির পূর্বে দৈহিক পবিত্রতা সাধনের জন্য 'নিয়ত' অর্থাৎ সংকল্প গ্রহণপূর্বক হাত-মুখ পা-আদি ধৌত করণ; এই ধৌতির বিশেষ পদ্ধতি আছে।

ওজুহাৎ—(আঃ ৱদু'হ'াৎ—কারণসমূহ) ওজর, কারণ দর্শানো, বাহানা, ছল।

ওজোগুণ—রচনার গুণ বিশেষ, গাম্ভীর্য, উদ্দীপনা ইত্যাদি।

ওজোন—(ইং Ozone) অম্লজান-সার।

ওঝা—(সং উপাধ্যায়) যে মন্ত্রাদি পড়িয়া সাপের বিষ নামায় অথবা নামাইতে চেষ্টা করে; ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ; মন্ত্রাদির সাহায্যে যে ভূতগ্রস্তের চিকিৎসা করে।

ওটকানো—উটকানো দ্রঃ।

ওট কিস্তি—উঠকিস্তি।

ওটা—উক্ত বা নির্দেশিত বস্তু বা বিষয়; ওই বস্তু বা বিষয় (ওটা যথাস্থানে রেখে দাও)।

ওঠবন্দী—উঠবন্দী দ্রঃ। **ওঠবন্দী জোত**—আবাদ করিলে খাজনা দিতে হইবে, না করিলে সে বৎসরের মত খাজনা দিতে হইবে না, এরূপ বন্দোবস্তের জোত।

ওঠা—উঠা দ্রঃ। **ওঠ-বোস করা**—কয়েক বার ক্রমাগত উঠা ও বসা (শাস্তি বিশেষ)। **ওঠ-বোস করানো**—হুকুম দিয়া উঠানো ও বসানো; একেবারে আজ্ঞাধীন করা (নতুন গিন্নী বুড়ো কর্তাকে বেশ ওঠ-বোস করাচ্ছেন)। **ওঠা-নামা**—উত্থান-পতন; উন্নতি-অবনতি; চড়া-কমা। **ওঠা-পড়া**—উত্থান-পতন।

ওঠানো—উঠানো দ্রষ্টব্য।

ওড়—জবা ফুল। **ওড় মালা**—জবাফুলের মালা (গলায় ওড় মালা দেওয়া—মূর্খজ্ঞানে উপহাস করা, অপমান করা, বলির ছাগের গলায় জবাফুলের মালা দেওয়া হয় বোধহয় তাহা হইতে)।

ওড়ং—নারিকেলের মালা দিয়া তৈরি হাতা (গুড় তৈরির সময় ব্যবহৃত হয়)।

ওড়ন-পাড়ন—পাতিয়া শুইবার ও গায়ে দিবার বস্ত্র। **ওড়না**—(ওঢ়না দ্রঃ) স্ত্রীলোকের গায়ে দিবার চাদর।

ওড়ব—রাগের শ্রেণী বিশেষ, সাত সুরের পরিবর্তে পাঁচ সুরের রূপ দেওয়া হয়।

ওড়া—গাত্রাবরণরূপে ব্যবহার করা (চাদর ওড়া)।

ওডিকলোন—(ফ্রেঃ Eau-de-Cologne) জার্মানীর কোলন নগরে প্রথম প্রস্তুত সুগন্ধ দ্রবসার, সুগন্ধের জন্য খ্যাত।

ওড়িয়া—উড়িষ্যার লোক, উড়িষ্যার ভাষা।

ওড্—উৎকল দেশ, উড়িষ্যা; ওড় পুষ্প।

ওড়না ওড়নি, ওড়নী—ওড়না; স্ত্রীলোকের গায়ের পাতলা চাদর।

ওত—(ওতু = বিড়াল) বিড়ালের মত শিকারের প্রতীক্ষায় থাকা; প্রতীক্ষা। **ওতআত**—অন্ধিসন্ধি। **ওতেঘাতে চলা**—শিকারকে সতর্ক করা না হয় এমন ভাবে সন্তর্পণে চলা, বিপক্ষকে জব্দ করিবার সুযোগের অন্বেষণ। **ওত পাতা**—শিকারের প্রতীক্ষায় থাকা।

ওত প্রোত—(ওত—টানা, প্রোত—পোড়েন—টানা ও পোড়েন উভয়ত) অন্তর্ব্যাপ্ত, সর্বত্র ব্যাপ্ত; পরস্পর-সংগ্রথিত বা সংমিশ্রিত (ওত-প্রোত ভাবে বিজড়িত)।

ওতরানো—উৎরানো দ্রঃ।

ওতু—(যে ইন্দুরের উৎপাত হইতে রক্ষা করে) বিড়াল।

ওথলানো—উথলানো দ্রঃ।

ওদন—অন্ন, সিদ্ধ চাউল, ভাত। **ওদন-প্রাশন**—অন্নপ্রাশন।

ওদা, ওদী, ওদো—(সং উদ = জল) মচমচে বা খাস্তা নয়, ভিজা, নরম, মিয়ানো (ওদা মুড়ি)।

ওধার—ওদিক। **ওধারে যাও**—সরে যাও, দূরে যাও।

ওনাকে—(প্রাদেশিক) ওঁকে। **ওনার**—উঁহার। **ওনাদের**—উঁহাদের।

ওপড়ানো—উপড়ানো দ্রঃ।

ওপর—উপর দ্রঃ।

ওপার—অন্যপার; সংসারের পরপার (ওপার থেকে এপার পানে খেয়া নৌকা বেয়ে, ভাগা নেয়ে দলে দলে আনছে ছেলেমেয়ে—রবি)।

ওবা—উব, উবা দ্রঃ।

ওঁম্—প্রণব, ওঙ্কার।

ওম—(সং উষ্ণ) উষ্ণতা (পুরান লেপে ওম নেই আদৌ)।

ওমরা, ওমরাহ্—(আঃ উম্রাহ্—আমীরের বহুবচন) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, দরবারী, বড়লোক। উমরা দ্রঃ।

ওমা—বিস্ময়, ভয়, ঘৃণা ইত্যাদিসূচক (সাধারণতঃ স্ত্রী-ভাষায়—ওমা, এমন কাণ্ড কেমন করে ঘটল)।

ওয়াক—বমনের শব্দ; বমন।

ওয়াক্‌ফ—(আঃ ৱক্‌ফ) ধমার্থে অথবা লোক-সেবার্থে মুসলমানী-আইন অনুমোদিত দান; ইহা একশ্রেণীর উইল।

ওয়াকফনামা—ওয়াক্‌ফের শর্তাদি সম্বলিত দানপত্র।

ওয়াকিফ, ওয়াকেফ—(আঃ বাকীফ্—যে খবর রাখে) অভিজ্ঞ; বিদিত। **ওয়াকিফ-হাল, ওয়াকিবহাল**—যে প্রকৃত অবস্থা জানে; কোন ব্যাপার সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত (ওয়াকিফহাল মহল)।

ওয়াক্ত—(ওক্ত দ্রঃ) সময় (পাঁচওয়াক্ত নামাজ—পাঁচবার নির্দিষ্ট সময়ের নামাজ)।

ওয়াক্তি, ওয়াক্তিয়া—সময়মত, সময়ের।

ওয়াচ—(ইং watch) পকেটঘড়ি। **রিষ্ট-ওয়াচ**—হাতে বাঁধা ঘড়ি।

ওয়াজ—(আঃ বাঅজ—উপদেশ, বক্তৃতা) বক্তৃতা, মুসলমান ধর্ম ও সামাজিক উন্নতি বিষয়ক বক্তৃতা (ওয়াজ নসিহত—ধর্ম-সম্পর্কিত বক্তৃতা ও উপদেশ)। **ওয়ায়েজ**—এরূপ বক্তৃতাকারী; বাগ্মী।

ওয়াজিব, ওয়াজেব—(আঃ বাজীব্) কর্তব্য, প্রয়োজনীয় ন্যায়সঙ্গত। (**ফরজ**—প্রত্যাদিষ্ট, অবশ্য কর্তব্য। **ওয়াজিব**—প্রত্যাদিষ্ট কর্মাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় ও করণীয়)।

ওয়াড়—বালিশ লেপ ইত্যাদির খোল।

ওয়াদা—(আ, ওয়া'দা) প্রতিশ্রুতি, মেয়াদ (দুই মাসে শোধ করিব এই ওয়াদায় টাকা লইয়াছি); কথা দেওয়া। **ওয়াদা খেলাপ করা**—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, কথা দিয়া কথা না রাখা।

ওয়াপস—(ফাঃ বাপস্) ফেরৎ। **ওয়াপস দেওয়া**—ফেরৎ দেওয়া।

ওয়ার—(উয়ার দ্রঃ) পুরাপুরি কাটিয়া ফেলা, তরবারির আঘাত। **কাটিয়া ওয়ার করা**—কাটিয়া সাফ্ করা; রক্তারক্তি করা। **কাটিয়া ওয়ার হওয়া**—অনেকটা কাটিয়া যাওয়া।

ওয়ারেণ্ট—(ইং warrant) গ্রেপ্তারী পরোয়ানা (তাহার নামে ওয়ারেণ্ট জারি হইয়াছে); পরোয়ানা (খানাতল্লাসার ওয়ারেণ্ট)।

ওয়ারিশ, ওয়ারিস—(আঃ বারিথ') উত্তরাধিকারী, heir। **ওয়ারিশান**—উত্তরাধিকারিগণ, পুত্রপৌত্রাদি। **লা-ওয়ারিশ**—নিঃসন্তান।

ওয়ালা—(হিঃ বালা)—অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া মালিক, প্রস্তুতকারক, কর্মী ইত্যাদি বুঝায় (দুধওয়ালা, বাড়ীওয়ালা, পাগারা-ওয়ালা)। স্ত্রী ওয়ালী, বাংলায় বালা, বালী; ওলা, ওলী ইত্যাদি রূপেও ব্যবহৃত হয়।

ওয়ালেদ—(আঃ বালিদ) পিতা। **ওয়ালেদা**—মাতা। **ওয়ালেদায়েন**—পিতা-মাতা।

ওয়াশীল—(আঃ বাসিল্) উশুল দ্রঃ। **ওয়াশীল-বাকি**—খাজনা অথবা প্রাপ্য যাহা আদায় হইয়াছে ও যাহা বাকি আছে। **ওয়াশীলাৎ**—আদায়ের দফাসমূহ (ওয়াশীলাতের নালিশ—গত দফার আদায় গোমস্তা আত্মসাৎ করিয়াছে সেই সব সম্বন্ধে নালিশ)।

ওয়াস্তা—(আঃ বাস্ত) সম্বন্ধ অপেক্ষা, উপায় (তবে থাকিবেনা কোন চক্ষুলজ্জা রবে না কারো ওয়াস্তা—দ্বিজেন্দ্রলাল, একটা ওয়াস্তা যাতে হয় তাই করুন)। **ওয়াস্তে**—জন্য (আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে খয়রাৎ কর)। **আপকাওয়াস্তে**—আপনার জন্য; আপ্তগরজী—আপকেওয়াস্তে দ্রঃ।

ওয়াহাবী, ওহাবী—(আঃ বাহ্‌'হাবী) অষ্টাদশ শতাব্দীর আরব দেশীয় ধর্মসংস্কারক আবদুল ওহাব-এর অনুবর্তী; এই মতাবলম্বী মুসলমানেরা হজরত মোহম্মদের প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারের একান্ত অনুবর্তন অবশ্যকর্তব্য জ্ঞান করেন।

ওয়েটিং রুম—(ইং Waiting room) রেল ষ্টেশনে যাত্রীদের বিশ্রাম কক্ষ।

ওর—অন্ত, শেষ (হামার দুখক নাহিক ওর রে—বিদ্যাপতি)। **ওর-পার**—সীমা সংখ্যা।

ওর—উহার।

ওরফে, ওর্ফে—(আঃ উ'র্ফ্) ডাক নাম, নামান্তর, alias (দাউদ ওরফে দাদু)।

ওরম্বা, ওড়ম্বা—(ভ্রমরের মত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমনের ভাব) কাজে মন না দিয়া যে খেলাইয়া বেড়াইয়া ফেরে; নিষ্কর্মা, লম্পট প্রকৃতির। (কোন কোন অঞ্চলে 'ওলাম্বরে' প্রচলিত)।

ওরে—সম্বোধনে ব্যবহৃত, তুচ্ছার্থে অথবা আদরে (ওরে কে আছিস, ওরে আমার বাছা)। **ওরে বাসরে, ওরে**—অত্যন্ত বিস্ময়কর ও ভীতিকর (ওরে বাসরে! কি কড়কড় শব্দ; ওরে কত বড় সাপ); ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয় (ওরে বাসরে, কি প্রতাপ)।

ওরে—উহাকে (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

ওল—তরকারি রূপে ব্যবহৃত কন্দ। **বুনো ওল**—যে ওল খাইলে অত্যন্ত গাল ধরে অর্থাৎ গাল ও গলা অত্যন্ত কুট্ কুট্ করে ও ফুলিয়া উঠে। **যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল**—(বুনো ওল খাইয়া গাল ধরিলে তাহার প্রতিকারের জন্য টক খাইতে হয়) দুর্বৃত্তকে সায়েস্তা করিবার জন্য কড়া শাসন বা শাসক চাই; যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

ওলট-পালট—উলট-পালট দ্রঃ।

ওলট-কম্বল—গুল্মজাতীয় গাছ, পাতা স্থলপদ্মের মত, ফুল ছোট রক্তবর্ণ—ইহার বীজ জরায়ুর ব্যাধি, অশরোগ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

ওলদে—ওয়ালেদ।

ওলন—নামা, অবতরণ। **ওলন-দড়ি**—গাঁথনির মাপ ও খাড়াই পরীক্ষার কাজে রাজমিস্ত্রিদের দ্বারা ব্যবহৃত ভার-সংযুক্ত সুতা, plain cane।

ওলন্দাজ—(ফ্রেঃ Hollandaise), হল্যাণ্ড দেশের লোক।

ওলপ—উলপ দ্রঃ।

ওলা—নামা, অবতরণ করা (শুকনো ভাত গলা দিয়ে ওলে না)। উলা দ্রঃ।

ওলা—মিশ্রির সাদা লাড়ু বিশেষ, খেজুরের শেষের কাটের রসের গুড়।

ওলাইচণ্ডী—ওলাবিবি দ্রঃ।

ওলাউঠা—(ওলা-নামা (পেট নামা), উঠা-বমন) ভেদবমন, কলেরা।

ওলানো—নামানো, ভেদ হওয়া। (ওলান—গাভীর পালান)।

ওলাবিবি—ওলাউঠার দেবতা ; হিন্দুরা ওলাই-চণ্ডী বলে, মুসলমানেরা ওলাইবিবি বলে।

ওলি—(আ, বলি) নাবালকের অভিভাবক (ওলিওছি—অভিভাবক) ; দরবেশ।

ওলো—মেয়েদের পরস্পরের প্রতি প্রীতির সম্বোধন। তুচ্ছার্থে লা (কি লা)।

ওল্টানো—উল্টানো দ্রঃ।

ওশ—ওস দ্রঃ।

ওশারা, ওশোরা—ওসারা দ্রঃ।

ওষধি, -ধী—[ওষ (উষ্ণ)—ধা+কে] যে সব তরুলতা তৃণ ফল পাকিলে মরিয়া যায় (ধান কদলী, কলাই, সরিষা ইত্যাদি)।

ওষধিগর্ভ—(ওষধির উৎপত্তি যাহা হইতে) চন্দ্র ও সূর্য (ষষ্ঠীতৎ)।

ওষধিজ—ওষধি হইতে জাত ; ঔষধ ; (ওষধি-জাত) অগ্নি।

ওষধিনাথ—ওষধিপতি, চন্দ্র ; সোমলতা।

ওষানো—ওসানো দ্রঃ।

ওষুধ—ঔষধ। **ওষুধ করা**—চিকিৎসা করানো ; প্রতিকার করা ; কবচ বা মন্ত্রাদির দ্বারা স্বামী বশ করা।

ওষ্কানো—উষ্কানো দ্রঃ।

ওষ্ঠ—উপরের ঠোঁট। **ওষ্ঠপুট**—মিলিত ওষ্ঠাধর। **ওষ্ঠাগতপ্রাণ**—মৃতপ্রায় ; উত্যক্ত, ব্যতিব্যস্ত। **ওষ্ঠাধর**—দুই ঠোঁট।

ওষ্ঠ্য—ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত (ওষ্ঠ্য বর্ণ)।

ওস, ওসা—শিশির (ওস পড়া আরম্ভ হইয়াছে)।

ওসানো—উসনো দ্র।

ওসার—বিস্তৃত, চওড়া ; প্রস্থ, চওড়াই।

ওসারা, ওশারা—(সং উপশালা) বারান্দা।

ওস্কানো—উস্কানো দ্রঃ।

ওস্তাগর—(ফা উস্তাদগর) রাজমিস্ত্রী।

ওস্তাদ—(ফাঃ উস্তাদ্) গুরু, আচার্য, সঙ্গী-তজ্ঞ : নৃত্যকলাদিতে অভিজ্ঞ উপদেষ্টা ; চালাক ; ডেঁপো, ফাজিল (ছেলেটা ত ওস্তাদ হয়ে উঠেছে দেখছি)। **ওস্তাদি-দী**—ভারতীয় সঙ্গীতে নৈপুণ্য অথবা নৈপুণ্যব্যঞ্জক (ওস্তাদী গান ; ওস্তাদি দেখানো) ; চালাকি (আর ওস্তাদি করতে হবে না)। **ওস্তাদগিরি**—কোন কলা বা কৌশল শিক্ষাদান।

ওহরি—পূর্ব ধারণার বিপরীত কিছু দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ (ওহরি এই রাজার বাড়ী ! তেমনি, ও আল্লা ! ও খোদা !)

ওহাবী—ওয়াহাবী দ্রঃ।

ওহী—(আঃ বহী) স্বর্গীয় বাণী, প্রত্যাদেশ ; প্রেরণা। **ওহী নাজেল হওয়া**—স্বর্গীয় বাণী অবতীর্ণ হওয়া, প্রত্যাদেশ লাভ করা। (কোরআনের মতে ওহী, প্রত্যাদেশ, স্বর্গীয় দূতের সাহায্য লাভ হইতে পারে অথবা অন্তরে অনুভূত হইতে পারে)।

ওহে—সম্বোধনে ; কথাবার্তায় সাধারণত বয়স্যদের মধ্যে ব্যবহৃত হয় ; কখনও কখনও ছোট ছেলেদের প্রতিও ব্যবহৃত হয়।

ওহো—বিস্ময়, দুঃখ, ক্ষোভ ইত্যাদি ব্যঞ্জক।

ঔ—বাংলা স্বরবর্ণের দ্বাদশ বর্ণ ; অ এবং ও এই দুই স্বরের যোগে উচ্চারিত ; ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে ইহার ৌ এই আকার হয়, যথা ক্+ঔ=কৌ।

ঔক্ষ—(সং উক্ষণ্) বৃষ সম্বন্ধীয় ; বৃষশ্রেণী।

ঔগ্র—(উগ্র+ষ্য) উগ্রতা, তীব্রতা, ঔদ্ধত্য।

ঔঘট, ঔঘাট—(সং অবঘট্ট) আঘাটা।

ঔচিত্য—উপযুক্ততা, যোগ্যতা।

ঔচ্চ, ঔচ্চ্য—উচ্চতা, উৎকর্ষের ভাব।

ঔজস্য—বীর্যবত্তা, তেজস্বিতা।

ঔজ্জ্বল্য—উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, চাকচিক্য।

ঔড়ব—পাঁচ স্বরের রাগ।

ঔড্র—উৎকলাধিপতি।

ঔৎকণ্ঠ্য—উদ্বেগ, অস্থিরতা।

ঔৎকর্ষ—(উৎকর্ষ+ষ্ণ) বিকাশ ; বৃদ্ধি ; শ্রেষ্ঠতা।

ঔৎকোচিক—উৎকোচবিষয়ক।

ঔৎপাতিক—উৎপাতবিষয়ক। **ঔৎপাতিকে**—ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত-আদি দৈব নিগ্রহের কালে।

ঔৎসঙ্গিক—উৎসঙ্গ-সম্পর্কিত, ক্রোড়স্থ।

ঔৎসুক্য—কৌতূহল ; আগ্রহ ; ব্যগ্রতা।

ঔদক—জলীয়।

ঔদনিক—পাচক ; ওদনসম্বন্ধীয়।

ঔদরিক—পেটুক ; উদরসম্বন্ধীয়।

ঔদার্য—উদারতা, মহানুভবতা, অসংকীর্ণতা।

ঔদাসীন্য—অমনোযোগ, উপেক্ষা ; অনাসক্তি।

ঔদাস্য—বৈরাগ্য ; অমনোযোগ ; উপেক্ষা।

ঔদ্ধত্য—ধৃষ্টতা, অবিনয়, অহঙ্কার, স্পর্ধা।

ঔদ্বাহিক—বিবাহ-সম্বন্ধীয় ; বিবাহকালে লব্ধ (ধন বা দ্রব্যাদি) ; স্ত্রীধন।

ঔদ্ভিজ্জ, ঔদ্ভিদ—উদ্ভিদ-সম্বন্ধীয় ; উদ্ভিদ হইতে জাত ; সৈন্ধব লবণ।

ঔধস্য—গোস্তন-জাত।

ঔন্নত্য—উন্নতি বা উৎকর্ষের অবস্থা ; উচ্চতা।

ঔপকূলিক—উপকূল-সম্পর্কিত ; উপকূলজাত।

ঔপচারিক—উপকরণ-বিষয়ক।

ঔপদেশিক—উপদেশ-সংক্রান্ত ; উপদেশ দ্বারা অর্জিত (জীবিকা, ধনাদি)।

ঔপনায়নিক—উপনয়ন-বিষয়ক ; উপনয়ন-কারক।

ঔপনিধিক—উপনিধিরূপে রক্ষিত দ্রব্য ; বিশ্বাস-পূর্বক নিহিত দ্রব্য।

ঔপনিবেশিক—উপনিবেশ-সম্বন্ধীয়, উপ-নিবেশ-জাত।

ঔপনিষদ—উপনিষদ্ হইতে যাহাকে জানা যায়, ব্রহ্ম ; উপনিষৎ-সম্বন্ধীয়।

ঔপন্যাসিক—উপন্যাসকার ; উপন্যাস-সম্বন্ধীয়।

ঔপপত্তিক—যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণিত ; সিদ্ধান্ত-বিষয়ক।

ঔপম্য—সাদৃশ্য (আত্মৌপম্য)।

ঔপয়িক—(উপায়+ষ্ণিক) যোগ্য, ধর্মসঙ্গত (ঔপয়িকী ভার্যা)।

ঔপরোধিক—উপরোধ-সংক্রান্ত।

ঔপল—প্রস্তর-নির্মিত।

ঔপসর্গ—উপদ্রব।

ঔপসর্গিক—উপসর্গসংক্রান্ত ; উপদ্রববিষয়ক।

ঔপাধিক—উপাধি অর্থাৎ বাহ্যলক্ষণ-বিষয়ক (ঔপাধিক ভেদ) ; অনিত্য।

ঔরস, ঔরস্য—ধর্মপত্নীর গর্ভে স্বয়ং-উৎপাদিত পুত্র ; বীর্যজাত ; বীর্য, পিতৃত্ব (পবন-ঔরস-জাত)। স্ত্রী—ঔরসী।

ঔর্ণ—উর্ণাবিষয়ক ; পশমী।

ঔর্ধ্বদেহিক, ঔর্ধ্বদৈহিক—মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত কর্মাদি—অগ্নিসংস্কার, গঙ্গায় অস্থিদান, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি।

ঔর্ব—উর্বমুনির উরুজাত, বাড়বানল।

ঔর্বাগ্নি—বাড়বাগ্নি ; আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত অগ্নি।

ঔলুক, ঔলূক—পেচকদল।

ঔশীর—উশীররচিত (শয্যা)।

ঔষধ—যাহাতে রোগ নাশ হয় বা আরোগ্য লাভ হয় (ম্যালেরিয়ার ঔষধ) ; প্রতিকার (এ ব্যাধির ঔষধ নাই)। **ঔষধ-পথ্য**—ঔষধ ও পথ্য। **ঔষধাজীব**—ঔষধব্যবসায়ী। **ঔষধালয়**—ঔষধ বিক্রয়ের স্থান।

ঔষ্ঠ্য—ওষ্ঠের দ্বারা উচ্চারিত (উ, ঊ, ও, ঔ, প-বর্গ, ব)।

ঔষ্ণ, ঔষ্ণ্য—উষ্ণতা।

ঔষ্ণীক—(উষ্ণীষ+কণ্) উষ্ণীষমণ্ডিত, মুকুট-শোভিত ; রাজা।

ঔষ্ম, ঔষ্ম্য—ক্রোধ দুঃখ শোক-আদি-জনিত চিত্তদাহ।

ক

ক—ব্যঞ্জনবর্ণমালার কবর্গের প্রথম বর্ণ; কয়, কত (ক'টাকা; ক'বৎসর); অল্পার্থে (মানবক; ছোটকা); সতর্কীকরণ, যেন, কেন (ডাক্তারে যা বলে বলুক না'ক রাখ রাখ খুলে রাখ শিয়রের ওই জানালা দুটো—রবি; ছিন্নমালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাসনেক কুড়াতে—রবি)। **ক অক্ষর গোমাংস**—ক অক্ষর যার জন্য অস্পৃশ্য বা অনুচ্চার্য, অক্ষরজ্ঞানহীন, নিরেট মূর্খ। **কখ-র বই**—প্রাথমিক পাঠ্য। **ক খ**—নিতান্ত প্রাথমিক পরিচয় বা জ্ঞান (বিজ্ঞানের কখ)।

কই, কৈ—কোথায়, (কই গো তোমরা); প্রত্যাশিতের অসদ্ভাবে (কই গেলে না তো); অস্বীকারে (কৈ আমিত বলিনি); আদরে (আমার চাঁদ কৈ)। **কইমাছ**—(সং কবয়ী)। **কৈজালা**—কৈ ধরিবার জাল।

কই—কহি (মনের কথা কই)। **কইয়ে**—যে কথা শুনাইয়া দিতে পারে, মুখের উপর কথা বলিতে পারে (বড় কইয়ে তুই)। **কইয়ে-বলিয়ে**—কইতে বলতে বেশ পারে; সুবক্তা।

কইলা, কইলে—তিন মাসের অনধিক বয়স্ক গরুর বাছুর।

কইসর—(আঃ ক'য়্স'র্, ল্যাঃ Cæsar) সম্রাট (জার্মানীর কইসর)।

কএক—কয়েক দ্রঃ।

কএদ—কয়েদ দ্রঃ।

কওয়া—বলা, প্রকাশ করা। **কওয়ার কথা নয়**—অতিশয় দুঃখের বা লজ্জার কথা।

কওলানো—(আঃ ক'ওল—কথা) কহানো, বলানো (কুলীন কওলানো—কুলীন বলিয়া পরিচিত করানো)।

কওসর—(আ. কওথ'র) বেহেশ্‌তের একটি নদীর নাম যাহা হইতে সমস্ত নদীর উৎপত্তি; অফুরন্ত কল্যাণ-ধারা (আমি তোমাকে কওসর দান করিয়াছি—কোরান; কান্তা সাথে বাঁচতে জনম চাও যদি কওসরঅমিয়—নজরুল)

কংগ্রেস—ভারতের সুপরিচিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত; প্রধানতঃ ইহার আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ হয়।

কংফুচী—(ইং Confucius) কংফুচ-এর মতাবলম্বী।

কংশ, কংস—মহাভারতোক্ত মথুরার রাজা, কৃষ্ণবিদ্বেষী। **কংশহা, কংশজিৎ**—কংশ-বিজয়ী কৃষ্ণ।

কংস—তামা ও রাঙ্গের মিশ্রিত ধাতু, কাঁসা, bell-metal; তৈজসপাত্র; সোনা-রূপার পাত্র; পানপাত্র। **কংসকার**—কাঁসারী। **কংসক**—হীরাকস।

ককানো—শিশুর ক্রন্দন; কাতর ক্রন্দন; কাতরতা প্রকাশ (কেঁদে ককিয়ে—কাঁদা দ্রঃ)। বি ককানি।

ককার—ক-বর্ণ।

ককুঞ্জল—চাতক পাখী।

ককুৎ, ককুদ্—ষাঁড়ের ঝুঁটি, hump।

ককুৎস্থ—সূর্যবংশীয় রাজা, কথিত আছে বৃষরূপ ইন্দ্রের ককুদে স্থান গ্রহণ করিয়া ইনি অসুরবধ করেন।

ককুদ—পর্বতচূড়া; ষাঁড়ের ঝুঁটি; ছত্র চামরাদি রাজচিহ্ন; ধর্মপত্নী; শ্রেষ্ঠ।

কক্ষ—প্রকোষ্ঠ, কামরা, ঘর; বগল; কোমর, কাঁকাল (ঘটকক্ষে রাঙ্গাঠোঁটে নিতিনিতি যারা জল আনে—শশাঙ্কমোহন); গ্রহাদির পরিভ্রমণ-পথ, orbit; হাতী বাঁধার রজ্জু বা শিকল।

কক্ষচ্যুত, কক্ষভ্রষ্ট—কক্ষ হইতে বিচলিত। **কক্ষপুট**—বগল। **কক্ষান্তর**—অন্য কক্ষ বা গৃহ। **কক্ষাপট**—কৌপীন। **কক্ষাবেক্ষক**—অন্তঃপুরের প্রহরী, দারোয়ান।

কক্ষণ—কখনও।

কখন—কোন্ সময় (কখন এলে); কতক্ষণ, অনেকক্ষণ, অর্থাৎ বহুক্ষণ পূর্বে (বড় ক্ষুধা

পেয়েছে, সেই কখন খেয়েছি)। **কখনই, কখনও, কখনো**—কোন কালেই, কোন অবস্থাতেই (আর কখনো এমন কাজ করব না; তোমার এই অভিযোগ কখনই সত্য নয়)। **কখনো-কখনো**—কোন কোন সময়ে বা অবস্থায়, sometimes (কখনো কখনো বেড়াইতে বাহির হইতাম)।

কখান—অল্প কয়েক খণ্ড; কয়েক খণ্ড বা টুক্‌রা (শীর্ণ দেহ, হাড় ক'খান দেখা যাচ্ছে; লুচি ক'খান খেতে পারবে)।

কঙ্ক—কাঁকপাখী, হাড়গিলা; বিরাট-গৃহে অবস্থানকালে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম।

কঙ্কণ—(কন্ কন্ ধ্বনি হয় যে আভরণে) হাতের গহনাবিশেষ, কাঁকন, খাড়ু (কঙ্কণ পইঁচি খুলে ফেল সখিনা—নজরুল); যে কোন ভূষণ; বিবাহকালে হাতে যে সূতা বাঁধা হয়; শিরোভূষণ (কবিকঙ্কণ)।

কঙ্কণী, কঙ্কণীকা—ছোট ঘুঙুর।

কঙ্কত, কঙ্কতিকা, কঙ্কতী—কেশমার্জন, চিরুণী, কাঁকই।

কঙ্কর—ক্ষুদ্র পাথরের টুক্‌রা, শিলাচূর্ণ, কাঁকর (gravel)।

কঙ্করোল—কাঁকরোল গাছ ও ফল (চিরুণীর দাঁতের মত কাঁটা সব গায়ে)।

কঙ্কাল—হাড়পাঁজরা বা দেহের খাঁচা, অস্থি-পঞ্জর, Skeleton। **কঙ্কালমালী**—মহাদেব। **কঙ্কালমালিনী**—কালী। **কঙ্কালসার**—অতিশয় শীর্ণ।

কঙ্গুরা—সৈন্যদের দুর্গপ্রাচীরের উপরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার মতো আশ্রয়; বুরুজ।

কচ্—অপেক্ষাকৃত নরম-কিছু ধারাল অস্ত্রে কাটিবার শব্দ। অস্ত্র খুব ছোট হইলে বলা হয় **কুচ কুচ**; অস্ত্র ও কর্তিত টুক্‌রা অপেক্ষাকৃত বড় হইলে বলা হয় **কচাৎ**; খাস্তা খাবার চিবাইবার শব্দ হইতে 'কচুরি'; বারংবার কর্তন হইতে 'কচ কচ' 'কুচ কুচ'; দ্বিধাহীন অস্ত্র চালনায় 'কচাকচ্'। **কচর কচর**—অভি-যোগ, একতরফা ভর্ৎসনা, (কচর কচর বগর বগর লেগেই আছে)। **কচ্‌কচি, কচকচানি**—কথা-কাটাকাটি, ঝগড়া। (অপেক্ষাকৃত কঠিন বস্তু কাটার শব্দকে বলা হয় কট্ কটাকট্ ইত্যাদি)।

কচ—বৃহস্পতির পুত্র; টেরাভাব, কোণাচে ভাব (চৌকাঠের কচ ভাঙ্গা—চৌকাঠ সমচতুষ্কোণ করিয়া বসানো); যাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইবে এমন কর্তিত শাখা (কচা দ্রঃ)।

কচ্‌কচি—কচ্ দ্রঃ। **ঢেঁকির কচ্‌কচি**—ঢেঁকির কচ্‌কচ শব্দের মত বিরক্তিকর কথাবার্তা।

কচগ্রহ—কেশাকর্ষণ (কচ=কেশ)।

কচটানো—চটকানো; কচলানো (নেবু কচটে তেতো করা)।

কচড়া—হাতে পাকানো মোটা দড়ি।

কচমা—অতি শিশু, অল্প বয়স্ক (কচমা ছেলে)।

কচলানো—রগড়ানো ('আঁখি কচালিয়া দেখে এ নহে স্বপন'); মার্জ্জনা করা, মর্দিত করা (হাঁড়ি কচলাইয়া ধোওয়া)। **নেবু কচলানো**—নেবু বার বার মর্দিত করিয়া অল্প অল্প রস বাহির করা, তাহা হইতে, হাঁ-না কোন কথা স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া অথবা কথার সোজাসুজি উত্তর না দিয়া বিরক্তি উৎপাদন করা (নেবু কচলানে কথা)। **হাত কচলানো**—দুই হাত প্রায় যুক্ত করিয়া অনুনয় বিনয় করা।

কচা—কাটা কচি ডাল, যাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইতে পারে (জিয়লের কচা)।

কচাল—অবনিবনাও, ঝগড়া, বিবাদ (কচাল করা)।

কচি—অল্পবয়স্ক, অপক্ক, কোমল (কচি ডাল; কচি পাঁঠা; কচি পাতা; কচি ছেলে)। **কচি খোকা,-খুকী**—বয়স্ক লোক কিন্তু ব্যবহার অল্পবয়স্কের মত; ন্যাকা।

কচু—সুপরিচিত কন্দ; কচু গাছ, কচু শাক; তুচ্ছতাসূচক (আসবে না কচু)। **কচুকাটা করা**—বিশেষ বাধার সম্মুখীন না হইয়া বহু লোককে হত্যা করা; ছিন্নভিন্ন করা। **কচু-ঘেঁচু**—কচু ও তজ্জাতীয় নগণ্য শাক-সব্‌জী (কচু-ঘেঁচু খাইয়া বাঁচিয়া আছে)। **কচু পোড়া খাওয়া**—গালি বিশেষ, আশা করিয়া বঞ্চিত হওয়া। **কচুর মুখী**—কচুর মূল হইতে নির্গত অংশ।

কচুরি—গোলাকার নিম্‌কি জাতীয় খাবার; ডালের পুর-দেওয়া ঘিয়ে ভাজা হালকা পুরী বিশেষ। **কচুরি পানা**—বেগুনি-ফুল-বিশিষ্ট অতিবৃদ্ধিশীল পানা বিঃ, water-hyacinth।

কচ্ছ—জলা অঞ্চল; পর্বতের সন্নিহিত সমতল অঞ্চল (কাছাড়); পশ্চিম ভারতের কচ্ছ দেশ; কচ্ছ দেশের ঘোড়া; কাছা (মুক্তকচ্ছ—কাছা-খোলা)। **কচ্ছটিকা, কচ্ছাটিকা, কাচ্ছাটিকা**—কৌপীন, লেঙট বা ল্যাঙ্গট।

কচ্ছপ—(সং কশ্যপ) কাছিম, কূর্ম; কুস্তির প্যাঁচ বিশেষ। স্ত্রী কচ্ছপী। **কচ্ছপিকা**—চর্মগ্রন্থিরোগবিশেষ।

কচ্ছভূ,-ভূমি—জলা অঞ্চল।

—খোস, পাঁচড়া। **কচ্ছুর**—কচ্ছু-রোগ-গ্রস্ত।

কছম—(আ. কি'স্‌ম্‌) প্রকার, শ্রেণী, রকম। **হর কছম**—হরেক রকমের। কসম দ্রঃ।

কছবি—(আ. কসব—বেশ্যাবৃত্তি) বেশ্যা।

কজলবাস,-বাশ—তুর্কী গোষ্ঠী বিশেষ, বীরত্বের জন্য খ্যাত।

কজাই, কাজাই—(ফা কজ্—বক্র) ঘোড়ার লাগামের মুখের অংশ, কড়িয়ালি।

কজাওয়া—(ফা.) উটের পিঠের জিন।

কজ্জল—কাজল, অঞ্জন। (বিণ. কাজলা—কাজলা আখ)। **কজ্জলধ্বজ**—প্রদীপ।

কজ্জলী, কজ্জ্বলী—কবিরাজী ঔষধ বিশেষ, পারা ও গন্ধকের তৈরি।

কজ্জ্বল—কাজল, কাজলবর্ণ (মেঘকজ্জ্বল দিবসে—রবি)।

কঞ্চি, কঞ্চিকা, কঞ্চী—(তুর্কী কম্‌চী) বাঁশের সরু শাখা (বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়)।

কঞ্চু, কঞ্চুক—বর্ম; কাঁচুলি; জামা; সাপের খোলস; বস্ত্র বা আবরণ।

কঞ্চুকী—অন্তঃপুর-রক্ষক সর্বকার্যকুশল বৃদ্ধ বিপ্র; খোজা; দ্বারপাল; বর্মধারী; সর্প (কঞ্চুক আছে এই জন্য)।

কঞ্চুলিকা, কঞ্চুলী—কাঁচুলি, স্ত্রীলোকের বক্ষাবরণ, আঙিয়া।

কঞ্জ—জল হইতে জাত, পদ্ম; অমৃত; ব্রহ্মা।

কঞ্জক, কঞ্জন—ময়না পাখী।

কঞ্জুস, কঞ্জুষ—(কণ্+চুষ—যে কণাও চোষে) অত্যন্ত কৃপণ (**কঞ্জুষের ভাত্তাখোর**—a miser's pensioner)। বি. কঞ্জুসপনা,

কট্—শুষ্ক কঠিন ক্ষুদ্র বস্তু অথবা বড় বস্তুর ক্ষুদ্র টুক্‌রা কাটিয়া ফেলিবার বা দাঁতে কাটিবার শব্দ। **কটাৎ**—অপেক্ষাকৃত বড় কঠিন বস্তু এক আঘাতে কাটিবার শব্দ (**কটাস**—দাঁতে কাটিবার শব্দ)। (**কুটুর**—খুব ছোট কঠিন বস্তু বা টুক্‌রা দাঁতে কাটিবার শব্দ, বিশেষ করিয়া ইঁদুরের; মানুষের বেলায় সাধারণতঃ বলা হয় **কুটুস্**)। **কটকটে**—কট কট শব্দকারী, কঠোর, মমতাহীন (কটকটে ব্যাঙ; কটকটে কথা)। **কটর মটর**—কলাই চর্বণের শব্দ; দুর্বোধ্য, শ্রুতিকঠোর ভাষা।

কট—(সং) মাদুর, দরমা; তক্তা; শ্মশান; খাটিয়া (শবের); হস্তিগণ্ড। **কটাগ্নি**—তৃণাগ্নি, খড়ের আগুন।

কট—(কটকবালা) বন্ধকী তমসুক (কটে বাঁধা রাখা)

কটক—পর্বতের সানুদেশ; রাজধানী; শিবির; সৈন্য; হাতীর দাঁতে পরানো বেড়; মেখলা; সামুদ্রিক লবণ; উড়িষ্যার জেলা ও শহর বি.।

কটকট—কন কন অপেক্ষা কঠোর অথবা কঠিন (মাথা কটকট করছে; কটকট করে কাটছিল; কটকটে কথা)। কট্ দ্রঃ।

কটকবালা, কটকোবালা—বন্ধকী তমসুক; এই শর্তে বন্ধক দেওয়া যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গৃহীত অর্থ পরিশোধ করিতে না পারিলে সম্পত্তি উত্তমর্ণের অধিকারভুক্ত হইবে।

কটকিনা,-কেনা—কড়াকড়ি নিয়ম, বাঁধাবাঁধি। **কটকিনা করা**—কোন নিয়ম পালনে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখানো।

কটকী—কটকে জাত (কটকী জুতা)।

কটমট—দন্তে দন্তে ঘর্ষণ (দাঁত কটমট করা—ক্রোধে); রোষকষায়িত চক্ষু (কটকট করিয়া তাকাইল); নীরস (কটমটে ভাষা)। **কটমটি**—ভাষার অপ্রাঞ্জলতা ও দুর্বোধ্যতা।

কটরমটর—শুষ্ক মটরাদি চিবাইবার শব্দ; লালিত্যহীন ভাষা বা উচ্চারণ।

কটরা, কটোরা—বাটী; পেয়ালা।

কটা—রুক্ষ; পিঙ্গলবর্ণ; ফ্যাকাশে; কড়া। **কটাচোখ, কটাচোখো**—বিড়ালাক্ষ।

কটা—কয়টা (তুচ্ছার্থে—ঘাড়ে কটা মাথা)। **কটি**—(আদরে)।

কটাক্ষ—আড় চোখে চাওয়া; অপাঙ্গ দৃষ্টি; প্রতিকূল ইঙ্গিত (এই কথায় পূর্ব-

বর্তীদের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে)। **কটাক্ষে**—নিমেষে।

কটাগ্নি—খড়ের আগুন।

কটাৎ—কট্ দ্রঃ।

কটারি, কাটারী—(সং কর্তরী) ছোট দা।

কটাল, কোটাল—অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় সমুদ্রে ও নদীতে জলের স্ফীতি, জোয়ার (কটালের বান)। **মরা কটাল**—ভাঁটার অবস্থা। **ভরা কোটাল**—পূর্ণ জোয়ারের অবস্থা।

কটাস—কট্ দ্রঃ

কটাসিয়া, কটাসে—কটা-রং-বিশিষ্ট (অবজ্ঞায়); পিঙ্গল।

কটাহ—কড়াই (বঙ্গের কটাহে সুধা তৈরি...... দ্বিঃ লাঃ)

কটি,-টী—কোমর, মাজা, শ্রোণিদেশ। **কটি-তট**—কোমর, নিতম্ব। **কটিত্র**—কটিবস্ত্র; মেখলা।

কটিবন্ধ—কোমরবন্ধ, belt; (ভূগোলে) বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বের অঞ্চল, zone (উষ্ণ কটিবন্ধ, নাতিশীতোষ্ণ কটিবন্ধ, শীত কটিবন্ধ)।

কটিবসন, কটিবাস—কটিবস্ত্র।

কটিবাত—কটিশূল, lumbago.

কটিভূষণ—চন্দ্রহার, মেখলা।

কটিসূত্র—ঘুনশি।

কটু—কড়া, কঠোর, অপ্রিয় (কটু কথা); ঝাল; উগ্র (কটু গন্ধ); বিস্বাদ। **কটুকাটব্য**—কড়া কথা, গালি-গালাজ। **কটুকীট**—ডাঁশ। **কটুতা**—কড়া স্বাদ; কঠোরতা। **কটু তৈল**—সর্ষের তেল। **কটুত্রয়**—শুঁঠ পিপুল, মরিচ এই তিনের মিশ্রণ। **কটুপাক**—লবণাক্ত।

কটুভাষ—দুর্বাক্য, গালি। **কটুভাষী**—পরুষ-ভাষী। স্ত্রী কটুভাষিণী।

কটুস্নেহ—সর্ষের তেল।

কটূক্তি—কড়া কথা; গালি।

কটোর,-রা—পিতল কাঁসা ইত্যাদির বাটি; মাটির বাটি বা খোরা।

কট্‌বার, কট্টার—(সং কর্তরী) কাটারি।

কঠ—উপনিষদ্ বিঃ (কঠোপনিষদ্)।

কঠিকা—খড়িমাটি; তুলসী।

কঠিন—[কঠ্ (কষ্টে বাঁচা) + ইনচ্] শক্ত; ঘাতসহ (কঠিন মৃত্তিকা, লৌহ-কঠিন); নিষ্করুণ, সহানুভূতিহীন (কঠিন হৃদয়); পরুষ, রুক্ষ (কঠিন বচন, কঠিন হাসি); কষ্টকর, দুস্তর (কঠিন পথ); আয়াসসাধ্য (কঠিন শ্রম); দুরূহ, দুর্বোধ্য (কঠিন বিষয়, কঠিন গণিত-তত্ত্ব); ভয়ানক, বিষম (কঠিন স্থান, কঠিন বিপদ, কঠিন প্রতিজ্ঞা)। (কঠিন চিত্ত,-প্রাণ,-হৃদয়)। বি কাঠিন্য।

কঠোপনিষদ্—উপনিষদ্ বি।

কঠোর—কঠিন দ্রঃ। (কঠোর সংকল্প, বচন, নিয়ম শ্রম, হাসি; কিন্তু কঠোর স্থান, লৌহ, মাটি সাধারণত বলা হয় না; অবশ্য লৌহকঠোর বলা হয়)। **কঠোর কুঠার**—শাণিত ও নির্দয় কুঠার। **কঠোরগর্ভা**—পূর্ণগর্ভা (কিন্তু বাংলায় ব্যবহৃত হয় না)।

কড়কচ, করকচ—সামুদ্রিক লবণ।

কড়কড়—বজ্রপাতের শব্দ (মেঘের কড়কড়)। **কড়কড়ানো**—ডিম পাড়িবার সময় হইলে মুরগী যে উচ্চ কড়কড় শব্দ করে।

কড়কড়া, কড়কড়ি, কড়কড়ে—জল না দেওয়া শুষ্ক বাসি ভাত (বিপরীত পান্তা); বিশুষ্ক (এঁটো শুকাইয়া কড়কড়ে হইয়া লাগিয়াছে); দাঁতে চিবাইলে কড়কড় করে এমন (কড়কড়ে ভাজা); (কিন্তু 'কড়মড়' করিয়া চিবানো বলা হয়, লঘু ও খাস্তা হইলে বলা হয় কুড়মুড়' ভাজা)।

কড়কানো—তাড়না করা, ধমকানো।

কড়ঙ্কর, কড়ঙ্গর—কুঁড়া, ভুষি। **কড়ঙ্করীয়, কড়ঙ্গরীয়**—কড়ঙ্কর যাহাদের খাদ্য, গো-মহিষাদি।

কড়ঙ্গ—কমণ্ডলু; নারিকেলের মালার দ্বারা প্রস্তুত ভিক্ষাপাত্র।

কড়ঙ্গরীয়—কড়ঙ্কর দ্রঃ।

কড়চা—সূত্রাকারে লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত; সংক্ষিপ্ত ডায়ারি (গোবিন্দদাসের কড়চা); জমিদারি ও মহাজনিতে প্রজা খরিদ্দার ইত্যাদির ওয়াশীল ও বাকী সম্বন্ধে যে খাতায় বিস্তৃত বিবরণ থাকে।

কড়তা, করতা—যে পাত্রে বিক্রয়ের দ্রব্য আছে সেই পাত্রের ওজন (গুড়ের হাঁড়ির কড়তা বাদ দেওয়া), tare।

কড়মড়—কঠিন বস্তু চর্বণের শব্দ; দন্তে দন্তে

ঘর্ষণ (কড়মড়ি ভীম দন্ত লক্ষ দিয়া পড়ে বৃষস্কন্ধে —মধু)।

কড়মা—(সং করম্ভ) দই-এর সহিত ময়দা ছাতু চিড়া কিম্বা মুড়কি মিশ্রিত খাদ্য বিশেষ—মঙ্গলাচারে ব্যবহৃত হয় (দই-কড়মা)।

কড়ম্ব—(সং) শাকের ডাঁটা ; কলমী শাক।

কড়া—কপর্দক, কড়ি (অবজ্ঞায়—এক কড়ার মুরোদ নেই)। **কড়ায় গণ্ডায়**—অতি সূক্ষ্ম হিসাবমত (কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লওয়া)। **কড়ার ভিখারী**—কপর্দকহীন, অতি দরিদ্র।

কড়া—কড়াই ; আংটা।

কড়া—(সং কটুক) কঠোর, পরুষ (কড়া মেজাজ, কড়া কথা) ; উগ্রবীর্য (কড়া ঔষধ) ; তীক্ষ্ণ, প্রায় অসহ্য (কড়া রোদ) ; দুর্বলতা বা কোমলতা-হীন (কড়া হাকিম ; কড়া পাহারা) ; স্বাভাবিকের চাইতে বেশী (কড়া খাটুনি ; কড়া পাক, কড়া সুদ) ; কষ্টসহিষ্ণু (কড়া ধাত, কড়া জান) ; ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে চামড়ায় যে কাঠিন্য দেখা দেয় (কোদাল মেরে হাতে কড়া প'ড়ে গেছে. হাঁটাহাঁটি করতে করতে ত পায়ে কড়া পড়ল কিন্তু কাজ হাসিল হ'ল কৈ)। **কড়াকড়ি**—বাঁধাবাঁধি, অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠা (অত কড়াকড়ি করতে যেও না হিতে বিপরীত হবে)।

কড়াই—(সং কটাহ) হাঁড়ির চেয়ে অগভীর রান্নার পাত্র বিশেষ ; কলাই. মটর। **কড়াই-শুঁটি**—মটরশুঁটি।

কড়াকড়—কড়াকড়ি। **কড়াক্কড়**—অতি কঠোর (কড়াক্কড় শাসন) ; বজ্রধ্বনির মত শব্দ। **কড়াৎ**—শরীরে অস্থির সংযোগস্থলে হঠাৎ মোচড় লাগায় যে শব্দ হয়।

কড়াকিয়া, কড়ানিয়া—একশত পর্যন্ত কড়ার হিসাব।

কড়ার—(আঃ করার) প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার (কড়ারে আবদ্ধ আছি)। বিণ কড়ারী—চুক্তি-অনুযায়ী, প্রতিজ্ঞা-অনুযায়ী। (গ্রাম্য ভাষায় 'কড়াল')।

কড়ি, কড়ী, কৌড়ি, কৌড়ী—সমুদ্রজাত শম্বুকজাতীয় জীব বিশেষের দেহ ; কপর্দক। **কড়িখেলা**—কড়ির সাহায্যে খেলা বিশেষ। ***কড়িপিশাচ**—অর্থপিশাচ, অতি কৃপণ। **কানাকড়ি**—অতি অকিঞ্চিৎকর (কানাকড়ির মূল্য নাই)। **কড়ি**—ছাদ ধারণ করিবার যোগ্য মোটা লম্বা কাঠ বা লৌহ, beam (কড়ির উপরে বিছানো অপেক্ষাকৃত সরু ও লম্বা কাঠ বা লৌহ-খণ্ডকে বরগা বলে) ; ঘরের আড়কাঠ।

কড়িমধ্যম—সঙ্গীতের সুর বিশেষ, মধ্যম ও পঞ্চমের অন্তর্বর্তী সুর।

কড়িয়া, কড়ে'—কনিষ্ঠ, ছোট (কড়িয়া বা কড়ে আঙ্গুল)। **ক'ড়ে মারা, ক'রে দেওয়া**—আঙ্গুলের খোঁচা দিয়া সচেতন করা। **কড়িয়া রাঁড়ী, কড়ে' রাঁড়ী**—অল্প বয়সে বিধবা।

কড়িয়াল - কড়িওয়ালা, পয়সাওয়ালা, ধনশালী।

কড়িয়ালি—ঘোড়ার মুখোস, লাগামের যে অংশ ঘোড়ার মুখে লাগানো থাকে।

কডিসিল—(ইং codicil) উইলের ক্রোড়পত্র বা পরিশিষ্ট।

কড়ুয়া—কটু, কড়া। **কড়ুয়া তেল**—সরিষার তেল

কণ—অতি ক্ষুদ্র অংশ সলিলকণবাহী সমীরণ)। স্ত্রী কণা।

কণকণ, কনকন—ক্ষীণ তীক্ষ্ণ শব্দ ; শৈত্য বা বেদনার তীক্ষ্ণ অনুভূতি (শীতে হাড় কনকন করছে ; দাঁত কনকন করছে) ; বি কনকনি—কনকনানি।

কণা—বিন্দু, অত্যল্প অংশ (জলকণা ; শস্যকণা ; চাঁদের কণা)। **কণাকার**—কণার আকার বিশিষ্ট, granular। **কণাটীন, কণাটীর**—যে কণা খুঁজিয়া ফিরে, খঞ্জন পাখী। **কণামাত্র**—বিন্দুমাত্র। (গ্রাম্য ভাষায় কোণা—খেতের কোণা বাণিজ্যের সোনা)।

কণাদ—যাহার আহারের পরিমাণ অতি অল্প ; বৈশেষিক দর্শনকার।

কণি, কুনি—নখের কোণ (কণি বা কুনি বসিয়া যাওয়া) ; (গ্রাম্য ভাষায় কেনি) ; বাক্সের কোণে যে লৌহ বা পিতলের পাত বসানো হয়।

কণিক—কণা ; ময়দা ; আরাত্রিক ; ক্ষুদ্র অংশ, খুদ। স্ত্রী কণিকা।

কণিত—রোদন, আর্তনাদ।

কণীয়ান্—কনীয়ান্ দ্রঃ।

কণুই—(সং কফোণি) কনুই, elbow। (পূর্ববঙ্গে কনি)।

কণ্টক, কণ্ট—কাঁটা (কণ্টকাকীর্ণ) ; মাছের কাঁটা ; বিঘ্ন, বাধা, শত্রু (কণ্টকে কণ্টক

উদ্ধার); অবাঞ্ছিত ব্যক্তি, লোকপীড়ক, দেশের শত্রু (কুলের কণ্টক, রাজ্যের কণ্টক)। **কণ্টকশয্যা**—অতি অস্বস্তিকর অবস্থা। বি কণ্টকিত—কণ্টকযুক্ত; রোমাঞ্চিত (দেহ কণ্টকিত হইল)।

কণ্টকফল, কণ্টকী ফল—কাঁঠাল গাছ, ধুতরা গাছ, গোক্ষুর গাছ; কাঁঠাল।

কণ্টকারিকা, কণ্টকারী—কণ্টকবৃক্ষ বিশেষ, কণ্টিকারী।

কণ্টকাশন—কণ্টকভুক্, উট (বাবলার কাঁটা খাইতে ভালবাসে বলিয়া)।

কণ্টকিত—কণ্টকযুক্ত; রোমাঞ্চিত (কণ্টকিত কলেবর)।

কণ্টকী—অতিশয় কাঁটাযুক্ত মাছ, ফলুই; বেউড় বাঁশ; কাঁটা বেগুন। **কণ্টকী ফল**—কাঁঠাল।

কণ্টকোদ্ধার—কাঁটা বাহির করা; শত্রু নিপাত; চোর দস্যু প্রভৃতি দমন।

কণ্টপত্র—বৈঁচিগাছ। **কণ্টফল**—কাঁঠাল।

কণ্টী—গোক্ষুর।

কণ্ট্রাক্টর—(ইং contractor) ঠিকাদার, যে ব্যক্তি কোন কাজ নির্দিষ্ট অর্থে ও সময়ে সম্পন্ন করিবার ভার লয়।

কণ্ঠ—(কণ্-শব্দ করা) গলা, স্বরযন্ত্র (কণ্ঠাগত প্রাণ; সুকণ্ঠ); গ্রীবা (কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে—রবি); নিকট, প্রান্ত (উপকণ্ঠ)। **কণ্ঠ-কণ্ডূয়ন**—কিছু বলার জন্য উস্‌খুস্ করা। **কণ্ঠ-কুণিকা**—কণ্ঠের ন্যায় ধ্বনিকারক বাদ্যযন্ত্র। **কণ্ঠনাড়ী, কণ্ঠনালী**—গলনালী, gullet। **কণ্ঠনীলক**—মহাদেব; ময়ূর। **কণ্ঠবদ্ধ, কণ্ঠলীন**—আলিঙ্গনবদ্ধ। **কণ্ঠভূষণ, কণ্ঠ-ভূষা**—চিক্, হার, নেকলেস ইত্যাদি। **কণ্ঠমণি**—কণ্ঠের শোভাবর্ধক মণি অথবা মণিভূষণ। **কণ্ঠমালা**—হার, মালার মত অলঙ্কার বিশেষ। **কণ্ঠরোধ**—শ্বাসরোধ; প্রতিবাদ-আদি না করিতে দেওয়া (মুদ্রাযন্ত্রের কণ্ঠরোধ)। **কণ্ঠরোল**—চীৎকার। **কণ্ঠলগ্ন**—আলিঙ্গিত, কণ্ঠাশ্লিষ্ট। **কণ্ঠশ্বাস**—উর্ধ্বশ্বাস। **কণ্ঠস্বর**—গলার আওয়াজ। **কণ্ঠহার**—হার। **কণ্ঠস্থ**—মুখস্থ, অতি অভ্যস্ত।

কণ্ঠা—কণ্ঠের পাশের অস্থিদ্বয়, clavicle, collar-bone। **কণ্ঠা বাহির হওয়া**—কণ্ঠার হাড় দেখা দেওয়া, দুর্বল ও কৃশ হওয়া।

কণ্ঠি, কণ্ঠী—ছোট একনর কণ্ঠমালা; বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের কণ্ঠের তুলসীর মালা। **কণ্ঠি-ধারণ**—বৈষ্ণবদের তুলসীমালা তিলক চন্দন ইত্যাদি চিহ্ন ধারণ। **কণ্ঠিছেঁড়া**—বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে বাহির করিয়া দেওয়া। **কণ্ঠিধারী**—আনুষ্ঠানিকভাবে বৈষ্ণবসম্প্রদায়-ভুক্ত। **কণ্ঠিবদল**—বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর কণ্ঠের মাল্য বিনিময়ের দ্বারা বিবাহ সম্পাদন; মাল্য বিনিময়ের দ্বারা বিবাহ সম্পাদন।

কণ্ঠেকাল—নীলকণ্ঠ, মহাদেব। (অলুক)।

কণ্ঠ্য—কণ্ঠে উচ্চারিত (কণ্ঠ্যবর্ণ)। **কণ্ঠৌষ্ঠ্য**—কণ্ঠ ও ওষ্ঠ উভয়ের দ্বারা উচ্চারিত, ও ঔ।

কণ্ডন—তুষ-নিষ্কাষণ, কাঁড়ানো। **কণ্ডনী**—যাহার দ্বারা চাল কাঁড়ানো হয়, মুষল অথবা উখলি।

কণ্ডু—চুলকানি, খোস।

কণ্ডূয়ন, কণ্ডূতি—চুলকানি, কুটকুটুনি, itching (হস্তকণ্ডূয়ন; কণ্ঠকণ্ডূয়ন)। **কণ্ডূয়মান**—যে চুলকাইতেছে। **কণ্ডূরসা**—কণ্ডূ হইতে বাহির হওয়া রস বা কষানি। **কণ্ডূল**—খোসযুক্ত।

কণ্ডোল—ধান্যাদি শস্য রাখিবার জন্য বাঁশ, নল ইত্যাদির দ্বারা তৈরি ডোল; পেঁটরা। **কণ্ডোলী, কণ্ডোলবীণা**—কেঁদরা, চণ্ডালদের জাতীয় বাদ্য।

কণ্ব—মুনিবিশেষ, শকুন্তলার পালকপিতা।

কণ্বি—(প্রাদেশিক) কুমন্ত্রণা, কানভাঙানি।

কৎ—(আঃ ক'ৎ) টেরচাভাবে কাটা; কলমের মুখ, নিব। **কৎকাটা**—কলমের মত টেরচাভাবে কাটা।

কত—সংখ্যা বা পরিমাণ-জ্ঞাপক (কত ফুল, কত মান); বহু, অনির্দিষ্ট (কতজন গেল কতজন এল; 'কত কাল পরে বল ভারত রে'); অত্যন্ত, অপরিসীম (কত যন্ত্রণা; কত সুখ); কি দর (দুধ কত ক'রে)। **কত করিয়া, কত ক'রে**—বহু সাধ্যসাধনা করিয়া। **কত কত**—অনেক। **কত কি**—অনেক-কিছু, অভাবনীয় কিছু (কত কি ঘটিতে পারে)। **কতখান**—নানা প্রকার (কতখান ক'রে লাগানো)। **কতশত**—অসংখ্য। **কতক**—

কিয়ৎ পরিমাণ, অল্পসংখ্যক (হারানো জিনিষ কতক পাওয়া গেছে ; কতক ভাল কতক মন্দ)। **কতকটা**—কিছু পরিমাণে, খানিকটা। **কতক্ষণ**—কিছুক্ষণ, বহুক্ষণ (কতক্ষণ বসে আছি)। **কতনা**—বহু, অসংখ্য (কতনা যন্ত্রণা)।

কতবেল—কয়েতবেল দ্রঃ।

কতমত—কত প্রকারে।

কতল—(আঃ ক'ৎল) নরহত্যা, অপরাধের জন্য হত্যা। **কতল করা**—হত্যা করা, অপরাধের জন্য হত্যা করা, সাবাড় করা। (বাংলায় সাধারণতঃ কোতল উচ্চারণ করা হয়)।

কতলানো—কচলানো, কচটানো, রগড়ানো।

কতিপয়—কতকগুলি, কয়েক (কতিপয় দিবস, কতিপয় বৎসর)।

কতেক—কত (বর্তমানে তেমন প্রচলিত নহে)। **কত্তা**—(সং কর্ত্তা) গৃহের অধিস্বামী (কত্তা-গিন্নী) ; জমিদার বা সম্মানিত ব্যক্তি (বড় কত্তা, ছোট কত্তা) ; ভৃত্য ও আশ্রিতদের প্রভুস্থানীয়দের প্রতি সম্বোধন (কত্তা কবে এলেন ; কত্তা এ মাছডা আট আনার কমে দিতি পারবোনা)। (আজকাল গ্রাম্যভাষায় অথবা ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়। কত্তামো, কত্তামি, কত্তাত্তি—কর্তৃত্ব, সর্দারি)।

কথক—[কথ্ (বলা) +ণক] বাখ্যাতা ; পুরাণাদি পাঠক। **কথক ঠাকুর**—যে ব্রাহ্মণ পুরাণাদি হৃদয়গ্রাহী করিয়া পাঠ করিতে পারে। **কথকতা**—পুরাণাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা।

কথঞ্চিৎ, কথঞ্চন—কোন প্রকারে, কোন উপায়ে ; কিন্তু বাংলায় সাধারণতঃ 'কিঞ্চিৎ' 'একটু' এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় (কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেন)।

কথন—উক্তি, ভাষণ, বলা। বিণ কথনীয়—বলিবার উপযুক্ত বা যোগ্য।

কথা—উক্তি, বাণী (মহাপুরুষের কথা) ; ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করা (ছেলেটি কথা বলতে শিখেছে) ; উপাখ্যান, কাহিনী (মহাভারতের কথা) ; কল্পনামূলক বর্ণনা (কথামালা, কথা-সাহিত্য) ; প্রসঙ্গ, প্রশংসা (তোমার কথা হচ্ছিল ; তার প্রিয়কবির কথায় বিভোর) ; প্রতিশ্রুতি (কথা দিয়েছে যেতেই হবে) ; অনুনয় ('কথা রাখ, কথা রাখ') ; আদেশ, নির্দেশ (মায়ের কথা ঠেলোনা) ; আলাপ, বক্তব্য (তার সঙ্গে কোন কথা হয়নি ; চলে যেওনা কথা আছে) ; অভিপ্রায় (তার কথা হচ্ছে বিলাত সে যাবেই) ; বাচালতা (কথার রাজা) ; তুলনা (রাজার সঙ্গে যুগীর কথা) ; গোপনীয় কথা বা ভাবিবার বিষয় (এর মধ্যে কথা আছে) ; প্রয়োজন, বাধ্যবাধকতা (একাজ করতেই হবে এমন কি কথা আছে) ; ব্যাপার, বিষয় (এ কম কথা নয়) ; প্রবাদ (কথায় বলে) ; কৈফিয়ৎ, ওজর-আপত্তি (কোন কথা শুনব না) ; প্ররোচনা (ওর কথায় ভুল না)। **কথা কও**—অভিমান বা মৌনভাব ত্যাগ কর। **কথা কাটা**—যুক্তির দ্বারা খণ্ডন, কথা অগ্রাহ্য করা। **কথা কাটাকাটি**—তর্কাতর্কি, বচসা। **কথায় কান দেওয়া**—কাহারও নির্দেশ বা অনুরোধ অনুযায়ী কাজ করা। **কথাচালা**—কথা রটানো। **কথা চালাচালি**—বাদ-প্রতিবাদ ; লোকমুখে পরস্পরের কথা পরস্পরকে জানানো। **কথাটি নেই**—মুখরতা বা ওজর-আপত্তি বর্জিত (ছোটনো সমস্ত দিন খেটে চলেছে, মুখে কথাটি নেই)। **কথা দিয়া কথা লওয়া**—কৌশলে কথার অবতারণা করিয়া অপরের মনোভাব জানা। **কথা দেওয়া**—প্রতিশ্রুতি দেওয়া। **কথা নড়া**—কথার নড়চড় হওয়া। **কথা পাড়া**—প্রস্তাব করা। **কথা ফাঁস করা**—গোপন কথা বা প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করা। **কথা ফেলা**—প্রস্তাব করা, কথা ঠেলা। **কথা বাড়ানো**—অনর্থক বাগ্‌বিস্তার করা। **কথা বার করা**—ভিতরের কথা জানিয়া লওয়া। **কথা বেচে খাওয়া**—বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা জীবিকা অর্জন করা। **কথা মাত্র সার**—পরিণতিহীন বাগ্‌বিস্তার। **কথা শুনা**—কাহারও কথা অনুসারে কাজ করা। **কথা শুনানো**—ভর্ৎসনা করা, মুখের উপর অপ্রিয় কথা বলা। **কথা সরা**—বাক্যস্ফূর্তি হওয়া। **কথা সারা**—প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা, কথার ত্রুটি সংশোধন করা। **কথায় কথা বাড়া**—কথাপ্রসঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার বৃদ্ধি। **কথায় কথায়**—প্রতিবাক্যে ; কথাপ্রসঙ্গে। **কথায় কাজে মিল**—যেরূপ কথা সেরূপ কাজ। **কথায় চিঁড়ে ভেজে না**—শুধু মুখেই বলা নয় কাজে দেখানো। **কথায় জল**

হওয়া—কথার প্রভাবে মনের সমস্ত বিরুদ্ধভাব ত্যাগ করা। **কথায় না টলা**—অনুনয়-বিনয়ে সংকল্প ত্যাগ না করা। **কথায় না থাকা**—অপ্রিয় প্রসঙ্গের সংস্রবে না থাকা। **কথায় রস-কষ নেই**—মাধুর্য বা মমতা-বর্জিত কথা। **কথার আঁটুনি বা বাঁধুনি**—বাক্যপ্রয়োগের কৌশল। **কথার ওড়নপাড়ন**—বাগাড়ম্বর। **কথার কথা**—অর্থহীন উক্তি। **কথার ধরণ**—কথার ইঙ্গিত। **কথার ধার না ধারা**—কোন কথার সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকা। **কথার ধোকড়**—বাকসর্বস্ব। **কথার নড়চড়**—কথার অন্যথাচরণ। **কথার পিঠে কথা**—কথাপ্রসঙ্গে উক্তি; প্রতিবাদ। **কথার ফের**—কথার জটিল ইঙ্গিত। **কথার মাথাও নাই মুণ্ডুও নাই**—সঙ্গতিহীন বা অসঙ্গত কথা। **এক কথার মানুষ**—কথার নড়চড় করে না। **কথার মারপেঁচ**—কথার কৌশল বা জটিল অর্থ। **কথার শ্রী,-ছিরি**—কথার সৌষ্ঠব : বেমানান কথা (কি কথার ছিরি)। **কথার হাত পা বাহির করা**—কথা পল্লবিত করা। **আজগুবি কথা**—ভিত্তিহীন সংবাদ। **আপন কথাই পাঁচ কাহন**—নিজের কথাকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া। **ইতুরে কথা**—অভদ্র কথা। **উচিত কথা**—হক কথা; যোগ্য মন্তব্য বা প্রতিবাদ। **উল্টা কথা**—বিপরীত কথা। **এক কথা**—অনড় কথা। **কড়া কথা**—কর্কশ কথা, ভর্ৎসনা। **কম কথা নয়**—গণনার বিষয়। **কাঁচা কথা**—অনির্ভরযোগ্য কথা। **কাজের কথা**—সার কথা, নির্ভরযোগ্য কথা। **কানে কানে কথা**—চুপি চুপি কথা, গোপন মন্ত্রণা। **খেলো কথা**—বাজে কথা, যুক্তিহীন কথা। **খোলাখুলি কথা**—অকপট কথা। **মনগড়া কথা**—কাল্পনিক কথা। **চিকন কথা**—সূক্ষ্ম চিন্তাপূর্ণ কথা (বিপরীত, মোটা কথা)। **চোখা চোখা কথা**—স্পষ্ট অপ্রিয় কথা, নির্মম বাক্য। **ছোট কথা**—সামান্য কথা, ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের কথা। **দশ কথা**—নানা কথা, কিছু কড়া কথা। **দুকথা**—কিছু কড়া কথা। **নাকে কথা**—নাকিসুরে কথা। **চোখে মুখে কথা**—বাচাল বা চটপটে ভাব। **পাঁচ কথা**—নানা কথা। **ফল কথা**—সার কথা, প্রকৃত কথা। **বেফাঁস কথা**—অশ্রাব্য কথা, অন্যের ক্ষতিকর গোপনীয় কথা। **বড় কথা**—মূল্যবান কথা। **বাঁকা কথা**—বক্রোক্তি। **ভাল কথা**—হিতকর কথা; প্রসঙ্গক্রমে (ভাল কথা মনে পড়েছে, তুমি কবে যাচ্ছ)। **মোট কথা**—মোট বক্তব্য। **যে কথা সেই কাজ**—কাজের দ্বারা কথার সারবত্তা প্রমাণ করা। **লাখ কথার এক কথা**—অতি মূল্যবান কথা। **লজ্জার কথা**—লজ্জাজনক কথা। **লোকের কথা**—উড়ো কথা। **শক্ত কথা**—কড়া কথা। **শেষ কথা**—সর্বশেষ বক্তব্য। **শোনা কথা**—লোকের কথা, hearsay। **সাজানো কথা**—বানানো কথা। **সোজা কথা**—অকপট কথা। **হক কথা**—ন্যায্য কথা। **হালকা কথা**—গুরুত্বহীন কথা; কথার কথা। **হাসির কথা**—আমোদজনক কথা, তুচ্ছ কথা, অবিশ্বাস্য কথা।

কথাকলি—দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ নৃত্যরীতি।

কথাক্রম—প্রসঙ্গপরম্পরা, বিষয়ক্রম।

কথাচ্ছলে—প্রসঙ্গক্রমে।

কথান্তর—কথাপ্রসঙ্গ; কথার অন্যথাচরণ; বচসা।

কথাপুরুষ—আখ্যানের প্রধান নায়ক।

কথাপ্রবন্ধ—কথাপরম্পরা; কথারূপ প্রবন্ধ।

কথাপ্রমাণ—কথা অনুসারে; কথার সত্যতা।

কথাপ্রসঙ্গ—আলাপক্রম; কথোপকথন।

কথাপ্রসঙ্গে—প্রসঙ্গক্রমে, কথায় কথায়।

কথাবার্তা—কথোপকথন, আলাপ (তাহার সহিত কথাবার্তা বন্ধ)।

কথামাত্র—কথায় সমাপ্ত।

কথামুখ—প্রস্তাবনা, অবতরণিকা।

কথায়—কথার প্রভাবে, আদেশে, পরামর্শে, মন্ত্রণায়, মাত্র কথা দিয়া (কথায় চিঁড়ে ভেজে না)।

কথারম্ভ—গল্পের আরম্ভ।

কথাসরিৎসাগর—সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাহিনী-গ্রন্থ, সোমদেব ভট্ট বিরচিত।

কথিকা—ক্ষুদ্র কাহিনী, স্বল্পপরিসর বর্ণনা।

কথিত—উক্ত, বিজ্ঞাপিত, বর্ণিত।

কথোপকথন—আলাপ, কথাবার্তা।

কথ্য—কহিবার যোগ্য, কথনীয়। **কথ্যভাষা**—দৈনন্দিন কথাবার্তায় প্রচলিত ভাষা, colloquial language.

কদক্ষর—বিশ্রী লেখা ; যার হাতের লেখা বিশ্রী ; খুঁট-আখুরে।

কদগ্নি—(নিত্য সমাস) নির্বাণোন্মুখ অগ্নি ; অগ্নিমান্দ্য ; যাহার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে।

কদন—(কদি—ব্যাকুল হওয়া, বিনাশ করা) পীড়ন, বৈক্লব্য।

কদন্ন—(নিত্য সমাস) কুখাদ্য ; বাসীভাত, পোড়াভাত ইত্যাদি। **কদন্নভোজী**—কুখাদ্য ভক্ষণকারী।

কদপত্য—কুসন্তান ; কুসন্তানের পিতা বা মাতা।

কদভ্যাস—কু-অভ্যাস, বদভ্যাস।

কদম—(সং কদম্ব) সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ। (কদম্ব দ্রঃ); কতকটা কদম ফুলের আকৃতি (কদম ছাঁট)।

কদম—(আঃ ক'দম্) পদ (কদমরসুল ; 'কদম কদম বাড়ায়ে যা') ; অশ্বের গতি বিশেষ। **জোরকদম**—দ্রুত পদে। **কদম-বুসি**—[কদম (পা) + বুসা (চুম্বন)] পদচুম্বন, পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা।

কদমা—কতকটা কদম ফুলের আকৃতির গুড় বা চিনির তৈরি লাড়ু বিশেষ।

কদম্ব—(যাহা বিরহীকে দুঃখিত করে) সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ ও ফুল ; সর্ষপ। (কদম্ব ত্রিবিধ—নীপ, মহাকদম্ব, ধারাকদম্ব বা কেলিকদম্ব)। **কদম্বকুসুম**—কদম ফুল। **কদম্বরেণু**—কদম্বকেশরের ক্ষুদ্র অংশসমূহ।

কদর—(আঃ কদর, ক'দর্) মর্যাদা, সম্মান, যোগ্যতা, মূল্য ; (কদর করা, কদর জানা)। **কদরদান**—মূল্যের পরিজ্ঞাতা, যে গুণের আদর করে।

কদর্থ—অসঙ্গত অর্থ, বিকৃত অর্থ। **কদর্থন**—অসঙ্গত বা বিকৃত অর্থ করা ; নিন্দা, পীড়ন। **কদর্থিত, কদর্থীকৃত**—যাহার বিকৃত অর্থ-করা হইয়াছে, বিকৃত অর্থ করিয়া বিড়ম্বিত করা হইয়াছে।

কদর্য—(যে স্ত্রী-পুত্রকে কষ্ট দিয়া ধন সঞ্চয় করে) কুৎসিত, কদাকার, নীচ, হেয়, জঘন্য (কদর্য রুচি ; কদর্য স্বভাব)।

কদল, কদলী, কদলক, কদলিকা—কলা, কলাগাছ। **কদলী-কুসুম, -পুষ্প**—মোচা। **কদলীদণ্ড**—থোড়। **কদলী প্রদর্শন**—কলা দেখানো ; ফাঁকি দেওয়া, ফাঁকি দিয়া পালানো।

কদাকার—কুৎসিত, দেখিতে খারাপ ; ঘৃণ্য।

কদাচ—কখনও ; কোনকালে। **কদাচন,-চিৎ**—কচিৎ, কখনও ; বিরল।

কদাচার—(নিত্য সমাস) গর্হিত আচার ; শাস্ত্র-বিগর্হিত আচার ; দুর্বৃত্ত। **কদাচরণ**—অসদাচরণ। **কদাচারী**—কদাচারপরায়ণ। স্ত্রী, কদাচারিণী।

কদাপি—কখনও। ('কদাপিও' অশুদ্ধ)।

কদাহার—কুখাদ্য ভোজন। **কদাহারী**—কুখাদ্যভোজী।

ক'দিন—কয়দিন, কয়েক দিন ; (ক'দিন আসনি কেন) ; কতদিন, অল্পদিন (ক'দিন না এসে পারবে ; ক'দিন আর বাঁচব)।

কদিম—(আঃ ক'দীম) পুরাতন, সেকালের। **কদিমী**—বহুদিনের, সুপ্রাচীন, বনেদী (কদিমী চালচলন ; কদিমী লাখেরাজ)।

কদু—(ফাঃ কদ্দু) লাউ।

কদুক্তি—গালাগালি, কটুকথা, অশ্লীল কথা।

কদুত্তর—কটু বা কড়া কথায় উত্তর, সদুত্তরের বিপরীত, কদুক্তি।

কদুষ্ণ—(নিত্য সমাস) ঈষদুষ্ণ, কুসুম কুসুম গরম ; কবোষ্ণ।

কদ্দিন—কতদিন ; বহুদিন। **কদ্দিনকার**—অনেক দিনের। (কথ্য)।

কদ্রু, কদ্রূ—নাগ-মাতা।

ক'ন—কহেন, বলেন।

কনক—(কন্—দীপ্তি পাওয়া—যাহা দীপ্তি পায়) স্বর্ণ ; স্বর্ণমুদ্রা। **কনকচম্পক, কনক-চাঁপা**—স্বর্ণবর্ণ চম্পক। **কনক-চূড়,-চূর**—ধান্য-বিশেষ। **কনকদণ্ড**—স্বর্ণদণ্ড, রাজচ্ছত্র। **কনকধুতুরা**—পীতবর্ণ ধুতুরা। **কনকপত্র**—পাতার মত স্বর্ণনির্মিত কর্ণ-ভূষণ। **কনকপ্রভ, কনকপ্রভা**—সোনার মত বর্ণ। **কনকমুকুট**—সোনার মুকুট। **কনকরঞ্জিত**—গিল্টি করা। **কনকলতা**—কনকসূত্র, সোনার তার। **কনকস্থলী**—সোনার খনি। **কনকাঙ্গদ**—

স্বর্ণকেয়ূর। **কনকাঞ্জলি**—পূজনীয়ের প্রতি বা দেবতার প্রতি অঞ্জলিতে স্বর্ণ দান।

কন্‌কন্—প্রবল, তীক্ষ্ণ বেদনা; তীক্ষ্ণ শীতবোধ; **কন্‌কনে**—অতি ক্লেশদায়ক, অতি প্রবল (কনকনে শীত)

কনখল—হরিদ্বারের নিকট তীর্থ বিশেষ।

কনভোকেসন্—(ইং convocation) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বার্ষিক উপাধি-বিতরণ অনুষ্ঠান, সমাবর্তন।

কনষ্টবল, কনেষ্টবল—(ইং constable) পুলিশ-প্রহরী।

কনসল—(ইং consul) রাষ্ট্রদূত।

কনসার্ট—(ইং concert) ঐক্যতান-বাদ্য। **কনসার্ট পার্টী**—ঐক্যতান-বাদকের দল।

কনিষ্ঠ—বয়সে ছোট (বয়ঃকনিষ্ঠ, কনিষ্ঠভ্রাতা); সকলের ছোট (কনিষ্ঠাঙ্গুলি, কনিষ্ঠ পুত্র)। স্ত্রী, কনিষ্ঠা—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; ছোট বোন।

কনীনিকা—অক্ষিতারকা, চোখের তারা, pupil; কনিষ্ঠাঙ্গুলি; ছোট ভগিনী।

কনীয়ান্—দুইএর মধ্যে ছোট, ক্ষুদ্রতর; ছোট ভাই।

কনুই—(সং কফোণি) বাহুর মধ্যগ্রন্থি, elbow।

কনে—(সং কন্যা) কন্যে, নববধূ (বরকনে); বিবাহযোগ্যা; কন্যা (কনে দেখা)। **কনেবৌ**—বালিকাবধূ, নববধূ, কনিষ্ঠাবধূ। **কনেযাত্রী**—কন্যাপক্ষের লোক। **কনের ঘরের মাসী বরের ঘরের পিসী**—যিনি বর কনে উভয় পক্ষের আত্মীয় ও বিশ্বাস-ভাজন হইতে চান, যিনি উভয় পক্ষেই থাকেন (সুতরাং অবিশ্বাস্য)।

কনোজ, কনৌজ—কান্যকুব্জ। **কনৌ-জিয়া**—কান্যকুব্জদেশীয় ব্রাহ্মণ।

কন্থা—(শীত নিবারণের জন্য যাহা অভিলাষ করা হয়) জীর্ণ বস্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত কিছু পুরু গাত্রা-বরণ; কাঁথা।

কন্দ—বৃক্ষাদির মূল, আলু, ওল ইত্যাদি; মেঘ। **কন্দমূল**—মূল। বিণ. কান্দ।

কন্দ—(আঃ ক'ন্দ্) মিষ্টি, চিনি, মিছরি। (শকরকন্দ আলু)।

কন্দর—(জলের বিদারণ-পথ) পর্বত-গহ্বর; গহ্বর; গভীর গোপন স্থান (হৃদয়-কন্দর); অঙ্কুশ (যাহার দ্বারা হস্তীর শির বিদীর্ণ হয়); আদা।

কন্দর্প (যিনি ব্রহ্মাকেও সন্দীপিত করেন) কামদেব, মদন; অতিশয় রূপবান্ (কন্দর্প-কান্তি)। **কন্দর্পমথন**—মহাদেব।

কন্দল—বচসা, কলহ, ঝগড়া; কদলীবৃক্ষ-বিশেষ; নবাঙ্কুর। বিণ. কন্দলিত—অঙ্কুরিত। **কন্দলিয়া**—ঝগড়াটে (কুঁদুলে)।

কন্দালু—খাম আলু, yam.

কন্দুক, কন্দূক—(সং) গেণ্ডুয়া, খেলিবার ভাঁটা, বল, ball। **কন্দুকক্রীড়া**—বল খেলা। **কন্দুক-পক্ব** (কন্দু—কড়াই)—কাটখোলায় ভাজা।

কন্ধ—স্কন্ধ, ধড়। **কন্ধকাটা**—(কন্দকাটা) মস্তকহীন, কবন্ধ। **কন্ধর**—কাঁধ (দশকন্ধর—দশানন)।

কন্না—(হিঃ করনা) করণীয়, সাংসারিক কাজ (ঘরকন্না)। **কন্না করা**—গৃহস্থালীর কাজ করা।

কন্যকা—দশমবর্ষীয়া কন্যা, ছোট অবিবাহিতা মেয়ে।

কন্যা—(যে পতি কামনা করে) তনয়া (পুত্রকন্যা); কুমারী (কন্যাকাল); কনে (বরকন্যা); কন্যারাশি; (আয়ুর্বেদে) ঘৃতকুমারী, বড় এলাচী, তিতকাঁকড়ী, কাকরোল]। **কন্যাকর্তা**—কন্যার অভি-ভাবক। **কন্যাকাল**—কুমারীকাল। **কন্যা-কুব্জ**—কান্যকুব্জ। **কন্যাকুমারী**—কুমারিকা অন্তরীপ, Cape Comorin। **কন্যাদান**—বরহস্তে কন্যা সমর্পণ, কন্যার বিবাহ দান। **কন্যাদায়**—কন্যার বিবাহের গুরুদায়িত্ব (কন্যাদায়গ্রস্ত)। **কন্যাধন**—কন্যা-অবস্থায় প্রাপ্ত ধন। **কন্যাপণ**—কন্যাশুল্ক, বিবাহে বরপক্ষের দেয় পণ। **কন্যাযাত্র, কন্যাযাত্রী**—কন্যাপক্ষীয় লোকজন; কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিত লোকসমূহ। **কন্যারত্ন**—রত্নসদৃশ কন্যা; কুমারীরত্ন।

কন্যে—(কনে ও কন্যা দ্রঃ)।

কপ্—দ্রুত মুখে পোরা (কপ করিয়া খাওয়া)। **কপ্‌কপ্**—দ্রুত মুখে পোরার বা জল পড়ার শব্দ। **কপাকপ**—ক্রমাগত কপ্‌কপ্ করিয়া মুখে পোরা ও গেলা। **কপাৎ**—দ্রুত মুখে

পোরা ও গলাধঃকরণ করা। **কুপ্**—ছোট টুকরা গলাধঃকরণ। **কুপ কুপ্**—ক্রমাগত ঐরূপ গলাধঃকরণ।

কপচানো—(কাঁচির শব্দ হইতে) ছাঁটা (চুল কপচানো) : পাখীর বুলি আওড়ানো; কোন কথা অর্থহীনভাবে বার বার বলা, বলিয়া বিরক্তি উৎপাদন করা (বুলি কপচাতে শিখেছ)। বি. কপচানি।

কপট—ছল, প্রবঞ্চনা, ধূর্ততা; ছলনাপূর্ণ, প্রতারক। বি. কপটতা, কাপট্য। **কপটচারী**—প্রবঞ্চক, ধূর্ত। **কপটপটু, -পণ্ডিত,-প্রবীণ**—ছলনাকুশল; ঐন্দ্রজালিক। **কপটপ্রবন্ধ**—কূটকৌশল। **কপটবেশী**—ছদ্মবেশী। **কপটলেখ্য**—জাল দলিল। **কপটী**—বঞ্চক। স্ত্রী. কপটিনী।

কপর্দ—কড়ি; শিবের জটা; লম্বিত বেণী।

কপর্দক—কড়ি, অর্থ। **কপর্দ্দকবিহীন, -শূন্য,-হীন**—যাহার সঙ্গে টাকাপয়সা কিছুই নাই, নিঃস্ব।

কপর্দী—শিব। স্ত্রী. কপর্দিনী—শিবানী, লম্বিতবেণীযুক্তা।

কপাট—(যাহা বায়ুরোধ করে) কবাট; দ্বারাবরণ, দ্বারের পাল্লা; কঠিন আবরণ (মনের কপাট)। **কপাটসন্ধি**—কপাট ও চৌকাঠের সংযোগস্থল। **কপাট আবজানো বা কপাট ভেজানো**—কপাট বন্ধ করা কিন্তু খিল না দেওয়া। **কপাট খোলা**—দরজা খোলা। **কপাটের ফাঁক**—কপাটের দুই পাল্লার ঈষৎ খোলা অবস্থা। **কপাটের আড়**—কপাটের আড়াল। **দাঁতকপাটি**—অর্গলবদ্ধ কপাটের মত দাঁতে দাঁতে খিল লাগিয়া অচেতন্য হওয়া।

কপাটি,-টী,-কবাটি—(হিং কবড্ডী) হা-ডু-ডু-খেলা।

কপাল—(যাহা মস্তকস্থ গুত রক্ষা করে) মাথার খুলি (নরকপাল—skull-bone), ললাট (সুডৌল কপাল); ভাগ্য, অদৃষ্ট (কপালগুণে); ভাজিবার বা সেঁকিবার খোলা; খাপরা। **কপালিয়া, কপালে**—ভাগ্যবান্। (কড়িকপালে, টাকাকপালে, সোনাকপালে —যার ভাগ্যে যথেষ্ট অর্থলাভ হয়)। **কপালক্রমে**—ভাগ্যগুণে; হঠাৎ। **কপালগুণে গোপাল মেলা**—(ব্যঙ্গে) দুর্ভাগ্যবশতঃ কুসন্তান লাভ করা। **কপাল জোর, জোরকপাল**—প্রবল অনুকূল অদৃষ্ট। **কপাল টনটনে, টনটনে কপাল**—(ব্যঙ্গে) মন্দভাগ্য। **কপাল ঠুকে কাজ আরম্ভ করা**—অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সাহস করিয়া কাজে লাগা। **কপাল ঠোকা**—মাটিতে মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করা; মাথা খোঁড়া। **কপাল পেটা**—দুর্দৈবের জন্য কপালে করাঘাত করা। **কপালপোড়া, পোড়াকপাল, পোড়া-কপালে**—দুরদৃষ্ট; স্ত্রী. পোড়াকপালী। **কপাল ফেরা**—মন্দভাগ্যের তিরোভাব ও সৌভাগ্যের উদয়। **কপাল ভাঙ্গা**—প্রতিকূল দৈবের অধীন হওয়া; বাধক্য বা যোগহেতু কপালের দুই পাশ বসিয়া যাওয়া। **কপাল চাপড়ানো**—কপাল পেটা। **কপালের গেরো**—দুর্দৈব। **কপালের ফের**—মন্দ অদৃষ্ট। **কপালের লেখা**—ললাটলিখন, ভবিতব্য। **আটকপালিয়া,-কপালে**—মন্দভাগ্য। **উঁচকপাল, উঁচাকপাল**—উন্নত-ললাট। **উঁচকপালে**—সৌভাগ্যশালী; স্ত্রী. উঁচকপালী (উঁচকপাল পুরুষের সৌভাগ্য-সূচক জ্ঞান করা হয় কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলায় সেরূপ নহে—উঁচকপালী বেঙলা চেগদাঁতী)। **ছার কপাল**—মন্দ ভাগ্য। **ছাইচাপা কপাল**—যাহার কপাল আর ফিরিতে চায় না। **নিচাকপাল**—যাহার ললাটদেশ সংকীর্ণ ও অনুন্নত। **পাতাচাপা কপাল**—যাহার মন্দভাগ্য অল্পদিনে দূর হয় ও সৌভাগ্যের উদয় হয়। **পাথরচাপা কপাল**—সহজে যার সুদিনের উদয় হয় না। **ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগা**—অপ্রত্যাশিতভাবে মন্দভাগ্যের তিরোভাব ও সৌভাগ্যের উদয় হওয়া। **কপালমালী**—মুণ্ডমালী, মহাদেব; স্ত্রী. কপালমালিনী।

কপালী—মহাদেব; চৌকাঠের উপরের কাঠ; জাতিবিশেষ; ভাগ্যবান। স্ত্রী. কপালিনী (খণ্ডকপালিনী—যে নারীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে)।

কপালে—ভাগ্যবান্ (কপালে লোক)।

কপি—বানর; কপিলবর্ণ। **কপিধ্বজ**—অর্জুন; অর্জুনের রথ।

কপি—তরকারী বিশেষ (ফুল কপি, বাঁধা কপি, ওল কপি)।

কপি, কপিকল—ভারোত্তোলনের জন্য দড়ি-লাগানো চক্রযন্ত্র বিশেষ, pulley।

কপি, কাপি—(ইং copy) মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত নকল, পাণ্ডুলিপি, প্রতিলিপি। **কপিরাইট**—গ্রন্থের সর্বপ্রকার স্বত্ব

কপিঞ্জল—চাতকপক্ষী : গৌরবর্ণ তিত্তির পক্ষী।

কপিত্থ—(যেখানে বানর থাকে) কয়েতবেলের গাছ, কয়েত বেল।

কপিধ্বজ—কপি দ্রঃ।

কপিনাশ—সেকালের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

কপিবক্ত্র—(কপির মত মুখ যাহার) নারদ।

কপিল—বানরের ন্যায় বর্ণ, পিঙ্গল বর্ণ ; সাংখ্য-দর্শনকার মুনিবিশেষ, ইঁহার কোপানলে সগরবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। **কপিলগঙ্গা**—কামরূপের সীতা বা সবপুণ্যা নদী। **কপিল দ্রাক্ষা**—কিশমিশ। **কপিলদ্যুতি**—কপিল বর্ণ আলোক যার ; সূর্য। **কপিল শিংশপা**—শিশুগাছ **কপিল-স্মৃতি**—কপিলমুনি-প্রণীত স্মৃতি।

কপিলা—পীতবর্ণা গাভী ; কামধেনু।

কপিলাশ্ব—যাহার অশ্ব পিঙ্গলবর্ণ, ইন্দ্র। **কপিলোহ**—পিতল।

কপিশ—বানরের ন্যায় রং যার, নীল ও পীত বর্ণের মিশ্রণ ; মেটে রং। **কপিশাঞ্জন**—মহাদেব।

কপীন্দ্র—কপিশ্রেষ্ঠ, বালি, সুগ্রীব, হনুমান।

কপীষ্ট—কয়েতবেল।

কপোত—[কব (বর্ণে) + ওত—যে নানাবর্ণযুক্ত] পায়রা, কবুতর, ঘুঘু। স্ত্রী. কপোতী। **কপোত-পালিকা**—পায়রার খোপ। **কপোত-বৃত্তি**—কপোতের ন্যায় সঞ্চয়হীন বৃত্তি, প্রতিদিনের জীবিকা প্রতিদিন আহরণ করা। **কপোতাক্ষ**—মধুসূদনের জন্মস্থানের বিখ্যাত নদ (গ্রাম্য ভাষায় কবতক্ষ)। **কপোতাভ**—কপোতবর্ণ, ধূসর। **কপোতারি**—শ্যেন। **কপোতিকা**—কপোত্রী। **কপোতেশ্বর**—মহাদেব।

কপোল—(সং) গণ্ড, গাল। **কপোল-কল্পনা**—গালগল্প, যাহা বাস্তবতাহীন। বিণ. কপোলকল্পিত। **কপোলকুন্তলা**—যাহার চূর্ণ কুন্তল কপোলবিলম্বী। **কপোলতল, কপোলদেশ**—গণ্ডদেশ ('এক বিন্দু নয়নের জল, কালের কপোলতলে'—রবি)।

কপোলী—জানুর সম্মুখ ভাগ, মালাইচাকি, knee-cap।

কপ্নি—কৌপীন দ্রঃ।

কপ্পূর—কর্পূর দ্রঃ।

কফ—আয়ুর্বেদোক্ত শ্লেষ্মা ধাতু : শ্লেষ্মা ; গয়ের। **কফ করা**—কফ বৃদ্ধি হওয়া। **কফকর**—কফবর্ধক, কফজনক। **কফকূর্চিকা**—গাঢ় কফ। **কফ তোলা**—কাশি আর শ্লেষ্মা উদ্গার করা। **কফঘ্ন, কফঘ্নী**—কফ-নাশক, কফনিঃসারক, যাহা ভিতরের কফ বাহির করিয়া দেয়। **কফ বসা**—ভিতরে কফ জমা কিন্তু বাহির না হওয়া। **কফ সরা**—কফ উঠিয়া যাওয়া। **কফী**—যার কফ আছে। **কফো**—কফপ্রধান (কফো নাড়ী)।

কফ—(ইং cuff) জামার হাতা বা আস্তিনের মুখের পুরু পটি।

কফণি, কফোণি,-ণী—কনুই, বাহুর মধ্যবর্তী গ্রন্থি, elbow।

কফন—কাফন দ্রঃ।

কফি, কফী—(ইং coffee) কফি গাছ, কফি-চূর্ণ, চায়ের মত পানীয় বিশেষ।

কব—(হিঃ ; মৈঃ) কখন (কবহুঁ দ্রঃ) ; (বাং) কহিব (আর কি কব)।

কবচ—[কু (শব্দ করা) + অচ] বর্ম, সাঁজোয়া (দুর্ভেদ্য কবচ) ; বর্মের মত শরীররক্ষক দেবতার মন্ত্র, তাবিজ, মাদুলি, amulet। **কবচপত্র**—ভূর্জপত্র, যাহাতে কবচ অর্থাৎ মাদুলি লেখা হয়। **কবচী**—কবচধারী।

কবচ, কবজ—(আঃ ক'ব্‌দ্‌'—করতল, অধিকার) দাখিলা, 'প্রমিসারী নোটে'র মত রশিদ ; অধিকার, আত্মসাৎ (ফেরেশ্‌তা জান কবচ, কবজ করে)।

কবজ—(কবচ) মাদুলি (সোনার কবজ)। **গলার কবজ করা**—বহুমূল্য জ্ঞানে গলায় ধারণ করা ; বিশেষ সমাদর করা।

কবজ, কবজা—(আঃ ক'বদ্‌') কোষ্ঠবদ্ধতা, costiveness।

কবজী—(সং কবয়ী) কই মাছ।

কবন্ধ—মস্তকহীন দেহ : ভৌতিকর প্রেত বিশেষ।

কবয়ী—(যে জল হইতে তীরে গমন করে) কই মাছ।

কবর—(আঃ ক'ব্‌র্‌) মুসলমানের সমাধি, গোর। **কবরগাহ্‌**—কবরিস্তান। **কবরস্থান**—গোরস্থান। **কবর দেওয়া**—মৃতকে কবরস্থ করা, গোর দেওয়া; সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া (আশা আকাঙ্ক্ষার কবর দেওয়া হইবে)।

কবর—(সং) লবণ : অম্ল : কেশপাশ ; কেশ-বিন্যাস।

কবরী—[ক (মস্তক)—বৃ+অ+ঈ] কেশ-বিন্যাস, বেণী, খোঁপা। **কবরীভূষণ**—কবরীর শোভাবর্ধক পুষ্প অথবা স্বর্ণাদির আভরণ।

ক বর্গ—ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচটি বর্ণ।

কবল—(ক-বল্‌+অ—যাহার দ্বারা আত্মা বলবান্‌ হয়) গ্রাস; এক গাল; কুলকুচা (কবল-ধারণ—মুখে ঔষধ মিশ্রিত জল লইয়া কুলকুচা করা, gargle)। বিণ. **কবলিত**—গ্রাসে পতিত, আত্মসাৎকৃত (ব্যাঘ্রকবলিত, মহাজনের কবলিত)।

কবলানো—(আঃ ক'বুল) স্বীকার করা, to confess (দোষ কবলানো); স্বীকৃত হওয়া (বেশী টাকা কবলালে দারোগা রাজি হবে); পরিচয় দেওয়া (নিজেকে কুলীন বা শরীফ কবলানো বা কওলানো—এই অর্থে কওলানোই বেশী ব্যবহৃত হয়)।

কবলিকা—প্রলেপ, পুলটিশ, পট্টি।

কবলিত—মুখে পোরা, খাইয়া ফেলা। কবল দ্রঃ। **কবলীকৃত**—কবলিত, ভক্ষিত।

কবহি, কবহু, কবহুঁ—(বৈষ্ণবপদাবলী) কখনও।

কবাট—কপাট দ্রঃ। **কবাটি**—কপাটি দ্রঃ।

কবার—কহিবার (কবার কথা—প্রকাশ করিয়া বলিবার বিষয় : কবার কথা নয়—বর্তমানে 'কইবার' বেশী ব্যবহৃত হয়); কয়বার, কতবার (ওষুধ কবার খেতে হবে)।

কবালা, কোবালা—(আঃ ক'বালা) যে দলিলের দ্বারা বিক্রয় নিষ্পন্ন হয়, deed of conveyance। **কটকবালা**—শর্তবিশিষ্ট বিক্রয়পত্র। **খোশকবালা**—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিক্রয়পত্র।

কবি—[কব্‌ (স্তুতি করা)+ইন্‌] স্রষ্টা; বিদ্বান্‌; কুশল; যাহার কল্পনাশক্তি প্রবল; কবিতা-রচয়িতা; কবিগান। **কবিওয়ালা**—কবি-গানের দলের নেতা। **কবিকঙ্কণ**—উপাধি-বিশেষ; কবি মুকুন্দরাম। **কবিভূষণ, কবিরত্ন**—সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের অনুশীলন-সম্পর্কিত উপাধিবিশেষ। **কবিকল্পনা**—কবিতা রচনার উপযোগী কল্পনা, poetic imagination। **কবিগুরু**—কবিদের গুরুস্থানীয়, বাল্মীকি। **কবিরাজ**—আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসক। **কবি-প্রসিদ্ধি**—প্রাচীনকাল হইতে কবিদের দ্বারা ব্যবহৃত কল্পনা, বর্ণনা ইত্যাদি; যথা, চকোরের জ্যোৎস্নাপান, মেঘদর্শনে ময়ূরের নৃত্য ইত্যাদি। **আদিকবি**—সৃষ্টিকর্তা, পরমেশ্বর, বাল্মীকি। **দাঁড়াকবি**—কবিগানে যে কবি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কবিতা রচনা করিয়া প্রতিপক্ষের উত্তর দিতে পারে। **বসাকবি**—হাফ আখ-ড়াইএ যে কবি বসিয়া বসিয়া কবিতা রচনা করিয়া প্রতিপক্ষের উত্তর দেয়। **মহাকবি**—মহাকাব্যের রচয়িতা; শ্রেষ্ঠ কবি।

কবিগান—এক সময়ে সুপ্রচলিত বাংলা গান-বিশেষ, মহড়া, চিতেন, পরচিতেন প্রভৃতি অংশে ইহা বিভক্ত ছিল।

কবিতা—ছন্দোবদ্ধ রচনা, ভাবপ্রধান রচনা, কাব্য। **গীতিকবিতা**—Lyric, যে কবিতায় কবির আবেগ বেদনা বেশী প্রকাশ পায়, বর্ণনার অংশ কম। (বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসবিচারক ক্রোচের মতে সব কবিতাই অথবা কারুশিল্পই গীতিধর্মী, All art is lyrical)।

কবিত্ব—কবিতারচনার প্রতিভা বা শক্তি; (কবিত্ব বিধাতার দান); কবিভাব, কবির গভীর অনুভূতি (কবিতা লিখেছ বটে কিন্তু তাতে কবিত্ব নেই); কল্পনাবিলাস, ভাববিলাস (তুমি উকিল কিন্তু যা বল্লে তা স্রেফ কবিত্ব, উকিলের পরামর্শ নয়; আর কবিত্ব করে' কাজ নেই)। **কবিত্বশক্তি**—কবিপ্রতিভা।

কবিপনা—কবিত্বের অহঙ্কার; কবিতা রচনায় দক্ষতা।

কবিরাজ—কবি দ্রঃ; শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত (বিশ্বনাথ কবিরাজ); বর্তমানে কবিরাজ বলিতে বৈদ্যই বুঝায়। **কবিরাজি**—আয়ুর্বেদ-মতে চিকিৎসা।

কবিলা—(আঃ ক'বীলা) স্ত্রী, পত্নী, ঘরণী ; গোত্র, tribe ।

কবীর-পন্থী—কবীর প্রবর্তিত ধর্মমতের অনুবর্তী।

কবুতর—(সং কপোত, ফাঃ কবুতর) পায়রা, পারাবত। (পায়রা নানাজাতীয়—গোলা, লক্কা, লোটন, গেরোবাজ ইত্যাদি ; স্ত্রী, কবুতরী)। (কোনো কোনো অঞ্চলে কউতর বা কৈতরও বলে)।

কবুল—(আঃ কবূল্) স্বীকৃতি; দায়িত্ব-গ্রহণ ; স্বীকৃত (আমি কবুল করিতেছি যে অন্যায় করা হইয়াছে ; আল্লাহর দরগায় আমাদের মোনাজাত কবুল হোক)। **কবুল জবাব**—স্পষ্ট উত্তর, দাবি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া উত্তর দান। **কবুল জমা**—স্বীকার করিয়া লওয়া খাজনা। **কবুলান**—কবলানো, স্বীকার করা।

কবুলতি,-তী, কবুলিয়ত—(আঃ ক'বূলিয়ত) ভূম্যধিকারীর পাট্টার অনুরূপ প্রজার তরফ হইতে স্বীকৃতিপত্র, একরারনামা।

কবে—কহিবে কখন, কোন্ সময় (কবে আসবে) ; বহুদিন পূর্বে (কবে চুকে-বুকে গেছে —এই অর্থে 'কবেই' ও ব্যবহৃত হয়)। **কবেকার**—বহুদিন পূর্বের (কবেকার কথা)।

কবোষ্ণ—ঈষৎ উষ্ণ, কুসুম কুসুম গরম (কবোষ্ণ দুগ্ধপান)।

কব্জা—(আঃ কব্জা) দখল, আত্মসাৎ ; যাহার দ্বারা পাল্লা চৌকাঠের সহিত ঝুলানো হয় অথবা তক্তায় তক্তায় এমনভাবে জোড় দেওয়া হয় যে উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া রাখা যায়, hinge। **কব্জি**—মণিবন্ধ। **কব্জি-ঘড়ি**—wrist watch, হাতঘড়ি, মণিবন্ধে বাঁধিবার ঘড়ি (তুঃ টেঁকঘড়ি)।

কব্য—(সং) মৃত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দেয় খাদ্য-দ্রব্য। **কব্যবাহ, কব্যবাহন**—যে কব্য বহন করে, অগ্নি।

কভু—কখনও, কদাপি (কাব্যে ব্যবহৃত)।

কম—(সং কমনীয়), সুন্দর, মনোহর (কম-কলেবর)।

কম—(ফাঃ কম্) অল্প (কম দাম) ; ন্যূন, অনধিক (পাঁচ টাকার কম নয়) ; পশ্চাৎপদ, কাঁচা, অযোগ্য (তুমিই বা কম কিসে ; সে কম লোক নয়) ; অল্পসংখ্যক, কদাচিৎ (কম লোকই এ পারে ; কমই দেখা যায়) ; সাধারণ (কম কথা নয়)। **কম কম**—কিছু কম (কম কম একহাতা)। **কম করা**—হ্রাস করা, ক্ষমা করা, ছাড়িয়া দেওয়া (ভুলচুক পেলে বলতে কেউ কম করবে না)। **কমকম, কম-শম**—কিছু কম (এক শ টাকাই চাও, কিছু কম-শম হলে হয় না)। **কম ক'রে**—কম-পক্ষে। **কমজোর**—দুর্বল ; বি. কমজোরি। **কম-বেশ**—কিছু কম বা কিছু বেশী (কম-বেশ পঞ্চাশ টাকা—ফাঃ কম্-ও-বেশ)। **কমি-বেশী**—হ্রাস অথবা বৃদ্ধি (জমার কমিবেশী)। **কমমজবুত**—অদৃঢ় ; তেমন টেকসই নয় ; অদক্ষ। **কম-সে-কম**—কমপক্ষে। **কমজাত**—(ফাঃ কম্‌জা'ত, হীনকুলজাত) বাঁদীর বাচ্চা (গালি)। **কম্‌বখ্‌ত্**—হতভাগা ; বি. কমবখ্‌তি। (বাং 'কম্-বখ্‌তার'-ও বলে)। **কমখোরাক**—অল্প আহার, যে অল্প আহার করে। **কম-জেহেন**—ভুলো, মস্তিষ্কশক্তিতে হীন। **কমসেন, কমউমর**—অল্পবয়স্ক। **কম-আক্কেল** (কম-আক্‌ল)—অল্পবুদ্ধি ; বি. কম-আক্কেলি। **কমকদর**—স্বল্পমূল্য ও নগণ্য। **কমক্ষয়ত**—দুর্বল, শক্তিহীন। **কম-কীমত**—অল্প দামের। **কমনসীব**—বদনসীব, দুর্ভাগ্য ; বি. কমনসীবি—ভাগ্যহীনতা। **কমনজর**—যে চোখে কম দেখে। **কম-হিম্মত**—সাহসহীন ; বি. **কমহিম্মতি**—সাহসহীনতা।

কমঠ—কচ্ছপ (কমঠকঠোর) ; বাঁশ। স্ত্রী. কমঠী।

কমণ্ডলু, কমণ্ডুলু—সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর মাটির বা কাঠের জলপাত্র বিশেষ (ধাতুনির্মিত কমণ্ডলুও দেখা যায়) ; সন্ন্যাস-জীবনের প্রতীক।

কমতি—অল্পতা, ন্যূনতা (রূপের কমতি গুণে পুষিয়ে গেছে)।

কমনীয়—মনোহর, রম্য ; কাম্য, অভিলষণীয়। বিণ. কমনীয়তা।

কমনে—কোন্ পথে, কোন্ দিকে, কেমন করিয়া (মনের ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়—গান)। (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

কমবক্ত, কম্‌বখ্‌ত্—(ফাঃ কম্‌বখ্‌ৎ) কম দ্রঃ।

কমর- (ফাঃ ক'মর্) কটি, মাজা। কোমর দ্রঃ। **কমরবন্ধ**—কটিবন্ধ, কমরে কাপড় আঁটিবার চামড়ার বা সুতার চওড়া পটি।

কমল—(যাহা জলের শোভা বৃদ্ধি করে) পদ্ম; পদ্মের মত সুন্দর অথবা বরণীয় (মুখকমল, করকমল, চরণকমল); জল। **কমলযোনি**—কমল যাহার উৎপত্তিস্থল, ব্রহ্মা।

কমলা—লক্ষ্মী; কমলা লেবু। **কমলাপতি**—বিষ্ণু। **কমলালয়া**—লক্ষ্মী (বহুব্রী)। **কমলাসন**—ব্রহ্মা; পদ্মাসন। **কমলিনী**—পদ্মিনী।

কমলে কামিনী—দুর্গার রূপ বিশেষ কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বর্ণিত। **কমলাক্ষ**—কমললোচন, বিষ্ণু। **কমলাবিলাস**—উৎকৃষ্ট শাড়ি বিশেষ।

কমা—(ইং comma) "," এই চিহ্ন (বাক্যে স্বল্প বিরামস্থল)।

কমা—কমিয়া যাওয়া, হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া।

কমানো—হ্রাস করা; খাটো করা।

কমি—অল্পতা। কম দ্রঃ।

কমিটি—(ইং committee) কার্যনির্বাহক সভা, মন্ত্রণাসভা (চাঁদা তুলিবার জন্য কমিটি গঠন করা হইয়াছে)।

কমিশন-,সন—(ইং commission) কোন কার্য নির্বাহের জন্য বা কোন অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিগণ; জিনিষ বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য দস্তুরি (উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে)। **কমিশন এজেন্ট**—যে দস্তুরি লইয়া অন্যের জিনিষ ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া দেয়। বি. কমিশন এজেন্সী—এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের ভার বা কার্যালয়। **কমিশনি**—কমিশনের কাজ; দস্তুরি (কমিশনি লইয়া কাজ করিতেছি)।

কমিশনার—(ইং Commissioner) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; চিফ কমিশনার, Chief Commissioner—প্রায় গভর্ণরের মত পদস্থ সাধারণত অনুন্নত অঞ্চলের শাসক।

কমোড—(ইং commode) মলত্যাগের পাত্র, সাধারণত ফ্রেম করা কাঠের বাক্সের মধ্যে বসানো থাকে।

কম্প—(কম্প্ + অল্) কাঁপ, জ্বর, হর্ষ, ভয় ইত্যাদি জনিত শরীরের চাঞ্চল্য। **কম্পজ্বর**—যে জ্বর কম্প দিয়া আসে (সর্বশরীর যথেষ্ট গরম না হইলে এ কম্প থামে না)। **কম্পান্বিত**—কম্পিত, কম্পমান।

কম্পন—কম্প, কাঁপুনি; সঙ্গীতে সুরের কম্পন; কণ্ঠের কম্পন অথবা তারের কম্পন। বিণ. কম্পিত—যে কাঁপিতেছে। **কম্পমান**—যাহা বা যে কাঁপিতেছে (কম্পমান শাখা)।

কম্পাউণ্ডার—(ইং compounder) ডাক্তারের ব্যবস্থা অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত-কারক। বি. কম্পাউণ্ডারি।

কম্পাস—(ইং compass) দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।

কম্পিত—কম্পযুক্ত, আন্দোলিত, হিল্লোলিত, (কম্পিত পল্লবরাজি); ভীত ('সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়'); নাট্যাভিনয়ে মস্তকান্দোলনের ভঙ্গি বিশেষ।

কম্পোজ—(ইং compose) মুদ্রণের জন্য অক্ষর সাজানো। **কম্পোজিটার**—কম্পোজকারী, যে যথাযোগ্যভাবে অক্ষর বিন্যাস করিয়া মুদ্রণের সাহায্য করে।

কম্প্র- কম্পিত, আন্দোলিত (কম্প্রবক্ষ)।

কম্ফর্টার—(ইং comforter—গ্রাঃ, কম্ফট, কম্ফোট, কম্ফেট, কম্ফোটর) পশমী গলবন্ধ।

কম্বল—(সং) প্রধানত মেষের লোম দিয়া প্রস্তুত শীতবস্ত্র, বিছানায় পাতা হয়, গায়েও দেওয়া হয়। **লোটাকম্বলধারী**—গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী।

কম্বোলী—গলকম্বলধারী, ষাঁড়। **কম্বলী-বাবা বা কম্‌লীওয়ালা**—কম্বলধারী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী।

কম্বু—শঙ্খ, শাঁক (**কম্বুকণ্ঠ,কম্বুগ্রীব**—যাহার কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত। **কম্বু-নিনাদ**—শঙ্খনিনাদ)।

কম্ম—(সং কর্ম) কর্ম, কাজ। **কাজ-কম্ম**—ক্রিয়াকর্ম। আচরণ (বর্তমানে সাধারণত মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়)। **অকম্মা**—অকর্মণ্য, অপটু। **নিকম্মা**—কোন কাজের নয়।

কম্যুনিষ্ট—(ইং communist) রাষ্ট্রের সর্ব-ময় কর্তৃত্বলাভ হওয়া চাই জনসাধারণের, সেজন্য প্রয়োজনমত অস্ত্রবলের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এই মতাবলম্বী।

কভ্র—[কম্ (ইচ্ছা করা) + র] কমনীয়, মনোহর, lovely।

কয়—কত, সংখ্যার পরিমাণ (কয়জন এসেছে) ; অল্পসংখ্যক (কয়দিন আর চলবে)। ক দ্রঃ।

কয়—কহে (মৌখিক ভাষায় ও কাব্যে ব্যবহৃত)।

কয়থ, কয়েথ—(সং কপিত্থ) কয়েতবেল।

কয়লা—(প্রাকৃঃ কোইলা) কয়লা, পাথুরিয়া কয়লা, দগ্ধ কাষ্ঠ (কাঠ কয়লা) ; অঙ্গার (পুড়ে কয়লা হ'য়েছে)। **কয়লা ধুলে ময়লা যায় না**—স্বভাবত মন্দের ভাল দিকে প্রবণতা জন্মে না।

কয়াল—যে দাঁড়িপাল্লা ধরিয়া ধান চাল মাপে। **কয়ালি**—কয়ালের কর্ম বা পারিশ্রমিক।

কয়েক—অল্পসংখ্যক (কয়েক দিন ভালই কেটেছে)।

কয়েতবেল, কতবেল—wood-apple।

কয়েদ—(আঃ ক'য়েদ্) বন্দী আটক, অবরুদ্ধ (তাকে কয়েদ করা হয়েছে ; পড়া পারে নি বলে নিধু আজ কয়েদ ছিল), কারাবাস (চার মাসের কয়েদ হ'য়েছে)। **কয়েদখানা**—জেলখানা। **কয়েদখালাসী মোকদ্দমা**—অন্যায়ভাবে আটক হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মোকদ্দমা)। **কয়েদী**—যাহাকে কয়েদ করা হইয়াছে বা যাহার জেল হইয়াছে।

কর—(কৃ+অল্) হস্ত। **করকলিত**—হস্তধৃত। **করকোষ**—অঞ্জলি। **করকোষ্ঠী**—কররেখা যাহা কোষ্ঠীর কাজ করে ; হাতের রেখা দেখিয়া তৈরি করা কোষ্ঠী। **করগ্রহ**—পাণিগ্রহ ; রাজস্বগ্রহণ। **করগ্রাহ**—ভর্তা ; রাজস্ব আদায়কারী।

কর—(কৃ+অল্) কিরণ (সৌরকর, চন্দ্রকর) ; রাজস্ব, খাজনা (রাজকর) ; শুল্ক (তীর্থকর) ; হাতীর শুঁড় ; পদবিবিশেষ (সুরেন কর), (কৃ+ট) কারক, জনক (শুভকর, হিতকর) :

করক—নারিকেলের মালা। **করকাম্ভ**—নারিকেলের জল।

করকচ—(করশ ?) সমুদ্রজল হইতে প্রস্তুত লবণ বিশেষ।

করকচি—নারকেলের কচি শাঁস (দাঁতে কাটিলে কচকচ করে)।

করকটে,-কুটে, কুরুটে—যে গাছের উপযুক্ত বাড় হয় নাই, অপুষ্ট, কোঁকড়ানো, stunted।

করকমল—কমলের মত সুন্দর ও প্রসন্ন হস্ত।

করকর—(সং কর্কর) ক্ষুদ্র কঠিন দ্রব্যের ঘর্ষণজাত শব্দ বা অস্বস্তিকর ভাব (বালি পড়ায় চোখ করকর করছে) ; তীব্র অস্বস্তিকর ভাব (ছেলের কষ্টে মায়ের বুক করকর করে উঠ্‌ল) ; শুষ্ক শক্ত ও কিঞ্চিৎ ধারালো (ঘুঁড়ির সুতার করকরে মাঞ্জা, করকরে গামছা)। **করকরানো**—করকর করা।

করকলিত, করকোষ, করকোষ্ঠী, করগ্রহ, করগ্রাহ—কর দ্রঃ।

করকা—মেঘ হইতে পতিত শিলা, শিল (করকাপাত, করকাসার)।

করঙ্ক—কমণ্ডলু ; নারিকেলের মালা বা সেইমালা-নির্মিত ভিক্ষাপাত্র ; করোটি ; পানের ডিবা ('তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী')।

করঙ্গ—(সং করঙ্ক) জলপাত্র : কমণ্ডলু।

করচা—কড়চা দ্রঃ ; সংক্ষিপ্ত স্মারকলিপি।

করচালি, চালু—হাতা, খুন্তি।

করজ—নখ ; করঞ্জবৃক্ষ ; ব্যাঘ্রনখ নামক গন্ধ দ্রব্য।

করজোড়—হাতজোড়, অতিবিনীত ও সনির্বন্ধ (করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি)।

করঞ্জ, করঞ্জক—করমচা গাছ, করঞ্জা।

করট—যে আপনাকে রটনা করে, কাক ; নাস্তিক, কুসুমগাছ। **করটা**—হস্তিগণ্ড ; যে গাভীর দুধ দোওয়া কষ্টকর।

করণ—সম্পাদন ; করণ কারক (করণে সপ্তমী) ; কারক ; যদ্দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ; কারণ ; ইন্দ্রিয় ; কায়স্থাদি-লেখক জাতি ; লিপিকর-সংহতি (মহাকরণ—Secretariate) ; অভিচার-মন্ত্র। **করণকারণ**—বৈবাহিক আদান-প্রদান। **করণাধিপ**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, যথা চক্ষুর করণাধিপ সূর্য।

করণীয়—কর্তব্য, বিধেয়, যাহা সম্পাদন করা যুক্তিযুক্ত ; বিবাহে আদান প্রদানের যোগ্য (করণীয় ঘর—মৌখিক ভাষায় করণী ঘর বলে)।

করণ্ড—ফুলের সাজি ; ঝাঁপি ; চুপড়ি ; মৌচাক, মধুকোষ। **করণ্ডি,-ণ্ডী**—সোলার তৈরী মন্দিরাকৃতি ক্ষুদ্র গৃহ বিশেষ, মনসাপূজায় ব্যবহৃত হয়।

করত—(মৈথিলী) করে। **করতঃ**—পূর্বক, করিয়া (অধিকারকরতঃ—বর্তমানে অপ্রচলিত)।

করতব—কলাকৌশল ; সুর ভাঁজা (তান-করতব)।

করতল—হাতের তেলো। **করতলগত**—হস্তগত, সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত, মুঠার ভিতর।

করতা—কড়তা দ্রঃ; কর্তা।

করতার—(সং কর্তা) প্রভু, সর্বনিয়ামক (প্রভু করতার—প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

করতাল, করতালিকা—কাঁসার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, cymbal। **করতালি,-লী**—হাততালি; বাহবা (এ কাজ করা হইয়াছে জনসাধারণের করতালির আশায়)।

করতোয়া—নদীবিশেষ।

করত্রাণ—(সং অঙ্গুলিত্রাণ) কররক্ষক যুদ্ধের সজ্জা বিশেষ, দস্তানা।

করদ—যে করদান করিয়া অধীনতা স্বীকার করে (করদ রাজ্য)। **করদীকৃত**—বশীভূত। **করণ্যাস**—তন্ত্রোক্ত ন্যাসবিশেষ।

করনু—(মৈথিলী করলুঁ) করিলাম (গ্রাম্য-কোরনু, কোন্নু)।

করপক্ষ—কর পক্ষ যাহার, বাদুড় (বহুব্রী)।

করপত্র—করাত। **করপদ্ম**—করকমল (গৌরবে)। **করপল্লব**—নবপল্লবের ন্যায় সুদর্শন কর।

করপাল—তরবারি, খড়্গ। **করপালিকা,-বালিকা,-পালী**—ক্ষুদ্র করদণ্ড, ছোরা। **করপীড়ন**—পাণিগ্রহণ। **করপুট**—জোড়-হস্ত। **করপৃষ্ঠ**—হাতের উপর-পিঠ। **কর-বাল**—তরবারি, খড়্গ। **করবালিনী**—দুর্গা।

করব—(মৈথিলী) করিবে, করিব।

করবি—(ব্রজবুলি) করিবি।

করবী—ফুল ও ফুলের গাছ বিশেষ (শ্বেত করবী, রক্ত করবী)।

করবীর—করবী; খড়্গ। **করবীরী**—পুত্রবতী স্ত্রী; উত্তম গাভী।

করভ—মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্যন্ত হস্তের বহির্ভাগ; হস্তিশাবক; উষ্ট্র-শাবক; স্ত্রী করভী। **করভক**—করভ। স্ত্রী; করভিকা।

করভূ—নখ।

করভোরু—করিশুণ্ডের মত যে স্ত্রীর উরু, উত্তমা স্ত্রী।

করম—(সং কর্ম) কার্য (ধরমকরম); কর্মফল অদৃষ্ট ('সাগর শুকাল…অভাগীর করমদোষে'); (আঃ করম্) অনুগ্রহ, কৃপা (করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া—ভারতচন্দ্র)।

করম্‌চা, করমজা—করঞ্জ, করঞ্জা গাছ বা ফল।

করমর্দ—করমচা; পানি-আমলা। **কর-মর্দন**—হাতমিলানো, hand-shake। **কর-মালা**—আঙ্গুলি পর্ব-সমূহ, অঙ্গুষ্ঠে দুইটি অন্যান্য অঙ্গুলিতে চারিটি গণনা করা হয়; রুদ্রাক্ষাদির জপমালা। **করমালী**—সূর্য; অগ্নি। **করমুক্ত**—করচ্যুত (ভল্ল, বর্শা)।

করমুষ্টি—মুঠো।

করম্বিত—মিশ্রিত, খচিত ('মধুকরনিকর-করম্বিত')।

করযষ্টি—ছড়ি, হাতের লাঠি।

করয়ে—(ব্রজবুলি) করে।

কররুহ—নখ, নখর; তরবারি।

করল—(ব্রজবুলি) করিল।

করলা, করেলা—(সং কারবেল্ল) লম্বা উচ্ছে।

করলু,-লুঁ—(ব্রজবুলি) করিলাম।

করশাখা—অঙ্গুলি।

করশীকর—করিশুণ্ড হইতে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু-রাশি।

করসি—(মৈথিলী) করিতেছ।

করসান—হাতছানি।

করসূত্র—বিবাহে মাঙ্গলিক-চিহ্ন-স্বরূপ হাতে যে সূতা বাঁধা হয়।

করহ—(কাব্যে ব্যবহৃত) কর।

করা—সম্পাদন করা, গঠন করা; সাধন করা; স্থাপন করা (কোলে করা, বুকে করা); যত্ন নেওয়া, তৎপর হওয়া (তার জন্য ঢের করেছে; দেশের জন্য কিছু কর); বিভক্ত করা (পাঁচখানা করা); প্রবাহিত করা, সঞ্চালিত করা (বাতাস করা, পাখা করা); প্রস্তুত করা, স্বামিত্ব অর্জন করা (বাড়ী করা, গাড়ী করা, নাম করা); সঞ্চয় করা (টাকা করা); প্রতিবিধান করা (অপমান করে গেল তার কি করবে); অনুভব করা (শীত করা, ভয় করা); জীবিকা অর্জনে যোগ্যতা দেখানো (করে খেতে পারবে, ভাত ক'রে খাওয়া); উৎপন্ন করা, উৎপাদন করা (ফসল করা); গ্রহণ করা, স্বীকার করা (কথা কানেই করে না); সঞ্চারিত হওয়া (আকাশে মেঘ করেছে); হওয়া, ঘটা (অসুখ করা; ফেল করা; বিলম্ব করা); খাটানো, প্রয়োগ করা (বুদ্ধি করা; কৌশল

করা); চালনা করা (গুলি করা; কোদাল করা); প্রকাশ করা (রাগ করা; অভিমান করা; দুর্নাম করা); বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিক্রমণ করা (তীর্থ করা; গয়াকাশী করা; ঢাকা দিল্লী করে বেড়ানো); ভাড়া করা, সাহায্য লওয়া (গাড়ি করে এসেছে; নৌকা করা); নিয়মিতভাবে উপস্থিত হওয়া (আফিস করা; কাছারি করা; স্কুল করা); পরিচালন করা (সংসার করা); পরিণত করা (গদ্য করা, বাংলা করা); ব্যবসায়রূপে অবলম্বন করা (মাষ্টারি করা, ডাক্তারি করা); ধর্মকর্মরূপে আচরণ করা, নিবেদন করা (আহ্নিক করা; মানত করা; গড় করা); খাড়া করা, চালু করা (দশখানি বই যদি করতে পারি তা'হলে কোন রকমে চলে যাবে). শিথিলতা না দেখানো (গা-করা; মন-করা); কৃত (করা হয়ে গেছে); সম্পাদন (বলা সহজ করা কঠিন)।

করাগ্র—অঙ্গুলির অগ্রভাগ, হস্ত বা করিশুণ্ডের অগ্রভাগ।

করাঘাত—হাত দিয়া আঘাত করা (দ্বারে করাঘাত করিল)। **কপালে বা শিরে** করাঘাত করা—গভীর অনুতাপে অথবা অত্যন্ত অসহায় বোধ করিয়া কপাল বা মাথা চাপড়ানো।

করাটিয়া—(করকটে দ্রঃ) অবিকশিত।

করাত—করপত্র, লোহার পাত দিয়া তৈরী এক ধারে দাঁত-কাটা কাঠ চিরিবার যন্ত্র। **করাতের গুড়া**—করাত দিয়া কাঠ চেরার সময়ে যে কাঠের গুঁড়া বাহির হয়। **শাঁখের করাত**—সাধারণ করাতের মত শুধু একদিকের টানে কাটে না, দুই দিকেই কাটে; শাঁখের করাতের মত যাগার দ্বারা একাধিক ক্ষতি হয়। **করাতি,-তী**—যে করাত দিয়া কাঠ চিরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

করানো—(ণিজন্ত) ঘটানো, অপরের দ্বারা সম্পাদন।

করামত—(আঃ ক'রামত) কেরামত দ্রঃ।

করায়ত্ত—হস্তগত, বশীভূত।

করার—(আঃ ক'রার) অঙ্গীকার, চুক্তি, কড়ার (করারে আবদ্ধ আছি)। (গ্রাম্য—কড়াল)।

করারা—(প্রাদেশিক) নদীর জল কমিয়া যাওয়ার ফলে যে নূতন জমির পত্তন হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে ভাঙ্গার মূল জমিকে করারা বলে (main land)।

করারী—কড়ারী, কড়ারে আবদ্ধ। **করারী জমি**—যে জমির জন্ম টাকা না দিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য দেওয়া হয়। **করারী ধান্য**—করারী জমি বাবদ প্রাপ্য ধান্য। (বে-করারী—যাহা চুক্তিবদ্ধ নহে, অনির্ধারিত)।

করাল—(সং) বিকট, দাঁতাল, ভয়ঙ্কর (করালবদনা কালী); গর্জন তেল। স্ত্রী. করালী, **করালিনী**—চণ্ডিকা।

করাস্ফোট—তাল ঠোকা।

করিও—করিবে, করো।

করিকর—হাতীর শুঁড়। **করিকরভ**—হস্তিশাবক। **করিকুম্ভ**—হাতীর মাথার উপরকার কুম্ভাকৃতি স্থান। **করিদারক**—সিংহ। **করিপথ**—হাতী চলাফেরা করিতে পারে এমন পথ; রাজপথ। **করিগর্জিত**—বৃংহিত। **করিপোত**—করিশাবক, করিসুত, করিশিশু।

করিকা—নখের আঁচড়, নখরেখা।

করিতকর্মা—(সং কৃতকর্মা) বহু কাজ করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, এরূপ অভিজ্ঞতা হেতু কর্মকুশল (করিতকর্মাদের ডাক, আনাড়ীদের ডেকে কি হবে)।

করিতুঁ—(পাঃ বাংলা) করিতাম, করতুম।

করিম, করীম—(আঃ করীম) দয়াল ঈশ্বর, করুণাময় (করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া—ভারতচন্দ্র)।

করিয়—(প্রাঃ বাং) করিও।

করিয়া—(করে, করো, কইরা) করার পর; সম্পাদনপূর্বক; দ্বারা, সাহায্যে, অবলম্বনে (ঠোঁটে করিয়া খাদ্য আনে; হাতায় করিয়া আগুন আনে; নৌকা করিয়া যাওয়া); ফিরাইয়া, রুজু করিয়া (পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া তৈরি; উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসা); বিবেচনা, প্রযত্ন, পরিমাণ বা সংখ্যা (কি করিয়া একাজ করিলে; টাকায় দু সের করিয়া বিক্রয় হইতেছে; টাকায় ৬টি করিয়া; এত করিয়াও কিছু হইল না); পর্যায়ক্রমে (একটি দুইটি করিয়া); স্বরূপজ্ঞান (সেই শক্তিকে পরমেশ্বর করিয়া জানিবে—বর্তমানে অপ্রচলিত)।

করিয়া-কর্মিয়া—হাতে কলমে করিয়া (করিয়া

কর্মিয়া শিখিয়াছি); পরিশ্রম করিয়া, চেষ্টা-চরিত্র করিয়া (করিয়া কর্মিয়া খাও)।

করির, করীর—(সং) বাঁশের অঙ্কুর বা কোঁড়া।

করিরা, করিরী—হাতীর দাঁতের গোড়া।

করিষ্ণু—যে করিতেছে, ক্রিয়ারত, ক্রিয়াবান্। **করিষ্যমাণ**—যে ভবিষ্যতে করিবে।

করিহ—(প্রাঃ বাংলা) করিও, করিবে।

করী—কর আছে যার, হস্তী। স্ত্রী. করিণী। **করীন্দ্র**—গজরাজ, ঐরাবত।

করীষ—(সং) শুষ্ক গোময়, ঘুঁটে; পশুর শুষ্ক পুরীষ। **করীষাগ্নি**—ঘুঁটের আগুন।

করু—(মৈথিলী) করে, করুক, করিও। **করুক**—অনুজ্ঞাজ্ঞাপক (সে করুক); করিতে দাও (করুক যত পারে); সম্ভ্রমার্থে করুন।

করুগেট, করোগেট, করকেট—(ইং corrugated) ঢেউতোলা দস্তাঢালা লোহার চাদর বা পাত, গুদাম বাসগৃহ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

করুণ—[কৃ (বিক্ষেপ করা)+উনন্] শোক বা সহানুভূতি উদ্দীপক (করুণ রস); পরদুঃখে কাতর, সহানুভূতিশীল (করুণ হৃদয়); করুণার উদ্রেককারী (করুণ দৃশ্য)।

করুণ—(সং) কমলালেবুর গাছ।

করুণা—দয়া, অনুকম্পা (করুণাময়); কাতরতা, অনুনয়, বিলাপ ('সে করুণা শুনিতে পাষাণ কাষ্ঠ দ্রবে'—বর্তমানে গ্রাম্য ভাষায় চলিত)। **করুণাকর,-নিকর,-নিদান,-নিধান,-নিলয়**—দয়াময় কৃপাময় দয়াল ঈশ্বর। **করুণাপর**—অতি দয়ালু।

করে—বর্তমানবাচক (কাজ করে, ঘর সংসার করে); করিয়াছিল (সে প্রথম গালাগালি করে তারপর আমি ধেয়ে যাই)।

করেণু—(সং) হস্তী, হস্তিনী। **করেণুকা**—হস্তিনী।

করেলা, করলা—(সং কারবেল্ল) লম্বা উচ্ছে।

করোট, করোটি,-টী—মাথার খুলি।

করোয়া—(সং করক) নারিকেলের খোল নির্মিত জলপাত্র, করঙ্গ, কমণ্ডলু।

কর্ক—(ইং cork) ওক গাছের বাকল; ছিপি-কাক, বোতলের ছিপি; (সং) কাঁকড়া।

কর্কট, কর্কটক—(সং) কাঁকড়া; পক্ষী-বিশেষ; কর্কটরাশি; (নাট্যে) মুদ্রা বিশেষ; লাউ গাছ। স্ত্রী. কর্কটী, কর্কটিকা। **কর্কটক্রান্তি**—Tropic of Cancer, নিরক্ষরেখার প্রায় ২৩½° ডিগ্রি উত্তরে যে অক্ষরেখা আছে।

কর্ককশৃঙ্গী,-ঙ্গিকা—কাঁকড়াশিঙ্গা গাছ।

কর্কটিয়া, কর্কটে—পাখীবিশেষ; (করকটিয়া দ্রঃ) অবিকশিত; কুঁজো; কঠিন।

কর্কটীমাটি—কাঁকড়া যে মাটি তোলে।

কর্কর—(সং) দর্পণ, আয়না; মুগুর; কাঁকর; কঠিন, দৃঢ়, কর্কশ। স্ত্রী.। **কর্করী**—নালযুক্ত জলপাত্র, ঝারী, বদনা। **কর্করে**—কর্কশ, খরখরে।

কর্করাল—চূর্ণকুন্তল।

কর্কশ—(সং) অমসৃণ, খরখরে; এবড়ো-খেবড়ো; শ্রুতি-কঠোর (কর্কশ কণ্ঠ); পরুষ (কর্কশবাক্য); রুক্ষ, শুষ্ক (কর্কশ প্রকৃতি)। বি কর্কশতা, কর্কশত্ব, কার্কশ্য।

কর্কোট, কর্কোটক—সর্প বিশেষ; কাঁকরোল গাছ, কাঁকুড় গাছ।

কর্চরিকা, কর্চরী—(হিন্দি কচৌরী) সুপরিচিত ঘৃতপক্ব খাদ্য, কচুরি।

কর্জ, কর্জা—(আঃ কর্‌দ্‌') ঋণ, ধার (কর্জ করা, কর্জ দেওয়া, কর্জা টাকা)। **কর্জদার, করজদার**—দেনদার, ঋণী। **কর্জপত্র**—কর্জ, ধারধোর (কর্জপত্র করিয়া এমাস চলিল); যে দলিলের সাহায্যে ঋণ গ্রহণ করা হয়। **কর্জে-হাসানা** (আঃ+ফাঃ)—উৎকৃষ্ট ঋণ-দান, যে ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা করা হয় না, ঋণী আপন সুবিধামত ঋণ পরিশোধ করে, করিতে না পারিলে তাহাকে দায়ী করা হয় না।

কর্ণ—[কর্ণি (শ্রবণ করা)+অল] কান; কর্ণ-ভূষণ বিশেষ; হাইল (কর্ণ ধরে বসেছে তার যমদূতের সম স্বভাব সর্বনেশে—রবি); মহা-ভারতোক্ত সুবিখ্যাত বীর ও দাতা। **কর্ণকটু**—শ্রুতিকটু। **কর্ণকীট**—কানকোটারি। **কর্ণ-কীটা**—কেন্নুই। **কর্ণকুহর**—কানের ছিদ্র। **কর্ণগোচর**—শ্রুত। **কর্ণধার**—নৌকার মাঝি, যে হাল ধরে, কাণ্ডারী (ভবকর্ণধার) **কর্ণনাদ**—কানের মধ্যকার শব্দ, ভোঁ ভোঁ ইত্যাদি। **কর্ণপট, কর্ণপটহ**—কানের মধ্যকার সূক্ষ্ম ঝিল্লি, ইহার শব্দগ্রহণের ক্ষমতার

উপরে শ্রুতিশক্তি নির্ভর করে। **কর্ণপথ**—কর্ণরন্ধ্র। **কর্ণপরম্পরা**—এক কান হইতে অন্য কানে সংবাদের গতি। **কর্ণপাক**—কান পাকা। **কর্ণপাত**—শোনা, কানে করা। **কর্ণপূর**—অলঙ্কার বিশেষ, কান। **কর্ণবিদ্রধি**—কানের ভিতরকার ফোঁড়া। **কর্ণবিলম্বী**—কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত, কর্ণ হইতে লম্বিত। **কর্ণবেধ**—চূড়াকরণ, কানবিঁধানো। **কর্ণমল**—কানের খইল। **কর্ণমূল**—কর্ণমূলের গ্রন্থি-স্ফীতি। **কর্ণরন্ধ্র**—কানের ছিদ্র। **কর্ণলতিকা**—কানের পাতা। **কর্ণশূল**—কানের ভিতরের হুল বাধার মত যন্ত্রণাদায়ক রোগবিশেষ, ear-ache। **কর্ণস্রাব**—কান হইতে পুঁজ পড়া। **কর্ণহীন**—কালা।

কর্ণ—সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন বাহু, hypotenuse; চতুর্ভুজের কোণাকুণি সরলরেখা, diagonal।

কর্ণাকর্ণি—কানে কানে কথা।

কর্ণাট—দাক্ষিণাত্যের অঞ্চলবিশেষ। **কর্ণাটক**—কর্ণাটের পুরুষ। **কর্ণাটী**—কর্ণাট দেশের স্ত্রীলোক; রাগিণী বিশেষ।

কর্ণান্তর—এক কান হইতে অন্য কানে।

কর্ণাভরণ—কানের গহনা।

কর্ণাস্ফালন—হস্তীর কর্ণ সঞ্চালন।

কর্ণিক—চূণ সুর্কি বালি ইত্যাদি লাগাইবার জন্য রাজমিস্ত্রীরা যে বাঁটওয়ালা লোহার পাতের মত যন্ত্র ব্যবহার করে, trowel (গ্রাম্য—কন্নিক)। (ঢাকায়, কন্নি)।

কর্ণিকা—কর্ণভূষণ; হস্তিশুণ্ডের অগ্রভাগের অঙ্গুলির ন্যায় অংশ; পদ্মের বীজকোষ; মধ্যমাঙ্গুলি; বোঁটা; অগ্নিমন্থ বৃক্ষ; লেখনী।

কাণকার—সোণাল্ গাছ ও ফুল।

কর্ণীরথ—কাঁধে বহন করা হয় এমন রথ, ডুলি।

কর্ণেজপ—কুমন্ত্রণাদাতা, যে কান ভাঙানি দেয়; গোয়েন্দা।

কর্ণেল—(ইং Colonel) সৈন্যবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

কর্ণোপকর্ণিকা—কানাকানি, কানে কানে রটানো কথা।

কর্ণ্য—কানের খইল।

কর্তন—(কৃৎ+অনট্) ছেদন, কাটা; ছেদক; কাটনা কাটা। **কর্তনী**—কাটিবার যন্ত্র, কাঁচি; দা, কাটারি।

কর্তরী, কর্তরিকা—কাটারি; ছুরি। **কেশ-কর্তরিকা**—কাঁচি।

কর্তব্য—(কৃ+তব্য) করণীয়, বিধেয়, উচিত; অবশ্যকরণীয় কর্ম (তোমার কর্তব্য তুমি কর)। **কর্তব্যজ্ঞান**—কর্তব্যের জ্ঞান, করণীয় এই জ্ঞান। **কর্তব্যতা**—করণীয়তা, ঔচিত্য। **কর্তব্যনিষ্ঠ,-পরায়ণ**—কর্তব্যরত। **কর্তব্য-নিষ্ঠা**—কর্তব্যানুরক্তি। **কর্তব্য-পরাঙ্মুখ,-বিমুখ**—কর্তব্যে যত্নবান নয়। **কর্তব্যবিমূঢ়, কিংকর্তব্যবিমূঢ়**—কি করা উচিত তাহা স্থির করিতে অক্ষম। **কর্তব্য-ভার**—কর্তব্যের দায়িত্ব। **কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ**—কোন্‌টি করণীয় কোনটি অকরণীয় তাহা নিরূপণ। **কর্তব্যাতিশয়**—সুমহৎ কর্তব্য।

কর্তা—(কৃ+তৃচ্) যে করে; কারক; নায়ক (কর্মকর্তা); প্রণেতা (গ্রন্থকর্তা); নির্মাতা, স্রষ্টা, বিধাতা (জগতের কর্তা); গৃহস্বামী (কর্তা-গিন্নি); ভূম্যধিকারী, প্রভু (বড় কর্তা, ছোট কর্তা); পতি (স্ত্রী কহিলেন, কর্তা ঘুমিয়ে আছেন—মুসলমান মহিলারা এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত 'সাহেব' বলেন); বাপদাদা (কর্তাদের আমলে); ভৃত্য বা অনুগৃহীত লোকদের সম্বোধন (কর্তা কবে এলেন?); (ব্যাকরণে) কর্তৃকারক। স্ত্রী কর্ত্রী। **কর্তার ইচ্ছায় কর্ম**—কর্তার যেমন ইচ্ছা সেই ধরণেই কাজ হয়, অন্যের কিছু বলিবার বা করিবার নাই, একনায়কত্ব, স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচারিতা, সর্বসাধারণের কর্মোদ্যমহীনতা।

কর্তাভজা—ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ। নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ার অদূরে ঘোষপাড়া গ্রামের আউলচাঁদ ইহার প্রবর্তক। ইহারা চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের মত একান্ত কৃষ্ণভক্ত। ইহাদের জাতিবিচার নাই, সুরা পান, অসৎ চিন্তা ইহাদের সাধনায় নিষিদ্ধ। ইহাদের কোন ধর্মগ্রন্থ নাই। ইহাদের প্রধান মন্ত্র গুরু সত্য; গুরু ইহাদের পরমেশ্বর। তাঁহাকে ইহারা মহাশয় বলে, শিষ্যের নাম বরাতি। প্রেমানুষ্ঠান ইহাদের প্রধান সাধন। মন্ত্রজপে ও প্রেমানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ ইহাই ইহাদের মত। ইহাদের গুরু আউলচাঁদ সকলকেই

সমান জ্ঞান করিতেন ও সকলেরই অন্ন গ্রহণ করিতেন। (ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় দ্রঃ)। কর্তাভজা বর্তমানে নিন্দিত অর্থে ব্যবহৃত হয়; ইহার অর্থ যাহাদের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি আদৌ নাই, একান্তভাবে কোন নেতার বা মতের অনুগামী।

কর্তিত—ছিন্ন, ছেদিত, যাহা কাটা হইয়াছে।

কর্তুকাম—করিতে ইচ্ছুক।

কর্তৃ—কর্তা। **কর্তৃক**—কর্তৃত্বে, আনুকুল্যে। ক্রিয়ার কর্তৃত্ব বুঝাইবার জন্য 'কর্তৃক' এবং কারণ বুঝাইবার জন্য 'দ্বারা' ব্যবহার করা উচিত —রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। (বিশ্বভারতী কর্তৃক মুদ্রিত, হস্ত দ্বারা চালিত)। **কর্তৃকারক**—ক্রিয়ার সহিত যুক্ত কর্তৃপদ, the nominative case। **কর্তৃপদ**—the nominative বাক্যের কর্তা। **কর্তৃবাচ্য**—যে বাচ্যে কর্তার বচন ও পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার বচন ও পুরুষ নির্ধারিত হয়, active voice।

কর্তৃকা—কর্তরিকা, ছোট কাটারি।

কর্তৃত্ব—প্রভুত্ব, নেতৃত্ব, কারকত্ব। গ্রাম্য—**কর্তাত্তি**—(অনেক সময় অবজ্ঞা-প্রকাশক—তোমার কর্তাত্তি থেকে কবে রেহাই পাব)।

কর্তৃপক্ষ—যাহাদের উপরে পরিচালনের ভার রহিয়াছে, authorities, শাসকবর্গ।

কর্দন—(সং) পেটের কলকল ডাক, ছেলেপিলের কোলাহল; কাক। **কর্দম**—(কর্দ—কুৎসিত শব্দ করা) কাদা, পঙ্ক; পাপ। **কর্দমময়**—কর্দমপূর্ণ। **কর্দমাক্ত, কর্দমিত**—পঙ্কিল, কর্দমময়।

কর্পট—(সং) জীর্ণবস্ত্র। **কর্পটধারী**—ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, দরিদ্র। **কর্পটিক, কর্পটী**—যে ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করিয়া ফিরে।

কর্পর—(সং) মাথার খুলি, খর্পর; খাপরা।

কর্পাস, কর্পাসী—কার্পাস।

কর্পূর—(সং; আঃ কাফুর), camphor, সুপরিচিত গন্ধদ্রব্য। বিণ. কর্পূরিত—কর্পূরমিশ্রিত। **কর্পূর তৈল**—কর্পূর হইতে প্রস্তুত তৈলবৎ পদার্থ। **কর্পূর রস**—পারদ।

কর্বুর—(সং) নানা বর্ণযুক্ত, ধূসরবর্ণ, কপোত-বর্ণ।

কর্বুর—(সং) রাক্ষস ('কর্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে')।

কর্ম—(কৃ+মন্) কাজ, ক্রিয়া, যাহা করা যায় (কর্মকর); কর্তব্য, স্বধর্মপালন (কর্মভার নবপ্রাতে নব সেবকের হাতে করি যাব দান —রবি); যথাবিহিত কাজ, যোগ্য কাজ (এ তোমার কর্ম নয়; যার কর্ম তারে সাজে অন্যজনে লাঠি বাজে); সামাজিক কর্ম বা ধর্মানুষ্ঠান (ক্রিয়াকর্ম); আফিসের কাজ (কর্মস্থান); অদৃষ্ট, পূর্বজন্মের কর্ম (কর্মফল); ব্যবসায়, বৃত্তি (ক্ষৌরকর্ম; স্বকর্মনিরত); কর্মকারক, objective case। **কর্মকর**—ভৃত্য, মজুর, স্ত্রী. কর্মকরী—দাসী। **কর্মকর্তা**—যাহার বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম হইতেছে। **কর্ম-কর্তৃবাচ্য**—যে বাচ্যে কর্তার উল্লেখ হয় না, কর্ম কর্তার তুল্য ক্রিয়া করে (পাতা নড়িতেছে)। **কর্মকাণ্ড**—কর্মাবলি; বেদের যে বিভাগে যজ্ঞাদির বর্ণনা আছে (বিপরীত জ্ঞানকাণ্ড)। **কর্মকার**—কামার। **কর্মকারক**—কর্মচারী, objective case। **কর্মকারী**—কর্মচারী; শিল্পী। **কর্মকৃৎ**—কার্যকারক। **কর্মকুণ্ঠ**—শ্রমবিমুখ। **কর্মকুশল**—কার্যদক্ষ। **কর্মক্লান্ত**—বহু কার্য বা বহুক্ষণ কার্য করার ফলে পরিশ্রান্ত। **কর্মক্ষম, কর্মকুশল**—যাহার কাজ করিবার যোগ্যতা আছে। **কর্ম-ক্ষেত্র**—কার্যস্থান, সংসারক্ষেত্র। **কর্ম-চণ্ডাল**—ঘৃণিত আচরণের জন্য চণ্ডালসদৃশ; অসূয়াপরবশ, খল, কৃতঘ্ন ও দীর্ঘরোষ—এই চার জন কর্মচণ্ডাল। **কর্মচারী**—যে বেতন লইয়া কর্ম করে, কোন আফিসে নিযুক্ত ব্যক্তি, ইং, official। **কর্মচেষ্টা**—কর্মে মনোযোগ, কর্মতৎপরতা, কর্মানুষ্ঠান। **কর্মজ**—কর্মের ফল, রোগ পাপ সুখ দুঃখ ইত্যাদি। **কর্মজন্য**—কর্ম হইতে জাত। **কর্মজ্ঞ**—কর্মকুশল। **কর্মঠ**—কর্মকুশল, পরিশ্রমের কাজে পটু। **কর্মণ্য**—কর্মদক্ষ (বিপঃ অকর্মণ্য)। **কর্মণ্যা**—বেতন। **কর্মণ্যতা**—কর্ম সম্পাদনের নৈপুণ্য। **কর্মত্যাগ**—কার্যে বিরতি, চাকুরি ছাড়া; সংসার-জীবন হইতে নিবৃত্তি, সন্ন্যাস অবলম্বন; বিণ. কর্মত্যাগী। **কর্মদুষ্ট**—কুকর্মপরায়ণ, দুশ্চরিত্র। **কর্ম-দোষ**—অন্যায়কর্মজনিত পাপ; কর্মের অশুভ পরিণাম, অদৃষ্টের দোষ। **কর্মধারয়**—একার্থপ্রতিপাদক সমাস (নীলোৎপল)।

কর্মনাশা--কাশী ও বিহারের মধ্যবর্তী নদী বিশেষ, ইহার জলস্পর্শে নাকি সর্বপুণ্য নষ্ট হয়—এরূপ প্রবাদ ; যে বা যাহা কর্ম পণ্ড করে (তাস দাবা পাশা এ তিন কর্মনাশা)। **কর্মনিকাশ, কর্মনিকেশ**—কর্মশেষ, হিসাব নিকাশ শেষ, প্রাণান্ত বা প্রাণান্তকর পরিশ্রম বা দুর্দশা, দফারফা (যে জোরে ছুটিয়েছিলে তাতে ঘোড়ার কর্ম নিকেশ)। **কর্মনিষ্ঠ,-পর,-পরায়ণ,-ব্রত**—কর্মে মনোযোগী। **কর্মন্যাস**—ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম সম্পাদন, এরূপ কর্মসম্পাদনের দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন। **কর্মপথ**—কর্মের উপায়, কর্মসিদ্ধির পথ। **কর্মপাক**—ভাগ্যফল। **কর্মপাশ**—কর্মফলের বা প্রাক্তনের দুশ্ছেদ্য বন্ধন। **কর্ম-ফল**—পূর্বজন্মের কর্মের জন্য সুখ বা দুঃখ, প্রাক্তন, কর্মের পরিণাম। **কর্মফের**—দুরদৃষ্ট ; প্রাক্তন। **কর্মবন্ধ, কর্মবন্ধন**—নিয়তি। **কর্মবশ**—কর্মের অধীন, কর্মফলের অধীন। **কর্মবশতঃ**—কার্য-গতিকে। **কর্মবাচ্য**—যে বাচ্যে ক্রিয়া কর্মের পুরুষ ও বচন পায় (মহাজননির্দিষ্ট পথ)। **কর্মবাদ**—কর্ম ভিন্ন মোক্ষ লাভ নাই এই মত ; বিণ. কর্মবাদী। **কর্মবিপর্যয়**—চাকরিতে পদের পরিবর্তন ; কর্মে অপ্রত্যাশিত মন্দ পরিণতি। **কর্মবিপাক**—কর্মফের। **কর্মবীর**—মহৎ কর্মের অনুষ্ঠাতা, কর্মে উৎসর্গী-কৃতজীবন। **কর্ম-ব্যতিহার**—ক্রিয়া-বিনিময়, পরস্পর এক জাতীয় কার্যকরণ। **কর্মভূমি**—কার্যক্ষেত্র, সংসারক্ষেত্র ; কর্মের শ্রেষ্ঠ স্থান ভারতবর্ষ (অন্য ভূমি ভোগভূমি)। **কর্মভোগ**—কর্মফল ভোগ, নিরর্থক দুঃখ ভোগ। **কর্মমার্গ**—কর্মপথ ; সিঁধের জায়গা। **কর্মমাস**—শাস্ত্রীয় কর্ম সম্পাদনের মাস। **কর্মমীমাংসা**—মীমাংসা দর্শন। **কর্মযোগ**—ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত ভাবে কর্ম করা, কর্মন্যাস ; বিণ কর্মযোগী। **কর্মরঙ্গ**—কামরাঙা গাছ। **কর্মশাল,-লা**—শিল্পকর্মের গৃহ বা চত্বর। **কর্মশীল**—কর্মপরায়ণ, কর্মী। **কর্মশূর**—কর্মবীর, আফলোদয়কর্মা। **কর্মশৌচ**—কর্মে শুচিতা, কর্মে অকপট ভাব। **কর্মসঙ্গ**—কর্মফলাকাঙ্ক্ষা ; বিণ. কর্মসঙ্গী। **কর্ম-সন্ন্যাস**—কর্মফল ত্যাগ, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম পরিহার ও সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ ; বিণ. কর্ম-সন্ন্যাসী—যতি। **কর্মসচিব**—কর্মসহায়, Secretary। **কর্মসাক্ষী**—কর্মমাত্রের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা; সূর্য, চন্দ্র, যম, কাল ও পঞ্চমহাভূত। **কর্মসাধন**—কর্ম সম্পাদনের অনুকূল উপকরণ। **কর্মসিদ্ধি**—কর্মের ফল লাভ। **কর্মসূত্র**—কর্মফলরূপ বন্ধন, নিয়তি। **কর্ম-স্থল, কর্মস্থান**—আফিস, কার্যস্থান। **কর্মাকর্ম**—কর্তব্যাকর্তব্য। **কর্মাঙ্গ**—কর্মের অপরিহার্য অংশ। **কর্মাধীন**—কর্মবশ। **কর্মাধ্যক্ষ**—কার্যের প্রধান পরিচালক, কার্য-পরিদর্শক। **কর্মানুবন্ধ**—কর্মবন্ধন, কর্মগতিক ; বিণ. কর্মানুবন্ধী—কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। **কর্মানুরূপ**—কর্মের অনুযায়ী। **কর্মান্ত**—কর্মের শেষ। **কর্মান্তর**—অন্য কর্ম। **কর্মান্তিক**—চাকর, দাসী।

কর্মার—কামার ; কামরাঙা ফলের গাছ ; বেউড় বাঁশ।

কর্মারম্ভ—কর্মসূচনা ; কার্যের সূত্রপাত।

কর্মার্হ—কার্যক্ষম।

কর্মিষ্ঠ—কর্মপরায়ণ ; কর্মশক্তিসম্পন্ন। বি. কর্মিষ্ঠতা।

কর্মী—কর্মপরায়ণ ; কর্মক্ষম ; কর্মে অভিজ্ঞ ; মিস্ত্রী।

কর্মেন্দ্রিয়—যে সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মসাধন হয় (বাক্, পাণি, পাদ ইত্যাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়)। বিপ.—জ্ঞানেন্দ্রিয়।

কর্ষ—(সং) স্বর্ণ রৌপ্যাদির ওজন বিশেষ (দুই তোলা = এক কর্ষ)।

কর্ষক—(কৃষ + ণক) যে চাষ করে, চাষী ; আকর্ষণকারী, যাহা আকর্ষণ করে। **কর্ষক-বর্গ**—যে সব শ্রেণীর পাখী নখ দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া খাদ্য সংগ্রহ করে (মুরগী, ময়ূর, তিত্তির, পেরু প্রভৃতি)।

কর্ষণ—চাষ করা, হলচালনা (ভূমিকর্ষণ)।

কর্ষিত—চষা, কৃষ্ট (কর্ষিত ভূমি), পীড়িত, ব্যথিত (শোককর্ষিত, বাতাতপকর্ষিত)।

কর্ষাপণ—কার্ষাপণ দ্রঃ।

কর্ষী—চিত্তাকর্ষক ; আকর্ষক ; লাগামের যে লোহা ঘোড়ার মুখের মধ্যে থাকে।

কল—(যাহা চালাইলে শব্দ করে) যন্ত্র, সহজে বা কৌশলে কার্যসিদ্ধির উপায় (কাপড়ের কল, ময়দার কল) ; বন্দুকের ঘোড়া, যন্ত্রের চাবি

হাতল ইত্যাদি; কৌশল, ফিকির, ছল-ছুতা (কলেবলে; কল করা)। **কলকব্জা**—যন্ত্র ও তাহার আনুষঙ্গিক অংশ, বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র, machinery। **কলকারখানা**—যন্ত্র ও তাহার কারখানা। **কলকৌশল**—যন্ত্র ও তাহা চালাইবার কৌশল; চক্রান্ত। **কলঘর**—যন্ত্রাগার। **কলটেপা, কল-টিপিয়া দেওয়া**—গোপনে নির্দেশ দেওয়া বা সাবধান করিয়া দেওয়া। **কলকাঠি**—চাবিকাঠি, রহস্য ভেদের উপায়। **কলপাতা**—ফাঁদ পাতা। **কলবাড়ী**—কলঘর বা কারখানা। **কলের কাপড়**—বয়ন-যন্ত্রে প্রস্তুত (তাঁতে বোনা নয়) বহুল পরিমাণে উৎপন্ন কাপড়। **কলের গাড়ী**—ইঞ্জিন-চালিত গাড়ি। **কলের গান**—গ্রামোফোন। **কলের পুতুল**—কৌশল-চালিত পুতুল, সম্পূর্ণভাবে অপরের চালনার অধীন। **কলের মানুষ**—কৃত্রিম মানুষ; কলের পুতুল; যে সহজেই ভোল বদলায়। **কপিকল**—ভারোত্তলন যন্ত্র pulley। **কলে কৌশলে**—ভালমন্দ যে উপায়ে হউক। **ফাঁসকল**—পাখী ধরিবার সূতার বা তারের ফাঁদ। **হাঁসকল**—দরজার পাল্লা চৌকাঠের সঙ্গে ঝুলাইবার জন্য হুক বিশেষ, এই ব্যবস্থায় পাল্লা সহজেই খুলিয়া ফেলা যায়।

কল—অঙ্কুর, কোরক।

কল—(সং) অস্ফুট মধুর ধ্বনি (কলস্বন, কলকণ্ঠ, কলকল)। **কলকণ্ঠ**—সুস্বরযুক্ত কণ্ঠ; কলকণ্ঠ যাহার, কোকিল পারাবত হংস; সুভাষিত (কলকণ্ঠ কবি)। স্ত্রী কলকণ্ঠী। **কলকল**—জল পড়ার বা স্রোতের শব্দ, অবিরত প্রবাহিত (মৃদুতর ধ্বনিকে বলা হয় কুলকুল)। কলরব, কলরবপরায়ণ (লোক কলকল করছে, পেট কলকল করছে)। বি. কলকলানি। **কলকলানো**—কলকল শব্দ করা।

কলকাতা, কলকেতা—কলিকাতা।

কলকে—যাহাতে তামাক সাজিয়া তাহার পরে আগুন দিয়া ধুম পান করা হয়, চিলম, ছিলিম। **কলকে পায় না**—দশ জনের মজলিসে বা সমাজে সমমর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া গৃহীত হয় না; সম্মান বা আমল পায় না (তোমার মত লোক সেখানে কলকে পাবে না)।

কলকা—নকসাযুক্ত (কলকাপেড়ে ধুতি)।

কলঘোষ—মধুরকণ্ঠ, কলকণ্ঠ, কোকিল।

কলঙ্ক—(সং) দাগ, মরিচা, অপবাদ, বড় রকমের নিন্দা (কুলে কলঙ্ক দেওয়া)। **কুলের কলঙ্ক**—কুলের বিশেষ অপযশের হেতু; কুলের অযোগ্য। **কলঙ্ক ধরা, কলঙ্ক পড়া**—দাগ পড়া। **কলঙ্ক রটানো**—দোষ রটানো বা চরিত্রদোষ রটানো। **কলঙ্ককালিমা**—কালো দাগ; গভীর অপযশ। **কলঙ্ক-ভঞ্জন**—কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি লাভ, দোষ স্খালন। **কলঙ্কলাঞ্ছিত**—কলঙ্কের দ্বারা চিহ্নিত, বিশেষ অপযশের পাত্র। বিণ. কলঙ্কিত মলিন দূষিত, নিন্দিত। **কলঙ্কিনী**—অসতী-অপবাদযুক্তা। **কলঙ্কী**—নিন্দিত, চরিত্রহীনতা বিশ্বাসঘাতকতা কাপুরুষতা ইত্যাদির অপবাদগ্রস্ত।

কলগী—(আ: কলগা) বাজমুকুটের পালকযুক্ত চূড়া, তাহার অনুকরণে প্রস্তুত রত্নখচিত শিরোভূষণ, কিরীট tiara।

কলঞ্জ—তামাক, দোক্তা।

কলট—ঘরের চাল, thatch।

কলতানি—খুঁত, ফের, কলবানি।

কলত্র—(সং) ভার্যা, স্ত্রী নিতম্ব, দুর্গ। **কলত্রবান্**—সংস্ত্রীক।

কলধূত, কলধৌত—যাহার কল অর্থাৎ মল-ভাগ ধৌত হইয়াছে, স্বর্ণ, রৌপ্য।

কলধ্বনি—মধুর শব্দ, কলরব; কোকিল, কপোত, পারাবত।

কলনাদ—কলকল বা কুলকুল ধ্বনি। বিণ. কলনাদী। স্ত্রী. কলনাদিনী।

কলন্দর—(আঃ কলন্দর) একশ্রেণীর গৃহত্যাগী মুসলমান ফকীর।

কলপ—(আঃ কলফ) কেশের পাকা চুল কালো করিবার রং; ভাত চিড়া ইত্যাদির মাড় (কাপড়ে কলপ দেওয়া)।

কলবল—কোলাহল, বহু লোকের অস্পষ্ট কণ্ঠ-ধ্বনি। **কলবলে**—যে উদ্দীপনা বশতঃ কিছু বেশী কথা বলে। **কলবলানো**—কলবল শব্দ করা (ভাত কলবলাচ্ছে)। বি কলবলানি। **কলভাষণ**—শিশুর আধ-আধ বোল, আনন্দিত অর্ধস্ফুট কথা।

কলম—(আঃ ক'লম্) লেখনী ; নল, খাগড়া (পূর্বে নল বা খাগড়া তেরচা করিয়া কাটিয়া কলম তৈরী হইত এবং কলম বলিতে এরূপ খাগড়া-ই বুঝাইত) : কলমের মত কাটা গাছের ডাল যাহা অন্য চারার সহিত জোড় মিলাইয়া নূতন গাছ উৎপাদন করা হয় (ল্যাংড়ার কলম) ; লেখা, বিধান (বিধাতার কলম খণ্ডাবে কে ; খোদার কলম থাকে তবে হবে—সাধারণত বিবাহ সম্বন্ধে বলা হয়) ; ঝাড়বাতিতে ঝুলানো তেশিরা কাচের ফলক। **কলম কাটা**—তেরচা করিয়া কাটা কঞ্চি খাগড়া প্রভৃতি কলমের মত তেরচা করিয়া কাটা। **কলম চলা**—দ্রুত লিখন, লিখিবার শক্তি (তাহার কলম বেশ চলে)। **কলমজোর**, **কলমের জোর**—রচনা-শক্তি। **জোরকলম**—প্রতিভাসম্পন্ন রচনা। **কলম রদ করা**—সিদ্ধান্ত নাকচ করা। **এক কলম লেখা**—দু চার কথা লেখা। **কলমের খোঁচা**—লিখিত প্রতিকূল মন্তব্য। **কলমের চারা**—কলম করিয়া যে চারা তৈরি করা হইয়াছে। **কলমিয়া**, **কলমী**, **কলুমে**—কলম করিয়া তৈরি (কলমে নেবু)। **কলমচি**—লিপিকর, যে শুনিয়া লেখে, amanuensis। **কলমতরাস**—কলম কাটা ছোট ছুরি। **কলমদান**—কলম রাখিবার পাত্র, কলম ও দোয়াত দুইই যাহাতে রাখা হয়। **কলমপেশা**—কেরানীগিরি, লিখিয়া জীবিকা অর্জন। **কলমবন্ধ**—লিখিত (এজাহার কলমবন্ধ করা হইল)। **কলমবাজি**—লিপিকৌশল, লিপিসৌকর্য, লেখালেখি, কলমের যুদ্ধ। **কলমবাজ**—রচনাশক্তিযুক্ত, লিপিকুশল, লেখালেখিতে তৎপর।

কলমা, **কলেমা**, **কলিমা**—(আঃ কলমত্) শব্দ, উক্তি, বাণী, মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস-পরিজ্ঞাপক উক্তি (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহম্মদর্ রসুলুল্লাহ্—আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নাই মোহম্মদ আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ)। **কলমা পড়া**—কলমা উচ্চারণ করা ; কলমা উচ্চারণ করিয়া মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করা ; যথারীতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া (কথ্য)।

কলমী—শাক বিশেষ। **কলমীর ঝাড়**—কলমীর বহুবিস্তৃত শাখা-প্রশাখার মত বিস্তৃত বংশাবলি।

কলমুখরিত—কলগুঞ্জিত, অস্ফুট আনন্দময় ধ্বনিবিশিষ্ট (কলমুখরিত সেই সুন্দর পল্লীজীবন আর কি ফিরিয়া পাইব)।

কলম্ব—(সং) শাকের ডাঁটা ; বাণ, তীর (উড়িল কলম্ব-কুল অম্বর-প্রদেশে শন্‌শনে—মধু) কদম্বতরু ; কলমী শাক। **কলম্বিকা**, **কলম্বী**—(সং) কলমী শাক।

কলরব—(কর্মধারয়) অর্ধস্ফুট ধ্বনি, কাকলি (পাখীর কলরব) বহুজনের মিলিত ধ্বনি, কোলাহল (হাটের কলরব) ; চেঁচামেচি (দু'টি ফল তার যাচি মহাশয় এত তার কলরব —রবি)।

কলরোল—বহুজনের মিলিত শব্দ কোলাহল।

কলল—(সং) জরায়ু ; অতি-অবিকশিত ভ্রূণ।

কলশ, **কলস**—(জল ভরিবার কালে যাহাতে মধুর ধ্বনি হয়, অথবা জল যাহাতে খেলা করে) ঘড়া, কুম্ভ, মন্দির চৈত্য প্রভৃতির কলসাকৃতি চূড়া। **কলসী**,-**শী**,-**সি**,-**সী**—কলস, কুম্ভ। **কলসীপিঁড়ি**—কলসী রাখার মাটির ঈষৎ উঁচু বাঁধানো জায়গা।

কলস্বন, **কলস্বর**—কলকণ্ঠ, মধুর অস্ফুট রব-বিশিষ্ট অথবা মধুর অস্ফুট রব (কলস্বনা নদী, নদীর কলস্বন)। (বহুব্রী. কর্মধারয়)।

কলহ—(যাহা মধুর ধ্বনি বিনষ্ট করে—উপতৎ) ঝগড়া, বিবাদ, বাক্‌বিতণ্ডা (প্রণয়কলহ) ; যুদ্ধ, লাঠালাঠি। **কলহপ্রিয়**—ঝগড়াটে।

কলহংস—(মনোরম শব্দকারী) বালিহাঁস ; রাজহাঁস।

কলহকার, **কলহকারী**—যে কলহ বিবাদ করে, ঝগড়াটে। স্ত্রী কলহকারিণী। **কলহপ্রিয়**—কলহ করা যাহার স্বভাব, নারদ-মুনি। **কলহান্তরিতা**—কলহ করিয়া যে নায়িকা নায়ককে পরিত্যাগ করিয়া দূরে যায় ও পরে অনুতাপ করে।

কলহাস, **কলহাস্য**—(কর্মধারয়) কিঞ্চিৎ উচ্চ শ্রুতিসুখকর হাস্য। **কলহাসিনী**—কলহাস্যপরায়ণা।

কলা—চন্দ্রের ষোড়শভাগ (ষোলকলা ; শশি-কলা) ; কালপরিমাণবিশেষ ; নৃত্য গীতাদি চৌষট্টিকলা (গীত, বাদ্য, নৃত্য, নাট্য, শয়ন-

রচনা, প্রসাধন, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা, দেশের কথ্যভাষাজ্ঞান, ম্লেচ্ছভাষাজ্ঞান, শ্লোকরচনা, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি) ; (বর্তমানে কলা বলিতে সাধারণত চারুশিল্প বুঝায়, যথা—নৃত্যগীত চিত্রবিদ্যা প্রসাধন ইত্যাদি)। **কলাকুশল কলাবিদ**—বিভিন্ন কলায় পারদর্শী। **কলা-পরিষদ্**—সুকুমার শিল্পের উন্নতি বিধায়ক পরিষদ। **কলাবিদ্যা**—সুকুমার শিল্পকলা বিষয়ে দক্ষতা। **কলাভবন**—চিত্র নাট্য সঙ্গীতাদি চর্চার ভবন বা আয়তন। **কাব্যকলা**—কাব্যবিদ্যা, কাব্য-রচনার কৌশল বা কাব্যের সমঝদারি, poetic art, poetry। **কারু-কলা**—কারুশিল্প, যে সব শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষের শ্রমলাঘব বা সুখবৃদ্ধি; যন্ত্রশিল্প industrial art, mechanical art। **চিত্রকলা**—চিত্রবিদ্যা। **ললিতকলা**—সুকুমার কলা, যে কলার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য, আনন্দবৃদ্ধি বা মানুষের মনোরঞ্জন।

কলা—মন ভুলানো চাতুরী (কত কলাই জান) ; (ছলাকলা—চাতুরী)।

কলা—কদলী plantain, banana (কলা অনেক রকমের—মর্তমান, কাঁঠালী, চিনিচাঁপা মদনা, সিঙ্গাপুরী ইত্যাদি)। **কলা করবে**—কিছুই করতে পারবে না, অবজ্ঞায় উক্ত। **কলা খাও**—ফাঁকিতে পড়। **কলাখেকো**—বানরের প্রকৃতির। **কলা দেখানো**—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন, গ্রাহ্য মাত্র না করা, ফাঁকি দেওয়া। **কলাপোড়া খাও**—অতিশয় নির্বুদ্ধিতা দেখানোর জন্য গালি। **কলার ফুল**—মোচা। **কালার কাঁদি**—কলাগাছের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসা কলার গুচ্ছযুক্ত বৃন্ত। **কলার ছড়া**—কাঁদিতে সংলগ্ন থাকে থাকে সজ্জিত কদলীগুচ্ছ। **কলার বা'ল**—কলার গোটা পাতা। **কলার তেউড়, কলার তেড়**—কলার গাছ হইতে যে চারা বাহির হয়।

কলাই—(আঃ কলা') তামা পিতল প্রভৃতির পাত্রে রাং-আদি গলাইয়া যে পাতলা রং দেওয়া হয়। **কলাই করা**—ঐরূপ প্রলেপ লাগানো। **কলাইকর, কলাইগর**—যে কলাই করে।

কলাই—কলায়, মটর, কড়াই, মাষকলাই।

কলানো—অঙ্কুরিত হওয়া, গজানো।

কলানাথ, কলানিধি—চন্দ্র।

কলাপ—(সং) সমূহ; সংহতি; গুচ্ছ (কেশ-কলাপ), ময়ূরের পুচ্ছ (কলাপী) ; সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণ; চন্দ্রহার, অলঙ্কার। **কলা-পক**—হস্তীর গলরজ্জু। **কলাপী**—ময়ূর। স্ত্রী. কলাপিনী।

কলাপুঁকী—কলার তেউড়, কলার চারা। **কলার পেটো**—কলা গাছের খোলা।

কলাবউ—(কলাবধূ দ্রঃ) দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আবৃত অতি লজ্জাশীলা বধূ।

কলাবৎ—কালোয়াত: সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে অভিজ্ঞ। স্ত্রী. **কলাবতী**—নৃত্য, গীতাদি বিদ্যায় পারদর্শিনী, রসিকা, মোহিনী।

কলাবধূ—নবপত্রিকারূপিণী নবদুর্গা, ইহাকে বস্ত্রালঙ্কার অবগুণ্ঠন সিন্দুর ইত্যাদিতে ভূষিত করা হয়, যেন নববধূ গৃহে প্রবেশ করিতেছে। ইহা হইতে, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাশীলা নারীকে কলাবউ বা কলাবধূ বলিয়া বিদ্রূপ করা হয়।

কলাবান্—ললিত কলায় অভিজ্ঞ।

কলাবাসনা—কলাগাছের শুকনা খোলা।

কলাভৃৎ—যে কলা ধারণ করে, চন্দ্র; শিল্পী।

কলায়—কলাই (কলায় দাল)।

কলার—(ইং Collar) অল্প চওড়া গলবেষ্টনী, ইস্ত্রি করিলে সাধারণত খুব শক্ত হয়, 'কামিজে'র সহিত যুক্ত করিয়া পরা হয়।

কলালাপ—যে মধুর আলাপ করে, মিষ্টালাপী; ভ্রমর, মিষ্ট কথা। (উপতং; কলধারায়)।

কলি,-লী—(সং) ফুলের কলি, কুঁড়ি, কলিকা, কোরক; বৈষ্ণবদের কলির আকারের তিলক (রসকলি); গানের পদ, হুঁকার কলির আকারের খোল (কলি হুঁকা) ; কলির আকারে কাটা জামায় লাগানো টুকরা (কলিদার পাঞ্জাবি বা কোর্তা)। **কমলকলি**—পদ্মের কলি, অফোটা পদ্ম। **কলিকেটে চুল বাঁধা**—দুই পাশের চুল চূড়া করিয়া মাথার উপরে বাঁধা।

কলি (ইং alkali; কলিচুন) চুনকাম (কলি ফেরানো; কলি ধরানো)। **কলিচুন**—ঝিনুক, শামুকের খোল প্রভৃতি পোড়াইয়া প্রস্তুত চুন।

কলি—পুরাণবর্ণিত চতুর্থ যুগ (কলিযুগ, কলি-কাল, যে যুগে মানুষের ধর্মবোধ দুর্বল, পাপমতি

প্রবল)। **এইত কলির সন্ধ্যা**—কলিযুগের মাত্র সূচনা, ভবিষ্যতে আরও অনর্থপাত হইবার সম্ভাবনা। **ঘোরকলি**—ঘোর অধর্মের যুগ।

কলিকা—কলি, কোরক, অফোটা ফুল; হুঁকার কলিকা, কলকে।

কলিকাতা—স্বনামপ্রসিদ্ধ নগরী, ইহার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকের ধারণা কালীঘাটের নাম হইতে ইহার উৎপত্তি, কাহারও কাহারও মতে ইহা কলির (কলিচুনের) ও কাতার (নারিকেলের দড়ির) আড়ত ছিল বলিয়া এই নাম, ইহা ছাড়া আরও বহু মত আছে।

কলিঙ্গ—উৎকল বা উড়িষ্যা; কলিঙ্গদেশবাসী। শিরীষ বৃক্ষ। বিণ. **কালিঙ্গ**—কলিঙ্গদেশ জাত; কলিঙ্গরাজ।

কলিজা, কলজে—(হিঃ) যকৃৎ, liver; হৃদয়, হৃৎপিণ্ড (**কলজে-ছেঁড়া ধন**—যাহার জন্য অসীম দুঃখকষ্ট সহিতে মানুষ রাজি, সন্তান; **কলিজার টুকরা**—অতি আদরের, অতি স্নেহের); বুক, সাহস (কলিজার জোর)। **কলজে-পুরু লোক**—হিম্মতওয়ালা; যে মন ধরিয়া অপরকে দিতে পারে। **ছোট কলিজা**—নীচাশয়তা, ছোট মন।

কলিঞ্জ—দর্মা, মাদুর; তৃণাদিনির্মিত আসন।

কলিত—গণিত, গৃহীত, ধৃত, পরিহিত (কণ্ঠে কলিত মালা)।

কলিযুগ—হিন্দুপুরাণ মতে চতুর্থ যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই যুগের ধর্ম একপাদ ও পাপ ত্রিপাদ)।

কলু—যাহারা ঘানিতে তৈল প্রস্তুত করে, তৈলকার জাতি। **কলুর বলদ**—কলুর বলদের মত পরিশ্রমী ও স্বাতন্ত্র্যহীন। স্ত্রী. কলুনী।

কলুই—কলাই, মাষকলাই (প্রাদেশিক)।

কলুখ—(ফাঃ কলুখ) শুকনা মাটির ঢিল, মলমূত্রত্যাগের পর ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করিয়া মূত্র ত্যাগের পর ব্যবহৃত হয়, যাহাতে মূত্র ভাল ভাবে শোষিত হইতে পারে। **কলুখ করা**—ঐরূপ শুকনা ঢিল ব্যবহার করা (শুদ্ধাচারের লক্ষণ)। (প্রাঃ—কুলুক, কুলুফ)।

কলুষ—(সং) পাপ, অধর্ম, মলিনতা; পাপযুক্ত, আবিল (**কলুষাত্মা—কিন্তু বাংলায় সাধারণত** বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় না)। বিণ. কলুষিত—দূষিত; palluted।

কলেজ—(ইং college) উচ্চ শিক্ষার স্থান, মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তী উর্ধ্বতন প্রতিষ্ঠান; দর্শন, বিজ্ঞান, কালাবিদ্যা ইত্যাদি যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়।

কলেবর—(অলুক্) দেহ, শরীর (বিপুল-কলেবর)।

কলেরা—(ইং cholera) ভেদবমি, ওলাওঠা।

কল্ক—(সং) পাপ, ময়লা, কাইট, খইল।

কল্কা—(কলগীর অনুকরণে রচিত) নক্সা, নক্সা-করা (কল্কা কাটা, কল্কাদার, কল্কাপেড়ে)।

কল্কি,-ল্কী—বিষ্ণুর দশম বা শেষ অবতার, ইনি ম্লেচ্ছ নিধনার্থ অবিভূর্ত হইবেন। **কল্কিপুরাণ**—যে পুরাণে কল্কির ভবিষৎ কার্যাবলির কথা লিপিবদ্ধ আছে।

কল্‌গা, কল্‌গী—কলগী দ্রঃ।

কল্‌তানি—কলতানি দ্রঃ।

কল্প—(সং) বেদাঙ্গ শাস্ত্র-বিশেষ (শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ); ব্রহ্মার একদিন ও একরাত (৪৩২,০০,০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার একদিন এবং ঐ পরিমাণ বৎসরে এক রাত্রি হয়); সদৃশ (মৃতকল্প, পিতৃকল্প, অমৃতকল্প); ব্রতানুষ্ঠান (কল্পবাস—প্রয়াগে তিন নদীর সঙ্গমে বিধিপূর্বক বাস); সঙ্কল্প, অভিপ্রায়। **কল্পতরু**—কল্পবৃক্ষ, যাহার নিকট প্রার্থনা করিলে অভীষ্ট লাভ হয়; অতিশয় দাতা। **কল্পলতা**—ঐরূপ অভীষ্ট প্রদায়িনী লতা। **কল্পলোক**—কল্পনার জগৎ, imaginary world।

কল্পক—কল্পনাকারী, পরিকল্পয়িতা, রচয়িতা; নাপিত।

কল্পন—নির্মাণ, উদ্ভাবনা।

কল্পনা—যাহার বাস্তব সত্তা নাই মনে মনে তাহার সৃষ্টি অথবা বাস্তবে যাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে মনে তাহার পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি, fancy, imagination (কবিকল্পনা, রূপকল্পনা, কষ্টকল্পনা); অলীক, মনগড়া (বাস্তব নয়, কল্পনা)। **কল্পনাপ্রবণ, কল্পনাপ্রিয়**—যে কল্পনা করিতে ভালবাসে। **কবিকল্পনা**—কবির ধ্যান-শক্তি বা অনুভব-শক্তি যাহার ফলে কবি বাস্তবের মত নরনারী অথবা ঘটনা সৃষ্টি করিতে পারেন, poetic imagination; অসার কল্পনা,

fancy (ওসব কবিকল্পনা)। **কল্পনা-শক্তি**—উদ্ভাবনী শক্তি। বিণ. কল্পিত।

কল্পান্ত—প্রলয়কাল। **কল্পান্তস্থায়ী**—প্রলয়কাল পর্যন্ত স্থায়ী, অবিনশ্বর।

কল্পিত—উদ্ভাবিত, মনগড়া, আরোপিত। কল্পনা দ্রঃ। **কল্পী**—কল্পনাকারী, উদ্ভাবয়িতা;

কল্মষ—(সং) কলুষ, পাপ, মালিন্য, দোষ; পাপী, মলিন, দোষযুক্ত।

কল্মা, কল্‌মা—কলমা দ্রঃ।

কল্য—(সং) কাল আগামীকল্য, to-morrow; গতকল্য, yesterday। **কল্য-কার**—গতদিনের।

কল্য—(সং) মঙ্গলকর, স্বাস্থ্যপ্রদ, মধু, মদ্য, প্রত্যুষ; বোবা। **কল্যত্ব**—স্বাস্থ্য, নিরাময়তা। **কল্যবর্ত**—প্রাতরাশ, breakfast।

কল্যাণ—[কল্য—অণ (হওয়া)+অল্] শুভ, কুশল, পুণ্য, সমৃদ্ধি; সৌভাগ্য (তোমার কল্যাণ হোক); শুভকর, সৌভাগ্যকর, পবিত্র, পুণ্য (কল্যাণী মতি); রাগিণী বিশেষ (ইমন-কল্যাণ)। **কল্যাণকর**—শুভকর, হিতকর। **কল্যাণবর-বরেষু, কল্যাণীয়-নীয়েষু**—বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহাস্পদ বা অনুগতজনকে পত্রে সম্বোধন। ঐ শ্রেণীর স্ত্রী—**কল্যাণীয়া, কল্যাণীয়াসু**। **কল্যাণময়, কল্যাণরূপ**—মঙ্গলময়। স্ত্রী কল্যাণময়ী। **কল্যাণযোগ**—কল্যাণকর যোগ, জ্যোতিষে যোগ বিশেষ। **কল্যাণালয়, কল্যাণাস্পদ**—কল্যাণভাজন, স্নেহাস্পদের প্রতি পত্রে সম্বোধন (কল্যাণাস্পদেষু, কল্যাণাস্পদাসু)।

কল্যাণী—কল্যাণযুক্তা, কল্যাণময়ী (পত্রে কল্যাণীয়াসু)।

কল্লা—(ফাঃ ক'লা) মাথা, মুণ্ড (ফাসির কল্লা মোল্লার প্রাপ্য)। **মাছের কল্লা**—মাছের মুড়া।

কল্লা—(সং, কলহী) ঝগড়াটে, কুঁদলে, দুষ্ট; চক্রান্তকারী (কল্লা লোক; কল্লা বেটা)।

কল্লোল—(যে অব্যক্ত শব্দ করে) কলরব, কোলাহল (জনকল্লোল); জলস্রোতের কলকল রব (জলকল্লোল)। বিণ কল্লোলিত। **কল্লোলিনী**—কলধ্বনিবিশিষ্টা, তরঙ্গযুক্তা (নদী)।

ষ—ঠোঁটের প্রান্ত (কশ দিয়া পানের পিক গড়াইতেছে)।

কশা—(সং) চাবুক (কশাঘাত)। **কশানো**—চাবুক মারা। **কশার্হ**—কশাঘাতের যোগ্য।

কশাড়—কাশ।

কশি—রেখা (কশিদার)। **কশিটানা**—রেখা টানা; কশিদার।

কশিদা—(ফাঃ কশীদা) কাপড়ে তোলা রেশম বা সুতার ফুল।

কশুর—(আঃ ক'সু'র) অপরাধ, ত্রুটি (কশুর মাফ হোক)। কসুর দ্রঃ।

কশুর, কুশুর কুশোর কুশাইর—(প্রাদেশিক) ইক্ষু, আখ।

কশেরু,-সেরু,-সেরু—মেরুদণ্ড। **কশেরুক**—মেরুদণ্ডবিশিষ্ট; মেরুদণ্ড।

কষ—(সং কষায়) কষায় রস, ফল ও গাছ হইতে নির্গত রস (আমের কষ, গাবের কষ, কলাগাছের কষ); চামড়া পাকাইবার কষায় রস বিশেষ, tannin; গালের প্রান্ত (কষ দিয়ে পানের পিক পড়ছে)। **কষধরা, কষলাগা**—দাগ লাগা।

কষ—(সং) কষ্টিপাথর যাহার উপরে সোনা কষিয়া মূল্য নিরূপণ করা হয়।

কষকষানো—গসগস করা, ক্রোধে বা প্রতি-হিংসায় অস্থির হওয়া, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করা।

কষণ—কষ্টিপাথরে কষিয়া সোনা পরীক্ষা করা, চামড়ায় কষ দিয়া পাকা করা, tanning। বিণ. কষিত।

কষা—কষায়রসযুক্ত।

কষা—কষ্টিপাথরে সোনা ঘষিয়া তার পরীক্ষা করা বা মূল্য নিরূপণ করা; ধার্য করা (দর কষা); অঙ্কপাত করা (আঁক কষা, গুণ কষা, মোট কষা—ঠিক দেওয়া); টানা, টানিয়া বাঁধা (কষে বাঁধা); টানধরা, রুক্ষ হওয়া (শরীর কষে গেছে); কোষ্ঠকাঠিন্য (কষা হয়েছে); আক্রা (বাজার বড় কষা); সাঁতলানো, রস মারা (মাংস কষা, মসলা কষা; কষা মাংস—সাঁতলানো ঝোলহীন বা সুরুয়াহীন মাংস); কৃপণ (হাতকষা, কষালোক)। **কোমর কষা**—কোমর বাঁধা, প্রস্তুত হওয়া। **কষে কাজ করা**—খুব মনোযোগ দিয়া কাজ করা, খুব পরিশ্রম করা। **কষে খাওয়া**—যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া; (এইরূপ—কষে মার টান,

কষে তাস খেলা)। **কষে ধরা**—আঁট হওয়া, টানিয়া ধরা (জামা কষে ধ'রেছে)।

কষায়—কটুরস, কষো ; রক্তপীত, বাদামী (কষায় বসন)।

কাষায়িত—ঈষৎ রঞ্জিত, রক্তপীতবর্ণযুক্ত, রঙের ছোপ মাখা (রোষকষায়িত নেত্রে)।

কষি—দীর্ঘ সরলরেখা (কষিটানা); কাঁচা আমের আঁটি (কষি- কষি আম—কচি আম, যাহার আঁটি সবেমাত্র দেখা দিয়াছে)।

কষিত—কষ্টিপাথরে যাচাই করা, মূল্যবান। **কষিত কাঞ্চন**—বহুমূল্য, মনোজ্ঞ, যাহার সাধুতা বা গুণপনা পরীক্ষিত হইয়াছে।

কষ্ট—(কষ্+ক্ত) দুঃখ, ক্লেশ (কষ্টসাধ্য, কষ্টসহিষ্ণু); যন্ত্রণা ; অনটন (ব্যাধির কষ্ট : কষ্টের সংসার); শ্রম (কষ্টার্জিত ; **কষ্ট-কল্পনা**—স্বাভাবিক নহে কিছু অস্বাভাবিক কল্পনা farfetched)। বিণ. কষ্টকল্পিত। **কষ্টলভ্য**—দুর্লভ। **কষ্টসহ,-সহিষ্ণু**—দুঃখকষ্টে যে কাতর নয়, দুঃখকষ্টে অভ্যস্ত। **কষ্টস্থান**--ক্লেশকর স্থান। **কষ্ট করা**—দুঃখ স্বীকার করা, অসুবিধা সহ্য করা (আমার এখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কষ্ট করা বইত নয়)। **কষ্টের সংসার**--টানাটানির সংসার। **কষ্টজীবী**—যে কষ্টে জীবিকা উপার্জন করে।

কষ্টি, কষ্টিপাথর—মসৃণ কৃষ্ণপ্রস্তর, যাহার উপরে সোনা কিম্বা রূপা ঘষিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করা হয়।

কষ্টেসৃষ্টে - অতিকষ্টে, কায়ক্লেশে।

কস—কশ, কষ দ্রঃ।

কসটি, কস্টি—(হি কসৌটা) কষ্টিপাথর।

কসবা—(আঃ ক'স্'বা) সমৃদ্ধ বসতি ; ভদ্রপল্লী ; শহর।

কসবী—(আঃ কসব্--ব্যবসায়, বেশ্যাবৃত্তি) বেশ্যা।

কসম—(আঃ ক'সম্) শপথ, দিব্য, কিরা (খোদার কসম)। **কসম খাওয়া**—শপথ করা (কসম খেয়ে বলতে পার)।

কসরৎ—(আঃ কথ্'রৎ) শরীর পুষ্ট ও গঠিত করিবার নিমিত্ত ব্যায়াম ; প্রয়াস, প্রতিকূল অবস্থার সহিত যোঝাবুঝি (এর জন্য অনেক কসরৎ করতে হয়েছে); পরিশ্রমকর অভ্যাস, কষ্টসাধ্য কৌশল (গলার কসরৎ। **কথার কসরৎ**—বাক্চাতুর্য।

কসা—কষা দ্রঃ।

কসাই—(আঃ ক'স'াব়) যে গবাদি পশু হত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করে (গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই—কবিকঙ্কণ), শৌনিক butcher ; নির্মম, অতিশয় স্বার্থপর, অপরের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন (বরের বাপ ত কসাই)। **কসাইখানা**—গবাদিবধের স্থান। **কসাইয়ের কাজ**—কসাই এর ব্যবসায় ; অতি নির্মমের মত আচরণ।

কসাড়—কাস প্রভৃতি দীর্ঘ তৃণাদির ঝোপ-জঙ্গল।

কষিদ—কাসিদ দ্রঃ।

কসুর—(আঃ ক'স্'র) অপরাধ, ত্রুটি (কসুর হ'য়েছে মাফ কর), কমতি, অবহেলা (তার যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে আদৌ কসুর করা হয় নাই ; কিসে লোকটা জব্দ হয় সেদিকে মনোযোগ দিতে কসুর করনি দেখছি)। **কসুর-কাটা**—দেরীতে উপস্থিত হওয়া প্রভৃতির জন্য বেতন কাটা। **কসুর নাই কামাইও নাই**—ত্রুটিহীন নিরবচ্ছিন্ন কাজ (শ্রমিকদের দেরীতে আসা প্রভৃতির জন্য কোনরূপ বেতন কাটা হয় না, শ্রমিকরাও কামাই করে না—এই অর্থ কি ?)।

কস্ত—(আঃ কথ'রৎ) ব্যায়াম, কষ্টকর ও কৌশলময় অভ্যাস, কসরৎ।

কস্তা—(সং কষায়িত) লাল রংএর। **কস্তা পেড়ে**—চওড়া লালপেড়ে।

কস্তাকস্তি—(হিঃ কুস্তম কুস্তা—কুস্তি লড়ার ভাব) ধ্বস্তাধ্বস্তি বোঝাপড়া (কাপড়ওয়ালার সহিত অনেক কস্তাকস্তি করিয়া ধুতির দাম আট আনা কমাইতে পারিয়াছি)।

কস্তী—অগ্নি-উপাসকদিগের যজ্ঞোপবীত, এই উপবীত তাহাদের পুরোহিতদের কোমরে থাকে।

কস্তুরা—কস্তুরী মৃগ ; শুক্তি, যাহাতে মুক্তা জন্মে ; ওষধি বিশেষ, পোর্টব্লেয়ার দ্বীপের পাহাড়ে জন্মে, দেখিতে খড়ির মত ; নৌকার বা জাহাজের তক্তার জোড়।

কস্তুরিকা, কস্তূরিকা, কস্তুরী, কস্তূরী—(সং যাহার গন্ধ দূরে গমন করে) মৃগনাভি, musk, একজাতীয় হরিণের নাভির নিকটস্থ

চামড়ার থলিতে থাকে। (তিন প্রকার কস্তুরী দেখিতে পাওয়া যায়; কামরূপ ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষ্ণবর্ণ মৃগনাভি শ্রেষ্ঠ, নেপালের কপিল-বর্ণ মৃগনাভি মধ্যম, কাশ্মীরের পিঙ্গল বর্ণের মৃগনাভি অধম—এই বিশেষজ্ঞদের মত)। **কস্তুরী মল্লিকা**—কস্তুরীর মত গন্ধযুক্ত মল্লিকা ফুল। **কস্তুরিকা মৃগ, কস্তুরী মৃগ**—যে হরিণের নাভিতে কস্তুরী জন্মে, musk deer

কস্মিন্‌কালে—কোন কালে, কখনও (কস্মিন কালেও হইবার নয়—অধিক জোর বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়)।

কস্য—কাহার (কাকস্য পরিবেদনা); (দলিলে) অমুকের (কস্য কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে।

কহ—বল, বর্ণনা কর, উত্তর দাও (কবিতায় ব্যবহৃত): (মৈথিলী) বলে।

কহই—(মৈথিলী) বলে; বলিতে। **কহইতে**—বলিতে।

কহত—কহ। **কহতহি**—বলিবামাত্র।

কহতব্য—কহিবার যোগ্য। **কহতব্য নয়**—বলিবার অযোগ্য, বর্ণনাতীত। (সাধারণতঃ মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়)।

কহন—কহতব্য, বলিবার।

কহব—বলিব ('কি কহব রে সখি আনন্দ ওর')। **কহবি**—বলিবি। (বৈষ্ণব সাহিত্যে)

কহর—(আঃ ক'হ্‌র্) প্রাকৃতিক উৎপাত, জুলুম, বিপদ। **কহর পড়া**—দুর্ভিক্ষাদি প্রাকৃতিক উপদ্রব ঘটা।

কহল—কহিল। **কহলি**—কহিলি। **কহলু, কহলুঁ**—কহিলাম। (ব্রজবুলি)।

কহসি—বলে, কহিতেছে। (ব্রজবুলি)।

কহা—উক্তি; বলা, প্রকাশ করা। **কহানো**—বলানো, বলিতে বাধ্য করা। (বর্ত্তমানে 'কহার' পরিবর্তে 'বলা' ব্যবহৃত হয়)।

কহায়সি, কহাওসি—(মৈথিলী) বলাও।

কহিয়ে—বাক্‌পটু, যাহার মুখে কথা আটকায় না। **কহিয়ে-বলিয়ে, কইয়ে বলিয়ে**—যাহার বলিবার কহিবার ক্ষমতা আছে।

কহ্লার—শ্বেত পদ্ম (কুমুদ-কহ্লার); সুঁদী।

কাই—(সং ক্বাথ) মণ্ড, লেই, আঠা। **আটা কাই করা**—গরম জলে আটা গুলিয়া রুটি তৈরির যোগ্য করা।

কাইট—(সং কিট্ট) মলা, যাহা ঘন হইয়া জমিয়াছে। **তেলের কাইট**—তেলের নীচে জমা মলা। (**তেলকিটে, তেলচিটে**—তেলে ও ময়লায় জড়ানো)।

কাইত, কাত—পার্শ্বভাগে ভর দিয়া শায়িত (বিপরীত চিৎ বা উপুড়); আড় (কাত করিয়া রাখা: বিছানায় কাত হওয়া)। **কাত করে দেওয়া**—ফেলিয়া দেওয়া, পরাজিত করা। **কুপোকাত**—তেলের কুপো কাত হইয়া পড়িলে সব তেল পড়িয়া যায়, কাজেই কুপোকাতের অর্থ পর্যুদস্ত, পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত)। **গাং কাত**—গাং দ্রঃ। **বিছানায় কাত হওয়া**—বিছানায় গা দেওয়া, কিন্তু পুরোপুরি আরাম করিয়া শোওয়া নয়।

কাইতি—(হিঃ কায়থী) লিপিবিশেষ (বিহারে প্রচলিত)।

কাইয়া, কাইয়াঁ, কেঁইয়াঁ, কেয়ে, কেঁয়ে—ধূর্ত; মাড়োয়ারী বণিক; কৃপণ।

কাইল—আগামী বা গত কাল (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)

কাউ, কাউয়া—কাক। (প্রাদেশিক)

কাউকে—কাহাকেও।

কাউঠা—(সং কমঠ) কচ্ছপ (পূর্ববঙ্গে)।

কাউন, কাউনি—কাউন ধান।

কাউর—চর্মরোগবিশেষ, eczema।

কাএদা—কায়দা দ্রঃ

কাওয়াজ—(আঃ ক'বায়ে'দ=নিয়ম, ড্রিল) যুদ্ধকৌশল শিক্ষা, বন্দুকাদির ব্যবহার শিক্ষা।

কাওয়ালী—(আঃ ক'ব্বালী) সুফী সম্প্রদায়ের ভজন বিশেষ, ঐ ভজনের সুর ও তাল; বাদ্যের তাল বিশেষ। **কাওয়াল**—যে কাওয়ালী গান করে; হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ।

কাওরা—(সং কিরাত) হিন্দু জাতি বিশেষ, শিবিকাবহন ইহাদের জীবিকা। কোন কোন অঞ্চলে ইহাদিগকে বুনো বলে।

কাংস, কাংস্য, কাংস্যক—কাঁসা, তামা ও রাঙ্‌এর মিশ্রণ; কাঁসার বাসন; কাঁসী (বাদ্য বস্ত্র)। **কাংস্যকার**—কাঁসারী; যে কাঁসার বাসনাদি তৈয়ার করে।

কাংস্য মাক্ষিক, কাংস্যমুখী—লৌহ ও গন্ধক যোগে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্য, mineral iron pyrites (ইহা দেখিতে কাঁসার মত)।

কাঁই, কাঁইবীচি—তেঁতুলের বীচি (কাঁই অর্থাৎ আঠা তৈরি করিবার বীচি)।

কাঁইমাই, কেঁই-মেই—অস্পষ্ট দুর্বোধ্য অনুনাসিকউচ্চারণবহুল ভাষা (বিদেশীয় ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক উক্তি)।

কাঁউ, কাঁউর, কাঁউরূপ—কামরূপ।

কাঁওল, কাওল, কামল—কামলা, পাণ্ডুরোগ jaundice.

কাঁক—(সং কঙ্ক) বকের মত দেখিতে পক্ষীবিশেষ গলা ঠোঁট ও পা লম্বা, কাঁক-কাঁক শব্দ করে, ইহারা মাছ খায়।

কাঁক, কাঁখ—(সং কক্ষ) কক্ষ, কাকাল (কাঁখের কলসী; কোলে কাঁখে করে মানুষ করা)। **কাঁকবিড়ালী,-বিরালী,-বেরালী**—বগলের ফোঁড়া।

কাঁকই, কাঁকুই—(সং কঙ্কতিকা; হিঃ কাঙ্গী) চিরুণী; মোটা চিরুণী।

কাঁকড়া—(সং কর্কট) কর্কট। **কাঁকড়া বিছা**—কাঁকড়ার আকৃতির বিছা, scorpion, ইহার হুল অতিশয় বিষাক্ত। **কাঁকড়ামাটি**—কাঁকড়ার তোলা মাটি।

কাঁকড়ি, কাকড়ী—কাঁকুড় জাতীয় ফল বিশেষ।

কাঁকন—কঙ্কন, হাতের অলঙ্কার (কেন বাজাও কাঁকন চলভরে—রবি)।

কাঁকর—(সং কর্কর, হিঃ কঙ্কর) ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড; তবলা প্রভৃতি যন্ত্রের চর্মরজ্জু বা চামড়ার দল। **কাঁকরিয়া, কাঁকুরে**—কঙ্করমিশ্রিত।

কাঁকরোল—(সং কর্কোটক) গায়ে বহু কাঁটাযুক্ত ক্ষুদ্র ফল বিশেষ।

কাঁকলা—(সং কক্কোল) গন্ধদ্রব্য বিশেষ।

কাঁকলাস, কাকলাস—(সং কৃকলাস—যে মাথা কাঁপায়) সুপরিচিত সরীসৃপ; গিরগিটি। **কাঁকলাস-মূর্তি**—কৃশ ও দীর্ঘ মূর্তি।

কাঁকাল, কাঁকালি,-লী—(সং কঙ্কাল) কোমর, কটি, কাঁক।

কাঁকুড়—ফুটি। **বারহাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি**—টেনে-বুনে ব্যাখ্যা, অসম্ভব হাস্যকর ব্যাখ্যা বা উপাখ্যান।

কাঁচ—(সং কাচ) কাচ, বালি, ক্ষার ইত্যাদি হইতে তৈরি, glass; উজ্জ্বল কিন্তু অসার (কাঞ্চনের বিনিময়ে কাঁচ লইলাম)।

কাঁচ-কড়া—কাছিমের খোলা, tortoise-shell, তিমি মাছের দন্তসংলগ্ন কোমল অস্থি, whale-bone; রবার হইতে প্রস্তুত দ্রব্যবিশেষ, vulcanite।

কাঁচ-কলা—তরকারীর কলা বিশেষ, আনাজি কলা; অবজ্ঞাসূচক উক্তি (কাঁচকলা করবে—কচু করবে)।

কাঁচড়া—বন্য শাক বিশেষ।

কাঁচপোকা—কীট বিশেষ, ইহার পশ্চাদ্ভাগ নীল কাঁচের মত উজ্জ্বল, এই অংশ দিয়া মেয়েদের কপালের টিপ তৈরি হয়।

কাঁচল,-লি, কাঁচুলি,-লী—(সং কঞ্চুলি,-লিকা) স্ত্রীলোকের বুকের আবরণ, bodice।

কাঁচা—(হিঃ কচ্চা) অপক্ক (কাঁচাফল); অস্থায়ী (কাচা সেলাই, কাঁচা পাকের সুতা, কাঁচা পাতা, কাঁচা রং); মাটির তৈরি বা মাটির গাঁথনি অর্থাৎ ইষ্টক-নির্মিত বা সুর্কির গাঁথনি নহে (কাঁচা ঘর, কাঁচা গাঁথনি); অনভিজ্ঞ, অদূরদর্শী, অপরিপক্ক (কাঁচা লোক, কাঁচা বুদ্ধি, কাঁচা ছেলে); কোমল, কচি, তরুণ (কাঁচা বয়স, কাঁচা ছেলে); পশ্চাৎপদ, অপূর্ণ, মাপে কম (অঙ্কে কাঁচা, কাঁচা সের); অদগ্ধ আপোড়া (কাঁচা কাঁচ, কাঁচা ইট); অসিদ্ধ (কাঁচা দুধ, কাঁচা তরকারি); চিত্তাকর্ষক ও উজ্জ্বল (কাঁচা সোনা, কাঁচা লাবণি)। **কাঁচা কথা**—খেলো কথা, আলাপ আলোচনার প্রথম অবস্থা। **কাঁচা কলা**—আনাজি কলা। **কাঁচা-কাঁচা**—কাঁচা অবস্থায়। **কাঁচা-ঘুম**—ঘুমের প্রথম অবস্থা; যে অবস্থায় ঘুম ভাঙ্গিলে বিশেষ অস্বস্তিবোধ হয়। **কাঁচা জল**—শীতল জল, অসিদ্ধ জল। **কাঁচা টাকা**—নগদ টাকা। **কাঁচাটিয়া, কাঁচাটে**—কাঁচা-কাঁচা, প্রায় কাঁচা। **নাক দিয়া কাঁচা জল ঝরা**—সর্দির প্রথম তরল অবস্থার শ্লেষ্মা। **কাঁচা পয়সা**—সদ্য-উপার্জিত প্রচুর ও কতকটা অনায়াসলব্ধ টাকা-পয়সা। **কাঁচাবাড়ী**—মেটে বাড়ী; খড়ের চালের ও দর্মার বেড়ার বাড়ী। **কাঁচা মাল**—কৃষিজাত, অথবা স্বাভাবিক অবস্থার পণ্যদ্রব্য, কল-কারখানায় উৎপন্ন বা সংস্কৃত নহে। **কাঁচা রাস্তা**—মেটে রাস্তা। **কাঁচা লেখা**—অনভ্যস্ত হস্তলিপি, যে লেখার ছাঁদ ভাল নয়; অপরিপক্ক রচনা। **কাঁচা হাত**—অনিপুণ,

শিক্ষানবিশের হাত। **কাঁচা চুল**—যে চুলে পাক ধরে নাই। **কাঁচা নাড়ী**—সদ্য-প্রসূতার দুর্বল হজমের অবস্থা। **কাঁচা পোয়াতী**—অচিরপ্রসূতা। **কাঁচা ফলার**—চিড়া-দইয়ের ফলার, লুচি-মণ্ডার নহে। **কাঁচা খেউড়**—অত্যন্ত অশ্লীল খেউড় গান। **কাঁচা-গোল্লা**—নরম পাকের রসযুক্ত সন্দেশ বিশেষ। **কাঁচা মিঠা**—কাঁচা অবস্থাতেই মিঠা (আম)। **কাঁচা রাঁড়ী**—বালবিধবা।

কাঁচানো—কাঁচিয়া যাওয়া, পরিণত অবস্থা হইতে পূর্বের অপরিণত অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া (ঘুঁটি কাঁচানো)।

কাঁচি—(কাঁচা) প্রমাণ মাপের কম (কাঁচি ধুতি)। **কাঁচিচর**—নূতন চর।

কাঁচি, কাঁচী—(তুঃ কইচী ; প্রাদেশিক কেঁচি—কঁচ কঁচ শব্দকারী) কর্তরিকা, সুপরিচিত ছেদনী, scissors ; ছাদের লোহার ফ্রেম।

কাঁচু-মাচু—অপ্রস্তুত, সঙ্কুচিত।

কাঁচুয়া—কাঁচলি, কাঁচুলি। কাঁচলি দ্রঃ।

কাঁচ্চা—ছটাকের চতুর্থাংশ।

কাঁজি—(সং কাঞ্জিক) আমানি, অনেক দিনের পান্তা ভাতের চুকা জল। **নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ**—গোয়ালা হইয়াও দুধ খাইতে পায় না কাজি খায় ; অশোভন-আচরণ বিশিষ্ট।

কাঁটা—(সং কণ্টক) মাছের কাঁটা ; গাছের কাঁটা ; কাঁটার মত চোখা (ফাড়কাঁটা), ছোট পেরেক ; ঘড়ির কাঁটা (লৌহসূচী) ; ওজন করিবার বৃহৎ তুলাদণ্ড (কাঁটা করা—কাঁটায় ওজন করা)। **গায়ে কাঁটা দেওয়া**—রোমাঞ্চ হওয়া। **চুলের কাঁটা**—খোঁপা বাঁধিবার জন্য বা চুল সাজাইবার জন্য। **কাঁটা-চামচেয় খাওয়া**—কাঁটা ছুরি ও চামচে সহযোগে ইয়োরোপীয় প্রণালীতে খাওয়া। **কাঁটায়-কাঁটায়**—ঠিক সময়ে, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া। **পথে কাঁটা দেওয়া**—প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। **কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা**—এক শত্রুর দ্বারা অন্য শত্রু নাশ করা বা জব্দ করা। **চোরকাঁটা**—ঘাস বিশেষ, ইহার ফুল অলক্ষিতে প্রচুর পরিমাণে কাপড়ে বিঁধিয়া যায়। **শিয়ালকাঁটা**—কণ্টকযুক্ত গুল্ম বিশেষ। **কাঁটাকুঁড়**—এঁটো কাঁটা ফেলিবার জায়গা, কাঁটাগাছে পূর্ণ স্থান। **কাঁটানটিয়া,-নটে**—ডাঁটায় কণ্টকযুক্ত নটে শাক।

কাঁটাল, কাঁঠাল কাঠাল—(সং কণ্টকী ফল) কাঁঠাল ফল। **কাঁটালিয়া**—কাঁঠালের কাঁটার মত যাগার উপরিভাগ। **কাঁঠালের আমসত্ত্ব**—(কাঁঠালের রসে কাঁঠাল সত্ত্বই হইতে পারে আমসত্ত্ব নয়) বেখাপ, অদ্ভুত, বেমানান। **কাঁটালি কলা**—কলা বিশেষ।

কাঁটাসিজ—চৌশিরা গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটাযুক্ত গাছ বিশেষ।

কাঁটি,-টী,-ঠি,-ঠী—লৌহনির্মিত ছোট ফাঁপা গোলাকার বস্তু, জালের নিম্নপ্রান্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে জাল তাড়াতাড়ি মাটিতে গিয়া ঠেকিতে পারে ; শুকপাখীর গলার রেখা।

কাঁড়, কাঁড়ি—স্তূপ, রাশি (কাঁড়িকাঁড়ি ভাত)।

কাঁড়—বাঁশের ধনুক, তীর (এক কাঁড় তফাৎ—তীর ছুঁড়িলে যত দূর যায় তত দূর)। **পাতন-কাঁড়**—যে ধনুক পাতিয়া রাখিলে হিংস্রজন্তু আপনি শরবিদ্ধ হয়।

কাঁড়া—নিস্তুষ করা, চাল ছাঁটা, চালের লাল পর্দা ছাঁটিয়া ফেলা ; নিস্তুষীকৃত (ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাড়া)। **কাঁড়ানো**—নিস্তুষীকরণ।

কাঁড়ার—(সং কাণ্ডার) হাইল। **কাঁড়ারা, কাঁড়ারী**—(সং কাণ্ডারী) কর্ণধার।

কাঁড়ি,-ড়া—রাশি।

কাঁথা—(সং কন্থা) শেথা, ছেঁড়া কাপড়ের তৈরি মোটা আস্তরণ।

কাঁথি-থী—নদীর উচ্চ তীর।

কাঁদন—রোদন, কান্না (যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে—রবি)। **কাঁদনি**—কান্না, নালিশ, অক্ষমতার জন্য বিলাপ (ওরে থাক থাক কাঁদনি')।

কাঁদা—কান্না, রোদন করা। **কাঁদা-কাটা,-টি**—কান্না, বিলাপ ; উপরোধ (মেয়েটি এনে দেবার জন্যে বুড়ী বড় কাঁদা-কাটি করলে)। **গুমুরিয়া কাঁদা**—চাপা কান্না। **ডুকরিয়া কাঁদা**—ডাক ছাড়িয়া কাঁদা। **ফোঁপাইয়া** বা ফুলিয়া ফুলিয়া

কাঁদা—চাপা কান্না, যাহার ফলে বুক মাঝে মাঝে ফুলিয়া উঠে ও ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ হয়। **ইনাইয়া** বিনাইয়া কাঁদা—নানারূপ বিলাপ সহকারে কাঁদা। **বেঁউরিয়া** বা **বেঁউরে** কাঁদা—আতঙ্কে হঠাৎ কাঁদিয়া উঠা।

কাঁদানো—কাঁদিতে বাধ্য করা; মনে গভীর বেদনা জাগানো (কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারি ঘায়ে—রবি)।

কাঁদি,-দী—(সং স্কন্ধ) ফলের ছড়া (কলার কাঁদি, সুপারির কাঁদি, ডাবের কাঁদি)। **গাছে না উঠিতেই** এক কাঁদি—বেশী আশা করা বা বেশী লাভ করা।

কাঁদুনি,-নী—আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ-উপরোধ, অনুযোগ।

কাঁদুনিয়া, কাঁদুনে—কাঁদা যার স্বভাব (কাঁদুনে ছেলে)। **ছিচ্‌কাঁদুনে**—যে সামান্য কারণেই নাকে চিঁচ্ শব্দ করিয়া কাঁদিয়া উঠে। **নাকে কাঁদুনে**—যে নাকে কাঁদে। স্ত্রী, কাঁদুনী। **কাঁদুনে গ্যাস**—যে গ্যাসের ঝাঁজে চোখে জল আসিয়া পড়ে।

কাঁধ, কাঁদ—(সং স্কন্ধ) স্কন্ধ, shoulder। **কাঁধ ছাড়ানো**—সঙ্গীর কাঁধকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য তাহাকে সরাইয়া দিয়া আর একজনের কাঁধ দেওয়া। **কাঁধ দেওয়া**—দায়িত্ব গ্রহণ করা। **কাঁধ বদলানো**—পালাক্রমে কাঁধ দেওয়া। **কাঁধে করা**—কাঁধে তোলা; দায়িত্ব গ্রহণ করা, স্ত্রীরূপে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা (পরের মেয়ে কাঁধে করেছ সমঝে চলতে হবে—গ্রাম্য)।

কাঁধা, কাঁদা—কিনারা, ধার (গৌরী যাবে শ্বশুরবাড়ী বিলের কাঁধা দিয়ে) **কাঁধার**—কিনারা, ধার।

কাঁধেলী—(হিঃ কঁধেলী) ঘোড়ার কাঁধের সাজ।

কাঁপ—(সং কম্প) কম্প, কাঁপুনি (শরীরের কাঁপ আর থামে না)। **কাঁপন**—কম্পন, কাঁপুনি।

কাঁপই—(ব্রজবুলি) কাঁপে। **কাঁপয়ে**—কাঁপে।

কাঁপল—কাঁপিল।

কাঁপা—কম্পিত হওয়া, ভয়ে থর থর করা। **ভয়ে কাঁপা**—ভয়ে থর্ থর্ করা, অত্যন্ত ভীত হওয়া। **কাঁপানো**—কম্পিত করা; সন্ত্রস্ত করা; অস্থির করা (দৌরাত্ম্যে পাড়া কাঁপিয়ে তুলেছ দেখছি)।

কাঁসর—কাংস্য-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, gong, ঝাঁঝ।

কাঁসা—কাংস্য, রাং ও তামা মিশ্রিত ধাতু (কাঁসার বাসন)। **কাঁসারী**—যাহারা কাঁসার জিনিষপত্র প্রস্তুত করে ও তার ব্যবসা করে।

কাঁসি—কাঁসরের মত বাদ্য। **কাঁসিদার**—যে কাঁসি বাজায়। **কাঁসি দেওয়া**—ঢাক ঢোল ইত্যাদির সহিত কাঁসি বাজানো।

কাঁহা, কাহা—কোথায়।

কাঁহাতক—কতকাল, কি পর্যন্ত আর (এমন উপদ্রব কাঁহাতক সহ্য করা যায়)।

কাক—(কা-কা এই রব করে) কাকপক্ষী, crow, বায়স। **দাঁড়কাক**—দ্রোণকাক, কৃষ্ণ কাক, jackdaw. **কাকচক্ষু**—কাকের চক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ (কাকচক্ষু জল)। **কাক কাঁকুড় জ্ঞান না থাকা**—বস্তুর পার্থক্য বুঝিতে অসমর্থ হওয়া। **কাক কোকিলের সমান দর**—দোষ গুণ, উত্তম অধম, এই সব বিচারের অভাব। **তীর্থের কাক**—তীর্থের কাকের ন্যায় দীর্ঘ-প্রতীক্ষাকারী অথবা প্রতীক্ষায় অভ্যস্ত। **বেল পাকিলে কাকের কি**—অপ্রাপ্য লোভ করিয়া লাভ কি; ছোটর পক্ষে বড় কিছুর আশা না করাই ভাল। **ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না**—অনুগ্রহ পাইবার জন্য অনেকেই লোলুপ; যাহার টাকা-পয়সা আছে তাহার লোকজনের অভাব হয় না। **কাকচরিত্র**—কাকের ডাক অনুসারে শুভাশুভ গণনা। **কাকজঙ্ঘা**—মুদে ঘাম। **কাকতন্দ্রা, কাকনিদ্রা**—খুব হালকা ঘুম, সজাগ ঘুম। স্ত্রী, কাকী। **কাকের ছা বকের ছা**—কদর্য হস্তাক্ষর সম্বন্ধে বলা হয় (লিখেছে কাকের ছা বকের ছা)।

কাকতালীয়—তালগাছে কাক বসিল আর অমনি একটি পাকা তাল মাটিতে পড়িয়া গেল, এরূপ ঘটনার কার্য কারণ সম্বন্ধ নাই, ইহা আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র—ইহা হইতে, কাকতালীয় বা কাকতালীয়-ন্যায়ের অর্থ প্রকৃত যোগাযোগ নহে আকস্মিক যোগাযোগ।

কাকতিমিনতি—কাকুতি দ্রঃ।

কাকতী—আসামের লোকের উপাধি বিশেষ (যে কাগজ লেখার কাজ করে, আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে)।

কাকতুণ্ডী—পিতল, brass, গিল্টিকরা পিতল।

কাকপক্ষ—কানের পাশে ঝুলানো চুল, জুলফি।

কাকপদ—উদ্ধার চিহ্ন (" "); লেখার মধ্যে অপূর্ণ পরিত্যক্ত অংশ জ্ঞাপক চিহ্ন (× × ×) অথবা ^ চিহ্ন, caret।

কাকপুচ্ছ—কাকের ন্যায় পুচ্ছ যাহার, কোকিল।

কাকপুষ্ট—কোকিল। **কাকফল**—নিমফল। **কাকবন্ধ্যা**—যে নারীর একটি মাত্র সন্তান জন্মিয়াছে।

কাকপেয়—পূর্ণতোয়া নদী, কাক যার তীরে বসিয়া জল পান করিতে পারে, অথবা স্বল্পতোয়া নদী, কাক যাহা পান করিয়া নিঃশেষ করিতে পারে (কাকপেয়া নদী)।

কাকবলি—কাককে দেওয়া অন্নাদি (শাস্ত্রানুসারে)। **কাকভীরু**—পেচক, উলূক। **কাকভূষণ্ডী,-ভুশুণ্ডি**—পুরাণপ্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী অমর কাক; দীর্ঘজীবী ও বহুদর্শী। **কাকযব**—আগড়া, চিটা। **কাকরুহা**—কাকাদি পক্ষীর দ্বারা আনীত বীজ হইতে উৎপন্ন পরগাছা।

কাকলি, কাকলী—অব্যক্ত মধুর শব্দ, কলধ্বনি (বিহঙ্গকাকলী; কলকল্লোলে লাজ দিল আজ নারীকণ্ঠের কাকলি—রবি)। **কাকলী-দ্রাক্ষা**—কিশমিশ।

কাকশীর্ষ—বকফুলের গাছ।

কাকা—বাপের ছোট ভাই (স্ত্রী. কাকী)।

কা-কা—কাকের রব; বিরক্তিকর শব্দ (কেবল কা কা করছে)।

কাকাতুয়া—বড় তোতা বিশেষ, অষ্ট্রেলিয়া, মালাক্কা প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়।

কাকারি—পেচক, উলূক; (কাক যার অরি)।

কাকী—স্ত্রী-কাক; খুড়ী, পিতৃব্যপত্নী।

কাকু—শোক ভয় ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা বিকৃত ধ্বনি; (অলঙ্কারে) বক্রোক্তি।

কাকুতি—কাতর বচন, মিনতি, অনুনয়। **কাকুতিমিনতি**—অনুনয়-বিনয়।

কাকুৎস্থ, কাকুৎস্থ্য—ককুৎস্থের (সূর্যবংশীয় রাজা দিলীপের) বংশধর।

কাকুবাদ, কাকুর্বাদ-মিনতি, কাতর প্রার্থনা। **কাকূক্তি**—কাতর বাক্য; বক্রোক্তি।

কাকে—কাহাকে, কোন লোককেই নয় (কাকে ডরাই)।

কাকোদর—(বক্র গমন যার) সর্প।

কাখ—কাঁখ দ্রঃ।

কাগ—কড়ার চারভাগের এক ভাগ; গ্রাম্যভাষায় কাককে সাধারণত কাগ বলা হয়। **কাগচর**—পুকুরে বা নদীতে জলের নিকটের স্থলবেষ্টনী, নীচের চর।

কাগজ—(ফা. কাগ'জ'; চীনা—কায়গদ) নেকড়া, শণ, তুলা, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদির মণ্ড হইতে প্রস্তুত লেখন মুদ্রণ অঙ্কন প্রভৃতির উপযোগী পত্র, paper (এক তা কাগজ); লিখিত কাগজ; দলিল; সংবাদপত্র (আজকার কাগজে খবর উঠেছে)। **কাগজপত্র**—লিখিত কাগজ, প্রমাণাদি (মোকদ্দমার কাগজ-পত্র ঠিক আছে ত?)। **কাগজেকলমে**—লিখিত ভাবে (ব্যাপারটা কাগজে কলমে থাকুক)। **কাগজাৎ**—(আদালতের ভাষা) দলিলাদি, মোকদ্দমাসংক্রান্ত দলিল ও অন্যান্য কাগজপত্র। **কাগজী**—কাগজ প্রস্তুত কারক, কাগজিয়া (কাগুজে); কাগজী লেবু, পাতি লেবু (যে লেবুর খোসা পাতলা)।

কাগতি—কাগজী, কাগজ প্রস্তুত কারক মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ (কাগজ কুটিয়া নাম ধরাল্য কাগতি—কবিকঙ্কণ)।

কাগা—(গ্রাম্য) কাক।

কাঙাল, কাঙালী—নিঃস্ব, অতিশয় দরিদ্র, ভিক্ষুক (কাঙালী বিদায়); অভাবগ্রস্ত, সেজন্য অতিশয় লোলুপ (কাঙালপনা; যশের কাঙালী)। **কাঙালের কথা বাসী হলে খাটে**—সামান্য লোকের কথা প্রথমে উড়াইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু পরে বোঝা যায় উহা মূল্যবান। **কাঙালের ঘোড়ারোগ** — গরীবের সাধের অতিরিক্ত বাতিক।

কাঙ্ক্ষণীয়—স্পৃহণীয়, অভিলষণীয়।

কাঙ্ক্ষা—অভিলাষ, বাঞ্ছা, স্পৃহা। বিণ. কাঙ্ক্ষিত—আকাঙ্ক্ষিত, ঈপ্সিত। **কাঙ্ক্ষী**—অভিলাষী, ইচ্ছুক।

কাঙ্গাল—(সং কঙ্কাল) দরিদ্র, নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, ভিক্ষাজীবী। **কাঙ্গালী**—ভিক্ষুক (কাঙ্গালীভোজন) ; স্ত্রী. কাঙ্গালিনী, কাঙালিনী। কাঙাল দ্রঃ।

কাঙ্গী—কাঠের চিরুণী।

কাঙ্গুরা—(ফাঃ কন্‌গূরা ; হিঃ কঁগূরা) সৌধচূড়া (কাঙ্গুরা ঘড়ি—সৌধচূড়ার পেটা ঘড়ি)।

কাচ—(সং) বালি ও ক্ষার হইতে উৎপন্ন সুপরিচিত ভঙ্গপ্রবণ স্বচ্ছ বস্তু, glass ; ক্রীড়াকৌতুক, লীলাখেলা (কার্তিকপূজার কাচ)।

কাচ—কাছা, লেঙ্গট।

কাচমণি—স্ফটিক বিশেষ।

কাচা—ধোওয়া, উৎথালিত করা (কাপড় কাচা) ; ছোট কাপড় ; গুরুজনের মৃত্যুতে অশৌচকালে সন্তানেরা গলায় ধুতির প্রান্ত যে উত্তরীরূপে বাঁধে (কাচাবাঁধা) ; পেঁৎলানো বাঁশ (কাচার বেড়া) **কাচানো**—খোঁচাইয়া ঘায়েল করা (মোরব্বা তৈরির জন্য আম কাচানো)।

কাচি, কাছি—(সং কক্ষা) হস্তিবন্ধনরজ্জু, মোটা দড়ি। **কাছি কাটিয়া যাওয়া**—কাছি ছিঁড়িয়া যাওয়া। **কাচি**—কাস্তে (প্রাদেশিক)।

কাচকা—(গ্রাম্য কাকচা) শুষ্ক শস্যহীন ডাঁটা, শীর্ণ (শুকিয়ে কাচকা হয়ে গেছে)।

কাচ্চাবাচ্চা কাচ্ছা-বাচ্ছা—ছোট ছেলেমেয়ে একাধিক শিশুসন্তান (কাচ্চাবাচ্চা রেখে মারা গেছে)।

কাছ—সমীপ, ধার, নিকট (নদীর কাছে ; বড়লোকের কাছ দিয়া না ঘেঁষা) ; কচ্ছা বা কাচা (বীরকাছ—মালকোঁচা)।

কাছট, কাছটি, কাছুটি—(হিঃ কছৌটি ; সং কচ্ছটিকা) মালকোঁচা, কৌপীন, বীরকাছা।

কাছরা—(কচড়া) কাছির মত মোটা দড়ি।

কাছা—ধুতির যে অংশ গুছাইয়া পিছনের দিকে গোঁজা হয়। **কাছা কোঁচা দিয়ে কাপড় পরা**—পুরুষের মত বেশ করা, সাধারণতঃ মেয়েদের উক্তি বা মেয়েদের সম্বন্ধে বলা হয় (তাহলে বল, কাছা কোঁচা দিয়ে কাছারিতে যাই)। **কাছা-আলগা**, কাছা-ঢিলা, কাছা-খোলা—ঢিলেঢালা, শিথিলস্বভাব, অসাবধান। **কাছা-ধরা**—লেজ-ধরা, অপরের উপর নির্ভরশীল ; মোসাহেব।

কাছাকাছি—নিকটবর্তী (গ্রামের কাছাকাছি ; হাজারের কাছাকাছি)।

কাছাড়—(সং কচ্ছ) সমুদ্র বা নদীর তীরের নিকটবর্তী নূতন মাটি-পড়া জমি (কোন কোন অঞ্চলে নদীর উঁচু পাড়কে কাছাড় বলে) ; আসামের নিকটবর্তী অঞ্চল ; আছাড় ; আছাড়-কাছাড় করা—আছাড়ি-পিছাড়ি করা, হাত পা আছড়াইয়া গড়াগড়ি দেওয়া)।

কাছানো—নিকটবর্তী হওয়া, ঘনিষ্ঠ হওয়া (তাকে কাছাতে দেওয়া হবে না)।

কাছারি,-রী কাচারি—(হিঃ কচহরী—বাদী-প্রতিবাদীর কচকচি মিটাইবার স্থান) বিচারালয় (ফৌজদারী বা দেওয়ানী) ; জমিদারের খাজনা আদায় বিচারনির্বাহ ইত্যাদির স্থান ; জমিদারের নায়েবের স্থান (বাবুদের কাছারি) ; বৈঠকখানা (কাছারি ঘর)। **কাছারি করা**—কার্যনির্বাহের জন্য আদালতে নিয়মিতভাবে উপস্থিত হওয়া। **কাছারি খোলা**—ছুটির পর কাছারির কাজ পুনরায় আরম্ভ হওয়া ; কাছারির কাজ যথারীতি আরম্ভ হওয়া। **কাছারি ওঠা**,-শেষ হওয়া—কাছারির কাজ সেদিনের মত শেষ হওয়া। **কাছারি বসা**—বিচারের কাজ আরম্ভ হওয়া ; বিচার শালিস ইত্যাদির জন্য গ্রামের মাতব্বরদের জমায়েৎ হওয়া ; জটলা করা।

কাছি,-ছী—নৌকা জাহাজ ইত্যাদি বাঁধিবার মোটা শক্ত দড়া।

কাছিম—(সং কচ্ছপ) কূর্ম।

কাছুটি কাছোটি—কাছট দ্রঃ।

কাছুয়া—(প্রাদেশিক) বলপূর্বক বিবাহ।

কাছে—কাছ দ্রঃ ; নিকটে, দূরে নহে। **কাছের**—নিকটের, সম্পর্কিত পরিবেশের (কাছের লোকজন) : অতি দূরের নহে (কাছের নক্ষত্র)।

কাজ—(সং কার্য প্রাকৃ. কজ্জ) কার্য, যাহা করা হয়, work (মিস্ত্রির কাজ, জজের কাজ, সংসারের কাজ) : প্রয়োজন, সামর্থ্য (শক্ত লোকের কাজ, যারতার কাজ নয়) ; কর্তব্য (তোমার কাজ তুমি কর, আমার কাজ আমি করি) ; বিষয়, ব্যাপার (শক্ত কাজ) ; ব্যবসায় (মাছের কাজে প্রচুর লাভ) ; চাকুরি (কাজ পেয়েছে) ; উপায়; কৌশল, ফন্দি

(এস এক কাজ করা যাক); **ফল**, উপকার (ওষুধে কাজ হ'য়েছে); আচরণ, ব্যবহার (কথায় এক কাজে আর); নক্‌সা, কারুকার্য (জরির কাজ করা)। **কাজকর্ম**—বিষয়, ব্যাপার, উৎসব, অনুষ্ঠান, সাংসারিক কাজ। **কাজ আছে**—প্রয়োজন আছে। **কাজ আদায় করা**—খাটাইয়া লওয়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। **কাজ কি**—প্রয়োজন নাই। **কাজ চলা**—কার্য সুনির্বাহ হওয়া। **কাজচলা গোছের**—কোন রকমে কাজ চলে এই ধরণের। **কাজ দেওয়া**—কাজে লাগা, প্রয়োজন সিদ্ধ করা (গাড়ীটা দেখতে খারাপ কিন্তু কাজ দেয় বেশ)। **কাজ দেখা**—কার্যের তত্ত্বাবধান করা; ফল হওয়া (রোজ যদি আধ ঘণ্টা খাট তাতেও কাজ দেখবে)। **কাজ নাই কামাইও নাই**—বিশেষ কাজ হইতেছে না অথচ কিছু না কিছু করা হইতেছে। **কাজ বজায় রাখা**—কার্য নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা; কাজের ঠাট বজায় রাখা। **কাজ বাজানো**—নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। **কাজ বাগানো**—উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা, চাকরির যোগাড় করা। **কাজ বাড়ানো**—অকাজ বা অনাবশ্যক কাজ করিয়া পরিশ্রম বাড়ানো। **কাজ বাতলানো**—কি কি কাজ করিতে হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়া; কাজ শেখানো। **কাজ লওয়া**—কাজ আদায় করা। **কাজ সাবাড় করা**—কাজ শেষ করা; কাজ নষ্ট করা; হত্যা করা। **কাজ সারা**—কোন কাজ শেষ করা। **কাজ হারানো**—আসল কাজ ভুলিয়া যাওয়া। **কাজ হাসিল করা**—উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। **কাজে আসা**—উপকারে আসা। **কাজেকর্মে**—দৈনন্দিন পরিশ্রমের কাজে (কাজেকর্মে বেশ); আচার-ব্যবহারে (কাজে-কর্মে ভাল); উৎসবাদিতে (কাজে কর্মে প্রয়োজন হয়)। **কাজের কথা**—প্রয়োজনীয় ব্যাপার, প্রকৃত করণীয় বা চিন্তনীয় ব্যাপার; সম্ভবপর বা সাধ্য ব্যাপার (এ কি কাজের কথা হ'ল)। **কাজের কাজী**—যাহার দ্বারা প্রকৃত কাজ হইবে এমন লোক। **কাজের বাহির**—অকর্মণ্য, অকেজো। **কাজের মত কাজ**—যোগ্য কাজ, উৎকৃষ্ট কাজ। **কাজের লোক**—কাজ সমাধা করিতে পারে এমন লোক; ব্যবহারিকবুদ্ধিসম্পন্ন; পরিশ্রমী। (অকাজ—নিকৃষ্ট কাজ, অপকর্ম; কুকাজ—মন্দকাজ, গর্হিত কর্ম; সুকাজ—ভাল কাজ)।

কাজর—(সং কজ্জল) কাজল, অঞ্জন; কাজল-বর্ণ। (ব্রজবুলি)।

কাজরী—বর্ষার গান বিশেষ, কাজরী গানের উৎসব।

কাজল—(সং কজ্জল) অঞ্জন (চোখের কাজল); কাজল-বর্ণ (নয়নে আমার কাজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে-রবি)। **কাজল কাটা**—চোখে কাজল পরা। **কাজল পাড়ানো**—সরিষা বা তিলের তেলের প্রদীপের শিখায় কাজল তৈরি করা।

কাজলা—কৃষ্ণাভ বেগুনী রং-এর আখ বিশেষ; টিয়াজাতীয় পক্ষী বিশেষ, ইহাদের পালকের রং ঘোর সবুজ, গলা বেড়িয়া লাল রেখা; কাঠের গোঁজ, করাত ভাল করিয়া চালাইবার জন্য চিরের মুখে গুঁজিয়া দেওয়া হয়, wedge (কাজলা আঁটা); ধান্য বিশেষ।

কাজলি,-লী—কাজলা আখ; কাজরীগান।

কাজিমরা—(প্রাদেশিক) মরার ভান করা, মৃত এরূপ বোধ হয় (কাজিমরা মাছ)। কোন এক কাজী নাকি মরার ভান করিয়া আসল অপরাধীর সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই প্রবাদ হইতে।

কাজিয়া—(আঃ ক'দ'ীয়া) কলহ, ঝগড়া-বিবাদ; মারামারি (পূর্ববঙ্গে 'কাইজা')।

কাজী, কাজি—(আঃ ক'দ'ী) মুসলমান বিচারপতি, ইঁহারা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট উভয়ের কার্য করিতেন ও মুসলমান আইন অনুযায়ী বিচার করিতেন; বৃটিশ আমলের প্রথম অবস্থায় কাজীরা সাধারণতঃ মুসলমানী আইন সম্পর্কে বিচারকদিগকে পরামর্শ দিতেন, ক্রয়-বিক্রয়ের দলিলাদি সম্পন্ন করিতেন ও মুসলমানদের বিবাহাদি পরিচালনা করিতেন। **কাজীর বিচার**—খেয়ালী বিচার, একদেশদর্শী বিচার (মুসলমান-শাসনের শেষের দিকে কাজীরা অনেকেই ন্যায়ানুমোদিত পথ বিসর্জন দিয়াছিলেন—সিয়ারুল্ মোতা'আখেরীন দ্রষ্টব্য—তাহা

হইতে কাজীর বিচারের এই অর্থ হইয়াছে)। **কাজিয়াল, কাজিয়ালি**—কাজীর নির্দিষ্ট কাজ, বিচারাদি। **কাজের কাজী**—কাজ দ্রঃ। **কাজের বেলা কাজি কাজ ফুরালে পাজি**—দায়ে পড়িলে সম্ভ্রম সঙ্কোচ দেখায়, দায় উদ্ধার হইলে গালাগালি দেয়।

কাজেই—সুতরাং, অতএব, কাজেকাজেই।

কাঞ্চন—(যাহা দীপ্তি পায়) স্বর্ণ, স্বর্ণমুদ্রা (কাঞ্চনমূল্যে ক্রীত); কাঞ্চনবর্ণ (কাঞ্চনকান্তি); কাঞ্চন ফুল ও তার গাছ; কনক চাঁপা; ধন (কাঞ্চনকৌলীন্য)। **কাঞ্চন কদলী**—কদলী বিশেষ, চাঁপা কলা। **কাঞ্চন-কৌলীন্য**—ধনহেতু সমাজে মর্যাদালাভ, বংশ বা বিদ্যার জন্য নয়। **কাঞ্চনগিরি**—সুমেরু পর্বত। **কাঞ্চনপ্রভ**—স্বর্ণপ্রভ, স্বর্ণকান্তি। **কাঞ্চনমূল্য**—মোহরের মূল্য, বহুমূল্য (কাঞ্চন-মূল্যে ক্রয় করা)। **কাঞ্চনসন্ধি**—সমান শর্তে সন্ধি, সুতরাং উৎকৃষ্ট স্থায়ী সন্ধি। **মণি-কাঞ্চনযোগ**—মণি ও কাঞ্চনের যোগের মত পরম বাঞ্ছনীয় সংযোগ।

কাঞ্চি,-ঞ্চী—স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, মেখলা, চন্দ্রহার, গোট প্রভৃতি।

কাঞ্জিক, কাঞ্জিক,-ঞ্জীক, কাঞ্জী—অনেক দিনের পান্তা ভাতের জল, কাঁজি।

কাট—(ইং cut) গড়ন (মুখের কাট, শরীরের কাট)। **কাটছাঁট**—পোষাকের গড়ন (জামার কাটছাঁট মন্দ হয় নি); কাটছাঁটের ফলে যে সব টুকরা বাদ পড়ে, ছাঁটছোট, ছাঁটাই করা অংশ।

কাটকবুল—কাটিয়া ফেল তাহাও স্বীকার তবু যাহা বলিয়াছে বা করিয়াছে তাহা প্রত্যাহার করিবে না।

কাট, কাঠ—(সং কাষ্ঠ) কাষ্ঠ; কাঠের গুড়ি; কাইট, তেলের নীচেকার তলানি; কাঠের মত রসহীন, শুষ্ক আড়ষ্ট (শরীর শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে, ভয়ে কাঠ হইয়া গেল; গলা শুকাইয়া কাঠ হওয়া)। **কাট্-কাট্**—লাবণ্যহীন (গড়নটা কাটকাট); কর্কশ ব্যবহার (মার্-মার্ কাট্-কাট্ করা)। **কাঠ-খড়**—ইন্ধন, তাহা হইতে, কোন কার্য সুসম্পন্ন করিবার যোগ্যতা (লেখক হিসাবে নাম করতে হ'লে অনেক কাঠ-খড় লাগে)। **কাট-খোট্টা**—রসবোধহীন, অমার্জিতপ্রকৃতির, গোঁয়ার। **কাট-গোঁয়ার**—অতিশয় অমার্জিত প্রকৃতির, বর্বর, অতি কোপনস্বভাব। **কাঠ-খোলা**—যে খোলায় বালি না দিয়া ভাজা হয়। **কাঠ-গোলা**—কাঠের আড়ত। **কাঠগড়া**—কাঠের বেড়া দেওয়া স্থান (**আসামীর কাঠগড়া** যে কাঠের রেলিং দেওয়া স্থানে আসামীকে আটক রাখা হয়; **সাক্ষীর কাঠগড়া**—যে রেলিং-ঘেরা জায়গায় দাঁড়াইয়া সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়)। **কাঠ গোলাপ**—গন্ধহীন গোলাপ। **কাঠ চুলকনা**—যে চুলকনা হইতে রস ঝরে না, শুধু চুলকায়। **কাঠ-ঠোকরা**—কাষ্ঠকুট, wood-pecker। **কাঠবমি**—শুকনা বমি, বমির বেগে ভুক্ত দ্রব্য উঠিয়া আসে না। **কাঠপাট**—গৃহের কাঠের সরঞ্জাম (তার আটচালা অনেক কাঠ-পাট দিয়ে তৈরি)। **কাঠ পিঁপড়া**—কাল লম্বা পিঁপড়া। **কাঠফাটা রোদ**—খুব কড়া রোদ। **কাঠ বিড়ালী**—বিড়ালের মত লেজ ফুলানো ক্ষুদ্র জন্তু বিশেষ, squirrel। **কাঠ-বিষ**—অতি তীব্র বিষ বিঃ। **কাঠমল্লিকা**—বনমল্লিকা।

কাট-কুট, কাটা-কুটি—লেখা বার বার কাটিয়া বাদ দেওয়া, ভুলচুক সংশোধন (এই লেখায় অনেক কাটকুট হইয়াছে, পড়িতে পারা যাইবে না)।

কাটকুয়া—কাষ্ঠনির্মিত গভীর পাত্র, নৌকার সেঁউতি বা সেচনী।

কাটতি—বেশী বিক্রয় হওয়া; চাহিদা। **কাট-তির মুখে লাভ**—যত বেশী বিক্রয় হয় তত-লাভ।

কাটনা—(সং কর্তন; হি. কাতনা) সুতা কাটা, সুতা কাটার চরকা। **কাটনার কড়ি**—সুতা কাটিয়া বিক্রয় করিয়া যে পয়সা পাওয়া যায়। **কাটনা কাটা**—চরকায় সুতা কাটা; একই ধরণের কথা ক্রমাগত বকিয়া যাওয়া, ঘেনর ঘেনর করা। **কাটনী, কাটুনী**—যে চরকায় সুতা কাটে; সুতা কাটার মজুরি।

কাটব—(ব্রজবুলি) কাটিবে, দংশন করিবে।

কাটব্য—কটু কথা, কার্কশ্য। **কটুকাটব্য**—কটুবাক্য, তিরস্কার।

কাটমোল্লা—যাহারা মুসলমান-ধর্মের মাত্র বাহ্য বিধিনিষেধের খবর রাখে, তাহার তত্ত্বের সঙ্গে

অপরিচিত; বিদ্যাহীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন গোঁড়া ধর্মনেতা।

কাটরা, কাঠরা—কাঠ-গড়া, কাঠের প্রস্তুত মঞ্চ, প্রকোষ্ঠ বা ঘর।

কাটলেট—(ইং cutlet) ইয়োরোপীয় প্রণালীতে হাড় বা কাঁটার সঙ্গে যুক্ত ভাজা মাংস বা মাছ।

কাটা—ভূমির পরিমাপ বিশেষ (পাঁচ কাটা জমি); ধান্যাদির পরিমাণ বিশেষ (দশ কাটা ধান)। কাঠা দ্রঃ।

কাটা—কর্তন করা, খণ্ডিত করা, ছিন্ন করা (ধান কাটা; সিঁতি কাটা); দংশন করা (সাপে কাটা); অতিক্রান্ত হওয়া (বিপদ কেটে গেছে); খনন করা (পুকুর কাটা, কুয়ো কাটা); অস্ত্রোপচার করা (ফোঁড়া কাটা, ছানি কাটা); খণ্ডন করা (কথা কাটা); খণ্ডে খণ্ডে প্রস্তুত করা (পাঁজ কাটা, সুতা কাটা, কোষ্ঠী কাটা, বাতাসা কাটা); কাপড়ে ফুল-আদি তোলা (ফুল পাতা কাটা); অপসৃত করা বা হওয়া (নাম কাটা, ময়লা কাটা, গাদ কাটা, নেশা কাটা, মেঘ কাটিয়া যাওয়া); অতিবাহিত হওয়া (দিন কাটা, বৎসর কাটা); বিক্রয় হওয়া (মাল কাটা); কাটিয়া সংগ্রহ করা (ধান কাটা, ফসল কাটা)। **কাটা-কাটা**—মর্মচ্ছেদক, স্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন (কাটা কাটা কথা)। **কাটাকাপ**—ভাঁড়, সঙ্। **কাটাকুটা, কাটাকুটি**—কাটিয়া পুনরায় লেখা; কাটাকুটার ফলে অপরিচ্ছন্ন। **কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটা**—আহতকে আরও আঘাত করা বা অপমান করা। **কাপড় কাটা**—জামা তৈরির উদ্দেশ্যে মাপ অনুসারে কাটা; পোকায় কাটা। **কাটা কাপড়**—দর্জির তৈরী পোষাক-পরিচ্ছদ। **আঁচড় কাটা**—দাগ কাটা, অনুভূতি জাগানো (এতে তার মনে আঁচড় কাটল না)। **আঁক কাটা**—দাগ কাটা। **কথা কাটা**—যুক্তি খণ্ডন করা, বিপরীত উক্তি করা। **কথাকাটাকাটি**—বিতণ্ডা, তর্কাতর্কি। **কাটাকাটি মারা-মারি**—খুনোখুনি, যুদ্ধ। **কাটাপড়া**—যুদ্ধে নিহত হওয়া; রেলগাড়ীর আঘাতে নিহত হওয়া। **কান কাটা**—অপমান করা, জব্দ করা; নির্লজ্জ (দু'কান কাটা)। **খাল কাটা**—খাল তৈরি করা, শত্রুতার ভাল সুযোগ দেওয়া (খাল কেটে কুমীর আনা)। **খাপ্‌চি কাটা**—সঙ্কোচ করা, সব কথা খুলিয়া না বলা। **গলা কাটা**—কবন্ধ; অত্যন্ত চড়া দাম নেওয়া, লাভ করার ব্যাপারে নির্মম (গলাকাটা দাম)। **গাঁট কাটা**—যে কৌশলে গাঁট কাটিয়া চুরি করে, পকেট-কাটা। **ঘর কাটা**—ছক কাটা। **ঘাস কাটা, ঘোড়ার ঘাস কাটা**—যে কাজের কোন দাম নাই এমন কাজে ব্যাপৃত থাকা, বৃথা সময় নষ্ট করা। **ঘুড়ি কাটা**—এক ঘুড়ির দ্বারা অন্য ঘুড়ির সুতা কাটা। **ঘোর কাটা**—মোহ জড়তা ইত্যাদি দূর হওয়া। **চিমটি কাটা**—চিমটি কাটার মত ক্ষুদ্র তীব্র কথার আঘাত দেওয়া (চিমটি কাটতে ওস্তাদ হ'য়ে উঠেছে)। **চেক কাটা**—টাকা দিবার জন্য ব্যাঙ্ককে নির্দেশ-পত্র দেওয়া (দেদার চেক কাটছে)। **ছানা কাটা**—অম্লরস যোগে দুধ হইতে জলীয় অংশ পৃথক করিয়া ছানা বাহির করা। **জলকাটা**—জলের অংশ বাহির হইয়া যাওয়া। **জাওর কাটা, জাবর কাটা**—জাবর কাটার মত পুনরাবৃত্তি করা। **জিভ্ কাটা**—অসঙ্গত বা অযোগ্য প্রশ্নের উত্থাপনে লজ্জিত বা বিরত হওয়ার ভঙ্গি বি (নারী কহে জিহ্বা কাটি, শুনি লাজে মরি—রবি। **টেরি,-ড়ি কাটা**—টেড়া সিঁথি কাটা, এরূপ সিঁথি কাটিয়া হাল্কা ফূর্তির দিকে মন গেছে সেই পরিচয় দেওয়া (ছেলে আজ কাল টেড়ি কাটছে)। **ঠোঁট কাটা**—যাহার মুখে কিছুই বাধে না, দুর্মুখ। **ডানাকাটা পরী**—পরীরই মত, কেবল ডানা নাই (বিদ্রূপে)। **তাল কাটা**—সঙ্গীতের তালে ভুল করা; বর্ণনায় খাপছাড়া ভাব্ বা অসঙ্গতি দেখা দেওয়া। **দর কাটা**—দর বাঁধা; বিক্রেতা যে দর চায় তাহা কিছু হ্রাস করা। **দাগ কাটা**—দাগ দ্রঃ। **দিন কাটে ত রাত কাটে না**—অশান্তিতে ও দুশ্চিন্তায় দিন কাটানো, অতিশয় দুঃখে পড়া। **নাক কাটা**—অপমান করা, লজ্জা দেওয়া। **নাক কান কাটা যাওয়া**—অত্যন্ত অপমানিত হওয়া বা লজ্জা পাওয়া। **পথ কাটা**—যেখানে পথ নাই সেখানে পথ প্রস্তুত করা; বাধার ভিতর দিয়া উত্তীর্ণ হওয়া। **পাশ**

কাটানো—এড়াইয়া যাওয়া। **পেট-কাটা**—মাঝখানে কাটা ; যে খেলোয়াড় দুই দলেই খেলিতে পারে (গ্রাম্য)। **বনেদ কাটা**—গৃহের ভিত্তি স্থাপনের জন্য মাটি কাটা। **বয়স কাটিয়ে বিবাহ করা**—কিছু বেশী বয়সে বিবাহ করা। **কাটিয়া বসা**—বাঁধনাদির ভিতরে প্রবেশ করা (কবেকার চুড়ি হাতে কেটে বসেছে) ; অত্যন্ত বিরূপ হওয়া (ছেলের এমন ব্যবহারে বাপের মন কেটে বসেছে)। **বুক-কাটা**—বুক খোলা। **মাথা কাটা**—কবন্ধ, চূড়াহীন, অত্যন্ত অপমানিত হওয়া বা লজ্জা পাওয়া (এতে তার মাথা কাটা গেছে)। **মেঘ কাটা**—মেঘ উড়িয়া যাওয়া ; দুর্যোগ দুর্দিন কাটিয়া যাওয়া। **হাত-কাটা**—কনুই পর্যন্ত কাটা (হাত কাটা সার্ট, হাত-কাটা জামা)। **হাত কাটিয়া বসা**—নিজের দোষে প্রতিকারের উপায় নষ্ট করা। **কাটা কান চুলে' ঢাকা**—কৌশল করিয়া নিজের বিপন্ন মান রক্ষা করা।

কাটাই—কাটিবার বা প্রস্তুত করিবার মূল্য।

কাটা ছাঁটা—(কাট দ্রঃ) কাটা ও ছাটা ; বাহুল্যবর্জিত।

কাটা জমি—(প্রাদেশিক) জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করা জমি।

কাটান—কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিবার পথ (প্রাদেশিক) ; বন্যার প্রবল স্রোত (বড় কাটান পড়েছে—প্রাদেঃ)।

কাটান,-ছেঁড়ান,-ছিঁড়েন—সম্পর্কচ্ছেদ (এত কালের বন্ধুর সঙ্গেও কাটান-ছেঁড়ান হ'য়ে গেছে) ; হিসাব নিকাশের শেষ নিষ্পত্তি।

কাটানো—অতিক্রম করা, উত্তীর্ণ হওয়া (ফাঁড়া কাটানো) ; কর্তিত করানো, অপসৃত করানো ; বিক্রয় করা (মাল কাটানো)। কাটা দ্রঃ।

কাটারি,-রী—(সং কর্তরী) কাটিবার অস্ত্র, ছোট দা।

কাটি,-টী, কাঠি,-ঠী—কাঠের বা বাঁশের সরু ও কিছু লম্বা খণ্ড বা কুচি (দিয়াশালাইএর কাটি)। **জীয়ন কাঠি**—রূপকথার রাজকন্যাকে বাঁচাইয়া তুলিবার কাঠি ; বাঁচাইয়া তুলিবার উপায়। **ঢাকে কাঠি দেওয়া**—ঢাক বাজানো, রাষ্ট্র করা। **কাটি খাল**—মাটি কাটিয়া তৈরী লম্বা খাল।

কাটি—(প্রাদেঃ) পথ, রাস্তা।

কাটি-ঘা—সর্পদংশন-জনিত ক্ষত ; সর্পাঘাত।

কাটিয়া, কেটে—মোটা সূতার কম চওড়া তসরের কাপড়।

কাটুনী—যে চরকায় সূতা কাটে (কাটুনী-সঙ্ঘ)।

কাটুর-কুটুর—ইঁদুরের কাটার শব্দ।

কাটব্য—(কটু+ষ্ণ্য) কটুতা ; কটুবাক্য (কটুকাটব্য)।

কাট্য খণ্ডনযোগ্য। (বিপঃ—অকাট্য)।

কাঠ—কাট দ্রঃ।

কাঠখড়—আগুন জ্বালাইবার উপকরণ ; যোগাড় যন্ত্র, আয়োজন, যত্ন ও পরিশ্রম।

কাঠখোলা—বালি না দিয়া যে খোলায় ভাজা হয় (কাঠখোলার খই)।

কাঠুয়া—কাঠ দিয়া তৈরী বেড়া, কাঠগড়া, কাঠের তৈরী জিনিসপত্র (কাঠকাঠরা)।

কাঠরিয়া, কাঠুরিয়া—(সং কুঠারিক) যাহারা বনে কাঠ কাটিয়া ও তাহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। **কাঠকুড়ানী**—যে স্ত্রীলোক কাঠ কুড়াইয়া তাহা বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করে ; অতি দুঃখিনী।

কাঠা—জমির পরিমাণ (এক কাঠা জমি=৭২০ বর্গফুট) ; ধান্যাদি মাপের পাত্রবিশেষ (ধামা, কাঠা ডালা)। **কাঠাকালি**—কাঠার পরিমাণ বিষয়ক অঙ্ক।

কাঠা, কাঠুয়া—(প্রাদেঃ) কমট, কচ্ছপ।

কাঠাম,-মো—কাঠ বা বাঁশ দিয়া তৈরী মূর্তি-আদির আধার, frame।

কাঠি,-ঠী—কাঠি দ্রঃ ; ধান্যাদির মাপ বিশেষ। **চাবিকাঠি**—চাবি, যদ্দ্বারা বাক্স বা তালা খোলা যায়। **মাদুরকাঠি**—মাদুর যে ঘাসে নির্মিত হয়। **খড়কে কাঠি**—দাঁত খুঁটিবার কাঠি, tooth-pick।

কাঠিকাটা—বাদা অঞ্চলে সর্বপ্রথম জঙ্গল কাটিয়া বসতি নির্মাণ। **কাঠিকাটা বাস**—এরূপ বসতি-নির্মাণকারীর স্বত্বস্বামিত্বকে কাঠিকাটা বাস বলে।

কাঠিন্য—(কঠিন+ষ্ণ্য) কঠিনতা, অনমনীয়তা ; নির্মমতা ; দুর্বোধতা।

কাঠিম—সূতা জড়াইবার ক্ষুদ্রাকৃতি চক্রাকার বস্তু, reel।

কাড়া—(সং কর্ষণ ; প্রাকৃত কড্ঢণ) ছিনাইয়া লওয়া (শত্রুরা তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লইল); হাত দিয়া আকর্ষণ করিয়া নূতনভাবে সাজানো (খড় কাড়া, ভাত কাড়া)। **মনকাড়া**—মোহিত করা। **রা-কাড়া**—উত্তর দেওয়া, ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করা। **কাড়াকাড়ি**—কে কাড়িয়া লইতে পারে সেই চেষ্টা, টানাটানি, ধস্তাধস্তি ; সাগ্রহ প্রতিযোগিতা (পড়ি গেল কাড়াকাড়ি, আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান —রবি)। **মাথা কাড়া দেওয়া**—(শিশুর) বাড়িয়া উঠা।

কাড়া—বাদ্যবিশেষ (কাড়ানাকাড়া)।

কাড়ানো—বিস্তার করিয়া চলা। **তানা-কাড়ানো**—কাপড় বুনিবার জন্য সূতা লম্বা করিয়া সাজানো। **ফুলকাড়ানো**—দেবমূর্তির মাথায় ফুল রাখিয়া সেই ফুলের পতন হইতে শুভা-শুভ নির্ণয় করা। **ধান কাড়ানো**—ধানগাছ একটু বড় হইলে বিদা অথবা কোদাল দিয়া গোড়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া।

কাড়ানাকাড়া, কাড়ানাগড়া—কাড়া ও নাকাড়া (নাকাড়া = বৃহৎ ঢাক)।

কাণ—(সং কর্ণ ; প্রাকৃ ; কন্ন) শ্রবণেন্দ্রিয়, কান (বর্তমানে 'কাণ' না লিখিয়া 'কান' লেখা হয়)। কান দ্রঃ।

কাণ—(সং কাণ) কাণা ; কাক।

কাণা—(সং কাণ) একচক্ষুহীন। বর্তমানে 'কানা'-ই লেখা হয় বেশী এবং কানার অর্থ 'একচক্ষুহীন' 'অন্ধ' দুইই (কানাকেষ্ট = অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র)। কানা দ্রঃ।

কাণাকাণি—কানাকানি দ্রঃ। **কাণাঘুষা**—কাণাঘুষা দ্রঃ। কাণাচ—কানাচ দ্রঃ। কাণামেঘ—কানামেঘ দ্রঃ। কাণী—কানি দ্রঃ।

কাণ্টা, কাণ্ঠা—(সং কণ্ঠ) হাঁড়ি কলসী ইত্যাদির কানা ; [পূর্ববঙ্গে—পক্ষপাতদুষ্ট, নিজের কোলে যে ঝোল টানে ; বি. কাণ্ঠামি (কাণ্ঠামি কইরা খেলায় জিতলা)।]

কাণ্ড—(সং) গাছের গুঁড়ি ; বাঁশ বেত প্রভৃতির এক গ্রন্থি হইতে অন্য গ্রন্থি পর্যন্ত ; পর্ব ; বাণ ; হাত বা পায়ের হাড় ; গ্রন্থের বা কাব্যের বিভাগ (অরণ্য-কাণ্ড ; বেদের কর্মকাণ্ড) ; অদ্ভুত ব্যাপার বা ঘটনা (অবাক কাণ্ড ; অকাণ্ড-কাণ্ড —অভাবনীয় কাণ্ড)। **কাণ্ডকারখানা**—অদ্ভুত বা অভাবনীয় আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ। **লঙ্কাকাণ্ড**—অগ্নিকাণ্ড ; হুলুস্থুল ব্যাপার।

কাণ্ডকার—বাণপ্রস্তুতকারক : সুপারিগাছ।

কাণ্ডগ্রহ—উপস্থিত ব্যাপারের উপলব্ধি ; কাণ্ডজ্ঞান।

কাণ্ডজ্ঞান—ভালমন্দ-জ্ঞান, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়-জ্ঞান ; দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কর্তব্যাকর্তব্য সংজ্ঞে নির্ণয় করিবার ক্ষমতা ; common sense ; সাধারণ বিবেচনা (তিনি পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত)। **কাণ্ডজ্ঞানহীন,-শূন্য,-রহিত**—সাধারণ বিচার-বিবেচনা-শূন্য, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, গোঁয়ার। **কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান**—হিতাহিত-জ্ঞান, কি সঙ্গত কি অসঙ্গত সেইবোধ।

কাণ্ডতিক্ত—চিরতা, ভূনিম্ব। **কাণ্ডপট**—কাণ্ডপটক, যবনিকা, পর্দা। **কাণ্ডপৃষ্ঠ**—বাণ পৃষ্ঠে যার, যুদ্ধব্যবসায়ী ; ব্যাধ ; দুশ্চরিত্র। **কাণ্ডবাণ**—তীরন্দাজ। **কাণ্ডবীণা**—চণ্ডালবীণা। **কাণ্ডসন্ধি**—গ্রন্থি, গাঁট।

কাণ্ডার—যবনিকা, পর্দা তাঁবু ; নৌকার হাইল ; মাঝি। **কাণ্ডারী**—কর্ণধার, মাঝি (ভবতরণীর কাণ্ডারী)।

কাৎ, কাত—পার্শ্ব (কাৎ-ফেরা ; ডানকাতে শোয়া) ; হেলানো, inclined (দেওয়ালে কাত করে রাখা ; খেজুর গাছ কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে) ; পতিত, পাতিত, পর্যুদস্ত (কুপোকাত, এক ধমকে কাৎ)। গাংকাৎ—গাং দ্রঃ। কাইত দ্রঃ।

কাত—(সং কুত্র) কোথায়, কোন স্থানে ; কিতা, ভূমিখণ্ড ; একত্রিত, পরিমাণ (আট আনা হিসাবে বিশ রোজের কাত দশ টাকা)।

কাতর—আর্ত, অধীর, অভিভূত (কাতর প্রাণে ডাকিতেছি ; বরিষার কালে সখি প্লাবন-পীড়নে কাতর প্রবাহ—মধু) ; কুণ্ঠিত, ভীত, (অর্থব্যয়ে কাতর, ভয়ে কাতর) ; (পূর্ববঙ্গে) পীড়িত, অসুস্থ (জ্বরে কাতর ; শরীরটা কাতর) ; কাতলা মাছ (ভীরু বলিয়া)। **কাতরোক্তি**—শোক দুর্দশা যন্ত্রণা ইত্যাদি ব্যঞ্জক উক্তি। বি. কাতরতা, কাতর্য।

কাতরা, কাৎরা—(আঃ ক'ৎ'রা) বিন্দু, ফোঁটা (এক কাৎরা পানি)।

কাতরানো—যন্ত্রণা হইতেছে এই ভাব প্রকাশ করা; পীড়ায় বা যন্ত্রণায় আঃ উঃ ইত্যাদি কাতরোক্তি করা। বি. কাতরানি।

কাতরি,-রী—ঘানিগাছের সঙ্গে লগ্ন তক্তা, ইহার উপরে ভার চাপানো থাকে এবং কলুও বসে; আগমাড়াকলে সংলগ্ন দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড যাহার সহিত বলদ জোতা হয়; সোনা রূপা ইত্যাদি ধাতুর পাতকাটা কাঁচি।

কাতর্য—কাতরতা, ভয়শীলতা।

কাতল—কাতলা মাছ; (করাতিদের পরিভাষা) চিরের মুখে দিবার কাঠের টুকরা, wedge। কাতলা দ্রঃ।

কাতলা—কাতল মাছ। **রুইকাতলা**—বড় বা মানী লোক; বড় ব্যাপার; বড় গোছের দাঁও (সে রুইকাতলা মারে চুনোপুঁটি ছোঁয় না)। **কাতলা পড়া**- শিকার পড়া, দস্যুহস্তে নিহত বা আহত হওয়া। **কাতলা-মারার দেশ**—ঠ্যাঙাড়ের দেশ, রাঢ় দেশ। **কাতলা পড়েছে জাল গুটাও**—ডাকাতি করিতে গিয়া কেহ ধরা পড়িলে এই কথা বলিয়া ডাকাতরা দলের লোকদের সাবধান করিত ও পলাইয়া যাইত।

কাতলা—ঢেঁকির পোয়া (মোনা নয়)।

কাতা—নারিকেলের ছোবার দড়ি; কর্তা (ধাতা কাতা বিধাতা); নাপিতের ভাঁড়।

কাতান—(সং কর্তরী; পোর্তু catana), খড়্গ, বড় দা।

কাতার—(আঃ ক'ত'ার্‌—পঙ্‌ক্তি) শ্রেণী, দল, পঙ্‌ক্তি (কাতার করিয়া দাঁড়াও)। **কাতারে কাতারে**—শ্রেণীবদ্ধভাবে; দলে দলে।

কাতারি,-রী—কাতরী; সোনা ও রূপার পাত কাটিবার কাঁচি।

কাতি—(সং কর্তরি) শাঁখের করাত, কাঁতি, ক্ষুর; খড়্গ; কাস্তে; কার্তিক মাস (কালকাতি মাসে—প্রাদেঃ)। **কাতিয়ারি**—কার্তিক মাসের শেষে পাকা ধান্য বিশেষ।

কাতুকুতু—(হিঃ গুদ্‌গুদি; সং কুতু-কুতুক) সুড়সুড়ি; হাসাইবার জন্য বগল পেট প্রভৃতি স্থানে স্পর্শ করা। কুতুকুতু দ্রঃ। **কাতুকুতু দিয়া হাসানো**—প্রকৃত হাস্যরসের অবতারণা করিতে অক্ষমতার ক্ষেত্রে ব্যঙ্গে উক্ত হয় (লেখক হাসাতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তা কতকটা কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর মত হ'য়েছে)।

কাতুর—বাজি রাখিয়া তাস খেলার বোল বিশেষ ('ফিক্র' দানে এক তাড়াতে করলে বাজি মাত। মাছ, কাতুরে, ভেকো হ'ল, কেয়াবাত কেয়াবাত—হেমচন্দ্র)।

কাতুর-কুতুর—কাতুকুতু, সুড়সুড়ি।

কাতে-কাতে, কুতেকাতে—ছলে, সুযোগের প্রতীক্ষায়।

কাত্যায়নী—দুর্গা (কাত্যায়ন মুনি কর্তৃক সর্বাগ্রে পূজিতা)।

কাথিক—কথায় কুশল বাগ্মী।

কাদড়া, কাদড়াটে—ঘোলাটে, কর্দমাক্ত। **কাদড়ানি**—(গ্রাম্য কেদড়ানি—ঘোলাটে জল, ঘোলানি, তা থেকে, কটাক্ষ, বিদ্রূপ, উপহাস) পাঁকজল, কাদাপানি।

কাদম্ব—(যাহারা দলবদ্ধভাবে থাকে) বালিহাঁস; রাজহাঁস; কদম্ব বৃক্ষ ও কুসুম; বাণ (উড়িল কাদম্বকুল—মধু)। স্ত্রী. কাদম্বা—কলহংসী (কাদম্বা যেমতি মধুস্বরা—মধু)।

কাদম্বর—দই-এর সর; কদম্বকুসুম-জাত মদ্য; আখের গুড়। স্ত্রী. কাদম্বরী—সুরা; কোকিলা; বিখ্যাত সংস্কৃত গদ্যকাব্য (বাণভট্ট-রচিত)।

কাদম্বিনী—(যাহার অনুগামীরূপে কদম্বপুষ্প-সমূহের বিকাশ হয়) মেঘমালা।

কাদা—(সং কর্দ, কর্দম; প্রাকৃত—কদ্দ) পাঁক, কর্দম, কাদার মত নরম। **কাদা-খেঁউড়**—নববধূর পুনর্বিবাহের সময় স্ত্রীলোকদের কাদা লইয়া এক শ্রেণীর অশ্লীল আমোদ-প্রমোদ। **কাদা উড়ানীর কাছে ধুলা উড়ানী**—যে কাদা উড়াইবার কৌশল জানে তাহার কাছে ধুলি উড়াইবার কৌশল তুচ্ছ, অতি ধূর্তের সঙ্গে চালাকি করিতে যাওয়া। **কাদা করা**—কাদানো, জল মিশাইয়া মাটি দলদলে করা; যাহা দিয়া দেওয়াল কিম্বা হাঁড়ি-বাসন তৈরি করা যায়। **কাদাকিচেল**—কাঁকরযুক্ত কাদা। **কাদাখোঁচা**—ক্ষুদ্র পক্ষী বিশেষ, ইহারা নদীর কূলে চরে snipe। **কাদাটিয়া, কাদাটে**——কর্দমপূর্ণ, ঘোলা। **কাদা-পাটা**—দুয়ার বা জানালার মাথার উপরে স্থাপিত চওড়া তক্তা, যাহাতে উপরের মাটি ধ্বসিয়া পড়িতে না পারে। **কাদানো**—কাদা করা, জল-ভরা জমি চষা, প্রধানতঃ ধানের চারা রোপণ করিবার জন্য।

কান—(সং কৃষ্ণ ; প্রাকৃত—কণ্‌হা, কণ্‌হ ; বৈষ্ণব পদাবলীতে কানাই, কানু, কান) কৃষ্ণ, কানাই।

কান, কাণ—(সং কর্ণ, প্রাকৃত, কন্ন) শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ ; কানের গহনা বিশেষ ; সেতার তানপুরা প্রভৃতি তারের যন্ত্রের তার বাঁধিবার খুঁটি ; আলনার দুই পাশে সংলগ্ন ধাতুনির্মিত হুক অথবা কাঠের গোঁজ ; খাতার বা নথির কোণ (খাতার কান ফোঁড়ানো)। **কান কট্‌কট্‌ করা**—কানের ভিতরে কামড় দিবার মত যন্ত্রণা হওয়া, সাধারণতঃ কানে পুঁজ হইলে এরূপ যন্ত্রণা হয়। **কানকথা**—কানে কানে বলা কথা, গোপন মন্ত্রণা। **কানকাটা**—নির্লজ্জ, বেহায়া। **কান কাটে**—সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া দেয় (এ মেয়ে পুরুষের কান কাটে)। **কান-কামড়ানি**—কানের ভিতরে যেন কামড়াইতেছে এরূপ বেদনবোধ। **কানকুয়া,-কো**—মাছের ফুলকো। **কানকোটারি**—কীট বিশেষ, কানে প্রবেশ করিয়া যথেষ্ট যন্ত্রণা দেয়। **কানখড়কিয়া, কান খড়খড়ে**—যাহার কান খুব সজাগ, কান-খাড়া। **কানচটা,-চাটা**—কানের পাতার ক্ষতরোগ বিশেষ। **কান-জুলফি, কানঝাপটা**—কানের পাশে চিবুকের উপর লম্বিত কেশগুচ্ছ। **কানঠুঁটি**—জলচর পক্ষী বিঃ। **কান ঝাড়া দেওয়া**—গাঝাড়া দেওয়া। **কান ঝালা পালা করা**—বিরক্তিকর শব্দ উৎপাদন করিয়া কানের পীড়া ঘটানো ও অস্থির করা। **কান দেওয়া**—মনোযোগ দেওয়া, কর্ণপাত করা। **কান ধরা**—অপমান করা। **কান পাকা**—কর্ণরোগ বিশেষ, ইহাতে কানে পুঁয হয়। **কানপাতলা**—যে শোনা কথা সহজেই বিশ্বাস করে। **কানপাতা**—মনোযোগ দিয়া শোনা, কর্ণপাত করা। **কানফলি**—গরুর গাড়ীর সামনের দিকে দুই ফড়ের সংযোগ-স্থল। **কান ফাটানো**—অত্যন্ত উচ্চ শব্দ করিয়া কানে তালা লাগানো। **কানফুস্‌কি**—চুপে চুপে কুমন্ত্রণা দেওয়া। **কান ভাঙ্গানো**—কুমন্ত্রণা দেওয়া, কুমন্ত্রণা দিয়া দলে আনা। **কান ভারি করা**—কুমন্ত্রণা অথবা বিরুদ্ধ কথার দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা। **কানমলা খাওয়া**—অপমান হওয়া, শিক্ষা পাওয়া। **কানমোচড়**—কর্ণমর্দন (কানে মোচড় দিয়া আদায় করা—দিতে বাধ্য করা)। **কানে আঙ্গুল দেওয়া**—অশ্রাব্য জ্ঞান করা। **কানে উঠা**—অবগত হওয়া। **কানে কানে**—চুপে চুপে, কানের কাছে মুখ রাখিয়া বলা। **কানে খাটো হওয়া**—কানে কম শোনা। **কানে তালা লাগা**—ভয়ানক শব্দের জন্য অথবা দুর্বলতার জন্য শুনিতে না পাওয়া। **কানে তুলা দেওয়া**—ইচ্ছা করিয়া না শোনা। **কানে লাগা**—শুনিতে ভাল না লাগা ; শুনিতে মিষ্ট লাগা (কানে লেগে রয়েছে)।

কানড়—কর্ণাট-দেশ-প্রসিদ্ধ খোঁপা। **কানড়া**—কানাড়া রাগিণী।

কানন—(যেখানে বৃক্ষসমূহ শোভা বৃদ্ধি করে) বন, অরণ্য। **নন্দনকানন**—পারিজাত-আদি-শোভিত কানন ; সুদৃশ্য উপবন। **কানন-কুসুম**—বনের ফুল।

কাননারি—শমীবৃক্ষ, যাহা হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া বন দগ্ধ করে।

কানা, কাণা—(সং কাণ) একচক্ষুহীন : অন্ধ ; বিচারহীন (আইনে কানা)। **কানাকড়ি**—সছিদ্র কড়ি, সছিদ্র কড়ির মত স্বল্পমূল্য (কানাকড়ির দাম নাই)। **কানা করে দেওয়া**—ব্যর্থ করা পরাস্ত করা নষ্ট করা। **কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন**—অযোগ্যের বড়মান দান। **কানাবাঁট**—গরুর যে বাঁট দিয়া দুধ পড়ে না। **কানা-পড়া**—নষ্ট বা হতশ্রী হওয়া, প্রতিপত্তিহীন হওয়া (ব্যবসায় কানা-পড়ে গেছে)। **কানা-মেঘ, কানামেঘী**—জলভরা নিঃসঙ্গ মেঘ, যাহা একপাশ দিয়া গড়িয়া যায় কিন্তু তাহা হইতে বৃষ্টি হয় না।

কানা—কিনারা, ধার কাঁধা (কলসীর কানা)। **কানায় কানায়**—কিনারা পর্যন্ত, ভরপুর।

কানাই, কানু—(সং কৃষ্ণ, প্রাঃ কণ্‌হো, হিঃ, কন্‌হাই)। **কানাই-বলাই**—কৃষ্ণবলরাম ; কৃষ্ণবলরামের মত হরিহরাত্মা, মাণিকজোড়।

কানাকানি—কানে কানে বলা ; কাহারও নিন্দা বা কলঙ্ক চুপে চুপে বলাবলি করা (এই নিয়ে কানা-কানি হচ্ছে)।

কানাঘুষা—কানে কানে নিন্দা ঘোষণা; কানাকানি।

কানাচ, কানাচি—(আঃ. ক নাত্) গৃহের বা বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগ, (গ্রাঃ. কান্‌চি)। **আনাচ কানাচ**—বাড়ীর অপ্রকাশ্য অংশ। **কানাচিপাতা**—আড়ি পাতা, আড়ালে লুকাইয়া অপরের কথা শুনা।

কানাড়া, কানেড়া—কর্ণাট রাগিণী।

কানাত,-ৎ—(আ. ক'নাত্) তাঁবু; তাঁবুর চারিদিকের ক্যাম্বিস-কাপড়ের ঘের।

কানামাছি—ছেলেপিলের চোখ-বাঁধা খেলা, বিঃ।

কানাসি—মাছের ফুলকা, gill.

কানি,-নী—ন্যাকড়া, টেনা; কাপড়ের পাড়; তবলা প্রভৃতি চামড়ার ছাওয়া যন্ত্রের কিনারা; কানকুয়া; (পূর্ববঙ্গে) প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ জমি। **কানি খাওয়া**—ঘুঁড়ির এক পাশে ঝোঁকা অথবা এরূপ ঝোঁকার ফলে ঘুরপাক খাওয়া। **কানি-দড়ি**—নৌকার পালের কোণগুলিতে বাঁধা দড়ি যাহার দ্বারা পাল টানিয়া বাতাসের দিকে ধরা যায়।

কানীন—(কন্যা+ঈন) অবিবাহিত কন্যার সন্তান, ব্যাস, কর্ণ।

কানিপাবদা—কানপাবদা। **কানিমাগুর**—বড় জাতের একপ্রকার মাগুর মাছ, কানমাগুর।

কানু—কানাই দ্রঃ।

কানুটি, টা,-নটি—(হি. কনেটা) কান মলা, কর্ণমর্দন, উচিৎশিক্ষা।

কানুন, কানূন—(আঃ ক'নূন) আইন, রাজ্য-শাসনের ব্যবস্থা, বিধিবিধান (কানুনসঙ্গত উপায়—আইন বা বিধিবিধান-অনুমোদিত উপায়)। **আইনকানুন**—বিধি-ব্যবস্থা; প্রচলিত রীতি-নিয়ম (আইনকানুন মানেনা)।

কানুনগো—(আঃ ফা. ক'নূন+গো=বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল) রাজস্ব-বিভাগীয় কর্মচারী, ভূমির পরিমাণ, অধিকার, হস্তান্তর, জরিপ ভূমির আয়, রাজস্বের আদায় ও তাহার হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত খাতাপত্রের পরীক্ষা, এই সব ইঁহাদের কাজ ছিল, ইঁহারা নিষ্কর ও অন্যান্য ধরণের বৃত্তি ভোগ করিতেন।

কানুপা,-ফা—বিখ্যাত বৌদ্ধ তান্ত্রিকগুরু, সিদ্ধ হাড়িপার শিষ্য।

কানেট—(প্রাঃ বাং) কানের গহনা বিশেষ, মাকড়ি বা কানবালা।

কানেস্তারা, ক্যানেস্তারা—(ইং canister) টিননির্মিত চৌকা পাত্র বিশেষ, তেল ঘি ইত্যাদি রাখা হয়।

কান্ত—(কম্+ক্ত—যাহাকে পাইতে ইচ্ছা হয়) পতি, স্বামী (নিশাকান্ত); মনোজ্ঞ, কামনীয়; সরস, শ্রুতিসুখকর (কোমলকান্তপদাবলী); বসন্তকাল; চন্দ্র; রাজা; মণি (সূর্যকান্ত, অয়স্কান্ত)। স্ত্রী. কান্তা—পত্নী; প্রিয়া; সুন্দরী। **কান্তকড়া, কান্তিকড়া**—পেটা লোহার কড়া (ঢালা লোহার তৈরী নহে)। **কান্তপক্ষী**—(যাহার পাখা সুদৃশ্য) ময়ূর। **কান্তলোহ,-লৌহ**—অয়স্কান্ত, চুম্বক, magnate; পেটা লোহা, ইস্পাত।

কান্তার—(সং) দুর্গম পথ, শ্বাপদসঙ্কুল পথ, চৌরকণ্টকিত মার্গ; দুষ্প্রবেশ্য অরণ্য, মহারণ্য; বিল, গহ্বর; বাঁশ।

কান্তি—শোভা, লাবণ্য, কামনীয়তা, দীপ্তি; অভিলাষ। **কান্তিক**—কান্তিলোহ, steel। **কান্তিদ**—যাহা কান্তি দান করে; ঘৃত; পিত্ত। **কান্তিভৃৎ**—শোভন, উজ্জ্বল; চন্দ্র। **কান্তিমান্**—শোভন, দীপ্তিমান; চন্দ্র; কামদেব। স্ত্রী. কান্তিমতী—চন্দ্রকলা। **কান্তি-লৌহ**—চুম্বক, বিশুদ্ধ লৌহ।

কান্দ—কন্দ হইতে জাত, কন্দ সম্বন্ধীয়।

কান্দন—ক্রন্দন, কান্না (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

কান্দর্প—কন্দর্পসম্বন্ধীয়, কন্দর্পপুত্র।

কান্দা—কাঁদা (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত—কান্দাকাটি)।

কান্দী—(প্রাঃ) নদীর ধার, কিনারা; গ্রামের প্রধান। **কান্ধার, কাঁধার**—কিনারা; (জলের কান্ধার—প্রাঃ বাং)।

কান্না—(সং ক্রন্দন, হিঃ কান্‌না) ক্রন্দন, রোদন, বিলাপ; দুঃখপূর্ণ অভিযোগ (তোমার কান্না ত লেগেই আছে)। **কান্নাকাটি**—অনুনয়-বিনয়, প্রচুর ক্রন্দন। **কান্না জুড়ে দেওয়া**—অপ্রত্যাশিত অথবা বিরক্তিকরভাবে কাঁদিতে আরম্ভ করা। **কান্না পাওয়া**—দুঃখে কান্না আসা। **কান্নাহাটি**—হাহাকার, ক্রন্দনের রোল। **মরাকান্না**—স্ত্রীলোকের স্বজন-বিয়োগে উচ্চৈঃস্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া কান্না; বিরক্তিকর প্রচুর কান্না (এই সামান্য কথায় তার

মরাকান্না আরম্ভ হইল)। **মায়াকান্না**—প্রতারণা করিবার জন্য কান্না; মিথ্যা অজুহাত।

কান্যকুব্জ—কনোজ দেশ।

কাপ—(সং কাপট্য) কপটতা, ছলনা, ভান (কাপ করিয়া পড়িয়া থাকা—অসুখ ইত্যাদির ভান করা); বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভঙ্গ কুলীন; কপট, ছলনাকারী, যে সঙ্ সাজে (বুড়া কাপ)।

কাপ—(ইং cup) বাটি, পেয়ালা (এক কাপ চা)।

কাপটিক—(সং) শঠ, ধূর্ত, একশ্রেণীর গুপ্তচর।

কাপট্য—ধূর্ততা, ছলনা, কপটভাব।

কাপড়—(সং কর্পট; প্রাঃ কপ্‌পড—কার্পাস-জাত) বস্ত্র, পরিধেয়, বসন। **কাপড় কাচা**—কাপড় জলে অথবা সাবান সোডা ইত্যাদি সহযোগে ধোওয়া। **কাপড়চোপড়**—পরিধেয় ও অন্যান্য বস্ত্র; পোষাকী কাপড় (কাপড়চোপড় পরে' কোথায় যাচ্ছ)। **কাপড় ছাড়া**—বাসী ময়লা অথবা অশুচি বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য কাপড় পরা। **কাপড় ছোপানো,-ছোবানো**—কাপড় রং করা। **কাপড় তোলা**—রোদে দেওয়া বা বাহিরে রাখা কাপড় উঠাইয়া রাখা; পরিধানের বস্ত্র উপরের দিকে কিছু টানিয়া তোলা। **কাপড় তোলানো**—রিপু করা। **কাপড় পরা**—দেহ বস্ত্রাবৃত করা; পোষাক পরা; পোষাক পরিয়া বহির্গমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। **কাপড় পাট করা,-তয়্ করা**—কাপড় ভাঁজ করিয়া রাখা। **কাপড় সিজানো**—ক্ষার-জলে ময়লা কাপড় সিদ্ধ করা। **কাপড়ে হাগা**—অত্যন্ত ভয় পাওয়া। **আটপৌরে কাপড়**—সদাসর্বদা পরিধানের বস্ত্র (বিপরীত —পোষাকী বা তোলা কাপড়)। **আধ ময়লা কাপড়**—মলিন কিন্তু পরাও চলে। **এড়া কাপড়**—যে কাপড় ছাড়া হইয়াছে; উচ্ছিষ্ট লাগা কাপড়। **কাপড়ের খুঁতি**—পাড়ের কাছের মোটা সুতা দিয়া ঘন-বুনানি অংশ। **কাপড়ের জমি**—কাপড়ের বুনুনি, texture। **থান-কাপড়**—সাদা পেড়ে কাপড়, সাধারণত বিধবাদের ব্যবহার্য (থান কাপড় পরে, আতপের ভাত খায়)। **বাসি করা কাপড়**—সুবাসিত কাপড়; ধোওয়া ও ইস্ত্রি করা কাপড়। **সাজো কাপড়**—সদ্য-পরিষ্কৃত ও অব্যবহৃত কাপড় (বিপরীত—বাসী কাপড়)।

কাপড়িয়া, কাপুড়িয়া, কাপুড়ে—কাপড় সম্বন্ধীয়, কাপড়-ব্যবসায়ী (বড়বাজারের কাপুড়ে; কাপুড়েপটী)।

কাপা—(প্রাঃ) উত্তরবঙ্গের পল্লী-নারীর উপর-ছুট কাপড়।

কাপালি,-লী, কাপালিক—কাপালিক, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বিশেষ (নরকপাল ইহাদের ভোজন ও পান-পাত্র); কৃষিজীবী হিন্দু জাতি বিশেষ।

কাপাস—(সং কার্পাস) কাপাস তুলা ও গাছ, cotton। **বন কাপাস**—বন্য নিকৃষ্ট কাপাস। **কাপাস কাটা**—সুতা কাটা।

কাপিল—(কপিল+ষ্ণ) কপিলপ্রণীত সাংখ্য-দর্শন, সাংখ্যমতাবলম্বী; কপিলবর্ণ।

কাপুরুষ—যে পুরুষ হিসাবে নিন্দিত, সাহসহীন, ভীরু, অধম।

কাপে কাপে—ফাঁক না রাখিয়া, আঁটসাঁট-ভাবে (ঢাক্‌নাটা কাপে-কাপে বসে গেছে)।

কাপোত—(কপোত+ষ্ণ) কপোত-দল, পায়রার ঝাঁক, কপোত-বর্ণ। **কাপোত বৃত্তি**—কপোতের মত অনিশ্চিত জীবিকা বা উঞ্ছবৃত্তি।

কাপ্তান, কাপ্তেন—(ইং captain) জাহাজের অধ্যক্ষ; সৈনাধ্যক্ষ; ধনী বিলাসী, নীচ আমোদপ্রমোদে সহায়তা করে এমন ধনী বিলাসী (কাপ্তেন ধরা—এইরূপ ধনীর সঙ্গী বা শরণাপন্ন হওয়া); নিন্দিত বিষয়ে নিপুণ ও নেতৃস্থানীয় (ছেলেটা ত কাপ্তেন হ'য়ে উঠেছে দেখ্‌ছি; কথার কাপ্তেন)।

কাফর, কাফির, কাফের—(আঃ কাফির—আবরণকারী; সত্যধর্মদ্বেষকারী) মুসলমান-ধর্মে অবিশ্বাসী; নৃশংস, নির্মম (কাফেরের জান, কোন রহম নাই); ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রতি মুসলমানের বিতৃষ্ণাজ্ঞাপক উক্তি (তুলনীয়—ম্লেচ্ছ, heathen, barbarian)। **কাট্টা কাফের**—ঘোর মুসলিমদ্বেষী; অতিশয় নির্মম। **কুফর, কোফর**—কাফেরের মত আচরণ (যতেক বামন মিছা পুঁথি বানাইয়া, কাফের করিল লোকে কোফর পড়িয়া—ভারত

চন্দ্র)। বিণ. কাফেরী (কাফেরী কালাম—সত্যধর্মবিরুদ্ধ উক্তি)।

কাফরি, কাফ্রি—আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো অথবা নিগ্রোজাতি. বর্ণের অসাধারণ কৃষ্ণত্বের জন্য সুবিখ্যাত (কাফরির মত কালো)।

কাফি—কফি দ্রঃ; রাগিণী-বিশেষ।

কাফিলা, কাফেলা—(আঃ ক'াফ্‌লা) যাত্রী-দল, উষ্ট্রারোহী যাত্রীদল (উটের কাফেলা চলিয়াছে)। **কাফেলাবন্দী**—শ্রেণীবদ্ধ।

কাবলিওয়ালা, কাবুলী, কাব্‌লী,—আফগানিস্থানের অধিবাসী, ইহারা বাংলা দেশের বহুস্থানে গরম কাপড় ফেরি করে; বর্তমানে ইহারা সাধারণত চড়া সুদে টাকা ধার দিয়া বেড়ায়; তাহা হইতে, নির্মমভাবে কোনকিছু আদায়কারী।

কাবা—(আঃ ক'বা) ঢোলা অঙ্গাবরণ বিশেষ, ইহার আস্তিন ঢোলা, বুক খোলা, লম্বায় পা পর্যন্ত (আবা দ্রঃ); (আঃ কা'বা) মক্কার সুবিখ্যাত উপাসনাগৃহ, হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক প্রথম নির্মিত; যাঁহারা হজ করিতে যান তাঁহারা ইহা প্রদক্ষিণ করেন।

কাবাড়ি-ড়ী. কাবারি—যে ভাঙাচোরা বা পুরাতন মালের ব্যবসা করে; মৎস্য-বিক্রেতা মুসলমান-সম্প্রদায় বিশেষ (মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাল্য কাবারি—কবিকঙ্কণ)।

কাবাব—(আঃ কবাব্), শূল্যমাংস; কাবাব করিবার জন্য মাংস পাতলা পাতলা টুকরায় বিভক্ত করা হয় ও সেই টুকরাগুলি থেঁৎলাইয়া লইয়া দধি ও মসলা মাখাইবার পর শিকে বিদ্ধ করিয়া আগুনের আঁচে সিদ্ধ করা হয়, ইহাকে শিক-কাবাব বলে, ইহা ভিন্ন অন্যান্য প্রণালীতে প্রস্তুত কাবাবও আছে (কলিজা কাবাব সম ভুনে মরু-রোদ্দুর—নজরুল ইসলাম); বিশীর্ণ, বিশুষ্ক (শুকিয়ে কাবাব হয়ে গেছে)।

কাবাব-চিনি—গোল মরিচের মত মসলা বিশেষ, cubeb)।

কাবার—(পর্তুঃ acabar) শেষ (মাস-কাবার); নিঃশেষিত (বাবা যে টাকা রেখে গিয়েছিলেন সব কাবার); পূর্ণ (পঞ্চাশ কাবার—বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ)।

কাবারি,-রী—কাবাড়ি দ্রঃ। মৎস্য-বিক্রেতা, শিকারী; ব্যাধারী (বেড়ার কাবারি)।

কাবাস—কাপাস; কাপাসের ন্যায় রসহীন বা রক্তহীন (ভয়ে কাবাস হওয়া)।

কাবিল, কাবেল—(আঃ ক'াবিল), উপযুক্ত, লায়েক, গুণবান্, যোগ্যতাসম্পন্ন। (এতেবারের কাবেল—বিশ্বাসের যোগ্য)।

কাবীন—(ফা. কাবীন) মুসলমান স্বামী বিবাহ-কালে তার স্ত্রীকে যে অর্থ দিতে অঙ্গীকার করে; দেনমোহর। **কাবীননামা**—কাবীন সম্বন্ধে লেখ্য)।

কাবু—(তুর্কী ক'াবু—অধিকার, এখ্‌তিয়ার) বশীভূত; পরাস্ত (এইবার তাকে কাবু করে আনা গেছে); দুর্বল (ম্যালেরিয়ায় কাবু হয়ে পড়েছি)। **কাবু হওয়া**—পরাস্ত হওয়া, হার মানা (বাছাধন এইবার কাবু হয়েছেন)। **কাবুতে পাওয়া**—বাগে পাওয়া।

কাবুলী—কাবুলদেশ-জাত (কাবুলী ব্যবসায়ী, কাবুলী আনার)। কাবলিওয়ালা দ্রঃ।

কাবেজ—(আঃ ক'বদ'), আয়ত্তীকৃত, করতল-গত (জান কাবেজ করা—প্রাণ নিষ্কাষিত করা)।

কাবেরী—দাক্ষিণাত্যের নদী বিশেষ।

কাব্বাল—(আঃ ক'ব্‌বাল); যাহারা কাওয়ালী গান করে। **কাব্বালী**—কাওয়ালী; মুসলমানী ভজন বিশেষ, পীরের দরগায় বা সুফীদের মজলিসে গাওয়া হয়।

কাব্য—কবিকর্ম, কবির গদ্য অথবা পদ্য রচনা; রসাত্মক বাক্য (বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্—রসাত্মক বাক্য কাব্য)। **গদ্যকাব্য**—ছন্দোবদ্ধ নয়, কিন্তু ভাবসমৃদ্ধ ও সরস রচনা। **গীতিকাব্য**—সঙ্গীত-ধর্মী কাব্য; lyrical poetry। **খণ্ডকাব্য**—নাতিদীর্ঘ কবিতা, মহাকাব্য নহে। **মহাকাব্য**—সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে বীররসপ্রধান অন্তত: অষ্ট সর্গে সমাপ্ত কাব্য; মহৎভাবপূর্ণ দীর্ঘ কাব্য। **উত্তম কাব্য**—ভাবসমৃদ্ধ ও রচনা-চাতুর্য-পূর্ণ কাব্য। **নিকৃষ্ট কাব্য**—ভাবৈশ্বর্যে দীন, শব্দাড়ম্বরপূর্ণ কাব্য। **কাব্যজগৎ**—কাব্যে প্রতিফলিত জগৎ বা জীবন-ব্যাপার; বিশ্বের কবিসমাজ। **কাব্যরস**—কাব্যের অন্তর্নিহিত চমৎকারিত্ব; কাব্য-চর্চার আনন্দ। **কাব্যরসিক**—কাব্য পাঠে যিনি আনন্দ লাভ করেন; কাব্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ-বিচারে অভিজ্ঞ। **কাব্যলিঙ্গ**—অর্থালঙ্কার বিঃ।

কাভাত—দুর্ভিক্ষ, আকাল। (কাহাত দ্রঃ)।

কাম—(কম্—অভিলাষ করা) কন্দর্প, কামদেব; ইচ্ছা, বাসনা, কামনা, মনোরথ (পূর্ণকাম); সুখ-সম্ভোগাদি (ধর্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ); নারীপুরুষের সম্ভোগেচ্ছা। **কামকলহ**—প্রণয় কলহ। **কামকলা**—রতি; কামশাস্ত্র। **কামকার, কামকৃৎ**—যথেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী। **কামকেলি**—কামক্রীড়া। **কামগ**—যে ইচ্ছানুরূপ শীঘ্র এবং সর্বত্র গমন করিতে পারে; আরোহীর ইচ্ছানুসারে চালিত বাহন; স্ত্রী. কামগা—স্বেচ্ছাচারিণী। **কামগন্ধ**—সম্ভোগেচ্ছার লেশ। **কামচর**—যে ইচ্ছানুসারে যেখানে খুশী যাইতে পারে (কামচর নারদ); বি **কামচার**—যেমন-খুশী চলাফেরা করা; স্বচ্ছন্দবিহারী পশু; বিণ. **কামচারী**—স্বচ্ছন্দগমনশীল; স্বচ্ছন্দসম্ভোগশীল। **কামজ**—সুখভোগের ইচ্ছা যাহার উৎপত্তির মূলে। **কামজান**—কামোদ্দীপক (মালা চন্দন কোকিলরব ইত্যাদি)। **কামজিৎ**—মহাদেব; বুদ্ধদেব; কার্তিকেয় (রূপে কামকে জয় করিয়াছেন)। **কামপত্নী**—রতি।

কাম—(সং কর্ম প্রাঃ কম্ম) কর্ম, কাজ (গ্রাম্য ভাষায় কাজ অর্থে অনেক ক্ষেত্রেই 'কাম' ব্যবহৃত হয়)। **কাম-কাজ**—কাজকর্ম; গৃহস্থালীর কাজ (কাজ-কাম পড়ে আছে)। **কামদার**—কারুকার্য-খচিত (কামদার চাদর)।

কামঠ—কচ্ছপের মাংস।

কামড়—দংশন, দন্তাঘাত, দন্তাঘাত করিয়া ছিন্ন করা, হুল ফুটানো (মশার কামড়); অত্যাজ্য নির্দয় দাবি (ছেলের বাপের কামড়)। **কামড় ধরা**—কামড়ের মত তীব্র বেদনার সূত্রপাত (পেটে কামড় ধ'রেছে)। **মরণ কামড়**—পরাজিতের মরিয়া হইয়া চেষ্টা।

কামড়ানো—দন্তাঘাত করা, হুল ফুটানো, কামড়ের ন্যায় বেদনাবোধ (পেট কামড়ানো, হাত পা কামড়ানো); **কামড়ি, কামড়ানি**—কামড়ের ভাব; প্রবল ইচ্ছা। **পেটকামড়ি, পেটকামড়ানি**—পেটে বেদনাবোধ; গোপনীয় কথা বলিয়া দিবার জন্য অস্থিরতাবোধ। **হাত বা আঙুল কামড়ানো বা কামড়ানি**—নিষ্ফল ক্ষোভের পরিচায়ক।

কামতিথি—মদন-ত্রয়োদশী। **কামদ**—প্রার্থনা পূর্ণকারী, শিব; রাগিণীবিশেষ (কামোদ)। স্ত্রী. কামদা—অভীষ্টপ্রদায়িনী।

কামদানি—কারুকার্য, কাপড়ে ফুল তোলার কাজ, জরির কাজ। **কামদার**—কারুকার্য করা, যাহার উপরে সূতা দিয়া ফুল তোলা হইয়াছে অথবা জরির কাজ করা হইয়াছে।

কামদুঘা—কামধেনু, কামধেনুর মত অভীষ্ট-প্রদায়িনী। **কামদেব**—অনঙ্গ। **কামধনু**—মদনের ধনু। **কামধেনু**—পুরাণবর্ণিত সর্ব-অভীষ্ট-দায়িনী গাভী; সুরভিসুতা বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনী; যে গাভী বার মাস দুধ দেয়; কামধেনুর মত অভীষ্টদাত্রী। **কামধ্বংসী**—মহাদেব।

কামনা—বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, মনোরথ; প্রার্থনা (তার কুশল কামনা করি)।

কামপুর, কামপ্রদ—কামনাপূর্ণকারী, পরমেশ্বর।

কামবাণ—মদনের বাণ। **কামবান্**—অভিলাষী।

কামবীর্য—(বহুব্রী) মহাশক্তিশালী। **কামরত**—যথেচ্ছাচারী। বি কামবৃত্তি। **কামভোগ**—অভীষ্টের উপভোগ।

কামরা—(পুর্তু camara) প্রকোষ্ঠ, room।

কামরাঙ্গা,-রাঙা—পাঁচশিরযুক্ত সুপরিচিত অম্লফল; কামরাঙ্গার আকৃতির গহনা।

কামরূপ—কমনীয় রূপ, সুদর্শন, আসামের সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চল। **কামরূপ কামাখ্যা**—তন্ত্রমন্ত্রের জন্য বিখ্যাত (কামরূপ কামাখ্যার আজ্ঞা)। **কামরূপী**—যে ইচ্ছানুরূপ আকৃতি ধারণ করিতে পারে, বিদ্যাধর।

কামল—(সং) কামুক, বসন্তকাল, মরুভূমি; কামলা রোগ (কাঁওল)।

কামলতা—কামিনী; কল্পলতা; শিশ্ন।

কামলা—কাঁওল; দিন-মজুর (গ্রাম্য)।

কামশক্তি—রতি; কামের পঞ্চাশৎ প্রকার নায়িকা। **কামশর**—মদনবাণ; আম্রমুকুল; আম্রবৃক্ষ। **কামশাস্ত্র**—রতিশাস্ত্র। **কামসখ**—বসন্তকাল; আম্রবৃক্ষ। **কামসুত**—অনিরুদ্ধ। **কামসূত্র**—কামশাস্ত্র, বাৎস্যায়ন-প্রণীত রতিশাস্ত্র। **কামসিন্দুর**—উজ্জ্বল রক্তবর্ণ সিন্দুর বিশেষ। **কামস্তুতি**—তান্ত্রিক মন্ত্র বিশেষ।

কামাই—কর্মের দ্বারা অর্জিত ধন, উপার্জন (ছেলের কামাই); অনুপস্থিতি; অবসর, ক্ষান্তি (ঘেনর-ঘেনরের আর কামাই নাই)। **কামাই করা**—অনুপস্থিত হওয়া, গরহাজির হওয়া। **কাজও নাই কামাইও নাই**—কাজ তেমন নাই কিন্তু অবসরও নাই; বেকার।

কামাক্ষী—কামাখ্যা দেবী, মন্ত্র বিশেষ। **কামাখ্যা**—সুবিখ্যাত হিন্দুতীর্থ, আসামে অবস্থিত।

কামান—(ই° cannon) সুপরিচিত আগ্নেয়াস্ত্র, শতঘ্নী (কামান-বন্দুক); ধনুক (কামের কামান ভুরু)। **কামান দাগা**—কামানের গোলা ছোড়া; **কামান পাতা**—কামান দাগিবার আয়োজন করা।

কামানো—উপার্জন করা, ক্ষৌর কর্ম করা (পয়সা কামানো; দাড়ি কামানো); (গ্রাম্য, গালি) কিছুই না করা, তুচ্ছ কাজে রত থাকা (কি কামানটা কামাচ্ছিলে এতক্ষণ শুনি?)। **সাপ কামানো**—সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গা।

কামানি—ক্ষৌরকর্মের পারিশ্রমিক; ধনুকের আকৃতির স্প্রিং জাতীয় লৌহ (ছাতার কামানি; গাড়ীর কামানি)। **কামানিদার**—কামানিযুক্ত, স্প্রিং-বসানো।

কামার—লৌহের ও স্বর্ণের দ্রব্য প্রস্তুতকারক; হিন্দুজাতিবিশেষ; লৌহের দ্রব্য প্রস্তুতকারক (সেকরার ঠুক-ঠাক কামারের এক-ঘা—দীর্ঘকাল ধরিয়া আস্তে আস্তে কাজ করা আর প্রবল শক্তিতে অল্প সময়ে কার্য শেষ করা)। **কামারশাল**—কামারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্র। স্ত্রী. কামারণী।

কামাল—(আঃ কমাল) পূর্ণাঙ্গতা; চরম কৃতিত্ব; বিণ. পূর্ণাঙ্গ কৃতী, সার্থক। **কামাল করা**—অভাবিত সাফল্য অর্জন করা, চরম সার্থকতা লাভ করা (কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই—নজরুল)।

কামিজ—(আঃ ক'মীস্') সার্ট, shirt।

কামিত—বাঞ্ছিত, অভীষ্ট।

কামিনা,-ন্যা, কামিলা,-ল্যা—কর্মকার, কারিগর, শিল্পী, স্থপতি, শাঁখারি। **কামলা**—(প্রাদেঃ) দিনমজুর। **কামিন**—(প্রাদেঃ) মেয়েমজুর।

কামিনী—(অনুরাগিণী) স্ত্রীলোক (কুল-কামিনী), পত্নী; কামিনীফুলের গাছ, কামিনী-ফুল। **কামী**—যে কামনা করে, অভিলাষী, কামুক; চক্রবাক, কপোত, চটক। **কামুক**—কামপরায়ণ, লম্পট। স্ত্রী. কামুকা, কামুকী।

কামেশ্বর—যিনি অভীষ্ট পূর্ণ করেন, পরমেশ্বর, কুবের; মোদক বিশেষ। স্ত্রী. কামেশ্বরী—কামাখ্যার দেবীমূর্তি বিশেষ। **কামোদ**—রাত্রির প্রথম ভাগের রাগিণী বিশেষ। **কাম্য**—অভিলষণীয়, বাঞ্ছিত, কমনীয়, শোভন। **কাম্যকর্ম**—(গীতা) নিষ্কাম কর্ম নহে, সুখ-সমৃদ্ধি-ভোগের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্ম। **কাম্যক বন**—সরস্বতী-নদী-তীরস্থিত সুরম্য বনবিশেষ। **কাম্য কূপ**—গঙ্গা-যমুনার প্রাচীন সঙ্গম-স্থল, এখানে কিছু কামনা করিয়া দেহত্যাগ করিলে পরজন্মে তাহা লাভ হয় এরূপ প্রবাদ ছিল। **কাম্যদান**—স্বর্গাদি লাভের আশায় দান, মূল্যবান বস্তু দান। **কাম্যমান**—যাহা কামনা করা হইতেছে। **কাম্যব্রত**—বিশেষ অভীষ্টের জন্য ব্রত, মানসিক।

কায়—[চি (একত্র করা) + ঘঞ্] যাহা নিশ্চিত, দেহ, বাসস্থান। **কায়ক্লেশে**—যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া, কোন প্রকারে (কায়ক্লেশে জীবনধারণ)। **কায় চিকিৎসা**—শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসাশাস্ত্র, practice of medicine। **কায়মনোবাক্যে**—দেহ মন ও কথার দ্বারা; সর্বান্তঃকরণে।

কায়দা—(আঃ ক'ায়ে'দা) রীতি, বিধি পদ্ধতি (কায়দামাফিক—প্রচলিত রীতি অনুসারে; যথানিয়মে)। **আদবকায়দা**—শিষ্টাচার। **কায়দা করা**—বশে আনা, কৌশল করা (কায়দা করে আদায় করা)। **কায়দা-কানুন**—রীতি-পদ্ধতি, বিধি-ব্যবস্থা। **কায়-দায় পাওয়া**—হাতে পাওয়া, দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া। **কায়দা হওয়া**—বশে আসা, আয়ত্ত হওয়া।

কায়স্থ—আত্মা; হিন্দুজাতি বিশেষ, লিপিকর, করণ, মুহুরী। স্ত্রী. কায়স্থা—কায়স্থকন্যা; কায়স্থী—কায়স্থপত্নী।

কায়া—কায়, মূর্তি (কায়া বদলানো—ভোল বদলানো; জন্মান্তর পরিগ্রহ করা)।

কায়িক—শারীরিক (কায়িক ক্লেশ, কায়িক শ্রম, কায়িক চেষ্টা)।

কায়েত—কায়স্থ, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লিপিকর (কায়েতের বুদ্ধি)। বি কায়েতি—কায়েতের বুদ্ধি, চালাকি।

কায়েম—(আঃ ক'য়েম্) স্থায়ী, মজবুত, পাকা। **কায়েম করা**—প্রতিষ্ঠিত করা। **কায়েমী** চিরস্থায়ী, স্থায়ী (কায়েমী স্বত্ব)। **কায়েমী-দার**—কায়েমী স্বত্বের অধিকারী।

কার—(সং কৃ : সমাসে উত্তরপদ) প্রস্তুতকারক, নির্মাতা, শিল্পী (কুম্ভকার, স্বর্ণকার, শাস্ত্রকার, সূপকার, বীণকার); ক্রিয়া, চেষ্টা (সাক্ষাৎকার, পুরুষকার); উচ্চারণ (হাহাকার, ওঙ্কার, জয়জয়কার)।

কার—(ফাঃ কার) কর্ম, ব্যবসায়। **কারকুন**—তত্ত্বাবধায়ক ; রাজস্ব আদায়-উশুলের কাগজাদির তত্ত্বাবধায়ক। **কারখানা**—শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনের স্থান, factory ; ব্যাপার (কাণ্ড-কারখানা)। **কারগুজার**—কার্যদক্ষ (বি. কারগুজারি)। **কারচুপি,-বি**—কাপড়ে ফুল তোলা ; চালাকি, কৌশল।

কার—সম্পর্কিত, বিষয়ক (আগেকার, আজকার, এদিককার, পিছনকার)।

কারক—(কৃ+ণক) সাধনকারী, সম্পাদয়িতা (হিতকারক, জগৎকারক); (ব্যাকরণে) ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ (কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক ইত্যাদি)।

কারকিত—কৃষিকার্য-আদি।

কারণ—(কারি+অনট্) হেতু, নিমিত্ত, cause, নিদান (শোকের কারণ) জনক, উৎপত্তি-স্থান (জগৎকারণ); তান্ত্রিক সাধনায় প্রয়োজনীয় মদ্য। **কারণকথা**—গোড়ার কথা, আসল কথা। **কারণবারি**—যে বারি হইতে সৃষ্টির সূচনা বা জীব প্রথম উদ্ভূত। **কারণশরীর**—(বেদান্ত) সূক্ষ্মশরীর বিশেষ।

কারণিক—কারণ অনুসন্ধানকারী, পরীক্ষক, বিচারক।

কারণীভূত—কারণস্বরূপ, কারণরূপে উপস্থিত।

কারণোত্তর—বাদীর অভিযোগ স্বীকার করিয়া তাহা খণ্ডন।

কারণ্ডব—বালিহাঁস (যাহারা জলে বিচরণ করে)।

কারদানি, কেরদানি—(ফাঃ কারদানী) কর্ম-সম্পাদনের কৌশল, বাহাদুরি (আর কেরদানি দেখাতে হবে না)।

কারপরদাজ,-দার—(ফাঃ কারপরদার) ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, গোমস্তা, ভৃত্য।

কারবাইড—(ইং carbide) গ্যাসের বাতি জ্বালাইবার উপকরণ, জল দিলে এসিটিলিন গ্যাস হয় সেই গ্যাসে আগুন ধরাইলে উজ্জ্বল গ্যাসের আলো হয়।

কারবার—কার্য (কাজ-কারবার); ব্যবসায় (চিনির কারবার); ব্যবহার, কাণ্ডকারখানা (একি কারবার)।

কারবেল্ল—(সং) করলা গাছ।

কারয়িতা—যে অন্যের দ্বারা কোন কাজ করায় বা করিতে বাধ্য করে। স্ত্রী, কারয়িত্রী। **কারয়িতব্য**—সম্পাদয়িতব্য।

কাররওয়াই—কার্যাবলি, আচরণ ; আপত্তিকর কার্যাবলি বা আচরণ (বাংলায় এই শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়)।

কারসাজি—(ফাঃ কারসাযী—সৃষ্টি, নির্মাণ-কৌশল); চালাকি, চতুরতা, ফন্দি (দুষ্টের কারসাজি)।

কারা—[কৃ (বিক্ষেপ করা)+ঘঞ্] কারাগার, Jail ; বীণাযন্ত্রের নীচের দিকের কাষ্ঠভাগ। **কারাগার**—জেলখানা। **কারাদণ্ড**—কারাবাস-রূপ দণ্ড। **কারাবেশ্ম**—কারাগার।

কারাবা, কার্বা—(ফাঃ কর্‌বা) গোলাপ-জলের বোতল।

কারিকর—শিল্পী, মুসলমান তাঁতী (কারিকর পাড়া)। বি. কারিকুরি—কারুকার্য, শিল্পচাতুর্য, নৈপুণ্য ; (প্রাদেশিক) ছলচাতুরী।

কারিকা—বহু-অর্থসূচক স্বল্পাক্ষর কবিতা ; নটী।

কারিগর—(ফাঃ কারীগর), কারিকর, শিল্পী। বি কারিগরি। **কারিগরী শিক্ষা**—শিল্প-বিষয়ক শিক্ষা, technical education।

কারিত—(সং) অন্যের দ্বারা সাধিত। **কারিতা**—দায়হেতু মহাজনের চাপে খাতকের দ্বারা স্বীকৃত বর্ধিত সুদ।

কারিন্দা—কেরাণী, গোমস্তা।

কারী—(তামিল—কারি ; ইং curry) মাছ মাংস বা ডিমের মসলাদার তরকারি ; কোরাণ-পাঠকারী ; গভীর, মারাত্মক (কারী-জখম)।

কারু—(কৃ+উণ্) শিল্পী, নির্মাতা। **কারু-কার্য**—শিল্পকর্ম, শিল্পচাতুর্য ; ছলচাতুরী, কৃত্রিমতা (এর মধ্যে কিছু কারুকার্য আছে)। **কারুশিক্ষালয়**—শিল্পকর্ম-শিক্ষালয়, Industrial school। **কারুসমবায়**—শিল্পিসমবায়, Guild organisation। **কারুক**—শিল্পী, সূপকার। **কারুচৌর**—সিঁধেল চোর। **কারুজ**—শিল্পজাত দ্রব্যাদি। স্ত্রী. কারু—কারিকরের স্ত্রী, রজকী। (চারু দ্রঃ)।

কারুণিক—(করুণ+ষ্ণিক) পরদুঃখকাতর, করুণাময় (পরমকারুণিক পরমেশ্বর)। স্ত্রী. কারুণিকী।

কারুণ্য—করুণার ভাব, পরদুঃখ দূর করার ইচ্ছা, করুণা।

কারে—কর্মবিপাকে (কারে পড়েছেন বাছাধন)।

কারেন্সী নোট—(ইং, currency note) মুদ্রার মূল্যভিত্তিক সরকারী নোট।

কারো—কাহারও, ব্যক্তিবিশেষের (কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ)।

কার্কশ্য—কর্কশ ভাব, কড়া মেজাজ ; কঠিনতা ; কোমলতা বা মসৃণতার অভাব।

কার্টিজ—কার্তুজ দ্রঃ।

কার্ড—(ইং card), পোষ্টকার্ডে চিঠি (তোমার কার্ড পাইয়াছি) ; নাম পদবী ও ঠিকানাযুক্ত পুরু কাগজখণ্ড।

কার্তবীর্য, কার্তবীর্যার্জুন—মহাবল পৌরাণিক রাজা বিশেষ। কার্তবীর্যারি—পরশুরাম।

কার্তান্তিক—(কৃতান্ত+ষ্ণিক) যিনি কৃতান্ত বা ভাবী শুভাশুভ জানেন, দৈবজ্ঞ।

কার্তিক—কার্তিক মাস ; মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র ; পরম রূপবান্। **নবকার্তিক**—(বিদ্রূপে) কুরূপ, অদ্ভুতদর্শন। **লোহার কার্তিক**—কালো কুৎসিত। **কার্তিকে ঝড়**—কার্তিক মাসের প্রবল ঝড়।

কার্তিকেয়—কার্তিক, দেবসেনাপতি। **কার্তিকোৎসব**—কার্তিকী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত উৎসব।

কার্তুজ, কার্তুস—(ফ্রেঞ্চ cartouche, ইং cartridge) টোটা, ইহার ভিতরে গুলি ও বারুদ থাকে।

কার্নিস—(ইং cornice) দেওয়ালের উপর দিয়া বাহির হইয়া আসা ছাদের অংশ।

কার্পট—(সং) ছেঁড়া কাপড়, কানি ; ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত ; উমেদার ; তীর্থযাত্রী।

কার্পণ্য—কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা, উদারতার অভাব, ক্ষুদ্রতা।

কার্পাস—কার্পাসতুলা ও গাছ ; কার্পাসনির্মিত (কার্পাসবস্ত্র)। বিণ. কার্পাসিক—কার্পাস হইতে প্রস্তুত বস্ত্র ; কার্পাসসূত্র প্রস্তুতকারী। **কার্পাসী**—কাপাস গাছ।

কার্পেট—(ইং carpet) গালিচা, উল পাট ইত্যাদি নির্মিত কারুশোভিত পাতিবার আসন (কার্পেটমোড়া মেঝে)।

কার্ম—(সং) কর্মে অভ্যস্ত, পরিশ্রমী। **কার্মণ**—তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা বশীকরণ, যাদুকরা। **কার্মার**—কর্মকার, লোহার। **কার্মিক**—যে কাপড় সূচীকর্মের দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে ; কর্ম সম্বন্ধীয়।

কার্মুক—(সং) ধনুক ; তুলাধোনা যন্ত্র ; জ্যামিতির ক্ষেত্রবিশেষ, arc ; বাঁশ। **কার্মুকধারী**—ধনুর্ধর। **কার্মুকাসন**—তন্ত্রসাধনের আসন বিশেষ।

কার্য—(কৃ+ণ্যৎ) কাজ, করণীয় ; শ্রাদ্ধ পূজা উৎসব প্রভৃতি বৃহৎ ব্যাপার (কাযবাড়ী) ; প্রয়োজন, হেতু, ফল (কোন্ কার্যে আগমন ; কোন কার্যে আসিবে না) ; কর্তব্য (এখন ইহাই কার্য)। **কার্যকর**—ফলদায়ক (স্ত্রী. কার্যকরী)। **কার্যকারণ**—কার্য ও তাহার ফল। **কার্যকাল**—কার্যসাধনের কাল, কাজের বেলা। **কার্যকুশল**—কর্মদক্ষ। **কার্যক্ষম**—কর্মপটু, কার্যসাধনসমর্থ। **কার্যগৌরব**—কার্যের গুরুত্ব। **কার্যতঃ**—কার্যের দ্বারা, কার্যকালে। **কার্যদর্শী**—কার্যের তত্ত্বাবধায়ক। **কার্যনির্ণয়**—কর্তব্যনির্ণয়, দণ্ডাদি বিষয়ে ইতিকর্তব্যতা নিরূপণ। **কার্যনির্বাহ, কার্যনিষ্পত্তি**—কর্মসম্পাদন (বিণ. কার্যনির্বাহক)। **কার্যপরম্পরা**—কার্যের ক্রম অনুসারে। **কার্যবশতঃ**—কার্যহেতু। **কার্যবিপত্তি**—কার্যে বিঘ্ন। **কার্যশেষে**—কর্ম সম্পাদনের পর। **কার্যসিদ্ধি**—কার্যে সফলতা লাভ।

কার্যগ্রাগে—(কার্যক+আগে) দলিলের সুপরিচিত পাঠ। **কার্যপ্রণালী**—কার্যের ধারা, কার্যের রীতি। **কার্যাকার্য**—কর্তব্যাকর্তব্য।

কার্যাঙ্ক—কার্যের পরিচায়ক চাপরাশ। **কার্যাধ্যক্ষ**—কার্যের প্রধান পরিচালক। **কার্যার্থী**—কর্মপ্রার্থী। **কার্যানুরোধে**—কার্যগতিকে। **কার্যান্তর**—অন্য কাজ। **কার্যারম্ভ**—কার্যের সূচনা। **কার্যোদ্ধার**—উদ্দেশ্যসিদ্ধি। **কার্যোদ্যোগ**—কার্যসাধনের প্রয়াস।

কার্শ, কার্শ্য—কৃশতা, ক্ষীণতা ; দৈন্য।

কার্ষাপণ—কাহন, ষোলপণ।

কার্ষ্ণ—কৃষ্ণ সম্বন্ধীয়, কৃষ্ণসহচর। **কার্ষ্ণি**—কৃষ্ণের পুত্র। **কার্ষ্ণ্য**—কৃষ্ণভাব, কৃষ্ণত্ব।

কাল—[কল্ (গণনা করা) + ঘঞ্] গতকল্য, আগামীকল্য ; সময়, ঋতু (বসন্তকাল) ; সময়-বিভাগ (ক্ষণকাল) ; বয়স (বাল্যকাল) ; যোগ্য সময় (কালে হয় নাই, এখন কি আর হবে) ; মৃত্যু (কালগ্রাসে পতিত) ; সর্বনাশের হেতু (সেই বন্ধুই তার কাল হ'ল)। **কালগ্রাসে পতিত হওয়া**—মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া। **কালগু হাগা**—মৃত্যুসূচক মল ত্যাগ করা ; অতি কষ্টকর দশায় পতিত হওয়া (গ্রাম্য)। **কালগু হাগানো**—অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া, লাঞ্ছিত করা। **কালচক্র**—চক্রের মত আবর্তমান কাল, কালের আবর্তন। **কালঘাম**—মৃত্যুকালীন ঘাম ; সেই ঘামের মত প্রচুর ঘাম। **কালঘুম**—মৃত্যুর মত ঘুম, সর্বনাশা ঘুম। **দিনকাল পড়া**—দুর্দিনের সূত্রপাত হওয়া। **কালবেলা**—জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে অশুভকাল। **কালবৈশাখী**—বৈশাখী ঝড়, বৈশাখমাসের অপরাহ্ণে প্রায়ই যে ঝড় হয় (কথ্য—কালবোশেখী)। **আজ-কাল, আজ নয় কাল**—দীর্ঘসূত্রিতা (আজ-কাল করে আর করা হয় নাই)। **অন্তিমকাল**—মৃত্যুসময়। **কন্যাকাল**—কুমারীকাল। **তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা**—বৃদ্ধ হওয়া। **কালে কালে**—সময়ে।

কালকার, কালিকার—গত দিনের বা আগামী দিনের। **কালক্রমে**—কালে কালে, সময়ে। **ক্রিয়াকাল**—(ব্যাকরণ) কালজ্ঞাপক ধাতুরূপ, Tense, বর্তমানকাল, ভবিষ্যৎকাল, অতীতকাল ইত্যাদি। **কালফণী, কালভুজঙ্গ**—কৃষ্ণবর্ণ কেউটিয়া সাপ (মৃত্যুদূতস্বরূপ)। **কালকৃৎ**—বিভিন্ন কালের সংঘটয়িতা। **কালকৃত**—যথাসময়ে সম্পাদিত। **কালক্ষেপ**—সময় নষ্ট করা। **কালপূর্ণ হওয়া**—মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়া।

কাল—কৃষ্ণবর্ণ, কালো। [**কালা**—কৃষ্ণবর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ।] **কালশশী, কালাচাঁদ, চিকনকালা, কালিয়া**—শ্রীকৃষ্ণ। **মিশকাল**—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। **কাল আঁচড়, কালির আঁচড়**—লেখাপড়ার চিহ্ন। **কাল-হাঁড়ি**—রান্নাকরা হাঁড়ি। **কালকিষ্টি**—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত ময়লা বর্ণের।

কালকণ্ঠ—শিব। **কালকূট**—তীব্র বিষ।

কালচে, কালটা, কাল্‌টে—কাল দাগের মত।

কালজ্ঞ—জ্যোতির্বিদ ; যে বৃথা সময় নষ্ট করে না ; কুক্কুট।

কালত্রয়—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (ষষ্ঠী তৎ)। **কালত্রয়জ্ঞ**—ত্রিকালজ্ঞ। **কালত্রয়বেদী**—ত্রিকালজ্ঞ। **কালধর্ম**—কালের বিশেষ প্রকৃতি, যথা গ্রীষ্মে উত্তাপ, বর্ষায় বৃষ্টি।

কালনাগিনী—ছোট বিষধর সাপ।

কালনেমি—রাবণের মাতুল। **কালনেমির লঙ্কা ভাগ**—কোন কিছু হাতে না পাইয়াও তাহার সম্বন্ধে লাভজনক জল্পনা-কল্পনা।

কালন্দর—কলন্দর দ্রঃ।

কালপুরুষ—নক্ষত্রপুঞ্জ বিশেষ।

কালপৃষ্ঠ—মহাবীর কর্ণের ধনুক।

কালপেচক,-পেঁচা—ইহাদের চীৎকার নাকি অশুভ সূচক।

কালবস্থু, কালবোস—কালী বাউশ।

কালবুদ—(ইং culvert) জল নির্গমনের জন্য, বিশেষতঃ রেলপথের জল নির্গমনের জন্য ছোট সাঁকো, জুতা তৈরি করিবার কাঠের ফর্মা।

কালভৈরব—শিব হইতে উৎপন্ন ভৈরব বিশেষ।

কালমুখ—কৃষ্ণবর্ণ বা পোড়ামুখ, কলঙ্কিত জীবন (ও কালমুখ আর দেখিও না—কালামুখ দ্রঃ)।

কালমেঘ—বৃক্ষবিশেষ, ইহার আস্বাদ অতিশয় তিক্ত ; কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ; ঘনায়মান বিপদ (দুঃখের কালমেঘ)।

কালযবন—কৃষ্ণদ্বেষী কৃষ্ণবর্ণ যবনরাজ বিশেষ।

কাললবণ—বিটলবণ, ইহার বর্ণ কৃষ্ণ।

কালশিরা—আঘাতজনিত কালদাগ।

কালশুদ্ধি—(জ্যোতিষ) শুভকাল।
কালসমুদ্র—কালের অনন্ত বিস্তার, অনন্ত-বিস্তৃত কাল।
কালসহ—দীর্ঘস্থায়ী, durable।
কালসাপ—কেউটে সাপ; অতিশয় অবিশ্বস্ত (দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পোষা হয়েছে)।
কালসার—হরিণ বিশেষ।
কালসিটা—কালশিরা।
কালস্রোত—কালপ্রবাহ
কালস্বরূপ—মৃত্যুসদৃশ।
কালা—যে কানে শোনে না, বধির, deaf (হাবা কালা—কথা বলিতে পারেনা, শোনেও না); কৃষ্ণ (কালাচাঁদ); মাছ ধরিবার টেঁটা (কালি-ও বলে)।
কালাংড়া—প্রাতঃকালের রাগিণী বিশেষ।
কালাজ্বর—(Kala Azar) ম্যালেরিয়ার ধরণে দুশ্চিকিৎসা জ্বর বিশেষ।
কালাত্যয়—কালক্ষেপ।
কালানল—প্রলয়াগ্নি।
কালানো—খুব ঠাণ্ডা হওয়া (হাত পা কালানো—শীতে হাত পা খুব ঠাণ্ডা হওয়া)।
কালান্তক—যম।
কালান্তরবিষ—যেসব জন্তুর দংশন-জনিত বিষক্রিয়া বিলম্বে প্রকাশ পায়।
কালাপাতি,-তী—তক্তার জোড় একেবারে ফাঁকশূন্য করা যাহাতে জল ঢুকিতে না পারে। **নৌকায় কালাপাতি করা**—নৌকার তলায় তক্তার জোড় শণ সূত্র গাছের ছাল-আদি দিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যাহাতে জল প্রবেশ করিতে না পারে।
কালাপানি—দ্বীপান্তর, আন্দামানে নির্বাসন।
কালাপাহাড়—(কালা+পাহাড়—বধির বা ভ্রূক্ষেপহীন ও পাহাড়ের মত বিরাটকায় ও ভীষণ) অবাধ্য, একগুঁয়ে; বিখ্যাত মুসলমান সেনাপতি, ইনি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে মুসলমান হন; বহু হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করিয়া ইনি কালাপাহাড় নাম পান; গৌণার্থে, নির্মম ধ্বংসকারী। **কালাপাহাড়ী**—কালাপাহাড়ের কর্মাবলির মত ধ্বংসাত্মক।
কালাম—(আঃ কালাম) বাণী, উক্তি, বাক্য (সাদীর কালাম—শেখ সাদীর বাণী)। **আওয়াজ-কালাম**—ডাক-দোহাই (আওয়াজ-কালাম মানে না)। **কালাম-ই-ইলাহী, কালামুল্লাহ্**—ঐশী বাণী, কোরান শরীফ।
কালামুখ, কালামুখো—কলঙ্কিত, দুর্নামগ্রস্ত; নির্লজ্জ; অবাঞ্ছিত, জ্বালাতনকারী (কালামুখো কবে আসবে)।
কালাশুদ্ধি—ব্রতনিয়মাদির জন্য অপ্রশস্ত কাল।
কালাশৌচ—জন্ম ও মৃত্যুর জন্য ধর্মকর্ম বিষয়ে নিষিদ্ধকাল; পিতা ও মাতার মৃত্যুতে বর্ষব্যাপী অশৌচকাল।
কালি—আগামী কল্য বা গতকল্য। **আজি-কালি**—আজকাল; শীঘ্রই); ক্ষেত্রের ঘনফল বা বর্গপরিমাণ (ইটের কালি, জমির কালি)। **কালি কষা, কালি করা**—ঘনফল বা বর্গ পরিমাণ বাহির করা (কাঠাকালি, বিঘাকালি)।
কালি, কালী—লিখিবার কালি, মসী (কাল কালি; লালকালি), মলিন, অপ্রসন্ন (মুখ কালি হয়ে গেছে, মুখ কালি করা); পাপ, কদর্যতা কলঙ্ক, মালিন্য, অপযশ (মনের কালি, কুলের কালি)। **হাড় কালি হওয়া**—অত্যন্ত দুঃখ ও জ্বালাতন ভোগ করা। **কালিঝুলি**—কালি ও ঝুল বা তত্তুল্য বস্তু (কালিঝুলি-মাখা—কালি ও ঝুল মাখা, অপরিচ্ছন্ন)।
কালিক—(কাল+ষ্ণিক) কালোচিত, সাময়িক।
কালিকা—কালী; কুয়াশা; বায়সী; শৃগালী। **কালিকা-পুরাণ**—কালীমাহাত্ম্য বিষয়ক উপপুরাণ। **কালিনী**—কালিন্দী; দুঃখিনী (কালিনী মা)।
কালিদহ—যমুনার গর্ভস্থ কালীয় নাগের বাসস্থান (বেদনার কালিদহ)।
কালিদাস—জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃত কবি; রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্য ও নাটক রচয়িতা।
কালিন্দী—(কলিন্দ-পর্বত-উদ্ভূতা) যমুনা নদী। **কালিন্দীকর্ষণ**—বলরাম (ইনি লাঙ্গল দ্বারা কালিন্দীর স্রোত বৃন্দাবনের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন)। **কালিন্দীসোদর**—যমুনার সহোদর, যম।
কালিমা—মালিন্য, কৃষ্ণবর্ণ, কলঙ্ক। **কালিমা-ময়**—মলিন, কলঙ্কময়।

কালিয়, কালীয়—পুরাণবর্ণিত মহাবল সর্প, শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে যমুনা-হ্রদ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে বাস করিতে বাধ্য করেন। **কালীয়-দমন**—শ্রীকৃষ্ণ ; কালীয়দমন বিষয়ক গীতাভিনয়।

কালিয়া—কাল ; শ্রীকৃষ্ণ (অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া—চণ্ডীদাস ; কথ্য কেলে)। **কালিয়া**—(আঃ কলীয়া) মসলাযুক্ত মাছ বা মাংসের তরকারি (বিপরীত—কোর্মা)।

কালী—(সংহারকারিণী) কালিকা দেবী দক্ষযজ্ঞ গমন কালে সতী কালী হইয়াছিলেন, কালমূর্তি বহুভাবে কল্পিত হইয়াছে সে সবের মধ্যে আটটি প্রধান (চামুণ্ডা, কালী, মহাকালী, উগ্রকালী, ভদ্রকালী ইত্যাদি)। **কালী-তনয়**—মহিষ। **কালীতলা**—কালী দেবীর পূজাক্ষেত্র। **আন্নাকালী** (আর না কালী) —আর যেন কন্যা না হয়—কালী দেবীর কাছে এই মানত করিয়া রাখা নাম। **ডাকাতে-কালী**—ডাকাতরা যে কালীমূর্তি পূজা করিয়া ডাকাতি করিতে যায়। **রক্ষাকালী**—মহামারী নিবারণের জন্য গ্রামের অধিবাসীরা সম্মিলিত ভাবে যে কালীর পূজা করে।

কালী—কালিবর্ণ, মালিন্য, কলঙ্ক, কলুষ (মনের কালী)। **কুলে কালী দেওয়া**—কুলে কলঙ্ক লেপন করা। **মুখে চুনকালী দেওয়া**—আত্মীয়স্বজনের ঘোর অপমানের কারণ হওয়া। কালি দ্রঃ।

কালীঘাট—বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ, একান্ন পীঠ-স্থানের অন্যতম। অনেকের মতে কালীঘাট বা কালীঘাটা হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি।

কালীন—তৎকালে অনুষ্ঠিত বা সংঘটিত, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে (বিবাহকালীন উৎসব ; মধ্যাহ্নকালীন ভোজন)।

কালুষ্য—আবিলতা।

কালে—যথাসময়ে (কালে কথা হয় নাই, এখন আপসোস করে কি হবে) ; ভবিষ্যতে (কালে এর সার্থকতা বুঝবে)। **কালে-কালে**—কালক্রমে (কালে-কালে কতই দেখব)। **কালে-ভদ্রে**—কদাচিৎ।

কালেকটার—(ইং Collector) জেলার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। **ডেপুটী কালেকটার**—[ইং Deputy Collector), কালেক্টারের সহকারী।

কালেজ—কলেজ দ্রঃ।

কালো—কাল দ্রঃ।

কালোচিত—সময়োচিত।

কালোয়াত—ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি সঙ্গীতে পারদর্শী। **কালোয়াতি**—ওস্তাদি, কল্পনা-প্রসূত, আরোপিত

কাল্পনিক—(কল্পনা+ষ্ণিক) অলীক, অমূলক

কাল্য—(সং) সাময়িক, প্রত্যূষ স্ত্রী, কাল্যা—উপযুক্ত বা ডাক আসা গাভী।

কাশ—দীর্ঘ তৃণ বিশেষ, ইহার সাদা ফুলের গুচ্ছ বিখ্যাত (আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ—রবি) **কশাড়, কশার, কাশাড**—শুধু কাশ।

কাশ—গয়ার। **কাশ ওঠা**—গয়ার ওঠা, কাশ-রোগ। **যক্ষ্মাকাশ**—ক্ষয়রোগ বিশেষ।

কাশন্দি, কাসুন্দি, কাসন্দি, কাসন—গোটা আম সরিষা শুকনা মরিচ ইত্যাদির আচার বিশেষ, পূর্ববঙ্গে কাসন বা কাসুন্দিতে আম দেওয়া হয় না, ফুটন্তজলে সরিষা গোলমরিচ ইত্যাদির গুঁড়া মিশাইয়া তৈরি করা হয় ও কাচা আম, ডাল, তরকারি ইত্যাদির সহিত খাওয়া হয়। **পুরান কাসুন্দি ঘাঁটিয়া করা**—পুরাতন অরুচির বা অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা।

কাশা—শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবার জন্য গলায় শব্দ করা, গলা খক্ খক্ করা।

কাশি—কাশরোগ, গলার খকখক শব্দ। **কাঠ কাশি**—যে কাশিতে গয়ার উঠে না শুষ্ক কাশি। **ঘুংড়ি কাশি**—অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক কাশি বিশেষ, croup। **হুপো কাশি**—কষ্টকর কাশি বিশেষ ইহাতে হুপ্ হুপ্ শব্দ হয়।

কাশী—বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ, বারাণসী। **কাশী-প্রাপ্তি, কাশীলাভ**—কাশীতে মৃত্যু ও স্বর্গ লাভ। **কাশীনাথ, কাশীশ্বর**—শিব।

কাশ্মীর—ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের সুপরিচিত দেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। **কাশ্মীরজ**, কাশ্মীরজন্ম—জাফরান।

কাষায়—কষায় বর্ণের দ্বারা রঞ্জিত (কাষায় বস্ত্র)। **কাষায়ী**—কাষায়ধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

কাষ্ঠ—(যদ্দ্বারা দীপ্তি হয়) কাঠ ইন্ধন। **কাষ্ঠ-কীট**—ঘুণ। **কাষ্ঠকুট্ট,-কূট**—কাঠঠোকরা পাখী। **কাষ্ঠকুদ্দাল**—নৌকার জল সেচি-

বার জন্য কাষ্ঠনির্মিত পাত্র। **কাষ্ঠতক্ষক**—সূত্রধর, ছুতার। **কাষ্ঠতন্তু**—ঘুণ। **কাষ্ঠপাদুকা**—খড়ম। **কাষ্ঠপুষ্প**—কেতকী ফুল। **কাষ্ঠফলক**—কাষ্ঠনির্মিত ফলক, board। **কাষ্ঠবৎ**—কাঠের মত নীরস। **কাষ্ঠভার**—কাঠের বোঝা। **কাষ্ঠমল্ল**—কাঠের নির্মিত শবাধার বা শবযান। **কাষ্ঠমল্লিকা**—কাঠমল্লিকা। **কাষ্ঠমার্জার**—কাঠবিড়াল। **কাষ্ঠলেখক**—যে কাঠের উপরে নাম খোদাই করে; ঘুণ। **কাষ্ঠলোকতা**—লোকদেখানো বা মৌখিক আদব-আপ্যায়ন; আন্তরিকতাহীন শিষ্টাচার। **কাষ্ঠহাসি**—লোকদেখানো হাস কিন্তু ভিতরে রহিয়াছে দুঃখ বিরক্তি অথবা কপটতা।

কাষ্ঠা—(সং) চোখের পাতা পরপর আঠার বার পড়িতে যে সময় লাগে, অত্যল্প সময়; সীমা, উৎকর্ষ (পরাকাষ্ঠা—বাংলায় সাধারণতঃ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়)।

কাষ্ঠাগার—কাঠের ঘর বা কামরা, কাঠগড়া। **কাষ্ঠাসন**—চেয়ার টুল বেঞ্চ প্রভৃতি। **কাষ্ঠিক, কাষ্ঠিকা**—কাঠি, কাঠের টুকরা।

কাসন্দ, কাসন্দি—কাশন্দি দ্রঃ।

কাসমর্দ—কালকাসুন্দার গাছ; কাসন্দি।

কাসার—(ক+আসার—জলের আধার) সরোবরাদি।

কাসিদ, কাসেদ—(আঃ ক'াসি'দ্) দূত; পত্রবাহক, হরকরা।

কাস্ত,-স্তা,-স্তিয়া,-স্তে—ধান খড় ইত্যাদি কাটার অস্ত্র, শস্যকর্তরি, কাঁচি;

কাস্তকার,-গার—(ফাঃ কাশ্‌তকার) ভূমিকর্ষক, কৃষক। **কাস্তগার দেহী**—যে প্রজা চাষের জন্য লওয়া জমিতে বাসও করে। **কাস্তগার পাহী**—যে চাষের জন্য লওয়া জমিতে বাস করে না। **কাস্তগার মৌরুসী**—যে কৃষকের জমিতে মৌরসী অধিকার।

কাস্তগীর, খাস্তগীর—জমাজমির অধিকার-সংক্রান্ত উপাধি বিশেষ।

কাস্তে—কাস্ত দ্রঃ; বাগানের কাঁচি।

কাহন,-ণ—একটাকা, ষোল পণ কড়ি বা দ্রব্য অর্থাৎ ১২৮০ টা (এক কাহন খড়)। **কড়ায় কড়া কাহনে কানা**—সামান্য ব্যাপারে কড়াকড়ি কিন্তু বড় ব্যাপারে ঢিলাঢালা, penny-wise pound-foolish।

কাহাত—(আ. ক'হ'ত') দুর্ভিক্ষ, আকাল (কাহাত পড়া)।

কাহার—(সং কাহারক; হি কহার) শিবিকা-বাহক, বেহারা; কোন্ ব্যক্তির।

কাহারবা—সঙ্গীতের তাল বিশেষ।

কাহাল—ঢাক জাতীয় বাদ্য বিশেষ।

কাহিনী—(প্রাকৃ. কহনী) উপাখ্যান, গল্প; বিবরণ, কথা, দীর্ঘ অসংবদ্ধ বিবরণ (তোমার কাহিনী শুনবার সময় নেই)।

কাহিল—(আঃ কাহিল=অলস; ঢিলে) দুর্বল, ক্ষীণ, নিস্তেজ, দৈহিক-শক্তি-হীন (দশ দিনের জ্বরে বড় কাহিল হ'য়ে পড়েছি); তেজোবীর্যহীন, সাহস সংকল্প ইত্যাদি বিষয়ে দুর্বল, মনমরা, হিম্মৎহীন (মোকদ্দমায় হেরে বাবুরা এবার কাহিল হয়ে পড়েছেন; অবস্থা কাহিল)।

কাহু—(ব্রজভাষা) কাহাকেও (কত বিদগধ জন রস অনুমোদই অনুভব কাহু না পেখি—বিদ্যাপতি)।

কাহে—(হি.) কেন, কি জন্য।

কি—(সং কিম্) প্রশ্নজ্ঞাপক (কি চাই); কোন্, কেমন (কি উপায়ে, কি করে), দুঃখ যন্ত্রণা ঘৃণা বিস্ময় ইত্যাদি জ্ঞাপক (কি কষ্ট, কি লজ্জা; কি সুন্দর, কি কপাল); অবিশ্বাস অস্বীকৃতি ইত্যাদি জ্ঞাপক (কি যে বল; কি আর বলব বল; কি আর করতে পারলাম); অনিশ্চয়তা বিকল্প ইত্যাদি জ্ঞাপক (হবে কি না হবে, আট কি দশ বৎসর পূর্বে); অতি-পার্থক্য-জ্ঞাপক (কি ছিলে আর কি হ'য়েছ)। (কী দ্রঃ) **কি বলে গিয়ে**—যে কথা স্মরণ হইতেছে না তাহা পুনরায় স্মরণে আনিবার সময় কথার মাত্রা। **কি রকম**—কি প্রকার অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত (এ কি রকম কথা)। **কি যেন**—আপাততঃ মনে পড়িতেছে না এমন কিছু, অজানিত বা অনির্দেশ্য কিছু। **কি কি**—কোন কোন্‌টি কোন্ কোন জিনিষ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়—কি করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম, ভ্যাবাচ্যাকা।

কিংখাপ, কিংখাব—(ফাঃ কম্‌খ'াব) জরির কাজ করা বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র বিশেষ।

কিংবদন্তি,-ন্তী—জনরব, লোকপ্রসিদ্ধি, মুখে

মুখে চলিত কথা (কিম্বদন্তি,-ন্তী অসাধু কিন্তু বহুলপ্রচলিত)।

কিংবা—অথবা, বিকল্প (গরু কিংবা ঘোড়া; দুই কিংবা তিন)। (কিম্বা অসাধু কিন্তু বহুল-প্রচলিত)।

কিংশুক—(কিং শুক—একি শুক—শুকচঞ্চুর সহিত সাদৃশ্য হেতু) পলাশপুষ্প; পলাশ বৃক্ষ।

কিখি—(সং) কপি; খেঁকশিয়াল। (ধন্যাত্মক)।

কিংকর, কিঙ্কর—(কিম্—কৃ+অচ্) আজ্ঞা-বহ, অনুগত, ভৃত্য, দাস। স্ত্রী, কিঙ্করী।

কিংকিণী, কিঙ্কিণি,-ণী—(যাহা কিং কিং শব্দ করে) ঘুঙুর; কটিভূষণ (ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিংকিণী—রবি)।

কিচড়—(সং. কচ্চর; হি. কিচড়) পঙ্ক, কঙ্করযুক্ত কর্দম।

কিচ্ কিচ্—(বালি দাঁতে পড়িলে যে শব্দ হয়) ঝগড়া; অপ্রীতিকর বাদানুবাদ (প্রাদেশিক—ক্যাচকেচি, কিচকিচি)।

কিচমিচ—বহু ছোটপাখীর মিলিত উচ্চ রব। বি কিচিমিচি (শালিকের দল কিচমিচ্ করছে; শালিকের দলের কিচিমিচি; ইঁদুর ও ছুঁচোর ডাককেও 'কিচমিচ' 'কিচিমিচি' বলা হয়। **কিচিরমিচির**—কিচমিচ, কিচিমিচি।

কিচ্ছু—কিছুই (মতের প্রবলতাজ্ঞাপক—তুমি কিচ্ছু বোঝো না)।

কিছু—অল্প পরিমাণ; অংশত (কিছু আছে কিছু হারিয়ে গেছে); অপেক্ষাকৃত (রোগীর অবস্থা আজ কিছু ভাল); বিষয়, ব্যাপার (অনেক কিছু; সমস্ত কিছু)। **কিছুকিছু**—অল্প করিয়া। **কিছুতে**—কোন বিষয়ে, কোন উপায়ে (কিছুতে এঁটে উঠছেনা)। **কিছুতেই**—কোন ক্রমেই।

কিজানি—অনিশ্চিত, সন্দেহসূচক, উপেক্ষা-ব্যঞ্জক (কি জানি কেন সে খুশী হয় না)।

কিঞ্চিৎ—অল্পকিছু, সামান্য। **কিঞ্চিদধিক**—সামান্য একটু বেশী। **কিঞ্চিদুষ্ণ**—অল্প অল্প গরম। **কিঞ্চিদূন**—অল্প কিছু কম। **কিঞ্চিন্মাত্র**—সামান্য, যৎকিঞ্চিৎ।

কিঞ্চিলিক, কিঞ্চুলুক—(সং) কেঁচো।

কিঞ্জল্ক—(সং) পুষ্পকেশর, filament.

কিটকিটা, কিট্‌কিটে—অত্যন্ত ময়লা। **তেল কিটকিটা**—তৈললিপ্ত, তেল লাগার দরুন বেশী ময়লা।

কিট্ট—(সং) কাইট। **কিট্টবর্জিত**—কাইটশূন্য।

কিড়মিড়, কিড়মিড়ি, কিড়িমিড়ি—দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, অতিশয় ক্রোধব্যঞ্জক (দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিল)।

কিড়া, কীড়া—(সং কীট) পোকা (কাঠের কিড়া)। **মাথায় কিড়া ঢুকেছে**—বাতিকগ্রস্ত।

কিণাঙ্ক—(সং) কড়া, corn.

কিতক—কোন্ সময় পর্যন্ত।

কিতব—(সং) দ্যূতক্রীড়াসক্ত, প্রতারক। বি. কৈতব।

কিতা, কেতা—(আ. ক'তা') খণ্ড, টুকরা (এককিতা নোট); বাহিরের সাজসজ্জা, ঠাট (কেতা-দুরস্ত)।

কিতাব, কেতাব—(আঃ কিতাব) বই। **কেতাব-কোরান**—ধর্মগ্রন্থ, প্রামাণিক গ্রন্থ বা দলিলাদি (কেতাব-কোরানে আছে)। বিণ. কেতাবী (কেতাবী বিদ্যা,—পুস্তকগত বিদ্যা; যাহারা স্বর্গীয় গ্রন্থ পাইয়াছে—ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমানকে সাধারণত কেতাবী বলা হয়)। **খৎকিতাবৎ**—চিঠিপত্র।

কিত্তি—কুকীর্তি (অবজ্ঞায়—এক কিত্তি করেছ বটে)।

কিনা, কেনা—ক্রয় করা (কেনা দ্রঃ)।

কিনা, কেনা—(ফা. কীনা) বিদ্বেষ, শত্রুতা, বিরূপতা, ক্ষোভ (মনে কোন কেনা রাখবেন না)

কিনা—(সং কিংনু) সন্দেহ বিতর্ক ইত্যাদি-জ্ঞাপক (কে জানে বাঁচবে কিনা, যাবে কিনা তাই বল)। **কেমন কিনা**—সত্য কি না।

কিনার, কিনারা—(ফাঃ কিনারা) তীর, ধার (নদীর কিনারে; কার্নিশের কিনারায়); উপায়, সুব্যবস্থা, সুমীমাংসা (বহুদিনের গণ্ডগোলের একটা কিনারা হ'য়ে গেল)। **কিনারা করা**—মীমাংসা করা, সুব্যবস্থা করা। **কূলকিনারা**—অন্ত, সীমা, মীমাংসা (তার দুঃখের কূলকিনারা নাই; ব্যাপারটার একটা কূল কিনারা করা দরকার)।

কিন্তু—পরন্তু, তাহা হইলেও; আপত্তি; ভাবিবার কথা (এর মধ্যে একটি কিন্তু আছে)।

কিন্নর—(কুৎসিতনর, ইহাদের মুখ ঘোড়ার মুখের মত বলিয়া) দেবযোনি বিশেষ, গায়করূপে প্রসিদ্ধ (কিন্নরকণ্ঠ)। স্ত্রী. কিন্নরী। **কিন্নরেশ**—কুবের।

কিপটে, কিপ্পিন—(গ্রাম্য) অতিশয় কৃপণ।

কিফায়েত, কেফায়েত—(আঃ কিফায়ত) সস্তা, সুলভ, কম দাম (দরে কেফায়েত হয়েছে)।

কিবলা, কেবলা—(আঃ কি'ব্‌লা) মক্কার কাবা গৃহ (এই দিকে মুখ করিয়া মুসলমানেরা নামাজ পড়ে); পরম সম্মানিত (পিতা, রাজা, গুরু, ইঁহাদের প্রতি প্রযুক্ত হয়)। **হুজুরে কেবলা**—মহাসম্মানিত হুজুর, পূজ্যপাদ গুরু (ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়)।

কিবা—(সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত হয়) কি সুন্দর, কি অদ্ভুত (আহা কিবা মানিয়েছে রে); কি আর, কি ব্যাপার, ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কি মতে—কেমন করিয়া কি প্রকারে (বর্তমানে কেমনে ব্যবহৃত হয়)।

কিমধিকমিতি—(অধিক কি লিখিব) পত্র-সমাপ্তির প্রাচীন পাঠ। বর্তমানে 'ইতি' 'নিবেদন ইতি' 'আরজ ইতি' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

কিমাকার—কিরূপ, কীদৃশ (নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়—কিম্ভূতকিমাকার)।

কিমাশ্চর্যমতঃপরং—ইহার পর আর আশ্চর্য হইবার কি আছে—বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয় (কিমাশ্চর্যমতঃপরং বাপের সাধন জোরে, আশীর্বাদের প্রথম অংশ দুমাস যেতেই ফলল কেমন করে—রবি)।

কিমিতি—(ইং Chemistry) রসায়ন-বিদ্যা। বিণ. কৈমিতিক—রাসায়নিক।

কিমিয়া—(আঃ কীমীয়া, আল্‌ কীমীয়া; ইং Alchemy মধ্যযুগের রসায়ন-বিদ্যা) স্পর্শমণি, যাহার স্পর্শে লোহা সোনা হয়—কিমিয়া আবিষ্কারই ছিল মধ্যযুগে রসায়ন-বিদ্যার চরম লক্ষ্য। (কিমিয়া ই-সা'দৎ—সৌভাগ্যস্পর্শমণি, ইমাম গাজ্জালীর বিখ্যাত গ্রন্থ)।

কিম্পুরুষ—দেবযোনি বিশেষ, কিন্নর; কুবেরের অনুচর।

কিম্বদন্তী—জনশ্রুতি, (কিংবদন্তী শুদ্ধ)।

কিম্ভূতকিমাকার—দেখিতে অদ্ভুত, বিকৃত আকার-প্রকারের।

কিমৎ, কিম্মৎ—(আঃ ক'ীমৎ) মূল্য, মর্যাদা। বিণ. **কীমতি, কিম্মতী**—বহুমূল্য, মর্যাদা-সম্পন্ন (কীমতি চিজ)।

কিয়ৎ—কিছু, কতিপয় (কিয়ৎক্ষণ, কিয়দ্দিন, কিয়ৎপরিমিত, কিয়দ্দূর)।

কিয়ামৎ, কেয়ামৎ—(আঃ ক'িয়ামত্‌) মহা-পুনরুত্থান (প্রলয়ের পরে সমস্ত মানুষ পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড লাভ করিবার জন্য পুনরুত্থিত হইবে—ইহাই মুসলমান-খৃষ্টান-আদি ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস), Resurrection; প্রলয়কাল, অপরিসীম দুর্বিপাক (যেন কেয়ামৎ নাজেল হয়েছে)।

কিয়ারি,-রী—কেয়ারি দ্রঃ

কিরকির—কর কর দ্রঃ; করকরের তুলনায় লঘুতর (গলা কিরকির করছে); **কিরকিরে**—বালুকণায় পূর্ণ।

কিরণ—(ক্‌+কন—যাহা চন্দ্র ও সূর্য হইতে বিক্ষিপ্ত হয়) রশ্মি, জ্যোতি, দীপ্তি, রৌদ্র। **কিরণপাত,-সম্পাত**—কিরণ-বর্ষণ। **কিরণ-ময়**—কিরণযুক্ত, দীপ্তিময়। স্ত্রী. কিরণময়ী (বাংলায় কিরণময়ী চলিয়া গিয়াছে)। **কিরণমালী**—সূর্য।

কিরমি—ক্রিমি (কিরমির ধাত)। (কথ্য ভাষা)।

কিরা, কিরে—(সং ক্রিয়া, হিঃ কিরিয়া) শপথ, দিব্য (মাথার কিরা—আমার মাথা খাও, প্রিয়জনের এই উক্তি)। **কিরা করা**—শপথ গ্রহণ করা; কঠিন সংকল্প করা।

কিরাত—অসভ্য পার্বত্য জাতি বিশেষ, ব্যাধ (আনায় মাঝারে বাঘ পাইলে কি কভু ছাড়ে রে কিরাত তারে—মধুসূদন); সংস্, কিরাত: ভুটান সিকিম মণিপুর ইত্যাদি পার্বত্য অঞ্চল। স্ত্রী. কিরাতিনী, কিরাতী।

কিরীচ—মালয় উপদ্বীপের ঢেউ-খেলানো আকৃতির ছোট তরবারি।

কিরীট—(যাহা রশ্মি বিকীর্ণ ক'রে) মুকুট, শিরোভূষণ। **কিরীটী**—কিরীটধারী অর্জুন, স্ত্রী. কিরীটিনী ('শুভ্রতুষারকিরীটিনী')।

কিরূপ—কি ধরণের, কি প্রকার।

কিল, কীল—আঘাতের জন্য বদ্ধ মুষ্টি (ছোট একটি কিল উঠাইল); মুষ্ট্যাঘাত (কিল মারা), **কিল খেয়ে কিল চুরি করা**—অপমানিত

হইয়া তাহা গোপন করা, ঠকিয়া তাহা প্রকাশ না করা। **কিলগুঁতা**—আপমানকর মারধোর, দুর্ব্যবহার (কিলগুঁতা খেয়ে থাকতে পার ভাল)। **কিলদাগড়া**—কিলের চোটে যাহার পিঠে দাগ পড়িয়াছে; মারধোর বা অপমানে যাহার চৈতন্য হয় না, হিজলদাগা, মারখেঁচড়া। **কিল পড়া**—প্রচুর মুষ্ট্যাঘাত বর্ষণ, রীতিমত মার খাওয়া। **কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো**—বোঁটায় কীল অর্থাৎ গোঁজ বসাইয়া কাঁচা কাঁঠাল তাড়াতাড়ি পাকানো, তাহা হইতে, ফললাভের জন্য অথবা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য অসঙ্গতভাবে ব্যস্ত হওয়া। (সংস্কৃতে কীল=কনুইএর আঘাত; পূর্ববঙ্গে 'কনুইয়া ঠিক করমু' বহুলপ্রচলিত)।

কিলকিঞ্চিত—(সং) যুবতীসুলভ অকারণ হাস্য-ক্রন্দন-ক্ষোভ-আদি (নায়কের সামনে)।

কিলকিল—(কল কল হইতে) মানুষ বা পশু-পক্ষীর ভিড়ের চাঞ্চল্য (লোক কিলকিল করছে); অল্প জলে ছোট ছোট মাছের খেলা; ছোট ছোট সরীসৃপের আঁকাবাঁকা গতি বা ভিড়। **কিলবিল**—কিলকিল, নিকৃষ্ট জীব সম্বন্ধে সাধারণতঃ 'কিলবিল' ব্যবহৃত হয় বেশী, বিশেষ করিয়া অবজ্ঞা প্রকাশে (কৃমিকীট কিলবিল করছে)।

কিলানো—কিল মারা, খুব মারধোর করা। **কিলাকিলি**—পরস্পরের প্রতি মুষ্ট্যাঘাত, মারামারি (এই দুস্তি এই কিলাকিলি)।

কিলাস—(সং) ছুলি, শ্বেতকুষ্ঠ।

কিল্লা, কেল্লা—(আঃ কি'লাহ্) দুর্গ, সেনানিবাস। **কেল্লা ফতে**—অভীষ্ট লাভ হইয়াছে; দুষ্কর কার্যে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। **কেল্লা ফতে করা**—প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়া বিজয় লাভ করা; অভীষ্ট লাভ করা।

কিল্বিষ—(সং) পাপ; অপরাধ। বিণ. কিল্বিষনাশ।

কিশল, কিসল, কিশলয়, কিসলয়—(যাহারা কিঞ্চিৎ গতিশীল হইয়াছে অর্থাৎ বৃক্ষে অল্প কিছুদিন হইল অঙ্কুরিত হইয়াছে) কচিপাতা, নবপল্লব, কচিপাতাযুক্ত ফেঁকড়ি twig।

কিশোর—(সং) এগার বৎসর হইতে পনের বৎসর পর্যন্ত যে বালকের বয়স হইয়াছে, নাবালক; অশ্বশাবক বা পশুশাবক; বাংলায় নবযুবকের অর্থেও কিশোর ব্যবহৃত হয় (বালক-কিশোর উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর —রবি)। স্ত্রী. কিশোরী, অপ্রাপ্তবয়স্কা; সদ্য-যৌবন-প্রাপ্তা।

কিশমিশ—(ফাঃ কিশ্‌মিশ্‌) বীজশূন্য পক্ক ও শুষ্ক ছোট আঙ্গুর (বড় ও বীজযুক্ত পক্ক ও শুষ্ক আঙ্গুরকে মনাক্কা বলে)।

কিষাণ,-সান—(সং কৃষাণ) কৃষক, যে কৃষিকর্ম করে। স্ত্রী. কিষাণী।

কিষ্কিন্ধ, কিষ্কিন্ধ্য—দেশবিশেষ, পর্বত বিশেষ। **কিষ্কিন্ধ্যা**—কিষ্কিন্ধ্য দেশের রাজধানী, রামায়ণবর্ণিত বালী ইহার রাজা ছিলেন। **কিষ্কিন্ধ্যার ওমরাহ**—বানর (ইঙ্গিতে বা বিদ্রূপ করিয়া বলা)।

কিসম্, কিসিম—(আঃ কি'স্‌ম্) রকম, প্রকার, **হরকিসম**—সব রকমের। (গ্রাম্য—কেসেম)।

কিসমৎ—(আঃ কি'স্‌মৎ) ভাগ্য, অদৃষ্ট, সৌভাগ্য (কিসমতের জোর—বরাতের জোর); মৌজার অংশ (কিসমৎ বলরামপুর)।

কিসে—(সং কস্মাৎ; হিং কিসসে) কি উপায়ে (কিসে পয়সা আসে তাই ভাবছি); কোন্ কার্যে (কিসে ভাল কিসে মন্দ এ জ্ঞান আজো তার হ'ল না); কোন্ বিষয়ে (আমাদের রাজুই বা কম কিসে)। **কিসে আর কিসে** অতি মহতের সহিত নিকৃষ্টের অসঙ্গত তুলনা। **কিসের**—আদৌ নয়, কিছুই নয় (কিসের ছেলে মানুষ; কিসের বন্ধুত্ব)।

কিস্তি—(ফা কিশ্‌ত্) ঋণের অংশ, দেয় অর্থের অংশ (ছয় কিস্তিতে আদায়)। **কিস্তিবন্দি**—কিস্তিতে কিস্তিতে ঋণশোধের অঙ্গীকার।

কিস্তি, কিশতি—(ফা, কিশ্‌তী; কিশ্‌ত্) জাহাজ, নৌকা, দাবাখেলায় রাজাকে আক্রমণ (ঘোড়ার কিস্তি)। **কিস্তিমাৎ**—দাবাখেলায় রাজার পলায়নের পথ বন্ধ করা ও এইভাবে বিপক্ষকে পরাজিত করা; সম্পূর্ণ বিজয়লাভ।

কী—(সং কিম্) কীদৃশ (কী ভয়ানক)। বাংলায় 'কি' বেশী প্রচলিত এবং কী-অর্থে 'কি'ই ব্যবহৃত হয় বেশী।

কীচক—(সং) ছিদ্রবিশিষ্ট বাঁশ, যে বাঁশ বায়ু-প্রবাহে শব্দ করে (কীচক-রন্ধ্র); বিরাটরাজের

শ্যালক ও সেনাপতি (কীচকবধ—কীচকের মত উপাংশু বধ)।

কীট—পোকা (কৃমি হইতে ছোট)। **কীটদষ্ট**—পোকায় কাটা; (তাহা হইতে, অতি অকিঞ্চিৎকর)। **কীটস্যকীট**—অতি হেয়। **কীটঘ্ন**—যাহা কীট হত্যা করে। **কীটজ**—কীট হইতে জাত, রেশম। **কীটমণি**—(কীট কিন্তু মণিতুল্য, জোনাকি)। **কীটাণু**—অতি ক্ষুদ্র কীট। **কীটাণুকীট**—অতি-নগণ্য ব্যক্তি।

কীড়া—কিড়া দ্রঃ।

কীদৃশ—কিরূপ, কিপ্রকার। স্ত্রী. কীদৃশী (বর্তমানে অপ্রচলিত)

কীমা—(আ. কীমাহ্) অতি ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত মাংস, minced meat; এরূপ ভাজা মাংস (খাইতে সুস্বাদু, কোন কোন পিঠায় পুর রূপে ব্যবহৃত হয়)।

কীর—(সং, কী এই শব্দ উচ্চারণকারী) টিয়া, শুক।

কীর্ণ—(কৃ+ক্ত) ব্যাপ্ত, বিস্তীর্ণ, ছড়ানো, বিছানো।

কীর্তক—গুণ কীর্তনকারী, ঘোষক। **কীর্তন**—(কৃৎ+অনট্), বর্ণন, ঘোষণ; গুণকথন, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত, সুরবিশেষ (কীর্তনের সুর)। **কীর্তনিয়া**—কীর্তনকারী, কীর্তন-গানের দলের পরিচালক। স্ত্রী. কীর্তনী। বিণ কীর্তনীয়—কথনীয়, ঘোষণীয়।

কীর্তি—কৃতিত্বের পরিচায়ক কর্ম বা প্রতিষ্ঠান (অতুলকীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন; "দানাদি হইতে কীর্তির উৎপত্তি, যশ শৌর্য হইতে"); মহৎ বা সাধুকর্মের জন্য প্রশংসা; (ব্যঙ্গে) নির্বোধের কাজ, অকাজ (খুব কীর্তি করেছ)। **কীর্তিকলাপ**—কীর্তিরাজি। বিণ কীর্তিত—ঘোষিত; খ্যাত। **কীর্তিনাশা**—পদ্মানদী; কলঙ্ককর, কুলকলঙ্ক।

কীর্তিবাস—কীর্তিনিলয়, ব্যাপক যশের অধিকারী; কৃত্তিবাস। **কীর্তিমান্**—যশস্বী। **কীর্তিস্তম্ভ**—কীর্তিঘোষক অনুষ্ঠান; স্থায়ী কীর্তি।

কীল—(সং) কিল, মুষ্ট্যাঘাত; (সং) কনুই; গোঁজ পেরেক, খোঁটা; খিল, হুড়কো। কিল দ্রঃ। বিণ. কীলিত—খিল দেওয়া, আবদ্ধ।

'ক—গোঁজ, খোঁটা; গরু বাঁধার খুঁটি।

কু—পৃথিবী; আগম-শাস্ত্র (কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ—ভারতচন্দ্র); পাপ, মন্দ, অকল্যাণ; গর্হিত (কুকাজ, কুচিন্তা); সু-এর বিপরীত (কুয়ের আদি; কুলোক; কুগ্রহ;)। **কু আশা**—দুরাকাঙ্ক্ষা। **কুতর্ক**—বৃথা তর্ক, তর্কের জন্য তর্ক। **কুসময়**—দুর্বিপাকপূর্ণ সময়।

কুআ, কুয়া, কূয়া—কূপ, পাতকুয়া। **পরের জন্য কুয়া কাটা**—অপরের অমঙ্গল ঘটাইবার চেষ্টা করা।

কুইনাইন, কুইনিন—(ইং quinine) সিঙ্কোনা গাছের ছালে প্রস্তুত প্রসিদ্ধ তিক্ত ঔষধ, ম্যালেরিয়ায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। **কুইনাইন ধরা**—কুইনাইনের ফল হওয়া; কুইনাইন ব্যবহারের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মাথা ঘোরা ও কান ভোঁ ভোঁ করা। **কুইনাইন গেলা**—কুইনাইন খাওয়া; বাধ্য হইয়া কোন অরুচিকর কাজ করা।

কুইয়া, কুয়ে—(প্রাদেশিক) পচা বা দুর্গন্ধ (খাদ্য)। **কুয়ে ডাকা**—পচিয়া দুর্গন্ধ হও(য়া)।

কুইল—(ইং quill) রাজহাঁস বা ময়ূরের পালক, ইহাতে কলম প্রস্তুত হয়। **কুইল পেন**—পাখের কলম।

কুঁকড়া কুকড়া—কুক্কুট, মোরগ। স্ত্রী কুঁকড়ী। **কুঁকড়ার ডিম**—কুক্কুটীর অণ্ড।

কুঁকড়ানো—কোঁকড়ানো দ্রঃ। **কুঁকড়ি-মুকড়ি**—কুণ্ডলাকৃতি জড়সড়, হাত পা গুটানো (শীতে কুঁকড়িমুকড়ি হ'য়ে শুয়ে আছে—কুঁকড়িসুঁকড়িও ব্যবহৃত হয়)।

কুঁখ—কোক দ্রঃ।

কুঁচ,-জ—(সং কুঞ্চিকা) গুঞ্জাফল (লাল সাদা কাল এই তিন প্রকারের কুঁচ হয়, লাল কুঁচের ওজন একরতি—১৮০ গ্রেন স্বর্ণকারদের ওজনে ব্যবহৃত হয়)। **কুঁচচোখ,-চক্ষু**—কুঁচের মত ছোট চোখ; **কুঁচভর**—কুঁচপরিমাণ, এক রতি।

কুঁচকনো, কোঁচকানো—কুঞ্চিত করা বা হওয়া। **ভুরু কোঁচকানো**—ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করা।

কুঁচকি, কুচকি—(কুঞ্চিত স্থান) উরু ও কটিভাগের সন্ধি, hip-joint।

আউরে ওঠা, কুঁচকি ফুলিয়া ওঠা—কুঁচকিতে টান লাগা বা রক্তদুষ্টিজনিত স্ফীতি। **কুঁচকি-কণ্ঠা খাওয়া**—অতিভোজন, যেন কুঁচকি হইতে কণ্ঠা পর্যন্ত সবটাই পেট। **কুঁচকি-কণ্ঠা খোল**—পেট যেন কুঁচকি হইতে কণ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত (পেটুকের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি)।

কুঁচবক কোঁচবক—(সং ক্রৌঞ্চ) কুণোবক।

কুঁচা, কুচা, কুচো—(ফাঃ কুচক-ক্ষুদ্র, অল্প) ক্ষুদ্র, খণ্ডিত, টুকরা (কথ্যভাষায় 'কুচো')। **কুচো গহনা**—মাকড়ি নাথছাবি প্রভৃতি। **কুচো চিংড়ি**—ছোট চিংড়ি। **কুচো নৈবেদ্য**—চলা কাটা ফল ইত্যাদির অল্প-পরিমাণ নৈবেদ্য। **কুচো ফুল**—ছোট ঝুরা ফুল। **কুচোবাসন**—ছোট থালা ঘটি বাটি। **কুচো মাছ**—চুনো মাছ, ছোট মাছ। **কুচো সোনা**—সোনারটুকরা; অতি আদরের (খোকা আমাদের কুচো সোনা)।

কুঁচি—নারিকেলের বা বাঁশের এক সঙ্গে বাঁধা কাঠি, যাহা দিয়া চাউলাদি ঝাড়া হয়, শূকরের ঘাড়ের লোম বা পিতলের তারের বুরুশ গহনা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হয়। **কুঁচি করা**—কুঁচি দিয়া ঝাড়া।

কুঁচিয়া, কুঁচে—সাপের মত আকৃতির মাছ বিশেষ।

কুঁচিলা, কুঁচলা—বন্যবৃক্ষ বিশেষ, ইহার ফল ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

কুঁজ—(সং কুব্জ: ফাঃ কুয) বাঁকা উঁচু পিঠ। **কুঁজ বার-করা**—কুব্জ, কুঁজা।

কুঁজড়া—ফলমূল-বিক্রেতা; ঝগড়াটে বাঁকা-স্বভাবের। **কুঁজড়াপনা, কুঁজড়ামি**—ঝগড়া-বিবাদ, দরকষাকষি। স্ত্রী, কুঁজড়ানী।

কুঁজা, কুঁজো কুজা—(ফাঃ কুজা) সুরাহি, নোরাই।

কুঁজি—(সং কুঞ্চিকা) চাবি। **কুঁজিকাঠি**—চাবিকাঠি।

কুঁজি, কুজী—কুব্জা, মন্থরা (কুঁজী দিল কুমন্ত্রণা)।

কুঁড়া, কোঁড়া, কুড়া, কোড়া—খোঁড়া, খনন করা (মাটি কোড়া)।

কুঁড়া—চাউলের গায়ের সূক্ষ্ম লাল পর্দা (তাহা হইতে, কাঁড়ানো—ওই লাল পর্দা ছাঁটিয়া ফেলা)।

খুদকুঁড়া—চাউলের খুদ ও তজ্জাতীয় নগণ্য অংশ। (খুদকুঁড়া খাইয়া বাঁচা—অসার ও সামান্য ভোজ্যে জীবন ধারণ করা)।

কুঁড়াজাল, কুঁড়াজালি—মাছ ধরিবার কাপড়ের ছোট জাল, ইহার ভিতরে চার স্বরূপ কুঁড়া রাখা হয়। **কুঁড়াজালি**—বৈষ্ণবের জপ-মালার থলি।

কুঁড়ি—(সং কুট্‌মল, কুড্‌মল) মুকুল, কলিক, অবিকশিত প্রথম অবস্থা (কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল—রবি)।

কুঁড়িয়া, কুঁড়ে—খড় বা পাতার ছাউনির ছোট ঘর; দরিদ্রের বাসগৃহ।

কুঁড়ে, কুড়ে—অলস, শ্রমবিমুখ। **কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে**—অকর্মণ্য কিন্তু ভোজনে পটু)। **কুঁড়ে গরু অমাবস্যা খোঁজে**—অলস লোক আলসেমির সুযোগ খোঁজে। বি, কুঁড়েমি, কুড়েমি।

কুঁতানো, কোঁতানো কোঁথানো—(সং কুন্থন) কষ্টসাধ্য কাজ করিবার সময় আটকাইয়া আটকাইয়া দম ফেলা; বাহ্য করার জন্য বেগ দেওয়া; কষ্টসাধ্য কাজে হয়রান করা বা হওয়া (ব্যঙ্গে)। বি, কোঁতানি, কোঁথানি।

কুঁদ—(সং কুন্দ) ফুলবিশেষ, সূত্রধরের যন্ত্র বিশেষ, ইহার দ্বারা কাঠ চাঁচিয়া গোলাকার ও নক্সাদার করা হয়। **কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না**—বাঁকা কাঠও কুঁদিয়া কাজের যোগ্য করা হয়, তেমনি, যোগ্য শাসনে বেয়াড়াও সোজা হয়। **কুঁদ-বাটালি**—যে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাটালির দ্বারা কাঠ কুঁদা হয়।

কুঁদা, কোঁদা—(সং কূর্দন; গ্রাম্য, কোঁদা) লাফানো (নাচাকোঁদা), রুখিয়া যাওয়া; কুঁদের সাহায্যে কাঠে গোলাই করা।

কুঁদুলী—(কোঁদল দ্রঃ) ঝগড়াটে মেয়েলোক; (পাড়াকুঁদুলী—যে সমস্ত পাড়ায় ঝগড়া করিয়া বেড়ায়)। পুং কুঁদুলে—ঝগড়াটে।

কুঁদা, কুঁদো—কাঠের গুঁড়ি অথবা বৃহৎ খণ্ড (কুঁদোয় আগুন জ্বলিতেছে); বন্দুকের কাঠের বাঁট; সুবৃহৎ খণ্ড (মিছরির কুঁদো)।

কুক—উচ্চ সঙ্কেত-ধ্বনি; ছেলেরা কোন কোন ধরণের খেলার সময় এরূপ সঙ্কেত-ধ্বনি করে, পূর্বে ডাকাতরা নাকি এইরূপ সঙ্কেত-ধ্বনি করিত (কুক দেওয়া)।

কুকড়া—(সং কুক্কুট) মোরগ, মুরগী। কুঁকড়া দ্রঃ।
কুকথা—গালাগালি ; অপ্রিয় বা কুৎসিত কথা, অসঙ্গত কথা (আকথা কুকথা—পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)। (কু দ্রঃ)।
কুকর্ম—অন্যায় কাজ, গর্হিত কাজ, অন্যের ক্ষতিকর বা অপ্রিয় কাজ ; অকাজ। **কুকর্মা**—অন্যায়কারী ; দুষ্কার্যকারী, কর্মী হিসাবে অযোগ্য। **কুকর্মী**—কুকর্মপরায়ণ।
কুকশিমা,-সিমা—'কুকুরশোঁকা' গাছ।
কুকীর্তি—কুকর্ম, অপযশস্কর কর্ম।
কুকুর—(সং কুক্কুর) সুপরিচিত শিকারী জাতীয় চতুষ্পদ, সারমেয় (স্ত্রী. কুকুরী) ; নীচ প্রকৃতির হেয় বা জঘন্য ব্যক্তি, গালি। **কুকুরমুখো**—গালি বিশেষ। **খেঁকি কুকুর**—শীর্ণকায় বদমেজাজী কুকুর, সহজেই খেঁক খেঁক শব্দ করিয়া দাঁত বাহির করিয়া কামড়াইতে আসে ; শক্তিহীন বদমেজাজী ঘৃণিত ব্যক্তি। **কুকুর-কুণ্ডলী**—শায়িত কুকুরের মত কুণ্ডলিত, কুঁকড়িমুকড়ি। **কুকুরে ঘুম**—হাল্কা ঘুম, যে ঘুম সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। **কুকুরে দাঁত**—কুকুরের মত উপর ও নীচের মাড়ির দাঁত, canine teeth। **কুকুরনেজা**—কুকুরের লেজের মত আকৃতির, ঢ এই অক্ষর। **নামে কুকুর পোষা**—কুকুরের মত নগণ্য-জ্ঞান করা। **কুকুরে আলু**—এক প্রকার অখাদ্য দেশী আলু। **কুকুরে মাছি**—এক জাতীয় বড় মাছি, ইহা কুকুরকে খুব উত্যক্ত করে। **যেমন কুকুর তেমনি মুগুর**—দুষ্টের প্রতি উচিত শাস্তি বা প্রতিফল। **মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল**—যাহার প্রতিকার খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না এমন বিপদে অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ সম্পর্কে বলা হয়। (ইং dog শব্দ অনেকক্ষেত্রে সদ্‌গুণ-বাচক, কিন্তু বাংলায় 'কুকুর' প্রায় সব ক্ষেত্রেই হেয়তা-জ্ঞাপক ; সেজন্য doggedness-এর বাংলা তর্জমা 'কুকুরে গোঁ' গ্রহণযোগ্য নয়)।
কুকৃত্য—কুকর্ম।
কুক্কুট—(সং—কুক্ শব্দকারী) মোরগ, মুরগী। স্ত্রী. কুক্কুটী। **কুক্কুটাণ্ড**—কুক্কুটীর ডিম। **কুক্কুটাসন**—তান্ত্রিক আসন বিশেষ।
কুক্কুভ—(সং) বন্য কুক্কুট।
কুক্কুর—কুকুর ; বংশবিশেষের নাম। স্ত্রী. কুক্কুরী।
কুক্রিয়া—দুক্রিয়া, গর্হিত কর্ম। **কুক্রিয়**—দুষ্কৃতিপরায়ণ।
কুক্ষণ—অশুভক্ষণ ; ব্যর্থতায় দুঃখ প্রকাশক উক্তি (কুক্ষণে পা বাড়িয়েছিলাম ; কুক্ষণে তার সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল।
কুক্ষি—(সং) উদর (কুক্ষিগত—উদরসাৎ) ; গর্ভাশয় (কুক্ষিজ) ; গহ্বর, অন্তর্ভাগ (সাগর-কুক্ষি, শুক্তির কুক্ষি)। **কুক্ষিম্ভরি**—যে নিজে খাইতেই ভালবাসে, স্বার্থপর।
কুখ্যাত—নিন্দিত, দুর্নামযুক্ত। বি. কুখ্যাতি—অপযশ, নিন্দা।
কুগ্রহ—মন্দগ্রহ, দুঃসময় ; অবাঞ্ছিত কিন্তু নাছোড়বান্দা (এই লোকটি জুটেছিল বাবুর এক কুগ্রহ)।
কুঙর—কুমার (রাজার কুঙর—বর্তমানে অপ্রচলিত)। স্ত্রী কুঙরী।
কুঙ্কুম, কুমকুম—(যাহাকে বহুযত্নে পাওয়া যায়) কাশ্মীরদেশ জাত জাফরান, saffron। **কুঙ্কুম-পঙ্ক, কুঙ্কুমচূর্ণ**—কুঙ্কুমজাত পঙ্ক ও চূর্ণ, উচ্চাঙ্গের অঙ্গরাগরূপে ব্যবহৃত হয়।
কুচ—(কুচ্-সঙ্কুচিত হওয়া) যুবতীর স্তন, পয়োধর।
কুচ, কূচ—(তুর্কী কুচ) দলবদ্ধ সৈনাদের এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন। **কুচ কাওয়াজ**—সৈনাদের রণশিক্ষা ; লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি।

কুঁচকি দ্রঃ

কুচকুচে—তৈলচিক্কণ **তেল-কুচকুচে**—তেল মাখার ফলে চিক্কণ অথবা যেন তেল মাখা রহিয়াছে দেখিতে এরূপ চকচকে। **কাল কুচকুচে**—তেলতেলে কাল।
কুচক্র—চক্রান্ত, কুমন্ত্রণা, **কুচক্কুরে, কুচক্রী**—চক্রান্তকারী, ষড়যন্ত্রকারী।
কুচন্দন—গন্ধহীন চন্দন, রক্তচন্দন।
কুচটিয়া, কুচুটে—কুৎসিত প্রকৃতির, কুচক্রী, ঝগড়াটে, গণ্ডোগাল করা যার স্বভাব (কুচুটে লোক) ; কষ্টদায়ক, খানাডোবা বা জঙ্গাল-পূর্ণ (কুচুটে পথ)।
কুচনো, কুচানো, কুচোনো—ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা, কুচি কুচি করা।
কুচনী—কোচপত্নী বা কোচনারী।
কুচরিত্র—মন্দ চরিত্র ; মন্দস্বভাব যার, কুচুটে।
কুচর্যা—কদাচরণ, কুপ্রথা।

কুচল—(সং কচ্চর; হি কিচড়) কর্দমময়, অপেক্ষাকৃত অগম্য।
কুচা—(ফা. কুচাহ্—গলি, অল্পপরিসর রাস্তা) সরু গলি (তাহা হইতে, ঘুঁচি—গলি ঘুঁচি)।
কুচাগ্র—চুচুক, স্তনের বোঁটা।
কুচা, কুচি—টুকরা, ক্ষুদ্রাংশ, খণ্ডিতাংশ (পাথরের কুচি)। কুঁচা দ্রঃ।
কুচাল—অসদাচরণ; কুপ্রথা।
কুচি—কুচা দ্রঃ
কুচিক—কুঁচে মাছ।
কুচিকিৎসক—হাতুড়ে, চিকিৎসায় অনভিজ্ঞ। **কুচিকিৎসা**—অযোগ্য চিকিৎসা, ভুল চিকিৎসা (কুচিকিৎসায় মারা গেল)।
কুচিন্তা—অশুভ চিন্তা, দুর্ভাবনা, কুবিষয়ে চিন্তা বা মতিগতি।
কুচিলা—কুঁচিলা দ্রঃ।
কুচুত—জাঁতি কাটারি প্রভৃতির দ্বারা ছোট-কিছু একেবারে কাটিয়া ফেলার শব্দ। **কুচুরমুচুর**—কচর মচর হইতে লঘু (কচ্ দ্রঃ)।
কুচুটে, কুচুণ্ডে—কুচটিয়া দ্রঃ।
কুচেল—(বহুব্রী) মলিন ও জীর্ণ বস্ত্রধারী।
কুচেষ্টা—বদ মতলব; অন্যের ক্ষতি করিবার চেষ্টা।
কুচো—কুঁচা দ্রঃ।
কুচ্ছ, কুচ্ছা—(সং কুৎসা) নিন্দা, অপবাদ। **করা**—অপরের নিন্দা করা বা রটানো (সাধারণতঃ রটনাকারীর অসদভিপ্রায় বা নীচতা জ্ঞাপক)।
কুচ্ছিত—(সং কুৎসিত) কদাকার, কুরূপ (কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত)। **কালকুচ্ছিত**—কালো রং-এর ও কদাকার, বিশ্রী।
কুজড়া—কুঁজড়া দ্রঃ। **কুজন**—মন্দলোক, দুর্জন।
কুজপ—(সং) কুচিন্তাপরায়ণ।
কুজ্ঝটি,-টী,-টিকা—কুহেলিকা, কুয়াসা।
কুজ্ঞান—তন্ত্রমন্ত্র, অভিচার। **কুজ্ঞানী**—তন্ত্রমন্ত্রে নিপুণ, কুহকী।
কুঞ্চন—কুঁচকে যাওয়া, সমতল ক্ষেত্রের সঙ্কোচন। বিণ. কুঞ্চিত—সঙ্কুচিত, কোঁকড়ানো।
কুঞ্চি—পরিমাণ বিশেষ; কঞ্চি (গ্রাম্য)।
কুঞ্চিকা—কুঁচ; কঞ্চি; কুঁচে মাছ, চাবি; সূচী, নির্ঘণ্ট, index।
কুঞ্চিত—কোঁকড়ানো, সঙ্কুচিত, বাঁকানো (কুঞ্চিত কেশদাম)। কুঞ্চন দ্রঃ।
কুঞ্জ—(সং) লতাদি বেষ্টিত পর্বতগহ্বর; লতাদি-বেষ্টিত গৃহবৎ স্থান, উপবন; শাড়ীর আঁচলে তোলা ফুল। **কুঞ্জকানন**—কুঞ্জবিশিষ্ট উপবন। **কুঞ্জদার**—যে শাড়ীর আঁচলে ফুল তোলা হইয়াছে। **কুঞ্জবাটিকা,-বাটী**—রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ-সমন্বিত বৈষ্ণবদের ভজন-স্থান।
কুঞ্জর—[কুঞ্জ (হস্তিদন্ত)+র] হস্তী; নর বীর ইত্যাদি শব্দের সহিত যুক্ত হইলে শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক (নরকুঞ্জর, বীরকুঞ্জর)। স্ত্রী কুঞ্জরী।
কুঞ্জি—(সং কুঞ্চিকা; হি. কুঞ্জী) চাবি।
কুট—(সং) দুর্গ; পর্বত।
কুট—দংশন বা কর্তনের শব্দ বিশেষ (কুট করিয়া কাটিয়া দিল)। **কুটকুট**—কামড়ের মত অস্বস্তিকর বোধ হওয়া (ওলে গাল কুটকুট করছে)। বি. কুটকুটুনি,-টানি—কুটকুট করিয়া কামড়, অস্থিরতা বোধ (পয়সার কুট-কুটানি)।
কুটকচালিয়া,-কচালে—গোলমেলে, দুর্বোধ (কুটকচালে বিষয়); কলহপ্রিয়; বেয়াড়া।
কুটঙ্ক—ঘরের চাল।
কুটজ—কুড়চি গাছ।
কুটন—চূর্ণ করা, গুঁড়া করা।
কুটনা—খণ্ড খণ্ড করা তরকারি (কুটনা কুটা—এরূপ কুটনা বঁটিতে বা ছুরিতে কাটিয়া তৈরি করা)।
কুটনী—(সং কুট্টনী) দূতী, স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ মিলন সংঘটনকারিণী। পুং **কোটনা**—কুপরামর্শদাতা (**কোটনা হাতী**—যে পোষা হাতীর দ্বারা বন্য হাতী ধরা হয়)। **কুটনী-পনা, কুটনীগিরি**—কুটনীর ঘৃণিত কাজ।
কুটপাট,-পাটি—যেন টুকরা টুকরা হইয়া পড়িবে এই ভাব (হাসিয়া কুটপাট হইয়া পড়িল)।
কুটা—তৃণের অংশ (খড়কুটা)। লাগবে)। **দাঁতে কুটা লওয়া**—সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করা।
কুটা, কোটা—চূর্ণ করা, গুঁড়া করা, নিস্তুষ করা (হলুদ কোটা, চিড়া কোটা)। **মাথা কুটা**—মাথা খোঁড়া, নিজের মাথায় আঘাত হানিয়া অপরের করুণা উদ্রেক করিতে চেষ্টা করা। **মাথা কুটাকুটি করা**—অত্যন্ত সাধ্য-সাধনা করা। **চাউল কোটা**—পিষ্টকাদি

তৈরির জন্য চাউলের গুঁড়া প্রস্তুত করা। **মাছ কোটা**—রন্ধনের জন্য মাছের আঁইষাদি ছাড়ানো ও টুকরা টুকরা করা। **মেরে কুটে দেওয়া**—কঠিন প্রহার করা। **বুক কোটা**—বুকে করাঘাত করিয়া দুঃখ বা আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করা।

কুটি,-টী—(সং) ক্ষুদ্রগৃহ, কুটির ; কুঠি, কারবারের স্থান।

কুটি—অতি ক্ষুদ্র খণ্ডে কাটা খড় (গরুর জন্য কুটি)। **কুটিকরা**—কাটিয়া কুটি তৈরি করা। **কুটিকুটি করা**—অতি ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নষ্ট করা (ছিঁড়ে কুটিকুটি করা)। **হেঁসে কুটিকুটি**—আহ্লাদে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে অক্ষম।

কুটিয়া, ঠিকুয়া, কুটে—কুষ্ঠগ্রস্ত।

কুটির, কুটীর—তৃণ বা পত্র-নির্মিত ক্ষুদ্র গৃহ ; (বিনয়ে) বাসভবন (দীনের কুটিরে পদার্পণ করিয়া বাধিত করিবেন)। **কুটির-শিল্প**—গৃহে অনুষ্ঠিত শিল্পকর্ম, কারখানায় নয়, Cottage industries.

কুটিল—[কুট (বক্র হওয়া)+ইলচ্] বক্রগতি-বাঁকাচোরা (কুটিলগতি নদী) ; কপট, ক্রূর (কুটিলস্বভাব) ; কোঁকড়ানো (কুটিল কুন্তল) ; লিপিবিশেষ। স্ত্রী. কুটিলা—খলস্বভাবা ; রাধিকার ননদিনী। **জটিলাকুটিলা**—নিন্দাকারিণীর দল। বি. কুটিলতা। **কুটিল রেখা**—বাঁকা রেখা। **কুটিল প্রশ্ন**—কূট প্রশ্ন।

কুটী, কুটি, কুঠি—(হি. কোঠি) পদস্থ ব্যক্তির বাংলা, কারখানার স্থান, গদি (নীলের কুঠি)। **কুঠিয়াল, কুঠেল**—কুঠির মালিক, গদির মালিক, যে সব ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী নীল রেশম প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করিয়াছিল। কুঠি দ্রঃ।

কুটুম—(সং কুটুম্ব) কুটুম্ব। **বড় কুটুম**—সম্বন্ধী বা শ্যালক (ঠাট্টায়) ; নিকট-সম্বন্ধের লোক, দরদী বান্ধব, বড়লোক কুটুম্ব (সাধারণতঃ ক্ষোভে বলা হয়)। **কুটুম সাক্ষাৎ**—আত্মীয় স্বজন, আত্মীয় ও পরিচিত। **লোক-কুটুম**—অভ্যাগত এবং কুটুম্ব (লোক-কুটুমের আদর-খাতির জানে না)।

কুটুম্ব—(যাহাকে পোষণ করা যায়) পরিবার, পুত্রকলত্র (**কুটুম্বভরণ**—স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন প্রতিপালন) ; (বর্তমানে) বৈবাহিক সম্বন্ধে আপনার জন, আত্মীয়ের বিপরীত, জামাই বেহাই শ্বশুর শ্যালক প্রভৃতি (উঁহারা তাদের জ্ঞাতি নহেন, কুটুম্ব)। **কুটুম্ব-সাক্ষাৎ**—কুটুম্ব ও অভ্যাগত। **আত্মীয়-কুটুম্ব**—জ্ঞাতি ও কুটুম্ব ; আত্মীয়-স্বজন।

কুটুম্বিতা—বৈবাহিক সম্বন্ধ : আত্মীয়-কুটুম্ব-সুলভ প্রীতিপূর্ণ আদান-প্রদান ; চোখে পড়িবার মত আদর-আপ্যায়ন।

কুটুম্বী—গৃহস্থ : পোষ্যপরিবৃত (বাংলায় ব্যবহার নাই)। স্ত্রী. কুটুম্বিনী, গৃহকর্ত্রী, কুলনারী, (বাংলায়) কুটুম্বপক্ষের নারী।

কুটুর—ইঁদুরে কাটার শব্দ (কুটুর কুটুর, কুটুর কাটুর, কাটুর কুটুর ইত্যাদি)।

কুট্টক—[কুট্ট (কাটা)+ণক] যে পেষণ বা চূর্ণ করে বা যদ্দ্বারা পেষণ করা যায়। **কুট্টন**—কোটা, থেঁৎলানো, চূর্ণ করা ; ভৎর্সনা করা। **কুট্টনী**—দূতী। **কুট্টনীপনা**—দূতীগিরি। **কুট্টমিত**—নায়িকার কপট বিরূপতা। **কুট্টিত**—পিষ্ট, চূর্ণীকৃত ; ভৎর্সিত। **কুট্টিম**—পাথরের টুকরা বা কুচি দিয়া বাঁধা মেঝে, পাকা মেঝে।

কুট্মল, কুড্মল—(বিকাশোন্মুখ) ফুলের কলি, কুঁড়ি। বিণ কুট্মলিত—মুকুলিত।

কুঠ—কুষ্ঠ, leprosy। **কুঠে**—কুষ্ঠগ্রস্ত।

কুঠরি,-রী—ছোট কামরা।

কুঠার, কুঠারি—(যদ্দ্বারা ছেদন করা), কাষ্ঠ-চ্ছেদক, কুড়াল, বাইশ। **কুঠারিকা**—ক্ষুদ্র কুঠার, অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত হয়। **কুঠারী**—কুঠার দ্বারা কাষ্ঠচ্ছেদন করিয়া যাহারা জীবিকা অর্জন করে।

কুঠি,-ঠী—কুটি দ্রঃ ; নীলকর সাহেবদিগের কার্যালয় ও বাসস্থান ; ইয়োরোপীয় বা ইয়োরোপীয় চাল-চলনে অভ্যস্ত রাজপুরুষের বা পদস্থ ব্যক্তির বাসস্থান (ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠি ; দাস সাহেবের কুঠি)।

কুঠিয়াল, কুঠেল—নীলকর প্রভৃতি ব্যবসায়ী। **কুঠিওয়ালা**—বড় কারবারী ; হুণ্ডির কার-বারী।

কুড়—(সং কূট—স্তূপ) স্তূপ, রাশি, যেখানে আবর্জনা স্তূপীকৃত হয় (পাঁশকুড় ; আস্তাকুড় ; কাঁটাকুড়)।

কুড়কুড়—উক্ত শব্দজ্ঞাপক পাঁপড়ভাজা-আদি চর্বণের শব্দ।

কুড়মুড়—'কুড়কুড়ে'র বা কড়কড়ের তুলনায় লঘু-তর শব্দ (কুড়মুড় ভাজা—ডালমুটাদির খাস্তা ভাজা)।

কুড়চি—কুটজ বৃক্ষ।

কুড়ন—খনন, খোঁড়া (কুকুরের পা দিয়া মাটি কুড়া বা কোড়া); আহরণ (কুড়ুনে)।

কুড়নিয়া, কুড়নে, কুড়ুনে—কুড়াইয়া পাওয়া, আহরিত, মূল্য না দিয়া সংগৃহীত (হাটকুড়ুনে—হাটে বিভিন্ন দোকান হইতে যাহা চাহিয়া লওয়া হইয়াছে); ছেলের নাম (যেন কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে, একান্ত মূল্যহীন, তাই অপদেবতার বা যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না); স্ত্রী. কুড়নী, কুড়ুনী (ঘুঁটে কুড়ুনী)।

কুড়প, কুড়ব—চাউল মাপিবার কাঠের কুণিকা বিশেষ।

কুড়বা—বিঘা, বিশ কাঠায় এক কুড়বা (কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্যে, কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্যে—শুভঙ্করী)।

কুড়ল—চিল জাতীয় কিন্তু চিল অপেক্ষা অনেক বড় মৎস্যভোজী পক্ষিবিশেষ, কুল্লো; কুঠার; কুঠার দিয়া কাঠ কাটিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে।

কুড়া—জমির মাপ বিশেষ, আকবরী বিঘা, দশ হাজার বর্গহস্ত পরিমিত।

কুড়ানী—যে স্ত্রীলোকের কিনিবার সামর্থ্য নাই, কিছু কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু কুড়াইয়া সংগ্রহ করে। **কাঠ কুড়ানী**—যে পড়িয়া থাকা ডালপালা কুড়াইয়া বিক্রয় করে বা রান্নার কাজে ব্যবহার করে; তেমনি, **ঘুঁটে কুড়ানী**। **পাতা কুড়ানী**—যে এঁটো পাতা কুড়াইয়া খাদ্যের সংস্থান করে। এই সব শব্দ অতিশয় দুঃস্থতা-জ্ঞাপক।

কুড়ানো, কুড়নো—অল্প অল্প করিয়া সংগ্রহ করা; তুলিয়া লওয়া (কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে। —রবি; আশীর্বাদ কুড়ানো; শাপ কুড়ানো)।

কুড়াল, কুড়ালি, কুড়ুল—(সং কুঠার; হি. কুল্‌হাড়ী) কুঠার।

কুড়ি—(হি. কোড়ী) বিশ, ২০; ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব বিশেষ, যেমন কোন স্থানে ২৫টিতে কোন স্থানে ৩০টিতে কুড়ি ধরা হয়; কুষ্ঠ (কুড়িকুষ্ঠ হবে)।

কুড়িয়া, কুড়ে—পরিশ্রমে কাতর, অলস। বি. কুড়েমি। কুঁড়ে দ্রঃ।

কুড়িয়া—কুষ্ঠরোগগ্রস্ত।

কুড্মল—কুট্মল দ্রঃ। বিণ. কুড্মলিত—মুকুলিত।

কুড্য—দেওয়াল, ভিৎ (**কুড্যচ্ছেদী**—সিঁধেল চোর)।

কুনি,-নী—নখের রোগ, ইহার ফলে নখ বিবর্ণ ও নষ্ট হইয়া যায়।

কুণো—যে এক কোণে পড়িয়া থাকিতে ভালবাসে, যে জনসমাগম পরিহার করিয়া চলে। **কুণো পণ্ডিত**—যে পণ্ডিত আপন ঘরের কোণ আঁকড়িয়া থাকে, অন্যান্য দশজন পণ্ডিতের সহিত আলাপ আলোচনা করে না; পুঁথিগত বিদ্যায় পণ্ডিত কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। **কুণো বেঙ**—কোণে বাসকারী বেঙ্‌এর মত ভীরুস্বভাব; মুখচোরা; বাহিরের সহিত সম্পর্ক-বর্জিত।

কুণ্ঠ—(সং) অকর্মণ্য, অলস, সঙ্কুচিত কাতর (কর্মকুণ্ঠ, ব্যয়কুণ্ঠ); ধারহীন, ভোঁতা অকুণ্ঠ-ধার কুঠার); কোপা।

কুণ্ঠা—সঙ্কোচ, বাধবাধ ভাব, জড়তা। বিণ. কুণ্ঠিত—দ্বিধান্বিত, সঙ্কুচিত, কাতর, ভোঁতা।

-(সং) অগ্নি জ্বালাইবার বা রাখিবার গর্ত; যে স্থানে জল সঞ্চিত থাকে, কূপ, চৌবাচ্চা, তীর্থজলাশয় (সীতাকুণ্ড); ভাণ্ড (ঘৃতকুণ্ড); সধবার জারজ পুত্র।

কুণ্ডল—(সং) কর্ণাভরণ, বলয়, পেঁচ, coil। বিণ কুণ্ডলিত।

কুণ্ডলি, কুণ্ডলী—যাহা দেখিতে কুণ্ডলাকার (সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে)।

কুণ্ডলিত—বলয়াকার।

কুণ্ডলিনী—সর্পাকৃতি শক্তি; তন্ত্রমতে মানুষের অন্তর্নিহিত জন্মজন্মান্তরের ভাব প্রেরণা বা শিবশক্তি—এই শক্তি যাহাদের ভিতরে জাগরিত হয় তাহাদেরই জ্ঞানোন্মেষ হয় ও ভগবৎ-উপলব্ধি জন্মে।

-কুণ্ডলধারী; সর্প; জিলিপি।

কুণ্ডিকা—(সং) কমণ্ডলু; থালা; মালসা

কুত—আনুমানিক পরিমাণ বা হিসাব। **কুত-কাত করা**—আন্দাজ করিয়া পরিমাণ করা। **কুতঘাট**—যে ঘাটে মাল বোঝাই নৌকার সংখ্যা বা মালের পরিমাণ আন্দাজ করিয়া শুল্ক গ্রহণ করা হয়।

কুতপ—সূর্যের তাপ মন্দ হইবার কাল, শ্রাদ্ধ বিশেষের জন্য প্রশস্ত কাল।

কুতর্ক—অসার বা সত্যানুসন্ধিৎসাহীন তর্ক, তর্কের জন্য তর্ক, শুষ্ক তর্ক। বিণ **কুতার্কিক**—কুতর্কের দিকে যাহার প্রবণতা।

কুতুক—(সং) কৌতুহল। বিণ কুতুকী।

কুতুকুতু, কুতুর কুতুর, কাতুকুতু—(হি. গুদ্‌গুদি) হাসাইবার জন্য শুড়্‌শুড়ি দেওয়া। কাতুকুতু দ্রঃ।

কুতুপ—(সং) চর্মনির্মিত তেলের ছোট কুপা।

কুতূহল—কৌতূহল, ঔৎসুক্য, কোনকিছু দেখিবার বা বুঝিবার জন্য ব্যগ্রতা। বিণ. **কুতূহলী**—জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত, সানন্দ।

কুতৃণ—জলের পানা।

কুত্তা, কুত্তো—(হি. কুত্তা) কুকুর : ঘৃণাব্যঞ্জক গালি। স্ত্রী. কুত্তী;

কুত্র—(কিম্+ত্র) কোথায়, কোন্ স্থানে। **কুত্রাপি**—কোথাও, কোন স্থানেই।

কুৎসা—[কুৎস্—নিন্দা করা; গ্রাম্য কুচ্ছ] নিন্দা, অপবাদ। **কুৎসন**—দূষণ। **কুৎসা—করা**—নিন্দা করা; ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নিন্দা রটানো। **কুৎসাকারী**—এরূপ নিন্দাকারী।

কুৎসিত—(প্রা. কুচ্ছিত) কদাকার (দেখিতে কুৎসিত); কদর্য; অশ্লীল (কুৎসিত রুচি, কুৎসিত আমোদ)।

কুথলি,-লী, কোথলি,-লী—বস্ত্রের ছোট থলি, ঝুলি, কোমরে টাকা রাখিবার থলি; বৈষ্ণবের ভিক্ষার ঝুলি।

কুথা—আধুনিক বাংলায় 'কোথা'।

কুদরৎ—(আঃ কু'দরত্) ঐশী শক্তি, মহিমা (আল্লার কি কুদরৎ); সৃষ্টি-প্রপঞ্চ। বিণ. **কুদরতী**—স্বভাবজ, স্বাভাবিক (মানুষের সৃষ্টি নয়)। **কুদরৎ রাখা**—শক্তি রাখা, সমর্থ হওয়া।

কুদা—(সং কূর্দন) কুঁদা দ্রঃ।

কুদাঁড়া—মন্দ রীতি, অসুবিধাজনক রীতি।

কুদাল, কুদালি, কোদাল—(পৃথিবী ভেদক) মাটি কাটার সুপরিচিত লৌহাস্ত্র। **কোদ্‌লানো**—কোদাল দিয়া মাটি কাটা, কোদালের সাহায্যে ভূমি কর্ষণ।

কুদিন—জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে অশুভ দিন; দুর্দিন; বিপৎকাল।

কুদ্দার, কুদ্দাল—কোদাল।

—ভ্রান্ত দৃষ্টি; ভ্রান্ত দর্শন; অজ্ঞানতা; অশুভকর দৃষ্টি, evil eye; বদমতলবপূর্ণ দৃষ্টি। **কুদেশ**—বর্বর দেশ; অরাজক দেশ। **কুধারা**—মন্দ ধরণধারণ; কুরীতি। **কুধী**—মূঢ়মতি (সুধীর বিপরীত)।

কুনকুন—কণকণ দ্রঃ; কণকণ হইতে কম তীব্র বেদনা; কনকনে বেদনার সূচনা। বি কুনকুনানি।

কুনকি,-কী—(হি. কুম্‌কী) শিক্ষিত হস্তিনী যাহার সাহায্যে বন্যহস্তী ধরা যায়; তাহা হইতে, যে কৌশলে অপরকে বশীভূত করিতে পারে এমন ব্যক্তি (মামী মামার কুনকী হাতী ছিলেন তা জানিস ত—দীনবন্ধু মিত্র)। **কুনকি অপরাধী**—যে ইচ্ছা করিয়া অপরকে অপরাধের পথে চালিত করে, agent provocateur।

কুনখ—নখরোগ বিশেষ, ইহাতে নখের বিকৃতি ঘটে। বিণ. কুনখী।

কুনজর—কুদৃষ্টি, অপ্রসন্নতা (বড়বাবুর কুনজরে প'ড়েছি); লম্পটের দৃষ্টি। **কুনট**—অকুশল নট। স্ত্রী কুনটী। **কুনাম**—দুর্নাম, অপযশ; যাহার নাম লইলে অযাত্রা হয়, অতি কৃপণ।

কুনিকা—(গ্রাম্য কুনকে) বেতের তৈরি শস্য মাপিবার পাত্র বিশেষ।

কুনীতি—নিন্দিত নীতি বা পদ্ধতি, দুর্নীতি, অসদাচরণ।

—পক্ষী; বর্শার আকৃতি লৌহাস্ত্র বিশেষ।

স্ত্রীলোকের কেশ (যাহা কুন্তাকার গ্রহণ করে)। **আকুলকুন্তলা**—আলুলায়িত-কুন্তলা। **কুন্তলপেড়ী**—চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম রাখিবার ছোট বাক্স।

ী—পঞ্চপাণ্ডবের জননী।

কুন্থন—কোঁথা; ক্লেশ প্রকাশ করা।

কুন্দ—কুঁদ ফুল, শ্বেতপদ্ম; ছুতারের যন্ত্র, যাহাদ্বারা কাঠ কুঁদানো হয় (নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরমাণ—কঃ চঃ)। **কুন্দিনী**—কুন্দ

সমূহ। **কুন্দদন্ত, কুন্দনিন্দিত দন্ত**—শুভ্র সুদৃশ্য দন্ত। **কুন্দকর, কার**—যে কুঁদ-যন্ত্র দিয়া কাজ করে, কুন্দার, turner।

কুন্দন—কুঁদন, কুঁদযন্ত্র দিয়া কাজ করা; (বৈষ্ণবসাহিত্যে) বিশুদ্ধ, খাঁটি (কুন্দন কনক)।

কুপত্তি—কুপথ্য দ্রঃ।

কুপথ—(নিত্যসমাস) অসৎ পথ, অধর্মের পথ, নিন্দিত পথ (কুপথগামী), যে পথে লোক-চলাচল নাই।

কুপথ্য—(সুপস্থপা) অহিতকর খাদ্য, অযোগ্য খাদ্য, যে খাদ্যে রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা।

কুপন—(ইং coupon) মানি-অর্ডার পত্রের যে অংশে প্রেরক তাহার বক্তব্য লেখে ও গ্রাহক তাহা কাটিয়া রাখে। **কুপনখেলা**—তাসের জুয়া বিশেষ।

কুপন্থা—কুপথ, পাপ-পথ।

কুপা, কুপো, কুপ্পা—চামড়ার তৈরী পেট-মোটা গলাসরু তৈলপাত্র বিশেষ। **কুপোকাত**—কুপো কাত হইয়া পড়িলে সব তেল পড়িয়া যায়, তাহা হইতে, বিনষ্ট, পরাজিত, পঞ্চত্বপ্রাপ্ত। **কুপো হওয়া**—বেমানানভাবে পেট-মোটা হওয়া।

কুপাক—দৈব-দুর্বিপাক; চক্রান্ত; কুকর্ম। **কুপাণি**—যাহার হাত বাঁকা, টুঁটো। **কুপাত্র**—অযোগ্য ব্যক্তি, বর হিসাবে অযোগ্য, কুরূপ অথবা গুণহীন অথবা দুষ্ট-ই।

কুপানো—কোপানো দ্রঃ।

কুপি,-পী—(কুপ হইতে) চামড়ার বা বাঁশের ছোট তৈলপাত্র; কেরোসিন তেলের ছোট প্রদীপ, ডিবা।

কুপিত—(কুপ্+ক্ত) ক্রুদ্ধ, সংক্ষুব্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, উত্তেজিত (পিত্ত কুপিত হওয়া)।

কুপিনী—মাছের পালুই।

কুপুত্র—কুসন্তান, পিতামাতার অবাধ্য অথবা পিতা-মাতার গৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ পুত্র। **কুপুরুষ**—পুরুষ হিসাবে নিকৃষ্ট; পৌরুষহীন গুণহীন পুরুষ। **কুপুষ্যি**—কুপোষ্য দ্রঃ। **কুপেঁচে**—অসরল প্যাঁচফেরের লোক যে কার্যে বিঘ্ন ঘটায়। **কুপোষ্য**—অকর্মণ্য পোষ্যের দল; অকর্মণ্য পুত্র-কন্যা অথবা আশ্রিতের দল; অসহায় পোষ্য।

কুপ্য—স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য ধাতু। **কুপ্যশালা**—কাঁসা তামা ইত্যাদির পাত্র নির্মাণের স্থান।

কুপ্রসিদ্ধ সুপ্রসিদ্ধের বিপরীত; দুর্নামের দ্বারা খ্যাত; কুখ্যাত notorious। **কুফল**—কুপরিণাম, অকল্যাণকর পরিণতি। **কুবক্তা**—বক্তা হিসাবে অপটু।

কুবঙ্গ—সীসা।

কুবচন—ভর্ৎসনা; কড়া কথা, গালাগালি।

কুবল—পদ্ম বদরীফল; ডালিম; মুক্তা।

কুবলয়—নীল পদ্ম। **কুবলয়িনী**—কুবলয়-সমূহ।

কুবাদ—কটুকথা; অপ্রীতি (সুবাদের বিপরীত)। **কুবাদিনী**—মুখরা, পরুষভাষিণী।

কুবাস—দুর্গন্ধ। **কুবাসনা**—মন্দ অভিপ্রায়; কুচিন্তা। **কুবিচার**—পক্ষপাতদুষ্ট বিচার, অবিচার। **কুবিধা**—অসুবিধা, বাধাবিপত্তি। **কুবুদ্ধি**—দুষ্টবুদ্ধি; সুবুদ্ধির বিপরীত; চক্রান্তকারী। **কুবৃক্ষ**—যে বৃক্ষ হইতে দাবানল উৎপন্ন হইয়া অরণ্য দগ্ধ করে। **কুবৃত্তি**—নিন্দিত আচারণ, কুকর্মপরায়ণ।

কুবেণি,-ণী—পালুই, মাছের চুবড়ি।

কুবের—ধনের দেবতা। **ধনকুবের—ধনে** কুবেরসদৃশ, মহাধনবান্।

কুবোধ— সুবোধের বিপরীত, কুবুদ্ধি মন্দবুদ্ধি।

কুব্জ—কুঁজো, বক্রপৃষ্ঠ, বিকলদেহ। **স্ত্রী. কুব্জা**—কুব্জপৃষ্ঠা; মন্থরা।

কুব্রহ্ম—হীন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। **কুভোজন**—কুখাদ্য।

কুমকুম—কুঙ্কুম দ্রঃ।

কুমড়া, কুমড়ো—কুষ্মাণ্ড। **কুমড়া গড়াগড়ি**—বহুলোকের এক সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি। **কুমড়া বড়ি**- কুমড়া ও মাষকলাই ডাল দিয়া প্রস্তুত বড়ি। **মিঠা কুমড়া**—বৃহৎ হলুদবর্ণ কুমড়া। **চালকুমড়া**—প্রধানতঃ চালে বা মাচানে হয়, চাচিকুমড়া। **চালকুমড়ি করা**—বৃদ্ধ পিতামাতাকে চালের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করা (কোন কোন অসভ্য সমাজে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, বর্তমানে সাধারণতঃ উপহাস-চ্ছলে ব্যবহৃত হয়—বাপ মায়ের ভাত দেওয়া কষ্ট হচ্ছে, চালকুমড়ি কর)।

কুমতি—কুবুদ্ধি, সুমতির বিপরীত, দুর্মতি।

কুমতলব—অসৎ অভিপ্রায়, মন্দ উদ্দেশ্য। **কুমন্ত্রণা**—কুপরামর্শ।

কুমরিচ—লঙ্কা।

কুমাতা—যে মাতা স্নেহে ও কর্তব্যবুদ্ধিতে হীন।

কুমার—(যাহার রূপের তুলনায় কন্দর্পকে কুৎসিত মনে হয়) কার্তিকেয় (হে কুমার হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান—রবি); পঞ্চম হইতে দশম বর্ষ বয়স্ক বালক; পুত্র; রাজপুত্র। **কুমারতন্ত্র**—ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুচিকিৎসা। স্ত্রী কুমারী। **কুমারব্রত**—চিরকৌমার্য। **কুমারভৃত্যা**—বালচিকিৎসা।

কুমার—(সং কুম্ভকার) হিন্দুজাতি বিশেষ, ইহারা মাটির হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

কুমারসম্ভব—মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য; ইহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা দ্রঃ।

কুমারিকা—কুমারী; ভারতের দক্ষিণস্থ সুবিখ্যাত অন্তরীপ, Cape Comorin; বড়-এলাচ; নবমল্লিকা; ঘৃতকুমারী।

কুমারী—দশম হইতে দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা অনূঢ়া কন্যা, তন্ত্রমতে ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্যন্ত কুমারী; রাজকুমারী; অবিবাহিতা রমণী।

কুমীর, কুমির—(সং কুম্ভীর) সুবিখ্যাত হিংস্র জলজন্তু। **জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত বাদ**—প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী প্রবলের তাঁবে থাকিয়া তাহার সঙ্গে বিবাদ, সমূহ অকল্যাণের হেতু। **জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ**—উভয়সঙ্কট। **মেছো কুমীর**—(ইহারা তেমন বড় হয় না, বেশী মাছ খায়, ঝিল-আদিতে দেখা যায়)।

কুমীরকে,-কো, কুমীরে পোকা—ইহারা মুখে মাটি আনিয়া তদ্দ্বারা বাসা বানায়।

কুমুদ—(কু-মুদ্+ক্বিপ্) শ্বেত পদ্ম (কমল-কুমুদ)। **কুমুদ্বতী**—কুমুদনী, কুমুদসমূহ। **কুমুদবান্ধব**—চন্দ্র। **কুমুদিনী**—কুমুদ, কুমুদসমূহ।

কুমেরু—সুমেরুর বিপরীত; পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র।

কুম্প, কুম্ব—মুলো, যাহার হাত অকেজো।

কুম্ভ—(যে নিজ দেহ জলে পূর্ণ করে) কলস, জলের পাত্র (যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এস তবে এস মোর হৃদয়-নীরে —রবি); হস্তীর মস্তকের কুম্ভসদৃশ মাংসপিণ্ড (করিকুম্ভ)। **কুম্ভ মেলা**—বিখ্যাত মেলা বিঃ। যোগ বিঃ। **কুম্ভকার**—কুমার।

কুম্ভিল, কুম্ভিলক—অপহারক; অন্য গ্রন্থের ভাব বা চিন্তা যে নিজের বলিয়া প্রচার করে, plagiarist; শ্যালক।

কুম্ভী—কুম্ভীর মৎস্য বিঃ; কুমীরে পোকা; হস্তী; ক্ষুদ্র কলসী, উনুন।

কুম্ভীর—(যে জলচর প্রাণী মৎস্যাদি ভক্ষণ করিয়া বাঁচে) কুমীর, crocodile। **কুম্ভীরাশ্রু**—কপট সমবেদনা প্রকাশ, shedding crocodile tears.

কুয়ৎ—(আ. কু'ৰৎ-বল) শক্তি, সামর্থ্য।

কুয়া, কূয়া—(সং কূপ) কূপ; পাতকুয়া। **কুয়াতি**—যাহারা কুয়া কাটে।

কুযাত্রা—অশুভ লগ্নে যাত্রা; অশুভ দর্শন করিয়া যাত্রা।

কুয়াশা,-সা—(সং কুহেলিকা) কুজ্ঝটিকা।

কুযুক্তি—কুমন্ত্রণা (কুযুক্তি আঁটা—কয়েকজন মিলিয়া কুমতলব আঁটা)।

কুযোগ—জ্যোতিষশাস্ত্র মতে অশুভ যোগ।

কুরকুচি—কচি ডাবের কোমল অংশ (করকচি দ্রঃ)।

কুরকুট, কুরকুটে—কুটিল প্রকৃতির, সন্দিগ্ধ প্রকৃতির (কোন কোন অঞ্চলে কুটকুটেও বলে)।

কুরঙ্গ, কুরঙ্গম—তামাটে রং-এর হরিণ, হরিণ। **কুরঙ্গনয়না**—কুরঙ্গের মত বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ যে স্ত্রীর। **কুরঙ্গনাভি**—কস্তুরী, মৃগনাভি। স্ত্রী কুরঙ্গী। **কুরঙ্গমদ**—(কুরঙ্গের গর্বের বস্তু) কস্তুরী।

কুরচি—কুটজ।

কুরচিনামা, কুরছিনামা—কুর্সি দ্রঃ।

কুরণ্ড—কোরণ্ড, hydrocele। **কুরণ্ডিয়া, কুরুণ্ডে**—কুরণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তি।

কুরতা, কোর্তা—আঁটসাঁট জামা; জামা; পুলিস বা সৈন্যদের সরকারী জামা (লাল পাগড়ী, কালো কোর্তা জুজুর ভয় কি আর চলে)। **কুরতি**—ফতুয়া, কোর্তা।

কুরুনী—নারিকেল কুরিবার যন্ত্র, বঁটির আকৃতির উপরে দাঁতওয়ালা চাকতি।

কুরনিশ, কুর্ণিশ—(ফাঃ কুরনিশ) বাদশাহ রাজা প্রভৃতির সম্মুখে সম্মান নিবেদনের পদ্ধতি

বিশেষ ; মস্তক অবনত করিয়া সেলাম নিবেদন। বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন (তাঁহার নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে আজ জাতি কুর্নিশ জানাইতেছে)।

কুরব—কর্কশ বা শ্রুতিকটু রব, দুর্নাম, অপযশ।

কুরবক, কুরুবক—ঝাঁটি ফুল বা গাছ, রক্তবর্ণ ঝাঁটি বা ঝিণ্টী, crimson amaranth (কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে—রবি)।

কুরবানী—কোরবানী দ্রঃ।

কুরর—চিল জাতীয় বড় পক্ষী : কুড়ল, কুরল, কুল্লো, উৎক্রোশ, ospery (ইহাদের রব খুব উচ্চ ও তীক্ষ্ণ, তাহা হইতে ইহার উৎক্রোশ নাম)। স্ত্রী কুররী, কুরলী, উৎক্রোশী।

কুরস—কটুরস ; যাহা রসাল নয়।

কুরসিনামা—(আঃ কুরসী বংশতালিকা)।

কুরা—আস্তে আস্তে ভিতর হইতে কাটিয়া তোলা (হাড়মাস কুরে খেয়েছে ; নারিকেল কুরা) ; ভিতরের খবর বাহির করা (সমস্ত কথা কুরিয়া কুরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে)।

কুরি,-রী—হিন্দু জাতি বিশেষ ; নারিকেলের কুরি : কুমড়ার কুরি।

কুরীতি—মন্দ ধরণ-ধারণ ; কুপ্রথা।

কুরু—মহাভারতোক্ত রাজা ও বংশাবলি। **কুরুকুল**—কুরুবংশ ; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ। **কুরুক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রকাণ্ড**—মহাভারতের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র ; তুমুল ঝগড়াবিবাদ (গিয়ে দেখি কুরুক্ষেত্র বেধেছে) ; মহালোকক্ষয়কর যুদ্ধ (বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র)। **কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ**—জ্ঞাতিশত্রুতা ; লোকক্ষয়কর যুদ্ধ। **কুরুবৃদ্ধ**—ভীষ্ম।

কুরুচি—মন্দ বা অশ্লীল বিষয়ে অনুরাগ ; রুচিহীনতা ; কুপ্রবৃত্তি।

কুরুণ্ড—কুরণ্ড দ্রঃ।

কুরুবর্ষ—জম্বুদ্বীপের প্রদেশ বিশেষ।

কুরূপ—কদাকার, অসুন্দর। স্ত্রী, কুরূপা।

কুর্দন—উল্লম্ফন, আস্ফালন, ক্রীড়া (ধাবন কুর্দন)।

কুর্পর, কূর্পর—কনুই, জানু ; অপরের উপরে নির্ভরশীল।

কুর্মী—হিন্দু জাতি বিশেষ।

কুর্শী—কুর্সি দ্রঃ। **কুর্শী কাঁটা**—সূতা দিয়া ফুল তুলিবার কাঁটা।

কুর্সি—(আ. কুর্‌সী) সিংহাসন, চেয়ার (কুর্সি মেজ সাজানো) ; বাঁধানো চাতাল। **কুর্সিনামা**—বংশাবলি।

কুল—বংশ, গোষ্ঠী (কুরুকুল, তিনকুলে বাতি দিবার কেহ নাই, কুলজী) ; কৌলীন্য (কুলকরা) ; সমাজ, গৃহ, গার্হস্থ্যধর্ম (কুলত্যাগ, শ্যাম, রাখি কি কুল রাখি) ; সতীত্ব (কুলটা ; কুলত্যাগিনী) ; জাতি (ক্ষত্রকুল ; দানবকুল) ; দল, সমূহ (পক্ষিকুল, শিবাকুল)। **কুলকণ্টক**—কুলের অপযশের কারণ। **কুলকন্যা, কুলনারী, কুলবতী, কুলস্ত্রী**—গৃহস্থঘরের কন্যা ও বধূ, সতী নারী। **কুলকর্ম, কুলক্রিয়া**—কুলীনঘরে বিবাহ দেওয়া, বিবাহাদি ব্যাপারে কুলগৌরব রক্ষা করা। **কুলকলঙ্ক**—কুলের অপযশ ; কুলের অপযশের হেতু (স্ত্রী কুলকলঙ্কিনী—কুলটা)। **কুলক্ষয়**—বংশের বহুলোকের মৃত্যু, বংশলোপ। **কুলগর্ব, কুলগৌরব**—বংশের গৌরবস্বরূপ ; আভিজাত্য-গৌরব। **কুলগুরু**—বংশ পরম্পরায় গুরুরূপে গৃহীত। **কুলজ**—সদ্বংশজাত। **কুলজি,-জী**—বংশ তালিকা, genealogy. **কুলজ্ঞ**—কুলের ইতিহাস-অভিজ্ঞ। **কুলটা**—কুলত্যাগিনী, যে নারী গৃহস্থ জীবন ও সতীধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। **কুলতিলক, কুলপ্রদীপ**—কুলভূষণ, কুলগৌরব। **কুলদেবতা**—কোন বংশে বহুকাল ধরিয়া যে দেবতার পূজা হইয়া আসিতেছে। **কুলনায়িকা**—তন্ত্র-সাধনায় পূজনীয়া স্ত্রী। **কুলনাশ**—বংশলোপ। **কুলনাশন**—কুলক্ষয়কর। **কুলন্ধর**—বংশধর। **কুলপতি**—দশ সহস্র শিষ্যের পালয়িতা ও বিদ্যাদাতা, গোষ্ঠীপতি। **কুলপাবন**—কুল পবিত্র কারক ; বংশের গৌরব। **কুলবিদ্যা**—বংশপরম্পরাগত যে বিদ্যার চর্চা হইয়া আসিতেছে। **কুলভঙ্গ**—অকুলে বিবাহ দেওয়া। **কুললক্ষণ**—কৌলীন্যের পরিচায়ক গুণাবলি—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা ও দান। **কুলমান**—বংশের সম্মান। **কুলমিত্র**—বংশের দীর্ঘদিনের সুহৃদ্। **অজ্ঞাত কুলশীল**—যাহার বংশ ও চরিত্রের পরিচয় অজ্ঞাত, নবাগত ও কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ চরিত্রের। **কুল করা**—কুলমর্যাদা রক্ষা করিয়া পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া। **শ্যাম রাখি কি কুল রাখি**—যাহাতে চিত্তের সন্তোষ সেই

কাজ করিব না অপর দশজনের কথা শুনিব; উভয়সঙ্কট। **কুলে কালি দেওয়া**—কুলে কলঙ্ক কালিমা লেপন করা, কুলত্যাগিনী হওয়া। **কুলে বাতি দেওয়া**—বংশের অস্তিত্বের পরিচায়ক হওয়া (তাহার বংশে বাতি দেওয়ার কেহ নাই—পিতৃপুরুষের ভিটায় কেহ আর সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইবার নাই অর্থাৎ বংশের বিলোপ ঘটিয়াছে)। **এক্কুল ওকুল দুকুল হারা**—কুলও গিয়াছে শ্যামকেও পাওয়া যায় নাই; ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট; নিরাশ্রয়; উদ্দেশ্য-আদর্শবিহীন। **কুলের চারা, কুলের ধ্বজা**—কুলের মুখোজ্জ্বলকারী, কিন্তু সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় ব্যঙ্গে, অর্থাৎ কুলকলঙ্ক, কুলাঙ্গার।

কুল—কুল গাছ ও ফল, বদরী ফল। **কুলকাঠের আগুন**—প্রখরতাপ অগ্নি, তীব্র দাহ (বুকের ভিতর কুলকাঠের আগুন জ্বলছে)। **নারকেলি কুল**—অণ্ডাকার বৃহৎ কুল। **কুলকাসুন্দি**—কুলের আচার।

কুল—(আঃ কুল্) সমগ্র, সমুদয়। **কুলমুলুক**—সমস্ত দেশ।

কুলকুল, কুলুকুলু—কল কল হইতে মিষ্টতর ও গভীরতর (স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি)।

কুলকুচা,-কুচো—মুখ-মধ্যে জল দিয়া কুল কুল শব্দ করিয়া পরিষ্কার করা; কুলি, gurgle।

কুলকুণ্ডলিনী—তান্ত্রিক মতানুসারে জীবের অন্তরস্থ কুণ্ডলাকৃতি শিবশক্তি ("কুলকুণ্ডলিনী যার জাগে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবপদ পেলেও কি তার মনে লাগে")। কুণ্ডলিনী দ্রঃ।

কুলক্ষণ—অশুভসূচক লক্ষণ; দুর্দৈবের লক্ষণ, অশুভ নিয়তির লক্ষণ; মৃত্যুর লক্ষণ। **কুলক্ষণা**—যে কন্যার বা বধূর লক্ষণসমূহ জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে অশুভ।

কুলখাকী,-খাগী—কুলকলঙ্কিনী; যে স্ত্রীর কুলক্ষণের জন্য পিতৃকুল শ্বশুরকুল উভয়েরই সমূহ ক্ষতি হয়।

কুলগ্ন—অশুভ লগ্ন।

কুলঙ্গী, কুলঙ্গি—কুলুঙ্গি, দেওয়ালের মধ্যে তৈরি করা ত্রিভুজ অথবা চৌকা আকৃতির গর্ত।

কুলচুর—কুলচূর্ণ ও গুড় দিয়া তৈরি আচার বিশেষ।

কুলটুর—(জার্মান-kultur) সংস্কৃতির ধারণা-বিশেষ; যুদ্ধ বলপ্রয়োগ ইত্যাদিতে এই মতের বিশেষ আস্থা।

কুলট—দত্তক পুত্র (ঔরস ভিন্ন পুত্র)। **স্ত্রী.** কুলটা—অসতী, কুলত্যাগিনী; সতী ভিক্ষুক-রমণী।

কুলতন্তু—বহুবিস্তৃত কুলের অন্যতম প্রতিনিধি; সন্ততি।

কুলতি—কলাই বিশেষ। **কুলথ**—কুলতি কলায়।

কুলদূষণ—কুলের কলঙ্ককর।

কুলফী, পী—কুলফি দ্রঃ।

কুলস্থান—কৌলীন্যের আধার, মহাকুলীন।

কুলহীন—আভিজাত্যবর্জিত, হীনকুলোদ্ভব।

কুলা, কুলো—কুলা, সূর্প, বাঁশের চটা দিয়া তৈরি শস্যাদি ঝাড়ার পাত্রবিশেষ। **ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো**—ভাঙা কুলোর মত অতি অকিঞ্চিৎকর এবং নগণ্য কাজে যাহার প্রয়োজন (থাকার মধ্যে আছে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এক বিধবা মাসি)। **বিষ নাই সাপের কুলোপানা চক্কোর**—বাহিরে হামবড়াই ভাব বা তেজ দেখানো কিন্তু আসলে অকেজো। **কুলো বাজিয়ে বার করা**—অলক্ষ্মীকে কুলা বাজাইয়া বাড়ীর বাহির করা, তাহা হইতে, অবাঞ্ছিত বা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া। **কুলাচি**—ছোট কুলা।

কুলানো, কুলনো—সঙ্কুলান হওয়া, কম না পড়া, নির্বাহ হওয়া (এই সামান্য আয়ে আর কুলাইতেছে না; দুইসের চাউলেই কুলাইবে); কার্যনির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত হওয়া, যথাযোগ্য বিবেচিত হওয়া (কাজ ত হাতে লওয়া হইয়াছে অনেক, আয়ুতে কুলাইলে হয়; যে জায়গা আছে তাহাতেই কুলাইবে)। **কুলান হওয়া**—সঙ্কুলান হওয়া।

কুলাঙ্কুর—কুলের অঙ্কুরস্বরূপ, শিশু।

কুলাঙ্গার—কুলকলঙ্ক, কুলের লজ্জার হেতু।

কুলাচার্য—কুলগুরু; বংশতত্ত্বে সুপণ্ডিত।

কুলান্ত—বংশবিলোপ (ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী পরশুরাম)।

কুলাভিমান—আভিজাত্যের গর্ব। **বিণ.** কুলাভিমানী।

কুলায়—(যাহাতে সন্তানের বৃদ্ধি হয়) পাখরী বাসা, নীড়, আশ্রয়স্থান। **কুলায়িকা**—চিড়িয়াখানা।

কুলাল—মৃন্ময় দ্রব্যের প্রস্তুতকারী, কুম্ভকার। **কুলালচক্র**—কুমারের চাকা। **কুলালশালা**—কুমারশাল।

কুলি—(সং কুল্যা=পথ) গলি, সরু লম্বা পথ। **কুলি কুলি বেড়ানো**—অসহায়ভাবে গলিতে গলিতে বেড়ানো।

কুলি—কুলকুচা, কুল্লি।

কুলি,-লী—(তুর্কি, কু'লী) ঠিকে ভারবাহক, মুটে (ষ্টেসনের কুলি); চা-বাগানের শ্রমিক, মজুর; সেবক (মুর্শিদকুলি অর্থাৎ মুর্শিদের=পীরের, কুলি=সেবক—এই ধরণের, গোলাম-মুর্শিদ্ রামদাস প্রভৃতি)।

কুলিক—সৎকুলজাত, কুলীন; শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কুলেখাড়া শাক।

কুলিঙ্গ—ফিঙে পাখী।

কুলিয়াকাঁড়া, কুলেখাড়া—কাঁটাশাক বিশেষ; তালমাখনা।

কুলিশ, কুলীশ—(যাহা পর্বতসমূহের পক্ষচ্ছেদ করিয়াছে) বজ্র, অশনি। **কুলীশধর,-পাণি,-ভৃৎ**—বজ্রধারী, ইন্দ্র। **কুলীশপাত**—বজ্রপাত, বিদ্যুৎস্ফুরণ (কুলিশ শত শত পাতমোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া—বিদ্যাপতি)।

কুলী—কণ্টকারী; স্ত্রীর জেষ্ঠ্যা ভগিনী; কুলীন; পর্বত।

কুলীন—উত্তমবংশজাত, বংশগৌরবে শ্রেষ্ঠ; বল্লাল সেন প্রবর্তিত বিধানে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত (বন্দোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি); শ্রেষ্ঠ ঘোটক।

কুলুঙ্গি—কুলঙ্গী দ্রঃ।

কুলুজি—কুলজি দ্রঃ।

কুলুপ,-ফ—(আঃ কু'ফ্‌ল্) তালা, lock। **কুলুপকাঠি**—চাবি।

কুলেখাড়া—কুলিয়াকাঁড়া দ্রঃ।

কুলো—কুলা দ্রঃ।

কুলোদ্বহ—কুলধুরন্ধর, কুলরক্ষক **কুলোপাধি**—বংশের উপাধি।

কুল্‌ফি,-পি—(হি. কুলফি) টিন প্রভৃতির চোঙা যাহাতে বরফ জমানো হয়। **কুল্‌ফি বরফ**—এরূপ চোঙায় জমানো দুধ ও বরফ

কুল্য—সূর্প, কুলা; কুলীন। স্ত্রী. **কুল্যা**—কুলস্ত্রী, কুলনারী; কৃত্রিমখাল, নর্দমা।

কুল্ল—কুড়ল, কুরর।

কুল্লানো—আঙ্‌ল চালাইয়া দাড়ির জট ছাড়ানো বা সংস্কার করা। (কোন কোন অঞ্চলে 'কিল্লানো' বলে)।

কুল্লি, কুল্লী—(হি.) কুলকুচা, কুলি।

কুল্লে—(আ. কুল্) সাকলো, সর্বশুদ্ধ (কুল্লে তিনজন—সংখ্যার অল্পতা বুঝাইবার জন্যই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়)।

কুল্লো—কুলকুচা; কুলকুচার জল।

কুশ—তৃণ বিশেষ (কুশাসন, কুশাঙ্কুর)। **কুশঘর**—কুশের বা খড়ো চালের মাটির ঘর। **কুশণ্ডিকা**—বিবাহের পরদিন সাধারণতঃ প্রাতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ বিশেষ, ইহাতে বর বধূর ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের ভার গ্রহণ করে, বধূ পতি ও পতিকুলের আনুগত্য ও হিতৈষণার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। **কুশপত্র**—কুশপত্রের আকৃতির শস্ত্র বিশেষ, ইহার দ্বারা ফোঁড়া কাটা হইত। **কুশপুত্তলি,-কা**—কুশতৃণ-রচিত পুত্তলিকা; যাহার দাহ বা মুখাগ্নি হয় নাই তাহার দাহকার্যের প্রতীক স্বরূপ কুশ-পুত্তলি দাহ করিতে হয়; অবাঞ্ছিত ব্যক্তির কুশপুত্তলিও দাহ করা হয়, তাহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য। **কুশপেয়ে**, (কুশের মত সরু ও বাঁকা পা যার) সরুপেয়ে, বিকৃতপদ। **কুশবটু**—শ্রাদ্ধক্রিয়ার তত্ত্বাবধায়ক ও সাক্ষিস্বরূপ কুশতৃণ-রচিত ব্রাহ্মণ।

কুশর—(প্রাঃ) আখ।

কুশল—দক্ষ, নিপুণ, কৃতী (কলাকুশল, রণকুশল); কল্যাণ, নিরাময়তা (কুশল কামনা করি)। **কুশলী**—কুশলযুক্ত, দক্ষ (সৃষ্টিকুশলী, সৃষ্টিকুশল)।

কুশস্তম্ব—কুশের ঝাড়, কুশগুচ্ছ। **কুশাগ্র**—কুশের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ; সেই অগ্রভাগের মত সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ (কুশাগ্রবুদ্ধি, কুশাগ্রীয়ধী)। **কুশাঙ্কুর**—কুশের নবজাত তীক্ষ্ণমুখ অঙ্কুর বা পত্র (মোহ-দুর্বলতার সহস্র কুশাঙ্কুরে নিত্যবিদ্ধ মানুষের চরণতল)। **কুশাঙ্গুরী**—পূজা তর্পণ শ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহার্য কুশতৃণ নির্মিত অঙ্গুরী। **কুশাসন**—কুশনির্মিত আসন; নীতিবিরুদ্ধ প্রণালীতে শাসন; প্রজাপীড়ন।

কুশি,-শী, কুষি,-ষী—পূজায় ব্যবহৃত তাম্র পাত্র বিশেষ, ক্ষুদ্র কোশা, কোশা হইতে জল তুলিবার জন্ম ব্যবহৃত হয়; অঙ্কুর (গাছে নতুন কুষি বেরিয়েছে); কচি আমের

ীদ, **কুসীদ**—সুদ বা সুদ জাতীয় বৃদ্ধি বা 'দেড়ী'। **কুশীদজীবী**—যাহারা সুদে টাকা ধার দেয় অথবা ধান ইত্যাদির 'দেড়ী' নেয়।

কুশীল—দুঃশীল, দুশ্চরিত্র।

কুশীলব—নাটকের পাত্রপাত্রীগণ, চারণ, গায়ক, অভিনেতা; রামচন্দ্রের পুত্রদ্বয়।

কুশুম-কুশুম, কুসুম-কুসুম—(সং কোষ্ণ) অল্প গরম; tepid।

কুশূল, কুসূল—(সং) ধানের গোলা, মরাই; তুষানল।

কুষ্ঠ—সুপরিচিত রক্তবিকারজনিত রোগ বিশেষ। **কুষ্ঠঘ্ন**—কুষ্ঠনাশক ঔষধ; ডুমুর। **কুষ্ঠারি** খদির; গন্ধক। **কুষ্ঠী**—কুষ্ঠগ্রস্ত।

কুষ্ঠি, কোষ্ঠী—জন্মপত্রিকা, horoscope। কোষ্ঠ দ্রঃ।

কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ড—দেশী বা জাত-কুমড়া; (গালাগালি) নির্বোধ, অকর্মণ্য। **অকাল কুষ্মাণ্ড**—অকালের কুষ্মাণ্ড বলিদানে ব্যবহৃত হয় না, তাহা হইতে, অকর্মণ্য অকেজো, অপদার্থ, মূর্খ।

কুসংসর্গ—মন্দ ব্যক্তির সংসর্গ; কুসঙ্গ।

কুসংস্কার—অন্ধ সংস্কার; না বুঝিয়া না জানিয়া প্রবল সংস্কার; ভ্রান্ত ধারণা; গোঁড়ামি; prejudice, superstition. **কুসংস্কারাচ্ছন্ন**—যাহার বিচারবুদ্ধি ভ্রান্ত সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত।

কুসীদ—কুশীদ দ্রঃ। **কুসীদিক**—কুসীদ-ব্যবসায়ী। **কুসীদ-ব্যবহার**—সুদের কারবার; সুদ কষা।

কুসুম—পুষ্প, ফুল; স্ত্রী-রজঃ; ডিমের হলদে অংশ, yolk। **কুসুম-কার্মুক,-কেতু,-চাপ,-ধনু,-সায়ক**—কামদেব। **কুসুমদ্রুম**—পুষ্পপ্রধান বৃক্ষ। **কুসুম-বাসর**—কুসুমে সজ্জিত বাসরগৃহ। **কুসুমবৃষ্টি**—পুষ্পবৃষ্টি। **কুসুমাকর**—বসন্ত। **কুসুমায়ুধ, কুসুমেষু**—কন্দর্প। **কুসুমাগম**—ফুল ফোটা; বসন্তকাল। **কুসুমাসব**—পুষ্পমধু। **কুসুমশয্যা, কুসুমাস্তরণ**—কুসুমাকীর্ণ শয্যা। **কুসুমিত**—পুষ্পিত।

—কুসুমফুলের গাছ, কুসুম ফুল। **কুসুম্ভ রাগ**—কুসুম ফুলের রঙ।

কুসৃতি—ধূর্ততা; কুহক। **কুসৃষ্টি**—অনাসৃষ্টি।

কুস্তি,-স্তী—(ফাঃ কুশ্‌তী) মল্লযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ। **কুস্তীগীর, কুস্তীবাজ**—পালোয়ান। **কোস্তাকুস্তি**—ধ্বস্তাধ্বস্তি।

কুস্থান—খারাপ জায়গা; কুলোকের স্থান।

কুস্তুভ—সাগর

কুস্বপ্ন—দুঃস্বপ্ন; অসম্ভব আশা, অশুভসূচক স্বপ্ন।

কুস্বভাব—কুপ্রবৃত্তি; দুশ্চরিত্র।

কুহক—মায়া, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি, প্রতারণা, ছলনা। **কুহকী**—ঐন্দ্রজালিক, ছলনায় পটু। **কুহক-জীবী**—বাজীকর, বঞ্চক, সাপুড়ে। **স্ত্রী. কুহকিনী**—যাদুকরী, মোহিনী।

কুহনা, কুহনিকা—বকধার্মিকতা, প্রতারণা।

কুহর—গহ্বর, কন্দর, বিবর, রন্ধ্র (কর্ণকুহর, শ্রবণকুহর); কোকিল, কপোত প্রভৃতি পক্ষীর মধুর কণ্ঠস্বর (কাব্যে ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত)। বিণ. কুহরিত, ধ্বনিত।

কুহা—(সং কুহা: প্রাঃ কুয়া) কুয়াসা।

কুহু,-হূ—অমাবস্যা (কুহুনিশি); কুহুধ্বনি। **কুহু-কণ্ঠ**—কোকিল। **কুহুরব**—কোকিলের স্বর।

কুহেলি,-লী, কুহেলিকা, কুহেড়ি,-ড়ী—কুয়াশা, কুজ্‌ঝটিকা।

কূচিকা—তুলি।

কূজন—পক্ষিরব; অস্পষ্ট ধ্বনি (অস্ত্রকূজন)। বিণ. কূজিত।

কূট—পর্বত-শৃঙ্গ (হেমকূট); চূড়া (দিল্লি-প্রাসাদ-কূটে—রবি); স্তূপ, রাশি (অন্নকূট); ফাঁদ, যাহার অর্থ উদ্ধার করা কঠিন (কূট প্রশ্ন; ব্যাসকূট); কপট; জাল; তোরণ। **কূটকর্ম**—জাল। **কূটকারক**—মিথ্যাসাক্ষ্য প্রস্তুতকারী। **কূট তর্ক**—কুতর্ক, জটিল তর্ক। **কূটতুলা, কূটমান**—যে দাঁড়িতে ফের আছে। **কূটনীতি**—কপটতা, রাষ্ট্রচালনার কৌশলময় নীতি, diplomacy। **কূটপাশ,-বন্ধ,-যন্ত্র**—ফাঁদ। **কূটপ্রশ্ন**—যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। **কূটবুদ্ধি**—কৌশলময় বুদ্ধি। **কূটব্যবহারী**—প্রতারক ব্যবসায়ী বা দোকানদার। **কূটমুদ্রা**—জাল টাকা।

কূটলেখ,-লেখ্য—জাল দলিল। **বৃ সাক্ষী**—মিথ্যাসাক্ষী।

কূটস্থ—চিরকাল একভাবে স্থিত, নির্বিকার (কূটস্থ চৈতন্য)। **কূটাগার**—চিলাকোঠা, প্রাসাদচূড়াস্থিত কক্ষ; নারীদিগের ক্রীড়াগৃহ; দুর্গপ্রাকারে অবস্থিত প্রহরাগৃহ, watch-tower। **কূটায়ুধ**—যাহা সাধারণতঃ অস্ত্র বলিয়া চেনা যায় না, গুপ্তি। **কূটার্থ**—গূঢ় অর্থ, যে অর্থ আপাতপ্রতীয়মান নয়।

কূনি,-নী—কুণি দ্রঃ।

কূণিত—সঙ্কুচিত।

কূপ—(যেখানে ভেক শব্দ করে) পাতকুয়া, কুয়া; গর্ত, রন্ধ্র (রোমকূপ, নাভিকূপ); চামড়ার তৈলপাত্র (কুপা; ইহা হইতে কুপি—কেরোসিনের ডিবা); মাস্তুল। **কূপক**—কাটা ছোট গর্ত, চৌবাচ্চা। **কূপজ**—রোমকূপ; ভেক। **কূপদণ্ড**—মাস্তুল। **কূপদর্দুর, কূপমণ্ডূক**—কুয়োর বেঙ, যাহার দৃষ্টি ও বিচারশক্তি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ, কুণো। **কূপযন্ত্র**—কূপ হইতে জল তুলিবার চক্রযন্ত্র। **কূপমাণ্ডূক**—কূপমণ্ডূকের সন্তান। স্ত্রী. কূপমাণ্ডূকী। **কূপোদক**—কুয়ার জল।

কূপি,-পী—কুপি দ্রঃ।

কূবর—কুব্জ; যুগন্ধর; রথের উপরে বসিবার সুসজ্জ স্থান।

কূয়া—কুয়া দ্রঃ।

কূর্চ—তৃণগুচ্ছ, শ্মশ্রু, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ, তূলি। **কূর্চিকা**—কুচি; তুলি; গাঢ় দুধ বা ক্ষীরসা।

কূর্ম—কচ্ছপ, বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার যোগাসন বিশেষ। **কূর্মপুরাণ**—পুরাণ বিশেষ। **কূর্মপৃষ্ঠক**—ঢাকনি; কচ্ছপপৃষ্ঠ। স্ত্রী কূর্মী।

কূল—তীর, কিনারা। **কূলকিনারা**—প্রতিকার, মুক্তির উপায়, সিদ্ধান্ত। **কূল করা**—গতি করা। **স্থল-কূল পাওয়া**—কূলকিনারা পাওয়া, থৈ পাওয়া। **কূলপ্লাবী**—যাহার জল তীর অতিক্রম করিয়াছে। **কূলবতী**—নদী। **কূলেচর**—যে সকল জীব নদীর কূলে খাদ্য সংগ্রহ বা আশ্রয় হেতু বিচরণ করে।

কৃকক—কণ্ঠনালী, গ্রীবা। **কৃকলাস**—যে গ্রীবা কাঁপায়, কাঁকলাস, গিরগিটি, বহুরূপী।

কৃচ্ছ্র—কষ্টসাধ্য, প্রচুরপরিশ্রমসাধ্য; কষ্ট, দৈহিক ক্লেশ, কষ্টসাধ্য ব্রত। **কৃচ্ছ্রসাধনা**—বহুশ্রম সাপেক্ষ সাধনা। **কৃচ্ছ্রসাধ্য**—প্রয়াস সাধ্য, দুষ্কর। **কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র**—অতি কঠোর ব্রত।

কৃৎ—কৃৎ প্রত্যয় (তব্য অনীয় অনট্ প্রভৃতি) যাহা ধাতুর উত্তরে বিহিত হইয়া বিশেষ্য বিশেষণাদি বাচক শব্দ উৎপন্ন করে; বিশেষ্যবাচক শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া 'যে করে' এই অর্থ ব্যক্ত করে (কর্মকৃৎ; পথিকৃৎ; গ্রন্থকৃৎ)। **কৃদন্ত**—কৃৎপ্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন (কৃদন্ত পদ)।

কৃত—[কৃ+ক্ত] যাহা করা হইয়াছে, সম্পাদিত, (ব্যাসকৃত মহাভারত); গৃহীত (কৃতদার); অভ্যস্ত, শিক্ষিত (কৃতবিদ্য); নির্ধারিত (কৃতবেতন); অনুষ্ঠিত (কৃতাপরাধ); পক্ক (কৃতান্ন)। **কৃতক**—অপ্রকৃত, কৃত্রিম। **কৃতক পুত্র**—পুত্ররূপে পালিত। **কৃতক কলহ**—কপট কলহ। **কৃতকর্মা**—যে হাতেকলমে কাজ করিয়াছে, কর্মদক্ষ, বহুদর্শী, করিতকর্মা। **কৃতকাম**—যাহার মনস্কাম সিদ্ধ হইয়াছে, সফলকাম। **কৃতকার্য**—সফলকাম, successful (বি. কৃতকার্যতা)। **কৃতকৃত্য**—কৃতকার্য। **কৃতক্রিয়**—কৃতকর্তব্য, অবশ্যকর্তব্য শ্রাদ্ধাদি যে নিষ্পন্ন করিয়াছে। **কৃতঘ্ন**—অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম, উপকারীর অপকারক। **কৃতজ্ঞ**—যে উপকারীর উপকার চিরদিন স্মরণ করে, ঋণী (বি. কৃতজ্ঞতা)। **কৃততীর্থ**—যে (জলাশয়ের) ঘাট তৈরি করা হইয়াছে, যে কাজের উপায় বাহির করা হইয়াছে, অথবা যে উপায় বাহির করিয়াছে। **কৃতদার**—বিবাহিত। **কৃতদাস**—ঋণ পরিশোধার্থে যে নির্দিষ্ট কালের জন্য নিজেকে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছে (স্ত্রী কৃতদাসী)। **কৃতধী**—স্থিরচিত্ত, শাস্ত্রবিচারের দ্বারা মার্জিতবুদ্ধি। **কৃতনিশ্চয়**—নিঃসন্দেহ দৃঢ়সংকল্প। **কৃতপুঙ্খ**—শরসন্ধানে দক্ষ। **কৃতপৌরুষ**—যে পৌরুষের পরিচয় দিয়াছে। **কৃতবিদ্য**—নানাবিদ্যায় প্রবীণ; সুশিক্ষিত, পণ্ডিত। **কৃতবুদ্ধি**—কৃতধী; কৃতনিশ্চয়। **কৃতবেতন**—যাহার বেতন বা কর্মমূল্য নির্ধারিত। **কৃতবেশ**—যে বেশ পরিধান করিয়াছে। **কৃতমতি**—

কৃতবুদ্ধি। **কৃতযুগ**—সত্যযুগ। **কৃতলক্ষণ**—শৌর্যাদিগুণের দ্বারা খ্যাত; বহুখ্যাত। **কৃতশিল্প**—শিল্পদক্ষ। **কৃতশৌচ**—কৃতপ্রাতঃকৃত্য। **কৃতসংজ্ঞ**—যাহাকে সঙ্কেত করা হইয়াছে; যে সংকেত অনুসারে কার্য করিতে পারে। **কৃতসংস্কার**—যাহার জাতকর্মাদি নিষ্পন্ন হইয়াছে; কৃতবেশ; কৃতপ্রসাধন; যাহা পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে অথবা শাণ দেওয়া হইয়াছে। **কৃতসংকল্প**—কৃতনিশ্চয়। **কৃতসঙ্কেত**—যে কোন বিষয়ে নিয়ম করিয়াছে। **কৃতহস্ত**—অভ্যস্ত হস্ত; ক্ষিপ্রহস্ত, কৃতকর্মা। **কৃতাকৃত**—কৃতও বটে অকৃতও বটে, অসমাপ্ত; যাহা সাধিত হইয়াছে ও যাহা সাধিত হয় নাই; কার্য ও কারণ।

কৃতাঙ্ক—চিহ্নিত, চিহ্নিত, দোষের দ্বারা চিহ্নিত, stigmatized। **কৃতাঞ্জলি**—বদ্ধাঞ্জলি, জোড়হাত; লজ্জাবতী লতা। **কৃতাঞ্জলি-পুটে**—হাত জোড় করিয়া, পরম অনুনয়ে। **কৃতাত্মা**—শুদ্ধচিত্ত, জ্ঞানবিচারাদির দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ মার্জিত হইয়াছে। **কৃতান্ত**—যম, যে বিপর্যয় ঘটায়, দৈব; শনিবার। **কৃতান্ন**—পক্বান্ন। **কৃতাপকার**—অপকারকারী; ক্ষতিগ্রস্ত। **কৃতাপরাধ**—অপরাধকারী, অন্যায়কারী। **কৃতাভিষেক**—যাহার অভিষেক নিষ্পন্ন হইয়াছে। **কৃতার্থ**—যাহার প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে, চরিতার্থ। **কৃতার্থ করা**—মনোরথ সিদ্ধ করা, (ব্যঙ্গে) কোন কাজেই না লাগা। **কৃতার্থম্মন্য**—যে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। **কৃতাস্ত্র**—অস্ত্রের ব্যবহারে নিপুণ। **কৃতাহ্বান**—যাহাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করা হইয়াছে, challenged। **কৃতাহ্নিক**—যে সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছে। **কৃতি**—কর্ম, সৃষ্টি, রচনা (কবির কৃতি)। **কৃতী**—ভাগ্যবান, পুণ্যবান্, সফলকাম, পণ্ডিত, কর্মকুশল। **কৃতিত্ব**—কার্যকুশলতা। **কৃতোদ্বাহ**—বিবাহিত। **কৃতোপকার**—উপকৃত, উপকারী। **কৃতোপভোগ**—উপভুক্ত, enjoyed, used.

কৃত্ত—(কৃৎ+ক্ত) ছিন্ন; খণ্ডিত। **কৃত্তি**—ব্যাঘ্রচর্ম; মৃগচর্ম।

কৃত্তিকা নক্ষত্র-বিশেষ। **কৃত্তিকাসুত**—(কৃত্তিকার দ্বারা পালিত) কার্তিকেয়।

কৃত্তিবাস—(ব্যাঘ্রচর্ম মতান্তরে গজাসুর-চর্ম যাহার বসন) মহাদেব; বাংলা রামায়ণের স্বনামধন্য রচয়িতা।

কৃত্য—করণীয়, কর্তব্য (বন্ধুকৃত্য; প্রেতকৃত্য; প্রাতঃকৃত্য)। **কৃত্যা**—ছল, জাদু, কারসাজি। **কৃত্যবিদ্**—করণীয় সম্বন্ধে অবহিত, যে কাজ বোঝে। **কৃত্যাকৃত্য**—কর্তব্যাকর্তব্য।

কৃত্রিম—(কৃ+ত্রিমক্) যাহা স্বাভাবিক নহে, মনুষ্যের দ্বারা কৃত (কৃত্রিম হ্রদ; কৃত্রিম রেশম; কৃত্রিম মুক্তা); কপট, জাল, নকল (কৃত্রিম ভক্তি; কৃত্রিম দলিল; কৃত্রিম দন্ত); ভেজাল (কৃত্রিম ঘৃত)। **কৃত্রিম বন**—উদ্যান, উপবন। **কৃত্রিম পুত্র**—পালিত পুত্র; পুতুল।

কৃৎস্ন—[কৃৎ (বেষ্টন করা)+স্নক্] সকল, সর্বকিছু। **কৃৎস্নবিদ্**—সর্বজ্ঞ।

কৃন্তন—(কৃৎ+অনট্) ছেদন; বীণা বাজাইবার ভঙ্গি-বিশেষ। **কৃন্তনিকা**—ছেদনাস্ত্র, কাটারি। **কৃন্তনকারী**—ছেদক।

কৃপণ—[কৃপ্ (পারক)+অন] যে প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত, কেবল জমাইয়া রাখিতে চায়; অবিবেচক, অনুদার, নীচ, লোভী। বি. কৃপণতা; কার্পণ্য। **কৃপণের কড়ি**—সযত্নে রক্ষিত ধন, অতিপ্রিয়। **দৃষ্টিকৃপণ**—যাহার চোখের সামনে বেশী খরচ হইবার যো নাই, ছোট নজর (গ্রাম্য কিপ্পিন, কেপ্পোন)।

কৃপা—(কৃপ্+অ+আ) অনুগ্রহ, অনুকম্পা, দয়া, করুণা। (বাংলায় কৃপা বলিতে অনুগ্রহের ভাব একটু বেশী বুঝায়, সঙ্গে সঙ্গে কৃপার পাত্রের অকিঞ্চিৎকরতাও কিছু বেশী বুঝায়)। **কৃপাদৃষ্টি**—সদয়দৃষ্টি, অনুগ্রহ। **কৃপানিধি**—অহেতুক দয়ার উৎস। **কৃপার পাত্র**—দয়ার পাত্র; অভাজন, দুর্ভাগা। **কৃপাময়**—করুণাময়। **কৃপাসিন্ধু**—করুণাসিন্ধু। **কৃপাকটাক্ষ**—অনুগ্রহদৃষ্টি, সদয়তা। **কৃপাবলোকন**—করুণাদৃষ্টি।

কৃপাণ—(কৃপ্—ছেদন করা) যাহা ছেদন করিতে সমর্থ, অসি, খড়্গ। **কৃপাণী, কৃপাণিকা**—ছোরা, ছুরিকা, কাটারি।

কৃপালু—দয়াশীল, কৃপাপ্রবণ।

কৃমি, ক্রিমি—কীট, পোকা, (উঁই পোকা, রেশমপোকা; কিন্তু বাংলায় সাধারণত কৃমি বলিতে উদরজাত কেঁচো জাতীয় পোকা বুঝায়, ইহা সাধারণতঃ তিন প্রকারের, খুব ছোট ও সুতার মত সরু, কেঁচোর মত, ফিতার মত লম্বা)। **কৃমিকণ্টক**—কৃমিনাশক ঔষধ। **কৃমিকোশ,-ষ**—রেশমপোকার গুটি। **কৃমিকোশত্থ**—কৃমিকেশজাত, রেশমী। **কৃমিজ**—কীটজ। **কৃমিজা**—লাক্ষা। **কৃমিতন্তুজাল**—মাকড়সার জাল। **কৃমিপর্বত,-শৈল**—উইটিপি। **কৃমিরাগ**—লাক্ষার রং। **কৃমি পড়া**—মলদ্বার দিয়া ক্রিমি নির্গত হওয়া। **কৃমিঘ্ন**—কৃমিকণ্টক। **কৃমিল**—কৃমিযুক্ত।

কৃশ—[কৃশ্ (সূক্ষ্ম করা)+ক্ত] শীর্ণ, রোগা, কাহিল (উপবাসকৃশ)। **কৃশধন**—ধনহীন।

কৃশর—চাল ডাল আদা, হিং ও তিলমিশ্রিত অন্ন, খিচুড়ি।

কৃশাঙ্গ—ক্ষীণতনু। স্ত্রী কৃশাঙ্গী—তন্বী।

কৃশানু,-ষানু—(কৃশ্+আনুক্) অগ্নি (জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ—কবিঃ কঃ)।

কৃশোদর—ক্ষীণকটি। স্ত্রী. কৃশোদরা—সুমধ্যমা।

কৃশ্চান, ক্রিস্চান—খৃষ্টান দ্রঃ।

কৃষক—(কৃষ্+ণক) ভূমিকর্ষণকারী, কৃষাণ, চাষী; লাঙ্গলের ফাল। **কৃষাণ**—ভূমিকর্ষক, ক্ষেতমজুর। **কৃষাণি**—কৃষিকর্ম, কৃষিকার্যে রত শ্রমিকের মজুরি। **কৃষাণী**—কৃষাণপত্নী। **কৃষি**—কৃষিকর্ম, চাষবাস। **কৃষিজাত**—কৃষিকর্মের দ্বারা উৎপন্ন। **কৃষিজীবী**—যে কৃষিকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। **কৃষীবল**—কৃষিজীবী। **কৃষ্ট**—যাগা কর্ষণ করা হইয়াছে। **কৃষ্টপচ্য**—কর্ষিত ক্ষেত্রে উৎপন্ন, ধান্যাদি।

কৃষ্টি—চাষ, অনুশীলন, চিত্তোৎকর্ষ, culture (জাতীয় কৃষ্টি—রবীন্দ্রনাথ culture অর্থে 'কৃষ্টি' গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই, কৃষ্টির পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন 'প্রকর্ষ', চিত্তোৎকর্ষ), কাল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ (কালো কৃষ্টি—গ্রাম্য কিষ্টি)।

কৃষ্ণ—(যিনি সকলকে আকর্ষণ করেন অর্থাৎ ভক্তজনের পাপ-দোষ-আদি আকর্ষণ করেন অথবা যিনি প্রলয়কালে বিশ্বসংসার আপনাতে আকর্ষণ করেন) বিষ্ণুর অবতার বিশেষ, বৈষ্ণবদের মতে স্বয়ং ভগবান; (বাংলায় পরিচিত নাম কানু, কানাই, কানাইয়া, কালা; বৈষ্ণবপদাবলীতে কাহ্নাই, কাহ্নাঞি, কাহ্ন, কান ইত্যাদি) বেদব্যাস, অর্জুন, কাক, কোকিল, লৌহ, নেত্রতারকা, পাপকর্ম, কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি অর্থে কৃষ্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে। স্ত্রী. কৃষ্ণা—দ্রৌপদী; কালী; কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী; দাক্ষিণাত্যের নদী বিশেষ। বি. কৃষ্ণতা, কৃষ্ণত্ব—কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণের ভাব। **কৃষ্ণকথা**—কৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ, কৃষ্ণনাম। **কৃষ্ণকান্ত**—কৃষ্ণভক্ত; **কৃষ্ণকান্তা**—রাধা।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান অভিনয় অথবা কাব্য। **কৃষ্ণচন্দ্র**—চন্দ্রের মত আনন্দদায়ক অথবা সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। **কৃষ্ণধন**—শ্রীকৃষ্ণ। **কৃষ্ণনাম**—হরিনাম **কৃষ্ণপদছায়া**—কৃষ্ণে নির্ভরতা। **কৃষ্ণপ্রাপ্তি**—মৃত্যু, বৈকুণ্ঠলাভ। **কৃষ্ণভক্ত**—বৈষ্ণব। **কৃষ্ণভক্তি**—কৃষ্ণে একান্ত অনুরাগ ও নির্ভরতা **কৃষ্ণভজা**—কৃষ্ণের ভক্তগণ, বিদ্রূপে—কেষ্ট-ভজা। **কৃষ্ণযাত্রা**—কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাভিনয়। **কৃষ্ণাশ্রিত**—কৃষ্ণের উপর কায়মনে নির্ভরশীল, কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত **কৃষ্ণসুন্দর**—পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণক—কাল সরিষা। **কৃষ্ণকর্ম**—অতি গর্হিত কর্ম, পাপকাজ, বিশ্বাসঘাতকতা, অসাক্ষাতে নিন্দা। **কৃষ্ণকর্মা**—পাপী। **কৃষ্ণকলি,-কেলি**—সন্ধ্যামণি ফুল, ইহা সন্ধ্যার সময় ফোটে। **কৃষ্ণকাক**—দাঁড়কাক। **কৃষ্ণকায়**—কৃষ্ণবর্ণ। **কৃষ্ণকোহল**—দ্যূতক্রীড়ক। **কৃষ্ণগতি**—কৃষ্ণবর্ত্মা, অগ্নি। **কৃষ্ণচতুর্দশী**—কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথি। **কৃষ্ণচন্দন**—হরিচন্দন।

কৃষ্ণচূড়া—সুবিখ্যাত পুষ্প। **কৃষ্ণচূড়িকা**—কুঁচ। **কৃষ্ণজীরক**—কাল জিরা। **কৃষ্ণচৈতন্য**—চৈতন্যদেব। **কৃষ্ণতিথি**—কৃষ্ণপক্ষীয় তিথি। **কৃষ্ণদ্বাদশী**—কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশী তিথি। **কৃষ্ণদ্বেষী**—যে কৃষ্ণকে মানে না, কৃষ্ণভক্তদের বিরুদ্ধদল। **কৃষ্ণদ্বৈপায়ন**—বেদব্যাস। **কৃষ্ণনবমী**—কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথি। **কৃষ্ণপক্ষ**—যে পক্ষে চন্দ্রের ক্ষয় হইতে থাকে। **কৃষ্ণবর্ত্মা**—অগ্নি। **কৃষ্ণমুগ**—কাল মুগ। **কৃষ্ণ-**

লোহ,-লৌহ—চুম্বক। কৃষ্ণশৃঙ্গ—মহিষ। কৃষ্ণসখ, কৃষ্ণসখা—অর্জুন। কৃষ্ণসর্প—কেউটে সাপ। কৃষ্ণসার,-শার—মৃগবিশেষ, কালসার। কৃষ্ণসারথি অর্জুন। কৃষ্ণস্কন্ধ—তমাল গাছ। কৃষ্ণা—দ্রৌপদী; পিপ্পলী, কালজিরা পর্পটী, দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ নদী। কৃষ্ণাগুরু—কৃষ্ণচন্দন, কাল অগুরু। কৃষ্ণাচল—রৈবতক পর্বত। কৃষ্ণাচার্য—বৌদ্ধযোগী কানুপা, ইনি ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; ঐন্দ্রজালিক। কৃষ্ণাজিন—কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম।

কৃষ্ণাদিগণ—পিপ্পল্, কালজিরা, বাসক প্রভৃতি কবিরাজী ঔষধের উপকরণ। কৃষ্ণানন্দ—অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত তান্ত্রিক পণ্ডিত, বঙ্গদেশে কালীপূজা ও দীপান্বিতা উৎসব নাকি ইঁহার দ্বারা প্রচলিত হয়। কৃষ্ণাভ—কৃষ্ণ আভাযুক্ত। কৃষ্ণাভ্র—কাল অভ্র। কৃষ্ণায়স চুম্বক লোহা। কৃষ্ণার্চি—অগ্নি। কৃষ্ণালু—আলু বিশেষ। কৃষ্ণেক্ষু—কাজলা আখ।

কৃষ্য—চাষের উপযোগী।

কৃসর—কৃশর দ্রঃ।

কে—(সং কিম্, হি. কৌন) কোন্ ব্যক্তি, who; কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি, অপাদানে দ্বিতীয়া বিভক্তি (কাহাকে ডরাই); প্রতি (মনকে দশ টাকা); পরপর (গ্রামকে গ্রাম উজাড় হ'য়ে গেল); কি সম্বন্ধযুক্ত (লোকটি তোমার কে); অনির্দিষ্ট (কে জানে কবে হবে)। কেবা—কে, কেহবা, কেহই নয় (কেবা কার পর কে কার আপন; সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম—চণ্ডীদাস)।

কে-অট, কেওট, কেয়ট—(সং কৈবর্ত) কৈবর্ত বা ধীবর জাতি।

কেঅরা, কেওরা—(সং কিরাত) হিন্দু জাতি বিশেষ।, স্ত্রী কেওরাণী।

কেউ—কেহ, কোন ব্যক্তি (কেউ বোঝে না কেউ বোঝে); একজনও না (কেউ নেই); আপনার জন, আত্মীয় (তুমি আমার কেউ নও)। কেউই—কোন লোকই। কেউবা—কেহ হয়ত, কেহ। কেউনা কেউ—একজন না একজন।

কেউটিয়া, কেউটে—উগ্রবিষযুক্ত সর্প; যে সুযোগ পাইলেই ক্ষতি করে, একান্ত অবিশ্বাস্য, ঘোর প্রতিহিংসাপরায়ণ; মোহিনী নারী (আস্ত কেউটে)। (আসামে কেউটিয়ার অর্থ ঢোঁড়া সাপ)। কেউটে সাপের বাচ্চা—কোপন স্বভাব শিশু; শত্রুপক্ষের সন্তান।

কেউকেটা, কেওকেটা—নগণ্য, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিবার মত (বিপ.—কেষ্টবিষ্টু)। কেউকেটা নয়—গণনীয় ব্যক্তি।

কেওট—কে-অট দ্রঃ।

কেওড়া—(সং কেতকী) কেয়াফুল দিয়া চোলাই করা জল।

কেওরা—কেঅরা দ্রঃ।

কেঁইয়া—কাঁইয়া দ্রঃ।

কেঁউকেঁউ—আহত পলায়নপর কুকুরের ডাক; তাহা হইতে বিফল, অক্ষম, অভিযোগ বা আপত্তি (খুব ত তার সঙ্গে নেচেছিলে এখন কেঁউকেঁউ করছ কেন)।

কেঁকানো—আর্তরব করা, অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে এই ভাব প্রকাশ করা (জ্বরে কেঁকানো, বোঝা নিয়ে কেঁকান—কোঁকানো দ্রঃ)। কেঁকর-কেঁকর—বোঝাই গরুর গাড়ীর চলার শব্দ।

কেঁচে—কাঁচা হইয়া, প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া (ঘুঁটি কেঁচে যাওয়া)। কেঁচে গণ্ডূষ—নতুন করে গণ্ডূষ, পুনরায় আরম্ভ।

কেঁচুয়া, কেঁচো—(সং কিঞ্চুলুক) মাটির মধ্যস্থিত লম্বাকৃতি কৃমি বিশেষ, মহীলতা। কেঁচো খুঁড়তে সাপ ওঠা—সামান্য বা সাধারণ প্রসঙ্গ হইতে গুরু জটিল অথবা অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে আসিয়া পড়া।

কেঁড়ে—(সং কুণ্ড) দুধ বা তেল রাখিবার বাঁশের চোঙা অথবা মাটির ছোট হাঁড়ি।

কেঁড়েলি—কাঁড়ানো হইতে (চাল ছাঁটা বা নিস্তুষী-করণ); পাকামি, বালকের মুখে বৃদ্ধের কথা। কেঁড়েলি করা—কাঁড়ানো। তেল কেঁড়েলি—তেল মাখাইয়া কলাইয়ের ডালের খোসা ছাড়ানো।

কেঁতর, কেতুর—(প্রাদেশিক) পিচুটি, নেত্রমল।

কেঁদে—কাঁদিয়া। কেঁদে কঁকিয়ে—কান্না ও অতিরিক্ত কাতর অনুনয় সহ, খুব কান্নাকাটি করিয়া (লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য)।

কেঁদে-কেটে—খুব কাঁদিয়া, অনুনয়-বিনয় করিয়া। **কেঁদে-সেঁধে**—কান্নাকাটি করিয়া ও সাধ্যসাধনা করিয়া।

কেঁদো—চিতা বাঘ, কাঠের গুঁড়ি; কুঁদো।

কেঁইয়া—কাঁইয়া দ্রঃ, মাড়োয়ারী মহাজন, কুটিল-বুদ্ধি; কৃপণ; স্বার্থপর।

কেক—(ইং Cake) ময়দা, চিনি, মাখম, ডিম ও কাল কিসমিস্ মোরব্বা-আদি দিয়া প্রস্তুত বিলাতী পিষ্টক।

কেকর—টেরা চোখ। **কেকরাক্ষ**—টেরা চোখো।

কেকা—ময়ূরের ডাক।

কেঙ্গেরু, কেঙ্গারু—(ইং Kangaroo) সুবিখ্যাত তৃণভোজী চতুষ্পদ, ইহার সম্মুখের দুই পা ছোট, পিছনের পাদুটি সে তুলনায় অনেক লম্বা; পেটের নীচে পিছনের দুই পায়ের মধ্যে এক চামড়ার থলি আছে, ইহাদের শাবকরা ভয় পাইলে ঐ থলিতে গিয়া লুকায়।

কেচ-কেচ, ক্যাচকেচি—কিচ্ কিচ্ দ্রঃ। কলহ, কথাকাটাকাটিযুক্ত ঝগড়া। বি. কেচকেচানি। **কেচর-কেচর**—ক্রমাগত কথা কাটাকাটি করিয়া ঝগড়া করা। **কেচা কেচি, ক্যাচকেচি**—অপ্রিয় কথা কাটাকাটি।

কেচা—মোরব্বা করিবার জন্য মোরব্বার উপকরণ (আম, কুমড়া-আদি) কাঁটার গুচ্ছ দিয়া বেঁধা; তাহা হইতে, ক্রমাগত কথার খোঁচা দেওয়া (বৌটাকে রাতদিন কেচাচ্ছে)।

কেচো—ছদ্মবেশী; ভাঁড়।

কেচ্ছা—(আঃ কি'স্'সা) উপাখ্যান, কাহিনী, অদ্ভুত গল্প, (কেচ্ছা কাহিনী); বিস্তৃত ও অলঙ্কৃত বর্ণনা, দীর্ঘ কথা (কেচ্ছা ফেঁদে বসা); কুৎসা (কার কেচ্ছা নিয়ে বসেছ)।

কেজ্জ, কেজুয়া—কাজের, প্রয়োজনীয় (কেজো জিনিস); কর্মদক্ষ (কেজো লোক); উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল (কেজো বুদ্ধি, কেজো কথা)।

কেট্‌লি, কেতলি—(ইং Kettle) জল গরম করিবার ঢাকনাযুক্ত পাত্র বিশেষ।

কেটা—কে, কোন্, বিশেষ ব্যক্তি। (পূর্ববঙ্গে 'কেডা')।

কেটে—কাটিয়া দ্রঃ; তসরের মোটা শক্ত কম-চওড়া কাপড়।

কেটো -ঠো—কচ্ছপ বিশেষ, কাঠা; কাঠের তৈরী, কাঠের মত শক্ত, লালিত্যহীন (কেটো চেহারা); কাঠের পাত্র, নৌকার জল তুলিয়া ফেলিবার কাঠের সেঁউতি।

কেড়াপোকা—(সং কীট, হি. কিড়া) বহুপদী কীট বিশেষ, কাঠের মধ্যে যে পোকা থাকে; যে চিন্তা ভাবনা বা ধারণা মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে ও স্থির থাকিতে দেয় না তাহাকেও ব্যঙ্গচ্ছলে কেড়াপোকা বলে (মাথায় যাদের কেড় পোকা আছে তারা ঘরের খেয়ে বনের মোষ না তাড়িয়ে কি আর করবে)।

কেড়ি—(কিড়া হইতে) কীট বিশেষ, ইহা মজুদ করা ধান গম ইত্যাদি নষ্ট করে।

কেতকী—(সং) কেয়া গাছ ও ফুল।

কেতন—(সং) নিশান, পতাকা, ধ্বজ ('ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবৈশাখী ঝড়'); বাসস্থান, (নিভৃত কেতন)।

কেতা—(আঃ ক'ত'া') পদ্ধতি, শৃঙ্খলা (কাজের কেতা)। **কেতাদার, কেতাদুরস্ত**—কায়দাদুরস্ত, বাহিরের চালচলনে নিখুঁত।

কেতাব—(আঃ কিতাব) কিতাব দ্রঃ। **কেতাবকীট**—বইকাটা পোকা; বই পড়া যাহাদের জীবনের প্রধান কাজ; পুস্তক পাঠে নিবিষ্টচিত্ত, কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন অথবা অনভিজ্ঞ, book-worm।

কেতু—(সং) পতাকা, ধ্বজ, প্রধান, গৌরবস্থল (সূর্য-বংশ কেতু); গ্রহবিশেষ (রাহুকেতু)। **কেতুযষ্টি**—নিশানের দণ্ড।

কেদার—[কে-দ্‌ + ঘঞ্—জলে যাহার বিদারণ হয়] ক্ষেত্র; জলমগ্ন ক্ষেত্র; হিমালয়ের শিখর বিশেষ; কাশীর শিবমূর্তি বিশেষ; ক্ষেত্রের আল; রাগিণী বিশেষ। **কেদারবাহিনী, -বাহী**—ক্ষেত্র মধ্য দিয়া প্রবাহিত ক্ষুদ্র স্রোতধারা। **কেদারখণ্ড**—ক্ষেত্রের আল, ক্ষেত্রখণ্ড। **কেদারনাথ**—কেদার-পর্বতের শিবমূর্তি।

কেদারা—(পর্তু. caderia) চেয়ার। **আরামকেদারা**—যে বেতের ছাউনির বা গদি আঁটা চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় আরাম উপভোগ করা হয়, easy-chair. **বেতের কেদারা**—বেত ও বাঁশের শলকানির্মিত চেয়ার।

কেদারিকা—আলঘেরা ছোট ক্ষেত; কেয়ারি।

কেদারেশ, কেদারেশ্বর—কাশীর শিবলিঙ্গ বিশেষ।

কেন—কি হেতু, কিনিমিত্ত (কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে—রবি); প্রশ্ন (ডাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে কয়টা 'কেন'র উত্তর সে দেয়—দ্বিজেন্দ্রলাল); ডাকের উত্তরে (কেন ডাকছ)।

কেন-না—যেহেতু, কারণ (আজ আমার শুভ দিন বলতে হবে কেননা তোমার সঙ্গে দেখা হলো); নিশ্চয়ই (এরূপ সুন্দরী মাতার কেননা এমন কন্যারত্ন লাভ হইবে)।

কেনা—ক্রয় করা (কেনা-বেচা); ক্রীত (তোমার কেনা হয়ে আছি)। **কেনা দর**—যে দামে কেনা হইয়াছে। **কেনা-বেচা, বেচা-কেনা**—ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়। **জন্মের মত কেনা**—চিরদিনের জন্য ঋণী বা অনুগত।

কেনা—(ফাঃ কীনহ্) অপ্রসন্নতা, বিদ্বেষ, ক্ষোভ (মনে কোন কেনা রেখো না)।

কেনিপাত—(যাহা জলে ফেলানো হয়) নৌকার দাঁড়, হাল। অলুক্।

কেন্দ্র—বৃত্তের মধ্যস্থ বিন্দু, centre; মধ্যস্থল, প্রধান বা মূলস্থল, যাহার শাখাপ্রশাখাস্বরূপ নানাস্থানে অধস্তন কর্মস্থল স্থাপিত হয় (কেন্দ্রীয় আপিস); (জ্যোতিষে) লগ্ন, লগ্ন হইতে চতুর্থ সপ্তম ও দশম স্থান (কেন্দ্রগত বৃহস্পতি)। **কেন্দ্রগত, কেন্দ্রী**—মধ্যস্থ। **কেন্দ্র-বিমুখ, কেন্দ্রাতিগ**—কেন্দ্র হইতে বাহিরের দিকে গমনশীল (কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণ, centrifugal attraction). **কেন্দ্রাভিকর্ষী বা কেন্দ্রাভিমুখ বল**—যে বল বা শক্তি বাহিরের বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে, centripetal force. **কেন্দ্রীভূত**—কেন্দ্রে নিবদ্ধ, কেন্দ্রগত। বিণ কেন্দ্রীয়—কেন্দ্রস্থিত; কেন্দ্ররূপে পরিগণিত।

কেন্নো, কেন্নাই, কেন্নুই—(সং কর্ণকীট; centipede) সুপরিচিত বহুপদ কীট, কোন কোন অঞ্চলে কেঁল্লো বলা হয় (কেঁন্নোর আড়ি—কেঁন্নকে তাহার গতিপথে বাধা দিলে সে যেমন ঘুরিয়া তাহার লক্ষ্যের দিকেই যায় সেইরূপ জেদ, সাধারণত ছোট ছেলেমেয়েদের জেদ সম্বন্ধে বলা হয়)।

কেপ—(ইং cap) টোটায় বা গাদা বন্দুকে ব্যবহৃত তামার ছোট চোঙ্, যাহাতে আঘাতের ফলে টোটার ভিতরে বা বন্দুকের ভিতরে বিস্ফোরণ হয়; শীতকালে মাথায় দিবার পুরু কাপড়ের টুপি, নাইট ক্যাপ।

কেবট—কৈবর্ত, ধীবরজাতি।

কেবর্ত—কৈবর্ত দ্রঃ।

কেবল—শুধু, একমাত্র, আর কিছু নয় (কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ—ভারতচন্দ্র); নিরবচ্ছিন্ন (কেবল জল আর জল); এইমাত্র, সবেমাত্র, মাত্র (কেবল অসুখ সেরেছে; কেবল শোনা অমনি চটে লাল); জ্ঞান বিশেষ, ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান (কেবলজ্ঞানী—তত্ত্বজ্ঞানী, তাহা হইতে, কৈবল্য)। **কেবলরাম**—কেবলা ও রাম দ্রঃ।

কেবলা—(আঃ কি'ব্লা) কিবলা দ্রঃ; (বিদ্রূপে) মূর্খ, অকর্মণ্য (কেবলা হাকিম—গণ্যমান্য কিন্তু আসলে স্থূলবুদ্ধি ও অকর্মণ্য)। **কেবলরাম**—বোকারাম, নির্বোধ ও অকর্মণ্য।

কেবাড়—(সং কপাট; হি কেবাড়) কপাট।

কেমত—কিরূপ। **কেমতে**—কিরূপে। (অধুনা অপ্রচলিত; পূর্ববঙ্গে কেম্তে)।

কেমন—কিরূপ, কিরকম; বিদ্রূপে অথবা অপ্রসন্নতায় (কেমন জব্দ; কেমন হলত; কেমন মজা); কত, দেদার (মামা আসবে কেমন মজা); সেই এক ধরণের, সন্দেহজনক (কেমন আমতা আমতা করে চলে গেল; কেমন একটা ব্যথা অনুভব করছি); অবাঞ্ছিত ধরণের, অপ্রীতিকর (কেমন যে লোক; কেমন চেহারা হয়েছে, কেমন যে স্বভাব); অস্থির, ব্যাকুল (প্রাণ কেমন করে); সম্মতি আছে এই প্রশ্নবোধক (কেমন, রাজি আছ?)। **কেমন-কেমন**—সন্দেহজনক, তেমন ভাল নয়। **কেমনে**—কি প্রকারে, কেমন করিয়া (কাব্যে ব্যবহৃত)।

কেমবিশ,-ষ,-স—(ইং canvas) শণের ঠাসা-বুনানি চট; প্রায় তত্তুল্য মোটা কাপড়, নৌকার পাল তাঁবু ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়; চিত্রপট।

কেমিকেল—(ইং Chemical) কৃত্রিম, নকল বা নকল সোনা (কেমিকেলের গহনা)।

কেয়া—কেয়া ফুল, কেতকী। **কেয়াকাঁদি**—কেয়া ফুলের ছড়া। **কেয়াপাত**—কেয়ার পাতা, সেই আকৃতির গলার হার বিশেষ।

কেয়াবাত—খুশীর কি বিষয় বাহবা, বিদ্রূপচ্ছলে; ব্যবহৃত হয় (কেয়াবাত কেয়াবাত)।

কেয়ামত—কিয়ামত দ্রঃ।

কেয়ার—(ইং care) গ্রাহ্য, ভ্রূক্ষেপ (তাকে থোড়াই কেয়ার করি); ঠিকানা (আমার কেয়ারে চিঠি পাঠিয়ে দিও তা হ'লেই সে পাবে)। **কেয়ার না করা**—গ্রাহ্য না করা।

কেয়ারি—(সং কেদারিকা) পরিপাটি আলবাঁধা ছোট জমি, যাহাতে ফুল তরিতরকারি ইত্যাদি লাগানো হয়।

কেয়াস—(আঃ কি'য়াস) অনুমান, আন্দাজ (কেয়াস করে বল)।

কেয়ূর—(সং) বাহুভূষণ বিশেষ, বাজু।

কেরদানি,-নী—কারদানি দ্রঃ।

কেরানী—(সং করণ; পর্তুঃ escrevente) যাহারা আপিসে হিসাব ও অন্যান্য কাগজপত্রের খবরদারি করে; নকল নবীশ। **কেরানীখানা**—কেরানীরা যেখানে বসিয়া হিসাব চিঠিপত্র ও নির্দেশাদির বিলি ব্যবস্থা করে। **মাছিমারা কেরানী**—যে না বুঝিয়া কাগজপত্রাদির নকল করে, স্থূলবুদ্ধি মূর্খ ও শিথিল প্রকৃতির নকল-নবীশ।

কেরামত—(আঃ করামৎ) দৈবশক্তি, অলৌকিক কার্যকলাপ (ফকিরের কেরামৎ); বুজরুকি, বাহাদুরি (আর কেরামত দেখিয়ে কাজ নেই)।

কেরায়া—(আঃ কিরায়া; সং ক্রয়) ভাড়া (নৌকার কেরায়া)। **কেরায়াদার**—ভাড়াটিয়া (কেরায়া নৌকা—ভাড়া করা নৌকা, যে নৌকা ভাড়া খাটে)।

কেরাসিন—(ইং kerosine) জ্বালাইবার উপযোগী সুপরিচিত খনিজ তৈল। (গ্রাম্য—কেরাচিন)।

কের্দানি—কারদানি দ্রঃ।

কেলা—(হি.) কলা (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত, উচ্চারণ-ক্যালা)। **কেলানো**—প্রকাশ করা, খুলিয়া ধরা (দাঁত কেলানো—নির্বোধের মত দাঁত বাহির করিয়া হাসা)।

কেলাস—(ইং class) শ্রেণী (কোন্ কেলাসে পড় খোকা)।

কেলি—খেলা, পরিহাস, কৌতুক, বিহার। **কেলিকদম্ব**—শ্রীকৃষ্ণের কেলির স্মারক কদম্ব। **কেলিকলা**—বিহারকলা। **কেলিকুঞ্চিকা**—যে সলজ্জভাবে কৌতুক করে, শ্যালিকা। **কেলিসচিব**—বিদূষক।

কেলু—পার্বত্য গাছ-বিশেষ, দেবদারু।

কেলে—(অনাদরে বা অতি পরিচয়ে) কৃষ্ণবর্ণ, কাল। **কেলেকিষ্টি**—খুব কাল। **কেলে-কোঁড়া**—সাপের বিষের প্রতিষেধক ঔষধ-বিশেষ (কোন কোন অঞ্চলে কেলেখোঁড়া বলে)। **কেলেভূত**—অত্যন্ত কাল এবং বিশ্রী। **কেলেমাণিক**—যদিও কৃষ্ণবর্ণ তবু মাণিক তুল্য; (ব্যঙ্গ) ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। **কেলেসোনা**—কালমাণিক। **কেলেহাঁড়ি**—রান্না করা হাঁড়ি যাহাতে কালি লাগিয়াছে। **কেলে-ঙ্কারি**—অপযশ, কলঙ্ককর কাজ, অবাঞ্ছনীয় কাজ; অযোগ্যতা বা কদর্য রুচির প্রকাশ (আর কেলেঙ্কারি করো না)।

কেলেন—(প্রাদেশিক) কালীন; যে গাভীর বহুদিন পর পর বাচ্চা হয়।

কেল্লা—(আঃ কি'লা') সেনানিবাস। **কেল্লা-ফতে**—(দুর্গ জয় হইয়াছে) সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হওয়া। **কেল্লামাৎ করা**—কেল্লা ও কেল্লার প্রভুকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা, সম্পূর্ণরূপে জয়ী হওয়া। **কেল্লামারা**—জয়ী হওয়া, সম্পূর্ণ কৃতকার্য হওয়া (কেল্লা মার দিয়া)।

কেশ—[কে (মস্তকে)—শী (শয়ন করা) + ড] চুল। **কেশকর্ম**—কেশ সংস্কার, চুল বাঁধা। **কেশকলাপ**—কেশরাশি। **কেশকার**—কেশবিন্যাসকারী। **কেশকীট**—উকুন। **কেশঘ্ন**—টাক। **কেশতৈল**—কেশের শোভাবর্ধক তৈল। **কেশদাম**—কেশকলাপ। **কেশপাশ**—কেশদাম। **কেশপ্রসাধন**—কেশের সংস্কার ও শোভা বর্ধন। **কেশবপন** চুল কাটিয়া ফেলা। **কেশবিন্যাস**—সিঁথি করা, খোঁপা বাঁধা। **কেশমার্জক**—চিরুনি। **কেশমার্জন**—চুল ধোয়া ও আঁচড়ানো। **কেশমুণ্ডন**—মাথা মুড়ানো। **কেশরচনা**—কেশ-সংস্কার, খোঁপা বাঁধা। **কেশ অথবা কেশাগ্র স্পর্শ করিতে না পারা**—কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে না পারা।

কেশব—(জলে শব তুল্য, যিনি প্রলয়পয়োধি জলে শবের ন্যায় ভাসিয়া ছিলেন) পরমেশ্বর, বিষ্ণু, । **কেশবপ্রিয়া**—লক্ষ্মী।

কেশর, কেসর—পুষ্পের মধ্যকার কেশের মত সূক্ষ্ম বস্তু, কিঞ্জল্ক; সিংহ অশ্ব প্রভৃতি পশুর ঘাড়ের দীর্ঘ রোম; নাগকেশর বৃক্ষ, ও পুষ্প; জাফরান; বকুল ফুল।

কেশরী—সিংহ; অশ্ব (বাংলায় অপ্রচলিত); শ্রেষ্ঠ, বীর্যবন্ত, (বীরকেশরী); নাগকেশর বৃক্ষ। স্ত্রী কেশরিণী।

কেশাকর্ষণ—চুলে ধরা। **কেশাকেশি**—চুলা-চুলি। **কেশান্ত**—অলকগুচ্ছ; কেশোচ্ছেদ সংস্কার।

কেশিনিষূদন,-মথন,-মর্দন,-সূদন—কেশী দৈত্যের বিনাশক শ্রীকৃষ্ণ।

কেশিয়ার—(ইং cashier) আপিস বা ব্যবসায়ের কর্মচারীদের মধ্যে যিনি নগদ টাকার তত্ত্বাবধান করেন; খাজাঞ্চী।

কেশী—কেশব; দৈত্য-বিশেষ, সিংহ, অশ্ব। স্ত্রী. কেশিনী।

কেশুর,-সুর—(সং কশেরু) মুথাজাতীয় কন্দ-বিশেষ ইহা সাধারণত কাঁচা খাওয়া হয়।

কেশে—কাশতৃণ।

কেশেল—(কাশীয়াল—কাশীবাসী) কাশীতে আশ্রয় লইয়াছে এমন মন্দচরিত্র ব্যক্তি, অথবা বংশে কলঙ্ক আছে এমন ব্যক্তি।

কেষ্ট—কৃষ্ণ (সাধারণত মৌখিক ভাষায় অনাদরে অথবা অতি পরিচয়ে ব্যবহৃত হয়)। **কেষ্ট ঠাকুর**—শ্রীকৃষ্ণ। **কেষ্ট পাওয়া**—পঞ্চত্ব পাওয়া। **কেষ্টলীলা**—কৃষ্ণলীলা; প্রেমঘটিত ব্যাপার (ব্যঙ্গে)। **কেষ্টবিষ্টু**—গণনীয়, হোমরাচোমরা, দলের নেতৃস্থানীয়।

কেস—(ইং case) মোকদ্দমা; ফৌজদারি (তার নামে কেস ক'রে দাও); রোগীপত্তর (হাতে অনেক কেস); আবরণ, আধার (সুটকেস, গ্লাসকেস, টাইপ-কেস)।

কেস্‌সা—কেচ্ছা দ্রঃ।

কেহ—কোন জন, যে কোন ব্যক্তি, আপনার জন। কেউ দ্রঃ।

কৈ—কই দ্রঃ।

কৈকেয়ী—রামায়ণ-বর্ণিত ভরতের মাতা।

কৈছন—(হি. কৈসন) কিরূপ, কেমন। **কৈছে,-সে**—কিরূপে (ব্রজবুলি)।

কৈটভজিৎ, কৈটভারি—কৈটভ দৈত্যের সংহার কর্তা বিষ্ণু। **কৈটভী**—কৈটব বধের সময়ে যে দেবীর আরাধনা করা হইয়াছিল, যোগনিদ্রা।

কৈতব—[কিতব (বঞ্চক, জুয়াড়ী)+ষ্ণ] পাশা খেলা, শঠতা। **কৈতববাদ**—ছলনাময় উক্তি, মিথ্যাকথা। **কৈতবিনী**—মায়াবিনী।

কৈতব—(প্রাঃ) কবুতর, পায়রা।

কৈনু—করিলাম (কাব্যে ব্যবহৃত, বর্তমানে তেমন ব্যবহার নাই)।

কৈন্দ্রিক—কেন্দ্রের দিকে যাহার গতি centripetal (কৈন্দ্রিক আকর্ষণ)।

কৈফিয়ৎ—(আঃ) বিবরণ, জবাব, কারণ দর্শানো (**কৈফিয়ৎ তলব করা**—কোন ত্রুটির জন্য জবাবদিহি করা); হিসাব (**কৈফিয়ত দেওয়া**—হিসাব সম্বন্ধে কারণ প্রদর্শন করা)। **কৈফিয়ৎ কাটা**—তহবিল মিলাইবার কালে নগদ ও বাকী (balance) সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দেওয়া।

কৈবর্ত, কেবর্ত—(যে জলে বাস করে) জলের সহিত বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত কেয়ট; জেলে, হিন্দু জাতি বিশেষ। (**জেলে কৈবর্ত**—মৎস্য ব্যবসায়ী; **হেলে কৈবর্ত**—কৃষিজীবী)। স্ত্রী. কৈবর্তিনী।

কৈবল্য—কেবল ভাব, একমাত্র ব্রহ্ম সত্য এই জ্ঞানে স্থিতি; মুক্তি; মোক্ষ। **কৈবল্য দাতা**—যাঁহার কৃপায় মোক্ষ লাভ হয়।

কৈমিতিক—কিমিতি-বিদ্যায় পারদর্শী, রাসায়নিক, রসায়ন সম্বন্ধীয়।

কৈলাস—পর্বত বিশেষ, শিব ও কুবেরের বাসস্থান। **কৈলাসনাথ, কৈলাসেশ্বর**—শিব।

কৈশিক—কেশের মত সূক্ষ্ম। **কৈশিক আকর্ষণ**—কেশের মত সূক্ষ্ম তন্তুর ভিতর দিয়া জলের ঊর্ধ্বদিকে গতি। **কৈশিকা নাড়ি**—অতি সূক্ষ্ম রক্তবহা নাড়ি। **কৈশিকাবনতি**—নলের মধ্যে তরল পদার্থের নীচে নামিয়া যাওয়া। **কৈশিক উন্নতি**—নলের মধ্যে তরল পদার্থের উপরের দিকে গতি।

কৈশোর—কিশোর দশা, দশ হইতে পনের বৎসর পর্যন্ত বয়সকাল, বালকত্ব (কিশোর কিশোরী বলিতে কখনও কখনও নব যুবক-যুবতী বুঝায় কিন্তু কৈশোর বলিতে সাধারণত নব যৌবন বুঝায় না)।

কৈসর—(ল্যাঃ caesar ; আঃ কইসর) রোম-সম্রাট ; জার্মান-সম্রাট।

কৈসে—(ব্রজবুলি) কিরূপে।

কো—(প্রাঃ) কুয়া (পাত-কো) ; কুয়াসা।

কো—(হি.) কে, কোন্ ব্যক্তি, কেউ।

কোআ,-য়া—(সং কোষ) ফলের বীজযুক্ত স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র অংশ (কাঁঠালের কোয়া, কমলার কোয়া)। **কোয়া জ্বর**—কোষবৃদ্ধি অথবা গোদের জন্য জ্বর।

কোই—(ব্রজবুলি) কেহ।

কোং—(ইং Co., company) কোম্পানি।

কোঁক,-খ—(সং কুক্ষি) উদর, পেট। **কোঁক ভরা**—পেট ভরা (গ্রাম্য)।

কোঁকড়, কোঁকড়া—কুঞ্চিত, বক্র, বাঁকাচোরা (শক্ত ঠেলায় লোহা কোঁকড় ; কোঁকড়া চুল)। **কোঁকড়ানো**—কুঞ্চিত করা, বক্র করা বা হওয়া, কুঞ্চিত, কুঁকড়িমুকড়ি।

কোঁকানো—যন্ত্রণায় কাতরানি, কোঁ-কোঁ শব্দ করা ; অসুখে ভোগা, অসুস্থতা ও শক্তিহীনতা জ্ঞাপন করা (বছর খানেক ধরেই ত কোঁকালে, এদিকে সংসার চলে কি করে)।

কোঁচ—মাছ বিঁধিয়া মারিবার অস্ত্র বিশেষ, ইহা কতকগুলি শক্ত বাঁশের শলাকাসমষ্টি, সেই সব শলাকার আগায় লোহার ফলক থাকে ; জাতি বিশেষ, কুচবিহারের আদিবাসী (স্ত্রী. কোঁচনী, কুঁচনী) ; কোঁচবক।

কোঁচকানো—কুঞ্চিত, কোঁকড়ানো। কুঁচকানো দ্রঃ।

কোঁচড়—(সং ক্রোড়, প্রাদেশিক) কতকটা থলের আকারে পরিণত করা বস্ত্রের অংশ (**কোচড়ের চাউল**—এইরূপ কোঁচড়ে রাখা বা কোঁচড়ে করিয়া আনা চাউল)।

কোঁচা—(ধুতির) পেটের কাছে গুটানো লম্বা অগ্রভাগ (বিপ :—কাছা)। **কোঁচা দুলাইয়া বেড়ানো**—লম্বা কোঁচা দিয়া কাপড় পরিয়া স্ফূর্তি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, দায়িত্বহীন কর্মকুণ্ঠ জীবন যাপন করা। **লম্বা কোঁচা**—বেশবিন্যাসে বাবুগিরির পরিচায়ক, সচ্ছলতা জ্ঞাপক। **বাহিরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন**—বাহিরে বাবুগিরি ভিতরে অনটন ও তজ্জনিত কলহ। **কোঁচানো**—চুনট করা ; কুঞ্চিত।

কোঁটা, কোটা—(প্রাঃ) আঁকশি (আমপাড়া কোঁটা)। **কোঁটা দিয়া ধরা**—যেন টানিয়া ধরিয়াছে এমন বোধ (কোমরে কোঁটা দিয়ে ধরেছে—বেদনা)।

কোঁড়, কোঁড়ক, কোঁড়া—(সং করীর) বাঁশের বা শালের অঙ্কুর বা চারা (বাড়ে যেন শাল কোঁড়া—কবিক)। **ছেলে নয় যেন কোঁড়া**—তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠা, ছেলে সম্বন্ধে বলা হয়।

কোঁড়ল—কোরণ্ড।

কোঁৎ, কোঁত—কুন্থন ; মলত্যাগ অথবা সন্তান প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় বেগ। **কোঁত কোঁত**—কোঁত কোঁত শব্দ করিয়া দ্রুত গেলা, কোঁত কোঁত করে কলাগুলো খেয়ে ফেল্লে)। **কোঁৎ দেওয়া, কোঁৎ পাড়া**—মলত্যাগ, সন্তানপ্রসব প্রভৃতির জন্য বেগ দেওয়া।

কোঁৎকা—(তুর্ক কুতক) মোটা খাটো লাঠি, প্রবল নির্মম আঘাতের প্রতীক (কোঁৎকা দেখে পালিয়েছে)।

কোঁতানো, কোঁথানো—ভারী বোঝা লইয়া কষ্টে নিশ্বাস ত্যাগ করা ; খুবকষ্ট হইতেছে তাহা জ্ঞাপন করা ; অক্ষমতা জ্ঞাপক কাতরানি (ভাত খাওনা যে পাঁচজন জোয়ান একটা বাক্স সরাতে কোঁতাচ্ছ)। কুঁতানো দ্রঃ।

কোঁদল—কোন্দল, ঝগড়া। কুঁদল দ্রঃ।

কোঁদা—কুর্দন করা (নাচা কোঁদা) ; রোষ প্রকাশ করা, মারিতে যাওয়া বা সেজন্য আস্ফালন করা (কোঁদাকুঁদি করা)।

কোঁপা—কুম্প, মুলো।

কোঁয়া জ্বর—কোয়া জ্বর। কোআ দ্রঃ।

কোঁস্তা—উলুখড়ের তৈরি ঝাড়ন।

কোক—(ইং coke) পারিবারিক ব্যবহারোপযোগী পোড়াইবার কয়লা ; (সং) চক্রবাক ; নেকড়ে বাঘ। **কোকবন্ধু**—(চক্রবাকের বন্ধু কেননা সূর্যোদয়ে চক্রবাক চক্রবাকীর মিলন হয়) সূর্য।

কোকনদ—(যাহা দেখিয়া কোক ডাকিয়া ওঠে অর্থাৎ রাত্রে লালপদ্ম দেখিয়া চক্রবাক মনে করে চক্রবাকী আসিয়াছে এবং ডাকিয়া উঠে—এরূপ কবিপ্রসিদ্ধি) লালপদ্ম, রক্তকুমুদ। **কোকনদচ্ছবি**—কোকনদের মত রক্তবর্ণ।

কোকিল—স্বনামধন্য পক্ষী, কুহু-ডাকের জন্য

বিখ্যাত; অঙ্গার, কয়লা। স্ত্রী. কোকিলা।
কোকিলকণ্ঠ—মধুরকণ্ঠ। স্ত্রী কোকিলকণ্ঠী।

কোকেন—(ইং cocaine) মাদক দ্রব্য বিশেষ, পানের সহিত খাওয়া হয়।

কোঙর, কোঙার—(সং কুমার; প্রা. কোঁঙর) কুমার, পুত্র (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। স্ত্রী. কোঙারী, কুঙারী।

কোঙ্কণ—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগের প্রদেশ বিশেষ। **কোঙ্কণা**—কোঙ্কন দেশীয়া নারী, পরশুরামের জননী। **কোঙ্কণাসুত**—পরশুরাম। **কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ**—পরশুরাম যাহাদিগকে ব্রাহ্মণ পদবী দান করেন, চিৎপাবন ব্রাহ্মণ।

কোচ—জাতি বিশেষ, তিওর, কুচবিহারের বাসিন্দা।

কোচড়া—কচড়া দ্রঃ।

কোচদাদ—কুঁচকির ও তন্নিকটবর্তী স্থানের দাদ।

কোচওয়ান—কোচমান দ্রঃ।

কোচমান,-মেন,-ওয়ান—(ইং coachman) ঘোড়ার গাড়ীর চালক। **কোচবক্‌স,-বাক্‌স্**—কোচওয়ানের বসিবার উচ্চ স্থান।

কোচল—(হি কুচাল) কচাল দ্রঃ।

কোজাগর—(কে জাগিয়া আছে) আশ্বিন মাসের লক্ষ্মী-পূর্ণিমা।

কোট—দুর্গ, কেল্লা; অধিকার, সীমা, আপনার জায়গা; মাটিতে দাগকাটা, খেলিবার স্থান; প্রতিজ্ঞা, জেদ। **কোট বজায় রাখা**—পণ বা গোঁ বজায় রাখা, স্বাধিকারচ্যুত না হওয়া। **কোটে পাওয়া**—অধিকারে পাওয়া, হাতে পাওয়া। **কোট করে বসা**—পণ করিয়া বসা।

কোট—(ইং coat) অন্যান্য জামার উপরে পরিধান করিবার সুপরিচিত জামা। **হ্যাট কোট**—ইয়োরোপীয় পোষাক। **হ্যাট কোট পরা সাহেব**—ইয়োরোপীয় সাজপোষাকের অনুরাগী বাঙ্গালী বা ভারতবাসী।

কোট, কোর্ট—(ইং court) বিচারালয় (জজকোট; হাইকোট; ডিষ্ট্রিক্ট কোট)। **কোটফি**—(ইং court-fee) মোকদ্দমা দায়ের করা সম্পর্কে কোটকে দেয় শুল্ক। **কোট ষ্ট্যাম্প**—নির্ধারিত কোট ফি দেওয়া হইয়াছে তাহা স্বীকৃতি স্বরূপ আর্জির নির্ধারিত কাগজে দত্ত সরকারী ছাপ।

কোটক—(সং) ঘরামি।

কোটনা—(সং কুট্টনী হইতে) কুপরামর্শদাতা, যে কানভাঙ্গানি দেয় (কোটনা হাতী)। স্ত্রী. কুটনী-দূতী। **কোটনাগিরি,-পনা,-মি**—কানভাঙ্গানি।

কোটর—(সং) বৃক্ষস্থিত গহ্বর, খোঁড়ল, গর্ত (চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট)।

কোটশাল—(প্রাঃ) দেশীয় ধরণে লৌহ প্রস্তুতির জায়গা। **কোটশালিয়া**—এরূপ লৌহ প্রস্তুত কারক।

কোটশিপ, কোর্টশিপ—(ইং courtship) বিবাহার্থপ্রণয় নিবেদন।

কোটা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করা; থেঁৎলানো, কঠিন প্রহার করা। কুটা দ্রঃ।

কোটা, কোঠা—(সং কুট্টিম; প্রাঃ কোট্‌ঠো) ইষ্টকনির্মিত গৃহ (দালান-কোঠা); কুঠরি; কামরা (চার কোঠার বাড়ী); বিভাগ, পর্যায়, থাক, ছক (নয়ের কোঠার নামতা; ত্রিশের কোঠায় পড়েছে)।

কোটাল—(সং কোট্টপাল; ফাঃ কোত্‌ওয়াল) নগরপাল, নগরের শান্তিরক্ষা-বাহিনীর প্রধান কর্মচারী; প্রহরী (**গাঁয়ের কোটাল**—গাঁয়ের লোক যাহার ভয়ে বা দুরন্তপনায় অস্থির); অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় নদীতে অথবা সমুদ্রে জলের স্ফীতি (**কোটালের বান ডেকেছে**—কটাল দ্রঃ)। **কোটালিয়া**—কোটাল। **কোটালি**—কোটালের কাজ।

কোটি—শত লক্ষ, ক্রোড়, অসংখ্য (কোটি পতি); জ্যা-সংলগ্ন ধনুকের অগ্রভাগ; অস্ত্রাদির কোণ, সমকোণের অনুপূরক কোণ; ন্যায়ের পক্ষ। **কোটিকল্প**—অনন্তকাল (কল্প=ব্রহ্মার একদিন=মানুষের ৪৩২০০০০০০০ বৎসর)।

কোটে, কোনটে—কোথায়। **কোটেকার, কন্টেকার**—কোথাকার (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

কোটেশন—(ইং quotation) উদ্ধৃতি চিহ্ন, উদ্ধৃতি; যে দরে ব্যবসায়ী মাল সরবরাহ করিতে পারিবে।

কোট্ট—(সং কুট্ট), দুর্গ, গড়। **কোট্টপাল**—দুর্গরক্ষক।

কোঠা—দালান ; বিভাগ। কোটা দ্রঃ।

কোড়া, কোঁড়া—কশা, চাবুক, যে দণ্ডের মাথায় চামড়া বা দড়ি বাঁধা। **কোড়ার বাড়ি**—কোড়ার প্রহার ; প্রবল-নির্মম আঘাত।

কোড়া, কোঁড়া—খোঁড়া, খনন করা।

কোণ—দুই রেখার বা সমতলের সংযোগস্থল, angle (ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বিষমকোণ) ; দুইদিকের মধ্যস্থ দিক (ঈশাণ কোণ) ; গৃহের এক পার্শ্ব, নিভৃত স্থান (গৃহের কোণ) ; বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার ছড়ি বা মেজরাফ। **কোণ-ঘেঁষা**—লাজুক, কুণো, যে নিরিবিলি থাকিতে ভালবাসে। **কোণ ঠাসা করা**—প্রাধান্য হইতে বঞ্চিত করা। **কোণাকুণি**—বিপরীত কোণের দিকে, কর্ণরেখা ধরিয়া, corner-wise। **কোণের বৌ**—অন্তঃপুর বাসিনী বধূ, নববধূ, বাহিরের সহিত যোগাযোগবিহীন। **সমকোণ**—এক সরলরেখার উপরে অন্য সরলরেখা দাঁড়াইলে যে দুই সন্নিহিত কোণ উৎপন্ন হয় তাহারা পরস্পরের সমান হইলে তাহাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি সমকোণ বলা হয়। **সূক্ষ্মকোণ**—সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। **স্থূলকোণ**—সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কোণা—কোণ, প্রান্ত, অংশ (ক্ষেতের কোণা বাণিজ্যের সোনা)। **কোণাকাঞ্চি**—আনাচ-কানাচ। **কোণাচেব্যাঙ**—(প্রাদেশিক, যে লোকের সংসর্গ পরিহার করিয়া চলে)।

কোণি—(সং) যাহার হাত অকেজো, বিকৃতহস্ত।

কোওয়াল, কোতোয়াল—(সং কোট্টপাল ; ফাঃ, কোত্‌বাল্‌) দুর্গরক্ষক, শহরের প্রধান শান্তিরক্ষক (পুলিশ কমিশনার)। **কোতয়ালি**—কোতোয়ালের স্থান ; শহরের প্রধান থানা।

কোথা, কোথায়—কোন্ স্থানে, দুরত্ব দুঃখ অথবা বিস্ময়জ্ঞাপক (কোথায় প্রতিভা আর কোথায় সাধারণ শিক্ষিত বুদ্ধি)। **কোথাও**—কোন স্থানে কোন কোন স্থানে (কোথাও বুকজল সাঁতার)। **কোথাকার**—কোন্ স্থানের, অজ্ঞাত, বিতৃষ্ণা জ্ঞাপক (কোথাকার কে ; পাজি কোথাকার)। **কোথা থেকে, কোত্থেকে**—কোথা হইতে।

কোদণ্ড—(সং) ধনুক ; জ্র। **কোদণ্ডটঙ্কার**—ধনুকের ছিলা আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে যে শব্দ হয়। (কবিওয়ালা দাশরথি রায় কোদাল অর্থে কোদণ্ড ব্যবহার করিয়াছেন—ষড়্‌রিপু হৈল কোদণ্ডস্বরূপ, কর্মক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ)।

কোদা—(ফাঃ) (কোদক) খোকা। প্রাঃ)।

কোদাল, কোদালি,-লী—(সং কুদ্দাল) সুপরিচিত ভূমি খনন যন্ত্র। **কোদলানো**—কোদাল দিয়া মাটি কোপানো। **কোদাল-পাড়া**—কোদলানো। **কোদাল মারা**—কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে কোদাল দিয়া মাটি কোপানো, শ্রমসাধ্য কাজ করা (কি কোদাল মারছিলে এতক্ষণ যে হয়রান হ'য়ে পড়লে)।

কোন, কোন্—কে-সে, কি, কেউ বিশেষ কিছু, what, which (কোন্ বাপের বেটা ; কোন্ কাজ না পারি) ; আশঙ্কা প্রকাশে (কোন্ দিন চেয়ে বসবে) ; অতিশয় নগণ্য (কত বি, এ, ; এম, এ, ঘোল খেয়ে গেল তুমি কোন ছার) ; কেননা, কেন (জানতে-ত সবই কোননা একটা কথা বললে ; সেত কিছু বোঝেইনা, তুমিই কেন একটি কথা বললে)।

কোনও, কোনো, কোন—অনির্দিষ্ট কিছু (কোনও দিন একথা মনে পড়িবে না, কোনও এক উপলক্ষে)। **কোনো কোনো**—বিশেষ কোনো (কোনো কোনো দিন মাঠে বেড়াইতাম)। **কোনো না কোনো**—নিশ্চিত কোনো (কোনো না কোনো দিন একথা মনে পড়িবেই)। **কোনমতে, কোনোমতে**—কষ্টে-সৃষ্টে, এক প্রকারে (কোনোমতে কাজটা সারা হোক)।

কোন্দল, কোঁদল—(সং কন্দল) ঝগড়া, কলহ, বিবাদ। **কোঁদলিয়া, কুঁদুলে**—ঝগড়াটে। স্ত্রী. কুঁদুলী।

কোপ—(কুপ্‌+ঘঞ্‌) রোষ, ক্রোধ, বিরাগ (হরকোপানল) ; ধারাল অস্ত্রের প্রবল আঘাত (পাঁঠাকাটা কোপ) ; অসন্তোষ, অভিমান (প্রণয়কোপ)। **কোপকটাক্ষ**—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, বিরাগ দৃষ্টি। **কোপবান্**—রোষান্বিত। স্ত্রী. কোপবতী। **কোপাবিষ্ট**—রুষ্ট।

কোপন—যে সহজেই রাগিয়া যায়, রোষপ্রবণ (কোপনস্বভাব)। স্ত্রী. কোপনা। বিণ. কুপিত।

কোপা—ছাদ পিটাইবার ছোট মোটা কাঠের টুকরা। **কোপানো**—কোদাল দিয়া মাটি কাটা ; ধারাল অস্ত্র দিয়া বার বার আঘাত করা।

কোপিত—যাহাকে রাগানো হইয়াছে ; রোষিত। **কোপী**—ক্রোধী, যে সহজে রাগিয়া যায়।

কোপ্তা—(ফাঃ কোফ্‌তা) পেঁষা ও গুলি-পাকানো ভাজা মাছ বা মাংস (কখনও কখনও ইহার ঝোলও তৈরি হয়)।

কোফর—কুফর দ্রঃ।

কোবালা—কবালা দ্রঃ।

কোবিদ—(সং) শাস্ত্রবিদ্‌, পণ্ডিত ; নিপুণ, বিশেষজ্ঞ।

কোমর—(ফাঃ কমর) কটি, মাজা। **কোমর কষা বা বাঁধা**—প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত হওয়া। **কোমর জল**—কোমর পরিমাণ গভীর জল। **কোমর ভাঙ্গা**—মাজা ভাঙ্গা ; ভগ্নোৎসাহ। **কোমরবন্ধ**—পেটি (সাধারণত চামড়ার)। **কোমরপাটা**—ছোট ছেলে-মেয়ের কোমরের গহনা।

কোমরি,-রী—ঘোড়া ও উটের কোমরের দুর্বলতা রূপ ব্যাধি।

কোমল—(কম্‌-ইচ্ছা করা) নরম, মৃদু, সুকুমার (কোমল স্পর্শ) ; মনোজ্ঞ, শ্রুতিসুখকর (কোমল কলরব) ; করুণ, অনুভূতিপ্রবণ (কোমল অন্তর) ; কচি (কোমল পত্র) ; মৃদু, অপ্রখর (কোমল আলোক, কোমল উত্তাপ)। বি কোমলতা। **কোমলাঙ্গী**—ললিতাঙ্গী।

কোম্পানি,-নী—(ইং company) বণিক-সম্প্রদায় ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যাহারা এদেশে ইংরেজরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ও কিছুকাল রাজত্ব করে (কোম্পানীর আমল, কোম্পানীর মুল্লুক)। **কোম্পানীর কাগজ**—ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত ঋণের স্বীকার-পত্র।

কোয়া—(সং কোষ) কো আ দ্রঃ।

কোয়াসা—কুয়াসা দ্রঃ।

কোয়ে—কহিয়া। **ব'লে কোয়ে**—সুপারিশ করিয়া, অনুনয়-বিনয় করিয়া।

কোয়েলা—কোকিলা (পুং কোয়েল—সাধারণতঃ গদ্যে ব্যবহৃত হয় না)।

কোর—(ব্রজবুলি, সং ক্রোড়) ক্রোড়, কোল।

কোর—কলপ (কোর দেওয়া কাপড় ; আনকোরা)।

কোর—কোণ, বাঁকা ভাব। **কোর করে কাটা**—অর্ধবৃত্তের আকারে কাটা, কাঠের কোণ গোল করা (কোর-কাটা বাটালি—যে বাটালির পাতা অর্ধচন্দ্রাকৃতি)। **কোরই ঘর**—বৃত্তাকার দেওয়ালের ঘর। **কোর-কার**—ছলনা, কুটিলতা (তার মনে কোন কোর-কার নাই)। **কোরকাপ**—শঠতা, বেইমানি।

কোরক—[কুর্‌ (ছেদন করা) + ণক] কলিকা, কুঁড়ি, অপ্রস্ফুটিত ফুল। বিণ. কোরকিত—মুকুলিত।

কোরঙ্গী—(সং) ছোট এলাচ, পিপ্পলী।

কোরণ্ড, কোরন্ড—(সং কুরণ্ড) কোষবৃদ্ধি রোগ।

কোরফা—(ফা. কোরফা) কোরফা প্রজা, প্রজার অধীন প্রজা যে অন্য রাইয়তের নিকট হইতে জমি লইয়া চাষ করে। (এরূপ প্রজার জমিতে কোন স্থায়ী অধিকার নাই)।

কোরবানী—(আঃ কু'র্বানী) উৎসর্গ, কোন লোকাতীত উদ্দেশ্যে বড় রকমের ত্যাগ স্বীকার ; আল্লার নামে পশু উৎসর্গ করা (ইদুজ্জোহা পর্বে হজরত ইব্রাহিম যে তাঁহার পুত্রকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোর্বানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সেই মহান ত্যাগের স্মরণে)। **কোরবান**—উৎসর্গীকৃত, বলি।

কোরমা—কোর্মা দ্রঃ।

কোরা—কুরা দ্রঃ। **রসকোরা,-করা**—নারিকেল কোরা দিয়া প্রস্তুত সন্দেশ বিশেষ।

কোরা—অব্যবহৃত, যাহাতে ধোপ পড়ে নাই (কোরা সূতা—যে সূতা ধুইয়া সাদা করা হয় নাই ; বিপ —ধোলাই)। **কোরা কাগজ**—যে কাগজে লেখা হয় নাই। **আনকোরা**—সম্পূর্ণ নূতন, যাহা আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই (আনকোরা শাড়ী)।

কোরান,-ণ—(আঃ করআ'ন) মুসলমানদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ; মুসলমানদিগের মতে ইহা ঐশী বাণী, হজরত মোহম্মদ স্বর্গীয় দূত জিব্রিলের মারফৎ এই সব বাণী তাঁহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে লাভ করিয়াছিলেন। **কোরান তেলাওত**—ধর্ম-কর্ম হিসাবে কোরান পাঠ (রোজ ফজরের নামাজের পরে কোরান তেলাওত করেন)।

কোরাল—ভেট্‌কী মাছ।

কোরোক—(আঃ কু'রুক্') মহাজন বা জমিদার তাহাদের প্রাপ্যের জন্য আদালতের সাহায্যে খাতক বা প্রজার সম্পত্তি যে আটক করে (কোরক করা ; কোরক দেওয়া)।

কোর্ট মার্শাল—সেনাবিভাগের আদালত, court martial।

কোর্টশিপ—কোর্টশিপ্ দ্রঃ।

কোর্তা—কুর্তা দ্রঃ।

কোর্ফা—কোরফা দ্রঃ।

কোর্বানী—কোরবানী দ্রঃ।

কোর্মা—(তুর্কী কো'র্‌মা) দধি ও ঘৃত দিয়া রান্না করা মাংস বা মাছ ; ইহাতে মসলা খুব কম দেওয়া হয়, হলুদ আদৌ দেওয়া হয় না, সাধারণতঃ মরিচও দেওয়া হয় না।

কোল—পার্বত্য জাতি বিশেষ, ছোটনাগপুর অঞ্চলে ইহারা যথেষ্ট সংখ্যায় বাস করে।

কোল—(সং ক্রোড়) ক্রোড়, অঙ্ক, আলিঙ্গন ; পেটের মাছ (চিতলের কোল) ; সন্নিহিত স্থান (বনের-কোল)। **কোল আঁচল**—শাড়ীর নীচের দিকের আঁচল। **কোল আঁধার**—দীপাধারের নিকটস্থ অন্ধকার স্থান। **কোল আঁধারী রাত**—কৃষ্ণপক্ষের রাত। **কোল আলো করা ছেলে**—সুন্দর ছোট ছেলে যে মায়ের কোল আলো করিয়া থাকে। **কোল-কাঙাল**—যে ছেলে সকলেরই কোলে যাইতে ভালবাসে (সাধারণতঃ মায়ের কোল পায় না বলিয়া)। **কোল জোড়া,-ভরা ছেলে**—হৃষ্টপুষ্ট ছেলে। **মায়ের কোল জুড়ে থাক**—দীর্ঘ দিন বাঁচিয়া মায়ের মন খুশী কর। **কোল দেওয়া**—আলিঙ্গন করা। **কোল পোঁছা,-মোছা ছেলে**—সর্বকনিষ্ঠ ছেলে, (কোন কোন অঞ্চলে 'পেট পোঁছা' বলে)। **কোলবর**—যে বালক বরের কোলে বা পাল্কিতে যায় ও বরের কাছে কাছে থাকে (মুশলমানেরা কোলদামাদ বা কোলদামাদী বলে)। **কোলে করিয়া থাকা**—নিজের রক্ষণাবেক্ষণে রাখা, কোন কিছু আগলাইয়া থাকা, অপরকে আমল না দেওয়া। **কোলে কাঁখে বা কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করা**—কাহারও ছেলেবেলায় তাহাকে আদর-যত্ন করিয়া মানুষ করা। **কোলের ছাওয়াল,-ছেলে**—অতিশিশু, দুগ্ধপোষ্য।

কোল—নদীর ধারার পরিবর্তনের ফলে যে সব অগভীর স্রোতোহীন জলখণ্ডের সৃষ্টি হয়। (পদ্মার কোল)। **কোল পড়া**—কোলের সৃষ্টি হওয়া।

কোল জমা—জমার অধীন জমা, কোর্ফা প্রজার অস্থায়ী অধিকার।

কোলন—যতি চিহ্ন বিশেষ (:)।

কোলপুচ্ছ—কাঁক পাখী।

কোল পাতলা—ঘেঁষাঘেষি ভাবে নয়, কিছু দূরে দূরে অবস্থিত (কোল পাতলা ডাগর গুছি, লক্ষ্মী বলেন ঐখানে আছি-খনা)।

কোলশরা,-সরা—স্ত্রী-আচারের হরিদ্রাবর্ণে চিত্রিত বা হরিদ্রা যন্ত্রে বাঁধা শরাদ্বয়, মুখামুখি করিয়া বাঁধা হয় এজন্য এই নাম।

কোল-শরিক—শরিকদের অধীন শরিক।

কোলা—মাটির বৃহৎ পাত্র বিশেষ (গুড়ের কোলা)। **টাকার কোলা**—বহু টাকার লোক। **কোলাবেঙ**—একপ্রকার বড় বেঙ, প্রথম বর্ষায় গর্ত হইতে বাহির হইয়া বৃষ্টির পরে খুব ডাকে।

কোলাকুলি—পরস্পরকে আলিঙ্গন (ঈদের কোলাকুলি ; বিজয়ার কোলাকুলি)।

কোলাঙ্গ—ডাক।

কোলাবা—যাহার চতুর্দিকে সমুদ্র ; কচ্ছ ; বোম্বাই প্রদেশের জেলাবিশেষ।

কোলাবেঙ—কোলা দ্রঃ।

কোলাহল—বহুলোকের মিলিত অস্পষ্ট ধ্বনি ; গণ্ডগোল, উদ্দীপনাপূর্ণ কিন্তু অর্থহীন বাক-বিতণ্ডা (কোলাহল ত বারন হলো, এবার কথা কানে কানে—রবি)। (কোলাহল ও কলরব অনেক সময়ে তুল্যার্থক, তবে কলরব কখনও কখনও শ্রুতিমধুর হইতে পারে—পাখীর কলরব)।

কোলি,-লী—কুল ও কুল গাছ।

কোশ,-ষ—আধার, যাহা হইতে ফল বা শাবক নির্গত হয়, আবরণ, খাপ (বীজকোষ ; গর্ভ-কোষ ; কোষমুক্ত তরবারি) ; প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের সূক্ষ্ম অংশ, cell ; কোয়া ; রেশম পোকার গুটি ; ভাণ্ডার ; ধনাগার (রাজকোষ) ; অভিধান (শব্দকোষ)। **কোষকার**—অভিধানকার ; গুটিপোকা। **কোশচঞ্চু**—সারস পাখী। **কোশপাল**—ধনাধ্যক্ষ।

কোশবান্—কোশবিশিষ্ট ; কোশপাল। **কোশবৃদ্ধি**—কুরণ্ড রোগ ; ধনাগম। **কোশ-ব্যসন**—ধনের ব্যয় ও সঞ্চয় সম্বন্ধে নিন্দিত প্রবৃত্তি। **কোষহীন**—ধনহীন, যাহার সঞ্চিত ধন নাই।

কোশ—ক্রোশ, দুই মাইল পরিমিত পথ। **কোশমীনার**—পথের দূরত্বজ্ঞাপক মীনার।

কোশল,-ষল,-সল—অযোধ্যা অঞ্চল।

কোশা—নৌকার আকৃতির তাম্রময় জলপাত্র, পূজায় ব্যবহৃত হয় ; ডিঙ্গিনৌকা বিশেষ। **কোশাকুশি**—পূজায় ব্যবহৃত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলপাত্র বিশেষ।

কোশেশ—(ফাঃ কোশিশ) প্রয়াস, প্রযত্ন, বিশেষ চেষ্টা (**কোশেশ করা**—বিশেষ চেষ্টা করা)।

কোষ—কোশ দ্রঃ ; জীবদেহের ও উদ্ভিদদেহের সূক্ষ্মাংশ। **কোষশূন্য**—ধনহীন ; খালি। **কোষকাব্য**—বিভিন্ন কবিতার সংগ্রহ, চয়নিকা। **কোষাধ্যক্ষ**—ধনভাণ্ডারের অধ্যক্ষ, treasurer, cashier।

কোষিক—কষ্টিপাথর।

কোষো—কাঁচা কষায় স্বাদযুক্ত (কোষো আম)।

কোষ্ট—(সং কোষ্ঠ) মল, বাহ্যে (কোষ্ট পরিষ্কার হওয়া)। কোষ্ঠ দ্রঃ।

কোষ্টা—(প্রাদে.) পাট। **কোষ্টা কাটা**—ঢেরা বা টেকোর সাহায্যে পাটের সুতা তৈরি করা।

কোষ্ঠ—প্রকোষ্ঠ ; ধান্যাদির গোলা ; তলপেটের মলভাণ্ড ; মল। **কোষ্ঠকাঠিন্য, কোষ্ঠ-বদ্ধতা**—মলত্যাগ না হওয়া বা উহাতে খুব কষ্ট হওয়া, costiveness. **কোষ্ঠশুদ্ধি**—ভাল পায়খানা হওয়া। **কোষ্ঠপাল**—ভাণ্ডার-রক্ষক, নগর রক্ষক।

কোষ্ঠাগার—ধান্যাদি রাখিবার গোলা। **কোষ্ঠাগ্নি**—জঠরাগ্নি। **কোষ্ঠিকযন্ত্র**—হাপর।

কোষ্ঠী, কোষ্ঠিকা—জন্মপত্রিকা, যাহাতে জন্ম-সময়ের গ্রহরাশি-আদির ও জীবনের শুভাশুভের বর্ণনা থাকে, horoscope। [মৌখিক ভাষায় কুষ্ঠি (কুষ্টি কাটা—নিন্দা করা)]।

কোষ্ণ—কবোষ্ণ, কুসুম কুসুম গরম।

কোষ্ঠাকষ্ঠি—কুস্তি দ্রঃ।

কোহ—(সং কোক) চখাচখী।

কোহল—মদ্য বিশেষ (তুলনীয় alcohol) ; বাদ্যবিশেষ।

কোহিনুর—(ফাঃ কোহ্-ই-নুর—জ্যোতিঃ-গিরি) সুপ্রসিদ্ধ হীরক।

কৌঁসুলি, কৌঁসিলি—(ইং counsellor) ব্যারিষ্টার, উকিল (কৌঁসুলি কুলি করে কোলা-কুলি কাহার পতাকা ঘেরি—সত্যেন দত্ত)।

কৌক্কুটিক—দাম্ভিক ; সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ, জীবহত্যার ভয়ে ইহারা সাবধানে পা ফেলে।

কৌচ—(ইং couch) আরামে বসিবার গদি-আঁটা আসন।

কৌট—(সং) বঞ্চক, কুটিল। **কৌটসাক্ষী**—মিথ্যাসাক্ষী।

কৌটা—আঁটসাঁট ঢাকনিযুক্ত কাষ্ঠাদির ছোট পাত্র বিশেষ ; কৌটা সাধারণতঃ গোলাকার হয় (সিন্দূরের কৌটা ; মাখনের কৌটা)। (মৌখিক ভাষায় কৌটো, কোটো)।

কৌটিক—ব্যাধ ; কসাই।

কৌটিলিক—ব্যাধ।

কৌটিল্য—কুটিলভাব, কপটতা ; চাণক্য (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র)।

কৌটুম্বিক—কুটুম্বসম্বন্ধীয় ; কুটুম্বপোষণকারী, গৃহস্থ।

কৌড়ি,-ড়ী—কড়ি।

কৌণপ—শবভক্ষণকারী, রাক্ষস।

কৌণী—এক বর্গ হস্ত।

কৌতুক—কৌতূহল, ঔৎসুক্য, স্ফূর্তির বিষয়, মজা, পরিহাস (হায়গো বিদেশী বন্ধু কৌতুক এ নহে—রবি)। **কৌতুকপ্রিয়**—হাসি-তামাসারত। **কৌতুক চাউনি**—বরকন্যার শুভদৃষ্টি। **কৌতুক-ক্রিয়া**—বিবাহ কার্য। **কৌতুক বাঁধা**—কাহারো হাতে বিবাহসূত্র বাঁধিয়া দেওয়া। **কৌতুকাবহ**—কৌতুক-বর্ধনকারী, কৌতূহলজনক। **কৌতুকী**—যে কৌতুক করিতে ভালবাসে, পরিহাসপ্রিয়।

কৌতূহল—ঔৎসুক্য, আগ্রহ, কৌতুক। **কৌতূহলজনক**—ঔৎসুক্যজনক। **কৌতূ-হলপর,-পরবশ,-আক্রান্ত,-আবিষ্ট**—কৌতূহলী, উৎসুক। **কৌতূহলোদ্দীপক**—কৌতূহলবর্ধক।

কৌদালিক,-লীক—যাহারা কোদাল দ্বারা

পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে; মাটিকাটা মজুর।
কৌন্তেয়—কুন্তীর পুত্র, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন।
কৌপ—(কূপ+ষ্ণ) কূপ বিষয়ক; কূপজল।
কৌপীন—কোপ্‌নি, কোপ্নি, কাছা, কটিবাস (কৌপীন-পরিহিত সন্ন্যাসী)।
কৌমার—কুমার-কাল, বাল্যাবস্থা, পঞ্চম হইতে দশম বৎসর পর্যন্ত বয়ঃক্রম, তন্ত্রমতে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত; বিবাহের পূর্বাবস্থা (কৌমারহর)। স্ত্রী. কৌমারী—যে স্ত্রীর পূর্বে আর বিবাহ হয় নাই অথবা যাহার স্বামী পূর্বে অন্য বিবাহ করে নাই। **কৌমারভৃত্য, কৌমারতন্ত্র**—বালরোগ ও সূতিকারোগের চিকিৎসা শাস্ত্র।
কৌমার্য—কুমার-কাল বা কুমারীকাল।
কৌমুদ—কুমুদ বিকাশের কাল, শরৎকাল।
কৌমুদী—যে কুমুদ বিকশিত করে, জ্যোৎস্না, চন্দ্রকিরণ, কার্তিকী পূর্ণিমা।
কৌরব—কুরু-বংশ-জাত, দুর্যোধনাদি। **কৌরব-প্রধান**—ভীষ্ম। **কৌরবেয়, কৌরব্য**—কুরুবংশ।
কৌল—কুল সম্বন্ধীয়, কৌলিক, সৎকুলজাত।
কৌলটিনেয়, কৌলটেয়—কুলটার পুত্র, জারজ।
কৌলিক—কুলপরম্পরাগত, কুলধর্ম; তান্ত্রিক; তাঁতী।
কৌলীন—কৌলিক, বংশপরম্পরাগত; বংশের নিন্দা।
কৌলীন্য—কুলমর্যাদা; আভিজাত্য।
কৌলেয়, কৌলেয়ক—সৎকুলজাত, কুলীন; বংশগৌরবযুক্ত কুকুর, pedigree dog.
কৌল্য—সদ্বংশজাত; কুলীন)।
কৌশ—কুশনির্মিত আসন; কৌশেয় বস্ত্রাদি।
কৌশল—(কুশল+ষ্ণ) দক্ষতা, চাতুর্য (শিল্প-কৌশল; কলাকৌশল); ফন্দি (কৌশলে কাজ হাসিল করা)। বিণ. কৌশলী—ফন্দি-বাজ, কৌশলজ্ঞ। **কৌশলিকা**—কুশল-জিজ্ঞাসা।
কৌশল্যেয়—কৌশল্যার পুত্র, রামচন্দ্র।
কৌশিক, কৌষিক—বিশ্বামিত্র; অভিধান-কার; কোষাধ্যক্ষ; রেশমী বস্ত্র; সাপুড়ে।
কৌশিকী, কৌষিকী—দুর্গা; নদী বিশেষ।
কৌশিলব্য—কুশীলবের কাজ, অর্থাৎ নাচ গান ইত্যাদির ব্যবসায়।
কৌশেয়, কৌষেয়—গুটিপোকার বাসার সূতা হইতে প্রস্তুত, রেশমী কাপড়।
কৌসীদ—কুসীদজীবী, সুদখোর।
কৌসুম্ভ—কুসুম ফুলের রং অথবা সেই রঙে ছোপান। (কাপড়)।
কৌস্তুভ—সুপ্রসিদ্ধ মণি, কৃষ্ণের বক্ষোভূষণ।
ক্যাঁ—বিরক্তিকর শব্দ জ্ঞাপক (পাতিকাকের ক্যাঁ ক্যাঁ)।
ক্যাঁক—হঠাৎ আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত যে শব্দ করিয়া উঠে (লাথি খেয়ে কুকুরটা ক্যাঁক করে উঠল); আঁৎকে উঠা; আপত্তিকর-ভাবে প্রতিবাদ করা (কথা বললেই ক্যাঁক করে গলা পেড়ে ধর এ কেমন)।
ক্যাঁক-বিড়ালী—কাঁক-বিড়ালী দ্রঃ।
ক্যাঁকম্যাক—দাঁত খিঁচাইয়া কর্কশ কণ্ঠে তাড়না; বৃদ্ধদের রূঢ় প্রতিবাদ।
ক্যাঁচ-ক্যাঁচ—কাটার শব্দ, পাথের কলম দিয়া লেখার শব্দ গরুর গাড়ীর চাকার শব্দ ইত্যাদি জ্ঞাপক; **ক্যাঁচরক্যাঁচর**—ক্রমাগত ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ।
ক্যাঁচর-ম্যাচর—বহুপাখীর মিলিত বিরক্তিকর শব্দ, পাখীদের ঝগড়ার শব্দ।
ক্যাঁট-ক্যাঁট—বিরক্তিকর ও কর্কশ উক্তি (টাকার জন্য বড় ক্যাঁট ক্যাঁট করছে ফেলে দিতে পারলেই বাঁচি—পূর্ববঙ্গে ক্যাট-ক্যাট); বিশ্রীভাবে কালো, (ক্যাঁট-কেঁটে বা কিটকিটে কালো)।
ক্যাচা-কেচি—কেচ-কেচ দ্রঃ।
কেঁকলাসে—ক্যাকলাস মূর্তি। ক্যাকলাস দ্রঃ।
ক্যাটালগ, কেটেলগ—(ইং catalogue) তালিকা, ফর্দ।
ক্যাদড়ানি—কাদড়া দ্রঃ; কেদরানি, ঘোলাটে-জল বা ময়লা ধোওয়া জল; কটাক্ষ, বিদ্রূপ, উপহাস।
ক্যানাস্তারা, কেনেস্তারা—(ইং canister) টিনের আধার বিশেষ (এক কেনেস্তারা তেল)।
ক্যাবলা—কেবলা দ্রঃ; লোকচক্ষে সম্মানিত কিন্তু আসলে মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধি; মাথাপাগলা।
ক্যাবাৎ—কেয়াবাত, বাহবা।
ক্যাবিন—(ইং cabin) জাহাজ রেলষ্টেশন

ইত্যাদির কামরা, হাসপাতালে রোগীদের ব্যবহার্য কামরা।

ক্যাম্বিস—(ইং canvas) মোটা কাপড় বিশেষ, পাল, তাঁবু, তৈলচিত্র ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক্যারদানি—কারদানি দ্রঃ।

ক্যারা—উড়িষ্যা-প্রবাসী ও উড়িয়া-ভাবাপন্ন বাঙ্গালী।

ক্যারাচে,-টে—(তির্যক, তেরচা) তির্যক, বাঁকাটে ধরণের, তেরছা, কোণাকোণি। (কোন কোন অঞ্চলে করকটে কুরুটে ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়)।

ক্যাষ্টর অয়েল—(ইং castor oil) রেড়ির তেল—জোলাপ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ক্রকচ—(যাহা ক্র ও কচ এরূপ শব্দ করে) করাত, গাঁটযুক্ত গাছ।

ক্রতু—যজ্ঞ। **ক্রতুধ্বংশী**—দক্ষযজ্ঞ বিনাশক শিব; **ক্রতুভুক্**—দেবতা। **ক্রতুপতি**—যজ্ঞানুষ্ঠাতা। **ক্রতুরাজ, ক্রতুত্তম**—রাজসূয় যজ্ঞ। **শতক্রতু**—ইন্দ্র।

ক্রনোমিটার—(ইং chronometer) সূক্ষ্ম ভাবে সময় নির্দেশক যন্ত্র, ইহা সমুদ্রাদিতে দেশান্তর নিরূপণ করে।

ক্রন্দন (ক্রন্দ + অনট্) রোদন, কান্না, অভিযোগ ও কাঁদুনি। **ক্রন্দনরোল**—বহুজনের বিলাপ-যুক্ত ক্রন্দন উচ্চক্রন্দন। **ক্রন্দমান, ক্রন্দনশীল**—যে কাঁদিতেছে।

ক্রন্দসী—(সং রোদসী) আকাশ ও পৃথিবী; দিগাঙ্গনা (ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী—রবি); রোরুদ্যমানা (সাধারণত এই অর্থেই বাংলায় ব্যবহৃত হয়, কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে—নঃ ইঃ)।

ক্রন্দিত—ক্রন্দন; যোদ্ধাদের পরস্পরকে আহ্বান।

ক্রব্য—(সং) মাংস, আমিষ। **ক্রব্যাদ্, ক্রব্যাদ**—মাংসভোজী; রাক্ষস; হিংস্র পশু-পক্ষী; শবদাহক অগ্নি।

ক্রম্—উপসর্গযোগে গমন, উল্লঙ্ঘন, অনুসরণ, আক্রমণ, ব্যতিক্রম, আরম্ভ, পরিভ্রমণ, প্রবেশ ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে (অনুক্রম, ব্যতিক্রম, পরাক্রম ইত্যাদি।

ক্রম—পদ্ধতি, পরম্পরা, পর্যায় (কার্যক্রম); অতিক্রম (কালক্রমে); বিন্যাস (বর্ণক্রম); নির্দেশ (উপদেশক্রমে)। **ক্রমে ক্রমে**—অল্পে অল্পে, পরে পরে। **ক্রমণ**—গমন, পায়চারি। **ক্রমনিম্ন**—যাহা ক্রমে ক্রমে নীচু হইয়াছে, ঢালু। **ক্রমবর্ধমান**—যাহা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। **ক্রমবিকাশ**—ক্রমে ক্রমে বিকাশ, অভিব্যক্তি, evolution। **ক্রমভঙ্গ**—পর্যায়ভঙ্গ, যে ধারায় চলিয়াছে তাহাতে সহসা বিচ্যুতি। **ক্রমমান**—চলমান, গমনশীল। **ক্রমশঃ**—ক্রমে ক্রমে, পরে পরে। **ক্রমসূক্ষ্ম**—যাহা ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়াছে। **ক্রমাগত**—ধারাবাহিক-ভাবে, অনবরত; পরম্পরাগত। **ক্রমানুগত,-বদ্ধ,-যায়ী,-সারে**—পর পর। **ক্রমান্বয়ে**—পরে পরে। **ক্রমায়াত**—পুরুষানুক্রমে আগত।

ক্রমিক—ধারাবাহিক, পর পর আগত (ক্রমিক নম্বর); ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিশীল। **ক্রমে ক্রমে**—ক্রমশঃ, পরে পরে, অল্পে অল্পে।

ক্রমেল, ক্রমেলক—(যাহারা শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন করে) উষ্ট্র, camel)।

ক্রমোৎকর্ষ—ক্রমবিকাশ, evolution, ক্রমোন্নতি। **ক্রমোন্নত**—যাহা ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

ক্রয়—(ক্রী + অল্) মূল্য দিয়া কোন কিছু গ্রহণ; কেনা। **ক্রয়-বিক্রয়**—কেনা বেচা; ব্যবসা-বাণিজ্য। **ক্রয়পত্র, ক্রয়লেখ্য**—ক্রয়বিক্রয় জ্ঞাপক পত্র, দলিল, কবালা। **ক্রয়িক, ক্রয়ী**—ক্রেতা। **ক্রয়বিক্রয়িক, ক্রয়বিক্রয়ী**-ব্যবসায়ী। **ক্রয্য**—কিনিবার বস্তু, পণ্য।

ক্রশিমা—(কৃশ) কৃশতা। **ক্রশিষ্ঠ**—যার-পর-নাই কৃশ। **ক্রশীয়ান্**—কৃশতর, অতিশয় কৃশ।

ক্রস—(ইং cross) ক্রুস দ্রঃ।

ক্রাকচিক—(ক্রকচ + ষ্ণিক) করাতি।

ক্রান্ত—সাধারণতঃ অন্য শব্দের যোগে ব্যবহৃত হয় (অতিক্রান্ত)। **ক্রান্তদর্শী**—অতীতবেদী; সর্বজ্ঞ।

ক্রান্তি—কড়ার তিন ভাগের এক ভাগ, সূক্ষ্ম হিসাব (কড়াক্রান্তি বুঝে পাবে); গমন, সংক্রমণ (সংক্রান্তি)। **ক্রান্তিকক্ষ**—সূর্যের কক্ষ। **ক্রান্তিবলয়,-বৃত্ত,-মণ্ডল**—বিষুবরেখার ২৪° চব্বিশ ডিগ্রী উত্তরে ও দক্ষিণে কল্পিত বৃত্তাকার পরিধি। **ক্রান্তিপাত**—বিষুবরেখা ও ক্রান্তিবৃত্তদ্বয়ের সন্ধিস্থল, পৃথিবী যেখানে আসিলে দিন ও রাত্রি সমান হয়,

equinox। **ক্রান্তিমণ্ডল**—সূর্যের পরিভ্রমণের পথ, the ecliptic।

ক্রায়ক—(ক্রী+ণক) ক্রেতা।

ক্রিকেট—(ইং cricket) সুপরিচিত ক্রীড়া, ব্যাটবল খেলা।

ক্রিমি—কৃমি দ্রঃ।

ক্রিয়া—কার্য, কৃতি, ফলোৎপত্তি, (গমনক্রিয়া ; যন্ত্রের ক্রিয়া ; ঔষধের ক্রিয়া) ; শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান (প্রেতক্রিয়া ; ক্রিয়ালোপ) ; ব্যাকরণে (সকর্মক ক্রিয়া, অকর্মক ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিশেষণ)। **ক্রিয়াকর্ম**—পূজা-পার্বন, শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি। **ক্রিয়াকলাপ**—কার্যকলাপ ; কাণ্ডকারখানা ; ধরণধারণ। **ক্রিয়ান্তর**—অন্যকার্য, কার্য-বিরতি। **ক্রিয়ান্ধ**—একান্ত আনুষ্ঠানিক। **ক্রিয়ান্বিত**—কর্মরত, ধর্মকর্মরত। **ক্রিয়া-ফল**—কর্মফল। **ক্রিয়াবশ**—কর্মপদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কর্মফলের অধীন। **ক্রিয়াবান্**—কর্মনিরত, ধর্মরত। **ক্রিয়ালোপ**—ধর্ম-কর্মের অভাব। **ক্রিয়াশীল**—যে বা যাহা কর্ম করিতেছে। **ক্রিয়াসিদ্ধ**—সিদ্ধহস্ত। **ক্রিয়াসিদ্ধি**—কার্যসিদ্ধি। **ক্রিয়েন্দ্রিয়**—কর্মেন্দ্রিয় (বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ)।

ক্রিশ্চান—খৃষ্টান দ্রঃ।

ক্রীড়ক—যে ক্রীড়া করে, যে খেলা দেখায়। **ক্রীড়ন**—খেলা, লীলা। **ক্রীড়ন, ক্রীড়নক**—খেলনা। **ক্রীড়নিকা**—ধাত্রী, যে শিশুকে খেলা দিয়া আনন্দিত করে।

ক্রীড়া—খেলা ; লীলা (জলক্রীড়া)। **ক্রীড়া-কানন**—প্রমোদোদ্যান। **ক্রীড়াকেতন**—কেলিভবন। **ক্রীড়াকৌতুক**—অতি ঔৎসুক্য ; খেলাধূলা। **ক্রীড়ানারী**—বেশ্যা। **ক্রীড়াবাপী**—যে পুকুরে ক্রীড়ার্থ মৎস্য প্রভৃতি থাকে। **ক্রীড়ারণ**—মিথ্যা যুদ্ধ, mock fight। **ক্রীড়াময়ূর**—ক্রীড়ার্থ পালিত ময়ূর। **ক্রীড়াশৈল**—বিহারশৈল। **ক্রীড়ামৃগ**—ক্রীড়ার্থ পালিত মৃগ ; প্রীজিত ব্যক্তি।

ক্রীত—যাহা ক্রয় করা হইয়াছে, কেনা, (ক্রীত পুত্র)। **ক্রীতক**—ক্রীতদাস, যাবজ্জীবন সেবার জন্য যাহাকে মূল্য দিয়া কেনা হইয়াছে।

ক্রীতদাস—কেনা গোলাম ; কেনা গোলামের মত যাবজ্জীবন অনুরক্ত।

ক্রৌঞ্চবক, ক্রৌঞ্চপর্বত।

ক্রুদ্ধ—কুপিত, ক্রোধান্বিত।

ক্রুশ—(ইং cross) '+' এইরূপ গঠনের কাষ্ঠ যাহাতে যীশুখৃষ্টকে বিদ্ধ করিয়া বধ করা হইয়াছিল।

ক্রুশ,কুরুশ—(ইং crochet) বোনার উপ-যোগী লোহার বা বাঁশের কাঁটা, ইহার মুখ তীক্ষ্ণ এবং এমনভাবে কাটা যে তাহাতে সহজেই সুতা আটকানো যায় (কুরুশ কাঁটা, কুরুশ কাঠি)।

ক্রুষ্ট—ধ্বনিত, আহূত ; রোদন।

ক্রূর—নৃশংস, কঠিনহৃদয়, কুটিল। **ক্রূরতা**—খলতা। **ক্রূরকর্মা**—নৃশংস। **ক্রূরগন্ধ**—গন্ধক। **ক্রূরমতি**—খল, নির্দয়। **ক্রূররব,-রাবী**—দাঁড়কাক। **ক্রূরস্বর**—কর্কশ স্বর। **ক্রূরলোচন**—শনিগ্রহ। **ক্রূরাকৃতি**—ভীষণদর্শন। **ক্রূরাচার**—ক্রূরকর্মা ; নিষ্ঠুর ব্যবহার। **ক্রূরাত্মা**—নির্দয়, খলস্বভাব। **ক্রূরাশয়**—কুটিলমতি ; অপরের ক্ষতির দিকে যাহার মন।

ক্রেতব্য—যাহা কেনা যায় অথবা কেনা উচিত। **ক্রেতা**—ক্রয়কারী, খরিদ্দার। **ক্রেয়**—কিনি-বার যোগ্য, যাহা কেনা উচিত।

ক্রোক—(আঃ কু'রক্') কোরোক, আইনের সাহায্যে সম্পত্তি আটক, attachment.

ক্রোটন—(ইং croton) পাতাবাহার।

ক্রোড়—কোল, ভুজদ্বয়ের মধ্যভাগ ; এক কোটি (ক্রোড়পতি)। **ক্রোড়পত্র**—গ্রন্থ বা সংবাদ-পত্রের অভ্যন্তরস্থ অতিরিক্ত পত্র।

ক্রোধ—(ক্রুধ্+অল্) রোষ, কোপ। **ক্রোধ-কর**—যাহা ক্রোধ উদ্রেক করে। **ক্রোধন**—সহজেই যার রাগ হয়। **ক্রোধবহ্নি, ক্রোধাগ্নি, ক্রোধানল**—ক্রোধরূপ অনল, প্রবল ক্রোধ। **ক্রোধাগার**—গোসাঘর, ক্রোধ জন্মিলে সেকালের সম্ভ্রান্ত নারীরা যে ঘরে শয়ন করিতেন (তথা প্রোৎসাহিতা দেবী গত্বা মন্থরয়া সহ, ক্রোধাগারং বিশালাক্ষী সৌভাগ্য-মদগর্বিতা—রামায়ণ)। **ক্রোধান্ধ**—ক্রোধের ফলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। **ক্রোধালু**—সহজেই যাহার ক্রোধের সঞ্চার হয়। **ক্রোধী**—ক্রোধ-পরবশ (বিপ.—অক্রোধী)। **ক্রোধো-দ্দীপক**—ক্রোধকর। **ক্রোধোপশম**—ক্রোধের হ্রাস, ক্রোধশান্তি।

ক্রোর—কোটি (ক্রোরপতি)।

ক্রোশ—রোদন, আহ্বান ; কোনো কোনো মতে প্রায় চার হাজার হাত, কোন কোন মতে আট হাজার হাত দীর্ঘ পথকে ক্রোশ বলে। **ক্রোশ-ধ্বনি**—যাহার ধ্বনি এক ক্রোশ পর্যন্ত যায়, ঢাক।

ক্রৌঞ্চ—বক বিশেষ, কোঁচবক। স্ত্রী. ক্রৌঞ্চী। **ক্রৌঞ্চপর্বত**—হিমালয়ের অংশ বিশেষ ; দ্বীপবিশেষ। **ক্রৌঞ্চমিথুন**—ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চী। **ক্রৌঞ্চাদন**—ক্রৌঞ্চের খাদ্য, মৃণাল।

ক্রৌর্য—নিষ্ঠুরতা, ভীষণতা।

ক্লক—(ইং clock) বড় ঘড়ি।

ক্লম—ক্লান্তি, অবসন্নতা (বিগতক্লম)। বিণ. ক্লান্ত।

ক্লান্ত—পরিশ্রমে অবসন্ন, tired ("আজকে আমি ক্লান্ত বড় ঘুমাতে চাই, ঘুমাতে চাই")। বি. ক্লান্তি—অবসাদ, পরিশ্রম (ক্লান্তি অপনোদন)। **ক্লান্তিনাশক**—যাহাতে ক্লান্তি দূর হয়।

ক্লাব—(ইং club) আড্ডা ; আখড়া ; খেলা-ধূলার প্রতিষ্ঠান ; সমিতি (পুলিশ-ক্লাব)।

ক্লাস—(ইং class, গ্রাঃ কেলাস) শ্রেণী। (**ক্লাসের ওঁচা**—ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ছেলে) ; রেলগাড়ী জাহাজ ইত্যাদিতে বেশী ভাড়ার বা কম ভাড়ার আসন বা স্থান (থার্ডক্লাসের যাত্রী)।

ক্লাসিক—(ইং classic) প্রামাণ্য সাহিত্য ; উঁচুদরের সাহিত্য, বহুলপ্রশংসিত প্রাচীন সাহিত্য ; গ্রীক ও রোমক সাহিত্য (বাংলা তর্জমা—ধ্রুপদী সাহিত্য)।

ক্লিন্ন—আর্দ্র, ঘর্মাদির দ্বারা সিক্ত, ক্লেদযুক্ত **ক্লিন্ন চক্ষুঃ**—যে চোখ দিয়া জল পড়ে।

ক্লিপ্ত—(সং কৢপ্ত) ছিন্ন, বঞ্চিত।

ক্লিষ্ট, ক্লিশিত—পীড়িত, দুঃখ-দুর্দশা-প্রাপ্ত (কোনোরূপে কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া) ; ম্লান, শুষ্ক (হিমক্লিষ্ট) ; বিশীর্ণ (ক্লিষ্টতনু) ; (অলঙ্কারে) গূঢ়ার্থ বাক্য। **ক্লিশ্যমান**—যে ক্লেশ ভোগ করিতেছে।

ক্লীব—পুরুষহীন, নপুংসক, impotent, হিজড়া ; সাহসহীন, ভীরু, নিরুৎসাহ, অকর্মণ্য। **ক্লীব-লিঙ্গ**—যাহা পুরুষ বা স্ত্রীবাচক নয়, neuter gender। বি. ক্লৈব্য, ক্লীবত্ব।

ক্লেদ—কাদাজল ; ক্ষতনির্গত পুঁজ ; মালিন্য ; কলুষ। বিণ. ক্লেদিত, ক্লিন্ন।

ক্লেশ—কষ্ট, দুঃখ, পরিশ্রম, যন্ত্রণা। বিণ. ক্লেশিত-পীড়িত, ক্লিষ্ট।

ক্লৈব্য—ক্লীবভাব, পৌরুষহীনতা, নিশ্চেষ্টতা, উৎসাহহীনতা (ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ-গীতা ; কল্যাণের পথে ক্লৈব্যবিবর্জিত অগ্রগতি)।

ক্লোম—পিত্তকোষ, মূত্রাশয়, যে যন্ত্র হইতে রস ক্ষরণের ফলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাচিত হয়, pancreas।

ক্বচিৎ—কোথাও, কোন অংশে (ক্বচিৎ উদরে কভুবা ভুরুতে শিহরি উঠিছে বোম—করুণা-নিধান) ; কখনো কখনো, কদাচিৎ, দৈবাৎ কখনো।

ক্বণ—তারের যন্ত্র, ঘণ্টা ইত্যাদির তীক্ষ্ণ ধ্বনি, নিক্বণ। **ক্বণন**—রণন। বিণ. **ক্বণিত—ধ্বনিত,** রণিত শিঞ্জিত, গুঞ্জিত।

ক্বাথ, ক্বথ—সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত ঘন রস, নির্যাস, decoction (মাংসের ক্বাথ)। বিণ. ক্বথিত।

ক্ষ—মিশ্রবর্ণ, 'ক ও ষ' এর যোগে নিষ্পন্ন, বাংলায় শব্দের আদিতে ইহার উচ্চারণ 'খ-'এর মত, মধ্যে ও শেষে 'ক খ' এর মত।

ক্ষওয়া—ক্ষয় পাওয়া, যাহা ক্ষয়িত হইয়াছে।

ক্ষণ—কালের ক্ষুদ্র অংশ, অত্যল্পকাল (ক্ষণভঙ্গুর ; ক্ষণবিধ্বংসী) ; অবসর, কাল (কুক্ষণ ; শুভক্ষণ ; বহুক্ষণ) ; শুভমুহূর্ত (ক্ষণজন্মা) ; উৎসব (গর্ভাধানক্ষণ)। **ক্ষণদ্যুতি, ক্ষণপ্রকাশ, ক্ষণপ্রভা**—বিদ্যুৎ। **ক্ষণবিধ্বংসী, ক্ষণভঙ্গুর**—ক্ষণস্থায়ী। **ক্ষণভোগ্য**—অত্যল্পকালের জন্য ভোগ্য। **ক্ষণবিলম্ব**—ক্ষণমাত্র বিলম্ব। **ক্ষণজন্মা**—বিশেষ ভাগ্যবান্, অসাধারণ গুণবান্ অথবা শক্তিশালী।

ক্ষণদ—গণক ; জল।

ক্ষণদা—বিরামকালদায়িনী, রাত্রি। **ক্ষণদা-কর**—নিশাকর, চন্দ্র। **ক্ষণদাচর**—নিশাচর, রাক্ষস।

ক্ষণিক—ক্ষণস্থায়ী, অল্পক্ষণের জন্য (ক্ষণিক আনন্দ দান করে মাত্র)।

ক্ষণী—অবসরযুক্ত। স্ত্রী. ক্ষণিনী—রাত্রি।

ক্ষত—[ক্ষণ্ (আঘাত করা) +ক্ত] ব্রণ, ক্ষত-স্থান ; যেখানে অস্ত্রের আঘাত করা হইয়াছে ;

আহত বা দষ্ট স্থান ; ছিন্ন, বিদ্ধ, ধ্বস্ত, খণ্ডিত (স্বর্ণচূড় শস্য ক্ষত কুশীদল বলে—মধু)।

ক্ষতচিহ্ন—এক সময় ক্ষত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন। **ক্ষতজ**—ক্ষত হইতে জাত পুঁজ রক্ত। **ক্ষতবিক্ষত**—বহুক্ষতযুক্ত। **ক্ষতব্রত**—যাহার ব্রত নষ্ট হইয়াছে। **ক্ষতাশৌচ**—ক্ষতের জন্য অশৌচ।

ক্ষতি—হানি, অনিষ্ট, লোকসান, অপকার (অনেক টাকা ক্ষতি হ'য়েছে ; পরের ক্ষতির দিকে মন) : অপচয় (ক্ষয়-ক্ষতি)। **ক্ষতিগ্রস্ত**—যাহার লোকসান হইয়াছে ; অপকৃত। **ক্ষতি নাই**—ক্ষতি হইবে এমন বিবেচনা না করা, কুচ্‌পরোয়া নাই। **ক্ষতিপূরণ**—খেসারৎ, compensation। **ক্ষতিবৃদ্ধি**—লাভ-লোকসান (ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—লাভও হইবে না লোকসানও হইবে না, কুচপরোয়া নাই)।

ক্ষত্তা—বর্ণসঙ্কর ; শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার বা ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত সন্তান ; দ্বারবান ; দাসীপুত্র ; সারথি।

ক্ষত্রিয়, ক্ষত্র—(যে ক্ষত হইতে রক্ষা করে) ক্ষত্রিয়জাতি, ভারতীয় আর্যদের দ্বিতীয় বর্ণ। স্ত্রী. ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী (ক্ষত্রিয় জাতীয়া স্ত্রী) ; ক্ষত্রিয়ী—ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী। **ক্ষত্রিয়ধর্ম, ক্ষত্রধর্ম**—ক্ষত্রিয়ের কার্য (শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া, দান, আধিপত্য)। **ক্ষত্রিয়বিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা**—ধনুর্বেদ। **ক্ষত্রান্তক**—ক্ষত্রিয়বিনাশক পরশুরাম। **ক্ষত্রী**—(হিন্দুস্থানীতে ক্ষেত্রী, ছত্রী) ক্ষত্রিয় জাতি। স্ত্রী. ক্ষত্রিণী।

ক্ষন্তব্য—(ক্ষম্+তব্য) ক্ষমার যোগ্য, উপেক্ষার যোগ্য। **ক্ষন্তা**—ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী।

ক্ষপণ, ক্ষপণক—নির্লজ্জ, উলঙ্গ ; প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বিশেষ।

ক্ষপণী—ক্ষেপণী, দাঁড়।

ক্ষপা—(ক্ষপ্—ক্ষেপণ করা) রাত্রি ; হরিদ্রা। **ক্ষপাকর ক্ষপাকান্ত**—চন্দ্র। **ক্ষপাচর**—নিশাচর। **ক্ষপান্ত**—ঊষাকাল। **ক্ষপিত** বিনষ্ট, অতিবাহিত।

ক্ষম—সমর্থ, দক্ষ, যোগ্য, সাধারণত অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে (কার্যক্ষম ; আত্মরক্ষণক্ষম, সহনক্ষম) ; (কাব্যে) ক্ষমা কর (ক্ষমলক্ষ্মি ! ছুঁইনুও দেবআকাঙ্ক্ষিত তনু—মধু)।

ক্ষমতা—শক্তি, যোগ্যতা (কাজের ক্ষমতা) ; সামর্থ্য, প্রভাব, প্রাধান্য (ক্ষমতা জাহির করা)। **ক্ষমতাপন্ন**—শক্তিশালী, শাসনাধিকারযুক্ত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত। **ক্ষমতাশালী**—শক্তিশালী, প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী।

ক্ষমা—অপকার সহ্য করা, মার্জনা, সহিষ্ণুতা। **ক্ষমা করা**—দোষ উপেক্ষা করা, সহ্য করা, কিছু মনে না করা (বিনীত প্রতিবাদে বলা হয়—ক্ষমা করবেন একথা পূর্বে আপনি বলেন নি)। **ক্ষমাগুণ**—ক্ষমা করিবার শক্তি, সহিষ্ণুতা। **ক্ষমা দেওয়া**—(গ্রাম্য-ক্ষেমা দেওয়া), নিরস্ত হওয়া। **ক্ষমাপর, -পরায়ণ**—ক্ষমা করিতে অভ্যস্ত। **ক্ষমা প্রার্থনা**—ত্রুটি স্বীকার, অপরাধের জন্য মার্জনা প্রার্থনা। **ক্ষমাবান্**—ক্ষমাগুণবিশিষ্ট, স্ত্রী. ক্ষমাবতী। **ক্ষমাশীল**—দোষের প্রতি উপেক্ষাশীল। **ক্ষমিতা, ক্ষমী**—ক্ষমাশীল। **ক্ষম্য**—ক্ষন্তব্য, ক্ষমার্হ।

ক্ষয়—(ক্ষি+অল্) বিনাশ, ধ্বংস, পরাজয় (দশের মুখে জয় দশের মুখে ক্ষয়) ; হ্রাস (আয়ুক্ষয়, পাপক্ষয়), ক্ষতি নাশ (ধনক্ষয়) ; অবসান (দিনক্ষয়), শীর্ণতাপ্রাপ্তি (শরীর দিন দিন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে) ; যক্ষ্মা (ক্ষয়রোগ)। **শরীর ক্ষয় করা**—স্বাস্থ্য নষ্ট করা, প্রাণান্ত পরিশ্রম করা। **ক্ষয় পাওয়া**—শীর্ণ হওয়া ; লোপ পাওয়া। **ক্ষয়পক্ষ**—কৃষ্ণপক্ষ। **ক্ষয়মাস**—মলমাস। **ক্ষয়ঙ্কর**—ক্ষয়কারক, corrosive, প্রলয়ঙ্কর। **ক্ষয়া**—ক্ষয়প্রাপ্ত (ক্ষয়া লোহা)। **ক্ষয়িত**—ক্ষয়প্রাপ্ত। **ক্ষয়িষ্ণু**—ক্ষয়শীল, যাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে (ক্ষয়িষ্ণু আদিম জাতি)। **ক্ষয়ী**—ক্ষয়শীল, নশ্বর **ক্ষয়ে যাওয়া**—ক্ষয় হওয়া (জুতার তলা ক্ষয়ে গেছে)।

ক্ষর—(ক্ষর্—ফোঁটা ফোঁটা পড়া) যাহা ক্ষরণশীল, নশ্বর (বিপ.—অক্ষর) ; মোচক (বাংলাতে সাধারণত অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে—মধুক্ষরা) ; যাহা ক্ষরিত হয়, জল। স্ত্রী. ক্ষরা।

ক্ষরণ—বিন্দু বিন্দু করিয়া পড়া, চুয়ানো, exudation নিঃসরণ, ঝরা (রক্তক্ষরণ)। বিণ. ক্ষরিত—নিঃসৃত, স্রুত।

ক্ষাত্র—ক্ষত্রিয়োচিত, ক্ষত্রিয় সম্বন্ধীয়। **ক্ষাত্রধর্ম**—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, যুদ্ধ, দেশরক্ষা, বিপন্নের

ত্রাণ ইত্যাদি। **ক্ষাত্রশক্তি**—রাজ্যের অস্ত্রবল, যুদ্ধ করিবার শক্তি।

ক্ষান্ত—(ক্ষম্+ক্ত) নিবৃত্ত, বিরত ("কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ; ক্ষান্তবর্ষণ"); সহিষ্ণু; ক্ষমাবান। বি. **ক্ষান্তি**—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, বিরতি। **ক্ষান্ত দেওয়া**—নিরস্ত হওয়া, চুপ করিয়া যাওয়া (ও-ত শুনবেই না তুমি বরং ক্ষান্ত দাও)।

ক্ষাম—(ক্ষৈ+ক্ত) ক্ষীণ, কৃশ (ক্ষামোদরী); দুর্বল, কাতর। বি. ক্ষামতা—ক্ষীণতা, কৃশতা।

ক্ষাম্য—ক্ষন্তব্য, উপেক্ষণীয়।

ক্ষার—শুষ্ক লতাপাতা পোড়াইয়া যে ছাই পাওয়া যায়; সাজিমাটি, সোড়া alkali, চুন ইত্যাদি; লবণ। **ক্ষারজল**—লোনাজল। **ক্ষারভূমি**—ক্ষার থাকার দরুন যাহা অজন্মা; সমুদ্রের নিকটস্থ লোনা দেশ। **ক্ষারসমুদ্র**—লবণ-সমুদ্র। **ক্ষারীলুন**—ক্ষারমৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত অপরিষ্কৃত লবণ।

ক্ষারক—কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য যে ক্ষার প্রস্তুত করে, ধোবা; মাছ রাখিবার খালুই।

ক্ষারিত—গলানো, ঝরানো ক্ষারহেতু ক্ষয়প্রাপ্ত; যাহাতে অপরাধের স্পর্শ লাগিয়াছে।

ক্ষালন—[ক্ষাল্—ধৌত করা+অনট্] জলদ্বারা ধৌত করা, শোধন। **দোষক্ষালন**—দোষ কাটানো, দোষের নিরাকরণ। বিণ. ক্ষালিত—প্রক্ষালিত, শোধিত, নিরাকৃত।

ক্ষিত—নাশপ্রাপ্ত। বি ক্ষিতি।

ক্ষিতি—(যেখানে ক্ষয় পায় অথবা বাস করে) পৃথিবী, ভূমিতল। **ক্ষিতিকম্প**—ভূমিকম্প। **ক্ষিতিক্ষিৎ, ক্ষিতিপতি, ক্ষিতিপাল**—রাজা। **ক্ষিতিদেব**—ব্রাহ্মণ। **ক্ষিতিধর,-ভৃৎ**—পর্বত। **ক্ষিতিরুহ**—মহীরুহ। **ক্ষিতিজ**—ভূমিজ; মঙ্গলগ্রহ; কেঁচো, দিগন্ত, horizon। **ক্ষিতিজরেখা**—দিগন্তরেখা, horizontal line। **ক্ষিতিজা**—সীতা।

ক্ষিদে, খিদে—(সং ক্ষুধা) ক্ষুধা (মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত)। **চোখের ক্ষিদে**—প্রকৃত ক্ষুধা নাই শুধু খাদ্যদ্রব্য চোখে দেখার ফলে আহারে আকাঙ্ক্ষা।

[ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত] প্রক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, উন্মত্ত; ক্ষ্যাপা (বাংলায় এই শেষোক্ত অর্থ-ই প্রধান)। **ক্ষিপ্যমাণ**—যাহা নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

ক্ষিপ্র—দ্রুত, সত্বর, ত্বরিত; খিচড়ী। **ক্ষিপ্রকারী**—যে তাড়াতাড়ি কাজ করিতে পারে, লঘুহস্ত: যে পরিণাম না ভাবিয়া তাড়াতাড়ি কাজ করে। বি. **ক্ষিপ্রকারিতা**—দ্রুত কর্মসম্পাদন ক্ষমতা; অবিমৃষ্যকারিতা (বিপরীত—চিরকারী,-কারিতা)। **ক্ষিপ্রগতি, ক্ষিপ্রগামী**—দ্রুতগামী। **ক্ষিপ্রহস্ত**—কাজে যাহার খুব হাত চলে।

ক্ষীণ—(ক্ষি+ক্ত) সূক্ষ্ম (ক্ষীণরেখা); অস্পষ্ট (ক্ষীণ আলোক); ক্ষয়প্রাপ্ত শীর্ণ, কৃশ (ক্ষীণকায়)। **ক্ষীণজীবী**—স্বল্পপ্রাণ। **ক্ষীণদৃষ্টি**—যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, মাত্র কাছের জিনিষ দেখিতে পায়। **ক্ষীণবল**—হীনবল। **ক্ষীণমতি**—অল্পবুদ্ধি, (বুঝিবার শক্তি প্রায় নাই)। **ক্ষীণশক্তি**—হীনবল। **ক্ষীণশ্বাস**—যাহার শ্বাস অতি আস্তে আস্তে চলিতেছে, মুমূর্ষু। **ক্ষীণহাসি**—যে হাসিতে প্রসন্নতা সামান্যই ব্যক্ত হয়। **ক্ষীণাঙ্গী**—তন্বী।

ক্ষীয়মাণ—যাহা ক্ষয়িত হইতেছে (পূর্বপুরুষের ক্ষীয়মাণ গৌরব)।

ক্ষীর—[ঘস (ভোজন করা)+ঈরন্] দুগ্ধ; ঘনদুগ্ধ; চিনিমিশ্রিত ঘন দুধ; চাউল দুধ ও চিনি দিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্ন; জল; নির্যাস। **ক্ষীরকণ্ঠ**—দুগ্ধপোষ্য শিশু। **ক্ষীরখণ্ড**—ক্ষীরের প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিশেষ। **ক্ষীরধাত্রী**—শিশু যে ধাত্রীর দুধ খায়। **ক্ষীরখেলাই**—মুসলমানী মতে অন্নপ্রাশন, চাউল দুগ্ধ ও চিনি দিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্ন শিশুর মুখে দিয়া তাহাকে প্রথমে অন্নে অভ্যস্ত করা হয়। **ক্ষীরপুলি**—ক্ষীরের পুর দিয়া প্রস্তুত পুলি

মোহন—মিঠাই বিশেষ।

দুধের মত স্বাদু জলের সমুদ্র, যে সমুদ্রে বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ান। **ক্ষীরসা**—ঘন ক্ষীর (বাজারে যে ক্ষীরসা পাওয়া যায় তাহাতে ময়দা পালো ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে)। **ক্ষীরা**—খিরা, শসা বিঃ। **ক্ষীরাব্ধি**—ক্ষীরসমুদ্র। **ক্ষীরিণী**—দুগ্ধবতী গাভী। **ক্ষীরী**—বট, অশ্বত্থ, ডুমুর, আকন্দ প্রভৃতি আটাযুক্ত গাছ;

গোস্তন। **ক্ষীরেয়ী**—পায়স। **ক্ষীরোদ**—ক্ষীরসমুদ্র। **ক্ষীরোদধি**—ক্ষীরোদ।

ক্ষুয়া—খুঁয়া দ্রঃ।

ক্ষুণ্ণ—[ক্ষুদ্ (চূর্ণ করা)+ক্ত] দুঃখিত, ক্ষুব্ধ, আহত (বন্ধুর এই উদাসীনতায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন); খণ্ডিত বিনষ্ট (অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য; অক্ষুণ্ণ প্রতাপ); অঙ্গহীন, ব্যাহত (যত অধিকার ক্ষুন্ন না করিয়া কভু কণামাত্র তার সম্পূর্ণ সঁপিয়া দিব—রবি)।

ক্ষুৎ—(ক্ষুধ্) ক্ষুধা (ক্ষুৎপিপাসা—ক্ষুধা ও পিপাসা)। **ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ**—ক্ষুধায় শুষ্ককণ্ঠ।

ক্ষুদ, খুদ—(সং ক্ষুদ্র) তণ্ডুলকণা, ডালের ভাঙ্গা অংশ। বিণ. ক্ষুদিয়া, ক্ষুদে—ছোট (ক্ষুদে অক্ষর; ক্ষুদে শয়তান)। **বিদুরের ক্ষুদ**—শ্রীকৃষ্ণ দাম্ভিক দুর্যোধনের রাজভোগ ত্যাগ করিয়া ভক্ত দরিদ্র বিদুরের ক্ষুদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে, ভক্তের অনাড়ম্বর উপহার।

ক্ষুদ্র—ছোট, নগণ্য (ক্ষুদ্র প্রাণী); নীচ, অধম (ক্ষুদ্রাত্মা); প্রতিপত্তি বা ঐশ্বর্যহীন (ক্ষুদ্র ব্যক্তি); অল্পপরিসর (ক্ষুদ্র গৃহ)। স্ত্রী ক্ষুদ্রা—নটী; মধুমক্ষিকা। **ক্ষুদ্রকায়**—আকারে ছোট। **ক্ষুদ্রচেতা**—ক্ষুদ্রাশয়। **ক্ষুদ্রনাশিক**—খাঁদা-বোঁচা। **ক্ষুদ্রপ্রাণ**—নীচমনা; কৃপণ। **ক্ষুদ্রবুদ্ধি**—নির্বোধ; নৃশংস। **ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র**—অতি ক্ষুদ্র। **ক্ষুদ্রায়তন**—অল্পপরিসর।

ক্ষুদ্বোধ—ক্ষুধাবোধ, ক্ষুধা লাগা।

ক্ষুধা—আহারের ইচ্ছা; প্রবল কামনা (ধনের ক্ষুধা); অভিলাষ, বাঞ্ছা (কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ পীড়ন করিছে তারে—রবি)। **ক্ষুধাতুর**—ক্ষুধার্ত। **ক্ষুধামান্দ্য**—তেমন ক্ষুধা না হওয়া। **ক্ষুধাশান্তি**—আহারের দ্বারা ক্ষুধা প্রশমিত করা। **দৃষ্টিক্ষুধা**—প্রকৃতই ক্ষুধা নাই, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া কিছু লোভ করা, চোখের ক্ষিদে। বিণ. ক্ষুধিত—ক্ষুধাপীড়িত প্রবল-কামনা-যুক্ত (ক্ষুধিত অন্তর-প্রকৃতি; ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো শত্রুর উপরে লাফাইয়া পড়িল)।

ক্ষুন্নিবারণ, ক্ষুন্নিবৃত্তি—ক্ষুধা নিবারণ।

ক্ষুপ—(যাহার শাখায় পাখী ডাকে) বহুশাখা-বিশিষ্ট ছোট গাছ।

ক্ষুব্ধ—(ক্ষুভ্+ক্ত) ক্ষোভযুক্ত, দুঃখিত, ব্যথিত, অশান্ত (ক্ষুব্ধচিত্ত; ক্ষুব্ধ সমুদ্র)।

ক্ষুভিত—অশান্ত, বিচলিত, আলোড়িত (ক্ষুভিত চিত্ত; ক্ষুভিত সাগর)।

ক্ষুমা—রেশম; পাট; শণ; তিসি; মসিনা; আতসী; নীলগাছ। বিণ. ক্ষৌম।

ক্ষুর—(ছেদন করিবার অস্ত্র) সুপরিচিত ক্ষৌরকারের অস্ত্র; গরু ঘোড়া প্রভৃতি পশুর পায়ের নীচের অংশ; খাটের পা (সাধারণতঃ খুরা বা খুরী বলা হয়)। **ক্ষুরকর্ম**—মুণ্ডন। **ক্ষুরধান, ক্ষুরধানী**—নাপিতের ভাঁড়। **ক্ষুরধার**—তীক্ষ্ণ ধার, যাহাদ্বারা সহজেই কাটিয়া ফেলা যায় (ক্ষুরধার পথ—একটু অসাবধান হইলেই যে পথে বিনাশের সম্ভাবনা)। **ক্ষুরী**—ছোট ক্ষুর (তাহা হইতে ছুরি)। এক ক্ষুরে মাথা মুড়নো—মুড়ন দ্রঃ।

ক্ষুরপ্র—তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বিশেষ; খুরপা বা খুরপী, যাহার দ্বারা ঘাস চাঁচিয়া তোলা হয়।

ক্ষুরা—খাটের পা; বাটী, জলপাত্র, কাষ্ঠাসন ইত্যাদির নীচে যে বেড় বা কাঠের টুকরা বসানো হয়।

ক্ষুল্ল—ক্ষুদ্র, কনিষ্ঠ (ক্ষুল্লতাত; ক্ষুল্ল পিতামহ)। **ক্ষুল্লতাত**—পিতৃব্য, খুড়া, চাচা।

ক্ষেউরি—(সং ক্ষৌর) নাপিতের দ্বারা চুল আদি কাটানো (ক্ষেউরি হওয়া, ক্ষেউরি করা)। **ক্ষেউরি বন্ধ হওয়া**—সামাজিক শাস্তি হিসাবে নাপিতের সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া।

ক্ষে—ক্ষয় (গ্রাম্য—শরীর ক্ষে করে কি পেলাম)।

ক্ষেত—ক্ষেত্র দ্রঃ। **ক্ষেত-খামার**—চাষের জমি। **ক্ষেতখোলা**—চাষের জমি ও যেখানে ধান-আদি কাটিয়া আনিয়া জমা করা হয় ও ঝাড়া বা মলন করা হয়। **ক্ষেতপাঁপড়া-পাঁপড়ী**—(ক্ষেত্র পর্পটী)। **ক্ষেতোয়াল**—ক্ষেতের মালিক। **ক্ষেত বুঝে পাট**—ক্ষেত অনুযায়ী চাষ; দেশকাল বিচার করিয়া কাজ করা। **ক্ষেতে আজ্ঞায় কপালে ফলে**—ক্ষেতে রোপনাদি যথাবিহিত ভাবে করিতে হয় কিন্তু ভাল শস্যলাভ হয় কপালের গুণে।

ক্ষেতি—(সং ক্ষতি) ক্ষতি, গ্রাম্য ভাষায় কথিত (ক্ষেতিটা কি—খারাপ কিছুই হবে না; ক্ষেতির কপাল—মন্দভাগা); চাষ আবাদ (ক্ষেতি করা)।

ক্ষেত্র—ভূমিখণ্ড, মাঠ, field (সভাক্ষেত্র,

; উৎপত্তিস্থান (কৃষিক্ষেত্র ; শরীর আধিব্যাধির ক্ষেত্র); তীর্থস্থান ; স্থান, অবস্থা (কর্মক্ষেত্র ; এক্ষেত্রে পলায়ন কর্তব্য); (জ্যামিতিতে) সরল বা বক্ররেখার দ্বারা বেষ্টিত স্থান ; ভার্যা (ক্ষেত্রজ পুত্র)। **ক্ষেত্রকর্ম**—কৃষিকর্ম। **ক্ষেত্রগণিত**—জ্যামিতি, ত্রিকোণামিতি। **ক্ষেত্রজ**—ভার্যার গর্ভে অপরের দ্বারা উৎপাদিত পুত্র। **ক্ষেত্রজ্ঞ**—যিনি স্থান কাল বিচার করিয়া কাজ করিতে দক্ষ, কার্যকুশল ; পরমাত্মা। **ক্ষেত্রতত্ত্ব**—জ্যামিতি। **ক্ষেত্রপতি**—জমির মালিক। **ক্ষেত্রপর্পট,-টী**—ক্ষেতপাপড়া। **ক্ষেত্রপাল**—শস্তরক্ষক ; মহাদেব ; ঔষধ বিশেষ, বন্ধ্যানারীরা ব্যবহার করে। **ক্ষেত্রফল**—জমির কালি, area। **ক্ষেত্রবিদ্**—ক্ষেত্রজ্ঞ ; জীবাত্মা। **ক্ষেত্রসম্ভব**—ক্ষেত্র হইতে সম্ভূত, পত্নী হইতে জাত। **ক্ষেত্রসীমা**—যাহা এক ক্ষেত্রকে অন্য ক্ষেত্র হইতে পৃথক করে, জমির সীমানা। **ক্ষেত্রাজীব**—কৃষি যাহার জীবিকা। **ক্ষেত্রাধিপ**—ক্ষেত্রস্বামী, জমিদার ; তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ক্ষেত্রি,-ত্রী—ক্ষত্রিয়, ছত্রী। **ক্ষেত্রী**—ক্ষেত্রস্বামী : স্বামী (বীজী ও ক্ষেত্রী)।

ক্ষেত্রিয়—দুশ্চিকিৎস্য, অন্যের শরীরে ব্যাধি সংক্রমিত করিয়া যাহার চিকিৎসা করা হয় ; পারদারিক।

ক্ষেপ—ছুঁড়িয়া ফেলা, চালনা করা (শরক্ষেপ); অতিক্রম, যাপন (কালক্ষেপ); সঞ্চার, বিন্যাস (দৃষ্টিক্ষেপ); সঞ্চালন, চালান (পদক্ষেপ : নৌকার ক্ষেপ); নৌকা ও গাড়ীর মাল লইয়া যাত্রা (ক্ষেপ দেওয়া) ; একবারে বহনীয় মাল (এ মাল চার ক্ষেপ হবে)। খেপ দ্রঃ।

ক্ষেপণ—(ক্ষিপ্ + অনট্) নিক্ষেপ ; যাপন (সময় ক্ষেপণ)। বিণ. ক্ষেপণীয়—ক্ষেপণযোগ্য।

ক্ষেপণি,-ণী—নৌকার দাঁড় ; ক্ষেপলা জাল।

ক্ষেপলা—জাল বিশেষ, ইহা এমন করিয়া ঝাঁকি দিয়া ফেলা হয় যে অনেকটা জায়গায় ছড়াইয়া পড়ে।

ক্ষেপা, ক্ষ্যাপা, খেপা—(সং ক্ষিপ্ত) পাগল, উন্মত্ত, পাগলাটে (ক্ষেপা ছেলে) ; খেয়ালী, ভাববিহ্বল (ক্ষেপাবাবু ; "ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশ পাথর")। স্ত্রী. ক্ষেপী—আবদারে মেয়ের আদরের ডাক নাম।

ক্ষেপানো—উস্কানি দেওয়া, উত্তেজিত করা (ছেলে ক্ষেপানো) ; যে কথায় যে চটে সেই কথা বলিয়া তাহাকে উত্যক্ত করা, ক্ষ্যাপা লোককে আরও উত্তেজিত করা। **ক্ষেপিয়া যাওয়া**—ক্ষিপ্ত হওয়া, কাণ্ডজ্ঞানহীন হওয়া (বুড়ো বিয়ের জন্য ক্ষেপে গেছে)।

ক্ষেপামো,-মি—ক্ষিপ্তের ব্যবহার, উন্মাদের মত অসঙ্গত আচরণ। (শিশুদের ক্ষেত্রে-ভিন্ন ক্ষেপামি সাধারণতঃ নিন্দিত, কিন্তু 'পাগলামি' কখনো কখনো সমাদরজ্ঞাপক)।

ক্ষেপ্তা—নিক্ষেপকারী।

ক্ষেম—(ক্ষি + ম) যাহা দুঃখ নাশ করে, মঙ্গল, শুভ (ক্ষেমঙ্কর) ; লব্ধ বস্তুর সযত্নে রক্ষণ ; মোক্ষ, নির্বাণ। **ক্ষেমকর,-কার,-কৃৎ**—মঙ্গলকর, হিতকর। **ক্ষেমবান্**—কুশলী। **ক্ষেমঙ্কর**—হিতকর, শুভকারক। স্ত্রী. ক্ষেমঙ্করী—কল্যাণদাত্রী দেবী ; দুর্গা, কালী। **ক্ষেমদর্শী**—কল্যাণের দিকে যাহার দৃষ্টি। **ক্ষেমশূর**—যেখানে বিপদের সম্ভাবনা নাই সেখানে যে বীরত্ব দেখায়। **ক্ষেম্য**—হিতকর, স্বাস্থ্যজনক (ক্ষেম্যদেশ)।

ক্ষেয়া—খেয়া দ্রঃ।

ক্ষেয়ারি,-রী—যে খেয়া পারাপার করায়।

ক্ষোণি,-ণী—পৃথিবী, ভূমি।

ক্ষোদন—প্রস্তরাদিতে অক্ষর লেখা, engraving। বিণ. ক্ষোদিত—উৎকীর্ণ। খোদিত দ্রঃ।

ক্ষোভ—(ক্ষুভ্ + অল্) মনঃকষ্ট, দুঃখ, আন্দোলন. আলোড়ন (সমুদ্রের ক্ষোভ)। **ক্ষোভক, ক্ষোভণ**—চাঞ্চল্য অথবা বিক্ষোভ সৃষ্টিকারক। বিণ. ক্ষোভিত—পীড়িত, দুঃখিত, সঞ্চালিত, আন্দোলিত।

ক্ষোম—চিলে কোঠা।

ক্ষৌণি, ক্ষৌণী—পৃথিবী। **ক্ষৌণিপতি,-ভুক্**—রাজা। **ক্ষৌণিপ্রাচীর**—সমুদ্র। **ক্ষৌণিবিদ্যা**—ভূতত্ত্ব, geology।

ক্ষৌদ্র—(ক্ষুদ্রা অর্থাৎ মধুমক্ষিকা কর্তৃক কৃত) মধু ; ক্ষুদ্রতা. নীচতা ; চম্পক বৃক্ষ ; বর্ণসঙ্কর জাতি, বিঃ। **ক্ষৌদ্রজ**—মোম। **ক্ষৌদ্রপটল**—মৌচাক। **ক্ষৌদ্রেয়**—মধু সম্বন্ধীয়, মোম।

ক্ষৌম—মসিনার তেল ; পট্টবস্ত্র ; শণ হইতে প্রস্তুত কাপড় ; চিলে কোঠা। **ক্ষৌমজ**—মসিনা।

ক্ষৌর,-রি,-রী—ক্ষৌরকর্ম, মুণ্ডন, ক্ষেউরি। **ক্ষৌরিক**—নাপিত।

খ

খ—ব্যঞ্জন-বর্ণমালার ক-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ—জিহ্বা-মূলীয়, মহাপ্রাণ, অঘোষ।

খ—আকাশ, নভঃ (খগোল; খদ্যোত; খপুষ্প)।

খই, খৈ—(সং খদিকা) বালি দিয়া অথবা কাটখোলায় ভাজিয়া প্রস্তুত সুপরিচিত খাদ্য, লাজ (ধানের, ভুট্টার, ঢেঁপের খই): খইয়ের আকৃতি-বিশিষ্ট অন্যান্য বস্তু (সোহাগার খই)। **খই-চালা**—খই হইতে তুষ অফোটা খই ইত্যাদি পৃথক করিবার চালনী। **খইচুর**—মোয়া বিশেষ। **খই ঢেকুর, খইয়া ঢেকুর**—অজীর্ণজনিত চোঁয়া ঢেকুর। **খইয়া বা খয়ে'**—খইসম্পর্কিত অথবা খইএর মত দেখিতে (খইয়া গোলা; খইয়া গোখুর)। **খইয়া ধান, খৈয়ান ধান**—যে ধানে ভাল খই হয়। **খইয়া বাঁধনে পড়া**—ঘরের খুঁটির দুই পাশ দিয়া হাত বাড়াইয়া খই লইয়া তাঁতী উভয়সঙ্কটে পড়িয়াছিল, তাহা হইতে, কিং-কর্তব্যবিমূঢ় ভাব। **মুখে খই ফুটা**—অনর্গল-ভাবে চমকপ্রদ রসাল বা বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা বলা। **খই ফুটিয়া থাকা**—বহু সাদা বা উজ্জ্বল ক্ষুদ্র বস্তুর একত্র সমাবেশ (আজ আকাশে তারার খই ফুটেছে)।

খইনি—চুন দিয়া প্রস্তুত শুকনা তামাকপাতা।

খইল—তিল সরিষা ইত্যাদি হইতে তেল বাহির করিয়া লইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে; কাণের ভিতরকার ময়লা।

খএর, খয়ের—(সং খদির) খদির বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত নির্যাস (গ্রাম্য খর)। **খএর কাঠ**—খদির কাষ্ঠ। **খয়েরের টিপ**—খয়ের গুলিয়া যে তিলক পরা হয়। **খয়েরী, খয়রা**—খয়ের বর্ণের।

খওয়া, ক্ষওয়া—ক্ষয়প্রাপ্ত।

খক্—কাশির শব্দ। **খক্ খক্**—বার বার কাশার শব্দ। বি. খক্-খকানি।

খকুন্তল—আকাশ যার কুন্তল, শিব।

খগ—(উপতৎ) আকাশগামী: পক্ষী, বায়ু, গ্রহ, বাণ, দেবতা, কিন্তু বাংলায় সাধারণতঃ পক্ষীই বুঝায়। **খগগতি**—পক্ষীর আকাশে উড়িবার বিভিন্ন ভঙ্গি। **খগপতি,-বর,-মণি,-রাজ**—গরুড়। **খগান্তক**—(ষষ্ঠী-তৎ) বাজপাখী।

খগা-বগা—বগা অর্থাৎ বক লম্বা পা বাড়াইয়া যেরূপ বিশ্রীভাবে চলে, তাহা হইতে, বিশ্রী বিশৃঙ্খল, বিশ্রী হস্তাক্ষরবিশিষ্ট, অতি অসম্পূর্ণ প্রভৃতি বুঝায় (লেখাপড়া জানে খগা-বগা)। **খগাসন**—গরুড় বাহন যার, বিষ্ণু (বংশী)।

খগোল—নভোমণ্ডল; গ্রহনক্ষত্রাদির প্রতিরূপ-যুক্ত গোলক। **খগোলবিদ্যা**—গ্রহনক্ষত্রাদি সম্পর্কিত বিদ্যা, astronomy.

খচ্—দেহের কোন অঙ্গে হঠাৎ কাঁটা বেঁধা সম্বন্ধে বলা হয়। **খচ্ খচ্**—বারবার কাঁটা বেঁধা বা তজ্জাতীয় ক্লেশকর অনুভূতি। **খচাৎ**—হঠাৎ অনেকখানি বিঁধিয়া যাওয়া সম্বন্ধে বলা হয়।

খচড়া—খচ্চর, দুষ্ট, দুষ্টামি নষ্টামি যার স্বভাব। বি. খচড়ামো।

খচ্ মচ্—করতালের শব্দ বিরক্তিকর বা গোল-মেলে ব্যাপার। **খচমচানো**—খচমচ্ শব্দ করা। **খচরমচর**—করতালের শব্দ।

খচর—(উপতৎ) আকাশচারী, বায়ু, মেঘ, গ্রহ, সূর্য, রাক্ষস, পক্ষী; খচ্চর, নীচ বা দুষ্টপ্রকৃতির লোক।

খচাখচ্—খচ দ্রঃ।

খচারী—আকাশচারী পক্ষী প্রভৃতি।

খচিত—ভূষিত, বিন্যস্ত, গ্রথিত (তারকাখচিত নৈশ আকাশ)।

খচ্চর—অশ্বতর; দুষ্ট প্রকৃতির। **তিলে খচ্চর**—খুব পাজি।

খজ্যোতিঃ—জোনাকি।

খঞ্চা, খাঞ্চা—(ফা. খান্‌চা) বারকোশ, বড় থালা, tray. **খুঞ্চী**—ছোট বারকোশ। **খঞ্চাপোষ**—খঞ্চা ঢাকিবার সূতার বা উলে-বোনা আবরণ।

খঞ্জ, খঞ্জক—(সং) খোঁড়া, যাহার স্বাভাবিক হাঁটিবার শক্তি নাই। বি. খঞ্জতা, lameness।

ন—পক্ষী-বিশেষ, ইহারা চঞ্চল ও সব সময় পুচ্ছ নাচায়, wagtail। **খঞ্জন-আঁখি**—যাহার (যে স্ত্রীর) চোখ খঞ্জনের মত সুন্দর। **খঞ্জনগঞ্জন**—যাহা খঞ্জনকে লজ্জা দেয়।

খঞ্জনা—খঞ্জন জাতীয় পক্ষী; কাদাখোঁচা। **খঞ্জনাসন**—যোগাসন-বিশেষ।

খঞ্জনি,-নী,-রী—ক্ষুদ্র বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, ইহার এক মুখ খোলা ও অপর মুখ চামড়া দিয়া মোড়া, ইহাতে করতাল লাগানো থাকে।

খঞ্জর—(আঃ) ছোরা (খঞ্জরে ঝরে গর্জুরসম হেথা লাখো দেশভক্তশির—নজরুল)।

খট—ধ্বন্যাত্মক শব্দ, কঠিন দ্রব্যের পরস্পর আঘাতজনিত অপেক্ষাকৃত অমুচ্চ শব্দ। **খট্‌খটানি**—খট্‌খট্ শব্দ করা। **খটাস, খটাৎ**—'খট' ধ্বনির ব্যাপক ও উচ্চতর রূপ। **খুট্**—মৃদু খট্। **খুটুর খুটুর**—ক্রমাগত মৃদু খুট্ খুট্ শব্দ।

খটক—(সং) যাহার হাত বাঁকা।

খটকা—সংশয়, দ্বিধা (তুমি ত বললে, তবু মনে একটা খটকা থেকে যাচ্ছে)।

খটক্কিকা—খিড়কি।

খট্‌খট্—খট দ্রঃ;. হাসির শব্দ, বিশেষত শিশুর হাসির।

খটখটিয়া, খটখটে—শুষ্ক ও কঠিন, আঘাত দিলে খট খট শব্দ করে (শীতের খটখটে পথ); জড়তাবর্জিত (একদিন উপবাসের পরে শরীরটা বেশ খটখটে হ'য়েছে)। **খটখটে রোদ**—ঝরঝরে পরিবেশে উজ্জ্বল উপভোগ্য রৌদ্র।

খটমট—গর্বিত পাদক্ষেপজাত জুতার গোড়ালির শব্দ; কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি।

খটমটি—বিরোধ, ঝগড়া। **খটর-খটর,-মটর**—ক্রমাগত মৃদু খটখট শব্দ।

খটাখট—কঠিন বস্তুতে কঠিন বস্তুর ক্রমাগত আঘাতের শব্দ (কামারশালের খটাখট)।

খটাৎ—খট দ্রঃ; ঈষৎ ব্যাপক খটশব্দ।

খটাশ,-স—(সং খট্টাস) জন্তু-বিশেষ (কোন কোন অঞ্চলে খাটাস বলে); উচ্চতর ও ব্যাপকতর খট শব্দ; খট দ্রঃ।

খটি—শিশুর আব্দার, কোট, জিদ।

খটি,-টী—ভাণ্ডার, আড়ৎ, আড্ডা।

খটি,-টী, খটিকা—(সং কঠিনী) খড়িমাটি।

খটেল—খুঁৎ ধরাই যার স্বভাব।

খট্টা—(সং) খাট, পর্যঙ্ক, ঠাকুরের সিংহাসন, মড়ার খাট। **খট্টাঙ্গ**—খাটের খুরা; মুদ্গর-জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ। **খট্টাপদ**—খড়মপেয়ে।

খট্টাশ,-স—খটাস বা খাটাস, গায়ের গন্ধের জন্য প্রসিদ্ধ, pole cat।

খট্টিক—যাহারা পাখী মারিয়া জীবিকা অর্জন করে, ব্যাধ।

খট্টিকা—খাটিয়া, মড়ার খাটিয়া।

খট্বিকা—(সং) পালঙ, খাট। **খট্বাকা, খট্টিকা**—ছোটখাট, খাটিয়া। **খট্বাঙ্গ**—খাটের পায়া; মুদ্গরজাতীয় অস্ত্র-বিশেষ। **খট্বাঙ্গধর**—শিব। স্ত্রী. খট্বাঙ্গধারিণী। **খট্বারূঢ়**—যে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য ত্যাগ করিয়া খট্বারোহণ করিয়াছেন, তাহা হইতে, ব্রতত্যাগী, বিবেচনাহীন, অবিনীত।

খড, খদ—উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে গভীর নিম্নভূমি, gorge।

খড়—উলু-ড় যাহা দিয়া ঘর ছাওয়া হয়; শুষ্ক ঘাস; শুষ্ক ও শস্যহীন ধানগাছ, বিচালি। **খড়কুটা**—খড় ও সেই জাতীয় শুষ্ক তৃণ ও সরু ডাল ইত্যাদি (খড়কুটা দিয়া তৈরী পাখীর বাসা; জলে খড়-কুটা ভাসছে)। **খোড়ো ঘর**—খড় দিয়া ছাওয়া ঘর। **খড়ের আগুন**—যাহা সহজেই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে ও সহজেই নিভিয়া যায়।

খড়কি—(সং খড়কী) খিড়কি।

খড়কিয়া, খড়কে—তৃণের বিশেষতঃ উলুখড়ের অপেক্ষাকৃত কঠিন অংশ, ক্ষুদ্র সরু শলাকা। **খড়কে খাওয়া,-লওয়া,-করা**—আহারের পরে খড়কে দিয়া দাঁতের ফাঁক হইতে অন্ন ইত্যাদির কণিকা বাহির করিয়া ফেলা। **খড়কে বাটা**—এক শ্রেণীর ছোট বাটা। **কাণখড়কে**—যাহার শ্রবণশক্তি প্রখর।

খড়ক্কিকা, খড়ক্কী—খিড়কির দরজা, খটক্কিকা।

খড়খড়—শুষ্ক পত্র তৃণ ইত্যাদির মধ্যে সরীসৃপের সঞ্চরণ শব্দ। **খড়খড়ি**—(খুলিবার বা বন্ধ করিবার সময় খড় খড় করে বলিয়া) ঝিলমিল্, shutters। **খড়খড়ে**—যাহার কাণ খুব সজাগ (কাণ খড়খড়ে); খটখটে।

খড়ম—সুপরিচিত কাঠের জুতা। **খড়মপা,-পেয়ে**—যাহার পায়ের মধ্যস্থল মাটি স্পর্শ

করে না, মেয়েদের পক্ষে ইহাকে অশুভলক্ষণ জ্ঞান করা হয়। **খড়ম পেটা করা**—জুতোপেটা করার তুল্য।

খড়মড়—কাগজ বা মাড় দেওয়া কাপড় ইত্যাদি নাড়াচাড়ার শব্দ। **খড়মড়ি**—খড়মড় শব্দ করা।

খড়রা—ঘোড়ার গা ঘষার জন্য লোহার চিরুণী।

খড়া—গাঁথনি-করা ইট পাথর ইত্যাদির জোড়ের মুখ; ফাঁক, মাপের পাত্রের গায়ের দাগ (খড়াসই—মাপের চিহ্ন পর্যন্ত)। **খড়ামারা**—চুন সুর্কি ইত্যাদি দিয়া ইটের জোড়ের মুখ বন্ধ করা।

খড়ি,-ড়ী—খড়িমাটি, শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা বিশেষ, chalk, শিল্পচাতুর্য, পরামর্শ; ইন্ধন; অঙ্ক (খড়ি পাতা—খড়ি দ্বারা অঙ্ক কষা)। **খড়ি উড়া,-উঠা**—তেল না দিলে শরীরের চামড়ায় যে সাদা সাদা দাগ দেখা দেয়, খুসকি উঠা। **ফুলখড়ি**—মোলায়েম খড়ি। **হাতে-খড়ি**—খড়ি দিয়া শিশুর মাটির উপরে প্রথম অক্ষর লেখারূপ সংস্কার (পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁর হাতে-খড়ি হয়); প্রথম শিক্ষা, শিক্ষানবিশি (সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আপনার কাছেইত আমার হাতে-খড়ি)।

খড়িকা—খড়কে।

খড়িটি, খড়ুটি—খড়মিশ্রিত মাটির প্রলেপ। **খড়িটি করা**—দেওয়ালে খড়িটি দিয়া লেপ দেওয়া, ইহাতে মাটির দেওয়াল মজবুত হয়।

খড়িমাটি—খড়ি, chalk।

খড়িশ, খরিশ,-স—কেউটে সাপ।

খড়ুয়া, খড়ো, খোড়ো—খড়নির্মিত (খড়ো ঘর—যে ঘরের চাল খড় দিয়া ছাওয়া)।

খড়্গ—(সং) খাঁড়া, তরবারি, গণ্ডারের শৃঙ্গ। **খড়্গকোশ**—খড়্গের বা তলোয়ারের খাপ। **খড়্গধেনু**—ছোট খড়্গ বা ছোরা। **খড়্গনাসা**—যাহার নাকের আগা খড়্গের আগার মত সূক্ষ্ম ও বক্র। **খড়্গপত্র**—খড়্গের পাতা, sword-blade; ঢাল। **খড়্গপাণি**—খড়্গধারী, প্রবল প্রতিরোধ বা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত। **খড়্গপিধান**—খড়্গকোষ। **খড়্গপুত্র**—অসিপুত্রিকা, ছোরা। **খড়্গফল,-ফলক**—খড়্গকোষ **খড়্গ মাংস**—গণ্ডারের মাংস। **খড়্গবিদ্যা**—অসিচালনবিদ্যা। **খড়্গমৃগ**—গণ্ডার। **খড়্গহস্ত**—অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত, মারমুখো, অত্যন্ত চটা।

খড়্গী—খড়্গধারী; গণ্ডার।

খণ—ক্ষণ। (ক্ষণ দ্রঃ)।

খণিক—ক্ষণিক দ্রঃ। **খণিকে**—অল্পক্ষণে।

খণ্ড—(সং) অংশ, টুকরা (মাংস খণ্ড); পুস্তকের অংশ (নৌকাখণ্ড); চোর, দুষ্ট-প্রকৃতির লোক; দুর্ভাগ্য (খণ্ডকপালিনী); দেশ, অধিকার (শ্রীখণ্ড, রাজখণ্ড); মিছরি, শক্ত গুড়, মিঠাই। **খণ্ড কথা**—ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা। **খণ্ডকাব্য**—বৈচিত্র্যে ও দৈর্ঘ্যে যাহা মহাকাব্যের মত নয়। **খণ্ডখণ্ড**—টুকরা টুকরা, অংশে বিভক্ত। **খণ্ডগিরি**—উড়িষ্যার পাহাড় বিঃ। **খণ্ডজ**—গুড়। **খণ্ডপরশু**—মহাদেব, পরশুরাম। **খণ্ডপূজা**—অঙ্গহীন পূজা। **খণ্ডপ্রলয়**—আংশিক প্রলয় বা উলটপালট; বিষম ঝগড়া, দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুনোখুনি ইত্যাদি। **খণ্ডবিখণ্ড**—ছিন্নভিন্ন। **খণ্ডব্রত**—অপূর্ণাঙ্গ ব্রত। বিণ. খণ্ডা, খণ্ডিত।

খণ্ডন—নাশক (স্মরগরলখণ্ডন); ক্ষয়, ভঞ্জন, নিরাকরণ (বিধিলিপি খণ্ডন করবে কে); অপ্রমাণ করা (যুক্তি খণ্ডন করা)। **খণ্ডনীয়**—নিরাকরণযোগ্য, অপ্রমাণের যোগ্য।

খণ্ডা, খাণ্ডা—খাঁড়া। **খণ্ডাতি**—খড়্গধারী।

খণ্ডানো—প্রতিহত করা প্রতিকার করা, দূর করা, ঘুচানো ('অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল')। **খণ্ডাখণ্ডি**—পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ, ঝগড়া-ঝাঁটি।

খণ্ডাভ্র—ছিন্নমেঘ। **খণ্ডামলক**—আমলকী-খণ্ড, আমলকীর মোরব্বা।

খণ্ডিত—দ্বিখণ্ডিত, ভগ্ন, কর্তিত, বিভক্ত (অখণ্ডিত পতিপ্রেম), ত্রুটিযুক্ত (খণ্ডিত ব্রহ্মচর্য)। **খণ্ডিতক্ষুর**—গরু মহিষ প্রভৃতি পশু। **খণ্ডিতা**—স্বামীকে অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত দেখিয়া অপমানিতা ও কুপিতা স্ত্রী।

খণ্ড্য—খণ্ডনীয়।

খত, খৎ—(আঃ খৎ) পত্র, হস্তলিপি; তমসুক (বন্ধকী খৎ); প্রতিজ্ঞাপত্র। (**দাসখৎ**—দাসত্ব স্বীকার করিলাম এই মর্মে স্বীকারপত্র, সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার)। **নাকে খৎ**—ভুল স্বীকার বা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ

ভূমিতে নাক ঘর্ষণ; পুনরায় অপরাধ হইবে না এরূপ অঙ্গীকার ও নতি স্বীকার। **ফারখৎ**—ত্যাগপত্র, তালাক। **বন্ধকী খৎ**—কিছু বন্ধক রাখিয়া টাকা লওয়া হইল এরূপ স্বীকার পত্র। খোশ খৎ—খোশ দ্রঃ।

খৎনা—(আঃ খ'ৎনা) ত্বক্‌ছেদ-সংস্কার; circumcision।

খৎবা—খোৎবা দ্রঃ।

খতম—(আঃ খ'তম্) শেষ, নিঃশেষ, সমাপ্ত (বাপ যা টাকা রেখে গিয়েছিল তা এক বৎসরেই খতম: তদন্ত খতম হইয়াছে)। **খতম করা**—শেষ করা, নষ্ট করা, সাবাড় করা, মারিয়া ফেলা (কাজের দফা খতম করা হয়েছে; রায়বাবুরা এইবার খুশী হইবেন কেননা তাঁদের শত্রুকে খতম করা হইয়াছে)। **খতম পড়ানো**—মৃতের কল্যাণার্থ সমগ্র কোরআন পাঠ করানো।

খতরা—(আঃ খ'ৎ'রহ্) বিপদ, ভয় (এপথে জানের খতরা আছে)।

খতানো—(খতিয়ান) হিসাব করা, লাভ লোকসান বিচার করা, বুঝিয়া দেখা (একাজের পরিণতি কি তা একবার খতিয়ে দেখো)।

খতিব—(আঃ খ'ত'ীব) খোতবা পাঠকারী। খোত্‌বা দ্রঃ। **খতিবি**—খতিবের কাজ।

খতিয়ান, খতেন—খাজনা ও আদায়-উশুলের বিস্তৃত জমা-খরচ, ledger book। **খতিয়ান করা**—বিস্তৃত জমা খরচের বিবরণ তৈরি করা।

খতো, খতুয়া—জীর্ণ, ক্ষয়প্রাপ্ত (খতো কাঠ)। **খতোধরা**—জীর্ণ, ছাতা ধরা।

খত্তাল—কাঁসার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

খদি, খদিকা—খৈ।

খদির—খয়ের গাছ, উক্ত গাছের নির্যাস, খয়ের। **খদিরক্বাথ**—খদিরের নির্যাস। **খদিরিকা**—লাক্ষা; লজ্জাবতী লতা।

খদ্দর—চরকা-কাটা সুতা হইতে বোনা কাপড়। **খদ্দরধারী**—কংগ্রেসকর্মী।

খদ্দের—(ফাঃ খ'রীদার) খরিদ্দার, ক্রেতা, পাইবার জন্য আগ্রহশীল ও সেজন্য টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত (এ মালের বহু খদ্দের)।

খদ্যোৎ, খদ্যোতিকা—জোনাকি; যে আকাশ দীপ্ত করে (এই অর্থে খদ্যোৎ, খদ্যোতন=সূর্য)।

খধূপ—যাহা আকাশের ধূপের মত, হাউই।

খনন—খোঁড়া, গর্ত করা। **খনক, খনৎকার, খননকারী**—যে খনন করে। **খনিত, খাত**—যাহা খনন করা হইয়াছে। **খননীয়**—খননযোগ্য। **খনয়িত্রী**—যে (স্ত্রী) খনন করায়; খন্তা।

খনখন—কাঁসি প্রভৃতি বাদ্যের তীক্ষ্ণ উচ্চধ্বনি-জ্ঞাপক।

খনা—যে নাকিসুরে কথা বলে; বিখ্যাত নারী জ্যোতিষী। **খনার বচন**—শুভাশুভ বিষয়ক কতিপয় সুপরিচিত প্রবচন, খনা এই সমস্তের রচয়িত্রী ইহাই জনপ্রসিদ্ধি।

খনি,-নী—ধাতু রত্ন ইত্যাদি লাভের জন্য যাহা খনন করা হয়, আকর। **খনিজ**—যাহা খনি হইতে পাওয়া যায়, mineral. **খনিত**—খনন দ্রঃ।

খনিত্র—খন্তা।

খন্তা, খন্তিক, খোন্তা—(সং খনিত্র) যদ্দ্বারা খনন করা হয় (রন্ধন কার্যে ব্যবহৃত ছোট খন্তাকে খুন্তি বলে)।

খন্দ—ফসল (রবিখন্দ)। **খন্দপূজা**—খন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা। **খন্দমাল**—মুগ মটর প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য।

খন্দক—(আঃ খ'ন্দক্) বড় গর্ত, trench। (**খন্দকের যুদ্ধ**—এই যুদ্ধে হজরৎ মোহাম্মদ খন্দক কাটাইয়া মদিনা রক্ষা করিয়াছিলেন)।

খন্দকার—খোন্দকার দ্রঃ।

খপ—(সং ক্ষিপ্র) অতর্কিতভাবে, হঠাৎ (খপ্ করিয়া হাত ধরিল)। **খপখপানি**—মনের ভিতরকার অস্বস্তি, বুক ধড়াস-ধড়াস ভাব। **খপাৎ**—হঠাৎ।

খপরা, খাপরা—(সং খর্পর) খোলা, টালি (খাপরার ঘর); ভাঙা হাঁড়ির কানা (পয়সা-গুলোকে খাপরা ভেবোনা)।

খপুর—মাটির কলসী; পান-সুপারি ইত্যাদি রাখিবার ডাবর; সুপারি গাছ; আকাশে কল্পিত নগর বা অট্টালিকা, castle in the air.

খপুষ্প—আকাশকুসুম, অলীক কল্পনা।

খপোত—আকাশযান, aeroplane, বিমান।

খপ্পর—(সং, খর্পর) ফাঁদ, ছলনাজাল (তার খপ্পরে পড়লে রক্ষা নেই)।

খপ্‌সুরৎ—খুবসুরৎ দ্রঃ।
খফা—খাপা দ্রঃ।
খবর, খপর—(আঃ খ'ব্‌র্‌) সংবাদ, বৃত্তান্ত (খবরের কাগজ); শুভাশুভ বিষয়ক সংবাদ (সে গেছে কাল সকালে এ পর্যন্ত তার কোন খবর নাই)। হুঁস, দৃষ্টি (আমি মরলাম কি বাঁচলাম সে খবর কে রাখে)। **খবরগীর**—সংবাদবাহক, চর, গোয়েন্দা: বি. খবরগীরি। **খবরদার**—সাবধান, হুঁসিয়ার, অবহিত। বি. খবরদারি—তত্ত্বাবধান, মনযোগ, সাবধানতা। **খবর রাখা**—সন্ধান রাখা, ওয়াকিফহাল হওয়া। **খবর লওয়া**—সংবাদ জানা, তত্ত্বাবধান করা। **খবর হওয়া**—সংবাদ পৌছা, সাড়া জাগা (আপ্‌ মেল আসছে খবর হ'য়েছে)। **খবরাখবর**—অনুসন্ধান, তত্ত্বাবধান। **খোশ-খবর**—সুসংবাদ।
খবারি—বৃষ্টি, শিশির। **খবাষ্প**—হিম।
খবিশ, খবীস—(আঃ খ'বীথ') শয়তান, অপদেবতা (তাকে খবীসে পেয়েছে); অত্যন্ত নোংরা (খবিশ কোথাকার)।
খমক—বাদ্য-বিশেষ।
খমধ্য—Zenith, ঠিক মাথার উপরে দূর আকাশে যে বিন্দু কল্পনা করা হয়।
খমনি,-নি—সূর্য।
খমীর—খামিরা দ্রঃ।
খমূলিকা,-মূলী—পানা।
খম্বা—খাম্বা দ্রঃ।
খয়না—অফোটা খই, খই বাছিবার পর যাহা পরিত্যক্ত হয়।
খয়র, খয়ের—(আঃ খ'য়্‌র) কল্যাণ, শুভ, সুখসম্পদ; আচ্ছা, বেশ তাই (সাধারণতঃ মুসলমান মৌলবীরা ব্যবহার করেন)। **খয়ের-খাঁ, খয়ের-খা**—সাধারণ অর্থ 'মঙ্গলকামী' কিন্তু বাংলায় 'খোসামুদে', 'স্তাবক' (খয়েরখাঁ আপকেওয়াস্তের দল)।
খয়রা—খয়রী রং, পিঙ্গল; নৃত্যের তাল-বিশেষ; মৎস্য-বিশেষ।
খয়রাত,-ৎ—(আঃ খ'য়্‌রাত্‌) ভিক্ষাদান, বিতরণ (দানখয়রাত); মৃতের আত্মার কল্যাণার্থ লোক খাওয়ানো (বাপের খয়রাতে বহু খাসি-বকরী জবাই করেছিল)। **খয়রাতী**—দানের জন্য নির্দিষ্ট, দাতব্য (খয়রাতী মাল—দাতব্যর জন্য নির্দিষ্ট মাল, কাজেই তার ব্যয়ের কোন হিসাব নাই।
খয়া—ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষয় দ্রঃ।
খয়েবন্ধন—খাইয়া বাঁধন: খই দ্রঃ।
খয়ের—খদির। **পাঁপড়ী খয়ের**—চেপ্টা চওড়া খয়ের-বিশেষ। **খয়ের-খাঁ**—খয়র দ্রঃ।
খর—(সং) তীক্ষ্ণ, ধারাল (খরধার); তীব্র গতিযুক্ত (খরস্রোত' নদী); প্রবল ('খরবেগে বহিল পবন'; কঠোর, পরুষ (খর বচন); প্রখরদাহ (খর জ্বাল; খর অগ্নি); উগ্র (খরনুন খরঝাল)। **খরপোড়**—বেশী পোড়-খাওয়া (খরপোড় হাঁড়ি)। **খরখরে**—অতিরিক্ত ভাজা: চটপটে; খরস্পর্শ, করকরে। **খরখরে বুদ্ধি**—শাণিত সজাগ বুদ্ধি। **খরখরে জিহ্বা**—যেমন গরুর জিহ্বা।
খর—গর্দভ; অশ্বতর; রাক্ষস-বিশেষ।
খরগোশ—(ফা খরগোশ—যাহার কাণ গাধার কানের মত) শশক; rabbit, hare।
খরচ—(ফাঃ খ'র্চ্‌) ব্যয়, ব্যয় নির্বাহের অর্থ (এই মোকদ্দমার খরচ দেবে কে)। **খরচ-খরচা**—নানা বাবদে খরচ (খরচ-খরচা বাদে কি আর থাকবে)। **খরচপত্র করা**—ব্যয় করা, কিছু বেশী অর্থ ব্যয় করা (ক'লকাতায় এসেছ কিছু খরচপত্র কর)। **খরচ চলা**—খরচের অনুযায়ী অর্থের সংস্থান। **খরচখাতে পড়া**—খরচ হিসাবে গণ্য করা। **খরচান্ত**—বহুব্যয়। **খরচে, খরুচে**—যে খোলা হাতে খরচ করে, অমিতব্যয়ী। **খরচের খাতায় লেখা**—উদ্ধারের আশা নাই। **নিখরচিয়া, নিখরচে**—যাহাকে তেমন অর্থব্যয় করিতে হয় না। **নিখরচা, বেখরচা**—বিনাব্যয়ে। **সাখরচিয়া, সাখরচে**—যে আদৌ কৃপণ নয়, সদ্ব্যয়শীল। **হাতখরচ**—ছোটখাট খরচ, খুশীমত খরচের জন্য বরাদ্দ।
খরজ—(সং ষড়জ) ষড় সপ্তকের মূল সুর।
খরনস—যাহার নাকের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ; যাহার নাক গাধার নাকের মত। **খরতর**—প্রখরতর, বেশী ঝাঁঝালো। **খরতম**—অত্যন্ত প্রখর। **খরতাল,-তালী**—করতাল। **খরদশন**—তীক্ষ্ণদন্ত, ধারালদন্তবিশিষ্ট। **খরদূষণ**—রামায়ণবর্ণিত রাক্ষসভ্রাতৃবৃন্দ। **খরধার**—তীক্ষ্ণধার, খুব ধারাল। **খরনাদী**—তীব্র ও

উচ্চ স্বর-বিশিষ্ট, যে বা যাহা গাধার মত চীৎকার করে। **খরপদ**—যে তাড়াতাড়ি চলে, তীব্রগতি। **খরপোড়**—বেশী পোড়ানো এবং সেইজন্য টেকসই (হাঁড়ি, বিপরীত—আমা-পোড়)। **খরবাদ্য**—দ্রুত তালবিশিষ্ট বাদ্য। **খরবাহিনী**—খরস্রোতা (নদী)।

খরমুজ, খরমুজা—(ফাঃ খরবুজহ্) ফুটি-জাতীয় ফল, গঠন কতকটা তরমুজের মত musk-melon।

খরযান—গাধা-টানা গাড়ি।

খররোমা—কঠিনরোমযুক্ত।

খরশাণ,-শান,-সান—সুতীক্ষ্ণ, অতি প্রখর (বাণ খরশাণ; খরশান ভানু)।

খরশান, খর্সান—ঝাঁঝালো (খরশান তামাক)। **খরসানি**—ঘোড়ার খুরের ঘর্ষণ ও হ্রেষাধ্বনি।

খরশাল,-শালা—গাধার আস্তাবল।

খরশুলা -সুলা—মৎস্য-বিশেষ।

খরস্রোত—খরধার। স্ত্রী. খরস্রোতা।

খরা—(সং খর) প্রখর রৌদ্র, অনাবৃষ্টি ('জ্যৈষ্ঠে খরা আষাঢ়ে ধারা শস্যের ভার না সহে ধরা')। **খরা দেওয়া,-পড়া**—একটানা কড়া রোদ হওয়া (শীত ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে)।

খরানো—অধিক শুষ্ক হওয়া, দগ্ধপ্রায় হওয়া (কলাই খরাইয়া যাওয়া—বেশী ভাজা হওয়া)। **ধান খরানো**—সিদ্ধধান অতিরিক্ত শুকাইয়া ফেলা (এরূপ ধানের চাল বেশী ভাঙ্গা হয়)। **খরা মেজাজ**—কড়া মেজাজ। **কোথা থেকে খরিয়ে এলে**—(অকারণে কড়া মেজাজ দেখানো সম্পর্কে বলা হয়—ব্যঙ্গে)। **খরানি**—একটানা রোদের কাল dry season। **খরালি**—(প্রাঃ) খরানি।

খরাংশু—সূর্য।

খরিদ—(ফাঃ খরীদ) ক্রয়, কেনা। **খরিদ খাতা**—যে খাতায় মাল কেনার হিসাব থাকে। **খরিদ দর**—যে দরে কেনা হইয়াছে, লাভবিহীন দর। **খরিদ্দার, খরিদার, খরিদদার**—খদ্দের, ক্রেতা; খদ্দের দ্রঃ। বি, খরিদ্দারি। **খরিদা**—ক্রীত, কেনা (খরিদা গোলাম—ক্রীতদাস; নীলাম-খরিদা তালুক—যে তালুক নীলামে খরিদ করা হইয়াছে)।

খরিফ—(আঃ খ'রীফ) হৈমন্তিক ফসল।

খরোষ্ঠী, খারষ্ঠি—প্রাচীন ভাষা বিশেষ, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

খর্জন—(সং) চুলকানি, গাত্রকণ্ডূয়ন।

খর্জু, খর্জূ—কণ্ডূরোগ, কণ্ডূয়ন; কীট বিশেষ; খেজুর গাছ।

খর্জুর, খর্জুরী—খেজুর ফল, খেজুর গাছ।

খর্পছন্দ, খর্বছন্দ—পয়ার।

খর্পর—(সং) খাপরা; ভিক্ষাপাত্র; মড়ার মাথার খুলি; ধূর্ত, চোর।

খর্ব—(সং) ছোট, বেঁটে (খর্বকায়); হীন (আপনাকে খর্ব করিতে পারিব না; **গর্ব খর্ব হওয়া**—অহঙ্কার চূর্ণ হওয়া); সহস্র কোটি সংখ্যা (খর্ব নিগর্ব)। **খর্বট**—পর্বতপ্রান্তের গ্রাম। **খর্বশাখ**—বামন, খর্বশাখাবিশিষ্ট গাছ। **খর্বাকার, খর্বাকৃতি**—বেঁটে। **খর্বিত**—যাহা খর্ব করা হইয়াছে।

খল—(সং) কুটিল, কপট, ক্রূর, দুর্জন; ধান মাড়াই করিবার স্থান, খামার; ঔষধ-মর্দনের পাথরের পাত্র বিশেষ; তেলের কাইট। **খলকপট**—খলতা ও কপটতা। বি. খলতা।

খলই, খালুই—মাছ আনা নেওয়া করিবার মুখসরু পেটমোটা পাত্র বিশেষ, বাজার করার কাজেও ব্যবহৃত হয়, পূর্ববঙ্গে 'ডুলা' বলা হয়।

খলখল—বিকট অথবা উচ্চহাসির শব্দ। **খল-খল করা**—অল্প জলে মাছ বেগে চলিলে যেরূপ শব্দ হয় সেরূপ শব্দ করা।

খলট—উঠান; ধান মাড়াই করিবার স্থান।

খলতি—টাক; টেকো।

খলধান,-ধান্য, খলাধান—ধান মাড়াই করিবার স্থান। **খলধান**—খলে যে ধান পড়িয়া থাকে।

খলপা—শস্যের গোলা বিশেষ; (পূর্ববঙ্গে) দরমা।

খলপু—ঝাড়ুদার, মেথর।

খলবল—অল্পজল মাছের দ্রুত চলা ফেরা বা লাফানোর শব্দ।

খলল—(আঃ খ'লল্) ব্যাঘাত, হানি (ইমানে খলল পৌঁছা—ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে হানিকর হওয়া)।

খলা—(প্রাদেশিক) খোলা দ্রঃ।

খলি—খইল, তেলের কাইট।

খলিন, খলীন—লাগাম, লাগামের কড়িয়ালির লৌহ।

খলিফা—(আঃ খ'লীফা) প্রতিনিধি (কোরানের মতে মানুষ জগতে আল্লাহ্‌র খলিফা); হজরত মোহম্মদের পরে মুসলিম রাষ্ট্রের নির্বাচিত সর্ব-প্রধান শাসনকর্তা, তিনি একাধারে রাজ্যের প্রধান শাসক ও ধর্মনেতা ; দরজী, ওস্তাদ, তাহা হইতে, ডেঁপো (ছেলে খলিফা হয়ে উঠেছে)

খলিয়ান, খলেন—শস্য মাড়াই করিবার স্থান।

খলিসা,-শা—(সং খলিশ) খলিশা মাছ।

খলূরিকা—ব্যায়াম অথবা অস্ত্রশিক্ষা করিবার স্থান।

খলে কপোতিকা ন্যায়—খলে এক সঙ্গে ছোট বড় অনেক কপোত পড়ে—সেরূপ এক কার্যের বহুকারণের কথা বলা বা অনুমান করা।

খলেধানী,-বালী—মেই খুঁটি, ধান মাড়াইয়ের সময় যে খুঁটিতে মেই গরুটিকে বাঁধা হয়।

খল্ল—ঔষধ মাড়িবার খল ; গর্ত, খাত ; চামড়া, ছাল। স্ত্রী, খল্লী—খিলধরা।

খল্লিকা—ভাজনা-খোলা, পিঠে ভাজার খোলা।

খল্লিট, খল্লীট—যাহার মাথায় টাক পড়িয়াছে।

খশ,-স—দেশবিশেষ, গাড়োয়াল, তাহার উত্তর অঞ্চল ; উক্তদেশের অধিবাসিবৃন্দ ; মুরা নামক গন্ধদ্রব্য।

খশ—পাখের কলম দিয়া কাগজে দ্রুত লেখার শব্দ। **খশখশ, খসখস**—চলার সময় কাপড়ে যে শব্দ হয়, অমসৃণ বস্তুর ঘর্ষণজাত শব্দ (জুতা খসখস করা)। **খশখস করে লেখা**—দ্রুত লেখা, যথেচ্ছভাবে লেখা। **খসখসে**—বন্ধুর, অমসৃণ (খসখসে পাতা, খসখসে চামড়া)।

খস—খোস, চুলকনা।

খসখস—গন্ধতৃণ বিশেষ, বেণার মূল (খসখসের টাটী—গ্রীষ্মের সময়ে জানালায় ও দরজায় লাগাইয়া জল দেওয়া হয়, যাহাতে ঘর স্নিগ্ধ হয়, গ্রীষ্মের সূর্যের চোখ ঝলসানো আলোক ও উত্তাপ দুই থেকেই রক্ষা পাওয়া যায়)।

খসড়া—পাণ্ডুলিপি, মুসাবিদা, draft, দৈনিক কেনা-বেচা বা জমাখরচের সাধারণ হিসাব-বহি ; গ্রামের জমির পরিমাণ ও প্রজার পরিচয় যে কাগজে লেখা থাকে ; কাঁচা হিসাব-কিতাব।

খসম—(আ, খ'স'ম) স্বামী, পতি (জরু-খসম)।

খসা—স্খলিত হওয়া, বাঁধন শিথিল হইয়া পড়া, খুলিয়া যাওয়া (কাপড় খসা, ইট খসিয়া পড়া) ; ঝরিয়া পড়া (দেখিব পড়িল সুখ যৌবন ফুলের মতন খসিয়া—রবি) ; খরচ হওয়া, বিশেষত কৃপণের (মেয়ের বিয়েতে টাকা খসেছে ঢের) ; দল ভাঙা (খসে পড়া : একে একে খসে পড়েছে)। **খসানো**—উন্মোচিত করা, খুলিয়া ফেলা ; বাহির করা ; কষ্টেসৃষ্টে দূরীভূত করা (পয়সা খসানো ; রোগ খসানো)।

খস্বস্তিক—খমধ্য, zenith.

খা—(প্রাদেশিক) নদী।

খাই—গর্ত, পরিখা (গড়খাই) ; সন্ধান, খেই (খাই পাচ্ছি না)।

খাইয়ে—প্রচুর ভোজনে সক্ষম, ভোজনবিলাসী।

খাইদ, খাদ—খাইন, alloy (খাদ না দিলে গড়ন হয় না—রামকৃষ্ণ পরমহংস)।

খাউই—বীজ হইতে কাপাস তুলা পৃথক করিবার যন্ত্র।

খাউজ—সং খর্জন, খোস, চুলকনা।

খাওয়া—(সং খাদ্) ভোজন করা, আহার ও পানীয় গ্রহণ করা, দংশন করা, (সাপে খায়, বাঘে খায়) : উপভোগ করা, উপস্বত্ব ভোগ করা (খেয়ে দেয়ে বেশ আছে ; নিমন্ত্রণ খাওয়া ; শ্বশুরের বিষয় খাচ্ছে ; খাই খালাসী) ; আঘাত পাওয়া (গুলি খেয়ে পাখীটা পড়ে গেল ; ভয় খায় না) ; লাভ করা, অন্যায় ভাবে নেওয়া (মাইনে খাচ্ছ কাজ করবে না ; ঘুষ খেয়ে কেস খারাপ করেছে) ; অবাঞ্ছিত-কিছু লাভ করা বা সহ্য করা (কিল খাওয়া ; লাঠি খাওয়া ; বকুনি খাওয়া ; ব্যথা খাওয়া—প্রসব বেদনা ভোগ করা) ; নষ্ট করা, কলঙ্কিত করা, অকেজো করা (চোখের মাথা খেয়েছ ; জাত-কুল খাওয়া ; ছেলেটার মাথা খাওয়া হচ্ছে) ; গ্রহণের যোগ্যতা থাকা (এতটা মাংসে আরও মসলা খাবে ; গাড়ীতে আরও মাল খাবে) ; গ্রাস করা, আধিপত্য বিস্তার করা (বিষয় খেয়েছে মহাজন ছেলেকে খেয়েছে বৌ) ; পোকায় কাটা, জীর্ণ হওয়া বা করা (ঘুণ-খাওয়া বাঁশ, তলা খেয়ে যাওয়া) ; উজাড় করা (বাপের বিষয় শ্বশুরের বিষয় সব খেয়েছে ; স্বামীপুত্র সব খেয়েছে) ; উত্যক্ত করা (রাত-দিন জয়জয় চীৎকার করে যে কান খেয়ে ফেললে ; ওর জন্যে যা-হয় কিছু কর—আমার জান খেয়ে ফেললে)। **খাই কুড়**—পেটুক ; স্ত্রী. খাইকুড়ী। **খাই-খাই**—খাবার জন্য

অতিরিক্ত আগ্রহ, অভাববোধ (খাই-খাই আর মেটে না ; রাতদিন খাই-খাই করছে)। **খাইখরচ**—খোরাকি। **খাই-খালাসী**—জমির উপস্বত্বভোগের ফলে ঋণ হইতে মুক্তি। **খাই-দাই**—গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কষ্ট করিতে হয় না। **মনে খায় না**—মনোমত বিবেচিত হয় না। **মাথা খাও**—মাথার দিব্বি দিতেছি। **হাত খাওয়ানো**—হাত প্রবেশ করানো। **টাল খাওয়া**—ভারসাম্য কিয়ৎপরিমাণে বিপর্যস্ত হওয়া। **হাওয়া খাওয়া**—বায়ু সেবন করা, কিছুই না পাওয়া (হাওয়া খেয়ে বেঁচে আছ)। **কিল খেয়ে কিল চুরি করা**—কিল দ্রঃ। **ঘুরপাক খাওয়া**—দিশাহারা হওয়া, ব্যতিব্যস্ত হওয়া। **চাকরি খাওয়া**—অন্যের অথবা নিজের চাকরি নষ্ট করা। **টাকা খাওয়া**—ঘুষ খাওয়া। **নুন বা নিমক খাওয়া**—বিশেষভাবে উপকৃত হওয়া। **মিশ খাওয়া**—তুল্য বিবেচিত হওয়া, সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। **ঘা খাওয়া**—অপমানিত ; আঘাতপ্রাপ্ত। **মার খাওয়া**—আহত ও পরাভূত, ক্ষতিগ্রস্ত।

খাওয়ানো—ভোজন করানো ; (বিদ্রূপে) ফাঁকি দেওয়া (বলছ, চারমাসের মাইনে পাবে, হাঁ মাইনে তোমাকে খাওয়াবে)। **টাকা খাওয়ানো**—ঘুষ দেওয়া। **লোক খাওয়ানো**—জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও অন্যান্য দশ-জনের জন্য ভোজন-উৎসবের আয়োজন করা।

খাঁ—উপাধি বিশেষ, বিশেষতঃ পাঠানদের ; সুপণ্ডিত (ইংরেজী খাঁ—ইংরেজী দাঁ-ও বলা হয়)। **খাঁ সাহেব, খাঁ বাহাদুর**—ইংরেজ আমলের রাজসম্মানসূচক উপাধি বিশেষ ; খাঁ উপাধিধারী ভদ্রলোক সম্বন্ধে সম্ভ্রমার্থেও খাঁ সাহেব বলা হয়।

খাঁই—আকাঙ্ক্ষা, পাওয়ার লোভ (বরের বাপের খাঁই)। **খাঁই করা**—বেশী পাওয়ার আশা করা। **খাঁই মেটা**—আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া।

খাঁকতি—(হিঃ খাঁগ) অভাব, অনটন, অপ্রতুলতা (টাকার খাঁকতি)।

খাঁকরা, খাঁকার—কাশিবার শব্দ বিশেষ, নিজের আগমন বা অস্তিত্ব (স্ত্রীলোকদের) জানাইবার জন্য (গলা খাঁকরানো, গলা খাঁকার দেওয়া)।

খাঁখার—কলঙ্ক (কুলের খাঁখার)।

খাঁখাঁ, খাখা—ব্যাপক শূন্যতাবোধ (ঘরবাড়ী সব খাখা করছে)।

খাঁচ,-জ—কাটিয়া তৈরি সন্ধি, জোড়। **খাঁচ কাটা**—এমনভাবে কাটা যে একটির মুখ অন্যটির মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মিলিয়া যায়। **খাঁজে খাঁজে লাগা**—ভাল খাঁজ কাটার ফলে জোড় খুব ভাল হওয়া।

খাঁচা—(সং কক্ষিকা) পিঞ্জর ; অস্থিপঞ্জর (বুকের খাঁচা)। **খাঁচাকল**—ইঁদুর ধরার খাঁচার মত কল। **খাঁচি**—কতকটা খাঁচার মত দেখায় এমন টুকরি।

খাঁট—(সং খণ্ড), শঠ, দুষ্ট প্রকৃতির।

খাঁটি,-টী—বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম, নির্দোষ (খাঁটি ঘি ; খাঁটি সোনা) ; সত্যপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ (খাঁটি লোক) ; চোয়ানো দেশী মদ। **খাঁটি কথা**—আসল কথা, দরদস্তুরবিহীন কথা।

খাঁড়—খণ্ড, দানাদার রসহীন গুড়, candy।

খাঁড়া—খাণ্ডা দ্রঃ ; খড়্গ, বলি দিবার অস্ত্র। **মরার উপর খাঁড়ার ঘা**—শক্তিহীনকে লাঞ্ছিত করা, দুঃখের উপর দুঃখ। **খাঁড়াতী**—যে খাঁড়া দিয়া পশু বলি দেয়।

খাঁড়া, খাড়া—ডাঁটা। **খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া**—একই ধরণের জিনিষের সামান্য রকমফের, আয়োজনের অপ্রাচুর্য।

খাঁড়ি—বড় নদী বা সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে এমন নাতিদীর্ঘ অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত জলপথ ; সাগরের যে অংশ সংকীর্ণ হইয়া স্থল-ভাগে প্রবেশ করিয়াছে, creek, estuary ; খোসাতোলা কিন্তু আভাঙ্গা মসুরের ডাল (খাঁড়ি মসুরির রং—উজ্জ্বল-লোহিত গৌরবর্ণ)।

খাঁদা, খেঁদা—ক্ষুদ্র বা চেপ্টা নাক-বিশিষ্ট (খাঁদা বোঁচা—মুখ নাক দুইই চ্যাপ্টা ; নাক-কান-কাটা, নির্লজ্জ)। স্ত্রী. খাঁদী, খেঁদী।

খাক—(ফাঃ খাক) ছাই, মাটি, ধুলা (পুড়ে খাক হয়েছে)। **খাকছার, খাকসার**—অকিঞ্চন, বিনয়াবনত (পত্রের শেষে নাম স্বাক্ষরের পূর্বে বিনয়প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হয়)।

খাকড়ানো, খাঁকড়ানো—ঝিনুক দিয়া দুধের বা তরকারির হাঁড়ি চাঁচা। **খাকড়ি, খাঁকরি**—হাঁড়িতে লাগিয়া থাকা দুধ-আদির প্রায় পুড়িয়া যাওয়া অংশ। **ঘিয়ের**

খাঁকরি—মাখন জ্বালাইয়া ঘি তৈরী করিলে যে শক্ত অসার অংশ তলায় জমে।

খাকার—খাঁখার দ্রঃ।

খাকি,-কী—(ফাঃ খাকী), মেটে রং, পাংশুবর্ণ (খাকির শার্ট), মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত (মানুষ খাকী ফেরেশতা আতসী—অর্থাৎ মানুষ মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত আর ফেরেশতা অর্থাৎ স্বর্গীয় দূতগণ আগুন হইতে প্রস্তুত)।

খাকী,-গী—খাদিকা; মেয়েলী ভাষায় অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া গালিরূপে ব্যবহৃত হয়; যথা,—চোখখাকী, ঝাঁটাখাকী, ভাতারখাকী, গতরখাকী ইত্যাদি, (পুরুষের বেলা 'খেকো' ব্যবহার করা হয়, যথা,—চোখখেকো, গতর-খেকো ইত্যাদি)।

খাকুই—(সং কন্ধতিকা) তুলা হইতে বীজ আলাদা করিয়া ফেলিবার যন্ত্র।

খাগড়া—নলজাতীয় দীর্ঘ তৃণ বিশেষ, reed (খাগড়ার কলম বা খাগের কলম); মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁসার বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান বিশেষ, তাহা হইতে, **খাগড়াই**—খাগড়ায় নির্মিত; চিনির শিরায় মাখা খৈ বিশেষ।

খাঙ্গরা, খেংরা, খেঙরা—ঝাঁটা (খাঙ্গরা পেটা করা)। **খাঙ্গরাখেকো**—ঝাঁটা-খেকো। **খাঙ্গরাগুঁপো**—যাহার গোঁপ ঝাঁটার শলার মত শক্ত ও ছতরানো। **খেংরিয়ে বা খেংরে বিষ-ঝাড়া করা**—ঝাঁটাইয়া সোজা করা বা নষ্টামি দূর করা।

খাচরা,-ড়া—(খচ্চর) মন্দ স্বভাবের লোক, দুষ্ট।

খাজনা, খাজানা—(আঃ খ'যানহ্) ধনাগার, শস্যাগার, treasury; রাজস্ব, স্বত্বাধি-কারীকে দেয় কর। **খাজনাখানা**—কোষাগার। **নগদান খাজনা**—নগদ টাকায় বার্ষিক যে খাজনা দেওয়া হয়। **ভাওলী বা ফসলী খাজনা**—উৎপন্ন ফসলের নির্ধারিত অংশে দেয় বার্ষিক কর।

খাজা—মিষ্টান্ন বিশেষ; বাতাসা (প্রাদেশিক); খাস্তা, যাহা সহজে দাঁত দিয়া কাটা যায় (খাজা কাঁটাল—বিপরীত গোলা কাঁটাল); উপাধি বিশেষ; নিরেট বোকা, মহামূর্খ।

খাজাঞ্চী—খাজানার বা রাজকরের অধ্যক্ষ; ধনাধ্যক্ষ, treasurer। **খাজাঞ্চীখানা**—খাজাঞ্চীর আপিস, ধনাগার।

খাজারি—ইটের গাঁথুনির ধরণ বিশেষ, না পাতিয়া খাড়া ভাবে গাঁথা।

খাজিক—খই।

খাজুর—(প্রাদেশিক) খেজুর। **খাজুরে পাটালি**—খেজুর গুড় দিয়া প্রস্তুত পাটালি।

খাঞ্চা—খঞ্চা, কাঠের বড় বারকোস। **খাঞ্চা-পোষ**—খাঞ্চা ঢাকিবার কারুকার্যখচিত বস্ত্র-খণ্ড।

খাঞ্জ—খঞ্জতা, খোঁড়ার ভাব, lameness.

খাঞ্জাখাঁ—খান জাহান খাঁ নামক নবাব, দান ও বিলাসিতার জন্য বিখ্যাত, তাহা হইতে, অত্যন্ত বিলাসী ও দিলদরিয়া লোক, জাঁকাল চালচলন বিশিষ্ট (যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ)।

খাট, খাটো—(সং খর্ব) বেঁটে, খর্ব (ওগো সত্য বেঁটেখাটো—রবি); ছোট (খাট কাপড়); হীন, নগণ্য (কেন তুমি খাট হতে যাবে)। **খাট কথা নয়**—তুচ্ছ কথা নয়। **খাট করা**—কমানো, হেয় করা। **খাট দৃষ্টি, খাট নজর**—বেশী দূরে দেখিতে না পাওয়া, ছোট নজর, বখিলি।

খাট—(সং খট্বা) খট্টা, চারপায়া, খাটিয়া। **খাটপালঙ্ক**—ঐশ্বর্যের পরিচায়ক শয্যার উপকরণ। **খাট ভাঙলে ভূমিশয্যা**—দুর্দিনে অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা।

খাটলা—চালনী।

খাটলি—ছোট খাট, মড়ার খাট। **খাটলিতে চাপা**—শবরূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য নীত হওয়া।

খাটা—পরিশ্রম করা, কষ্ট করা, নির্দিষ্ট কর্মে নিয়োজিত হওয়া (ভাড়া খাটা; টাকা খাটছে; কুলি খাটা)। **খাটনি, খাটুনি**—কঠিন শ্রম (টাকা খরচ হয়েছে তাই দেখলেন, খাটুনিটা ত দেখলেন না)। **খাটাখাটি**—যথেষ্ট পরিশ্রম। **খাটাখাটুনি**—পরিশ্রম। **খাটুনে, খাটুন্তে**—শ্রমশীল। **খেটেখুটে**—পরিশ্রম করিয়া। **হাড়ভাঙ্গা খাটুনি**—কঠোর পরিশ্রম। **খাটা-পায়খানা**—যে পায়-খানার মল মেথরে সাফ করে।

খাটা—উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া, সফল হওয়া (ওকথা খাটে না; খেটেছে ভাল; জারিজুরি খাটবে না)।

খাটানো—পরিশ্রম করানো (খাটিয়ে মারলে);

নিয়োজিত করা, প্রয়োগ করা (টাকা খাটানো, মিস্ত্রী খাটানো, বুদ্ধি খাটানো, কৌশল খাটানো) ; টাঙানো (মশারি খাটানো ; তাম্বু খাটানো ।

খাটাল—(কলিকাতা) গরু মহিষ রাখিবার স্থান।

খাটাশ—খট্টাশ দ্রঃ ।

খাটিয়া—ছোট খাট, সাধারণতঃ দড়ি দিয়া ছাওয়া, বিহার ও উত্তরভারতের লোকদের বিশেষ প্রিয় ।

খাটুলি—খাটলি, খাটিয়া ; দোলা, ডুলি ।

খাটো—খর্ব, নগণ্য (খাট দ্রঃ) ; অনুচ্চ (আওয়াজটা খাটো করিয়া বলিল ; খাটো গলায় বলা ।

খাট্টা-খাটা—(হিন্দি খট্টা) অম্ল, টক । **খাটামিঠা**—অম্লমধুর । **মন খাট্টা বা খাটা করে দেওয়া**—অপ্রসন্ন করা, বিরূপ করা ।

খাড়ব—(সং ষট্) যে রাগে সাতস্বরের পরিবর্তে ছয় স্বর লাগে (তুঃ সম্পূর্ণ, ঔড়ব) ; (আয়ুর্বেদীয়) মুখ-পরিষ্কারক চূর্ণ।

খাড়া—(সং খড়ক) দণ্ডায়মান, সোজা (খাড়া হইয়া উঠিল) ; হাজির (যম শিয়রে খাড়া) ; পুরাপুরি (খাড়া একক্রোশ ; খাড়া একঘণ্টা) ; অনড়, যাহার অন্যথাচরণ হইবে না, অবশ্য-প্রতিপাল্য (খাড়া হুকুম ; খাড়া পেয়াদা) ; অবলম্বন, আশ্রয় (মুরুব্বি খাড়া করা) ; সাজানো (আদালতে তার এক মা খাড়া করা হয়েছে ; মোকদ্দমা খাড়া করেছে, এক হিসাব খাড়া করেছে) ; গড়িয়া তোলা (ঘর খাড়া করা ; ইস্কুল খাড়া করা) ; খাটানো (তাঁবু খাড়া করা) । **খাড়া ফসল**—ক্ষেতের পাকা ফসল যা এখনও কাটা হয় নাই । **খাড়া হুণ্ডি**—উপস্থিত করিলেই টাকা দিতে হইবে এমন হুণ্ডি (payable at sight).

খাড়া খাড়া, খাড়াক্‌খড়া—অতি শীঘ্র, তাড়াতাড়ি ।.

খাড়া—ডাঁটা, খাঁড়া দ্রঃ ।

খাড়ি, খাঁড়ি—স্থলভাগে প্রবিষ্ট সাগরাংশ (সমুদ্রের খাড়ি) । খাঁড়ি দ্রঃ ।

খাড়ু, খাড়ুয়া—হাতের ও পায়ের অলঙ্কার বিশেষ, বর্তমানে পায়েই সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় ; বাঁকমল । **খাড়ু মুড়ো**—মুড়ো ঝাঁটা (খাড়ু মুড়া মারা—মুড়ো ঝাঁটার প্রহাররূপ ঘোর অপমান করা) ।

খাড়ুই, খাড়ই—খলই দ্রঃ ।

খাড়ুই—খাউই দ্রঃ ।

খাড়্গিক—খড়্গধারী, খড়্গবিষয়ক ।

খাণ্ডব—খণ্ড হইতে জাত, মিষ্টান্ন বিশেষ ; যমুনা-তীরের মহাভারতোক্ত বন বিশেষ । **খাণ্ডব-দাহ**—অগ্নিকে তুষ্ট করিবার জন্য কৃষ্ণ ও অর্জুন কর্তৃক জীবজন্তু সমেত খাণ্ডব-বন দাহন । **খাণ্ডবপ্রস্থ**—ইন্দ্রপ্রস্থ ।

খাণ্ডবিক—যে খাণ্ডব প্রস্তুত করে, ময়রা ।

খাণ্ডা—খাঁড়া, খড়্গ ।

খাণ্ডার—(প্রাদেশিক) কলহপ্রিয়, কুঁদুলে । স্ত্রী. খাণ্ডারী ।

খাণ্ডিক—ময়রা ।

খাত, খাদ—যাহা খনন করা হইয়াছে, গর্ত, পরিখা ।

খাতক—খাত, পরিখা ; যে মহাজনের নিকট হইতে টাকা কর্জ করিয়াছে, অধমর্ণ ।

খাতা—একত্র বাঁধা কাগজ, হিসাবের বই, যাহাতে কোন ধরণের বিবরণ লেখা হয়, জমিদারী অথবা মহাজনী সংক্রান্ত বিবরণ ; দল, ঝাঁক (খাতায় খাতায় পাখী পড়ছে) । **খাতাবন্দী**—হিসাব বহিতে উঠানো । **খাতা খোলা**—লেন দেন আরম্ভ করা । **খাতাপত্তর**—হিসাবপত্র, আপিসের দলিলাদি । **খাতা লেখা**—দৈনিক কেনাবেচা বা আয়-ব্যয় খাতাবন্দী করা, এরূপ কর্মভার গ্রহণ করা (মহাজনের দোকানে খাতা লিখে বিশ টাকা পায়) ।

খাতা—(আঃ খ'তা') ত্রুটি, ভুল, অপরাধ (গোনা-খাতা মাপ করো) ।

খাতির—(আঃ খা'তি'র—চিত্ত, ইচ্ছা) সম্মান, সমাদর, আপ্যায়ন (প্রচুর আদর খাতির করলে) ; সম্মানরক্ষা (তোমার খাতিরে তাকে ছেড়ে দিলাম) ; প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক, বাধ্যবাধকতা (বড়বাবুর সঙ্গে খাতির আছে) ; জন্য, নিমিত্ত, দায় (পেটের খাতিরে চাকরি) । **খাতির-জমা**—নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন (বিরুদ্ধপক্ষ কিছুই করতে পারবে না, আপনি খাতিরজমা থাকুন) । **খাতিরদারি**—বিশেষ আপ্যায়ন, সমাদর । **খাতিরনাদারদ**—যে কাহারো খাতিরে হক কথা বলিতে পিছপা নহে, নিরপেক্ষ সমালোচক ।

খাতুন—(ফাঃ খাতুন) মহিলা, মুসলমান মেয়েদের নামের পিছনে অনেক সময় ব্যবহৃত হয় (স্থফিয়া খাতুন); বর্তমানে খাতুনের পরিবর্তে নামের আগে বা পরে বেগম লেখা হয়।

খাতেমা—(আঃ খ'াত্‌মা) শেষ, চূড়ান্ত (খাতেমা রিপোর্ট)।

খাদ—খাত দ্রঃ; (সঙ্গীতে) মন্দ্র বা উদারা গ্রামের স্থর, এই স্থর গলনালীর নীচের দিক (খাত) হইতে উঠে (খাদের পর্দা); খাইদ দ্রঃ।

খাদক—(খাদ্‌+ণক) ভক্ষক (নরখাদক)। বি. খাদন—ভোজন। বিণ. খাদ্য—ভক্ষ্য, যাহা খাওয়া হয় (খাদ্যখাদক সম্পর্ক)। **খাদিত**—ভক্ষিত।

খাদা—(প্রাদেশিক) জমির মাপ বিশেষ, বোল বিঘা; গামলার মত পাত্র।

খাদাড়ী—(প্রাদেশিক) যেখানে লবণ প্রস্তুত হয়।

খাদি, দী—মোটা খাট কাপড়, কাপড়ের টুকরা; চরকায় বোনা স্থতার কাপড়।

খাদিম, খাদেম—(আঃ খ'াদিম) যে খেদমত করে, সেবক, ভৃত্য, সেবাইত (দরগার খাদেম); চিঠিতে লেখক নিজ নামের পূর্বে বিনয়ে অনেক সময় 'খাদেম' লেখেন।

খাদির—খদিরকাষ্ঠ-নির্মিত, ; খয়ের।

খাদী—ভক্ষক, খাদক (নরখাদী)।

খাদ্য—ভোজ্য। **খাদ্যখাদক সম্বন্ধ**—একজন অপরকে বিনষ্ট করিতে চায় এই সম্পর্ক, একান্ত বৈরিভাব। **খাদ্যাভাব**—দুর্ভিক্ষ।

খান, খানা—খণ্ড, টুকরা, সংখ্যা (একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে—রবি; চারখানা রুটি খেয়েছি)। **খান খান**—খণ্ড খণ্ড (ভাঙ্গিয়া খান খান হইল)।

খান—স্থান (এখান সেখান করিয়া বেড়াইতেছে)।

খান—খাঁ দ্রঃ। **খানবাহাদুর**—খাঁবাহাদুর।

খানকা, খানাকা—(ফাঃ খামখা) খামখা দ্রঃ।

খানকা—(আঃ খ'ানক'া) পীরের আস্তানা (তালতলার খানকাশরীফ); বৈঠকখানা।

খানকী—(ফাঃ খানগী) বারাঙ্গনা (খানকীগিরি, খানকীটোলা, খানকীবাজ)। (ভদ্রভাষায় অপ্রচলিত; পল্লীগ্রামে মেয়েলী গালিতে ব্যবহৃত হয়)।

খানখানান—উচ্চ উপাধি বিশেষ।

খানদান—(ফাঃ) বংশ। বিণ. খানদানী—বংশগৌরবযুক্ত (খানদানী ঘর)।

খানপান—(সং) খাদ্য ও পানীয়, খানাপিনা।

খানসামা—(ফাঃ খানসামান) সম্ভ্রান্ত গৃহের তত্ত্বাবধায়ক; বর্তমানে ইউরোপীয় বা দেশীয় পদস্থ ব্যক্তির ভৃত্য, খানার টেবিল লাগানো, ফাইফরমাস খাটা এদের কাজ।

খানা—(খাত) গর্ত, খাই (ঘোঁড়ার পা খানায় পড়ে)।

খানা—খান, টুকরা, খণ্ড; নির্দেশক (ঘরখানা মন্দ নয়)।

খানা—(হি. খানা) খাদ্য, ভোজ, মুসলমানী অথবা ইউরোপীয় ধরণের ভোজ (খানার টেবিলে পাঁচজন বসেছিলেন); বৃহৎ ভোজ বিশেষতঃ মৃতের কল্যাণার্থ (পাঁচ শ' লোকের খানা করেছিল)। **খানাপিনা**—পানভোজন, ভোজন, বিশেষতঃ ইউরোপীয় ও মুসলমানী ধরণের।

খানা—(ফা. খানহ্‌) গৃহ, কক্ষ, কর্মক্ষেত্র, উৎপাদনক্ষেত্র (গরীবখানা, বৈঠকখানা, কারখানা, কশাইখানা)। **খানাজাদ, খানেজাদ**—দাসপুত্র বা দাসীপুত্র। **খানাতল্লাসী**—পুলিশ বা তজ্জাতীয় ব্যক্তি কর্তৃক সন্দিগ্ধ কিছু বাহির করিবার অভিপ্রায়ে কাহারও গৃহ অনুসন্ধান। **খানাপুরী** (জরীপে)—ঘরকাটা কাগজের বিভিন্ন ঘরে প্রজার জমি-আদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। **খানাবাড়ী**—বসতবাড়ী (খানাবাড়ীর প্রজা)। **খানাশুমারি**—বাড়ী গণনা, আদমশুমারি, census।

খানি—সাদর নির্দেশে (বদনখানি, দেহখানি)।

খানিক—কিছুক্ষণ (খানিক জিরোবো); কিছু অংশ, কিঞ্চিৎ (কি এনেছ, দই, দাও দেখি খানিক)। **খানিকটা**—কিছু, কিঞ্চিৎ (খানিকটা সুস্থ বোধ করিতেছি)।

খানুম, খানম—(তুর্কী) খাতুন, সম্ভ্রান্ত মহিলা।

খানেক—প্রায় এক (ঘণ্টাখানেক, ক্রোশখানেক, বছরখানেক, লাখখানেক)।

খানেখারাব,-প,-বি—ধ্বংস, নিপাত (তোর খানেখারাব,-প,-বি হোক)। **খানেখারাবে,-পে**—সর্বনেশে, নির্বংশে।

খাপ—আবরণ, অসিকোষ (খাপখোলা তলোয়ার); মলাট। **খাপ পাতা**—শিকারী জন্তুর শিকার ধরিবার জন্য গোপন প্রস্তুতি।

খাপ—মিল, সঙ্গতি (খাপ খায় না); ঠাসবুনানি (খাপী); চাহিদা, গরজ (বড় খাপ দেখছি—প্রাদেশিক)। **খাপ খাওয়ানো**—মিল খাওয়ানো, সুসমঞ্জস করা। **খাপছাড়া**—বেমানান, অসঙ্গত। **খাপে খাপে বসা**—খাঁজে খাঁজে বসা।

খাপচি—খামচি, চিমটি; খাবলা; সঙ্কোচন ও প্রসারণ; খাবি। **খাপচিকাটা**—খাবি খাওয়া, ইতস্তত করা, কথা পরিষ্কার করিয়া না বলা অর্থাৎ খানিকটা বলা খানিকটা গোপন করা।

খাপছাড়া—খাপ দ্রঃ।

খাপরা—কলসী বা হাঁড়ির ভাঙ্গা অংশ, খোলা, ছোট টালি। **খাপরেল**—খোলার ঘর, খোলার চাল।

খাপা, খাপ্পা—(ফাঃ খ'ফা) অসন্তুষ্ট, রুষ্ট, ক্রুদ্ধ।

খাপা—খাপ খাওয়া, সুসমঞ্জস হওয়া। **খাপানো**—মিল খাওয়ানো; আঁটানো।

খাপি,-পী—ঠাসবুনানী, যে কাপড়ের, বিশেষত মিহিসুতার কাপড়ের, জমিন ঘন।

খাপ্পা—খাপা দ্রঃ।

খাবরা—(সং খর্পর) খোলা, টালি; মাটির বা পাথরের ব্যঞ্জনপাত্র, শরা।

খাবল—(সং কবল) গ্রাস, থাবা। **খাবল মারা**—হঠাৎ কামড়ানো বা থাবা মারা অথবা দুই-ই।

খাবলা খাবলা—থাবায় থাবায় বার বার মুখে পুরিয়া। **খাবলানো**—থাবায় থাবায় লওয়া।

খাবার—খাদ্যদ্রব্য, মিঠাই প্রভৃতি; ভোজনসম্পর্কিত (খাবার জিনিষ; খাবার ঘর)।

খাবি—মাছ উপরে ভাসিয়া যেমন জল খায়; শ্বাসকষ্টহেতু মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ; হাঁসফাঁস। **খাবি খাওয়া**—অসহায় ভাবে হাঁসফাঁস করা (বৈদ্যেতে পাবেনা নাড়ি এমন অন্তিম দশায় খাবি খাব—দ্বিজেন্দ্রলাল)।

খাম—(প্রাঃ খম্ব; হি. খম্বা) ঘরের বাঁশের বা কাঠের খুঁটি। **খাম আলু**—একশ্রেণীর মেটে আলু, ইহা সময় সময় মাটির নীচে যথেষ্ট বিস্তৃত হয়।

খাম—(ফাঃ) আবরণ; লেফাফা; অপরিণত, অপুষ্ট। **খামধান**—পুরোপুরি পাকে নাই এমন ধান। **খাম করা**—খারাপ করা, নষ্ট করা (প্রাদেশিক)। **খামখেয়াল**—খেয়ালী চিন্তা; মর্জি; কল্পনাবিলাস। **খামখেয়ালী**—যে মর্জিমাফিক চলে, কল্পনাবিলাসী; অস্থিরচিত্ত।

খামখা—(ফাঃ খ'মখ'া) অকারণে, অনর্থক (খামখা তার সঙ্গে লাগতে গেলে কেন)। (খামাখা, খামোখা-ও প্রচলিত)।

খামচা,-চি—হাতের আঙ্গুলের নখগুলি দিয়া আঘাত করা বা আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা। **খামচা-খামচি**—পরস্পরকে খামচি দেওয়া। **একখামচা**—খামচা পরিমিত, খানিকটা। **পেটখামচানো**—পেটে খামচির মত বেদনা বোধ করা।

খামটি, খামাটি, খামুটি—ক্রোধে বা বিক্রমে দাঁতে নীচের ঠোঁট চাপিয়া ধরা, কঠিন সংকল্পজ্ঞাপক (খামটি আঁটা,-ধরা,-মারা); কোন কোন অঞ্চলে 'খেমটি' বলে (গায়ে জোর নেই দাঁত খেমটি আছে)।

খামার—ধান্যাদি মাড়াই করিবার স্থান; চাষের জমি (পঞ্চাশ বিঘা খামার আছে বাকি সব প্রজাপত্তন)। **খাসখামার**—যে জমিতে প্রজাপত্তন হয় নাই জমির মালিকের খাস দখলে আছে। **খামারপতিত**—খাসখামারের অনাবাদী জমি। **হাসিলখামার**—খাসখামারের আবাদী জমি। **গতখামার**—খাসখামার হইতে খারিজ করা জমি।

খামি—(ফাঃ খম্ যাহা বাঁকানো, আংটা) হারের সংযোজক আংটা, হারের মধ্যমণি (মোহন-মালা মধ্যিখানের পান্না-হীরার খামি—সত্যেন্দ্র দত্ত); (আঃ খ'মীর) খামিরা, yeast, খামির বা গাঁজের সহিত মিশ্রিত জিলিপি বুঁদে অমৃতি প্রভৃতি মিঠাইয়ের উপকরণ (খামি দেওয়া হয় বলিয়া উহা ফুলিয়া উঠে)।

খামির—(আঃ খামীরহ্) খামি, গাঁজ, yeast, leaven।

খামোশ—(ফা.) বাক্যহীন, নীরব। বি. খামোশি—নীরবতা।

খামোকা—খামখা দ্রঃ।

খাম্বা—স্তম্ভ, মোটা কাঠের খুঁটি।

খাম্বাজ—রাগিণী বিশেষ।

খাম্বাবতী—রাগিণী বিশেষ।

খামীরা, খামিরা—(আঃ খ'মীরহ্), গাঁজ yeast, সুগন্ধি তামাক বিশেষ (তামাক সুগন্ধ করিবার জন্য যে গাঁজ ব্যবহার করা হয় তাহা আনারস কাঁঠাল প্রভৃতি পচাইয়া প্রস্তুত করা হয় —বঙ্গীয় শব্দকোষ)।

খার—(সং ক্ষার) লোনা, সাজিমাটি, শুকনা কলাপাতা প্রভৃতি পোড়াইয়া যে লবণাংশযুক্ত ছাই পাওয়া যায়, ইহা কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (খারে কাচা কাপড়)।

খারা—বিশুদ্ধ, ন্যায়নিষ্ঠ, খাঁটি, বেশীও নয় কমও নয় (খারা চৌদ্দ সের)। **খারা আয়**—খরচ-খরচা বাদে নীট আয়। **কাপাস খারা**—কাপাসের বীজ হইতে তুলা ছাড়ানো।

খারাপ, খারাব—(আঃ খ'রাব) মন্দ, অসৎ, কুটিল (খারাপ ফল, খারাপ লোক); অশ্লীল, গর্হিত (খারাপ কথা); কলুষিত (চরিত্র খারাপ হ'য়েছে); অপ্রকৃতিস্থ (মাথা খারাপ); দুঃখিত, নিরুৎসাহ (মন খারাপ করো না); রুক্ষ, রগচটা (মেজাজটা খারাপ); অব্যবহার্য, বিবর্ণ (কাপড়ের রং খারাপ হ'য়ে গেছে); অশুভ, ভাগ্যহীন (সময়টা খারাপ যাচ্ছে; বরাত খারাপ); দূষিত, স্বাভাবিক শক্তি-বর্জিত (রক্ত খারাপ হ'য়েছে; চোখ খারাপ হ'য়েছে); ভেজাল, নিকৃষ্ট (খারাপ ঘি, খারাপ চাউল); অপরিষ্কৃত, নোংরা, অব্যবহার্য (জল খারাপ করা); দুর্দশাগ্রস্ত, উৎসন্ন (জমিদারি খারাপ হ'য়ে গেছে); দুশ্চিকিৎস্য, সংক্রামক (খারাপ রোগ); অসৎ-অভিপ্রায়-যুক্ত (খারাপ দৃষ্টি)। **খারাপ করা**—কুপথে নেওয়া। **পেট খারাপ করা**—উদরাময় হওয়া, অজীর্ণ হওয়া। **কাজ খারাপ করা**—কাজ নষ্ট করা, সম্পাদনে বিঘ্ন উপস্থিত করা। **কাপড় খারাপ করা**—বাহ্যের বেগ ধারণে অসমর্থ হওয়া। **ঘর খারাপ করা**—হীনকুলের লোকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বংশমর্যাদা নষ্ট করা। **মুখ খারাপ করা**—অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা, কটু কথা বলা; অযোগ্য কথা মুখে আনা (তোমাকে কিছু করতে বলা মুখ খারাপ করা মাত্র)। **খারাপি, খারাবি**—অনিষ্ট, সমূহ ক্ষতি (পরের খারাবি করতে গেলে নিজের খারাবি হবেই; বুড়ো বরের হাতে দিয়ে কচি মেয়েটার এমন খারাবি করছ কেন)। **খুনখারাবি**—হত্যাকাণ্ড; রক্তারক্তি।

খারি—হৈমন্তিক শস্য।

খারিজ—(আঃ খ'ারিজ) বাতিল, অগ্রাহ্য (মোকদ্দমা খারিজ হওয়া; চাকরি খারিজ হওয়া); পরিবর্তিত (খারিজ দাখিল; নাম খারিজ নাম পত্তন—অর্থাৎ পূর্বতন প্রজার নাম খারিজ ও তাহার স্থলে নূতন প্রজার নাম লেখা)। **খারিজা তালুক**—যাহার রাজস্ব সোজাসুজি কালেক্টারিতে দাখিল করিতে হয়।

খারিফ—(ফাঃ খারিফ) হৈমন্তিক ফসল।

খারী—শস্য মাপিবার পাত্র বিশেষ; লবণযুক্ত। **খারী নুন**—ক্ষার-মৃত্তিকা-জাত লবণ (ক্ষারী দ্রঃ)।

খারুয়া, খেরুয়া খেরো—লালবর্ণ মোটা সুতার কাপড় বিশেষ, তোষক তৈরি খাতা বাঁধা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

খাল—(সং খল্ল) চামড়া, ছাল; খিল, cramp (কোমরে খাল ধরা)।

খাল—(সং খল্ল) গর্ত, খাত, চওড়া নালা (খাল কেটে কুমীর আনা অথবা লোনা জল ঢুকানো—নিজের কাজের দ্বারা অপরকে অনিষ্টসাধনের সুযোগ দেওয়া)।

খালসা—(আঃ 'খ'ালিস'—অকৃত্রিম, নির্দোষ) গুরুগোবিন্দের দ্বারা গঠিত শিখ-সম্প্রদায়।

খালসা, খালিসা—(আঃ খ'ালিস'া) খাস-মহল, সরকারী জমি, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সরকারের অধীন ভূমি বা সৈন্যদল; প্রধান রাজস্ব আদালত।

খালা—(আঃ খা'লা) মায়ের ভগিনী। **খালাত ভাই**—খালাজাত ভাই। **খালু**—খালার স্বামী।

খালাড়ী—যেখানে ক্ষারীলবণ প্রস্তুত হয়।

খালাস—(আঃ খলাস) বন্ধন হইতে মুক্তি; অব্যাহতি (জেলখানা থেকে খালাস পাওয়া); প্রসব করানো, নির্মুক্ত করা (পোয়াতী খালাস করা; কামরা খালাস করা); দায়িত্বমুক্ত (তুমিত বলেই খালাস)। **খালাস করা**

—জেল-আদি হইতে মুক্ত করা; প্রসব করানো; ঋণশোধ দিয়া বন্ধকী দ্রব্য ছাড়ানো। **খালাস-পত্র**—মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এরূপ লিখিত নির্দেশ, ছাড়পত্র।

খালাসী—(আঃ খলাস) জাহাজাদিতে নিযুক্ত শ্রমিক (যে মাল খালাস করে); মুক্তি (খাই-খালাসী)।

খালি,-লী—(আঃ খালী) শূন্য, রিক্ত (খালি কলসী, টেবিল খালি করা, খালি চেয়ার, খালি পেট, চাকরি খালি হওয়া); স্বাভাবিক, বাহ্য উপকরণ ব্যতীত, আবরণহীন (খালি গা; খালি চোখে সে গ্রহ দেখা যায় না; খালি মাথা); শুধু, একমাত্র (খালি ডাল দিয়ে কি খাওয়া যায়); ক্রমাগত (খালি বকর্ বকর্) সম্বলহীন, ভূষণহীন (খালি হাত; হাত খালি—বিধবার)। **খালি খালি**—অকারণে (খালি খালি গাল খেলাম); শূন্যপ্রায় (তার অভাবে বাড়ী খালি খালি বোধ হচ্ছে)। **খালি ঠেকা**—শূন্য বোধ হওয়া।

খালি—ছোট খাল। **খালিজুলি**—খাল ও জোলা। (খালি হইতে 'মধুখালি', 'কুমারখালি' ইত্যাদি নাম)।

খালিত্য—টাক।

খালিসা—খালসা দ্রঃ।

খালুই—খলই দ্রঃ।

খালেস—(আ. খালিস') বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম (খালেস ঘি)।

খাস—(আঃ খ'াস্') অ-সাধারণ, বিশেষ (খাস দরবার, দেওয়ানী খাস—বিপরীত আম); নিজস্ব (জজের খাস কামরা); উচ্চ-শ্রেণীর, বিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট (খাস আম); প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীন, অন্য প্রজার অধিকারে নয় (খাসমহল)। **খাস করা**—প্রজার অধিকার হইতে জমি ভূম্যধিকারীর নিজের অধিকারে আনা। **খাসখামার**—খামার দ্রঃ। **খাস-গেলাস**—বিবাহাদির শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত অভ্র-আদির বাতিদান বা গেলাস। **খাস-দখল**—প্রজার অধিকার নষ্ট বা উপেক্ষা করিয়া জমিদারের দখল স্থাপনা। **খাস-নবীশ**—শাসনকর্তা বা তত্তুল্য ব্যক্তির নিজস্ব Private Secretary। **খাসবর-দার**—নিজস্ব প্রহরী, আশা-শোঁটাধারী।

খাসলত—(আ. খ'স'লত্) স্বভাব, আচরণ (ইল্লত যায় ধুলে আর খাসলত যায় মলে)।

খাসা—(আঃ খ'াস'া) উপাদেয়, উত্তম, পছন্দসই (খাসা আম, খাসা কথা, খাসা মেয়ে); গুণবান্, অমায়িক (খাসা মানুষ)। **খাসা দই**—সুমিষ্ট চাপবাঁধা দই।

খাসিয়ত—(আ. খ'াসি'য়ত্) স্বভাব, প্রবণতা। **খো-খাসিয়ত**—স্বভাব-চরিত্র, স্বাভাবিক প্রবণতা।

খাসিয়া—আসামের পার্বত্য জাতি ও পাহাড় বিশেষ।

খাসী—(আঃ খ'াস্'স'ী) অণ্ডহীন (খাসী ছাগল)। **খাসী করা**—অণ্ডকোষ বাহির করিয়া ফেলা। **খোদার খাসী**—খোদা দ্রঃ।

খাস্তা—(আঃ খ'াস্তা) পীড়িত, বিকল, নষ্ট (সাত নকলে আসল খাস্তা); যাহা অল্প চাপেই ভাঙ্গে (খাস্তা লুচি, কচুরি, পরোটা)। (খাস্তা হইতে) **খিস্তি; মুখখিস্তি করা**—অশ্রাব্য কথা উচ্চারণ করা।

খি, খে—(সং ক্ষেপ) সুতার মুখ, খেই, (তাহা হইতে) আলাপের সূত্র (কথার খি ধরে নেওয়া); সুতার তার বা গাছা, string, strand (এক খে সুতা—গ্রাম্য ভাষায় খ্যাও বলে)। **খে হারানো**—খেই হারানো, যে বিষয়ে কথা হইতেছিল তাহা ভুলিয়া যাওয়া।

খিআতি, খিয়াতি—(খ্যাতি) খ্যাতি, সুনাম; কুখ্যাতি, কুৎসা (বর্তমানে গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।

খিকখিক—অপেক্ষাকৃত চাপা হাসির শব্দ।

খিচ, খ্যাঁচ, খিঁচ, খেঁচ—টানা, আকর্ষণ করা। **খ্যাঁচমারা**—জোরে ছিপে সুতায় টান মারা।

খিচা, খেঁচা—আকর্ষণ করা, টানা। **হাত-পা খেঁচা**—হাত পায়ে খিল ধরা। **খেচনি, খেঁচুনি**—আক্ষেপ।

খিচানো—মুখভঙ্গি করা। **দাঁত খিচানো**—বিশ্রীভাবে দাঁত বাহির করিয়া গালাগালি করা বা কটু কথা বলা।

খিচ—দাঁতে বালি বা কাঁকর-কণা পড়িলে যে শব্দ হয়; তাহা হইতে, কিছু অবনিবনাও, কিছু অসঙ্গতি। **খিচ মারা**—ভাল করিয়া পেঁবা যেন দাঁতে বালুকণা না লাগে; কোন কার্য

এমনভাবে সম্পন্ন করা যেন অভিযোগ না থাকে।

খিচখিচ, খিচিখিচি—অপ্রীতিকর বাদানুবাদ, বকাঝকা, ঝগড়াঝাঁটি।

খিচড়—(খচ্চর হইতে) দুষ্ট, অভব্য, বদ। **খিচড়ামি**—দুষ্টামি, পেজোমি।

খিচড়ি,-ড়ী, খিচুড়ি—(সং কৃসর, হিং খিচড়ি) চাল-ডাল-মিশ্রিত পক্ব অন্নবিশেষ, ইহার সহিত কিছু ঘি দেওয়া সঙ্গত, ঘৃত অভাবে সরিষার তেল ; নানারকমের সব্জি ও কখনও কখনও মাছ ও মাংসও দেওয়া হয়। **খিচুড়ি পাকানো**—নানারকম বস্তু বা ব্যাপারের জটিল বা বিসদৃশ সংযোগ, তালগোল পাকানো। **জগাখিচুড়ি**—জগন্নাথের খিচুড়ির মত নানা বস্তুর বা ব্যাপারের একত্র সমাবেশের ফলে সমূহ জটিলতার সৃষ্টি (বইখানি যোগতত্ত্ব ও বিজ্ঞানতত্ত্বের এক জগাখিচুড়ি)।

খিচিমিচি, খিচমিচ—খিচখিচ দ্রঃ ; সামান্য বিষয় লইয়া অপ্রীতিকর বাদানুবাদ, মনান্তর, কলহ।

খিজমত, খেজমত, খেদমত—(আঃ খি'দমত্) সেবা, পরিচর্যা, ভৃত্যের মত সেবার দ্বারা সন্তোষসাধন (তোমাদের খেজমত করতেই ত দিন গেল, পরকালের কাজ আর কখন করব)।

খিজলানো—বিরক্ত করা, যে কথা বলিলে বিরক্ত হয় বার বার সেই কথা বলা। **খিজলে যাওয়া**—অত্যন্ত তিক্তবিরক্ত হওয়া।

খিজি—বায়না। **খিজি করা**—বায়না ধরা।

খিটকাল,-কেল—নিন্দা, কলঙ্ক রটানো।

খিটখিট, খিটমিট—ছোট-খাট ব্যাপার লইয়া সর্বদা অসন্তোষ প্রকাশ। **খিটখিটে**—যে সহজেই রাগিয়া উঠে, বকাঝকা করে (মেজাজটা বড় খিটখিটে হয়ে উঠেছে)।

খিটিমিটি—ছোটখাট বিষয় লইয়া ক্রমাগত মতবিরোধ ও কলহ (খিটিমিটি বাধা)। **খিটিমিটি করা**—ছোটখাট ব্যাপারে ক্রমাগত অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করা (বিশেষতঃ গুরুজনের অথবা উপরওয়ালার)।

খিড়কি,-কী—(সং খড়ক্কী) বাড়ীর পশ্চাদিকের ছোট দরজা, জানালা, ঝরকা। **খিড়কিপুকুর**—বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে বিশেষভাবে মেয়েদের ব্যবহারযোগ্য পুকুর। **খিড়কিদার পাগড়ী**—যে পাগড়ীর উপরে কোন অংশ খোলা থাকে।

খিতাব—খেতাব দ্রঃ।

খিদমত—খিজমত দ্রঃ। **খিদমত্গার**—ভৃত্য, বড়লোকের সর্বদা পরিচর্যারত ভৃত্য। বি. খিদমত্গারি।

খিদা, খিদে—(সং ক্ষুধা) ক্ষুধা, মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত। **চোখের খিদে**—ক্ষিদে দ্রঃ। **দুষ্টু খিদে**—অপ্রকৃত রোগ-উৎপাদক ক্ষুধা। **খিদে মরে যাওয়া**—(ক্ষুধার সময়ে আহার গ্রহণ না করার ফলে) ক্ষুধা নষ্ট হওয়া। **খিদের মাথায়**—প্রবল ক্ষুধার সময়ে (খিদের মাথায় যা খাওয়া যায় তাই মধু)।

খিদ্যমান—(খিদ্+শানচ্) যে খেদ করিতেছে।

খিন্ন—(খিদ্+ক্ত) অবসাদগ্রস্ত, পীড়িত, দুঃখিত। (খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা—রবি)।

খিমচি—লঘু খামচি, চিমটি।

খিয়ানত—খেয়ানত দ্রঃ।

খিয়াল—খেয়াল দ্রঃ।

খির—ক্ষীর দ্রঃ।

খিরকা—খেল্কা দ্রঃ।

খিরকিচ—গোলমাল, ঝঞ্ঝাট, ঝগড়া-বিবাদ (এই সামান্য বিষয় নিয়ে এত খিরকিচ কেন)।

খিরা—শসা (পূর্ববঙ্গে—খিরাই)।

খিরসা, খির্সা—ক্ষীরসা দ্রঃ।

খিরাজ—খেরাজ দ্রঃ।

খিরি—(সং ক্ষীরেয়ী, ক্ষীরী) ক্ষীর হইতে প্রস্তুত খাদ্য-বিশেষ ; গোস্তন।

খিল—(সং) পতিত, আচষা (খিল জমি)। **খিল ভাঙা**—পতিত পড়িয়া আছে এমন জমি নূতন করিয়া চষা।

খিল—(সং) বিষ্ণু, পরমব্রহ্ম ; অবশিষ্ট, পরিশিষ্ট।

খিল—(সং কীল) অর্গল, হুড়কা, সন্ধি-সংযোজক গোঁজ বা কাঁটা ; খেঁচুনি, মাংসপেশী টানিয়া ধরার ভাব, খাল (খিল ধরা)।

খিলকা—খেলকা দ্রঃ।

খিলখিল—হাস্যধ্বনি, বিদ্রূপাত্মক হাসি, শিশু বা বালক-বালিকা ও নারীর আনন্দময় হাসি।

খিলনি,-নী—খিল, অর্গল, হুড়কা।

খিল লাগা,-ধরা—হাত-পা, কোমর, চোয়াল ইত্যাদি স্থানে টানিয়া ধরার মত ভাব অনুভব, দাঁতে দাঁতে লাগা।

খিলা—খিল; অকর্ষিত (খিলা জমি)।

খিলাই—খেলাই দ্রঃ।

খিলাৎ, খেলাত, খেলোয়াৎ—(আঃ খিলা'ত্) সম্মানসূচক রাজদত্ত পরিচ্ছদ (নাই বা পেলেম রাজার খেলাত্—রবি)।

খিলান—অর্ধগোলাকৃতি ইটের বা পাথরের গাঁথনি, arch; আলের সাহায্যে দুই কাঠের সংযোগসাধন (খিলান যেন মজবুত হয়); কাঁচা সেলাই।

খিলি,-লী—উপকরণ সমেত সাজা বা ভাঁজ করা পান (এক খিলি পান পর্যন্ত দিলে না)। **খিলিদানী**—পানদান, বিড়িদান।

খিশমিশ—চাপা তীব্র বিরক্তি ক্রোধ ইত্যাদির ভাব (খিশমিশ করা—প্রাদেশিক)। ঠিশ-মিশ দ্রঃ।

খিসারৎ—খেসারৎ দ্রঃ।

খিস্তি—খাস্তা দ্রঃ।

খীণ, খীন—(বৈষ্ণব-সাহিত্যে) ক্ষীণ।

খীর—(প্রাচীন বাংলা) ক্ষীর, ঘনদুগ্ধ, দুগ্ধ। **খীরকম্বা**—ধান্য-বিশেষ।

খীরসা, খীরা—ক্ষীরসা, ক্ষীরা দ্রঃ।

খীল—খিল, অর্গল।

খুঁইয়া, খুএ—ক্ষুণ্ণা দ্রঃ।

খুঁকি,-কী, খুকি,-কী—ছোট মেয়ে, (ব্যঙ্গার্থে) বয়স্কা কিন্তু আব্দেরে অথবা অবুঝ (খুকিটি ত নও)। **খুকিপনা**—ছোট মেয়ের মত আব্দারে অথবা দায়িত্বহীন ভাব।

খুঁচা—খোঁচা দ্রঃ। **খুঁচানো**—খোঁচানো দ্রঃ।

খুঁচি—(সং কুক্ষি) চাউল মাপিবার পাত্র-বিশেষ **লক্ষ্মীর খুঁচি**—লক্ষ্মীর হাতে যে ধান মাপিবার পাত্র থাকে (কোন কোন অঞ্চলে লক্ষ্মীর কাঠা বলে এবং গৃহকর্মে অদক্ষ বা অমনোযোগী বালিকাকে বিদ্রূপ করিয়া 'লক্ষ্মীর খুঁচি', 'লক্ষীর কাঠা' বলা হয়)।

খুঁচি—যাহা গুঁজিয়া দেওয়া হয়। **চালে খুঁচি দেওয়া**—চাল না ছাইয়া মাঝে মাঝে খড় গুঁজিয়া দিয়া উহার সংস্কার করা (এবারও খুঁচিতে চলল কিন্তু সামনের বারে ছাইতেই হবে)। **খুঁচি ভরা**—প্রধানতঃ কন্যাকে বার বার নানা জিনিষপত্র বা টাকা-পয়সা দেওয়া যাহাতে শ্বশুরবাড়ীতে কথা শুনিতে না হয় (মা ত আর নেই যে খুঁচি ভরবে)।

খুঁচুনি—খোঁচা, বিরক্ত করা।

খুঁজা, খোঁজা—অনুসন্ধান করা, তালাস করা (ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর—রবি); চাওয়া (খুঁজে খাওয়া—চাহিয়া খাওয়া; পূর্ববঙ্গে খুজ্যা খাইতাম না)। **খুঁজে পেতে**—যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া। **খোঁজ-তল্লাসী**—অন্বেষণ।

খুঁট, খোঁট—ধুতি, শাড়ী প্রভৃতির কোণ। **খুঁট-গোঁজা**—কোমরে পাড় একটুখানি গুঁজিয়া ধুতি বা শাড়ী পরা। **খুঁট বদলাইয়া কাপড় পরা**—দিক্‌ভ্রম হইলে ধুতির কাছা ও কোঁচা পাল্টাইয়া পরা।

খুঁট—(প্রাদেশিক) ভাঙ্গাচুরা পুরাতন কাঁসা; দোষ, খুঁত (খোঁটা দ্রঃ)।

খুঁটা—তুলিয়া ফেলা, ছিন্ন করা (ব্রণ নখে খুঁটতে নাই)।

খুঁটা, খোঁটা—পাখীর ঠোঁট দিয়া শস্যকণা আহরণ করা, ক্ষুদ্রবস্তু একটি একটি করিয়া কুড়ানো (পড়া চালগুলো খুঁটে তোল)। **খুঁটে খাওয়া**—কুড়াইয়া খাওয়া, অপচয় না করা; নিজের চেষ্টায় অন্ন সংস্থান করা। **খুঁটে খেতে শেখা**—অসহায় শৈশবদশা অতিক্রম করা, উপার্জনক্ষম হওয়া। **দাঁত খোঁটা**—খড়কে দিয়া দাঁতের ফাঁক হইতে খাদ্যের কণিকা বাহির করিয়া ফেলা। **খুঁটাইয়া, খুঁটিয়ে**—তন্ন তন্ন করিয়া, ভাল করিয়া খোঁজ-খবর লইয়া (খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করা)। **খুঁটিয়ে দেখা**—সব দিক যত্নপূর্বক বিচার করিয়া দেখা। **খুঁটিনাটি**—কোন ব্যাপারের বা বিষয়ের ছোট বড় তুচ্ছ অতুচ্ছ সব কিছু। **খুঁটনি, খুঁটুনি**—যদ্বারা খোঁটা হয়। **খুঁটরানো**—খুঁটিয়া বাহির করা। **খুঁট-আখুরে**—যাহার হাতের লেখা খুব খারাপ, অশিক্ষিত।

খুঁটা, খোঁটা—(সং কুট) খুঁটি, গোঁজ, সীমানা-নির্দেশক কাষ্ঠ বা বংশখণ্ড। (খুঁটার জোরে মেড়া কোঁদে—পা যদি খুঁটার মত শক্ত করিয়া দাঁড়াইতে পারে তবেই মেড়ার লড়াইয়ে সুবিধা হয়)। **খুঁটা গাড়িয়া দাঁড়ানো**—পা খুব শক্ত করিয়া দাঁড়ানো, প্রবল সংকল্প গ্রহণ করিয়া কাজে লাগা।

খুঁটি,-টী—খোঁটা; ঘরের বাঁশের বা কাঠের থাম; যাহাতে সেতার এস্রাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের তার বাঁধা হয়। **খুঁটিগাড়ি**—নৌকা বাঁধিবার বা মাছ ধরিবার খুঁটি গাড়িবার জন্য জমিদারকে যে খাজনা দিতে হয়। **শ্যামের খুঁটি**—হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ।

খুঁড়া, খোঁড়া—খনন করা; খুঁৎ ধরা, কু-নজরে দেখা, চোখ দেওয়া (তোমরা আমার বাছারে খুঁড়ো না)। **মাথা খোঁড়া**—মাথা কোটা। **খুঁড়াইয়া বড়**—ডিঙি মারিয়া বড় হওয়া, ছলেবলে নিজেকে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করা।

খুঁড়ানো—খোঁড়ানো দ্রঃ।

খুঁৎ, খুঁত—(সং ক্ষত; তামিল কুত্তম্) দোষ, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, অঙ্গবৈকল্য (পায়ে খুঁত আছে)। **খুঁত কাড়া**—খুঁত বাহির করা, নিন্দা করা। **খুঁত ধরা**—দোষ ধরা। **খুঁৎখুঁৎ করা**—ছোটখাট ত্রুটিতে অসন্তোষ প্রকাশ করা; পুরাপুরি খুশী হইতে না পারা। **খুঁৎখুঁতে**—সন্দেহপ্রবণ। **খুঁৎমুত**—খুঁৎ-খুঁৎ। বি. খুঁৎমুতুনি। বিণ. খুঁৎমুতে—প্রায় কিছুই যার মনে ধরে না।

খুঁতি, খুতি—(প্রাঃ) ছোট থলে (টাকার খুঁতি)। **খুঁতি সেলাই কর গিয়ে**—(ব্যঙ্গার্থে) বহু টাকা পাবে সেই আশায় থলি তৈরি কর গিয়ে; বেশী পাবার অসঙ্গত আশা সম্বন্ধে বলা হয়।

খুঁয়া, খুঁএা—খুএা। **খুঁয়ে তাঁতী**—হাতে কাটা মোটা সূতা দিয়া যাহারা কাপড় বুনে, জোলা, নিম্নশ্রেণীর কারিগর (খুঁয়ে তাঁতী হয়ে দেহ তসরেতে হাত—ভারতচন্দ্র)।

খুক—অনুচ্চ কাশির শব্দ। **খুক্‌খুক্‌, খুক-খুকুনি**—ক্রমাগত ঐরূপ কাশিবার শব্দ (সাধারণতঃ সন্দেহজনক)।

খুকি,-কী—খুঁকি দ্রঃ।

খুঙ্গি,-ঙ্গী—(সং করঙ্গ) বেত বা বাঁশ দিয়া তৈরি আধার বিশেষতঃ পুস্তকাধার।

খুচখুচ, খুচুর খুচুর—ধীরে ধীরে বা সাবধানে চলা বা আঘাত করা; তাহা হইতে, কাজে মন্থরতার পরিচায়ক (এমন খুচুর-খুচুরে চলবে না, তাড়াতাড়ি হাত নাড়)।

খুচরা—(সং—ক্ষুদ্র; গ্রাম্য—খুদরা) ক্ষুদ্র, ছোট ছোট, ছোটখাট (খুচরা কাজ, খুচরা খদ্দের), টাকার ভাঙ্গানি—আনি, দুয়ানী, সিকি ইত্যাদি। **খুচরা খরচ**—ছোটখাট খরচ। **খুচরা কথা**—সামান্য বা অবান্তর কথা। **খুচরা গহনা**—ছোটখাট গহনা। **খুচরা বিক্রি**—পাইকারির বিপরীত।

খুজলি—চুলকনা।

খুএা—খুঁএা দ্রঃ।

খুট—কাঠ-আদিতে কঠিন বস্তুর মৃদু আঘাত। **খুটখাট**—খুট এবং তজ্জাতীয় আঘাত বা নড়াচড়ার শব্দ। **খুটখুট**—ক্রমাগত খুট-ধ্বনি। **খুটুরখুটুর**—ক্রমাগত খুটখাট শব্দ (ইঁদুর প্রভৃতির) বা কঠিন পথে ধীর পদ-বিক্ষেপের শব্দ। **খুটুসখুটুস**—ব্যাপক খুটখুট।

খুড়তত,-তুত, খুড়াত—(সং খুল্লতাত) খুড়ার ঔরসে জাত (ভ্রাতা বা ভগিনী)।

খুড়ন, খোড়ন—খোঁড়ন, খনন।

খুড়শ্বশুর,-শাশুড়ী,-শাশ—স্বামীর বা স্ত্রীর খুড়া বা খুড়ীরূপে সম্পর্কিত।

খুড়া, খুড়ো—খুল্লতাত, পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্ত্রী. খুড়ী। **হরির খুড়ো**—অতিদূর বা জোড়া-তাড়া সম্পর্কের (অবজ্ঞায়)।

খুড়া, খুঁড়া, খোড়া—নজর দেওয়া (খুঁড়া দ্রঃ)।

খুত্‌বা—খোৎবা দ্রঃ।

খুতি—খুঁতি দ্রঃ।

খুদ—(সং ক্ষুদ্র) ক্ষুদ দ্রঃ। **খুদকুঁড়া**—অতি সামান্য আহার্য (খুদকুঁড়া যা জোটে)। **খুদ মাগা**—পুনর্বিবাহে স্ত্রী-আচার বিশেষ।

খুদ—খোদ দ্রঃ।

খুদা, খোদা—খনন করা, পাত, উৎকীর্ণ করা বা উৎকীর্ণ (নাম খোদা আছে)।

খুদিয়া, খুদে—(সং ক্ষুদ্র) ক্ষুদ্র, ছোট বা অতি ছোট (খুদে জাম, খুদে রাক্ষস, খুদে পীপড়ে, খুদে অক্ষর)। ক্ষুদ দ্রঃ।

খুন, খূন—(ফাঃ খুন) বধ, হত্যা (খুনের দায়); নিহত (খুন করা); রক্তাক্ত, মৃতপ্রায় (মেরে খুন করব); অভিভূত, অতি পরিশ্রান্ত (হেসে খুন হওয়া; এই দুপুর রোদে হেঁটে এসে বাছা আমার খুন হয়ে এসেছে)। **খুন চড়া**—ক্রোধোন্মত্ত হইয়া হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হওয়া। **মাথায় খুন চাপা**—খুন চড়া। **খুন হওয়া**—নিহত হওয়া, হত্যাব্যাপার ঘটা

(এপাড়ায় একটা খুন হয়েছে)। **খুনখারাপি, খুনখারাবি**—রক্তারক্তি, হত্যাকাণ্ড। **খুনসী**—(হিন্দী) ক্রুদ্ধ, মারমুখো (বক্‌সী আমার পতি সদাই খুনসী—ভারতচন্দ্র)।

খুনাখুনি, খুনোখুনি—বিষম মারামারি, যাহাতে মারামারি হইবার সম্ভাবনা, বিষম ঝগড়া-বিবাদ। **খুনখোশরোজ**—রক্তের হোলি-খেলা। **খুনখুবি**—রক্তের সৌন্দর্য অর্থাৎ বেগে রক্ত চলাচলের সৌন্দর্য, উদ্দীপনার সৌন্দর্য। **খুনজোশী**—বেগে রক্ত-চলাচলের উদ্দীপনা। **খুনসড়ি, খুনসুড়ি, খুনসুটি**—ঝগড়া, অবনিবনাও, প্রেমের কলহ। **খুনী, খুনিয়া, খুনে**—হত্যাকারী, এত নিষ্ঠুর যে খুন করিতে পারে। **খুনী আসামী**—খুনের দায়ে ধৃত ব্যক্তি।

খুন—রক্ত। **খুনী**—রক্তবর্ণ (খুনী রং)। (পূর্ব-বঙ্গে রক্ত অর্থে খুন ও লৌ-এর ব্যবহার সুপ্রচুর)।

খুনখুনে—অতি বৃদ্ধ, বার্ধক্যের চিহ্ন যাহাতে অতিশয় স্পষ্ট।

খুন্তি,-ন্তী—ছোট খন্তা, রন্ধন কার্যে ব্যবহৃত হয়; খনিত্র, খোন্তা।

খুপরি, খোপরি—খোপের মত গৃহ, অতি ছোট কামরা, কুলুঙ্গী। **খুপরি কাটা**—খোপ কাটা; খুবরি দ্রঃ।

খুপসুরৎ—খুবসুরৎ দ্রঃ।

খুপী—ছোট কামরা, খুপরি।

খুব—(ফাঃ খু'ব) অতিশয়, অত্যন্ত (খুব প্রশংসা, খুব নিন্দা); আচ্ছারকম, প্রচুর পরিমাণে (খুব জব্দ, খুব খাওয়া হ'ল); যথেষ্ট—ব্যঙ্গার্থে (খুব হয়েছে, এইবার তার আক্কেল হবে; খুব শুনিয়ে দেওয়া হ'য়েছে); প্রশংসনীয় কাজ, যোগ্য কাজ (মেরেছি, খুব করেছি)। **খুব করে ধরা**—সনির্বন্ধ অনুনয়-বিনয় জানানো। **খুব করে বলা**—মনের ঝাল মিটাইয়া কথা শুনাইয়া দেওয়া (বিপরীত—অনেক করিয়া বলা—অনেক দ্রঃ)।

খুবরি, খুবরী—খুপরি, কুলুঙ্গী। খুবরি-খাবরি—ছোট ছোট ঘর, কুলুঙ্গী ও তজ্জাতীয় স্থান।

খুবসুরৎ—(ফাঃ) অতিশয় সুন্দর বা সুন্দরী। বি. খুবসুরতি—সৌন্দর্য (কথ্যভাষায় 'খোপ-সুরৎ')।

খুবানি, খোবানী—ফলবিশেষ, apricot.

খুমখুমুনি—ক্রোধের ভাব, মনের অপ্রসন্নতা।

খুবি—(ফা. খূবী) সৌন্দর্য, চমৎকারিত্ব (খুনখুবি; মেহেমানদারির খুবি)।

খুমার,-রি,-রী—(আঃ) মত্ততা; মাতালের নেশা কাটার সময়ে যে শারীরিক অবসাদ অনুভূত হয়, খোঁয়ারি।

খুয়ানো, খোয়ানো—হারানো; নষ্ট করা বা হওয়া (নাম খোয়ানো)।

খুয়ার—খোয়ার দ্রঃ।

খুর—ক্ষুর দ্রঃ। **খুরে দণ্ডবৎ** বা নমস্কার—(ব্যঙ্গে) হার স্বীকার।

খুরখুর—ক্রমাগত লঘু পদধ্বনি। **খুরখুর করে চলা**—লঘু পদধ্বনি সহকারে দ্রুত চলা, শিশুর ছোট পায়ের ত্রস্ত সুন্দর গতি; তাহা হইতে, বয়স্কের বিরক্তিকর ঢিমা চলন (অমন খুরখুর করলে কি কাজ এগোয়)।

খুরপা, খুরপি, খুরপো—ঘাস চাঁচিয়া তোলার অস্ত্র-বিশেষ; বাণ-বিশেষ; চর্মকারের অস্ত্র-বিশেষ।

খুরপ্র—ক্ষুরপ্র, খুরপি।

খুর ভাঁইড়,-ভাঁড়—ক্ষুর কাঁচি প্রভৃতি রাখিবার পাত্র।

খুরলি,-লী—যুদ্ধকৌশল বা মুরলী শিক্ষা, কোন বিদ্যা অভ্যাস; খেলা; রঙ্গ। (বৈষ্ণবসাহিত্যে ব্যবহৃত)।

খুরশী—(কুর্‌সী) কাঠের ছোট আসন বিশেষ; টুল।

খুরশানি—(খুরস্বান) খুরাঘাতের শব্দ।

খুরা—খাটের পায়া, কলসী প্রভৃতির নীচে যে ধাতুনির্মিত বেড় পরানো হয়। **খুরানো**—খুর প্রদর্শন (গোবৎসের ভূমিষ্ঠ হইবার প্রথম অবস্থা)।

খুরাক—খোরাক দ্রঃ।

খুরাটি—(খুর-মাটি) খুরের আঘাতে উত্থিত মাটি বা ধুলা।

খুরালিক—নাপিতের ভাঁড়, ক্ষুরধান; বাণ-বিশেষ; বালিশ।

খুরি,-রী—মাটির বা ধাতুদ্রব্যের ছোট বাটি; **খুরী**—খুরযুক্ত প্রাণিবর্গ।

খুরমা, খোরমা—(ফাঃ) বড় শুষ্ক খেজুর-বিশেষ।

খুলা, খোলা—শিথিল বা মুক্ত করা বা হওয়া

(চুলখোলা, নৌকা খোলা, দরজা খোলা); স্খলিত হওয়া (ইট খুলে খুলে পড়ে, মাংস খুলে পড়ছে); উদ্ঘাটিত করা, বিকশিত হওয়া (মন খোলা; রং খুলছে); শোভা পাওয়া (শাদার পরে লাল খুলেছে ভাল); কাজ-কারবার আরম্ভ করা (স্কুল খোলা, দোকান খোলা), প্রকাশ করা, গোপন না করা (খুলে বলত; মন খুলে হাসা)। **চোখ খোলা**—জ্ঞান হওয়া বা দেওয়া (চোখ-খোলার সাধনার বড় সাধক)। **তলোয়ার খোলা**—অসি কোষমুক্ত করা; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া। **মন খোলা**—অকপট হওয়া। **বুদ্ধি খোলা, মাথা খোলা**—বুদ্ধি খেলা। **বাজনায় হাত খোলা**—বাজনায় পটুত্ব প্রকাশ পাওয়া। **মুখ খোলা**—বলিতে আরম্ভ করা। **খোলা চুল**—আলুলায়িত কুন্তল। **খোলা হাতে খরচ করা**—আদৌ কৃপণতা না করা।

খুলাসা—খোলসা দ্রঃ।

খুলি, খুলী—(সং খর্পর) করোটি. মাথার খুলি; যে খোল বাজায়।

খুল্ল—(সং) ছোট, কনিষ্ঠ (খুল্লতাত, খুল্লপিতামহ)।

খুল্লনা—কবিকঙ্কণ-বর্ণিত ধনপতি সদাগরের পত্নী।

খুশ, খোশ—খোশ দ্রঃ।

খুশী, খুসী—(ফাঃ খু'শী) ইচ্ছা, খেয়াল (খুশীমত, খেয়াল-খুশী); আনন্দ, আমোদ, স্ফূর্তি (বাবাকে দেখে কি খুশী); সন্তুষ্ট, আনন্দিত (শুনে খুশী হবে)। হাসিখুশী—আনন্দ, স্ফূর্তি; স্ফূর্তিযুক্ত, প্রসন্ন (হাসিখুশী মুখ)। **খুশী-খোশালিতে**— পরমানন্দে।

খুশ্‌ক, খুস্ক—(ফাঃ খুশ্‌ক্) শুষ্ক, রসহীন (খুশকা বা **খোস্কা পোলাও**—খুব অল্প ঘি দেওয়া পোলাও, বিপরীত 'তর্')। বি, খুশ্‌কি (খুশ্‌কির সময়—শুকনার বা টানের দিনে)।

খুসি—খুশী দ্রঃ।

খুস্থুর-খুস্থুর,-মুস্থুর—শুষ্ক পত্রাদিত ঘর্ষণজাত খস্ খস্ শব্দ।

খুস্থুরফুস্থুর—কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলা কথা বা বলার ভাব।

খুস্কি—খুশ্‌ক দ্রঃ; মরা মাস (খুস্কিভরা মাথা)।

খৃষ্ট—(Christ) যীশু খৃষ্ট। **খৃষ্টান, খৃষ্টিয়ান, খৃীষ্টান**—খৃষ্টধর্মাবলম্বী; আচারভ্রষ্ট (তোমরা হিঁদুও না মোছলমানও না তোমরা খৃষ্টান)। **খৃষ্টানী**—খৃষ্টধর্ম; খৃষ্টান নারী। **খৃষ্টাব্দ**—খৃষ্টের জন্মকাল হইতে প্রবর্তিত সন। **খৃষ্টীয়**—খৃষ্টসম্বন্ধীয়। **খৃষ্টোত্তরাব্দ**—খৃষ্টের জন্ম হইতে পরবর্তী কাল, A. D. **খৃষ্টপূর্ব**—খৃষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী কাল, B.C.

খেআতি—খেয়াতি দ্রঃ।

খে—খি দ্রঃ।

খেংরা—খাংরা দ্রঃ।

খেই—সূতার মুড়া; মূল প্রসঙ্গ বা ধারা। **কথার খেই হারানো**—মূলপ্রসঙ্গের কথা ভুলিয়া যাওয়া।

খেউ—কুকুরের ডাক, ঘেউ ঘেউ। **খেউ খেউ**—বার বার খেউ ধ্বনি; অবজ্ঞাত ব্যক্তির মন্তব্য বা প্রতিবাদ সম্বন্ধে বলা হয় (কুকুরে খেউ খেউ করেই থাকে)।

খেউড়, খেঁউড়—বাদ-প্রতিবাদ-মূলক অশ্লীল গান বিশেষ, বাংলা দেশে এক সময় সুপ্রচলিত ছিল; অশ্রাব্য ভাষায় বাদ-প্রতিবাদ বা গালাগালি। খেড়ু, খেঁড়ু—(খেঁউড়গায়ক; খেউড় গান)।

খেউর,-রি,-রী, খৌরি—ক্ষেউরি দ্রঃ।

খেও—(সং ক্ষেপ) মাছ ধরার জন্য জাল ফেলা।

খেওয়া—(খেয়া) নৌকায় পারাপার। **খেওয়া-ঘাট**—খেয়াঘাট, পারঘাট।

খেঁংরা—খাংরা দ্রঃ।

খেঁক, খ্যাঁক—কুকুর ও শেয়ালের ডাক; অশোভন কর্কশ বাক্য। **খেঁক খেঁক, খেঁকমেক**—কর্কশভাবে ক্রোধ প্রকাশ করা বা তাড়না করা (ও বুড়ো বড় খেঁকমেক করে)। বি. খেঁকখেঁকানি—শেয়াল কুকুরের কলহ।

খেঁকশিয়াল—ছোট শিয়াল বিশেষ। স্ত্রী. খেঁকশিয়ালী।

খেঁকারি—খাঁকার দ্রঃ।

খেঁকি, খেঁকী—রোগা শীর্ণ কুকুর, সহজেই খেঁক করিয়া উঠে; বদরাগী (অবজ্ঞায় বলা হয়—খেঁকী কোথাকার)।

খেঁচকা—(হিঃ খিচকা, খিচ দ্রঃ) ক্রমাগত বিরক্তিকর অনুরোধ বা তাগিদ। খেঁচকানো—ঐরূপ অনুরোধ করা বা তাগিদ দেওয়া। বি. খেঁচকানি।

খেঁচড়া—(খচ্চর) খাচরা, অশিষ্ট, বজ্জাত, খাচড়া। বি. খেঁচড়ামি।

খেঁচা—অঙ্গের আক্ষেপ হওয়া। **খেঁচুনি**—আক্ষেপ।

খেঁচা—টানা (খিঁচ, খিঁচা দ্রঃ) । **খেঁচাখেঁচি**—(হিঃ খীচনা) মনোমালিন্য, কলহ।

খেঁট, খ্যাঁট—ভোজন, পেটপুরে খাওয়া (খেঁট-টা ভালই হ'য়েছে)। সাধারণতঃ সমবয়স্কদের সঙ্গে কথায় ব্যবহৃত হয়।

খেঁড়, খেঁড়ি—খেলোয়াড়, যাহারা খেলিতে দাঁড়াইয়াছে (তোমাদের খেঁড়ি মারা গেল কাজেই আমাদের খেঁড়ি তাজা হ'ল)।

খেঁড়ু—খেউড় গায়ক ; খেউড় গান। খেঁউড় দ্রঃ।

খেঁড়ো—কাঁকুড়-জাতীয় ফল-বিশেষ ; যে গাই অনেক দিন হইল বাচ্চা দিয়াছে (খেঁড়ো গাই-এর ঘন দুধ)।

খেঁৎ-খেঁৎ, খ্যাঁৎ-খ্যাঁৎ—শিশুর অসুস্থতার সূচনায় অল্প অল্প ক্রন্দন (বাছার আমার শরীর আজ ভাল নেই, কেমন খেঁৎখেঁৎ করছে)। বি. খেঁৎখেঁতান, খেঁৎখেঁতানি।

খেঁদা, খেঁদী—খাঁদা দ্রঃ।

খেঁসারি—খেসারি (খঞ্জকারী) ডাল বিশেষ, ইহা দীর্ঘ দিন ব্যবহার করিলে নাকি খঞ্জত্ব ঘটে, ইহাকে 'খেঁাড়' ডালও বলে।

খেকো—(গ্রাম্য—খেগো) যে খায় (মানুষ-খেকো বাঘ ; গু'খেকোর বেটা)। স্ত্রী. খাকী, খাগী।

খেঘাট—(খেয়া ঘাট দ্রঃ)।

খেঙরা—খ্যাংরা দ্রঃ।

খেচর—যাহা আকাশে বিচরণ করে, পক্ষী, গ্রহ, দেবতা ইত্যাদি। স্ত্রী. খেচরী—বিদ্যাধরী প্রভৃতি দেবযোনি ; তান্ত্রিক আসন বিশেষ।

খেচরান্ন—খিচুড়ি।

খেচাখেচি—কেচ কেচি দ্রঃ ; ঝগড়া-ঝাঁটি, বকাবকি। **খেচামেচি**--অপ্রিয় বাদ-প্রতিবাদ, ঝগড়া, গণ্ডগোল।

খেজালৎ—(প্রাদেশিক) নানা ধরণের বিরক্তি, ঝঞ্ঝাট, দিগদারি (নানা খেজালতে আছি ; ছেলেটা বড় খেজালৎ করছে)। বি. খিজি—বায়না ; জেদ (ছোট ছেলের খিজি বরদাস্ত করা সোজা নয়)।

খেজুর—(সং খর্জুর) সুপরিচিত ফল। **খেজুরে গুড়**—খেজুরে রস জ্বালাইয়া যে গুড় হয়। **খেজুরছড়ি**—খেজুরের ছড়ি বা কাঁদি ; ধান্য বিশেষ ; খেজুর পাতার নক্সাযুক্ত পাড় বিশেষ ; **খেজুরমাথি**—খেজুরগাছের মাথার কোমল অংশ, খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। **পিণ্ড-খেজুর**—যে খেজুর বাহির হইতে পিণ্ডাকারে আসে।

খেট—খেঁট দ্রঃ।

খেটে—(সং খেট) কাঠের টুকরা করা গুঁড়ি, মোটা ছোট দণ্ড, মুগুর, ঢেঁকির মোনা।

খেটে-জাল—ইলিশ মাছ ধরিবার জাল বিশেষ।

খেটেল—শ্রমজীবী, মজুর।

খেড়—বিচালি, খড়।

খেড়ী—খেঁড় দ্রঃ ; খেলার সাথী।

খেত—(সং ক্ষেত্র) ক্ষেত্র, যে জমিতে চাষ হয়। **খেত-খোলা, খেত-খামার**—আবাদী জমি।

খেতরি, খেতুরি—রামপুর-বোয়ালিয়ার নিকট-বর্তী বৈষ্ণব তীর্থস্থান বিশেষ, নরোত্তম ঠাকুরের জন্মভূমি।

খেতাব—(আঃ খিতাব) সম্মানসূচক উপাধি। **খেতাবধারী**—যে খেতাব লাভ করিয়াছে (ব্যঙ্গে)।

খেতালি, খেতি—চাষবাস।

খেতি,-তী—ক্ষেতি দ্রঃ।

খেত্রিক, খেত্রী—(সং ক্ষত্রিয়) ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ।

খেদ—[খিদ্ (শোক করা) + অল্] দুঃখ, আক্ষেপ, আফসোস, অনুতাপ ; পরিশ্রম, ক্লান্তি।

খেদমত—(আঃ খি'দমৎ) সেবা, পরিচর্যা (**কওমের খেদমত**—জাতির বা সম্প্রদায়ের সেবা) ; তাহা হইতে, সেবার সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে এমন সান্নিধ্য (পত্র পাইলেই **হুজুরের খেদমতে** হাজির হইব)।

খেদা—হাতী ধরিবার মজবুত ফাঁদ বিশেষ ; ইহার ভিতরে হাতীর দলকে খেদাইয়া আনা হয়। **খেদা করা**—খেদা প্রস্তুত করা।

খেদান, খেদানো—তাড়ানো, দূর করিয়া দেওয়া (খেদান না উঠান চষা)। **গরু খেদান**—গরুর পাল খেদাইয়া লইয়া যাওয়া, তাহা হইতে, বিপক্ষদলকে অনায়াসে দূর করিয়া দেওয়া (আসুক না কতজন আসবে, গরু

খেদান করে রেখে আসব মাঠের ওপারে)। **মায়ে খেদানো বাপে তাড়ানো ছেলে**—নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, আপনার জনের কাছেও যে আমল পায় না।

খেদিত—যাহাকে খেদাইয়া দেওয়া হইয়াছে; খিন্ন, অবসাদগ্রস্ত; ব্যথিত।

খেদিব—(ইং Khediv, তুর্ক খেদিব) মিশরের রাজাদের উপাধি।

খেদুড়—(প্রাদেশিক) অপরিষ্কার।

খেদেল, খেদো—খাদযুক্ত।

খেপ—ক্ষেপ দ্রঃ। **খেপের নৌকা**—যে নৌকা মাল লইয়া ক্ষেপ দেয়। **খেপ দেওয়া**—নৌকায় মাল আনা নেওয়া করা।

খেপলা—খ্যাপলা দ্রঃ।

খেপা—ক্ষেপা দ্রঃ।

খেপানো—ক্ষেপানো দ্রঃ। **খেপানি**—যাহাতে কেহ বিষম বিরক্ত বা উত্তেজিত হয় এমন কথা।

খেপাম,-মি,-মো—পাগলাটে ভাব, পাগলামি।

খেমচা—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ; খানিকটা, অল্প পরিমাণ (খেমচে খেমচে গেল ঢের)।

খেমটা—সঙ্গীতের তাল বিশেষ, ঐ তালের নৃত্য। **খেমটাওয়ালী**—খেমটা-নর্তকী।

খেমটি—খামটি দ্রঃ। **দাঁত খেমটি**—উপরের দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁট চাপা, দৃঢ় সংকল্পের পরিচায়ক; দাঁতকপাটি।

খেয়—(সং) বাটী বা দুর্গের চারিদিকের খাত, গড়খাই; খননীয়।

খেয়া—(সং ক্ষেপ) নৌকা ইত্যাদির দ্বারা পারাপার। **খেয়া নৌকা**—এরূপ পারাপারে নিযুক্ত নৌকা। **খেয়া উঠে যাওয়া**—পারাপারের জন্য খেয়া নৌকা না থাকা, সাধারণতঃ বর্ষাকালে কোন কোন নদীতে এরূপ হয়। **খেয়াঘাট**—পারঘাট (সকল পথ দৌড়াদৌড়ি খেয়াঘাটে গড়াগড়ি)। **খেয়ার কড়ি**—খেয়া পার হইবার মাশুল; সম্বল। **খেয়া দেওয়া**—খেয়া নৌকায় মানুষ গরু-বাছুর ইত্যাদি পার করা। **খেয়ারি**—যে খেয়া পার করে।

খেয়াতি—(গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত) নাম; বদনাম (এই অর্থেই সাধারণতঃ বেশী ব্যবহৃত হয়)।

খেয়ানৎ—(আঃ খি'য়ানৎ) বিশ্বাসঘাতকতা, তহবিলতছরূপ, নাশ, ক্ষতি। **আমানতের খেয়ানৎ**—বিশ্বাস করিয়া যাহা গচ্ছিত রাখা হইয়াছে তাহার তছরূপ।

খেয়ারি—খেয়া দ্রঃ।

খেয়াল—(আঃ খ'য়াল) জ্ঞান, চেতনা, হুঁস (খেয়াল ছিল না); সঙ্গীত-বিশেষ (খেয়াল গায়ক); কল্পনা, উদ্দাম ভাবনা, সাধারণ ধরণধারণ বা চিন্তাভাবনার বহির্ভূত ব্যাপার (বড়মানুষী খেয়াল, প্রকৃতির খেয়াল; খেয়াল হ'ল আর ছুটলাম); মতলব, ঝোঁক (আপন খেয়ালে চলে)। **খেয়ালী**—যাহার মতলবের ঠিক নাই, অব্যবস্থিতচিত্ত, কল্পনাবিলাসী। **খেয়ালী পোলাও পাকানো**—আকাশ-কুসুম রচনা করা। **খেয়াল রাখা**—লক্ষ্য রাখা, সচেতন থাকা। **খেয়াল করা**—বিচার করা, অবহিত হওয়া। **বদখেয়াল**—মন্দ প্রবণতা বা চিন্তাভাবনা।

খেরাজ—(আঃ খিরাজ) খাজনা, রাজস্ব। **খেরাজী জমি**—যে জমির জন্য নির্ধারিত খাজনা দিতে হয় (বিপরীত-লাখেরাজ—নিষ্কর)।

খেরুয়া, খেরো—খারুয়া দ্রঃ।

খেল—খেলা, ক্রীড়া, লীলা। **খেল খেলা**—বুদ্ধির কৌশল দেখানো, চালাকি করা।

খেলকা—(ফাঃ খিরক'া) ফকির-দরবেশের দীর্ঘ অঙ্গাবরণ। **খেলকা নেওয়া**—ফকির-দরবেশের পোষাক ও পন্থা গ্রহণ করা

খেলনা, খেলেনা—(হি. খেলোনা) খেলার সামগ্রী, ক্রীড়নক।

খেলা—(খেল্—ক্রীড়া করা) ক্রীড়া, লীলা; কৌশলপ্রদর্শন (লাঠি খেলা); খেলা করা, চমকানো, শোভা পাওয়া (যেন বিদ্যুৎ খেলছে; 'এত রং খেলে মেঘে'); স্ফুরণ হওয়া (বুদ্ধি খেলা)। **খেলানো**—খেলা দেখানো, বশীভূত জীবজন্তুর সাহায্যে কৌশল-প্রদর্শন (সাপ খেলানো; মাছ খেলানো); রঙ্গ দেখানো। **খেলাধুলা**—শিশুর ধুলামাটি লইয়া খেলা, খেলা অথবা তজ্জাতীয় অকিঞ্চিৎকর কাজ (এতকাল ত কাটল খেলাধুলায়)। **ছেলে-খেলা**—ছেলেদের খেলাধুলার মত অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার, দায়িত্বশূন্য বা অকিঞ্চিৎকর বিষয় (এ কি ছেলেখেলা পেয়েছ)। **খেলাঘর**—বালক-বালিকাদের পুতুল খেলিবার স্থান।

খেলাড়িয়া, খেলাড়ু, খেলাড়ে—যে খেলা করিতে ভালবাসে।
খেলাত, খেলোয়াত—খিলাৎ দ্রঃ।
খেলানিয়া, খেলানে—খেলাড়ে, খেলাপ্রিয়। স্ত্রী. খেলানী।
খেলাপ, খেলাফ—(আঃ খি'লাফ) ব্যতিক্রম, অন্যথাচরণ, মিথ্যা (কথার খেলাপ ; কিস্তি খেলাপ ; খেলাপ এজাহার)। বি. খেলাপি,-ফি।
খেলারি,-রী—খেলনা প্রস্তুতকারক।
খেলুড়িয়া, খেলুড়ে, খেলুনিয়া, খেলুনে—খেলাপ্রিয়, খেলার সঙ্গী।
খেলো—(শিশুর খেলার যোগ্য) মূল্যহীন, অসার (খেলো কথা, লোকটা খেলো) ; নিরেশ, কম মজবুত (খেলো কাপড়)।
খেলোয়াড়—ক্রীড়ক ; কৌশলী ; ফাঁকিবাজ।
খেশ—গায়ের চাদর-বিশেষ।
খেশকুটুম—(ফা খেশ—আপন) আত্মীয়জন। **খেশী**—কুটুম্ব (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।
খেসারত—(আঃ খিসারত্) ক্ষতিপূরণ, damage (খেসারতের দাবি—ক্ষতিপূরণের জন্য আদালতে প্রার্থনা)। **খেসারতি**—খেসারত-সম্পর্কিত মোকদ্দমা।
খেসারি—খেঁসারি দ্রঃ।
খেসী, খেশী—(ফাঃ খেশ) আত্মীয়, কুটুম্ব (খেসীবাড়ী—কুটুম্ববাড়ী, পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।
খৈ—খই দ্রঃ।
খৈরি—কাদাখোঁচা জাতীয় পক্ষী বিশেষ।
খৈল—খইল দ্রঃ।
খো—খোয়া, ইঁটের ক্ষুদ্র খণ্ড।
খো—(ফাঃ খো) স্বভাব, প্রকৃতি, অভ্যাস। **খো ধরা**—জেদ করা। **বদ-খো**—বদ অভ্যাস, একগুঁয়ে। **খো-খাসিয়ত**—স্বভাবচরিত্র, স্বাভাবিক প্রবণতা (খো-খাসিয়ত ভাল না হ'লে কে আদর করবে)।
খোঁকা—খোকা দ্রঃ।
খোঁচ—(প্রাদেশিক) নীচু (খোঁচ জায়গা)। **খোঁচ খাঁচ**—নীচু ও সেই ধরণের স্থান ; দোষত্রুটি।
খোঁচা—লাঠি বা তজ্জাতীয় বস্তুর আগা দিয়া আঘাত (আঙ্গুলের খোচা, তলোয়ারের খোঁচা) তীক্ষ্ণ আঘাত (কথার খোঁচা, খোঁচা দিতে ছাড়ে না)। **কলমের খোঁচা**—মন্তব্য ; প্রতিকূল মন্তব্য। **কপালের খোঁচা**—প্রতিকূল ভাগ্যলিপি ; মন্দভাগ্য। **খোঁচা-খুঁচি**—লেখায় পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রয়োগ। **খোঁচানো**—চোখা কিছু দিয়া ফুলগাছ-আদির গোড়া আলগা করিয়া দেওয়া ; উত্ত্যক্ত করা ; বারবার তাগিদ দেওয়া।
খোঁজ—অন্বেষণ, তল্লাস, সন্ধান (খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না)। **খোঁজা**—খুঁজা দ্রঃ। **খোঁজাখুঁজি**—অনুসন্ধান।
খোঁট, খোট—খুঁট, খোঁট দ্রঃ।
খোঁটা—কলঙ্ক, কুৎসা, অপবাদ। **খোঁটা দেওয়া**—কলঙ্কের প্রতি ইঙ্গিত করা। **কুলের খোঁটা**—কুলের কলঙ্ক।
খোঁটা, খুঁটা—খুঁটা দ্রঃ।
খোঁড়—খোঁয়াড় দ্রঃ।
খোঁড়ল—(আঃ খন্দক) গর্ত, বৃক্ষের কোটর।
খোঁড়া—খঞ্জ, যাহার পা বিকল বা ভাঙা। স্ত্রী. খুঁড়ী। **খোঁড়ার পা খানায় পড়ে**—বিপন্নের আরও ভাগ্যবিড়ম্বনা সম্পর্কে খেদোক্তি বা সহানুভূতির উক্তি। **খোঁড়ানো**—খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলা। **খোঁড়ানে**—যে খুঁড়িয়ে চলে ; স্ত্রী. খোঁড়ানী। **খোঁড়া হওয়া**—হাঁটিবার ক্ষমতা না থাকা ; যানবাহনের অভাব ঘটা (ব্যঙ্গে)।
খোঁড়া—খনন করা ; নজর দেওয়া ; খুঁড়া দ্রঃ।
খোঁদল—খোঁড়ল, গর্ত।
খোঁদা—গর্ত করা ; খোঁড়া ; খনিত।
খোঁনা—খোনা দ্রঃ।
খোঁপা, খোপা—কবরী. নারীর দীর্ঘ কেশ বাঁধিবার ধরণ। (পুরুষের লম্বা চুল বাঁধা হইলে তাহাকে সাধারণতঃ ঝুঁটি বলে)।
খোঁয়াড়, খোঁড়—বাছুর আটকাইয়া রাখিবার জায়গা ; তছরূপকারী গরুছাগলাদি বন্দী করিয়া রাখিবার স্থান ; pound ; শূকরের বাসস্থান।
খোঁয়াড়ি,-ড়ী, খোঁয়ারি—খুমার দ্রঃ। **খোঁয়াড়ি ভাঙা**—নেশা ছুটিলে তাহার অবসাদ দূর করিবার জন্য অল্পমাত্রায় মাদক সেবন।
খোকন—খোকা (আদরে)।
খোকসা—(প্রাদেশিক) শুষ্ক, তৈলহীন (খোকসা মাথা—খুব্ক্ হইতে)।
খোকা—শিশু পুত্র ; অল্পবয়স্ক বালক ; বয়স্ক

কিন্তু আচরণে বালকের মত বিবেচনাহীন (গালি)। স্ত্রী. খুকী। **খোকা ইলিশ**—এক ধরণের ইলিশ, দেখিতে ছোট। **ছোট খোকা**—বালক অথবা কিশোর পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ; এইভাবে 'বড়খোকা', 'মেজো-খোকা'। **খোকামো**—আদুরে ভাব; দায়িত্বহীন আচরণ।

খোক্কশ,-স—রাক্ষস-জাতীয় কাল্পনিক জীব, শিশুদের ভয় দেখাইবার জন্য বলা হয়।

খোজা—(ফাঃ) খাসী-করা মানুষ; সেকালের রাজ-অন্তঃপুরে নিযুক্ত হইত।

খোট—ইলিশ মাছ ধরিবার জাল বিশেষ; জিদ (খোট করিয়া বসা)।

খোটেল—ধূর্ত, ফাঁকিবাজ।

খোট্টা, খোঁট্টা—পশ্চিমদেশীয় লোক (অবজ্ঞা-সূচক)। **কাটখোট্টা**—লালিত্যবর্জিত, রুক্ষ।

খোড়—(সং) খোঁড়া।

খোড়ল—গর্ত বা গর্তযুক্ত; কোটর।

খোতবা—(আঃ খুত্‌বা) শুক্রবারের নামাজে বা ঈদের নামাজে দত্ত ইমামের বা নামাজ-পরিচালকের ভাষণ, ইহাতে ধর্মের বিধি-নিষেধের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় ও দেশের মুসলমান শাসকের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করা হয়। **খতিব**—যে খোতবা পাঠ করে। **খতিবি**—খতিবের কাজ।

খোদ—(ফাঃ খুদ্) স্বয়ং, নিজ, নিজস্ব। **খোদ-পছন্দ**—যে নিজের পছন্দ মত চলাফেরা করে বা কাজ করে। **খোদপরস্ত**—পরস্ত দ্রঃ। **খোদ মতলবী**—যে নিজের মতলব মত কাজ করে, স্বার্থপর। **খোদমোক্তার**—নিজেই নিজের প্রতিনিধি, স্বাধীন। **খোদকস্তা**—স্থানীয় প্রজা।

খোদকার,-গার—যে খোদাই কাজ করে, engraver। বি. খোদকারি—খোদাই, নক্সা করা। **খোদার উপর খোদকারি**—অসঙ্গত ও অশোভন হস্তক্ষেপ। **খোদকারি করা**—খোদাই করা।

খোদা—খোঁড়া, উৎকীর্ণ, উৎকীর্ণ করা (আংটিতে নাম খোদা আছে)। **খোদাই**—খোদার কাজ। **খোদানো**—খনন করানো বা খোদাই করানো।

খোদা—(ফাঃ খুদা) স্বয়ম্ভু, ঈশ্বর। **খোদাওন্দ, খোদাবন্দ**—প্রভু, কর্তা, হুজুর, রাজা বা প্রভুর সম্বোধনে বা সম্ভ্রমে ব্যবহৃত হয় (খোদাবন্দ হুকুম করলে সব পারি)। **খোদাতায়ালা**—পরমেশ্বর। **খোদার খাসী**—খোদার নামে ছাড়িয়া দেওয়া খাসী সুতরাং স্বচ্ছন্দভাবে চলা-ফেরা করার ফলে হৃষ্টপুষ্ট; তাহা হইতে, চিন্তা-ভাবনাহীন মোটা-সোটা ব্যক্তি (বিদ্রূপে বলা হয়—দিন দিন যে খোদার খাসী হ'য়ে উঠছ)। **খোদাই ষাঁড়**—ধর্মের ষাঁড়; খোদাই খাসী। **খোদাই খিদ্‌মদগার**—খোদার পথে সেবক, নিষ্কাম সেবক।

খোনা—যার কথায় নাকি-সুর লাগে, নাকা। **খোনা কথা**—নাকি-সুরে কথা।

খোন্তা—খনিত্র দ্রঃ। **বুড়োখোন্তা**—বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য (প্রাদেশিক-গালি)।

খোন্দকার, খোনকার—মুসলমানী উপাধি-বিশেষ।

খোপ—(সং ক্ষুপ) পায়রার ঘর, দেওয়ালের ভিতরকার গর্ত। **কবুতর বা পায়রার খোপ**—ছোট কামরা (অবজ্ঞায় বলা হয়)। **খোপেখাপে**—ফাঁকফুকরে, অন্ধকার বা অজানিত কোণে।

খোপা—খোঁপা দ্রঃ।

খোবানী—(ফাঃ খুবানী) ফল বিশেষ।

খোয়লু, খোয়লুঁ—(ব্রজবুলি) খোয়াইলাম, হারাইলাম।

খোয়া—হারানো (খোয়া গেছে); ইটের ভাঙ্গা টুকরা, ছাদ রাস্তা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়; গাঢ় শক্ত ক্ষীর, মাওয়া। **খোয়ানো**—হারাইয়া ফেলা, নষ্ট করা। **খোয়ানে**—যে খোয়াইয়া ফেলিয়াছে; স্ত্রী. খোয়ানী।

খোয়ার—(ফাঃ) অপমান, অনাদর, ক্ষতি, দুর্দশা। **খোয়ার করা**—লাঞ্ছনা করা। **শতেকখোয়ারী**—বহুরকমের লাঞ্ছনা পাওয়া যার ভাগ্য (মেয়েলী গালি বিশেষ)।

খোর—(ফাঃ খোর) খাদক, ভক্ষক; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া 'ভোগী' সাধারণতঃ এই অর্থ ব্যক্ত করে (নিন্দাবাচক—আফিমখোর, ভাঙ-খোর, ঘুষখোর, চশমখোর)।

খোরপোষ—ভরণপোষণ (খোরপোষের দাবিতে নালিশ)।

খোরঘোলা—মাছ বিশেষ।

খোরা—মাটির বা পাথরের কানা-উঁচু পাত্র। (**আবখোরা**—জলপাত্র বিশেষ)।

খোরাক—(ফাঃ খু'রাক) খাদ্য; যতটা খাওয়া যায় (খোরাক এত কমে গেলে বাঁচবে কি করে)। **খোরাকি**—খাই খরচ, খোরাকের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ (খোরাকি খরচ লাগে না)।

খোরাসানী—খোরাসান দেশের লোক।

খোল—গর্ত, পেট, আধার (নৌকার খোল); বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ (খোলকরতাল); যাহার ভিতরে কিছু ভরা হয় (বালিশের খোল; তোষকের খোল)। **খোলভাড়া**—শুধু নৌকার ভাড়া, মাঝি-মাল্লার মজুরি যাহার ভিতরে ধরা হয় নাই।

খোলক—(সং) রান্নার হাঁড়ি; সুপারির খোলা; বল্মীক; আবরণ she.

খোলতা—উজ্জ্বল, সুবিকশিত (রং ফরসা কিন্তু খোলতা নয়)। বি. খোলতাই—দীপ্তি।

খোলস—সাপের খোসা, নির্মোক, slough; বাহ্যাবরণ (মধ্যযুগের খোলস চুকিয়ে দেওয়া আধুনিকতা)। **খোলস ছাড়া**—সাপের খোসা ছাড়া; পুরাতন ধরণ-ধারণ ত্যাগ করিয়া নূতন ধরণের হইয়া উঠা।

খোলসা, খোলাসা—(আঃ খুলাসা, খলাস) পরিষ্কার, ভারমুক্ত, মল বা কপটতা-শূন্য (মন খোলসা করে বলা; পেট খোলসা হয়ে যাওয়া)। **খোলসা কথা**—অকপট কথা, সারকথা।

খোলা—চাউল খৈ ইত্যাদি ভাজিবার পাত্র, অথবা পিঠা তৈরি করিবার পাত্র; খাপরা, টালি (খাপরা খোলা; খোলার বাড়ী); কলাগাছ ও তজ্জাতীয় অন্য গাছের আবরণ; শক্ত আবরণ (কচ্ছপের খোলা, ডালিমের খোলা); নির্মাণের স্থান, ধান-আদি মাড়াই করিবার স্থান (ইটখোলা, চৈতালির খোলা, আকের খোলা; ওপারেতে ধানের খোলা এপারেতে হাট—রবি)। **খোলাকুচি, খোলামকুচি**—খাপরা খোলা, যাহার কোন মূল্য নাই।

খোলা—উন্মুক্ত, অবাধ (খোলা দরজা; খোলা হাওয়া; খোলা মন; খোলা হাতে খরচ); উন্মুক্ত করা (বাঁধন খোলা)। খুলা দ্রঃ। **খোলা হাঁড়ী**—ভাজনা খোলা। **খোলাখুলি**—অকপটে, প্রকাশ্য ভাবে; স্পষ্টভাবে।

খোলাভাঁটি—অবাধ মদ চোয়ানোর কারখানা; অবাধ স্ফূর্তির বন্দোবস্ত।

খোলো—খল, হিংসুক, কুচক্রী।

খোল্লো, খোলো—কোটরাগত (খোল্লো চোখ)।

খোশ, খোস—(ফাঃ খুশ্) সন্তুষ্ট, আনন্দিত, প্রীতিকর, সুদর্শন, স্বচ্ছন্দ। **খোশ এলহান**—সুরব, সুকণ্ঠ (খোশ এলহানে কোরাণ পাঠ করছেন)। **খোশকবালা**—কবালা দ্রঃ। **খোশ খবর**—সুসংবাদ। **খোশ খেয়াল**—মর্জি; অভিরুচি; খেয়াল। **খোশখানা**—চিড়িয়াখানা। **খোশখোরাক**—ভোজনবিলাসী; উত্তম খাবার। **খোশগল্প**—আমোদজনক কথাবার্তা, গল্পগুজব। **খোশ চেহারা**—সুদর্শন। **খোশপোষাক**—উত্তম বেশভূষা, সুবেশ। (বাংলায় খোশ পোষাকী—বেশবিন্যাসে সৌখীন)। **খোশখৎ**—সুন্দর হস্তাক্ষর। **খোশবয়, বাই,-বায়, খোশবু**—সুগন্ধ। **খোশবাস**—স্থায়ী বাসিন্দা নয়, যখন খুশী চলিয়া যাইতে পারে (বাংলায় 'খোশবাসী'ও ব্যবহৃত হয়)। **খোশ রং**—সুন্দর রংয়ের। **খোশসলিকা**—ভব্য। **খোশকেতা**—সুঠাম, সুদর্শন। **খোশনসীব**—সৌভাগ্যবান্: বি. **খোশনসীবি**—সৌভাগ্য। **খোশনবীশ**—সুন্দর হস্তাক্ষর-বিশিষ্ট, উপাধিবিশেষ। **খোশনিয়ত**—সদভিপ্রায়বিশিষ্ট, শুভাকাঙ্ক্ষী; বি. খোশনিয়তি—শুভাকাঙ্ক্ষা; **খোশনাম**—সুনাম। **খোশনামি**—সুখ্যাতি। **খোশ মেজাজ**—প্রসন্নচিত্ত, হাসিখুশী; প্রফুল্লতা, হাসিখুশি ভাব (কর্তা এখন খোশ মেজাজে আছেন)।

খোসলা, খোসালা—কম্বল প্রভৃতির মত গরীবদের ব্যবহার্য বস্ত্র (হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা—কবিকঙ্কণ)।

খোসা—আবরণ, ছাল; যাহার দাড়িগোঁফ নাই।

খোসামদ,-মোদ—(ফাঃ খুশামদ), চাটুবাক্য, অতিস্তুতি, স্তুতিমিনতি (অনেক খোসামোদ করলাম কিন্তু কথা শুনলেন না)। **খোসা-**

মোদি,-মুদি—স্তুতি, অনুনয়-বিনয়, চাটুবাক্য। **খোসামুদে**—চাটুকার, মোসাহেব। **খোসা-মোদ করা**—স্তাবকতা করা, অনুনয়-বিনয় করা।

খোসাল, খোশাল, খোশহাল—(ফাঃ খুশ্‌হাল) আনন্দিত, হৃষ্ট। বাহালতবীয়ত (বন্ধু তুমি খোশ হালে রও—নজরুল)। **খুশী খোশালি**—আনন্দময় অবস্থা, অভাব-অভি-যোগ-হীনতা, স্ফূর্তি (তারা সবাই খুশী খোশালিতে আছে)।

খ্যাঁক—খেক দ্রঃ।

খ্যাঁচখেচি, খ্যাঁচাখেচি—সর্বদা অবনি-বনাও, কলহ। খ্যাঁচম্যাচ—অসন্তোষ প্রকাশ।

খ্যাঁট—খেট দ্রঃ।

খ্যাঁৎখ্যাঁৎ—খেঁৎ খেঁৎ দ্রঃ।

খ্যাত—[খ্যা বলা+ক্ত] পরিচিত, কথিত, প্রসিদ্ধ। **খ্যাতনামা**—সুপ্রসিদ্ধ। বি. খ্যাতি—সুনাম, প্রসিদ্ধি। **খ্যাতিপ্রতি-পত্তি**—সুনাম ও প্রভাব। **খ্যাতিমান্‌**—যশস্বী।

খ্যানখ্যান—অভিযোগ; সহজেই চটিয়া উঠার ভাব; অসুস্থ শিশুর অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশের ভাব: খেঁৎখেঁৎ। বিণ. খ্যানখেনে (খ্যান-খেনে মেজাজ)।

খ্যাপক—[খ্যাপি (বলানো)+ণক] প্রকাশক, ঘোষণাকারী, জ্ঞাপক। বি. খ্যাপন—নিবেদন, জ্ঞাপন। বিণ. খ্যাপিত—কথিত, জ্ঞাপিত।

খ্যাপলা—জাল-বিশেষ, ক্ষেপলা দ্রঃ। (কোন কোন অঞ্চলে ইহাকে ঝাঁকি-জাল বলে)।

খ্রিষ্ট, খ্রীষ্ট—খৃষ্ট দ্রঃ।

গ

গ—'ক'বর্গের তৃতীয় বর্ণ, অল্পপ্রাণ। গ-ধ্বনি সাধারণতঃ পূর্ণতা ও গাম্ভীর্যব্যঞ্জক (টগবগ, গলগল, গমগম, গিজগিজ)।

গইন—(গহন) গভীর। (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

গইবি, গৈবি—(আঃ গা'য়েব) গৈবি দ্রঃ।

গএর—গয়ের দ্রঃ।

গঁদ—(হিঃ গোঁদ) বাবলা জিয়ল প্রভৃতি গাছের আটা। **গঁদদানি**—গঁদের কাচপাত্র। **গঁদ দেওয়া**—গঁদ মাখানো। **গঁদের গঁদ**—গন্ধের গন্ধ, অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

গঁগাখাঁদা—গন্নাকাটা দ্রঃ; গন্না ও খাদা; অথবা উপরের ঠোঁট এতখানি কাটা যে নাক পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, তাহার ফলে একই সঙ্গে গন্নাকাটা ও খাঁদা।

গক্‌গক্‌—উচ্চ গম্ভীর শব্দ।

গকার—'গ' বর্ণ। **গগ**—বহুলোকের সম্মেলন-জাত শব্দ, বিপুল লোকসমাগম (লোকে গ-গ করছে)।

গগন—(যাহার গতি সর্বত্র, ব্যাপ্ত) আকাশ, নভোমণ্ডল। **গগন-কুসুম,-পুষ্প**—আকাশ-কুসুম। **গগনগতি,-চর,-চারী**—আকাশ-চারী সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, দেবতা ইত্যাদি। **গগন-চুম্বিত,-চুম্বী**—গগনস্পর্শী। **গগনতলে**—আকাশের নীচে। **গগনপট**—আকাশপট। **গগনপথ**—শূন্যমার্গ। **গগনপ্রান্ত**—আকাশকোণ, দিগন্ত। **গগনবিহারী**—আকাশচারী। **গগনমণ্ডল**—সমস্ত আকাশ। **গগনাঙ্গন**—আকাশক্ষেত্র। **গগনাঙ্গনা**—যাহারা গগনে ভ্রমণ করিতে পারে এমন দিব্যাঙ্গনা। **গগনাম্বু**—বৃষ্টি। **গগনেচর**—গগনচারী, সূর্য, নক্ষত্র, পক্ষী ইত্যাদি।

গগানো—উচ্চ চীৎকার করা বা উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করা; উচ্চস্বরে গুণকীর্তন করা (ভাইপো পাশ হ'য়েছে ব'লে খুব ত গগাচ্ছ কিন্তু তারা একবারও তোমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে)।

গঙ্গা—(সং গঙ্গা; ব্রজবুলি, গঙ্গ—যে পৃথিবী

অভিমুখে গমন করে) স্বনামখ্যাত নদী, হিমালয়ের গাড়োয়াল প্রদেশে ইহার উৎপত্তি; পুরাণমতে ইহা ভগীরথকর্তৃক আনীত হইয়াছিল বলিয়া ইহার অপর নাম ভাগীরথী; ভীষ্মের জননী; গঙ্গার মত গভীর ও বিস্তৃত (বিদ্রূপে —অজ্ঞ, অকর্মণ্য—বিদ্যায় মা গঙ্গা); যে কোন নদী (এই অর্থে বাংলায় গাঙ্ প্রচলিত)। **গঙ্গাচিল্লী,-চিল**—গাঙ্চিল। **গঙ্গাজ**—ভীষ্ম; কার্তিকেয়। **গঙ্গাজল**—গঙ্গাজলের মত পবিত্র; চাউল, বস্ত্র, শীতলপাটী ইত্যাদির নাম; সখীত্বসূচক সম্পর্ক। **গঙ্গাজল স্পর্শ করা**—অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শজাত দোষক্ষালনের জন্য দেহে গঙ্গাজল ছিটানো; গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ। **গঙ্গাজলি**—অন্তর্জলি; গঙ্গাজল স্পর্শপূর্বক শপথ গ্রহণ, মুমূর্ষুর মুখে গঙ্গাজল দান; শাড়ী ও শাল-বিশেষ। **গঙ্গাধর**—শিব; সমুদ্র। **গঙ্গাদ্বার**—হরিদ্বার। **গঙ্গাপথ**—নদীপথ। **গঙ্গাপুত্র**—ভীষ্ম; কার্তিকেয়; মুরদাফরাশ। **গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বল**—মরণকালে গঙ্গা, নারায়ণ ও ব্রহ্ম এই তিন নাম উচ্চারণ কর ও স্মরণ কর। **গঙ্গাপ্রাপ্তি**—গঙ্গাতীরে মৃতের সৎকার ও গঙ্গায় অস্থিদান; মৃত্যু। **সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তি**—অন্তর্জলি ও পরে গঙ্গাতীরে দাহ ও গঙ্গায় অস্থিদান। **গঙ্গাফড়িং**—সবুজবর্ণ ফড়িং। **গঙ্গাফল**—কাছিমের ডিম। **গঙ্গাবতার**—গঙ্গার অবতরণ স্থান, হরিদ্বার; গঙ্গাবতরণ। **গঙ্গাবাস**—অন্তিমে গঙ্গাতীরে বাস। **গঙ্গামাটি**—গঙ্গামাটির তিলক। **গঙ্গা-যমুনা**—গঙ্গার শুভ্রধারা ও যমুনার কালোধারা এই দুইয়ের মিশ্রণ; একই সঙ্গে দুই বর্ণের মিশ্রণ ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা (গঙ্গা-যমুনা,-ঘটি,-চুড়ি, শাল,-গাঁথনি দ্রঃ)। **গঙ্গাযাত্রা করানো**—মুমূর্ষুকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া। **গঙ্গাসাগর**—গঙ্গা যেখানে সাগরে মিলিত হইয়াছে, তীর্থ-বিশেষ। **গঙ্গামুখো পা করা**—মরণদশায় উপনীত হওয়া। **গঙ্গায় দেওয়া**—গঙ্গাতীরে সৎকার করা। **গঙ্গোত্রী**—গাড়োয়াল প্রদেশে যে স্থানে গঙ্গা অবতরণ করিয়াছে, তীর্থ-বিশেষ। **গঙ্গোদক**—গঙ্গাজল। **গঙ্গোদ্ভেদ**—হরিদ্বার তীর্থ।

গচ, গছ, গত—ঘনবুনানি, পুরু গোছা (শাড়ীর বা চুলের গত)। **গচাল, গছাল**—পুরু, ঘন।

গচ্চা—অনর্থক দণ্ড, অকারণে বা নিবুর্দ্ধিতার জন্য লোকসান (পঞ্চাশ টাকা গচ্চা দিতে হ'ল)।

গচ্ছিত—ন্যাসরূপে রক্ষিত।

গছা—গ্রহণ করা, আদরে স্বীকার করা বা স্থান দেওয়া (মা কালী গছে নিলেন—বলি নির্বিঘ্নে সমাধা হ'ল; জমিন গচে নিল—মৃত্যু হইল)। **গছিয়া লওয়া**—দায়িত্ব গ্রহণ করা। **গছানো**—গ্রহণ করানো (মতলব বুঝি মেয়ে গছানো)। **ধন গছানো ব্রত**—স্ত্রীলোকদের অনুষ্ঠিত ব্রত-বিশেষ, এই ব্রতে ব্রাহ্মণকে ধন দান করা হয় এই আশায় যে পরজন্মে ধন লাভ হইবে।

গজ—(যে মত্ত হয় বা গভীর শব্দ করে) হস্তী; দুই হাত পরিমিত; লোহার বা বাঁশের শলা যদ্দ্বারা বন্দুকের নল হুঁকা, কলিকা প্রভৃতি পরিষ্কার করা হয়; স্থূল অঙ্কুর, গেঁজ; পাতলা কাপড়-বিশেষ। **ইলাহি গজ**—সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত ৪৮ ইঞ্চির গজ। **সেকেন্দারী গজ**—সেকেন্দার প্রবর্তিত বৃহৎ গজ; বৃহৎ-কিছু। **গজকচ্ছপের যুদ্ধ**—দুই স্থূলকায় ব্যক্তির বা দুই প্রবল পক্ষের যুদ্ধ, ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ। **গজকুম্ভ**—হাতীর মাথার উপরকার কুম্ভের মত মাংসপিণ্ড। **গজকা**—হাতীর বা ঘোড়ার ঝালর অথবা সেই ধরণের পালকগুচ্ছ। **গজকেতু**—গজ কেতু যাহার, ইন্দ্র। **গজগতি,গজগমন**—ললিতমন্থর গতি, হেলিয়াদুলিয়া চলা। **গজগামিনী**—গজগতি নারী। **গজঘণ্টা**—হাতীর গলার ঘণ্টা। **গজচক্ষু**—হাতীর চোখের মত বেমানান চোখ। **গজদন্ত**—হস্তিদন্ত; দাঁতের উপর দিয়া বাহির হওয়া দাঁত; গণেশ। **গজদান**—হস্তিদান; মদবারি। **গজনাসা**—হাতীর শুঁড়। **গজবক্ত্র,-বদন**—গজানন। **গজবন্ধনী**—হাতী বাঁধিবার থাম; পিলখানা। **গজবাহ**—গজারোহী সৈন্য (তুলনীয় অশ্ববাহ)। **গজভুক্ত কপিত্থ**—হাতীতে খাওয়া কয়েত বেল নাদের সহিত বাহির হইয়া আসিলে যেরূপ বাহিরের আকৃতিতে অটুট দেখায় কিন্তু ভিতরে অন্তঃসারশূন্য হইয়া যায় সেইরূপ। **গজমণ্ডন**

—হস্তীর মস্তকে রংয়ের দ্বারা যে সব রেখা অঙ্কিত হয়। **গজমুক্তা, গজমতি**—হস্তীর কুম্ভে-জাত মুক্তা। **গজমানিক**—হাতীর কানের উপরকার শ্বেতবর্ণের আঁচিল। **গজমুখী**—প্রস্থের দিকে দ্বারযুক্ত গৃহ। **গজযূথ**—হাতীর পাল। **গজরাজ**—হস্তিশ্রেষ্ঠ, ঐরাবত। **গজশিক্ষা**—হস্তিবিদ্যা। **গজস্কন্ধ**—হস্তীর স্কন্ধের মত হ্রস্বস্কন্ধযুক্ত (এরূপ স্কন্ধ নাকি মহাপুরুষের লক্ষণ)। **গজশাল**—পিলখানা। **গজস্নান**—বিফল কার্য (হস্তী স্নানের পরে কাদা ধূলা ইত্যাদি গায়ে ছড়ায় কাজেই স্নান ব্যর্থ হয়)।

গজগজ—বকর-বকর, চাপা গর্জন বা অসন্তোষ প্রকাশ। **গজগজানো**—গজগজ করা। **গজর গজর**—গজ গজ।

গজনবী—গজনীর বাসিন্দা, উপাধি বিশেষ।

গজব—(আঃ গ'দ'ব) অত্যাচার; প্রচণ্ড ক্রোধ (অত গজব করছ কেন); দৈবশাস্তি (আল্লার গজব পড়বে)।

গজরানো—চাপা গর্জন, ব্যর্থ আক্রোশে গর-গর করা।

গজল—(ফাঃ গ'যল) সঙ্গীতের তাল ও ভঙ্গি বিশেষ, কবিতা বিশেষ, বিশেষত প্রেমসঙ্গীত, ইহা সাধারণত সুরে গাওয়া হয় (হরদম হরদম দাও মদ মস্ত কর গজল গেয়ে—নজরুল)।

গজা—মিষ্টান্ন বিশেষ (গজা বহু আকৃতির হয়, যথা চৌকা গজা, জিবেগজা, এম্প্রেস গজা ইত্যাদি)।

গজাগ্রণী—গজশ্রেষ্ঠ। **গজাজিন**—হস্তিচর্ম। **গজাজীব**—মাহুত। **গজাধ্যক্ষ**—হস্তি-শালার অধ্যক্ষ। **গজানন**—গণেশ। **গজানীক**—হস্তী-আরোহী সৈন্যদল, হস্তিযুদ্ধ। **গজারি**—সিংহ; গজাসুরের হন্তা শিব; গজারি বৃক্ষ। **গজারূঢ়**—হস্তিপৃষ্ঠে আসীন; হস্তী-আরোহী সৈন্য। **গজাশন**—অশ্বত্থ গাছ। **গজাস্য**—গজানন। **গজেন্দ্র**—গজরাজ, ঐরাবত (গজেন্দ্রগমন)।

গজাল—লম্বা পেরেক; মাছ বিশেষ (কোন কোন অঞ্চলে 'গজাড়' বলা হয়)।

গজাসুর—অসুর বিশেষ।

গজী—মোটা কাপড় বিশেষ; মোটা আমন চাউল (রাজসাহীতে বলা হয়); হাত, পরিমাণ (দশগজী ধুতি—দশহাতি ধুতি)।

গঞ্জ—(সং ফাঃ গন্‌জ্) ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান, হাট, গোলা; ভাণ্ডার, খনি; গোয়াল ঘর; মদের দোকান।

গঞ্জন—(গন্‌জ্-শব্দ করা) তিরস্কার করা, নিন্দা করা, তিরস্কারকারক, পরাভবকারক (খঞ্জনগঞ্জন)। **গঞ্জনা**—কটূক্তি, দোষা-রোপ করা, খোঁটা দেওয়া, তিরস্কার করা।

গঞ্জি, গেঞ্জি, গেঞ্জি ফ্রক—(ইং guernsey frock) সুপরিচিত আঁট জামা।

গঞ্জিকা—গাঁজা; মদের আড্ডা। **গঞ্জিকা-সেবী**—গাঁজাখোর।

গঞ্জিত—নিন্দিত, তিরস্কৃত।

গঞ্জিফা—(ফাঃ গন্‌জ্‌ফা) তাস; বিশেষতঃ মুসলমান শাসনকালে প্রচলিত তাস।

গট, গ্যাঁট, গ্যাট—গ্যাঁট দ্রঃ।

গটগট—জোরে চলিয়া যাইবার কালে পদশব্দ (বিশেষতঃ জুতার শব্দ)। **গটগট করিয়া চলা**—দর্পভরে শব্দ করিয়া চলা।

গটা—গোটা দ্রঃ।

গঠন—গড়ন, বিন্যাস, নির্মাণ, অবয়বের বিন্যাস (দেহের গঠন, দলগঠন)। **গঠনপ্রণালী**—গঠন করিবার ধরণ। বিণ. গঠিত—নির্মিত, পরিণতিপ্রাপ্ত (নবযৌবনেই তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল)।

গড়—গড়ই মাছ; পরিখা (গড়কাটা বাড়ী); দুর্গ (গড়ের মাঠ; গড়ের বাদ্যি বা বাদ্য—সৈন্যদের কুচকাওয়াজের বাদ্য); ঢেঁকির মোনা যে কাঠের গর্তে পড়ে (এক গড় ধান—একবারে যে পরিমাণ ধান ভানা যায়; গড় তোলা—এক গড় ধান ভানিয়া শেষ করা); গড়ন, আকৃতি (মায়ের মুখের গড় পেয়েছে)।

গড়—গোড়, পদ। **গড় করা**—পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করা; (ব্যঙ্গে—নতি স্বীকার করা, হার মানা, অদ্ভুত বা বেয়াড়া জ্ঞান করা)।

গড়—মোটা হিসাবে, মাথা পিছু, দিন প্রতি, টাকা প্রতি ইত্যাদি, average (গড়ে পাঁচ টাকা, গড়ে মাসে দশ দিন)। **গড়-পড়তা**—গড়ে হিসাব করিলে; গড়ে।

গড়ই, গড়ক, গড়ুই—ন্যাটা মাছ, কোন কোন অঞ্চলে 'টাকি' বলে।

গড়ওয়াল, গঢ়ওয়াল, গাঢ়োয়াল—হিমালয়ের অঞ্চল বিশেষ।

গড়ক—গড়ই দ্রঃ।
গড়খাই—পরিখা ; দুর্গ, প্রাসাদ ইত্যাদি রক্ষার নিমিত্ত চারিদিকে যে খাত কাটা হয়, গড়খাত।
গড়গড়—আবর্তিত হওয়ার শব্দ (গাড়ীর চাকার, ভাতের, মেঘের, পেটের ভিতরকার) ; লঘুতর হইলে গুড়গুড়, উচ্চতর হইলে ঘড়ঘড়। **পেট গড়গড় করা**—অজীর্ণতাজনিত শব্দ হওয়া। **গড়গড়িয়ে যাওয়া**—দ্রুত গড়াইয়া যাওয়া।
গড়গড়া—উলুখড়ের মত ঘাস বিশেষ (**যাবৎ ভুঁই তাবৎ গড়গড়া**—জীবনের প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারেই ঝঞ্ঝাট নিত্য সহচর) ; নলযুক্ত হুঁকা, ছোট আলবোলা। **গড়গড়ি**—গড়গড় শব্দ ; উপাধি বিশেষ।
গড়গোয়ালা—গৌড়গোয়ালা, গৌড়ের গোপ জাতি, ইহারা বিখ্যাত যোদ্ধা ছিল।
গড়ণহাটা—কীর্তনসুরের ভঙ্গি বিশেষ।
গড়ন—(সং গঠন) গঠন ; আকৃতি, অঙ্গের বিন্যাস অথবা সামঞ্জস্য (দেহের গড়ন ; চোখের গড়ন) ; কারুকার্য, নির্মাণকৌশল (ওদের গহনার গড়ন বেশ হয়)। **গড়নপিটন**—গঠন, নির্মাণ, সৌষ্ঠব, খাড়াকরা। **গড়নদার**—নির্মাতা।
গড়ফুটন্ত, গরফুটন্ত—(আঃ গ'য়র—অন্য, ব্যতীত) অফুটন্ত, আধফোটা (ভাত)।
গড়পড়তা—গড় দ্রঃ।
গড়বড়—(হিঃ), উলট্‌পালট, বিশৃঙ্খল, স্বাভাবিক অবস্থার বিশেষ ব্যতিক্রম (তিনি যে নিয়ম করে দিয়ে এসেছিলেন সব গড়বড় হয়ে গেছে)। বি, **গড়বড়ি**—গোলমেলে ভাব।
গড়মিল—গরমিল দ্রঃ।
গড়লবণ—গড়দেশের লবণ ; সম্বর-লবণ।
গড়া—মোটা কাপড় বিশেষ ; খাদি ; নির্মিত, গঠিত শিক্ষিত, মানুষ করা (আমার হাতের গড়া ছেলে) ; কল্পিত, সাজানো (মন-গড়া ; গড়া মোকদ্দমা)। **গড়াপেটা**—গড়নপিটন। **শিব গড়িতে বাঁদর করা**—উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু (অক্ষমতার জন্য) হয়ে পড়ে মন্দ।
গড়া, গড়ানো—কাত হইয়া পড়া, নিম্নাভিমুখী হওয়া (বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল ; বেলা গড়িয়াছে), বিশেষ (সাধারণত অবাঞ্ছিত) পরিণতি লাভ করা, (ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে কে জানিত ; দেখা যাক কতদূর গড়ায়)। **গড়া দেওয়া**—শুইয়া পড়া ; ঢিলা দেওয়া ; ব্যবসায়ে ফেল করা বা দেউলিয়া হওয়া (ব্যঙ্গে)। **গড়াগড়ি**—বিছানায় একটু আরাম করা, এপাশ ওপাশ করা ; ভূলুণ্ঠন ; ছড়াছড়ি। **গড়ান**—ঢালু, গড়ানো, নিম্নাভিমুখী হওয়া ; বিছানায় গা দেওয়া। **জল গড়ানো**—গ্লাসে জল ঢালা। **জল গড়িয়েও খেতে হয় না**—সংসারের কোন কাজ করিতে হয় না ; মেয়েদের সম্বন্ধে শ্বশুরবাড়ীর আরাম-আয়েস জ্ঞাপক উক্তি। **গড়ানে**—ঢালু ; আল্‌সে।
গড়িমসি,-সী—অব্যস্ততার ভাব ; ঢিলেমি, আলসেমি, দীর্ঘসূত্রতা (গড়িমসি করে কাজটা আজও করা হল না, এ গড়িমসি চাল ছাড়)।
গড়িয়া, গড়ে—ভার বহনে অনিচ্ছুক বলদ ; যে গড়াইতে ভালবাসে, কুঁড়ে ; গাছের কাটা গুঁড়ি ; মোটা মালা যাহা বুকে গড়ায় (**গড়ে মালা**—মোটা মালা বিশেষ, কলিকাতার গড়িয়াহাটে নাকি এই মালা প্রথম পাওয়া যাইত, তাহা হইতে ইহার 'গড়ে মালা' নাম ; কিন্তু গড়িয়াহাটের অর্থ গড়িয়া বলদ বিক্রির হাটও হইতে পারে)।
গড়িয়ান, গড়েন—ঢালু (জায়গা)।
গড়ু—কুঁজ ; গলগণ্ড রোগ ; গাড়ু ; কেঁচো।
গড়ুই—গড়ই দ্রঃ।
গড্ডর, গড্ডল—গাড়ল, ভেড়া, মেষ। **গড্ডরিকা,-লিকা**—দলের নেত্রীস্থানীয়া মেষী ; দলবেঁধে যাওয়া মেষশ্রেণী। **গড্ডরিকা,-লিকা প্রবাহ**—ভেড়ার পালের মত অন্ধভাবে পূর্ববর্তীর অনুসরণ।
গড্ডুক—(সং) গাড়ু।
গণ—বহুবচন জ্ঞাপক (পক্ষিগণ, নরগণ, পণ্ডিতগণ) ; সৈন্যসংখ্যা বিশেষ ; সমূহ, দল, জনসাধারণ (গণশক্তি, গণনেতৃত্ব) ; গোষ্ঠীবর্গ (কৌরবগণ) ; অনুচরবর্গ, সম্প্রদায় (ভৈরবগণ ; বৈষ্ণবগণ) ; (জ্যোতিষে) জন্মনক্ষত্রের প্রভাব অনুসারে জাতকের প্রকৃতিভেদ (দেবগণ ; নরগণ ; রাক্ষসগণ) ; (ব্যাকরণে) ধাতুশ্রেণীর বিভাগ (ভ্বাদিগণ ; অদাদিগণ ; তুদাদিগণ ইত্যাদি)।
গণক—দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী। স্ত্রী, গণকী।
গণক্কার, গণৎকার—গণক।
গণতন্ত্র—প্রজাতন্ত্র ; সাধারণতন্ত্র ; প্রতিনিধির সাহায্যে দেশের জনসাধারণের রাজ্য-চালনা ;

Democracy, Republic। বিণ, গণতান্ত্রিক। **গণশক্তি**—জনসাধারণের শক্তি। **গণতা**—নিজের দলের লোকের প্রতি পক্ষপাত। **গণতোষিণী**—যিনি প্রাণীগণের তুষ্টি বিধান করেন, আদ্যাশক্তি, অন্নদা। **গণদেব**—গণেশ। **গণদেবতা**—নানাশক্তিবিশিষ্ট, নানাশ্রেণীর দেবগণ (পঞ্চশিব, দশ দিক্‌পাল, একাদশ রুদ্র ইত্যাদি)। **গণদ্রব্য**—ব্যক্তিবিশেষের দ্রব্য নহে, সঙ্ঘের বা দলের দ্রব্য; সব সাধারণের সম্পত্তি। **গণনাথ**—গণেশ; শিব। **গণনায়ক**—গণেশ; শিব; জননেতা। স্ত্রী গণনায়িকা—দুর্গা. জননেত্রী। **গণপতি**—গণেশ; শিব; ইন্দ্র. জননায়ক। **গণপর্বত**—কৈলাস। **গণরাজ**—গণপতি। **গণশক্তি**—জনসাধারণের শক্তি; জনবল। **গণাধিপ,-ধিপতি**—শিব; গণেশ। **গণান্ন**—মঠে বা মহোৎসবে বহুজনের জন্য প্রস্তুত খাদ্য।

গণতি, গুণতি—গণনা, সংখ্যা, হিসাব।

গণৎকার—গণক্কার দ্রঃ।

গণন, গণনা—গণিয়া দেখা; ঠিক দেওয়া; গণ্য করা; গ্রাহ্য করা; (লোক বলেই গণনা করে না); জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে শুভাশুভের নির্দেশ। **গণনার্হ, গণনীয়**—উল্লেখযোগ্য, বিবেচনা বা শ্রদ্ধার যোগ্য।

গণবৎ,-বন্ত—গণের সহিত যুক্ত, শ্রেণীবদ্ধ।

গণা—যাহা গণা হইয়াছে, পরিমিত, বেশীও নহে কমও নহে (গণা টাকা; গণা এক শ' লিচু)। **গণাগাঁথা**—গণনা করা, যাহা একটি একটি করিয়া গণা হইয়াছে (গণাগাঁথা জিনিষ যাবে কোথায়)। **গণাগণতি,-গুণতি**—গণাগাঁথা। **গণাপাড়া করা**—খড়ি পাতিয়া গণা। **গণা যায়**—স্পষ্ট, চোখে পড়িবার মত (শরীরের হাড় ক'খানা গণা যায়—কৃশ, সেইজন্য হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে)। **হাতগণা**—হাতের রেখা দেখিয়া সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কথা বলা। **আঙ্গুলে গণা যায়**—অতি অল্পসংখ্যক।

গণা—গণন করা, জ্যোতিষশাস্ত্রমতে শুভাশুভের কথা বলা, মান্য করা, গণ্য করা, বিচার করা। **গণানো**—জ্যোতিষীর সাহায্যে শুভাশুভের জ্ঞান লাভ।

গণি—গণনা করি, গণ্য করি, মনে করি (কাব্যে)।

গণিকা—বহুজনের ভোগ্যা; হস্তিনী; যুঁই ফুল।

গণিত—যাহার গণনা করা হইয়াছে, যে শাস্ত্র গণনায় সাহায্য করে (পাটীগণিত; বীজগণিত; রেখাগণিত); ইং mathematics। **গণিতজ্ঞ**—গণিতশাস্ত্রজ্ঞ।

গণীভূত—সাধারণের দলভুক্ত; সম্প্রদায়ভুক্ত।

গণেশ—শিব-পার্বতীর জ্যেষ্ঠপুত্র, ইঁহাকে জ্ঞানদাতা ও কার্যসিদ্ধিদাতা জ্ঞান করা হয়, সেই জন্য সর্বাগ্রে পূজা দেওয়া হয়। **গণেশখণ্ড**—স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত গণেশের উৎপত্তি বিষয়ক কাহিনী।

গণ্ড—গাল, কপোল cheek, ফোঁড়া, গ্রন্থি। **গণ্ডেপিণ্ডে বা গাণ্ডেপিণ্ডে**—ঠাসিয়া খাওয়া।

গণ্ডক—গণ্ডার, বিঘ্ন। **গণ্ডকী**—নদী বিশেষ। **গণ্ডকী-শিলা**—গণ্ডকী নদীতে যে শালগ্রাম পাওয়া যায়।

গণ্ডগোল—বিবাদ, অবনিবনাও (গণ্ডগোল বেধেছে), শোরগোল, চেঁচামেচি (এত গণ্ডগোল কেন হচ্ছে); ওলটপালট, বিশৃঙ্খল (সে সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে)। **গণ্ডগুলে**—গণ্ডগোল করা বা বাধানো যার স্বভাব।

গণ্ডগ্রাম—বড়গ্রাম, ভদ্রসমাজযুক্ত গ্রাম। কেহ কেহ 'ক্ষুদ্রগ্রাম' 'পল্লীগ্রাম' অর্থেও ইহা ব্যবহার করেন।

গণ্ডদেশ,-স্থল,-স্থলী—গাল, কপোল।

গণ্ডমালা—রোগ বিশেষ, ইহাতে ঘাড় গলা ইত্যাদির গ্রন্থি ফুলে।

গণ্ডমূর্খ—বড় রকমের মূর্খ; যে লেখাপড়া কিছুই জানে না; অতিশয় অজ্ঞান।

গণ্ডযোগ—জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে মন্দযোগ বিশেষ।

গণ্ডলেখা—কপোলদেশ।

গণ্ডশৈল—ভূমিকম্প প্রভৃতির ফলে উৎক্ষিপ্ত বৃহৎ গোলাকার পাষাণখণ্ড, boulder; গণ্ডস্থল।

গণ্ডস্থল—গণ্ডদেশ দ্রঃ।

গণ্ডা—গণ্ডার; চার কড়া; চারটা (দশ গণ্ডা বড়ি); প্রাপ্য (আপন গণ্ডা)। **গণ্ডা গণ্ডা**—অনেক। **গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া**—সুরে সুর মিলানো মাত্র (এণ্ডা দ্রঃ)। **গণ্ডাকিয়া**—এক শত পর্যন্ত গণ্ডার ধারাবাহিক হিসাব।

গণ্ডার—(সং গণ্ডক) প্রসিদ্ধ পশু. ইহার চামড়া

অতিশয় মোটা ও শক্ত। **গণ্ডারের চামড়া**—কড়া বা অপমানকর কথায়ও যার চৈতন্য হয় না তার সম্বন্ধে বলা হয়।

গণ্ডি, গণ্ডী—(হি. গণ্ডী—বৃত্ত) মন্ত্র পড়িয়া যে বৃত্তরেখা টানা হয় যেন তাহার মধ্যে ভূতপ্রেত কিংবা অন্য কোন জীব বাহির হইতে প্রবেশ করিতে না পারে : সীমা ; সংকীর্ণ পরিসর ; অধিকার। **গণ্ডিবদ্ধ**—সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ সীমার মধ্যে অবস্থিত। **গণ্ডিটানা**—সীমা নির্দেশ করা, যাহার বাহিরে যাওয়া বা ব্যতিক্রম নিষিদ্ধ।

গণ্ডু, গণ্ডূ—বালিশ, উপাধান ; গ্রন্থি। **গণ্ডূপদ**—কেঁচো।

গণ্ডূষ—মুখে যতটা জল ধরে, এক কোষ জল ; হিন্দুমতে আহারের প্রথমে ও পরে মন্ত্র পাঠ করিয়া যে জল মুখে দিতে হয়, অল্প খাদ্য, একগাল খাদ্য (যা দিয়েছ তাতে গণ্ডূষ করা হবে **গণ্ডূষ করা**—আহার আরম্ভ করা **কেঁচে গণ্ডূষ করা**—কোন কাজ পুনরায় আরম্ভ করা।

গণ্ডেরী—(হি.) আখ ; পূর্ববঙ্গে গেণ্ডারী বলা হয়।

গণ্ডোপাধান—যে উপাধানের উপরে গণ্ড স্থাপন করা হয়, গাল-বালিশ।

গণ্ডোপল—গণ্ডশৈল।

গণ্ডোল—কবল, গ্রাস ; চিনি।

গণ্য—(গণ্ +য) গণনার যোগ্য ; গ্রাহ্য ; সাব্যস্ত ; শ্রদ্ধেয়। **গণ্য করা**—স্বীকার করা ; আমলে আনা ; মনে করা। **গণ্যমান্য**—মর্যাদা-বিশিষ্ট ; যাহাকে উপেক্ষা করা যায় না। **অগণ্য**—অগণতি। **অগ্রগণ্য**—মুখ্য, প্রধান। (**নগণ্য**—সামান্য, তুচ্ছ)।

গৎ—(সং গতি, হি. গৎ) সুরের বিশেষ ধারা বা পারম্পর্য। **গৎ বাজানো**—বাঁধা সুর বা বোল বাজানো। **বাঁধাগৎ, বাঁধিগৎ**—একই ধরণের কথা, বাঁধাবুলি।

গত—(গম্+ক্ত) অন্তর্হিত, প্রস্থিত (বিগতযৌবন, গতচেতন) ; সদ্য অতীত (গত বৎসর, গত যুগ) ; প্রবিষ্ট, অধিগত (পরলোকগত, হস্তগত) ; মৃত (গত হইয়াছে, গত জীবন) ; নিহিত, আশ্রিত (বৃক্ষগত, দেহগত, রন্ধ্রগত শনি) ; নিবৃত্ত, মন্দীভূত (গতোৎসাহ, গতবিক্রম)। **গতক্লম**—যাহার শ্রান্তি দূর হইয়াছে। **গত খামার**—খাস খামার হইতে খারিজ জমি। **গতঘৃণ**—যে ঘৃণা করে না। **গতচেতন**—অচৈতন্য। **গতজীব**—গতজীবন, মৃত। **গতজ্যোতি**—ঔজ্জ্বল্যহীন। **গতজ্বর**—যাহার জ্বর নাই, সুস্থ। **গতত্রপ**—নির্লজ্জ। **গতনাসিক**—খাঁদা, নাককাটা। **গতনিদ্র**—যে নিদ্রার পর জাগিয়াছে, যাহার চোখে ঘুম নাই। **গতপ্রত্যাগত**—যে চলিয়া গিয়াছিল কিন্তু ফিরিয়া আসিয়াছে (ভৃত্য)। **গতপ্রাণ**—মৃত। **গতপ্রায়**—যাহা শীঘ্রই গত হইবে। **গতবুদ্ধি**—যাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। **গতব্যথ**—বেদনাশূন্য, যাহার দুঃখ দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে। **গত-ভর্তৃকা**—প্রোষিতভর্তৃকা ; বিধবা। **গত-ভূষণা**—ভূষণহীনা। **গতযৌবন**—প্রৌঢ়।

গতর—(সং গাত্র) শরীর ; সক্ষম শরীর। **গতরখাগী**—কুঁড়ে মেয়েমানুষ (মেয়েদের গালি—পুরুষকে বলা হয় গতরখেকো, গতর কি খাইয়াছ ; এই অর্থে)। **গতর খাটানো**—শারীরিক পরিশ্রম করা। **গতর নেড়ে খাওয়া**—খাটিয়া খাওয়া। **গতরপোষা**—শ্রমবিমুখ। **গতরের মাথা খাওয়া**—শক্তিহীন হওয়া ; নিষ্কর্মা হওয়া (গালি বিশেষ) **গাগতর**—শরীর, স্বাস্থ্য। **গতর লাগা**—মোটাসোটা হওয়া।

গতরস—রসহীন, বিশুষ্ক।

গতরাইয়তি,-রায়তি—কোন প্রজার খারিজ করা জমি।

গতরিয়া, গতুরে—যে শরীর খাটায়, পরিশ্রমী।

গতলজ্জ—লজ্জা হীন। **গতশোক**—শোক হীন ; অশোক গাছ। **গতশোচন**—অনুতাপহীন। **গতশোচনা**—অনুশোচনা। **গতস্পৃহ**—বিষয়বাসনাহীন, নিঃস্পৃহ। **গতা-গত, গতাগতি**—গমনাগমন, আসা-যাওয়া। **গতানো**—গছাইয়া দেওয়া (বিক্রি হয় না, বলে কয়ে গতিয়ে দিচ্ছে)। **গতানু-গত**—পূর্বানুসৃত। **গতানুগতি**—বিচার না করিয়া পূর্বের বা পূর্ববর্তীর অনুসরণ। **গতানুগতিক**—যান্ত্রিকভাবে অনুসৃত অথবা অনুসরণকারী। **গতানুশোচন**—অনু-শোচনা। **গতায়তি**—গমনাগমন, যাওয়া আসা ; জন্মমৃত্যু। **গতায়াত**—যাওয়া আসা,

গমনাগমন। **গতায়ু**—মৃত; যাহার মৃত্যু আসন্ন। **গতার্তবা**—যে স্ত্রীর ঋতু বন্ধ হইয়াছে; বৃদ্ধা; বন্ধ্যা। **গতার্থ**—অর্থশূন্য, প্রয়োজনশূন্য, ধনশূন্য। **গতাসু**—মৃত।

গতি—গমন, চলনভঙ্গি (মন্দগতি); বেগ (সেই এরোপ্লেনের গতি ছিল ঘণ্টায় ৪০০ মাইল) পরিণতি, আশ্রয় (তার কি গতি হবে ভাব; অগতির গতি); অবস্থা, ধরণধারণ (আকাশের গতি ভাল নয়; কালের গতি); উপায়, সুব্যবস্থা (মেয়েটার একটা গতি করতে হবেত; পাড়ার ছেলেরা মিলে বাসী মড়ার গতি করলে)।

গতিক—অবস্থা, দশা, প্রবণতা (গতিক ভাল নয়—গতিক বলিতে সাধারণতঃ বিপদ দুর্দশা ইত্যাদির দিকে প্রবণতা বুঝায়); উপায়, কৌশল, ঘটনাচক্র (কোন গতিকে একবার যদি তাকে সামনে পাই)। **কার্যগতিকে**—কার্য-ব্যপদেশে; কার্যের প্রয়োজনে। **প্রাণগতিক**—জীবনধারণ ব্যাপারে। **শরীরগতিক**—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। **বেগতিক**—অসুবিধা, সঙ্কট।

গতিক্রিয়া—দীর্ঘসূত্রতা। **গতিদায়ী**—মুক্তি-দাতা। স্ত্রী. গতিদায়িনী—মুক্তিদায়িনী। **গতি-পথ**—গমনের বা পরিভ্রমণের বা প্রবাহিত হইবার পথ (সূর্যের গতিপথ, নদীর গতিপথ)। **গতিবিধি**—চলাফেরা, আসাযাওয়া, চালচলন, কাজের বা ব্যবহারের ধারা (তোমার গতিবিধি সে লক্ষ্য করছে)। **গতিভঙ্গ**—থামিয়া যাওয়া বা থামিয়া দাঁড়ানো। **গতিশক্তি**—অগ্রগমনের ক্ষমতা, চলার শক্তি। **গতিহীন**—উপায়হীন; অগ্রগমনের শক্তি হইতে বঞ্চিত।

গতুয়া—(প্রাঃ) দীর্ঘসূত্রী, গেঁতো।

গতে—গত হইলে (দিবাগতে রাত্রে)।

গত্যন্তর—অন্য গতি বা উপায়।

গদ—(গদ্-হিংসা করা) ব্যাধি; ঔষধ; বিষ; সাপের বিষ নামাইবার মন্ত্র।

গদগদ, গদ্গদ—বিহ্বলতা হেতু অর্ধস্ফুট কণ্ঠ-স্বরযুক্ত (গদগদকণ্ঠে কহিলেন); ভাববিহ্বল (গদগদচিত্ত)। **গদগদে**—অতিপক্ব, থসথসে।

গদড়া, গদ্দড়—মোটা (কাপড়)।

গদা—(সং) লোহার মুগুর, মুগুর, মোটা লাঠি (প্রাচীনকালে লম্বা, কিছু চোট, গোলাকার পলকাটা ইত্যাদি নানা ধরণের গদার ব্যবহার ছিল)। **গদামুঠি**—গদার বাঁট। **গদাই**—গদাধর (আদরে অথবা অতি পরিচয়ে)। **গদাই-নাচ**—ঝুমুর গায়কের দল। **গদাই লস্করী চাল**—গদাধর লস্করের মত ঢিমা চাল; ঢিলে ধরণধারণ। **গদাধর,-ভৃৎ,-পাণি**—বিষ্ণু। **গদাযুদ্ধ**—দুই বীরের গদা লইয়া যুদ্ধ।

গদি,-দী—(হি. গদ্দী) বেশী তুলাভরা পুরু নরম বিছানা বা আসন; মহাজনের কারবারের স্থান বা আপিস; রাজা, মহান্ত, পীর প্রভৃতি প্রভুত্ববান লোকদের আসন বা পদ। **গদিতে বসা**—কর্তৃত্ব পাওয়া। **গদ্দিনশীন**—যিনি গদিতে বা প্রভুপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, স্থলাভিষিক্ত।

গদিত—কথিত; ভাষণ।

গদিয়ান—কারবারের মালিক; বড়বাবু।

গদী—গদাধারী, বিষ্ণু।

গদ্গদ—গদগদ দ্রঃ।

গদ্দি—(প্রাদেশিক) ঠাট্টা, তামাসা (চাবার গদ্দি কান্তের ঠোকর)।

গদ্য—(গদ্+য—কথনীয়) পদ্যের বিপরীত, যাহাতে পদ্যের মত ছন্দ ও মিল নাই, যে ভাষায় লোকে কথাবার্তা বলে; (গদ্যে পদ্যের মত ছন্দ নাই বটে তবে ভাল গদ্যের নিজস্ব ছন্দ আছে); পরিহাস, কৌতুক (বর্তমানে অপ্রচলিত)। **নিতান্ত গদ্য**—কাব্যোচ্ছ্বাস-বর্জিত সোজা কাজের কথা বা বর্ণনা।

গন—পথ (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

গনগন—অগ্নির পূর্ণ প্রজ্বলিত ভাব, যখন অগ্নি-শিখায় গনগন শব্দ হয়। **গনগনানো**—প্রজ্বলিত অগ্নির মত গনগন করা। **গন-গনিয়া, গনগনে**—পূর্ণপ্রজ্বলিত।

গন্তব্য—যেখানে যাইতে হইবে; লক্ষ্য। **গন্তা**—গমনকারী বা গমনশীল। স্ত্রী. **গন্ত্রী**—গরুর গাড়ী।

গন্তু—গমনশীল। **গন্তুকাম**—গমনোৎসুক। স্ত্রী গন্তুকামা।

গন্ধ—[গন্ধ্ (বধ করা)+অচ্] নাসিকায় বস্তুর যে গুণ বা সত্তা অনুভূত হয় (আঁষ্টে গন্ধ; দুধের গন্ধ); ঘ্রাণ, সৌরভ (সুগন্ধ; পদ্মগন্ধা); সুগন্ধি দ্রব্য (গন্ধ মাথার ঘটা—রবি); সম্পর্ক, সম্বন্ধ (গন্ধের গন্ধ); একটুখানি, লেশ (ঝগড়ার গন্ধে কোমর বেঁধে এসেছে)। **গন্ধ-**

ছাড়া—সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়া। **গন্ধে গন্ধে আসা**—একটুখানি সন্ধান পাইয়া আসা। **গন্ধের গন্ধ**—যৎসামান্য রক্ত-সম্পর্ক বা আত্মীয়তা যাহার সহিত আছে (গন্ধের গন্ধ যে যেখানে আছে সবাইকে ডেকেছ আর পাড়ার লোক তোমাদের কেউ নয়)। **নামগন্ধ**—একটুকুও, একটুকু পরিচয়ও (তার নামগন্ধও জানি না)। **গন্ধকারিকা**—যে প্রভুর ব্যবহারের জন্য চন্দনাদি প্রস্তুত করে। **গন্ধকালিকা,-কালী**—ব্যাসের জননী মৎস্যগন্ধা, পরাশরের বরে ইঁহার গায়ে সুগন্ধের উদ্ভব হয়। **গন্ধকাষ্ঠ**—চন্দন কাষ্ঠ। **গন্ধকুটী**—মুরা নামক গন্ধ দ্রব্য; শ্রাবস্তি নগরে বুদ্ধদেবের বাসগৃহ। **গন্ধ-গোকুল,-গোকুলা**—খাটাস, civet cat। **গন্ধতৃণ**—গন্ধবেনা। **গন্ধজল**—সুগন্ধমিশ্রিত জল। **গন্ধজটিলা**—বচ। **গন্ধজাত**—তেজপাতা। **গন্ধতণ্ডুল**—বাসমতি ধান বা চাউল। **গন্ধতৈল**—সুবাসিত তৈল; চন্দনের আতর। **গন্ধদারু**—চন্দন বৃক্ষ। **গন্ধদ্বিপ**—মদগন্ধযুক্ত হস্তী। **গন্ধমুষিক,-নকুল**—ছুঁচা। **গন্ধপুষ্প**—সুগন্ধিবৃক্ষ, সুগন্ধি ফুল। **গন্ধবণিক**—হিন্দু জাতিবিশেষ। **গন্ধবল্কল**—দারুচিনি। **গন্ধবহ**—বায়ু। **গন্ধবাহ**—নাসিকা। **গন্ধবারি**—গোলাপ জল। **গন্ধ ভাদাল,-ভাদুলী**—(সং গন্ধভদ্রা) দুর্গন্ধযুক্ত লতাবিশেষ, গাঁধাল। **গন্ধমাদন**—রামায়ণোক্ত পর্বতবিশেষ; হনুমান এই পর্বত হইতে বিশল্যাকরণী আনিতে গিয়া চিনিতে না পারিয়া গোটা গন্ধমাদন পর্বত লইয়া আসিয়াছিল, তাহা হইতে, 'গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে এসেছে' = প্রয়োজনীয়ের সঙ্গে নির্বুদ্ধির মত অনেক অপ্রয়োজনীয়েরও সমাবেশ করেছে। **গন্ধমোহিনী**—চাঁপার কলি। **গন্ধরাজ**—সুপরিচিত পুষ্প।

গন্ধক—পীতবর্ণ উপধাতু বিশেষ, sulphur।

গন্ধর্ব—দেবযোনি বিঃ, গান ইহাদের ব্যবসায়; মধুরকণ্ঠ, স্বভাবগায়ক। **গন্ধর্বকন্যা**—গন্ধর্বনারী। **গন্ধর্ব ছুটান**—প্রহারের চোটে আর্তনাদ করানো। **গন্ধর্বনগর**—আকাশে গন্ধর্বদের কল্পিত বাসস্থান। **গন্ধর্ব-পূজা**—প্রথমে আদর পরে প্রহার। **গন্ধর্ববিদ্যা**—সঙ্গীত-বিদ্যা। **গন্ধর্ব-বিবাহ**—বর কন্যার পরস্পরের অনুরাগভূত মিলন। **গন্ধর্ববেদ**—সঙ্গীতশাস্ত্র। **গন্ধর্বভূষণ**—সিন্দুর। **গন্ধর্ব মার**—মারের চোটে হাড়-গোড় ভাঙা, কীচক-বধের মত। **গন্ধর্বরাজ**—চিত্ররথ। **গন্ধর্ব-লোক**—গন্ধর্বদের আবাসস্থল।

গন্ধলি—গাঁদা ফুল।

গন্ধলোলুপ—গন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট। **গন্ধ-শালি**—বাসমতি ধান। **গন্ধসার**—চন্দন বৃক্ষ। **গন্ধহস্তী**—মদগন্ধ হস্তী, মত্ত হস্তী। **গন্ধাজীব**—গন্ধবণিক, গন্ধদ্রব্য বিক্রয় যাহার জীবিকা। **গন্ধাঢ্য**—প্রচুরগন্ধযুক্ত; চন্দন: গন্ধরাজ। **গন্ধাঢ্যা**—কস্তুরী; কেতকী: গন্ধভাদাল। **গন্ধাধিবাস, গন্ধাধিবাসন**—বিবাহে বা দুর্গোৎসবে গন্ধ-মাল্যাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত শুভকর্ম বিশেষ। **গন্ধান, গোন্ধান, গোন্দান, গোঁদান** (প্রা) গন্ধ করে, গন্ধ ছাড়ে (নিজের গু গোঁদায় না)। **গন্ধামোদ**—গন্ধের আধিক্য, গন্ধের চতুর্দিকে বিস্তার লাভ। **গন্ধালি**—গন্ধভাদাল।

গন্ধি—সমাসে 'পদ্ম' প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া 'স্বাভাবিক গন্ধযুক্ত' এই অর্থ প্রকাশ করে (পদ্মগন্ধি, সুগন্ধি)। **গন্ধিক**—গন্ধবণিক; গন্ধক। **গন্ধিত**—সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ-যুক্ত। **গন্ধিরস**—নিশাদল। **গন্ধী**—সুগন্ধবিশিষ্ট; গাঁধি: ছারপোকা। **গন্ধেন্দ্রিয়**—নাসিকা। **গন্ধেশ্বরী**—গন্ধবণিকদের পূজ্য দেবতা। **গন্ধোত্তমা**—মদিরা। **গন্ধোপজীবী**—গন্ধবণিক।

গন্নাকাটা—(গ্রহণে কাটা) যাহার উপরের ঠোঁট কাটা: (গর্ভবতী যদি গ্রহণের সময় দেওয়ালে দাগ কাটে বা আর কিছু কাটে তবে তাহার ঠোঁটকাটা সন্তান জন্মে এই সংস্কার হইতে)। **গন্নাখাঁদা**—গ্রহণে ঠোঁট কাটা ও খাঁদা।

গপ—অবিশ্বাস্য গল্প।

গপ্—অবিলম্বে গলাধঃকরণ (গপ্ করে খেয়ে ফেললে)। **গপগপ**—আগ্রহের সহিত খাদ্য মুখে পোরা ও গলাধঃকরণের শব্দ। **গপাগপ**—অতিদ্রুত গপগপ শব্দে খাওয়া।

গপ্‌প—গালগল্প; অতিরঞ্জিত কাহিনী, অতি প্রশংসা (বেয়াইবাড়ীর গপ্‌প করছিল)।

গফ, গপসা—ঘনবুনানি, মোটা (গপসা কাপড়)।
গবগব—হাঁড়িতে ভাত ফুটার শব্দ, কলসী হইতে প্রচুর জল ঢালিয়া পড়ার শব্দ। গপগপ দ্রষ্টব্য।
গবদা, গোবদা—মোটা, স্থূল, ভোঁতা।
গবয়—গরুর মত পশু বিশেষ। স্ত্রী. গবয়ী।
গবর—গাবর দ্রষ্টব্য।
গবরাজ—ষাঁড়। **গবল**—বন্য মহিষ।
গবা, গবারাম—যার বুদ্ধি গরুর মত, নির্বোধ ও অকর্মণ্য।
গবুচন্দ্র, গবারাম, গবচন্দ্র—গবার শ্রুতি-মধুর রূপ (হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী)।
গবাক্ষ—(গো-র অর্থাৎ কিরণের রন্ধ্রপথ) জানালা।
গবাদন—(গরুর খাদ্য) ঘাস।
গবাশন—গোমাংস ভক্ষণকারী, মুচি, চামার।
গবাশ্ব—গরু ও ঘোড়া। **গবী**—গাভী।
গবেষণ, গবেষণা—অনুসন্ধান, বিচার বিবেচনা, তত্ত্বানুসন্ধান। **গবেষণা বৃত্তি**—কোন বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য বৃত্তি, Research Scholarship. বিণ. গবেষিত।
গব্য—(গো+ষ্য) গরুর দুধ, ঘৃত, দধি ইত্যাদি; গো-জাত (চামড়া, শিং)। **পঞ্চগব্য**—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র ও গোময়। **গব্যা**—গোসমূহ।
গব্দা—গোব্দা দ্রষ্টব্য।
গভর্ণমেণ্ট (ইং Government) রাজশক্তি, শাসনবিভাগ, সরকার। **গভর্ণর**—প্রদেশ-পাল। **গভর্ণর-জেনারেল**—ব্রিটিশ ভারতের বড়লাট। (বর্তমানে প্রেসিডেণ্ট—রাষ্ট্রপাল)।
গভস্তি—(যাহা পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে) সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ। **গভস্তিহস্ত,-পাণি**—সূর্য। স্ত্রী. গভস্তি বা গভস্তী—অগ্নিপত্নী।
গভীর—(গম্+ঈর) নিবিড়; গহন (গভীর বন); অগাধ, অতলস্পর্শ (গভীর সমুদ্র, গভীর জল); প্রগাঢ় (গভীর ভালবাসা); অত্যন্ত, মর্মান্তিক (সুগভীর লজ্জা); জটিল—দুষ্প্রবেশ্য (গভীর দার্শনিক বিষয়)। **গভীর রাত্রি**—নিশীথ রাত্রি। **গভীর নিঃশ্বাস**—দীর্ঘ নিঃশ্বাস। **গভীর জলের মাছ, অনেক পানির মাছ**—যাহার কার্যকলাপ বুঝিয়া উঠা ভার; জ্ঞানী ও বহুদর্শী। **গভীরতর**—অপেক্ষাকৃত বেশী গভীর। **গভীরতম**—অতি গভীর। বি. গভীরতা,-ত্ব—দুর্গমতা, জটিলতা, নিম্নদিকে বিস্তৃতি। **গভীরাত্মা**—পরমেশ্বর।
গম—(সং গোধূম) সুপরিচিত রবিশস্য; কোন কোন অঞ্চলে 'গোম' বলে।
গম—(আ. গ'ম্—দুঃখ, শোক) দুঃখ, ক্ষোভ। **গম খেয়ে থাকা**—দুঃখ বা ক্ষোভ দমন করিয়া চুপ করিয়া থাকা। **ভাত গম খেয়েছে বা গোম গেয়েছে**—হওয়া ভাতে ফেনের শব্দ না থাকা সম্পর্কে বলা হয়। **গমগীন**—দুঃখিত, দুঃখে ক্ষোভে নিস্তব্ধ।
গম—গম্ভীর ধ্বনি। **গমগম**—ব্যাপক গম্ভীর ধ্বনি (সভাঘর গমগম করছে; সেই বৃহৎ কক্ষে একটু শব্দ করিলেই গমগম করিয়া উঠে); মুষ্ট্যাঘাতের শব্দ (**গমাগম**—দ্রুত মুষ্ট্যাঘাতের শব্দ)। **গুম গুম**—গমগম হইতে লঘুতর।
গমক—সংগীতে স্বরের অলঙ্কার বিশেষ।
গমন—চলার ভঙ্গি (অলসগমনা; গজেন্দ্র গমন); প্রাপ্তি, পৌঁছা (গৃহে গমন করিলেন); স্ত্রীসম্ভোগ (পরদারগমন)। বিণ. গমনীয়, গম্য। **গমনাগমন**—যাতায়াত। **গমনার্হ**—যাইবার উপযুক্ত (দেশ বা কাল)। **গমনীয়**—গমনের যোগ্য, গম্য।
গমাওল—(ব্রজবুলি—গোঁয়া দ্রঃ)। গোঁয়াই-লাম, অতিবাহিত করিলাম; অতিবাহিত হইল।
গমাগম—গমনাগমন; বসবাস, সাড়াশব্দ; বারবার মুষ্ট্যাঘাত দিবার শব্দ। গমগম দ্রঃ।
গমি—(আঃ গ'ম্) দুঃখ, শোক। **শাদিগমি**—উৎসব ও শোক (শাদিগমি উপলক্ষে বিবি মৌসুফাকে পিত্রালয়ে যাইতে দিতে তাঁহার শওহরের কোন আপত্তি থাকিবে না—কাবীনের একটি সাধারণ শর্ত)।
গমিত—প্রস্থাপিত, বিদূরিত, অন্তর্হিত। **অস্ত-গমিত মহিমা**—যে মহিমা হ্রাস বা মলিন করা হইয়াছে।
গম্বুজ, গুম্বজ—(ফাঃ গুম্বদ্') মুসলমানী স্থাপত্যে মসজিদ-আদির উপরে যে অর্ধগোলাকৃতি শূন্যগর্ভ-চূড়া নির্মাণ করা হয়, dome।
গম্ভারি—গাম্ভীর বৃক্ষ।

গম্ভীর—(ব্যুৎপত্তির দিক দিয়া গভীর ও গম্ভীর অভিন্ন কিন্তু আধুনিক বাংলায় ইহাদের অর্থের পার্থক্য যথেষ্ট) রাশভারী; অলঘু (গম্ভীর প্রকৃতি); গহন, জটিল, দুষ্প্রবেশ্য, স্তব্ধ ও অপ্রসন্ন, ভারী (শিষ্যের এমন আচরণ দেখিয়া গুরু গম্ভীর হইয়া গেলেন); দৃশ্যত বিজ্ঞজনোচিত (গুরুগম্ভীর গতি; পাহারাওয়ালারা গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে); আনন্দহীন, স্ফূর্তিহীন (বাড়ীতে সবারই মুখ গম্ভীর দেখে বালকের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে); উচ্চ ও জমকাল (গম্ভীর স্বর); গুরু বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষ (গম্ভীর বিষয়)। **গম্ভীরজ্বর**—ভিতরে জ্বর আছে কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ পায় না। **গম্ভীরবেদী**—মত্তহস্তী দারুণ আঘাতেও যাহার চৈতন্য হয় না।

গম্ভীরা—শিবের মন্দির বা শিবের গাজন; (শিবের এক নাম গম্ভীর—গম্ভীরা মালদহে সুপ্রচলিত, ইহাতে গ্রাম্য গায়কেরা শিবের মহিমা গান করে ও সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বা অঞ্চলের অনাচারাদিরও সমালোচনা করে); (প্রাচীন বাংলায়—অন্ধকার প্রকোষ্ঠ, মশারি)।

গম্য—গন্তব্য, গমনযোগ্য, (গম্যস্থান; অগম্য কান্তার); আয়ত্ত করিবার যোগ্য, লভ্য, বোধ্য (জ্ঞানগম্য); সম্ভোগযোগ্য। স্ত্রী. গম্যা।

গয়ংগচ্ছ—যাচ্ছি-যাব ভাব, কুঁড়েমি, ঢিলেমি।

গয়না—গহনা। **গয়না-গাটি**—গহনা-পত্র। **গয়না-পাতি**—গহনা-পত্র, ছোট বড় সব গহনা।

গয়রহ—(ফাঃ ৰগ'য়্‌রহ) ইত্যাদি ইত্যাদি, অবশিষ্ট, অন্যান্য ব্যক্তি। (আদালতের পরিভাষা)।

গয়লা—(সং গোপাল) গোপ, গোয়াল। স্ত্রী. গয়লানী।

গয়সাল, গরসাল—(প্রাচীন বাংলা) পূর্বে হিন্দু ছিল পরে মুসলমান হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি।

গয়া—বিখ্যাত তীর্থস্থান। **গয়ার পাপ বা ভূত**—গয়ায় পিণ্ড দিলে মুক্তি হয়, কিন্তু সেখানে পাপ করিলে বা মরিয়া ভূত হইলে তাহার মুক্তি নাই, এই সংস্কার হইতে, বিরক্তিকর অপরিহার্য বিষয় বা ব্যাপার।

গয়ার—শ্লেষ্মা।

গয়াল—বন্য মহিষ।

গয়ালি,-লী—গয়াতীর্থের পাণ্ডা। **গয়েশ্বরী**—গয়ায় প্রস্তুত কাঁসার থালা।

গর—(আঃ গ'য়র—অন্য, ভিন্ন) অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অভাব অন্যত্ব বিপরীত ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। **গরআবাদী**—যে জমিতে আবাদ করা হয় নাই। **গরআদর**—অনাদর। **গরআমালি**—অধিকারচ্যুত বা অধিকারবহির্ভূত। **গরকবুল**—অস্বীকৃত। **গরজানবীৎ**—যে ওয়াকিবহাল নয়। **গরপছন্দ**—অপছন্দ। **গরবিবেচনা**—বিবেচনার অভাব। **গরবিলি**—যে জমির বিলিবন্দোবস্ত হয় নাই। **গরমজবুত**—কম মজবুত। **গরমানান**—বেমানান। **গরমিল**—মিলের অভাব, জমা ও খরচের বৈষম্য। **গররাজি**—অসম্মত। **গরলায়েক**—শস্য উৎপাদনের যোগ্য নয়; নাবালক। **গরহাজির**—অনুপস্থিত। **গরহিসাবী**—যে ভবিষ্যতের কথা ভাবে নাই।

গরকায়েম—যাহা স্থায়ী নয়।

গরগর—গদগদ, বিহ্বল, ব্যাকুল (অন্তর গরগর—বৈষ্ণব সাহিত্যে); মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া (রাগে গরগর করছে)।

গরজ—(আঃ গ'রদ্‌) প্রয়োজন, দরকার, দায় (গরজ বড় বালাই; গরজ তোমার না আমার); আগ্রহ (তার কোন গরজ দেখা গেল না)। **আত্মগরজে**—নিজের গরজটাই যার প্রধান বস্তু, স্বার্থপর। **গরজী**—স্বার্থপর, ব্যস্তবাগীশ (নিঠুর গরজী, তুই মানুষমুকুল ভাজবি আগুনে—মদন বাউল)।

গরজানো—গর্জন করা, ক্রোধ প্রকাশ করা হুঙ্কার দেওয়া। **অধিক গরজানে অল্প বর্ষণ**—বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

গরদ—বিষদানকারী, যে অন্যকে বিষ খাওয়ায়; গুটিপোকার সূতায় তৈরী বস্ত্র-বিশেষ (গরদের ধুতি)। **গরদের জোড়**—গরদের ধুতি ও চাদর।

গরদিশ, গরদেশ—(ফাঃ গর্দিশ) পরিবর্তন, ভাগ্যের ফের, দুরদৃষ্ট (নসিবের গরদিশ)।

গরব—গর্ব, অহংকার (কাব্যে ও মেয়েলী ভাষায় ব্যবহৃত)। **গরবখাগী**—(গালি—'তোর গর্ব চূর্ণ হোক' এই ভাব)। **গরবী**—গর্বী। স্ত্রী. গরবিণী—গর্বিতা, সোহাগী। **গরবিত**—গর্বিত। গরবান্বিত—সংবর্ধিত, পূজিত।

গরবা—নৃত্য-বিশেষ (গুজরাটী গরবা)।
গরব্রত—(সর্পবিষ ভক্ষণ যার স্বভাব) ময়ূর।
গরভ—গর্ভ (কাব্যে ব্যবহৃত)। বিণ. গরভিত —গর্ভবতী, অন্বিত।
গরম—(ফাঃ গর্‌ম্, সং ঘর্ম) উষ্ণ, তপ্ত, উষ্ণতা (আগুনের মত গরম, গরম হওয়া); ক্রুদ্ধ (শুনিয়াই গরম হইয়া উঠিল); কড়া, চড়া (গরম মেজাজ, বাজার গরম)। **গরম ওষুধ**—উত্তেজক ঔষধ। **গরম কথা**—ক্রোধপূর্ণ উক্তি, কড়া কথা। **গরম কাপড়**—যাহা পরিলে শরীর গরম থাকে পশমী বস্ত্র। **গরমকাল**—গ্রীষ্মকাল। **গরম খবর**—সদ্যপ্রাপ্ত সংবাদ, কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ। **গরম গরম, গরমাগরম**—উষ্ণতা অথবা ক্রোধ অথবা কৌতূহল মন্দীভূত হইবার পূর্বে (গরম গরম খাওয়া; গরম গরম শুনিয়ে দেওয়া; গরমাগরম কুড়মুড়ভাজা)। **গরম চোখে চাওয়া**—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। **গরম গরম**—মিঠেকড়া। **গরম পোষ**—শীতকালের কানঢাকা টুপি বিশেষ। **গরমমসলা**—দারচিনি, ছোট এলাচি, লবঙ্গ ইত্যাদি। **গরম মেজাজ**—যে সহজেই রাগিয়া যায়; কড়া মেজাজ। **বাজার গরম**—জিনিষপত্রের চড়া দাম। **বাজার গরম করা**—তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি করা। **কুসুম কুসুম গরম**—খুব অল্প গরম। **গা গরম**—অল্প জ্বর। **পচা গরম**—ভাপসা গরম, যে গরমে বায়ুপ্রবাহ স্তব্ধ থাকে, তার ফলে যথেষ্ট ঘাম হয় অথচ দেহের উষ্ণতা দূর হয় না। **পেটগরম**—অজীর্ণতা জনিত অস্বস্তি। **মাথা গরম**—সহজেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ধৈর্যচ্যুতি ঘটে ইত্যাদি। **টাকার গরম**—যথেষ্ট টাকা আছে এই বোধের ফলে ঔদ্ধত্য। **মনের গরম**—মানসিক উত্তেজনা। **মানুষের গরম**—মানুষের ভিড়ের জন্য উষ্ণতা বৃদ্ধি।
গরমাই—(ফা হিঃ গর্‌মাঈ—গরম) উত্তাপ, গুমট, গ্রীষ্ম।
গরমি,-মী—(ফা.গরমী) গরম, উত্তাপ, গ্রীষ্ম (গরমিকাল, গরমির ছুটি); ধন সম্পদ অথবা পদগৌরব লাভের জন্য অহঙ্কার বা ঔদ্ধত্য) (টাকার গরমি, বিদ্যার গরমি); উপদংশ, Syphilis (গরমির ঘা)। সর্দিগরমি—সর্দি দ্রঃ।
গরমিল—গর দ্রঃ। গড়মিল-ও লেখা হয়।
গর্‌রা—(আ. গ'র্‌রারা—কুলকুচার শব্দ) বহু জনের ক্রমাগত উচ্চ হাসি।
গরল—(সং) বিষ; সাপের বিষ; বিষের মত প্রভাবযুক্ত (স্মরগরল); সরলের বিপরীত, কুটিলতা, ক্ষতি করার ইচ্ছা (মুখে সরল অন্তরে গরল)। **গরলসহোদর**—চন্দ্র (সমুদ্রমন্থনে গরল ও চন্দ্র এক সঙ্গে উঠিয়াছিল)। **গরলারি**—মরলের অরি, মরকতমণি।
গরলায়েক—গর দ্রঃ।
গরশাল—গর দ্রঃ; নবদীক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ।
গরহাজির—গর দ্রঃ।
গরাদে—(পর্ত Grade) জানালায় বসানো লোহার বা কাঠের শিক।
গরান,-ণ—মজবুত কাঠ বিশেষ; খুঁটি ও জ্বালানি কাষ্ঠ রূপে ব্যবহৃত হয়; ইহার ছালের রং চামড়ায় লাগানো হয়।
গরাস—(ব্রজ বুলি; গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত) গ্রাস।
গরিব, গরীব—(আ. গ'রীব) দরিদ্র, ধনহীন, কাঙাল, বেচারা (গরীবের প্রতি সদয় হও: মন গরীবের কি দোষ আছে—রামপ্রসাদ)। **গরীবখানা**—দীনের কুটীর (বিনয়প্রকাশক—মুসলমান ভদ্রলোক অপরকে জিজ্ঞাসা করার সময়ে বলেন 'আপনার দৌলতখানা? উত্তরে বলেন 'আমার গরীবখানা)। **গরীবগুরবা,-গুরবো**—গরীব, কাঙাল। **গরীবানা, গরীবী-আনা, গরীবী**—দরিদ্রোচিত, গরীবের ভাব (গরীবানা চাল; গরীবানা খাবার)।
গরিমা—(গুরু + ইমন্) গৌরব, মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকর্ষ (সৌন্দর্যগরিমা); অহঙ্কার, দর্প (গরিমায় কথাই বল্লেনা)।
গরিষ্ঠ—সর্বাধিক, সর্বোচ্চ (লঘিষ্ঠের বিপরীত); গুরুতম, পূজ্যতম, জ্যেষ্ঠ।
গরিহা—(প্রাদেশিক) নিন্দা, তিরস্কার।
গরীব—গরিব দ্রঃ। **গরীবনেওয়াজ**—গরীবের প্রতি সদয়, গরীবের উপকারী বন্ধু; বি গরীবনেওয়াজি। **গরীবপরোয়ার**—গরীবপ্রতিপালক; বি, গরীবপরোয়ারি।
গরীয়ান্—গুরুতর; মর্যাদাশালী অথবা শক্তিশালী; একান্ত প্রিয়, একান্ত আদরের। স্ত্রী,

গরীয়সী (জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী)।

গরু, গোরু—(সং গো, হি. গোরু) গোজাতি, ষাঁড়, বলদ, গাভী ; বুদ্ধিবিবেচনাহীন ; একান্ত নির্বোধ (তুমি একটি গরু—গালি)। [**হালিক**—যে গরু হাল টানে ; **ধুরীণ, ধুরন্ধর**—যে গরু গাড়ী টানে ; **একধুর**—যে গরু এক পিঠে বোঝা বয়। **সর্বধুরীণ**—যে গরু দুই পিঠেই বোঝা বহিতে পারে ; **অচণ্ডী**—শান্ত গাভী, যাহাকে ছাঁদিয়া দোয়া যায়। **বেহৎ**—যে গরুর বার বার গর্ভ নষ্ট হয় ; **সন্ধিনী**—ষাঁড়-লাগা গরু। **সুব্রতা**—যে গরু সহজে দোয়া যায়। **ধেনু**—যে গরুর অল্প দিন হইল বাচ্চা হইয়াছে। **শবলী**—যে গাভীর গায়ের রং বিচিত্র। **শ্যামলী**—শ্যামল বর্ণের গাভী। **ধবলী**—সাদা রং এর গাভী। **কৃষ্ণা**—কালো রংএর গাভী।] **গরু-খোর**—গো-খাদক। **গরু-চোখো**—যাহার চোখ গরুর মত বড় ও নির্বুদ্ধিতা-ব্যঞ্জক। **গরুচরানে**—গরুর রাখাল। **গরু মেরে জুতো দান**—বড় অপরাধের জন্য নামমাত্র বা লোক-দেখানো ক্ষতি স্বীকার বা প্রায়শ্চিত্ত করা। **গরুচোর**—যে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে অথবা যাহার উপরে কারণে অকারণে উৎপীড়ন হয়।

গরুজে—গরজযুক্ত। গরজ দ্রঃ।

গরুড়—(যে সর্প নাশ করে অথবা গুরুভার লইয়া উড়িতে পারে) পুরাণোক্ত পক্ষিরাজ ; সৈন্য-ব্যূহ-বিশেষ। **গরুড়ধ্বজ**—গরুড়-বাহন—বিষ্ণু। **গরুড়-মূর্তি**—গরুড় যেমন যুক্তকরে অবস্থিত সেরূপ যে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে। **গরুড়-শয়ন**—গরুড় বহুকাল অণ্ডমধ্যে বাস করিয়াছিল, তাহা হইতে, বহুকাল অচৈতন্য অবস্থায় কাটানো। **গরুড় পুরাণ**—পুরাণ-বিশেষ, বিষ্ণু গরুড়কে পুরাণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। **গরুড়-মণি**—সর্পভয় নিবারক মরকত মণি। **গরুড়াগ্রজ**—অরুণ। **গরুড়াসন**—যোগাসন-বিশেষ।

গরুৎ—(সং) পক্ষ, পালক। **গরুৎমন্ত**—যাহার পাখা আছে, পক্ষী। **গরুত্মান্**—পক্ষী ; গরুড়। **স্ত্রী.** গরুত্মতী—পক্ষিণী ; পাল-খাটানো নৌকা।

গরুবে—গর্বিত, দেমাগে।

গর্গ—মুনি-বিশেষ, যদু-বংশের পুরোহিত ও আচার্য।

গর্গর—(যাহা জল ভরার সময় গর্গর শব্দ করে) কলস, ঘড়া ; দধি-মন্থনের ভাণ্ড ; জলের আবর্ত। **গর্গরী**—গাগরী, ছোট কলসী।

গর্জ—উচ্চ শব্দ, গর্জন ; মেঘ, হাতী ইত্যাদির ডাক (তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্র মুখে বায়ু গর্জে আসে—রবি)। **গর্জক**—গর্জন-কারী।

গর্জন—উচ্চ শব্দ, ক্রোধ ও স্পর্ধাব্যঞ্জক উচ্চ শব্দ (বাবু গর্জন করিয়া উঠিলেন)। **সিংহের গর্জন**—সিংহের ডাক। **মেঘ-গর্জন**—মেঘের উচ্চ গম্ভীর ধ্বনি। **গর্জন তেল**—গর্জন গাছের নির্যাস (প্রতিমার রঙ উজ্জ্বল করিতে ব্যবহৃত হয়)। **গর্জানো**—ক্রোধে গর্জন করা, নিষ্ফল আক্রোশ বা ক্রোধ প্রকাশ করা (গর্জানোই সার)। **গর্জমান**—গর্জনশীল। **গর্জিত**—ধ্বনিত ; গর্জন (মেঘ-গর্জিত) ; মত্তহস্তী।

গর্ত—[গৃ (ভোজন করা)+তন্] গহ্বর, রন্ধ্র ; যাহা অপ্রশস্ত ও গভীর, আলোকহীন সংকীর্ণ স্থান, তাহা হইতে, মানসিক সংকীর্ণতা (গর্ত হইতে বাহির হইয়া জগৎ দেখ) ; রোগ-বিশেষ। **তাঁত-গর্ত**—তাঁত বুনিবার সময়ে যে গর্তে পা রাখা হয়। **গর্তিকা**—যে ঘরে তাঁত-গর্ত থাকে।

গর্দভ—(যে উৎকট শব্দ করে) গাধা, রাসভ ; কাণ্ডজ্ঞানহীন, একান্ত বোকা (সে একটি আস্ত গর্দভ)।

গর্দ, গর্দা—(ফাঃ গর্দ্) ময়লা, মাটি, ধুলা। **গর্দা উড়ানো**—ধুলামাটি উড়ানো। **গর্দা-জমা**—ধুলা জমা, ময়লা আটকানো।

গরদান—(ফাঃ গরদন্) ঘাড়, গলা, ঘাড়সমেত মাথা (গরদান যাবে)। **গরদান ঝুঁকানো**—মাথা নীচু করা, নতিস্বীকার করা। **গরদান মারা**—মাথা কাটিয়া ফেলা। **গরদানি**—গলাধাক্কা (যাবে, না গরদানি খাবে)।

গর্দিশ—গরদিশ দ্রঃ।

গর্ব—(গর্ব্—অহঙ্কৃত হওয়া) অহঙ্কার, দর্প, বড়াই ; গৌরব (জাতির গর্বের সামগ্রী)।

বিণ. গর্বিত—অহঙ্কারী, উদ্ধত, (তোমার সখ্যগর্বিত); দৃপ্ত (যৌবনগর্বিত)। **গুরুগর্বিত**—পূজিত, সম্মানিত। **গর্বী**—দর্পী, অহঙ্কারী, গর্বিত। স্ত্রী. গর্বিণী। **গর্বোদ্ধত**—দাম্ভিক; গৌরবদৃপ্ত (গর্বোদ্ধত জাতীয় পতাকা; গর্বোদ্ধত কাঞ্চনজঙ্ঘা)।

গর্ভ—(গৃ—গ্রাস করা) গর্ভাশয় বা জরায়ু, উদর (মাতৃগর্ভ); ভ্রূণ (গর্ভের পূর্ণতা প্রাপ্তি); অভ্যন্তর (অগ্নিগর্ভ; ভূগর্ভ; বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ); নদীর খাত অর্থাৎ বর্ষাকালে নদীর কূল যতদূর পর্যন্ত প্লাবিত হয় (গঙ্গাগর্ভে বাস—গঙ্গার তীরে বাস)। **গর্ভক**—খোঁপার ফুল; এক দিন সমেত দুইরাত্রি। **গর্ভকণ্টক**—কাঁঠাল গাছ। **গর্ভকেশর**—পুষ্পযোনি, যাহাতে ফলসঞ্চার হয়। **গর্ভকোষ**—গর্ভাশয়। **গর্ভগৃহ**—ভিতরকার ঘর; সূতিকাগৃহ। **গর্ভচ্যুত**—গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত। **গর্ভণ্ড**—নাভীর গোঁড়। **গর্ভতন্তু**—গর্ভকেশরের অংশ-বিশেষ। **গর্ভথোড়**—গাভথোড়, যে মোচা সদ্য বাহির হইয়াছে, যাহা হইতে কলা বাহির হয় নাই। **গর্ভদাস**—ক্রীতদাসীর পুত্র, খানেজাদ। **গর্ভদোহদ**—গর্ভিণীর অভিলষিত খাদ্য বা বস্তু। **গর্ভধারিণী**—জননী। **গর্ভনাড়ী**—নাভিরজ্জু, umbilical chord। **গর্ভপরিস্রব**—গর্ভের ফুল, placenta। **গর্ভপাত**—গর্ভস্রাব। **গর্ভপাতক**—যে গর্ভপাত ঘটায়। **গর্ভপাতন**—ঔষধাদি প্রয়োগে গর্ভনাশ। **গর্ভবতী**—গর্ভিণী; অন্তঃসত্ত্বা। **গর্ভবাস**—মাতৃগর্ভে অবস্থান। **গর্ভব্যূহ**—গুপ্ত সৈন্যসমাবেশ। **গর্ভমাস**—গর্ভ সঞ্চারের মাস। **গর্ভযন্ত্রণা**—সন্তান গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কষ্ট। **গর্ভস্নান**—নাড়ী কাটার পরে শিশুর স্নান। **গর্ভস্রাব**—অসময়ে গর্ভপতন; অকালকুষ্মাণ্ড, একান্ত অকর্মণ্য (গালি)। **গর্ভাগার**—সূতিকাগার। **গর্ভাঙ্ক**—নাটকে কোন অঙ্কের অন্তর্গত ক্ষুদ্র অঙ্ক। **গর্ভাধান**—দ্বিতীয় বিবাহ, সন্তানোৎপাদন। **গর্ভাশয়**—জরায়ু। **গর্ভিত**—গর্ভযুক্ত, অন্তরে বিধৃত। **গর্ভোপঘাত**—গর্ভ নষ্ট হওয়া। **গর্ভোপঘাতিনী**—গাবড়াফেলা গাভী।

গর্হণ, গর্হণা, গর্হা—(গর্হ্—নিন্দা করা) নিন্দা, অপবাদ, কুৎসা। **গর্হণীয়**—নিন্দনীয়। **গর্হিত**—নিন্দিত, অবজ্ঞাত, নিষিদ্ধ। **গর্হ্য**—নিন্দনীয়, মন্দ। **গর্হ্যবাদী**—মন্দভাষী; যে অশিষ্ট কথা মুখে আনে।

গল—গলা, কণ্ঠনালী, কণ্ঠ, গলদেশ (মুণ্ডমালা গলে)।

গলই,-লুই—নৌকার প্রান্তভাগ (আগা গলুই, গলুইয়ের দিকে)।

গলকম্বল—গরুর গলায় কম্বলাকৃতির শিথিল চর্ম।

গলগণ্ড—গলায় যে স্থূল মাংসপিণ্ড দেখা দেয়, রোগ-বিশেষ, goitre।

গলগল—জল-আদি তরল পদার্থ পাত্র হইতে ঢালিয়া পড়ার শব্দ (গল গল করিয়া বমি হইয়া গেল); ক্রমাগত উচ্চ স্বরে কথা বলা (**গলগলে**—যে পুরুষ বেশী কথা বলে। **গলগলী**—যে নারী বেশী কথা বলে)।

গলগ্রহ—রোগ-বিশেষ; ভরণ-পোষণের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল; ব্যঞ্জন-বিশেষ (মাছের ঘণ্ট)।

গলৎ—যাহা গলিয়া পড়িতেছে (গলদ্ঘর্ম; গলৎকুষ্ঠ)।

গলৎ, গলত, গলদ—গলদ দ্রঃ।

গলতী—(আঃ গ'ল্ত়ী) ভুল, দোষ, ত্রুটি।

গলদ—(আঃ গ'লৎ) ভুল ত্রুটি, দোষ (গোড়ায় গলদ)। **বিস্‌মিল্লায় গলদ**—সূচনাই ত্রুটিপূর্ণ, গোড়ায় গলদ। **গলদ মারা**—ভ্রম বা ত্রুটি সংশোধন করা।

গলদশ্রু—যে চোখ হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। **গলদ্ঘর্ম**—যাহার শরীর ঘামিয়া গিয়াছে; যথেষ্ট পরিশ্রান্ত (এই সামান্য কাজ করতেই গলদ্ঘর্ম হ'লে)। **গলদ্ধার**—ধারাসার, মুষলধারে (গলদ্ধারে বৃষ্টি হয়েছে)।

গলদ্বার—মুখ।

গলন—গলিয়া যাওয়া, নিঃসৃত হওয়া, ক্ষরিত হওয়া।

গলন্তিকা—যাহা হইতে জল অল্প অল্প পড়ে, গাড়ু।

গলবস্ত্র—গলায় কাপড় দেওয়া অবস্থা। **গললগ্নীকৃতবাস**—গলবস্ত্র (বিনয় অথবা হীনতাজ্ঞাপক)। (বহুব্রী)

গলরজ্জু—গলার রজ্জু; ফাঁস।

গলস্তন—ছাগীর গলায় যে স্তনের মত মাংসপিণ্ড থাকে। **গলস্তনী**—ছাগী।

গলশুণ্ডিকা—আলজিভ্।

গলহস্ত—অর্ধচন্দ্র, গলাধাক্কা।

গলা—(সং গল) কণ্ঠনালী ; কণ্ঠ ; গ্রীবা ; ঘাড় ; কণ্ঠস্বর, (মিষ্টি গলা), উচ্চতায় বা গভীরতায় গলা পর্যন্ত (গলাজল)। **গলাকাটা**—হত্যা করা ; হত্যাকারী ; ডাকাত ; প্রবঞ্চক ; অন্যায় ভাবে অত্যন্ত চড়া দাম নেওয়া (গলাকাটা দাম) ; কবন্ধ। **গলা খুস্‌খুস্**—অল্প কাশি হওয়ার ভাব বা শ্লেষ্মার উদ্রেক ; ঝগড়া করার জন্য উন্মুখতা। **গলা খাঁকার দেওয়া বা খেঁকারি দেওয়া**—একটু কাশিয়া উপস্থিতি জানানো। **গলা ঘঙ্ ঘঙ্, ঘড়্ ঘড়্**—কাশির বিভিন্ন অবস্থার শব্দ। **গলা করা**—উচ্চ শব্দে কথা বলা ; চেঁচামেচি করা ; উচ্চ শব্দে প্রতিবাদ বা গর্ব প্রকাশ করা। **গলা চাপা**—শ্বাস রোধ করা ; গলার স্বর খাটো করা। **গলা ছাড়া**—উঁচু গলায় কথা বলা বা গান করা (গলা ছেড়ে বলব এমন জুলুম অসহ্য)। **গলা টানা**—শ্লেষ্মা হওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া। **গলা টেপা**—কথা বলিতে না দেওয়া (মুখ খোলার জো নেই, গলা টিপে ধরে)। **গলাধরা**—স্বর বসিয়া যাওয়া ; ওল প্রভৃতি খাওয়ার ফলে গলা চুলকানো। **গলাধাক্কা**—অর্ধচন্দ্র। **গলা ফুলা**—বিভিন্ন রোগের ফলে গলদেশের বা গলগ্রন্থির স্ফীতি। **গলা বসা**—স্বর বসা। **গলাবাজি**—লোক-মাতানো বক্তৃতা, চীৎকার করিয়া বলা। **গলাভাঙা**—স্বর বসা বা বিকৃত হওয়া। **গলা ভারী**—গলার স্বর মোটা বা গম্ভীর। **গলা সাধা**—গলার সুর সাধা। **গলায় করা**—দায়িত্ব গ্রহণ করা। **গলায় কাপড় দেওয়া**—নতি স্বীকার করা, একান্ত বিনয় প্রকাশ করা। **গলায় কুঠার বা কুড়াল বাঁধা**—সম্পূর্ণরূপে হার স্বীকার করা। **গলায় গলায়**—আকণ্ঠ ; গভীর বন্ধুভাব। **গলায় দড়ি**—ফাঁসি ; জবাবদিহির দায়ে পড়া (সকলেই পালাবে শেষে গলায় দড়ি পড়বে তোমার) ; ধিক্কার (অমন শখের গলায় দড়ি)। **গলায় পড়া**—ভার চাপা, গলগ্রহ হওয়া। **গলায় পা দেওয়া**—একান্ত জবরদস্তি করা, উৎপীড়ন করা। **গলায় গলায়**—গলায় গলায়। **এঁড়ে গলা**—উঁচু কর্কশ গলা।

গলা—দ্রবীভূত হওয়া, তরল হওয়া (বরফ গলা, ঘি গলা) ; ক্ষরিত হওয়া, নিঃসৃত হওয়া (রস গলা) ; সিদ্ধ হওয়া, নরম হওয়া (ডাল গলা) ; মন গলা ; ভাত গলা (মাংস ভাল গলেছে) ; ফাটিয়া যাওয়া, অভিভূত হওয়া (ফোঁড়া গলা ; সোহাগে গলিয়া গেল) ; ছিদ্রপথে প্রবেশ করা (এ-জামায় মাথা গলবে না) ; পচিয়া খসিয়া পড়া (মাংস গলেগলে পড়ছে)।

গলা—গলিত, পচা নরম। **গলানো**—গলিত করা, তরল করা ; প্রবিষ্ট করা ; ফাটানো ; দ্রবীভূত করা (সোনা গলানো ; মন গলানো)। **গলাধঃকরণ**—গেলা, খাইয়া ফেলা।

গলাগলি—গলায় গলায়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাব ; আদরে পরস্পরের স্কন্ধে হাত দিয়া।

গলনী - গলবন্ধনী, গরুর গলার দড়ি।

গলাবন্ধ, -ন্ধ—(ফাঃ গুলুবন্দ্) গলায় জড়াইবার পশমী পটি, কম্ফর্টার।

গলাশি,-সি,-সী—গরু প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর গলার রশি।

গলি—(হি, গলী) লোক চলাচলের অপ্রশস্ত রাস্তা। **গলিকচা,-কুচি**—সরু গলি। **গলি গলি**—গলিতে গলিতে, পথে পথে, সর্বত্র। **গলি-ঘুঁজি**—আঁকাবাঁকা সরু গলি।

গলিজ—(আঃ গ'লীয'), পচা, খসা, দুর্গন্ধযুক্ত ; নোংরা।

গলিত—দ্রবীভূত, ক্ষরিত (গলিত স্বর্ণ ; গলিত নীহার ; গলিত শোকাশ্রু) ; ক্ষয়প্রাপ্ত ; নষ্ট (গলিত-নখ-দন্ত, গলিতযৌবন) ; শিথিল (গলিত অঙ্গ) ; পচা, যাহা হইতে পুঁজরক্ত পড়িতেছে (গলিত কুষ্ঠ)।

গলুই—গলই দ্রঃ ; গলুয়ের নিকটবর্তী স্থান।

গলেগণ্ড—হাড়গিলা পক্ষী ; গলগণ্ডযুক্ত।

গল্‌দা, গল্লা—লম্বা মোটা পা-যুক্ত বড় চিংড়ি।

গল্প—(সং জল্প) কাহিনী, উপকথা ; অতিরঞ্জিত বর্ণনা। **গল্পে**—গল্প করিতে পটু, অতিরঞ্জিত বর্ণনায় অভ্যস্ত। **গল্পগুজব**—নানা ধরণের কথাবার্তা ; খোসগল্প। **গল্প গেলা**—তন্ময় হইয়া গল্প শোনা। **গল্পসল্প**—কথাবার্তা, গল্পগুজব।

গল্লা—(আঃ গ'ল্লা) শস্য, তরিতরকারি; শস্যের বা বিচালির আঁটি। **গল্লানো**—গোছা তৈরি করা, আঁটি বাঁধা। **গল্লাচিংড়ি**—গলদা চিংড়ী দ্রঃ।

গস্‌গস্‌, গিস্‌গিস্‌—বহু লোকের একত্র সমাবেশ (ষ্টেশনে লোক গিস্‌গিস্‌ করছে)।

গস্‌গস্‌, গশ্‌গশ্‌—চাপা ক্রোধ সম্বন্ধে বলা হয় (রাগে গস্‌গস্‌ করছে)।

গস্ত—(ফাঃ গশ্‌ৎ) পরিভ্রমণ, চক্কর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পর্যবেক্ষণ। (**গস্ত করা**—হাটে ঘুরিয়া ফিরিয়া মাল খরিদ করা)। **গস্তফেরা**—চক্কর দেওয়া, পুলিশের রোঁদে বাহির হওয়া। **গস্ত-ফেরানো**—বরকে, অথবা যাহার খাৎনা হইয়াছে তাহাকে, সমারোহের সহিত, সাধারণতঃ ঘোড়ায় চড়াইয়া, কিছুদূর ঘুরাইয়া আনা। বি গস্তি।

গস্তানী—(হি. গস্তান—কুলটা) যে নারী প্রণয়ীর সন্ধানে ফিরে, অভিসারিকা (মেয়েলী গালি)।

গস্তিদার—যে সুবিধা দরে জিনিষ খরিদ করার নিমিত্ত নানাস্থানে ঘোরে।

গহন—[গহ্‌ (নিবিড় হওয়া, বুঝিতে কঠিন হওয়া) + অনট্‌] দুর্গম, যাহার ভিতরে প্রবেশ করা কঠিন (গহন অরণ্য): নিবিড় (গহন মেঘ; গহন আঁধার); গভীর, অগাধ, অতলস্পর্শ (গহন সমুদ্র); দুর্বোধ, জটিল (গহনতত্ত্ব)।

গহনা—অলঙ্কার, গয়না। **গহনাপত্র**—অলঙ্কার-পত্র।

গহনা—(গন দ্রঃ) লোক ও মাল লইয়া যাতায়াতকারী নৌকা (গহনার নৌকা; গহনার ষ্টীমার)। **গহনার ছক্কর**—যাত্রিবাহী ঘোড়ার গাড়ী।

গহিন, গহীন—গভীর, অতলস্পর্শ। (গ্রাম্য-ভাষায় ব্যবহৃত)।

গভীর—(ব্রজবুলি) গভীর।

গহীরা, গৈরা—গভীরতাযুক্ত।

গহ্বর—গর্ত, রন্ধ্র, বিবর, গিরিগুহা।

গা—(সং গাত্র) শরীর, অঙ্গ (গায়ে জ্বর, গায়ে গহনা); দৈহিক অবস্থা (গা বমি বমি করছে)। **গা এড়া দেওয়া**—উদাসীন হওয়া, গরজ না করা। **গা করা**—মনোযোগ দেওয়া সচেষ্ট হওয়া। **গা কশ্‌কশ্‌ করা**—চাপা ক্রোধের জন্য তীব্র অস্বস্তিপূর্ণ অনুভূতি। **গায়ে কাঁটা দেওয়া**—গা শিউরে ওঠা। **গায়ে কাপড় দেওয়া**—মেয়েদের যোগ্যভাবে বস্ত্রাবৃত হওয়া। **গা কেমন করা**—বমি হওয়ার পূর্বে যে অস্বস্তি অনুভূত হয়। **গা খসা**—গর্ভস্রাব হওয়া। **গা খসানো**—গর্ভপাত করানো। **গা-গতর হওয়া**—মোটাসোটা হওয়া। **গা-গতর পোষা**—গতর পোষা। **গা গশ্‌গশ্‌ করা**—গা কশ্‌ কশ করা। **গা ঘামানো**—রীতিমত শ্রম করা (গা ঘামাও তবে ত হবে)। **গা-ঘেঁষা হওয়া**—নেওটা হওয়া। **গা ঘেঁষে যাওয়া**—অতি নিকট দিয়া যাওয়া। **গায়ের চামড়া তোলা**—কঠিন প্রহার দেওয়া। **গা-ছাড়া**—শোক-দুঃখে নিজের প্রতি উদাসীন হওয়া। **গা জুড়ানো**—পরিশ্রম ও জ্বরের পরে শরীর ঠাণ্ডা হওয়া, স্বস্তিপূর্ণ হওয়া (আহা কি কথাই বল্লে, শুনে গা জুড়িয়ে গেল)। **গা-জোরি, গা-জুরি**—জবরদস্তি (গা-জুরি কথা—শুধু হঠকারমূলক যুক্তি-বিচারহীন কথা)। **গা জ্বলা**—গাত্রদাহ হওয়া, অসহ্য বোধ হওয়া (তোমার কথা শুনে গা জ্বলে)। **গা-জ্বালানো কথা**—যে কথা শুনিয়া সহজেই রাগ হয়। **গা ঝাড়া দিয়া উঠা**—জড়তা পরিহার করিয়া উদ্যোগী হওয়া। **গায়ের ঝাল ঝাড়া, মেটানো**—মনের সঞ্চিত ক্রোধ কথা শুনাইয়া অথবা প্রহার দিয়া মেটানো। **গা ঝিম ঝিম করা**—অবসন্নতা বোধ করা। **গা টলা**—টাল খাইয়া পড়িবার মত হওয়া। **গা টেপা**—হাত দিয়া শরীর চাপা, অপরের অলক্ষ্যে গায়ে হাত দিয়া ইঙ্গিত করা। **গা ডলা**—অঙ্গমর্দন করা, শরীরে হাত বুলাইয়া দেওয়া, ছোট ছেলেমেয়েদের বড়দের গা ঘেঁষা। **গা ডোল হওয়া**—শিহরিত হওয়া। **গা ঢাকা দেওয়া**—নিজেকে লুকানো, দেখা সাক্ষাৎ না করা। **গা ঢেলে দেওয়া**—ঘটনাপ্রবাহে নিজেকে সঁপিয়া দেওয়া, নিজের ইচ্ছা-শক্তিকে নিষ্ক্রিয় রাখা। **গা ঢিস্‌ ঢিস্‌ করা**—শিথিলতা বোধ করা। **গা তোলা**—শয্যা ত্যাগ করা, উদ্যোগী হওয়া। **গায়ে থুথু দেওয়া**—ঘৃণা প্রকাশ করা। **গা ধসা**—দেহের বাঁধ শিথিল হওয়া, শরীর ভাঙা। **গা নাড়া**—পরিশ্রমী হওয়া, উদ্যোগী

হওয়া। **গায়ে পড়া**—বেশী ঘনিষ্ঠ হইতে চাওয়া (গায়ে পড়া ভাব)। **গা পাতিয়া লওয়া**—গায়ে মাখানো (তোমাকে ত বলা হয় নি, তুমি গা পেতে নিতে গেলে কেন?)। **গা বসা**—গা লাগা। **গা ভাঙা**—আলস্যে আড়মোড়া খাওয়া, মোড়ামুড়ি ছাড়া। **গা মরা হওয়া**—শরীর শুকাইয়া যাওয়া ('বুক মরা', 'পাছা মরা')। **গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ানো**—কোন পরিশ্রমের কাজে না যাওয়া, বাবুগিরি করিয়া বেড়ানো। **গায়ে ফোস্কা পড়বে না**—কোন বড় রকমের অস্বস্তির সৃষ্টি করিবে না। **গা-ভারী**—গর্ভবতী। **গা মাটি-মাটি করা**—গা ম্যাজম্যাজ করা, টিস্ টিস্ করা। **গা ভরে উঠা**—হৃষ্টপুষ্ট হওয়া। **গায়ে হলুদ**—বিবাহে অনুষ্ঠান-বিশেষ। **গায়ে হাত তোলা**—মারা। **গা শোঁকাশুঁকি**—গা শুঁকিয়া পশুর আপন পর নির্ণয়; স্বপক্ষ বিপক্ষ নির্ণয় (ব্যঙ্গে)।

গা—স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর, গান্ধার। **গা, গাহা**—গুচ্ছ, এগারটা (সুপারিতে) কোন কোন অঞ্চলে দশটায় এক গা হয়। (গা-কে কোন কোন অঞ্চলে ঘা বলা হয়)।

গা—সম্বোধনে গো, ওগো; বিস্ময়, বিরক্তি প্রভৃতি প্রকাশেও বলা হয় (সাধারণতঃ মেয়েলি ভাষায় অথবা মেয়েদের সম্বন্ধে—অবাক করলে গা)।

গাই—(সং গাভী) গাভী; গাই-গরু—দুগ্ধবতী গাভী। **গাই**—গান করি, প্রশংসা করি (যার খাই তার গাই)। **গাইয়া বেড়ানো, গেয়ে বেড়ানো**—রটানো, প্রচার করা।

গাইয়ে—(সং গায়ক) গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ। **গাইয়ে বাজিয়ে**—গাইতে ও বাজাতে জানে। **গাইয়ে বাজিয়ে লোক**—সঙ্গীত-রসিক; করিত্-কর্মা।

গাইল, গা'ল—গালি।

গাউন, গৌন—(ইং gown) ইউরোপীয় নারীর সুপরিচিত পরিচ্ছদ; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী-দের বিশিষ্ট বহির্বাস।

গাও—গাত্র, গা (প্রাদেশিক)। **গাও লাগানো**—গা লাগানো, গা করা।

গাওয়া—(সং গব্য) গোদুগ্ধজাত (গাওয়া ঘি, গাওয়া মাখন)।

গাওয়া—(ফা, গবাহ্) সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী (বাংলায় সাধারণতঃ "সাক্ষী গাওয়া" বলা হয়—সাক্ষী গাওয়া যা আছে হাজির কর)।

গাওয়া—গান করা; কীর্তন করা, প্রশংসা করা (নুন খাই যার, গুণ গাই তার); ছন্দোবন্ধে বর্ণনা করা (গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত—মধু); কূজন করা, গুঞ্জন করা। **গেয়ে বেড়ানো**—রটনা করা, অভিযোগ জানানো (ছেলের সঙ্গে বনে না চুপ করে যাও, সে কথা গেয়ে বেড়িয়ে লাভ কি)। **গাওয়ানো**—গান করানো।

গাওয়া—নৌকা-আদির তক্তার ফাঁক দিয়া যাহাতে জল উঠিতে না পারে সেজন্য তক্তার জোড়ে জোড়ে শণ, পাট, তুলা ইত্যাদি ভরিয়া দেওয়া (নৌকা গাওয়া)।

গাং,-গাঙ,-গাঙ্গ—(সং গঙ্গা) গঙ্গা; যে কোন নদী (গাঙের ঘাট)। **গাং কাত**—গঙ্গার বা নদীর ধারা সমতল না বহিয়া কাত হইয়া বহিতেছে (স্তাবকতা সম্পর্কে বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি—কর্তা বলেছে গাং কাত, অতএব গঙ্গা কাত)। **গাঙ চিল, গাঙ ফড়িং**—গঙ্গা দ্রঃ। **গাঙ দংড়া, গাঙ দাড়া**—কাঁকলেশ বা কাঁকলে মাছ (পূর্ববঙ্গে 'কাক্যা' বলে)। **গাঙ পার হইয়া কুমীরকে কলা** দেখানো—কাহারও অধিকারের বাহিরে গিয়া তাহাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। **গাঙ মাছ**—নদীর মাছ, বিলের বা পুকুরের নয়। **গাঙ শালিক**—নদীর উঁচু পাড়ে গর্ত করিয়া বাস করে যে সব শালিক শ্রেণীর পাখী।

গাঁ—(সং গ্রাম) গ্রাম। **গাঁ-কে গাঁ**—গ্রামের পর গ্রাম (কলেরায় গাঁ-কে গাঁ উজাড় হইয়া গেল)। **গাঁ-ঘর**—পাড়াপ্রতিবেশী। **গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল**—কর্তৃত্ব করিতে অত্যন্ত আগ্রহশীল। **গাঁ সুদ্ধু লোক**—পাড়ার বহুলোক, অনেক লোক (চেঁচিয়ে গাঁ সুদ্ধ লোক জড় করা)। **ভিন্ গাঁ**—ভিন্ন গ্রাম।

গাঁ-গাঁ—ষাঁড়ের ডাক, অথবা সেরূপ চড়া মোটা আওয়াজ; আর্তনাদ।

গাঁই, গাঞী—ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিশেষ।

গাঁই-গুঁই—অসম্মতিসূচক অস্পষ্ট উক্তি, স্পষ্ট হাঁ কিম্বা না নয় (তাকে বল্লাম, ব্যাপারটা মীমাংসা করে ফেলতে, কিন্তু সে গাঁই-গুঁই করে চলে গেল)। (গ্রাম্য)।

গাঁইট, গাঁট-ঠ—(সং গ্রন্থি) গিরা (গাঁট খুলে পড়া), টেঁক, ট্যাঁক (**গাঁটের পয়সা**—পূর্ববঙ্গে গাইটের পয়সা); আদা হলুদ ইত্যাদির মূল বা জড়; তেঁতুলের একটি বিচিযুক্ত অংশ; কাপড়, পাট প্রভৃতির শক্ত করিয়া বাঁধা মোট।

গাঁইয়া, গেঁয়ে, গেঁয়ো—গ্রাম্য, অমার্জিত-রুচি।

গাঁইতি—(হি. গৈতী) শক্ত কঙ্করময় স্থান খুঁড়িবার কোদাল-বিশেষ।

গাঁক-গাঁক—ষাঁড়ের ডাক, উচ্চ কর্কশ রব; আর্তনাদ।

গাঁজ, গেঁজা—(হি. গাজ) পচিয়া যাওয়ার ফলে যে ফেনা উঠে, মাতন; ফেনা (বক্তে বক্তে মুখে গাঁজ উঠে গেল)। **গাঁজন**—পচিয়া ফেনাযুক্ত হওয়া, মাতন, fermenta ion। **গাঁজলা, গেঁজলা**—যাহা গাঁজিয়াছে, সঞ্চিত; ফেনা, গাঁজ। **গাঁজা, গাজা**—পচিয়া ফেনাযুক্ত হওয়া, fermented। **গাঁজানো**—ম তানো।

গাঁজা—(সং গঞ্জিকা, হি গাঞ্জা) সিদ্ধিজাতীয় গাছের শুষ্ক মঞ্জরী বা জটা, ইহা কলিকায় পুরিয়া তাহাতে আগুন দিয়া ধূমপান করা হয়। **গাঁজা খাওয়া**—নেশার জন্য গাঁজার ধুম পান করা। **গাঁজা টেপা**—গাঁজা হাতের তালুতে টিপিয়া কলিকায় পুরিবার যোগ্য করা; গাঁজা খাওয়া। **গাঁজাখোর**—যে গাঁজার নেশা করে। **গাঁজাখুরি,-খোরি**—গাঁজাখোর যেরূপ অলীক আজগুবি কথা বলিয়া আনন্দ পায় সেইরূপ (গাঁজাখুরি গল্প)। **গাঁজায় টান বা দম দেওয়া**—বেশীক্ষণ ধরিয়া গাঁজার ধুম মুখে আকর্ষণ করা, গাঁজা টানিয়া নেশাগ্রস্ত হওয়া। **গেঁজেড়ী, গেঁজেল, গাঁজিয়াল**—গাঁজাখোর।

গাঁজিয়া, গেঁজিয়া, গেঁজে—সুতা দিয়া বুনা টাকা-পয়সা রাখিবার কম চওড়া লম্বা থলি।

গাঁট, গাঁটি, গাঁঠ, গাঁঠি—গাঁইট দ্রঃ। **গাঁটের পয়সা**—নিজের টাকাপয়সা। **গাঁট-কাটা**—পকেট-মার, জুয়াচোর। **গাঁট-বন্দি**—গাঁট বাঁধা মোট বাঁধা।

গাঁট-ছড়া—বিবাহের আচার-বিশেষ; একখণ্ড বস্ত্রে হরীতকী, বহেড়া, সুপারী, হলুদ ও কড়ি বাঁধিয়া তাহার সহিত বরের উত্তরীয়ের প্রান্ত এবং কনের অঞ্চলের প্রান্ত বাঁধা হয়। ইহা বর ও কনের সতত সাহচর্য ও অভিন্নহৃদয়ত্বসূচক।

গাঁটরি, গাঁঠরি—যাত্রী তাহার সঙ্গে যে ছোট, সাধারণতঃ কাপড়ের টুকরায় গিরা দিয়া বাঁধা, মোট নেয়। **গাঁঠরি-বোচ্‌কা**—যাত্রীর সঙ্গের বাঁধাছাঁদা জিনিষপত্র, পোঁটলা-পুঁটলি।

গাঁটি, গাঁঠি—গিরা; অবয়বের সন্ধিস্থল। **গাঁটিয়া, গেঁটে**—গ্রন্থিযুক্ত, যাহাতে গাঁট আছে, গিরা দেওয়া (গেঁটে কড়ি, সাত গেঁটে কাপড়; গ্রন্থি বা সন্ধি সম্বন্ধীয় (গেঁটে বাত); যাহার দেহের পেশী ও সন্ধি দৃঢ় (গেঁটে জোয়ান, বেঁটেসেঁটে লোক—পূর্ববঙ্গে 'গাইট্যা জোয়ান')।

গাঁট্টা, গাট্টা—হাত মুষ্টিবদ্ধ করিলে আঙুলের যে গিরাগুলি বাহির হয়। **গাঁট্টা মারা**—সেইরূপ মুষ্টিবদ্ধ আঙুলের গিরা দিয়া আঘাত করা।

গাঁট্টাগোঁট্টা, গাটাগোটা, গেঁটাগোঁটা—সবল পেশী ও গ্রন্থিযুক্ত কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেঁটে, বেঁটেগেঁটে (গাঁট্টাগোঁট্টা জোয়ান)।

গাঁড়—(সং গণ্ড) ফোঁড়া। **রাজগাঁড়**—পেটের মধ্যেকার ফোঁড়া। [**গাঁড়**—(হি.) গুহ্যদেশ, তাহা হইতে নানা অশ্লীল গালি]।

গাঁত—গাঁইট। **গাঁতের মাল**—গাঁইট কাটিয়া চুরি করা মাল (গাঁতের মাল লইয়া হজম করিত —টেকচাঁদ)।

গাঁতা—কৃষকদের চাষের কাজে পারস্পরিক সাহায্য। **গাঁতা দেওয়া**—এরূপ সাহায্য করা। **গাঁতা করে কাজ করা**—সংযোগে কাজ করা। **গাঁতা করা**—জোট করা।

গাঁতি—পর্যায়; দলবদ্ধতা, শ্রেণী, guild; চোরের দল।

গাঁতি—জমিদারের অধীনে জোতজমা। **গাঁতি-দার**—জোতদার। **দরগাঁতি**—জোতদারের বা গাঁতিদারের অধীনে জমি-জমা।

গাঁতি—গাঁইতি।

গাঁথনি,-নী, গাঁথুনি—গ্রন্থন: যাহা গাঁথা হইয়াছে; মণি-মুক্তা, ফুল ইত্যাদির মালা; শব্দ বা পদের বিন্যাস; ইট অথবা পাথরের রচনা। **পাকা গাঁথুনি**—ইট, পাথর, চূণ, সুর্কি অথবা সিমেন্টের গাঁথনি। **কাঁচা গাঁথনি**—কাদার দেওয়ালাদি, আমা ইটের গাঁথুনি, চূণ

সুর্কির পরিবর্তে কাদার গাঁথনি (এরূপ গাঁথনির মাঝে মাঝে চুণ সুর্কির গাঁথনির বাঁধ পড়িলে তাঁহাকে 'গঙ্গা-যমুনা' গাঁথনি বলা হয়)।

গাঁথা—গ্রন্থন করা, রচনা করা, পর-পর বিন্যাস করা (মালা গাঁথা ; মুক্তা গাঁথা ; 'কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি' ; দেওয়াল গাঁথা) ; বিদ্ধ করা, সংলগ্ন (বঁড়শিতে গাঁথা ; মনে গাঁথা রইল) ; গ্রথিত, গুম্ফিত (গাঁথা মালা)। বি. গাঁথন, গাঁথনি।

গাঁদা, গেঁদা, গেন্দা—(সং গেন্দুক) সুপরিচিত ফুল, marigold।

গাঁদাল, গাঁধাল, গেঁদাল—গন্ধভাঁদাল, উৎকট গন্ধের জন্য প্রসিদ্ধ লতা, কোন কোন রোগে সুপথ্য (গাঁধালের ঝোল)।

গাঁদি—গাদি দ্রঃ। ভিড় (গাঁদি লাগা ; মানুষের গাঁদি ; ছাড়পোকার গাঁদি)।

গাঁধি, গাঁধিপোকা—(সং গান্ধিক) উগ্র গন্ধযুক্ত কীট বিশেষ ; ইহারা ধানের দুধ চুষিয়া খায় (তাহা হইতে, 'কাজে **গাঁধি লাগা, গাঁধি পড়া**'—কাজ খারাপ হইয়া যাওয়া)।

গাগর,-রা—(সং. গর্গর) মাছ-বিশেষ, গাগরা টেঙরা।

গাগরি,-রী—ছোট কলসী।

গাঙ, গাঙ্গ—গাং দ্রঃ। **গাঙিনী**—নদী-বিশেষ ; ছোট নদী।

গাঙলী, গাঙ্গুলি—ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ (গাঙ্গুলি বা গাঙ্গুল গ্রামে পূর্বপুরুষের বাস হেতু)।

গাঙ্গেয়—গঙ্গায় উৎপন্ন ; ভীষ্ম ; কার্তিকেয় ; গঙ্গাজল ; ইলিস মাছ ; গঙ্গাতীরস্থিত (গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ)।

গা-চাবি—বাক্স, আলমারি প্রভৃতির গায়ে লাগানো চাবির কল ; গা-তালা।

গাছ—(সং গচ্ছ) বৃক্ষ, তরু ; ঘানিগাছ (ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত—রামপ্রসাদ) ; গাছের মত লম্বা অথবা শক্ত (মেয়ে ত দেখতে দেখতে গাছ হয়ে উঠলো ; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা গাছ হয়ে গেছে) ; 'টা', 'টি' এই অর্থে (একগাছ বা গাছা দড়ি, চুল)। **গাছ-কোমর বাঁধা**—মেয়েদের আঁচল কোমরে জড়াইয়া বাঁধা, খেলা বা পরিবেশনাদির সময়ে (গাছকোমর বেঁধে ঝগড়া করতে এসেছে)। **গাছকৌটা**—উঁচু খাড়া কৌটা। **গাছগাছড়া**—ছোটবড় গাছ, লতা প্রভৃতি ; ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয় এমন ছোট গাছ ও লতা-পাতা। **গাছগাছালি**—বাড়ীর বা বাগানের নানা ধরণের গাছ। **গাছ গাড়ু**—বড় গাড়ু, লাউয়ের খোলের গাড়ু। **গাছপাকা**—গাছেপাকা। **গাছপাগল**—আস্ত পাগল, গাছে বাঁধার যোগ্য পাগল। **গাছ পাথর**—নির্দেশক বা পরিমাপক গাছ ও পাথর (তার বয়সের গাছপাথর নাই—অত্যন্ত বৃদ্ধ)। **গাছপান**—যে পানের লতা গাছে জড়াইয়া উঠে। **গাছ-প্রদীপ**—গাছের ডাল-পালার আকৃতির দীপাধার। **গাছব্যাঙ**—যে ব্যাঙ গাছে থাকে। **গাছমরিচ**—লঙ্কা (গাছমরিচের ঝাল)। **গাছবাঁদর**—আসল বাঁদর (গালি)। **গাছ মণ্ডা**—নৈবেদ্যের উপরে সাজানো গাছের মত চূড়া তোলা সন্দেশ। **গাছসিন্দুক**—পূর্বকালের উঁচু পায়াযুক্ত সিন্দুক। **গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল**—ভবিষ্যৎ লাভের অতিরিক্ত আশা। **গাছে চড়ানো**—অতিরিক্ত আশা দেওয়া বা প্রশংসা করা, অতি প্রশংসা দ্বারা গর্বিত করিয়া তোলা। **গাছে তুলে দিয়ে মই কাড়া বা টান দেওয়া**—বড় রকমের আশা দিয়া শেষে নিরাশ করা। **গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি**—কাজ ভাল করিয়া আরম্ভ করিবার পূর্বেই ফলের আশা। **গাছেরও খাওয়া তলারও কুড়ানো**—সব দিক দিয়া লাভের চেষ্টা করা। **গাছের ফল নয়**—সহজে পাইবার উপায় নাই (চাকরি গাছের ফল নয় যে চাইলেই পাবে)। **কলমের গাছ**—বিশেষ প্রক্রিয়ায় ডাল কাটিয়া যে গাছ লাগানো হয়।

গাছড়া—লতাগুল্ম, যাহা কখনও কখনও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (এই অর্থে গাছগাছড়াই সাধারণতঃ বেশী ব্যবহৃত হয়)। **গাছুড়ে**—গাছে চড়ায় পটু। **গাছুয়া, গেছো**—যে গাছে গাছে বেড়ায় ; বাঁদর।

গাছলা—বৃক্ষলতাদি (খনার বচনে ব্যবহৃত)।

গাছা—-টা,-খানা এই সব অর্থব্যঞ্জক ; সাধারণতঃ লম্বা আকৃতির বস্তু সম্পর্কে (দড়িগাছা ; দুই-গাছা চুল ; শাঁখাগাছা) ; কাঠের দীপাধার।

গাছা আসা—অপদেবতা ভর করা, ঠাকুর আসা (প্রাদেশিক)।

গাছি—টি, খানি ইত্যাদিবোধক, সমাদরে উক্ত হয় (দশগাছি চুড়ি, মালাগাছি) ; যাহারা তাল, খেজুর প্রভৃতি গাছের মাথা চাঁচিয়া রস বাহির করে।

গাছুড়িয়া, গাছুড়ে, গাছুয়া, গেছো—গাছে চড়িতে পটু। গাছড়া দ্রঃ।

গাছে যাওয়া—(প্রাদেশিক) গাছে বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ।

গাজ—(সং গর্জ) গর্জন। **গাজা**—গর্জন করা (ফণাফণ ফণাফণ ফণীফণ্ণ গাজে—ভারতচন্দ্র)।

গাজন—ধর্মরাজের অথবা শিবের উৎসব। **গাজন-ঘর**—গাজনের কেন্দ্রীভূত ধর্মের বা শিবের মন্দির। **গাজনতলা**—গাজন উৎসবের ক্ষেত্র। **গাজনিয়া, গাজুনে**—যাহারা গাজনে অংশ গ্রহণ করে। **গাজুনে শিব**—গাজনের মাতামাতির উপলক্ষ্য যে শিব। **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—এক কাজে একসঙ্গে অনেকে হাত দিলে সাধারণতঃ কাজ সুসম্পন্ন হয় না।

গাজর—(সং গর্জর) মুলার মত তরকারি-বিশেষ, carrot।

গাজা—গাঁজ দ্রঃ।

গাজী—(আঃ গাযী) মুসলমান ধর্মযোদ্ধা ; বাংলার পল্লী-সমাজে সুপরিচিত মুসলমান যোদ্ধা ও পীর (ইনি পুঁথি-সাহিত্যের নায়ক)। **গাজীতলা**—যেখানে গাজীর উৎসব হয়। **গাজীর পট**—গাজীর যুদ্ধ-বিষয়ক গ্রাম্য চিত্রপট।

গাটি,-ঠি—গাঁটি, গাঁঠি দ্রঃ।

গাট্টা—গাঁট্টা দ্রঃ।

গাড়র,-ল—ভেড়া, নির্বোধ, বোকারাম।

গাড়া—গর্ত, ছোট জলাশয়, ছোট বিল ; প্রোথিত ; প্রোথিত করা (খুঁটি গাড়া)। **নিশান গাড়া**—সীমানানির্দেশক নিশান বা চিহ্ন খাড়া করা। **বাঁশ গাড়া, বাঁশগাড়ি করা**—আদালতের সাহায্যে বাঁশ গাড়িয়া ঢোল বাজাইয়া জমির অধিকার ঘোষণা করা। **গাড়িয়া বসা**—চাপিয়া বসা, প্রায় স্থায়ী হইয়া বসা (বিদেশীরা আমাদের দেশে গাড়িয়া—বসিয়াছিল)। **হাঁটু গাড়িয়া বসা**—হাঁটু ভাঙিয়া গোড়ালির উপর বসা, নতজানু হইয়া বসা।

গাড়ি,-ড়ী—(সং গন্ত্রী ; হিঃ গাড়ী) পশু, বিদ্যুৎ, বাষ্প প্রভৃতির সাহায্যে মাটির উপরে চালিত যান। **গাড়ি করা**—গাড়িভাড়া করা, গাড়িতে যাওয়া, গাড়ির অধিকারী হওয়া (নতুন গাড়িখানা করতে দশ হাজার টাকা লেগেছে)। **গাড়ি গাড়ি**—একাধিক গাড়ি বোঝাই করিয়া, অনেক। **গাড়ি ডাকা**—গাড়িভাড়া করিয়া আনা। **গাড়ি ধরা**—গাড়িতে চড়িতে পারা। **গাড়ি ফেল করা**—গাড়ি ধরিতে না পারা। **গাড়িবারান্দা**—বাড়ীর যে বারান্দার নীচে গাড়ী আসিয়া থামে। **গাড়ি পাশ করা**—গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিলে তৎসংক্রান্ত কর্তব্য করা। **এক্কাগাড়ী**—এক ঘোড়ায় টানা দুই চাকার গাড়ী বিশেষ। **কলের গাড়ী**—রেলগাড়ী। **ছ্যাকড়া গাড়ী**—চার চাকার নিম্নশ্রেণীর ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী। **ডাকগাড়ী**—ডাকবাহী দ্রুতগামী গাড়ী। **পাল্‌কী গাড়ী**—পাল্‌কীর আকৃতির গাড়ী। **গাড়ী বদল করা**—কোন ষ্টেশনে এক গাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্য গাড়ীতে ওঠা।

গাড়ু—জলপাত্র বিশেষ, ঝারী।

গাড়োয়ান, গাড়ীবান্‌—যে গাড়ী চালায়।

গাঢ়—(গাহ্‌+ক্ত) গভীর (গাঢ় ঘুম) ; নিবিড় (গাঢ় আলিঙ্গন, গাঢ় তমিস্রা) ; প্রবল, তীব্র (গাঢ় শোক, গাঢ় উৎকণ্ঠা) ; ঘন, অতরল (গাঢ় দুগ্ধ)। **গাঢ়মুষ্টি**—শক্তমুঠ ; কৃপণ। **গাঢ়তাপত্তি**—গাঢ়তাপ্রাপ্তি, ঘন হওয়া, concentration.

গাঢ়া—গাড়া ; খাদি।

গাণপত্য—গণপতির উপাসক সম্প্রদায়।

গাণিতিক—গণিতশাস্ত্রে পণ্ডিত ; গণিত বিষয়ক, Mathematical.

গাণ্ডিব, গাণ্ডীব—অর্জুনের সুপ্রসিদ্ধ ধনুক ; ইহার নির্মাতা ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে চন্দ্রের, চন্দ্র হইতে বরুণের ও বরুণ হইতে অগ্নির প্রার্থনায় খাণ্ডব দাহন কালে অর্জুনের ইহা লাভ হইয়াছিল ; যে-কোন ধনুক (প্রাচীন বাংলায়)। গাণ্ডীব-ধন্বা, গাণ্ডীবী—অর্জুন।

গাত—(ব্রজবুলি) গাত্র।

গাতব্য—গানের যোগ্য অথবা উচ্চৈঃস্বরে বলিবার যোগ্য। **গাতা**—গায়ক ; স্ত্রী. গাত্রী।

গাত্র—শরীর, গা; অঙ্গ; উপরিভাগ (পর্বত-গাত্র)। **গাত্র কণ্ডূয়ন**—গা চুলকানো। **গাত্রপ্রস্ফুরণ**—প্রচুর ঘাম হওয়া। **গাত্রদাহ**—গায়ের জ্বালা, অসহ্য বিরক্তি। **গাত্রভঙ্গ**—আড়ামোড়া খাওয়া, মোড়ামুড়ি ছাড়া। **গাত্রমার্জনী**—গামছা। **গাত্রক্রুহ**—গায়ের লোম। **গাত্রশূল**—যাহার সংস্রব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। **গাত্রসম্মিত**—পূর্ণাবয়ব। **গাত্রহরিদ্রা**—গায়েহলুদ অনুষ্ঠান.। **গাত্রাবরণ**—গায়ের চাদর বা জামা, বর্ম। **গাত্রোত্থান**—উঠিয়া বসা বা দাঁড়ানো; শয্যা ত্যাগ।

গাত্রী—গায়িকা। গাতা দ্রঃ।

গাথক—গায়ক: স্তোত্র বা পুরাণ-পাঠক।

গাথা—যাহা গীত হয়, ছন্দোবদ্ধ বাক্য, ধর্মনিষ্ঠ নৃপতিগণের প্রশংসাসূচক ছন্দোবদ্ধ কাহিনী, ballad, পালাগান।

গাদ—(সং কর্দ) তরল পদার্থের নিচে বা উপরে জমা অসার ভাগ, ময়লা। **গাদকাটা**—ফুটাইয়া উপরে জমা গাদ তুলিয়া ফেলা (চিনির গাদ কাটা)।

গাদন—ঠাসন, ঠাসিয়া ঠাসিয়া ভরা; খুব পেট পুরিয়া খাওয়া; (ব্যঙ্গে) প্রচুর মার খাওয়া। **গোপাল গাদন**—(বাল গোপালকে সমাদরে ভোজন করানো হইতে), ভূরিভোজন, খুব করিয়া খাওয়া বা খাওয়ানো।

গাদলা—(হি, গাদলা—কর্দমাক্ত, ঘোলা) বাদলা, মেঘবৃষ্টি (বড় গাদলা করেছে)।

গাদা—ঠাসা, ঠাসিয়া ঠাসিয়া ভরা (বন্দুক গাদানো; **গাদাবন্দুক**—যে বন্দুকে বারুদ ছর্‌রা, প্রভৃতি মুখ দিয়া গাদিয়া দেওয়া হয়।

গাদা—অনেকগুলি, একরাশ (বইয়ের গাদা); মাছের পিঠের অংশ; লাঙ্গলের ফলার উপরকার ছিদ্রযুক্ত মোটা অংশ। **গাদাগাদি**—ঠাসাঠাসি, ভিড়।

গাদি—রাশিকৃত, স্তূপ (খড়ের গাদি)। **গাদি গাদি**—রাশি রাশি; খেলাবিশেষ, পূর্ববঙ্গে 'দাইরা বান্দা' বলে। **গাদি দেওয়া** স্তূপীকৃত করা।

গাধ—অগভীর; যেখানে দাঁড়ানো যায়; স্থান; ঘাট (বিপরীত—অগাধ)।

গাধা—(সং গর্দভ, হি. গধাহ্) গর্দভ, রাসভ, (গালি) নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন। স্ত্রী. গাধী। **গাধাখাটুনি**—বিনা প্রতিবাদে অত্যন্ত পরিশ্রম। **গাধায় চড়ানো**—সেকালের শাস্তি বিশেষ। **গাধার টুপি**—গাধা শব্দ লেখা কাগজের টুপি, পড়ুয়া পড়া না পারিলে পাঠশালায় তাহাকে এরূপ টুপি পড়াইয়া লাঞ্ছিত করা হইত। **গাধা পিটে ঘোড়া করা**—কঠোর শাস্তি অথবা শাসনের দ্বারা গুণহীনকে গুণবান করিয়া তোলা। **গাধাবোট**—মালবাহী নৌকা বা ফ্ল্যাট, যাহা নিজে চলে না, ছোট ষ্টীমার উহাকে টানিয়া লইয়া যায়।

গাধি, গাধী—বিশ্বামিত্রের পিতা। **গাধিনন্দন, গাধিসুত, গাধেয়**—বিশ্বামিত্র।

গান—(গৈ+অনট্) সঙ্গীত, গীত (সামগান, পালাগান); কীর্তন; গুণগান সুমধুর ধ্বনি, (পাপিয়ার গান)। বিণ. গীত। **গানকরা**—গান গাওয়া। **গানবাজনা**—গান ও তাহার আনুষঙ্গিক বাজনা। **গান শুনানো**—অপরের চিত্ত বিনোদনার্থ গান গাওয়া। **গানের কলি**—গানের পদ। **ওস্তাদি গান**—ভারতীয় সঙ্গীত-বিজ্ঞান অনুযায়ী গান। **চুটকি গান**—হালকা ধরণের নাচের তালের গান।

গান্ধিনী—(যিনি পৃথিবীকে পবিত্র করেন) গঙ্গা। **গান্ধিনীসুত**—ভীষ্ম, কার্তিকেয়।

গান্ধর্ব—গন্ধর্ব বিষয়ক; গন্ধর্বপ্রথায় সম্পাদিত (বিবাহ)। **গান্ধর্বশালা**—নাট্যশালা।

গান্ধার—প্রাচীন দেশ বিশেষ, কান্দাহার; স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর 'গা'; গন্ধক; সিন্দুর। **গান্ধাররাজ**—শকুনি। **গান্ধারী**—গান্ধার-রাজকুমারী, দুর্যোধনাদির মাতা। **গান্ধারেয়**—গান্ধারীর পুত্রগণ।

গান্ধি—গাঁধিপোকা। **গান্ধিচোষা ধান**—গাঁধি লাগার ফলে যে ধান সারশূন্য হইয়াছে।

গান্ধিক—গন্ধবণিক, লিপিকর, গাঁধিপোকা।

গান্ধী—(সং গন্ধী)। মহাত্মা গান্ধী। **গান্ধীবাদ**—মহাত্মা গান্ধীর রাজ-নৈতিক মতবাদ ও জীবনদর্শন।

গাপ—(আ. গ'ইব্; সং গোপন) গুপ্ত, লুকায়িত। **গাপ করা**—লুকাইয়া ফেলা, বেমালুমভাবে আত্মসাৎ করা।

গাফিল—(আ. গা'ফিল) অসাবধান, অবহেলা-পরায়ণ, অমনোযোগী। বি. গাফিলি, গাফিলতি, গাফলতি (কাজে গাফিলতি করো না—অবহেলা বা ঢিলেমি করো না)।

গাব—বৃক্ষ ও ফল বিশেষ; মৃদঙ্গ, তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উপরে যে গোলাকার গাঢ় খয়ের-বর্ণ আঠা জমানো থাকে। **গাব করা বা ধরানো**—তবলা প্রভৃতির ছাউনিতে এরূপ আঠা জমানো। **গাব দেওয়া, গাবানো** নৌকায় বা জালে জল মিশ্রিত গাবের কষ দেওয়া। **গাবধরা**—ধাতুপাত্রে দাগ ধরা (গাবের কষের মত)।

গাবগুবাগুব—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, গুপীযন্ত্র।

গাবরা—গরুর গর্ভস্রাব। **গাবরা ফেলা**—বার বার গরুর গর্ভস্রাব হওয়া। **গাব, গাভ**—গর্ভ

গাবদা—স্থূল, বেমানানভাবে মোটা। **গাবদা-গোবদা, গাবদো-গুবদো**—বিশ্রীভাবে মোটা।

গাবর—নৌকার মাল্লা, দাঁড়ী, কৈবর্ত, জেলে, মজুর; (গালি) অসভ্য, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

গাবান—গেয়ে বেড়ানো, ঘোষণা করা, আলোড়ন করিয়া পুকুরের জল ঘোলা করা।

গাবুর—গাবর, হৃষ্টপুষ্ট, জোয়ান।

গাভীন, গাবীন—(সং গর্ভিণী) অন্তঃসত্ত্বা, পশু সম্বন্ধে বলা হয়।

গাভুর—গাবুর, জোয়ান। **গাভুরালি**—যৌবন-সুলভ দুঃসাহস, যৌবনশক্তি (প্রাচীন বাংলায়ব্যবহৃত)।

গামছা, গামোছা—মোটা ছোট বস্ত্রখণ্ড, স্নানের পর যাহা দিয়া গা মুছিয়া ফেলা হয়, তোয়ালে। **গামছা-বাঁধা দই**—এমন জমাট দই যাহা গামছায় বাঁধিয়া আনা যায়। **গলায় গামছা দেওয়া**—গলায় গামছা জড়াইয়া লাঞ্ছনা করা; ঘোর অপমান ও জবরদস্তি করিয়া বাধ্য করা।

গামলা—(পর্তু: gamella) মুখ-চওড়া পাত্র বিশেষ (মাটির, কাঠের, ধাতুনির্মিত; ছোট, বড়, মাঝারি—সব রকমই গামলা হয় এবং নানা কাজে লাগে)।

গাম্ভার,-রি—গাম্ভারীবৃক্ষ, গাজনের সন্ন্যাসীদের দৃষ্টিতে পরম পবিত্র।

গামী—যে বা যাহা যাইতেছে, সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে, (দ্রুতগামী; অস্তাচলগামী; উন্মার্গগামী)। গমন দ্রঃ।

গাম্ভারি,-রী—গাম্ভীর গাছ।

গাম্ভীর্য—(গম্ভীর+ষ্য) গম্ভীরভাব, চপলতার অভাব, গৌরবময়তা, ব্যাপকতা, উচ্চতা, গভীরতা, দুরবগাহতা, (পর্বত ও সমুদ্রের গাম্ভীর্য, গাম্ভীর্যপূর্ণ মূর্তি)।

গায়—গান করে। **গেয়ে বেড়ানো**—প্রচার করা, রটনা করা।

গায়ক—(গৈ+ণক) যে গান করে, সঙ্গীতে অভিজ্ঞ বা সঙ্গীতজীবী, স্ত্রী. গায়িকা।

গায়কোয়ার, গাইকোয়াড়—বরোদার রাজার উপাধি।

গায়ত্রী,-ত্রী—সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র, ইহা জ্যোতির স্তব-জ্যোতি লাভের জন্য।

গায়ন—গায়ক, সঙ্গীতব্যবসায়ী (বাংলায় তেমন প্রচলিত নয়)। গায়েন দ্রঃ।

গায়ে—গাত্রে, অঙ্গে। **গায়ে করা**—গায়ে মাখা। **গায়েগায়ে**—লাগালাগি, ঘেঁষা-ঘেঁষি। **গায়েপড়া**—অনাহুত, উপযাচক, (গায়ে পড়ে বিবাদ বাধানো—যাচিয়া গণ্ডগোল করা; গায়ে পড়ে আলাপ)। **গায়ে লাগা**—গভীরভাবে স্পর্শ করা বা স্পৃষ্ট হওয়া (এ ক্ষতি তোমার গায়ে লাগবে না)।

গায়েন, গাইন—পালাকীর্তনকারী, গানের দলের পরিচালক (মূল গায়েন; গায়েন ঠাকুর)।

গায়েব,-বি,-বী, গৈবী—(আঃ গা'য়েব) অদৃশ্য (গায়েবের খবর—অদৃশ্য জগতের খবর); আজগুবি (গায়েবি কথা); অজানিত, রহস্যময় (গায়েবী খুন)।

গার—(ফাঃ গার) কারক, যে করে, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া এই অর্থ প্রকাশ করে (খিদমদগার; মদদগার; কারিগর)। বি. গারি (খিদমদগারি—সেবা)।

গারুড়ি—সর্পবিষের ওঝা। গারুড়ি দ্রঃ।

গারত—(আঃ গা'রত্=লুণ্ঠন, ধ্বংসসাধন) ধ্বংস; বিধ্বস্ত (কেয়ামতের দিন সমস্ত দুনিয়া গারত হয়ে যাবে; গারত করে দেওয়া)।

গারদ—(ইং guard; হিঃ গারদ) হাজত, কারাগার, (গারদে পোরা)।

গারুড়—গরুড় সম্বন্ধীয়, সৈন্য ব্যূহ বিশেষ; মরকতমণি; সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র। **গারুড়ি**—যে সাপের বিষ নামাইবার মন্ত্র জানে। **গারুড়িক,-ড়িয়া**—গারুড়ি; বিষবৈদ্য।

গারুত্মত—মরকতমণি, গরুড়াস্ত্র।

গারো—গারো পাহাড়ের ও গারো পাহাড়ী অঞ্চলের আদিম জাতি বিশেষ।

গার্গী—গর্গমুনির পৌত্রী প্রভৃতি। **গার্গ্য**—গর্গের পৌত্রাদি।

গার্জেন—(ইং guardian) আদালত কর্তৃক নিযুক্ত ও স্বীকৃত নাবালকের ও তাহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক; অভিভাবক।

গার্টার—(ইং garter) যে রবার-নির্মিত ফিতা দিয়া মোজা পায়ের সঙ্গে বাঁধা হয়।

গার্ড—(ইং guard) রক্ষী (body-guard); রেল গাড়ীর সঙ্গে থাকা তত্ত্বাবধায়ক বিশেষ।

গার্দভ—গর্দভবিষয়ক, গর্দভসুলভ।

গার্ভ, গার্ভিক—গর্ভ সম্বন্ধীয়।

গার্হপত্য—বংশ-পরম্পরাক্রমে রক্ষিত যজ্ঞাগ্নি।

গার্হমেধ—গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় পঞ্চ যজ্ঞকর্ম (বেদপাঠ, অগ্নিহোত্র, পিতৃ-পুরুষের তর্পণ, জীবমাত্রকে অন্নদান, অতিথি-সেবা); গৃহস্থোচিত।

গার্হস্থ গার্হস্থ্য—(গৃহস্থ+ষ্ণ, ষ্ণ্য) গৃহস্থ-আশ্রম, গৃহস্থ-ধর্ম, গৃহী-জীবনে করণীয়, গৃহী-জীবন বিষয়ক (গার্হস্থ সমৃদ্ধি)।

গাল—(সং গল, গল্ল) গণ্ডদেশ (গালে চুণ-কালি); মুখ, মুখবিবর (গাল বেয়ে পড়া; গালে পোরা; এক গাল মুড়ি)। **গালপাট্টা, গালপাট্টা দাড়ি**—দুই গালের উপরে রক্ষিত ও সুবিন্যস্ত দাড়ি। **গালে চুণকালি দেওয়া**—অপরাধের শাস্তি স্বরূপ এক গালে চুণ ও অন্য গালে কালি দেওয়া, বংশের বা আত্মীয়-স্বজনের কলঙ্কের কারণ হওয়া। **গালে চড় দিয়ে পয়সা নেওয়া**—জিনিষের যেমন খুসী দাম চাওয়া বা নেওয়া। **গালে চড়ানো**—গভীর ধিক্কারে নিজের হাত দিয়ে নিজের দুই গাল চড়ানো। **গালভরা হাসি**—পূর্ণসন্তোষজ্ঞাপক হাসি। **গাল-ফুলো গোবিন্দের মা**—স্থূল গণ্ড বিশিষ্টা কুরূপা কন্যা সম্বন্ধে বলা হয়। **গালে মাছি খাওয়া**—জ্বরবিকারে অচৈতন্য দশা, অথবা গভীর চিন্তামগ্ন দশা জ্ঞাপক। **গালে হাত দেওয়া**—একান্ত বিস্মিত হওয়া। **গালে হাত দিয়া বসা**—অপ্রত্যাশিত দুঃখে বা ক্ষতিতে অভিভূত হওয়া (বড় বড় মহাজন গালে হাত দিয়ে বসেছে)। **গালের মত চড়**—বাড়াবাড়ির যোগ্য প্রত্যুত্তর, মুখচপেটিকা।

গাল—(হি. গাল্প) অতিরঞ্জিত, কপোল-কল্পিত। (গাল্‌গল্প—বাড়াইয়া বলা গল্প, খোসগল্প)।

গাল—গালি, কটূক্তি। **গালমন্দ**—তিরস্কার, নিন্দা।

গালচে—গালিচা দ্রঃ।

গালপাটা, গালপাট্টা—গাল দ্রঃ। **গাল-বাদ্য**—গাল ফুলাইয়া বম্‌বম্ শব্দ করা, শিব-পূজায় অনুষ্ঠিত হয়। **গালবালিস**—ছোট বালিস যাহার উপর গণ্ড স্থাপন করিয়া শোওয়া হয়, কানবালিস্।

গালসি, গালাসি—মুখবিবরের কোণ (গালসি দিয়ে লালা পড়ানো)।

গালা—চিঠি, পুলিন্দা ইত্যাদি আঁটার কাজে ব্যবহৃত লাক্ষা; ফাঁপা সোনার গহনার মধ্যেও গালা পোরা হয়।

গালা—ঝরানো, বাহির করিয়া দেওয়া (ভাতের ফেন গালা, ফোঁড়া গালা)। **গালানো**—দ্রবীভূত করা, তরল করা (সোনা গালানো, চর্বি গালানো)। **গালানি**—গলানোর খরচ। **চোখ গালা**—আঙ্গুল দিয়া মাছ প্রভৃতির চোখের জলীয় অংশ বাহির করা বা চোখ নষ্ট করা; চোখ বড় বড় করিয়া তাকাইবার জন্য অথবা অশিষ্ট ভাবে তাকাইবার জন্য ভর্ৎসনা।

গালগালি—পরস্পরের প্রতি অশিষ্ট বা কটূ বাক্য প্রয়োগ, গালমন্দ, ভর্ৎসনা, নিন্দা, দোষারোপ (খবরের কাগজে খুব গালাগালি করলে)।

গালঘুষা—মুখের কাছে মুখ লইয়া চাপা গলায় বলা-কওয়া (তুলনীয়—কানাঘুষা)।

গালি,-লী—(আ. গালী) অশিষ্ট বা অপমানকর বাক্য; কটুবাক্য, ভর্ৎসনা।

গালিচা—(ফ. গালীচা) মেষাদির লোম-নির্মিত মূল্যবান আসন; ছোট কার্পেট।

গালিত—যাহা গালান হইয়াছে (গালিত স্বর্ণ); চোয়ানো (বস্ত্র-গালিত—কাপড় দিয়া ছাঁকা)।

গালিনী—তান্ত্রিক মুদ্রাবিশেষ।

গালিব—(আ. গ'ালিব) বিজয়ী, প্রবল, প্রবল শত্রু। বি. গালিবি—জবরদস্তি।

গাহ্—(ফা. গাহ্) স্থান। বাংলায় অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (**ঈদগাহ্**—ঈদের নামাজ পড়িবার স্থান। **এবাদত-গাহ্**—ভজনালয়। **শিকারগাহ্**—শিকারের স্থান)।

গাহক, গাহেক, গাহাক—(সং গ্রাহক) গ্রাহক, ক্রেতা, খরিদ্দার, প্রার্থী, সমঝদার (এই জিনিষের গাহাক কই)। স্ত্রী. গাহকী।

গাহন—(গাহ্+অনট্) অবগাহন, নিমজ্জন (যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস, হেথা গহন-তলে—রবি)। (কাব্যে ব্যবহৃত), বিণ. গাহিত—প্রবিষ্ট, নিমগ্ন, স্নাত।

গিআন, গিয়ান—জ্ঞান, চেতনা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত); [গ্রাম্য ভাষায়—জাদু (গিয়ান মন্তর ; গিয়ান করা—জাদু করা) ; গণ্য (তুমি ত মানুষ বলেই গিয়েন কর না)]।

গিঁট,-ঠ,-ঠা, গিট,-ঠ—(সং. গ্রন্থি ; হি গিঁঠা) গ্রন্থি, গাঁইট, গিরা, শরীরের গ্রন্থি (স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে—রবি ; এ বুড়ো বেশের গিঁঠে গিঁঠে বাত)।

গিজগিজ, গিজিগিজি—বিপুল জনসমাগম সম্বন্ধে বলা হয়, ঘেঁষাঘেঁষি (কুটুমসাক্ষাতে বাড়ী গিজগিজ করছে)।

গিঞ্জি—(ফা. গন্‌জ্) ঘেঁষাঘেঁষি, গায়গায়। ঘিঞ্জি দ্রঃ।

গিট্‌কিরি,-রী—স্বরের অলঙ্কার বিশেষ, ইহাতে কম্পন ও স্বরের দ্রুত উচ্চারণের দ্বারা মাধুর্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় (কাননছাওয়া মিঠে আওয়াজ লাগ পাখীর গিট্‌কিরি—করুণানিধান)।

গিধড়, গিদ্ধড়, গির্ধড়—শৃগাল।

গিধিনী—(সং গৃধ্রী) গৃধিনী, শকুনজাতীয় পক্ষী বিশেষ, ইহারা শকুন হইতে আকারে বড় ও ইহাদের মাথা লালবর্ণ।

গিনি—(ইং guinea) সুপরিচিত স্বর্ণমুদ্রা। **গিনি সোনা**—গিনি গালানো সোনা অথবা গিনির মত সোনা ; গিনিতে বাইশ ভাগ সোনার সহিত দুইভাগ তামা মিশানো থাকে।

গিন্নি,-ন্নী—(সং গৃহিণী) গৃহের কর্ত্রী (গিন্নির হুকুম) ; স্ত্রী. (যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন কেষ্টা বেটাই চোর—রবি) **গিন্নীপনা**—গৃহের কর্ত্রীত্ব, গৃহস্থালির জিনিষপত্রের বিলিবন্দোবস্তের কাজে দক্ষতা ; গৃহের জিনিষপত্রের হিসাবনিকাশের দিকে অতিরিক্ত সতর্কতা ; অল্পবয়স্কার প্রবীণার মত আচরণ। **গিন্নীবান্নী**—যাহার চাল-চলন গৃহিণীর মত ধীর ও গম্ভীর ; বয়স্থা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না বধূ। **গিন্নী শকুন,-নি**—গৃধিনী। **গিন্নমো**—অনুপযুক্ত বয়সে গৃহিণীপনা, পাকামো।

গিম, গীম—(ব্রজবুলি) গ্রীবা, কণ্ঠ (গীমক হার—বিদ্যাপতি)।

গিমা, গীমা—এক শ্রেণীর শাক। **গিমা-কুমড়া**—কুমড়া বিশেষ।

গিয়া, গিয়ে—যাইয়া ; কথার মাত্রা [ধর গিয়ে (গে) পঁচিশ টাকা হবে]।

গিরগিটী—(হি গিরগিট) টিকটিকী জাতীয় প্রাণী, কাঁকলাস ; ইহারা নানা বর্ণ ধারণ করে সেইজন্য ইহাদিগকে বহুরূপীও বলা হয়, chameleon।

গিরবি,-বী—(ফাঃ গির্‌বী) বন্ধক, রেহান।

গিরস্থ,-স্ত—(সং গৃহস্থ) গৃহস্থ দ্রঃ। (কথ্য ভাষায় গেরস্ত)।

গিরা, গিরে, গিরো—(ফাঃ গিরহ্) গ্রন্থি, গিঁট, অবয়বের সন্ধিস্থল (পায়ের গিরায় ব্যথা হয়েছে) ; গজের ষোল ভাগের একভাগ (পাঁচ গজ দশ গিরা কাপড় লাগবে)।

গিরি,-রী, গীরি—(ফাঃ) ব্যবসায় (কেরাণীগিরি ; বামুনগিরি ; রাণীগিরি, মুটেগিরি) : ইহা অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে অবজ্ঞার্থক (গুরুগিরি ; শাশুড়ীগিরি ফলানো)।

গিরি—পর্বত ; সন্ন্যাসী ও তান্ত্রিক সম্প্রদায় বিশেষ ; নেত্ররোগ বিশেষ ; হিমালয়, গৌরীর পিতা। **গিরিকুমারী,-নন্দিনী,-সুতা,-জা,-বালা**—পার্বতী। **গিরিচর**—যে গিরিতে বিচরণ করে। **গিরিজ**—শিলাজত, লৌহ, অভ্র প্রভৃতি। **গিরিজায়া,-রাণী**—পার্বতীর জননী। **গিরিতরঙ্গিণী**—খরপ্রবাহিণী পার্বত্য নদী। **গিরিদরী**—গিরিগুহা। **গিরিদুর্গ**—পর্বতের উপরস্থ দুরারোহ দুর্গ। **গিরিধাতু**—গিরিমাটি। **গিরিপথ**

—দুই পর্বতের মধ্যস্থিত পথ, গিরিবর্ত্ম। **গিরিপ্রিয়া**—মেনকা; চমরীমৃগী। **গিরিবর্ত্ম**—গিরিসঙ্কট, pass। **গিরিমাটি**—গৈরিক মাটি। **গিরিসঙ্কট**—দুই পর্বতের মধ্যস্থ নিম্নপথ।

গিরিকা—নেংটি ইঁদুর।

গিরিজা—(পর্তুঃ egreja) খৃষ্টানদের উপাসনা-মন্দির। গির্জা দ্রঃ।

গিরিফ্‌তার—গেরেপ্তার দ্রঃ।

গিরিমেণ্ট,-মেন্টি—(ইং agreement) চুক্তি-পত্র, অঙ্গীকার-পত্র।

গিরিশ—(গিরিতে শয়ন করেন যিনি) শিব। **গিরিশ-গৃহিণী,-গেহিনী**—দুর্গা, কালী।

গিরীন্দ্র—হিমালয়।

গিরীশ—কৈলাশপতি, শিব; হিমালয়; বৃহস্পতি।

গিরেপ্তার—গেরেপ্তার দ্রঃ।

গির্জা—(পর্তুঃ egreja) খৃষ্টানদের উপাসনা-মন্দির, church (**গির্জার ঘড়ি**—গির্জার চূড়ায় বসানো বড় ঘড়ি অথবা গির্জায় যে ঘণ্টা বাজানো হয়)।

গির্দা, গির্‌দা, গের্‌দা—(ফাঃ গির্‌দা) মোটা গোল বালিশ, তাকিয়া (গির্‌দা হেলান দিয়ে বসা)।

গিলন—গলাধঃকরণ। গেলা দ্রঃ।

গিলা, গিলে—চেপ্টা মসৃণ ফল বিশেষ। **গিলে করা**—গিলের দ্বারা কাপড় বা জামা কুঞ্চিত করা।

গিলাপ—গেলাপ দ্রঃ।

গিলিত—গলাধঃকৃত, ভক্ষিত। **গিলিতচর্বণ-করা**—গিলিত খাদ্য মুখে আনিয়া পুনরায় চর্বণ করা, জাবর কাটা।

গিল্‌টি—(ইং gilt) সোনার সূক্ষ্ম পাত দিয়া মোড়া তামা বা পিতল, কৃত্রিম (এ আসল জিনিষ নয়, গিল্‌টি, ধরা পড়বে)।

গিস্‌গিস্‌—গস্‌গস্‌ দ্রঃ; দুঃসহ ক্রোধের অবস্থা জ্ঞাপক; গিজগিজ। বিণ. গিস্‌গিসা, গিস্‌গিসে।

গীঃ—বাণী, বাক্য (গীষ্পতি); কূজন; স্তুতি।

গীত—যাহা গান করা হইয়াছে, কীর্তিত উচ্চারিত; সঙ্গীত; লোক-সঙ্গীত বা হাল্‌কা সঙ্গীত (ওস্তাদি গান নহে)। **গীতগোবিন্দ**—গোবিন্দের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক জয়দেব-কৃত সুবিখ্যাত সংস্কৃত গীতিকাব্য। **গীত-বাদ্য**—গান-বাজনা। **গীত-শাস্ত্র**—সঙ্গীত-শাস্ত্র।

গীতা—সুবিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ, ইহার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা অর্জুন; গুরু শিষ্যের প্রশ্ন-উত্তরচ্ছলে আধ্যাত্মিক উপদেশ (গুরুগীতা)।

গীতি—গান, সঙ্গীত; মধুর ধ্বনি (কলগীতি)। **গীতিকা**—ছোটগান। **গীতিকবিতা**—গীতধর্মী কবিতা, যাহা গাওয়া যায় অথবা গানের মত আবেগপ্রধান, লালিত্যপূর্ণ ও অনতিদীর্ঘ; Lyric poem। **গীতিকাব্য**—গীতি-কবিতা অথবা গীতিকবিতাপূর্ণ সংগ্রহ। **গীতি-নাট্য**—যে নাটকের অভিনয় গানের সাহায্যে হয়, অপেরা।

গীম—গিম দ্রঃ।

গীর্ণ—কথিত, বর্ণিত, ভক্ষিত, গিলিত। **গীর্ণি**—ভক্ষণ, স্তুতি। **গীর্পতি**—বৃহস্পতি; মহা-পণ্ডিত। **গীর্বাণ**—(যাহাদের বাক্য বাণের মত কার্যকর) দেবতা। **গীর্বাণী**—দেবী; দৈববাণী। **গীষ্পতি**—বৃহস্পতি; মহা-পণ্ডিত।

গু, গূ—(হি, গূ), মল, বিষ্ঠা। **গু-কপাল**—অত্যন্ত মন্দভাগ্য (গু-কপালী—একান্ত ভাগ্য-হীনা)। **গু করা**—খুব নোংরা করা; লোক-সমক্ষে হেয় করা। **গুখেগো**—মেয়েলী গালি (গুখেগোর বেটা)। **গুখুরি**—একান্ত আহাম্মকি, বড় রকমের ভুল। **গু-ঘাঁটা-পাগল**—বদ্ধ পাগল, ঘোর উন্মাদ। **গু-মুত ঘাঁটা**—ক্লেশকর শিশুপালন বা রোগীর পরি-চর্যা। **গুয়ে-গোবরে**—অতি অপরিষ্কার অবস্থায় (বুড়ো শ্বশুরকে গুয়ে-গোবরে রেখেছেন, এই ত বউ)। **গুয়ে বসাইয়া দেওয়া, গুয়ে বসানো, গুয়ের অধম করা**—লোক সমক্ষে অতি হেয় প্রতিপন্ন করা। **গুয়ে মাছি**—নীলবর্ণ বড় মাছি। **গুয়ে হাত দেওয়া,-পড়া**—অন্ধ ও মতিচ্ছন্ন হওয়ার অভিশাপ। **গুয়ের এপিঠ আর ওপিঠ**—দুইই তুল্য মন্দ অথবা অকিঞ্চিৎকর। **গুয়ের গোগ্‌লা**—অতি শিশু। **গুয়ের জিনিষ**—যে জিনিষের কোন মূল্য নাই। **গুয়ের পোকা**—অতি নিকৃষ্ট, অতি ঘৃণার্হ। **গুয়েশালিক**—বিট্‌শারিকা, বিষ্ঠাপ্রিয় শালিক।

গুআ, গুয়া—গুবাক, সুপারী।

গুইসাপ—(সং. গোধিকা), গোসাপ। **মোটা গুইসাপ**—বিশ্রীভাবে মোটা, প্রায় চলচ্ছক্তিহীন।

গুওটা—গালি বিশেষ ('গু খেগোর বেটা' অথবা 'গুয়েটা' অর্থাৎ, 'গুয়ের মত অসার ওটা')।

গুঁজা—গোঁজা দ্রঃ।

গুঁজি—ছোট গোঁজ বা খিল। **গুঁজিকাটি**—চুলে গুজিবার কাঁটা।

গুঁটলি,-লে—ক্ষুদ্র শক্ত পিণ্ড (গুঁটলে গুঁটলে মল); ক্ষুদ্র পিণ্ডের আকারের (গুটলে ধরা)।

গুঁটি—(সং গুটিকা) গুটি দ্রঃ; খেলার গুঁটি (দাবার গুঁটি, পাশার গুঁটি); কচি আম (মাঘে বোল, ফাগুনে গুঁটি); বসন্ত (গুঁটির বিমার)।

গুঁড়া—চূর্ণিত কণা, চূর্ণ, পাউডার, (চালের গুঁড়া); অতি ছোট (গুঁড়া মাছ); নৌকার আড়কাঠ (নৌকার গুঁড়ার উপর বসা—কোন কোন অঞ্চলে 'গুরা' বলে)। **গুঁড়ানো**—চূর্ণকরা। **হাড় গুঁড়া করা**—অতি কঠোর, মারিয়া হাড় চূর্ণ করা (হাড় গুঁড়া করা খাটুনি; মারিয়া হাড় গুঁড়া করা)।

গুঁড়ি—গুঁড়া, চূর্ণ (চালের গুঁড়ি)। **কাঁচা গুঁড়ি**—যে গুঁড়ি দিয়া এখনও পিঠা তৈরি করা হয় নাই। **ইল্‌শা-গুঁড়ি, গুঁড়ুনি**—ইলশা দ্রঃ।

গুঁড়ি—বৃক্ষের কাণ্ড; আখমাড়া কলের লোহার পিণ্ড বা 'বেলচা', Roller। **গুঁড়ি পিঁপড়া**—খুব ছোট পিঁপড়া।

গুঁতা, গুঁতো—(আঃ গোঁত্তা) শৃঙ্গাঘাত, ঢুসানো, লাঠির বা বাঁশের আগার খোঁচা, প্রহার, (গুঁতোর চোটে বাবা বলায়); উপরওয়ালার কড়া নির্দেশ, জবাবদিহি। **গুঁতা খাওয়া**—মার খাওয়া, ঠেলা খাওয়া। **গুঁতাগাতা**—মার ধোর, ঠোকর। **গুঁতাগুঁতি**—অ-বনি-বনাও, ঝগড়া-বিবাদ; ঠাসাঠাসি। **গুঁতুনে**—পালচুমুনে, যাহার অন্যের সঙ্গে বনিবনাও হয় না। **গুঁতানো**—শৃঙ্গাঘাত করা; অতিষ্ঠ করা।

গুখেগো—গু দ্রঃ।

গুগ্‌লি, গুগুলি—ছোট শামুকবিশেষ।

গুগ্‌গুল,-লু—গুগ্‌গুল বৃক্ষ ও উহার নির্যাস, ধূপধুনার ন্যায় দেবপূজায় ব্যবহৃত হয়; লোবান বিশেষ।

গুচ্চার,-চ্ছার—কতকগুলো, অনেক, মেলা (কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাসূচক)।

গুছানো, গোছানো—শৃঙ্খলা বিধান করা (সংসার গোছানো); একত্র করা (লোক গোছানো); সাজানো, পরিপাটি করিয়া রাখা (আলনায় কাপড় গোছানো, বই গোছানো, গুছিয়ে বলতে পারে); নিজের স্বার্থ সাধন সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া (তিনি গুছিয়ে নিয়েছেন ঠিক); সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল। **সংসার গুছানো**—ঘর গৃহস্থালীর জিনিষপত্র সুবিন্যস্ত করিয়া রাখা, পারিবারিক জীবন-যাত্রার সুব্যবস্থা করা।

গুছি, গুচি—ছোট গুচ্ছ বা গোছ; ছেঁড়া চুলের ছোট গোছা বিননী লম্বা করিবার জন্য মেয়েরা চুলের ভিতরে গুঁজিয়া দেয়। **কথার গুছি দেওয়া**—কাহারও কথায় বিশেষতঃ বচসার সময়ে, কথা জোগাইয়া দেওয়া।

গুচ্ছ—(সং গুৎস) কলি, ফুল ইত্যাদির স্তবক বা থোকা, bunch; গোছা, সংগ্রহ (আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ—রবি; গল্পগুচ্ছ); বত্রিশনরী হার; মুক্তার মালা; ময়ূরপুচ্ছ; যেসব উদ্ভিদের কাণ্ড নাই, মূল হইতে ঝাড় বাঁধে, ক্ষুপ। **গুচ্ছপত্র**—তালগাছ। **গুচ্ছপুষ্প**—(যাহাদের পুষ্প গুচ্ছাকৃতি) ছাতিম, অশোক প্রভৃতি। **গুচ্ছফলা**—দ্রাক্ষা, কদলীবৃক্ষ।

গুজ—(প্রাদেশিক) কুঁজ। **গুজা**—কুব্জ।

গুজ্‌গুজ—চাপা গলায় পরচর্চা পরামর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে বলা হয় (দিনরাত গুজ্‌গুজ্ ফুস্‌ফুস্ চলেছিল, তখনই জানি কাণ্ড একটা ঘটবেই)। **গুজ্‌গুজে**—যে স্পষ্ট করিয়া মনের কথা বলে না। **গুজুর-গুজুর**—ব্যাপকতর গুজ্‌গুজ্।

গুজব—(আ গ'ওয) জনরব, মুখে মুখে রটিত কথা; ভিত্তিহীন কথা (লোকের গুজব)। **গল্পগুজব**—খোশগল্প। **গুজব রটানো**—যাহার বিশেষ ভিত্তি নাই, এমন কথা ব্যাপক ভাবে প্রচার করা।

গুজরৎ—(ফা. গুযার), মারফৎ (মহাজনী পরিভাষা, যাহার হাতে টাকা পাওয়া যায় অথবা মাল দেওয়া হয়)। **গুজরৎ খোদ**—নিজের মারফৎ (গুজরৎ বা গুজরাৎ 'গুঃ—এই ভাবে লেখা হয়)।

গুজরাট—(সং গুর্জর+রাষ্ট্র) পশ্চিম ভারতীয়

প্রদেশ বিশেষ। **গুজরাটী**—গুজরাটের ভাষা অথবা অধিবাসী। **গুজরাতী,-রতী**—গুজরাটে জাত ছোট এলাচ। **গুজ্‌রুটে**—যাগের সম্যক বিকাশ হয় নাই, বেঁটে।

গুজরান—অতিবাহিত করা, কাটানো, জীবন নির্বাহ, জীবিকা নির্বাহ (গুজরান যার নিত্য খোরাক তিন আনা পয়সাতে—সত্যেন দত্ত); সাক্ষ্য দেওয়া, আদালতে দাখিল করা (বি. গুজারেশ—বক্তব্য, নিবেদন)। **দিন গুজরান**—জীবন যাপন, জীবিকা নির্বাহ (কোন রকমে দিন গুজরান হয়)।

গুজরী—পায়ের অলঙ্কার বিশেষ; গুজরী পোকা, তাল, খেজুর ইত্যাদি গাছ নষ্ট করে।

গুজস্তা, গুজশ্‌তা—(ফা. গুযশ্‌তা) বিগত, (কাল, মাস, বৎসর); সাবেক বাকী (গুজশ্‌তা খাজনা)।

গুঞ্জ—(যাহাতে ভ্রমর গুঞ্জন করে) পুষ্পগুচ্ছ; গুঞ্জাফল (গুঞ্জমালা—গুঞ্জাফলের মালা অর্থাৎ, কুঁচের মালা); গুঞ্জন।

গুঞ্জন—গুনগুন ধ্বনি (ভ্রমর-গুঞ্জন, পতঙ্গ-গুঞ্জন)।

গুঞ্জমালা, গুঞ্জাহার—কুঁচের মালা।

গুঞ্জরণ—গুঞ্জন, গুনগুন ধ্বনি করা, মৃদুমধুর উচ্চারণ (দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে—রবি)। বিণ. গুঞ্জরিত।

গুঞ্জা—কুঁচের গাছ; কুঁচের ওজন অর্থাৎ, দুই যব পরিমাণ বা চার ধান পরিমাণ; মদের বা তাড়ির আড্ডা।

গুঞ্জাইস, গুঞ্জায়েশ—(ফা. গুন্‌জাইশ) স্থান, জায়গা (ছোট কামড়ায় এত লোকের গুঞ্জায়েশ কি করে হবে?)।

গুঞ্জিকা—গুঞ্জাফল; তিল, যব।

গুট্‌লি, গুট্‌লে—গুট্‌লি দ্রঃ।

গুটানো—জড়ানো, গুছানো, যাহা ছড়ানো রহিয়াছে, তাহা আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনা (জাল গুটানো)। **কারবার গুটানো**—কারবার তুলিয়া দেওয়া। **আস্তিন গুটানো**—আস্তিন জড়াইয়া উপরে তোলা, মারামারি করিবার জন্য। **পা গুটানো**—প্রসারিত পদদ্বয় সঙ্কুচিত করা।

গুটি,-টী—রেশম-কোষ, গুটিপোকা যে বাসা তৈরি করে; গুলি, বটী; বসন্ত রোগ।

গুটি,-টী—গোটা, মাত্র (গুটিদুই ফল); অল্প পরিমাণ ('অল্প দেন গুটি গুটি')। **গুটি-কতক**—দুই-একটি, অল্পকিছু (গুটিকতক কথা; গুটিকতক কুটীর। **গুটিগুটি**—একটি একটি করিয়া, একটু একটু করিয়া, আস্তে আস্তে (আসে গুটিগুটি বৈয়াকরণ—রবি)। **গুটিক**—অতি অল্পসংখ্যক, কিঞ্চিৎ, (কোটিকে গুটিক—কোটিতে সামান্য কয়েকজন মাত্র; গুটিক ভাত—অল্প ভাত)।
— হাত পা ও শরীর গুটানোর ভাব
হয়ে বা মেরে শুলেন)।

গুটিকা—বড়ি, গুলি; গোলাকার পাথরের টুকরা; বসন্তের গুটি। **গুটিকাপাত**—গুলি ফেলিয়া খেলা বিশেষ; শিলাবৃষ্টি।

গুড়—(সং) ইক্ষুসার, আখের গুড়, খুব মিষ্ট (মিষ্টি গুড়)। **গুড়ে বালি**—আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা সম্বন্ধে বলা হয় (ভেবেছিলাম বাধাই কারবারে খুব লাভ হবে, কিন্তু সে গুড়ে বালি)। **এখো গুড়**—আখ হইতে প্রস্তুত গুড়। **পাটালি গুড়**—পাটার আকৃতি করিয়া জমানো খেজুরে গুড়। **ভুরো গুড়**—যে গুড়ে রস নাই, দোলো। **লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়**—যে লাভটুকু হইল তাহাও অন্য ভাবে নষ্ট হইয়া গেল।

গুড়ক—গুড়পক্ক ঔষধ বিশেষ।

গুড়শাঁত্রি—ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।

গুড়গুড়—মেঘের মৃদুগম্ভীর ধ্বনি; তামাক খাওয়ার সময় হুকার জলের শব্দ; ক্ষুদ্র পক্ষি-বিশেষ। **গুড়গুড়ি**—হুকা বিশেষ, ফরসী হুকা।

গুড়-চাউলি,-চাল,-চালু—চিটাগুড় মাখা চাউল, বরের গায়ে ছুঁড়িয়া মারা হয়।

গুড়ত্বক—দারচিনি। **গুড়দারু**—আখ। **গুড়পিঠা**—গুড়মিশ্রিত চাউলের গুঁড়ার বা গমের আটার পিঠা, পাটিসাপ্‌টা। **গুড় পুষ্প**—মহুয়া গাছ ও ফুল।

গুড়মুড়া—গোড়ালি।

গুড়মূল—কনক-নটে। **গুড়-শর্করা**—আখের গুড় হইতে প্রস্তুত চিনি।

গুড়াকেশ—(যে নিদ্রা ও ধনুর্বিদ্যা সম্বন্ধে জয়ী) অর্জুন।

গুড়ি—হাত-পা গুটানো অবস্থা। **গুড়িমারা**

—হাত পা গুটাইয়া চলা, শিকারী প্রাণীর মত। **গুড়িগুড়ি**—বুড়ামানুষের মত বাঁকা হইয়া ধীরে ধীরে চলিবার ভাব।

গুড়ি—লাথি (গুড়ি খাওয়া লোক—মারধোর খাইলে যে ঠিক থাকে)।

গুড়ুক—গুড়মিশ্রিত তামাক, মিঠা তামাক। **গুড়ুক ফোঁকা**—তামাক খাওয়া।

গুড়ুচী, গুড়ূচী—গুলঞ্চ লতা।

গুড়ুম—বন্দুক বা কামানের ধ্বনি। **আক্কেল গুড়ুম**—বুদ্ধি স্তম্ভিত।

গুঢ়া, গুড়া—নৌকার আড়কাঠ (কোন কোন অঞ্চলে গুরা বলে)।

গুণ—(অভ্যাসের বশে বা প্রকৃতিগত) মনের ও চরিত্রের যে প্রবণতা বা উৎকর্ষের জন্য লোকে শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয় হয়; ধর্ম, প্রকৃতি (দ্রব্যগুণ); উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা (দোষগুণ); উপকার, ক্রিয়া; প্রভাব (ঔষধের গুণ, কথার গুণ); সদ্গুণ (সাহস, বিনয়, গাম্ভীর্য, সুরুচি ইত্যাদি); বিশিষ্টতা, দক্ষতা (গুণবান্ ব্যক্তি); প্রাকৃতিক প্রবণতা (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ); যাদু (গুণ করেছে); (ব্যাকরণে) স্বরের রূপান্তর (ই, ঈ স্থানে এ, উ ঊ স্থানে ও ইত্যাদি); (অলঙ্কারে) রচনার উৎকর্ষসূচক লক্ষণ (প্রসাদ, ওজঃ ইত্যাদি); (গণিতে) পূরণ (গুণ করা); বার (দশগুণ); (ব্যঙ্গে) দোষ (মুখের গুণেই মার খাও); ধনুকের ছিলা (ধনুর্গুণ); নৌকার মাস্তুলে বাঁধা দীর্ঘ রশি যাহা দ্বারা নৌকা টানিয়া লওয়া হয় (গুণবৃক্ষ)। **গুণে ঘাট নাই**—গুণের ঘাট্‌তি নাই, অর্থাৎ (বিদ্রূপে) নির্গুণ। **গুণের নিধি, গুণের সাগর**—সর্বগুণ-সম্পন্ন (সাধারণতঃ বিদ্রূপে উক্ত হয়)। **গুণের বালাই নিয়ে মরি**—গুণহীনতার জন্য ক্ষোভ অথবা ধিক্কার-সূচক উক্তি। **গুণপনা**—দক্ষতা, গুণাবলী।

গুণ—মোটা রশি (গুণটানা সূত্র (গুণবান)।

গুণক—যাহা দ্বারা গুণ বা পূরণ করা হয়, multiplier।

গুণকথন—গুণকীর্তন। **গুণ কর্ম**—স্বাভাবিক প্রবণতা ও কর্ম। **গুণ করণ**—তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগ করা। **গুণকারী**—উপকারক (ঔষধ)। **গুণকীর্তন**—গুণগান। **গুণগরিমা**—গুণ গৌরব, মূল্য। **গুণগুণ**—অস্পষ্ট মধুর গুঞ্জনধ্বনি **গুণগ্রাম**—গুণাবলী **গুণগ্রাহী**—অন্যের গুণের সমাদরকারী; বি. গুণগ্রাহিতা। **গুণচট**—চট বা থলে। **গুণজ্ঞ**—গুণগ্রাহী। **গুণজ্ঞান**—যাদু। **গুণতাই**—গুলতি বাঁটুল ছোঁড়ার ধনুক। **গুণতি**—গণনা। **গুণত্রয়**—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। **গুণধর**—(ব্যঙ্গার্থে) অকর্মণ্য, দুষ্টামি নষ্টামির দিকে যাহার মতি (তোমার গুণধর পুত্রের এই কাজ)। **গুণধাম**—বহু সদ্গুণের অধিকারী। **গুণন**—পূরণ, multiplication। **গুণনিকা**—শূন্য, cypher। **গুণনীয়**—যে রাশিকে অন্য রাশি দ্বারা গুণ করিতে হইবে, multiplicand। **গুণনিধি**—গুণাকর; গুণধর। **গুণনীয়ক**—যে অখণ্ড রাশিদ্বারা অন্য অখণ্ড রাশিকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, factor (পাঁচ পঁচিশের গুণনীয়ক; গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক—greatest common measure, দুই বা ততোধিক সংখ্যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুণনীয়ক)। **গুণপণা**—নৈপুণ্য, গুণগ্রাম। **গুণফল**—গুণ করিয়া যে রাশি পাওয়া যায়, product। **গুণবত্তা**—গুণ, গুণশালিতা। **গুণবন্ত**—গুণবান। **গুণবাচক**—গুণ-নির্দেশক। **গুণবাদ**—গুণ-কীর্তন। **গুণবান্**—সদ্গুণযুক্ত; (ব্যঙ্গে) গুণধর। **গুণবাস**—কাপাসের সূতার কাপড়। **গুণবৃক্ষ**—মাস্তুল। **গুণবেদী**—গুণগ্রাহী। **গুণবৈষম্য**—বিরুদ্ধ গুণের সংযোগ। **গুণমণি**—গুণবান্, বহু গুণের জন্য পরম প্রিয়। **গুণময়**—গুণবান্। **গুণমুগ্ধ**—গুণ দেখিয়া উৎফুল্ল। **গুণরাজ**—'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের' কবি, মালধর বসুর গোসেন শাহ-দত্ত উপাধি (গুণরাজ খাঁ); ভাল রাজমিস্ত্রী। **গুণলুব্ধ**—গুণমুগ্ধ। **গুণশূন্য**—নির্গুণ। **গুণসাগর**—বহু গুণের অধিকারী; বৃক্ষ-বিশেষ। **গুণসম্পদ**—গুণের প্রাচুর্য। **গুণহীন**—নির্গুণ।

গুণা,-না—রশি, সূতা, তার। **গুণাগুণ**—দোষগুণ। **গুণাঢ্য**—গুণ সমন্বিত। **গুণাতীত**—ত্রিগুণাতীত। **গুণানুবাদ**—গুণ-কীর্তন। **গুণানুরাগ**—গুণগ্রাহিতা। **গুণাপকর্ষ**—গুণের ক্ষয়, depreciation। **গুণাপকর্ষক**—যাহা গুণের ক্ষয় সাধন করে,

depreciative। **গুণাবয়ব**—গুণনীয়ক। **গুণাভাস**—যাহা গুণ বলিয়া ভ্রম হয়। **গুণাশ্রয়**—গুণাধার।

গুণিজন—কলাবিদ্, বিদগ্ধ, গুণী দ্রঃ। **গুণিত**—গুণ করা (পাঁচের দ্বারা পাঁচ গুণিত হইলে পঁচিশ হয়)। **গুণিতক**—অন্য রাশির দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য রাশি multiple (পঁচিশ পাঁচের গুণিতক)। **গুণিন**—যে তন্ত্র-মন্ত্র জানে ওঝা। **গুণিবাচক**—বিষয় বা শ্রেণী নির্দেশক (নর গুণিবাচক কিন্তু নরত্ব গুণবাচক)। **গুণী**—গুণবান্: অভিজ্ঞ; দক্ষ, talented; সঙ্গীতজ্ঞ; যে তন্ত্র-মন্ত্র জানে, ওঝা; জ্যা-যুক্ত (ধনুক)। **গুণীভূত**—(যাহা গুণ ছিল না, পরে গুণরূপে গৃহীত হইয়াছে), অপ্রধানীভূত, যাহা মুখ্য নয়, চমৎকারিত্ব-বিহীন। **গুণীভূত ব্যঙ্গ**—যে কাব্যে ব্যঙ্গার্থ (suggestiveness) অপেক্ষা বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব অধিক লক্ষণীয়।

গুণো,-নো,-না,-লা—গুলা দ্রঃ।

গুণোৎকর্ষ—গুণের বিকাশ, গুণের প্রাচুর্য। **গুণোৎকৃষ্ট**—গুণে উৎকৃষ্ট, গুণোৎকর্ষযুক্ত। **গুণোত্তর**—সমগুণ শ্রেঢ়ী, geometrical progression (শ্রেঢ়ী দ্রঃ); গুণোৎকৃষ্ট। **গুণোপেত**—গুণভূষিত, গুণী।

গুণ্ঠন—বেষ্টন, আচ্ছাদন, ঘোমটা। বিণ **গুণ্ঠিত**—ঘোমটা দেওয়া, আবৃত।

গুণ্ডক—(সং) চূর্ণ, ধূলি। **গুণ্ডিক**—গুঁড়ি, ময়দা, ছাতু। বিণ গুণ্ডিত—চূর্ণিত।

গুণ্ডা—(হি গুণ্ডা) দুর্বৃত্ত; বদমায়েস; জবরদস্তি করা যাহাদিগের স্বভাব। বি গুণ্ডামো, গুণ্ডামি—গুণ্ডার আচার ব্যবহার। গুণ্ডাগিরি—গুণ্ডার ব্যবসায়, গুপ্ত হত্যা, কায়দায় পাইলে জবরদস্তি প্রভৃতি।

গুণ্ডিচা—পুরীতে জগন্নাথদেবের মণ্ডপ-বিশেষ।

গুণ্য—যাহাকে গুণ করিতে হইবে, multiplicand; গুণযুক্ত।

গুণ্ডা—গুঁড়া দ্রঃ।

গুৎস—(সং) গুচ্ছ, স্তবক, গোছা, থোকা।

গুদড়, গুদড়ী, গুধড়ি—(পর্তু, godrim) মোটা রেশমী কাপড় বিশেষ; ছিন্ন পুরাতন কন্থা; সন্ন্যাসী-ফকিরদের কাঁথা বা মোটা গাত্রাবরণ।

গুদম, গুদাম—(ইং godown, পর্তু gudao) মাল রাখিবার বন্ধ ঘর, ভাণ্ডার; বন্ধ ঘর যাহাতে তেমন হাওয়া চলে না (ঘর ত নয় গুদাম)। **গুদামজাত**—গুদামে রক্ষিত, গুদামে আটক। **গুদাম সরকার**—গুদামের মালের হিসাব, নিকাশের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

গুদারা—খেয়া। **গুদারা ঘাট**—খেয়াঘাট।

গুনা, গোনা—(আ. গুনহ্—পাপ) পাপ (আল্লাহ্ গোনা মাফ করনেওয়ালা); অপরাধ (গুনাখাতা মাফ করবেন)। **গুনাগার, গোনাগার**—পাপী। **গুনাগারি, গোনাগারি**—ভুলের দণ্ড, লোকসান (নাহক্ এই গুনাগারি দিতে হলো)।

গুন্ গুন্—গুন্ গুন্ দ্রঃ।

গুপীযন্ত্র—বাউলের একতারা বিশেষ।

গুপ্ত—(গুপ্ +ক্ত) প্রচ্ছন্ন, লুক্কায়িত, অপরিজ্ঞাত, সংবৃত, উপাধি বিশেষ। **গুপ্তকথা**—কাহারও গোপনীয় বিষয়; অজ্ঞাত কিন্তু কৌতূহলজনক বৃত্তান্ত। **গুপ্তগতি**—গুপ্তচর। **গুপ্তধন**—লুকাইয়া রাখা ধন; লুকাইয়া রাখা ধন, যাহার সন্ধান এখন কেহ জানে না। **গুপ্তবেশ**—ছদ্মবেশ। **গুপ্তমন্ত্র**—যে রাজার মন্ত্রণা কেহই জানিতে পারে না।

গুপ্তি—(গুপ্ +ক্তি) গোপন, লুক্কায়িত রাখা (মন্ত্রগুপ্তি); গুপ্তস্থান; নৌকা বা জাহাজের খোল; আঁস্তাকুড়; কারাগার; যষ্টির অভ্যন্তরে গোপনে রক্ষিত সরু তরবারি।

গুবাক, গূবাক—(সং) সুপারি, সুপারি গাছ।

গুম্—গম্ভীর শব্দ জ্ঞাপক। **গুম্‌গুম্**—উঁচু গুম্বজ বিশিষ্ট ঘরে প্রতিধ্বনির শব্দ; কিলের শব্দ।

গুম—(ফা. গুম্)—অপহৃত, লুক্কায়িত, নিখোঁজ (এই দেখলাম, এখনই গুম হয়ে গেল)। **গুম খুন**—গুপ্তহত্যা। **গুম হইয়া থাকা**—শোকেদুঃখে বা ক্রোধে স্তব্ধ গম্ভীর ভাব ধারণ করা।

গুমট—বায়ুপ্রবাহহীন গ্রীষ্মের উত্তাপ (বড় গুমট পড়েছে; গুমট ভাঙিয়া বাতাস দিল); ভাপ্‌সা গরম; আদান-প্রদানহীন বা আনন্দহীন অবরুদ্ধ ভাব। **গুম্‌টি ঘর**—বন্ধ ঘর, প্রহরীদের প্রায় জানালাহীন ছোট ঘর।

গুমর—(ফা. গুমান—গর্ব, সন্দেহ) অহঙ্কার, দেমাগ (টাকার গুমর). গাম্ভীর্য, গোপনীয়তা। **গুমর করা**—দাম্ভিকতা প্রকাশ করা, অহঙ্কারে কথা না বলা। **গুমর ভাঙা**—গর্ব চূর্ণ হওয়া বা করা। **গুমর ফাঁক হওয়া**—গোপনীয়তা নষ্ট হওয়া, ভিতরকার কথা প্রকাশ হইয়া পড়া।

গুমরানো—ভিতরে ভিতরে দুঃখ করা; ক্ষোভ করা, কাঁদা, ফোঁপানো ইত্যাদি (বুকফাটা দুঃখে গুমরিছে বুকে—রবি)। গুমরে মরা—মনের দুঃখ বাহিরে প্রকাশ না করা, অন্তরে ক্ষুব্ধ হওয়া। **গুমরনো**—ক্ষোভে গরম হইয়া উঠা; গুরুগম্ভীর ধ্বনি করা (গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে—রবি)।

গুম্‌সা—ভাপ্‌সা, গুমটে, দুর্গন্ধযুক্ত।

গুমা, গুমো—গরমে কিছু পচা। **গুমা-চাউল**—গুমাধানের চাউল। **গুমাধান**—গাদি দেওয়ার ফলে গুমট ধরিয়া কিছু পচিয়া যাওয়া ধান, অথবা যে সিদ্ধধান সময়মত শুকাইতে পারে নাই বলিয়া ভাপ্‌সা ধরিয়া কিছু পচিয়াছে।

গুমান—(ফা গুমান) অহঙ্কার, গৌরব, অহঙ্কারে গম্ভীর ভাব ধারণ (বলি, এত গুমান কিসের?)।

গুমি—নিখোঁজ, লুক্কায়িত, লুক্কায়িত মৃতদেহ।

গুম্ফ—(গুম্ফ্+ঘঞ্) গ্রন্থন, রচনা, বিন্যাস; গুচ্ছ; গোঁফ। **গুম্ফন**—গ্রন্থন; উৎকৃষ্ট রচনা। বিণ. গুম্ফিত—গ্রথিত, রচিত।

গুম্ফা—(গোফা দ্রঃ) গুহা (হস্তি গুম্ফা)।

গুম্বজ—গম্বুজ দ্রঃ। **গুম্বজদার**—গুম্বজবিশিষ্ট।

গুয়া—সুপারি। **গুয়াপান**—কোন কোন অনুষ্ঠানে সুপারি ও পান উপহার দেওয়ার রীতি। **গুয়াছড়ি**—সুপারির ছড়ার মত থোকা থোকা অথবা কুঞ্চিত (গুয়াছড়ি চুল)।

গুয়ে—(গু দ্রঃ) শিশুর নাম, অর্থাৎ, সেই শিশু গুয়ের মত ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য বলিয়া যম যেন তাহাকে স্পর্শ না করে।

গুরবাঁক—নূপুরের মত ও বাঁকা সাঁওতালী মেয়ের পায়ের অলঙ্কার।

গুরু—[গৃ (বলা)+কু—যিনি ধর্মকার্যের পথ প্রকাশ করেন] আচার্য, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু (গুরুঠাকুর); বৃহৎ, কঠিন, মহান্ (গুরু দায়িত্ব); ভারী, দুষ্পাচ্য (গুরুপাক) বিষম, বেশি (গুরু প্রহার, গুরু ভোজন); পূজনীয়, (লঘুগুরু জ্ঞান); দীর্ঘ মাত্রাবিশিষ্ট। **গুরুকরণ**—গুরু হইতে দীক্ষা গ্রহণ। **গুরুক্রম**—গুরু-পরম্পরা। **গুরুকুল**—গুরুবংশ; সেকালের আদর্শানুযায়ী গঠিত উত্তর ভারতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। **গুরু-গতি**—শীঘ্রগতি। **গুরুগর্বিত**—গুরুজন। **গুরুগিরি**—শিক্ষকের বা মন্ত্রদাতার কার্য; উচ্চতর জ্ঞানের অভিমান। **গুরুগম্ভীর**—গাম্ভীর্যপূর্ণ; শব্দাড়ম্বরময়। **গুরুচণ্ডালী**—সংস্কৃত শব্দের-সহিত দেশজ শব্দের মিশ্রণ; অসঙ্গত মিশ্রণ (বর্তমানে গুরুচণ্ডালী বাংলা ভাষায় যথেষ্ট চলে, অবশ্য যোগ্য লেখকেরা এমন মিশ্রণের ক্ষেত্রেও ধ্বনি-সামঞ্জস্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন)। **গুরুচর্যা**—গুরুসেবা। **গুরু-তল্প**—বিমাতা; গুরুপত্নী। **গুরুজন**—পূজনীয় আত্মীয় কুটুম্ব, গুরু, শিক্ষক প্রভৃতি। **গুরু-দক্ষিণা**—বিদ্যাগ্রহণের জন্য গুরুকে দেয় অর্থ, বিত্ত ইত্যাদি; (ব্যঙ্গে) অপমান ও অপমানজনক লঘু প্রহারাদি (কিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে)। **গুরুদশা**—(জ্যোতিষে) বৃহস্পতির দশা; পিতামাতার মৃত্যুজনিত অবস্থা ও তাঁহাদের মৃত্যুর বৎসর। **গুরুনিতম্বা**—যে স্ত্রীর নিতম্ব স্থূল। **গুরু-পুরুত**—মন্ত্রদাতা গুরু ও পুরোহিত। **গুরু-পূজা**—গুরুকে সম্মান প্রদর্শন, গুরুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা। **গুরুপ্রসাদী**—গুরুর প্রসাদরূপে স্ত্রীকে গ্রহণ (কুৎসিত প্রথা বিশেষ)। **গুরুবরণ**—গুরুকরণ। **গুরুবর্ণ**—উচ্চবর্ণ। **গুরুবল**—গুরুর শুভাকাঙ্ক্ষা ও আশীর্বাদ। **গুরুবার**—বৃহস্পতিবার। **গুরুভাই**—এক গুরুর শিষ্য। **গুরুমশাই**—পাঠশালার শিক্ষক। **গুরুমা**—গুরুপত্নী, শিক্ষয়িত্রী মা-গোঁসাই। **গুরুবৃত্তি**—গুরুকে দেয় চাঁদা। **গুরুমারা বিদ্যা**—গুরুর দেওয়া বিদ্যায় গুরুকে নিহত বা পরাজিত করা; গুরুদত্ত বিদ্যার অপপ্রয়োগ (যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা—রবি)। **গুরুলঘু জ্ঞান**—কে পূজার পাত্র, কাহাকে পূজা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত এই জ্ঞান। **গুরুস্থানীয়**—গুরুতুল্য। স্ত্রী. গুরুমা,

গুর্বী (বাংলায় 'গুর্বী'র প্রয়োগ নাই)। বি. গুরুত্ব—মহত্ত্ব, গৌরব, সাংঘাতিকতা অথবা জটিলতা, আশু প্রয়োজনীয়তা।

গুরুগুরু—মেঘের ধ্বনি; ভয়জনিত দ্রুত হৃৎকম্প।

গুরূপদেশ—গুরুর নির্দেশ।

গুর্জর—গুজরাট দেশ বা গুজরাটের অধিবাসী। **গুর্জরী**—রাগিণী বিশেষ।

গুর্বিণী—গর্ভিণী; প্রৌঢ়া নারী। **গুর্বী**—পূজ্যা; গর্ভিণী; গুরুপত্নী (বাংলায় অপ্রচলিত, প্রচলিত—'গুরুমা', 'গুরুপত্নী')। **গুর্বীক্রিয়া**—মলত্যাগ, (বিপরীত লঘ্বী—প্রস্রাব)।

গুল—কাঠ-কয়লা অথবা পাথুরে কয়লার চূর দিয়া যে গোলাকার ইন্ধন তৈয়ার করা হয়; পোড়া তামাক (গুল দিয়া মুখ ধোয়া); গোলাপ ফুল (কাব্যে ব্যবহৃত; গদ্যে অন্য শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়, যথা, গুলকন্দ—গোলাপ দেওয়া মিষ্টান্ন বিশেষ; গুলকারী—কাপড়ে ফুল তোলা; গুলবাহার শাড়ী—যাহাতে ফুল তোলা আছে); গুড়।

গুল্‌গুলা—অতিশয় পক্ব; (ফা. গু'লগু'লা) জনরব।

গুল্‌জার—(ফা. গুলযার) জমকালো; জমজমা; লোকজনে সরগরম (বাড়ী গুল্‌জার)। **নরক গুলজার**—অসংযত স্ফূর্তিবাজদের আড্ডা সম্পর্কে বলা হয়।

গুলঞ্চ—লতাবিশেষ, ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

গুল্‌তাই, গুল্‌তি—বাঁটুল, গুলি ছোঁড়ার ধনুক, pellet bow।

গুল্‌তান, গুল্‌তানি—আড্ডা, জটলা, ঘোঁট।

গুলদস্তা, গুল্‌দাস্তা—ফুলের তোড়া, boquet। **গুল্‌দাউদী**—(ফুল বিঃ)। **গুল্‌দান**—ফুলদান। **গুল্‌দার**—ফুলকাটা। **গুল্‌নক্‌সা**—পাড়ে ফুল তোলা রেশমী শাড়ী। **গুল্‌নার, গুলেনার**—ডালিমফুল-তোলা শাড়ী। **গুল্‌বদন**—গোলাপের পাপ্‌ড়ির মত সুখস্পর্শ; রেশমী শাড়ী বিঃ। **গুলরুখ**—গোলাপ-গণ্ডী, যাহার গণ্ডদেশ গোলাপ-রঙীন। **গুল্‌বাহার**—শাদা জমিনের উপর রঙীন ফুল তোলা শাড়ী। **গুল্-ই-মখ্‌মল**—ফুল বিঃ।

গুলা, গুলি, গুলিন, গুলো—বহুত্ব নির্দেশক প্রত্যয়; বিশিষ্ট দল (ফুলগুলো যেন হাসছে; ও লোকগুলাই মন্দ)। **সবগুলা**—বিশিষ্ট দলের সবাই (ও সবগুলা বাঁদর)।

গুলানো, গোলানো—মিশ্রিত করা, তরল করা (মিছরি গুলানো); খেই হারান, একটি অন্যটির সহিত মিশাইয়া ফেলা, ঘুলানো (ব্যাপারটা গুলিয়ে গেছে)। **গা গুলিয়ে উঠা**—গা বমি-বমি করা। **গু-গোলানো**—কাজ একেবারে পণ্ড করিয়া ফেলা, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়া।

গুলাব, গোলাপ, গোলাব—(ফা. গুলাব) গোলাপজল; গোলাপফুল। **গুলাবী**—গোলাপের বর্ণ অথবা গন্ধযুক্ত, অল্প অল্প (গুলাবী বা গোলাবী নেশা)।

গুলাল—(হি. গুলাল) আবির, ফাগ; গুলতি (পূর্ববঙ্গে)।

গুলি,-লী—গুটিকা, বর্তুল-আকার (গুলি পাকানো); হাত পায়ের ডিম বা পিণ্ডাকার মাংস-পেশী; খেলার ছোট প্রায় গোলাকার কাষ্ঠ-খণ্ড বিশেষ (ডাংগুলি); আফিমের গুলি, চণ্ডু (চণ্ডু দ্রঃ)। **গুলিখোর**—চণ্ডুখোর। **গুলিখুরি,-খোরি**—গুলিখোর-সুলভ অদ্ভুত (গল্প-গুজব, কাণ্ড-কারখানা)।

গুলি—বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতির গুলি অথবা ছর্‌রা। **গুলি করা**—কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বন্দুক বা পিস্তল মারা।

গুলি-কলম, গুল-কলম—গাছের ডাল চাঁচিয়া কলম করার পদ্ধতি বিশেষ (ইহাতে ডালের খানিকটা অংশ চাঁচিয়া তাহার উপরে মাটি দিয়া ও ন্যাকড়া দিয়া পিণ্ডাকার করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়; অন্য ধরণের কলমের নাম জোড় কলম)।

গুলিকা—গুটিকা, গুলি।

গুলি-ডাণ্ডা—ডাং-গুলি দ্রঃ। **গুলি বাগুন**—ডিম্বের আকৃতির সাদা বেগুন, Egg-fruit (কোন কোন অঞ্চলে ইহাকে আণ্ডা বেগুন বলে)।

গুলি বাঁট, বাট—গুটিকা পাত, শূর্তি খেলায় গুলি ফেলিয়া অংশ নির্ণয়।

গুলিস্তা—(ফাঃ) ফুলের বাগান (দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তা হাসিবে ধীরে—নজরুল); শেখ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থ।

গুলেল—(ফাঃ গু'লেল) গুল্‌তি; ধনুক দিয়া

মারিবার কাদার ছোট শুক্‌না অথবা পোড়ানো গুলি ও ধনুক (পূর্ববঙ্গে গুলাল ও গুলাল-বাঁশ বলে)।

গুলো—গুলা দ্রঃ ; হাতের ও পায়ের ডিম, ঢেঁকির মুষলের প্রান্তভাগের লোহার বেড়।

গুল্‌ফ—(সং) গোড়ালি, পাদগ্রন্থি (আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশভার)। **গুল্‌ফ-সন্ধি**—চরণের সংযোগ স্থল, ankle-joint.

গুল্ম—(সং) কাণ্ডহীন অথবা অতি ক্ষুদ্র কাণ্ড-যুক্ত বহুপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ ; ছোট গাছের ঝাড় (লতাগুল্ম); সৈন্যদের ঘাটি ; অপেক্ষাকৃত ছোট সৈন্যদল; প্লীহা ; পেটের ভিতরকার রোগ বিশেষ ; internal tumour। **গুল্মী**—তাঁবু ; আমলকী গাছ, এলাচ গাছ। **গুল্মিনী**—বহু শাখাপত্র বিশিষ্ট লতা।

গুষ্টি-ষ্টী—(সং গোষ্ঠী) গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীর লোক, সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হয়। **গুষ্টি-সুদ্ধ**—পরিবারের সকলে, ছেলেবুড়ো সবাই (গুষ্টিসুদ্ধ মিলে তার মাথায় বসে খাচ্ছে)। **গুষ্টির পিণ্ডী, গুষ্টির ফয়তা**—বংশ-নাশের ইঙ্গিতযুক্ত গালি। **গুষ্টির-মাথা**—গালি বিশেষ (গুষ্টির মাথা খাওয়ার ইঙ্গিত-যুক্ত)।

গুহ—(সং) কার্তিকেয় ; রামচন্দ্রের মিত্র গুহক ; কায়স্থের উপাধি বিশেষ ; বেগবান্ অশ্ব ; **গুহ-ষষ্ঠী**—অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী।

গুহা—(গুহ্‌+অ+আ) পর্বতগহ্বর, গর্ত, গুপ্ত বা অগম্য স্থান ('ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতম্ গুহায়াম্')। **গুহালীন,-শয়,-হিত**—পরম গভীর (তত্ত্ব, পরমাত্মা)। (**গুহাশয়**—গুহাবাসী জন্তু, সিংহ, ব্যাঘ্র, মূষিক প্রভৃতি)।

গুহ্য—(গুহ্‌+য) গোপনীয়, অপ্রকাশ্য, রহস্য, সাধারণ্যে প্রকাশের অযোগ্য (গুহ্য সাধনা); মলদ্বার ; উপস্থ। **গুহ্যগুরু**—শিব। **গুহ্য-দীপক**—জোনাকি পোকা। **গুহ্য ভাষিত**—গোপন পরামর্শ বা কথা। **গুহ্যক**—কুবেরের ধনরক্ষক দেবযোনি বিশেষ, যক্ষ।

গূঢ়—(গুহ্‌+ক্ত) গুপ্ত; অপ্রকাশ্য, লুক্কায়িত (গূঢ় অভিসন্ধি); অব্যক্ত, দুষ্প্রবেশ্য, গোপনে রক্ষিত (গূঢ়তত্ত্ব)। **গূঢ়চারী**—গুপ্তচর। **গূঢ়জ**—জারজ। **গূঢ়পথ**—গুপ্তপথ ; অন্তঃকরণ। **গূঢ়পাদ**—সর্প। **গূঢ়-পুরুষ**—ছদ্মবেশী। **গূঢ়মার্গ**—সুড়ঙ্গ ; গুপ্ত পথ। **গূঢ়সাক্ষী**—যে গোপনে থাকিয়া বিরুদ্ধপক্ষের কথা শুনিয়াছে, এমন সাক্ষী। **গূঢ়াঙ্গ**—কচ্ছপ। **গূঢ়ৈষণা**—মনোভাবের জটিলতা বা অস্বাভাবিকতা, complex। **গূঢ়োৎপন্ন**—নবপরিণীতার কুমারীকালে গোপনে যে গর্ভের সঞ্চার হইয়াছিল সেই গর্ভজাত পুত্র।

গৃঞ্জন—(সং) শালগম ; গাজর।

গৃধিনী—এক জাতীয় শকুনি।

গৃধ্‌নু—[গৃধ্ (অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করা) +ক্‌নু] লোভী, লোলুপ (অর্থগৃধ্‌নু)। **গৃধ্য**—কাম্য, অভিলষণীয়।

গৃধ্র—(মাংস-গৃধ্‌নু) শকুনি। **গৃধ্ররাজ**—জটায়ু। স্ত্রী. গৃধ্রী।

গৃধ্রসী—কটিবাত, sciatica.

গৃষ্টি—(গ্রহ্‌+ক্তি) যে গরুর একবার মাত্র বাচ্চা হইয়াছে ; একমাত্র সন্তানের জননী।

গৃহ—(গ্রহ্‌+ক) বাড়ী ; ঘর ; আশ্রয় ; মন্দির ; গৃহিণী। **গৃহকন্যা**—ঘৃতকুমারী। **গৃহ-কপোত**—পায়রা। **গৃহকর্তা**—বাড়ীর কর্তা। (স্ত্রী. গৃহকর্ত্রী)। **গৃহকর্ম**—সাংসারিক কাজ। **গৃহকারক**—গৃহনির্মাতা। **গৃহগোধা,-গোধিকা**—টিক্‌টিকি। **গৃহ-চ্ছিদ্র**—পরিবারের কলঙ্ক ; জ্ঞাতিবিরোধ। **গৃহজাত**—গৃহোৎপন্ন বস্তু অথবা দাস। **গৃহ-তটী**—দাওয়া। **গৃহতল**—ঘরের মেঝে। **গৃহত্যাগী**—সন্ন্যাসী। **গৃহদীপ্তি**—গৃহের দীপ্তিস্বরূপা সাধ্বী। **গৃহদেবতা**—গৃহেপ্রতিষ্ঠিত দেবতা। **গৃহধর্ম**—গৃহস্থের কর্তব্য ; বিবাহিত জীবন যাপন। **গৃহনীড়**—চড়ুই পাখী। **গৃহপালিত**—পোষা। **গৃহ-প্রতিষ্ঠা**—গৃহের ভিত্তি স্থাপন। **গৃহ-প্রবেশ**—নূতন গৃহে প্রথম প্রবেশ ও তৎসম্পর্কে অনুষ্ঠান। **গৃহপ্রাঙ্গন**—উঠান অথবা গৃহ সংলগ্ন খোলা জমি। **গৃহবলিভুক্**—কাক, চড়ুই, পায়রা প্রভৃতি। **গৃহবাজ**—পায়রা বিশেষ। **গৃহবাটিকা**—গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান ; বাগান-বাড়ী। **গৃহ-বিবাদ**—পরিবারের লোকদের মধ্যে বিবাদ। **গৃহবাস**—গৃহীরূপে বাস। **গৃহভেদী**—যে পরিজনের মধ্যে বিবাদ বাধায়। **গৃহমৃগ**—কুকুর। **গৃহযুদ্ধ**—অন্তর্বিপ্লব,

civil war। **গৃহলক্ষ্মী**—গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা কুলনারী। **গৃহশূন্য**—বিপত্নীক। **গৃহসজ্জা**—ঘরের আসবাব-পত্র। **গৃহস্বামী**—গৃহকর্তা (স্ত্রী. গৃহস্বামিনী); **গৃহহীন**—আশ্রয়হীন।

গৃহপতি—গৃহস্বামী; যজ্ঞকর্তা। স্ত্রী. গৃহপত্নী। **গৃহপাল**—গৃহরক্ষক; কুকুর। **গৃহবলি**—বিশ্বদেব, ভূতগণ, পশুপক্ষী ইত্যাদির উদ্দেশে গৃহস্থের প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য। **গৃহভঙ্গ**—সিঁধকাটা। **গৃহমেধী**—বিবাহিত গৃহস্থ।

গৃহস্থ—সংসার-ধর্মে প্রবিষ্ট; মধ্যবিত্ত ও চাষী। **গৃহস্থালী,-লি**—ঘরকন্না। **গৃহস্থাশ্রম**—চতুরাশ্রমের দ্বিতীয় আশ্রম। **গৃহাগত**—অতিথি। **গৃহাধিপ**—গৃহকর্তা; জ্যোতিষে রাশির অধিপতি। **গৃহাম্ল**—কাঁজি। **গৃহারাম**—বাগান-বাড়ী। **গৃহাশ্রম**—গার্হস্থ্য।

গৃহিণী—ভার্যা, পত্নী, গৃহকর্ত্রী। **গৃহিণীপনা**—গৃহিণীসুলভ, সাংসারিক তত্ত্বাবধান; গৃহকর্ত্রীত্ব।

গৃহী—গৃহস্থ (বিপরীত—সন্ন্যাসী)।

গৃহীত—(গ্রহ্+ক্ত) যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে; লব্ধ; আয়ত্তীকৃত। **পিশাচ-গৃহীত**—ভূতে পাওয়া। **গৃহীতগর্ভা**—গর্ভবতী।

গৃহ্য—গ্রহণের যোগ্য; স্বপক্ষীয়; গৃহোৎপন্ন। **গৃহ্যসূত্র**—গৃহীর সম্পাদনীয় অনুষ্ঠান সমূহের বিবরণ বিশেষ।

গে—(গিয়া দ্রঃ) গিয়া, গিয়ে; কথার মাত্রা।

গেঁজ—অঙ্কুর বা অঙ্কুর জাতীয় কিছু।

গেঁজলা—ফেনা, froth। গাঁজ দ্রঃ।

গেঁজানো—গেঁজ বা অঙ্কুর বাহির হওয়া; পচনের ফলে ফেনাযুক্ত হওয়া। বি. গেঁজানি।

গেঁজিয়া, গেঁজে—গাঁজিয়া দ্রঃ।

গেঁজেল—গাঁজাখোর; যে গাঁজাখোরের মত ভিত্তিহীন উক্তি করে।

গেঁটা—বেঁটে ও মজবুত। **গেঁটাগোঁটা, গেঁট্টা গোঁট্টা**—গাঁটা-গোঁটা দ্রঃ।

গেঁটে—গাঁটযুক্ত অথবা গ্রন্থি সম্বন্ধীয় (গেঁটে কঞ্চে; গেঁটে বাত) **গেঁটে জোয়ান**—গাঁটি দ্রঃ

গেঁড়—হলুদ, কচু প্রভৃতি উদ্ভিদের গ্রন্থিল মূল।

গেঁড়া—ঢেঙ্গার বিপরীত। বেঁটে ও গোলগাল।

গেঁড়া—গাঁট, ট্যাঁক। **গেঁড়া দেওয়া, গেঁড়ামারা**—আত্মসাৎ করা, ঠকাইয়া লওয়া।

গেঁড়ি—গোল শালুক বিশেষ।

গেঁড়িয়া, গেঁড়ে, গেড়ে—(গাঁড়া দ্রঃ) গর্ত, ডোবা; অশ্লীল গালি বিশেষ।

গেঁড়ু, গোঁড়া গেঁড়ুয়া—গাঁট, এঁটে; খেলিবার গোলা।

গেঁতো—আলসে; দীর্ঘসূত্রী।

গেঁদা,—গাঁদা, Marigold (পূর্ব বঙ্গে গেন্দা)।

গেঁয়ে, গেঁয়ো—(সং গ্রাম্য) অমার্জিতরুচি, অভব্য; গ্রাম সম্বন্ধীয়, গ্রামে প্রচলিত (গেঁয়ো কথা)।

গেঙানো, গেঙানো—গোঁ গোঁ বা তৎতুল্য শব্দে কাতরতা প্রকাশ করা; এরূপ শব্দের দ্বারা শরীরের ভিতরকার কঠিন যন্ত্রণা প্রকাশ। **গেঙানি**—এরূপ কাতরতা-সূচক শব্দ।

গেছো—যে গাছে গাছে বেড়ায় বা গাছে থাকিতে ভালবাসে (গেছো ইঁদুর); বাঁদর, বন্য, দুর্দান্ত। **গেছো-মেয়ে**—লজ্জা সঙ্কোচ বর্জিত পুরুষ-ভাবাপন্ন মেয়ে। **গেছো-পেত্নী**—বেশ-বিন্যাসে একান্ত অমনোযোগী চঞ্চল মেয়েকে এই বলিয়া গালি দেওয়া হয়।

গেজা—(আ. গে' জা) খাদ্য, আহার্য।

গেজেট—(ইং gazette) সরকারের দ্বারা প্রকাশিত বিবরণ; সরকারের নির্দেশ অথবা আইনাদি সম্বলিত বিবরণ; সংবাদপত্র; পাড়ায় পাড়ায় কথা বলিয়া বেড়ানো যাহার স্বভাব। **গেজেটীয়ার**—কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক ও পণ্যাদি বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ।

গেট—(ইং gate) বাড়ীর বাহিরের বৃহৎ প্রবেশ-দ্বার।

গেণ্ড, গেণ্ডক, গেণ্ডুয়া, গেন্দুক—কন্দুক, খেলিবার ভাঁটা।

গেনু—(ব্রজবুলি) গেলাম।

গেয়—(গৈ+য) গান করিবার যোগ্য, গীত।

গেয়ান—জ্ঞান (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

গেরো—গিরা; কুগ্রহ (সে আমার এক গেরো হয়ে দাঁড়িয়েছে)।

গেরণ—(সং গ্রহণ) গ্রহণ। **গেরণের চাল**—পারিবারিক অস্বস্তির বা অ-বনিবনাও-এর কারণ, অবাঞ্ছিত পোষ্য সম্বন্ধে বলা হয়।

গেরস্ত—(গৃহস্থ দ্রঃ) গৃহস্থের কথ্যরূপ (গেরস্তের বউ, ঝি)। **গেরিমাটি**—গিরিমাটি। **গেরুয়া**—গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত, গৈরিক বসন (গেরুয়াধারী-সন্ন্যাসীর সাজে সজ্জিত।

গেরেপ্‌তার—(ফাঃ গিরিফ্‌তার) রাজদ্বারে বিচারের জন্য ধৃত ; বন্দী। **গেরেপ্‌তারী ওয়ারেন্ট,-পরোয়ানা**—গেরেপ্‌তার করিতে হইবে এই রাজনির্দেশ।

গের্দ, গিরদ্—(ফাঃ গিরদ্) চতুষ্পার্শ্ব, অঞ্চল (যাঁরা এ গির্দে নামোয়ার লোক); বেড়, ঘের।

গেল—গমন করিল, চলিয়া গেল, বিগত (গেল হাটে) ; মরিল, মৃতপ্রায় হইল, উৎসন্ন গেল (ব্যবসা-পত্র সব গেল) ; অতিবাহিত হইল (দিন গেল) ; প্রবেশ করিল ; অনুরক্ত হইল (তোমাতে মন গেল) ; অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া ইহা সমাপ্তি নির্দেশ করে (পড়িয়া গেল, চলিয়া গেল, হইয়া গেল, বিষাইয়া গেল)। **গেল-গেল**—মরিল, নষ্ট হইল, সর্বনাশ হইল, পলাইল, পড়িল ইত্যাদি আশঙ্কা-সূচক উক্তি।

গেলা—(অবজ্ঞায়) গলাধঃকরণ করা, খাওয়া, প্রচুর পরিমাণে খাওয়া ; গিলিয়া ফেলা, আত্মসাৎ করা (বিষয়টা গেলার মত্‌লব)। **কথা গেলা**—তন্ময় হইয়া শুনা। **আণ্ডা-গেলা**—ডিমভরা (আণ্ডা-গেলা ইলিশে স্বাদ নেই)। **গেলানো**—(অবজ্ঞায়) প্রচুর পরিমাণে খাওয়ানো ; জোর করিয়া খাওয়ানো ;

গেলাপ—(আঃ গি'লাফ) আবরণ, ওয়াড়, ঢাক্‌না (সুটকেসের গেলাপ)।

গেলাস, গ্লাস—(ইং glass) পানপাত্র (কাঁসার গেলাস, কাঁচের গেলাস, মদের গেলাস)। **খাস গেলাস**—খাস দ্রঃ। **এক গেলাসের ইয়ার,-খেঁড়**—যাহারা একসঙ্গে বসিয়া মদ খায়, স্ফূর্তি করে, ইত্যাদি।

গেলি—(ইং galley) সাজানো অক্ষরের আধার। **গেলি প্রুফ্**—এরূপ আধার হইতে সংশোধানার্থ যে প্রুফ তোলা হয়।

গেলি—(ব্রজবুলি) চলিয়া গেল (গেলি কামিনী গজহু গামিনী বিহসি পলটি নেহারি—বিদ্যাপতি)।

গেলো—গল্পে যে বাড়াইয়া বলিতে ভালবাসে।

গেস—গ্যাস দ্রঃ।

গেহ—গৃহ, আশ্রয়। **গেহী**—গৃহস্থ। **গেহ-পতি**—গৃহপতি। স্ত্রী. গেহিনী—গৃহিণী (ওগো হৃদয়ের গেহিনী—রবি)। **গেহা**—(ব্রজবুলি) গৃহ।

গৈবী—(আঃ গ'ায়েব) অদৃশ্য, আজগুবি (গৈবী কথা) ; অজানিত (গৈবী খুন)। **গৈবী-খেলা**—চোখ বাঁধিয়া বা চোখে ছক না দেখিয়া শতরঞ্চ খেলা। গ'য়েব দ্রঃ।

গৈরব—গৌরব (গ্রাম্যরূপ)। **গুণগৈরব**—মূল্য, মর্যাদা।

গৈরিক—গিরিজাত, স্বর্ণ, শিলাজতু ; গিরিমাটি ; গেরুয়া। **গৈরিকধারী**—গেরুয়াধারী। **গৈরিকবাস**—গিরিমাটি দিয়া রঙানো কাপড়। **গৈরেয়**—পর্বতজাত ; শিলাজতু।

গো—(যে যথেচ্ছ বিচরণ করে ; যাহার দ্বারা স্বর্গে যায়) গরু, গাভী, ষাঁড় ; সূর্য, চন্দ্র ; বাণী ; পৃথিবী ; রশ্মি (গবাক্ষ) ; ইন্দ্রিয় (গোচর)।

গোআরী, গোহারি—কাতর প্রার্থনা, নালিশ।

গোআল—গোয়াল দ্রঃ।

গোঁ—রোগ, জিদ্। **গোঁ করা, গোঁ ধরা**—জিদ করা। **শূয়রে গোঁ**—শূকরের মত প্রবল একরোখা ভাব (নিন্দায় ব্যবহৃত হয়)।

গোঁআন—গোয়ান দ্রঃ।

গোঁগা, গোঁঙা, গোঁঙ্গা—বোবা (গোঁগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ)। স্ত্রী. গুঙী,-ঙ্গী। **গোঁগানো**—গোঁ গোঁ শব্দ করা ; শ্বাসরোধ জ্ঞাপক শব্দ।

গোঁজ—(হি. গোজা—অঙ্কুর) কীলক, খিল (কাঁঠালে গোঁজ দেওয়া, তাড়াতাড়ি পাকাইবার জন্য)। **মুখ গোঁজ করা**—অপ্রসন্নতা হেতু চুপচাপ ও হেটমুখ।

গোঁজা—গুঁজিয়া দেওয়া, প্রবেশ করান। **গোঁজা দেওয়া**—খুঁচি দেওয়া ; হিসাবে অপ্রকৃত খরচ দেখানো। **গোঁজামিল**—এরূপ গোঁজা দিয়া জমা-খরচের মিল দেখানো ; ফাঁকি (গোঁজামিল ধরা পড়েছে)।

গোঁড়—(সং গোণ্ড) পিণ্ডাকার উচ্চ নাভি। **গোঁড়া**—গোঁড়াযুক্ত (গোঁড়া নেবু)।

গোঁড়া—যে প্রচলিত মত-বিশ্বাস হইতে বিচলিত

হইতে অনিচ্ছুক; অন্ধবিশ্বাসী. orthodox; প্রবল অনুরাগী। **গোঁড়ামি**—অন্ধবিশ্বাস, মতে অনড় ভাব; কোন মত-বিশ্বাস সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি।

গোঁৎ—(আঃ গো'ত'।) মাথা নীচু করিয়া হঠাৎ জলের মধ্যে প্রবেশ করার ভাব। **গোঁৎ মারা**—মাথা নীচু করিয়া হঠাৎ ডুব মারা; ঘুঁড়ির মাথা নীচু করিয়া বেগে নীচে নামা।

গোঁধলা—(প্রাচীন বাংলা) দুর্গন্ধ পচা গোবর।

গোঁপ্, গোঁফ—(সং গুম্ফ) ওষ্ঠের শক্ত রোম-রাজি; মোছ। **গোঁফে তা দেওয়া**—গোঁফ সাজানো; লাভের আশায় উৎফুল্ল হওয়া। **গোঁপ্-খেজুরে**—গোঁফের উপরে যে খেজুর পড়িয়া আছে তাহা তুলিয়া মুখে দিতেও কুণ্ঠিত, অত্যন্ত অলস।

গোঁয়ানো—অতিবাহিত করা (কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু—বিদ্যাপতি); সঙ্গীরূপে দিন যাপন করা, বনিবনাও হওয়া (তার সঙ্গে গোঁয়ানো দায়)।

গোঁয়ার—(হি. গমার—গ্রাম্য) অমার্জিত; কাণ্ডজ্ঞানহীন; যে গোঁ-র বশে চলে; জেদী; দুঃসাহসিক (গায়ে জোর নেই গোঁয়ার বড়); গ্রাম্য, বর্বর। স্ত্রী. গোঁয়ারী, গোঁয়ারিণী। **গোঁয়ারগোবিন্দ**—মূর্খ ও দুঃসাহসিক। **গোঁয়ার্তুমি**—কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্ম, হঠকারিতা।

গোঁয়ারা, গোমরা—(ফা. গহ্‌বারা—দোলা) কারবালার শহীদ হোসেন প্রভৃতির শবাধারের প্রতীক; মহরমের (মোহররমের) শোভাযাত্রা।

গোঁষা, গোঁসা—(আ. গু'স্‌'স'। ক্রোধ) অভিমান, বেজারভাব, অপ্রসন্নতা (অত গোঁসা কেন?)। [পূর্ববঙ্গে গোশ্‌শা—ক্রোধ, ক্রুদ্ধ (সাহেব গোশ্‌শা অইছেন)]। **গোঁসা-ঘর**—ক্রোধাগার দ্রঃ

গোঁসাই, গোসাঞি—(গোস্বামী) প্রভু; ঈশ্বর; ব্রাহ্মণ; পূজনীয়; স্বামী; বৈষ্ণব; গুরুদেব; উপাধি। **জাত-গোঁসাই**—জন্মসূত্রে ও ব্যবসায়-সূত্রে গোঁসাই, কিন্তু চরিত্রে নহে। স্ত্রী. গোঁসাইনী (বর্তমানে মা-গোঁসাই)। **গোঁসাই-গোবিন্দ মানুষ**—সাধু ও নির্বিরোধী।

গোঁহাই—গোঁসাই-এর অসমীয়া রূপ; রাজ-প্রতিনিধি স্থানীয়।

গোকবল—গোগ্রাস, প্রায়শ্চিত্তান্তে গরুকে যে তৃণ কবল দেওয়া হয়।

গোকর্ণ—গরুর কর্ণের মত কর্ণ যাহার, অশ্বতর; গোকর্ণের আকৃতির; হাতের তেলোর মধ্যভাগ; গণ্ডূষ; কাশীর শিবলিঙ্গ বিশেষ।

গোকলব্রত—যে ব্রতে গরুকে ঘাস খাওয়ানো ও পূজা করা হয়।

গোকুল—গরুর পাল; গোষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলাস্থল। **গোকুলপতি**—শ্রীকৃষ্ণ। **গোকুলের ষাঁড়**—যথেচ্ছাচারী; যাহার অনিষ্টাচারে বাধা দিবার কেহ নাই।

গোকৃত—গোময়। **গোক্ষীর**—গরুর দুধ।

গোক্ষুর, গোখুর—কাঁটাগাছ বিশেষ; গোরুর ক্ষুর; গোখ্‌রা সাপ। **গোক্ষুরা, গোখ্‌রো**—গোখুরা সাপ, ফণার উপরে গরুর ক্ষুরের মত চিহ্ন আছে বলিয়া এই নাম।

গোক্ষুরী, গোখুরি, গোখরি—কর্ণাভরণ বিশেষ।

গোখরি, গোখরু—হাতের গহনা বিশেষ।

গোখাদক—গো-মাংসভোজী। **গোগৃহ**—গোয়াল; বাথান।

গোগোল—গুহ্যদ্বারের রোগ বিশেষ। **গুয়ের গোগ্‌লা**—অতি শিশু।

গোগ্রন্থি—ঘুঁটে; গোশালা। **গোগ্রহ**—গো-হরণ। **গোগ্রাস**—গো-কবল, প্রায়শ্চিত্তে গরুকে যে মন্ত্রপূত তৃণ দেওয়া হয়; হাতে না উঠাইয়া গরুর মত মুখ দিয়া খাওয়া ও চর্বণ না করিয়া গলাধঃকরণ করা; তাড়াতাড়ি বেশী খাদ্য মুখে পোরা ও গিলিয়া ফেলা। **গোঘাতক**—যে গোহত্যা করে। **গোঘৃত**—গাওয়া ঘি। **গোঘ্ন**—গোহত্যাকারী; অতিথি (অতিথিকে প্রাচীনকালে গোবধ করিয়া আপ্যায়িত করা হইত)।

গোঙা, গোঙ্গা—যে কথা বলতে পারে না, গোঁ গোঁ করে মাত্র; বোবা।

গোঙানো—গোঁয়ানো দ্রঃ। **গোঙার**—গোঁয়ার দ্রঃ।

গোঙ্গানো, গোঙানো—গোঁ গোঁ শব্দ করা, কণ্ঠ রোধ হইলে যেরূপ শব্দ করা হয়;

সাধারণতঃ অচৈতন্ত অবস্থায় অব্যক্ত কাতরুক্তি। বি. গোঙ্গানি। বিণ. গোঙ্গানিয়া, গোঙ্গানে।.

গোচ—গোছ দ্রঃ।

গোচন্দন—গো-রোচনা।

গোচর—(ইন্দ্রিয়গণ যেখানে বিচরণ করে) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত (জ্ঞান-গোচর; কর্ণ-গোচর); প্রত্যক্ষ, সমীপ, অবগতি (রাজার গোচরে আনা হইল); গোচারণ-ক্ষেত্র।

গোচর্ম—গরুর চামড়া। **গোচারক**—রাখাল। **গোচারণ**—গরু চরানো। **গোচারী**—রাখাল। **গো-চিকিৎসক**—গরুর চিকিৎসক।

গোচ্চার—গুচ্চার দ্রঃ।

গোছ—গুচ্ছ, আঁটি, গোছা; সুশৃঙ্খল (জিনিষ-পত্র গোছ করে রাখা); ধরণ, রকম (ভদ্র-গোছের, মোটা গোছের); পায়ের গোড়ালির উপরিভাগ (কোন কোন অঞ্চলে গোছা বলে)। **গোছা**—গোছ, সমষ্টি (পৈতার গোছা, চাবির গোছা)।

গোছানো—গুছানো দ্রঃ।

গোছাল—গরুর চামড়া।

গোছালো—সুশৃঙ্খল, এলোমেলো নহে। **গোছালো লোক**—হিসাবী, চারিদিকে যার দৃষ্টি আছে। **গোছালো সংসার**—অপব্যয়-রহিত ও শৃঙ্খলাযুক্ত সংসার।

গোজাতি—গরু, মহিষ, গয়াল প্রভৃতি।

গোট—স্ত্রীলোকের কটিভূষণ বিশেষ; আস্ত। **গোট-গোট**—একের পর এক, অবিজড়িত (কথাগুলি গোট-গোট করিয়া বলিয়া গেল)।

গোট,-ঠ—গোষ্ঠ, গোশালা।

গোটা—আস্ত, একটা (গোটা মসুরের ডাল; গোটা ফল); প্রায়, কাছাকাছি (গোটা পাঁচেক; গোটা দুই-তিন; গোটা কতক)। **গোটা গোটা**—আস্ত আস্ত; অবিজড়িত। **গোটাসিদ্ধ**—আস্ত সিম, বেগুন ইত্যাদি সিদ্ধ (ভোগ বিশেষ)। **একগোটা**—একটা। **গোটে গোটে**—এক এক করিয়া।

গোটা—জরির ফিতা (গোটাদার—জরির ফিতা বসানো); ঢেঁকিতে কোটা সরিষা, ধনিয়া, জিরা ইত্যাদি ভাজা মশলার চূর্ণ; ফল (গাছের গোটা)।

গোটিক—গুটিক দ্রঃ।

গোড়—গোড়া, মূল (মানের গোড়ে ছাই)। **গোড়মুড়া**—গোড়ালি।

গোড়া—মূল, শিকড় (গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা); মূল কারণ (নষ্টের গোড়া); ভিত্তি, সূচনা (গোড়া পত্তন; গোড়ায় সে মত দিয়েছিল)। **গোড়াগুড়ি**—প্রথম হইতে। **গোড়া-ঘেঁষা**—গোড়ার অতি নিকটে (গোড়া-ঘেঁষা কোপ)। **গোড়ে গোড় দেওয়া**—পায়ে পায়ে চলা; মতে মত দেওয়া। **আগাগোড়া**—প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত। **গোড়ায় গলদ**—মূলেই ভুল; সূচনাতেই ত্রুটি। **গোড়ানো**—পিছনে পিছনে যাওয়া (প্রাচীন বাংলা)।

গোড়ালি—পাদমূল, গোড়মুড়া, গুল্ফ।

গোডিম—(গুডিম) প্রথম অবস্থায় পক্ষি-শাবকের পেটের ভিতরে যে অণ্ডাকৃতি মল থাকে। গোডিম-ওয়ালা ছেলে, গুডিম ভাঙে নাই—অতি অল্প বয়স্কের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে বলা হয়।

গোড়ে—গড়িয়া দ্রঃ।

গোড়েন—গড়ানিয়া, ঢালু।

গোণা, গোনা—গণিত, নির্দিষ্ট। **গোনা-কড়ি**—হিসাব করা টাকা। **গোনাগাঁথা**—যাহা গোনা হইয়াছে ও পৃথক পৃথক সাজানো হইয়াছে। **আঙুলে গোনা যায়**—অতি অল্পসংখ্যক।

গোণী—বস্তা, থালয়া, চট; পরিমাণ বিশেষ।

গোণ্ড—স্থূল উঁচুনাভি-যুক্ত; গোঁড়; বিন্ধ্য অঞ্চলের আদিম জাতি বিশেষ।

গোতম, গৌতম—ন্যায়-দর্শন প্রণেতা; গৌতম বুদ্ধ।

গোতা—(আ, গো'তা') মাথা নিচু করিয়া জলের মধ্যে প্রবেশ। **গোতামারা, গোতা-খাওয়া**—ঐ ভাবে জলে ডুব মারা, ঘুঁড়ির মাথা নিচু করিয়া নীচে নামিয়া আসা (পূর্ববঙ্গে 'গোত্তা খাওয়া' বলে)। গোঁৎ দ্রঃ।

গোতীর্থ—গো-শালা, প্রয়াগের তীর্থ বিশেষ।

গোত্র—কুল, বংশ, বংশের আদি পুরুষ; (শাণ্ডিল্যাদি চব্বিশ জন মুনি, ব্রাহ্মণদিগের

আদি পুরুষ; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রাদির গোত্র গুরুর গোত্র অনুসারে নির্দিষ্ট); পর্বত, ছত্র, ক্ষেত্র। **গোত্রজ**—সগোত্র। **গোত্রধর**—বংশধর। **গোত্রপট**—বংশের পূর্বপুরুষদিগের নামের তালিকা, genealogical table; **গোত্রপ্রবর**—গোত্রের প্রবর্তক। **গোত্ররিক্‌থ**—পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। **গোত্রভিদ্**—পর্বতের পক্ষচ্ছেদনকারী, ইন্দ্র।

গোদ—পা ফুলা রোগ বিশেষ, শ্লীপদ; elephantiasis। **গোদের গোঁজ**—গোদের উপরে উৎপন্ন বীজের মত মাংসপিণ্ড। **গোদের উপর বিষফোড়া**—এক যন্ত্রণার উপরে অন্য যন্ত্রণা।

গোদ—(হি. গোদ) কোল, lap (প্রাদেশিক)।

গোদড়া—গুদড়া দ্রঃ; খুব মোটা কাপড়; অত্যন্ত স্থূল।

গোদন্ত—গরুর দাঁত; হরিতাল।

গোদা—গোদযুক্ত, শ্লীপদী; মোটা, স্থূল (গোদা জাম); বানরের দলপতি; দলপতি (পালের গোদা); যে জলদান করে, নদী (গোদাবরী)।

গোদাগা—গো-চিকিৎসক বিশেষ; ইহারা লোহা পোড়াইয়া দাগ দিয়া গরুর চিকিৎসা করে।

গোদান—গরুদানরূপ পুণ্যকর্ম; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কেশচ্ছেদন রূপ সংস্কার (গো—কেশ)।

গোদানি—উল্কি। গোদানী—যে ছুঁচ দিয়া উল্কি পরানো হয়।

গোদাবরী—[গোদা (নদী)+বর—নদীশ্রেষ্ঠ]; দাক্ষিণাত্যের সুপরিচিত নদী।

গোদারণ—ভূমি বিদারক কুড়াল বা লাঙ্গল। গোদুহ—দোয়াল; গোপ। **গোদোহ, গোদোহন**—গাভী দোহন। **গোদোহনী**—দুগ্ধ দোহনের পাত্র, দুধের কেঁড়ে। **গোদ্রব**—চনা। **গোধন**—গৃহস্থের-গরু বাছুর। **গোধর**—ভূধর।

গোধা—বাম হস্তের চর্মাবরণ, ধনুকধারীরা ব্যবহার করিত। **গোধাঙ্গুলিত্র**—গোসাপের চামড়ায় তৈরী যোদ্ধার ব্যবহার্য দস্তানা।

গোধা, গোধিকা—গোসাপ; কুমীর। **গৃহগোধা**—জেঠী। **তৃণগোধা**—গিরগিটি।

গোধূম, ধূম—গম। **গোধূম চূর্ণ**—ময়দা; আটা। **গোধূম-সার**—গমের পালো।

গোধূলি,-ধুলি—(যে সময়ে গরু ধূলি উড়াইয়া গোষ্ঠে ফিরে, সূর্যের অস্তগমন কাল (আকাশ যখন আবীরে ভরিল অথচ তারকা নাই, মেঠো পথ দিয়া ধূলি উড়াইয়া চলিল পাটল গাই—করুণানিধান)। **গোধূলি লগ্ন**—বিবাহের প্রশস্ত লগ্ন।

গোধেনু—দুগ্ধবতী গাভী।

গোধ্র—পর্বত।

গোনর্দ—(জলে শব্দকারী) সারস পক্ষী; ময়ূর।

গোনস, গোনাস—বোড়া সাপ।

গোনা—(ফা. গুনাহ্) পাপ, অপরাধ। **গোনাখাতা**—ত্রুটি; বিচ্যুতি। **গোনাগার**—পাপী। **গোনাগারী**—(গুণাগারী দ্রঃ) ক্ষতি; আক্কেল সেলামী।

গোনাথ—ষাঁড়; রাখাল; শ্রীকৃষ্ণ।

গোপ—ভূপাল, রাজা; গোয়ালা জাতি, স্ত্রী. গোপী। **গোপীবল্লভ**—শ্রীকৃষ্ণ।

গোপ—(গুপ্—রক্ষা করা) প্রাচীন ভারতের রাজকর্মচারী বিশেষ, গ্রামের আয়ব্যয়, জন্মমৃত্যু,-চাষ, ব্যবসায়, ভূমিকর ইত্যাদির হিসাব রক্ষার ভার ইহাদের উপরে থাকিত।

গোপক—রক্ষক; গোপনকারী। স্ত্রী. গোপিকা।

গোপতি—বৃষ; ভূপতি; ইন্দ্র; সূর্য; বিষ্ণু; শিব।

গোপথ—গরুর চলাচলের দ্বারা প্রস্তুত পথ; গো-হালট।

গোপন—গুপ্ত, অপ্রকাশিত (গোপন কথা); লুকানো, লুক্কায়িত ভাব, (গোপন রাখা; গোপনে বলা)। **গোপনীয়**—অপ্রকাশ্য।

গোপহার—গুম্ফাকৃতি হার বিশেষ।

গোপানসী—ঘরের বাঁকা পাইড় অথবা চালের বাতা (বাংলা-ঘরের পাইড়?); গোপানসীর মত বক্র মেরুদণ্ড।

গোপায়িত—লুক্কায়িত; রক্ষিত। বি. গোপায়ন—গোপনে রক্ষণ; ত্রাণ।

গোপাল—রাখাল; গোয়াল; রাজা; শ্রীকৃষ্ণ; জননীর স্নেহপাত্র; আদুরে ছেলে। স্ত্রী. গোপালিকা; গোপালী—গোপী।

গোপালচম্পু—গোপলীলা বিষয়ক সংস্কৃত কাব্য)। **গোপালধানী**—গোষ্ঠ।
গোপিত—রক্ষিত।
গো-পিত্ত—গোরোচনা।
গোপিনী, গোপী, গোপিকা—গোপনারী। **গোপীচন্দন**—বৃন্দাবনে কৃষ্ণের রাসলীলা স্থলের ঈষৎ পীত মৃত্তিকা, বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার্য তিলক মাটি। **গোপীজনবল্লভ,-নাথ,-মোহন**—শ্রীকৃষ্ণ।
গোপীযন্ত্র—বাউলদিগের ব্যবহার্য একতারা।
গোপুচ্ছ—গরুর লেজ; হার বিশেষ; হনুমান।
গোপুর—নগর-দ্বার; তোরণ।
গোপুরীষ—গোময়। **গোপেন্দ্র, গোপেশ**—নন্দ; শ্রীকৃষ্ণ।
গোপ্তব্য—গোপন করিবার যোগ্য; রক্ষা করিবার যোগ্য। **গোপ্তা**—পালয়িতা; রক্ষাকর্তা। স্ত্রী. গোপ্ত্রী।
গোপ্তা—গোতা (**গোপ্তামারা**—ঘুঁড়ির গোতা খাওয়া)।
গোপ্য—গোপনযোগ্য; রক্ষণীয়; পালনীয়; দাসীপুত্র।
গোপ্রচার—গোচারণের স্থান। **গোপ্রতর, -তার**—গরু যে ঘাটে পার হয়। **গোপ্রদ**—গরু অথবা ভূমি প্রদানকারী। **গোপ্রবেশ**—গরুর গোষ্ঠে প্রবেশের কাল, গোধুলি।
গোফা—(সং গুহা) গুহা; গহ্বর; সাধন ভজনের নির্জন স্থান।
গোব্‌দা—স্থূল; মোটা; মোটা ও অকর্মণ্য (গোব্‌দা পা; গোব্‌দা ছুরি)।
গোবধ—গোহত্যা। **গোবধী**—গোবধকারী।
গোবর—গোময়। **গোবরগণেশ**—স্থূলবুদ্ধি অকর্মণ্য। **গোবরগাদা**—গোবরের স্তূপ, স্থূলদেহ ও অকর্মণ্য। **গোবরে পদ্ম ফোটা**—অতি সাধারণ লোকের সুসন্তান লাভ সম্বন্ধে বলা হয়। **গোবর-ছড়া**—গোবর-গোলা জল ছড়াইয়া দেওয়া, অপবিত্রতা দূর করার উদ্দেশ্যে। **গোবর দেওয়া**—গোবর-ছড়া; গোবর দিয়া নিকানো। **গোবরভরা মাথা**—স্থূলবুদ্ধি। **ষাঁড়ের গোবর**—ষাঁড়ের গোবর শোধনাদি কার্যে ব্যবহৃত হয় না, তাহা হইতে, 'অকেজো' 'নিগুর্ণ', worthless।
গোবরাট—চৌকাঠের নীচের কাঠ sill।
গোবরানো—গোবর দেওয়ার মত লেপা, অর্থাৎ স্পষ্টতা-বর্জিত লেখা। **গোবরিয়া-পোকা, গুবরেপোকা**—কালো, স্থূল কীট বিশেষ, beetle.
গোবর্ধন—বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ পর্বত। **গোবর্ধনধারী**—শ্রীকৃষ্ণ (ইন্দ্র প্রচুর বারিপাতের দ্বারা বৃন্দাবনবাসীদের জব্দ করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ও ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন)।
গোবশা—বন্ধ্যা গাভী।
গোবাঘা—যে বাঘ সাধারণতঃ গরু শিকার করে।
গোবাট—গোশালা। **গোবালি**—গরুর লেজের চুল। **গোবাস**—গোশালা। **গোবিট**—গোবর।
গোবিন্দ—বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ (যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব-কিছু জানেন)। **গোবিন্দ দ্বাদশী**—বৈষ্ণবদের বিশিষ্ট পুণ্যতিথি বিশেষ, পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুন শুক্লা দ্বাদশী।
গোবিষাণ—গরুর শিঙ্‌। **গোবিষাণ ন্যায়**—দুরন্ত গরুর যেমন প্রথমে একটি শিঙ্‌ ধরিয়া পরে অপর শিঙ্‌টি ধরিতে হয়, সেইরূপ।
গোবেচারা—নিরীহ, নির্বিরোধ, নির্বোধ।
গেবেড়েন—অপেক্ষাকৃত অসহায় ব্যক্তিকে নির্দয় প্রহার দান।
গোবৈদ্য—গো-চিকিৎসক।
গোব্রজ—গোষ্ঠ। **গোভাগাড়**—যেখানে মরা গরু ফেলা হয়। **গোভঙ্গিমা**—মুখভঙ্গি।
গোভৃৎ—পর্বত। **গোমক্ষিকা**—কুকুরে মাছি, ডাঁশ।
গোমড়ক—গরুর মহামারী। গো-মড়কে মুচির পার্বণ—কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ।
গোমতী—নদী বিশেষ (যাহার তীরে বহু গরু চরে)।
গোমধ্য,-মধ্যা—সিংহের মত ক্ষীণ-কটি-বিশিষ্টা (গো=সিংহ)।
গোমন্ত—পৌরাণিক পর্বত বিশেষ, এখানে জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হইয়াছিল।
গোময়—গোবর। **গোময়চ্ছত্র**—বেঙের ছাতা।
গোমরাহ, গমরাহ—(ফা. গুমরাহ্‌) পথ-

ভ্রান্ত, বিপথ-গামী, সত্যাসত্য বিষয়ে অজ্ঞাত। বি. গুমরাহি– বিপথ, সত্যাসত্য সম্বন্ধে

গোম্‌সা—(গুমসা দ্রঃ) অপ্রফুল্ল, মেঘাচ্ছন্ন বা গম্ভীর (গোম্‌সা-মুখ)।

গোমসূরিকা– গো-বসন্ত। **গোমসূর্যাধান**—টীকা দেওয়া, vaccination। **গোমসূর্যাহিত**—যাহাকে টীকা দেওয়া হইয়াছে, vaccinated.

গোমাংস—গরুর মাংস। **ক অক্ষর গোমাংস**—ক দ্রঃ।

গোমাতা—গাভী (যে মায়ের মত উপকার করে); সুরভি।

গোমান—বহু গোধন অথবা ভূসম্পত্তির মালিক; চক্ষুষ্মান; কিরণ বিশিষ্ট।

গোমায়ু—শৃগাল।

গোমাস্তা, গোমস্তা—(ফা. গুমাশ্‌তা) খাজনা আদায়কারী, তহশীলদার, হিসাব-রক্ষক।

গোমুখ—যাহার মুখ গরুর মুখের মত; কুমীর; সিংহ, আসন বিশেষ।

গোমুখী—গো মুখাকৃতি প্রসিদ্ধ পর্বত-গহ্বর, যাহার ভিতর দিয়া গঙ্গা বাহির হইয়া আসিয়াছে।

গোমূত্র—চোনা। গোমূত্রিকা—চিত্রকাব্য বিশেষ।

গোমূর্খ—অতিশয় মূর্খ (কথ্য—গোমুখ্‌খু)।

গোমেদ—পীতবর্ণ মণি বিশেষ, ইহার দ্বারা চক্ষুর স্নিগ্ধতা সাধন হয়।

গোমেধ—যে যজ্ঞে গরু বলি দেওয়া হইত।

গোযান—গরুরগাড়ী। **গোয়াল**—গোপ; গোশালা। **গোয়ালা**—গোপ, আভীর। স্ত্রী. গোয়ালিনী, গয়লানী। **নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ**—গোয়ালা হইলেও দুধ খায় না, নামে আছে, কাজে নয়।

গোয়েন্দা—(ফা. গোইয়ান্দা) যে গুপ্তভাবে সন্ধান নেয়, গুপ্তচর, spy, detective। বি. গোয়েন্দাগিরি।

গোর—(ফা. গোর) কবর, সমাধি, grave। **গোর দেওয়া**—কবর দেওয়া; চিরদিনের জন্য বিসর্জন দেওয়া বা নষ্ট করা (এতদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার গোর দেওয়া হইল)। **গোর আজাব**—পাপের জন্য ফেরেশ্‌তাদের হাতে গোরে যে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

গোরস্থান, **গোরোস্থান**—কবরগাহ্‌, যে স্থানে বহু মৃতের কবর দেওয়া হয়। **গোরের বাতি**—অন্ধকার গোরে প্রদীপ স্বরূপ (পুণ্য-কর্ম অথবা মহাপুরুষের আশীর্বাদ সম্বন্ধে বলা হয়)।

গোরক্ষ, গোরক্ষক—রাখাল, পশু-পালক। বি. গোরক্ষা। গোরথ—গরুর গাড়ী। গোরশুনা—দুর্গন্ধ ঘাস বিশেষ। **গোরস**—গোদুগ্ধ। **গোরসজ**—ঘোল।

গোরা—গৌরবর্ণ; ফরসা; গোরা সৈন্য (কালা-গোরার লড়াই—সিপাহী-বিদ্রোহ); চৈতন্য-দেব (গৌরচন্দ্র, গৌরচাঁদ)। **গোরার বাদ্য**—গোরা সৈন্যদের বাদ্য, যুদ্ধের বাজনা।

গোরি,-রী—গৌরবর্ণা; সুন্দরী (গোরোচনা গোরী নবীন কিশোরী—চণ্ডীদাস)।

গোরুত—গরুর ডাক; গরুর ডাক যতদূর পর্যন্ত শুনা যায় ততদূর, দুইক্রোশ পরিমাণ।

গোরোচনা—গরুর পীতবর্ণ দীপ্তিমান্‌ শুষ্ক পিত্ত (গোরোচনা তিলক)। (গরুর মূত্র হইতে কৃত্রিম গোরোচনা প্রস্তুত হয়)।

গোর্দা—(ফা. গুর্দা[illegible]), বুক; সাহস, হিম্মৎ (গোর্দাপুরু লো[illegible]- সাহসী)।

গোল—গোলাকার ভাঁটা; খেলিবার গেঁদ; গণ্ডগোল। [illegible]র; জটিলতা (মনের গোল)। (আঃ গু'ল্‌) উচ্চ শব্দ; গোলমাল। **গোলে হরিবোল দেওয়া**—আর দশজনের সুরে সুর মিলানো; শৃঙ্খলাহীনতায় যোগ দেওয়া। **হট্টগোল**—হাটের গোলমাল, শৃঙ্খলার একান্ত অভাব ও চেঁচামেচি। **গোল-আলু**—সুপরিচিত আলু। **গোলগাল**—দেখিতে কতকটা গোলাকার।

গোলক—গোলাকার বস্তু, ভাঁটা, বল। **গোলক-ধাঁধা**—যে বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকিলে বাহির হইয়া আসার পথ পাওয়া যায় না, কেবলই ঘুরপাক খাইতে হয়, Labyrinth (সংসারের গোলক-ধাঁধা)।

গোলক—বৈকুণ্ঠ, গোলক (গোলকবিহারী); বিধবার জারজ পুত্র। **গোলক-ধাম**—খেলা বিশেষ।

গোলকুণ্ডা—হীরকের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান।

গোলদার—গোলার মালিক, আড়তদার। বি. গোলদারি।

গোলন্দাজ—যে সব সৈন্য কামান দাগিয়া গোলা নিক্ষেপ করে। **গোলন্দাজি**—গোলন্দাজের কার্য।

গোলপাতা—সরু পাতাযুক্ত গাছ বিশেষ, ইহার পাতায় ছাতা তৈরি, ঘরের চাল ছাওয়া ইত্যাদিও হয়।

গোলমরিচ—রন্ধনের সুপরিচিত উপকরণ, black-pepper।

গোলমাল—গণ্ডগোল, বহুজনের মিলিত অপেক্ষাকৃত উচ্চশব্দ; বিশৃঙ্খল, জটিল (গোলমেলে ব্যাপার)। **আকাশের গোলমাল**—ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা। **পেটের গোলমাল**—অজীর্ণতা। **গোলযোগ**—গোলমাল, গণ্ডগোল; জটিল পরিস্থিতি; বিঘ্ন।

গোলা—(আ. গ'ল্লা—শস্য) ধানের মরাই; আড়ত; গঞ্জ। **গোলাঘর**—ধান যেখানে মজুত করিয়া রাখা হয়। **গোলাজাত**—গোলাঘরে রক্ষিত; গুদামজাত। **গোলাবাড়ী**—মরাইয়ের স্থান; খামার।

গোলা—মিশ্রিত বা তরল করা; যাহা গোলানো অর্থাৎ তরল করা হইয়াছে (পিঠার গোলা, সিদ্ধি গোলা, গোবর গোলা)। **গোলা হাঁড়ী**—গোবর মাটি গোলাইবার হাঁড়ী।

গোলা—(আ. গো'ল) অশিক্ষিত, সাধারণ (গোলা লোক; গোলা পায়রা)।

গোলা—কন্দুক, বল; কামানের গোলা। **গোলাগুলি**—সক্রিয় কামান বন্দুক (গোলাগুলির সামনে কি মরতে যাবে?)। **গোলাখেলা**—গোলো খেলা। **গোলাগ্নি চূর্ণ**—বারুদ।

গোলাপ,-ব—(ফা. গুলাব—গোলাপজল) গোলাপ ফুল; গোলাপ জল (আতর গোলাপ)। **গোলাপজাম**—ঈষৎ সুগন্ধযুক্ত ফল বিশেষ। **গোলাপ-পাশ**—রৌপ্য, হস্তীদন্ত ইত্যাদি নির্মিত আধার বিশেষ, যাহা দিয়া গোলাপজল ছিটানো হয়। **গোলাপফুল**—সখীত্ব-সূচক সম্বন্ধ। **গোলাপী,-বী**—গোলাপ-গন্ধযুক্ত, গোলাপী রঙ্। **গোলাপীনেশা**—অল্প নেশা।

গোলাম—(আ. গু'লাম) ক্রীতদাস, কিঙ্কর; একান্ত অনুগত (হুজুরের খেদমতে এ গোলাম সর্বদাই হাজির)। **গোলামখানা**—ক্রীতদাসের বাসস্থান বা আড্ডা; যে সব প্রতিষ্ঠানে দাস-মনোভাবের সৃষ্টি হয়। **গোলাম-গর্দিশ**—গোলামদিগের বিশ্রাম-স্থান। **গোলামঘণ্ট**—পাঁচ-মিশালি তরকারীর ঘণ্ট। **গোলামচোর**—তাসখেলার ধরণ বিশেষ। বি গোলামি—দাসত্ব, আজ্ঞাবহত্ব; চাকরি (বিদ্রূপে)।

গোলাল—প্রায় গোলাকার।

গোলেস্তাঁ—(ফা গুলিস্তাঁ) শেখ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থ (গোলেস্তা বোস্তা শেষ করেছিল)।

গোলোক—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম, বৈকুণ্ঠেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত ধাম। **গোলোকবিহারী**—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু।

গোল্লা—গোলাকার মিষ্টান্ন (কাঁচাগোল্লা—নরম পাকের সন্দেশ বিশেষ, রসগোল্লা—রসে পাক করা ছানার মিষ্টান্ন বিশেষ); গোলাকার ও বড় (চোখ গোল্লা গোল্লা করা); শূন্য, অধঃপাত (পরীক্ষায় গোল্লা পাকানো; গোল্লায় যাও)। **ছেলেটা গোল্লায় গেছে**—তাহার নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে। **গোল্লাছুট**—(গোলাকার স্থান হইতে ছুটিয়া যাওয়া) খেলা-বিশেষ।

গো-শাল—গোয়াল। **গোশীর্ষ**—গরুর মাথা; পদ্মগন্ধি চন্দন বিশেষ; অস্ত্র বিশেষ। **গোশৃঙ্গ**—গরুর শিঙ্; গরুর শিঙে নির্মিত ছিদ্রযুক্ত রণবাদ্য বিশেষ। **গোষ্ঠ**—যেখানে গরু থাকে; গোচারণ মাঠ; মিলন স্থান; সভা; জোট। **গোষ্ঠলীলা**—বৃন্দাবনক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-লীলা। **গোষ্ঠেশূর**—ভীরু। **গোষ্ঠাগার**—সম্মিলন-ক্ষেত্র। **গোষ্ঠাধ্যক্ষ**—সভার নেতা।

গোষ্ঠি, গোষ্ঠী—সভা; সমাজ (সন্ন্যাসী গোষ্ঠী); দল (ভক্তগোষ্ঠী); পরিবারবর্গ; বংশ; জ্ঞাতি; পোষ্যবর্গ। **গোষ্ঠীপতি**—সমাজ-পতি; পরিবারের প্রধান। **গোষ্ঠীবর্গ**—পরিজন; বংশাবলী।

গোষ্পদ—যেখানে গরু চলাফেরা করে; গরুর ক্ষুরের দ্বারা চিহ্নিত স্থান; সেই স্থানে যে জলটুকু ধরে (সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ)।

গোসংখ্য—গো-পালক; যে গরুর হিসাব রাখে।

গোসর্প—গোসাপ। **গোসর্পিকা**—স্বৈরিণী।

গোসল, গোছল—(আ. গু'সল্) স্নান। **গোসলখানা**—স্নানাগার। **গোছল**

দেওয়া—সমাহিত করিবার পূর্বে মৃতদেহ বিধি-বদ্ধভাবে ধৌত করা।

গোসা—গোঁষা দ্রঃ।

গোসাপ—(সং গোসর্প) গোধিকা। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গুইসাপ, গুইল, গুই-ঘড়েল ইত্যাদি নামে পরিচিত)।

গোস্ত, গোশ্‌ত্—(ফা. গোশ্‌ত্) মাংস। **গোশ্‌ত-খোর**—মাংস যাহার প্রিয় খাদ্য। (বাংলায় গ্রাম্য উচ্চারণ গোঁস্তো, গোস; প্রচলিত উচ্চারণ—গোশ্‌তো)।

গোস্তন—গাভীর স্তন বা পালান; চার নর হার। **গোস্তনী**—আঙ্গুর; মনাক্কা।

গোস্তাকি,-খি—(ফা. গুস্‌তাখি) বেয়াদবি, অবিনয়, ঔদ্ধত্য (শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখির—নজরুল; গোস্তাখি মাফ হো)।

গোস্বামী—(ইন্দ্রিয়ের উপরে যাহার প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে) বৈষ্ণব যতি ও ভক্তশ্রেষ্ঠদের উপাধি বিশেষ; জগৎ-পতি; ইন্দ্র।

গোহত্যা—গোবধ। **গোহাইল, গোহাল**—গোয়াল। **গোহাড়**—গরুর হাড়।

গোহারি, গোহরি—আবেদন; নালিশ, অনুনয়-বিনয় (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

গোহালট—গরুর চলাচলের ফলে সৃষ্ট অপেক্ষা-কৃত অপ্রশস্ত পথ।

গোহ্য—গুহ্য, গোপনীয়; আচ্ছাদনযোগ্য।

গৌড়—বাংলার প্রাচীন নাম (গুড় হইতে; বাংলাদেশ গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল)। **পঞ্চ-গৌড়**—প্রাচীন বাংলার পাঁচ বিভাগ (বরেন্দ্র, বঙ্গ, মিথিলা, রাঢ়, বকদ্বীপ)। **গৌড়ী**—গুড় দ্বারা প্রস্তুত সুরা বিশেষ, সংস্কৃত কাব্য-রীতি বিশেষ। **গৌড়ীয়**—বঙ্গদেশীয় (গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম); গৌড়ে প্রচলিত (গৌড়ীয় ভাষা)।

গৌণ—অপ্রধান (মুখ্য নহে গৌণ); দেরী (অগৌণে—শীঘ্র)। **গৌণচান্দ্রমাস** কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত কাল।

গৌণিক—গুণজ্ঞ। **গৌণীবৃত্তি**—মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া গৌণ কষ্ট-কল্পিত অর্থ-অনুযায়ী ব্যাখ্যা।

গৌতম—ঋষি বিশেষ; ন্যায়দর্শনকার; বুদ্ধ; স্ত্রী. গৌতমী।

গৌর—গৌরবর্ণযুক্ত, পীত। **গৌরচন্দ্র**—চৈতন্যদেব। **গৌর সর্ষপ**—সাদা সরিষা, রাই সরিষা। স্ত্রী, গৌরী।

গৌরচন্দ্রিকা—কীর্তনের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রের স্তুতি; তাহা হইতে, ভূমিকা।

গৌরব—গুরুত্ব; স্থূলতা; মর্যাদা; মহিমা; উৎকর্ষ (অর্থগৌরব, কুলগৌরব); গর্বের সামগ্রী (জাতির গৌরব)। **গৌরব করা**—গর্ব করা। **গৌরবান্বিত**—সম্মানিত। **গৌরবিত**—পূজ্য, আদৃত। স্ত্রী গৌরবিণী।

গৌরাঙ্গ—চৈতন্যদেব; গৌরবর্ণ।

গৌরাস্য—দেহ কৃষ্ণবর্ণ, মুখ সাদা এই শ্রেণীর বানর।

গৌরী—গৌরবর্ণা; পার্বতী; বার বৎসর যাহার বয়স হয় নাই এমন কুমারী; (তাহা হইতে 'গৌরীদান', 'গৌরীকাল') বসুন্ধরা; হরিদ্রা; গো-রোচনা। **গৌরীশঙ্কর**—হর-পার্বতী; হিমালয়ের চূড়া বিশেষ।

গৌল্মিক—গুল্মের অর্থাৎ ছোট সেনাদলের নায়ক।

গ্যালি—(ইং galley) গেলি দ্রঃ।

গ্যাস (ইং gas) বায়বীয় পদার্থ। **গ্যাসের বাতি**—যাহার ভিতরে গ্যাস আলোরূপে জ্বলে।

গ্রথিত—গাঁথা; রচিত; গুম্ফিত।

গ্রন্থ—(যাহা একসঙ্গে গাঁথা হইয়াছে অথবা সন্নি-বিষ্ট হইয়াছে); পুস্তক; পুঁথি; সন্দর্ভ। **গ্রন্থ-কর্তা**—গ্রন্থকার; লেখক; পুস্তক-রচয়িতা। **গ্রন্থকীট**—বইকাটা পোকা; কেতাব-কীট (কেতাব দ্রঃ)। **গ্রন্থকুটী**—গ্রন্থাগার, library। **গ্রন্থাগারিক**—গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ, Librarian।

গ্রন্থন—গাঁথা; রচনা; বিণ. গ্রন্থিত—রচিত; লিখিত।

গ্রন্থি—সন্ধিস্থান; গাঁট; গিরো; টাকার থলে; জটিলতা (হৃদয়-গ্রন্থি; বিষয়-গ্রন্থি); বাতরোগ। **গ্রন্থিক**—দৈবজ্ঞ; **গ্রন্থিছড়া**—গাঁটছড়া। **গ্রন্থি-বন্ধন**—গাঁটছড়া বাঁধা, বরকন্যার বস্ত্রে বন্ধন। **গ্রন্থিচ্ছেদক,-ভেদ,-ভেদক,-মোচক**—গাঁট-কাটা। **গ্রন্থিল**—গাঁটযুক্ত। **গ্রন্থিহর**—মন্ত্রী। **গ্রন্থী**—পণ্ডিত, বহুগ্রন্থ প্রণেতা। **মাংসগ্রন্থি** glands। **শিরাগ্রন্থি**—varicose veins।

গ্রসন—(গ্রস্+অনট্) গ্রাস করা; সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ। **গ্রসমান, গ্রসিষ্ণু**—যে গ্রাস করিতেছে।

গ্রস্ত—অভিভূত; আক্রান্ত; কবলিত (বিপদ-গ্রস্ত; রাহুগ্রস্ত)। **গ্রস্তোদয়**—রাহুগ্রাসের পর সূর্যের বা চন্দ্রের উদয়; (বিপরীত গ্রস্তাস্ত)।

গ্রহ—(অন্য শব্দের যোগে অর্থ প্রকাশ করে) গ্রহণ; স্বীকার; প্রাপ্তি (দারগ্রহ; ভাবগ্রহ; অনুগ্রহ; প্রতিগ্রহ ইত্যাদি)।

গ্রহ—চন্দ্রসূর্যাদি; নবগ্রহ; কুগ্রহ। **গ্রহ-ওঝা,-চিন্তক**—দৈবজ্ঞ। **গ্রহ-কোপ,-দোষ,-বিপাক,-বৈগুণ্য**—গ্রহের প্রতিকূলতা। **গ্রহপতি**—সূর্য; শনি। **গ্রহ-বিদ্যা**—জ্যোতিষ। **গ্রহবিপ্র**—দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। **গ্রহযাগ**—গ্রহদোষ নিবৃত্তির জন্য যজ্ঞ।

গ্রহণ—(গ্রহ্+অনট্) স্বীকার; অবলম্বন; ধারণ; ত্যাগ বা বর্জনের বিপরীত; বিধিবদ্ধ ভাবে স্বীকার (পাণিগ্রহণ); করগ্রহণ; ঋণ গ্রহণ; দত্তক-পুত্র গ্রহণ); সম্প্রীতি জ্ঞাপন, ভোজন (অন্নগ্রহণ; জলগ্রহণ); উপলব্ধি, সমাদর (গুণগ্রহণ); বলে আকর্ষণ (কেশগ্রহণ); রাহু-গ্রাস। বিণ, গ্রহণীয়, গ্রহণযোগ্য; স্বীকার্য। **গ্রহীতা**—দাতার বিপরীত; অধমর্ণ; স্ত্রী, গ্রহীত্রী।

গ্রহণি,-ণী—কঠিন উদরাময় বিশেষ।

গ্রাবু—তাসখেলা বিশেষ।

গ্রাম—(গম্+ঘঞ্ অথবা গ্রস্+ম) মনুষ্য-বসতি; সমূহ (গুণ-গ্রাম; ইন্দ্রিয়-গ্রাম); সুর; পর্দা (উচ্চ গ্রাম); সঙ্গীতের ত্রিবিধ স্বর বিভাগ; পাড়াগাঁ (তাহা হইতে গ্রাম্য)। **গ্রাম-কণ্টক**—গ্রামের কুলোক। **গ্রামকুক্কুট**—গৃহপালিত কুক্কুট (বিপরীত—বন-কুক্কুট)। **গ্রামগৃহ্য**—গ্রামবহির্ভূত। **গ্রামঘাত**—গ্রাম লুণ্ঠন। **গ্রামঘাতী**—গ্রামস্থিত মাংসবিক্রয়ী। **গ্রামচর্যা,-ধর্ম**—স্ত্রী-সম্ভোগ। **গ্রামজাত**—গ্রামে উৎপন্ন (ফলমূল)। **গ্রামজাল**—গ্রাম-চক্র। **গ্রামণী**—মোড়ল; নাপিত; বারনারী। **গ্রামদেবতা**—গ্রামের জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবতা। **গ্রাম-দৌত্য**—গ্রামের সংবাদ বহন। **গ্রামপাল**—মোড়ল, গ্রামরক্ষক সৈন্যদের অধ্যক্ষ। **গ্রামমৃগ,-সিংহ**—কুকুর। **গ্রাম-ভাটি,-ভেটি,-খরচা**—বিবাহ কালে বর-পক্ষের নিকট হইতে গ্রাম্যদেবতার বা গ্রামের সাধারণ ভাণ্ডারের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। **গ্রামসম্বন্ধ,-সম্পর্ক**—গ্রামে বাস হেতু সম্বন্ধ। **গণ্ডগ্রাম**—বড় গ্রাম, বহু লোকের বাস যে গ্রামে। **পল্লীগ্রাম**—পাড়াগাঁ, ছোট ছোট বসতি পূর্ণ অঞ্চল। **গ্রামান্ত**—গ্রামের প্রান্ত ভাগ। **গ্রামান্তর**—অন্য গ্রাম। **গ্রামিক**—গ্রাম্য, অশিষ্ট; গ্রামরক্ষক; গ্রামের মালিক।

গ্রামী—গ্রামের অধিপতি, মোড়ল; গ্রামবাসী।

গ্রামীণ—গ্রামবাসী; গ্রাম্য।

গ্রাম্য—গ্রামজাত: প্রাকৃত, অমার্জিত; অশ্লীল। **গ্রাম্যজীবন**—গ্রামের শান্ত ও অনাড়ম্বর জীবন। **গ্রাম্যতা**—অমার্জিত ভাব, ইতরতা; (রচনায়) অশিষ্ট প্রয়োগ, অশ্লীলতা। **গ্রাম্য-দেবতা**—গ্রামের জনসাধারণের দ্বারা পূজিত দেবতা; মোড়ল। **গ্রাম্যধর্ম**—গ্রামধর্ম। **গ্রাম্যপথ**—পাড়াগাঁয়ের গলি। **গ্রাম্য-পশু**—গৃহপালিত পশু। **গ্রাম্য,-মৃগ,-সিংহ,**—কুকুর। **গ্রাম্যাশ্ব**—গর্দ্দভ।

গ্রাস—[গ্রাস্ (ভক্ষণ করা)+ঘঞ্] যতটা খাদ্য একবারে মুখে দেওয়া হয় (এক গ্রাস অন্ন); কবল; সূর্য ও চন্দ্রের উপরে ছায়াপাত, গ্রহণ। **গ্রাস-করা**—আত্মসাৎ করা। **গ্রাসাচ্ছাদন**—অন্নবস্ত্র। **গ্রাসশল্য**—গ্রাসের সঙ্গে মুখে যাওয়া মাছের কাঁটা-আদি।

গ্রাহ—হাঙ্গর কুমীরাদি জলজন্তু; গ্রহণ, স্বীকার, বোধ। **গ্রাহক**—গ্রহণকারী, ক্রেতা, subscriber। **গ্রাহী**—গ্রহণকারী (রস-গ্রাহী, ভাবগ্রাহী); ধারণকারী (চামরগ্রাহী); গামী (উৎপথগ্রাহী); ভক্ষণকারী (মাংস-গ্রাহী); মোহকর (হৃদয়গ্রাহী)।

গ্রাহ্য—গ্রহণযোগ্য, স্বীকার্য, জ্ঞেয় (বুদ্ধিগ্রাহ্য; চক্ষুগ্রাহ্য)।

গ্রীক—গ্রীস দেশের লোক ও ভাষা।

গ্রীবা—ঘাড়, গলা (কম্বুগ্রীবা)। **গ্রীবাভঙ্গি**—ঘাড় বাঁকানো। **গ্রীবী**—যাহার গ্রীবা দীর্ঘ।

গ্রীস—স্বনাম-প্রসিদ্ধ প্রাচীন সভ্য দেশ। বিণ. গ্রীসীয়।

গ্রীষ্ম—গরম, উত্তাপ; গরমের কাল। **গ্রীষ্ম-কালীন**—গ্রীষ্মকালে জাত বা গ্রীষ্মকাল সম্বন্ধীয়। **গ্রীষ্মধান্য**—বোরোধান। **গ্রীষ্মপীড়িত**—গ্রীষ্মের উত্তাপে অস্থির। **গ্রীষ্মপ্রধান**—যে অঞ্চলে গ্রীষ্ম দীর্ঘস্থায়ী

ল—বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বস্থ গ্রীষ্মপ্রধান ভূভাগ, Torrid zone। **গ্রীষ্মহাস**—বুড়ীর সুতা।

গ্রেণ—(ইং grain) এক ভরির একশত আশি ভাগের একভাগ।

গ্রেপ্তার—গেরেপ্‌তার দ্রঃ।

গ্রৈব, গ্রৈবেয়—গ্রীবাস্থিত অথবা গ্রীবার অলঙ্কার; হাতীর গলার শিকল।

গ্রৈষ্মিক—গ্রীষ্মকালীন।

গ্লানি—[গ্লৈ (ম্লান হওয়া)+ক্ত] অবসাদ, দুর্বলতা, অনুৎসাহ, হ্রাস (অঙ্গগ্লানি, ধর্মের গ্লানি); কলঙ্ক, লজ্জার বিষয় (বীরকুলগ্লানি); নিন্দা। বিণ. গ্লান—অবসন্ন, ক্ষীণশক্তি।

গ্লাস—গেলাস দ্রঃ। **গ্লাস-কেস্**—কাচের আবরণ।

গ্লৌ—(ক্ষয়শীল) চন্দ্র; কর্পূর।

ঘ

ঘ—কবর্গের চতুর্থ বর্ণ, মহাপ্রাণ।

ঘকার—ঘ এই বর্ণ।

ঘগরি—(ব্রজবুলি) ঘাগ্‌রা।

ঘচ্‌ঘচ্, ঘচাঘচ—অপেক্ষাকৃত নরম জিনিষ ক্রমাগত কাটিবার শব্দ।

ঘট—(উপকরণাদি যোগে নির্মিত) কলস; ছোট মাটির কলস; গজকুম্ভ; দেহ, আকৃতি ('মা বিরাজে সর্বঘটে'); মস্তক (ঘটে বুদ্ধি নাই); যোগ বিশেষ।

ঘটক—ঘটয়িতা; বিবাহের ঘটক, match-maker. স্ত্রী. ঘটকী। **ঘটকালি,-লী**—ঘটকের কাজ; তাহাতে প্রাপ্য অর্থাদি।

ঘটকর্পর—ভাঙ্গা কলসীর খাপরা।

ঘটকার,-কারক,-কৃত—যে ঘট প্রস্তুত করে, কুম্ভকার।

ঘট্‌ঘট্—কাঠের দেরাজ, দরজা, জানালা অথবা হাঁড়িকুড়ি নাড়িবার শব্দ। বি. ঘট্‌ঘটানি।

ঘটজ—(কুম্ভ হইতে জাত) অগস্ত্য ঋষি।

ঘট্‌তি—ঘাট্‌তি দ্রঃ।

ঘটদাসী—দূতী, কুট্টনী।

ঘটন—সংঘটন, সম্পাদন (দৈবের ঘটন; অঘটন ঘটন)। বিণ. ঘটিত।

ঘটনা—যাহা ঘটিয়াছে, ব্যাপার (কিছুদিন পূর্বের ঘটনা); আকস্মিক ব্যাপার; নির্মাণ, যোজনা। **ঘটনাক্রমে,-চক্রে**—ঘটনাসূত্রে। **ঘটনাধীন**—দৈবাধীন, ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত। **ঘটনাপূর্ণ**—বহু ঘটনাময়। **ঘটনাবহ**—ঘটনা বহনকারী, সংঘটক। **ঘটনাস্রোত**—ঘটনা-প্রবাহ; ঘটনার প্রভাব। **ঘটনাস্থল**—কার্যস্থল, অকুস্থল। **ঘটনীয়**—যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ঘটপর্যসন—ধর্মে পতিত ব্যক্তির জীবিত কালেই জ্ঞাতিগণের অনুষ্ঠিত অশ্রদ্ধা ও সম্বন্ধরাহিত্য-জ্ঞাপক প্রেতকার্য (গ্রামের বাহিরে ঘট বসাইয়া তাহা পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়া বারিশূন্য করা হইত)।

ঘটবারি—যে ঘটে দেবতার অধিষ্ঠান ঘটিয়াছে, তাহার মন্ত্রপূত বারি।

ঘটযোনি—অগস্ত্য মুনি।

ঘটর-ঘটর—ক্রমাগত ঘট্ ঘট্ শব্দ; গরুর গাড়ীর গতির মন্থরতা জ্ঞাপক শব্দ।

ঘটস্থাপন—ঘট বসানো; দেবতার প্রতিমূর্তির পরিবর্তে ঘটে তাঁহার আহ্বান।

ঘটা—ঘটন; রণহস্তী সমূহের যুদ্ধক্ষেত্রে সমাবেশ; আড়ম্বর; জাঁকজমক; সমারোহ; প্রাচুর্য (মেঘের ঘটা; ঘটা করিয়া বিবাহ দিলেন; অর্কফলার ঘটা)।

ঘটা—সংঘটিত হওয়া, কার্যে পরিণত হওয়া (এমন ঘটবে, তা আগে থাকতেই জানতাম); অপ্রত্যাশিত রূপ পাওয়া (ব্যাপারটা ঘট্‌ল দেখতে দেখতে)। **ঘটানো**—সম্পাদন করা, সৃষ্টি করা, চক্রান্ত করিয়া বা বিশেষ চেষ্টা করিয়া কিছু করা।

ঘটাটোপ—গাড়ী পাল্কী প্রভৃতির আবরণ, ঘেরাটোপ।

ঘটারোল—আড়ম্বরপূর্ণ বাদ্যধ্বনি।

ঘটি,-টী—দণ্ড, চব্বিশ মিনিট [**ঘটিমারা**—অস্তমিত হওয়া (কোন কোন অঞ্চলে উপর আকাশে উঠিয়া চাঁদের পূর্ণ ভাবে আলোকদানকেও ঘটিমারা বলা হয়)]; ধাতু-নির্মিত ঘটের মত ক্ষুদ্র জলপাত্র (ঘটিবাটি); মুখ দিয়া বাজাইবার যন্ত্র বিঃ (ঘটিক্কম—যে ঘটি বাজায়); পশ্চিম বঙ্গের লোক (অবজ্ঞার্থে, বিপরীত—বাঙাল)।

ঘটিকা—ক্ষুদ্র কলস; দুই দণ্ড বা আটচল্লিশ মিনিট; সময় নিরূপণের প্রাচীন যন্ত্র বিশেষ (ইহা যতক্ষণে জলপূর্ণ হইত. ততটা সময়কে বলা হইত এক ঘটিকা, বর্তমান হিসাবে চব্বিশ মিনিট—যোগেশচন্দ্র রায়)।

ঘটিত—সংঘটিত, সম্পর্কিত, সংক্রান্ত (স্ত্রীলোক-ঘটিত; আদালত-ঘটিত); নির্মিত, প্রস্তুত, জনিত (স্বর্ণ-ঘটিত, পারদ-ঘটিত)। **ঘটিতব্য**—যাহা ঘটিবে।

ঘটিরাম—পদস্থ কিন্তু মূর্খ ও অনভিজ্ঞ রাজ-কর্মচারী (ঘটিরাম ডেপুটি)।

ঘটী—ঘটি দ্রঃ। **ঘটীযন্ত্র**—কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র; ঘটিকা যন্ত্র)

ঘটোৎকচ—মহাভারতোক্ত যোদ্ধা, ভীম ও হিড়িম্বার পুত্র।

ঘটোধ্নী—ঘটের মত পালান যে গরুর।

ঘট্ট—নদী পুষ্করিণী প্রভৃতির ঘাট; নৌকার মাশুল আদায়ের স্থান, কুতঘাট (**ঘট্টকুটী প্রভাত**—মাশুল ফাঁকি দিতে চাওয়া বেপারির কুতঘাটের সাম্‌নে রাত্রি প্রভাত হওয়া, যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত পোহায়); গিরি-সঙ্কট; চৌকি (ঘাটি)। **ঘট্টজীবী**—ঘাট-মাঝি, পাটনী। **ঘট্টপাল**—কুতঘাটের মাশুল আদায়কারী।

ঘট্টন—ঘর্ষণ, জোরে নাড়া, ঘোঁটা, সংঘটন। **ঘট্টনী**—যাহার দ্বারা ঘোঁটা হয়, ঘোঁটনা। বিণ, ঘট্টিত (নখঘট্টিত বীণা)।

ঘড়ঘড়—গাড়ীর চাকার শব্দ; শ্লেষ্মাজনিত শব্দ।

ঘড়া—বড় কলস; পিতলের কলস (ঘড়া ঘড়া টাকা)।

ঘড়াঞ্চি,-ঘড়াঞ্চে—(ঘড়ামঞ্চ—হি, ঘড়োংচি) দেওয়ালে না ঠেকাইয়া দাঁড় করানো যায় এমন সিঁড়ি; কলসী রাখার কাঠের মঞ্চ।

ঘড়ি,-ড়ী—(সং ঘটিকা) সময়-জ্ঞাপক সুপরিচিত যন্ত্র (বড় ঘড়ি, জেবঘড়ি) অত্যল্প সময়, ক্ষণকাল (ঘড়িকে করিয়া ফেলিল; ঘড়ি ঘড়ি মর্জির বদল); ঘণ্টা (ঘড়ি পেটা)। **ঘড়িঘর**—Clock-house. **ঘুমভাঙানো ঘড়ি**—যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ে কিছুক্ষণ ব্যাপী শব্দ হওয়ার ফলে ঘুম ভাঙ্গে। **জলঘড়ি**—সময় নিরূপক যন্ত্র বিশেষ; ইহা হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িয়া নির্দিষ্ট সময়ে নিঃশেষিত হয়। **ট্যাঁকঘড়ি**—ছোট ঘড়ি; watch. **বালিঘড়ি, বালুঘড়ি**—এই যন্ত্র হইতে ক্রমাগত বালি নীচে পড়ে ও তাহার দ্বারা সময় নিরূপিত হয়, Sand-glass **সূর্যঘড়ি**—Sun-dial, ইহাতে সূর্য-কিরণে যে ছায়া পড়ে, তাহা দেখিয়া সময় নিরূপণ করা হয়।

ঘড়িয়াল, ঘড়েল—মেছো কুমীর; কুচক্রী,-ফন্দিবাজ, যাহার মতিগতি বুঝিয়া উঠা ভার; যে ঘণ্টা পিটিয়া সময় জানায়।

ঘণ্ট—ঘাঁটিয়া রাঁধা ব্যঞ্জন (মোচাঘণ্ট, মুড়িঘণ্ট)। (ঘণ্ট নানারকমে প্রস্তুত করা হয়; ঘি, নারিকেল-কোরা, চিনি, দুধ, অনেকগুলিতে দেওয়া হয়)।

ঘণ্টা—কাঁসার বাদ্য বিশেষ (পূজার ঘণ্টা); ষাট মিনিটকাল; পেটা ঘড়ি; ব্যঙ্গে, কিছুই না, কলা, কচু (হাঁা, তুমি ঘণ্টা করবে)। **ঘণ্টায় ঘণ্টায়**—অল্পক্ষণ পর-পরই, ঘড়ি ঘড়ি। **ঘণ্টা-পড়া**—ঘড়ি পিটিয়া সময় জ্ঞাপন। **ঘণ্টা-গরুড়**—ঘণ্টায় অঙ্কিত যুক্তকর গরুড় মূর্তি, প্রভুর অতিবিনীত আজ্ঞাবহ; অকর্মণ্য, খোসা-মুদে। **ঘণ্টাপথ**—যে পথ দিয়া হাতী চলে, রাজপথ। **হাতীর গলায় ঘণ্টা**—বে-মানান।

ঘণ্টাকর্ণ—শিবানুচর বিশেষ, ঘেঁটুঠাকুর।

ঘণ্টাপাটলি—সুগন্ধ ফুলযুক্ত বৃক্ষ বিশেষ। **ঘণ্টাবীজ**—জামালগোটার গাছ। **ঘণ্টা-রব**—ঝনঝনিয়া গাছ। **ঘণ্টালী**—ঝিঙা।

ঘণ্টি—ক্ষুদ্র ঘণ্টা; জন্তু বিশেষ।

ঘণ্টিকা—ক্ষুদ্র ঘণ্টা; আলজিভ।

ঘণ্টু—হাতীর গলার ঘণ্টা; উদ্ধতা, দেমাগ।

ঘণ্টেশ্বর—মহাদেবের নাম বিশেষ।

ঘন—(হন্‌+অল্) গাঢ়, নিবিড়, দুর্ভেদ্য, ঠাস-বুনানি (ঘন দুধ, ঘনবন, ঘন বসতি, ঘন কাপড়, ঘন বেড়া); অবিচ্ছিন্ন, অনবরত, বারবার

(ঘন ঘন ডাক); মূর্ত; রূপায়িত (আনন্দ-ঘন; করুণা-ঘন); প্রবল, গভীর (ঘন বরষা); মেঘ (ঘনোদয়; ঘনগর্জন; ঘনঘটা); কোন রাশিকে সেই রাশি দিয়া দুইবার গুণন, cube (২এর ঘন ৮, ২×২×২); করতাল; কাঁসি, ঘণ্টা, নূপুর, ঘুঙুর ইত্যাদি ধাতু-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র; (ঘনযন্ত্র); মধ্যম নৃত্য; লৌহ, রাং, ত্বক, বল্কল। **ঘনকফ**—জমাট শ্লেষ্মা; (মেঘের কফতুল্য) করকা। **ঘনকাল**—মেঘের সময়। **ঘনকৃষ্ণ**—গাঢ়কৃষ্ণ। **ঘনক্ষেত্র**—দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও উচ্চতায় সমান যে ক্ষেত্র। **ঘন-গর্জিত**—মেঘগর্জন। **ঘনঘন**—অল্প সময়ে বহুবার; ঘেঁষাঘেঁষি (চারা গুলো ঘন ঘন না লাগিয়ে একটু দূরে দূরে পোঁতো)। **ঘনঘোর**—মেঘাবৃত। **ঘনজ্বালা**—বজ্রাগ্নি। **ঘনত্ব**—solidity, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের মিলিত ফল; নিবিড়তা, density. **ঘনতাল**—বাদ্যাদির তাল বিশেষ। **ঘনপল্লব**—ঘনপল্লববিশিষ্ট; সজিনা শাক। **ঘনপ্রিয়া**—তরমুজ; বন-ধুম। **ঘনফল**—সমান তিন রাশির গুণফল। **ঘনবর্ত্ম**—আকাশ। **ঘনবল্লী**—বিদ্যুৎ। **ঘনমূল**—ঘনফলের মূল রাশি, cube-root (৮ এর ঘনমূল ২)। **ঘনবাহন**—ইন্দ্র। **ঘন-বিন্যস্ত**—গায়ে গায়ে লাগালাগি ভাবে স্থাপিত। **ঘনবীথি**—মেঘমালা; আকাশ। **ঘন-শ্যাম**—নিবিড় শ্যামবর্ণ অথবা মেঘের মত শ্যামল। **ঘনস্বন**—মেঘধ্বনি, মেঘধ্বনির মত কণ্ঠস্বর যাহার। **ঘনান্ধকার**—গাঢ় অন্ধকার, মেঘহেতু অন্ধকার। **ঘনাবৃত**—মেঘাবৃত। **ঘনাশ্রয়**—আকাশ।

ঘনা—(সং ঘন—মুদ্গর) তেলি; ঘানির জাঠ। **ঘনাগাছ**—ঘানিগাছ।

ঘনাকর, ঘনাগম—বর্ষাকাল।

ঘনাঘন—বর্ষণশীল মেঘ; মত্তহস্তী; পরস্পর সংঘর্ষণ; ঘনঘন।

ঘনাত্যয়—মেঘের অপসরণ কাল, শরৎ-কাল।

ঘনানো—কাছে আসা, চরম পরিণতির নিকটবর্তী হওয়া (অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে; মৃত্যু ঘনিয়ে এলো)। **কাছে ঘনানো**—কাছে যাওয়া।

ঘনাবর্তন—ঘন ঘন আওটানো। **ঘনাবর্ত দুগ্ধ**—ঘন-আওটা দুধ। **ঘনাম্ল**—অতিশয় অম্ল, strong acid।

ঘনিমা—ঘনত্ব।

ঘনিষ্ঠ—(ঘন+ইষ্ঠ) অতি নিকট শোণিত-সম্পর্ক (ঘনিষ্ঠ আত্মীয়); অন্তরঙ্গ। বি. ঘনিষ্ঠতা—অন্তরঙ্গতা (এই সূত্রে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা)।

ঘনীভূত—জমাট, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কেন্দ্রীভূত (বিপদ ঘনীভূত হইল)। বি. ঘনীভাব, ঘনীভবন।

ঘনোপল—করকা।

ঘব্ড়ানো—ঘাব্ড়ানো দ্রঃ।

ঘর—(সং গৃহ; প্রাকৃ—ঘর) প্রকোষ্ঠ, বাড়ী, মন্দির (ঠাকুরঘর); আশ্রয় (ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও); সংসার, পরিবার (ঘরের কথা; এক ঘর কুমোর); ছক, খোপ, বুননের স্থান বা গ্রন্থি; বোতামের ছিদ্র; কেন্দ্র, আড্ডা; আকর (ঐ লোকটিই যত কুর ঘর); আপিস (ডাকঘর)। **ঘরকন্না**—গৃহস্থালী, সংসারের কাজ। **ঘর করা**—স্ত্রীরূপে সংসারধর্ম করা; বসবাস করা (মারী নিয়ে ঘর করি—সত্যেন্দ্রনাথ)। **ঘরকাটা**—ছক্কাটা। **ঘরকুনো**—ঘরের কোণে আবদ্ধ, বাহিরের জগতের সহিত সম্পর্কহীন। **ঘরখরচ**—সংসার-খরচ। **ঘর খোঁজা**—বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের উপযোগী পরিবারের সন্ধান করা। **ঘর-ঘর**—ঘরপিছু, প্রত্যেক পরিবারে। **ঘর-ছাড়া**—যাহারা ঘরের মায়ায় আবদ্ধ নয়। **ঘর ছাড়ানো**—ঘরছাড়া করা, উদ্বাস্তু করা। **ঘরজাত করা**—ঘরে মজুদ করা। **ঘর-জামাই**—যে জামাই শ্বশুর-গৃহেই বাস করে। **ঘরজোড়া**—যাহা সমস্ত ঘর জুড়িয়া যায় (ঘর-জোড়া সত্রঞ্চি): ঘরের গৌরব। **ঘরজ্বালানে**—যে পরিবারের লোকদের যন্ত্রণার কারণ। **ঘরঢোকা**—ঘরে গোপনে প্রবেশ করা অথবা যে ঘরে গোপনে প্রবেশ করে (ঘরঢোকা কুকুর)। **ঘর তোলা**—গৃহ নির্মাণ করা; সূতা, পশম ইত্যাদি দিয়া ছক অনুযায়ী বোনা। **ঘর থাকিতে বাবুই ভেজা**—উপায় থাকিতেও তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া দুঃখ ও অসুবিধা ভোগ করা। **ঘরনষ্ট করা**—পরিবারের সম্মানহানি হয়, এমন কাজ করা, নীচ কুলে বিবাহ দেওয়া বা করা। **ঘরনিকানো**—ঘর লেপা। **ঘরেপরে**—পরিবারে ও পরিবারের

বাহিরে অন্ত লোকদের মধ্যে। **ঘরপোড়া**—হনুমান। **ঘরপোড়ার কাঠ**—সমূহ লোকসানের মধ্যে সামান্য লাভের বস্তু। **ঘরপোড়ার গরু**—তিক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি (ঘরপোড়ার গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়)। **ঘরবর**—বরের বংশের মর্যাদা ও বরের নিজের যোগ্যতা। **ঘরবসত**—দ্বিরাগমন। **ঘর বসানো**—প্রজা বসানো। **ঘরবার করা**—কাহারও জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া একবার ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখা, আবার ঘরে ফিরিয়া যাওয়া। **ঘরভাঙ্গানো**—কু-পরামর্শ দিয়া একান্নবর্তিতা নষ্ট করা বা পরিবারে কলহ বাধানো। **ঘরভেদী**—যে পরিবারের লোকদের মধ্যে বিবাদ বাধায় (ঘরভেদী বিভীষণ)। **ঘর মজানো**—বংশের নাম ডুবানো। **ঘর মারা**—বিশেষ অংশ বুনাইয়া শেষ করা; বুনানিতে ঘর কমাইয়া আনা। **ঘরমুখো**—গৃহের প্রতি কিছু বেশী আসক্ত, গৃহগমনোন্মুখ (ঘরমুখো বাঙালী, রণমুখো সেপাই)। **ঘরশত্রু**—পূর্বে ঘরের লোক ছিল, সেইজন্য এখন শত্রু হইয়া অতি বড় ক্ষতির কারণ হইয়াছে (ঘরশত্রু বিভীষণ)। **ঘরসংসার**—ঘর গৃহস্থালী। **ঘর-সন্ধানী**—যে পরিবারের গোপন বিষয় জানে। **ঘর সাজানো**—আসবাবপত্র সুবিন্যস্ত করা। **ঘরে আগুন দেওয়া**—পরিবারে বিবাদ বাঁধানো; ঘরে আগুন দেওয়ার মত গর্হিত কর্ম করা (বল্লে বলে' ঘরে আগুন দেবে)। **ঘরের ঢেঁকি কুমীর হওয়া**—অবস্থাবৈগুণ্যে আপন জন শত্রু হওয়া। **ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো**—অকারণে বিপদ মাথায় নেওয়া। **বড়ঘর**—মান-মর্যাদাসম্পন্ন পরিবার।

ঘরন্ত্রি—জাঁতা।

ঘরণী—গৃহিণী, স্ত্রী। ঘরণী গৃহিণী—ঘন্নি গিন্নি, সংসার পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ও দায়িত্ব-সম্বন্ধে সজাগ স্ত্রী। **ঘরন্তী**—গৃহকর্মে নিপুণা (অতি ঘরন্তী না পায় বর)।

ঘরময়—সমস্ত ঘরে। **ঘরোয়া, ঘরো**—গৃহস্থালী সম্পর্কিত (ঘরোয়া কথা); পরিজনদের মধ্যে (ঘরোয়া-বিবাদ)। **ঘরানা**—বংশ-সম্ভূত, বংশ হইতে প্রাপ্ত (মল্লারের এ ঠাট তানসেনের ঘরানা)।

ঘরামি,-মী—কাঁচাবাড়ী প্রস্তুতকারক। **ঘরামিগিরি**—ঘরামির কাজ।

ঘর্ঘর—গাড়ীর চাকা অথবা জাঁতার শব্দ (রথের ঘর্ঘর)। **ঘর্ঘরা**—নদী-বিশেষ। **ঘর্ঘরী**—ঘুঙুর। **ঘর্ঘরিকা**—ঘুঙুর, নদী-বিশেষ; খই। বিণ. ঘর্ঘরিত।

ঘর্ম—ঘাম, স্বেদ, উত্তাপ, গ্রীষ্মকাল। **ঘর্মাক্ত**—ঘামে ভেজা। **ঘর্মান্ত**—বর্ষাকাল। **ঘর্মার্ত** গ্রীষ্ম-পীড়িত। **ঘমকর**—শ্রমকর। **ঘর্ম-মাস**—গ্রীষ্মকাল। **ঘর্মচর্চিকা**—ঘামাচি। বিণ. ঘর্মিত—ঘর্মযুক্ত। **ঘর্ম্য**—ঘর্ম-সম্বন্ধীয়।

ঘর্ষক—যে ঘর্ষণ করে। **ঘর্ষকপর্দী**—যে সমস্ত পক্ষী মাটি আঁচড়াইয়া খাদ্য সংগ্রহ করে (ময়ূর, পেরু, মুরগী ইত্যাদি)।

ঘর্ষণ—(ঘৃষ+অনট্) ঘষা, মার্জন; তারের যন্ত্রের তার ঘষিয়া সুর উৎপাদনের কৌশল-বিশেষ; friction। **ঘর্ষণাল**—পাটার নোড়া। বিণ. ঘর্ষিত, ঘৃষ্ট। **ঘষ**—ঘর্ষণের শব্দ (ঘষ করিয়া চরে নৌকা ঠেকিল)।

ঘষা—ঘর্ষণ করা; ঘষ্টানো; ঘৃষ্ট, ক্ষয়প্রাপ্ত (ঘষা পয়সা—যাহাতে টাকশালের ছাপ প্রায় মুছিয়া গিয়াছে, অচল পয়সা; রূপ-গুণহীনা কন্যা সুতরাং বিবাহের বাজারে অচল); ঘষিয়া পরিষ্কার করা (মাথা ঘষা)।

ঘষাঘষি—পরস্পরের গাত্র ঘর্ষণ, অন্তরঙ্গভাবে মেশা (অবজ্ঞার্থক)। **ঘষামাজা**—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চক্চকে; তালিম দিয়া চালাক চতুর অথবা আধুনিকভাবাপন্ন করা। **নাক ঘষা, নাকমুখ ঘষা**—নাকে খৎ দেওয়া। **মাথা-ঘষা**—(স্ত্রীলোকের) মাথার চুল পরিষ্কার করা; এরূপ চুল পরিষ্কার করার উপকরণ বিশেষ।

ঘষ্টানো, ঘষ্ড়ানো—ক্রমাগত ঘষা; রগ-ড়ানো; প্রতিভা না থাকার দরুণ বার বার বিফল চেষ্টা করা অথবা এরূপ চেষ্টা করিয়া সামান্য সাফল্য লাভ করা (ঘষ্টে ঘষ্টে পাশ করেছে; ঘষ্টে ঘষ্টে শেষ পর্যন্ত আপিসের ছোট বাবু হয়েছে; 'ঘষে ঘষে'ও বলা হয়)।

ঘসি,-ঘষি—ঘুঁটে। **ঘসির আগুন**—মৃদু উত্তাপযুক্ত আগুন। পেট ভরলে ভাজা মাছ ঘসি ঘসি লাগে—রসহীন ও বিস্বাদ লাগে। **ঘসির ধুলো**—ঘুঁটের ছাই।

ঘা—(সং. ঘাত) আঘাত, প্রহার (দিয়ে দাও ঘা-কতক); ক্ষতি, শোক (ঘা খাওয়া); বাদ্যযন্ত্রে আঘাত; ক্ষত (কাটা ঘা, ঘা-পুঁজ)। **ঘা করা**—ক্ষত সৃষ্টি করা। **খুঁচিয়ে ঘা করা**—ইচ্ছা করিয়া বিবাদ বা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করা। **ঘা খাওয়া**—লোকসান খাওয়া; মার খাওয়া; শোকগ্রস্ত হওয়া। **ঘা দেওয়া**—মনে আঘাত দেওয়া। **ঘা মারা**—হাতুড়ি দিয়া আঘাত করা। **ঘা শুকানো**—ক্ষত আরোগ্য হওয়া; শোক প্রশমিত হওয়া। **ঘা-কতক বসিয়ে দেওয়া**—চড়-চাপড় মারা। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা**—যথেষ্ট কষ্টের উপরে পুনরায় দুঃখ বা অপমান। **নালী-ঘা**—যে ঘা বহুদূর পর্যন্ত ভিতরে গেছে, sinus। **মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা**—দুর্বল বা নির্জীবের উপর অত্যাচার। **ঘায়-অঘায়**—জায়গার পরিবর্তে অ-জায়গায়, অর্থাৎ মর্মস্থলে (ও রকম করে মেরো না, ঘায়-অঘায় যদি লেগে যায়)। **বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা**—বিপজ্জনক বা আপত্তিকর ব্যাপারের সঙ্গে অল্প সংস্রবও যথেষ্ট বিপদের কারণ হয়। **সকল গায়ে ঘা, ওষুধ দিই কোথায়**—দুঃসাধ্য ব্যাপার।

ঘাই—আঘাত; জলের ভিতরে মাছের পুচ্ছাঘাত। **ঘাই বসানো**—প্রবল মার দেওয়া; অত্যন্ত কড়া বা অপমানকর কথা শুনানো।

ঘাইট, ঘাটি, ঘাট—(হি. ঘাটি) অপরাধ, অন্যায়, ত্রুটি (ঘাট হয়েছে; স্বীকার করছি); কমতি, ঘাটতি (মাপে ঘাটি পড়ল)। **ঘাট মানা**—ত্রুটিস্বীকার করা ও নত হওয়া। **ঘাট মানানো**—দোষ স্বীকারে বাধ্য করা।

ঘাইল, ঘায়েল—আহত; আঘাতে কাতর। **ঘায়েল করা**—জখম করা; কাবু করা; প্রভাবিত করা (যতই বকবক, কান্নাকাটি কর, তাকে ঘায়েল করতে পারবে না; সেই সব শাস্ত্রবচন-তীরে কয়টি প্রাণী ঘায়েল হয়েছিল ?)।

ঘাউয়া, ঘেয়ো—ক্ষতযুক্ত; যাহার ক্ষত বেশ বড় রকমের। **ঘাঁট, ঘাঁাট**—ঘণ্ট; মাছ বা তরকারি আস্ত না রাখিয়া ভাঙ্গিয়া রান্না-করা বহু তরকারির একত্র মিশ্রিত ব্যঞ্জন; নানা বস্তুর মিশ্রণ।

ঘাঁটমিলা—স্ত্রীলোকদিগের গাত্র পরিষ্কার করিবার ফল বিশেষ।

ঘাঁটা—(সং. ঘট্ট) অপেক্ষাকৃত নরম জিনিষ কাঠি দিয়া বা আঙুল দিয়া নাড়িয়া দেখা; ব্যস্ত করা, উত্যক্ত করা (আমাকে ঘাঁটালে সব গুমর ফাঁক হয়ে যাবে); পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা (আইনের বই ঘাঁটা)। **ঘাঁটাঘাঁটি**—আলোচনা, বিচার, আন্দোলন (এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করো না)। **ঘাঁটানো**—উত্যক্ত করা, রাগানো।

ঘাঁটি, ঘাটি—(ঘাট হইতে) প্রহরার স্থান, পথের মোড় বা প্রবেশ-পথ, থানা, আড্ডা (ঘাঁটি আগ্‌লানো)।

ঘাঁটু—ঘেঁটু দ্রঃ।

ঘাঁত—(সং. ঘাত) অনুকূল মুহূর্ত (যখন আঘাত করিলে কাজ হাসিল হইবে); সুযোগ (ঘাঁত বুঝে কাজ কর)। **ঘাঁত-ঘোঁত**—কখন কাজের অনুকূল সময়, আর কখন নয়। **ঘাঁতের ভাই**—যে মতলব হাসিল করার জন্য ভাই সম্বন্ধ পাতায়, মতলববাজ।

ঘাগরা, ঘাগরী—উত্তর ভারতের, বিশেষতঃ রাজপুতানার মেয়েদের ঢিলা গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলযুক্ত পরিধেয় (পায়ে পায়ে ঘাগ্‌রা উঠে দুলে—রবি)।

ঘাগী, ঘাঘী (হি. ঘাঘ) অভ্যস্ত; বহুদর্শী (ঘাগী পোয়াতী); ঘা খাইয়া খাইয়া যে শিখিয়াছে, চালাক-চতুর হইয়াছে; সেয়ানা। **পুরানো ঘাগী**—বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ও অতিশয় ধূর্ত। **ঘাগী চোর**—বহুবার চুরির দায়ে দণ্ডিত।

ঘাগুরি, ঘাঘুরি—ঘাগ্‌রা।

ঘাঘর—(সং ঘর্ঘর) বাদ্য বিশেষ, ঝাঁঝ।

ঘাট—(সং ঘট্ট) নদী প্রভৃতিতে অবতরণের স্থান (স্নানের ঘাট; খেয়াঘাট; ধোপার ঘাট; কুতঘাট; জাহাজ-ঘাট বা ঘাটা; দীঘির ঘাট; ঘাট-বাঁধানো পুকুর); বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন সুরের স্থান; পর্বত (পশ্চিমঘাট); গিরিসঙ্কট; ঘাঁটি; প্রবেশ-পথ (আটঘাট বাঁধা); অপরাধ, ত্রুটি (ঘাইট দ্রঃ)। **ঘাট মারা**—কুতঘাটে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া, গোপনে আমদানী রপ্তানী করা, smuggling. **ঘাটের কড়ি**—পারানি।

ঘাট্তি—(হি.) কম্তি (ঘাট্তি বাড়তি)। **ঘাট্তি বাজেট**—যে বাজেটে বা রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়ের হিসাবে ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ কম, deficit budget। **ঘাটন**—কম পড়া।

ঘাট্লা—শান-বাঁধানো ঘাট।

ঘাটা, ঘাঁটা—পথ (কানা গরুর বেলগ বাঁটা; **যমের ঘাটা**—যমদ্বার) **ঘাটি**—(ঘাইট দ্রঃ) কম্তি, ন্যূনতা; ঘাঁটি। **ঘটিয়াল**—পাটনী; ঘাঁটির অধ্যক্ষ।

ঘাটিকা—মস্তকের পশ্চাৎ সন্ধি, ঘাড়ী।

ঘাটু, ঘাটুগান—মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এক শ্রেণীর গ্রাম্য গান; ইহাতে একটি বালককে রাধিকা বেশে সাজানো হয়; সে আসরের মাঝখানে অঙ্গভঙ্গি করিয়া রাধিকার মিলন, বিরহ ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে; এই বালককে 'ঘাটু' বলা হয়।

ঘাটোয়াল—তীর্থে যাত্রীদের কর-সংগ্রাহক পাটনী। **ঘাটোয়ালী**—ঘাটোয়ালকে প্রদত্ত ভূমি।

ঘাড়—(সং ঘাট) গ্রীবা; গলার পশ্চাদ্ভাগ; মাছের গাদা (ঘাড়ের মাছ)। **ঘাড়কাতা**—(প্রাদেশিক) গলাধাক্কা। **ঘাড়ে ধরে করানো**—বাধ্য করা, জবরদস্তি করা। **ঘাড়ধাক্কা**—গলাধাক্কা। **ঘাড় নাড়া**—সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করা (ঘাড় একদিকে হেলাইয়া সম্মতি, দুইদিকে হেলাইয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়)। **ঘাড়পাতা**—দায়িত্ব গ্রহণ করা। **ঘাড় পাতানো**—দায়িত্ব গ্রহণে রাজি করানো। **ঘাড় ফুলানো**—স্পর্ধা জ্ঞাপন করা। **ঘাড় বেড় দিয়া নাক দেখানো**—ঘুরাইয়া নাক দেখানো। **ঘাড়-ভাঙা**—ঘাড় মট্কানো; অন্যের অর্থব্যয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার। **ঘাড়মুড় (মোড়) ভেঙে পড়া**—নিজেকে সঁপিয়া দেওয়া; সম্পূর্ণ হার স্বীকার করা। **ঘাড়ে**—উপরে, দায়িত্ব (ঋণের সবটাই এখন তার ঘাড়ে; ঘাড়ে করা)। **ঘাড়ে গর্দানে**—গজস্কন্ধ; ঘাড় মোটা ও ছোট বলিয়া মাথার সহিত সংলগ্ন (ঘাড়ে গর্দানে সমান—এমন স্থূলকায় যে ঘাড় দেখা যায় না)। **ঘাড়ে দুটো মাথা**—স্পর্ধা, অসঙ্গত সাহস (কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে কর্তার কথার বিরুদ্ধে কথা কয়?)। **ঘাড়ানো** রাজি হওয়া; কিছু করিতে বা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়া; ঘাড়পাতা। **ঘেড়ো**—(পূর্ববঙ্গে ঘাউরা; ঘারা) stiff-necked; যে ঘাড় নত করে না, একগুঁয়ে; যে কাহারও কথা শুনিতে রাজি নয়।

ঘাড়ি—ঘাড়, চেয়ার বেঞ্চি প্রভৃতিতে হেলান দিয়া বসিবার অংশের উপরিভাগ (ঘাড়ি-ভাঙা চেয়ার)। **ঘাড়ি ভাঙা**—অবসন্নতা হেতু ঘাড় খাড়া করিয়া রাখার শক্তি না থাকা, ছোট চারাগাছের রসের অভাবে কাত হইয়া পড়া (কাল যে বেগুনের চারাগুলো লাগানো হয়েছিল সব ঘাড়ি ভেঙে পড়েছে)।

ঘান্টিক—যাহারা ঘণ্টা বাজাইয়া দেবতার স্তুতি-বাদ করে; যাহারা ঘণ্টা বাজাইয়া স্তুতিপাঠ করিয়া রাজাদের ঘুম হইতে জাগাইত; ধুতুরা গাছ।

ঘাত—(হন্+ঘঞ্) আঘাত; প্রহার; চোট (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—ঘাত-সহ; ঘাত-প্রতিঘাত); বিনাশ (মৎস্যঘাত); ক্ষতি (শস্যঘাত); ঘর্ষণ (জ্যা ঘাত); লুণ্ঠন (গ্রামঘাত); গুণন; পূরণ বোধক শক্তি (ঘাত-চিহ্ন)। **ঘাত-ঘোত**—ঘাঁত-ঘোঁত। **ঘাতক**—হননকারী (নরঘাতক, পিতৃ-ঘাতক); জল্লাদ; মাংস বিক্রয়ী, কসাই (স্ত্রী. ঘাতিকা); হানি-কারক (বিশ্বাসঘাতক)। **ঘাতন**—হনন; যজ্ঞার্থ পশুবধ। **ঘাত-প্রতিঘাত**—আঘাত ও প্রতিঘাত, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। **ঘাত-সহ**—যাহা ছোটখাট আঘাতে ভাঙে না; যাহা আঘাতে নষ্ট হয় না, malleable। **ঘাত-স্থান**—বধ্যভূমি, বলি দিবার স্থান। **ঘাতাঙ্ক**—ঘাত-চিহ্ন, index। **ঘাতি**—ফাঁদ। **ঘাতী**—ঘাতক, স্ত্রী. ঘাতিনী। **ঘাতুক**—ঘাতক, ক্রূর। **ঘাত্য**—বধ-যোগ্য।

ঘানি,-নী—(সং ঘন) তৈল উৎপাদন করিবার যন্ত্র। **ঘানিগাছ**—ঘানিযন্ত্র। **ঘানিতে জোড়া**—ঘানি ঘুরাইবার জন্য বলদ নিয়োগ; যাহাতে দীর্ঘকাল শ্রম করিতে হইবে এমন কর্মে নিয়োগ। **ঘানিটানা**—বলদের পরিবর্তে কয়েদীদের ঘানি ঘুরানো। **শক্ত ঘানি,**

বিষম ঘানি—অতিশয় শ্রমসাধ্য কার্য, যে কাজে ফাঁকি দিবার উপায় নাই।

ঘানিক—ঘন-বিষয়ক, cubic, solid (ঘানিক জ্যামিতি)।

ঘাপ্‌টি—লুক্কায়িত ভাব, অন্যের অজানিতভাবে ওৎ পাতিয়া থাকার ভাব। **ঘাপ্‌টি মেরে থাকা**—গোপনে ওৎ পাতিয়া থাকা; নিজের উদ্দেশ্য লুকাইয়া ভাল মানুষটির মতন থাকা।

ঘাব্‌ড়ানো—(হি. ঘবড়ানা) থতমত খাওয়া, ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া, ভয় পাওয়া। বি. ঘাবড়ানি।

ঘাম—(সং ঘর্ম) ঘর্ম, স্বেদ। **ঘাম ছোটা**—খুব ঘাম হওয়া। **ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়া**—ঘর্ম নিঃসরণ ও জ্বরের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ; বিষম উদ্বেগ দূরীভূত হওয়া। **মাথার ঘাম পায়ে ফেলা**—কঠোর পরিশ্রম করা। **কালঘাম**—মৃত্যুকালীন প্রচুর ঘাম। **ঘামতেল**—গর্জন তেল, যাহা প্রতিমায় দিলে প্রতিমা ঘামিয়াছে মনে হয়। **গা ঘামানো**—যথেষ্ট পরিশ্রম করা। **ঠাকুর ঘামানো**—প্রতিমার গায়ে গর্জন তেল দেওয়া। **মাথা ঘামানো**—বুঝিতে বা কোন বিষয়ের কুল-কিনারা করিতে বিশেষ চেষ্টা করা। **ঘামাচি**—ঘর্ম-চর্চিকা, প্রচুর ঘর্ম হওয়ার ফলে শরীরে যে ফুস্কুড়ি হয়।

ঘা'ল, ঘালি—ঘাইল দ্রঃ।

ঘাস—(অদ্‌+ঘঞ্‌), তৃণ, দূর্বা; গরু ঘোড়া প্রভৃতির সাধারণ খাদ্য। **ঘাস কাটা**—ঘাস কর্তন করা; ঘেসেড়া; বৃথা কাজে সময় কাটানো। **ঘাসজল**—গরুর খাদ্য। **ঘাসজল ফুরানো**—গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া যাওয়া। **দন্তে ঘাস করা**—দাঁতে কুটাকরা, অপমানকর ভাবে হার বা নতি স্বীকার করা। **ঘাসিয়াড়া, ঘাস্তুড়িয়া, ঘেসেড়া**—যে গরু-ঘোড়ার জন্য ঘাস কাটে। **ঘাসী**—ঘেসেড়া। **ঘাসীনৌকা**—দীর্ঘাকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট ছইযুক্ত নৌকা বিশেষ, যাত্রী বা মালের ক্ষেপে ব্যবহৃত হয়।

ঘি—(সং ঘৃত, হি. ঘিউ) ঘৃত। **মাথার ঘি**—মগজ, ঘিলু। **ঘি-ভাত**—ঘৃতপক্ব তণ্ডুল যাহাতে মাছ কিংবা মাংস দেওয়া হয় নাই; শাদা পোলাও। **ঘি-এ রঙ**—ঘৃতের রঙ্‌। **সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না**—সহজ ভাবে কাজ সমাধা হয় না, কৌশল করা চাই। **ঘি-ঘি**—ঘৃতের মত বা ঘৃতের গন্ধ বিশিষ্ট। **ঘিওড়, ঘিয়োড়**—ঘৃতপক্ব মিষ্টান্ন বিশেষ। **ঘি-কুমারী**—ঘৃত কুমারী দ্রঃ।

ঘিচিঘিচি—ঘনসন্নিবিষ্ট, লাগালাগি। **ঘিচি-মিচি**—অস্পষ্ট লেখা।

ঘিঞ্জি—গায়ে গায়ে, সংকীর্ণ স্থানে বহু লোকের বা গৃহের সমাবেশ (ঘিঞ্জি বসতি)।

ঘিন—(সং ঘৃণা) ঘৃণা। **ঘিন-ঘিন**—ঘেন্না-ঘেন্না, খাদ্যাদিতে বিতৃষ্ণা বোধ। **ঘিন্‌ঘিনে**—খাদ্যাদিতে যাহার সহজে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

ঘিরা—ঘেরা দ্রঃ।

ঘিলু—মস্তিষ্ক।

ঘিষ্টানো—ঘাস বা মাটির উপর দিয়া টানা বা ঘসিয়া ঘসিয়া যাওয়া; ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত। বি. ঘষ্টানি। ঘষ্টানো দ্রঃ।

ঘিস্‌কাপ, ঘিস্‌ক্যাপ—রঁ্যাদা, যে অস্ত্রের দ্বারা কাঠ মসৃণ করা হয়।

ঘুংড়িকাশি—শিশুদিগের কষ্টকর কাশি-বিশেষ।

ঘুংনি—ঘুগ্‌নি দ্রঃ।

ঘুঁজি—আঁকাবাঁকা অন্ধকার গলি। **গলি-ঘুঁজি**—ঘিঞ্জি বসতির ভিতরকার সংকীর্ণ আঁকা-বাঁকা পথ।

ঘুঁট—ঢোক, গণ্ডূষ।

ঘুঁটনি—যাহা দ্বারা ঘোঁটা হয় (ডাল-ঘুঁটনি)।

ঘুঁটা—ঘোঁটা দ্রঃ।

ঘুঁটি—(সং. গুটিকা) শতরঞ্চ প্রভৃতি খেলিবার গুটি।

ঘুঁটিয়া, ঘুটে—(সং. ঘুণ্টিক) করীষ, শুষ্ক গোময়। **ঘুঁটেকুড়ানী,-কুড়ুনী**—যে দরিদ্রা নারী ঘুঁটে কুড়াইয়া জীবিকা-নির্বাহ করে; সহায়সম্বলহীনা।

ঘুঁড়ী কাগজ ও বাঁশের শলাকা দিয়া প্রস্তুত সুপরিচিত আকাশে উড়াইয়া খেলিবার জিনিষ (ঘুড্‌ডী, ঘুন্নি ইত্যাদিও বলা হয়)। **ঘুঁড়ীর পাঁচ লাগানো**—ঘুঁড়ীর লড়াই, ইহাতে এক ঘুঁড়ীর সূতা দ্বারা অন্য ঘুঁড়ীর সূতা কাটা হয়। **ঘুঁড়ীর সূতায় মাঞ্জা দেওয়া**—কাঁচের গুঁড়া শিরীষ প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া তাহা দিয়া সূতা মাজা (নানা আকৃতির ও

রঙের ঘুঁড়ী উড়ান হয়, যথা, পতঙ্গ, চিলে, চাউস মানুষ-ঘুঁড়ী ইত্যাদি)।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ—শূকরের ডাক; অসন্তোষ প্রকাশ।

ঘুগ্‌নি, ঘুম্‌নি, ঘুৎনি, ঘুঙ্গনি—(হি. ঘুঁঘ্‌নি) আলু, নারিকেলখণ্ড, মসলা ইত্যাদির সহিত সিদ্ধ করা কাঁচা মটর; তেল বা ঘি দিয়া ভাজা মসলাযুক্ত মটর বা ছোলা।

ঘুঘু—ঘু-ঘু-ঘু-রবকারী সুপরিচিত পক্ষী (ঘুঘু নানা জাতীয়, যথাঃ—রাজঘুঘু বা রামঘুঘু, তিলিয়া ঘুঘু বা পাঁড় ঘুঘু, শ্যাম ঘুঘু ইত্যাদি); ফন্দীবাজ, মতলববাজ। **ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি**—জীবনের সহজ সরল ও আনন্দময় দিক্‌টা দেখেছ, কিন্তু ফাঁদে পড়িলে কেমন লাগে তা' জান না (শাসাইয়া বলা হয়)। **ভিটায় ঘুঘু চরা**—নির্বংশ হওয়া, সর্বনাশ হওয়া। **ভিটায় ঘুঘু চরানো**—সর্বনাশ করা।

ঘুঘুর—ঘুর্‌ঘুর পোকা; ঘুগ্‌রা পোকা: পদতলের ক্ষতরোগ বিশেষ।

ঘুঙুট, ঘুঙ্গুট, ঘুঙ্ঘুট, ঘোঙ্গট—ঘোমটা।

ঘুঙুর, ঘুঙ্গুর, ঘুঙ্ঘুর—(সং ঘুঙ্ঘুর) পায়ের অলঙ্কার বিশেষ, নাচে ব্যবহৃত হয়।

ঘুঙ্গড়ি—ঘুংড়ি দ্রঃ।

ঘুচা, ঘোচা—দূর হওয়া, অপসৃত হওয়া (ঘুচিল আঁধার); শেষ হওয়া, নাশ হওয়া (স্ফূর্তি করা ঘুচে যাবে)।

ঘুচানো—দূর করা, রহিত করা, নষ্ট করা (সর্দারি ঘুচিয়ে দেবে; ঘুচাও হে মনের তিমির); উন্মোচন করা, খোলা (হাঁড়ি ঘুচিয়ে দেখ্‌ল, ব্যঞ্জন যৎসামান্যই আছে); গোবর-জল দিয়া নিকানো।

ঘুট, ঘুটি, ঘুটিকা—গোড়ালি, চরণগ্রন্থি, ankle (হি. ঘুট্‌না)।

ঘুট ঘুট, ঘুট্‌ঘুটে—গাঢ় অন্ধকার সম্বন্ধে বলা হয় (আঁধার ঘুট্‌ঘুট্‌ করছে; ঘুট্‌ঘুটে আঁধার)। **ঘুট্‌ঘুট্‌ করা**—বাসনপত্র বা ছোটখাট জিনিষপত্র নাড়ার শব্দ সম্বন্ধে বলা হয়; ব্যাপ্তি অর্থে ঘুটুর ঘুটুর।

ঘুটমুখ—অজীর্ণতা-জনিত পেটের ভিতরকার শব্দ।

ঘুটি,-টী—ঘুঁটি, গুঁটি।

ঘুটিং—নুড়ি, যাহা পোড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করা হয়।

ঘুড়ী, ঘোড়ী—ঘোটকী দ্রঃ।

ঘুণ—কীট-বিশেষ, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি নষ্ট করে; অতি নিপুণ (হিসাব-নিকাশে ঘুণ)। **ঘুণধরা**—ঘুণে নষ্ট হওয়া। কাঁচা বাঁশে ঘুণধরা—অল্প বয়সে দুশ্চিন্তা অথবা কু অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হওয়া। **ঘুণাক্ষর**—কাঠ ঘুণে খাওয়ার ফলে অজ্ঞানিত ভাবে যে একটু-আধটু অক্ষরের মত হয়; তাহা হইতে 'একটু মাত্র' 'আভাস' 'ইঙ্গিত' ইত্যাদি অর্থজ্ঞাপক; ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ টের না পায়; ইহার ঘুণাক্ষরও জানতে পারবে না। **ঘুণিত**—ঘুণে জর্জ্জরিত।

ঘুনি,-নী—বাঁশের শলা দিয়া তৈরি খাঁচার মত মাছ ধরিবার সরঞ্জাম বিশেষ; কোন কোন অঞ্চলে 'চারো', 'দোয়াড়' ইত্যাদি বলে।

ঘুণ্ট, ঘুণ্টক—গোড়ালি।

ঘুন্টি, ঘুন্টিকা—বোতাম। **ঘুন্টিঘর**—বোতামের ঘর।

ঘুৎকার—পেচকের ডাক।

ঘুনসি—কোমরে যে সূতা বাঁধা হয়।

ঘুপ্‌সী—(ঘোপ দ্রঃ) ঘোপের মত জায়গা, কোণের অন্ধকারময় স্থান।

ঘুম—(সং ঘূর্ণ; প্রাকৃত ঘুম্ম) নিদ্রা: মহানিদ্রা (এ ঘুম ভাঙ্‌বার নয়); সচেতনতার অভাব (জীবন কাট্‌ল ঘুমঘোরে); দার্জিলিং-এর নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চল। **ঘুম কাতুরে**—ঘুমাইতে না পারিলে যে খুব অস্বস্তি বোধ করে। **ঘুমগড়ে**—নিদ্রালু। **ঘুমঘোর**—গাঢ় ঘুম। **ঘুম চটে যাওয়া**—অসময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া ও পুনরায় ঘুম না আসা। **ঘুম-চোখ**—ঘুমে জড়িত চোখ। **ঘুম দেওয়া**—তৃপ্তিপূর্বক ঘুমানো; বেশি ঘুমানো। **ঘুম ধরা,-পাওয়া**—নিদ্রাকর্ষণ হওয়া। **ঘুম পাড়ানো**—নিদ্রাভিভূত হইতে সাহায্য করা। **ঘুমপাড়ানী গান**—নিদ্রাকর্ষণের সহায়ক ছড়া ও সুর। **ঘুম ভাঙ্গানো**—ঘুম হইতে জাগানো। **কাঁচাঘুম**—নিদ্রার প্রথম অবস্থা—যখন নিদ্রায় তৃপ্তিলাভ হয় নাই। **সজাগ ঘুম**—যে ঘুম সহজেই ভাঙ্গে এবং সেজন্য অস্বস্তি বোধ হয় না।

ঘুমন্ত—নিদ্রিত; অচেতন; নিষ্ক্রিয়; শুদ্ধ (ঘুমন্ত জাতি, ঘুমন্ত তরুশাখা)।

ঘুমানো—নিদ্রা যাওয়া; অচেতন থাকা, অসতর্ক থাকা। **ঘুমুনে**—ঘুমপ্রিয়, নিদ্রালু।

ঘুর—(সং. ঘূর্ণ, হি. ঘুরা): ঘূর্ণী; পাক (নেচে নেচে ঘুর লেগেছে—রবি); সোজাসুজি নয়, দূরব্যাপী (এ পথ ঘুর হবে); প্যাঁচফের (তোমাকে সোজা কথাই বলা হয়েছিল, কোন ঘুর ছিলনা তাতে)। **ঘুরঘার**—প্যাঁচফের, জটিলতা। **ঘুরপাকখাওয়া**—ঘূর্ণিত হওয়া; মনস্থির করিতে না পারা। **ঘুর-ঘুট্টি**—ঘোর অন্ধকার। **ঘুর-ঘুর**—লঘু পায়ে ভ্রমণ (ঘরময় ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছে)। **ঘুর-ঘুরে ঘা**—পুরোনো ঘা; **ঘুরপেঁচ**—জটিলতা, চক্রান্ত, গোপন মতলব।

ঘুরা, ঘোরা—ঘূর্ণিত হওয়া, ভ্রমণ করা, কোন-কিছুর সন্ধানে ফেরা (দুই-তিনটা বাজার ঘুরে এসেছি); বিফল ভাবে হাঁটাহাঁটি করা, ঘোরা-ঘুরি করা। **মাথাঘুরা**—যেন চারদিক ঘুরছে এমন বোধ হওয়া। **মাথা ঘুরে যাওয়া**—দিশাহারা হওয়া।

ঘুরানো—ঘূর্ণিত করা, পাক দেওয়া, প্রাপ্য না দিয়া বারবার ফিরাইয়া দেওয়া (তা হলে পরিষ্কার বল দেবেনা, এত ঘোরাচ্ছ কেন?); দূরবর্তী প্রসিদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করানো; পরিভ্রমণ করানো (ছেলেকে বিলাত ঘুরিয়ে এনেছে)। **ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা**—একই কথা বারবার অথবা নানাভাবে বলা। **ঘুরা জল**—আবর্ত। **ঘুরানো সিঁড়ি**—যে অপ্রশস্ত লোহার বা কাঠের সিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিয়াছে। **ঘুরে যাওয়া**—পরিবর্তিত হওয়া। (বিয়ের দিন ঘুরে গেছে)। বি. ঘুরানি, ঘুরুনি।

ঘুরনি—মাথা ঘোরা।

ঘুঘুর—ঘুগরো পোকা।

ঘুর্ণা—আবর্ত।

ঘোলা—ঘোল করা, মিশ্রিত করা, কদম মিশ্রিত করা (জল ঘোলানো)। **ঘোলাইয়া ফেলা**—তালগোল পাকানো; খেই-হারা হওয়া।

ঘুলঘুলি—দেওয়ালের ভিতরকার ছিদ্র।

ঘুষ, ঘুস, ঘুঁষ—উৎকোচ, bribe, বিশেষ কার্য-সিদ্ধির জন্য গোপনে প্রদত্ত অর্থাদি। **ঘুষ খাওয়া**—উৎকোচ গ্রহণ করা (তাহা হইতে 'ঘুষখেকো' 'ঘুষখোর')। **ঘুষ দেওয়া**—উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গোপনে অর্থাদি দেওয়া। **ঘুষঘাষ**—ঘুষ ও তজ্জাতীয় উপঢৌকনাদি।

ঘুষঘুষে—গোপন, চাপা (ঘুষঘুষে জ্বর)।

ঘুষা—মুষ্টি দিয়া আঘাত (**কিল-ঘুষা**—মার-ধোর; ঘোর অপমান)। **ঘুষাঘুষি**—মুষ্টি দিয়া পরস্পরকে আঘাত। **ঘুষি**—ঘুষা। **ঘুষি লড়া**—পরস্পরকে ঘুষি মারিয়া পরাভূত করিতে চেষ্টা করা।

ঘুষ্টী, ঘুস্কি—অপ্রকাশ্য স্বৈরিণী।

ঘূক—পেচক **ঘূৎকার**—পেচকের ডাক।

ঘূর—দ্র। দ্রঃ।

ঘূর্ণন—চক্রাকারে ভ্রমণ, আবর্ত। বিণ. ঘূর্ণিত। **ঘূর্ণবায়ু**—ঘূর্ণবায়ু দ্রঃ। **ঘূর্ণমান, ঘূর্ণায়-মান, ঘূর্ণ্যমান**—যাহা ঘুরিতেছে, আবর্তিত হইতেছে (ঘূর্ণমান ধূলিকণা)। **ঘূর্ণা**—ঘূর্ণী, আবর্ত।

ঘূর্ণি—মাথা ঘোরা। **ঘূর্ণিত**—যাহা ঘুরিতেছে। **ঘূর্ণিতনেত্রে**—ক্রোধে, আঁখিতারা ঘূর্ণিত হইতেছে, এমন ভাবে; ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। **ঘূর্ণ-বাত, ঘূর্ণিবায়ু**—আবর্তনশীল বায়ু, যাহা ধুলা, গাছের পাতা ইত্যাদি বেগে উপরের দিকে তোলে। **ঘূর্ণী**—আবর্ত; মাথা ঘোরা।

ঘৃণা—বিতৃষ্ণা, বিরাগ, প্রবল অনিচ্ছা, বিদ্বেষ। **ঘৃণাকর**—যাহা দেখিলে ঘৃণার উদ্রেক হয়। **ঘৃণার্হ**—ঘৃণার যোগ্য। বিণ. **ঘৃণিত**—ঘৃণা-উদ্রেক-কারী; অতিনিন্দিত; জঘন্য (ঘৃণিত আচরণ); অতি অপছন্দের (ঘৃণিত দারিদ্র্য)। **ঘৃণী**—ঘৃণাকারী (বাংলায় তেমন ব্যবহার নাই)। **ঘৃণ্য**—ঘৃণিত, ঘৃণার্হ। (সংস্কৃতে ঘৃণা = দয়া, করুণা, কৃপা; ঘৃণালু—দয়ার্দ্র)।

ঘৃত—(যাহা উত্তাপ পাইলে তরলিত হয়) ঘি (সর্পিঃ, আজ্য, হবিঃ)। **ঘৃতকুমারী**—সুপরিচিত ছোট গাছ বিশেষ। **ঘৃতগন্ধি**—ঘৃতের গন্ধযুক্ত অথবা অল্প ঘৃতযুক্ত। **ঘৃত-পক্ক**—ঘি দিয়া ভাজা। **ঘৃতপূর**—ঘিওর। **ঘৃতবর্তি**—ঘি-এর বাতি। **ঘৃতাক্ত**—ঘি-মাখা।

ঘৃতাচী—অপ্সরা বিঃ।

ঘৃতার্চিঃ—অগ্নি (ঘৃত যাহার তেজ বৃদ্ধি করে)। **ঘৃতোদ**—ঘি-এর সাগর।

ঘৃষ্ট—যাহা ঘষা হইয়াছে; মার্জিত; মর্দিত (ঘৃষ্ট

চন্দন) ; ঘর্ষণ লাগার ফলে আহত (ঘৃষ্ট অঙ্গ)। **ঘৃষ্টতাড়িত**—ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তাড়িত-শক্তি।

ঘৃষ্টি—(ঘৃষ্ +ক্তি) ঘর্ষণ ; স্পর্ধা ; শূকর।

ঘেউ ঘেউ—কুকুরের ডাক ; বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্য বা প্রতিবাদের প্রতি অবজ্ঞা-সূচক উক্তি (কুকুর ঘেউ ঘেউ করেই থাকে)।

ঘেঁচড়া—ঘেষ্টানের ফলে দাগ পড়া : অবাধ্য ও একগুঁয়ে (ছোক্‌রাটা বড় ঘেঁচড়া—অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের সম্বন্ধে বলা হয়)। **মার-ঘেঁচড়া**—মার খাইয়াও যে কথা শোনে না।

ঘেঁচিকড়ি, ঘেচিকড়ি—গেঁঠে কড়ি।

ঘেঁচু—কচু-বিশেষ ; অবজ্ঞার্থক উক্তি।

ঘেঁটু—(সং. ঘণ্টাকর্ণ) ঘেঁটু ঠাকুর ; খোস-পাঁচড়ার দেবতা।

ঘেঁষ—ঘর্ষণ জনিত আঘাত (ঘেঁষ লাগা)।

ঘেঁষা, ঘেঁসা—নিকটবর্তী হওয়া ; ঘর্ষণ করা (গা ঘেষা ; পাশে ঘেঁষে না)। **ঘেঁষাঘেঁষি**—মিশামিশি ; লাগালাগি।

ঘেষ্টানো—হিঁচ্‌ড়াইয়া লওয়া ; ঘৃষ্ট করা।

ঘেঙানো—ঘ্যাঙানো দ্রঃ।

ঘেঞ্চুলিকা—ঘেঁচু।

ঘেটেল—ঘাটোয়াল ; ঘাট-রক্ষক ; ঘাটের কর আদায়কারী। বি. ঘেটেলি।

ঘেটি—(সং ঘাট) ঘাড় (ঘেটি ধরে কাজ করিয়ে নেওয়া)। **ঘেটি ভাঙ্গিয়া পড়া**—চারার রোদের তাপে ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়া।

ঘেন্না—ঘৃণা ; প্রবল বিতৃষ্ণা ; ধিক্কার (দেখতে ঘেন্না করে)। **ঘেন্নার কথা**—ঘোর অপ-ছন্দের ও লজ্জাজনক ব্যাপার।

ঘেন্না-পিত্তি নেই—বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ নেই।

ঘেয়ো—ঘাউয়া দ্রঃ।

ঘের—বেষ্টন ; পরিধি ; বেড় (পাঞ্জাবীর ঘের)।

ঘেরা—বেষ্টন করা ; চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করা (ম্যালেরিয়ায় দেশ ঘিরেছে) ; বেষ্টিত ; আবৃত ; বেষ্টিত স্থান। **ঘেরাও**—চারিদিক হইতে ঘেরা (বাড়ী ঘেরাও করেছে)। **ঘেরা-টোপ**—উপর দিয়া ঢাকা দিবার কাপড় ; বোরকা।

ঘেসেড়া—যে ঘাস কাটিয়া বিক্রি করে ; যে ঘোড়ার ঘাস কাটে।

ঘেসো—ঘাসপূর্ণ (ঘেসোজমি) ; ঘাসের গন্ধযুক্ত। **ঘেসো ভুঁড়ি**—শক্তিহীন পেট-মোটা-লোক।

ঘোঙ্গট—ঘোমটা।

ঘোঁজ—ঘুঁজি ; বাঁকা ; বাঁকা পথ। **ঘোঁজে-ঘাঁজে**—কোণে-কাণাচে।

ঘোঁট—কয়েকজনে মিলিয়া জটলা, আন্দোলন। **ঘোঁট করা**—দল পাকানো।

ঘোঁটা—আলোড়ন করা ; মন্থন করা।

ঘোঁৎঘোঁৎ—শূকরের শব্দ।

ঘোগ—ব্যাঘ্র-বিশেষ, দেখিতে কুকুরের মত। **বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা**—প্রবলের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু নিদারুণ শত্রু।

ঘোট, ঘোটক—ঘোড়া। স্ত্রী. ঘোটকী।

ঘোটন—ঘোঁটন ; আলোড়ন ; তল্লাস করা। **ঘোটনা**—যাহা দিয়া ঘোটা হয়।

ঘোঙ্গা, ঘোঁঙা—মূর্খ ; অসার। **ঘোঙ্গা-মণ্ডা**—অল্প ছানা ও অধিক চিনি দিয়া প্রস্তুত মণ্ডা।

ঘোড়া—(সং ঘোটক) ঘোটক, অশ্ব, ছাতার কল, যাহা টিপিয়া ছাতা ভাঙা হয় ; বন্দুকের কল যাহা টিপিলে বন্দুকের আওয়াজ হয়, trigger ; দাবার বল বিশেষ। **ঘোড়গাড়ী**—যে গাড়ী ঘোড়ায় টানে। **ঘোড়দৌড়**—বাজী রাখিয়া অশ্বারোহীদের প্রতিযোগিতা। **ঘোড়দৌড় করানো**—অতিরিক্ত দৌড়-ধাপ করানো ; এরূপ দৌড়-ধাপ করাইয়া নাকাল করা। **ঘোড়-তোলা জুতা**—মোজা-জুতা। **ঘোড়-সওয়ার**—অশ্বারোহী। **ঘোড়া ঘোড়া-খেলা**—ছেলেপিলেদের খেলায় একজনের ঘোড়া হওয়া ও অপর জনের সওয়ার হওয়া। **ঘোড়ার ডিম**—অলীক ; অস্বীকৃতি-জ্ঞাপক উক্তি (ঘোড়ার ডিম করবে)। **ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া**—উপরওয়ালাকে অতিক্রম করিয়া অথবা তাহার অজ্ঞাতসারে কিছু করিবার চেষ্টা ; দুঃসাহস। **ঘোড়া-রোগ**—সাধ্যের অতিরিক্ত খরচাদির আকাঙ্ক্ষা অথবা সৌখীনতা (গরীবের ঘোড়া-রোগ)। **আটেকাটে দড় তো ঘোড়ার পিঠে চড়**—যথেষ্ট যোগ্যতা লইয়া তবে কষ্টসাধ্য কাজে হাত দাও। **ঘোড়া মাছি**—বড় মাছি-বিশেষ ; horse-fly। **ঘোড়ামুখো**—ঘোড়ার মত কিছু লম্বা মুখ-বিশিষ্ট (ঘোড়া

মুখো ধান—যে ধানের শিষ বাহির হইয়া একটু ঝুলিয়াছে)। **ঘোড়ামুগ**—অপকৃষ্ট মুগ-বিশেষ। **ঘোড়াশাল**—আস্তাবল। **ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া**—আরামের সম্ভাবনা দেখিয়া উহা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া। **ঘোড়ার কামড়**—কঠিন পণযুক্ত আক্রমণ, অত্যন্ত জেদ। **ঘোড়ার ঘাস কাটা**—বাজে কাজ করা, বৃথা সময় নষ্ট করা। **ঘোড়ায় চড়ে আসা**—তিলমাত্র বিলম্ব সহিতে অসম্মত।

ঘোড়াক্ষ, ঘোড়ারুরু—ঘোড়ার আকৃতির বড় হরিণ-বিশেষ।

ঘোণা—নাসিকা; ঘোড়ার ও শূকরের নাসিকা। **ঘোণাকাটা**—গন্নাকাটা। **বিদ্ধঘোণ**—নাক-ফোঁড়ানো (বিদ্ধঘোণ বলীবর্দ)। **ঘণী**—শূকর।

ঘোপ—গুপ্ত বা নিভৃত স্থান। **ঘোপঘাপ**—ঘোপ ও ঘোপের মত অপ্রকাশ্য স্থান।

ঘোমটা—(হি. ঘুঙ্গট্) অবগুণ্ঠন; স্ত্রীলোকের মুখাবরণ। **ঘোমটা খোলা**—মুখাবরণ উন্মোচিত করা। **ঘোমটা টানা**—বেশী করিয়া ঘোমটা দেওয়া। **নাচতে এসে ঘোমটা কেন?**—অবাঞ্ছিত অথবা অশোভন সংকোচ সম্বন্ধে বলা হয়। **ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচ**—বাহিরে সাধুতা ভিতরে নষ্টামি।

ঘোর—(ঘুর—ভয়ঙ্কর হওয়া) সংহার-মূর্তি শিব; ভয়ঙ্কর; দুর্গম; অন্ধকার; (ঘোর যামিনী) বিষম; (ঘোর বিপদ); আবিলতা (নেশার ঘোর); বুদ্ধির ঘোর, ভ্রম (ঘোর কাটা)। **ঘোর-ঘোর**—অল্প অন্ধকার। **ঘোরপ্যাঁচ**—জটিলতা; গোপন মতলব। **ঘোরদর্শন**—ভয়ঙ্কর মূর্তি। **ঘোররূপা**—চণ্ডী।

ঘোরা—ঘুরা দ্রঃ। **ঘোরাঘুরি**—ঘোরাফেরা; কোন-কিছুর খোঁজে ফেরা। **ঘোরাবিদ্যা**—মারণ উচ্চাটনাদি বিদ্যা। **মাথাঘোরা**—মাথাঘোরা রোগ; বুদ্ধির স্থিরতা না থাকা।

ঘোরালো, ঘোরাল—অন্ধকারময়; ভয়াবহ; জটিল (ব্যাপারটা অত ঘোরালো করছ কেন?); গাঢ় (ঘোরালো রঙ)।

ঘোল—মাখন তোলা ও জল দেওয়া দই। **ঘোল খাওয়া**—সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হওয়া। **ঘোল খাওয়ানো**—খুব হারাইয়া দেওয়া। **মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালা**—পূর্বে কোন কোন অপরাধের জন্য অপরাধীকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশ হইতে বাহির করা হইত; তাহা হইতে, অতিশয় অপমানিত করা। **দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো**—যাহা ভাল ও বড় তাহার পরিবর্তে নিকৃষ্ট কিছু লইয়া সন্তুষ্ট হইতে চেষ্টা করা। **ঘোলমৌনি**—ঘোল-মন্থনী। **ঘোল মওয়া**—ঘোল মন্থন করিয়া মাখন তোলা।

ঘোলা—কর্দমময়; নিষ্প্রভ; অস্বচ্ছ (ঘোলা জল; ঘোলা দৃষ্টি)। **ঘোলাটিয়া, ঘোলাটে**—অল্প ঘোলা; ঘোলাঘোলা। **ঘোলা-পড়া**—ঘোলাটে হওয়া।

ঘোলানো, ঘুলানো—ঘোলা করা; আলোড়িত করিয়া নীচের কাদা উপরে তোলা। বি. ঘোলানি—তলানি; ঘোলা জল। **গা ঘোলানো**—বমির ভাব হওয়া।

ঘোষ—ধ্বনি; নির্ঘোষ (শঙ্খঘোষ); (ব্যাকরণে) বর্ণের উচ্চারণে ধ্বনির গাম্ভীর্য (গ ঘ জ ঝ প্রভৃতি বর্ণ ঘোষবান্ বর্ণ); যেখানে গরুর ডাক শোনা যায়, আভীর-পল্লী; কায়স্থের উপাধি; মশক; কাংস্য। **ঘোষক**—যে ঘোষণা করে, announcer। **ঘোষড়**—নিবিড় (ঘোষড় বন—প্রাদেঃ)। **ঘোষণ, ঘোষণা**—উচ্চ শব্দে রাষ্ট্র করা; গলা ছাড়িয়া বা প্রকাশ্যে বলা; খ্যাতি। **ঘোষণা-পত্র**—সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি। **ঘোষবান্**—ধ্বনিগাম্ভীর্যযুক্ত (ঘোষবান্ বর্ণ)। **ঘোষযাত্রা**—রাজা প্রভৃতির সমারোহে আভীর-পল্লীতে যাত্রারূপ উৎসব (মহাভারতের ঘোষযাত্রা পর্ব)। **ঘোষহীন**—(ব্যাকরণে) ধ্বনি-গাম্ভীর্যহীন (ক খ চ ছ প্রভৃতি বর্ণ ঘোষহীন বর্ণ)। **ঘোষানো**—সুর করিয়া নামতা পড়ানো।

ঘোষাল—ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ

ঘোষিত—প্রচারিত; বিজ্ঞাপিত।

ঘ্ন—অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ঘাতক এই অর্থ প্রকাশ করে (শত্রুঘ্ন); গোঘ্ন; বিঘ্ন)।

ঘ্যাঙানো—কাতর স্বরে প্রার্থনা করা, একঘেয়ে কাতরোক্তি করা। বি ঘেঙানি।

ঘ্যাঁট—ঘাঁট দ্রঃ।

ঘ্যাঁষ—ঘেঁষ; ঘর্ষণ; ঘর্ষণ জন্য ক্ষত; প্রতিকূল মন্তব্যের জন্য তীব্র মানসিক আঘাত (এই বার ঘ্যাঁষ লেগেছে—গ্রাম্য)

ঘ্যাগ—গলগণ্ড, goitre ; মুরগী প্রভৃতির পাকস্থলী (ঘ্যাগ ভরে খাওয়া—প্রচুর খাওয়া)।

ঘ্যাষ্‌ ঘ্যাষ—ভাঙা আওয়াজে কাশির শব্দ।

ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌—একঘেয়ে বিরক্তিকর উক্তি বা অভিযোগ (কি কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করছ !)। ব্যাপ্তি অর্থে ঘ্যানর ঘ্যানর। **ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ প্যান্‌ প্যান্‌**—দীর্ঘ বিরক্তিকর বিবৃতি ও অভিযোগ। **ঘ্যান্‌ঘেনে**—যে ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করে। বি. ঘ্যানঘেনি।

ঘ্রাণ—গন্ধগ্রহণ (ঘ্রাণশক্তি); গন্ধ (সুঘ্রাণ)। **ঘ্রাণজ**—আঘ্রাণের ফলে উৎপন্ন। **ঘ্রাণতর্পণ**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন। **ঘ্রাণমুখ** নাসারন্ধ্র। **ঘ্রাণেন্দ্রিয়**—নাক। বিণ. ঘ্রাত—যাহা আঘ্রাণ করা হইয়াছে (অনাঘ্রাত পুষ্প)। **ঘ্রাতব্য**—ঘ্রাণযোগ্য। **ঘ্রাতা**—যে আঘ্রাণ করে। **ঘ্রেয়**—ঘ্রাতব্য ; যাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করা যায়, এমন দ্রব্য।

ঙ

ঙ—'ক' বর্গের পঞ্চম বর্ণ। প্রাচীন বাংলার 'ঙ্গ' এর স্থলে বর্তমানে অনেক স্থলে 'ঙ' ব্যবহৃত হয়, যথা,—বাঙ্গালী, বাঙালী ; বেঙ্গ, বেঙ।

ঙ—ধ্বনি, ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু ; ইচ্ছা ; ভৈরব (তন্ত্রে) পরম কুণ্ডলী।

চ

চ—ষষ্ঠ ব্যঞ্জন বর্ণ ও চ বর্গের প্রথম বর্ণ ; চল (আমার সঙ্গে চ'—প্রাদেশিক)।

চই—লতা-বিশেষ ; ইহার পাতা দেখিতে পানের মত। নূতন জামাইকে ঠকাবার জন্য শ্যালিকারা ব্যবহার করিত। **চইচই**—হাঁস, কচ্ছপ প্রভৃতিকে ডাকিবার শব্দ।

চইড়, চৈড়, চোড়—কূলে নৌকা ঠেলিয়া ঠেলিয়া চালানোর জন্য অপেক্ষাকৃত সরু বংশদণ্ড ; লগি (আগে জলের ছিটে, পিছে চোড়ের গুঁতো)।

চওড়—চড়, চপেটাঘাত (প্রাদেশিক)।

চওড়া-চউড়া—বিস্তৃত, প্রশস্ত, প্রস্থের দিক্‌ (চওড়ায় পাঁচ হাত)। বি চৌড়াই। **লম্বা চওড়া**—লম্বায় ও চওড়ায় বড়, অসঙ্গত রকমের বড় বা ফলাও (লম্বা-চওড়া কথা ; লম্বা-চওড়া চাল)।

চক—বিস্তৃত মাঠ ; চতুষ্কোণাকৃতির বহু-গৃহ-বিশিষ্ট বাজার ; চতুষ্কোণ, মধ্যে অঙ্গনযুক্ত, গৃহ (চক-মিলানো বাড়ী)। **চকবন্দী**—চতুঃসীমাযুক্ত। **চকবন্দী কপাট**—যে কপাটে নক্সাযুক্ত চৌকা তক্তা ভরিয়া দেওয়া হয়।

চক্‌—(ইং chalk) খড়িমাটি বা খড়ি।

চক্‌চক্‌—বিড়াল কুকুর ইত্যাদির জল বা দুধ পান করিবার শব্দ। মৃদু শব্দ বুঝাইতে, চুক্‌চুক্‌।

চক্‌চক্‌—দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্যজ্ঞাপক (অল্প বা স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য বুঝাইতে চিক্‌চিক্‌ বলা হয়)। **চক্‌চকানো**—ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করা। বিণ. চক্‌চকে—উজ্জ্বল, মালিন্য-বর্জিত। **চক্‌চক ঝক্‌ঝক্‌**—খুব উজ্জ্বল বা মাজাঘসা ; আন্‌কোরা। **চক্‌মক্‌**—(তুর্কী. চকমক—তীব্র ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে বলা হয়। বিণ. চক্‌মকে। **চক্‌মকানো**—তীব্র ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করা।

তীব্রতর ঔজ্জ্বল্য সম্পর্কে 'ঝক্‌মক্' বলা হয়।

চক্‌মকি—(তুর্কী. চকমক) অগ্নিপ্রস্তর, যে পাথরে আঘাত করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। **চক্‌মকি ঝাড়া,-ঠোকা**—চক্‌মকিতে ইস্পাতের আঘাত দিয়া আগুন জ্বালা।

চক্‌মিলানো—সম-উচ্চতাযুক্ত চতুষ্কোণ ও মধ্যে অঙ্গন বিশিষ্ট (বড় বাড়ী)।

চক্‌লা, চোকলা—ছাল, ছিক্কা।

চক্‌সা—(সং. চকাস্), রৌদ্রের দীপ্তি। **চক্‌সা করা**—মেঘের ঘোর কাটিয়া রোদ দেখা দেওয়া (প্রাদেশিক)।

চকা—চখা দ্রঃ।

চকাসিত—দীপ্ত ; প্রকাশিত।

চকিত—চমকিত ; সন্ত্রস্ত, ভীত ও চঞ্চল (ব্যাঘ্র-চকিতা হরিণী) ; মুহূর্ত, নিমেষ (চকিতে ঘটিয়া গেল), বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত ক্ষণস্থায়ী (চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল)।

চকুই, চকুয়া—চক্রবাক।

চকোর—(যে চন্দ্রের জ্যোৎস্না পান করিয়া তৃপ্ত হয়) নানা ধরণের কবি-প্রসিদ্ধির উপলক্ষ পক্ষী-বিশেষ। স্ত্রী চকোরী, চকোরিণী। **চিত্ত-চকোর**—চকোরের মত প্রতীক্ষাকারী চিত্ত।

চক্কর—(সং চক্র) কুমারের চাকা ; চক্রের মত গোলাকার ; চক্রাকার চিহ্ন, চক্রাকার ফণা (নির্গুণ সাপের কুলোপানা চক্কর)। **চক্কর দেওয়া**—খানিকটা পথ ঘুরিয়া আসা, মাথাঘোরা।

চক্কত্তি, চক্কোবর্ত্তী, চক্কোত্তি—'চক্রবর্তী'র গ্রাম্য অথবা কথ্য রূপ।

চক্র—চাকা ; বিষ্ণুর-অস্ত্র-বিশেষ ; চক্রাকার ; বেড় ; মজলিস (চক্র-বৈঠক) ; অঞ্চল ; সাপের ফণা ; চক্রান্ত। বিণ. চক্রী—চক্রান্তকারী। **চক্র দেওয়া**—চক্কর দেওয়া। **দশচক্র**—দশজনের চক্রান্ত। **দশচক্রে ভগবান ভূত**—ভগবান নামক ব্রাহ্মণকে তাহার জীবিত অবস্থায় দশজনে মিলিয়া ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল ; তাহা হইতে, দশজনের চক্রান্তের ভীষণতা-জ্ঞাপক উক্তি। **নক্ষত্র-চক্র**—নির্দিষ্ট কালে নক্ষত্রের ঘুরিয়া আসা। **পাকচক্র**—চক্রান্ত ; কৌশল। **চক্রগণ্ডু**—গোল বালিশ। **চক্রগতি**—চাকার মত ঘোরা। **চক্রগুচ্ছ**—অশোক গাছ। **চক্রজীবক**—কুমোর। **চক্রধর**—বিষ্ণু ; রাজা ; সর্প। **চক্র-নাভি**—চক্রের মধ্যের অংশ। **চক্রনেমি**—চাকার বেড়। **চক্রপাণি**—বিষ্ণু। **চক্র-পাদ**—গাড়ী। **চক্রপাল**—রাজা ; চাকলার মালিক ; সেনাপতি। **চক্রবৎ**—চাকার মত। **চক্রবন্ধু**—সূর্য (চক্রবাক চক্রবাকীর মিলন ঘটায় বলিয়া)। **চক্রবর্তী**—প্রধান (রাজচক্রবর্তী) **চক্রবাক**—চখা। **চক্র-বাড়,-বাল**—দিগন্তরেখা। **চক্রবাত**—ঘূর্ণিবায়ু। **চক্রব্যূহ**—সৈন্যস্থাপনের কৌশল বিশেষ। **চক্রবৃদ্ধি**—সুদের সুদ। **চক্রভ্রম**—কুন্দযন্ত্র। **চক্রযান**—গাড়ী, সাইকেল প্রভৃতি।

চক্রান্ত—ষড়্‌যন্ত্র।

চক্রাবর্ত—চাকার মত ঘোরা, ঘূর্ণিবায়ু।

চক্রাশ্ম—শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র, sling.

চক্রী—চক্রধারী ; চক্রান্তকারী ; চক্রবাক ; রাজা ; কলু ; সর্প।

চক্রেশ্বর—তন্ত্র-সাধন-চক্রের নেতা।

চক্ষণ—মদের চাট।

চক্ষু, চক্ষুঃ—চোখ ; দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি. মনোযোগ (দিব্যচক্ষু, জ্ঞানচক্ষু)। **চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা**—শোনা ব্যাপার চোখে দেখিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া। **চক্ষুক্ষত**—চোখের ক্ষত। **চক্ষুদান**—অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ সাধন, জ্ঞান দান। **চক্ষুলজ্জা**—পরিচিত লোকেরা কি বলিবে, এই হেতু লজ্জা। **চক্ষুশূল**—যাহার দর্শন অসহ্য, eye-sore. **চক্ষুশ্রবা**—সাপ। **চক্ষু-স্থির**—অপ্রত্যাশিত কিছু দেখিয়া হতবুদ্ধি। **চক্ষের বিষ, দুই চক্ষুর বিষ**—চক্ষুশূল, যাহার দর্শন অসহ্য। **চর্মচক্ষু**—সাধারণ দৃষ্টি জ্ঞান-চক্ষুর বিপরীত। **মনশ্চক্ষু**—অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনা।

চক্ষুগোচর—চোখে দেখা ; দৃষ্টির বিষয়ীভূত।

চক্ষুদান, চক্ষুর্দান—চক্ষু দ্রঃ ; মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক প্রতিমার চক্ষে রঙাদি দিয়া প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

চক্ষুরুন্মীলন—চোখ খুলিয়া চাওয়া ; অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ।

চক্ষুর্বিষয়—যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, দৃশ্য।

চক্ষুষ্মত্তা—অন্তরদৃষ্টি। **চক্ষুষ্মান**—দৃষ্টিশক্তি-

সম্পন্ন; তীক্ষ্ণদৃষ্টি; বিবেকবান্। স্ত্রী. চক্ষুষ্মতী।

চক্ষুষ্য—চক্ষের হিতকর; নয়নাভিরাম।

চক্ষুরাগ—চক্ষুর রক্তিমা; চক্ষের অনুরাগ বা পক্ষপাত।

চক্ষুরোগ—চোখের পীড়া, চোখ-ওঠা, ছানি-পড়া প্রভৃতি। (বাংলায় চক্ষুরোগ বেশী প্রচলিত)।

চখা—চক্রবাক। স্ত্রী. চখী। **চখাচখী**—চখা ও চখী; প্রীতিবদ্ধ দম্পতি।

চঙকি—(ব্রজবুলি) চমকিত হইয়া।

চঙ্ক্রম—পর্যটন; দ্রুত পাদক্ষেপ। **পদ-চঙ্ক্রমণ করা**—পায়চারি করা; পায়ে হাঁটিয়া বেড়ানো।

চঙ্গ—দক্ষ; বলবান্; যোদ্ধা; (প্রাদেশিক) মই।

চঙ্গল—(ফা. চঙ্গুল) থাবা। চঙ্গল মারা—ছোঁ মারা। (কোন কোন অঞ্চলে চুঙল্ বলে; চুঙল্-বসানো শিকারের দেহে শিকারী পাখীর নখর বিদ্ধ করা)।

চচ্চড়—(হি. চর্ চর্) কাঠ ফাটার শব্দ। চড়্ চড়্ দ্রঃ।

চঞ্চরিকা, চঞ্চরী—ভ্রমরী। **চঞ্চরিকা-বলী**—ভ্রমর-শ্রেণী; ছন্দোবিশেষ।

চঞ্চল—অস্থির, ত্রস্ত (চঞ্চল-মতি, চঞ্চল পদে); অচিরস্থায়ী (লক্ষ্মী চঞ্চলা); বিচলিত, আন্দোলিত (চঞ্চল অঞ্চল); উৎকণ্ঠিত (চঞ্চল হৃদয়); লম্পট। স্ত্রী. চঞ্চলা—বিদ্যুৎ; লক্ষ্মী। বি চাঞ্চল্য, চঞ্চলতা। **চঞ্চলচিত্ত**—উদ্বিগ্নচিত্ত। **চঞ্চল নয়ন**—ঘন ঘন অথবা ব্যাকুলিত দৃষ্টিপাত। **চঞ্চল-স্বভাব**—যাহার প্রকৃতিতে স্থিরতার অভাব।

চঞ্চলিত—অস্থির; আন্দোলিত; উদ্বেলিত।

চঞ্চা—নলের চাঁচ, দর্মা; চাটাই; শস্যক্ষেত্রে স্থাপিত তৃণ-নির্মিত মনুষ্য-মূর্তি; Scare-crow।

চঞ্চু, চঞ্চূ—পাখীর ঠোঁট। **চঞ্চুক্ষত**—চঞ্চুর দ্বারা আহত। **চঞ্চুপুট**—বদ্ধ চঞ্চুদ্বয়।

চঞ্চুরী—চড়াই পাখী।

চট—পাটের দড়িতে প্রস্তুত সুপরিচিত বস্ত্রাকার বস্তু, gunny. **চটকল**—যে কলে চট প্রস্তুত হয়।

চট্—শীঘ্র (চট্ করে)। **চট্‌চট্**—ফুটার বা চপেটাঘাতের শব্দ; বৃষ্টি পতনের শব্দ।

চটক—চড়াই পাখী। স্ত্রী—চটকা,-কী-টিকা। **চটকের মাংস**—অতি সামান্য কিছু, যাহা বিভক্ত করিলে ভাগে প্রায় কিছুই পড়ে না।

চটক—ঔজ্জ্বল্য, আড়ম্বর, বাহার (কথার চটক, রঙের চটক)। **চটকদার**—জমকালো, আড়ম্বরপূর্ণ, জেল্লাদার।

চট্‌কা—নিদ্রাবেশ, অন্যমনস্কতা। **চটক-ভাঙা** তন্দ্রা ভাঙা—সজাগ হওয়া।

চট্‌কানো—মর্দন করা; হাত দিয়া মলা; পিষ্ট করা। **পিণ্ডি চট্‌কানো**—পিণ্ড প্রস্তুত করা (গালি বা অভিসম্পাত)।

চট্‌চট্—চপেটাঘাত: বেত্রমারা, বৃষ্টিপতন ইত্যাদির শব্দ; আঠার মত বোধ হওয়া। **চট্‌-চটে**—যাহা আঠার মত বোধ হয়। **চট্‌-চটানো**—আঠার মত চট্‌চট্ করা।

চটপট—তাড়াতাড়ি। বিণ. **চট্‌পটে**—চালাক চতুর, ত্বরিতকর্মা।

চটা—ক্রুদ্ধ হওয়া; রাগা। **চটানো**—রাগানো, বিরক্ত করিয়া উত্তেজিত করা। **রগচটা**—যে সহজেই রাগিয়া যায়। **চটাচটি**—রাগারাগি।

চটা—সরু ও পাৎলা বাখারি বা কাবারি; উপরের পাৎলা অংশ উঠিয়া যাওয়া (কলাই চটা), **চিড়** খাওয়া, ফাটা। **চটানো**—ফাটানো।

চটান—বিস্তীর্ণ শান-বাঁধানো অথবা পাষাণময় ক্ষেত্র।

চটাপট—ঝটিতি, অতিদ্রুত।

চটালো—চওড়া (চটালো পাড়)।

চটি—পান্থশালা; পথিকদের স্বল্পকালীন বিশ্রাম-স্থান; বাজার; জুতা-বিশেষ; পাত্‌লা বই।

চটু—চাটু; যাহাতে খুশী হইতে পারা যায়, এমন বাক্য।

চটুল—চঞ্চল; মনোহর; হাল্‌কা ও সরস (চটুল ভঙ্গি)।

চট্টরাজ—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

চট্টল—চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম।

চট্টোপাধ্যায়—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

চড়—(সং চপট) চপেটাঘাত। **চড়চাপড়**—চপেটাঘাত ও এই জাতীয় অন্য ধরণের মার। **গালে চড় দিয়ে আদায় করা**—প্রায়

জবরদস্তি ; বাধ্য হইয়া দেওয়া। **গালে চড় খাওয়া**—জব্দ হওয়া।

চড়ক—চৈত্র-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত পার্বণ-বিশেষ। **চড়ক গাছ**—চড়কের সন্ন্যাসীদের ঘুরাইবার জন্য স্থাপিত উচ্চ বংশদণ্ড বা কাষ্ঠ ; একপ উৎসবে পূর্বে চড়কের সন্ন্যাসীদের পিঠ, কাণ, নাক ইত্যাদি ফোঁড়ানো হইত। **চক্ষু চড়ক-গাছ**—ভীতিবিহ্বল। **চড়ুকে হাসি**—ভিতরে যন্ত্রণা, বাহিরে উচ্চহাসি।

চড়কা—চড়া ; উগ্র। (প্রাদেশিক)

চড়চড়, চচ্চড়—রৌদ্রের তেজে বা আগুনের ঝাঁজে কাঠ তৈজষাদি ফাটিবার বা চটিবার শব্দ ; উনুনে কিছু ভাজিবার বা রস শুকাইবার শব্দ ; (**চচ্চড়ি**—যাহা আগুনের তেজে শুকাইয়া চচ্চড় করে এমন তরকারি) ; শুষ্কতা বোধ (গা চড়চড় করছে)।

চড়্তি—বাড়তি ; বৃদ্ধি। **চড়্তির মুখে**—(মূল্য) বৃদ্ধির সময়। (বিপরীত **পড়্তি**)।

চড়ন—সওয়ার হওয়া, অলঙ্কারে রঙ্ ধরানো। **চড়নদার**—আরোহী ; যে অলঙ্কারে রঙ্ চড়ায়। বি. চড়নদারি।

চড়া—চর ; নদীগর্ভে পলি পড়িয়া যে দ্বীপের মত স্থানের সৃষ্টি হয়। **চড়ায় ঠেকা**—চড়ায় অর্থাৎ অল্পজলে আসিয়া পড়ার দরুণ আট্কাইয়া যাওয়া ; সাংসারিক টানাটানিতে পড়া, অচল হওয়া।

চড়া—উপরে ওঠা ; দাম বাড়া ; অতিরিক্ত, উচ্চ (চড়া দাম ; চড়া সুদ ; চড়া সুর) ; তীব্র, রাগী, কড়া (চড়া রোদ ; চড়া মেজাজ) ; ধনুকের ছিলা। **মাথায় চড়া**—নাই পাওয়া। **বাড় চড়া**—দেহের বিকাশ হওয়া। **চড়া-উতোর**—কবিগানে বা গম্ভীরা গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর।

চড়াই, চড়া—চড়াই পাখী।

চড়াই—উপরের দিকের পথ (বিপরীত, উৎরাই)। **চড়াইয়ের পথ**—পাহাড়ে উপরের দিকে উঠার পথ ; প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রগতি।

চড়াই-ভাতি, চড়িভাতি, চড়ুই-ভাতি—বনভোজন, picnic।

চড়াও—আক্রমণ ; আক্রমণকারী (বাড়ী চড়াও হওয়া ; চড়াও করা)।

চড়াৎ—হঠাৎ ফাটিয়া যাওয়ার শব্দ বা অনুভূতি।

চড়ানো—উঁচু করা, বৃদ্ধি করা (সুর চড়ানো, গলা চড়ানো) ; যথাবিহিতভাবে স্থাপন (উনুনে হাঁড়ি চড়ানো ; দরগায় শিন্নি চড়ানো) ; উপরে উঠানো (গাছে চড়ানো—গাছে তুলিয়া দেওয়া ; অতিরিক্ত প্রশংসা করা)। **মাথায় চড়ানো**—প্রশ্রয় দেওয়া।

চড়ানো—চড় মারা। **গালে চড়ানো**—ধিক্কারে নিজের গণ্ডে চপেটাঘাত।

চড়ুই—চটক। **চড়ুই পাখীর প্রাণ**—অতি ক্ষীণপ্রাণ।

চণক—ছোলা ; মুনি বিশেষ।

চনা—ছোলা।

চণ্ড—প্রবল ; ভীষণ ; দুঃসহ (চণ্ড-বিক্রম) ; তীক্ষ্ণ ; অতি উচ্চধ্বনি-বিশিষ্ট ; অতি ক্রোধপরবশ, শিব ; ভূতযোনি বিঃ। স্ত্রী. চণ্ডী—দুর্গা ; কোপন-স্বভাবা স্ত্রী। **চণ্ড নামানো**—মন্ত্রবলে চণ্ডভূতকে আহ্বান করিয়া কোন বিষয় জ্ঞাত হওয়া। **চণ্ডা**—অষ্ট নায়িকার অন্যতমা ; কোপন-স্বভাবা স্ত্রী। **চণ্ডসিদ্ধ**—ভূতের ওঝা। **চণ্ডাংশু**—(প্রখর-কিরণ-বিশিষ্ট) সূর্য।

চণ্ডাল—জাতি বিশেষ, চাঁড়াল ; নির্দয় প্রকৃতির লোক ; ক্রূর (**রাগ না চণ্ডাল**—ক্রোধের বশে লোকে অতি ভীষণ হইয়া উঠে)। **চণ্ডাল-বল্লকী**—কণ্ডোল বীণা।

চণ্ডিকা—দুর্গা ; কোপন-স্বভাবা স্ত্রী। **চণ্ডিমা**—প্রচণ্ডত্ব ; ক্রোধ।

চণ্ডী—দুর্গা ; কোপনস্বভাবা স্ত্রী। **চণ্ডী-পাঠ**—মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ।

চণ্ডীমণ্ডপ—চণ্ডীপূজার মণ্ডপ। **মঙ্গলচণ্ডী**—দুর্গা। **রণচণ্ডী**—রণরতা চণ্ডী ; অতিশয় কোপন-স্বভাবা অথবা কলহপ্রিয়া স্ত্রী।

চণ্ডু—আফিম হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্য। **চণ্ডুখোর,-বাজ**—চণ্ডুতে আসক্ত।

চতুঃ—চারি (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—চতুঃপঞ্চাশৎ = ৫৪ ; চতুঃষষ্টি = ৬৪ ; চতুঃসপ্ততি = ৭৪)। **চতুঃপার্শ্ব, চতুষ্পার্শ্ব**—চারিদিক। **চতুঃশালা**—চৌশালা ; চক-মিলানো বাড়ী। **চতুঃসীমা**—চারিদিকের সীমানা।

চতুর—চালাক ; ধূর্ত ; অভিজ্ঞ ; কর্মদক্ষ। **চতুরপনা**—চতুরতা।

চতুরংশ—চারি ভাগে বিভক্ত; চারি অংশ। **চতুরংশিত**—যাহা চারি অংশে ভাগ করা হইয়াছে।

চতুরঙ্গ—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক—এই চারিবিধ সৈন্যে পরিপূর্ণ যোদ্ধৃদল: দাবাখেলা।

চতুরতা—শঠতা; ধূর্তামি; বুদ্ধিমত্তা; কর্মদক্ষতা।

চতুরন্ত—যাহার চারদিকে চার সমুদ্র। **চতুরশীতি**—৮৪ সংখ্যা।

চতুরশ্ব—চার ঘোড়া অথবা চার ঘোড়া যাহাতে নিযুক্ত হয় (চতুরশ্ব রথ)।

চতুরশ্র,-স্র—চতুষ্কোণ; অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন; নির্দোষ। **সমচতুরস্র**—সমচতুর্ভুজ, square।

চতুরাক্ষ—চারি চক্ষুর মিলন; নব বর-বধূর পরস্পরের দিকে চাওয়া।

চতুরানন—ব্রহ্মা।

চতুরালি—চালাকি; ধূর্ততা; ছল।

চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস এই চার আশ্রম।

চতুরিম—চতুরতাপূর্ণ।

চতুর্গুণ—চারগুণ; বহুগুণ (তুমি একগুণ করলে সে চতুর্গুণ করবে)।

চতুর্গুণিত—যাহাকে চারগুণ করা হইয়াছে।

চতুর্থ—চারি সংখ্যার পূরক। স্ত্রী. চতুর্থী। **চতুর্থভাক্**—ফসলাদির চারি ভাগের এক ভাগ গ্রহণকারী, রাজা। **চতুর্থক**—যে জ্বর প্রতি চতুর্থ দিনে আসে।

চতুর্থী—চতুর্থ দিবসের তিথি। **চতুর্থী কর্ম**—বিবাহের চতুর্থ দিবসে যে হোম বা যজ্ঞ করা হয়। **চতুর্থী ক্রিয়া**—বিবাহিতা কন্যা কর্তৃক করণীয় শ্রাদ্ধ-বিশেষ।

চতুর্দন্ত—চারি দন্ত-বিশিষ্ট হস্তী।

চতুর্দশ—চৌদ্দ। স্ত্রী চতুর্দশী। **চতুর্দশ পুরুষ**—পূর্ববর্তী চৌদ্দ পুরুষ বা বহু পুরুষ। **চতুর্দশ বিদ্যা**—বেদ বেদাঙ্গাদি চতুর্দশ বিদ্যা। **চতুর্দশ ভুবন**—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। **চতুর্দিক**—চারিদিক।

চতুর্দোল—চারজন যে শিবিকা বহন করে; মনুষ্যবাহিত সম্ভ্রান্ত যান।

চতুর্ধা—চারিদিকে, সবদিকে। **চতুর্দ্বার**—যে গৃহের চারিটি দ্বার।

চতুর্ধাম—মথুরা-মণ্ডলের বিখ্যাত চারিটি তীর্থ।

চতুর্নবতি—৯৪। **চতুর্নবতিতম**—চুরানব্বইয়ের পূরক।

চতুর্বর্গ—জীবনের চারিটি শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। **চতুর্বর্ণ**—চারি জাতি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। **চতুর্বাহু**—বিষ্ণু; চতুর্ভুজ ক্ষেত্র।

চতুর্বিংশতি—চব্বিশ। **চতুর্বিংশতিতম**—চতুর্বিংশ, চব্বিশ সংখ্যক।

চতুর্বিদ্য—যে চারি বেদ জানে; চতুর্বেদী। **চতুর্বিধ**—চারি প্রকারের। **চতুর্বেদ**—ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব—এই চারি বেদ। **চতুর্বেদী**—চারি বেদে অভিজ্ঞ; হি. চৌবে, চোবে। **চতুর্ভদ্র**—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থ।

চতুর্ভুজ—বিষ্ণু; চারি বাহুযুক্ত ক্ষেত্র (সম চতুর্ভুজ—চারি বাহু সমান এবং চারি কোণ সমকোণ, এরূপ ক্ষেত্র)। **চতুর্ভুজ হওয়া**—বিষ্ণুপদ লাভ করা; সার্থক হওয়া; আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া (তুমি আমাকে বড় বল্লে, আর আমি চতুর্ভুজ হয়ে গেলাম)।

চতুর্মাস—আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশী হইতে কার্তিকের শুক্লা দ্বাদশী পর্যন্ত চার মাস কাল। **চতুর্মাসিক**—চারমাস-কাল ব্যাপী ব্রত-বিশেষ।

চতুর্মুখ—ব্রহ্মা; কবিরাজী ঔষধ-বিশেষ (চতুর্মুখ বড়ি); যে খুব কথা বলে।

চতুর্যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চার যুগ।

চতুশ্চত্বারিংশৎ, চতুশ্চত্বারিংশ—চুয়াল্লিশ। **চতুশ্চত্বারিংশত্তম**—চুয়াল্লিশের পূরক।

চতুষ্ক—চার অবয়ববিশিষ্ট; চৌমাথা; চারনর হার। **চতুষ্ক ভবন**—চকমিলানো বাড়ী। **চতুষ্কী**—মশারি; পুষ্করিণী।

চতুষ্কর্ণ—চার কানে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ যাহার দুইজন শ্রোতা (চতুষ্কর্ণ মন্ত্রণা)।

চতুষ্কর—বিষ্ণু; যাহার চার হাত আছে। **চতুষ্কর জন্তু**—যে সব জন্তুর পা হাতের মত ব্যবহৃত হয় (বানর)।

চতুষ্কোণ—চারি কোণবিশিষ্ট; চৌকা।

চতুষ্টয়—চার (নীতি-চতুষ্টয়); চারি অবয়ব-বিশিষ্ট।

চতুষ্পথ—চার পথের সংযোগ-স্থল ; চৌমাথা।
চতুষ্পদ—চারি-পা-বিশিষ্ট জন্তু। স্ত্রী. চতুষ্পদী, চারি চরণযুক্ত কবিতা, quatrain, রুবাই।
চতুষ্পাঠী—চারি বেদের পাঠস্থান ; টোল।
চতুষ্পাৎ, চতুষ্পাদ—চারপোয়া, পূর্ণাঙ্গ ; পূর্ণাঙ্গ ধর্ম (তপঃ, শৌচ, দয়া, সত্য অথবা বিদ্যা, দান, তপঃ সত্য-ধর্মের এই চারি পদ) ; চতুষ্পদ।
চতুষ্পার্শ—চতুঃ দ্রঃ।
চতুস্তল—চারতলা।
চতুস্ত্রিংশৎ, চতুস্ত্রিংশ—চৌত্রিশ।
চত্বর—যজ্ঞার্থ প্রস্তুত স্থান ; অঙ্গন ; চাতাল ; বসতিস্থল (শ্রেষ্ঠিচত্বর)।
চত্বারিংশৎ—চল্লিশ।
চত্বাল—(সং) চাতাল।
চন্ চন্—গো মহিষাদির প্রস্রাব-পতনের শব্দ ; তীব্র বেদনার অনুভূতি সম্পর্কে বলা হয় ; (এ ধরণের অপেক্ষাকৃত মৃদু অনুভূতি সম্পর্কে চিন্ চিন্ বলা হয়)। বিণ. চন্‌চনে।
চনা, চোনা—গোমূত্র।
চন্দ, চন্দা—(ব্রজবুলি) চন্দ্র (আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা—বিদ্যাপতি)।
চন্দন—(যাহা আহ্লাদিত করে) চন্দন-বৃক্ষ ও কাষ্ঠ। **চন্দন-চর্চিত**—চন্দন-পঙ্কের দ্বারা অঙ্কিত ও সুবাসিত (দেহ)। **চন্দন-ধেনু**—সৌভাগ্যবতী অর্থাৎ পতিপুত্রবতী মৃতা নারীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত চন্দনাঙ্কিত সবৎসা ধেনু। **চন্দন-পঙ্ক**—চন্দন বাঁটা। **চন্দন-পীড়ি**—চন্দন ঘষিবার পীড়ি। **চন্দন পুষ্প**—লবঙ্গ। (শ্বেতচন্দন ও হরিচন্দন অর্থাৎ পীতবর্ণ চন্দন সুগন্ধ, রক্তচন্দন গন্ধহীন)।
চন্দনা—টিয়া-বিশেষ ; ইহাদের গলায় লাল রঙের বেষ্টনী বা কাঁটি।
চন্দনাচল—মলয় পর্বত। **চন্দনি,-নী**—গোরোচনা। **চন্দরস**—ধুনা, রজন।
চন্দ্র—চাঁদ ; সুন্দর ও আনন্দদায়ক (মুখচন্দ্র)। **চন্দ্রকর**—চন্দ্রকিরণ। **চন্দ্রকলা**—চন্দ্রের ষোল ভাগের এক ভাগ। **চন্দ্রকান্ত**—মণি-বিশেষ। চন্দ্রকান্ত—জ্যোৎস্না, তারকা। **চন্দ্র-কান্তি**—চন্দ্রের দীপ্তি ; চন্দ্রের কান্তির মত কান্তি যাহার ; রৌপ্য। **চন্দ্রগ্রহণ**—চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়াপাত। **চন্দ্র-চঞ্চলা**—চাঁদা মাছ। **চন্দ্র-চূড়**—শিব। **চন্দ্র-পুলি,-লী**—অর্ধচন্দ্রাকৃতি পুলি-বিশেষ। **চন্দ্রবদন**—চন্দ্রের মত সুন্দর ও আনন্দদায়ক মুখ ; প্রিয় মুখ। **চন্দ্রবিন্দু**—ঁ—এই অনুনাসিক বর্ণ। **চন্দ্রব্রত**—চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি-হেতু ব্রত। **চন্দ্রভস্ম**—কর্পূর। **চন্দ্র-ভাগা**—পাঞ্জাবের নদী-বিশেষ, চেনাব। **চন্দ্র-মণি**—চন্দ্রকান্ত মণি। **চন্দ্রমল্লিকা**—গুল-দাউদী ফুল, chrysanthemum. **চন্দ্রমা**—চন্দ্র। **চন্দ্রমুখী**—চাঁদবদনী। **চন্দ্র-মৌলি**—চন্দ্রচূড়। **চন্দ্ররেণু**—কাব্য-চোর, plagiarist. **চন্দ্রশালা,-শালিকা**—চিলে কোঠা। **চন্দ্রহার**—স্ত্রীলোকের কটি-ভূষণ বিশেষ ; (পূর্বে গলায়ও চন্দ্রহার পরা হইত)।
চন্দ্রক—ময়ূর-পুচ্ছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন ; চাঁদা মাছ।
চন্দ্রাতপ, চন্দ্রা—চাঁদোয়া।
চন্দ্রালোক—জ্যোৎস্না, বিণ চন্দ্রালোকিত।
চন্দ্রার্ক—রূপা ও তামার মিশ্রণে উৎপন্ন ধাতু।
চন্দ্রিকা—চন্দ্রকিরণ ; চোখের তারা ; চাঁদা-মাছ, ছন্দোবিশেষ।
চন্দ্রায়ণ—চান্দ্রায়ণ দ্রঃ।
চন্নন—চন্দনের গ্রাম্য রূপ।
চপ—(ইং chop) ভাজা মাংস-বিশেষ (চপ্-কাট্‌লেট)।
চপ্‌চপ্—খাদ্য গ্রহণ ও চর্বণাদির শব্দ ; দ্রুত খাওয়ার শব্দ।
চপট, চপেট, চপেটা, চপেটিকা—চড়, চপেটাঘাত।
চপট—(প্রাদেশিক) চাপ ; আধিক্য ; প্রাবল্য (কাজের চপট পড়েছে)।
চপল—স্থিরতাহীন (চপলা লক্ষ্মী) ; প্রগল্ভ, ধৃষ্ট (চপলতা পরিহার কর) ; নশ্বর (চপল জীবন) ; পারদ। স্ত্রী. চপলা—চঞ্চলা, বিদ্যুৎ (চপলার হাসি—বিদ্যুৎ-স্ফুরণ)।
চপলাঙ্গ—শুশুক।
চব্‌চব—চপ্ চপ্ ; জব্ জব্ (ভিজে চব্ চব্ করছে)।
চবুতর,-তরা,-তারা—(সং চত্বর) চৌতারা, দাওয়া, চাতাল ; দালান।
চব্বিশ—২৪। **চব্বিশ ঘণ্টা**—এক দিন ও

এক রাত; সমস্ত সময়। **চব্বিশে**—২৪ তারিখ।

চমক—(হি. চমক্) দীপ্তি; ক্ষণস্থায়ী তীব্র দীপ্তি (বিদ্যুতের চমক); চমৎকার, তীব্র বিস্ময় (চমক লাগা); সহসা সঞ্জাত ভয় (চমকে উঠা); চৈতন্য, সচেতনতা (এতক্ষণে চমক হলো)। **চমক ভাঙ্গা**—হঠাৎ সচেতন হওয়া। **চমক লাগা**—বিস্ময় বোধ হওয়া। বিণ. চমকিত—বিস্মিত, বিস্মিত ও ভীত।

চম্কানো—চমকিত হওয়া; ভীত হওয়া; আশ্চর্যান্বিত হওয়া; ঝিলিক মারা (বিদ্যুৎ চম্কাচ্ছে); অল্প ভাজা (মশলা চম্কানো)। বি. চমকানি।

চম্চম্—ছানার মিঠাই বিশেষ। **চম্চমা**—বিস্ময়-বিমূঢ়তা। **চম্চমে**—তীব্র, প্রখর (চম্চমে রোদ; চম্চমে খিদে)।

চমৎকরণ—বিস্মিত করা।

চমৎকার—বিস্ময়; বিস্ময় ও আনন্দ (চিত্ত-চমৎকার); বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক (চমৎকার ছবি)। বি. চমৎকারিত্ব—আশ্চর্যজনকতা ও মোহনতা। **চমৎকারক**—যে বা যাহা বিস্ময় জন্মায়। বিণ চমৎকৃত—বিস্মিত, বিস্ময়-বিমুগ্ধ।

চমর—মৃগ-বিশেষ, yak. স্ত্রী চমরী।

চমস—পাঁপড়; চামচ; হাতা।

চমূ—সৈন্যদল, বল (রাক্ষস-চমূ)। **চমূচর**—সৈন্য। **চমূনাথ,-পতি**—সেনাপতি।

চমূরু,-রূ—মৃগ বিশেষ।

চম্পক—চাঁপা গাছ ও ফুল, চাঁপা কলা। **চম্পক চতুর্দশী**—জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা চতুর্দশী, ইহাতে চাঁপা ফুলে শিবপূজা হয়। **চম্পকদাম**—চম্পক-মাল্য।

চম্পকমালা—চাঁপা ফুলের মালা; হার বিশেষ; ছন্দো-বিশেষ।

চম্পট—পলায়ন; ফাঁকি দিয়া অথবা ভয়ে সহসা অন্তর্ধান (ভাবগতিক দেখে তিনি চম্পট দিলেন)।

চম্পালু—কাঁঠাল গাছ।

চম্পু—গদ্য-পদ্যময় কাব্য।

চয়—রাশি, সমূহ (অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—তরঙ্গচয়, রিপুচয়); আহরণ (সঞ্চয়; চয়ন)।

চয়ন—সংগ্রহ (পুষ্পচয়ন); নির্বাচন (কবিতা-চয়ন)। **চয়নক**—সংগ্রাহক। **চয়নিকা**—নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ। **চয়নীয়**—চয়নযোগ্য। **চয়িত**—সংগৃহীত।

চয়েন—(হিং চৈন) বিশ্রাম, স্বস্তি (পূর্ববঙ্গে চৈন—এ কেমন পোলা, একটুও চৈন দেয় না)।

চর—যে ভ্রমণ করে বা বিচরণ করে (নিশাচর, জলচর, কামচর); গতিশীল, জঙ্গম (চরাচর); তৃণভক্ষক (অরণ্যচর); গোপনে নিজ রাজ্যের অথবা পররাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করে এমন কর্মচারী, গুপ্তচর; চড়া, দ্বীপের মত স্থান (নদীর চর); গরু প্রভৃতির চারণ-ভূমি (গোচর); মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর রাশি।

চরক—বিখ্যাত আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ, চরক-সংহিতা প্রণেতা।

চরকা,-খা—(সং চক্র; ফা. চর্খ্) সুতা কাটি-বার সুপ্রাচীন যন্ত্র। **চরকা কাটা**—চরকার সাহায্যে সুতা কাটা। **চরকি, চরখী**—সুতার পেটি হইতে তার খুলিবার বা সুতা জড়াইবার যন্ত্র বিশেষ; নাটাই। **চরখী-বাজি**—যে আতস-বাজি আবর্তনরত চরখীর সাহায্যে ছাড়া হয়।

চরচর—চড়চড়; দ্রুত লিখন সম্বন্ধে বলা হয় (চরচর করে লিখে ফেল্‌লে)।

চরণ—অভ্যাস, আচরণ (তপশ্চরণ)। বিণ. চরিত।

চরণ—পদ; কবিতার পংক্তি; সম্মান জ্ঞাপনার্থক (পিতার চরণে নিবেদন করিল)। **চরণকমল**—গুরুজনের বা দেবতার সম্মানিত চরণ। **শ্রীচরণকমলেষু, চরণকমলেষু**—পূজনীয় ব্যক্তিকে লিখিত পত্রে ব্যবহৃত পাঠ-বিশেষ। **চরণগ্রন্থি**—গুল্ফ, গোড়ালি। **চরণচাপ**—নূপুর। **চরণচারণ**—পায়-চারি। **চরণচারী**—যে পায়ে হাঁটিয়া চলে। **চরণপদ্ম**—শ্রদ্ধেয় চরণ; স্ত্রীলোকের পাদ-ভূষণ বিশেষ। **চরণপাত**—পাদক্ষেপ। **চরণপূজা**—চরণবন্দনা, পদসেবা, শ্রদ্ধা নিবেদন। **চরণ রজঃ,-রেণু**—চরণধূলি। **চরণসেবক**—একান্ত ভক্ত ও অনুগত; খোসামুদে। **চরণ-সেবা**—ভক্তি-সমন্বিত সেবা; পা টেপা। **চরণাঙ্কিত**—চরণের দ্বারা চিহ্নিত। **চরণানুগ**—একান্ত অনুবর্তী।

চরণাবলুণ্ঠিত—একান্তভাবে আত্মনিবেদনকারী; হীন আত্মবিক্রয়ী। **চরণাভরণ**—নূপুরাদি পায়ের অলঙ্কার। **চরণামৃত**—বিষ্ণুমূর্তিকে স্নান করানো পূজনীয় ব্যক্তির পা-ধোওয়ানো অথবা পায়ের অঙ্গুলি দ্বারা স্পৃষ্ট জল। **চরণাম্বুজ**—চরণকমল। **চরণায়ুধ**—ধারাল নখরযুক্ত, কুক্কুট। **চরণারবিন্দ** পূজনীয় পদ।

চরম—শেষ; যারপর নাই (চরম লাঞ্ছনা); অন্তিম, বিগলিত দশা। **চরমকাল**—অন্তিমকাল। **চরমদশা**—শেষ দশা। **চরম পত্র**—যুদ্ধের পূর্বে বিরুদ্ধ পক্ষকে বিজ্ঞাপিত শেষ বক্তব্য; উইল-পত্র। **চরমলেখ**—উইলপত্র। **চরমাচল,-মাদ্রি**—অস্তাচল। **চরমোৎকর্ষ**—চরম বিকাশ; চরম উন্নতি।

চরস—(হি চরস) গাঁজার আঠা, hashish। **চরসী**—যে চরস খায়।

চরাচর—জঙ্গম ও স্থাবর; সমস্ত জগৎ।

চরাট—নৌকার ছইয়ের বাহিরে গলুয়ের নিকটবর্তী বাঁশের বা তক্তার পাটাতন। (প্রাদেশিক:—চরাট খাওয়া গরু—যে গরু মাঠে চরিয়া খায়)।

চরানো—গরু প্রভৃতিকে মাঠে ঘাস খাওয়ানো, পশুচরাণো; (বিদ্রূপে) অযোগ্য ও অবুঝদের নেতৃত্ব করা (গুরুগিরি না গরু চরানো)। বি চরানি,-নি—চরানোর কাজ; গোচারণের মাঠ।

চরিত—আচরণ; ব্যবহার; জীবন-কথা (চরিতকথা); অনুষ্ঠিত, সম্পন্ন, প্রাপ্ত (চরিতার্থ); স্বভাব (উদার-চরিত)। **চরিতকার**—জীবনচরিত লেখক। **চরিতার্থ**—সফল; সফলতাহেতু তুষ্ট। বিণ. চরিতার্থিত।

চরিত্র—স্বভাব; আচরণ; প্রকৃতির দৃঢ়তা, character; সদ্গুণ; নাটক উপন্যাসাদির নায়ক-নায়িকা; নীতি; ইন্দ্রিয়সংযম। **চরিত্র খোয়ানো, চরিত্র হারানো**—ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব হওয়া। **চরিত্রদোষ**—নৈতিক অধঃপতন; লাম্পট্য। **চরিত্র নষ্ট করা**—কু-সঙ্গে মেশা, নৈতিক অধঃপতন ঘটা; ইন্দ্রিয়সংযম হারানো। **চরিত্র নির্দেশক**—স্বভাব বা প্রবণতার পরিচায়ক। **চরিত্রবান্**—দৃঢ়চরিত্র; সংযতেন্দ্রিয়; উন্নতচরিত্র; স্ত্রী. চরিত্রবতী। **চরিত্রহীন**—নষ্টচরিত্র; দুশ্চরিত্র; লম্পট; শিথিলচরিত্র।

চরিষ্ণু—চলন্ত; গতিশীল।

চরু—দেবতাদের ভোজ্য; যজ্ঞের পায়স। **চরুস্থালী**—চরু প্রস্তুত করিবার ভাণ্ড।

চর্চ, চার্চ—(ইং church) গির্জা। **চার্চে যাওয়া**—খৃষ্টীয় পদ্ধতিতে উপাসনার জন্য গির্জায় যাওয়া।

চর্চরি,-রী—আনদ্ধ অর্থাৎ চামড়ায় ছাওয়া যন্ত্র-বিশেষ। **চর্চরিকা**—গীত-বিশেষ; তালি; উৎসব-ক্রীড়া।

চর্চা—অনুশীলন; অধ্যয়ন (শাস্ত্রচর্চা); উৎকর্ষ বা বিশেষ বিকাশের প্রতি মনোযোগ দান (শরীর-চর্চা); সাগ্রহ আলোচনা; কুৎসা (পরচর্চা)। বিণ. চর্চিত—আলোচিত; অনুশীলিত; লেপিত (চন্দন-চর্চিত)।

চর্পট—চাপড়; পাঁপর। **চর্পটী**—চাপাতি অর্থাৎ হাতে চাপড়ানো রুটি।

চর্বণ—চিবানো; দাঁতের দ্বারা চূর্ণ করা। বিণ. চর্বিত—যাহা চিবানো হইয়াছে, অথবা চিবাইয়া রস গ্রহণ করা হইয়াছে। **চর্বিতচর্বণ**—পূর্বে বারবার আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনা। **চর্বিতপাত্র**—চর্বিত রাখিবার পাত্র, পিকদানী। **চর্ব্য**—চর্বণীয়, যাহা চিবাইয়া খাওয়া হয় (চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়)।

চর্বি,-বী—(ফা. চর্‌বী) মেদ, বসা, fat। **চর্বিলাগা, চর্বিহওয়া**—অতিরিক্ত স্ফূর্তি প্রকাশ পাওয়া; বাড়াবাড়ি করা, যাহার পরে দুঃখ প্রায় অনিবার্য (খাসী মুরগী প্রভৃতির বেশী চর্বি হইলে বধযোগ্য হয়, যেহেতু খাদ্য হিসাবে উপাদেয় হয়, তাহা হইতে)।

চর্ভট—কাঁকুড়।

চর্ম—চামড়া; ত্বক্; ছাল; ঢাল। **চর্মক, চর্মকার**—চামার; মুচি; (যাহারা চামড়া দিয়া জুতা আদি প্রস্তুত করে)। **চর্মকীল**—চামড়ার গেঁজ; আঁচিল। **চর্মচক্ষু**—স্বাভাবিক চক্ষু; স্বাভাবিক দৃষ্টি; জ্ঞানচক্ষু নয়। **চর্মচটক**—বাদুড়। **চর্মচটিকা, চর্মচটী**—চামচিকা। **চর্মচিত্রক**—গোদানিকারক। **চর্মণ্বতী**—নদীবিশেষ. প্রসিদ্ধি এই যে, যজ্ঞে নিহত গো-সমূহের চামড়ার রক্তে ইহার উৎপত্তি

হইয়াছিল। **চর্মতরঙ্গ**—শিথিলচর্ম। **চর্মদণ্ড, চর্মযষ্টি**—চামড়ার চাবুক। **চর্ম-দূষিকা**—চর্মরোগ। **চর্মদ্রুম**—ভূর্জপত্রের গাছ। **চর্মধারী**—ঢালী। **চর্মপত্রা**—চামচিকা, বাদুড়। **চর্মপাদুকা**—জুতা। **চর্মপীড়কা**—বসন্তরোগ। **চর্মপুট**—চর্মনির্মিত পাত্র। **চর্মপেটিকা,-পেটী**—চামড়ার কোমরবন্ধ। **চর্মপ্রভেদিকা**—চামারের অস্ত্র, আরা, ফোঁড়। **চর্ম-প্রসেবক**—হাপরের জাঁতা। **চর্মবন্ধ**—চর্মরজ্জু, strap। **চর্মব্যবসায়**—চামড়ার কারবার। **চর্ম-স্থলী**—চামড়ার ব্যাগ; চামড়ার গুদাম। **চর্মানুরঞ্জন**—চামড়ায় রং করা, tanning; হিঙ্গুল। **চর্মার**—চামার। চর্মিক, চর্মী—ঢালী।

চর্য—আচরণীয়; পালনীয়। **চর্যা**—আচরণ; অনুষ্ঠান; বৈধকার্য সম্পাদন (ব্রতচর্যা; জীবনচর্যা, দেহচর্যা; তীর্থচর্যা); সেবা-শুশ্রূষা (রোগীচর্যা)।

চল—চঞ্চল, অস্থির (চলচিত্ত, চলোর্মি); চলন, রেওয়াজ (এখন আর ঝাড়-লণ্ঠনের চল নেই)। **চলচিত্ত**—দোলায়িতচিত্ত। **চলদল**—অশ্বত্থ বৃক্ষ, যাহার পত্র সর্বদা বাতাসে সঞ্চালিত হয়।

চল্‌কানো—ছল্‌কানো, উছলিয়া পড়া।

চলচ্চিত্র—যে চিত্র জীবন্তের মত সচল দেখায়; সিনেমা।

চলচ্ছক্তি, চলৎশক্তি—চলাফেরা করিবার ক্ষমতা, গতিশক্তি। **চলচ্ছক্তিহীন**—যাহার চলিবার সামর্থ্য নাই।

চল্‌চল্ ছল্‌ছল্—চঞ্চল জলপ্রবাহ সম্বন্ধে বলা হয়।

চল্‌তি—যাহা চলিতেছে, বেগে অগ্রসর হইতেছে (চল্‌তি কারবার, চল্‌তি বৎসর, চলতি ট্রামে চড়া); প্রচলিত (চলতি নিয়মকানুন)। **চলতি খাতা**—যাহার সহিত লেনদেন চলিতেছে তাহার হিসাব, current account **চলতি-গোছ**—কাজ চলিবার যোগ্য। **চলতি নৌকা**—আপন প্রয়োজনে চলাচল করিতেছে এমন নৌকা, ভাড়া নৌকা নয়। **চলতি ভাষা**—আটপৌরে ভাষা।

চলন—চলা, ভ্রমণ, প্রচলন, রীতি, রেওয়াজ, চাল, ধারা (সাবেকী চলন)। **চলন-সই**—মাঝারি, কাজ চলিবার মত। **চলনসিক্কা**—প্রচলিত মুদ্রা। **চলনঘর**—বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের যোগ্য ঘর। **চলনশীল**—চলন্ত, গতিশীল।

চলন্ত—যাহা চলিতেছে অথবা বেগে ছুটিতেছে (চলন্ত ট্রেন, চিরচলন্ত)।

চলবেচল—যাহা বলা যায় না, এমন ভাষা; অপমানকর বাক্য (চলবেচল বলা)।

চলা—হাঁটা, গমন করা, অতিবাহিত হওয়া (পথ চলা; দিন চলে যায়); সক্রিয় হওয়া (ঘড়ি চল্‌ছে); প্রবাহিত হওয়া, গমনাগমন করা (রক্ত চলা, নৌকা চলা); প্রচলিত হওয়া (মনুর বিধান এখনও চলিতেছে); নির্বাহ হওয়া (সংসার চলা, কাজের যোগ্য হওয়া), কুলানো (এক সেরেই আজ চলবে; অত খরচ করলে চলবে কেন?); গ্রাহ্য হওয়া, কাজে লাগা (এ নোট চল্‌বে না; ওজর আপত্তিতে চল্‌বে না); কার্যকর হওয়া (দোকান চলা, ও ব্যাপারের মধ্যে বুদ্ধি চলে না; স্কুল চলা) দীর্ঘকাল সক্রিয় থাকা (বক্তৃতা চল্‌ল); পরলোকের যাত্রী হওয়া (এতদিনে বুড়ো চল্‌ল); উদ্যোগী হওয়া (মন চলে না); আচরণ করা, নিয়ন্ত্রিত হওয়া (পরের বুদ্ধিতে চলে)। **জলচলা**—কাহারও ছোঁওয়া জল উচ্চবর্ণের লোকদের জন্য অস্পৃশ্য বিবেচিত না হওয়া। **জলকে চল**—স্নান বা জল আনিবার নিমিত্ত মেয়েদের ঘাটে যাওয়ার আহ্বান। **দৃষ্টি চলা**—দৃষ্টি পৌছা, দৃষ্টিশক্তি সক্রিয় হওয়া। **মুখ চলা**—খাওয়া; প্রত্যুত্তর করা। **হাত পা চলা**—কিল চড় লাথি ইত্যাদি মাড়া।

চলাচল—গমনাগমন (চলাচলের পথ)। **চলানো**—প্রচলিত করা, চলিতে বাধ্য করা (চলালেই চলে)।

চলিত—প্রচলিত (চলিত রীতিনীতি; চলিত ভাষা); কম্পিত। **চলিতসিক্কা**—প্রচলিত মুদ্রা। **চলিতভাষা**—ভাষা দ্রঃ।

চলিষ্ণু—চলন্ত, গমনশীল।

চলু, চলুক—(হি চুলু), চুমুক।

চল্লিশ—চত্বারিংশৎ, ৪০ এই সংখ্যা। **চল্লিশা**—চল্লিশ বৎসর বয়স হইলে যে চোখের জ্যোতির হ্রাস হয় (চল্লিশা লাগা, চল্‌শে লাগা)।

চশমখোর—(ফা. চশম্‌খোর), চক্ষুলজ্জাহীন, অন্যের মনোভাবের দিকে যাহার দৃষ্টি নাই।

চশমা—দৃষ্টিশক্তির সহায়ক কাচ বা পাথর।

চষা—কর্ষণ করা; কৃষ্ট (চষা জমি)। **চষে ফেলা**—লাঙল দিয়া মাটি ওলটপালট করা; তন্নতন্ন করিয়া খোঁজা (পুলিশ পাড়া চষে ফেলেছে, কিন্তু মাল পায় নাই)। **চষানো**—চাষ করানো। **চষিত**—কৃষ্ট।

চষিপোকা—চর্মকীট-বিশেষ।

চহল,-লা—নরম দল্‌দলে মাটি।

চা—চাওয়া প্রার্থনা করা (যা চাবি তাই পাবি); তাকা, তাকিয়ে দেখ্‌।

চা—(চীনা, চা; ফা, চায়); চা গাছ ও তাহার পাতা দিয়া প্রস্তুত পানীয়। **চা-কর**—চা-বাগানের মালিক। **চায়ের মজ্‌লিস্**—চা-পান ব্যপদেশে আলাপ-আলোচনা। **চা-দানী**—চা প্রস্তুত করিবার পাত্র। **চা-কুলি**—চা বাগানের মজুর। **নুন-চা**—যে চায়ে দুধ ও চিনির পরিবর্তে নুণ দেওয়া হয়।

চাই—ফেরিওয়ালার ডাক (চাই আম); প্রয়োজন বা আবশ্যক আছে কিনা এই জিজ্ঞাসা (আর কিছু চাই)। **চাই কি**—সম্ভবতঃ এমনও হইতে পারে (চাই কি লাভও হইতে পারে)।

চাইতে—তুলনায়, চেয়ে, অপেক্ষা (তার চাইতে কম কিসে)।

চাউনি—দৃষ্টি, তাকাইবার ধরণ (লোকটার চাউনি ভাল নয়)।

চাউল, চাল, চাইল—তণ্ডুল। **চাউল-পড়া**—মন্ত্রপূত চাউল।

চাওয়া—কামনা করা; পাইতে বাসনা করা; বাঞ্ছা করা (রাজা হতে চাওয়া); সম্মত হওয়া, রাজি হওয়া (অপরাধ স্বীকার করবে এ সে চায় না)। **পথ চাওয়া**—কাহারও অপেক্ষায় থাকা।

চাওয়া—তাকানো; দৃষ্টিপাত করা; কৃপা-কটাক্ষ করা। **চোখ চাওয়া**—চোখ খুলিয়া দেখা, সচেতন হওয়া। **মুখ তুলে চাওয়া**—কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করা। **ফিরে চাওয়া**—পিছন ফিরিয়া বা ঘাড় ফিরাইয়া দেখা; অপ্রসন্নতা জ্ঞাপনের পরে প্রসন্ন হওয়া। **চোখ চাওয়া-চাওয়ি**—পরস্পরের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্র পরস্পরকে দেখা। **মুখ চাওয়া-চাওয়ি**—পরস্পরের প্রতি চাওয়া ও পরস্পরের মনোভাব বোঝা কিন্তু কিছু না বলা ও কাজ কিছু না করা। **চাওয়ানো**—অন্যকে চাওয়ার কাজে নিয়োজিত করা।

চাঁই—প্রধান, সর্দার, পাণ্ডা (দলের চাঁই); পিণ্ড, ডেলা (সোনার চাঁই); মাছ ধরিবার বাঁশের শলা দিয়া তৈরি খাঁচা-বিশেষ। **চাঁই-চোর**—ধাম্ব চোর।

চাঁচ—(সং. চঞ্চা) বাঁশের বা নলের বেতি দিয়া প্রস্তুত চেটাই, দর্মা; পাত-গালা (কলাপাতি চাঁচ—যে গালা দেখিতে কলাপাতের মত পাত্‌লা ও স্বচ্ছ)।

চাঁচ-দা—যে দা দিয়া খেজুর গাছ চাঁচিয়া রস বাহির করা হয়। **চাঁচর**—কোঁকরা, কুঞ্চিত (চাঁচর চিকুর)। **চাঁচরী**—হোলি পর্বে যে অগ্নি-উৎসব করা হয়।

চাঁচা, চাঁছা—অস্ত্রের দ্বারা কাঠ, বাঁশ ইত্যাদির অমসৃণ ত্বক পরিষ্কার ও মসৃণ করা; পরিষ্কৃত ও মসৃণ। **চাঁছা গলা**—নির্দোষ পানের গলা। **চাঁছা-ছোলা**—পরিষ্কৃত ও মসৃণ; সোজা-সুজি, মায়ামমতা বা প্যাঁচকের বর্জিত (চাঁছা-ছোলা কথা)। **চাঁছা-পুঁছা**—হাঁড়িতে যাহা লাগিয়া থাকে তাহা চাঁছিয়া পাওয়া, সর্বশেষের অতি অল্প অংশ। **চাঁচনি, চাঁছনি**—চাঁছিয়া তোলা খাদ্যাংশ; যাহার দ্বারা চাঁছা হয়।

চাঁচি, চাঁছি—দুধের বা ব্যঞ্জনের পাত্রে লাগিয়া থাকা অংশ, যাহা চাঁছিয়া তোলা হয়; এরূপ চাঁছিয়া তোলা দুধের সর।

চাঁচুনি—চাঁছার কাজ; কাঠের চাঁছিয়া তোলা ক্ষুদ্র পাত্‌লা অংশ।

চাঁটী, চাটি—বাদ্যযন্ত্রের উপরে চপেটাঘাত; মাথায় অবজ্ঞাজ্ঞাপক চপেটাঘাত (তবলার চাঁটী; মাথায় দুটো চাঁটী দিয়ে দাও)।

চাঁড়, চাড়—আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্যোগ (কাজের চাঁড়; খাওয়ার চাঁড়); খুলিবার জন্য বা তুলিবার জন্য সাঁড়াশি ইত্যাদি ঢুকাইয়া বল প্রয়োগ (চাঁড় দিয়া তালা ভাঙা; বাক্সের ডালা খোলা)।

চাঁড়া, চাড়া—ঠেকানো, prop (চাঁড়া দেওয়া); খাপ্‌রা, খোলাম-কুচি; নথ (প্রাদেশিক)।

চাঁড়াল—(সং. চণ্ডাল) হিন্দু অস্পৃশ্য জাতি-বিশেষ, চণ্ডাল (অবজ্ঞার্থে)। **চাঁড়ালে রাগ**—সহজেই খুব রাগিয়া যাওয়া ও গোঁয়ারের মত ব্যবহার করা সম্পর্কে বলা হয়। স্ত্রী. চাঁড়ালনী।

চাঁদ—(সং. চন্দ্র); চাঁদের মত সুন্দর ও আনন্দদায়ক (চাঁদমুখ); (ব্যঙ্গার্থে) কুৎসিত (তুমি কোন্ গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ—দ্বিজেন্দ্রলাল)। **চাঁদ-কপালে**—যাহার কপালে চাঁদের মত চিহ্ন (চাঁদ-কপালে বাছুর)। **চাঁদবদনী**—চাঁদের মত সুন্দর মুখ যে স্ত্রীর। **চাঁদপানা**—চাঁদের মত সুন্দর। **চাঁদ-মারি**—চাঁদের মত চিহ্নে বন্দুক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়া। **চাঁদ হাতে দেওয়া**—অত্যন্ত খুশী করা, দুর্লভ সুখ-সৌভাগ্যের ভাগী করা। **চাঁদমালা**—শোলা ও রাঙতা দিয়া তৈরি মালা বিশেষ। **চাঁদের হাট**—ধনজন-পূর্ণ সুখের সংসার।

চাঁদড়—সর্প-বিষঘ্ন ওষধি-বিশেষ।

চাঁদনি, চাঁদিনী—(গ্রাম্য চান্নি) জ্যোৎস্না (চাঁদিনী যামিনী); চাঁদোয়া।

চাঁদা—চাঁদ; চাঁদামাছ; কোন কাজের জন্য দশজনের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ subscription; সংবাদপত্রের বাৎসরিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি এক কালীন মূল্য।

চাঁদাড়—(প্রাদেশিক চান্দর, চাঁদর) গৃহের পশ্চাৎভাগ (চাঁদাড়ের বেড়া)।

চাঁদি,-দী—খাঁটি রূপা (চাঁদের মত সুন্দর); মাথার উপরিভাগ।

চাঁদোয়া—চন্দ্রাতপ।

চাঁন—চাঁদ।

চাঁপা—চম্পক পুষ্প ও বৃক্ষ; কদলী-বিশেষ।

চাঁপি—কাঁঠালের কোয়ার গায়ে চাঁপার পাপ্ড়ির মত যে নরম অংশ লাগিয়া থাকে; কাঁঠালের ভোঁতা।

চাক—মৌচাক (চাক-ভাঙ্গা মধু), চক্রাকার মাটির বেড়, পোড়াইয়া কূপ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়; কুম্ভকারের চক্র (কুমারের চাক)। **চাকচাক**—চক্রাকার টুক্রা (ছুরি দিয়া চাকচাক করিয়া কাটা)।

চাক্চক্য,-চিক্য—ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, বাহিরের ছটা (চাক্চিক্যে ভুলিও না)। **চাকন চিকন**—বাহিরের চাক্চিক্য (বর্তমানে তেমন ব্যবহৃত হয় না)।

চাক্তি—চাকার মত দেখিতে, চাকার মত গোলাকার ও চেপ্টা (মুড়ির চাক্তি)।

চাকর—(ফা. চাকর), ভৃত্য, পরিচারক, আজ্ঞাবহ। স্ত্রী. চাকরাণী। **চাকর-বাকর**—চাকর ও তৎজাতীয় সেবক। **চাকরান**—চাকরকে মাহিনার পরিবর্তে যে নিষ্কর জমি ভোগ করিতে দেওয়া হয়।

চাকরি—কোন অফিস বা ব্যক্তির অধীনে মাহিনা লইয়া কাজ করা। **চাকরি-বাকরি** চাকরি ও তৎজাতীয় জীবিকা।

চাকরে, চাকুরে, চাকুরিয়া—যে চাকরি করে, কর্মচারী।

চাকলা—(ফা. চক্লা) কতগুলি পরগণার সমষ্টি। **চাক্লাদার**—চাক্লার অধিকারী, উপাধি-বিশেষ, জমিদারের কর্মচারী-বিশেষ।

চাকা, চাখা—স্বাদ গ্রহণ করা। **মজা চাখা**—ভোগ করিয়া আনন্দলাভ করা; (বিদ্রূপে) মজা টের পাওয়া, শাস্তি ভোগ করা।

চাকা—চক্র, চেপ্টা ও গোলাকার খণ্ড। **চাকাচাকা**—চক্রাকার খণ্ড অথবা চিহ্ন (চাকাচাকা মাছ, চাকাচাকা দাগ)। **চাকা-মুখ**—গোলাকার মুখ।

চাকি,-কী—কানের অলঙ্কার-বিশেষ; যাঁতা, রুটি বা লুচি বেলিবার কাঠের বা পাথরের ছোট পাটা।

চাকী—হিন্দু পদবী-বিশেষ।

চাকু—(তুর্কী, চাকু) ছুরি। (পূর্ববঙ্গে চাক্কু)।

চাক্তি—চাকতি দ্রঃ।

চাক্রিক—দেবতাদির সম্মুখে স্তুতি-পাঠক, ঘাণ্টিক; কলু; গাড়োয়ান।

চাক্ষুষ—চোখে দেখা; প্রত্যক্ষ।

চা-খড়ি—খড়িমাটি।

চাখা—চাকা দ্রঃ।

চাগা—প্রবল হওয়া; উদ্রিক্ত হওয়া। **চাগানো** জাগাইয়া তোলা; উত্তেজিত করা।

চাঙ্গ, চাঙ—মঞ্চ, মাথার উপরকার মাচান। **চাঙ্গে তুলিয়া রাখা**—সাধারণ ব্যবহারে না লাগিতে দেওয়া।

চাঙ্গড়, চাঙ্গড়া—বড় ডেলা; তাল; খণ্ড (মিশ্রির চাঙ্গড়া)।

চাঙ্গা—(চঙ্গ দ্রঃ) সজীব, সবল, অবসাদহীন, কর্মোদ্যমপূর্ণ। **চাঙ্গা হওয়া**—সজীব সতেজ হইয়া উঠা।

চাঙ্গাড়ি,-ড়ী চ্যাঙারি—চওড়া মুখ ঝুড়ি। *

চাচা—(সং তাত) পিতৃব্য। স্ত্রী. চাচী। **চাচাত**—খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো।

চাঞ্চল্য—চঞ্চলতা, অধীরতা, উদ্বেগপূর্ণভাব (চারদিকে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে)।

চাট—আনুষঙ্গিক মুখরোচক খাদ্য (মদের চাট)।

চাট, চাটি—গরু প্রভৃতির পিছনের পায়ের লাথি (চাট মারা—আজকে তাহার মাথার পরে চাট মেরে যায়, বলা হয়—কাঃ চঃ গোঃ)।

চাটনি—ঝাল, অম্ল-মধুর প্রভৃতি স্বাদযুক্ত মুখরোচক খাদ্য ; আচার।

চাটা—(হি. চাট্‌না) জিহ্বা দ্বারা লেহন করা। বি. চাটন। **চাটাচাটি**—গরু প্রভৃতি জন্তুর পরস্পরের অঙ্গ লেহন ; তাহা হইতে, প্রীতি-প্রণয় জ্ঞাপন, দহরম মহরম (বিদ্রূপে)। **পা-চাটা**—হীন খোসামুদে ; তোসামোদ করা। **পাত চাটা**—অপরের অনুগ্রহজীবী, অতি হীন হইয়া অপরের অনুগ্রহ কামনা করা। **ফেন চাটা**—(গ্রাম্য) কুকুরের মত হীন প্রসাদজীবী।

চাটি—চাটি দ্রঃ।

চাটিগাঁ—চট্টগ্রাম।

চাটু—মিথ্যা প্রিয় বাক্য, তোষামুদের কথা। **চাটুকার**—তোষামুদে, বিদূষক, ভাঁড়। **চাটুভাষী**—চাটুবাদী। **চাটুবৃত্তি**—চাটুকার-বৃত্তি। **চাটুক্তি**—কপট প্রশংসা ; মিথ্যা স্তুতি।

চাটু—লোহার বা মাটির অগভীর পাত্র, যাহাতে রুটি ইত্যাদি সেঁকা হয়।

চাটুজ্যে, চাটুতি—চট্টোপাধ্যায় (চাটুতি গ্রাম নিবাসী বলিয়া)।

চাট্টি, চাট্টে—(চারটি) সামান্য, অল্প কিছু (চাট্টি ভাত) ; চারিটি (চাট্টে হাত)। **চাট্টিখানিক, চাট্টিখানি**—অল্পস্বল্প, সামান্য (চাট্টিখানিক কথা নয়)।

চাড়, চাড়ি—চাঁড় দ্রঃ, সাঁড়াশি ইত্যাদি ঢুকাইয়া খুলিবার জন্য বলপ্রয়োগ, আগ্রহ, উৎসাহ।

চাড়া—উত্তোলিত, উর্দ্ধশির (গোঁপে চাড়া দেওয়া ; **মাথাচাড়া দেওয়া**—মাথা তোলা) ; ঠেকানো (চাড়া দিয়া রাখা ছাদ) ; নগ (প্রাদেশিক)।

চাড়ি, চাড়া, চাটি—মাটির বড় গামলা, নাদা। **চাড়ি খাওয়া**—জাব্‌না খাওয়া : খাইয়া দাইয়া মোটা হওয়া (ছমাস চাড়ি খাওগে, তাহলে পারবে—প্রাদেশিক)।

চাণক্য—সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞ। **চাণক্যনীতি**—কুটিল রাজনীতি। **চাণক্য-শ্লোক**—চাণক্য-রচিত জ্ঞানপূর্ণ উক্তিসমূহ।

চাণ্ডাল—চণ্ডাল : ভীষণ ; ক্রূর ; নিষাদ। স্ত্রী চাণ্ডালী।

চাতক—পক্ষী-বিশেষ ; কবি-প্রসিদ্ধি এই যে, চাতক মেঘের জল ভিন্ন অন্য জল পান করে না এবং সেই জলের জন্য 'ফটিক জল, ফটিক জল বলিয়া ডাকে। স্ত্রী. চাতকী, চাতকিনী।

চাতর—ফাঁদ, চাতুরী, ষড়যন্ত্র ; হাট, নগরের জনবহুল স্থান (ফুল্লরা পসরা করে নগর চাতরে—কবিকঙ্কন)।

চাতাল—অনাবৃত শান বাঁধানো জায়গা (ঘাটের চাতাল)।

চাতুর—চার চাকার গাড়ী ; চতুর, নিপুণ। বি. চাতুরী—শঠতা, নৈপুণ্য (বাক্-চাতুরী)।

চাতুরালি,-লী—চতুরতা, শঠতা, ছলনা। (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

চাতুরী—চাতুর দ্রঃ।

চাতুরাশ্রমিক—চার আশ্রম সম্বন্ধীয়।

চাতুরাশ্রম্য—চার আশ্রমের কর্মাবলী।

চাতুর্থক—প্রতি চতুর্থ দিনে যে জ্বর আসে।

চাতুর্বর্ণ্য—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ ; এই চারি বর্ণের অনুষ্ঠেয় কর্মাদি।

চাতুর্মাস্য—আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী অথবা পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী বা পূর্ণিমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত ব্রত-বিশেষ।

চাতুর্য—চতুরতা, কৌশল, নৈপুণ্য (নির্মাণ-চাতুর্য)।

চাদর—(ফা. চাদর) উড়ানী, উত্তরীয়, বিছানার আস্তরণ ; পাত্‌লা ও চওড়া পাত (লোহার চাদর, পিতলের চাদর)।

চান—(সং. স্নান) স্নান ; চাঁদ (পূর্ববঙ্গে কথিত)।

চানকানো—অল্প ভাজা ; জড়তা দূর করা সূর্যের তাপে ফল ফাটিয়া বীজ বাহির হওয়া ;

রোদে কিছু শুকান ও গরম করা; বার্নিশ বা রং করিয়া উজ্জ্বল করা; প্রতিমার চক্ষু, রং ইত্যাদি দিয়া জীবন্তের মত করা।

চানা—ছোলা। **চানাচুর**—ছেঁচা ছোলা লঙ্কা হলুদ প্রভৃতি মাখিয়া ভাজা।

চান্দ—(ব্রজবুলি) চাঁদ।

চান্দড়—চাঁদাড়, চাঁদড়।

চান্দনিক—চন্দনাঙ্কিত; চন্দন-নির্মিত।

চান্দনী—চন্দনা পক্ষী।

চান্দরা—দোচালা ঘরের ত্রিকোণাকৃতি বেড়া।

চান্দা—চাঁদ; চন্দ্রের আকৃতির অলঙ্করণ; ময়ূর-পুচ্ছের চন্দ্র; চাঁদোয়া।

চান্দ্র—চন্দ্র-বিষয়ক বা সম্পর্কিত (চান্দ্র মাস—চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা নিয়মিত মাস); চন্দ্রলোক; চান্দ্রায়ণ ব্রত। **চান্দ্র-বৎসর**—চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা গণিত বার মাস।

চান্দ্রায়ণ—দীর্ঘকাল ব্যাপী ব্রত বা প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষ, চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে এই ব্রত পালনকারী খাদ্যের হ্রাস বৃদ্ধি করেন।

চাপ—ভার; pressure; পেষণ (কাজের চাপ); পরোক্ষ পীড়ন (চাপ দিয়া কথা বাহির করা); জমাট দ্রব্য, চাঙ্গড়া (মাটির চাপ ভেঙ্গে পড়ছে; চাপ চাপ রক্ত); সংলগ্ন (এক চাপে বহু ঘর প্রজা)। **উপর চাপ**—উপর হইতে চাপ; উপরওয়ালার পীড়ন; মিথ্যা বদনাম। **বুকচাপ**—বুকে কিছু চাপিয়া রহিয়াছে, এমন বোধ। **চাপ-চাপ**—জমাট, ডেলা-ডেলা (চাপ চাপ রক্ত)।

চাপ—ধনুক (বাসবের চাপ)। **চাপী**—ধনুক-ধারী সৈন্য। **চাপগার**—ধনুকের ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। বি. **চাপগারি**—ধনুর্বিদ্যা।

চাপকান—লম্বা জামা-বিশেষ।

চাপ জরিপ—মৌজায় কোন্ শ্রেণীর কত জমি আছে, তাহা মাপিয়া নির্ণয় করা।

চাপট, চাপড়—চপেটাঘাত; মৃদু করাঘাত; চাপ, ভিড় (সৈন্যের চাপট)।

চাপড়া, চাবড়া—চওড়া মাটির ডেলা বা চাপ (ঘাসের চাপড়া)।

চাপড়ানো—চাপড় মারা, করতল দ্বারা মৃদু আঘাত করা। **কপাল চাপড়ানো**—ব্যর্থতায় ও ক্ষোভে কপালে করাঘাত। **গালে মুখে চাপড়ানো**—এরূপ করাঘাত করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করা অথবা নিজেকে ধিক্কার দেওয়া। **পিঠ চাপড়ানো**—উৎসাহ বা উস্কানি দান। **বুক চাপড়ানো**—শোকে দুঃখে অথবা অভিসম্পাতে বক্ষে করাঘাত। বি. চাপড়ানি।

চাপদণ্ড—যে যন্ত্রের দ্বারা চাপ দিয়া জল উপরে তোলা হয়।

চাপদাড়ি—(হি. চাঁপদাড়ি) মুখ ভরা ঘন দাড়ি।

চাপরাশ—আফিস বা উপরওয়ালার পরিচয়-সূচক পিতলাদির ফলক, সিপাই, আরদালী প্রভৃতির কোমরে, বুকে অথবা পাগড়ীতে ব্যবহৃত হয়। **চাপরাশি**—আরদালী, পেয়াদা।

চাপল, চাপল্য—চপলতা, অস্থিরতা, ঔদ্ধত্য।

চাপা—ভার রাখা, পেষণ করা, ভার পড়া (সংসারের ভার তার উপর চাপল); টেপা (পা চাপা); প্রকাশ না করা (কথাটা চেপে গেল); আরোহণ করা (নৌকায় চাপা); অধিকার করা, প্রভাবিত করা (খুন চাপা; গ্রীকরা ভারতবর্ষে চেপে বসতে পারেনি)। **চাপাচাপি**—ঘেঁষাঘেঁষি, পীড়াপীড়ি। **চাপা পড়া**—ঢাকা পড়া, গৌণ বিবেচিত হওয়া। **চাপিয়া ধরা**—পীড়াপীড়ি করা, অনুনয়-বিনয় করা; জবাবদিহি করা (যারা উপস্থিত ছিল, তাদের চেপে ধর)। **ঘাড়ে ভূত চাপা**—অযোগ্য নেশার বা খেয়ালের বশীভূত হওয়া। **ঘাড়ে চাপা**—গলগ্রহ হওয়া; বাধ্য হইয়া দায়িত্ব গ্রহণ করা।

চাপা—যে মনের কথা তেমন খুলিয়া বলে না (চাপা লোক); বসা, অনুচ্চ (চাপা গলা)। অস্ফুট (চাপা হাসি)। **ঘাড়ে চাপা লোক**—অপরের উপর ভর করিতে যাহার আত্মসম্মানে বাধে না।

চাপাটি, চাপাতি—(সং চর্পটী) হাতে চাপড়াইয়া বানানো রুটি; আটা, ময়দা প্রভৃতির হাতে বেলিয়া প্রস্তুত করা রুটি (বিপরীত পাঁউরুটি)।

চাপাদার—যাহারা মাল কাঁটায় তোলে ও মাপিয়া নামায়।

চাপান—তর্জা প্রভৃতি গানে প্রতিপক্ষের সম্মুখে কূট প্রশ্নাদি স্থাপন। চাপানসারা—নৌকারোহী-দের শয়নের পূর্বে বাঘের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মন্ত্র পড়া (জ্যা.)।

চাপানো—বোঝাই করা (গাড়ীতে মাল চাপানো); দায়িত্ব স্থাপন (পিতার যত ঋণ সব পুত্রের ঘাড়ে চাপানো হইল); তীরে ভিড়ানো।

চাপিল—সংকীর্ণ পরিসর (প্রাদেশিক)।

চাব্‌ড়া—চাপড়া দ্রঃ।

চাবানো—(প্রাঃ) চর্বণ করা (হাড় চাবানো); চর্বণবৎ বেদনা বোধ (গা হাত পা চাবাচ্ছে)। **কথা-চাবানো**—পরিষ্কার করিয়া কিছু না বলা।

চাবি,-বী—(পর্তু. chave) তালা খুলিবার ছোড়ান। **চাবিকাঠি**—চাবি, ছোড়ান, কুঞ্চী। **চাবি দেওয়া**—তালা বন্ধ করা; ঘড়ি ইত্যাদি যন্ত্রের স্প্রীং আঁটিয়া দেওয়া, যাহার ফলে ঘড়ি চলে।

চাবুক—(ফা. চাবুক) বেত; ঘোড়া চালাইবার কশা। **চাবুকমারা**—কশাঘাত করা; তীব্র চেতনা দান বা অপমান করা; **চাবকানো**—চাবুক মারা, সচেতন অথবা অপমান করিবার জন্য অতি কড়া কথা বলা। বি. চাবকানি।

চাম—(সং চর্ম) চামড়া। **চাম দড়ি**—তাঁতের রজ্জু, তাঁতের রজ্জুর মত কৃশ (খেটে খেটে চামদড়ি হয়ে গেছে)। **চাম আঠালু**—ছোট আঠালু বিশেষ। **চামঠুলী** চামড়ার ঠুলী। **চামদল**—এক প্রকার বসন্ত। **চাম বাদুড়**—ছোট বাদুড়; কৃশ (খাওয়া নাই দাওয়া নাই পথে পথে বেড়িয়ে চাম বাদুড় হয়েছে—সাধারণতঃ অল্পবয়স্কদের সম্বন্ধে বলা হয়)।

চামচ, চামচে—(সং. চমস; ফা. চম্‌চহ্‌) অন্ন ব্যঞ্জনাদি তুলিবার ছোট হাতা, spoon.

চামচিকা—(সং. চর্মচটিকা) ছোট বাদুড়-বিশেষ।

চামড়া—(সং. চর্ম) পশুর ত্বক, ছাল। **চোখের চামড়া না থাকা**—চক্ষুলজ্জা না থাকা। **চামড়া পুরু, গায়ে গণ্ডারের চামড়া**—সূক্ষ্ম অনুভূতি বর্জিত। অপমানে যাহার চৈতন্য হয় না। **পিঠের চামড়া তোলা**—কঠিন প্রহার দেওয়া অথবা কঠিন প্রহার দেওয়া হইবে, এই শাসানি।

চামর—চমরী গরুর পুচ্ছ-নির্মিত ব্যজন বিশেষ।

চামরগ্রাহ—চামরধারী। স্ত্রী. চামরগ্রাহিণী,-ধারিণী। **চামরপুষ্প**—যাহার ফুল চামরের ন্যায় গুচ্ছে গুচ্ছে জন্মে, সুপারী, আম, কাশ, কেতকী ইত্যাদি গাছ। **চামর হস্ত, চামরিক**—চামরধারী, চামরের দ্বারা ব্যজন-কারী।

চামরী—চমরী গাই; ঘোড়া।

চাম্‌সা, চামসিয়া, চাম্‌সে—শুক্‌না চামড়ার মত (গন্ধ বিশিষ্ট)।

চামাটি, চামাতি—চামড়ার রজ্জু; ক্ষুর শানার নিমিত্ত চর্মখণ্ড।

চামার—(সং. চর্মার—চর্মকার); মুচি; চক্ষুলজ্জাহীন ও নির্দয়; অতি কৃপণ (চামার না কসাই)। স্ত্রী. চামারণী। **চামার-আলু** আলুর মত মূল বিশেষ।

চামুটি—চর্মের হস্ত-বন্ধনী, খড়্গ প্রভৃতি ধারণ করিবার জন্য।

চামুণ্ডা—চণ্ড ও মুণ্ড অসুরদ্বয়ের বধকারিণী; দুর্গার মূর্ত্তি-বিশেষ।

চামেলি,-লী—ফুল বিশেষ, জাতি, jasmine.

চাম্পা—চাঁপা ফুল।

চায়—কামনা করে, প্রার্থনা করে, পাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়।

চায়েন—আরাম, স্বস্তি, সুখ। চয়েন দ্রঃ।

চার—চারি। **চারআনা**—সিকিভাগ (বিষয়ের চার আনা)। **চারকোণা**—চতুষ্কোণ; চতুর্দিক। **চারগুণ**—বহুগুণ। **চারচক্ষুঃ**—রাজা, গুপ্ত চর চক্ষুসদৃশ যাহার। **চারটা**—বেলা চারটা। **চারটি, চারিটি, চাট্টি**—অল্প, সামান্য (চাট্টিখানি কথা)। **চারপাই,-পায়া**—খাটিয়া। **চারপো**—চার পোয়া, পূর্ণাঙ্গ। **চারচোখ এক হওয়া**—দেখা সাক্ষাৎ হওয়া। **চার হাতে খাওয়া**—তাড়াতাড়ি প্রচুর খাওয়া। **চার হাত এক করে দেওয়া**—বিবাহ দেওয়া।

চার—মৎস্যকে আকর্ষণ করিবার মশলার গন্ধযুক্ত খাদ্য (চার করা)। **চারফেলা**—চার করা, কার্যসিদ্ধির জন্য কৌশলে লোভ দেখানো।

চারক—পশু-চারক; পিয়াল গাছ।

চারখানা—চেক-কাটা কাপড়; চারিখানি।

চারচক্ষুঃ—গুপ্তচর যাহার চক্ষু সদৃশ, রাজা।

চারজামা—গদিযুক্ত জিন; হাওদা।

চারণ—যে কীর্তিকথা গান করে; যাহারা বীর-গাথা গাহিয়া যোদ্ধাদের উৎসাহিত করে; দেব-যোনি-বিশেষ; গবাদির চরিবার মাঠ (চারণ-ভূমি)। **চারণ-কবি**—যে কবি জাতীর কীর্তিকথা শুনাইয়া জাতির অন্তরে নবোৎসাহের সঞ্চার করিতে চেষ্টা করে।

চারপথ—রাজপথ। **চারপাই**—দড়ি বা নেওয়ার দিয়া বোনা খাট।

চারপায়া—চারপাই; চতুষ্পদ (চারপেয়ে জানোয়ার তো নয়)।

চারা—ছোট গাছ; যে ছোট গাছ তুলিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লাগান হয়। **চারা মাছ**—মাছের বাচ্চা বা পোনা।

চারা—পশুর খাদ্য, টোপ, মাছের চার।

চারা—(ফা. চারাহ্‌), উপায়, গতি (কড়া কথা শুনেও চুপ করে না থেকে আর চারা কি)। **বেচারা**—নিরুপায়। **লাচার, নাচার**—নিরুপায়; শক্তিহীন।

চারি—(সং. চত্বার) চার।

চারিত্র, চারিত্র্য—চরিত্র, স্বভাব, সৎগুণা-বলী; সতীত্ব।

চারিমা—চারুতা, কমনীয়তা।

চারী—বিচরণকারী (অন্তঃপুরচারী), আচরণ-কারী (ব্রহ্মচারী; শুভচারী)।

চারু—সুন্দর, মনোহর, কমনীয়, ললিত। বি. চারুতা—কমনীয়তা। **চারুদর্শন**—যাহা দেখিতে সুন্দর। **চারুদেহা**—সুদর্শনা। **চারুনেত্র**—যাহার চোখ দেখিতে সুন্দর। **চারুব্রত**—কল্যাণকর্মা। **চারুশিল্প**—নানা ধরণের ললিত কলা, নৃত্যগীত চিত্রাঙ্কনাদি বিদ্যা (তুলনীয়, কারুশিল্প—crafts)। **চারুহাসী**—যার হাসি সুন্দর।

চার্জ—(ইং charge) অভিযোগ; অপরাধ আরোপ; দায়; দায়িত্ব; অধ্যক্ষতা (থানার চার্জে আছে)।

চার্বাক—(চারু বাক্‌ যাহার) পরকাল-বিরোধী ইহকাল-সর্বস্ব মতবাদের ঋষি-বিশেষ। **চার্বাক-দর্শন**—বেদাদি শাস্ত্র, স্বর্গ, মুক্তি-এসব মিথ্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রাদ্ধাদি কর্ম সমস্তই নিষ্ফল, মৃত্যুই জীবনের শেষ, সুখভোগই জীবনের আসল ব্যাপার—এই সব মত।

চার্ম—চর্মনির্মিত, চর্ম-সম্বন্ধীয়। **চার্মণ**—চর্ম-সমূহ, চালসমূহ। **চার্মিক**—চর্ম-নির্মিত।

চাল—(সং. তণ্ডুল) চাউল। **চাল ফাঁড়ানো**—ঢেঁকিতে বা উকলিতে চাউল তুষশূন্য করা। **চালকোটা**—চাউলের গুঁড়া প্রস্তুত করা। **চাউল ঝাড়া**—কুলা দিয়া চাউল হইতে, ধুলা, কাঁকর, খুদ ইত্যাদি বাহির করিয়া ফেলা। **চাউল বাছা**—চাউল হইতে কাঁকরাদি বাছিয়া ফেলা। **আতপচাল, আলোচাল**—যে চাউল ধান সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত হয় নাই (বিপরীত-সিদ্ধ চাল)। **বুক্‌ড়ি চাল**—মোটা নিকৃষ্ট চাল। **চালচিঁড়ে বাঁধা**—কষ্টসাধ্য দূরের যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া। **চাল বাড়ন্ত**—ঘড়ে চাল নাই।

চাল—বাঁশ, খড়, টিন, টালি ইত্যাদি দিয়া নির্মিত গৃহের আচ্ছাদন; প্রতিমার চিত্র-সংবলিত পশ্চাৎভাগের বৃত্তাকার অংশ। **চাল কেটে উঠানো**—চাল নষ্ট করিয়া দিয়া ভিটা ছাড়া করা। **চালচুলা**—বাসের স্থান ও আহারের সংস্থান (চালচুলা নাই)। **চাল ছাওয়া**—রুয়া, বাখারি ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত সাজের উপরে খড়, টিন, টালি প্রভৃতি দিয়া চাল প্রস্তুত করা। **চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো**—একান্ত নিঃসম্বল। **চালের বাতা**—যে বাখারির সাজের উপরে চাল ছাওয়া হয় (চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখা)।

চাল—রীতি, ধরণ, পদ্ধতি (বনেদী চাল), আড়ম্বর, বাহিরের ঘটা (চাল মারা); কৌশল, ফন্দী (এক চাল চেলেছে); দাবা, পাশা ইত্যাদি খেলায় ঘুঁটির ঘর পরিবর্তন। **চাল কমানো**—আড়ম্বর কমানো, ব্যয়সঙ্কোচ করা। **চাল-চলন**—রীতিনীতি; রেওয়াজ। **চাল দেওয়া**—বড়লোকি দেখানো, কৌশল করা। **চালবাজ**—কুচক্রী। **কুচাল**—মন্দ চাল-চলন। **গরীবানা চাল**—গরীবের যোগ্য আচরণ (বিপরীত বড়মানুষী চাল)। **লম্বা চাল**—জাঁকজমক, অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়। **চালে চালে ঘর বা বসতি**—ঘন বসতি।

চালক—যে চালায়, সারথি, নেতা, কাণ্ডারী; মত্তহস্তী।

চাল্‌তা, চালিতা—চাল্‌তে, অম্লস্বাদ-বিশিষ্ট সুপরিচিত ফল।

চালন—প্রেরণ, অপসারণ, সঞ্চালন (লাঙ্গুল চালন); চালনী, sieve। বিণ. চালিত।

চালনা—প্রয়োগ, অনুশীলন, চর্চা (মস্তিষ্ক চালনা, অস্ত্র চালনা)। **অশ্ব চালনা**—অশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দৌড় করানো।

চালনি, চালুনী—কিছু বড় অথবা অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত বাঁশের চটা বা তার দিয়া নির্মিত ছাঁকনী (খৈ চালানি বা চালা, আটা চালানি)। **চালনি বলে, ছুঁচ তোর মার্গে কেন ছেঁদা**—পরের অল্প দোষ চোখে পড়ে, কিন্তু নিজের বহু দোষও চোখে পড়ে না।

চাল্‌শা, চাল্‌শে—চল্লিশ বৎসর বয়সে স্বভাবতঃ যে দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মে (চাল্‌শে ধরা)।

চালা—ছোট চাল বা আবরণ (হাটে চালা বাঁধা); চালযুক্ত (দোচালা, আটচালা); সাড়া, চলাচলের শব্দ (মানুষের চালা পাওয়া যাচ্ছে); চালনি (খৈ চালা; আটা চালা)।

চালা—চালনি দিয়া ধুলা কাঁকর প্রভৃতি পৃথক করা; ছড়াইয়া পরিপাটি করা (কোদাল দিয়া মাটি চালা); ঘুঁটে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে নেওয়া (বড়ে চালা; গজ চালা); **কথা চালাচালি**—কথা চালানো। কোন ব্যাপারে মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য আলাপ।

চালাক—(ফা. চালাক) ধূর্ত; নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন; বুদ্ধিমান্ (চালাক-চতুর লোকের দরকার)। বি. চালাকি—শঠতা, কৌশলে কার্য উদ্ধার, চতুরতা (চালাকির দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না)। **উপর চালাকি**—দৃশ্যতঃ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক কাজে কিন্তু আসলে নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন।

চালান—প্রেরণ, রপ্তানি (মাল চালান দেওয়া); বিচারার্থ আদালতে প্রেরণ (আসামী চালান দেওয়া); প্রেরিত মালের তালিকা, invoice; প্রেরিত মাল (আমের চালান) প্রেরিত খাজনা (চালান লুটিয়া লইল)। **চালানি মাল**—যে মাল চালান দেওয়া হইয়াছে অথবা হইবে।

চালানো—চালনা করা, পথপ্রদর্শন করা, কর্মে নিয়োগ করা (নৌকা চালানো, আমাদের সরল পথে চালাও, ঘোড়া চালানো, কল চালানো, স্কুল চালানো); মন্ত্রণা দেওয়া, পরিচালিত করা (ছোকরাদের চালাচ্ছে কে?); চালু করা (মেকী টাকা চালানো; নূতন মাল বাজারে চালানো); প্রয়োগ করা, অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা (ঘুষি চালানো, বন্দুক চালানো, গুলি চালানো); ব্যয় নির্বাহ করা (সংসার চালানো; পেট চালানো)।

চালি, চালী—বাঁশ অথবা বাখারি দিয়া নির্মিত বসিবার স্থান অথবা সাজ (চাউস ঘুড়ীর চালি); চরাট, মাচা।

চালিত—(চাল, চালান দ্রঃ) পরিচালিত, আন্দোলিত, নিয়ন্ত্রিত (যন্ত্রচালিত)।

চালিসা—চাল্‌শা দ্রঃ।

চালু—চাউল (বর্তমানে অপ্রচলিত); সচল, যাহার কাটতি বা চাহিদা আছে (নূতন ফ্যাসান চালু করা; মাল চালু করা)।

চাষ—শস্য উৎপাদনের জন্য ভূমি কর্ষণ; খাদ্য বা ব্যবহার্য বস্তু উৎপাদন (মাছের চাষ, ফলের চাষ, তুলার চাষ); চর্চা (বুদ্ধির চাষ)। **চাষবাস**—কৃষিকর্ম। **চাষা**—কৃষক; (চাষা ধোবা, চাষা কৈবর্ত্ত), অসভ্য, গোঁয়ার, অমার্জিত (গালি—লেখাপড়া একটু শিখেছে হয়ত, কিন্তু আসলে রয়ে গেছ চাষা)। **চাষী**—কৃষক। **চাষাড়ে**—অমার্জিত। **চাষাভূষা**—চাষী ও সেই শ্রেণীর অশিক্ষিত লোক। **দুই চাষ**—দুইবার চষা।

চাহন—চাওয়া; অবলোকন (বর্তমানে তেমন ব্যবহার নাই)। **চাহনি**—চাউনি, দৃষ্টি, কটাক্ষ; সানুরাগ অথবা অর্থপূর্ণ নেত্রপাত।

চাহা—চাওয়া; আকাঙ্ক্ষা করা; অভিলাষ করা, প্রার্থনা করা। **পথ চাহিয়া**—অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া।

চাহা—তাকানো; দৃষ্টিপাত করা (**চাহিয়া দেখা**—অবলোকন করা; মনোযোগ পূর্বক দেখা); ছোট পাখী-বিশেষ, snipe (চা-ও বলা হয়)।

চাহারম্—(ফা. চাহারম্) চতুর্থ। **চাহারম্ জমি**—চতুর্থ শ্রেণীর জমি; যে জমিতে ষোল আনার পরিবর্তে চার আনা আন্দাজ ফসল পাওয়া যায়। **জামাতে চাহারম্**—চতুর্থ শ্রেণী।

চাহি, চাহিয়া—চেয়ে; চাইতে (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

চাহিদা—(হি. চাহিতা—বাঞ্ছিত, প্রিয়) প্রয়োজন, কাটতি, demand (বাজারে এ মালের খুব চাহিদা)।

চিংড়ি,-ড়ী—সুপরিচিত মাছ ; ইহা নানা শ্রেণীর (কুচো, গলদা. বাগ্‌দা, মোচা ইত্যাদি)।

চিঁচিঁ—পক্ষি-শাবকের স্বর, পাখীর আর্তস্বর। **ধরলে চিঁ চিঁ করে, ছেড়ে দিলে পাক-সাট মারে**—চাপিয়া ধরিলে কাতর হইয়া পড়ে কিন্তু ছাড়িয়া দিলে পুনরায় দুরন্তপনা সুরু করে।

চিঁড়া, চিঁড়ে—চিপিটক, সিদ্ধ ধান ভানিয়া চেপ্টা করা সুপরিচিত খাদ্য। **চিঁড়েচেপ্‌টা**—প্রবল আঘাতের ফলে চেপ্‌টা বা সম্পূর্ণ দমিত। **চিড়ে দই**—কাঁচা ফলার (লুচি মিঠাই প্রভৃতিকে পাকা ফলার বলা হয়)। **কথায় চিঁড়ে ভেজেনা**—শুধু মুখের কথায় নয়, কাজেও দেখানো চাই।

চিঁহিচিঁহি, চিঁহি, চিঁহিঁহিঁ—হ্রেষা, ঘোড়ার ডাক।

চিক—কণ্ঠভূষণ বিশেষ ; বাঁশের শলা দিয়া প্রস্তুত পর্দা।

চিক্‌চিক্‌—ঈষৎ দীপ্তি প্রকাশ (শিশিরভেজা পাতার উপরে চাঁদের কিরণ চিক্‌চিক্‌ করিতেছে)। বিণ. চিক্‌চিকে।

চিকটা—ময়লাযুক্ত ও তৈলাক্ত, তেলচিটে।

চিকণ,-ন—(সং. চিক্কণ ; তেলেগু. চিক্কণি—সুন্দর) সূক্ষ্ম (চিকণ কাপড়, চিকণ কাজ) ; সুন্দর, উজ্জ্বল, চিত্তাকর্ষক (চিকণ কালা ; চিকণ গাঁথনি)। **চিকণানো**—মসৃণ ও উজ্জ্বল করা। **চিকনাই, চেকনাই**—ঔজ্জ্বল্য ; চর্বি (খুব চেকনাই হয়েছে দেখছি—বাড়াবাড়ি অথবা দুষ্টামির জন্য অবজ্ঞা-প্রকাশক অথবা তিরস্কারপূর্ণ উক্তি)। **চিকণের কাজ**—সূক্ষ্মসূচীকর্ম, embroidery। **চিকণিয়া**—মনোহর (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

চিক্‌মিক্‌—ক্ষণকালব্যাপী দীপ্তি প্রকাশ। বিণ. চিক্‌মিকে।

চিকা—(প্রাদেশিক) ছুঁচা।

চিকারী—সেতারে সংলগ্ন অতিরিক্ত কয়েকটি তার।

চিকি—সিদ্ধ করা সুপারি যাহার কাটা অংশগুলি মসৃণ দেখায় (চিকি সুপারি)।

চিকিৎসক—যে ব্যাধির চিকিৎসা করে, বৈদ্য, ডাক্তার, হেকিম প্রভৃতি। **চিকিৎসা**—রোগের প্রতিবিধান (গ্রাম্য—চিকিচ্ছা)। **চিকিৎসনীয়, চিকিৎস্য**—চিকিৎসার যোগ্য (দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি)। **চিকিৎসিত**—যাহার চিকিৎসা করা হইয়াছে। **চিকিৎসা-শাস্ত্র**—চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

চিকীর্ষা—করিবার ইচ্ছা (অনুচিকীর্ষা)। **চিকীর্ষক, চিকীর্ষু**—করিতে ইচ্ছুক। **চিকীর্ষিত**—চিকীর্ষা ; অভিলষিত।

চিকুর—কেশ ; বিদ্যুৎ। **চিকুরজাল**—কেশদাম। **চিকুর ঝলা**—বিদ্যুদ্দীপ্তি।

চিক্ক—চিকা, ছুঁচা।

চিক্কণ—মসৃণ, চক্‌চকে ; সুপারি গাছ ও ফল। **চিক্কণা**—যে গাভীর গাত্র চর্মচিক্কণ, উৎকৃষ্ট গাভী। **চিক্কণী**—সুপারি ফল।

চিক্কার চিক্কুর—চীৎকার। (পূর্ববঙ্গে চিক্কৈর)।

চিঙ্গট-ড়—চিংড়ী মাছ।

চিচিং-ফাঁক—(আলিবাবার গল্প হইতে) অন্যের অজানিত সঙ্কেত-ধ্বনি যাহার দ্বারা বন্ধ দরজা খোলা যায় open sesame.

চিচিঙ্গা—(সং. চিচিণ্ড) সবুজ লম্বা তরকারী-বিশেষ, snake-gourd.

চিজ, চীজ—(ফা. চীজ) বস্তু, সামগ্রী, মূল্যবান অথবা অদ্ভুত বস্তু বা ব্যক্তি (সে এক চীজ)।

চিচ্ছক্তি—চৈতন্য ; ঈশ্বরের চৈতন্য-শক্তি।

চিঞ্চা—তেঁতুল, তেঁতুলের গাছ। **চিঞ্চাম্ল**—তেঁতুলের অম্ল, tartaric acid।

চিঞ্চিনি—চিন্‌ চিন্‌ অনুভূতি, রক্ত-চলাচল কোন অঙ্গে কিছুক্ষণ বন্ধ থাকিলে যে অনুভূতি হয়, ঝিঝিনি।

চিট—কাগজের ছোট টুকরা।

চিট্‌চিট্‌—আঠা-আঠা (বেশী আঠা অর্থে চট্‌চট্‌)।

চিটকা, চিটকে—অগভীর পাত্র ; খুব আঠা-যুক্ত ; খুব লাগিয়া থাকে এমন (চিট্‌কে গুড় ; চিটকে মাটি)।

চিটনিস—(চিঠিনবিস) মহারাষ্ট্র-শাসনে মন্ত্রী বিশেষ।

চিটা—দানাহীন গুড় বা ঝোলা গুড় (তামাক মাখায় ব্যবহৃত হয় ; যে ধানের ভিতরে চাউল নাই)। শিটা দ্রঃ।

চিটি, চিঠি—পত্র, লিপি, কুশল সংবাদাদিপূর্ণ লেখন। **চিঠি-চাপাটি**—চিঠি ও তজ্জাতীয় লেখা। **চিঠিপত্র**—চিঠি। **উকিলের চিঠি**—নালিশ করা হইবে, এই ভয় দেখাইয়া চিঠি, উকিলের দ্বারা প্রেরিত। **উড়ো চিঠি**

—লেখকের নামধামের উল্লেখহীন চিঠি (সাধারণতঃ কুৎসাপূর্ণ অথবা শাসানিপূর্ণ)।

চিঠা—লেনদেন-এর খাতা; জরীপ করা জমির বিস্তৃত বিবরণ।

চিড়—কাঠে ফাটার দাগ (চিড় খাওয়া)। **চিড়চিড়, চিড়্চিড়**—ফাটিয়া যাইবার অনুভূতি, যন্ত্রণাবোধ। বি. চিড়চিড়ি—ফাটিয়া যাওয়ার মত তীব্র অস্বস্তি (এখন খুব চিড়চিড়ি বেধেছে)।

চিড়বিড়—দেহে ব্যাপক অস্বস্তি বোধ। **চিড়বিড়ান**—চিড়বিড় করা।

চিড়া—চিরা দ্রঃ। **চিড়া কোটা**—ঢেঁকিতে চিড়া প্রস্তুত করা (ভিজা ধান অল্প ভাজিয়া গরম গরম ঢেঁকিতে চেপ্টা করা হয়)।

চিড়িং—ছোট চিংড়ী মাছের মতো লাফানো (চিড়িং ভিড়িং)।

চিড়িক—হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণাবোধ (চিড়িক মারা—দেহের কোন স্থানে হঠাৎ এমন অনুভূতি জাগা)।

চিড়িতন—তাসের রঙ্-বিশেষ।

চিড়িয়া—পাখী; অদ্ভুত জীব (আজব চিড়িয়া)। **চিড়িয়াখানা**—পশুশালা, zoo.

চিৎ—চেতনা বোধ (চিৎশক্তির দৈন্য); জ্ঞান (সৎ-চিৎ-আনন্দ); মুখ আকাশের দিকে করিয়া সটান অবস্থিতি (চিৎ হইয়া শোওয়া); **চিৎ হওয়া**—সম্পূর্ণ পরাজিত হওয়া। **চিৎপটাং**—চিৎপাত। **চিৎপাত**—চিৎ হইয়া পতন; একান্ত পরাভব। **চিৎকার, চীৎকার**—উঁচু আওয়াজ; আর্ত্তনাদ; চেঁচামেচি; উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা (দেশ দেশ বলিয়া সে কি চীৎকার)।

চিত—চিত্ত (পদ্যে—চিতচোর), যাহা চয়ন করা হয়েছে।

চিতল, চিথল—(সং. চিত্রফল) ফলুই জাতীয় বড় মাছ। **চিতলের পেটী**—চিতলের পেটের দিকের যথেষ্ট চর্বিযুক্ত অংশ, খুব মুখরোচক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চিতা—(সং) শবদাহের জন্য শ্মশানে নির্মিত চুল্লী, চিলু। **চিতা সাজানো**—শবদাহ করিবার জন্য শব ও কাষ্ঠাদি যথাযথ ভাবে সাজানো, চরম ধ্বংসের আয়োজন করা। **চিতাভস্ম**—চিতার ভস্মাবশেষ। **রাবণের চিতা**—শোক, প্রতিহিংসা, অপমান ইত্যাদি জনিত অনির্বাণ অন্তর্দাহ।

চিতা—চিতাবাঘ; চিতাগাছ (চিতার বেড়া); কালো প্রায় গোলাকার ছাপ (কাপড়ে চিতা পড়া; চিতা সাপ)।

চিতান, চিতেন—কবি-গানের অংশ-বিশেষ।

চিতানো, চেতানো—সচেতন করা, সক্রিয় করা (চেতাইয়া তোলা)।

চিতি সাপ, চিতী—সাপ-বিশেষ।

চিত্ত—(যদ্দারা জানা যায়) মন, মানস-প্রকৃতি (চিত্ত যেথা ভয়শূন্য—রবি); বিচারশক্তি (চিত্ত-চাঞ্চল্য)। **চিত্তচমৎকার**—মনের সবিস্ময় আনন্দ। **চিত্তজন্মা**—মদন। **চিত্তদমন**—কুপ্রবৃত্তির নিরোধ। **চিত্তদাহ**—মনঃক্ষোভ। **চিত্ত-নিরোধ**—চিত্তকে অন্তর্মুখী করা। **চিত্তপ্রসাদ**—মনের স্থৈর্য ও আনন্দ। **চিত্তবিক্ষেপ**—মনঃসংযমের বিপরীত, চিত্তের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা। **চিত্তবিনোদন**—চিত্তের আনন্দ বর্ধক; চিত্তের প্রফুল্লতা সাধন। **চিত্তবিপ্লব**—পাগ্লামি, উন্মাদরোগ। **চিত্ত-বিভ্রম**—বুদ্ধিভ্রংশ; চিত্তবিপ্লব। **চিত্তবৃত্তি**—চিত্তের প্রবণতা, মনোধর্ম। **চিত্তরঞ্জিনী**—চিত্তের আনন্দদায়িনী (বৃত্তি)। **চিত্তশুদ্ধি**—চিত্তের নির্মলতা; বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ। **চিত্তহারী**—মনোহর, চিত্তাকর্ষক।

চিত্তভোগ—চিত্তের নিয়োগ বা তৎপরতা (বিশেষ বিষয়ে)।

চিত্য—চৈত্য; চিতা।

চিত্র—ছবি, আলেখ্য, picture, প্রতিমূর্তি; নক্সা, অঙ্কন (পিতৃ-ভক্তির চিত্র); কাব্যালঙ্কার-বিশেষ; বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট (চিত্রকণ্ঠ কপোত)। **আলোক চিত্র**—ফোটোগ্রাফ। **ছায়াচিত্র**—সিনেমা। **জলচিত্র**—Water-colour painting, জলে গোলা রঙ দিয়া আঁকা চিত্র। **তৈলচিত্র**—Oil painting, তৈলে গোলা রঙ দিয়া আঁকা চিত্র। **রেখাচিত্র**—রেখার দ্বারা অঙ্কিত চিত্র, রঙের দ্বারা নহে, sketch। **চিত্রক**—চিত্র; তিলক; চিতাবাঘ; চিতা গাছ। **চিত্র-কম্বল**—গালিচা, কার্পেট, বিচিত্র বর্ণের আসন। **চিত্রকর**—যে চিত্র অঙ্কিত করে। **চিত্রকলা**—

চিত্রবিদ্যা। **চিত্রকাব্য**—বিশেষ ছন্দে রচিত কাব্য। **চিত্রগত**—চিত্রপটে অঙ্কিত। **চিত্রগুপ্ত**—যম-বিশেষ; যমের লেখক। **চিত্রনৈপুণ্য**—অঙ্কননৈপুণ্য। **চিত্রপট**—চিত্রযুক্ত পট; চিত্র অঙ্কন করিবার পট। **চিত্রপিচ্ছক**—যাহার লেজ বিচিত্র বর্ণ, ময়ূর। **চিত্রপুঙ্খ**—বাণ। **চিত্রপুত্তলিকা**—চিত্রার্পিত মূর্তি। **চিত্রফল**—চিতল মাছ। **চিত্রফলক**—চিত্রপট। **চিত্রবৎ**—চিত্রের মত, স্পন্দনরহিত। **চিত্রবিচিত্র**—বিচিত্র বর্ণ। **চিত্ররথ**—সূর্য; চিত্ররথ গন্ধর্ব। **চিত্র-লেখনী**—তুলি। **চিত্র-শার্দ্দুল**—চিতা বাঘ। **চিত্রশালা, শালিকা**—চিত্র রাখিবার গৃহ।

চিত্রিণী—লক্ষণ অনুসারে নারীর শ্রেণী বিশেষ (পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী হস্তিনী। **চিত্রিত**—অঙ্কিত, চিত্রার্পিত, বহুবর্ণ যুক্ত। **চিত্রীয়-মান**—যে বা যাহা চিত্রিত হইতেছে। **চিত্রোক্তি**—দৈববাণী। **চিদাকাশ**—আকাশের মত নির্লিপ্ত যে পরমব্রহ্ম। **চিদাত্মা**—চৈতন্যের স্বরূপ। **চিদানন্দ**—চৈতন্য ও আনন্দ স্বরূপ। **চিদাভাস**—চৈতন্যের আভাস; জীবাত্মা। **চিদ্রূপ**—চৈতন্য স্বরূপ।

চিন—চিহ্ন, নিদর্শন।

চিন্‌চিন্—অপেক্ষাকৃত অতীব্রবেদনা-বোধ-বিশেষ।

চিনা—ক্ষুদ্র ধান্য-বিশেষ (চিনা কাউন)।

চিনাজোঁক—ছিনেজোঁক, ক্ষুদ্র জোঁক-বিশেষ।

চিনা, চেনা—জানা, বুঝিতে পারা, যথাযথভাবে বুঝিতে পারা (লোক চেনা, রত্ন-চেনা); পূর্ব পরিচিত (লোকটা আমার চেনা)। **চিনিয়া লওয়া**—বাছিয়া লওয়া। **মুখচিনা**—চেহারা পরিচিত, যদিও আলাপ হয় নাই।

চিনানে, চিনানো—চিনাইয়া দেওয়া।

চিনি,-নী—(সং. শর্করা, ফা. শক্‌র্) শর্করা। (ইহার প্রথম উৎপত্তি নাকি চীন দেশে)। **চিনিচাঁপা**—কলা-বিশেষ। **চিনি-পাতা দই**—চিনি দিয়া পাতা দই। **চিনি-সন্দেশ**—ছানা না দিয়া শুধু চিনি দিয়া প্রস্তুত সন্দেশ। **চিনির নৈবেদ্য**—চাউলের পরিবর্তে চিনি দিয়া প্রস্তুত নৈবেদ্য। **চিনির পানা**—চিনির শরবৎ। **চিনির পুতুল**—চিনি দিয়া প্রস্তুত পুতুল, যাহা সহজেই গলিয়া যায় ও ভাঙ্গিয়া যায়; আদৌ শ্রমপটু নয়। **চিনির বলদ**—ভারবাহী, কিন্তু ভোগ করিতে পারে না বা জানে না। **চিনির মুড়কি**—চিনির রসে পাক করা খই। **চিনির রস**—চিনির শিরা, চিনি আগুনে জাল দিয়া দুধ ছিটাইয়া গাদ কাটিলে যে রস হয়।

চিনিচোপ—(ফা. চোব চিনি) তোপ চিনি।

চিনিবাস—শ্রীনিবাস।

চিন্তক—যে চিন্তা করে। **চিন্তন**—(চিন্তি+অনট্) অনুধাবন, ভাবনা, স্মরণ। **চিন্তনীয়**—ভাবনীয়, বিচার্য।

চিন্তা—ভাবনা, মনন, অনুধ্যান (ঈশ্বর চিন্তা; পরের অনিষ্ট চিন্তা); দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ (অন্ন-চিন্তা)। **চিন্তাকুল**—অতিশয় চিন্তিত। **চিন্তাশীল**—ভাবুক, যিনি বিচার করিয়া দেখেন। **চাহিয়া চিন্তিয়া**—চেয়ে চিন্তে, অপরের কাছে মাগিয়া বা ভিক্ষা করিয়া। **ভাবিয়া চিন্তিয়া**—ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া; দুর্ভাবনা করিয়া (ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির)। **চিন্তান্বিত**—দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন। **চিন্তাবেশ্ম**—মন্ত্রণাগৃহ। **চিন্তামগ্ন**—চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত। **চিন্তামণি**—স্পর্শমণি, যে মণি অভীষ্ট দান করিতে পারে; পরমেশ্বর। **চিন্তাযজ্ঞ**—চিন্তার দ্বারা দেব-ঋষিগণের তর্পণ; সুমহৎ চিন্তা।

চিন্তিত—যে বিষয়ে চিন্তা করা হইয়াছে; বিবেচিত (সুচিন্তিত মতামত); দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

চিন্ত্য—চিন্তার যোগ্য, যাহার বিষয়ে বা যে বিষয়ে চিন্তা করা যায় (অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব)।

চিন্না—ছুতারের যন্ত্র-বিশেষ, কাঠাদিতে চিহ্ন দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

চিন্ময়—চৈতন্য স্বরূপ, জ্ঞানময়।

চিপা, চেপা—নিঙড়ানো; চাপ দেওয়া (ভিজে কাপড় চেপা, গলাচেপা); আঁট (চিপা হাতার জামা)। **চিপি দিয়া**—চাপ দিয়া, চাপিয়া।

চিপ্‌সানো—চুপ্‌সান, সঙ্কুচিত হওয়া, শুকাইয়া স্বল্পপরিসর বা কুঞ্চিত হওয়া।

চিপিটক—চিঁড়া।

চিপ্টানো, চিপ্টেনো—চিম্‌টি কাটার মত অসহ্য উক্তি করা। **চিপ্টেন ঝাড়া**—রাগারাগি না করিয়া চিম্‌টি কাটিয়া কথা বলা।

চিফ্‌কোর্ট—(ইং chief court) উচ্চ শ্রেণীর বিচারালয়-বিশেষ।

চিবানো, চিবোনো—চর্বণ করা। **চিবাইয়া** অথবা **চিবিয়ে কথা বলা**—সব কথা খুলিয়া না বলা।

চিবি—(প্রাদেশিক) জোড়ের কাছের ফাঁক (জানালার চিবি)।

চিবুক—থুত্‌নি, chin। **চিবুক স্পর্শ করা**—আদরের পরিচায়ক।

চিম্‌টা, চিম্‌টে—চিম্‌টি দিয়া ধরিবার যন্ত্র (ছোট চিম্‌টের নাম সন্না, সোন)।

চিম্‌টানো—চিমটি কাটা, চিমটিকাটার মত যন্ত্রণাদায়ক মন্তব্য করা।

চিম্‌টি—দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগ বা নখ দ্বারা পেষণ বা আঘাত। **চিম্‌টিকাটা**- চিম্‌টি প্রয়োগ করা; চিম্‌টিকাটার মত যন্ত্রণাদায়ক ক্ষুদ্র মন্তব্য করা (চিমটি কাটতে ওস্তাদ)। **এক চিম্‌টি**—এক চিম্‌টিতে যতটা ওঠে, সেই পরিমাণ, অতি অল্প (এক চিমটি নস্য)।

চিম্‌ড়া,-ড়ে—শুষ্ক চামড়ার মত শক্ত; খাস্তার বিপরীত (ঠাণ্ডা চিম্‌ড়ে লুচি); যাহা সহজে ভাঙ্গে না বা ছিঁড়ে না, ধাতসহ (চিম্‌ড়ে ধাতের লোক); কৃশ কিন্তু মজবুত (চিটড়ে গড়ন)।

চিম্‌নি—(ইং chimney) ধূম বাহির হইয়া যাইবার দীর্ঘ উচ্চ পথ; লণ্ঠনের কাঁচের গোলাকার আবরণ।

চিম্‌সা,-সে—শুক্‌না চামড়ার গন্ধের মত (চিম্‌সে গন্ধ); চিম্‌ড়া।

চিয়াড়, চিয়াড়ি—ব্যাধের ব্যবহার্য ছুরি; বাঁশের চটা, যাহা দিয়া প্রতিমার গা পালিশ করা হয়।

চিয়ানো—সচেতন করা, জিয়ানো। **শ্মশান চিয়ানো**-শব-সাধন মন্ত্রের দ্বারা শবকে জাগ্রত করিয়া যে সাধনা করা হয়।

চিয়ারী—শিকারের ছোট তীর, ওঁড়াওদের ব্যবহার্য।

চির—দীর্ঘ, দীর্ঘকালব্যাপী (চির বিরহ); আমরণ অনন্তকালব্যাপী (চিরদুঃখী; চিরনির্ভয়); নিত্য (চির সুন্দর, চির বসন্ত)। **চিরকর্ম্মা, চিরকারী, চিরক্রিয়**—দীর্ঘসূত্রী। **চিরকাঙ্ক্ষিত**—বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত। **চিরকাল**—দীর্ঘকাল, অনন্তকাল। **চিরকেলে**—বহুদিনের (চিরকেলে অভ্যাস)। **চিরজাত**—প্রাচীন। **চিরজীবী**—দীর্ঘজীবী; অমর। **চিরতিক্ত**—চিরতা। **চিরতুষার**—যে উচ্চতায় স্থিত বরফ কখনো গলেনা, snowline. **চিরদাস**—ক্রীতদাস, চির অনুগত। **চিরদুর্লভ**—কখনো সুলভ নহে। **চিরনিদ্রা**—মৃত্যু। **চিরনিবাস**—পুরুষানুক্রমে বসবাস। **চিরনির্মল**—যাহাকে কখনো মালিন্য স্পর্শ করে না। **চিরনীহার**—চিরতুষার রেখার বরফ, everlasting snow। **চিরনূতন**—যাহা চিরদিনই নূতন বা অম্লান। **চিরপূজ্য**—সর্বদা পূজ্য। **চিরপ্রবাহী**—চির বহমান। **চিরপ্রার্থিত**—চিরদিনের প্রার্থনার সামগ্রী, দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষিত। **চিরবিরোধ**—চির শত্রুতা। **চিরবিস্মৃত**—যাহার কথা আর মনে পড়িবার সম্ভাবনা নাই। **চিরমিত্র**—পুরাতন বন্ধু। **চিররহস্য**—যে রহস্যের উদ্ঘাটনের সম্ভাবনা নাই। **চিররাত্র**—দীর্ঘকাল। **চিররুগ্ন**—যাহার রোগ সারিবার নয়। **চিরশ্যামল**—চিরহরিৎ, যাহার বর্ণ সব সময় সবুজ থাকে, evergreen। **চিরসূতা**—যে গাভী দীর্ঘ দিনে বাচ্চা দেয়। **চিরস্থায়ী**—অক্ষয়, দীর্ঘস্থায়ী (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত)।

চির—বিদীর্ণ, খণ্ডিত, ছিন্ন। **চিরকুট**—কাগজের টুকরা; টেনা। **চির খাওয়া**—চিড় খাওয়া; ফাটা।

চিরঞ্জি—পিয়াল ফল।

চিরঞ্জীব, চিরঞ্জীবী—(চিরম্‌+জীব—দ্বিতীয়া তৎপুরুষ) চিরজীবী, দীর্ঘজীবী।

চিরণী, চিরুণী—যাহার দ্বারা চুল চেরা বা আচ্‌ড়ানো হয়; কাঁকুই।

চিরণ্টা, চিরণ্টী—(সং) যে নারী চিরদিন পিতৃগৃহে বাস করে।

চিরতা, চিরাতা, চিরেতা—(সং. চিরতিক্ত) অতিশয় তিক্ত গাছ-বিশেষ।

চিরন্তন—চিরদিনের, চিরকালীন।

চির, চেরা—বিদীর্ণ করা, ছিঁড়িয়া ফেলা; বিদীর্ণ; খোলা; ছেঁড়া (চেরা কাপড়, বুকচেরা জামা)। **চুলচেরা**—অতি সূক্ষ্ম (চুলচেরা বিচার)। **ফোঁড়া চেরা**—ফোড়া কাটিয়া দূষিত রক্ত-

পুঁজাদি বাহির করা। **বুকচেরা**—অতি প্রিয়, যেন বুক চিরিয়া বাহির করা হইয়াছে। (বুক-চেরা ধন); বুককাটা (বুক চেরা জ্যাঠা)।

চিরাগ, চেরাগ—(ফা. চিরাগ') প্রদীপ। **চেরাগদান**—পিলসুজ। **চোদ্দ পুরুষের চেরাগ**—কুলপ্রদীপ (অনেক সময়ে ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)। **চেরাগি**—পীরের দরগায় চেরাগ দেওয়ার জন্য খাদেমকে অর্থাৎ সেবায়েতকে প্রদত্ত ভূমি অথবা বৃত্তি।

চিরাগত—বহুকাল ধরিয়া যাহা চলিয়া আসিতেছে।

চিরাচরিত—যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত।

চিরায়ু—দীর্ঘায়ু।

চিরান্ধ—জন্মাবধি অন্ধ; চিরদিন সত্য দর্শনে পরাঙ্মুখ।

চিরায়ুষ্মান্—চিরজীবী। স্ত্রী চিরায়ুষ্মতী।

চিরু—স্কন্ধ ও বাহুর সন্ধিস্থল, যেখানে আঘাত করিলে সহজেই কাতর হইতে হয়।

চির্ভটী—কাঁকুড়।

চিল—(সং. চিল্ল) তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত দৃঢ়পক্ষ সুপরিচিত মাংসাশী পক্ষী। **চিল পড়লে কুটা নিয়ে ওড়ে**—প্রবলের আক্রমণের ফলে কিছু-না-কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইতেই হয়।

চিল্‌তা, -তে—পাৎলা বা ছিন্ন অংশ (বাঁশের চিল্‌তে, চিল্‌তে করে কোটা মাছ)। **চিল্‌তে ধরা**—কম চওড়া কলাপাতায় লেখা।

চিল্‌বিল্, চুল্‌বুল্—(সং. চঞ্চল) চাঞ্চল্য। ছটফট ভাব, অস্থিরতা। **চিল্‌বিলে, চুল্‌বুলে**—চঞ্চল। চিল্‌বিলানো, চুল্‌বুলানো—অস্থির হওয়া, চঞ্চলতা প্রকাশ করা।

চিলমচী, চিলিমচী—(হি) ভোজনের পরে হাত মুখ ধুইবার পাত্র বিশেষ।

চিলম—(হি) কল্কে (ইহা হইতে ছিলিম, এক ছিলিম তামাক)।

চিলমীলিকা—জোনাকি পোকা; বিদ্যুৎ।

চিলাকোঠা, চিলেকোঠা—ছাদের উপরে সিঁড়ির ঘর; প্রাসাদের সর্বোচ্চ কামরা। **চিলা-ছাদ**—চিলাকোঠার ছাদ।

চিলা, চিলে—ছোট ঘুঁড়ি-বিশেষ।

চিল্লক—চিল; ঝিল্লিকা।

চিল্লানো, চেল্লানো—(হি. চিল্লানা) চীৎকার, করা, চেঁচামেচি করা। **চিল্লাচিল্লি**—চেঁচামেচি, হাঁকাহাঁকি।

চিল্লাভ—(সং) ছিঁচকে চোর, যে চিলের মত ছোঁ মারিয়া জিনিষ সরাইয়া ফেলে।

চিহিঁ, চিহিঁহিঁ—চিঁহিঁহিঁ, ঘোড়ার ডাক।

চিহ্ন—[চিহ্ন্ (লক্ষ্য করা) + অল্] লক্ষণ (কুড়ে-মির চিহ্ন); যাহা স্মরণ করাইয়া দেয় (মারের চিহ্ন); নিদর্শন (বন্ধুত্বের চিহ্ন); দাগ, ছাপ (পদচিহ্ন) প্রতীক, symbol (আয়তির চিহ্ন)। বিণ. চিহ্নিত—নির্দিষ্ট দাগ দেওয়া (চিহ্নিত করা)।

চীন—চীনদেশ; চীনদেশের কাপড় (চীনাংশুক)। **চীনজ**—চীনদেশ জাত। **চীনপিষ্ট**—চীনা সিঁদুর। **চীনবঙ্গ**—সীসা। **চীনবাস**—চীনাংশুক, চীনের রেশমী কাপড়। **চীনা**—চীনদেশ জাত অথবা জাত বলিয়া প্রসিদ্ধ (চীনা-মাটি, চীনাবাদাম) বিণ. (চৈনিক পরি-ব্রাজক)।

চীনাংশুক—রেশমী কাপড়।

চীবর—ভিক্ষু, সন্ন্যাসী প্রভৃতির জীর্ণ পরিধেয়; বল্কল; কানি। **চীবরী**—চীবরধারী; বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

চীর—(সং) বস্ত্রখণ্ড, ছেঁড়া কাপড়, কানি; বল্কল। **চীরধারী**—জীর্ণবস্ত্র পরিহিত, কোপীনধারী। **চীরপর্ণ**—শাল গাছ। **চীরবসন, চীর-ভৃৎ, চীরী**—চীরধারী, বল্কল বসন।

চীর্ণ—(সং) বিদারিত, খণ্ডিত (চীর্ণ পর্ণ—নিম গাছ, খেজুর গাছ); সম্পাদিত (চীর্ণ ব্রত)।

চুওয়াল—যাহারা মদ চুয়ায়, শুঁড়ী।

চুঁ—সামান্য শব্দ বা প্রতিবাদ ব্যঞ্জক। চুঁ শব্দটি সামান্য প্রতিবাদ ও (চুঁ শব্দটি করোনা বলে দিচ্ছি)।

চুঁই চুঁই—(চোঁ চোঁ দ্রঃ) উত্তাপে জল শুকাইবার বা শোষণের শব্দ। **চুঁই চুঁই করা**—চুঁই চুঁই-শব্দে উত্তপ্ত বা শোষিত হওয়া (ক্ষুধায় পেট চুঁই চুঁই করছে ('চোঁ চোঁ করছে' বেশি প্রচলিত)।

চুঁওয়ান—চুয়ান দ্রঃ।

চুচড়ো—চুনো মাছ, ছোট মাছ; চুচুড়া নগর, chiusurah; ছুঁচলো।

চুয়া, চোঁয়া—চোয়া দ্রঃ।

চুক—ত্রুটি, ভুল। **ভুলচুক**—ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি (ভুলচুক ক্ষমা করবেন)।

চুক্‌চুক—বিড়ালের বা শিশুর দুগ্ধ পানের শব্দ ; উজ্জ্বল, তেল-তেলা (তেল-চুক্‌চুকে)।

চুকনো—মিটমাট হওয়া, মূল্যশোধ হওয়া, সমাপ্তি ঘটা (দুনিয়ার দেনা-পাওনা চুকিল)।

চুক্‌লি, চুগ্‌লি—(ফা. চুগ্‌লী) অসাক্ষাতে নিন্দা, অন্যের নামে লাগানো। **চুক্‌লি খাওয়া,-করা**—অসাক্ষাতে পরনিন্দা পরচর্চা ইত্যাদি করা। **চুগলিখোর, চুগ্‌ল খোর**—পশ্চাতে নিন্দাকারী।

চুকা—(সং চুক্র) টক, অম্ল। **চুকা পালঙ**—অম্লস্বাদ বিশিষ্ট পালঙ।

চুকা, চোকা—মিটিয়া যাওয়া (আপদ চোকা) ; ভুল করা ; পিছে হটা, দমা (চুকবার পাত্র নয়)। **চুকে কথা বলার লোক নয়**—ভয়ে বা কাহারও মুখ চাহিয়া সত্য গোপন করিবার লোক নয়।

চুকানো—মিটানো, শেষ করা (দায় চুকানো)। বি চুকানি, চুকোনি। **চুক্‌লীদার**—জমিতে স্বত্বহীন প্রজা-বিশেষ।

চুক্তি—(হি. চুকতী) পরস্পরের মধ্যে নিষ্পত্তি, শর্ত (চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধ)। **চুক্তিনামা**—আপোষে নিষ্পত্তির দলিল, agreement.

চুক্র—অম্লরস, চুকা পালঙ, তেঁতুল প্রভৃতি।

চুঙি,-ঙ্গি—ছোট চোঙা।

চুঙ্গী—শহরে আমদানি করা মালের উপরে ধার্য মাশুল।

চুচুক, চূচুক—স্তনবৃন্ত (শিশুর দুগ্ধ পানের শব্দ হইতে)। **চুচুকৃতি**—চু চু শব্দ, চুম্বন শব্দ।

চুচ্‌কো—(প্রাদেশিক) অন্যের মন রাখিয়া কথা বলা যাহার স্বভাব। স্ত্রী. চুচকুনি।

চুঞ্চু—খ্যাত, প্রসিদ্ধ (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে—বিদ্যাচুঞ্চু, শব্দচুঞ্চু)।

চুট্‌কি,-কী—স্ত্রীলোকের পায়ের আঙুলের আংটি ('চটুল চরণে চুটকি') ; তুড়ি ; তুড়ির তালে গাওয়া হাল্‌কা সুরের গীত ; হাল্কা, লঘু (চুটকি সাহিত্য—অসার লঘু সাহিত্য চটুল কিন্তু অসার নয়, এমন সাহিত্য)।

চুট্‌কি—(হি. চোটী) টিকি (চৈতন চুট্‌কি)।

চুটানো-চোটানো—(চোট দ্রঃ) আঘাত করা, শক্তি প্রয়োগ করা। **চুটিয়ে কাজ করা**—পুরাপুরি শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ করা।

চুড়ি,-ড়ী,-চূড়ী—স্ত্রীলোকের হাতের অলঙ্কার-বিশেষ।

চুড়িদার—যাহার অগ্রভাগ কোঁচকানো বা সরু। **চুড়িদার পাঞ্জাবী**—যাহার হাতা সরু। **চুড়িদার পায়জামা**—যে পায়জামা পায়ের দিকে ঢিলা নহে, আঁটসাঁট। **চুড়িপাড়**—ডোরা দেওয়া পাড়।

চুড়েল—(হি. চুড়ৈল) প্রেতিনী (ভূত চুড়েল)।

চুণ, চূণ—(সং. চূর্ণ, হি চূণা) পাথর, শামুক ইত্যাদি পোড়াইয়া যে ক্ষার পাওয়া যায়, lime. **চুণকাম**—দেওয়ালে চুণের গোলা লেপিয়া দেওয়া, কলঙ্ক ঢাকা অথবা ঢাকিতে চেষ্টা করা, white-washing। **চুণকালি দেওয়া**—একগালে চুণের দাগ, অপর গালে কালির দাগ দিয়া প্রকাশ্য ভাবে অপমান করা ; বংশের বা পূর্ব-পুরুষের কলঙ্কের কারণ হওয়া। **মুখচুণ হওয়া**—খুব নিরুৎসাহ হওয়া। **চুণাতি**—চুণের পাত্র। **চুণারি, চণারী**—চুণ প্রস্তুত-কারক, চুণিয়া।

চুণা, চুণো—ছোট মাছ। **চুণোপুঁটি**—ছোট ছোট মাছ ; সাধারণ বা কমদরের লোক (বিপরীত—রুই, কাত্‌লা)।

চুণি, ণী—রক্তবর্ণ মণি-বিশেষ, পদ্মরাগ, ruby।

চুণট, চুণাট—(চূর্ণ পট) কুঞ্চন, কোঁচানো, বস্ত্রা-দির কিনারায় চাপ দিয়া কুঞ্চিত করা।

চুণন—নির্বাচন।

চুণুরি, চুনারি—(হি. চুন্‌রী) রং করা কাপড় (চুণুরি শাড়ী)।

চুন্নী—(চোরণী) স্ত্রীলোকচোর অথবা চোরের স্ত্রী।

চুপ—নির্বাক, নিস্পন্দ। **চুপ করে থাকা**—কিছু না বলা ; কিছু না করা। **চুপচাপ**—নীরব, নিশ্চেষ্ট। **চুপ মারা**—ইচ্ছা করিয়া নীরব হওয়া। **চুপটি**—সম্পূর্ণ নির্বাক (চুপটি করে অথবা চুপটি মেরে বসে থাকা)। **চুপি-চাপি**—গণ্ডগোল না করিয়া, জানাজানি না করিয়া। **চুপি দিয়া দেখা**—(পূর্ববঙ্গে) উঁকি দেওয়া। **চুপিচুপি**—অপরে না শুনিতে পারে, এমন ভাবে, গোপনে (অত চুপিচুপি কেন কথা কও—রবি)। **চুপিসাড়ে,-সারে**—চুপিচুপি, প্রায় নীরবে, গোপনে।

চুপ্‌ড়ি, চুব্‌ড়ি,-ড়ী—বাঁশের চটার বা বেতের পাত্র বিশেষ, ছোট ঝুড়ি। **সিঁদুর চুব্‌ড়ি**—লাল কাপড়ে মোড়া ছোট চুব্‌ড়ি, যাহাতে সিন্দুর রাখা হয়; একরাশ সিন্দুর পরা ও কাপড়-চোপড়ে জবরজঙ্গ স্ত্রীলোক।

চুপ্‌সা, চোপ্‌সা—ভিতরে রস বা বায়ু বাহির হইবার ফলে সঙ্কুচিত (চোপ্‌সা গাল; মুখ চোপ্‌সা হয়ে গেছে)।

চুপ্‌সানো, চোপ্‌সানো—রস টানিয়া আর্দ্র হওয়া (এ কাগজে কালি চোপ্‌সায়); রস বা বায়ু বাহির হইয়া যাইবার ফলে সঙ্কোচন বা তোব্‌ড়ানো (গাল চুপ্‌সে যাওয়া)। বি. চুপ্‌-সানি, চোপ্‌সানি।

চুবন, চুবনি—নিমজ্জন, জলে ডুবা। **চুবন খাওয়া**—শ্বাসরোধকর নিমজ্জন ভোগ করা; দুর্ভোগ হইতে কষ্টেসৃষ্টে অব্যাহতি পাওয়া।

চুবানো—জলে ডুবানো; জলে ডুবাইয়া হাঁসফাঁস করানো। **চুবাইয়া ধরা**—প্রবল ভাবে জবাবদিহি করা। **নাকানি চুবানি**—নাকানি দ্রঃ।

চুম্‌কি—(হি. চম্‌কি) সোনা, রূপা অথবা রাং নির্মিত ছোট ছোট পাত (চম্‌কায় বলিয়া 'চুমকি')। **চুম্‌কি বসানো**—বস্ত্রাদিতে সূতা দিয়া চুম্‌কি গাঁথিয়া দেওয়া।

চুমকুড়ি,-ড়ী—চুম্বনের অনুকরণে অধর ও ওষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া শব্দ করা (চুম্‌কুড়ি দিয়া পাখী পড়ানো; চুম্‌কুড়ি দিয়া গরু থামানো)।

চুম্‌রানো, চোম্‌রানো—মিথ্যা প্রশংসা করিয়া গর্বিত করা, কার্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে; ফুলানো, ফুল্লানো (গোঁফ চোম্‌রানো—গোঁফে তা দেওয়া)। **বেঁড়ে চোম্‌রা করা**—বেঁড়ে গরুকে চোম্‌রা বলা।

চুমা, চুমো—চুম্বন (সাধারণতঃ স্নেহ ও আদর জ্ঞাপক)।

চুমুক—ওষ্ঠাধর সংযোগ করিয়া দুগ্ধাদি পান। **এক চুমুক**—একবারে মুখে যতটা পানীয় ধরে ততটা, অথবা এক নিঃশ্বাসে পান।

চুম্বর, চুম্বুরি—নারিকেলের পুষ্পকোষ (চামরাকৃতি বলিয়া)।

চুম্বক—(যাহা লৌহ চুম্বন অর্থাৎ আকর্ষণ করে) চুম্বক লৌহ; সার, মোটকথা, summary.

চুম্বকশলাকা,-সূচিকা,-সূচী — দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটা Magnetic needle।

চুম্বন—ওষ্ঠাধর সংযোগ, স্নেহ, অনুরাগ ইত্যাদি জ্ঞাপনার্থ। বিণ. চুম্বিত—যাহাকে চুম্বন করা হইয়াছে; স্পৃষ্ট ('অম্বর-চুম্বিত ভাল')। **চুম্বী**—স্পর্শী (গগনচুম্বী)। স্ত্রী. চুম্বিনী।

চুয়া—সুগন্ধি নির্যাস-বিশেষ (চন্দন চুয়া)।

চুয়াড়—চোয়াড় দ্রঃ।

চুয়াত্তর—৭৪, এই সংখ্যা।

চুয়ানো, চোয়ানো—ঝরান, ঝরা, পরিস্রুত হওয়া বা করা, ফোঁটা ফোঁটা নির্গত হওয়া (মদ চুয়ানো; ঘাম চুয়াইয়া পড়ে)। বি. চুয়ানি—যাহা চুয়াইয়া জমে।

চুয়ান্ন—৫৪, এই সংখ্যা।

চুয়াল, চোয়াল—(হি. চুয়াল, সং. চবল) হনু, মাড়ি, jaw। **চোয়াল ধরা**—চোয়াল আট্‌কাইয়া যাওয়া, চিবাইবার জন্য মুখ নাড়িতে না পারা।

চুয়াল্লিশ—৪৪, এই সংখ্যা।

চুর, চূর—(সং. চূর্ণ) চূর্ণ, খণ্ড খণ্ড, বিধ্বস্ত; ভরপুর, হতজ্ঞান (নেশায় চুর)। **ভাঙ্গচুর**—ভাঙ্গাগড়া; ধ্বংস।

চুরট, চুরুট—(ইং cheroot) ধূমপানার্থ নলের মত জড়ানো তামাক পাতা, cigar, cigarette। **চুরুটিকা**—ছোট চুরুট, সিগারেট।

চুরণী—চুন্নী: মেয়েলি গালি।

চুরমার, চূরমার—চূর্ণবিচূর্ণ, গুঁড়াগুঁড়া।

চুরানব্বই—৯৪, এই সংখ্যা। **চুরাশি**—৮৪ এই সংখ্যা।

চুরি—(হি. চোরী) অপহরণ, গোপনে আত্মসাৎ (ভাব ভাষা চুরি)। **চুরি-চামারি**—চুরি ও তত্তুল্য কর্ম। **চুরি করিয়া দেখা**—(লুক্কায়িত ভাবে দেখা)। **ভাবের ঘরে চুরি**—বাহিরের ঠাট বজায়, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য লঙ্ঘন। **লুকোচুরি**—একবার লুকানো, পুনরায় সাম্‌নে আসা, এই ধরণের খেলা বা আচরণ (আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রে ছায়ায় লুকোচুরি খেলা—রবি)।

চুরিন—(আদিম জাতির ভাষা) যে নারীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার প্রেতাত্মা; শাঁকচুন্নী।

চুল—কেশ। **চুলঝাড়া**—স্নানের পর লম্বা চুল ঝাড়িয়া জল নিষ্কাষিত করা। **চুল**

তোলা—পাকা চুল উঠানো। **চুলবাঁধা**—চুলের পারিপাট্য সাধন ও খোঁপা বাঁধা **চুল রাখা**—মানতরূপে কেশ ধারণ করা **চাঁচর চুল**—কোঁকড়া ঢেউ-খেলানো চুল **ঝাঁকড়া চুল**—কিছু লম্বা ফুলানো চুল **চুলচেরা**—অতি সূক্ষ্ম (চুলচেরা বিচার) **চুলাচুলি**—পরস্পরের কেশাকর্ষণ করিয়া মারামারি। **একচুল**—এতটুকু, কিছুমাত্র। **চুলকনা, চুলকণা, চুলকানি**—চর্মরোগ-বিশেষ, খুজ্‌লি। **চুলকানো**—নখ দিয়া গায়ের চামড়া আঁচ্‌ড়ানো।

চুলা, চুলো—(সং চুল্লী) উনান। **চুলোয় যাক্**—নষ্ট হোক্, যা খুসী তাই হোক্ (বিরক্তি, গালি ইত্যাদি প্রকাশক)। **চুলোমুখী**—মেয়েলি গালি।

চুলুক—গণ্ডূষ, কর্দম। বিণ. চুলুকিত—গণ্ডূষ করিয়া পান করা, কর্দমযুক্ত।

চুল্লি,-ল্লী—চুলা, উনান, চিতা।

চুষা, চোষা—(সং চূষ্—পান করা) রস টানিয়া লওয়া। **চুষিয়া খাওয়া**—রস নিঃশেষে পান করা। **রক্তচোষা**—যে রক্ত শোষণ করে, গিরগিটি। **চুষি, চুষি-কাটি,-ঠি**—শিশুর চুষিবার জন্য খেলনা-বিশেষ।

চুষি, চুসি—পিষ্টক-বিশেষ। **আম চুষি করা**—পাকা আমের বোঁটার বিপরীত দিকে কুটা করিয়া চুষিয়া চুষিয়া খাওয়া।

চুকা—টক।

চূচ্‌ড়ো—চোখা, ছুঁচ্‌লো।

চূড়—চওড়া সোনার চুড়ি-বিশেষ।

চূড়া—অগ্রভাগ, শিখর, পাগড়ী বা মুকুটের উপরকার পালক বা কলি, ময়ূরের মাথার ঝুঁটি, কেশ, মস্তক, শিখা, প্রধান, শীর্ষস্থানীয়। **চূড়াকরণ**—দ্বিজাতির মস্তক মুণ্ডন রূপ সংস্কার। বিণ. চৌড়।

চূড়ান্ত—চরম, একশেষ, পরাকাষ্ঠা (চূড়ান্ত অপমান, অপমানের চূড়ান্ত)।

চূড়ামণি—শিরোমণি, সর্বপ্রধান (দেব চূড়ামণি); যোগ-বিশেষ (চূড়ামণি যোগ)। **চূড়াল**—চূড়াযুক্ত, মস্তক।

চূত—আম, আম গাছ। **চূত-মুকুল**—আমের বোল।

চূর—(চূর) চূর্ণ, গুঁড়া; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি, এরূপ মিঠাই বা অলঙ্কার (খৈচূর, আমচূর, চরণচূর, চানাচূর, মতিচূর)। লোহাচূর—চূর্ণলৌহ।

চূর্ণ—গুঁড়া, আবীর, ক্ষুদ্র অংশ, বিনষ্ট, বিধ্বস্ত (দর্পচূর্ণ)। **অস্থি চূর্ণ করা**—হাড় গুঁড়া করা; যাহা হাড় ভাঙ্গে, (এমন পরিশ্রম বা প্রহার)। **চূর্ণক**—চূর্ণ; বিশদ ব্যাখ্যা; দীর্ঘ সমাসহীন কোমল শব্দযুক্ত রচনা-রীতি। **চূর্ণকার**—চূণারী। **চূর্ণকুন্তল**—অলক-গুচ্ছ, কপালের উপরে আসিয়া পড়া কোঁক্‌ড়ান চুল। **চূর্ণপদক**—নৃত্য-কৌশল-বিশেষ। **চূর্ণন**—গুঁড়া করা। বিণ. চূর্ণিত। **চূর্ণমুষ্টি**—এক মুষ্টি আবীর। **চূর্ণিকা**—ছাতু।

চূলিক—লুচি (যাহা ফুলিয়া উঠে)।

চূষ্য, চোষ্য—যাহা চুষিয়া খাওয়া হয় (চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়)।

চেংড়া, চেঙ্গরা—বালক, কিশোর, চপলমতি তরুণ; বকাটে ছোকরা। **চেংড়ামো, চেংড়ামি**—বকাটেপনা; ছেব্‌লামি।

চেঁচাড়ি, চাঁচাড়ি—(সং চঞ্চা) বাঁশের পাত্‌লা ধারাল চটা।

চেঁচানো—চীৎকার করা, চীৎকার করিয়া কাঁদা বা ডাকাডাকি করা। **চেঁচাচেঁচি**—চীৎকার, উচ্চকণ্ঠে ডাকাডাকি বা বাদ-প্রতিবাদ। **চেঁচামেচি**—চীৎকার, গণ্ডগোল, ক্ষোভ প্রকাশ।

চেঁচেপুছে—(চাঁচা দ্রঃ) হাঁড়ি মুছিয়া; নিঃশেষ করিয়া।

চেঁদড়, চ্যাঁদড়—(প্রাদেঃ হ্যাঁদড় দ্রঃ) নষ্টামি দুষ্টামিতে ওস্তাদ; মানুষকে বিব্রত করিতে পটু।

চেক—(ইং check) চারখানা, চৌখুপি (চেক চাদর, চেক কাপড়)। **চেক**—(cheque) যাহার দ্বারা ব্যাঙ্কে টাকা দিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। **চেককাটা**—চেক দেওয়া। **চেক দাখিলা**—খাজনার ছাপান রশিদ। **চেকমুড়ী**—দাখিলার যে অংশ দাখিলা দাতার কাছে থাকে।

চেঙ—ছোট মাছ-বিশেষ। **চেঙমুড়ী**—যাহার মাথা চেঙের মাথার মত; মনসা।

চেঙদোলা, চেঙ্গদোলা—দুই হাত দুই পা ধরিয়া দেহ ঝুলানো (পণ্ডিত মশায়ের আদেশে সব

পড়ুয়া মিলে বেণীকে চেঙদোলা করে নিয়ে এলো)।

চেগার, চ্যাগার—বাঁশের বাখারি দিয়া প্রস্তুত বাড়ী-ঘেরা অথবা জমি-বেড়া।

চেটা, চেটাই—খেজুর পাতা, তাল পাতা, বাঁশের চটাই ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত দর্মা।

চেটী—চেড়ী, দাসী।

চেটুয়া, চেটো—হাত বা পায়ের তলা; তরুণী। **চেটোনেটো, চেট্টে-নেট্টে**—ছোটখাট, অল্পবয়স্কা।

চেড়—দাস। স্ত্রী. **চেঁড়ী**—অন্তঃপুর রক্ষিণী।

চেত, চেতঃ—(চিৎ+অস্) চিত্ত, হৃদয়, মন, চৈতন্য (চঞ্চলচেত; (ক্ষুদ্রচেতা)। **চেত-বোধ**—(প্রাদেঃ) সচেতনতা, প্রখর অনুভূতি (এত যে বকাঝকা তবু চেত-বোধ নাই)।

চেতক—চেতনা সম্পাদক; উদ্বোধক।

চেতন—(চিৎ+অনট্) প্রাণবান্, জীবন্ত, animate (চেতন পদার্থ); চেতনা, জাগ্রত অবস্থা (চেতন পাওয়া)। **চেতনা**—চৈতন্য, জ্ঞান, সংজ্ঞা, সচেতনতা (চেতনা সম্পাদন; চেতনার সঞ্চার হইল; চেতনা-রহিত)। **চেতস্বান্**—সহৃদয়, চৈতন্যবান্।

চেতা—(প্রাদেঃ) রাগা (বড় চেতেছে)। **চেতানো**—চেতনা সঞ্চার করা, জাগাইয়া তোলা, অবসন্নতা দূর করা (চেতিয়ে তোলা—সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত হয়); (প্রাদেঃ) প্রহার দিয়া শায়েস্তা করা (এমন চেতান চেতাব যে মনে থাকবে বেশ কিছুদিন—সাধারণতঃ ছোট ছেলেদের বলা হয়)। **চেতিত**—জ্ঞাত; জাগ্রত। **চেতোমান**—সচেতন, চৈতন্যযুক্ত।

চেত্তা—(সং চিৎ) চিৎ, চিৎভাব। **চেত্তা খাওয়া**—বুক ফুলাইয়া মাথা পিছনের দিকে ঈষৎ হেলাইয়া দাঁড়ানো; বুক চিতাইয়া বা টান করিয়া দাঁড়ানো। **চেত্তা ভাঙ্গা**—চিৎ হইয়া মেরুদণ্ডের ও অঙ্গের আড়ষ্টভাব দূর করা।

চেন—(ইং chain) শিকল; ঘড়ির চেন; কণ্ঠের অলঙ্কার-বিশেষ (চেন হার) জরিপের মাপের পরিমাণ (একচেন=৬৬ ফুট অথবা ১০০ ফুট)।

চেনা—(চিনা দ্রঃ) পরিচিত, জানাশুনা (চেনা বামনের পৈতার দরকার করে না)। **চেনা-চিনি**—পরস্পরকে জানা। **চেনাপরিচয়**—আলাপ ও জানাশুনা। **চেনানো**—চিনাইয়া দেওয়া।

চেপ্টা—চিপিটকের মত, পিষ্ট, flat। **চেপ্টা নাক**—থেব্ড়া নাক বা বসা নাক। **চেপ্টানো**—চেপ্টা করা, পিটিয়া চওড়া করা।

চেব—ছেপ, থুথু।

চেয়—চয়নযোগ্য।

চেয়াড়ি—বাঁশের ধারাল ছাল, চেঁচাড়ি।

চেয়ার—(ইং chair) সুপরিচিত আসন কেদারা, কুর্সি। **চেয়ারম্যান**—সভাপতি।

চেয়ে—চাহিয়া; তাকাইয়া (চেয়ে দেখা); মাগিয়া, যাচ্ঞা করিয়া (চেয়ে চিন্তে); অপেক্ষা (সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল)।

চেরয়াট—নৌকার পাটাতন। চরাট দ্রঃ।

চেরা—(চিরা দ্রঃ) বিদারিত করা; বিদারিত। **পটল-চেরা**—পটল লম্বালম্বি কাটিলে যে আকৃতির হয় (পটল-চেরা চোখ)। **চেরাই**—ফাড়ার কাজ অথবা মজুরি। **চেরালো**—ফাড়ানো; কাটানো।

চেরাকী—চিরাগী দ্রঃ।

চেরাগ—চিরাগ দ্রঃ।

চেলা—(হি চেলা—শিষ্য) শিষ্য, গুরুর আজ্ঞাবহ ও সেবাপরায়ণ শিষ্য (সন্ন্যাসীর চেলা); সাগ্‌রেদ, অনুচর (ডাকাতের চেলা)।

চেলা—চেলা গাছ; ফাড়া কাঠ। **চেলানো**—চেলা বাহির করা বা প্রস্তুত করা। **চেলানি**—ছোট চেলা।

চেলি,-লী, চেলিকা—(সং. চেল) রেশমি বস্ত্র-বিশেষ।

চেল্লামো—চিল্লানো দ্রঃ।

চেষ্টা—(চেষ্ট্+অ+আ) কিছু সম্পাদন বা লাভ করিবার জন্য দৈহিক অথবা মানসিক প্রয়াস; প্রযত্ন; উদ্যোগ (উন্নতির চেষ্টা); অধ্যবসায় (চেষ্টা নাই, কি করে উন্নতি হবে); উপায় (অন্য চেষ্টা দেখ)। **চেষ্টক**—প্রয়াসশীল। **চেষ্টমান**—উদ্যোগী। **চেষ্টিত**—সচেষ্ট। **চেষ্টান্তর**—অন্য উপায়। **চেষ্টান্বিত**—প্রয়াসশীল। **চেষ্টাবেষ্টা**—কিছু চেষ্টা, বিভিন্ন ধরণের চেষ্টা।

চেহারা—(ফা. চেহ্‌রা) আকৃতি, রূপ, মুখচ্ছবি (রাত জেগে চেহারা যা' হয়েছে) মূর্তি (ভূতের

মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর—রবি)।

চৈচৈ—হাঁসকে ডাকিবার শব্দ।

চৈত—(সং. চৈত্র) চৈত্র মাস (মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত, লেখা হয় 'চোত'—চোত-বোশেখ)। **চৈতী**—চৈত্র মাসের (চৈতী হাওয়া; চৈতী খরা)। **চৈতালি**—চৈত্র মাসে উৎপন্ন শস্য, রবিশস্য (মুগ, মশুর প্রভৃতি); চৈত্রের কিস্তিতে দেয় খাজনা।

চৈতন—টিকি (চৈতন চুট্‌কি; চৈতন ফক্কা)।

চৈতন্য—চেতনা, অনুভূতি, জ্ঞান, বুদ্ধি, হুঁস (লোকসান কতটা হইল, সেই চৈতন্য নাই; ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ); স্বনামধন্য চৈতন্যদেব। **মগ্ন চৈতন্য**—মগ্ন দ্রঃ। **চৈতন্য হওয়া**—হুঁস হওয়া; সচেতন হওয়া।

চৈতার বউ—বৌ-কথা-কও পাখীর পূর্ববঙ্গীয় নাম।

চৈত্য—বৌদ্ধ মঠ, মঠ বা মন্দির; বুদ্ধের স্মরণ-চিহ্ন সম্বলিত স্তূপ; যজ্ঞস্থান; চিতা; পূজনীয় বৃক্ষ। **চৈত্যবৃক্ষ**—চৈত্যোদ্ভূত অশ্বত্থাদি বৃক্ষ অথবা পূজনীয় বৃক্ষ। **চৈত্যপাল**—চৈত্যের অধ্যক্ষ।

চৈত্র—বসন্ত কালের দ্বিতীয় মাস (চৈত্রক, চৈত্রিক-ও বলা হয়)। **চৈত্ররথ**—কুবেরের উদ্যান। **চৈত্রাবলী, চৈত্রী**—চৈত্র-পূর্ণিমা।

চোঁচ—(প্রাদেশিক) বাঁশের ধারাল ত্বক্ (চোঁচ দিয়ে নাড়ী কাটা)।

চোঁ-চোঁ—সাগ্রহ পানের শব্দ (অতখানি দুধ চোঁ-চোঁ করে খেয়ে ফেল্লে)।

চোঁচা—সটান, অন্যদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া (চোঁচা দৌড়); ছাল (আমের চোঁচা)।

চোঁতা—চোতা দ্রঃ।

চোঁয়া, চুঁয়া—দুধ, তরকারি প্রভৃতির অল্প পোড়ার গন্ধ (চোঁয়া-চোঁয়া—কড়া-কড়া, পোড়া-পোড়া); অজীর্ণ জনিত উদ্‌গারের তীব্র গন্ধ (চোঁয়া ঢেকুর)।

চোক—চারি পণ বা আনা, তাহার চিহ্ন (।০); দশ সের বা পাঁচ কাঠার চিহ্ন।

চোক্‌লা—ছিল্‌কা, খোসা (পূর্ববঙ্গে বলা হয়)।

চোখ, চোক—(সং. চক্ষুঃ) চক্ষু, দর্শনেন্দ্রিয়, দৃষ্টিশক্তি, মনোযোগ, খেয়াল; বাঁশ, আখ প্রভৃতির কাণ্ডে অঙ্কুরোদ্গমের স্থান। **চোখ ওঠা**—চক্ষুরোগ বিশেষ, ophthalmia। **চোখ কাটানো**—ডাক্তার দিয়া চোখের ছানি কাটানো। **চোখ খাওয়া, চোখের মাথা খাওয়া**—মনোযোগ না থাকা, চোখ নষ্ট হওয়া, মেয়েলি গালি বিশেষ (চোখ-খাগী)। **চোখ খোলা**—অবহিত হওয়া, জ্ঞান হওয়া; জ্ঞান দান করা। **চোখ ঘুরানো**—চতুর্দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করা। **চোখগালা**—আঙুল দিয়া বা খোঁচা দিয়া চোখ নষ্ট করা বিরক্তিকর ভাবে অথবা অশিষ্টভাবে তাকাইবার জন্য মেয়েলি গালি (অমন করে তাকালে চোখ গেলে দেব)। **চোখ ছল্‌ ছল্‌ করা**—চোখে জল দেখা দেওয়া (কাঁচা সর্দির ফলে অথবা দুঃখে অভিমানে)। **চোখ টাটানো** ঈর্ষান্বিত হওয়া; চোখে বেদনা বোধ করা। **চোখটেপা**—অপরের চোখে না পড়ে এমন ভাবে চক্ষুভঙ্গি করিয়া ইঙ্গিত করা। **চোখ ঠারা**—চোখটেপা; ইঙ্গিতে প্রবোধ দেওয়া (বিবেককে চোখ ঠারা)। **চোখ দেওয়া**—লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা; ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। **চোখ নাচা**—চোখের পাতা স্পন্দিত হওয়া, তাহা দ্বারা মঙ্গল অথবা অমঙ্গল সূচিত হওয়া (প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল—মধু)। **চোখপড়া**—মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া, মন পড়া। **চোখ পাকানো**—ক্রোধে চোখের তারা ঘোরানো। **চোখ বুজা**—মরা; আমলে না আনা বা প্রশ্রয় দেওয়া (বোঁজা দ্রঃ)। **চোখ বুলানো**—ভাসা-ভাসা ভাবে দেখা বা পড়া। **চোখ ফুটা**—পশু ও পক্ষী-শাবকের জন্মের কিছুদিন পরে দৃষ্টিশক্তি লাভ করা; সম্যক অবহিত হওয়া। **চোখ ফুটানো**—জ্ঞান দান, প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা। **চোখ মট্‌কানো**—চোখের ইঙ্গিত করা। **চোখ রাখা**—সতর্ক হওয়া; মনোযোগী হওয়া; তত্ত্বাবধান করা (কতদিকে চোখ রাখ্‌ব বল)। **চোখ রাঙানো**—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা; ক্রুদ্ধভাবে শাসানো। **একচোখো**—অবিচারক। **টানাচোখ**—আয়ত চক্ষু। **টেরাচোখো**—যাহার চোখ টেরা অথবা দৃষ্টি সোজা নয়, বাঁকা। **পটলচেরা চোখ**—চেরা দ্রঃ। **পানসে চোখ**—ভাসা ভাসা ঈষৎ নীল

আভাযুক্ত চোখ। **ভাল চোখে চাওয়া**—শুভদৃষ্টি করা; প্রীতিপূর্ণ নেত্রপাত। **মন্দ চোখ**—ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টি অথবা লালসাপূর্ণ দৃষ্টি। **সাদা চোখে**—সহজ দৃষ্টিতে। **চোখে আঙুল দিয়া দেখানো**—প্রমাণাদির দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া। **চোখে চোখে রাখা**—সজাগ দৃষ্টি রাখা। **চোখে ঠুলি দেওয়া**—চোখে ঠুলি দিয়া অবাধ দৃষ্টি প্রতিহত করা; না দেখা; উপেক্ষা করা। **চোখে ধরা**—পছন্দ হওয়া। **চোখে ধুলা দেওয়া**—প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া ফাঁকি দেওয়া। **চোখে লাগা**—চোখে ধরা; বিসদৃশ বোধ হওয়া; দীপ্তি সহ্য করিতে না পারা। **চোখের চামড়া না থাকা**—চামড়া দ্রঃ। **চোখের বালি**—দেখিলেই বিরক্তি বোধ হয়। **চোখের দেখা**—শুধু দর্শন-লাভ জনিত সুখ অথবা শুধু দর্শন (চোখের দেখাও দেখতে নেই)। **চোখের নেশা**—দেখিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা; দর্শনে আনন্দ। **চোখোচোখি হওয়া**—পরস্পরের দিকে চাওয়া; পরস্পরের সামনে আসিয়া পড়া। **চোখ এত বড় করা**—অত্যন্ত বিস্মিত হওয়া। **চোখে মুখে কথা বলে**—খুব চালাকচতুর।

চোকর—(হি. চোকর) শস্যের ছাল, গমের ভূষি।

চোকরি—যে প্রজাপতি ঘর কাটিয়া বাহির হয়।

চোক্‌লা—(সং. চোলক) খোসা (ডালের চোকলা)।

চোকান—চুকান দ্রঃ।

চোখল, চোকল—যার সব দিকে চোখ; চৌকস; চট্‌পটে; চালাক-চতুর।

চোখা, চোকা—তীক্ষ্ণ, ধারাল (চোখা চোখা বাণ; তলাইয়া বুঝিতে পারে এমন সূক্ষ্ম (চোখা বুদ্ধি); তুখড়, বুদ্ধিমান ও চৌকস (চোখা লোক); স্পষ্ট, কড়া, মর্মভেদী (চোখা চোখা কথা); বিশুদ্ধ (চোখা মাল)। **চোখানো**—শাণিত করা। **মুখ চোখানো**—বলিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া; খাইবার জন্য লোভ করা।

চোখো—তীব্র, তীক্ষ্ণধার (চোখো তামাক, চোখো বালি)।

চোগা—(ফা. চোগা) লম্বা ঢিলা, বুকখোলা সম্ভ্রান্ত জামা বিশেষ (চোগা-চাপকান-পরিহিত)।

চোঙ, চোঙা, চোঙ্গা—ফাঁপা নল; একদিকে গাঁঠযুক্ত অন্য দিকে ফাঁপা বাঁশের টুক্‌রা, দুধ তেল ইত্যাদি মাপার কাজে ব্যবহৃত হয় (এক চোঙা দুধ)।

চোট—[সং. চুট্‌ (ছেদনে)] আঘাত, কোপ (কুড়াল দিয়া চোট মারা); বন্দুকের গুলির দ্বারা অথবা পতন হেতু আঘাত (পাখায় চোট লেগেছে; এক চোটে তিনটা হরেল পড়েছে; পড়ে গিয়ে পায়ে চোট লেগেছে); ক্রোধ, ধমক (চোটপাট করা; চোটের মরদ); জোর, তোড়, দাপট (মন্ত্রের চোট, হাসির চোটে; গুঁতোর চোটে; কথার চোট); দফা (খুব এক চোট খেলা হল)। **চোটপাট করা**—ক্রোধ প্রকাশ করা, ধম্‌কানো। **আচোট জমি**—খিল জমি, যাহাতে লাঙ্গল দেওয়া হয় নাই। **খুব এক চোট নেওয়া**—নেওয়া দ্রঃ।

চোটা—(হি. চৌথা—টাকার চার ভাগের এক ভাগ) চড়া সুদ (চোটাখোর বেণে); মাত, ঝোলা গুড় (চোটা গুড়—চিটাও বলা হয়)।

চোট্টা—(হি.) চোর; প্রবঞ্চক। **চোট্টামি**—প্রবঞ্চনা।

চোত—চৈত দ্রঃ।

চোতা, চোঁতা—(সং. চ্যুত) অনাবশ্যক, বাজে (চোতা কাগজ)।

চোদনা—প্রেরণা, প্রবর্তনা (কর্মচোদনা)। **চোদিত**—নিয়োজিত, প্রবর্তিত। **চোদয়িতা**—প্রবর্তক।

চোদ্দ, চৌদ্দ—১৪ এই সংখ্যা, ১৪ সংখ্যক (চোদ্দ বছরে ফিরবে); বহু (চোদ্দ কথা শুনিয়ে দিলে)। **চোদ্দ পোয়া হওয়া**—হাত পা ছড়াইয়া শয়ন (মানুষ সাধারণতঃ লম্বায় সাড়ে তিন হাত)। **চোদ্দ পোয়া রথ**—মানব-দেহ (আর কি কানাই-র সেদিন আছে, চোদ্দ পোয়া রথ টেনে কানাই বুড়ো হয়ে গেছে—পাগ্‌লা কানাই)। **চোদ্দ পুরুষ**—ঊর্ধ্বতন সাত ও অধস্তন সাত এই চোদ্দ পুরুষ। **চোদ্দ শাক**—চোদ্দ প্রকারের শাক খাওয়ার উৎসব বিশেষ।

চোদ্দই—মাসের চোদ্দ তারিখ।

চোনা—গোমূত্র (প্রাদেঃ চেনা)। **চোনানো** গরু প্রভৃতির মূত্রত্যাগ।

চোনাট—চুনট দ্রঃ।

চোপানো—(ইং chop) তরবারির আঘাত করা।

চোপদার—(ফা. চোবদার) রাজরাজড়ার আশা-সোঁটা-বাহক সুসজ্জিত ভৃত্য।

চোপরা—মাছের চোয়াল (প্রাদেঃ)। **চোপ্-রাও**—(হি চুপ্ রহো) চুপ থাক ; আর কথা নয়। **চোপ্সা, চোপ্সান**—চুপ্সা দ্রঃ।

চোপা—মুখ (চোপা ফুলানো ; চোপা ওঠে না—মুখ ভার, খুশী হয় না) ; মুখরতা, মুখের উপর জবাব দেওয়া (চোপা করা ; চোপায় জোর খুব)। **মাকুন্দ চোপা**—যাহার গোঁপ দাড়ি গজায় না।

চোপাড়—চাপড় (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

চোবচীনী—চোপচিনী দ্রঃ।

চোবে, চৌবে—চতুর্বেদী ; ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।

চোয়াড়, চোহাড়—পার্বত্য জাতি বিশেষ ; বর্বর, অমার্জিত ; গোঁয়ার। **চোয়াড়পনা**—চোয়াড়ের ব্যবহার। **চোয়াড়ে**—চোযাড়ের মত।

চোয়ান্ন—চুয়ান্ন দ্রঃ।

চোয়াল—চুয়াল দ্রঃ।

চোয়াল্লিশ—চুয়াল্লিশ দ্রঃ।

চোর—যে চুরি করে, তস্কর। স্ত্রী. চোরণী। বিণ. চোরাই (চোরাই মাল)। **চোর কাঁটা**—তৃণ বিশেষ, ইহার চোখা-চোখা ফল প্রচুর পরিমাণে কাপড়ে বিঁধিয়া যায়। **চোর কুঠরী**—টাকাপয়সা রাখিবার গুপ্ত গৃহ ; ঘরের ভিতরের ছোট ঘর। **চোরখণ্ডা**—চোর ডাকাত। **চোর চোর খেলা**—এই খেলায় একজন চোর হইয়া নিজের চোখ বাঁধিয়া অপর সকলকে ছুঁইতে চেষ্টা করে, যাহাকে ছুঁইতে পারে সে পুনরায় চোর হয়। **চোরাগলি**—অপ্রশস্ত ও কতকটা অপ্রসিদ্ধ গলি। **চোরা গাই**—যে গরু সহজে দুধ ছাড়ে না। **চোরা পাহারা**—গুপ্ত প্রহরী। **চোরে চোরে মাসতুত ভাই**—এক পথের (মতলব সিদ্ধির) পথিক। **চোরের মায়ের কান্না**—যে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিবার উপায় নাই ; গোপন-করা অন্তর্দাহ। **ছিঁচ্কে চোর**—পাকা বা সিঁধেল চোর নহে, সুবিধা পাইলে সামান্য কিছু লইয়া পলায়ন করে। **চোরছ্যাঁচ**—চোর ও ছেঁচা (ছেঁচা দ্রঃ)। **সিঁধেল চোর**—চুরিবিদ্যায় পরিপক্ব, সিঁধ কাটিয়া বড় রকমের চুরি করিতে জানে। **মনচোর**—গাঢ় অনুরাগের পাত্র। **চোরের উপর বাটপাড়ি**—চোরের উপর ডাকাতি, চোরকেও প্রবঞ্চনা। **চোরপ্রপাত**—পূর্ব-কালে যে স্থান হইতে চোরকে ফেলিয়া দিয়া বধ করা হইত।

চোরা—অসুর-বিশেষ (চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী) ; চোর (ননীচোরা)।

চোরা—চুরি করা, চোরাই ; গুপ্ত, অজানিত, অদৃশ্য। **চোরা গর্ত**—বাহির হইতে দেখিয়া টের পাওয়া যায় না এমন গর্ত। **চোরা-গোপ্তা**—গোপনে সম্পাদিত (চোরা-গোপ্তা মার)। **চোরা জমি**—জমিদারকে না জানাইয়া ভোগ-করা জমি। **চোরা পকেট**-জামার মধ্যে গুপ্ত পকেট। **চোরা পথ**—অন্যের অজানা পথ। **চোরা পাহাড়**—সমুদ্রের ভিতরকার অদৃশ্য পাহাড়। **চোরা বালি**—যে বালি উপরে দেখিতে শক্ত, কিন্তু ভিতরে দলদলে, সুতরাং তাহাতে পা দিলে তলাইয়া যাইতে হয় ; অনির্ভরযোগ্য ও বিপদ-সঙ্কুল।

চোল—কাঁচুলি ; নিচোল। **চোলক**—বল্কল ; বর্ম।

চোলাই—বাষ্পীভূত জল বক-যন্ত্রের দ্বারা পাত্রান্তরে গ্রহণ।

চোষণ—শোষণ। **চোষ-কাগজ**—যে কাগজ সহজে কালি শুষিয়া লয়, blotting paper.

চোষা—চুষা দ্রঃ। **চোষ্য**—চুষিয়া খাইবার যোগ্য (চূষ্য দ্রঃ)

চোস্ত—(ফা. চুস্ত্) ঢিলা নয়, আঁটসাট (চোস্ত হাতার পাঞ্জাবী) ; সমতল, মসৃণ, চট্পটে, চৌকস। **চোস্তচালাক**—তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও কর্মঠ।

চোহেল—(হি. চহল্) নীতি-বহির্ভূত আমোদ-প্রমোদ, মাতামাতি, ঢলাঢলি (চোহেলের রৈ রৈ)।

চৌ—(সং. চতুর, প্রা. চউ) চার ; অন্য শব্দের

সঙ্গে যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে (চৌঘুড়ী ; চৌচির ; চৌচালা)।

চৌক—(সং. চতুষ্ক) চারি-কোণ-বিশিষ্ট ; চারি পণ, চোক।

চৌকশ,-ষ,-স—যাহার চারিদিকে দৃষ্টি আছে ; সর্ববিষয়ে দক্ষ ; চালাক-চতুর।

চৌকা—চারিকোণযুক্ত ; উনান।

চৌকাঠ—দরজার পাল্লা ঝুলাইবার ফ্রেম। **চৌকাঠ মাড়ানো**—গৃহে পদার্পণ বা প্রবেশ (আর কোন দিন তোমার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াব না)।

চৌকী,-কি—ঘাঁটি ; পাহারার স্থান ; চারি পায়াযুক্ত কাঠের আসন বা খাট (জলচৌকী ; তক্তপোষ)। **চৌকিদার**—যে গ্রামে পাহারা দেয়। **চৌকি বসানো**—প্রহরী-দল নিযুক্ত করা।

চৌখণ্ড,-ণ্ডী—চৌচালা ঘর। **চৌখণ্ডিয়া**—চারপায়া যুক্ত পীড়ি বা খাট্‌লি।

চৌখুপী,-প্পী—চারখানা, খোপ-খোপ বুনানি।

চৌখুরি,-রী—চার পায়াযুক্ত কাষ্ঠাসন (চন্দন-চৌখুরী)।

চৌগান—(ফা.) পোলো খেলার মত খেলা-বিশেষ।

চৌগোঁপ,-পা—দাড়ি দুই ভাগে ভাগ করিয়া পরিপাটি করিয়া গোঁপের সহিত উপরে তুলিয়া দেওয়া, অথবা যাহার দাড়ি এরূপ ভঙ্গিতে সাজানো।

চৌগুণ—চতুর্গুণ ; বহুগুণ।

চৌঘুড়ী—চার ঘোড়ার গাড়ী (চৌঘুড়ী হাঁকানো)।

চৌচাপটে—যথাযথভাবে, সর্বতোভাবে (মনে চৌচাপটে লাগা—মনে পূরোপুরি লাগা)।

চৌচালা—চার চালের ঘর, চউরি ঘর।

চৌচির, চৌচীর—বহুস্থানে বিদীর্ণ ; ফাটিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন (ফেটে চৌচির হয়ে ভিতরকার বেদনাময় কবিহৃদয় খুলে ধরেছে)।

চৌঠ—চতুর্থ (চৌঠ জন—বর্তমানে তেমন চলিত নয়)। **চৌঠা**—মাসের চার তারিখ। **চৌঠি**—চতুর্থাংশ (এক চৌঠি ভাত—পিণ্ড ভোগের এক-চতুর্থাংশ)।

চৌড়া—চওড়া, প্রশস্ত। বি. চৌড়াই—প্রস্থ।

চৌতলা,-তালা—চারিতল-বিশিষ্ট অট্টালিকা। চৌতালায়—ত্রিতলের উপরে, চতুর্থ তলে।

চৌতরা,-তারা—চবুতরা, চত্বর।

চৌতারা—চার তারের বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

চৌতাল—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তাল বিশেষ।

চৌতিশা—চৌত্রিশ ব্যঞ্জনে রচিত স্তোত্র বিশেষ।

চৌত্রিশ—৩৪-এই সংখ্যা, চতুস্ত্রিংশৎ।

চৌথ—আয়ের বা আদায়ী রাজকরের চার ভাগের এক ভাগ ; মারহাট্টারা যে কর আদায় করিত (চৌথ-জিজিয়া বসবেনাক নিত্য নূতন নিন্দারি—কুমুদরঞ্জন)।

চৌদশী—(সং. চতুর্দশী) কৃষ্ণা-চতুর্দশী (বৈষ্ণব কবিতায় ব্যবহৃত)।

চৌদানি—চারদানা মতিযুক্ত কর্ণাভরণ-বিশেষ।

চৌদিক—চতুর্দিক (কাব্যে ব্যবহৃত)। **চৌদিশ**—চৌদিক (কাব্যে ব্যবহৃত)।

চৌদুলী—চৌদোলা বাহক জাতি ; কাহার।

চৌদোল. চৌদোলা—(সং. চতুর্দোল) চতুর্দোল, শিবিকা।

চৌদ্দ—চোদ্দ দ্রঃ। চৌদ্দবুড়ি—অনেক (চৌদ্দ বুড়ি কথা শুনিয়ে দিলে)।

চৌধুরী—(চতুর্ধুরী, সং. চক্রধরিন্) গ্রাম, জেলা, জাতি অথবা বর্ণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রধান ব্যক্তি ; সামন্ত রাজা ; বাজার-সর্দার : উপাধি বিশেষ। স্ত্রী. চৌধুরাণী।

চৌপট—সমান, অবন্ধুর, সমতল।

চৌপথ—চার পথের সঙ্গমস্থল : চৌমাথা।

চৌপদ—চতুষ্পদ। **চৌপদী**—চার চরণ বিশিষ্ট ছন্দ-বিশেষ।

চৌপর—(সং চতুঃপ্রহর) চার প্রহর ; সমস্ত দিন, সর্বক্ষণ (চৌপর দিন খাটুনি)।

চৌপল—(হি. চৌপল) চার পল বা ধার বিশিষ্ট ; চতুষ্কোণ। বিণ. চৌপলিয়া, চৌপলে।

চৌপারী, চৌবাড়ী—(সং চতুষ্পাঠী) টোল।

চৌপায়া, চৌপায়ী—চারপাই ; খাট ; চতুষ্পদ।

চৌপালা—কপাটহীন চৌদোলা-বিশেষ।

চৌপাশ—চারিধার ; চারিদিক।

চৌবাচ্চা—(ফা. চৌবচ্চা) জল ধরিয়া রাখিবার ইষ্টক নির্মিত আধার।

চৌবাটী—(সং. চতুষ্পাঠী) টোল।

চৌমহলা—চার মহলযুক্ত বাড়ী, চৌতলা।
চৌমাথা—চার পথের মিলন-স্থান।
চৌমোহনা—চৌমাথা ; পার্ক, square।
চৌম্বক—চুম্বক-সম্বন্ধীয় (চৌম্বক-শক্তি)।
চৌযুগ—চারি যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি ; সর্বকাল।
চৌয়ারী—চার চালযুক্ত বড় ঘর, চৌরীঘর।
চৌর—চোর ; গন্ধদ্রব্য বিশেষ ; কবি-বিশেষ।
চৌরশ,-স—(সং. চতুরস্র) সমতল, অবন্ধুর, প্রশস্ত, (মাটি চৌরস করিয়া তবে শস্য বোনা হয়)।
চৌরাশি—(সং. চতুরশীতি) ৮৪ এই সংখ্যা ; চুরাশি।
চৌরাস্তা—চৌমাথা।
চৌরি—(মৈ) গুপ্ত, অপ্রকাশ্য ; (সং) চৌর্য, তস্করতা।
চৌরী—চার চালের অপেক্ষাকৃত বড় ঘর ('চৌ-চালা' সাধারণতঃ ছোট গুণ্ঠন-নৈপুণ্য হীন)।
চৌরোদ্ধরণিক—চোরের উপদ্রব নিবারক প্রাচীন কালের রাজকর্মচারী-বিশেষ।
চৌর্য—চুরি, অন্যায়ভাবে ও গোপনে আত্মসাৎ। **চৌর্যবৃত্তি**—চুরি, চোরের কাজ।
চৌশাল, চৌশালা—(সং চতুঃশাল) চক-মিলানো বাড়ী।
চৌশিঙা—চার শিঙ্ যুক্ত হরিণ।
চৌষট্টি—(সং. চতুঃষষ্টি) ৬৪ এই সংখ্যা। **চৌষট্টি কলা**—চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যা। (কলা দ্রঃ)।
চৌহদ্দী, চৌহদ্দি—চারিদিকের সীমানা (জমির চৌহদ্দি)।
চৌহান—সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত বংশ ; পৃথ্বীরাজ এই বংশোদ্ভব। স্ত্রী. চৌহানী।
চ্যাং—চ্যাং মাছ।
চ্যাঁ—শিশুর বা শাবকের শব্দ। **চ্যাঁ ভ্যাঁ**—বিরক্তিকর চ্যাঁ ভ্যাঁ ইত্যাদি শব্দ।
চ্যাঙারী, চ্যাঙ্গারী—চাঙ্গারী দ্রঃ।
চ্যাঙড়া, চ্যাঙরা—চেংড়া দ্রঃ।
চ্যাপ্টা—চেপটা দ্রঃ।
চ্যালা—চেলা দ্রঃ।
চ্যুত—ভ্রষ্ট, পতিত (গৌরবচ্যুত ; স্খলিত (কণ্ঠ-চ্যুত হার ; হস্তচ্যুত পাশা) ; ক্ষরিত, যাহা চুয়াইয়া পড়িতেছে (শ্রীমুখচ্যুত বাণী) ; বিতাড়িত (সিংহাসন-চ্যুত)। **চ্যুতাধিকার**—অধিকারচ্যুত।
চ্যুতি—পতন (ধর্মচ্যুতি), হানি, নাশ (ধৈর্য-চ্যুতি) ; ক্ষরণ ; স্খলন

ছ

ছ—ব্যঞ্জন বর্ণের সপ্তম বর্ণ ও চ-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ, মহাপ্রাণ ; ছয় (ছদিন পরে, ছশো-শত)।
ছই, ছৈ—নৌকার বা গাড়ীর দর্মা ও বাখারী দিয়া তৈরি অর্ধ-গোলাকার ছাদ (বজরার ছাদকে সাধারণতঃ ছই বলা হয় না)।
ছুঁই, ছঁউই—মাসের ছয় তারিখ।
ছক—চৌকা চৌকা নক্সা ; দাবা, পাশা প্রভৃতি খেলিবার বিভিন্ন চিহ্নযুক্ত বস্ত্রখণ্ড অথবা পিচ-বোর্ড। **ছক-কাটা**—চক-আঁকা। **ছকা**—ছক কাটা ; ব্যঞ্জনে 'ছক'ধ্বনি উৎপন্ন করা অর্থাৎ সম্ভার দেওয়া।
ছক্ড়া, ছক্কড় ছেক্ড়া, ছ্যাক্ড়া—(সং শকট) নিম্ন শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী ; গরুর গাড়ী। (বর্তমানে ছকড়া বা ছেক্ড়া বা ছ্যাক্ড়া গাড়ী বলিতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী বুঝায়)। **ছকড়া-নকড়া করা**—তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা।
ছক্কা—নানা তরকারি দিয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জন-বিশেষ ; ছয় ফোঁটাযুক্ত তাস। **ছক্কা করা**—তাস

খেলায় জিৎ-বিশেষ। **ছক্কা ধরা**—তাস খেলায় জিতের চিহ্ন-বিশেষ। **ছক্কা-পাঞ্জা করা, ছক্কাই-পাঞ্জাই করা**—বড় বড় কথা বলা।

ছগ, ছগল—ছাগ, ছাগল। স্ত্রী. ছগী, ছগলী। **ছগল**—নীল বস্ত্র।

ছচল্লিশ, ছেচল্লিশ—(সং. ষট্‌চত্বারিংশৎ) ৪৬—এই সংখ্যা।

ছুচি—উচ্ছিষ্ট, অশুচি। **ছুচিবাই**—শুচিবায়ু। (মৌখিক ভাষা)।

ছুট্‌কানো—ছিট্‌কাইয়া পড়া, বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত হওয়া। **ছুট্‌কে পড়া**—দল ছাড়িয়া সরিয়া পড়া, বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে পড়া। **ছুট্‌কা চিংড়ী**—ছট্‌ ছট্‌ করিয়া দূরে সরিয়া পড়ে, এমন ছোট চিংড়ী।

ছট্‌ফট্‌—(হি. ছটপটী) যন্ত্রণায় অস্থিরতার ভাব; অস্বস্তি অথবা অধৈর্যের ভাব (রওনা হইবার জন্ম ছট্‌ফট্‌ করিতেছে)। বি. ছট্‌ফটি। বিণ. ছট্‌ফটে, ছট্‌পটে—চঞ্চল। **ছটফটানো**—ছট্‌ফট্‌ করা, অস্থির হওয়া। বি. ছট্‌ফটানি।

ছট্‌রা, ছড়্‌রা, ছর্‌রা—(ইং. grapeshot) বন্দুকের ছিটে গুলি, অর্থাৎ খুব ছোট গুলি যাহা ছিটাইয়া যায়।

ছটা—[ছো (দীপ্তি পাওয়া)+অট] দীপ্তি; দ্যুতি; সৌন্দর্য; চমৎকারিত্ব; ঘটা (কথার ছটা)।

ছটাক—সেরের ষোল ভাগের এক ভাগ, পাঁচ তোলা পরিমাণ; কাঠার যোল ভাগের এক ভাগ; সামান্ম মাত্র (এক ছটাক জমিও পতিত নেই; গায়ে নেই এক ছটাক জোর, কিন্তু গোয়ার্তুমি খুব)। বিণ. ছটাকিয়া, ছটাকে (ছটাকে গরু—যে গরু সামান্য দুধ দেয়)। **ছটাকে, ছটাঁকি,-কী**—ছোট ছেলেমেয়ের ডাক-নাম।

ছটাফল—যাহার ফলে ছটা, অর্থাৎ সরল রেখা আছে: সুপারি গাছ।

ছড়—(সং ছল্লি; ছাল) পশুর চামড়া (অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়—কবিকঙ্কণ); বেহালা, এস্রাজ প্রভৃতি বাজাইবার ছড়ী, লোহার গরাদে বা দীর্ঘ মোটা শলাকা (জানালার ছড়; বন্দুক গাদিবার ছড়); লম্বা আঁচড় (গায়ে ছড় গেছে)। **ছড়া**—পশুচর্ম (মৃগছড়া)।

ছড়া—ছড়াইয়া দিবার বা ছিটাইয়া দিবার বস্তু (গোবরের ছড়া; চন্দনের ছড়া); থোকা, গোছা, গুচ্ছ (একছড়া মর্তমান কলা; কাঁদি থেকে ছড়া বিচ্ছিন্ন করা, 'ছড়ি'ও বলা হয়: একছড়া হার); ছন্দোবদ্ধ গ্রাম্য উক্তি বা বাদ-প্রতিবাদ (ছড়া কাটা: ছেলে-ভুলানো ছড়া); ঝরণা, ছোট পার্বত্য নদী। **ছড়াছড়ি**—এত বেশী যে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে (বিলাস-দ্রব্যের ছড়াছড়ি)। **ফেলাছড়া**—প্রাচুর্য-জনিত অনাদর (ফেলাছড়া করিয়া খাওয়া)।

ছড়ানো—বিক্ষিপ্ত করা, বিস্তৃত করা, ব্যাপ্ত হওয়া (রোগের বীজ ছড়ানো; হাত পা ছড়াইয়া শোওয়া, দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ল); ছিন্ন করা, ছাড়ানো (ডাল থেকে পাতা ছড়ানো।

ছড়ি,-ড়ী—(হি. ছড়ী) সরু লাঠি বা বেত (ছড়ি হাতে বাবু); লম্বাকৃতি বাদন-দণ্ড (বেহালার ছড়ি বা ছড়); আশা-সোঁটা (ছড়ি-বরদার)। **ছড়িদার**—ছড়িধারী; পাণ্ডার অনুচর। **ছড়ি ঘুরানো**—অসহভাবে সর্দারি করা। **খেজুরছড়ি**—খেজুর-কাঁদি। **ফুলছড়ি**—কাগজ, সোলা প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত কৃত্রিম যষ্টি-বিশেষ।

ছত্‌রি,-রী—(সং. ছত্র) ছাতার মত ছায়াকর ছৈ, গাড়ী বা পাল্‌কির ছাদ; যে বংশরচিত ছত্রাকার উচ্চ আধারের উপরে পায়রা বসে: মশারি খাটাইবার চতুষ্কোণ ফ্রেম; যে মাচার উপরে দাঁড়াইয়া মাঝি হাল ধরে। **দোছত্‌রী**—ছাদের নীচেকার গলি, বাথরুম, সিঁড়ি প্রভৃতির ছাদ।

ছত্রিছন্ন—এলোমেলো, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত (বই-পত্তর সব ছত্রিছন্ন হয়ে রয়েছে); ছন্নছাড়া।

ছত্তর—(সং. সত্র) সত্র; দান, লোকজন খাওয়ানো ইত্যাদি সম্পর্কিত বৃহৎ ব্যাপার। **একাছত্তর** সব মিলেমিশে একাকার।

ছত্র, ছত্র—ছাতা; ব্যাঙের ছাতা; আচ্ছাদন; সত্র (অন্নছত্র)। **রাজছত্র**—রাজশক্তির চিহ্ন-রূপ ছত্র। **রাজছত্র ছায়া**—রাজশক্তির প্রভাব। **ছত্রদণ্ড**—রাজছত্র ও রাজদণ্ড। **ছত্রধর, ছত্রধারী**—যে ভৃত্য রাজছত্র ধারণ করে। **ছত্রপতি**—রাজচক্রবর্তী। **ছত্রপত্র**—যে বৃক্ষের পাতা ছতরানো, ভূর্জপত্র, স্থলপদ্ম, মানকচু,

ছাতিম গাছ। **ছত্রভঙ্গ**—রাষ্ট্রবিপ্লব ; বৈধব্য ; সংহতিভ্রষ্ট, বিচ্ছিন্ন (জনতা ছত্রভঙ্গ হইল)। **জলছত্র**—গ্রীষ্ম কালে পথিককে জলদান করিবার স্থান।

ছত্র—(আ. সত্‌র্‌) লাইন, পঙক্তি (এক ছত্র লেখা)।

ছত্রক—ছাতা ; মাছরাঙ্গা পাখী ; ব্যাঙের ছাতা ; শিব-মন্দির-বিশেষ। **ছত্রা, ছত্রাক**—ব্যাঙের ছাতা।

ছত্রি—নৌকার ছই।

ছত্রিয়, ছত্রী—ক্ষত্রিয়।

ছত্রিশ—(সং. ষট্‌ত্রিংশৎ) ৩৬—এই সংখ্যা।

ছদ—[ছাদি (আচ্ছাদন করা]+অ] যদ্দারা আচ্ছাদন করা হয় ; বৃক্ষপত্র : পাখীর পাখা ; আচ্ছাদন, ঢাক্‌না ; তরবারির কোষ। **ছদন**—আবরণ ; পাতা ; পাখা।

ছদ্ম—ভাবের আচ্ছাদক, কপট, ছল। **ছদ্ম-ধারণ**—ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্মগোপন। **ছদ্মবেশ**—কপট বেশ, প্রতারণার অনুকুল বেশ। বিণ. ছদ্মবেশী। স্ত্রী. ছদ্মবেশিণী। **ছদ্মী**—ছদ্মবেশী।

ছন—ঘর ছাইবার খড়। **ছন্‌ছন্**—বাতাসে কর্কশ ধান গাছের পাতা অথবা দীর্ঘ তৃণের আন্দোলনের শব্দ।

ছন্দ—প্রবঞ্চনা, আচ্ছাদন, অভিপ্রায়, ধরণ, রীতি, কবিতার ছন্দ। **ছন্দপতন**—ছন্দের নিয়ম বা গতি ভঙ্গ। **ছন্দোবদ্ধ**—ছন্দে গ্রথিত। **ছন্দবন্ধ**—কৌশল। **ছন্দানু-গমন**—নিজের ইচ্ছা অনুসারে চলা। **ছন্দানুবর্তন**—অন্যের ইচ্ছা অনুযায়ী চলা। **ছন্দেবন্দে**—কৌশলে।

ছন্দোগ—যিনি সামবেদ গান করেন।

ছন্ন—আচ্ছাদিত, গুপ্ত, হতবুদ্ধি, বিচার-শক্তিহীন (ছন্ন হইল মতি ; মতিছন্ন হইল ব্রাহ্মণার—কাশীদাস) ; বিকৃতবুদ্ধি। **ছন্নছাড়া**—লক্ষ্মী-ছাড়া, উচ্ছন্ন। **ছন্নতা**—মূঢ়তা।

ছপ্‌ছপ্—জলে আঘাতের শব্দ ; ঝাঁট দেওয়ার শব্দ ; ভয়ের ভাব (ছম্‌ছম্ দ্রঃ)।

ছপ্পর—ছাপ্‌পর দ্রঃ।

ছবি,-বী—[ছো (ছেদন করা, অন্ধকার ছেদন করা)+ই] দ্যুতি (রবিছবি, চন্দ্রচ্ছবি) ; শোভা, সৌন্দর্য (অরুণচ্ছবি)।

ছবি—(আ. শবীহ্‌) প্রতিকৃতি, চিত্র, মূর্তি। **ছবির মত**—পটে আঁকা ছবির মত সুন্দর ; ছবির মত স্তব্ধ।

ছম্‌ছম্—ভয়ের ভাব। **গা ছম্‌ছম্ করা**—ভয়ে গা কিম্বিং শিউরে ওঠা।

ছমণ্ড—(সং) ছেমড়া, পিতৃমাতৃহীন বালক অনাথ। স্ত্রী ছমণ্ডী।

ছয়—৬, এই সংখ্যা। **ছয়-নয়**—নষ্ট, ছারখার। **ছয়লাপ, ছয়লাব**—(সয়্‌লাব—প্লাবন) প্লাবিত ; পরিব্যাপ্ত ; সম্পূর্ণ নষ্ট (মুলুক ছয়লাপ হয়ে গেল)। বি. ছয়লাবি।

ছরকট, ছরকোট—বিশৃঙ্খলা ; ছড়াছড়ি ; বেবন্দোবস্ত।

ছরছর—উপর হইতে জল পড়ার শব্দ। **ছ্যারছ্যার, ছ্যাচ্ছ্যার**—কিছু বেশী ছড়াইয়া পড়িবার শব্দ। **ছিরছির, ছিচ্ছির**—সরু ধারে পতনের শব্দ।

ছরতা—(হি. সরোতা) যাঁতি (প্রাদেশিক)।

ছরা—ছড়া (ছোট পার্বত্য নদী) দ্রঃ।

ছরাদ—শ্রাদ্ধ (শ্রাদ্ধ দ্রঃ)। ছরাদে বামন—শ্রাদ্ধ খাওয়া ব্রাহ্মণ (অবজ্ঞার্থক)।

ছর্দ, ছর্দি, ছর্দিঃ, ছর্দী—বমন, উদ্গার। **ছর্দন**—যাহা বমন করায়, নিম্ববৃক্ষ।

ছর্‌রা—ছট্‌রা দ্রঃ।

ছল—[ছো (ছেদন করা)+অল—যাহা মর্যাদ ছেদন করে] প্রতারণা, ফাঁকি, চাতুরী ; ব্যপদেশ (কথাচ্ছলে) ; ধরণ, উপলক্ষ্য (নিন্দাচ্ছলে স্তুতি) ; ছুঁতা, ভান (কেন বাজাও কাঁকণ কণকণ এত ছলভরে—রবি ; যাবে বলছ, ও তোমার ছল)। **কথার ছল ধরা**—ইচ্ছা করিয়া কথার ভিন্ন অর্থ করিয়া দোষ ধরা। **ছল-চাতুরী**—ছলনা, প্রতারণা। **ছলে বলে**—ছলে হউক অথবা বলে হউক।

ছলচ্ছল—স্রোত ও তরঙ্গাভিঘাতের শব্দ। **ছলছল**—তটের বাধা সহিয়া জলের প্রবাহিত হইবার শব্দ। **ছলাৎ**—তটে জলের মৃদু আঘাতের শব্দ ; উপ্‌চাইয়া পড়ার শব্দ।

ছলছল—জলভরা, কাঁদ-কাঁদ (ছলছল আঁখি)। **ছলছল করা**—চোখ দ্রঃ।

ছলন, ছলনা—প্রতারণা, কপটতা, ফাঁকি, চাতুরী (ছলনাময়ী)। বিণ. ছলিত—প্রতারিত।

ছলা—ছল, অভিসন্ধি। **ছলাকলা**—মন-ভুলানো হাবভাব ; শঠতা।
ছলি, ছুলি—চর্মরোগ বিশেষ, Psoriasis।
ছলুকা—(হি. শলূক) হাত-কাটা ফতুয়া-বিশেষ।
ছল্লি,-ল্লী—[ছাদি (আচ্ছাদন করা) + কিপ্] যাহা আচ্ছাদন করিয়া রাখে ; বল্কল।
ছষট্টি—(সং. ষট্‌ষষ্টি) ৬৬ এই সংখ্যা।
ছা, ছাঁ—(সং. শাবক, প্রা. ছাব) শাবক, বাচ্চা। **ছাপোষা**—অনেকগুলি ছোট ছেলেমেয়ের ভরণপোষণ করিতে হয়, এমন গরীব গৃহস্থ। **কাকের ছা বকের ছা লেখা**—অগঠিত আঁকাবাঁকা অক্ষর লেখা।
ছাই—(সং. ক্ষার) ভস্ম, পাঁস (ছাই মাখা) ; তুচ্ছ, হেয়, ছার, অর্থহীন (কি ছাই বলছ তুমিই জান) ; মন্দ, পোড়া (ছাই কপালে) ; কিছুই না (ছাই হবে)। **ছাইপাঁশ, ছাই মাটি**—ছাই ও তৎতুল্য বস্তু, নগণ্য বস্তু। **ছাই খাওয়া**—কিছুই না পাওয়া ; অত্যন্ত ভুল করা (ওবরে মেয়ে দিয়ে নিজের হাতে ছাই খাওয়া হয়েছে)। **ছাইকরা**—পোড়াইয়া নষ্ট করা। **ছাই দেওয়া**—তুচ্ছ করা (সংহিতাতে ছাই দিয়ে আজ হউক তোমার গান শোনা—সত্যেন দত্ত)। **ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো**—কুলা দ্রঃ। **ছাইমুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়**—ভাগ্যের গুণে যাহাতে হাত দেওয়া যায়, তাহাতেই আশাতিরিক্ত সুফল ফলে। **মুখে ছাই**—অভিসম্পাত, গালি, বিতৃষ্ণা ইত্যাদি জ্ঞাপক (অমন বাপের মুখে ছাই ; অমন আদরের মুখে ছাই)। **দূর হোক ছাই**—আমল দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। **শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে**—শত্রুর অশুভ কামনা সত্ত্বেও, সৌভাগ্য বলে (শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সব বিপদই কাটিয়েছি)। **ছেয়ে রঙ**—পাংশু বর্ণ।
ছাইয়া ফেলা—পরিব্যাপ্ত হওয়া (দেখিতে দেখিতে মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল ; তখন বিলাতি পণ্যে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল)।
ছাউনি—(হি. সাউনি, সং. ছাদন) আচ্ছাদন গোলপাতার ছাউনি) ; বরকন্যার কাপড়ের (যেরের মধ্যে শুভদৃষ্টি (**ছাউনি করা**—এরূপ ঘেরের মধ্যে শুভদৃষ্টি করা) ; সেনানী-নিবাস।
ছাএল, সাএল—(আ. সাএল) আবেদনকারী, প্রার্থনাকারী ; ভিক্ষাপ্রার্থী। **ছাএলগিরি**—ভিক্ষাবৃত্তি।
ছাও—শাবক, ছা, ছানা।
ছাওয়া—(সং. ছদ্) আচ্ছাদন প্রস্তুত করা বা আচ্ছাদন করা (চাল ছাওয়া ; আকাশ মেঘে ছাইল) ; পরিব্যাপ্ত (কানন ছাওয়া মিঠা আওয়াজ লাখ পাখীর গিটকিরি—করুণানিধান) ; ছায়া। **ছাওয়ানো**—আচ্ছাদন করানো।
ছাওয়াল, ছাবাল—(সং. শাবক) সন্তান, অল্পবয়স্ক (ছাবাল কালে)। **দুধের ছাবাল, -ছাওয়াল**—এখনও যে দুধ খায় ; অল্প বয়স্ক (গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।
ছাঁই—নারকেল-কোরা ; তিল, গুড় বা চিনি প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত পিষ্টকের মধ্যে দিবার পুর।
ছাঁইচ, ছাঁচ—চালু চালের প্রান্ত ভাগ ; ছক্কা, সক্কা। **ছাঁচ কাটা**—চালের প্রান্ত ভাগের খড় সমান করিয়া কাটা। **ছাঁচ-তলা**—বেড়ার পিছনে ছাঁচের দ্বারা রক্ষিত বা আবৃত স্থান ; গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগ।
ছাঁইচ, ছাঁচ—(হি. সাঁচা) আদর্শ, ফর্মা, mould, আকৃতি (সন্দেশের ছাঁচ), ডিমের সূচনা ; চিনি দিয়া প্রস্তুত ফল, রথ, জীবজন্তু প্রভৃতির আকৃতি। **একছাঁচে ঢালা**—এক আকৃতির, একই ধরণের। **ছাঁচ তোলা**—কাদা প্রভৃতি নমনীয় বস্তুতে বিভিন্ন মূর্তি বা আকৃতির ছাপ উঠানো। **ছাঁচ বাঁধা**—ডিমের সূচনা হওয়া। **ক্ষীরের ছাঁচ**—ছাঁচে প্রস্তুত নানা আকৃতির ক্ষীরের জিনিষ।
ছাঁকনা,-নি—যাহা দিয়া ছাঁকা যায় (দুধ-ছাঁকনি)।
ছাঁকা—(হি. ছাননা) কাপড় বা ছাঁকনির সাহায্যে চূর্ণ গলিত অথবা তরল দ্রব্য হইতে আবর্জনা পৃথক করা, পরিষ্কার, আবর্জনাহীন (ছাঁকা কথা)। **ছাঁকা তেলে ভাজা**—বেশী তেলে ভাজা। **ছাঁকা দিয়া মাছ ধরা**—জলের ভিতরে কাপড় টানিয়া টানিয়া চুনা মাছ ধরা। **ছেঁকে ধরা**—ঘিরে ধরা।
ছাঁকা—আগুনের বা যথেষ্ট গরম জিনিষের স্পর্শ ; ছেঁকা (ছাঁকা লাগা)। **ছাঁকা বা ছেঁকা দেওয়া**—উত্তপ্ত বস্তু দিয়া দাগ দেওয়া (ছেঁক দ্রঃ)।
ছাঁচি—(হি. সাচ্চা) আসল, স্বদেশীয়। **ছাঁচি**

কুমড়া—দেশী কুমড়া অর্থাৎ চালকুমড়া। **ছাঁচিগুড়**—আখের গুড়, অন্য গুড় নহে। **ছাঁচিচিনি**—আখের গুড় হইতে প্রস্তুত চিনি। **ছাঁচিতেল**—সরিষার তেল। **ছাঁচিপান**—একশ্রেণীর সুগন্ধি পান।

ছাঁট—(সং. শাতন) অপ্রয়োজনীয় অংশ যাহা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে (জামার ছাঁট); বাহির হইতে আসা জলের ছিটা (বৃষ্টির ছাঁট); আকৃতি, অবয়বের গঠন (ছেলের মুখে বাপের ছাঁট স্পষ্ট)। **কাটছাঁট**—ছাঁটাই করা, অনাবশ্যক অংশ; কাটছাঁটের ফলে যে গড়ন দাঁড়ায় (জামার কাটচাট ভালই হয়েছে)। **ছাঁটা**—অনাবশ্যক অংশ কাটিয়া ফেলা (চুল ছাঁটা, ডাল ছাঁটা); কাঁড়ানো (চাল ছাঁটা); কর্তিত; যাহা কাঁড়ানো হইয়াছে (ছাঁটা চুল, ছাঁটা চাউল)। **ছাঁটিয়া ফেলা**—অগ্রাহ্য করা (কেমন ছেলে, বাপ মায়ের কথা ছেঁটে ফেলে!)। বি. ছাঁটাই—ছাঁটার কাজ। **ছাঁটাই করা**—অনাবশ্যক শ্রমিক অথবা চাকুরিয়াদের কর্ম হইতে অপসারিত করা, retrenchment.

ছাঁৎ—তীব্র অনুভূতির ফলে চমকিয়া উঠার ভাব (মনটা ছাঁৎ করে উঠল); খুব ঠাণ্ডা অথবা খুব গরম বস্তু হঠাৎ স্পর্শ করার ফলে তীব্র অনুভূতি।

ছাঁদ—(সং. ছন্দঃ) গঠন, ধরণ; ছন্দ; ভঙ্গি (কথার ছাঁদ: লেখার ছাঁদ); ছাঁদন দড়ি। **শ্রীছাঁদ**—সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য। **ছেঁদোকথা**—ঘুরাইয়া বলা কথা।

ছাঁদনা,-লা—বিবাহের জন্য রচিত মণ্ডপ। **ছাঁদনাতলা, ছাল্লাতলা**—বিবাহের মণ্ডপের যেখানে কন্যা সম্প্রদান করা হয়।

ছাঁদা—দুধ দুইবার সময় গরুর পিছনের দুই পা রশি দিয়া বাঁধা। **ছাঁদা বাঁধা**—নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে ভোজনের পরে যে ভোজ্য বস্তু চাদরে অথবা গামছায় বাঁধা হয়। **ছাঁদন, ছাঁদুনি**—ছাঁদার কাজ (ছাঁদন দড়ি; কথার ছাঁদনি)।

ছাগ—ছাগল। স্ত্রী. ছাগী (ছাগী-দুগ্ধ)। **ছাগবাহন**—অগ্নি। **ছাগমুখ**—কার্তিক।

ছাগল—ছাগল, নির্বোধ (আস্ত ছাগল)। স্ত্রী. ছাগলী, মাদী ছাগল। **ছাগলদাড়ি, ছাগ্‌লা দাড়ি**—পরিমাণে অল্প, কিন্তু দীর্ঘ দাড়ি। **ছাগল-গোত্রীয়**—কাণ্ডজ্ঞানহীন: গম্যাগম্যজ্ঞানহীন। **ছাগললাদী,-নাদী**—ছাগলের বিষ্ঠা। **রামছাগল**—এক জাতীয় বড় ছাগল। **ছাগলাদ্য অথবা ছাগলাদ্য ঘৃত**—আয়ুর্বেদীয় ঔষধ-বিশেষ; ইহার প্রধান উপকরণ নপুংসক ছাগলের চর্বি।

ছাচা, সাচা—সত্য (ছাচা মিছা—সত্য মিথ্যা)। (গ্রাম্য)।

ছাট—ছাঁট (জলের ছাট); পাঁচন, যাহা দিয়া গরু খেদানো হয়; চাবুক; গাজনের সন্ন্যাসীদের হাতের লম্বা বেতের গোছা।

ছাটনি—সরু লম্বা বাখারি, যাহা কুয়ার উপরে বিছাইয়া বাঁধা হয় (কোন কোন অঞ্চলে ইহাকে ছাটন বলে); ছাঁটিয়া ফেলার কাজ।

ছাড়—মুক্তি, অব্যাহতি, অবসর (আজ একটু ছাড় পাওয়া গেছে); রসিদ, ছাড়িয়া দেওয়ার বা দাবি ত্যাগের প্রমাণ-পত্র (ছাড়পত্র); পরিত্যক্ত অথবা বাদ দিয়া রাখা অংশ (পাঁচ হাত জমি ছাড় দিয়ে বাড়ী করতে হবে)।

ছাড়া—পরিত্যাগ করা (নবাবী চাল ছাড়); পরিত্যক্ত (ছাড়া বাড়ী), বাদ দেওয়া, আমলে না আনা (তার কথা ছাড়); দাবি বা অধিকার ত্যাগ করা ([illegible] ছাড়তে চাচ্ছেনা; ভূত ছেড়ে গেছে, [illegible] ছাড়ছে না); অভ্যাস ত্যাগ করা (তামাক ছাড়া; ভদ্র মেয়েরা ত রান্নাঘর ছাড়ছেন), যাত্রা আরম্ভ করা (গাড়ী ছাড়া; বন্দর ছাড়া); মুক্তি দেওয়া বাধাহীন করা (আসামীকে ছেড়ে দিয়েছে; চৌবাচ্চার জল ছেড়ে দিয়েছে; গলা ছেড়ে গান গাওয়া; ডাক ছাড়া; দরজা ছাড়); বদলানো (কাপড় ছাড়া; এ বাড়ী ছাড়তে চাচ্ছে); ক্ষমা করা; খাতির করা (এ শর্মা ছেড়ে কথা কয় না); শিথিল হওয়া, জোড় খুলিয়া যাওয়া (মুঠ ছাড়ছেনা; কামড় যে দিয়েছে আর ছাড়ছে না, নাছোড়বান্দা); সঙ্গ-ত্যাগ না করা (তোমাকে ছেড়ে একদিনও বাঁচবে না); তালাক দেওয়া (পূর্ববঙ্গে—হার জননারে ছারব না); ভিন্ন, ব্যতিরেকে (কানু ছাড়া গীত নাই, তার চা ছাড়া একদিনও চলবে না); মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির পরে নিরস্ত হওয়া (নাকাল করে ছেড়েছে, তোমাকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে তবে ছাড়ব)। **খাপছাড়া**—অদ্ভুত। **ছাড়াছাড়া**—অসংলগ্ন, দূরে দূরে স্থিত। **ছাড়াছাড়ি**—বিচ্ছেদ (তাহাদের মধ্যে ছাড়া-

ছাড়ি হইয়া গিয়াছে)। **তা ছাড়া**—তদ্ভিন্ন। **ছাড়ছোড়**—কিছু বাদ দেওয়া। **নাড়ীছাড়া**—নাড়ীর গতি শুদ্ধ হইয়া আসা, মৃত্যুর পূর্ব-লক্ষণ। **নজর-ছাড়া করা**—সম্মুখ হইতে দূরে তাড়াইয়া দেওয়া। **পেটছাড়া**—পরিপাক না হওয়া ও পাতলা বাহ্যে হওয়া। **পোয়ান** (কুমোরের হাঁড়িকুঁড়ি পোড়াইবার স্থান) **ছাড়া**—রীতি-বহির্ভূত, আলাদা ধরণের, ভাইবোনদের সঙ্গে যার চেহারা মিশ খায় না। **ভিটাছাড়া**—উদ্বাস্তু। **ভূত ছাড়া করা**—প্রহার দিয়া বা তিরস্কার করিয়া শায়েস্তা করা। **মাই-ছাড়া**—মায়ের অন্য সন্তান জন্মাবার ফলে কতকটা অসময়ে মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত শিশু। **লক্ষ্মীছাড়া**—দুর্ভাগ্য, মন্দস্বভাব। **সৃষ্টিছাড়া**—অদ্ভুত। **হতচ্ছাড়া**—হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া (গালি-বিশেষ)। **হাতছাড়া**—অধিকারের বহির্ভূত, হস্তচ্যুত। **হাল ছাড়া**—হতাশ হওয়া, সম্ভাবনার আশা ত্যাগ করা।

ছাড়ানো—বন্ধন হইতে অথবা প্রভাব হইতে মুক্ত করা (ভূত ছাড়ানো ; নেশা ছাড়ানো) ; খোসা ফেলিয়া দেওয়া (ফল ছাড়ানো)। **হাত ছাড়ানো**—অনুরোধ উপরোধে কান না দেওয়া (কাঁদুনে লোকের হাত ছাড়ানো দায়)। **ছাড়ান পাওয়া**—নিষ্কৃতি পাওয়া।

ছাত—ছাদ দ্রঃ।

ছাতরানো—ছত্রাকারে বিস্তৃত ; ছত্রাকারে বিস্তৃত হওয়া।

ছাতা—(সং ছত্র ; হি. ছাত্তা) ছত্র ; ছাতি ; ব্যাঙের ছাতা ; শেওলা ; ছেদলা ; ময়লা (ছাতা-পড়া দাঁত ; ছাতাধরা দেওয়াল)। **ছাতা দিয়া মাথা রাখা**—উপযুক্ত সাহায্যের দ্বারা বিপদের সময় কাহারও আনুকূল্য করা। **ছাতা ধরা**—সহায় হওয়া।

ছাতার, ছাতারিয়া, ছাতারে—সুপরিচিত পাখী, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকে ও অত্যন্ত চঞ্চল ; সাতভেয়ে (কোন কোন অঞ্চলে সাতভায়রা বলে)। **ছাতারে কাণ্ড**—ছাতারের দলের মত ঝগড়া-বিবাদ ও লাফালাফি।

ছাতি—(সং. ছত্র) ছত্র, বক্ষস্থল (ছাতি ফাটা) ; বুকের পাটা ; হিম্মৎ (হ্যাঁ, বুকের ছাতি আছে বলতে হবে)। **ছাতি ধরা**—ছাতা ধরা ; সাহায্য করা।

ছাতিম, ছাতেন, ছাতিনা—সপ্ত পর্ণবৃক্ষ।

ছাতিয়া—(ব্রজবুলি) ছাতি, বক্ষস্থল (মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া—বিদ্যাপতি)।

ছাতু—(সং. শক্তু) ভাজা যব ছোলা ইত্যাদি চূর্ণ ; ছত্রাক, ব্যাঙের ছাতা। **ছাতুছাতু**—চূর্ণবিচূর্ণ। **ছাতুখোর**—অকিঞ্চিৎকর খাদ্যভোজী ; বিহার উত্তর-প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের সাধারণ লোক সম্বন্ধে বাঙ্গালীর অবজ্ঞাসূচক উক্তি।

ছাত্র, ছাত্র—(ছত্র+ষ্ণ—যে গুরুর দোষ ঢাকে) পাঠশালা, স্কুল, কলেজ প্রভৃতির পড়ুয়া। স্ত্রী. ছাত্রী। **ছাত্রনিবাস**—ছাত্রের বাসস্থান, বোর্ডিং। **ছাত্রবোধ** ছাত্রের জ্ঞান বিকাশের সহায়ক পাঠ্য। **ছাত্রবৃত্তি**—ছাত্রের বিদ্যার্জনে সাহায্যের জন্য প্রদত্ত বৃত্তি।

ছাদ—(ছদ্+ঘঞ্) যাহার দ্বারা গৃহ আচ্ছাদিত হয় ; ইষ্টক-নির্মিত গৃহের সমতল উপরিভাগ (ছাদে পায়চারি করা)।

ছাদন—আচ্ছাদন ; ঘর ছাওয়া। বিণ. ছাদিত—যাহার ছাদ প্রস্তুত হইয়াছে, আবৃত। **ছাদক**—আচ্ছাদক, ঘরামি।

ছাদ্মিক—বকধার্মিক ; বাহিরে ধামিক, ভিতরে কপট।

ছানতা—(হি. ছন্না) যাহার দ্বারা ছাঁকিয়া তোলা যায় ; ঝাঁঝরি।

ছানা—(হি. সান্না) ছাঁকা, অসার অংশ বাদ দিয়া সারভাগ গ্রহণ করা ; ময়দা প্রভৃতি জল দিয়া মাখা ও ঠাসা (আটা ছানা—সানা দ্রঃ)।

ছানা—দুগ্ধজাত সুপরিচিত খাদ্য ও নানা ধরণের মিঠাইয়ের উপকরণ। **ছানা কাটা**—অম্ল-যোগে দুগ্ধ হইতে জলীয় ভাগ বাহির করিয়া দিয়া ছানা প্রস্তুত করা।

ছানা—(সং. শাবক) শাবক, বাচ্চা। **ছানা পোনা**—শিশুসন্তান, আণ্ডাবাচ্চা।

ছানি—(সং. ছন্ন ; ছাদনি) চক্ষুরোগ-বিশেষ; ইহাতে দৃষ্টিশক্তি আবৃত হইয়া যায়, cataract। **ছানি কাটানো**—অস্ত্রোপচার করিয়া ছানি তুলিয়া ফেলা। **ছানি পড়া**—ছানি রোগ হওয়া ; অসাবধান বা একচোখো লোকের প্রতি গালি।

ছানি—সংকেত, ইঙ্গিত (হাতছানি)।
ছানি—(আ. সানী) পুনর্বিচারের আবেদন, আপীল (ছানি করা)।
ছানি, সানী—(হি. সানী) গরুর জাব অর্থাৎ খড়ের কুচি, খৈল, ভুষি ইত্যাদি একত্রে মাখানো (ছানি খাওয়া—জাব খাওয়া)।
ছান্দ—ছাঁদ দ্রঃ।
ছান্দলা—ছাঁদলা দ্রঃ।
ছান্দস—বেদ সম্বন্ধীয়, বৈদিক ছন্দ সম্বন্ধীয়, বেদাধ্যয়নকারী, বেদ-ব্যাখ্যান-গ্রন্থ।
ছান্দোগ্য—বেদের গান-যোগ্য অংশ; ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
ছাপ—(হি. ছাপ) স্পষ্ট ও বড় চিহ্ন, দাগ (রঙের ছাপ); মোহর (পোষ্টাফিসের ছাপ)। **ছাপ দেওয়া**—চিহ্নিত করা, মোহর করা। **ছাপ কাটা**—অঙ্গে চন্দনাদির চিহ্ন দেওয়া। **ছাপ-মারা**—চিহ্নিত। **ছাপন**—মুদ্রিত করা; কাপড়ে ছাপ দিয়া পত্রপুষ্পাদির নক্সা ফুটাইয়া তোলা।
ছাপরখাট—(হি. ছপ্‌পর) যে খাটে মশারি খাটাইবার চাল আছে।
ছাপ্‌রা—(সং. খর্পর) খাপ্‌রা, খোলা, যাহাদিয়া ঘর ছাওয়া হয়। (ছোট নিচু ঘর বা চালাকেও ছাপ্‌রা বলে (মেলায় ছাপ্‌রা তুলেছে)।
ছাপা—লুক্কায়িত, অবিদিত (এ কথা কি ছাপা থাকবে)। **ছাপাছাপি**—গোপনীয়তা; গোপন করিবার চেষ্টা; পরস্পর হইতে গোপন। **ছাপানো**—গোপন করা; ঢাকা।
ছাপা—মুদ্রিত করা; মুদ্রিত। **ছাপাই**—মুদ্রণ; ছাপাইবার খরচ। **ছাপাখানা**—যেখানে পুস্তকাদি মুদ্রিত হয়। **ছাপানো**—ছাপাইয়া লওয়া, ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা।
ছাপা—(সং উপচয়) উপচা, উপচানো, কুল প্লাবিত করা; অতিরিক্ত হওয়া (বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে—রবি; কুল ছাপানো; ভাত হাঁড়ি ছাপিয়ে উঠেছে)।
ছাপ্পর—ছাদ, আচ্ছাদন, চাল। **ছাপ্‌পর ফেটে পড়া**—অপ্রত্যাশিত ভাবে সৌভাগ্যের উদয় হওয়া।
ছাপ্পান্ন—(সং. ষট্‌পঞ্চাশৎ) ৫৬, এই সংখ্যা।
ছাব—ছাপ (বর্তমানে অপ্রচলিত)।
ছাবাল—ছাওয়াল দ্রঃ।
ছাব্বিশ—(সং. ষট্‌বিংশতি) ২৬, এই সংখ্যা।
ছামনি,-নী—(সং. সম্মুখ) শুভদৃষ্টি, বর-কন্যার পরস্পরের দিকে চাওয়ার অনুষ্ঠান (ছামনী হইল কন্যা বরে—কবিকঙ্কণ)। **ছামনি নাড়া**—অন্তঃপট অপসারিত হওয়ার পরে বর ও বধূর দৃষ্টি-বিনিময়। **ছাম্‌নে**—সাম্‌নে (গ্রাম্য)।
ছায়নি,-নী—ছাউনি।
ছায়া—[ছো (ছেদন করা)+য+আ] যাহা সূর্যকর ছেদন করে; সূর্যকিরণের প্রাখর্যের অভাব যেখানে, অনাতপ (মেঘের ছায়া, গাছের ছায়া); প্রতিবিম্ব (জলে গাছের ছায়া পড়েছে) অন্ধকার-করা রূপ (মৃত্যুর ছায়া, বিপদের ছায়া); কান্তি, প্রভা (রত্নচ্ছায়া): অশরীরী রূপ (ছায়ামূর্তি যত অনুচর—রবি); আশ্রয়, সহায় (রাজছত্র ছায়া); মায়া (ছায়ারূপা); রাগিণী বিশেষ (ছায়ানট): সূর্যপত্নী। **ছায়াকর**—ছত্রধারক; যে ছায়া করে। **ছায়াঙ্ক**—সূর্যের ছায়ায় অর্থাৎ প্রতিবিম্বে যে প্রকাশ পায়, চন্দ্র। **ছায়াগ্রহ**—আয়না, দর্পণ। **ছায়াচিত্র**—ফোটোগ্রাফ, Film, Cinema। **ছায়াচ্ছন্ন**—অন্ধকারাচ্ছন্ন, দীপ্তিহীন, অপ্রসন্ন। **ছায়াতনয়**—শনি। **ছায়াতরু**—বৃহৎ বৃক্ষ, যাহাতে দূরব্যাপী ছায়া হয়, বটবৃক্ষ প্রভৃতি। **ছায়াধর**—সূর্য। **ছায়াপথ**—ঘন-বিন্যস্ত তারকাশ্রেণীর জ্যোতির দ্বারা চিহ্নিত প্রশস্ত পথ, উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত সুপরিচিত নক্ষত্রপুঞ্জ, যমের জাঙ্গাল। **ছায়াবাজি**—পর্দার উপর ছায়ার খেলা। **ছায়াবাদ**—mysticism, মরমীবাদ (হিন্দিতে 'ছায়াবাদ' সুপ্রচলিত, কিন্তু বাংলায় তেমন নয়)। **ছায়ামণ্ডপ**—ছাউনি; চাঁদনাতলা; যেখানে চাঁদোয়া খাটানো হইয়াছে। **ছায়াযন্ত্র**—সূর্যঘড়ি, sun-dial। **ছায়া না মাড়ানো**—ঘনিষ্ঠতা বা সংস্রব না রাখা (এ বাড়ীর ছায়া পর্যন্ত মাড়াব না)। **ছায়ামূর্তি**—অশরীরী মূর্তি। **ছায়ামৃগধর** শশাঙ্ক, চন্দ্র। **ছায়াশিকার-বৃত্তি**—অবাস্তবের অনুসরণ, খেয়ালীপনা। **ছায়াভিনয়**—রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের পূর্বে প্রস্তুতি মূলক অভিনয়, rehearsal। **ছায়ালোক**—আলোছায়া।
ছায়াত—(আ. সাআ'ত) শুভ লক্ষণ, শুভ

সূচনা (পায়রাটা মেরে আজকার শিকারের ছায়াত করা যাক্); বউনি (আপনার কাছে বেচেই ছায়াত করলাম); পূর্বসূচনা (প্রথমেই তোমার সঙ্গে ঝগড়া হল, ছায়াত ভাল নয়)। 'ছাহাত'-ও লেখা হয়।

ছায়ানী—ছাউনি, ছামনি, শুভদৃষ্টি।

ছার—(সং. ক্ষার) ছাই, ভস্ম, নগণ্য, অধম, তুচ্ছ (কত বড় বড় লোক ফেল হয়ে গেল, তুমি তো কোন ছার); দগ্ধ, পোড়া, অকিঞ্চিৎকর (ছার কপাল); ব্যর্থ, ভাগ্যবিড়ম্বিত ('এ ছার জীবনে কিবা ফল')। **ছারকপাল**—পোড়া কপাল (বিণ. ছারকপালে; স্ত্রী. ছারকপালী)। **ছারখার**—উৎসন্ন, অধঃপাত, ভস্মসাৎ, বিধ্বস্ত (ভায়ে ভায়ে বিবাদের ফলে সংসার ছারখার হইল অথবা ছারেখারে গেল; বিজয়ী সৈন্যদল নগরটি পোড়াইয়া ছারখার করিল)।

ছারপোকা—সুপরিচিত শয্যাকীট, bug, মৎকুণ। **ছারপোকার বিয়ান**—দ্রুত বংশবৃদ্ধি।

ছারু, ছারুয়া—(প্রাদেশিক) প্লীহা।

ছালটি—(হি. ছালটী) তিসির ছাল হইতে প্রস্তুত সুতায় যে কাপড় তৈরী হয়; শণের বা পাটের সুতার মোটা খস্‌খসে কাপড়।

ছাল—(সং. ছল্লী) চামড়া, ত্বক্, বল্কল। **ছাল-চামড়া**—চামড়া, ত্বক্ (যে ভিড়, গায়ের ছাল চামড়া উঠে যাবার মত)। **ছাল তোলা**—তীব্র প্রহার করা। **ছাল-পাত্‌লা**—চামড়া-পাত্‌লা, যাহার গায়ে কথা সহ্য হয় না, সহজেই রাগিয়া উঠে।

ছালট—কাঠের গুঁড়ির দুই পাশ হইতে যে ছাল-সমেত তক্তা বাহির করা হয়; ইহা তেমন কাজে লাগে না (এ গুঁড়িতে ছালট বাদ দিয়ে দশখানি তক্তা হবে)।

ছালন, সালন—(সং. সলবণ, হি. সালন) ব্যঞ্জন (মুরগীর ছালন; কদ্দুর ছালন)। **ছালন-চাখা**—যে চাকর কোন খানেই তেমন লাগিয়া বাঁধিয়া থাকে না, যে কোন কাজেই তেমন লাগিয়া থাকে না, নানা ব্যাপারের স্বাদ চাখিয়া বেড়ায়; (গ্রাম্য ছালুন)।

ছালনাতলা—ছাঁদনাতলা দ্রঃ।

ছালা—(সং. স্থালী, হি. থৈলা) বস্তা, পাটের বা শণের সুতা দিয়া প্রস্তুত থলিয়া, চট (পালের ছালা)। **ছালা-ছালা**—অনেক, প্রভূত; বহু, ছালা ভরা (এ মোকদ্দমায় ছালা-ছালা টাকা ঢালা হয়েছে; হাজার লোক খাবে, কাজেই ছালা-ছালা চাল আসছে)।

ছালি—ছাই (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত—চুলার ছালি)।

ছালিয়া—ছেলিয়া দ্রঃ।

ছাইল্যা, ছাইলা—ছেলে (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

ছি, ছিঃ—(সং. ধিক্; প্রা ছি ছি) ধিক্কার, নিন্দা, ঘৃণা ইত্যাদি ব্যঞ্জক শব্দ (ছি, অমন নোংরা জায়গার ফল তুলোনা; ছি ছি, একি কাণ্ড সে করেছে! আরে ছি, এমন বাপ-মায়ের ছেলে হয়ে একি করেছ তুমি! ছি ছি, কি ঘেন্না!)। **ছি ছি ছি**—অতিশয় ঘৃণা, লজ্জা ইত্যাদি ব্যঞ্জক।

ছিঁচ্‌কা,-কে, ছিচ্‌কা—ছোট লোহার শিক, হুঁকা ইত্যাদি সাফ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। **ছিচ্‌কা করা**—একরূপ শিক দিয়া হুঁকার নল সাফ করা।

ছিঁচ্‌কা চোর, ছিঁচ্‌কে চোর—(সং. সূচক) যে ছোটখাট জিনিষ চুরি করে, পাতি চোর।

ছিঁচকাদুনে, ছিচকাদুনে—সহজেই যার কান্না পায়; কাহারও সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি হইলেই যে কাঁদিয়া ফেলে; আদুরে প্রকৃতির। স্ত্রী. ছিঁচকাঁদুনী।

ছিঁড়া, ছেঁড়া—ছিন্ন করা; ছিন্ন; ফাড়া (কাপড় ছেঁড়া: ছেঁড়া কাপড়); ব্যবহারে জীর্ণ ও ছিন্ন হওয়া (এক বৎসরে কাপড় ছিঁড়বেনা)। **ছিঁড়া-ছিঁড়ি, ছেঁড়াছেঁড়ি**—ছিঁড়িয়া লইবার জন্য পরস্পরের চেষ্টা (বাপ সামান্য বিষয়সম্পত্তি রেখে গেছেন, তাই নিয়ে দুই ভাইয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়ি); পীড়াপীড়ি (তাদের ওখানে যাবার জন্য ছেঁড়াছেঁড়ি করছে, একবার যেতেই হবে)। **ছেঁড়াখোঁড়া**—ছিন্ন ও অব্যবহার্য। **ছেঁড়া চুলে খোঁপা**—হেয় বস্তু দিয়া সজ্জা, অমানানসই বা অশোভন কাজ বা ব্যবহার। **দুধ ছেঁড়া**—দুধ ফাটানো বা অম্ল যোগে দুধ হইতে ছানা তৈরি করা।

ছিকা, কে—শিকা দ্রঃ।

ছিক্কা—হাঁচি। **ছিচকা**—ছিঁচকা দ্রঃ।

ছেচড়া, ছিছড়া—ছ্যাঁচড়া দ্রঃ। **ছিঁচা, ছিচা**—ছেঁচা দ্রঃ।

ছিট, ছীট—(সং. চিত্র, ছটা; হি. ছীট) নানা

বর্ণের বুটা বা চিহ্নযুক্ত কাপড়; ছিটের কাপড়, chintz ; বেয়াড়া ধরণের লক্ষণ বা প্রবণতা (পাগলের ছিট ; মাথায় ছিট আছে) ; ছিটা, ছিটাইয়া দেওয়া, জলকণা (কোটা তরকারির উপরে একছিট জল দিয়া গৃহিণী রান্নাঘরে তুলিলেন) ; বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা বা ফালি (ছিট জমি—ভিন্ন মৌজার জমি)। **ছিট্‌কা, ছিট্‌কে, ছিট্‌কী**—সরু ডাল। **ছিট্‌কানো**—সেরূপ ডাল দিয়া ছোট ছেলেকে প্রহার করা ; বেতানো।

ছিট্‌কানো—ছুটিয়া দূরে পড়া (অত বড় ঢিল পড়াতে অনেক খানি জল ছিট্‌কে উঠল ; তেল ফুটছে, কাছে যেয়ো না, ছিট্‌কে পড়বে) ; ছিটানো (জল ছিট্‌কে দেওয়া)। বি. ছিট্‌কানি।

ছিট্‌কিনি—দরজা বন্ধ করিবার জন্য কপাটের উপরে বা নীচে যে লোহার ছোট খিল থাকে।

ছিটনি—ছাটনি বা ছাটন।

ছিটা, ছিটে—ছিটাইয়া দেওয়া জলকণাসমূহ, অথবা ছিটাইয়া দেওয়া অল্প বস্তু (জলের ছিটা ; চন্দনের ছিটা ; গোবরের জলের ছিটা ; নুণের ছিটা ; এক ছিটা দুধ ; ছিটাফোঁটা করুণা) ; বন্দুকের ছর্‌রা (ছিটা গুলিতে বাঘ মরে না) ; বশীকরণ (ছিটে-করা লোকের মত মন তোমার কেবলই উড়ু উড়ু করছে)। **ছিটাফোঁটা**—অল্প কয়েক বিন্দু, সামান্য মাত্র (ছিটাফোঁটা বৃষ্টি)। **ছিটাবেড়া**—কঞ্চি ও তজ্জাতীয় সরু ডাল-পালা বাখারি ইত্যাদি দিয়া বাঁধা বেড়া, তাহাতে গোবর-মাটির পাত্‌লা লেপ দেওয়া। **ছিটা-বোনা**—পলি-পড়া চরে বা নাবাল জমিতে চাষ না করিয়া কেবল বীজ ছিটাইয়া দেওয়া। **কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা**—ঘা দ্রঃ। **ছিটানে, ছিটানো**—বিন্দু বিন্দু বা কণা কণা নিক্ষেপ করা ; ছড়াইয়া দেওয়া ; বপন করা। **ছিটাছিটি**—পরস্পরের প্রতি প্রক্ষেপ। বি. ছিটানি, ছিটুনি।

ছিড়ান, ছিড়েন—অবশেষ, লেজুড় (কাজের ছিড়েন মারা—কাজের শেষ করা বা মীমাংসা করা) ; অব্যাহতি। **ছাড়ান-ছিড়েন**—অব্যাহতি, চুকানো।

ছিণ্ডা—ছিন্ন ; ছিন্ন করা। (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

ছিৎরানো, ছিত্‌রানো, ছেতরানো—ছাত্‌রানো ; ছাতার মত বিস্তৃত হওয়া।

ছিত্তি—ছেদন।

ছিদ—ছিদ্র (বর্তমানে গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।

ছিদর—(সং. ছিত্বর) ধূর্ত, কুৎসাকারী, ফাজিল, ছ্যাদর।

ছিদাম—কৃষ্ণের বালক-সখা, শ্রীদাম ; সিকি পয়সা।

ছিদ্র—(ছিদ্+র) রন্ধ্র, ছেদ, বিঁধ, বিবর, বিল ; দোষ, ত্রুটি (আপন ছিদ্র দেখিস না বৌ পরকে দিস খোঁটা—কৃত্তিবাস) ; ফাঁক অবকাশ ; ছিদ্রযুক্ত (ছিদ্রকুম্ভ)। **ছিদ্রপথ**—কান, নাক, মুখ ইত্যাদি ; (জ্যোতিষে) লগ্নের অষ্টম স্থান। **ছিদ্রদর্শী, ছিদ্রান্বেষী**—যে ছিদ্র অনুসন্ধান করে, অপরের দোষের দিকে যার দৃষ্টি। **ছিদ্রিত**—যাহাতে ছিদ্র করা হইয়াছে ; বেধিত।

ছিনা, সিনা—(ফা. সীনা) বক্ষঃস্থল, বুকের পাটা। **ছিনাজুরি**—গাজুরি, হঠকারিতা।

ছিনাজোঁক—চিনাজোঁক, ছোট জোঁক-বিশেষ ; যাহার হাত এড়ানো দায়, ছিনা-জোঁকের মত নাছোড় (ছিনাজোঁকের মত ধরেছে)।

ছিনান—কাড়িয়া লওয় ; (ব্রজবুলি) স্নান।

ছিনাল,-র, ছেনাল—(সং. ছিন্না) ভ্রষ্টা। বি. ছিনালি, ছেনালি। (গ্রাম্য ও অভব্য)।

ছিনিমিনি—জলে খোলামকুচি ছুঁড়িয়া ছুড়িয়া ফেলা, এরূপ ছুঁড়িয়া ফেলা খোলামকুচি জল স্পর্শ করিয়া করিয়া বহুদূর পর্যন্ত যায়। **টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা**—যেমন খুসী ব্যয় করা, অপব্যয়ের একশেষ করা।

ছিন্ন—(ছিদ্+ক্ত) খণ্ডিত, কর্তিত (ছিন্নমূল) ; খণ্ড, বিভক্ত (ছিন্ন মেঘের ফাঁকে—রবি) ; উৎপাটিত (ছিন্নমূল) ; নিরাকৃত (ছিন্ন-সংশয়—সংশয়হীন)। স্ত্রী. ছিন্না—কুলটা। **ছিন্নদ্বৈধ**—যাহার দ্বিধা নিরাকৃত হইয়াছে। **ছিন্নপক্ষ**—ডানাকাটা। **ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন**—ছিন্ন ও চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। **ছিন্ন-নাস**—যাহার নাসিকা কর্তিত হইয়াছে। **ছিন্নভিন্ন**—বিনষ্ট, বিধ্বস্ত। **ছিন্নমস্তক**—যাহার মাথা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, স্কন্ধকাটা। **ছিন্নমস্তা**—দশ মহাবিদ্যার রূপ-বিশেষ।

ছিন্নি—(ফা. শীরীনি) শীর্নি বা শীন্নির গ্রাম্য-রূপ (পীরের ছিন্নি)।

ছিপ—অপেক্ষাকৃত সরু বাঁশের আগা অথবা আগা-সরু বাখারি-বিশেষ, যাহাতে বঁড়শি সমেত সুতা বাঁধিয়া মাছ ধরা হয় (ছিপ ফেলা); কম চওড়া ও লম্বা দ্রুতগামী নৌকা-বিশেষ। **ছিপছিপে**—লম্বা ও অস্থূল কিন্তু সুদৃশ্য (ছিপছিপে গড়ন)

ছিপটী—সরু ডাল; চাবুক।

ছিপানো—ছাপানো, গোপন করা। **ছিপা-ছিপি**—গোপন করিবার প্রয়াস। (বাংলায় তেমন ব্যবহৃত হয় না)।

ছিপি,-পী—শিশি ইত্যাদির মুখ বন্ধ করিবার কাক, cork, stopper (ছিপি খোলা)।

ছিপি,-পী—যে কাপড় ছাপায়, রঙ্‌রেজ (ছিপি-কর্ম, ছিপিবৃত্তি); রঙ্‌রেজের ব্যবসায়।

ছিবড়া, ছিবড়ে—চর্বণ করিয়া রসগ্রহণ করার পরে যাহা ত্যাগ করা হয় (পানের ছিবড়ে)।

ছিম—(সং. শিম্বী; হি. ছিমী) শিম।

ছিমছাম—সুডোল, পরিপাটি।

ছিমি, সিমী—(সং. শিম্বী) শুঁটি। **ছিমি মটর**—মটরশুঁটি।

ছিয়াত্তর—(সং. ষট্‌সপ্ততি) ৭৬, এই সংখ্যা। **ছিয়াত্তরের বা ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর**—১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নিদারুণ মন্বন্তর।

ছিয়ানব্বই—(সং. ষট্‌নবতি) ৯৬ এই সংখ্যা।

ছিয়াশি—(ষড়শীতি) ৮৬, এই সংখ্যা।

ছিয়েছিয়ে—(ব্রজবুলি) ছি ছি।

ছিরা—শ্রীমন্ত সওদাগর।

ছিরি—শ্রী; কান্তি, শোভা, সৌষ্ঠব; ছাঁদ, ধরণ (কি কথার ছিরি); বিবাহে মাঙ্গল্য-বিশেষ ও বর-বরণের ডালা। **ছিরি ওঠা**—বিবাহে কাঁচা হলুদ ও অন্যান্য প্রসাধন-দ্রব্য ব্যবহারের ফলে কনের লাবণ্য বৃদ্ধি। **লক্ষ্মীর ছিরি**—পারিবারিক সচ্ছলতা ও পারিপাট্যের চিহ্ন। **ছিরে**—শ্রীমন্ত, ছোট ছেলের, বিশেষতঃ; মৃত-বৎসার সন্তানের আদরের নাম।

ছিল—'আছে'র অতীত কালের রূপ (সম্ভ্রমার্থে ছিলেন, কাব্যে ছিলা)।

ছিল্‌কা, ছিল্‌কে—(সং. ছল্লি) ফলাদির পাত্‌লা ত্বক (পেঁয়াজের ছিল্‌কা; রসুনের ছিল্‌কা)। **পিঠের ছিল্‌কা তোলা**—পিঠের ছাল তোলা।

ছিলা—(সং. ছিল্লা) ধনুকের গুণ, জ্যা (সাঁওতালেরা ধনুকে বাঁশের ত্বকের বা পাতলা চটার গুণ দেয়, এই গুণকে ইহারা বাঁশের 'ছাল' বলে—বং শঃ); কাপড়ের প্রান্ত ভাগের ঈষৎ মোটা (সাধারণতঃ রঙীন) সুতা।

ছিলিম—(হি. চিলম) কল্কে (এক ছিলিম অম্বুরি তামাক)।

ছিলিমচি—(হি. চিলিমচি) চিলমচি দ্রঃ।

ছিলিমিলি—(হি. ঝিলমিলা) গোলাকার স্ফটিক খণ্ডের মালা, মুসলমান ফকিরেরা ব্যবহার করে।

ছিষ্টি—সৃষ্টি। **ছিষ্টিছাড়া**—সৃষ্টিছাড়া, অদ্ভুত। **ছিহস্ত**—শ্রীহস্ত, পূজনীয়ের পবিত্র হস্ত। (কথ্য ও গ্রাম্য)।

ছুঁই—স্পর্শ করি। **ছুঁই-ছুঁই**—'এই বুঝি ছুঁয়ে ফেললে', এরূপ সঙ্কোচবোধ; ছোঁয়াছুঁয়ি বোধের উৎকটতা।

ছুঁচ—(সং. সূচি,-চী) সূঁই। **ছুঁচ ফোটানো** সূঁচ বিঁধানো; অসহ্য (মানসিক) যন্ত্রণা দেওয়া।

ছুঁচা, ছুঁচো—(সং. ছুছুন্দরী) গন্ধমূষিক, musk-rat; নষ্টামি, নীচতা, হীনতা ইত্যাদি সূচক গালি (পাজি ছুঁচো)। **ছুঁচোবাজি**—ছোট ছেলেমেয়েদের প্রিয় বাজি-বিশেষ। **ছুঁচোর কিচকিচি**—সদাসর্বদা অশোভন বচসা, কলহ ইত্যাদি। **ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা**—অধম নীচকে দণ্ড দিতে গিয়া বদনাম কেনা। **বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেওন**—কোঁচা দ্রঃ। **সাপের ছুঁচো গেলা**—সাপের দাঁত ভিতরমুখী বলিয়া যাহা কামড়াইয়া ধরে, তাহা ওগ্‌রাইতে পারে না, সুতরাং, ছুঁচা কামড়াইয়া ধরিয়া দুর্গন্ধ-হেতু গিলিতে পারে না, ছাড়িয়া দিতেও পারে না; এড়িতেও না পারা, বেড়িতেও না পাড়ার ভাব।

ছুঁচলো,-চাল,-চোলো—আগা-চোখা (ছুঁচলো দাড়ি)।

ছুঁচান—ছোঁচানো দ্রঃ।

ছুঁচিবাই—শুচিবায়ু, ছুঁচি অশুচির বিচারে অতিশয় ব্যস্ততা। বিণ. ছুঁচিবেয়ে।

ছুড়া, ছোঁড়া—(সং. ক্ষেপণ ; হি. ছুড়না) নিক্ষেপ করা (ঢিল ছোঁড়া ; তীর ছোঁড়া ; বন্দুক ছোঁড়া)। **ছোঁড়াছুঁড়ি**—পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ বা চালনা। **ঢিলটি ছুঁড়লে পাটকেলটি খেতে হয়**—মন্দ ব্যবহারের পরিবর্তে অধিকতর মন্দ ব্যবহার লাভ হয়। **বাজি ছোঁড়া**—বাজিতে আগুন দেওয়া ; আতস বাজির উৎসব। **হাত পা ছোঁড়া**—হাত ও পা বেগে চালনা ; হাত পা ছুঁড়িয়া অস্থিরতা জ্ঞাপন করা, অস্থির হইয়া পাগলের মত লাফালাফি করা (রাগে হাত পা ছুঁড়লেই তো আর প্রতিকার হবে না)।

-(সং ছমণ্ডী) কিশোরী, নবযুবতী অথবা অতি পরিচয়ে)। পুং ছোঁড়া। **ওঠ্ ছুঁড়ী তোর বিয়ে**—অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ কাজের অপ্রত্যাশিত অথবা অশোভন ত্বরিত আরম্ভ সম্বন্ধে বলা হয়।

ছুঁৎ, ছুঁত—(সং. ছুপ্—স্পর্শ করা) স্পর্শদোষ ; শুচি-অশুচির বিচার। **ছুঁৎমার্গ**—যে ধর্মমতে শুচি-অশুচির বিচারকে খুব প্রাধান্য দেওয়া হয় (বিণ. ছুঁৎমার্গী)।

ছুক্‌রী—(হি. ছুক্‌রী, ছোক্‌রী) ছুঁড়ী, তরুণী (অবজ্ঞার্থে) ; যুবতীদাসী (পূর্ববঙ্গে)।

ছুছুন্দর, ছুচ্ছুন্দর—ছুঁচা। স্ত্রী. ছুছুন্দরী, ছুচ্ছুন্দরী।

ছুট—যাহা ছুটিয়া যায় বা বাদ যায় অথবা ছাড়িয়া দেওয়া হয় (বাদ-ছুট্ ত কিছু যাবেই) ; চুলের সূতা অথবা সরু দড়ি, যাহা দিয়া চুল বাঁধা হয় ; পরিধেয় বস্ত্র (এক ছুটে যাওয়া—উড়ানি না লইয়া শুধু ধুতি পরিয়া যাওয়া)। **কথার ছুট**—অতিরিক্ত কথা, যাহা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। **দোছুট**—উত্তরীয়, উড়ানি।

ছুট—(সং. ছটা ; হি. ছুট্‌না) দৌড় (দে ছুট) ; অবন্ধন, মুক্তি, ছাড় (ছুট পাওয়া) ; অসংলগ্ন, অসম্পর্কিত (ছুট কথা) ; বর্জিত, বিহীন (এ ঋতু পাখী-ছুট—প্রমথ চৌধুরী)। **ছুট দেওয়া**—দৌড় দেওয়া অথবা দৌড়িয়া পলায়ন। **ছুট করানো**—ছুটানো, দৌড় করানো। **ছুট খেলা**—লাঠি কিংবা অসি লইয়া নকল যুদ্ধ অথবা যুদ্ধ শিক্ষা। **মুখছুট**—মুখে যা আসে তাই বলা।

ছুট্‌কা, ছুট্‌কো—বাহির হইতে আসা, দলছাড়া। **ছুট্‌কো-ছাট্‌কা**—গণ্তির বা দলের বাহিরে, ধারাবাহিক বা নিয়মবদ্ধ নয় (ছুট্‌কো-ছাট্‌কা কাজ পাওয়া যায় কিন্তু তাতে পোষায় না)।

ছুট্‌কী—(হি. ছোট্‌কি) ছোট বউ।

ছুটা, ছোটা—দৌড় দেওয়া (বেগে ছুটা) ; বেগে বাহির হওয়া (ঘাম ছুটা) ; দূর হওয়া, ছাড়িয়া যাওয়া (জ্বর ছুটা, নেশা ছুটা) ; লোপ পাওয়া, নিশ্চিহ্ন হওয়া (কি রং লেগেছে, ছুট্‌ল না) ; লক্ষ্যের অভিমুখে বেগে প্রস্থান (মন ছুটেছে বাড়ীর দিকে ; ডাক্তারের বাড়ীর দিকে ছুট্‌ল) ; প্রহারে প্রযুক্ত হওয়া (হাত পা ছোটা)। **ছুটাছুটি**—দৌড়াদৌড়ি, দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা। **আগুন ছোটা** অত্যন্ত গরম হওয়া অথবা গরম বাষ্প বা উত্তাপ নির্গত হওয়া (মাথা দিয়ে আগুন ছুটছে)। **ঘুম ছুটা**—ঘুম ভাঙ্গা ; অনিদ্রিত হওয়া। **মুখ ছুটা**—মুখে যা আসে তাই বলা। **হাত-পা ছুটা**—হাত বা পা দিয়া প্রহার করিতে অভ্যস্ত হওয়া (তোমার বাঁদরামি দেখছি, কিন্তু যেদিন হাত ছুট্‌বে সেদিন দেখবে)।

ছুটা—আল্‌গা, বাঁধা নহে। **ছুটা পান**—খিলি না করা পান। **ছুটন**—দৌড় দেওয়া। **ছুটানো**—দৌড় করানো (ঘোড়া ছুটানো)। **নেশা ছুটানো**—নেশা দূর করা ; প্রহার, ভর্ৎসনা ইত্যাদির দ্বারা অবহিত করা। **গন্ধর্ব ছুটান**—গন্ধর্ব দ্রঃ।

ছুটি,-টী—(হি. ছুট্টি) কর্ম-বিরতি (পাঁচটায় ছুটি হয়) ; অবকাশ (গরমের ছুটি) ; বিদায় (ছুটি ভোগ করা) ; অবসর, ফুরসৎ (এত কাজ যে একদম ছুটি পাই না)।

ছুড়া, ছোড়া—ছুঁড়া দ্রঃ।

ছুৎ, ছুত—ছুঁৎ দ্রঃ। **ছুৎ পড়া**—অস্পৃশ্যের স্পর্শে অশুচি হওয়া। **ছুৎছাত**—ছোঁয়াছুঁয়ি ; অশুচিতা। **ছুত-লাগা**—অশুচি অবস্থার ছোঁয়ার ফলে শিশুর বা গাছের বাড়ে হানি হওয়া। **ছুৎপন্থী**—যে ছোঁয়াছুঁয়ি বিশেষ ভাবে মানা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করে। **ছুৎহাঁড়ী**—গোবর-জলের হাঁড়ি।

ছুতা, ছুতো—(সং. সূত্র) ছল, অছিলা, মিথ্যা বা সামান্য কারণ, উপলক্ষ, দোষ। **ছুতানাতা, ছুতানতা, ছলছুতা**—অছিলা, নামমাত্র কারণ।

ছুতার—(সং. সূত্রধার) কাঠের মিস্ত্রি; হিন্দু জাতি-বিশেষ। **ছুতার-পাখী**—কাঠ-ঠোকরা।

ছুপান, ছোপানো—রঞ্জিত করা; রঙ ধরানো (জাফরাণী রঙে ছোপানো)।

ছুব্‌লান—ছোব্‌লানো দ্রঃ।

ছুবান, ছোবানো—কামড়াইয়া ধরিবার জন্য লেলাইয়া দেওয়া (তাড়িয়া শশারু ধরে, দূরে গেলে ছুবায় কুকুরে—কবিকঙ্কণ); ছোপান, রঞ্জিত করা।

ছুমন্তর—মন্ত্রপাঠ ও ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র।

ছুরত, সুরত—(আ. সূ'রত) সৌন্দর্য, লাবণ্য (মুসলমানী বাংলায় সুপ্রচলিত)। **খুব-সুরত**—সুন্দর, রূপসী।

ছুরি, ছুরিকা, ছুরী—(সং. ছুরিকা) কাটিবার ক্ষুদ্র অস্ত্র-বিশেষ, চাকু। **ছুরি চালানো**—কাটিয়া ফেলা, ছিন্ন করা (এত কালের প্রীতির সম্বন্ধের মধ্যেও ছুরি চালানো হইল)(**গলায় ছুরি দেওয়া**—গলা কাটিয়া হত্যা করা; ঠকাইয়া চড়া দাম নেওয়া। **মিছরির ছুরি**—রসাল কিন্তু মর্মঘাতী উক্তি।

ছুরিপত্রক—যাহার পাতা ছুরির মত কাটে, বিছুটি।

ছুলা, ছোলা—খোসা ছাড়ানো (কলা ছোলা; নারকেল ছোলা); পরিষ্কার করা (জিভ ছোলা)। **ছোলা কুকুর**—রোমহীন ত্বকে-ক্ষত-যুক্ত কুকুর।

ছুলি,-লী—ত্বক্‌রোগ-বিশেষ।

ছে—(সং. ছেদ) কাঠের গুঁড়ি (এক ছে কাঠ); কাঁড়ানো (আর দুই ছে দিলেই চাল খুব পরিষ্কার হবে); বৃষ্টির বিরাম।

ছেয়ানি—বৃষ্টির বিরাম; ছেনি নামক অস্ত্র।

ছেঁক—ছ্যাঁক শব্দ; তপ্ত পাত্রে ঠাণ্ডা কিছু ফেলার শব্দ; সেক।

ছেঁক্‌চি, ছেঁচ্‌কি—জলে সিদ্ধ করিয়া অল্প তেলে রসহীন করিয়া ভাজা তরকারী।

ছেঁকা—তপ্ত লৌহের স্পর্শ (ছেঁকা দেওয়া—উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের দ্বারা শরীরে দাগ দেওয়া)।

ছেঁচড়, ছেঁচোড়—(সং. ছিত্বর; হি. ছিছোড়) ধূর্ত, প্রতারক, যে ঋণ গ্রহণ করিয়া শোধ করিতে চাহে না (চোর-ছেঁচড়)। স্ত্রী. ছেঁচুড়ী। বি. ছেঁচড়াপনা, ছেঁচড়ামি।

ছেঁচড়ানো—মাটি বা ঘাসের উপর দিয়া নির্দয় ভাবে টানা (যাবে না, তোমাকে ছেঁচ্‌ড়ে নেওয়া হবে); মাটিতে পাছা ঘসিয়া ঘসিয়া যাওয়া, ছেঁচুড় দেওয়া (হাঁটবার শক্তি, নেই কাজেই ছেঁচড়াও)।

ছেঁচা, ছ্যাঁচা—থেৎলানো, পিষ্ট (গাছ-গাছড়া ছেঁচা; আদা ছেঁচা)। **আঙুল ছেঁচে যাওয়া**—আঘাতে থেৎলে যাওয়া। **ছেঁচা বোঁচা**—গালমন্দ খাইলেও যাহার লজ্জা নাই। **ছেঁচে দেওয়া**—কঠিন প্রহার দেওয়া। **ছেঁচা বেড়া**—বাঁশ ছেঁচিয়া চেপ্টা করিয়া তাহার দ্বারা প্রস্তুত বেড়া, কাচার বেড়া। **নাকে নল ছেঁচা**—নল পাথরের উপরে রাখিয়া ছেঁচিয়া দর্মা তৈরি করা হয়, পাথরে না ছেঁচিয়া তাহা কাহারও নাকের উপরে ছেঁচিলে তাহার যে দশা হয়, অত্যন্ত অপমানিত বা নাকাল হওয়া অথবা করা।

ছেঁচা—(সং. সেচন) জল সেচন করা যাহা সেচন করা হইয়াছে (সাগর-ছেঁচা মাণিক)।

ছেঁচুড়, ছেঁছুড়—ছেঁচ্‌ড়ানো, মাটি বা ঘাসের উপর দিয়া পাছা ঘসিয়া ঘসিয়া চলা। **ছেঁছুড় দেওয়া**—এরূপ পাছা ঘসিয়া চলা; একান্ত শক্তিহীনতার পরিচয় দেওয়া (ঢাকার গ্রাম্য ভাষায় 'দে হেচুর অর্থাৎ অত্যন্ত দীনভাবে নিজের শক্তিহীনতার পরিচয় দাও, উঠিয়া দাঁড়াইয়া মোকাবেলা করা তোমার দ্বারা হইবে না)।

ছেঁচড়া, ছ্যাঁচড়া—প্রবঞ্চক, দুষ্ট।

ছেঁড়া—ছিঁড়া দ্রঃ। **ছেঁড়া কথা**—বাজে কথা। **ছেঁড়া মামলা**—ঝঞ্ঝাটপূর্ণ ব্যাপার।

ছেঁদা—(সং. ছিদ্র) ছিদ্র, রন্ধ্র, ফুটা।

ছেঁদো—ছাঁদিয়া বাঁধিয়া বলা, কৃত্রিম ও কপট, সাজানো।

ছেক—বিদগ্ধ; অনুপ্রাস-বিশেষ; বিরাম, ফাঁক (বৃষ্টি ছেক দিয়েছে, এইবার বেড়িয়ে পড়া যাক্‌)। **ছেকোক্তি**—ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তি, ব্যঙ্গোক্তি।

ছেড়—তারের যন্ত্রে গৎ বাজাইবার ভঙ্গি-বিশেষ।

ছেড়ে—মুক্ত করিয়া; বাদ দিয়া (ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি; ছেড়ে কথা কয় না)। **ছেড়ে ছেড়ে**—বিরাম দিয়া দিয়া (ছেড়ে ছেড়ে বৃষ্টি আসছে)।

ছেত্তো—(হি. ছত্তা) ছাতা; ছেদলা।

ছেত্তা—ছেদনকারী, নিরসনকারী (সংশয়-ছেত্তা)।

ছেত্তব্য—ছেদনযোগ্য।

ছেত্রী—ক্ষেত্রী, ক্ষত্রিয় জাতি।

ছেৎলা—ছেদ্‌লা, ছ্যাৎলা দ্রঃ।

ছেদ—ছেদন (মূলচ্ছেদ; শিরশ্ছেদ); নিরসন, (সংশয়চ্ছেদ); বিচ্ছেদ (মিত্রচ্ছেদ); বিরাম (কর্মের ছেদ); ছেদ-চিহ্ন, দাঁড়ি, কমা ইত্যাদি। **ছেদক**—ছেদনকারী; ভাজক, divisor। **ছেদন**—কর্তন (বৃক্ষচ্ছেদন, পাশচ্ছেদন); নিরসন (সংশয় ছেদন); খণ্ড; ছেদন করিবার অস্ত্র। **ছেদনীয়**—ছেদনযোগ্য; বিভাজনীয়। **ছেদিত**—খণ্ডিত, কর্তিত; যাহা ভাগ করা হইয়াছে। **ছেদী**—যাহা ছেদন বা নিরসন করে। **ছেদ্য**—ছেদনযোগ্য (অচ্ছেদ্য)। **ছেদপ্রবণ**—যাহা সহজে কাটা যায়।

ছেদ্‌লা—ছ্যাৎলা, ছাতা; জমাট ময়লা (কত কালের ছেদ্‌লা পড়া।

ছেনি,-নী—(সং. ছেদনী) লোহা, পাথর ইত্যাদি কাটিবার ছোট বাটালি বিশেষ।

ছেপ—(সং. ক্ষেপ), থুথু, নিষ্ঠীবন। **ছেপ দেওয়া**—থুথু দেওয়া, অত্যন্ত নিন্দা করা।

ছেপত্তনী—(ফা. সে=তিন) দরপত্তনীদারের অধীন পত্তনীদার (পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ছেপত্তনীদার)।

ছেপায়া—তেপায়া।

ছেব্‌ত, ছেপ্‌ত—(আ. স'ব্‌ত্‌) লিখিত, মোহরাঙ্কিত।

ছেব্‌লা, ছ্যাব্‌লা—(সং. সফরী) ফাজিল, প্রগল্‌ভ; প্রকৃতিতে চপল; বুদ্ধিতে ছেলে মানুষ। বি. ছেব্‌লামি।

ছেম্‌ড়া—(সং. ছমণ্ড) বালক, ছোক্‌রা, ছোঁড়া। (প্রাদেশিক)। স্ত্রী. ছেম্‌ড়ি—ছুঁড়ী।

ছেয়া—উদূখল।

ছেয়ানি—ছেনি।

ছের—(ফা. সর্‌) শির (ছের কাটা যাবে; ছের পট্‌কানি—মাথাকুটা)।

ছেলক—ছাগল। স্ত্রী. ছেলকা।

ছেলাম, সেলাম—সেলাম দ্রঃ।

ছেলি,-লী—ছাগী।

ছেলে, ছেলিয়া—পুত্র, সন্তান (বেটা ছেলে, মেয়েছেলে); বিবাহের পাত্র (ছেলের বাপের খাঁক্‌তি)। **ছেলেপিলে,-পুলে**—বালক-বালিকা (পূর্ববঙ্গে পোলাপান)। **ছেলে-খেলা**—শিশুর খেলার মত গুরুত্ব-বর্জিত, ছেলে-মানুষী। **ছেলেবেলা**—বাল্যকাল। **ছেলে-ছোক্‌রা**—অল্পবয়স্ক, অপরিণতমতি। **ছেলে-ধরা**—যাহারা অল্পবয়স্ক বালকবালিকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়া বিক্রয়াদি করে; জুজু। **ছেলেমানুষ**—অল্পবয়স্ক, অপরিণতমতি, যাহাকে সহজে ভুলানো যায় (আমাকে ছেলে-মানুষ পেয়েছ)। বি. ছেলেমানুষি—চপলতা। **ছেলেমি**—বালসুলভ চপলতা।

ছেষট্টি, ছষট্টি—(ষট্‌ষষ্টি) ৬৬, এই সংখ্যা।

ছৈ—ছই দ্রঃ।

ছোঁ—পক্ষীর ঝাপ্টা মারিয়া নখে আটকাইয়া লওয়া অথবা নখ ও ঠোঁট দুই দিয়াই আঘাত; ছোবল (সাপে ছোঁ মারে); ছোঁ মারার মত হাত বাড়াইয়া গ্রহণ।

ছোঁক ছোঁক—(শোঁক শোঁক) শুঁকিবার ভঙ্গি। **ছোঁক ছোঁক করা**—খাদ্যের ঘ্রাণ লইয়া বেড়ানো, লোভীর মত আচরণ করা।

ছোঁকা, ছোকা—ছেঁচ্‌কি (ছোঁকা আর গরম লুচি)।

ছোঁচা, ছোঁছা—যাহার খাবায় লোভ প্রবল, নির্লজ্জ, ধূর্ত। **ছোঁচাবোঁচা**—লোভী ও প্রতারক। **চোরছোঁচ**—চোর, চোর ও ছেঁচ্‌ড়া।

ছোঁচা—মলত্যাগের পর জল দিয়া শৌচ করা। **ছোঁচানো**—এরূপ শৌচ করানো। (গ্রাম্য)।

ছোঁছোঁ—খাদ্যের গন্ধ শুকিয়া বেড়ানো অথবা খাদ্যের লোভে এদিক ওদিক ঘোরা; ছোঁক ছোঁক।

ছোঁড়া—(সং. ছমণ্ড) বালক, তরুণ (অবজ্ঞায় অথবা অতি-পরিচয়ে)। স্ত্রী. ছুঁড়ী।

ছোঁয়া—স্পর্শ করা; স্পৃষ্ট (অপরের ছোঁয়া খায় না)। **ছোঁয়াছুঁয়ি**—পরস্পরকে স্পর্শ করা; স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বিচার। **ছোঁয়া যাওয়া**—স্পর্শের ফলে অশুচি হওয়া। **ধরা-ছোঁয়া**—নাগাল, বোধগম্যতা (ধরা-ছোঁয়ার বাইরে)। **ছোঁয়া-লেপা**—মাখামাখি।

ছোঁয়াচ—প্রভাবজনক সংস্পর্শ; সংক্রামকতা (ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা)। বিণ. ছোঁয়াচে—সংক্রামক।

ছোক্‌রা—(হি. ছোকরা) বালক, তরুণ ; অল্প-বয়স্ক ভৃত্য। স্ত্রী. ছুকরী।

ছোচ, ছোঁচা—ছোঁচা দ্রঃ।

ছোট—ছুট, পরিধেয় (দোছোট—ধুতি ও চাদর)।

ছোট—(সং. ক্ষুদ্র ; প্রা. ছুড্ড) অল্পবয়স্ক, দেখিতে ক্ষুদ্রাকৃতি (ছোট মেয়ে); অধম, হীন (ছোট লোক, ছোট মন, ছোট কথা, ছোট নজর); কনিষ্ঠ (ছোট ভাই, ছোট মা); সঙ্কুচিত, মর্যাদায় খাটো (এমন কথা শুনে তার মুখখানি ছোট হয়ে গেল ; দশের সামনে আমাকে ছোট করো না); বেঁটে, খর্ব (অতি ছোট হয়ে থেকো না ; ছোট টাট্টু); পদমর্যাদায় লঘুতর (ছোট আদালত ; ছোট সাহেব); অনুচ্চ (ছোট গলা ; ছোট আওয়াজ)। **ছোটদিদি, ছোটদি, ছোড়্‌দি**—বয়সে বড় ভগিনীদের মধ্যে কনিষ্ঠা। **ছোট মা**—মায়ের চেয়ে বয়সে ছোট বিমাতা ; পিতৃব্যপত্নী। **ছোটখাট**—সামান্য ; স্বল্পায়তন। **ছোটবড়**—অল্পবয়স্ক ও বয়স্ক, উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সামান্য-অসামান্য। **ছোটমোটো**—ছোটখাট। **ছোট মুখে বড় কথা**—হীনের মুখে মহৎ কথা, অল্পবয়স্কের মুখে বুড়োর মত কথা ; গরীবের বড়লোকের মত কথা। **হাত ছোট করা**—ব্যয়সঙ্কোচ করা। **ছোট হাজরি**—ইয়োরোপীয় রীতির প্রাতরাশ।

ছোটা—কলার শুক্‌না খোলা কিংবা তৃণ দিয়া তৈরি বোঝা বাঁধার দড়ি। ছোটা ঘুরানো ('আসাশোটা' হইতে) অতিরিক্ত সর্দারি করা (প্রাদেঃ)।

ছোটা—ছুটা দ্রঃ।

ছোটিকা, ছুটিকা—তুড়ি, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা উৎপন্ন শব্দ।

ছোট্ট—(আদরে) ছোট, হ্রস্বাকৃতি, ক্ষুদ্র, সরু।

ছোড়—ছাড়া, বিচ্ছিন্ন ; অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। (নাছোড়বান্দা ; ছাড়ছোড় —বাদসাদ)।

ছোড়ান, ছোড়ানি—চাব (চাবি ছোড়ান)।

ছোতো হাঁড়ি—ছুত্‌পড়া হাঁড়ি, কুকুর মুখ দিয়াছে বলিয়া পরিত্যক্ত হাঁড়ি।

ছোপ—রঙের স্পর্শ। **ছোপানো**—রঞ্জিত করা।

ছোব্‌ড়া—নারিকেল-আদির খোসা ; অসার ও অনাবশ্যক অংশ।

ছোবল—সর্পাঘাত। **ছোব্‌লানো, ছুব্‌লান**—দন্তাঘাত করা, কামড়ানো।

ছোবা—ছোব্‌ড়া, খোসা।

ছোবানো—ছুবান দ্রঃ ; ছোপানো, রঞ্জিত করা।

ছোয়ারা—ছোহারা দ্রঃ।

ছোরা—বড় দোধারী ছুরি, dagger।

ছোল—(সং. ছল্লী) খোসা, ছাল, ছোব্‌ড়া। **ছোলদার**—যাহারা পথ চাঁচাছোলার কাজ করে।

ছোলঙ্গ—বাতাবি লেবু।

ছোলা—ছুলা দ্রঃ। বি. ছোলন।

ছোলা—বুট (ছোলাভাজা ; ছোলার ছাতু)।

ছোলে, সোলে—(আ. সু'লহ্‌—সন্ধি, আপোস) আপোস (ছোলেনামা—আপোস-নিষ্পত্তির দলিল)।

ছোহারা—(হি. ছুহারা) ছুয়ারা, শুক্‌না বিদেশী খেজুর, খোর্মা।

ছ্যা—অতিশয় ঘৃণাব্যঞ্জক, ছি-র চেয়ে ঘৃণ্যতর।

ছ্যাঁক—ছেঁ দ্রঃ।

ছ্যাৎলা—ছেদ্‌লা।

ছ্যাদড়, ছ্যাদাড়, ছ্যাদার—(সং. ছিত্বর—শত্রু, ধূর্ত) বেয়াড়া (ছ্যাদাড়ে গরু); ফাজিল ; নষ্টামির দিকে যার মন ; নোংরা। (গ্রাম্য)।

ছ্যাব্‌লা—ছেব্‌লা দ্রঃ।

জ

জ—'চ' বর্গের তৃতীয় বর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণের অষ্টম বর্ণ, মহাপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ।

জ—(জন্‌+ড) জাত, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে (অণ্ডজ, জলজ, মনসিজ); শিব, বিষ্ণু, জনক।

জ—(সং. যব) যব পরিমাণ, সিকি, ইঞ্চি (এক জ বেশি)।

জ—প্রাচীন বাংলায় শব্দের আদ্য 'য' স্থানে 'জ' লেখা হইত (জুবতী, জখন, জাত্রা)।

জই—যব জাতীয় শস্য বিশেষ, oats।

–(আ. দ'ঈ'ফ) জরাজীর্ণ (বুড়ো জইফ) অত্যন্ত দুর্বল, নড়বড়ে (পায়াগুলো জইফ হয়ে গেছে)। বি. জইফি, জয়ীফি—বার্ধক্য, জরাজীর্ণতা, অতিশয় দুর্বলতা।

জউ, জৌ—(সং. জতু) লাক্ষা, গালা।

জওয়াবদিহি—জবাবদিহি দ্রঃ।

জওজে—(আ যওজ) যাহার স্বামী, দলিলে ব্যবহৃত হয়। (বিবি আমিনা খাতুন জওজে জনাব আফ্‌তাব উদ্দিন)। **জওজিয়াত**—স্বামিত্ব।

জওয়াব—জবাব দ্রঃ। **জওয়াবল জওয়াব**—(আ. জবাব-উল্‌-জবাব) প্রতিবাদী যে উত্তর দিয়াছে তাহার উত্তর।

জওয়ান—জোয়ান দ্রঃ : যুবক।

জং—মরিচা। **জং ধরা**—যাহাতে মরিচা ধরিয়াছে।

জংলা—বন্য (জংলা জানোয়ার) ; জঙ্গলময় (জংলা জায়গা, জংলা দেশ)। **জংলী**—জঙ্গলবাসী, অসভ্য মানুষ ; অমার্জিত, বর্বর।

জকজক্‌—ঝক্‌ঝক্‌, প্রদীপ্ত। বি. জকজকা—ঝক্‌ঝকে ; রাংতা ইত্যাদির ঝক্‌ঝকে পাত।

জকার—'জ', এই বর্ণ।

জখম—(ফা. যখ'ম্‌) আঘাত, ক্ষত, আহত (পড়ে গিয়ে পা জখম হয়েছে)। **জখমী**—আহত ; আঘাত বিষয়ক (জখমী মামলা)।

জগ—জগৎ ; জগদ্‌বাসী (জগমনলোভা)। **জগজীবন**—জগতের জীবনস্বরূপ। **জগত্তারণ**—যিনি জগতের ত্রাণ করেন। **জগনাথ**—জগতের পতি। **জগচ্চক্ষু**—জগতের চক্ষু স্বরূপ সূর্য। **জগজ্জীবন**—জগতের প্রাণ ; বায়ু।

জগ্‌জগ—প্রদীপ্ত, ঝলমল। **জগ্‌জগা**—রাংতার পাত। **জগ্‌জগানো**—দীপ্তি পাওয়া। বি. জগ্‌জগানি।

জগঝম্প—আনদ্ধ বাদ্য-বিশেষ, পূর্বে রণবাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইত।

জগৎ—(গম্‌+ক্বিপ্‌) যাহা গমনশীল ; ভুবন, লোক (বিশ্বজগৎ) ; সংসার (জগতের নিয়ম এই) ; পৃথিবী (জগতীতলে) ; বৃহত্তর পরিবেশ (আমার জগৎ ; মনোজগৎ) ; মনুষ্য-সমাজ (জগৎ দেখুক)। **জগদ্দ্রুহ**—জগতের অনিষ্টকারী। **জগৎ-দ্রোহ**—জগতের অহিতাচরণ। **জগৎপাতা**—জগতের পালনকর্তা। **জগৎ-প্রাণ**—বায়ু। **জগৎ-বেড়**—বহু দূর ব্যাপিয়া ফেলা হয় এমন বেড়-জাল। **জগৎ-সংসার**—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ; সংসার। **জগৎ-সাক্ষী**—সূর্য ; পরমেশ্বর। **জগৎস্রষ্টা**—যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ঈশ্বর, সগুণ ব্রহ্ম। **জগৎস্তুদ্ধ**—রাজ্যসুদ্ধ, অগণিত, বহু। **জগৎ-সেতু**—জগতের পার হইবার সেতু, ঈশ্বর। **জগতী**—পৃথিবী, ছন্দ-বিশেষ। **জগন্ময়**—জগতের সর্বত্র ; ঈশ্বর। **জগদ্‌যোনি**—জগতের উৎপত্তি-স্থল ; ব্রহ্মা ; পরমেশ্বর। **জগদন্তক**—মৃত্যু। **জগদম্বা, জগদম্বিকা**—জগতের মাতা ; দুর্গা। **জগদ্দল, জগদ্দল**—বুকের উপর অতি গুরুভার (জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়েছে)। **জগদাধার**—জগৎপাতা। **জগদায়ুঃ**—বায়ু। **জগদীশ, জগদীশ্বর**—জগতের স্রষ্টা ও পালন-কর্তা। **জগদ্‌গুরু**—পরমেশ্বর ; জগতের শিক্ষাগুরু অথবা দীক্ষাগুরু। **জগদ্‌গৌরী**—মনসা, দুর্গা। **জগদ্দীপ**—ঈশ্বর ; সূর্য। **জগদ্ধাত্রী**—জগৎ-পালিকা দুর্গা। **জগদ্‌বন্ধু**—পরমেশ্বর। **জগদ্বরেণ্য**—সর্বজনপূজ্য ; জগতের পূজার পাত্র, ঈশ্বর। **জগদ্বল**—বায়ু। **জগদ্বিখ্যাত**—বিশ্ববিখ্যাত, বহুদেশে যাঁর খ্যাতি পৌঁছিয়াছে। **জগন্নাথ**—পরমেশ্বর ; উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ দারুময় বিষ্ণুমূর্তি (জগন্নাথের ভোগ)। **জগন্নাথ-যাত্রা**—পুরীতীর্থ সন্দর্শন। **জগন্নাথ ক্ষেত্র**—পুরীধাম, শ্রীক্ষেত্র (এখানে পঙ্‌ক্তি-ভোজনে জাতবিচার নাই)। **জগমোহন**—জগন্নাথ-বিগ্রহ যেখানে থাকে তার বাহিরের অংশ, এখান হইতে যাত্রীরা ঠাকুর দর্শন করে ; ভুবনমোহন।

জগাখিচুড়ি—(খিচুড়ি দ্রঃ] জগন্নাথের খিচুড়ি, বহু ব্যাপার বা বিষয়ের অদ্ভুত ও জটিল মিশ্রণ।

জগাত—(আ. যকাত) শুল্ক, ঘাটের মাশুল। **জগাতি,-তী**—ঘাটে যে মাশুল আদায় করে। **জগাতি ঘাটা**—খেয়া ঘাট।

জগাতি, জগাতী—মনসা দেবী।

জগগ্‌র—(জগৎ) অনেক, ঢের (এক জগ্‌গর টাকা—বহু টাকা)। (গ্রাম্য ভাষা)।

জঘন—স্ত্রীলোকের কটিদেশ ; তলপেট ; নিতম্ব ; (বিপুলজঘনা)। **জঘন-গৌরব**—জঘনের

বিপুলতা ও সৌন্দর্য। **জঘন-তট**—শ্রোণি-ফলক।

জঘন্য—(জঘন+য্য) অতি হীন, নীচ; গর্হিত; অতিশয় ঘৃণিত (কি জঘন্য প্রকৃতির লোক!)। **জঘন্য বৃত্তি**—অতি হীন বৃত্তি বা কাজ।

জঙলা, জঙ্গলা—জংলা দ্রঃ।

জঙ্গ—(ফা. জংগ্) যুদ্ধ, তুমুল কলহ। **জঙ্গ বাহাদুর**—রণকুশল। বি. জঙ্গ-বাহাদুরি—যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার গৌরব-বোধ। **জঙ্গ-ডিঙ্গা**—রণতরী।

-জং; মরিচা।

জঙ্গম—(সতত গতিশীল) অজড়; প্রাণী। **জঙ্গম কুটী**—(গমনশীল গৃহ) ছাতা। **জঙ্গম গুল্ম**—পদাতি সৈন্য। **জঙ্গম বিষ**—সর্প, বৃশ্চিক, সিংহ, ব্যাঘ্র, নকুল ইত্যাদির বিষ। **জঙ্গম ভূত**—জৈব পদার্থ। **স্থাবর জঙ্গম**—জড় ও অজড়।

জঙ্গল—(যাহা জঙ্গমকে অর্থাৎ প্রাণিগণকে আকর্ষণ করে) বন; ঝোপ-ঝাড়পূর্ণ স্থান; মরুভূমি; নির্জন স্থান। **জঙ্গল-বাড়ী, -বুড়ি তালুক**—অল্প খাজনায় বন্দোবস্ত করা জঙ্গলপূর্ণ তালুক, উদ্দেশ্য জঙ্গল কাটাইয়া আবাদ করা হইবে। **জঙ্গলাট, জঙ্গলাৎ**—কৃষিকার্য্যের অনুপযুক্ত জঙ্গলময় ভূমি বা অঞ্চল। **জঙ্গলিয়া, জঙ্গুলে**—জঙ্গলপূর্ণ। **জঙ্গলী, জংলী**—বন্য, আরণ্য; অসভ্য।

জঙ্গাল, জাঙ্গাল—জাঙাল দ্রঃ।

জঙ্গি, জঙ্গী—(ফা. জঙ্গী) যুদ্ধ-সংক্রান্ত; যোদ্ধা; কুস্তিগীর; রণকুশল। **জঙ্গীলাট**—ইংরেজ আমলের প্রধান সেনাপতি, Commander-in-chief, বর্ত্তমানে সমর-সচিব।

জঙ্গুল—বিষ।

জঙ্ঘা—যদ্দ্বারা গমন নিষ্পন্ন হয়, ঠ্যাং; উরু। **জঙ্ঘাকর**—যে সংবাদ বা পত্র দ্রুত বহন করে। **জঙ্ঘাবিহার**—পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ করা। **জঙ্ঘাশূল**—জঙ্ঘার বেদনাকর রোগ-বিশেষ। **জঙ্ঘী**—যে বেগে হাঁটিতে পারে। **জঙ্ঘাল**—দ্রুতগামী।

জজ—(ইং. Judge) বিচারপতি। **জজ্-পণ্ডিত, জজ্ মৌলবী**—ইংরেজ শাসনের সূচনায় যে-সব পণ্ডিত ও মৌলবী হিন্দু ও মুসলমান আইন বিষয়ে ইংরেজ জজ্‌দিগকে সাহায্য করিতেন। **জজিয়তি**—জজের কার্য।

জজানো—যজমানের বাড়ীতে পূজা-আর্চা করা; এরূপ পূজা-আর্চার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা। যজমান দ্রঃ।

জঞ্জাল—(হি. জংজাল) আবর্জনা; অনাবশ্যক ও বিরক্তিকর বিষয় (বহুকালের বহু জঞ্জাল জমেছে, পরিষ্কার করতে সময় লাগবে); উৎপাত, অস্বস্তিকর বিষয়, ঝঞ্ঝাট, লেঠা (বড় জঞ্জাল করলে দেখছি, এ বড় জঞ্জাল)। বিণ. জঞ্জালে—অস্বস্তিকর, বিঘ্নকর।

জঞ্জির—জিঞ্জির দ্রঃ।

জট—(সং. জটা) জটা, জড়াইয়া শক্ত হওয়া কেশ-গুচ্ছ; বটের ঝুরি। **জট-পাকানো, জট পড়া, জটবাঁধা**—কেশগুচ্ছের জড়াইয়া শক্ত হওয়া; জটিলতার সৃষ্টি হওয়া।

জটলা, জটল্লা—(সং. জটিল) দলবদ্ধ লোকের পরামর্শ, জোট বাঁধিয়া গল্পগুজব; মন্ত্রণা।

জটা—যে চুলের গোছা জড়াইয়া গিয়াছে অথবা বেশি জড়াইয়া যাওয়ার ফলে শক্ত হইয়া গেছে, সিংহের কেশর; বটের ঝুরি। **জটাচীর**—জটা যার বসন বা কৌপীন; মহাদেব। **জটাজুট**—জটাসমূহ। **জটাজ্বাল**—প্রদীপ; মহাদেব। **জটাটঙ্ক, জটাধর**—শিব। **জটামাংসী**—সুগন্ধি দ্রব্য-বিশেষ।

জটায়ু—রামায়ণ-বর্ণিত প্রসিদ্ধ পক্ষী।

জটাল—যাহার জটা আছে (জটাধারী, ব্রহ্মচারী, বটবৃক্ষ, সিংহ, গুগ্‌গুল, কর্পূর)।

জটি, -টী—সমূহ; বটবৃক্ষ; সিংহ, জটা।

জটিত—জড়ানো; খচিত।

জটিয়া, জটে—যাহার জট আছে। **জটে-বুড়ী**—জটওয়ালী বুড়ি, যাহার কথা বলিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখানো হয়।

জটিল—জটা-বিশিষ্ট; দুর্বোধ্য; যাহাতে অনেক প্যাঁচ বা গোল আছে।

জটিলা—রাধিকার শাশুড়ী।

জটুল, জড়ুল, জড়ুর—তিলের মত অপেক্ষাকৃত বড় চিহ্ন-বিশেষ, প্রায়ই ইহা লোমশ হয়।

জঠর—উদর (জঠর-জ্বালা); গর্ভাশয় (জননী-জঠর); কর্কশ, কঠিন। **জঠরতা, জঠরত্ব**—কর্কশতা, কাঠিন্য। **জঠরাগ্নি, জঠরানল**—জঠরের পাচক রস, gastic

juice। **জঠরামর**—জলোদর রোগ, dropsy।

জঠুর—শক্ত, অতরল (কাশি জঠুর হয়ে গেছে)।

জড়—নিস্পন্দ, অচেতন (জড় পদার্থ); দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (জড়জগৎ); মূঢ়, মূক, অন্ধ, আড়ষ্ট; অতি নির্বোধ (জড়বুদ্ধি): অকর্মণ্য, উৎসাহহীন। **জড়ক্রিয়**—দীর্ঘসূত্রী। **জড়-বাদ**—জড়-প্রকৃতিই প্রধান সত্য, চৈতন্য সেই জড়-প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই মতবাদ, materialism। **জড়-চৈতন্য-বাদ**—ভূত-প্রেতে বা তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস। **জড়তা, জড়ত্ব**—স্ফূর্তিহীনতা, অকর্মণ্যতা, মূঢ়তা। **জড়-পুত্তলি**—পুতুল; অলস ব্যক্তি। **জড়ভরত**—পৌরাণিক রাজা-বিশেষ; কুঁড়ে, নির্বোধ, একান্ত শক্তিহীন। **জড়সড়**—সঙ্কুচিত, ভীত ও আড়ষ্ট।

জড়—(হি জড়) বৃক্ষের মূল (গাছের জড়); আদি কারণ (কু-র জড়)।

জড়, জড়ো—সমবেত, একত্র (লোক জড় হইল; প্রমাণ জড় করা।

জড়া—যাহা জড়াইয়া গিয়াছে; অবিচ্ছিন্ন (জড়া-লেখা; জড়া সেমাই); জড়োয়া (বর্তমানে অপ্রচলিত)। **জড়ানো**—বেষ্টন করা (কোমরে কাপড় জড়ানো). আলিঙ্গন করা, দুই হাত দিয়া বেড়া (জড়াইয়া ধরা); লিপ্ত করা বা হওয়া (গ্রাম্য, দলিলাদিতে জড়াইয়া পড়া): অস্পষ্ট হওয়া (কথা জড়িয়ে যাচ্ছে); বেষ্টিত (গলায় চাদর জড়ানো)। **জড়াজড়ি**—পরস্পরকে আলিঙ্গন; দ্বন্দ্ব, হাতাহাতি। **চুল জড়ানো**—সাধারণ ভাবে চুল বাঁধা; জটের মত হওয়া।

জড়াও—খচিত; জড়োয়া। (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

জড়ি—শিকড়, যাহা ঔষধরূপে বা তাগা-তাবিজে ব্যবহৃত হয়। **জড়ি-বুটি**—টোট্‌কা।

জড়িত—লিপ্ত (ষড়যন্ত্রে জড়িত); বেষ্টিত; ব্যাপৃত (ঋণে জড়িত; নানা কর্মে জড়িত); আচ্ছন্ন, প্রভাবিত (বাষ্প-জড়িত কণ্ঠে; নয়নে জড়িত লজ্জা—রবি)।

জড়িমা—(জড়+ইমন্‌) আচ্ছন্নতা, আবেশ, ঘোর (স্বপ্ন জড়িমা পলকে ভাগিল—রবি); জড়ভাব; দৈহিক অথবা মানসিক নিশ্চেষ্টতা জড়ভাবে পরিণত। **জড়ীভূত** জড়ত্ব প্রাপ্ত; নিস্পন্দীভূত; বিজড়িত।

জড়োপাসক—প্রকৃতির উপাসক, জড়শক্তির উপাসক, জড়ের অতীত চৈতন্যের উপাসক নহে; বি জড়োপাসনা।

জড়োয়া—মণিমুক্তাখচিত (জড়োয়া চুড়ী); জড়োয়া গহনা।

জতু—লাক্ষা, গালা, জউ, lac (জতুগৃহ); আলতা। **জতুরস, জতুরাগ**—আলতা।

জত্রু—কণ্ঠাস্থি, collar-bone।

জন—(জন্‌+অ) লোক, মানুষ; সংখ্যা-নির্দেশক (তিনজন ডাকাত); মজুর (জন খাটা); মানব-জাতি, জনতা (নিখিল জন; জনসমুদ্র); ব্যক্তি (কোনজন; হেন জন; বধূজন); গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রধান, পাণ্ডা (তুমিও একজন হয়ে উঠেছ দেখছি); সমূহ (গোপীজন-বল্লভ)। **জনতা**—ভিড়, বিচার-শক্তিহীন সাধারণ লোক, crowd (জনতার দিকে তাকিয়ে কথা বলা হচ্ছে : হিন্দিতে জনতা —সর্বসাধারণ)। **জনদেব**—মানুষের মধ্যে পূজনীয়; রাজা। **জনপদ, পাদ**—লোকালয়। **জনপ্রবাদ**—কিংবদন্তী। **জনপ্রাণী, জনমানব**—একজন লোকও। **জনপ্রিয়**—দশজন যাহা অথবা যাহাকে পছন্দ করে। **জনবহুল**—বহুলোকপূর্ণ।

জনমজুর—মজুর, শ্রমজীবী। **জনমত**—জনসাধারণের চিন্তাধারা (জনমত গঠন করা)। **জনরব**—লোকমুখে প্রচারিত কথা, গুজব। **জনশ্রুত**—প্রসিদ্ধ। **জনশ্রুতি**—কিংবদন্তী। **জনসেবা**—সর্বসাধারণের সেবা। **জন-সাধারণ**—দেশের সর্বসাধারণ। **জনস্রোত** চলমান লোক-শ্রেণী। **জনহীন**—নির্জন।

জনক—উৎপাদয়িতা, কারক (দুঃখজনক); পিতা; রাজর্ষি জনক (জনক-তনয়া)। স্ত্রী. জননী।

জনচক্ষু—সূর্য। **জনধা**—(জঠরে থাকিয়া জনকে ধারণ অর্থাৎ পোষণ করে) জঠরাগ্নি।

জনন—উৎপাদন (প্রজনন; সন্তোষ জনন), জন্ম, উদ্ভব। **জননাশৌচ**—সন্তানের জন্মহেতু অশৌচ। **জননি**—(জন্‌+অনি) উৎপত্তি, বংশ। **জননী**—মাতা, প্রসবিনী (জনক-জননী জননী—রবি); উৎপাদন-হেতু-ভূতা।

জননীয়—উৎপাদনযোগ্য। **জননেন্দ্রিয়**—নর ও নারীর জনন-যন্ত্র, উপস্থ।

জনম—জন্ম, কাব্যে ও মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত (জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল—বিদ্যাপতি; জনম গেল করম করতে, দুই হাঁটু গেল নামাজ পড়তে)। জন্ম দ্রঃ।

জনয়িতা—(জনি+তৃচ্) জন্মদাতা, পিতা। স্ত্রী. জনয়িত্রী।

জনস্থান—দণ্ডকারণ্য; লোকালয়।

জনা—জন, ব্যক্তি (সাধারণতঃ কাব্যে, বিনয়ে ও অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হয়। আমার সহিত যুদ্ধ দিবে কোন্ জনা—কৃত্তিবাস; এ জনার কথা কি আর মনে আছে; জনা পাঁচ-ছয় লোক)। **জনাকতক**—কয়েকজন। **জনাজাত**—প্রতিজন।

জনাকীর্ণ—জনবহুল। **জনাতিগ**—লোকোত্তর। **জনাদর**—বহু জনের সমাদর, popularity।

জনানা, জানানা, জননা—(ফা. যনানা) স্ত্রীলোক; স্ত্রী (অমুকের জননা—পূর্ববঙ্গে প্রচলিত); অন্তঃপুর। **জানানা সোয়ারি**—স্ত্রীলোক আরোহী-পূর্ণ পর্দা-ঘেরা যান।

জনান্ত—প্রদেশ, জেলা।

জনান্তিক—জনের অনতিদূর, জনসমীপ। **জনান্তিকে**—নেপথ্যে, স্বগতোক্তি, aside।

জনাপবাদ—লোকমুখে প্রচারিত অপবাদ; অপযশের কথা।

জনাব্—[জন—অব্ (রক্ষা করা)+ক্বিপ্] লোকপালক।

জনাব—(আ জনাব) হুজুর, মাননীয়, মহাশয়, Sir, শ্রীযুক্ত (জনাব সভাপতি সাহেব; জনাব শিক্ষাসচিব; জনাবের হুকুম হইলে অবশ্যই হইতে পারে; জনাব করিমবখ্শ্)। **জনাবে আলী**—মান্যবর, Your Excellency।

জনার—ভুট্টা, মক্কা।

জনারণ্য—বহু দণ্ডায়মান লোকের ভিড়।

জনার্দন—দুর্বৃত্তদলন, জনাসুর-পীড়ক; বিষ্ণু, কৃষ্ণ।

জনাশ্রয়—সাময়িক ভাবে যে ঘর উঠানো হইয়াছে, মণ্ডপ, অতিথি প্রভৃতির জন্য নির্মিত গৃহ।

জনি—(ব্রজবুলি) যদি; যেন।

জনিত—জাত, হেতু (শ্রম-জনিত অবসাদ)। **জনিতা**—জনক। স্ত্রী. জনিত্রী—জনয়িত্রী।

জনী—নারী, মাতা।

জনীন—লোকের হিতকর, প্রয়োজনানুরূপ (বিশ্বজনীন, সার্বজনীন—বিশ্বজনের অথবা সর্বজনের হিতকর)। (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)।

জনু, জনূ—উৎপত্তি, উৎপন্ন। (তেমন প্রচলন নাই)।

জনু—(বৈষ্ণব পদাবলী) যেন, সদৃশ।

জন্তু—(জন্+তু), প্রাণী, জীব, মনুষ্যেতর জীব, পশু, পশুর মত স্থূলবুদ্ধি অথবা স্থূল-প্রকৃতি (একটা জন্তু-বিশেষ—গালি)। **জন্তুঘ্ন**—যাহা কৃমি-কীটাদি জীব নাশ করে, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ। **জন্তুফল**—যাহার ফলের ভিতরে কীটাদি জন্মে, যজ্ঞ-ডুমুরের গাছ।

জন্ম—উদ্ভব, ভূমিষ্ঠ হওয়া, আবির্ভাব (ক্ষণজন্মা); জীবিত কাল (এ জন্মের মত বিদায়)। **জন্ম-এয়তী, এয়ো**—চির-সধবা। **জন্মকুঁড়ে**—চিরদিনই কুঁড়ে। **জন্মকোষ্ঠী**—জন্মক্ষণের গ্রহ, রাশি প্রভৃতির বিবরণপূর্ণ পত্রিকা। **জন্মক্ষেত্র**—জন্মভূমি। **জন্মগত**—জন্মসূত্রে জাত অথবা অর্জিত। **জন্মঘটিত**—জন্ম-সম্পর্কিত। **জন্মজন্ম**—যতবার জন্ম হইবে, প্রতিজন্ম। **জন্মজন্মান্তরে**—এই জন্মে এবং পরের জন্মে, যতবার জন্ম হইবে ততবার। **জন্মান্তরবাদ**—আত্মা বার বার নানা ভাবে দেহ ধারণ করে, এই মতবাদ। **জন্ম-তপস্বিনী**—আশৈশব তপস্বিনী। **জন্মতিথি**—যে চান্দ্র দিনে জন্ম হইয়াছিল। **জন্মদিন**—জন্মের দিন; জন্মদিনের উৎসব। **জন্মনক্ষত্র**—যে নক্ষত্রের প্রভাব-কালে জন্ম। **জন্মপত্র, জন্মপত্রিকা**—কোষ্ঠী। **জন্মবৃত্তান্ত**—জন্ম-কাহিনী, জীবন-কাহিনী। **জন্মরোগী**—চিররোগী। **জন্মশোধ**—জন্মের মত। **জন্মস্থান**—জন্মভূমি। **জন্মহেতু**—জন্মের কারণ, জন্মদাতা।

জন্মা—জাত, উৎপাদিত (জানিয়ে দেব তোমাকে আমি কেমন বাপের জন্মা); উর্বর, শস্যের প্রাচুর্য-সম্পন্ন (জন্মা অঞ্চল; অজন্মা বৎসর)। গ্রাম্য রূপ—জন্মা; (জন্মা, অজন্মা, বেজন্মা)।

জন্মানো—জন্মগ্রহণ করা, উৎপন্ন হওয়া (আগাছা

বেশি জন্মায় বা জন্মে); উৎপাদন করা (এ অঞ্চলের চাষীরা পরিশ্রমী, ফসল জন্মায় প্রচুর)।

জন্মান্তরীণ—পূর্বজন্মে ঘটিত (জন্মান্তরীণ পুণ্য-ফল)।

জন্মান্তরীয়—অন্য জন্ম সম্পর্কিত; পরজন্ম সম্পর্কিত।

জন্মান্ধ—জন্ম হইতে অন্ধ।

জন্মাবচ্ছিন্ন—আজীবন, সারা জীবন। **জন্মাবধি**—আজন্ম।

জন্মিত—উৎপাদিত, যাহাকে জন্ম দেওয়া হইয়াছে (অমুকের জন্মিত—গ্রাম্য ভাষায় জন্মিত)।

জন্মী—যে জন্মগ্রহণ করে, প্রাণী। স্ত্রী. জন্মিনী।

জন্মে—জন্মাবধি, সারা জীবনে (এমন কাণ্ড জন্মে দেখিনি)।

জন্মেজয়, জনমেজয়—রাজা পরীক্ষিতের পুত্র, ইনি বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারত শ্রবণ করেন।

জন্য—জাত, উৎপাদ্য (জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ); কারণ, হেতু (সেজন্য, তজ্জন্য)। **জন্যা**—মাতৃসখী, মাতা (বাংলায় প্রচলন নাই)।

জন্যু—প্রাণী; জন্তু; বিধাতা; জন্ম।

জপ—যাহা হৃদয়ে উচ্চারিত হয়, মনে মনে পঠিত হয়; পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, সাধারণতঃ মনে মনে অথবা অনুচ্চস্বরে; বেদপাঠ। (জপ তিন প্রকার: বাচনিক—যাহা অপরে শুনিতে পায়; উপাংশু—যাহা শুধু জপকারী নিজে শুনিতে পায়; মানস—মনে মনে যাহার আবৃত্তি অথবা স্মরণ চলে)। **জপগুটিকা**—যে সব গুটিকার দ্বারা জপ মালা প্রস্তুত হয়। **জপমালা**—যে মালার গুটিকা গণিয়া গণিয়া জপ করা হয়; নিত্য স্মরণীয় (এই কথাই ত তোমার জপমালা হয়েছে)। **জপযজ্ঞ**—জপরূপযজ্ঞ; জপ ও যজ্ঞ।

জপা—জপ সাধন করা; নিত্য স্মরন করা বা চিন্তা করা; জবাফুল ও তাহার গাছ।

জপানো—নিত্য স্মরণ করানো। বিণ. জপিত। **জপ্য**—জপনীয়; জপমন্ত্র।

জবজব—যথেষ্ট ভিজা হওয়ার ভাব (ভিজে জবজব করছে)। **জবজবে**—যথেষ্ট ভিজা।

জবড়জঙ্গ—বিশৃঙ্খল, এলোমেলো; রুচিহীনভাবে জমকালো (গলায় এক জবড়জঙ্গ হার)।

জবন—[জু (বেগে গমন)+অন] বেগে গমন; বেগবান অশ্ব; দ্রুতগামী। স্ত্রী. জবনী: যবন দ্রঃ।

জবনিকা—যবনিকা দ্রঃ।

জবর—(আ. যবর) প্রকাণ্ড, প্রভাবশালী (জবর খবর); বলপ্রকাশ (জোরজবর করিয়া)। **জবরদস্ত**—শক্তিশালী, প্রভাবশালী, দুর্দমনীয় (জবরদস্ত মৌলবী)। বি. জবরদস্তি—বল-প্রয়োগ, অত্যাচার। **জবরান**—জবরদস্তি, বলপ্রকাশ (জবরান করিয়া জমি দখল করিল)।

জবা—সুপরিচিত রক্তবর্ণ পুষ্প। **জবাকুসুম-সঙ্কাশ**—জবা ফুলের মত রক্তবর্ণ।

জবাই, জবেহ্—(আ. জ'বিহ্) মুসলমানী প্রণালীতে কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া বধ (বিপরীত ঝট্‌কা); হত্যা, নাশ (সুরুচি সদাচার সব জবাই করা হল)। **জবাই হওয়া**—সমূলে নষ্ট হওয়া। **জবাই ঘর**—কসাইখানা।

জবান—(ফা. যবান) ভাষা (আরবী জবান; মাদ্‌রী জবান—মাতৃভাষা); জিহ্বা, কথা, প্রতিশ্রুতি (জবান দেওয়া—কথা দেওয়া; জবানের ঠিক নাই—কথার ঠিক নাই, প্রতিশ্রুতি দিয়া রক্ষা করে না)। **জবানবন্দী**—যে উক্তি কাগজে কলমে লেখা হইয়াছে, written deposition; আদালতে হলপ পড়ার পর যাহা বলা হয়। **জবানী**—মৌখিক, মুখে (চাকরের জবানী বলিয়া পাঠাইয়াছেন); উক্তি।

জবাব, জওয়াব—উক্তি (আ. জবাব) উত্তর; প্রত্যুত্তর (যখনই বলেছি পেয়েছি জবাব—রবি); বিবাদী পক্ষের উত্তর (সওয়াল-জবাব); বিদায়, ইস্তফা (চাকরীতে জবাব হয়ে গেছে)। **জবাবী**—উত্তরস্বরূপ দত্ত (জবাবী তার—উত্তরের মাশুলসহ তার, prepaid telegram)। **জবাবদিহি**—কৈফিয়ৎ, কারণ প্রদর্শন, অপরাধের শাস্তিভোগ (অন্যায়ের জবাবদিহি করতেই হয়)। **সওয়াল জবাব**—বাদী পক্ষের প্রশ্ন এবং বিবাদী পক্ষের উত্তর।

জবুথবু, জবুস্থবু—(যুবস্থবির—যুবা বয়সে বৃদ্ধের মত নিঃশক্তি) জড়সড়; ক্রিয়াশক্তিহীন; গোঁজামিল; যেমনতেমন, পারিপাট্যহীন (কাপড়-গুলো জবুথবু করে রেখেছে)।

জবেত্তবে, জবেস্থবে—যবস্থব দ্রঃ।

জব্দ—(আ. য'ব্‌ত্) সরকার বা জমিদারের

অধিকারভুক্ত, বাজেয়াপ্ত (খাজনার দায়ে প্রজার ভিটামাটি জব্দ হইল; জামানতের টাকা জব্দ হইল); নিয়ন্ত্রিত, পরাভূত (শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছ, এইবার কেমন জব্দ); নিগৃহীত, অপমানিত।

জমক—(হি. জমক্) আড়ম্বর, ঘটা। (সাধারণতঃ জাঁক শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)।

জম্‌কানো—(হি. জম্‌কানা) পূর্ণ বিকাশ বা ঔজ্জ্বল্য সাধন, সমারোহপূর্ণ করা, জম্‌জমা হওয়া (আসর জম্‌কানো; আগুন জম্‌কানো)।

জম্‌কালো—(হি. চমকীলা) সাজসজ্জায় আতিশয্য-পূর্ণ; আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকালো।

জমজ—একসঙ্গে জাত (জমজ ভাই)।

জম্‌জম—(আ. যম্‌যম্) মক্কার প্রসিদ্ধ পবিত্র কূপ। **আবে জম্‌জম্**—জম্‌জমের পবিত্র সলিল, হাজীরা টিনের কৌটায় ভরিয়া আনেন।

জম্‌জমা—জম্‌কালো, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, প্রভূত-লোক-সমাগম। **জম্‌জমাট**—(হি. জম্‌জমাহট্) জম্‌জমা ভাব; জমাট; পূর্ণ সংহত রূপ।

জম্‌জমি—জম্‌জমের পবিত্র জলপূর্ণ মুখবন্ধ টিনের কৌটা, যাহা হাজীরা দেশে লইয়া আসেন।

জমদগ্নি—(যিনি অগ্নি ভক্ষণ করেন) পরশু-রামের পিতা (আমি সাগ্নিক জমদগ্নি—নজরুল)।

জমা—(আ. জম্‌আ') মজুদ, সংগৃহীত, সঞ্চিত বা পুঞ্জীভূত হওয়া (হাতে আদৌ কিছু জম্‌ছে না; মেঘের পরে মেঘ জমেছে—রবি); প্রচুর লোক-সমাগম হওয়া, আনন্দে উদ্দীপনায় পূর্ণ হওয়া (সভা খুব জমেছে; গানের আসর বেশ জমেছিল); জমাট বাঁধা (শীতের দিনে দই জম্‌তে চায় না)।

জমা—যাহা তহবিলে আছে বা ছিল (বিপরীত—খরচ); বার্ষিক কর; এরূপ কর দিয়া ভোগ করা জমি। **জমা ওয়াশীল**—আয় ব্যয়ের হিসাব। **জমা ওয়াশীল বাকী**—লভ্য খাজনার যাহা আদায় হইয়াছে ও যাহা বাকি আছে তাহার হিসাব। **জমা-খরচ**—আয় ও ব্যয়ের হিসাব। **জমা গুজস্তা**—বিগত বৎসরের বাকি খাজনা। **জমানবীশ**—জমা-ওয়াশীলের খাতা লেখক। **জমাবন্দী**—বিভিন্ন প্রজার খাজনা ও তাহার আদায় সম্বন্ধে হিসাব; বিঘার দরে খাজনার হিসাব।

জমাট—(হি. জমাবট) ঘনীভূত, সংহত, জম্‌জমা ভাব। (জমাট দুধ; জমাট সুর); যাহা জমাট বাঁধিয়াছে (চুন-বালির জমাট)। **জমাট বাঁধা**—ঘনীভূত হওয়া, কঠিনতা লাভ করা।

জমাত, জামাত—(আ. জম্‌আ'ত) জন-সমাবেশ; দল; সম্প্রদায়। (জামাতে নামাজ পড়া—সম্মিলিত ভাবে নামাজ পড়া; লা মোজাহাবীদের জমাত)। জমায়েত দ্রঃ।

জমাদার, জমাদ্দার—ছোট সিপাহী-দলের প্রধান; কনেষ্টবলদের প্রধান; মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালক (প্রেসের জমাদার)।

জমানো—(হি জমানা) সঞ্চয় করা, সংগ্রহ করা (টাকা জমানো); ঘনীভূত করা, জমাট বা জম্‌জমা ভাবের সৃষ্টি করা (দুধ জমানো, আসর জমানো)।

জমানত, জামানত—(আ. দ'ামিনী) জামিন স্বরূপ যে অর্থ সরকারে গচ্ছিত আছে (জমা-নত বাজেয়াপ্ত); প্রতিভূ, bail। **জমানত-নামা**—যে পত্রে জমানতের সর্তাদি লেখা থাকে।

জমানা—(আ. যমানা) যুগ, কাল। **আখেরী জমানা**—শেষ যুগ, কলিকাল।

জমায়েত, জমায়েৎ—(আ জম্‌আ'ত) জন-সমাবেশ (বহু লোক জমায়েত হয়েছিল); **জমায়েতবস্তের মোকদ্দমা**—অবৈধ জন-সমাবেশের দায়ে মোকদ্দমা।

জমি,-মী, জমিন—(ফা. যমীন) ভূমি, ভূখণ্ড, ভূতল (আস্‌মান জমিন ফারাক); কৃষিক্ষেত্র (এমন মানব-জমি রইল পতিত—রামপ্রসাদ); ভূসম্পত্তি (জমিজমা; জমিদার); কাপড়ের বুনট (মিহি জমি, মোটা জমি); চিত্রের ভূমিদেশ, অর্থাৎ যাহার উপরে চিত্র অঙ্কিত হয়। **জমি-জমা**—ভূসম্পত্তি। **জমিজিরাৎ,-জেরাৎ**—চাষের জমি। **জমিদার**—জমির মালিক, ক্ষেত্রস্বামী; জমির মালিক হিসাবে প্রজার নিকট হইতে যিনি রাজস্ব গ্রহণ করেন। **জমি লওয়া**—কুস্তিগীরের উপুড় হইয়া জমি আঁকড়াইয়া থাকা। **আউয়াল জমি**—প্রথম শ্রেণীর জমি, অর্থাৎ যাহাতে ফসল যথেষ্ট জন্মে ও মার যায় না। **খামার জমি**—আবাদী

জমি; বিপরীত, খিল জমি। **চাকরান জমি**—চাকরকে অথবা কর্মচারীকে প্রদত্ত নিষ্কর। **জলান বা জোলান জমি**—যাহাতে বৎসরের অধিকাংশ সময় জল থাকে। **জোত জমি**—জোত স্বত্বের জমি। **দেবোত্তর, পীরোত্তর, ব্রহ্মোত্তর জমি**—দেব, পীর প্রভৃতির সেবার জন্য দত্ত নিষ্কর জমি। **দোয়েম জমি**—মধ্যম শ্রেণীর জমি। **চাহরম জমি**—চতুর্থ শ্রেণীর, অর্থাৎ নিকৃষ্ট জমি। **পড়ো জমি**—পতিত জমি। **সোয়ম জমি**—তৃতীয় শ্রেণীর জমি।

জম্‌পতি—স্বামী-স্ত্রী, দম্পতি।

জম্বাল—কর্দম; শৈবাল। **জম্বালিনী**—নদী

জম্বির, জম্বীর, জম্ভীর—জামীর নেবুর গাছ ও ফল। **জম্বির-দ্রাব**—নেবুর রস; citric-acid।

জম্বু, জম্বূ—জাম ও জামগাছ। **জম্বুখণ্ড, জম্বুদ্বীপ**—ভারতবর্ষ দ্রঃ।

জম্বুক, জম্বূক—শৃগাল; শৃগালের মত ধূর্ত ও নীচ; গোলাপ-জামের গাছ। স্ত্রী. জম্বুকী।

জম্বুরা—(হি. জম্বুর) সাঁড়াশি (কোন কোন অঞ্চলে 'জামড়ে' বলে)।

জম্ম—জন্ম (মৌখিক ভাষায় প্রচলিত)। **জাত-জম্ম**—জাতি ও আশ্রম বিষয়ক আচার-বিচার (জাতজম্ম সব খোয়ালে)। **জম্মা, জম্মিত**—জাত, উৎপাদিত।

জয়—[জি (জয় করা) + অল্] বিজয়, শত্রুর পরাভব সাধন, প্রাধান্য স্থাপন, সফলতা, উদ্দেশ্য সিদ্ধি (জয়-পরাজয়); বিষ্ণু; বিষ্ণুর পার্শ্বচর; অর্জুন; বিরাট-রাজসভায় যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম; সংসার-জয়ী গ্রন্থ; মহাভারত। **জয়কেতু**—বিজয়-নিশান। **জয়কেতে**—যখন যেখানে থাকে তারই জয়কীর্তন করে। **জয়জয়**—জয়ধ্বনি; সর্বসাফল্য। **জয়জয়কার**—ব্যাপক বিজয় অভিনন্দন, সর্বস্বীকৃত জয়; জয়ধ্বনি। **জয়ঢক্কা,-ঢাক**—বড় ঢাক, প্রাচীন কালে রণবাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইত। **জয়তু**—জয় হোক্; বিজয়-অভিনন্দন। **জয়দুর্গা**—দুর্গার মূর্তি-বিশেষ। **জয়ধবজা**—জয়পতাকা। **জয়ধ্বনি**—বিজয়সূচক ধ্বনি, বিজয়-অভিনন্দন, জয়নাদ। **জয়পতাকা**—বিজয়-জ্ঞাপক পতাকা। **জয়পত্র**—বিজয়ের স্বীকৃতি-সূচক লেখন। **জয়পরাজয়**—হারজিত, সফলতা ও বিফলতা। **জয়ভেরী**—বিজয় সূচক ভেরীনাদ। **জয়মালা,-মাল্য**—বিজয়-গৌরবসূচক মাল্য, laurel। **জয়-লক্ষ্মী**—জয়শ্রী, বিজয়। **জয়শঙ্খ**—যে শঙ্খ বাজাইয়া যুদ্ধজয় ঘোষিত হয়। **জয়শব্দ**—জয়তু, জয় হোক্, জয়জয় ইত্যাদি আশীর্বাণী। **জয়স্তম্ভ**—বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ নির্মিত স্তম্ভ। **জয়োন্মত্ত**—জয়লাভের ফলে অস্থির-চিত্ত। **জয়োল্লাস**—জয়লাভ হেতু হর্ষধ্বনি।

জয়—জয়লাভ কর, তোমার মহিমা কীর্তন করি (জয় হিন্দ্, জয় জগদীশ হরে)।

জয়ত্রী—(হি. জাবত্রী; সং. জাতি-পত্রিকা) জৈত্রী।

জয়দেব—গীতগোবিন্দ-রচয়িতা স্বনামধন্য বাঙ্গালী কবি।

জয়ন্ত—ইন্দ্রপুত্র; শিব। স্ত্রী. **জয়ন্তী**—ইন্দ্রের কন্যা; দুর্গা; জয়সূচক ব্যাপক বা জাতীয় অভিনন্দন (রবীন্দ্র-জয়ন্তী)।

জয়ন্তিকা—হরিদ্রা।

জয়পাল—(হি জমালগোটা) সুপরিচিত বিরেচক বীজ।

জয়মঙ্গল—রাজহস্তী; ঔষধ-বিশেষ।

জয়া—পার্বতী; পার্বতীর সহচরী; হরীতকী; ভাঙ।

জয়িষ্ণু—জয়শীল। **জয়ী**—যে বিজয় লাভ করিয়াছে, সফল।

জয়ীফ—জইফ দ্রঃ।

জয়েষ্ট—(ইং joist) লোহার কড়ি।

জয়োঽস্তু—জয় হোক্, জয়তু।

জয্য—জয় করিবার যোগ্য; প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য।

জর—(ফা. যর্), স্বর্ণ; ধন। **জরদার**—সোনার ব্যাপারী (আধুনিক জদ্দার, জোয়ার-দার)। **জর-পেষগী**—আগে দেয় অর্থ, দাদন, বায়না। **জরকশী**—জরির কাজ।

জরজর—জর্জরিত, জীর্ণ, ঝাঁঝরা, আনন্দে বা দুঃখে বিহ্বল (তার পুলকিত তনু জরজর, তার মন আপনারে ভুলিছে—রবি)।

জরৎ—বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ (অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—জরদ্গব)। স্ত্রী. **জরতী**—বৃদ্ধা, জরাগ্রস্তা।

জরদ—(ফা. যর্দ্‌) পীত বর্ণ। জরদা, জর্দা—জাফ্‌রান বা জাফ্‌রানি রং ও কিশ্‌মিশাদি দেওয়া মিঠা পোলাও ; পানের সহিত খাইবার সুগন্ধ-যুক্ত তামাক-পাতা চূর্ণ ; জরদ রং।

জরদোজ—(ফা.) জরির কাজ করা কাপড়। **জরদোজি**—কাপড়ে জরির কাজ।

জরদগব—(জরৎ+গো) বৃদ্ধ ষাঁড় ; শক্তি-সামর্থ্যহীন, অকর্মণ্য। স্ত্রী. জরদ্‌গবী।

জরা—(জ্‌-জীর্ণ হওয়া) বার্ধক্য-জনিত শক্তিহীন অবস্থা, জীর্ণতা। **জরাগ্রস্ত, জরা-জীর্ণ**—বার্ধক্য-হেতু একান্ত শক্তিহীন।

জরা—জীর্ণ, হওয়া [হাঁড়ি নুনে জরে, নেবু নুনে জরানো। **গরু জরা**—গরুর পায়ে ও মুখে এক ধরণের ঘা হওয়া (সংক্রামক রোগ-বিশেষ)]। **জরানো**—জারিত করা (লবণ দিয়া জাম জরানো)। **জরাভীরু**—কন্দর্প। **জরা-মৃত্যু**—বার্ধক্য-জনিত শক্তিহীনতা ও মৃত্যু।

জরায়ু—গর্ভাশয়, ভ্রূণ যে থলির ভিতরে থাকে। **জরায়ুজ**—যাহারা জরায়ু হইতে জন্ম গ্রহণ করে

জরাসন্ধ—মহাভারতোক্ত সুপ্রসিদ্ধ রাজা, ইনি দ্বিখণ্ডিত দেহে জন্মগ্রহণ করেন, জরা নামক রাক্ষসী তাঁহার সেই দ্বিখণ্ডিত দেহ সংযোজিত করে।

জরি,-জরী—(ফা. যর্‌রীন ; যরীন) সোনালি বা রূপালি তারযুক্ত সুতা (জরির পাড়—জরির-সুতার কাজ করা পাড়)। **জরিদার**—জরির কাজ করা।

জরিপ-রীপ—(আ. জরীব), ভূমির পরিমাপ-আদি নির্ধারণ। **জরিপ আমীন**—জরিপের কাজে নিযুক্ত আমীন।

জরিমানা—(আ. জুর্‌মানা) অর্থদণ্ড।

জরু—(হি. জরু, জোড়া) স্ত্রী. (জরুগসম—স্ত্রী ও স্বামী, পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

জরুড়—জটুল দ্রঃ।

জরুর—(আ. দ'রূর্‌) অবশ্য, নিশ্চয়, নিশ্চিত রূপে। **জরুরী**—আশু প্রয়োজনীয়, অত্যন্ত দরকারী (জরুরী খবর, জরুরী তার)। **জরু-রৎ**—প্রয়োজন, আবশুক।

জর্জর জর্জরিত—[জৄ (জীর্ণ হওয়া)+অ] কাতর, ব্যথিত, পীড়িত, (পরিতাপ-জর্জর পরাণে বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে—রবি) ; নিপীড়িত, ক্ষত-বিক্ষত (শরাঘাত-জর্জরিত)।

জর্ডন—(ইং, Jordon) প্যালেষ্টাইনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত নদী, ইহার জল খৃষ্টানদের নিকট পবিত্র ; খৃষ্টান-ধর্মে দীক্ষিত হইবার সময় এই জল ব্যবহৃত হয়।

জল—[জল্‌ (আচ্ছাদন করা)+অ] সলীল, বারি, পানীয় (তৃষ্ণার জল) ; স্নিগ্ধ, শীতল (এত রাগ জল হয়ে গেল, অথবা, পানি হয়ে গেল) ; নষ্ট, ব্যর্থ (টাকাগুলো জলে গেল) ; অশ্রু (হতভাগ্যদের জন্ত দুফোঁটা চোখের জল ফেলো) ; রস (মাংসের জল) ; বৃষ্টি (ঝড়-জল হবে) ; সহজ-বোধ্য (দুর্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল—রবি)। বিণ. জলো—জল-মিশ্রিত. পান্‌সে। **জল-উঠা**—জল ভিতরে প্রবেশ করা ; জল বাহির হইয়া আসা বা বমন হওয়া। **জলকণ্টক**—পানিফল ; কুমীর। **জলকর**—জলের নানা ব্যবহার সম্পর্কিত কর। **জলকরঙ্ক**—নারিকেল ; শঙ্খ ; মেঘ ; পদ্ম। **জল-কল্ক**—পঙ্ক। **জলকাক,-পারাবত,-বায়স**—পান-কৌড়ি। **জলকষ্ট**—জলের অপ্রাচুর্য-জনিত কষ্ট। **জলকাদা**—বৃষ্টি বা বর্ষা ও সেইজন্ত কাদাযুক্ত পথ অথবা পথের জল ও কাদা। **জলকুক্কুট**—গাঙ্‌চিল। **জলকুন্তল**—শেওলা, শৈবাল। **জলক্রীড়া**—সন্তরণাদি, জলকেলি। **জল খাওয়া**—টিফিন করা, নাশ্‌তা পাওয়া। **জলখাবার**—টিফিন নাশ্‌তা ; মিষ্টান্ন। **জলগণ্ড,-গুণ্ড**—জলা-ভূমি (জলকুণ্ড বলা হয়)। **জল না গলা**—অত্যন্ত কৃপণতা করা (হাত দিয়ে জল গলে না)। **জল-গালা**—জল বাহির করিয়া ফেলা। **জল-গৃহ,-টুঙ্গি**—জলের মধ্যে নির্মিত উচ্চ গৃহ। **জলজন্ম, জলজীবী**—জেলে। **জল-চর**—জলের জীব। **জলচল**—যাহার হাতের জল উচ্চবর্ণের স্পৃশ্য। **জলচৌকি**—বসিয়া স্নান করিবার যোগ্য ছোট চৌকি বা কাষ্ঠাসন। **জলছড়া**—প্রচুর জলের ছিটা। **জলছত্র**—পথিকদিগকে জল বিতরণের স্থান। **জল-ছবি**—যে ছবি জলদিয়া অন্ত কাগজে উঠানো যায়। **জলজ**—জলজাত পুষ্প। **জলজন্তু**—জলচর জন্তু। **জলজান**—Hydrogen, উদ-জান। **জলজীয়ন্ত,-জ্যান্ত**—জলে জীয়নো মাছের মত সজীব, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার

মত। **জলটল**—জলযোগ। **জলতরঙ্গ**—বাদ্য-বিশেষ। **জলত্রাস**—জলাতঙ্ক রোগ। **জলদস্যু**—জলপথের দস্যু। **জলদুর্গ**—যে দুর্গের চারিদিকে জল। **জল দেওয়া**—চিতায় জল ঢালা; তর্পণ করা; গাছে জল দেওয়া; মরণকালে মুখে গঙ্গাজল দেওয়া। **জল দোষ**—উদরী; কুরণ্ড। **জলদ্রোণী**—সেঁউতি। **জলনকুল, জল-বিড়াল**—ভোঁদড়। **জল-নির্গমনী**—জল বাহির হইয়া যাইবার নালা বা নর্দমা। **জলনীলী**—শৈবাল। **জলপড়া বা পানি-পড়া**—মন্ত্রপূত জল। **জলপথ**—জলযানের পথ। **জলপাত্র**—কলসী, ঘটি, গেলাস প্রভৃতি। **জলপান**—মুড়ি, মুড়কি প্রভৃতি; জলযোগ। **জলপানি**—ছাত্রবৃত্তি, scholarship। **জলপ্রপাত**—জলস্রোতের উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পতন। **জল-বাতাস, জল-হাওয়া**—জলবায়ু, কোন অঞ্চলের স্বাস্থ্যের অবস্থা, climate। **জলবাহক**—ভারী। **জল বিছাটি,-বিছাতি,-বিছুটি**—ইহা গায়ে লাগিলে অতিশয় চুল্‌কায়, পূর্বকালে গুরুমহাশয়রা ছাত্র-শাসনে ব্যবহার করিতেন। **জলবিম্ব**—জলবুদ্‌বুদ্। **জলভাঙ্গা**—ভিতর হইতে জল বাহির হইয়া আসা; জলকাদা ভাঙ্গিয়া চলা। **জলমরা**—উত্তাপে জল শুকানো। **জলযন্ত্র**—ফোঁয়ারা; জল তুলিবার কল; জলঘড়ি; পিচকারি। **জলযান**—নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি। **জলযোগ**—(প্রাতে অথবা অপরাহ্নে) সামান্য আহার্য গ্রহণ। **জল-শূকর**—কুম্ভীর। **জলশৌচ**—মলত্যাগের পর জলদ্বারা অঙ্গ প্রক্ষালন। **জলসই**—জলে ডুবাইয়া দেওয়া। **জলসেক**—জল ছিটানো; গরম জলে ফ্লানেলাদি ভিজাইয়া নিংড়াইয়া ফেলিয়া উত্তাপ দান। **জলস্তম্ভ**—স্তম্ভাকারে জলের নদী বা সমুদ্র হইতে উত্থান অথবা তাহাতে পতন। **জল হওয়া**—বৃষ্টি হওয়া, ক্রোধ প্রশমিত হওয়া; সহজবোধ্য হওয়া। **জলহাস**—সমুদ্র-ফেন। **জল খরচ করা**—শৌচ করা। **জল গড়ানো**—কলসী কাত করিয়া জল ঢালা। **জল গ্রহণ না করা**—অনাচরণীয় জ্ঞান করা; কোন সম্পর্ক না রাখিবার প্রতিজ্ঞা করা। **জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ**—উভয়সঙ্কট। **জলে জল বাধে**—যাহার আছে তাহারই আরও বেশি লাভ হয়। **জলে ফেলা**—বৃথা ব্যয় করা; কন্যাকে অপাত্রে দান। **জলের দাম**—অত্যন্ত সস্তা। **ডুবে ডুবে জল খাওয়া**—লুকাইয়া কিছু করা; গোপনে অন্যায় কার্য করা। **সাত ঘাটের জল খাওয়ানো**—হয়রানি করা, নাকাল করা। **জলাঞ্জলি দেওয়া**—তর্পণ করা; বিসর্জন দেওয়া।

জলই, জলুই—দুমুখো সরু লোহার পাত-পেরেক, নৌকার তক্তাদি জোড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

জলজল—জ্বলজ্বল দ্রঃ। **জলজলে**—জল পোরা থাকিলে পাত্‌লা জিনিষ যেমন উজ্জ্বল দেখায় (পেটের চামড়া জলজলে—রোগ হেতু)।

জলজিহ্ব—কুমীর।

জলদ—(জল—দা+অ) মেঘ, বারিদ। **জলদ-কাল, জলদাগম**—বর্ষাঋতু, বৃষ্টির সময়। **জলদক্ষয়**—শরৎকাল। **জলদজাল**—জলদমালা। **জলদোদয়**—মেঘোদয়, বর্ষাকাল।

জলদাঁড়া—ঢোঁড়া সাপ।

জলদ্—(ফা. জল্‌দ্) দ্রুত, ত্বরিত। **জলদি**—

জলধর—মেঘ, সমুদ্র **জলধর-পটল**—মেঘমালা।

জলধি—সমুদ্র, শতলক্ষ কোটি সংখ্যা। **জলধি-কুমারী,-জা,-তনয়া**—লক্ষ্মী। **জলধিগা**—নদী। **জলধিজ**—চন্দ্র। **জলধি-রসনা**—জলধি মেখলা যাহার, পৃথিবী।

জলনর—উপরের দিকে মানুষের মত, নীচের দিকে মাছের মত, এরূপ জল-নিবাসী মানুষ, Merman।

জলপাই—বৃক্ষ-বিশেষ ও তাহার ফল।

জলবাস—গামছা।

জলযুদ্ধ—সমুদ্রে যুদ্ধ-জাহাজাদির পরস্পরকে আক্রমণ।

জলসার—মন্ত্র পড়িয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির মাথায় ও শরীরে প্রচুর জল ঢালিয়া চিকিৎসা।

জলসা—(আ. জল্‌সা) গান, নাচ প্রভৃতির বৈঠক; বৈঠক।

জলা—যেখানে জল জমিয়া থাকে; বিল,

marshy land। **জলাতঙ্ক**—খ্যাপা কুকুরের কামড়ের ফলে এই রোগ হয়, hydrophobia, জল দেখিলেই রোগী আতঙ্কগ্রস্ত হয়। **জলাত্যয়**—জলদক্ষয়, শরৎকাল। **জলাধার**—জলপাত্র, তড়াগ, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি। **জলাধিপ, জলাধিপতি**—সমুদ্র; বরুণ। **জলাবতার**—ঘাট। **জলাবর্ত**—আবর্ত, পাক, whirlpool। **জলারণ্য**—যেখানে কেবল জল, সমুদ্র। **জলার্ক**—জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য। **জলার্দ্র**—যাহা জলে ভিজিয়া গিয়াছে, জলসিক্ত। **জলালুকা, জলিকা, জলুলুকা, জলুলূকা**—জোঁক। **জলাশয়**—পুষ্করিণী, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি।

জলুই—জলই দ্রঃ।

জলুকা, জলূকা—জোঁক।

জলুস, জৌলুস, জৌলস—(আ. জুলুস) রাজ্যাভিষেক সম্পর্কিত জাঁকজমক, আলোকসজ্জা, শোভাযাত্রা।

জলচর—জলচর হাঁস প্রভৃতি পাখী। **জলেন্ধন**—বাড়বাগ্নি, submarine fire। **জলেবাহ**—ডুবারি।

জলেশয়—বিষ্ণু, মৎস্য। **জলেশ, জলেশ্বর**—বরুণ, সমুদ্র। **জলো, জলুয়া**—জলমিশ্রিত, পান্‌সে। **জলোকা, জলৌকা**—জোঁক। **জলোচ্ছ্বাস**—সহসা জলের বৃদ্ধি; জোয়ার। **জলোদর,-রী**—উদরী, dropsy। **জলোদ্ভব**—জল যাহা হইতে উৎপন্ন, অগ্নি।

জলোরগী, জলৌকা—জল ওকস, অর্থাৎ বাসস্থান যার, জোঁক (কি দিব, কচ্ছপ, তুলা, শশা হেন মশাগুলা জলৌকা কুঞ্জর শুণ্ডাকার —কবিকঙ্কণ)।

জল্পনা—গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনা, বৃথা বাক্যব্যয়; স্বমত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাগ্‌বিস্তার। **জল্পক**—বাচাল। **জল্পিত**—প্রস্তাবিত, কথিত।

জল্লাদ—(আরবী) অপরাধীর শিরশ্ছেদকারী; নির্মম।

জশম, জসম—বাহুর গহনা-বিশেষ।

জসদ—দস্তা, zinc।

জহৎস্বার্থা—লক্ষণা-বিশেষ, ইহাতে মুখ্য অর্থ পরিত্যক্ত ও লক্ষ্যার্থ গৃহীত হয় (বিলাসী ফ্রান্স=বিলাসী ফ্রান্সবাসী)।

জহর—(ফা. যহর্) বিষ; বিষের মত অতিশয় তিক্ত বা অপ্রিয় (তার কথা আমার জন্য জহর হয়ে গেছে)। **জহরব্রত**—বিপন্ন অবস্থায় রাজপুত রমণীদের অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জন রূপ ব্রত। **জহর-আলুদা**—বিষদিগ্ধ।

জহরৎ—(আ. জবাহির) বহুমূল্য প্রস্তর-সমূহ, হীরা, পান্না, চুনি ইত্যাদি, jewels (জরি-জহরৎ)। **জহুরি,-রী**—জওহরি, মণিমুক্তাদির ব্যবসায়ী; যে মণিমুক্তার দোষগুণ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ; সমজদার।

জহ্নু—পৌরাণিক রাজর্ষি-বিশেষ, ভগীরথ আনীত গঙ্গা-প্রবাহে ইঁহার যজ্ঞস্থল প্লাবিত হইলে ইনি গঙ্গাপ্রবাহ পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন, পরে দেবগণের ও ভগীরথের প্রার্থনায় গঙ্গাধারাকে কর্ণপথে, মতান্তরে উরু ভেদ করিয়া, বাহির করিয়া দেন; সেজন্য গঙ্গাকে জহ্নুকন্যা বা জাহ্নবী বলা হয়. **জহ্নু-তনয়া,-সুতা**—জাহ্নবী।

জা—(সং. যাত) স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী (পূর্ববঙ্গে, জাও, জাল)।

জা—তদ্বংশোদ্ভূত (ঘোষজা, বসুজা, অর্থাৎ ঘোষ, বসু অথবা দত্ত মহাশয়)।

জাউ—(সং যবাগূ) প্রচুর জল দিয়া খুব নরম করিয়া রান্না করা খুদ বা চালের ভাত, পল্লীগ্রামে লবণ, গুড় বা কলা দিয়া খাওয়া হয়; দৃঢ়তাহীন (জাউ-নড়া—যাহা জাউয়ের মত অদৃঢ়)।

জাওনা—জাবনা; নালা, জল বাহির হইয়া যাইবার পথ।

জাওয়ানো—জীয়নো, মাছ জিয়াইয়া রাখা; ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা।

জাওয়ালি—(প্রাদেশিক) গোখুরা সাপের বাচ্চা।

জাওর, জাবর—গিলিতচর্বণ। **জাওর কাটা**—গরু প্রভৃতির গিলিত খাদ্য মুখে আনিয়া পুনরায় চর্বণ; পুরাতন বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা।

জাওলা—যে মাছ জিয়াইয়া রাখা যায়, শোল, শিঙ্গি, মাগুর, কৈ ইত্যাদি।

জাং—উরু।

জাঁক—(জমক দ্রঃ) আড়ম্বর, গর্ব, দম্ভ (জাঁক করা; জাঁক দেখানো)। **জাঁকজমক**—ঐশ্বর্য প্রদর্শন; ঘটা; আড়ম্বর।

জাঁকড়—(হি. জাকড়) 'পছন্দ না হইলে দ্রব্য ফেরৎ দেওয়া হইবে ও মূল্য ফেরৎ পাইবে' এই শর্তে ক্রয়। বিণ. জাকড়ী—যাহা জাঁকড়ে আনা বা রাখা হইয়াছে। **জাঁকড় বহি**—এরূপ ক্রয়ের হিসাব যাহাতে রাখা হয়; হিসাবের পাকা খাতা।

জাঁকড়ানো—জাঁকানো, জাঁতানো, চাপিয়া বা ঠাসিয়া ধরা, চাপা দেওয়া।

জাঁকা—আঁটিয়া ধরা; চাপা। **জাঁকান**—ঠাসাঠাসি, চাপাচাপি (জাঁকানে মরা)।

জাঁকানো—জাঁকজমক করা, আড়ম্বর করা (জাঁকিয়ে বসেছে)। **জেঁকো**—যে জাঁক করে, দম্ভ দেখায়।

জাঁকার—জয়জয়কার, উচ্চ প্রশংসাবাদ।

জাঁকালো—জমকাল, আড়ম্বরপূর্ণ, গুরুগম্ভীর।

জাঁতা—(সং. যন্ত্র) পেষণ করিবার যন্ত্র, ডালভাঙা, গমপেষা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়; ভস্ত্রা বা কামারের চামড়া দিয়া প্রস্তুত জাঁতা। **জাঁতা তাওয়ানো**—কামারের জাঁতা টানিয়া আগুন জমকানো। **জাঁতাভাঙ্গা**—জাঁতার সাহায্যে আটা, ডাল প্রভৃতি প্রস্তুত করা।

জাঁতা—চাপা দেওয়া; পেষণ, পীড়ন (জাঁতিয়া ধরা); টেপা (পা জাঁতা)। **জাঁতা দেওয়া বা জাঁত দেওয়া**—চাপিয়া ধরা, পিষ্ট করা। **জাঁতে পাকা**—ঠাসাঠাসিভাবে রাখার ফলে গরমে পাকা। **জাঁতানো**—ঠাসন, গাদন, প্রচুর পরিমাণে খাওয়া (প্রাদেশিক)।

জাঁতি,-তী—(সং. যন্ত্রী) সুপারী কাটিবার যন্ত্র। **জাঁতি কল**—ইঁদুর চাপিয়া ধরিবার কল-বিশেষ।

জাঁত বাড়ি—তক্তা বাঁকাইবার পদ্ধতি-বিশেষ।

জাঁদরেল—(ইং. general) সেনাপতি, বীর; গম্ভীর ও জেদী প্রকৃতির লোক; জমকাল চেহারার বা ধরণের লোক।

জাঁহাপনা, জাহাঁপনা—(ফা.) পৃথিবীর আশ্রয়স্থল, মুসলমান-সম্রাটের প্রতি সম্বোধন-বাক্য।

জাঁহাবাজ, জাহাঁবাজ—আদৌ দমিবার পাত্র নয়; দুঃসাহসী; দুর্দান্ত; দজ্জাল (জাঁহাবাজ মেয়ে)।

জাকাত—(আ. যকাত) মুসলমান-ধর্মমতে সঞ্চিত বিত্তের অবশ্য দাতব্য অংশ (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)।

জাগ—আম ইত্যাদি পাকিবার জন্য পাতা, খড় প্রভৃতির চাপ। **জাগ দেওয়া, জাগে পাকানো**—পাতা প্রভৃতির চাপ দিয়া তাহার গরমে পাকানো; কৃত্রিম উপায়ে তাড়াতাড়ি কার্যোপযোগী করিতে চেষ্টা করা, সুতরাং তাহা হইতে আশানুরূপ ফল না পাওয়া (গাছ-পাকা আর জাগে-পাকা তো এক জিনিষ নয়)।

জাগ-গান—পল্লীর কৃষক-তরুণদের পৌষ মাসে রাত জাগিয়া গানের উৎসব-বিশেষ।

জাগন্ত—যে জাগিয়া আছে, ঘুমায় নাই (বিপরীত—ঘুমন্ত)।

জাগর—জাগরণ (জাগরক্লান্ত); জাগ্রত, সজাগ।

জাগরণ—(জাগৃ+অনট্) নিদ্রাহীনতা, সজাগ ভাব; রাত্রি জাগিয়া পালাগান আদি। **জাগরণী**—জাগরণ-গান বা ব্রত অনুষ্ঠানাদি। **জাগরিত**—যাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; জাগ্রত, প্রবুদ্ধ।

জাগরূক—যে জাগিয়া আছে, প্রবুদ্ধ, অবহিত (যামিনীর জগরূক দল—রবি); অবিস্মৃত (সে সংকল্প অন্তরে জাগরূক হইয়াছে)। **জাগরী**—জাগরিত, নিদ্রাশূন্য। **জাগর্তি**—জাগ্রত ভাব, সচেতনতা, জাগরণ।

জাগা—বিনিদ্র হওয়া; জাগিয়া উঠা; সচেতন হওয়া (ওঠো, জাগো); জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া; বিস্মৃত না হওয়া (যে অপমান আজও মনে জাগছে); জাগিয়া কাটানো (রাত জাগা); ভাসিয়া থাকা বা উঁচু করিয়া রাখা (পাট গাছের মাথাগুলা জাগিয়া আছে মাত্র); সক্রিয় হওয়া, উদ্রিক্ত হওয়া (মনে খেয়াল জাগ্‌ল; ফাগুন মাসে জাগল পাগল দখিন হাওয়া—রবি)। **জাগানো**—জাগরিত করা, সচেতন করা, প্রাণবন্ত করা (দুখ জাগানিয়া—রবি; দেশকে জাগাও); মন্ত্র প্রয়োগ করা। **পাট জাগ দেওয়া**—পাটগাছ জলে ভিজাইয়া পচানো।

জাগীর—জায়গীর দ্রঃ।

জাগ্রৎ—যে বা যাহা জাগিয়া আছে, সচেতন ও সচেষ্ট (জাগ্রৎ শক্তি)। **জাগ্রদবস্থা**—যখন জাগিয়া আছে; সচেতন অবস্থা।

জাগ্রত—জাগরিত, প্রবুদ্ধ, সচেতন ও সক্রিয় (জাগ্রতচিত্ত ; জাগ্রত দেবতা ; আপনারে রাখে নাই উদ্যত জাগ্রত—রবি)।

জাঙ, জাঙ্গ—(সং. জঙ্ঘা) উরু, জঙ্ঘা।

জাঙাল, জাঙ্গাল—(সং. জঙ্গাল) বাঁধ, dam (জাঙ্গাল-ভাঙা স্রোত); সেতু; উচ্চ চওড়া পথ।

জাঙিয়া, জাঙ্গিয়া—জাং পর্যন্ত পৌঁছে এমন অন্তর্বাস (পায়জামা, প্যাণ্ট, ধুতি ইত্যাদির নীচে পরা হয়); ছোট ছেলেমেয়েদের খাটো পায়জামা।

জাঙ্গড়া—দীর্ঘজঙ্ঘ সৈনিক; অশ্বারোহী (প্রাদেশিক)।

জাঙ্গল—জঙ্গল বিষয়ক বা জঙ্গলস্থিত; আরণ্য, অসভ্য, জঙ্গলপূর্ণ।

জাঙ্গলি,-লিক—যে জঙ্গল হইতে সাপ ধরে, বিষ-বৈদ্য; অরণ্যবাসী।

জাঙ্গী—কৃষ্ণবর্ণ হরিতকী-বিশেষ।

ল—বিষ। **জাঙ্গুলী**—বিষ-বিষয়ক বিদ্যা।

ক—বিষবৈদ্য।

জাঙ্ঘিক—অশ্ব প্রভৃতির জঙ্ঘা। **জাঙ্ঘিক**—পত্রবাহক; উষ্ট্র।

জাচা, জাঁচা—যাচা দ্রঃ।

জাজিম—(হি. জাজ্‌ম্), কার্পেটের উপরে বিছাইবার মোটা, সাধারণতঃ নক্সাদার, আস্তরণ।

জাজ্বল্যমান—যাহা দীপ্তি পাইতেছে, দেদীপ্যমান, সুপ্রকট, অতিশয় স্পষ্ট (গ্রাম্য ভাষায় জাজ্বলিমান)।

জাট, জাঠ—পাঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের হিন্দু জাতি-বিশেষ।

জাটতুতা, জেটতুত—জ্যেষ্ঠতাতের সন্তান।

জাটি—(সং. যষ্টি) খুঁটি, কলুর ঘানি, গাছের মধ্যস্থিত খাড়া কাষ্ঠখণ্ড (সাধারণতঃ জাট বা জাঠ বলে)।

জাঠর—জঠরস্থিত বা জঠর সম্পর্কিত, জঠরাগ্নি; পুত্র।

জাঠা—লৌহযষ্টির মত অস্ত্র-বিশেষ। **জাঠি**—ছোট জাঠা।

জাড়—(সং. জাড্য; হি. জাড়া) শীত, ঠাণ্ডা (বড় জাড় পড়েছে)। **জাড় কাঁটা**—শীত ভোগের জন্য গায়ে যে কাঁটার মত উদ্ভেদ জন্মে।

জাড়োয়া, জাড়াও—শীত নিবারক বস্ত্র, গরম কাপড়।

জাড়ি,-ড়ী—জ্বর শব্দের সহচর (জ্বর-জাড়ি); জড়ভাব, অসার ভাব; জড়ি।

জাড্য—জড়তা, আলস্য, নির্জীব ভাব, বুদ্ধির জড়তা, অঙ্গের শিথিলতা-বোধ।

জাত—(জন্‌+ক্ত) সঞ্জাত, উৎপন্ন, উদ্ভূত। (সৎ কুলজাত); ভূমিষ্ঠ (নবজাত); আসল, খাঁটি (জাত সাপ, জাত বোষ্টম); জাতি, বর্ণ (জাত যাওয়া); প্রকার (কয়েক জাতের আখ)। **জাতকর্ম**—নবজাত শিশুর সংস্কার-কর্ম। **জাতক্রোধ**—জন্মাবধি বিদ্বেষ; দীর্ঘ কাল ধরিয়া কুপিত বা ক্রুদ্ধ। **জাতক্লম**—ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত (বিপরীত—গতক্লম)। **জাতচক্ষু,-নেত্র**—যাহার চোখ ফুটিয়াছে। **জাতজন্ম**—জাতি ও কুল। **জাতপক্ষ**—যাহার পাখা উঠিয়াছে। **জাত-পত্র**—জন্ম-পত্রিকা। **জাত বেহারা**—বেহারাগিরি যাহাদের জাতিগত পেশা। **জাত ব্যবহার**—বয়ঃপ্রাপ্ত, সাবালক। **জাতভাই**—স্বজাতি। **জাতশত্রু**—যাহার অনেক শত্রু হইয়াছে। **জাতসাপ**—গোখরা, বিষধর সাপ। **জাত খাওয়া,-মারা**—স্বজাতির কাছে হেয় করা, জাতিচ্যুত করা। **জাত হারানো**—জাতিচ্যুত হওয়া। **জাতাজাত**—স্ববর্ণাজাত ও অসবর্ণাজাত, বৈধ ভাবে জাত অথবা অবৈধ ভাবে জাত। **জাত দেওয়া**—অন্য জাতির বা ধর্মের কন্যা বা পাত্র বিবাহ করা, ধর্মান্তরিত হওয়া। **জাতে উঠা**—স্বজাতীয়গণ কর্তৃক আচরণীয় বিবেচিত হওয়া, সমাজে চলা। **জাত হারিণী**—সদ্যোজাত শিশু-ঘাতিনী রাক্ষসী-বিশেষ বা ডাইনী।

জাত—(সং যাত্রা) পূজা-উৎসব (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

জাত—(আ. জা'ত) সমূহ (মেওয়াজাত, দ্রব্য-জাত)।

জাত—(আ. যাদ) সঞ্চিত, রক্ষিত (গুদাম-জাত, গোলাজাত)।

জাতক—যে জন্মিয়াছে (নবজাতক), জন্ম-পত্রিকা; বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মাবলীর বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ-বিশেষ; জাতকর্ম।

জাতমাত্র—সদ্যোজাত।

জাতাপত্যা—যে নারীর সন্তান জন্মিয়াছে।

জাতাশৌচ—সন্তানের জন্মগ্রহণ হেতু অশৌচ (বিপরীত—মরণাশৌচ)।

জাতি, জাতী—পুষ্প-বিশেষ, চামেলী; জায়ফল ও তাহার গাছ। জাতীপত্রী—জয়িত্রী।

জাতি—জন্মগত শ্রেণী-বিভাগ (মনুষ্যজাতি, ব্যাঘ্রজাতি স্ত্রীজাতি); ধর্মগত শ্রেণী-বিভাগ (মুসলমান জাতি, ইহুদি জাতি, হিন্দু জাতি); দেশ ও রাষ্ট্রগত শ্রেণী-বিভাগ (ইংরেজ জাতি (বাঙ্গালী জাতি, জার্মাণ জাতি); ব্যবসায় ও আচারগত শ্রেণী-বিভাগ (কামার, কুমোর, সোনার জাতি); বংশগত বিভাগ (ব্রাহ্মণ, শূদ্র, আর্য, সেমীয় জাতি); সঙ্গীতের শ্রেণী-বিভাগ; ছন্দ-বিশেষ; সতীত্ব (জাতি নাশ)। **জাতি-কুল**—জাতজন্ম। **জাতিকোশ**—জাতিফল। **জাতি খোয়ানো**—জাতিভ্রষ্ট হওয়া। **জাতিচ্যুত**—জাতিভ্রষ্ট। **জাতিপাত**—জাত যাওয়া। **জাতিবর্ণনির্বিশেষে**—সকল শ্রেণীর লোক। **জাতিবিদ্বেষ**—সমগ্র জাতির প্রতি ঘৃণা। **জাতিবৈর**—প্রাকৃতিক শত্রু-ভাব (অহিনকুল)। **জাতি বৈষ্ণব**—জাত বোষ্টম, যাহারা মূল জাতি ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব জাতি আখ্যা লাভ করিয়াছে (অবজ্ঞার্থক)। **জাতিভেদ**—বর্ণে বর্ণে আচারগত পার্থক্য ও বিবাহ-সম্পর্ক-রাহিত্য। **জাতি-সঙ্ঘ**—বিভিন্ন রাজনৈতিক জাতির সহযোগে গঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। **জাতিস্মর**—পূর্বজন্মের কথা যিনি স্মরণ করিতে পারেন।

জাতীয়—জাতিগত; জাতি সম্পর্কিত; শ্রেণী, গোত্র, দেশ, রাষ্ট্র ইত্যাদি বিষয়ক; tribal, racial, national।

জাতীশ্বর—ব্রাহ্মণ।

জাতুষ—জতুদ্বারা নির্মিত।

জাতেষ্টি—জাতকর্ম।

জাত্য—উৎকৃষ্ট জাতি সম্ভূত, কুলীন, শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, সমকোণ চতুর্ভুজ। **জাত্যংশে**—জাতি বিষয়ে বা হিসাবে। **জাত্যন্ধ**—জন্মান্ধ। **জাত্যভিমান**—উচ্চ বর্ণে বা কুলে জন্ম বলিয়া অহংকার; কৌলীন্যের গর্ব। বিণ. জাত্যভিমানী।

জাদ—ফিতা, যাহার দ্বারা চুল বাঁধা হয়।

জাদ,-দা—(ফা. যাদ) জাত, পুত্র (নবাবজাদা; সেলাম কর বাদশাজাদে—রবি)। **হারাম-জাদা**—বিজন্মা (গালি); স্ত্রী. হারামজাদী।

জাদু—(সং. জাত) বাছা, তাত। **জাদুমণি**—বাছাধন (জাদু, জাদুমণি, বিদ্রূপেও ব্যবহৃত হয়—ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি জাদু)।

জাদু—(ফা. জাদু) জাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি। **জাদুকর**—(ফা. জাদুগর) যে জাদু করিতে জানে, ভেল্কিবাজ, magician। স্ত্রী. জাদুকরী। **জাদুবিদ্যা**—জাদুগিরি, তুকতাক বিষয়ক জ্ঞান, কুহক, magic। **জাদুঘর**—যেখানে নানা অদ্ভুত ও কৌতূহলজনক বস্তু রহিয়াছে, আজবখানা, museum।

জান—(সং. জ্ঞান) যে জানে, অভিজ্ঞ (রসজান—রসজ্ঞ; সর্বজান—সর্বজ্ঞ)। **জানবিৎ**—জানা, পরিচিত।

জান—(ফা. জান—প্রাণ) প্রাণ (জান মাল—জীবন ও ধনসম্পত্তি; জানের ভয়); রাগ রাগিনীর প্রধান স্বর। **জানের টুক্‌রা**—প্রাণপ্রতিম, অতিশয় প্রিয়। **জানবাচ্চা**—স্ত্রীপুত্র সব (জানবাচ্চার গর্দান নেওয়া হবে—জনবাচ্চাও বলা হয়)।

জান—যে জানে, জ্ঞাত (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। **জানকার**=ওয়াকিফ-হাল; **জান-পহ্‌চান**—জানাশুনা)। **সবজান বা সববজান**—সর্বজ্ঞ (গ্রাম্য—আমি তো আর সর্বজান নই)।

জানকী—জনক-কন্যা, সীতা।

জানত—জ্ঞাতসারে, জানা, পরিজ্ঞাত (আমার জানত এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই)।

জানপদ—জনপদের বাসিন্দা, নাগরিক, জনপদ হইতে আগত (গো মহিষাদি বা কর)।

জনলা, জানালা—(পর্তু. Janella; হি. জাংলা) বাতায়ন, খিড়কি, গবাক্ষ।

জানা—(সং জ্ঞা. হি. জান্‌না) অবগত হওয়া, জ্ঞান রাখা (জানিনা শাস্ত্রের মর্ম); খবর রাখা (সবই জানি, কিন্তু কি করব); বুঝিতে পারা (জানি কষ্ট হবে তোমার, তবু অনুরোধ করছি; না জানি কি মনে করবেন তিনি); উপলব্ধি করা, অনুভব করা ('মরম না জানে ধরম বাখানে'); পরিজ্ঞাত, পূর্বে চিহ্নিত (জানা লোক; জানা কথা)। **জানাজানি**—রাষ্ট্র। **লোক জানাজানি**—দশজনের অবগতি। **জানাশুনা**—পরিচিত; পরিচয়।

জানা—রাজপুত্র (বড় জানা—বড় রাজপুত্র; তমলুক অঞ্চলের ভাষা)।
জানাজা—(আ. জনাযা) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সজ্জিত শব। **জানাজা পড়া**—এরূপ শব সম্মুখে রাখিয়া সমবেত প্রার্থনা করা।
জানান, জানানো—পরিজ্ঞাত করানো; সংবাদ প্রেরণ (পুলিশে জানানো হয়েছে); টের পাওয়ানো (জানান দেওয়া); সতর্ক করা (আগে থাকতে জানিয়ে রাখছি, ওদিকে পা বাড়িয়ো না); নিবেদন করা (মিনতি জানানো; হৃদয়-বেদনা জানাব কারে)। **জানান দেওয়া**—টের পাওয়ানো, অস্তিত্ব প্রমাণ করা; মাথা তোলা।
জানানা—(ফা যনানা) স্ত্রীলোক (জানানা মহল; জানানা সোয়ারি)। জনানা দ্রঃ।
জানি—চিনি: অবগত হচ্ছি (ওকে ভাল করেই জানি)। **জানি না**—আমার দায়িত্ব নাই, আমার বিবেচনার বিষয় নয় (পড়ে গেলে আমি জানি না)। **কি জানি**—অপরিজ্ঞাত; অভাবিত (কি জানি কেন এল না)।
জানিত—পরিচিত, যাহার সহিত জানাশুনা আছে (আমার জানিত লোক)।
জানী—(ফা. জানী) প্রিয়, প্রিয়তমা। **জানী দুশমন**—হত্যা করিতে পারে এমন শত্রু।
জানু—(যাহা হইতে গতি জন্মে) হাঁটু। **জানু-গতি, জানুচঙ্ক্রমণ**—হামাগুড়ি দেওয়া। **জানুমাত্র**—হাঁটু পর্যন্ত, জানুপ্রমাণ। **জানু-ফলক,-মণ্ডল**—হাঁটুর মালুই। **জানুসন্ধি**—হাঁটুর জোড়া।
জানুয়ারী—(ইং January) খৃষ্টীয় বৎসরের প্রথম মাস।
জানোয়ার—(ফা. জানৱর) পশু; জীব; কাণ্ডজ্ঞানহীন, মনুষ্যত্বহীন (গালি)।
জান্তা—যে জানে; সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে (সবজান্তা—ব্যঙ্গে)।
জান্নাত—(আ.) উদ্যান; স্বর্গোদ্যান। **জান্নাত-বাসী**—স্বর্গবাসী, পরলোকগত।
জাপ—জপমন্ত্র। **জাপক**—জপকারী। **জাপ্য**—জপ করিবার মন্ত্র।
জাপটানো—(আ. দ'ব্‌ত্‌) দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরা বা কষিয়া ধরা (ধরি বাসুকির ফণা জাপটি—নজরুল ইসলাম)। **জপটা-জাপটি**—পরস্পরকে জাপটাইয়া ধরা, জড়া-জড়ি করা।
জাপান—(সূর্যোদয়ের দেশ) সুপরিচিত প্রাচ্য দেশ। **জাপশিল্প**—জাপানের শিল্প।
জাফরান—(আ. যা'ফরান) কুঙ্কুম, saffron। বিণ জাফরানী।
জাফরি—চটা বা বাখারি প্রভৃতি দিয়া বোনা চৌকোণা ছিদ্রযুক্ত বেড়া বা ঝাঁপ।
জাব, জাবনা—(সং. যবস—ঘাস-বিশেষ) বিচালি, ভুষি, খৈল ও প্রচুর জল দিয়া প্রস্তুত গরু মহিষাদির খাদ্য; প্রচুর জলে সিক্ত (কাঁথা-খানা ভিজে জাব হয়ে গেছে)।
জাব্‌ড়া—স্থূল ও অগোছাল বা অপরিপাটি; জবড়জঙ্গ (জাব্‌ড়া লেখা)।
জাব্‌ড়ানো—স্থূল বা চওড়া কিছু জলে ডুবানো (পুকুরের জলে শরীর জাব্‌ড়ানো); জুব্‌ড়ানো দ্রঃ। **জাব্‌ড়ে বসা**—মাটির উপরে সমস্ত দেহের ভার রাখিয়া বসা।
জাবর—জাওর দ্রঃ।
জাবেদা, জাবিতা, জাবেতা, জাব্দা—(আ. দ'াবিতাহ্‌—আইন, বিধি, ফর্দ; ফা. জাবিদান—চিরস্থায়ী) আইন, বিধান, কর্ম-ধারা, ফর্দ। **জাবেদা আপীল**—আইন-সম্মত আপীল বা পুনর্বিচার। **জাবেদা নকল**—রীতিসম্মত, অর্থাৎ আদালতের স্বাক্ষর বা মোহর-যুক্ত নকল। **জাবেদা খাতা বা জাব্দা খাতা**—স্থায়ী খাতা, যে মোটা খাতায় প্রতিদিনের হিসাব লেখা হয়।
জাম—(সং. জম্বু) সুপরিচিত গাছ ও ফল; মিঠাই-বিশেষ। **জামবাটি**—(ফা. জাম—পেয়ালা) কাঁসার বড় বাটি।
জামদগ্নেয়, জামদগ্ন্য—পরশুরাম।
জামদানি—(ফা. জামদানি) তাঁতের ফুল-তোলা মিহি জমির কাপড় (জামদানি শাড়ী)।
জামরুল—সুপরিচিত ফল।
জামা—(ফা.) অঙ্গাবরণ, সার্ট, পাঞ্জাবী ইত্যাদি। **জামাজোড়া**—জামা ও তাহার উপর শালের জোড়া; জমকালো পরিচ্ছদ।
জামাই—(সং. জামাতৃ) জামাতা, কন্যার পতি। **জামাই-আদর**—উৎকৃষ্ট ও প্রচুর ভোজ্যাদি দিয়া সমাদর। **জামাই বরণ**—বিবাহকালের আচার বিশেষ। **জামাই-ষষ্ঠী**

—জ্যৈষ্ঠ মাসের তিথি-বিশেষ। **ঘরজামাই**—যে জামাই শ্বশুরগৃহে স্থায়ীভাবে বাস করে ও শ্বশুরের উপর নির্ভরশীল।

জামাতা—জামাই।

জামানত—জমানত দ্রঃ।

জামাল—(আ.) সৌন্দর্য, সুষমা (কার রওশন এমন জামাল—নজরুল ইসলাম)।

জামি,-মী—ভগ্নী, দুহিতা, পুত্রবধূ প্রভৃতি কুলস্ত্রী। **জামেয়**—ভাগিনেয়।

জামিত্র—(জ্যোতিষ) লগ্নের সপ্তম স্থান। **জামিত্রবেধ**—গ্রহের অবস্থিতি-বিশেষ, এই যোগে বিবাহাদি নিষিদ্ধ।

জামিন—(আ. দ'মিন) প্রতিভূ; যে বা যাহা জিম্মা থাকে, bail, security (জামিন হওয়া; জামিনে খালাস)। **জামিনদার**—জামিন। **জামিননামা**—যে পত্রে জামিন হওয়ার বা দেওয়ার শর্তাদি লেখা থাকে, মুচল্কা। **জামিনি**—জামিন হওয়ার ব্যাপার (মাল জামিনি—মালের জন্য জামিন দেওয়া বা হওয়া)।

জামিয়ার—(ফা. জামাহ্‌বার) ফুল-তোলা খুব মূল্যবান্ কাশ্মিরী শাল।

জামির,-মীর—(সং. জম্বীর) নেবু-বিশেষ, আকারে বড় ও অতিশয় অম্ল।

জামুড়া, জামড়া, জামড়ো—হাত ও পায়ের তলার কড়া; দরকচড়া (জামড়ো পড়া)।

জাম্বীর—জম্বীর, জামীর; জম্বীর সম্বন্ধীয়।

জাম্বু—জাম।

জাম্বুবান—রামায়ণ-বর্ণিত কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী।

জায়—(ফা. জায়) ফর্দ, তালিকা (বিবাহের খরচের জায়)। **জায়বাকী অথবা বাকীজায়**—যে টাকা পাওয়ার বাকী আছে, তাহার ফর্দ। **জায়-বেজায়**—যাহা বলা যায় এবং যাহা বলা যায় না (জায়-বেজায় করে গালি দেওয়া)।

জায়গা—(ফা. জায়+গাহ্) স্থান, অঞ্চল, অবস্থা, সুযোগ (জায়গা বুঝে কথা বলতে হয়); জমি, ভূসম্পত্তি (জায়গা-জমির মালিক); স্থান, স্থল (অন্য জায়গা দেখ; তার জায়গায় লোক নেওয়া হয়েছে); পাত্র (চালগুলি রাখবার একটা জায়গা চাই)।

জায়গীর—(ফা. জাগীর) যুদ্ধে অথবা রাজকার্যে যোগ্যতার জন্য বাদশাহ্ কর্তৃক দত্ত নিষ্কর জমি; বিনা খরচে কোন পরিবারে খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা (পরের বাড়ীতে জায়গীর থেকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল)। **জায়গীরদার**—যাহাকে জায়গীর দেওয়া হইয়াছে। বি. জায়গীরদারি।

জায়দাদ—(ফা) ভূসম্পত্তি।

জায়নামাজ—যে দরমা বা আসন পাতিয়া নামাজ পড়া হয়।

জায়ফল—(সং. জাতিফল) জাতিফল, nutmeg.

জায়-বেজায়—(ফা. জা-বেজা) যাহা বলা যায় এবং যাহা বলা যায় না, সবই; অপমানকর অথবা অন্যায় গালাগালি (জায়-বেজায় বলা)।

জায়মান—যে বা যাহা জন্মিতেছে বা উৎপাদিত হইতেছে।

জায়া—(যাহাতে মনুষ্য অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করে) পত্নী, ভার্যা। **জায়াজীব, জায়ানুজীবী**—যে জায়ার উপার্জনের দ্বারা প্রতিপালিত হয়, নট। **জায়াপতি**—দম্পতি।

জায়ু—ঔষধ। **জায়ুজ ব্যাধি**—কোন কোন ঔষধ দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে যে ব্যাধি জন্মে, drug disease।

জায়েজ—(হি.) বৈধ, সঙ্গত; বিপরীত—নাজায়েজ [শুদ্ধ নাজায়েজ]।

জার—(যে দাম্পত্য সম্বন্ধ জীর্ণ করে) উপপতি। **জারজ**—উপপতি-জাত পুত্র।

জারক—যাহা পরিপাকের কাজে সাহায্য করে, হজমী (জারক নেবু)। **জারণ**—জীর্ণ করা: ধাতু শোধন করা (লৌহ জারণ, স্বর্ণ জারণ)। বিণ. জারিত—জীর্ণ, শোধিত।

জারি,-রী—(আ. জারী) সক্রিয়, চলন্ত, কার্যকর (ডিক্রী জারি; আইন জারি করা); রাষ্ট্র, জাহির (পরের দোষ জারী করে এমন কি লাভ তোমার হবে?)। **জারিজুরি**—স্পর্ধা, প্রভাব প্রতিপত্তি, বাহাদুরি (জারিজুরি খাটবে না)।

জারি—(ফা. যারী) মহরম উপলক্ষে বাংলা শোক-গাথা (জারি গান—ইমাম হোসেন ও তাঁহার পরিবারের অনেকের শহীদ হওয়া সম্পর্কে করুণ গীতি)।

জাড়ুল—সুপরিচিত বৃক্ষ ও তাহার কাষ্ঠ।

জারেজার, জারজার—(ফা যারযার) দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জন ও কাতরতা প্রকাশ সম্বন্ধে বলা হয়; পূর্ববঙ্গে প্রচলিত (কাইন্দা জারেজার)।

জাল—(যাহা আচ্ছাদন করে) মাছ পক্ষী, কিংবা পশু প্রভৃতি ধরিবার সুতা বা দড়ি দিয়া তৈরী অথবা তার দিয়া বোনা ফাঁদ (জাল টানা, জাল পাতা); ফ্যাসাদ, হাঙ্গামা (নানা জালে জড়িয়ে পড়েছি); গবাক্ষ; সমূহ (জলদ-জাল); মাকড়সার জাল; ছানী; কৃত্রিম (জাল টাকা); বেণী বন্ধনের উপকরণ-বিশেষ (খোঁপার জাল)। **জালজীবী**—জেলে। **জালপাদ**—হাঁস প্রভৃতি পাখী, যাহাদের পায়ের আঙুল চামড়া দিয়া পরস্পরের সহিত যুক্ত। **জালবাজ**—জাল করিতে দক্ষ, প্রতারক। **জাল গুটানো**—কর্ম শেষ করা ও কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করা। **জাল-ছেঁড়া পলো-ভাঙ্গা**—যাহাকে নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিতর আনা প্রায় অসম্ভব; সংসারে যে নানা ঘা খাইয়া ডাঁটো হইয়া উঠিয়াছে। **জালতি**—ফলের গাছ ঢাকিয়া দিবার জাল, আঁকশীর সঙ্গে বাঁধা ছোট জাল, পশুর মুখ ঢাকিবার জাল। **জালসাজ**—জালিয়াৎ।

জাল—কিরণ (রবিজাল); জা।

জালান—জ্বালিত করা; উত্যক্ত করা; কষ্ট দেওয়া; মর্মপীড়িত করা (হাড় জালিয়ে খেলে, আর জালাস্‌নে রে কোকিল)।

জালা—(সং. অলিঞ্জর) মাটির বৃহৎ জলাধার, ইহা সাধারণতঃ পেটের দিকে চওড়া।

জালা—(প্রাদেশিক) অঙ্কুর, ধান ইত্যাদির চারা। **জালানো**—অঙ্কুরিত হওয়া।

জালাক্ষ—গবাক্ষ।

জালি—ফলের কচি অবস্থা; কচি (কুমড়ার জালি অথবা জালি কুমড়া; জালি কুমড়া ছিঁড়ে কেন করলি কুলের খোঁটা—জসীমুদ্দিন)।

জালিক—জেলে; জালিয়াৎ, ব্যাধ। **জালি-কা**—মুখে জালের আবরণ। **জালিনী**—আলো প্রবেশের জন্য জালযুক্ত চিত্রশালা।

জালিবোট—(ইং Jolly-boat) জাহাজাদির সঙ্গে যে ছোট নৌকা বাঁধা থাকে।

জালিম, জালেম—(আ. যা'লিম) অত্যাচারী, উৎপীড়ক; জুলুমবাজ (মজলুম—অত্যাচারিত)।

জালিয়া, জেলে—(সং. জালিক) জালজীবী। স্ত্রী. জেলেনী। **জেলেডিঙ্গি**—মাছ ধরার ছোট নৌকা; জালিবোট।

জালিয়াৎ—(আ. জা'ল—কৃত্রিম; সং. জাল-বৎ—প্রবঞ্চক) যে দলিলাদি জাল করে, ধোঁকা-বাজ। বি. জালিয়াতি।

জাল্ম—ইতর, অপরিণামদর্শী, দুরাত্মা, ক্রূর।

জাশু,-সু—(আ. জাসুস—গোয়েন্দা) গুপ্তচর, ধড়ীবাজ, চাঁই (শয়তানের জাশু)।

জাস্তি—(হি.) বেশি, প্রচুর (বিপরীত-থোড়া)।

জাহাঁপনা—জাঁহাপনা দ্রঃ। **জাহাঁবাজ**—জাঁহাবাজ দ্রঃ।

জাহাজ—(আ. জহায) অর্ণবযান; ষ্টিমার; অতিশয় মন্থর-গতি (চলে না, জাহাজ)। বিণ. জাহাজী—জাহাজে আগত (জাহাজী সুপারি; জাহাজী গোরা)। **আদার বেপারীর জাহাজের খবর**—নগণ্য লোকের উঁচু দরের ব্যাপার সম্বন্ধে অসঙ্গত কৌতূহল সম্পর্কে বলা হয়।

জাহান—(ফা.) জগৎ, বিশ্ব (মুস্লিম জাহান)।

জাহান্নম, জাহান্নাম—(আ.) নরক। **জাহান্নামে যাওয়া**—নষ্ট হওয়া, দুশ্চরিত্র হওয়া, গোল্লায় যাওয়া। **জাহান্নামের পথ**—অধোগতির পথ; ধ্বংসের পথ।

জাহির—(আ যা'হির) প্রকাশিত, প্রকটিত। **জাহির করা**—রাষ্ট করা; প্রদর্শন করা (বিদ্যা জাহির করা)।

জাহ্নবী—গঙ্গা (জহ্নু দ্রঃ)।

জি, জী—জিহ্বা; লোভ। বর্তমানে তেমন প্রচলিত নয়)।

জি—(সং. জীব্—প্রাণ ধারণ করা) জীবন। বাঁচা। জিয়'তে—জীবন্ত থাকা কালে। **জিউ**—বাঁচুক; দীর্ঘজীবী হউক, জীবন (বাবা জিউ)।

জিউলি, জিওল—সুপরিচিত গাছ (সহজে মরে না ও আঠার জন্য বিখ্যাত)।

জিকির, জিগীর—(আ. জি'কর) নাম জপ বা পাঠ (জিকির করা); রব, উচ্চধ্বনি (জিকির ছাড়া)। **জিগীর তোলা**—বিশেষ ধ্বনি করিয়া রাজনৈতিক প্রবণতা ব্যক্ত করা; বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করা।

জিগমিষা—(সনন্ত গম্) গমনের ইচ্ছা। **জিগমিষু**—গমনেচ্ছু।

জিগান—জিজ্ঞাসা করা। (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)। **জিগায়না**—জিজ্ঞাসা করে না, গণ্য করে না, সংবাদ লয় না, পোছে না।

জিঘাংসা—(হন্+সন্+অ+আ) বধ করিবার ইচ্ছা। **জিঘাংসিত**—যাহার প্রাণ বধ করা হইয়াছে। **জিঘাংসু**—বধেচ্ছু; শত্রু।

জিঘৃক্ষা—(গ্রহ্+সন্+অ+আ) গ্রহণ করিবার ইচ্ছা, বশীভূত করিবার ইচ্ছা। **জিঘৃক্ষু**—গ্রহণেচ্ছু, পিপাসু।

জিজিয়া—(আ. জযীয়া) মুস্‌লিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তার জন্য অ-মুসলমানদের নিকট হইতে গৃহীত এক শ্রেণীর কর।

জিজির—জিঞ্জির দ্রঃ।

জিজীবিষা—বাঁচিবার ইচ্ছা। **জিজীবিষু**—বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছুক।

জিজ্ঞাসা—(জ্ঞা+সন্+অ+আ) প্রশ্ন, জানিবার ইচ্ছা, বিশেষ জ্ঞান লাভের ইচ্ছা (ব্রহ্মজিজ্ঞাসা)। **জিজ্ঞাসিত**—যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, পৃষ্ট। **জিজ্ঞাসু**—জানিতে ইচ্ছুক; জ্ঞানেচ্ছু; মোক্ষাভিলাষী। **জিজ্ঞাস্য**—জানিবার বিষয়, বিচার্য। **জিজ্ঞাসাবাদ**—প্রশ্নাদির অবতারণা ও আলাপ।

জিঞ্জির, জিঞ্জীর—(ফা. যন্‌জীর) শৃঙ্খল; গহনা-সংলগ্ন সোনার শিকল।

জিঠি—জেঠী দ্রঃ।

জিৎ—(জি+ক্বিপ্) যে জয়ী হইয়াছে; বাংলায় অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (ইন্দ্রজিৎ, রণজিৎ, বিশ্বজিৎ)।

জিত—(জি+ক্ত) পরাজিত, অভিভূত, নিয়ন্ত্রিত (জিতক্রোধ); জয় (হারজিত); জয়ী (মদনজিত)। **জিতকাশী**—জয়ী, গর্বিত। **জিতক্লম**—যাহার ক্লান্তি দূর হইয়াছে, অক্লান্ত। **জিতাত্মা**—আত্মজয়ী, জিতেন্দ্রিয়। **জিতাক্ষর**—পাঠ বিষয়ে পটু। **জিতামিত্র**—শত্রুজয়ী; রিপুজয়ী; বিষ্ণু। **জিতারি**—শত্রুজয়ী; কামক্রোধাদি রিপু জয়ী; বুদ্ধদেব। **জিতাষ্টমী**—আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, স্ত্রীলোকেরা পুত্র-কামনায় এই তিথিতে জিমূতবাহনের পূজা করে। **জিত্য**—জয় করিবার যোগ্য। **জিত্বর**—জয়শীল।

জিদ, জেদ—(আ. দি'দ্দী—বেয়াড়া) গোঁ; আগ্রহাতিশয্য (জেদ করা, জেদ ধরা)। **জিদি, জিদ্দি**—একগুঁয়ে।

জিন—যিনি তপঃ-প্রভাবে জগৎ জয় করিয়াছেন; অর্হন্, বুদ্ধ, বিষ্ণু। **জিনগৃহ**—বিহার।

জিন—(আ. জিন্) দৈত্য, অপদেবতা (জিনে ধরেছে)।

জিন, জীন—(ফা. যীন) ঘোড়ার পিঠে বসিবার জন্য যে চামড়ার গদি আঁটা হয়; পর্যায়ণ। **জিন-সোয়ারী**—যাহার পিঠে জিন আঁটিয়া চড়া হয়, চড়িবার ঘোড়া।

জিন—(jean) মোটা সুতার ঠাস-বুনানি কাপড়-বিশেষ।

জিনা—পরাজিত করা, উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ হওয়া (কোটি ইন্দু জিনি রূপ)। সাধারণতঃ পদ্যে ব্যবহৃত হয়।

জিনিষ, শ,-স—(আ. জিন্‌স্) বস্তু; ঘর-সংসারের সামগ্রী; বিষয়; ব্যাপার (সেকালের সম্পন্ন গৃহস্থের সমাদর, সে জিনিষই ছিল আলাদা)। **জিনিষপত্র**—নানা ধরণের জিনিষ।

জিন্দা—(ফা. যিন্দা) জীবিত, জাগ্রত (জিন্দা পীর—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অমরবীর্য সাধু পুরুষ)।

জিন্দিগি, জেন্দিগি—(ফা. যিন্দগী) জীবন, আয়ুষ্কাল। **জিন্দিগি ভোর**—সারা জীবন ধরিয়া।

জিব,-ভ—(সং. জিহ্বা)। **জিব কাটা**—লজ্জায় বাহির করা জিহ্বা দাঁতে চাপিয়া ধরা। **জিভ চোখানো**—লোভ করা। **জিভছোলা**—জিহ্বা পরিষ্কার করিবার পিতলের পাত-বিশেষ। **জিভ বাহির হইয়া পড়া**—সাধ্যের অতিরিক্ত শ্রম করা। **আলজিব**—তালুদেশের জিহ্বাকৃতি ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড। **জিবে গজা**—জিহ্বার আকৃতির গজা।

জিব্রা, জেব্রা (zebra)—ঘোড়ার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট, গায়ে ডোরা-কাটা পশু-বিশেষ, ইহারা খুব দৌড়াইতে পারে।

জিমনাষ্টিক—(gymnastic) ব্যায়াম; বিচিত্র দেহসাধ্য কৌশল।

জিম্মা—(আ জি'ম্মা) গচ্ছিত; ন্যাস; তত্ত্বাবধান; **জিম্মাদারি**—ন্যাসরক্ষণ; রক্ষণাবেক্ষণের

দায়িত্ব (গ্রাম্য ভাষায় জেম্মা)। মুস্‌লিম রাষ্ট্রের অ মুসলমান প্রজা, যাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে।

জিয়ন্ত—জীবন্ত, সজীব (জিয়ন্তে মরা—বাঁচিয়া থাকিলেও মৃতের মত)।

জিয়ল—জিওল ; সিঙ্গি মাছ।

জিয়াদা, জেয়াদা—(আ. যিয়াদা) বেশি ; অতিরিক্ত (কানা খোঁড়ার এক রগ জেয়াদা)।

জিয়াপুতী—যে নারী তাহার সব পুত্রই জীবিত রাখিয়া পরলোক গমন করে, জেঁচ পোয়াতী।

জিরজির—(সং. জর্জর) জীর্ণশীর্ণ। **হাড়-জিরজির**—কঙ্কালসার।

জিরন্দাজ—হুঁকার বনাতের আসন-বিশেষ।

জিরা, জীরা—(সং. জীরক) রান্নার সুপরিচিত মশলা, cumin।

জিরান—বিশ্রাম করা, ক্লান্তি অপনোদন করা ; অবকাশ ; ফাঁক। **জিরান কাট**—খেজুর গাছ চাঁচিয়া রস বাহির করিবার পর বিশ্রাম দেওয়া ও কয়েক দিন পরে আবার চাঁচা, ইহাকেই জিরান কাট বলে (জিরান কাটের রস)।

জিরাফ, জিরেফা—(ইং. giraffe) খুব লম্বা গলা ও লম্বা পা বিশিষ্ট জন্তু, ইহাদের সামনের পা পিছনের পা হইতে অনেক বেশী লম্বা।

জিলা, জেলা—(আ. দি'লা') কয়েকটি মহকুমার সমষ্টি, ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন (গরজিলা—এক জিলা হইতে অপরাধ-আদির জন্য অন্য জিলায় নির্বাসন) ; জিল্লা দ্রঃ।

জিলাপি, জিলিপি—(হি. জিলেবী) চক্রাকার প্যাঁচবিশিষ্ট মিঠাই-বিশেষ। **জিলাপির প্যাঁচ**—অসরল প্রকৃতির লোক সম্পর্কে বলা হয়।

জিল্‌কি—(ঝিলিক হইতে) বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ চমকানি (জিল্‌কি ঠাটা)। গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত।

জল্‌দ, জেল্‌দ—(আ. জিল্‌দ) পুস্তকের খণ্ড বা বাঁধাই। **জেল্‌দ বাঁধা বা জেল বাঁধা** প্রতি ফর্মা আলাদা সেলাই করিয়া অনেকগুলি ফর্মা একসঙ্গে বাঁধা ; চামড়ায় বাঁধাই।

জিল্লা, জেল্লা—(আ. হি দি'লা' : সং জ্বল) চাকচিক্য, ঔজ্জ্বল্য। **জেল্লাদার**—চকচকে।

জিষ্ণু—জয়শীল ; জেতা ; বিষ্ণু ; ইন্দ্র ; অর্জুন : সূর্য।

জিহ,-হি—(সং. জিহ্বা) জিহ্বা (কাব্যে ব্যবহৃত)।

জিহাদ, জেহাদ—(আ.) ধর্মযুদ্ধ ; সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ।

জিহীর্ষা—হরণের অভিলাষ। **জিহীর্ষু**—হরণ-অভিলাষী।

জিহ্ম—(সং) বক্র, কুটিল। **জিহ্মগ**—কুটিল-গতি, সর্প। বিণ. জিহ্মিত—কুটিল, ঘূর্ণিত। জিহ্ম বীক্ষিত—টেরাদৃষ্টি।

জিহ্বা—[লিহ্‌+ব (কণ্‌)−ণ+আ] রসনা, যাহা দ্বারা লেহন করা যায়। লোভী, পেটুক। **জিহ্বা কণ্ডুয়ন**—ঝগড়ার জন্য জিভ চুলকানো। **জিহ্বাপ**—যাহারা জিহ্বার দ্বারা পান করে,—কুকুর, বিড়াল, বাঘ প্রভৃতি। **জিহ্বাগ্রবর্তী**—যাহা জিহ্বাগ্রে আছে। **জিহ্বামূলীয়**—যে সব বর্ণ জিহ্বামূল হইতে উচ্চারিত হয়। **জিহ্বা-স্তম্ভ**—জিহ্বার পক্ষাঘাত।

জী—(সং. জীবন ; জি দ্রঃ) মন, প্রবৃত্তি (জী চায়না) ; শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, মহাশয় (গান্ধীজী, বাবাজী) : জীউ, প্রাণ, প্রাণসদৃশ (বাবাজী—বাবাজীবন) ; সম্ভ্রমসূচক উত্তর (রহমান বাড়ী আছ?—জী আছি।) ; জীবন ধারণ করি (প্রাচীন বাংলায়)। **জীএ**—বাঁচে।

জীউ—জীবন, দীর্ঘজীবী হউক। **জীউক**—বাঁচুক, বাঁচিয়া উঠুক।

জীয়াচ, জেঁয়াচ, জেঁচ—(সং. জীবদপত্যা) যে প্রসূতির সব সন্তান বাঁচিয়া থাকে (জেঁচ-পোয়াতী, আখড় অর্থাৎ অখণ্ড পোয়াতীও বলে)।

জীন—জীর্ণ ; বৃদ্ধ ; বৃদ্ধ।

জীব—বাঁচিয়া থাক ; দেহের চৈতন্য-শক্তি, জীবাত্মা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত) ; প্রাণী, দেহী (জীবজগৎ)। **জীবধন**—গোধনাদি। **জীবধানী**—পৃথিবী। **জীবপতি**—যাহার পতি জীবিত। **জীবপিতা**—যাহার পিতা জীবিত। **জীবমন্দির**—দেহ। **জীবক**—সুদখোর, সেবক, সাপুড়ে। **জীবতত্ত্ব**—প্রাণিতত্ত্ব, zoology। **জীবতারা**—জীবন-রূপ তারা ; জীবন।

জীবৎ—যে বা যাহা জীবিত আছে; বর্তমান; (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **জীবৎকাল, জীবদ্দশা**—জীবিতাবস্থা। **জীবৎপতি**—সধবা। **জীবৎপিতৃক**—যাহার পিতা বাঁচিয়া আছেন। **জীবৎমানে, জীবমানে**—জীবিত থাকিতে, জীবদ্দশায়।

জীবন—(জীব্+অনট্) প্রাণ (জীবন ভিক্ষা); প্রাণ-স্বরূপ, অতি প্রিয় (জগজ্জীবন); জীবিকা (জীবনোপায়); জল, বায়ু, আয়ুবর্ধক, টাট্‌কা নবনী, পরমেশ্বর। **জীবন-চরিত**—জীবনী। **জীবনবীমা**—মাসিক বা বাৎসরিক হারে চাঁদা দিবার ফলে মৃত্যুর পরে বা কয়েক বৎসর অন্তে নির্দিষ্ট অর্থ প্রাপ্তির চুক্তি। **জীবন-বেদ**—জীবনরূপ বেদ, অর্থাৎ সত্যের উৎস স্বরূপ জীবন (তুলনীয়, দিল্ কোরাণ)। **জীবন-সঙ্গিনী**—পত্নী। **জীবনসাধন**—যাহা প্রাণ ধারণের উপায় স্বরূপ। **জীবনহেতু**—জীবন ধারণের বিভিন্ন উপায়,—বিদ্যা, শিল্প, কৃষি, ভিক্ষা প্রভৃতি। **জীবনাবধি**—বাঁচিয়া থাকা কাল পর্যন্ত। **জীবনান্ত**—মৃত্যু।

জীবনী—যাহা জীবন বা আয়ু দান করে; জীবন-চরিত। **জীবনী শক্তি**—বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি।

জীবনোপায়—জীবিকা, বাঁচিয়া থাকিবার উপায়।

জীবন্ত—জীয়ন্ত, প্রাণবন্ত; উৎসাহ ও উদ্দীপনা-পূর্ণ। **জীবন্তিকা**—পরগাছা।

জীবন্মুক্ত—জীবিতাবস্থায় মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত; আত্মতত্ত্বজ্ঞ। বি. জীবন্মুক্তি।

জীবন্মৃত—জীবিত হইলেও মৃত; নিজ্জীব; মনমরা।

জীবন্যাস—মন্ত্রবলে দেব-বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। **জীবলীলা**—জীবনের কার্যাবলী। **জীব-লোক**—সংসার। **জীব-সংক্রমণ**—জীবের জন্মান্তর পরিগ্রহ। **জীবস্থান**—মর্মস্থান। **জীবহিংসা**—জীবের প্রাণ বধ। **জীবাকর**—জীব-বীজ, protoplasm। **জীবাণু**—প্রাণবিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কণা। **জীবাতু**—জীবন ধারণের উপায়, জীবনের ঔষধ (রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু—চৈতন্য-চরিতামৃত)। **জীবান্তক**—ব্যাধি; প্রাণনাশক। **জীবাবশেষ**—বহু পূর্বে মৃত জীবের দেহাবশেষ, fossil.

জীবিকা—জীবন ধারণের উপায়, বৃত্তি; জীবন্তী বৃক্ষ। **জীবিকা নির্বাহ**—ভরণ-পোষণ।

জীবিত—যাহা বাঁচিয়া আছে, প্রাণবন্ত; পুন-র্জীবিত। **জীবিতকাল**—আয়ুষ্কাল। **জীবিত-সংশয়**—প্রাণ-সংশয়। **জীবিতা-পহা**—প্রাণঘাতক। **জীবিতেশ, জীবি-তেশ্বর**—পরমেশ্বর; প্রিয়তম; স্বামী।

জীবী—জীবনকাল (অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—স্বল্পজীবী, দীর্ঘজীবী, ক্ষীণজীবী); ইহাই জীবিকা যাহার (মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী, বুদ্ধিজীবী)।

জীবেন্ধন—জ্বলন্ত ইন্ধন।

জীবোৎসর্গ—প্রাণোৎসর্গ; আত্মহত্যা।

জীবোপাধি—স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগ্রদবস্থা—জীবের এই অবস্থাত্রয়।

জীবোর্ণা—জীবিত মেষ ছাগল প্রভৃতির লোম।

জীমূত—(যে জল বদ্ধ করিয়া রাখে) মেঘ। **জীমূতমন্দ্র**—মেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনি। **জীমূতবাহন**—ইন্দ্র।

জীয়ন—জীবন, বাঁচা। **জীয়নকাঠি**—যে কাঠির স্পর্শে জীবন সঞ্চার হয় (বিপরীত, মরণ-কাঠি)। **জীয়ন্ত**—জীবিত, জ্যান্ত। **জীয়ন্তে**—জীবিত অবস্থায়। জীয়ন্তে মরা, জ্যান্তে মরা—যদিও জীবিত কিন্তু আসলে মৃতের মত শক্তিহীন; অতি অসহায়।

জীয়ল—সিঙ্গি মাছ।

জীয়ানো—জীবন দান; বাঁচাইয়া রাখা (মাছ জীয়ানো)। **জীয়াইয়া রাখা**—নিরসন বা শেষ মীমাংসা না করা, লালিত করা (শত্রুতা জীয়াইয়া রাখা)।

[জীর]াপুত,-পোতা—পার্বত্য বৃক্ষ বিশেষ।

[জীর]া—(জিরা দ্রঃ) জীরা কয়েক প্রকারের দেখা যায়; সাধারণ জীরা, কৃষ্ণজীরা বা কাল-জীরা, শা-জীরা বা মিঠা জীরা: কৃষ্ণজীরা পাঁচ-ফোঁড়নে ব্যবহৃত হয়: শা-জীরা কখনও কখনও ব্যবহৃত হয় পোলাও রান্নায়।

জীরাত—(আ. যিরা'ত) চাষের জমি (জমি-জিরাত)।

জীর্ণ—ব্যবহারের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত বা ছিন্ন (জীর্ণ বাস); শিথিলতা প্রাপ্ত (জীর্ণ যৌবন); অতি

পুরাতন, সেজন্য ব্যবহারের অযোগ্য (জীর্ণ অট্টালিকা); যাহা হজম করা হইয়াছে (সুজীর্ণ খাদ্য; অজীর্ণ রোগ)। বি. জীর্ণ—বার্ধক্য। **জীর্ণজ্বর**—পুরাতন জ্বর। **জীর্ণোদ্ধার**—জীর্ণ সংস্কার।

জুই, জুঁই—(সং. যূথিকা; হি. জূহী) জুইফুল।

জুখ, জোখ, জোঁখ—পরিমাপ; ওজন (মাপ-জোঁক)। জুখা, জোখা, জুঁখা, জোঁখা—মাপা, তৌল করা, পারস্পরিক উচ্চতা নিরূপণ করা, অন্যের সহিত নিজের তুলনা করা (আমি কারো সঙ্গে জোঁখ দিতে যাব না)।

জুগী, জোগী—যুগী দ্রঃ।

জুগুপ্সন—(গুপ্ + সন + অন) নিন্দা করা, কুৎসা রটনা করা। **জুগুপ্সা**—কুৎসা, অপবাদ। **জুগুপ্সিত**—নিন্দিত, ঘৃণিত।

জুচ্চুরি, জোচ্চোরি—জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা।

জুজ—(আ জুয্) বইয়ের খণ্ড, ফর্মা। **জুজ-বন্দী**—বিভিন্ন ফর্মা সেলাই করিয়া একত্রে বাঁধা।

জুজু—যাহার কথা বলিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখানো হয়। **জুজুবুড়ি**—ছেলেধরা ডাইনি। **জুজুর ভয়**—কাল্পনিক বিপদ-সম্বন্ধে অতিশয় ভীতি।

জুঝা, জোঝা—(সং. যুধ্) যুদ্ধ করা, বোঝা-পড়া করা। **জুঝাজুঝি**—পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ; বোঝাপড়া।

জুঝারু—যোদ্ধা, যুদ্ধনিপুণ।

জুটা, জুঠা—(সং. জুষ্ট; হি. জুঠা) এঁটো, উচ্ছিষ্ট, স্পৃষ্ট বা ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য।

জুটা, জোটা—মিলিত হওয়া (খেলোয়াড়ের দল জুটেছে); সঙ্গীরূপে পাওয়া (বন্ধু জুটেছে); সংগৃহীত হওয়া (মক্কেল জোটা; অন্ন জোটে না; কথা জোটে মেলা—রবি)। জুটানো, জোটানো—সংগ্রহ করিয়া আনা (ভাত কাপড় জোটানই দায়)। **জুটেপুটে**—দলবদ্ধ হইয়া।

জুটি—(জুড়ি) সঙ্গী, সমবয়স্ক, সমকক্ষ (আমার ছেলে তোমার ছেলের জুটি; তার জুটি লোক কোথায় পাবে)।

জুড়ন—একসঙ্গে যুক্ত করা; ঠাণ্ডা করা (জুড়ানো দ্রঃ)।

জোড়া—যুক্ত করা, যোজিত করা (জুড়ি দুই কর); জুতিয়া দেওয়া (গাড়ীতে বলদ জোড়া); আরম্ভ করা (কান্না জুড়িল); পূর্ণ করা, ব্যাপ্ত করা (ঘর-জোড়া পাটি; জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে—রবি); জোটা (ভাত জোড়ে না)।

জুড়ানো—ঠাণ্ডা হওয়া বা করা (গরম ভাত জুড়ানো); স্নিগ্ধ বা তৃপ্ত হওয়া অথবা করা (হৃদয় মম জুড়িয়ে গেল; এতকাল পরে কৃতী পুত্রকে সামনে দেখে বাপ-মায়ের চোখ জুড়ালো)।

জুড়ি, জুড়ী—(হি. জোড়ী) সমান সমান দুইটি, দুইজন বা দুইজোড়া (জুড়ী-গাড়ী; যাত্রার জুড়ী, জুড়ীর তার)। **জুড়ীদার**—সমকক্ষ; ইয়ার।

জুত—(সংযুক্ত) সুসঙ্গতি; সুবিধা; মনোমত ব্যবস্থা (বসে জুত হচ্ছে না অথবা পাচ্ছি না)। **জুতসই, জুতমত**—সুসঙ্গত; মনোমত।

জুত, জুতি—জ্যোতিঃ (চোখের জুত—প্রাদেশিক)।

জুতা—চর্মপাদুকা। **জুতা খাওয়া**—অপমানিত হওয়া; বেকুব বনা। **জুতা-মারা**—জুতা দিয়া প্রহার করা; কায়দায় ফেলিয়া ঘোর অপমান করা। **জুতানো**—জুতা মারা।

জুদা—(ফা. জুদা) আলাদা, ভিন্ন, পৃথক। **জুদা জুদা**—পৃথক পৃথক (জুদা জুদা করিয়া রাখা)।

জুন—(ইং, June) খৃষ্টীয় বৎসরের ষষ্ঠ মাস।

জুনিপোকা—জোনাকি।

জুনিয়র (ইং junior) ছোট, নূতন, অপ্রবীণ।

জুবড়ানো—ডুবানো, অপেক্ষাকৃত চওড়া পাত্র সম্পর্কে বলা হয় (মুখ জুবড়ে খাওয়া—গরুর মত জাবনায় মুখ ডুবাইয়া তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া)। **দাড়ি জুবড়ে খাওয়া**—ঠাট্টা করিয়া বলা হয় (বেয়াই বাড়ীতে গিয়ে খুব ক'দিন দাড়ি জুবড়ে খেলে তা'হলে)।

জুবিলী—(ইং jubilee) পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে উৎসব।

জুব্বা, জোব্বা—(আ. জুব্বা) বুক খোলা দীর্ঘ অঙ্গাবরণ, অন্যান্য জামার উপরে পরা হয়; মর্যাদা-ব্যঞ্জক দীর্ঘ জমকালো পোষাক।

জুম—জুলুম (বর্তমানে অপ্রচলিত)। **জুম আবাদ**—গর্ত করিয়া ফসলের বীজ বপন;

চট্টগ্রামের পাহাড়ীয়া জাতিরা এইরূপ আবাদ করে।

জুম্‌লা—(আ. জুম্‌লা) মোট, সমষ্টি, একুন।

জুম্মা, জুমা—(আ. জুমা') শুক্রবার। **জুম্মা-ঘর**—মসজিদ, যেখানে শুক্রবারের সাপ্তাহিক সম্মিলিত উপাসনা হয়। **জুমা মস্‌জিদ**—যে বৃহৎ মসজিদে শুক্রবারের সম্মিলিত নামাজ ও খোৎবা পাঠ হয়; দিল্লীর বিখ্যাত মসজিদ।

জুয়া—(সং. দ্যূত) বাজি রাখিয়া খেলা, gambling. **জুয়াচোর**—জুয়াখেলার ব্যপদেশে যে চুরি করে; প্রতারক; বঞ্চক; ফাঁকিবাজ। বি. জুয়োচুরি, জোচ্চুরি। **জুয়াড়ী,-ড়ী**—জুয়াখেলায় দক্ষ অথবা আসক্ত।

জুয়ানো, জোয়ানো—যোগানো; যোগাইয়া আসা ('কথা না জুয়ায় মুখে'); উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া ('অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়')।

জুয়ার—জোয়ার দ্রঃ।

জুয়াল, জুয়ালি, জোয়াল—(সং. যুগ) যুগকাষ্ঠ, লাঙ্গল বা গাড়ী টানিবার জন্য গরুর কাঁধে আড় ভাবে যে কাষ্ঠ বা বংশখণ্ড বসানো হয় (লাঙ্গল জোয়াল—গ্রাম্য ভাষায়, জোঙাল।

জুরি, জুরী—(ইং. jury) জনসাধারণ হইতে সংগৃহীত জজের বিচারে সহকারী ব্যক্তিবর্গ।

জুল—(আ. জুল্‌) নীচতা, ধোঁকা (জুলবাজ); 'মিলে'র সহকারী শব্দ (মিল-জুল)।

জুল্‌পি, জুল্‌ফি—(ফা যুল্‌ফ্‌—চূর্ণ কুন্তল) কানের পাশে রাখা একটু বড় চুল।

জুলাই—(ইং. July) খৃষ্টীয় বৎসরের সপ্তম মাস।

জুলি,-লী—জল নিঃসরণের ছোট নালা; অল্প মাটি কাটিয়া প্রস্তুত কম চওড়া ছোট খাত। **নয়ন-জুলি**—অল্প পরিসর খাত; জল নিঃসরণের জন্য পথের পার্শ্বে কাটা নালা।

জুলু—(ইং Zulu) দক্ষিণ আফ্রিকার অনুন্নত জাতি বিশেষ।

জুলুম—(আ. যুল্‌ম্‌) অত্যাচার, উৎপীড়ন, জবরদস্তি (জোরজুলুম)। **জুলুমবাজ**—অত্যাচারী, দুর্দান্ত।

জুলুস—জলুস দ্রঃ।

জুষ, জুস—(হি.) কাথ, সুরুয়া, ঝোল (মাংসের জুষ, মসুরির জুষ)।

জুষ্ট—সেবিত, ভূষিত, অধ্যুষিত ('মরকতমণি-

জুষ্য—পূজ্য, সেব্য।

জুহার, জোহার—নতি, মিনতি (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

জূট—[জূট্‌ (জড় হওয়া) + অ] একত্রবদ্ধ, ঝুঁটি। **জটাজূট**—চূড়াবাঁধা জটা।

জূথী—চুঁই।

জৃম্ভ জৃম্ভণ, জৃম্ভা—হাই তোলা, শরীরের শিথিলতা বোধ ও মুখ বিকাশ। **জৃম্ভক**—যে হাই তোলে; দিব্যাস্ত্র-বিশেষ, ইহার প্রয়োগের ফলে প্রতিপক্ষ অবসাদগ্রস্ত ও নিদ্রিত হইত। **জৃম্ভিত**— বিকশিত।

জেওর—(ফা যেবর) গহনা।

জেঁকো—জাঁকজমক-সম্পন্ন; গর্বিত।

জেঁয়াচ, জেঁওচ, জেঁচ, জাঁচ—যে প্রসূতির সব সন্তানই বাঁচিয়া আছে (জেঁচ-পোয়াতী)।

জেকের—জিকির দ্রঃ।

জেজিয়া—জিজিয়া দ্রঃ।

জেটি, জেট্টি—(ইং jetty) জাহাজ প্রভৃতি হইতে নামিবার লোহা, তক্তা প্রভৃতি দিয়া বাঁধানো ঘাট।

জেঠ—(জ্যৈষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ) জ্যৈষ্ঠ মাস (জেঠ ধান); জ্যেষ্ঠ, অগ্রজ, বড়। **জেঠতুতা,-তুতো**—জেঠাত। জেঠশাশ, জাঠশাশুড়ী, জাশ-শাশুড়ী—শ্বশুরের বড় ভাইয়ের স্ত্রী। তেমনি, জেঠ-শ্বশুর, জাঠ-শ্বশুর, জাশ-শ্বশুর।

জেঠা—(সং. জ্যেষ্ঠতাত) পিতার বড় ভাই; অকালপক্ক। স্ত্রী. জেঠী, জেঠীমা, জেঠাইমা। **জেঠাত, জেঠতুত**—জেঠার সন্তান। **জেঠাম, জেঠামি**—অকালপক্কতা।

জেঠি,-ঠী—(সং জ্যেষ্ঠী) টিকটিকি।

জেতব্য—জেয়, বশীভূত করিবার যোগ্য।

জেতা—জয়ী: যাহার জয়লাভ হইয়াছে। স্ত্রী. জেত্রী।

জেতা, জিতা—জয়লাভ করা, লাভ করা (জিতে কেনা); লাভের (দু' টাকায় মাছটা খুব জেতা হয়েছে। **জেতানো**—বিজয়ী করা; লাভবান করা।

জেদ—জিদ দ্রঃ। **জেদাজেদি**—প্রতিযোগিতা, আড়াআড়ি।

জেনানা—জনানা দ্রঃ।

জেনারেল—(ইং. general) সেনাপতি।

জেন্দাবেস্তা—পারসিকদিগের ধর্মগ্রন্থ; আবেস্তা মূল গ্রন্থ, জেন্দ তাহার ভাষ্য; আবেস্তার প্রবর্তয়িতা জরথুস্ত্র।

জেব—(ফা.) জামার পকেট। **জেব-ঘড়ি**—জেবে রাখিবার ঘড়ি।

জেব্রা—জিব্রা দ্রঃ।

জেয়—যাহাকে জয় করা যায়। (বিপরীত—অজেয়)।

জেয়াদা—জিয়াদা দ্রঃ।

জেয়াফত—(আ. দি'য়াফত্) ভোজ, নিমন্ত্রণ।

জেয়ারত—(আ. যিয়ারত্) তীর্থদর্শন, কোন ধার্মিক পুরুষ অথবা কবর সন্দর্শন। **কবর জেয়ারত**—কবরের পাশে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা ও সেই মৃতের পারলৌকিক কল্যাণের জন্য লোক খাওয়ানো, দোয়া দরূদ পাঠ ইত্যাদি।

জের—(ফা. যের) নিম্ন (জেরদস্ত—দুর্বল; বিপরীত, জবরদস্ত—প্রবল); অবশেষ, অনুবৃত্তি। **জের টানা**—পূর্ব পৃষ্ঠার অঙ্কসমষ্টি পর পৃষ্ঠায় লেখা; পূর্বকর্মের ফলভোগ বা জবাবদিহি।

জেরবার—(ফা. যেরবার) পর্যুদস্ত, নাকাল (অত বড় ঘর মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় জেরবার হয়ে গেছে)।

জেরা—(হি.) আদালতে বিপক্ষের উকিলের কূটপ্রশ্নাদি; প্রশ্নের পর প্রশ্ন (এত জেরা করলে বাঁচি কেমন করে)।

জেরা—(ফা. যেরা) বর্ম (লোহার জেরা-পরা)।

জেল—(ইং jail) কারাগার; কারাবাস (ছ' মাসের জেল হয়েছে)। **জেল খাটা**—কারাদণ্ড ভোগ করা। **জেল-দারোগা**—কয়েদীদের তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী। **জেলার**—জেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

জেলা, জেল্লা—জিল্লা দ্রঃ।

জেলে, জেলিয়া—(সং. জালিক) মৎসজীবী। **জেলেডিঙ্গি**—জেলেদের মাছ ধরার ছোট নৌকা।

জেহাদ—জিহাদ দ্রঃ।

জেহেন—(আ. জি'হ্ন্) প্রতিভা, মস্তিষ্ক, স্মরণশক্তি (এ ছেলের জেহেন নাই, পড়ায় ভাল হবে না)।

জৈত্র—জয়শীল; বিজয়ী; পারদ।

জৈত্রী—(সং জয়ত্রী) জায়ফলের গাছের ফুল।

জৈন—ধর্ম-সম্প্রদায়-বিশেষ।

জৈব—জীব-বিষয়ক, অথবা জীব হইতে জাত (জৈব উপাদান)।

জৈবন—(গ্রাম্য) যৌবন।

জৈষ্ঠমধু, জ্যেষ্ঠমধু—যষ্টিমধু; মিষ্ট মূল-বিশেষ।

জো—(সং. যোগ) সুযোগ; অনুকূল অবস্থা; চাষের বা শস্য বপনের উপযুক্ত অবস্থা; খেই। **জো পাওয়া**—কার্য সিদ্ধির সুযোগ পাওয়া। **জো বৃষ্টি**—যে বৃষ্টির ফলে ভূমি শস্য বপনের উপযুক্ত হয়। **জো-সো**—যেমন করিয়া হউক।

জোঁক—সুপরিচিত জলকীট (জোঁকের মত ধরা—নির্মম শোষণ সম্বন্ধে বলা হয়)।

জোঁকা, জোঁখা—জুখ দ্রঃ। **লেখা-জোঁখা**—সঠিক হিসাব, লিখিত হিসাব (লেখা-জোঁখা নাই)।

জোঁকার, জোকার—(সং. জয়কার) উলুধ্বনি।

জোগাড়—সংগ্রহ, আয়োজন। **জোগাড়যন্ত্র**—প্রারম্ভিক আয়োজন, সংগ্রহ। **জোগাড়-জাগাড়**—কিছু জোগাড়যন্ত্র। **জোগাড়িয়া, জোগাড়ে**—যে জোগাড়যন্ত্র করিতে পারে, কার্যসিদ্ধির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে পটু।

জোগান—যোগ দ্রঃ। আনিয়া দেওয়া, সরবরাহ, নিয়মিত সরবরাহ (দুধের জোগান); সাহায্যকারী সৈন্য।

জোগানো—সরবরাহ করা, অভাব পূরণ করা। **কথা জোগানো**—উপযুক্ত উক্তি যথাসময়ে মনে পড়া বা বলা। **ভাত কাপড় জোগানো**—ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা। **মন জোগানো**—খুশী করিতে চেষ্টা করা।

জোজ্ঞাল—জুয়াল দ্রঃ।

জুচ্চোর—জুয়া দ্রঃ।

জোছনা—(সং. জ্যোৎস্না) জ্যোৎস্না; চন্দ্রালোকের বিস্তার। **কাগ-জোছনা**—কাকের ডিমের মত ঘোলাটে জ্যোৎস্না। **জোছনা**—উজ্জ্বল চন্দ্রালোক।

জোঝা—জুঝা দ্রঃ।

জোট—একত্র সমাবেশ; দল। **একজোট**—দলবদ্ধ; এক মতলবের। **জোট পাকানো**—দলবদ্ধ হওয়া, ঘোঁট করা। **জোট বাঁধা**—জোট পাকানো; জড়াইয়া যাওয়া। **জোট-পাট**—জোগাড়যন্ত্র।

জোটা—জুটা দ্রঃ। **জোটাজোট**—জোগাড়; যোগসাজোস।

জোড়—(সং.* যোজিত) সংযোগ, মিলন (জোড় খাওয়া, জোড়ের মুখ) মিলিত, সংযুক্ত (জোড়-হাত, জোড় কলম); জোড়া (মাণিক-জোড়; শালের জোড়)। **জোড় খাওয়া**—যোগ্য ভাবে সংযোজিত হওয়া; মিল হওয়া; পক্ষী ও পক্ষিণীর মিলন। **জোড়তাড়**—জোড়াতাড়া দ্রঃ। **জোড় ভাঙ্গা**—স্ত্রী-পুরুষের বা যুগলের অসম্মিলিত হওয়া বা সেরূপ অবস্থা। **বেনারসী জোড়**—বেনারসী ধুতি ও চাদর। **জোড়ে যাওয়া**—বিবাহের পর বরের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া।

জোড়া—(সং. যুগ্ম; হি. জোড়) দুইটি (জোড়া পাঁঠা; জোড়ায় জোড়ায় কাপড়); সংমিলিত (জোড়া লাথি); অখণ্ডিত, সংযুক্ত (গরুর খুর ঘোড়ার খুরের মত জোড়া নয়; জোড়াভুরু; জোড়া পোষ্টকার্ড); পরিব্যাপ্ত, পূর্ণ (আকাশ-জোড়া, ঘরজোড়া, কোলজোড়া); জোড়, সংযোগ (জোড়া লাগা); যুগলের একটি, সমকক্ষ (একটা বাঘ মারা পড়েছে, জোড়াটা এখনও উপদ্রব করছে; তার জোড়া কোথায় পাবে)। **জামাজোড়া**—জামা ও শাল; সাজ পোষাক। **জোড়াতাড়া**—শিথিল সংযোগ; অদৃঢ় ভাবে সংযুক্ত (জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ হয় না; জোড়াতাড়া সম্পর্ক)। **জোড়াতালি**—অদৃঢ় ভাবে যুক্ত, গোঁজামিল। **হাত জোড়া আছে**—হাতে কাজ আছে।

জোড়া—জুড়া দ্রঃ। **জোড়ানো**—জোড়া লাগানো।

জোত—(সং. যোত্র) যে চামড়া বা রশির দ্বারা গরু বা ঘোড়াকে লাঙ্গল অথবা গাড়ীর সহিত বাঁধা হয় (জোতদড়ি); রাইয়তের চাষের জমি অথবা জোত-স্বত্বের জমি। **জোতদার**—রাইয়ত; জমিদারের অধীন ভূসম্পত্তি-বিশিষ্ট প্রজা।

জোতা—লাঙ্গলে অথবা গাড়ীতে গরু অথবা ঘোড়া সংযোজিত করা।

জোত্র—(সং. যোত্র) জো, সুযোগ, উপায়।

জোনাকি, জোনাকিপোকা—(সং. জ্যোতিরিঙ্গণ) জ্যোতি-বিশিষ্ট সুপরিচিত কীট; খদ্যোত। (গ্রাম্য—জুনী)।

জোম্দা, জোঁদা—অতিশয় অম্ল; জবরদস্ত; হুঁদে।

জোব্ড়ানো—জুব্ড়ানো দ্রঃ।

জোমাগোদা—দুম্বার মত স্থূলদেহ ব্যক্তি।

জোয়ান—(ফা. জবান) যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক (ছেলে জোয়ান হয়েছে, এখন বিয়ে দিতে হবে তো); বলিষ্ঠ (জোয়ান দেখে বেহারা পাঠাবে)। **জোয়ানকি**—যৌবন (জোয়ানকির বড়াই; জোয়ানকি বয়স—যৌবন কাল)। **জোয়ানকি-শোকা**—মেয়েলি গালি (তোমার জোয়ানকি নষ্ট হইয়া তোমার শোকের কারণ হোক্, সম্ভবতঃ এই অর্থে)। **জোয়ান মর্দ**—(ফা জোয়াঁমর্দ্—বীর, পৌরুষযুক্ত) বলিষ্ঠ, তরুণ; যুবক।

জোয়ান,-নী—(সং. যমানী, যবানী) যোয়ান, হজমী শস্য বিশেষ (জোয়ানের জল)।

জোয়াব—জবাব।

জোয়ার—(হি. জুবার) অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় জলের স্ফীতি; সৌভাগ্য কর্মতৎপরতা প্রভৃতির অকস্মাৎ বৃদ্ধি (জাতির জীবনে জোয়ার এসেছে; মরা গাঙ্গে জোয়ার এসেছে)। **জোয়ারের পানি, জোয়ারের জল**—হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কিন্তু স্বল্পকাল স্থায়ী ('নারীর যৌবন জোয়ারের পানি')। **জোয়ার ভাঁটা**—জোয়ার ও ভাঁটা, সমৃদ্ধি ও ক্ষয়।

জোয়ারদার—(ফা. যর্দার—ধনী) উপাধি-বিশেষ।

জোয়াল—জুয়াল দ্রঃ।

জোর—(ফা. যোর) শক্তি, বল (গায়ে জোর নেই; মনের জোর); বলপ্রয়োগ (জোর করে ধরে নিয়ে গেছে; জোরজবরদস্তি); প্রস্বন বা উচ্চারণে স্বরাঘাত (পশ্চিম বঙ্গে সাধারণতঃ শব্দের প্রথম দিকে জোর দেওয়া হয়, পূর্ববঙ্গে জোর দেওয়া হয় শেষের দিকে; কথাটা জোর দিয়ে বলা); উচ্চ, তীব্র (জোর গলা; শোর ওঠে জোর—নজরুল); ত্বরিত (জোরে চল; জোর তলব—শীঘ্র আসিবার জন্য হুকুম),

শক্তিশালী, প্রভাবযুক্ত; সৌভাগ্যযুক্ত (জোর কলম; জোর কপাল); ঊর্ধ্ব সংখ্যায়; বেশি হইলে (বড় জোর, জোর এক বৎসর)। **জোরজবর**—বলপ্রয়োগ। **জোর যার মুলুক তার**—বলপ্রয়োগের ক্ষমতারই বেশি মর্যাদা। **কমজোর**—দুর্বল : বি. কমজোরি। **কোমরের জোর**—প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা। **জোরাবরি, জোরাবলি**—জোর করিয়া। **জোরায়র, জোরোয়ার**—বলবান্ (কি জোরোয়ার মর্দ!)।

জোরালো—বলবান্, উচ্চ, দৃপ্ত (জোরালো কণ্ঠে)।

জোল, জোলা—খাল, বড় নালা। **জোলি, জুলি**—ছোট খাল, নালা। **জোলান**—নিম্নভূমি, যেখানে বৎসরের অধিক সময় জল থাকে (জোলান জমি)।

জোলা—(হি. জুলহা) মুসলমান তাঁতী; নির্বোধ, বেওকুফ্ (কোথাকার জোলা)। স্ত্রী জোলানী।

জোলাপ—(আ. জুলাব) যে ঔষধে প্রচুর বাহ্যে হয়, রেচক ঔষধ। **জোলাপ নেওয়া** বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা।

জোশ—(ফা. জোশ) উত্তপ্ততা; উদ্দীপনা (জোশের আতিশয্য)। **খুনজোশী**—রক্তের প্রাচুর্য হেতু, অর্থাৎ যৌবনের, উদ্দীপনা।

জোষ—(সং.) হর্ষ; সন্তোষ। **জোষণ**—প্রীতি; সেবা।

জোষা,-ষিকা,-ষিৎ,-ষিতা—নারী।

জোসো—কোন প্রকারে; যে উপায়ে হউক।

জোহার—জুহার দ্রঃ।

জৌ—(সং জতু) গালা।

জ্ঞ—যে জানে; অন্য শব্দের বা উপসর্গের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (অজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, দোষজ্ঞ)।

জ্ঞপিত, জ্ঞপ্ত—জ্ঞাপিত।

জ্ঞা—জ্ঞান; উপসর্গাদির সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান; অভিজ্ঞা)।

জ্ঞাত—(জ্ঞা+ক্ত) অবগত; বিদিত। **জ্ঞাতব্য**—যাহা জানিতে হইবে বা জানা প্রয়োজনীয় বা জানার যোগ্য। **জ্ঞাতসার**—যে কোন বিষয়ের প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছে। **জ্ঞাতসারে**—জানিয়া শুনিয়া; জ্ঞান-গোচরে (জ্ঞাতসারে এই অনর্থ করা হইয়াছে)। **জ্ঞাতসিদ্ধান্ত**—শাস্ত্রবিৎ।

জ্ঞাতা—যে জানে, বোদ্ধা।

জ্ঞাতি—(যে বংশের বিষয় সবিশেষ জানে) এক বংশের ও নিকট সম্পর্কের লোক; দায়াদ; (বৈবাহিক সম্বন্ধে যাহাদের সহিত আত্মীয়তা হইয়াছে, তাহাদিগকে কুটুম্ব বলে)। **জ্ঞাতি-কুটুম্ব**—জ্ঞাতিগণ ও কুটুম্বগণ; আত্মীয় স্বজন। **জ্ঞাতি গোত্র**—জ্ঞাতি ও স্বগোত্র (মৌখিক ভাষায় জ্ঞাত কুটুম্ব, জ্ঞাত গোত্র, জ্ঞাত গোত্তোর ইত্যাদি বলা হয়)। **জ্ঞাতিত্ব**—জ্ঞাতি-সম্পর্ক, জ্ঞাতি ভাব।

জ্ঞান—বোধ; অবগতি; প্রতীতি (বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত); পাণ্ডিত্য (শাস্ত্রজ্ঞান); চেতনা (অজ্ঞান হইয়া পড়িল); বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা (অজ্ঞান বালক); বিচার-ক্ষমতা (আইনের জ্ঞান; রসজ্ঞান); হিতাহিত বিবেচনা (জ্ঞান-শূন্য আচরণ); পরমতত্ত্ব (জ্ঞানচক্ষুঃ, জ্ঞান যোগ)। **জ্ঞান-কাণ্ড**—(বেদের) তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক অংশ; philosophy; **কাণ্ডজ্ঞান** (জ্ঞানকাণ্ড কিছুই নেই)। **জ্ঞানকৃত**—জ্ঞাতসারে কৃত। **জ্ঞানগম্য**—জ্ঞানের দ্বারা যাহা বুঝিতে পারা যায়। **জ্ঞানগর্ভ**—বিজ্ঞতাপূর্ণ, সদুপদেশপূর্ণ। **জ্ঞানগোচর**—যাহা জানা যায়। **জ্ঞানগোচরে**—জানিয়া শুনিয়া। **জ্ঞানচক্ষুঃ**—পরম সত্য সম্বন্ধে চেতনা, অন্তর্দৃষ্টি; পণ্ডিত। **জ্ঞানতঃ**—জানিয়া শুনিয়া। **জ্ঞান-দগ্ধ-দেহ**—জীবিতাবস্থায়ই জ্ঞানের দ্বারা যাহার দেহ দগ্ধ হইয়াছে, সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী; তত্ত্বজ্ঞানী (এই জন্য মৃত্যুর পরে সন্ন্যাসীর দেহ দগ্ধ করা হয় না)। **জ্ঞানদাতা**—করণীয় ও অকরণীয় সম্বন্ধে উপদেশক; গুরু। **জ্ঞাননিষ্ঠ**—জ্ঞানতপস্বী; পরমার্থ চিন্তায় রত। **জ্ঞান-বিজ্ঞান**—দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি; তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্ম-উপলব্ধি। **জ্ঞানবৃদ্ধ**—জ্ঞান-সমৃদ্ধ। **জ্ঞানময়**—জ্ঞানস্বরূপ, পরমেশ্বর। **জ্ঞান-যোগ**—জ্ঞানের পথে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের চেষ্টা। **জ্ঞান-সাধন**—জ্ঞান লাভের উপায়, ইন্দ্রিয়; তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রয়াস। **জ্ঞান-হারা**—বিবেচনাশূন্য; যাহার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে।

জ্ঞানাকর—যিনি বহু বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

জ্ঞানাঙ্কুর—জ্ঞানের সূচনা। **জ্ঞানাঙ্কুশ**—জ্ঞানরূপ অঙ্কুশ; সদসদ্ বিবেচনার প্রবল শক্তি। **জ্ঞানাঞ্জন**—জ্ঞানরূপ কাজল, জ্ঞান বিষয়ে স্পষ্টতর চেতনাদায়ক।

জ্ঞানী—যিনি জানেন; শাস্ত্রজ্ঞ; তত্ত্বজ্ঞ; বিচারবান্; বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়—জ্ঞানের উপায় স্বরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্; ভারতীয়-মতে মন-ও একটি ইন্দ্রিয়)।

জ্ঞাপক—যে বা যাহা জানায় বা জ্ঞাত করায়; নির্দেশক; দ্যোতক; প্রচারক। **জ্ঞাপন**—নিবেদন; জানানো। **জ্ঞাপনীয়**—জানাইবার যোগ্য। **জ্ঞাপয়িতা**—নিবেদনকারী; যে জানায়; স্ত্রী জ্ঞাপয়িত্রী। **জ্ঞাপিত**—নিবেদিত; সূচিত, যাহা জানানো হইয়াছে।

জ্ঞেয়—যাহা জানা যায় বা জানিবার উপযুক্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

জ্যা—(যাহার দ্বারা জীবজন্তু অথবা ধনুক জীর্ণ হয়) ধনুকের ছিলা; বৃত্তের অংশ নির্দেশক সরল রেখা, chord; মাতা; পৃথিবী। **জ্যাঘাতবারণ**—ধনুকধারীদের চর্মনির্মিত হস্তাবরণ। **জ্যাঘোষ**—ধনুকের টঙ্কার। **জ্যারোপ**—ধনুকে গুণ চড়ানো।

জ্যাকেট—(ইং Jacket) আঁটা জামা-বিশেষ; পুস্তকের আবরণ।

জ্যাঠা—জেঠা দ্রঃ।

জ্যান্ত—জীয়ন্ত, জীবিত, তরতাজা (জ্যান্ত মাছ; জলজ্যান্ত, জাজ্বল্যমান)।

জ্যামিতি—পৃথিবীর পরিমাণ, ক্ষেত্রতত্ত্ব; geometry. **ঘানিক জ্যামিতি**—Solid geometry.

জ্যায়ান্, জ্যেষ্ঠ—বয়সে বড়; অগ্রজ; উৎকৃষ্ট। **জ্যেষ্ঠবর্ণ**—ব্রাহ্মণ। জ্যেষ্ঠতাত; জ্যেষ্ঠ শ্বশুর—জেঠ দ্রঃ।

জ্যেষ্ঠা—অগ্রজা; নক্ষত্র-বিশেষ; টিকটিকি; গঙ্গা; অলক্ষ্মী; মধ্যমাঙ্গুলি। **জ্যেষ্ঠাম্বু**—চাল-ধোয়া জল। **জ্যেষ্ঠাশ্রমী**—গৃহস্থ। **জ্যেষ্ঠী**—টিকটিকি।

জ্যৈষ্ঠ—বাংলা বৎসরের দ্বিতীয় মাস। (গ্রাম্য—জষ্টি)। **জ্যৈষ্ঠী**—জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা। **জ্যৈষ্ঠ্য**—শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকর্ষ (ক্ষত্রিয়ের জ্যৈষ্ঠ্য বীর্যে)। **জ্যৈষ্ঠ মধু**—যষ্টি মধু।

জ্যোচ্ছনা, জ্যোছনা—জ্যোৎস্না দ্রঃ।

জ্যোতিঃ, জ্যোতি—আলোক; দীপ্তি; শিখা; কিরণ; নক্ষত্র, গ্রহ; সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি; চৈতন্য; (অন্তর্জ্যোতি)। **জ্যোতিঃশাস্ত্র, জ্যোতি-বিদ্যা**—গ্রহনক্ষত্রাদির গতি, অবস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ক শাস্ত্র। **জ্যোতিরাত্মা**—সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি। **জ্যোতিরিঙ্গ, জ্যোতিরিঙ্গণ**—জোনাকী পোকা, খদ্যোত। **জ্যোতির্বিদ্**—জ্যোতিষ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, জ্যোতিষী, astronomer, astrologer। **জ্যোতির্মণ্ডল**—গ্রহনক্ষত্রাদির মণ্ডল, নভোমণ্ডল। **জ্যোতির্ময়**—জ্যোতিঃপূর্ণ, প্রচুর জ্যোতিঃযুক্ত। **জ্যোতিষ চক্র**—গ্রহনক্ষত্রাদি, রাশিচক্র। **জ্যোতিষ**—জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ। **জ্যোতিষ্ক**—গ্রহনক্ষত্রাদি, চিত্রক বৃক্ষ। **জ্যোতিষ্টোম**—যজ্ঞ-বিশেষ। **জ্যোতিষ্পথ**—আকাশ, জ্যোতিষ্কের ভ্রমণপথ। **জ্যোতিষ্মান্**—জ্যোতিঃযুক্ত, জ্যোতির্ময়, সূর্য। স্ত্রী. **জ্যোতিষ্মতী**—রাত্রি; লতা-বিশেষ।

জ্যোৎস্না—চন্দ্রের দীপ্তি; কান্তি, শোভা। **জ্যোৎস্নী, জ্যৌৎস্নী, জ্যৌৎস্নিকা**—জ্যোৎস্না-রাত্রি। **জ্যোৎস্নাপ্রিয়**—চকোর। **জ্যোৎস্না বৃক্ষ**—পিলসুজ।

জ্বর—(জ্বর্—সন্তপ্ত হওয়া) দাহযুক্ত সুপরিচিত রোগ (ম্যালেরিয়া জ্বর; আন্ত্রিক জ্বর); সন্তাপ; অসচ্ছন্দতা; পীড়া (চিন্তাজ্বর)। **জ্বরঘ্ন**—জ্বর-নাশক। **জ্বরাগ্নি**—জ্বর হেতু গাত্রদাহ। **জ্বরাতিসার**—জ্বর ও অতিসার। **জ্বরান্তক**—জ্বর-নাশক। **জ্বরঠুঁটা**—জ্বর হেতু ওষ্ঠব্রণ। **জ্বরিত, জ্বরী**—জ্বরযুক্ত।

জ্বল্-জ্বল্—অতিশয় দীপ্ত। **জ্বল্‌জ্বলে**—অতিশয় উজ্জ্বল। **জ্বলকা**—শিখা; আগুনের ঝলকা। **জ্বলৎ**—যাহা জ্বলিতেছে। **জ্বলদর্চি**—প্রজ্বলিত শিখা। **জ্বলন**—দাহ (মৌখিক ভাষায় জ্বলুনি)। **জ্বলনাশ্ম**—সূর্যকান্ত মণি। **জ্বলন্ত**—যাহা জ্বলিতেছে; তেজোময়; অগ্নির মত স্বয়ম্প্রকাশ; জ্যোতির্ময় (জ্বলন্ত অক্ষরে)।

জ্বলা—দীপ্তি পাওয়া (আংটির হীরক অন্ধকারে জ্বলিতেছে); দগ্ধ হওয়া, সন্তপ্ত হওয়া (কাঠ

জ্বলিতেছে; জ্বলে পুড়ে খাক হওয়া; হিংসায় জ্বলে মরছে); খরায় শস্য নষ্ট হওয়া (বৃষ্টি নেই, খেত খামার সব জ্বলে গেল); অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া (কথা শুনে সে জ্বলে উঠল)। **জ্বলানো**—পোড়ানো। **জ্বলিত**—যাহা জ্বলিয়া গিয়াছে বা জ্বলিতেছে।

জ্বাল—অগ্নিশিখা, আগুনের ঝলকা; উত্তাপ (নরম জ্বাল); দাহ; যাতনা। **জ্বাল দেওয়া**—উত্তাপ প্রয়োগ করা; ইন্ধন প্রয়োগ করা; সিদ্ধ করা। **জ্বাল-জিহ্ব, জ্বালা-জিহ্ব**—অগ্নি।

জ্বালা—প্রজ্বলিত করা (প্রদীপ জ্বালা); প্রজ্বলিত আলোকিত (তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর—রবি)।

জ্বালা—যন্ত্রণা; পীড়াজনক ব্যাপার (পরের বাড়ীতে দুষ্টু ছেলেকে নিয়ে এক জ্বালা হয়েছে); সন্তাপ (বিরহজ্বালা); বিরক্তি ব্যঞ্জক উক্তি (কি জ্বালা!); পীড়ন, জ্বালাতন (তোদের জ্বালায় বাড়ী ঘর ছাড়তে হবে দেখছি); দাহ (চোখ জ্বালা করছে; জ্বর-জ্বালা)। **জ্বালা-ধ্বজ**—অগ্নি। **জ্বালাবক্ত্র**—শিব।

জ্বালাতন—অতিশয় অস্বস্তিপূর্ণ; উৎপীড়িত (জ্বালাতন করে ছাড়লে)।

জ্বালানো—পোড়ান; অস্বস্তিপূর্ণ করা, উত্যক্ত করা (ঘর জ্বালানো; জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে)।

জ্বালানি,-নী—ইন্ধন (জ্বালানি কাঠ)। **ঘর জ্বালানী**—যে স্ত্রীলোক সংসারে মহা অস্বস্তির কারণ।

জ্বালামুখী—তীর্থবিশেষ।

জ্বালিত—ভস্মীকৃত, উত্যক্ত, সন্তাপিত।

জ্বালী—দীপ্তিমান্। স্ত্রী. জ্বালিনী।

জ্বালেশ্বর—তীর্থবিশেষ।

ঝ

ঝ—ব্যঞ্জনবর্ণমালার নবম বর্ণ ও 'চ' বর্গের চতুর্থ বর্ণ—ঘোষবান্ ও মহাপ্রাণ; অনুকার শব্দে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয় (ঝনাৎ, ঝঙ্কার, ঝম্‌ঝম্, ঝুর্‌ঝুর্); বেগব্যঞ্জক (ঝটিতি, ঝাপটা); প্রাখর্য ব্যঞ্জক (ঝিলিক, ঝাঁজ, ঝিঁ ঝিঁ): শিথিলতা ব্যঞ্জক (ঝুল্‌ঝুল্, ঝিমানো, নিঝুম্)।

ঝক্‌ঝক্—তীব্র ঔজ্জ্বল্য জ্ঞাপক। বিণ. ঝক্‌ঝকে (ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে)। **ঝক্‌ঝকানো**—ঝক্‌ঝক্ করা; ঝক্‌ঝকে করা। **ঝক্‌ঝকি**—অকারণ কলহ; ঝগড়াঝাটি।

ঝকড়া—ছুঁড়িয়া মারিবার অস্ত্র-বিশেষ।

ঝক্‌মক্—ঝক্‌ঝক্। **ঝক্‌মকানো**—ঝক্‌মক্ করা। বি. ঝক্‌মকানি, ঝক্‌মকি।

ঝক্‌মারি—(হি. ঝক্ মারনা—বৃথা কাজ করা বা সময় নষ্ট করা) বাজে কাজ, অর্থহীন ব্যাপার মূর্খতা, ভুল। **ঝক্‌মারির মাশুল**—নির্বুদ্ধিতার প্রায়শ্চিত্ত।

ঝকাঝক—অত্যুজ্জ্বল। **ঝকাঝকি**—পরস্পরের মধ্যে বৃথা কলহ (বকাবকি ঝকাঝকি—কিছুকাল ব্যাপী অকারণ বিরক্তিকর ঝগড়া)। ·বিরক্তিকর বা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ দায়িত্ব (ঝক্কি পোয়ানো—এরূপ দায়িত্ব বহন করা)।

ঝগড়া—(প্রাচীন রূপ—ঝগড়) অপ্রীতিকর বাদ-প্রতিবাদ; গণ্ডগোল। **ঝগড়াঝাঁটি**—ছোটখাট ঝগড়া; বিসম্বাদ। **ঝগড়া বাধানো**—ঝগড়া লাগানো। **ঝগড়াটিয়া, ঝগড়াটে**—বিবাদপ্রিয়, ঝগড়া করিতে পটু।

ঝগড়ালু—ঝগড়াটে।

ঝঙ্কার—গুঞ্জন (মধুপ-ঝঙ্কার); বীণা, ভূষণ প্রভৃতির মধুর তীক্ষ্ণ ধ্বনি (বীণার ঝঙ্কার); উচ্চ তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ (বড় বউ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল)। বিণ. ঝঙ্কৃত। **ঝঙ্কারে**—ঝঙ্কার করে (কাব্যে ব্যবহৃত হয়)। **ঝঙ্কারিত**—ঝঙ্কারপূর্ণ, নাদিত।

ঝঞ্ঝন্—ধাতুদ্রব্যাদির বা অস্ত্রের সংঘাতের বা পতনের তীক্ষ্ণ উচ্চ শব্দ (অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—বজ্র পতন সম্পর্কেও বলা হয়)। **ঝঞ্ঝনানো**—

ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ করা। বি. ঝঞ্ঝনানি, ঝঞ্ঝনা। বিণ. ঝন্‌ঝনায়মান।

ঝঞ্ঝনী—গাছ-বিশেষ, ইহার ফল শুকাইলে বাতাসে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ করে। **ঝঞ্ঝনে**—অতিশয় শুষ্ক (গ্রাম্য ভাষায় ঝুন্‌ঝুনে)।

ঝঞ্ঝা—প্রচণ্ড ঝড় (যাহাতে গাছপালা, বাড়ীঘর ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে—আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা—নজরুল ইসলাম); বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। **ঝঞ্ঝাবর্ত**—এলোমেলো হইয়া ছুটা প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি, tornado।

ঝঞ্ঝাট, ঝঞ্ঝট—বিরক্তিকর পরিস্থিতি; হাঙ্গামা; গণ্ডগোল। **ঝঞ্ঝাট পোহানো**—বিরক্তিকর অবস্থায় কাটানো বা উহা সহ্য করা। **ঝঞ্ঝাটে, ঝঞ্ঝেটে**--গোলমেলে।

ঝট্‌—সত্বর, অবিলম্বে। বিণ. ঝটিয়া—যাহা তাড়াতাড়ি ঘটে। **ঝটকা**—হঠাৎ আকর্ষণ বা আঘাত (ঝট্‌কা মারা); দমকা ঝড় (ঝড়-ঝট্‌কা—ঝড়; হঠাৎ আঘাত বা বিপৎ-পাত); এক কোপে কাটা (জবাই করা বা হালাল নয়, ঝট্‌কা)। **ঝটকানো**—হঠাৎ বেগে আকর্ষণ করা অথবা এক কোপে কাটিয়া ফেলা। বি. ঝট্‌কানি। **ঝট্‌ঝট্‌**—তাড়াতাড়ি।

ঝট্‌পট্‌—তাড়াতাড়ি পাখীর পাখা ঝাপ্‌টানো (গুলি খেয়ে ঝট্‌পট্‌ করছে: ঝট্‌পট্‌ করিয়া উড়িয়া গেল)।

ঝটাপটি, ঝুটোপটি, ঝুটোপুটি—হাতাহাতি দ্বন্দ্ব, জাপ্‌টা-জাপ্‌টি; তীব্র সংগ্রাম (প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে ঝুটোপুটি করা)।

ঝটিকা--ঝড়। **ঝটিকাবর্ত**—ঘূর্ণিবায়ু, cyclone।

ঝটিতি, ঝটিত—শীঘ্র, ত্বরায়।

ঝড়—(প্রাকৃ. ঝড়ী) প্রবল ঝটিকা, বাত্যা; ঝড়ের মত বেগসম্পন্ন ('শোকের ঝড় বহিল চৌদিকে'; সে তো বক্তৃতা নয়, যেন ঝড় বইয়ে দিলে); বিপৎপাত (মাথার উপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেল)। **ঝড়গতি**—অতিশয় বেগ-সম্পন্ন। **ঝড়ঝাঁটি**—ঝড় ও সেই জাতীয় প্রবল বায়ু। **ঝড়ঝাপ্টা**—বিপদের ধাক্কা (কত ঝড়ঝাপ্টা খেয়ে আজও টিকে আছি)। **ঝড়-তুফান**—সাধারণ ঝড় ও বড় রকমের ঝড়। বিণ. ঝড়ো (ঝড়ো বাতাস; ঝড়ো আম; ঝড়ো কাক)।

ঝড়াঝড়—ঝট্‌ করিয়া।

ঝড়ি—ঝড় (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

ঝনৎকার—ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ, ঝন্‌ঝনা।

ঝণ্ডা—ঝাণ্ডা দ্রঃ।

ঝনকাঠ—চৌকাঠের মাথার উপরকার অংশ।

ঝন্‌ ঝন্‌—ঝঞ্ঝন দ্রঃ।

ঝনন, ঝননন—অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ব্যাপি ঝন্‌ ঝন্‌।

ঝনাৎ—ধাতুদ্রব্যের অথবা টাকার হঠাৎ পতনের শব্দ।

ঝপ্‌—শীঘ্র; হঠাৎ জলে পড়ার শব্দ; দাঁড় পড়ার শব্দ। **ঝপ্‌ ঝপ্‌**—ক্রমাগত জলে পতনের শব্দ বা জল পড়ার শব্দ: তাড়াতাড়ি (ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে তো বলে গেলে, কিন্তু মনে রাখা কি অতই সোজা)। **ঝপাৎ**—জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার শব্দ। **ঝপাঝপ**—ঝপ ঝপ্‌ করিয়া (ঝপাঝপ দাঁড় মেরে চলেছে)।

ঝম্‌ঝম্‌—বাজনার শব্দ; বৃষ্টি পতনের শব্দ; নূপুর প্রভৃতির শব্দ। **ঝমর্‌ ঝমর্‌**—গতিশীল পদে নূপুরাদির শব্দ। **ঝমাঝম্‌**—প্রবল বৃষ্টিধারার শব্দ; ঢাক, ঢোল, কাঁসর প্রভৃতির শব্দ।

ঝম্প—ঝাঁপ। **লম্ফঝম্প**—লম্ফ দ্রঃ। **ঝম্পন**—ঝাঁপ দেওয়া; আক্রমণ করা।

ঝম্পাক, ঝম্পারু, ঝম্পারু—বানর।

ঝরঝর—জলধারার ক্রমাগত পতন (নালার জল ঝরঝর করিয়া পড়িতেছে; ঝরঝর বরিষে বারিধারা—রবি)। **ঝরঝরে, ঝর্ঝরে**—পরিচ্ছন্ন; আর্দ্রভাব অথবা জড়তা বর্জিত, জর্জরিত (পরকাল ঝর্ঝরে)। **ঝরণ**—ক্ষরণ; ধারায় পতন।

ঝরকা, ঝরোকা—(সং. জালক) গবাক্ষ, ছোট জানালা; জাফরি-কাটা বা জাল দেওয়া জানালা।

ঝরণা, ঝরনা, ঝর্ণা—(যাহা ক্রমাগত ঝরিতেছে) পর্বতাদি হইতে নিঃসৃত স্বল্পপরিসর ও অগভীর জলধারা; নির্ঝর। **ঝর্ণাকলম**—fountain pen.

ঝরতি—শস্য-বোঝাই বস্তা হইতে ঝরিয়া পড়া অংশ। **ঝরতি পড়তি**—ঝরা ও পড়া অংশ; উপেক্ষণীয় ক্ষতির ভাগ (ঝড়তি পড়তিও বলা হয়)।

ঝরা—ক্ষরিত হওয়া (অশ্রু ঝরা); ঝরিয়া পড়া (পাতা ঝরা; পাতা-ঝরা গাছ; ঝরা ফুল)। **ঝরে যাওয়া**—রস বা জলের ভাগ কমিয়া যাওয়া; পাতা, ফুল প্রভৃতি শুকাইয়া পড়া, শীর্ণ হওয়া (বুড়ো কালে শরীর ঝরে যাওয়া ভাল; গাল ঝরে যাওয়া)। **নাক ঝরা**—তরল সর্দি ঝরা।

ঝরানো—ক্ষরিত করা; পাতিত করা (ফুল ঝরানো, পাতা ঝরানো)।

ঝঝর—(ঝর ঝর দ্রঃ) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

ঝর্ঝরী—ঝাঁঝরী, তেল কিংবা ঘি দিয়া ভাজা দ্রব্য ছাঁকিয়া তুলিবার হাতা।

ঝলক, ঝলকা—(সং. ঝলক্কা) আগুনের শিখা; তীব্র দীপ্তি (বিদ্যুৎ-ঝলক); হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত জলাদি (এক ঝলক জল, এক ঝলক রক্ত; এক ঝলক বসন্তের হাওয়া)। **ঝলক দর্পণ**—উজ্জ্বল ক্ষুদ্র আয়না-বিশেষ।

ঝল্‌কানো—দ্যুতি প্রকাশ; আলোক বিচ্ছুরণ। বিণ. ঝলকিত—দীপ্ত; উদ্ভাসিত।

ঝলঝল—দীপ্ত হওয়ার ভাব; চমক; ঝুলঝুল, শিথিলভাবে লম্বিত।

ঝলম—কাঠের নক্সা করা ঝালর।

ঝলমল—দীপ্তি পাওয়ার ভাব; জমকালো, প্রদীপ্ত (আলো ঝলমল); অকঠিন বস্তুর চমকিত হওয়ার ভাব (বেনারসী শাড়ী ঝলমল করছে)।

ঝল্‌সানো—ঝল্‌কানো; দীপ্তি পাওয়া; অগ্নির উত্তাপে অথবা রৌদ্রে অর্ধদগ্ধ হওয়া (রোদে ঝল্‌সে গেছে; মাছগুলো এবেলার মত ঝল্‌সে রেখে দাও); চোখ ধাঁধিয়া যাওয়া (রোদে চোখ ঝল্‌সে গেছে)। **ঝল্‌সা-কানা**—চোখ ঝল্‌সে যাওয়া লোক।

ঝলা—রোদের তেজ; চমক; তীব্র দীপ্তি (বিজলী-ঝলা); ঝলমল করা (পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে—রবি; কাব্যে ব্যবহৃত)।

ঝলাবর—(হি.) নির্মল, সুশ্রী।

ঝল্ল—হিন্দু অন্ত্যজ জাতি-বিশেষ।

ঝল্লক—কাংস্য-নির্মিত করতাল, শিব-মন্দিরে ইহা ব্যবহৃত হয়। **ঝল্লকণ্ঠ**—পায়রা।

ঝল্লরী, ঝলরী—কাঁসার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, শিব মন্দিরে ব্যবহৃত হয়; ঝুলিয়া থাকা কুঞ্চিত চুলের গোছা।

ঝল্লিকা—যাহা দিয়া ঘষিয়া গায়ের ময়লা তোলা হয়, গামছা; সূর্য-কিরণের তেজ, দীপ্তি।

ঝল্লী—ঝল্লরী।

ঝষ—মাছ (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত); তাপ, গরমী। **ঝষকেতন,-ধ্বজ**—মীনকেতন, কামদেব।

ঝা—(উপাধ্যায়: ওঝা) পদবী-বিশেষ।

ঝাউ—(সং. ঝাবুক) ঝাউ গাছ।

ঝাঁ—সত্বর। **ঝাঁ ঝাঁ**—অত্যন্ত তাড়াতাড়ি; প্রখর দীপ্তির ভাব।

ঝাঁই—যাহা পুড়িয়া গিয়াছে অথবা অর্ধদগ্ধ হইয়াছে (পুড়ে ঝাঁই হয়ে গেছে; চাল ঝাঁই করা)।

ঝাঁইট—ঝাঁট দ্রঃ।

ঝাঁক—দল; বিশেষতঃ পক্ষী পতঙ্গ ও মৎস্যের। **ঝাঁকের কই ঝাঁকে মেশা**—কিছুদিন দলছাড়া থাকিয়া শেষে দলেই ফিরিয়া যাওয়া।

ঝাঁকড়-মাকড়, ঝাঁকড়া—উস্কোখুস্কো, ঝোপের মত বহু ডালপালাযুক্ত ও খর্ব (ঝাঁকড়া চুল)।

ঝাঁকন, ঝাঁকনি, ঝাকুনি—জোড়ে নাড়িয়া দেওয়া, কঠিনভাবে দোলানো (গাড়ীর ঝাঁকুনি; মুখ ঝাঁকুনি—অপ্রসন্নতা-ব্যঞ্জক মুখনাড়া দেওয়া); উঁকি মারা অথবা ঝুঁকিয়া দেখা।

ঝাঁকরানো—ঝাঁকানো, জোরে নাড়া দেওয়া। বি ঝাঁকরানি।

ঝাঁকা—চওড়া-মুখ শক্ত ঝুড়ি, যাহাতে মাল বহন করা হয়; (ঝাঁকামুটে—যে মুটে ঝাঁকায় মাল বহন করে); নাড়া দেওয়া, ঝাঁকি দেওয়া, উঁকি মারা। **ঝাঁকানো**—প্রবলভাবে আন্দোলিত করা; কম্পিত করা (ডাল ধরিয়া ঝাঁকানো)। **মুখ ঝাঁকানো**—মুখঝাম্‌টা দেওয়া, অপ্রসন্নভাবে মুখ নাড়া। বি. ঝাঁকানি, ঝাঁকুনি।

ঝাঁকার—(সং. ঝঙ্কার) ঝঙ্কার; বেগে আকর্ষণ; বমি-বমি বোধ (গা ঝাঁকার দিয়ে উঠল)।

ঝাঁকি—জোড়ে নাড়া দেওয়া, ঝাঁকান। **গাছে ঝাঁকি দেওয়া**—গাছ জোড়ে নাড়া, ফুল বা ফল পাওয়ার জন্য। **মুখ ঝাঁকি দেওয়া**—মুখ ঝাম্‌টা দেওয়া।

ঝাঁগড়, ঝাঁগুড়গুড়—নহবতাদির ধ্বনি।

ঝাঁজ, ঝাঝ—(সং. ঝঝর) করতাল, কাঁসর ; পায়ের অলঙ্কার-বিশেষ, ভিতরে কড়াই থাকে বলিয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজে ; শেওলা-বিশেষ।

ঝাঁজ,-ঝ—তেজ, উত্তাপ, তীব্রতা (তামাকের ঝাঁঝ, রোদের ঝাঁঝ) ; কড়া মেজাজ, অহঙ্কার (গিন্নার ঝাঁঝ)। **ঝাঁঝালো**—ঝাঁঝযুক্ত। **নাক ঝাঁঝানো**—গন্ধাদির তীব্রতা হেতু নাক জ্বলা।

ঝাঁঝর, ঝাঁজর—করতাল ; কড়াই দেওয়া মল-বিশেষ। **ঝাঁঝরা, ঝাঁজরা**—বহু ছিদ্র-যুক্ত ; অতি জীর্ণ (শোকে শোকে মায়ের বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে)। **ঝাঁঝরা-চোখী,-কী**—যে স্ত্রীলোক সহজেই ঝর্ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে পারে। **ঝাঁঝরি,-রী**—বহু ছিদ্রযুক্ত জাল, হাতা প্রভৃতি ; ফুলগাছে জল ছিটাইয়া দিবার পাত্র ; তলায় বহু ছিদ্রযুক্ত মাটির হাঁড়ি (গ্রাম্য ঝাঁজোর)।

ঝাঁঝাঁ—নিস্তব্ধতাজ্ঞাপক (রাত ঝাঁঝাঁ করছে) ; প্রখরতা-ব্যঞ্জক (রোদ ঝাঁঝাঁ করছে) ; বাদ্য-ধ্বনি সম্বন্ধেও বলা হয়।

ঝাঁঝি—বহুদিন ধরিয়া জমা শেওলা (একশো যুগের বনস্পতি বাকল ঝাঁঝি সকল গায় —সত্যেন দত্ত)।

ঝাঁট, ঝাট—আবর্জনা দূর করিয়া পরিষ্কার করা (ঝাঁট দেওয়া)।

ঝাঁটা—যদ্দ্বারা ঝাঁট দেওয়া হয়, সম্মার্জনী, খেংরা (গ্রাম্য ঝ্যাঁটা)। **ঝাঁটা খাওয়া**—অপমান হওয়া, মুখ না-পাওয়া (ঝাঁটাখেকো—গালি-বিশেষ)। **ঝাঁটাপেটা করা, ঝাঁটা মারা**—ঝাঁটা দিয়া প্রহার করা। **মুড়ো ঝাঁটার বাড়ি**—নির্মম প্রহার বা অতি অপমানকর ব্যবহার (মেয়েলী গালি বিশেষ)। **কপালে ঝাঁটা লাগা**—দুর্দৈবগ্রস্ত হওয়া। **ঝাঁটা তারা**—ধূমকেতু। **ঝাঁটানো**—ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা, ঝাঁটা মারিয়া দূর করা ; ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করার ন্যায় নিঃশেষিত করা অথবা সাপ্টিয়া লইয়া যাওয়া।

ঝাঁটি, ঝাটি—ফুল-বিশেষ ; ঝাঁট ; ঝাপ্টা (জলের ঝাটি) ; ঝগড়া (ঝগড়-ঝাঁটি)। **ঝাঁড়**—(ঝাড় হইতে) ঝাঁট (ঝাঁড়ঝুড় দেওয়া —ঝাড়ও বলা হয়)।

ঝাঁপ—হাত-পা ছড়াইয়া জলে উপুড় হইয়া পড়া ; লাফ ; (ঝাঁপ দিয়া পড়া—অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া ; সমস্ত অন্তর দিয়া বরণ করা) ; গাজনের সন্ন্যাসীদের আগুন, কাঁটা প্রভৃতির উপর ঝাঁপ দিয়া পড়া (আগুন ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপ) ; যাহা দিয়া ঢাকা দেওয়া যায় (দরজার ঝাঁপ ; দুধের ভাণ্ডের উপরে দেওয়া পাতা, খড় ইত্যাদি যাহাতে দুধ উছলাইয়া পড়িতে না পারে। **কাণ ঝাঁপ দেওয়া**—কাহারও পেটে কাণ দিয়া তাহার পেটের ভিতরকার শব্দ শুনা।

ঝাঁপ্টা, ঝাঁপ্টা, ঝাপ্টা—স্ত্রীলোকের মাথার গহনা বিশেষ। **ঝাপ্টা কাটা**—ঝাপ্টার ভঙ্গিতে খোঁপা বাঁধা।

ঝাঁপতাল—সঙ্গীতের তাল-বিশেষ।

ঝাঁপসন্ন্যাস—গাজনের সন্ন্যাসীদের আগুন-ঝাঁপ, কাঁটা-ঝাঁপ প্রভৃতি ব্রত পালন (ঝাঁপ দ্রঃ)।

ঝাঁপা—আচ্ছাদন করা ; আবৃত করা ; ঝাঁপ দেওয়া ; ঝাঁপাঝাঁপি করা। **ঝাঁপাই**—খুব হাত পা ছুঁড়িয়া সাঁতরানো (ঝাঁপাই খেলা)। **ঝাঁপানো**—ঝাঁপ দেওয়া ; আবৃত করা ; গো মহিষাদি অবগাহন করানো। **ঝাঁপান**—পর্বত আরোহণের উপযোগী শিবিকা-বিশেষ ; মনসা পূজায় সাপখেলার উৎসব-বিশেষ। **ঝাঁপ-নিয়া**—যে মনসা পূজার উৎসবে সাপ খেলায়।

ঝাঁপি—বেত বা বাঁশের চটা অথবা তাল, খেজুর ইত্যাদির পাতা দিয়া তৈরী ঢাক্‌নি-ওয়ালা পেটারা বা চুপড়ি।

ঝাঁঙ্কত—পায়জোর ; ঝাঁ ঝাঁ শব্দ।

ঝাট—ঝাঁট দ্রঃ ; ঝটিতি ; লতাগৃহ, কান্তার।

ঝাটিনা—ঝাঁটাইয়া জমা করা তৃণাদি। (গ্রাম্য ঝাট্‌নে)।

ঝাড়—(সং. ঝাট ; প্রাকৃ ঝাড়) ঝোপ, গুচ্ছ (বাঁশ-ঝাড় ; ধান-গাছের ঝাড়) ; জঙ্গল (ঝাড় জঙ্গল) ; গোষ্ঠী, বংশ (ঝাড়ের দোষ) ; শাখাযুক্ত বেলোয়ারী দীপাধার। **ঝাড়-বাঁধা**—এক মূল হইতে অনেক অঙ্কুর বাহির হইয়া গোছা হইয়া উঠা।

ঝাড়—ঝাড়া, পরিষ্কার করা অথবা মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুঁ দেওয়া, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (**ঝাড়ঝুড়**—ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা)। **ঝাড়ফুঁক**—মন্ত্র বা দোয়া পাঠ

করিয়া ফুঁ দেওয়া। **ঝাড়-পোঁছ**—ঝাড়া পোঁছার কাজ)। **ঝাড়ন**—যদ্দ্বারা ঝাড়া পোঁছা করা হয়, duster। ঝাড়ালো—ঝাড়যুক্ত, গোছাওয়ালা।

ঝাড়া—(সং. ঝাট) পরিষ্কার করা; ধুলা, ঝুল-আদি দূর করা (ঘর ঝাড়া); খালি করা, খালি করার জন্য উপুড় করিয়া নাড়া (ঝুলি ঝাড়া); চালুনী বা কুলার সাহায্যে ধুলা, তুষ, কাঁকর প্রভৃতি বাহির করা; মন্ত্রাদি পড়িয়া ভূত, প্রেত প্রভৃতি তাড়ানো অথবা ফুঁ দেওয়া; আঘাত করা; ছুঁড়িয়া মারা, প্রয়োগ করা (এগার ইঞ্চি ঝাড়া; রাগ ঝাড়া; বক্তৃতা ঝাড়া); পরিষ্কৃত (ঝাড়া চাউল); একটানা, পুরা (ঝাড়া মুখস্ত করা; ঝাড়া একঘণ্টা)। **কাপড় ঝাড়া দেওয়া**—কাপড়ের খেঁাট খুলিয়া ও নাড়া দিয়া কিছু লুকাইয়া রাখা হইয়াছে কিনা তাহা দেখা বা দেখানো। **গা ঝাড়া দেওয়া**—গা দ্রঃ। **চুল ঝাড়া**—স্নানের পর তোয়ালে দিয়া ঝাপটা মারিয়া মারিয়া চুল হইতে জল বাহির করিয়া ফেলা। **ঝাল ঝাড়া**—রাগ মিটানো **ঝুলি ঝাড়া**—ঝুলি উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া সব বাহির করা: কিছুই না থাকা। **নাক ঝাড়া**—সজোরে নিশ্বাস ফেলিয়া নাক হইতে শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ফেলা। **বিষ ঝাড়া**—সাপের দাঁত হইতে বিষ বাহির করিয়া ফেলা; শায়েস্তা করা। **ভূত ঝাড়া**—প্রহার করিয়া অথবা তিরস্কার করিয়া শায়েস্তা করা। **ঝাড়া ফেরা**—মলত্যাগ করা (গ্রাম্য)।

ঝাড়াই—চালুনী, কুলা ইত্যাদি দিয়া ঝাড়ার কাজ। **ঝাড়াই বাছাই**—ধুলা, তুষ ইত্যাদি ঝাড়া ও কাঁকরাদি বাছার কাজ।

ঝাড়ানো—ঝাড়ার কাজ করানো। **গাছ-ঝাড়ানো**—গাছে ঝাঁকি দিয়া ফল পাড়ানো। **ভূত ঝাড়ানো**—কিছু উত্তম মধ্যম দিয়া অথবা তিরস্কার করিয়া শায়েস্তা করা। **পুকুর ঝাড়ানো**—পুকুর ঝালানো, পুকুরের সংস্কার সাধন।

ঝাড়ু—(হি) ঝাঁটা, সম্মার্জনী। **ঝাড়ু মারা**—ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করা বা সম্বন্ধ ছেদন করা (ঝাড়ু মার অমন আদরের কপালে)। **ঝাড়ুকশ,-দার, বরদার**—যে ঝাড়ু দেয়, মেথর।

ঝাণ্ডা—(হি.) নিশান, পতাকা। **ঝাণ্ডা উঁচা রহে**—পতাকার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকুক।

ঝাত্থু—ঝুনা, পরিপক্ক, ঘাগী, হুঁসিয়ার।

ঝাপ—ঝাঁপ। **ঝাপনি**—ঢাকনী, কৌটা।

ঝাপট, ঝাপটা, ঝাপ্টা—হঠাৎ জোরে আঘাত (বাতাসের ঝাপ্টা; বৃষ্টির ঝাপ্টা, পাখার ঝাপ্টা)। **ঝাপ্টা মারা**—হঠাৎ থাবা মারা; ছোঁ মারা। **ডানা ঝাপ্টানো**—ডানা দিয়া আঘাত করা, ডানা আন্দোলিত করা।

ঝাপ্সা—অস্পষ্ট (চোখে ঝাপ্সা দেখা); যাহা ভাল বুঝা যায় না (ব্যাপারটা ঝাপ্সা হয়ে উঠেছে)।

ঝাপা—ঝাঁপা: পেটারা। **ঝাপান**—সাপ খেলানো।

ঝাবু, ঝাবুক—(সং.) ঝাউগাছ।

ঝামক—ঝামা, অতিরিক্ত পোড়া ইট।

ঝাম্টা—ঝাঁকি; রুষ্ট, অপ্রসন্ন মুখভঙ্গি (মুখ-ঝাম্টা দেওয়া); এরূপ মুখভঙ্গি ও তিরস্কার (মুখ-ঝাম্টা খাওয়া)।

ঝামর—ঝামার মত; মলিন; লাবণ্যহীন; উস্কোখুস্কো (নীল কমল ঝামরু হইয়াছে—চণ্ডীদাস); টেকুয়া প্রভৃতি শাণ দিবার ক্ষুদ্র পাথর। **ঝামরানো**—ঝামার মত পোড়া রঙের হওয়া (সর্দিতে চোখ মুখ ঝামরানো)।

ঝামা—ঝামক, পোড়া ইট। **ঝামামারা**—পুড়িয়া ঝামা হওয়া অথবা ঝামার মত হওয়া।

ঝামুর-ঝুমুর—নূপুর প্রভৃতির ধ্বনি।

ঝামেলা—(হি. ঝমেলা) ঝঞ্ঝাট, গণ্ডগোল, ঝক্কী (ঝামেলা পোহানো)।

ঝারা—ধারা, ক্ষীণ ধারায় জলের ক্ষরণ (**ঝারায় বসানো**—বৈশাখ মাসে শালগ্রাম, শিবলিঙ্গ, তুলসীবৃক্ষ প্রভৃতির উপরে উঁচু স্থান হইতে ক্ষীণ ধারায় জলসেক)।

ঝারি,-রী—জলপাত্র-বিশেষ।

ঝার্ঝরিক—যে ঝর্ঝর বাদ্য বাজায়।

ঝাল—কটু স্বাদ; জ্বালাকর; লঙ্কা; বেশী ঝাল দিয়া প্রস্তুত খাদ্য; দাহ; তেজ (গায়ের ঝাল মেটানো)। বিণ. ঝালুয়া, ঝেলো। **ঝাল খাওয়া**—প্রসবের পর প্রসূতিকে গোলমরিচ, শুঁঠ, পিপুল প্রভৃতি চূর্ণ করিয়া ঘৃতে পাক করিয়া যে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়; সন্তানের জন্য

কষ্ট স্বীকার করা। **ঝাললাড়ু**—যে লাড়ুতে লঙ্কাচূর্ণ দেওয়া হয়। **ঝাল-ঝাড়া, গায়ের ঝাল মিটানো**—মনের সঞ্চিত ক্রোধ প্রকাশ করা। **আঝালা**—যাহাতে ঝাল দেওয়া হয় না অথবা কম দেওয়া হয়। **ঝালে ঝোলে অম্বলে**—যে সব ব্যাপারেই আছে, সর্বত্রই প্রয়োজনীয় (সাধারণতঃ মতলববাজ লোক সম্বন্ধে বলা হয়)। **পরের মুখে ঝাল খাওয়া**—অপরের মুখে শুনা কথা অথবা অপরের অভিজ্ঞতা লইয়া সোৎসাহে মত প্রকাশ করা।

ঝালন, ঝালানো—ঝালা দেওয়া।

ঝালর—(সং. ঝল্লরী) নক্সাদার কম-চওড়া বস্ত্র-খণ্ড বা প্রান্ত, যাহা বেষ্টনীরূপে অথবা সাজাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় (মশারির ঝালর); পাতলা কাঠ দিয়াও নক্সাদার ঝালর তৈরী হয়। **ঝালরদার**—ঝালরওয়ালা।

ঝালা—ধাতুদ্রব্য পান দিয়া জোড়া দেওয়া; পুরাতন কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতির পঙ্কোদ্ধার (পাতকো ঝালা; পুকুর ঝালানো); সংস্কার করা, নবীভূত করা (বহুদিন পূর্বেকার আলাপ-পরিচয় আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিতে হবে)।

ঝালাপালা, ঝালাফালা—পীড়িত, উত্ত্যক্ত (কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল)।

ঝালি—বেত দিয়া তৈরী পেটারা; থলে; ঝুলন খেলা।

ঝি, ঝী—(পালি ধীতা) দুহিতা, কন্যা (ঝি-জামাই); পরিচারিকা (কন্যার মত সেবা-পরায়ণা ও স্নেহপাত্রী)। বৌ-ঝি (বধূ ও কন্যা)। **ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো**—কন্যাকে প্রহার করিয়া বৌকে তুল্য দোষের জন্য সাবধান করা; পরোক্ষভাবে অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করা বা তিরস্কার করা। **ঠাকুরঝি**—ননদ। **ঝিঅর, ঝিআরি,-রী, ঝিয়ারী**—কন্যা; কন্যা-স্থানীয়া (কন্যার ননদ কিম্বা পুত্রবধূর ভগিনী)। **ঝিউড়ী, ঝিয়ারী**—কন্যা, অবিবাহিতা কন্যা। **ঝি-মা**—পিতামহী, মাতামহীর মা।

ঝিঁক, ঝিক—উনানের যে তিনটি মৃৎপিণ্ডের উপরে হাঁড়ি বসানো হয়; যাঁতার উপরকার চাকির ছিদ্র যেখানে গম মসুর-আদি দিয়া যাঁতা ঘুরানো হয়।

ঝিঁকরা—ছোট বন্য গাছ-বিশেষ। **ঝিঁকরা পোঁতা**—যে পড়ো ভিটায় ঝিঁকরা জন্মিয়াছে।

ঝিঁকা—বলপ্রয়োগ করিবার জন্য পশ্চাতে ঝোঁকা বা পাশে হেলা। **ঝিঁকে মারা**—এরূপ দেহভঙ্গি করিয়া কিছু নিক্ষেপ করা বা টানা (ঝিঁকে মারে হাল বা দাঁড়)।

ঝিকুট—(ঝনকাঠ) যাহা অকালে শুকাইয়া চিমড়ে হইয়া গিয়াছে, অকালপক্ব, এঁচড়ে পাকা।

ঝিঁঝি—ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁ পোকা; অঙ্গের অসাড় ভাব, মনে হয় ভিতরে ঝিন ঝিন করিতেছে (পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরা)।

ঝিঁঝিঁট, ঝিঝিট—রাগিণী বিশেষ।

ঝিকঝিক, ঝিকিঝিকি—উজ্জ্বলতা-ব্যঞ্জক। **ঝিকঝিকানো**—ঝিকঝিক করা।

ঝিকমিক, ঝিকিমিকি—ঝিকঝিক হইতে মৃদুতর। **ঝিকিমিকি বেলা**—প্রায় সূর্যাস্তের কাল।

ঝিকর,-ট—কাঁকর।

ঝিঙা, ঝিঙ্গা, ঝিঙ্গাক—(সং. ঝিঙ্গাক) ঝিঙে ফল। **ঝিঙ্গী**—ঝিঙা গাছ।

ঝিঙুর, ঝিঙ্গুর—(হি. ঝিঙ্গুর) ঝিঁঝিঁ পোকা।

ঝিটা বেড়া, ছিটা বেড়া—কঞ্চি প্রভৃতির বেড়া, তাহাতে গোবর মাটির পাতলা লেপ দেওয়া।

ঝিটি, ঝিণ্টি, ঝিণ্টিকা—ঝাঁটিফুলের গাছ।

ঝিনই, ঝিনুই—ঝিনুক দ্রঃ।

ঝিনঝিন—রক্ত চলাচল বন্ধ-হেতু কোন অঙ্গে অসাড়তা বোধ (পা ঝিনঝিন করছে)। বি. ঝিনঝিনি—ঝিঁঝিঁ ধরা।

ঝিনি, ঝিনিকি ঝিনি—নারীদেহের আভরণের শব্দ।

ঝিনুক—(সং. শুক্তিকা) শুক্তি অথবা নিত্য ব্যবহার্য অর্ধশুক্তি; শামুক; ধাতু-নির্মিত ঝিনুকাকৃতি চামচ, শিশুদের দুধ খাওয়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয় (সোনার ঝিনুক)।

ঝিম, ঝীম—মাছের ভুড়-ভুড়ি (ঝিম ছাড়া); অবসন্নভাব; আচ্ছন্নতা (ঝিম ধরে থাকা)। **গা ঝিম ঝিম করা**—খুব অবসাদ বোধ করা, সেজন্য মাথা ঘুরা, দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারা ইত্যাদি (মাথা ঝিমঝিম করা)। **ঝিমকিনি**

—নেশার জন্য ঝিমনি, আচ্ছন্নতা (আফিংএর ঝিমকিনি)।

ঝিমন, ঝিমানো—নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকা ; নেশা বা তন্দ্রার ঘোরে ঢুলা। **ঝিমনি**—তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, নেশায় আচ্ছন্ন ভাব। **ঝিমিঝিমি**—(ঝিমানের ভাব) ধীরে ধীরে ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী (ঝিমিঝিমি বৃষ্টি)।

ঝিয়ারি,-রী—ঝি দ্রঃ।

ঝিরঝির, ঝিরিঝিরি—ক্ষীণ ধারায় বা মৃদু গতিতে। (ঝিরঝির হইতে প্রবলতর অর্থে ঝরঝর, ক্ষীণতর অর্থে ঝুরু ঝুরু)।

ঝিল্লিকা—ঝিঁঝিঁ পোকা।

ঝিল—বিল-জাতীয় স্বভাবজ লম্বা জলাশয় (মোতিঝিল) ; কাটা লম্বা জলাশয়কেও ঝিল বলা হয়।

ঝিলমিল—চমকানো, চাঞ্চল্যময় শোভা সম্বন্ধে বলা হয় ; ঝলমল হইতে ক্ষীণতর (ঝালর ঝিলমিল করছে)। বিণ. ঝিলমিলে। **ঝিলমিল, ঝিলমিলি**—খড়খড়ি : নানা বর্ণের ঝালর, ঝাড়ের পল।

ঝিলিক—ক্ষণিক বিদ্যুৎ-স্ফুরণ, ক্ষণিক তীব্র দীপ্তি। **ঝিলিক মারা**—বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হওয়া।

ঝিলিক দিয়ে ওঠা—হঠাৎ রাগিয়া তাড়া দেওয়া বা বিরক্তি প্রকাশ করা (প্রাদেশিক)।

ঝিলিমিলি—খড়খড়ি ; যাহা ঝিলমিল করে (ঝিলিমিলি হার ; সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা—রবি)।

ঝিল্লি, ঝিল্লিকা, ঝিল্লী—বাদ্য বিশেষ ; ঝিঁঝিঁ পোকা (ঝিল্লীরব) ; সূক্ষ্মত্বক্, membrane. **ঝিল্লীকণ্ঠ**—গৃহ-কপোত।

ঝুঁকা, ঝুকা ঝোঁকা—সামনের দিকে হেলা ; একদিকে হেলিয়া পড়া (গাছটা উত্তর দিকে ঝুঁকে পড়েছে) ; প্রবণতা জাগা, আগ্রহী হওয়া (মনটা কাব্যের দিকে ঝুঁকেছে ; লোক ঝুঁকেছে দেশের নেতাকে দেখতে) ; যাহা ঝুঁকিয়াছে (কোল-ঝোঁকা—সামনের দিকে হেলা)।

ঝুঁকি—দায়িত্ব, কর্মভার ; কর্মভারের গুরুত্ব **ঝুঁকি সামলানো**—গুরু কর্মভার যোগ্যভাবে বহন করা।

ঝুঁজানো, ঝুঁঝানো—ছিদ্রমুখ দিয়া বেগে অথবা প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ (রক্ত ঝুঁঝাইয়া পড়িতেছে—বেগে ও প্রচুরভাবে পড়িতেছে)।

ঝুট, ঝুটা—মিথ্যা (খোস খবরের ঝুটাও ভাল) ; নকল (ঝুট বা ঝুটা জরী। বিপরীত—সাচ্চা জরী)। **ঝুটমুট**—মিথ্যা করিয়া, অকারণে।

ঝুটা, ঝুঁঠা—জুঠা, উচ্ছিষ্ট।

ঝুটি,-টা, ঝুঁটি,-টা—টিকি, খোপা, মাথার উপরে বাঁধা পুরুষের বেণী (ঝুঁটি বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি—রবি)। **ঝুঁটি বুলবুলি**—যে বুলবুলির মাথায় খোঁপার মত রোমচক্র আছে।

ঝুড়া, ঝোড়া—গাছের অনাবশ্যক ডাল-পালা কাটিয়া ফেলা (খেজুর গাছ ঝুড়া—ঝুড়ার পরে কাটা হয় অর্থাৎ মাথার কাছে চাঁচিয়া রস বাহির করা হয়)।

ঝুড়ি,-ড়ী—বাঁশের বেতি কাঞ্চ প্রভৃতি দিয়া তৈরি পাত্র বিশেষ। **ঝুড়ি ঝুড়ি**—বহু, প্রচুর। **ঝুড়িভরা**—অনেকগুলি, প্রচুর।

ঝুণ্ট—ঝোপ, কাণ্ডহীন বৃক্ষ।

ঝুনঝুন—নূপুরাদির ধ্বনি। **ঝুনঝুনি, ঝুমঝুমি**—খেলনা-বিশেষ।

ঝুনা,ঝুনো—সুপক্ক ও শুষ্ক (ঝুনা নারিকেল), বিচক্ষণ, ঝানু।

ঝুমুক-ঝুমুক—কড়াই ভরা মল প্রভৃতির ধ্বনি। **ঝুমু-ঝুমু**, ঝুমুর-ঝুমুর, ঝুমু-রুণু-রুণু, ঝুমুর-ঝুমুর—নূপুর-ধ্বনি।

ঝুপ—হঠাৎ পতনের বা ঝাঁপ দেওয়ার শব্দ। **ঝুপ-ঝুপ**—উপর হইতে উপর্যুপরি পতনের শব্দ (ঝুপ ঝুপ করিয়া দাঁড় পড়া ; গাছ হইতে ঝুপ ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়া ; ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়া)। ঝুপ ঝুপ—অপেক্ষাকৃত ভারী কিছু পড়ার শব্দ (ঝুপ ঝুপ করিয়া পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে)। **ঝুপুর-ঝুপুর**—দ্রুত দাঁড় ফেলার শব্দ।

ঝুপড়ি-ড়ী—(হি. ঝোপড়ী) দরিদ্রদের বা সন্ন্যাসীর খড় লতাপাতা প্রভৃতি দিয়া তৈরি নীচু কুটীর।

ঝুম—নিস্তব্ধ, আচ্ছন্ন।

ঝুমকা, ঝুমকো—লতা-বিশেষ ; ঝুমকা ফুলের আকৃতির কর্ণাভরণ।

ঝুমুর, ঝুমরি—পশ্চিম বঙ্গের লোকসঙ্গীত-বিশেষ ; অশ্লীলতার জন্য পূর্বে নিন্দিত ছিল, বর্তমানে সুরের আবেগময় আবেদনের জন্য সভ্য সমাজে আদৃত।

ঝুর-ঝুর, ঝুরু-ঝুরু—মৃদু ধারায় পতন অথবা মৃদুগতি প্রবাহ সম্বন্ধে বলা হয়। ঝিরঝির দ্রঃ।

ঝুরা—অশ্রুবিসর্জন করা, দুঃখ শোক প্রভৃতির জন্য গভীর বেদনা বোধ করা। সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত।

ঝুরা—শুষ্ক ও চূর্ণ (ঝুরা মাটি)। **ঝুরা-ঝারা**—টুকরা-টাকরা যাহা অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে। **ঝুরা-ঝুরা, ঝুরো-ঝুরো**—শুষ্ক ধূলির মত।

ঝুরি—বট প্রভৃতির শাখা হইতে ঝুলিয়া-পড়া বা নামিয়া-আসা শিকড় (বটের ঝুরি); যাহা কুচি কুচি করিয়া কাটা হইয়াছে এমন তরকারী (ঝুরি-ভাজি); বেসন ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত খাদ্য-বিশেষ (ঝুরি-ভাজা); শিথিলভাবে শোভা পায় এমন মণিমুক্তার গহনা (রতনঝুরি, মুক্তা-ঝুরি)। **ফুলঝুরি**—আগুনের ফুল বিপুলভাবে ঝুরিয়া পড়ে এমন আতস বাজি।

ঝুরু-ঝুরু—ঝুর-ঝুর দ্রঃ।

ঝুল—মাকড়সার জাল ও সেই জালের সংলগ্ন ধোঁয়ার কালি ধূলা ইত্যাদি; soot; জামার লম্বালম্বি মাপ বা প্রসার (ঝুলওয়ালা পাঞ্জাবী)। **ঝুল-সন্ন্যাস**—গাজনের সন্ন্যাসীদের উপরে পা আটকাইয়া মাথা নিচের দিকে করিয়া ঝুলা।

ঝুলন—শ্রীকৃষ্ণের দোল-উৎসব। **ঝুলনা, ঝোলনা**—দোলনা, যাহাতে বসিয়া ঝোলা হয়।

ঝুলা—ঝোলা দ্রঃ।

ঝুলা—দোল খাওয়া, ঝুলিয়া থাকা বা লম্বিতভাবে থাকা (গাছে ফল ঝোলে); অমীমাংসিত-ভাবে থাকা (সেই মোকদ্দমা এখনও ঝুলছে)। **ঝুলাঝুলি**—টানাটানি, পীড়াপীড়ি (অনেক ঝুলাঝুলি করিয়া পাঁচটাকা কমাইয়াছি)। **ঝুলানো**—টাঙাইয়া রাখা; ফাঁসি দেওয়া; লম্বিত।

ঝুলি,-লী—(হি. ঝোলি) কাপড় দিয়া প্রস্তুত থলি। **ঝুলি ঝাড়া**—ঝুলি ঝাড়িয়া পাওয়া শেষ দ্রব্য। **ঝুলিঝাড়া করা**—কপর্দকশূন্য করা। **ঝুলি কাঁধে করা**—নিঃসম্বল হইয়া ভিক্ষুক হওয়া। **হরি-নামের ঝুলি**—নাম জপ করিবার মালা যে ছোট ঝুলিতে রাখা হয়।

ঝোঁক—প্রবণতা, পক্ষপাত, আকর্ষণ। **ঝোঁক চাপা**—প্রবল খেয়াল বা আগ্রহ হওয়া। **ঝোঁকতা, ঝুঁকতি**—দাঁড়ি-পাল্লার একদিকে ভার বেশি হওয়া ও সেই দিকের পাল্লা নামিয়া পড়া। ঝোঁকা—ঝুকা দ্রঃ; ঝোঁকযুক্ত; inclined.

ঝোঁটন—ঝুঁটি; ঝুঁটিযুক্ত (ঝোঁটন বুলবুলি)।

ঝোঁকা-বাড়ী—নৌকা-সংলগ্ন যে আধারের উপরে দাঁড় বসানো থাকে।

ঝোড়—লতা-গুল্মযুক্ত ঘন ঝোপ; জঙ্গল; সমুদ্রের খাড়ী; creek (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ঝোড়া—ঝুড়া দ্রঃ; বাখারি বাঁশ প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত চওড়া আধার-বিশেষ, ইহাতে মাটি আবর্জনা প্রভৃতি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

ঝোড়ো—ঝড়-সম্পর্কিত, ঝড়-জাত, ঝড়ের দ্বারা আহত ইত্যাদি (ঝোড়ো আম; ঝোড়ো বাতাস; ঝোড়ো চিল; ঝোড়ো—যে শিশু ঝড়ের সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে)।

ঝোপ—ছোট গাছ ও গুল্ম-লতার জঙ্গল। **ঝোপ বুঝে কোপ মারা**—সুযোগ অনুসারে স্বার্থ সিদ্ধি করা।

ঝোপড়া, ঝোপড়ী—ঝুপড়ী দ্রঃ।

ঝোর, ঝোরা—নালা, ঝরণা (পাগলা ঝোরা)।

ঝোল—জুষ, সুরুয়া, যে ব্যঞ্জনে জলের ভাগ যথেষ্ট (তাজা মাছের ঝোল)। **ঝোলের লাউ অম্বলের কদু**—নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যে সকলেরই মন যোগাইতে চেষ্টা করে। **ঝোল ভাত খাওয়ানো**—রোগ-ভোগের জন্য অভিসম্পাত দেওয়া অথবা গুরুতর প্রহারাদি করিয়া দীর্ঘ দিন শয্যাশায়ী করিয়া রাখিবার ভয় দেখানো।

ঝোলা—ঝুলা দ্রঃ; অকঠিন, তরল। **ঝোলা গুড়**—যে গুড়ে মাতের ভাগ বেশি। বি. ঝোলানি—মাত।

ঝোলা—(সং. চোল) বড় থলি।

ঝোলা—ঝুলা দ্রঃ। **ঝোলানো**—ঝুলানো।

ঝ্যাটাতি—ঝাড়ুদার।

ঞ

ঞ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার দশম বর্ণ ও 'চ' বর্গের পঞ্চম বর্ণ—অনুনাসিক; প্রাচীন বাংলায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত কিন্তু বর্তমানে যুক্তাক্ষরে ভিন্ন ইহার ব্যবহার প্রায় নাই (চঞ্চল, 'যাচ্ঞা', মিঞা)।

ঞ—শুক্রাচার্য; ষণ্ড; স্বধর্মভ্রষ্ট; যোগী; ক্রূর গায়ন; ঘর্ঘর শব্দ (ঞকার ঘর্ঘরধ্বনি গায়ন ঞকার, ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার —ভারতচন্দ্র)।

ট

ট—'ট' বর্গের প্রথম বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের একাদশ বর্ণ; স্পর্শ বর্ণ; 'ট' বর্গের বর্ণগুলি অনেক ক্ষেত্রে কাঠিন্যব্যঞ্জক; •সহচর শব্দের আদি বর্ণ (দেখাটেখা, ফুলটুল, কাজটাজ, ফলটল মাছটাছ)।

টই, টুঁই—(সং. তুঙ্গ) চালের মটকা। **টুঁই ছোঁওয়া**—যাহা মটকা ছোঁয়, খুব লম্বা।

টই-টুম্বুর—কানায় কানায় পূর্ণ।

টং—(সং. টঙ্ক—ক্রোধ) শক্ত, চড়ামেজাজ, ভরপুর (রেগে টং হওয়া; মদে টং হয়ে আছে); ঘড়ি বাজার শব্দ; কাঁসি প্রভৃতি বাদ্যের শব্দ।

টং, টোং, টোঙ্গ—(তুঙ্গ) উচ্চ স্থান; মাচা; ক্ষেতে প্রহরা দিবার জন্য নির্মিত উঁচু ছোট ঘর; উঁচু খুঁটির উপরে রাখা পায়রার খোপ।

টংয়স-টংয়স—ট্যাঙস ট্যাঙস দ্রঃ।

টক—(সং. তক্র) অম্ল; অম্লস্বাদযুক্ত (টক ডাল); অম্লস্বাদের ব্যঞ্জন, অম্বল (মাছের টক)। **টক-টক**—অল্প-টক-স্বাদ-বিশিষ্ট। **টকো, টোকো**—অম্ল স্বাদ-বিশিষ্ট। **টকে যাওয়া**—টক হওয়া। **টক পালঙ্গ**—চুকা পালঙ্গ।

টক—বড় ঘড়ির দোলকের শব্দ (টকটক; ছোট ঘড়ি হইলে টিকটিক); ত্বরিত, শীঘ্র (টক করে নিয়ে আসা); গরু চালাইবার কালে গাড়োয়ানের জিভের দ্বারা শব্দ।

টকটক—গাঢ় লাল রং সম্বন্ধে বলা হয় (লাল টকটকে; মনোজ্ঞ লাল সম্বন্ধে টুকটুকে বলা হয়)।

টকাটক—সঙ্গে সঙ্গে, তখন তখনই (বক্তৃতা হচ্ছে আর শর্টহ্যাণ্ডে টকাটক লিখে ফেলছে)।

টকানো—অম্ল স্বাদ-বিশিষ্ট করা।

টকুয়া, টোকো—টক দ্রঃ।

টক্কর—পরস্পরের সঙ্গে সংঘাত (গাড়ীতে গাড়ীতে টক্কর লাগা); প্রতিযোগিতা, পাল্লা (টক্কর দেওয়া); হোঁচট, গুঁতা (টক্কর খাওয়া)। **টক্কর লড়া**—মেড়ার লড়াই। **টক্করা-টক্করি**—টকরা-টকরি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

টগর—সাদা ফুল-বিশেষ।

টগরা,-রে—চালাক, চটপটে, চতুর (টগরা ছেলে)।

টগবগ—ফুটন্ত জলাদির শব্দ (টগবগ করে ফুটছে)।

টগে-টগে, টকে-টকে—সুযোগের সন্ধানে (টকে-টকে থেকে ধরে ফেলবে)।

টঙ্-টঙ্—ঘুরিয়া বেড়ানো সম্বন্ধে বলা হয় (টঙ্-টঙ্ করিয়া বেড়ানো; হাল্কাভাবে উদ্দেশ্যহীন হইয়া বেড়ানো সম্বন্ধে টিঙ্-টিঙ্ বলা হয়; পা টানিয়া টানিয়া ক্লান্তভাবে হাঁটা সম্বন্ধে টঙস্-টঙস্ বলা হয়—ট্যাঙস ট্যাঙস দ্রঃ)।

টঙ্ক—কুঠার, টাঙি, খনিত্র; খড়্গ; পর্বতের উঁচু অঞ্চল; টাকা। (**টঙ্কপতি**—টাঁকশালের কর্তা; **টঙ্কবিজ্ঞান**—নানা দেশের নানা যুগের মুদ্রা সম্বন্ধে শাস্ত্র; **টঙ্কশালা**—টাঁকশাল); চারি মাষা পরিমাণ; শক্ত, মজবুত; বিচক্ষণ।

টঙ্কক—টাঁকশালের অধ্যক্ষ।
টঙ্কণ—পার্বত্য ঘোড়া-বিশেষ ; সোহাগা।
টঙ্কা, তঙ্কা—টাকা, মাহিনা।
টঙ্কার—ধনুকের ছিলার শব্দ (কোদণ্ড-টঙ্কার) ; বিস্ময় ; খ্যাতি ; প্রসিদ্ধি।
টঙ্গ—মাচা ; চড়া মেজাজ। টং দ্রঃ।
টঙ্ক—খনিত্র, টাঙ্গি, কুঠার, জঙ্ঘা।
টঙ্গন—সোহাগা।
টঙ্গস্-টঙ্গস্, টঙস-টঙস, টেঙস-টেঙস, ট্যাঙস-ট্যাঙস—পা টানিয়া টানিয়া ক্লান্তপদে।
টঙ্গা, টাঙ্গা, টোঙ্গা, টোঙা—(ইং. tonga) দুই চাকার গাড়ী-বিশেষ : ইহাতে এক বা দুই ঘোড়া জোতা হয়।
টটমট—সামান্য, যৎকিঞ্চিৎ, কোন রকমে কাজ চালানো গোছের (লেখা পড়া টটমট জানে)। **টটাটটি, টটাটিটি**—অল্প, সামান্য, তুচ্ছ। **টটামটি**—এক রকম, মোটামুটি।
টট্টর—কথা বলায় বা উত্তর দেওয়ায় পটুত্ব। বিণ. টট্টরে—যে কথা মাটিতে পড়িতে দেয়না, তৎক্ষণাৎ জবাব দেয় (টট্টরে ছেলে ; টট্টরে বউ)।
টট্টরী—ঢাকের বাদ্য
টণ্ডাই, টাণ্ডাই, টাণ্ডা—(হি. টংটা) ফ্যাসাদ, বিরক্তিকর ব্যাপার, ঝঞ্ঝাট (এ আবার এক টাণ্ডা হয়েছে)। **টাণ্ডু**—কলহপ্রিয়, যে গোলমাল করিতে ভালবাসে।
টন—কঠিন বস্তুতে আঘাতের শব্দ : ইং, ton, প্রায় সাতাশ মন।
টনক—স্মৃতিস্থান, বোধ, উপলব্ধি। **টনক নড়া**—চেতনা জাগা ও কর্মতৎপর হওয়া (এত দিনে সরকারের টনক নড়েছে)।
টনক, টন্‌কো—মজবুত, দক্ষ, দড় (বয়স হলেও এখনও টনক আছে)।
টনটন—অতি স্ফীতি-হেতু বা আধিক্য হেতু যন্ত্রণা-বোধ (ফোড়া পেকে টনটন করছে ; মাথার ভিতরটা টনটন করছে ; পেট ফুলে টনটন করছে) ; কাঠিন্যব্যঞ্জক শব্দ। বিণ. টনটনে—কাঠিন্যব্যঞ্জক অর্থাৎ অশিথিল, দৃঢ়, মজবুত, কার্যক্ষম (টনটনে জ্ঞান, টনটনে বুদ্ধি)। **টনটনে বরাত**—জোর বরাত বা কপাল, (বিদ্রূপে) মন্দ বরাত বা দুরদৃষ্ট। (টনটনের বিপরীত—ঢাবঢেবে—ফাঁপা, শিথিল, অকেজো)।
টনাৎ—টন করিয়া পড়ার শব্দ, টাকার শব্দ।
টনিক—(ইং tonic) শক্তি-বর্ধক ঔষধ, সালসা।
টপ—তরল পদার্থ ফোঁটার আকারে পড়ার শব্দ। **টপটপ**—ফোঁটা ফোঁটা পড়া। **টুপটাপ**—ব্যাপক টপ্‌টপ। **টপাস টপাস**—বড় বড় ফোঁটায় পড়া। টুপ্‌টুপ—ছোট ছোট ফোঁটায় মৃদুভাবে পতন। **টুপুস টুপুস**—বিলম্বিত টুপ টুপ।
টপ—দ্রুততা-জ্ঞাপক (টপ করিয়া আনা ; টপ করিয়া খাওয়া বা গিলিয়া ফেলা)। **টপাটপ**—একটি একটি করিয়া ত্বরিত গ্রহণ সম্বন্ধে বলা হয়, শীঘ্র শীঘ্র (একসের রসগোল্লা টপাটপ খেয়ে ফেলে ; ছিপগুলো ফেলছে আর টপাটপ কই তুলছে) ; ধাবমান অশ্বের ক্ষুরের শব্দ।
টপকা—(আল্‌টপকা দ্রঃ) অপ্রত্যাশিত ভাবে।
টপকানো—ডিঙ্গানো ; লাফ দিয়া পার হওয়া (দেওয়াল টপকানো) ; টপ টপ করিয়া পড়া।
টপটপ, টপাটপ—টপ্‌ দ্রঃ।
টপ্‌পা—গানের রীতি-বিশেষ (ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী)। **টপ্‌পা পদ**—টপ্‌পা গানে আসক্ত, ফূর্তিবাজ, ইয়ার। **টপ্‌পা মারা**—দায়িত্বহীন আমোদ-প্রমোদে জীবন যাপন করা।
টব—(ইং tub) স্নান করা হয় অথবা স্নানের জল রাখা হয় এমন টিন অথবা লোহার পাতলা পাত দিয়া তৈরি পাত্র।
টবর—(প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত) জ্ঞাতি-গোত্র, দলবল ; বসতি (আপন টবর নিয়া বসিল অনেক মিঞা—কবিকঙ্কণ)।
টবর্গ—ট ঠ ড ঢ ণ—এই পাঁচটি বর্ণ।
টমক—বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ।
টমটম—(ইং. tandem) এক-ঘোড়ায়-টানা দুই চাকার খোলা গাড়ী-বিশেষ। **টমটমী**—ছেলেদের বাজনা-বিশেষ। [**টিমটিম**—ধ্বনি-বিশেষ। **ট্যামট্যাম**—টিমটিম হইতে উচ্চতর ও ব্যাপকতর এবং বিরক্তিকর]।
টমেটো—(ইং. tomato) বিলাতি বেগুন (কাঁচা ও রাঁধা—দুই ভাবেই খাওয়া হয়)।
টয়ে, টোয়ে—(টই—মটকা) ঢাক ও পাগড়ি

ইত্যাদির উপরে যে পালকের চূড়া থাকে। **টয়ে বাঁধা**—যাহার মাথায় চাদর পাগড়ির আকারে জড়ানো, ফ্যাটা-বাঁধা; ছাতার অভাবে যে উড়ানি দিয়া এমন ফ্যাটা বাঁধিয়া বেড়ায়।

টর—(হি. টর—মাতাল) নেশায় টাল সামলাইতে অপারগ।

টরকানো—(হি. টরকানা) বেগে গমন, লাফাইয়া যাওয়া।

টল—টহল, পায়চারি করা ও পাহারা দেওয়া।

টল্‌কানো—টলা; উছলাইয়া পড়া (আনবার সময় অনেকখানি দুধ টলকে পড়েছে)।

টলটল—কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া ঈষৎ আন্দোলিত হওয়ার ভাব); উচ্ছলিত ভাব, কম্পন। বিণ. টলটলে—তরল; অনাবিল, ঘোলা নয়। **টলটলায়মান**—আন্দোলিত; স্থিরতাহীন (আসন টলটলায়মান)।

টলট্টল—কানায় কানায় পূর্ণ ও আন্দোলিত।

টলবল—আন্দোলনের ভাব, টলমল।

টলমল—আন্দোলিত (পদভরে ধরণী টলমল); অস্থির; শিথিল; পরিপূর্ণ; উচ্ছলিত (বর্ষার জল টলমল করছে)। **টলটলায়মান**—দোলায়মান, অনির্ভরযোগ্য।

টলা—কম্পিত হওয়া (পা টলছে); বিচলিত হওয়া (মুনির মন টলে,; স্খলিত হওয়া; অন্যথা হওয়া (সংকল্প টলিল); দোলায়মান হওয়া (আসন টলিল. টলবার পাত্র নয়)। **টলানো**—মন বা সংকল্প পরিবর্তিত করা (তাকে টলানো সোজা কথা নয়)। বিণ টলিত।

টস—(রস) রসপূর্ণ ভাব। **টস কাড়ানো**—রসপূর্ণ বাক্য বিনিময় করা, রসিকতা করা। **টসটস**—রসে পরিপূর্ণতা জ্ঞাপক (পেকে টসটস করছে); সুগঠিত কোঁটায় নিষ্ক্রমণের ভাব (টস টস করে ঘাম ঝরছে)। বিণ. টসটসে—রসাল, সুপক্ক। **টুসটুস**—মনোজ্ঞতর টসটস (টুসটুসে আম)।

টস্‌কানো—(হি টসকনা) টসটসে অবস্থার অভাব বা ন্যূনতা হওয়া, স্বাস্থ্যহানি ঘটা (অমন নাদুস-নুদুস শরীরখানি বেশ একটু টসকেছে); সহজেই ভাঙ্গিয়া যাওয়া।

টহল—(হি টহলনা) পায়চারি, পর্যটন (টহল দেওয়া)। **টহলদার**—চৌকিদার; ভিক্ষোপজীবী, যাহারা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করে। **টহলানো**—পরিশ্রান্ত ঘোড়ার শ্রান্তি দূর করিবার জন্য পায়চারি করানো. টহল দেওয়ানো। বি. টহলানি।

টা—নির্দিষ্ট সংখ্যা বা বিশিষ্টতা জ্ঞাপক (পাঁচটা বৎসর কেটে গেল; লোকটা ঠকালে দেখছি; বলি ঠেকাটা কিসের? আর দুদিন থাকলেই টেরটা পেতেন; এতটা আদর-যত্ন কি অমনি পাওয়া যায়?); অনাদর বা অসম্ভ্রম জ্ঞাপক (ছেলেটা বয়ে গেছে; হরেটা গেল কোথায়?)।

টাইপ—মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত অক্ষর। **টাইপ করা**—টাইপ-রাইটার যন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত করা। **টাইপ-রাইটার**—(ইং. type-writer) চাবি টিপিয়া ছাপার অক্ষরের মত লেখায় মুদ্রিত করিবার সুপরিচিত ছোট যন্ত্র।

টাইম—(ইং. time) সময়। **টাইম রাখা বা দেওয়া**—ঘড়ি ঠিক মত চলা (ঘড়িটা ভাল টাইম দিচ্ছে)।

টাউট—(ইং. tout) অন্যের মোকদ্দমার তদ্বিরকারক; দালাল; ভদ্রবেশী প্রবঞ্চক (পাড়াগেঁয়ে টাউট)।

টাউন—(ইং. town) শহর। **টাউন হল**-নাগরিকদের সভা-গৃহ।

টাঁক—(হি. তাক) লক্ষ্য, দৃষ্টি, অনুমান।

টাঁকশাল—যেখানে নানা ধরণের মুদ্রা নির্মিত হয়; mint.

টাঁকা, টাকা—অনুমান করা; কোন ব্যাপার বা বিষয় সম্বন্ধে আগে থাকিতে ধারণা করা বা আশঙ্কা করা; সেলাই করা বা জোড়া দেওয়া (বোতাম টাঁকা)। বি. টাঁকন, টাকুনি। **টেকে দেওয়া**—ধান ভানিবার উপযুক্ত হইয়াছে কিনা তাহা দাঁতে ভাঙ্গিয়া দেখা।

টাঁসা—রক্ত-স্বল্পতাহেতু খিল ধরা (হাত পা টেঁসে নেওয়া; টাঁস ধরা)।

টাক—মাথায় চুল না থাকা; ইন্দ্রলুপ্ত (টাক পড়া)। বিণ. টেকো।

টাক—তৎপরিমিত; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (আধ সেরটাক; মাইলটাক যেতে হবে)।

টাকনা—চাখা; চাটনির মত ব্যঞ্জন।

টাকরা—(সং. তালুক) যেখানে জিহ্বা যুক্ত করিয়া 'টাক' আওয়াজ করা হয়; তালু।

টাকা—(সং. টঙ্ক) সুপরিচিত রৌপ্য-মুদ্রা; অর্থ; ধন (টাকা করেছে; টাকাওয়ালা; টাকা-কড়ি)। **টাকাটা সিকেটা**—অল্প অর্থপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বলা হয় (টাকাটা সিকেটা ত আসে)। **টাকা ভাঙ্গানো**—টাকার পরিবর্তে পয়সা, সিকি, দুয়ানি, আধুলি প্রভৃতি ক্ষুদ্র মুদ্রা নেওয়া। **টাকার মানুষ, টাকার কুমীর, টাকার আণ্ডিল**—বহু টাকার লোক। **টাকার মুখ দেখা**—অর্থ উপার্জন করা, ধনী হওয়া। **টাকার শ্রাদ্ধ**—অর্থের প্রভূত অপব্যয়।

টাকু, টাকুয়া—চরকায় যে শলাকার সাহায্যে সূতা জড়ানো হয়; spindle; টেকো। **টাকুর**—পাটের সূতা কাটার নাটাই।

টাগ—(সং. টঙ্ক-জঙ্ঘা, হি. টাঙ্) জঙ্ঘা।

টাগন,-ঙন,-ঙ্গন—(সং. টঙ্গন) পাহাড়ী ঘোড়া।

টাঙ্গ—(সং. টঙ্ক) কুঠার-বিশেষ; ঠ্যাং, পা। **টাঙ্গি,-ঙ্গী**—ছোট কুঠার।

টাঙ্গা—টঙ্গা দ্রঃ।

টাঙ্গানো, টাঙানো—ঝুলানো; লট্‌কানো; তার রশি প্রভৃতি লম্বা করিয়া বাঁধা; খাটানো (তাম্বু টাঙ্গানো)।

টাট—(হি. টাটী) ছোট থালা; পূজার থালা-বিশেষ; উচ্চ কাষ্ঠাসন; মহাজনের বসিবার স্থান; গদি; কপটতা; মোহ।

টাট্‌কা—(সং. তৎকাল; হি. টট্‌কা) সদ্য প্রস্তুত বা লব্ধ, নূতন, তাজা, বাসি নয় (টাট্‌কা ঘি; টাট্‌কা খবর; টাট্‌কা ভাজা)।

টা-টা—শুকাইয়া টান ধরার ভাব; কাতরভাবে চাওয়ার ভাব (ব্যারামে লোকটা সকাল থেকে টা টা করছে, অথচ তাকে একটু বার্লি দেবার সঙ্গতি নেই)।

টাটানো—(হি. টটানা) কঠিন যন্ত্রণা বোধ করা (ফোড়ার ভিতরে টাটাচ্ছে)। **চোখ টাটানো**—ঈর্ষান্বিত হওয়া (পরের সুখ-সৌভাগ্য দেখে চোখ টাটায়)। বি. টাটানি।

টাটি, টাটী, টাট্টী—বাঁশ বাখারি প্রভৃতির বেড়া, ঝাঁপ; ডাঙ্গা (চর অথবা বিল অঞ্চলের বিপরীত—প্রাদেশিক); মলত্যাগের স্থান; বাহ্যে (টাটী ফেরা—ঝাড়া ফেরা)।

টাটু, টাট্টু—(হি. টটু) ছোট ঘোড়া-বিশেষ; যে ঘোড়াকে আক্তা করা হয় নাই।

টাড়—উপর-হাতের গহনা-বিশেষ (টাড়বালা, তাড়বালা)।

টাড়স, তাড়স—(সং. ত্রাস) প্রভাব, সংস্পর্শ (ফোড়ার টাড়সে বা তাড়সে জ্বর; sympathetic fever).

টাণ্টা, টাণ্ডা—(হি. টাঁটা—বাক্‌বিতণ্ডা) ফ্যাসাদ, গেরো, গোলমাল, অস্বস্তিকর ব্যাপার (তাকে নিয়ে এক টাণ্টা হয়েছে; বিয়েটা কোন রকমে হয়ে গেলে টাণ্টা মেটে)।

টান—আকর্ষণ, স্নেহ, মমতা (দেশের প্রতি টান; ভাঁটার টান; রক্তের টান); বলে আকর্ষণ (টান মেরে ফেলে দেওয়া); অশিথিল, ঢিলা নয় (টানিয়া বাঁধা, গায়ের চামড়া টান-টান); অভাব (ভাল খাওয়া হয়েছে, কোন জিনিষের টান পড়ে নাই); চাহিদা (বাজারে মালের টান ধরেছে খুব); শ্বাসকষ্ট, জোরে শ্বাস গ্রহণ (টান ওঠা; গাঁজার কল্‌কেয় টান মারা); উচ্চারণ-ভঙ্গি (যশুরে টান, রেঢ়ো টান, বিক্রমপুরে টান); দেমাগ, অহঙ্কার (বরের মায়ের কথায় বড় টান); রেখার ভঙ্গি (কলমের টানে মাত্রা হয়ে গেছে রেফ)। **টান ধরা**—টান ওঠা, শ্বাসকষ্ট হওয়া; শুকানো (ঘা-তে টান ধরেছে)। **হাতটান**—চুরি-ছ্যাঁচ্‌ড়ামির দিকে প্রবণতা।

টানা—যাহা টানা হয় অথবা একদিকে আকৃষ্ট হয় (টানা পাখা; টানা স্রোত); প্রসারিত (টানা চোখ; টানা ভুরু); লম্বা (টানা পথ; টানা পা করে যাওয়া); মন্থিত, মাথন-তোলা (টানা দুধের ছানা); তানা, কাপড়ের লম্বা দিকের সূতা (টানা পড়েন); নথের শিকল। **একটানা**—নিরবচ্ছিন্ন। **টানা পড়েন করা**—বারবার আসা যাওয়া বা আনা নেওয়া করা। **টানান**—লম্বা করিয়া বাঁধা; দেমাগ, গুমর (টানানে কথা কয় না—প্রাদেশিক)। **টানাটানি**—বলে আকর্ষণ; পীড়াপীড়ি (পুলিশ ছেলেটাকে নিয়ে টানাটানি করছে); অকুলান (টানাটানি আর ঘুচবে না দেখছি)। **টানাহেঁচ্‌ড়া**—টানাটানি, ধ্বস্তাধ্বস্তি (টানা-হেঁচ্‌ড়া করে আর কতদিন চলবে?)। **গুণ টানা**—নৌকার মাস্তুলে রশি বাঁধিয়া তীরে হাঁটিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া। **দোটানা**—দুই দিকের পরস্পর বিরুদ্ধ টান; দোলায়িত-চিত্ততা।

টানা—আকর্ষণ করা; লম্বা করা; পান করা (মদ টানা, গাঁজা টানা); পক্ষাবলম্বন করা (আপনার লোকের দিকে টানিয়া কথা বলা)। **টানিয়া ধরা**—হিসাবী হওয়া, ব্যয় সঙ্কোচ করা।

টানেল—(ইং. tunnel) পাহাড়ের বা মাটির নিচ দিয়া প্রস্তুত রাস্তা।

টাপ—চলন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ।

টাপর, টাপোর—উৎসবের জন্য নির্মিত অস্থায়ী চালা।

টাপু—উঁচু জায়গা; দ্বীপ।

টাপুর-টুপুর—বৃষ্টির টুপ্ টাপ্ শব্দ।

টাপে-টোপে, টাপে-টাপে—পরিপূর্ণভাবে; কানায় কানায় (বৃষ্টিতে পুকুর টাপে-টাপে ভরে গেছে)।

টাবু-টুবু—পুরাপুরি ভরা; ডুবু ডুবু।

টাবুয়া, টেবো—টোপা; ফোলা-ফোলা (টেবো গাল)।

টায়-টায়, টায়-টোয়—কোন রকমে; বেশীও না, কমও না (টায়-টায় এক সের হয়েছে)।

টার—(ইং. tar) আলকাত্‌রা।

টারপলিন, তিরপল, ত্রিপল—(ইং. tarpaulin) জল প্রবেশ করিতে না পারে, এমন রঙ-মাখানো মোটা কাপড়।

টারপিন, তারপিন—(ইং. turpentine) পাইন বা ঐরূপ সরল গাছের নির্যাস।

টাল—স্তোকবাক্য; ছলনা (**টাল দেওয়া**—স্তোক দেওয়া; **টালবাহানা**—মিথ্যা অজুহাত); পড়িয়া যাইতে পারে এমন হেলাভাব; ঝোঁক (**টাল সাম্‌লান**—পড়িয়া যাইবার মত দশা হইতে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লওয়া; বিপদের ধাক্কা কাটাইয়া উঠা; **টাল খাওয়া**—মাতালের মত টলিতে টলিতে চলা, পড়িয়া যাইবার মত দশা হওয়া) স্তূপ, গাদা (ইটের টাল, সুর্কীর টাল)। **টাল যাওয়া**—অতিশয় পীড়িত ব্যক্তির নড়াচড়ার ফলে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলা হয় (সাবধান, এমন রুগীকে নাড়াচাড়া করো না, টাল যাবে)।

টালমাটাল—টাল-বাহানা, মিথ্যা অজুহাত দর্শাইয়া ঘুরানো। বি. টালমাটালি—বাহানা করিয়া সময় কাটানো।

টালা—(সং. টল্—চঞ্চল হওয়া) ভাঁড়ানো; অবহেলা করা; অগ্রাহ্য করা (মুরুব্বির কথা টেলে কি ভাল হবে?)। **কথা টালাটালি**—বারবার কথার নড়চড় করা।

টালি—(ইং. tile) ঘরের চাল ছাইবার বৃহৎ ও মজবুৎ খাপরা-বিশেষ।

টি, টা—বিশিষ্টতা, সমাদর, স্নেহ, সৌষ্ঠব, অল্পতা ইত্যাদি জ্ঞাপক প্রত্যয় (ছেলেটি ছিল তার অঙ্কের যষ্টি; দুটি ফল তার মাগি মহাশয় এত তারি কলরব—রবি; আর একটি কথা মাত্র বলব)।

টিক্‌টিক্—ঘড়ির শব্দ; টিক্‌টিকির ডাক (মাথার উপরে টিক্‌টিকি টিক্‌টিক্ করিয়া উঠিল—যাত্রারম্ভে বা কর্মে বাধাসূচক)।

টিক্‌টিক্—(প্রাদেশিক) অসমতল ক্ষেত্রের উপরে স্থাপিত, সেজন্য নড়বড়ে (কি জলচকি এনেছ, ভাল বসছে না, টিক্‌টিক্ করছে—টিক্‌টিকি দ্রঃ)।

টিক্‌টিকি—জেঠী। **টিক্‌টিকি পড়া**—টিক্‌টিকির অশুভসূচক ধ্বনি হওয়া।

টিক্‌টিকি—যে তের্‌চা কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়া বেত মারা হয় (আমিই আছি টিক্‌টিকির উপরে—অর্থাৎ আমার টলটলায়মান অবস্থা); ডিটেক্‌টিভ, গোয়েন্দা।

টিকর, টেকর—(সং. তুঙ্গ) উচ্চস্থান; বাঁধ।

টিকল, টেকাল—(টিকর) উঁচু (টিকল নাক)।

টিকলি—(সং. তিলক) কপালে টিপ পরিবার তিলক, ফোঁটা; ছোট চাক্‌তি (টিকলি করা); খণ্ড (আখের টিকলি, যাহা লাগানো হয়)।

টিকা, টীকা—তিলক; রাজতিলক; তামাক খাইবার টিকা; বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ঐসব রোগের যে বীজ মানব-শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়; vaccination, inoculation. **টিকাদার**—যে বসন্তাদি রোগের টিকা দেয়।

টিকা—ঠিকা দ্রঃ।

টিকা, টেঁকা—স্থায়ী হওয়া; বিকৃত না হওয়া (এ রঙ্ ধোপে টিকবে); তিষ্ঠানো; স্বাভাবিক ভাবে জীবন ধারণ করা (যে দিনকাল পড়েছে, তাতে টিকে থাকা দায়); কার্যকর বা কার্যক্ষম হওয়া (ওসব ওজর-আপত্তি টিকবে না; এমন

খাওয়ায় শরীর টেঁকে না)। **টেঁকসই**—স্থায়ী, মজবুত।

টিকারা—এক ধরণের সারেঙ্গী; চিকারা।

টিকি,-কী—(হি. চুট্‌কী) শিখা। **টিকিটি পর্যন্ত দেখিতে না পাওয়া**—আদৌ দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়া বা খোঁজ-খবর না পাওয়া।

টিকিট—(ইং. ticket) ভাড়া বা মাশুলের নিদর্শন-পত্র (বাসের টিকিট; ডাক-টিকিট)। **টিকিট-বাবু**—টিকিট বিক্রয়কারী কর্মচারী।

টিকিন, টিকিং—(ইং. ticking) মজবুত কাপড়-বিশেষ—গদি, তোষক প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

টিকিল—পাহারা (টিকিল দেওয়া)।

টিট্‌কার, টিট্‌কারি,-রী, টিটকারি—(সং. ধিক্কার) ঠাট্টা, বিদ্রূপ, উপহাস (টিট্‌কারী দেওয়া)।

টিটি-পাখী, টিটিভ, টিট্টিভ, টিটির—পাখী-বিশেষ; টি টি রবকারী।

টিণ্ডিশ—(সং., হি. ভিণ্ডী) ঢেঁড়শ।

টিন—(ইং. tin) ধাতু-বিশেষ, রাংয়ের কলাই করা লোহার পাত (টিনের ঘর); টিন-নির্মিত পাত্র (একটিন ঘি)।

টিন্‌টিন্—রুগ্‌ণতা ও কৃশতাজ্ঞাপক। **টিন্‌টিনে**—রোগা ও কৃশ। **পেট টিন্‌টিনে**—রোগের ফলে হাত-পা সরু, পেট মোটা আর পেটের চামড়া পাত্‌লা ও উজ্জ্বল।

টিপ, টীপ—(প্রাকৃ. টিপ্পি) আঙ্গুলের ডগা; বুড়া আঙ্গুলের প্রথম পর্বের পরিমাপ (এক টিপ ছোট); আঙ্গুলের ডগার, বিশেষতঃ বুড়া আঙ্গুলের ডগার, ছাপ (টিপ সহি); বুড়া আঙ্গুলে টিপিয়া তৈরী গাঁজা; চিম্‌টি পরিমিত (এক টিপ নস্য); চোখের ইঙ্গিত (চোখ টিপ মারা—চোখ টিপা); কপালের তিলক (কাঁচ-পোকার টিপ); তিলকের ধরণের অলঙ্কার (কোহিনুরের টিপটি ভালে, কানে রতন-দুল—করুণানিধান); সঙ্কেত; ইঙ্গিত (টিপ দিয়ে দেওয়া—টিপে দেওয়া, ইঙ্গিতে নির্দেশ দেওয়া)। **টিপকল**—যাহা টিপিয়া খোলা বা বন্ধ করা যায়, কোন কোন অলঙ্কারে যুক্ত থাকে। **টিপ্‌টিপ্, টিপিটিপি**—ক্ষীণ ধারায় বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে বলা হয় (ক্ষীণতর বা মৃদুতর ধারা সম্পর্কে বলা হয়, টিপিস্-টিপিস্); ক্ষীণ প্রদীপ-শিখা সম্বন্ধে (টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে); হৃৎকম্প সম্বন্ধেও বলা হয় (বুকের ভিতরটা টিপ্‌ টিপ্‌ করছে)। **টিপ্‌টিপনি, টিপ্‌টিপুনি**—ক্রমাগত অল্প অল্প বৃষ্টিপাত। **টিপন-দাঁড়া,-নড়ি**—দেশীয় তাঁতের অংশ-বিশেষ।

টিপা, টেপা—চাপ দেওয়া (গলা টেপা; গা, হাত, পা টেপা); ইঙ্গিত করা (চোখ টেপা—ইঙ্গিতে অভিপ্রায় জানানো অথবা সতর্ক করা)। **টিপাটিপি**—ইঙ্গিতে উদ্দেশ্য জ্ঞাপন। **টিপিয়া টিপিয়া চলা**—পায়ের শব্দ না হয়, এমন ভাবে চলা, সাধারণতঃ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে। **টিপিয়া টিপিয়া খরচ করা**—কম খরচ করা। **গা টেপা**—বেদনা-আদি দূর করিবার জন্য হাত দিয়া গা চাপা; গায়ে ঈষৎ চাপ দিয়া ইঙ্গিত করা। **মুখ টিপিয়া হাসা**—মুখ দ্রঃ। **চোখ টিপাটিপি**—চোখের ইঙ্গিত করিয়া পরস্পরের ভাব বিনিময়। **টিপানো, টেপানো**—টিপার কাজে নিয়োগ। **টিপন, টিপনি, টিপুনি**—টেপার কাজ; গোপন ইঙ্গিত দান। **অন্তর টিপুনি**—গোপনে চিম্‌টি কাটা অথবা এই জাতীয় আঘাত; গোপন ইঙ্গিত।

টিপাই—(ইং. tripod) তেপায়া; যাহার উপরে ফুলদানি-আদি রাখা হয়।

টিপারা—ত্রিপুরা রাজ্য। **টিপ্‌রাই**—পার্বত্য ত্রিপুরা-নিবাসী।

টিপ্পনী—ভাষ্য, ব্যাখ্যা, মন্তব্য (টিপ্পনী কাটা—বক্রভাবে প্রতিকূল মন্তব্য করা)।

টিফিন—(ইং. tiffin) ইয়োরোপীয় পদ্ধতির দ্বিপ্রাহরিক লঘু ভোজন; বাংলা মতে বৈকালিক জলযোগ।

টিমটিম—(মিট্‌মিট্‌) মৃদু আলোক সম্বন্ধে বলা হয়; মাদলাদির ধ্বনি। **টিমটিম করা**—অতি ক্ষীণভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখা। বিণ. টিমটিমে।

টিয়া,-য়ে—তোতা পাখী। **শিকল-কাটা টিয়া**—যে স্নেহের বা আদর-যত্নের বশীভূত হয় না।

টিলা, টীলা—(হি.) ছোট পাহাড়।

টী, টি—(ইং tea) চা। **টি-পার্টি**—চা ও আনুষঙ্গিক জলখাবারের মজলিস।

টীকখর—(তীক্ষ্ণ) উগ্র, চড়া (টীকখর মেজাজ)।
টীকা—[টীক্ (গমন করা)+অ+আ। যাহা ভিতরে প্রবেশে সাহায্য করে; ব্যাখ্যা। **টীকাকার**—ব্যাখ্যাতা।
টীট, টিট—(ব্রজবুলি) ধূর্ত, নির্লজ্জ। বি. টিটপনা।
টীয়া, টিয়া, টে—প্রত্যয়-বিশেষ, বিশেষণ নিষ্পন্ন করার কাজে ব্যবহৃত হয় (সাদাটে, ঘোলাটে, পাগলাটে, আঁষ্টে)।
টু—লুকোচুরি খেলায় সাড়া দেওয়ার শব্দ (টু দেওয়া); ফাঁকি (টু দেখানো—কলা দেখানো)।
টুই, টুঁই—ঘরের মট্‌কা।
টুইল—(ইং. twill) বিশেষ ধরণে বুনট করা কাপড়-বিশেষ।
টুংটাং—বড় ঘড়ির বা জলতরঙ্গের শব্দ; উল্লেখ-যোগ্য নয় এমন ছোটখাট কাজ (টুংটাং করে একরকম সংসার চালাচ্ছি)।
টুঁটি,-টী, টুটি—(সং. ত্রোটি,-টী) গলা, কণ্ঠ-নালী। **টুঁটি চেপে ধরা, টুঁটি ছেঁড়া**—কথা বলিতে বা প্রতিবাদ করিতে না দেওয়া।
টুঁ শব্দ—(হি. চূঁ) প্রতিবাদের সামান্য শব্দ (টুঁ শব্দটি করার জো নেই)।
টুক, টুকি, টুকু, টুকুন, টুকুনি—অত্যল্পতা-জ্ঞাপক (যত্নটুকু, জমিটুকু, জলটুকু)। **এত-টুকু**—এত দ্রঃ।
টুক্‌টাক্—ঘড়ির শব্দ; সামান্য কাজকর্ম (কোন রকমে টুক্‌টাক্ করে সংসার চলছে)।
টুক্‌টুক্—গাঢ় চিত্তাকর্ষক লাল বর্ণ সম্বন্ধে বলা হয় (টক্‌টক্ দ্রঃ)। বিণ. টুক্‌টুকে।
টুক্‌নি,-নী—(হি. টোকনী) ঘটি, যাহা ভিক্ষা-পাত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। **টুক্‌নি হাতে করা**—নিঃস্ব হইয়া ভিক্ষুক হওয়া। **টুক্‌নি হাতে দেওয়া**—দীনহীন ভিক্ষুকে পরিণত করা।
টুক্‌রা,-রো—(হি টুকড়া) ছিন্ন বা কর্তিত অংশ, খণ্ড (কাপড়ের টুক্‌রা; রুটির টুক্‌রা); ক্ষুদ্র ও মনোহর (সোনার টুক্‌রা ছেলে; চাঁদের টুক্‌রো); ছুটা, সম্বন্ধহীন (চাপা হাসি টুক্‌রো কথার নানান জোড়াতাড়া—রবি)। **টুক্‌রা টুক্‌রা করা**—বহু খণ্ডে বিভক্ত করা; বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নষ্ট করা। **টুক্‌রা বা টোক্‌রা কই**—ছোট কই।

টুক্‌রি,-রী—বাঁশের চটা, বেত ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত ছোট ঝুড়ি।
টুকা—টোকা দ্রঃ।
টুকিটাকি—নগণ্য বস্তু বা কাজ (বাড়ী মেরা-মতের এখনও টুকিটাকি যা বাকি আছে, করা হচ্ছে)। **টুকিটুকি**—অল্প অল্প করিয়া।
টুগবুগুনি—টগবগ করিয়া ফোটার ভাব, তাহা হইতে মনে যে কথা জমিয়াছে তাহা বলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ততা।
টুঙ্গ, টুঙ্গি,-ঙ্গী—(সং. তুঙ্গ) উচ্চ ছোট গৃহ; হাওয়াখানা। **কামটুঙ্গি**—উঁচু করিয়া তৈরী অথবা জলের ভিতরে প্রস্তুত প্রমোদ-গৃহ; জল-টুঙ্গি।
টুটা—ভাঙ্গিয়া যাওয়া; নষ্ট হওয়া; নিঃশেষিত হওয়া; বিকৃত হওয়া, কম হওয়া (স্বপ্ন টুটা. বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল— কবিকঙ্কণ); যাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বা নষ্ট হইয়াছে (টুটা-ফাটা)।
টুনটুনি—সুপরিচিত ছোট পাখী।
টুনা, টুনি, টুনো—ছোট বালক-বালিকার আদরের নাম।
টুপ—জলবিন্দু অথবা ছোট ফল পতনের শব্দ. **টুপ্‌টাপ্**—টপ্‌টপ্ দ্রঃ।
[illegible]—নেশায় ভোর, বাহ্যজ্ঞানশূন্য।
টুপি,-পী—(সং. স্তূপ) সুপরিচিত মস্তকাবরণ (নানা ধরণের টুপি দেখিতে পাওয়া যায়)।
টুবটুব—জলে পূর্ণ হওয়ার ভাব; টুবুটুবু। বিণ টুবটুবে।
টুমটাম—টুকটাক, সামান্য, যৎকিঞ্চিৎ। **টুম-টাম করে**—কোনো রকমে সামান্য কাজকর্ম করে।
টুয়ানো, টোয়ানো—হাত্‌ড়াইয়া হাত্‌ড়াইয়া ঠাহর করা বা খোঁজা (মাথায় উকুন টোয়ানো; আঁধারে টোয়ানো); সংকেত দিয়া লেলাইয়া দেওয়া।
টুল—(ইং. stool) বসিবার ছোট আসন-বিশেষ।
টুলটুল—তুলতুল; অতি নরম।
টুলি,-লী—ছোট মহল্লা বা পাড়া (বাদামটুলি. কায়েতটুলি)।
টুলো—টোলের সঙ্গে যাহার সম্পর্ক আছে। **টুলো বিদ্যা**—টোলে পাঠের ফলে লব্ধ বিদ্যা। **টুলো পণ্ডিত**—টোলের শিক্ষক; শুধু পুস্তক-

গত বিদ্যায় পারদর্শী, বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। (সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থক)।

টুসটুস—টসটস দ্রঃ।

টুসি—টোকা, আঙুলের দ্বারা লঘু আঘাত; হাল্‌কা অস্ত্র।

টুস্কি—টোকা, বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে তর্জনীর দ্বারা হাল্‌কাভাবে আঘাত। **টুস্কির মাল**—ভঙ্গপ্রবণ বস্তু; যাহাতে টোকার ভর সয় না, সহজেই নষ্ট হইয়া যায়।

টে—টা ও টি-র বিকল্প রূপ (তিনটা, তিনটে); (কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে টা ও টি হয়, টে হয় না—একটি, সাতটি); স্থানে (আমারটে); (টিয়া-প্রত্যয়—শাদাটে, ঘোলাটে)।

টেংরা—(সং. তুঙ্গ; টিকর) উঁচু জায়গা; ডাঙ্গা (পূর্ববঙ্গে 'ট্যাঙ্গর')। **হেঁটেটেংরা**—উঁচু-নীচু; অসমতল।

টেংরা—(সং. ত্রিকণ্টক) তিন কাঁটাযুক্ত সুপরিচিত মাছ। **গেঁটে টেংরা**—একজাতীয় ছোট মোটা টেংরা। **টেংরা গেঁটে**—বেঁটে, খাট ও মজবুত।

টেংরি—টেঙ্গরি দ্রঃ।

টেঁ—ট্যাঁ দ্রঃ।

টেঁক—(সং. টঙ্ক) নদীর তীরের যে অংশ বাঁকিয়া নদীর ভিতরে প্রবেশ করে (টেঁকটা ঘুরলেই নদীপাড়ের সেই বড় গাছটা দেখবেন); কোমর অথবা কোমরে যেখানে কাপড় গোঁজা হয় (টেঁকে পয়সা ছিল, পড়ে গেছে)। **টেঁকঘড়ি**—যে ঘড়ি টেঁকে রাখা হয়; জেবঘড়ি। **টেঁকে গোঁজা**—কোমরের উপরে গোঁজা; সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া জব্দ করা (তোমার মত লোককে সে টেঁকে গুঁজতে পারে)।

টেঁকসই—টিকা দ্রঃ

টেঁকশাল—টাঁকশাল দ্রঃ।

টেঁকা—টিকা দ্রঃ।

টেঁকি—(সং. তুঙ্গ) টিলা, পাহাড়।

টেঁটন, টেটন—জুয়াড়ি, ধড়িবাজ, ধূর্ত; চালাক।

টেঁটরা—ট্যাটরা দ্রঃ।

টেঁটা, টেটা—মাথায় আলযুক্ত লম্বা ডাঁটওয়ালা মাছ মারার অস্ত্র-বিশেষ, দাঙ্গায়ও ব্যবহার করা হয়। (ছোট ডাঁটযুক্ত বহুআলবিশিষ্ট যন্ত্রকে কোঁচ বলে)।

টেঁপা, টেপা—পেট-ফোলা ছোট মাছ-বিশেষ। **টেঁপি** (স্ত্রী.)—পেটমোটা খুকী। **টেঁপা-টোপা**—গোলগাল। **টেকর**—টিকর দ্রঃ। **টেকসই, টিঁকসই**—টেঁকসই।

টেকুয়া, টেকো—টাকু দ্রঃ; আরা; awl.

টেকুয়া, টেকো—টাকযুক্ত; ছোট চুবড়ি-বিশেষ।

টেক্কা—এক ফোঁটা বা পান-চিহ্ন-যুক্ত তাস; সেরা; প্রধান (ইয়ারের টেক্কা)। **টেক্কা দেওয়া, টেক্কা মারা**—হারাইবার স্পর্ধা করা, হারাইয়া দেওয়া।

টেক্স—(ইং. tax) কর, মাশুল। **মুখের উপর ত টেক্স নেই**—লোকে সাধারণতঃ মুখে যা আসে তাই বলে, এই হেতু অবান্তর অসঙ্গত ইত্যাদি কথা সম্পর্কে ব্যঙ্গে বলা হয়।

টেঙ্গরা—টেংরা দ্রঃ।

টেঙ্গরি,-রী—ছাগলের পায়ের নলা (টেঙ্গরির সুরুয়া); পায়ের নল। (টেংরি ভেঙ্গে দেওয়া—পা খোঁড়া করা হইবে বলিয়া শাসানো)।

টেঞ্জা—টক; কুয়া হইতে জল তুলিবার কপিকল।

টেটন—টেঁটন দ্রঃ।

টেটরা—ট্যাটরা দ্রঃ।

টেটা—টেঁটা দ্রঃ।

টেড়া—(সং. তির্যক্) তেড়া, বাঁকা, অসরল, রগচটা। **টেড়া-বাঁকা বা বেঁকা**—যাহা বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। **টেড়ি**—টেড়া; মাথার একদিকে কাটা সিঁথি (টেড়ি কাটা)। **টেড়ি বাগানো**—যত্ন করিয়া টেড়ি কাটা (কটাক্ষ করিয়া বলা হয়)। **টেড়িয়া, টেড়া**—টেড়া, বাঁকানো।

টেণ্ডাই-মেণ্ডাই—(হি. টাঁটা) ক্রোধপূর্ণ বচসা (টেণ্ডাই-মেণ্ডাই করা,—রাগারাগি ও লাফালাফি)।

টেণ্ডার—(ইং. tender) যে মূল্যে ও রীতিতে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কিছু সরবরাহ করিতে পারিবে তাহার যথাবিহিত বিবরণ (টেণ্ডার দেওয়া অথবা দাখিল করা)।

টেনা—(সং. তুন্ন) তেনা, ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা (সাত গেঁটে তেনা—বহু গিরা দেওয়া ছেঁড়া কাপড়)।

টেনেটুনে—কষ্টেসৃষ্টে। **টেনে বুনে**—বহু

চেষ্টা-চরিত্র করিয়া, জোড়াতাড়া দিয়া (টেনে বুনে ব্যাখ্যা করা—কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা)।
টেঁপা—টিপা দ্রঃ; গুঁজিয়া দেওয়া (ভাত টেঁপা—ঠাসিয়া-গুঁজিয়া অথবা আগ্রহ করিয়া ভাত খাওয়া (এত ভাত টিপ্‌লে বেরাম সারবে কি করে?—প্রাদেশিক)।
টেঁপারি—(সং. পেটারি) বীজবহুল ফল-বিশেষ।
টেবিল—(ইং. table) মেজ। **টেবিল লাগানো**—ভোজনের জন্য টেবিলের উপর খাদ্যসম্ভার রাখা।
টেবো—টোপা; ফুলো।
টেমি—(হি. টেম) কেরোসিনের ডিবা, সলিতায় জ্বালানো হয়।
টের—মনে মনে অনুভব; সন্ধান; সম্যক অবগতি (টের পাওয়া—মনে মনে বুঝিতে পারা; বিপদ্‌ সম্বন্ধে সজাগ হওয়া বা সম্যক অবগতি)। **টেরটা পাবে**—বিশেষ বিপদ্‌ বা অসুবিধা কি, তাহা বুঝিবে (শাসাইয়া বলা হয়)।
টেরক—(সং. তির্যক্‌) টেরা; যাহার চোখের গঠন এমন যে, দৃষ্টি বাঁকিয়া যায়। **টেরচা, ট্যার্চা**—তেড়াভাবে; আড়াআড়ি; কোণা-কুণি। **টেরা**—টেরক (টেরাচোখো—যাহার দৃষ্টি টেরা); ছিদ্রযুক্ত (পটি টেরা হয়ে গেছে—প্রাদেশিক)।
টেরি—তেরিয়া দ্রঃ।
টেলিগ্রাফ—(ইং. Telegraph) সংবাদ প্রেরণের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা-বিশেষ। **টেলিগ্রাম**—টেলিগ্রাফের সাহায্যে প্রেরিত সংবাদ। **টেলিপ্যাথি**—(ইং. Telepathy) কোন-রূপ বাহ্য সাহায্য ব্যতিরেকে একজনের মনোভাব অপর জনে সংক্রামিত করিবার পদ্ধতি-বিশেষ। **টেলিফোন**—(ইং. Telephone) দূরের লোকের সহিত কথাবার্তা বলিবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র। **টেলিভিসন**—(ইং. Television) দূরবর্তী অদৃশ্য বস্তুর প্রতিরূপ চক্ষুর সম্মুখে জীবন্তের মত প্রকাশ পাওয়া। **টেলিস্কোপ**—(ইং. Telescope) দূরবীক্ষণ-যন্ত্র, যাহার দ্বারা বহু দূরের গ্রহ-নক্ষত্রাদি স্পষ্টতর হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়।
টেসো, টেঁসো—বিস্বাদ; কষকষ।
টৈটুম্বুর—টই টুম্বুর দ্রঃ।
টোঁকা—টোকা দ্রঃ।
টোঁকচা—যাহা টুকিয়া রাখা হয়; যাহাতে টুকিয়া রাখা হয় এমন খাতা।
টোক-ফর্দ—যাহাতে টুকিয়া রাখা হইয়াছে এমন ফর্দ; স্মারকলিপি।
টোকর, টোকা—বৃদ্ধাঙ্গুলিতে তর্জনী ঠেকাইয়া মৃদু আঘাত (আদরের টোকা; দরজায় টোকা দেওয়া)।
টোকরা—বড় চুবড়ি।
টোকা—(পর্তু. touca) বাঁশের চটা ও শুক্‌না পাতা দিয়া তৈরী ছাতার ধরণের টুপি (টোকা মাথায় দিয়া বাজার করিতে যাইতেছে—পূর্ববঙ্গে মাথালি, মাথাল, মাথ্‌লা বলে)।
টোকা, টোঁকা—(হি. টোঁকনা) লিখিয়া লওয়া; নকল করা (খাতা দেখে টোকা), ত্রুটি ধরা।
টোকা—(সং. টঙ্কন; হি. টাঁকনা) সেলাই করা। **টোকানো**—কুড়াইয়া লওয়া, কুড়ানো (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।
টোকো—টক স্বাদ-বিশিষ্ট।
টোঙ্‌, টোং—টং দ্রঃ।
টোটকা—চিকিৎসা-শাস্ত্রের বহির্ভূত লোক-প্রচলিত গাছ-গাছড়া বা ঔষধ।
টোটা, টুটা—কার্তুস; cartridge; চর্বির বাতি (টোটার মত দেখিতে); উদ্যান, পর্ণকুটির।
টো-টো—উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ; অনর্থক শ্রান্তিকর ভ্রমণ।
টোড়ী, টৌড়ি,-ড়ী—সকাল বেলার রাগিণী বিশেষ।
টোণ,-ন—পাকানো শক্ত সূতা-বিশেষ (বড় ঘুঁড়ি ওড়াতে টোন সূতার দরকার)।
টোণ, টোন—তূণ।
টোনা—(সং. তন্ত্র; হি. টোনা) তন্ত্র-মন্ত্র; বিশেষতঃ স্বামী বশ করার তন্ত্র-মন্ত্র (যাদু টোনা)।
টোপ—শিরস্ত্রাণ, টুপি; ইয়োরোপীয়দের টুপি; বঁড়শিতে গাঁথা মাছের আহার; প্রলোভনের বস্তু বা বিষয় (টোপ গেলা—প্রলোভনে পড়া); টোপের মত অলঙ্কারের নক্সা (টোপ-কাটা); বিন্দু (টোপে টোপে পড়া); গদি আঁটার জন্য ব্যবহৃত কাপড়ের বোতাম; কলসী, ডেগচি প্রভৃতির টোল (টোপ খাওয়া; টোপ তোলা)।

টোপদার—টোপযুক্ত। **টোপনা**—যে যন্ত্রের সাহায্যে অলঙ্কারে টোপ তোলা হয়।
টোপর—শিরোভূষণ ; মুকুট ; বরের মুকুট।
টোপলা—পোঁটলা।
টোপসা—টোপের মত দেখিতে ; বিন্দুর মত।
টোপা—(টোপ-তোলা) ফুলো (টোপা কুল ; টোপা বড়ি)। **টোপানো**—টোপে টোপে পড়া।
টোয়ান—টুয়ান দ্রঃ।
টোরা—শিশুর কটিভূষণ ; ছোট (টোরা কই—প্রাদেশিক)।
টোল—(হি. টোল) চতুষ্পাঠী, যেখানে সংস্কৃত কাব্য-দর্শনাদি পড়ানো হয় (বিণ. টুলো—টুলো দ্রঃ); টোলা, পাড়া (বেদের টোল); ছোট গর্তের মত (টোল খাওয়া ; গালের টোল ; টোল মরা—গর্তের ভাব কাটিয়া গিয়া নিটোল হওয়া, 'পেটের টোল মরা—পেট ভরা')।
টোলা—পাড়া, পল্লী (শাঁখারিটোলা)।
টোলানো—কাহারও কথার উত্তরে বিকৃত উচ্চারণ করিয়া তাহাকে অবজ্ঞা বা বিদ্রূপ করা (মুখ টোলানো)। (টৌলনো-ও বলা হয়)।
টোষ্ট, টোস্‌ট্‌—(ইং. toast) আগুনে সেঁকা পাঁউরুটির কাটা টুকরা। **টোষ্ট করা**—আগুনে সেঁকা।
টোসা—(টোপ্‌সা) বিন্দু। **টোসা টোসা**—বিন্দু বিন্দু।
টৌড়ি—টোড়ি দ্রঃ।
ট্যাং-ট্যাঙে—যাহার ঝুল ট্যাং অর্থাৎ জঙ্ঘা পর্যন্ত, ঝুলে খাট (ট্যাং-টেঙে চাপকান)।
ট্যাঙস-ট্যাঙস—টঙ্গস টঙ্গস দ্রঃ ; ক্লান্তভাবে পা টানিয়া টানিয়া ; ব্যর্থভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
ট্যাঁ—পাখীর বা শিশুর বিরক্তিকর চীৎকার ; অপ্রিয় অভিযোগ অনুনয় ইত্যাদির পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধেও বলা হয় (কি ট্যাঁ ট্যাঁ করছ ?)।
ট্যাঁক—টেঁক দ্রঃ।
ট্যাঁক-ট্যাঁক—ক্যাঁট-ক্যাঁট ; বিরক্তিকর উক্তির পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে বলা হয়। **ট্যাঁক-ট্যাঁকানো**—ট্যাঁক ট্যাঁক করা। বিণ. **ট্যাঁকটেঁকে**—বিরক্তিকর ; কর্কশ।
ট্যাঁকখোর—টাকথর দ্রঃ ; যাহার মুখ মিষ্টি নয় ; অসামাজিক।
ট্যাঁকা—টিকা দ্রঃ।
ট্যাঁটা—টেঁটা দ্রঃ।
ট্যাঁপারি—টেঁপারি, টেপারি।
ট্যাঁস—দোঁ-আঁসলা ইয়োরোপীয় (ট্যাঁস ফিরিঙ্গী—অবজ্ঞাসূচক)।
ট্যাঁস—অপ্রিয় অভিযোগপূর্ণ ধ্বনি বা উক্তি সম্বন্ধে বলা হয় (আগে না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে ট্যাঁস ট্যাঁস—অল্প বয়সে যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ভাল হয় নাই, পরে তাহাদের সহিত অপরের বনিবনাও হওয়া কঠিন)।
ট্যাকা—টাকা (গ্রাম্য)।
ট্যাক্স—টেক্স দ্রঃ।
ট্যাক্সি—(ইং. Taxi) ভাড়া-খাটা মোটর গাড়ী।
ট্যাঙ্ক—(ইং. tank) লোহার পাত-নির্মিত জলের বড় আধার, ছাদের উপরে জল সঞ্চিত করিবার কাজে ব্যবহৃত হয়।
ট্যাড়চা—টেড়চা দ্রঃ।
ট্যাপা—টেপা দ্রঃ।
ট্যামটেমি—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।
ট্রাষ্টি—(ইং. Trustee) সম্পত্তির নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক।
ট্রাঙ্ক—(ইং. trunk) লোহার পাতের অপেক্ষাকৃত হাল্কা বাক্স ; তোরঙ্গ।
ট্রান্‌স্‌ফার—(ইং. transfer) বদলি। **ট্রান্সফার সার্টিফিকেট**—এক স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া যাইবার কালে ছাত্রের পাঠের শ্রেণী, বয়স ইত্যাদি সম্বন্ধে যে পরিচয়-পত্র দেওয়া হয়।
ট্রাম—(ইং. Tram) বড় সহরের ভিতর দিয়া চলা বিদ্যুৎ-চালিত সুপরিচিত যান।
ট্রে—(ইং. tray) বারকোশ।
ট্রেজারি—(ইং. Treasury) সরকারী কোষাগার।
ট্রেন—(ইং. Train) রেলগাড়ী।
ট্রেস্‌পাস্‌—(ইং. trespass) অনধিকার প্রবেশ।

ঠ

ঠ—'ট' বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণমালার দ্বাদশ বর্ণ—মহাপ্রাণ, অঘোষবান; সাধারণতঃ কঠিন আঘাত বা ধ্বনি ব্যঞ্জক (ঠক্, ঠাস্, ঠোকর, ঠাঠা)।

ঠ—শিব; মহাধ্বনি; বজ্রধ্বনি; প্রতিমা।

ঠং—ঘণ্টা প্রভৃতির ধ্বনি; কাষ্ঠাদিতে আঘাতের ধ্বনি; ঠং ঠং—এরূপ ধ্বনির পুনরাবৃত্তি।

ঠক—লাঠি প্রভৃতি দিয়া আঘাতের শব্দ। **ঠক্-ঠক্**—এরূপ আঘাতের পৌনঃপুনিকতা; ভয়ে কাঁপা সম্বন্ধে বলা হয় (দুই পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল)। **ঠক্‌ঠকানো**—ঠক্ ঠক্ শব্দ করা: ভিতরে কিছুই নাই, তাহা জ্ঞাপন। বি. ঠক্‌ঠকানি। **ঠক্‌ঠকি**—মাকু প্রভৃতির শব্দ (ঠক্‌ঠকি তাঁত—দেশী তাঁত); অস্বস্তিকর অবস্থা, হাঙ্গামা। বিণ. ঠক্‌ঠকে—শীর্ণ; অস্থি-চর্মসার; চতুর; হুশিয়ার।

ঠক, ঠগ—(হি. ঠগ্) প্রতারণাকারী, শঠ; নিন্দুক (ঠকামো); দুর্জন (ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়); দস্যু-সম্প্রদায়-বিশেষ (ইহাদিগকে ঠগী বলা হইত; ছদ্মবেশে পথিকদের সঙ্গ লইয়া ইহারা সুযোগ মত তাহাদের গলায় ফাঁস জড়াইয়া হত্যা করিত ও সর্বস্ব লুটিয়া লইত; সেদিনের ইংরেজ সরকার বিশেষ চেষ্টা করিয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ইহাদিগকে দমন করেন)।

ঠকা—প্রবঞ্চিত হওয়া; ভুল করা; ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া; অপ্রস্তুত হওয়া (নাতনীর কাছে ঠকে গেলাম)। **ঠকানো**—বঞ্চনা করা; হারাইয়া দেওয়া; অপ্রস্তুত করা। বিণ. ঠকানো, ঠকানে (জামাই ঠকানো বা ঠকানে প্রশ্ন)।

ঠকাঠক্—হাতুড়ি প্রভৃতির ক্রমাগত আঘাত।

ঠকামো, ঠকামি—পরনিন্দা; কাহারও নামে লাগানো; প্রবঞ্চনা; ঠকের কাজ (ঠকামো করিয়া এক রকম চলে)।

ঠকার—'ঠ' এই বর্ণ।

ঠক্কর, ঠোক্কর—আঘাত; গুরুতর হোঁচট।

ঠক্কুর—দেব-বিগ্রহ; পূজনীয় ব্যক্তি; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

ঠগ, ঠগী—ঠক দ্রঃ। **ঠগপনা**—ঠকামো, ছলনা।

ঠটিয়া, ঠটে—অপুষ্ট (ঠটে কলা); কড়া, রুক্ষ।

ঠট্‌টা, ঠট্‌ঠা—ঠাট্টা দ্রঃ।

ঠন্‌ঠনি—ঠন্‌ঠন্ ধ্বনি।

ঠন্—কঠিন দ্রব্যে, বিশেষতঃ ধাতুদ্রব্যে আঘাতের শব্দ। **ঠন্‌ঠন্**—ঘণ্টা বাজার শব্দ; কিছুই নাই, এই কথা জানাইয়া বিদ্রূপ করা (বিদ্যা ঠন্‌ঠন্)। **ঠন্‌ঠনানো**—ঠন্ ঠন্ করা; শূন্যতা জ্ঞাপন করা। বি. ঠন্‌ঠনানি, ঠন্‌ঠনি—ঠন্‌ঠন্ ধ্বনি। **ঠন্‌ঠনে**—শুষ্ক; কর্দমহীন (ঠন্‌ঠনে পথ); কলিকাতার পল্লী-বিশেষ (চটি-জুতার জন্য বিখ্যাত); চটিজুতা।

ঠন্‌ঠান্, ঠনাঠন্—ঘণ্টা, হাতুড়ি, টাঙ্গি প্রভৃতির ক্রমাগত আঘাতের শব্দ জ্ঞাপক।

ঠমক—হাবভাব; হাবভাবযুক্ত গমন-ভঙ্গি; গর্বিত ভাব-ভঙ্গি; হেলিয়া-দুলিয়া গমন; নাচের ভঙ্গি; নাচের সময় পদাভরণের ধ্বনি।

ঠস—মন্দা; চাহিদার অভাব (ব্যবসায়ে ঠস পড়িয়া যাওয়া—চাহিদা না থাকা)।

ঠসক, ঠসোক—(হি. ঠসক্) গুমর; গর্বিত ভাবভঙ্গি; হাবভাবপূর্ণ চলন।

ঠসা—বধির (ঠসা হয়েছ যে কথার উত্তর দাও না?)।

ঠা—বাজনার দ্রুত লয়-বিশেষ।

ঠাওর—(সং. স্থাবর) স্পষ্টভাবে নিরীক্ষণ; নির্ণয় (তুমি যে ফটিক, তা ঠাওর করতে পারি নি)। **ঠাওরানো, ঠাউরানো**—ঠাওর করা, বুঝা, উপলব্ধি করা, অনুমান করা, নিশ্চিত করা (ঠাউরেছিলে লোকটা বোকা, এখন কি মনে হচ্ছে?)।

ঠাঁই—(সং স্থান) স্থান; দেশ; দেশে (সব ঠাঁই মোর ঘর আছে—রবি); বাসস্থান, আশ্রয় (কোথাও ঠাঁই পেলে না; ঠাঁই-ঠিকানা); আহারের স্থান (পাঁচজনের ঠাঁই করা হয়েছে); স্থানে; নিকটে; সহিত ('এমন জামাতা ঠাঁই বিবাহ দিবারে চাহে তোরে'—বর্তমানে

অপ্রচলিত, তবে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে 'ঠেঞে' ও পূর্ববঙ্গে 'ডাই' রূপে ব্যবহৃত হয়)। **ঠাঁই ঠাঁই**—পৃথক্ পৃথক্ স্থানে (ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই)। **ঠাঁইনাড়া**—অভ্যস্ত স্থান হইতে অন্য স্থানে বসবাস; স্থান-ভ্রষ্ট (ঠাঁইনাড়া হয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি)।

ঠাঁই—হঠাৎ আঘাত বা চপেটাঘাত সম্বন্ধে বলা হয় (ঠাঁই করে এক চড়)।

ঠাক্‌রুণ—(ঠাকুরাণী) পূজনীয়া স্ত্রী—ব্রাহ্মণী; গুরুপত্নী; গৃহস্বামিনী প্রভৃতি; মান্যা স্ত্রীকে সম্বোধন (পূর্ববঙ্গে—ঠাইরাইন); ব্যঙ্গে (কৈফিয়ৎ ত পুরোপুরিই দিলাম, এখন ঠাক্‌রুণের বা মর্জি); দেবী-প্রতিমা (ঠাক্‌রুণ দেখতে যাওয়া)। **ঠাক্‌রুণ দিদি**—পিতার অথবা মাতার মাসি ও পিসি; ভগ্নীরূপে সম্বোধন করা হয় এমন ব্রাহ্মণ-কন্যা।

ঠাকুর—(সং. ঠক্কুর) দেবতা; দেব-বিগ্রহ; ঈশ্বর (রক্ষা কর ঠাকুর); ব্রাহ্মণ; উপাধি; রাঁধুনে বামুন; পিতা, শ্বশুর, গুরু প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তি (বাপের ঠাকুর); রাজা; ভাসুর (বড় ঠাকুর)। **ঠাকুর-কোঠা,-ঘর,-দালান**—গৃহস্থের নিজস্ব দেব-মন্দির, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ। **ঠাকুর-পূজা**—দেব-বিগ্রহের পূজা। **ঠাকুর জামাই**—নন্দাই। **ঠাকুরঝি**—ননদ। **ঠাকুরদাদা**—ঠাকুরদা, পিতামহ। স্ত্রী. ঠাকুরদাদী, ঠাকুরমা। **ঠাকুরপো**—দেবর। **ঠাকুর-সেবা**—দেব-বিগ্রহকে ভোগ-নিবেদন, ব্রাহ্মণ-ভোজন।

ঠাকুরাণী—(ঠাকুরের স্ত্রীলিঙ্গ) ঠাকুর ও ঠাক্‌রুণ দ্রঃ।

ঠাকুরাল, ঠাকুরালি,-লী—প্রভুত্ব, প্রভাব, সম্মান; অলৌকিক ক্ষমতা; ভক্তজন সম্পর্কে দেবতার ছলনা।

ঠাকুরি-কলাই—ঠাকুরের মত অর্থাৎ কৃষ্ণের মত কাল কলাই।

ঠাঙা—ঠেঙা দ্রঃ।

ঠাঞি—ঠাঁই দ্রঃ।

ঠাট—জনতা; মিছিল; সৈন্যদল।

ঠাট—ভঙ্গি, ধরণ, হাবভাব, কাঠামো (প্রতিমার ঠাট); বাহ্যাকৃতি (ঠাট বজায় রাখা); সাজসজ্জা, আড়ম্বর, রসবিলাস; ছলনা; লাঠি, অসি প্রভৃতি খেলায় দাঁড়াইবার বিভিন্ন ভঙ্গি; সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে সুরের পর্দা। **ঠাটঠমক**—ভাবভঙ্গি, হাবভাব। **ঠাট-বাট**—বাহ্যরূপ, বাহিরের আড়ম্বর। **ঠাট বজায় রাখা**—ভিতরকার অবস্থা খারাপ হইলেও বাহিরে সৌষ্ঠব বা সচ্ছলতা প্রদর্শন।

ঠাটা, ঠাঠা—বজ্র (ঠাটা পড়া—বাজ পড়া); ঠাট্টা। **ঠাটানো, ঠাঠানো**—ব্যস্ত হইয়া মহা চেঁচামেচি করা, এরূপ চেঁচামেচি করিয়া উত্যক্ত করা বা গর্জন করা (প্রাদেশিক)।

ঠাটারী—যাহারা ধাতুর পাত পিটিয়া কাজ করে; হিন্দুজাতি-বিশেষ।

ঠাটী—সাজসজ্জা বা রঙ্গ-প্রিয়া নারী; প্রগল্ভা; লজ্জাহীনা।

ঠাট্টা—(সং. টট্টরী) তামাসা (ঠাট্টাও বোঝো না?); বিদ্রূপ, উপহাস (কে করেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে কবির তক্‌তো?—সত্যেন দত্ত)। **ঠাট্টা-তামাসা, ঠাট্টামস্করা**—ঠাট্টা, কৌতুক, রসিকতা। **ঠাট্টাবট্‌খেরী**—ইয়ারদের পরস্পরের সঙ্গে রসিকতা।

ঠাড়—(সং. স্তব্ধ) স্তব্ধ, নিস্পন্দ; খাড়া; অবহিতচিত্ত; কেবলমাত্র। **কান ঠাড় করা**—উৎকর্ণ হওয়া। **ঠাড় মাহিয়ানা**—খোরপোষ নয়, শুদ্ধ মাহিয়ানা। **ঠাড়মোড়**—ভয়ে আড়ষ্ট। **ঠাড় হওয়া**—খাড়া হওয়া; রোগমুক্ত হওয়া। **ঠাড় করা**—খাড়া করা; শক্ত-সমর্থ করা। **ঠাড়া**—খাড়া করা; হেলান দেওয়া।

ঠাণ, ঠান—ঠাক্‌রুণের সংক্ষিপ্ত রূপ (ঠানদিদি, বৌঠান)।

ঠাণ্ডা—(হি. ঠন্‌ডা) শীতল (ঠাণ্ডা যেন বরফ); শীত (বড় ঠাণ্ডা পড়েছে); শান্তশিষ্ট (ঠাণ্ডা ছেলে, ঠাণ্ডা মেজাজ); উত্তেজনাশূন্য (আগে ঠাণ্ডা হও, তারপর কথা শুনো); চাঞ্চল্যহীন, প্রশমিত (কড়া ধমক খেয়ে ঠাণ্ডা হয়েছে); স্নিগ্ধ, যাহা উগ্রবীর্য নয় (গরমের দিনে তরিতরকারির মত ঠাণ্ডা জিনিষ খাওয়াই ভাল)। **ঠাণ্ডা লাগা**—ঠাণ্ডা বাতাস বা শীত ভোগের ফলে অসুস্থ হওয়া।

ঠান—রূপ; আকৃতি; স্থান; কাছে (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ঠাম—স্থান; নিকটে; রূপ; ভঙ্গি; মূর্তি (ত্রিভঙ্গিম ঠাম)। **ঠামঠমক**—ভাবভঙ্গি।

ঠায়—স্থানে; নিকটে (প্রাচীন বাংলা); এক ভাবে, নড়াচড়া না করিয়া (দু'ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে আছি); ধীরে ধীরে, জলদের বিপরীত (ঠায় গাওয়া)। **ঠায়ঠিকানা**—বাসস্থান, আশ্রয়; সন্ধান।

ঠার—(হি.) সঙ্কেত, ইসারা (আঁখিঠারে); ভাবপূর্ণ চাহনি। **ঠারেঠোরে**—আভাসে-ইঙ্গিতে, ইসারায়।

ঠারা—(হি. ঠারনা) ইসারা করা (চোখ ঠারা)। **ঠারাঠারি**—চোখের ইঙ্গিতে পরস্পরকে জানানো। **বিবেককে চোখ ঠারা**—অন্যায় কাজ করিয়া মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করা।

ঠাল—গাছের ডাল (গ্রাম্য)।

ঠাস—চড় মারিবার শব্দ; হঠাৎ চিৎ হইয়া বা উপুড় হইয়া পড়িবার শব্দ।

ঠাস—ঠাসা, ঘন, জমাট (ঠাস-বুনানি)।

ঠাসা—গাদানো; ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া রাখিয়া ভরাট করা (মালপত্রে ঠাসা); চাপা; মর্দন করা (ময়দা ঠাসা)। **ঠাসিয়া ধরা**—পাতিত করিয়া চাপিয়া ধরা; প্রবলভাবে জবাবদিহী করা। **ঠাসাঠাসি**—গাদাগাদি; অত্যন্ত ভিড়। **ঠাসিয়া গুঁজিয়া খাওয়া**—রুচি অথবা ক্ষুধা না থাকা সত্ত্বেও জোর করিয়া খাওয়া। **কোণ-ঠাসা করা**—কোণ দ্রঃ।

ঠাহর—ঠাওর দ্রঃ। **ঠাহর করিয়া দেখা**—মনোযোগ দিয়া দেখা। **ঠাহরান**—ঠাওরানো, নির্ণয় করা, উপলব্ধি করা।

ঠি—স্থান (কোন্ ঠি—কোথায়)। (প্রাদেশিক)।

ঠিক—(সং. স্থিত, স্থির) সত্য; নিশ্চিত (ঠিক খবর); নির্ধারিত (দিন ঠিক করা; বিয়ে ঠিক করা); যথার্থ, প্রকৃত (ঠিক বিচার; ঠিক লোক); খাঁটি; ন্যায়নিষ্ঠ (ঠিক মাপ; ঠিক লোক); সঙ্গতিযুক্ত (কথায় কাজে ঠিক); উপযুক্ত, সঙ্গত, নির্ভুল (ঠিক কাজ; ফল ঠিক হয়েছে); কমও নয়, বেশীও নয় (ঠিক দুপুর; ঠিক এক ঘণ্টা); প্রস্তুত (তোমরা ঠিক থাক); প্রকৃতিস্থ (মাথা ঠিক আছে); পরিপাটি, সংস্কৃত (চুল ঠিক করা; ছাদ ঠিক করা; ঘড়ি ঠিক করা); নিয়ন্ত্রিত; শাসিত (ছেলে ঠিক করা; দু কতক দিলেই ঠিক হবে); নিশ্চিতই (যাবে তো ঠিক?); স্থিরতা; নির্ভরযোগ্যতা (কথার ঠিক নেই); দিশা; সন্ধান (কবে কাকে কি বলেছি, তার কি ঠিক আছে?)। **ঠিকে ভুল**—যোগ করায় ভুল; বিচারে বা সিদ্ধান্তে ভুল। **ঠিক করা**—সংশোধন করা; শায়েস্তা করা। **ঠিক দেওয়া**—যোগ করা। **ঠিকঠাক**—শৃঙ্খলাপূর্ণ; নির্ধারিত; যথাযথ।

ঠিকরানো—বিচ্ছুরিত হওয়া; বিকীর্ণ হওয়া (জ্যোতি ঠিকরানো; চোখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া পড়া)। বি. ঠিক্‌রানি।

ঠিকরি, ঠিকরে, ঠিকরা—কল্‌কের ছিদ্রমুখের ছোট টিল, খাপরা।

ঠিকা, ঠিকে—নির্ধারিত মজুরী বা সর্তযুক্ত (ঠিকা ঝি; ঠিকা গাড়ী); চুক্তিবদ্ধ কাজ (ঠিকা খাটা; ঠিকাদার)। **ঠিকা বন্দোবস্ত**—জমি, ব্যবসা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুদিনের জন্য নির্ধারিত বন্দোবস্ত; স্থায়ী বন্দোবস্ত নয়।

ঠিকাদার—যে বিশেষ বন্দোবস্তের সর্তে কাজ করে, কন্‌ট্রাক্টর।

ঠিকানা—নির্ধারিত সংখ্যা; সীমা; দিশা; সন্ধান (মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা—রবি); বাসস্থান। **ঠিকঠিকানা**—সন্ধান; স্থিরতা; অন্ত।

ঠিকারী—খাপরা।

ঠিকুজি, ঠিকজি—সংক্ষেপিত কোষ্ঠী।

ঠিকুল—ক্ষেতের আলে অথবা পুকুরের ধারে রাখা খড় ইত্যাদি দিয়া তৈরী করা মানুষের অদ্ভুত মূর্তি অথবা চুণের ফোঁটা দেওয়া কালো হাঁড়ি; scarecrow. (প্রাদেশিক)।

ঠিলা—(হি. ঠিলিয়া) কলসী। **ঠিলি**—ছোট কলসী।

ঠিশমিশ—অপ্রসন্নতা; মনোমালিন্য। খিশমিশ দ্রঃ।

ঠুং—ঠনের মৃদু রূপ। **ঠুং ঠাং**—কাচের জিনিষের আঘাতের শব্দ।

ঠুংরি, ঠুমরী—হাল্কা ধরণের সঙ্গীত-বিশেষ।

ঠুঁটা, ঠুঁটো—(প্রাকৃ. টুংটো) যাহার দুই হাত নাই অথবা অকর্মণ্য, নুলা। **ঠুঁটো জগন্নাথ**—যাহাকে লোকে শক্তিমান্ বলিয়া জানে, কিন্তু কাজের বেলায় যে কিছুমাত্র শক্তির পরিচয় দেয় না।

ঠুঁটো—দীর্ঘ চঞ্চুযুক্ত; নির্লজ্জ।

ঠুক্—কঠিন বস্তুতে মৃদু আঘাতের শব্দ। **ঠুক্-ঠুক্**—এরূপ শব্দের পুনরাবৃত্তি; তীব্রতর হইলে বলা হয় ঠক্ঠক্। **সেকরার ঠুক্ঠুক্, কামারের এক ঘা**—শক্তিশালী ও সঙ্গতি-সম্পন্ন লোক কার্যসিদ্ধির জন্য দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করিতে নারাজ; শক্তিমান্ জবরদস্তি করে। বি. ঠুক্ঠুকানি, ঠুক্ঠুকুনি।

ঠুকন, ঠোকন—আঘাত; প্রহার; অপমান (খুব ঠোকনটা ঠুকেছে)।

ঠুক্রান—ঠোক্রানো দ্রঃ।

ঠুকা, ঠোকা—পেরেকাদি আঘাত করিয়া বসানো; প্রহার করা (আচ্ছা করে ঠুকে দাও); স্পর্ধাব্যঞ্জক ভঙ্গি করিয়া দেহে আঘাত করা (বুক ঠোকা; তাল ঠোকা)। **ইয়ারকি ঠোকা**—অল্পবয়স্ক লোকের অথবা অযোগ্য ভাবে ইয়ার্কি দেওয়া। **কপাল ঠুকিয়া লাগা**—দৈবের কৃপাদৃষ্টি হইতেও পারে, এই আশা মনে রাখিয়া কাজে লাগা। **মাথা ঠোকা, কপাল ঠোকা**—নিজের মাথায় বা কপালে আঘাত হানিয়া ভাগ্যকে অনুকূল করিবার চেষ্টা করা; প্রাণপাত পরিশ্রম বা একান্ত সাধ্য-সাধনা করা (পাষাণে মাথা ঠুকলেও তো কেউ একটি পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে না)।

ঠুঙ্গি,-ঙ্গা—ঠোঙ্গা দ্রঃ; ছোট ঠোঙ্গা

ঠুটা—ঠুঁটা দ্রঃ।

ঠুটঠোটা—থুরথুরা; অতিশয় বৃদ্ধ ও জীর্ণ-দেহ।

ঠুন্-ঠন্ অপেক্ষা মৃদুতর। ঠুন্ঠুন্—ঠুন্ শব্দের পৌনঃপুনিকতা। বি. ঠুন্ঠুনি।

ঠুন্কা, ঠুন্কো—যাহা ঠুন্ করিয়া অর্থাৎ অতি অল্পাঘাতেই ভাঙ্গে; brittle; প্রসূতির স্তনে দুধ জমার জন্য জ্বর-বিশেষ (ঠুন্কো জ্বর)।

ঠুনি—(সং স্থূণা) খুঁটি (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ঠুনুঠুনু—ঠুন্ ঠুন্ অপেক্ষা কোমলতর।

ঠুল—মাথায় মাথায় গুঁতা (ঠুল মারা; ঠুল লাগা)।

ঠুলি—গরু, ঘোড়া প্রভৃতির চোখে যে ঢাকনি দেওয়া হয়; দৃষ্টি-অবরোধকর বিষয় বা সংস্কার (খুলে দে মা চোখের ঠুলি—রামপ্রসাদ); ভুলাইবার ফন্দি-ফিকির।

ঠুসা—(হি. ঠুস্না) ঠাসা, গাদানো, চেষ্টা করিয়া অতিরিক্ত খাওয়া (নিমন্ত্রণ বাড়ীতে লুচিমণ্ডা খুব ঠুসেছ তা হলে?—কোন কোন অঞ্চলে এই অর্থে 'ঠাসা'ও বলে)।

ঠুসি—ছোট জলপূর্ণ স্বচ্ছ আবরণ; ছোট ঠোস; ফোস্কা। (জলের বা পানির ঠুসি ভাঙা—প্রসবের পূর্বে জল ভাঙা)।

ঠেং, ঠ্যাং—(সং. টাঙ্গ; হি. টাঙ্গ্) পা; পদ, জঙ্ঘা। **ঠেং ঠেং করা**—পরিধেয় বস্ত্র খুব খাটো হওয়া (যাহার ফলে ঠ্যাং বাহির হয়); ট্যাং ট্যাঙে দ্রঃ।

ঠেঁটপনা—ঠাঁটপনা, নির্লজ্জতা, বেহায়ামি।

ঠেঁটা, ঠ্যাঁটা—ধূর্ত; কৌতুকপ্রিয়; নির্লজ্জ; বেয়াড়া। স্ত্রী. ঠেঁটী। বি. ঠেঁটামি।

ঠেঁটি,-টী—মোটা ছোট কাপড়, সাধারণতঃ বিধবার পরিধেয়; মোটা কাপড়।

ঠেক—অবলম্বন; যাহা কিছুকে ঠেকাইয়া রাখে; ঠেকনো; প্যালা; দায়; সঙ্কট (কিন্তু এই অর্থে বর্তমানে 'ঠেকা' বেশি ব্যবহৃত হয়—আমার বড় ঠেকা); স্তূপ (ঠেক লাগা—ঠেকী লাগাও বলা হয়)।

ঠেকনা, ঠেকনো—অবলম্বন, ঠেস, প্যালা (ঠেকনো দেওয়া)।

ঠেকা—দায়; সঙ্কট; অচল অবস্থা (আমার বড় ঠেকা, দুটি টাকা না দিলেই নয়; বলি, ঠেকাটা তোমার, না আমার?); তাল রাখিবার পদ্ধতি-বিশেষ (ঠেকা দেওয়া)। **ঠেকা যাওয়া**—জবাবদিহির তলে পড়া। **ঠেকা মেয়ে**—চিরকুমারী, যাহার গাত্র-হরিদ্রাদি অনুষ্ঠান হওয়ার পরে বিবাহ হয় নাই বলিয়া অন্য পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া অসম্ভব হইয়াছে।

ঠেকা—স্পর্শ করা (হাতে হাত ঠেকা); প্রতিরুদ্ধ হওয়া (চড়ায় ঠেকা); হারা; দায়ে পড়া (কথা দিয়ে ঠেকেছি); পৌঁছা (বহু বাঁক-বন্দর ঘুরিয়া অবশেষে নৌকা ঘাটে ঠেকিল); অনুভূত হওয়া (ভাল ঠেকছে না; নূতন ঠেকছে)। **চোখে ঠেকা**—বিসদৃশ বোধ হওয়া। **ঠেকে শেখা**—বিপদে পড়িয়া অথবা অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করা।

ঠেকানো—স্পর্শ করা; পাতিত করা; বিপন্ন করা (দায়ে ঠেকানো); প্রতিরোধ করা, সামলানো (মার ঠেকানো); আদর-আপ্যায়-

নের জন্য গতিরোধ (বরযাত্রীদের সাত দিন ঠেকিয়ে রেখে আরও ধুম করলে); লেলাইয়া দেওয়া (কুকুর ঠেকান—বর্তমানে অপ্রচলিত)।

ঠেকার, ঠ্যাকার—দেমাগ; গুমান; আত্মাভিমান (তার বড় ঠেকার; ঠেকার করা; ঠেকার দেখানো)। **ঠেকারে**—গর্বিত; আত্মাভিমানী। স্ত্রী. ঠেকারী—গর্বিতা; অভিমানিনী।

ঠেকী—(প্রাদেশিক) ভিড়, স্তূপ (কাঠের ঠেকী দেওয়া হয়েছে; নৌকার ঠেকী লেগেছে); সমাজে অচল অবস্থা (ঠেকী করে রাখা হয়েছে—একঘরে করা হয়েছে)।

ঠেকো, ঠেকুয়া ঠেকা—সমাজে অচল, একঘরে (ঠেকো ঘর; সমাজে ঠেকা হয়ে আছে—ঠেকীও বলা হয়)।

ঠেঙ্গ—ঠেং দ্রঃ। **ঠেঙ্গ খোঁড়া হওয়া**—ঠেং ভাঙ্গার ফলে চলচ্ছক্তি রহিত হওয়া। **ঠেঙ্গ ভাঙ্গিয়া দাঁড়াইয়া থাকা**—বেশিক্ষণ দাঁড়াইবার ফলে এক পায়ে ভর দিয়া অন্য পা হাঁটুর কাছে একটু বাঁকাইয়া যে কিছু বিশ্রামলাভের চেষ্টা করা হয়: তাহা হইতে, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার শ্রম বা হীনতা স্বীকার (ওকালতি, জজের সামনে ঠেঙ্গ ভেঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা, ও আমি পছন্দ করি না)।

ঠেঙ্গা, ঠেঙা—লাঠি; খাটো মোটা লাঠি বা বাঁশের টুকরা, (ঠেঙ্গা মারা—ঠেঙা ফেলিয়া মারা)। **ঠেঙ্গানো**—লাঠি-পেটা করা, প্রহার করা (ছেলে ঠেঙ্গানো; ছেলে ঠেঙ্গিয়ে খায়—পাঠশালায় গুরুমহাশয়গিরি করে—অবজ্ঞাব্যঞ্জক উক্তি)। **ঠেঙ্গাজ্বর**—ডেঙ্গুজ্বর, যাহাতে হাড়ে খুব বেদনা হয়, যেন ঠেঙ্গানো হইয়াছে। **ঠেঙ্গাবাজি**—লাঠি লইয়া যুদ্ধ বা আক্রমণ। **ঠেঙ্গা মেরে কথা বলা**—রসকষহীন কথা বলা; অতিশয় কড়া করিয়া বলা। **ঠেঙ্গাড়ে, ঠেঙাড়ে**—যাহারা ঠেঙা মারিয়া দস্যুবৃত্তি করিত; নির্মম। বি. ঠেঙ্গানি (ঠেঙ্গানি খাওয়া; ঠেঙ্গানি দেওয়া)।

ঠেঙ্গে, ঠেঞে—ঠাঁই; স্থানে; নিকট হইতে।

ঠেট, ঠেঁট, ঠেঠ—(সং. স্থাতৃ; হি. ঠড়া) খাড়া; অমিশ্র; ভেজালহীন; জনসাধারণের মধ্যে চলিত (ঠেট হিন্দী)।

ঠেটা, ঠেঠা—ঠেটা দ্রঃ।

ঠেল—ভিড়; কাজের চাপ; ঠেলা (লোকের ঠেল)।

ঠেলা—ধাক্কা; হটাইয়া দিবার জন্য বল প্রয়োগ; যাহা ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয় (ঠেলাগাড়ী; মাল বহিবার ঠেলা); বেগ, সঙ্কট (ঠেলা সামলানো—যে চাপ বা সঙ্কট আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সুব্যবস্থা করা বা প্রতিরোধ করা)। **উল্টা ঠেলা**—প্রতি-আক্রমণ; প্রতিক্রিয়া (গ্রাম্য)। **ঠেলা মারা**—ধাক্কা দেওয়া। **ঠেলা দেওয়া**—ধাক্কা দেওয়া, চাপ দেওয়া কৈফিয়ত তলব করা; কড়া সমালোচনা করা। **ঠেলামারা কথা**—বিচারশূন্য গোঁয়াতুর্মিপূর্ণ কথা। **ঠেলার নাম বাবাজী**—ঠেলায় পড়িলে লোকে শায়েস্তা হয়। **ঠেলাঠেলি**—ভিড়, প্রভৃত লোকসমাগমের জন্য যাহার ভিতরে সহজভাবে হাঁটা দুঃসাধ্য।

ঠেলা—ধাক্কা দেওয়া; সরাইয়া দেওয়া: অবহেলা করা; অগ্রাহ্য করা (আমার কথা ঠেলো না). একঘরে করা (জাতে ঠেলা; সমাজে ঠেলা). বিরক্তিকর ও শ্রমসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করা (বেগার ঠেলা; লগি ঠেলা; জাঁতা ঠেলা)। **ঠেলে চলা**—ভিড়ের মধ্যে অন্যের গায়ে ধাক্কা লাগিল কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সামনে অগ্রসর হওয়া; একগুঁয়েমি করা।

ঠেস—হেলান (ঠেস দেওয়া); অবলম্বন, ঠেকনো (দুটো বড় বালিশ দিয়ে পিঠে ঠেস দাও), কটাক্ষ, ব্যঙ্গ (ঠেস দিয়ে কথা বলা)। **ঠেস্না**—ঠেস (ঠেসনা দেওয়া)।

ঠেসা—ঠেস দেওয়া, ঘেঁষা, ঠাসা। **ঠেসানো**—ঠেসান দিয়া রাখা বা হেলান দিয়া রাখা, বন্ধ করা, ভেজান (দরজা ঠেসাইয়া দেওয়া); বন্ধ, ভেজানো।

ঠেসান—ঠেস, হেলান (তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসা)।

ঠেসারা—ঠেসপূর্ণ বা বিদ্রূপপূর্ণ ইসারা।

ঠোঁট—(সং. ত্রোটি; হি. টোংট) ওষ্ঠ ও অধর, চঞ্চু। **ঠোঁট উল্টানো**—অবজ্ঞা প্রদর্শন। **ঠোটকাটা**—অপ্রিয় সত্য বলিতে যার বাধে না; নির্লজ্জ।

ঠোটে, ঠোটে—ঠটিয়া দ্রঃ।

ঠোক—চঞ্চুঘাত; চঞ্চুঘাতের ভঙ্গীতে মাছের বঁড়শির টোপ খাওয়া। **সব তাতে ঠোক**

দেওয়া—সব তাতে হাত দেওয়া কিন্তু লাগিয়া না থাকা; পল্লবগ্রাহিতা। **ঠোকানো**—ঠোক দেওয়া; চারা গাছের গোড়ার মাটি কাস্তের খোঁচা দিয়া অল্প আল্‌গা করিয়া দেওয়া। (প্রাদেশিক)।

ঠোক্‌না, ঠোনা, ঠোন্‌কা—গণ্ডে তর্জনীর আঘাত (প্রীতিপূর্ণ অথবা অবজ্ঞাপূর্ণ)।

ঠোকর, ঠোক্কর—হোঁচট; চঞ্চুঘাত; সাপের ছোবল; ঠোক্‌না।

ঠোক্‌রানো—চঞ্চুঘাত করা; ক্রমাগত কথার খোঁচা দিয়া বিব্রত করা (মেয়েলি ভাষা)।

ঠোকা—ঠুকা দ্রঃ। **ঠোকাঠুকি**—অ-বনিবনাও; সংঘর্ষ; হাতুড়ির আঘাত।

ঠোঙ্গা, ঠোঙা—কাগজ বা পাতা দিয়া তৈরি আধার-বিশেষ।

ঠোন্‌কা, ঠোনা—ঠোক্‌না দ্রঃ।

ঠোলা—ঠোঙা; ফাঁপা; ফোস্কা (প্রাদেশিক)।

ঠোস—ফোস্‌কা (ঠুসি দ্রঃ); স্ফীতি; পেট ফুলা।

ঠোসা—ঠুসা দ্রঃ।

ঠ্যাটা, ঠ্যাকার, ঠ্যাঙ্গা, ঠ্যাঙ্গাড়ে, ঠ্যালা—যথাক্রমে ঠেঁটা, ঠেকার, ঠেঙ্গা, ঠেঙ্গাড়ে ও ঠেলা দ্রঃ।

ঠ্যাকো—(প্রাদেশিক) দুষ্ট গরুর গলায় বাঁধা ঠ্যাঙা বা খেঁটে, যাতে সে বেশী ছুটাছুটি বা উৎপাত করিতে না পারে।

ড

ড—ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োদশ বর্ণ এবং ট-বর্গের তৃতীয় বর্ণ; অল্পপ্রাণ, ঘোষবান্; শব্দের মধ্যের ও শেষের ড কখনও কখনও ড় হয়; গাম্ভীর্য-ব্যঞ্জক।

ড—শিব; শব্দ; ত্রাস; বাড়বাগ্নি। **ডা**—ডাকিনী।

ডউয়া—অম্লস্বাদযুক্ত বন্য ফল-বিশেষ।

ডওর—(ডহর দ্রঃ) গভীর; অপেক্ষাকৃত নীচু স্থান; গ্রামের গলি বা গোহালট (ডওরে ডওরে ফেরা)। **ডওরা**—ডহরা, নৌকার খোলের নীচের বা গভীরতম অংশ, যেখানে জল জমে।

ডংশা—দংশন করা, সাপে ছোবল দেওয়া (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত, গ্রাম্য ভাষায় চলিত)।

ডক—(ইং Dock) জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের স্থান; বন্দর।

ডকার—ডেঁকুর; ড-বর্ণ।

ডগা, ডগ—শীর্ষ বা সূচালো অগ্রভাগ (গাছের ডগা; আঙ্গুলের ডগা; নাকের ডগা)। **কচুর ডগা, কলার ডগা**—কচুর বা কলার মাইজ অর্থাৎ সদ্য-নির্গত মাঝের পাতা।

ডগডগ, ডগডগে—অতিশয় লাল; দগদগে (আগুন, ঘা ইত্যাদি সম্বন্ধে বলা হয়)।

ডগমগ—(হি. ডগ্‌মগ্) পরিপূর্ণ, ভরপুর; রসে, রঙে বা ঔজ্জ্বল্যে পরম মনোহর (রসে ডগমগ; ডগমগ প্রভাত—রবি)। **ডগমগানো**—ডগমগ করা।

ডগর—বাদ্য বিঃ।

ডগলা, ডগালে, ডগি,-গী—কচি লোভনীয় ডগা, বিশেষতঃ শাকের।

ডঙ্ক—দংশন (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ডঙ্কা—(সং. ঢক্কা) ঢাক-জাতীয় বাদ্য-বিশেষ; দুন্দুভি (ঘোষণার জন্য ব্যবহৃত হইত)। **ডঙ্কা দেওয়া,-পেটা,-মারা**—ডঙ্কা বাজাইয়া সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত করা। **ডঙ্কা মেরে**—দশজনের সামনে, সগর্বে।

ডঙ্গর, ডঙ্গরি, ডাঙ্গর—চিচিঙ্গা।

ডঙ্গরী—কাঁকড়ী, ফুটি।

ডজন—(ইং. dozen) বারটি। **ডজন ডজন**—অনেক।

ডণ্ড, ডণ্ডী—দণ্ড (গ্রাম্য ভাষা—পাঁচ টাকা ডণ্ডী লাগল)। **ডণ্ডী দেওয়া**—দণ্ডস্বরূপ জরিমানা-আদি দেওয়া।

ডন—(হি. ডংড) ব্যায়াম-বিশেষ (দণ্ডবৎ পতিত হইতে হয় যাহাতে—ডন করা, ডন ফেলা)।

ম্ভু—ডন ও কুস্তি। ডন্‌গীর—ডন-জাতীয় ব্যায়ামে অভিজ্ঞ; পালোয়ান।

ডব্‌কা—(যে উড়তে শিখেছে) তরুণ, সোমত্ত (ডব্‌কা ছেলে)। **ডব্‌কা বয়স**—নব-যৌবন।

ডব্‌ডবে—(হি. ডব্‌ডবানা) আয়ত বা অশ্রুপূর্ণ (বড় ডব্‌ডবে চোখ)। (আয়ত ও নির্বুদ্ধিতা-ব্যঞ্জক হইলে **ড্যাবডেবে** বলা হয়)।

ডবল—(ইং. double) দ্বিগুণ (ডবল ভাড়া); অনেক; বহুগুণ (সে যা করেছে তুমি তার চার ডবল করেছ)। **ডবল প্রমোশন**—পরীক্ষায় ভাল ফল করার ফলে একবারে দুই ক্লাস উপরে উঠা. (ব্যঙ্গে) দ্রুত পরিবর্তন।

ডবাডবি—ফেলাছড়া।

ডমর—বিপ্লব; উপদ্রব: ছোটখাট লড়াই; কলহ।

ডমরু—সুপরিচিত বাদ্য; ডুগডুগি। **ডমরু-মধ্য**—যোজক [Isthmus].

ডম্ফ—প্রাচীন বাদ্য-বিশেষ।

ডম্বর—আড়ম্বর (মেঘ-ডম্বর); সমূহ; সাদৃশ্য।

ডম্বরু, ডম্বুর, ডম্বুরা, ডম্বুরু—ডমরু।

ডম্বুর—ব্যাঘ্র-শিশু।

ডয়ন—আকাশে উড়া (উড্ডয়ন)।

ডর—(হি) ভয়, ত্রাস (ভয়-ডর; ডর করে)।

ডরানো—ভয় করা; সমীহ করা (ডরাইয়া চলা)। বিণ. ডোরকো, ডরুকা—যে সহজেই ভয় পায়।

ডলন—পেষণ; মর্দন। **ডলনা**—নোড়া। **ডলা**—মর্দিত করা; ঘর্ষণ করা। **ডলামলা**—মর্দন ও হাত বুলানো।

ডলানো—মর্দিত করানো। **ডলাডলি**—পরস্পরের অঙ্গ মর্দন; অন্তরঙ্গতা (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)।

ডল্লক—বাঁশের চটা দিয়া তৈরী পাত্র-বিশেষ; ডালা।

ডহর—(সং. দভ্র—সাগর) গর্ত; জলাজমি; দহ; গোহালট; গ্রামের গলি। **ডহরা**—নৌকার খোল। ডভ্রর দ্রঃ।

ডহা—বর্ষণ হওয়া (যত ডাকে তত ডহে না)।

ডহু, ডহুয়া—মাদার গাছ ও ফল; বড় পিঁপড়া-বিশেষ (ডেয়ে অথবা ডেও পিঁপড়ে)।

ডা—ডাকিনা।

ডাইন, ডান—দক্ষিণ। **ডান হাত**—দক্ষিণ হস্ত; নির্ভরযোগ্য সঙ্গী (সে বাবুর ডান হাত)। **ডান হাতের কাজ**—ভোজন। **ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে**—বেপরোয়া ভাবে। **ডাইনা, ডানে**—তবলা, যাহাতে ডান হাত দিয়া আঘাত দেওয়া হয় (অপরটি বাঁয়া)।

ডাইন, ডাইনী, ডান—শিশুর অনিষ্টকারিণী যাদুকরী (মায়ের চেয়ে যে ভালবাসে তারে বলি ডাইন)। ডাইনীর কোলে ছেলে সঁপা—ভক্ষককে রক্ষক নিযুক্ত করা।

ডাইমন কাটা—হীরকের মত টোপ তোলা ও ছেলা।

ডাইরি—(ইং. diary) রোজনামচা; থানায় দাখিল করা নালিশের বিবরণ (ডাইরি করা—এরূপ নালিশ লিপিবদ্ধ করানো)।

ডাইল, ডাল—(সং. দল) ভাঙা মুগ, মসুর প্রভৃতি; এরূপ ডালের ব্যঞ্জন।

ডাইস—(ইং. dies) স্বর্ণকারের ছাঁচ।

ডাং, ডাঁই, ডাগু—(সং. দণ্ড; হি. ডাঁগ—পর্বতশৃঙ্গ) স্তূপ; গাদি; রাশি (ডাং লাগা—স্তূপীকৃত হওয়া; এক ডাঁই বাসন)। ডাঁই বা ডাং করা—স্তুপীকৃত করা।

ডাং, ডাণ্ড, ডাঙ্গ—(সং. দণ্ড; হি. ডংডা) দণ্ড, লাঠি; ছোট মোটা লাঠি বা কোঁৎকা। **ডাং-গুলি**—খেলা-বিশেষ; ছোট লাঠি দিয়া প্রায় গোলাকার ছোট কাষ্ঠ বা বংশ-খণ্ডকে আঘাত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়।

ডাংরা—বলদ। **ডাংরি**—গাভী (সাঁওতালী শব্দ)।

ডাঁইয়া—ডেয়ে পিঁপড়া।

ডাঁটো—শক্ত; সমর্থ (তিনি এই বয়সেও বেশ ডাঁটো আছেন); অপক্ব (ডাঁটো আম); অসিদ্ধ (ভাত ডাঁটো আছে)।

ডাঁট—বাঁট, handle.

ডাঁটন—তিরস্কার করা; হুঁসিয়ার করা। **ডাঁটা**—তিরস্কার করা; ধমকাইয়া দেওয়া (তাকে আচ্ছা করে ডেঁটে দেওয়া হয়েছে)।

ডাঁটা—গাছের সরু ডাল; শাকের শাখা; সজিনার ফল (সজনের ডাঁটা)।

ডাঁটি—বাঁট; ছোট হাতল (জাঁতির ডাঁটি); ঔষধ মারিবার ক্ষুদ্র প্রস্তর-দণ্ড।

ডাঁড়—দাঁড়।

ডাঁড়কাক—দাঁড়কাক।

ডাঁড়া—দাঁড়া দ্রঃ। **ডাঁড় করানো**—দাঁড় করানো।

ডাঁড়াশ,-স—দাঁড়াশ সাপ।

ডাঁড়ি,-ড়ী—দাঁড়ি দ্রঃ।

ডাঁড়িকা—ক্ষুদ্র মৎস্য-বিশেষ।

ডাঁড়ুকা—দাঁড়ুকা দ্রঃ।

ডাঁপ—বাঁশের আড়া।

ডাঁশ—(সং দংশ) বড় মাছি-বিশেষ, ইহার কামড়ে গরু অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, দংশ-মক্ষিকা, gadfly.

ডাঁশা,-সা—(দংশ) পুষ্ট কিন্তু পক্ব নয় (কাঁচা ডাঁশা); ঈষৎ হরিদ্রাভ (দুই চক্ষু ডাঁশা); তক্তপোষ, নৌকা প্রভৃতির আড়কাঠ, যাহার উপরে পাটাতন করা হয়।

ডাক—ডাহুক, জলের ধারের ঝোপে-জঙ্গলে বাস করে।

ডাক—ডাক নামক জ্ঞানী ব্যক্তি, অথবা জ্ঞানী ব্যক্তি (ডাকের বচন)।

ডাক—চিঠি-পত্রাদি; চিঠি পত্রাদির নিয়মিত বিলি (ডাকের ব্যবস্থা ভাল নয়); চিঠি-পত্রাদির যানবাহন (শের শাহ্ ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেন)। **ডাক খরচা**—ডাকে পত্র অথবা অপেক্ষাকৃত কোন ভারী দ্রব্য প্রেরণের মাশুল। **ডাকগাড়ী**—ডাকবাহী দ্রুতগামী গাড়ী। **ডাকঘর**—চিঠি-পত্রাদি আসিয়া পৌঁছিবার ও বিলি হইবার আপিস। **ডাক চৌকী**—পথে ডাকের বাহনের যেখানে বদল হয়। **ডাক-টিকেট**—ডাকমাশুল যে দেওয়া হইয়াছে তার নিদর্শন-পত্রিকা। **ডাকপাঠানো**—হাতী ধরার খেদায় প্রহরীরা জাগিয়া আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য চাদর, লাঠি, বা এই ধরণের কিছু খেদার অঞ্চলে হাত ঘুরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা। **ডাক পিওন**—যে ডাক বিলি করে। **ডাক বসানো**—পথে ডাকের বাহনের পরিবর্তনের আড্ডা বসানো। **ডাক-বাংলা**—সরকারী কর্মচারী অথবা ভ্রমণকারীদের ব্যবহার্য সরকারী অথবা আধা-সরকারী সরাই বা মোকাম। **ডাক-হরকরা**—যে পত্রাদির থলিয়া এক ডাকঘর হইতে অন্য ডাক ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়। **ফেরৎ ডাকে উত্তর**—পত্র পাইয়াই উত্তর।

ডাক—রাঙের পাতলা পাত। **ডাকের গহনা**—রাঙতা জরি সোনা প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত প্রতিমার গহনা (জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা, ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা—রামপ্রসাদ)।

ডাক—শিবের অনুচর-বিশেষ (স্ত্রী. ডাকিনী)। **ডাক-সিদ্ধ**—পিশাচ-সিদ্ধ অর্থাৎ পিশাচ যাহার আজ্ঞাবহ।

ডাক—কণ্ঠস্বর (হাঁসের ডাক); গরু প্রভৃতির গর্ভ গ্রহণকালের ডাক (ডাক আসা); আহ্বান; প্রসিদ্ধি (ছাড় ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ!—রবি; ডাক-নাম)। **ডাক ছাড়া**—উচ্চ ধ্বনি করা (ডাক ছাড়িয়া কাঁদা)। **ডাক-ডোক**—খ্যাতি; আহ্বান। **ডাক পাড়া**—বার-বার ডাকা। **এক ডাকের পথ**—নিকট-বর্তী। **নাম-ডাক**—খ্যাতি। **ডাক-তুরুপ**—তুরুপ দ্রঃ। **ডাকসাইটে**—বিখ্যাত, যাহার নামমাত্র উচ্চারণে সবাই চিনিতে পারে। **ডাক-সংক্রান্তি**—আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি। **ডাক-সুন্দরী**—ডাকের সুন্দরী, সুন্দরী বলিয়া নাম-ডাক আছে এমন। **ডাকসুরৎ**—দেখিলেই যা ধারণা হয় (ডাকসুরৎ বিঘা দুই)।

ডাকা—ধ্বনি করা (কুকুর ডাকে; পাখী ডাকে; পেট ডাকে); সম্ভাষণ করা (ডেকে জিজ্ঞাসা করে না); আহ্বান করা; উচ্চ ধ্বনি করা (পেছন থেকে ডেকো না; মেঘ ডাকে; কামান ডাকে); প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-করুণা প্রভৃতি প্রার্থনা করা (মা মা বলে ডাকব না আর; ডাক যিনি অগতির গতি তাঁকে; ডাকার মত ডাকলে পরে কে না সাড়া দেয়?); মন্ত্রণাদির জন্য আহ্বান করা, নিমন্ত্রণ করা (ডাক্তার ডাকা; জ্ঞাতি-কুটুম্বদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর, তারা কি বলে; বাড়ীতে দশজনকে ডাকা হয়েছে)। **বিপদ ডাকিয়া আনা**—নিজের কাজ বা বুদ্ধির দোষে বিপদ্ ঘটানো। **ডাকিয়া বলা**—জোরের সহিত অভিমত প্রকাশ করা। **ডাকাডাকি**—বারবার ডাকা; মিলিত কণ্ঠধ্বনি; বিরক্তিকর পুনঃ পুনঃ আহ্বান। **পাখী-ডাকা**—পক্ষিরব-মুখরিত। **ডাকানো**—আহ্বান করানো।

ডাকা—ডাকাতি (ডাকা দেওয়া, ডাকা মারা—

ডাকাতি করা; ডাকাবুকা—ডাকাতের মত বুক যার; ভয়-ডর-হীন)। (প্রাচীন বাংলা)।

ডাকাইত, ডাকাত—(যাহারা ডাক ছাড়িয়া আসে) দস্যু, লুঠেরা; নির্মম; নির্ভীক। **ডাকাত পড়া**—ডাকাতি ঘটা। বি., ডাকাইতি, **ডাকাতি**—দস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠন। **দিনে ডাকাতি**—বিস্ময়কর ও অসমসাহসিক প্রতারণাদি।

ডাকিনী—পিশাচি-বিশেষ; ডাইনী; তন্ত্রে-মন্ত্রে পারদর্শিনী।

ডাকু—ডাকাত। **ডাকুর**—(প্রাদেশিক) চৌকিদার।

ডাক্তার—ইং. Doctor) ইউরোপীয় পদ্ধতির চিকিৎসক; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিবিশেষ। **ডাক্তারখানা**—যেখানে ডাক্তারি ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয় হয়। **ডাক্তার দেখানো**—ডাক্তার দিয়া রোগ পরীক্ষা করানো, ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হওয়া। **ডাক্তারি, ডাক্তারী**—ডাক্তারের ব্যবসায়; ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্পর্কিত (ডাক্তারী বই; ডাক্তারী যন্ত্রপাতি)।

ডাগর—বড়; বয়স্ক; মোটা-সোটা। **ডাগর আঁখি**—আয়তনেত্র। **ডাগর-ডোগোর**—দেখিতে বড়।

ডাঙ, ডাঙ্গ—ডাং দ্রঃ।

ডাঙ্গর—ডাগর, বড়, বৃহৎ, বয়স্ক; মোটা-সোটা; চিচিঙ্গা।

ডাঙ্গরী—কাঁকড়ী, ফুটি।

ডাঙ্গশ, ডাঙোশ—অঙ্কুশ (ডাঙশ মারা)।

ডাঙ্গা, ডাঙা—শুক্‌না জায়গা; তীর; জলহীন উচ্চস্থান; অপেক্ষাকৃত অনুর্বর অঞ্চল; বাসভূমি (ফরাসডাঙ্গা); আবাদ (নারিকেলডাঙ্গা); (প্রাদেশিক) পথ; মাছ পুষিবার জন্য উচ্চ পাড়-বিশিষ্ট জলা।

ডাট—(হি.) যাহার দ্বারা আঁটা হয়, ছিপি।

ডাটি—ডাঁটি দ্রঃ।

ডাড়, দাড়—দাঁড় দ্রঃ।

ডাড়া—দাঁতওয়ালা মোটা ঠ্যাং (কাঁকড়ার ডাড়া)।

ডাড়িম—ডালিম দ্রঃ।

ডাড়ুকা, ডাড়ুকা—দাঁড়ুকা দ্রঃ।

ডাণ্ডা—(সং. দণ্ড) লাঠি, দণ্ড (ডাণ্ডাধারী দাঙ্গাবাজ); ছেলেদের খেলার ছোট লাঠি (ডাণ্ডা-গুলি—ডাং-গুলি); হাতল। **ডাণ্ডী**—হাতল, ডাঁটি; দাঁড়ী, যে দাড় টানে।

ডান—ডাইন দ্রঃ।

ডানকনা, ডানকুনি—ছোট মাছ-বিশেষ।

ডানপিটিয়া, ডানপিটে—দুরন্ত, যে শাসন মানে না; দুঃসাহসিক (ডানপিটে ছেলে)।

ডানা—(সং ডয়ন) যাহা উড়িতে সাহায্য করে, পাখা। **ডানা মারা**—ডানার আঘাত করা। **ডানা-কাটা পরী**—(ব্যঙ্গার্থে) পরীই কেবল ডানা নাই। **ডানা-ভাঙা**—যে পাখীর ডানা ভাঙিয়া গিয়াছে; দোসরহীন।

ডানি—ডান দ্রঃ।

ডাব—(সং. ডিম্ব) অপরিপক্ক নারিকেল (ডাবের জল)। **ডাবধান**—যে ধান এখনও পাকে নাই।

ডাবর—(হি.) পান রাখিবার পাত্র; জলপাত্র; বাটি। **ডাবরী**—ছোট পাত্র; পেট-মোটা ছোট মেয়ের ডাক-নাম।

ডাবা—নারিকেলের মালায় প্রস্তুত হুঁকা (আবদুল্লাহ্ সেই ডাবা-প্রেমিক ব্রাহ্মণটির দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন—কাজি ইম্‌দাদুল হক)।

ডাবা—চাপা, দাবা, বসিয়া যাওয়া (পা ডাবিয়া যায়)। **দুধ ডাবা**—জ্বাল দেওয়া দুধ ডাবু দিয়া তোলা-নামা করা, যাহাতে বেশি সর পড়ে।

ডাবু—(সং. দর্ব্বী) পরিবেশন-যোগ্য পিতলের হাতা; গোলমুখ চামচ-বিশেষ (ডাব্বুও বলা হয়)।

ডাবুশ,-ষ,-স—কুঠার-জাতীয় অস্ত্র-বিশেষ।

ডামর—তন্ত্রশাস্ত্র-বিশেষ (শিবডামর); গর্ব; আড়ম্বর; কলহ।

ডামাটি—(প্রাদেশিক) ডাঁটি, হাতল।

ডামাডোল, ডাম্বাডোল—বহু লোকের সম্মিলিত কোলাহল, সোরগোল; বিশৃঙ্খলা; উপদ্রব।

ডাম্বেল—(ইং. Dumb-bell) ব্যায়ামের উপকরণ-বিশেষ।

ডায়মন—ডাইমন দ্রঃ।

ডায়ারি, ডায়েরী, ডাইরী—ডাইরি দ্রঃ।

ডায়ার্কি—(Dyarchy) শাসনব্যবস্থা-বিশেষ। (১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল)।

ডারা—(হি. ডারনা, ডালনা) নিক্ষেপ করা; উপহার দেওয়া (শত শির দেয় ডারি—রবি)।

(সাধারণতঃ ব্রজবুলিতে ও প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ডাল—বৃক্ষশাখা; যে-কোন শাখা (নদীর ডাল বেরিয়েছে)। **ডালপালা**—বড় ডাল ও ছোট ডাল; ডাল ও পাতা ফেঁকড়ি; বিস্তার, অতিরঞ্জন (কথার ডালপালা বার করা)। **ডালানো**—গাছের ডাল কাটিয়া দেওয়া (সতেজ করিবার জন্য)।

ডাল—দাল, ডাইল দ্রঃ।

ডালকুত্তা—শিকারী কুকুর-বিশেষ (শিকারে দক্ষতার জন্য ইহারা বিখ্যাত); grey-hound. (ডালকুত্তা লেলিয়ে দেওয়া—নির্মম উৎপীড়নের ব্যবস্থা করা)।

ডালচিনি—(সং. দারুচিনি) সুপরিচিত মিষ্ট বৃক্ষ-ত্বক।

ডালনা—(হি তলনা) সুপরিচিত নিরামিষ ব্যঞ্জন। (ডালনা বহুবিধ)।

ডালা—(সং. ডল্লক) বাঁশের সরু চটা দিয়া তৈরী অপেক্ষাকৃত অগভীর পাত্র-বিশেষ। **ডালা সাজানো**—ডালা সাজাইয়া বিচিত্র উপহার-দানের আয়োজন। **ডালি**—ছোট ডাল; ছোট ডালা (ফুল-ফলের ডালি; ডালি সাজানো উপহার; উপহার; **ডালি দেওয়া**—ডালি সাজাইয়া উপর-ওয়ালাকে খাদ্যদ্রব্য উপহার দেওয়া, সাধারণতঃ অনুগ্রহ-লাভের আশায়); নৌকার খোলের উপরকার দুই মোটা লম্বা তক্তা।

ডালিম—ডালিম গাছ ও ফল।

ডাহা—(সং দাহ) সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, অমিশ্র। **ডাহা মিথ্যা কথা**—সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, এমন মিথ্যা কথা যে তাহা শুনিয়া গাত্রদাহের সঞ্চার হয়।

ডাহিন—দক্ষিণ, ডাইন।

ডাহুক—ডাক দ্রঃ; স্ত্রী. ডাহুকা, ডাহুকী।

ডিক্রী,-গ্রী—(ইং decree) আদালতের বা বিচারকের নিষ্পত্তি ও নির্দেশ। **ডিগ্রী-জারি**—আদালতের নির্দেশ অনুসারে পাওনা আদায়ের অথবা সম্পত্তি অধিকারের ব্যবস্থা করা।

ডিগ্রী—(ইং. degree) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিশেষ (ডিগ্রীধারী); তাপের পরিমাণ।

ডিগ্‌ডিগ্‌—সরু ডগার আন্দোলিত হওয়ার ভাব। বিণ. ডিগ্‌ডিগে—ছিপ্‌ছিপে।

ডিগবাজি—মাথা মাটিতে রাখিয়া দুই পা উঁচু করিয়া উল্টাইয়া পড়া। **ডিগবাজি খাওয়া**—এরূপ উল্টাইয়া পড়ার ব্যায়াম করা; মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া ফেলা; somersault (রাজনৈতিক ডিগবাজি)।

ডিঙা, ডিঙ্গা, ডিঙি,-ঙ্গি—(মুণ্ডারি ডোঙ্গা) ছোট নৌকা; বাণিজ্য-তরী (সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর)। **ডিঙ্গি মারা**—পায়ের বুড়া আঙুলের উপরে ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়ানো।

ডিঙ্গন, ডিঙ্গানো—লাফ দিয়া কোন কিছু পার হওয়া।

ডিঙ্গর—ধূর্ত; নীচ; সেবক।

ডিঙ্গরা ডিংরা—ডানপিটে। বি. ডিংরামি—ডানপিটের ব্যবহার; লঘুচিত্ততা। **লাফ-ডিঙ্গরা**—তরলমতি; ফেঁড়া।

ডিঙ্গল, ডিঙ্গোলো, ডিঙোলো—লম্বা।

ডিঙ্গি, ডিঙি—ডিঙা দ্রঃ।

ডিজাইন—(ইং. design) পরিকল্পনা; পরিকল্পিত চিত্র।

ডিড্‌কা—(সং.) বয়স-ফোড়া; তরুণ যুবকের মুখে যে ব্রণ হয়।

ডিণ্ডিম—ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্য-বিশেষ।

ডিণ্ডির,-ণ্ডীর—সমুদ্রের ফেনা।

ডিণ্ডিশ—ঢেঁড়শ।

ডিত্থ—(সং.) কাষ্ঠনির্মিত হস্তী, কোন একজন লোক। **ডিত্থ ও ডবিত্থ**—কোন এক ব্যক্তি; রাম, শ্যাম, যদু; Tom, Dick, Harry.

ডিনার—(ইং. dinner) ইয়োরোপীয় পদ্ধতির ভোজ অথবা নৈশ ভোজ (ডিনার খাওয়া; ডিনার দেওয়া)। **ডিনার পার্টি**—ভোজন-উৎসব।

ডিপজিট—(ইং. deposit) আমানত; গচ্ছিত অর্থ; ন্যাস। **ডিপজিটর**—যে টাকা গচ্ছিত রাখে।

ডিপজিসন—(ইং. deposition) এজাহার; লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য।

ডিপো—(ইং. depot) ভাণ্ডার; যেখানে কোন মাল মজুত থাকে; আড্ডা (পেট্রোলের ডিপো; ট্রাম-ডিপো)।

ডিবা, ডিবিয়া—(হি. ডিবিয়া) ঢাকনি-বিশিষ্ট ছোট পাত্র (পানের ডিবা)।

ডিম—(সং ডিম্ব) ডিম্ব, আণ্ডা (মাছের ডিম ; পাখীর ডিম) ; পায়ের নিচের দিকের অংশের ডিম্বাকৃতি মাংস (পায়ের ডিম)। **ডিমে তা দেওয়া**—বাচ্চা ফুটাইবার জন্য ডিমের উপর বসিয়া তাপ দেওয়া। **ডিমে রোগা**—বাল্যকাল হইতে রোগা। **ঘোড়ার ডিম**—অদ্ভুত, অলীক ; কিছুই নয় (তুমি ঘোড়ার ডিম করবে)। **বাওয়া ডিম**—যে ডিমে বাচ্চা হয় না। **ডিমল, ডিমুলো**—ডিম-ওয়ালা (রুই)।

ডিমিডিমি—ডমরু-ধ্বনি।

ডিমাই—(ই. demy) কাগজের মাপ-বিশেষ।

ডিমারেজ—(ইং. demurrage) নির্দিষ্ট সময়ে রেল, জাহাজ প্রভৃতি হইতে মাল খালাস না করিবার জন্য খেসারত বা অতিরিক্ত ভাড়া।

ডিম্ব—(যাহা জীবকে ভিতর হইতে বাহিরে প্রেরণ করে) ডিম ; মুকুল ; শিশু ; ফুসফুস্ ; প্লীহা ; জরায়ু ; যুদ্ধ।

ডিম্বাহব, ডিম্বযুদ্ধ—সামান্য যুদ্ধ, যাহাতে রাজা উপস্থিত থাকেন না।

ডিম্ভ, ডিম্ভক—শিশু ; মূর্খ।

ডিস্—(ইং. dish) যে বড়, সাধারণতঃ ডিম্বাকৃতি, থালা হইতে খাদ্য পরিবেশন করা হয় (ডিস্‌কে ডিস্ ওড়াতে পারে)।

ডিস্কাউন্ট—(ইং. discount) ধার্য দাম বা হিসাব হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয় বা কম দেওয়া হয় (শতকরা পঁচিশ টাকা ডিস্কাউন্ট)।

ডিস্চার্জ—(ইং. discharge) প্রমাণের অভাব-হেতু আসামীকে মুক্তি দান ; চাকরি হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া।

ডিস্মিস—(dismiss) অগ্রাহ্য ; বাতিল (মোকদ্দমা ডিস্মিস। গ্রাম্য—ডিস্‌মিস) ; চাকরি হইতে বহিষ্করণ।

ডিসেম্বর—(ইং. December) খৃষ্টীয় বৎসরের দ্বাদশ বা শেষ মাস, অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

ডিহি, ডীহী—কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিকে মৌজা ও কয়েকটি মৌজার সমষ্টিকে ডিহি বলা হয়। **ডিহিদার**—ডিহির শাসনকর্তা। **ডিহি-বন্দী**—ডিহির খাজনা নির্ধারণ।

ডীন—উড়ন্ত, উড্ডয়ন ; আগম-শাস্ত্র-বিশেষ। (পক্ষীর উড্ডয়নের বিচিত্র ভঙ্গির কয়েকটি নাম এই :—অবডীন, উড্ডীন, নিডীন, প্রডীন, ডীনডীনক, ডীনাবডীন, সণ্ডীন ইত্যাদি)।

ডুকরনো, ডুকরানো—(হি. ডকরানা) চিৎকার করিয়া কাঁদা বা কাঁদিয়া উঠা।

ডুগডুগি,-গী—সুপরিচিত ক্ষুদ্রাকৃতি বাদ্য ; সাপ ভল্লুক বাঁদর যাহারা নাচায় তাহারা ব্যবহার করে ; ডমরু।

—তবলার সঙ্গে যে বাদ্য থাকে, বাঁয়া।

ডুণ্ডুভ—(সং ঢোঁড়া সাপ।

ডুব—জলে ডুব খাওয়া,-গালা,-দেওয়া, -পাড়া—বারবার নিমজ্জিত হওয়া বা জলের ভিতরে প্রবেশ করা) ; মানুষ ডুবিয়া যাইতে পারে, এতখানি গভীর (ডুব-জল)। **ডুব মারা**—জলের ভিতরে প্রবেশ করা ; অদৃশ্য হওয়া (সেই যে ডুব মেরেছে, আজও দেখা নাই)। **ডুব-সাঁতার কাটা**—ডুবিয়া সাঁতরানো।

ডুবন—ডুবিয়া যাওয়া।

ডুবন্ত—যাহা ডুবিয়া যাইতেছে অথবা ডুবিয়া গিয়াছে।

ডুবা, ডোবা—নিমজ্জিত হওয়া, বিনষ্ট হওয়া ; অধঃপাতে যাওয়া (ডুবালে কনক লঙ্কা ডুবিলা আপনি—মধুসূদন. এমন চুরিতে কারবার কি আর রক্ষা পাবে, সব ডুবোবে) ; অস্তমিত হওয়া ; বিভোর হওয়া (ভাব রসে ডুবা) ; গভীরতায় প্রবেশ করা (বিষয়টির ভিতরে ডুবতে হবে)। **ডুবানো, ডোবানো**—নিমজ্জিত করা ; বিনষ্ট করা ; অধঃপাত ঘটানো (অধর্মের পথে চলে দেশটাকে ডুবোবে) ; অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত করা (পরামর্শদাতারা তোমাকে না ডুবিয়ে ছাড়বে না দেখছি)। **দেনায় ডোবা**—অতিশয় ঋণগ্রস্ত হওয়া ; দেনায় সর্বস্বান্ত হওয়া। **নাম ডোবা**—সুনাম বিনষ্ট হওয়া। বি ডুবি—ডুবিয়া যাওয়া ; নিমজ্জন (নৌকা-ডুবি)।

ডুবারি, ডুবারু—(ইং diver) জলের তলে ডুবিয়া গিয়া যে কোন-কিছু তুলিয়া আনে অথবা তথ্যের সন্ধান করে ; জলচর পক্ষি-বিশেষ (ইহারা অনেকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে)।

ডুবুডুবু—যাহা ডুবিয়া যাইতেছে অথবা ডুবিয়া যাইবার মত হইয়াছে (নৌকা ডুবুডুবু ; বেলা

ডুবুডুবু); বিভোর (রসাবেশে ডুবুডুবু আঁখি)।

ডুম—অপেক্ষাকৃত কঠিন দ্রব্য টুক্‌রা করিয়া কাটা। **ডুমা**—কাপড়ের টুক্‌রা; যাহা টুক্‌রা করিয়া কাটা হইয়াছে (ডুমা সুপারী)।

ডুমনী—ডোম-জাতীয় কন্যা বা স্ত্রী; চৌকাঠে সংলগ্ন হাঁসকলের অংশ।

ডুমুর—(সং. উডুম্বর) সুপরিচিত গাছ ও ফল। **ডুমুরের ফুল**—যাহার দর্শন দুর্ঘট (তুমি যে ডুমুরের ফুল হয়েছ দেখছি)।

ডুম্বুর—ডমরু; ডুমুর গাছ ও ফুল।

ডুরি,-রী—সূতা; রশি; ডোর: যে রাজাদেশ-যুক্ত সূতা সেকালে ছাড়পত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। **ডুরি বাঁধা**—পড়িয়া বই ডুরি দিয়া বাঁধিয়া রাখা; লেখাপড়ার সহিত সংস্রব ত্যাগ করা।

ডুরিয়া, ডুরে—ডোরাযুক্ত শাড়ী (শান্তিপুরে ডুরে শাড়ী)।

ডুলা, ডোলা—দোলা: পালকি (পূর্ববঙ্গে কথিত)।

ডুলি, ডুলী—ছোট শিবিকা (দুইজনে বহন করে)।

ডেউয়া, ডেও—মাদার গাছ ও ফল।

ডেইয়া, ডেউয়া, ডেএ, ডেও, ডেয়ে, ডেয়ো—(সং. দেহিকা) বড় পিঁপড়া-বিশেষ।

ডেংগু, ডেঙ্গু—(ইং dengue) সর্বশরীরে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত জ্বর-বিশেষ।

ডেং ডেং—ঢাকের বাদ্য।

ডেঁপো, ডেপো—অকালপক্ব; ফাজিল (ডেঁপো ছেলে)। বি. ডেঁপোমি—পাকামি।

ডেক, ডেগ—(ফা. দেগ) ধাতুনির্মিত বড় রন্ধনপাত্র-বিশেষ। **ডেকচি, ডেগ্‌চি**—ছোট ডেক।

ডেকরা, ডেগরা—(সং. ডিঙ্গর) যৌবনের বল-বীর্যসম্পন্ন (ডেকরা জোয়ান); সাহসী; শঠকারী: ডানপিটে; অশিষ্ট; জোর-জবর-দস্তি-প্রিয় (স্বামী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে মেয়েলী গালি)।

ডেকো—যাহার নাম করিলে সবাই চেনে (কদর্থে); notorious (ডেকো মাতাল)।

ডেগুরা, ডেকুরা—(প্রাদেশিক) কুঁড়ে ঘর।

ডেঙ্গর, ডাঙর—বড় উকুন।

ডেঙ্গুয়া, ডেঙ্গো—যাহার স্ত্রী পুত্রাদি নাই; ডাঙ্গায় উৎপন্ন শাক-বিশেষ (ডেঙ্গো ডাঁটা)।

ডেড়, ডেড়া—(হি. ডেড়, ডেঢ়া) দেড়। **ডেড়ি**—দেড়গুণ; অসমাপ্ত (কাজ যা ডেড়ি পড়ে আছে তা শীগ্‌গিরই শেষ করতে হবে); উদ্বৃত্ত (দিন আনে, দিন খায়, ডেরি করবে কোথা থেকে ?)। **ধানের ডেড়ি**—যে ধান কর্জ করা হইল পরিশোধের কালে তার দেড় গুণ দিতে হইবে—এই ব্যবস্থা বা চুক্তি।

ডেপুটি—(ইং. Deputy) প্রধান কর্মচারীর বা পরিচালকের সহকারী; ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

ডেফল—(ডহুফল) মাদার।

ডেবরা—যাহার বাঁ হাত বেশি চলে; ডাগর (ডেবরা চোখ)।

ডেম—(সং. ডিম্ভ) অঙ্কুর; কলা গাছের তেউড় বা পোয়া; সাপের ছানা।

ডেমাক—(আ. দিমাগ—মস্তিষ্ক; অহঙ্কার) অহঙ্কার; আত্মাভিমান (ডেমাকে পা মাটিতে পড়ে না)। বিণ. ডেমাকে—গর্বিত।

ডেমি,-মী—(ইং. demy) আদালতে দরখাস্তাদিতে ব্যবহৃত কিছু মোটা ও শক্ত কাগজ-বিশেষ।

ডেমেজ—ডামেজ দ্রঃ।

ডেয়ে—ডেইয়া দ্রঃ।

ডেরা—(হি.) আড্ডা, আশ্রয়, বাসা, তাঁবু। **ডেরা গাড়া**—আড্ডা গাড়া, তাঁবু গাড়া। **ডেরা-ডাণ্ডা**—তাঁবু ও তাহা খাটাইবার সরঞ্জাম; গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র। **ডেরা ডাণ্ডা ফেলা**—বাসস্থান নির্মাণ করা। **ডেরা তোলা**—তাঁবু গুটানো, বাস উঠানো।

ডেলা, ড্যালা—(সং. দ্রুক) দলা, পিণ্ড, ঢিল, লোষ্ট্র। **ডেলা ক্ষীর**—শুষ্ক পিণ্ডাকৃতি ক্ষীর। **ডেলাবন**—ঢেলাপূর্ণ স্থান।

ডেল্‌কো—দেল্‌কো, কাঠের দীপাধার।

ডেস্‌ক—(ইং. desk) লিখিবার ছোট ঢালু মেজ-বিশেষ (সাধারণতঃ স্কুল-কলেজে ব্যবহৃত হয়)।

ডোকরা, ডকরা—(প্রাকৃ. ডুক্কর—অতি বৃদ্ধ) গালি বিশেষ, লক্ষ্মী-ছাড়া; দুষ্ট (বুড়ো ডোকরা)।

ডোকরানো—ডুকরানো দ্রঃ।

ডোকলা—(সং. ডোখল—হীন জাতি-বিশেষ) উড়নচড়ে ; পেটুক ; যে চাহিয়া-চিন্তিয়া খাইয়া বেড়ায়।

ডোঙ্গর—ডাঙ্গর ; বড়।

ডোঙ্গা, ডোঙা—ছোট নৌকা ; তালগাছের গুঁড়ি দিয়া প্রস্তুত ছোট নৌকা-বিশেষ ; ডোঙ্গার আকৃতির পাত্র।

ডোজ—(ইং. dose) ঔষধের মাত্রা।

ডোবা, ডোব—যাহার জল ব্যবহারের যোগ্য নয় এমন ক্ষুদ্র জলাশয়।

ডোবা—ডুবা দ্রঃ।

ডোম—অস্পৃশ্য জাতি-বিশেষ (শ্মশানে শবদাহ-কার্যে ইহারা সাহায্য করে এবং কুলা-ডালা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে)। স্ত্রী ডোমনী, ডুমনী। **ডোমচিল**—শঙ্খচিলের চেয়ে বড় ধূসর-কালো রঙের চিল।

ডোমনি—ডুমনি ; দরজার চৌকাঠের যে অংশটি চৌকাঠের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে।

ডোয়া—ভিটি, পোতা ; দাওয়া ; plinth (প্রাদেশিক)।

ডোর—রজ্জু, সুতা, ডুরি, বন্ধন-রজ্জু (কাট মায়া-ডোর)।

ডোরা—লম্বা রেখা। **ডোরা-কাটা**—এরূপ রেখাযুক্ত।

ডোরি—সুতা, ডুরি।

ডোল—ধান প্রভৃতি শস্য রাখিবার উপযোগী বাঁশের চটা বা নল দিয়া তৈরী বৃহৎ পাত্র ; কূপ হইতে জল তুলিবার বৃহৎ লৌহপাত্র। **ডোল-ভরা**—সুপ্রচুর, প্রভূত।

ডোল—ভয়ে রোমাঞ্চিত (ভয়ে গা ফুলে ডোল হলো)।

ডোলা—দোলা ; শিবিকা-বিশেষ।

ডোলা—ডুলা, খালুই।

ডোলা—আন্দোলিত হওয়া, কম্পিত হওয়া ('ধরণী ডগমগি ডোলে')।

ডোলি—ডুলি।

ডৌল, ডোল—আকৃতি, কাঠামো, গঠন (মুখের ডৌল বাপের মত)। **সুডৌল**—সুগঠন।

ড্যাং-ড্যাং—ঢাকের বাদ্য ; বিজয় ধ্বনি। **ড্যাং-ড্যাঙিয়ে**—ড্যাং ড্যাং করিয়া, বিজয়-গর্বে।

ড্যাকরা—ডেকরা দ্রঃ।

ড্যাবড্যাবিয়া, ড্যাবডেবে—বৃহৎ ও স্থূলবুদ্ধি-ব্যঞ্জক (ড্যাবডেবে চোখ)।

ড্যাবরা—ডেবরা দ্রঃ।

ড্যাম—(ইং. damn) অবজ্ঞা ও তিরস্কারপূর্ণ উক্তি (ড্যাম ফুল্)।

ড্যামেজ—(ইং. damage) ক্ষতিপূরণ।

ড্যাস—(ইং. dash) বিরাম-চিহ্ন-বিশেষ ; অনুল্লেখ-জ্ঞাপক (—)।

ড্রইং—(ইং. drawing) রেখার দ্বারা চিত্রাঙ্কণ।

ড্রয়ার—(ইং. drawer) দেরাজ।

ড্রাম—(ইং. dram) ষাট গ্রেণ।

ড্রিল—(ইং. drill) যুদ্ধ-শিক্ষার ভঙ্গিতে অঙ্গ চালনা ; যুদ্ধ-শিক্ষা।

ড্রেন—(ইং. drain) নর্দমা।

ড্রেস্—(ইং. dress) পোষাক ; মর্যাদাসম্পন্ন পোষাক ; শস্ত্রস্থান চিকিৎসা বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে বস্ত্রখণ্ডাদির দ্বারা বাঁধা (ড্রেস্ করা)।

ঢ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার চতুর্দশ বর্ণ ও ট-বর্গের চতুর্থ বর্ণ—মহাপ্রাণ, ঘোষবান্ ; শব্দের মধ্যে ও শেষে 'ঢ' কোন কোন স্থলে 'ঢ়' হয় ; ধ্বনি হিসাবে অন্তঃসার শূন্যতা ও ভারহীনতা বুঝায়।

ঢ—ঢক্কা ; কুকুর ; কুকুর-লাঙ্গুল ; ধ্বনি ; নির্গুণ।

ঢং, ঢঙ, ঢঙ্গ—ধরণ, রকম, পদ্ধতি (গাইবার ঢং) ; কৃত্রিম বা অদ্ভুত ভাব, ছলা-কলা, রঙ্গ-তামাসা (ঢং করা) ; ধূর্ত, প্রতারক, দুর্বৃত্ত (বর্তমানে এই অর্থে তেমন প্রয়োগ নাই)।

ঢং—ঘণ্টার শব্দ। **ঢং ঢং**—বারবার ঘণ্টা-ধ্বনি।

ঢক—আকৃতি, গঠন (ঢকসই ইলিশ)। **বে-ঢক**—বেমানান, বে-ঢঙ্গা, বে-ঢপ।

ঢক—অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শূন্য-গর্ভ বস্তুতে আঘাতের শব্দ; জলাদি তরল দ্রব্য পানের শব্দ।

ঢক্‌ঢক্‌—দ্রুত পানের শব্দ; কঠিন বস্তুর ভিতরে ক্ষুদ্র শুষ্ক বস্তুর আন্দোলিত হইবার শব্দ; কলসী-আদি হইতে জল ঢালিয়া পড়িবার শব্দ। **ঢকাৎ**—তরল পদার্থ নিঃশেষে গলাধঃকরণের শব্দ। **ঢকাস্‌**—ফাঁপা কঠিন বস্তুর পতনের শব্দ।

ঢকার—'ঢ' এই বর্ণ।

ঢক্ক—ঢাকা নগরী; ঢাক।

ঢক্কা—ঢাক। **ঢক্কা-নিনাদ**—ঢক্কা-রব; উচ্চ ও গর্বিত কণ্ঠে ঘোষণা (ঢাক দ্রঃ)।

ঢঙ্গ—ঢং দ্রঃ। **ঢঙ্গতা**—তামাসা; ছলনা (বর্তমানে অপ্রচলিত)। **ঢঙ্গা**—হাবভাব; ছলা-কলা (বর্তমানে অপ্রচলিত)। **বেঢঙ্গা**—বেমানান (ঢক দ্রঃ)। **ঢঙ্গি, ঢঙ্গিয়া, ঢঙ্গে**—রঙ্গ-তামাসা-প্রিয়; রঙ্গ-তামাসা করিয়া লোককে হাসাইতে পটু (পূর্ববঙ্গে ঢুঙ্গী); কপট, চালবাজ।

ঢন্‌ঢন্‌—ঘণ্টাদির ধ্বনি; শূন্যতা-ব্যঞ্জক। **ঢন্‌ঢনিয়া, ঢন্‌ঢনে**—বড় ভন্‌ভনে মাছি।

ঢনা—ভিতরে ফাঁপা। **ঢনা ধরা**—ভিতরে ফাঁপা হওয়া; দেখিতে মোটাসোটা, কিন্তু আসলে শক্তি-সামর্থ্য নাই (ঢনাধরা ছেলে)।

ঢপ, ঢব—আকৃতি, গড়ন, ঢঙ; মধুকান প্রবর্তিত কীর্তন-বিশেষ। **ঢপশুদ্ধ**—সৌষ্ঠব-যুক্ত; মানানসই।

ঢপ্‌—ফাঁপা বস্তুর পতনের শব্দ বা তাহাতে আঘাতের শব্দ। **ঢপ্‌ঢপ্‌**—ফাঁপা বস্তুতে বারবার আঘাতের শব্দ (পেট ঢপ্‌ ঢপ্‌ করছে—অবজ্ঞার্থে ঢ্যাপ্‌ ঢ্যাপ্‌ বা ঢ্যাব ঢ্যাব)।

ঢর-ঢর—(ব্রজবুলি) ঢল ঢল।

ঢল—ঢালিয়া পড়ার ভাব-ব্যঞ্জক; প্রচুর বারি-পাত ও তাহা হইতে সঞ্জাত জল-প্রবাহ (ঢল নামা—প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে চারিদিক ভাসিয়া যাওয়া); শিথিল, ঢিলা।

ঢলঢল—পরিপূর্ণতার ভাব-ব্যঞ্জক; নির্মল ও পরিপূর্ণ (ঢল ঢল জলে পদ্মের মত সুহাস); রূপ-লাবণ্যের প্রাচুর্য-ব্যঞ্জক (ঢল ঢল অঙ্গের লাবণি); আবেশ-বিভোর; ভাব-বিভোর (ভাবে ঢল ঢল)। **ঢল ঢল**—যথেষ্ট ঢিলা হওয়া (চুড়ি হাতে ঢল ঢল করছে)। বিণ. ঢলঢলে।

ঢলতা—মাপে কিছু বেশি দেওয়া (মণ হিসাবে মাপে আধসের ঢলতা ত যাবেই)।

ঢলা—হেলিয়া পড়া (সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে); অবসন্ন হইয়া পড়া (ঘুমে ঢলে পড়ছে; কড়া রোদে চারাগুলো সব ঢলে পড়েছে); রসাবেশে বিভোর হওয়া। বি. ঢলন, ঢলুনি।

ঢলাঢলি—অতিরিক্ত স্ফূর্তির ভাব; একে অন্যের অঙ্গে ঢলিয়া পড়া; প্রকাশ্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণ; কেলেঙ্কারি। **ঢলানো**—কেলেঙ্কারি করা; লোক হাসানো। বি. ঢলানি—কেলেঙ্কারি। **ঢলানী**—লোক-হাসানী, কলঙ্কিনী।

ঢল্‌কানো—তরল বস্তু ঢালিয়া দেওয়া অথবা একবারে অনেকখানি ঢালিয়া দেওয়া বা পড়া; ধাক্কা খাইয়া উছলাইয়া পড়া। **ঢল্কো**—ঢল-ঢলে, ঢিলা।

ঢসন—(হি ধস্‌না) ধ্বসিয়া পড়া; নদীর পাড়াদি ভাঙ্গিয়া পড়া। **ঢসা**—ধ্বসা; ভাঙ্গিয়া পড়া। **ঢসানো**—অনেকখানি ভাঙ্গিয়া ফেলা। **ঢস্‌কা**—ঢোস্কা দ্রঃ।

ঢাউস—বড় ঘুড়ি-বিশেষ; ফাঁপা; স্থূল।

ঢাঁই—আঁইশহীন বড় মাছ-বিশেষ।

ঢাঁচা—ধাঁচা, গঠন, ধরণ।

ঢাঁটী—(হি. ঢীট) লজ্জাহীনা; প্রগল্‌ভা (ঢাঁটও বলা হয়—বেহায়া ঢাঁট)। (গ্রাম্য, মেয়েলী)।

ঢাক—(সং. ঢক্কা) সুপরিচিত বৃহৎ বাদ্য-যন্ত্র; ঢাকের মত বড় ও ফাঁপা (পেট ফুলে ঢাক হয়েছে); ব্যাপক প্রচার বা জানাজানি (ঢাক পড়া; ঢাক পিটানো)। **ঢাকে কাটি দেওয়া**—ঢাক বাজানো; রাষ্ট্র করা। **ঢাক পড়ে যাওয়া**—চতুর্দিকে রাষ্ট্র হওয়া। **ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়**—ঢাকাঢাকি; গোপন রাখিবার চেষ্টা (আর ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়ে কাজ নাই)। **ঢাকের বাঁয়া**—সঙ্গে আছে, কিন্তু কাজে লাগেনা। **ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে** বা বাতাসে বাজে—পাপকর্ম গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও তাহা চাপা থাকে না।

ঢাকন—ঢাকা দেওয়া; আচ্ছাদিত করা; গোপন করা। **ঢাকনা**—আবরণ (বড় হইলে ঢাক্‌না, ছোট হইলে ঢাক্‌নি—দেশজ)। **ডেও-**

ঢাকনা—গৃহস্থালীর নিত্য-ব্যবহার্য তৈজস-পত্র। **ঢাকুনী**—যে স্ত্রী দোষাদি ঢাকিতে চেষ্টা করে।

ঢাকা—আবৃত্ত করা, আচ্ছাদিত করা; গোপন করা (দোষ ঢাকা); অপ্রকাশিত (কিছুই ঢাকা থাকবে না); আবরণ। **ঢাকা দেওয়া**—জানিতে না দেওয়া। **গা ঢাকা দেওয়া**—দশজনের দৃষ্টির অন্তরালে থাকা; গোপনে চলাফেরা করা। (শাক দিয়া মাছ ঢাকা—ঢাকিবার বৃথা বা অযোগ্য চেষ্টা করা)।

ঢাকা—পূর্ববঙ্গের সুপরিচিত নগরী। বিণ. ঢাকাই (ঢাকাই শাড়ী; ঢাকাই মস্‌লিন)।

ঢাকী—যে ঢাক বাজায়; বড় মুখ-চওড়া চেঙ্গারি। (ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন—সব খোয়ানো)

ঢাঙ্গাতি—ধূর্ত, প্রবঞ্চক; প্রবঞ্চনা, চাতুরী (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ঢাপা—(হি. টাপা) ঝাঁকা-বিশেষ; ক্ষুদ্রার্থে ঢাপী।

ঢামাল, ঢামালি—রঙ্গ-তামাসা; ঢলাঢলি (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ঢাল—ঢালু; ঢালু ভূমি বা পাড় (পুকুরের ঢাল)।

ঢাল—গণ্ডারাদির চর্মনির্মিত অস্ত্রের আঘাত নিবারক ফলক-বিশেষ; shield. **ঢাল হওয়া**—রক্ষাকর্তা বা মুরুব্বী হওয়া। **ঢাল্‌কী**—ঢালী।

ঢালন—ঢালা, ধাতু গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া রূপ দেওয়া। **ঢালনদার**—যে ঢালাই করে। **ঢালনী**—যে পাত্রে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতু গলাইয়া ঢালা হয়।

ঢালস্থমার, ঢালস্থমর—(ধার+সুমার—কর্জের গণনা) ধার শোধ দেওয়া, আবার নেওয়া (ঢালস্থমারে চলা—পুরাতন কর্জ পরিশোধ ও নূতন কর্জ গ্রহণ—এই ভাবে কার্য নির্বাহ করা)।

ঢালা—কোন পাত্র হইতে নিক্ষেপ করা বা পাতিত করা; ধাতু গলাইয়া কোন আকৃতিতে রূপান্তরিত করা; প্রচুর পরিমাণে নিক্ষেপ করা বা ছড়াইয়া দেওয়া, যাহা ছাঁচে ঢালাই করা হইয়াছে (ঢালা ঘড়া); সুবিস্তৃত (ঢালা বিছানা)। **এক-ঢালা**—এক ধরণের প্রচুর কিছু (একঢালা বন্দোবস্ত)। **ঢালা-উপ্‌রা**—এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে পুনঃ পুনঃ ঢালা; ঢালাঢালি। **ঢালিয়া সাজা**—কোন কাজ নূতন করিয়া আরম্ভ করা। **গা ঢালিয়া দেওয়া**—নিরুদ্যম হওয়া; যা হয় হোক্ এরূপ মনোভাব পোষণ করা।

ঢালাই—ধাতু গলাইয়া বিভিন্ন রূপ দেওয়ার কাজ। **ঢালাইকর**—যে ঢালাই করে। **ঢালাই-খানা**—ঢালাইয়ের কারখানা। **ঢালাউ, ঢালাও**—সুবিস্তৃত; পর্যাপ্ত; যেন ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। **ঢালানো**—অন্যের দ্বারা ঢালাই করানো।

ঢালি,-লী—ঢালধারী; উপাধি-বিশেষ (ঢালীদের বাড়ী)। স্ত্রী. ঢালিনী। **ঢালি পাইক**—ঢালধারী পদাতিক।

ঢালু—যে ক্ষেত্র ক্রমাগত নিচু হইয়া গিয়াছে. গড়েন।

ঢিকনো, ঢিকানো—ক্লান্তি-হেতু কষ্টে-সৃষ্টে চলা; ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া চলা।

ঢিট, ঢীট—(সং. ধৃষ্ট) শঠ, চতুর (বর্তমানে এই অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না); নির্লজ্জ; অশিষ্ট দুর্বিনীত (ঢিট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে)। **ঢিটপনা**—চাতুরী; বেহায়াপনা।

ঢিঢি—বিপুলভাবে প্রচারিত; ব্যাপক জানাজানি ও ধিক্কার (সর্বত্র ঢিঢি পড়ে গেছে)। **ঢিঢি-কার**—ব্যাপক জানাজানি। **ঢিঢি প্রশংসা**—ব্যাপক প্রশংসা (কিন্তু ঢিঢি সাধারণতঃ নিন্দা, ধিক্কার ইত্যাদি সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়, অথবা ব্যঙ্গোক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়)।

ঢিপ্—হঠাৎ পতনের বা আছাড় খাওয়ার শব্দ; গড় হইয়া প্রণামের শব্দ (ঢিপ করিয়া একটি প্রণাম করিল)। **ঢিপ্ ঢিপ্**—হৃৎপিণ্ড বেগে স্পন্দিত হওয়ার শব্দ (বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে), উপর্যুপরি কিল-চাপড় মারার শব্দ বা প্রণাম করার শব্দ।

ঢিপন, ঢিপনি, ঢিপুনি—প্রহার, কিল, মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি।

ঢিপলা, ঢিপলে—স্ফীত গোলাকার কিছু; ছোট ঢিপি।

ঢিপানো—প্রহার করা; কিল, চড় ইত্যাদি মারা।

ঢিপি, ঢিবি—স্তূপ (উই-ঢিপি)। **মাংসের ঢিপি**—খুব মোটা। **ঢিপির মাকাল**—

দেখিতে স্থূলকায়, কিন্তু কাজে মাকাল। **ঢিপে-শোকা**—মেয়েলি গালি-বিশেষ (তোমার ঢিপির মত উন্নত সুঠাম দেহ নষ্ট হইয়া তোমার শোকের কারণ হোক্। তুলনীয়—জোয়ানকি-শোকা—তোমার জোয়ানকি নষ্ট হইয়া তোমার শোকের কারণ হোক)।

ঢিমা, ঢিমে—ধীর, মৃদু, অত্বরিত বা অতীব্র (ঢিমাজ্বাল)। **ঢিমা তেতালা**-তালের প্রকার ভেদ; অতি ধীর গতি, মন্থর গতি (এমন ঢিমে তেতালায় চললে পাঁচ বৎসরেও এ কাজ শেষ করতে পারবে না)।

ঢিল—আঁটসাঁট নয়, ঢলঢলে, শ্লথ। **ঢিল দেওয়া**—ঢিলে দেওয়া, শিথিলতা দেখানো।

ঢিলা, ঢিলে—(হি. ঢীলা) শিথিল-প্রকৃতির; শ্লথ (ঢিলে লোক, ঢিলে পাজামা)। **ঢিলেঢালা**—শ্লথ; শিথিলস্বভাব (ঢিলেঢালা লোক,-ভাব)। **ঢিলামি, ঢিলেমি**—শৈথিল্য, জড়তা।

ঢিল, ঢিলা, ঢেলা—(হি. ডলা) মাটির ছোট ডেলা, লোষ্ট্র। **ঢিল মারা**—ঢিল ছোঁড়া। **আন্দাজে ঢিল মারা**—কার্যসিদ্ধি যদি হয় মন্দ কি, এইরূপ ভাবিয়া কোন ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া। **ঢিল মারলে পাটকেল পড়ে**—আঘাতের প্রতিঘাত গুরুতর হয়। **এক ঢিলে দুই পাখী মারা**—এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্য উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করা। **ঢিলানো**—ঢিল মারা। **ঢিলাঢিলি**—পরস্পরের প্রতি ঢিল নিক্ষেপ।

ঢিস্‌মিস—ডিস্‌মিস দ্রঃ।

ঢুঁ, ঢু—গরু, ছাগল প্রভৃতির মাথা দিয়া আঘাত অথবা পরস্পরকে মাথা দিয়া গুঁতা, ঢুষ। **ঢুঁ মারা**—মাথা দিয়া গুঁতানো; খোঁজ-খবর লওয়া (দরজায় দরজায় ঢুঁ মারা)।

ঢুঁড়া, ঢোঁড়া—(হি. ঢুঁড়না) খোঁজা, তল্লাস করা (মুল্লুক ঢোঁড়া—নানা জায়গায় সন্ধান করা)।

ঢুক্—ঢক্-এর তুলনায় মৃদুতর (দুধটুকু ঢুক্ করে খেয়ে ফেল—ছোট ছেলেকে আদর করে বলা হয়)।

ঢুকন—ভিতরে প্রবেশ করার কাজ।

ঢুকা, ঢোকা—ভিতরে প্রবেশ করা (ক্ষেতে জল ঢুকেছে; মাথায় কিচ্ছু ঢোকেনা—স্থূলবুদ্ধি বলিয়া বুঝিতে পারে না)। **ঢুকানো**—প্রবেশ করানো।

ঢুঢু—অন্তঃসারশূন্য, ফাঁকি (কাজের বেলায় ঢুঢু)।

ঢুণ্ঢন—[ঢুণ্ঢ (সং. অন্বেষণ করা)+অন] অন্বেষণ, ঢুঁড়ন। **ঢুণ্ঢি**—কাশীর গণেশ-মূর্তি-বিশেষ।

ঢুপ্—ঢপ্-এর মৃদুতর রূপ। **ঢুপ্ ঢাপ্**—ছোট ফাঁপা জিনিষের ক্রমাগত পতনের শব্দ।

ঢুপি—(প্রাদেশিক) ঘুঘু।

ঢুল—(সং. ঢুল্) তন্দ্রার ঝোঁক (একটু ঢুল এসেছিল)। **ঢুলন, ঢুলুনি**—তন্দ্রায় মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া; থাকিয়া থাকিয়া পড়িয়া যাইবার ভাব ইত্যাদি। **ঢুল ঢুল**—ভাবে বা নেশায় ভরপুর। **ঢুলু ঢুলু**—মধুর-তর ঢুলঢুল; আবেশ-বিভোর (ঘুমে ঢুলঢুল আঁখি)।

ঢুলা, ঢোলা—নেশা বা তন্দ্রার ঘোরে মাথা ঝুঁকিয়া পড়া, থাকিয়া থাকিয়া হেলিয়া পড়া ইত্যাদি; অবসন্নতা বোধ করা। **ঢুলিয়া পড়া**—রসিয়া থাকা অবস্থা হইতে অচৈতন্যবৎ হইয়া পড়া।

ঢুলানো—আন্দোলিত করা, সঞ্চালিত করা (চামর ঢুলানো); ঝুলাইয়া পরিয়া বাহার দেখানো (কোঁচা ঢুলানো); ঘটা করা (আর আদর ঢুলাতে হবে না)। **পাহাড় ঢুলানো**—পাহাড় কাটিয়া স্থানান্তরিত করা; অসাধারণ পরিশ্রমে বা সাধনায় অতি কঠিন কাজ সম্পন্ন করা (ঢোয়ানো, ঢোলানো দ্রঃ)।

ঢুলি,-লী—যে ঢোল বাজায়।

ঢুষ, ঢুস—ঢুঁ, শৃঙ্গাঘাত অথবা মস্তক দ্বারা আঘাত। **ঢুষানো**—ঢুস মারা। **ঢুষাঢুষি**—পরস্পরকে মাথা বা শিং দিয়া ঢুষানো; অবনিবনাও, অপ্রীতি-জ্ঞাপন, গুঁতাগুঁতি (বনছে না যখন, তখন আর একসঙ্গে থেকে ঢুষাঢুষি করে লাভ কি?)।

ঢুষনা, ঢুসনা—অকর্মণ্য; অপরিচ্ছন্ন; অপরি-পাটি। ঢেষনা দ্রঃ।

ঢুস্কা, ঢুস্কা—ঢোস্কা দ্রঃ।

ঢেউ—তরঙ্গ; ভাবের আবেগ, প্রভাব বা উদ্দীপনা (সমাজ-সংস্কারের ঢেউ)। **ঢেউ কাটানো**—কৌশলে ঢেউয়ের উপর দিয়া নৌকা চালনা।

ঢেউ-খেলানো—তরঙ্গায়িত, দেখিতে ঢেউয়ের মত উঁচু নীচু (ঢেউ-খেলানো চুল)। **ঢেউ দেওয়া**—ঢেউ উঠা (জলে ঢেউ দিয়েছে)।

ঢেউ, ঢেউঢেউ—উদ্গারের শব্দ।

ঢেউয়ানো, ঢেওয়ানো—ঢেউ দিয়া দূরে সরাইয়া দেওয়া।

ঢেকলা, ঢেকলী—জল তুলিবার ঢেঁকি-কল।

ঢেঁকি,-কী—(মুণ্ডারি ঢেঙ্কি) ধান-ভানার সুপরিচিত যন্ত্র, নানা ধরণের চূর্ণ প্রস্তুত করার কাজেও ব্যবহৃত হয় ; দেখিতে লম্বা-চওড়া কিন্তু মূর্খ (বাটা বুদ্ধির ঢেঁকি)। **চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো**—চাল, চুলা, ঢেঁকি, কুলা কিছুই নাই, নিতান্ত হা-ভাতে। **ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে**—(অবাঞ্ছিত) অবস্থার অপরিবর্তন সম্বন্ধে খেদোক্তি অথবা ব্যঙ্গোক্তি। **বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া**—অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সৌভাগ্য দেখিয়া ঈর্ষায় দারুণ অস্বস্তি বোধ করা। **লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না**—ক্ষেত্র-বিশেষে কঠোর শাসন অথবা জবরদস্তি ভিন্ন কাজ হয় না। **ঢেঁকির কচ্‌কচি**—বিরক্তিকর বাগ্‌বিতণ্ডা। **ঘরের ঢেঁকি কুমীর হওয়া**—আপন লোক শত্রু হওয়া। **ঢেঁকির আঁকশলী**—ঢেঁকিতে সংলগ্ন আঁকশলী ; অপ্রধান কিন্তু সঙ্গে থাকার দরুণ যাহাকে নানা ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়। **ঢেঁকিশাল**—বাড়ীর পিছনের দিকে যে ছোট ঘরে ঢেঁকি পাতা থাকে (গ্রাম্য—ঢেঁকশেল বা ঢেঁশকেল)।

ঢেঁটরা, ঢেড়রা, ঢেঁড়া—ঢাক। **ঢেঁটরা পেটা**—চতুর্দিকে রাষ্ট্র করা।

ঢেঁটা—(হি. ঢীট) ধৃষ্ট ; অবাধ্য ; ঘেঁচড়া ; শঠ।

ঢেঁড়স—(সং. ডিণ্ডিশ) সুপরিচিত তরকারী, ভিণ্ডি।

ঢেঁড়ি,-ড়ী—আফিমের বীজকোষ ; স্ত্রীলোকের কর্ণভূষণ-বিশেষ।

ঢেঁশা, ঢ্যাঁশা—ঠেশ, কটাক্ষ ; আঘাত। **ঢেঁশনা, ঢেশনা**—ধারা, শ্রীছাঁদ (কথার ঢেঁশনা নেই—প্রাদেশিক)।

ঢেকা—ধাক্কা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত ; কোন কোন অঞ্চলে গ্রাম্য ভাষায় 'ধাকা' মারা বলে)।

ঢেকুর, ঢেঁকুর—উদ্গার।

ঢেঙা,-ঙ্গা—লম্বা, যাহার পা লম্বা (ঢেঙ্গা মোরগ)।

ঢেড়ি,-ড়ী—ঢেঁটরা দ্রঃ।

ঢেড়ি—(হি. ঢেরী) প্রাচুর্য, বাহুল্য (ঢেড়ি লাগা—পুঞ্জীভূত হওয়া)।

ঢেপ—ঢ্যাপ দ্রঃ।

ঢেপ্‌ঢেপে, ঢ্যাপ্‌ঢ্যাপে—স্ফীত ও সিক্ত। ঢপ দ্রঃ।

ঢেপ্‌সা—(হি. ঢপ্‌সা) বেমানান মোটা ; স্থূল ও শ্রীহীন (কোন কোন অঞ্চলে ঢপ্‌সা বলে)।

ঢেবড়া—ধেবড়া দ্রঃ।

ঢেমচা, ঢেমসা—বাদ্য-বিশেষ।

ঢেমন, ঢেমনা, ঢ্যামন—জারজ ; কোটনা ; লম্পট ; গালি-বিশেষ। স্ত্রী. ঢেম্‌নী—উপপত্নী।

ঢেমনা—দাঁড়াশ সাপ।

ঢের—(হি. ঢের—স্তূপ) বহু, অনেক। **ঢের হওয়া**—যথেষ্ট হওয়া (ঢের হয়েছে, আর মারধোর করতে হবে না)। **ঢের ঢের দেখেছি**—অনেক দেখেছি। **ঢেরি**—ঢেড়ি, প্রাচুর্য।

ঢেরা, ঢ্যারা—(হি. ঢররা) পাট দিয়া সুতা কাটিবার যন্ত্র ; '×' এই চিহ্ন। **ঢেরা সই**—নিরক্ষর ব্যক্তির দেওয়া '×' চিহ্নযুক্ত স্থানে অপরের দ্বারা তাহার নাম সই।

ঢেলা, ঢ্যালা—ঢিল দ্রঃ।

ঢেসা—অপবাদ, অভিযোগ (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ঢো—ধুয়া, রব (ঢো তোলা—ধুয়া তোলা)।

ঢোঁড়া—ঢুঁড়া দ্রঃ ; নির্বিষ সর্প-বিশেষ। **ঢোঁড়া সাপ**—অকর্মণ্য, তেজোবীর্যহীন।

ঢোক—একবারে যতটা গলাধঃকরণ করা যায় (এক ঢোক পানি)। **ঢোক গেলা**—ইতস্ততঃ করা ; অশোভন বা অপ্রিয় কিছু বলিবার পূর্বে ঢোক গিলিয়া যেন শুষ্ককণ্ঠ সরস করা।

ঢোকা—ঢুকা দ্রঃ। **ঘর ঢোকা**—কুকুর ঘরে প্রবেশ করা ; অসদভিপ্রায়ে ঘরে প্রবেশ করা।

ঢোয়া—(হি. ঢোনা) মাল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহিয়া লইয়া যাওয়া। বি. ঢোয়াই—এরূপ স্থানান্তরিত করা ; এরূপ স্থানান্তরিত করার পারিশ্রমিক।

ঢোল—(সং. ঢোল) সুপরিচিত বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ; ফাঁপা, স্ফীত (ফুলে ঢোল হওয়া)। **ঢোলে কাটি দেওয়া, ঢোল দেওয়া, ঢোল পেটা**—ঢোল বাজাইয়া বিজ্ঞাপিত করা ; চতুর্দিকে রাষ্ট্র করা। **আপনার ঢোল আপনি পেটা**—নিজের প্রশংসা নিজেই ছড়াইতে চেষ্টা করা।

ঢোলক—ছোট ঢোল-বিশেষ।

ঢোলকান—মৃগজাতীয় পশু-বিশেষ।

ঢোলকলমি—জলজ শাক-বিশেষ।

ঢোলসমুদ্র—সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায়ের প্রকাণ্ড দীঘির নাম ; জল থৈ থৈ অঞ্চল।

ঢোলশহরৎ—(ঢোল+শোহ্‌রৎ) ঢোলের শব্দে প্রচার।

ঢোলতা—ছলনা।

ঢোলন—ঢুলন দ্রঃ।

ঢোলা—ঢুলা দ্রঃ ; ঢিলা, আঁটসাঁট নয় (ঢোলা পাজামা)।

ঢোলাই—ঢোয়াই : জিনিষ-পত্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া ; এরূপ বহনের পারিশ্রমিক।

ঢোলানো—ঢুলান দ্রঃ ; ঢোয়ানো।

ঢোল্‌কি, ঢুল্‌কি—ছোট ঢোল।

ঢোষা, ঢোসা—(হি. ধুস্‌সা) ফাঁপা ; অন্তঃসার-শূন্য ; ফুলো ও অকর্মণ্য।

ঢোম্বা, ঢম্বা, ঢম্বা—ঢোষা ; স্থূলদেহ ও অকর্মণ্য।

ঢৌকন—উপঢৌকন ; উৎকোচ।

ঢ্যাং-ঢ্যাং—নাচিতে নাচিতে আসার ভাব, তাহা হইতে, অর্থহীনভাবে শুধু দর্শনধারী হইয়া আসার ভাব।

ঢ্যাঁটরা—ঢেঁটরা দ্রঃ।

ঢ্যাঁড়শ—ঢেঁড়শ দ্রঃ।

ঢ্যাঁড়া—ঢেঁটরা দ্রঃ।

ঢ্যাঁপ—শালুকের ফল, ইহার বীজ হইতে খৈ হয় (ঢ্যাঁপের খৈ)।

ঢ্যাপ-ঢ্যাপ, ঢ্যাব-ঢ্যাব—ঢপ দ্রঃ।

ঢ্যালা—বড় ঢিল ; বড় উকুন (প্রাদেশিক)। **ঢ্যালাকানা**—ঢ্যালা ও শস্যকণার পার্থক্য যাহার চোখে পড়েনা অথবা যাহার চোখে ঢ্যালা বা ঢেপলা বাহির হওয়ার ফলে উহা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; একচোখো ; গালি-বিশেষ।

ণ

ণ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার পঞ্চদশ বর্ণ ও 'ট' বর্গের পঞ্চম বর্ণ ; অনুনাসিক ; ইহার প্রকৃত উচ্চারণ 'ন' ও 'ড'-এর মাঝামাঝি ; কিন্তু বাংলায় ণ ও ন এর মধ্যে উচ্চারণের পার্থক্য নাই। প্রাচীন বাংলায় সর্বস্থলে ন এর স্থলে ণ ব্যবহৃত হইত, কিন্তু আধুনিক বাংলায় ণকারাদি শব্দের ব্যবহার নাই।

ণ—জ্ঞান ; নিশ্চয় ; নির্ণয় ; শিব ; ভূষণ ; জলাশয় ; নির্গুণ।

ণকার—'ণ' এই বর্ণ। **ণকার-রূপিনী**—জ্ঞানরূপা। **ণত্ব-বিধান, ণত্ব-বিধি**—পদের মধ্যে কোন্ কোন্ অবস্থায় ন ণ হয়, তাহার বিধান।

ণিচ—প্রেরণার্থক ধাতুর উত্তরে যে প্রত্যয় হয়।

পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নরূপেও ব্যবহৃত হইত।

ত, তো—অব্যয় ; অবধারণ, নিশ্চয়তা, সম্ভবতা, সন্দেহ ইত্যাদি অর্থ প্রকাশক (যেতে ত হবে ; কই, তারা ত একথা বললে না ; একটু আগে গিয়ে দেখ ত ; দুটো কথা বলারও ত লোক চাই ; তুমি ত ভয়ঙ্কর লোক দেখছি)।

তই—আংটাহীন ও অগভীর কড়াই।

তওবা—(আ. তওবা) ধর্মপথে প্রত্যাবর্তন ; পশ্চাত্তাপ ; পাপ কাজ পুনরায় না করিবার সঙ্কল্প। **তওবা করা**—পাপ বা অন্যায় কাজ অথবা দুঃখে ক্ষোভে কোন কাজ পুনরায় না করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা (তওবা করেছি, তার কাজে আর কোন দিন হাত দেব না)। **তওবা তওবা**—এমন কথা বা চিন্তা মুখে বা মনে না আসুক। তোবা দ্রঃ।

তওহীদ, তৌহিদ—(আ. তওহীদ) একেশ্বরবাদ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা একজন, বহু দেবতা নন—এই মত।

তঃ—(সং. তস্‌) প্রত্যয় ; অনুসারে, অনুক্রমে ইত্যাদি অর্থজ্ঞাপক (ফলতঃ ; প্রসঙ্গতঃ ; দ্বিতীয়তঃ)।

তঁহি, তঁহি—(সং. তত্র ; ব্রজবুলি) সেই স্থানে ; তদ্বিষয়ে ; তদুপরি ; তখন। **তঁহি-তঁহি**—সেখানে সেখানে।

তক—পর্যন্ত (দুই দিন তক)।

তক্‌তক্‌—সজীব, সতেজ, সমুজ্জ্বল ইত্যাদি ভাব-ব্যঞ্জক। **তক্‌তকে**—পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল (বাড়ী-ঘর তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করে রেখেছে)।

তক্‌দির—(আ. তক্‌দীর) ভাগ্য। (বিপরীত —তদ্‌বীর)।

তক্‌বীর—(আ.) 'আল্লাহু আকবর'—এই ধ্বনি। **নারা-ই-তক্‌বীর**—'আল্লাহু আকবর' এই ধ্বনি সমস্বরে উচ্চারণ।

তকব্বরি—(আ তকব্বুরী) অহঙ্কার, ডেমাগ।

তক্‌মা—(তুর্কী, তম্‌গা) চাপরাশ ; সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান হইতে নিয়োগের চিহ্নাদি।

তক্‌রার—(আ তক্‌রার) তর্ক, বিচার। **তক্‌রারী**—বিতণ্ডার যোগ্য।

তক্‌লি—(সং. তর্কু) সুতা কাটিবার টেকো-বিশেষ।

তক্‌লিদ—(আ. তক্‌লীদ) ধর্ম-বিষয়ে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ, ধর্মে নব্যপন্থিত্ব বর্জন।

তক্‌লিফ—(আ. তক্‌লীফ) কষ্ট, দুর্ভোগ (অনেক তক্‌লিফ দিলাম মাফ করুন)।

তকল্লুফ—(আ.) আদব-কায়দা ; শিষ্টাচারের আতিশয্য (বে-তকল্লুফ—সহজ-স্বচ্ছন্দ ; শিষ্টাচারের আতিশয্য বর্জিত)।

তক্‌সিম—(আ.) বণ্টন ; বিভিন্ন অংশে ভাগ করা। **তকসিমনামা**—বিভাগ-সম্পর্কিত দলিল।

তক্‌সির—(আ. তক্‌সীর) দোষ, ত্রুটি, অপরাধ।

তকাজা—তাগাদা দ্রঃ।

তকিত—(আ. তক'য়ুদ) তদন্ত ; খোঁজ-খবর (তকিত করা)।

তকিয়া, তকেয়া—তাকিয়া দ্রঃ।

তক্ক—তর্ক-এর কথ্য রূপ। **তক্কাতক্কি**—অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বাদ-প্রতিবাদ।

তক্কা—তোয়াক্কা দ্রঃ।

তক্ত—(ফা তখ্‌ত্‌) সিংহাসন। **তক্তে তাউস**—তখ্‌ত্‌-ই-তাউস, ময়ূর-সিংহাসন। **তক্তনশীন**—সিংহাসনারূঢ়। **তক্তপোষ, তক্তাপোষ**—কাঠের সুপরিচিত শয্যাধার।

তক্তা—(ফা তখ্‌তা) কাঠ চিরিয়া প্রস্তুত চওড়া কাষ্ঠফলক ; কাগজের তা (তক্তা তক্তা কাগজ লেখা)। **তক্তানামা, তখ্‌ত্‌নামা**—বিবাহাদিতে ব্যবহৃত লোকবাহী যান-বিশেষ। **তক্তি**—(ফা তখ্‌তী) তক্তা দিয়া প্রস্তুত ছোট লিখনাধার ; ছোট ছেলেমেয়েদের কণ্ঠাভরণ-বিশেষ।

তক্র—(সং.) মাখন-টানা জল-মিশ্রিত দধি (দধিতে জল না মিশাইয়া টানিলে ঘোল হয়, সিকি জল মিশাইয়া টানিলে তক্র হয়)। **তক্রকূর্চিকা, তক্রপিণ্ড**—ছানা। **তক্রমাংস**—তক্র সংযোগ করিয়া যে মাংস রান্না করা হয়, কোর্মা। **তক্রসার**—নবনীত। **তক্রাট**—ঘোলমৌনী।

তক্ষক—ছুতার ; অষ্ট নাগের অন্যতম। **তক্ষণ**—রেঁদা করা ; সূত্রধারের কর্ম। **তক্ষণী**—ছুতারের অস্ত্র ; বাইশ ; বাটালি। **তক্ষা**—ছুতার ; বিশ্বকর্মা।

তক্ষশিলা—পাঞ্জাব অঞ্চলের প্রাচীন নগরী-বিশেষ।

তখ্‌ত্‌—তক্ত দ্রঃ।

তখন—সেই সময়ে, তৎকালে, তারপর (আরও বয়স হোক, তখন বুঝবে যা বলেছিলাম তা সত্য)। **তখনি, তখনই**—তৎক্ষণাৎ। **তখনকার**—সেই সময়ের।

তখ্‌মা—তক্‌মা দ্রঃ ; পরিচয়-পত্র ; প্রশংসা-পত্র।

তখরুচ—তহখরচ দ্রঃ।

তখল্লুস—(আ. তখল্লুস') কবির বিশিষ্ট সাহিত্যিক নাম ; ভণিতা।

তগর—টগর ; টগর গাছ ও ফুল।

তগল্লব—(আ. তগ'ল্লুব) প্রতারণা ; তবিল-তছরূপ।

তগাবি—(আ. তক'বী) জমির উন্নতির জন্য সরকারের পক্ষ হইতে প্রজাকে দেওয়া কর্জ।

তগির, তগীর—(আ. তগৈ'য়ুর) পরিবর্তন, বদল ; বরখাস্ত।

তঙ্ক—পাথর কাটিবার অস্ত্র ; ছেনি ; কষ্টে-সৃষ্টে প্রাণধারণ ; আতঙ্ক।

তঙ্কা—টাকা।

তচনচ, তছনছ—(হি. তহস্‌নহস্‌) চূর্ণ-বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত, নষ্ট।

তচ্ছীল—সেই স্বভাবের।

তছবী—তস্‌বী দ্রঃ।

তছরূপ—(আ. তস'রুরুফ) ক্ষতি, নাশ (ফসলের তছরূপ)। **তবিল-তছরূপ**—তহবিল হইতে চুরি করা অথবা তাহা হইতে বে-আইনী অর্থ গ্রহণ।

তছু—(ব্রজবুলি—তস্য) তাঁহার।

তজদিগ—তস্‌দিক দ্রঃ।

তজবিজ—(আ. তজবীয) বিচার, বিবেচনা, পরীক্ষা করিয়া দেখা ; খোঁজ-তল্লাস (খালি-হাতে তাড়িয়ে দিলে, একবার তজবিজ করে দেখলে না, লোকটা কাল কি খাবে)।

তজ্জনিত—তাহার ফল-স্বরূপ ; সেই হেতু। **তজ্জন্য**—সেইজন্য, সেকারণ। **তজ্জাত**—তাহা হইতে উৎপন্ন।

তঞ্চ—প্রতারণা ; কৌশল ; চাতুরী। **তঞ্চক**—বঞ্চক ; অপলাপ ; সত্য-গোপন ; ফাঁকি।

তঞ্জেব—(ফা. তন্‌জেব—তনু-শোভন) সূক্ষ্ম বস্ত্র-বিশেষ।

তট—তীর, পাড়, বেলা (জাহ্নবীর তট) ; স্থান (কটি-তট) ; পাহাড়ের উপরকার সমতলভূমি (গিরিতট) ; শিব। **তটী**—তট ; স্থান (বিচিত্র কপালতটী গলায় জালের কাঁঠি—কবিকঙ্কণ)। **তটপথ**—স্থলপথ। **তটভূমি**—তীরভূমি, বেলাভূমি।

তটস্থ—তটস্থিত ; পক্ষপাতহীন, নির্বিকার (তটস্থ চৈতন্য)। **তটস্থ লক্ষণ**—বাহ্য লক্ষণ (সত্য-জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ—জগৎ-সৃষ্টি তাঁহার তটস্থ লক্ষণ)। **ভাগীরথী তটস্থ করা**—মৃত্যুর পূর্বে জ্ঞান থাকিতে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া।

তটস্থ—(ত্রস্ত) ভীত, শশব্যস্ত, ভয়ে জড়সড়।

তটাক, তটাগ—(যাহার তীরে জলের ঘাত-প্রতিঘাত হয়) ; তড়াগ।

তটাঘাত—তটে বৃষ, হস্তী প্রভৃতির শৃঙ্গাঘাত বা দন্তাঘাত করিয়া খেলা ; বপ্রক্রীড়া। **তটারূঢ়**—তীরস্থিত (বৃক্ষাদি)।

তটিনী—নদী (আজি উতরোল উত্তরবায়ে উতলা হয়েছে তটিনী—রবি)। **তটী**—তট দ্রঃ।

তড়—(তট) তীর, ডাঙ্গা, স্থল (নায়ে না তড়ে—নৌকা-পথে না স্থল-পথে)। **তড় হওয়া**—হাঁটিয়া পার হওয়া যায়, নদী খাল প্রভৃতির জল এতটা কমিয়া যাওয়া।

তড়কা—(হি. তড়ক্‌না) শিশুর খেঁচুনি রোগ-বিশেষ ; ধনুষ্টঙ্কার। **রসতড়কা**—জ্বরসহ চমকিয়া উঠা রোগ। **বেঙ-তড়কা**—বেঙের মত হঠাৎ লাফ।

তড়কা, তড়কী—ওরাও কর্ণভরণ-বিশেষ।

তড়তড়—(হি. তুরতুরা) বেগে, তাড়াতাড়ি, তড়বড় ; বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টিপাতের শব্দ। **তড়তড়ে**—ব্যস্তবাগীশ। **তড়াতড়**—দ্রুত-ভাবে, দ্রুতগতিতে।

তড়পন—(হি. তড়প্‌না) লাফাইয়া যাওয়া, ডিঙ্গানো। **তড়পানো**—অস্থির হওয়া, ব্যাকুল হওয়া, ছট্‌ফট্‌ করা।

তড়পা—(প্রাদেশিক) বিচালির আঁটির সমষ্টি-বিশেষ।

তড়বড়—ব্যস্ততার ভাব (তড়বড় করিয়া বলা—অতি দ্রুত বলিয়া যাওয়া। (তড়বড় করিয়া চলা—অশ্বাদির পায়ের শব্দ করিয়া দ্রুত চলা) ; বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ। **তড়বড়ে**—যে তড়বড় করিয়া কথা বলে, ব্যস্তবাগীশের মত কাজ করে। বি. তড়বড়ানি, তড়বড়ি।

তড়া—তীর।

তড়াক—তটাক ; হঠাৎ লাফ দিবার ভাব (তড়াক করিয়া উঠিয়া অন্য ঘরে গিয়া কাগজ লইয়া আসিল)।

তড়াগ—পদ্মযুক্ত বৃহৎ জলাশয়।

তড়াৎ—তড়াক ; হঠাৎ লাফ দেওয়ার ভাব।

তড়িঘড়ি—তাড়াতাড়ি ; তৎক্ষণাৎ (এ তড়িঘড়ি হবার নয় ; এ তড়িঘড়ির কাজ নয়)।

তড়িৎ—[তড়্ (আঘাত করা) + ইৎ—যাহা দৃষ্টিকে আঘাত করে অথবা মেঘ ও পৃথিবীকে আঘাত করে] বিদ্যুৎ (তড়িল্লতা, তড়িল্লেখা)। **তড়িত্বান্, তড়িদ্গর্ভ**—মেঘ। **তড়িদ্দাম**—বিদ্দ্দাম, বিদ্যুৎ-রেখা। **তড়িন্ময়**—তড়িৎ-স্বরূপ।

তণ্ডক—বহুরূপী, বঞ্চক। **তণ্ডা**—তাড়না ; আঘাত। **তণ্ডী**—বৃথা তর্ক।

তণ্ডুল—[তণ্ড্ (আঘাত করা) + উল—আঘাতে তুষবর্জিত] চাউল। **তণ্ডুল পরীক্ষা**—চালপড়া, চাল মন্ত্রপূত করিয়া কয়েকজনকে চিবাইবার জন্য দেওয়া হয় ও চিবাইবার ফলে যাহার মুখে অতিরিক্ত লালা বা রক্তের রেখা দেখা দেয়, তাহাকে চোর সন্দেহ করা হয়। **তণ্ডুলমঙ্গল**—বিবাহে স্ত্রী-আচার-বিশেষ। **তণ্ডুলাম্বু, তণ্ডুলোত্থ, তণ্ডুলোদক**—চালধোয়া জল। **তণ্ডুলীয়**—নটেশাক (চালধোয়া জলে বর্ধিত হয় বলিয়া)।

তৎ—ব্রহ্ম (ওঁ তৎ সৎ) ; সেই (তৎ-সংক্রান্ত)।

তত—তন্ত্র হইতে প্রস্তুত (তত-যন্ত্র) ; সেই প্রকার বা পরিমাণ ; আশানুরূপ (তত ভাল নয়)। **ততক্ষণ**—তৎপরিমিত সময় অথবা সেই সময়ের মধ্যে।

ততঃকিম্—(সং.) তারপর কি ? অজানা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অথবা কোন জটিল বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন।

ততোধিক—তার চেয়ে বেশী (পুত্রের অপরাধ তো আছেই, পিতার অপরাধ ততোধিক)।

তৎকাল—সেই সময়। **তাৎকালিক, তৎকালীন**—সেই সময়কার। **তৎকালোচিত**—সেই সময়ের যোগ্য। **তৎকালধী**—উপস্থিত বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতি।

তৎক্ষণাৎ—তখনই।

তত্তড়ে, তত্তরে—তড়বড়ে ; ব্যস্তবাগীশ।

তত্তাবৎ—সেই সমস্ত। **তত্তুল্য**—তাহার মত ; সেই মত।

তত্ত্ব—(তৎ + ত্ব) আসল বস্তু ; প্রকৃত অবস্থা ; সারসত্য ; মতবাদ ; theory (মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব) ; স্বরূপ-চিন্তা (ব্রহ্ম-তত্ত্ব) ; তথ্য, সংবাদ, খোঁজখবর (তত্ত্ব লওয়া) ; কুটুম্বিতা-জ্ঞাপক উপহার (তত্ত্ব পাঠানো) ; মূল উপাদান (চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, গন্ধ, স্পর্শ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি)। **তত্ত্ব করা**—খোঁজখবর করা ; কুটুম্ব বাড়ীতে ভেট পাঠানো। **তত্ত্বজিজ্ঞাসু**—ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ; সত্যার্থী। **তত্ত্বজ্ঞ**—ব্রহ্মবিৎ ; দার্শনিক ; বিশেষজ্ঞ। **তত্ত্বতঃ**—স্বরূপতঃ। **তত্ত্ব-তল্লাস**—খোঁজখবর। **তত্ত্বমসি**—তুমি সেই পরম তত্ত্ব ; জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ, স্বরূপতঃ এক—এই মতবাদ, 'আ'নাল হক'। **তত্ত্বানুসন্ধান**—তথ্যানুসন্ধান ; প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা। বিণ. তত্ত্বানুসন্ধায়ী—যে প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান করে। **তত্ত্বাবধান**—দেখাশুনা। বিণ. তত্ত্বাবধায়ক—পরিদর্শক ; অধ্যক্ষ। **তত্ত্বাবধারক**—যিনি সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। বি. তত্ত্বাবধারণ। **তত্ত্বাববোধ**—তত্ত্বজ্ঞান ; প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি। **তত্ত্বার্থ**—পরমার্থ।

তৎপর—রত ; প্রযত্নবান্ ; নিপুণ ; ত্বরিতকর্মা। বি. তৎপরতা—প্রযত্ন ; প্রয়াস ; ক্ষিপ্রকারিতা (পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে)। **তৎপরায়ণ**—তাহাতে বিশেষভাবে আসক্ত ; অভিনিবিষ্ট।

তৎপুরুষ—আদি পুরুষ ; সমাস-বিশেষ।

তত্র—সেইখানে ; তেমন (যত্র আয় তত্র ব্যয়) ; **তত্রত্য**—সেখানকার। **তত্রভবতী**—পূজ্যা, শ্রদ্ধেয়া (বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। **তত্রাচ**—তবু, তথাপি। **তত্রাপি**—তত্রাচ, তথাপি।

তৎসংক্রান্ত—তৎসম্বন্ধীয়। **তৎসদৃশ**—তত্তুল্য। **তৎসম**—সংস্কৃত বানানযুক্ত সংস্কৃত শব্দ।

তথা—সেখানে ; অধিকন্তু, তার সঙ্গে (বিদ্যা তথা বুদ্ধি)। **তথাকার**—সেখানকার। **তথাকথিত**—সেইভাবে সাধারণ্যে পরিচিত ; so-called (তথাকথিত সভ্য-সমাজ)। **তথাগত**—বুদ্ধদেব (ভগবান্ তথাগত—সত্যপ্রাপ্ত, সর্বজ্ঞ)। **তথাপি, তথাচ**—তাহা

হইলেও। **তথাবিধ**—সেই প্রকার। **তথাভূত**—সেই দশায় পতিত অথবা সেই দশায় যুক্ত। **তথায়**—সেখানে। **তথাস্তু**—তাই হোক্; তাতেই স্বীকৃত।

তথি—তথায় (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

তথৈবচ—তেমনি; নামমাত্র; সেই ধরণেরই (বিদ্যা ত নাই-ই, বুদ্ধিও তথৈবচ)।

তথ্য—প্রকৃত ব্যাপার; fact (তথ্যানুসন্ধান); গূঢ় রহস্য, তত্ত্ব; সত্য (তথ্যভাষী, তথ্য-বাদী)। **তথ্যবাহী**—প্রকৃত সংবাদ বহনকারী। **তথ্যানুসন্ধান**—প্রকৃত ব্যাপারের অনুসন্ধান; fact-finding.

তদ্—সেই, সে, তাহা (বাংলায় অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে; বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং ষ ও স ইহাদের পূর্ববর্তী তদ্ তৎ হয়,—তৎকাল, তৎসম)। **তদতিরিক্ত**—তাহার বেশি। **তদনন্তর**—তারপর। **তদনুগামী,-বর্তী**—তাহার অনুসরণকারী। **তদনুযায়ী**—সেই অনুসারে। **তদন্ত**—প্রকৃত তথ্য; প্রকৃত তথ্য নির্ণয়; অনুসন্ধান। **তদন্তর**—তারপর। **তদন্য**—তাহা হইতে পৃথক। **তদপেক্ষা**—সেই তুলনায়। **তদবধি**—সেই সময় হইতে। **তদবস্থ**—সেই দশা প্রাপ্ত; সেই-ভাবে স্থিত। **তদর্থে**—সেইজন্য। **তদানীন্তন**—সেই সময়কার।

তদবির, তদবীর—(আ. তদ্‌বীর্) প্রচেষ্টা; পুরুষকার (বিপরীত তকদীর—অদৃষ্ট); যোগাড়-যন্ত্র; চেষ্টা-চরিত্র (চাকরির তদবীর); তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থা (মোকদ্দমার তদবীর)। **তদ্‌বিরকারক**—যে তদ্‌বির করে।

তদারক—(আ. তদারুক) তত্ত্বাবধান, খবরদারি, তদন্ত, অনুসন্ধান (সরেজমিনে তদারক করা)।

তদীয়—তাহার।

তদুৎপন্ন—তাহা হইতে উৎপন্ন। **তদুপরি**—তাহার উপর। **তদুপলক্ষে**—সেই সম্পর্কে।

তদেকচিত্ত—তদ্‌গতচিত্ত।

তদ্‌গত—তাহাতে অনুরক্ত। **তদ্‌গতচিত্ত**—তাহাতে নিবেদিতচিত্ত, তন্ময়। **তদ্‌গতচিত্তে**—একাগ্রচিত্তে।

তদ্‌গুণ—তাহার গুণের ন্যায় গুণযুক্ত; অলঙ্কার-বিশেষ (বিপরীত অতদ্‌গুণ)।

তদ্‌ঘড়ি—তখন, তখনি।

তদ্দণ্ডে—তৎক্ষণাৎ। **তদ্দরুন**—সেজন্য। **তদ্দিন**—ততদিন; সেই দিন। **তদ্দিনে**—সেই কালের মধ্যে। **তদ্দ্বারা**—তাহার দ্বারা।

তদ্ধন—সেই ধন; কৃপণ।

তদ্ধর্মা—সেই ধর্ম বা আচার-বিশিষ্ট।

তদ্ধিত—(ব্যাকরণে) শব্দের পরিবর্তন-সাধক প্রত্যয়।

তদ্ধেতু—সেইজন্য।

তদ্বৎ—তাহার মত; তদ্রূপ।

তদ্বাচক—তাহার নির্দেশক।

তদ্বিধ—সেই প্রকার, সেইরূপ।

তদ্বির—তদ্‌বির দ্রঃ।

তদ্বিষয়ক—সেই বিষয়-সম্পর্কিত। **তদ্ব্যতিরিক্ত**—তাহার অতিরিক্ত; তাহা ভিন্ন। **তদ্ব্যতীত**—তাহা ছাড়া।

তদ্‌ভব—তাহা হইতে উৎপন্ন, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন শব্দ। **তদ্ভাব**—তাহার ধর্ম বা রূপ। **তদ্ভাবাপন্ন**—সেই ভাব বা ধর্ম-বিশিষ্ট। **তদ্ভিন্ন**—তাহা ছাড়া। **তদ্রূপ**—সেইভাবে।

তন—তনু (তন মন ধন); স্তন (প্রাচীন বাংলায়)। **তন্‌দুরস্তি**—(ফা.) দেহের সক্ষমতা, স্বাস্থ্য।

তনখা—(ফা. তন্‌খ্‌'বা) বেতন, মাহিয়ানা, ভাতা (বসে বসে তনখা খাচ্ছ)।

তনয়—(যাহার জন্মে বংশ বিস্তৃত হয়) পুত্র। স্ত্রী. তনয়া।

তনিকা—রজ্জু।

তনিমা—কৃশতা, সূক্ষ্মতা; সুকুমার অঙ্গলতা (জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা—রবি)।

তনিষ্ঠ—কৃশতম; অতি অল্প; সূক্ষ্মতম।

তনু—কৃশ; ক্ষীণ, কিন্তু সৌষ্ঠবপূর্ণ (তনু দেহখানি জ্যোতির লতিকা—রবি; তনুগাত্রী; তনু-মধ্যমা); সূক্ষ্ম (তন্বংশুক); দেহ, মূর্তি। স্ত্রী. তন্বী—কৃশাঙ্গী সুন্দরী। **তনুচ্ছায়**—সামান্য ছায়া-বিশিষ্ট (বৃক্ষ)। **তনুজ, তনূজ**—পুত্র। **তনুত্যাগ**—প্রাণত্যাগ। **তনুত্র, তনুত্রাণ**—বর্ম। **তনুবার**—দেহ-আবরক, বর্ম। **তনুভৃৎ**—দেহধারী।

তনুমধ্যা—ক্ষীণকটি সুন্দরী। **তনুরুচি**—দেহশোভা। **তনুরুহ**—লোম। **তনুস্তব**—পুত্র।

তন্তি—দীর্ঘ রজ্জু, সূত্র। **তন্তি-ভাষা**—বুদ্ধদেবের স্বল্পাক্ষর সরল মহামূল্য বাক্যাবলী।

তন্তু—সূত্র, তার; তাঁত (চর্মসূত্র); পরম্পরা। **তন্তুকাষ্ঠ**—তাঁতিদের সুতা পরিষ্কার করার বুরুশ। **তন্তুকীট**—গুটিপোকা। **তন্তু-নাভ**—উর্ণনাভ। **তন্তুপর্ব**—বামনদেবের উপবীত ধারণের উৎসবকাল, শ্রাবণ-পূর্ণিমা। **তন্তুবাপ, তন্তুবায়**—তাঁতি। **তন্তুশালা**—তাঁতঘর। **তন্তুসার**—সুপারি গাছ; অতি কৃশ, অস্থিসার।

তন্ত্র—(শিব ও শক্তির উপাসনা বিস্তারকারক শাস্ত্র) শিবপ্রোক্ত শাস্ত্র-বিশেষ, আগম; বেদের শাখা-বিশেষ; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; অভিচার (তন্ত্র-মন্ত্র); উপায়, কৌশল; নির্ভরতা (পরতন্ত্র); তাঁত; শাসন-পদ্ধতি (প্রজাতন্ত্র; রাজতন্ত্র)। **তন্ত্রধারক**—শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে যিনি কর্ম-কর্তাকে মন্ত্রপাঠ করান। **তন্ত্রকাষ্ঠ**—তাঁত বুনিবার মাকু। **তন্ত্রবাপ, তন্ত্রবায়**—তন্তুবায়। **তন্ত্রাবাপ**—স্বরাজ্যের ও পর-রাজ্যের নীতি সম্বন্ধে চিন্তা।

তন্ত্রি, তন্ত্রী—বীণার তার, সূত্র; নাড়ী। **তন্ত্রিত**—তারযুক্ত। **তন্ত্রী**—বীণা; সম্প্রদায়।

তন্দুর—(ফা. তনূর; হি. তংদুর) পাঁউরুটি সেকিবার গভীর বড় চুলা।

তন্দ্রা—[তন্দ্ (অলস হওয়া)+অ] নিদ্রাবেশ, হালকা ঘুম (তন্দ্রাবেশ)। **তন্দ্রালু**—তন্দ্রাবিষ্ট, যাহার ঘুম পাইতেছে। **তন্দ্রিত**—তন্দ্রাচ্ছন্ন; অবসাদগ্রস্ত; ঝিমন্ত (বিপরীত —অতন্দ্রিত)।

তন্নতন্ন—(তৎ+ন—তাহা নয়) অভীষ্ট ইহা নয় —এই ভাবে ক্রমাগত অনুসন্ধান; একটি একটি করিয়া দেখা; উলটাইয়া-পালটাইয়া দেখা।

তন্নিবন্ধন—সেজন্য। **তন্নিবিষ্ট, তন্নিষ্ঠ**—তাহাতে একান্ত রত। **তন্মন, তন্মনা, তন্মনস্ক**—একাগ্রচিত্ত। **তন্ময়**—তন্নিবিষ্ট, নিবেদিতচিত্ত। বি. তন্ময়তা। **তন্মাত্র**—মাত্র তাহাই; সূক্ষ্ম পঞ্চভূত (পঞ্চতন্মাত্র, সাঙ্খ্য দর্শনের)। **তন্বী**—তনু দ্রঃ।

তপঃ—[তপ্ (দগ্ধ করা, তপস্যা করা)+অস্] যাহার দ্বারা পাপাদি দগ্ধ হয় অথবা যাহার দ্বারা মন নির্মল হয় এমন বৈধ কৃচ্ছ্র-সাধনা; তপস্যা; মুনিব্রত; কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতাদি। [গীতার মতে তপঃ ত্রিবিধ—শারীর, বাচিক ও মানস; দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ জনের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা—এই কয়টি শারীর তপঃ; প্রিয়, হিত, সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য ও বেদাভ্যাস —এই কয়টি বাচিক তপঃ; আর মন, প্রসাদ, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি—এই কয়টি মানস তপঃ। অথবা, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই তিন প্রকার তপঃ; ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত যে তপস্যা তাহা সাত্ত্বিক তপঃ; সৎকার, মান প্রভৃতির জন্য দম্ভপূর্বক যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা রাজাসক তপঃ; এই রাজস তপঃ অস্থায়ী ও ভঙ্গুর; আর পরের উৎসাদন ইত্যাদির জন্য আত্মাকে পীড়িত করিয়া যাহার অনুষ্ঠান করা হয় তাহা তামস তপঃ। পুরাণ-মতে সত্যযুগে তপঃ, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, আর কলি-যুগে দান মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়]। **তপশ্চরণ**—তপস্যা করা। **তপঃক্লেশ**—তপস্যাজনিত ক্লেশ। **তপঃপ্রভাব**—তপস্যার শক্তি। **তপঃস্থলী**—তপস্যার স্থান।

তপতী—সূর্যকন্যা, (ইনি অতিশয় তপঃপরায়ণা ছিলেন); সূর্যপত্নী; ছায়া; তাপ্তী নদী।

তপন—সূর্য; গ্রীষ্মঋতু; সূর্যকান্ত মণি; আকন্দ গাছ; মহাদাহকর নরক-বিশেষ; দাহকর। **তপন-তনয়**—যম, কর্ণ, শনি। **তপনাত্মজা**—গোদাবরী, যমুনা। **তপনী**—যে পাত্রে আগুন রাখিয়া আগুন পোহানো হয়। **তপনীয়**—দহনযোগ্য; সুবর্ণ; কনক ধুতুরা। **তপনেষ্ট**—সূর্যের প্রিয়; তাম্র। **তপনো-পল**—সূর্যকান্ত মণি।

তপশ্চরণ, তপশ্চারণ—তপস্যা করা। **তপশ্চর্যা**—তপস্যা।

তপসিল—তফসিল দ্রঃ।

তপসী, তপসে—সুপরিচিত মাছ।

তপস্য—তপস্যারত; ফাল্গুন মাস; তপস্যা।

তপস্যা—কৃচ্ছ্রসাধনা; পুণ্যলাভ, অভীষ্টলাভ ইত্যাদি-হেতু কৃচ্ছ্রসাধনা; কঠোর যোগাদি অভ্যাস অথবা কষ্টসাধ্য দেব-পূজা, ব্রত-অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

তপস্বী—(যিনি বেদাদি পাঠ করেন, নিয়মাদি পালন করেন এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের স্থিরত্ব বা একাগ্রতা সম্পাদন করেন) ; সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ; জ্ঞানাদি লাভের জন্য কঠোর সাধনায় রত ; মোক্ষসাধক ; ব্রত-অনুষ্ঠান-পরায়ণ ; ধার্মিক ; তপ্‌সে মাছ। স্ত্রী. তপস্বিনী। **বিড়াল-তপস্বী**—বাহিরে তপস্বীর বেশ, কিন্তু ভিতরে লোভাদি রিপুর একান্ত অধীন ; ভণ্ড।

তপাত্যয়—(যে কালে তপের অর্থাৎ গ্রীষ্মের অবসান হয়) বর্ষাকাল।

তপাস—খোঁজ, অন্বেষণ।

তপোধন, তপোনিধি—(তপস্যাই যার ধন) মুনি, তপস্বী ; তপস্যারূপ ধন। স্ত্রী. তপোধনা। **তপোবল**—তপস্যার শক্তি।

তপোবন—মুনি-ঋষিদিগের তপস্যার নির্জন স্থান ; তীর্থ-বিশেষ। **তপোবল**—তপস্যার শক্তি। **তপোবৃদ্ধ**—তপস্যায় প্রবীণ। **তপোভঙ্গ**—তপস্যায় বাধা সৃষ্টি। **তপোময়**—তপঃপ্রধান ; পরমেশ্বর। **তপোমূর্তি**—তপস্বী ; পরমেশ্বর। **তপোরতি**—তপস্যাপরায়ণ, তপস্যানুরাগী। **তপোলোক**—সপ্ত লোকের অন্যতম।

তপ্ত—তাপযুক্ত, গরম ; আগুনে দগ্ধ ও শোধিত, পোড়-খাওয়া (তপ্ত কাঞ্চন) ; প্রজ্বলিত (তপ্তাঙ্গার) ; দ্রবীভূত (কারুণ্যতপ্ত মন) ; পীড়িত, ব্যথিত ; কুপিত ; সদ্য ('তপ্ত রাণ্ড'—যে সদ্য বিধবা হইয়াছে)। **তপ্তকৃচ্ছ্র**—কৃচ্ছ্র-সাধ্য ব্রত-বিশেষ। **তপ্তকুণ্ড,-কুম্ভ, -বালুক**—নরকের নাম। **তপ্ত তপ্ত**—গরম গরম।

তপ্‌পন—তর্পণ (গ্রাম্য)।

তফসিল, তফ্‌শিল, তপসিল—(আ. তফ্‌সীল—বিভাগ) বিস্তারিত বিবরণ ; তালিকা (তফসিলভুক্ত জাতিসমূহ—যে সব জাতির নাম তালিকায় বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে) ; বিভাগ, বণ্টন।

তফরা—(তড়পা ?) আছাড়-পিছাড়, তড়পানো (তফরা খাওয়া—আছাড়-পিছাড় করা)।

তফাৎ—(আ. তফাৱৎ) পার্থক্য ; দূরত্ব। **তফাৎ করা**—দূর করা ; পর করা ; সংস্রব ত্যাগ করা। **তফাৎ তফাৎ**—দূর দূর ; দূরে দূরে। **তফাৎ হওয়া**—বিচ্ছিন্ন হওয়া (মনোমালিন্যহেতু)।

তব—তোমার (কবিতায়) ; (ব্রজবুলি) তখন, তাহা হইলে। **তব হি**—তবু।

তবক—(সং. স্তবক) সোনা বা রূপার সূক্ষ্মপাত (তবকমোড়া খিলি) ; স্তবক, থাক (তবকে তবকে) ; ছোট তোপ বা বন্দুক-বিশেষ (তবকী—এরূপ তবকধারী)।

তবর্গ—ত থ দ ধ ন—এই পাঁচ বর্ণ।

তবরুক—(আ.) প্রসাদ, পূজনীয় ব্যক্তির স্পর্শপূত খাদ্যাদি (খাজা সাহেবের দরগার তবরুক)।

তবল—(ফা. তবর্‌) বড় কুড়ালি। **তবলদার**—এরূপ কুড়ালির দ্বারা কাঠ চিরিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে ; কাঠুরিয়া।

তবলা—(আ. ত'ব্‌লা) সুপরিচিত বাদ্য-বিশেষ (বাঁয়া তবলা)। **তবলচী**—তবলা-বাজিয়ে।

তবল্লক—(আ. তকল্লুফ) আভিজাত্যসূচক ; সৌখীন (তবল্লক ছাঁদে বসন পিঁধে—চণ্ডী)।

তবহি—(ব্রজবুলি) তখনই। **তবহু,-হুঁ**—তবু।

তবিয়ৎ,-অৎ—(আ. ত'বীঅ'ত্‌) মেজাজ, মর্জি, মন (দেখে তবিয়ৎ খোশ হয়ে যায়—দেখে মন আনন্দিত হয়)। **বাহাল তবিয়তে**—সুস্থ দেহে ও সজ্ঞানে ; আনন্দের সহিত।

তবিল—(আ. তহ্‌'বীল) তহবিল, জমা, যে টাকা জমা থাকে অথবা যাহা জমা হইয়াছে (**তবিল ভাঙা**—তবিল তছরূপ, ন্যস্ত অর্থের বেআইনী খরচ বা তাহা হইতে চুরি)। **তবিলদার**—আপিসে বা জমিদারের সরকারে যে কর্মচারীর কাছে টাকা জমা হয়। বি. তবিলদারি।

তবু, তবুও—(হি. তবহু) তথাপি, তৎ-সত্ত্বেও।

তবে—(হি. তব্‌) তখন, অতঃপর, তারপর ; তথাপি, কিন্তু (তবে যদি যেতে চাও, বাধা দেব না)। **তবে কিনা**—কিন্তু, যেহেতু। **তবে রে**—দাঁড়াও শাস্তি দিচ্ছি (শাসাইয়া বলা হয়)। **তবেই**—মাত্র সেই অবস্থায় ; অতএব সে ক্ষেত্রে (তবেই দেখ কার দোষ)। **তবে ত**—তাহা হইলে ত। **তবেই ত**—মাত্র সেই ক্ষেত্রেই (পিতা যদি মত দেন তবেই ত তোমারও মত হবে) ; অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি-জ্ঞাপক (তবেই ত ! এখন বুদ্ধি জোগাও কি করবো)।

তম—তমোগুণ; অন্ধকার; মোহ; পাপ; অজ্ঞান; অহঙ্কার; রাহু।

তমঃ—সাঙ্খ্যদর্শন-মতে প্রকৃতির তৃতীয় গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ), ইহার প্রাধান্য হইলে মানুষ লোভ, মোহ প্রভৃতি হীন প্রবৃত্তির প্রভাবাধীন হয়); অহঙ্কার; মোহ; অজ্ঞান; পাপ; নরক; রাহু; শোক।

তম—তিন বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে গুণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ জ্ঞাপক (মহত্তম; নিকৃষ্টতম; বাঞ্ছিততম); সংখ্যার পূরক (পঞ্চাশত্তম জন্ম-বার্ষিকী)।

তমসা—অন্ধকার (তমসাবৃত ঘোর কেয়ামত-রাত্রি—নজরুল); গাড়বালের অন্তর্গত নদী-বিশেষ (the river Tons).

তমস্সুক, তমঃস্সুক—(আ. তমস্সুক্) বিধিবদ্ধভাবে লিখিত ঋণ-স্বীকার-পত্র, খত। **বন্ধকী তমস্সুক**—যে দলিলের সাহায্যে বন্ধক দেওয়া হইয়াছে।

তমস্বী—তমোযুক্ত, অন্ধকারময়। স্ত্রী. তমস্বিনী—(নিশা তমস্বিনী—শশাঙ্কমোহন); হরিদ্রা।

তমা—রাত্রি।

তমাদি, তামাদি—(আ. তমাদী) যাহার (যে দলিলের) দাবির নির্ধারিত কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে; time-barred.

তমাম—তামাম দ্রঃ।

তমাল—সুপরিচিত কৃষ্ণত্বক বৃক্ষ। **তমালিকা, তমালিনী**—তমলুক; তমালবহুল দেশ। **তমালী**—বরুণ বৃক্ষ।

তমি, তমী—রাত্রি। **তমিনাথ**—চন্দ্র।

তমিজ—(আ. তমীয) বিবেচনা, সম্ভ্রমবোধ (আদব-তমিজ)।

তমিস্র—অন্ধকার, তিমিরময় (তমিস্র সংসার, তমিস্র পক্ষ)। **তমিস্রা**—অন্ধকার রজনী; তমোরাশি; অমাবস্যা-রাত্রি।

তমোগুণ—তমঃ, যাহার প্রভাবে হীন প্রবৃত্তি-গুলি বেশি কার্যকরী হয়। **তমোঘ্ন**—অন্ধকার-নাশক; সূর্য; চন্দ্র; জ্ঞান; শিব; বুদ্ধ। **তমোজ্যোতিঃ**—জোনাকি। **তমোপহ**—অন্ধকারনাশক; অজ্ঞাননাশক; বুদ্ধ। **তমোবৃত**—অন্ধকারাচ্ছন্ন; মেঘাচ্ছন্ন; অজ্ঞানাচ্ছন্ন। **তমোমণি**—জোনাকি; গোমেদ মণি। **তমোময়**—অন্ধকারময়; অজ্ঞানাবৃত; রাহু। **তমোরি**—সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি; জ্ঞান। **তমোহর, তমোহা**—অন্ধকারনাশক; অজ্ঞাননাশক; সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি।

তম্বি—(আ. তম্বীহ্, তন্বীহ্) শাসন, শাসানো (তম্বি না করলে কি ছেলেপিলে ঠিক হয়?); গর্জন; সরোষ জবাবদিহি (আমার উপর সে কি তম্বি!)। **তম্বি-তাম্বি**—তিরস্কার, তর্জন-গর্জন।

তম্বু, তাম্বু—(আ. ত'ম্বু, ত'ন্বু) তাঁবু, ছাউনি। **তম্বুর, তম্বুরা**—(আ. ত'ম্বুর, ত'ন্বুর্—ঢাক-জাতীয় বাদ্য; তুর্কী তম্বুরা—বেহালা-জাতীয় বাদ্য, mandoline) তানপুরা; ভারতের প্রাচীন বাদ্য-বিশেষ (সুর দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়)।

তয়—(ফা. তহ্—ভাঁজ) পাট, পরত; fold (তয় করা—ভাঁজ করা)। **তয় তয়, তয়ে তয়ে**—ভাঁজে ভাঁজে, শৃঙ্খলার সহিত, ধীরে ধীরে। **তয়খানা**—(ফা. তহ্খানা) মাটির নীচেকার ঘর (গ্রীষ্মের তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়)।

তয়নাত—(আ. তই'নাত্) নিয়োগ; সিপাহীদল। **তয়নাত করা**—নিয়োগ করা; নির্ধারিত করা। **তয়নাতি**—কর্মে নিয়োগ; নির্ধারিত কর্ম; নিযুক্ত সিপাহীদল।

তয়ফা—(আ. ত'য়ফা) হিন্দুস্থানী নর্তকীদল ও তাহাদের সঙ্গের বাজিয়ে দল।

তয়ম্মুম—তৈয়ম্মম দ্রঃ।

তয়ের—তৈয়ার দ্রঃ।

তর—তরণ; পারাণি। **তরপণ্য**—খেয়ার কড়ি। **তরস্থান**—খেয়াঘাট। **তরমাণ**—যে পার হইতেছে; সন্তরণশীল।

তর—দুয়ের মধ্যে উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ নির্দেশক (প্রাচীনতর; মধুরতর); আধিক্য বা প্রাবল্য-ব্যঞ্জক (গুরুতর ব্যাপার; বহুতর সৈন্য হত হইল); ন্যূনার্থক (অশ্বতর; বৎসতরী)।

তর—(সং. ত্বরা), তরা, অর্থ-বৈপরীত্যে বিলম্ব, দেরী (তর সয়না—বিলম্ব সহ্য হয় না)।

তর, তরো—(ফা. ত'রহ্) ধরণ, গড়ন, রকম, পদ্ধতির (বাঙ্গালী তর—বাঙ্গালী ধরণের)। **কেমনতর**—কেমন ধরণের, কি রকম। **তরবেতর, তরতর**—নানা ধরণের।

তর—(ফা. তর্—সুসিক্ত) ভরপুর; বিহ্বল; বিভোর (নেশায় তর হয়ে আছে); সুসিক্ত,

বেশি ভেজা (ভিজে তর হয়ে গেছে)। **তর-পোলাও**—যথেষ্ট ঘৃতসংযুক্ত পোলাও (বিপরীত —খোশ্‌কা পোলাও)।

তরই, তরুই—ঝিঙ্গা-জাতীয় তরকারি-বিশেষ।

তরওয়াল, তরোয়াল—তরবারি।

তরঃ—তরস দ্রঃ।

তরক—(আ. তর্‌ক্) লঙ্ঘন, পরিত্যাগ (ফরজ তরক করা—অবশ্য করণীয় ধর্মবিধি লঙ্ঘন করা ; নামাজাদি না পড়া)। **দুনিয়া তরক করা**—সংসারত্যাগী হওয়া।

তরকচ—(ফা তীরকশ) তূণীর, যাহার ভিতরে তীর থাকে (প্রচীন বাংলা)।

তরকারি,-রী—(হি.) রন্ধনযোগ্য ফলমূল-পত্রাদি ; ব্যঞ্জন (মাংসের তরকারী)।

তরক্ষ,-ক্ষু, তক্ষু—(সং.) নেকড়ে বাঘ ; hyena.

তরঘাট—খেয়াঘাট।

তরঙ্গ—(তৃ+অঙ্গ) যাহা বাঁকিয়া বিস্তৃত হয়, ঢেউ, ঊর্মি ; তেজ, উৎসাহ, উদ্দীপনা প্রভৃতির উচ্ছ্বসিত প্রকাশ (গঙ্গা নামে সত্য তার তরঙ্গ এমনি—ভারতচন্দ্র) ; বস্ত্রের তরঙ্গ-ভঙ্গি বা চুনট। **তরঙ্গচঞ্চল**—তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। **তরঙ্গ-তাড়িত**—তরঙ্গপ্রহৃত ; তরঙ্গচালিত। **তরঙ্গভঙ্গ**—তরঙ্গলীলা। **তরঙ্গাভিঘাত**—তরঙ্গের আঘাত। **তরঙ্গায়িত**—ঢেউ-খেলানো (তরঙ্গায়িত গতি)। **তরঙ্গিণী**—নদী। **তরঙ্গিত**—তরঙ্গযুক্ত (তরঙ্গিত মহাসিন্ধু) ; তরঙ্গায়িত, ঢেউ-খেলানো। **তরঙ্গিম**—তরঙ্গশোভাযুক্ত। **তরঙ্গোচ্ছ্বাস**—বড় বড় ঢেউয়ের উত্থান-পতন।

তর্‌জমা, তর্জমা—(আ তর্‌জুমা) অনুবাদ ; translation.

তরজা—(আ তর্‌জিহ্‌-বন্দ্‌—ছন্দ-বিশেষ) কবি-জাতীয় অশ্লীল বাংলা গান (ইহাতে দুই দলে খুব উতোর-কাটাকাটি হইত)।

তরণ—পার হওয়া ; পার হওয়ার অবলম্বন ('দুঃখ-তাপ-বিঘ্ন-তরণ') ; ভেলা, ডোঙ্গা। **তরণি, তরণী**—নৌকা, ভেলা। **তরণী-সরণি, তরণীপথ**—নৌকাপথ। **তরণী-রত্ন**—পদ্মরাগ মণি।

তরণ্ড, তরণ্ডক—ফাৎনা ; ভেলা। **তরণ্ডা, তরণ্ডী**—নৌকা।

তরতফাৎ—পার্থক্য। **তর-তম**—ছোট-বড়, কম-বেশি ; তারতম্য।

তরতর—স্রোতের মৃদু আঘাতের শব্দ (তরতর শব্দে বহিয়া যাওয়া)। **তরতরিয়া, তর-তরে, তত্তোরে**—চঞ্চল, যে তাড়াতাড়ি কাজ করে, ব্যস্তবাগীশ ; সরস ; কচি।

তরতাজা—(ফা. তর্‌-ও-তাযা) জীবন্ত, টাট্‌কা ; স্বাস্থ্যসম্পন্ন ; নবীন।

তরতিব—(আ. তর্‌তীব) নিয়ম, ব্যবস্থা, ধারা। **তরতিব-ওয়ারি**—ধারাবাহিকভাবে।

তরপণ্য—খেয়ার কড়ি।

তরপত—(ওরাওঁ শব্দ) তালপাতা দিয়া তৈরী রং-করা কান-ফুল-বিশেষ।

তরপদী—সাঁতার দিবার যোগ্য লিপ্তপদ পক্ষী, হংসাদি।

তরফ—(আ. ত'রফ্‌) অঞ্চল, রাজস্ব আদায়ের মহাল (তরফ দয়ারামপুর) ; পক্ষ, দিক, দল ; শরিক (বড় তরফ)। **তরফদার**—উপাধি-বিশেষ, তরফের রাজস্ব-আদায়কারী ; তরফের মালিক ; পক্ষের লোক। **তরফদারি**—পক্ষাবলম্বন ; পক্ষপাত। **তরফসানী**—(বাং) বাঁদী-পক্ষের বা তত্তুল্য অল্পমর্যাদাসম্পন্না স্ত্রীর সন্তান। **তরফা**—একদিকের। **এক-তরফা**—এক পক্ষের কথা শুনিয়া বা পক্ষপাত-যুক্ত (একতরফা রায় ; একতরফা বিচার)।

তরবার, তরবারি, তরোয়াল—(সং. তর-বারি) অসি, খড়্গ, কৃপাণ।

তরবারি-ধারণ—অসি-ধারণ ; সশস্ত্র প্রতিরোধ ; শাস্তিদানের জন্য বা পরাভূত করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প।

তরবিয়ত—(আ. তরবীয়ত্‌) শিক্ষাদীক্ষা, ভব্যতা-শিক্ষা। বেতরবিয়ত—অভব্য।

তরবুজ, তরমুজ—(ফা. তর্‌বুজা) সুপরিচিত বৃহৎ লতা-ফল।

তরল—(তৃ+অল) জলের মত পাতলা, গলিত, দ্রব (তরল ঘি) ; দ্রবীভূত (দয়ায় তরল) চঞ্চল, চপল (তরলমতি) ; উচ্ছলিত (আনন্দে তরল) ; লুব্ধ ; দ্রুত ; কম্পমান। **তরল-নয়না**—যাহার চাহনি চটুল। **তরল-প্রকৃতি**—গাম্ভীর্য-বর্জিত, চপলপ্রকৃতি। **তপলমতি**—বুদ্ধিতে চপল। **তরলিত**—বিগলিত, দ্রবীভূত, উচ্ছলিত, আন্দোলিত।

তরলীকৃত—যাহা তরল করা হইয়াছে; liquefied.

তরশু—(তৎপরশ্ব; তিরঃশ্বঃ) গত পরশুর পূর্বে বা আগামী পরশুর পর দিন।

তরস, তরঃ—(তরস্+অ—যাহাতে বল হয়) মাংস; বেগ। **তরস্বান**—বলবান্; বেগশালী। **তরস্বী**—তরস্বান্; বায়ু; ডাকহরকরা; গরুড়।

তরস্ত—ত্রস্ত (গ্রাম্য রূপ); ব্যস্ত; জল্দি।

তরস্থান—পারঘাটা; যেখানে পণ্যাদি নামানো হয়, জেটি।

তরা—পার হওয়া, উত্তীর্ণ হওয়া, উদ্ধার পাওয়া; মোক্ষ লাভ করা; বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাওয়া; বিপন্ন না হওয়া (বাপের নামে তরে গেছে)। **তরানো**—উদ্ধার করা; মুক্তি দান করা; সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করা।

তরা—ত্বরা (তরাগতি; তরাতরি—প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

তরাই—পাহাড়ের পাদদেশের অঞ্চল (স্যাঁতস্যাঁতে ও জঙ্গলপূর্ণ)।

তরাজ, তারাজ—(ফা. তারাজ) লুণ্ঠন (বাংলায় শুধু 'তরাজ' শব্দের ব্যবহার হয় না, 'লুঠ-তরাজ' ব্যবহৃত হয়)।

তরাজু—(ফা. তরাযু) নিক্তি, দাঁড়ি-পাল্লা।

তরানো—তরা দ্রঃ।

তরাশ,-স—(ফা.) ছেদন, কাটিয়া ফেলা (বাংলায় সাধারণতঃ কলম শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়; 'কলম-তরাশ'—কলমকাটা ছুরি)।

তরাস—(সং. ত্রাস) ভয়, শঙ্কা (সাধারণতঃ কাব্যে ও কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়)।

তরি,-রী—নৌকা; কাপড়ের পেঁটরা।

তরিক—(সং.) ভেলা; খেয়াঘাটের মাশুল আদায়কারী। **তরিকা**—ছোট নৌকা। **তরিকী**—যে খেয়া পার করে।

তরিকা—(আ. ত'রীক') পথ, পদ্ধতি, মার্গ, ধর্মপথ।

তরিত—যাহাকে পার করা হইয়াছে।

তরিতরকারি—ব্যঞ্জনের উপযোগী ফল মূল শাক পাতা ইত্যাদি।

তরিতা—তর্জনী; গাঁজা।

তরিত্র—পার হইবার নৌকা ভেলা ইত্যাদি।

তরিবৎ—(আ. তর্বীয়ত্—শিক্ষা) শিক্ষা; শাস্তি (খুব তরিবৎ দেওয়া হইয়াছে)। (গ্রাম্য)।

তরীকা, তরিক—(আ. ত'রীক') পথ, পদ্ধতি, ধর্মপথ (পয়গম্বরের তরীকা)।

তরু—বৃক্ষ, গাছ। **তরুনখ**—কণ্টক। **তরুমৃগ**—শাখামৃগ, বানর। **তরুভুক্**—পরগাছা। **তরুরাগ**—নবপল্লব, কিশলয়। **তরুরাজ**—বড় গাছ; বট, অশ্বত্থ, তাল। **তরু-রুহা**—পরগাছা। **তরু-বিলাসিনী**—নবমল্লিকা। **তরুসার**—বৃক্ষের সারভাগ, কর্পূর।

তরুণ—নব যুবক; যাহার বয়স ষোল বৎসর অতিক্রম করিয়াছে; যুবক (দেশের তরুণ-সম্প্রদায়); নূতন; অপরিণত (তরুণ সর্দি; তরুণ পত্র; তরুণ যৌবন); নবোদিত (তরুণ রবি)। **তরুণ জ্বর**—নূতন জ্বর। **তরুণ দধি**—পাঁচ দিনের পাতা বাসি দই (অত্যন্ত অপকারক)। স্ত্রী **তরুণী**—নব যুবতী, ষোল হইতে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বয়সের নারী; ঘৃত-কুমারী; দন্তী বৃক্ষ। **তরুণিমা**—তারুণ্য।

তরে—জন্য, নিমিত্ত (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত হয়)। **একদিনের তরেও**—একদিনের জন্যও।

তর্ক—বিতর্ক; বিচার; বাদানুবাদ; যুক্তি; অনুমান; ন্যায়-শাস্ত্র; শঙ্কা, সংশয় (মনে তর্ক জাগে, এতদিন যা জানিয়াছি তা সত্য কিনা); হেতু। **তর্কক**—তর্ককারক, তার্কিক। **তর্কবিদ্যা**—তর্ক-শাস্ত্র; ন্যায়শাস্ত্র। **তর্কবিতর্ক**—অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন। **তর্কাতর্কি**—বাদ-প্রতিবাদ, তর্কবিতর্ক। **তর্কাভাস**—সুতর্কের মত মনে হইলেও আসলে কুতর্ক; অকিঞ্চিৎকর তর্ক। **তর্কিত**—বিচারিত; আলোচিত; অনুমিত; উৎপ্রেক্ষিত। **তর্কী**—তর্ককারক, নৈয়ায়িক। স্ত্রী. তর্কিণী। **তর্কে তর্কে**—তাকে তাকে, সন্ধানে।

তর্কু—সুতা কাটার যন্ত্র, টেকো। **তর্কুপিণ্ড**—টেকোর নীচে যে মৃৎপিণ্ড থাকে।

তর্ক্ষু—তরক্ষু।

তর্জন—শাসানো; ভর্ৎসনা; ক্রোধ-প্রকাশ; ভয়-প্রদর্শন ও আস্ফালন। **অঙ্গুলি-তর্জন**—তর্জনী প্রদর্শন করিয়া শাসানো। **তর্জন-**

গর্জন—শাসানো ও গর্জন; তিরস্কার ও আস্ফালন। **তর্জিত**—ভর্ৎসিত; তাড়িত।

তর্জনী—(যাহা দেখাইয়া তর্জন করা হয়) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পাশের অঙ্গুলি। **তর্জনী-মুদ্রা**—তন্ত্রোক্ত মুদ্রা-বিশেষ।

তর্জা—তরজা দ্রঃ।

তর্জা—তর্জন করা; তিরস্কার ও গর্জন করা।

তর্তিব—তরতিব দ্রঃ।

তর্পণ—(তৃপ্‌+অনট্‌) তোষণ; তৃপ্তি-সাধন (সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ—চৈতন্য-চরিতামৃত); পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে জলদান; তৃপ্তিজনক। **প্রধান তর্পণ**—প্রত্যহ পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে জলদান। **প্রেত-তর্পণ**—মৃতের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে জলদানাদি অনুষ্ঠান। **তর্পণেচ্ছু**—তর্পণ করিতে ইচ্ছুক; ভীষ্ম। **তর্পিত**—তোষিত। **তর্পী**—তর্পক; তৃপ্তিকারক। স্ত্রী. তর্পিণী।

তরমীম—(আ তর্‌মীম) সংশোধন, পরিবর্তন। **তরমীম ডিক্রী**—ডিক্রী সম্বন্ধে সংশোধিত আদেশ।

তর্ম—যূপের অগ্রভাগ।

তর্ষ, তর্ষণ—তৃষ্ণা, বাসনা, কামনা, আগ্রহ। **তর্ষিত**—পিপাসু; আকাঙ্ক্ষিত।

তল—নিম্নভাগ, তলা (বৃক্ষতল; তলকুলহীন। **তলমীন**—জলাশয়ের নিম্নভাগের মাছ, চিংড়ী); পৃষ্ঠ; মেঝে (ভূতল; হর্ম্যতল); তেলো (করতল; তলপ্রহার—চপেটাঘাত); গৃহের পরিচ্ছেদ, মঞ্জিল (দ্বিতল, ত্রিতল); পাতাল; ধ্বংস, বিলুপ্তি; অগ্রাহ্য (ভাল যত কিছু করা হয়েছে সব গেল তল); তীরন্দাজদের দ্বারা ব্যবহৃত বাম হস্তের চর্মাবরণ; গর্ত; খড়্গাদির মুষ্টি। **তলত্র, তলত্রাণ**—চামড়ার দস্তানা। **তলধ্বনি**—করতালি; তাল ঠুকিবার শব্দ। **তলপেট**—পেটের নীচের অংশ, নাভির নিম্নভাগ। **তলভেদ**—তলায় ফুটা। **তলযুদ্ধ**—মল্লযুদ্ধ, চড়াচড়ি। **তল হওয়া**—ডুবিয়া যাওয়া। **তলে তলে**—ভিতরে ভিতরে, লুকাইয়া।

তলক—(ফা. তল্‌খ্‌) ঝাঁঝালো, তীব্র (তলক তামাক—'তলপ'ও বলে; এ তামাকে বেশ তলপ আছে; এক ছিলিম তলপ তামাক)।

তলক—পর্যন্ত, তক (কি তলক যাবে?)। (গ্রাম্য)।

তলতল—খুব নরম বা গলিতপ্রায় ভাব; কম্পিত, চঞ্চল (তলতল কলকল কাঁদিবে গভীর জল—রবি)। বিণ. তল্‌তলে (তল্‌তলে ফল—তুল্‌তুলে ফল; আরও বেশি পাকিলে 'থস্‌থসে' হয়)।

তল্‌তা,-দা, তল্লা—একপ্রকার ফাঁপা বাঁশ।

তল্‌পানো—তড়পানো; অস্থির হওয়া।

তলবার, তলোয়ার—তরবারি।

তলব, তলপ—(আ. ত'লব্‌) আহ্বান, ডাকিয়া পাঠানো, আসিবার জন্য হুকুম, উপস্থিতির জন্য আদালতের নির্দেশ; বেতন। **তলব-চিঠি**—উপস্থিতির আদেশপূর্ণ চিঠি (খাজনা সম্পর্কে জমিদারের তরফ হইতে প্রজাকে দেওয়া হয়)। **তলব-বাকী**—খাজনার বাকী কিস্তি। **তলবানা**—সাক্ষী প্রভৃতির আদালতে হাজির হইবার আদেশ-জারি-সংক্রান্ত খরচা। **তলপ-তামাক**—কড়া তামাক (তলক দ্রঃ)।

তলবল—তোলবল দ্রঃ।

তলা—নিম্নভাগ, তলদেশ, নীচের পিঠ (তলায় পড়েছে; গাছতলা; পায়ের তলা); অঞ্চল; স্থান (তালতলা; কলতলা; কালীতলা); তালা; মঞ্জিল (দোতলা; পাঁচতলা)। **তলা-খাঁকতি**—অভাবগ্রস্ত। **তলাচোঁয়া**—তলায় ফুটা থাকার দরুণ যাহা হইতে জল পড়িয়া যায়; সম্বলহীন, দরিদ্র। **তলাগুছি**—ভিতরে ভিতরে সাহায্য। **তলাফাঁক**—নিঃসম্বল; ঋণগ্রস্ত; দেউলিয়া। **তলা ফেলা**—চারা উৎপাদন করিবার জন্য জমি প্রস্তুত করিয়া বীজ ফেলা। **তলায় তলায়**—তলে তলে; ভিতরে ভিতরে।

তলাই, তালাই—চেটাই, দর্মা।

তলাও, তালাব, তালাও—(ফা. তালাব) পুষ্করিণী।

তলাচী—মেঝেয় পাতিবার চেটাই, দর্মা।

তলাট, তল্লাট—অঞ্চল, গের্দ (এ তলাটে অমন নাম-ডাক আর কার?)।

তলাড়ু—তলে পড়া; বাজী নষ্ট হওয়া; পরাজিত।

তলাতল—পাতালের স্তর-বিশেষ; রসাতল।

তলানো—ডুবিয়া যাওয়া; অতিশয় ঋণগ্রস্ত হওয়া; দেউলিয়া হওয়া (দেনায় তলিয়ে গেছে); গভীরতায় প্রবেশ করা (ব্যাপারটার ভেতরে তলাও, তবে ত বুঝবে; তলাইয়া দেখা বা বোঝা)। **পেটে তলায় না**—খাদ্য পেটে থাকে না, বমি হইয়া যায়।

তলানি,-নী—তলে যাহা সঞ্চিত হয়, গাদ, কাইট; ভিতরকার খবর।

তলারসা—ভিতরে রস আছে, অবস্থাপন্ন (বিপরীত—তলাচোঁয়া)।

তলাপাত্র—ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

তলাস, তল্লাস, তালাস—(আ. তলাশ) অনুসন্ধান, অন্বেষণ, খোঁজখবর। **তল্লাসী**—অনুসন্ধানের কাজ। (**খানাতল্লাসী**—অবৈধ ভাবে কিছু লুকাইয়া রাখা হইয়াছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য পুলিশ কর্তৃক কাহারও গৃহে অনুসন্ধান)।

তলিত—ভাজা, তেলে ভাজা (তলিত অদন—ঘৃতপক্ব অন্ন, পোলাও)।

তলিম—(সং.) পাকা মেঝে; শয্যা।

তলী—নৌকার তলা; পাত্রের নীচের অংশ (ডেক্‌চির তলী খসে গেছে); শহরাদির সংলগ্ন স্থান, উপকণ্ঠ (শহরতলী)।

তল্প—সজ্জা; গৃহ; ভার্যা (গুরুতল্প—গুরুপত্নী); শকটে বসিবার স্থান; দুর্গপ্রাকার। **তল্পক**—শয্যা প্রস্তুতকারক; ফরাস। **তল্পকীট**—ছারপোকা।

তল্পি,-ল্পী—বিছানা-পত্র কাপড়-চোপড় ইত্যাদির গাঁঠরি। **তল্পি-তল্পা**—বিছানা-পত্র, গাঁঠরি-বোঁচকা। **তল্পিদার**—যে তল্পি বহন করে।

তল্ল—(সং.) গহ্বর; তলাও।

তল্লাট—তলাট দ্রঃ। **তল্লাশ, তল্লাশী**—তলাস দ্রঃ।

তল্লিকা—তালি।

তশ্‌তরী—(ফা, তশ্‌ত্‌—রেকাবি, খাদ্যাধার) ছোট রেকাবি, পিরিচ (তশ্‌তরীতে সাজানো জরদা)।

তশিল—তহশিল দ্রঃ; খাজনা আদায়; জোর তাগাদা, উপদ্রব (জানের উপর তশিল তুলে দিয়েছে—গ্রাম্য)। **তশিল করা**—খাজনা আদায় করা।

তষ্ট—(তক্ষ্‌+ক্ত) চাঁচা; যাহা চাঁচিয়া বা র‍্যাঁদা করিয়া পাতলা বা কার্যোপযোগী করা হইয়াছে। **তষ্টা**—সূত্রধর; বিশ্বকর্মা। **তষ্টি**—ক্লেশ; জেদ। তষ্টিদার, তষ্টিরাম—শ্রাদ্ধে জেদ করিয়া প্রার্থিত বস্তু আদায় করে এমন এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

তসদিক—(আ. তস্‌দীক') সত্য বলিয়া স্বীকার করা; এরূপ স্বীকৃতিসূচক স্বাক্ষর আদি দেওয়া।

তসবি,-বী—(আ. তস্‌বীহ') মুসলমানী জপমালা (তসবী পড়া); আল্লার নাম বা দোয়া দরুদ পাঠ করিয়া তসবির গুঁটি গণা। **তসবী ফেরানো**—তসবী পড়া। **তসবী খাঁ**—তসবী পাঠে একান্ত রত; ধর্মধ্বজী।

তসবীর—(আ. তস্‌বীর) ছবি, প্রতিমূর্তি।

তসর—গুটিপোকার সূতা; এরূপ সূতায় বোনা মোটা কাপড়-বিশেষ (উৎকৃষ্টতর ও সূক্ষ্মতর গুটিপোকার সূতায় প্রস্তুত কাপড়কে গরদ বলে) (খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত—ভারতচন্দ্র)।

তসরিফ, তশরীফ—(আ. তশ্‌রীফ) সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়। **তশরীফ আনা, তশরীফ নেওয়া**—সম্মানিত ব্যক্তির গমন সম্বন্ধে বলা হয় (আমাদের অঞ্চলে কবে তশরীফ আনবেন—কবে শুভ পদার্পণ করবেন?)।

তসরুফ,-রুপ—তছরূপ দ্রঃ।

তসলা—(হি. তসলা) মুখ-চওড়া ধাতুপাত্র-বিশেষ।

তসলিম—(আ, তস্‌লীম) সম্মাননা; বাদশাহের দরবারে অবনত হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদনের পদ্ধতি-বিশেষ; সেলাম, নমস্কার। **তসলিম করা**—শ্রদ্ধাভরে সেলাম করা; তর্কে স্বীকার করিয়া লওয়া। **তসলিমাৎ**—বহু বহু সেলাম।

তস্কর—(তদ্‌—কৃ+অ—সেই, অর্থাৎ নিন্দিত কর্ম, যে করে) চোর। স্ত্রী. তস্করী—কোপনস্বভাবা স্ত্রী; তস্কর-বৃত্তি, তস্করতা—চৌর্য।

তস্য—(সং.) তাহার; দূরসম্পর্কযুক্ত (অনুকরণ, তস্য অনুকরণ—অনুকরণের অনুকরণ; তেমনি কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য কুটুম্ব)।

তহ্‌কীক—(আ. তহ্‌'কীক') সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা: তদন্ত।

তহ্‌খরচ, তখরচ—(ফা. তহ্‌ খর্‌চ্‌) যে খরচের হিসাব ধরা হয় নাই, অতিরিক্ত খরচ, বাজে খরচ।

তহ্খানা—তয়খানা দ্রঃ।

তহবিল—(আ. তহ্'বীল) মূলধন; যে টাকা জমা হইয়াছে; নগদ টাকা; cash. **তহবিলদার**—তবিলদার; cashier; জমা টাকা যাহার হেফাজতে থাকে।

তহরি—(আ. তহ'রীর) লেখার জন্য পারিশ্রমিক; প্রজার নিকট হইতে জমিদারের কর্মচারীদের দ্বারা গৃহীত একশ্রেণীর আবোয়াব।

তহরির—(আ. তহ্র'ীর) লিখিয়া দেওয়ার পারিশ্রমিক।

তহশীল—(আ. তহ্স'ীল) খাজনা আদায়ের কাজ; আদায় করা খাজনা; তহশীলদারের খাজনা আদায়ের স্থান। **তহশীলদার**—যে কর্মচারী খাজনা আদায় করে। বি. তহশীলদারি।

তহি, তঁহি, তহিঁ—(ব্রজবুলি) সেখানে; তার উপর, অধিকন্তু; সেজন্য; তাহাকে; তার মধ্যে।

তা—(সং. তাপ) উত্তাপ। **তা করা**—আগুন করা; লোহা আগুনে পোড়াইয়া লাল করা। **তা দেওয়া**—বাচ্চা ফুটাইবার উদ্দেশ্যে পাখীর ডিমের উপরে বসিয়া তাপ দেওয়া; নীরব যত্নে কোন কিছু বিকশিত করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হওয়া।

তা—(সং. তার) তারের মত (গোঁফে তা দেওয়া—গোঁফের অগ্রভাগ পাকাইয়া তারের মত করা; বিপক্ষের সম্মুখীন হইবার জন্য মনে স্পর্ধা সঞ্চিত করা; লাভের আশায় আশান্বিত হওয়া)।

তা—কাগজের খণ্ড-বিশেষ (চব্বিশ তায়ে এক দিস্তা); তাহা: কথার মাত্রা (তা তুমি কি বল্লে?); তদ্ধিত প্রত্যয়-বিশেষ (মানবতা, সাধুতা)।

তাই—তাহাই; সেইজন্য। **তাই নাকি**—সেই ব্যাপার সত্য নাকি; বটে। **তাইত**—সেই জন্যই ত; অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সম্পর্কে বলা হয় (তাইত, ব্যাপার ঘোরালো দেখছি)। **তাইত তাইত**—অপ্রতিভের উক্তি (শেষে তাইত তাইত বলা ভিন্ন মুখে আর কিছু আসবে না)। **তাইতে**—সেজন্য। **তাই তাই**—শিশুর করতালি।

তাইদ—(আ. তাকীদ) তাগাদা; স্মরণ করানো; পীড়াপীড়ি (তাইদ করা)।

তাইদ—(আ. তাঈদ) সমর্থন; পৃষ্ঠপোষকতা (তাইদ করা)। **তাইদগির**—সাহায্যকারী।

তাইদাদ, তায়দাদ—(আ. তা'দাদ) সংখ্যা; সরকারের স্বীকৃতি-সূচক দলিল (লাখেরাজের তায়দাদ)।

তাইরে নাইরে—খেয়ালী সুর ভাঁজা; উদ্দেশ্য-হীনতা বা অক্ষমতা-জ্ঞাপক (না পেরে তাইরে নাইরে)।

তাউই, তাঐ—তালুই দ্রঃ।

তাউৎ—(আ. তাঈদ) রোগ-ভোগের পরে উপযুক্ত পথ্যাদি দান (রীতিমত তাউৎ না করলে এ রুগী সেরে উঠবে না); প্রতিকারের চেষ্টা। (গ্রাম্য)।

তাএন—(আ. তা'য়ুন) নির্ধারণ, স্থির করা।

তাও—তাপ, তেজ; গরম মেজাজ (বাপরে, তাও কি, কথাই বলা যায় না!); তাহাও (তাও জান না?); কাগজের তা।

তাঐ—তাউই, তালুই।

তাওয়া—লোহার বা মাটির চাটু, রুটি সেঁকিবার পাত্র; আগুন তুলিয়া রাখিবার মাটির পাত্র; বড় কল্কের তামাকের উপরে যে মাটির বা ধাতুর গোলাকার চাক্তি দেওয়া হয়, এই চাক্তির উপরে আগুন রাখা হয়।

তাওয়ানো—তাতানো; লোহা আগুনে পোড়াইয়া লাল করা; তাক করা; আঘাত করিবার জন্য ফাঁক বা সুযোগ খোঁজা (কোঁচ দিয়া মাছ মারা সম্পর্কে বলা হয়; তাহা হইতে, আসল কাজ না করিয়া শুধু আয়োজন করা (তাওয়াতেই দিন গেল, মারা আর হ'ল না)।

তাংড়ানো—আঁটা বা আঁটানো, সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা; সুশৃঙ্খলভাবে বোঝাই করা (গাড়ীতে মাল তাংড়ানো: এ পাত্রে এক সের দুধের বেশী তাংড়াবে না)।

তাঁইস,-শ, তাইশ—(আ. ত'ঈশ) ক্রোধ-প্রকাশ; তাড়না; কড়া শাসন (ছেলেদের তাঁইস করা); তিরস্কার; কড়া জবাবদিহি।

তাঁউল, তাঁড়ুল—তণ্ডুল, চাউল।

তাঁত—(সং. তন্ত্র, তন্তু) কাপড় বুনিবার যন্ত্র। **তাঁতি,-তী**—যে তাঁত বোনে। স্ত্রী. তাঁতিনী। **তাঁতগড়,-গাড়**—তাঁতির পা রাখিবার গর্ত। **তাঁতশাল**—তাঁত-ঘর, যেখানে তাঁত বোনা হয়। **তাঁতকাটা কাপড়**—তাঁত থেকে

সদ্য নামানো কোরা কাপড় (তাঁতকাটা—অমার্জিত; গোঁয়ারগোবিন্দ)। **তাঁতির কুলও গেল, বোষ্টোমের কুলও গেল**—এ-কুল ও-কুল দুকুল-হারা সম্বন্ধে বলা হয়; সব দিক হইতে হার হইল।

তাঁবা, তামা—তামা, তাম্র। তাঁবা, তুলসী, গঙ্গাজল—এ-সব ছুঁইয়া হিন্দুগণ শপথ করেন, যেমন মুসলমানেরা কোরান ছুঁইয়া শপথ করেন।

তাঁবু—(আ. তম্‌বু, তন্‌বু) তাম্বু, বস্ত্রাবাস।

তাঁবে, তাবে—(আ. তাবি', তাবে') অধীনতা; শাসন; প্রভুত্ব। **তাঁবেদার**—আজ্ঞাধীন। **তাঁবে থাকা**—কর্তৃত্বাধীনে থাকা।

তাঁর, তাঁহার—সেই ব্যক্তির (সম্ভ্রমার্থে)।

তাঁহা, তাঁহি—(ব্রজবুলি) তথায়।

ত্যাঁদড়, ত্যাঁদোড়—(সং. ছিত্বর) দুষ্ট; বেয়াড়া; নির্লজ্জ (কোন কোন অঞ্চলে ছ্যাদড় বা ছাদর বলে)। বি. ত্যাঁদড়ামি, ত্যাঁদড়ামো।

তাক—(সং. তর্ক) লক্ষ্য; নজর (তাক করা); কর্মের অনুকূল মুহূর্ত বা কর্মের সুযোগ (তাকে তাকে থাকা; তাক জানা); বিস্ময় (তাক লাগা—বিস্ময় বোধ হওয়া)। ('তাগ'ও ব্যবহৃত হয়)।

তাক—(আ. ত়াক়্‌) দেওয়াল-সংলগ্ন বা দেওয়ালের ভিতরে প্রস্তুত তক্তা প্রভৃতি দিয়া তৈরি দ্রব্যাধার)। **তাকে তোলা থাকা**—শুধু দেখিবার বস্তু হইয়া থাকা, কাজে না লাগা।

তাকৎ—(আ. ত়াক়ৎ) শক্তি, ক্ষমতা (তোমার তাকতে কুলোবে না)।

তাকাদা, তাকাজা—তাগাদা দ্রঃ।

তাকানো—চাওয়া, দৃষ্টিপাত করা (চাওয়া দ্রঃ)। **তাকাইয়া থাকা**—একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা। **তাকিয়া, তেকে**—তাক করিয়া; লক্ষ্য করিয়া। বি. তাকানি।

তাকাবি,-বী—(আ. তক়াবী) সরকারের তরফ হইতে কৃষককে প্রদত্ত ঋণ।

তাকিদ—(আ.) তাগাদা, পীড়াপীড়ি; স্মারক-পত্রাদি; চাঁড় (এই অর্থে সাধারণত 'তাগিদ' ব্যবহৃত হয়)।

তাকিয়া—(ফা.) বালিশ, বড় বালিশ, গের্দা (তাকিয়া ঠেস দিয়া বসা—তাকিয়া ঠেস দিয়া আরাম করা)।

তাকে, তাগ—তাক দ্রঃ।

তাগড়া—নবীন ও বলিষ্ঠ (তাগড়া জোয়ান; তাগড়া ছোকরা)।

তাগা—(হি. তাগা) সূত্র; দেবতার নামে বা মানসিক করিয়া যে সুতা হাতে বাঁধা হয় (তাগা-তাবিজ); ডোর (শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথায় বাঁধবি তাগা—কৃত্তিবাস); উপর হাতের অলঙ্কার-বিশেষ।

তাগাড়—(তুর্কী তগ়ার) জল ঢালিয়া প্রস্তুত করা কাদা; ধানের চারা রোপণ করিবার জন্য চষিয়া কাদা-করা ক্ষেত্র; দালান গাঁথিবার চুন, শুরকি, জল মিশ্রিত মশলা; এরূপ মশলা তৈরীর স্থান; এরূপ মশলা বহন করিয়া লইয়া যাইবার পাত্র। তাগাড় মাখা—চুন-শুরকি-আদি মাখা; অন্ন-ব্যঞ্জনাদি একসঙ্গে মাখিয়া লওয়া।

তাগাদা—(আ. তক়াদা') পাওনা টাকার জন্য পীড়াপীড়ি; কোন কার্য সম্পাদন করিবার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ বা নির্দেশ।

তাগারী—(তুর্কী তগ়ার) ভাত প্রভৃতি রাখিবার চওড়া-মুখ ধাতু-পাত্র; বৃহৎ রন্ধন-পাত্র।

তাগিদ—(আ. তাকিদ) তাকিদ দ্রঃ; নির্বন্ধাতিশয়; পীড়াপীড়ি; লিখিত অনুরোধ বা নির্দেশ (উপরওয়ালার তাগিদ)। (তাগাদা ও তাগিদ অনেক ক্ষেত্রে তুল্যার্থক, তবে টাকা-পয়সার ব্যাপারে সাধারণতঃ তাগাদা-ই বলা হয়)।

তাগী—বঁড়শি-সংযুক্ত দীর্ঘ, অপেক্ষাকৃত মোটা, সুতা (সাধারণতঃ নদীতে মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়)।

তাগুৎ—তাউৎ; শুশ্রূষা।

তাচ্ছল্য, তাচ্ছিল্য, তাচ্ছীল্য—(সং. তচ্ছীল+য) অবজ্ঞা, তুচ্ছজ্ঞান, অশ্রদ্ধা, গণনীয় জ্ঞান না করার ভাব (তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা)।

তাজ—(ফা. তাজ) টুপি; মুকুট। **তাজ-মহল**—সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের স্মরণে নির্মিত স্বনামধন্য সৌধ।

তাজা—(সং. তর্জ্) তর্জন করা; শাসানো। বি. তাজনি,-নী—শাসানি। (প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত)।

তাজা—(ফা. তাযা) জীবন্ত (তাজা মাছ); সরস; স্বাস্থ্যবান ও হৃষ্টপুষ্ট (গরুটা কাঁচা ঘাস খেয়ে বেশ তাজা হয়েছে); টাট্‌কা, সদ্য (তাজা

খবর); উৎসাহপূর্ণ; আশাপূর্ণ (তাজা বুক ; তাজা মন); ঝাঁজযুক্ত (তাজা চূর্ণ)। (বিপরীত মরা)।

তাজি,-জী—(ফা. তাযী) আরবী ঘোড়া; বড় জাতের স্বাস্থ্যবান্ ঘোড়া।

তাজিম—(আ তা'যীম) সম্মান, সম্ভ্রম (তাজিম করা—সম্মান করা ; সম্মান প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া)।

তাজিয়া—(আ. তা'যীয়া) ইমাম হাসান-হোসেনের কবরের প্রতিমূর্তি (মহরমের মিছিলে প্রদর্শিত হয়)।

তাজ্জব—(আ. তাআ'জ্জ্ব) বিস্ময়কর, অদ্ভুত, তাক লাগিবার মত (তাজ্জব ব্যাপার)। **তাজ্জব হওয়া**—বিস্মিত হওয়া।

তাঞ্জাম—(হি. তামজান) ধাতুময় সম্ভ্রান্ত খোলা পাল্কী-বিশেষ।

তাটক, তাটঙ্ক—তাড়ঙ্ক দ্রঃ।

তাটা, তাটী—টাট্টী, পায়খানা।

তাড়—আঘাত, প্রহার ; তৃণের আঁটি; উপর-হাতের অলঙ্কার-বিশেষ; তালগাছ। তাড়-পত্র—তালপাতা; কর্ণভূষণ-বিশেষ।

তাড়ক—যে তাড়া করে বা তাগিদ দেয়। **তাড়ন**—ভৎর্সনা, শাসন করা ; আঘাত করা (লাঙ্গুল-তাড়ন)। **তাড়না**—ভৎর্সনা ; শাসন ; উৎপীড়ন; আঘাত। **তাড়নী**—যদ্দ্বারা তাড়না করা হয় ; লাঠি ; চাবুক।

তাড়ঙ্ক—প্রাচীন কালের কর্ণাভরণ-বিশেষ।

তাড়স—তাড়না, বেদনাদির প্রভাব (তাড়সের জ্বর—sympathetic fever).

তাড়া—(সং. ত্বরা) ত্বরা ; তাগিদ (কাজের তাড়া); তাড়না; ধমক ; আঘাত (গুরুজনের তাড়া খাওয়া); আক্রমণ, আক্রমণমূলক পশ্চাদ্ধাবন ; আক্রমণাত্মক ব্যবহার বা ইঙ্গিত (বাঘে তাড়া করেছে ; লোকের তাড়া পেয়ে মাছ সরে গেছে)। **তাড়াতাড়ি**—শীঘ্র, অবিলম্বে। **তাড়া দেওয়া**—তাগিদ দেওয়া ; ধমকানো। **তাড়া পাওয়া**—আক্রমণের আভাস পাওয়া। **তাড়াহুড়া**—ব্যস্ততা প্রদর্শন ; ব্যস্ত হইয়া কাজ করা। **জলতাড়া**—জলে সন্তরণাদি আঘাত-জনিত শব্দ (জলতাড়া পেলে মাছ শীগ্‌গির শীগ্‌গির বড় হয়)। **মুখতাড়া**—মুখঝাম্টা ; ভৎর্সনা।

তাড়া—হুড়কা ; আঁটি ; গোছা, বাণ্ডিল (এক তাড়া কাগজ)।

তাড়া—তাড়না করা ; তিরস্কার করা ; ধমকানো (খুব তেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর গোলমাল করবে না); মারিবার জন্য ছুটিয়া যাওয়া ; রোখা ; পশ্চাদ্ধাবন করা (তেড়ে মারতে আসে ; তেড়ে ধরা)। **তাড়ানো**—খেদানো, দূর করিয়া দেওয়া ; পশু চরানো, রাখালী করা। **তাড়াইয়া দেওয়া**—অপমান করিয়া দূর করিয়া দেওয়া। **মায়ে খেদানো বাপে তাড়ানো ছেলে**—লক্ষীছাড়া।

তাড়ি,-ড়ী—তালের অথবা খেজুরের রস হইতে প্রস্তুত মদ্য-বিশেষ। **তাড়িখানা**—তাড়িখোরদের আড্ডা।

তাড়ি—ছোট তাড়া (পাততাড়ি—লিখিবার জন্য প্রস্তুত তালপাতার গোছা)।

তাড়িত—যাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ; বেগে চালিত ; আহত (শৃঙ্গ-তাড়িত)।

তাড়িত—তড়িৎ হইতে জাত অথবা তড়িৎ-বিষয়ক ; বিদ্যুৎ। **তাড়িত-পরিচালক** অথবা **-সঞ্চালক**—যাহার ভিতর দিয়া তাড়িত সঞ্চালিত হইতে পারে ; conductor of electricity.

তাড়ি-পত্র—তালপাতা, যাহাতে পুঁথি লেখা হইত ; তীক্ষ্ণধার খড়্গ-বিশেষ।

তাড়ু—ময়রার ব্যবহার্য হাতা-বিশেষ।

তাড্যমান—যাহাকে তাড়না অর্থাৎ আঘাত, প্রহার, তিরস্কার ইত্যাদি করা হইতেছে ; ঢাক প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্র।

তাণ্ডব—তণ্ড-মুনি-প্রবর্তিত নৃত্য ; পুরুষের উদ্ধত নৃত্য (স্ত্রী-নৃত্যের নাম লাস্য, তাহা উদ্ধত নয়, সুকুমার); প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার (মহামারীর তাণ্ডব ; ঝড়ের তাণ্ডব)। **তাণ্ডবপ্রিয়**—শিব।

তাত—(তন্+ক্ত—যিনি আপনাকে পুত্ররূপে বিস্তার করেন) পিতা ; পিতৃস্থানীয় অথবা পিতৃ-তুল্য পূজ্য (জ্যেষ্ঠতাত) ; পুত্র অথবা পুত্র-স্থানীয় (এই অর্থে 'তাত' সাধু ভাষায় অথবা কাব্যে ব্যবহৃত হয়, বাংলায় সাধারণতঃ 'বাবা'-ই ব্যবহৃত হয়)।

তাত—(সং. তপ্ত) উত্তাপ, আঁচ (আগুনের তাত); ক্ষুধাগ্নি (পেটে তাত লেগেছে—যথেষ্ট ক্ষুধা পেয়েছে—বিদ্রূপাত্মক উক্তি)।

তাতল—(ব্রজবুলি) উত্তপ্ত, তাতিয়া যাওয়া (তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম—বিদ্যাপতি)।

তাতা—উত্যক্ত হওয়া (রোদে মাটি তেতে উঠেছে); চটিয়া যাওয়া (কথা শুনে তেতে উঠল)।

তাতানো—আগুনে পোড়াইয়া খুব উত্তপ্ত করা (লোহা তাতানো)। **তাতাল**—লৌহযষ্টি-বিশেষ, যাহা তাতাইয়া রাং ঝালা দিবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

তাতা থৈ থৈ, তাতা-থেই-থেই—বাদ্য ও নৃত্যের ভঙ্গি-বিশেষ (বাদ্য ও নৃত্যের উদ্দাম অথবা উন্মাদনাময় ভঙ্গি সম্বন্ধে বলা হয়)।

তাৎকালিক—সেই সময়কার; তৎকালীন; সমসাময়িক।

তাত্ত্বিক—তত্ত্ব-সম্বন্ধীয়; তত্ত্বে অভিজ্ঞ; তত্ত্ব অর্থাৎ দার্শনিক দিক লইয়া বেশি ব্যস্ত; doctrinaire.

তাৎপর্য—(তৎপর+য) অর্থ, মর্ম, উদ্দেশ্য, ভাব।

তাথই, তাথৈ—মৃদঙ্গের বোল; নৃত্যের বোল।

তাদবস্থ্য—সেই অবস্থার ভাব বা তাহাতে অবস্থিতি।

তাদর্থ্য—সেই অর্থের ভাব; তৎকারণত্ব।

তাদাত্ম্য—তাহার সহিত অভিন্ন ভাব; অভিন্নতা।

তাদৃক্, তাদৃশ—তাহার মত, তদ্রূপ।

তাধিঙ্গা-ধিঙ্গা—মৃদঙ্গের বোল।

তাধিন-তাধিন, তাধিয়া-তাধিয়া—নৃত্য-ভঙ্গি, বিশেষতঃ পুরুষের নৃত্যভঙ্গি।

তান—গানের সুরের বিস্তারের ভঙ্গি-বিশেষ; সুর (তান ধরিল ইমান-ভূপালিতে—রবি); স্বর, ধ্বনি (কলতান)। **একতান**—সকলে সম্মিলিত; একমনঃপ্রাণ। **তানপুরা**—(আ. ত'ম্বুর, ত'নবুর) প্রাচীন সঙ্গীত-যন্ত্র-বিশেষ (সুর দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়)।

তানব—তনুত্ব, তনিমা; অল্পতা।

তানা—কাপড়ের লম্বা দিকের সূতা (চওড়া দিকের সূতাকে পড়েন বলে); ছলনা, কপট-ভাব।

তানাজা—(আ. তনাযা') ঝগড়া-বিবাদ, বচসা।

তানা-না-না—সঙ্গীতের প্রারম্ভিক সুরবিন্যাস; অপেক্ষাকৃত অসার্থক প্রারম্ভিক আয়োজন (তানা-না-না করতেই ত সময় গেল)।

তান্তব—তন্তু-নির্মিত, সূতায় বোনা, সূতী কাপড়। **তান্তবতা**—তন্তু বা তারের মত সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত হইবার ক্ষমতা; ductility.

তান্ত্রিক—তন্ত্রশাস্ত্র-সম্পর্কিত; তন্ত্রমতের সাধক; কোন বিশেষ মত বা চিন্তাধারা-সম্পর্কিত অথবা সেই মতাবলম্বী (স্বৈরতান্ত্রিক; বস্তু-তান্ত্রিক)।

তাপ—উত্তাপ, রৌদ্র (তপন-তাপ); দাহ; উষ্ণতা (তাপমান যন্ত্র); দুঃখকষ্ট (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ); অশান্তি, অন্তর্দাহ (মনস্তাপ); জ্বর। **তাপক**—যাহা তাপ সৃষ্টি করে; দুঃখদায়ক; জ্বর। **তাপক্লিষ্ট**—দুঃখাহত। **তাপন**—তাপদান; তাপদায়ক; ক্লেশকর; সূর্য; গ্রীষ্মঋতু; সূর্য-কান্ত মণি; মদনের পঞ্চবাণের অন্যতম। **তাপনম্য**—যাহা তাপ দিয়া নরম করিয়া ইচ্ছামত রূপ দেওয়া যায়। **তাপনীয়**—যাহা তপ্ত করা যায়। **তাপমান**—তাপের পরি-মাপক যন্ত্র; thermometer; উষ্ণতার পরিমাপ বা মাত্রা; temperature. **তাপহরণ, -হারী**—দুঃখহারী ঈশ্বর। **তাপাধিক্য**—তাপের বৃদ্ধি।

তাপতা, তাপ্তা—তাফতা দ্রঃ।

তাপস—তপস্যাকারী; তপস্যা বা সাধনার দুঃখ যিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন, সাধক; তেজপাতা। **তাপসতরু**—ইঙ্গুদীবৃক্ষ (ইহার ফলের তেল মুনিরা ব্যবহার করিতেন)। **তাপস-প্রিয়**—পিয়ালবৃক্ষ। **তাপসপ্রিয়া**—দ্রাক্ষালতা। **তাপসেন্দ্র**—তপস্বি-শ্রেষ্ঠ; শিব। **তাপস্য**—বানপ্রস্থ।

তাপা—তাপ ভোগ করা, আগুন বা রোদ পোহানো (কাব্যে ব্যবহৃত)। **তাপানো**—তপ্ত করা; মানসিক দুঃখ বৃদ্ধি করা; আগুন বা রোদ পোহানো।

তাপিত—দুঃখপ্রাপ্ত, ব্যথিত, সন্তাপিত (তাপিত প্রাণ শীতল হইল)।

তাপী—দুঃখাহত, শান্তিহীন (পাপী তাপীর উদ্ধার)। স্ত্রী. **তাপিনী**।

তাফতা—(ফা. তাফ্‌তহ্; ইং. taffeta) রেশম ও পশম মিশ্রিত বস্ত্র; উজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র-বিশেষ।

তাবকী—(তুর্কী তবকা—পিস্তল) বন্দুকধারী।

তাবৎ—তৎসমুদয় ; সমস্ত ; ততক্ষণ পর্যন্ত।

তাবিজ—(আ. তা'বীজ') মন্ত্রপূত অথবা গাছ-গাছড়াপূর্ণ কবচ ; স্ত্রীলোকের বাহুর অলঙ্কার-বিশেষ (কণ্ঠের কবচের আকৃতির অলঙ্কার-বিশেষকেও তাবিজ বলা হয়—গলায় ধান-তাবিজ)।

তাবে—তাঁবে দ্রঃ।

তাবুত—(আ. তাবূত—শবাধার) তাজিয়া ; নিশানা।

তাম, তুম, তেম—অতীত নির্দেশক উত্তম পুরুষের বিভক্তি (জানিতাম, জানতাম, জানতুম, জানতেম)।

তা'ম—(আ. তআ'ম—খাদ্য) ভোজ্যবস্তু, আহার্য (আমার ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে যৎ-কিঞ্চিৎ গরীবানা তা'ম প্রস্তুত হইবে)। **তা'মবখ্‌শ**—ভাত, পোলাও প্রভৃতি পরিবেশন করিবার বড় চামচ।

তামরস—[তামরে (জলে) যাহার বাস] পদ্ম, রক্তপদ্ম ; স্বর্ণ ; তাম্র ; ছন্দ-বিশেষ। স্ত্রী. তামরসী—পদ্মিনী।

তামলী—(তাম্বুলী) হিন্দু জাতি-বিশেষ।

তামস—(তমস্‌+ষ্ণ) তমোগুণযুক্ত ; অজ্ঞানাত্মক ; নিন্দিত ; তিমিরময় ; খল ; সর্প ; পেচক। স্ত্রী. তামসী। **তামসতপ,-পঃ**—অন্যের অনিষ্ট-কামনায় আত্মপীড়াদায়ক তপস্যা। **তামসদান**—শ্রদ্ধাহীন অথবা দুর্ব্যবহারযুক্ত দান। **তামস-প্রকৃতি**—যাহার প্রকৃতিতে তমোগুণের আধিক্য। **তামস-মুনিগণ**—কণাদ, গৌতম, জৈমিনি, দুর্বাশা, জমদগ্নি প্রমুখ মুনিগণ। **তামস-শাস্ত্র**—নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন ; বৌদ্ধশাস্ত্র।

তামসিক—তমোগুণ-প্রধান।

তামসী—অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি ; কালী ; মায়া-বিদ্যা-বিশেষ, যাহার ফলে অদৃশ্য হওয়া যায় ; তমোগুণের দ্বারা প্রভাবান্বিতা।

তামা—(সং. তাম্র) সুপরিচিত ধাতু। **তামাটিয়া, তামাটে**—তাম্রবর্ণ ; রোদে-পোড়া রঙের ; তামার মত স্বাদ বা গন্ধ-বিশিষ্ট।

তামাক, তামাকু—(স্পেনীয় tobaco ; উর্দু তম্বাকু) সুপরিচিত গাছ ও তাহার পাতা ; গুড় দিয়া প্রস্তুত তামাকপাতার চূর্ণ (ধূমপানের বিখ্যাত উপকরণ)। **তামাক টানা**—ধীরে ধীরে তামাক খাওয়া। **গুড়ুক তামাক**—গুড়-মিশ্রিত সাধারণ তামাক, যাহা কলিকায় সাজাইয়া পান করা হয়। **অম্বুরী তামাক**—সুগন্ধযুক্ত মিঠা তামাক-বিশেষ। **দোক্তা-তামাক**—শুক্‌না তামাকপাতা (ইহাতে চুরুট হয়)। **সুরতি তামাক**—পানের সহিত ব্যবহার্য মশলা-মিশ্রিত সুগন্ধ দোক্তা-চূর্ণ।

তামা-তুলসী—তাঁবা দ্রঃ।

তামাদি—তমাদি দ্রঃ।

তামাম—(আ. তমাম) সমুদয়, সমস্ত (তামাম দুনিয়া) ; সম্পূর্ণ (তামাম শুদ্‌ বা শোদ্‌—সমাপ্ত, 'গ্রন্থ শেষ হইল—এই নির্দেশ)। বি. তামামি (সালতামামি)।

তামাসবীন—(আ. তমাশবীন) যে তামাসা দেখে বা উপভোগ করে ; ভোগী ; লম্পট। বি. তামাসবীনি—ভোগবিলাসের জীবন।

তামাসা—(আ. তমাশা) খেলা, রঙ্গরস (তামাসা দেখতে এসেছে) ; ঠাট্টা, কৌতুক (তামাসা করে বলা) ; বিদ্রূপ, পরিহাস (তামাসার পাত্র) ; কঠিন কৌতুক (তামাসা দেখাচ্ছি)।

তামিল—(আ. তা'মীল) কার্যে রূপদান ; সম্পাদন ; আমলে আনা (হুকুম তামিল করা—ওজর-আপত্তি না করিয়া আদেশ অনুযায়ী কাজ করা) ; অনুষ্ঠিত, রূপায়িত (হুকুম তামিল হইল)।

তামিল—সুপ্রাচীন দ্রাবিড়-ভাষা-বিশেষ ; দেশ-বিশেষ।

তামিস্র—নিশাচর, রাক্ষস ; নরক-বিশেষ, তমোগুণ-প্রভাবিত।

তামুক—তামাক (গ্রাম্য ভাষা)। **বড় তামুক**—গাঁজা (বিদ্রূপাত্মক)।

তাম্বু, তাঁবু—(আ. ত'ম্বূ, ত'ন্বু) তাঁবু, শিবির।

তাম্বুরা—(আ. ত'ন্বূর) তানপুরা।

তাম্বূল—(সং. তাম্বূলবল্লী) পান। **তাম্বূল-করঙ্ক**—পানের বাটা। **তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনী**—সহচরী-তুল্যা সেবিকা-বিশেষ (অন্তঃ-পুরিকাদের অথবা গৃহকর্ত্রীদের জন্য পান সাজা ও পান জোগানো ইহাদের প্রধান কাজ ছিল)।

তাম্বূল-পেটিকা—পানের ডিবা। **তাম্বূল-বাহক**—রাজাকে যে ভৃত্য পান সাজিয়া দিত। **তাম্বূলবল্লী**—পানগাছ। **তাম্বূল-রস**—পানের পিক্। **তাম্বূলরাগ**—চিবানো পানের লাল দাগ। **তাম্বূল-সম্পুট, তাম্বূল-সাঁপুড়া**—পানের ডিবা। **তাম্বূলাধার**—পানের বাটা অথবা বটুয়া।

তাম্বূলিক—পান-ব্যবসায়ী।

তাম্বূলিয়া, তাম্বূলী—তাম্বূল-ব্যবসায়ী; তামলি জাতি।

তাম্র—তামা, সুপরিচিত ধাতু; তাম্রবর্ণ ('তাম্বূল-তাম্রাধর'); কুষ্ঠরোগ-বিশেষ। **তাম্রকার**—যে তামাদ্বারা পাত্রাদি প্রস্তুত করে। **তাম্র-কুট্টক, তাম্রকূট**—তামাক। **তাম্রকুণ্ড**—পূজায় ব্যবহার্য তামার পাত্র-বিশেষ। **তাম্র-গর্ভ**—তাম্র হইতে প্রস্তুত; তুঁতে। **তাম্র-চূড়**—মোরগ। **তাম্রপট্ট,-পট,-পত্র**—তামার পাত। **তাম্রপত্র**—তাম্রবর্ণ নূতন পত্র, কিশলয়। **তাম্রফলক**—তাম্রপট্ট। **তাম্রবল্লী**—মঞ্জিষ্ঠা লতা। **তাম্রবৃক্ষ, তাম্রসার**—রক্তচন্দনের গাছ। **তাম্রলিপ্ত, -লিপ্তি**—তমলুক, প্রাচীন কালে বৃহৎ বন্দর-রূপে বিখ্যাত ছিল। **তাম্র-শাসন**—তাম্র-ফলকে লিখিত রাজ-নির্দেশ অথবা দানপত্র। **তাম্রশিখী**—তাম্রচূড়। **তাম্রাক্ষ**—কোকিল; রক্তবর্ণ চক্ষু। **তাম্রাভ**—তাম্র বর্ণের মত; রক্তচন্দন। **তাম্রিকা, তাম্রী**—ভারতীয় প্রাচীন ঘটিকাযন্ত্র (ইহা সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত তাম্রপাত্র, জলে ভাসাইয়া দিলে যে সময়ে ইহা ভরিয়া যাইত তাহার দ্বারা সময় নিরূপণ করা হইত)।

তায়দাদ—(আ. তা'দাদ) সংখ্যা; জমির সরকার-স্বীকৃত চৌহদ্দি-সম্বলিত দলিল।

তায়ফা—তয়ফা দ্রঃ; তয়ফা-নর্তকী দলের নাচ-গান।

তায়ুস—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ (ইহাতে ময়ূরের মুখের নক্সা থাকে। তখ্‌ত্‌-ই-তায়ুস—সুবিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন।

তার—স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি ধাতু হইতে প্রস্তুত সূত্র; যে ধাতুময় সূত্রের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত করা যায়; এরূপ তারযোগে প্রেরিত সংবাদ, টেলিগ্রাফ; বাদ্য-যন্ত্রের ধাতুময় অথবা তাঁত-নির্মিত সূত্র ('ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার'); স্বরের উচ্চগ্রাম (তারস্বরে চিৎকার)। **তার করা**—বৈদ্যুতিক তারের ব্যবস্থাযোগে সংবাদ প্রেরণ করা। **তার-ঘর**—টেলিগ্রাফ অফিস। **তার-বাবু**—টেলিগ্রাফ করিবার ভারপ্রাপ্ত বাবু। **গোঁফে তার বা তা দেওয়া**—গোঁফের অগ্রভাগ পাকাইয়া তারের মত করা।

তার—স্বাদ (মৌরলা মাছের ঝোলের তার); তারাইয়া খাওয়া—চাটিয়া চাটিয়া খাইয়া বেশি করিয়া স্বাদ উপভোগ করা।

তার—তাহার; সম্ভ্রমার্থে তাঁর।

তারক—ত্রাণকারী (তারকব্রহ্ম-মন্ত্র); অসুর-বিশেষ, কর্ণধার; ভেলা; চোখের তারা। **তারকজিৎ**—কার্তিকেয়। **তারকনাথ**—শিব। **তারকব্রহ্ম**—রামনামযুক্ত স্বল্পাক্ষর মন্ত্র-বিশেষ। **তারকহা, তারকারি**—কার্তিকেয়।

তারকষ—(ফা.) যে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির তারে অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করে। বি তারকষি—এরূপ তারের কাজ।

তারকা—নক্ষত্র; চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত নটী বা নট; চোখের তারা। বিণ তারকিত—নক্ষত্র-শোভিত। **তারকিনী**—রাত্রি।

তারণ—যিনি ত্রাণ করেন (ভবতারণ; অধম-তারণ); ভেলা; বিষ্ণু; শিব; ত্রাণ, উদ্ধরণ। **তারণি,-ণী**—নৌকা; ভেলা; খেয়া।

তারতম্য—কমবেশি; ইতর-বিশেষ; পার্থক্য।

তারমাক্ষিক—উপধাতু-বিশেষ; রৌপ্য-মাক্ষিক।

তারল—লম্পট। **তারল্য**—তরলতা, চঞ্চলতা; দ্রবতা; লাম্পট্য।

তারস্বর—অতি উচ্চস্বর।

তারা—উদ্ধার করা, মুক্তি দান করা ('তনয়ে তার তারিণি')।

তারা—উদ্ধারকর্ত্রী; দুর্গামূর্তি-বিশেষ; রামায়ণোক্ত বালীরাজার স্ত্রী; বৌদ্ধ দেবী-বিশেষ; চোখের তারা; সঙ্গীতের উচ্চগ্রাম (উদারা, মুদারা, তারা)। **তারাকুমার**—কার্তিক, গণেশ।

তারা—নক্ষত্র। **তারাধিপ, তারানাথ, তারাপতি**—চন্দ্র। **তারাপাত**—উল্কাপাত। **তারাপথ**—আকাশ।

তারামণ্ডল—নক্ষত্রমণ্ডল। **তারামাছ**—ছোট উজ্জ্বল সামুদ্রিক মৎস্য-বিশেষ; star-fish.

তারা—তাহারা; সম্ভ্রমার্থে তাঁরা।

তারাজু—তরাজু দ্রঃ।

তারাবী—(আ তারাবীহ্) দীর্ঘ নামাজ-বিশেষ (রোজার মাস ব্যাপিয়া ইহা উদ্যাপিত হয়; ইহাতে ইমাম সমগ্র কোরআন আবৃত্তি করেন)।

তারাভ্র—মেঘের ন্যায় নির্মল) কর্পূর।

তারিক—নৌকার মাশুল আদায়কারী; নৌকার শুল্ক বা পারানির কড়ি।

তারিখ—(আ তারীখ) মাসের দিন-সংখ্যা।

তারিণী—তারা; সঙ্কট হইতে উদ্ধারকারিণী; মোক্ষদায়িনী (তনয়ে তার তারিণি)।

তারিন্দা—(সং তরণ্ডক) ফাৎনা।

তারিফ, তারিপ—(আ. তা'রীফ) প্রশংসা, কৃতিত্ব-গৌরব; গৌরবময় পরিচয়।

তারুণ্য—(তরুণ+য) তরুণের ভাব, প্রথম যৌবন, নবীনত্ব।

তার্কিক—তর্ক-শাস্ত্রে পণ্ডিত, তর্কপটু, তর্কে আসক্ত।

তার্ক্ষ—কশ্যপ মুনি। **তার্ক্ষ্য**—গরুড়।

তার্পিন—(ইং. turpentine) পাইন বা সরল নামক বৃক্ষের নির্যাস, তারপিন তৈল।

তাল—(সং তাল) তাল গাছ ও ফল; করতলের আঘাত (তাল ঠোকা; তাল রাখা); পিণ্ড (একতাল সোনা); জলের গভীরতার পরিমাণ-বিশেষ (একতাল জল—একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ ডুবিয়া যায় কিন্তু তাহার উপরের দিকে তোলা হাতের আঙুল অল্প দেখা যায়—এতটা জল); বারো আঙুল পরিমাণ; খড়্গমুষ্টি; সঙ্গীতে ও বাদ্যে সময় ও ঝোঁক নির্ধারণ-পদ্ধতি; টাল ঝোঁক, ধাক্কা (তাল সামলানো); খেয়াল, বায়না (ছেলে তাল তুলেছে পিঠে খাবে)। **তাল কাটা**—তাল ভঙ্গ হওয়া, সুসঙ্গত না হওয়া। **তালকানা**—সঙ্গীতে তালজ্ঞানহীন; অসাবধান; কাণ্ডজ্ঞানহীন। **তালগর্ভ**—তালের মেথি বা মজ্জা। **তাল ঠোকা**—বাহুতে করতলের আঘাত করিয়া স্পর্ধা প্রকাশ বা স্পর্ধার সঙ্গে বিপক্ষের সম্মুখে দাঁড়ানো; প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতিজ্ঞাপন। **তাল তাল**—রাশি রাশি, ঢেরি। **তাল-নবমী**—জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা নবমী (এই তিথিতে অনুষ্ঠিত ব্রতে বিষ্ণুর উদ্দেশে তাল ফল দেওয়া হয়)। **তাল পড়া**—পিঠে সশব্দে কিল-চাপড় পড়া। **তাল-পত্র**—তালপাতা; লেখার তালপাতা; ওরাওঁ কর্ণাভরণ-বিশেষ; অসি-বিশেষ। **তাল পাকানো, তাল-গোল পাকানো**—জটিলতার সৃষ্টি করা। **তালপাতার সেপাই**—দীর্ঘাকৃতি কিন্তু অতিশয় কৃশ। **তালপুকুর**—যে পুকুরের পাড়ে অনেক তাল গাছ আছে। **তালবন**—বৃন্দাবনের তালবন-বিশেষ। **তালবাগড়া**—তালপাতার শুষ্ক ডাঁটা। **তালশাঁস**—কচি তাল-বীজ। **তাল দেওয়া**—সঙ্গীতের ছন্দ অনুযায়ী করতলের আঘাত করা। **তালে তাল দেওয়া**—মতে মত দেওয়া। **তালফেরতা**—এক তালের সঙ্গে কিছুক্ষণ অন্য তাল বাজাইয়া বৈচিত্র্য-সাধন।

তাল—উপকথার পিশাচ-বিশেষ। **তালবেতাল-সিদ্ধ**—তাল ও বেতাল নামক শক্তিমন্ত পিশাচদ্বয়ের উপরে কর্তৃত্ব লাভ।

তালই, তালুই—ভ্রাতা বা ভগ্নীর শ্বশুর।

তালচটা, তালচটক, তালচোঁচ—বাবুই পাখী। **তালজঙ্ঘ**—তালগাছের মত দীর্ঘ জঙ্ঘা যাহার; দেশ-বিশেষ ও সেই দেশের রাজা ও অধিবাসী। **তালধ্বজ**—বলরাম। **তালধ্বজা**—তালগাছের পাতা। **তাল-মর্দল**—তাল-মাদল। **তালমাখনা**—জিরার মত বীজ-বিশেষ।

তালব্য—তালু হইতে উচ্চার্য।

তালা—কুলুপ। **কানে তালা লাগা**—শারীরিক দুর্বলতা অথবা বাহিরের প্রবল শব্দের জন্য শুনিতে না পাওয়া।

তালা—(সং তল) তলা, অট্টালিকার পরিচ্ছেদ বা স্তর; সঙ্গীতে তাল (একতালা, তেতালা)।

তা'লা—(আ তাআ'লা) শ্রেষ্ঠ (খোদা তা'লা)।

তালাক—(আ. ত'লাক) পতি ও পত্নীর বিবাহ-সম্বন্ধ ছেদন, divorce (তালাক দেওয়া)। **তালাকনামা**—বিবাহ-বিচ্ছেদ-পত্র।

তালাস—তলাস দ্রঃ।

তালি—দুই করতলের আঘাতের শব্দ (হাত-তালি—দুই করতলের আঘাতজনিত শব্দ; সপ্রশংস উৎসাহ; বিচারহীন জন-উৎসাহন), পটি

(ছেঁড়া কাপড় তালি দেওয়া); হাত বা পায়ের তলা। **এক হাতে তালি বাজে না**—ঝগড়া-বিবাদ-আদি একপক্ষের দোষে হয় না।

তালিক—করতল, করতালি : চড়; শীলমোহর। **তালিকা**—করতালি; (আ. তালীক'া) ফর্দ।

তালিম—(আ. তাআ'লীম) শিক্ষা; শিখানো-পড়ানো (তালিম দেওয়া সাক্ষী)। বিণ. তালিমী—যাহাকে শিখানো-পড়ানো হইয়াছে।

তালী—তাল গাছ ('তমালতালীবনরাজি-নীলা'); তাড়ী; তালা।

তালু—(যাহা শব্দ বাহির হইয়া আসিতে সাহায্য করে) মুখগহ্বরের ঊর্ধ্বভাগ, টাকরা; palate. **তালুজিহ্ব**—কুমীর (তালু-ই তাহার জিহ্বার কাজ করে); আলজিভ্। **তালুকা**—তালু।

তাউই—তালই।

তালুক—(আ. তাআ'লুক) গভর্নমেন্টের বা জমিদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া ভূসম্পত্তি। **তালুকদার**—তালুকের মালিক। বি. তালুকদারি।

তালেবর—(আ. তালা'বর) সৌভাগ্যবান্; ধনী; প্রতিপত্তিশালী; প্রধান (আমরা গরীব-গুর্বো, তুমি কোথাকার তালেবর হে?)।

তাস—(হি. তাশ) খেলিবার জন্য চিত্রিত চতুষ্কোণ ছোট মোটা কাগজ-বিশেষ (তাস খেলা)। **তাসপেটা**—উৎসাহের সহিত তাস খেলা (অবজ্ঞার্থক)। **তাসের ঘর**—ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি বা কীর্তি। **তাসা**—তাসের ভাঁজ ভাঙ্গিয়া মিশানো।

তাসাউফ—(আ. তসে'উফ) সুফীসাধনা।

তাস্কর্য—তস্করের কর্ম, চুরি।

তাহা—সেই ব্যাপার অথবা সেই কথা। **তাহাকে**—সেই লোককে; সম্ভ্রমার্থে তাঁহাকে, তাঁকে। **তাহাতে**—সেই ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে; সেইজন্য (তাহাতে কি আসিয়া যায়); সে-কথার উত্তরে; তাহার ফলে; তাহার পর (তাহাতে সে চটিয়া গেল)। **তাহাতে আমাতে**—তার ও আমার মধ্যে; তার ও আমার সহযোগে। **তাহার, তার**—সেই ব্যক্তির বা বস্তুর বা বিষয়ের। **তাহারে**—তাহাকে (কাব্যে)।

তি—প্রত্যয়-বিশেষ; তদ্ভাবার্থক (কমতি; পড়তি; ঝরতি); ক্রিয়াবাচক (চলতি; ফিরতি; উঠতি); ক্ষুদ্রার্থক (চাক্‌তি; তক্‌তি)।

তিঅজ, তিয়জ—(সং. তৃতীয়) তৃতীয়, তৃতীয় বারের (তিয়জ প্রহর; তিয়জ বর—যে তৃতীয় বার বর হয় অর্থাৎ বিবাহ করে)।

তিওট—(সং ত্রিপুট) সঙ্গীতের তাল-বিশেষ।

তিওড়—(সং. তীবর) তিয়র, হিন্দু জাতি-বিশেষ; (মাছ ধরা ইহাদের প্রধান ব্যবসায়)।

তিঁহ,-হো, তিঁহি—(বৈষ্ণব সাহিত্যে ও প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত) তিনি।

তিক্ত—(যাহা ক্ষুধা তীক্ষ্ণ করে) তিক্ত রস; তিক্ত স্বাদ-বিশিষ্ট (পঞ্চতিক্ত); সমূহ অপ্রীতি-কর (সম্বন্ধের তিক্ততা); অপ্রসন্ন, বিরক্ত (তিক্ত-বিরক্ত)। **তিক্ত অভিজ্ঞতা**—দুঃখকর ও নিরুৎসাহ-জনক অভিজ্ঞতা। **তিক্তক**—পটল; পলতা; চিরাতা; বিট-খদির। **তিক্ত-তুম্বী**—তিতলাউ। **তিক্ত-ধাতু**—পিত্ত। **তিক্তপত্র**—কাঁকরোল। **তিক্তসার**—খদির।

তিখ, তিখড়, তিখর—তীক্ষ্ণ, চোখা; মর্মভেদী। **তিখ দেওয়া**—কড়া কথা বলিয়া মনে দুঃখ দেওয়া, লজ্জা দেওয়া (তিখ দেওয়ার লোক আছে, ভিখ্ দেবার লোক নেই)। **ঘেন্না-তিখ**—ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা বা বিরূপতা (ঘেন্না-তিখ নেই)।

তিখনি, তিখিনী—(ব্রজবুলি) তীক্ষ্ণ।

তিখড়ানো—খুব রাগ করা; রাগিয়া লাফালাফি করা।

তিখবাণী—মর্মচ্ছেদক বাণী, কড়া কথা।

তিগ্ম—দাহ, তীব্রতা; তীক্ষ্ণ, উগ্র, দাহকর। **তিগ্মকর, তিগ্মাংশু**—সূর্য; প্রখর কিরণ। **তিগ্মগ**—দ্রুতগামী।

তিড়িং, তিড়িক—(তড়াক দ্রঃ) হঠাৎ লাফাইয়া উঠার ভাব। **তিড়িং-বিড়িং**—বদমেজাজ বা অসহিষ্ণুতা দেখাইয়া লাফালাফি।

তিড়বিড়—জ্বালাকর, অস্বস্তিবোধ (ওল খেয়ে মুখ তিড়বিড় করছে)।

তিত, তিতা,—তিক্ত, বিস্বাদ (নিমতিতা—নিমের মত তিক্ত; অতিশয় অপ্রীতিকর); অপ্রীতিকর; অবাঞ্ছিত; কঠোর; পরুষ (মিঠা

মুখ তিতা না করলে কাজ হবে না দেখছি'; আগে মিঠা পাছে তিতা ভাল নয়)।

তিতানো—ভিজানো, আর্দ্র করা।

তি-তি—মোরগ-মুরগী ডাকিয়া কাছে আনিবার শব্দ।

তিতিক্ষা—[তিজ্ (সহ্য করা) + সন্ + অ + আ] ক্ষমা, সহিষ্ণুতা। **তিতিক্ষিত**—যাহা সহ্য করা হইয়াছে। **তিতিক্ষু**—ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু

তিতীর্ষু—তরণাভিলাষী।

তিত্তির, তিত্তিরা, তিত্তিরি—তিতির পাখী।

তিথি—চান্দ্র মাসের একদিন; বিশেষ মাহাত্ম্য-পূর্ণ চান্দ্র দিন। **তিথিকৃত্য**—তিথিতে করণীয় অনুষ্ঠান। **তিথিক্ষয়**—অমাবস্যা; ত্র্যহস্পর্শ। **তিথি-পালন**—তিথি অনুযায়ী বৈধ কর্ম সাধন। **তিথি-সন্ধি**—দুই তিথির মিলন।

তিন—তিন সংখ্যা বা সংখ্যক। **তিন-কাল**—বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় কাল (তিন-কাল গেছে এক-কাল আছে)। **তিন-কুল**—পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুল (তিন কুলে বাতি দিবার কেউ নাই)। **তিন লাফে**—পর পর তিনবার লাফ দিয়া; অতি দ্রুতপদে। **তিন-সত্য**—তিনবার 'সত্য' শব্দ উচ্চারণ করা; নিশ্চয়তা-ব্যঞ্জক। **তিন মাথা এক হওয়া**—দুই হাঁটু ও মাথা এক হওয়া; অতিশয় বৃদ্ধ হওয়া।

তিনি—সেই ব্যক্তি (সম্ভ্রমার্থে); স্বামী (তোমার তিনি কোথায় ?)।

তিন্তিড়ি,-ক, তিন্তিলী—তেঁতুল গাছ।

তিপ্পান্ন, তেপ্পান্ন—৫৩ এই সংখ্যা।

তিব্বত, তির্বৎ—ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত পার্বত্য দেশ। বিণ. তিব্বতী।

তিমি—বৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণি-বিশেষ।

তিমিত—স্তিমিত; নিশ্চল; আর্দ্র।

তিমির—অন্ধকার (তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে—গোবিন্দচন্দ্র রায়); চক্ষুরোগ-বিশেষ, ছানি। **তিমিরনাশক, তিমিররিপু, তিমিরারি**—সূর্য। **তিমিরপুঞ্জ**—পুঞ্জীভূত অন্ধকার।

তিয়াত্তর—৭৩ এই সংখ্যা।

তিয়াষ,-স, তিয়াসা—(বৈষ্ণব সাহিত্যে) পিপাসা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবল কামনা।

তির—(সং. তীর্যক) ঘরের আড়া; আড়ার উপরে বসানো কাঠের বা বাঁশের ছোট খুঁটি।

তিরছা—(সং তির্যক) তেড়া, বাঁকা। **তির-পল**—(ইং. tarpaulin) ত্রিপল; মোটা ঘনবুনা আলকাতরা মাখা ক্যাম্বিশ (বৃষ্টির সময়ে জিনিষপত্র ঢাকিবার কাজে ব্যবহৃত হয়)।

তিরপিত—(ব্রজবুলি) তৃপ্ত, চরিতার্থ ('নয়ন না তিরপিত ভেল')।

তিরপুনি—ত্রিবেণী; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল (তিরপুনির ঘাট—কথ্য ভাষা)।

তিরবির—মুখে বা জিহ্বায় কিঞ্চিৎ জ্বালা বা অস্বস্তি বোধ (ওল খেলে জিভে তিরবির করে)।

তিরবিরে—কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর; চঞ্চল; যাহার কথায় ঝাঁজ বা খোঁচা আছে।

তিরশ্চী—পশুপক্ষীর স্ত্রী-জাতি। **তিরশ্চীন**—বক্র; অভিনয়-ভঙ্গি-বিশেষ। **তিরশ্চীন চক্ষু**—অপাঙ্গ দৃষ্টি।

তিরস্করণী, তিরস্করিণী, তিরস্কারিণী—যাহা আড়াল করে, যবনিকা, পর্দা।

তিরস্কার—ভর্ৎসনা, অনাদর, অবজ্ঞা; তিরোধান। বিণ. তিরস্কৃত ভর্ৎসিত, অব-জ্ঞাত; আচ্ছাদিত।

তিরস্ক্রিয়া—তিরস্কার।

তিরানই, তিরানব্বই—৯৩ এই সংখ্যা।

তিরাশি—৮৩ এই সংখ্যা।

তিরি, তিরী—স্ত্রী (গ্রাম্য ভাষায় ও প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

তিরিক্‌খি, তিরিক্ষি, তিরিক্কি—রাগিয়া উঠা বা চটিয়া যাওয়ার স্বভাব, রগচটা (তিরিক্ষি মেজাজ)।

তিরিশ—(সং. ত্রিংশ) ৩০ এই সংখ্যা। **তিরি-শেক**—প্রায় ত্রিশ (জন তিরিশেক)।

তিরিষা—(সং. তৃষা) তৃষ্ণা, পিপাসা (তিরিষার পানী—বৈষ্ণব সাহিত্যে)।

তিরোধান—অন্তর্ধান; মৃত্যু; যবনিকা। বিণ. তিরোহিত—অন্তর্হিত; আচ্ছাদিত।

তিরোভাব—তিরোধান। বিণ. তিরোভূত—অন্তর্হিত, মৃত। (বিপরীত আবির্ভাব)।

তির্যক্—[তিরস্—অন্‌চ্ (গমন করা) + ক্বিপ্] তেড়া, আড়, বক্র, কুটিল। **তির্যক্‌গতি**—বক্রগতি। **তির্যক্-**

জাতি,-জন্মা,-যোনি—পশুপক্ষী প্রভৃতি। তির্যক্-প্রক্ষেপণ—বক্রদৃষ্টি।

তিল—সুপরিচিত তৈলবীজ; শরীরে তিলের আকৃতির চিহ্ন; অত্যল্প (তিলপরিমাণ সৎ কর্মও ব্যর্থ হয় না); অত্যল্প কাল (তিলে তিলে মৃত্যু); এক কড়ার আশি ভাগের এক ভাগ। **তিলকল্ক, তিলকিট্ট**—তিলের খৈল। **তিলকাঞ্চন**—সামান্য তিল ও স্বর্ণ দিয়া অল্পব্যয়ে নিষ্পন্ন পিতামাতার শ্রাদ্ধ (বিপরীত দানসাগর)। **তিল-তুলসী**—এই দুইটিকে দান বিশুদ্ধ করণের উপকরণ জ্ঞান করা হয় (শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু তিল তুলসী দিয়া—চণ্ডিদাস)। **তিল-ধারণের স্থান নাই**—অতিশয় ভিড়। **তিলকে তাল করা**—যাহা সামান্য তাহাকে খুব বড় করিয়া দেখানো।

তিলক—দেহের বিভিন্ন স্থানে চন্দনের চিহ্ন (তিলক কাটা); শরীরের তিল; বাবুই তুলসী; দণ্ডকলস; শ্রেষ্ঠ (কুলতিলক)। **তিলক কাটা,-পরা**—অঙ্গের বিভিন্ন স্থানে চন্দনের চিহ্ন ধারণ করা। **ফোঁটা-তিলক**—বৈষ্ণবের চিহ্ন; ধর্মের বাহ্যরূপ। **তিলক-মাটি**—গঙ্গামৃত্তিকা। **তিলক-আশ্রয়**—তিলকের স্থান; ললাটদেশ। **তিলকী**—তিলকধারী।

তিলাখাজা—তিলযুক্ত খাজা।

তিলাঞ্জলি,-লী—তিল ও জল অঞ্জলি করিয়া তর্পণ, এরূপভাবে যাহার উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হয় তাহার সহিত সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া যায়; জলাঞ্জলি। **তিলার্ধ**—আধ তিলও নয় (তিলার্ধ কাল বিলম্ব করা চলিবে না)।

তিলী—তৈল-ব্যবসায়ী, তেলী; হিন্দু জাতি-বিশেষ।

তিলেক—অত্যল্প; অল্পক্ষণ। **তিলেতাল**—অতিরঞ্জন, বাড়াবাড়ি।

তিলোত্তমা—পরমা সুন্দরী; সুন্দ-উপসুন্দকে বিনষ্ট করিবার জন্য নানা রত্নের তিল তিল অংশ লইয়া সৃষ্ট অপ্সরা।

তিষ্ঠনো—অবস্থান, অবস্থিতি; অবস্থান করা (তিষ্ঠানো দায়)। **তিষ্ঠানো**—অবস্থিতি করা (এখানে তিষ্ঠানো সম্ভবপর হইবে না)।

তিষ্য—পুষ্যানক্ষত্র; পৌষ মাস। **তিষ্যা**—আমলকী।

তিসি,-সী—(সং. অতসী) মসিনার গাছ ও বীজ।

তিহাই—তিন ভাগের এক ভাগ, তেহাই।

তীক্ষ্ণ—(তিজ্+ন) চোখা, শাণিত, ধারাল (তীক্ষ্ণ অস্ত্র); প্রখর, কড়া (তীক্ষ্ণ কিরণ; তীক্ষ্ণ বুদ্ধি); তীব্র; মর্ম-পীড়াদায়ক (তীক্ষ্ণ বচন)। **তীক্ষ্ণকন্দ**—পেঁয়াজ। **তীক্ষ্ণকর্মা**—উদ্যোগী; কঠিন কর্মে পারদর্শী। **তীক্ষ্ণগন্ধ**—শজিনা। **তীক্ষ্ণগন্ধা**—ছোট এলাচ। **তীক্ষ্ণদংষ্ট্র**—ব্যাঘ্র। **তীক্ষ্ণদৃষ্টি**—যাহার দৃষ্টিতে কিছু এড়ায় না। **তীক্ষ্ণপুষ্প**—লবঙ্গ। **তীক্ষ্ণ লৌহ, তীক্ষ্ণায়স**—ইস্পাত।

তীবর—তিওর, হিন্দু জাতি-বিশেষ; প্রধানত মৎস্যজীবী; ব্যাধ।

তীব্র—[তীব্ (স্থূল হওয়া)+র] প্রবল (তীব্র আক্রমণ; তীব্র বেগে); প্রখর, তীক্ষ্ণ; করুণাবর্জিত (তীব্র দৃষ্টি; রোষ-তীব্র-চক্ষু); কঠোর; বিরাগপূর্ণ (তীব্র কণ্ঠে কহিলেন); গুরু; অসহ্য (তীব্র দুঃখ; তীব্র শোক); কটু, কড়া, ঝাঁজালো, উৎকট (তীব্র গন্ধ)। **তীব্রগন্ধা**—জোয়ান। **তীব্রমধুর**—ঝাল ও মিষ্ট।

তীর—কূল, তট; বাণ। **তীরন্দাজ**—ধনুকধারী। **তীরভুক্তি**—তীরহুত দেশ। **তীরিত**—যে তীরে পৌঁছিয়াছে।

তীর্ণ—উত্তীর্ণ (তীর্ণ শৈশব)। **তীর্ণপ্রতিজ্ঞ**—প্রতিজ্ঞাপালন-ব্যাপারে উত্তীর্ণ।

তীর্থ—অবতরণ-স্থান; পুণ্য-স্থান; দেবতার অধিষ্ঠান-ভূমি; পবিত্র স্থান, যাহার দর্শনে পুণ্য সঞ্চয় হয়; ঘাট (অপ্সরা-তীর্থ); সাধু, ভিক্ষু; ব্রাহ্মণ; গুরু (সতীর্থ); উপাধি-বিশেষ (কাব্যতীর্থ)। **তীর্থ করা**—তীর্থ দর্শন করা। **তীর্থকাক,-বায়স**—তীর্থের কাকের মত যে প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। **তীর্থঙ্কর**—জৈন শাস্ত্রকার। **তীর্থযাত্রা**—তীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা। **তীর্থোদক**—তীর্থের পুণ্য-সলিল।

তু—কুকুরকে ডাকিবার শব্দ (তুতু)। **তু করে ডাকা**—অবজ্ঞা করিয়া ডাকা।

তু, তুঅ—(সং. ত্বম্, ব্রজবুলি) তুমি, তুই।

তুই—অসম্ভ্রমার্থক তুমি; আদরেও বলা হয়। **তুইতোকারি**—তুই তুই বলিয়া অশিষ্ট ভঙ্গির কথা; অশিষ্ট ভাষায় বচসা।

তুঁতিয়া, তুঁতে—তুতিয়া দ্রঃ।

তুক—তন্ত্র-মন্ত্র, বশীকরণ-মন্ত্র (তুকতাক)।

তুক্ক—(টুক্‌রা) গানের ছুটো পদ; অপ্রয়োজনীয় কিছু। **লাগে তাক না লাগে তুক্ক**—যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে ত ভালই, যদি না হয় তবে একটু মজা করা হইল।

তুখড়, তুখোড়—তীক্ষ্ণকর্মা; তীক্ষ্ণ; দক্ষ; বলিতে কহিতে খুব পটু; পরিপক্ব, ঝানু।

তুঙ্গ—উচ্চ, সুউন্নত (তুঙ্গ শিখর; তুঙ্গ নাসিকা); পুন্নাগ বৃক্ষ; নারিকেল গাছ; গণ্ডার; গ্রহের যোগ-বিশেষ। **তুঙ্গভদ্র**—মত্তহস্তী। **তুঙ্গভদ্রা**—মহীশূরের নদী-বিশেষ। **তুঙ্গী**—তুঙ্গ বা উচ্চ স্থানে অবস্থিত (বৃহস্পতি তুঙ্গী); রাত্রি। **তুঙ্গিমা**—উচ্চতা।

তুচ্ছ—হেয়; অকিঞ্চিৎকর, অল্প; অসার (তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা; তুচ্ছ বিষয়; সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করা)। **তুচ্ছতাচ্ছল্য, তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য**—মূল্যহীন জ্ঞান, অবজ্ঞা।

তুজুক—(তুর্কী তুজুক—আড়ম্বর) গর্ব-প্রকাশ, বাড়াবাড়ি, আস্ফালন (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

তুঝ—(ব্রজবুলি) তোর।

তুড়ন, তোড়ন—(সং. তুড্‌—অনাদর করা; হি. তোড়না—ভাঙ্গিয়া ফেলা) ভাঙ্গিয়া ফেলা (দেওয়াল তোড়া; হাড় তোড়া); ভর্ৎসনা করা; অপমানকর কথা বলা। **তুড়ে দেওয়া**—মুখের উপর কড়া কথা বলিয়া অপমান করা।

তুড়ি—(সং. ছটিকা) বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরের অংশে ও মূলে মধ্যমাঙ্গুলির আঘাত। **তুড়ি মারা**—তুড়ি বাজানো; তুড়ি দেওয়া; তুচ্ছ জ্ঞান করা; অগ্রাহ্য করা। **তুড়ি দিয়া**—অবলীলাক্রমে। **তুড়িতে উড়ানো**—অতি সহজে বিরুদ্ধতা ধূলিসাৎ করা। **এক তুড়িতে**—মুহূর্তে, অবলীলাক্রমে। **তুড়িলাফ**—স্ফূর্তির সঙ্গে তড়াক করিয়া লাফ। **তুড়ুক**—তুরুক; তুর্কী সৈন্য। **তুড়ুকধারী**—তুর্কী সৈন্যের সাজ-পোষাকধারী। তুরুক দ্রঃ।

তুড্ডক—তোড়ক, যে তুড়িয়া কথা বলে; ভর্ৎসনাকারী। বি. তুড্ডন।

তুণ্ড—[তুণ্ড্ (নিপীড়ন করা, বধ করা, পেষণ করা)+অ] যাহা খাদ্যদ্রব্য পেষণ করে, মুখ, চঞ্চু (তীক্ষ্ণতুণ্ড শকুনি)। **তুণ্ডি**—মুখ, চঞ্চু; নাভি। **তুণ্ডিকা**—নাভি; তেলাকুচ গাছ। **তুণ্ডিভ, তুণ্ডিল**—বৃহৎনাভিযুক্ত, স্থূলোদর, ভুঁড়ো।

তুত—তুত-গাছ। **তুত-পোকা**—যে পোকা তুত-গাছের পাতা খাইয়া রেশম-গুটি প্রস্তুত করে।

তুতিয়া, তুঁতে—(সং. তুত্থ) তাম্র হইতে উৎপন্ন উপধাতু-বিশেষ।

তুতুরি—লাউয়ের খোল দিয়া প্রস্তুত বাদ্য-বিশেষ (সাপুড়িয়া ও বাজীকরেরা ব্যবহার করে)।

তুত্থ, তুত্থক—তুঁতে; অগ্নি। **তুত্থাঞ্জন**—তুঁতে হইতে প্রস্তুত কাজল।

তুন্দ—পেট। **তুন্দী**—নাভি। **তুন্দকূপী**—নাভি।

তুন্দি—উদর, ভুঁড়ি; নাভি।

তুন্দিক, তুন্দিভ, তুন্দিল—স্থূলোদর, ভুঁড়ো।

তুন্ন—পীড়িত; ব্যথিত; সেলাই করা। **তুন্নবায়**—যে ছেঁড়া কাপড় বয়ন করে; দর্জি।

তুফান—(আ. তূ'ফান) ঝড়; ঘূর্ণিবাত্যা। **তুফান তোলা**—প্রবল গণ্ডগোল বা উত্তেজনার সৃষ্টি করা। **তুফান মেল**—তুফানের মত বেগে গমনশীল মেল।

তুবড়ানো, তোবড়ানো—সঙ্কুচিত হওয়া; চুপসে যাওয়া (গাল তুবড়ে গেছে)।

তুবড়ি—(হি. তূমড়ী) লাউয়ের খোলে নির্মিত সাপুড়ের বাঁশি; আতসবাজী-বিশেষ (ইহাতে আগুন দিলে অগ্নি উদ্গত হইয়া চারিদিকে স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করে)। **কথার তুবড়ি**—তুবড়ির মত উচ্ছল কথার ধারা (ব্যঙ্গে)।

তুবর—কষায় রস। স্ত্রী. তুবরী, তুবরিকা—ফটকিরি।

তুম-তানা-নানা—সঙ্গীতে প্রারম্ভিক সুর-বিস্তার; অপেক্ষাকৃত অসার্থক প্রারম্ভিক আয়োজন। তানা-নানা দ্রঃ।

তুমড়ী—তুবড়ি।

তুমর, তুমার—(আ. তূ'মার) মোট হিসাব; আয়-ব্যয়ের জমা-খরচ। **তুমারনবীস**—যে কর্মচারী আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে; book-keeper.

তুম্বি—(সং. ত্বম্; প্রাচীন বাংলায় তুহ্মি)

মধ্যম পুরুষের একবচনের রূপ, সম্ভ্রমার্থে আপনি ; তুচ্ছার্থে তুই।

তুমুল—(সং.) প্রবল, অতিশয়, উচ্চ শব্দের, উৎকট (তুমুল কলহ ; তুমুল যুদ্ধ ; তুমুল ঝড়)।

তুম্ব, তুম্বক, তুম্বা, তুম্বি, তুম্বিকা—লাউ ; লাউয়ের খোল দিয়া প্রস্তুত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। **তুম্বকি**—তুম্বক।

তুম্বর, তুম্বরু, তুম্বুরু—সঙ্গীত-বিদ্যায় নিপুণ গন্ধর্ব-বিশেষ ; তানপুরা।

তুরক—তুরুক দ্রঃ।

তুর্কী, তুর্কী—(ফা তুর্কী) তুরস্ক দেশ ; তুরস্কবাসী ; তুরস্ক দেশীয় ভাষা ; তুরস্ক দেশীয় অশ্ব।

তুরগ—(বেগে গমনকারী) অশ্ব। **তুরগমেধ**—অশ্বমেধ। **তুরগরক্ষ**—সইস। **তুরগানন**—কিন্নর। **তুরগী, তুরঙ্গী**—অশ্বারোহী।

তুরঙ্গ—অশ্ব। স্ত্রী. তুরঙ্গী। **তুরঙ্গ-বক্ত্র, -বদন**—কিন্নর। **তুরঙ্গম**—তুরগ, অশ্ব।

তুরতুর—(সং. তুরম্ তুরম্) লঘু ও ত্রস্ত পদ-বিক্ষেপ (এক বৎসরের ছেলে সবময় তুরতুর করে বেড়ায়)।

তুরন্ত—(সং ত্বরিত) বিলম্ব না করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র।

তুরাণী—তুর্কিস্থানবাসী (তুরাণী সেনা)।

তুরপন, তুরপুন, তুরপূণ—(ফা. তুরফান) সূত্রধরের বর্মি ; ভ্রমরী।

তুরস্ক—দেশ-বিশেষ।

তুরি,-রী—মাকু ; সিঙ্গার মত প্রাচীন রণবাদ্য-বিশেষ ; bugle.

তুরীয়—(চতুর্+ঈয়) চতুর্থ ; মায়ার অতীত চৈতন্যাবস্থা ; পরব্রহ্ম। **তুরীয় বর্ণ**—চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র।

তুরুক—তুরস্কবাসী ; তুরস্ক হইতে আগত ভারতীয় মুসলমান। **তুরুক-সওয়ার**—তুরস্কবাসী অশ্বারোহী সৈনিক। **তুরুক জবাব**—অবিলম্বিত ও স্পষ্ট জবাব ; মুখের উপর জবাব (দাতার চেয়ে বখিল ভাল তুরুক জবাব দেয়)। **তুরুকী**—তুর্কী।

তুরুপ—(ইং. trump) তাস খেলায় জয়-লাভের ধরণ-বিশেষ (তুরুপ করা)।

তুরুম—(ইং. trunk) অপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি দিবার কাঠের আধার-বিশেষ (তুরুম ঠোকা—তুরুমের মধ্যে অপরাধীর হাত প্রবেশ করাইয়া উহা বন্ধ করিয়া শাস্তি দেওয়া)।

তুরুষ্ক—গন্ধদ্রব্য-বিশেষ ; তুরস্কবাসী।

তুর্কি—তুরকি দ্রঃ। **তুর্কী-নাচন**—তুর্কীদিগের উদ্দাম নৃত্য ; বিষম অস্বস্তিকর অবস্থা (নাচিয়ে দিত বিষম তুর্কি-নাচন—রবি)।

তুর্য—(চতুর্+য) চতুর্থ ; চতুর্থাংশ ; তুরীয় অবস্থায় স্থিত ; সর্বসাক্ষী ; তুরীয় অবস্থা।

তুল—(সং. তুলা) উপমা, সাদৃশ্য, তুল্য, সদৃশ (কাব্যে ব্যবহৃত) ; শাকসব্জী প্রভৃতি মাপিবার তুলাদণ্ড-বিশেষ, ইহাতে বাটখারার দরকার হয় না ; (আ. তূল ; সং. তুমুল) গণ্ডগোল ; বিষম কাণ্ড (তুল করা)। **তুলকালাম**—বাগ্‌বাহুল্য, তুমুল কলহ।

তুলট—(সং. তুলাধট) ব্রত-বিশেষ ; তুলাদণ্ডে মাপিয়া আপনার ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণাদি দান।

তুলট—প্রাচীন পদ্ধতিতে নির্মিত হরিতালের লেপ দেওয়া পুঁথির হরিদ্রা-বর্ণের কাগজ।

তুলতুল—কোমলতার আধিক্যের ভাব। বিণ. তুলতুলে—আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিলে টোল খায় এমন নরম বা পাকা।

তুলন—তুলনা (কাব্যে ব্যবহৃত) ; পরিমাণ করা ; উত্তোলন। **তুলনা**—উপমা, সাদৃশ্য, দৃষ্টান্ত (তোমার তুলনা তুমি)।

তুলসারিণী—তূণ, বাণাধার।

তুলসী—(যাহার সাদৃশ্য নষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ নাই) সুপরিচিত ছোট গাছ, হিন্দুর চক্ষে পরম পবিত্র। **তুলসী-কাঁঠি**—তুলসীর কণ্ঠী বা মালা। **তুলসী দেওয়া বা চড়ানো**—তুলসীর পাতা একটি একটি করিয়া নারায়ণকে অর্পণ করা (আপৎ-প্রতীকার ও অভীষ্ট-লাভের আশায়)। **তুলসীমঞ্চ**—যে উঁচু মৃন্ময় বা মৃৎ-গর্ভ বেদীর উপরে গৃহস্থের নিত্য-পূজিত তুলসী-বৃক্ষ রোপিত হয়। **তুলসী-বনের বাঘ**—সাধু বলিয়া পরিচিত দুর্জন।

তুলা, তোলা—ঊর্ধ্বে উত্তোলন (তাকে তোলা) ; পাত্রস্থ করা (জল তোলা) ; সূত্রপাত করা ; প্রসঙ্গ করা (জো তোলা ; কথা তোলা ; গুজব তোলা) ; ঘুম ভাঙ্গানো (ছেলেটা এইমাত্র ঘুমিয়েছে, তুলে ফেল না) ; নিশ্চিহ্ন করা (দাগ তোলা) ; নির্মাণ করা, নকসা-আদি আঁকা (দালান

তোলা; ফুল তোলা; ছবি তোলা); উৎক্ষিপ্ত করা (দুধ তোলা; মাখন তোলা); উন্নীত করা (জাতিকে তো তুলতে হবে; জাতে তোলা); উৎপাটন করা (দাঁত তোলা); চয়ন করা (ফুল তোলা); রিফু করা (কাপড় তোলা বা তোলানো); গান করা; ঘোষণা করা ('তুলিল কলতান'; আওয়াজ তোলা)। **কানে তোলা**—শুনানো; কর্ণপাত করা (এসব কথা সে কানে তোলে না)। **দাদ তোলা**—প্রতিশোধ লওয়া। **তুলে ধরা**—এমনভাবে স্থাপন করা যেন লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। **শিকেয় তোলা**—শিকেয় তুলিয়া রাখা; ব্যবহারে না লাগানো।

—তুলনা, উপমা (কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা—ভারতচন্দ্র); তুলাদণ্ড; সপ্তম রাশি; পরিমাপ-বিশেষ, ১০০ পল বা ৮০০ তোলা; তুলট-ব্রত; কার্পাস। **তুলাকূট**—ওজনে কম দেওয়া; যে ওজনে কম দেয়। **তুলাদণ্ড**—দাঁড়ি-পাল্লা, নিক্তি। **তুলাদান**—তুলট-ব্রত। **তুলাধট**—তুলাদণ্ড। **তুলাধর**—ব্যবসায়ী। **তুলা-পরীক্ষা**—তুলাদণ্ডের দ্বারা দোষীর পরীক্ষা-পদ্ধতি-বিশেষ। **তুলা-পুরুষ**—তুলা-দান। **তুলাব্রত**—তুলট-ব্রত।

তুলা, তুলা, তুলো—কাপাস, শিমুল ইত্যাদি তুলা অর্থাৎ উহাদের ফলের ভিতরকার আঁশ-সমষ্টি। **তুলা ধোনা করা**—ধোনা তুলার মত ছিন্নভিন্ন বা পর্যুদস্ত করা; ভৎর্সনা, কটু কথা বলা, প্রহার দেওয়া ইত্যাদির একশেষ করা। **তুলা পেঁজা**—তুলা কার্পাস-গুটিকা হইতে ছিঁড়িয়া ধুনিবার যোগ্য করা; অপমান বা প্রহারাদির একশেষ করা।

তুলাধার—বণিক্; দাঁড়ি-পাল্লার রজ্জু; তুলা-রাশি; দাঁড়ি-পাল্লার দণ্ড।

তুলারাম-খেলারাম—ভয়ে বা দুশ্চিন্তায় চিত্তের অতিশয় অস্বস্তিপূর্ণ ভাব (সেই সংবাদ শোনা অবধি তার মনের ভিতরে তুলারাম-খেলারাম চলেছে)।

তুলারু—দ্রুতগামী মৃগ-জাতীয় পশু-বিশেষ (বায়ু ভর করি ধায় তুলারু ঘোড়ারু—কবিকঙ্কণ)।

তুলি,-লী, তুলি—চিত্রে রং প্রয়োগ করিবার রোমাদি-নির্মিত উপকরণ; তোশক; গদি। **তুলি দিয়ে আঁকা**—পটে আঁকা ছবির মত নিখুঁত সৌন্দর্য-বিশিষ্ট।

তুলিকা—তুলিকা দ্রঃ।

তুলিত—উপমিত, যাহা তুলনা করা হইয়াছে।

তুল্য—(তুলা+য) সদৃশ, সমান (তুল্য মর্যাদা); একরকমের (চন্দন পঙ্ক তুল্য জ্ঞান)। **তুল্য-কোণিক**—(ইং equiangular) যে ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের-কোণগুলি পরস্পরের সমান। **তুল্যপান**—স্বজাতীয় লোক-জনের সহিত সম্মিলিতভাবে জলাদি পান। **তুল্যমূল্য**—সমমর্যাদা-বিশিষ্ট; একরকমের।

—সমভাব। **তুল্যাকৃতি**—তুল্য রূপ।

তুষ,-স, তুঁষ—ধান্যাদি শস্যের উপরকার খোসা; চূর্ণ (তুষ তুষ হয়ে গেছে)। **তুষানল**—তুষের আগুন, যাহা দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া জ্বলে; তাহা হইতে, দীর্ঘস্থায়ী অন্তর্দাহ, দুঃখভোগ প্রভৃতি (সে অপমান অন্তরে তুষানলের মত জ্বলিতেছে; তুষানলে প্রাণত্যাগ করা)।

তুষ, তুস—নরম পশমী শীতবস্ত্র-বিশেষ।

তুষণ—প্রীত করা। তোষণ দ্রঃ। **তুষা, তোষা**—সন্তুষ্ট করা (সাধারণত কাব্যে ব্যবহৃত)।

তুষার—নীহার; উত্তাপ হ্রাস পাওয়ার ফলে যে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়; বরফ (তুষারপাত; তুষার-শীতল)। **তুষারকর**—হিমকর; চন্দ্র। **তুষারগিরি**—হিমালয়। **তুষারধবল, তুষারগৌর**—তুষারের মত শুভ্রবর্ণ। **তুষারমূর্তি, তুষারাংশু**—চন্দ্র। **তুষার-শিখরী, তুষারাদ্রি**—হিমালয় পর্বত। **তুষারকাল**—শীতকাল।

তুষ্ট—সন্তুষ্ট, তৃপ্ত। বি. তুষ্টি সন্তোষ, তৃপ্তি; মাতৃকা-বিশেষ। **তুষ্টিমান্**—সন্তোষযুক্ত।

তুহিন—[তুহ্ (পীড়া দেওয়া)+ইন] হিম; শীতল; জ্যোৎস্না। **তুহিনকর, তুহিনাংশু**—চন্দ্র; কর্পূর। **তুহিনাদ্রি**—হিমাচল।

তুহু, তুহুঁ, তুঁহু—(বৈষ্ণব সাহিত্যে) তুমি।

তূণ, তূণী, তূণীর—বাণাধার। **তূণবান্, তূণী**—ধনুকধারী।

তূণক—ছন্দ-বিশেষ।

তূণকি,-কী—তুঁতিয়া-বর্ণের মত নীলবর্ণ;

তূৎ, তুঁৎ—তুত গাছ।

তূৎক—তুঁতে।

ী—তুর স্ত্রঃ।

তূর্ণ—(ত্বর্+ক্ত) শীঘ্র, ত্বরিত (তূর্ণস্রোতো-বেগে)। বি. তূর্ণি—ত্বরা।

তূর্য—তুরি (তূর্যধ্বনি, তূর্যঘোষ)। **তূর্যখণ্ড**—দগড়বাদ্য। **তূর্যাচার্য**—তূর্যবাদন-শিক্ষক। **তূর্যাজীব**—তূর্যবাদকরূপে জীবিকা অর্জনকারী।

তূল—(সং.) কার্পাস; শিমুল তুলা; আকাশ; তুত গাছ। **তূলক**—কার্পাস। **তূল-কার্মুক,-ধনুঃ**—তুলাধোনার ধনুক। **তূল-নালিকা,-নালী**—তুলার পাঁইজ। **তূল-সেবন**—কাটনা কাটা।

তূলি, তূলিকা—রোম প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত চিত্র-করের লেখনী; দীপের পলিতা; যে পাত্রে সোনা প্রভৃতি ধাতু গলায়; বিছানার তোশক। তূলি; শলিতা।

তূষ্ণী তূষ্ণীক—(সং. তূষ্ণীম্) মৌনী। **তূষ্ণীম্ভাব**—মৌনাবলম্বন; বিণ. তূষ্ণীম্ভূত—মৌনী। **তূষ্ণীম্শীল**—স্বভাবতঃ মৌনী।

তৃণ—(যাহা গো ইত্যাদি পশু ভক্ষণ করে) ঘাস, খড় (তৃণভোজী; তৃণশয্যা); তৃণের মত নগণ্য (তৃণ জ্ঞান করা)। **তৃণ-কুটী**—খড়ের ঘর। **তৃণধ্বজ, তৃণকেতু**—তালগাছ। **তৃণ-জলৌকা**—ছিনে জোঁক। **দন্তে তৃণ ধরা**—দাঁতে কুটা কাটা। **তৃণদ্রুম, তৃণরাজ**—তাল, সুপারি, বাঁশ, খেজুর, নারিকেল প্রভৃতি গাছ। **তৃণময়**—তৃণপূর্ণ, তৃণনির্মিত। **তৃণাগ্নি**—খড়ের আগুন; খড়ের আগুনের মত শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে, শীঘ্র নিভিয়া যায়। **তৃণাঞ্চিত**—তৃণ-শোভিত। **তৃণাদ**—তৃণভোজী। **তৃণাবর্ত**—ঘূর্ণিবায়ু। **তৃণাসন**—দরমা, চেটাই, কুশাসন। **তৃণোদ্ভব**—উড়ি-ধান; তৃণজাত। **তৃণোল্কা**—তৃণাগ্নি, সামান্য দাহিকা-শক্তিসম্পন্ন অগ্নি।

তৃতীয়—তিনের পূরক। **তৃতীয়া**—অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পরে তৃতীয় দিন। **তৃতীয়ক**—যাহা তৃতীয় দিনে আসে (জ্বর)। **তৃতীয় প্রকৃতি**—নপুংসক। **তৃতীয়াকৃত**—তিন-বার কর্ষণ করা ভূমি। **তৃতীয়াশ্রম**—বানপ্রস্থাশ্রম।

তৃপ্ত—সন্তুষ্ট, পরিতুষ্ট, পূর্ণকাম। বি. তৃপ্তি—সন্তোষ, আনন্দ, পরিতোষ (তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন)।

তৃষা—পিপাসা, আকাঙ্ক্ষা। **তৃষাক্লিষ্ট, -তুর**—পিপাসায় কাতর। বিণ তৃষিত—পিপাসু, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, লুব্ধ (তৃষিতবক্ষ)। **তৃষ্ণক**—তৃষ্ণাপীড়িত।

তৃষ্ণা—পিপাসা, পাইবার আকাঙ্ক্ষা (বিষয়-তৃষ্ণা; চক্ষে আমার তৃষ্ণা—রবি)। **তৃষ্ণা-ক্ষয়**—পিপাসার নিবৃত্তি; বাসনার ক্ষয়; বৈরাগ্য; বিতৃষ্ণা। **তৃষ্ণাতুর, তৃষ্ণালু**—তৃষ্ণাযুক্ত, তৃষ্ণাপীড়িত। **তৃষ্ণারি**—যে দ্রব্যে বা ঔষধে তৃষ্ণা দূর হয়। **তৃষ্য**—লোভনীয়; লোভ।

তে—(সং. তদ্) সেই; সে (তে কারণে); তিন (তেমাথা; **তেশঙ্কুর দশা**—ত্রিশঙ্কুর অবস্থা; নিরাবলম্ব হওয়া); বিভক্তি-বিশেষ (তোমাতে আমাতে যাওয়া যাবে; তাতে কি এসে যায়; তার আসাতেই কাজ হলো; বাড়ীতে আর মন টেকে না)। **তে-আঁঠিয়া, -আঁটিয়া**—তিন আঁটিযুক্ত (তে-আঁটিয়া তাল; তে-এঁটে মাথা—গোলাকার নয়, তিন দিকে উঁচু হইয়া আছে এমন মাথা)। **তেই, তেঁই**—সেজন্য।

তেইশ—(সং. ত্রয়োবিংশতি) ২৩ এই সংখ্যা। **তেইশা,-শে**—মাসের তেইশ তারিখ।

তেউড়, তেড়—(সং. তির্যক্) যাহা তেরচা হইয়া বাহির হইয়াছে, অঙ্কুর, চারা, পোয়া (কলা গাছের তেড়)।

তেউড়ী—লতা-বিশেষ (রেচক ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়)।

তেওড়া—তাল-বিশেষ; খেঁসারি কলাই; বাঁকা। তেওড়ানো—বাঁকানো, বাঁকিয়া যাওয়া। তেউড়ে-মেউড়ে থাকা—বাঁকা-চোরা হইয়া থাকা।

তেওয়ারি—তিন-দুয়ারি ঘর। **তেওয়ারী**—(সং. ত্রিপাঠী) ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ, ত্রিবেদী।

তেঁতুল—(সং. তিন্তিড়ী,-ড়ী) তেঁতুল গাছ ও ফল। **তেঁতুলে বিছা**—তেঁতুলের মত রাঙা গাঁঠযুক্ত বিছা।

তেকাটা,-ঠা—(সং. ত্রিকাষ্ঠ) তিন কাঠ দিয়া প্রস্তুত আধার; তাহা হইতে, যাহা দৃঢ়ভাবে অবস্থিত নয় (আমিই আছি তেকাঠার উপরে)। **তেকাঁটা**—একপ্রকার কণ্টকীবৃক্ষ।

তেকেলে—(সং. ত্রিকালীয়) বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা। **তেকোণা**—তিন কোণযুক্ত (মিঠাই-বিশেষ)।
তেগ—(ফা. তেগ') তরবারি ('এয়ছা জোরে তেগ মারে'—পুঁথিসাহিত্য)।
তেঘাই—বাদ্য-বিশেষ।
তেচখ্যা,-চোখো—ছোট মাছ-বিশেষ।
তেচল্লিশ—(সং. ত্রিচত্বারিংশৎ) তেতাল্লিশ।
তেজ, তেজঃ—[তিজ্ (তীক্ষ্ণ করা)+অস্] দীপ্তি, আলোক, প্রভা; প্রতাপ (তেজ দেখাতে চাও অন্যখানে যাও); প্রভাব, পরাক্রম, শক্তি (ক্ষাত্রতেজ); উত্তাপ, প্রখরতা (রোদের তেজ); ঝাঁঝ (তামাকের তেজ); বীর্য (দুষ্মন্তের তেজে জন্ম)। **তেজন**—শাণিত করা; পালিশ করা।
তেজপত্র, তেজপাতা—তীব্র গন্ধ ও আস্বাদযুক্ত পত্র-বিশেষ (রন্ধনে ব্যবহৃত হয়)।
তেজব'রে—তিয়জ বর, তৃতীয়বার বিবাহকারী।
তেজস্কর—তেজোবর্ধক, তেজালো, দীপ্তিশালী (তেজস্কর ঔষধ; তেজস্কর অসি)। **তেজস্বান্**—বলবান্; প্রভাবশালী; দীপ্তিবিশিষ্ট। স্ত্রী. তেজস্বতী—চই; মহাজ্যোতিস্মতী লতা। **তেজস্বী**—তেজোবিশিষ্ট; দীপ্তিশালী; বীর্যবন্ত; অন্তরে অপ্রতিহত (তাঁহার মত তেজস্বী পুরুষ কখনও অপমান সহ্য করিতে পারেন না)। স্ত্রী. তেজস্বিনী—বীর্যবতী; মহা জ্যোতিষ্মতী লতা।
তেজা—ত্যাগ করা (পদ্যে ব্যবহৃত—তেজিব পরাণ)।
তেজারত—(আ. তিজারত্—ব্যবসায়, কারবার) সুদের ব্যবসায়। **তেজারতী**—সুদের ব্যবসায়; কারবার-সংক্রান্ত; ব্যবসায়।
তেজাব—(ফা. তেয-আব্) এসিড, acid.
তেজাল, তেজালো—তেজস্কর, ঝাঁজালো।
তেজিষ্ঠ—অতিশয় তেজস্বী। **তেজীয়ান্**—তেজিষ্ঠ; তেজস্বী, যে দমে না (তেজীয়ান লোক)। **তেজী**—তেজস্বী; উদ্যমশীল ও দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত; জেদী (তেজী ছেলে); ঝাঁজালো; চড়ন্ত, চড়তি (বাজার এখন তেজী)। **তেজী-মন্দা**—বাজার-দরের ওঠানামা)। **তেজোগর্ভ**—যাহার ভিতরে অগ্নি বা উত্তাপ আছে। **তেজোনিধি**—অগ্নি; সূর্য। **তেজোবন্ত,-মন্ত, তেজোবান্**—তেজস্বী; প্রতাপশালী; বলবান্। **তেজোমণ্ডল**—প্রভামণ্ডল, তেজের দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চল। **তেজোময়**—তেজঃপূর্ণ; জ্যোতির্ময়। **তেজোমূর্তি**—সূর্য; জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্তি। **তেজোরূপ**—জ্যোতির্ময় পুরুষ; ব্রহ্ম। **তেজোহীন**—নির্বীর্য, নিস্তেজ, ম্লান।
তেঞি,-ঞী—(প্রাচীন বাংলা) সেজন্য, সে-কারণ।
তেঠেঙ্গা, তেঠেঙ্গা—ত্রিভঙ্গ। **তেঠেঙ্গিয়া, তেঠেঙ্গে, তেঠেঙে**—ত্রিপদ, তেপায়া।
তেড়চা, তেড়ছা, তেরছা—(তির্যক্) তেড়া, বক্র (তেড়ছাভাবে)। **তেড়া**—যাহা বাঁকিয়া গিয়াছে, টেরা, অসরল, কুটিল (তেড়া বা ত্যাড়া বুদ্ধি)। **তেড়ি,-ড়ী**—যাহা ভেড়া হইয়া আছে; তেড়া সিঁথি, টেরি (তেড়ি কাটা); তেড়া ভাব (এড়ি-তেড়ি করলে বুঝবে মজা)। **তেড়েফুড়ে**—সাহসের সঙ্গে ও স্পষ্টভাবে (তেড়েফুঁড়ে দুকথা বলা)।
তেতলা, তেতালা—ত্রিতল গৃহ; তৃতীয় তল বা পরিচ্ছেদ (তেতলায় উঠা)।
তেতালা—তাল-বিশেষ (জলদ তেতালা; ঢিমে তেতালা—তালের বিলম্বিত ভঙ্গি-বিশেষ; শিথিল ভাব, 'ঢিমে তেতালায় চলা')।
তেতাল্লিশ—(সং. ত্রিচত্বারিংশৎ) ৪৩ এই সংখ্যা।
তেতেরিজা—তিন অংশে বিভক্ত করিয়া জরীপ করা।
তেতো, তেঁত—তিক্ত (তেতো খাওয়া); সুক্তা; বিরক্ত, বিতৃষ্ণাপূর্ণ (মন তেতো হয়ে গেছে—কথ্য)।
তেত্রিশ—(সং. ত্রয়স্ত্রিংশৎ) ৩৩ এই সংখ্যা। **তেত্রিশ কোটি দেবতা**—দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মতান্তরে ইন্দ্র ও প্রজাপতি, এই তেত্রিশ দেবতা; সংখ্যাহীন দেবতা (তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে—বঙ্কিমচন্দ্র)।
তেথরি,-রী—তিন স্তর বা স্তবক-বিশিষ্ট অথবা তিন স্তবকে সজ্জিত; তিন লহরযুক্ত। **তেনরি, তেনরী**—তিন নর বা লহর-যুক্ত (তেনরি মালা)।
তেন—তদ্রূপ, তাদৃশ; বর্তমানে 'যেন' শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (যেন তেন প্রকারেণ—যেমন করিয়া হউক)।

তেনা—(সং. তুন্ন) টেনা, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা।
তেপান্তর—(সং. ত্রিপান্তর) দূরব্যাপী জনমানবহীন মাঠ (তেপান্তরের মাঠে)।
তেপায়া—(সং. ত্রিপদ ; ফা. সেপায়া ; ইং. tripod) তিন পায়াযুক্ত ছোট আধার-বিশেষ।
তেপ্পান্ন—তিপ্পান্ন।
তেফড়কা, তেফড়ঙ্গা—তিনটি ফলক বা দাঁত-যুক্ত ; three-forked.
তেমত, তেমতি, তেমন—তৎসদৃশ, সেরূপ, সেই ধরণের (তেমন করিয়া ; তেমন কথা ; তেমন লোক)। ('তেমতি' কাব্যে ব্যবহৃত হয় ; 'তেমত' বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না)। **তেমনই, তেমনি, তেম্নি**—সেইরূপ, সেই ধরণের ; তৎক্ষণাৎ (যেমন বলা তেমনি দৌড়)।
তেমহলা—ত্রিতল (তেমহলা দালান)। **তেমাথা**—তিন পথের মিলনস্থল, ত্রিপথ। **তেমোহানা, তেমুহানি**—তিন নদীর বা জলপথের মিলনস্থল। **তেমেটে**—তিনবার মাটি লাগাইয়া যাহার পারিপাট্য সাধন করা হইয়াছে (প্রতিমা)।
তেয়জ—তৃতীয়, তৃতীয়বারের। **তেয়াজী গাই**—যে গাই তিনবার বাচ্চা দিয়াছে।
তেয়াগ—(সং. ত্যাগ) ত্যাগ (ব্রজবুলি—তেয়াগে ; তেয়াগিব)।
তের—(সং. ত্রয়োদশ) ১৩ এই সংখ্যা।
তেরচা,-ছা, তেরচ,-ছ—তেড়া, বাঁকা। তেড়চা দ্রঃ।
তেরপল—ত্রিপল দ্রঃ।
তেরস্পর্শ—ত্র্যহস্পর্শ দ্রঃ।
তেরাত্তির, তেরাত্রি—(সং. ত্রিরাত্রি) পর পর তিন রাত (এমন অন্যায় করলি, তোর তেরাত্তির পোয়াবে না)।
তেরিজ—যোগ ; addition.
তেরিমেরি—হিন্দুস্থানী ভাষায় বকাবকি বা অশিষ্ট গালাগালি।
তেরিয়া—ক্রুদ্ধ ; উদ্ধত ; ক্রোধের ফলে অবুঝ ; মারমুখো (তেরিয়া মেজাজের লোক)। **তেরিয়ান**—তেরিয়া মেজাজের লোক।
তেরেট—তালপাতার মত পাতা-বিশেষ (পুঁথি লেখার কাজে ইহা ব্যবহৃত হইত ; স্থায়িত্বের দিক দিয়া ইহা তালপাতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর ছিল)।

তেরেস্তা—(পর্তু. trinta) প্রেমারা পদ্ধতির তাস-খেলায় ব্যবহৃত শব্দ-বিশেষ।
তেল—(সং. তৈল) তিল, সর্ষে প্রভৃতির স্নেহময় পদার্থ (বাদাম তেল ; সরষের তেল) ; প্রাণিদেহের চর্বি (খাসির তেল ; মাছের তেল) ; খনি হইতে প্রাপ্ত তরল দাহ্য-পদার্থ (কেরোসিন তেল ; মোটরের তেল) ; বাড় ; কাউকে গ্রাহ্য না করার ভাব ; স্ফূর্তির আধিক্য (বড় তেল হয়েছে দেখছি)। **তেলকল**—সরষে প্রভৃতি হইতে তেল বাহির করিবার কল। **তেল-কাজলা**—তেলতেলে অর্থাৎ চক্‌চকে কাজল-রং-বিশিষ্টা ('তেল-কাজলা নারী')। **তেল-কালি**—চক্‌চকে গাঢ় কাল রং। **তেল-কুচকুচে, তেল-টুকচুকে**—যেন তেল মাখানো হইয়াছে এমন চক্‌চকে। **তেলচিটা, তেল-চটচটে**—তেল ও ময়লার মিশ্রণের ফলে যাহা দেখিতে কাল ও স্পর্শ করিলে হাতে লাগে। **তেলতামাক**—তেল মাখার পরে ধূমপান। **তেল দেওয়া**—যন্ত্রে তেল দেওয়া ; হীনভাবে খোসামদ করা। **তেলধুতি**—তেল মাখার সময় ব্যবহৃত ধুতি। **তেল-পড়া**—মন্ত্র পড়িয়া ফুঁক দেওয়া হইয়াছে এমন তেল। **তেল মাখা**—গাত্রে তৈল মর্দন করা। **তেল মাখানো**—অন্যের শরীরে তৈল মর্দন করা ; হীনভাবে খোসামদ করা। **তেল হওয়া**—চর্বি হওয়া ; বাড় হওয়া ; বেপরোয়া হওয়া। **তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠা**—তপ্ত তেলে যেমন বেগুন দিলে সশব্দে ফুটিয়া উঠে সেইরূপ হঠাৎ অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া। **আপনার চরকায় তেল দেওয়া**—নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে নজর রাখা।
তেলচাটা,-চোরা—তেলাপোকা, আরশুলা।
তেলতেলে—তৈলচিক্কণ, চক্‌চকে। **তেলা**—তৈলাক্ত (তেলা মাথায় তেল দেওয়া—যাহার আছে তাহাকেই আরও বেশি করিয়া দেওয়া ; পদস্থের খোসামদ করা)।
তেলাকুচা, তেলাকুচ—পটলের মত ছোট ফল-বিশেষ, পাকিলে সুদৃশ্য রক্তবর্ণ হয় (পান খেয়ে ঠোঁট দুটি হয়েছে যেন লাল তেলাকুচ ; পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী)।
তেলাঙ্গ, তেলাঙ্গা, তেলেঙ্গা—তৈলঙ্গ দেশীয়, মান্দ্রাজী।

তেলানো—তৈলাক্ত করা, তেলে পাকানো (হাঁড়ি তেলানো—হাঁড়িতে ব্যঞ্জন রাঁধিয়া তেলে পাকানো)। **তেলানি**—মাটির ছোট হাঁড়ি যাহা দেখিতে তেলতেলে।

তেলাপোকা—আরশুলা।

তেলাম, তেলামি—তৈলমর্দন, খোসামুদি।

তেলি, তেলী—(সং. তৈলিক) তৈল-ব্যবসায়ী; তিলি-জাতি (স্ত্রী. তেলিনী)।

তেলেগু—দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা-বিশেষ।

তেলেঙ্গা—তেলাঙ্গ ও তৈলঙ্গ দ্রঃ।

তেলেনা—সুরের আলাপের পদ্ধতি-বিশেষ (ইহাতে শুধু তেরেনে-তুম্-তানা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়)।

তেলো—মাথার তালু· হাত ও পায়ের তলা।

তেশিরা—তিনটি শির বা পল বিশিষ্ট; মনসা গাছ-বিশেষ। **তেষট্টি**—(সং. ত্রিষষ্টি) ৬৩ এই সংখ্যা। **তেষ্টা, তেস্টা**—(সং. তৃষ্ণা) পিপাসা (কথ্য ভাষা—বড় তেষ্টা পেয়েছে)। **তেসনী**—তিন বৎসরের (তেসনী বাকী খাজনা দিতে হবে)। **তেসরা**—(সং. ত্রিবাসরা; হি. তীস্রা) মাসের তিন তারিখ। **তেসূতী**—তেহারা সূতার বুনানিযুক্ত (তুলনীয়—দোসূতী)। **তেহাই**—তিন ভাগের এক ভাগ; বাদ্যভঙ্গি-বিশেষ। **তেহাতি**—মাপের তিনহাত (তেহাতি লাঠি)।

তেহাত্তর—তিয়াত্তর, ৭৩ এই সংখ্যা।

তেহারা—তিন খেই সূতা একসঙ্গে করা; মোটা।

তৈক্ষ্ণ্য—তীক্ষ্ণতা; উষ্ণতা।

তৈছন—(ব্রজবুলি) তদ্রূপ, তেমনি।

তৈজস—(তেজস্+ষ্ণ) ধাতুদ্রব্য; পিতল, কাঁসা প্রভৃতির পাত্র (তৈজসপত্র); দীপ্ত, ভাস্বর; তেজ হইতে উৎপন্ন। **তৈজসপাত্র**—তৈজসপত্র, থালা-বাসন, ঘটি-বাটি ইত্যাদি। **তৈজসাবর্তিনী**—ধাতুদ্রব্য গলাইবার মুছি।

তৈত্তির—তিত্তিরি পক্ষিসমূহ। **তৈত্তিরীয়**—তিত্তিরি-পক্ষি-সম্বন্ধীয় অথবা তিত্তিরি-প্রোক্ত যজুর্বেদ-শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণ। **তৈত্তিরীয় উপনিষৎ**—উক্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বর্ণিত উপনিষৎ। **তৈত্তিরীয়ক**—যে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ জানে।

তৈনাত, তৈনাতি—(আ. তই'নাৎ—তয়নাত দ্রঃ) নিযুক্ত, বহাল। **তৈনিতি**—সদর-কাছারী হইতে মফঃস্বলে মোতায়েন করা পেয়াদা প্রভৃতি।

তৈয়ম্মম, তৈয়ম্ম ম—(আ. তয়ম্মুম্) নামাজ পড়ার পূর্বে ধূলির দ্বারা দেহের পবিত্রতা সাধন (ওজুর মত ইহারও পদ্ধতি আছে)।

তৈয়ার, তৈরি—(ফা. তইয়ার) প্রস্তুত (খাওয়া তৈয়ার); নির্মিত (তৈয়ার করা, তৈরি করা); শিক্ষাপ্রাপ্ত (লোক তৈরি না হলে কাজ করবে কে ?); (অবজ্ঞার্থক) পরিপক্ব, সেয়ানা; এঁচড়ে পাকা (তৈয়ার ছেলে)। **তৈয়ারি**—যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে; প্রস্তুত করণ।

তৈর্থিক—কপিল, কণাদ প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্রকার; তীর্থযাত্রী; তীর্থবাসী; তীর্থ হইতে আগত, পবিত্র; তীর্থ-সলিল।

তৈল—(তিল+ষ্ণ, তেল দ্রঃ) তেল; তিল, সর্ষে প্রভৃতির নির্যাস; চর্বি-জাতীয় পদার্থ। **তৈলকল্ক**—খৈল। **তৈলকল্কজ,-কিট্ট**—তেলের কাইট। **তৈলকার**—কলু, তেলি। **তৈলচক্র**—ঘানি-গাছ। **তৈলচোরিকা, -চৌরিকা,-পক,-পা,-পায়িকা**—তেলচাটা, আরশুলা। **তৈলদ্রোণী**—তৈলপূর্ণ পাত্র বা কড়াই। **তৈলপক্ব**—তেল দিয়া রান্না করা অথবা ভাজা। **তৈল-পিপীলিকা**—তেল-পিঁপড়ে। **তৈলবীজ**—তিল, সরিষা প্রভৃতি, যাহা পিষিয়া তেল বাহির করা হয়। **তৈলযন্ত্র**—ঘানি-গাছ। **তৈলশাক**—রুই-কাতলার তেলে ভাজা শাক। **তৈলসেক**—প্রদীপাদিতে তেল দেওয়া; তৈল-মর্দন; খোসামদ; পায়ে তেল দেওয়া।

তৈলঙ্গ—(সং. ত্রিকলিঙ্গ) দাক্ষিণাত্যের অঞ্চল-বিশেষ; তৈলঙ্গবাসিগণ, তেলেঙ্গা। **তৈলঙ্গা**—তৈলঙ্গ দেশ-জাত।

তৈলঙ্গী—তৈলঙ্গ-দেশীয়া নারী।

তৈলবট—তৈল ও বট অর্থাৎ অর্থ; ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য স্মার্ত পণ্ডিতকে যে অর্থ দেওয়া হয়।

তৈল-বাটী—ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

তৈলাধার—তেল রাখিবার পাত্র-বিশেষ।

তৈলাভ্যঙ্গ—দেহে তৈল-মর্দন। **তৈলাম্র**—তেলে আম রাখিয়া রৌদ্র-পক্ব করা; আমের আচার। **তৈলিক, তৈলী**—তৈলকার।

তৈলিত—তেলে ভাজা। **তৈলীয়**—তৈল-ঘটিত।

তো—(হি. তব) তবে, তাহা হইলে। 'ত' দ্রঃ।

তো—(ফা. তহ্) ভাঁজ (তো করা—তয় করা, কাপড় ভাঁজ করিয়া রাখা)।

তোঁ—(বৈষ্ণব সাহিত্যে) তুমি, তুই, তোমাকে। তো-সবা—তোরা সব।

তোঁতা—(সং. তন্তু) পাটের সুতা (তোঁতা কাটা—কোন কোন অঞ্চলে 'তাঁ'তো' বলে।

তোক—(আ. ত'ওক্') শৃঙ্খল, যাহার দ্বারা অপরাধীকে বাঁধা হয় (বেড়ী তোক)।

তোকমারি—(ফা. তুখ্‌ম্-ই-রইহ'ান) ইসেব-গুলের মত বীজ-বিশেষ (ফোঁড়ার উপরে পুলটিশ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়, সরবতেও ব্যবহৃত হয়)।

তোকে—অবজ্ঞার্থক অথবা স্নেহার্থক তোমাকে।

তোজদান—কার্তুজ গুলি বারুদ ইত্যাদি রাখিবার থলি।

তোজবার—(আ. তাজের) ব্যবসায়ী, সওদাগর (প্রাচীন বাংলা)।

তোটক—(সং. ত্রোটক) বার অক্ষরের ছন্দ-বিশেষ (পর দীপ-শিখা নগরে নগরে—গোবিন্দচন্দ্র রায়)।

তোড়—(যাহা তোড়ে বা ভাঙ্গিয়া ফেলে) তীব্র স্রোত বা ধারা (জলের তোড় ; বৃষ্টির তোড় ; কথার তোড়) ; আঘাত (ঢেউয়ের তোড়)। **তোড়ক**—যে ভাঙ্গিয়া ফেলে। **তোড়জোড়**—সাগ্রহ আয়োজন (মোকদ্দমার তোড়জোড় হচ্ছে) ; সাজসরঞ্জাম। **তোড়ন**—ভাঙ্গিয়া ফেলা।

তোড়া—(আ. তুর্‌রাহ্) গ্রন্থি ; থলে (টাকার তোড়া) ; স্তবক (ফুলের তোড়া) ; অলঙ্কার-বিশেষ।

তোড়া—(তুড়া দ্রঃ) মুখের উপর অপমানকর কথা বলা ; ভাঙ্গিয়া ফেলা। **তোড়ান**—ভাঙানো ; ক্ষুদ্রতর মুদ্রায় পরিবর্তিত করা (নোট তোড়ান)।

তোড়ী—টোড়ী রাগিণী।

তোতলা, তোৎলা—(যে তোতো করে) ; জিহ্বার জড়তা বশতঃ যাহার কথা মাঝে মাঝে বাধিয়া যায় ; stammerer.

তোতা—(ফা. তুতী) টিয়া, শুক।

তোতোকার, তুইতোকারি—তুই তুই করিয়া বলা ; অসম্মানসূচক কথায় বাদ-প্রতিবাদ।

তোপ—(তুর্কী) কামান। **তোপখানা**—তোপ রাখিবার স্থান। **তোপচী**—যে কামান দাগে। তোপ-দাগা—গোলা-বারুদপূর্ণ কামানে অগ্নি সংযোগ করা। **তোপধ্বনি করা**—সম্মানার্থ কামান দাগা। **তোপে উড়ানো**—তোপ মারিয়া ধ্বংস করা। **তোপের মুখে**—যখন কামান দাগা হইতেছে তাহার সম্মুখে ; অতিশয় বিপত্তিকর অবস্থার সম্মুখে।

তোপচিনি—(ফা. চোবচীনী) লতার মূল-বিশেষ ; china-root.

তোফা—(আ তুহ্‌ফা) উপহার ; চমৎকার, বেশ, ভাল (তোফা খাবার ; তোফা আছি)।

তোবড়া—(ফা. তোব্‌রা—ঘোড়ার দানা খাওয়ার থলি) চোপসানো, টোল খাওয়া।

তোবড়ানো, তুবড়ানো—তোবড়া, টোল খাওয়া ; বার্ধক্যহেতু শুকাইয়া মাঝে মাঝে টোল খাইয়া যাওয়া (গাল তোবড়ানো)।

তোবা—তওবা দ্রঃ। **তোবা তোবা**—অমন কথা আর যেন মুখে না আসে, অমন চিন্তা আর যেন মনে না আসে ইত্যাদি।

তোমর—(সং.) লৌহ-সাবলের মত হস্তক্ষেপ্য অস্ত্র-বিশেষ ; রায়বাঁশ। **তোমরধর**—যে তোমরের সাহায্যে যুদ্ধ করে।

তোমরা—মধ্যম পুরুষের বহুবচনের রূপ। সম্ভ্রমার্থে আপনারা।

তোমা—তুমি, তোমাকে, তোমার। (কাব্যে ব্যবহৃত)। **তোমার**—'তুমি'র সম্বন্ধপদ ; প্রীতি, নির্ভরতা ইত্যাদি ব্যঞ্জক (আমি তোমার, তুমি আমার)। **তোমার গিয়ে**—কথার মাত্রা।

তোয়—(যাহা জগৎ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে) জল ; পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র। **তোয়কর্ম**—তর্পণ। **তোয়কাম**—পিপাসু। **তোয়কৃচ্ছ্র**—ব্রত-বিশেষ, ইহাতে মাত্র জল পান করা হয়। **তোয়চর**—জলচর জন্তু। **তোয়দ, তোয়ধর**—মেঘ। **তোয়দাগম**—বর্ষা-কাল। **তোয়ধি,-নিধি**—সমুদ্র। **তোয়-নীবী**—জল যাহার নীবীবন্ধ তুল্য, পৃথিবী। **তোয়বিম্ব**—জলবুদ্‌বুদ। **তোয়যন্ত্র**—

জল-ঘড়ি; ফোয়ারা। **তোয়রাশি**—সমুদ্র। **তোয়সূচক**—ভেক (বৃষ্টির পূর্বে ডাকে বলিয়া)।

তোয়াক্কা—(আ. তবক্‌কু') প্রত্যাশা, আশা, নির্ভরতা। **তোয়াক্কা না করা**—কে কি বলিবে সেজন্য পরোয়া না করা, কাহারও মুখ না চাওয়া, গ্রাহ্য না করা।

তোয়াজ—(আ তবাদু') শিষ্টাচার, আদর, খাতির, তোষণ (সাধারণতঃ আন্তরিকতা-বর্জিত)। **তোয়াজ করা**—যথেষ্ট খাতির করা, মন জোগানো।

তোয়ান—(টোয়ান দ্রঃ) হাত বুলাইয়া দেওয়া; তল্লাস করা।

তোয়ালিয়া, তোয়ালে, তৌলিয়া—(ইং. owel) সুপরিচিত মোটা গামছা।

তোয়েশ—বরুণ; পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র।

তোর—অবজ্ঞার্থক অথবা প্রীত্যর্থক তোমার।

তোরঙ্গ—(ইং trunk) কাপড়াদি রাখিবার উপযোগী টিনের বা পাত্‌লা লোহার পাতের বাক্স।

তোরণ—[তুর্ (ত্বরা)+অন] বহির্দ্বার, ফটক (নগর-তোরণ); বহির্দ্বারের উপরকার নানা চিত্রখচিত ধনুকের আকৃতির কাষ্ঠখণ্ড, বারান্দা।

তোরপা—নাপিতের ভাড় (তড়পা-ও বলা হয়)।

তোরা—(আ. তুররা) পাগড়ীর উপরকার পাখীর পালকের চূড়া, তোড়া পুষ্পগুচ্ছ।

তোরে—অসম্ভ্রমার্থক ও স্নেহার্থক 'তোমারে'।

তোলক—দাঁড়ি-পাল্লা।

তোলন—তোলা, উত্থাপন করা; ওজন করা।

তোলক্লাম—তুলকালাম দ্রঃ।

তোলপাড়—প্রবল আন্দোলন, মন্থিত। **তোলপাড় করা**—অতিশয় আন্দোলিত করা, মন্থিত করা (পাড়া তোলপাড় করা)।

তোলবল, তলবল, তোলবলে, তলবলে—(ক' তর-ব-তর্) ঘামে ভেজা, রক্তে ভেজা (ঘামে তলবল তাদের শরীর)।

তোলা—এক ভরি বা আশি রতি; হাটের মালিক বা জমিদারের তরফ হইতে বিনামূল্যে কিছু কিছু তরিতরকারি উঠাইয়া লওয়া (ইহা একশ্রেণীর আবোয়াব); উত্তোলিত; সঞ্চিত, ভাণ্ডারে রক্ষিত (তোলা জল; ফসল তোলা হয়ে গেছে)। **তোলা দুধ**—মায়ের দুধ নয়, গরু প্রভৃতির দুধ); পোষাকী (তোলা শাড়ী)।

তোলা—তুলা দ্রঃ। **তোলাপাড়া করা**—মনে মনে নানা ভাবে বিচার করা, মনে আন্দোলিত হওয়া। **সে অপমান তোলা রইল**—মনে রইল, ভবিষ্যতে তার প্রতিবিধান করা যাবে। **কাপড় তোলা**—রৌদ্রে দেওয়া কাপড় উঠানো অথবা পরিধানের কাপড় উঁচু করা। **গা তোলা**—উঠিয়া বসা, উদ্যোগী হওয়া। **গাছে তোলা**—মিথ্যা আশায় আশান্বিত করা (গাছে তুলে মই টান দেওয়া)। **ঘাড় তোলা**—মাথা তোলা। **ঘোড়-তোলা**—উঁচু গোড়ালির। **দুধ তোলা**—শিশুর দুগ্ধ-বমন। **নাক-তোলা**—উন্নাসিক। **পল তোলা**—যন্ত্রাদির দ্বারা খুঁদিয়া মোটা রেখা তোলা। **পিঠের চামড়া তোলা**—নির্মম প্রহার দেওয়া। **মাথা তোলা**—বড় হওয়া; উন্নতি করা; বিদ্রোহী হওয়া। **মুখ তুলে চাওয়া**—করুণা করা। **হাই তোলা**—বড় হাঁ করিয়া নিঃশ্বাস লইয়া অবসাদ জ্ঞাপন করা। **হাত তোলা**—হাত দিয়া মারা। **হেঁসেল তোলা**—ভোজনের পর হেঁসেল পরিষ্কার করা ও উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি মাজিয়া-ঘষিয়া যথাস্থানে রাখা।

তোলো—(হি. তওলা বা তৌলা) বৃহৎ মাটির হাঁড়ি, যাহাতে সাধারণতঃ ভাত রাঁধা হয়। **মুখ তোলো করা বা তোলো হাড়ি করা**—অপ্রসন্ন হইয়া গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকা।

তোল্য—তোলনযোগ্য; তুলনীয়।

তোশক, তোষক—(ফা. তোশক) তুলার পাত্‌লা গদি।

তোশাখানা, তোসাখানা—(ফা তোশা-খানা) ভাণ্ডার; পোষাক-পরিচ্ছদ অথবা মূল্যবান্ আসবাবপত্র রাখিবার স্থান।

তোষ, তোষণ—সন্তোষ, তৃপ্তি; আহ্লাদ; সন্তোষ-সাধন। **আত্মতোষণ**—আত্মসুখ-সাধন। **তোষণ-নীতি**—প্রতিপক্ষকে অথবা সমালোচকবর্গকে আঘাত না দিয়া সন্তুষ্ট রাখিবার নীতি। বিণ. তোষিত—তৃপিত; যাহার সন্তোষ-সাধন করা হইয়াছে।

স্ত্রী. তোষিণী—প্রীতিদায়িনী (গণ-তোষিণী—অন্নদা)।

তোষদান, তোসদান—তোজদান দ্রঃ।

তোষল—মুষল।

তোষা—তুষা দ্রঃ।

তোষামোদ—(ফা. খুশামদ্) খোসামদ, স্তাবকতা। **তোষামুদে**—খোসামুদে।

তোহোবিল—তহ্‌বিল; রেশমের সূতা যে লাটাইতে জড়াইয়া রাখা হয়।

তৌজি,-জী—(আ. তব্‌যী') সৈন্য, জমিজমা, খাজনা ইত্যাদি সম্বন্ধে সরকারী তালিকা। **তৌজিভুক্ত**—তৌজিতে যাহার উল্লেখ আছে। **তৌজি-নবীস**—তৌজি-লেখক।

তৌর্য—মৃদঙ্গাদির ধ্বনি। **তৌর্যত্রিক**—নৃত্য-গীত-বাদ্য।

তৌল—(তুল্—পরিমাণ করা) ওজন, ওজন করিবার যন্ত্র। **তৌল-ঝাঁপ**—বড় দাঁড়ি-পাল্লা, কাঁটা। **তৌলন**—ওজন করা। **তৌলিক**—চিত্রকর; কয়াল।

তৌলা—দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করা।

তৌলী—তুলারাশি।

তৌহিদ—তওহীদ দ্রঃ।

ত্যক্ত—বর্জিত; বিসৃষ্ট; নিক্ষিপ্ত (ত্যক্ত বাণ); বিরক্ত, জ্বালাতন (ত্যক্ত-বিরক্ত)। **সংসার-ত্যক্ত**—সংসার-বিরাগী। **ত্যক্ত-জীবিত**—যে জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছে, মরিয়া। **ত্যক্তলজ্জ**—সঙ্কোচহীন।

ত্যজা—পরিত্যাগ করা, বিসর্জন দেওয়া। **ত্যজন**—বর্জন। **ত্যজ্যমান**—যাহা পরিত্যক্ত হইতেছে।

ত্যাঁদড়, তেঁদড়—(সং. ছিত্বর) দুষ্ট; বেয়াড়া; নির্লজ্জ; ধূর্ত (পূর্ববঙ্গে ত্যান্দর)। বি. ত্যাঁদড়ামি।

ত্যাগ—(ত্যজ্—ত্যাগ করা) পরিত্যাগ, বিসর্জন, সম্পর্কচ্ছেদন (সংসার-ত্যাগ; বন্ধু-ত্যাগ; দেশ-ত্যাগ); দান, জনহিতে বিনিয়োগ (ধন-ত্যাগ; ত্যাগ-ধর্ম); বৈরাগ্য (ত্যাগী পুরুষ; ত্যাগ-মার্গ)। **ত্যাগপত্র**—সম্পর্কচ্ছেদন-পত্র। **ত্যাগী**—স্বার্থত্যাগী; সংযমী; সংসার-ত্যাগী।

ত্যাজ্য—বর্জনের যোগ্য। **ত্যাজ্যপুত্র**—পিতার আশ্রয় ও ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত পুত্র।

ত্যাড়া—তেড়া দ্রঃ।

ত্রপ—লজ্জা। **ত্রপমান, ত্রপী**—লজ্জাশীল। **ত্রপা**—লজ্জাশীলতা; বিনয়; কীর্তি; কুল; কুলটা। **ত্রপিত**—লজ্জিত। **ত্রপিষ্ঠ**—অতিশয় লজ্জিত।

ত্রপান্তর, তৃপান্তর—ত্রিপান্তর, তেপান্তর।

ত্রপু—(যাহা অগ্নিসংযোগে লজ্জিত অর্থাৎ গলিত হয়) সীসা; রাঙ; টিন।

ত্রয়—৩ এই সংখ্যা। **ত্রয়ী**—ঋক্, সাম, যজুঃ—এই তিন বেদ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিন মূর্তি; গৃহিণী; দুর্গা। **ত্রয়ীধর্ম**—বৈদিক ধর্ম। **ত্রয়ীবিদ্যা**—বেদ-বিদ্যা। **ত্রয়ীমুখ**—ব্রাহ্মণ।

ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ—৫৩ এই সংখ্যা। **ত্রয়-পঞ্চাশত্তম**—৫৩ সংখ্যার পূরক (ত্রয়-পঞ্চাশত্তম জন্মবার্ষিকী)—এইভাবে ত্রয়-শ্চত্বারিংশৎ, ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম, ত্রয়ঃষষ্টি,-তম, ত্রয়ঃসপ্ততি,-তম ইত্যাদি।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ—৩৩ এই সংখ্যা। **ত্রয়স্ত্রিংশ, -শত্তম**—৩৩ সংখ্যার পূরক।

ত্রয়োদশ—১৩ এই সংখ্যা। **ত্রয়োদশিক**—মৃতের ত্রয়োদশ দিনে যে-সব শাস্ত্রীয় কর্ম করা হয়। **ত্রয়োদশী**—ত্রয়োদশী তিথি।

ত্রয়োবিংশতি—২৩ এই সংখ্যা। **ত্রয়ো-বিংশ,-বিংশতিতম**—২৩ সংখ্যার পূরক।

ত্রসন—ত্রাস, উদ্বেগ।

ত্রসর—[ত্রস্ (গতি) + অর] মাকু।

ত্রসরেণু—(গমনশীল রেণু) গবাক্ষপথে আগত সূর্যকিরণে যে-সব রেণু সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়।

ত্রস্ত—ত্রাসযুক্ত, ভয়চকিত; ত্বরিত (ত্রস্তপদে বাহির হইয়া গেল)।

ত্রস্নু—ত্রাসশীল; ভীরু।

ত্রাটক—যোগ-পদ্ধতি-বিশেষ (ইহার অভ্যাসে নাকি মনোযোগ বৃদ্ধি হয়)।

ত্রাণ—[ত্রৈ (রক্ষা করা) + অন] বিপদ্ হইতে উদ্ধার, মুক্তি (ত্রাণকর্তা ঈশ্বর)। **সঙ্কট-ত্রাণ**—যাহা সঙ্কট হইতে ত্রাণ করে (সমিতি)। **ত্রাত**—যাকে ত্রাণ করা হইয়াছে। **ত্রাতা**—উদ্ধারকর্তা (ভবত্রাতা)। **ত্রায়মাণ**—যে পরিত্রাণ লাভ করিতেছে; ত্রাণকারী।

ত্রাস—(ত্রস্ + ঘঞ্) ভয়, প্রাণভয়। **ত্রাস-**

জনক—ভীতিকর। **ত্রাসিত**—অতিশয় ভীত।

ত্রাহি—(ত্রৈ+হি—ত্রাণ কর) বাঁচাও। **ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়া**—নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করিয়া সাহায্যের জন্য আকুল প্রার্থনা করা।

ত্রি—(সং.) ৩ এই সংখ্যা। **ত্রিকচ্ছ**—তিন কাছা দিয়া কাপড় পরার প্রাচীন পদ্ধতি-বিশেষ। **ত্রিকটু**—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ। **ত্রিকর্মা**—দান, যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। **ত্রিকাল**—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান অথবা প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকাল। **ত্রিকালজ্ঞ**—যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জানেন, ত্রিকালদর্শী; বুদ্ধ; মুনিঋষি। **ত্রিকুল**—পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল। **ত্রিকোণ-মণ্ডল-ভূমি**—ব-দ্বীপ। **ত্রিগণ**—ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ। **ত্রিগুণ**—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। **ত্রিচক্ষুঃ**—শিব। **ত্রিজগৎ**—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। **ত্রিজাতক**—জৈত্রী, এলাচ, তেজপাতা। **ত্রিতন্ত্রী**—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, সেতার। **ত্রিতল**—তেতালা। **ত্রিতাপ**—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ। **ত্রিদণ্ডী**—সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়-বিশেষ। **ত্রিদশ**—যাহাদের বাল্য, কৈশোর ও যৌবন দশা আছে কিন্তু বার্ধক্য নাই, দেবতা, অমর। **ত্রিদশগুরু**—বৃহস্পতি। **ত্রিদশ-দীর্ঘিকা**—স্বর্গ-গঙ্গা। **ত্রিদশপতি**—দেবরাজ ইন্দ্র। **ত্রিদশমঞ্জরী**—তুলসী। **ত্রিদশবধূ, ত্রিদশবনিতা**—অপ্সরা। **ত্রিদশাঙ্কুশ**—বজ্র। **ত্রিদশাধ্যক্ষ**—বিষ্ণু। **ত্রিদশায়ুধ**—বজ্র। **ত্রিদশাবাস**—স্বর্গ, সুমেরু পর্বত। **ত্রিদশাহার**—অমৃত। **ত্রিদিব**—স্বর্গ (যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ক্রীড়া করেন)। **ত্রিদৃক্**—ত্রিলোচন। **ত্রিদেব**—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। **ত্রিদোষ**—বাত, পিত্ত ও কফের দোষ। **ত্রিদোষঘ্ন**—যাহা বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনের বিকার নষ্ট করে। **ত্রিধা**—তিন দিক দিয়া, তিন অংশে, তিন ভাবে। **ত্রিধামূর্তি**—পরমেশ্বরের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরে ত্রিধা প্রকাশ। **ত্রিধারা**—তিন ধারা যাহার, গঙ্গা। **ত্রিনেত্র**—শিব। **ত্রিনেত্রা**—দুর্গা, কালী। **ত্রিপত্র**—বিল্বপত্র; বেল গাছ; কুশপত্র-ত্রয়ে রচিত দ্রব্য-বিশেষ। **ত্রিপথ**—তেমাথা। **ত্রিপথগা**—গঙ্গা। **ত্রিপদী**—ছন্দো-বিশেষ; তেপায়া। **ত্রিপর্ণ**—পলাশ বৃক্ষ। **ত্রিপুণ্ড্র,-পুণ্ড্রক**—ভস্মাদির দ্বারা ললাটে কৃত রেখাত্রয়। **ত্রিপুরারি**—শিব। **ত্রিফলা**—হরিতকী, আমলকী, বহেড়া। **ত্রিবলি,-লী**—পেটে ও গলায় চামড়ার যে সাধারণতঃ তিনটি করিয়া ভাঁজ পড়ে। **ত্রিভুজ**—তিনটি ভুজের দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র। **ত্রিভুবন**—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল; বিশ্বভুবন। **ত্রিমদ**—বিষয়-মদ, ধন-মদ, আভিজাত্য-মদ অর্থাৎ মোহ। **ত্রিমধু**—ঘৃত, মধু, চিনি। **ত্রিমার্গী**—তেমাথা-পথ। **ত্রিরাত্র**—তে-রাত্তির। **ত্রিরেখ**—শঙ্খ। **ত্রিলৌহক**—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র। **ত্রিবর্গ**—ধর্ম, অর্থ, কাম। **ত্রিবর্ণ**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। **ত্রিবর্ষ**—যাহার বয়স তিন বৎসর হইয়াছে। **ত্রিবর্ষিকা**—তিন-বৎসর-বয়স্কা গবী। **ত্রিবিক্রম**—ত্রিপদের দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ-কারী বামনরূপী বিষ্ণু। **ত্রিবিধ**—তিন প্রকারের। **ত্রিবেণী**—যেখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন হইয়াছে। **ত্রিবেদী**—ঋক্, যজুঃ, সাম—এই তিন বেদ অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ; তেওয়ারী। **ত্রিশক্তি**—কালী, তারা, ত্রিপুরা—দুর্গার এই তিন মূর্তি। **ত্রিশঙ্কু**—স্বনাম-প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নৃপতি, স্বর্গের ও মর্ত্যের মাঝখানে ইঁহার স্থান লাভ হইয়াছিল। **ত্রিশঙ্কুর দশা**—যে আগেও যাইতে পারে না পিছনেও হটিতে পারে না। **ত্রিশীর্ষক**—ত্রিশূল। **ত্রিশূলী**—শিব। **ত্রিশৃঙ্গী**—রুই মাছ। **ত্রিসন্ধ্যা**—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল। **ত্রিসীমা**—তিন দিকের সীমানা; নিকট (ত্রিসীমানায় না যাওয়া)। **ত্রিস্রোতাঃ**—গঙ্গা। **ত্রিহল্য**—যাহাতে তিনবার চাষ দেওয়া হইয়াছে। **ত্রিহায়ণ**—তিন-বৎসর-বয়স্ক। স্ত্রী. ত্রিহায়ণী—তিন-বৎসর-বয়স্কা গাভী।

ত্রিংশ—৩০ এই সংখ্যার পূরক, ৩০ এই সংখ্যা।

ত্রিকচ-কামান—তীরধনু (ত্রিকচ=তীর-কশ্, কামান=ধনুক)।

ত্রিত্ব—তিনের ভাব; ত্রিমূর্তি।

ত্রিশ—৩০ এই সংখ্যা। **ত্রিশা**—ত্রিশ দিন ব্যাপী উৎসব; মাসের ত্রিশ তারিখ।

ত্রিসর—তিল-মিশ্রিত অন্ন।

ত্রুটি,-টী—ন্যূনতা, অভাব; অপরাধ, কসুর; কমতি; অন্যথা (যত্নের ত্রুটি হইবে না)। **ত্রুটিবিচ্যুতি**—ভুল-ভ্রান্তি। **ত্রুটিত**—স্খলিত।

ত্রেতা—দ্বিতীয় যুগ।

ত্রেধা—ত্রিধা, তিন প্রকারে।

ত্রৈকালিক—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই তিন কাল-সম্বন্ধীয়; প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা—এই তিন কাল-বিষয়ক।

ত্রৈগুণ্য—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের ভাব বা সমষ্টি।

ত্রৈধ—ত্রেধা দ্রঃ।

ত্রৈধাতুক—সোনা, রূপা, তামা—এই তিন ধাতুতে নির্মিত।

ত্রৈপুরুষ—তিন পুরুষ ব্যাপী।

ত্রৈবর্গিক, ত্রৈবর্গ্য—ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ-বিষয়ক।

ত্রৈবর্ণিক—ত্রিবর্ণ-জাত।

ত্রৈবার্ষিক—তিন বৎসরে উৎপন্ন বা নিষ্পন্ন বা প্রকাশিত।

ত্রৈবিক্রম—ত্রিবিক্রম-সম্বন্ধীয়।

ত্রৈবিদ্য—ত্রিবেদী।

ত্রৈবিধ্য—তিন প্রকার।

ত্রৈমাতুর—লক্ষ্মণ (কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা—এই তিন মাতার পুত্র)।

ত্রৈমাসিক—যাহা তিন মাসে জন্মে, অনুষ্ঠিত হয় বা প্রকাশিত হয়।

ত্রৈরাশিক—তিন-রাশি-ঘটিত অঙ্ক-প্রণালী; rule of three.

ত্রৈলোক্য—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। **ত্রৈলোক্য-বিজয়া**—ভাঙ্।

ত্রোটক—যাহার দ্বারা ছেদন করা যায়; দৃশ্য-কাব্যের শ্রেণী-বিশেষ। **ত্রোটকী**—রাগিণী বিশেষ।

ত্রোটি,-টী—পাখীর ঠোঁট; পক্ষি-বিশেষ; মৎস্য-বিশেষ। **ত্রোটিহস্ত**—ত্রোটি হস্ত যাহার; পক্ষী।

ত্রোত্র—গরু খেদাইবার পাচনবাড়ি।

ত্র্যংশ—তৃতীয় অংশ।

ত্র্যক্ষ—শিব।

ত্র্যক্ষর—প্রণব, ওঙ্কার-মন্ত্র; ছন্দো-বিশেষ।

ত্র্যঙ্ক—তিন-অঙ্ক-বিশিষ্ট।

ত্র্যঙ্গ—তিন-অঙ্গ-যুক্ত।

ত্র্যঙ্গুল—তিন-অঙ্গুলি-পরিমিত।

ত্র্যম্বক—(তিন লোকের পিতা) শিব; তিন মাতার সন্তান; চন্দ্রশেখর নামে পৌরাণিক রাজা।

ত্র্যশীতি—৮৩ এই সংখ্যা।

ত্র্যষ্ট—চব্বিশ (ত্রিগুণিত অষ্ট)।

ত্র্যস্র—ত্রিভুজ।

ত্র্যহস্পর্শ—একদিনে তিন তিথির স্পর্শ বা সংযোগ; তিন মন্দ বিষয়ের একত্র সমাবেশ (ব্যঙ্গে)।

ত্র্যায়ুষ—বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য—আয়ুর এই ত্রিবিধ অবস্থা।

ত্র্যাহিক—তিন-দিবস-সম্বন্ধীয়; যাহা তিন দিনে হয় (জ্বর)।

ত্ব—অকারান্ত বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের সহিত যুক্ত হইয়া গুণ, অবস্থা প্রভৃতি প্রকাশ করে। তা দ্রঃ। (নবত্ব, মন্দত্ব)।

ত্বক্—[ত্বচ্ (আবরণ করা)+কিপ্] চর্ম, ছাল, বল্কল। **ত্বক্‌চ্ছেদ**—খত্‌না; circumcision. **ত্বক্‌পত্র**—তেজপাতা; দারু-চিনি। **ত্বক্‌পুষ্প**—রোমাঞ্চ; ছুলিরোগ। **ত্বক্‌সার**—যাহার ভিতরে ফাঁপা, বাঁশ।

ত্বগঙ্কুর—রোমাঞ্চ। **ত্বগাধারদেহ**—শামুক প্রভৃতি। **ত্বগ্‌দোষ**—কুষ্ঠরোগ।

ত্বর—ত্বরা; বেগ। **ত্বরমাণ**—যে তাড়াতাড়ি করিতেছে, ক্ষিপ্রকারী।

ত্বরা—ক্ষিপ্রতা; বেগ; সম্ভ্রম। বিণ **ত্বরিত**—সত্বর, তাড়াতাড়ি।

ত্বষ্ট—যাহা চাঁছিয়া পরিপাটি ও সরু করা হইয়াছে। **ত্বষ্টা**—সূত্রধর; বিশ্বকর্মা।

ত্বাচ—ত্বক-সম্বন্ধীয়। **ত্বাচ-প্রত্যক্ষ**—স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বিষয়ের জ্ঞান জন্মিয়াছে।

ত্বাদৃক্, ত্বাদৃক্ষ, ত্বাদৃশ—তোমার সদৃশ।

ত্বিষাম্পীশ, ত্বিষাম্পতি—সূর্য; অর্কবৃক্ষ।

ৎসরু—অস্ত্রের বাঁট বা হাতল। **ৎসরুকুশল**—অসিযুদ্ধে পারদর্শী।

থ

থ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার সপ্তদশ বর্ণ ও 'ত' বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ—মহাপ্রাণ, অঘোষবান ; অকঠিনতা, ঘনত্ব ও গুরুত্ব ব্যঞ্জক।

থ—পর্বত (থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে—ভারতচন্দ্র) ; ভয়ত্রাতা।

থ—(সং. স্থির) হতবাক্, অভিভূত, বোকা (থ করা ; থ খেয়ে যাওয়া ; থ মেরে যাওয়া ; থ হয়ে যাওয়া ; থ বানিয়ে দেওয়া)।

থই—(সং. স্থলী ; হি. থই—স্থান) স্থল, তলদেশ, তলকুল। **থই পাওয়া**—তলকুল পাওয়া। **থই থই করছে**—ব্যাপকতা ও প্রাচুর্য ব্যঞ্জক (জল থই থই করছে ; বৈঠকখানায় লোকে থই থই করছে—বহু লোকের সমাগম হইয়াছে)।

থই—(সং. স্থপতি) থৈকর দ্রঃ।

থউকা—থাউকা দ্রঃ।

থক্‌থক্—তরল দ্রব্যের ঘন-ভাব। বিণ. থক্‌থকে—গাঢ় (ঝোল কমে থক্‌থকে হলে নামাও)।

থকা—(হি. থক্‌না) ক্লান্ত হওয়া ; পরিশ্রান্ত হওয়া। **থকে না**—ক্লান্ত হয় না।

থকার—থ এই বর্ণ।

থকিত—(সং. স্থগিত) স্তব্ধ, শান্ত ; স্থগিত (কাজ থকিত রাখা ; কালা নাম শুনিয়া থকিত হয় চিত—জ্ঞানদাস)।

থতমত—(সং. স্তম্ভিত) অপ্রতিভ, মুখে কথা না সরার ভাব। **থতমত খাওয়া**—কি বলিবে সে সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করা ; অভিভূত হওয়া ; অপ্রস্তুত হওয়া। **থতানো**—থতমত খাওয়া (থতিয়া যাওয়া)।

থপ্—(হি. থাপ্) অকঠিন ও স্থূল দ্রব্যের পতন-শব্দ-জ্ঞাপক (থপ্ করে বসে পড়া ; থপ্ থপ্ করিয়া চলা)। বিণ. থপ্‌থপে—নরম অন্তঃসার-শূন্য ও ভারী ; জরাগ্রস্ত। **থপাস্-থপাস্**—স্থবিরের ন্যায় গমন-ভঙ্গি।

থপ্পড়—থাপড় দ্রঃ।

থবির—স্থবির।

থমক—ঠমক দ্রঃ ; মন্থর গমন-ভঙ্গি (থম্‌কে থম্‌কে—হেলিয়া-দুলিয়া মন্থর গমনে)। **থমকানো**—হঠাৎ থামিয়া দাঁড়ানো (থমকিয়া দাঁড়াইল) ; হঠাৎ উপস্থিত বাধার ফলে আরব্ধ-কর্ম হইতে বিরত হওয়া। বি. থমকানি। **জল থমকানো**—জল স্থির হওয়ার ফলে নীচে তলানি পড়া।

থম্‌থম্—(সং. স্তম্ভ) স্তম্ভিত বা গতিহীন হওয়ার ভাব। **থম্ থম্ করা**—সাময়িকভাবে স্তব্ধ হওয়া ; রসপূর্ণ হওয়া (রাত্রি থম্ থম্ করছে—দূরব্যাপী স্তব্ধতা অনুভব করা যাইতেছে ; সর্দিতে শরীর থম্ থম্ করছে—ভিতরে প্রচুর রসভাব হইয়াছে)। বিণ. থম্‌থমে—জলে বা রসে ভারাক্রান্ত ; সাময়িক-ভাবে গতিহীন (থম্‌থমে মেঘ ; সর্বত্র একটা থমথমে ভাব—সাময়িকভাবে 'কোন ঘটনা ঘটিতেছে না' যদিও আশঙ্কা দূর হয় নাই)। **জল থম্‌থম্ করা**—থৈ থৈ করা।

থর—(সং. স্তর) স্তর, স্তবক, পরত। **থর লাগানো**—থরে থরে সাজানো। **থর গাঁথা**—থরে থরে ফুল সাজাইয়া গড়ে মালা গাঁথা। **থরনামা**—মোটা হওয়ার ফলে পেটে ঘাড়ে বলি-রেখা অঙ্কিত হওয়া। **থরে থরে**—থাকে থাকে, পর পর ; শৃঙ্খলার সহিত। **থরে-বিথরে**—থরে থরে।

থর্‌থর্—দ্রুত কম্পিত হওয়ার ভাব ; ভয়, অবসাদ, বার্ধক্য ইত্যাদির ফলে কম্পিত হওয়ার ভাব (থর্‌থর্ কাঁপিল বসুধা—মধুসূদন)। (লঘু কম্পন সম্বন্ধে থির্‌থির্, থুরুথুরু বলা হয়)। **থর্‌থরানো**—থর্ থর্ করিয়া কাঁপা ; অত্যন্ত ভীত হওয়া। বি. থর্‌থরানি। বিণ. থর্‌থরে।

থরহর, থরহরি—থর্‌থর্। **থরহরি কম্প**—ভয়ে অতিরিক্ত কম্প।

থল—(সং. স্থল) স্থল, ডাঙ্গা (কাব্যে ব্যবহৃত)। **থলকুল**—স্থলকুল। **থলপদ্ম**—স্থলপদ্ম।

থলথল—(প্রাকৃত থল্ল) মাংস, চর্ম প্রভৃতির শিথিলতা-জ্ঞাপক ভাব। বি. থলথলে—স্থূল ও লোল; নরম ও চর্বিযুক্ত (চিতলের থলথলে পেট)। **থলথলানো**—থল থল করা (অবজ্ঞার্থে থসথসানো)।

থলি,-লী, থলিয়া—(সং. স্থলী; হি. থৈলী) কাপড়, চট প্রভৃতি দিয়া তৈরী করা ছোট ঝুলি, থলে; bag.

থলিয়াত, থল্যাৎ—চোরের ভাণ্ডারী; যে চোরাই মাল নিজের ঘরে রাখিয়া চোরকে সাহায্য করে (কোন কোন অঞ্চলে থালোৎ বা থালুৎ বলে)।

থলো—থলির মত; গুচ্ছ, স্তবক (থলো থলো আম ঝুলছে)।

থলে—(সং. স্থলী) থলি, থলিয়া, বস্তা।

থস্‌থস্—শিথিলতার আধিক্যের ভাব। **থস্ থস্ করা**—অত্যন্ত শিথিল হওয়া, পচিবার উপক্রম করা। বিণ. থস্‌থসে—নরম ও অন্তঃসারশূন্য, গলিত (থস্‌থসে ফল; থস্‌থসে শরীর)। (প্রায় গলিত অর্থে 'থুস্‌থুস্'; একান্ত গলিত অর্থে 'থ্যাস্‌থ্যাস্')।

থা—(সং. স্থান; হি. থাহ্) থই, অন্ত; ধারা, দিশা; শৃঙ্খলা (কাজের থা পাওয়া যাচ্ছে না)। **থা পাতানো**—একটা স্থিরতায় পৌঁছা; শৃঙ্খলাবদ্ধ করা।

থাই—থই দ্রঃ; গভীরতা, তলকুল (অথাই জল; থাই দেওয়া—থাই মাপা, জলের গভীরতা বুঝিবার উদ্দেশ্যে দুই হাত আকাশের দিকে তুলিয়া খাড়াভাবে ডুবিয়া যাওয়া)।

থাউকা—(সং. স্তবক; হি. থাক) থোকা, একটি একটি করিয়া নয়, থোকা বা ভাগ হিসাবে (থাউকা দরে বিক্রি)। **থাউকি বেলা**—থকিয়া যাওয়া বেলা, অপরাহ্ণ।

থাক—(সং. স্তবক; হি. থাক) স্তর, স্তবক, তাক (থাকে থাকে বই সাজানো আছে); শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি, ভাগ; হিন্দুর জাতি-বিভাগের পদ্ধতি-বিশেষ, মেল; জমির সীমানা-নির্দেশক পাকা থাম (থাকবস্তি)। **থাককাটা**—স্তবকে, শ্রেণীতে বা ভাগে বিভক্ত। **থাক থাক**—স্তরে স্তরে সজ্জিত। **থাকে থাকে**—স্তরে স্তরে, ভাগে ভাগে।

থাক—থাকুক (থাক সে কথা, তুলে আর কাজ নেই); অবস্থিতি কর (সুখে থাক)। **থাক না**—থাকুক না, রহুক না, ও প্রসঙ্গে কাজ নাই (থাক না, নাই বা বল্লে); থাকুক (আজ থাক না, কাল বলো)।

থাকবস্তি—জমির চৌহদ্দী, খাজনা, দখিলকার ইত্যাদির উল্লেখযুক্ত জরীপ।

থাকা—(সং. স্থা) অবস্থান করা (শান্তিতে থাকা; উৎকণ্ঠায় থাকা); বাস করা (বানর গাছে থাকে); বিদ্যমান থাকা, বাঁচিয়া থাকা (বাপ থাকলে অন্য কথা হতো); মজুদ থাকা (টাকা কি থাকে?); আটকা পড়া (এ জালে মাছ থাকবে না!); দীর্ঘস্থায়ী হওয়া (এ ভাব থাকবে না); অবশিষ্ট থাকা (মাসে যা পাই কিছুই থাকে না; কিছু যদি থাকে সে তোমাদেরই থাকবে); টিকিয়া থাকা, বসবাস করা (ওকে ওরা দেশে থাকতে দেবে না); রক্ষা পাওয়া (মান-মর্যাদা আর থাকবে না; বুড়ো এ যাত্রা থাকবে না যাবে?); সংস্রব রাখা, জড়িত হওয়া (কারো কথায় থেকো না); অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করা (থাক থাক, ঢের হয়েছে)। **থাকন**—থাকা। **থাকয়ে**—থাকে (কাব্যে)। **থাকি থাকি**—থাকিয়া থাকিয়া (কাব্যে)। **থাকা-থাকি**—থাকা না থাকার বিষয়। **থাক গিয়ে, থাকগে**—থাকুক, থাকতে দাও, ছাড়িয়া দাও। **অন্ধকারে থাকা**—অজ্ঞান থাকা, ওয়াকিফহাল না হওয়া। **আঁচে থাকা**—অল্প উত্তাপযুক্ত উনানে বসাইয়া রাখা; কোন ব্যাপার গোপনে বুঝিতে চেষ্টা করা। **কথা থাকা**—কথা বজায় থাকা, কথা অনুসারে কাজ হওয়া। **কথায় থাকা**—কাহারও ব্যাপারে নিজেকে জড়িত করা। **কুলে থাকা**—কুলত্যাগিনী না হওয়া। **খুশী থাকা**—সন্তুষ্ট থাকা, প্রসন্ন থাকা। **ঘরে থাকা**—সংসারধর্ম পালন করা; সন্ন্যাসী না হওয়া; কুলত্যাগিনী না হওয়া। **ঘুমিয়ে থাকা**—নিশ্চেষ্ট থাকা, খোঁজখবর না রাখা। **জাত থাকা**—জাত-ভাইদের বিচারে পতিত বিবেচিত না হওয়া; সম্মান-সম্ভ্রম বজায় থাকা। **জেগে থাকা**—না ঘুমানো; সতর্ক থাকা। **টেঁকে থাকা, টিকিয়া থাকা**—খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া

থাকা ; ব্যবসা-আদিতে ফেল না পড়া। **ডুবে থাকা**—বিভোর থাকা। **ডুব দিয়া থাকা**—আত্মগোপন করা। **তাকে থাকা**—প্রতীক্ষায় থাকা, ওৎ পাতিয়া থাকা। **থেমে থাকা**—কিছুদিনের জন্য নীরব থাকা। **দাঁড়িয়ে থাকা**—দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকা ; ধাক্কা সামলানো ; অপেক্ষা করা। **দাঁতে থাকা, দাঁতের উপরে থাকা**—অনবরত দাঁতখিঁচুনি সহ্য করা। **দেবে থাকা**—সাড়া না দেওয়া ; প্রতিবাদ-আদি না করা। **দোষের মধ্যে থাকা**—জড়িত থাকা, দোষের ভাগী হওয়া। **ধোঁকায় থাকা, ধোঁকার মধ্যে থাকা**—সত্য কি-না, হবে কি না—এই ধরণের অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা ; ভুল ধারণা পোষণ করা। **পড়ে থাকা**—না ঘুমাইয়া বিছানায় শরীর এলাইয়া দিয়া বিশ্রাম করা ; পিছনে পড়িয়া থাকা ; অনাদৃত হওয়া ; ক্রেতা না জোটা। **পেটে থাকা**—বমন না হওয়া ; রাষ্ট্র না হওয়া ; গর্ভপাত না হওয়া। **পেটে থাকা-কালে**—গর্ভাবস্থায়। **মনে থাকা**—বিস্মৃত না হওয়া ; কৃতজ্ঞতার সহিত অথবা প্রতিহিংসা চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে স্মরণ করা। **মরে থাকা**—জীবন্মৃত হইয়া থাকা। **মাথা থাকা**—প্রখর বুদ্ধি থাকা ; মাথা কাটা না যাওয়া ; কঠিন রোষ বা তিরস্কারের ভাগী না হওয়া। **মাথায় থাকা**—সম্ভ্রমের পাত্র বা বিষয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া। **মান থাকা**—সম্মান রক্ষা পাওয়া। **মুখ থাকা**—সম্মান ও প্রতিপত্তি নষ্ট না হওয়া। **সুখে থাকা**—সচ্ছল জীবন যাপন করা ; প্রসন্ন-মনে ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি ভোগ করা ; প্রিয়জনের সহিত মনের সুখে বাস করা।

থাকা—অবস্থিতি, বসবাস (কোথায় থাকা হয় ?) ; বিসর্জনের জন্য প্রতিমা যে আধারের উপরে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

থাকান—ঠেকনো। **থাকানো**—থাকিতে বাধ্য করা।

থাকিয়া থাকিয়া, থেকে থেকে—মধ্যে মধ্যে ; কিছুক্ষণ পর পর (থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে)।

থাকুক—থাক দ্রঃ ; অবস্থিতি করুক, রহুক (সুখে থাকুক) : ছাড়িয়া দাও, ধরিও না (আমার কথা থাকুক, বাপের কথাই সে শোনে না)।

থাড়, থাড়া—(সং. স্তব্ধ ; প্রাঃ থদ্ধ) দণ্ডায়মান। স্ত্রী. থাড়ি, থাড়ী। (ব্রজবুলি)। **বুড়ো-থাড়া**—বৃদ্ধ, স্থবির।

থাড়ানো—দাঁড় করানো, যাহা সাধারণতঃ দৃঢ় নয় তাহাকে দৃঢ়ের মত করা (সুতা থাড়ানো)।

থাতানো—(স্থাপিত ?) থালায় খাদ্য সাজানো। **থাতি**—গচ্ছিত (থাতি ধন)। (প্রাচীন বাংলা)। **থাতামুতা**—কোন রকমে সাজানো-গোছানো ; জোড়াতালি (থাতামুতা দিয়ে রাখলে কি আর থাকে ?)।

থান—(সং. অখণ্ড ; হি. থান) অখণ্ড, আস্তো (থান ইট মাথায় মারা ; এক থান আশরফী) ; এক তানায় বোনা, সাধারণতঃ বিশ গজ পরিমাণ কাপড় (মার্কিনের থান)। **থানকাপড়**—সাদা পাড়ের বিধবার কাপড়। **থানধুতি, থান-ফাড়া ধুতি**—থান হইতে কাটিয়া লওয়া সাদা পাড়ের ধুতি। **থানা থানা রক্ত**—খণ্ড খণ্ড জমাট রক্ত।

থান—(সং. স্থান) স্থান ; নিকট (প্রাচীন বাংলা) ; দেবতার অধিষ্ঠিত স্থান, পীঠস্থান (বাবার থানে মানসিক করা হয়েছে)। **থানে-অথানে**—স্থানে-অস্থানে, সাধারণ স্থানে অথবা মর্মস্থানে। **থান-ছাড়া**—ঠাঁই-নড়া।

থানকুনি,-কুঁড়ি—বন্য শাক-বিশেষ (ইহার রস ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়)।

থানা—(সং. স্থান ; হি. থানা) আড্ডা ; প্রহরার স্থান ; পাহারা (থানা দিয়া বসিয়াছে পশ্চিম-দুয়ারে—মধু) ; পুলিশের এলাকা-বিশেষ ও তাহার আফিস (থানার দারোগা)। **থানা করা**—বিভিন্ন ধরণের বীজের উপযোগী জমি প্রস্তুত করা। **থানাদার**—থানার প্রধান কর্মচারী, দারোগা। **থানা দেওয়া**—পাহারা বসানো, পাহারার জন্য সৈন্য সমাবেশ করা। **থানা-পুলিশ করা**—থানায় এজাহার দিয়া সেখানে বার বার যাওয়া, পুলিশকে নানাভাবে বলা ইত্যাদি কষ্ট স্বীকার করা (মোকদ্দমায় কাজ নেই, থানা-পুলিশ করতে পারব না)।

থাপক—(সং. স্থাপক) সংস্থাপক, প্রতিষ্ঠাতা (আধুনিক বাংলায় ব্যবহার নাই)।

থাপড়, থাপড়া, থাপ্পড়—(হি. থপ্পড়) থপ্ করিয়া করতল-প্রহার, চাপড় ; শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্ম মৃদু করতল-আঘাত। **থাপড়ানো, থাবড়ানো**—চাপড়ানো। **থাপ্পড় দেওয়া**—জোরে চপেটাঘাত করা।

থাপন—স্থাপন (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। **থাপয়ে**—স্থাপন করে (কাব্যে)।

থাপা—স্থাপন করা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

থাপি,-পী—যাহার দ্বারা ছাত, কাঁচা হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদি পেটা হয়।

থাপড়া, থাবড়া—অপেক্ষাকৃত কঠিন থাপড় (থাবড়া খাওয়া—কঠিন থাপড় খাওয়া ; কঠিন-ভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়া)। **এক থাবড়া**—এক থাবলা, এক থাবায় যতটা উঠে (এক থাবড়া গোবর)। **থাবড়া বসানো**—চাপড় কসানো। **থাবড়ি বা থুবড়ি খাইয়া বসা**—করতলের উপরে ভর দিয়া মাটিতে পাছা ঠেসান দিয়া বসা।

থাবা—করতল (থাবা অথবা থাপা দিয়া ধরা) ; জীবজন্তুর নখরযুক্ত সম্মুখের পায়ের তলা ; পাঞ্জা (বাঘের থাবা)। **চিলের থাবা**—চিলের ছোঁ। **থাবায় থাবায়**—থাবা মারিয়া মারিয়া ; থাবলা থাবলা। **থাবাথুবি**—থাবার আঘাত ; ঢাকিবার বা চাপা দিবার প্রয়াস (থাবাথুবি দিয়ে রাখা—কোন রকমে দোষ ঢাকিতে চেষ্টা করা বা ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখা)। **থাবানো**—থাবা দিয়া ধরা ; থাবড়া মারা।

থাম—(সং. স্তম্ভ) খুঁটি, থাম ; ইট-পাথরের স্তম্ভ। **থামে বেঁধে মারা**—যেন পলায়ন করিতে না পারে।

থামা—(সং. স্তন্ভ্) গতি রোধ করা ; স্তব্ধ হওয়া (ঝড়-বৃষ্টি থেমেছে ; মেল এ ষ্টেশনে থামে না ; বক্তৃতা থামাও) ; নিরস্ত হওয়া (মাঝ-পথে থামা—কাজ অসম্পূর্ণ রাখা ; ঢাকের বাদ্য থামলেই মিষ্টি) ; জেদ, তাগাদা ইত্যাদি ত্যাগ করা অথবা কমানো (সংসারের দাবি থামতে চায় না ; ছেলের কান্না থেমেছে) ; সবুর করা (পাওনাদারেরা থামতে চাচ্ছে না) ; প্রশমিত হওয়া (রাগ থেমেছে) ; বন্ধ হওয়া (রক্ত পড়া থেমেছে)। বি. থামন। **থাম থাম**—চুপ কর (বিরক্তি অথবা অপ্রসন্নতাজ্ঞাপক উক্তি)। **মুখ থামানো**—অন্যের আপত্তি বা সমালোচনা বন্ধ করা ; লোভীর মত না খাওয়া (মুখ না থামালে ব্যারাম সারবে না) ; তিরস্কার, বকুনি ইত্যাদি বন্ধ করা। **থামানো**—গতি রোধ করা ; কথা বলা বন্ধ করা ; প্রশমিত করা।

থামাল—থামের মাথা ; দরজার মাথার উপরকার অংশ ; স্তূপীকৃত (থামাল দেওয়া—গাদী দেওয়া—প্রাদেশিক)।

থাম্বা—থাম।

থার্মমিটার—(ইং. thermometer) দেহের তাপ মাপিবার সুপরিচিত যন্ত্র।

থারি,-রী—(সং. স্থালী) থালি, থালা (ডাহিন হাতে বহে ফাগের থারি—রবি)।

থাল, থালা—(সং. স্থাল) কাঁসা, পিতল প্রভৃতি ধাতু-নির্মিত ভোজন-পাত্র ; বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ (থালা বাজাইয়া গান করা)।

থালি—(সং. স্থালী) ছোট থালা ; পাক-পাত্র ; তেল রাখিবার গলাসরু মৃৎপাত্র-বিশেষ।

থাসা—ঠাসা ; মর্দন করা, দলন করা (ময়দা থাসা)। **থাসা মাড়া**—হাত-পা সব দিয়া মর্দন বা দলন করা।

থিক্ থিক্, থুক্ থুক্—বহু ক্রিমি-কীটপূর্ণতা-হেতু বিতৃষ্ণাকর (পোকা থুক্ থুক্ করছে)।

থিত—(সং. স্থিত) সঞ্চিত (থিত করা—সঞ্চিত করা)। **থিতি**—সঞ্চয় ; অবস্থান।

থিতন, থিতানো—(হি. থিরানা) স্থির হওয়া, প্রবাহ-হীন হওয়া (জল থিতানো—জল নাড়া-চাড়া না করার ফলে অথবা পাত্রে রাখিলে নীচে ময়লা জমা)। থিতিয়ে জিরিয়ে কাজ করা—ধীরে সুস্থে কাজ করা।

থিয়েটার—(ইং. theatre) ইয়োরোপীয় পদ্ধতির রঙ্গালয়, অভিনয় (থিয়েটার করা)। **থিয়েটারি ঢং**—নাটকীয় ভঙ্গি।

থির, থীর—(সং. স্থির) অচঞ্চল (থিরবিজুরী) ; অনিমেষ, স্থির, শান্ত, ধীর।

থিসিস—(ইং. thesis) গবেষণামূলক মৌলিক চিন্তাপূর্ণ রচনা (থিসিস আর প্রবন্ধ এক জিনিষ নয়)।

থু, থুঃ, থো—থুথু ফেলার শব্দ ; অপ্রিয় খাবার মুখ হইতে ফেলিয়া দিবার শব্দ ; ঘৃণা, নিন্দা ইত্যাদি প্রকাশক। **থু থু করা**—অতিশয় অবজ্ঞা অথবা নিন্দা প্রকাশ করা।

থুআ, থোয়া, থোওয়া—রাখা, স্থাপন করা; তুলিয়া রাখা। **নাম থোওয়া**—নাম রাখা। **দেওয়া-থোওয়া**—দান করা (লোকটার দেওয়া-থোওয়ার হাত আছে)। **মুখের উপর মুখ থুয়ে বলা**—মুখের উপর কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়া।

থুঁতনী, থুঁথ্নি, থুঁতি—(সং. ত্রোটি; হি. থুঁথনী, থোথী) চিবুক (অবজ্ঞার্থে থোতা—থোতা ভোঁতা করে দেব)। **থুঁতির জোর**—মুখের জোর; কথায় প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিবার ক্ষমতা।

থুক্—(সং. থুৎকৃত) থুথু। **থুক দেওয়া**—থুথু দেওয়া; ঘৃণা প্রকাশ করা; নিন্দা করা।

থুক্ থুক্—থিক্ থিক্ দ্রঃ।

থুড় থুড়, থুত্থুড়, থুত্থুর—অতি কম্প বা অতি বার্ধক্য ব্যঞ্জক। (থুত্থুড়ে বুড়ো—অতি বৃদ্ধ, বার্ধক্য-হেতু যাহার শরীর থুরথুর করিয়া কাঁপে)। বি. থুড়থুড়ানি, থুত্থুড়ানি, থুত্থুড়ুনি।

থুড়া—(সং. থুর্ব—হনন করা) ক্রমাগত আঘাত করা; কুচি কুচি করিয়া কাটা; প্রহারে জর্জরিত করা। **থুড়াথুড়ি**—পরস্পরকে ক্রমাগত নির্মম আঘাত।

থুড়ি—(থুৎকুড়ি) যে কথা বলিয়া ফেলা হইয়াছে তাহা প্রত্যাহারসূচক উক্তি, ইহা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গোক্তি (থান্ত বামনী, থুড়ি, শান্তমণি দেবী তা'হলে তাঁর স্বামীকে আগে ঝাঁটা দেখিয়েছিলেন); ছেলেদের খেলা বন্ধ করিবার অথবা খেলার ধারায় কিছু অদল-বদল করিবার সঙ্কেত।

থুতকার, থুৎকার—থুথু ফেলা, থুথু করা; তীব্র নিন্দা বা ঘৃণা প্রকাশ করা। **থুতকুড়ি, থুৎকুড়ি**—(সং. থুৎকার) থুথু, নিষ্ঠীবন। **থুৎকুড়ি দিয়া ছাতু গোলা, থুথু দিয়া ছাতু মাখানো**—কোন কাজে অশোভন কৃপণতা অথবা বিচারহীনতা দেখানো।

থুতনি, থুথনি, থুৎনি—(সং. ত্রোটি) থুঁতনী দ্রঃ।

থুতু, থুথু—ছেপ, নিষ্ঠীবন। **থুতুখেকো, থুতুখাগী**—হীন উচ্ছিষ্ট-ভোজী, তোষামুদে। **থুতু দেওয়া**—ধিক্কার দেওয়া; ঘৃণা প্রকাশ করা।

থুত্থুড়, থুত্থুর—থুড়থুড় দ্রঃ।

থুতি, থুঁতি—থুঁতনী দ্রঃ।

থুপ,-ব,-বা—(সং. স্তূপ) স্তূপ, রাশি, গোছা, থোপা। **থুপানো, থুবানো**—গুছাইয়া রাখা।

থুপ থুপ—থপ থপ হইতে লঘুতর। **থুপুস্ থুপুস্**—থপ থপ। **থুপি,-পী**—ক্ষুদ্র গুচ্ছ বা স্তূপ। **পাঁচথুপি**—পঞ্চ বৌদ্ধ স্তূপ যেখানে ছিল। **থুপি ঝিঙ্গা**—থোপা থোপা ফলে এমন ছোট ঝিঙ্গা। (বালু প্রভৃতি দিয়া তৈরি-করা কালি শুকাইবার পুঁটলিকেও থুপি বলে)।

থুবড়নো, থুবড়ানো—মাটিতে মুখ ঘষড়ানো। **মুখ থুবড়ে পড়া**—হুমড়ি খাইয়া পড়া, যাহার ফলে মুখ মাটিতে ঘষড়ায়।

থুবড়া, থুবড়ো—(স্থবির ?) অধিক বয়সেও অবিবাহিত। স্ত্রী. থুবড়ী (থুবড়ী মেয়ে—অধিক বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়ে)।

থুরথুরে—থুড়থুড় দ্রঃ।

থুরা—থুড়া দ্রঃ।

থেই-থেই—তা-তা থৈ থৈ দ্রঃ।

থেও—(সং. স্থিত) যাহা সঞ্চিত হইয়াছে (থেও কড়ি)।

থেঁত, থেঁতো—পিষ্ট, যথেষ্ট আহত (পড়ে গিয়ে কপালটা থেঁতো হয়ে গেছে)। **মুখ থেতোঁ করিয়া দেওয়া**—মুখ ছেঁচে দেওয়া; অত্যন্ত লজ্জা দিয়া নিরুত্তর করিয়া দেওয়া।

থেঁতনো, থেঁতানো, থেঁতলানো—আঘাতে পিষ্ট করা; ছেঁচা; দলিত করা (সুপারী থেঁতলে না দিলে বুড়োর পান খাওয়া হয় না; বৌ ছুঁড়ি আমাকে দু'পা দিয়ে থেঁতলায়—বেটা কিছুই বলে না—আঃ দুঃ)।

থেকা—ঠেকা। **থেকানো**—ঠেকানো, রোধ করা। (প্রাদেশিক)।

থেকে—হইতে, তুলনায়, চেয়ে।

থেকো—ঠেকনো, অবলম্বন; একঘরে। (প্রাদেশিক)।

থেলুয়া, থেলো—(সং. স্থালী) নারিকেলের বড় খোল-বিশিষ্ট (থেলো হুঁকা)।

থেবড়া—যাহা থাবার মত বিস্তৃত; ছড়ানো; চেপ্টা (থেবড়ানাকী—যাহার নাক চওড়া ও বসা)। **থেবড়ানো**—ছড়াইয়া দেওয়া;

চেষ্টা করা। **থেবড়ে বসা**—মাটিতে চাপিয়া বসা।

থেহ, থেহা—(বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত) স্থৈর্য, স্থিরাংশ, স্থিতি, অবলম্বন, সার, স্থল ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

থৈকর—স্থপতি। থৈ থৈ—থই দ্রঃ।

থো—ছাতা, ছেদলা (থো ধরা—ছেদলা ধরা)।

থোআ—থোআ দ্রঃ।

থোঁতা—থুঁতনী দ্রঃ। **থোঁতা মুখ ভোঁতা হওয়া**—থুঁতনীযুক্ত বড় মুখ ভোঁতা হওয়া; বড় মুখ ছোট হওয়া।

থোক—(স্তবক?) থোকা, রাশি, সমষ্টি, মোট, একযোগে, একুনে (থোকে পাঁচশ টাকা পাচ্ছ, সে কি কম? **থোকে বিক্রি**—পাইকারী দরে বিক্রি, থাউকা বিক্রি)। **থোকা থোকা**—গুচ্ছ গুচ্ছ; in bunches. **থোকে থোকে**—কিস্তিতে কিস্তিতে।

থোড়—(হি. থোর) কলাগাছের মধ্যের সারাংশ যাহা হইতে মোচা বাহির হয়; মোচার আবরণ-বদ্ধ প্রথম অবস্থা; ধানগাছের গর্ভাবস্থা অর্থাৎ শীষ বাহির হইবার অবস্থা। **থোড়-কলা**—থোড় হইতে সদ্য-নির্গত কলা। **থোড়-ধান বা থোড়মুখী ধান**—যে ধানগাছের ভিতরে থোড় হইয়াছে, অচিরে শীষ বাহির হইবে। **গর্ভথোড়, গর্ভথোড়া**—যে কলাগাছের বা ধানগাছের মোচা বা শীষ বাহির হইবার সময় হইয়াছে (কোন কোন অঞ্চলে গাভথোড়া বা গাবথোড়া বলে)। **থোড়াল**—গর্ভথোড়া বা গাভথোড়ার মত দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট ও লাবণ্যযুক্ত।

থোড়া—(সং. স্তোক) অল্প, যৎকিঞ্চিৎ। **থোড়া-থুড়ি**—অল্প-স্বল্প। **থোড়া থোড়া**—অল্প অল্প করিয়া, অল্প মাত্রায়। **থোড়াই**—কিছুই না, আদৌ না (থোড়াই কেয়ার করি)। **থোড়া বহুত**—অল্পবিস্তর।

থোপ—থুপ, গোছা। **থোপ ধরা**—এক গোছায়। **থোপ থোপ**—গুচ্ছ গুচ্ছ। **থোপনা, থোবনা**—থোপ (থুঁতনী অর্থেও থোবনা ব্যবহৃত হয়)। **থোপনি**—থোপ-বাঁধা কিছু। **থোপা, থোবা**—গুচ্ছ (থোপা থোপা ফুল; চাবির থোপা)।

থোলো থোলো—থোপা থোপা (করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি—রবি)।

থ্যাঁতলানো—থেঁতলানো দ্রঃ।

থ্যাক-থ্যাক—পচা কাদাযুক্ত স্থান বা পচা ঘা সম্বন্ধে বলা হয় (ঘা থ্যাক থ্যাক করছে)। বিণ' থ্যাকথেকে।

থ্যাপ-থ্যাপ—থপ্‌থপ্‌ হইতেও অকঠিন। **থ্যাপথেপে**—একান্ত নরম, কোন রূপ দিবার অযোগ্য।

থ্যাবড়া—থেবড়া দ্রঃ।

দ

দ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার অষ্টাদশ বর্ণ ও 'ত' বর্গের তৃতীয় বর্ণ—স্বল্পপ্রাণ, ঘোষবান্; গাঢ়তা, স্থূলতা, গুরুত্ব ইত্যাদি ভাবের প্রকাশে সাহায্য করে। **হাড়গোড় ভাঙ্গা দ**—দ-এর মত আকৃতি-বিশিষ্ট. জরাজীর্ণ তিন ঠেঙ্গে বৃদ্ধ।

দ—[দা (দান করা)+অ] যে দান করে, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে (বরদ, ধনদ, প্রাণদ)। স্ত্রী. দা (ধনদা, জ্ঞানদা, মোক্ষদা)।

দ—দহ; গভীর জলপূর্ণ স্থান; গর্ত (কালীদ)। **দ পড়া**—দহ বা গভীর গর্ত হওয়া; বিধ্বস্ত হওয়া (ক্ষুধার চোটে পেটে পড়ল দ—দ্বিজেন্দ্রলাল)। **দয়ে মজানো**—অতলে তলাইয়া দেওয়া, সর্বনাশ করা।

দই—(সং. দধি; প্রাকৃ. দহী) দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত সুপরিচিত খাদ্য। **দই-কড়মা**—দই ও ছাতু দিয়া প্রস্তুত ভোগ-বিশেষ। **দই পাতা**—দই প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে গরম দুধে দম্বল দিয়া

পাত্রস্থ করা। **চিনি-পাতা-দই**—দুধে চিনি মিশ্রিত করিয়া যে দই পাতা হইয়াছে। **পান্তাভাতে টোকো দই**—অখাদ্য; অব্যবস্থা। **বাসি দই**—একদিন পূর্বে পাতা দই (বিপরীত সাজ দই—টাটকা দই)। **যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই**—যে ধনের প্রকৃত অধিকারী সে বঞ্চিত হইয়াছে আর নিঃসম্পর্ক কেহ সেই ধন ভোগ করিতেছে। **হাতে দই পাতে দই তবু বলে কৈ কৈ**—যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও খাঁক্তি না মেটা।

দইয়াল—দয়েল দ্রঃ।

দউ—(সং. দ্বৌ) দুই। (বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত)।

দওয়ানো—(হি. দবানা) পায়ে দলা।

দং—(ফা. জঙ্গ; হি. দঙ্গা) বোঝাবুঝি, মল্লযুদ্ধ।

দং—(দরুণ-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) দরুণ, বাবদ।

দংশ—(দন্‌শ্‌+অ) দংশন, কামড় (দন্ত-দংশ); সর্পাঘাত; ডাঁশ (দংশ-মক্ষিকা)। স্ত্রী. দংশী—ছোট ডাঁশ, মশা। **দংশক**—ডাঁশ, দংশনকারী; কুকুর। **দংশন**—কামড়, হুল ফুটানো। **দংশভীরু**—মহিষ।

দংশা—কামড় দেওয়া; হুল ফুটানো (মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে—মধু); পীড়িত করা (মদমাৎসর্যাদির দংশন)। **দংশানো**—দংশন করানো (গ্রাম্য ডংশানো)। **দংশিত**—দন্তাঘাত-প্রাপ্ত, দষ্ট; বর্মবিশিষ্ট।

দংষ্ট্রা—(দন্‌শ্‌+ত্র) যদ্দারা দংশন করা যায়, দন্ত, করাল বা বৃহৎ দন্ত।

দংষ্ট্রাল—বড়-দাঁত-যুক্ত, দাঁতাল। **দংষ্ট্রী**—শূকর; সর্প; দাঁতাল। **দংষ্ট্রায়ুধ**—বন্য বরাহ।

দক, দঁক—কর্দমপূর্ণ স্থান (**দঁকে পড়া**—কাদায় পড়া; একান্ত অসহায় বোধ করা)। **দঁক ভাঙ্গা**—জল-কাদা ভাঙ্গা।

দক—তামাক ইত্যাদির ঝাঁজ (তামাকের দক; চূণের দক)।

দক্ষ—[দক্ষ্‌ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অ] সমর্থ, পটু, নিপুণ; প্রজাপতি-বিশেষ (দক্ষকন্যা—সতী; **দক্ষযজ্ঞ**—দক্ষের শিবহীন যজ্ঞ যাহা শিবের ক্রোধে নষ্ট হইয়াছিল; বিষম ভাঙ্গাচোরা বা ওলট-পালট ব্যাপার); শিবের বৃষ; বৃক্ষ-বিশেষ; কুক্কুট। স্ত্রী. দক্ষা—নিপুণা, কুক্কুটী (দক্ষাণ্ড—মুরগীর ডিম)। **দক্ষতা**—নৈপুণ্য, পটুতা, কার্য-সাধনে ক্ষমতা।

দক্ষিণ—দক্ষিণদিক; দাক্ষিণ্যযুক্ত; অনুকূল; উদার, সরল; নিপুণ; ডাইন (মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে—রবি)। **দক্ষিণ-নায়ক**—বহু নায়িকাতে যে তুল্যরূপে অনুরাগী। **দক্ষিণ-কালিকা**—শিবের বুকে ডান পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন যে কালিকা। **দক্ষিণকেন্দ্র, দক্ষিণ-মেরু**—পৃথিবীর দক্ষিণ-প্রান্ত। **দক্ষিণ-পশ্চিমা**—দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। **দক্ষিণ-মার্গ**—তন্ত্রোক্ত আচার-বিশেষ। **দক্ষিণ-সমুদ্র**—লবণসমুদ্র। **দক্ষিণহস্ত**—ডান হাত; প্রধান সহায় বা অবলম্বন। **দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার**—ভোজন-ব্যাপার।

দক্ষিণা—গুরু, পুরোহিত প্রভৃতির প্রাপ্য অর্থ (গ্রন্থকারের দক্ষিণা—গ্রন্থরচনার জন্য গ্রন্থকারের প্রাপ্য অর্থ; গুরুদক্ষিণা—বিদ্যা-দানের জন্য গুরুর প্রাপ্য অর্থ; ব্যঙ্গার্থে উত্তম-মধ্যম); নায়িকা-বিশেষ; পূর্ব নায়কের প্রতি যাহার সদ্ভাব নষ্ট হয় নাই।

দক্ষিণাগ্নি—দক্ষিণদিকে স্থাপনীয় যজ্ঞাগ্নি। **দক্ষিণাচল**—মলয়পর্বত। **দক্ষিণাচার**—তন্ত্রোক্ত আচার-বিশেষ। **দক্ষিণা, দক্ষিণানিল**—মলয়ানিল। **দক্ষিণাপথ**—দাক্ষিণাত্য। **দক্ষিণাপ্রবণ**—দক্ষিণদিকে ঢালু। **দক্ষিণায়ন**—সূর্যের দক্ষিণ দিকে হেলা; শ্রাবণ হইতে ছয় মাসকাল। **দক্ষিণাবর্ত**—যে শঙ্খের মুখ দক্ষিণদিকে খোলা। **দক্ষিণাবহ**—মলয়বায়ু। **দক্ষিণী**—দক্ষিণ-দেশীয়; যাহা দক্ষিণে অবস্থিত। **দাক্ষিণ্য**—আনুকূল্য; ঔদার্য; দক্ষিণা পাইবার যোগ্য।

দখল—(আ. দখ্‌ল্‌) অধিকার, কর্তৃত্ব; ব্যুৎপত্তি (ইংরেজী ভাষায় দখল আছে)। **দখলকার, দখিলকার**—যে দখল করিয়া আছে; occupant. বি. দখিলকারি—দখল করার কাজ। **দখল করা**—অধিকার করা; জোর করিয়া অধিকার করা বা জবরদখল করা। **দখল দেওয়া**—অধিকার বা ভোগ করিতে দেওয়া; প্রবেশ করিতে দেওয়া। **দখলনামা**—দখলের অধিকারসূচক দলিল। **দখলী স্বত্ব**—দখল-জাত অধিকার। **বে-দখল করা**—দখল না দেওয়া, অধিকারচ্যুত করা। **ভোগ-**

দখল করা—সম্পত্তি দখলে রাখা ও ভোগ করা।

দখিণ,-ন—দক্ষিণ (কাব্যে ব্যবহৃত)। দখিনা, দখ্‌নে—দক্ষিণদিক্ হইতে আগত (দখ্‌নে হাওয়া—কাব্যে ব্যবহৃত)।

দগড়, দগর—(সং. দ্রগড়) চামড়ার ছাওয়া রণ-বাদ্য-বিশেষ, দামামা।

দগড়া—(হি. ডগড়া—দড়ার দাগ)। দগড়া দগড়া হয়ে যাওয়া—দড়া বা রশির মতো দাগ পড়া।

দগদগ—(হি. দগদগ্—উজ্জ্বল) প্রজ্বলিত অগ্নির উজ্জ্বলতাজ্ঞাপক। **দগ দগ করা**—অগ্নিবর্ণ ধারণ করা; দেখিতে আগুনের মত হওয়া (চুলোয় আগুন দগ দগ করছে; ঘা দগ দগ করছে)।

দগধ—দগ্ধ দ্রঃ।

দগ্‌ধানো—দগ্ধ করা। **দগ্‌ধে**—দগ্ধ করে। (কাব্যে ব্যবহৃত)। **দগধিনী**—সন্তাপযুক্তা।

দগ্ধ—(দহ্+ক্ত) যাহা পুড়িয়া গিয়াছে, ভস্মীভূত, ঝলসিত, ভাজা, পোড়ানো (দগ্ধ বার্তাকু)। **দগ্ধ-অদৃষ্ট**—পোড়াকপাল। **দগ্ধকাক**—দাঁড়কাক। **দগ্ধপত্রন্যায়**—পত্র দগ্ধ করিলে তাহাতে পত্রের অবয়ব বিদ্যমান থাকে তবু তাহা পত্র বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, তদ্রূপ। **দগ্ধব্য**—দাহ্য, দাহযোগ্য। **দগ্ধিকা**—পোড়াভাত। **দগ্ধেষ্টকা**—ঝামা ইট।

দগ্ধা—(জ্যোতিষে) অশুভ তিথি (চন্দ্রদগ্ধা, দিনদগ্ধা ইত্যাদি)।

দঙ্গল—(হি. দঙ্গল) দল, পাল, যথেষ্টসংখ্যক লোক, সঙ্গের বহু লোক। **দঙ্গল বাঁধা**—দল বাঁধা। (অবজ্ঞাব্যঞ্জক)।

দজ্জাল—(আ. দজ্জাল) অত্যাচারী, শাসনের বহির্ভূত, দুর্দান্ত (শাশুড়ীটা বড় দজ্জাল)।

দড়—(সং. দৃঢ়) শক্ত, মজবুত; বিচক্ষণ।

দড়কচা—দরকচা দ্রঃ।

দড়কা—তড়কা দ্রঃ।

দড়বড়—শীঘ্র, ত্বরিত (বোধ হয় অশ্বের দ্রুত পদ-বিক্ষেপের শব্দ হইতে)। **দড়বড়ি**—দড়বড় করিয়া; শীঘ্রগতি (ঘোড়ার দড়বড়ি; পলায় দড়বড়ি)। বিণ. দড়বড়িয়া, দড়বড়ে—যে সব কাজ তাড়াতাড়ি করে, ক্ষিপ্রকারী, ব্যস্তবাগীশ (তুলনীয়, তড়বড়ে)।

দড়মা—দরমা দ্রঃ।

দড়া—মোটা দড়ি (দড়াদড়ি)। **দড়াহার**—যে হার দেখিতে দড়ার মত (দড়িহারও বলে)।

দড়ানো—দৃঢ় করা ('রাম দেখি সীতা দেবী দড়াইল মন'); দৃঢ় হওয়া; পরিণতি লাভ করা (আঁটি দড়ায়নি; হাড় দড়ায়নি—শৈশব অবস্থা)।

দড়াম—(হি. ধড়াম) ভারী ও শক্ত কিছু পড়িয়া যাইবার শব্দ (তুলনীয়, ধপাস—জোয়ান মর্দ লোক দড়াম করিয়া পড়ে, মোটা লোক ধপাস করিয়া পড়ে)।

দড়ি,-ড়ী—(হি. ডোড়ী) মোটা রশি, দড়ার তুলনায় কম মোটা। **দড়ি-কলসী**—ডুবিয়া মরিবার বা আত্মহত্যা করিবার উপায় (দড়ি-কলসীও জোটে না)। **দড়িদড়া**—মোটা মোটা রশি। **দড়ি ছিঁড়ে পালানো**—ক্লেশকর বা বিরক্তিকর বন্ধন ছিন্ন করা (প্রিয়তম তা'হলে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছেন বল?—বিদ্রূপে); সংসারের বন্ধন ছিন্ন করা। **দড়ি পাকানো**—দড়ি প্রস্তুত করা; দড়ি দড়ি হওয়া। **গলায় দড়ি**—লজ্জা, ঘৃণা ধিক্কার ইত্যাদি জ্ঞাপক (ছিঃ ঘেন্না গলায় দড়ি—গলায় দড়ি দিয়া মরিতে হয় সেও ভাল; গলায় দড়ি দিয়া মরা—উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করা)। **ছাঁদন-দড়ি**—দুধ দুহিবার সময় যে দড়ি দিয়া দুষ্ট গরুর পিছনের দুই পা বাঁধিয়া দেওয়া হয় যেন নড়াচড়া করিতে না পারে।

দঢ়—দড় দ্রঃ (প্রাচীন বাংলায় দৃঢ়, দৃঢ়সংকল্প ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত)। **দঢ়ানো**—দড়ানো; দৃঢ়সংকল্প হওয়া বা করা।

দণ্ড—ষাট পল বা চব্বিশ মিনিট সময়; অত্যল্প-কাল (এক দণ্ড বসিয়া থাকিবার জো নাই)। **দণ্ডে দণ্ডে**—প্রতি মুহূর্তে (সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়—রবি)। **একদণ্ডে**—মুহূর্তকালমধ্যে (এক-দণ্ডে কি কাণ্ড ঘটিয়া গেল!)। (গ্রাম্য ভাষায় ডণ্ড)।

দণ্ড—[দণ্ড্ (দমন করা)+অ] লাঠি; চার হাত পরিমাণ লাঠি; সন্ন্যাসীর লাঠি (দণ্ড-কমণ্ডলুধারী); রাজশক্তির চিহ্ন-বিশেষ (দণ্ড-ধারী); পাচনবাড়ি; নৌকার দাঁড়; যদ্দ্বারা মন্থন করা হয় (মন্থন-দণ্ড); হাতীর শুঁড়; দণ্ডের মত কিছু (ভুজদণ্ড); বাদ্যযন্ত্রের ছড়ি;

লাঙ্গলের ঈষ; শাসন, শাস্তি, জরিমানা (দণ্ডদান; প্রাণদণ্ড; অর্থদণ্ড); রাজ্য-শাসনের নীতি-বিশেষ; যুদ্ধ; যুদ্ধযাত্রার আড্ডা। **দণ্ডকাক**—দাঁড়কাক। **দণ্ডকা, দণ্ডকারণ্য**—রামায়ণোক্ত বিখ্যাত অরণ্য। **দণ্ডগ্রহণ**—সন্ন্যাস অবলম্বন; শাস্তিগ্রহণ। **দণ্ডঢক্কা**—দামামা। **দণ্ডধর**—রাজা; অপরাধীর শাস্তিদাতা (আজি তুমি হও দণ্ডধর করহ বিচার—রবি)। **দণ্ডন**—দণ্ডদান। **দণ্ডধারী**—রাজা; সন্ন্যাসী। **দণ্ডনায়ক**—সেনাপতি। **দণ্ডনীতি**—রাজ্য-শাসন-নীতি। **দণ্ডনীয়**—দণ্ডার্হ। **দণ্ডপাণি**—রাজা, যম, শিবের অনুচর-বিশেষ। **দণ্ডপাদ**—যে পদদ্বয় ঊর্ধ্বে রাখিয়াছে এমন সন্ন্যাসী। **দণ্ডপারুষ্য**—কঠিন শারীরিক ক্লেশ দিয়া যে দণ্ড দেওয়া হয়। **দণ্ডপাল, দণ্ডপালক**—দ্বারপাল। **দণ্ডবৎ**—ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম, প্রণাম (খুরে খুরে দণ্ডবৎ—পরাজয়-স্বীকার সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি)। **দণ্ডবিধাতা**—বিচারক। **দণ্ডবিধি**—অপরাধের দণ্ড-সম্পর্কিত আইন। **দণ্ডব্যূহ**—ব্যূহ-রচনার পদ্ধতি-বিশেষ। **দণ্ডভৃৎ**—দণ্ডধারী; কুম্ভকার। **দণ্ডমুণ্ডের কর্তা**—সর্বপ্রকার দণ্ড দিবার অধিকার যাহার আছে। **দণ্ডযাত্রা**—দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা; বরযাত্রা। **দণ্ড-সংহিতা**—ফৌজদারী আইন। **দণ্ডসহায়**—দুষ্টের নিগ্রহ-ব্যাপারে রাজার সাহায্যকারী। **দণ্ডস্থান**—দণ্ডদানের স্থান। **দণ্ডাদণ্ডি**—লাঠালাঠি। **দণ্ডায়মান**—যে দাঁড়াইয়া আছে। **দণ্ডার**—কুলালচক্র; ধনুক; বন্ধ-হস্তী। **দণ্ডার্ত**—দণ্ডাঘাতে পীড়িত। **দণ্ডা-হত**—দণ্ডের দ্বারা আহত বা মন্থিত, ঘোল।

দণ্ডি—বস্ত্রসূত্র।

দণ্ডিক—আসাবরদার; দণ্ডধারী; ডানকোনা মাছ।

দণ্ডিত—যাহাকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে (মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত); শাসিত।

দণ্ডী—দণ্ডধারী; যম; পৌরাণিক নৃপতি-বিশেষ; বিখ্যাত অলঙ্কারিক, 'কাব্যাদর্শ'-প্রণেতা।

দণ্ডোৎপল—দণ্ডকলস।

দণ্ডোপবেশী—যে-সব পাখী দাঁড়ে বসে।

দণ্ড্য—দণ্ডার্হ।

দত, দোয়াত—(আ. দবাত্) মস্যাধার।

দত্ত—যাহা দেওয়া হইয়াছে, অর্পিত (ভগবদ্দত্ত শক্তি; দত্তকপুত্র); উপাধি-বিশেষ। স্ত্রী. দত্তা—পরিণীতা। **দত্তক, দত্তকপুত্র**—পোষ্যপুত্র। **দত্তপূর্বা**—বাগ্দত্তা। **দত্ত-হারী, দত্তাপহারী**—যে দান করিয়া পুনর্বার তাহা গ্রহণ করে। **দত্তাত্মা**—যে নিজে আসিয়া দত্তকপুত্র হয়। **দত্তাপ্রদানিক**—দান ফিরাইয়া লওয়া সম্পর্কে মোকদ্দমা। **দত্তাবধান**—মনোযোগী।

দত্তি—দান, বিতরণ।

দত্ত্রিম—দত্তকপুত্র।

দত্যি—দৈত্য (কথ্য ভাষা)।

দদ্রু,-দ্রু—দাদ, চুলি প্রভৃতি। **দদ্রুঘ্ন**—দাদ-নাশক। **দদ্রুণ**—দেদো।

দধি—(হি. দহী) দই। **দধিকর্ম**—দই-কড়মা। **দধিকাদা**—উৎসব-বিশেষ; ইহাতে কাদায় দই মিশানো হয়; সখীতে সখীতে সম্বন্ধ-বিশেষ। **দধিকালি**—শুভঙ্করীর নিয়মে দধির পরিমাণ-নির্ণয়। **দধিকূর্চিকা**—ছানা। **দধিচার**—দধি-মন্থন-দণ্ড। **দধিজ**—ননী। **দধিধর্ম**—বৈদিক-কর্ম-বিশেষ। **দধিপুষ্পিকা**—শ্বেত অপরাজিতা। **দধিপূপ**—দধিসিক্ত পিষ্টক, দৈ-বড়া। **দধিমঙ্গল**—দধি-কাদা উৎসব; বিবাহে আচার-বিশেষ। **দধিমণ্ড**—দধির জলীয় ভাগ। **দধিসক্তু**—দধিমিশ্রিত ছাতু। **দধিসার**—মাখন। **দধিস্বেদ**—ঘোল।

দধীচি, দধীচ—মুনি-বিশেষ, ইঁহার অস্থিতে ইন্দ্রের বজ্র নির্মিত হইয়াছিল।

দধ্যন্ন—দৈ-মাখা ভাত। **দধ্যম্ল**—দম্বল।

দন, দনা—ধানের ওজন-বিশেষ, পাঁচসের।

দনা, দোনা—(সং. দমনক) দণ্ডকলস।

দনু—দানবদের মাতা। **দনুজ**—দানব, অসুর। **দনুজদলনী**—যিনি অসুর দলন করেন, দুর্গা।

দন্ত—(দম্+ত) দাঁত; পর্বতশৃঙ্গ। **দন্তক**—দন্ত; পর্বত হইতে বহির্গত দন্তাকৃতি প্রস্তর। **দন্তকার**—হস্তিদন্তের শিল্পী। দাঁতন। **দন্তঘর্ষ**—দাঁতকড়মড়ি। যাহা দন্ত আচ্ছাদন করে, ওষ্ঠ। **দন্তদর্শন**—দাঁত বাহির করিয়া দেখানো; দাঁতখামাটি;

দাঁত দেখিয়া বয়স নিরূপণ। **দন্তধাবন**—দাঁত-মাজা; দাঁতন। **দন্তপত্রক**—কুঁদফুল। **দন্তপঙ্‌ক্তি**—দাঁতের পাটি। **দন্তপবন**—দাঁত মাজা দাঁতন। **দন্তপুষ্প**—কুঁদফুল। **দন্তবিকাশ**—দাঁত দেখানো; দাঁত খিঁচানো। **দন্তমাংস**—মাড়ি। **দন্তমূলীয়**—দন্তমূল হইতে উচ্চার্য বর্ণসমূহ (ত, থ, দ, ধ, ন, ৯, ল, স)। **দন্তশর্করা**—দাঁতের পাথুরি। **দন্তশিরা**—দাঁতের মাটি। **দন্তশূল**—দাঁত-কন্‌কনানি। **দন্তস্ফুট**—দাঁত বসানো, দুর্বোধ বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রবেশলাভ (সে-তত্ত্বের ভিতরে দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য)। **দন্তহর্ষ**—দাঁত শিড় শিড় করা। **দন্তহীন**—যাহার দাঁত পড়িয়া গিয়াছে; যে-সব জন্তুর দাঁত নাই। **দন্তাদন্তি**—পরস্পরকে দন্তাঘাত করিয়া যুদ্ধ; কামড়াকামড়ি।

দন্তাবল—(দন্ত বল যাহার) হাতী। **দন্তায়ুধ**—শূকর। **দন্তালিকা, দন্তালী**—লাগাম। **দন্তী**—হস্তী; পর্বত। **দন্তুর**—বড় দাঁত বা গজ দাঁতযুক্ত (কদাচিদ্দন্তুরো মূর্খঃ); কুটিল। **দন্তোদ্গম**—দাঁত উঠা। **দন্ত্য**—দন্তদ্বারা উচ্চারিত; দন্তমূলীয়। **দন্তে কুটা বা তৃণ করা**—একান্তভাবে হীনতা স্বীকার করা।

দন্দশূক—সর্বদা দংশনে উদ্যত, হিংস্র, ক্রূর; সর্প।

দপ্—হঠাৎ জ্বলিয়া উঠার ভাব। **দপ্‌দপ্**—দীপ্তভাবে জ্বলার ভাব; তীব্র শিরঃপীড়ার ভাব (মাথার ভিতরটা দপ্‌দপ্ করছে—দব্‌দব্ দ্রঃ)।

দপট, দাপট—(হি. দপট) প্রতাপ; বেগে গমন; বিক্রম (কি কথার দাপট!)।

দপ্তর, দফতর—(আ. দফ্‌তর) কাগজপত্রের সমষ্টি; আফিসের কাগজপত্র; বিভাগ; আফিস। **দফতরখানা**—যে ঘরে কাগজপত্র রাখা হয়; আফিস।

দফতরী, দপ্তরী—যে দপ্তরের হেফাজত করে, কাগজ, কালী, কলম ইত্যাদি রাখে; যে বই বাঁধে, কাগজে রুল টানে ইত্যাদি।

দফ্তি—(ফা. দফ্‌তি) যে মোটা কাগজে বা মলাটে বই বাঁধা হয়।

দপ্প—দর্প (মৌখিক, বিশেষ ক'রে মেয়েলি ভাষা)।

দফা—(আ. দফাহ্) বিষয়, বাবদ; শ্রেণী; বার (দফায় দফায়—ভাগে ভাগে; দফাওয়ারী—দফায় দফায়; দফা বা বাবদ অনুযায়ী); ব্যাপার (তার দফা রফা বা শেষ—সে, বা তাহার জন্য যাহা করিবার ছিল তাহা অকেজো বা নষ্ট হইয়াছে)।

দফাদার—(আ. দফাদার) চৌকীদারদের সর্দার, জমাদার; অশ্বারোহী সৈন্যের উচ্চ কর্মচারী-বিশেষ।

দব—(দু+অ) দাবানল। **দবদহন**—দবাগ্নি। **দবদাহ**—দাবানলের দাহ বা জ্বালা।

দবকানো—উপর হইতে চাপ দেওয়া; ভয় দেখানো; দাবানো।

দব্‌দব্—জ্বলনের ভাব, তাহা হইতে শিরঃপীড়া; উক্ত পীড়ার তীব্রতা-জ্ঞাপক (মাথার ভিতরটা দব্‌দব্ করছে)।

দব্‌দবা—(আ. দব্‌দবহ্) প্রভাব, প্রতাপ, শানশওকত (চৌধুরীদের জমিদারীর আয় তখন যথেষ্ট, দব্‌দবাও ছিল খুব)। **দব্‌রবা**—দব্‌দবা, খ্যাতি-প্রতিপত্তি।

দবাগ্নি—দব দ্রঃ।

দবিরখাস—(ফা. দবীর-ই-খাস) নিজস্ব মুন্সি; Private Secretary.

দবিষ্ঠ—(দূ+ইষ্ঠ) অতি দূরবর্তী। **দবীয়ান্**—অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী। স্ত্রী. দবীয়সী।

দম—(দম্+অ) দমন, শাসন; দণ্ড; ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ; বিকারের হেতু সত্ত্বেও চিত্তকে শাসনে রাখিবার ক্ষমতা (সমদমতিতিক্ষা)। **অরিন্দম**—শত্রু-দমনের ক্ষমতা যাহার আছে। **দমক**—দমনকারী, শাসনকর্তা, পশু প্রভৃতির শিক্ষয়িতা (অশ্ব-দমক); চাপ, বল-প্রয়োগ; বাঁকানো ভাব। **দমক খাওয়া**—চাপ দিয়া বাঁকানো, বাঁকানো (কোমরের কাছে দমক খাওয়া—পল্লীগ্রামে 'ধমক খাওয়া'ই বেশি বলে)। **দমক দেওয়া**—চাপ দিয়া বাঁকানো। **দমন**—দমনকারী; বিনেতা (শত্রুদমন; সর্বদমন; শমনদমন; রাবণ-দমন রাম); শাসন (শত্রুদমনে কৃতকার্য); নত করণ; বশীকরণ; নিবারণ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। বিণ. দমনীয়—দমনযোগ্য; দণ্ডনীয়। **দময়িতা**—দমনকারী; দণ্ডদাতা। স্ত্রী. দময়িত্রী। **দমিত**—শাসিত, বশীকৃত। **দমী**—জিতেন্দ্রিয়; দময়িতা।

দম—(ফা. দম্) নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস (দম নেওয়া ; দম রাখা ; দম ফেলা ; দম ফেলার অবকাশ নাই) ; প্রাণ (দম বাহির হইয়া যাওয়া ; দম থাকিতে কম কিসে ?) ; স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি (কোলের ছেলেতে মায়ের বেশী দম) ; বল, শক্তি ; তারের কুণ্ডলীর স্থিতিস্থাপক ক্ষমতা (ঘড়িতে দম দেওয়া ; দম ফুরাইয়া গিয়াছে ; দমের গদি—spring mattress ; দমের গাড়ী—মোটর গাড়ী) ; বাষ্প, ভাপ (পোলাও দম দেওয়া—ডেকচির মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া ভাপে ভাল সিদ্ধ হইতে দেওয়া ; দমে রাখা—ডেকচি-আদির মুখ বন্ধ করিয়া অল্প আঁচে রাখা) । **আলুর দম**—ঘৃত-মসলাদি-যোগে দমে রান্না করা আলুর তরকারি-বিশেষ । **দমে-ভারী**—যথেষ্ট প্রাণশক্তি-সম্পন্ন, শক্ত ; যাহা সিদ্ধ হইতে সময় নেয় (পুরানো চাল দমে-ভারী) । **দম লওয়া**—বিশ্রাম লওয়া । **কল্কেয় দম দেওয়া**—কল্কে বেশিক্ষণ ধরিয়া টানা । **দমফাটা**—বুকফাটা । **দমসম হওয়া**—দম ফেলিতে না পারা, পেট ফুলিয়া যাওয়া ও শ্বাসকষ্ট হওয়া । **নাকে দম আনা বা হওয়া**—প্রাণ ওষ্ঠাগত করা বা হওয়া । **একদম**—সম্পূর্ণ (একদম মিথ্যা) । **একদমে**—এক নিঃশ্বাসে । **বেদম**—নিঃশ্বাস ফেলিতে না দিয়া ; অনবরত (বেদম প্রহার) ।

দম—(ফা. দম—প্রতারণা) ফাঁকি, প্রতারণা । **দম দেওয়া**—মিথ্যা কথায় ভুলানো, স্তোক দেওয়া । **দমবাজ**—প্রতারক, ফাঁকিবাজ (দমবাজের কথায় ভুলো না) । বি. দমবাজি, দম্বাজী । **দমকল**—দম অর্থাৎ চাপ, বাতাস কিম্বা বলদ্বারা চালিত কল ; water pump (দমকল দ্বারা আগুন নিভানো ; দমকল দ্বারা পুকুর হইতে জল তুলিয়া ফেলা) ।

দমকা—(ফা. দমীদা ; হি. ধমক) হঠাৎ আসা বা ঘটা (দমকা হাওয়া ; দমকা খরচ—হঠাৎ ঘটা প্রচুর খরচ) । **দমকানো**—দমক দেওয়া, চাপ দেওয়া, দমানো ।

দমদম—আঘাত বা প্রহারের শব্দ । **দমদমা**—(আ. দম্‌দমাহ্) চাঁদমারির জন্য প্রস্তুত উচ্চ মৃত্তিকা-স্তূপ । **দমাদম**—ক্রমাগত আঘাত বা প্রহারের উচ্চ শব্দ (পিঠে দমাদম কিল) ।

দমন, দমনীয়, দময়িতা—দম দ্রঃ ।

দময়ন্তী—বিদর্ভ-রাজকন্যা ও নল রাজার পত্নী, পতিব্রতারূপে প্রসিদ্ধা ।

দমা—নত হওয়া ; নিরুৎসাহ হওয়া, পশ্চাৎপদ হওয়া (দমবার পাত্র নয়) ; বসিয়া যাওয়া (দেওয়াল দমে গেছে) ।

দমানো—দমাইয়া দেওয়া ; দমন করা ; নত করা ।

দমিত, দমী—দম দ্রঃ ।

দম্পতি—জায়া ও পতি (কুরি-দম্পতি—শ্রীযুক্ত কুরি ও শ্রীমতী কুরি) ; চক্রবাক-দম্পতি, কৃষক-দম্পতি । **দম্পতি-বরণ**—দানসাগর শ্রাদ্ধে অনুষ্ঠান-বিশেষ ।

দম্ভ—দন্ত (অপ্রচলিত) ।

দম্বদার—দম-মাদার ; মাদার পীরের ভক্তদের 'দম-মাদার' বলিয়া গুরুর নাম জপ করা (নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার, মুখত বলেত দম্বদার—শূন্য-পুরাণ) ।

দম্বল—(সং. দধ্যম্ল) দধ্যম্ল, দইয়ের সাজা ।

দম্ভ—(দন্‌ভ্ + অ) গর্ব, দর্প, লোক দেখানো ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মের আড়ম্বর । **দম্ভক**—প্রতারক (লোক-দম্ভক) । **দম্ভন**—মোহ-উৎপাদন (স্ত্রী-শূদ্র-দম্ভন) । **দম্ভী**—অহঙ্কারী, গর্বিত, প্রবঞ্চক । **দম্ভোক্তি**—দম্ভপূর্ণ উক্তি, বড়াই ।

দম্ভোলি—(দম্ভ-দৈত্য লয়কারী ; অহঙ্কার লয়-কারী) বজ্র ।

দম্য—দমনীয়, শাসনীয় ; ছোট ষাঁড় ।

দয়—দয়া ; উপসর্গের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (সদয় ; নির্দয়) ।

দয়া—[দয়্ (অনুগ্রহ করা) + অ + আ] পর-দুঃখে দুঃখানুভূতি ও তাহা নিবারণের ইচ্ছা ; কৃপা, অনুগ্রহ ; দানশীলতা (তাঁর দয়ায় বেঁচে আছি) । **দয়াকর**—করুণা-নিধান । **দয়াদাক্ষিণ্য**—অনুকম্পা ও দানশীলতা ; অনুগ্রহ, করুণা । **দয়াধর্ম**—দয়া ও ধর্ম ; অনুগ্রহ । **দয়াবান্, দয়াময়, দয়ালু**—কারুণিক, কৃপালু । **দয়াবীর**—অনুকম্পা ও দানশীলতা যাঁহার প্রকৃতির ধর্ম, এরূপ দান-শীলতায় যিনি নিজেকে বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হন না । **দয়ার্দ্র**—করুণায় বিগলিতচিত্ত ।

দয়াল—পরদুঃখে একান্ত কাতর ও দানে সর্বদা তৎপর ; পরম করুণাময় (দয়াল, পার কর ভবসিন্ধু) ।

দয়িত—(দয়্+ক্ত) প্রিয়, প্রেমপাত্র, বল্লভ। স্ত্রী. দয়িতা—প্রণয়িনী; ভার্যা।

দয়েল, দোয়েল—(দধিয়াল—পাখার দুই ধারে দধিবৎ শ্বেত-চিহ্নের জন্য) সুপরিচিত ছোট পাখী; শিসের জন্য বিখ্যাত।

দর—(দৄ+অ) গহ্বর, গর্ত (মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে—ভারতচন্দ্র)। **দর করা**—খুঁটি পোঁতার জন্য গর্ত করা।

দর—অল্প (দরবিগলিত—অল্পবিগলিত, কোঁটা কোঁটা করিয়া); প্রবাহ, স্রোত (দর দর করিয়া চোখ দিয়া জল পড়া)।

দর—মূল্য, দাম; মর্যাদা (উঁচু দরের লোক)। **দরকষাকষি**—দর সম্বন্ধে ক্রেতা ও বিক্রেতার বোঝাবুঝি। **দরদস্তুর**—যথার্থ মূল্য নিরূপণের চেষ্টা অথবা মূল্য কমাইবার চেষ্টা। **দর বাঁধা**—মূল্য ধার্য করা। **দরে কস্তুরি**—দরে কম করা। **দর কাটা**—দরে কিছু কম দেওয়া; দর বাঁধা।

দর—(ফা. দর্—অধীন) অধস্তন, অধীন। **দরপত্তনী**—পত্তনীর অধীন পত্তনী। **দর-ইজারা**—ইজারার অধীন ইজারা।

দরওয়াজা, দরজা—(ফা. দরবাজহ্) দ্বার, ফটক (দরজা থেকে ফকির বিদায় করা); কপাট (দরজা ভাঙ্গা)।

দরওয়ান—(ফা. দর্বান্; সং দ্বারবান্) দারোয়ান, দ্বাররক্ষক।

দরকচা—ভিতরে কিছু কাঁচা কিন্তু বাহিরে পাকা। **দরকচা মারা**—কিছু পাকা কিছু কাঁচা হওয়া; সুপরিণতি লাভ না করা।

দরকার—(ফা. দরকার) প্রয়োজন। বি. দরকারী—প্রয়োজনীয় (দরকারী জিনিষপত্র; দরকারী কথা)।

দরখাস্ত—(ফা. দর্খ্বাস্ত্) আবেদন-পত্র, আর্জি, প্রার্থনা। **দরখাস্তকারী**—আবেদনকারী, প্রার্থী।

দরগা, দর্গা—(ফা. দর্গাহ্) পীরের কবর বা স্মৃতি-চিহ্ন। **দরগায় শীর্ণি বা শীন্নি দেওয়া**—পীরের দরগায় মানসিক করিয়া দুধ চিনি এবং চাল অথবা ময়দা দিয়া প্রস্তুত খাদ্য উপহার দেওয়া; বাতাসা, মিষ্টান্ন, ফলমূল অথবা মুরগী, পায়রা, খাসী—এসবও আস্ত অথবা রন্ধন করিয়া উপহার দেওয়া।

দরগুজার—(ফা. দর্গুজ়্'রনা) অগ্রাহ্য করা; যাহা মাফ করা হইয়াছে।

দরজা—দরওয়াজা দ্রঃ।

দরজী—(ফা. দর্যী) যে জামা কাটে ও সেলাই করে; সূচিকর্মজীবী; খলিফা।

দরদ—(দৄ+অদ) পর্বতের অত্যুচ্চ স্থান; ম্লেচ্ছ জাতি-বিশেষ; ভয়প্রদ।

দরদ—(ফা. দর্দ্) বেদনা, ব্যথা (সমস্ত গায়ে দরদ হয়েছে); করুণা, মমতা; সহানুভূতি (কারো জন্য দরদ নাই); অনুভূতি, সহৃদয়তা, আন্তরিকতা (দরদ দিয়ে লেখা; সুরে দরদ আছে)। **দরদী**—সমব্যথী, সহানুভূতিশীল (কৃষকের দরদী বন্ধু)।

দরদর—দর ২ দ্রঃ; অশ্রান্ত প্রবাহে; অবিরল ধারায়।

দরদালান—(ফা.) বাহিরের দালান; হলঘর।

দরপণ,-ন—(বৈষ্ণব সাহিত্যে) দর্পণ, আরশি।

দরপরদা—(ফা.) পর্দা, দীর্ঘপর্দা, যাহার দ্বারা কামরার এক অংশ আড়াল করা যায় (দরপরদা টাঙানো)।

দরপেশ—বিচারকের সামনে পেশ বা স্থাপিত।

দরবস্ত, দরোবস্ত—সমস্ত, যাবতীয়। **দরোবস্ত হকুক**—সমস্ত অধিকার অর্থাৎ স্বত্বাধিকার।

দরবার—(ফা.) রাজ-সভা; জমিদারের কাছারি; বিচার-স্থান; রাজ-প্রতিনিধির সভা (লাট-দরবার); অভিযোগ; শাসক-স্থানীয় লোকদের সহিত জমাজমি, দেশ-শাসন প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা (কমিশনার সাহেবের কাছে দরবার করিয়া দেখা যাক, ফল হয় কি না)।

দরবিগলিত—দর দ্রঃ।

দরবেশ—(ফা. দর্বেশ) ভিক্ষার্থী; ফকির; সংসারবিরাগী; মিঠাই-বিশেষ।

দরমা—(হি.) নলের চাটাই; বাঁশের চাটাই।

দরমাহা, দরমা—(ফা. দরমাহা) মাসিক মাহিয়ানা। **দরমাহাদার**—মাসিক বেতন লইয়া যে কাজ করে।

দরমিয়ান—(ফা.) মধ্যে, অন্তর্বর্তী।

দরশ, দরশন—(সং. দর্শ, দর্শন) দর্শন। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

দরহাম, দিরহাম—(আ. দর্হম্) রৌপ্যমুদ্রা-বিশেষ।

দরাজ, দারাজ—(ফা. দরাজ) দীর্ঘ, দূর-প্রসারিত ; লম্বা-চওড়া ; ব্যয়ে অকুণ্ঠিত। **দরাজ গলা**—যে গলায় উঁচু-নীচু সুর অবাধে খেলে। **দরাজ-দিল**—ব্যয়ে অকাতরচিত্ত। **দরাজ-হাত**—খোলা-হাত। **হাত দরাজ করা**—গায়ে হাত তোলা। বি. হাত-দরাজি—অপরকে মারধোর করা।

দরাণি,-নি—গলন, ক্ষরণ। **দরানো**—গলানো ; মন গলানো।

দরি,-রী—পর্বতগহ্বর (গিরিদরি বন) ; কুরূপা ভার্যা ('একা ভার্যা সুন্দরীবা দরীবা') ; (হি. দরী) শতরঞ্চি।

দরিত—ভীত, শঙ্কিত ; বিদীর্ণ, বিভক্ত।

দরিদ্র—[দরিদ্রা (নির্ধন হওয়া)+অ] নির্ধন, দীন কাঙ্গাল ; রহিত ; হৃতশক্তি (বড়ই দরিদ্র শূন্য বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার—রবি)। বি. দরিদ্রতা, দারিদ্র্য—বিত্তহীনতা ; রাহিত্য (চিন্তার দারিদ্র্য)। **দরিদ্র-নারায়ণ**—দরিদ্র জনগণরূপী নারায়ণ, দরিদ্র হইলেও একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র। বিণ. দরিদ্রিত—নির্ধনী-কৃত, দুর্গত।

দরিয়া—(ফা) সমুদ্র, পাথার (অকুল দরিয়া) ; বড় নদী। **মাঝ দরিয়ায় তরী ডোবা**—সমূহ সর্বনাশ ঘটা।

দরিয়াপ্ত, দরিয়াফ্ত—(ফা.) বিবেচনা, বিচার ; অনুসন্ধান (একটু দরিয়াপ্ত করে দেখলে না তার কি হবে ?)।

দরী—দরি দ্রঃ।

দরুন—(ফা.) বাবদ, সম্পর্কিত, হেতু [দত্তদের দরুন জোতটা ; চোখে না দেখার দরুন কষ্ট)।

দরূদ—(ফা.) প্রশংসা-কীর্তন (লাখবার দরূদ পড়া)।

দরোয়ান—দ্বারবান।

দর্গা—দরগা দ্রঃ। দর্জি—দরজী দ্রঃ।

দর্দুর—[দৃ (ভীত হওয়া)+উর] ভেক ; বাদ্য-বিশেষ ; পর্বত-বিশেষ ; মেঘ। স্ত্রী. দর্দুরা—দুর্গা।

দদ্রু, দদ্রু—দদ্রু, দাদ।

দর্প—(দৃপ্+অ) গর্ব, অহঙ্কার ; অন্যকে খাট করিবার ইচ্ছা ; শ্লাঘা।

দর্পক—উদ্দীপক, উত্তেজক ; মদন।

দর্পণ—(দর্পি+অনট্—যাহা হৃষ্ট করে) মুকুর, আর্শি, আয়না (চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত)।

দর্পহার, দর্পহারী—যিনি দর্প হরণ করেন (দর্পহারী মধুসূদন)। **দর্পিত**—গর্বিত (বল-দর্পিত)। **দর্পী**—গর্বিত, দাম্ভিক। স্ত্রী. দর্পিনী।

দর্বি, দর্বী—হাতা, ডাবু ; তাড়ু ; ফণা। **দর্বিকা**—দর্বি। **দর্বীকর**—ফণাধর, সর্প ; হাতা-নির্মাণকারী।

দর্ভ—[দৃন্‌ভ (গ্রন্থন করা)+অ] কাশ, কুশ, তৃণ। **দর্ভময়**—কুশ-নির্মিত। **দর্ভাসন**—কুশাসন অথবা তৃণের আসন। **দর্ভাঙ্কুর**—কুশাঙ্কুর।

দর্ভট—নির্জন গৃহ।

দর্শ—(যে তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র একত্র দেখা হয়) অমাবস্যা (**দর্শযামিনী**—অমাবস্যার রাত্রি) ; অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ-বিশেষ ; দর্শন। **দর্শক**—যে দর্শন করে ; যে দেখায় (দোষ-দর্শক)। **মার্গদর্শক**—পথপ্রদর্শক ; পর্যবেক্ষক, পরিদর্শক।

দর্শন—অবলোকন, দেখা (পুত্রমুখ দর্শন) ; আকৃতি (প্রিয়দর্শন ; ভীষণদর্শন) ; জ্ঞান, উপলব্ধি (আত্মদর্শন) ; চক্ষু ; তত্ত্ব-চিন্তা-বিষয়ক শাস্ত্র, জ্ঞান-শাস্ত্র (ষড়্‌দর্শন ; মার্ক্সীয় দর্শন)। **দর্শনপথ**—দৃষ্টিপথ। **দর্শন-প্রতিভূ**—হাজির-জামিন, দোষীকে বিচারক-সমীপে হাজির করিবে, এই মর্মে যে জামিন হয়। **দর্শনী**—দর্শনকালে দেওয়া প্রণামী বা নজর ; ভিজিট (দর্শনী না দিলে পাণ্ডা ছাড়িবে কেন ? কন্যা-দর্শনী ; ডাক্তারের দর্শনী)। **দর্শনীয়**—দেখিবার যোগ্য ; সুন্দর, মনোজ্ঞ। **দর্শনেন্দ্রিয়**—চক্ষু। **দর্শয়িতা**—প্রদর্শক ; উপদেষ্টা ; দ্বারপাল।

দর্শাত্যয়—শুক্লপ্রতিপদ, অর্থাৎ অমাবস্যার অন্তর্ধান।

দর্শিত—যাহা দেখানো হয়, প্রকাশিত, প্রকটিত, প্রতিপাদিত। **দর্শী**—দর্শক, দ্রষ্টা ; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (অদূরদর্শী ; পরিণামদর্শী ; সূক্ষ্মদর্শী ; ত্রিকালদর্শী)। স্ত্রী. দর্শিনী।

দল—[দল্ (ভেদ করা, বিদীর্ণ হওয়া)+অ] পত্র, পাতা (নলিনীদলগত জল ; বিল্বদল) ; পাপড়ি (কমলের দল) ; অস্ত্রফলক ; খাপ,

কোষ; রাশি, সমূহ, ঝাঁক (জলদল; সৈন্যদল; পক্ষিদল); সম্প্রদায়, পার্টি (দলগত স্বার্থ; কীর্তনের দল); সেহালা; জলের উপর ভাসমান উদ্ভিদ্ (দলচরী টাটু; দলপিপি); চওড়াই, বেধ (তক্তাখানা দলে বেশ পুরু)। **দলছাড়া**—একক, স্বতন্ত্র; দল হইতে পৃথক। **দলটাটু**—দলচরী টাটু; দানা না খাইয়া যে টাটু শুধু দলেই চরে। **দলবল**—নিজের দলের লোকজন। **দল বাঁধা, দল পাকানো**—দল তৈরী করা, দল জোটানো। **দলে দলে**—বহু দলে বিভক্ত হইয়া; বহু লোক; পালে পালে। **দলপতি**—দলের সর্দার। **দলে পুরু**—দলে ভারী। **দলভুক্ত**—দলীয়, দলের অন্তর্গত। **দলাদলি**—বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা; দুই দলের পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি।

দলই, দলুই—সৈন্যাধ্যক্ষ।

দল্‌দলে—কিছু শক্ত কাদার মত; নরম; শিথিল; দোলায়িত।

দলন—মর্দন; নিপীড়ন; হরণ; দলনকারী (বিপক্ষদলন; দানবদলনী)। **দলন-মলন, দলাই-মলাই**—অশ্বের অঙ্গ-মর্দন; তাহা হইতে, শরীরের বাহ্য যত্ন-আদি (শুধু দলাই-মলাই করলে তো আর হবে না, দানাও চাই)।

দলমল—আন্দোলিত, দোদুল্যমান। **দলম্মল**—যাহা ক্রমাগত ও ব্যাপকভাবে দুলিতেছে (দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা—ভারতচন্দ্র)।

দলা—(সং. দলি) ডেলা, পিণ্ড; ছোট চাঙড়া।

দলা—দলন করা; পদদলিত করা (যেও না হৃদয় দলি—রবি)। **দলানো**—পদদলিত বা মর্দন করানো।

দলান—দালান (প্রাদেশিক)।

দলি—[দল্ (হলাদির দ্বারা ভেদ করা)+ই] ঢিল; মাটির ছোট চাঙড়া।

দলিজ, দলুজ—দহলীজ দ্রঃ।

দলিত—পিষ্ট, পীড়িত, মর্দিত (দলিত ফণিনী)।

দলিল—(আ. দলীল) লিখিত প্রমাণ; document; লেখ্য। **দলিল-দস্তাবেজ**—দলিল ও তত্তুল্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজ-পত্র। **দলিল পেশ করা**—বিচারকের সামনে লিখিত প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা; যাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে এমন কাগজ-পত্র উপস্থাপিত করা। **দলিলী প্রমাণ**—লিখিত কাগজ-পত্রাদির অথবা তত্তুল্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

দলুয়া, দলো—গুড়ের জলীয় ভাগ শুকাইয়া ফেলিয়া যে চিনি পাওয়া যায়।

দশ—(সং. দশন্) ১০ এই সংখ্যা; সর্বসাধারণ (দশের মুখে জয় দশের মুখে খয়; দশের কথায় কান দিলে কি সব সময় চলে?)। **দু-দশ**—কিছু (দু-দশ টাকা উপার্জন করত)। **দশক**—দশ সংখ্যা, এককের বামের অঙ্কের স্থান। **দশকণ্ঠ, দশকন্ধর, দশগ্রীব**—রাবণ। **দশকর্ম**—দ্বিজাতির গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার। **দশকর্মান্বিত**—এরূপ অনুষ্ঠানাদিতে দক্ষ; চৌকস। **দশক্রিয়া**—দশকের গণনা-বিশেষ। **দশকুমার-চরিত**—দণ্ডি-প্রণীত বিখ্যাত সংস্কৃত উপন্যাস। **দশক্রুশী, দশক্রোশী**—দশ ক্রোশের পথ। **দশগ্রামী**—দশখানি গ্রামের মালিক। **দশচক্র**—দশ জনের চক্রান্ত (দশচক্রে ভগবান ভূত)। **দশদশা**—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি ইত্যাদি মানুষের কামজ দশ অবস্থা, অথবা গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য-আদি দেহজ দশ অবস্থা। **দশদিক্**—উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, অগ্নি প্রভৃতি আট কোণ এবং ঊর্ধ্ব ও অধঃ; সব দিক্; সর্বত্র। **দশধা**—দশপ্রকার; দশবার। **দশনামী**—শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের দশ শাখা। **দশপঁচিশ**—কড়ি খেলা-বিশেষ। **দশবল**—দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য, ধ্যান ইত্যাদি দশবল-যুক্ত, বুদ্ধদেব। **দশবিধ**—নানাপ্রকার। **দশবিশ**—কিছু, অল্পবিস্তর। **দশমহাবিদ্যা**—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দশ আদ্যা-শক্তি। **দশহাত বল**—দশ হাত থাকিলে যেমন বল অনুভব করা যায় তেমন বল; অন্তরে অশেষ শক্তিলাভ (এই কথা শুনে আমার দশহাত বল হলো)। **দশহাত পানির বা জলের নীচে পড়ে যাওয়া**—উদ্ধার বা সিদ্ধি অতিশয় কষ্ট-সাধ্য হওয়া।

দশন—(দন্‌শ্+অন) দাঁত; পর্বতশৃঙ্গ। **দশন-কপাটী**—দাঁত-কপাটী। **দশনচ্ছদ**—ওষ্ঠ। **দশনবসন**—ওষ্ঠ। **দশনবীজ**—ডালিম

গাহ। **দশনাংশু**—দন্তরুচি; দন্তের প্রভাব। **দশনাঙ্ক**—দন্তাঘাতের চিহ্ন।

দশম—দশের পূরক। **দশমের ন্যায়**—ন্যায়রঃ। **দশমাবতার**—কল্কী অবতার।

দশমিক—অখণ্ড রাশির দশ ভাগের এক ভাগ; decimal.

দশমী—দশমী তিথি। **দশমীদশা**—মৃত্যু। **দশমীস্থ**—বৃদ্ধ। **দশমূল**—পাঁচন-বিশেষ। **দশমেসে**—দশ মাসের (দশমেসে পোয়াতী—আসন্নপ্রসবা)। **দশযোগ**—বিবাহাদি কার্যে বর্জনীয় দোষ-বিশেষ। **দশরথ**—যাঁহার রথ দশদিকে প্রধাবিত হয়, রামচন্দ্রের পিতা। **দশরূপভৃৎ**—বিষ্ণু। **দশবাজী**—দশ ঘোড়ার রথ যাহার, চন্দ্র। **দশবার্ষিক**—যাহা দশবৎসরে নিষ্পন্ন হয়। **দশশত**—এক সহস্র। **দশসালা-বন্দোবস্ত**—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; permanent settlement. **দশহরা**—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লদশমী তিথি; দশবিধ পাপনাশক; গঙ্গার জন্মদিন; বিজয়া দশমী উৎসব।

দশা—বস্ত্রপ্রান্ত; দশী, শলিতা; ভাব, অবস্থা; অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ ইত্যাদির দশকামজ দশা; গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য ইত্যাদি দশবিধ শরীরজ দশা; জন্মকালে গ্রহের অবস্থান (রবির দশা; শনির দশা); ভক্তির নয় ভাব (শ্রবণ, কীর্তন, পদসেবা, দাস্য, নিবেদন ইত্যাদি); ভক্তির আধিক্যে সমাধিস্থ বা অজ্ঞান হইয়া পড়া (দশা আসা); অবস্থা, দুর্দশা (কি দশা তোমার হয় তা দেখ); ধরণ। **দশাবতার**—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি বিষ্ণুর দশাবতার। **দশা-বিপর্যয়**—দুরবস্থা; অবস্থার শোচনীয় পরিবর্তন।

দশাশ্বমেধঘাট—কাশীর বিখ্যাত গঙ্গার ঘাট (এখানে ব্রহ্মা দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন)।

দশাসই—লম্বায় ও চওড়ায় মানানসই (দশাসই মানুষ)।

দশাহ—দশদিন কাল।

দশী,-শি—কাপড়ের পাড়ের সুতা; কাপড়ের ছেঁড়া পাড় (দশি দিয়ে চুল বাঁধা)। **দশী-দশী**—ছিন্নভিন্ন, জীর্ণ (কাপড় দশী দশী হয়ে গেছে, তবু কিনতে পারছি না)। **দশী**—দশ গ্রামের অধ্যক্ষ বা মোড়ল।

দষ্ট—দংশিত (সর্পদষ্ট)।

দস্ত—(ফা. দস্ত্) হস্ত (জবরদস্ত; দরাজদস্ত—বদান্য)। **দস্তমোবারক**—পবিত্র হস্ত, শ্রীহস্ত, পূজনীয় ব্যক্তির হস্ত সম্পর্কে বলা হয়)। **দস্তক**—(ফা.) বন্দী করার জন্য আদালতের পরোয়ানা, সমন। **দস্তকার**—কারিকর, হস্ত-শিল্পে দক্ষ (বি. দস্তকারি)। **দস্তখত**—নামসহি, স্বাক্ষর। **দস্তখতী**—দস্তখতযুক্ত, স্বাক্ষরিত, হাতের ছাপযুক্ত। **দস্তগীর**—(ফা.) যিনি হাত ধরেন, অভিভাবক, রক্ষক, দীক্ষাদাতা (পীর দস্তগীর)। **দস্তদারাজি**—হাত-দারাজি, অত্যাচার, মারধোর। **দস্তবদস্ত**—(ফা.) হাতে হাতে। **দস্তবরদারি**—হাত টানিয়া নেওয়া; ছাড়িয়া দেওয়া, কর্তৃত্ব বা অধিকার ত্যাগ করা। **দস্তবস্ত**—(ফা.) বদ্ধাঞ্জলি, জোড়হাত। **দস্তিয়ারী**—(ফা.) হস্তগত হওয়া।

দস্তার—(ফা.) পাগড়ী।

দস্তরখান—যে বস্ত্রখণ্ড পাতিয়া খাওয়া হয়; cover (কি রঙ্-বেরঙের জনতা, আল্লার দস্তরখানে বসে গেছে দোস্ত ও দুষমন—গোটে)।

দস্তা—রাং।

দস্তানা—অঙ্গুলিত্র, হাতমোজা; gloves.

দস্তাবিজ, দস্তাবেজ—(ফা. দস্তাবেয) দলিল (দলিল-দস্তাবেজ; গুরুদত্ত দস্তাবেজ গুজরাইব মিছিলকালে—রামপ্রসাদ)।

দস্তিদার—(ফা.) রাজকীয় সিল বা মোহর যাহার কাছে থাকিত ও যার দস্তখতে রাজকীয় দলিলাদি স্থানান্তরিত হইত বা কোন লোককে দেওয়া হইত; উপাধি-বিশেষ; মশালচী।

দস্তুর—(ফা.) প্রথা, রীতি, ধরণ, কায়দা। **দস্তুরমত**—রীতিমত (দস্তুরমত অন্যায়)। **দস্তুরমাফিক**—নিয়ম বা রীতি অনুসারে।

দস্তুরি,-রী—(ভৃত্যের প্রাপ্য) কমিশন, দালালী (খানসামা বলিল, যে দোকানদার টাকায় দু আনা দস্তুরি না দেয় তার কাছ থেকে সে জিনিষ কেনে না)।

দস্যি—দুরন্ত, অশান্ত (দস্যি ছেলে—মেয়েলি ভাষা)।

দস্যু—[দস্ (উৎক্ষেপণ করা, ক্ষয় করা) + যু]

শত্রু ; উৎপীড়নকারী ; নিষাদ-আদি অন্ত্যজ জাতি ; মহাসাহসিক ; ডাকাত ; লুঠেরা।

দহ—(সং. দহ্) দ দ্রঃ ; অতলস্পর্শ জলাশয় (কালীদহ)। দহ পড়ে যাওয়া—দ দ্রঃ।

দহন—অগ্নি (দবদহন—দাবাগ্নি) ; চিতাগাছ ; দুষ্টলোক ; দাহ, পোড়ানো ; দাহক (ত্রিলোক-দহন ক্রোধ)। **দহনকেতন**—ধূম। **দহন-প্রিয়া**—অগ্নিপত্নী স্বাহা। **দহনসারথি**—বায়ু। **দহনসেবন**—আগুন পোহানো। **দহনারাতি**—জল। **দহনীয়**—দাহ্য, দহনের উপযুক্ত। **দহনোপল**—সূর্যকান্ত-মণি ; আতসী কাচ।

দহর—দুর্বোধ ; সূক্ষ্ম ; শিশু। **দহরাকাশ**—চিদাকাশ।

দহ্‌রম-মহ্‌রম—(ফা. দর্‌হ্‌'ম্-বর্‌হ্‌'ম্ ; আ. মহ্‌'রম—অন্তরঙ্গ) অন্তরঙ্গতা, ঘনিষ্ঠতা, মাখামাখি (ব্যঙ্গে)।

দহলা—দশ ফোঁটাযুক্ত তাস। **দহলা-মহলা করা**—দহলা ও মহলার কোন্ খানা ফেলিবে তাহা ঠিক করিতে না পারা, ইতস্ততঃ করা।

দহলীজ—(ফা. দহ্‌লীয) বৈঠকখানা, বাহিরের ঘর বা কামরা ; চৌকাঠ।

দহা—দগ্ধ হওয়া ; দগ্ধ করা ; সন্তপ্ত করা।

দহি,-হী—(হি.) দধি।

দহিয়াল—দয়েল দ্রঃ।

দহ্যমান—যাহা দগ্ধ হইতেছে অথবা পীড়িত হইতেছে (দহ্যমান অট্টালিকা ; দহ্যমান উদর)।

দা—(সং. দাত্র) কঠিন বস্তু কাটিবার ছোট অস্ত্র-বিশেষ ; কাটারি ; কাস্তে ; বঁটি। **রামদা**—বৃহৎ দা-বিশেষ, খড়্গ। **দা-কুমড়ো সম্বন্ধ**—অহি-নকুল সম্বন্ধ ; মারাত্মক শত্রুতা ; অত্যন্ত অবনিবনাও।

দা—দাদা (বড়দা, সেজদা)।

দাই—(সং. ধাত্রী) ধাই ; উপমাতা ; যে শিশুকে স্তন্য দান করে অথবা পালনে সাহায্য করে ; যে প্রসব করায় (গ্রাম্য ভাষায় দাইয়ানি, দাইনী) ; যে প্রসূতির পরিচর্যা করে ; যে নাড়ী কাটে (জাতিতে দাই)।

দাইল—(সং. দালি) দাল, ডাল, ডাইল।

দাউ-দাউ—অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া শিখা উঠার ভাব (দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল)।

দাউলিয়া, দাওয়ালে—ধান-কাটা মজুর ; তাহা হইতে, যাহা উপার্জন করে তাহাই খরচ করিয়া ফেলে এমন লোক (এতদিন চাকরি করলে, এক পয়সা সঞ্চয় নেই, দাওয়ালের কাণ্ড দেখছি !)।

দাও—(হি. দাব) দা, কাটারি।

দাওন—শস্য-কর্তন (প্রাদেশিক—বাদায় ধান দাওয়া)।

দাওয়া—(আ. দা'ৰা) দাবী (দাবী দাওয়া)। **দাওয়া করা**—অধিকারের দাবী করা। **দাওয়াদার**—দাবিদার।

দাওয়া—(সং. দার্বট) বারান্দা ; পিঁড়ে।

দাওয়া, দাওয়াই—(আ. দবা) ঔষধ। **দাওয়াখানা**—ডাক্তারখানা। **দাওয়া করা**—চিকিৎসা করানো ; প্রতিবিধান করানো।

দাওয়াত—(আ. দা'বাত্) নিমন্ত্রণ (দাওয়াত করা)। **দাওয়াতী**—নিমন্ত্রিত। **দাওয়াত খাওয়া**—নিমন্ত্রণ খাওয়া।

দাঁ—গন্ধবণিকের উপাধি-বিশেষ ; (ফা. দান) অভিজ্ঞ (উর্দু-দাঁ—উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ ; তেমনি, ফার্সী-দাঁ ; ইংরেজী-দাঁ)।

দাঁ, দাঁও, দাঁউ—(হি. দাঁব) লাভের বা জিতের সুযোগ। **দাঁও মারা**—সুযোগ বুঝিয়া নিজের লাভজনক কাজ করা। **দাঁও ফস্কানো**—লাভের সুযোগ নষ্ট হওয়া। **দাঁও-পেচ**—কুস্তির কৌশল ; কার্যসিদ্ধির বিশেষ বিশেষ উপায়।

দাঁড়—(সং. দণ্ড) ক্ষেপণী (দাঁড় মারা) ; যে দণ্ডের উপরে খাঁচার পাখী বা পোষা পাখী বসে ; দণ্ডায়মান। **দাঁড় করানো**—কোন লোককে দাঁড় করানো অথবা কোন বিষয় বা ব্যাপার গড়িয়া তোলা বা সক্রিয় করা (কাগজটা দাঁড় করাতে পারবে তো ?)।

দাঁড়কাক—(সং. দণ্ডকাক) সুপরিচিত কৃষ্ণ-বর্ণ বড় কাক। **পাকা আম দাঁড়কাকে খায়**—উৎকৃষ্ট বস্তুর অনেক সময় অযোগ্য ব্যবহার হয় ; সুন্দরী কন্যা অপাত্রে পড়ে। **দাঁড়-কোদাল**—কিছু লম্বা হাতলযুক্ত বড় কোদাল।

দাঁড়া—(সং. দণ্ড) মেরুদণ্ড ; নৌকার মাঝখানের লম্বালম্বি মোটা কাঠ ; লম্বালম্বি উঁচু জমি, যেখানে জল উঠে না।

দাঁড়া—(সং. ধারা) রীতি, ধরণ, রেওয়াজ। **উল্টা দাঁড়া**—বিপরীত ধরণ-ধারণ।

দাঁড়া—দণ্ডায়মান। **দাঁড়া-গোপান, দাঁড়া-গুয়াপান**—স্ত্রী-আচার-বিশেষ (ইহাতে অখণ্ডিত সুপারী ও পান ব্যবহৃত হয়)। **দাঁড়া-গোপাল**—পাঠশালার দণ্ড-বিশেষ (অপরাধী ছাত্রের দুই হাতে ভারী ইট দিয়া তাহাকে পা ফাঁক করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইত)। **দাঁড়া-কবি**—যে কবি আসরে দাঁড়াইয়াই উপস্থিত-বুদ্ধির গুণে প্রতিপক্ষের উক্তির উত্তরে গান বাঁধিতে পারে।

দাঁড়ানো—দণ্ডায়মান হওয়া; গতিবেগ স্তব্ধ করা (চলতে চলতে দাঁড়িয়ে যাওয়া); সঞ্চিত হওয়া; স্থায়ী হওয়া (ও জায়গাটায় জল দাঁড়ায়; পেটে কিছুই দাঁড়াচ্ছে না); পরিণতি লাভ করা (ব্যাপারটা যে এমন দাঁড়াবে কে ভেবেছিল? দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!); প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হওয়া (শত্রুর অগ্রগতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো); সবুর করা, অপেক্ষা করা (দাঁড়াও এইবার তাহাকে জব্দ করিবার পথ পাইয়াছি)। **নিজের পায়ে দাঁড়ানো**—নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। **বেঁকে দাঁড়ানো**—মানিয়া লইতে অসম্মত হওয়া; প্রতিকূলতা করা।

দাঁড়াশ, দাঁড়োশ—সর্প-বিশেষ, ইহা লেজে ভর দিয়া অনেকখানি দাঁড়াইয়া উঠে।

দাঁড়ি,-ড়ী—যে নৌকায় দাঁড় টানে (দাঁড়ি-মাঝি); পূর্ণচ্ছেদসূচক চিহ্ন (দাঁড়ি টানা—কোন ব্যাপারের ইতি করা); তুলাদণ্ড (দাঁড়ি-পাল্লা)।

দাঁড়ুকা, দাঁড়কে—পায়ের শৃঙ্খল-বিশেষ; ঘোড়ার সামনের দুই পা বাঁধিয়া দিবার ফাঁস-বিশেষ (ইহাতে ঘোড়া চরিয়া খাইতে পারে কিন্তু ছুটিয়া পালাইতে পারে না)।

দাঁত—দন্ত; দাঁতের আকৃতির কিছু (করাতের দাঁত; চিরুণীর দাঁত)। বিণ. দাঁতাল, দেঁতো (দেঁতো হাসি—দাঁত বাহির করা হাসি)। **দাঁতকড়া**—দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়া। **দাঁতকপাটি,-টী**—দাঁতে খিল; lock-jaw. **দাঁতখামাটি,-খামুটি**—উপরের দন্ত-পঙ্‌ক্তির দ্বারা নীচের ঠোঁট জোরে চাপিয়া ধরা; ক্রোধ অথবা সঙ্কল্পের পরিচায়ক (গায়ে জোর নাই, দাঁতখামাটি আছে)। **দাঁত খিচানো**—দাঁত বাহির করিয়া তাড়না (বাঁধানো দাঁত দিয়া খিচানই যায়, কামড়ানো যায় না—শরৎচন্দ্র)। বি. দাঁতখিচুনি। **দাঁত ছোলা**—দাঁত মাজা, দাঁতে মিশি দেওয়া। **দাঁত তোলা**—ডাক্তারের সাহায্যে যন্ত্রণাদায়ক দাঁত উঠাইয়া ফেলা। **দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা না বোঝা**—যাহা আছে তাহার মূল্য ও মর্যাদা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারা। **দাঁত দেখানো**—দাঁত খিচানো; ডাক্তারকে দিয়া দাঁত পরীক্ষা করানো। **দাঁতপড়া**—বৃদ্ধ; ফোকলা (দাঁতপড়া বুড়োর বিয়ে করার সখ; দাঁতপড়া ইলসে—খুব বড় ইলিস মাছ)। **দাঁত বাঁধানো**—আসল দাঁতের স্থানে কৃত্রিম দাঁত বসানো। **দাঁত ফুটানো**—দন্তস্ফুট করা, কোন বিষয়ের ভিতরে কিছুটা প্রবেশ করিতে পারা। **দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া**—সম্পূর্ণ পরাভূত করা বা জব্দ করা। **দাঁতভাঙা প্রশ্ন**—যে প্রশ্নে দন্তস্ফুট করা কঠিন। বিষদাঁত ভাঙা—ক্ষতি করিবার শক্তি নষ্ট করা; একান্ত শক্তিহীন করা। **দাঁত লাগা**—দাঁতে খিল লাগা। **দাঁতে কুটা, খড় বা তৃণ করা**—তৃণ দ্রঃ। **দাঁতে দেওয়া**—চর্বণ করা; খাওয়া। **দাঁতশূল**—দাঁতের কষ্টদায়ক বেদনা। **দাঁতে দড়ি দিয়া থাকা বা দড়ি দিয়া পড়িয়া থাকা**—কিছুই পান বা আহার না করা। দাঁতে দাঁতে লাগা—শীতে বা ভয়ে দাঁত ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপা। **চিরুণদাঁত**—চিরুণীর মত ফাঁক-ফাঁক দাঁত (এরূপ দাঁত মেয়েদের জন্য অমঙ্গলসূচক জ্ঞান করা হয়)।

দাঁতন—দাঁতন-কাঠি (দাঁতন করা—দাঁতন দিয়া দাঁত পরিষ্কার করা)।

দাঁতা—গরু প্রভৃতির দাঁত উঠা (সেদিনের বাচ্চা, এখনো দাঁতেনি)।

দাঁতাল—(সং. দংষ্ট্রাল) বৃহৎ দন্তযুক্ত, শূকর, দাঁতাল হাতী।

দাক্ষ—দক্ষ-সম্বন্ধীয়, দক্ষ হইতে জাত। স্ত্রী. দাক্ষী—দক্ষকন্যা। **দাক্ষায়ণী**—দক্ষ-কন্যা।

দাক্ষিণাত্য—ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত সুবৃহৎ অঞ্চল; দক্ষিণাপথ।

দাক্ষিণ্য—(দক্ষিণ+য—দক্ষিণ দ্রঃ) আনুকূল্য ; সৌজন্য ; উদারতা, সরলতা ; ঋজুতা। **দয়া-দাক্ষিণ্য**—করুণা, আনুকূল্য।

দাখিল—(আ.) উপস্থিত, উপনীত ; উপস্থাপিত, পেশ (রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে) ; মতন, প্রায়, সামিল (মরবার দাখিল হয়েছে)। **দাখিল করা**—পেশ করা, হাজির করা। **দাখিল-খারিজ**—জমিদারী সেরেস্তায় বা কালেক্টরিতে নাম খারিজ নাম পত্তন অর্থাৎ পুরাতন অধিকারীর নাম খারিজ ও সেই স্থলে নূতন অধিকারীর নাম পত্তন। **দাখিল হওয়া**—উপস্থিত হওয়া ; গিয়া হাজির হওয়া। **দাখিলে-যাওয়া**—খরচের খাতায় নাম লেখা ; মরা।

দাখিলা—যে খাজনা দেওয়া হইয়াছে তাহার রসীদ।

দাগ—(ফা. দাগ') চিহ্ন ; ক্ষত-চিহ্ন ; পরিচয়-চিহ্ন ; নিশানা (জগতে এসেছিস্ একটা দাগ রেখে যা—বিবেকানন্দ) ; কলঙ্ক, অপবাদ, অকীর্তি ; রেখা, আঁচড় ; সাঙ্কেতিক লেখা (কাপড়ের দাম ঠিকই বলা হয়েছে, দাগ দেখে বলেছি) ; জমির নম্বর বা বিবরণ বা অবস্থিতি (এক দাগে দশ বিঘা জমি) ; গরু-মহিষাদির গায়ে দেওয়া লোহা পোড়ানো ছেঁকা (**দাগনী**—যে লোহা পোড়াইয়া গরু-মহিষাদির গায়ে দাগ দেওয়া হয়)। **দাগরাজী**—ছাদের ফাটা স্থান জোড়া দেওয়ার কাজ। **দাগ কাটা**—চিহ্ন অঙ্কিত করা, কার্যকর প্রভাব বিস্তার করা (কথাটা তার মনে দাগ কাট্‌লো)। **দাগ দেওয়া**—লোহা-আদি পোড়াইয়া শাস্তি স্বরূপ শরীরে চিহ্ন অঙ্কিত করা ; গরু দাগানো। **ঘি দাগ করা**—ঘি নূতন করিয়া জ্বাল দিয়া টাট্‌কার মতো করা।

দাগা—চিহ্ন ; লেখা (দাগা বুলানো—লেখার উপরে কলম ঘুরাইয়া প্রথম শিক্ষার্থীর লেখা শেখা) ; গভীর মর্মবেদনা (যাদের আপন ব'লে জানতাম তাদের এই ব্যবহারে বড় দাগা পেয়েছি) ; প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা (দাগা দেওয়া—প্রতারণা করা ; দাগাবাজ—বঞ্চক ; বিশ্বাসঘাতক ; বি. দাগাবাজি)।

দাগা—দাগ দেওয়া, চিহ্ন দেওয়া ; কামানাদিতে অগ্নিসংযোগ করা। **দাগানো**—দাগা, অঙ্কিত করা।

দাগী—কলঙ্কিত ; পচন-চিহ্নযুক্ত (কলটা দাগী) ; অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত (দাগী চোর)।

দাঙ্গা—(সং. দ্বন্দ্ব ; ফা. জঙ্গ্ ; হি. দংগা) দলবদ্ধ হইয়া মারামারি, লাঠালাঠি। **দাঙ্গা-ফসাদ, দাঙ্গা-ফেসাদ**—মারামারি ও বিবাদ। **দাঙ্গাবাজ**—দাঙ্গাপ্রিয়, দাঙ্গাকারী।

দাড়, দাড়ক, দাড়া, দাঢ়া—বড় দাঁত, দংষ্ট্রা ; সাপের বিষদাঁত, ব্যাঘ্রাদির সূক্ষ্মাগ্র দন্ত ; কাঁকড়ার বা চিংড়ির দাঁতযুক্ত লম্বা পা ; পিঁপড়ার হুল।

দাড়ি,-ড়ী,-ঢ়ি—(সং. দাঢ়িকা) শ্মশ্রু ; চিবুক। **চাঁপদাড়ি বা চাপদাড়ি**—ঘন দাড়ি। **ছাগল-দাড়ি বা ছাগলা দাড়ি**—মাত্র চিবুকে সামান্য দাড়ি। **চুল-দাড়ি পাকানো**—বৃদ্ধ ও বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হওয়া। **বুকে ব'সে দাড়ি উপড়ানো**—আশ্রয়দাতার অনিষ্টসাধন। **দেড়ে**—লম্বা দাড়িযুক্ত (অবজ্ঞার্থক)।

দাড়িম—(সং. দাড়িম্ব) ডালিম দ্রঃ। **দাড়িম-প্রিয়**—শুকপাখী।

দাণ্ডা—(হি. ডাণ্ডা) লাঠি, নৌকার দাঁড়া। **দাণ্ডাগুলি**—ডাণ্ডাগুলি বা ডাংগুলি। **দাণ্ডাখাণ্ডা**—সন্তানহীনা ও পতিহীনা নারী ; বন্ধ্যা।

দাতব্য—দানযোগ্য, বিতরণের যোগ্য। **দাতব্য-চিকিৎসালয়**—যেখানে চিকিৎসা ও ঔষধ-বিতরণ বিনামূল্যে হয়।

দাতা—(দা+তৃ) যে দেয় (ঋণদাতা ; সংবাদ-দাতা) ; দানশীল (দাতা কার না শ্রদ্ধার্হ ?) ; সম্প্রদানকারী (কন্যা-দাতা)। **দাতাকর্ণ**—কর্ণের মত সর্বস্বদাতা, অতিশয় দানশীল। **দাতাগিরি**—বদান্যতা (অবজ্ঞার্থে—দাতা-গিরি ফলানো হচ্ছে ?)। **দাতৃত্ব**—দাতার কর্ম, দানশীলতা। স্ত্রী. দাত্রী (বরদাত্রী)।

দাত্র—[দো (ছেদন করা)+ত্র] ছেদনাস্ত্র-বিশেষ, দা, কাটারি।

দাদ—(ফা. দাদ) প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা। **দাদ তোলা, দাদ লওয়া**—প্রতিশোধ লওয়া ; প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। **দাদ-ফরিয়াদ**—ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ অথবা ন্যায় বিচার (সে এখন প্রধান, কাজেই যা করে তার দাদ-ফরিয়াদ নাই)।

দাদ—(সং. দদ্রু) সুপরিচিত চর্মরোগ। **দাদ-মার**—দদ্রুনাশক।

দাদখানি—(দাউদখানি) প্রসিদ্ধ সরু চাউল-বিশেষ।

দাদন—(ফা. দাদ্‌নী) মাল প্রস্তুত বা সরবরাহ করিবার অঙ্গীকারে দত্ত অগ্রিম অর্থ (নীলের দাদন ; দুধের দাদন)। **দাদনদার**—যে দাদন দেয়, মহাজন। **দাদনী**—দাদন, অগ্রিম দত্ত অর্থাদি।

দাদরা, দাদ্রা—(সং. দর্দুর) হাল্কা তাল-বিশেষ (নাচলে দেদার দাদরা তালে কার্ফাতে সুর ফর্দাতে—নজরুল ইসলাম)। **দাদাল**—তীব্র আক্রমণ।

দাদা—(সং. তাত ; দায়াদ) বড় ভাই (বড় দাদা ; মতি দাদা) ; পিতামহ (বাপদাদা চৌদ্দ পুরুষ)। **দাদাঠাকুর**—পিতামহতুল্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে)। **দাদা-বাবু**—দাদাস্থানীয় মনিব। **দাদা মহাশয়, -মশায়,-মশাই**—মাতার পিতা বা পিতৃব্য। **দাদাভাই**—নাতি বা নাতি-স্থানীয়ের প্রতি আদরের ডাক। **দাদাশ্বশুর**—শ্বশুরের পিতা বা পিতৃব্য। **ঠাকুরদাদা, ঠাকুর্দা**—পিতা-মহ, পিতার পিতৃব্য ; পিতামহ-স্থানীয় বা পিতা-মহের মতো শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ। স্ত্রী. দাদী—ঠাকুর মা।

দাদু—পিতামহ ; মাতামহ (আদরে)।

দাদু—(দাউদ) মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ কবীরপন্থী সাধক ও ভক্ত। দাদুপন্থী—দাদুর মতাবলম্বী সম্প্রদায়-বিশেষ।

দাদুর—(সং. দর্দুর) বেঙ। স্ত্রী. দাদুরী (মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া—বিদ্যাপতি)।

দান—(দা+অন) দেওয়া (শান্তিদান) ; স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দেওয়া (গোদান) ; হস্তীর মদজল ; খেয়ার কড়ি (দান লীলা ; দানী) ; পাশা বা কড়ি খেলায় যে অঙ্ক হয় (দান পড়া—ভাগ্যক্রমে অথবা দৈব ঘটনায় যা ঘটে) ; পণ্য-বিক্রয়ের জন্য রাজাকে যে শুল্ক দিতে হয়, তোলা ; উপহার, ঘুষ (দানভিন্ন)। **দানকাম**—দানেচ্ছু। **দানখণ্ড**—কৃষ্ণলীলায় নৌকা পারাপার-বিষয়ক পালা-গান। **দানতোয়**—মদবারি। **দানদার**—অতিশয় দানশীল। **দানধর্ম**—দানশীলতা রূপ শ্রেয়ঃ পন্থা। **দান-ধ্যান**—দানাদি কর্ম। **দানপতি**—অতিশয় দাতা। **দানপত্র**—যে পত্রে কোন বিশেষ দানের কথা যথাযথভাবে লিখিত হয়, দান-বিষয়ক দলিল। **দানবারি**—হস্তীর মদজল। **দান-ভিন্ন**—উৎকোচের দ্বারা বিপক্ষ হইতে স্বপক্ষে আনীত। **দানবীর**—দানে যাহার স্বাভাবিক আগ্রহ আছে এবং সেইজন্য নিজের স্বার্থ বলি দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। **দানশীল**—দানে অভ্যস্ত। **দানশূর**—দানবীর। **দানশৌণ্ড**—অতিদাতা। **দানসজ্জা**—বিবাহে বরকে যে দ্রব্যসম্ভার দেওয়া হয়। **দানসাগর**—বহুবিধ দানযুক্ত শ্রাদ্ধ-বিশেষ ; ইহাতে ষোল রকমের বস্তু, প্রত্যেক রকমের ষোলটি করিয়া, দান করা হয়। **দানসামগ্রী**—দানের বস্তু। **প্রতিগ্রহ-দান**—প্রতিগ্রহ দ্রঃ। **ভরণদান**—জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে গরীব-দুঃখীকে দান।

দান—[দৈ (শুদ্ধ করা) + অন] শোধন ; [দে (পালন করা) + অন] পালন, রক্ষণ ; [দো (ছেদনে) + অন] ছেদন, কর্তন।

দান—(ফা. দান—পাত্র) আধার, স্থান, পাত্র (আতরদান ; পিকদান ; কলমদান ; নিমক-দান) ; 'দানী'ও ব্যবহৃত হয়।

দানঘাট—যেখানে নদী পার হইবার শুল্ক গ্রহণ করা হয় ; পারঘাট।

দানব—অসুর, দৈত্য। **দানব-গুরু**—শুক্রাচার্য। দানবদলনী,-দমনী—চণ্ডী।

দানা—দৈত্য ; ভূত ; অপদেবতা। **দৈত্য-দানা**—দৈত্যাদি।

দানা—(ফা. দানাহ্‌) শস্যবীজ (গমের দানাগুলো পুষ্ট হয় নাই ; বেদানার দানা ; ঘোড়াকে দানা দেওয়া) ; অন্ন (দানা-পানি) ; ছোট গোলাকার অথবা প্রায় গোলাকার বস্তু (গুড়ের দানা ; ঘিয়ের দানা)।

দানাদার—(ফা. দানা—জ্ঞানী) জ্ঞানী, বিচক্ষণ ; দানাযুক্ত (দানাদার গুড়)।

দানিশবন্দ, দানেশমন্দ—(ফা. দানিশমন্দ্‌) ; জ্ঞানী, পণ্ডিত, বিচক্ষণ। **দানেশমন্দি**—বিচক্ষণতা ; জ্ঞানবত্তা।

দানী—দানশীল (মহাদানা) ; হাটে অথবা পার-ঘাটে যাহারা শুল্ক গ্রহণ করে।

দানীয়—দানযোগ্য ; দেয় বস্তু।

দানুয়া, দেনো—শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতিতে যে-সব জিনিষ দেওয়া হয়; স্বল্পমূল্য-দ্রব্য (দেনো জিনিষ)।

দানো—দানা, দৈত্য, অপদেবতা (দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধরে এক দমকে করুক লক্ষ্মী-ছাড়া—রবি)। **দানোয় পাওয়া**—অপদেবতার প্রভাবাধীন হওয়া; possessed.

দান্ত—[দম (শাসন করা)+ক্ত] শাসিত, নিয়ন্ত্রিত; জিতেন্দ্রিয়; তপস্যায় ক্লেশসহিষ্ণু; শান্ত। বি. দান্তি—ইন্দ্রিয়সংযম; তপঃক্লেশ-সহিষ্ণুতা।

দাপ—(সং. দর্প) দাপট, প্রতাপ; অহঙ্কার; দবদবা।

দাপট—(হি. ডপট) দপট দ্রঃ; প্রতাপ, প্রচণ্ডতা।

দাপদুপ—বেগে পা ফেলিয়া চলার শব্দ। **দাপন**—দান করানো; পায়ের শব্দ করিয়া চলা বা মর্দন। বিণ. দাপিত।

দাপনি, দাপুনি—(সং. দর্পণ—প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত) দর্পণ; দর্পণের মত আভা বা চমক।

দাপাদাপি—পদশব্দ করিয়া ছুটাছুটি; দুরন্তপনা (ছেলেগুলো দাপাদাপি করছে কার?—রবি)।

দাপানো—ছট্‌ফট্‌ করা; অপরের দুঃখ দেখিয়া অস্থির হওয়া (তার দুঃখ দেখে মনটা বড় দাপায়); হাত-পা ছোঁড়া (জবাই করা মুর্গীর মতো দাপাচ্ছে)। বি. দাপানি, দাপুনি—অন্তরে দগ্ধ হওয়া; সমবেদনায় বিশেষ কাতর হওয়া; ছট্‌ফটানি; আস্ফালন; প্রতাপ।

দাপিনী—(সং. দর্পিনী) দাপযুক্তা; প্রতাপান্বিতা; গর্বিতা।

দাফন, দফন—(আ. দফন্‌) গোরদান (দাফন করা)।

দাব—[দু (উত্তপ্ত করা)+অ] দাবানল, বনাগ্নি; বন; তাপ। **দাবদাহ**—দাবানলের জ্বালা।

দাব—(হি. দাব) চাপ; আধিপত্য; শাসন; নিপীড়ন (**দাবে রাখা**—চাপে বা শাসনে রাখা; দাবাইয়া রাখা)। বি. দাব্‌কি—দাবাইয়া রাখার ভাব; কড়া শাসন।

দাবড়—পশ্চাদ্ধাবন; তাড়ানো (দাবড় দেওয়া; দাবড় খেয়ে চোর মরাইয়ের নীচে ঢুকিল); দাপট; প্রচণ্ড আক্রমণ। **দাবড়ি, দাবিড়ি, দাবুড়ি**—ধমক (দাবড়ি খাওয়া; দাবড়ি দেওয়া)। **দাবড়ানো**—পিছনে পিছনে তাড়া করা (চোর দাবড়ানো); দৌড় করানো, ছুটানো (ঘোড়া দাবড়ানো)।

দাবা—শতরঞ্জ (দাবা খেলা); শতরঞ্জের মন্ত্রী (শতরঞ্জের অন্যান্য বল দাবাইয়া রাখে বলিয়া)।

দাবাড়ু, দাবাড়ে—শতরঞ্জ খেলোয়াড়, শতরঞ্জ খেলায় পটু ও উৎসাহী। **দাবা**—দাওয়া; পোতা; পিঁড়ে।

দাবা—(হি. দাব্‌না) চাপা; টেপা (হাত, পা দাবিয়া দেওয়া); পিষ্ট করা, মর্দিত করা। **বগলদাবা**—বগলে লুকাইত অথবা রক্ষিত; এক বাহু দিয়া কাহারও ঘাড় দাবিয়া ধরিয়া কাবু করা (তোমার মত জোয়ানকে সে বগল-দাবা করতে পারে)। বি. দাবাই—ভারে (গাড়ীর) এক দিক্‌ দাবিয়া যাওয়ার ভাব। **দাবন**—চাপন।

দাবাগ্নি, দাবানল—দাব দ্রঃ।

দাবানো—চাপা; নিচু করা বা নত করা; পিষ্ট করা; লাঞ্ছিত করা; দমাইয়া দেওয়া (পায়ের নীচে দাবানো)।

দাবি,-বী—(আ. দা'বা) অধিকার, দাওয়া, আইন-সঙ্গত অধিকার (হাজার টাকার দাবীতে নালিশ); ন্যায্য পাওনা ও সেই পাওনার জন্য অভিযোগ (এ আমার প্রার্থনা নয়, দাবী)। **দাবী-দাওয়া**—দাবী। **দাবীদার**—যে দাবী অর্থাৎ স্বত্বের অভিযোগ করে বা জানায়;

দাম—[দো (ছেদন করা)+মন্‌] যে দড়িতে অনেক গরু বাঁধা হয়, দাঁওন; গরুর দড়ি; ছাঁদন-দড়ি; সূত্র; মাল্য; গুচ্ছ (চম্পকদাম; কেশ-দাম); ছটা (বিদ্যুদ্দাম); শৈবাল (দাম-টানা কই—যে কই মাছ দাম ডাঙায় টানিয়া আনিয়া ধরা হয়)। **দামনী**—গোবৎস বন্ধন-রজ্জু অথবা পশুবন্ধন-রজ্জু।

দাম—(হি. দাম) মূল্য, দর (উচিত দাম; চড়া দাম); মর্যাদা (কথার দাম আছে); আনার কুড়ি অংশের এক অংশ। বিণ. দামী—মূল্য-বান্‌, মর্যাদাবান্‌

দামড়া—(সং. দম্য) মুষ্কহীন ষাঁড়, বলদ। **দামড়া-বাছুর**—ষাঁড়-বাছুর (বিপরীত, বকন

বা বকনা-বাছুর ; পূর্ববঙ্গে বকনা-বাছুরকে দামড়ী বলে)।

দামড়ি—সিকি পয়সার অর্ধেক (এর মূল্য এক দামড়িও নয়—অর্থাৎ কিছুই নয়)।

দামন—(ফা. দামন) পোষাকের প্রান্তভাগ। **পীরের দামন ধরা**—পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পীরের শরণাগত হওয়া।

দামলিপ্ত, তামলিপ্তি—তমলুক।

দামসান—ধামসান ও ধুমসান দ্রঃ; বিলক্ষণ প্রহার দেওয়া; কিল-চাপড় দিয়া সারেস্তা করা।

দামা, দামামা—(ফা. দমামহ্) নাগরা; রণ-বাদ্য-বিশেষ; drum.

দামাল, দাম্বাল, ডামাল—দুরন্ত, দুর্দান্ত, অশান্ত, দুর্দমা (দামাল ছেলে কামাল—নজরুল ইসলাম)।

দামিনী—(দামযুক্তা অর্থাৎ চমকযুক্তা) বিদ্যুৎ।

দামী—দাম দ্রঃ।

দামোদর—(দাম, রজ্জু, যাহার উদরে; শিশু কৃষ্ণকে দুরন্তপনার জন্য যশোদা কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন, তাহা হইতে) শ্রীকৃষ্ণ; দামোদর নদ (গ্রাম্য দামুদর)।

দাম্পত্য—(দম্পতি+ষ্য) স্বামি-স্ত্রী-সম্বন্ধীয়। **দাম্পত্যকলহ**—স্বামি-স্ত্রীর ঝগড়া। **দাম্পত্যনীতি**—বিবাহিত জীবনে স্বামি-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ও সমাজের প্রতি কর্তব্যাদি। **দাম্পত্যপ্রণয়,-প্রেম**—স্বামি-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ।

দাম্ভিক—অহঙ্কারী, দর্পী; ধর্মের আড়ম্বর প্রদর্শনকারী; বিড়াল-তপস্বী। বি. দাম্ভিকতা।

দায়—(দা+অ পৈতৃক ধন; উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধন; পূর্ববর্তী হইতে প্রাপ্ত বিভাজ্য ধন-সম্পত্তি; ধন; বিপদ্, সঙ্কট, অবাঞ্ছিত অবস্থা (দায়ে ঠেকা); বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ বৃহৎ কর্ম (কন্যাদায়; পিতৃদায়); গরজ; প্রয়োজন (দায় তোমার না আমার? ভারি দায় পড়েছে আমার—কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই)। **দায়ে ঠেকা, দায়ে পড়া**—সঙ্কটে পড়া; বাধ্য হওয়া। **পেটের দায়**—ভরণপোষণের ঠেকা; জীবিকার্জনের গরজ; ক্ষুধার তাড়না।

দায়ক—(দা+ণক) যে বা যাহা দেয় (শান্তি-দায়ক; শান্তিদায়ক)। **দায়গ্রস্ত**—ঋণী; কর্তব্যভারে পীড়িত। **দায়বন্ধু**—পিতৃধনের উত্তরাধিকারী ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-ভ্রাতা। **দায়ভাগ**—পৈতৃক ধন-বিভাগ; উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ধনের বিভাগ সম্বন্ধে হিন্দু আইন-গ্রন্থ-বিশেষ। **দায়মাল**—চোরাই মাল। **দায়াদ**—উত্তরাধিকারী; জ্ঞাতি; সপিণ্ড (গ্রাম্য, দায়াদী)। **দায়ী**—দাতা (ধন-দায়ী)। দায়গ্রস্ত; যাহার উপর দায় বা ঝুঁকি পড়িয়াছে; যাহাকে জবাবদিহি করা হয় (এ অনর্থের জন্য তুমিই দায়ী)। স্ত্রী. দায়িনী। বি. দায়িত্ব। **দায়িক**—দায়ী, ঋণী।

দায়মুল—(আ. দায়েম—চিরস্থায়ী) যাবজ্জীবন দীপান্তরবাস রূপ দণ্ড (খুনের জন্য দায়মুল হয়েছে)।

দায়রা—(হি. দায়েরাহ্—বৃত্ত, মণ্ডল) ফৌজ-দারী উচ্চ আদালত (দায়রায় সোপর্দ করা হয়েছে; দায়রা জজ—sessions judge).

দায়ের—বিচারার্থ উপস্থিত, বিচারাধীন। **মোকদ্দমা দায়ের করা**—বিচারালয়ে নালিশ খাড়া করা।

দার—[দৃ (বিদারণ করা)+অ] যে অস্ত্রের প্রতি স্বামীর স্নেহ বিদারিত করে; দারা, পত্নী, ভার্যা। দারকর্ম -গ্রহ,-গ্রহণ,-পরিগ্রহ—বিবাহ করা।

দার—(ফা. দার) বিশিষ্ট, যুক্ত (চুড়ীদার পা-জামা; কলিদার টুপি; দানাদার ঘি; মজাদার কথা); মালিক, অধ্যক্ষ (জমিদার; খাজাদার; আড়ৎদার; হিস্সাদার; বর্গাদার; সেরেস্তা-দার); তৎকর্মকারক (বাজনদার; ঝাড়ু-দার)। **দেনদার**—ঋণদাতা। **পাওনা-দার**—মহাজন, ঋণদাতা। **ব্যবসাদার**—ব্যবসায়ী; ব্যবসা করিয়া লাভ করার দিকে যাহার চেষ্টা অতিরিক্ত; ব্যবসায়ে পাকা।

দারক—(দৃ+অক) যে মাতৃ-কুক্ষি বিদারণ করে, শিশু, বালক। স্ত্রী. দারিকা—কন্যা।

দারগা, দারোগা—(ফা. দারোগা) অধ্যক্ষ (থানার দারগা; লবণের দারগা)। বি. **দারগাগিরি**—দারগার কাজ।

দারব—(দারু+ষ্ণ) দারুময়, কাষ্ঠ-নির্মিত।

দারা—(সং. দার) পত্নী, ভার্যা (দারা-পুত্র-পরিবার তুমি কার কে তোমার বলে জীব

করো না ক্রন্দন—হেমচন্দ্র) (বাংলায় দারাই বেশি ব্যবহৃত হয়)। **দারা কুটার ভাত**—দারু কুটার ভাত, কাঠ কুটার ভাত, বিবাহকালীন স্ত্রী-আচার-বিশেষ।

দারিত—দীর্ণ; বিদারিত।

দারিদ্র্য, দারিদ্র—দরিদ্রতা; অভাব (চিন্তার দারিদ্র্য); দৈন্য।

দারী—দারি দ্রঃ; বিদারণকারী (রিপুদারিণী)।

দারু—(দৃ+উ) কাষ্ঠ; দেবদারু; শিল্পী।

দারুক—কৃষ্ণের সারথি; দেবদারু। **দারুকা**—কাঠের পুতুল। **দারুপাত্র**—কাষ্ঠ-নির্মিত পাত্র। **দারুপীতা**—দারুহরিদ্রা। **দারুপিপীলিকা**—কাঠপিঁপড়ে। **দারুপুত্রিকা,-বধূ,-স্ত্রী**—কাঠের পুতুল। **দারুব্রহ্ম**—দারু-নির্মিত জগন্নাথের মূর্তি। **দারুব্রহ্মা**—বিশ্বকর্মা। **দারুসার**—চন্দন। **দারুহরিদ্রা**—বনহলুদ। **দারুহস্তক**—কাঠের হাতা।

দারু—(ফা. দারু) মদ্য, সুরা।

দারুচিনি, দারচিনি, দালচিনি—(ফা. দারচীনী) বৃক্ষ-বিশেষের মিষ্ট সুগন্ধযুক্ত বাকল।

দারুণ—(দারি+উন) ভয়ানক, ভয়ঙ্কর; ক্রূর (দারুণ স্বভাব); কঠোর, কঠিন, উৎকট (দারুণ প্রতিজ্ঞা); অসহ্য, অতিশয় কষ্টদায়ক (দারুণ শীত); কঠিন, মর্মভেদী (দারুণ কথা); ভীষণ, নির্মম (দারুণ প্রহার; দারুণ শত্রুতা); পাপজনক (দারুণ কর্ম); অদ্ভুত; বিস্ময়কর (দারুণ খেলেছে আজ)।

দারোয়ান—দ্বারবান্ দ্রঃ।

দার্ঢ্য—(দৃঢ়+য) দৃঢ়তা, স্থৈর্য।

দার্বট—চিন্তা বা মন্ত্রণা করিবার গৃহ: দাওয়া, রোয়াক।

দার্বাঘাট,-ঘাত—কাঠঠোকরা পাখী।

দার্বী—দেবদারু গাছ; দারুহরিদ্রা; গো-জিহ্বা। **দার্বিকা, দার্বিপত্রিকা**—গো-জিহ্বা।

দার্শনিক—দর্শনশাস্ত্রবেত্তা; চিন্তাশীল; তত্ত্বজ্ঞ; দর্শনশাস্ত্র-সংক্রান্ত (দার্শনিক বিচার)।

দার্ষ্টান্তিক—দৃষ্টান্ত-বিষয়ক, দৃষ্টান্তযুক্ত, উপমেয়।

দাল—(দল+অ) মধু-বিশেষ; দাইল, ডাল।

দালপুরি, ডালপুরি—ডালের পুর দেওয়া তেলে-ভাজা মোটা রুটি। **দালমুট**—ঘি, মশলা প্রভৃতি দিয়া ভাজা ছোলার ডাল।

দালান—(ফা.) ইষ্টক-নির্মিত গৃহ; দরদালান। **দালানকোঠা**—পাকা বাড়ী। **দালান দেওয়া**—পাকা বাড়ী তোলা; ধনাঢ্য বলিয়া পরিচিত হওয়া (আমাকে ঠকিয়ে বাড়ীতে দালান দাওগে)।

দালাল—(আ. দলাল) যাহার সাহায্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা দরদস্তুর ঠিক করে; যে দস্তুরি লইয়া ক্রয়ে বা বিক্রয়ে সাহায্য করে। বি. দালালি—দালালের কার্য ও সেই কার্যের জন্য প্রাপ্ত অর্থ; গায়ে পড়িয়া মধ্যস্থতা বা অসার্থক মধ্যস্থতা (আর দালালি করতে হবে না)। **ফোপলদালালি**—মাঝখানে পড়িয়া বৃথা বাক্যব্যয়; অসার্থক দালালি।

দাশ—[দাশ্ (বধ করা)+অ] মৎস্যজীবী; কৈবর্ত; নাবিক; ভৃত্য; বৈদ্যের উপাধি-বিশেষ। স্ত্রী. দাশী। **দাশনন্দিনী**—ধীবর-কন্যা সত্যবতী।

দাশরথ, দাশরথি—দশরথপুত্র রামচন্দ্র।

দাস—[দাস্ (দান করা)+অ] পরিচর্যার জন্য যাহাকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হয় অথবা ক্রয় করিয়া আনা হয়; ধীবর; শূদ্রজাতি; শূদ্রের উপাধি; অনার্য-জাতি, যাহারা দস্যুবৃত্তি করিত; বৈষ্ণবের উপাধি; আজ্ঞাবহ (দয়া কর দাসে দয়াময়ি)। **দাসখত**—দাস-লেখ্য, দাসত্ব স্বীকারপূর্বক দলিল-সম্পাদন (যেন দাসখত লিখে দিয়েছি)। **দাসত্ব**—ক্রীত-দাসের কর্ম; চাকরি (ব্যঙ্গার্থে)। **দাসত্ব-শৃঙ্খল**—পরাধীনতা রূপ শৃঙ্খল। **দাসত্ব-প্রথা**—ক্রীতদাস রাখিবার আইন-সঙ্গত ব্যবস্থা। **দাস-ব্যবসায়**—মানুষকে ক্রীত-দাসরূপে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায়। **দাস-নন্দিনী**—দাশনন্দিনী দ্রঃ। **দাস-মনোভাব**—নিজেকে হীন বা পরাধীন জানা। **অবস্থার দাস**—অবস্থার দ্বারা একান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত। **দাসানুদাস**—বিনয়সূচক উক্তি (আমি তোমার দাসানুদাস); একান্ত বশংবদ ভৃত্য বা দাস। স্ত্রী. দাসী।

দাসী—ক্রীতদাসী; পরিচারিকা; শূদ্রার পদবী; একান্ত অনুগতা (সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী—চণ্ডীদাস)। **দাসী-গিরি,-পনা,-বৃত্তি**—চাকরাণীর কাজ।

দাসেয়—দাসী-গর্ভজাত পুত্র।

দাসের, দাসেরক—দাসীপুত্র ; উষ্ট্র।
দাস্ত—(ফা. দস্ত্) প্রচুর মল নিঃসরণ (দাস্ত হওয়া ; দাস্তের ওষুধ ; দাস্ত করানো)।
দাস্য—দাসের কর্ম ; দাস্যভাব (একান্ত অধীনতা-বোধ—ভক্তিভাব-বিশেষ)। **দাস্যবৃত্তি**—পরসেবা।
দাস্যা, দাস্যাঃ—শূদ্রার পদবী ; শূদ্রজাতীয় বিধবার পদবী। (বর্তমানে কতকটা অপ্রচলিত)।
দাহ—(দহ্+ঘঞ্) দহন, ভস্মীকরণ, প্রজ্বলন, জ্বালা (শরীরে বড় দাহ হয়েছে) ; তীব্র মানসিক যাতনা (অন্তর্দাহ)। **দাহক**—দাহকারী ; তীব্র গুণ-বিশিষ্ট ; রাঙ্‌চিতা। **দাহকাষ্ঠ**—অগুরু, চন্দন। **দাহক্রিয়া**—শবদাহ। **দাহঘ্ন**—তাপনাশক ; জ্বরনাশক। **দাহ-জ্বর**—অতিশয় গাত্রদাহযুক্ত জ্বর। **দাহস্থল**—শ্মশান। **দাহহর,-হরণ**—জ্বালানাশক, উশীর।
দাহন—ভস্মীকরণ, পোড়ানো, দহন।
দাহিকা—দাহক দ্রঃ। **দাহিকাশক্তি**—দহন করিবার শক্তি।
দাহ্য—যাহাতে সহজে আগুন লাগে (সহজদাহ্য) ; যাহা বা যাহাকে দাহ করা উচিত।
দি—দিদি (দ্রুত-উচ্চারণে—ছোড়দি, বৌদি)।
দিক্—[দিশ্ (দান করা)+ক্বিপ্—যে অবকাশ দান করে] পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি দশ দিক (দিগ্‌জ্ঞান) ; অংশ ; বিভাগ (মুড়ার দিক, ল্যাজের দিক্) ; অঞ্চল, দেশ (দক্ষিণ দিকের লোক) ; সীমা (ভারতবর্ষের উত্তর দিকে হিমালয়) ; পক্ষ (দুই দিক বজায় রাখা সম্ভবপর নয় ; নিজের ছেলের দিকে টানিয়া কথা কও কেন ?)। **দিক্‌কান্তা,-কামিনী**—দিগঙ্গনা। **দিক্কুঞ্জর, দিগ্‌বারণ**—উত্তরদিক্-রক্ষক হস্তী। **দিক্‌চক্র**—দিগ্‌বলয়, দিঙ্মণ্ডল। **দিক্‌পতি, দিক্‌পাল**—বিভিন্ন দিকের অধিস্বামী দেবতা ; মস্ত প্রভাবশালী (তিনি ছিলেন দিক্‌পাল-বিশেষ)। **দিক্‌ভোলা**—বাহ্য-বিষয়ে উদাসীন। **দিক্‌শূল**—দিগ্-বিশেষে অপ্রশস্ত যাত্রা।
দিক্—(আ. দিক্‌) বিরক্ত, উত্ত্যক্ত। **দিক করা**—বিরক্ত করা। **দিক্‌দারি**—বিরক্তি-কর ব্যাপার, ঝকমারি।
দিকিন, দিকিনি—দেখি (বল দিকিন—কথ্য)।
দিগন্ত—দিকের শেষ ভাগ (দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর)।
দিগন্তর—দিগন্ত ; দিকের দূরত্ব বা অবকাশ (দিগন্তরের কাঁদন লুটে পিঙ্গল তারভ্রষ্ট জটায়—নজরুল ইসলাম)।
দিগম্বর—দশদিক্ যার আবরণ স্বরূপ, শিব ; জৈন-সম্প্রদায়-বিশেষ ; উলঙ্গ। স্ত্রী. দিগম্বরী—কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবী।
দিগ্‌গজ—দিগ্‌বারণ ; মহাকায় ; মহামহোপাধ্যায় (দিগ্‌গজ পণ্ডিত) ; মহামূর্খ, হস্তিমূর্খ (ব্যঙ্গে)।
দিগ্‌জ্ঞান—বিভিন্ন দিকের বোধ ; অবজ্ঞান ; কাণ্ডজ্ঞান (এ লোকটার দিগ্‌জ্ঞান নাই)।
দিগ্‌দর্শন—বহু দর্শন ; সংক্ষেপে বা সংকেতে নির্দেশ (দিগ্‌দর্শন হিসাবে কয়েকটি কথা বলা হইল) ; দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র, compass.
দিগ্‌দিগন্ত—বহু দূর ; দিক্‌সীমা পর্যন্ত। **দিগ্‌দিগন্তর**—বহু দিগ্‌দেশ, দূরদূরান্তর পর্যন্ত।
দিগ্ধ—[দিহ্ (লেপন করা)+ক্ত] লিপ্ত (চন্দন-দিগ্ধাঙ্গ) ; মিশ্রিত ; বিষাক্ত (বিষদিগ্ধ বাণ)।
দিগ্‌বধূ—দিগঙ্গনা।
দিগ্‌বলয়—দিকচক্রবাল ; horizon.
দিগ্‌বসন, দিগ্‌বাস, দিগ্‌বাসাঃ—দিগম্বর।
দিগ্‌বস্ত্র—দিগম্বর, শিব ; জৈন-সম্প্রদায়বিশেষ।
দিগ্‌বালা,-বালিকা—দিগঙ্গনা, আকাশ-সুন্দরী।
দিগ্‌বিজয়—চতুর্দিকের পণ্ডিতগণের বা যোদ্ধ্‌-গণের পরাজয় সাধন। **দিগ্‌বিজয়ী**—দিগ্‌বিজয়কারী ; মহাপণ্ডিত ; (ব্যঙ্গে) দুর্দান্ত।
দিগ্‌বিদিক—সব দিক ; চতুর্দিক (দিগ্‌বিদিকে যাত্রা করিল)। **দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞান**—কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান, বাহ্যজ্ঞান।
দিগ্‌ভ্রম,-ভ্রান্তি—কোন্‌টি কোন্ দিক্ সেই সম্বন্ধে ভ্রম। বিণ দিগ্‌ভ্রান্ত—কি করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে বোধহীন।
দিঘল, দীঘল—(সং. দীর্ঘ) সুদীর্ঘ (দিঘল পথের যাত্রী—সত্যেন্দ্রনাথ) ; আয়ত (কাব্যে)।
দিঘে—দৈর্ঘ্যে (আড়ে-দিঘে সমান)।
দিঙ্নাগ—দিক্‌রক্ষক হস্তী ; কালিদাসের প্রতিপক্ষ দিঙ্নাগাচার্য। **দিঙ্নাগের বংশধরগণ**—প্রতিকূল সমালোচকবর্গ ; নিন্দুকবর্গ।

দিঙ্‌নির্ণয়—বিভিন্ন দিকের নির্ধারণ; কর্তব্যাকর্তব্যবোধ। **দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্র**—compass.

দিঙ্‌মণ্ডল—দিক্‌চক্রবাল; horizon.

দিট, দিঠ, দিঠি—(সং. দৃষ্টি; প্রাকৃ. দিট্‌ঠি) দৃষ্টি, নজর; কটাক্ষ (কাব্যে ব্যবহৃত)।

দিতি—কশ্যপ মুনির ভার্যা, দৈত্যমাতা। **দিতিজ, দিতিসুত**—দৈত্য, দানব।

দিদার—(ফা. দীদার) সাক্ষাৎকার (আল্লার দিদার)।

দিদি, দিদী—জ্যেষ্ঠা ভগিনী; জ্যেষ্ঠা ভগিনী-স্থানীয়া, বড় জা, বড় সতীন, সখী-স্থানীয়া, শ্রদ্ধেয়া প্রতিবেশিনী, নাতনী বা নাতিনী স্থানীয়ার প্রতি সস্নেহ সম্ভাষণ। **দিদি ঠাকরুন**—দিদি-সম্পর্কীয়া ব্রাহ্মণকন্যা (ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে প্রভুকন্যা)। **দিদিমণি**—দিদি-সম্পর্কীয়ার প্রতি আদরের ডাক; ছোট প্রভুকন্যা; স্কুলের শিক্ষয়িত্রী; **দিদিমা**—মাতামহী। **দিদিশাশুড়ী**—শ্বশুর বা শাশুড়ীর মাতা বা মাতৃস্থানীয়া।

দিদৃক্ষা—দর্শনাভিলাষ। **দিদৃক্ষু**—দর্শনেচ্ছু; দর্শনোদ্যত।

দিন—[দো (ছেদন করা) + ইন—তিমির ছেদন-কারী] সূর্যের উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত সময় (দিনরাত); এক সূর্যোদয় হইতে পুনর্বার সূর্যোদয় পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টাকাল, অহোরাত্র; সময়, কাল (সুদিন; দুর্দিন); আয়ু (দিন ফুরাল); যুগ (দিন-কাল যা পড়েছে!)। **দিনকত, দিনকতক**—কিছুদিন। **দিনকর, দিন-কৃৎ, দিনপতি, দিনবন্ধু, দিনমণি**—সূর্য। **দিনকানা**—দিনে চোখে দেখেনা। **দিনকাল**—সময়, সময়ের গতি (সাধারণত দুর্দিনজ্ঞাপক)। **দিনক্ষণ**—শুভ কার্যের দিন ও অনুকূল মুহূর্ত। **দিনক্ষয়**—তিথিক্ষয়, একদিনে অর্থাৎ অহোরাত্রে তিন তিথির সংযোগ। **দিনগত পাপক্ষয়**—প্রতিদিনের পাপ-নাশের জন্য প্রতিদিনের কৃত্য-সাধন: গতানু-গতিক ভাবে দিন কাটানো (দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি)। **দিনগোনা**—অস্বস্তিকর দশার অবসানের জন্য প্রতীক্ষা করা। **দিন ঘনাইয়া আসা**—নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত হওয়া (সাধারণত অশুভ ঘটনা সম্বন্ধে বলা হয়)। **দিনচর্যা**—নিত্যকর্ম। **দিনজ্যোতি**—রৌদ্র। **দিনদগ্ধা**—শুভ কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য অপ্রশস্ত দিন বা তিথি। **দিন দিন**—প্রতিদিন। **দিনপাত**—দিন-যাপন; সংসার-যাত্রা-নির্বাহ (দিনপাত চলে না)। **দিন-মান**—সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্তকাল (দিনমানে পৌঁছা যাবে)। **দিনমুখ**—প্রাতঃকাল; সূর্য। **দিন-যামিনী**—দিনরাত্রি। **দিনযৌবন**—মধ্যাহ্ন। **দিনশেষ**—সন্ধ্যা। **দিনে ডাকাতি**—অবিশ্বাস্য অত্যাচার বা প্রতারণা। **দিন গুজরান করা**—দিন কাটানো। **দিন চলা**—দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ হওয়া (দিন চলা ভার)। **দিনে দিনে**—ক্রমে ক্রমে, প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া। **দিন পাওয়া**—সুদিনের উদয় হওয়া (পদ্মী কি আর সেই পদ্মী আছে, সে এখন দিন পেয়েছে)।

দিনাংশ—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—দিবসের এই তিন অংশ। **দিনাদি**—প্রাতঃকাল। **দিনান্ত, দিনাত্যয়, দিনাবসান**—দিনের শেষ, সায়ংকাল। **দিনান্তক**—অন্ধকার।

দিনেমার—(ইং. Danish) ডেনমার্কের অধিবাসী।

দিনেশ—সূর্য।

দিবস—[দিব্‌ (দীপ্তি পাওয়া) + অস] দিন, চব্বিশ ঘণ্টাকাল। **দিবসকর**—সূর্য। **দিবসমুখ**—প্রাতঃকাল। **দিবসাত্যয়, দিবসাবসান**—দিবাবসান, সায়ংকাল। **দিবস্পতি**—(দিবস = স্বর্গ) ইন্দ্র। **দিবস্পৃক্**—যিনি পায়ের দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করেন, পরমেশ্বর।

দিবা—[দিব্‌ (ক্রীড়া করা) + আ] দিন; সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত। **দিবাকর**—সূর্য। **দিবাচর**—যে দিবাভাগে জীবিকার্থ ভ্রমণ করে, চণ্ডাল; শ্যামা পক্ষী। **দিবাতন**—দিবাভাগে যাহা ঘটে; দৈনিক। **দিবানিদ্রা**—দিবাভাগে নিদ্রা। **দিবানিশি, দিবানিশ**—অহোরাত্র। **দিবান্ধ**—দিন কানা। **দিবাবসু**—সূর্য। **দিবাভীত**—পেচক; চোর। **দিবামুখ**—প্রভাত। **দিবামণি**—সূর্য। **দিবাস্বপ্ন**—দিবানিদ্রা; অলীক খেয়াল; day-dream.

দিবি—স্বর্গে; স্বর্গ। **দিবিজ**—দেবতা। **দিবিজেন্দ্র**—ইন্দ্র। **দিবিষ্ঠ**—স্বর্গস্থ; অন্তরীক্ষস্থ। **দিবেশ**—সূর্য।

দিব্ব,-বিব,-ব্ব্য-বি্য—(সং. দিব্য) উত্তম, সুন্দর, খাসা (দিব্বি বউ; দিব্বি ছেলে; দিব্বি হয়েছে—ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়); পরিষ্কার, স্পষ্ট, ভালভাবে (দিব্বি দেখতে পায়; দিব্বি চলাফেরা করতে পারে); দ্রব্য (নানা দিব্ব—গ্রাম্য); দিব্য, শপথ (পা ছুঁয়ে দিব্বি করা)।

দিব্য—[দিব্ (স্বর্গ)+য] স্বর্গীয়; আকাশস্থ; অপার্থিব; ঐশ্বরিক; উৎকৃষ্ট; সুদর্শন (দিব্যাভরণ; দিব্যাস্ত্র; দিব্যদৃষ্টি, দিব্যজীবন); শপথ (ঈশ্বর, ধর্ম প্রভৃতি সাক্ষী করিয়া উক্তি বা আচরণের নির্দোষতা বা আন্তরিকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা (কেঁদ না মা মাথার দিব্য দিই; তোমার দিব্য রইল); অপরাধীর অপরাধ নির্ণয়ার্থ তুলাদণ্ডে ওজন এবং অগ্নি, বিষ, জল ইত্যাদির দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় পরীক্ষা-রীতি। **দিব্যগন্ধ**—অপার্থিব সুরভি; লবঙ্গ। **দিব্য গায়ন**—স্বর্গীয় গায়ক, গন্ধর্ব। **দিব্যচক্ষুঃ**—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন চক্ষু; অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি; চশমা (ব্যঙ্গে)। **দিব্য চক্ষে দেখা**—ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে স্পষ্টবোধ। **দিব্যজ্ঞান**—অলৌকিক জ্ঞান; অলৌকিক দৃষ্টি। **দিব্যদর্শী**—দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। **দিব্যদৃষ্টি**—যে দৃষ্টি দেবতাতে সম্ভবে, সাধারণত মানুষে নয়; অলৌকিক বোধ। **দিব্যদোহদ**—অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দেবোদ্দেশে যাহা দেওয়া হয়, মানসিক। **দিব্যনদী**—মন্দাকিনী। **দিব্যনারী, দিব্যাঙ্গনা**—অপ্সরা। **দিব্যপ্রশ্ন**—ভাবী বিষয়-সম্পর্কিত প্রশ্ন। **দিব্যরথ**—আকাশগামী যান, বিমান। **দিব্যরস**—পারদ। **দিব্যাস্ত্র**—দেবতাদের ব্যবহৃত অস্ত্র, দিব্যশক্তি-সম্পন্ন অস্ত্র। **দিব্যোদক**—বৃষ্টির জল; শিশির। **মাথার দিব্য দেওয়া**—মাথা খাও এই দিব্য দেওয়া। **দিব্যোন্মাদ**—ঐশ্বরিক ভাবোন্মত্ততা।

দিয়া—দ্বারা, মারফৎ; মধ্যদিয়া (জানলা দিয়ে গলে গেল); অর্পণ করিয়া (দিয়া দিয়াছি)। **দিয়া দেওয়া**—দিয়া ফেলা, না রাখা; স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দান করা।

দিয়াড়া—চর, নদীর তীরবর্তী স্থান (কোন কোন অঞ্চলে দিয়েড় বলে। গাঙ দিয়েড়—নদীতীরবর্তী স্থান)।

দিয়াশলাই, দেশলাই—(হি. দীয়াসলাই) মাথায় বারুদ দেওয়া সুপরিচিত সরু সরু কাঠি ও তাহার বাক্স; দীপশলাকা, দিয়াকাঠি।

দিল, দেল—(ফা. দিল্) হৃদয়; মন, আত্মা (দেল উঠে গেছে—মন উঠে গেছে, মন বিমুখ হয়েছে; দেলের থেকে উঠে গেছে—অপ্রিয় হয়েছে; দেলে চায়না—অভিরুচি নাই, আগ্রহ নাই; দিল খাট্টা হয়ে গেছে—মন অত্যন্ত বিমুখ হয়ে গেছে)। **দিলখুশ, দেলখোশ**—মনের সন্তোষ বৃদ্ধিকারক, চিত্তাকর্ষক। **দিলগির**—বিষণ্ণ। **দিলকুশা**—চিত্তের প্রসন্নতাবর্ধক (বাগান-বিশেষ—দিলকুশায় আজ চায়ের মজলিস বসবে)। **দিলকোরাণ**—অন্তঃকরণ রূপ অভ্রান্ত শাস্ত্র। **দিলদরিয়া**—অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত, অকৃপণ, উদার-হৃদয় (দিলদরিয়া লোক)। **দিলদার**—প্রিয়, প্রিয়া। **দিলরুবা, দিলারা দিলারাম**—দয়িতা। **দিলাওর, দেলোয়ার**—সাহসী। **দিল্লগী**—ঠাট্টা-তামাসা।

দিল—দান করিল; স্থাপন করিল (কানে হাত দিল); নির্মাণ করাইল (দালান দিল); আরোপ করিল (অপবাদ দিল)।

দিলীপ—সূর্যবংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা।

দিল্লী-প্রাচীন হস্তিনাপুর, বর্তমানে ভারতের রাজধানী। **দিল্লীকা লাড্ডু, দিল্লীর লাড়ু**—সুপ্রসিদ্ধ ও অতিশয় চিত্তাকর্ষক কিন্তু আসলে অসার। **হিল্লীদিল্লী করে বেড়ানো**—দিল্লী ও তত্তুল্য জাঁকজমক-পূর্ণ স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা।

দিশপাশ, দিসপাস—চতুর্দিক, দিক্‌বিদিক্, কুলকিনারা; সীমা।

দিশা—(দিশ্+অ+আ) বিশিষ্ট দিক, রীতি, ধরণ, নির্দেশ (কাজের দিশা পাই না); দিগ্‌ভ্রম, ধাঁধা (দিশা লাগা)। **দিশাবিশা**—দিশা; কি কর্তব্য কি কর্তব্য নয় তাহার নির্ণয়। **দিশারি, দিশারু**—দিক্‌দর্শক; পথপ্রদর্শক। **দিশাহারা**—যাহার দিক্‌বোধ নাই; কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান-বর্জিত; যাহার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে; খেই-হারা। (দিশেহারাও ব্যবহৃত হয়)।

দিশি—দিগ্‌দেশ (অন্ধকারে ঢাকে দিশি—রবি)। **নিশিদিশি**—নিশিদিন।

দিশি—দেশীয়; স্বদেশে উৎপন্ন বা প্রচলিত কথা।

দিস্তা—(ফা. দস্‌তা) চব্বিশ তা কাগজ অথবা চব্বিশখানা লুচি বা রুটি; দাণ্ডা (হামান-দিস্তা)। **কাপড়ে দিস্তা পড়া**—বুনিবার সময়ে সুতা সরিয়া জড়িত হওয়া।

দী, দীয়া, দীহি, দি—(ফা. দিহ্—গ্রাম) গ্রাম (ব্রাহ্মণদি; আজুদীয়া; নরসিংদি)।

দীক্ষক—তন্ত্রমতানুসারে উপদেষ্টা; দীক্ষাদাতা। **দীক্ষণীয়**—যাহাকে দীক্ষা দান করিতে হইবে।

দীক্ষা—[দীক্ষ্ (উপদেশ করা)+অ+আ] তন্ত্রমতানুসারে মন্ত্রের উপদেশ; মন্ত্র-গ্রহণ; কোন বিদ্যায় বা ব্রতাদিতে বিশেষ উপদেশ লাভ (অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু—রবি); নিয়ম বা সঙ্কল্প করিয়া ব্রতাদির অনুষ্ঠান। **দীক্ষাগুরু**—দীক্ষাদাতা, তন্ত্রমতানুসারে মন্ত্রের উপদেষ্টা। বিণ **দীক্ষিত**—ব্রতাদি বা যজ্ঞাদি কর্মে সঙ্কল্পপূর্বক প্রবৃত্ত; কোন বিদ্যায় বা বিষয়ে গুরুর বিশেষ নির্দেশ বা উপদেশ প্রাপ্ত; ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।

দীঘি,-ঘী—(সং. দীর্ঘিকা) দীর্ঘ জলাশয়; বড় পুকুর (লালদীঘি গোলদীঘি)।

দীধিতি—[দীধি (দীপ্তি পাওয়া)+তি] কিরণ, আলোক, দীপ্তি; ন্যায়গ্রন্থ-বিশেষ। **দীধিতিমান**—সূর্য।

দীন—[দী (ক্ষয় পাওয়া)+ত] দরিদ্র, নিঃসম্বল (দীনে দয়া কর); কাতর, দুঃখিত (দীন মানস; অমন দীন নয়নে তুমি চেয়ো না—রবি); হীন; কৃপণ; শক্তিহীন; ভীত (দীনাত্মা; দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, ওরে উদাসীন—রবি)। **দীনতা**—দৈন্য; হীনতা। **দীনদরিদ্র**—অতিশয় দরিদ্র। **দীননাথ**—দীনশরণ। **দীনবৎসল**—দীনের প্রতি স্নেহ-মমতাপূর্ণ। **দীনবন্ধু**—দরিদ্রের সহায়। **দীনভাবাপন্ন**—দুঃখিতচিত্ত। **দীনসত্ত্ব**—শক্তিহীন; ক্ষীণপ্রাণ। **দীনহীন**—অতিশয় নিঃস্ব।

দীন—(আ. দীন) ধর্ম; সত্যধর্ম। **দীনদার**—ধর্মপরায়ণ। বি. দীনদারি। (বেদীন—ধর্মহীন, সত্যধর্মে অবিশ্বাসী)।

দীনার—(আ. দীনার) স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ (এক দীনারের মূল্য ছিল দশ টাকা); বত্রিশ রতি ওজনের স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ; প্রাচীন হার-বিশেষ।

দীপ—[দীপ্ (দীপ্ত হওয়া)+অ] প্রদীপ, যাহা দীপ্তি পায় অথবা উজ্জ্বল করে (জ্ঞান-দীপ); মাটির প্রদীপ। **দীপকিট**—দীপ-শিখাজাত কাজল। **দীপকূপী**—সলিতা। **দীপগাছ,-গাছা,-যষ্টি**—দীপাধার, পিল-সুজ। **দীপছায়া, দীপচ্ছায়া**—প্রদীপের নীচের অন্ধকার। **দীপধর**—মশালচি। **দীপধ্বজ**—কাজল; দীপবর্তিকা। **দীপপুঞ্জ**—দীপাবলী। **দীপবতী**—দীপান্বিতা। **দীপবর্তিকা**—সলিতা। **দীপবৃক্ষ**—বহু শাখাযুক্ত দীপাধার, ঝাড়, পিলসুজ। **দীপমালা**—দীপাবলী। **দীপশত্রু**—জোনাকি। **দীপশলাকা**—দিয়াশলাই। **দীপশিখা**—দীপের শীষ; প্রজ্বলিত দীপ।

দীপক—উদ্দীপক; উত্তেজক; প্রকাশক; প্রদীপ (কুল-দীপক); রাগ-বিশেষ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ; কুঙ্কুম; বাজপাখী।

দীপন—উদ্দীপক, উত্তেজক; শোভাজনক; জঠরানল-বর্ধক; দীপ্তিসাধন; ময়ূরশিখা; পলাণ্ডু; কুঙ্কুম; কাসমর্দ। **দীপনীয়**—দীপনযোগ্য; ক্ষুধাবর্ধক; যমানী।

দীপাধার—পিলসুজ, দেরকো।

দীপান্বিতা—কার্তিকী অমাবস্যা, এই তিথিতে সন্ধ্যাকালে গৃহে গৃহে দেওয়ালী দেওয়া হয়। **দীপাবলি,-লী**—দীপমালা, দেওয়ালী। **দীপালি,-লী**—দীপাবলী, দীপোৎসব, দেওয়ালী।

দীপিকা—প্রদীপ; জ্যোৎস্না; ব্যাখ্যাপুস্তক, টীকা; রাগিণী-বিশেষ।

দীপিত—(দীপি+ক্ত) প্রকাশিত; উজ্জ্বলীকৃত। **দীপিতা**—দীপ্তিকারক; প্রকাশক।

দীপ্ত—প্রজ্বলিত; প্রকাশিত; উজ্জ্বল; তেজো-ময়; প্রচণ্ড; দগ্ধ; সিংহ; স্বর্ণ; হিঙ্গুল। **দীপ্তক**—স্বর্ণ। **দীপ্তকিরণ**—সূর্য্য। **দীপ্তকীর্তি**—কার্তিকেয়। **দীপ্তজিহ্বা**—খেঁকশিয়ালী। **দীপ্ততপাঃ**—উগ্রতপাঃ। **দীপ্তমূর্তি**—যাহার মূর্তি উজ্জ্বল। **দীপ্তরস**—কেঁচো। **দীপ্তলোচন**—বিড়াল। **দীপ্তলোহ**—কাঁসা। **দীপ্তাক্ষ**—বিড়াল জাতীয়

শ্বাপদ; উজ্জ্বলচক্ষু-বিশিষ্ট। **দীপ্তাগ্নি**—তীব্র জঠরানল-বিশিষ্ট; অগস্ত্য ঋষি। **দীপ্তাঙ্গ**—দীপ্তদেহ; ময়ূর।

দীপ্তি—(দীপ্+ক্তি) তেজঃ, প্রভা, ঔজ্জ্বল্য, শোভা; কান্তি; লাক্ষা। **দীপ্তিমান্**—ঔজ্জ্বল্যযুক্ত; শোভমান। **দীপ্তোজ্জ্বল**—অতিশয় ভাস্বর। **দীপ্তোপল**—সূর্যকান্তমণি।

দীপ্য—(দীপ্+য) প্রজ্জ্বলনযোগ্য; প্রকাশার্হ; যমানী; জীরক। **দীপ্যমান**—দীপ্তিশীল; প্রকাশমান; শোভমান।

দীয়মান—যাহা দেওয়া হইতেছে (দীয়মান দ্রব্য)।

দীর্ঘ—[দৃ (বিদীর্ণ করা)+ঘ; দ্রাঘ্ (আয়ত হওয়া)+অ] লম্বা (দীর্ঘবাহু); অধিক; বিস্তৃত (দীর্ঘকাল; দীর্ঘপথ); উন্নত, তুঙ্গ (দীর্ঘনাসা); গুরু; প্রবল (দীর্ঘশ্বাস); দ্বিমাত্রাযুক্ত স্বরবর্ণ (আ, ঈ, ঊ ইত্যাদি); পরিণাম (দীর্ঘদর্শী); শরতৃণ-বিশেষ, রামশর। **দীর্ঘকণ্ঠ**—লম্বকণ্ঠ, বক। **দীর্ঘকন্দ**—মূলা। **দীর্ঘগতি,-গ্রীবা,-জঙ্ঘ**—উষ্ট্র। **দীর্ঘজিহ্ব**—সর্প। **দীর্ঘতরু**—তালগাছ। **দীর্ঘতুণ্ডা**—ছুঁচা। **দীর্ঘদণ্ড**—ভেরেণ্ডা গাছ। **দীর্ঘদর্শী, দীর্ঘপ্রজ্ঞ**—দূরদর্শী; পণ্ডিত; গৃধ্র। **দীর্ঘদৃষ্টি**—দূরদর্শী; দূরবীক্ষণ-যন্ত্র। **দীর্ঘনাদ**—শঙ্খ। **দীর্ঘনিদ্রা**—মৃত্যু। **দীর্ঘপাদ**—কঙ্কপক্ষী। **দীর্ঘমাত্রা**—বঙ্কনী; গুরুমাত্রা। **দীর্ঘবংশ**—লম্বা বাঁশ; নল। **দীর্ঘবক্ত্র**—হস্তী। **দীর্ঘসূত্র,-সূত্রী**—যাহার কাজ করিতে খুব দেরী হয়; যে কাজ ফেলিয়া রাখে। বি. দীর্ঘসূত্রতা, দীর্ঘসূত্রিতা। **দীর্ঘস্কন্ধ**—তালগাছ। **দীর্ঘাধ্বগ**—পত্রবাহক; উষ্ট্র। **দীর্ঘায়ত**—লম্বায় ও চওড়ায় বড়। **দীর্ঘায়ু**—দীর্ঘজীবী। **দীর্ঘায়ুষ্য**—দীর্ঘায়ু।

দীর্ঘিকা—(দীর্ঘা+কন্+আ) বড় পুকুর; তিন শত ধনু অর্থাৎ বারশত হস্তপরিমিত জলাশয়।

দীর্ণ—[দৃ (বিদারণ করা)+ক্ত] বিদারিত (বজ্রদীর্ণ); ভীত।

দু, দুই, দো—(সং. দ্বি, দ্বয়) দ্বিসংখ্যক (দুই চোখ, দুদিন, দুমুখো, দোকাট); কয়েকটি, কিছু (দুকথা শুনিয়ে দেওয়া; দুখা কশা)। **দুকথা হওয়া**—বচসা হওয়া; মতভেদ হওয়া। **দুকলম লেখা**—দুচার কথা লেখা। **দুটো পয়সার মুখ দেখা**—অবস্থা কিছু সচ্ছল হওয়া। **দুমুখ এক হওয়া**—মোকাবেলা হওয়া।

দুই—দ্র দ্বঃ। **দুই ভাবা**—ভিন্ন ভাবা; পর ভাবা। **দুই নৌকায় পা দেওয়া**—একসঙ্গে দুইদিক বজায় রাখিতে চেষ্টা করা (তাহার ফলে কোন পক্ষেরই কাজে আসিতে না পারা); দ্বিধান্বিত হওয়া।

দু-এক, দুই-এক—একটি কিম্বা দুটি, কিছু।

দুঃ—(দুর্, দুস্) উপসর্গ-বিশেষ; দুষ্ট, দুঃখ, অভাব, সঙ্কট ইত্যাদি জ্ঞাপক, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (দুর্জন, দুর্ভিক্ষ, দুঃসাহস)।

দুঃখ—[দুঃখ্ (ক্লেশ দেওয়া)+অ] ক্লেশ; দুর্দশা, যন্ত্রণা; মনঃক্ষোভ; সঙ্কট; পীড়া; ব্যথা; আক্ষেপ (দুঃখের সংসার; দুঃখের কথা কপালে অনেক দুঃখ আছে; মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ করেছে)। **দুঃখকষ্ট**—অভাব-অভিযোগ-জনিত দুঃখ। **দুঃখত্রয়**—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ। **দুঃখ দেওয়া**—মনঃকষ্ট ঘটানো; কষ্ট দেওয়া। **দুঃখধান্দা**—কষ্টে জীবিকা অর্জন (দুঃখধান্দা করে খায়)। **দুঃখবাদ**—সংসার ও জীবন দুঃখপূর্ণ, ইহার মঙ্গলতর পরিণতি নাই—এই মতবাদ। **দুঃখহর**—যিনি দুঃখ হরণ করেন, পরমেশ্বর। **দুঃখের দুঃখী**—ব্যথার ব্যথী।

দুঃখার্ত—দুঃখে কাতর; দুঃখাভিভূত।

দুঃখিত—যাহার দুঃখ হইয়াছে; ক্লিষ্ট; সন্তাপিত; ক্ষুণ্ণ; অপ্রসন্ন। **দুঃখী**—(দুঃখ+ইন্) দুঃখপ্রাপ্ত। **দুঃখপীড়িত**—দীনদরিদ্র (দীন দুঃখী); দুঃখিত। স্ত্রী. দুঃখিনী। **দুঃশকুন**—অশুভ লক্ষণ।

দুঃশাস—(দুর্—শাস্+অ) যাহাকে শাসন করা কঠিন, দুর্দম্য। **দুঃশাসন**—ধৃতরাষ্ট্রের জনৈক পুত্র, ভীম ইহার রক্ত পান করিয়াছিলেন; দুর্দমনীয়।

দুঃশীল—যাহার স্বভাব মন্দ, দুশ্চরিত্র (সুশীলের বিপরীত)।

দুঃশ্রব—[দুর্—শ্রু (শুনা)+অ] অশ্রাব্য।

দুঃসময়—অসময়; দুর্দিন, দুর্ভিক্ষ।

দুঃসহ—(দুর্—সহ্+অ) অসহ্য; অতিশয় ক্লেশকর (দুঃসহ বাক্য; দুঃসহ শীত)।

দুঃসাধ্য—কষ্টসাধ্য; অসাধ্য; অপ্রতিকার্য; দুশ্চিকিৎস্য।

দুঃসাহস—অনুচিত সাহস; অসমসাহস (তোমার দুঃসাহসের প্রশংসা করতে হয়)। **দুঃসাহসিক**—অসমসাহসিক।

দুঃস্থ, দুস্থ—(দুস্—স্থা (থাকা)+অ] যে দুঃখে কষ্টে কালযাপন করে; দরিদ্র; দুর্গত; দুর্দশাগ্রস্ত। **দুঃস্থিত**—দুঃখে অবস্থিত বা পতিত। **দুঃস্থিতি**—দুরবস্থা, দুর্গতি, অস্থিরতা।

দুঃস্পর্শ, দুস্পর্শ—(দুস্—স্পৃশ্+অ) যাহাকে স্পর্শ করা যায় না বা কঠিন (দুস্পর্শ চন্দ্র); খরস্পর্শ। স্ত্রী. দুস্পর্শা—কণ্টকারীর গাছ। **দুস্পৃষ্ট**—ঈষৎ স্পৃষ্ট বর্ণ (য র ল ব)।

দুঃস্বপ্ন—অমঙ্গলসূচক স্বপ্ন; কল্পিত অনিষ্টের আশঙ্কা, দুর্ভাবনা; nightmare (রাজনৈতিক দুঃস্বপ্ন)।

দুঁদে—(সং. দ্বন্দ্ব) ঝগড়াটে, বিবাদকারী, মামলাবাজ, দুর্দান্ত (দুঁদে জমিদার—দোঁদ দ্রঃ)।

দুঁহু, দুঁহা, দোহা, দোঁহা—(হি. দুহুঁ) দুই, দুইজনকে। **দুঁহাকার, দোঁহাকার**—দুজনের। **দোঁহে দোঁহা**—উভয়ে উভয়কে।

দুঁহু, দুহু—দুইজন, উভয় (শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল—বিদ্যাপতি)।

দুকথা—দুটি সাধারণ কথা অথবা অপ্রিয় কথা; কড়া কথা; তিরস্কার (খুব দুকথা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে)। **দু-এক কথা**—অল্প কথা-বার্তা। **দু-চার কথা**—কথোপকথন; আলাপ-আলোচনা। **দুদশ কথা**—আলাপ-আলোচনা।

দুকাটি, দুকাঠি, দোকাটি—দুইটি কাষ্ঠখণ্ড বা দুইটি কঞ্চি। **দুকাঠি বাজানো**—কাঠিতে কাঠিতে আঘাত—এরূপ করিলে নাকি ঝগড়া বাধে।

দুকুল—পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল (নারীর পক্ষে); পিতৃকুল ও মাতামহের কুল।

দুকূল—[দু (উত্তপ্ত করা)+উল] ক্ষৌম বস্ত্র; রেশমী কাপড়; সূক্ষ্ম বস্ত্র; উড়ানী; দুই কূল; দুই তট; ইহকাল পরকাল।

দুখ—দুঃখ (সাধারণতঃ কথ্য ভাষায় ও কাব্যে ব্যবহৃত)। **দুখী**—দুঃখী। **দুখধান্দা**—দুখধান্দা। **দুখসুখ**—দুঃখ সুখ। **দুখান, দুখানা**—দুই খণ্ড, দুইটা। **দুখানি**—ছোট জিনিষ বুঝাইতে অথবা সমাদরে ব্যবহৃত হয়। **দুখান করা**—ভাঙ্গিয়া ফেলা। **দুখিনী**—দুঃখিনী, হতভাগিনী (জনম দুখিনী)।

দুগুণ, দুগুণা—দ্বিগুণ, দুনা।

দুগ্ধ—(দুহ্+ক্ত) দুধ, গোদুগ্ধ, মাতৃদুগ্ধ, ছাগীদুগ্ধ প্রভৃতি; গাছের দুধের মত রস বা আঠা। **দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধলাউ**—দুধ দিয়া প্রস্তুত লাউয়ের ব্যঞ্জন-বিশেষ। **দুগ্ধপাচন**—দুধ জ্বাল দেওয়া কড়াই। **দুগ্ধপুলি**—দুধে আওটানো পুলি-পিঠা-বিশেষ। **দুগ্ধপোষ্য**—স্তন্যপায়ী। **দুগ্ধফেননিভ**—দুধের ফেনার মত শুভ্র ও কোমল। **দুগ্ধভাত**—দুধ ও ভাত। **দুগ্ধদা, দুগ্ধবতী**—যে গরু দুধ দিতেছে। **দুগ্ধমুখ**—যে শিশুর মুখে দুধের গন্ধ (দুগ্ধমুখ শিশু)। **দুগ্ধসমুদ্র**—ক্ষীরসমুদ্র, দুগ্ধাব্ধি (দুগ্ধাব্ধি-তনয়া—লক্ষ্মী)।

দুঘড়ি—দুই দণ্ড (দুঘড়ি বসবার জো নেই); দ্বিপ্রহর।

দুচালা, দোচালা—দুই চাল-বিশিষ্ট ছোট ঘর। **দুচুচ্কো**—দুমুখো; যে দুই পক্ষকেই খুসী করিয়া কথা বলে। **দুচোখ**—দুই চোখ। **দুচোখের ব্রত**—দুই চোখে যাহা পড়ে তাহাই কেনা, আত্মসাৎ করা বা উদরসাৎ করা। **দুচোখের বিষ**—চক্ষুশূল, অত্যন্ত অপ্রিয় (তারপর থেকে আমি তার দুচক্ষের বিষ হয়েছি)। **দুচোখো**—দুই চক্ষু-বিশিষ্ট; যে দুই চোখে দেখে; পক্ষপাত দুষ্ট (বাপ যে এমন দুচোখো হয় তা দেখিনি)।

দুটা,-টো—দুইটা বা দুই সংখ্যক; কিছু (দুটো পয়সার মুখ দেখা)। **দুটা মাথা**—অসম্ভব রকমের স্পর্ধা (কার একটা ঘাড়ে দুটো মাথা যে চৌধুরীদের বিরুদ্ধে যায় ?)। **দুটি**—ছোট দুই বস্তু সম্পর্কে অথবা সমাদর জ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়।

দুটানা, দোটানা—দুই বিপরীত আকর্ষণ বা প্রবণতা (বিষম দোটানায় পড়েছি)।

দুড় দুড়—দৌড়ের সময়ে যে পদশব্দ হয় (দুড় দুড় করিয়া পলাইয়া গেল); বন্দুক, দামামা প্রভৃতির শব্দ। **দুড়দাড়, দুদ্দাড়**—কিল লাথি প্রভৃতির শব্দ।

দুড়ুম—ভারী বস্তুর হঠাৎ পতনের শব্দ (দুড়ম করিয়া পড়িল—দড়াম দ্রঃ)। **দুড়ুম দুড়ুম**—ক্রমাগত বন্দুক বা কামান ছোঁড়ার শব্দ।

দুৎ—(দূর্; হি. ধৎ) অপ্রসন্নতা, অসম্মতি, অবজ্ঞা, বিরক্তি ইত্যাদি জ্ঞাপক। **দুত্যু দুত্যু**—দূর হ দূর হ অথবা দূর হোক। **দুত্তোর, দুত্তোর ছাই, দূর হোক ছাই**—অপ্রসন্নতা বা বিরক্তি জ্ঞাপক উক্তি (দুত্তোর ছাই কি বলে মনে আসছে না)।

দুদ্দাড়—দুর দুর দ্রঃ।

দুধ—(সং. দুগ্ধ; প্রাকৃ. দুধ্ধ; গ্রাম্য দুদ) দুগ্ধ; বৃক্ষাদির দুধের মত রস। **দুধকম্বল**—প্রসবের পূর্বে যে গরু বেশী দুধ দেয় তাহার নাভির কাছে যে গোলাকার পিণ্ড প্রকাশ পায়। **দুধ কুসুম্ভা**—দুধে গোলা বাঁটা সিদ্ধি। **দুধ-কদু**—দুগ্ধলাউ দ্রঃ; কচি লাউ খুব মিহি করিয়া কুটিয়া দুধ ও চিনিতে রান্না করা হয়। **দুধতোলা**—শিশুর দুগ্ধপানের পরেই তাহা বমন করা। **দুধ নামা**—প্রসূতির বা গাভীর দুধ বেশী হওয়া। **দুধের ছেলে**—দুগ্ধপোষ্য শিশু; কচি ছেলে। **দুধে ভাতে থাকা**—সচ্ছল অবস্থায় দিন কাটানো। **দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা**—যাহাকে যথেষ্ট আদর-যত্ন করা হইয়াছে তাহার নিকট হইতে শত্রুর আচরণ লাভ করা। **দুধকমল, দুধরাজ**—হৈমন্তিক ধান্য-বিশেষ। **দুধহাসি**—দুধের মত শুভ্র অকলঙ্ক হাসি অথবা দুধের শিশুর মতো অকলঙ্ক হাসি।

দুধল, দুধাল—যাহার বেশি দুধ হয় (দুধাল গাই)।

দুধে আলতা—দুধে আলতা মিশাইলে যে রং হয় সেই রং, লালিমাযুক্ত গৌরবর্ণ। **দুধে-দাঁত**—শিশুর প্রথমে যে সমস্ত দাঁত ওঠে ও ছয়-সাত বৎসর বয়সে পড়িয়া যায়।

দুধারি, দোধারী—যাহার দুই দিকে ধার (দুধারী তলোয়ার); দুই পার্শ্বস্থ।

দুন—দ্বিগুণ; সঙ্গীতে দ্রুত লয়-বিশেষ, ইহাতে দুই মাত্রার বোল এক মাত্রায় বাজানো হয়।

দুন, দুনা, দুনু, দুনো—দ্বিগুণ (ঊনো ভাতে দুনো বল, ভরা ভাতে রসাতল)।

দুনি,-নী—(সং. দ্রোণী) ক্ষেত্রে জল-সেচনের পাত্র-বিশেষ, ইহার দ্বারা একজনই খাল প্রভৃতি হইতে জল তুলিয়া নালীর ভিতর দিয়া সেই জল ক্ষেতে পৌঁছাইয়া দিতে পারে।

দুনিয়া—(আ. দুন্য়া) পৃথিবী; দৃশ্যমান জগৎ (আজব দুনিয়া—বিচিত্র জগৎ)। **দুনিয়া-দার**—যে সাংসারিক জীবন লইয়া ব্যস্ত; সাংসারিক লাভ-ক্ষতির বিষয়ে বিশেষ সচেতন কিন্তু পারমার্থিক বিষয়ের প্রতি তেমন দৃষ্টি নাই; স্বার্থপরায়ণ। বি. দুনিয়াদারি।

দুন্দুভি—[দুন্দু—ভা (উচ্চারণ করা)+ই] রণবাদ্য, ঢাক, নাগরা (শক্তিহীনের অন্তরে আজ গর্জে বিষাণ দুন্দুভি—নজরুল ইসলাম); পাশা খেলায় দান বিঃ।

দুন্দুমার, দুন্দুমার—(হি. দুংদ—ঝগড়া) তুমুল ঝগড়া, মারামারি প্রভৃতি।

দুপ—পতনের বা কিল মারার শব্দ (দুপ করিয়া একটি আম পড়িল)। **দুপ দুপ**—অপেক্ষা-কৃত দ্রুত কিন্তু লঘু পদশব্দ। **দুপদাপ**—দুপদুপের তুলনায় দ্রুততর ও ভারী।

দুপর, দুপুর, দুপহর—(দ্বিপ্রহর) দ্বিপ্রহর, মধ্যাহ্ন, ১২টা (দিন দুপুরে; রাত দুপুরে)। **দুপুরে ডাকাতি**—প্রকাশ্য দিবালোকে দস্যু-বৃত্তি; অসম্ভব রকমের কাজ। বিণ. দুপুরিয়া, দুপুরে।

দুপাক, দোপাক—যাহা দুইবার পাক দেওয়া হইয়াছে (দোপাক রশি); দুই চক্র, একই পথে দুইবার পায়চারি (দুপাক ঘুরে আসা যাক); দুইবার সিদ্ধ করা।

দুপাটি, দুপাটী—দুই সারি বা থাক (দুপাটী দাঁত); দোপাটী দ্রঃ।

দুফাল, দোফাল—দ্বিখণ্ডিত, দুই টুকরা।

দুবলা, দুব্বা, দুব্বো—(সং. দূর্বা) দূর্বা। **হাতীর মুখে দুবলা বা দুব্বা ঘাস**—অসঙ্গত রকমের অল্প খাদ্য বা অল্প আয়োজন সম্বন্ধে বলা হয়। **হাড়ে দুব্বো গজানো**—মরিয়া মাটির সঙ্গে মেশা (তুমি যতদিনে দুপয়সা আনতে শিখবে, ততদিনে আমার হাড়ে দুব্বো গজাবে)।

দুভাপা—দুবার ভাপ দেওয়া অর্থাৎ বাষ্পের উত্তাপে সিদ্ধ করা।

দুভাষী, দোভাষী—যে দুই ভাষা জানে অর্থাৎ বিভিন্নভাষী শ্রোতা ও বক্তা উভয়ের ভাষা জানে, সেজন্য তাহাদের দুই জনের মধ্যে ভাব-বিনিময়ে সাহায্য করিতে পারে।

দুম্—ভারী জিনিষ পড়ার বা বড় কিলের শব্দ। **দুম দুম**—ব্যাপক দুম। **দুমদাম**—উপর্যু-

পরি কিল মারার শব্দ, বাজি প্রভৃতি ফোটার শব্দ। **দুমপটাস**—উচ্চ শব্দে ফাটিবার শব্দ। **দুমাদুম**—ক্রমাগত কিল মারার শব্দ।

দুমড়ানো—অপেক্ষাকৃত অনমনীয় বস্তু বাঁকানো; বলপ্রয়োগে নত করা বা কাবু করা। **দুমড়নো**—বাঁকিয়া যাওয়া। বি. দুমড়ানি—দুমড়াইবার কাজ।

দুমনা, দোমনা—দুই মন-বিশিষ্ট, দোলায়িত-চিত্ত (ভাবছিলাম কাজটায় শীগগিরই হাত দেব, কিন্তু তার কথায় দোমনা হয়ে গেলাম)।

দুমুখা, দুমুখো—দুই মুখ-বিশিষ্ট, যে সামনে একভাবে ও পশ্চাতে অন্যভাবে কথা বলে, কপট (**দুমুখো সাপ**—দুই মুখযুক্ত সাপ; কপট, খল, চুগলখোর)।

দুমুঠা, দুমুঠো—দুই মুষ্টি পরিমিত; সামান্য (দুমুঠো পেটের ভাত জোটাই দায়)।

দুমেটিয়া, দুমেটে—যাহাতে দুইবার মাটির লেপ দেওয়া হইয়াছে (দুমেটে প্রতিমা)।

দুম্বা—(ফা. দুম্বা) স্থূললেজ-বিশিষ্ট ভেড়া-বিশেষ।

দুয়া, দুয়ো—(সং দুর্ভগা) ভাগ্যহীনা; স্বামীর অপছন্দের। **দুয়োরাণী**—রাজা যে রাণীর প্রতি বিরূপ (বিপরীত সুয়োরাণী)।

দুয়াড়ি—বাঁশের শলা দিয়া তৈরী মাছ ধরিবার যন্ত্র-বিশেষ।

দুয়ানী—দুই আনা পরিমিত মুদ্রা।

দুয়ার—(সং দ্বার) দ্বার, দরজা, প্রবেশ-পথ। **দুয়ারে কাঁটা পড়া**—যাইবার পথ বন্ধ হওয়া; প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট হওয়া। **দুয়ারী**—দ্বারী; দ্বারযুক্ত (হাজার দুয়ারী)।

দুয়েম, দোয়েম—(ফা. দু'য়ম) দ্বিতীয় শ্রেণী; কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট (দুয়েম জমি)।

দুয়ো—দুৎ দুৎ বা ধুৎ ধুৎ ভাব। **দুয়ো-দেওয়া**—দুয়ো হো হো ইত্যাদি বলিয়া পরাজিত ব্যক্তিকে অথবা যাহাকে পরাজিত করিতে হইবে তাহাকে দলবাঁধিয়া উপহাস করা; দল বাঁধিয়া উপহাসাদি করিয়া কোন লোককে জব্দ করা (কবি খেউড়ের বাংলাদেশে প্রতিপক্ষকে দুয়ো দিয়ে জব্দ করা ত সাধারণ রীতি)।

দুরতিক্রম—(দুর্—অতি—ক্রম+অ) যাহা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য; অলঙ্ঘনীয়। **দুরতিক্রমণীয়, দুরতিক্রম্য**—দুর্লঙ্ঘ্য।

দুরত্যয়—(দুর্+অত্যয়) যাহা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য; দুস্তর।

দুরদুর—অপেক্ষাকৃত মৃদু ও দ্রুত বাদ্যধ্বনি; ভয়াদিজনিত হৃৎস্পন্দনের শব্দ; দ্রুততর ও কোমলতর স্পন্দন সম্পর্কে দুরু দুরু বলা হয় (তার বাম আঁখি ফুরে থর থর তার হিয়া দুরু দুরু দুলিছে—রবি)।

দুরদৃষ্ট—(দুর্+অদৃষ্ট) দুর্ভাগ্য, দুর্দৈব।

দুরধিগম—(দুর্+অধিগম) দুষ্প্রাপ্য; দুর্গম; দুর্জ্ঞেয়। **দুরধিগম্য**—যাহার ভিতরে বা যেখানে প্রবেশ করা যায় না, যাহা বুঝিতে পারা যায় না।

দুরধ্যয়—যাহা অধ্যয়ন করা কঠিন। **দুরধীত**—যাহা সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করা হয় নাই (দুরধীত-বিদ্যা—যে বিদ্যা ভাল করিয়া আয়ত্ত করা হয় নাই)। **দুরধ্ব**—(দুর্+অধ্বন্) খারাপ পথ।

দুরন্ত—যাহার অন্ত ক্লেশকর; প্রবল, ভীষণ; দুর্দমনীয় (দুরন্ত ঝটিকা; কি তাহার দুরন্ত প্রার্থনা—রবি); দুষ্ট, অবাধ্য (দুরন্তপনা—দুষ্টামি, উপদ্রব)।

দুরন্বয়—বাক্যান্তর্গত পদসমূহের যথাস্থানে সন্নিবেশিত না করার দোষ-বিশেষ।

দুরপনেয়—যাহা দূরকরা বা মুছিয়া ফেলা দুঃসাধ্য (দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা)।

দুরবগম, দুরবগম্য—দুর্জ্ঞেয়।

দুরবগাহ—যাহার তলকূল পাওয়া কঠিন, দুরধিগম।

দুরবগ্রহ—যাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন, দুর্নিবার।

দুরবস্থ—দুর্দশাপন্ন, দুর্গত। **দুরবস্থা**—দুর্দশা, দারিদ্র্য।

দুরভিগ্রহ—যাহা কষ্টে গ্রহণ করা যায় বা জ্ঞান-গম্য হয়; দুর্বোধ্য।

দুরমুশ—খোয়া, সুরকী প্রভৃতি পিটিয়া মজবুত করিয়া বসাইবার দণ্ডযুক্ত ভারী লৌহখণ্ড-বিশেষ; rammer. **দুরমুশ করা**—দুরমুশ দিয়া পিটানো।

দুরস্ত, দোরস্ত—(ফা. দুরুস্ত্) ঠিকঠাক, নির্ভুল; সোজা; সংস্কৃত, শাসিত (দুষ্ট লোক দুরস্ত করা; কাপড় দুরস্ত করা; চুল দুরস্ত করা)। **লেফাফা দুরস্ত**—বাহ্য আচরণে বা ধরণধারণে নিখুঁত; কেতাদুরস্ত।

দুরাকর্ষ—যে ধনুতে জ্যারোপ কষ্টসাধ্য।

দুরাকাঙ্ক্ষ—যাহার আকাঙ্ক্ষা এত বেশি যে নিবৃত্তি হয় না; অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। **দুরাকাঙ্ক্ষা**—অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা; দুষ্প্রাপ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা। **দুরাকাঙ্ক্ষী**—দুরাকাঙ্ক্ষ। স্ত্রী. দুরাকাঙ্ক্ষিণী।

দুরাগ্রহ—মন্দবিষয়ে আগ্রহ; দুষ্ট-আগ্রহ-যুক্ত (বিপরীত সত্যাগ্রহ)।

দুরাচার—ক্লেশে আচরণীয়; কদাচার; দুর্বৃত্ত।

দুরাত্মা—পাপাত্মা; দুর্বৃত্ত।

দুরাধর্ষ—দুর্ধর্ষ: যাহাকে পরাভূত করা দুঃসাধ্য।

দুরারাধ্য—যাহাকে খুশী করা কঠিন।

দুরারুহ—যাহা আরোহণ করা কঠিন; নারিকেল গাছ, খেজুর গাছ। **দুরারোহ**—পার্শ্বদেশ ঢালু ও বন্ধুর হওয়ার ফলে যাহা আরোহণ করা কষ্টসাধ্য (দুরারোহ পর্বতশিখর)। **দুরারোহ-ণীয়**—যেখানে আরোহণ কষ্টসাধ্য।

দুরালভ—দুর্লভ; আলকুশী লতা।

দুরালাপ—নিন্দিত বিষয়ের আলাপ; কটুভাষী।

দুরাশয়—দুষ্ট অভিলাষ; দুরাকাঙ্ক্ষ।

দুরাশা—দুরাকাঙ্ক্ষা; যে আশা ফলবতী হইবার নয়।

দুরাসদ—[দুর্—আ—সদ্ (গমন করা, পাওয়া, সহ করা)+অ] দুষ্প্রাপ্য; দুর্ধর্ষ; দুঃসহ।

দুরি,-রী—দুফোঁটার তাস।

দুরিত—দুষ্কৃত; পাপ; বিষ-প্রয়োগাদি পাপ-কাজ; অনিষ্ট।

দুরিষ্ট—অভিচারার্থ যজ্ঞ বা ক্রিয়াকর্ম। **দুরিষ্টি**—অশাস্ত্রীয় যজ্ঞ।

দুরুদুরু—হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ও মৃদু কম্পনের শব্দ।

দুরূহ—কঠিন; কষ্টসাধ্য; দুর্বোধ্য; কঠিন দায়িত্ব যুক্ত। (দুরূহ কর্তব্যভার, বেছে নিলে আমারেই দুরূহ সৌভাগ্য সেই বহি-প্রাণপণে —রবি)।

দুর্গ—(দুর্—গম্+অ) যুদ্ধের কালে নিরাপদে থাকিবার আশ্রয়, গড়; দুজ্ঞেয়; দুঃখ-বিপত্তি। দুর্গকর্ম—দুর্গনির্মাণের আনুষঙ্গিক প্রাকার-পরিখা-আদি নির্মাণ। **দুর্গপতি,-পাল**—দুর্গরক্ষক। (বড় দুর্গ দ্রঃ)।

দুর্গত—দুর্দশাগ্রস্ত; বিপদগ্রস্ত। **দুর্গতি**—নরক; দুরবস্থা; লাঞ্ছনা।

দুর্গন্ধ—মন্দগন্ধ; পুতিগন্ধ-যুক্ত।

দুর্গম—যেখানে প্রবেশ করা বা পৌঁছা কষ্টসাধ্য; দুজ্ঞেয়; দুর্লভ।

দুর্গা—প্রসিদ্ধা দেবী। **দুর্গোৎসব**—দুর্গা-পূজা ও তৎসংক্রান্ত উৎসব।

দুর্গ্রহ—দুর্ধর্ষ; দুজ্ঞেয়; দুষ্টগ্রহ। **দুর্গ্রাহ্য**—দুর্গ্রহণীয়।

দুর্ঘট—(দুর্—ঘট্+অ) যাহা ঘটা কঠিন; দুষ্প্রাপ্য; দুঃসাধ্য। **দুর্ঘটনা**—অশুভ ঘটনা; আকস্মিক বিপৎপাত; accident.

দুর্ঘোষ—কর্কশকণ্ঠ; ভালুক।

দুর্জন—মন্দ লোক; ক্রূর; পাষণ্ড।

দুর্জয়—যাহাকে বা যাহা জয় করা কঠিন (দুর্জয়-মান; দুর্জয়শৃঙ্গ); বিরাট; বিশাল (দুর্জয় শরীর)।

দুর্জ্ঞেয়—যাহার স্বরূপ জানা কঠিন, দুর্বোধ্য।

দুর্ণয়, দুর্নয়—যাহার নীতি মন্দ, অনীতি, দুনীতি। **দুর্ণাশ**—যাহা নাশ করা কষ্টসাধ্য।

দুর্দম—যাহাকে দমন করা কঠিন; যে শাসন মানে না। **দুর্দম্য**—দুর্দমনীয়, অশান্ত; ছোট বাছুর।

দুর্দশা—দুরবস্থা; ভাগ্যহীনতা; দুর্ভোগ; অব্যবস্থা।

দুর্দর্শ—দুর্নিরীক্ষ্য; যাহা চোখে দেখা যায় না।

দুর্দশা—দুরবস্থা; দুর্ভোগ।

দুর্দান্ত—যাহাকে দমন করা দুঃসাধ্য; উপদ্রব-কারী; অশান্ত; উদ্ধত; প্রবল ও অত্যাচারী (দুর্দান্ত জমিদার); ছোট বাছুর।

দুর্দাম—অনিয়ন্ত্রিত; অমিতবেগশালী; দুর্দমনীয় (মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্দার—রবি)।

দুর্দিন—মেঘাচ্ছন্ন দিন; ঝড়-বাদলের দিন; দুঃখ-কষ্টের কাল। **দুর্দিবস**—মেঘাচ্ছন্ন দিন।

দুর্দৈব—প্রতিকূল দৈব; দুর্ঘটনা; পাপ।

দুর্দ্যূত—কপট পাশাখেলা।

দুর্ধর—(দুর্—ধৃ+অ) যাহা কষ্টে ধারণ করা যায়; যাহা কষ্টে উত্তোলন করা যায়; দুর্ধর্ষ।

দুর্ধর্ষ—যাহার পরাভব দুঃসাধ্য, দুর্জয়, প্রবল-পরাক্রম।

দুর্ধী—(দুর্+ধী) দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত; মূর্খ (বিপরীত সুধী)।

দুর্নাম—অপযশ, কলঙ্ক, নিন্দা। **দুর্নামক**—অর্শরোগ।

দুর্নিবার, দুর্নিবার্য—(দুর্—নি—বারি+অ)

যাহাকে নিবারণ করা বা বাধা দেওয়া কঠিন; দুর্বার (দুর্নিবারগতি; দুনিবার পুত্রশোক)।
দুর্নিমিত্ত—অমঙ্গল চিহ্ন।
দুর্নিরীক্ষ্য—যাহা নিরীক্ষণ করা দুঃসাধ্য।
দুর্নীত—উচ্ছৃঙ্খল; অশিষ্ট। **দুর্নীতি**—নীতি-বিরুদ্ধ আচরণ। **দুর্নীতিপরায়ণ**—কদাচারী; দুর্বৃত্ত।
দুর্বর্ণ—মলিন; রৌপ্য।
দুর্বৎসর—মন্দ বৎসর, যে বৎসরে ফসলাদি ভাল জন্মে না; আকালের বৎসর।
দুর্বল—বলবীর্যহীন; অসমর্থ; ক্ষীণ; জীর্ণ; শিথিল।
দুর্বহ—(দুর্—বহ্+অ) যাহা বহন করা কঠিন (জীবন দুর্বহ হয়েছে); গুরুভার; দুঃসহ (দুর্বহ শোকভার; দুর্বহ সংসারভার)।
দুর্বাক্, দুর্বচঃ, দুর্বচন—পরুষভাষী, কটুকথা বলা যাহার স্বভাব। **দুর্বাক্য**—গালি; কড়া-কথা। **দুর্বাচ্য**—দুরুচ্চার্য; অপবাদ; অকীর্তি।
দুর্বার, দুর্বারণ—যাহা রোধ করা দুঃসাধ্য (দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা—রবি); অপ্রতিহত শক্তি (দুর্বার বিক্রম)।
দুর্বাসনা—দুরভিসন্ধি; দুরাকাঙ্ক্ষা।
দুর্বাসা, দুর্বাসাঃ—যাহার বসন কুৎসিৎ; সুপ্রসিদ্ধ ঋষি, অতি কোপনস্বভাব বলিয়া বিখ্যাত (আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা বিশ্বামিত্র-শিষ্য—নজরুল)।
দুর্বাসিত—দুর্গন্ধযুক্ত (সুবাসিতের বিপরীত)।
দুর্বিগাহ—দুরবগাহ; যাহার তত্ত্ব সুগভীর।
দুর্বিজ্ঞেয়—গভীর।
দুর্বিদগ্ধ—মূর্খ; গর্বিত; অবোধ।
দুর্বিনয়—অশিষ্টাচরণ। **দুর্বিনীত**—অশিষ্ট; উদ্ধত; দুর্বৃত্ত; অশিক্ষিত (দুর্বিনীত অশ্ব)। **দুর্বিনেয়**—দুর্দমনীয়।
দুর্বিপাক—দুর্যোগ, অবাঞ্ছিত ঘটনা (দৈব-দুর্বিপাক); যাহার পরিণাম মন্দ।
দুর্বিবাহ—আসুর প্রভৃতি নিন্দিত পদ্ধতির বিবাহ।
দুর্বিষহ—অতিশয় কষ্টপ্রদ, দুঃসহ (দুর্বিষহ অত্যাচার; দুর্বিষহ শোকানল)।
দুর্বুদ্ধি—নিন্দিত বুদ্ধি, কুবুদ্ধি; যাহার বুদ্ধির গতি মন্দদিকে।
দুর্বৃত্ত—কুক্রিয়াশীল, দুর্জন, গুণ্ডা।
দুর্বেদ—যাহা জানা কষ্টকর, দুর্জ্ঞেয়।
দুর্বোধ, দুর্বোধ্য—যাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন, দুর্জ্ঞেয়; যাহার অর্থগ্রহণ কষ্টসাধ্য (দুর্বোধ্য ভাষা)।
দুর্ব্যবহার—অসদাচরণ, অভদ্রতা।
দুর্ভক্ষ, দুর্ভক্ষ্য—খাদ্যদ্রব্যের অভাবের কাল, আকাল; কষ্টে ভক্ষণীয়।
দুর্ভগ—ভাগ্যহীন। স্ত্রী. দুর্ভগা—পতিস্নেহে বঞ্চিতা।
দুর্ভাগা, দুর্ভাগ্য—মন্দভাগ্য ব্যক্তি। **দুর্ভাগ্য**—দুরদৃষ্ট।
দুর্ভাবনা—দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা।
দুর্ভাষী—কটুভাষিণী, মুখরা।
দুর্ভিক্ষ—খাদ্যদ্রব্যের অভাব; আকাল (বিপরীত সুভিক্ষ)।
দুর্ভেদ্য—যাহা ভেদ করা কঠিন, দুষ্প্রবেশ্য (দুর্ভেদ্য ব্যূহ; দুর্ভেদ্য মন্ত্রণা।
দুর্ভোগ—দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা; অব্যবস্থাহেতু ক্লেশ-বোধ।
দুর্মতি—মন্দবুদ্ধি; সুবুদ্ধির বিপরীত (আমার দুর্মতি হয়েছিল তাই তোমাকে বলেছিলাম); মূঢ়মতি; দুরাত্মা।
দুর্মদ—উন্মত্ত; দুর্ধর্ষ (আমি চির দুরন্ত দুর্মদ—নজরুল)।
দুর্মনা—(দুর্+মনস্) উদ্বিগ্নচিত্ত; দুঃখিত। **দুর্মনায়মান**—আনন্দহীন, বিমনা।
দুর্মন্ত্রিত—কুমন্ত্রণার দ্বারা চালিত
দুর্মর—যাহা সহজে মরে না; die-hards. স্ত্রী. দুর্মরা—দূর্বা।
দুর্মা—নেয়াপাতি ও ঝুনা এই দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থার নারিকেল, দোমালা।
দুর্মিত্র—অপকারী বন্ধু; যাহার বন্ধু অসৎ।
দুর্মুখ—যে অপ্রিয় সত্য কথা বলে; যে মুখের উপর অপ্রিয় কথা বলে; কটুভাষী; রামের গুপ্তচর; অশিক্ষিত অশ্ব। স্ত্রী. দুর্মুখী—মুখরা।
দুর্মুশ—দুরমুশ দ্রঃ।
দুর্মূল্য—চড়া দামের; মহার্ঘ। **দুর্মূল্যের বাজার**—যখন জিনিষপত্রের দাম যথেষ্ট চড়িয়া গিয়াছে।
দুর্মেধাঃ—স্মরণশক্তিহীন; বুদ্ধিতে ভোঁতা; নির্বুদ্ধি।
দুর্মোচ্য—যাহা মোচন করা কঠিন, দুরপনেয়।
দুর্যোগ—দুঃসময়; দুর্দিন; ঝড়বৃষ্টি।
দুর্যোধ—যাহার সহিত যুদ্ধ করা কঠিন মহাযোধ।

দুর্যোধন—যে রণত্যাগ করিয়া পলায়ন করে; যাহার সহিত অতি কষ্টে যুদ্ধ করিতে পারা যায়; ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র।

দুর্যোনি—হীন কুলে যাহার জন্ম।

দুর্লক্ষণ—অশুভ লক্ষণ, দুর্নিমিত্ত।

দুর্লক্ষ্য—(দুর্—লক্ষ্+য) যাহা অতি কষ্টে দেখা যায়, অদৃশ্য।

দুর্লঙ্ঘ, দুর্লঙ্ঘ্য—যাহা লঙ্ঘন করা কঠিন (দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালা; দুর্লঙ্ঘ মহিমা)।

দুর্লভ, দুর্লভ্য—দুষ্প্রাপ্য; বহুমূল্য; বিরল।

দুর্ললিত—[দুর্ ললিত (ইচ্ছা) যাহার] প্রশ্রয়প্রাপ্ত; আব্দেরে; আদুরে দুলাল।

দুর্লেখ্য—যে লেখা পড়া যায় না; অস্পষ্ট লেখা; জাল দলিল।

দুহৃর্দ্—(দুর হৃদ্ যার) শত্রু (সুহৃদের বিপরীত) ক্রূর, কুটিল। **দুহৃর্দয়**—দুষ্ট অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট।

দুল—কানে পরিবার গহনা-বিশেষ (কহিনুরের টিপটি ভালে কানে রতন দুল—করুণানিধান)।

দুলকি—(হি.) অশ্বের গতি-বিশেষ; অপেক্ষাকৃত মৃদুগতির দৌড়, ইহাতে অশ্বারোহীর সর্বাঙ্গ দোল খায়।

দুলদুল—নিরন্তর মৃদু আন্দোলনের ভাব; হজরত আলীর ঘোড়া, মহরমের মিছিলে দেখানো হয়।

দুলন—দোলন দ্রঃ; আন্দোলিত হওয়া; লম্বমান হওয়া।

দুলা, দুলাহ্, দুল্‌হা—(হি. দুল্‌হা) বর, বিবাহের পাত্র, স্বামী (হালিমার দুলা—হালিমার স্বামী)। **দুলাভাই**—ভগিনীপতি। **দুলা-মিঞা**—(সম্মানিত) জামাতা। স্ত্রী. দুলানী, দুল্‌হানি, দুল্‌হিন, দুলহন্—কনে, বিবাহবেশে সজ্জিতা কন্যা, নববধূ।

দুলা, দোলা—আন্দোলিত হওয়া, দোল খাওয়া; বিচলিত হওয়া; টলা (হেলা-দোলা; ভূমিকম্পে বাড়ীঘর দুলছিল); যাহাতে বসিয়া দোল খাওয়া হয় (নব প্রণয়-দোলায় দোলো—রবি)। **দুলানো, দোলানো**—আন্দোলিত করা, সঞ্চালিত করা (চামর দোলানো); ঝুলানো (গলায় মালা দোলানো)।

দুলারি,-রী—(হি.) দুলালী, আদরিণী, সোহাগী।

দুলাল—(সং. দুর্ললিত) পরম স্নেহের, অতি আদরের, আব্দেরে; প্রিয়পুত্র (শচীর দুলাল); ছোট গাছ-বিশেষ। **আলালের ঘরের দুলাল**—ধনীর দুলাল। স্ত্রী. দুলালী—স্নেহ-পাত্রী, আদরিণী (কন্যা, কন্যাস্থানীয়া, ছোট বোন—এদের সম্বন্ধেই সাধারণত ব্যবহৃত হয়)।

দুলি,-লী—কচ্ছপী।

দুলিচা—(হি. দুলীচা) ছোট গালিচা (গালিচা-দুলিচা)।

দুলিয়া, দুলে—দোলা বাহক জাতি-বিশেষ (দুলে বেহারা—দুলে জাতির বেহারা)। স্ত্রী. দুলেনী।

দুশমন—(ফা. দুশ্‌মন; গ্রাম্য দুশ্‌মুন, দুশ্‌খুন) শত্রু, বৈরী (এমন ক্ষতি যেন দুশ্‌মনেরও না হয়)। **দুশ্‌মনের মত ভাবা**—কাহারও প্রতি একান্ত প্রীতিহীন হওয়া। **দুশ্‌মন-চেহারা**—লালিত্যহীন কঠোরভাবপূর্ণ চেহারা, ভীষণাকৃতি।

দুশ্চর—যাহা আচরণ করা কঠিন (দুশ্চর তপস্যা), দুর্গম (দুশ্চর অরণ্য); শম্বুক, ভল্লুক।

দুশ্চরিত, দুশ্চরিত্র—যাহার স্বভাব মন্দ; নিন্দিত প্রকৃতি।

দুশ্চারিণী—দ্বিচারিণী।

দুশ্চিকিৎস্য—যাহার চিকিৎসা কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব।

দুশ্চিন্তা—অমঙ্গল আশঙ্কা, দুর্ভাবনা, কুচিন্তা।

দুশ্চেষ্টা—মন্দ চেষ্টা, অপচেষ্টা। **দুশ্চেষ্টিত**—দুশ্চেষ্টা; মন্দ আচরণ।

দুশ্ছেদ্য—যাহা ছেদন করা কঠিন (দুশ্ছেদ্য বন্ধন)।

দুষা, দোষা—দোষ ধরা, নিন্দা করা (তুমি শুনে হাস, তারা দুষে মোরে কী দোষে—রবি)।

দুষী—(সং. দোষী) দোষী, অপরাধী (কথ্য ভাষা; নিদুর্ষী—নির্দোষ)। **দুষী করা**—দোষী সাব্যস্ত করা; জবাবদিহি করা।

দুষ্কর—যাহা সমাধা করা দুঃসাধ্য; দুশ্চর (প্রাচীন বাংলায় কষ্টকর, গুরুতর, ঘৃণাজনক, দুরন্ত ইত্যাদির অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে)।

দুষ্কর্ম—কুকার্য, অপকর্ম, অকাজ, পাপকর্ম। **দুষ্কর্মা**—যে অকাজ বা পাপ কাজ করে।

দুষ্কুল—নীচকুল, নিন্দিত বংশ (স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি—মনু)। **দুষ্কুলীন**—হীনবংশোদ্ভব।

দুষ্কৃৎ—(দুস্+কৃ+ক্বিপ্) দুষ্কর্মা; পাপকারী; অর্থ, প্রাণ ইত্যাদি হরণকারী; দুর্বৃত্ত। **দুষ্কৃত**—কুকার্য, নিন্দিত কার্য, অপরাধ।

দুষ্কৃতি—পাপকর্ম, অপরাধ। **দুষ্কৃতী**—দুষ্কৃতকারী; পাপকারী।

দুষ্ক্রিয়া—মন্দকর্ম, দুষ্কর্ম। **দুষ্ক্রিয়ান্বিত**—দুষ্ক্রিয়াপরায়ণ।

দুষ্ক্রীত—যাহা অনুচিত মূল্য দিয়া কেনা হইয়াছে।

দুষ্ট—(দুষ্+ক্ত) দোষযুক্ত; অপবিত্র (দোষ-দুষ্ট); বিষাক্ত (দুষ্টক্ষত); অনিষ্টাত্মক (দুষ্ট ভাবনা); দুর্জন, খল, অধার্মিক, দুরন্ত (দুষ্ট ছেলে)। **দুষ্টকর্মা**—দুষ্কর্মা; দুরাচার। **দুষ্টাচারী**—দুষ্কর্মকারী। **দুষ্টব্রণ**—বিষাক্ত ব্রণ; যাহা অনেক সময় প্রাণনাশক হয়; curbuncle. **দুষ্টযোগ**—অশুভযোগ-বিশেষ। **দুষ্টশীল**—ফাঁকিবাজ (বেণে বড় দুষ্টশীল—কবিকঙ্কণ)। **দুষ্টাশয়**—যাহার অভিপ্রায় মন্দ। স্ত্রী. দুষ্টা—ভ্রষ্টা। **দুষ্টামি**—দুরন্তপনা।

দুষ্টু—দুরন্ত (আদরে)। বি. দুষ্টুমি।

দুষ্টি—দোষ; বিকৃতি (রক্তদুষ্টি)।

দুষ্ঠু—(দুর্+স্থা+উ) মন্দ, অনুচিত (সাধারণত ব্যবহৃত হয় না; বিপরীত, সুষ্ঠু)।

দুষ্পরাজয়—যাহাকে পরাজিত করা দুঃসাধ্য। **দুষ্পরাজেয়**—অজেয়।

দুষ্পরিহর, দুষ্পরিহার্য—যাহা পরিত্যাগ করা কঠিন।

দুষ্পর্শ—যাহা স্পর্শ করা দুঃসাধ্য; কণ্টকিতগাত্র।

দুষ্পাচ্য, দুষ্পচ—যাহা পরিপাক করা কঠিন অথবা বিলম্বে পরিপাক হয়, গুরুপাক। **দুষ্পাচ্যতা**—গুরুপাক-গুণ; অজীর্ণতা।

দুষ্পার—দুস্তর (দুষ্পার দুঃখার্ণব)।

দুষ্পূর—(দুর্—পূর্+অ) যাহা পূরণ করা অর্থাৎ পরিতৃপ্ত করা দুঃসাধ্য (দুষ্পূর বাসনা)।

দুষ্প্রধর্ষ—দুর্ধর্ষ; অপরাজেয়।

দুষ্প্রবৃত্তি—মন্দ প্রবৃত্তি; গর্হিত বিষয়ে অনুরাগ।

দুষ্প্রবেশ, দুষ্প্রবেশ্য—যাহার ভিতরে প্রবেশ করা কঠিন; দুর্গম, জটিল।

দুষ্প্রমেয়—অপরিমেয়।

দুষ্প্রাপ্য, দুষ্প্রাপ—দুর্লভ।

দুষমন—দুশমন দ্রঃ। বি. দুষমনি, দুষমুনি।

দুষ্মন্ত, দুষ্যন্ত—পুরুবংশীয় রাজা-বিশেষ; কালিদাসের প্রসিদ্ধ শকুন্তলা নাটকের নায়ক।

দুসতীন—দুই সতীন। বিণ. দুসতীনা, দুসতীনে (দুসতীনে ঝগড়া)।

দুসলি—দুই শলাকা, জোয়ালের দুই পাশে যে দুটি গোঁজ দেওয়া থাকে।

দুসূতী, দোসূতী—তানায় পোড়েনে একসঙ্গে দুই সূতা দিয়া বোনা চাদর।

দুস্তর—অপার, দুরতিক্রম্য।

দুস্ত্যজ, দুস্ত্যজ্য—অত্যাজ্য।

দুহা, দুহঁা—দোহাঁ, দুইজন। **দুহাকার**—উভয়ের।

দুহাতিয়া—দুই হাত দিয়া ধরিয়া (দুহাতিয়া বাড়ি—লাঠি মুগুর প্রভৃতি দুই হাত দিয়া ধরিয়া সবলে প্রহার)।

দুহিতা—(দুহ্+তৃচ্) কন্যা। (পূর্বকালে কন্যাগণ গাভী দোহন করিত)।

দুহ্য, দোহ্য—দোহনযোগ্য, গবী মহিষী প্রভৃতি; দুগ্ধ। **দুহ্যমান**—যাহাকে দোহন করা হইতেছে।

দূত—[দু (গমন করা)+ক্ত] বার্তাবহ; চর (রাজদূত—এক রাজার নিকট হইতে অন্য রাজার নিকটে প্রেরিত বার্তাবহ)। স্ত্রী. দূতি, দূতিকা, দূতী—সংবাদ-বাহিকা, কুটনী। **দূতীগিরি,-পনা**—কুটনীর কাজ। **দূত্য**—দৌত্য।

দূন—[দূ (খেদ করা)+ত] ক্লিষ্ট, পথশ্রান্ত, দুঃখিত।

দূর—[দুর্+ই (গমন করা)+র] অগোচর; অবিষয় (বিদ্যা দূরে থাক সাধারণ বুদ্ধিও নাই); অগোচর, বিপ্রকৃষ্ট (দূরদেশ); অন্তর, ব্যবধান (দূরে দূরে); দূরবর্তী স্থান (দূর হতে দূরে বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে—রবি); বিরক্তি, প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি জ্ঞাপক (দূর দূর ছুঁসনে; দূর ছাই কিছু মনে পড়ছে না)। **দূর দূর করা**—তাড়াইয়া দেওয়া; আমল না দেওয়া। **দূরগ**—দূরগামী। **দূরতঃ**—দূর হইতে, দূরে থাকিয়া। **দূরতা, দূরত্ব**—ব্যবধান। **দূরদর্শন**—পণ্ডিত, বিজ্ঞ, গৃধ্র, দূরবীক্ষণ-যন্ত্র। **দূরদর্শী**—পরিণামদর্শী; পণ্ডিত; শকুনি। বি. দূরদর্শিতা। **দূরদৃষ্টি**—ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, দূরদর্শী। **দূরবর্তী**—দূরে স্থিত। স্ত্রী. দূর-

বর্তিনী। **দূরবীক্ষণ**—যে যন্ত্রের দ্বারা দূরের বস্তুসকল ভাল দেখা যায়, দূরবীণ, Telescope (দূরবীণ কষা—দূরবীণ ঠিক করিয়া দেখা)। **দূরবেধী**—যাহা দূরস্থিত বস্তুকে বিদ্ধ করে, তীর প্রভৃতি। **দূরযায়ী**—দূরগামী। **দূরশ্রবণ**—দূরের শব্দ শ্রবণ; এরূপ শ্রবণ করিবার যন্ত্র, telephone (আকর্ণী বোধ হয় বেশী ভাল)। **দূরস্থ**—দূরে স্থিত। **দূরাগত**—দূর হইতে আগত। **দূরান্তর**—দূর, দূরদেশ (দূরান্তরের পথ)। **দূরীকরণ**—দূর করা; বহিষ্কৃত করা। বিণ. দূরীকৃত। **দূরীভূত**—বিতাড়িত; নিরাকৃত।

দুরোহ—দুরারোহ।

দূর্বা— দূর্ব্ (আঘাত করা)+অ—যে পাপ নষ্ট করে কিংবা পশু কর্তৃক হিংসিত হয়] সুপরিচিত ঘাস। **দূর্বাশ্যাম, দূর্বাদলশ্যাম**—দূর্বার মত নয়নস্নিগ্ধকর শ্যামবর্ণ। **দূর্বাষ্টমী**—ভাদ্র শুক্লাষ্টমী। **ধান-দূর্বা দিয়া বরণ করা**—সাদরে ও বহু সম্মানে বরণ করা।

দূষক—যে দোষ প্রদর্শন করে, যে নিন্দা করে, যে দোষ জন্মায় অর্থাৎ নিন্দিত অথবা অপবিত্র করে, যাহা কান্তি নাশ করে (লিপিতদূষক; বেদদূষক; বর্ণদূষক; কন্যাদূষক)। **দূষণ**—দোষ, দোষজনক; দোষপ্রদর্শন; নিন্দা করা; অশুচি করা; ধর্ষণ; রামায়ণ-বর্ণিত রাক্ষস-বিশেষ (খরদূষণ)। **দূষণীয়**—নিন্দনীয়। **দূষণাবহ**—দোষজনক। **দূষয়িতা**—দূষক; স্ত্রী. দূষয়িত্রী। **দূষিকা**—দূষয়িত্রী; নেত্রমল, পিচুটি। **দূষিত**—দোষযুক্ত; নিন্দিত; অপবিত্রীকৃত। স্ত্রী. দূষিতা—ভ্রষ্টা। **দূষী**—দুষী দ্রঃ। **দূষ্য**—দূষণীয়, নিন্দনীয়।

দৃক্—(দৃশ্+ক্বিপ্) যাহার দ্বারা দেখা যায়, চক্ষু (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে)। **দৃক্‌পাত**—দৃষ্টিনিক্ষেপ। **দৃক্‌শক্তি**—দৃষ্টিশক্তি। **দৃক্‌শ্রুতি**—চক্ষু যাহার কর্ণের কাজ করে, সর্প। **দৃগ্বিষ**—যাহার দৃষ্টিতে বিষ আছে।

দৃঢ়—[দৃন্‌হ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত] কঠিন, তরল বা কোমল নহে; স্থির; অচল; সমর্থ। **দৃঢ়কায়**—মজবুত শরীর-বিশিষ্ট। **দৃঢ়তা**—কাঠিন্য। **দৃঢ়কাণ্ড, দৃঢ়গ্রন্থি**—কঠিন-গ্রন্থি-যুক্ত, বাঁশ। **দৃঢ় দংশক**—হাঙ্গর প্রভৃতি। **দৃঢ়ধন্বা**—যে দৃঢ়হস্তে ধনুক ধারণ করে। **দৃঢ়নিশ্চয়**—কূট তর্কাদির দ্বারা যাহার বুদ্ধিভেদ হয় না; সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত। **দৃঢ়পদ**—অবিচলিত পদক্ষেপ। **দৃঢ়প্রতিজ্ঞ**—প্রতিজ্ঞা পালনে অথবা সংকল্প রক্ষণে অবিচলিত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। **দৃঢ়ফল**—নারিকেল। **দৃঢ়বর্মী**—যে সব প্রাণীর বাহিরের আবরণ কঠিন। **দৃঢ়ব্রত**—যে ফলোদয় পর্যন্ত কার্য করে। **দৃঢ়মুষ্টি**—ব্যয়কুণ্ঠ; অশিথিল ভাবে গ্রহণ। **দৃঢ়মূল**—যাহার মূল দৃঢ়ভাবে মৃত্তিকায় প্রোথিত; অনড় (দৃঢ়মূল সংস্কার)। **দৃঢ়লোমা**—শূকর। **দৃঢ়সন্ধ**—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। **দৃঢ়সন্ধি**—দৃঢ়রূপে মিলিত, সংহত। **দৃঢ়স্বরে**—অবিচলিত কণ্ঠে।

দৃঢ়াঙ্গ—যাহার দেহ দৃঢ়, হীরক।

দৃঢ়াস্থিক—যে সকল মৎস্যের অস্থি দৃঢ়, কই, চাঁদা প্রভৃতি।

দৃঢ়ীকরণ—শক্ত করা; স্থায়ী করা। **দৃঢ়ীভূত**—যাহা পূর্বে দৃঢ় ছিল না, এখন দৃঢ় হইয়াছে। বি. দৃঢ়ীভবন।

দৃপ্ত—দর্প যুক্ত; উদ্ধত (বলদৃপ্ত); গর্বিত।

দৃশদ্বতী—আর্যাবর্তের পূর্ব সীমার নদী-বিশেষ।

দৃশ্য—(দৃশ্+য) দর্শনীয় বস্তু। **দৃশ্যকাব্য**—যে কাব্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়, নাটক। **দৃশ্যসঙ্গীত**—নৃত্য।

দৃষ্ট—যাহা দেখা হইয়াছে; অবলোকিত; জ্ঞাত। **দৃষ্টপূর্ব**—যাহা পূর্বে দেখা গিয়াছে। **দৃষ্টপৃষ্ঠ**—সমরক্ষেত্র হইতে পলায়মান (সৈন্য)। **দৃষ্টপ্রত্যয়**—দেখিয়া যাহার প্রত্যয় জন্মি-

ন্ত—উদাহরণ, নিদর্শন। উদাহরণ-স্থল (স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত-স্থল); অলঙ্কার-বিশেষ।

যদ্দ্বারা দেখা যায়; চক্ষু; দর্শন, দৃষ্টিপাত; অবলোকন; জ্ঞান। **দৃষ্টিকৃপণ**—ছোট নজর। **দৃষ্টিক্ষুধা**—দেখিলেই ক্ষুধার উদ্রেক; চোখের ক্ষুধা। **দৃষ্টিগোচর**—চোখে পড়া। **দৃষ্টিপথ**—যতদূর দেখা যায়। **দৃষ্টিবন্ধু**—জোনাকি পোকা। **দৃষ্টিবিক্ষেপ**—কটাক্ষ। **দৃষ্টিবিজ্ঞান**—আলোক ও অবলোকন বিষয়ক বিদ্যা। **দৃষ্টিবিষ**—সর্প-বিশেষ, যাহার দৃষ্টিতে বিষ আছে।

দে—দেহ, শরীর (বর্তমানে তেমন ব্যবহৃত হয় না); তুচ্ছার্থে দাও; পদবী-বিশেষ; দিয়া।

দে—অনবরত দেওয়া অর্থাৎ প্রয়োগ করা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (দে মার; দে ধাক্কা; দে ছুট; দে দৌড়)।

দেঅর—দেবর দ্রঃ। **দেআ**—দেয়া দ্রঃ। **দেআড়**—নদীর ধারের চর অঞ্চল; নদীর ধার (দিয়েড়ও বলা হয়; গাঙ্ দিয়েড়—নদীর ধার)।

দেআসি—দেবোপাসক; পূজারী। স্ত্রী. দেআসিনী। দেয়াশী দ্রঃ।

দেউটি,-টী—(হি. দিঅট্, দিয়া) প্রদীপ; মশাল।

দেউরি,-রী, দেউড়ি,-ড়ী—(সং. দেহলী; হি. দেউড়ী) বাড়ীর প্রধান প্রবেশদ্বার; ফটক, তোরণ।

দেউল—(সং. দেবকুল) দেবালয়।

দেউলা, দেউলিয়া—(হি. দিবালিয়া) যাহার সব ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে (মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেউলে হয়েছে)।

দেউলি, দেওয়ালী—দীপালী, দীপদান উৎসব।

দেও—(সং. দেব) দৈত্য (দেও পরী); উপাধি-বিশেষ।

দেও—দাও। **দেওন**—দান করণ।

দেওড়—গোলাগুলির শব্দ (বন্দুক দেওড় করা)। **দেওদার**—দেবদারু।

দেওয়া—দান করা; সম্প্রদান করা; বিবাহ দেওয়া (অমন ঘরে কি মেয়ে দেওয়া যায়?); প্রতিশ্রুতি দেওয়া (কথা দেওয়া); স্থাপন করা; নির্মাণ করা (দালান দেওয়া); যোগানো (ভাতকাপড় দেওয়া); উৎসর্গ করা (দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া); সঞ্চার করা (বল দেওয়া, মন্ত্র দেওয়া); অনুষ্ঠান করা (ভোজ দেওয়া); ন্যস্ত করা (কানে আঙ্গুল দেওয়া; বুকে হাত দিয়া বলা); স্পর্শ করা (হাত দেওয়া); বন্ধ করা (তালা দেওয়া; কপাট দেওয়া); নিজের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা (পরীক্ষা দেওয়া; গলায় দড়ি দেওয়া); নিযুক্ত করা (গরু রাখতে দেওয়া; চাকরি দেওয়া); স্থাপন করা (পথে কাঁটা দেওয়া); প্রয়োগ করা (মার দেওয়া; পুলটিশ দেওয়া; গাছে জল দেওয়া; ছবিতে রং দেওয়া; দে দ্রঃ)। **আর্জি দেওয়া**—দরখাস্ত দেওয়া। **জেলে দেওয়া**—কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা, মোকদ্দমা করার ফলে কারাদণ্ড হওয়া।

দেওয়ান—(ফা. দীবান) সভা, রাজসভা (দেওয়ানে বসা—দরবারে বসা); রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী, জমিদারের প্রধান কর্মচারী (দেওয়ানজী)। **দেওয়ানী**—দরবারের কাজ; দেওয়ানের পদ। **দেওয়ানী আদালত**—বিষয়-সম্পত্তির আদান প্রদানের বিচার সম্পর্কিত; আদালত। **দেওয়ানী আম, দেওয়ান-ই-আম**—যে রাজসভায় সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল। **দেওয়ানী খাস**—রাজা ও রাজমন্ত্রীদের বিশেষ পরামর্শ-গৃহ।

দেওয়ানা—(ফা. দিবানা) পাগল, বিকৃত-মস্তিষ্ক, পাগলের মত ('তোমার লাগিয়া বন্ধু হৈয়াছি দেওয়ানা')।

দেওয়ানো—দান করানো।

দেওয়ার, দেওয়াল—(ফা. দিবার, দেবাল) দেওয়াল, প্রাচীর। **দেওয়ালগিরী**—দেওয়াল-সংলগ্ন চিম্‌নি-যুক্ত প্রদীপ-বিশেষ। **দেওয়াল তোলা**—দেওয়াল নির্মাণ করা; সমূহ ব্যবধান সৃষ্টি করা (দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে)।

দেওয়ালী, দেয়ালি—দীপাবলী; দীপান্বিতার উৎসব।

দেওর—দেবর। **দেওরঝি**—দেবরের কন্যা। **দেওরপো**—দেবরের পুত্র।

দেঁড়ে করা—ছেঁড়া কাপড়ে মোটা শেলাই দিয়া জোড়া।

দেঁতো—যাহার দাঁত কিছু বড় এবং সেইজন্য বাহির হইয়া থাকে। **দেঁতো হাসি**—দাঁত বাহির করা হাসি, দাঁত বাহির করা অসুন্দর হাসি, লোক-দেখানো হাসি।

দেখতা—দেখা কালীন; সমসাময়িক কালে (আমার দেখতা কত লোক মারা গেল)। **দেখচোর**—যে চোখের সামনে চুরি করে। **দেখন**—দেখা; দর্শন। **দেখন-হাসি**—সখী, যাহারা পরস্পরকে দেখিলেই প্রীতির হাসি হাসে। **দেখনাই**—বাহিরের আকার-প্রকার।

দেখসিয়া, দেখসে—তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখ (দেখসে, মামাবাড়ী থেকে কত কি পাঠিয়েছে)।

দেখা—দর্শন করা, দৃষ্টি নিক্ষেপ করা; পরীক্ষা করা, বিচার করা, পাঠ করা (মোকদ্দমার কাগজ-পত্র দেখা; হাত দেখা; নাড়ী দেখা; উল্টে-পাল্টে দেখা); তত্ত্বাবধান করা (কারবার দেখা; দেখশোন করা); পরিদর্শন করা (নানা দেশ দেখা; স্কুল দেখা; রোগী দেখা); অন্বেষণ করা, সন্ধান লওয়া (দেখ তো, কাছে দোকানপত্র আছে কিনা); চিকিৎসা করা (ডাক্তার দেখছে); চেষ্টা করা (দেখলাম তো নানা ভাবেই, কিন্তু ওর কিছু হবার নয়); সাবধান করা, মনোযোগ আকর্ষণ করা, শাসানো (দেখো, পড়ো না; দেখো, আবারও তোমাকে বলছি; যাও দেখি কেমন যেতে পার; একবার দেখে নেবো তোমাকে)। **দেখাদেখি**—দেখিয়া, অনুকরণে; অনুকরণ করিয়া লেখা (পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করিবার জন্য দুজনকেই বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল)। **চোখের দেখা**—শুধু চোখ দিয়া দেখা, সাহায্যাদির কথা তেমন না ভাবা। **দেখা দেওয়া**—সম্মুখে আসা, আবির্ভূত হওয়া, প্রাদুর্ভূত হওয়া (কলেরা দেখা দিয়েছে)।

দেখানো—প্রদর্শন করানো; অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। **লোক দেখানো**—কৃত্রিম, লোকে দেখিয়া বাহবা দিক্, এই জন্য।

দেড়—এক ও অর্ধ। **দেড়া, ডেড়া**—দেড় গুণ। **দেড়ি, ডেড়ি**—দেড়গুণ (ধানের দেড়ি খাওয়া); উদ্বৃত্ত; অসম্পূর্ণ।

দেদার—(ফা. দিলদাদা—যে তাহার অন্তর দিয়া ফেলিয়াছে) অজস্র; অকৃপণভাবে; সীমা-সংখ্যা নাই, এমন ভাবে। **দেদার স্ফূর্তি**—অন্ত-হীন স্ফূর্তি, বাধাহীন স্ফূর্তি।

দেদীপ্যমান—যাহাতে সর্বদা দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে; অত্যুজ্জ্বল।

দেদো—দাদরোগ যুক্ত। **দেদোর মর্ম দেদো জানে**—যে ভুক্তভোগী সেই অপর একজন বিপন্ন ব্যক্তির দুঃখের পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারে।

দেধান—(সং. দেবধান্য) শস্য-বিশেষ ও তাহার গাছ; পশ্চিমে প্রধানতঃ গরুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেন—(আ. দয়েন; হি. দেনা) ঋণ। **দেন কর্জ**—ঋণ কর্জ অর্থাৎ ঋণ। **দেনভিক্রী**—ঋণবাবদ বিক্রী। **দেনদার**—ঋণী খাতক। **লেনদেন**—নেওয়া-দেওয়া, ব্যবসায় সম্পর্কে আদান প্রদান; সুদের কারবার।

দেনমোহর—বিবাহের সময় মুসলমান স্বামী তাহার স্ত্রীকে যে অর্থ দিতে অঙ্গীকার করে; কাবীন।

দেনা—(আ. দয়েন) ঋণ। **দেনায় ডোবা**—অতিশয় ঋণগ্রস্ত। **দেনা-পাওনা**—যাহা দিতে হইবে ও যাহা পাইবার আছে; হিসাব-নিকাশ (দুনিয়ার দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়াছে)।

দেনে-ওয়ালা—যে দেয়; দাতা; পরমেশ্বর (দেনে-ওয়ালা দিয়েছেন, তোমরা হিংসে করে কি করবে)।

দেব—[দিব্ (ক্রীড়া করা)+অ] দেবতা; দেব-লোকের বা স্বর্গের অধিবাসী; অমর; শ্রেষ্ঠ; পূজ্য (নরদেব, বুদ্ধদেব); রাজা; স্বামী; পরমাত্মা; মেঘ: পারদ। স্ত্রী. **দেবী**—স্ত্রী দেবতা; ব্রাহ্মণী; রাজমহিষী; পূজ্যা। **দেব-আত্মা**—দেবতাত্মা, পবিত্র। **দেবঋণ**—যজ্ঞ। **দেবকন্যা**—দেবতার কন্যা; অপ্সরা। **দেব-কর্দম**—চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কুম্‌কুম্ মিশ্রিত গন্ধদ্রব্য। **দেব-কার্য**—দেবতার প্রীতিজনক কার্য; পূজা, উপাসনা, যজ্ঞ ইত্যাদি। **দেব-কারু,-কর্মী**—বিশ্বকর্মা। **দেবকাষ্ঠ**—দেবদারু। **দেবকিরী**—রাগিণী-বিশেষ, মেঘরাগের ভার্যা। **দেবকল্প**—দেবতার মত। **দেবকিল্বিষ**—দেবতাকৃত অনিষ্ট কার্য। **দেবকুল**—মন্দির; দেবগণ। **দেবকুল্যা**—আকাশ-গঙ্গা। **দেবখাত**—অকৃত্রিম জলাশয়, হ্রদ। **দেবগায়ন**—গন্ধর্ব। **দেবগিরি**—পর্বত-বিশেষ; ইলোরা; রাগিণী-বিশেষ। **দেবগুরু**—বৃহস্পতি। **দেবগুহ্য**—দেব-গণের জন্যও রহস্যময়। **দেবগৃহ**—দেবালয়। **দেবচর্যা**—দেবপূজা; হোম ইত্যাদি। **দেব-চিকিৎসক**—স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়। **দেবচ্ছন্দ**—শতনরী হার। **দেবজাত**—দেবগণ। **দেবজাতি**—দেবতার মত মহৎ ব্যক্তি সমূহ; সংযমী, ত্যাগী, সমদর্শী প্রভৃতি। **দেবতরু**—মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ, হরিচন্দন—এই পাঁচ বৃক্ষ; চৈত্যবৃক্ষ; অশ্বত্থ।

দেবতা—যাঁহারা স্বর্গে বাস করেন, দেবসমাজ (পণ্ডিতদের মতে বৈদিক দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ অথবা তাহার কাছাকাছি ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে দেবতার সংখ্যা ভাবা হয় তেত্রিশ কোটি ; জৈমিনি মুনির মতে দেবতারা শরীরী নহেন, মন্ত্রই দেবতা)। **দেবতা প্রতিষ্ঠা**—বিধি পূর্বক দেববিগ্রহ স্থাপন। **দেবতাড়**—রাহু। **দেবত্ব**—দেবতার ধর্ম, গুণ বা অবস্থা, দেবভাব। **দেবত্র, দেবোত্তর**—দেবতার সেবায় যে সম্পত্তি দান করা হইয়াছে। **দেবদত্ত**—দেবতার উদ্দেশ্যে দত্ত অথবা দেবতা কর্তৃক দত্ত। **দেবদর্শন**—দেবমূর্তি দর্শন। **দেবদাসী**—দেবমন্দিরের নর্তকী। **দেবদীপ**—চক্ষু। **দেবদুর্লভ**—দেবতার পক্ষেও সুলভ নহে। **দেবদূত**—ঈশ্বরের দূত, angel, ফেরেশ্‌তা। **দেবদেব**—দেবশ্রেষ্ঠ। **দেবদোল**—দেবগণের দ্রষ্টব্য প্রাতঃকালীন দোল উৎসব। **দেবদ্রোণী**—সমারোহ পূর্বক দেবদর্শনে যাত্রা ; স্বয়ম্ভূ লিঙ্গাদির অবস্থান-গহ্বর। **দেবধান্য**—দেধান, জোয়ার। **দেবধূপ**—গুগ্‌গুল। **দেবদ্বেষী**—অসুর। **দেবনিন্দক**—নাস্তিক। **দেবনদী**—গঙ্গা ; বড় নদী। **দেবনাগরী**—সংস্কৃত বর্ণমালা। **দেবনিকায়**—দেবতাদের বাসস্থান ; স্বর্গ, বিমান। **দেবপতি**—ইন্দ্র। **দেবপত্নী**—দেবতা যাঁহার পতি। **দেবপথ,-বর্ত্ম**—আকাশ-পথ। **দেবপশু**—দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পশু, বলির পশু। **দেবপুরী**—অমরাবতী। **দেবপ্রসাদ**—দেবতার নিকট নিবেদিত সামগ্রী। **দেবপ্রশ্ন**—ভাগ্যসম্বন্ধে প্রশ্ন। **দেবপ্রিয়**—দেবতার প্রিয়পাত্র, পীত ভৃঙ্গরাজ, বকপুষ্প। **দেববাহন**—অগ্নি। **দেববিদ্যা**—বেদের ব্যাখ্যা-শাস্ত্র। **দেবব্রত**—ভীষ্ম। **দেবব্রতী**—ব্রাহ্মণ। **দেবভাষিত**—দৈববাণী। **দেবভূতি**—মন্দাকিনী। **দেবভূমি**—দেবতাদের প্রিয় ভূমি। **দেবমাতা**—কশ্যপপত্নী। **দেবমাতৃক**—যে দেশে শস্য উৎপাদন বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে। **দেবমায়া**—অবিদ্যা। **দেবমাস**—গর্ভের অষ্টম মাস, যে মাসে ভ্রূণ খেলা করে। **দেবমান**—দেবতাদের কালের হিসাব (মানুষের এক বৎসর = দেবতাদের এক দিন)। **দেবযজি,-যাজি,-জী**—দেবপূজক। **দেবযাত্রা**—তীর্থদর্শনে বা দেবদর্শনে যাত্রা। **দেবযান, দেবরথ**—ব্যোমযান। **দেবযুগ**—সত্যযুগ। **দেবযোনি**—গন্ধর্ব, পিশাচ প্রভৃতি উপদেবতা। **দেবরক্ষিত**—দেবতা কর্তৃক রক্ষিত। **দেবরহস্য**—অতি গোপনীয়। **দেবরাজ**—ইন্দ্র। **দেবলোক**—স্বর্গ। **দেবশত্রু**—অসুর। **দেবশর্মা**—অশুভনাশক, ব্রাহ্মণ জাতির উপাধি। **দেবশিল্পী**—বিশ্বকর্মা। **দেবসাৎকৃত**—দেবসেবায় নিয়োজিত। **দেবসাযুজ্য**—দেবত্ব, দেবসাদৃশ্য, দেবসাহচর্য। **দেবসৃষ্টা**—সোমরস, সুরা। **দেব-সেনাপতি**—কার্তিকেয়। **দেবস্ব**—দেবতার বস্তু, অর্থাৎ দেবসেবায় নিয়োজিত বস্তু। **দেবহেলন**—দেবতাকে অসম্মান প্রদর্শন রূপ অপরাধ।

দেবক—দেবকীর পিতা। **দেবকী**—শ্রীকৃষ্ণের মাতা। **দেবকীনন্দন**—শ্রীকৃষ্ণ।

দেবন—ক্রীড়া ; পাশা খেলা ; ক্রয়বিক্রয়াদি ; দ্যুতি ; সেবা ; বিলাপ।

দেবর—স্বামীর ছোট ভাই ; পতির ভ্রাতা।

দেবরাত—দেবতা কর্তৃক, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত, পরীক্ষিৎ ; দেবরক্ষিত।

দেবর্ষি—নারদাদি মুনি।

দেবল—পূজারি ব্রাহ্মণ। **দেবলা**—দেবদেউল।

দেবলতা—নবমল্লিকা।

দেবা—দেবতা (অবজ্ঞার্থক—যেমন দেবা, তেমনি দেবী) ; দেবর।

দেবাগার—মন্দির। **দেবাঙ্গনা**—দেবনারী, অপ্সরা। **দেবাজীব**—পূজারি ব্রাহ্মণ। **দেবাত্মা**—দেবতাস্বরূপ ; অশ্বথ। **দেবানুক্রম**—বৈদিক মন্ত্রের দেবতাজ্ঞাপক গ্রন্থ-বিশেষ। **দেবানুচর**—গন্ধর্ব, যক্ষ-আদি উপদেবতা। **দেবায়তন**—দেবমন্দির। **দেবায়ুধ**—দেবাস্ত্র, বজ্র। **দেবারণ্য**—নন্দন। **দেবালয়**—মন্দির, ঈশ্বরের উপাসনার স্থান। **দেবাশ্ব**—উচ্চৈঃশ্রবা। **দেবাহার**—অমৃত।

দেবী—স্ত্রী-দেবতা (দেব দ্রষ্টব্য)। **দেবীপুরাণ**—দেবীমাহাত্ম্যসূচক উপপুরাণ। **দেবীবর**—দক্ষিণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সুবিখ্যাত মেল-বন্ধন-কর্তা। **দেবীভাগবত**—দেবী মাহাত্ম্যসূচক পুরাণ-বিশেষ। **দেবী**

মাহাত্ম্য—মার্কেণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মহিমা বিষয়ক গ্রন্থ-বিশেষ। **দেবীসূক্ত**—ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ সূক্ত-বিশেষ।

দেবেন্দ্র—ইন্দ্র। স্ত্রী. দেবেন্দ্রাণী—শচী।

দেবেশ—ইন্দ্র; শিব; বিষ্ণু; ব্রহ্মা। স্ত্রী. দেবেশী—দুর্গা।

দেবোচিত—দেবতার উপযুক্ত। **দেবোপম**—দেবতুল্য।

দেব্যা—বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার উপাধি; বর্তমানে দেবী লেখা হয়।

দেমাক, দেমাগ—(আ. দিমাগ'—মস্তিষ্ক) অহঙ্কার, গর্ব, আত্মাভিমান। বিণ. দেমাকে, দেমাগে।

দেয়—(দা+য) দানযোগ্য; যাহা দিতে হইবে; পরিশোধনীয়।

দেয়র—দেবর (কথ্য)।

দেয়া—(সং দেবতা; হি দেয়া) বৃষ্টি। **দেয়া ডাকে**—মেঘ গর্জন করে।

দেয়া—দেওয়া (মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে—রবি); দত্ত।

দেয়াড়, দেয়াড়া—দিয়াড়া দ্রষ্টব্য; নদী তীরবর্তী পলিপড়া জমি।

দেয়ান—দেওয়ান, রাজসভা (দেয়ান করা—দরবার করা। **দেয়ানা**—দেওয়ানা, পাগল)।

দেয়াল—দেওয়াল দ্রষ্টব্য। **দেয়াল দেওয়া**—প্রাচীর তোলা।

দেয়ালা, দেহালা—(সং. দেবলীলা) দিয়ালা দ্রঃ।

দেয়ালী—দেওয়ালী দ্রঃ।

দেয়াশিনী-সিনী—(হি.; সং. দেববাসিনী) পূজারিণী: তন্ত্র-মন্ত্র জানে এমন নারী।

দেয়াশী,-সী—মনসা শীতলা ধর্মঠাকুর ইত্যাদি দেবতার পূজারি।

দের—সম্বন্ধ-পদের বহুবচনের বিভক্তি (আমাদের, তোমাদের, চৌধুরীদের)।

দেরকো,-খো—দীপগাছা, কাঠের পিলসুজ।

দেরাজ—(ফা. দরায—দীর্ঘ; ইং. drawer) আলমারি, টেবিল ইত্যাদি-সংলগ্ন টানিয়া বাহির করিবার আধার-বিশেষ।

দেরি,-রী—(ফা. দের; হি. দেরী; গ্রাম্য দিরং, দেরং) বিলম্ব।

দেল—(ফা. দিল্) দিল দ্রঃ **দেলাসা, দিলাসা**—(ফা. দিলাসা) সান্ত্বনা।

দেশ—[দিশ্ (নির্দেশ)+অ] পৃথিবীর অংশ-বিশেষ; যেখানে সাধারণতঃ এক ভাষাভাষী ও অনেকটা একজাতীয় লোক বাস করে (বঙ্গদেশ, রাঢ়দেশ, মদ্রদেশ); অংশ; ভাগ (পৃষ্ঠদেশ, ললাটদেশ); দিক (পূর্বদেশীয় লোক); রাগিণী-বিশেষ। **দেশকাল**—স্থান ও সময় (দেশকাল বুঝে চলতে হবে তো)। **দেশকালজ্ঞ,-বিদ্**—যিনি দেশ ও কালের বিশেষ অবস্থা বোঝেন ও সেই অনুসারে চলেন। **দেশমুখ**—দেশের মুখ্য ব্যক্তি বা মোড়ল। **দেশধর্ম**—দেশাচার, দেশের ব্যবহার। **দেশান্তর**—অন্যদেশ (দেশান্তরী হওয়া—স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যাওয়া)। **দেশ-দেশান্তর**—নিজের দেশ এবং অন্যান্য বহুদেশ। **দেশ-ব্যবহার**—কোনো দেশের আচার ও পদ্ধতি। **দেশসুদ্ধ**—দেশজোড়া, দেশের অনেকে (দেশসুদ্ধ লোক এক কথা বলছে, আর তুমি অন্য কথা বলছ)। **দেশহিত**—দেশের সর্ব-সাধারণের হিত।

দেশনা—নির্দেশন, উপদেশ।

দেশাত্মবোধ—দেশের স্বার্থ ও নিজের স্বার্থ অভিন্ন, এই বোধ; দেশের জন্য দরদ, স্বদেশপ্রেম।

দেশিনী—যাহা নির্দেশ করে, তর্জনী।

দেশী—দেশজাত; দেশ-প্রচলিত; দেশবাসী (দেশী লোক)। দিশি দ্রঃ।

দেশীয়—দেশজাত; দেশপ্রচলিত; দেশ-সম্বন্ধীয়।

দেশোয়ালী—উত্তর ভারতীয়; পশ্চিম দেশীয় (দেশোয়ালী সিপাই; দেশোয়ালী গাই)।

দেহ—(সং. দেহি) দাও, দান কর, সমর্পণ কর (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

দেহ—[দিহ্ (লেপন করা, একত্র করা)+অ] শরীর; অঙ্গ। **দেহকোষ**—চর্ম, পাখীর পাখা। **দেহক্ষয়**—দেহের নাশ; যাহাতে দেহের ক্ষয় হয়, পীড়া। **দেহজ**—শরীরজাত; পুত্র। স্ত্রী. দেহজা—কন্যা। **দেহতত্ত্ব**—শারীর-বিদ্যা physiology; দেহের রহস্য-কথা; স্থূলদেহগত পারমার্থিক ইঙ্গিত (দেহতত্ত্ব গান)। **দেহত্যাগ**—আত্মার দেহ ছাড়িয়া যাওয়া, মৃত্যু। **দেহদ**—শরীর দাতা; পারদ। **দেহধারক**—শরীরধারী; অস্থি। **দেহ-পাত**—মৃত্যু। **দেহপিঞ্জর**—দেহরূপ খাঁচা (প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল)।

দেহভার—দেহের বোঝা। **দেহভুক্**—দেহাভিমানী জীব। **দেহভৃৎ**—যে দেহ ধারণ করে, আত্মা। **দেহম্ভর**—পেটুক। **দেহরক্ষা**—দেহত্যাগ। **দেহযাত্রা**—যাহার দ্বারা শরীর ধারণ হয়; প্রাণ ধারণের জন্য খাদ্যাদি গ্রহণ; মৃত্যু।

দেহলি,-লী—(সং.) যাহা গোময়াদি লেপ গ্রহণ করে, গৃহের সম্মুখের রোয়াক; দাওয়া; গোবরাট।

দেহসার—মজ্জা, অস্থি।

দেহাতীত—দেহাভিমান-বর্জিত, পণ্ডিত; দেহ-অতিক্রান্ত (দেহাতীত প্রেম)।

দেহাত্মপ্রত্যয়—দেহ ও আত্মাকে এক পদার্থ বলিয়া জ্ঞান, চার্বাক-মত। **দেহাত্মবাদী**—আত্মা দেহের অতিরিক্ত কিছু নয়, এই মত পোষণকারী চার্বাক পন্থী।

দেহান্ত—মৃত্যু। **দেহান্তর**—অন্যদেহ।

দেহাবসান—মৃত্যু।

দেহারা, দেহেরা—দেবগৃহ, মন্দির; দ্বার (প্রাচীন বাংলা)।

দেহি—(সং দেহি) দাও (দেহি দেহি রব—কেবল দাও দাও ধ্বনি; তীব্র লোভ বা কামনা সম্বন্ধে বলা হয়)।

দেহী—দেহধারী, শরীরী; জীব।

দেহড়ী, দেহুরী—(হি.) দেউড়ী, কটক।

দৈ—(সং দধি; হি. দহী) দই।

দৈতেয়—(দিতি+এয়) দিতিসুত, অসুর।

দৈত্য—(দিতি+য) অসুর, দানব; অসুর-প্রকৃতির লোক, অথবা দৈত্যের মত বলবান্। স্ত্রী. দৈত্যা। **দৈত্যকুল**—দানবদের বংশ। **দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ**—বংশের যাহা সাধারণ (নিশ্চিত) ধারা তাহার বিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত লোক সম্বন্ধে বলা হয় (তুলনীয়—গোবরে পদ্মফুল)। **দৈত্যগুরু**—শুক্রাচার্য। **দৈত্যনিসূদন**—বিষ্ণু। **দৈত্যপতি**—হিরণ্যকশিপু। **দৈত্যমাতা**—কশ্যপপত্নী, দিতি। **দৈত্যারি**—দেবতা, শ্রীকৃষ্ণ।

দৈন—(দীন+অ) দারিদ্র্য; (দিন+অ) দৈনিক, দিবসীয়।

দৈনন্দিন—(দিন+দিন+অ) প্রতিদিন যাহা ঘটে বা নিষ্পন্ন হয় (দৈনন্দিন কর্ম; দৈনন্দিন ব্যবহার)।

দৈনিক—(দিন+ষ্ণিক) প্রতিদিনের; দিবাভাগে যাহা ঘটে। **দৈনিকা, দৈনিকী**—প্রতিদিনের মজুরী।

দৈন্য—(দীন+য) দারিদ্র্য (তবু শিবের দৈন্য দশা—রামপ্রসাদ); অভাব, অপ্রাচুর্য (ভাবের দৈন্য); শোচনীয়তা, তেজোহীনতা, অবসাদ (দৈন্য হতে জাগ—রবি); কাতরতা, বিনয়-হেতু দীনভাব (নানা যত্ন-দৈন্যে প্রভুরে করাইলা ভোজন—চৈ. চ.)। **দৈন্যপত্রী**—বিনয়বচন-পূর্ণ পত্র।

দৈব—(দেব+ষ্ণ) ভাগ্য, অদৃষ্ট, দেবতা হইতে আগত (দৈবের লিখন); দেবতা সম্বন্ধীয়, দেবতার প্রীতিসাধক (কি মহৎ দৈবকর্মে দেব তব মর্ত্যে আগমন—রবি); অলৌকিক স্বর্গীয়, অত্যদ্ভুত (দৈবশক্তি; দৈবীপ্রতিভা); ভাগ্য-বিষয়ক (দৈবপ্রশ্ন; দৈবজ্ঞ); দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ (দৈবতীর্থ); বিবাহ-বিশেষ (দৈব-বিবাহ)। **দৈবকর্ম**—যজ্ঞাদি কর্ম। **দৈবক্রমে**—দৈবাৎ। **দৈবকোবিদ, -চিন্তক,-জ্ঞ**—গণক। **দৈবগতি**—দৈব-ঘটনা, অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। **দৈবগত্যা**—বিধিনির্বন্ধানুসারে। **দৈবত**—দেবতা (পরম দৈবত)। **দৈবতন্ত্র**—ভাগ্যাধীন। **দৈবতীর্থ**—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ যদ্দারা দেবগণের তর্পণ করা হয়। **দৈবদুর্বিপাক**—দৈবের প্রতিকূলতা, ভাগ্যবিপর্যয়; ঘটনাচক্র। **দৈবদোষ**—দৈববিড়ম্বনা। **দৈবপ্রশ্ন**—ভাগ্যফল জিজ্ঞাসা। **দৈববাণী**—আকাশবাণী, দেবতা অলক্ষিতে থাকিয়া যে আদেশ-নির্দেশ করেন; দেবভাষা। **দৈব বিড়ম্বনা**—দৈবের প্রতিকূলতা। **দৈবযুগ**—মনুষ্য-পরিমাণে চারি-যুগ, দেবমানে ১২০০০ বর্ষ। **দৈবযোগ**—দৈবঘটনা। **দৈব লেখক**—দৈবজ্ঞ। **দৈবশক্তি**—ঐশী শক্তি, যে শক্তি সচরাচর মানুষে দেখা যায়না। **দৈবাৎ**—অকস্মাৎ, মানুষের ইচ্ছায় নয়। **দৈবাত্যয়**—দৈবকৃত উৎপাত। **দৈবাদেশ**—দেবতার আদেশ, প্রত্যাদেশ। **দৈবায়ত্ত**—দৈবাধীন, দৈবের নির্বন্ধ অনুসারে যাহা ঘটে। **দৈবাহোরাত্র**—দেবতার একদিন; মনুষ্যের এক বৎসর কাল। **দৈবিক**—দেব সম্বন্ধীয়; দৈবঘটিত। স্ত্রী. দৈবী (দৈবী মায়া, দৈবী প্রতিভা)। **দৈবে**—অদৃষ্টক্রমে।

দৈবোপহত—দৈব যাহার প্রতিকূল, দুর্ভাগ্য।
দৈব্য—দেব-সম্বন্ধীয় ; ভাগ্য ; দৈব।
দৈশিক—দেশ-সম্বন্ধীয় ; এক দেশ সংক্রান্ত, আংশিক ; দেশজাত, দেশতত্ত্বজ্ঞ।
দৈষ্টিক—[দিষ্ট (ভাগ্য) + ইক] একান্তভাবে ভাগ্যের উপরে নির্ভরকারী।
দৈহিক—দেহ-সম্বন্ধীয়, শারীরিক (দৈহিক গঠন ; দৈহিক শ্রম)।
দো—(সং. দ্বৌ) দুই, দ্বিসংখ্যক (দোভাষী ; দোমনা)।
দোআব—[দো (দুই) + আব (জল)] দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল।
দোআঁশ—এঁটেল মাটি ও বালি মাটির মিশ্রণ (দোআঁশ মাটিতে ফসল ভাল হয়)।
দোআঁশলা, দোআঁসলা—মিশ্রিত (দো-আঁশলা মাটি) ; বিভিন্ন জাতীয় পিতামাতার সংযোগে উৎপন্ন (দোআঁশলা কুকুর)।
দোঁদ—(সং. দ্বন্দ্ব) ঝগড়া, প্রতিবাদপ্রিয়তা (বড় দোঁদ করতে শিখেছিস্ না—গ্রাম্য)। বিণ. দুঁদে।
দোঁহা—(হিন্দি) হিন্দি ছন্দ ও কবিতা-বিশেষ (কবীরের দোঁহা) ; দুইজন। **দোঁহাকার**—দুইজনের। **দোঁহে**—উভয়ে।
দোক্‌তা, দোক্তা—তেজাল শুষ্ক তামাক-পাতা (দোক্তাখোর)।
দোকর—দুইবার, ডবল (দোকর পরিশ্রম)। **দোকর দেওয়া**—এক বস্তু দুইবার দেওয়া।
দোক্‌লা—(হি. দুকেলা) দ্বিতীয় জন, দোসর (একলাই জীবন কাটে, দোক্‌লা পাব কোথা)।
দোকা—(হি. দুক্কা) দুইজন ; সম্মিলিত দুইজন (একা দোকার কাজ নয়)।
দোকাটি,-ঠি—দুই কাঠি (দোকাঠি বাজানো—এরূপ দোকাঠি বাজানোর ফলে নাকি ঝগড়া লাগে)।
দোকান—(ফা. দুকান) ক্রয়-বিক্রয়ের গৃহ অথবা স্থান। **দোকানদার**—দোকানী, যে দোকান করে ; লাভ-লোকসানের দিকে যার দৃষ্টি বেশী ; যে লোকচিত্তাকর্ষক কিছু দিয়া লোক ভুলাইতে দক্ষ। বি. দোকানদারি। **দোকান তোলা**—দিনের কেনাবেচার পরে দোকান গুটানো ; দোকান উঠাইয়া দেওয়া। **দোকান-পাট**—দোকান, বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত পণ্য (সংসারের হাট হইতে দোকান-পাট তোলা)। **দোকানী পশারী**—দোকানী ; বেণেতী মসলাদি বিক্রেতা।
দোগজা—সেকালের বাঙ্গালী মেয়েদের ব্যবহৃত ওড়না-বিশেষ।
দোগ্ধা—(দুহ্ + তৃচ্) দোহনকারী, গোয়ালা ; গোবৎস। **দোগ্ধ্রী**—দুগ্ধবতী গাভী।
দোছুটি,-ছুটি,-ছোট—দুই বেড় (দোছুটি করিয়া পরে তসরের শাড়ী—কবিকঙ্কণ) ; উত্তরীয়।
দোজখ—(ফা. দুযখ্) মুসলমানী নরক। (দোজখও তোমাকে গছবে না)।
দোজপক্ষ—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। **দোজবর, দোজব'রে**—যে দ্বিতীয় বার বর হইয়াছে অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে।
দোজমি—দো-আঁশলা জমি ; বৎসরে দুইবার ফসল ফলে এমন জমি।
দোটানা—দুই দিকের আকর্ষণ। **দোটানায় পড়া**—কোন্ দিকে যাইবে তাহা ঠিক করিতে না পারা।
দোতরফা—একতরফার বিপরীত ; উভয় পক্ষীয় (দোতরফা শুনে তবে বিচার কর)।
দোতার, দোতারা—(হি. দুতারা) দুই তার-বিশিষ্ট যন্ত্র, পল্লীসঙ্গীতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।
দোতালা, দোতলা—দ্বিতল গৃহ ; দ্বিতীয় তলের গৃহ।
দোতেরিজা—দুইবার বা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া জরিপ করা।
দোথরি,-রী—দুই থাকযুক্ত (দোথরী দোলনা)।
দোদুল—দোলায়মান, ঢলঢল ভঙ্গিযুক্ত (প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর—রবি) ; আন্দোলিত (দোদুল অলক ; নৃত্য-দোদুল ছন্দ)। দোদুল্য, দোদুল্যমান—যাহা ক্রমাগত দোল খাইতেছে ; লম্বমান।
দোন, দোনো—(সং দ্বৌ ; হি দোনোঁ) দুই (দোনজন—পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।
দোনর, দোনরী—দুই নহর-বিশিষ্ট।
দোনলা, দোনালা—দুই নালযুক্ত ; দুই নাল-যুক্ত বন্দুক।
দোনা—(সং দ্রোণ) পান রাখিবার ঠোঙ্গা।
দোপট্টি—রাস্তার দুইধার অথবা দুইধারের দোকানাদি।
দোপড়া—পুনর্বার বিবাহিত অথবা গাত্র-হরিদ্রা

হইয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবার পর পুনর্বার বিবাহিত (দোপড়া মেয়ে)।

দোপাটা, দোপাট্টা—উড়ানী।

দোপাটী—(সং. দ্বিপুটী) বর্ষাকালের সুপরিচিত ফুল. ba'sam।

দোপেঁয়াজা—(ফা. দোপিয়াযা)—বেশী পেঁয়াজ দেওয়া মাছ বা মাংসের সুরুয়াহীন ব্যঞ্জন (চিংড়ীর দোপেঁয়াজা)।

দোপেয়ে—(হি. দোপইয়া) দ্বিপদ, মানুষ (অবজ্ঞার্থক—দোপেয়ে জীবের ভাল করতে নাই)।

দোফরকা, দোফাঁকড়া—দুই ডাল বা কেঁকড়ি-বিশিষ্ট; দুই শাখায় বিভক্ত, bifurcated.

দোফলা—যে গাছের বৎসরে দুইবার ফল হয়।

দোফাঁক—দুই ভাগে বিভক্ত। **দোফাল**—দুই ফালিতে বা পাটিতে বিভক্ত।

দোবারা—(হি. দোবারা) দ্বিতীয় বার; দুইবার পরিষ্কার করা চিনি।

দোবে—(হি. দুবে, সং. দ্বিবেদী) হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

দোমনা—দুমনা দ্রঃ। **দোমালা**—দুমালা দ্রঃ। **দোমেটে**—যাহাতে দুইবার মাটির প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে, দুমেটিয়া দ্রঃ; না কৃশ না স্থূল। **দোমুখো**—দুমুখা দ্রঃ। **দোয়জ**—দ্বিতীয় (দোয়জ মাসের বেলা লোকে কানাকানি—কবিকঙ্কণ)। **দোয়জা**—মাসের দুই তারিখ।

দোয়া—(আ. দুআ') আশীর্বাদ, শুভাকাঙ্ক্ষা। **দোয়া করা**—আশীর্বাদ করা। **আল্লার দোয়ায়**—ঈশ্বরের আশীর্বাদে। **দোয়াগো**—আশীর্বাদক। **বদদোয়া**—অভিসম্পাত। **দোয়াদরূদ**—আল্লার নাম-কীর্তন বা প্রশংসা কীর্তন ও হজরত মোহম্মদের জন্য শুভ কামনা অথবা তাঁহার প্রশংসা কীর্তন (দোয়াদরূদ পড়া)।

দোয়া—দোহন করা। **দোয়াল গাই**—দুগ্ধবতী গাভী।

দোয়াত, দত—(আ. দাবাৎ) যে ছোট পাত্রে লিখিবার কালী রাখা হয়, মস্যাধার।

দোয়ার, দোহার, দোহারি—যে সুর ধরাইয়া দেওয়া হইল তাহা দ্বিতীয় বার গাওয়া, সহকারী গায়ক-দল (দোহার গাওয়া)। **দোয়ারকি**—দোহার গাওয়া।

দোমহলা—দুই মহল-বিশিষ্ট, দোতলা (দোমহলায় চড়া)।

দোয়েল—দয়েল দ্রঃ।

দোর—দ্বার; কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত (ঘরদোর)।

দোরকা, দোরখা, দোরোখা—দুই দিকেই সমান কারুকার্যযুক্ত বস্ত্র অথবা পাড়ের দুই পিঠে সমান কারুকার্য-বিশিষ্ট শাল।

দোরসা—(দুই রসযুক্ত) অল্প পচা। (দোরসা মাছ)। **দোরসা জমি**—দো-আঁশলা জমি। **দোরসা তামাক**—কড়া ও মিঠার মাঝামাঝি।

দোরন্ত—দুরন্ত দ্রঃ।

দোর্দণ্ড—দৃঢ় ভুজদণ্ড; প্রবল। **দোর্দণ্ড প্রতাপ**—প্রবল প্রতাপ।

দোল—আন্দোলন (দোল খাওয়া—আন্দোলিত হওয়া; দ্বিধান্বিত হওয়া—তার মন কেবলই দোল খাচ্ছে); শিবিকা; খাটুলি (চতুর্দোল; বাঁশের দোলায় চড়া); হিন্দোলা।

দোলা—আন্দোলিত হওয়া; দ্বিধান্বিত হওয়া।

দোলাই—দুই পাট কাপড়ের শীতবস্ত্র-বিশেষ।

দোলানো—আন্দোলিত করা; সঞ্চালিত করা। **দোলায়মান**—যাহা আন্দোলিত হইতেছে বা দুলিতেছে; সন্দিহান। **দোলায়িত**—আন্দোলিত। **দোলায়িতচিত্ত**—সংশয়াকুলচিত্ত; যাহার সঙ্কল্প স্থির নয়।

দোলিকা, দোলী—ডুলি; ছোট শিবিকা।

দোলিত—আন্দোলিত (দোলিত চিত্ত)।

দোশালা—শালের জোড়া। **শাল-দোশালা**—দামী গাত্র-বস্ত্র।

দোষ—[দুষ (দোষী হওয়া)+ঘঞ্] ত্রুটি, ন্যূনতা (ঐ ত তোমার দোষ; দোষ ধরা); কাব্যের অপকর্ষ (পুনরুক্তি দোষ); অপরাধ, কুকর্ম (দোষ করেছ শাস্তি পাবে); পাপ, নীতি-বিগর্হিত কর্ম (অমন কথা বলা দোষের); নিন্দা, কলঙ্ক (চরিত্রদোষ); বিপদ, অনিষ্ট (তিন ভাল, আঠারো দোষ)। **দোষগ্রাহী**—দুর্জন, খল। **দোষজ্ঞ**—পণ্ডিত; চিকিৎসক। **দোষঘ্ন**—ধাতুবৈষম্য নাশক। **দোষত্রয়**—বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ। **দোষদর্শী**—ছিদ্রান্বেষী। **দোষদৃষ্টি**—যে শুধু দোষই দেখে, বিশ্বনিন্দুক। **দোষ দেওয়া**—নিন্দা করা, কলঙ্ক আরোপ করা। **দোষল**—দোষযুক্ত।

দোষা, দুষা—দোষ দেওয়া, ত্রুটি ধরা (নয়নেরে দোষ কেন—নিধুবাবু)।

দোষাকর—রাত্রিতে যাহার কর প্রকাশ পায় ; চন্দ্র ; দোষের আকর। **দোষাদোষ**—দোষগুণ। **দোষানো**—দোষ প্রদর্শন। **দোষাবহ**—দোষজনক। **দোষারোপ**—অভিযোগ, দোষ দেওয়া। **দোষাশ্রিত**—দোষযুক্ত।

দোষী—দোষযুক্ত, অপরাধী (কথ্য—দুষী ; দুষী করা—দায়ী করা)। **দোষৈকদর্শী**—যে কেবল দোষই দেখে, দোষৈকদৃক্।

দোসর, দোশর—(হি. দুসরা) সঙ্গী, সহচর (পথের দোসর) ; দ্বিতীয়। **দোসরা**—দ্বিতীয়, অন্য (দোসরা পানের খিলি ; মাসের দোসরা তারিখ)।

দোসারি—দুই সারি বা শ্রেণী।

দোসীমানা—দুই জমির একই সীমারেখা।

দোস্থতি, দোস্তুতি—দুহৃতি দ্রঃ।

দোস্ত—(ফা. দোস্‌ত্‌) বন্ধু, সুহৃদ, ইয়ার। **দোস্তপাতানো**—একে অন্যের দোস্ত হওয়া) **দোস্তি, দুস্তি**—বন্ধুত্ব, দহরম মহরম (যত দুস্তি, তত কুস্তি—বেশি মাখামাখির পরেই হয় ঝগড়া-ঝাঁটি)।

দোহজ—দুগ্ধ। **দোহক**—যে দোহন করে।

দোহদ—[দোহ (সন্তোষ)—দা (দান করা)+অ] ইচ্ছা ; গর্ভিণীর সাধ ; গর্ভ। **দোহদ দান**—সাধ দেওয়া, প্রসবের অল্পদিন পূর্বে গর্ভিণীকে তাহার স্পৃহনীয় খাদ্যদ্রব্য ও অলঙ্কার বস্ত্রাদি দানের অনুষ্ঠান। **দোহদ-লক্ষণ**—গর্ভ-লক্ষণ। **দোহদবতী, দোহলবতী**—দ্রব্য-বিশেষে স্পৃহাবতী গর্ভিণী। **দোহদিনী** গর্ভবতী।

দোহদী—যে কামনা করে।

দোহন—দুধ দোয়া, শোষণ। স্ত্রী. দোহনী—দুগ্ধপাত্র।

দোহল—[দোহ (সন্তোষ)+লা (গ্রহণ করা) +অ] দোহদ, ইচ্ছা, অভিলাষ। স্ত্রী. দোহলী—অশোক বৃক্ষ।

দোহা—দোহন করা, দোয়া।

দোহা—দোঁহা দ্রষ্টব্য।

দোহাই—(হি. দুহাই) দিব্য, শপথ ; সুবিচার প্রার্থনা-সূচক আহ্বান ; আহ্বান, মিনতি, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ ; ধর্ম রাজা প্রভৃতির নাম করিয়া নিষেধ (ডাক দোহাই মানে না) ; অজুহাত, দায় (দাদার দোহাই দিয়ে আর কত কাল চলবে)। **দোহাই ফেরা**—দোহাই-স্বরূপ ব্যবহৃত হওয়া (তার নামে দোহাই ফিরত)।

দোহাতিয়া, দোহাথিয়া—দুহাতিয়া দ্রষ্টব্য।

দোহার—দোয়ার দ্রষ্টব্য।

দোহারা, দোহরা—(হি. দোহ্‌রা) পুনর্বার, দুই নর বা ভাঁজযুক্ত ; কৃশও নহে, স্থূলও নহে (দোহারা গড়ন)। **দোহ্‌রানো**—পুনর্বার করা, repeat।

দোহাল—দোহনকারী ; যাহাকে দোহন করা হয় (দোহাল বা দোয়াল গাই)। **দোহ্য**—দোহন-যোগ্য।

দৌড়—(সং দ্রু—পলায়নে) ধাবন, বেগে গমন (এতো হাঁটা নয়, দৌড়) ; প্রতিযোগিতামূলক ধাবন, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি (এক মাইলের দৌড়) ; গতি, সীমা (বিদ্যার দৌড় ; দেখা যাক্‌ তার দৌড় কত)। **দৌড়ধাপ, দৌড়ঝাঁপ**—বেগে গমনাগমন, দৌড়াদৌড়ি (আর কি দৌড়ধাপ করার বয়স আছে ?)। **দৌড়নো, দৌড়ান**—বেগে গমন ; ছুটাছুটি। **দৌড়ান**—ধাবন। **দৌড়াদৌড়ি**—দৌড়নো, দৌড়ের খেলা, ছুটাছুটি, ব্যস্ততাপূর্ণ যাতায়াত (চাকরির জন্য দৌড়াদৌড়ি আর ভাল লাগে না)। **ঘোড়দৌড় করানো**—ঘোড়া দ্রঃ।

দৌত্য—(দূত+ষ্য) দূতের কর্ম ; ঘটকালি।

দৌবারিক—(দ্বার+ইক) দ্বারপাল। স্ত্রী. দৌবারিকী।

দৌরাজ্য—অরাজকতা (বিপরীত সৌরাজ্য)।

দৌরাত্ম্য—(দুরাত্মন্‌+ষ্য) দুরাত্মার কর্ম, অত্যাচার, উৎপীড়ন, উপদ্রব ; জবরদস্তি (স্নেহের দৌরাত্ম্য)।

দৌর্গ—(দুর্গ+ষ্ণ ; দুর্গা+অ) দুর্গ সম্বন্ধীয় ; দুর্গাদেবী সম্বন্ধীয় (দৌর্গ নবমী)।

দৌর্গত্য—(দুর্গত+ষ্য) দুরবস্থা, দারিদ্র্য ; লাঞ্ছনা ; মলিনতা।

দৌর্গন্ধ্য—পূতিগন্ধের ভাব, অপ্রিয় গন্ধ (জলাদি-সংসর্গ-গুণে দৌর্গন্ধ্য হয় চন্দনে—রামমোহন রায়)।

দৌর্জন্য—দুর্জনের ব্যবহার, ক্রূরতা।

দৌর্বল্য—দুর্বলতা, অসামর্থ্য, কাতরতা (হৃদয়-দৌর্বল্য)।

দৌর্ভাগ্য—মন্দভাগ্য, দুর্দৈব।

দৌভ্রাত্র—(দুর্ভ্রাতৃ+ষ্য). দুষ্টভ্রাতৃত্ব; ভাই ভাই ভাবের অসদ্ভাব; অপ্রেম।

দৌর্মনস্য—(দুর্মনস্+য) দুর্ভাবনা উদ্বেগ দুঃখ হেতু চিত্তের অবসাদ।

দৌহার্দ—(দুহৃর্দ্+ষ্ণ) শত্রুতা; পাপ। **দৌহৃর্দ**—গর্ভিণীর স্পৃহা; গর্ভ। স্ত্রী. দৌহৃর্দিনী—দোহদবতী; গর্ভিণী। দৌহৃর্দয় (দুহৃর্দয়+ষ্ণ) শত্রুতা; পাপ।

দৌলত—(আ. দউলৎ) ঐশ্বর্য, ধনসম্পত্তি (ধনদৌলত); প্রভাব, আনুকূল্য, অনুগ্রহ (কার দৌলতে এ বাড়ীঘর হয়েছে?)। **দৌলতখানা**—গৃহ, ঐশ্বর্যপূর্ণ গৃহ (আপনার দৌলতখানা? উত্তরে—আমার গরীবখানা অমুক স্থানে—মুসলমানী শিষ্টাচার-সূচক উক্তি)। **দৌলতদার**—ধনী। **দৌলতমন্দ**—ঐশ্বর্যশালী।

দৌষ্কুলেয়, দুষ্কুলীন—কুবংশে জাত। **দৌষ্কুল্য**—দুষ্কুলের দোষ।

দৌষ্মন্তি—দুষ্মন্তের পুত্র ভরত, যাহার নাম হইতে ভারতবর্ষ। **দৌষ্মন্ত্য, দৌষ্মন্ত**—দুষ্মন্ত সম্বন্ধীয়।

দৌহিত্র—দুহিতার সন্তান। স্ত্রী. দৌহিত্রী।

দ্যাবাপৃথিবী, দ্যাবাভূমি—পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থান; স্বর্গ ও মর্ত্য।

দ্যু—আকাশ, স্বর্গ। **দ্যুচর**—পক্ষী। **দ্যুসরিৎ**—মন্দাকিনী।

দ্যুতি—[দ্যুৎ (দীপ্তি পাওয়া)+ই] জ্যোতি, দীপ্তি, তেজ, শোভা, কান্তি। **দ্যুতিকর**—দীপ্তিপ্রদ। **দ্যুতিত**—দীপ্তি-বিশিষ্ট। **দ্যুতিমান**—উজ্জ্বল-কান্তি-বিশিষ্ট।

দ্যুনিবাসী—দেবতা। **দ্যুপতি**—সূর্য; ইন্দ্র। **দ্যুমণি**—সূর্য। **দ্যুলোক**—স্বর্গলোক।

দ্যূত—পাশাখেলা; অক্ষশলাকাদি দ্বারা জুয়া খেলা। **দ্যূতকর, দ্যূতকার**—যে পাশা খেলে, জুয়ারী। **দ্যূতপূর্ণিমা**—কোজাগর পূর্ণিমা, এই দিনে পাশাদি খেলায় নাকি লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়। **দ্যূতপ্রতিপদ**—কার্তিকী শুক্লাপ্রতিপদ। **দ্যূতবীজ**—কড়ি। **দ্যূতবৃত্তি**—দ্যূতক্রীড়া জীবিকা যাহার, জুয়াড়ী। **দ্যূতবেদী**—দ্যূতক্রীড়ায় অভিজ্ঞ।

দ্যোত—[দ্যুৎ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্] দ্যুতি, দীপ্তি, রৌদ্র। **দ্যোতক**—ব্যঞ্জক, সূচক, প্রকাশক (ভাবের দ্যোতক)। **দ্যোতন**—উদ্বোধন প্রকাশ। **দ্যোতনা**—ব্যঞ্জনা। **দ্যোতনিকা**—ব্যাখ্যান। **দ্যোতমান**—দীপ্যমান, শোভমান। **দ্যোতি**—প্রকাশ, দীপ্তি। **দ্যোতিত, দ্যুতিত**—দীপিত, শোভিত। **দ্যোতিরিঙ্গন**—জোনাকী পোকা।

দ্যৌঃ—স্বর্গ, আকাশ (তুলনীয়—গ্রীক জেউস্)।

দ্রঢ়িমা—(দৃঢ়+ইমা) দৃঢ়তা, কাঠিন্য, স্থিরতা। **দ্রঢ়িষ্ঠ**—অতিদৃঢ়।

দ্রঢ়ীয়ান্—দৃঢ়তর, দৃঢ়সঙ্কল্প। স্ত্রী. দ্রঢ়ীয়সী।

দ্রব—(দ্রু+অ) গলিত, তরল (দ্রবদ্রব্য, হৃদয় দ্রব হইল)। **দ্রবণ**—বিগলিত হওয়া, ক্ষরণ; (**দ্রবণবিন্দু**—যে তাপে কোন বস্তু দ্রবীভূত হয়, boiling point); অনুতাপ। **দ্রবত্ব**—তরলত্ব গুণ। **দ্রবন্তী**—নদী। **দ্রবময়ী**—জলরূপা, গঙ্গা। **দ্রবরসা**—লাক্ষা। **দ্রবি**—যে দ্রব করে, স্বর্ণকার।

দ্রবিড়—মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চল; দ্রবিড় দেশ-জাত, দ্রবিড় দেশবাসী।

দ্রবিণ—[দ্রু (ক্ষয় পাওয়া) +ইন] কাঞ্চন; বিত্ত।

দ্রবীকরণ—গলানো। **দ্রবীকৃত**—যাহা গলানো হইয়াছে। **দ্রবীভাব, দ্রবীভবন**—গলিয়া যাওয়া। **দ্রবীভূত**—গলিত (হৃদয় দ্রবীভূত হইল)।

দ্রব্য—(দ্রু+য) পদার্থ, সামগ্রী, বস্তু; বৃক্ষজাত বস্তু। (ন্যায় দর্শনে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আত্মা, মন ইত্যাদিকে নয়প্রকার বস্তু বলা হয়); জতু, মদ্য। **দ্রব্যক**—দ্রব্যহারক, দ্রব্য বহনকারী। **দ্রব্যগুণ**—দ্রব্যের গুণ, যাহাতে দ্রব্যের গুণ লিখিত আছে, এমন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গ্রন্থ। **দ্রব্যজাত**—বস্তুসমূহ। **দ্রব্যময়**—বহু দ্রব্যযুক্ত; **দ্রব্যবান্**—ধন-সম্পত্তি সম্পন্ন। **দ্রব্যশুদ্ধি**—জল, অগ্নি, মন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা দ্রব্যের বিশুদ্ধি অথবা পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন। **দ্রব্য সংস্কার**—যজ্ঞ প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য দ্রব্যের শোধন।

দ্রষ্টব্য—(দৃশ্+তব্য) দর্শনীয়, দেখিবার যোগ্য, বিবেচ্য; পঠিতব্য।

(দৃশ্+তৃ) যে দেখে (ঈশ্বর ভূত, ভবিষ্যৎ,

বর্তমান, সমস্তেরই দ্রষ্টা); সাক্ষী; বিচারক; ঋষি; গভীর অন্তর্দৃষ্টি বা সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন (বড় কবি শুধু চিত্রকর নন, দ্রষ্টাও বটেন)।

দ্রাক্ষা—(সং) দ্রাক্ষালতা: আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, মনাক্কা। **দ্রাক্ষারস**—মদ্য।

দ্রাঘিমা—(দীর্ঘ+ইমন্) দীর্ঘতা; যে সকল মণ্ডলাকার রেখা উভয় মেরু ভেদ করিয়া বিষুব রেখার উপর দিয়া গোলকের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত আছে, longitude। **দ্রাঘিমান্তর**—দ্রাঘিমা হইতে দ্রাঘিমার দূরত্ব।

দ্রাঘিষ্ঠ, দ্রাঘীয়ান্—অতিশয় দীর্ঘ।

দ্রাব—[দ্রু (পরিস্রবণ)+ঘঞ্] গলন, ক্ষরণ। **দ্রাবক**—যাহা গলায়; হৃদয়গ্রাহী, রসিক, কামুক; চোর; যাহা ধাতু গলায়, acid; মোম; প্লীহা রোগের ঔষধ বিশেষ। **দ্রাবণ**—দ্রবীকরণ, গলানো, চুয়ানো; পীড়ক (ত্রৈলোক্য-দ্রাবণ রাবণ)। **দ্রাবিকা**—লালা। **দ্রাবিত**—আর্দ্রীকৃত। **দ্রাব্য**—যে সব বস্তু আগুনের তাপে দ্রব হইয়া তরল হয়, মোম, সীসা, স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি।

দ্রাবিড়—দ্রবিড় দেশ ও দ্রবিড়বাসী, Dravidian. **দ্রাবিড়ী**—ছোট এলাচ। **দ্রাবিড়ক**—বিট লবণ।

দ্রুণ—[দ্রুণ্ (বধ করা; বক্র করা)+অ] ধনুক, খড়্গ, বৃশ্চিক, ভ্রমর, খল। **দ্রুণা**—ধনুকের ছিলা। **দ্রুণহ**—খড়্গের খাপ।

দ্রুণস—বৃক্ষের মত নাসিকা যাহার; দীর্ঘ ও উন্নত নাসিকা।

দ্রুত—[দ্রু (গমন করা)+ক্ত] শীঘ্র, ত্বরিত, ক্ষিপ্র; ক্ষরিত; পলায়িত; লয়-বিশেষ। বি. দ্রুতি—গলিয়া যাওয়া; পলায়ন; দ্রুত গতি। **দ্রুতচারী**—যাহারা ভূমিতে দ্রুত পদে বিচরণ করে। **দ্রুতপদে**—তাড়াতাড়ি, বেগে গমন করিয়া। **দ্রুতমধ্যা**—ছন্দো-বিশেষ। **দ্রুত বিলম্বিত**—দ্বাদশ অক্ষরের ছন্দ-বিশেষ। **দ্রুপদ**—দ্রৌপদীর পিতা। **দ্রুপদকুমার**—ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী। **দ্রুপদনন্দিনী**—দ্রৌপদী।

দ্রুম—বৃক্ষ, বড় গাছ, পারিজাত বৃক্ষ। **দ্রুমময়**—বৃক্ষ বহুল, কাষ্ঠে প্রস্তুত। **দ্রুম ব্যাধি**—বৃক্ষরোগ। **দ্রুমশ্রেষ্ঠ**—প্রধান বৃক্ষ; তাল বৃক্ষ। **দ্রুমারি**—হস্তী। **দ্রুমোৎপল**—কর্ণিকার বৃক্ষ।

দ্রুহ—দ্রোহকারী, বিদ্রোহী, অনিষ্টকারী। **দ্রুহী**—কন্যা। **দ্রুহণ**—জগতের নাশ কর্তা, ব্রহ্মা।

দ্রুহ্যু—অনিষ্টকারী।

দ্রোণ—শস্য মাপিবার মাত্রা বিশেষ; ৩২ সের পরিমাণ; মহাভারতোক্ত বিখ্যাত শস্ত্রাচার্য; দাঁড়কাক; বৃশ্চিক; বৃহৎ জলাশয়, পুষ্প-বিশেষ; ভূমির পরিমাণ-বিশেষ। **দ্রোণকলস**—কাঠের যজ্ঞপাত্র-বিশেষ। **দ্রোণকাক**—দাঁড়কাক। **দ্রোণক্ষীরা**—যে গাভী দ্রোণ পরিমিত দুগ্ধ প্রদান করে। **দ্রোণাচার্য**—মহাভারতোক্ত কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু।

দ্রোণি,-ণী—জল সেচনী, ডোঙ্গা, ডিঙ্গি, গরুর জাব খাইবার গামলা; গিরি-সঙ্কট। **দ্রোণিদল**—কেয়াফুলের গাছ (ইহার পাতা দ্রোণির আকারের বলিয়া)।

দ্রোহ—(দ্রুহ্+ঘঞ্) অনিষ্টাচরণ, অপকার (দেশদ্রোহ; মিত্রদ্রোহ); হিংসা।

দ্রোহী—অনিষ্টাচারী, শত্রু, হিংসক (দেশ-দ্রোহী)।

দ্রৌণি—দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা।

দ্রৌপদী—দ্রুপদকন্যা, পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী (রন্ধনে দ্রৌপদী)। **দ্রৌপদেয়**—দ্রৌপদীর গর্ভজাত পঞ্চপাণ্ডবের সন্তানগণ। **দ্রৌপদ**—দ্রুপদরাজার পুত্র।

দ্বন্দ্ব—স্ত্রী-পুরুষ, জোড়া, মিথুন (কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ—ভারতচন্দ্র); যুগল, মল্ল-যুদ্ধ; পরস্পর-বিরুদ্ধ, শীতোষ্ণ; সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি; সমাস-বিশেষ। **দ্বন্দ্বচর, দ্বন্দ্বচারী**—যাহারা স্ত্রী-পুরুষে একসঙ্গে চরে, চক্রবাক। **দ্বন্দ্বজ**—বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা ইহার কোনও দুইয়ের দোষজাত-রোগ; বিবাদোৎপন্ন। **দ্বন্দ্বযুদ্ধ**—মল্লযুদ্ধ। **দ্বন্দ্বাতীত**—সুখদুঃখাদি বোধের অতীত। **দ্বন্দ্বী**—প্রতিদ্বন্দ্বী, দ্বন্দ্বরত। **দ্বন্দ্বীভূত**—মিথুনরূপে মিলিত।

দ্বয়—দুই, উভয়, যুগল (হস্তদ্বয়)। স্ত্রী. দ্বয়ী। **দ্বয়শিক্ষা**—সহশিক্ষা, বালক-বালিকার বিদ্যালয়ে একসঙ্গে শিক্ষা। **দ্বয়বাদী**—যে দুইভাবে কথা বলে, খল।

দ্বাচত্বারিংশৎ—৪২, এই সংখ্যা। **দ্বাচত্বারিংশতম্**—৪২ সংখ্যার পূরক।

দ্বাত্রিংশৎ—৩২, এই সংখ্যা। **দ্বাত্রিংশ-লক্ষণ**—৩২ লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষ।

দ্বাদশ—১২, এই সংখ্যা। স্ত্রী. দ্বাদশী; দ্বাদশী তিথি. (শুক্লা দ্বাদশী, কৃষ্ণা দ্বাদশী)। **দ্বাদশ-কর**—বৃহস্পতি; কার্তিকেয়। **দ্বাদশ পুত্র**—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক ইত্যাদি দ্বাদশবিধ পুত্র। **দ্বাদশবন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ লীলাকানন, মধুবন, তালবন, বৃন্দাবন ইত্যাদি। **দ্বাদশ মদ্য**—পানস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খার্জুর, নারিকেলজ ইত্যাদি মদ্য। **দ্বাদশ মল**—বসা, বিষ্ঠা, নখ, শ্লেষ্মা প্রভৃতি। **দ্বাদশ মাসিক**—বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। **দ্বাদশ যাত্রা**—বৈশাখে চন্দন-যাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথ-যাত্রা ইত্যাদি। **দ্বাদশ লোচন, দ্বাদশাক্ষ**—কার্তিকেয়। **দ্বাদশাক্ষর**—দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র-বিশেষ। **দ্বাদশাঙ্গুল**—বার অঙ্গুলি পরিমিত, বিতস্তি, এক বিঘৎ। **দ্বাদশাত্মা**—সূর্যের বিবস্বান্, অর্যমা, পূষা, সবিতা প্রভৃতি দ্বাদশমূর্তি। **দ্বাদশায়ুঃ**—যে বার বৎসর বাঁচে, কুকুর।

দ্বাপর—তৃতীয় যুগ, ইহার পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসর।

দ্বাবিংশ—২২, এই সংখ্যা। **দ্বাবিংশতিতম**—বাইশ সংখ্যার পূরক।

দ্বার—[দ্বারি+অ—যাহা (প্রবেশ-পথ বা নির্গমন-পথ) আচ্ছাদন করে] দুয়ার, কপাট, প্রবেশ-পথ; উপায়, ছিদ্র (নবদ্বার গৃহ)। **দ্বার-কণ্টক**—কপাট। **দ্বারদেশ**—দ্বার; অতি নিকটবর্তী স্থান। **দ্বারপিণ্ডী**—চৌকাঠের উপরিস্থ ফলক। **দ্বারযন্ত্র**—তালা। **দ্বার-বান্, দ্বারপাল, দ্বারপালক**—দারোয়ান। **দ্বারশাখা**—চৌকাঠের বাজু। **দ্বারস্থ**—দারোয়ান, অন্যের দ্বারে অবনত ভাবে স্থিত, সাহায্যপ্রার্থী (অন্নের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হওয়া কী দুঃখের কথা!)। **দ্বারে দ্বারে**—হীন-ভাবে বা দীনভাবে দরজায় দরজায় সাহায্য প্রার্থনা সম্বন্ধে বলা হয়।

দ্বারা—সাহায্যে, আনুকূল্যে।

দ্বারাধ্যক্ষ—প্রতীহার, দ্বারী।

দ্বারিক, দ্বারী—দ্বারপাল, দ্বার-বিশিষ্ট (পূর্বদ্বারী ঘর)।

। **দ্বাসপ্ততি, দ্বিসপ্ততি**—বাহাত্তর।

দ্বি—দুই সংখ্যক, দুই বার, দুই প্রকার। (দ্বিদল; দ্বিধার)। **দ্বিককুদ্**—দুই ঝুঁটি যার, উষ্ট্র। **দ্বিকর**—দ্বিভুজ। **দ্বিকরী**—দুই কর-বিশিষ্ট জীব, মানুষ। **দ্বিকর্মক**—দুইটি কর্মপদের সহিত সম্বন্ধ ক্রিয়াপদ। **দ্বিখণ্ডিত**—দুই খণ্ডে বিভক্ত। **দ্বিগর্ভ**—যে সকল প্রাণীর উদরের নিম্নভাগে চর্মময় দ্বিতীয় কোষ থাকে, কাঙ্গারু প্রভৃতি। **দ্বিগু**—সমাস-বিশেষ। **দ্বিগুণ, দ্বিগুণিত**—দুই গুণ, ডবল, বিবর্ধিত (দ্বিগুণ জোরে)। **দ্বিগুণীকৃত**—যাহা দ্বিগুণ করা হইয়াছে। **দ্বিচারিণী**—ভ্রষ্টা। **দ্বিজ, দ্বিজন্মা, দ্বিজাতি**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, যাহাদের দেহোৎপত্তি ও সংস্কারের দ্বারা দুইবার জন্ম হয়; অণ্ডজ। **দ্বিজদাস**—শূদ্র। **দ্বিজবন্ধু**—অপকৃষ্ট দ্বিজ, দৈবজ্ঞ, ভাট প্রভৃতি। **দ্বিজলিঙ্গী**—দ্বিজবেশধারী। **দ্বিজালয়**—ব্রাহ্মণের গৃহ; বৃক্ষকোটর যেখানে পক্ষীরা বাস করে। **দ্বিজিহ্ব**—দুই জিহ্বা যাহার, সর্প, খল। **দ্বিজেন্দ্র**—দ্বিজোত্তম, চন্দ্র, গরুড়, কর্পূর। **দ্বিজসত্তম**—দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

দ্বিতল—দোতলা, দুই তলযুক্ত গৃহ।

দ্বিতীয়—দুই-এর পূরক। **দ্বিতীয়া**—দ্বিতীয়া তিথি। **দ্বিতীয়তঃ**—দ্বিতীয় ক্ষেত্রে। **দ্বিতীয় পক্ষ**—দ্বিতীয় বার বিবাহের স্ত্রী। **দ্বিতীয়াশ্রম**—গার্হস্থ্য আশ্রম।

দ্বিত্ব—দুইবার সংঘটন, দ্বিগুণত্ব। **দ্বিদৎ**—দুই দন্ত-বিশিষ্ট, যাহার দুইটি দাঁত উঠিয়াছে। **দ্বিদল**—দুই দল-বিশিষ্ট (দ্বিদল পুষ্প) কলাই প্রভৃতি। **দ্বিদশ**—দ্বাদশ সংখ্যক। **দ্বিদেহ**—গণেশ। **দ্বিদ্বাদশ**—বিবাহের নিষিদ্ধ রাশি-সংযোগ-বিশেষ।

দ্বিধা—দ্বিবিধ, দুই প্রকারের, দুই দিকে; দোটানা, দোলায়িতচিত্ততা, কর্তব্যাকর্তব্যে সংশয়, সঙ্কোচ। **দ্বিধাকরণ**—দুই ভাগে ভাগ করা। **দ্বিধাকৃত**—যাহা দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। **দ্বিধাগতি**—উভচর, দুইপ্রকার গতি-বিশিষ্ট। **দ্বিধাদ্বন্দ্ব**—সঙ্কোচ, সন্দেহ, দোটানায় পড়ার ভাব (নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর পর—রবি)।

দ্বিনবতি—বিরানব্বই, বিরানব্বই সংখ্যা-

বিশিষ্ট। **দ্বিনবতিতম**—বিরানব্বই সংখ্যার পূরক।

দ্বিপ—[দ্বি+পা (পান করা)+অ] যে দুইবার পান করে অর্থাৎ শুণ্ডের দ্বারা ও মুখের দ্বারা পান করে, হস্তী, নাগকেশর।

দ্বিপঞ্চাশৎ—বায়ান্ন এই সংখ্যা। **দ্বিপঞ্চাশত্তম**—বায়ান্ন সংখ্যার পূরক।

দ্বিপত্রোৎপত্তিক—বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় যাহাদের কেবল দুইটি পত্র নির্গত হয়, আম, লিচু প্রভৃতি।

দ্বিপথ—দুই পথের সংযোগ-স্থল।

দ্বিপদ, দ্বিপাদ—দুই পা যাহার ; মনুষ্য, পক্ষী, রাক্ষস, দেবতা। **দ্বিপদী**—দুই চরণযুক্ত ছন্দঃ।

দ্বিপায়ী—হস্তী। **দ্বিপাস্য**—গণেশ।

দ্বিবক্ত্র—দুই মুখ-বিশিষ্ট, রাজসর্প।

দ্বিবচন—দ্বিত্ব-বোধক বিভক্তি।

দ্বিবার্ষিক—দুই বৎসর বয়স্ক, যাহা দুই বৎসরে উৎপন্ন হয় বা ঘটে।

দ্বিবাহিকা—যাহা দুই ব্যক্তি বহন করে, ডুলি। **দ্বিবিধ**—দুই প্রকার। **দ্বিবিন্দু**—বিসর্গ। **দ্বিবেদী**—দুই বেদে অভিজ্ঞ; দোবে। **দ্বিভাব**—দুই ভাবযুক্ত, অন্তরে এক ভাব বাহিরে অন্য ভাব। **দ্বিভুজ**—দুই বাহুযুক্ত। **দ্বিমাতৃক, দ্বিমাতৃজ**—জরাসন্ধ ; গণেশ। **দ্বিমুখ**—যাহার দুই দিকে মুখ, রাজসর্প, গাড়ু, জোঁক। **দ্বিরদ**—হস্তী। **দ্বিরদ-রদ**—হস্তীদন্ত। **দ্বিরদান্তক**—সিংহ। **দ্বিরসন** দ্বিজিহ্ব, সর্প। **দ্বিরাগমন**—বিবাহের পর বধূর পতিগৃহে দ্বিতীয় বার আগমন। **দ্বিরুক্ত**—দুই বার কথিত, দ্বিত্বপ্রাপ্ত। **দ্বিরুক্তি**—আপত্তি, অমত। **দ্বিরূঢ়া**—দ্বিতীয় বার বিবাহিতা, পুনর্ভূ। **দ্বিরূপ**—দ্বিমূর্তি, দুই প্রকার, গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রকারের পাঠ। **দ্বিরেফ**—(যাহার মাথার উপরে রেফের মত দুইটি শুঁয়া) ভ্রমর। **দ্বিশত**—দুইশত, দুইশত সংখ্যক। **দ্বিশততম**—দুই শত সংখ্যার পূরক। **দ্বিশফ**—যাহাদের খুর বিভক্ত, গো-মহিষাদি। **দ্বিশিরাঃ**—অগ্নি। **দ্বিশ্বাসী**—যে সকল জীব কর্ণকূপ ও ফুস্‌ফুস্, এই দুই প্রকার যন্ত্রের সাহায্যেই শ্বাসক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। **দ্বিষৎ**—দ্বেষী, শত্রু। **দ্বিষন্তপ**—যে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করে। **দ্বিষ্ট**—যাহাকে দ্বেষ করা যায়। **দ্বিসপ্ততি**—৭২, এই সংখ্যা। **দ্বিহল্য**—দুইবার কৃষ্ট। **দ্বিহায়নী**—দ্বিবর্ষা। **দ্বিহৃদয়া**—গর্ভিণী।

দ্বীপ—চতুর্দিকে জলবেষ্টিত ভূভাগ। **দ্বীপবান্**—সমুদ্র। **দ্বীপবতী**—নদী। **দ্বীপান্তর**—আন্দামান দ্বীপে নির্বাসন। **দ্বীপী**—ব্যাঘ্র ; চিতাবাঘ, সমুদ্র। দ্বীপিনখ—ব্যাঘ্র-নখ।

দ্বেষ—[দ্বিষ (হিংসা করা)+ঘঞ্] শত্রুতা, ঈর্ষা, অসূয়া, বিরাগ (রাগদ্বেষবর্জিত)। **দ্বেষণ**—ঈর্ষা করা ; শত্রুতা। দ্বেষী—বিদ্বেষী, বিরোধী, শত্রু। স্ত্রী. দ্বেষিণী। **দ্বেষ্য**—দ্বেষের পাত্র, শত্রু। **দ্বেষ্টা**—যে দ্বেষ করে।

দ্বৈকালিক—ঐহিক ও পারত্রিক (কল্যাণ)।

দ্বৈগুণিক—বৃদ্ধিজীবী, সুদখোর। **দ্বৈগুণ্য**—দ্বিগুণের ভাব, দ্বিগুণ করা।

দ্বৈত—যুগ্ম, দ্বিবিধত্ব, বন-বিশেষ (দ্বৈতবন)। **দ্বৈতবাদী**—যাঁহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন (বিপরীত—অদ্বৈতবাদী)। **দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ**—ব্রহ্ম স্বরূপে অদ্বৈত, জগদ্রূপে দ্বৈত, এই মত। **দ্বৈতী**—দ্বৈতবাদী।

দ্বৈধ—দ্বিধা, সংশয়, বিরোধ (মতদ্বৈধ) ; একের সহিত সন্ধি, অপরের সহিত যুদ্ধ ; diplomacy **দ্বৈধীকৃত**—দ্বিধা-বিভক্ত। **দ্বৈধীভাব**—দ্বিভাব, ভিতরে এক, বাহিরে আর, diplomacy। **দ্বৈধীভূত**—সংশয়াপন্ন।

দ্বৈপ—দ্বীপ সম্বন্ধীয় ; দ্বীপবাসী ; দ্বীপিচর্ম। **দ্বৈপসাগর**—বহু দ্বীপযুক্ত সাগরাংশ, archipelago। **দ্বৈপায়ন**—দ্বীপে যাঁহার জন্ম, ব্যাসদেব। **দ্বৈপ্য**—দ্বীপ সম্বন্ধীয়।

দ্বৈমাতৃক—নদীর জল ও বৃষ্টি উভয়ের দ্বারা পালিত দেশ ও দেশের লোক।

দ্বৈরথ—দুই রথীর যুদ্ধ।

দ্বৈরাজ্য—দুই স্বতন্ত্র শাসন-শক্তির দ্বারা শাসিত দেশ।

দ্ব্যৈকালীন জ্বর—যে জ্বর অহোরাত্রে দুইবার আসে।

দ্ব্যৌযাম—দ্বিতীয় প্রহর।

দ্ব্যক্ষর—দুই অক্ষর-বিশিষ্ট মন্ত্র।

দ্ব্যর্থ—যাহাতে দুই অর্থ বুঝা যায়, বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থযুক্ত (যথা—কুকথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠভরা বিষ, কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ—ভারতচন্দ্র)।

দ্ব্যশীতি—৮২, এই সংখ্যা। **দ্ব্যশীতিতম**—বিরাশির পূরক।

দ্ব্যষ্ট—যাহা সোনা ও রূপাতে মিশ্রিত হয়, তামা।

দ্ব্যাত্মবাদী—যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দুই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে।

দ্ব্যাহ্নিক—(দ্বি+অহন্+ইক) যাহা দুই দিনে উৎপন্ন হয়; ২য় দিনে আসে এমন জ্বর, পালাজ্বর।

ধ

ধ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার উনবিংশ বর্ণ এবং 'ত'-বর্গের চতুর্থ বর্ণ—মহাপ্রাণ, ঘোষবর্ণ।

ধ—[ধা (ধারণ করা)+অ] যিনি ধারণ করেন, ব্রহ্মা, কুবের, ধর্ম, ধন।

ধক্—আগুন জ্বলিয়া উঠার শব্দ ও দীপ্তি জ্ঞাপক (ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল); উদরের শূন্যতা অথবা অপূর্তি বোধক। **ধক্ ধক্**—চিত্ত স্পন্দনের শব্দ জ্ঞাপক (লঘুতর স্পন্দন সম্পর্কে ধুক্‌ধুক্ বলা হয়—ভয়, অবসাদ ইত্যাদি হেতু বুক ধক্ ধক্ বা ধুক্‌ধুক্ করে); আগুন জ্বলার শব্দ ও তাহার প্রখর দীপ্তিজ্ঞাপক (ক্ষীণতর জ্বলন সম্পর্কে ধিক্‌ধিক্, ধুক্‌ধুক্ ব্যবহৃত হয়; মৃদু কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী জ্বলন সম্পর্কে ধিকিধিকি ব্যবহার করা হয়)। **ধক্ ধকানো**—ধক্‌ধক্ করা। বি. ধক্‌ধকানি। **ধক্ ধবক্**—ব্যাপকতর ধক্‌ধক্।

ধকল—(হি ধকেল)ধাক্কা, আঘাত, চোট, দলন মলন (মোটা কাপড়ে ধকল সয়); কাজের ধাক্কা।

ধক্কধক্ক—ক্রমাগত ধক্‌ধক।

ধট—তুলাদণ্ড। **ধটধারী, ধটী**—তুলাদণ্ডধারী।

ধটী, ধটিকা, ধটি—কৌপীন (তোমার কটি-তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া—রবি)।

ধড়—মস্তকহীন দেহ, স্কন্ধ হইতে কটিদেশ পর্যন্ত অংশ (তার ধড়টা বেশ লম্বা); দেহ (এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল)। **আগধড়**—স্কন্ধ হইতে কটি পর্যন্ত। **পাছধড়**—কটি হইতে নিম্নাংশ। **পেট ধড় ধড় করা**—পাকস্থলীতে কিছুমাত্র আহার্য না থাকায় পেটের চামড়া একান্ত শিথিল হওয়া।

ধড়পড়,-ফড়,-ফড়ি—মৃত্যু-যন্ত্রণায় হাত পায়ের আক্ষেপ জ্ঞাপক (জবাই করা মুরগীর মত ধড়ফড় করছে); অতিরিক্ত ছট্‌ফট্। ধড়ফড়ানো—ধড়ফড় করা; হাত পা আছড়ানো; অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়া। বিণ. ধড়ফড়ে—যে অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করে। **ধড়ফড়ে ব্যথা**—তীব্র ব্যথায় যখন প্রসূতি ধড়ফড় করে ও অনতিবিলম্বে সন্তান প্রসূত হয়। **বুক ধড়ফড় করা**—দুর্বলতায় অথবা ভয়ে হৃৎপিণ্ড কিছু জোরে স্পন্দিত হওয়া।

ধড়মড়—অতিশয় উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততার ভাব জ্ঞাপক (ধড়মড় করে উঠে বসা—অতিশয় ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসা)। বিণ. ধড়মড়ে। ক্রি. ধড়মড়ানো। বি. ধড়মড়ানি।

ধড়া—(সং ধটিকা) চীর, নেকড়া, কটিবসন, মালকোঁচা দিয়ে পরা কাপড়; তুলাযন্ত্রের পাল্লা (ধরা দ্রঃ)। **পীত ধড়া**—কৃষ্ণের পরিধেয়। **ধড়াচূড়া**—কৃষ্ণ যে ভঙ্গিতে কাপড় পরিতেন ও চূড়া মাথায় দিতেন; বিশেষ সাজগোজ, আফিস-আদিতে অথবা পদস্থ ব্যক্তির সহিত দেখা সাক্ষাৎকালে পরিহিত পোষাক (বিদ্রূপে—ধড়াচূড়া পরে কোথায় যাচ্ছ ?)

ধরাধড়,-ধবড়—ক্রমাগত পতনের উচ্চ শব্দ, তাহা হইতে, ক্রমাগত পাতিত করা, প্রহার করা, ক্ষিপ্র গতিতে কর্ম করা ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় (কুলিরা ধড়াধ্বড় মাল ফেলে চলেছে)।

ধড়াম্, ধড়াৎ—দড়াম্ দ্রষ্টব্য; দড়াম্ হইতে উচ্চতর শব্দ জ্ঞাপক (ধরাম্ করে কপাট ভেঙে পড়ল)।

ধড়াস্,-শ্—দুঃসংবাদ, ভয় ইত্যাদি হেতু হৃৎপিণ্ড বেগে স্পন্দিত হওয়ার উচ্চ শব্দ জ্ঞাপক (সংবাদ শুনে বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠল)। **ধড়াস্ ধড়াস্**—ব্যাপকতর ধড়াস্।

ধড়ি,-ড়ী—(সং. ধটী) ধড়া, ধুতি।

ধড়িবাজ—(হি. ধাড়; সং. ধূর্ত) ধূর্ত, শঠ, প্রবঞ্চক, ফন্দিবাজ (ও ধড়িবাজের কথায় ভুলোনা); চতুর, কূটকৌশলে দক্ষ (মামলা-মোকদ্দমায় ধড়িবাজ)। বি. ধড়িবাজি।

ধৎ, ধেৎ—অবজ্ঞা, তিরস্কারপূর্বক দূরীকরণ ইত্যাদি জ্ঞাপক; দুৎ দ্রষ্টব্য। (হাতী চালাই-বার সময় মাহুতরা ধৎ ধৎ শব্দ করে)।

ধত্তে—ধরতে (কথ্য ভাষা)। **ধত্তে ছুঁতে নেই**—ধরা ছোঁওয়া দেয় না, কাহারও দায়ে নিজেকে জড়িত করে না, নিরপেক্ষ, উদাসীন।

ধন—[ধন্ (শস্যোৎপাদন)+অ] টাকাকড়ি, বিত্ত; সোনা-রূপা-মণি-মাণিক্যাদি; সম্পদ (গোধন, পুত্রধন, অমূল্য ধন); সম্বল (বিধবার ধন); আদরের সামগ্রী (বাপধন, যাদুধন); বিনিময়ের সামগ্রী (জাতীয় ধন)। **ধনকষ্ট**—টাকা পয়সার অভাবজনিত কষ্ট। **ধনকাম,-গৃধ্নু**—অর্থলোভী। **ধনকুবের**—অতিশয় ধনী। **ধনক্ষয়**—ধননাশ, অর্থব্যয়, অপচয়। **ধনগর্ব**—ঐশ্বর্যের গর্ব। **ধনগৌরব**—ধনগর্ব। **ধনজন**—ঐশ্বর্য ও লোকবল। **ধনতৃষা,-ষ্ণা**—ধনের আকাঙ্ক্ষা। **ধনদ**—কুবের; ধন-দাতা; হিজল গাছ। **ধনদা**—লক্ষ্মী। **ধনদণ্ড**—অর্থদণ্ড। **ধনদায়ী**—ধনদাতা, অগ্নি। **ধনদাস**—ধন যার উপাস্য। **ধন-দেবতা**—কুবের, Mammon। **ধনদৌলত**—ধনসম্পত্তি, ঐশ্বর্য। **ধনধান্য**—ধন ও শস্যের প্রাচুর্য। **ধননিয়োগ**—ব্যবসা-আদিতে টাকা খাটানো। **ধনপতি**—প্রচুর ধনের মালিক; কুবের; প্রাচীন কাব্যের নায়ক-বিশেষ। **ধন-পাল**—ধনের জিম্মাদার, তহবিলদার। **ধন-পিপাসা**—ধনতৃষ্ণা। **ধনপিশাচ**—অতি-শয় ধনলোভী ও কৃপণ। **ধনপিশাচী,-পিশাচিকা**—ধনলোভ। **ধনপ্রয়োগ**—ধনের বিনিয়োগ। **ধনপ্রাণ**—সম্পত্তি এবং জীবন (ধনপ্রাণ নিরাপদ নয়)। **ধনবতী**—বিত্তশালিনী। **ধনবিজ্ঞান**—জাতীয় ধনের উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক শাস্ত্র, অর্থনীতি। **ধনবিভাগ**—উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ। **ধনবৃদ্ধি**—আয়বৃদ্ধি, সম্পত্তিবৃদ্ধি। **ধনবিজ্ঞানী,-বৈজ্ঞানিক**—ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **ধনভাণ্ডার**—ধন রক্ষার স্থান, Treasury, তহবিল। **ধনমদ**—প্রচুর ধন থাকার জন্য গর্ব। **ধনমান**—ধনসম্পত্তি ও সম্মান। **ধনলালসা,-লিপ্সা**—ধনের জন্য লোভ। **ধনলাভ**—অর্থপ্রাপ্তি, আয়। **ধন-লোভ**—ধনের জন্য লোভ। **ধনসম্পত্তি**—টাকাকড়ি ও ভূসম্পত্তি। **ধনসম্পদ**—সম্পদ, ঐশ্বর্য। **ধনস্থান**—লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থান। **ধনহর,-ধনহারী**—চোর। **ধনহরী**—চোর নামক গন্ধদ্রব্য। **ধনাধ্যক্ষ**—কোষাধ্যক্ষ, কুবের।

ধনঞ্জয়—[ধন—জি (জয় করা)+অ] অর্জুন (কুবেরকে বায়ব্য শরে পরাস্ত করিয়া তাঁহার পুরী হইতে মুহূর্তে সহস্র সুবর্ণচম্পক আনিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এই নাম); পক্ষী-বিশেষ; সর্প; শরীরস্থ বায়ু-বিশেষ; অর্জুন বৃক্ষ; প্রচুর প্রহার (প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ—এই প্রবচন হইতে)।

ধনশ্রী—ধানসী রাগিণী।

ধনাকাঙ্ক্ষা—ধনস্পৃহা, প্রচুর ধনলাভের বাসনা। **ধনাগম**—অর্থাগম, আয় (ধনাগমের পথ; 'ধনাগম-তৃষ্ণা')। **ধনাগার**—ধন-ভাণ্ডার। **ধনাঢ্য**—ধনশালী। **ধনাত্মক**—Positive, বিদ্যমানতা জ্ঞাপক (বিপরীত—ঋণাত্মক, Negative, + এই চিহ্ন দিয়া ধনাত্মক ভাব ও - এই চিহ্ন দিয়া ঋণাত্মক ভাব জ্ঞাপন করা হয়)। **ধনাধার**—সিন্দুক। **ধনাধি-কার**—দায়াধিকার; ধনের মালিকানা। **ধনাধিকৃত, ধনাধ্যক্ষ**—তহবিলদার। **ধনা-র্চিত**—ধনীরূপে আদৃত, ধনাঢ্য। **ধনার্থী**—ধনাভিলাষী।

ধনাশ্রী—ধনশ্রী, ধানসী রাগিণী।

ধনি—(সং. ধন্য, ধন্যা—ব্রজবুলি) ধন্য, বলিহারী, প্রশংসনীয় (ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর—বিদ্যাপতি); যুবতী, সুন্দরী (হে ধনি মানিনি—বিদ্যাপতি)।

ধনিক—ধনী, বিত্তশালী; Capitalist (ধনিক-শ্রমিকদের সম্বন্ধ)। স্ত্রী. ধনিকা—ধনিক-বধূ; সুন্দরী যুবতী; সাধ্বী স্ত্রী।

ধনিচা, ধঞ্চে—ছোট গাছ-বিশেষ। ইহার কাণ্ড জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়।

ধনিয়া, ধনে -(সং. ধন্যাক) রন্ধনের সুপরিচিত উপকরণ।

ধনিষ্ঠা—(ধনবৎ+ইষ্ঠ+আ) অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশ নক্ষত্রের অন্যতম।

ধনী—ধনবান্, ধনসম্পত্তিশালী, মহাজন; দক্ষ, কুশল (কাজের ধনী; কথার ধনী)। স্ত্রী. ধনিনী।

ধনী—বিত্ত সম্পদ বা মর্যাদার অধিকারী (জ্ঞান-ধনে ধনী; যৌবন-ধনে ধনী); যুবতী (একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা—চণ্ডিদাস; সে ধনী করছে খেলা কদমতলে বসে রাজপথে —গান)।

ধনু, ধনুঃ—[ধন্ (শব্দ করা)+উস্—বাণ নিক্ষেপ কালে যে শব্দ করে] ধনুক, চাপ; রাশি-বিশেষ; চারি হস্ত পরিমাণ; পিয়াল বৃক্ষ। ইন্দ্রধনু, রামধনু, শক্রধনু—বৃষ্টিকালে সূর্য বা চন্দ্রের বিপরীত দিকে যে বিচিত্র রঙের ধনুকের আকৃতির দীর্ঘ রেখা আকাশে দেখা দেয়। **ধনুঃকাণ্ড**—ধনুক ও শর। **ধনুঃপট**—পিয়াল বৃক্ষ। **ধনুঃশর**—ধনুকের শর, ধনুক ও শর। **ধনুঃশাখা**—পিয়াল গাছ, মূর্বা।

ধনুক—(সং. ধনুস্). ধনু, যাহার সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা হয়; চারি হস্ত পরিমাণ। **ধনুক-ভাঙা পণ**—কঠিন প্রতিজ্ঞা, যে প্রতিজ্ঞা লজ্ঘিত হইবার নয় (সীতার বিবাহ সম্পর্কে হরধনুর্ভঙ্গ পণ হইতে)। **ধনুক-ধারী**—যে ধনুর্বাণ লইয়া যুদ্ধ করে, যে তীর-ধনুক দিয়া শিকার করে।

ধনুকাকার, ধনুকাকৃতি—ধনুকের মত যার পিঠ বাঁকা।

ধনুখরা—(গ্রাম্য ধুনখারা—ধনুকাকারা) তুলা পরিষ্কার করিবার সুপরিচিত যন্ত্র-বিশেষ, ইহার আকৃতি কতকটা ধনুকের মত।

ধনুগুর্ণ—ধনুকের জ্যা। **ধনুদ্রুম**—যাহার দ্বারা ধনুক তৈয়ার করা হয়, বাঁশ। **ধনুর্ধর**—যে তীর-ধনুক লইয়া যুদ্ধ করে; কর্ম কুশল (বিদ্রূপে—তুমি যে মহাধনুর্ধর, তুমি না পারলে আর কে পারবে? বোধ হয় 'ধুরন্ধর' শব্দ হইতে এই ধনুর্ধর হইয়াছে)। **ধনুর্ধারী**—ধনুর্ধর। **ধনুর্বাণ**—তীর-ধনুক। **ধনুর্বিদ্যা**—তীর-ধনুক চালনা সম্বন্ধে নিয়ম ও নির্দেশ। **ধনু-র্বেদ**—ধনুর্বিদ্যার উপদেশপূর্ণ বেদের অংশ-বিশেষ; **ধনুর্ভঙ্গ পণ**—ধনুক-ভাঙা পণ দ্রঃ। **ধনুভৃৎ**—ধনুর্ধর। **ধনুর্মধ্য**—ধনুকের যেখানে ধরিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে হয়। **ধনুর্মাগ**—ধনুকের ন্যায় বক্র। **ধনুষ্কর, ধনুষ্মান**—ধনুর্ধারী। **ধনুষ্কোটি**—ধনু-কের স্থূল বা অগ্রভাগ। **ধনুষ্টঙ্কার**—ধনুকের ছিলার শব্দ; রোগ-বিশেষ, ইহাতে শরীর ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যায়, tetanus। **ধনু-ষ্পাণি**—ধনুকধারী।

ধনেশ—কুবের, বহু ধনের অধীশ্বর; পক্ষী-বিশেষ, বড় ঠোঁটের জন্য বিখ্যাত।

ধনেশ্বর—ধনেশ। **ধনৈষী**—ধনকামী; মহাজন।

ধন্দ, ধন্ধ—(সং. দ্বন্দ্ব) ধাঁধা, দৃষ্টিভ্রম, সংশয়, বিস্ময় ('মূর্খে বুঝিবে কি, পণ্ডিতের লাগে ধন্দ')। বিণ. ধন্ধিত—যাহার ধাঁধা লাগিয়াছে।

ধন্না, ধরনা—অবলম্বন; ধান ভানিবার সময় যে ঢেঁকিতে পাড় দেয়, সে যাহা ধরে; ঘরের চালের অবলম্বন; অভীষ্ট লাভার্থ নাছোড় ভাবে প্রার্থনা; সেরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপক অনশন, হত্যা দেওয়া (বাবার থানে একদিন একরাত ধন্না দিয়ে পড়েছিল; বড় সাহেবের বাড়ীতে রোজ ধন্না দেয়)।

ধন্য—(ধন+য) কৃতার্থ, ভাগ্যবান্ (স্নেহ-ধন্য); প্রশংসনীয়; সাধু (ধন্য সে দেশ, যে দেশে মহত্ত্ব সম্পূজিত হয়); ধন্যবাদ ('পতিগৃহে কন্যা থাকে, ধন্য তার বাপমাকে')। **ধন্যবাদ**—প্রশংসা-বাদ, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা-সূচক উক্তি। স্ত্রী. ধন্যা—প্রশংসনীয়া, সাধ্বী।

ধন্যা, ধন্যাক—ধনে, রন্ধনের সুপরিচিত মশলা।

ধন্বন্তরি—দেব-চিকিৎসক, সমুদ্র-মন্থন কালে উত্থিত হইয়াছিলেন; তাহা হইতে, আরোগ্য করিবার অব্যর্থ শক্তি-সম্পন্ন চিকিৎসক অথবা ঔষধ (জ্বরের ধন্বন্তরি)।

ধন্বা—ধনুক; মরুভূমি; ধনুর্ধারী (**গাণ্ডীব-ধন্বা**—গাণ্ডীবধারী অর্জুন)।

ধন্বী—ধনুর্ধারী; ধনুরাশি; বিদগ্ধ; অর্জুন; অর্জুন বৃক্ষ।

ধপ্—ভারী ও অপেক্ষাকৃত ফাঁপা বস্তু পতনের শব্দ। **ধপ ধপ্**—এরূপ বস্তুর ক্রমাগত পতনের শব্দ; আগুন জ্বলার শব্দ, দপ্ দপ্।

ধপাধপ্‌—ক্রমাগত পদাঘাতের বা ভারী কিছু দিয়া প্রহারের বা পতনের শব্দ।

ধপ্‌ধপ্‌, ধব্‌ধব্‌—অতিশয় শুভ্রতা জ্ঞাপক (ফরাসের চাদর ধব্‌ধব্‌ করছে)। বিণ. ধপ্‌ধপে, ধব্‌ধবে (সাদা ধব্‌ধবে)।

ধপাৎ, ধপাস্‌—ব্যাপক ধপ্‌ (তক্তপোষে শুয়ে পড়ি ধপাস্‌ করে—রবি)।

ধব—(ধু অথবা ধূ+অ—যে শিশুগণকে কম্পান্বিত করে) স্বামী, পতি; অধিপতি; মনুষ্য, প্রবঞ্চক; বৃক্ষ বিঃ। **ধবহীনা**—বিধবা।

ধবল—[ধাব্‌ (পরিষ্কার করা) শুক্লবর্ণ, সাদা, ধবলগিরি]; শ্বেতকুষ্ঠ; কর্পূর-বিশেষ, রাগ-বিশেষ; শ্বেত মরিচ; শ্রেষ্ঠ বৃষ। **ধবলগিরি, ধবলাগিরি**—হিমালয়ের শৃঙ্গ-বিশেষ। **ধবল গৃহ**—অট্টালিকা। **ধবলপক্ষ**—হংস; শুক্লপক্ষ। **ধবল মৃত্তিকা**—খড়ী মাটি।

ধবলা, ধবলী—শুক্লবর্ণ গাভী। **ধবলিত**—যাহা ধবল করা হইয়াছে, ধবলীকৃত। **ধবলিমা**—শুক্লত্ব। **ধবলীভূত**—শুক্লীভূত। **ধবোলৎপল**—কুমুদ; শ্বেতোৎপল।

ধম্‌—ভারি বস্তু উপর হইতে পতনের শব্দ; ধপ-এর তুলনায় গম্ভীরতর। **ধম্‌ধম্‌**—ব্যাপক ধম; বাদ্যধ্বনি। **ধমাধম্‌**—পুনঃ পুনঃ আঘাতের উচ্চ শব্দ। ধুম্‌—ধম এর তুলনায় মৃদুতর।

ধম—ধমনকারী অর্থাৎ কর্মকারের ভস্ত্রাচালক; যে অগ্নিসংযোগ করে। **ধমক**—কর্মকার; বল। **ধমন**—ভস্ত্রাচালক; নল, চোঙ্গা।

ধমক—[ধ্মা (শব্দ করা)+অক] দাবড়ি, তাড়া, সহসা উচ্চারিত উচ্চ বা রূঢ় তিরস্কার (ধমকে কাবু হবার লোক নই); প্রবল আক্রমণ, দাপট (জ্বরের ধমকে ভুল বকা)। উচ্চ ভীতিকর শব্দ (তোপের ধমক)। **ধমক দেওয়া**—দাবড়ি দেওয়া; তিরস্কার সহ সাবধান করা। **এক ধমক কাজ করা**—নিরবচ্ছিন্ন ভাবে খানিকক্ষণ কাজ করা। **ধমক খাওয়া**—তাড়া খাওয়া; দমক খাওয়া, অর্থাৎ মধ্য দেশে বাঁকিয়া যাওয়া (প্রাদেশিক)। ক্রি. ধমকানো। বি. ধমকানি।

ধমনি,-নী—নাড়ী, শিরা, artery (ধমনিতে পূর্ব-পুরুষের রক্ত প্রবাহিত)। **ধমনীজাল**—দেহের সর্বত্র বিস্তৃত শিরাসমূহ। বিণ. ধামনিক।

ধম্মাল—(হি. ধম্মাল) ঢ্যাঁড়া পিটিয়া জানানো; উচ্চ শব্দে প্রচার। **ধম্মাল দেওয়া, ধম্মাল পেটা**—দশজনে মিলিয়া অকারণে কেবল হৈ হল্লা করা, কাজ না করা।

ধম্ম—(সং. ধর্ম; প্রাকৃ. ধম্ম) ধর্ম, ধর্মঠাকুর (ধম্মের দোহাই; ধম্মকম্ম; ধম্মভাই) (গ্রাম্য ভাষায় প্রচলিত; বিদ্রূপেও উক্ত হয়—আর ধম্ম ধম্ম করতে হবে না)।

ধম্মিল, ধম্মিল্ল—পুষ্প, মুক্তা প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত কেশপাশ; চুলের খোঁপা।

ধর—(ধৃ+অ) যাহা ধারণ করে, দেহ, শরীর (ধড় দ্রষ্টব্য); ধারণকর্তা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—ভূধর; গঙ্গাধর; শশধর; শ্রুতিধর); পর্বত, কার্পাস তুলা।

ধরণ—(ধৃ+অন) প্রকার, প্রণালী, পদ্ধতি, চলন (সেকেলে ধরণ; সেই এক ধরণের); বর্ষণক্ষান্তি; ধরণধারণ—চালচলন, রীতিনীতি, প্রবণতার আভাস-ইঙ্গিত (তার ধরণধারণ ভাল না)। ('ধরন'ও লেখা হয়)।

ধরণা—ধন্না দ্রষ্টব্য।

ধরণি, ধরণী—(ধৃ+অনি—যাহা সকলকে ধারণ করিয়া আছে) পৃথিবী। **ধরণীজ**—পৃথিবী-জাত; মঙ্গলগ্রহ। **ধরণীজা**—সীতা। **ধরণীতল**—পৃথিবীর উপরিভাগ। **ধরণীধর**—বিষ্ণু; শেষনাগ; কূর্মরাজ; মহাবরাহ; পর্বত; দিগ্‌গজ; রাজা। **ধরণীকীলক**—পর্বত। **ধরণীপ্লব**—পৃথিবী যাহার উপরে ভাসে। **ধরণীভৃৎ, ধরণীশ্বর**—ধরণীধর। **ধরণীসুত**—মঙ্গলগ্রহ, নরকাসুর। **ধরণীসুতা**—সীতা।

ধরতা—যাহা ধরিয়া দেওয়া হয়, ক্রেতাকে যে কমিশন দেওয়া হয়, অথবা ওজনে যেটুকু বেশী দেওয়া হয়; মূল গায়েনের মুখ হইতে যে পদ দোয়ার ধরিয়া লয়। **ধরতাই বুলি**—যে বুলি বা কথা অন্যের মুখ হইতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; নূতনত্বহীন প্রচলিত বুলি (গণতন্ত্র, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—এসব ধরতাই বুলি আওড়ে আর কি হবে, আজকের আসল কথা তো দলগত স্বার্থ)। **ধরতি**—ওজনে যেটুকু বেশী দেওয়া হয় (কম পড়িবে আশঙ্কা করিয়া)।

ধরপাকড়—ব্যাপক গ্রেপ্তারি (ডাকাতির পরে

ধরপাকড়ের হিড়িক পড়ে গেছে); ধরাধরি, পীড়াপীড়ি (চাকরির জন্য ধরপাকড়)।

ধরম—(সং. ধর্ম) ধর্ম। **ধরমকরম**—ধর্মকর্ম, ধর্মানুষ্ঠান। **ধরমনাশা**—মহা অন্যায়কারী, সতীধর্মনাশক (বৈষ্ণব-সাহিত্যে ব্যবহৃত)।

ধরা—(ধৃ+অ+আ—যে জীবজন্তু ধারণ করে) পৃথিবী; গর্ভাশয়; স্নায়ু। **ধরাতল**—ভূতল। **ধরাধর**—ধরণীধর। **ধরাধাম**—পৃথিবী। **ধরাবন্ধ**—তড়াগ। **ধরাভার**—ভূভার, পৃথিবীর পাপভার। **ধরাশয্যা**—মাটিতে শয়ন; মৃত্যুকালে মাটিতে শয়ন। **ধরাশায়ী**—আঘাত ইত্যাদির ফলে ভূতল-শায়ী। **ধরাকে সরা জ্ঞান করা**—অহঙ্কারে সবই অগ্রাহ্য করা, কিছুরই মূল্য না দেওয়া।

ধরা—যে ধরে, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (**ছেলেধরা**—যে ছেলে চুরি করে; **ধামাধরা**—চাটুকার; **ধরাগন্ধ**—ব্যঞ্জনাদি একটু পুড়িয়া যাওয়ার গন্ধ); অব্যবহৃত, অটুট, মজুদ (ব্যবহার যা করেছ, সব ধরা রইল)। **ধরাবাঁধা**—পূর্ব হইতে নির্ধারিত। **ধরাকথা**—জানাশুনা কথা, আগে হইতে জানা (তুমি যে আপত্তি করবে, তা তো ধরাকথা)। **ধরা পড়া**—ধৃত হওয়া; রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়া (ফাঁকি ধরা পড়েছে)। **লেজধরা**—আশ্রিত ও অনুগৃহীত। **হাত-ধরা**—যাহাকে হাতে ধরিয়া চালনা করা হয়; একান্ত বাধ্য (ও তো বড় সাহেবের হাতধরা)।

ধরা—(সং. ধট) তুলাযন্ত্রের পাল্লা (ধড়া-ও বলা হয়)। **কাঠধরা করা**—মাপিবার পূর্বে কোন্ দিকে পাল্লার ঝুঁকতি নাই, তাহা দেখা, ঝুঁকতি থাকিলে ইট, কাঠ ইত্যাদির টুকরা দিয়া তাহা মারা।

ধরা—ধারণ করা; হাত দিয়া ধরা; অঙ্গে ধারণ করা (বেশ ধরা); অবলম্বন করা, অভ্যস্ত হওয়া (তামাক ধরা); প্রভাবাধীন হওয়া (গুরু ধরা); অনুনয়-বিনয় করা, শরণাপন্ন হওয়া (বড় সাহেবকে ধর, তা'হলে কাজ হবে); আত্মরক্ষার্থ অথবা যুদ্ধের জন্য অস্ত্রাদি অবলম্বন করা (লাঠি ধরা, তলোয়ার ধরা); পাকড়াও করা, গ্রেপ্তার করা, বশে আনা (চোর ধরা, মাছ ধরা, হাতী ধরা); আঁটানো, তাড়ানো (এ বালতিতে দশ সের জল ধরবে; ছোট কামরায় এত লোক ধরবে কেন? মুখে হাসি আর ধরে না); আক্রমণ করা (বাঘে ধরা; ঘরে আগুন ধরা; ম্যালেরিয়ায় ধরেছে); তীব্রভাবে অনুভূত হওয়া (ভয় ধরা; শীত ধরা); উল্লেখ করা, উচ্চারণ করা (নাম ধরে ডাকা); বিকৃত হওয়া, আহত হওয়া (চচ্চড়িটা ধরে গেছে; চেঁচিয়ে গলা ধরে গেছে); প্রবণতা দেখানো (গোঁ ধরা; জেদ ধরা); প্রকাশ পাওয়া, সূচনা হওয়া (গাছে ফল ধরেছে; দাড়িতে পাক ধরেছে); সক্রিয় হওয়া (ওষুধ ধরেছে); সংলগ্ন হওয়া (জোড় ধরছেনা); আরম্ভ করা (সুর ধরা); থামা (বৃষ্টি ধরেছে; মেল এ ষ্টেশনে ধরে না; কয়েকবার দাস্ত হবার পরে পেটটা ধরেছে); নির্ধারিত করা (দাম ধরা); নির্ণয় করা (ডাক্তার রোগ ধরতে পারছে না; ভুলটা কোথায় হচ্ছে ধরা যাচ্ছেনা); পছন্দ হওয়া, যোগ্য বিবেচিত হওয়া (জামাই মনে ধরেনি; কলকাতায় দুই-তিন টাকার মাছ কি চোখে ধরে?); নাগাল পাওয়া (গাড়ী ধরতে পারা; এতক্ষণে সে বাড়ী ধর-ধর করেছে); মনে করা, সত্য বলিয়া ধারণা করা (ধর তুমি দেশের রাজা)। **ধরা দেওয়া**—নিজের মনের ভাব প্রকাশ করা; প্রীতির বন্ধন স্বীকার করা; আত্ম সমর্পণ করা। **ধরাধরি**—অনুনয়াদির দ্বারা প্রভাব বিস্তার (চাকরি পেতে হলে অনেক ধরাধরি করতে হবে)। **ধরি মাছ, না ছুঁই পানি**—চালাকি করিয়া অথবা গা বাঁচাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। **ধরে পড়া**—সাহায্যের জন্য অতিশয় অনুনয়-বিনয় করা। **ধরে রাখা**—রোধ করা; সঞ্চিত করা। **ধরে বেঁধে**—ইচ্ছার বিরুদ্ধে, পীড়াপীড়ি করিয়া (ধরে বেঁধে বিয়ে দেওয়া)। **কলম ধরা**—লিখিয়া যোগ্যভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা (কলম ধরতে জানে); কাহারও বিরুদ্ধে লেখা। **কান ধরা**—অপরাধ স্বীকার করিয়া নিজেকে ধিক্কার দেওয়া; কানে ধরিয়া অপমান করা (কান ধরে তাড়িয়ে দেওয়া)। **গাল ধরা**—ওল প্রভৃতি খাওয়ার ফলে মুখের ভিতরে যন্ত্রণা বোধ হওয়া; বিতৃষ্ণা বোধ করা (এক বিয়ে দিয়েই গাল ধরে গেছে, ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ করার কথা আর বলো না)। **ঘাড় ধরা**—ঘাড়ে

ধরিয়া অপমান করা। **ঘুণ ধরা**—ঘুণ লাগা ; অন্তঃসারশূন্য হওয়া। **ঘুম ধরা**—ঘুম পাওয়া। **চাল ধরা**—চাল অর্থাৎ বড়লোকের ধরণ-ধারণ অবলম্বন করা। **চুল ধরা, চুলে ধরা**—চুলে ধরিয়া নারীকে লাঞ্ছনা করা। **চোয়াল ধরা**—চোয়ালে খিল ধরা ও তার ফলে চিবাইতে না পারা। **ছল ধরা**—দোষ ধরা, ছুতা ধরা। **টান ধরা**—অভাব হওয়া ; শুষ্ক হওয়া (ঘায়ে টান ধরেছে)। **দোর ধরা**—ধন্না দেওয়া ; শরণাপন্ন হওয়া। **মাথাধরা**—শিরঃপীড়া, শিরঃপীড়া হওয়া। **ভেকধরা**—বোষ্টম বা সন্ন্যাসী হওয়া ; ছদ্মবেশ অবলম্বন করা। **যমে ধরা**—মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়া, প্রবল শত্রুর কবলে পড়া। **হাতে পায়ে ধরা**—হীনভাবে অনুনয়-বিনয় করা। **হাল ধরা**—কর্তৃত্ব গ্রহণ করা ; পরিচালনা করা। **ঠ্যাপা ধরা**—ধাক্কা সামলানো।

ধরাট—ক্রয়-বিক্রয়ে যেটুকু বেশি, অর্থাৎ ধরতা দেওয়ার রীতি আছে ; বাখারি দিয়া তৈরী নৌকার মঞ্চ বিশেষ।

ধরানো—গ্রহণ করানো ; আরম্ভ করানো (কলাপাতা ধরানো—কলাপাতায় লেখা আরম্ভ করানো) ; স্থির করা (চোখ ধরানো কঠিন ; এত স্রোত যে, নৌকা ধরানো যাচ্ছে না) ; আঁটানো (এই ছোট্ট বাড়ীতে এত লোক ধরাবে কেমন করে ?) ; অগ্নিসংযোগ করা (টিকে ধরানো ; উনন ধরানো)।

ধরিত্রী—(ধৃ+ইত্র+ঈ) যে চরাচর ধারণ করে, পৃথিবী, ধরণী।

ধর্তব্য—(ধৃ+তব্য) বিবেচনার যোগ্য, গ্রাহ্য (এ ভুল ধর্তব্যের মধ্যে নয়)।

ধর্তা—(ধৃ+তৃ) ধারণকর্তা, রক্ষক, বহনকর্তা (ধর্তাকর্তা বিধাতা)।

ধর্ম—[ধৃ (পোষণ করা, ধারণ করা)+মন—অভিধান-মতে, সৎসঙ্গ ; দীপিকা-মতে, পুরুষের বিহিত ক্রিয়াসাধ্য গুণ ; ভারত-মতে, অহিংসা ; পুরাণ-মতে, যাহা দ্বারা লোকস্থিতি বিহিত হয় ; যুক্তিবাদ-মতে, মনুষ্যের যাহা কর্তব্য তাহা সম্পাদন ; জ্ঞানবাদ-মতে, মনের যে প্রবৃত্তির দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে—প্রকৃতিবাদ] স্বভাব, প্রকৃতি, প্রত্যেক জীব বা বস্তুর নিজস্ব গুণ (সাধুর ধর্ম, খলের ধর্ম, অগ্নির ধর্ম) ; ঈশ্বরের বা মহাপুরুষদের আদেশ নির্দেশ আচরণ বিবেচনায় যাহা অবশ্যমান্য ; পরলোক, জন্মমৃত্যু, অদৃষ্ট, কর্তব্যাকর্তব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের ধারণা ; পরম্পরাগত বিধিবিধান ও আচার-আচরণ ; বিশেষ বিশেষ দেশের বা কালের আচরণ বা প্রবণতা (দেশধর্ম, কালধর্ম) ; মনুষ্যত্ব, মানুষের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে বোধ (তোমার কি কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান নাই ?) ; মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, মানুষ হিসাবে অবশ্য করণীয় (হিংসা জীবধর্ম হতে পারে, কিন্তু অহিংসা বিশেষভাবে মানব-ধর্ম) ; ধর্ম ঠাকুর (ধর্মের ষাঁড়) ; ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা, বিশ্ববিধাতা (দোহাই ধর্মের) ; লগ্ন হইতে নবম স্থান। **ধর্মকন্যা, ধর্মমেয়ে**—(গ্রাম্য—ধরম-বেটী),—কন্যারূপে গৃহীতা। **ধর্মকর্ম,-কার্য,-ক্রিয়া**—ধর্মশাস্ত্রে নির্দেশিত ক্রিয়া-কর্ম। **ধর্মকাম**—ফলপ্রাপ্তির কামনায় যে ধর্মকর্ম করে' (গীতা)। **ধর্মকৃৎ**—ধার্মিক, বিষ্ণু। **ধর্মকৃত্য**—ধর্মকর্ম। **ধর্মকেতু**—বুদ্ধদেব। **ধর্মক্ষেত্র**—পুণ্যধাম, কুরুক্ষেত্র। **ধর্মগণ্ডিকা**—হাড়িকাঠ, যাহার উপরে গ্রীবা স্থাপন করিয়া পশুবধ করা হয়। **ধর্মগ্রন্থ**—ধর্মের ভিত্তিস্থানীয় গ্রন্থ। **ধর্মঘট**—বৈশাখ মাসে প্রত্যহ ভোজ্যসহ যে সুগন্ধ জলপূর্ণ কলস দান করা হইত ; সকলে এক জোট হইয়া কোনও কার্য করিতে বা না করিতে প্রতিজ্ঞা করা বা সঙ্কল্প করা। **ধর্মচক্র**—বৌদ্ধ ধর্মানুসারে অবশ্য আচরণীয় তত্ত্ব ও নীতিসমূহ (সংসার দুঃখময়, বিষয়-তৃষ্ণাই দুঃখের মূল, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক আজীব, সম্যক সমাধি ইত্যাদি দুঃখ-নিবৃত্তির অষ্টাঙ্গিক পথ, এই সব তত্ত্ব-চিন্তা ও আচরণ)। **ধর্মচর্চা**—ধর্মাচরণ ; ধর্ম বিষয়ক আলাপ-আলোচনা। **ধর্মচারিণী**—ধর্মপরায়ণা, সাধ্বী, সহধর্মিণী। **ধর্মচিন্তা**—ধর্মের তত্ত্ববিষয়ক চিন্তা। **ধর্মজ**—ঔরসপুত্র। **ধর্মজায়া**—ধর্মপত্নী। **ধর্মজীবন**—ধর্মবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবন ; আস্তিক জীবন। **ধর্মজ্ঞ**—যিনি ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন, ধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত। **ধর্মজ্ঞান**—কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান ; ঔচিত্যবোধ। **ধর্মঠাকুর**—বৌদ্ধ বিগ্রহ-বিশেষ, সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর জল-অচল হিন্দুদের উপাস্য। **ধর্মের ঢাক**—ধর্ম-

ঠাকুরের পূজায় ব্যবহৃত ঢাক, ইহা নাকি নিজেই বাজিত; তাহা হইতে, ধর্মের গূঢ়শক্তি (ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে—অধর্ম করিলে তাহা গোপন থাকে না)। **ধর্মতঃ**—ন্যায়-ধর্ম অনুসারে, ধর্ম সাক্ষী করিয়া। **ধর্মতত্ত্ব**—ধর্মের নিগূঢ় মর্ম, ধর্মদর্শন। **ধর্মত্যাগী**—স্বধর্মত্যাগী, প্রচলিত ধর্মে অবিশ্বাসী। **ধর্মদ্রোহী**—ধর্মত্যাগী; ধর্মকর্ম দ্বেষকারী। **ধর্মধ্বজী**—ধর্মের বাহ্যবেশধারী, ধর্মশীলের বেশে প্রতারক। **ধর্মনন্দন**—যুধিষ্ঠির। **ধর্মনাভ**—বিষ্ণু। **ধর্মনাশ**—ধর্মচ্যুতি; সতীত্বনাশ। **ধর্মনিষ্ঠ**—ধর্মপরায়ণ। **ধর্ম-নিষ্ঠা**—ধর্মে আস্থা; ধর্মকর্মের আন্তরিক অনুষ্ঠান। **ধর্মনীতি**—ধর্মের তত্ত্ব ও নির্দেশ; নীতিজ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্র। **ধর্মপণ্ডিত**—ধর্মঠাকুরের পুরোহিত। **ধর্মপত্নী**—বিবাহিতা পত্নী; প্রথমা পত্নী। **ধর্মপত্র**—দৈব নির্দেশ-বিশেষ; (কোন ব্যাপারে মনঃস্থির করিতে না পারিলে কতকগুলি কাগজের টুকরায় অথবা বেলপাতায় 'হাঁ' ও 'না' লিখিয়া সেই সব টুকরা অথবা পাতা একটি ভাণ্ডে রাখিয়া একটি শিশুকে হাত দিয়া তুলিতে বলা হয়, 'হাঁ' বা 'না' যাহা উঠে, তাহাই দেবতার নির্দেশ জ্ঞান করা হয়)। **ধর্মপথ**—ন্যায়ধর্মের পথ। **ধর্মপর,-পরায়ণ**—ধর্মনিষ্ঠ। **ধর্মপিতা**—ধর্ম সাক্ষী করিয়া পিতারূপে গৃহীত। **ধর্মপুত্র**—ধর্মের ঔরস-পুত্র; যুধিষ্ঠির (**ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির**—ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির; ব্যঙ্গে—ধর্মবাতিকগ্রস্ত)। **ধর্ম প্রবক্তা**—রাজা কর্তৃক নিযুক্ত ধর্ম নিরূপক পুরুষ; ধর্ম ব্যাখ্যাতা। **ধর্ম-প্রবৃত্তি**—ধর্মাচরণে বা ধর্মপথে মতি। **ধর্মপ্রাণ**—ধর্মপ্রেমিক। **ধর্ম প্রমাণ**—ধর্ম সাক্ষী। **ধর্মবিদ্**—ধর্ম-তত্ত্বজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ। **ধর্মবিপ্লব**—ধর্মে ব্যাপক অনাস্থা; ধর্ম সম্বন্ধে নানা মত ও পথের সংঘর্ষ। **ধর্ম বুদ্ধি**—ন্যায়বোধ; কল্যাণ-বোধ; সুমতি। **ধর্মভয়**—ধর্ম লঙ্ঘন করিলে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে সেই ভয়। **ধর্মভাণক**—ধর্মধ্বজী। **ধর্মভীরু**—যাহার ধর্মভয় আছে; ধর্মাচার পালনে সতর্ক। **ধর্মভ্রষ্ট**—ধর্মত্যাগী; ধর্ম বিশ্বাস ও আচার বর্জিত। **ধর্মভাই**—ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহারা পরস্পরের ভাই হইয়াছে; গুরুভাই। **ধর্মমঙ্গল**—ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য, পূজা ইত্যাদি বিষয়ক প্রাচীন বাংলা কাব্য। **ধর্মময়**—অধর্মের সংস্রবশূন্য; মূর্তিমান ধর্ম। **ধর্ম মা**—ধর্ম সাক্ষী করিয়া যে মা হইয়াছে। **ধর্মমার্গ**—ধর্মের পথ, ধর্মনিষ্ঠ জীবন ধারণ। **ধর্মমূল**—ধর্মের প্রমাণ; ধর্মের উৎপত্তিস্থল অথবা পরম নির্ভরস্থল। **ধর্মযুগ**—ধর্মপ্রধান যুগ; সত্যযুগ। **ধর্মরক্ষা**—ধর্মাচার নিরাপদ করা; ধর্মপালন; ন্যায় ও মনুষ্যত্ব বজায় রাখা; সতীত্ব রক্ষা। **ধর্মরাজ**—যুধিষ্ঠির; বুদ্ধ; ধর্ম। **ধর্মরাজ্য**—ধর্মভাবের দ্বারা শাসিত রাজ্য, যে রাজ্যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন যোগ্যভাবে হয় ও সৎজীবন যাপনে সর্বসাধারণের যথেষ্ট আগ্রহ। **ধর্মলক্ষণ**—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় (সাধুতা), শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী, সত্য, অক্রোধ—এই দশ লক্ষণ। **ধর্মলোপ**—ধর্মাচার বা ধর্মজীবনের অসদ্ভাব, অথবা এ সবের প্রতি ব্যাপক অমনোযোগ। **ধর্মশালা**—যেখানে বিনামূল্যে অন্ন ও বাসস্থান দেওয়া হয়; বিচারালয়। **ধর্ম-শাসন**—ধর্মের অনুশাসন বা ধর্মশাস্ত্র। **ধর্ম-শাস্ত্র**—ধর্মাচারের নির্দেশপূর্ণ শাস্ত্র; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সংহিতা; কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের ধর্মের নির্দেশপূর্ণ সর্বমান্য গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলী। **ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী**—ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও আলোচনা যাহার ব্যবসায় (কিন্তু বাংলায় ইহা ধর্মাড়ম্বরপ্রিয়, ধর্মধ্বজী ইত্যাদি নিন্দিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়)। **ধর্মশিক্ষা**—ধর্মনীতি ও ধর্মাচার বিষয়ে উপদেশ। **ধর্মশীল**—ধর্মপথচারী। **ধর্মসংস্কার**—ধর্মসম্বন্ধে ধারণা; প্রচলিত ধর্মের দোষাবহ বা আপত্তিকর অংশ বর্জন ও ধর্মের যুগোপযোগী রূপ দান অথবা ধর্ম সম্বন্ধে নূতন প্রেরণা সঞ্চার। **ধর্মশঙ্কর**—পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মের সংমিশ্রণ। **ধর্মসভা**—ধর্মসংস্কারের জন্য সভা অথবা ধর্ম সম্বন্ধে রক্ষণশীলদের সভা। **ধর্মসাক্ষী**—ধর্মের নামে শপথ গ্রহণ; শুধু মনুষ্যত্ব ও ন্যায়বোধকে সাক্ষ্যরূপে স্বীকার। **ধর্মসাধন**—ধর্মাচার পালন; ধর্মজীবন যাপন। **ধর্মসূত্র**—জৈমিনী প্রণীত ধর্ম-মীমাংসার গ্রন্থ-বিশেষ। **ধর্মহানি**—ধর্মচ্যুতি; ধর্মনাশ। **ধর্মহীন**—ন্যায়-অন্যায়-বোধ-হীন, অধার্মিক। **ধর্ম-অর্থকাম-মোক্ষ**—ধর্মাচরণ, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন, সুখসমৃদ্ধি ভোগ ও বৈরাগ্য—মানব-জীবনের এই

চার প্রধান লক্ষ্য বা করণীয়। **ধর্মে সইবেনা**—আপাততঃ রক্ষা পাইলেও ধর্মের সূক্ষ্ম বিচারে শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে। **ধর্মের কল বাতাসে নড়ে**—ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে।

ধর্মাচার্য—ধর্মোপদেষ্টা; ধর্মবিজ্ঞানের অধ্যাপক। **ধর্মাত্মা**—ধর্মশীল। ধার্মিক। **ধর্মাধর্ম**—সৎ ও অসৎ, পাপ ও পুণ্য। **ধর্মাধিকরণ**—বিচারালয়; বিচারপতি। **ধর্মাধিকার**—ন্যায়-অন্যায় বিচারের অধিকার; বিচারপতির পদ। **ধর্মাধিকারী**—বিচারপতি। **ধর্মাধ্যক্ষ**—বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত প্রধান রাজপুরুষ; প্রধান বিচারপতি; বিচারপতি; বিষ্ণু। **ধর্মানুমোদিত**—ধর্মবিধানের অনুযায়ী; ধর্মের অবিরুদ্ধ। **ধর্মানুষ্ঠান**—ধর্মকর্ম; ধর্মাচরণ। **ধর্মান্তর**—অন্য ধর্ম (ধর্মান্তর গ্রহণ)। **ধর্মান্দোলন**—ধর্ম সংস্কারের জন্য আন্দোলন। **ধর্মান্ধ**—নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মাচারের প্রবল সমর্থক ও পরধর্ম-বিদ্বেষী। **ধর্মাবতার**—মূর্তিমান্ ধর্ম; রাজা, বিচারপতি প্রভৃতির প্রতি সম্বোধন-বাক্য। **ধর্মাবলম্বী**—ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত। **ধর্মাভাস**—শ্রুতিস্মৃতি দ্বারা সমর্থিত নয় এমন ধর্ম; অপ্রশস্ত ধর্ম; সৌখীন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচার। **ধর্মারণ্য**—চন্দ্র গুরুপত্নী তারাকে হরণ করায় ধর্ম-প্রপীড়িত হইয়া যে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন; পুণ্যস্থান-বিশেষ। **ধর্মার্থ**—ধর্মের জন্য; ধর্ম ও অর্থ। **ধর্মাসন**—বিচারাসন। **ধর্মিষ্ঠ, ধর্মীয়ান্**—পরম ধার্মিক; একান্ত ধর্মনিষ্ঠ। **ধর্মী**—ধার্মিক; তদ্ধর্মবিশিষ্ট (বিনাশধর্মী; পশুধর্মী)। **ধর্মেন্দ্র**—যম। **ধর্মোত্তর**—ধার্মিকশ্রেষ্ঠ। **ধর্মোপদেশ**—ধর্মবিষয়ে শিক্ষা; ধর্মজীবন যাপনের জন্য উপদেশ। **ধর্মোপাসনা**—ধর্ম-নির্দিষ্ট উপাসনা। **ধর্মোপেত**—ন্যায্য, ধর্মসঙ্গত। **ধর্ম্য**—ধর্মের অবিরুদ্ধ; ন্যায্য; স্বভাবানুগত; ধর্মসঙ্গত (**ধর্ম্যরোষ**—righteous indignation)।

ধর্ষণ, ধর্ষ—পরাভব করণ; দলন; বলাৎকার (প্রজাধর্ষণ; নারীধর্ষণ; ধর্ষ সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—দুর্ধর্ষ)। **ধর্ষক**—ধর্ষনকারী। বিণ. ধর্ষিত; স্ত্রী. ধর্ষিতা—বলাৎকৃতা; অসতী। **ধর্ষণী**—অসতী স্ত্রী।

ধল, ধলা—(সং. ধবল) শুভ্র, সাদা। স্ত্রী. ধলী (বিপরীত—কালী)। **কালধল, কালাধলা**—কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ; কৃষ্ণ ও শ্বেতের মিশ্রণ। **ধলিকুষ্ঠ**—শ্বেতকুষ্ঠ।

ধস্—(সং. ধ্বংস; হি. ধস্না) মাটির বৃহৎ চাপ ধ্বসিয়া পড়ার শব্দ; মাটির বৃহৎ চাপ। **ধস্ ভাঙ্গা বা নামা**—নদীর বা পুকুরের পাড়ের বৃহৎ চাপ ধ্বসিয়া পড়া; পাহাড়ের গা হইতে মাটির বৃহৎ চাপ ভাঙ্গিয়া পড়া। **ধসধসে**—ভাঙ্গিয়া পড়ার মত; অন্তঃসারশূন্য।

ধসা—ভাঙ্গিয়া পড়া (পাড় ধসে গেছে); ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া; বলবীর্য নষ্ট হওয়া (শরীর ধসে গেছে); গলিয়া পড়া (কুষ্টতে গা ধসে পড়া)। বি. ধসন।

ধস্কা—যাহা ধ্বসিয়া বা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; বলবীর্যহীন; অন্তঃসারশূন্য (তুলনীয়—ঢোস্কা)। **ধস্কানো**—ধসানো; ধসিয়া যাওয়া।

ধস্ত—সাধারণতঃ বিধ্বস্ত শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়; ধস্ত-বিধ্বস্ত—ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত।

ধস্তাধস্তি—(সং. ধ্বস্ত) পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া ভূপাতিত করিবার চেষ্টা, প্রবলভাবে টানাটানি বা হাতাহাতি; মনের বিভিন্নমুখী প্রবণতার মধ্যে লড়াই (বিবেকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি); দর-কষাকষি (অনেক ধস্তাধস্তি করে তবে ইলিসটা তিন টাকায় পেয়েছি)।

ধা—(ধা+ক্বিপ্) ধারণকর্তা; ব্রহ্মা; বৃহস্পতি; ধৈবত, স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বরের সাঙ্কেতিক অক্ষর; তদ্ধিত প্রত্যয় (বহুধা, দ্বিধা, সহস্রধা); ধাওয়া দ্রঃ।

ধাই—দৌড়, চম্পট (উঠে দিল ধাই—প্রাচীন বাংলা); ক্রোধভরে দ্রুত গমন (বৌ ধাই করে বাপের বাড়ী চলে গেছে; ধাই করে মারতে গিয়েছিলে, মারলে কি হ'ত জান?—প্রাদেশিক)।

ধাই—(সং ধাত্রী) দাই: উপমাতা, যে সন্তান প্রসব করায় এবং প্রসূতির ও নবজাত শিশুর শুশ্রূষা করে। **ধাই তেলা, দাই তেলা**—নবজাত শিশুর গায়ে ধাই যেমন প্রচুর তেল মাথায় সেইভাবে তেল মাখা (বাবুর গায়ে তেল মাখানো অর্থ তাঁকে ধাই-তেলা করা)। **ধাইমা**—ধাত্রী, দাইমা।

ধাই—(সং. ধাতকী) ধাই ফুল ও গাছ; আমলকী।

ধাউড়—(প্রা. ধাড়ী—দস্যুদল; সং. ধাবক) যে ছিনাইয়া লইয়া পলাইয়া যায়; প্রবঞ্চক, দুর্ত (চোর-ধাউড়)। **ধাউড়িয়া**—দ্রুতগামী সংবাদাদি বাহক।

ধাউত—শরীরের ধাতু (গ্রাম্য)।

ধাউস—ঢাউস, বড় ঘুঁড়ি-বিশেষ।

ধাওড়া—সুবিস্তৃত, লম্বা চওড়া; সাঁওতাল কুলিদের বাসগৃহ।

ধাওয়া—বেগে গমন করা, ছুটিয়া চলা (বেগে ধায়, নাহি রহে স্থির : মন কখন কোন্ দিকে ধায় বলা কঠিন)। **ধাওয়া করা**—পশ্চাদ্ধাবন করা (বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করেছে); উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য দূরদূরান্তে যাওয়া (কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করেছে)।

ধাঁ—দ্রুতগতি, সহসা, সত্বর (ধাঁ করে বলে বসল)। **ধাঁধাঁ**—খুব তাড়াতাড়ি (জ্বর ধাঁধাঁ করে ১০৫° ডিগ্রী হল)। **ধাঁই**—ধাঁ; সহসা চড় মারার শব্দ (ধাঁই করে মেরে বসল)।

ধাঁচ, ধাঁচা, ধাঁজ—(হি. ধাঁচা) গড়ন, আকৃতি, ছাঁচ, ধরণ, রীতি। **ধাঁচের, ধাঁজের**—ধরণের (রসিক ধাঁজের)।

ধাঁদা, ধাঁধা—(ধন্দ,-ন্ধ) দৃষ্টিভ্রম; দিশাহারা ভাব, সংশয় (ওদের কথায় ধাঁদা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি—রবি)। **ধাঁদানো, ধাঁধানো**—ধাঁদা সৃষ্টি করা, চোখ ঝলসানো (দৈব-বিভা ধাঁধিল নয়নে—মধুসূদন)।

ধাক্কা—ঠেলা, বেগে আঘাত, সংঘর্ষ (গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লেগেছে); চাপ; আঘাত; বেগ (কাজের ধাক্কা : ধাক্কা সামলানো)। **ধাক্কা-ধাক্কি**—ঠেলাঠেলি। **গলাধাক্কা খাওয়া**—অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হওয়া।

ধাগা—(হি. তাগা) কাঁথা প্রভৃতি সেলাই করিবার মোটা সূতা (সূঁচের ছিদ্রকেও কোন কোন অঞ্চলে ধাগা বলে)।

ধাঙড়, ধাঙ্গড়—হাজারিবাগ অঞ্চলের আদিম জাতি-বিশেষ; বর্বর, অপরিচ্ছন্ন (কোথাকার ধাঙড়)।

ধাঙসা—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, ধামসা।

ধাড়া—(সং. ধট) বড় তুলাযন্ত্র; তুলাযন্ত্রের পাল্লা। **ধাড়া বাঁধা**—পাল্লার কোনও দিকে ঝুঁকতি না রাখা। (ধড়াও বলা হয়)।

ধাড়ি, ধাড়ী—চাটাই, দরমা (প্রাদেশিক)।

ধাড়ি,-ড়ী—(সং. ধাত্রী) যে বহু বাচ্চা দিয়াছে এমন পশু বা পক্ষী; বৃদ্ধ; সর্দার (চোরের ধাড়ী); বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য (বুড়োধাড়ী); সর্দার গায়ক।

ধাড়ী—(হি. ধাড়ী) বেগে বহির্গমন বা আক্রমণ (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ধাঢ়ী—কালোয়াত, সর্দার গায়ক।

ধাত—(সং. ধাতু) ধাতু, প্রকৃতি, শারীরিক সহনক্ষমতা (শক্ত ধাতের লোক), মেজাজ (ধাত বোঝা); নাড়ী (ধাত ছাড়া); শুক্র, বীর্য (ধাতের ব্যারাম; ধাতভাঙ্গা)। **ধাতধরা হওয়া**—সুস্থ সবল হওয়া। **ধাত্‌কে উঠা**—চমকে ওঠা। **ধাতসহ**—প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত, অভ্যস্ত (কড়া কথা শোনা তার ধাতসহ হয়ে গেছে)।

ধাতকী—(সং.) ধাই ফুল ও তাহার গাছ।

ধাতব—(ধাতু+অ) ধাতুনির্মিত, ধাতু-বিষয়ক।

ধাতা—(ধা+তৃচ্) বিধাতা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু; স্রষ্টা। স্ত্রী. ধাত্রী।

ধাতানি—(প্রাদেশিক) তিরস্কার, শাসন, ধমকানি (ধাতানি খাওয়া)।

ধাতু—[ধা (ধারণ করা)+তু] দেহের বাত, পিত্ত, কফ, মেদ, মজ্জা, অস্থি ইত্যাদি (শক্ত ধাতুতে গড়া); পঞ্চভূত; শুক্র, জীবনী-শক্তি, নাড়ী; স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস, লৌহ ইত্যাদি, metal; প্রকৃতি, স্বভাব; উপাদান, পরমাত্মা; সঙ্গীতের পর্দা (সা, ঋ, গ, ম ইত্যাদি)। **ধাতুকুশল**—ধাতুদ্রব্য নির্মাণে দক্ষ। **ধাতুক্ষয়**—রসরক্তাদির ক্ষয়; কাশরোগ বিশেষ। **ধাতুগত**—শরীরের উপাদান সম্বন্ধীয়, প্রকৃতিগত। **ধাতুগর্ভ**—খনিজ ধাতু সম্বলিত মৃত্তিকা-স্তর, metalliferous। **ধাতুঘটিত**—ধাতু সংযোগে প্রস্তুত (ঔষধ)। **ধাতুঘ্ন, ধাতুনাশন**—যাহা শরীরস্থ বাতপিত্তাদির দোষ নাশ করে, কাঁজি। **ধাতুদ্রাবক**—সোহাগা। **ধাতুপ**—অন্নরস। **ধাতুপাঠ**—ব্যাকরণের সংস্কৃত ধাতুসমূহের অর্থবোধক গ্রন্থ। **ধাতুপুষ্পিকা, ধাতুপুষ্পী**—ধাইফুল। **ধাতুপোষক**—শরীরের সর্বাঙ্গীন পুষ্টিকর। **ধাতুবিজ্ঞান, ধাতুবিদ্যা**—

mineralogy, metallurgy, ধাতুর গুণ ও তাহা কি ভাবে পরিষ্কার করা যায়, তৎসংক্রান্ত বিদ্যা। **ধাতুবিদ্**—ধাতুবিদ্যায় পারদর্শী। **ধাতুবৈরী, ধাতুহা**—গন্ধক। **ধাতুভৃৎ**—পর্বত। **ধাতুময়**—ধাতু-নির্মিত। **ধাতুমল**—কেশ, নখ, রোমাদি, মরিচা, সীসা। **ধাতু-মারিণী**—সোহাগা। **ধাতুমাক্ষিক**—মাক্ষিক দ্রষ্টব্য। **ধাতুরাজক**—ধাতুশ্রেষ্ঠ, রেতঃ। **ধাতুসাম্য**—বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতির সমতা। **ধাতু নরম হওয়া**—শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হওয়া।

ধাতূপল—খড়ী, chalk।

ধাত্রিকা—আমলকীবৃক্ষ।

ধাত্রী—যিনি ধারণ করেন (জীবধাত্রী); গর্ভ-ধারিণী; যে সন্তান প্রসব করায় এবং শিশু ও প্রসূতির শুশ্রূষা করে ধাই-মা। **ধাত্রীপুত্র**—ধাই-মার পুত্র। **ধাত্রীফল**—আমলকী। **ধাত্রেয়ী, ধাত্রেয়িকা**—ধাত্রীকন্যা; ধাত্রী।

ধান—(সং. ধান্য) সুপরিচিত শস্য; রবিশস্য; ধানগাছ; রতির চতুর্থাংশ। বিণ. ধানী (ধানী জমি); ধেনো (ধেনো মদ)। **আমন ধান**—হৈমন্তিক ধান্য। **আউশ ধান**—আশুধান্য, যাহা বর্ষাকালে কাটা হয়। **ষাট বা ষেটে ধান**—বোরো ধান। **ধানকাটা**—ধান পাকিলে ধান গাছ কাটিয়া আটি বাঁধা। **ধান-কোটা**—ধানভানা। **ধানকুটুনী**—ধান-ভানুনী। **ধান ঠেঙ্গানো**—কাটা ধান পাটায় আছড়াইয়া ঝরানো। **ধানদূর্বা**—বরণ, আশীর্বাদ, প্রকৃতির উপকরণ-স্বরূপ ধান ও দূর্বা (যাও তোমাকে ধান দূর্বা দিয়ে বরে নেবে—বিদ্রূপাত্মক উক্তি)। **ধান দিয়া লেখাপড়া শেখা**—নামমাত্র খরচে পল্লীগ্রামের গুরুমহা-শয়ের নিকট হইতে অকিঞ্চিৎকর বিদ্যালাভ। **ধান নাড়িয়া দেওয়া**—ধানের চারা গজাইলে স্থানান্তরে রোপণ করা। **ধান পালা দেওয়া**—সুশৃঙ্খল ভাবে গাদি করা। **ধানবাড়ি**—ঋণ-স্বরূপ দেওয়া ধান, যাহা পরি-শোধের সময়ে বেশী দিতে হয়। **ধান বোনা**—জমিতে ধান ছড়ানো, এরূপ ধানের চারা আর তুলিয়া রোপণ করা হয় না। **ধান ভানিতে শিবের গীত**—অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা। **ধান মাড়াই**—বিছানো ধানের উপরে বলদ চালাইয়া ধান ঝড়ানো। **ধান শুকানো**—সিদ্ধ ধান রোদে দিয়া ভানিবার যোগ্য করা। **উড়ীধান**—বন্য ধান-বিশেষ, ইহা সাধারণতঃ পাকিয়া ঝরিয়া পড়ে ও সময়ে পুনরায় তাহা হইতে গাছ হয়। **ঝরাধান**—যে ধান পাকিয়া ক্ষেতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। **কত ধানে কত চাল**—সব ধানে চাল হয় না বা ভাল চাল হয় না সে খবর রাখা; ওয়াকিবহাল হওয়া; দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়া। **বীজধান**—যে সুপুষ্ট ধান বপন করিবার জন্য রাখা হয়। **ধানী জমি**—ধান্য উৎপাদনের উপযোগী জমি। **ধানী মরিচ**—ধানের মত ছোট লঙ্কা।

ধান—(ধা+অন) নিধান, আধার; ধানী দ্রঃ।

ধানী—আধার, স্থান (নস্যধানী, মৎস্যধানী)।

ধানুকী—(সং. ধানুষ্ক) ধনুর্ধারী। **ধানুষ্ক**—ধনুর্বাণধারী সৈন্য; ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী।

ধানেয়, ধানেয়ক—ধনে।

ধান্দা, ধান্ধা—ধাঁধা, সংশয় (প্রাচীন বাংলায় ও পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।

ধান্দা, ধান্ধা—জীবিকার জন্য প্রচেষ্টা, রোজ-গারের ফিকির, কষ্টে জীবিকার্জন (পেটের ধান্দায় ফেরা; দুঃখ-ধান্দা করে পেট চালানো)।

ধান্য—[ধা (পোষণ করা)+য] ধান ও ধান-গাছ; তুষযুক্ত শস্য; যব, গম, মুগ, মাষকালাই প্রভৃতি; রতির চার ভাগের এক ভাগ। **ধান্য-কোষ্ঠক**—ধানের গোলা বা মরাই। **ধান্য-চমস**—চিড়া। **ধান্যত্বক্**—তুষ। **ধান্য-পঞ্চক**—শালি, ব্রীহি, শূক, শিম্বি, ক্ষুদ্র—এই পাঁচ প্রকার ধান্য। **ধান্যমায়**—ধান্য বিক্রয়ী। **ধান্যরাজ**—যব। **ধান্যবর্ধন**—ঋণ স্বরূপ গৃহীত ধান্যের বৃদ্ধি দেওয়া। **ধান্যবীর**—মাষ-কলাই। **ধান্যশীর্ষক**—ধানের শীষ। **ধান্যাক, ধান্যক**—ধনে। **ধান্যাম্ল**—কাঁজি। **ধান্যারি**—মূষিক। **ধান্যাস্থি**—তুষ। **ধান্যে-শ্বরী**—ধেনো মদ (পরিহাসে)। **ধান্যোত্তম**—শালিধান্য।

ধাপ—সিঁড়ির পৈঠা (ধাপে ধাপে উঠে গেছে)।

ধাপড়া, ধাবড়া—খানিকটা জায়গা জুড়িয়া অসুন্দর বা অবাঞ্ছিত দাগ।

ধাপা—(সং. স্তূপ?) কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান, যেখানে কলিকাতার নানা ধরণের আবর্জনা সঞ্চিত হয় (ধাপার মাঠ)।

ধাপ্পা—(হি. ধপ্‌পা) ছলনা, প্রতারণা, মিথ্যা আশ্বাস। **ধাপ্পাবাজ**—দম্‌বাজ, যে ধাপ্পা দেয়। বি. ধাপ্পাবাজি।

ধাবক—(ধাব্‌+অক) শীঘ্রগামী পত্রবাহক; দূত; রজক।

ধাবকা—চাপ, হিড়িক, প্রভাব। **ধাবকি**—চাপ; ধাপ্‌পা (ধাবকি দেওয়া)।

ধাবড়া, ধ্যাবড়া—যাহা ছড়াইয়া বা লেপিয়া গিয়াছে। **ধাবড়ানো**—ধেবড়ে যাওয়া, ছড়াইয়া লেপিয়া যাওয়া (কাগজ ভাল নয়, সেজন্য কালি ধেবড়ে গেছে)।

ধাবন—দৌড়ন; ধৌতকরণ (দন্ত ধাবন)। **ধাবন কুর্দন**—দৌড়-ঝাঁপ, দৌড়ানো লাফানো। **ধাবমান**—যে দৌড়াইতেছে (ধাবমান অশ্ব)। (ধাব্‌+শানচ্‌)।

ধাবাড়—দৌড়, দ্রুতগমন। **ধাবাড়ে**—দ্রুত গমনশীল। **ধাবাধাবি**—দৌড়াদৌড়ি। বিণ. ধাবিত—যে দৌড়াইতেছে; ধৌত।

ধাম—(ধা+মন্‌) গৃহ, স্থান (স্বর্গধাম); পুণ্য-স্থান, দেবতার স্থান (বৃন্দাবন ধাম); আধার, আস্পদ (গুণধাম); প্রভাব, তেজ।

ধামগুজারি—ধুমধাম, লাফালাফি দৌরাত্ম্য করা।

ধামসা—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, বড় নাগারা।

ধামা—(সং. ধামক) বেত্র-নির্মিত পাত্র-বিশেষ। **ধামাচাপা দেওয়া**—চাপিয়া যাওয়া, অন্যের চোখে না পড়ে, তার জন্য অন্ততঃ সাময়িক ব্যবস্থা করা। **ধামা-ধামা**—অপর্যাপ্ত। **ধামাধরা**—খোসামুদে, জো-হুকুম। **ধামি,-মী**—ছোট ধামা।

ধামার—সংগীতের বিভাগ-বিশেষ (ধ্রুপদ ধামার)।

ধামাল—(দামাল) দুরন্ত, উপদ্রবকারী। বি. ধামালি—দুরন্তপনা, উৎপাত, খেলা, চাতুরী।

ধার—ধারক (কর্ণধার); প্রান্তভাগ, শেষ সীমা (বনের ধারে; ধারে কাছে); তীর (নদীর ধারে); তীক্ষ্ণতা, অস্ত্রের তীক্ষ্ণ অংশ (কাটারির ধার পড়ে গেছে); ধারা (দুধের ধার); বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, তেজ (ছেলের ধার আছে); সম্পর্ক, সংস্রব (কারও ধার ধারে না); উধার, ঋণ (ধার-কর্জ)। **ধার চুকানো**—কর্জ শোধ দেওয়া। **ধারে খাটানো**—সুদী-কারবারে টাকা খাটানো। **ধারধারা**—সংস্রব রাখা, খাতির করা। নিজেকে কোন রকমে ঋণী বোধ করা। **ধারে কাটা আর ভারে কাটা**—স্বাভাবিক ক্ষমতায় কার্য করা আর প্রভাব-প্রতিপত্তির সাহায্যে কার্য করা। **ধারধোর করা**—ধার করা, চেয়ে-চিন্তে নেওয়া ইত্যাদি।

ধারক—(ধারি+ণক) ধারণকর্তা; পুরাণ-পুস্তক সামনে রাখিয়া যে পুরাণ-পাঠকের ভ্রম-প্রমাদাদি অপনোদনে সাহায্য করে; অধমর্ণ; যে ঔষধে ভেদ বন্ধ হয়; কলস, পাত্র। **আদর্শের ধারক ও বাহক**—যিনি আদর্শের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত এবং সেই আদর্শ সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে যত্নশীল।

ধারণ—(ধারি+অনট্‌) গ্রহণ, অবলম্বন (যষ্টি ধারণ; ভেক ধারণ); পরিধান (কৌপীন ধারণ); সেবন (ঔষধ ধারণ); আত্মরক্ষার জন্য অথবা শত্রুকে আঘাতের জন্য গ্রহণ (বর্ম ধারণ); মাদুলী ধারণ; অসি ধারণ); সংবরণ (বেগ ধারণ); বহন; মনে রাখা (ধারণ ক্ষমতা)।

ধারণা—(ধারি+অনট্‌+আ) বিশ্বাস, সংস্কার. সিদ্ধান্ত (এ ধারণা বদলাবে না); নির্ধারণ; পরিচিন্তন, অভিনিবেশ (ব্রহ্মের ধারণা; মাধ্যা-কর্ষণের ধারণা); চিত্তের একাগ্রতা সাধন (যোগে); ধারণ।

ধারণাবান্‌—মেধাবী। **ধারণীয়**—ধারণ-যোগ্য। **ধারয়িতা**—ধারণকর্তা। স্ত্রী. ধারয়িত্রী—ধারণকর্ত্রী; পৃথিবী। **ধারয়িষ্ণু**—ধারণশীল।

ধারা—(ধারি+অ+আ) নিরন্তর ক্ষরণ, প্রবাহ; স্রোত (বৃষ্টির ধারা; জলের ধারা); বৃষ্টি, নির্ঝর; রীতি; শৃঙ্খলা; শ্রেণী, পারম্পর্য (ধারাবাহিক); নিয়ম; ধরণ; ব্যবস্থা; চালচলন (যদি তোমার বাপের ধারা ধর—রাম-প্রসাদ); আইনের পরিচ্ছেদ, প্রকরণ (আইনের ধারা); অস্ত্রের তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগ (বাংলায় তেমন ব্যবহার নাই); পঞ্চবিধ অশ্বগতি (আস্কন্দিত, বল্গিত, প্লুত ইত্যাদি। **ধারা-কদম্ব**—কেলিকদম্ব। **ধারাকারে**—অজস্র ভাবে; স্রোতের আকারে। **ধারাক্রমে**—ধারাকারে, ধারাবাহিকভাবে। **ধারাগৃহ**—

জলধারাযুক্ত গৃহ ; ফোয়ারা। **ধারাঙ্কুর**—জলকণা ; করকা ; রণস্থলে অগ্রবর্তী সৈন্য। **ধারাঙ্গ**—তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত অস্ত্র ; খড়্গ। **ধারাট**—চাতক (বৃষ্টিধারা-প্রার্থী) ; মেঘ (জলকণা ধারণ করে) ; অশ্ব (দৌড়ের পঞ্চ-বিধ ভঙ্গিযুক্ত) ; হস্তী (মেঘের মত)। **ধারাপাত**—জলধারার পতন, অঙ্কশিক্ষার প্রথম পুস্তক-বিশেষ। **ধারাযন্ত্র**—ফোয়ারা ; গোলাবপাশ। **ধারাবাহিকতা**—পারম্পর্য, অবিচ্ছিন্নতা। **ধারাবিষ**—যে অস্ত্রের ধার বিষের মত সাংঘাতিক অথবা বিষ-মিশ্রিত। **ধারাল**—তীক্ষ্ণধার। **ধারাসম্পাত**—অতিশয় বর্ষণ। **ধারাসার**—ধারাসম্পাত, নিরবচ্ছিন্ন ধারায়।

ধারি,-রী—মেটে ঘরের ইষ্টক-নির্মিত চারিধার (ধারী বাঁধানো)।

ধারিণী—ধারণকারিণী ; পৃথিবী। **ধারিত**—প্রাহিত, বাহিত, স্থাপিত। **ধারী**—ধারণকারী (অস্ত্রধারী) ; ধারাল ; ঋণী।

ধারোষ্ণ—সদ্য দোহন-হেতু উষ্ণ (দুগ্ধ)।

ধার্তরাষ্ট্র—ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান ; হাঁস-বিশেষ।

ধার্ম—ধর্ম-বিষয়ক। **ধার্মিক**—(ধর্ম+ইক) ধর্মকর্মে স্বভাবতঃ অনুরাগী, ধর্মপথচারী। স্ত্রী. ধার্মিকা।

ধার্য্য—(ধৃ+য) ধারণীয়, গ্রাহ্য, পালনীয় (শীরোধার্য) ; নির্ধারিত ; স্থিরীকৃত (বিবাহের দিন ধার্য হইয়াছে)। ধার্যমাণ—যাহাকে ধারণ করা যাইতেছে।

ধিক্—নিন্দা, লজ্জা, আত্মগ্লানি প্রভৃতি জ্ঞাপক, ধিক্কার (ধিক্ এমন জীবনে)। **ধিক্ ধিক্**—তীব্র ধিক্কার জ্ঞাপক। **ধিক্কার, ধিক্-ক্রিয়া**—নিন্দা, ভর্ৎসনা ; আত্মগ্লানি (নিন্দায় ধিক্কারে পঞ্চমুখ ; ধিক্কারে জীবন ভরিয়া গেল)। বিণ. ধিক্কৃত—নিন্দিত, অবজ্ঞাত, ভর্ৎসিত। **ধিগ্দণ্ড**—শুধু ভর্ৎসনারূপ দণ্ড।

ধিকিধিকি—নিরন্তর মৃদু জ্বলন সম্পর্কে বলা হয় (ধিকি ধিকি দাহ)।

ধিঙ্গি,-ধিঙ্গী,-ধীঙ্গী—যে ধিঙ্ ধিঙ্ বা ধিন্ ধিন্ করিয়া নাচিয়া বেড়ায়, লজ্জাহীনা বেহায়া (ধিঙ্গী মেয়ে)। **ধিঙ্গীপনা**—নির্লজ্জ আচরণ।

ধিন্, ধিন্-ধিন ; ধিনিকি-ধিনিকি—নৃত্যের শব্দ ও ভঙ্গি। **ধিনিকেষ্ট**—যে কৃষ্ণের মত ধিন্ ধিন্ করিয়া নাচিয়া বেড়ায়, দায়িত্বহীন ফুর্তিবাজ।

ধিমা, ঢিমা, ধিমে, ঢিমে—মৃদু (ধিমাআঁচ) ; ঢিলা, শিথিল (ধিমে প্রকৃতির)। **ধিমা তেতালা**—বিলম্বিত তাল-বিশেষ ; ঢিলেমি, দীর্ঘসূত্রিতা (ধিমেতেতালা চাল)। **ধিমানো, ঢিমানো**—ঢিলেমি করা, শিথিলভাবে কাজ করা। **ধিম্ ধিম্**—মাদলের ধ্বনি।

ধিয়া, ধিয়া-তা-ধিয়া—বাদ্যের ও নৃত্যের শব্দ বা ভঙ্গি।

ধিয়ান—ধেয়ান দ্রঃ। **ধিয়ায়**—ধ্যান করে (কাব্যে)।

ধিরজ—(গ্রাম্য) ধীর, শ্লথগতি (কাজে বড় ধিরজ)।

ধিরি ধিরি—ধীরে ধীরে, মৃদুগতি (কাব্যে ব্যবহৃত হয়)।

ধী—[ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ক্বিপ্] বুদ্ধি, জ্ঞান, মতি (উদারধী, সুধী)। **ধীগুণ**—শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, তর্কবিতর্ক, অর্থবোধ ইত্যাদি বুদ্ধি-শক্তির গুণ। **ধীমান্**—বুদ্ধিমান, বিবেচক, পণ্ডিত। **ধীশক্তি**—বুদ্ধিশক্তি। **ধীসম্পন্ন**—বুদ্ধি-বিচারসম্পন্ন। **ধীসচিব**—বুদ্ধিদাতা মন্ত্রী। **ধীহারা**—জ্ঞানহারা।

ধীবর—[ধি (মৎস্য)+বর] কৈবর্ত, জেলে। স্ত্রী. ধীবরী—কৈবর্তের স্ত্রী।

ধীর—[ধী+রা (গ্রহণ করা)+অ—যে কষ্ট-আদি সহ্য করিতে পারে] ধৈর্যশালী ; পণ্ডিত, বিজ্ঞ ; চঞ্চল বা উদ্ধত নয়, গম্ভীর ; স্থির ; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচক ; বিনীত ; নম্র। স্ত্রী. ধীরা—ধীর প্রকৃতির নারী ; নায়িকা-বিশেষ, অপরাধী নায়কের প্রতি ব্যবহারে যে অস্থিরতার পরিচয় দেয় না, বক্রোক্তি করিয়া উপহাস করে। **ধীরপ্রশান্ত**—ধীর ও শান্ত ; যাহার সাধারণ অনেক গুণ আছে, এমন নায়ক। **ধীরললিত**—যে নায়ক নম্র, প্রফুল্ল এবং নৃত্যগীতাদিপ্রিয়। **ধীরাধীরা**—যে নায়িকা একই সঙ্গে ধীরা এবং অধীরা, যাহার কোপপ্রকাশ কিয়ৎ পরিমাণে অব্যক্ত থাকে। **ধীরে**—ব্যস্ত না হইয়া ; মন্দ গতিতে। **ধীরে ধীরে**—অত্বরিতভাবে, অনুচ্চস্বরে। **ধীরেসুস্থে**—ব্যস্ত না হইয়া, ধীরে ধীরে, আরাম করিয়া (সুস্থ্ দ্রঃ)।

ধীরোদাত্ত—ধীর ও মহৎ প্রকৃতি-সম্পন্ন, রাম, যুধিষ্ঠিরাদি। **ধীরোদ্ধত**—একই সঙ্গে ধীর ও উদ্ধত; আত্মশ্লাঘাকারী।

ধুঁকন—ক্লেশ, শ্রান্তি প্রভৃতি হেতু ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করা, হাঁফানো, নির্জীব হইয়া পড়া। **ধুঁকনি, ধুঁকুনি**—ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ।

ধুঁদুল, ধুঁধুল, ধুন্দল—ঝিঙ্গে-জাতীয় তরকারি, তরুই।

ধুকধুক—হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হওয়ার শব্দ; বি. ধুকধুকানি। **ধুকধুকি**—ছোট ছেলেমেয়ের গলার পদক-বিশেষ। **ধুকপুক, ধুকুর-পুকুর**—আন্দোলনের ভাব, ভয়হেতু অস্বস্তি অস্থিরতা ইত্যাদি। বি. ধুকপুকুনি। **ধুকুধুকু**—ধুকধুকের চেয়ে মৃদুতর। **ধুকড়ি, ধুকড়ি**—ধোকড় দ্রঃ।

ধুকা, ধুঁকা—ধুঁকন, ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ, এরূপ শ্বাস ত্যাগ করিয়া নির্জীব হইয়া পড়া (মরুভূমে এরা ধুঁকে মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির —নজরুল)।

ধুচনী, ধুচুনি—বাঁশের শলা দিয়া তৈরী চাল ধুইবার পাত্র-বিশেষ।

ধুড়ধুড়—ধুদ্ধুড়ি দ্রঃ।

ধুৎ—ধৎ দ্রঃ, অবজ্ঞা প্রকাশক শব্দ। **ধুৎধুৎ**—দূর দূর; অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বিতাড়ন। **ধুত্তোর**—দুৎ, দুত্তোর দ্রঃ।

ধুতি—পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র-বিশেষ; উৎকোচ; উপঢৌকন (ধুতি খাওয়া—ঘুষ খাওয়া)।

ধুতুরা, ধুতুরা—ধুস্তূর বৃক্ষ ও তাহার ফল।

ধুদ্ধুড়ি—চুলের গোছা; চুলের খোঁপা (ধুদ্ধুড়ি নাড়া—চুলের গোছা বা খোঁপা ধরিয়া নাড়া)।

ধুধু—বিস্তৃতি ও নির্জনতা-জ্ঞাপক (মাঠ ধুধু করছে); প্রজ্বলিত অগ্নির বিস্তৃতি সম্বন্ধেও বলা হয় (আগুন ধুধু করে জ্বলছে)।

ধুনখাড়া—তুলা ধুনার ধনুকের আকৃতির যন্ত্র।

ধুনচি, ধুনাচি, ধুনোচি—ধুনা দিবার পাত্র।

ধুনা—ধুনখারার সাহায্যে তুলা পরিষ্কার করা (তুলা ধুনা); প্রবল প্রহার দেওয়া (তুলা ধুনা দ্রষ্টব্য)। বি ধুনানি। **ধুনোচি, ধুনাচি**—ধুনিবার যন্ত্র; যে তুলা ধুনে।

ধুনী—(সং. ধুম) অগ্নিকুণ্ড বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের (ধুনী জ্বালানো)।

ধুনুরি,-রী—যে তুলা ধুনে ও তাহা দিয়া লেপ-তোষকাদি তৈয়ার করে।

ধুন্ধুকার—অন্ধকার, ধুমাকার, অস্পষ্ট। **ধুন্ধুমার**—গৃহধূম, ঝুল; গণ্ডগোল; পৌরাণিক রাজা-বিশেষ।

ধুপ্—ভারী ও অপেক্ষাকৃত অকঠিন বস্তুর পতনের শব্দ। **ধুপ্‌ধুপ্, ধুপ্‌ধাপ্**—ব্যাপক ধুপ্। **ধুপুস্ ধুপুস্**—উপর্যুপরি ধুপ্‌ধুপ করিয়া পতনের বা প্রহারের শব্দ।

ধুপ—(হি. ধূপ) রৌদ্র (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।

ধুপছায়া—রৌদ্র ও ছায়ার সংযোগ; লাল ও কালো বা বেগুনি রঙের সূতা দিয়া বোনা কাপড় (ধুপছায়া সাড়ী)।

ধুপি—(সং. স্তূপ) ক্ষুদ্র স্তূপ, ঢিপি। **ধুপি পিঠা**—চাউলের গুঁড়া, গুড়, নারিকেল প্রভৃতি দিয়া ভাপে প্রস্তুত পিষ্টক-বিশেষ।

ধুপী,-বী—(হি. ধোবী) রজক।

ধুবকা—গানের ধুয়া; গীত-বিশেষ।

ধুবন—[ধু (কাঁপান)+অন] কম্পন, অগ্নি। **ধুবিত্র**—মৃগচর্ম-নির্মিত ব্যজন, যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলনে ব্যবহৃত হইত; তালের পাখা।

ধুম্—ভারি বস্তু পতনের শব্দ; কিলের শব্দ। **ধুম্ ধুম্**—উপর্যুপরি কিল, গুরু পদক্ষেপ ইত্যাদির শব্দ। ক্রি. ধুম্‌ধুমান।

ধুম, ধূম—সমারোহ, সোরগোল, সঙ্গীতের উচ্চ শব্দ (কীর্তনের ধুম)। **ধুমধাম**—সমারোহ, জাঁকজমক (ধুমধামের বিয়ে)। **ধুমধড়াক্কা**—ধুমধাম, ঘটা, ব্যস্ততা ও শোরগোলপূর্ণ ব্যাপার।

ধুমড়ী—বোষ্টমী (অবজ্ঞায়)।

ধুমসা-সো—বে-মানান মোটা (দুম্বার মত?)। স্ত্রী. ধুমসী—স্থূলকায়া, স্থূলোদরী। ধুমসী দ্রঃ।

ধুমসানো—ধুম্ ধুম্ করিয়া কিল মারা; প্রহার দেওয়া (খুব ধুম্‌সে দিয়েছে)। **ধুমুস্**—উপর্যুপরি কিল দেওয়া বা দুরমুশ করার শব্দ।

ধুমুল—খোলের বাদ্য। **ধুমুলে দেওয়া বা বাজানো**—গান আরম্ভের প্রথমে খোল বাজানো।

ধুম্ব, ধুম্বা—ধুম্‌সো, বিশ্রী ভাবে মোটা। স্ত্রী. ধুম্বী।

ধুম্বল, ধুম্বুল—ধুমুল দ্রষ্টব্য।

ধুয়া—(সং. ধ্রুবক) গানের যে পদ বার বার

গাওয়া হয় (গানের ধুয়া) ; যে উক্তি বার বার করা হয় (ঐ তো তোমাদের এক ধুয়া)। **ধুয়া তোলা**—কোন অকিঞ্চিৎকর উক্তি বা মত বার বার প্রচার করা, অছিলা করা ; **ধুয়া ধরা**—ধুয়া তোলা ; গানের ধুয়া ধরা।

ধুরন্ধর—[ধুর (ভার) যে ধারণ করে] ভারবাহী (বৃষ) ; যে কার্যভার অনায়াসে বহন করিতে পারে ; কার্যকুশল ; অগ্রণী, প্রধান পুরুষ ; (ব্যঙ্গে) চতুর, ধড়িবাজ, বখাটে, যে সব কাজ পণ্ড করে (ছেলে ধুরন্ধর হয়ে উঠেছে ; তোমার ধুরন্ধর ছেলের এই কাজ)।

ধুরপদ—ধ্রুপদ দ্রঃ।

ধুরা—ভার ; শকটের অক্ষদণ্ড, axle।

ধুরীণ, ধুরীয়—ধুরন্ধর, কার্যদক্ষ ; বৃষ।

ধুর্য, ধুর্বহ—ভারবাহী বৃষ ; অশ্ব, গজ প্রভৃতি বাহন, কর্ম-নির্বাহক, প্রধান ; বিষ্ণু।

ধুসা—(হি. ধুস্‌সা) মোটা অমসৃণ পশমী বস্ত্র-বিশেষ (লাহোরী ধুসা—গ্রাম্য 'ধোসা')।

ধুস্তর, ধুস্তূর, ধুত্তুর, ধুস্তুর—(কমনীয় কিন্তু প্রাণনাশক) ধুতুরা গাছ।

ধুঁয়া—ধোঁয়া দ্রষ্টব্য।

ধুতি—কম্পন ; ধুতি, সাড়ী।

ধুধু—ধু ধু দ্রষ্টব্য ; ভেরীর ধ্বনি।

ধুনা, ধুনো—সাল-নির্যাস। **ধুনা দেওয়া**—ধুনা পোড়ানো, গৃহের বায়ু নির্মল করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। **ধুপ ধুনা দেওয়া**—পূজায় ধুপধুনা পোড়ানো। **ধুনাচুর**—যে পাত্রে ধুনা-চূর্ণ পোড়ানো হয় ; ধুনাচি।

ধুপ—[ধূপ্‌ (সন্তপ্ত করা)+অ] নানা গন্ধ-দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য-বিশেষ ও তাহা হইতে উদ্‌গত সুগন্ধ ধুম, বিশেষ ভাবে পূজায় ব্যবহৃত হয় (তোরা ছেলের মুখে থুতু দিয়ে মার মুখে দিস্‌ ধুপের ধোঁয়া—নজরুল)। (নানা গন্ধদ্রব্যের মিশ্রণের ফলে পঞ্চাঙ্গ, ষড়ঙ্গ, দ্বাদশাঙ্গ, ষোড়শাঙ্গ ইত্যাদি ধুপ প্রস্তুত হয়)। **ধুপদীপ**—ধুপ ও ঘৃতদীপ। **ধুপচি, ধুপিকা, ধুপদান, ধুপ-পাত্র**—ধুনাচি। **ধুপবাস**—ধুপের গন্ধ। **ধুপন**—ধুপ পোড়াইয়া সুগন্ধীকরণ। **ধুপ-যন্ত্র**—ধোঁয়া দিয়া বিশুদ্ধ করিবার যন্ত্র। **ধুপ-ছায়া**—ধুপছায়া দ্রষ্টব্য। **ধুপাগুরু**—অগুরু-বিশেষ। **ধুপাঙ্গ**—তারপিণ তৈল। **ধুপ-মুদ্রা**—দেবপূজায় ধুপদানার্থ অঙ্গুলির বিন্যাস-বিশেষ। **ধুপায়িত, ধুপিত**—পথশ্রান্ত ; ধুপের দ্বারা সুগন্ধীকৃত।

ধুম—[ধু (কাঁপা)+ম] ধোঁয়া ; ঝুল (গৃহ-ধুম) ; ধুম, মহাড়ম্বর ; কুয়াশা, মেঘ। **ধুম-কেতন**—অগ্নি, ধুমকেতু। **ধুমকেতু**—ধুমাকার আকাশচারী জ্যোতিঃপদার্থ-বিশেষ। **ধুমজ**—মেঘ। **ধুমধ্বজ**—অগ্নি, ধুমকেতু। **ধুমপ**—ধুমপায়ী তপস্বী। **ধুমপথ**—ধুম-নির্গম-পথ, চিমনী। **ধুমপায়ী**—ধুমপান যাহার প্রিয়, তামাকখোর। **ধুমপ্রভা**—ধুমময় নরক। **ধুমযোনি**—মেঘ, অগ্নি। **ধুমল, ধুম্র**—কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণ, বেগুনি রং।

ধুমসী—ধুমাবতীর ন্যায় তামসী শক্তিরূপিনী ; কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী, কলহকারিণী ; মাষকলায়ের আটা ; পাঁপর।

ধুমাকার—যাহার আকার ধুমের ন্যায় ঝাপসা ; ধুমে পরিপূর্ণ। **ধুমাভ**—ধুম্রবর্ণ।

ধুমাবতী—দশমহাবিদ্যার অন্যতমা, তামস শক্তি-রূপিনী।

ধুমায়ন—ধোঁয়ানো। বিণ. **ধুমায়িত**—যাহা হইতে ধুম নির্গত হইতেছে, ধুমব্যাপ্ত (ধুমায়িত অগ্নি)।

ধুমিত—ধুমযুক্ত, ব্যসনগ্রস্ত, অত্যন্ত ক্রোধ-বিশিষ্ট। **ধুমী**—ধুমবহুল।

ধুমোদ্গার—চিমনী আদি হইতে প্রচুর ধুম-নির্গম।

ধুম্র—ধুমের মত বর্ণ-বিশিষ্ট ('ধুম্র পাহাড়')। **ধুম্রক**—উষ্ট্র। **ধুম্রলোচন**—কপোত, পায়রা ; শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যের সেনাপতি। **ধুম্রবর্ণ**—কৃষ্ণলোহিত বর্ণ। **ধুম্রবর্ণা**—অগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটি।

ধুর্জটি—(যাঁহার জটা ধুম্রবর্ণ, যিনি ত্রিভুবনের ভার বহন করেন) শিব।

ধুর্ত—[ধূর্ব (হিংসা করা)+ক্ত] শঠ, প্রবঞ্চক, ধড়িবাজ, চালাক ; জুয়াড়ী, ধুতুরাগাছ। **ধুর্তক**—শৃগাল। **ধুর্ত জন্তু**—মানুষ।

ধুল, ধুল—এক কাঠার বিশ ভাগের একভাগ (কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ—শুভঙ্করী)।

ধুলট, ধুলোট—ভাবাবেশে ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়া, সঙ্কীর্তনের শেষ দিনে ভাবাবেশে ধুলায় লুণ্ঠনের উৎসব।

ধুলা, ধুলো—(সং. ধূলি) ধূলি, ধূলির মত চূর্ণ, মাটী। **ধুলা উড়ানো**—দ্রুত গমন অথবা ঝাড়, দেওয়ার ফলে ধুলা উৎক্ষিপ্ত হওয়া। **ধুলা-খেলা**—শিশুর ধুলামাটি লইয়া খেলা; ধুলা-খেলার মত দায়িত্বশূন্য ব্যবহার। **খেলা-ধুলা**—শিশুদের খেলা, বালক-সুলভ আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া-কৌতুক। **ধুলাঘর**—খেলা-ঘর। **ধুলাঝাড়া**—শরীর বা কোনও বস্তু হইতে ধুলা ঝাড়িয়া ফেলা, ধুলা ঝাড়ার মত অল্প প্রহার (ওকে কি আর মার বলে, ও ধুলা ঝাড়া)। **ধুলা-পা**—দ্বিরাগমন সম্পর্কিত সংস্কার-বিশেষ। **ধুলা-মুঠা ধরিলে সোনা-মুঠা হয়**—ভাগ্যের প্রসন্নতার দিনে যে কোন উপায়ে প্রচুর অর্থাগম হয় অথবা সাফল্য লাভ হয়। **গায়ে ধুলা দেওয়া**—তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা; পাগল জ্ঞান করা। **গায়ের ধুলা ঝাড়া**—পরা-ভবের গ্লানি বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করা। **চোখে ধুলা দেওয়া**—প্রবঞ্চনা করা। **পায়ের ধুলা দেওয়া**—পদার্পণ করিয়া কৃতার্থ করা। **পায়ের ধুলা লওয়া**—পাদস্পর্শ করিয়া সেই হাত মাথায় ঠেকানো; গভীর ভক্তি প্রদর্শন করা। **ধুলা-পড়া**—মন্ত্রপূত ধূলি।

ধূলি,-লী—[ধূ (কাঁপা)+লিক্] ধুলা, পাংশু, রেণু, রজঃ। **ধূলিকণা**—ধূলির সূক্ষ্ম অংশ। **ধূলিকা**—কুজ্ঝটিকা। **ধূলিকুট্টিম**—চষা ক্ষেত। **ধূলিগুচ্ছক**—আবির। **ধূলি-ধূসর**—পাণ্ডুবর্ণ। **ধূলিধূসরিত**—ধূলি-মলিন; ধূলিলুণ্ঠিত। **ধূলিধ্বজ**—ঘূর্ণিবায়ু। **ধূলিপটল**—উড্ডীয়মান মেঘের মত ধূলি-রাশি। **ধূলিমুষ্টি, ধূলিমুটি**—এক মুষ্টি ধুলা; অতি অকিঞ্চিৎকর (ধূলিমুষ্টি জ্ঞান করা)। **ধূলিলুণ্ঠিত**—ধুলায় পতিত; হৃত-গৌরব। **ধূলিশয্যা গ্রহণ**—ধরাশায়ী হওয়া, মাটিতে লুটানো। **চক্ষে ধূলি দেওয়া**—চোখে ধুলা দেওয়া। **পদধূলি**—পায়ের ধুলা। **ধূলিকদম্ব**—কদম্ববৃক্ষ-বিশেষ।

ধূসর—ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ; পাংশুটে; কপোত; উষ্ট্র; গর্দভ। **ধূসরিত**—যাহা ধূসরবর্ণ হইয়াছে; ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। **ধূসরিমা**—ধূসর-বর্ণ।

ধৃত—(ধৃ+ক্ত) যাহা ধরা হইয়াছে (হস্তধৃত); অবলম্বিত, গৃহীত (মল্লিনাথ-ধৃত পাঠ); পরিহিত (বল্কলধৃত); পরিগৃহীত (ধৃতাস্ত্র); আক্রান্ত (ব্যাঘ্র কর্তৃক ধৃত); বন্দীকৃত (সেনা-পতি ধৃত হয়েছেন)। **ধৃতবর্মা**—বর্মে সজ্জিত। **ধৃতব্রত**—যিনি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। **ধৃতাত্মা**—আত্মতত্ত্বজ্ঞ; স্থৈর্যবান্।

ধৃতরাষ্ট্র—কুরুরাজ, দুর্যোধনাদির পিতা।

ধৃতি—(ধৃ+ক্তি) ধারণ, উদ্ধার, ধৈর্য, স্থিতি, ইচ্ছা, সন্তোষ, সর্বত্র প্রীতি, উৎসাহ। **ধৃতিমান্**—ধৈর্যশালী, সন্তুষ্ট, ধীর। স্ত্রী. ধৃতিমতী। **ধৃতিহোম**—বিবাহ সম্পর্কিত হোম-বিশেষ।

ধৃষ্ট—[ধৃষ্ (প্রগল্ভ হওয়া)+ক্ত] উদ্ধত, অপরাধ করিয়াও শঙ্কা বা কুণ্ঠা-রহিত, নির্লজ্জ। স্ত্রী. ধৃষ্টা—অসতী। বি. ধৃষ্টতা—ঔদ্ধত্য; প্রগল্ভতা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদ রাজার পুত্র দ্রৌপদীর সহিত একসঙ্গে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল।

ধৃষ্টাম, ধৃষ্টামি—ঔদ্ধত্য; ধাষ্টাম।

ধেআন—(প্রাচীন বাংলা ও গ্রাম্য) ধ্যান, পরিচিন্তন, বিবেচনা (ধেআন-গেআন নেই)।

ধেই ধেই—নৃত্যের শব্দ ও ভঙ্গি; উদ্দাম নৃত্য, নির্লজ্জ ব্যবহার (পাড়াময় ধেই ধেই করে বেড়াচ্ছে)।

ধেড়স—(সং. ডিণ্ডিশ) ঢেঁড়শ।

ধেড়ানো—পাত্‌লা বাহ্যে করা (ধেড় হওয়া—গরুবাছুরের অত্যন্ত পাত্‌লা বাহ্যে হওয়া); বাহ্যে পাত্‌লা হওয়ার ফলে উহার বেগ ধারণে অসামর্থ্য; কাজে শোচনীয় ভাবে অপারগ হওয়া, বিশ্রী হস্তাক্ষরে লেখা।

ধেড়ে—প্রায় ধাড়ী, অশোভনভাবে অধিক-বয়স্ক (অবজ্ঞার্থক—ধেড়ে বৌ; ধেড়ে মিন্‌সে)। **ধেড়েঙ্গা**—বিশ্রী ভাবে ধেড়ে ও লম্বা (দিগধেড়েঙ্গা দ্রঃ)। **ধেড়ে কেষ্ট**—ধেড়েঙ্গা।

ধেনু—[ধে (পান করা)+নু] সবৎসা গাভী। **ধেনুদুগ্ধ**—গো-দুগ্ধ। **ধেনু-মক্ষিকা**—দংশ-মক্ষিকা, ডাঁশ। **ধেনুষ্যা**—যে গাভীকে বন্ধক দেওয়া হইয়াছে।

ধেনো—ধান্য-সম্পর্কিত (ধেনো হাট; ধেনো জমি); ধান্য হইতে প্রস্তুত (ধেনো মদ)।

ধেয়—(ধা+য) জ্ঞেয়; ধারী (নামধেয়—নামযুক্ত; ভাগধেয়—সৌভাগ্যবান্, ভাগী)।

ধেয়ান—ধেআন দ্রঃ; ধ্যান করা; চিন্তা করা;

ধ্যান; অভিনিবেশ। **ধেয়ানী**—ধ্যানী, ধ্যান-নিমগ্ন।

ধৈবত—সঙ্গীতের সাত স্বরের ষষ্ঠ স্বর, ধা।

ধৈর্য—(ধীর+য) ধীরতা, স্থিরতা, চিত্তের অবিচলিত ভাব, সহিষ্ণুতা (ধৈর্য ধরা)। **ধৈর্যচ্যুত**—ধৈর্যহীন, অস্থির। বি. ধৈর্যচ্যুতি। **ধৈর্য ধারণ**—ধৈর্যাবলম্বন, অধীর না হওয়া, ধীরভাবে অপেক্ষা করা। **ধৈর্যশীল**—অবিচলিত, সহিষ্ণু।

ধোআ, ধোওয়া, ধোয়া—ধৌত করা, জলের দ্বারা মার্জিত করা। **ধোয়ানো**—ধৌত করানো।

ধোঁড়—(প্রাদেশিক) কণ্ঠনালী, যে পথে ভোজ্য পাকস্থলীতে যায় (ধোঁড়ের ভিতরে গেলে আর মনে থাকে না—খেয়ে ফেল্‌লে আর মনে থাকে না, কে দিয়েছিল); ফাঁপা (ভিতরে ধোঁড় হয়ে গেছে)।

ধোঁয়া—ধূম; ধূমের মত স্বচ্ছতারহিত, অস্পষ্ট (ধোঁয়া-ধোঁয়া)। বিণ. ধোঁয়াটে—ধোঁয়ার মত, অস্পষ্ট; ধোঁয়ার গন্ধযুক্ত (গোয়ালার দুধের ধোঁয়াটে গন্ধ)। **ধোঁয়ানি-পাঁজালি**—যে খড়ের বিনুনীতে চাষীরা আগুন জ্বালাইয়া রাখে।

ধোকড়, ধোকড়া, ধোকড়ি—(সং. ধৌত-কট; হি. ধুকড়ী) থলিয়া; ছেঁড়া কাঁথা; মোটা কাপড়। **কথার ধোকড়**—বচন-বাগীশ। **মাকড় মারিলে ধোকড় হয়**—যাহারা সমাজের নেতৃস্থানীয়, তাহারা অন্যায় করিয়াও কোনরূপ শাস্তি ভোগ করে না।

ধোকা, ধোঁকা—সংশয়, খট্‌কা, ভ্রম (ধোকায় পড়া); ছলনা, প্রবঞ্চনা (ধোকা দেওয়া; ধোকা খাওয়া)। **ধোকাবাজ**—প্রবঞ্চক। বি. ধোকাবাজি। **ধোকার টাটী**—যে টাটীর বা পর্দার আড়াল সৃষ্টি করিয়া প্রতারণা করা হয়, যে বেড়ার আড়াল হইতে শিকারী শিকার করে, মায়ার ঘর (এ সংসার ধোকার টাটী—রামপ্রসাদ)। **ধোকা**—ছোলার ডাইল দিয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জন-বিশেষ।

ধোচনা—বড় ধুচনি; বাঁশের শলা দিয়া তৈরী মাছ ধরিবার খাঁচা-বিশেষ।

ধোপ, ধোব—ধোওয়ার ফলে সাদা হওয়া; ধোলাই। **ধোপদস্ত, ধোপদুরস্ত**—ধোয়ার ফলে পরিষ্কৃত; বাহ্যতঃ নিখুঁত। **ধোপ-ফরাস**—ধোলাই করা চাদর-বিছানো ফরাস। **ধোপ দেওয়া, ধোপ পড়া**—ধোলাই করা। **ধোপে টিক্‌বে না**—ধুইলে রং নষ্ট হইয়া যাইবে; পরীক্ষায় সহজেই ভিতরকার গলদ বাহির হইয়া পড়িবে।

ধোপা—(সং. ধাবক; হি. ধোবী) যাহারা কাপড় ধুইয়া জীবিকা নির্বাহ করে, রজক জাতি। স্ত্রী. ধোপানী। **ধোপার বাড়ী দেওয়া**—ময়লা কাপড় ধুইবার জন্য ধোপাকে দেওয়া। **ধোপার পাট**—ধোপা যে চওড়া কাষ্ঠখণ্ডের উপরে কাপড় কাচে। **ধোপা নাপিত বন্ধ করা**—ধোপা ও নাপিতের সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া-রূপ সামাজিক দণ্ড দেওয়া। **ধোপার ভাঁড়ার**—প্রচুর আছে কিন্তু খরচ করিবার উপায় নাই এমন ভাণ্ডার।

ধোয়া—ধোআ দ্রঃ; ধৌত (ধোয়া কাপড়)। **ধোয়ানি**—যে জলের দ্বারা ধোয়া হইয়াছে (ঘর-ধোয়ানি জল)। **ধোয়াট**—নদী-প্রবাহে আনীত মৃত্তিকা।

ধোয়ানো—ধৌত করানো; যাহা ধৌত করানো হইয়াছে।

ধোলাই—ধৌত করা (ধোলাই খরচ)। **ধোলাই করা**—ধৌত করা।

ধৌত—[ধাব্ (শুদ্ধ করা)+ক্ত] ধোয়া, পরি-ষ্কৃত, মার্জিত (শিশির-ধৌত; নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণ-তল—রবি); শোধিত। **ধৌতকট**—মোটাসূতার থলে বা ব্যাগ। **ধৌত কৌষেয়**—পট্টবস্ত্র। **ধৌতশীলা**—স্ফটিক।

ধৌতি—ধুতি (প্রাচীন বাংলা); শরীরের অভ্যন্তর ভাগ ধৌত করা (যোগের প্রক্রিয়া-বিশেষ)।

ধৌম্য—পাণ্ডবদের পুরোহিত।

ধ্মাঙ্ক্ষ—কাক; ভিক্ষু। **ধ্মাঙ্ক্ষপুষ্ট**—কোকিল। **ধ্মাঙ্ক্ষারাতি**—পেচক।

ধ্মাত—শব্দিত, বাদিত; ফুৎকার দ্বারা সন্দীপিত, দগ্ধ। **ধ্মান**—বাদন; অগ্নি সংযোগ। **ধ্মাপিত**—বহুলীকৃত; তরলীকৃত; তাপ সংযোগে দ্রবীভূত, fused।

ধ্যাত—[ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ক্ত] চিন্তিত, ভাবিত, অনুশীলিত, স্মৃত। **ধ্যাতব্য**—ধ্যেয়, চিন্তনীয়, স্মরণীয়, আলোচনীয়।

ধ্যান—(ধ্যৈ+অন) এক বিষয়ক জ্ঞানধারা,

মনন ; ইষ্টদেবতার রূপ চিন্তন ; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বস্তুতে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা, গভীর চিন্তা, স্মরণ। **ধ্যানগম্ভীর**—ধ্যানে উপবেশন হেতু গম্ভীর-দর্শন। **ধ্যানগম্য**—যাহা ধ্যানের দ্বারা জানা যায়। **ধ্যানজ্ঞান**—ধ্যানের বিষয় ও জ্ঞানের বিষয়, চিন্তার একমাত্র বিষয় (বিত্তশালী হওয়াই তখন ছিল আমার ধ্যানজ্ঞান)। **ধ্যানমগ্ন, ধ্যানরত**—ধ্যানে নিবিষ্ট-চিত্ত। **ধ্যানস্থ**—ধ্যান-নিরত। **ধ্যানযোগ**—ধ্যানরূপ যোগ। **ধ্যানিক**—ধ্যানসাধ্য।

ধ্যেয়—ধ্যানের যোগ্য, স্মরণীয়, চিন্তনীয়।

ধ্রু—(সংক্ষেপে) ধুয়া।

ধ্রুপদ—(সং. ধ্রুব পদ) উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় সঙ্গীত, দেবতাদিগের লীলা, রাজাদিগের যশ অথবা প্রবল যুদ্ধাদি ইহার বিষয় ; ইহা সাধারণতঃ নারীকণ্ঠের উপযোগী নয়। **ধ্রুপদী**—ধ্রুপদ গায়ক ; ধ্রুব-মর্যাদাযুক্ত, classical (ধ্রুপদী সাহিত্য)।

ধ্রুব—[ধ্রু (স্থির হওয়া) + অ] সুপ্রসিদ্ধ নিশ্চল নক্ষত্র, pole star ; উত্তর মেরু ; পৌরাণিক ভক্ত-বিশেষ ; নিশ্চয়, নিত্য, অক্ষয়, দৃঢ়, স্থির (ধ্রুবসত্য ; ধ্রুব বিশ্বাস)। **ধ্রুবক**—ধ্রুপদ ; স্তম্ভ। **ধ্রুবতা**—নিশ্চয়তা। **ধ্রুবতারা**—ধ্রুব নক্ষত্র ; স্থির লক্ষ্য (তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা—রবি)। **ধ্রুবপদ**—ধ্রুপদ, স্থির লক্ষ্য। **ধ্রুব-রেখা**—বিষুব-রেখা। **ধ্রুবলোক**—ভক্ত ধ্রুবের জন্য নির্মিত অক্ষয় ধাম ; নিত্যধাম।

ধ্রুবাবর্ত—অশ্বের শিরোমধ্যস্থ রোমাবর্ত। **ধ্রৌব্য**—ধ্রুবত্ব, স্থিরতা, নিশ্চিততা, নিশ্চলতা।

ধ্বংস—[ধ্বন্‌স্ (বিনষ্ট হওয়া) + অ] ক্ষয়, নাশ (ধ্বংস নাই), বিনাশ, বধ, (শত্রু ধ্বংস করা) ; অপচয়, (অন্ন ধ্বংস করা—অকর্মণ্য হইয়া বসিয়া বসিয়া খাওয়া)। **ধ্বংসক**—ক্ষয়কারী, বিনাশকারী। **ধ্বংসন**—নাশ-কার্য, বিনাশন। **ধ্বংস পড়ানো**—কার্য নষ্ট করা। বিণ. ধ্বংস পড়ানে—পণ্ডকারী। **ধ্বংস হওয়া**—নষ্ট হওয়া, সর্বস্বান্ত হওয়া। **ধ্বংসপথ**—বিনাশের পথ, সমূহ ক্ষতির পথ। **ধ্বংসমুখ**—ধ্বংসের সূচনা, আসন্ন ধ্বংস। **ধ্বংসলীলা**—ব্যাপক ধ্বংস, প্রলয়-কাণ্ড। **ধ্বংসিত**—বিনাশিত ; খণ্ডিত। **ধ্বংসী**—ধ্বংসকারী ; বিনাশশীল (ক্ষণধ্বংসী)।

ধ্বংসাবশেষ—ধ্বংসের পরে যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, ruins, relics।

ধ্বক্ ধ্বক্—ধক্ ধক্, প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দ ও দীপ্তি জ্ঞাপক।

ধ্বজ—[ধ্বজ্ (গমন করা) + অ] পতাকা, নিশান, লক্ষণ (মীনধ্বজ, বৃষধ্বজ) ; গৌরব, অহঙ্কার, শ্রেষ্ঠ (রঘুবংশধ্বজ)। **ধ্বজচিহ্ন**—জাতি, সম্প্রদায় বা রাজশক্তি বা রাষ্ট্রের বিশিষ্ট চিহ্ন, ensign। **ধ্বজদণ্ড**—পতাকাদণ্ড। **ধ্বজপট**—পতাকা (তার বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট সে কি আগে পিছে কেহ ববেনা—রবি)। **ধ্বজপতাকা**—পতাকাদি। **ধ্বজপ্রহরণ**—বায়ু। **ধ্বজভঙ্গ**—ক্লীবত্বজনক রোগ-বিশেষ। **ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ**—ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ-চিহ্ন। **ধ্বজবহ**—পতাকা-বাহক। **ধ্বজবান্**—পতাকাধারী, চিহ্নিত, দুষ্কৃতির জন্য চিহ্নিত। **ধ্বজস্তম্ভ**—ধ্বজদণ্ড।

ধ্বজা—পতাকা, নিশান, গৌরব, গর্ব ; কলঙ্ক-হেতু (কুলের ধ্বজা)। **ধ্বজারোপণ**—দেব-মন্দিরাদিতে মন্ত্রপূত ধ্বজা স্থাপন। **ধ্বজাহৃত**—যুদ্ধে আহৃত (দাস)।

ধ্বজিমারা—অল্প জলে লাঠি ঠেলা।

ধ্বজী—ধ্বজযুক্ত, চিহ্নযুক্ত, ব্রাহ্মণ, রাজা, পর্বত, রথ, ময়ূর, সর্প, অশ্ব। স্ত্রী. **ধ্বজিনী**—বাহিনী, সেনা।

ধ্বজী—চিহ্নমাত্র ধারণ করিয়া যে প্রবঞ্চনা করে (ধর্মধ্বজী)।

ধ্বজোত্থান—যাহাতে পতাকা উত্থান হয়, ইন্দ্রপূজা।

ধ্বনন—অব্যক্ত ধ্বনিকরণ, গুঞ্জন, রণন ; কাব্যে দ্যোতন গুণ।

ধ্বনি—[ধ্বন্ (শব্দ করা) + ই] শব্দ, রব (ধ্বনি করা ; মৃদঙ্গ-ধ্বনি) ; বিশেষ রব বা জিকির, slogan (ধ্বনি তোলা) ; কাব্যে ব্যঞ্জনা-গুণ। **ধ্বনি-কাব্য**—যে কাব্যে বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গার্থ মনোহরতর। **ধ্বনিগ্রহ**—শব্দজ্ঞান ; কর্ণ। **ধ্বনিনালা**—বংশী।

ধ্বনিত—শব্দিত, বাদিত, নিনাদিত, ঝঙ্কৃত। **ধ্বনিয়া**—ধ্বনির সৃষ্টি করিয়া, বাজাইয়া (কাব্যে)।

ধ্বস্—ধস্ দ্রষ্টব্য। **ধ্বসা**—ধ্বসিয়া পড়া। **ধ্বসন**—ভাঙ্গিয়া পড়া, চুরমার হওয়া।

ধ্বস্ত—(ধ্বন্‌স্+ক্ত) ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিনষ্ট। **ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত**—চুরমার, যাহা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ধ্বস্তাধ্বস্তি—পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া অভিভূত বা পাতিত করিবার চেষ্টা, বল-পরীক্ষা (সুমতি আর কুমতির মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি)।

ধ্বাঙ্ক্ষ—ধ্বাঙ্ক্ষ দ্রষ্টব্য।

ধ্বান্ত—(ধ্বন+ক্ত) তিমির, অন্ধকার (মোহ-ধ্বান্ত-নাশন—রবি)। **ধ্বান্তারি**—সূর্য। **ধ্বান্তোন্মেষ**—জোনাকি।

ন

ন—ত বর্গের পঞ্চম বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণমালার বিংশ বর্ণ—অনুনাসিক।

ন—(সং. নব; হি. নও) নূতন (ন-বৌ); নয় (নজন); জন্ম অনুসারে চতুর্থ (বড়, মেজো, সেজো, ন—কোন কোন অঞ্চলে নোয়া ব্যবহৃত হয়); সধবার লোহার খাড়ু (হাতের ন অক্ষয় হোক)।

নই—মাদী, পশুর স্ত্রী-জাতি (নই বাছুর)।

নই—নহি; না হই (ভড়কাবার লোক নই); নদী (প্রাচীন বাংলা)।

নইচা, নইচে, নল্‌চে—হুঁকার যে দণ্ডের উপরে কল্‌কে থাকে। **খোল নইচে বদল**—সম্পূর্ণ পরিবর্তন।

নইচে, নোয়াচে—মৎস্যশাবক, মাছের পোনা।

নউমী—নবমী তিথি।

নও—(সং. নব; ফা. নও) নব, নূতন। **নও-আবাদ, নয়াবাদ**—নূতন বসতি। **নও-বাহার**—নব বসন্ত। **নওজোয়ান**—নব যুবক, তরুণ। বি. নওজোয়ানি। **নওমুস্‌লিম**—নব-দীক্ষিত মুসলমান। **নওরতন**—নবরত্ন (দরবারে-নওরতন); নবরত্ন-খচিত বলয়। **নওশা**—বর।

নওকর, নকর—চাকর, ভৃত্য। বি. নওকরী, নোকরি, নক্‌রি—চাকরি।

নওবত—(আ. নউবত—নির্ধারিত কাল) প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় অথবা প্রহরে প্রহরে রাজা বা বিশেষ পদস্থ ব্যক্তির দ্বারে যে বাজনা বাজানো হয়; নাগারা। নহবৎ দ্রঃ।

নওয়াজিমা—লওয়াজিমা দ্রঃ।

নওয়ালি—নূতন; নূতন রবিশস্য।

নওরাতি—নূতন উৎসবময় বা সুখের রাত্রি; উৎসবমধুর রাত্রি।

নওরোজ—(ফা. নওরোয) পারসিক মতে নববর্ষের প্রথম দিন, বসন্তের সূচনায় ইহার আরম্ভ হয়, বসন্ত-উৎসব।

নওল—(ব্রজবুলি) নবীন। **নওলকিশোর**—নবকিশোর। **নওলীযৌবন**—নবযৌবন।

নওলাখী—(যাহারা সংখ্যায় নয় লক্ষ) ধর্ম-সম্প্রদায়-বিশেষ; যাহার মূল্য নয় লক্ষ মুদ্রা।

নং—নম্বরের সংক্ষিপ্ত রূপ।

নকড়া—নয় কড়া, নগণ্য। **নকড়া-ছকড়া**—নগণ্য, তুচ্ছ। **নকড়া-ছকড়া করা**—তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, গণ্য না করা।

নকর—নওকর দ্রঃ।

নকল—(আ. নক্‌ল) প্রতিলিপি (দরখাস্তের নকল); অনুকরণ (নকল করা—অনুকরণ করা; পরীক্ষায় হলে নকল করা); ঝুটা, কৃত্রিম (নকল মুক্তা); রঙ্গতামাসা (নকল করা—পূর্ববঙ্গে বলা হয়)। বিণ. **নকুলে**—যে নকল করিতে অর্থাৎ কাহারও ত্রুটির অনুকরণ করিয়া হাসিতামাসা করিতে দক্ষ। **নকলদানা**—চিনিরসে পাক করা চিনাবাদাম-বিশেষ। **নকলনবীস**—যে দলিলাদি অথবা আপিসের কাগজ-আদি নকল করে, copyist। **সাত নকলে আসল খাস্তা**—নকল করিতে

করিতে সূচনায় যাহার নকল করা হইয়াছিল, তাহা বিকৃত হইয়া যায়।

নকসা, নক্‌সা—(আ. নক্‌'শ্‌) চিত্র, সুতা ইত্যাদি দিয়া তোলা অথবা খোদাই করা আকৃতি, design (নক্সাকাটা); জমির জরিপ সম্পর্কিত চিত্র।

নকার—ন এই বর্ণ।

নকাশি,-সি—চিত্র আঁকা বা ফুলপাতা কাটার কাজ; খোদাইয়ের কাজ; অলঙ্কারে ডায়মণ্ড বা অন্ত ধরণের নক্সা (নকাশি অনন্ত)।

নকিঞ্চন—অকিঞ্চন, নিঃস্ব।

নকিব, নকীব—(আ. নক'ীব) যে রাজা বা উচ্চ রাজপুরুষের উপাধি-আদি ঘোষণা করিয়া তাঁহার আগমনবার্তা ঘোষণা করে; যে দরবারে আগন্তুকদের পরিচয় দেয়, herald।

নকুল—(যাহার কুল অর্থাৎ দল নাই) মহাদেব, বেজি; চতুর্থ পাণ্ডব। স্ত্রী. নকুলী।

নক্ত—(সং. নক্তম্‌) রাত্রি (**নক্তচর**—রাক্ষস)। **নক্তচারী**—পেচক, বিড়াল, তস্কর। **নক্তঞ্চর**—নক্তচর। স্ত্রী. নক্তঞ্চরী। **নক্তব্রত**—সমস্ত দিনের উপবাসের পর রাত্রে যে আহার গ্রহণ করে। **নক্তান্ধ**—রাত-কানা।

নক্র—(ন—ক্রম্‌+অ) কুমীর; চৌকাঠের উপরের কাঠ; নাসিকা। স্ত্রী. নক্রা।

নক্ষত্র—[ন—ক্ষি (ক্ষয়)+ত্র—যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না] তারা; অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাশটি নক্ষত্র। **নক্ষত্রচক্র**—রাশিচক্র। **নক্ষত্রজীবী**—দৈবজ্ঞ। **নক্ষত্ররাজ**—চন্দ্র। **নক্ষত্রপথ**—আকাশ। **নক্ষত্রবিদ্যা**—জ্যোতির্বিদ্যা। **নক্ষত্রমালা**—নক্ষত্রসমূহ। **নক্ষত্রবেগে**—অতি দ্রুত। **নক্ষত্রেশ**—চন্দ্র।

নখ—[নখ্‌ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অ—যাহা প্রতিদিন বৃদ্ধি পায়] নখর, হাত ও পায়ের অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগের হাড়ের মত কঠিন বস্তু। **নখ কাটা**—নখ ছেদন করা; নরুণ। **নখকুট্ট**—যে নখ কাটে, নাপিত। **নখকুনি, নখকোনি**—নখের কোণ বৃদ্ধি পাওয়া (গ্রাম্য—কোণি ওঠা, কেণি ওঠা)। **নখকৃন্তন,-নী**—নরুণ। **নখদর্পণে**—যেন নখে প্রতিবিম্বিত; পূর্ণরূপে জ্ঞাত (বাগবাজারের সব গলি-ঘুঁজি আমার নখদর্পণে)। **নখরঞ্জনী**—যাহা নখ রঞ্জিত করে, মেহেদী পাতা ও তজ্জাতীয় বস্তু; নরুণ। **নখ বসানো**—নখ চামড়ার ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, নখের দাগ বসানো। **নখ রাখা**—দেবতার নামে মানত করিয়া নখ না কাটা। **নখশূল**—নখের রোগ-বিশেষ, আঙুল-হাড়া। **নখক্ষত**—নখাঘাতের ফলে উৎপন্ন ক্ষত বা ক্ষতচিহ্ন।

নখর—জীবজন্তুর তীক্ষ্ণ নখ (নখরাঘাত)।

নখরা—(ফা. নখ্‌রা) হাবভাব, ছলাকলা; ছলনা, কৌতুক, নেকামি (নখরা রাখ)। **নাজনখরা**—মাধুর্যময় ছলাকলা।

নখরায়ুধ—সিংহ, ব্যাঘ্র, কুক্কুট। **নখলেখক**—নখে চিত্রকারক।

নখানখি—পরস্পরকে নখদ্বারা আঘাত, খামচাখামচি।

নখায়ুধ—নখরায়ুধ; সিংহ, ব্যাঘ্র, কুক্কুট।

নখী—ধারাল নখযুক্ত শ্বাপদ, সিংহ, ব্যাঘ্র; নখী নামক গন্ধদ্রব্য। **পঞ্চনখী**—পঞ্চ দ্রঃ।

নগ—(ন—গম্‌+অ—যে গমন করে না) পর্বত, বৃক্ষ। **নগজ**—যে বা যাহা পর্বতে উৎপন্ন হইয়াছে, হস্তী। স্ত্রী. নগজা—পার্বতী। **নগনদী**—গিরিনদী। **নগপতি**—হিমালয়; ওষধিপতি, চন্দ্র। **নগভিৎ**—ইন্দ্র; পাষাণ ছেদক টাঙ্গী।

নগণ্য—গণনা বা শ্রদ্ধার অযোগ্য, তুচ্ছ; উপেক্ষণীয়, সামান্য (ক্ষতি যা হয়েছে, তা নগণ্য; নগণ্য লোক)।

নগদ—(আ. নক্‌'দ্‌) মজুত টাকা; বস্তু ক্রয়ের সময়েই মূল্য দান (নগদ বিক্রি)। **নগদ মূল্য**—বস্তু ক্রয় কালে দেওয়া সম্পূর্ণ মূল্য। **নগদা খরিদ্দার**—যে নগদ মূল্যে খরিদ করে। **নগদা মুটে**—নগদ পয়সা লইয়া যে মোট বহন করে। **নগদ বিদায়**—উপস্থিত হইবামাত্র লেন-দেন চুকাইয়া দেওয়া; ব্যঙ্গার্থে, অপমান। **নগদান**—যে খাতায় নগদ খরচের হিসাব লেখা হয়, cash-book। **নগদ খাজনা**—নির্ধারিত খাজনা। **নগদী**—খাজনা আদায়কারীর সঙ্গে যে পাইক থাকে; নগদ বেতন গ্রহণকারী পদাতিক সৈন্য; যে ভৃত্য তাহার কাজের জন্য ও খোরপোষ বাবদ নগদ টাকা নেয়।

নগন—লগন, দ্বিরাগমন; নগ্ন (কাব্যে)।

নগর—(নগ+র—পর্বততুল্য প্রাসাদময়ী পুরী) সহর। **নগরী**—নগর। বিণ. নগুরে—নগর-

বাসী। **নগর-কীর্তন**—নগরের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া কীর্তন। **নগরঘাত**—হস্তী; নগরবাসীদের হত্যা, নগর-লুণ্ঠন ইত্যাদি। **নগরচত্বর**—শহরের ব্যাপক ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান, বাজার। **নগরপাল, নগররক্ষী**—কোতোয়াল, পুলিশ কমিশনার। **নগর-প্রান্ত**—নগরের প্রান্তদেশ, শেষ সীমা অথবা বহির্ভাগ। **নগরবাসী**—নগরের বাসিন্দা। **নগর-বিজ্ঞান**—নগর-নির্মাণ বিষয়ক বিজ্ঞান। **নগর-মার্গ**—রাজপথ। **নগরাধিপ, নগরাধ্যক্ষ**—নগরের শান্তিরক্ষক কর্মচারী, পুলিশ কমিশনার। **নগরীয়**—নগর সম্পর্কিত; নগরবাসী। **নগরোপান্ত, নগরোপকণ্ঠ**—নগরের নিকটবর্তী অঞ্চল, suburb।

নগাধিপ, নগাধিরাজ—হিমালয়।

নগিচ, নগিজ—(হি নগিজ) নিকট, কাছাকাছি।

নগুণ—নয় তার সূতা দিয়া প্রস্তুত পৈতা।

নগেন্দ্র—হিমালয়। **নগোত্তম**—কৈলাস।

নগ্ন—[নজ্ (ব্রীড়া)+ক্ত—লজ্জাজনক অবস্থা] বিবস্ত্র, উলঙ্গ (নগ্ন দেহ); আবরণহীন, অকৃত্রিম (নগ্ন সৌন্দর্য; লালসা নগ্ন হইয়া দেখা দিয়াছে); বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (নগ্ন ক্ষপণক)। স্ত্রী. নগ্না। **নগ্নকান্তি**—অকৃত্রিম সৌন্দর্য; সহজ-সৌন্দর্য-সমন্বিতা। বি. **নগ্নতা, নগ্নত্ব**—উলঙ্গতা, আবরণহীনতা, অবাধত্ব। **নগ্নাট**—দিগম্বর। **নগ্নিকা**—কচি মেয়ে, অনুদ্ভিন্ন-যৌবনা, গৌরী। **নগ্নীকরণ**—অনাবৃত করা।

নঙ্গা—নাঙ্গা দ্রঃ।

নঙ্গর—(ফা. লঙ্গর) নৌকা জাহাজ প্রভৃতি বাঁধিবার লাঙ্গলের আকৃতির লোহার ভারী অঙ্কুশ-বিশেষ। **নঙ্গর করা, নঙ্গর ফেলা**—নদীর মধ্যে বা চড়ায় নঙ্গর ফেলিয়া নৌকা বা জাহাজ বাঁধা। **নঙ্গর তোলা**—নঙ্গর উঠাইয়া ফেলিয়া নৌকা বা জাহাজ ছাড়া। নোঙর দ্রঃ।

নচ্‌নচ্—সহজ ও সুন্দর নমনীয়তার ভাব জ্ঞাপক (নচ্‌নচে শরীর) লচ্‌লচ দ্রঃ।

নচিকেতাঃ, নচিকেতা, নাচিকেতা—বৈদিক যুগের ব্যক্তি-বিশেষ (নচিকেতা ও যমের উপাখ্যান বিখ্যাত)।

নচেৎ—(ন+চেৎ) যদি তাহা না হয়, অন্যথায়।

নচ্ছার—(নর+ছার) অপদার্থ, লক্ষ্মীছাড়া, মতিচ্ছন্ন, দুর্বুদ্ধি।

নছব, নসব—(আ. নসব্) বংশ, পুরুষানুক্রম। **নসবনামা**—বংশলতা। **হসব-নসব**—বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্ক (বিয়ে-শাদীতে সেকালের মত হসব-নসব বিচারের কড়াকড়ি একালে কি আর আছে?)।

নছিব, নসীব—(আ. নসীব) ভাগ্য, প্রাক্তন, কপাল। **নসীবের গর্দেশ**—ভাগ্য-বিড়ম্বনা। **নসীবের ফের**—কপালের ফের, নিয়তি।

নজদিক,-গ—(ফা. নযদীক্) নিকট, সম্মুখ, সমীপ।

নজর—(আ. নয্‌র্) দৃষ্টি, লক্ষ্য (অতদূরে নজর চলে না; নজর করা); মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি-পাত (নজর করে দেখা); সুদৃষ্টি (সাহেবের নজরে পড়েছে); অহিতকর দৃষ্টি, অশুভ দৃষ্টি (ডাইনীর নজর; নজর লাগা); প্রকৃতির অথবা মনোভাবের উচ্চতা অথবা নীচতা (বড় নজর; ছোট নজর); ভেট উপহার (নায়েবকে নজর দেওয়া)। **নজরে ধরা অথবা লাগা**—মনোমত বিবেচিত হওয়া, উপযুক্ত বা পর্যাপ্ত বিবেচিত হওয়া (আজকালকার দিনে তিন টাকার বাজার কি আর নজরে লাগে!)। **নজরবন্দী**—দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে না দেওয়া, ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে না দেওয়া, আটক। **নজরানা**—সম্মানসূচক উপঢৌকন (হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ, নজরানা কি দেবে ঠিক করেছ?)। **উঁচু নজর, মোটা নজর**—অল্পে মন না উঠার ভাব, দানে সংকীর্ণচিত্ততার অভাব (বিপরীত—ছোট নজর)।

নজির, নজীর—(আ. নযীর) পূর্ব দৃষ্টান্ত, উদাহরণ, প্রমাণ, precedent (শুধু বল্লেই তো হবে না, নজীর দেখাও)।

নঞ্—নেতি-বাচক, নিষেধার্থক, বিরোধার্থক ইত্যাদি, অ, আ, না, নি ইত্যাদি অব্যয়যোগে ব্যক্ত হয় (অপটু, অনভ্যাস, নির্দয়)। **নঞর্থক**—যাহা অভাব, নিষেধ, বিরোধ ইত্যাদি ভাব ব্যক্ত করে।

নট—(সং নট্ট) রাগিনী-বিশেষ (নটনারায়ণ, নট-মল্লার, ছায়া নট)।

নট—[নট্ (নৃত্য করা)+অ] নর্তক; অভিনয়-কুশল; সূত্রধার। স্ত্রী. নটী—অভিনেত্রী, নর্তকী, বারাঙ্গনা (গ্রাম্য লটী); (কাব্যে নটিনী)।

নটচর্যা—নটের কার্য, অভিনয়। **নটরঙ্গ**—নাটমঞ্চ, রঙ্গভূমি।

নটক—দোষ; ছলনাকুশল (নটক কানাই)। স্ত্রী. নটকী—দুষ্টা।

নটখট, নটখটি—গোলমাল, হাঙ্গামা, ঝঞ্ঝাট। বিণ. নটখটে (নটখটে ব্যাপার)।

নটন—নৃত্য।

নটবর—নটশ্রেষ্ঠ; কলাকুশল; চিত্তবিমোহন, শ্রীকৃষ্ণ (নটবর রূপ)। **নটরাজ**—শ্রেষ্ঠ নট; শিব।

নটা—সুমিষ্ট খাগড়া-বিশেষ (কোন কোন অঞ্চলে 'লটা' বলে)।

নটিয়া, নটে—সুপরিচিত শাক। **নটেখাড়া**—নটে শাকের ডাঁটা।

নটুয়া—রঙ্গকুশল, অভিনয়-কুশল। **নটেশ্বর**—নটরাজ; মহাদেব।

নড়চড়—নড়াচড়া, ব্যতিক্রম, পরিবর্তন (কথার নড়চড় হওয়া দোষের)। **নড়নড়**—অতিশয় শিথিলতা জ্ঞাপক, নড়বড়।

নড়ন—নড়া। **নড়নচড়ন**—নড়াচড়া, স্থান বা পার্শ্ব পরিবর্তন।

নড়বড়—আন্দোলন বা সঞ্চলনের ভাব; শিথিলতা জ্ঞাপক (বুড়োর দাঁতগুলো নড়বড় করছে)। নড়বড়ে—অদৃঢ়মূল। (গ্রাম্য লড়বড়)।

নড়া—আন্দোলিত হওয়া, স্পন্দিত হওয়া, কাঁপা (জল পড়ে পাতা নড়ে; টনক নড়া); সরিয়া যাওয়া বা দূরে যাওয়া, সচেষ্ট হওয়া (কেউ বাড়ী থেকে নড়বার নাম করবে না, টাকাপয়সা কি হেঁটে ঘরে আসবে?); শিথিল-মূল হওয়া (তিনটে দাঁত নড়ছে); অন্যথা হওয়া, কার্যকর না হওয়া (হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না)। **নড়াচড়া**—স্থান পরিবর্তন, চলাফেরা, দেহ সঞ্চালন করা (বাতে নড়াচড়া করতে পারে না। **নড়ানড়ি**—লড়ালড়ি; রড়ারড়ি। **নড়ানো**—সরানো, স্থানান্তরিত করা। **কথা নড়ানো**—সংকল্প বদলানো; কথার অন্যথা করানো।

নড়া, নলা—(সং. নলক) হাত বা পায়ের নলের মত লম্বা হাড়।

নড়ি,-ড়ী—ছোট লাঠি, রাখালের পাচন (দশের নড়ি, একের বোঝা)।

নড়েভোলা—হাবাগোবা, ঢিলাঢালা।

নত—(নম্+ক্ত) প্রণত (চরণে নত); নয় চেপ্টা, (নত নাসিক); নিম্ন-অভিমুখী (নত দৃষ্টি); অবনত, শ্রদ্ধা-বিনম্র (নত-মস্তক)। **নতজানু**—হাঁটু গাড়িয়া উপবিষ্ট। **নতভ্রূ**—কুটিল ভ্রূ।

নত,-থ—(সং. নাথ) নাকের বলয়ের আকৃতির গহনা-বিশেষ। **নথনাড়া**—নথ নাড়িয়া নিজের সঙ্কল্প বা গর্ব প্রকাশ করা; মুখ-ঝামটা দেওয়া।

নতা, নাতা—রক্তসম্বন্ধ; ছলছুতা (ছুতা-নাতা)।

নতি—(নম্+ক্তি) নমস্কার প্রণতি, একান্ত বিনয় প্রকাশ। **নতিমান**—প্রণত।

নতুন—(সং নূতন) নূতন, যাহা পুরাতন নয়, সদ্য, টাট্‌কা (নতুন চাল, নতুন ঘি, নতুন কুটুম, নতুন পাতা, নতুন সখ)। **নতুন খাতা**—নূতন বৎসরে নূতন খাতা খুলিবার উৎসব, হাল-খাতা।

নতুবা—নচেৎ, তাহা না হইলে। অব্যয়।

নতোদর—উন্নত উদরের বিপরীত, সাঁটাপেটা। **নতোন্নত**—উঁচুনীচু, বন্ধুর।

নত্তা—শিশুর জন্মের নবম দিনের সংস্কার-বিশেষ।

নথ—নত দ্রঃ। **নথনী**—ছোট নথ।

নথি,-থী—(হি. নথী) কান-ফোঁড়ানো, কাগজ-পত্রের তাড়া। **নথিপত্র**—কোন বিশেষ বিষয়ের, বিশেষতঃ মোকদ্দমাদির কাগজ-পত্র। **নথি সামিল**—নথির সঙ্গে গাঁথা।

নদ—(নদ্+অ—নিরন্তর নাদকারী) অকৃত্রিম প্রবহমান সাগরগামী জলধারা; এরূপ কোন কোন ধারাকে নদ বলা হয়, অধিকাংশগুলিকে নদী বলা হয় (ব্রহ্মপুত্র নদ, দামোদর নদ, সিন্ধু নদ)।

নদারদ, নাদারদ—(ফা নদারদ—রাখে না) নাই, বিহীন (**খাতির-নদারদ**—খাতির নাই, হক্ কথা বলা হইবে, না-হক্ প্রশংসা বা নিন্দা করা হইবে না)।

নদী—নদ দ্রষ্টব্য; স্বাভাবিক জলপ্রবাহ (গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি। **নদীকান্ত,-পতি**—সমুদ্র। **নদীগর্ভ**—নদীর জলভাগ। **নদীতর স্থান**—পারঘাটা। **নদীবন্ধ**—নদীতে বাঁধানো ঘাট। **নদীবঙ্ক**—নদীর বাঁক। **নদীপথ**—নদী-রূপ পথ, জলপথ। **নদীমাতৃক**—নদী-লালিত, যে দেশের শস্যোৎপত্তি নদীর জলের উপরে নির্ভর করে। **নদীমুখ**—নদীর

মোহানা। **নদীষ্ণ**—ডুবুরি, ভাল সাঁতারু। **নদীসৈকত**—নদীতীর।

নদীয়া, নদে—নবদ্বীপ। **নদীয়া, নদিয়া**—জেলা-বিশেষ। **নদের চাঁদ**—নদীয়ার চন্দ্র, চৈতন্যদেব।

নধর—(নবধর) নব জলধরের মত, কোমলতা ও লাবণ্যযুক্ত, সরস, নবীন ও বিকাশশীল (নধর চিকণ বাছুরের গায়ে বিগলিত যেন মোম—করুণা-নিধান)।

নন—নহেন। ক্রি.।

ননদ—(সং. ননন্দা—ভ্রাতৃবধূতে যাহার আনন্দ নাই) স্বামীর ভগিনী (ননদী, ননদিনীও ব্যবহৃত হয়, সাধারণতঃ কাব্যে)। **ননদ-খেমি**—ভ্রাতৃবধূর তরফ হইতে ননদকে দেয় অর্থাদি (ননদ ভ্রাতৃবধূকে ক্ষমা করিবেন, এই উদ্দেশ্যে)। **ননদ-নাড়া**—ননদের দেওয়া খোঁটা তিরস্কার প্রভৃতি, ননদের মুখ-ঝাম্‌টা। **ননন্দা, ননান্দা**—ননদ। **ননাস**—স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী; ননদ।

ন-নর, ন-নরী—নয় নর বা নহর-বিশিষ্ট (ন-নরী হার)।

ননি, ননী—(সং. নবনীত) কাঁচা দুধের মাখন, মাখন। **ননী-চোরা**—শ্রীকৃষ্ণ। **ননীর পুতুল**—আদুরে ও অকর্মণ্য; একান্ত যত্নে-আদরে লালিত ও কোমলাঙ্গ। **নন্নুয়া**—(ব্রজ-বুলি) ননীর মত কোমল ও সুন্দর (নন্নুয়া বদনী)।

নন্দ—আনন্দ, কৃষ্ণের পালক-পিতা; প্রাচীন নৃপতি-বিশেষ, চাণক্য কর্তৃক সবংশে নিহত। **নন্দদুলাল**—শ্রীকৃষ্ণ; আদুরে-গোপাল। **নন্দনন্দন,-লাল**—শ্রীকৃষ্ণ। **নন্দ-নন্দিনী**—দুর্গা।

নন্দন—আনন্দের হেতু, আনন্দ বর্ধক (ব্রজকুল-নন্দন); পুত্র, বংশধর (কুরুনন্দন; রঘুনন্দন); স্বর্গের উদ্যান। স্ত্রী. নন্দনা, নন্দিনী—কন্যা। **নন্দন-কানন**—স্বর্গোদ্যান। **নন্দনজ**—হরিচন্দন।

নন্দা—বৃহৎ মৃৎপাত্র, নাদা; প্রতিপদ; ষষ্ঠী ও একাদশী তিথি; ননদ; দুর্গা।

নন্দাই—(স. ননান্দৃ-পতি) ননদের স্বামী।

নন্দি—(নন্দ্+ই) আনন্দ, হর্ষ; মহাদেব; মহাদেবের অনুচর-বিশেষ (**নন্দি-ভৃঙ্গী**—শিবের অনুচরগণ; অবাঞ্ছিত অনুচরদল); নান্দীপাঠক। **নন্দিকর, নন্দিবর্ধন**—আনন্দ-বৃদ্ধিকারী, হর্ষবর্ধন। **নন্দিক**—জলের জালা। **নন্দিত**—আনন্দিত, সন্তোষ-প্রাপ্ত। **নন্দ্য**—আনন্দের যোগ্য, আনন্দকর।

নন্দিনী—আনন্দ-বৃদ্ধিকারিণী, কন্যা; গঙ্গা; বশিষ্ঠের ধেনু।

নন্দী—আনন্দিত; আনন্দবর্ধক; শিবের দ্বার-পাল; উপাধি-বিশেষ। **নন্দীসরঃ**—ইন্দ্র-সরোবর।

নন্নড়ে—নড় নড় দ্রষ্টব্য।

নন্নে—(হিন্দি. নান্‌হা) ক্ষুদ্র ও শীর্ণ। **নন্নে-মারা**—যাহার বাড় নাই; পুঁয়ে যাওয়া।

নপুংসক—(ন স্ত্রী ন পুমান্) স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়; খোজা; বীর্যহীন, কাপুরুষ, ক্লীব।

নপ্তা—(ন—পত্+তৃ—যাহার দ্বারা বংশক্রমের পতন হয় না) নাতি, পৌত্র; দৌহিত্র; প্রপৌত্র। স্ত্রী. নপ্ত্রী।

নফর—(আ. নফর্) চাকর, দাস, চির-অনুগত (বাংলায় সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থক—নফরের বেটা নফর)। **চাকর-নফর**—ভৃত্য ও ভৃত্য-শ্রেণীর লোক।

ন-ফলা—ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত ন-সংযোগ।

নব—(নু+অ; ফা. নও) নূতন, সদ্য, সদ্যোজাত, তাজা, তরুণ (নব মেঘ, নবোঢ়া; নবাঙ্কুর); নয় সংখ্যা। **নবকার্তিক**—নবজাত কার্তি-কের মত সুদর্শন ও একান্ত আদরের; দর্শনধারী কিন্তু অপদার্থ (গ্রাম্য—নবকাত্তিক)। **নব-গুণ**—কুলীনের নয় প্রকারের গুণ। **নবগ্রহ**—নয়টি প্রসিদ্ধ গ্রহ; নূতন গৃহীত। **নব-চত্বারিংশৎ**—উনপঞ্চাশ। **নবচ্ছিদ্র**—চক্ষু, কর্ণ, মুখ-আদি দেহের নয়টি ছিদ্র বা দ্বার। **নবজীবন**—নূতন উদ্দীপনা ও উদ্যম। **নব-জন্ম**—রোগমুক্তির পরে নূতন জীবনানন্দবোধ। **নবজ্বর**—তরুণ জ্বর। **নবডঙ্কা**—অবজ্ঞা-সূচক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন; কিছুই না। **নব দম্পতি**—নব বরবধূ। **নবদল**—কচি পাতা। **নবদশ**—উনিশ। **নবদুর্গা**—দুর্গার নয় মূর্তি। **নবদীধিতি**—মঙ্গলগ্রহ। **নবদ্বার**—দুই চোখ, দুই কাণ, দুই নাসারন্ধ্র, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—দেহের এই নব ছিদ্র। **নবধা**—নয় প্রকারের, নয় দিকে। **নবধাতু**

—সোনা, রূপা, তামা, রাং, কাঁসা, পিতল, সীসা, লোহা, ইস্পাত বা চুম্বক। **নবনী, নবনীত**—ননী, মাখন। **নবপত্রিকা**—দুর্গার মূর্তি-বিশেষ, কলাবৌ। **নবপ্রস্থান**—বৌদ্ধদের নয়টি প্রধান সিদ্ধান্ত (বিশ্ব অনাদি ও ঈশ্বরশূন্য, জগৎ অসত্য, বুদ্ধই তত্ত্বলাভের উপায়, বেদ মানব-রচিত, সদ্ধর্মাচরণই বৌদ্ধজীবন, ইত্যাদি মত)। **নবপ্রাশন**—অন্নপ্রাশন; নবান্ন উৎসব। **নববসন্ত**—বসন্তাগম। **নববিংশতি**—উনত্রিশ। **নববিংশতিতম**—উনত্রিশ সংখ্যার পূরক। **নববিধান**—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ব্যাখ্যাত ধর্মমত, জগতের সব ধর্ম-প্রবর্তকের ধর্ম-সাধনায় শ্রদ্ধা ও আনন্দ প্রকাশ ইহার বৈশিষ্ট্য। **নবম**—নয় সংখ্যার পূরক। **নবমল্লিকা**—সাত পাপড়িযুক্ত মালতী ফুল। **নবযৌবন**—যৌবন-সঞ্চার। **নবরত্ন**—মুক্তা, মাণিক্য, বৈদুর্য-আদি নয় প্রকার রত্ন; বিক্রমাদিত্যের নয়জন বিখ্যাত সভাপণ্ডিত। **নবরস**—আদি, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত—অলঙ্কার-শাস্ত্র-বর্ণিত এই নয় স্থায়ী ভাব। **নবরাত্র**—আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত ব্রত-বিশেষ। **নবলক্ষণ**—আচার, বিনয়, বিদ্যা-আদি কৌলীন্যের নয় লক্ষণ। **নবশাখ, নবশায়ক**—তিলি, মালাকার, তামলি, সদ্গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুমার, গন্ধবণিক—হিন্দু সমাজের এই নয় শাখা। **নবশ্রাদ্ধ**—আদ্যশ্রাদ্ধ। **নব-ষষ্টি**—উনসত্তর। **নবষষ্টিতম**—উনসত্তরের পূরক। **নবসপ্ততি**—উনআশী। **নব-সপ্ততিতম**—উনআশীর পূরক।

নবত—নওবত দ্রষ্টব্য। **জানের উপর নবত তোলা**—অত্যন্ত বিব্রত করা (ছোট ছেলের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রাম্য মেয়েদের ভাষা)।

নবতি—নব্বই।

নবমী—নবমী তিথি। **নবমীর পাঁঠা**—নবমীর বলির পাঁঠার মত ভীত।

নবাত—(ফা. নবাত) চিনির খাদ্য-বিশেষ; খেজুর গুড়ের পাটালি-বিশেষ।

নবান্ন—নূতন ধানের সময়ে অনুষ্ঠিত পার্বণ-বিশেষ; নূতন অন্নে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধান্তে প্রসাদ-গ্রহণ অনুষ্ঠান।

নবাব—(আ. নবাব) শাসনকর্তা, বাদশাহের অধীন প্রদেশাধিপতি; কোনও অঞ্চলের মুসলমান অধিপতি; মুসলমান জমিদার প্রভৃতির ব্রিটিশ সরকার দেওয়া উপাধি; আড়ম্বরপ্রিয় ধনী; বিলাসী (একবার ওগো বাক্য-নবাব, চল দেখি কথা শুনে—রবি)। **নবাবী**—নবাবের পদ; বিলাসপ্রিয়তা, সাড়ম্বর জীবনযাত্রা; নবাবসুলভ (কি নবাবী চাল—গ্রাম্য লবাব, লবাবী অথবা লওয়াবী)। **নবাবজাদা**—নবাবের পুত্র; নবাবের পুত্রের মত হুকুম ও প্রাধান্যপ্রিয়। স্ত্রী. **নবাবজাদী**—নবাব-পুত্রী, নবাব-পুত্রীর মত আরাম ও হুকুমপ্রিয়। **নবাবপুত্র, নবাব-পুত্তুর**—(বিদ্রূপে) আরামপ্রিয়, হুকুমপ্রিয় ও দায়িত্ববোধ-বর্জিত; নবাব-পুত্রের মত বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়।

নবাশীতি—৮৯ এই সংখ্যা। **নবাশীতিতম**—উননব্বই সংখ্যার পূরক।

নবাহ—নয় দিন; নয় দিন ধরিয়া যাহা অনুষ্ঠিত হয়; নূতন দিন, বৎসরের প্রথম দিন।

নবি, নবী—(আ. নবী) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংবাদ-দাতা; পয়গম্বর, ঈশ্বরের বাণীবাহক; হজরত মোহম্মদ, messiah, prophet। **নবীর তরীকা**—নবীর নির্দেশিত পথ; মুসলমানী আচার-আচরণ। **নবুয়ত**—নবীর পদ (নবুয়ত প্রাপ্তি)।

নবিস, নবীস—(ফা. নবীস) লেখক; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (খাস-নবীস, নকল-নবীস, তৌজি-নবীস ইত্যাদি)। **শিক্ষানবীস**—যে নূতন শিক্ষা করিতেছে, apprentice; বি. শিক্ষানবীসি (শিক্ষানবীসের কাজ)। **নবিসিন্দা**—লেখক, কেরাণী, মুন্সী; যে কেরাণী পত্রাদি লেখে; রচনায় পটু।

নবীকরণ—নূতন করিয়া গড়া; সংস্কার সাধন। বিণ. নবীকৃত।

নবীন—(নব+ঈন) নূতন, অভিনব, তরুণ (নবীন সন্ন্যাসী); আধুনিক (নবীন ও প্রাচীন); নবোদিত, সদ্য প্রস্ফুটিত (নবীন সূর্য; নবীন কুসুম, নবীন পল্লব)।

নবীভাব—নূতন হওয়া, নব আবির্ভাব, নব উদ্দীপন, নব সংস্কার। বিণ. **নবীভূত**—নূতন করিয়া যাহার উদ্ভব বা গঠন হইয়াছে; (নবীভূত অনুরাগ)।

নবীস—নবিস দ্রষ্টব্য। **নবুয়ত**—নবী দ্রঃ।

নবেতর—নূতন ভিন্ন আর কিছু, পুরাতন, বৃদ্ধ।

নবোঢ়া—(নব+ঊঢ়া) নবপরিণীতা, লজ্জা-সঙ্কোচশীলা নববধূ।

নবোদক—নূতন জল, নূতন কূপ, পুকুর ইত্যাদির জল অথবা নূতন বৃষ্টির জল।

নবোদ্ধৃত—সম্প্রতি সমাহৃত ; নবনীত, ননী।

নবোন্মেষ—নূতন বিকাশ বা উদয়। বিণ. নবোন্মেষিত, নবোন্মিষিত—নবসঞ্জাত, নব-বিকশিত।

নব্বই, নব্বুই—৯০ এই সংখ্যা।

নব্য—(নব+য) নূতন, তরুণ, নূতন ধরণের, হাল আমলের। **নব্যসম্প্রদায়**—যুবক-সম্প্রদায়, নূতন-মতাবলম্বী সম্প্রদায়।

নভ—[নভ্ (নষ্ট হওয়া)+অ] শূন্য, আকাশ ; শ্রাবণ মাস। **নভগ**—আকাশচারী ; ভাগ্যহীন।

নভঃ—(নভ্+অস্) আকাশ, গগন স্বর্গ, মেঘ, বর্ষাকাল। **নভঃপ্রাণ**—বায়ু। **নভশ্চক্ষু**—সূর্য। **নভশ্চর**—নভচারী, পক্ষী, গন্ধর্ব, গ্রহনক্ষত্র মেঘ ইত্যাদি। **নভঃস্থল, নভস্থল**—আকাশ। **নভঃস্পৃক্**—গগনস্পর্শী। **নভঃস্তল**—গগনতল। **নভোবীথি**—আকাশ-পথ।

নভেম্বর, নবেম্বর—(ইং. November) খৃষ্টীয় বৎসরের একাদশ মাস (কার্তিকের মধ্যভাগ হইতে অগ্রহায়ণের মধ্যভাগ পর্যন্ত)।

নভেল, নবেল—(ইং. Novel) উপন্যাস, কল্পিত উপাখ্যান। **নভেলিয়ানা**—নভেল বর্ণিত নায়ক-নায়িকার আচরণের ন্যায় আচরণ বা হাবভাব, ভাব-বিলাসিতা।

নভোনীল—(নভঃ+নীল) আকাশের নীলিমা, আকাশের মত নীলবর্ণ। **নভোমণি**—সূর্য। **নভোমণ্ডল**—আকাশমণ্ডল। **নভোরজঃ**—কুয়াশা। **নভৌকাঃ**—পক্ষী, দেবতা।

নম, নমঃ—নমস্কার। **নমোনম**—পুনঃ পুনঃ নমস্কার। **নম-নম**—নামমাত্র, দায়-শোধ দেওয়া গোছের (নম-নম করে সেরেছে)। **নমশূদ্র, নমঃশূদ্র**—সুপরিচিত তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়-বিশেষ। **নমসিত, নমঃসিত**—পূজিত। **নমস্কার**—প্রণাম, অভিবাদন, সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন (নমস্কার ত্রিবিধ—দণ্ডবৎ হওয়া, কায়িক স্তবমন্ত্রাদি পাঠ পূর্বক নতি; বাচনিক, ইষ্টদেবতাকে মনে মনে ভক্তি ও নতি নিবেদন ; মানসিক)। **নমস্কর্তা**—যে নমস্কার করে। **নমস্কৃতি, নমস্ক্রিয়া**—নমস্কার। **নমস্কারী**—প্রণামী, বর অথবা বধূর বিবাহের পর গুরুজনদিগকে নমস্কার কালে যে বস্ত্রাদি বা অর্থ দেয়। **নমস্য**—নমস্কারের যোগ্য, পূজনীয়, পরম শ্রদ্ধেয়।

নমাজ, নামাজ—(ফা. নমাজ ; সং. নমস্—স্তোত্র) মুসলমানী মতে উপাসনা (পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ)। **নামাজ পড়া**—কোরানের কয়েকটি আয়াত বা বাণী আবৃত্তি করিয়া বিধিবদ্ধ ভাবে উপাসনা করা। **নামাজী**—যে নামাজ পড়ে, নামাজে অনুরক্ত (বিপরীত—বে-নামাজী)। **নামাজগাহ**—নামাজ পড়িবার স্থান ; মস্‌জিদ। **জায়নামাজ**—যে পাটী বা আসনের উপরে নামাজ পড়া হয়।

নমাস—নয় মাস। **নমাসে-ছমাসে**—বহুদিন পরে-পরে, কদাচিৎ।

নমিত—যাহাকে নমস্কার করা হইয়াছে ; যাহাকে বা যাহা নত করা হইয়াছে ; হেঁট মাথা (অর্ধ-নমিত পতাকা)।

নমিনেশন—(ইং. nomination) মনোনয়ন। **নমিনেশন পাওয়া**—মনোনয়ন লাভ করা।

নমুচি—অসুর-বিশেষ। **নমুচিসূদন**—ইন্দ্র।

নমুনা—(ফা. নমুনা) নিদর্শন, পরিচায়ক, sample (নমুনা অনুসারে চাল পাওয়া যায় নাই ; আদর-আপ্যায়নের নমুনা) ; আদর্শ।

নম্বর—(ইং. number) সংখ্যা, ক্রমিক সংখ্যা (দশ নম্বর বাড়ী) ; চিহ্ন, চিহ্ন বা মূল্য জ্ঞাপক সংখ্যা (পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায় নাই)। **নম্বরী**—বিশেষ নম্বর-যুক্ত, যাহার নম্বর লক্ষ্য করা হয় (নম্বরী ধুতি ; নম্বরী নোট)। **এক নম্বর, এক নম্বরের**—সর্বোৎকৃষ্ট, অগ্রগণ্য (এক নম্বর চাল ; এক নম্বরের মিথ্যাবাদী)। **নম্বরওয়ারী**—ক্রমিক নম্বর অনুসারে।

নম্য—প্রণম্য, পূজ্য ; নমনীয়।

নম্র—(নম্+র) যাহা নত হইয়াছে ; ঔদ্ধত্যহীন ; অবনত, বিনীত, (নম্র ব্যবহার) ; নরম। **নম্রক**—বেত গাছ। **নম্রতা**—বিনয় ; বিনীত আচরণ ; নমনীয়তা। **নম্রমুখ**—অবনত মুখ। স্ত্রী. নম্রমুখী।

নয়—(নী+অ) নীতি ; শাস্ত্র ; আচরণ। **নয়জ্ঞ**—নয়বিশারদ, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ। **নয়শাস্ত্র**—নীতিশাস্ত্র।

নয়—৯ এই সংখ্যা, নর সংখ্যক। **নয় ছয় করা**—নষ্ট করা, পণ্ড করা। **নয় দুয়ারী**—যে বহু দরজায় ভিক্ষা করে, গালি-বিশেষ।

নয়—নহে; না হয়, নচেৎ। **নয়ক**—নয়; অথবা। **নয়তো**—তাহা না হইলে, নচেৎ।

নয়ন—(নী+অন) চক্ষু; আনয়ন। **নয়নী**—চোখের তারা; নয়ন-যুক্তা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—সুনয়নী, হরিণনয়নী)। **নয়ন-গোচর**—দৃষ্টিগোচর। **নয়নজুলি**—পথের পাশের সরু নর্দামা। **নয়নঠার**—চোখের ইসারা। **নয়নতারা**—চোখের তারার মত প্রিয়। **নয়ন বাণ**—বাণের মত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ মর্মস্পর্শী কটাক্ষ।

নয়নসুখ—মিহি কাপড়-বিশেষ।

নয়না—(ব্রজবুলি) নয়ন। **নয়নাভিরাম**-নেত্র-বিমোহন, চক্ষুর আনন্দকর, সুদর্শন। **নয়নাসার**—অশ্রু। **নয়নোৎসব**—নয়নের আনন্দের বিষয়; আলোক। **নয়নোপান্ত** অপাঙ্গ।

নয়পীঠী—পাশার ছক।

নয়বর্ত্ম—রীতি-নির্দেশিত পন্থা। **নয়-বিশারদ**—নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ।

নয়ল, নয়লি,-লী, নয়ালি—প্রথম, নূতন (নয়লি যৌবন—প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

নয়া—(সং. নব: হি. নয়া) নূতন, অভিনব, টাট্‌কা। **নয়া আবাদী**—নূতন বসতি। (পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়)।

নয়ান—(হি নয়া) নয়ন, চক্ষু (কাব্যে ব্যবহৃত) **নয়ানজুলী**- নয়নজুলী। **নয়ানী**—নয়নী।

নর- [নৃ (পাওয়া)+অ—যে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করে] মানুষ, মানব; অর্জুন; মর্দা (নর—মাদী)। স্ত্রী. নারী (মনুষ্যেতর জীবপক্ষে নরী)। **নরকপাল**—মানুষের মাথার খুলি। **নরকেশরী**—নরশ্রেষ্ঠ। **নরগণ**—জাতকের প্রকৃতির জ্যোতিষশাস্ত্র-সম্মত বিভাগ-বিশেষ। **নরদেব**—রাজা; ব্রাহ্মণ। **নরনারায়ণ**—কৃষ্ণার্জুন: নররূপী নারায়ণ। **নরনারায়ণের পূজা**—নরকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা। **নর-নাথ,-পতি**—রাজা। **নরপতি-পথ**—রাজার গমনযোগ্য পথ, রাজপথ। **নরপশু**—নররূপী পশু; মর্দা পশু। **নরবলি**—মানুষকে বলি দেওয়া। **নরপিশাচ**—পিশাচপ্রকৃতির মানুষ। **নরমালিনী**—নৃমুণ্ডমালিনী। **নরমেধ**—যে যজ্ঞে নরবলি হয়। **নরযান**—নরবাহিত শিবিকা। **নরলোক**—মনুষ্য লোক; পৃথিবী। **নরসিংহ**—নরকেশরী, একই সঙ্গে নর ও সিংহের আকৃতি-বিশিষ্ট (নরসিংহ অবতার)।

নর—নহর, হালি। বিণ. নরী—নরবিশিষ্ট (সাতনরী হার)।

নরক—(নৃ+অক—পাপের জন্য যেখানে ক্লেশভোগ করিতে হয়) মৃত্যুর পর পাপীরা যেখানে কঠিন শাস্তিভোগ করে, দোজখ; মলমূত্র, পুঁজ প্রভৃতি (দশমেসে নরক সাফ করে পেলাম একখানা ছেঁড়া কাপড়); অসুর-বিশেষ। **নরককুণ্ড**—যে কুণ্ডে পাপীরা নিদারুণ শাস্তিভোগ করে, মল-মূত্রপূর্ণ অতি ঘৃণিত স্থান। **নরকগামী**—পাপের শাস্তিভোগের জন্য যে নরকে যায়। **নরক গুলজার**—যদিও নরক, তবু বহুজনের একত্র সমাগমে সরগরম (গুলজার দ্রঃ)। **নরকভোগ**—নরকে দণ্ডভোগ, অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ। **নরক যন্ত্রণা**—অসহ্য যন্ত্রণা; তীব্র অনুশোচনা। **নরকান্তক**—নরকাসুর-বিনাশক, বিষ্ণু।

নরম—(ফা নরম্) কোমল, অকঠিন (নরম বিছানা); মৃদু, ধীর (নরম মেজাজ); কড়ার বিপরীত। সহৃদয়তাপূর্ণ (নরম কথায় কাজ হয় না); দয়ার্দ্র, স্নেহপ্রবণ (নরম মন); দোরসা, পচা (মাছটা নরম); টাট্‌কা ও খাস্তা নয় (নরম মুড়ি); নির্বিরোধী, দুর্বল (শক্তের ভক্ত, নরমের যম); শ্লেষ্মাপ্রধান, অপেক্ষাকৃত দুর্বল (নরম ধাতের লোক)। **বাজার নরম হওয়া**—দাম ও চাহিদা কমা। **নরমানো**—নরম হওয়া, খাস্তা না থাকা। **নরম-গরম**—কড়া ও কোমলের মিশ্রণ (কিছু নরম-গরম শুনিয়ে দেওয়া—অংশতঃ গরম ও অংশতঃ নরম কথা শুনাইয়া দেওয়া)।

নরসুন্দর—যে চুল-দাড়ি-আদি ছাঁটিয়া কাটিয়া মানুষকে সুন্দর করে, নাপিত। স্ত্রী. নরসুন্দরী।

নরহরি—নরসিংহ; শ্রীকৃষ্ণ।

নরাজ, নড়াজ—তাঁতের অংশ-বিশেষ, তাঁতের মোটা বেলন যাহাতে বোনা কাপড় জড়ানো থাকে।

নরাধম—মানুষের মধ্যে অধম, অতি হীন

প্রকৃতির মানুষ। **নরাধিপ**—রাজা। **নরান্তক**—মৃত্যু ; নরঘাতক। **নরায়ণ**—নারায়ণ। **নরাশ, নরাশন**—নরখাদক, রাক্ষস।

নরি,-রী—নহরযুক্ত (মুক্তার পাঁচনরী)। **নরুণ,-ন**—(নখরদনী, নখরঞ্জনী) নাপিত যে অস্ত্র দিয়া নখ ছেদন করে, নখকাটা। **নরুন-পেড়ে কাপড়**—অতি সরু-পেড়ে কাপড়।

নরেন্দ্র—নরশ্রেষ্ঠ ; রাজা। **নরেন্দ্র-মার্গ**—রাজপথ। **নরেশ**—রাজা। **নরোত্তম**—পুরুষশ্রেষ্ঠ ; শ্রীকৃষ্ণ।

নর্তক—নৃত্যপটু ; নৃত্য যাহার জীবিকার উপায় ; • ময়ূর ; হস্তী ; চারণ। স্ত্রী. নর্তকী।

নর্তন—নৃত্য, পেশী সমূহের ব্যধি-বিশেষ। **নর্তন-প্রিয়**—নৃত্যপ্রিয় ; শিব ; ময়ূর। • **নর্তন-শালা**—নাচঘর। বিণ. নর্তিত—যাহাকে নাচানো হইয়াছে বা হইতেছে (নর্তিত ময়ূর)।

নর্দমা, নর্দামা—ব্যবহৃত অথবা বৃষ্টির জল নির্গমনের পথ, অপরিষ্কৃত ও ঘৃণিত স্থান (নর্দমায় গড়াগড়ি যাওয়া)।

নর্দন—বৃষধ্বনি, উচ্চ ও পরুষ নাদ। বিণ. নর্দিত—নিনাদিত, গর্জিত।

নর্ম—[নৃ (লওয়া)+মন্ ; লীলা, ক্রীড়া ; রসিকতা ; পরিহাস। **নর্মদ**—ক্রীড়া-কৌতুকের সহচর, যে হাস্য-পরিহাসের দ্বারা আনন্দ দান করে। **নর্মগর্ভ**—হাস্য পরিহাস-পূর্ণ। **নর্মসখা, সহচর**—পরিহাস-কুশল, মোসাহেব। **নর্মসচিব**—পরিহাস-রসিক পারিষদ, মোসাহেব। **নর্মসহচরী**—লীলা-সঙ্গিনী, সহধর্মিণী।

নল—(নল্+অ) খাগড়া-বিশেষ, ইহাতে দরমা, শস্য রাখিবার ভাণ্ড ইত্যাদি প্রস্তুত হয় ; রামায়ণোক্ত বানর-বিশেষ ; রাজা-বিশেষ, দময়ন্তীর স্বামী ; জমি মাপিবার দণ্ড-বিশেষ (দশহাতী নল ; বারহাতী নল) ধাতুর বা মাটির তৈরি ফাঁপা লম্বা চোঙ, pipe। **নল-কানন**—নলের বন। • **নলপট্টিকা**—নল দিয়া প্রস্তুত পাটি। **নল-চালা**—কে চোর তাহা নির্ণয় করিবার জন্য মন্ত্র পড়িয়া নল চালনা করা। **সাতনলা**—নলের সহিত নল যুক্ত করিয়া খোঁচা দিয়া উঁচু ডালের পাখী মারিবার যন্ত্র-বিশেষ।

নলক—নলের মত লম্বা অস্থিখণ্ড।

নলক, নোলক—স্ত্রীলোকের নাকের লম্বিত গহনা-বিশেষ।

নলকর—জমির নল-খাগড়াদি উপস্বত্ব ভোগ করিবার জন্য দেয় কর। **নলছেয়া**—নল যেমন কোণাকোণি করিয়া কাটা হয়, সেরূপ কোণা-কোণি নদী পাড়ী দেওয়া।

নলপত—(হি. লল্লোপত্ত) আদর, সোহাগ, বিশেষতঃ ছোট ছেলেমেয়েকে, মিষ্ট কথা বলিয়া ভুলানো (এত নলপত করে কি আর পড়ানো যায় ?)।

নলমীন—যে মাছ নলবনের মধ্যে থাকে, চিংড়ি মাছ। **নলসেতু**—নলনির্মিত সেতু, সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও লঙ্কার মধ্যে নির্মিত সেতু।

নলা—নলযুক্ত (সাতনলা) ; হাত বা পায়ের লম্বা হাড় (পায়ের নলা—নড়া দ্রঃ)।

নলি,-লী—নলা, পায়ের লম্বা অস্থি, সুতা জড়াইবার ছোট নল। **নলিকা**—নলি ; নলের আকৃতির অস্ত্র-বিশেষ।

নলিচা, নলচে—নইচা দ্রঃ।

নলিত, নলিতা—নালিতা দ্রঃ।

নলিন—পদ্ম। স্ত্রী. **নলিনী**—পদ্মিনী, কুমুদিনী (নলিনী-দলগত জল)। **নলিনী-রুহ**—মৃণাল। **নলিনেশয়**—নারায়ণ।

নলিয়া, নলে—যে নল চালাইয়া পাখী মারে, বেদে।

নলুয়া, নলো—নলের দ্বারা দরমা-আদি প্রস্তুত করিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে।

নলেন—(সং. নূতন ; ব্রজ, নওল) নূতন খেজুরের গুড়। **নলেন গুড়, নলেন পাটালি**—নূতন খেজুড়ে গুড় ও পাটালি।

নশ্বর—[নশ্ (বিনষ্ট হওয়া)+বর] বিনাশ-ধর্মী, ধ্বংসশীল, ক্ষয়শীল (নশ্বর জীবন, নশ্বর দেহ) ; নাশের হেতু, ভীষণ (নশ্বর রণ)।

নষ্ট—(নশ্+ত) বিকার-প্রাপ্ত ; ক্ষয়প্রাপ্ত বিগত (নষ্ট-সৌন্দর্য) ; ব্যবহারের অযোগ্য (ঘি নষ্ট হইয়া গিয়াছে) ; নিরুদ্দিষ্ট (নষ্টোদ্ধার) ; দোষযুক্ত, কুচরিত্র (নষ্টা) ; দুষ্ট ; দুর্বৃত্ত ; নষ্টামি (যত নষ্টের গোড়া) ; ব্যর্থ পণ্ড (কাজ নষ্ট করা)। **নষ্টকোষ্ঠী**—যে কোষ্ঠী যথাসময়ে তৈরি হয় নাই। **নষ্টচন্দ্র**—কলঙ্কী চন্দ্রের স্মারক ভাদ্র মাসের তিথি-বিশেষ। **নষ্ট-চেতন**—চেতনাহীন ; মূর্ছিত। **নষ্টমতি**—

দুর্বুদ্ধি। **নষ্টস্মৃতি**—অবলুপ্ত-স্মৃতি। **নষ্টামি**—দুষ্টামি, দুরভিসন্ধি। **নষ্টি**—নাশ। **নষ্টেন্দু কলা**—অমাবস্যা। **নষ্টোদ্ধার**—যাহা হারাইয়া বা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার উদ্ধার।

নসব—নছব দ্রষ্টব্য।

নসিব, নসীব—নছিব দ্রষ্টব্য।

নস্কর—লস্কর; রাজকর্মচারী-বিশেষ।

নস্য—নাসিকার জন্য হিতকর; এমন হিতকর চূর্ণ-বিশেষ; পশুর নাকের দড়ি। **নস্যদানী,-ধানী**—নস্য রাখিবার ছোট পাত্র। **নস্যসাৎ**—নস্যের মত নিঃশেষিত।

নস্যাৎ—যদি না থাকে। **নস্যাৎ করা**—অস্তিত্বহীন করা।

নহ—না হও, নও (নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ—রবি)। (কাব্যে)।

নহবৎ—নওবৎ। **নহবৎখানা**—যেখানে প্রহরে প্রহরে নহবৎ বাজানো হয়।

নহর—(আ. নহর্) ক্ষুদ্র জলধারা; খাল, canal.

নহলা—নয় ফোঁটা-যুক্ত তাস।

নহি—না হই। **নহিল**—না হইল। **নহিলে, নইলে**—না হইলে, অন্যথায়। অব্যয়।

না—(সং. নৌ) নৌকা।

না—অভাবাত্মক শব্দ, হাঁ-এর বিপরীত (না কৃশ, না স্থূল; নামরদ; নাদান; নাহক); অসম্মতি-জ্ঞাপক (না, যাব না; আশা করি তুমি না বলবে না); নিশ্চয়তাজ্ঞাপক (কত না ছন্দে রচিত); অনুজ্ঞা-জ্ঞাপক (একবার বলে দেখই না); পাদপূরণে (যে না ঘাটের নৌকা তুমি সেই না ঘাটে যাও); বিরক্তি-জ্ঞাপক (না, তোমাদের সঙ্গে আর পারলাম না); অস্বীকৃতি, অবজ্ঞা ইত্যাদি জ্ঞাপক (মারবেনা কচু করবে); অথবা (রাম না নবীন এসেছিল, মনে নাই); সমর্থন-জ্ঞাপক (তাই না কথায় বলে)।

নাই—(সং. নাস্তি) না আছে (জানাশুনা নাই); অস্তিত্বহীন (নাই মামার চেয়ে কানামামা ভাল); জীবিত না থাকা, চলিয়া যাওয়া (গিয়ে দেখলে, সে ঘরে নাই; সে আর নাই)। **নাই-ঘর**—যে পরিবার অভাবগ্রস্ত, গরীব।

নাই—নাপিত; নাভি; চাকার কেন্দ্রস্থল বা কেন্দ্রস্থলের কীলক; আস্কারা, প্রশ্রয় (নাই দেওয়া)।

নাই-আঁকড়া—নেই-আঁকড়া দ্রষ্টব্য।

নাইয়র—(হি. নইহর) বিবাহিতা নারীর পিতৃগৃহে অল্প কালের জন্য অবস্থিতি বা আরাম ভোগ (নাইয়র করা; নাইয়রের মেয়ে)। **নাইয়র নেওয়া**—নাইয়র করাইবার জন্য বাপের বাড়ী অথবা ভ্রাতা, ভগিনী বা পিতৃস্থানীয়ের বাড়ীতে নেওয়া।

নাইয়া, নেয়ে—(সং. নাবিক) যে নৌকা চালায়, মাঝিমাল্লা; কাণ্ডারী।

না-উম্মেদ—আশাহীন, বিফল মনোরথ।

নাও—(সং. নৌ) নৌকা।

নাওয়া—(সং. স্নান; হি. নহান) স্নান করা। **নেয়ে ওঠা**—স্নান করিয়া উঠা; ঘর্মাক্ত-কলেবর হওয়া; কোন ব্যাপারের সহিত সম্পূর্ণ সংস্রবশূন্য হওয়া।

নাওয়ারা—নৌ-বহর।

নাঃ—বিরক্তি-জ্ঞাপক (নাঃ, জ্বালাতন করে ছাড়লে); সঙ্কল্পের পরিবর্তন-জ্ঞাপক (নাঃ, আর হেলাফেলা করিলে চলিবে না)। অব্যয়।

নাক—[ন অক (দুঃখ) যাহাতে] স্বর্গ; আকাশ। (বাংলায় তেমন ব্যবহার নাই)।

নাক—(সং. নক্র) নাসিকা। **নাককড়াই**—মটরের মত দেখিতে পাশের নাকের গহনা-বিশেষ। **নাককাটা**—নির্লজ্জ। **নাক কাটা যাওয়া**—সম্ভ্রম নষ্ট হওয়া। **নাক-খত, নাকেখত**—মাটিতে নাক ঘসিয়া অঙ্গীকার করা যে, ভবিষ্যতে এরূপ অন্যায় আর করিবে না। **নাকখোঁটা**—নথ দিয়া নাকের ভিতরে খুঁটিয়া রক্ত বাহির করা বা ঘা করা। **নাক-ছাবি**—নাকের পাশের গহনা-বিশেষ। **নাক-ঝাড়া**—নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ফেলা। **নাকতোলা**—অবজ্ঞার ভাব দেখানো। **নাক ফোঁড়ানো**—গহনা পরিবার জন্য নাকে ছিদ্র করা অথবা পশুর নাকের দড়ি পড়াইবার জন্য ছিদ্র করা। **নাক বাঁকানো**—ঘৃণার ভাব দেখানো। **নাক বিঁধানো**—নাক ফোঁড়ানো। **নাক মলা**—নাক মলিয়া অঙ্গীকার করা যে ভবিষ্যতে আর এরূপ করিবে না। **নাক-কান মলা**—বিতৃষ্ণায় ও দুঃখে বিপরীত সংকল্প গ্রহণ করা (নাক-কান মললাম, আর তাদের কথার মধ্যে যাব না)। **নাক সিটকানো**—অবজ্ঞা প্রকাশ করা।

নাকে কাঁদা—বিরক্তিকরভাবে নাকিসুরে কাঁদা, অক্ষমতা বা দুঃখের ভান করা। **আপন নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা**—পরের অনিষ্ট করিতে গিয়া নিজেরও অনিষ্ট করা-রূপ নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা। **নাকের জলে চোখের জলে এক হওয়া বা করা**—অতিশয় লাঞ্ছনা পাওয়া বা করা। **নাক-কান বুজে সহ্য করা**—যথেষ্ট কষ্ট বা অপমান বোধ করিয়াও প্রতিবাদ না করা। **নাকের ডগা**—নাকের অগ্রভাগ। **নাকের পাতা**—নাকের সম্মুখ ভাগের দুই পাশের চামড়া। **টিকল নাক**—চোখা নাক; উন্নত নাসা। **থেবড়া নাক**—চেপ্‌টা নাক।

নাকচ—(আ. নাকি'স্'—ত্রুটিপূর্ণ, অঙ্গহীন) বাতিল, অকেজো, অব্যবহার্য, রহিত (হকুম নাকচ করা)।

নাকা—নাসিকা-জাত (নাকা কথা); খোনা-নাকী।

নাকানি—(নাক+পানি) নাকে জল যায় এমন অবস্থা। নাকানি-চুবানি—নাকে বার বার জল ঢোকার মত দুরবস্থা (নাকানি-চুবানি খাওয়া—অসহায় ভাবে লাঞ্ছনা বা দুরবস্থা ভোগ করা)।

নাকারা—(ফা. নকারা) অকর্মণ্য, কাজের অযোগ্য, ঠুন্‌কো (নাকারা চিজ—ঠুন্‌কো অথবা অকিঞ্চিৎকর বস্তু)।

নাকারা, নাকাড়া, নাগাড়া—(আ. নক্ক'রা) আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ (বিনা মেঘে বজ্ররবের মত উঠলো বেজে কাড়া নাকাড়া—রবি)।

নাকাল—তুলা, রকম, মত (তোমার নাকাল লোক দেখিনি—প্রাদেশিক)।

নাকাল—(আ. নকাল) বিব্রত, নিগৃহীত, জব্দ (নাকাল হওয়া; নাকাল করে ছেড়েছে)। **নাকাল দেওয়া**—গরু প্রভৃতির নাকে রশি পরানো।

নাকি,-কী,-নাকুয়া—নাসিকায় উচ্চারিত অনুনাসিক (নাকি সুরের কথা)।

নাকি—জিজ্ঞাসা-সূচক (তুমি নাকি কলকাতা যাবে?); সন্দেহসূচক (দুটি ঘরে নাকি বিশজন লোক বাস করে?); যেহেতু। অব্যয়।

নাক্ষত্র—নক্ষত্র-সম্পর্কিত; নক্ষত্রের গতির দ্বারা নির্ধারিত (নাক্ষত্র কাল; নাক্ষত্র বৎসর)।

নাখেরাজ—(আ. লাখিরাজ) নিষ্কর ভূমি; নিষ্কর স্বত্ব।

নাখোদা, নাখুদা—(ফা. নাখুদা) পোতাধ্যক্ষ, জাহাজী মালের কারবারী, জাহাজে মাল সরবরাহকারী (নাখোদা মস্‌জিদ—নাখোদাদের নির্মিত মসজিদ)।

নাখোশ, নাখুশ—অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্ন, রুষ্ট।

নাগ—[নগ (পর্বত, বৃক্ষ)+অ—পর্বত বা বৃক্ষ-কোটর বাসী] সর্প; হস্তী; মেঘ; রাঙ্গ, সীসা, নাগকেশর বৃক্ষ; উপাধি-বিশেষ; প্রাচীন জাতি-বিশেষ, নাগলোকবাসী। স্ত্রী. নাগী, নাগিনী—হস্তিনী; সর্পী। **অষ্টনাগ**—অনন্ত, বাসুকী, পদ্ম প্রভৃতি নাগশ্রেষ্ঠ। **নাগকন্যা**—নাগ-বংশের কন্যা। **নাগকেশর**—বৃক্ষ-বিশেষ ও তাহার ফুল। **নাগগর্ভ**—নাগ অর্থাৎ সীসক হইতে প্রস্তুত, সিন্দুর। **নাগচূড়**—শিব। **নাগদন্ত**—হস্তিদন্ত; বস্ত্রাদি ঝুলাইয়া রাখিবার দেওয়াল-সংলগ্ন কাঠের গোঁজ। **নাগদমন**—সাপুড়ে; কৃষ্ণ। **নাগপঞ্চমী**—আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী অথবা শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী, এই তিথিতে নাগপূজা হয়। **নাগপতি**—ঐরাবত, অনন্ত প্রভৃতি অষ্ট নাগ-প্রধান। **নাগপাশ**—বরুণের অস্ত্র; দুশ্ছেদ্য বন্ধন (মমতার নাগপাশ)। **নাগফণি**—ফণিমনসার গাছ। **নাগবল্লরী,-বল্লী,-লতা**—পানের গাছ। **নাগভূষণ**—মহাদেব। **নাগমাতা**—কদ্রু; মনসা। **নাগলোক**—পাতাল। **নাগসিন্দুর**—মেটে সিন্দুর।

নাগ—লাগ (মেয়েলি ভাষা)। **নাগল**—নাগাল দ্রষ্টব্য।

নাগর—(নগর+ষ্ণ) নগর-জাত বা সম্পর্কিত, পৌর (নাগর সভ্যতা); নগরবাসী; বিদগ্ধ; চতুর; ধূর্ত; প্রিয়, বঁধু (নাগর বন্ধু রে রসের ঘর ভাঙ্গিলি—পল্লীগান); লিপি-বিশেষ (দেব-নাগর)। স্ত্রী. নাগরী। **নাগরক**—হাতের কাজে দক্ষ; চোর। **নাগরদোলা**—বহু লোকে এক সঙ্গে পাক খায়, এমন দোলা-বিশেষ। **নাগরপনা, নাগরালি**—নাগরের ব্যবহার, রসিকতা, চতুরালী। **নাগরিক**—নগরবাসী, রাষ্ট্রের সভ্য, citizen (নাগরিকের অধিকার)। **নাগর্য**—নাগরালি।

নাগরমুথা—কেশুর।

নাগরা—জুতা-বিশেষ।

নাগরা, নাগারা—নাকারা দ্রষ্টব্য।

নাগরি,-রী—মাটির কলস।

নাগরী—রসিকা, প্রণয়িনী (নব নাগরী) বর্ণমালা-বিশেষ, দেবনাগর।

নাগা—(সং. নগ্নক) নগ্ন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়-বিশেষ ; নাগা পর্বতবাসী আদিম জাতি-বিশেষ।

নাগাইত, নাগাত, নাগাদ—(আ. লগায়েৎ) অবধি, পর্যন্ত। **ইস্তকনাগাদ**—আদ্যন্ত, আগাগোড়া।

নাগাড়—লাগাড়, ক্রম, সংস্রব। **নাগাড় মারা** কোনও ব্যাপারের অবসান করা।

নাগাধিপ—নাগরাজ, ঐরাবত। **নাগাধিপা**—মনসা। **নাগান্তক**—গরুড় ; ময়ূর ; সিংহ। **নাগিনী**—নাগনারী, সর্পী। **নাগেন্দ্র, নাগেশ**—অনন্ত, ঐরাবত।

নাগাল, নাগালি—সংস্পর্শ, নৈকট্য (নাগাল ধরা—পিছন হইতে অগ্রসর হইয়া নৈকট্য লাভ করা)। **নাগাল পাওয়া**—নৈকট্য লাভ করা ; আপনজনরূপে পাওয়া ('বন্ধুর নাগাল পেলাম না')।

নাঙল—লাঙ্গল।

নাঙ্গা—(সং. নগ্ন ; হি. নঙ্গা) নগ্ন, উলঙ্গ (নাঙ্গা তলোয়ার—নিষ্কোষিত অসি)।

নাচ—(সং. নৃত্য), ললিত অঙ্গভঙ্গি বা দেহভঙ্গি ; আনন্দময় হিল্লোল (ঝুরু ঝুরু কচি পাতার নাচে) ; নৃত্যের মত অঙ্গভঙ্গি (ভালুক-নাচ, বাঁদর-নাচ—ভালুক ও বাঁদরের মত অশোভন ও হাস্যকর লাফালাফি)। **নাচওয়ালী**—নর্তকী। **নাচঘর**—নৃত্যশালা। **নাচন**—নৃত্য, নৃত্যকরণ (পোকার নাচন)। **নাচন-কোঁদন**—স্ফূর্তিযুক্ত লাফালাফি ; আগ্রহাতিশয্য। **নাচনী**—নর্তকী, নৃত্যে দক্ষা (বেহুলা নাচনী) ; নৃত্য। বিণ. নাচুনে—স্ফূর্তিযুক্ত, যে সহজেই উল্লসিত হইয়া উঠে। **নাচিয়ে**—নর্তক। **নাচুনী**—নাচনা, নৃত্যকুশলা ; যে মেয়ে সহজেই উল্লসিত হইয়া উঠে।

নাচা—নৃত্য (নাচা কোঁদা)। **নাচানাচি**—অতিরিক্ত স্ফূর্তি বা আগ্রহ প্রকাশ।

নাচা—নৃত্য করা ; স্পন্দিত হওয়া (প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল—মধু) ; উল্লসিত হইয়া উঠা বা অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করা (অত নেচ না, আরও অনেক কথা ভেবে তবে মত দিতে হবে)। **নাচানো**—নৃত্য করানো ; আগ্রহযুক্ত বা উল্লসিত করানো, মাতানো।

নাচাড়ি—লাচাড়ী, দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ।

নাচার—(ফা. লাচার) নিরুপায়, অক্ষম, অসহায়।

নাচি, নাছি—(হি. নথী) ধাতুর পাত জুড়িবার খিল, ইহার মাথা পিটিয়া চেপ্‌টা করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে খুব মজবুত হয়, rivet।

নাছ, নাচ—(হি. নহজ্ ; সং. রথ্যা ; প্রা. রচ্ছা) বাটীর সম্মুখের রাস্তা ; সদর রাস্তা। **নাছ-দুয়ার, নাচ-দুয়ার**—গৃহের বহির্দ্বার, সদর দরজা। **নাছের ভিখারী**—পথের ভিখারী।

নাছোড়—(হি নছোড়) যাহার হাত এড়ানো দায়। **নাছোড়বান্দা**—নির্বন্ধাতিশয়যুক্ত, যে ছাড়িবার পাত্র নয়।

নাজনী—(ফা. নাযনীন) সুকুমারগাত্রী, সৌখীন রুচির নারী ; খুকী।

নাজাই—যে খরচের জায় বা বাবদের উল্লেখ নাই (নাজাই খাতা—যে খাতায় এরূপ খরচের হিসাব লেখা হয়)। **নাজাই পড়া**—হিসাবে না মেলা ; লোকসান হওয়া।

নাজানি—জানি না (আশঙ্কাজনক উক্তি—নাজানি কপালে কি আছে)।

নাজিনা, নাজনে—সজিনার প্রকার-ভেদ, ইহা সজিনার তুলনায় স্বাদে তিক্ততর।

নাজিম—(আ. নাযি'ম) বাদশাহের নিয়োজিত প্রদেশের শাসনকর্তা।

নাজির, নাজীর—(আ. নাযি'র) আদালতের কর্মচারী-বিশেষ, সাধারণতঃ পেয়াদাদের তত্ত্বাবধায়ক। নাজীরি—নাজিরের পদ।

নাজুক—(ফা. নাযুক্) যাহা আদৌ ঘাতসহ নয়, সুকুমার, delicate ; যাহা সহজেই বিগড়াইয়া যাইতে পারে (নাজুক হালত)। **নাজুক মেজাজ**—যাহার মেজাজ সহজেই বিগড়াইয়া যায়।

নাজেল—(আ. নাযিল) অবতীর্ণ (ওহী নাজেল হ'ল—প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হ'ল)। **গজব নাজেল হওয়া**—ঈশ্বরের তরফ হইতে শাস্তি নামিয়া আসা (অহেতুক অত্যাচারাদি সম্বন্ধে বলা হয়)।

নাজেহাল—[আ. নিয়া' (মোকদ্দমা, ফ্যাসাদ) + হাল (অবস্থা)] অতিশয় বিপন্ন বা লাঞ্ছিত, হয়রান পেরেশান, হাড়ির হাল (কশাই বেয়াইয়ের

পাল্লায় পড়ে কনের বাপ একেবারে নাজেহাল)।

নাঞি,-ঞী—নাই, না (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

নাট—(সং. নষ্ট) লাট দ্রষ্টব্য।

নাট—(নট্‌+ঘঞ্) নৃত্য; অভিনয়, লীলা, কাণ্ড, কৌতুক; রঙ্গমঞ্চ ('ধন্য হরি ভবের নাটে, ধন্য হরি রাজ্যপাটে')। **নাটুয়া**—অভিনেতা, রঙ্গকারী। **নাটমন্দির**—দেবমন্দির-সংলগ্ন নৃত্য-গীতোৎসবের প্রশস্ত স্থান। **নাটের গুরু**—প্ররোচক, নষ্টামির গুরু। **নাট-মহল**—রঙ্গালয়।

নাটক—(নট+ণক) অভিনয়-উপযোগী রচনা, দৃশ্যকাব্য, drama। বিণ. নাটকীয়—নাটক-সম্পর্কিত; নাটকোচিত (নাটকীয় ভঙ্গি)।

নাটক—নর্তক, অভিনেতা। স্ত্রী. নাটকী—নর্তকী। (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

নাটা—এক প্রকার কাঁটাগাছের গোলাকার ফল (দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘুরে যেন কড়ি ভাঁটা, কানে শোভে ফটিক কুণ্ডল—কবিকঙ্কণ)।

নাটা—(সং নত : হি নাটা) খাট, বেঁটে।

নাটাই—(সং. নর্তকী ; প্রা. নট্টই ; হি. লটাই) যে শলকায় বা চরকিতে সূতা জড়ানো হয় (তাঁতের নাটাই : ঘুড়ির নাটাই)। **নাটানো**—নাটাইতে সূতা জড়ানো।

নাটিকা—ক্ষুদ্র নাটক ; নর্তকী। বিণ নাটিত—অভিনীত ; যাহাকে নাচানো হইয়াছে।

নাটিম—লাটিম (গ্রাম্য)।

নাটুয়া—অভিনয়-কুশল ; নর্তক। **নাটেয়, নাটের**—নটীর পুত্র।

নাট্য—(নট+ষ্ণ্য) নট যাহা করে ; নৃত্য, গীত, বাদ্য ; নাটক। **নাট্যনৃত্য**—অঙ্গভঙ্গিযুক্ত অথবা বাদ্য ও অঙ্গভঙ্গিযুক্ত সাধারণ নৃত্য (বিপরীত—দেবনৃত্য)। **নাট্যবেদ**—কথিত আছে ইন্দ্রের প্রার্থনাতে ব্রহ্মা সকল বেদের সারাংশ লইয়া নাট্যবেদ রচনা করেন ; অর্থাৎ ঋগ্বেদের সুর, সামবেদের শ্লোক বা কাব্য, যজুর্বেদের হস্ত-পদাদি সঞ্চালন ও অথর্ববেদের রস লইয়া নাট্যবেদ রচিত হয় ; সুতরাং নাট্যবেদ চতুর্বেদের সার। **নাট্যশালা**—রঙ্গমঞ্চ ; নাচঘর। **নাট্যাচার্য**—অভিনয়-শিক্ষাদাতা। **নাট্যাভিনয়**—নাটক অভিনয়।

নাড়া—সঞ্চালন, আন্দোলন। **নাড়া খাওয়া**—ঝাঁকুনি খাওয়া ; আন্দোলিত হওয়া। **নাড়াচাড়া করা**—উদ্দেশ্যহীন ভাবে সঞ্চালিত করা ; কিছু পরিমাণে ব্যবহার করা (হাতের কাছে আছে গল্পগুচ্ছ, তাই নাড়া-চাড়া করছি) ; চর্চা করা, আন্দোলন করা (যা হবার হয়েছে, তা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করে কাজ নেই)। **নাড়ানাড়ি**—ঘাঁটাঘাটি, আন্দোলন।

নাড়া—ধান কাটিয়া লওয়ার পরে, বিশেষতঃ বিল অঞ্চলের ধান কাটিয়া লওয়ার পরে যে লম্বা গোড়া মাঠে পড়িয়া থাকে ; বিচালি। **নাড়া-বুনে**—নাড়াকাটা চাষা (যত ছিল নাড়াবুনে, সব হল কীর্তনে)। **নাড়ার পালা**—নাড়ার স্তূপ বা গাদি, অন্তঃসারহীন মোটা লোক।

নাড়া—সঞ্চালিত করা, আন্দোলিত করা স্থানান্তরিত করা। **নাড়া দেওয়া**—নাড়িয়া আঘাত দেওয়া বা দুঃখ দেওয়া (নথনাড়া দেওয়া, মুখ নাড়া দেওয়া। **ধনের নাড়া দেওয়া**—ধনের খোঁটা দেওয়া)।

নাড়া—যাহার মস্তক মুণ্ডন করা হইয়াছে (নাড়া মাথা—নেড়া দ্রষ্টব্য) ; পত্রপল্লবহীন (নাড়া বটগাছ)। **নাড়ার ফকির**—বৈষ্ণব ও বাউল প্রভাবযুক্ত মুসলমান সম্প্রদায়-বিশেষ, লালন শা-র মতাবলম্বী সম্প্রদায়।

নাড়ি,-ড়ী— নড়্ (বন্ধন করা)+ই] রক্তবহা ধমনী, দেহের শিরা উপশিরা ; এক দণ্ড অর্থাৎ চব্বিশ মিনিটকাল। **নাড়ীচক্র**—তন্ত্রমতে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি ষোলটি নাড়ীর নাভিমূলে মিলন-স্থান। **নাড়ী টেপা**—নাড়ী-টিপিয়া রোগ নির্ণয় করা ; বৈদ্য (নাড়ী-টেপা বৈদ্য—অবজ্ঞার্থক)। **নাড়ীনক্ষত্র**—জন্মনক্ষত্র অথবা দেহের অবস্থা ও জন্মনক্ষত্র ; খুটিনাটি সব সংবাদ (তার নাড়ীনক্ষত্র সবই আমার জানা)। **নাড়ীমড়া**—দুর্বল নাড়ী-বিশিষ্ট ; অনশন-ক্লিষ্ট ও সেইজন্য দুর্বল ; হজমশক্তিতে দুবল। **নাড়ীব্রণ**—নাড়ীর মত পুযবাহী ব্রণ ; নালী ঘা। **নাড়ীশাক**—পাট শাক। **নাড়ীকাটা**—সদ্যোজাত শিশুর গর্ভনাড়ী কাটা ; যে নাড়ী কাটে (দাই)। **নাড়ীছেঁড়া ধন**—পেটের সন্তান। **নাড়ী বসা**—নাড়ী একান্ত নিস্তেজ হওয়া, মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ। **নাড়ীর টান**—জন্মসূত্রে অন্তরে অন্তরে সম্পর্ক ; গর্ভ ধারণের জন্য মমতা।

নাড়িকা—নাড়ী।

নাড়ীক, নাড়ীচ—পাটশাক, নালিতা।

নাড়ু—লাড়ু, গোলাকার মিষ্টান্ন-বিশেষ। **নাড়ু-গোপাল**—লাড়ু দ্রঃ।

নাড়া—অদ্বৈতাচার্যের চৈতন্যদেবের দেওয়া নাম (এই নাড়া হইতে 'নাড়ার ফকির' কি ?)।

নাণ্ডামুণ্ডা—নেড়ামুড়া, মুণ্ডিতমস্তক। স্ত্রী. নাণ্ডামুণ্ডী—প্রায় কেশ নাই এমন নারী।

নাতজামাই—নাতিনী-সম্পর্কিত জামাই, পৌত্রীর স্বামী। **নাতবৌ**—নাতির বৌ, পৌত্রের স্ত্রী।

নাতাড়—পশুর নাকে যে নেতা অর্থাৎ দড়ি পরানো হয়।

নাতান—নাতোয়ান দ্রঃ; অক্ষম, নির্ধন, গরীব। **নাতান কাচ কাচা**—নিজেকে দরিদ্র বলিয়া পরিচিত করা, অক্ষমতার ভান করা।

নাতি—(সং. নপ্তৃ) পৌত্র, দৌহিত্র। স্ত্রী. নাতিন, নাতিনী (কথ্য ভাষায় নাতনী)।

নাতি—(ন+অতি) বেশি নয়, অল্প, অনধিক; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। **নাতিখর্ব**—খুব বেঁটে নয়। **নাতিদীর্ঘ**—খুব ঢেঙ্গা নয়। **নাতিদূর**—বেশী দূর নয়। **নাতিশীতোষ্ণ**—বেশী শীত নয়, বেশী গরমও না, বসন্ত কালের মত (নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ)। **নাতিস্থূল**—তেমন বেশী মোটা নয়। **নাতি-হ্রস্ব**—বেশী খাটো নয়।

নাতোয়ান—(ফা. নাতবান) অক্ষম, অসমর্থ; বৃদ্ধ; দরিদ্র; দারিদ্র্যহেতু জমিদারের খাজনা দিতে অপারগ। বি. নাতোয়ানি—অপারগতা; বার্ধক্য; দারিদ্র্য। **নাতোয়ানের দুনো ব্যয়**—দরিদ্র ব্যক্তি যথাসময়ে ব্যয় করিতে পারে না বটে, কিন্তু পরে তাহাকে নানাভাবে বা পাকেচক্রে অনেক বেশী ব্যয় করিতে হয়।

নাথ—[নাথ্ (প্রভু হওয়া)+অ] প্রভু, স্বামী, পালক, রক্ষক (অনাথের নাথ); উপাধি-বিশেষ। **নাথবান্**—যাহার প্রভু বা রক্ষক আছে। স্ত্রী. নাথবতী—সধবা।

নাথ—নাকের রশি। **নাথহরি**—যে পশু নাক ফোঁড়ার যোগ্য হইয়াছে।

নাথা—ন্যাতা, নেতা, পাত্রাদি মার্জনা করিবার বস্ত্রখণ্ড, ময়লা ভিজা নেকড়া (কলুর নাথা বা নাতা)।

নাথা—(হি. লাথ) লাথি, পদাঘাত। **নাথি**—লাথি। **নাথানোথা**—পদাঘাত, কীল, চাপড় ইত্যাদি।

নাদ—(নদ্+ঘঞ্) শব্দ, ধ্বনি, নিনাদ, গর্জন (সিংহনাদ, তূর্যনাদ); উচ্চ-মধুর ধ্বনি (বংশী-নাদ); তান্ত্রিক মুদ্রা-বিশেষ। **নাদবিন্দু**—চন্দ্রবিন্দু। বিণ. নাদিত।

নাদ, নাদি—গরু, ঘোড়া, প্রভৃতির মল (লাদ, নেদি ইত্যাদিও বলা হয়)　ক্রি. নাদা।

নাদ—(সং. নন্দা) জালা (গুড়ের নাদ)। **নাদনা**—ভারি মোটা লাঠি, কোঁৎকা।

নাদা—গবাদির পুরীষ ত্যাগ করা; হুঙ্কার দেওয়া (নাদিল কর্বুর দল—কাব্যে ব্যবহৃত); জালা।

নাদাপেটা—যাহার পেট জালার মত, বিশ্রীভাবে পেট-মোটা। স্ত্রী. নাদাপেটী। **নাদাপেটা হাঁদারাম**—যেমন স্থূলোদর, তেমনি স্থূলবুদ্ধি।

নাদান—(ফা. নাদান) অবোধ, নির্বোধ, বিচার-হীন। বি. নাদানি—নির্বুদ্ধিতা, অবিবেচনা।

নাদী—নাদকারী, নাদযুক্ত (সিংহনাদী; খরনাদী)।

নাদুস-নুদুস—মোটাসোটা ও কোমলাঙ্গ (নাদুস-নুদুস চেহারা)।

নাদেয়—নদীজাত বা নদী-সম্পর্কিত; নদীর জল; নদীজাত মৎস্য; শ্বেত সুরমা; সৈন্ধব লবণ; কাশ তৃণ। **নাদ্য**—নদীজাত।

নানক—গুরু নানক, শিখধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। নানকপন্থী—গুরু নানকের ধর্মমতাবলম্বী।

নানকর—(ফা. নানকার) ভৃত্যকে যে ভূমি নিষ্কর দেওয়া হয়।

নানবাই—রুটিওয়ালা, baker। **নান-খাতাই**—মিষ্টান্ন-বিশেষ।

নানা—(হি. নানা) মাতামহ। স্ত্রী. নানী—মাতামহী। নানাশ্বশুর—স্ত্রীর মাতামহ, দাদা-শ্বশুর। **নানাকেলে**—নানার কালের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, সেজন্য যথেচ্ছ ভোগ-দখলের যোগ্য (অবজ্ঞার্থক)। **নানীয়াল**—নানাবাড়ী।

নানা—বহু, অনেক, বহুবিধ, বিভিন্ন (নানা জাতীয়,-দেশীয়,-বিধ,-মতে, রূপ　ইত্যাদি)। **নানার্থ**—বিভিন্নার্থ; বিভিন্ন অর্থযুক্ত। **নানান**—বহু প্রকারের।

নানা সাহেব—সিপাই-বিদ্রোহের সুপরিচিত নায়ক।

নান্ত—অন্তহীন (বিপরীত—সান্ত)।

নান্দ—(সং. নন্দা) নাদা, জালা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

নান্দী—(নান্দি+ই+ঈ) দেবতারা যাহাতে

আনন্দ লাভ করেন) কাব্য, নাটকাদির সূচনায় যে দেবস্তুতি বা মঙ্গলাচরণ করা হয়। **নান্দী-কর**—নান্দীপাঠক। **নান্দীপট**—যে বস্ত্রের দ্বারা কূপাদির মুখ আবৃত করা হয়। **নান্দী-মুখ**—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ; বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি শুভকর্মের পূর্বে যে শ্রাদ্ধ করা হয়।

নাপ—মাপ (নাপ করা—পরিমাপ করা)।

নাপছন্দ, নাপসন্দ—(ফা. নাপসন্দ) অমনোনীত, অপ্রিয়, আপত্তিকর।

নাপাক—(ফা. নাপাক) অপবিত্র, অশুচি (যত কাম করে হিন্দু, সকলি নাপাক—ভারতচন্দ্র। বি. নাপাকি)।

নাপার্জিমানে—না পার্যমানে, না পারিলে, অগত্যা (গ্রাম্য)।

নাপান, নাফান—(সং. লম্ফন ?) হাবভাব, ভাবভঙ্গি, ছলাকলা। স্ত্রী. নাপানী। বিণ. নাপনিয়া, নাপানে। নাপান ঝাঁপান—নাপান। (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

নাপান, নাফান—লাফ দেওয়া, আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ। বি নাপানি (গ্রাম্য)।

নাপিত—হিন্দু জাতি-বিশেষ, ক্ষৌরকার। স্ত্রী. নাপিতানী, নাপিতিনী, নাপ্‌তিনী (সংস্কৃতে নাপিতী)।

নাফরমান—(ফা.) অবাধ্য, আদেশ অমান্যকারী বি. নাফরমানি।

নাফানী—নাপানী; প্রচণ্ডা, যৌবন-গর্বিতা। (প্রাচীন বাংলা ও গ্রাম্য)

নাব, নাম, নাবো, নামো—নিম্নস্থান, নিচু। নাবাল দ্রঃ।

নাবড়—অবোধ, দুষ্ট, ধূর্ত। কুৎসাকারী। বি. নাবড়ি। (প্রাচীন বাংলা)।

নাবতাক্ষেণী—যেখানে জাহাজ নির্মিত হয়, dockyard।

নাবনা, নামনা—বটের ঝুরি।

নাবল—নাবাল দ্রষ্টব্য।

নাবা—নামা দ্রষ্টব্য। নাবানো—নামানো দ্রষ্টব্য।

নাবাধ্যক্ষ—নৌসৈন্যের অধ্যক্ষ।

নাবাল—যাহা নামিয়া আসিয়াছে, ঢালু, নিম্ন, নীচু (নাবাল জমি—নিম্নভূমি, যেখানে সহজেই জল জমে)। নাবো, নামোও বলা হয়)।

নাবালক, নাবালগ—(ফা. নাবালিগ্) অপ্রাপ্ত-বয়স্ক, minor (নাবালকের সম্পত্তি)। (বিপরীত—সাবালক)। স্ত্রী. নাবালিকা।

নাবি, নাবী—বিলম্বে জাত, যথাসময়ের পরে যাহার জন্ম হইয়াছে (নাবি ছেলে—প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সের ছেলে; নাবি লাউ—যে লাউ সময়ের পরে জন্মিয়াছে)।

নাবিক—নৌকার বা জাহাজের চালক; দাঁড়ি-মাঝি; নৌ-সম্পর্কিত। **নাব্য**—যাহাতে নৌকা চলাচল করে, navigable; যাহা নৌকার দ্বারা পার হওয়া যায়; নূতনত্ব।

নাবো, নামো—নাব দ্রঃ।

নাভি—[নহ্ (বন্ধন করা) + ই—সমস্ত নাড়ীর বন্ধনস্থল] নাড়ী-কাটার চিহ্নযুক্ত স্থান, নাই; চাকার মধ্যভাগ বা হাঁড়ি; কেন্দ্র, প্রধান, শীর্ষ স্থানীয় (নৃপমণ্ডলের নাভি—বাংলায় তেমন প্রয়োগ নাই); গোঁড়। **নাভিকূপ**—নাভিস্থল। **নাভিচ্ছেদ**—সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী কাটা। **নাভিনাড়ী**—ভ্রূণের নাভি-সংলগ্ন নাড়ী। **নাভিশ্বাস**—মৃত্যুকালীন দীর্ঘশ্বাস; চরম দশা। **নাভিস্নান**—মুমূর্ষু ব্যক্তির নাভি পর্যন্ত নিম্নাঙ্গ জলে স্থাপন। **নাভিকমল, নাভিপদ্ম**—তন্ত্রমতে নাভির মধ্যস্থ তৃতীয় চক্র। **মৃগনাভি**—কস্তূরী।

নাম—(সং. নাম; ফা. নাম) সংজ্ঞা; আখ্যা; অভিধা (তোমার নাম কি ?); প্রশংসা, খ্যাতি, প্রসিদ্ধি (নাম হওয়া); উল্লেখ, স্মরণ (কেউ তার নাম করে না); প্রতিপত্তি (বাপের নামে তরে গেলে); যৎসামান্য, অতি অল্প (নাম মাত্র মূল্যে কেনা); বাহ্য পরিচয় (নামেই সভ্য, আসলে অসভ্য)। **নামজপ করা**—ইষ্ট দেবতার নাম বারবার স্মরণ করা। **নাম করা**—নাম উল্লেখ করা; স্মরণ করা; নামজপ করা; খ্যাতি অর্জন করা (খেলায় নাম করেছে)। **নাম কাটা**—কাগজ-পত্র হইতে নাম অপসারিত করা ও সম্পর্কচ্যুত করা (মাইনে না দেওয়ার জন্য স্কুলে নাম কাটা গেছে)। **নামকাটা সেপাই**—নাম কাটিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সেপাই; কুখ্যাত ব্যক্তি। **নামকরণ**—নবজাত শিশুর নাম রাখার সংস্কার-বিশেষ। **নামগন্ধ**—সামান্য-মাত্র অস্তিত্ব, আভাস-মাত্র (আমি এর নাম-গন্ধও জানিনা)। **নামগ্রহ**—নাম ধরিয়া

ডাকা; নামোচ্চারণ। **নামজাদা**—প্রসিদ্ধ, সুপরিচিত, যাহার যথেষ্ট নামডাক আছে। **নাম ডুবানো**—সুনাম অথবা মর্যাদা নষ্ট করা (বংশের নাম ডুবানো)। **নাম ধরে ডাকা**—নাম উল্লেখ করিয়া ডাকা। **নামধাতু**—যে সব বিশেষ্য ও বিশেষণ সোজাসুজি ক্রিয়ায় পরিণত হয় (ফলিয়াছে; জুতানো; ঠেঙ্গানো)। **নামধাম**—নাম ও বাসস্থানের পরিচয়। **নামধারী**—নাম-বিশিষ্ট; নাম-মাত্র আছে, গুণ নাই। **নামধেয়**—নামযুক্ত। **নাম-নিশান**—চিহ্নমাত্র, নিদর্শন। **নাম-মুদ্রা**—যে মুদ্রা বা অঙ্গুরীয়ের উপরে নাম খোদা আছে। **নাম রটানো**—সুনাম বা দুর্নাম চতুর্দিকে ছড়ানো। **নাম লওয়া**—স্মরণ করা, শক্তি বা করুণার উপরে নির্ভর করা (ঈশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করা)। **নাম লেখানো**—দলে ভর্তি হওয়া। **নাম-সংকীর্তন**—নাম-কীর্তন, নামগান। **নাম হওয়া**—নাম-গান হওয়া, খ্যাতি লাভ করা। **নামে গোয়ালা, কাঁজি ভক্ষণ**—কাঁজি দ্রঃ। **নামে কাটা**—প্রসিদ্ধির গুণে চলিত হওয়া।

নামঞ্জুর—(ফা.) প্রত্যাখ্যাত: অস্বীকৃত; অননুমোদিত (দাবী নামঞ্জুর হয়েছে)।

নামতা—প্রাথমিক গুণনের ধারাবাহিক তালিকা, multiplication-table। **নামতার কোটা**—নামতার ঘর।

নামদা—(ফা. নম্‌দা) উটের লোমে প্রস্তুত কম্বল-বিশেষ; ঘোড়ার জিনের নীচে যে লোমের গদি থাকে।

নামা—অবতরণ করা; নীচে যাওয়া; প্রবেশ করা, অংশ গ্রহণ করা, নিজেকে লিপ্ত করা (জলে নামা; কাজে নামা; তর্কে নামা); অধোগতি লাভ করা (এমন কাজ করে মানুষ হিসাবে যে কতটা নেমে গেলে, তা কি বোঝো?); মর্যাদায় হীন হওয়া (ও ঘরে ছেলের বিয়ে দিলে অনেক নেমে কাজ করা হবে); চড়া বা মহার্ঘ না থাকা (দর নামা); হ্রাস পাওয়া (জ্বর নামা); আবির্ভূত হওয়া (শীত নেমেছে; বর্ষা নেমেছে); রান্না হওয়া (ভাত নেমেছে, এইবার মাছ চড়বে); দাস্ত হওয়া (পেট নামা)।

নামা—নামযুক্ত; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (খ্যাতনামা; অজ্ঞাতনামা)।

নামা—(ফা. নামহ্‌) বিবরণ; গ্রন্থ (শাহ্‌নামা; চিত্তনামা); লেখ্য, দলিল (রাজীনামা; ওকালত-নামা, সোলেনামা)।

নামাঙ্ক—নামের অক্ষর বা উল্লেখ। বিণ. নামা-ঙ্কিত—নামের অক্ষর বা চিহ্নযুক্ত; স্বাক্ষরিত।

নামাজ—নমাজ দ্রঃ।

নামানো—উপর হইতে নীচে রাখা (বোঝা নামানো); হ্রাস করা (মাথায় বরফ দিয়ে জ্বর নামানো); অখ্যাতিভাজন করা, নিন্দা করা (যখন যাকে খুশী মাথায় তোল, অথবা পায়ের তলে নামাও)। **ঘাড়ের ভূত নামানো**—ভূতের প্রভাব হইতে মুক্ত করা, বদ খেয়াল দূর করিয়া প্রকৃতিস্থ করা।

নামানুশাসন—শব্দের অর্থ নির্দেশক শাস্ত্র, অভিধান।

নামাবলি—হরিনামের ছাপযুক্ত চাদর।

নামাল—নাবাল দ্রঃ।

নামী—প্রসিদ্ধ; মশহুর (নামী লোক); নাম-যুক্ত; নামধারী ("নাম-নামী অভেদ")।

নামোচ্চারণ—মুখে নাম আনা। **নামোৎসব**—নাম-সংকীর্তন। **নামোল্লেখ**—নামো-চ্চারণ, নাম প্রকাশ।

নামনি—ঢালু স্থান, যে পথ দিয়া গরুর গাড়ী নীচে নামে।

নাম্ব—নিম্ন স্থান, নাবো স্থান (প্রাচীন বাংলা—বর্তমানে 'নাবো', 'নামো' ব্যবহৃত হয়)।

নায়—(সং. নৌ) নৌকা।

নায়ক—(নী+ণক) নেতা, চালক, অগ্রণী, প্রধান; রাজা (অনায়ক দেশ); কাব্যনাট-কাদির প্রধান চরিত্র; প্রণয়ী; স্বামী; সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ। স্ত্রী. নায়িকা—কাব্য-নাটকাদির প্রধান স্ত্রী-চরিত্র; নেত্রী; দুর্গার অষ্টশক্তি; প্রণয়িনী। **নায়কিআনা**—নায়কত্ব; সর্দারি। বিণ. নায়কীয়—নায়ক-সম্পর্কিত।

নায়কী—বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের প্রধান তার।

নায়র—(হি নৈহর্‌) বিবাহিতা নারীর পিত্রালয় বা পিতৃস্থানীয়ের গৃহ। নাইয়র দ্রঃ। **নায়রী**—নায়রের কন্যা।

নায়েব—(আ নায়ব্‌—প্রতিনিধি) প্রতিনিধি; সহকারী; জমিদারের কাছারীর ভারপ্রাপ্ত

কর্মচারী। **নায়েবি**—নায়েবের কাজ বা পদ। **নায়েবতন্ত্র**—আমলাতন্ত্র। **নায়েবেনবী**—নবীর সহকারী, ইস্‌লাম ধর্মের বিশেষজ্ঞ ও প্রচারক।

নারক—নরক-সম্বন্ধীয়। **নারকী**—নরকের প্রাণী, পাপাত্মা, পাষণ্ড। স্ত্রী. নারকিনী। বিণ. নারকীয়—পৈশাচিক, বীভৎস, নরক-সম্পর্কিত, নরকবাসী।

নারঙ্গ, নারাঙ্গ, নারাঙ্গা, নারাঙ্গি—(ফা. নারন্‌জ্‌—এই নারন্‌জ্‌ হইতে ইং. orange) কমলালেবু।

নারদ—স্বনামধন্য দেবর্ষি; যে মানুষে মানুষে কলহ-বিবাদ বাধায়। **নারদের ঢেঁকি**—যে যানে নারদ স্বর্গ-মর্ত্য পরিভ্রমণ করিতেন। **নারদীয়**—উপপুরাণ-বিশেষ; নারদ সম্বন্ধীয়।

নারসিংহ—নরসিংহ সম্বন্ধীয়; উপপুরাণ-বিশেষ। স্ত্রী. নারসিংহী—অর্ধনারী অর্ধসিংহরূপা শক্তি-মূর্তি।

নারা—না পারা (গ্রাম্য)। **নারি**—না পারি; কাব্যে ব্যবহৃত (যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা)।

নারা—(আ. না'রহ্‌) ধ্বনি, আওয়াজ। **নারায়ে তকবীর**—"আল্লাহু আকবর" এই ধ্বনি।

নারাচ—লৌহবাণ-বিশেষ। **নারাচিকা, নারাচী**—স্বর্ণকারের নিক্তি।

নারাজ—(ফা. নারাদ') অস্বীকৃত, অসম্মত, অসন্তুষ্ট। বি. নারাজি—অসম্মতি; অপ্রসন্নতা।

নারায়ণ—যিনি প্রলয়-সলিলে শয়ান ছিলেন, অথবা যিনি নরনারীর বা সর্বজীবের আশ্রয়স্থল; ভগবান; অন্তর্যামী পুরুষ। **নারায়ণক্ষেত্র**—গঙ্গাতীর। স্ত্রী. নারায়ণী—দুর্গা, লক্ষ্মী, গঙ্গা। **নারায়ণী সেনা**—শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যদল।

নারিকেল—(সং. নারিকেল; হি. নারিয়ল) সুপরিচিত বৃক্ষ ও তাহার ফল। বিণ নারিকেলী, নারকেলী (নারকেলী কুল; নারকেলী কপি)। **নারিকেল কাঠি**—ইহা দিয়া ঝাঁটা তৈয়ারি হয়। **নারিকেল কুরি বা কোরা**—নারিকেলের শাঁস আঁচড়াইয়া যে নরম চূর্ণ পাওয়া যায়। **নারিকেল তৈল**—নারিকেলের শাঁস হইতে প্রস্তুত তৈল। **নারিকেল ভস্ম**—কবিরাজী ঔষধ-বিশেষ। **নারিকেল মালা**—নারিকেলের খোলা অর্থাৎ শস্তের কঠিন আবরণ। **নারিকেলের চোখ**—নারিকেলের মালার গায়ের চিহ্ন-বিশেষ। **নারিকেলের ছাঁই**—গুড়-মিশ্রিত নারিকেল কুরি ভাজা-ভাজা করা, পিষ্টকে ব্যবহৃত হয়। **নারিকেলের ফোবল,-ফোপল,-ফোফল**—নারিকেলের ভিতরকার গোলাকার অঙ্কুর। **ঝুনা নারিকেল**—যে নারিকেলের ভিতর ও বাহির পাকিয়া গিয়াছে (বিপ.—ডাব নারিকেল)।

নারী—স্ত্রীলোক; পত্নী। **নারীজন্ম**—নারী-রূপে জন্ম। **নারীবিজিত**—স্ত্রৈণ। **নারী-দেশ**—নারী-প্রধান বা নারী-শাসিত দেশ। **নারীরত্ন**—স্ত্রীরত্ন, শ্রেষ্ঠা নারী। **নারী-স্বভাব**—নারীর মত কোমল স্বভাব, পৌরুষহীন স্বভাব। **পরনারী**—পরস্ত্রী।

নাল—নলের আকৃতির, পদ্ম প্রভৃতির ডাঁটা, মৃণাল; বন্দুকের চোঙ্গ (দোনালা)।

নাল—(আ. না'ল) ঘোড়া বলদ প্রভৃতির খুরে যে অর্ধচন্দ্রাকৃতি লৌহখণ্ড লাগানো হয়, horse-shoe। **নালবন্দী**—নাল লাগানোর কাজ।

নাল—(সং. লালা) লালা (নালানো—লালা ফেলা, লোভ করা); লোহিত, রক্তবর্ণ (গ্রাম্য)। **নালচ**—(সং. লালসা; হি. লালচ) লোভ (প্রাদেশিক—লালচ দ্রঃ)।

নালা—(সং. নাল) অল্প-পরিসর খাত, নর্দমা; চোঙ্গ।

নালায়েক—(ফা. নালায়েক) অযোগ্য, অকেজো, অপদার্থ।

নালি—নালা, নর্দমা, জল নির্গমনের পথ; পচা শোষযুক্ত ঘা, sinus; লালা (নালি ভাঙ্গা—মুখে ফেনা উঠা)।

নালিক, নালীক—বন্দুক প্রভৃতির মত প্রাচীন আগ্নেয়াস্ত্র (বৃহন্নালিক—কামান জাতীয় প্রাচীন আগ্নেয়াস্ত্র)।

নালিক—পদ্ম। স্ত্রী. নালিকা—পদ্মের নাল; নালিতা শাক।

নালিতা, নালতে—পাটশাক; শুষ্ক পাট-শাক (শুকিয়ে নালতে হয়ে গেছে)।

নালিম—(ব্রজবুলি) লালিমাযুক্ত, রক্তাভ।

নালিশ—(ফা. নালিশ) আবেদন, অভিযোগ, কাতর প্রার্থনা (খাতকের নামে নালিশ করা;

কারও সম্বন্ধে কোনও নালিশ নেই; দয়া করে যদি আমার নালিশ শোনেন)। **নালিশী**—নালিশ-সম্পর্কিত। **নালিশবন্দ্**—অভিযোগকারী।

নালী—নালা দ্রঃ; জল নির্গমনের সঙ্কীর্ণ পথ; নর্দমা; গভীর ক্ষত (নালী ঘা—sinus)।

নালীক—বাণ-বিশেষ; পদ্মের ডাঁটা।

নালীব্রণ—নালী ঘা।

নাশ—(নশ্+ঘঞ্) ধ্বংস (সর্বনাশ); ক্ষতি, হানি (অর্থনাশ); নিধন (বংশনাশ; প্রিয়নাশ); বিলোপ (বুদ্ধিনাশ)। **নাশক**—নাশকারী (দুর্গন্ধনাশক)। **নাশন**—বিনাশের কাজ; নাশক (বিঘ্ননাশন; শোকনাশন)। বিণ. নাশিত—বিনষ্ট, নিহত; নিরাকৃত। **নাশ্য**—নাশযোগ্য।

নাশ্তা—(ফা.) জলযোগ। (গ্রাম্য—নাস্তা)।

নাশ্পাতী—(ফা.) পার্বত্য ফল-বিশেষ।

নাশা—নাশক; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (সর্বনাশা, কুলনাশা; কর্মনাশা; বুদ্ধিনাশা)।

নাশী—নাশকারী, বিনাশক (দারিদ্র্য-দোষো গুণ-রাশি-নাশী)। স্ত্রী. নাশিনী (বাংলায় নাশীও ব্যবহৃত হয়—সর্বনাশী)।

নাস—(সং. ন্যাস) কেশের পারিপাট্য সাধন, চুল বাঁধা। **নাসবেশ**—চুল বাঁধা, শাড়ী পড়া ইত্যাদি; সাজ-সজ্জা।

নাস—নস্য, snuff। **জলের নাস**—নাক দিয়া জল টানা।

নাসত্য—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; ধ্রুব।

নাসদান,-নি—(সং. নস্যধানী) নস্যাধার; ডিবা।

নাসা—(নাস্+অ+আ) নাক, ঘ্রাণেন্দ্রিয়; দরজার উপরকার কাঠ; নাসিকার রোগ-বিশেষ (নাসা ভাঙ্গা—মাঝে মাঝে নাক দিয়া প্রচুর রক্তপাত হওয়া)। **নাসাজ্বর**—নাসার প্রকোপ-হেতু জ্বর। **নাসাপাক**—নাসিকার ক্ষত-বিশেষ। **নাসাপান**—নাক দিয়া জল টানিয়া পান। **নাসাবংশ**—নাকের উঁচু লম্বা মধ্যভাগ, bridge of the nose। **নাসারন্ধ্র**—নাকের ছিদ্র। **নাসাশোষ**—নাকের ভিতরে শুষ্কতা বোধ। **নাসিকা**—নাসা, নাক। **নাসিকজ্জন**—ঘুমাইলে যাহার নাক ডাকে। **নাসিকার্বুদ**—নাসিকার রোগ-বিশেষ।

নাস্তা—নাশ্তা দ্রঃ; জলযোগ; চাষী ও শ্রমিকদের সকালবেলাকার খাবার (পান্তা আর পেঁয়াজের নাস্তা)।

নাস্তাখাস্তা—(ফা. নিস্ত্+খাস্ত্) লণ্ডভণ্ড; অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত।

নাস্তানাবুদ—(ফা. নিস্ত্নাবুদ—অস্তিত্বহীন) দুর্দশার একশেষ; একান্ত লাঞ্ছিত বা বিপন্ন (নাস্তানাবুদ করা)।

নাস্তি—নাই; সত্তাহীন (তণ্ডুল নাস্তি); অবিদ্যমানতা; অস্তিত্বহীনতা (অস্তিনাস্তি শেষ করেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান—কান্তি ঘোষ)।

নাস্তিক—অবিশ্বাসী; যাহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করে না; ঈশ্বরে ও পরকালে অবিশ্বাসী, aethiest. নাস্তিকতা, নাস্তিক্য—নাস্তিকের ভাব অথবা মত; অবিশ্বাস (নাস্তিকা-বুদ্ধি)।

নাহক—(ফা.+আ.—না+হ'ক্') অন্যায় (নাহক কথা); অবিচার, ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চনা (হককে নাহক করা); অকারণে, অন্যায়ভাবে, মিছামিছি (নাহক কতগুলো টাকা নষ্ট হলো)।

নাহয়—তাহা না হইলে; অন্যথায় (সে যদি যায় ভাল, না হয় তুমিই যেয়ো)।

নাহি—নাই, স্নান করি (কাব্যে ব্যবহৃত)।

নি—উপসর্গ-বিশেষ, নিশ্চয়, নিষেধ অতিশয়, অভাব ইত্যাদি সূচক (নিদান, নিদারুণ, নিগ্রহ ইত্যাদি)।

নি—(ক্রিয়া) নাই, নেই (করিনি, যাইনি; তুমি কি দেখনি)।

নি—স্বর-সপ্তকে সপ্তম স্বর; প্রশ্নবোধক (তুমি নি কইতে পার?—পূর্ববঙ্গে)।

নিউমোনিয়া—(ইং. pneumonia) ফুসফুসের প্রদাহ।

নিংড়ানো, নিঙ্‌ড়ানো—পাকাইয়া অথবা চাপ দিয়া জল নিষ্কাসিত করা, জলাদির শেষ বিন্দু পর্যন্ত গ্রহণ করা (সন্ন্যাসীর জটা-নিংড়ানো জল; ভাণ্ডারে যা ছিল, সব নিংড়ে পাওয়া হচ্ছে)। বি. নিংড়ন, নিংড়ানি।

নিঃক্ষত্র, নিঃক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়হীন; যোদ্ধবিহীন

(নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব আনিব শান্তি শান্ত উদার —নজরুল।)

নিঃশক্তি—শক্তিহীন। **নিঃশঙ্ক**—শঙ্কাহীন, নির্ভয়। **নিঃশঙ্কচিত্তে**—কিছুমাত্র ভয় না করিয়া।

নিঃশব্দ—নীরব, শব্দহীন। বি. নৈঃশব্দ্য—নিঃশব্দতা, নীরবতা। **নিঃশব্দপদসঞ্চারে**—গমন কালে কিছুমাত্র পায়ের শব্দ না করিয়া।

নিঃশস্ত্র—অস্ত্রহীন বা অস্ত্রবলহীন (নিঃশস্ত্র প্রতিরোধ)।

নিঃশেষ—সম্পূর্ণ শেষ (নিঃশেষে পান করা)। বিণ. নিঃশেষিত—যাহা শেষ করা হইয়াছে বা ফুরাইয়া গিয়াছে (নিঃশেষিত ভাণ্ডার)।

নিঃশ্রেয়স—নিশ্চিত শ্রেয়ঃ, মুক্তি; মঙ্গল, বিজ্ঞান।

নিঃশ্বাস, নিশ্বাস—নাসিকায় গৃহীত শ্বাস (বিপ. —প্রশ্বাস); দীর্ঘশ্বাস (বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা রাবণ—মধু)। বিণ. নিঃশ্বসিত। বি **নিঃশ্বসন**—নিঃশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করা।

নিঃসংশয়—নিঃসন্দেহ। **নিঃসংশয়িত**—সংশয়-পরিশূন্য (নিঃসংশয়িত প্রমাণ)।

নিঃসঙ্কোচ—সঙ্কোচহীন, দ্বিধাহীন।

নিঃসঙ্গ—সঙ্গিহীন, একক, সম্পর্কহীন; নিস্পৃহ, উদাসীন। (বি. নিঃসঙ্গতা—একাকিত্ব; নির্জনতা)। **নিঃসত্ত্ব**—প্রাণিহীন (নিঃসত্ত্ব বন); তেজোহীন, বলবীর্যহীন।

নিঃসন্তান, নিঃসন্ততি—নির্বংশ; আঁটকুড়া। **নিঃসপত্ন**—শত্রুহীন, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। **নিঃসম্পর্ক, নিঃসম্বন্ধ**—সম্পর্ক-রহিত, যোগশূন্য। **নিঃসম্পাত**—গতিবিধিহীন; নিশীথ।

নিঃসম্বল—টাকাপয়সাহীন।

নিঃসরণ—ভিতর হইতে বাহির হওয়া। **নিঃসর্ত**—সর্তহীন, অহেতুক; অবাধ (নিঃসর্ত-ক্ষমা)।

নিঃসলিল—জলহীন। নিঃসহ—অসহ।

নিঃসহায়—সহায়হীন।

নিঃসার—সারহীন, অকিঞ্চিৎকর।

নিঃসারণ—বাহির করা, নিষ্কাসন। বিণ. নিঃসারিত—নিষ্কাসিত। **নিঃসীম**—সীমাহীন (নিঃসীম আকাশ; নিঃসীম শূন্য)।

নিঃসুপ্ত—গভীর নিদ্রামগ্ন। **নিঃসৃত**—বহির্গত। **নিঃস্নেহ**—স্নেহহীন; তৈলহীন।

নিঃস্পৃহ—আকাঙ্ক্ষাহীন ইচ্ছাহীন; উদাসীন।

নিঃস্পন্দ—নিশ্চেষ্ট, স্থির। **নিঃস্রব, নিঃস্রাব**—যাহা নিঃসৃত হয় (গৈরিক নিঃস্রাব) ভাতের ফেন। বিণ. নিঃস্রুত—ক্ষরিত। **নিঃস্ব**—নিঃসম্বল; নির্ধন। **নিঃস্বত্ব**—অধিকারহীন।

নিঃস্বন—ধ্বনি, নিনাদ; শব্দহীন, গর্জনহীন (নিঃস্বন মেঘ)। **নিঃস্বাদু**—স্বাদহীন।

নিঃস্বার্থ—যে নিজের লাভের কথা ভাবে না, যাহাতে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির চিন্তা নাই।

নিঁদ—(সং. নিদ্রা) নিদ্রা, তন্দ্রা (নিঁদ নাহি আঁখি-পাতে) (কাব্যে ব্যবহৃত)।

নিকট—[নি (নিকট)—কট্ (গমন করা) + অ] সমীপ, সান্নিধ্য (নিকটবর্তী); সন্নিহিত (নিকট মরণ); ঘনিষ্ঠ (নিকট জ্ঞাতি)। বি. নিকটতা, নৈকট্য।

নিকর—সমূহ, রাশি (নক্ষত্র নিকর); সমষ্টি, মোট (নিকর বাকী—যত খাজানা বাকী পড়িয়াছে তাহার সমষ্টি)। **নিকম্মা**—কম্ম দ্রঃ।

নিকষ—(নি—কষ্ + অ) কষ্টিপাথর (নিকষ-কৃষ্ণ—কষ্টিপাথরের মত কাল)। নিকষকুলীন নৈকষ্য দ্রঃ। **নিকষণ**—কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করা। বিণ. নিকষিত—নিকষে পরীক্ষিত (নিকষিত হেম)। **নিকষোপল**—কষ্টি-পাথর।

নিকা, নিকে—(আ. নিকাহ্—বিবাহ) বিধবা-বিবাহ অথবা তালাক দেওয়া স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ (নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি ঘরে রাখে—ভারতচন্দ্র)। **নিকাপড়ানো**—বিধিবদ্ধ ভাবে নিকা সম্পাদন।

নিকাট—জল বাহির করিয়া দিবার জন্য জমির আল প্রভৃতি কাটা। **নিকাট করা**—এরূপ আল আদি কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিয়া জমি শুষ্ক করা।

নিকানো—মাটি, গোবর প্রভৃতি দিয়া ঘরের পারিপাট্য সাধন; গৃহ মার্জনা করা।

নিকারী, নিকিরী—মুসলমান মৎস্য-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়।

নিকাল—(হি.)। **নিকাল দেও**—(অপমান করিয়া) বাহির করিয়া দাও; তেমনি, নিকাল যাও—বেরিয়ে যাও)।

নিকাশ,-স—(সং. নিষ্কাস) নির্গমন (জল-নিকাশের পথ); হিসাবের শেষ (হিসাব-নিকাশ—দেনা পাওনার চূড়ান্ত হিসাব); পরিশোধ, শেষ (নিকাশ করা); চূড়ান্ত ব্যবস্থা (দফা নিকাশ করা—পুরাপুরি শেষ করা বা নষ্ট করা; মারিয়া ফেলা)। **নিকাশী**—চূড়ান্ত হিসাব-সংক্রান্ত কাগজপত্র।

নিকুচি—(গ্রাম্য) নিকাশ, শেষ। **নিকুচি করা**—শেষ করা, চূর্ণবিচূর্ণ করা। (রাগিয়া, অথবা ভয় দেখাইবার জন্য বলা হয়)।

নিকুঞ্জ—(সং.) লতা-মণ্ডপ, বাগানে লতা-বেষ্টিত স্থান, bower। **নিকুঞ্জ-কানন**—নিকুঞ্জ-যুক্ত কানন। **নিকুঞ্জ-মন্দির**—বিলাস-ভবন।

নিকুম্ভিলা—লঙ্কার যজ্ঞস্থান ও মন্দির-বিশেষ, দেবীবিশেষ।

নিকৃন্তন—কর্তন, ছেদন, বিনাশ; বিনাশক (অরি-নিকৃন্তন)। **নিকৃন্তী**—স্ত্রী. নিকৃন্তিনী—বিনাশকারিণী (দৈত্য নিকৃন্তিনী)।

নিকৃষ্ট—(নি—কৃষ্‌+ক্ত) উৎকৃষ্টের বিপরীত, মন্দ, অপছন্দ, নীচ (নিকৃষ্ট বস্তু, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি—যে সব প্রবৃত্তির গতি আত্মস্বার্থ সাধন, স্বৈরাচার, ইত্যাদির দিকে)।

নিকেতন, নিকেত—[নি—কিত্‌ (নিবাসে) +অন] বাসস্থান; আশ্রম (শান্তি-নিকেতন)।

নিকেশ—(নিকাশ-এর কথ্য রূপ) শেষ, খতম (**দফা নিকেশ**—কাজ শেষ; চরম দুর্দশা, হার, লাঞ্ছনা ইত্যাদি সম্বন্ধে বলা হয়)।

নিকোচন—সঙ্কোচন, সঙ্কোচনযুক্ত ভঙ্গি (অক্ষি-নিকোচন—চোখ সঙ্কোচ করিয়া ইঙ্গিত করা)।

নিক্কণ—তীক্ষ্ণ ধ্বনি, বীণা প্রভৃতির শব্দ (বীণা-নিক্কণ; নূপুর-নিক্কণ)।

নিক্তি—স্বর্ণকারের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড (নিক্তির ওজনে—সূক্ষ্ম হিসাবমত)।

নিক্ষিপ্ত—(নি—ক্ষিপ্‌+ক্ত) যাহা নীচে অথবা দূরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে (নিক্ষিপ্ত আবর্জনা); যাহা ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে (নিক্ষিপ্ত বর্শা বা তীর); ন্যস্ত, বন্ধকরূপে স্থাপিত। বি. **নিক্ষেপ**—ফেলিয়া দেওয়া, ছুঁড়িয়া ফেলা; গচ্ছিত বা বন্ধকরূপে স্থাপন; মেরামতের জন্য শিল্পীকে দেওয়া। **নিক্ষেপণ**—নিক্ষেপ; স্থাপন। **নিক্ষেপক**—নিক্ষেপকারী। **নিক্ষেপী, নিক্ষেপ্তা**—বন্ধকদাতা। **নিক্ষেপ্য**—নিক্ষেপের যোগ্য; যাহা বন্ধক দেওয়া হইবে।

নিখনন—মাটিতে পোঁতা। বিণ. **নিখাত**—যাহা পোঁতা হইয়াছে, নিহিত (নিখাত শল্য); খনিত (নিখাত তড়াগ)।

নিখরচা—বিনা খরচে।

নিখর্ব—দশসহস্র কোটি সংখ্যা।

নিখাউন্তিয়া, নিখাউনে, নিখেকো—যে খায় না, যে খুব কম খায়। স্ত্রী. নিখাউনী। **নিখাউনী বউ**—যে বউ প্রকাশ্যে অতি কম খায়, কিন্তু গোপনে যথেষ্ট খায় (ব্যঙ্গে বলা হয়)।

নিখাদ—(সং. নিষাদ) স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর, নি; খাদহীন (নিখাদ সোনা)।

নিখিল—সর্ব, সমগ্র (নিখিল-ভারত কাটুনী-সঙ্ঘ); বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (নিখিলনাথ)।

নিখুঁৎ-খুঁত—(হি. নিখোট) যাহাতে কোন খুঁত নাই, নির্দোষ, সর্বাঙ্গসুন্দর (নিখুঁত সুন্দরী; নিখুঁত আয়োজন)। **নিখুঁতি**—মিষ্টান্ন-বিশেষ।

নিগড়—[নি—গড়্‌ (বন্ধন করা)+অ] লৌহ-শৃঙ্খল, যদ্দ্বারা হস্তীর পদ বন্ধন করা হয়, বেড়ী; কঠিন বন্ধন। বিণ. নিগড়িত—শৃঙ্খলিত।

নিগদ, নিগাদ—ভাষণ, উচ্চৈঃস্বরে উচ্চার্য বেদমন্ত্র। বিণ. নিগদিত।

নিগন্থ—জৈন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়-বিশেষ।

নিগম—বেদ (নিগম, আগম, বেদ ও তন্ত্র); শাস্ত্রবাক্য; ন্যায় শাস্ত্র; বাজার, মেলা, লোকালয়; নির্গমন, নির্গমন-পথ। **নিগমন**—ন্যায়ের (syllogism-এর) শেষ অবয়ব; নির্গমন।

নিগা, নেগা, নিগাহ—(ফা. নিগাহ্‌) দৃষ্টি, মনোযোগ (গরীবের প্রতি নেগা রাখবেন—গরীবের প্রতি করুণা-দৃষ্টি রাখবেন)। **নিগা-বান, নেগাবান**—তত্ত্বাবধায়ক, প্রহরী। বি. নেগাবানি (নেগাবানি করা—অভিভাবকের মত দেখাশুনা করা)।

নিগার—(ইং. Nigar) কালা আদমী (ঘৃণা-ব্যঞ্জক উক্তি—ড্যাম নিগার বলে গালি দেয়।

নিগূঢ়—[নি (সম্যক্‌)—গুহ্‌ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত]

সর্বসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত, অপ্রকাশ্য, রহস্যময়, গোপন, প্রকৃত (নিগূঢ় তত্ত্ব)।
নিগৃহীত—(নি—গ্রহ্+ক্ত) পীড়িত ; লাঞ্ছিত ; নিয়ন্ত্রিত।
নিগ্রহ—সংযম, শাসন (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ) ; নিপীড়ন, প্রহার, অপমান (অরিনিগ্রহ) ; তর্কে পরাজয়। **নিগ্রহ পুলিশ**—যে পুলিশের ব্যয়ভাররূপ নিগ্রহ দুর্দান্ত প্রজাদিগের উপরে চাপানো হয় (punitive police)। **নিগ্রহস্থান**—দুর্বল যুক্তি।
নিঘণ্ট—বৈদিক শব্দসংগ্রহ-বিশেষ ; সূচীপত্র।
নিচয়—[নি—চি (চয়ন করা)+অ] সমূহ, রাশি (কমল-নিচয়)। বিণ. নিচিত—সঞ্চিত, সংগৃহীত।
নিচুলক—বর্ম-বিশেষ।
নিচোল,-লী,-লা—উত্তরীয় ; বিছানার চাদর, আবরণ বস্ত্র। **নিচোলক**—কঞ্চুক, বর্ম।
নিছক—(হি. নিছক্কা) অবিমিশ্র, খাঁটি (সমালোচনার নামে নিছক গালাগালি)।
নিছনি, নিছুনি—(সং. নির্মঞ্ছন) আরতি, বরণ, বরণ-দ্রব্য, নৈবেদ্য, রূপলাবণ্য, একান্ত প্রিয় বস্তু, বেশবিন্যাস, বালাই, উপমা।
নিজ—[নি (নিয়ত)—জন্+অ] আপন, স্বকীয় (নিজ গুণে ক্ষমা কর) ; স্বাভাবিক। **নিজেকে**—আপনাকে। **নিজস্ব**—নিজের অধিকারভুক্ত, সম্পূর্ণ নিজের। **নিজে**—স্বয়ং। **নিজে নিজে**—একা একা।
নিজনা—(সং. নির্ঘোল) লাঙ্গলের মুঠে।
নিজাম—(আ. নিযা'ম) প্রধান শাসনকর্তা ; হায়দরাবাদের রাজার উপাধি। **নিজামত**—নিজামের পদ ; ফৌজদারী শাসন-বিভাগ। **নিজামত আদালত**—ফৌজদারী আদালত।
নিঝঞ্ঝাট, নির্ঝঞ্ঝাট—কোনো গণ্ডগোল নাই এমন, নির্বিবাদ। **নির্ঝঞ্ঝাটে**—নির্বিবাদে, কোনো গণ্ডগোলে না পড়িয়া।
নিঝুম, নিঝঝুম—নিস্তব্ধ, সাড়াশব্দহীন, নিঃস্পন্দ (নিশীথ নিঝুম রাতি)।
নিট্—(ইং. nett) খরচ-খরচা বাদে যাহা থাকে (নিট্ আয়) ; আসল, খাঁটি (নিট্ খবর)।
নিটনকাণ্ড—জমির পরিমাণ-অনুসারে নির্ধারিত খাজানা। **নিটন কালি**—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধযুক্ত দ্রব্যের কালি বা পরিমাণ।
নিটপিট—ঢিলেঢালা ভাব, দীর্ঘসূত্রতা। বিণ. নিটপিটে—ঢিলেঢালা, দীর্ঘসূত্রী।
নিটল—(সং.) ললাট। নিটলাক্ষ—শিব।
নিটিনটিনা,-নে—(টিনটিন ধ্বঃ) টিনটিনে, রোগা, কৃশ, খর্ব, চোখে ধরার মত নয়।
নিটিস নিটিস—টঙস টঙস ধ্বঃ—আস্তে আস্তে, লঘুপদে।
নিটোল, নিটাল—(সং. নিস্তল) টোলহীন, গোলগাল, সুবিকশিত ও লালিত্যপূর্ণ (নিটোল যৌবনকান্তি)।
নিঠুর—নিষ্ঠুর (কাব্যে ব্যবহৃত—এই করেছ ভাল নিঠুর, এই করেছ ভাল—রবি)। নিঠুরাই—নিষ্ঠুরতা (ব্রজবুলি)।
নিড়বিড়—নিটপিট, ঢিলেমি। **নিড়বিড়া, নিড়বিড়ে**—যে আস্তে আস্তে কাজ করে, (চট্‌পটের বিপরীত)।
নিড়ানো—(হি. নিরানা) শস্যক্ষেত্র হইতে তৃণাদি তুলিয়া ফেলা। **নিড়ানি, নিড়ানী**—নিড়ানোর কাজ, নিড়াইবার উপযুক্ত বিশেষ ধরণের কাস্তে।
নিডীন—উড়ন্ত পাখীর নিম্নাভিমুখী গতি। (বিপ.—উড্ডীন)।
নিত—নিত্য ; প্রতিদিন। **নিতকলঙ্কে**—নিষ্কলঙ্কে।
নিতম্ব—[নি—তন্ব্ (গমনে)] স্ত্রীলোকের কটির পশ্চাৎভাগ, পাছা ; পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ। **নিতম্ববতী, নিতম্বিনী**—যে নারীর নিতম্বদেশ প্রশস্ত, সুন্দরী ; নারী।
নিতল—অতল, অতিগভীর ; সপ্ত পাতালের অন্যতম।
নিতা—নিমন্ত্রণ (নিতা-নিমন্ত্রণ)।
নিতাই—নিত্যানন্দ, চৈতন্যদেবের বিখ্যাত সহকারী।
নিতান্ত—(নি—তম্+ক্ত) অতিশয়, অতিমাত্র (নিতান্ত অন্যায়) ; একান্ত (নিতান্ত আপনার জন) ; নিশ্চিত, অবশ্য (নিতান্তই যদি যেতে চাও)। **নিতান্ত পক্ষে**—খুব কম করিয়া হইলেও, অন্ততঃ (নিতান্ত পক্ষে একশ টাকা তো চাই-ই)।
নিতি—(সং. নিত্য) নিত্য। **নিতি নিতি**—প্রত্যহ (ঘটককে রাঙ্গা ঠোঁটে নিতি নিতি যায় জল আনে—শশাঙ্কমোহন)।

নিতুই—নিত্যই। **নিতুইনব**—নিত্যনূতন।

নিত্তি—(গ্রাম্য) নিত্য, প্রতিদিন, প্রাত্যহিক (নিত্তি মরায় কাঁদে কে)।

নিত্য—প্রত্যহ, সর্বদা, সব সময় (নিত্যকর্ম; নিত্য লাঞ্ছনা); সনাতন, শাশ্বত (তব নিত্যধর্মে কর জয়ী ক্ষুদ্র ধর্ম হতে—রবি); নিশ্চিত ধ্রুব, অবশ্যম্ভাবী। নিত্যকর্ম—প্রতিদিনের ধর্মকর্ম। **নিত্যকাল**—চিরকাল, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে (নিত্যকাল প্রবাহিত)। **নিত্যগতি**—বায়ু। **নিত্যনৈমিত্তিক**—প্রতিদিনের (নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার); নিয়মিত, কিন্তু নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত ধর্মকর্ম; পর্ব-শ্রাদ্ধাদি। **নিত্যপদার্থ**—যাহার বিনাশ নাই। **নিত্য-প্রলয়**—প্রতিদিনের প্রলয়; সুষুপ্তি। **নিত্য-বৃন্দাবন**—বৈষ্ণবের নিত্য আনন্দধাম, গোলক। **নিত্যবদ্ধ**—মায়ামোহে সতত-বদ্ধ, ঈশ্বরের প্রতি সর্বদা পরাঙ্মুখ। **নিত্যমুক্ত**—আদৌ মায়ামোহের অধীন নয়, একান্ত ভগবৎ-পরায়ণ; পরমাত্মা। **নিত্যযৌবন**—যাহাতে যৌবনের তেজ ও আনন্দ সর্বদা বিরাজমান। **নিত্যসমাস**—যে সমাসের ব্যাসবাক্যে সমস্যমান পদ দেখানো যায় না (যথা, দেশান্তর—অন্যদেশ)। **নিত্যশঃ**—সতত। **নিত্য-সঙ্গী,-সহচর**—যে কখনও সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হয় না (দুঃখ সুখের নিত্যসঙ্গী)। **নিত্য-হোম**—প্রত্যহ যে হোম করা হয়, অগ্নিহোত্র।

নিত্যানন্দ—যে সর্বদা আনন্দিত; নিত্যানন্দ নামে কয়েকজন বিখ্যাত পুরুষ বাংলা দেশে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চৈতন্যদেবের সঙ্গী নিত্যানন্দই সমধিক প্রসিদ্ধ।

নিথর—(নি+থির) নিস্পন্দ, আলোড়নহীন, স্তব্ধ; তরঙ্গরেখাহীন।

নিদ—(সং. নিদ্রা) নিদ্রা (কাব্যে ব্যবহৃত—'নিদ নাহি আঁখিপাতে')। **নিদমহলা**—নিদ্রিত পুরী।

নিদয়—নির্দয় (কাব্যে ব্যবহৃত)। স্ত্রী. নিদয়া।

নিদর্শক—নির্দেশকারী, সূচক। **নিদর্শন**—দৃষ্টান্ত (মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন); চিহ্ন (অরাজকতার নিদর্শন)। **নিদর্শনা**—অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **নিদর্শনী**—সূচীপত্র।

নিদাঘ—(নি—দহ্+ঘঞ্)—(যাহা নিয়ত সন্তপ্ত করে) গ্রীষ্মকাল; ঘর্ম; উত্তাপ। **নিদাঘকর**—প্রখরকিরণযুক্ত, সূর্য। **নিদাঘ-সলিল**—ঘর্ম।

নিদান—(নি—দা+অন) মূলকারণ, উৎপত্তিসূত্র, রোগের হেতু (রোগনিদান গ্রন্থ—Pathology); চরম, শেষ কথা, শেষ দশা (নিদানের পুঁজি—গ্রাম্য নিদেন); মৃত্যু-লক্ষণ। **নিদান কাল**—অন্তিম কাল। **নিদান পক্ষে**—অন্ততঃ, খুব কম করিয়া হইলেও। **নিদানবিদ্যা**—রোগের উৎপত্তি-বিষয়ক শাস্ত্র। **নিদানভূত**—মূল কারণস্বরূপ। (নিদেন দ্রঃ)।

নিদারুণ—অতি নিষ্ঠুর, অতি ভীষণ, দুঃসহ, অকরুণ, ('বিধি হৈল নিদারুণ')।

নিদিগ্ধ—যাহা বিশেষভাবে মাখানো হইয়াছে। স্ত্রী. নিদিগ্ধা—এলাচি।

নিদিধ্যাস—[নি—ধ্যৈ (ধ্যান করা)+স+অ] দেহাদি-জ্ঞানরহিত চিন্তা। **নিদিধ্যাসন**—ব্রহ্মের অবিচ্ছিন্ন ধ্যান।

নিদেন—(গ্রাম্য) নিদান, শেষ দশা (নিদেনের থিতি—নিদান কালের সম্বল)। **নিদেন করা**—বার্দ্ধক্য দশায় বা অন্তিম কালে সেবা-শুশ্রূষা করা। **নিদেন পক্ষে, নিদেন**—অন্ততঃ (নিদেন দুটো টাকা তো চাই-ই)।

নিদেশ—(নি—দিশ্+ঘঞ্) নির্দেশ, আদেশ, অনুমতি উক্তি। **নিদেশবর্তী**—আজ্ঞাবহ। **নিদিষ্ট**—নির্দেশপ্রাপ্ত, আদিষ্ট। **নিদেষ্টা**—নির্দেশদাতা। স্ত্রী. নিদেষ্ট্রী।

নিদ্রা—(নি—দ্রা+অ+আ) ঘুম; তন্দ্রা; অচেতন বা অভিভূত অবস্থা, সচেতনতার বিপরীত (নিদ্রিত জাতি)। **নিদ্রাকর্ষণ**—ঘুমের আবেশ, ঘুম পাওয়া। **নিদ্রাজনক**—যাহাতে ঘুম আসে। **নিদ্রাতুর**—নিদ্রার প্রভাবাধীন। **নিদ্রা-বিহীন**—সজাগ, সচেতন; নিদ্রা-সুখ-বিহীন ('নিদ্রাবিহীন রাতি')। **নিদ্রাভঙ্গ**—ঘুম ভাঙ্গা। **নিদ্রায়মান**—যে নিদ্রা যাইতেছে। **নিদ্রালু**—নিদ্রাশীল, নিদ্রাতুর। বিণ. নিদ্রিত—ঘুমন্ত; অচেতন। **নিদ্রা যাওয়া**—ঘুমানো; উদাসীন থাকা।

নিধন—(নি—ধা+অন) নাশ, মৃত্যু ('স্বধর্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ'); ধ্বংস (শত্রুনিধন); লগ্নের অষ্টম স্থান; প্রলয় (নিধনপতি—প্রলয়ের দেবতা, শিব)।

নিধান—(নি—ধা+অন) আধার, ভাণ্ডার, আশ্রয়

(করুণানিধান); মাটির নীচে পাওয়া ধন; সংরক্ষণ। **নিধেয়**—ন্যাসরূপে রক্ষিত হইবার যোগ্য।

নিধি—(নি—ধা+ই) আধার, পাত্র (গুণনিধি); গচ্ছিত ধন; মাটির নীচে পাওয়া অস্বামিক ধন; কুবেরের ধন-বিশেষ; মূল্যবান্ সম্পদ্, রত্নসদৃশ বস্তু (অমূল্য নিধি; রক্ষঃকুলনিধি)। **নিধি-নাথ**—কুবের।

নিধুবন—[নি (অতিশয়) ধুবন (কম্পন) যাহাতে] মৈথুন, রতিক্রিয়া।

নিধ্যান—বিশেষরূপে ধ্যান; দর্শন।

নিন, নেহানী—ছুতারের বাটালি, chisel।

নিনাদ, নিনদ—(নি—নদ্+অ) উচ্চ ধ্বনি; গর্জন। বিণ. নিনাদিত—ধ্বনিত, ঘোষিত, বাদিত।

নিনু—(ইং. linen) রেশমী কাপড়; নীচু, হেঁট।

নিন্দক—(নিন্দ্+ণক) নিন্দাকারী, কুৎসাকারী; অবজ্ঞাকারী (বেদ-নিন্দক)। **নিন্দন**—নিন্দা করা, অপবাদ দান। **নিন্দনীয়**—নিন্দার যোগ্য, গর্হিত (নিন্দনীয় আচরণ)।

নিন্দা—অপযশ, কুৎসা। **লোকনিন্দা**—লোকমুখে প্রচারিত নিন্দা। **নিন্দাবাদ**—অপযশ কীর্তন। **নিন্দাস্তুতি**—নিন্দা ও প্রশংসা (তিনি এখন নিন্দাস্তুতির ঊর্ধ্বে); ব্যাজস্তুতি। **নিন্দার্হ**—নিন্দার যোগ্য।

নিন্দা—নিন্দা করা। **নিন্দে**—নিন্দা করে।

নিন্দিত—আপত্তিকর, গর্হিত, দূষণীয়; যাহার নিন্দা করা হইয়াছে (অতি নিন্দিত ব্যক্তি); নিন্দক, তুলনায় মহত্তর (চম্পক-নিন্দিত বর্ণ)।

নিন্দুক—(সং. নিন্দক) নিন্দাকারী, অপযশ-কারী। **বিশ্বনিন্দুক**—যে সকলেরই নিন্দা করে, যাহার চোখে কেহই প্রশংসার যোগ্য নয়;

নিপাত—(নি—পত্+ঘঞ্) পতন; অধঃপতন; বিনাশ, নিধন (শত্রু নিপাত); উৎসন্ন, বিধ্বস্ত (নিপাত যাও); নিপাতন (ব্যাকরণের সূত্রানুসারে যে শব্দের উৎপত্তি হয় নাই)। **নিপাতন**—বধ, বিনাশ; ব্যাকরণ অনুসারে শব্দের উৎপত্তি না হওয়া। বিণ্. নিপাতিত—অধঃপাতিত, হত; ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে যাহা অপ্রসিদ্ধ, কিন্তু প্রচলিত। বিণ. নিপতিত—ভূপতিত, ভ্রষ্ট।

নিপান—(নি—পা+অন) পশুপক্ষীর জল পানের জন্য নির্মিত জলাশয়; চৌবাচ্চা; দুগ্ধদোহন-পাত্র। বিণ্. নিপীত—নিঃশেষে পীত, নিঃশেষিত।

নিপীড়ন—ক্লেশ দান, উৎপীড়ন, মর্দন। **নিপী-ড়ক**—উৎপীড়নকারী, অত্যাচারী। বিণ. নিপীড়িত—উৎপীড়িত, ক্লেশপ্রাপ্ত, মর্দিত।

নিপুণ—[নি—পুণ্ (শুভকর্ম করা)+অ] কুশল, পটু, দক্ষ, অভিজ্ঞ (নিপুণ শিল্পী)। বি. নিপুণতা, নৈপুণ্য।

নিব—(ইং. nib) কলমের ধাতু-নির্মিত মুখ। **নিব নিব**—নিবু নিবু দ্রঃ।

নিবদ্ধ—(নি—বন্ধ্+ক্ত) আবদ্ধ, বিন্যস্ত, নিবিষ্ট, এক স্থানে স্থির (দূর-নিবদ্ধ দৃষ্টি)।

নিবন—(সং. নির্বাণ) নিভিয়া যাওয়া। **নিবন্ত**—যাহা নিভিয়া যাইতেছে।

নিবন্ধ—(নি—বন্ধ্+অ) রচনা, প্রবন্ধ, সন্দর্ভ; উপায়, নিয়ম।

নিবন্ধন—হেতু, কারণে (বার্ধক্য-নিবন্ধন; কার্যনিবন্ধন)। **নিবন্ধনী**—যদ্দ্বারা বন্ধন করা হয় (নিবন্ধনী রজ্জু)।

নিবর্ত—(নি—বৃত্+অ) নিবৃত্ত, ক্ষান্ত। **নিব-র্তক**—যে নিবৃত্ত করে (বিপরীত প্রবর্তক)। **নিবর্তন**—নিবৃত্তি; প্রত্যাবর্তন; গতি পরি-বর্তিত হওয়া (নিবর্তন স্থান—বিশ্রাম স্থান, নদী যেখানে মোড় ফিরিয়াছে)। **নিবর্তনা**—নিষেধ। **নিবর্তিত**—নিবারিত, প্রত্যাবৃত্ত, নিরাকৃত।

নিবসতি—বসতি, বসবাস; বাসস্থান। **নিবসথ**—অবসথ, আবাস, বাসগ্রাম। **নিবসন**—বস্ত্র, গৃহ। **নিবসা**—বসবাস করা (কাব্যে ব্যবহৃত)।

নিবস্ত্র—বস্ত্রহীন, বিবস্ত্র।

নিবহ—(নি—বহ্+অ) সমূহ, রাশি।

নিবা, নিভা—নির্বাপিত হওয়া। **নিবানো, নিভানো**—নির্বাপিত করা; যাহা নির্বাপিত হইয়াছে (নিভানো অনল)।

নিবাত—বায়ুপ্রবাহহীন, নির্বাত। **নিবাত-নিষ্কম্প**—বায়ুপ্রবাহের অভাবহেতু স্থির। **নিবাত কবচ**—দুর্ভেদ্য কবচ; মহাপরাক্রান্ত অসুরদল-বিশেষ।

নিবাপ—পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি দান (নিবাপ-অঞ্জলি—তর্পণ, পিণ্ডদান প্রভৃতি)।

নিবারণ—(নি—বারি+অনট্) নিষেধ; নিরাকরণ (সুরাপান-নিবারণী সভা) বিণ. নিবারিত—নিষিদ্ধ প্রতিহত, নিরাকৃত। **নিবারণীয়**—নিবারণযোগ্য, নিবার্য।

নিবারিণী—অপনোদনকারিণী, নাশিনী (দুঃখ-তাপ-নিবারিণী)।

নিবাস—(নি—বস্+ঘঞ্) বসতি, বাসস্থান (নিবাস সপ্তগ্রামে)। **নিবাসী**—বাসকারী, বাসিন্দা। স্ত্রী. নিবাসিনী।

নিবিড়—[নি (নাই)+বিল (ছিদ্র)] নিশ্ছিদ্র, জমাট, গাঢ় (নিবিড় আলিঙ্গন); দৃঢ় (নিবিড় নীবিবন্ধ); ঘনসন্নিবিষ্ট, দুর্ভেদ্য (নিবিড় বন; নিবিড় মেঘ; নিবিড় রহস্য); গভীর (নিবিড় নিশীথ); সুগঠিত, স্থূল। বি. নিবিড়তা।

নিবিষ্ট—(নি—বিশ্+ক্ত) সংস্থাপিত, একাগ্র, অভিনিবেশযুক্ত (নিবিষ্ট-চিত্ত; সুর্যনিবিষ্ট দৃষ্টি); বিন্যস্ত (ঘন-সন্নিবিষ্ট)।

নিবু নিবু—নির্বাণোন্মুখ ('দীপ নিবু নিবু পবনে')।

নিবৃত্ত—[নি—বৃৎ (ক্ষান্ত হওয়া)+ক্ত] বিরত, যে পরিহার করিয়াছে (নিবৃত্ত-রাগ—সংসারে বীতস্পৃহ); প্রত্যাবৃত্ত। **নিবৃত্ত-প্রসবা**—যে স্ত্রীর সন্তান-প্রসব বন্ধ হইয়াছে। **নিবৃত্তাত্মা**—সংসারে বীতরাগ। বি. নিবৃত্তি, ক্ষান্তি, উপশম (ক্ষুন্নিবৃত্তি); বৈরাগ্য, অপ্রবৃত্তি (নিবৃত্তি-মার্গ); অবসান।

নিবৃন্ত—(নির্বৃন্ত) বৃন্তহীন।

নিবেদন—[নি—বেদি (জানানো)+অনট্] সসম্মানে জ্ঞাপন বা কথন (রাজসমীপে নিবেদন); যথাবিধি জ্ঞাপন (অ-রসিকে কবিত্ব নিবেদন); উৎসর্গ (আত্ম-নিবেদন; দেবতাকে নিবেদন); বিজ্ঞাপন। **নিবেদক**—জ্ঞাপনকারী, দরখাস্তকারী। বিণ. নিবেদিত—বিজ্ঞাপিত; উৎসর্গীকৃত। **নিবেদনীয়, নিবেদ্য**—নিবেদনের যোগ্য। **নিবেদি**—নিবেদন করি (কাব্যে)। **নিবেদনমিতি, নিবেদন ইতি**—শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে লিখিত পত্রে সমাপ্তি-সূচক কথা।

নিবেশ—(নি—বিশ্+অ) প্রবেশ (মনোনিবেশ) বাস, অবস্থান; বিন্যাস, সন্নিবেশ; বিবাহ; শিবির (সেনানিবেশ)। **নিবেশন**—প্রবেশ, শিবির, নগর-বিন্যাস। বিণ. নিবেশিত—স্থাপিত, বিন্যস্ত, নিবিষ্ট।

নিভ—[নি—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+অ] সদৃশ, তুল্য; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (দুগ্ধফেননিভ)।

নিভা—নিভিয়া বা নিবিয়া যাওয়া। **নিভন্ত**—যাহা নিভিয়া যাইতেছে, নির্বাণোন্মুখ। (নিভা দ্রঃ)। **নিভানো**—নিভাইয়া দেওয়া; নির্বাপিত।

নির্ভাঁজ—ভেজালহীন (নির্ভাঁজ সরিষার তৈল); পুরাপুরি (নির্ভাঁজ অন্যায়)।

নিভৃত—(নি—ভৃ+ক্ত) নির্জন, গুপ্ত, গূঢ়, অপ্রকাশিত (নিভৃত চিন্তা; হৃদয়ের নিভৃতে)।

নিম—(সং. নিম্ব) সুপরিচিত তিক্তফল ও তাহার গাছ। **নিমঝোল**—নিম-পাতার ফোড়ন দেওয়া ঝোল। **নিমতিতা, নিম-নিসিন্দা**—অতিশয় তিক্ত। **নিমফল**—ছোট ছেলেমেয়ের কটিভূষণ-বিশেষ।

নিম—(ফা. নীম—অর্ধ) অর্ধ, অল্প, প্রায় অনেকটা (**নিমরাজি**—অনেকটা রাজি)। **নিমখুন**—প্রায় খুন। **নিমমোল্লা**—অর্ধেক মোল্লা (অবজ্ঞার্থক—অর্ধশিক্ষিত 'মোল্লা; তেমনি, **নিমহাকিম**—আনাড়ি চিকিৎসক)।

নিমক, নেমক—(ফা. নমক—লবণ) লবণ, তাহা হইতে, গ্রাসাচ্ছাদন, সাহায্য ইত্যাদি (আপনাদের নুন-নিমক খেয়ে মানুষ, আমার দ্বারা কি আপনাদের ক্ষতি হতে পারে?) **নিমক-হারাম**—অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন, যে উপকারের প্রত্যুপকার করে না (বিপরীত—নিমক-হালাল)। বি. নিমকহারামি। **নিমকের চাকর**—বিশ্বাসী চাকর, প্রভুর ভালর দিকে যাহার বিশেষ দৃষ্টি। **নিমকদান,-দানী**—লবণ পরিবেশন করিবার ক্ষুদ্র পাত্র।

নিমকি,-কী—(ফা. নমকীন) লবণ-মিশ্রিত ও ঘিয়ে ভাজা ময়দার সুপরিচিত খাদ্য; লবণযুক্ত; লবণ-বিষয়ক (নিমকি মহল)। **নিমকিন** লাবণ্যযুক্ত (নিমকিন চেহারা)।

নিমগ্ন—(নি—মস্জ্+ক্ত) জলমগ্ন; আসক্ত; অভিভূত (শোকনিমগ্ন); নিবিষ্ট, অনন্যমনা (ধ্যাননিমগ্ন)। কাব্যে, নিমগন।

নিমজ্জন—(নি—মস্জ্+অনট্) ডুবিয়া যাওয়া; অবগাহন; ডুবাইয়া দেওয়া। বিণ. নিমজ্জিত—নিমগ্ন, ডুবানো। **নিমজ্জমান**—যে ডুবিয়া যাইতেছে।

নিমন্ত্রণ—(নি—মন্ত্র্+অনট্) ভোজনে

আহ্বান (নিমন্ত্রণ রক্ষা করা—এরূপ আহ্বানে অন্ততঃ উপস্থিত হওয়া); উৎসবাদি দর্শনের জন্য আহ্বান ; আমন্ত্রণ। বিণ. নিমন্ত্রিত। **নিমন্ত্রয়িতা**—নিমন্ত্রণকারী (নিমন্ত্রাতা অশুদ্ধ, শ্রুতিমধুরও নয়)। (গ্রাম্য অথবা কথ্য—নেমন্তন্ন, নেমতন্ন)। স্ত্রী. নিমন্ত্রয়িত্রী।

নিমা—(হি. নীমা) আধা আস্তিনের খাটো জামা ; মেয়েদের জামা-বিশেষ। নিমাস্তিন—আধা আস্তিনযুক্ত, হাতকাটা।

নিমাই—চৈতন্যদেবের ডাক-নাম।

নিমিখ—(সং. নিমিষ) নিমেষ, পলক (আঁখির নিমিখে—পলক ফেলিতে, কাব্যে ব্যবহৃত)।

নিমিত—দ্বেষ ও মোহ দূর করার জন্য বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত পাঁচটি উপায়।

নিমিত্ত—হেতু, কারণ, জন্য (তন্নিমিত্ত); উপলক্ষ, আলম্বন (অহং-বুদ্ধি-বর্জিত হও, নিমিত্ত-মাত্র হও); শুভসূচক বা অশুভসূচক লক্ষণ (দুর্নিমিত্ত); সাধনের অবলম্বন, instrument (নিমিত্তকারণ—বস্ত্রের নিমিত্তকারণ তাঁত); **নিমিত্তকাল**—নির্দিষ্টকাল। **নিমিত্তজ্ঞ**—দৈবজ্ঞ। **নিমিত্তের ভাগী**—নিজের কাজের ফলে নয়, ঘটনাচক্রে যে কোনও ব্যাপারের জন্য দায়ী হইয়া পড়িয়াছে।

নিমিষ, নিমেষ—[নি—মিষ্ (চক্ষুর পলক ফেলা) + ঘঞ্] পলক ফেলা (অনিমেষ ; নিমেষবিহীন · বিপরীত—উন্মেষ) ; চোখের পলক ফেলায় যে সময় লাগে, অতি অল্প কাল (নিমেষে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল)।

নিমীলন—(নি—মীল্ + অনট্) চক্ষু মুদ্রিত করা। বিপরীত—উন্মীলন। বিণ. নিমীলিত। **নিমীলিকা**—নিমীলন, নিদ্রা, ছল।

নিম্ন—(নি—ম্না + অ) অধোদেশ, নীচু, নাবাল, গভীর, অনুন্নত (সমাজের নিম্নশ্রেণী)। **নিম্নাবয়ব**—কটিদেশের নিম্নের অবয়বাদি। **নিম্ন-উন্নত**—উঁচুনীচু। **নিম্নগ**—নিম্নাভি-মুখী, কুপথগামী। **নিম্নপ্রবণ**—যার গতি নীচের দিকে। **নিম্নপ্রাথমিক**—নিম্নশিক্ষার প্রাথমিক স্তর, Lower Primary. **নিম্ন-লিখিত**—নিম্নে বর্ণিত।

নিম্ব, নিম্বক—নিমগাছ।

নিম্বাইৎ—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিশেষ।

নিম্বার্ক—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিশেষের প্রবর্তক। **নিম্বার্কী**—নিম্বার্ক-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ভুক্ত।

নিম্বু, নিম্বুক—[নিম্ব্ (সেচন) + উ] কাগজী নেবুর গাছ ও ফল। **নিম্বুক-পানক**—নেবুর পানা অর্থাৎ সরবৎ।

নিয়ৎ, নিয়ত—(আ. নীয়ত) উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় (নিয়ত ভাল নয়—অভিপ্রায় মন্দ)। **নিয়ত বাঁধা**—নামাজের সংকল্প-জ্ঞাপক বাণী উচ্চারণ করিয়া বাঁ হাতের পিছার উপরে ডান হাত ধরিয়া নামাজ পড়িতে শুরু করা।

নিয়ত—(নি—যম্ + ক্ত) নিয়ন্ত্রিত, বশীভূত (নিয়-তাত্মা—সংযত-চিত্ত); ক্রমাগত, সতত (নিয়ত পরিবর্তনশীল)। **নিয়তাশন**—ভোজন বিষয়ে যে নিয়ন্ত্রিত। **নিয়তেন্দ্রিয়**—জিতেন্দ্রিয়।

নিয়তি—(নি—যম্ + ক্তি) ভাগ্য, বিধিলিপি, দৈব।

নিয়ন্তা—(নি—যম্ + তৃচ্) পরিচালক, নিয়ন্ত্রণ-কারী, সারথি। স্ত্রী. নিয়ন্ত্রী। **নিয়ন্ত্রণ**—পরিচালন, শাসন, নিয়মন। বিণ. নিয়ন্ত্রিত—পরিচালিত, নিয়মিত, প্রশমিত, দমিত।

নিয়ম—(নি—যম্ + অ) প্রণালী, ধারা, ক্রম (কাজের নিয়ম এ নয়) ; ব্যবস্থা, বিধান (নিয়ম করা, অনিয়ম) ; ব্রত, সংযত আচরণ বা জীবন-ধারা (নিয়ম পালন) ; সূত্র, নির্ধারণ, rule (খেলার নিয়ম) ; অঙ্গীকার, সর্ত, (নিয়মানু-সারে একজন করিয়া লোক রাক্ষসের কাছে পাঠানো হইত)। **নিয়ম করা**—ব্যবস্থা করা; সর্ত করা। **নিয়ম-তন্ত্র**—বিশেষ বিধান অনু-যায়ী চালিত, constitutional (বিপরীত—স্বৈরতন্ত্র)। **নিয়মতন্ত্রবাদ**—নিয়মানুবর্তী রাজ্য-শাসন-নীতি। **নিয়মনিষ্ঠ**—শৃঙ্খলাবান্, ব্রতসংযমাদির অনুরাগী। **নিয়মপত্র**—চুক্তি। **নিয়ম পালন**—নিয়মানুযায়ী চলা, ব্রতসংয-মাদি পালন। **নিয়ম-বিরুদ্ধ**—রীতি-বিরুদ্ধ, ধারা-বিরুদ্ধ। **নিয়ম ভঙ্গ**—ব্রতসংযমাদির অন্যথাচরণ ; ব্রতসংযমাদি পালনের অবসান ; সর্ত ভঙ্গ ; রীতি-বিরুদ্ধতা। **নিয়ম লঙ্ঘন**—রীতির প্রতিকূলতাচরণ ; ব্রতসংযমাদি যথা-যথ ভাবে রক্ষা না করা ; স্বাস্থ্যের নিয়ম না মানা।

নিয়মন—নিয়ন্ত্রণ সংযত করা, নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া। বিণ. নিয়মিত—নিয়ন্ত্রিত, ধারা অনু-যায়ী, নির্দিষ্ট।

নিয়মাধীন—নিয়মের বশবর্তী। **নিয়মানু-**

বর্তন—নিয়মানুসরণ। বিণ. নিয়মানুবর্তী—নিয়মানুযায়ী।

নিয়মী—নিয়মপালনকারী। **নিয়ম্য**—নিয়ন্ত্রণযোগ্য, সংযম্য।

নিয়র—নিয়ড়, নিকট; (সং. নীহার) শিশির (নিয়রের পানি)। **নিয়র মেলানি**—সূক্ষ্ম বস্ত্র-বিশেষ (নিয়রে ভিজিলে ঘাসের সঙ্গে মিলিয়া যায়, এমন)। (গ্রাম্য—নিয়ের-ও বলে)।

নিয়াই, নেই, নেয়াই, নিহাই—(হি. নিহাঈ) কামারের দোকানে যে লৌহপিণ্ডের উপরে ধাতু পিটিয়া রূপ দেওয়া হয়, anvil।

নিয়াম—(নি—যম্+ঘঞ্) সংযমন, নিয়ন্ত্রণ, নিয়ম। **নিয়ামক**—নিয়ন্তা, পরিচালক, নিরূপক, নাবিক, পথ-প্রদর্শক (জল-নিয়ামক—পোত-চালক; স্থল-নিয়ামক—স্থলে পথ-প্রদর্শক)। **নিয়ামন**—নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন, দমন। বিণ. নিয়ামিত—নিয়ন্ত্রিত, চালিত।

নিযুক্ত—(নি—যুজ্+ক্ত) নিয়োজিত, কর্মে ভারপ্রাপ্ত, বহাল, ব্যাপৃত (স্বকর্ম সাধনে নিযুক্ত)। বি. নিযুক্তি—নিয়োগ।

নিযুত—দশ লক্ষ।

নিযোক্তা—নিয়োগকারী, প্রবর্তক, স্বামী।

নিয়োগ—(নি—যুজ্+ঘঞ্) কর্মে প্রবর্তন, বহাল করা; প্রয়োগ, ব্যবহার: পুত্রলাভের প্রাচীন পদ্ধতি-বিশেষ। **নিয়োগ-পত্র**—কোনও কর্মের ভার যে দেওয়া হইল তদ্বিষয়ক লেখ্য, appointment letter।

নিয়োগী—(গ্রাম্য—নেউগী) যাহাকে নিয়োগ করা হইয়াছে, অধিকার-প্রাপ্ত; সেকালের নগর ও গ্রামের পরিচালকের বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপাধি-বিশেষ। **নিয়োজক**—নিয়োগকারী, প্রবর্তক। **নিয়োজন**—বহাল করা, ভারার্পণ, অধিকার দান, আদেশ। **নিয়োজয়িতা**—নিয়োগ-কর্তা। বিণ. নিয়োজিত—নিযুক্ত, প্রবর্তিত। **নিয়োজ্য**—নিয়োগযোগ্য, যাহাকে কোনও কর্মে নিযুক্ত করা যায়, ভৃত্য।

নির্—উপসর্গ-বিশেষ, অভাব, আতিশয্য, নিশ্চয়তা ইত্যাদি জ্ঞাপক।

নিরংশ—অংশ অর্থাৎ উত্তরাধিকার-রহিত; পতিত ক্লীব, পঙ্গু, উন্মত্ত, অন্ধ ইত্যাদি যাহারা হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে পিতৃধনের অধিকারী নয়; সংক্রান্তি।

নিরংশী—নিরংশ (কুপুত্র বলে আমায় নিরংশী করেছে—রামপ্রসাদ)।

নিরংশু—জ্যোতিঃহীন, ঔজ্জ্বল্যহীন।

নিরক্ষ—বিষুব-রেখা। **নিরক্ষদেশ**—বিষুব-রেখার উপরে যে সব দেশের অবস্থিতি। **নিরক্ষান্তর**—বিষুব-রেখা হইতে দূরত্ব। **নিরক্ষবৃত্ত**—নিরক্ষ-রেখা, বিষুব-রেখা।

নিরক্ষর—যাহার অক্ষর-জ্ঞান নাই, যে লিখিতে পড়িতে জানে না; মূর্খ।

নিরগ্নি—যে বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিয়াছে, সাগ্নিকের বিপরীত।

নিরঙ্কুশ—যাহার জন্য কোনও বাধা নাই, স্বেচ্ছাচারী, অনিবার্য, স্বাধীন (কবিরা নিরঙ্কুশ—অর্থাৎ ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মের বশীভূত নয়, তাহাদের কল্পনা অবাধ)।

নিরঙ্গ—অঙ্গহীন। **নিরঙ্গ রূপক**—অর্থালঙ্কার-বিশেষ।

নিরঙ্গুল—অঙ্গুলিহীন; অঙ্গুলি হইতে বহির্গত (নিরঙ্গুল অঙ্গুরীয়)।

নিরজন—নির্জন (কাব্যে ব্যবহৃত)।

নিরঞ্জন—(যাহাতে কোনও অঞ্জন অর্থাৎ মল নাই) অকলঙ্ক, নির্দোষ; অবিদ্যাদোষশূন্য পরমাত্মা (নিরঞ্জন নিরাকার হৈল ভেস্ত অবতার—শূন্যপুরাণ); ধর্মঠাকুর; জলে প্রতিমা বিসর্জন (নীরাজন হইতে)। **নিরঞ্জনা**—পূর্ণিমা; দুর্গা।

নিরত—[নি (অতিশয়)+রত] নিযুক্ত, তৎপর, ব্যাপৃত (পাঠ-নিরত)। বি. নিরতি—অতিশয় অনুরক্তি।

নিরতিশয়—অতিশয়, প্রভূত, অতিরিক্ত।

নিরন্তর—নিরবচ্ছিন্ন, নিশ্ছিদ্র, অনবরত, নিত্য।

নিরন্ন—অন্নহীন, খাদ্যহীন, জীবিকাবর্জিত, ক্ষুধাতুর (নিরন্নের হাহাকার)।

নিরপরাধ—নির্দোষ, অপরাধশূন্য (বাংলায় নিরপরাধীও ব্যবহৃত হয়)। স্ত্রী. নিরপরাধা, নিরপরাধিনী।

নিরপেক্ষ—পক্ষপাতহীন, neutral (যুদ্ধে নিরপেক্ষতা); উদাসীন; অভিলাষহীন, প্রত্যাশাহীন (ফল-নিরপেক্ষ)। বি. নিরপেক্ষা—উদাসীনতা।

নিরবকাশ—নিরবচ্ছিন্ন; অবকাশহীন।

নিরবচ্ছিন্ন—ছেদহীন, নিরন্তর, ক্রমাগত (নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ ভয়াবহ)।

নিরবদ্য—অনবদ্য, অনিন্দ্য, নির্দোষ, বিশুদ্ধ। বি. নিরবদ্যতা।

নিরবধি—অন্তহীন, অবিচ্ছেদে, ক্রমাগত, অনবরত।

নিরবয়ব—যাহার অবয়ব নাই, নিরাকার (পরম ব্রহ্ম), পরমাণু, আকাশ।

নিরবলম্ব, নিরবলম্বন—অবলম্বনহীন, আশ্রয়হীন, উপায়হীন।

নিরভিমান—নিরহঙ্কার, আত্মাভিমানশূন্য। **নিরভিমানী**—নিরভিমান। স্ত্রী. নিরভিমানিনী।

নিরভ্র—মেঘশূন্য।

নিরমাণ—নির্মাণ; নির্মিত (হাত মুখ চোখ কান কুন্দে যেন নিরমাণ—কবিকঙ্কণ); নির্মাণ করা (নিরমিয়া, নিরমিতে, নিরমাই ইত্যাদি) (কাব্যে ব্যবহৃত)।

নিরম্বু—জলপানহীন (নিরম্বু উপবাস)।

নিরয়—[নির্ (নিকৃষ্ট) অয় (গতি)] নরক, মৃত্যুর পরে দণ্ডভোগের স্থান (নিরয়গামী—নরকের যাত্রী, পাপী)।

নিরর্থক—অকারণ, নিষ্প্রয়োজন, বৃথা।

নিরলস—নিরালস্য, শ্রমে অকাতর।

নিরশন—অভুক্ত, উপবাসী; অনশন।

নিরসন—[নির্ (বাহিরে)—অস্ (ক্ষেপণ করা) + অন] দূরীকরণ, নিরাকরণ, খণ্ডন (পূর্বমত নিরসন করা)। বিণ. নিরসনীয়—নিরসনযোগ্য।

নিরস্ত—(নির্—অস্ + ক্ত) ক্ষান্ত, বিরত (কোনো রকমে তাহাকে নিরস্ত করা গেল); দূরীকৃত; প্রতিহত, খণ্ডিত। **নিরস্তপাদপ**—বৃক্ষহীন।

নিরস্ত্র—অস্ত্রহীন। **নিরস্ত্র করা**—অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া, অস্ত্র ব্যবহার করিতে না দেওয়া।

নিরস্থি—যে-সব প্রাণীর শরীরে হাড় নাই।

নিরহঙ্কার—অহঙ্কারশূন্য, বিনীত; অহঙ্কারের অভাব। বিণ. নিরহঙ্কৃত। **নিরহঙ্কারী**—নিরহঙ্কার। বি. নিরহঙ্কারিতা।

নিরাকরণ—নির্ণয়, সমাধান; প্রতিকার, দূরীকরণ, নিবারণ, খণ্ডন। **নিরাকরিষ্ণু**—খণ্ডনকারী।

নিরাকাঙ্ক্ষ—আকাঙ্ক্ষাহীন, কামনাহীন, নিস্পৃহ, নির্লোভ। **নিরাকাঙ্ক্ষা**—আকাঙ্ক্ষারাহিত্য, নির্লোভতা, বৈরাগ্য।

নিরাকার—আকারহীন, অরূপ, পরব্রহ্ম।

নিরাকৃত—খণ্ডিত, দূরীভূত। বি. নিরাকৃতি—নিরসন, খণ্ডন।

নিরাতপ—রৌদ্রহীন, ছায়াময়। স্ত্রী. নিরাতপা—রাত্রি।

নিরানন্দ—আনন্দহীন, ফূর্তিহীন, বিষণ্ণ, অসুখী; নিরানন্দ ভাব, মনের ভার।

নিরানব্বই—(সং. নবনবতি) ৯৯ এই সংখ্যা। **নিরানব্বুয়ের ধাক্কা**—টাকা জমানোর লোভ; নিরানব্বই আছে আর এক হইলেই একশ হয়, চেষ্টা করিলে সহজেই সেই একশ এক হাজার হইতে পারে, এরূপ চিন্তা।

নিরাপথ, নিরাপদ—বিপদহীন, উপদ্রবহীন। **নিরাপদে**—নির্বিঘ্নে, কুশলে। **নিরাপত্তা**—নিরাপদ অবস্থা, নির্বিঘ্নতা।

নিরাভরণ—আভরণ বা অলঙ্কারহীন, কৃত্রিম সাজসজ্জা-বর্জিত (নিরাভরণ সৌন্দর্য)।

নিরাময়—[নির্ (নাই) আময় (ব্যাধি)] রোগশূন্য, আধি-ব্যাধিহীন, নিরাপদ, কুশলী।

নিরামিষ—আমিষ-বর্জিত, মৎস্যমাংস-বর্জিত খাদ্য (ভারতীয় মতে ডিম আমিষের অন্তর্গত, ইউরোপীয় মতে ডিম নিরামিষের অন্তর্গত)। **নিরামিষাশী**—নিরামিষভোজী। **নিরামিষ্য, নিরমিষ, নিরামিষ্যি, নিরামিষ**—নিরামিষ, ভোগের উপকরণ-বর্জিত ব্যবস্থা; ভোগে বঞ্চিত অথবা অনভ্যস্ত (ইয়ারের দলের ভাষা)।

নিরায়ুধ—অস্ত্রহীন।

নিরালম্ব—অবলম্বনহীন, আশ্রয়হীন, (নিরালম্ব শূন্য; নিরালম্ব জীবন)।

নিরালস্য—নিরলস, কর্মতৎপর, শ্রমশীল।

নিরালা—নির্জন, নিভৃত। **নিরালায়**—নিভৃতে, আপন মনে।

নিরাশ, নিরাশা—আশাহীন, প্রত্যাশাহীন, হতাশ (আশায় নিরাশ করা; নিরাশ হওয়া)।

নিরাশ্রয়—আশ্রয়হীন অবলম্বনহীন, অসহায়।

নিরাশ্বাস—আশ্বাসহীন, ভরসাহীন (নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে নিশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন—রবি)।

নিরাস—নির্—অস্ + ঘঞ্) প্রত্যাখ্যান, বর্জন, খণ্ডন; ক্ষালন। **নিরাসন**—খণ্ডন, দূরীকরণ।

নিরাসক্ত—অনাসক্ত, অনুরাগহীন, উদাসীন।

নিরাহার—উপবাসী, অভুক্ত; উপবাস। **নিরাহারী**—উপবাসী।

নিরিখ—(ফা. নির্‌খ্) দর, হার, খাজানার হার। **নিরিখবন্দী**—হার নির্ধারণ।

নিরিবিলি—নিরালা, নিভৃত; নিভৃতে, নির্ঝঞ্ঝাটে (নিরিবিলি দুদণ্ড বসবার জো নেই)।

নিরীক্ষক—নিরীক্ষণকারী, দর্শক। **নিরীক্ষণ**—দর্শন, যত্নসহকারে অবলোকন। **মাণ**—যে নিরীক্ষণ করিতেছে। **নিরীক্ষা**—অবলোকন; জ্ঞান। **নিরীক্ষিত**—অবলোকিত। **নিরীক্ষ্যমাণ**—যাহা নিরীক্ষণ করা যাইতেছে, দৃশ্যমান। **নিরীক্ষণ-পত্র**—বিবাহে পাকা দেখা।

নিরীশ্বর—ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, যে মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না; নাস্তিক। **নিরীশ্বরবাদ**—নাস্তিক্যবাদ। **নিরীশ্বর-বাদী**—নাস্তিক্যমতাবলম্বী।

নিরীহ—(ঈহা অর্থাৎ চেষ্টা রহিত) অহিংস্র, নিরুপদ্রব, নির্বিরোধ, শান্তশিষ্ট, গোবেচারা।

নিরুক্ত—(নির—বচ্‌+ক্ত) কথিত, ব্যাখ্যাত; বেদের ব্যাখ্যা-বিশেষ। **নিরুক্তি**—ব্যাখ্যান, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।

নিরুত্তর—উত্তরহীন, নির্বাক (অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর—রামমোহন); প্রতিবাদহীন।

নিরুৎসাহ—উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন, ভগ্নোৎসাহ।

নিরুৎসুক—নিরতিশয় উৎসুক, অতিশয় ব্যগ্র; ঔৎসুক্যবিহীন, কৌতূহলহীন, আগ্রহহীন।

নিরুদ্দিষ্ট, নিরুদ্দেশ—যাহার খোঁজখবর নাই, যাহার সন্ধান জানা যাইতেছে না (নিরুদ্দেশ হওয়া—দেশান্তরী হওয়া, নিজেকে লুক্কায়িত করা)। **নিরুদ্দেশ**—অজানা (নিরুদ্দেশের পানে—অজানার পানে, অনন্তের পানে)।

নিরুদ্ধ—(নি—রুধ্‌+ক্ত) অবরুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত (নিরুদ্ধ স্রোতোবেগ; বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠে); রুদ্ধ, বদ্ধ।

নিরুদ্যম—উৎসাহহীন, নিশ্চেষ্ট, মনমরা, জড়।

নিরুদ্বেগ—উদ্বেগহীনতা, স্বস্তি, শান্তি (দিনগুলো নিরুদ্বেগে কেটে যাচ্ছিল); উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা-বিহীন, স্বস্তিপূর্ণ। বিণ. নিরুদ্বিগ্ন—উদ্বেগরহিত, ভয় বা দুশ্চিন্তাবিহীন, স্বস্তিপূর্ণ (পল্লীর মানুষের নিরুদ্বিগ্ন মুখচ্ছবি তাকে আনন্দ দিত না)।

নিরুদ্যোগ—উদ্যমহীন, নিশ্চেষ্ট, আয়োজনহীন। **নিরুদ্যোগী**—নিশ্চেষ্ট, কর্মোদ্যমবিহীন।

নিরুপদ্রব—উপদ্রবহীন বা বিঘ্নহীন (নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা); অত্যাচার বা বলপ্রয়োগহীন, উৎপাতহীন (নিরুপদ্রব অসহযোগ)।

নিরুপম—উপমাহীন, অতুলনীয়। স্ত্রী. নিরুপমা—অপূর্ব, মনোহরা।

নিরুপাখ্য—যাহাকে আখ্যাত করা যায় না, পরব্রহ্ম; যাহার অস্তিত্ব নাই, আকাশ-কুসুম।

নিরুপাধি, নিরুপাধিক—বাহ্যপরিচয়শূন্য, শুদ্ধ, উদ্দেশ্যহীন, নির্গুণ।

নিরুপায়—উপায়হীন, অসহায়, অনন্যোপায়।

নিরূপক—(নি—রূপি+ণক) নিরূপণকারী, নির্ধারক।

নিরূপণ—নির্ধারণ, অবধারণ, নির্ণয়। বিণ. নিরূপিত—নির্ণীত, স্থিরীকৃত।

নিরেট—(সং. নির্দিষ্ট; হি. নিরাট) যাহা ফাঁপা নয়, দৃঢ়-সম্বদ্ধ (নিরেট পাষাণ); অতিশয় (নিরেট মূর্খ—সাধারণতঃ অবজ্ঞা প্রকাশে ব্যবহৃত হয়)। **নিরেট বাঁজা**—যে নারীর আদৌ সন্তান হয় নাই (বিপরীত—কাকবন্ধ্যা—একটি মাত্র সন্তানের জননী)।

নিরেস—(সং. নিরস) নিকৃষ্ট (নিরেস মাল—বিপরীত—সরেস)।

নিরোধ—আটক, নিগ্রহ, বন্ধন (ইন্দ্রিয়-নিরোধ); কারানিগ্রহ (সশ্রম নিরোধ); নিবারণ। **নিরোধন**—নিরোধ করা।

নির্গত —(নির্‌—গম্‌+ক্ত) বহির্গত, নিঃসৃত।

নির্গন্ধ—গন্ধহীন (নির্গন্ধ পলাশপুষ্প)।

নির্গম—বাহিরে গমন, নিষ্ক্রমণ (জলনির্গম); বহির্গমনের পথ; রপ্তানির স্থান: দুষ্প্রবেশ (নির্গম বন)। **নির্গমন**—নির্গম, বহির্গমন।

নির্গলন—চোয়ানো, ক্ষরণ। বিণ. নির্গলিত।

নির্গুণ—গুণহীন, কোন কাজের নয় (নির্গুণ সাপের কুলোপানা ফণা); জ্যাহীন (নির্গুণ ধনু); সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে স্থিত, পরব্রহ্ম (নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা)।

নির্গূঢ়—অতি গোপন; রহস্যাবৃত।

নির্গ্রন্থ—মায়াবন্ধনহীন; সংসারাসক্তিশূন্য, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-বিশেষ; বিদ্যাহীন, মূর্খ। **নির্গ্রন্থিক**—ক্ষপণক, উলঙ্গ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-বিশেষ।

নির্ঘণ্ট—সূচীপত্র।

নির্ঘাত—প্রবল বায়ুর আঘাতের শব্দ ; ঘূর্ণিবায়ু ; বিনামেঘে বজ্রাঘাত ; প্রবল আঘাত (অশনি-নির্ঘাত) ; মর্মপীড়াদায়ক, কঠোর ; নিশ্চিতই, অব্যর্থ (নির্ঘাত মরণ)। **নির্ঘাতন**—আঘাত করা ; আয়ুর্বেদানুসারে যন্ত্রকর্ম-বিশেষ।

নির্ঘোষ—(নির্—ঘুষ্ + ঘঞ্) উচ্চ ধ্বনি, গভীর নিনাদ (দুন্দুভি-নির্ঘোষ)।

নির্জন—জনহীন, নিরালা।

নির্জর—জরাবিহীন, অমর, দেবতা।

নির্জল—জলহীন, শুষ্ক, জলপান-বর্জিত (নির্জলা একাদশী)। **নির্জলা**—অবিমিশ্র (নির্জলা মিথ্যা)।

নির্জিত—বিজিত, পরাজিত, প্রতিহত ; জয়লব্ধ। বি. নির্জিতি।

নির্জীব—প্রাণহীন ; প্রাণশক্তিতে দুর্বল ; বীর্যহীন। বি. নির্জীবতা।

নির্ঝঞ্ঝাট—নির্বিবাদ।

নির্ঝর—(নির্—ঝৃ + অ) পর্বত হইতে অবতীর্ণ জলধারা, ঝর্ণা ; যাহার প্রবাহ অফুরন্ত (কবিতা-নির্ঝর)। স্ত্রী. নির্ঝরিণী।

নির্ণয়—(নির্—নী + অ) নির্ধারণ, সত্য নিরূপণ, সিদ্ধান্ত, ফয়সালা (সংখ্যা নির্ণয় ; কর্তব্য নির্ণয়)। **নির্ণয়পাদ**—মোকদ্দমায় বাদী-প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনিবার পর বিচারকের সিদ্ধান্ত। **নির্ণায়ক**—যিনি নির্ণয় বা নিরূপণ করেন, মীমাংসক। **নির্ণীত**—অবধারিত। **নির্ণেতা**—নির্ণয়কারক, বিচারক। স্ত্রী. নির্ণেত্রী। **নির্ণেয়**—যাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

নির্ণিক্ত—(নির্-নিজ্ + ক্ত) ধৌত, নির্মলীকৃত। বি. নির্ণিক্তি—নির্মলীকরণ, প্রক্ষালন। **নির্ণেজ**—রজক। **নির্ণেজন**—প্রক্ষালন, শোধন।

নির্দয়—দয়াহীন, কঠোর, নিষ্ঠুর ; সুকঠিন, দুঃসহ (নির্দয় পীড়ন)।

নির্দাবী—যাহার অধিকার কেহ দাবী করে না (নির্দাবী মাল)।

নির্দায়—দায় বা দায়িত্ব রহিত।

নির্দিশ্যমান—যাহার নির্দেশ বা উল্লেখ করা যাইতেছে। **নির্দিষ্ট**—নিধারিত, প্রদর্শিত, আদিষ্ট। **নির্দেশ**—প্রদর্শন, নিরূপণ (অঙ্গুলি নির্দেশ ; কর্তব্য নির্দেশ) ; উপদেশ, আদেশ, প্রদর্শিত কর্মপন্থা (গুরুর নির্দেশ) ; বর্ণনা (**নির্দেশ-পুস্তক**—বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বর্ণনা ইত্যাদি সম্বলিত পুস্তক, book of reference)। **নির্দেশক**—নির্দেশকারী, প্রদর্শক। স্ত্রী. নির্দেশিকা। **নির্দেশন**—নির্দেশ দান, প্রদর্শন। **নির্দেশনী**—যাহার দ্বারা নির্দেশ করা হয়। **নির্দেষ্টা**—নির্দেশক, পরিচালক। **নির্দেশ্য**—নির্দেশযোগ্য, কথনীয়।

নির্দোষ—দোষহীন, নিরপরাধ, আপত্তিকর-আচরণ-বর্জিত (নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ) ; কলঙ্কহীন, (নির্দোষ মুক্তা) ; ত্রুটিহীন, পূর্ণাঙ্গ (নির্দোষ আরোগ্য লাভ)। কথ্য ভাষায়—নির্দুষী, নির্দোষী। গ্রাম্য—নিদুষী (ব্যারাম নির্দুষী হয়ে সারেনি)।

নির্ধন—ধনহীন, বিত্তহীন (নির্ধন করা)। **নির্ধনতা**—দারিদ্র্য।

নির্ধার—(নির্—ধারি + অচ্) নির্ধারণ, ব্যবস্থাপক সভার বা তত্তুল্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। **নির্ধারণ**—নিরূপণ, অবধারণ, সিদ্ধান্ত। **নির্ধারিত**—নির্ণীত, নির্দিষ্ট, স্থিরীকৃত। **নির্ধার্য**—যাহা নির্ধারণ করিতে হইবে, নির্ণেয়।

নির্দ্বন্দ্ব—শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদিতে তুল্যবোধ (নির্দ্বন্দ্ব, নির্মম) ; নির্বিরোধ।

নির্ধর্ম—ধর্মহীন, পাপমতি।

নির্ধুত—(নির্—ধু (কম্পিত হওয়া) + ক্ত] বিকম্পিত ; তাড়িত, বর্জিত ; অপনীত ; বিগত ("নির্ধুত অধর-শোণিমা")।

নির্ধূম—ধূমহীন (নির্ধূম অগ্নি)।

নির্ধৌত—বিধৌত, নির্মলীকৃত।

নির্নিমিখ—নির্নিমেষ দ্রঃ। পলকহীন নেত্রে (নূতন উষার সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ—রবি)। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

নির্নিমেষ—নিমেষহীন, পলকহীন (নির্নিমেষ আঁখি,-নয়ন,-লোচন) ; অপলক দৃষ্টিতে ; দেবতা (যাহাদের চোখের পাতা পড়েনা)।

নির্বংশ—বংশহীন, সন্তানহীন ; অনুবর্তিবিহীন (তাহার নিন্দুকগণ কখনও নির্বংশ হইবে না)। **নির্বংশিয়া, নির্বংশে**—কথ্য ভাষায় ও গালিতে ব্যবহৃত হয়।

নির্বচন—ব্যাখ্যান, ব্যুৎপত্তি নিরূপণ ; নিরুত্তর ; জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা-বাক্য, enunciation।

নির্বন্ধ—(নির্—বন্ধ + অ) বিধান, ভবিতব্যতা (বিধির নির্বন্ধ) ; অনুরোধ, আগ্রহ, পীড়াপীড়ি

(নির্বন্ধাতিশয্য); অঙ্গীকার, প্রযত্ন, ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা, মনোযোগ ইত্যাদি অর্থেও পূর্বে ব্যবহৃত হইত—বিণ. নির্বন্ধিত। স্থিরীকৃত, ব্যবস্থিত।

নির্বর্ণন—নিরীক্ষণ, অবলোকন। বিণ. নির্বর্ণনীয় —অবলোকনযোগ্য) বিপরীত—অনির্বর্ণনীয়—অনবলোকনীয়।

নির্বর্তক—(নির্—বর্তি+ণক) সাধনকারী। নির্বর্তন—সম্পাদন। বিণ. নির্বর্তিত—সম্পাদিত।

নির্বল—বলহীন, তেজোহীন; সহায়সম্বলহীন (নির্বলের বল ধর্ম)।

নির্বহন—সমাপন; সমাপ্তি।

নির্বাক্—বাক্যহীন; নিঃশব্দ (নির্বাক্ বিস্ময়)।

নির্বাচক—যে নির্বাচন করে; ভোটদাতা, যে প্রার্থী নির্বাচন করে। **নির্বাচন**—নির্ধারণ, বাছাই করা (**যৌথ নির্বাচন**—বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রার্থী মনোনয়নের জন্য একসঙ্গে ভোট দান)। বিণ. নির্বাচিত। নির্বাচ্য—নির্ধারণ-যোগ্য, মীমাংসার যোগ্য।

নির্বাণ—[নির্—বা (প্রবাহিত হওয়া)+ক্ত] নির্বাপিত, দাহরহিত, শান্ত, মোক্ষপ্রাপ্ত (নির্বাণ দীপ; নির্বাণ মুনি); নির্বাপন, নাশ (নির্বাণহীন প্রদীপ তব—রবি); হস্তিস্নান; মোক্ষ; দুঃখ-বোধ, অজ্ঞান ইত্যাদির তিরোধান (নির্বাণ লাভ)। **নির্বাণী**—সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-বিশেষ। **নির্বাণোন্মুখ**—যাহা নিভিয়া যাইতেছে।

নির্বাত—বায়ুপ্রবাহহীন (নির্বাত প্রদেশ)।

নির্বাদ—নিন্দা, অপবাদ, অনাদর; নির্বিবাদ।

নির্বাপ—তর্পণাদি।

নির্বাপন—(নির্—বপ্+ই+অনট্) নিভাইয়া দেওয়া (দীপ নির্বাপন); বপন; বীজ ছড়ানো (নীতি-বীজ নির্বাপন); প্রশমন (দুঃখ নির্বাপন)। **নির্বাপয়িতা**—(নির্বাপক, নির্বাপণকারী, সন্তাপহারী, হননকারী। **নির্বাপিত**—যাহা নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছে বা নিভিয়া গিয়াছে।

নির্বারিত—বাধাহীন, অবারিত (যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়—রবি); উন্মুক্ত।

নির্বাসক—যে নির্বাসন দেয়। **নির্বাসন**—অপরাধের জন্য দেশ বা গৃহ হইতে বহিষ্করণ (সীতা নির্বাসন); বধ। বিণ. নির্বাসিত। **নির্বাসনীয়**—নির্বাসনযোগ্য।

নির্বাহ—(নির্—বহ্+ঘঞ্) সম্পাদন, কর্মের সমাপ্তি সাধন; প্রতিপালন, সংসারের খরচ চালানো (সংসার নির্বাহ হওয়া দুষ্কর)। **নির্বাহক**—যে নির্বাহ করে, সমাধাকারী। **নির্বাহন**—সম্পাদন, দিন গুজরান। স্ত্রী. নির্বাহিকা। বিণ. নির্বাহিত—নিষ্পন্ন।

নির্বিকল্প—[নির্ (নাই) বিকল্প (সংশয়) যাহাতে] সংশয়হীন, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় **নির্বিকল্প সমাধি**—অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্ব-ভেদরহিত চিত্তসংস্থান।

নির্বিকার—বিকারহীন, অবিচলিত হর্ষবিষাদাদি-জনিত চিত্ত-চাঞ্চল্য-শূন্য, উদাসীন, পক্ষপাতশূন্য, অপরিবর্তনীয়।

নির্বিঘ্ন—বিঘ্নহীন, নিরাপদ, কুশল। **নির্বিঘ্নে**—নিরাপদে, অনায়াসে।

নির্বিচার—বিচারহীন, বিবেচনাহীন। **নির্বিচারে**—বিচার না করিয়া; ওজর-আপত্তি না করিয়া (নির্বিচারে মানিয়া লওয়া); বাছাই বা ইতর-বিশেষ না করিয়া।

নির্বিণ্ণ—(নির্—বিদ্+ক্ত) নির্বেদযুক্ত, নিজের প্রতি যাহার ধিক্কার জন্মিয়াছে অথবা যে দুঃখে অভিভূত; সংসারে বীতস্পৃহ।

নির্বিন্ধ্যা—বিন্ধ্য পর্বত হইতে নির্গত নদী-বিশেষ।

নির্বিবাদ—যাহার কাহারও সহিত ঝগড়া-বিবাদ নাই; নির্দ্বন্দ্ব (কথ্য ভাষায়, নির্বিবাদী—যে ঝগড়া-বিবাদ এড়াইয়া চলে, নিরীহ)। **নির্বিবাদে**—বিবাদ-বিসম্বাদ না করিয়া, বাধা না পাইয়া।

নির্বিবেক—বিবেকহীন, ভালমন্দ বিচারহীন (নির্বিবেকীও ব্যবহৃত হয়)।

নির্বিরোধ—নির্বিবাদ। **নির্বিরোধে**—কোনও রূপ প্রতিবন্ধকতা না পাইয়া।

নির্বিশেষ—নির্বিভেদ; ইতর-বিশেষ-বিবেচনা-হীন। **নির্বিশেষে**—সমদৃষ্টিতে (জাতিধর্ম-নির্বিশেষে।

নির্বিষ—যাহার বিষ নাই (নির্বিষ সর্প); দুঃখ-ব্যথাহীন (ব্যথায় ব্যথায় নির্বিষ)।

নির্বিষয়—ইন্দ্রিয়ের অগোচর; বিষয়ে পরাঙ্মুখ; যাহা লক্ষ্যের অযোগ্য; বিষয়সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত।

নির্বীজ—বীজহীন; কারণহীন।

নির্বীর—বীরশূন্য (নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি

কেশরী—মধু)। স্ত্রী. নির্বীরা—অবীরা, পতিপুত্রহীনা।

নির্বীর্য—তেজোহীন, দুর্বল ; কাপুরুষ।

নির্বুদ্ধি—বুদ্ধিহীন ; বিবেচনাহীন (নির্বুদ্ধির মত কাজ করা) ; মূর্খ।

নির্বৃত—(নির্—বৃ+ক্ত) স্বস্তিপূর্ণ, সুখী। বি. নির্বৃতি—সুখ, সন্তোষ, আনন্দ ; মৃত্যু, অস্তগমন। **নির্বৃতিস্থান**—সুখের হেতু।

নির্বৃত্ত—(নির্—বৃৎ+ক্ত) সুসম্পন্ন। বি. নির্বৃত্তি—সম্পাদন, সমাপ্তি, প্রাপ্তি ; জীবনোপায়-রহিত, জীবিকাহীন।

নির্বেদ—খেদ, আত্মগ্লানি, অনুতাপ, বৈরাগ্য।

নির্বৈর—বৈরিভাব-বর্জিত, দ্বেষশূন্য।

নির্বোধ—জ্ঞানশূন্য, নির্বুদ্ধি, মূর্খ।

নির্ব্যাজ—ছলনাহীন, অকপট।

নির্ব্যাপার—নিরর্থক, অকারণ ; কর্মবিরত।

নির্ব্যূঢ়—(নির্—বি—বহ্+ক্ত) নিশ্চিত, প্রতিবন্ধকতাবিহীন, যথেচ্ছ ব্যবহারের ক্ষমতাযুক্ত (নির্ব্যূঢ় স্বত্ব)।

নির্ভয়—নিঃশঙ্ক, ভয়ভাবনাহীন ; অভয় (ভয়ে কব, না নির্ভয়ে কব ?)।

নির্ভর—ভরসা, আশ্রয়, অবলম্বন, আস্থা (তার কথা নির্ভরযোগ্য নয়) ; আকুল, তীব্র, অতিরিক্ত (বর্তমানে এই সব অর্থে তেমন ব্যবহৃত হয় না)। **নির্ভর রাখা**—ভরসা করা, সদয়তায় বিশ্বাস করা।

নির্ভীক—ভয়শূন্য, অসমসাহসিক, নির্ভীকচিত্ত, অকুতোভয়।

নির্ভুল—ভুল-ভ্রান্তি-হীন (নির্ভুল হিসাব) ; ত্রুটিহীন।

নির্মক্ষিক—যেখানে মাছি পর্যন্ত নাই, অতিশয় নির্জন।

নির্মঞ্ছন—[নির্—মনছ্ (আরতি করা)+অনট্] আরতি, বরণ ; দীপমালা, সজল পদ্ম ধৌতবস্ত্র, বিল্বপত্র, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম—এই সব দ্বারা যথাবিধি আরাধনা ; আরাধনার জন্য প্রয়োজনীয় উপহার।

নির্মৎসর—নিরহঙ্কার ; ঈর্ষাশূন্য।

নির্মন্থন, নির্মথন—অতিশয় মন্থন বা ঘর্ষণ (নির্মন্থন-জাত অগ্নি) ; হনন। **নির্মন্থ্য**—অরণি।

নির্মম—মমতাশূন্য, যে কাহাকেও আপন মনে করে না, ক্রূর ; হৃদয়-দৌর্বল্যহীন ('নির্মম নির্ভীক')।

নির্মল—মলহীন, অনাবিল (নির্মল চিত্ত) ; মেঘহীন (নির্মল আকাশ) ; অকলঙ্ক, নির্দোষ। **নির্মলা, নির্মলী**—ফল-বিশেষ, ইহার দ্বারা জল নির্মল করা হয়।

নির্মাণ—(নির্—মা+অনট্) রচনা, সৃষ্টি, প্রস্তুতকরণ ; মূর্তি।

নির্মাতা—নির্মাণকারী। স্ত্রী. নির্মাত্রী। **নির্মিত**—রচিত, গঠিত। **নির্মিতি**—রচনা, গঠন (নির্মিতি যুগ)।

নির্মাল্য—দেবতাকে নিবেদিত মাল্য-পুষ্পাদি, দেবতার প্রসাদ।

নির্মুক্ত—(নির্—মুচ্+ক্ত) বন্ধন-দশা হইতে মুক্ত, বিযুক্ত, ছাড়া পাওয়া (জ্যা-নির্মুক্ত ; পাশ-নির্মুক্ত) ; খোলস-ছাড়া সাপ। বি. নির্মুক্তি।

নির্মূল—যাহার মূল নাই, ছিন্নমূল, বিধ্বস্ত (শত্রু নির্মূল করা) ; ভিত্তিহীন ; অমূলক।

নির্মোক—(নির্—মুচ্+ঘঞ্) সাপের খোলস, বর্ম ; চর্ম ; আকাশ। **নির্মোচ্য**—যাহা মোচন করা যায়।

নির্মোক্ষ—নিঃশেষে মুক্তি।

নির্মোহ—যাহার মোহ নষ্ট হইয়াছে, অবিবেকরহিত।

নির্যাতন—(নির্—যাতি+অনট্) নিগ্রহ, পীড়ন, শত্রুতা-সাধন, লাঞ্ছনা। বিণ. নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত।

নির্যাস—[নির্—যাসি (নিষ্পীড়ন)+ঘঞ্] কাথ, সার, রস ; আঠা ; ঠিক, খাঁটি (নির্যাস কথা—গ্রাম্য—নিযাস) ; সিদ্ধান্ত।

নির্লজ্জ—লজ্জাহীন, বেহায়া।

নির্লিপ্ত—(নির্—লিপ্+ক্ত) যে কোনও বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়ায় না, সংস্রবশূন্য, উদাসীন (সংসারে নির্লিপ্ত)।

নির্লোভ—লোভহীন, অনাসক্ত।

নির্লোম—লোমহীন।

নিলয়—আলয়, আশ্রয় (প্রীতিনিলয় ; গুণ-নিলয়—গুণধাম)। **নিলয়ন**—লীন হওয়া, তিরোহিত হওয়া ; বাসস্থান, নীড়।

নিলাম, নীলাম—(হি. নীলাম) বস্তুর (সাধারণতঃ ঋণে আবদ্ধ বস্তুর অথবা সম্পত্তির) প্রতিযোগিতামূলক ক্রয়। **নিলাম ডাকা**—

নিলামে প্রতিযোগিতা করা। **নিলামী**—নিলামে ক্রীত ; যাহা নিলাম করিয়া বিক্রয় করা হইবে। **নিলাম খরিদা**—যাহা নিলামে কেনা হইয়াছে। **নিলাম জারী**—নিলাম করা হইবে, এই হুকুম জারী। **নিলামরদ**—নিলামের বিরুদ্ধে বিচারপতির বিধান।

নিলীন—(নি—লী+ক্ত) বিগলিত, লয়প্রাপ্ত, ডুবিয়া যাওয়া, মগ্ন (ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন, কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন—রবি)।

নিশপিশ—চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ইত্যাদি জ্ঞাপক (হাত নিশ্‌পিশ্‌ করছে—কিছু করার জন্য অথবা প্রহার দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে)।

নিশা—রাত্রি ; (জ্যোতিষে) রাশি-বিশেষ ; হরিদ্রা।

নিশাকর—চন্দ্র, কর্পূর, কুক্কুট। **নিশাকান্ত**—চন্দ্র। **নিশাগৃহ**—শয়নমন্দির। **নিশাগম**—রাত্রির আগমন। **নিশাজল,-তুষার**—শিশির। **নিশাত্যয়**—রাত্রির অবসান, প্রভাত। **নিশানাথ,-পতি**—চন্দ্র ; কোতোয়াল। **নিশাপুষ্প**—যে পুষ্প রাত্রিতে বিকশিত হয়, কুমুদ, রজনীগন্ধা। **নিশামণি**—চন্দ্র, কর্পূর। **নিশামুখ**—সন্ধ্যাকাল। **নিশার্ধ**—মধ্যরাত্রি।

নিশাচর—রাক্ষস, ভূত-পিশাচাদি, চোর, শৃগাল, পেচক। স্ত্রী. নিশাচরী—রাক্ষসী ; অভিসারিকা।

নিশাত—(নি—শো+ক্ত) সুতীক্ষ্ণ, শাণিত।

নিশান—(নি—শো+অন) শান দেওয়া, ধারাল।

নিশান—(ফা. নিশান) পতাকা (**নিশানবরদার**—পতাকাবাহী) ; চিহ্ন (**নিশানদার**—সনাক্তকারী) ; বাদ্য-বিশেষ। **নিশানা**—দাগ, লক্ষ্য। **নাম নিশানা নাই**—চিহ্নমাত্র নাই। **নিশানি**—চিহ্ন, অভিজ্ঞান।

নিশান্ত—রাত্রির শেষ প্রহর। **নিশান্ধ**—রাতকাণা। **নিশাপালন**—নিশিপালন দ্রঃ। **নিশাভাগ**—রাত্রিকাল ; মধ্যরাত্রি।

নিশারাতি,-রাত্র,-রাত্রি—গভীর রাত্রি।

নিশি,-শী—(সং. নিশা) রাত্রি, রজনী। **নিশিদিন**—দিবারাত্রি, সর্বদা, সর্বক্ষণ। **নিশিদিনমান**—সারা দিন ও রাত্রি। **নিশিজল**—নিশাজল। **নিশিগন্ধা**—রজনীগন্ধা। **নিশিপালক**—প্রহরী। **নিশিপালন**—রাত্রি জাগরণ, অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় রাত্রিকালে ভাতের পরিবর্তে লঘু ভোজ্য গ্রহণ। **নিশিভাগ**—নিশীথ।

নিশিত—শাণিত, ধারাল, তীক্ষ্ণ (নিশিত শর)।

নিশীথ—(নি—শী+থ) অর্ধরাত্র, গভীর রাত্রি। **নিশীথিনী**—নিশীথ, রাত্রি। **নিশীশ্বর**—কোতোয়াল।

নিশুতি—(সং. নিষুপ্ত) গভীর নিদ্রা ; গভীর রাত্রিকাল ; গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

নিশুম্ভ—দৈত্য-বিশেষ। **শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ**—শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধের মত ভয়াবহ সংঘর্ষ।

নিশ্চয়—(নির্—চি+অচ্‌) নিঃসন্দেহ, সুস্থির, ঠিকঠাক, অনড় (নিশ্চয় বাক্য ; নিশ্চয় করিয়া কহিল) ; নির্ণয়, অবধারণ। **নিশ্চয়তা**—সন্দেহাতীত ভাব, নির্ভরযোগ্যতা (সে যে কি করিবে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই) ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **নিশ্চায়ক**—নির্ণয়কারক। **নিশ্চিত**—অবধারিত (নিশ্চিত মরণ)।

নিশ্চল—অচল, স্থির, অচঞ্চল। **নিশ্চলাঙ্গ**—যে আদৌ নড়াচড়া করে না ; শিকাররত বক।

নিশ্চিন্ত—ভয়-ভাবনা-হীন, উদ্বেগ-রহিত। **নিশ্চিন্তে**—নিরুদ্বেগে, শান্ত মনে।

নিশ্চেতন—অজ্ঞান ; বোধহীন ; চেতনাহীন।

নিশ্চেষ্ট—চেষ্টাহীন, উদ্যমহীন, গতানুগতিক, স্বতঃস্ফূর্ত, প্রয়াসবর্জিত ; অলস। বি. নিশ্চেষ্টতা—উদ্যমহীনতা, জাড্য।

নিশ্ছিদ্র—যাহাতে ছিদ্র নাই ; ত্রুটিহীন।

নিশ্বসন—(নি—শ্বস্+অনট্‌) শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ। **নিশ্বসিত**—নিশ্বাস-বায়ু। **নিশ্বাস**—যে বায়ু নাসিকায় গ্রহণ করা হয় ; নিশ্বাস ও প্রশ্বাস (বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা রাবণ—মধু)।

নিষাদ—(নি—সদ্+ঘঞ্‌) চণ্ডাল, কিরাত, জেলে ; স্বরসপ্তকের সপ্তম স্বর, নিখাদ। স্ত্রী. নিষাদী। **নিষাদী**—আসীন, হাতীর সওয়ার ; মাহুত।

নিষিক্ত—(নি—সিচ্‌+ক্ত) বিশেষভাবে সিক্ত বা আর্দ্রীকৃত ; নিঃসৃত ; স্থাপিত। **নিষিঞ্চন**—সম্যক সিঞ্চন ; নিষেক।

নিষিদ্ধ—(নি—সিধ্‌+ক্ত) বিধিবহির্ভূত (নিষিদ্ধ খাদ্য ; নিষিদ্ধ পন্থা) ; নিবারিত, বাধাপ্রাপ্ত।

নিষুপ্ত—সুষুপ্ত, নিদ্রাভিভূত।

নিষূদন—(নি—সূদি+অনট্‌) বিনাশকারী (কেশিনিষূদন) ; হত্যা, বধ।

নিষেক—(নি—সিচ্‌+ঘঞ্‌) সিঞ্চন, ভিজাইয়া

দেওয়া, স্নান, ক্ষরণ ; গর্ভাধান। **নিষেচন** —ভিজাইয়া দেওয়া।

নিষেধ—(নি—সিধ্+ঘঞ্) নিবারণ, অননুমোদন, প্রতিষেধ (বিপ.—বিধি); নিষিদ্ধ (প্রবেশ নিষেধ)। **নিষেধক**—নিষেধকর্তা, নিবর্তক। **নিষেধ্য**—নিষেধের যোগ্য। **নিষেধন**—নিষেধ করণ। **বিধি-নিষেধ**—কি বৈধ এবং কি অবৈধ, তৎ সমুদয়। **নিষেধবিধি**—কি নিষিদ্ধ, সে সম্বন্ধে নির্দেশ।

নিষেবণ—(নি-সেব্+অনট্) পরিচর্যা, অর্চন, আচরণ, সেবন, গমন (তীর্থ নিষেবণ); উপভোগ। বিণ. নিষেবিত—সেবিত, অধ্যুষিত, অনুষ্ঠিত, অর্চিত। **নিষেবিতব্য**—সেবনীয়, আচরণীয়, উপভোগ্য। **নিষেবী**—উপভোক্তা।

নিষ্ক—প্রাচীন স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা-বিশেষ ; স্ত্রীলোকের সুবর্ণ-কণ্ঠাভরণ-বিশেষ ; মোহর গাঁথিয়া প্রস্তুত হার (নিষ্ককণ্ঠ); পদক।

নিষ্কণ্টক—কণ্টকহীন ; শত্রুহীন ; বিঘ্নরহিত (নিষ্কণ্টক রাজ্য)।

নিষ্কপট—কাপট্যহীন, সরল, কুটিলতাবর্জিত।

নিষ্কম্প—অকম্পিত, অচঞ্চল, স্থির (নিষ্কম্প পত্র)।

নিষ্করুণ—[নির্ (নাই) করুণ (করুণা) যাহার] নির্দয়, অকরুণ, অতি কঠোর, সমবেদনাহীন।

নিষ্কর্মা—কর্মহীন (নিষ্কর্মার মাথায় অনেক বাজে খেয়াল চাপে); অকর্মণ্য, কোনও কাজের নয়।

নিষ্কর্ষ—(নির্—কৃষ্+ঘঞ্) নিষ্কাশণ, নিঃসারণ (শাস্ত্রার্থ নিষ্কর্ষ করা); সার, তাৎপর্য ; প্রজাপীড়ন করিয়া খাজনা আদায়। **নিষ্কর্ষণ** —নিষ্কাশন, নিঙড়ান, সার বাহির করা, নিরাকরণ, দূরীকরণ।

নিষ্কল—অংশরহিত ; সম্পূর্ণ, নিরবয়ব (নিষ্কল পরব্রহ্ম) ; তেজোবীর্যহীন (দাঁড়াইলা বলী নিষ্কল—মধু)। স্ত্রী. নিষ্কলা—নীরজস্কা।

নিষ্কলঙ্ক—অকলঙ্ক, নির্দোষ, পবিত্র।

নিষ্কলুষ—নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ, নিষ্পাপ।

নিষ্কাম—কামনাবর্জিত, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, ভোগেচ্ছাশূন্য। **নিষ্কাম ধর্ম**—সর্বকামনাদি-বর্জিত শুদ্ধ ভগবৎ-প্রীতিতে নিবদ্ধ ধর্মকর্ম। **নিষ্কাম কর্ম**—ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম।

নিষ্কারণ—অকারণ ; অনাদি।

নিষ্কাশ,-স—(নিস্—কশ্+ঘঞ্) নির্গম, বহির্গমনের পথ ; বারান্দা ; বহিষ্করণ। **নিষ্কাশন**—বহিষ্করণ, সারগ্রহণ। বিণ. নিষ্কাশিত—বহিষ্কৃত, নিঃসারিত।

নিষ্কিঞ্চন—যাহার কিছু নাই, দরিদ্র ; যে বৈরাগ্যের উদয়-হেতু ধনাদি পরিত্যাগ করিয়াছে ; সর্ব-অভিমানবর্জিত ("নিষ্কিঞ্চন বিনে দেখা নাহি পায় আন")।

নিষ্কুল—নির্বংশ, সপিণ্ডরহিত ; অবয়ববিহীন ; অকুলীন। **নিষ্কুলীন**—অকুলীন, নিন্দিত-বংশজাত।

নিষ্কুষিত—(নির্—কুষ্+ক্ত) (খোসা ছাড়ানো, চামড়া ছাড়ানো (নিষ্কুষিত দাড়িম্ব ; নিষ্কুষিত কুক্কুট) ; ভিতরে খাওয়া ; ঘুণে ধরা (নিষ্কুষিত ধনু)।

নিষ্কৃতি—(নির্—কৃ+ক্তি) মুক্তি, নিস্তার, দায় হইতে অব্যাহতি।

নিষ্কোষ—কোষ-নির্মুক্ত, খাপ-খোলা। **নিষ্কোষণ**—খাপ হইতে বাহির করা। **নিষ্কোষিতব্য**—দূরীকরণযোগ্য। **নিষ্কোষিত**—নিষ্কোষ, যাহা খাপ হইতে বাহির করা হইয়াছে।

নিষ্ক্রম, নিষ্ক্রমণ—(নির্—ক্রম্+ঘঞ্) বহির্গমন ; শিশুর জন্মের চতুর্থ মাসে সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গমন-রূপ সংস্কার-বিশেষ।

নিষ্ক্রয়—(নিস্—ক্রী+অচ্) দ্রব্যমূল্য, ক্রয় বা বিক্রয়, বেতন, বিনিময়-দ্রব্য ; প্রত্যুপকার।

নিষ্ক্রান্ত—বহির্গত, প্রস্থিত (গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল)। **নিষ্ক্রামণ**—বাহিরে আনয়ন, নিঃসারণ (প্রাণ নিষ্ক্রামণ—প্রাণ বিসর্জন)।

নিষ্ক্রিয়—ক্রিয়াহীন, শক্তিহীন inactive, অকর্মণ্য, জড়। **নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ**—নিশ্চেষ্ট থাকার ফলে বাধা উৎপাদন, passive resistance।

নিষ্ঠ—(নি—স্থা+অ) নিরত, অনুরক্ত (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—কর্মনিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ)। **নিষ্ঠা**—দৃঢ় অনুরাগ, লাগিয়া থাকা, শ্রদ্ধা, অভিনিবেশ, একাগ্রতা (নিষ্ঠা ব্যতিরেকে সিদ্ধি অসম্ভব ; নিয়মনিষ্ঠা) ; ধর্ম-সম্পর্কিত আচরণে শ্রদ্ধা। বিণ. নিষ্ঠাবান্

—ব্রতে বা কর্মে অনুরক্ত ; শ্রদ্ধাশীল। স্ত্রী. নিষ্ঠাবতী। **নিষ্ঠিত**—অনুরাগে স্থিত, নিষ্ঠাবান্। **নিষ্ঠাকাষ্ঠা**—অতিশয় শ্রদ্ধা বা আস্থা।

নিষ্ঠীব, নিষ্ঠেব, নিষ্ঠীবন—(নি—ষ্ঠিব্ + অ) থুথু (নিষ্ঠীবন ত্যাগ—থুথু ফেলা)।

নিষ্ঠুর—(নি—স্থা + উর) নির্মম, কঠোর (নিষ্ঠুর বচন ; নিষ্ঠুর সত্য) ; ক্রূর ; তীব্র (নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষা সম—রবি)। বি. নিষ্ঠুরতা।

নিষ্পত্তি—(নির্—পদ্ + ক্তি) সমাপ্তি, মীমাংসা, সিদ্ধি, ফয়সালা, মিটমাট (মোকদ্দমা নিষ্পত্তি) ; নির্বাহ, সম্পাদন (বাঙ্‌নিষ্পত্তি—কথা সরা)। বিণ্. নিষ্পন্ন—সম্পন্ন, সমাপ্ত, সিদ্ধ।

নিষ্পাদক—(নির্—পাদি + ণক) সম্পাদনকারী। **নিষ্পাদন**—সম্পাদন। **নিষ্পাদিত**—নিষ্পন্ন। **নিষ্পাদ্য**—নিষ্পাদনীয়, সম্পাদনযোগ্য। **নিষ্পাদ্যমান**—যাহা সম্পাদিত হইতেছে।

নিষ্পাপ—পাপশূন্য ; পাপস্পর্শরহিত (নিষ্পাপ শিশু)। **নিষ্পাপী**—নিষ্পাপ।

নিষ্পি,-ষ্কি—(আ নিস্ফ্) অর্ধেক (নিষ্পি সম্পত্তি)।

নিষ্পিষ্ট—মর্দিত, দলিত (পদতলে নিষ্পিষ্ট)।

নিষ্পীড়ন—অতিশয় পীড়ন ; নিঙ্‌ড়ানো। বিণ. নিষ্পীড়িত।

নিষ্পেষক—নিষ্পেষণকারী। **নিষ্পেষণ, নিষ্পেষ**—চূর্ণ করা, দলিত করা, নিপীড়ন। বিণ. নিষ্পেষিত—নিষ্পীড়িত, দলিত, চূর্ণিত।

নিষ্প্রতিভ—ঔজ্জ্বল্যহীন ; প্রতিভাশূন্য।

নিষ্প্রদীপ—প্রদীপহীন, অন্ধকার (নিষ্প্রদীপ রাত্রি—black-out).

নিষ্প্রভ—দীপ্তিহীন, মলিন ; মর্যাদাহীন।

নিষ্প্রয়োজন—প্রয়োজনহীন, নিরর্থক ; উদ্দেশ্যহীন।

নিষ্প্রাণ—প্রাণহীন, উদ্যমহীন, মৃত। বি নিষ্প্রাণতা।

নিষ্ফল—নিরর্থক, ব্যর্থ ; ফলহীন (এই অর্থে বাংলায় নিস্ফলা বেশী প্রচলিত—নিস্ফলা গাছ) ; নাড়া (ধানের)।

নিষ্যন্দ, নিস্যন্দ—[নি-সন্দ্ (ক্ষরিত হওয়া) + ঘঞ্] ক্ষরণ, চোয়ানো, ঝরণ ; নির্ঝর (হিমাদ্রি-নিষ্যন্দ)। বিণ. নিষ্যন্দিত—ক্ষরিত। **নিষ্যন্দী**—ক্ষরণকারী (মধুনিষ্যন্দিনী বাণী)।

নিস্যূত—[নি—সিব্ (গাঁথা) + ত] সুন্দরভাবে

নিসর্গ—(নি—সৃজ্ + ঘঞ্) স্বভাব, প্রকৃতি, nature ; সৃষ্টি (নিসর্গের শোভা)। নিসর্গজ—স্বভাবজ, স্বাভাবিক। বিণ. নৈসর্গিক।

নিসাড়—সাড়াশব্দহীন, নিঃশব্দ ; অসাড়।

নিসাদল, নিশাদল—(ফা. নওশাদর্) লবণ-বিশেষ, নরসার।

নিসান—নিশান দ্রঃ। নিসানা—নিশান দ্রঃ।

নিসার—(হি. নিসার) দান, উৎসর্গ ; বাদশাহের উপরে কোনও অশুভ দৃষ্টির প্রভাব কার্যকর না হয় সেইজন্য থালায় যে মুদ্রা অথবা রত্ন রাখিয়া তাঁহার মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া সেই অর্থ বা রত্ন দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইত ; শিশুদের উপর হইতেও অমঙ্গল দূর করার জন্য এই প্রকার করা হয়, অর্থ ও রত্নের পরিবর্তে অনেক সময় চাউল ব্যবহার করা হয়। **জান নিসার করা**—জীবন উৎসর্গ করা।

নিসিন্দা—নিমের মত তিক্ত বৃক্ষ-বিশেষ (নিম তিতা, নিসিন্দা তিতা—অতিশয় তিক্ত বা বিস্বাদ)।

নিসূদক—(নি—সূদি + ণক) নিষূদক, ঘাতক, বিনাশক। **নিসূদন**—হনন, বধ ; বধকারী (কেশি-নিসূদন)।

নিসৃষ্ট—(নি—সৃজ্ + ক্ত) ত্যক্ত, নিক্ষিপ্ত (নিসৃষ্ট বাণ ; নিসৃষ্ট বজ্র) ; অর্পিত, নিযুক্ত।

নিসৃষ্টার্থ—(যাহা দ্বারা বার্তা প্রেরিত হয়), উত্তম বা বিচক্ষণ দূত ; উত্তম কারপরদার, তত্ত্বাবধায়ক। স্ত্রী. নিসৃষ্টার্থা—বুদ্ধিমতী ও কর্মকুশলা দূতী।

নিস্তন্দ্র, নিস্তন্দ্রি—তন্দ্রাহীন, সজাগ, নিরলস।

নিস্তব্ধ—নিশ্চল, গতিহীন, নীরব।

নিস্তরঙ্গ—তরঙ্গহীন, প্রশান্ত উদ্বেগহীন।

নিস্তরণ—(নির্—তৃ + অনট্) পার হওয়া, উদ্ধরণ, পরিত্রাণ।

নিস্তার—(নির্—তৃ + ঘঞ্) নিস্তরণ, পার গমন, উদ্ধার (এবার আর নিস্তার নাই)। নিস্তার পাওয়া—রক্ষা পাওয়া, অব্যাহতি পাওয়া। **নিস্তার বীজ**—তরণের অর্থাৎ মুক্তির উপায়।

বিণ. নিস্তীর্ণ—উদ্ধারপ্রাপ্ত। স্ত্রী. নিস্তারিণী—উদ্ধারকারিণী, দুর্গা।

নিস্তেজ, নিস্তেজাঃ—(সং. নিস্তেজাঃ) যাহার তেজ নাই, নিষ্প্রভ, বীর্যহীন, প্রভাবহীন, দুর্বল।

নিস্ত্রিংশ—ত্রিশ অঙ্গুলির অধিক দীর্ঘ খড়্গ (নিস্ত্রিংশী—এরূপ খড়্গধারী); ত্রিশের অধিক; নির্দয়, নিষ্ঠুর, ক্রূর।

নিস্ত্রৈগুণ্য—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ রহিত বা অতীত; নিষ্কাম।

নিস্পন্দ—(নির্—স্পন্দ্+অ) স্পন্দনরহিত, অকম্পিত, স্থির (নিস্পন্দ নয়নে); অসাড়।

নিস্পৃহ—স্পৃহাহীন, উদাসীন।

নিস্বন, নিস্বান—(নি—স্বন্+অ) ধ্বনি, শব্দ, গর্জন (নিঃস্বন দ্রঃ—জয় গুরুজীর হাঁকে শিখবীর সুগভীর নিঃস্বনে—রবি)।

নিহত—বিনাশিত। বি. নিহনন—হনন, বধ। **নিহন্তা**—বধকারী। **নিহন্যমান**—যাহাকে হনন করা হইতেছে। **নিহন্তব্য**—বধযোগ্য।

নিহিত—(নি—ধা+ক্ত) গূঢ়ভাবে স্থাপিত (অন্তর্নিহিত; গুহানিহিত তত্ত্ব); রক্ষিত; নিগূঢ়।

নিহিলিষ্ট—(ইং Nihilist) রাজনৈতিক বিপ্লবী সম্প্রদায়-বিশেষ।

নী—নেয়াই; বাংলা স্ত্রী-প্রত্যয় (কামারনী, কুমোরনী, মাষ্টারনী)।

নীক—(সং. নিক্ষা) নীকি, উকুন, গাড়ীর চাকার গভীর রেখা।

নীচ—(নি—চি+অ) নিম্ন (উচ্চনীচ); নিকৃষ্ট নীচকুলজাত); হেয়, প্রকৃতিতে নীচ, অধম, অসাধু, পাষণ্ড। **নীচগামী, নীচগ**—যাহার গতি নীচের দিকে। **নীচমনা**—নীচ প্রকৃতির, ক্ষুদ্রচেতা। **নীচযোনি, নীচযোনী**—নীচ জাতি, নিম্ন শ্রেণীর জীব; **নীচাসক্ত**—হীন বিষয়ে আসক্ত।

নীচু—নিম্ন (নীচু জমি), অবনত, হেঁট (মাথা নীচু করা—মাথা হেঁট করা, নতি স্বীকার করা)। **উঁচু মুখ নীচু হওয়া**—সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানের হানিকর ব্যাপার ঘটা। **নীচুতে**—নীচের জায়গায়, নিম্নে।

নীট—নিট দ্রঃ। **নীটমুনাফা**—খরচ-খরচা বাদে যে লাভ হয়।

নীড়—(নি—ঈড়্+ঘঞ্) পক্ষীর বাসা; বসবাসের স্থান (গিরিক্রোড়ে সুখাসীন লোকনীড়খানি—রবি) (**নীড়জ**—নীড়োদ্ভব, পক্ষী।

নীত—(আ. নিয়ত) মৎলব (নীত বড় ভাল নয়)।

নীত—(নী+ক্ত) আনীত, চালিত। **নীতার্থ**—স্পষ্ট অর্থ।

নীতবর—কোলবর (মুসলমানেরা কোল দামাদ বা কোলদামাদী বলে)।

নীতি—(নী+ক্তি) হিতাহিত বিবেচনা, হিতাহিত বিবেচনাপূর্ণ উপদেশ বা অনুশাসন (ধর্মনীতি, সমাজনীতি); শিষ্টাচার বিষয়ক সিদ্ধান্ত (নীতিজ্ঞান); কর্মধারা, কর্মসিদ্ধির উপায় (অর্থনীতি, রাজনীতি, শাসননীতি)। **নীতিকথা**—সুনীতি বিষয়ক বিবৃতি। **নীতি-কুশল**—কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ। **নীতিজ্ঞ**—নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **নীতিবিদ্যা**—নীতি বিষয়ক বিদ্যা। **নীতিবিরুদ্ধ**—সুনীতির বিরোধী। **নীতিমান**—নীতি আচরণকারী। **নীতিবিশারদ**—নীতিবিদ্যাবিদ্; রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিদ্যায় অভিজ্ঞ। **নীতিমার্গ**—নীতিনির্দেশিত পন্থা। **নীতিসম্মত**—নীতি অনুযায়ী।

নীধ্র—চক্রের নেমি বা বেষ্টন; চালের ছাঁইচ।

নীন—সূত্রধরের বাটালি-বিশেষ।

নীপ—কদম্ববৃক্ষ ও পুষ্প (নীপশাখে বাঁধ ঝুলনা—রবি)।

নীবার—(নি—বৃ+ঘঞ্) উড়িধান।

নীবি,-বী—[নি—ব্যে (আচ্ছাদন করা)+ই] কটিদেশে স্ত্রীলোকের বস্ত্রে যে গ্রন্থি দেওয়া হয়। **নীবিবন্ধ**—নীবির গ্রন্থি কটিবন্ধন (নীবিবন্ধে ঝুলিছে পিচকারি—রবি; তনু দেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা—রবি)।

নীবি—ব্যবসায়ের মূলধন; পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে শূদ্রের ব্যবহৃত কুশ-অঙ্গুরীয়।

নীয়মান—যে বা যাহা নীত হইতেছে। (নী+শানচ্)

নীর—[নির্ (নির্গত হয়)+র (বাড়বাগ্নি) যাহা হইতে] জল। **নীরজ**—জলজ; উদবিড়াল; পদ্ম। **নীরধর**—জলধর, মেঘ। **নীরধি, নীরনিধি**—সমুদ্র। **নীরপতত্রী**—হংসাদি জলচর পক্ষী। **নীররুহ**—পদ্ম।

নীরজস্ক, নীরজাঃ—ধূলিবিহীন (নীরজস্ক পথ); পরাগশূন্য (নীরজস্ক পুষ্প); রজোগুণের

প্রভাব হইতে মুক্ত। স্ত্রী. নীরজস্কা—রজোহীনা নারী।

নীরদ—(নীর—দা+অ) মেঘ (নীরদ-বরণ—ধূম্রবর্ণ); দন্তহীন।

নীরন্ধ্র—[নির্ (নাই) রন্ধ্র (ছিদ্র) যাহাতে] ছিদ্রহীন, নিবিড়, অবকাশহীন (নীরন্ধ্র মেঘ; নীরন্ধ্রভাবে আবৃত)।

নীরব, নিরব—শব্দহীন, নিস্তব্ধ, মৌনী, নিরুত্তর ('শত্রুপক্ষ এখন নীরব')। বি. নীরবতা।

নীরস—(নির্+রস) রসহীন, শুষ্ক, কর্কশ, মাধুর্যহীন (নীরস কচ্‌কচি), অরসিক। বি. নীরসতা, নীরসত্ব।

নীরাজন, নীরাজনা—যুদ্ধযাত্রাকালে অশ্বের পূজা-বিশেষ: দীপমালা, সজল পদ্ম ও তুলসী, বিল্বপত্রাদি দ্বারা যথাবিধি দেবতার আরতি।

নীরূপ—কুরূপ, অরূপ।

নীরেন্দ্র—সমুদ্র।

নীরোগ—(নির+রোগ) রোগহীন, স্বাস্থ্যপূর্ণ।

নীল—নীলগাছ, ইহা হইতে নীল প্রস্তুত হইত; নীলবর্ণ; রামায়ণোক্ত বানর-সেনাপতি; নীলগিরি; মণি-বিশেষ; নীলকণ্ঠ পাখী; নীলের চাষ বা নীলকর সাহেব (নীলের অত্যাচার)। স্ত্রী. নীলা, নীলী। **নীলকণ্ঠ**—শিব; পাখী-বিশেষ। **নীলকমল**—নীলপদ্ম। **নীলকর**—নীলের আবাদকারী ইউরোপীয় বণিক। **নীলকান্ত**—নীলমণি। **নীলগ্রীব**—শিব। **নীলকুঠি**—নীলের গাছ হইতে যেখানে রং উৎপাদন করা হইত। **নীলগঙ্গা**—হরিদ্বার অঞ্চলের গঙ্গার ধারা বিশেষ। **নীলগাই**—হরিণ-বিশেষ। **নীলগিরি**—দক্ষিণ ভারতের পর্বতশ্রেণী-বিশেষ। **নীলপটল**—নীলবর্ণ আস্তরণ। **নীলবৃষ**—সুলক্ষণযুক্ত বৃষ-বিশেষ। **নীলমণি**—বহুমূল্য প্রস্তর-বিশেষ; ইন্দ্রনীল; শ্রীকৃষ্ণ (সবে ধন নীলমণি—পরমধনস্বরূপ একান্ত আদরের সন্তান)। **নীলমাধব**—জগন্নাথদেব, বিষ্ণু। **নীলরাজি**—ব্যাপক নীলবর্ণ বা অন্ধকার। **নীললোহিত**—শিব; বেগুনে রং।

নীলক—ভ্রমর, তুঁতে দিয়া প্রস্তুত কাজল, কাচলবণ, নীললোহ।

নীলা—নীলা (গ্রাম্য, নীলেখেলা)। **নীলাঞ্জন**—তুঁতে। **নীলাব্জ**—নীলপদ্ম।

নীলাভ—ঈষৎ নীলবর্ণ। **নীলাম্বর**—নীলাকাশ, নীলবস্ত্র (নীলাম্বরী সাড়ী), বলরাম।

নীলাম্বু, নীলাম্বুধি—সমুদ্র।

নীলাম্বুজ—নীলপদ্ম। **নীলিকা**—নেত্ররোগ-বিশেষ; নীলের গাছ। **নীলিমা**—নীলবর্ণ।

নীলী—নীলবর্ণ, নীলগাছ। **নীলীরাগ**—গাঢ়-প্রণয়যুক্ত পূর্বরাগ-বিশেষ। **নীলীরোগ**—চক্ষুরোগ-বিশেষ। **নীলোৎপল**—নীলকমল। **নীলোপল**—নীলমণি।

নীহার—তুষার, বরফ (নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে—রবি)। **নীহারস্ফোট**—বৃহৎ বরফপিণ্ড, avalanche।

নীহারিকা—অতিদূর আকাশের নীহারপুঞ্জের মত নক্ষত্রসমষ্টি অথবা প্রজ্জ্বলিত বাষ্পকুণ্ডলীর সমষ্টি, nebula।

নুট—লুট, লুটাইয়া দেওয়া বাতাসা আদি (হরির নুট)।

নুড়নুড়, নুড়্‌নুড়—(নড়নড়) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বস্তুর শিথিলভাবে দোলনের সম্বন্ধে বলা হয়।

নুড়া, নুড়ো—শুষ্ক তৃণগুচ্ছ (নুড়োয় করে নেওয়া আগুন)।

নুড়ি—(সং. লোষ্ট্র; নোড়া) পাথরের টুক্‌রা ('নুড়ির বাধায় ঝরণার উচ্ছ্বাস')।

নুণ, নুন—(সং. লবণ) লবণ; ভরণপোষণ অথবা বিশেষ সাহায্য (নুন খাওয়া—ভরণপোষণ অথবা ভরণপোষণের জন্য বেতন অথবা তত্তুল্য উপকার লাভ করা)। **নুণের কাজ করা**—প্রাপ্ত উপকারের যোগ্য প্রতিদান দেওয়া। **নুণ-কটা, নুণখর**—কিছু বেশী লবণস্বাদযুক্ত। **নুণগুঁড়ানি**—নুনের গুঁড়ার মত ক্ষুদ্র জলবিন্দুযুক্ত বৃষ্টি, ইল্‌সে গুঁড়ুনি। **নুণমাটি**—লবণসহ মৃতদেহ সমাধি দেওয়া (বৈরাগীদের এইরূপে নুণমাটি দেওয়া হয়)।

নুদি—(সং. তুন্দি) ভুঁড়ি, পেটের চামড়ার চর্বি লাগার ফলে যে ভাঁজ পড়ে (নুদি লাগা, নুদি পড়া)। বিণ. নুদো—ভুঁড়িওয়ালা, নুদো-পেটা।

নুনিয়া—(সং. লাবণিক; প্রা. লণিয়া)। লবণ প্রস্তুতকারক জাতি-বিশেষ; পুরীর সমুদ্রপ্রিয় মাদ্রাজী জাতি।

নুরুড়ি,-ড়ী—যাহা নুরুড় করে; ছাগলের গলায় যে জট ঝুলিতে দেখা যায়।

নুয়া, নোয়া—নত করা বা হওয়া (মাথা নোয়ানো ; ডাল নুয়ে পড়েছে)। **শির নোয়ানো**—মাথা নত করা, গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। **নুয়ান, নোয়ানো**—নত করা।

নুয়া, নোয়া—লোহা, সধবার হাতের লোহার ভূষণ-বিশেষ (হাতের নোয়া অক্ষয় হোক)।

নুর, নুর—(আ. নুর) জ্যোতি, আলোক ; দাড়ি (গ্রাম্য)। **নুরে এলাহি**—দিব্য জ্যোতি, ঐশ্বরিক জ্যোতি। বি. নুরানী—জ্যোতির্ময়(নুরানী চেহারা—সৌম্যমূর্তি, স্বর্গীয় দীপ্তিযুক্ত মূর্তি)।

নুরী—তোতাজাতীয় পক্ষী-বিশেষ।

নুলা, নুলো—(হি. লুলা) খাবা ; যাহার হাত বিকল, ঠুঁঠা (কানাগোঁড়ানুলা)।

নূতন—(নব+তন) নবীন, সদ্যোজাত অথবা সদ্য প্রচলিত (নূতন পাতা, নূতন চলন ; নূতন যৌবন); অশ্রুতপূর্ব (আজ নূতন কথা শুনাইলে) ; টাট্‌কা (নূতন ঘি) ; অপ্রত্যাশিত, অবনিয়াদী (নূতন বড়লোক)। বি. নূতনত্ব, নূতনতা।

নূন—নুণ, লবণ।

নূপুর—পায়ের অলঙ্কার-বিশেষ, মঞ্জীর। **নূপুর-শিঞ্জিত**—নূপুরধ্বনি।

নৃ—(নী+ঋ) নর, পুরুষ, মনুষ্যজাতি (নৃতত্ত্ব)। **নৃকপাল**—মানুষের মাথার খুলি। **নৃকুল-বিদ্যা**—নরবংশ (race) সম্পর্কিত বিদ্যা ethnology। **নৃকেশরী**—মানুষের মধ্যে কেশরী সদৃশ ; নরসিংহ অবতার। **নৃতত্ত্ব**—মানুষের জন্ম ও ক্রমবিকাশ বিষয়ক শাস্ত্র anthropology। **নৃদুর্গ**—বহুশ্রেণীর বহু সেনার দ্বারা রক্ষিত স্থান। **নৃদেব**—রাজা। **নৃধর্ম**—মানবধর্ম ; মনুষ্যশোভন কর্ম। **নৃমণি**—নরশ্রেষ্ঠ, রাজা। **নৃভুক্**—নর-খাদক। **নৃমিথুন**—মনুষ্যের স্ত্রী ও পুরুষ। **নৃমুণ্ড**—মানুষের মাথা ; নরকপাল (নৃমুণ্ড-মালিনী)। **নৃমেধ**—নরমেধ। **নৃযজ্ঞ**—অতিথি-পূজা (পঞ্চমহাযজ্ঞ দ্রঃ)। **নৃলোক**—নরলোক, পৃথিবী। **নৃসিংহ, নৃহরি**—নৃকেশরী। **নৃসেনা**—পদাতিক সৈন্য।

নৃত্য—(নৃৎ+য) তালমানযুক্ত অঙ্গবিক্ষেপ (নাট্যবেদ দ্রঃ)। (নৃত্য সাধারণতঃ দুই প্রকারের—স্ত্রী-নৃত্যের নাম লাস্য, পুরুষের নৃত্যের নাম তাণ্ডব)। **নৃত্যগীত**—নাচ ও গান। **নৃত্যপর**—নৃত্যরত, যে নাচিতেছে (নৃত্যপরা তটিনী)। **নৃত্যপরায়ণ**—নৃত্যদক্ষ ; নৃত্যশীল। **নৃত্যপ্রিয়**—যে নাচিতে ভালবাসে ; মহাদেব। **নৃত্যশালা**—নাট্যশালা ; নাচঘর।

নৃপ—(নৃ—পা+অ) নরপালক, রাজা। **নৃপজা**—রাজকুমারী। **নৃপমণি**—শ্রেষ্ঠ নৃপতি। **নৃপতি**—রাজা ; শ্রেষ্ঠ। **নৃপাংশ**—রাজার প্রাপ্য কর ; রাজপুত্র। **নৃপাঙ্গন**—রাজসভা ; বিচারালয়। **নৃপাত্মজ**—রাজ-কুমার। **নৃপাসন**—সিংহাসন, ভদ্রাসন।

নৃশংস—[নৃ—শন্‌স্ (হিংসা করা)+অ] অতিশয় নিষ্ঠুর (নৃশংস হত্যাকাণ্ড)। বি. নৃশংসতা—ক্রূরতা।

নে—গ্রহণ কর্, ধর্ (তুচ্ছার্থে, অতি পরিচয়ে অথবা স্নেহার্থে) ; না (কথ্যরূপ—করিনে) ; থাকুক, আর কাজ নেই (নে তামাসা রাখ্)।

নেই—নাই (কথ্যরূপ) ; (সং. ন্যায়) বৃথা তর্ক (নেই করা)। **নেই-আঁকড়া, নেই-আঁকড়ে**—যে তর্ক করা ছাড়িতে চায় না। স্ত্রী. নেই-আঁকড়ী।

নেউগী—(সং. নিয়োগী) সেকালের উচ্চ রাজ-কর্মচারীর উপাধি-বিশেষ।

নেউল—(সং. নকুল) বেজি।

নেও—(সং. নেমি) বুনিয়াদ, foundation (নেওকাটা ; নেওগাড়া) ; নরম (নেও কাঁঠাল —বিপ. খাজা কাঁঠাল) ; গ্রহণ কর, নাও (কথ্যরূপ)।

নেওট, নেওটা—(স্নেহ ; নেহ ?) স্নেহের বশীভূত, অনুগত (বাপ-নেওটা ছেলে)।

নেওয়া—(সং. লেপ) পাতলা লেপ, প্রলেপ ["পানের বুকে চুণের নেওয়া" । **নেওয়া পাতি ডাব**—যে ডাবের ভিতরে পাতলা শাস হইয়াছে (সাধারণতঃ নেয়াপাতি বলা হয়)] ; আতাফল।

নেওয়া—লওয়া, গ্রহণ করা (ভার নেওয়া ; শোধ নেওয়া—প্রতিশোধ গ্রহণ করা)। **এক হাত বা এক চোট নেওয়া**—ক্ষমতা বা দক্ষতা বা বাহাদুরি দেখানো, কায়দায় পাইয়া অপমানাদি করা। **নেওয়ানো**—গ্রহণ করানো।

নেওয়াজ—(ফা. নবায) প্রতিপালনকারী, অনুগ্রহকারী। **গরীব নেওয়াজ**—গরীবের প্রতি সদয়, দীনদয়াল। **বান্দা নেওয়াজ**—ভৃত্যের প্রতি অনুগ্রহকারী। বি. গরীব নেওয়াজী—গরীবের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য।

নেওয়ার—(হি.) মোটা সূতার সাদা চওড়া ফিতা (নেওয়ারের খাট)।

নেং, নেঙ্—(সং. নঙ্গ; ফা. লঙ্গ) খঞ্জ, পা-ভাঙ্গা (নেংচানো); পা (নেঙে জোর নেই—পা চলেনা)। **নেং মারা**—বাধা দেওয়ার বা ফেলিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে পা বাড়াইয়া বাধা দেওয়া; লাফানো।

নেংচানো—খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলা (পায়ে চোট লাগার ফলে নেংচাচ্ছে)।

নেংটা, নেংটো, নেঙ্টা—উলঙ্গ, নগ্ন (নেংটো গা); আভরণহীন বা আসবাবপত্রহীন (চুড়ি ভেঙ্গে গেছে, হাতটা নেংটা নেংটা দেখাচ্ছে; ঘরখানা নেংটা নেংটা দেখাচ্ছে)।

নেংটি—(হি. লঙ্গোটি) কৌপীন (নেংটি পরা—কৌপীন পরিহিত; জীর্ণবাস-পরিহিত)। **নেংটি মারা**—কৌপীন পরা। গ্রাম্য—লেংটি।

নেংটি—ছোট ইঁদুর।

নেংড়া, নেঙ্গড়া—(সং. লঙ্গ; ফা. লঙ্গ্) খঞ্জ; সুস্বাদু আম-বিশেষ। **নেংড়ানো**—নেংচানো, খোঁড়াইয়া চলা।

নেংলা—লম্বা ও কৃশ; হেংলা।

নেকড়া—(সং. লক্তক) টেনা, ছেঁড়া কাপড়। **নেকড়ার আগুন**—যে আগুন সহজে নিভিতে চায় না, নাছোড়।

নেকড়িয়া, নেকড়ে—(সং. বৃক; হি. লকড়া) ব্যাঘ্র-বিশেষ, wolf।

নেক—(ফা. নেক) সু, ভাল, মঙ্গল। **নেক-নাম**—সুনাম। **নেক-নিয়ত**—সাধু উদ্দেশ্য; সাধু সঙ্কল্প। **নেক-নজর**—সুনজর, কৃপাদৃষ্টি; (ব্যঙ্গার্থে) অকরুণ। **নেকি-বদি**—ভাল-মন্দ।

নেকরা—(ফা. নখরা) ছলনা, কৌতুক, নেকামি। নখরা দ্রঃ।

নেকা, ন্যাকা—(ফা. নেক) যেন কিছুই জানে না বা বোঝে না, ভণ্ড (নেকা সাজা)। স্ত্রী. নেকী। বি. নেকামি।

নেকার, ন্যাকার—(সং. ওকার) বমি।

নেকার-নেকার—বমি-বমি (গা নেকার-নেকার করা)।

নেগা—(ফা. নিগাহ্) দৃষ্টি, লক্ষ্য (নেগা করা—লক্ষ্য করা, মনোযোগী হওয়া)। **নেগাবান**—রক্ষী, সদয়-দৃষ্টি-সম্পন্ন। **নেগা রাখা**—লক্ষ্য রাখা, কৃপা-দৃষ্টি রাখা।

নেঙুড়, নেঙ্গুড়—(সং. লাঙ্গুল) লেজ; লেজুড়, যাহা সঙ্গে সঙ্গে থাকে (এর সঙ্গে আবার নেঙুড় আছে)।

নেজ—লেজ, পুচ্ছ, লেজুড়; উপাধি (উপহাসে)।

নেজনা—(সং. নির্জোল) লাঙ্গলের মুঠে।

নেজা—(ফা. নেযহ্) বর্শা।

নেজামত—(ফা. নিয'মত্) নিজামতের অর্থাৎ প্রধান শাসনকর্তার দফতর, নিজামের পদ।

নেজুড়—লেজুড়, নেজ, কৃত্রিম লেজ (ঘুড়ির নেজুড়)।

নেট্—(ইং. net) জালের মত বোনা কাপড় (নেটের মশারি)।

নেটা—(হি. নেটা) যার বাঁ-হাত বেশী চলে, অর্থাৎ ডান হাতের কাজ সাধারণতঃ বাঁ হাত দিয়া করে, left-handed।

নেটানো—লতানো, নেতাইয়া পড়া।

নেটুয়া, নাটুয়া, নেটো—যে নাটক অভিনয় করে, নর্তক, যাহার আচরণ কৃত্রিমতাপূর্ণ অর্থাৎ ছলনাপূর্ণ।

নেঠা—লেঠা দ্রঃ; ঝঞ্ঝাট, ফ্যাসাদ, ছুতা।

নেড়া, ন্যাড়া—(সং. নগ্নাট) যাহার কেশ মুণ্ডন করা হইয়াছে; আভরণহীন, পত্রহীন (নেড়া বটগাছ); মুণ্ডিত-মস্তক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিশেষ (নেড়ানেড়ী)। **নেড়া-বোঁচা**—সাজসজ্জা-হীন, আভরণহীন। **নেড়ামুড়া**—পত্রহীন, সাজসজ্জাহীন। **নেড়াসিজ**—পত্রহীন তেশিরা-সিজ।

নেড়ি কুকুর—সাধারণ আপোষা কুকুর।

নেড়ীভেড়ী—নগণ্য লোক, যাহারা ধর্তব্যের মধ্যে নয় (এ নেড়ীভেড়ীর কর্ম নয়)।

নেড়ে—মুসলমানের প্রতি হিন্দুর অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি, (মুসলমানরা অনেকে মস্তক মুণ্ডন করিত, বোধ হয় তাহা হইতে)। **পাতি নেড়ে**—নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান (যেমন পাতিকাক, পাতিহাঁস ইত্যাদি—পাতি দ্রঃ)।

নেত—(সং. নেত্র) সূক্ষ্ম বস্ত্র-বিশেষ, পট্টবস্ত্র

(নেতের বসন, নেতের পাছড়া, নেতের পতাকা)।

নেতা—(নি+তৃ) নায়ক, পরিচালক, সর্দার, মন্ত্রণাদাতা (জাতির নেতা)। স্ত্রী. নেত্রী, পরিচালিকা (সভানেত্রী)।

নেতা—(সং. নক্তক) জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড; নেকড়া, কানি; ঘর নিকাইবার অথবা হাঁড়ির কালি মুছিবার বস্ত্রখণ্ড (হাঁড়িতে নেতা দেওয়া—রান্না হইয়া গেলে হাঁড়ির উপরের অংশ হইতে কালি-আদি মুছিয়া ফেলা)।

নেতা—(সং. জ্ঞাতি; লতা) জ্ঞাতি; সম্পর্ক। **নেতা-সূত্র**—জ্ঞাতিত্বের বা সম্পর্কের লেশমাত্র (নেতা-সূত্র যে যেখানে আছে, সবাইকে চাকরি দিতে হবে!)।

নেতাড়, নেতুড়—(হি. লগাতার) লেজুড়, একটির সহিত অন্য একটি সংলগ্ন হইয়া যাহা হয়। **নেতুড় মারা**—লেজুড় বা সংলগ্নতার ধারা শেষ করা, কোনও কাজ পরিষ্কার ভাবে চুকাইয়া দেওয়া। (গ্রাম্য—লেতুড়, লেতোড়)।

নেতানো—লতার মত অসহায়ভাবে মাটিতে লুটানো, নেতাইয়া পড়া; অবসাদগ্রস্ত হওয়া।

নেতি—লেতি, লাটিম ঘুরাইবার দড়ি।

নেতি—(ন+ইতি) ইহা নহে। **নেতি নেতি বিচার**—না, ইহা ব্রহ্ম নহে,—এই বিচার)। **নেতিবাচক**—নিষেধার্থক।

নেতৃত্ব—পরিচালনা (নেতৃত্বভার—পরিচালনার দায়িত্ব)।

নেত্র—(নী+ত্র—যদ্দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়) চক্ষু; তিন সংখ্যা (তিনে নেত্র); (সংস্কৃতে নেত্র অর্থে নেতা, পথ, রথ, জটা, সূক্ষ্ম বস্ত্র ইত্যাদিও বুঝায়, কিন্তু বাংলায় এ সবের প্রয়োগ নাই)। **নেত্রকোষ**—নেত্রপটল। **নেত্রগোচর**—দৃষ্টিগোচর। **নেত্রচ্ছদ**—চোখের পাতা, নেত্রপক্ষ্ম। **নেত্রজল,-বারি**—অশ্রু। **নেত্রপল্লব**—চোখের পাতা। **নেত্রপাত**—দৃষ্টিপাত। **নেত্রমল**—চোখের পিচুটি। **নেত্রযোনি**—ইন্দ্র। **নেত্ররঞ্জন**—কাজল, সুরমা, নয়নের প্রীতির বিষয়। **নেত্ররোম**—চোখের রোম। **নেত্রস্তম্ভ**—চক্ষুর উন্মীলন নিমীলন ক্ষমতার রাহিত্য। **নেত্রবন্ধ**—চোখ-বাঁধা খেলা বা কাণামাছি খেলা। **নেত্রাঙ্গ**—অপাঙ্গ। **নেত্রোৎসব**—নয়নের পরম আনন্দকর। **নেত্রৌষধ**—চক্ষুরোগের ঔষধ।

নেদিষ্ঠ—ঘনিষ্ঠ। **নেদীয়ান্**—নিকটতর।

নেপথ্য—(নেপথ+য—নায়কের চিত্ত বিনোদনের পন্থা) প্রসাধনের দ্বারা বর্ধিত দেহশোভা; প্রসাধন; অলঙ্কার; অভিনেতা-অভিনেত্রীর বেশ-বিন্যাসের স্থান; নাট্যমঞ্চের অন্তরালবর্তী স্থান। **নেপথ্যবিধান**—বেশবিন্যাস, অভিনয়ের পূর্বে সাজগোজ।

নেপাল—(সং. নৃপাল) হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য দেশ-বিশেষ; বাংলা নাম।

নেবড়ানো—জড়ানো, মাখানো।

নেবু—(সং. নিম্বু; লেবু দ্রঃ) সুপরিচিত অম্লফল ও তাহার গাছ। **কমলানেবু**—সুপরিচিত ফল। **কাগজী নেবু**—কিছু লম্বা আকৃতির ছোট নেবু। **গোঁড়া নেবু**—বড় রসবহুল অত্যন্ত টক নেবু। **নারাঙ্গি নেবু**—কমলা নেবু। **পাতি নেবু**—গোলাকার ছোট নেবু। **বাতাবি নেবু**—যথেষ্ট বড় ও খোসা-পুরু অম্ল ফল-বিশেষ।

নেমতন্ন, নেমন্তন্ন—(গ্রাম্য বা কথ্য) নিমন্ত্রণ দ্রঃ; (নেমন্তন্ন করা, নেমন্তন্ন-বাড়ী, ইত্যাদি)। **নেমন্তন্নে**—নিমন্ত্রিত; নিমন্ত্রণকারী।

নেমাজ—নমাজ দ্রঃ।

নেমি, নেমী—(নী+মি) চাকার পরিধি (চক্রনেমি)। **নেমিবৃত্তি**—চাকার পরিধির মত ঘূর্ণিত হওয়া, একই ভাবে আবর্তন।

নেয়, নেয়ো—(নেও দ্রঃ) রসাল, নরম (নেয় কাঠাল—বিপরীত, খাজা কাঠাল); লাউয়ের মত (নেয়ো পেটা—যাহার পেট লাউয়ের মত)।

নেয়া—লওয়া, নেওয়া, গ্রহণ করা (মন দেয়া-নেয়া অনেক করেছি—রবি)। **নেয়ানো**—লওয়ানো।

নেয়ামৎ,-ত—(আ. নে'মত) অনুগ্রহ, স্বর্গীয় দান, ঐশ্বর্য, আরাম, সুস্বাদু খাদ্য (বাপ মায়ের স্নেহ এক নেয়ামৎ; আল্লার হাজার নেয়ামৎ ভোগ করছ, কিন্তু কৃতজ্ঞ নও)।

নেয়ার্থ—যে অর্থ স্পষ্ট নয়, বুঝিয়া লইতে হয়।

নেয়ে—(সং. নাবিক) নৌকার চালক, দাঁড়ী, মাঝি।

নেলা—নিষ্পাপ, সাধু, সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, পাগলা, ক্ষেপা। **নেলাক্ষেপা**—পাগলাটে।

নেশা,-সা—(আ. নশা) মাদকদ্রব্য সেবনজনিত মত্ততা; মাদকদ্রব্য (নেশায় বিভোর; নেশা-ভাঙ করে); মত্ততা—আসক্তি (কাজের নেশা, রূপের

নেশা); মোহ (নেশা ভাঙ্ছে না)। **নেশা-খোর**—মাদকদ্রব্যসেবী। বি. নেশাখোরি,-খুরি। **নেশায় চুর**—নেশায় একান্ত বিহ্বল।

নেহ,-হা—(সং. স্নেহ) প্রণয়, প্রীতি, স্নেহ। (ব্রজবুলি ও প্রাচীন বাংলা)।

নেহাই—যে লৌহখণ্ডের উপরে কর্মকার ধাতু পিটিয়া পাত প্রস্তুত করে অথবা অন্য রূপ দান করে, anvil।

নেহাত, নেহায়েত—(ফা. নিহায়ৎ) অতিশয় (বরাত নেহাত মন্দ; নেহাত কচি ছেলে); একান্তই (যদি নেহাত না গেলেই নয়)।

নেহারা, নেহালা—দেখা, নিরীক্ষণ করা। **নেহারই**—(ব্রজবুলি) দেখে। **নেহারবি**—দেখিবি। **নেহারনু**—দেখিলাম (জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু—বিদ্যাপতি)। **নেহারল**—দেখিল। **নেহারিল**—দেখিল।

নেহাল, নেয়াল—(ফা. নিহাল) সুখী, ধনশালী, পরিতুষ্ট।

নেহালি—নবমল্লিকা; নিহালি, কার্পেট, গদি ইত্যাদি।

নৈঋ'ত—দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। **নৈঃশ্রেয়স**—নিঃশ্রেয়স সম্বন্ধীয়। **নৈঃশ্রেয়সিক**—যাহার (যে কর্মের) লক্ষ্য মোক্ষ।

নৈকটিক—অদূরে বাসকারী, গ্রাম হইতে অদূরে বাসকারী ভিক্ষু। **নৈকট্য**—নিকটত্ব, সান্নিধ্য।

নৈকষেয়—নিকষার পুত্র, রাবণ; বিভীষণ।

নৈকষ্য—নিকষে পরীক্ষিত, নির্দোষ (নৈকষ্য কুলীন—যাহার কৌলীন্যে অর্থাৎ বংশগৌরবে কোনও দোষ স্পর্শ করে নাই)।

নৈগম—নিগম শাস্ত্র; উপনিষদ; নাগরিক; বণিক্; মার্গ। **নৈগমিক**—নিগম সম্বন্ধীয়, বেদ হইতে জাত।

নৈচা, নৈচে—(হি. নৈচা) হুঁকার নলচে, অর্থাৎ হুকার খোলে যে কাষ্ঠদণ্ড লাগানো থাকে।

নৈতিক—(নীতি+ষ্ণিক্) নীতি সম্বন্ধীয়, নীতি-ঘটিত (নৈতিক বল—বিবেকের বল; নৈতিক অধঃপতন—নীতির হিসাবে অধঃপতন; নৈতিক সমর্থন—কাজে সমর্থন সম্ভবপর না হইলেও অন্তরের দিক হইতে সমর্থন)।

নৈত্যিক—নিত্য ঘটিত বা করণীয়।

নৈদাঘ—নিদাঘ-সম্পর্কিত (নৈদাঘ ঝটিকা)।

নৈদান, নৈদানিক—নিদান-সম্পর্কিত; নিদান-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ।

নৈপুণ্য, নৈপুণ—নিপুণতা, কার্যকুশলতা, পারিপাট্য।

নৈবচ—(সং.) এরূপ নহে, ইহা হইবার নয়।

নৈবেদ্য—(নিবেদ্য+অ) দেবতাকে যে ভক্ষ্যাদি নিবেদন করা হয়। (পূজার নৈবেদ্য)। (গ্রাম্য—নৈবিদ্দ, নৈবিদ্দি)।

নৈমিত্তিক—নিমিত্ত হইতে জাত, প্রয়োজনার্থক; দৈবজ্ঞ; আগন্তুক। **নৈমিত্তিক কর্ম**—নিমিত্ত-হেতু কর্ম (যেমন, গ্রহণ-হেতু স্নান)। **নৈমিত্তিক-লয়**—ব্রহ্মার নিদ্রাহেতু সংঘটিত প্রলয়। **নৈমিত্তিক স্নান**—গ্রহণাদি-হেতু স্নান। **নিত্যনৈমিত্তিক**—যাহা প্রতিদিন ঘটে অথবা নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

নৈমিষ—নিমেষ মধ্যে সংঘটিত অথবা নিমেষ সম্বন্ধীয়। **নৈমিষারণ্য, নৈমিষকানন, নৈমিষক্ষেত্র**—তীর্থ-বিশেষ, বিষ্ণু এখানে নিমেষে দানব-বল বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

নৈয়ায়িক—ন্যায় শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, তর্কশাস্ত্রবিৎ।

নৈরঞ্জনা—বুদ্ধগয়ার নিকটবর্তী নদী-বিশেষ।

নৈরন্তর্য—(নিরন্তর+য) নিরন্তরতা, নিরবচ্ছিন্নতা।

নৈরাশ্য—(নিরাশ+য) নিরাশার ভাব, আশা-হীনতা, উদ্যমহীনতা।

নৈরুক্ত—নিরুক্ত নামক গ্রন্থ সম্পর্কিত, নিরুক্তের অন্তর্গত; নিরুক্ত অধ্যয়নকারী।

নৈঋ'ত—রাক্ষস; নৈঋ'তকোণগত। **নৈঋ'তী**—রাক্ষস-শক্তি।

নৈগু'ণ্য—নিগু'ণ ভাব; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের রাহিত্য; গুণহীনতা।

নৈর্ব্যক্তিক—কোনও ব্যক্তির সহিত সম্পর্কশূন্য, নির্বিশেষ, impersonal।

নৈলে—না হইলে।

নৈশ—(নিশা+অ) রাত্রিকালীন, রাত্রি সম্পর্কিত (নৈশ অভিযান; নৈশ আকাশ)। **নৈশিক**—রাত্রিকালব্যাপী।

নৈষধ—নিষধ দেশ সম্পর্কিত, উক্ত দেশের অধিবাসী; নিষধরাজের চরিত্রচিত্রযুক্ত সুবিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য। **নৈষধীয়**—নিষধ-রাজ নল সম্বন্ধীয়। **নৈষধ্য**—নিষাধরাজের অপত্য।

নৈষাদ, নৈষাদি—নিষাদপুত্র।

নৈষ্কর্ম্য—কর্মপ্রয়োজনরাহিত্য, কর্ম হইতে মুক্তি (নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি); জ্ঞাননিষ্ঠা।

নৈষ্কিক—(নিষ্ক+ষ্ণিক্) টাকশালের ভার-প্রাপ্ত কর্মচারী, Mint Master।

নৈষ্ঠিক—নিষ্ঠাবান্, সাধনায় অবিচলিত (নৈষ্ঠিকী ভক্তি); মরণকালে বিহিত; যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী)।

নৈষ্ঠুর্য—নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা।

নৈসর্গিক—স্বাভাবিক; জন্মগত। **নৈসর্গিক বিধান**—স্বভাব-নির্দেশিত ব্যবস্থা।

নৈহারিক—নীহারিকা সম্পর্কিত। **নৈহারিক নক্ষত্র**—নীহারিকা, কিন্তু দেখিতে নক্ষত্রের মত।

নোংরা, নোঙরা—(সং. নগ্নতা—অশ্লীলতা) অপরিষ্কৃত, আবর্জনাপূর্ণ (নোংরা করা); ময়লা, অব্যবহার্য (নোংরা কাপড়); অভব্য, অশ্লীল, হীন (নোংরা কথা; নোংরা সমালোচনা); অশুদ্ধ, অশুচি। বি. নোংরামি—অপরিচ্ছন্নতা; হীন আচরণ।

নোকর—নওকর, চাকর।

নোকসান—(আ. নুক্'সান) লোকসান, ক্ষতি।

নোক্তা—(আ. নুক্'তা—বিন্দু) বিন্দু, চিহ্ন। **নোক্তা লাগানো**—দোষ ধরা, ত্রুটি ধরা।

নোঙর, নোঙ্গর—(ফা. লঙ্গর) নঙ্গর। **নঙ্গর-ছেঁড়া**—যাহার নঙ্গর কাটিয়া গিয়াছে, বাঁধন হারা, উদ্দেশ্যহীন (নোঙর ছেঁড়া-নৌকার মত)।

নোট—(ইং. note, currency note) টিপ্পনী, স্মারক লেখ্য; টাকার স্থলাভিষিক্ত কাগজের মুদ্রা।

নোটন—(লোটানো, নৃত্য-বিশেষ। **নোটন পায়রা**—নৃত্যশীল পায়রা-বিশেষ।

নোটিশ—(ইং. notice) সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপন, সরকারী বিজ্ঞাপন। **নোটিশ দেওয়া**—কোনও বিশেষ কাজ করিবার জন্য আইন-সঙ্গত নির্দেশ দেওয়া (উকিলের নোটিশ)।

নোড়—আমলকির আকৃতির অম্লফল-বিশেষ ও তাহার গাছ।

নোড়া—(সং. লোষ্ট্রক) পাথরের টুক্‌রা, নুড়ি অপেক্ষা বড়; যে শিলাখণ্ডের দ্বারা মসলা বাঁটা হয় (শিল নোড়া)।

নোদ—কর্দম-প্রাচুর্য। **নোদে পড়া**—কর্দমে তলাইয়া যাইবার মত অবস্থা হওয়া (হাতী যখন নোদে পড়ে, চামচিকে লাথি মারে)। (গ্রাম্য)।

নোদন—(নুদ্+অনট্) প্রেরণ; অপসারণ। **নোদয়িতা**—প্রেরক। সাধারণতঃ উপসর্গের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে (অপনোদন, বিনোদন ইত্যাদি)।

নোন—লবণ (বর্তমানে নুনই ব্যবহৃত হয়)। বিণ. নোনা—লবণাক্ত (নোনা ইলিশ; নোনা জমি); নোনা জলে যাহার জন্ম (নোনা চিংড়ি)। **নোন্তা**—লবণ-স্বাদযুক্ত; লবণ-স্বাদযুক্ত জলখাবার (দুটো মিষ্টি, একটা নোন্তা)। **নোনা লাগা**—ইট দেওয়াল প্রভৃতির জীর্ণতার লক্ষণ-বিশেষ, ইহাতে মাটির লবণ অংশ ফুটিয়া উঠে। **নোনা হাওয়া**—নোনা দেশের আবহাওয়া। **নোনা জল ঢুকানো**—ইচ্ছা করিয়া অথবা নিজের দোষে সমূহ বিপদ ঘটানো।

নোনা—পর্তু (anona) ফল-বিশেষ ও তাহার গাছ।

নোলক—(হি. লোলক) নাকের অগ্রভাগের গহনা-বিশেষ; নথ বা মাকড়ীতে ব্যবহৃত মুক্তার দোলক।

নোলা—(সং. লোলা) জিহ্বা, খাদ্যের জন্য লালসা (নোলার জল পড়া—অতি লোভ-হেতু জিহ্বা দিয়া জল পড়া)। **নোলানো**—লোভ করা, লালায়িত হওয়া।

নৌ—(সং.) নৌকা, জলযান। প্রাচীন ভারতে নানা ধরণের জলযান ব্যবহৃত হইত এবং তাহাদের বহু ধরণের নাম ছিল (জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান দ্রঃ)। **নৌকটক**—যে সৈন্যদল জলে যুদ্ধ করে। **নৌকর্ণধার**—মাঝি, নাবিক। **নৌকর্ম**—নৌকা চালনা; নৌকা সম্পর্কিত কর্ম। **নৌ-জীবিক**—নাবিক। **নৌতার্য**—যাহা নৌকা দ্বারা পার হওয়া যায়, নাব্য। **নৌদণ্ড**—দাঁড়। **নৌবল**—জলযুদ্ধে প্রয়োগ-যোগ্য সৈনিক। **নৌবলাধ্যক্ষ**—নৌসৈন্যের প্রধান পরিচালক। **নৌবাটক**—রণতরীসমূহ; নৌবল। **নৌবাহ**—নৌকা চালক। **নৌবাহী**—নাব্য, নৌকা চলাচল করিতে পারে এমন নদী। **নৌ-বিদ্যা**—নাবিকের বিদ্যা। **নৌব্যসন, নৌভঙ্গ**—নৌকাডুবি। **নৌযায়ী**—নৌকাযাত্রী। **নৌযুদ্ধ**—জলপথে যুদ্ধ। **নৌসৈন্য**—নৌবল।

নৌকা—(নৌ—ক+আ) নৌ, তরণী। নানা

আকৃতির ও নানা নামের নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, বজরা, পিনস, পান্‌সী, ছিপ, ডিঙ্গি, সাম্‌পান, ভড়, পালোয়ার ইত্যাদি। **নৌকা-খণ্ড**—নাবিকরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিশেষ। **নৌকাডুবি**—নৌকা ডুবিয়া যাওয়া। **নৌকাদণ্ড**—দাঁড়। **নৌকাপথ**—যে পথ নৌকায় অতিক্রম করিতে হয়, জলপথ। **নৌকাযাত্রা**—নৌকায় আরোহণ করিয়া যাত্রা। **দু নৌকায় পা দেওয়া**—অসমীচীনভাবে দুই কূল বজায় রাখিতে চেষ্টা করা; দ্বিধান্বিত হইয়া কার্য পণ্ড করার অবস্থায় উপনীত হওয়া।

নৌতুন—(ব্রজবুলি) নূতন।

নৌবত—নহবত।

ন্যক্কার—বমি; ঘৃণা (ন্যক্কারজনক—যাহাতে বমনের উদ্রেক হয়, অতিশয় ঘৃণ্য)।

ন্যগ্রোধ—(যে ঝুরী প্রভৃতির দ্বারা নিম্নদেশ রোধ করে) বটবৃক্ষ। **ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল**—চারি হস্ত প্রমাণ লম্বা ও তদনুরূপ চওড়া সুপুরুষ। স্ত্রী. ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা—বিপুল নিতম্বা, ক্ষীণমধ্যা, সুগঠিতদেহা সুন্দরী।

ন্যঙ্গতা—অশ্লীলতা।

ন্যচ্ছ—রোগ-বিশেষ, মেছেতা।

ন্যস্ত—(নি—অস্‌+ক্ত) স্থাপিত, অর্পিত, নিহিত, গচ্ছিত (ন্যস্ত অর্থ; যে ভার ন্যস্ত হইল; হস্তে কপোল ন্যস্ত করিয়া ভাবিতেছে); ত্যক্ত (ন্যস্ত-শস্ত্র—যে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে)। **ন্যস্য**—ন্যাসরূপে রক্ষা করিবার যোগ্য।

ন্যাংবোট—(long boat) জাহাজের পিছনে যে নৌকা বাঁধা থাকে; অকর্মণ্য সঙ্গী, মোসাহেব।

ন্যাকড়া—যে আঁকড়াইয়া থাকে (মেয়ে ন্যাকড়া—যে মেয়েদের দলে থাকিতে ও মেয়েদের মত গৃহস্থালীর কাজ করিতে ভালবাসে।

ন্যাকরা—(ফা. নখ্‌রা) নখ্‌রা, ছলচাতুরী, ন্যাকামি, বাড়াবাড়ি।

ন্যাকা—নেকা দ্রঃ। স্ত্রী. নেকী। **ন্যাকা সাজা**—ভাল মানুষ সাজা, কিছুই জানে না এমন ভাণ করা।

ন্যাজা—নেঙ্‌, ভাঙা, পঙ্গু।

ন্যাজাগাড়ী—ঢেঁকির নেজ অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগ ধান ভানার কালে নীচু হইয়া যেখানে গিয়া গাড়িয়া পড়ে অর্থাৎ ঠেকে।

ন্যায়—(নি—ই+অ—যাহা সত্যে লইয়া যায়) যুক্তিতর্ক; বিচার (ন্যায়াধীশ); ঔচিত্য, সুবিচার (ন্যায়-অন্যায় বোধ); দর্শন-বিশেষ, তর্কশাস্ত্র (ন্যায়শাস্ত্র); যুক্তিমূলক সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত (এরূপ ন্যায় বহু, নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হইবে); যুক্তি-পদ্ধতি-বিশেষ, syllogism। **ন্যায়কর্তা**—বিচারক। **ন্যায়তঃ**—সুবিচার অনুসারে। **ন্যায়নিষ্ঠ**—সুবিচারনিষ্ঠ। **ন্যায়-নিষ্ঠা**—ঔচিত্য-নিষ্ঠা, অপক্ষপাত। **ন্যায়-পথ**—সুবিচার-নির্দেশিত পথ। **ন্যায়-পরায়ণ**—সুবিচার-পরায়ণ। **ন্যায়বুদ্ধি**—বিচারবুদ্ধি, অপক্ষপাত। **ন্যায়বিরুদ্ধ**—বিচারবিরুদ্ধ। **ন্যায়মার্গ**—যাহা খুব সঙ্গত-সেই পথ, ধর্মপথ। **ন্যায়শাস্ত্র**—ভারতীয় তর্কশাস্ত্র। **ন্যায়শৃঙ্খল**—যুক্তিপরম্পরা, sorites। **ন্যায়সঙ্গত**—বিচারসঙ্গত। **ন্যায়সম্মত**—বিচারসম্মত। **ন্যায়াধীশ**—বিচারপতি। **ন্যায়ান্যায়**—সঙ্গত ও অসঙ্গত। **ন্যায়ালঙ্কার, ন্যায়রত্ন**—ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি। **ন্যায়ী**—ন্যায়নিষ্ঠ। **ন্যায়োপেত**—ন্যায়ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, ন্যায়নিষ্ঠ। **অন্ধহস্তিন্যায়**—অন্ধেরা হস্তীর আকৃতি প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, কাজেই তাহার দেহের নানা অংশ স্পর্শ করিয়া নানা জনে নানা অলীক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সত্য সম্বন্ধে এমন অলীক কল্পনাকে অন্ধহস্তিন্যায় বলা হয়। **অন্ধ-পঙ্গুন্যায়**—অন্ধ দেখিতে পায় না, পঙ্গু চলিতে পারে না, কিন্তু দুইজনের শক্তি সম্মিলিত হইলে, অর্থাৎ পঙ্গু যদি অন্ধের স্কন্ধারূঢ় হয়, তবে দুই জনেরই পথ চলা সম্ভব হয়। **উষ্ট্রকণ্টক-ভক্ষণন্যায়**—উট যেমন কাঁটাগাছ খাইয়া অল্প সুখ ও প্রচুর দুঃখ ভোগ করে, সেইরূপ অল্প সুখের আশায় লোকে প্রচুর দুঃখ ভোগ করে। **গড্ডলিকা-প্রবাহন্যায়**—মেষের দল যেমন নির্বিচারে পূর্ববর্তী মেষের অনুগামী হয়, সেইরূপ নির্বিচার অনুসরণ। **দগ্ধপত্রন্যায়**—দগ্ধপত্র যেমন পত্রের আকার-বিশিষ্ট হইলেও আসলে অসত্য পদার্থ, সেইরূপ আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও অনেক-কিছু আসলে অসত্য। **পঙ্কপ্রক্ষা-লনন্যায়**—পাঁকে পা দিয়া পরে পা ধুইয়া ফেলার চেয়ে পাঁকে পা না দেওয়াই ভাল। **প্রেক্ষ-**

কপোতন্যায়—শ্যেন যেমন অকস্মাৎ কপোতকে আক্রমণ করে, সেইরূপ আকস্মিক দুঃখ-বিপত্তি। **স্ফটিকলৌহিত্যন্যায়**—স্ফটিক যেমন জবার সান্নিধ্যে লোহিত বর্ণ ধারণ করে, কিন্তু জবা অপসারণ করিলে পূর্বের মত দেখায়, সেইরূপ। **ন্যায়ের ফাঁকি**—কূট প্রশ্ন, শুনিতে যুক্তির মত, কিন্তু আসলে কুতর্ক।

ন্যায্য—(ন্যায়+য) ন্যায়সঙ্গত, সমুচিত (ন্যায্য পাওনা)। **ন্যায্যান্যায্য**—ন্যায়ান্যায়, সঙ্গত অসঙ্গত। **ন্যায্য গণ্ডা**—ন্যায্য পাওনা।

ন্যালনেলে—যাহার জিহ্বা হইতে লালা ঝরে, অতিশয় লোভী।

ন্যাস—(নি—অস্+ঘঞ্) স্থাপন, অর্পণ, বিন্যাস, গচ্ছিত রাখা; গচ্ছিত বস্তু; পরিত্যাগ (কর্মন্যাস)। **ন্যাসরক্ষক**—ন্যাসরূপে রক্ষিত ধনাদি রক্ষাকারী, trustee। **ন্যাস-সমিতি**—ন্যাসরক্ষক সমিতি, trust board। **ন্যাসিক**—ন্যাসরক্ষাকারী। **ন্যাসী**—ন্যাসরক্ষক; সন্ন্যাসী।

ন্যুব্জ—(নি—উব্জ্+অ) কুব্জ, যাহার পিঠ বাঁকিয়া গিয়াছে। স্ত্রী. কুব্জা। **ন্যুব্জ খড়্গ**—বাঁকা তলোয়ার। **ন্যুব্জদেহ**—যাহার পিঠ ধনুকের মত বাঁকা; উট। **ন্যুব্জপৃষ্ঠ**—ধনুকের মত বা ডিমের মত বাঁকা পিঠ, convex।

ন্যূন—(নি—উন্+অ) কম, নিকৃষ্ট, খাটো। বি. ন্যূনতা—কমতি; হীনতা। **ন্যূনপক্ষে, ন্যূনকল্পে**—কমপক্ষে, অন্ততঃ। **ন্যূনাতিরেক**—ন্যূনাধিক্য, অল্পতা ও আধিক্য। **ন্যূনাধিক**—কম-বেশী।

প

প—প-বর্গের প্রথম বর্ণ ও একবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ—অল্পপ্রাণ, ঘোষহীন।

প—স্বতন্ত্র ব্যবহার নাই, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন ধরণের কর্তৃত্ব প্রকাশ করে (পাদপ, নৃপ, গোপ, সোমপ ইত্যাদি)।

পইছা—পঁইছা দ্রঃ।

পইটা,-টে, পৈঠা—পৈঠা দ্রঃ।

পইতা, পৈতা—(সং. পবিত্রা) উপবীত, যজ্ঞসূত্র; যজ্ঞসূত্র ধারণরূপ সংস্কার (পইতা হওয়া; পৈতা দেওয়া)। **পইতাকাটা**—পৈতার জন্য সুতা কাটা। **পইতাধারী**—গলায় পৈতা থাকা হেতু ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনা যায় (সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থক)। **পৈতা ছিঁড়িয়া শাপ দেওয়া**—ব্রাহ্মণত্বের গৌরব দেখাইয়া কঠোর শাপ দেওয়া। **চেনা বামুনের পৈতার দরকার নাই**—সুপরিচিতের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনর্থক।

পইথান, পৈথান—পায়ের দিকে (পৈথানের বালিশ; পৈথানে বসা—বিপ.—সিথান)।

পইপই, পয়পয়—(সং. পদে পদে) পুনঃ পুনঃ, বারবার (পইপই করে নিষেধ করলাম, কিন্তু কে কার কথা শোনে)।

পউখ-পাখালী, পোখ-পাখালী—পশু-পক্ষী (গ্রাম্য)।

পউটি—ধানের মাপ-বিশেষ (১ পউটি=১৬ বিশে)।

পংক্তি—পঙ্‌ক্তি দ্রঃ।

পংখী—(সং. পক্ষী; হি. পঙ্খী) পক্ষী (গ্রাম্য—পশুপংখী; ময়ূরপংখী)।

পঁইছা,-ছে,-চা, পঁইচি, পৈঁচি—(হি. পহুংচী) হাতের গহনা-বিশেষ (কঙ্কণ পৈঁচি খুলে ফেল সখিনা—নজরুল)।

পঁইত্রিশ—পঞ্চত্রিংশৎ, ৩৫ এই সংখ্যা অথবা ৩৫ সংখ্যক।

পঁইরী, পৈঁরী—ওরাওঁ মেয়েদের পায়ে পড়িবার পিতলের গহনা-বিশেষ।

পঁচাত্তর—পঞ্চ-সপ্ততি, ৭৫ এই সংখ্যা অথবা সংখ্যক।

পঁচানব্বই—পঞ্চ-নবতি, ৯৫ এই সংখ্যা অথবা সংখ্যক।

পঁচাশী—পঞ্চাশীতি, ৮৫ এই সংখ্যা অথবা সংখ্যক।

পঁচিশ—পঞ্চবিংশতি, ২৫ এই সংখ্যা অথবা সংখ্যক। **পঁচিশা,-শে**—মাসের পঁচিশ তারিখ।

পঁয়তারা—পাঁয়তারা দ্রঃ।

পঁয়তাল্লিস—পঞ্চচত্বারিংশৎ, ৪৫ এই সংখ্যা অথবা সংখ্যক।

পঁয়ত্রিশ—পঁইত্রিশ দ্রঃ।

পঁয়ষট্টি, পৈঁষট্টি—পঞ্চষষ্টি, ৬৫ এই সংখ্যা অথবা সংখ্যক।

পঁহু—(সং. প্রভু ; প্রা. পহু) প্রভু, স্বামী, ইষ্ট-দেবতা। (ব্রজবুলি)।

পঁহুছ—(হি. পঁহুচ) নাগাল (পঁহুছ পাওয়া)। **পঁহুছন, পহুঁছন**—পৌঁছন ; নাগাল পাওয়া। **পঁহুছা**—পৌঁছা, উপস্থিত হওয়া।

পক্‌পক্‌—অনুকার শব্দ।

পকেট—(ইং. pocket) জামার জেব। **পকেটমার**—যে পকেট মারে, অর্থাৎ পকেট হইতে টাকা-পয়সা চুরি করে, গাঁটকাটা। **পকেটস্থ করা**—পকেটে রাখা, পকেটে লুকাইয়া ফেলা। **পকেটে হাত পড়া**—খরচের দায়ে পড়া।

পক্ব—(পচ্‌+ত) পরিণতিপ্রাপ্ত, পাকা, রন্ধিত, সিদ্ধ (পক্ব বুদ্ধি ; পক্বান্ন ; পক্ব গোধূম) ; শুক্লতা প্রাপ্ত (পক্বকেশ) ; নিপুণ (পরিপক্ব) ; পুঁজপূর্ণ। **পক্বকৃৎ**—যাহা ব্রণাদি পাকায়। **পক্ববারি**—কাঁজি। **পক্বমধু**—আগুনে জ্বালাইয়া গাঢ় করা মধু। **পক্বাধান**—পরিপাকের স্থান, পাকাশয়। **পক্বান্ন**—রান্নাকরা ভাত, ঘৃতপক্ব মিষ্টান্ন ও মোদক। **পক্বাশয়**—পাকস্থলী। **পক্বেষ্টকা**—পোড়া ইট।

পক্ষ—(পক্ষ্‌+অ) চন্দ্রকলার হ্রাস ও বৃদ্ধির কাল ; মাসার্ধ (শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ) ; পাখা ; বাণের পুচ্ছ ; দল, সংহতি, সম্প্রদায় (শত্রুপক্ষ ; তৃতীয় পক্ষ) ; বিতর্কের দুই দিকের এক দিক (পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ) ; সহায় (পক্ষভুক্ত) ; সৈন্য ; ভিত্তি ; গৃহপার্শ্ব, বারান্দা ; মত, বক্তব্য (আত্মপক্ষ সমর্থন করা) ; বিবাহ, স্ত্রী (দ্বিতীয় পক্ষ) ; দেহের অর্ধেক (পক্ষাঘাত) ; হস্তী। **পক্ষক**—খিড়কির দুয়ার। **পক্ষগ্রহণ**—এক-পক্ষে যোগদান, পক্ষপাতিত্ব করা। **পক্ষচর**—চন্দ্র। **পক্ষচ্ছেদ**—পাখাকাটা। **পক্ষজ**—চন্দ্র ; মেঘ (পর্বতের পক্ষচ্ছেদ হইতে জাত)। **পক্ষতা**—পক্ষগ্রহণ। **পক্ষদ্বার**—পাশের দরজা, খিড়কির দুয়ার। **পক্ষধর**—চন্দ্র ; পক্ষী ; মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক (পক্ষধরের পক্ষ সাতন করি—সত্যেন্দ্রনাথ)। **পক্ষপাত**—একপক্ষ বেশী সমর্থন ; পাখীর পালক ঝরিয়া-পড়া রোগ। **পক্ষপুট**—পক্ষরূপ আবরণ। **পক্ষবল**—সাহায্যকারী। **পক্ষবাহন**—পক্ষ যাহার বাহন, পক্ষী। **পক্ষভাগ**—পার্শ্বদেশ, হাতীর পার্শ্বদেশ। **পক্ষমূল**—প্রতিপদ তিথি। **পক্ষ সঞ্চালন**—পাখা ঝাপ্‌টানো। **পক্ষ সমর্থন**—পক্ষাবলম্বন। **পক্ষাঘাত**—যে রোগে দেহের একপার্শ্ব বিকল হইয়া পড়ে। **পক্ষান্ত**—অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা। **পক্ষান্তর**—অন্য পক্ষ। **পক্ষান্তরে**—একপক্ষ পরে ; অপর দিকে ; অন্য-বিবেচনায়। **পক্ষাপক্ষ**—দলাদলি। **পক্ষাবয়ব**—ন্যায়ের বা Syllogism এর অঙ্গ-বিশেষ (minor premise)।

পক্ষিণী—দুই দিবস ও তন্মধ্যবর্তী রাত্রি ; বিহঙ্গী ; পূর্ণিমা।

পক্ষী—যাহার পক্ষ আছে, পাখী ; বাণ (মূলে পালক লাগানো থাকে বলিয়া)। **পক্ষিনীড়**—পাখীর বাসা। **পক্ষিরাজ**—পাখীর রাজা, পক্ষ-বিশিষ্ট অতি দ্রুতগতি কাল্পনিক ঘোড়া (রাজপুত্রের পক্ষিরাজ ঘোড়া)। **পক্ষীশালা**—যেখানে নানাধরণের পক্ষী রাখা হয়, চিড়িয়াখানা। **পক্ষীন্দ্র**—গরুড়। **পক্ষীমার, পক্ষীমারা**—পাখীমারা, ব্যাধ।

পক্ষীয়—পক্ষের, দলের।

পক্ষোদগম—পালক উঠা। **পক্ষোদ্ভেদ**—পক্ষোদগম।

পক্ষ্ম—চোখের পাতার লোম ; eye-lash ; পদ্মের কেশর ; সূতার খেই ; পাখীর পালক।

পগার—(সং. প্রাকার ; প্রা. পাগার) অল্প পরিসর ও অগভীর খাত, এরূপ খাত কাটার ফলে খাতের পাশে একটি উঁচু আইলেরও সৃষ্টি হয় ; পল্লীগ্রামের বাড়ী ও বাগানের চারিদিকে এমন পগার দেওয়া হয়। **পগার পার হওয়া**—পগার ডিঙ্গাইয়া ওপারে গিয়া পড়া ; আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়া ; ধরা পড়িবার সম্ভাবনা না থাকা (চোর তখন পগার পার)।

পগ্‌গ—পাগড়ী।

পঙ্ক—[পন্‌চ্‌ (বিস্তার করা)+অ] পাঁক, কাদা ; চন্দনাদি ঘষিয়া প্রস্তুত কাদার মত প্রলেপ (চন্দনপঙ্ক) ; পাপ। **প্রাণপঙ্ক**—প্রাণের আদিম পঙ্কবৎরূপ, Protoplasm। **পঙ্কবাস**—কাঁকড়া। **পঙ্কমণ্ডুক**—শামুক। **পঙ্করুহ**—পদ্ম।

পঙ্কজ—পদ্ম। **পঙ্কজনেত্র**—পদ্মের মত নেত্র যাহার, বিষ্ণু। **পঙ্কজজন্মা**—ব্রহ্মা।

পঙ্কজিনী—পদ্মলতা, পদ্মের ঝাড়, পঙ্কজসমূহ।

পঙ্কিল—পঙ্কযুক্ত, কর্দমপূর্ণ, কলুষিত (পাপপঙ্কিল)। **পঙ্কী**—পঙ্কযুক্ত ; ক্লেদপূর্ণ। **পঙ্কোৎসব**—পুত্রের জন্মে কর্দমে মল্লযুদ্ধরূপ উৎসব-বিশেষ।

পংক্তি—(পন্‌চ্‌+তি) সারি, শ্রেণী, দল, সমূহ। **পঙ্‌ক্তি-দূষক**—যাহার সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিলে সমস্ত পঙ্‌ক্তি দূষিত হয়, অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণ। **পঙ্‌ক্তি-পাবন**—পঙ্‌ক্তির গৌরববর্ধক সর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ; যে-সমস্ত ব্রাহ্মণ-বংশে পুরুষানুক্রমে বেদচর্চা হইয়া আসিতেছে। **পঙ্‌ক্তি-ভোজন**—একসঙ্গে বসিয়া সামাজিক ভোজন।

পঙ্খী—সং পক্ষী ; হি. পঙ্খী) পক্ষী (গ্রাম্য-ভাষা)। **ময়ূরপঙ্খী**—ময়ূরের আকৃতির বজরা-জাতীয় নৌকা-বিশেষ। **পঙ্খীর দল**—রূপচাঁদ পক্ষী নামক খ্যাতনামা গায়কের দল।

পঙ্গপাল—(সং. পতঙ্গ) বড় ফড়িঙ্গের দল-বিশেষ, ইহারা ব্যাপক ভাবে শস্য নষ্ট করে ; অবাঞ্ছিতের দল, যাহারা জাতির বা ব্যক্তি-বিশেষের সম্পদ নষ্ট করে।

পঙ্গু—(পন্‌+উ) যাহার পা বিকল, চলচ্ছক্তি-হীন (পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে যাঁর কৃপায়)।

পচ—পচন (আলুতে পচ ধরেছে)। **পচক**—অগ্নিবর্ধক, হজমী। **পচন**—পচিয়া যাওয়া (পচন-ক্রিয়া, পচনশীল) ; রন্ধন। **পচ্‌পচ্‌**—কাদা মাড়াইয়া চলিতে যে শব্দ হয় ; পিচকারী হইতে জল বাহির হইবার শব্দ ; বারবার পিক বা প্রচুর ছেপ ফেলিবার শব্দ। **পচপচে**—যাহা পচ্‌ পচ্‌ করে, যাহা বেশী পচিয়া গিয়াছে (সমধিক ঘৃণায়—প্যাচ্‌ প্যাচ্‌, প্যাচ্‌পেচে)। **পচ্‌লা**—পচন (পচ্‌লা ধরা) ; পচা গোবরের সার।

পচা—যাহা পচিয়া গিয়াছে ; ঘৃণিত, কুৎসিত, অকিঞ্চিৎকর ; একান্ত মূল্যহীন (ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি—ঈশ্বর গুপ্ত ; পচা কথা)। **পচা খেউড়**—অতি অশ্লীল খেউড়। **পচা-গলা**—যাহা পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; একান্ত অব্যবহার্য। **পচা ভাদ্দর**—অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে রাস্তাঘাট প্যাচ্‌ প্যাচ্‌ করে বলিয়া, অথবা ভাপ্‌সা হাওয়ায় অতিরিক্ত ঘাম হয়, এইজন্য (পচা গরমও বলা হয়)। **পচা ঘা**—যে ক্ষতে ভিতরে ভিতরে পচন ধরিয়াছে।

পচাই, পচুই—চাউল, জোয়ার ইত্যাদি পচাইয়া যে মদ তৈরি হয়। **পচাইখানা**—পচাই প্রস্তুত অথবা বিক্রয় করিবার স্থান। **পচানি**—পচন-হেতু নির্গত রস, পচা জিনিষ ধোয়া জল ; পচন (পাট পচানি)।

পচাল—ক্রমাগত বকিয়া যাওয়া, এরূপ বক্‌ বক্‌ করিয়া ক্ষোভ বা অভিযোগ প্রকাশ করা অথবা মৃদু তিরস্কার করা (কুৎসা বা অশ্লীল কথার অর্থে পচাল ব্যবহৃত হয় না)। **পচাল পাড়া**—অভিযোগাদির সুরে ক্রমাগত বক্‌ বক্‌ করা (পূর্ববঙ্গে—প্যাচাল পেটা)। **পচালে**—যে বেশী কথা বলে ; যে পচাল পাড়ে।

পচ্চিম—(সং. পশ্চিম) পশ্চিম (প্রাচীন বাংলা ও গ্রাম্য)। **পচ্চিম-মুখো হইয়া বলা**—পশ্চিমে কাবার দিকে মুখ করিয়া উক্তি করা, দিব্য করা। **পচ্চিমা**—পশ্চিম-দেশীয় লোক, ভোজপুরী প্রভৃতি (সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থক)।

পচ্চীকারী—নানা বর্ণের কাচ, প্রস্তর প্রভৃতির দ্বারা মেঝে, দেওয়াল ইত্যাদির পারিপাট্য সাধন ; mosaic।

পচ্য—(পচ্‌+য) রান্নার যোগ্য।

পছন্দ, পসন্দ—(ফা. পসন্দ্) মনোনয়ন, রুচি অনুযায়ী হওয়া, চোখে ধরা (পছন্দ করা; পছন্দ হওয়া; পছন্দসই, পছন্দ-মাফিক—মনের মত)। **বেগম-পছন্দ**—বেগম যাহা পছন্দ করেন, সুস্বাদু আম-বিশেষ।

পজ্‌ঝটিকা—ষোড়শ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ-বিশেষ।

পজ্‌ঝাড়—পাজির পা-ঝাড়া, হদ্দ পাজি।

পঞ্চ—[পন্‌চ্ (বিস্তৃত হওয়া)+অ; ফা. পন্‌জ] পাঁচ, পাঁচ-সংখ্যক। **পঞ্চ উপাসক**—শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি পাঁচ শ্রেণীর উপাসক। **পঞ্চক**—পাঁচ জনের পরামর্শ ,অথবা সভা, পাঁচজনের নিকট হইতে গৃহীত অর্থ-সাহায্য বা চাঁদা। **পঞ্চকপাল**—যজ্ঞ-বিশেষ। **পঞ্চকর্ম**—বমন, রেচন, নস্য প্রভৃতি পাঁচ ধরণের শারীরিক চিকিৎসা, অথবা আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন ইত্যাদি পঞ্চকর্ম। **পঞ্চকোষ**—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ। **পঞ্চগব্য**—দধি দুগ্ধ ঘৃত গোময় ও গোমূত্র। **পঞ্চগঙ্গা**—গঙ্গা, গোমতী, কৃষ্ণবেণী, পিনাকিনী, কাবেরী। **পঞ্চগব্য ঘৃত**—পঞ্চগব্য দিয়া প্রস্তুত কবিরাজী ঔষধ-বিশেষ, বিষমজ্বরে ব্যবহৃত হয়। **পঞ্চগুণ**—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ। **পঞ্চগৌড়**—সরস্বতী তীরের প্রদেশ, কনৌজ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড়। **পঞ্চচূড়**—মাথায় পাঁচ ঝুঁটি বা শিখা-বিশিষ্ট (দণ্ডিত ব্যক্তি-বিশেষ)। **পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়**—নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ। **পঞ্চতত্ত্ব**—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম (সাংখ্যমতে); মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন (তন্ত্রমতে); গুরুতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব (বৈষ্ণবমতে)। **পঞ্চতন্ত্র**—সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ, প্রাচীন কালে বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। **পঞ্চতিক্ত**—নিম, গুলঞ্চ, বাসক প্রভৃতি পাঁচটি তিক্ত দ্রব্য। **পঞ্চনদ**—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা—এই পঞ্চনদযুক্ত দেশ, পঞ্জাব। **পঞ্চপিতা**—পিতা, শ্বশুর, ভয়ত্রাতা, অন্নদাতা; উপনীতা বা গুরু। **পঞ্চপ্রদীপ**—আরত্রিকের জন্য পঞ্চমুখ প্রদীপ। **পঞ্চপ্রাণ**—প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান, সমান—এই পঞ্চবিধ প্রাণবায়ু। **পঞ্চভূত**—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম (**পঞ্চত্বপ্রাপ্তি**—দেহের পঞ্চভূতে মিশিয়া যাওয়া, মৃত্যু)। **পঞ্চমকার**—পঞ্চতত্ত্ব (তন্ত্রমতে দ্রঃ)। **পঞ্চনখ,-নখী**—পাঁচ নখযুক্ত জীব, ব্যাঘ্রাদি, হস্তী; খরগোশ, সজারু, গোসাপ, কূর্ম ও গণ্ডার (মনুসংহিতা-মতে ভক্ষ্য)। **পঞ্চবট**—অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী, অশোক (পঞ্চবটী—এই পঞ্চবটের উপবন অথবা সাধন-স্থান; রামায়ণোক্ত পঞ্চবটী)। **পঞ্চবন্ধন**—লোভ, ক্রোধ, মোহ, মান ও ঔদ্ধত্য। **পঞ্চবাণ**—পদ্ম, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল—এই পঞ্চ পুষ্পবাণ; মদন। **পঞ্চ মহাযজ্ঞ**—বেদাধ্যয়ন, পিতৃপুরুষের তর্পণ, হোম, ভূতবলি, অতিথিসেবা—গৃহস্থের এই নিত্য-অনুষ্ঠেয় কর্ম। **পঞ্চমুখ**—শিব; যে অনেক বেশী কথা বলে (পঞ্চমুখে প্রশংসা অথবা নিন্দা করা)। **পঞ্চরং**—দাবা খেলায় রাজাকে মাত্ করিবার পদ্ধতি-বিশেষ। **পঞ্চরাজচিহ্ন**—খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা, চামর। **পঞ্চরাত্র**—উপদেশপূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থ-বিশেষ। **পঞ্চলবণ**—সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট, উদ্ভিদ্ ও সৌবর্চল—এই পাঁচ প্রকার কবিরাজী লবণ। **পঞ্চলোহক,-লোহ**—সোনা, রূপা, তামা, রাঙ্ ও সীসা। **পঞ্চশস্য**—ধান, মাষকালায়, যব, তিল বা শ্বেতসর্ষপ ও মুগ। **পঞ্চসুগন্ধিক**—কর্পূর, কক্কোল, লবঙ্গ সুপারি ও জাতীফল।

পঞ্চত্রিংশৎ—৩৫ এই সংখ্যা।

পঞ্চদশ—১৫ এই সংখ্যা।

পঞ্চবিংশতি—২৫ এই সংখ্যা।

পঞ্চম—৫ এই সংখ্যার পূরক; স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বর; রাগ-বিশেষ; স্ত্রীলোকের পাদভূষণ-বিশেষ। **পঞ্চমী**—পঞ্চমী তিথি; ব্যাকরণে পঞ্চমী বিভক্তি; দ্রৌপদী। **পঞ্চম অবস্থা**—দশ দশার অন্যতম, মালিন্য, বিবর্ণতা।

পঞ্চষষ্টি—৬৫ এই সংখ্যা।

পঞ্চসপ্ততি—৭৫ এই সংখ্যা। **পঞ্চসপ্ততিতম**—পঁচাত্তর-এর পূরক।

পঞ্চাইত, পঞ্চায়ৎ, পঞ্চায়েত—(হি পঞ্চ) গ্রামের পাঁচ জনের মিলিত সভা; স্বশ্রেণীর বিচার-সভা (পঞ্চায়েত ডাকা)। **পঞ্চাইতি**—পঞ্চায়েতের সভা বা বিচার। (পঞ্চায়তী দ্রঃ)।

পঞ্চাগ্নি—গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয় প্রভৃতি শরীরের পঞ্চ অগ্নি।

পঞ্চাঙ্গ—যাহার পাঁচটি অঙ্গ। **পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম**—বাহু, জানু, মস্তক, বক্ষঃস্থল ও চক্ষু এই পঞ্চ অঙ্গের দ্বারা প্রণাম। **রাজ্যের পঞ্চাঙ্গ**—সহায়, সাধনোপায়, দেশকাল বিভাগ, বিপত্তি-প্রতিকার ও সিদ্ধি। **পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি**—হৃদয়, শির, শিখা, বাহুমূল ও চক্ষু—এই পঞ্চ অঙ্গের শুদ্ধি।

পঞ্চাঙ্গুল—পঞ্চ অঙ্গুলি পরিমিত। **পঞ্চাঙ্গুলি**—হাতের পাঁচ অঙ্গুলি, পাঁচ অঙ্গুলিযুক্ত হস্ত।

পঞ্চানন—শিব; সিংহ।

পঞ্চানন্দ—শিশুর অপকারক অপদেবতা-বিশেষ, পেঁচো; হাস্যকৌতুকাত্মক পাঁচমিশালী সাহিত্য।

পঞ্চান্ন—৫৫ এই সংখ্যা।

পঞ্চাপ্‌সর—দণ্ডকারণ্যের সরোবর-বিশেষ।

পঞ্চামৃত—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা—অমৃততুল্য এই পঞ্চ দ্রব্য; গর্ভিণীর পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত-পান-সংস্কার সাধিত হয় (গ্রাম্য—পঞ্চামর্ত, পঞ্চাম্রেত)।

পঞ্চাম্নায়—শিবের পঞ্চমুখ হইতে নির্গত আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র।

পঞ্চাম্র—অশ্বত্থ, নিম, চাঁপা, বকুল, নারিকেল এই পাঁচ বৃক্ষ।

পঞ্চাম্ল—কুল, ডালিম, তেঁতুল বা আমড়া, অম্ল-বেতস, নেবু।

পঞ্চায়ৎ—পঞ্চাইত দ্রঃ। **পঞ্চায়তি**—পঞ্চায়েতের বিচার। **পঞ্চায়তী**—পঞ্চায়েত বিষয়ক, পঞ্চায়েত দ্বারা নিষ্পন্ন (পঞ্চায়তী বিচার)।

পঞ্চায়ুধ—তরবারি, শক্তি, ধনুক, কুঠার, বর্ম—এই পঞ্চ অস্ত্র।

পঞ্চাল—গঙ্গাতীরবর্তী প্রাচীন রাজ্য।

পঞ্চালিক—শত্রুকে বাধা দিবার জন্য জলপূর্ণ পরিখার মধ্যে যে লৌহযুক্ত কাষ্ঠফলক রাখা হইত।

পঞ্চালিকা, পঞ্চালী—কাপড় বা নেকড়া দিয়া প্রস্তুত পুতুল; পাঁচালী অর্থাৎ পাঁচালী ছড়া ও গান।

পঞ্চাশ—৫০ এই সংখ্যা। **পঞ্চাশৎ**—৫০। **পঞ্চাশত্তম**—৫০ সংখ্যার পূরক। **পঞ্চাশ বার**—বার বার, বহু বার। **পঞ্চাশিকা**—৫০টি কবিতার সমষ্টি (চৌরপঞ্চাশিকা)।

পঞ্চাশীতি—৮৫ এই সংখ্যা, পঁচাশী।

পঞ্চাস্য—যাহার পাঁচ মুখ; শিব।

পঞ্চিকা—বাজি রাখিয়া কড়িখেলা-বিশেষ।

পঞ্চীকরণ—পঞ্চভূতকে বিভক্ত করিয়া তাহার সাহায্যে সৃষ্টির প্রক্রিয়া-বিশেষ।

পঞ্চেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়।

পঞ্চেষু—কামের পঞ্চ বাণ; মদন।

পঞ্চোপাচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য—পূজার এই পঞ্চ উপচার।

পঞ্জড়ি, পঞ্জুড়ি—পাশা খেলার দান-বিশেষ।

পঞ্জর—[পঞ্জ্ (রোধ করা)+অর] কঙ্কাল, শরীরের হাড়ের খাঁচা; পাঁজরা, ribs; পিঞ্জর।

পঞ্জা, পাঞ্জা—(ফা. পন্‌জহ্) প্রসারিত করতল ও পাঁচ অঙ্গুলি; করতলের ছাপ (পাঞ্জা ফরমান—বাদসাহের পাঞ্জার ছাপযুক্ত ফরমান বা সনদ); পায়ের বা জুতার সম্মুখ ভাগের চওড়া স্থান (পাঞ্জা এঁটে ধরেছে); পাঁচ ফোঁটার তাস **পাঞ্জা ধরা**—তাস খেলায় পর পর পাঁচ বার জয়ের চিহ্নস্বরূপ পাঁচ ফোঁটার একখানি তাস আলাদা করিয়া রাখা। **পাঞ্জা লড়া**—পরস্পরের পাঁচ অঙ্গুলির সাহায্যে কব্জির বল-পরীক্ষা-বিশেষ। **পাঞ্জাকষা**—পরস্পরের পাঞ্জা পেষণ করিয়া বল পরীক্ষা। **ব্যোম-পাঞ্জা**—তাসখেলায় জিতের বা হারের চিহ্ন-বিশেষ।

পঞ্জি, পঞ্জিকা, পঞ্জী—পাঁজি, তারিখ, শুভাশুভ ক্ষণ, তিথি-নক্ষত্র ইত্যাদি নির্দেশক গ্রন্থ; পারম্পর্যপূর্ণ বিবৃতি (ঘটনাপঞ্জী)।

পঞ্জুড়ি—পঞ্জড়ি দ্রঃ। প্রথমে পঞ্জুড়ি পড়া—সূচনায়ই অশুভকর বা অসুবিধাকর কিছু ঘটা।

পট্—হঠাৎ কাটিয়া যাওয়ার শব্দ জ্ঞাপক; তাড়াতাড়ি (পট্ করিয়া বলা)। **পট্‌পট্**—পট্‌কা-আদি ফাটার, বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার, বেত্রাঘাতের শব্দ জ্ঞাপক। **পট্‌পটানো**—পট্‌পট্ শব্দ করা।

পট—যে বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করা হয়; পর্দা (পট পরিবর্তন); তাঁবু (পটগৃহ; পট-মণ্ডপ); চিত্র অঙ্কনের বস্ত্র-বিশেষ, canvas (পটে

আঁকা ; আকাশ-পটে দেদীপ্যমান) ; ছবি ; চিত্র অঙ্কনের কাঠের ফলক। **পটকার**—চিত্রকর ; তন্তুবায়। **পটকুটী, পটবেশ্ম, পটক**—পটবাস, তাঁবু। **পটভূমিকা**—চিত্রের পশ্চাৎ-ভূমি, background। **পট-মঞ্জরী**—রাগিণী-বিশেষ।

পট্‌কা—পট্ পট্ করিয়া শব্দ করে, এমন আতস-বাজি-বিশেষ, cracker ; মাছের পেটের ভিতরকার বায়ুপূর্ণ থলি ; দুর্বল, জীর্ণ (রোগা-পট্‌কা চেহারা)।

পট্‌কান—(হি. পট্‌কনা, পট্‌কানা) হঠাৎ পতন, আছাড় (পট্‌কান খাওয়া)। **পট্‌কান মারা**—আছাড় দিয়া ফেলা (সাধারণতঃ কুস্তির প্যাঁচে)। **পট্‌কানি**—আছাড় (ছের পট্‌কানি—মাথাকুটা, আছাড়ি-পিছাড়ি করা)। **পট্‌কে দেওয়া**—আছাড় দেওয়া (বিশেষতঃ কুস্তির প্যাঁচে)।

পট্‌পটি—বাড়াবাড়ি, বাচালতা (মুখেই যত পট্‌পটি)।

পটল—(পট্‌+অল) চাল, ছাদ, চালের প্রান্ত ; ছানি ; পেটারা ; সমূহ, পুঞ্জ (জলধরপটল)। **পটলী**—চাল, ছাদ। **পটল-তোলা**—বাস ভাঙ্গা, মরা। **পটলপ্রান্ত**—আচ্ছাদনের প্রান্তভাগ, চালের ছাঁইচ।

পটল, পটোল—(হি. পরবল ; সং, পটোল) সুপরিচিত লতাফল-বিশেষ (পটল পিত্তঘ্ন)।

পটহ—ঢাক, কাণের ভিতরকার পর্দা-বিশেষ, যাহা হইতে শব্দজ্ঞান হয় (কর্ণপটহ বিদীর্ণকারী)।

পটা—বনিবনাও হওয়া, মনের মিল হওয়া ; রাজী হওয়া (ও দামে পট্‌ছেনা)। **পটানো**—রাজী করা, বশীভূত করা।

পটাৎ পটাৎ—ক্রমাগত বেত মারিবার শব্দ। **পটাৎ, পটাশ**—হঠাৎ ফাটিয়া যাইবার শব্দ। **পটাপট্‌**—ব্যাপক পট্‌পট্‌, তাড়াতাড়ি, ক্ষিপ্রগতিতে।

পটি, পটিকা, পটী—বস্ত্রখণ্ড, তালি, কাপড়ের ফালি (মাথায় জলপটি দেওয়া) ; পণ্য-বিশেষের দোকান-শ্রেণী বা অঞ্চল (লোহাপটী ; কাপুড়ে পটী ; পূর্ববঙ্গে—পট্টী) ; বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণদের শ্রেণী বা মেল।

পটিমা—পটুত্ব, নৈপুণ্য।

পটীদার, পট্টিদার—সম্পত্তির অংশীদার।

পটীয়ান্—(পটু+ঈয়স্) বিশেষ পটু। স্ত্রী পটীয়সী (অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভা)।

পটু—পারদর্শী, নিপুণ, দক্ষ ; চতুর, চট্‌পটে (কথায় তো খুব পটু, কাজে কেমন এইবার দেখা যাবে)। বি. পটুতা, পটুত্ব (অশিক্ষিতপটুত্ব)।

পটু—(সং.) পটোলশাক বা পলতা ; করেলা।

পটুকা—(সং. পট্টিকা) পেটি দ্রঃ।

পটুয়া, পটো—পট নির্মাণকারী, চিত্রকর ; সেকালের চিত্রকর জাতি।

পটোল—পটল দ্রঃ। **পটোলী**—ঝিঙ্গা। **পটোলচেরা চোখ**—চেরা পটলের মত বড় ও সুগঠিত চোখ।

পট্ট—[পট্‌ (গমন করা, পাওয়া)+ক্ত] রেশমের বা পাটের কাপড় (পট্টবস্ত্র) ; পাটা, ফলক (শিলাপট্ট) ; ধোপার পাট ; পাট্টা, রাজশক্তির তরফ হইতে দেওয়া সনদ, এরূপ সনদ লিখিবার প্রস্তর বা তাম্রফলক ; পটী ; কাপড়ের পাট ; পাগড়ি, ওড়না ; সিংহাসন (পট্ট-মহিষী—পাটরাণী) ; নগর। **পট্টশাক**—পাটশাক। **পট্টক**—পাট্টা ; তাম্রাদির ফলক। **পট্টজ**—পট্টজাত, পাটের কাপড়।

পট্টন—পত্তন, নগর।

পট্টনায়ক—উপাধি-বিশেষ (সৈন্য বিভাগের উপাধি)।

পট্টবস্ত্র—রেশমী বস্ত্র ও সাড়ী ; পাটের কাপড়। **পট্টবাস**—তাঁবু। **পট্টাম্বর**—পট্টবস্ত্র।

পট্টি—(হি. পট্টী—মন্ত্রণা) কুমন্ত্রণা, ধাপ্পা (পট্টি দেওয়া ; পট্টি মারা—ধাপ্পাবাজি করা)।

পট্টিকা—পটি, কাপড়ের টুক্‌রা, bandage।

পট্টিশ,-স—দীর্ঘ দ্বিমুখ তরবারি-বিশেষ ; বাদ্য-বিশেষ।

পট্টী—ঘোড়ার তলপেটি অর্থাৎ যে পেটি তাহার বুক পেঁচাইয়া বাঁধা হয় ; ললাটভূষা।

পট্টু—পশমী কাপড়-বিশেষ।

পঠদ্দশা—(পঠৎ+দশা) ছাত্রাবস্থা, যখন পড়া-শুনা করাই প্রধান কাজ।

পঠন—(পঠ্‌+অনট্‌) পড়া, অধ্যয়ন। **পঠন-পাঠন**—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। **পঠনীয়**—পাঠ্য, যাহা পড়িতে হইবে। **পঠিত**—যাহা পড়া হইয়াছে ; উচ্চারিত। **পঠিতব্য**—যাহা পাঠ করিতে হইবে। **পঠ্যমান**—যাহা পড়া হইতেছে।

পড়তা—(হি. পড়তা) ক্রীত বস্তু-সমূহের মোট মূল্য হিসাবে প্রত্যেকটির মূল্য (পড়তা-পড়া—মোট ব্যয়ের তুলনায় প্রত্যেকটির জন্য যোগ্য দাম পাওয়া) ; মিল ; বনিবনাও (পড়তা হওয়া) ; সুদিন, ভাগ্যের আনুকূল্য (**পড়তা পড়া**—সুদিনের উদয় হওয়া ; খেলায় মনের মত দান পড়া)। **গড়পড়তা**—গড়ে প্রত্যেকটির দাম, মাথাপিছু।

পড়তি—যাহা পড়িয়া যাইতেছে বা স্বভাবতঃ পড়িয়া যায় (মালের পড়তি-ঝরতি) ; পড়ন্ত; মূল্য হ্রাসের দিকে (**পড়তি বাজার**—বিপ.—উঠ্তি বাজার)।

পড়ন্ত—যাহা পড়িয়া যাইতেছে ; যখন তেজ কমিয়া যাইতেছে (পড়ন্ত রোদ্দুর ; পড়ন্ত বেলা)।

পড়পড়—কাপড় ছেঁড়ার শব্দ ; ভাঙ্গিয়া পড়ার শব্দ ; পতনোন্মুখ (মাথার উপরে বাড়ি পড়-পড়, তার খোঁজ রাখ কি—রবি)।

পড়শী,-সী—(প্রতিবাসী ; হি. পড়োসী) প্রতিবেশী। **পাড়াপড়শী**—পাড়ার লোক, প্রতিবেশী।

পড়া—পতিত হওয়া, মাটিতে পড়া (দাঁড়িয়ে ছিল হঠাৎ পড়ে গেল) ; আছাড় খাওয়া (পা পিছলে পড়া) ; ঝরা (কল থেকে জল পড়ছে) ; পতিত থাকা (জমিগুলো পড়ে আছে) ; আদায় না হওয়া (খাতকদের কাছে অনেক টাকা পড়ে আছে) ; অবনতি হওয়া, নীচে নামা (অবস্থা পড়ে গেছে ; বেলা পড়া) ; দাম কমা (বাজার পড়ে গেছে) ; বন্দী হওয়া (জালে পড়া ; মায়ায় পড়া) ; আক্রান্ত হওয়া (বাঘ পড়া ; ডাকাত পড়া) ; হতাহত হওয়া (এক ফায়ারে ১০টা পাখী পড়েছে) ; বিপন্ন হওয়া (শক্ত পাল্লায় পড়েছে) ; সূচনা হওয়া (গরম পড়া ; যে কাল পড়েছে) ; নত হওয়া, আশ্রিত হওয়া (পায়ে পড়া) ; উপস্থিত হওয়া (মনে পড়া ; সাড়া পড়া ; পথে এলাহাবাদ পড়বে) ; খরচ হওয়া (জামাটা বানাতে কত খরচ পড়ল ?) ; উপর হইতে পতিত হওয়া (বৃষ্টি পড়া ; বাজ পড়া) ; বিবাহিতা হওয়া (মেয়েটি ভাল ঘরেই পড়েছে মনে হয়) ; পশ্চাৎপদ থাকা ('পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে') ; আঘাত খাওয়া ('পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার') ; আকর্ষণের বস্তু হওয়া (চোখে পড়া) ; সম্মিলিত হওয়া (নদী সাগরে পড়া) ; ধরা, উৎপন্ন হওয়া (ময়লা পড়া ; ছাতা পড়া ; পোকা পড়া ; মরিচা পড়া) রান্নায় মসলা-আদি মিশ্রিত করা (গোলাপ কেওড়া পড়বে তবে তো সুগন্ধ হবে)। **পড়ে থাকা**—অনাদৃত হওয়া। **পড়ে পাওয়া**—কুড়াইয়া পাওয়া, সহজলভ্য। **পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে**—বেকায়দায় পড়িলে অনেক লাঞ্ছনা-অপমানই মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হয়। **আসন পড়া**—ভোজনের জন্য ঠাঁই হওয়া। **কালি পড়া**—কালো দাগ পড়া (চোখের নীচে কালি পড়েছে)। **কিল পড়া**—কিল খাওয়া। **গলে পড়া**—তরল হইয়া ক্ষরিত হওয়া, স্নেহে অথবা করুণায় বিগলিত হওয়া ; **চর পড়া**—পলিমাটির দ্বারা চরের সৃষ্টি হওয়া। **চোখ পড়া**—দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া, চোখে ধরা। **ছাই পড়া**—নষ্ট হইয়া যাওয়া। **জ্বরে পড়া**—জ্বরে ভোগা। **ঝাঁট পড়া**—আবর্জনা-আদি ঝাঁটা দিয়া দূর করা। **জলে পড়া**—নষ্ট হইয়া যাওয়া। **টান পড়া**—কম হওয়া ; আকর্ষণ বোধ করা (নাড়ীতে টান পড়েছে)। **টোল পড়া**—টোল খাওয়া (টোল দ্রঃ)। **ডাক পড়া**—আহ্বান আসা ; কোন ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন হওয়া। **দায়ে পড়া**—দায় দ্রঃ। **দেরী পড়া**—বিলম্বে আরম্ভ করা। **ধরা পড়া**—ধরা দ্রঃ। **ধার পড়া**—ধার নষ্ট হওয়া ; ভোঁতা। **পা পড়ে যাওয়া**—বার্ধক্য-আদির জন্য হাঁটিতে না পারা। **পেট পড়া**—অনাহারে পেট উঁচু না থাকা। **পেটে পড়া**—উৎকোচ স্বরূপ গ্রহণ করা। **ফুল পড়া**—প্রসবের পর শিশুর গর্ভপুষ্প পতিত হওয়া। **লাল পড়া**—লালা নির্গত হওয়া, খুব লোভ হওয়া। **হাত পড়া**—কর্মপ্রভাব আরম্ভ হওয়া। **হাতে পড়া**—কর্তৃত্বাধীন হওয়া ; বশে আসা।

পড়া—পাঠ করা (প্রাচীন বাংলায়, পঢ়া) ; উচ্চারণ করা (মন্ত্র পড়া) ; মন্ত্রপূত করা অথবা মন্ত্রপূত (জলপড়া ; চালপড়া) ; বিদ্যা শিক্ষা করা (ছেলে স্কুলে পড়ে)। **পড়া করা**—নির্দিষ্ট পাঠ প্রস্তুত করা। **পড়া দেওয়া**—পড়া করিয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা দেওয়া। **পড়া মুখস্থ করা**—পুনঃ পুনঃ পড়িয়া

পাঠ্য কণ্ঠস্থ করা। **পড়া লওয়া**—পাঠ প্রস্তুত হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা জানা। **পড়াশুনা**—লেখাপড়া; বিদ্যার্জন (ঢের পড়াশুনা আছে)। **পড়ানো**—পাঠ অভ্যাস করানো; বিদ্যালয়-আদিতে পাঠের ব্যবস্থা করা, বুলি শিখানো বা মন্ত্রণা দেওয়া (পাখী পড়ানো; শিখানো-পড়ানো)। **পাখী-পড়া করা**—পাখী পড়ানো (পাখী দ্রঃ)।

পড়া—ভূপতিত (শিলে পড়া আম); পতিত, হীন, দূষিত (পড়া ঘরে মেয়ে দেওয়া); পতন (বড় শক্ত পড়া পড়েছে)।

পড়াৎ—হঠাৎ চাবুক প্রভৃতি মারার শব্দ। **পড়াৎ পড়াৎ**—উপর্যুপরি এরূপ আঘাত।

পড়িছা—(সং. প্রতীচ্ছক; ওড়ি. পড়িঝা) তীর্থযাত্রীদিগের বাস, বিগ্রহ দর্শন ইত্যাদির তত্ত্বাবধায়ক; পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের ছড়িদার।

পড়িনাতি—প্রপৌত্র, পরনাতি।

পড়িয়ান, পড়েন—(সং. প্রতিবানি) বস্ত্রের আড়ের দিকের সুতা (তানার বিপরীত)।

পড়িহারী—(সং. প্রতিহারী) দ্বাররক্ষক, অন্তঃপুর-রক্ষক (প্রা. বা.)।

পড়ুয়া, পড়ো—যে পড়ে, ছাত্র; যে বেশী পড়াশুনা করে (পড়ুয়া ছেলে; পড়ুয়া লোক)।

পড়েন,—বাটখারা (প্রাচীন বাংলায়, পড়্যান); পড়িয়ান।

পড়ো—যাহা পড়িয়া আছে, যেখানে মানুষের বসবাস নাই (পড়ো বাড়ী)। **পড়োজমি**—পতিত জমি।

পণ—(পণ্‌+অ) ক্রয় বিক্রয়ের দ্রব্য; বাজি (পণ রাখিয়া নিখিল জিনিয়া নিতে সে চাহে শুধু এক তিল—রবি); সঙ্কল্প, প্রতিজ্ঞা (পণ করা; কঠিন পণ); পাশা খেলা; মূল্য; বিবাহে বরপক্ষকে অথবা কন্যাপক্ষকে দেয় অর্থ (বরপণ, কন্যাপণ; কুড়ি গণ্ডা কড়ি, এক আনা। **ধনুকভাঙ্গা পণ**—ধনুক দ্রঃ। **পণবদ্ধ**—প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। **পণবন্ধ**—শর্ত, সন্ধি। **পণকিয়া**—পণ-সম্পর্কিত গণনা (গ্রাম্য পুণকে)। **পণফাজিল, পণফাজিলি**—নিলাম করিয়া দাবীর অতিরিক্ত অর্থ যাহা পাওয়া যায়।

পণব—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, পাখোয়াজ; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

পণ্ড—(পণ্ড্‌+অ) ব্যর্থ; নপুংসক। **পণ্ডশ্রম**—বৃথা শ্রম।

পণ্ডিত—[পণ্ডা (তর্ক সাহিত্য বেদান্ত ইত্যাদি বুঝিবার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা শাস্ত্রজ্ঞান)+ইতচ্‌] পণ্ডাযুক্ত; তীক্ষ্ণধী; অভিজ্ঞ, নিপুণ (রণ-পণ্ডিত); বিদ্বান্‌; জ্ঞানী (বিপ.—মূর্খ); ব্রাহ্মণের উপাধি; টোলের ও পাঠশালার শিক্ষক; সংস্কৃতের ও বাংলার শিক্ষক (স্কুলের মাষ্টার পণ্ডিত)। **পণ্ডিতবর**—সম্মানিত বা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। **পণ্ডিতম্মন্য**—যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে। **পণ্ডিতমানী**—পণ্ডিতম্মন্য। **পণ্ডিতমূর্খ**—যে পণ্ডিত হইয়া মূর্খের ন্যায় আচরণ করে; যাহার পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান নাই। **পণ্ডিত-সভা**—পণ্ডিতদের বিচার-বিবেচনার সভা (সাধারণতঃ রক্ষণশীল)। **পণ্ডিতাভিমানী**—যাহার পাণ্ডিত্যের অভিমান আছে। স্ত্রী. পণ্ডিতা। **পণ্ডিতি**—পণ্ডিতের কাজ (পণ্ডিতি করে); পাণ্ডিত্য প্রদর্শন, পাণ্ডিত্যের ভড়ং (আর পণ্ডিতি করতে হবে না)। **পণ্ডিতী বাংলা**—সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা রচনা, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর প্রভৃতি সংস্কৃত পণ্ডিতের রচনারীতি।

পণ্য—(পণ্‌+য) ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু (পণ্যজীবী—ব্যবসায়ী, দোকানদার); মাশুল, মূল্য। **পণ্য-পত্তন**—যে নগরে পণ্যের আমদানী ও রপ্তানী বেশী হয়, Port Town। **পণ্য-বীথিকা,-বিথী**—দোকান; হাটবাজার। **পণ্যশালা**—দোকান। **পণ্যাঙ্গনা**—গণিকা। **পণ্যাজীব**—ব্যবসায়ী, সদাগর।

পতগ—(পক্ষের দ্বারা গমনকারী) পক্ষী, পতঙ্গ।

পতঙ্গ—(পত–গম্‌+অ) ফড়িং (পতঙ্গপাল—পঙ্গপাল); সূর্য (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। **পতঙ্গবৃত্তি**—পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দেওয়া; যাহা আপাত-মনোহর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই ঝাঁপাইয়া পড়া। স্ত্রী. পতঙ্গিনী। **পতঙ্গিকা**—ক্ষুদ্র মক্ষিকা-বিশেষ।

পতঞ্জলি—পাতঞ্জল-দর্শন প্রণেতা ও পাণিনিব্যাকরণের ভাষ্যকার মুনি-বিশেষ।

পতন—(পত্‌+অন্‌) পড়া, অবনতি, বিচ্যুতি, অধঃপতন (উত্থান-পতন; কে আশা করেছিল যে, তার মত লোকের এমন পতন হবে?); ধ্বংস,

নিধন, মৃত্যু (ইন্দ্রজিতের পতন ; রোম-সাম্রাজ্যের পতন)।

পতনীয়—যাহা অধঃপাতিত করে, পাতক। **পতনোন্মুখ**—যাহা পড়িবার উপক্রম করিতেছে (বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গ)।

পত্‌পত্‌—নিশান উড়ার শব্দ।

পতর—ধাতুর পাত।

পতাকা—নিশান (**পতাকাদণ্ড**—যাহার সাহায্যে পতাকা উড়ানো হয়); অঙ্গাভিনয়-বিশেষ। **পতাকিক**—পতাকা-যুক্ত। **পতাকী**—পতাকাধারী। স্ত্রী. **পতাকিনী**—পতাকাযুক্ত সেনা; পালযুক্ত পোত।

পতি—[পা (রক্ষাকরা)+ডতি] রক্ষক, পালক স্বামী, প্রভু, নেতা (দলপতি; সভাপতি)। **পতিকুল**—পতিগৃহ। **পতিঘাতিনী**—পতিহন্ত্রী। **পতিংবরা**—স্বয়ংবরা। **পতিঘ্ন**—পতিহন্তা, প্রভুহন্তা; পতির মৃত্যুসূচক (পতিঘ্নী কররেখা)। **পতিদেবতা, পতিদেবা**—যে স্ত্রীর কাছে পতি দেবতার ন্যায় পূজ্য, পতিব্রতা (বহুব্রী)। **পতিপ্রাণা**—পতিব্রতা। **পতিবত্নী**—সধবা। **পতিবন্ধু**—পতির জ্ঞাতি ও স্বজন।

পতিঙ্গা—পতঙ্গাকার প্রদীপ-বিশেষ; ছোট পাখী-বিশেষ; ছোট ঘুঁড়ি-বিশেষ (প্রাদেশিক)।

পতিত—যে বা যাহা পড়িয়া গিয়াছে (ভূপতিত); অধঃপাতিত (নরকপতিত), স্খলিত (স্বর্গপতিত); হীনতা-প্রাপ্ত; অস্পৃশ্য (পতিত জাতি); স্বধর্মভ্রষ্ট; পাপী ('পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে'); উপস্থিত, উদিত (নয়নপথে পতিত হইল); অনাবাদী (পতিত জমি)। **পতিতপাবন**—পতিতের উদ্ধার-কর্তা। স্ত্রী. পতিতা—ভ্রষ্টা, গণিকা।

পত্তন—(পত্‌+তন) আরম্ভ, স্থাপন (নগর পত্তন করা, ভিত্তি পত্তন করা); সূচনা, নগর, বন্দর (**পত্তনাধ্যক্ষ**—পোর্ট কমিশনার); শোভা, আড়ম্বর (বাইরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন)। **নাম পত্তন করা**—জমিদারি বা কালেক্টরির কাগজপত্রে নাম উঠানো।

পত্তন, পত্তনী—নির্দিষ্ট খাজনায় ও মেয়াদে বন্দোবস্ত করা জমিদারির অংশ বা তালুক (পত্তন দেওয়া, পত্তনী দেওয়া; (**পত্তনীদার** এরূপ তালুকের অধিকারী)। **দরপত্তনী**—পত্তনীর অধীন পত্তনী। **সেপত্তনী**—(তৃতীয় পত্তনী) দরপত্তনীদারের অধীন পত্তনী।

পত্তর—(সং. পত্র) কাগজ, টুকরা কাগজ-সমূহ ইত্যাদি (অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—কাগজপত্তর, চিঠিপত্তর; জিনিষ-পত্তর; বায়নাপত্তর—বায়না দ্রঃ)।

পত্তি—(পদ্‌+ক্তি) পদাতিক সৈন্য; বীর; সৈন্যের ছোট দল-বিশেষ; গমন।

পত্নী—সহধর্মিণী, স্ত্রী। **পত্নীপ্রিয়**—পত্নীর অনুরাগের পাত্র স্বামী; পত্নীতে অনুরক্ত। **পত্নীবৎসল**—পত্নীতে অত্যধিক অনুরক্ত।

পত্র, পত্ৰ—গাছের পাতা; পুস্তকের পৃষ্ঠা; চিঠি; লিখিত নির্দেশ (ত্যাগপত্র); লেখা, দলিল (পত্র বা পত্তর করা—বিবাহে লেনদেন ঠিক করিয়া লেখাপড়া করা); ধাতুর পাত; (পত্রদারক—করাত); চন্দনাদি দিয়া পত্রাকৃতি রচনা; অস্ত্রাদির ফলক বা পাতা। **পত্রনবীশ**—আফিসাদিতে পত্র রচনার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। **পত্রপাঠ**—পত্র পড়িবামাত্র, অগৌণে (পত্রপাঠ বিদায়—অগৌণে বিতাড়িত)। **পত্রপুট**—পাতার ঠোঙা। **পত্রপুষ্প**—(পত্র পুষ্প যার) রক্ততুলসী। **পত্রবন্ধ**—পত্র-পুষ্পাদি দিয়া রচিত সাজসজ্জা। **পত্রবাহ, পত্রবাহক**—যে পত্র পৌঁছাইয়া দেয়, ডাক-হরকরা। **পত্রবেষ্ট**—বাহুর অলঙ্কার-বিশেষ। **পত্রভঙ্গ**—পত্রলেখা-আদি রচনা। **পত্ররচনা**—ললাটে ও কপোলে তিলক রচনা। **পত্ররথ**—বাণ। **পত্ররেখা, পত্রলেখা**—চন্দনাদি দিয়া পত্রাকৃতি রচনা (চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে—রবি)। **পত্রসূচী**—সূচীপত্র; কাঁটা। **পত্রহরিৎ**—পত্রের হরিৎবর্ণ উপাদান, chlorophyll। **পত্রহারিকা**—পত্রবাহিকা দূতী। **আদেশ-পত্র**—নির্দেশপূর্ণ পত্র, হুকুমনামা। **গৌরব-পত্র**—প্রশংসা-পত্র। **চরম পত্র**—উইল। **চিঠিপত্র**—চিঠি; চিঠি ও সেই শ্রেণীর লেখা। **নিয়োগ-পত্র**—কোনও পদে নিযুক্ত করা হইল, সেই মর্মের লেখা। **মানপত্র**—উপাধি বিষয়ক পত্র; সম্বর্ধনা জ্ঞাপক পত্র। **পত্রাবলী**—চিঠিপত্রের সংগ্রহ (রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী)। **পত্রলেখা**—অলকা-তিলকা। **পত্রালী**—পত্রাবলী।

পত্রিকা, পত্রী—সংবাদপত্র, লেখ্য (জন্ম-পত্রিকা)। **মাসিক পত্রিকা**—নানা রচনা সম্বলিত প্রতিমাসে প্রকাশ্য গ্রন্থ-বিশেষ।

পত্রী—পক্ষী; পর্বত; বাণ; বৃক্ষ; চিঠি; পত্রিকা।

পত্রোদ্গম—নূতন পাতা গজানো। **পত্রোল্লাস**—(পত্রের হর্ষ যাহাতে) মুকুল।

পথ—[পথ্ (গমন করা)+অ] যদ্দ্বারা গমনাগমন নিষ্পন্ন হয়, মার্গ, রাস্তা; উপায়, ব্যবস্থা (আয়ের পথ; প্রাণ রক্ষার পথ); কার্য সিদ্ধির উপায়, সদুপায়, কৌশল (এই-ই পথ, আর সব বিপথ; পথ বাৎলে দেওয়া)। **পথকর**—রাস্তা তৈয়ার ও মেরামত সম্পর্কে দেয় রাজকর, Road-cess। **পথকার**—যে পথ প্রস্তুত করে। **পথখরচ**—পথ অতিবাহনকালীন খরচ, পাথেয়। **পথ-চলতি**—যে পথে চলিতেছে, পথিক (পথ-চলতি লোক)। **পথচারী বিদ্যালয়**—পথিপার্শ্বে বৃক্ষতলে অস্থায়ীভাবে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা। **পথদর্শক**—ভ্রমণকালে চালক, guide, পথ প্রদর্শক। **পথপ্রাজ্ঞ**—যে পথঘাটের খবর জানে। **পথপ্রান্ত**—পথের ধার, পথের শেষ। **পথবিপথ**—ভাল পথ ও মন্দ পথ। **পথভ্রষ্ট**—সত্যপথ হইতে বিচ্যুত, বিপথগামী। **পথভ্রান্ত**—যে পথ ভুলিয়া গিয়াছে, বিপথগামী। **পথরোধ**—যাইতে না দেওয়া। **পথহারা**—পথভ্রান্ত। **পথ আগলানো**—গমনে বাধা সৃষ্টি করা। **পথ করা**—পথ প্রস্তুত করা, উপায় বাহির করা। **পথ চলা**—পায়ে হাঁটিয়া চলা, পথ অতিবাহন। **পথ চাওয়া**—আগমনের প্রতীক্ষা করা; প্রত্যাশায় বসিয়া থাকা। **পথ চেনা**—কোন্‌টি সুপথ, কোন্‌টি কুপথ তাহা জানা, গন্তব্য পথ চেনা। **পথ ছাড়া**—পথ ছাড়িয়া দেওয়া অর্থাৎ পথ হইতে সরিয়া যাওয়া; পথ পরিত্যাগ করা। **পথ জোড়া**—পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। **পথ দেওয়া**—পথ হইতে সরিয়া অপরকে যাইতে দেওয়া। **পথ দেখা**—উপায় চিন্তা করা বা অবলম্বন করা; বিদায় হওয়া, প্রস্থান করা। **পথ দেখানো**—পথ প্রদর্শন করা, উপায়ের নির্দেশ দেওয়া, দৃষ্টান্ত স্থাপন করা (তুমিই তো পথ দেখিয়েছ, নইলে এত বড় আস্পর্দা কি তার হতে পারে?)। **পথ ধরা**—পথ অবলম্বন করা; সুপথে আসা। **পথ পাওয়া**—উপায় খুঁজিয়া পাওয়া। **পথপানে চাওয়া**—সাগ্রহে আগমন প্রতীক্ষা করা। **পথ ভুলা**—গন্তব্য পথ ঠিক করিতে না পারা; দিশাহারা হওয়া। **পথ মাড়ানো**—পদার্পণ করিয়া চরিতার্থ করা (সাধারণতঃ অভিযোগ করিয়া বলা হয়—এপথ তো আর মাড়াবেনা; বিতৃষ্ণায়ও বলা হয়—ওপথ আর মাড়াচ্ছিনে)। **পথ হারানো**—পথ ভুলা। **পথে হেগে চোখ রাঙানো**—অন্যায় করিয়া সঙ্কুচিত না হইয়া বরং শাসানো। **পথের কুকুর**—একান্ত অবহেলিত, আশ্রয়হীন। **পথে আসা**—প্রতিকূলতা ত্যাগ করা, ঠিক পথ অবলম্বন করা। **পথে কাঁটা পড়া**—সমূহ বাধার সৃষ্টি হওয়া। **পথে বসানো**—সর্বস্বান্ত করা, পথের ফকির করা। **পথের ভিখারী**—সর্বস্বান্ত, একান্ত দীনহীন।

পথি—(সং. পথিন্) পথ (অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—পথিপার্শ্বে, পথিমধ্যে)। **পথিকৃৎ**—পথ প্রস্তুতকারক, পথপ্রদর্শক। **পথিকার**—পথ প্রস্তুতকারী। **পথিবাহক**—ভারবাহক। **পথিদেয়**—পথকর। **পথিভয়**—পথে দস্যুভয়।

পথিক—(পথিন্+কন্) পথচারী, যে পথে চলিতেছে। **পথিকশালা**—পান্থশালা, সরাই, পথিকাবাস। **পথিক-বনিতা**—প্রোষিত-ভর্তৃকা। **পথেঘাটে**—যেখানে-সেখানে, সর্বত্র। **পথে পড়া**—পথে পরিত্যক্ত, সহায়-সম্বলহীন।

পথ্য—(পথিন্+য) উপকারক, কল্যাণকর; স্বাস্থ্যকর; রোগীর উপযুক্ত আহার্য। স্ত্রী. পথ্যা—হরিতকী। **কুপথ্য**—স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর, রোগবর্ধক। **সুপথ্য**—স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর, আরোগ্য লাভের অনুকূল। **পথ্যাপথ্য**—সুপথ্য ও কুপথ্য, আরোগ্য লাভের অনুকূল ও প্রতিকূল খাদ্য।

পদ—(পদ্+অ) পা, চরণ; পদচিহ্ন, পদক্ষেপ (কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন); স্থান, অধিকার (রাজপদ, ইন্দ্রপদ); বিভক্তিযুক্ত শব্দ (ব্যাকরণে); কবিতার চরণ (ত্রিপদী, চতুষ্পদী; কোমলকান্ত পদাবলী); সম্মানসূচক

(রাজপদে নিবেদন করিল); সম্মান, মর্যাদা, প্রতিপত্তি (পদে ওঠা; এখন পদ পেয়েছ কাজেই পূর্বের কথা ভুলে গেছ); চাকরি (উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত; পদত্যাগ); ব্যঞ্জনের প্রকারভেদ। **পদকর্তা**—বৈষ্ণব-কবিতার লেখক। **পদক্ষেপ**—বিচরণ। **পদগৌরব**—উচ্চ মর্যাদা। **পদচারণ**—পায়চারি, চলা। **পদচ্যুত**—বরখাস্ত। **পদচ্ছায়া**—পদাশ্রয়। **পদন্যাস**—পদস্থাপন। **পদপল্লব**—সুকুমার চরণ। **পদবন্ধ**—ছন্দ। **পদব্রজে**—পায়ে হাঁটিয়া। **পদরজঃ**—পদধূলি। **পদলেহন**—পা চাটা, অতি হীনভাবে আনুগত্য স্বীকার বা খোসামোদ। **পদস্খলন**—পা পিছলাইয়া যাওয়া; নৈতিক অধঃপতন।

পদক—হারের মধ্য ভাগের দোলক; পুরস্কারের চিহ্নস্বরূপ নামাদি অঙ্কিত রৌপ্য বা স্বর্ণখণ্ড, medal।

পদবি, পদবী—উপাধি, বংশ অথবা গুণ, বিদ্যা ইত্যাদির পরিচায়ক নাম। (পথ, পদ, দশা ইত্যাদি অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)।

পদাংশ—শব্দের অংশ, syllable। **পদাঘাত**—লাথি। **পদাঙ্ক**—পায়ের চিহ্ন। **পদানত**—চরণে লুণ্ঠিত; অসহায়ভাবে অধীন। **পদানুবর্তী**—পদাঙ্ক অনুসরণকারী। **পদাবনত**—পদানত।

পদাতি, পদাতিক—যে-সব সৈন্য পায়ে হাঁটিয়া যুদ্ধ করে; পাইক।

পদাব্জ, পদাম্বুজ, পদাম্ভোজ, পদারবিন্দ—চরণকমল; পূজনীয় চরণ।

পদাবলী—কবিতার চরণ, কবিতা (বৈষ্ণব-পদাবলী)। **পদাবলী-সাহিত্য**—মধ্যযুগীয় রাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মক বৈষ্ণব-কবিতাসকল।

পদার্থ—(পদ+অর্থ) বস্তু, দ্রব্য; সারবস্তু (ওতে আর পদার্থ নেই)। **পদার্থ-বিজ্ঞান**—পদার্থের জ্ঞান যে শাস্ত্র হইতে লাভ হয়, natural science, physics। **পদার্থবিৎ**—পদার্থ-বিজ্ঞানী। **পদার্থ-বিদ্যা**—পদার্থ-বিজ্ঞান।

পদার্পণ—চরণ স্থাপন; আগমন (এই গৃহে কবে আপনার শুভ পদার্পণ হবে?)। **পদাশ্রয়**—অনুগ্রহপূর্ণ আশ্রয়। বিণ. পদাশ্রিত—একান্ত অধীন, কৃপার উপরে নির্ভরশীল।

পদাসন—পা রাখিবার আসন, পাদপীঠ।

পদাহত—পদাঘাতপ্রাপ্ত; একান্ত লাঞ্ছিত।

পদিনা, পুদিনা—(ফা.) তীব্র ঘ্রাণযুক্ত শাক-বিশেষ, চাটনিতে ব্যবহৃত হয়।

পদুনা—অদুনার ভগিনী। অদুনাকে মাণিকচন্দ্র রাজা বিবাহ করেন, আর পদুনাকে যৌতুক স্বরূপ পান (ময়নামতীর গান)।

পদে পদে—প্রতি পদক্ষেপে, বার বার।

পদোদক—পদস্পৃষ্ট জল, চরণামৃত। **পদোন্নতি**—চাকরীতে উন্নতি, উচ্চতর ক্ষমতা লাভ; (ব্যঙ্গে—অধোগতি)।

পদ্ধতি,-তী—(পদ্+হতি) পথ; ধারা, প্রণালী (কর্ম-পদ্ধতি); চিরাচরিত নিয়ম-শৃঙ্খলা (পরেনা শিকল পদ্ধতির—নজরুল); বিধি-নিয়ম (পূজা-পদ্ধতি); পদবী।

পদ্ম—(পদ্+ম—যেখানে লক্ষ্মী গমন করেন) কমল, উৎপল (শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম, রক্তপদ্ম); তন্ত্রমতে দেহস্থ নাড়ীচক্র-বিশেষ; সংখ্যা-বিশেষ; পদতলের সৌভাগ্যসূচক চিহ্ন-বিশেষ; হাতীর শুঁড় ও মস্তকের চিহ্ন-বিশেষ; ব্যূহ-বিশেষ; অলঙ্কার-বিশেষ। **পদ্মক**—হাতীর গায়ের পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ চিহ্ন, কুষ্ঠ। **পদ্ম-আঁখি**—কমললোচন, কৃষ্ণ, রামচন্দ্র। **পদ্মকন্দ**—পদ্মের গেঁড়। **পদ্মকর**—পদ্ম করে যাহার, বিষ্ণু; পদ্মে যাহার কিরণরূপ কর, সূর্য; পদ্মের মত কোমল সুদর্শন হস্ত। **পদ্মকর্ণিকা**—পদ্মের বীজকোষ। **পদ্মকলি**—পদ্মকোরক। **পদ্মকাঁটা**—চর্মরোগ-বিশেষ। **পদ্মকাষ্ঠ**—যাহার কাষ্ঠে পদ্মের মত সুগন্ধ। **পদ্মকেশর**—পরাগযুক্ত পদ্মফুলের সূক্ষ্ম সূত্র। **পদ্মকোষ**—পদ্মকোরক। **পদ্মগন্ধ,-ন্ধি**—পদ্মের তুল্য গন্ধযুক্ত। **পদ্মগর্ভ**—পদ্মযোনি ব্রহ্মা; পদ্মের অভ্যন্তর। **পদ্মগোখুরা**—মস্তকে পদ্মের মত চিহ্ন-বিশিষ্ট গোখুরা সাপ। **পদ্মনাথ**—সূর্য। **পদ্মনাভ,-ভি**—বিষ্ণু। **পদ্মনাল**—মৃণাল। **পদ্মপলাশ**—পদ্মপত্র (পদ্মপলাশ-লোচন—পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত যাহার চোখ; বিষ্ণু)। **পদ্মপাণি**—বিষ্ণু; ব্রহ্মা; সূর্য; বুদ্ধদেব। **পদ্মপুরাণ**—মহাপুরাণ-বিশেষ। **পদ্মপ্রিয়া**—পদ্ম প্রিয় যাঁর, মনসা দেবী। **পদ্মবন্ধ**—চিত্রকাব্য-বিশেষ। **পদ্মবাসা**—পদ্মে যাঁহার বাস, লক্ষ্মী, সরস্বতী। **পদ্মব্যূহ**—প্রাচীন

ভারতীয় ব্যূহ রচনার পদ্ধতি-বিশেষ। **পদ্মভব,-ভূ,-সম্ভব**—ব্রহ্মা। **পদ্মমুদ্রা**—তন্ত্রোক্ত অঙ্গুলি সমাবেশ-বিশেষ। **পদ্মযোনি**—ব্রহ্মা। **পদ্মরাগ**—মণি-বিশেষ, Ruby। **পদ্মরেখা**—করতলে সৌভাগ্যসূচক রেখা-বিশেষ। **পদ্মলাঞ্ছন**—পদ্ম চিহ্ন যাঁহার, ব্রহ্মা, সূর্য, রাজা, কুবের। **পদ্মলাঞ্ছনা**—লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা-দেবী। **পদ্মহস্ত**—পদ্মকর। **পদ্মা**—কমলা, সরস্বতী, মনসা দেবী, পদ্মা নদী। **পদ্মাকর**—সরোবর, তড়াগ। **পদ্মাক্ষ**—কমললোচন; পদ্মবীজ। **পদ্মাক্ষী**—পদ্মনেত্রা, সুন্দরী। **পদ্মাবতী**—মনসাদেবী; মালিক মোহম্মদ জয়সীকৃত হিন্দি কাব্য, আলাওলকৃত বাংলা কাব্য; কবি জয়দেবের পত্নী। **পদ্মালয়**—পদ্ম-যোনি ব্রহ্মা। **পদ্মালয়া**—লক্ষ্মী। **পদ্মাসন**—যোগাসন-বিশেষ, পদ্ম-রচিত সুখাসন (বাল্মিকীর রসনায় পদ্মাসনে যেন—মধু)। **পদ্মাসনা**—লক্ষ্মী। **পদ্মিনী**—পদ্মপূর্ণ সরোবর: পদ্মের ঝাড়, পদ্মসমূহ: পদ্ম; উত্তমা স্ত্রী-বিশেষ (পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী, হস্তিনী)। **পদ্মিনীবল্লভ**—সূর্য। **পদ্মেশয়**—(পদ্মে যিনি শয়ন করেন) বিষ্ণু, ব্রহ্মা। **পদ্মোদ্ভব**—ব্রহ্মা। **পদ্মোদ্ভবা**—মনসা।

পদ্য—(পদ+য্য) পদবন্ধ, ছন্দোবদ্ধ বাক্য, verse (বিপ.—গদ্য, prose)।

পদ্য—পদ হইতে উদ্ভূত, শূদ্র, নিম্নপদস্থ লোক। **পদ্যা**—পথ: স্তুতি: যাহা পায়ে বেঁধে, কাঁকড়।

পন—(ইং. pound) পাউণ্ড, প্রায় অর্ধসের (বাজারের ভাষা)।

পন পন—মশার ডাক জ্ঞাপক।

পনবাহা—[পন (পণ)+বাহা (ফা. মূল্য)] বিক্রীত জমির দাম।

পনর, পনের—(সং. পঞ্চদশ) ১৫ এই সংখ্যা। **পনরই**—মাসের পনর তারিখ।

পনস—(সং) কাঁঠাল গাছ, কাঁঠাল ফল। **পনসকোষ**—কাঁঠালের কোষ। **'পনসাস্থি**—কাঁঠালের বীচি।

পনসা, পনসিকা, পনসী—কাণের ব্রণ-বিশেষ।

পনা, পণা—(সং পণ; হি. পন) ধরণ, আচরণ, যোগ্যতা, বাহাদুরি (গিন্নিপনা, বীরপনা)।

পনি—(ইং. pony) ছোট ঘোড়া, টাট্টু।

পনির, পনীর—(ফা.) লবণাক্ত জমাট ছানা-বিশেষ, cheese।

পনী—(ইং pound) পাউণ্ড ওজনের (বিশপনী কাগজ—যে কাগজের রিমের ওজন বিশ পাউণ্ড)।

পন্থা—(সং. পথিন্) পথ, ধর্মমত (কবীর-পন্থ), মার্গ; উপায় (কঃ পন্থাঃ); সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কিত ধারা, রীতি (অলোক-পন্থা, কল্প-পন্থা—তেমন প্রচলিত নহে)। **প্রকৃতি-পন্থা**—paganism। **শ্রেয়ঃ পন্থা**—শ্রেয়ের পথ; আদর্শবাদ। **পন্থী**—সম্প্রদায়ভুক্ত; মতাবলম্বী (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—অঘোরপন্থী; রবীন্দ্রপন্থী)।

পন্নগ—(পন্ন—গম্+অ—যে পতিতভাবে গমন করে) সর্প; সীসা। স্ত্রী. পন্নগী—সর্পী; মনসা দেবী। **পন্নগকেশর**—নাগকেশর ফুল। **পন্নগাশন, পন্নগারি**—গরুড়।

পপাত—(সং) পতিত হইল (পপাত ধরণীতলে—মাটিতে পড়িয়া গেল, ধরাশায়ী হইল)।

পবন—(পূ+অন—যাহা পবিত্র করে) বায়ু (উনপঞ্চাশ পবন); পবিত্রীকরণ, শোধন; ধান্যাদির তুষ বাহির করিয়া ফেলা; কুমারের পোয়ান, যেখানে হাঁড়িকুঁড়ি পোড়ান হয়; বায়ুর দেবতা (পবনকুমার—ভীম; হনুমান)। **পবনগতি**—বায়ুগতি, অতি শীঘ্র। **পবনগামী**—পবনের মত দ্রুতগামী। **পবনচক্র**—পবনের গতি নির্দেশক চক্রাকার যন্ত্র-বিশেষ, weather-cock। **পবনপথ**—আকাশ। **পবনব্যাধি**—বায়ুরোগ। **পবনাল**—ধান্য বিশেষ, জনার। **পবনাশ,-শন**—সর্প। **পবনাত্মজ**—হনুমান ভীম; অগ্নি। **পবনালম্বী**—বায়ুর উপরে নির্ভরশীল (পবনালম্বী মেঘ)।

পবিত্র—(পূ+ইত্র) পাপ নাশক; পরিশুদ্ধ; পূত; কুশ; পৈতা; জল; ঘৃত, মধু, বেদমন্ত্র; তাম্র। স্ত্রী. পবিত্রা—তুলসী; হরিদ্রা। **পবিত্রধান্য**—যব।

পবিত্রক—ক্ষত্রিয়ের পৈতা (শণসূত্র); অশ্বত্থ; যজ্ঞডুমুর।

পবিত্রাত্মা—পূতস্বভাব, শুদ্ধচিত্ত।

পবিত্রারোপণ, পবিত্রারোহণ—শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে উপবীত-দানরূপ উৎসব।

পবিত্রিত—শোধিত, পরিষ্কৃত। **পব্য**—শোধনযোগ্য।

পমেটম—(ইং. pomatum) কেশের পারিপাট্যসাধক স্নেহদ্রব্য-বিশেষ।

পম্প—(ইং. pump) জল উপরে তুলিবার যন্ত্র-বিশেষ (**হাতপম্প**—হস্তচালিত পম্প; **ইলেকট্রিক পম্প**—বিদ্যুৎ-চালিত পম্প। **পম্প-শু**—হাল্‌কা জুতা-বিশেষ (পম্প-শু পায়ে বাবু)।

পম্পা—সরোবর-বিশেষ; ঋষ্যমূক্‌ পর্বত হইতে নির্গত নদী-বিশেষ।

পয়—(সং. পদ) সৌভাগ্য, সুলক্ষণ (**পয়মন্ত**—ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালিনী)। **পয়া**—পয়মন্ত (বিপ.—অপয়া)।

পয়, পয়ঃ—জল; দুগ্ধ। **পয়ঃপ্রণালী**—জল বাহির হইয়া যাইবার পথ, নর্দামা। **পয়ঃফেন**—দুগ্ধফেন। **পয়োমুখ বিষকুম্ভ**—উপরে দুধ, কিন্তু ভিতরে বিষ; মুখে মধু, অন্তরে বিষ।

পয়গম্বর, পয়গাম্বর—(ফা. পয়গ'াম্‌বর্‌) বার্তাবহ, ঈশ্বরের বাণীবাহক, ঈশ্বরের তরফ হইতে জাতি-বিশেষের কাছে অথবা সব মানুষের কাছে আগত দূত; Prophet। (গ্রাম্য) **প্যাগাম্বর** (পীর প্যাগম্বর—পীর ও পয়গম্বরের মত অতিশয় মান্য)।

পয়জার—(ফা. পয়য'ার) চটিজুতা (পয়জার মার তার মাথায়)।

পয়দল, পায়দল—(হি. পয়দল) পদাতিক সৈন্য; পদব্রজে গমনকারী; পদব্রজ (পায়দলে এসেছে)।

পয়দা—(ফা.) সৃষ্টি, সৃষ্ট, তৈয়ার (আচ্ছা ছেলে পয়দা করেছ!)। **পয়দায়েশ**—উৎপত্তি, জন্ম (পয়দায়েশের খবর)।

পয়নালা, পয়নালী—পয়ঃপ্রণালী, নর্দমা।

পয়মাইস, পয়মায়েস, পয়মাস—(ফা. পয়মাঈশ) জরীপ। **পয়মাশী জমি**—জরিপকরা জমি।

পয়মাল—(ফা পায়্‌মাল) নষ্ট, বিধ্বস্ত। **পয়মাল করা**—নষ্ট করা, বিনাশ করা, সমূহ ক্ষতি করা (বন্যায় মুলুককে মুলুক পয়মাল হয়ে গেছে)।

পয়লা—(হি. পহিলা, পহেলা) প্রথম, সর্বপ্রথম; মাসের প্রথম দিন (কাল ভাদ্রের পয়লা)। **পয়লা পয়লা**—প্রথম প্রথম, সূচনায়। **পয়লা নম্বর**—প্রথম সংখ্যা; অতি উত্তম (পয়লা নম্বরের মাল)।

পয়সা—(হি. পৈসা) সুপরিচিত তাম্রমুদ্রা, এক আনার চার ভাগের একভাগ; এক পয়সা (পয়সায় চারটা আম পাওয়া যেত); বিত্ত, টাকা কড়ি (পয়সাওয়ালা)। **পয়সা কামানো, পয়সা করা**—অর্থ উপার্জন করা; আয় করা। **পয়সাকড়ি**—টাকা পয়সা। **পয়সার কাজ**—বেশী টাকার কাজ। **দুপয়সা করা**—কিছু টাকাপয়সার লোক হওয়া

পয়স্তি, পৈয়স্তি—(ফা. পয়ৰস্তা) পলি পড়া বা চর পড়ার ফলে নদীতে ভাঙ্গিয়া যাওয়া জমি পুনরায় আবাদযোগ্য হইলে তাহাকে পয়স্তি বলা হয় (বিপ.—শিকস্তি।

পয়স্থল—জলপূর্ণ। **পয়স্বান্**—জল-বিশিষ্ট। **পয়স্বিনী**—যে গাভীর বেশী দুধ হয়; নদী; রাত্রি; ছাগী; দুগ্ধফেণী।

পয়ার—(পদাকার) সুপরিচিত বাংলা ছন্দো-বিশেষ।

পয়োঘন—করকা, শিলা। **পয়োজ**—পদ্ম। **পয়োজন্মা**—মেঘ। **পয়োদ**—মেঘ; মুথা। **পয়োধর**—মেঘ; স্ত্রীস্তন; গোস্তন; নারিকেল ফল: কেশুর; আখ। **পয়োধারা**—জলধারা, নদী। **পয়োধি, পয়োনিধি**—সমুদ্র। **পয়োবহ, পয়োমুক**—মেঘ। **পয়োব্রত**—যে ব্রতে মাত্র দুগ্ধপান বিধি; এরূপ ব্রত পালনকারী। **পয়োরাশি**—সমুদ্র।

পর—[পৃ (পূর্ণ করা) + অ] পরম, প্রধান, সর্ব-শ্রেষ্ঠ (পরব্রহ্ম; পরাকাষ্ঠা); পরমাত্মা; মুক্তি; ব্যাপক-সামান্য (ন্যায় মতে); সম্যক্‌; অধিক (পরঃসহস্র); পরকীয় (পরদার—পরস্ত্রী; পারদারিক—পরদারগামী), অনাত্মীয় (আপন-পর চেনা); শত্রু (পরন্তপ); পরায়ণ, একমাত্র বিষয় (করুণাপর; পরিচর্যাপর); অনন্তর, পরবর্তী (এর পর আর কথা কি? তার পর কি হলো?)। **পরের কাজ**—নিজের কাজ নয়, সেজন্য তাহাতে তেমন গরজ নাই। **পরের ঘর**—(মেয়েদের) শ্বশুর ঘর। **পরের ধনে**

পোদ্দারি—অন্যের টাকাপয়সার সাহায্যে কর্তৃত্ব ফলানো; পরের পুতে বরের বাপ। **পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা**—পরের অসুবিধা বা অনিষ্ট করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন। **পরের মুখে ঝাল খাওয়া**—ঝাল দ্রঃ।

পরওয়ার; পরোয়ার—(ফা. পরবর) প্রতিপালক, পৃষ্টপোষক। **পরওয়ারদিগার**—পরম প্রতিপালক, বিশ্বপালক। **গরীব-পরোয়ার**—গরীবের প্রতিপালক; দীন-দয়াল। **পরওয়ারিশ**—প্রতিপালন, ভরণ-পোষণ (পরওয়ারিশ করা)।

পরঃশত—শতাধিক। **পরঃশ্ব**—পরশ্ব। **পরঃসহস্র**—সহস্রাধিক। **পরকলা**—(ফা. পরকালাহ্) কাচখণ্ড, দর্পণ, lens।

পরকাল—মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা, পরলোক; ভবিষ্যৎ (**পরকাল খাওয়া**—ভবিষ্যৎ নষ্ট করা; **পরকাল ঝরঝরে**—ভবিষ্যতের জন্য নষ্ট-সম্বল, পরকাল-খাওয়া অকর্মণ্য)।

পরকাশ—প্রকাশ (কাব্যে ব্যবহৃত)। **পরকাশা**—(প্রকাশ করা—কাব্যে)।

পরকীয়—অন্যের, অপরের। স্ত্রী. **পরকীয়া** বিবাহিতা নয়, এমন প্রিয়া বা প্রেমসাধনার নায়িকা।

পরখ—(সং. পরীক্ষা, গুণাগুণ বিচার (ভাল কি মন্দ একবার পরখ করেই দেখ না)।

পরগণা, পরগনা—(ফা.) অনেকগুলি গ্রাম লইয়া একটি পরগণা গঠিত হইত। **পরগণাইত**—পরগণার অধ্যক্ষ।

পরগাছা—এক গাছ আশ্রয় করিয়া যে অন্য গাছ জন্মে, parasite; অবাঞ্ছিত পোষ্য; পোষ্যপুত্র (ব্যঙ্গে)।

পরগ্রন্থি—অঙ্গুলির গ্রন্থি অর্থাৎ অস্থি-সন্ধি।

পরগ্লানি—পরের নিন্দা-কুৎসা।

পরঘর—স্বামীর ঘর। **পরঘরী**—যে অন্যের গৃহে বাস করে (পরভাতী হয়ো, পরঘরী হয়োনা)। **পরঘরী পান্তামারী**—যে অন্যের বাড়ীতে বাস করে ও অন্যের দেওয়া পান্তাভাত খায়; যাহার চালচুলা নাই।

পরচক্র—শত্রুর সৈন্য অথবা রাষ্ট্র; শত্রুর চক্রান্ত।

পরচর্চা—পরনিন্দা, পরের দোষত্রুটি লইয়া আলোচনা। পরচর্চক—পরচর্চাকারী।

পরচা—(সং. পরিচয়) জরিপ-সংক্রান্ত জমির খাজানা, পরিমাণ, জমিদার ইত্যাদির পরিচয়।

পরচাল, পরচালা—চালের ছাঁইচ, চালের সঙ্গে যোগ-করা ছোট চাল।

পরচুল-লা—সংযোজিত চুল; কৃত্রিম চুলদাড়ি ইত্যাদি।

পরচিতেন—কবিগানে চিতেনের পরে যাহা গাওয়া হয়।

পরছাটি—(গ্রাম্য) বাড়ীর চারিদিক ঘুরাইয়া যে বেড়া দেওয়া হয় (পরিচ্ছিত্তি দ্রঃ)।

পরচ্ছন্দ—পরের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়; পরের পরিচালনার অধীন। **পরচ্ছন্দানুবর্তী**—পরবশ।

পরচ্ছিদ্র—পরের দোষত্রুটি **পরচ্ছিদ্রান্বেষণ**—পরের দোষ খোঁজা। **পরচ্ছিদ্রান্বেষী**—যে পরের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায়, নিন্দুক।

পরজ—(সং. পরাজিকা) রাত্রির রাগিণী-বিশেষ।

পরজাতি—জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শ্রেণী, Species।

পরজারি—(ইং. perjury) হলপ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

পরটা, পরাটা, পরোটা—(সং. পুরোডাশ, হি. পরাঠা) ঘিয়ে ভাজা স্তর বা ভাঁজযুক্ত মোটা রুটি।

পরণ—(সং. পরিধান) পরিধান; বস্ত্ররূপে ব্যবহার (পরণে ছেঁড়া ধুতি; পরণের সাড়ী)।

পরত—(সং. পত্র; আ. ফর্দ্) ভাঁজ, স্তর (পরতে পরতে—সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

পরতঃ—অন্যের দ্বারা, অন্য হইতে (স্বতঃপরতঃ)।

পরতন্ত্র—পরের অধীন, পরের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

পরতাল—পুনর্বার ওজন করা; পুনর্বার জরিপ করা (পরতাল জরিপ)।

পরত্র—পরকালে, পরলোক। **পরত্রভীরু**—যে পরকালের ভয় করে, ধার্মিক।

পরত্ব, পরতা—পরভাব, অনাত্মীয়ত্ব, শত্রুতা; বৈশেষিক-দর্শনমতে গুণ-বিশেষ।

পরদা, পর্দা—(ফা. পরদা) আবরণ, যবনিকা, Screen; ব্যবধান; গোপনতা, অন্তঃপুর (**পরদানশীন**—অন্তঃপুরবাসিনী, যে স্ত্রীলোক

সাধারণের সম্মুখে বাহির হয়না); সঙ্কোচ, সম্ভ্রম (**চোখের পর্দা নেই**—চক্ষুলজ্জা নাই; নির্লজ্জ); সুরের স্তর (খাদের পর্দা)। **আবরুপর্দা**—সম্ভ্রমশালীনতা।

পরদাজ—(ফা. পরদাষ') যে সম্পন্ন বা নির্বাহ করে (সাধারণতঃ 'কার' শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়; কারপরদাজ—কার্য নির্বাহক, কর্ম সম্পাদনকারী)।

পরদেশ—ভিন্নদেশ, বিদেশ। **পরদেশিয়া, পরদেশী**—ভিন্ন দেশবাসী (পরদেশী বন্ধু)। স্ত্রী. পরদেশিনী।

পরদ্বেষ—অপরের প্রতি দ্বেষ। **পরদ্বেষী**—পরের দ্বেষকারী, যে পরের অহিত চিন্তা করে।

পরধন—পরের ধনসম্পদ। **পরধন-লোভী**—যে পরের ধন আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছুক।

পরধর্ম—অপরের ধর্ম বা আদর্শ, নিজের স্বভাব-বহির্ভূত আচরণ (পরধর্ম ভয়াবহ); ইন্দ্রিয় বা প্রবৃত্তির ধর্ম। **পরধর্মদ্বেষী**—যে অপরের ধর্মমত অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, ধর্মোন্মত্ত, fanatic।

পরনিন্দা—অপরের নিন্দা বা দুর্নাম।

পরনিষেক—ভিন্ন জাতীয় বীজের সাহায্যে নূতন ধরণের কিছু সৃষ্টির চেষ্টা, cross impregnation.

পরন্তপ—শত্রুপীড়ক, অরিন্দম।

পরন্তু—কিন্তু, অধিকন্তু (অব্য)।

পরপতি—উপপতি; পরকীয়া সাধনার নায়ক; বিশ্বের পরম পতি।

পর-পদ—শ্রেষ্ঠপদ, মুক্তি।

পরপর—একের পর আর; উপর্যুপরি; আগু-পিছু (পর-পর সাজানো; পর-পর বিপৎপাত; দুই-একমাস পর-পরই আসতো)।

পরপিণ্ড—পরের অন্ন। (**পরপিণ্ডভোজী, পরপিণ্ডাদ**—পরান্নপালিত)। **পর-পীড়ক**—যে অন্যের উপরে উৎপীড়ন করে। **পরপীড়ন**—অন্যের উপরে অত্যাচার)। **পর-পুরুষ**—শ্রেষ্ঠ পুরুষ; বিষ্ণু; ভিন্ন ব্যক্তি; উপনায়ক। **পরপুষ্ট**—কোকিল; অন্যের দ্বারা পালিত (স্ত্রী. পরপুষ্টা—গণিকা)।

পরব—(সং. পর্বন্) পর্ব, সম্প্রদায়গত অথবা দেশগত উৎসব। **পরবী**—পরবের জন্য সংগৃহীত অর্থ, চাঁদা, দান।

পরবর্তী—পশ্চাৎ-আগত, next (স্ত্রী. পর-বর্তিনী)। বি. পরবর্তিতা।

পরবশ—পরাধীন, পরের ইচ্ছানুযায়ী (পরবশ হলেই দুঃখ)।

পরবস্তি—(ফা. পরবরিশ্) ভরণপোষণ নির্বাহ। প্রতিপালন। **পরবস্ত**—প্রতিপালিত।

পরবাস—প্রবাস। **পরবাসী**—প্রবাসী। ('নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে')।

পরব্যোম—শ্রেষ্ঠ আকাশ বা স্বর্গ; বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণুলোক। **পরব্রহ্ম**—পরমেশ্বর। **পর-ভাগ**—শ্রেষ্ঠাংশ; উৎকর্ষ। **পরভাগ্য**—অন্যের অদৃষ্ট। **পরভাগ্যোপজীবী**—যে নিজের ভরণপোষণের জন্য অপরের ভাগ্যের উপরে নির্ভর করে। **পরভৃৎ**—(পর—ভৃ+ক্বিপ্) যে অন্যকে অর্থাৎ কোকিলকে পোষণ করে, কাক। পরভৃত—পরের দ্বারা পালিত, কোকিল। স্ত্রী. পরভৃতা। পরভৃতক,-ভৃতিক—অপরের বেতনভোগী, ভৃত্য।

পরম—[পর (উত্তম)+মা (পরিমাণ করা)+অ] সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ, মহামূল্য, প্রধান, অতি-শয় (পরম সন্তোষ)। **পরম আপ্যায়িত**—পরম পরিতুষ্ট। **পরম কারুণিক**—পরম করুণাময়। **পরম কাষ্ঠা**—পরাকাষ্ঠা; পরমোৎকর্ষ। **পরম গতি**—উৎকৃষ্ট গতি, মুক্তি। **পরম গহন**—অতি নিবিড়, অতি গভীর। **পরম গুরু**—শ্রেষ্ঠগুরু পরম-পূজনীয়। **পরম জ্যোতি**—মহা-জ্যোতিস্বরূপ, পরমপুরুষ। **পরম তত্ত্ব**—পরম সত্তা, মূল সত্য। **পরম পদ**—শ্রেষ্ঠ স্থান, মোক্ষ। **পরম পদার্থ**—পরম নির্ভর-যোগ্য বস্তু; পরমেশ্বর। **পরম পিতা**—পিতার পিতা, সকলের পিতা, পরমেশ্বর। **পরম পুরুষ**—পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম, যিনি দুঃখ, ক্লেশ, মায়া ইত্যাদির দ্বারা অভিভূত নহেন। **পরম পুরুষার্থ**—মানুষের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বা কাম্য। **পরম মুক্তি**—জীবন্মুক্ত ব্যক্তির শরীর ধ্বংসের পর পরব্রহ্ম প্রাপ্তি, কৈবল্য। **পরম লাভ**—শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, পরম সার্থকতা। **পরমহংস**—মহাযোগী; পরমেশ্বরে একান্ত-সমর্পিতচিত্ত, লাভালাভজ্ঞানশূন্য সন্ন্যাসী।

পরমত—পরের চিন্তাধারা বা ধর্মমত। **পরমত-অসহিষ্ণু**—যে অপরের ভিন্ন চিন্তা-

ধারা বা ধর্মমত সহ্য করিতে পারেনা (বিপ- পরমত-সহিষ্ণু)। **পরমর্ষি**—বেদব্যাসাদি ঋষি।

পরমাণু—জড়ের অতি ক্ষুদ্র অংশ, atom। **পরমাণুবাদ**—পরমাণু হইতে বিশ্ব জগতের সৃষ্টি—এই মতবাদ। **পরমাণু-সংহতি**—পরমাণু-সমষ্টি।

পরমাত্মা—পরমব্রহ্ম। **পরমাত্মীয়**—অতি আপনার জন।

পরমাদ—প্রমাদ, বিপদ (সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ—মধুসূদন)।

পরমাদর—পরম প্রীতিপূর্ণ আপ্যায়ন। **পরমাদ্বৈত**—পরম অদ্বিতীয়, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। **পরমানন্দ**—অতিশয় আনন্দ (পরমানন্দে কালযাপন); পরম আনন্দস্বরূপ, পরমাত্মা। **পরমান্ন**—দুধ ও চিনির দ্বারা পক্ক অন্ন, পায়স (দেবতা ও পিতৃগণকে নিবেদিত হয় বলিয়া ইহার এই নাম)। **পরমা প্রকৃতি**—মূল-প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি।

পরমায়ুঃ, পরমায়ু—আয়ু, জীবিতকাল।

পরমার্থ—শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য; শ্রেষ্ঠ কাম্য; ধর্ম। **পরমার্থ চিন্তা**—পরম ঈপ্সিতের চিন্তা, ধর্ম-চিন্তা, ঈশ্বর-চিন্তা। **পরমার্থ-তত্ত্ব**—পরম সত্য, ব্রহ্মজ্ঞান। **পরমার্থ-তত্ত্ববিদ, পরমার্থবিদ্**—ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ। **পরমার্থ বিন্দ**—শ্রেষ্ঠতত্ত্বজ্ঞ; যাহার প্রচুর ধন লাভ হইয়াছে।

পরমুখ—পরের মুখ বা প্রসন্নতা। **পরমুখ চাওয়া**—পরের অনুগ্রহের প্রত্যাশা করা। **পরমুখাপেক্ষী**—পরপ্রত্যাশী, অপরের অনুগ্রহের উপরে নির্ভরশীল (স্ত্রী. পরমুখাপেক্ষিণী)।

পরমেশ—পরমেশ্বর; শিব; বিষ্ণু। **পরমেশ্বর**—জগদীশ্বর; সম্রাট্; শিব; বিষ্ণু। স্ত্রী. পরমেশ্বরী—পার্বতী। **পরমেষ্ঠী**—স্বর্গের উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পরমপুরুষ; শালগ্রাম-শিলা-বিশেষ; মন্ত্রদাতা গুরু।

পরম্পরা, পরম্পর—পর-পর, অনুক্রম, ধারা (কর্মপরম্পরা; বংশপরম্পরা; গুরুপরম্পরা); শ্রেণী (সোপান-পরম্পরা); বংশ। **পরম্পরীণ**—পরম্পরাগত, ধারাবাহিক। **পরযুগ**—পরবর্তী-যুগ, উত্তর-যুগ।

পরল, পরলা, পল্লা—(পরত) পরত, ভাঁজ, fold (সাত পরলা অথবা পল্লা কাপড়)।

পরলোক—মৃত্যুর পরের অবস্থা; মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্যবর্তী অবস্থা; মৃত্যু (পরলোক গমন; পরলোক যাত্রা)। **পরলোকবিধি**—মৃত্যুর সদ্গতির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি।

পরশ—(সং. স্পর্শ) স্পর্শ (কাব্যে ব্যবহৃত—মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে—রবি); অশুচি (প্রাদেশিক); স্পর্শমণি (পরশ-পাথর, পরশমণি)। **পরশন**—স্পর্শন, স্পর্শ।

পরশ, পারশ—পরিবেশন।

পরশা,-সা—পরিবেশন করা (পরশে লহনা নারী, গায়ে দেখি ধর্মবারি—কবিকঙ্কণ)।

পরশা,-সা—স্পর্শ করা (কাব্যে ব্যবহৃত)। **পরশই**—স্পর্শ করে। **পরশিহ**—স্পর্শ করিও। (ব্রজবুলি)।

পরশু—[পর—শৃ (হিংসা করা)+উ] প্রাচীন ভারতের যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ, কুঠার। **পরশুধর**—পরশুর সাহায্যে যুদ্ধকারী; পরশুরাম। **পরশুরাম**—প্রাচীন কালের সুবিখ্যাত যোদ্ধা ক্ষত্রিয়ের শত্রুরূপে বিখ্যাত, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার-রূপে পূজিত।

পরশু, পর্শু—(সং. পরশ্বঃ) আগামী কল্যের পরের দিন অথবা গতকল্যের পূর্বদিন।

পরশ্রী—অপরের উন্নতি বা সৌভাগ্য (পরশ্রীকাতর—অপরের উন্নতি দেখিয়া যে ক্ষুণ্ণ বা ঈর্ষান্বিত হয়)।

পরশ্বঃ, পরশ্ব—পরশু।

পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ, বিষয়, কাহিনী। (ব্রজবুলি)। **পরসন্ন**—প্রসন্ন, অনুকূল (ব্রজবুলি)। **পরসাদ**—প্রসাদ, অনুগ্রহ; দেবতার প্রসাদ। (ব্রজবুলি)।

পরস্ত—(ফা. পরস্ত্) পূজক, পূজারী। (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়; **আতশপরস্ত্**—অগ্নি-উপাসক। **বুৎপরস্ত্**—মূর্তি পূজক। **খোদপরস্ত্**—আত্ম-পূজক, আত্মাভিমানী; স্বার্থপর)।

পরস্পর—(পরস্+পর) অন্যোন্য, একের প্রতি বা সম্পর্কে অন্য, mutual। **পরস্পরাশ্রয়**—একে অন্যের অবলম্বন (পরস্পরাশ্রয় প্রেম)। **পরস্পরবিধ্বংসী**—একে অন্যের ধ্বংসকারী। **পরস্পর বিরোধ**—উভয়ের মধ্যে বিরোধ। **পরস্পর সংঘাত**—একের অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ।

পরস্মৈপদ—ধাতুর বিভক্তি-বিশেষ।

পরস্ব—পরধন (পরস্বহারী—যে পরের বিত্ত অপহরণ করে)। **পরস্বাপহরণ**—পরধন চুরি। **পরহিংসা**—পরের প্রতি বিদ্বেষ, শক্রতা ইত্যাদি পোষণ বা আচরণ। **পরহিত**—পরের মঙ্গল। **পরহিতব্রত**—পরের মঙ্গল-সাধনরূপ ব্রত (রূপক কর্মধা); পরের মঙ্গল যাহার ব্রত (বহুব্রী)। **পরহিতৈষণা** অপরের কল্যাণ-কামনা। **পরহিতৈষী**—অপরের কল্যাণকামী।

পরা—শ্রেষ্ঠা, প্রধানা। (**পরাবিদ্যা**—যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, উপনিষৎ (বিপ.—অপরা বিদ্যা); পরায়ণা, রতা (নৃত্যপরা তটিনী)।

পরা—উপসর্গ-বিশেষ, প্রাধান্য, প্রতিকূলতা, আভিমুখ্য, প্রত্যাবৃত্তি, অতিক্রম, বিক্রম, ক্ষতি ইত্যাদি জ্ঞাপক।

পরা—পরিধান করা, অঙ্গে ধারণ করা (কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ—মধু); পরিহিত, ব্যবহৃত (অন্যের পরা কাপড়)। **পরাওল**—(ব্রজবুলি) পরাইল।

পরাকরণ—(পরা—কৃ+অনট্) অবলেহন, অবজ্ঞা। বিণ. **পরাকৃত**—অবজ্ঞাত।

পরাকাষ্ঠা—চরমোৎকর্ষ; চরম সীমা।

পরাক্রম—বীর্য, শক্তি, সামর্থ্য। **পরাক্রমশালী**—বীর্যবন্ত। **পরাক্রান্ত**—শক্তিশালী, শত্রু দমনে সমর্থ (পরাক্রান্ত রাজা)।

পরাগ—(পরা—গম্+অ) পুষ্পরেণু; ধূলি; স্নানের পর ব্যবহার্য গন্ধদ্রব্য চূর্ণ; চন্দন; চূর্ণ; খ্যাতি, উপরাগ। **পরাগকেশর**—ফুলের ভিতরকার রেণু-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম সূত্র-সমূহ, stamen। **পরাগকোষ**—পুষ্পরেণুর আধার।

পরাঙ্মুখ—(পরাক্ অর্থাৎ ফিরানো মুখ যার—বহুব্রী) বিমুখ, নিবৃত্ত, পরিহারশীল (সত্য কথনে পরাঙ্মুখ)।

পরাজয়—(পর—জি+অল্) পরাভব, হটিয়া যাওয়া। **পরাজিত**—পরাভূত, বিজিত।

পরাণ—[(সং. প্রাণ) প্রাণ, জীবন; মর্ম (পরাণপুতলী; পরাণ বিদরে) (কাব্যে ও কথ্যভাষায় ব্যবহৃত)]। **পরাণপুতলী**—প্রাণস্বরূপ; প্রাণসর্বস্ব। **পরাণি, পরাণী**—প্রাণ, জীবন, মর্মস্থল (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

পরাতুষ্টি—(সং.) নিরতিশয় সন্তোষ।

পরাৎপর—শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ; পরমেশ্বর। স্ত্রী. পরাৎপরা—পরমেশ্বরী, দুর্গা, কালী

পরাত্মা—পরমাত্মা।

পরাদান—পরের উদ্দেশ্যে আদান, দরিদ্রের যাহাতে উপকার হয় এই উদ্দেশ্যে দান।

পরাধি—অন্যের ব্যাধি; উৎকট ব্যাধি।

পরাধিকার—অন্যের অধিকার (পরাধিকারচর্চা—অনধিকারচর্চা)।

পরাধীন—অপরের অধীন, পরতন্ত্র। বি. পরাধীনতা।

পরানো—পরিধান করানো, ভূষিত করানো, সংযুক্ত করানো (পোষাক পরানো; সুতা পরানো)।

পরান্তক—জগৎসংসারের সংহার কর্তা, শিব।

পরান্তঃপুষ্ট—যাহারা অন্যের দেহের মধ্যে নিজের পরিপোষণ লাভ করে; কৃমি।

পরান্ন—অন্যের দেওয়া অন্ন (গুরু, মাতুল, শ্বশুর, পিতা ও পুত্রের অন্নকে সাধারণতঃ পরান্ন বলা হয় না)। **পরান্নভোজী**—পরের অন্নে প্রতিপালিত (নিন্দাজ্ঞাপক)। **পরান্নোপজীবী**—পরের অন্নে জীবন নির্বাহকারী।

পরাপর—আপন-পর; শ্রেষ্ঠতম। **পরাপরাবিদ্যা**—পরা ও অপরা বিদ্যা, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা ও সাংসারিক বিদ্যা।

পরাবর্ত—প্রত্যাবর্তন; বিনিময়। **পরাবর্ত ব্যবহার**—পুনর্বিচারের জন্য আবেদন, আপীল।

পরাবর্তন—(পদার্থ-বিদ্যা) প্রতিফলন, reflection। **পরাবর্তক**—যাহা আলোক প্রতিফলনে সাহায্য করে। **পরাবর্তমাপক**—যে যন্ত্রের দ্বারা প্রতিফলনের মাপ করা হয়, reflectometer। বিণ. পরাবর্তিত—প্রত্যাবর্তিত, যাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

পরাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত, পলায়িত। বি. পরাবৃত্তি।

পরাভব—পরাজয়; হারিয়া যাওয়া; অতিক্রম বিণ. পরাভূত—পরাজিত, অতিক্রান্ত।

পরামর্শ—মন্ত্রণা, বিচার, যুক্তি (পরামর্শ করা—কয়েক জনে মিলিয়া বিশেষ মন্ত্রণা করা)। **পরামর্শসভা**—যে সভায় সভ্যেরা বিচার করিয়া উচ্চতর শক্তিকে কর্ম-নির্ধারণের পন্থা জ্ঞাপন করে, Advisory Board।

পরামানিক—(সং. প্রামাণিক) গ্রামের মোড়ল; নাপিত; উপাধি-বিশেষ।

পরায়ণ—(পর+অয়ন) একমাত্র গতি, একান্ত আসক্ত, তৎপর (ধর্মপরায়ণ) ; পরমাশ্রয় ।

পরার্থ—অপরের জন্য, পরের কল্যাণের জন্য। **পরার্থে**—পরহিতে। **পরার্থপরতা**—পরের কল্যাণ-কামনা (বিপ. স্বার্থপরতা) । **পরার্থবাদ**—পরার্থপরতা-নীতি, altruism ।

পরার্ধ—শেষার্ধ ; অত্যধিক সংখ্যা-বিশেষ, শত-সহস্র-লক্ষ কোটি ।

পরার্ধ্য—(পর+অর্ধ+য) শ্রেষ্ঠতম, স্বর্লোক ; প্রশস্ত ; পরার্ধ ।

পরাশর—ঋষি-বিশেষ, ব্যাসদেবের পিতা, সংহিতাকার-বিশেষ ।

পরাস্ত—(পরা—অস্+ক্ত) পরাজিত, তিরস্কৃত, নিরাকৃত, অতিক্রান্ত ।

পরাহ—পরদিন (বিপ. পূর্বাহ) ।

পরাহত—পরাজিত, তিরস্কৃত, আক্রান্ত, ব্যাহত ।

পরাহ্ণ—অপরাহ্ণ, afternoon (বিপ.—পূর্বাহ্ণ) ।

পরি—[পৃ (পূর্ণ করা)+ইন্] উপসর্গ-বিশেষ, সম্পূর্ণরূপে, অতিশয়, চিহ্ন, আখ্যান, নিরসন, পূজা, সম্যক্, আলিঙ্গন, গাঢ় ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে (পরিকীর্তন, পরিপাক, পরিতাপ ইত্যাদি) । **পরিকথা**—আখ্যায়িকা-গ্রন্থ । **পরিকম্প**—প্রবল কম্প, ভয় । **পরিকর**—পর্যঙ্ক ; সহচর ; পরিবার ; অনুচর ; হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ; উপকরণ, কটিবন্ধ (বদ্ধপরিকর) অর্থালঙ্কার-বিশেষ । **পরিকর্তা**—জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ-সংস্কার-কর্তা যাজক । **পরিকর্ম**—কুঙ্কুম, অলঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা অঙ্গ-সংস্কার ; চিত্রের শোভা বর্ধন । **পরিকর্মা, পরিকর্মী**—পরিচারক । **পরিকর্ষ**—সম্যক্ আকর্ষণ । **পরিকল্পন**—মনন, কল্পনা, রচনা । **পরিকল্পনা**—চিন্তা, সংকল্প, রূপায়ন, নক্সা, design, plan, project (দামোদর-পরিকল্পনা) । **পরিকল্পিত**—মনে মনে স্থিরীকৃত, সজ্জিত, রচিত । **পরিকল্পয়িতা**—পরিকল্পনাকারী, designer ; স্ত্রী. পরিকল্পয়িত্রী । **পরিকীর্ণ**—বিক্ষিপ্ত ; ব্যাপ্ত । **পরিকীর্তিত**—প্রশংসিত, বর্ণিত । **পরিকৃত**—পরিবেষ্টিত । **পরিকৃশ**—অতিশয় ক্ষীণ । **পরিক্রমা, পরিক্রম, পরিক্রমণ**—তীর্থাদি প্রদক্ষিণ করা, পরিভ্রমণ । **পরিক্রান্ত**—প্রদক্ষিণীকৃত । **পরিক্রয়, পরিক্রয়ণ**—বিনিময়, বিক্রীত বস্তুর পুনঃক্রয়, বেতন গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্টকাল চাকরী করা । **পরিক্রিয়া**—পরিখা-প্রাকারাদির দ্বারা বেষ্টিত করা । **পরিক্লান্ত**—অতিশয় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত । **পরিক্লিষ্ট**—অতিশয় ক্লিষ্ট, উত্যক্ত । **পরিক্ষত**—ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষত, নষ্ট । **পরিক্ষয়**—ধ্বংস, বিনাশ, পতন, তিরোভাব । **পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিত**—অর্জুনের পৌত্র, অভিমন্যুর পুত্র, কুলের ক্ষীণাবস্থায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছিল । **পরিক্ষিপ্ত**—বিক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত, পরিত্যক্ত ; চতুর্দিকে ঘেরা । **পরিক্ষীণ**—অতিশয় ক্ষীণ, ক্ষয়প্রাপ্ত । **পরিক্ষেপ**—চতুর্দিকে বেষ্টন ; বিক্ষেপ ; বেড়া, ঘেরাও, fencing, railing । **পরিক্ষেপক**—পরিবেষ্টনশীল । **পরিখা**—রাজধানী প্রভৃতির চতুর্দিকের খাত, গড়খাই (পরিখা সাধারণতঃ শতহস্ত প্রশস্ত ও দশহস্ত গভীর করা হইত) । **পরিখীকৃত**—পরিখার দ্বারা বেষ্টিত । **পরিখেদ**—ক্লেশ, পরিশ্রম । **পরিখ্যাত**—প্রসিদ্ধ । **পরিগণন**—বিশেষ ভাবে গণনা করা । বিণ. পরিগণিত—সংখ্যাত, বিশেষরূপে কথিত বা স্বীকৃত । **পরিগত**—জ্ঞাত, প্রাপ্ত, ব্যাপ্ত । **পরিগদিত**—পরিকীর্তন ; পরিগণিত ; যাপিত । **পরিগহন**—অতিশয় গহন । **পরিগূঢ়**—অতি গোপন । **পরিগৃহীত**—স্বীকৃত, পরিণীত । **পরিগৃহ্য**—সর্বতোভাবে গ্রহণ-যোগ্য । **পরিগৃহ্যা**—নারী । **পরিগ্রহ**—গ্রহণ, স্বীকার (আসন পরিগ্রহ, দার পরিগ্রহ) ; পত্নী ; পরিজন ; অধীনস্থ ব্যক্তি ; সরঞ্জাম, মূল ; আদি কারণ, শপথ ; সৈন্যের পশ্চাৎভাগ ; রাহুগ্রস্ত সূর্য । **পরিগ্রাহ**—যজ্ঞ-বেদী-বিশেষ । **পরিগ্রাহক**—পরিগ্রহীতা ; পতি । **পরিঘ**—প্রাচীনকালের যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ, ইহা মুদ্গররূপে ব্যবহৃত হইত, হুড়কা, প্রতিবন্ধ (জ্ঞানমার্গে অহঙ্কার দুরতিক্রম পরিঘ) ; জ্যোতিষে যোগ-বিশেষ ; তোরণদ্বার । **পরিঘট্টিত**—যাহা বিশেষ ভাবে ঘোঁটা হইয়াছে, সম্যক্ ঘর্ষিত । **পরিঘাত, পরিঘাতন**—পরিঘ, অর্গল, ব্যাঘাত, হনন, আঘাত । **পরিচয়**—বিশেষ জ্ঞান ; বংশ, নাম ইত্যাদির খবর ; জানাশোনা ; আলাপ, ঘনিষ্ঠতা ; প্রণয় ।

পরিচয়-পত্র—কাহারও সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য সম্বলিত পত্র, credentials, certificate। **পরিচর**—দেহরক্ষী, রক্ষিসৈন্য; পরিচারক, অনুচর; রাজস্বাদির তত্ত্বাবধায়ক। **পরিচর্যা**—সেবা, শুশ্রূষা; উপাসনা; পূজা। **পরিচায়ক**—পরিচয়দানকারী, জ্ঞাপক। **পরিচার্য**—সেব্য, শুশ্রূষণীয়। **পরিচারক**—সেবক, ভৃত্য; স্ত্রী. পরিচারিকা। **পরিচালক**—চালক, অধ্যক্ষ, বিদ্যুতাদি পরিচালনক্ষম বস্তু, conductor; বি. পরিচালন। **পরিচালকতা**—তাপ ও বিদ্যুৎ-পরিচালন ক্ষমতা, conductivity। **পরিচিত**—পরিজ্ঞাত, অভ্যস্ত। **পরিচিতি**—পরিচয় দান, পরিজ্ঞাপক রচনা। **পরিচিন্তক**—মননকারী, প্রাজ্ঞ, উপাসক। **পরিচিন্তন**—পরিকল্পনা, মনন (বিণ. পরিচিন্তিত)। **পরিচ্ছদ**—পোষাক, বসনভূষণ; পরিজন (সপরিচ্ছদ); রাজার ছত্র-চমরাদি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি উপকরণ। **পরিচ্ছন্দ**—পোষাক, অঙ্গাবরণ। **পরিচ্ছন্ন**—পরিষ্কৃত, আবর্জনাহীন, সুবিন্যস্ত (চিন্তার পরিচ্ছন্নতা)। **পরিচ্ছিত্তি**—অবধারণ; ব্যবধান; আড়াল (গ্রাম্য **পরছাটি**—বাড়ীর চতুর্দিক ঘিরিয়া যে বেড়া দেওয়া হয়)। **পরিচ্ছিন্ন**—অবধারিত, নির্মিত; সীমাবদ্ধ, বিভক্ত। **পরিচ্ছেদ**—গ্রন্থের ভাগ, অংশ, সীমা, অবধি; হিতাহিত নির্ণয়। **পরিচ্ছেদ্য**—অবধার্য, পরিমেয়, বিভাজ্য। **পরিচ্যুত**—ভ্রষ্ট, পতিত, ক্ষরিত; বি. পরিচ্যুতি। **পরিছা**—পড়িছা দ্রঃ। **পরিজন**—সম্পূর্ণরূপে নিজের লোক, পরিবারবর্গ, পোষ্যবর্গ। **পরিজ্ঞান**—স্বরূপজ্ঞান, সর্বতোভাবে জানা; বিণ. পরিজ্ঞাত। **পরিডীন, পরিডীনক**—পক্ষীর চক্রাকারে উড্ডয়ন। **পরিণত**—পরিণতিপ্রাপ্ত, পরিপক্ব, বৃদ্ধ (পরিণত বয়স); বি. পরিণতি—পূর্ণতাপ্রাপ্তি, শেষ ফল। **পরিণাম**—পরিপাক, অবসান, শেষ ফল, বার্ধক্য। **পরিণদ্ধ**—(পরি-নহ্+ক্ত) বদ্ধ, পরিহিত, আশ্লিষ্ট, ব্যাপ্ত। **পরিণয়, পরিণয়ন**—বিবাহ। **পরিণাম**—অবস্থান্তর প্রাপ্তি; পরিপকতা; বিকার; শেষফল (অপব্যয়ের পরিণাম), বার্ধক্য। **পরিণামদর্শী**—ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া যে কার্য করে; সূক্ষ্মদর্শী। **পরিণামবাদ**—দুগ্ধ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া দধি হয়, কিন্তু দুধ ও দধি অভিন্ন, ঈশ্বর জগৎরূপে অভিব্যক্ত হন, কিন্তু তিনি অবিকার, জগৎও মিথ্যা নহে—এই দার্শনিক মত। **পরিণাহ, পরীণাহ**—বিস্তার, বিশালতা। **পরিণীত**—বিবাহিত। **পরিণেতা**—পতি। **পরিণেয়**—বিবাহযোগ্য। **পরিতপ্ত**—সন্তপ্ত, উত্তপ্ত। **পরিতাপ**—মনস্তাপ, খেদ, দুঃখ। **পরিতুষ্ট**—সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত (বি. পরিতুষ্টি)। **পরিতোষ**—সন্তোষ, আনন্দ, তৃপ্তি (পরিতোষ সহকারে ভোজন)। **পরিত্যক্ত**—বর্জিত; নিক্ষিপ্ত (পরিত্যক্ত বাণ); বিসর্জিত। **পরিত্যাগ**—বর্জন, সম্বন্ধ ছেদন। **পরিত্যাজ্য**—পরিত্যাগযোগ্য, বর্জনীয়। **পরিত্রাণ**—উদ্ধার (পাপীতাপীর পরিত্রাণ) সঙ্কটজনক অবস্থা হইতে মুক্তি (এবার আর পরিত্রাণ নাই); রক্ষা। **পরিত্রাতা, পরিত্রায়ক**—উদ্ধারকর্তা, রক্ষাকর্তা। **পরিত্রাহি**—পরিত্রাণ কর. বাঁচাও (পরিত্রাহি ডাক ছাড়া—একান্ত অসহায় হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করা)। **পরিদান**—বিনিময়। **পরিদায়ী**—জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠকে যে কন্যাদান করে (এরূপ বিবাহে কনিষ্ঠকে বলা হয় পরিবেত্তা, কন্যা পরিবেদনীয়া, কন্যাদাতা পরিদায়ী এবং যাজককে পরিকর্তা বলা হয়; ইহারা সকলেই পতিত)। **পরিদৃশ্যমান**—যাহা দেখা যাইতেছে, সুস্পষ্ট। **পরিদেবন, পরিদেবনা**—বিলাপ, খেদোক্তি, অনুতাপ (কাকস্য পরিবেদনা—সাধারণতঃ কাকস্য পরিবেদনা বলা হয়—পরিবেদনা দ্রঃ)। **পরিদেবী, পরিদেবক**—বিলাপকারী। **পরিধান**—অঙ্গে ধারণ; আচ্ছাদন; আচ্ছাদন বস্ত্র। **পরিধি**—বৃত্তের বেষ্টন-রেখা, বেড়, circumference, চতুর্দিকের সীমা; পরিবেষ্টন। **পরিধিস্থ**—চতুঃপার্শ্বস্থ; যুদ্ধে রথীর রক্ষক; পরিচর, মোসাহেব। **পরিধূপিত**—সুগন্ধীকৃত, ধূপের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। **পরিধেয়**—পরিধানযোগ্য, বস্ত্র। **পরিনায়ক**—প্রধান নায়ক। **পরিনির্বাণ**—মোক্ষ, বুদ্ধের দেহত্যাগ, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। **পরিনিষ্ঠা**—পরিসমাপ্তি, পরিপূর্ণতা (বিণ. পরিনিষ্ঠিত—নিপুণ, প্রবীণ)। **পরিন্যাস**—বিন্যাস। **পরিপক্ব**—পরিণতিপ্রাপ্ত; পাকা; সুসিদ্ধ;

বিচক্ষণ, বহুদর্শী (পরিপক্ব লোক)। **পরিপণ**—মূলধন; প্রতিশ্রুতি (বিণ. পরিপণিত—প্রতিশ্রুত, স্বীকৃত)। **পরিপন্থক, পরিপন্থী**—বাধা, প্রতিকূল, প্রতিরোধক, শত্রু (স্ত্রী. পরিপন্থিনী—বিঘ্নস্বরূপা)। **পরিপাক, পরীপাক**—পরিণতি, পক্বতা, হজম (পরিপাক ক্রিয়া; দুঃখ অপমান পরিপাক করা)। **পরিপাটি, পরিপাটী**—অনুক্রম, সুশৃঙ্খলা, নৈপুণ্য, সুবিন্যস্ত (চুল পরিপাটি করিয়া বাঁধা); কৌশল, মনোবৃত্তি (বর্তমানে এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না)। **পরিপালন**—পরিপোষণ (বিণ. পরিপালিত)। **পরিপালয়িতা**—পরিপালনকারী। **পরিপাল্য**—লালনযোগ্য। **পরিপীড়ন**—নিষ্পেষণ, পীড়ন। **পরিপুটন**—খোসা ছাড়ানো। **পরিপুষ্ট**—বর্ধিত, বিকাশপ্রাপ্ত, সমৃদ্ধ। **পরিপূর্ণ**—সম্পূর্ণ, পরিতৃপ্ত (বি. পরিপূর্ণতা)। **পরিপূরক**—যাহা পরিপূর্ণ করে। **পরিপূরণ**—সম্যক পূরণ, তৃপ্তি সাধন (বিণ. পরিপূরিত)। **পরিপৃচ্ছা**—জিজ্ঞাসা। **পরিপোষণ**—পরিপুষ্টিসাধন, সুবর্ধন; প্রতিপালন (বিণ পরিপোষিত—প্রতিপালিত)। **পরিপ্রেক্ষণ**—পরিদর্শন। **পরিপ্রেক্ষিত**—স্বাভাবিক ভাবে যেরূপ প্রতীয়মান হয় (এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে); দৃশ্যমান বস্তুর বা বস্তুসমূহের আকৃতি, দূরত্ব, সংস্থান সাধারণতঃ যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, চিত্রে তদ্রূপ অঙ্কন-বিষয়ক বিদ্যা, perspective। **পরিপ্লব**—(পরি—প্লু+অ) চঞ্চল, অস্থির; নৌকা, ভেলা। **পরিপ্লাবন**—জলে নিমজ্জনকারী (কূল-পরিপ্লাবন স্রোত)। **পরিপ্লুত**—প্লাবিত, সিক্ত, ব্যাপ্ত, উপহত (শোক-মোহ-পরিপ্লুত); বি. পরিপ্লুতি—চাঞ্চল্য, ব্যাপ্তি, আর্দ্রীকরণ। **পরিবন্ধ**—(প্রবন্ধ) প্রবন্ধ, কাহিনী, রচনাকৌশল। **পরিবর্জন**—পরিহার, বিসর্জন। **পরিবর্ত**—পরিবর্তন, বিনিময়। **পরিবর্তন**—অবস্থান্তর; আবর্তন; বদল। **পরিবর্তনশীল**—যাহা পরিবর্তিত হয়। **পরিবর্তনীয়**—পরিবর্তন-যোগ্য। **পরিবর্ধক**—যাহা বৃদ্ধি করে। **পরিবর্ধিত**—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পরিপুষ্ট। **পরিবর্হ**—পরিচ্ছদ, পোষাক; রাজার পরিচ্ছদ ও বাহনাদি; আসবাব। **পরবাদ, পরীবাদ**—নিন্দা, অপবাদ। **পরিবাদক, পরিবাদী**—অপবাদকারী। **পরিবাদিনী**—সপ্ততন্ত্রী বীণা-বিশেষ; অপবাদকারিণী। **পরিবাপ**—বপন; মুণ্ডন। **পরিবাপন**—মুণ্ডন। **পরিবাপিত**—মুণ্ডিত; রোপিত, বপিত। **পরিবার, পরীবার**—পরিজন; অনুচর। **পরিবাস**—নিবাস; সুবাস। **পরিবাহ, পরীবাহ**—জলোচ্ছ্বাস, জলনির্গম-পথ, প্রবাহ, ক্ষুদ্র সরিৎ। **পরিবাহী**—প্রবাহযুক্ত উচ্ছ্বসিত (আনন্দ-পরিবাহী চক্ষু)। **পরিবিত্ত, পরিবিন্ন**—পরিদায়ী দ্রঃ। **পরীবীক্ষণ**—যত্ন সহকারে দর্শন। **পরিবীত**—পরিবেষ্টিত। **পরিবৃতি**—পরিধি; পরিবেশ। **পরিবৃত্তি**—প্রত্যাবর্তন; পরিবর্তন; বিনিময়; স্বভাবের নিয়মানুযায়ী পরিবর্তন। **পরিবেত্তা**—পরিদায়ী দ্রঃ। **পরিবেদন**—জ্যেষ্ঠের বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠের বিবাহ; ক্লেশ, যন্ত্রণা; প্রাপ্তি, জ্ঞান; স্ত্রী। **পরিবেদনা**—বিবেচনা, ব্যথা, দরদ (কা কস্য পরিবেদনা—কার কথা কে শোনে, অপরের জন্য কারো মাথা-ব্যথা নেই)। **পরিবেদিনী**—পরিবেত্তার স্ত্রী। **পরিবেশ,-ষ**—বেষ্টন, পরিধি; পরিবেষ্টন, চন্দ্রসূর্যের মণ্ডল। **পরিবেশন**—বণ্টন, ভোজনকালে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রয়োজনমত অর্পণ। **পরিবেশক**—পরিবেশনকারী। **পরিবেষ্টন**—আচ্ছাদন; পরিধি, আবেষ্টন, environment। **পরিবেষ্টা**—পরিবেশক। **পরিবেষ্টিত**—চারিদিকে ঘেরা (শত্রু-পরিবেষ্টিত)। **পরিব্যয়**—মোটখরচ। **পরিব্রজ্যা**—পরিব্রাজক-ধর্ম চতুর্থ আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস। **পরিব্রাজ, পরিব্রাজক**—ভ্রমণকারী, চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী। **পরিভব, পরীভব**—পরাজয়। **পরিভাব**—পরাজয়, অবজ্ঞা, অনাদর, তিরস্কার। **পরিভাবী**—অবজ্ঞাকারী, তিরস্কারক। **পরিভাষণ**—কথোপকথন; নিন্দাপূর্বক তিরস্কার। **পরিভাষা**—বিশেষ অর্থজ্ঞাপক শব্দমালা (বৈজ্ঞানিক পরিভাষা)। **পরিভাষিত**—পরিভাষা দ্বারা নিরূপিত; কথিত। **পরিভুক্ত**—উপভুক্ত। **পরিভূত**—অভিভূত; তিরস্কৃত। **পরিভোগ**—সম্ভোগ। **পরিভ্রম**—ভ্রম;

পরিভ্রমণ। **পরিভ্রমণ**—পর্যটন। **পরি-ভ্রষ্ট**—পতিত, নষ্ট। **পরিমণ্ডল**—মণ্ডলাকার; গোলক। **পরিমল**—চন্দন কুঙ্কুমাদির মর্দনজনিত গন্ধ, সৌরভ। **পরি-মর্শ**—সংস্পর্শ, ঘর্ষণ। **পরিমর্ষ**—ঈর্ষাদ্বেষ। **পরিমাণ**—মাপ, ওজন, সংখ্যা। **পরিমাণ-ফল**—ক্ষেত্রফল, area। **পরিমাপ**—পরিমাণ, ওজন, নিরূপণ। **পরিমিত**—যাহার পরিমাণ করা হইয়াছে; স্বল্প, পরিমাণযুক্ত (পরিমিত সুখভোগ)। **পরিমিতি**—পরিমাণ, ক্ষেত্রতত্ত্ব, mensuration। **পরি-মৃষ্ট**—আলিঙ্গিত; পরিমার্জিত। **পরিমেয়**—পরিমাণযোগ্য; পরিমিত। **পরিমোক্ষ**—পরিত্রাণ, মোক্ষ; মলত্যাগ। **পরিমোহন**—মোহকর, মোহ উৎপাদন। **পরিম্লান**—অতিশয় ম্লান, বিবর্ণ, বিশুষ্ক। **পরিরক্ষণ**—সর্বথা রক্ষণ। **পরিরক্ষণীয়**—সর্বথা রক্ষণীয়। **পরিরক্ষিতা**—পালয়িতা। **পরিরম্ভ, পরিরম্ভন**—আলিঙ্গন। **পরিরব্ধ**—আলিঙ্গিত। **পরিরাটক, পরিরাটি**—চতুর্দিকে রটনাকারী। **পরিলিখিত**—চতুর্দিকে রেখার দ্বারা চিহ্নিত, circumscribed। **পরিলেখন**—যজ্ঞস্থলের সীমারেখা অঙ্কন। **পরিশঙ্কনীয়, পরিশঙ্ক্য**—বিশেষ শঙ্কার যোগ্য। **পরিশঙ্কিত**—ভীত। **পরিশিষ্ট**—অবশেষ, গ্রন্থের শেষে যে অংশ যোজনা করা হয়। **পরিশীলন**—অনুশীলন; সংসর্গ; অবগাহন; বিণ. পরিশীলিত। **পরি-শুদ্ধ**—পবিত্রীকৃত, পরিষ্কৃত। **পরিশুষ্ক**—বিশুষ্ক; বেশী ঘি ও বারবার জলের ছিটা দিয়া রান্না করা জীরা প্রভৃতি মসলাযুক্ত কষা মাংস (দোপেঁয়াজা?)। **পরিশেষ**—অবশেষ, উপসংহার। **পরিশোধ**—ঋণশোধ। **পরি শোষ**—শুষ্কতা। **পরিশ্রম**—আয়াস, মেহনত (পরিশ্রমসাধ্য)। **পরিশ্রমী**—শ্রমপটু। **পরিশ্রান্ত**—ক্লান্ত। **পরিশ্রুতি**—অশ্রু। **পরিশ্লেষ**—আশ্লেষ। **পরিষদ্, -পর্ষদ্**—অন্ততঃ একুশ জন মীমাংসা ন্যায় ও বেদবেদাঙ্গ-কুশল পণ্ডিতের সভা; ধর্ম-বিষয়ক জনসভা; সমাজ। **পরিষদ**—সভাসদ্, সভ্য, অনুচর। **পরিষদ্বল**—সভাসদ্। **পরি-ষীবন**—(পরি—সিব্+অন) গ্রন্থীকরণ, শেলাই করা। **পরিষেক**—সিক্ত করা; অবগাহন। **পরিষ্কার**—স্বচ্ছতা, নির্মলতা; নির্মল, মেঘশূন্য (পরিষ্কার জল; আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে); মলশূন্য (পেট পরিষ্কার হয়ে যাওয়া); সুস্পষ্ট, জড়িমা বা কপটত বর্জিত (পরিষ্কার কথা); পরিশোধ, বাকি-বকেয়াশূন্য (হিসাব পরিষ্কার করা); তীক্ষ্ণ-বোধযুক্ত বিচারক্ষম (পরিষ্কার মাথা); ময়লা-শূন্য (আঙিনা পরিষ্কার করা; ঘরদোর পরিষ্কার করা); ফরসা (পরিষ্কার রং)। **পরিষ্কৃত**—অমলিন, স্বচ্ছ, নির্মলীকৃত, মার্জিত; বি. পরিষ্কৃতি। **পরিসংখ্যা**—(পরি—সম্+খ্যা) পরিগণনা; বর্জন ও গ্রহণ সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ; বিণ. পরিসংখ্যাত পরিগণিত। **পরিসংখ্যান**—পরিসংখ্যা-করণ. বর্জনপূর্বক গ্রহণ, statistics। **পরি-সভ্য**—সভাসদ্। **পরিসর**—বিস্তার, নদী নগর পর্বতাদির নিকটবর্তী ভূমি; প্রদেশ। **পরিসর্প**—পরিবেষ্টন। **পরিসর্পণ**—পরি-ক্রমণ, লক্ষ্যের দিকে ধাবণ। **পরিসর্যা**—সর্বত্র গমন। **পরিসারক**—চতুর্দিকে গমন-শীল। **পরিসীমা**—ইয়ত্তা; অবধি (এর সীমা-পরিসীমা নেই)। **পরিস্তোম, পরি-স্তোম**—হাতীর পিঠের চিত্রিত বস্ত্র বা কম্বল, আস্তরণ। **পরিস্থিতি**—চারিদিকের অবস্থা, ঘটনার চাপ (নূতন পরিস্থিতি)। **পরিস্পন্দ, পরিস্পন্দন**—পরিকম্পন; 'নড়াচড়া, vibration) **পরিস্ফুট**—সুস্পষ্ট। **পরি-স্ফুরণ**—সম্যক্ স্ফুরণ বা বিকাশ-প্রাপ্তি; সঙ্কলন; বুদ্বুদ উঠা, effervescence, পরিস্পন্দন। **পরিস্যন্দ, পরিস্যন্দ**—ক্ষরণ। **পরিস্রব**—ফুল, placenta; প্রবাহ (ধাতু পরিস্রব); স্খলন (গর্ভ পরিস্রব)। **পরি-স্রাবণ**—বালির সাহায্যে জল নির্মল করা. filtration। **পরিস্রুত**—ফোঁটা-ফোঁটা করিয়া ঝরা, চোয়ানো distilled (পরিস্রুত জল)। স্ত্রী. **পরিস্রুতা**—মদিরা। **পরি-হরণ**—পরিত্যাগ, পরিবর্জন। বিণ. পরিহর্তব্য পরিহারযোগ্য. পরিহরণীয়। পরিহসনীয়—পরিহাসের পাত্র বা বিষয়। **পরিহার, পরীহার**—পরিত্যাগ, ছাড়িয়া দেওয়া; বর্জন; অসম্মান, অনাদর, দোষক্ষালন; গ্রামের

চতুর্দিকে পশুচারণার্থ পতিত জমি (বিণ. পরিহার্য—পরিহার করিবার যোগ্য)। **পরিহাস, পরীহাস**—ঠাট্টা, তামাসা, কৌতুক (ভাগ্যের পরিহাস)। **পরিহিত**—যাহা পরিধান করা হইয়াছে। **পরিহীন**—পরিত্যক্ত, বঞ্চিত, হ্রাসপ্রাপ্ত। **পরিহৃত**—পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত।

পরিজম—(ইং prism) কাচের কলম।

পরী—(ফা পরী, ইং. fairy) কল্পিত পাখাযুক্ত পরমা সুন্দরী নারী; পরমাসুন্দরী (দেখতে পরীর মত)। **পরীর দেশ**—কাল্পনিক দেশ, যেখানে পরীরা বাস করে। **ডানা-কাটা পরী**—পরীর মত সুন্দরী, শুধু ডানা নাই, পরমাসুন্দরী; সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয় (রাজপুত্রের জন্য ডানাকাটা পরী না হলে চলবে কেন ?—ডানা দ্রঃ)।

পরীক্ষক—(পরি—ঈক্ষ্ + ণক) গুণ-দোষ বা যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচারকারী। (**ভাগ্য-পরীক্ষক**—ভাগ্যান্বেষণকারী, adventurer ; রাসায়নিক পরীক্ষক—রসায়ন-শাস্ত্রসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণকারী)। **পরীক্ষণ**—বিশিষ্ট উপায়ে বিশ্লেষণ করা বা বিচার করা, যোগ্যতার পরিচয় নেওয়া, examination ; experiment। **পরীক্ষণীয়**—পরীক্ষার যোগ্য, বিচার্য। **পরীক্ষা**—পরীক্ষণ, বিশিষ্ট উপায়ে ভালমন্দ বিচার করা (অগ্নি-পরীক্ষা)। **পরীক্ষাগার**—যেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা ধরনের পরীক্ষা করা হয়, Laboratory। **পরীক্ষাধীন**—যাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। **পরীক্ষার্থী**—যে পরীক্ষা দিতে যাইতেছে। **পরীক্ষিত**—পরীক্ষা করিয়া যাহার ভালমন্দ যোগ্যতা-অযোগ্যতা বুঝিয়া লওয়া হইয়াছে, নির্ভরযোগ্য। **পরীক্ষোত্তীর্ণ**—পরীক্ষার ফলে কৃতকার্য বলিয়া বিবেচিত।

পরুষ—[পৃ (পূর্ণ করা) + উষ] কর্কশ; কড়া; নিষ্ঠুর; উদ্ধত। বি. পরুষতা, পারুষ্য) **পরুষকণ্ঠ**—কর্কশকণ্ঠ। **পরুষবচন**—কটুকথা। **পরুষভাষী**—কটুভাষী। **পরুষোক্তি**—কঠোর বাক্য।

পরে—(সং. পর) পশ্চাতে, পরবর্তী কালে (পরে জানিতে পারিবে); শেষে (আগে পরে); অপরে, অনাত্মীয় (পরে কি সে কথা শোনে ?); উপরে (দুর্বলের পরে দয়া)। **পরে-পরে**—একের পর আর (পরে-পরে যত গান রচিত হয়েছে)। **যা শত্রু পরে পরে**—শত্রুর অত্যাচার-উৎপীড়ন অন্যে ভোগ করুক, আমরা বাঁচিয়া গেলেই হইল।

পরেশ—(সং, স্পর্শ) স্পর্শমণি, পরমেশ্বর। **পরেশ-পাথর**—পরশ-পাথর; স্পর্শমণি।

পরেশনাথ—পার্শ্বনাথ দ্রঃ।

পরোক্ষ—[পরঃ (অতীত) + অক্ষ (অক্ষির)] যাহা প্রত্যক্ষ নয়, অসাক্ষাৎ, আড়াল (পরোক্ষে নিন্দা); ইন্দ্রিয়াতীত, অপ্রত্যক্ষ (**পরোক্ষ জ্ঞান**—যে জ্ঞান চোখে দেখার ফলে অর্জিত হয় নাই, indirect knowledge)। **পরোক্ষ প্রমাণ**—প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়, বিভিন্ন ঘটনা হইতে সংগৃহীত প্রমাণ, circumstantial evidence।

পরোখ—পরখ দ্রঃ। **পরোটা**—পরটা দ্রঃ।

পরোঢ়া—অন্যের বিবাহিতা, পরস্ত্রী।

পরোপকার—অন্যের উপকার। বিণ. পরোপকারী। **পরোপজীবী**—জীবিকার জন্য অন্যের উপরে নির্ভরশীল, পরান্নভোজী। **পরোপজীব্য**—অন্যের গলগ্রহ। **পরোপদেশ**—অন্যের প্রতি উপদেশ।

পরোয়া—(ফা. পরবা) চিন্তা, দুর্ভাবনা, সমীহ (সুহৃ আমাদের কাণ্ডারী ভাই, তুফানে আমরা পরোয়া করি না—নজরুল; পরোয়া করে কথা বলতে হবে নাকি)। **কুছ পরোয়া নেই**—ভাবনার কোন কারণ নাই, আদৌ তোয়াক্কা করি না। **বেপরোয়া, লা-পরোয়া**—ভাবনা-চিন্তাহীন; নিঃশঙ্ক; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবনাহীন বা উদাসীন।

পরোয়ানা—(ফা. পর্‌বানা) আদালতের বা রাজার আজ্ঞাপত্র, নির্দেশ-পত্র, হুকুম-নামা, warrant। **পরোয়ানা জারি করা**—পরোয়ানা বাহির করা; পরোয়ানা বিজ্ঞাপিত করা; পরোয়ানার নির্দেশ অনুযায়ী ধরপাকড় করা।

পর্কটি-টী—পাকুড় গাছ।

পর্জন্য—[পৃষ্ (জলসেক করা) + অন্য] শব্দকারী বর্ষণশীল মেঘ; মেঘের অধিপতি ইন্দ্র; মেঘ। **পর্জন্যক**—আগুন নিভাইবার জল-যন্ত্র।

পর্ণ—(যাহা হরিৎবর্ণ হয়) পাতা ; তাম্বুল, পান ; পাখা (সুপর্ণ—গরুড়) ; ফুলের পাপ্‌ড়ি (কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ—মধুসূদন) ; পলাশ বৃক্ষ ; চিঠি, লেখ্য। **পর্ণকার**—বারুই, পান-বিক্রেতা। **পর্ণকুটী,-কুটীর**—কুঁড়ে-ঘর। (দরিদ্রের পর্ণকুটীর)। **পর্ণকৃচ্ছ্র**—পলাশাদির পাতার রস খাইয়া যে ব্রত করা হয়। **পর্ণনর**—পত্রের দ্বারা রচিত পুত্তলিকা, কোনও ব্যক্তির মৃতদেহ না পাইলে তাহার আত্মীয়স্বজন পত্রের দ্বারা তাহার এক মূর্তি নির্মাণ করে এবং তাহা দাহ করিয়া অশৌচ-গ্রহণ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কর্ম নির্বাহ করে। **পর্ণবীটিকা**—পানের বীড়া ; পানের খিলি। **পর্ণভোজন**—(পাতা যাহার ভোজ্য) ছাগল। **পর্ণমৃগ**—বানর ; কাঠ-বিড়াল। **পর্ণশালা**—পাতার কুটীর, পাতার ঘর। **পর্ণাদ**—পর্ণভোজী ; যে ব্রত পালনের জন্য বৃক্ষপত্রমাত্র ভোজন করে ; ঋষি-বিশেষ। **পর্ণাশন**—পত্রভক্ষণ ; পত্রভোজী। **পর্ণিক**—যাহারা শাকসব্জী উৎপাদন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, পুঁড়ো। **পর্ণী**—বৃক্ষ, পত্রযুক্ত। **পর্ণোটজ**—পর্ণশালা।

পর্দা—পরদা দ্রঃ।

পর্পট—ক্ষেত-পাপড়ার গাছ ; পাঁপর।

পর্ব—[পৃ (পূরণ করা) + বন্] গ্রন্থি ; বংশ, বেত প্রভৃতির গিরা বা গাঁট ; আঙ্গুলের গাঁট ; সন্ধি ; অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তি (পর্বগামী) ; উৎসব ; অধ্যায়। **পর্বক**—উরুসন্ধি, হাঁটু। **পর্বকারী**—উপার্জনের লোভে অ-পর্বদিনে পর্বের প্রবর্তনকারী। **পর্ব-দিন**—উৎসবের দিন ; অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি। **পর্বযোনি**—(বহুব্রী) যাহাদের গাঁট হইতে গাছ হয় (বাঁশ, আখ প্রভৃতি)। **পর্বসন্ধি**—পঞ্চদশী ও প্রতিপদের সন্ধিকাল।

পর্বত—[পর্ব্ (পূরণকরা) + অত—যাহা পৃথিবীর বহু স্থান পূর্ণ করিয়া আছে, অথবা পর্বন্ + ত—যাহার পর্বেতে বহু ভাগ আছে] পাহাড় ; দেবর্ষি-বিশেষ, গন্ধর্ব-বিশেষ ; শাক-বিশেষ ; পাব্দা মাছ। **পর্বত-কন্দর**—গিরিগুহা। **পর্বত-কাক**—দাঁড়কাক। **পর্বতজা**—নদী ; দুর্গা। **পর্বতপতি**—হিমালয়। **পর্বতবাসী**—পাহাড়িয়া। **পর্বতরাট্, পর্বতরাজ**—হিমালয়। **পর্বতশিখা**—পাহাড়ের চূড়া। **পর্বতাকার**—পর্বতের মত বিশাল ও বিরাট। **পর্বতাশয়**—মেঘ। **পর্বতাশ্রয়**—পাহাড়িয়া। **পর্বতীয়**—পার্বত্য, পাহাড়িয়া। **পর্বতের আড়ালে থাকা**—শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকের বা অভিভাবকের আনুকূল্য পাওয়া।

পর্বাস্ফোট—আঙ্গুল মট্‌কানো।

পর্বাহ—পর্বদিন।

পর্যঙ্ক—পালঙ, খাট, মূল্যবান শয্যাধার। **পর্যঙ্কবন্ধ**—ফাঁড়বাঁধা, গর্ভপাতের সম্ভাবনা দেখা দিলে কাপড় দিয়া গর্ভিণীর পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয় যে বাঁধিয়া দেওয়া হয় ; বীরাসন।

পর্যটক, পর্যাটক—ভ্রমণকারী, পরিব্রাজক। **পর্যটন**—পরিভ্রমণ।

পর্যন্ত—প্রান্ত, সীমা, অবধি (নদীর ধার পর্যন্ত ; পা পর্যন্ত লম্বা ; আজ এই পর্যন্ত) ; এমন কি (দিয়াশলাই পর্যন্ত নাই)। **পর্যন্তভূ**—নদী, নগর ও পর্বতাদির নিকটবর্তী ভূমি।

পর্যবসান—সমাপ্তি, শেষ। বিণ. পর্যবসিত—পরিণত (ধ্বংসস্তূপে পর্যবসিত) ; পরিসমাপ্ত, অবধারিত।

পর্যবস্থা, পর্যবস্থান—অবরোধ ; বিরোধ ; **পর্যবস্থাতা**—অবরোধকারক ; বিরোধী। **পর্যবস্থিত**- বিরুদ্ধ ; যিনি সর্বত্র স্থিত, বিষ্ণু।

পর্যবেক্ষক—পর্যবেক্ষণকারী, পরীক্ষক, তত্ত্বাব-ধায়ক। **পর্যবেক্ষণ**—অভিনিবেশ সহকারে অবলোকন observation ; তত্ত্বাবধান। **পর্যবেক্ষণিকা**—গ্রহনক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণের উপযোগী গৃহ, observatory। বিণ. পর্যবেক্ষিত।

পর্যসন—(পরি—অস্ + অনট্) অপসারণ, দূরী-করণ, চতুর্দিকে ক্ষেপণ। বিণ. পর্যস্ত—বিক্ষিপ্ত, প্রসারিত, পতিত।

পর্যাটক—পর্যটক দ্রঃ।

পর্যাপ্ত—(পরি—আপ্ + ক্ত) প্রচুর, যথেষ্ট ; পরিমিত (অপর্যাপ্ত) ; তৃপ্তিপূর্বক (পর্যাপ্ত ভোজন)। বি. পর্যাপ্তি—প্রাচুর্য, পরিতৃপ্তি ; পূর্ণতা, পরিমিততা ; সহব্যাপ্তি, co-extension।

পর্যাবৃত্তি—পর্যায় অনুসারে সংঘটন, periodi-city। বিণ. পর্যাবৃত্ত, পর্যাবর্তক।

পর্যায়—(পরি—ই + অল্) আনুপূর্বী, অনুক্রম, পালা (পর্যায়ক্রমে ; নব পর্যায়) ; সমানার্থ-

বোধক শব্দ (পর্যায় শব্দ); কোনও বংশের পুরুষের (generation) সংখ্যা; শ্রেণী, status, বিবাহ-সম্পর্কে যোগ্য বংশ (সমপর্যায়ের লোক) ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **পর্যায়ক্রমে**—পালাক্রমে। **পর্যায়বচন**—পর্যায় শব্দ, প্রায় সমানার্থবোধক শব্দ, synonym। **পর্যায়-শয়ন**—প্রহরীগণের পালাক্রমে শয়ন ও জাগরণ। **পর্যায়সেবা**—পর্যায়ক্রমে পরিচর্যা। **পর্যায়িক**—পর্যায়ক্রমে সংঘটিত, periodic। **পর্যায়োক্ত**—অর্থালঙ্কার-বিশেষ; যথাক্রমে কথিত। **পর্যালোচন,-না**—সম্যক আলোচনা; বিতর্ক (বিণ. পর্যালোচিত)।

পর্যুদস্ত—[পরি – উৎ – অস্ (নিবারণ করা)+ ক্ত] পরাভূত, হীনবল, নিবারিত।

পর্যুষিত—(পরি – বস্+ক্ত) পূর্ব দিবসের, বাসি (**পর্যুষিতান্ন**—বাসি ভাত)। **পর্যুষিত শব**—বাসি মড়া। **পর্যুষিত বাক্য**—যে কথা বা চুক্তি প্রতিজ্ঞামত রক্ষিত হয় নাই।

পর্ষদ্—[পৃষ্ (প্রীত করা)+অদ্] চারিজন বেদজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভা; সমাজ, সভা। **পর্ষদ্বল**—পারিষদ।

পল—(পল্+অ) মাংস (পলান্ন—মাংস-মিশ্রিত অন্ন, এখ্‌নি বা বিরিয়ানি পোলাও); চার তোলা বা আট তোলা পরিমাণ; পল পরিমিত তরল দ্রব্য; অত্যল্প কাল, দণ্ডের ষাট ভাগের একভাগ; পোয়াল খড়।

পল—(ফা. পহ্‌লু) পার্শ্ব, ধার, কিনারা (পল তোলা; পল কাটা; হীরার পল)।

পলক—(সং. পল) পল ('পলকে জীবন বার দিন'); (ফা. পলক্) চোখের পাতা (**পলক ফেলিতে**—চক্ষের নিমেষে; **পলকশূন্য,-রহিত,-হীন**—নির্নিমেষ, অপলক)।

পলঙ্কার—রক্ত। **পলগণ্ড**—[পল, অর্থাৎ মাংসের আকৃতির মসলা, গণ্ড (চিহ্ন) যার] রাজমিস্ত্রী। **পলঙ্কট**—(ভয়ে যাহার মাংস সঙ্কুচিত হয়) ভীরু। **পলঙ্কষ**—রাক্ষস। **পলঙ্কষা**—মক্ষিকা, লাক্ষা, কিংশুক। **পল-প্রিয়**—মাংসপ্রিয়, কাক।

পলট—পশ্চাৎ (পলট ফেরা—পিছন ফেরা)। **পলটানো**—জড়ানো, লেপ্‌টানো।

পল্‌টন—(ইং Battalion) সৈন্যদল। পল্টনে ভর্তি হওয়া—সৈন্যদলে ভর্তিহওয়া।

পলটি—(ব্রজবুলি) পলটিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া (গেলি কামিনি গজহুঁ গামিনি, বিহসি পলটি নিহারি—বিদ্যাপতি)। গ্রাম্য 'পল্‌টে' (পল্‌টে আমারই ছেলের মাথা খায়)।

পলতা—পটোল পাতা (পলতার ঝোল)।

পলব—(প্লব ?) মৎস্য ধরিবার যন্ত্র-বিশেষ, পলো।

পলল—মাংস বা আমিষ; নদী প্রভৃতির পলি, পঙ্ক; তিলচূর্ণ ও চিনির দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন, তিল-কুটা; রাক্ষস। **পললাশয়**—(মাংস যাহার আশ্রয়) ফোঁড়া। **পললাশী**—মাংসাশী।

পলস্তারা—(ইং. plaster) চূণ, সুরকি, বালি প্রভৃতির অথবা বালি ও সিমেণ্টের লেপ; ঔষধ-আদির লেপ। **পলস্তারা করা**—লেপ দেওয়া; দোষ আদি ঢাকা (ব্যঙ্গে)।

পলা—প্রবাল; তেল তুলিবার লোহার চামচ-বিশেষ। পাল্লা, scale। **পলাকাঁঠি**—পলার কণ্ঠী বা মালা; করভূষণ-বিশেষ।

পলাগ্নি—পিত্ত। **পলাঙ্গ**—শুশুক। **পলাণ্ডু**—পেঁয়াজ।

পলাতক—যে ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছে অথবা এড়াইবার জন্য পলাইয়াছে, absconder।

পলাদ, পোলাদ—(ফা. পোলাদ—দামেস্কের তরবারি) চকমকির লোহা; শাণিত তলোয়ার।

পলানো—পলায়ন করা, পালানো দ্রঃ। **পলানিয়া, পলানে**—পলায়ন করা যাহার স্বভাব (পলানে বৌ—গ্রাম্য)।

পলান্ন—মাছ, মাংস বা ডিম দিয়া রান্না করা ঘৃত-মিশ্রিত অন্ন, পোলাও।

পলায়ন—না জানাইয়া অথবা ভয়াদি হেতু প্রস্থান, পালানো। **পলায়মান**—যে পলায়ন করিতেছে, পলায়নপর। **পলায়িত**—যে পলায়ন করিয়াছে, নিরুদ্দিষ্ট। **পলায়নী-মনোবৃত্তি**—escapism; কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হইয়া উহার পাশ কাটাইয়া যাইবার মনোভাব; নির্বিরোধী মনোভাব।

পলাশ—পত্র, পাপ্‌ড়ি (পদ্মপলাশলোচন); কিংশুক বৃক্ষ ও পুষ্প; হরিদ্বর্ণ; শ্যামবর্ণ; মাংসাশী, রাক্ষস। **পলাশক**—পলাশবৃক্ষ, শটী।

পলাশী—আম-মাংস ভক্ষণকারী রাক্ষস; লাক্ষা; বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাভব ঘটে।

পলি—(সং. পলল) নদীর স্রোতে আনীত মাটি। **পলি-পড়া**—এরূপ মাটি পড়িয়া ডাঙ্গা-জমি হওয়া। **পলিমাটি**—পলি (উর্বরতার জন্য বিখ্যাত)।

পলিত—জরাহেতু শুক্ল (পলিতকেশ—পাকা চুল; বৃদ্ধ); বৃদ্ধ; কর্দম।

পলিতা—(ফা. পলীতা) সলিতা (কথ্য, পলতে —শিবরাত্রির পলতে)।

পলিসি—(ইং policy) কৌশল, মতলব, চক্রান্ত (পলিসি করে বা খাটিয়ে আদায় করতে চায়)। **পলিসিবাজ**—যে কৌশল করিয়া উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করে, মৎলববাজ। **লাইফ-ইন্‌সিওরেন্স পলিসি**—জীবন-বীমা।

পলীয়—(ইং. protein) খাদ্যের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান-বিশেষ। **পলু, পোলু**—তুঁত পোকা, রেশম-কীট; কাগজের ধার সমান করিয়া কাটার যন্ত্র-বিশেষ (ইং. plough)।

পলুই, পলো, পোলো—পলব, বাঁশের শলা দিয়া তৈরী মাছ ধরার যন্ত্র-বিশেষ।

পলুটী গাই—(হিং. পহলৌঠী) প্রথম প্রসূতা গাভী (পূর্ববঙ্গে—পৈলটী গাই)।

পল্যঙ্ক—পর্যঙ্ক। **পল্যয়ন**—পর্যয়ণ, ঘোড়ার জিন।

পল্ল—শস্য রক্ষার স্থান, পালুই, ডোল, মরাই।

পল্লব—[পৎ (পতিত হওয়া) + ক্বিপ্) কিশলয়, নূতন পাতা, ফেঁকড়ি, twig; বিস্তার (পল্লবিত); চোখের পাতা (নেত্রপল্লব)। **পল্লবগ্রাহিতা**—ভাসা-ভাসা জ্ঞান, সামান্য বিদ্যা, বহু বিষয়ে কিছু কিছু খবর রাখা। **পল্লবাধার**—গাছের ডাল। **পল্লবিত**—পল্লবযুক্ত, বিস্তারিত, অতিরঞ্জিত। **পল্লবী**—বৃক্ষ।

পল্লি, পল্লী—[পল্ল্ (গমন করা) + ই—লোকের গতিবিধির স্থান] ক্ষুদ্র গ্রাম, পাড়া, লোকালয় (পাড়া দ্রঃ)। **পল্লীগীতি**—পল্লী-কবির রচিত গীত, সহজ, সরল, অথচ মর্মস্পর্শী প্রেমের অথবা ভক্তি-ভাবের গীত। **পল্লীগ্রাম**—ক্ষুদ্র গ্রাম (বিপ. শহর)। **পল্লীসঙ্ঘ**—পল্লীমঙ্গলের উদ্দেশ্যে স্থাপিত পল্লীর কর্মি-সমাজ।

পল্বল—(মহিষাদির গমন-স্থান) যে জলাশয়ে অল্পমাত্র জল আছে, ডোবা (পল্বল-নিমগ্ন মহিষ-বরাহ)।

পশ্‌তু—আফগানিস্তানের লোকদের ভাষা (আফ্রিদি প্রভৃতি পাঠান জাতিদের ভাষাও পশ্‌তু)।

পশম—(ফা. পশম্) মেষ প্রভৃতি পশুর লোম; গাত্র-রোম। **পশমিনা**—(ফা.) পশমী।

পশরা, পসরা—(সং. প্রসার) পণ্যসম্ভার, দোকান; যে পাত্রে পণ্য সাজাইয়া বিক্রয় করা হয় (কি রয়েছে তব পসরায়?—রবি); আধার (রসের পসরা)।

পশলা, পসলা—বর্ষণ, ধারাসার, shower (এক পশলা বৃষ্টি)।

পশারী, পসারী—ছোট দোকানদার; যে বেণেতি জিনিষপত্র বা মসলা বিক্রয় করে (দোকানী পশারী)। **পশারী দোকান**—বেণেতি বা মসল্লাদির দোকান।

পশু—[পশ্ (বন্ধন করা) + উ, অথবা দৃশ্ (দেখা) + উ—যে পার্শ্বের হস্তের দ্বারা ভালমন্দ দেখে] চতুষ্পদ ও লাঙ্গুল-বিশিষ্ট জন্তু, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি, গোমহিষাদি; ছাগাদি যজ্ঞের বলি; প্রাণী; শিবের অনুচর; অবিবেকী মূঢ়; বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধক। **পশু-গায়ত্রী**—পশুর কর্ণে জপ্য মন্ত্র-বিশেষ। **পশুচর**—পশুগণের চরিবার স্থান। **পশুচর্যা**—স্বেচ্ছাচার। **পশুধর্ম**—পশুসুলভ স্বেচ্ছাবিহার। **পশুপতি**—মহাদেব। **পশুপাল,-পালক**—রাখাল। **পশুপাশ**—যে রজ্জুদ্বারা যজ্ঞীয় পশু বন্ধন করা হয়। **পশুবুদ্ধি**—বিচার-বিবেচনা-হীন। **পশুভাব**—পশ্বাচার দ্রঃ। **পশু-রজ্জু**—পশুবন্ধন-রজ্জু। **পশুরাজ**—সিংহ। **পশুশালা**—চিড়িয়াখানা।

পশুরি, পশুরী—পসুরি দ্রঃ।

পশ্চাৎ—(অপর + অস্তাৎ) পরে, পৃষ্ঠদেশে। **পশ্চাত্তাপ**—অনুতাপ, পস্তানো। **পশ্চাদনুসরণ**—পিছনে হঠা। **পশ্চাদপহৃত**—পিছনে পড়া। **পশ্চাদ্‌গতি**—পিছনের দিকে গতি, regression। **পশ্চাদ্‌গামী**—অনুবর্তী। **পশ্চাদ্‌ভাগ**—পৃষ্ঠদেশ। **পশ্চার্ধ**—অপরার্ধ; পা হইতে নাভি পর্যন্ত; শেষার্ধ।

পশ্চিম—(পশ্চাৎ + ইম—সূর্য উদিত হইয়া যে দিকে গমন করে, অথবা সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময়ে যে দিক পশ্চাৎ থাকে) যে দিকে সূর্য অস্তমিত

হয়; চরম, শেষ; বৃদ্ধ। **পশ্চিমা**—গরুর রোগ-বিশেষ; পশ্চিম-দেশীয় লোক (গ্রাম্য—পচ্ছিমা)। **পশ্চিমাকাশ**—পশ্চিম দিকের আকাশ। **পশ্চিমাঞ্চল**—পশ্চিম দিকের দেশ; বিহার ও উত্তর-প্রদেশ। **পশ্চিমোত্তরা**—পশ্চিম ও উত্তরের মধ্যবর্তী কোণ, বায়ুকোণ।

পশ্বাচার—তান্ত্রিক আচার-বিশেষ, পশুভাব (যিনি প্রাণান্তেও মাদক স্পর্শ করেন না কিংবা আমিষ ভক্ষণ করেন না, তিনিই যথার্থ পশু; পশুভাবে অহিংসা পরমোধর্মঃ)। **পশ্বাধম**—পশুর চেয়েও অধম, অতি ঘৃণিত প্রকৃতির।

পষ্ট—(সং. স্পষ্ট) স্পষ্ট, অকপট, খোলাখুলি (পষ্ট কথা, পষ্ট জবাব—যে কথায় বা জবাবে মনের ভাব গোপন করা হয় নাই; পষ্ট লেখা—জড়া লেখা নয়)। **পষ্টাপষ্টি**—খোলাখুলি (পষ্টাপষ্টি বলে দেওয়াই ভাল)।

পসার—(সং. প্রসার) খ্যাতি-প্রতিপত্তি, খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্য চাহিদা (ডাক্তারের পসার); পসরা (প্রাচীন বাংলা)।

পসারি, পসারী—পশারি দ্রঃ। স্ত্রী. পসারিণী।

পসুরি,-রী—পাঁচ সের; পাঁচ সের ওজনের।

পস্ত—(ফা. পস্‌ত্—হীন; নিম্ন) নীচু, অবনত। **পস্তকরা**—দাবাইয়া দেওয়া,; হারাইয়া দেওয়া।

পস্তানো, পস্তানি—(সং. পশ্চাত্তাপ) অনুশোচনা করা, নিজের দোষে যে দুঃখ বা ক্ষতি হইয়াছে, তাহার জন্য আপসোস করা (কথা শুনলে না, কিন্তু শেষে পস্তানোর অবধি থাকবে না)।

পহর—প্রহর (কথ্য ভাষায় ও কাব্যে ব্যবহৃত)।

পহরি, পহুরী—প্রহরী (প্রাচীন বাংলা)।

পহিল—(ব্রজবুলি) প্রথম, নূতন। **পহিলহি**—প্রথমেই।

পহিলা, পহেলা—(হি. পহ্‌লা) প্রথম; মাসের প্রথম তারিখ, পয়লা।

পহু, পহুঁ—(ব্রজবুলি) প্রভু।

পহ্নব—শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছজাতি-বিশেষ।

পহ্লব—পহ্নব, ম্লেচ্ছজাতি-বিশেষ; প্রাচীন পারসিক জাতি। **পহ্লবী ভাষা**—পহ্‌লবী, ইরাণের প্রাচীন ভাষা।

পা—পান করা; পালন করা (স্বতন্ত্র ব্যবহার নাই); স্বরগ্রামের পঞ্চম সুর।

পা—পদ, উরুসন্ধি হইতে সমস্ত নিম্নাঙ্গ, অথবা পায়ের গুল্‌ফ হইতে নিম্ন অংশ; পদতল (পায়ের দাগ); সম্মানসূচক (পায়ে মিনতি জানানো); পদক্ষেপ (এক পা দুই পা করিয়া অগ্রসর হওয়া)। **পা উঠা**—চলা, সম্মুখে অগ্রসর হওয়া (পা আর উঠতে চায় না); পদাঘাত করিবার জন্য চরণ উত্থিত হওয়া। **পা চলা**—অগ্রসর হওয়া; পা দিয়া আঘাত করা (হাত-পা দুই-ই খুব চলে)। **পা চালানো**—লাথি মারা; জোরে চলা। **পা টিপিয়া চলা**—পায়ের শব্দ না করিয়া সাবধানে চলা। **পা না উঠা**—অগ্রসর হইতে উৎসাহ বা সাহস বোধ না করা। **পা ভারি হওয়া**—পায়ে রস নামার ফলে চলিতে কষ্ট হওয়া। **পা লাগা**—অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার ফলে পা কিছু অসাড় বোধ করা। **পায়ে ঠেলা**—অবজ্ঞা করা, উপেক্ষা করা। **পায়ে তেল দেওয়া**—হীনভাবে খোসামোদ করা। **পায়ে ধরা, পায়ে পড়া**—পাদস্পর্শ করিয়া কাতরভাবে অনুরোধ করা; হীনভাবে অবনতি স্বীকার করা (তার পায়ে ধরতেও দেরী হয় না, ঘাড়ে ধরতেও দেরী হয় না)। **পায়ে পায়ে**—প্রতি পদক্ষেপে। **পায়ে পায়ে ঘোরা**—সঙ্গ ত্যাগ না করা। **পায়ে পায়ে বিপদ**—প্রতি পদক্ষেপে বিপদ। **পায়ে রাখা**—কৃপা-পরবশ হইয়া আশ্রয় দেওয়া। **পায়ে হাত দেওয়া**—পাদস্পর্শ করা (প্রণতি নিবেদনের উদ্দেশ্যে)। **পায়ের উপর পা দিয়া থাকা**—নিজের হাতে শ্রমসাধ্য কাজ না করিয়া ভৃত্য নিয়োগ করিয়া সংসার চালানো (ভোগৈশ্বর্যের পরিচায়ক)। **পায়ের ধুলা দেওয়া**—পদার্পণ করিয়া অনুগৃহীত করা। **পায়ের জুতা ছেঁড়া**—বহুবার হাঁটাহাঁটি করা। **নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা**—নিজেই নিজের সমূহ ক্ষতির কারণ হওয়া।

পাই—(ইং. pie) এক পয়সার তিন ভাগের একভাগ, পয়সা, কপর্দক (পাই-পয়সা পর্যন্ত চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে)।

পাইক—(সং. পদাতি; ফা. পাইক) পদাতি-সৈন্য, লাঠিয়াল, বরকন্দাজ, পেয়াদা, দাঁড়ী, মজুর (পাইক খাটা)।

পাইকস্তা—(ফা. পয়্‌কাস্‌ত্‌) অন্য গ্রামবাসী

প্রজাকে যে ভূমি দেওয়া হয়। (**পাইকস্তা-প্রজা**—যে প্রজা একজন জমিদারের অধীনে থাকিয়া অন্য জমিদারের জমি জমা রাখে)।

পাইকা—(ইং. pica) ছাপার অক্ষর-বিশেষ।

পাইকার—(ফা. পাইকার্) যে একসঙ্গে অনেক জিনিষ কিনিয়া খুচরা বিক্রয় করে। **পাই-কারী দর**—একসঙ্গে বহু জিনিষ কিনিলে যে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে পাওয়া যায়। বি. পাইকারি—পাইকারের প্রাপ্য কমিশন। **পাইকারী জরিমানা**—যৌথ অপরাধের জন্য একসঙ্গে অনেকের উপরে জরিমানা, collective fine।

পাইখানা, পায়খানা—(ফা.) মলত্যাগের ঘেরা স্থান; মলত্যাগ (পায়খানা করা)।

পাইচারি, পায়চারি—পদচারণ; হাঁটা; হাওয়া খাওয়া।

পাইট, পাট—পারিপাট্য শৃঙ্খলা, ভাঁজ (সাড়ী পাট করা); ক্ষেত বপনোপযোগী করা; মজুর, কৃষাণ, দাঁড়ী। **পাট ভাঙা**—ধোয়া কাপড়ের ভাঁজ ভাঙা।

পাইড়, পাড়—চালের সঙ্গে বাঁধা যে কাঠ বা বাঁশ খুঁটির সঙ্গে যুক্ত থাকে; কাপড়ের ধার (চওড়া লাল পাড়ের বা পেড়ে শাড়ী)।

পাইন, পান—ধাতুদ্রব্য জোড়া দেওয়ার উপযোগী নিকৃষ্ট ধাতু-বিশেষ, solder (সোনার পান; রূপার পান)। **পান মরা**—গহনা গলাইলে পান হিসাবে যে অংশ বাদ পড়ে।

পাইল—পাল, sail; চাঁদোয়া। পাল দ্রঃ।

পাইলট—(ইং. pilot) জল, বিমান, মরুভূমি প্রভৃতি পথে চালক।

পাউডার—(ইং. powder) মুখে ও গায়ে মাখিবার সুগন্ধি চূর্ণ-বিশেষ; চূর্ণ ঔষধ।

পাউড়ি, পাবড়া, পাবুড়ি—পর্ব বা গাঁটযুক্ত বাঁশের বা কাঠের মুগুর (প্রাচীন বাংলা)।

পাউণ্ড—(ইং. pound) ওজন-বিশেষ, প্রায় আধ সের; খোঁয়াড়।

পাউরুটি, পাঁউরুটি—(পোর্তুগীজ পাও = রুটি) তন্দুরে প্রস্তুত বেশী ফুলা সুপরিচিত রুটি।

পাওন—পাওয়া। **পাওনা**—প্রাপ্য, প্রাপ্তি, উপার্জন। **পাওনাগণ্ডা**—প্রাপ্য অর্থাদি বা ন্যায্য প্রাপ্য। **পাওনাথোওনা**—প্রাপ্য, প্রাপ্তি, প্রাপ্য অর্থাদি। **পাওনা-দার**—মহাজন। **দেনা-পাওনা**—হিসাব-নিকাশ। **পাওনিয়া**—পাওনা-দার (পূর্ব-বঙ্গে)।

পাওয়া—প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা, অর্জন করা (দেদার টাকা পাচ্ছে আর উড়াচ্ছে); ভোগ করা (দুঃখ পাওয়া); বশীভূত হওয়া (ঘুম পাওয়া; ভূতে পাওয়া); অনুভব করা (শীত পাচ্ছে; ভয় পাচ্ছে; ক্ষুধা পাওয়া); উদ্রেক হওয়া (কান্না পাওয়া; হাসি পাওয়া); করা (চেষ্টা পাওয়া)। **টের পাওয়া**—জানিতে পারা, অনুভব করিতে পারা। **তেষ্টা পাওয়া**—জলতৃষ্ণা বোধ করা। **পড়ে পাওয়া**—বিনাশ্রমে পাওয়া; কুড়াইয়া পাওয়া (পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা—যাহা কুড়াইয়া পাওয়া যায় তাহার চোদ্দ আনাই লাভ)। **প্রকাশ পাওয়া**—ব্যক্ত হওয়া। **ভাবিয়া না পাওয়া**—ভাবিয়া কূলকিনারা করিতে না পারা। **ভূতে পাওয়া**—ভূতগ্রস্ত হওয়া; দুর্মতি হওয়া। **যো পাওয়া**—সুবিধা পাওয়া, কায়দায় পাওয়া।

পাওয়া—প্রাপ্তি, লভ্য (ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া—রবি)। **পাওয়া-থোওয়া**—প্রাপ্তি, অর্থলাভ।

পাংশু,-সু—(পংশ্ + উ—যাহা শোভা নাশ করে) ধূলি, ভস্ম (পাংশুবর্ণ); গোবরের সার; কর্পূর-বিশেষ; পাঙালবণ; পাপ। **পাংশু-ক্ষার**—পাঙালবণ। **পাংশুচন্দন**—বিভূতিভূষণ, মহাদেব। **পাংশুজ**—পাঙা-লবণ। **পাংশুবর্ণ**—ছাইয়ের রং, পাণ্ডুর, ফ্যাকাসে। **পাংশুল**—ধূলিপূর্ণ; পাপিষ্ঠ; কাঁটা করঞ্জ; শিব, শিবের অস্ত্র-বিশেষ। স্ত্রী. পাংশুলা—পৃথিবী; অসতী, রজঃস্বলা।

পাঁইজ, পাঁজ—(সং. পঙ্ক্তি) নলের মত প্রস্তুত পেঁজা তুলা, যাহা হইতে সুতা কাটা হয়। **পাঁজকাটা**—পাঁজ হইতে সুতা কাটা।

পাঁইজোড়,-র, পাঁয়জোর—নূপুরের মত পায়ের অলঙ্কার-বিশেষ (বৃষ্টিতে তার বাজলো নূপুর পাঁয়জোরেরি শিঞ্জিনী যে—নজরুল)।

পাঁইট—(ইং. pint) তরল দ্রব্যের পরিমাণ-বিশেষ প্রায় দেড় পোয়া, এক গ্যালনের আটভাগের একভাগ।

পাঁইত, পাঁতি—পংক্তি, শ্রেণী, সারি (দন্ত-পাঁতি); শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা (পাঁতি দেওয়া)।

পাঁইশ, পাঁশ—ছাই।

পাঁক—(পঙ্ক) পঙ্ক, কাদা। **পাঁকে পড়া**—বে-কায়দায় পড়া. যাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া কষ্ট। **পাঁকই, পাঁকুই**—জলকাদা লাগিয়া অঙ্গুলির সন্ধিতে যে ক্ষত হয়। **পেঁকো**—পাঁকসম্পর্কিত, পাঁকের মত পচা (পেঁকো গন্ধ)।

পাঁগাস, পাঙাস—চাঁই-এর মত, কিন্তু চাঁই হইতে নিকৃষ্ট মৎস্য-বিশেষ।

পাঁচ—(সং. পঞ্চ) ৫ এই সংখ্যা; পঞ্চসংখ্যক (চার গিয়ে পাঁচে পা দিয়েছে); অনির্দিষ্ট সংখ্যক, নানা, জনসাধারণ (পাড়ার পাঁচজন)। **পাঁচকথা**—নানাধরণের কথা; নিন্দার কথা। **কথা পাঁচখান করা**—অতিরঞ্জিত করা। **পাঁচচুলা করা**—মাথায় পাঁচটি চূড়া রাখিয়া চুল কাটা (সামাজিক দণ্ড-বিশেষ—পঞ্চচূড় দ্রঃ)। **পাঁচপাঁচি**—সাধারণ, পাঁচজনের মতো চলনসই (পাঁচপাঁচি মেয়ে)। **পাঁচজন**—জনসাধারণ; গ্রামের বা অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ (পাড়ার পাঁচজন ডেকে ফয়সালা করা)। **পাঁচটার বাড়ী**—বৃহৎ পরিবার। **পাঁচনরী হার**—যে হারের পাঁচ লহর। **পাঁচপীর**—গাজী প্রভৃতি মুসলমান পঞ্চসাধু, দাঁড়ীমাঝিদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। **পাঁচফল**—বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, সুপারি, জায়ফল। **পাঁচফোড়ন**—জিরা কালোজিরা, মেথী, রাঁধুনি, মৌরী—রান্নার এই পাঁচমশলা। **পাঁচমিশালি**—নানা বস্তুর মিশ্রণ। **পাঁচরঙা**—নানা রঙের। **পাঁচসাত** অথবা **সাতপাঁচ**—অগ্র-পশ্চাৎ, নানাধরণের জল্পনা-কল্পনা (পাঁচসাত ভেবে আর অগ্রসর হলো না)। **আপনার কথা পাঁচকাহন**—নিজের কথাকে বা মতকে সবিশেষ প্রাধান্য দেওয়া। **পাঁচাপাঁচি**—চেঁচামেচি, তর্কাতর্কি।

পাঁচই, পাঁচুই—মাসের পাঁচ তারিখ।

পাঁচট, পাঁচোট—শিশুর জন্মের পঞ্চম দিনে যে জাতকর্ম করা হয়।

পাঁচড়া, পাচড়া—(সং. পিচ্চট) খোস।

পাঁচন—(সং. পাচন) গাছগাছড়ার ক্বাথ, ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

পাঁচনবাড়ি, পাঁচনী—গরু-মহিষাদি তাড়াইবার দণ্ড, চাবুক।

পাঁচালি,-লী—(সং. পঞ্চালী) গীত-বিশেষ; পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের গীত; গীতাভিনয়-বিশেষ (পাঁচালীগায়কেরা ছড়া কাটিতে খুব দক্ষতা দেখাইত); বিবৃতি বা বর্ণনা-মূলক গান ("পথের পাঁচালী")।

পাঁচিল—প্রাচীর, দেওয়াল। **পাঁচিল তোলা**—দেওয়াল দেওয়া; ব্যবধান সৃষ্টি করা।

পাঁজড়,-ড়া, পাজর,-রা—(সং. পঞ্জর) পার্শ্বাস্থি, বুকের খাঁচা, rib।

পাঁজা, পাজা—(ফা. পযাবা) যেখানে ইট সাজাইয়া পোড়ানো হয় (পাঁজা পোড়ানো)। **পাঁজারী**—যে পাঁজা পোড়াইয়া ইট প্রস্তুত করে।

পাঁজা—দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরা। **পাঁজা-কোলা**—পাঁজা করিয়া ক্রোড়ে ধারণ। **এক-পাঁজা খড়**—যতগুলি খড় পাঁজা করিয়া ধরা যায়।

পাঁজারী, পাজার (প্রা.)—নিকারী, মুসলমান মৎস্য-বিক্রেতা।

পাঁজি, পাঁজী—পঞ্জিকা, দিনক্ষণ অথবা শুভাশুভ নির্দেশক জ্যোতিষ-শাস্ত্র-সম্মত গ্রন্থ; ব্যাকরণের গ্রন্থ-বিশেষ। **পাঁজিপুথি**—পঞ্জিকা ও ধর্মশাস্ত্র; পুথিপত্র। **হাতে পাঁজি-মঙ্গলবার**—পাঁজি হাতের কাছে থাকিলে বার সম্বন্ধে সহজেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, তেমনি হাতের কাছে প্রামাণ্য কিছু থাকিলে তাহার কথা না ভাবিয়া তর্কে বা অনুমানে বৃথা সময় নষ্ট করা অনুচিত।

পাঁঞা, পাঞ্জা, পাঁজা—উপাধি-বিশেষ।

পাঁটা, পাঁঠা—বয়স্ক ছাগ; ছাগলের পুং-শাবক (পাঁটার মাংস ও লুচি); মূর্খ, নির্বোধ (গালি-বিশেষ)। স্ত্রী. পাঁঠী—ছাগলের স্ত্রী-শাবক। **পাঁটাবেচা**—যে পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দেয়। স্ত্রী. পাঁটী-বেচুনী (অবজ্ঞায়)।

পাঁড়—(সং. পাণ্ডু) পাণ্ডুবর্ণ অর্থাৎ পাকা। **পাঁড় শসা**—পাকা শসা। **পাঁড়মাতাল**—পাকা মাতাল, অতিশয় মদ্যাসক্ত।

পাঁড়ে—(সং. পণ্ডা; হি. পাণ্ডে) চারি বেদে ও মহাভারতে পারদর্শী; হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধি।

পাঁতা, পাঁতি—(পাঁয়তারা?) লুক্কায়িত ভাব (**পাঁতা দেওয়া**—আড়ি পাতা)। **পাঁতা-করা**—লুকাইয়া আক্রমণের আয়োজন করা। (সাধারণতঃ শৃগাল প্রভৃতি বন্য জীব সম্বন্ধে বলা হয়)।

পাঁতার, পাঁথার—(সং. পাথার) সমুদ্র, অথৈ অথবা দুস্তর জলরাশি; তাহা হইতে, দুস্তর বিঘ্ন-রাশি (পাঁথারে পড়ে হাবুডুবু খাওয়া)।

পাঁতি—(সং. পঙ্‌ক্তি) পাঁইত দ্রঃ; শ্রেণী, সারি, সমূহ, শ্রীছাঁদ, পদ্ধতি (ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্ত-পাঁতি তার—ভারতচন্দ্র) শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা (পিণ্ড-দানের পাঁতি দেওয়া); পত্র, চিঠি, ফর্দ।

পাঁপড়,-র—(সং. পর্পট) নুণ, মরিচ, জিরা ইত্যাদি মসলা-মিশ্রিত মুগ, মাষকলাই প্রভৃতির পাতলা রুটি (পাঁপড় ভাজা)। **পাঁপড়ী খয়ের**—পাটা খয়ের-বিশেষ, স্বাদে বেশী কটু।

পাঁপর—(ইং. pauper) নিঃসম্বল ব্যক্তি। **পাঁপরের মোকদ্দমা**—সরকারী ব্যয়ে সম্বলহীনের মোকদ্দমা।

পাঁব, পাব—গ্রন্থি, গাঁট, গিরা (আকের পাব)।

পাঁয়তারা, পঁয়তার, পাঁইতারা—(সং. পদান্তর) মল্লযুদ্ধের প্রারম্ভিক আস্ফালন। **পাঁয়তারা ভাঁজা, পাঁয়তারা কষা**—মল্লযুদ্ধের প্রারম্ভিক পদবিন্যাস, বাহু আস্ফালন ইত্যাদি করা।

পাঁশ—(সং. পাংশু) ছাই। **ছাই-পাঁশ**—অকিঞ্চিৎকর কিছু; অর্থহীন (ছাই-পাঁশ কি বকছ)। **পাঁশকুড়**—ছাই ফেলিবার স্থান; পাঁদাড়। **পাঁশ-পাড়া**—উনান হইতে ছাই বাহির করিয়া ফেলা। **পাঁশ পেড়ে-কাটা**—নিশ্চিহ্ন ভাবে হত্যা করা (অতিশয় ক্রোধব্যঞ্জক গালি)। **পাঁশুটিয়া, পাঁশুটে**—পাংশুটে, ছাইয়ের মত বর্ণ, ফ্যাকাশে।

পাক—(পচ্‌+ঘঞ্‌) রন্ধন (রন্ধন সাধারণতঃ সাত প্রকারে করা হয়—শুক্‌না ভাজা, তেলে বা ঘৃতে ভাজা, সেকা, জলে সিদ্ধ করা, সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ করা, তন্দুরে প্রস্তুত করা, পুটপাক পদ্ধতিতে রন্ধন করা, অর্থাৎ উপরে ও নীচে অগ্নি প্রয়োগ করা বা দমে দেওয়া); পোড়ানো; পরিপাক; পরিণতি; দৈব দুর্বিপাক; (পাকে পড়া); চক্রান্ত (পাকে-চক্রে)-আবর্ত (বর্ষায় পদ্মায় পাক পড়ে); বার্ধক্যহেতু কেশের শুভ্রতা (চুলে পাক ধরা); দৈত্য-বিশেষ (পাকশাসন—ইন্দ্র)। **পাকজ**—পাকের ফলে উৎপন্ন, সামুদ্রিক লবণ। **পাক-কর্ম,-কার্য**—রন্ধন। **পাক করা**—রন্ধন করা। **পাক তৈল**—নানা উপাদান পাক করিয়া উৎপন্ন কবিরাজী তৈল। **পাক ধরা**—পাকা, শাদা হওয়া (কেশে আমার পাক ধরেছে বটে—রবি); রং ধরা। **পাক-পাত্র,-ভাণ্ড**—রন্ধন পাত্র। **পাক-পুটী**—কুমারের পোয়ান। **পাক মোড়া**—পাক দিয়া বাঁধা; পিছ মোড়া। **পাকযন্ত্র**—পাকস্থলী (পাকযন্ত্র-প্রদাহ, gastritis)। **পাকরঞ্জন**—তেজপাতা। **পাকশালা**—রন্ধনশালা। **পাক-সাঁড়াশী**—যে যন্ত্রের দ্বারা স্বর্ণকার সোনার ও রূপার তারে পাক দেয়। **পাকস্থলী**—পাকযন্ত্র, উদরের যেখানে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক হয়; stomach। **পাকস্থান**—রন্ধনশালা। **পাকস্থালী**—রন্ধনপাত্র। **পাকস্পর্শ**—বিবাহের পর বধূস্পৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন জ্ঞাতি-কুটুম্ব-সহ ভোজন, বৌভাত।

পাক—নিমিত্ত, ঘটনাচক্র, দৈবদুর্বিপাক, চক্রান্ত, কৌশল, আবর্ত, পেঁচ। **পাক খাওয়া**—ঘূর্ণিত হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া, ঘুরপাক খাওয়া। **পাক খোলা**—রশির পাক শিথিল হওয়া, পেঁচ খোলা। **পাকচক্র**—ঘটনাচক্র, চক্রান্ত। **পাকে-চক্রে**—কৌশলে। **পাক জল**—ঘূর্ণাবর্ত। **পাক দেওয়া**—ঘুরানো, রশি পাকানো। **পাক ধরা**—পাকানো রশি বা সুতা এলাইয়া না যাওয়া। **পাক পড়া**—পেঁচ লাগা, জড়াইয়া যাওয়া; আবর্তের সৃষ্টি হওয়া (বর্ষায় নদীতে পাক পড়েছে)। **পাক পাড়া**—বার বার আসা। **পাক লাগা**—পেঁচাইয়া যাওয়া। **পাকে পড়া**—বিপদে পড়া, বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হওয়া। **জিলিপির পাক**—জিলিপির পেঁচ, কুটিলতা।

পাক—(ফা. পাক) পবিত্র, নির্মল (বিপ. না পাক)। **পাকনিয়ত**—সদভিপ্রায়। **পাক-সাফ**—শুচিতাপূর্ণ, শুচিশুভ্র। **পাক**

হওয়া—অশুদ্ধ অবস্থা গত হওয়া। **পাকিস্তান**—পাক-স্থান, পবিত্র ভূমি ; ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল লইয়া গঠিত মুসলমান-প্রধান রাজ্য)।

পাকড়—(হি পকড়) দৃঢ়ভাবে ধারণ, বন্দী করা। **পাক্ড়ো ! পাক্ড়ো !**—ধর ! ধর ! (প্রাচীন বাংলায়, পাখড় ! পাখড় !)। **ধরপাকড়**—সরকারের তরফ হইতে অথবা পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার ও আটক।

পাক্ড়া, পাক্ড়াও—গ্রেপ্তার করা ; নিবন্ধাতিশয় প্রকাশ করা (পাক্ড়া করা বা পাক্ড়াও করা)। **পাক্ড়ানো**—ধৃত করা, দৃঢ়ভাবে ধরা (কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে—রবি) : অবলম্বন করা।

পাকশাঠ,-সাট—(পাখ+ঝাপট) পাখার ঝাপ্টা (পাকসাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে সমলোভী জীবে—মধুসূদন)।

পাকা—পরিণতি প্রাপ্ত, পক্ক (পাকা আম, পাকা বুদ্ধি) ; শুভ্র হওয়া (চুল পাকা) ; পুঁজপূর্ণ হওয়া (ফোঁড়া পাকা) ; ঝানু, অভিজ্ঞ (পাকা চোর ; পাকা ব্যবসায়ী) : অকালপক্ক (পাকা ছেলে) ; ত্রুটিহীন, খাঁটি (পাকা সোনা ; পাকা দশহাত) ; দগ্ধ, পোড়া (পাকা ইট, পাকা হাঁড়ি) ; স্থায়ী (পাকা রং) ; নির্ভরযোগ্য (পাকা কথা, পাকা খবর)। **পাকা-আম দাঁড়কাকে খায়**—দাঁড়কাক দ্রঃ। **পাকা ওজন**—আশি তোলায় সেরের ওজন। **পাকা করা**—দৃঢ় করা, নির্ভরযোগ্য করা (কথা পাকা করা) ; ইট, চুণ, সুরকী প্রভৃতির দ্বারা নির্মাণ করা (বাড়ী পাকা করা)। **পাকা খাতা**—জমাখরচ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য খাতা। **পাকা গাঁথুনি**—চুণ-সুরকির অথবা বালি ও সিমেন্টের গাঁথুনি (বিপ কাঁচা গাঁথুনি—কাদার গাঁথুনি)। **পাকা ঘর**—দালান-কোঠা। **পাকা ঘুঁটি**—যে ঘুঁটির ছকের সর্বোচ্চ ঘরে উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। **পাকা তাল পড়া**—তালের মত ঢুপ্‌দাপ করিয়া পিঠে কিল পড়া। **পাকা দলিল**—যে দলিল আদালতে গ্রাহ্য হয়। **পাকা দেখা**—পাত্র ও পাত্রী দেখিয়া উভয় পক্ষের বিবাহ অনুষ্ঠানে সম্মত হওয়া। **পাকা ধানে মই-দেওয়া**—সুনিশ্চিত আশুলভ্য নষ্ট করিয়া দেওয়া। **পাকা-পাকা কথা**—শিশুর বয়স্কের মত কথা। **পাকাপোক্ত**—পরিপক্ক, মজবুত। **পাকা ফলার**—লুচি, মিঠাই, দধি প্রভৃতির ফলার (বিপ. কাঁচা ফলার—চিঁড়া-দইয়ের ফলার)। **পাকা মাছ**—বড় ও বয়স্ক মাছ, যে মাছের মাংস সহজে সিদ্ধ হয় না। **পাকা মাথায় সিঁদুর পরা**—বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সধবা থাকা। **পাকা মাল**—যে মাল যন্ত্রাদিতে নির্মিত হইয়া ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে, finished product। **পাকা রান্না**—পাকা রাঁধুনীর রান্না, যে রান্না তৈল, ঘি প্রভৃতির যোগে মুখরোচক করা হইয়াছে। **পাকা রাস্তা**—বাঁধানো রাস্তা। **পাকা-লেখা**—বিশেষ গঠনযুক্ত লেখা ; উৎকৃষ্ট রচনা। **পাকা লোক**—বিজ্ঞ বা বহুদর্শী লোক। **পাকা লোহা**—ইস্পাত। **পাকা হাড়**—পরিণতিপ্রাপ্ত হাড় ; বুড়ার হাড়। **পাকা হাত**—নিপুণ হস্ত। **এঁচোড়ে পাকা**—এঁচোড় দ্রঃ। **কাঁচা-পাকা**—আংশিক কাঁচা, আংশিক পাকা ; ঠাণ্ডা ও গরম (কাঁচা-পাকা জলে স্নান)।

পাকাটি—পাট-কাঠি, পাট-গাছের ভিতরকার শক্ত ডাঁটা। বিণ. পাকাটে—পাট-কাঠির মত রোগা ও সৌষ্ঠবহীন (পাকাটে গড়ন)।

পাকান, পাকানো—পাকা করা ; রান্না করা (পাকানী—পাচিকা) ; জড়ানো ; রশি তৈরী করা ; গোলাকৃতি করা (মুঠ পাকানো) ; অভিসন্ধিযুক্ত কাজ করা (জোট পাকানো ; দল পাকানো)। **পাকান-ওয়ালী, পাকানেওয়ালী**—পাচিকা (পূর্ববঙ্গে)। **চুল-দাড়ী পাকানো**—দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জন করা, বৃদ্ধ হওয়া। **জট পাকিয়ে যাওয়া**—জটিল-বদ্ধ হওয়া। **লাঠি পাকানো**—তেল মাখাইয়া লাঠি মজবুত করা। **হাত পাকানো**—দক্ষতা অর্জন করা। **চোখ পাকানো**—ক্রোধে চোখ ঘুরানো।

পাকাপাকি—সুনিশ্চিত, স্থিরীকৃত (কথা পাকাপাকি করা)।

পাকাম,-মি—বাচালতা, বাড়াবাড়ি, জ্যাঠামো, এঁচড়ে পাকার মত ব্যবহার।

পাকাল জমি, পাখাল জমি—যে জমির

শস্য বন্যায় বা বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। **পাকাল যাওয়া**—বন্যা বা বৃষ্টির ফলে শস্য নষ্ট হওয়া। **পাকাল ভাত**—পান্তাভাত।

পাকাশয়—পাকযন্ত্র, পাকস্থলী (**পাকাশয়-প্রদাহ**—gastritis)। বিণ. পাকাশয়িক—পাকাশয়-সম্পর্কিত।

পাকি,-কী—আশি তোলায় সেরের ওজন (বিপ. কাঁচি—ষাট তোলায় সেরের ওজন) **পাকি মালা**—ধুম তৈল প্রভৃতি সহযোগে পাকানো অর্থাৎ মজবুত করা মালা।

পাকুড়, পাইকড়, পাকুড়ি—(সং. পর্কটি) অশ্বত্থ-জাতীয় বৃক্ষ (বট-পাকুড়)।

পাকে—নিমিত্ত, কৌশলে, পাকচক্রে। **পাকে-চক্রে**—কৌশলে, চক্রান্ত করিয়া। **পাকে-প্রকারে**—কৌশল করিয়া, পাকেচক্রে।

পাকোয়ান—(হি. পাকবান) ঘৃতপক্ব খাদ্য, লুচি, কচুরি ইত্যাদি; পাক দেওয়া রেশমী সূতা দিয়া যে বস্ত্র নির্মিত হয়।

পাক্ষিক—পক্ষকাল সংক্রান্ত বা যাহা পক্ষকালে ঘটে (পাক্ষিক জ্বর, পাক্ষিক পত্র); সাম্প্রদায়িক; একপক্ষীয়; যে পক্ষী মারে, শাকুনিক।

পাখ—পালক (পাখ উঠা); ডানা (পাখসাট); পক্ষী (পাখ মারা)। **পাখ নাড়া**—ডানা ঝাড়া।

পাখনা—ডানা (পাখনা মেলা); মাছের ডানা। **পাখা**—(সং. পক্ষ) ডানা; পালক (পাখা উঠা); ব্যজনী (টানা পাখা; হাত-পাখা; ইলেক্‌ট্রিক পাখা)। **পাখা উঠা**—পালক উঠা, ডানা গজানো; বাড়াবাড়ি করা ('পিঁপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে')।

পাখি, পাখী—(সং. পক্ষী) পক্ষী; চাকার নাভিসংলগ্ন আড়কাঠ spoke; খড়খড়ির একখানি পাত্‌লা কাঠ; মইয়ের একটি ধাপ; জমির পরিমাণ-বিশেষ (বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মাপের পাখী প্রচলিত)। **পাখী পড়ানো**—বারবার শিখাইয়া মুখস্থ করানো। **পাখী-মারা**—ব্যাধ। **পাখীর প্রাণ**—পাখীর মত ক্ষীণজীবী, অল্প আঘাতেই যে কাতর হইয়া পড়ে বা মরিয়া যায়। **প্রাণপাখী**—দেহরূপ পিঞ্জরস্থ প্রাণরূপ পাখী, প্রাণবায়ু।

পাখুরা—সূত্রধরের বাইস-বিশেষ।

পাখোয়াজ—(ফা. পাখবজ) মৃদঙ্গ; এঁচড়ে পাকা (পাখোয়াজ ছেলে—কথ্য ভাষা)। **পাখোয়াজী**—পাখোয়াজ-বাদক।

পাগ, পাগড়ি,-ড়ী—(সং. প্রগ্রহ; হি. পাগড়ী) উষ্ণীষ, শিরস্ত্রাণ (পাগড়ী বাঁধা; পাগড়ী আঁটা)। **পাগড়ীওয়ালা**—পাগড়ী পরিহিত (অনেক সময়ে অবজ্ঞার্থক অথবা উপহাসব্যঞ্জক)।

পাগ—(গ্রাম্য) পাতিল (হাঁড়ি-পাগ, পাগ-পাতিল)।

পাগদণ্ডী—পাহাড়ে পায়ে-হাঁটা রাস্তা (পাগ-দণ্ডীর বা পাকদণ্ডীর পথ)।

পাগল—বিকৃত-মস্তিষ্ক, উন্মত্ত; কাণ্ডজ্ঞানহীন, মত্ত (তোমরাও পাগল হলে; খেলার নামে পাগল): অবুঝ, অশান্ত (পাগল ছেলে; "নদী আপন বেগে পাগলপারা"); আত্মহারা ('বাঁশীর ডাকে হলেম পাগল'); প্রেমবিহ্বল, আত্মভোলা (পাগল ভোলা; পাগল নিমাই)। স্ত্রী. পাগ্‌লী, পাগলিনী।

পাগ্‌লা—পাগলের মত, অবুঝ, খেয়ালী (সাধা-রণতঃ আদরজ্ঞাপক)। স্ত্রী. পাগ্‌লী (**পাগ্‌লী মেয়ে**—আদুরে, অবুঝ, অশান্ত মেয়ে)। **পাগ্‌লাই**—পাগলামি (প্রাচীন বাংলা)। **পাগ্‌লাটে**—পাগ্‌লা ধরণের (পাগ্‌লাটে ভাব)। বি. পাগ্‌লামো, পাগ্‌লামি—অবুঝের ভাব, খেয়ালিত্ব, পাগলের ব্যবহার। **পাগ্‌লা-গারদ**—যেখানে বিকৃত-মস্তিষ্কদের আটক করিয়া রাখা হয়; পাগলদের আড্ডা (দেশটাকে পাগ্‌লা-গারদ বানিয়ে তুললে দেখছি)।

পাঙ্খা—পাখা, ব্যজনী (প্রাচীন বাংলায় ও পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।

পাচক—(পচ্+ণক) জীর্ণকারক, যাহা হজম করায়; পাকস্থলীর পিত্তরস; রাঁধুনে। স্ত্রী. পাচিকা।

পাচন—জীর্ণকারক, অম্লরস; প্রায়শ্চিত্ত; পাঁচন। গাছগাছড়ার কাথ। **পাচনক**—স্বর্ণাদি ধাতু জীর্ণকারক, সোহাগা। **পাচনী**—হরিতকী। **পাচনগ্রন্থি**—ক্লোম, pancreas।

পাচন, পাচনবাড়ি, পাচনী—পাঁচনবাড়ি।

পাচার—গোপনে সরাইয়া দেওয়া, সাবাড়।

পাচালি—পায়চারি; পাঁচালী, গীতাভিনয় ও ছন্দো-বিশেষ।

পাচিকা—রন্ধনকারিণী (পাচক দ্রঃ)। **পাচিত**

—রন্ধিত, অগ্নিপক্ব। **পাচ্য**—পাকযোগ্য, পরিপাকযোগ্য।

পাছ—(সং. পশ্চাৎ) পশ্চাদ্ভাগ। (**পাছ-দুয়ার**—বাড়ীর পশ্চাৎ-ভাগের দরজা)। **পাছতলা**—ঢেঁকির যেখানে পা দিয়া ভর দেওয়া হয়। **পাছ দেওয়া**—পিছন ফিরানো। **পাছ লাগা**—অনুসরণ করা, সঙ্গ ত্যাগ না করা।

পাছড়া—(সং. প্রচ্ছদ) উত্তরীয়-বিশেষ ('পাটের পাছড়া'র উল্লেখ প্রাচীন কাব্যে যথেষ্ট)।

পাছড়ানো—শক্ত ঝাড়া; আছাড় মারা, কুস্তিতে চিৎ করা; হাড়িকাঠে ফেলা। **পাছড়া-পাছড়ি**—পরস্পরকে পাছড়াইবার চেষ্টা, ধস্তাধস্তি।

পাছা—(সং. পশ্চাৎ) পশ্চাদ্ভাগ (নৌকার পাছা); নিতম্বদেশ। (**পাছা-পেড়ে শাড়ী**—তিন পাড়-বিশিষ্ট শাড়ী যাহার একটি পাড় পাছার উপরে পড়িত—বর্তমানে অপ্রচলিত); গুহ্যদ্বার (পাছা গলা)।

পাছাড়—আছাড়, চিৎপাত করা। **পাছাড়ে**—চিৎপাত করিয়া ফেলে, আছাড় মারে (কাব্যে ব্যবহৃত)। **পাছাড়ি, পাছুড়ি**—পশ্চাৎ-ভাগের (পাছাড়ি দড়ি—পিছনের পায়ে বাঁধা দড়ি)। **আগাড়ি-পাছাড়ি**—অগ্রের ও পশ্চাৎ-ভাগের; অগ্রপশ্চাৎ।

পাছান—পিছে হটা, পশ্চাদ্গামী হওয়া; বর্তমানে 'পিছানো' বলা হয় (পূর্ববঙ্গে পাউছান)।

পাছু—পশ্চাদ্ভাগ, পিছন, পিছনে। **আগু-পাছু**—অগ্রপশ্চাৎ (বর্তমানে আগপাছ)। **পাছু টান**—পিছনের টান, পুত্রকলত্রাদির প্রতি স্নেহমমতার আকর্ষণ। **পাছু লাগা**—পিছনে লাগা।

পাছে—(সং. পশ্চাৎ) পশ্চাতে, পিছনে (পাছে পাছে—পিছনে পিছনে); পরে যদি, (পাছে তুমি রাগ কর, এইজন্য কিছু বলি নাই)।

পাজামা—(ফা.) পায়জামা, ইজার। **চুড়িদার পাজামা**—যে পাজামার নীচের দিকে পায়ের নীচের অংশ চোস্ত অর্থাৎ আঁটসাট। **ঢিলা পাজামা**—যে পায়জামার পা খুব ঢিলা। **আলিগড়ী পাজামা**—ইহার পা কতকটা প্যাণ্টালুনের আকৃতির।

পাজি,-জী—(ফা. পাজী—নীচ) দুষ্টবুদ্ধি, বদ লোক, নীচ, হীন। **পাজির পা-ঝাড়া**—অতিশয় পাজি, বদ্ধ-পাজি।

পাঝানো—(প্রাদেশিক) পচানো (পাট পাঝানো)।

পাঞ্চজন্য—পঞ্চজন নামক দৈত্যের অস্থিতে নির্মিত বিষ্ণুর শঙ্খ। **পাঞ্চজন্যধর**—বিষ্ণু।

পাঞ্চভৌতিক—পঞ্চভূত-বিষয়ক, পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন (পাঞ্চভৌতিক দেহ)।

পাঞ্চাল—পঞ্চাল-দেশজাত, পঞ্চালবাসী ক্ষত্রিয়-গণ।

পাঞ্চালিকা—বস্ত্র-নির্মিত পুতুল; পাঁচালী।

পাঞ্চালী—দ্রৌপদী, পুত্তলিকা, পাঁচালী।

পাট—(সং. পট্ট) রেশম (পাটের সাড়ী); পাট গাছ, কোষ্ঠা (ইহার আঁশ কতকটা রেশমের মত, সেইজন্য); চওড়া তক্তা (ধোপার পাট); সিংহাসন (পাটরাণী; 'রাজা নাই পাটে, মানুষে মানুষ কাটে'); কাজ-কারবার, আবাদ (পাট তোলা); অস্তাচল (তখন সূর্য পাটে বসেছে); পীঠস্থান; পরিপাটি, বিন্যাস, ভাঁজ (কাপড় পাট করা; ঘরদোর পাট করা); পাটি, জোড়ার একটি (খড়মের পাট; দরজার পাট); কুমারের প্রস্তুত মাটির পোড়ানো চাক, যাহা দিয়া কূপ তৈরী হয়। **পাটকাঠি**—পাট গাছের কাঠি, পাকাটি। **পাট তোলা**—কাজ-কারবার গুটানো, ব্যবস্থা বদলানো। **পাট শাক**—পাটগাছের পাতা। **পাট ভাঙ্গা**—ভাঁজ ভাঙ্গা। **পাট সন্ন্যাসী**—শিবের গাজনের প্রধান সন্ন্যাসী। **পাট সারা**—দিনের কাজ গুটানো। **পাটহাতী**—রাজার হাতী।

পাট—(ইং. part) নাটকের ভূমিকা (ভাল পাট করা)।

পাটকিলা—পাটকেলের মত বর্ণ-বিশিষ্ট।

পাটকেল—ইষ্টক-খণ্ড (ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়)।

পাটন—(সং. পট্টন) নগর; রাজ্য; বাণিজ্য।

পাটনা—বিহারের বিখ্যাত নগর ও জেলা। বিণ. পাটনাই।

পাটনি,-নী, পাটুনি,-নী—যে খেয়া পার করে (সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী—ভাঃ চঃ)। **পাটনীঘাটা**—পারঘাট।

পাটব—(পটু+ষ্ণ) পটুতা, নৈপুণ্য ; আরোগ্য। বিণ. পাটবিক—পটু, ধূর্ত।

পাট ভাঙ্গা—গাজনের সন্ন্যাসীদের লোহার সূচযুক্ত পাট, ছুরি, বঁটি ইত্যাদির উপরে ঝাঁপাইয়া পড়া।

পাটল—পাটকিলা রং, ফিকা লাল (মেঠো পথ দিয়া ধূলি উড়াইয়া চলিল পাটল গাই—করুণা-নিধান); গোলাপী রং, পারুল গাছ ও ফুল। **পাটলদ্রুম**—পুন্নাগ বৃক্ষ। **পাটলিত**—পাটলবর্ণ-বিশিষ্ট, পাটলবর্ণে রঞ্জিত।

পাটলা—পারুল গাছ ও ফুল; দুর্গা। **পাটলাবতী**—দুর্গা ; নদী-বিশেষ।

পাটলিপুত্র—পাটনার প্রাচীন নাম।

পাটা—(সং. পট্টক : হি. পাট্টা) ভূমি ক্রয়-জ্ঞাপক লেখা, পাট্টা (**পাটাসেলামী**—পাট্টা লইবার কালে জমিদারকে এককালীন দেয় অর্থ) ; তক্তা ; বস্ত্র বা বস্ত্রের ভাঁজ (দোপাটা) ; যাহার উপরে বাটা হয় (পাটাপুতা) ; রাজ-মিস্ত্রীর কাষ্ঠফলক, যাহা দিয়া যে পলস্তারা ঘষিয়া সমতল করে ; চওড়াই (**বুকের পাটা**—গিম্মত)। **পাটাতন**—নৌকাদিতে তক্তা বা বাখারি দিয়া দাঁড়াইবার বা বসিবার জন্য যে মঞ্চ করা হয়। **পাটাবুক**—সাহসী। **পাটা-বুকী**—যে মেয়েলোকের খুব সাহস। **পাটা-শেয়ালা**—সরু শৈবাল-বিশেষ।

পাটারি—জমিদারের খাজনা আদায়কারী কর্ম-চারী ; মাতব্বর (গেঁয়ে পাটারি) ; পাটোয়ারী।

পাটালি,-লী—পাটার মত চওড়া জমাট গুড় (খেজুরে পাটালি)।

পাটি,-টী—মাদুর-বিশেষ (শীতল-পাটি ; খেজুর-পাতার পাটি) ; পঙ্‌ক্তি, সারি (দুই পাটি দাঁত) ; দুইয়ের একটি (এক পাটি জুতা) ; এক সম্প্রদায়ের বা ব্যবসায়ের লোকের বসতি, পটি (কোঁচের পাটী) ; পাতা পাড়িয়া বাঁধা চুল (চুলের পাটী পাড়া) ; পাশা ; পরিপাটি, শৃঙ্খলা সাধন ; ক্রম (**পাটীগণিত**—সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন ভাগাদি ক্রমযুক্ত গণিত) সংখ্যা-বিষয়ক গণিত, Arithmetic। **পাটিসাপটা**—(যাহা পাটির মত জড়ানো হয়) ক্ষীর, নারিকেল প্রভৃতির পুর দেওয়া পিষ্টক-বিশেষ।

পাটুয়া—কলাগাছের খোলা বা বাকল। **পাটুয়া কোদাল**—পাত-কোদাল।

পাটেশ্বরী—পাটরাণী।

পাটোয়ার,-রী—নিপুণ, দক্ষ ; অতিশয় হিসাবী ; প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায়-কারী কর্মচারী-বিশেষ। **পাটোয়ারী বুদ্ধি**—লাভ-লোকসান সম্বন্ধে অতিশয় সজাগ-বুদ্ধি।

পাট্টা—(সং. পট্টক) জমির অধিকার বিষয়ক দলিল, পাটা। **পাট্টাকবুলিয়ত**—জমিদারের তরফ হইতে দেওয়া পাটা, আর প্রজার তরফ হইতে দেওয়া কবুলিয়ত, অর্থাৎ স্বীকৃতি-সূচক লেখ্য। **পাট্টাদার**—যে জমিদারের নিকট হইতে জমি পাটা করিয়া লয়। **পাট্টা-সেলামি**—পাটাসেলামি দ্রঃ।

পাঠ—(পঠ্‌+ঘঞ্‌) পড়া, আবৃত্তি, অধ্যয়ন ; বেদাধ্যয়ন ; পঠিতব্য বিষয় বা অংশ (পাঠ মুখস্থ করা) ; পত্রের প্রারম্ভে সম্ভাষণসূচক বাক্য (শ্রীচরণেষু ; জনাবেষু ; প্রীতিভাজনেষু) ; মূল রচনা (মল্লিনাথ-ধৃত পাঠ ; (পাঠান্তর—পৃথক পাঠ, মূল রচনা সম্বন্ধে অন্য মত, another version)। **পাঠক**—পাঠকারী (লেখক ও পাঠক) ; কীর্তনকারী (স্তুতিপাঠক) ; ছাত্র ; পুরাণাদি পাঠকারী, কথক ; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। স্ত্রী. পাঠিকা।

পাঠন—অধ্যাপনা, শিক্ষাদান (পঠন পাঠন—নিজে পড়া ও অন্যকে পড়িতে শিখানো)। বিণ. পাঠিত—যাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। **পাঠগৃহ**—পড়িবার ঘর, study। **পাঠক-গোষ্ঠী**—পাঠক-সমাজ ; পণ্ডিত-সমাজ। **পাঠ গ্রহণ**—শিক্ষকের নিকট হইতে পড়িবার অংশ বুঝিয়া লওয়া। **পাঠচক্র**—পাঠকদের চক্র, যাহারা এক সঙ্গে কোন বিষয় পাঠ করে, study circle। **পাঠনিবিষ্ট**—পাঠে মনোযোগী। **পাঠরত**—যে পাঠ করিতেছে। **পাঠরতি**—পাঠে বিশেষ আনন্দ। **পাঠ-শালা**—প্রাথমিক বিদ্যালয়। **পাঠাভ্যাস**—পাঠ-প্রস্তুতি। **পাঠার্থী**—বিদ্যার্থী। **পাঠী**—পাঠক, যে পড়িতে জানে (বঙ্গভাষা-পাঠী)। **পাঠেচ্ছু**—পাঠ করিতে ইচ্ছুক।

পাঠান—পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমানধর্মাবলম্বী সুপরিচিত জাতি-বিশেষ, যোদ্ধারূপে বিখ্যাত।

পাঠানো—প্রেরণ করা। চিঠি পাঠানো

চিঠিতে বার্তা প্রেরণ। **ডেকে পাঠানো**—আসিবার জন্য লোকযোগে অথবা পত্রযোগে আহ্বান। **বলে পাঠানো**—লোক মারফত বার্তা প্রেরণ।

পাঠ্য—পড়িবার যোগ্য (পাঠ্য-অপাঠ্য); অবশ্য-পাঠ্য (পাঠ্য-পুস্তক)। **পাঠ্যক্রম**—শিক্ষার্থীদের কোন বিশেষ শ্রেণীতে অথবা স্তরে কোন বিশেষ বিষয়ে যাহা পড়িতে হইবে, syllabus **পাঠ্যাবস্থা**—ছাত্রাবস্থা।

পাড়—(সং. পার; পাহাড়) তট, তীর (নদীর পাড়; পুকুর-পাড়); ধুতি, শাড়ী প্রভৃতির ধারি বা প্রান্তভাগ। **পাড়িয়া, পেড়ে**—পাড়যুক্ত (লালপেড়ে শাড়ী)।

পাড়—প্রবল আঘাত (ঢেঁকির পাড়)। **পাড় মারা**—মুদ্গর, বর্শা ইত্যাদির দ্বারা জোরে আঘাত করা। **বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া**—অতিশয় মনঃক্ষোভের কারণ ঘটা (চাটুজ্জেদের ছেলে ভাল পাশ করে জলপানি পেয়েছে, এতে তাদের প্রতিপক্ষ ঘোষেদের বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ার কথাই বটে)। **পাড়ানো**—পাড় মারা, ক্রমাগত কঠিন আঘাত করা।

পাড়—(সং. পালি) খড়ের বা টিনের ঘরের চালের সঙ্গে বাঁধা মোটা লম্বা বাঁশ বা কাঠ, যাহা খুঁটির উপরে থাকে, পাইড়।

পাড়ন—যাহা পাড়া বা পাতা যায় (**ওড়ন পাড়ন**—উপরের ও নীচের আচ্ছাদন); ঢেঁকির গড়কাঠ যাহার গর্তে ধান্যাদি রাখিয়া ভানা হয়; উপরে থাকে ও আড়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে।

পাড়া—(সং. পল্লী) পল্লী, গ্রামের অংশ, মহল্লা, পটী (উকিল পাড়া); পাড়ার লোক (পাড়া ভেঙে পড়েছে;: পাড়া-প্রতিবেশী)। **পাড়া-কুঁদুলী**—যে নারী পাড়ার সকলের সঙ্গে কোন্দল করে, অতিশয় ঝগড়াটে মেয়েলোক (পুং. পাড়া-কুঁদুলে)। **পাড়াগাঁ**—পল্লীগ্রাম, যেখানে শহরের ধরণধারণ নাই; বিণ. পাড়াগেঁয়ে (অশিক্ষিত বা অভব্য পাড়াগাঁর লোক—অবজ্ঞার্থক)। **পাড়া ঢলানী**—যাহার (যে নারীর) কুকীর্তির জন্য পাড়ায় হাসাহাসি হয়। **পাড়াপড়শী**—প্রতিবেশী। **পাড়া-বেড়ানী**—পাড়ায় পাড়ায় বেড়ানো যে নারীর স্বভাব। **পাড়া মাথায় করা**—চীৎকারের শব্দে পাড়া সরগরম করা।

পাড়া—পাতিত করা, নীচে নামানো, বৃক্ষ বা উচ্চ স্থান হইতে ফল আহরণ করা; পাতা (বিছানা পাড়া); অবতারণা করা (কথা পাড়া); প্রয়োগ করা, ক্রমাগত করিতে থাকা (ডাক পাড়া; গালি পাড়া; ঘুম পাড়া; পচাল পাড়া); ডিম প্রসব করা (ডিম পাড়া); পরিপাটি করা, পরিষ্কার করা (এঁটো পাড়া; হেঁসেল পাড়া)। **পাত পাড়া**—পাত দ্রঃ। **পাড়াপাড়ি**—পাছড়া-পাছড়ি; তীব্র প্রতিযোগিতা (গ্রাম্য)।

পাড়ানো—পাতিত করানো (ফল পাড়ানো); অবতারণা করানো (কথা পাড়ানো)। **ঘুম পাড়ানো**—ঘুমাইতে সাহায্য করা। **ঘুম পাড়ানিয়া,-পাড়ানী**—যে ঘুম পাড়ায় (ঘুম-পাড়ানী মাসীপিসী)।

পাড়ি, পাড়ী—নদী প্রভৃতির উঁচু তট (পাড়ি ভেঙ্গে পড়া); নদী প্রভৃতির এপার হইতে ওপার পর্যন্ত (**পাড়ি দেওয়া**—এপার হইতে ওপারের দিকে যাত্রা করা অথবা ওপারে গিয়া পৌঁছা)। **পাড়ি জমানো**—ওপারে গিয়া পৌঁছা)।

পাণি—[পণ্ (ব্যবহার করা)+ই] হস্ত (চক্র-পাণি)। **পাণিগৃহীতী**—পত্নী; **পাণি-গ্রহ,-গ্রহণ,-পীড়ন**—বিবাহ। **পাণিঘ**—যে হাত দিয়া মৃদঙ্গাদি বাজায়; ঢোল-বাদক; ঢাকী। **পাণিতল**· করতল। **পাণিধর্ম**, **পাণিবন্ধ**—বিবাহ।

পাণিনি—স্বনামধন্য বৈয়াকরণ পাণিনিকৃত ব্যাকরণ। বিণ. পাণিনীয়—পাণিনিকৃত; পাণিনীয় ব্যাকরণে অভিজ্ঞ।

পাণ্ডব, পাণ্ডবেয়—পাণ্ডুর পুত্র, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব। **পাণ্ডব-বর্জিত**—বনবাস কালে পাণ্ডবেরা যে দেশে যান নাই; সভ্য মানুষের বাসের অযোগ্য। **পাণ্ডব-সখা,-সারথি,-বন্ধু**—শ্রীকৃষ্ণ।

পাণ্ডুর—পাণ্ডুবর্ণ। শ্বেতবর্ণ, গৈরিক; কুন্দপুষ্প।

পাণ্ডা—(সং. পণ্ডা—শাস্ত্রজ্ঞান) তীর্থস্থানের পূজারী; পাণ্ডার অনুচর (লাগিল পাণ্ডা করিল প্রাণটা নিমেষে ওষ্ঠাগত—রবি); সর্দার, দলের চাঁই, প্রধান উদ্যোগী (সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থক)।

পাণ্ডাল—প্যাণ্ডেল দ্রঃ।

পাণ্ডিত্য—(পণ্ডিত+ষ্ণ্য) বিদ্যাবত্তা; কুশলতা, বিচক্ষণতা (রণ-পাণ্ডিত্য)।

পাণ্ডু—শুক্ল-পীতবর্ণ; গৌরবর্ণ; ফ্যাকাসে রং (পাণ্ডুবর্ণ); ন্যাবা, jaundice; পঞ্চ পাণ্ডবের পিতা; দেশ-বিশেষ; শ্বেতহস্তী। **পাণ্ডু-ফল**—ফুটী। **পাণ্ডুভূম**—খড়িমাটির দেশ। **পাণ্ডুমৃত্তিকা**—খড়িমাটি। **পাণ্ডুরাগ**—পাণ্ডুবর্ণ।

পাণ্ডুর—পাণ্ডুবর্ণ; শুভ্রবর্ণ; পাণ্ডুরোগ: ফুলের গাছ-বিশেষ। **পাণ্ডুর দ্রুম**—কুড়চিগাছ। **পাণ্ডু রঙ্গ**—শাক-বিশেষ।

পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলেখ, পাণ্ডুলেখ্য—খসড়া, মুসাবিদা; মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত লেখা, manuscript।

পাণ্ড্য—দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন রাজ্য-বিশেষ; পাণ্ড্যদেশের রাজা অথবা অধিবাসী।

পাত—(পত্+ঘঞ্) পতন, পড়া, বর্ষণ (বৃষ্টি-পাত); আঘাত (কুলিশপাত); আপতিত হওয়া (বিপৎপাত); স্খলন (গর্ভপাত; উল্কাপাত); নাশ (জীবনপাত); ক্ষেপণ (দৃষ্টিপাত, চরণপাত)। **অনর্থপাত**—বিপৎপাত। **রক্তপাত করা**—রক্ত ঝরানো, মারামারি করা বা হত্যাকাণ্ড ঘটানো।

পাত—(সং. পত্র, পাতা (কলার পাত); ভোজনপাত্র (আমি খাবনা তোর পাতে —রবি); পাতার মত পাত্‌লা লোহা প্রভৃতির চাদর (লোহার পাত, তামার পাত); তবক, অতি সূক্ষ্ম পত্র (সোনার পাতে মোড়া পানের খিলি); পুস্তকের পৃষ্ঠা। **পাত উঠা**—অন্ন উঠা। **পাতক্ষীর**—পাতার মত চেপ্টা করিয়া সাজানো ক্ষীর। **পাত করা**—ভোজনের ঠাঁই করা। **পাত-চাটা**—যে কুকুরের মত পাত চাটে, হীন পরান্নভোজী। **পাততাড়ি**—ছোট ছেলেদের লিখিবার তালপাতার বা কলা-পাতার গোছ। **পাততাড়ি গুটানো**—পাততাড়ি গুটাইয়া বাড়ী যাওয়া; জিনিষপত্র গুছাইয়া সরিয়া পড়া; পাট তোলা। **পাত্তেড়ে**—যে পাততাড়ী লেখে; মাত্র প্রথম শিক্ষার্থী। **পাত পাড়া**—খাদ্য লাভের আশায় পাতা বিছানো, হীনভাবে পরের অন্ন গ্রহণ করা।

পাতক—(যাহা ধর্ম হইতে পাতিত করে) পাপ। **মহাপাতক**—অতি বড় পাপের কাজ, ব্রহ্ম-হত্যা; সুরাপান ইত্যাদি। **পাতকী**—পাপী। স্ত্রী. পাতকিনী।

পাতকুয়া, পাতকো—(পাতি+কুয়া) মাটি খুঁড়িয়া যে সাধারণ কুয়া নির্মাণ হয়; মাটির পাট বসানো কূয়া (বিপ. ইন্দারা)।

পাতখোলা—পাত্‌লা খোলা বা খাপরা, পোড়া-মাটির পাত (গর্ভিণীর প্রিয়)। **পাতগালা**—পাতার মত পাত্‌লা গালা। **পাতঞ্চি**—পাতিবার বস্তু, সতরঞ্চি, গালিচা, চাদর প্রভৃতি।

পাতঞ্জল—পতঞ্জলি-কৃত দর্শনশাস্ত্র-বিশেষ বা যোগশাস্ত্র।

পাতড়া—পাত, খাদ্যসজ্জিত কদলীপত্র। **পাতড়া মারা**—কদলীপত্রস্থিত প্রচুর ভোজ্য উদরসাৎ করা (পেটুক ফলারভোজীদের সম্বন্ধে বলা হয়)। **পাত-দত**—লেখার পাতা ও দোয়াত (পাত-দত তোলা—পাততাড়ি গুটানো)।

পাতন—(পাতি+অনট্) অধঃক্ষেপণ, পরিস্রবণ, চুয়ানো, distillation, নিষ্কাষণ (পাতন-যন্ত্র—বকযন্ত্র); আঘাত; যাহা পাতা যায়, নৌকার পাটাতন; অঙ্কপাত। বিণ. পাতিত। **পাতনকাঁড়**—কাঁড় দ্রঃ।

পাতনলী—ঘানি-গাছের তেল বাহির হইবার ছিদ্রপথের নীচে যে টিনের পাত লাগানো হয়।

পাতরাজ—পাহাড়িয়া বড় সাপ-বিশেষ।

পাতল—পাত্‌লা, হাল্‌কা।

পাত্‌লা- পাৎলা—ভারী নয়, অস্থূল (পাত্‌লা বোঝা; পাত্‌লা গড়ন); ঘন নয় (পাত্‌লা সুরুয়া); বিরল; ফাঁক-ফাঁক (পাতলা চুল, পাত্‌লা বসতি); লঘু, হাল্‌কা (পাত্‌লা ঘুম; পাত্‌লা নেশা); চঞ্চলমতি, ভারিক্কি নয় (রাশ-পাত্‌লা; কান পাত্‌লা—কান দ্রঃ); তীক্ষ্ণ (পাত্‌লা ধার)।

পাতশা,-শাহ—(ফা. পাত্‌শাহ্, পতিশাহ্) বাদ-শাহ্, সম্রাট্। **পাতশাহী**—সম্রাটের পদ; সম্রাট্-সুলভ; রাজকীয়; রাজপদ।

পাতা—[পা (রক্ষা করা, পান করা)+তৃচ্] রক্ষাকর্তা; পালনকর্তা; পানকর্তা।

পাতা—(সং. পত্র) গাছের পাতা; কদলী প্রভৃতির পাতা, যাহাতে ভোজন করা হয় (পাতা কাটা—নিমন্ত্রিতদের ভোজনের জন্য বিভিন্ন লোকের কলাগাছ হইতে পাতা কাটিয়া আনা); চক্ষুর আবরণ; ফুলের পাপ্‌ড়ি; পুস্তকের পাতা; পায়ের পাতা (পাতা ফোলা—পায়ের পাতায় রস লাগা); পাতার মত বস্তু (হালের পাতা)।

পাতা করা—পাত করা দ্রঃ। **পাতা কাটা**—পূর্বের পৃষ্ঠায় দ্রঃ; কেশ-রচনার পদ্ধতি-বিশেষ। **পাতাকুড়ানি**—দীনহীনা। **পাতা-চাপা কপাল**—যাহার দুর্দশা সহজেই ঘুচিয়া যায় (বিপ. পাথর-চাপা কপাল)। **পাতা পাড়া**—ভোজনের জন্য পাতা বিছানো; পাত-পাড়া দ্রঃ। **পাতা-পা**—যে পা জমির উপরে পুরোপুরি পাতা হয় অর্থাৎ লাগিয়া যায়, উঁচু থাকে না (বিপ. খড়ম-পা)।

পাতা—বিস্তৃত করা, বিছানো (ফাঁদ পাতা; চাদর পাতা); প্রতিষ্ঠিত করা, বসানো (দোকান পাতা; ঘর পেতে বাস করা); নিয়োগ করা (কান পাতা)। **আড়ি পাতা**—লুকাইয়া শুনা। **ওত পাতা**—ওত দ্রঃ। **কান-পাতা**—কান দ্রঃ। **খড়ি পাতা**—গণনার জন্য খড়ি দিয়া অঙ্ক কষা। **চোখ পাতা**—ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখা। **ঘাড় পাতা**—দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হওয়া। **জানু পাতা**—হাঁটু গাড়িয়া বসা (মিনতি অথবা আনুগত্য জানাইবার জন্য)। **জাল পাতা**—ফাঁদ পাতা; চক্রান্ত করা। **দই পাতা**—দই জমাইবার জন্য দুধে দম্বল দেওয়া। **পা পাতা**—পা রাখা। **পা পেতে বসা**—স্থির হইয়া বসা। **পাত বা পাতা পাড়া**—ভোজ্য গ্রহণের জন্য পাতা বিছানো (এমন কৃপণ যে, ভিক্ষুকও তার বাড়ীতে কোন দিন পাত পাততে পারে না)। **পিঠ পাতা**—প্রহার সহ্য করিবার জন্য পিঠ প্রসারিত করা। **বুক পাতা**—সাহস-সহকারে আঘাত আদি গ্রহণ করা (নিজের জন্য অথবা অপরের জন্য)। **মাথা পাতা**—দায়িত্ব গ্রহণ করা। **মাথা পেতে নেওয়া**—শিরোধার্য করা। **সংসার পাতা**—বিবাহিত হইয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপনে উদ্যোগ করা। **হাত পাতা**—গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করা; ভিক্ষার্থী হওয়া অথবা সাহায্য প্রার্থনা করা।

পাতান, পাতাম—নৌকার তক্তা জোড়া দিবার চেপ্টা দুমুখো লোহার প্রেক-বিশেষ। **পাতাম-নৌকা**—যে নৌকার তক্তা পাতাম দিয়া জোড়া ও সেইজন্য তলদেশ মসৃণ (বিপ. বাট্টি নৌকা)।

পাতানো—পত্তন করানো; সম্বন্ধ স্থাপন করা (সই পাতানো)। **পাতানো সম্পর্ক**—জন্মগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক নহে, স্থাপন করা সম্পর্ক।

পাতামল—পায়ের পাতার সঙ্গে লাগিয়া থাকা অলঙ্কার-বিশেষ।

পাতাল—মাটির নীচের লোক, ভূগর্ভ (পাতাল ফুঁড়ে ওঠা); বড়বানল। **পাতাল গঙ্গা**—পৌরাণিক মতে পাতালে যে গঙ্গা প্রবাহিত হয়; ভোগবতী। **পাতালপুরী**—ভূগর্ভস্থিত গৃহ; ভূগর্ভ। **পাতাল-ফোঁড়**—যে ছত্রক মাটিতে জন্মে।

পাতাসি, বাতাসি—ছোট পাত্‌লা মাছ-বিশেষ, বাঁশপাতা মাছ।

পাতি—(সং. পঙ্‌ক্তি) পাঁতি দ্রঃ; পঙ্‌ক্তি; ব্যবস্থা-পত্র। **পাতি পাতি**—তন্ন তন্ন করিয়া।

পাতি—ছোট, নিকৃষ্ট (পাতিকাক; পাতিহাঁস)। **পাতি নেড়ে**—নিম্নশ্রেণীর মুসলমান; মুসলমানের প্রতি হিন্দুর অবজ্ঞাসূচক উক্তি)। **পাতি-এঁড়ে**—ছোট এঁড়ে। **পাতিচোর**—পাটচ্চর, যে চোর ছোটখাট জিনিষ চুরি করিয়া পলায় (বিপ. সিঁধেল চোর)। **পাতিনেবু**—ক্ষুদ্রাকৃতি গোল নেবু-বিশেষ (বিপ. কাগজি নেবু—লম্বা আকৃতির ছোট নেবু)। **পাতি মাতাল**—নিম্নশ্রেণীর ধেনো মদ খাইয়া যে মাতাল হয়। **পাতি-মৌড়**—কনের মাথার ছোট মুকুট। **পাতিশিয়াল**—সাধারণ শিয়াল (বিপ. বড় শিয়াল—বাঘ)।

পাতিত—যাহা নীচে ফেলা হইয়াছে, ভূমিতে নিক্ষিপ্ত।

পাতিব্রত্য—সতীধর্ম।

পাতিল—(সং. পাতিলী) মৃৎপাত্র-বিশেষ, সাধারণতঃ রন্ধন-কার্যে ব্যবহৃত হয় (পূর্ববঙ্গে পাতিলা বলা হয়)। **পাতিলী**—পাতিল; ফাঁদ; নারী।

পাতিলা—বড় মালবাহী নৌকা-বিশেষ।

পাতী—পতনশীল (স্বতন্ত্র শব্দরূপে প্রয়োগ নাই—কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতী—মধুসূদন); পাতকারী; গামী, ভুক্ত (অন্তঃপাতী)।

পাতুনি—পাতঙ্কি; পাতিবার চাদরাদি।

পাত্তর—(সং. পাত্র) পাত্র; মন্ত্রী, সভাসদ; বিবাহের বর (পাশ-করা পাত্তর)।

পাত্তা—(সং. বার্তা ; হি. পত্তা) সংবাদ, খবর খোঁজ (তার কোন পাত্তা নেই)। **পাত্তা পাওয়া, পাত্তা মেলা**—ঠিকানা পাওয়া ; ওর পাওয়া।

পাত্তাড়ি—পাততাড়ি দ্রঃ। **পাত্তাড়ি গুটানো**—জিনিষ-পত্র গুটান (প্রস্থান দিবার বা সরিয়া পড়িবার উদ্দেশ্যে)।

পাত্র—(যাহা আধেয় রক্ষা করে) আধার (ভোজন-পাত্র) ; বর ; নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি ; মন্ত্রী (পাত্রের পুত্র) ; যোগ্য বা বিশিষ্ট ব্যক্তি (সে কম পাত্র নয় ; শ্রদ্ধার পাত্র)। **পাত্র-পক্ষ**—বরপক্ষ। **পাত্র-মিত্র**—মন্ত্রিবর্গ ও সামন্তবর্গ। **পাত্রসাৎ**—পাত্রস্থ, বিবাহিতা। স্ত্রী. পাত্রী। **পাত্রীয়**—পাত্র-সম্বন্ধীয়।

পাত্রাপাত্র—যোগ্য পাত্র অথবা অযোগ্য পাত্র (পাত্রাপাত্র বিবেচনা)।

পাথর—(সং. প্রস্তর ; প্রাকৃ. পত্থর) পাষাণ, শিলা ; মূল্যবান প্রস্তর (পাথর-বসানো গহনা) ; পাথরের ভোজন-পাত্র ; বাটখারা (পাল্লা-পাথর)। **পাথরকুচি**—পাথরের ক্ষুদ্র টুক্‌রা ; ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বিশেষ। **পাথর-চাপা কপাল**—যে কপাল সহজে ফিরে না (বিপ. পাতাচাপা কপাল)। **পাথরে কোঁপ মারা**—বিফল চেষ্টা করা। **পাথরে পাঁচ কিল**—অনুকূল দৈব, সুদিন। **পাথর সুলেমানী**—খনিজ দ্রব্য-বিশেষ agate। **পাথরা**—পাথরের থালা অথবা মাটির থালা। **পাথরিয়া, পাথরি**—মূত্রাশয়ের রোগ-বিশেষ, stone। বিণ. পাথরিয়া, পাথুরে—প্রস্তরময়, প্রস্তরের মত (পাথুরে কয়লা)।

পাথার—(সং. পাথস্—জল) পাঁথার দ্রঃ ; সমুদ্র (দুখের পাথার ; রসের পাথার) ; দুস্তর বিপদ, দুর্দশা ইত্যাদি।

পাথালি—(প্রা. পথারী—শয্যা) পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থা। **পাথালিকোলা**—হাঁটুর নীচে ও ঘাড়ের নীচে হাত দিয়া কোলে করা বা তোলা, আড়কোলা। **আথালি-পাথালি**—আতালি-পাতালি দ্রঃ।

পাথেয়—পথের সম্বল, পথখরচ ; জীবন-পথে যাহা প্রয়োজনীয় (স্বরাজ-সাধনার পাথেয় ; পরকালের পাথেয়)।

পাদ—[পদ্ (গমন করা) + ঘঞ্] যদ্দ্বারা গমন করা যায়, পদ, চরণ ; গৌরবে (প্রভুপাদ) ; মূল ; নিম্নভাগ (পাদদেশ) ; পৈঠা ; শ্লোকের চতুর্থাংশ ; বৃত্তের চতুর্থাংশ ; কিরণ ; ব্যবহারের অর্থাৎ মোকদ্দমার চারিটি অবস্থা (ভাষাপাদ—অভিযোগ ; উত্তরপাদ—সওয়াল-জবাব ; ক্রিয়া-পাদ—সাক্ষ্যপ্রমাণ ; সাধ্যসিদ্ধি-পাদ—রায়)। **পাদকটক**—নূপুর, বাঁকমল। **পাদকৃচ্ছ্র**—প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষ, একবার ভক্ষণের পর একদিন উপবাস করা। **পাদক্ষেপ**—পা ফেলা, চলা। **পাদগণ্ডির**—গোদ। **পাদগম্য**—পায়ে হাঁটিয়া যাইবার যোগ্য। **পাদগ্রন্থি**—গুলফ। **পাদগ্রহণ**—পদস্পর্শ করিয়া অভিবাদন। **পাদচতুর**—পাদচারণে দক্ষ। **পাদচত্বর**—বালুকাময় প্রদেশ। **পাদ-চাপল্য**—পাদাস্ফালন, লাফানো, ডিঙ্গানো ইত্যাদি। **পাদ-চার**—পাইচারি, পরিক্রমণ। **পাদচারী**—পদাতিক, পদব্রজে গমনকারী। **পাদজ**—শূদ্র। **পাদচ্ছেদ**—পাঠকালে অল্প বিরাম-জ্ঞাপক চিহ্ন, কমা। **পাদত্রাণ**—পাদুকা, মোজা। **পাদদেশ**—নিম্নদেশ। **পাদপ**—বৃক্ষ। **পাদপদ্ম**—চরণকমল। **পাদপাশ**—অশ্বাদির পাদবন্ধন-রজ্জু। **পাদপীঠ**—পা রাখিবার আসন, পিঁড়ি বা টুল। **পাদপূরণ**—পাদ-পূরক শব্দ (সংস্কৃতে চ, বা, তু ইত্যাদি) ; শ্লোকের পরিপূরক চরণ (প্রথম চরণ উচ্চারণ করিয়া পাদপূরণ করিতে বলিলেন)। **পাদপ্রহার**—পদাঘাত। **পাদমূল**—নিম্নদেশ, গোড়ালি। **পাদরজ্জু**—হস্তী প্রভৃতির পা বাঁধার রজ্জু, ছাঁদন-দড়ি। **পাদবল্মীক**—গোদ, শ্লীপদ। **পাদরজঃ**—চরণধূলি। **পাদলেহন**—পা চাটা, হীন তোষামোদ-বৃত্তি। **পাদশাখা**—পায়ের আঙ্গুল। **পাদশৈল**—পর্বতের পাদদেশের ক্ষুদ্র পর্বত। **পাদসেবন**—পাদ-পরিচর্যা। **পাদস্ফোট**—কুষ্ঠ-বিশেষ।

পাদ—(সং. পর্দ) বাতকর্ম। **পাদানো**—অতিশয় কষ্টসাধ্য কর্মে নিয়োগ করা, নাস্তা-নাবুদ করা (গ্রাম্য)। বিণ. পেদো—বাতকর্ম-কারী ; অকর্মণ্য (গ্রাম্য, অভব্য)। **পেদো পোকা**—দুর্গন্ধযুক্ত কীট-বিশেষ (কোন কোন অঞ্চলে গাঁধি পোকা বলে)।

পাদরি—(পোর্তু. Padre) খৃষ্টীয় ধর্মযাজক।

পাদান,-দানী—যাহাতে পা দিয়া গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদিতে উঠিতে হয়, foot-board ; পাদপীঠ।

পাদুকা, পাদু—খড়ম, জুতা। **পাদুকাকার**—চর্মকার, জুতা-নির্মাতা।

পাদোদক—পদ প্রক্ষালনের জল ; পাদস্পৃষ্ট জল, চরণামৃত।

পাদোন—সিকি ভাগ কম, তিনপোয়া।

পাদ্য—পা ধোয়ার জল।

পান—তরল পদার্থ গলাধঃকরণ (মধুপান); ধূমসেবন (ধূমপান); যাহা পান করা হয় (অন্নপান) ; মদ্যপান (পানদোষ) ; অস্ত্রাদির তীক্ষ্ণতা সম্পাদনের প্রক্রিয়া-বিশেষ। **পান-গোষ্ঠী, পানগোষ্ঠিকা**—মদ্যপায়ীদের সভা ; ভৈরবীচক্র। **পানদোষ**—মদ্যাসক্তি। **পানপাত্র**—মদ্যপানের পাত্র। **পানবণিক**—শৌণ্ডিক। **পানভূমি**—সুরাপানের স্থান। **পানমণ্ডল**—পানগোষ্ঠি। **পানশৌণ্ড**—যে প্রচুর সুরা পান করে। **জলপান**—পিপাসা নিবৃত্তির জন্য জলপান ; মুড়ি-মুড়কি প্রভৃতি ; লুচি-মণ্ডা প্রভৃতি খাদ্য।

পান—(সং. পর্ণ ; প্রাকৃ. পণ্ণ) সুপরিচিত মুখ-শোধনপত্র। **পান দেওয়া**—অভ্যাগতকে পান দিয়া আপ্যায়িত করা ; পান দিয়া বরণ করা অথবা কর্মে নিয়োগ করা (পূর্বে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল)। **পান পাঠানো**—পান পাঠাইয়া আমন্ত্রণ করা। **পান পাওয়া**—পান পাইয়া নিমন্ত্রিত হওয়া। **পান সাজা**—চুণ, খয়ের, সুপারি ও মসলা দিয়া পান খাইবার যোগ্য করা। **পানের দোনা**—পান রাখিবার কলাপাতার ঠোঙা। **পানের বরজ**—পান জন্মাইবার আচ্ছাদিত ও সুবিন্যস্ত ক্ষেত্র। **পানের খিলি**—সাজাইয়া মুড়িয়া-রাখা পান। **পান-তামাক দেওয়া**—পান ও তামাক দিয়া আপ্যায়িত করা। **পান থেকে চুন খসা**—নগণ্য ত্রুটি (কিন্তু সেই জন্য শক্ত জবাবদিহি)।

পানকৌড়ি—সুপরিচিত জলচর পক্ষী।

পানতুয়া—সুপরিচিত ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্ন-বিশেষ।

পানশী,-সী—(ইং. pinace) অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি, সুদৃশ্য ও দ্রুতগতি সওয়ারী নৌকা-বিশেষ। **পান্‌শে,-সে**—জলো স্বাদের ; বিস্বাদ ; যাহা আগ্রহ জন্মায় না। **পান্‌শে-দাঁত**—যে দাঁতের গোড়া দিয়া সহজে রক্ত বাহির হয়।

পানা—(সং. পানক) সরবৎ (মিছরির পানা) ; ভাসমান ছোট শৈবাল-বিশেষ, শেওলা, (**পানাপুকুর**—পানায় ভরা পুকুর) ; তুল্য, সদৃশ, প্রায় (চাঁদপানা ; কুলোপানা) ; চওড়াই, প্রস্থ (পানায় দুহাত)।

পানা—(ফা. পনাহ) আশ্রয়। **পানা দেওয়া**—আশ্রয় দেওয়া। **পানা মাগা**—আশ্রয় প্রার্থনা করা, কৃপা প্রার্থনা করা (জাঁহাপানা, আলমপানা—পৃথিবীর আশ্রয়স্থল)।

পানাগার—শুঁড়িখানা। **পানাগারিক**—মদ্যবিক্রেতা, শুঁড়ি। **পানাজীর্ণ**—অতিরিক্ত সুরাপানজনিত অজীর্ণ রোগ। **পানাত্যয়**—মদ্যপানজনিত রোগ-বিশেষ।

পানানো—দুধ দোহাইবার পূর্বে বাছুরকে দুধ পান করিতে দিয়া অথবা কৃত্রিম উপায়ে দুধ নামানো ; অস্ত্র ধার করিবার কালে জলে ভিজানো। **হাত পানানো**—যে বাছুর-মরা গাভী হাতের কৌশলে দোহানো হয়।

পানি,[1] পানী—(সং. পানীয়) জল (প্রাচীন বাংলায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত, বর্তমানে বাংলার মুসলমান-সমাজে সুপ্রচলিত) ; মণির ঔজ্জ্বল্য, আব। **পানিকচু**—সোলাকচু। **পানি-কাক**—পানকৌড়ি। **পানিডুবি, পান-ডুবি**—জলচর পক্ষী-বিশেষ। **পানিত্রাস, পানিতরাস**—নৌকার খোলের উপরের দিকের কাষ্ঠ-বিশেষ, পানিত্রাস না ডোবে এই ভাবে নৌকা বোঝাই করা হয়। **পানিতোলা**—গামছা (প্রাদেশিক)। **পানিফল**—সুপরি-চিত জলজ ক্ষুদ্র ফল, শৃঙ্গাটক। **পানিবসন্ত**—জলবসন্ত, chicken-pox। **পানি ভাঙ্গা**—প্রসবের পূর্বে জলীয় স্রাব। **পানিশঙ্খ**—ছিদ্রহীন শঙ্খ-বিশেষ।

পানীয়—যাহা পান করা যায়, জল, সরবৎ। **পানীয় নকুল**—উদ্বিড়াল, ভোঁদড়। **পানীয় কাক**—পানকৌড়ি। **পানীয়-শালিকা**—পথিকদিগের জন্য যেখানে জল রাখা হয়। **পানীয়ামলক**—পানী-আমলা ; ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বিশেষ।

পানে—দিকে, প্রতি (আকাশ পানে ; মুখ-পানে)।

পান্তা—জলমিশ্রিত বাসি ভাত (পান্তাভাত)। **পান্তাভাতে ঘি**—নিরর্থকতাজ্ঞাপক। **পান্তাভাতে টোকো দই**—দই দ্রঃ। **পান্তাভাতে নুণ জোটেনা, বেগুন-পোড়ায় ঘি**—নিঃস্বের খেয়ালী চালচলন বা বড়মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বলা হয়।

পান্তি—পান-বিক্রয়কারীর উপাধি-বিশেষ (পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি তারে দিলে জমিদারি—রামপ্রসাদ)।

পান্থ—(পথিন্ + অ) পথিক, পর্যটক। **পান্থ-নিবাস,-শালা**—পথিকদের আশ্রয়স্থল। **পান্থপাদপ**—বৃক্ষ-বিশেষ, ইহাতে প্রচুর জল সঞ্চিত থাকে, পথিকরা সেই জল পান করে।

পান্না—সবুজবর্ণ মূল্যবান প্রস্তর-বিশেষ, মরকত, emerald ; পারণা, ব্রত-উপবাসাদির পরে ভোজন (উপোসের কেউ নয়, পান্নার গোঁসাই)।

পাপ—[পা (রক্ষা করা)+প—যাহা হইতে আত্মাকে বা নিজেকে রক্ষা করিতে হয়] অধর্ম, কলুষ (পাপহেতু নরক-ভোগ); অনিষ্ট ; পাপী ; ক্রূর ; দুরভিসন্ধিপূর্ণ (পাপচক্ষু); অশুভ (পাপগ্রহ); অতিশয় বিরক্তিকর (এ পাপ গেলে বাঁচি)। **পাপকৃৎ**—পাপকারী। **পাপগ্রহ**—মঙ্গল, রাহু, শনি প্রভৃতি অশুভ গ্রহ। **পাপঘ্ন**—পাপনাশক। **পাপদৃষ্টি**—নিন্দনীয় বা দুরভিসন্ধিপূর্ণ দৃষ্টি। **পাপধী, পাপবুদ্ধি**—দুর্মতি। **পাপপুরুষ**—মূর্তি-মান্ পাপ। **পাপপুণ্য**—কোনটি পাপ, কোনটি পুণ্য। **পাপপ্রবণ**—পাপের দিকে যাহার প্রবণতা। **পাপভাক্**—পাপী। **পাপ-মিত্র**—কপট বন্ধু। **পাপযোগ**—যোগ দ্রঃ। **পাপযোনি**—অন্ত্যজ। **পাপরোগ**—কুষ্ঠ ; বসন্ত। **পাপশমন**—পাপনাশক প্রায়-শ্চিত্ত-বিশেষ। **পাপসঙ্কল্প**—দুরভিসন্ধি। **পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়**—অসৎ উপায়ে অর্জিত ধনের অপব্যয়ই হয়। **পাপড়**—পাঁপড় দ্রঃ।

পাপ্ড়ি—পুষ্পদল (গোলাপের পাপ্ড়ি)। **পাপ্ড়ি-ভাঙ্গা**—বিচ্ছিন্ন, অঙ্গহীন, সৌষ্ঠব-হীন।

পাপর—(ইং. pauper) নিঃসম্বল ব্যক্তির পক্ষে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মোকদ্দমা (পাপর-সূত্রে নালিশ—বাদী নিঃসম্বল, এইজন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বাদিপক্ষের মোকদ্দমা)।

পাপাধম—মহাপাপী, পাপিষ্ঠ। **পাপাত্মা, পাপাশয়**—যাহার মন পাপের দিকে। **পাপাসক্ত**—কুক্রিয়াসক্ত। **পাপাহ**—অশুভ দিন।

পাপিয়া,-হা—'চোখ গেল' পাখী।

পাপিষ্ঠ—(পাপ+ইষ্ঠ) অতি পাপী ; মহাদুর্বৃত্ত ; নিদারুণ ("পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস")।

পাপী—পাপযুক্ত ; দুর্বৃত্ত। **পাপীয়ান্**—(পাপ +ঈয়স্) অতি পাপী (বাংলায় অপ্রচলিত)।

পাপোষ—(ফা. পাপোশ—জুতা) পায়ের অথবা জুতার ধুলা ঝাড়িবার নারিকেলের ছোবড়ার আধার-বিশেষ।

পাব—পর্ব, গ্রন্থি ; দুই গ্রন্থির মধ্যবর্তী অংশ।

পাবক—[পূ (পবিত্র করা)+অক্] অগ্নি ; বৈদ্যুতাগ্নি ; সদাচারী ব্যক্তি ; কুসুম্ভ ; পবিত্র-কারক। **পাবকি**—পাবকের পুত্র, কার্তিকেয়।

পাবড়া, ফাবড়া—নারিকেল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষের শাখা।

পাবদা—(সং. পর্বত) আঁইসহীন সুপরিচিত সুস্বাদু মৎস্য।

পাবন—পবিত্রীকরণ ; পবিত্রকারক (কুলপাবন) ; উদ্ধারকর্তা (পতিতপাবন); জল ; গোময় ; রুদ্রাক্ষ ; অগ্নি ; প্রায়শ্চিত্ত ; বিষ্ণু।

পাবনি—পবননন্দন, হনুমান, ভীম।

পাবনী—পবিত্রকারিণী, উদ্ধারকারিণী ; গঙ্গা ; তুলসী ; গাভী ; হরীতকী।

পামর—[পামন্ (খোসরোগ)—রা (গ্রহণ করা)+অ] অধম, নীচ, দুর্বৃত্ত ; মূর্খ। স্ত্রী. পামরী।

পামরি,-রী—(সং. প্রাবর) রেশমী বস্ত্র-বিশেষ।

পায়—প্রাপ্ত হয়, লাভ করে ; নাগাল ধরা, আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া (তাকে আর পায় কে); অনুভূত হয়, উদ্রেক হয় (কান্না পায়)।

পায়—(সং. পাদ) পদে ; করুণাপূর্ণ আশ্রয়ে (তুমি যারে রাখ পায়—কথ্য ভাষায় ও কাব্যে ব্যবহৃত)। **পায়চারি, পায়চালি**—পদচারণা, পাইচারি। **পায়জামা**—

পাজামা। **পায়দল**—পদব্রজে; পদাতিক। **পায় পায়**—পায়ে পায়ে, পদে পদে। **পায় পড়া**—পায়ে পড়া, পদাবনত। **পায়কার**—পাইকার। **পায়খানা**—পাইখানা। **পায়জেব, পাজেব**—পাইজোর, নূপুর। **পায়দার**—মজবুত।

পায়মাল—(ফা. পাএমাল্) পদদলিত; বিনষ্ট ("ভাবছ সখা পয়মাল মোর বিচিত্র সাধ ভাবনা যত")।

পায়রা—(সং. পারাবত) কবুতর, কপোত (পায়রার বহু শ্রেণী ও বহু নাম)। স্ত্রী. পায়রী। **পায়রাখুপী**—চতুষ্কোণ সেলাই-বিশেষ। **পায়রাচাঁদা**—বৃহৎ চাঁদামাছ-বিশেষ।

পায়স—(পয়স্+অ) দুধ দিয়া প্রস্তুত সুখাদ্য-বিশেষ, পরমান্ন (চাউল, চিঁড়া, সুজি ও অন্যান্য উপকরণ দিয়া নানা ধরণের পায়স প্রস্তুত হয়)।

পায়া—(ফা. পা) খাট প্রভৃতির পা অর্থাৎ খুরা; পদগৌরব, মর্যাদা। **পায়াভারী**—উচ্চ পদের গুমর; পদগৌরব ও মানমর্যাদা সম্পন্ন (পায়াভারী লোক)।

পায়ী—পানকারী (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—দুগ্ধপায়ী, সুরাপায়ী)।

পায়ু—[পা (রক্ষা করা)+উ—নিঃসরণ দ্বারা যাহা প্রাণীদিগকে রক্ষা করে] মলদ্বার।

পার—(পর+অ) নদীর অপর তীর, ওপার, প্রান্তভাগ (দিগন্তের পারে); পরিত্রাণ, উদ্ধার (পার কর প্রভু; পার পাওয়া)। **পার করা**—নদীর ওপারে নেওয়া, উদ্ধার করা (মেয়ে পার করা—কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাওয়া বা করা)। **পার পাওয়া**—রক্ষা পাওয়া। **পারঘাট, পারঘাটা**—খেয়াঘাট। **এস্পার-ওস্পার**—হয় এদিক, নয় ওদিক, চরম মীমাংসা (একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যাক)।

পারক—পারগ, সমর্থ; উদ্ধারকর্তা। **পারক্য**—পারকীয়তা, সামর্থ্য; পারকীয়; শত্রু-সম্বন্ধীয়।

পারগ—(পার—গম্+ড) যে অপর তীরে যাইতে পারে, নিপুণ, সমর্থ। **পারগত**—পারদর্শী, নিপুণ।

পারণ, পারণা—উপবাসের পর প্রথম ভোজন।

পারৎপক্ষে, পারতপক্ষে, পারগপক্ষে—পার্যমানে, সম্ভবপর হইলে, যথাসাধ্য।

পারতন্ত্র্য—(পরতন্ত্র+ষ্ণ্য) পরবশতা, পরাধীনতা।

পারত্রিক—(পরত্র+ষ্ণিক) পরলোক-সম্বন্ধীয়; পরলোকের জন্য কল্যাণকর।

পারদ—[পার (পূর্ণতা)—দা+অ] ধাতু-বিশেষ, পারা; উদ্ধারকর্তা। স্ত্রী. পারদা। **পারদ-জারণ**—পারা ভস্ম করা।

পারদর্শী—(পার—দৃশ্+ইন্) পরিণামদর্শী, অভিজ্ঞ, নিপুণ। বি. পারদর্শিতা।

পারমাণব—(পরমাণু+ষ্ণ) পরমাণু বিষয়ক। **পারমাণবাকর্ষণ**—পরমাণু সমূহের পরস্পর আকর্ষণ। **পারমাণবিক-গুরুত্ব**—পরমাণুর ওজন।

পারমার্থিক—পরমার্থ-সম্বন্ধীয়; পারলৌকিক; পরম কল্যাণকর; যথার্থ; পরমার্থে যাহার দৃষ্টি (পারমার্থিক লোক গতানুগতিক হইয়া থাকিতে পারে না—রবি)।

পারমিট—(ইং. permit) বিক্রয় বা ক্রয় সম্পর্কে সরকারের অনুমতি (সিমেণ্টের পারমিট)।

পারম্পরীণ—(পরম্পরা+ঈন) পরম্পরাগত। **পারম্পর্য**—পরম্পরা, অনুক্রম। **পারম্পর্যোপদেশ**—উপদেশ-পরম্পরা; ঐতিহ্য।

পারলৌকিক—(পরলোক+ষ্ণিক) পরলোক-সম্পর্কিত, পরলোকের জন্য হিতকর।

পারশ,-স—পরিবেশন, অন্ন ব্যঞ্জনাদির বণ্টন।

পারশনাথ—পার্শ্বনাথ দ্রঃ।

পারশব—পরশু সম্বন্ধীয়; লৌহ; কুঠার; ব্রাহ্মণ ও শূদ্রানীর সন্তান, নিষাদ জাতি।

পারশীক,-সিক,-সীক—পারস্য-দেশজাত অশ্ব; পারস্য-দেশীয় লোক অথবা রাজগণ; পারস্য-দেশ সম্বন্ধীয়।

পারশ্বধ, পারশ্বধিক—কুঠারধারী যোদ্ধা।

পারসী, পার্সী, পার্শি—পারস্য ভাষা, ফারসী; পারস্য দেশ বা পারসিক জাতি সম্বন্ধীয়, বোম্বাই অঞ্চলের অগ্নিপূজক জাতি (পারসী মাকড়ী; পারসী সাড়ী)।

পারা—(সং. পারদ) পারদ (পারার মত চঞ্চল); (প্রায়) তুল্য, মত, সদৃশ (পাগলের পারা—সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

পারা—(ফা. পারা—টুক্‌রা, অংশ) কোরানের ত্রিশ খণ্ডের একখণ্ড (আমপারা—'আম্' এই শব্দাংশের দ্বারা যে খণ্ডের আরম্ভ, কোরানের শেষ খণ্ড)।

পারা—সক্ষম হওয়া, ক্ষমতা রাখা (বলতে কইতে

পারা) ; প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় করা, আঁটিয়া উঠা, মানানো (তার সঙ্গে পারা দায়)।

পারানো—পার করা; পার হওয়া (পেরিয়ে যাওয়া—পার হওয়া, অতিক্রম করা, আয়ত্তের বাহিরে যাওয়া); পারিতে সমর্থ করা। **পারানি,-নী**—খেয়া পার হইবার মাশুল (পারানির কড়ি)।

পারাপার—নদীর উভয় তীর, এপার ওপার ('নাহি দেখি পারাপার'); সমুদ্র। **পারাপার করা**—এপার হইতে ওপারে নেওয়া বা যাওয়া।

পারাবত—(যে বেগে পতিত হয়) পায়রা।

পারাবার—(পার+অবার) সমুদ্র, পাথার, (দুঃখ-পারাবার)। **পারাবারীণ**—পারগামী।

পারায়ণ—সমাপ্তি, সম্পূর্ণতা; নিয়মিতভাবে কোনও গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠ; বেদ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত পাঠ।

পারাশর—পরাশর মুনির পুত্র, বেদব্যাস; পরাশর প্রবর্তিত ধর্মশাস্ত্র। **পারাশরি**—শুকদেব, ব্যাসদেব। **পারাশরী**—ভিক্ষু। **পারাশর্য**—পরাশর মুনিকৃত; পরাশর মুনির সন্তান।

পারিজাত,-জাতক—[পারী (সমুদ্র)+জাত] স্বর্গীয় বৃক্ষ-বিশেষ, সমুদ্র-মন্থনে ইহার উৎপত্তি।

পারিণাহ্য—(পরিণাহ+ষ্ণ্য) শয্যা, আসন, হাঁড়ি-কুড়ি প্রভৃতি গৃহের আসবাব।

পারিতোষিক,-তোষ্য—পরিতুষ্ট হইয়া যাহা দান করা যায়, পুরস্কার (পারিতোষিক-বিতরণী সভা)।

পারিপন্থিক—বিঘ্নকারক; দস্যু, তস্কর।

পারিপাট্য—(পরিপাটি+ষ্ণ্য) সুশৃঙ্খলা, কুশলতা (প্রসাধন-পারিপাট্য)।

পারিপার্শ্বিক—(যাহারা কর্তার চারিপাশে অবস্থান করে) পারিষদ; উপগ্রহ (পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক চন্দ্র, সূত্রধারের পার্শ্ববর্তী নট); চতুর্দিকের, আশপাশের অবস্থা (পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী; পারিপার্শ্বিকের দিকে দৃষ্টি রাখা)।

পারিব্রজ্য—পরিব্রজ্যা।

পারিভাষিক—পরিভাষা-সম্বন্ধীয়।

পারিষদ—(পরিষদ্+ষ্ণ) সভাসদ, পার্শ্বচর; সভা-সম্বন্ধীয়।

পারীশ—পারশে মাছ; পরশ-পিপুল। **পারীশ-ফল**—পেঁপে।

পারুল—(সং. পাটল) পুষ্পবৃক্ষ ও তাহার পুষ্প-বিশেষ।

পারুষ্য—(পরুষ+ষ্ণ্য) কর্কশ বাক্য, নিষ্ঠুর বচন; শ্রুতিকঠোরতা, কার্কশ্য, কাঠিন্য।

পারে—সক্ষম হয়; অনুজ্ঞায় (সে যেতে পারে; আমার সঙ্গে দুজন আসতে পারে)।

পার্টি—(ইং. party) দল, রাজনৈতিক দল; প্রীতিভোজ (পার্টি দেওয়া)।

পার্থ—(পৃথা+ষ্ণ) অর্জুন; অর্জুনবৃক্ষ। **পার্থ-সারথি**—শ্রীকৃষ্ণ।

পার্থক্য—(পৃথক্+ষ্ণ্য) বিভিন্নতা, ভেদ (মত-পার্থক্য; তোমার বলায় আর আমার বলায় অনেক পার্থক্য)।

পার্থব—(পৃথু+ষ্ণ) স্থূলতা, বিশালতা।

পার্থিব—(পৃথিবী+ষ্ণ) পৃথিবী-সম্বন্ধীয়, পৃথিবী-জাত (পার্থিব সুখ; পার্থিব ধনরত্ন); মৃন্ময়; পৃথিবীপতি, রাজা (পার্থিব-সুত—রাজপুত্র) টগর পুষ্প। স্ত্রী. পার্থিবী—সীতা, লক্ষ্মী। **পার্থিব আকর্ষণ**—পৃথিবীর অভিমুখে আকর্ষণ।

পার্বণ—(পর্বন্+অ) অমাবস্যাদি পর্বে করণীয় শ্রাদ্ধ (পার্বণ-শ্রাদ্ধ); উৎসব (পূজা-পার্বণ); পূর্ণিমার চন্দ্র। **পার্বণী**—পর্বে দেয় পারি-তোষিক অথবা ধন।

পার্বত—(পর্বত+ষ্ণ) পর্বত-সম্বন্ধীয় অথবা জাত (পার্বত ফল); ঘোড়া-নিমের গাছ। স্ত্রী. **পার্বতী**—গৌরী, দুর্গা। **পার্বতী-নন্দন**—কার্তিকেয়; গণেশ। **পার্বতীয়**—পর্বতজাত; (পার্বতীয় ঘোড়া); পর্বত-বাসী। **পার্বত্য**—পর্বতবাসী বা পর্বতজাত; পর্বতময় (পার্বত্য ত্রিপুরা)।

পার্যমাণে—পারতপক্ষে।

পার্লামেণ্ট—(ইং. Parliament) ইংলণ্ডের (বর্তমানে ভারতেরও) গণতান্ত্রিক শাসন-সভা; আইন-সংগঠক প্রতিনিধি-সভা (পার্লামেণ্টী বক্তৃতা)।

পার্শব—পরশুধারী যোদ্ধা।

পার্শ্ব—[পর্শু (পার্শ্বাস্থি)+ষ্ণ] একদেশ, কক্ষের পাশ; সমীপ (পার্শ্বস্থিত)। **পার্শ্বক**—প্রতারক। **পার্শ্বগ, পার্শ্বচর**—অনুচর। **পার্শ্বনাথ**—জৈন ধর্মগুরু; পাহাড়-বিশেষ। **পার্শ্ব পরিবর্তন**—পাশ ফেরা। **পার্শ্ব-**

বর্তী—পার্শ্বস্থিত, সমীপস্থ, অনুচর। **পার্শ্ব-ভাগ**—পার্শ্বদেশ। **পার্শ্বশূল**—শূলরোগ-বিশেষ। **পার্শ্বাস্থি**—পাঁজরা।

পার্ষদ—(পর্ষদ্+ষ্ণ) পারিষদ, সভাসদ, সহচর।

পাষ্ণি—(পৃষ্+নি) গুল্ফের নিম্নভাগ; গোড়ালি, সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ (পাষ্ণিগ্রাহ—পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুরাজা; সৈন্যের পশ্চাদ্বর্তী); উন্মত্তা স্ত্রী, কোপন-স্বভাবা। **পাষ্ণিত্র**—পৃষ্ঠরক্ষী সৈন্য।

পাল—রক্ষক, প্রতিপালক, শাসক (মহীপাল; নগরপাল; প্রদেশ-পাল;) রাখাল (গোপাল); দল (এক পাল বন্যমহিষ); উপাধি-বিশেষ; পিকদান; নৌকার মাস্তুলে বাঁধা বায়ুর সাহায্য-গ্রাহক বস্ত্র (পাল খাটানো—পাল প্রসারিত করিয়া বায়ুপ্রবাহের আনুকূল্য লাভ করা); চাঁদোয়া (পাল টাঙ্গানো); গরু প্রভৃতি পশুর সঙ্গম (পাল খাওয়া; পালগ্রহণ; পালঝাড়া—বন্ধ্যা গাভী)। **পালের গোদা**—বানরের দলের নেতা; দলের চাঁই (অবজ্ঞার্থক)।

পালই, পালুই—কাটা ধানের স্তূপ।

পালক—(পাল্+অক) পালনকারী, রক্ষক; পাখীর পর। **পালক-পুত্র**—যাহাকে পুত্রের মত পালন করা হয়, দত্তক পুত্র (পালক নেওয়া—দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করা; সন্তানরূপে পালনের জন্য গ্রহণ করা)।

পাল্‌কি,-কী—(হি. পালকী) মনুষ্যবাহিত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ যান বিশেষ; শিবিকা (এরূপ দুইজনে বাহিত যানকে ডুলি বলে)। **পাল্‌কি করা**—পাল্‌কি ভাড়া করা।

পালঙ্‌, পালং, পালঙ্ক—শাক-বিশেষ, spinach (চুকা পালঙ্‌; বীট পালং); পালঙ্ক, খাট (পালং পোষ—পালঙ্ক; সজ্জিত পালঙ্ক-ঢাকিবার বস্ত্র)।

পালঙ্ক—মূল্যবান শয্যাধার, খাট।

পালট—(হি. পানী) দীপ্তি (প্রাচীন বাংলা); বিপর্যস্ত, বিপরীত মুখ (উলট-পালট)। **পাল্‌টা**—পাণ্টা দ্রঃ। **পাল্‌টি,-টী**—কুল-মর্য্যাদায় সমান (পাল্‌টি ঘর—সমান ঘর, যে বংশে বিবাহ দেওয়া যায়)।

পালধি—পদবী-বিশেষ।

পালন—রক্ষণ; প্রতিপালন (লালন-পালন); উদ্‌যাপন (জন্মতিথি পালন); প্রতিপালক (লোকপালন)। বিণ. পালনীয়—পোষণীয়। **পালপার্বণ**—ধর্মসংক্রান্ত উৎসবাদি। **পালয়িতা**—প্রতিপালক। স্ত্রী. পালয়িত্রী। **পালন-দোলা**—শিশুর পালনে যে দোলা ব্যবহৃত হয়, cradle। **পালনী**—পান্তাভাতের জল; **পালনী বৃত্তি**—পালনশক্তি।

পাললিক—(পলল দ্রঃ) পলিমাটি-জাত, alluvial (পাললিক শিলা)।

পালা—পালই, খড়ের গাদা (ধানের পালা), স্তূপ, গাদি (পালা দেওয়া); পল্লব, ক্ষুদ্রশাখা (ডাল-পালা; পালা দেওয়া—পুকুরাদিতে ডাল ফেলিয়া বা পুঁতিয়া রাখা, যাহাতে মাছের আশ্রয়স্থল জোটে ও সহজে মাছ ধরা না যায়); পর্যায়, অনুক্রম, বার, সময় (পালাক্রমে; পালাজ্বর; এইবার যাত্রার পালা), ধর্মসঙ্গীত-বিশেষ, ছন্দে রচিত ইতিবৃত্ত, যাত্রা (পালাকীর্তন; অভিমন্যু বধ পালা); শিশির, তুষার (পালা-খাওয়া গরু—যে গরু শীতকালে বাহিরে থাকিয়া অভ্যস্ত)।

পালা—পালন করা, রক্ষা করা (কাব্যে ব্যবহৃত—পালিবারে পিতৃ আজ্ঞা); লালনপালন করা (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত—বাচ্চা পালা); পালিত (পালা ছেলে)। **পালা-পোষা**—প্রতিপালন করা; প্রতিপালিত।

পালানো, পালান—পলায়ন করা, ভাঙ্গিয়া যাওয়া; পলায়ন (এমন পালান পালাবে)। **পালাই-পালাই করা**—পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হওয়া (এখানে এসে অবধি মনটা পালাই-পালাই করছে)। **পালানিয়া, পালানে**—পলাইয়া যাওয়া যাহার স্বভাব। স্ত্রী. পালানী। **পালাহুড়কী**—যে হুড়কা খুলিয়া পালায়, পালানী বৌ।

পালান—(সং. পর্যয়ন) ভারবাহী পশুর পৃষ্ঠে যে গদি দেওয়া হয়; ঘোড়ার পিঠের জীন; গো-মহিষাদির স্তন, udder (মৌপালান—প্রচুর দুগ্ধযুক্ত ছোট পালান; মাস পালান—বড়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প-দুগ্ধযুক্ত পালান); গৃহ-সংলগ্ন জমি (বাড়ীর পালানে তামাক লাগিয়েছে)।

পালি, পালী—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী, রাশি, প্রান্তভাগ, প্রদেশ; খড়্গের তীক্ষ্ণ ধার; ক্রোড়; কোণ; ছাত্রবৃত্তি; উকুন, শ্মশ্রুমতী স্ত্রী; পালা, পর্যায়;

ধান্যাদি মাপার বেতের পাত্র-বিশেষ ; মগধের প্রাচীন ভাষা-বিশেষ, বুদ্ধদেবের উপদেশ দানের ভাষা। **পালিকা**—অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধার ; পালয়িত্রী। **পালি-পার্বণ**—পালপার্বণ।

পালিটা মান্দার—(সং. পারিভদ্র) বৃক্ষ-বিশেষ (পাল্‌টে মাদার বা পাল্‌তে মাদারও বলে)।

পালিত—প্রতিপালিত, বর্ধিত ; পদবী-বিশেষ।

পালিশ,-স—(ইং. polish) ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য, মসৃণতা (**পালিশ করা**—ঘষিয়া অথবা প্রলেপাদি দিয়া মসৃণ করা) ; অতিরিক্ত মার্জিত ভাব (ভদ্রতার পালিশ)।

পালুনি—ব্রতাদি পালন, নিয়মপূর্বক উপবাস, রাত্রি-জাগরণাদি করা (রাত-পালুনি)।

পালো—চূর্ণ শ্বেতসার-বিশেষ, সাধারণতঃ শিশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় (শটীর পালো)।

পালোয়ান—(ফা. পহ্‌লবান্) বলশালী, কুস্তিগীর। **পালোয়ানি**—কুস্তিগীরি।

পালোয়ার—মালবাহী বড় নৌকা, সাধারণতঃ পালে চলে।

পাল্টা—প্রতিক্রিয়াজাত বা প্রতিবাদজাত (পাল্‌টা আক্রমণ ; পাল্‌টা জবাব)। **পাল্‌টা নালিশ**—নালিশের প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর-স্বরূপ নালিশ, বাদি-পক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের উল্টা নালিশ, counter-charge।

পাল্টানো—বদলানো, বদলাইয়া লওয়া (সিকিটা পাল্‌টে দাও ; হুঁকার জল পাল্টানো)।

পাল্‌টী—পালটি দ্রঃ।

পাল্লা—তরাজু, তরাজুর একটি আধার ; দরজার এক পাট ; দূরত্ব (পাল্লা মারা—দূর পথ অতিক্রম করা), অধিকার, কর্তৃত্ব (বহু লাঠিয়াল তার পাল্লায়) ; গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত হওয়ার সীমা (বন্দুকের পাল্লা) ; প্রতিযোগিতা (পাল্লা দেওয়া)। **পাল্লায় পড়া**—হাতে পড়িয়া ক্ষতি, লাঞ্ছনা ইত্যাদি ভোগ করা (শক্ত পাল্লায় পড়েছ)। **পাল্লাভারী**—বহুপোষ্যযুক্ত পরিবার।

পাশ—বন্ধন-রজ্জু-বিশেষ, ফাঁদ (মায়া-পাশ)। **নাগপাশ**—যে বন্ধন-রজ্জুর প্রান্তভাগ নাগের মুখের আকৃতির ন্যায়। **পাশবদ্ধ**—জালে বন্দী। **পাশী**—পাশ যাহার অস্ত্র, বরুণ।

পাশ—(সং. পার্শ্ব) পার্শ্বদেশ, নিকট। **পাশ কাটানো**—এড়াইয়া যাওয়া। **পাশ দেওয়া**—পথ ছাড়িয়া দেওয়া ; তাস-খেলায় রঙের তাস না থাকা স্বীকার করা। **পাশকোদাল**—ছোট হাত-কোদাল। **পাশখালি**—খালের পাশের ছোট খাল। **পাশ-বালিশ**—পাশের বালিস, কোল-বালিস। **পাশমোড়া**—শয়নে পাশ ফেরা।

পাশ—(ইং. pass) নিষিদ্ধ স্থানে যাইবার অনুমতি-পত্র বা অভিজ্ঞান (পাশ দেখানো) ; পরীক্ষায় কৃতকার্যতা (পাশ ফেল) ; মঞ্জুর হওয়া (বিল পাশ হয়েছে)।

পাশ—(ফা.) ছিটানো, সিঞ্চন করা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **গোলাব-পাশ**—গোলাব-জল ছিটাইবার আধার-বিশেষ।

পাশব—পশু-সম্পর্কিত অথবা পশুসুলভ (পাশব বৃত্তি—পশুসুলভ বৃত্তি, আহার, নিদ্রা, মৈথুন, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদির প্রাবল্য) ; পশুকুল (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। **পাশব বল**—গায়ের জোর, অস্ত্রের জোর ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহা নৈতিক বলের পরিচায়ক নয়।

পাশা—ক্রীড়া-বিশেষ, অক্ষ ; কর্ণাভরণ-বিশেষ।

পাশা—(তুর্কী ; ফা. পাতশাহ্) তুর্কী উচ্চ রাজকর্মচারী, সেনাপতি অথবা সর্দারের উপাধি-বিশেষ।

পাশা, পাশি,-শী—কোদালের গোল বলয়াকৃতি অংশ, যাহার ভিতরে হাতল ঢুকানো হয় ; লাঙ্গলের ফাল আঁটার মজবুত পাত-প্রেক।

পাশাপাশি—পরস্পরের পার্শ্বস্থ, পার্শ্বে অবস্থিত।

পাশিক, পাশী—পাশ-অস্ত্রধারী, ব্যাধ। **পাশিত**—বদ্ধ। **পাশী**—বরুণ।

পাশুপত—(পশুপতি+ষ্ণ) শিব-সম্বন্ধীয়, শিব-উপাসক ; শিবের অস্ত্র-বিশেষ, অর্জুন শিবের নিকট হইতে এই অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন ; ব্রত-বিশেষ ; পশুপতি-প্রিয় বকফুল। **পাশুপতাস্ত্র**—শিবের ত্রিশূল।

পাশুপাল্য—পশুপালন ; বৈশ্যবৃত্তি।

পাশুলি,-লী, পাশলি—পদাঙ্গুলির ভূষণ-বিশেষ।

পাশ্চাত্য,-ত্ত্য—(পশ্চাৎ+ত্যক্) পশ্চিম দেশজাত, অথবা তথা হইতে আগত (পাশ্চাত্য জাতি ; পাশ্চাত্য আদর্শ)।

পাষণ্ড—(পাপ-চিহ্নধারী) বেদ-বিরোধী ; বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ; নাস্তিক ; বৌদ্ধদের চক্ষে হিন্দু ;

পাপিষ্ঠ, দুর্বৃত্ত। **পাষণ্ডী**—পাষণ্ড। **পাষণ্ড-দলন**—বৌদ্ধ-নিপীড়ন; দুর্বৃত্তকে বশে আনা।

পাষাণ—[পিষ্‌ (চূর্ণ করা)+আন—যাহাতে চূর্ণ করা যায়] প্রস্তর, শিলা; বাটখারা; কঠোর; কঠিন-হৃদয় (স্ত্রী. পাষাণী)। **পাষাণ-গর্দভ**—হনুসন্ধির (jaw-bones) রোগ-বিশেষ। **পাষাণদারক**—যাহা প্রস্তর দীর্ণ করে, টাঙি। **পাষাণ ভাঙ্গা**—তুলাদণ্ডের দুই পাল্লা সমান করা, ফের ভাঙ্গা; পাথর ভাঙ্গা। **পাষাণ-ভেদী**—প্রস্তর বিদীর্ণকারী; পার্বত্য উদ্ভিদ্‌-বিশেষ। **পাষাণ-হৃদয়**—নির্মম, নিষ্করুণ।

পাসরণ—বিস্মরণ, ভুলিয়া যাওয়া। **পাসরা**—ভুলিয়া যাওয়া। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

পাহাড়—(হি. পাহাড়; সং. পাষাণ) পর্বত; ক্ষুদ্র পর্বত; উচ্চ স্তূপ; নদী ও পুষ্করিণীর উচ্চ তীর, পাড়। **পাহাড়ী**—পর্বতজাত (পাহাড়ী নদী); রাগিণী-বিশেষ। **পাহাড়িয়া, পাহাড়ে**—পার্বত্য; অতিশয়, ভীষণ (পাহাড়ে শয়তান)। **পাহাড়তলী**—পর্বতের পাদ-দেশের অঞ্চল।

পাহারা—(হি. পহরা; সং. প্রহরী) চৌকী, প্রহরীরূপে তত্ত্বাবধান করা; প্রহরী (রাস্তায় পাহারা নাই)। **পাহারাওয়ালা**—যে পাহারা দেয়; পাহারারত পুলিশ। **কড়া পাহারা**—অতিশয় সতর্ক হইয়া আগলানো। **পাহারা বদলানো**—এক প্রহরীদলের কর্মের অবসানে অন্য প্রহরীদলের কার্যারম্ভ।

পাহুন—(সং. প্রাঘুণ) অতিথি, প্রবাসী (কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খরশর হন্তিয়া—বিদ্যা-পতি); পাষাণ, পাষাণ-হৃদয়।

পিউপিউ—পাপিয়ার ডাক।

পিওন—(ইং. peon) যে পত্র বিলি করে; আরদালি।

পিঁচুটি—(সং. পিচ্চট) নেত্রমল (পিঁচুটি পড়া চোখ)।

পিঁজরা—পিঞ্জর, খাঁচা। **পিঁজরাপোল**—(হি.) গরু প্রভৃতি পশু, বিশেষতঃ রুগ্ন পশু আবদ্ধ করিয়া রাখার স্থান। গো-শালা।

পিঁজা, পেঁজা—জমাট তুলার আঁশ আল্গা করা; পাঁজ করা (পেঁজা তুলা)।

পিঁড়া—(সং. পীঠ) মেটে ঘরের ভিটা অথবা পোঁতা (পিঁড়া বাঁধা); বারান্দা, দাওয়া; পিঁড়ি, আসন।

পিঁড়ি-ড়ী—(সং. পিণ্ডি) কাষ্ঠাসন-বিশেষ (পিঁড়ি পেতে বসা); যে বেদীর উপরে প্রতিমা নির্মিত হয়। **পিঁড়ে**—পিঁড়ি; স্ত্রীলোকের নিত্য-ব্যবহার্য কাষ্ঠখণ্ড; যে গোলাকার কাষ্ঠ-খণ্ডের সাহায্যে রুটি প্রস্তুত করা হয়।

পিঁপড়া,-ড়ে,-পিঁপীড়া—(সং. পিপীলিকা) সুপরিচিত কীট। **পিঁপড়ের পাখা ওঠা**—পিঁপড়ার পাখা হইলে উহারা আকাশে উড়ে ও পাখীরা উহাদিগকে ধরিয়া খায়, তাহা হইতে, বিপজ্জনক বাড়াবাড়ি। **ডেয়ে পিঁপড়ে**—বড় পিঁপড়া-বিশেষ।

পিঁপুল—(সং. পিপ্পলী) পিপুল-লতা ও ফল। **পিঁপুল-পাতা**—কর্ণাভরণ-বিশেষ।

পিঁয়াজ,-পেঁয়াজ—(সং. পলাণ্ডু; ফা. পিয়াজ) সুপরিচিত মূল, onion। **পিঁয়াজ পয়জার**—মার ও গালাগালি (পিঁয়াজ পয়জার দুই-ই হলো; পেজ পয়জারও বলা হয়, 'পেজ' অর্থ আমানি)। **পিঁয়াজকলি**—কলিযুক্ত পিঁয়াজের নাল।

পিক—কোকিল। **পিকরব,-কণ্ঠ**—কোকিলের ধ্বনি। **পিকবল্লভ**—আমগাছ। **পিক-বান্ধব**—বসন্তকাল। স্ত্রী. পিকী। **পিকে-ক্ষণ**—যাহার চক্ষু কোকিলের চক্ষুর মত রক্তবর্ণ। স্ত্রী. পিকেক্ষণা।

পিক—পান চিবাইলে মুখে যে রস হয় (পিক ফেলা)। **পিকদান,-নী**—পিক বা নিষ্ঠীবন-ফেলিবার পাত্র।

পিকনিক—(ইং. picnic) বনভোজন।

পিকেটিং—(ইং. picketing) ধর্মঘটীদের ধর্ম-ঘট পালনের জন্য অনুরোধ অথবা ধর্মঘট লঙ্ঘনকারীদের বাধাদান (পিকেটিং করা)। **পিকেটার**—(ইং. picket) যে পিকেট করে।

পিঙ্গ—পিঙ্গল; হরিতাল; গোরচনা। **পিঙ্গ-চক্ষুঃ**—কুম্ভীর। **পিঙ্গজট**—শিব।

পিঙ্গল—নীল-পীত-মিশ্র বর্ণ, কপিশ বর্ণ (পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে—রবি); বানর; অগ্নি; নেউল; ছন্দঃশাস্ত্রকার আচার্য-বিশেষ; মুনি-বিশেষ। **পিঙ্গল লৌহ**—পিত্তল। **পিঙ্গ-লিকা**—বলাকা। **পিঙ্গলোত্তর রশ্মি**—Ultra-violet ray। **পিঙ্গসার**—হরিতাল। **পিঙ্গস্ফটিক**—গোমেধ মণি। **পিঙ্গাক্ষ**—

যাহার নেত্র পিঙ্গলবর্ণ, শিব, অগ্নি। **পিঙ্গাশ**—পাঙ্গাশ মাছ ; পিঙ্গলবর্ণযুক্ত, পাঙাশ।

পিচ, পীচ—(ইং. pitch) আলকাতরা হইতে প্রস্তুত দ্রব্য-বিশেষ, রাস্তা নির্মাণের কার্যে ব্যবহৃত হয় (পিচ-ঢালা রাস্তা) ; পিক ফেলার শব্দ।

পিচকারি,-রী—তরল দ্রব্য নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র-বিশেষ, syringe (পিচকারী মারা—পিচকারী দিয়া রঙের জল ছিটানো)। **পিচকারী দিয়া রক্ত ছোটা**—পিচকারী হইতে যেমন বেগে জল নিঃসৃত হয় তেমনি বেগে রক্ত নিঃসৃত হওয়া।

পিচপা, পিছপা, পেচপাও—পশ্চাৎপদ, পিছে হটা। **পিচমোড়া, পিছমোড়া**—দুই হাত পিছনের দিকে বাঁধা অবস্থা (পিছমোড়া করিয়া বাঁধা)।

পিচটি, পিচুটি—(সং পিচ্চট) পিঁচুটি দ্রঃ। পিচড়ানো, পেঁচড়ানো—পিচুটি পড়া।

পিচবোর্ড—(ইং. paste-board) জমানো পুরু কাগজ।

পিচ্ছল—পিচ্ছিল, যাহার উপরে পা পিছলায়।

পিচ্ছিল—পিছলা ; মণ্ডযুক্ত ভাত ; ঝোলযুক্ত ব্যঞ্জন ; শ্লেষ্মান্তক বৃক্ষ। **পিচ্ছিলা**—শিংশপা বৃক্ষ, শিমুল গাছ, অতসী, কচু।

পিছ—পশ্চাৎ, পিছন, পেছু (পিছ লাগা)। **পিছমোড়া**—পিচমোড়া দ্রঃ। **পিছটান**—পিছন দিকের আকর্ষণ, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি স্নেহ-মমতার আকর্ষণ।

পিছন—পশ্চাৎভাগ (পিছন ফেরা ; বাড়ীর পিছনে)। **পিছনে বা পেছনে লাগা**—পশ্চাদনুসরণ করা ; ক্ষতি করার জন্য তৎপর হওয়া।

পিছনো, পিছানো—পশ্চাদপসরণ। **পিছাইয়া যাওয়া**—পিছনে পড়া, হটিয়া যাওয়া। **পিছ-পা**—পিচপা দ্রঃ।

পিছল, পিছলা—(সং. পিচ্ছল) পিচ্ছিল, যাহার উপরে পা ফস্‌কাইয়া যায় (পাপের পিছল পথ)। **পিছল খাওয়া**—পিছলাইয়া পড়া, অতর্কিতে পা সরিয়া যাওয়া।

পিছলানো—পিছল খাওয়া, পা ফস্‌কান ; ফস্‌কাইয়া যাওয়া (হাত থেকে পিছলে জলে পড়ে গেল) ; প্রতিহত হওয়া (শক্ত মাটিতে লাঙ্গল পিছলে যায়)।

পিছা—মাছের লেজ ; ঝাড়ু (পিছার বাড়ি মারো কপালে—প্রাদেশিক)। **পিছানো**—পিছন দ্রঃ।

পিছাড়ি-ড়ী—পশ্চাদ্ভাগ, পরবর্তী অবস্থা (আগাড়ি-পিছাড়ি—আগুপিছু ; অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ)। **পিছাড়ি মারা**—চাট মারা।

পিছিলা—পূর্বের, যাহা বাকী আছে (পিছিলা-বার) ; যাহা বাটিয়া পিচ্ছিল করা হইয়াছে (মাংসের পিছিলা—মাংসের কীমা—প্রাচীন বাংলা)।

পিছু—পরে, পশ্চাদ্ভাগ (পিছু মোড়া—পিছ মোড়া) ; প্রতি (জন-পিছু দশ টাকা)। **পিছু বা পেছু নেওয়া**—পশ্চাদনুসরণ করা।

পিছে—পশ্চাতে, পিছনে পিছনে ; পরে ; প্রতি মাথা পিছে এক টাকা)।

পিঞ্জর—পিঙ্গল বর্ণ, পীতরক্ত বর্ণ, স্বর্ণ, হরিতাল ; শরীরের অস্থিসমূহ ; খাঁচা। **পিঞ্জরা**—পিঁজরা, খাঁচা।

পিট, পিঠ—(সং. পৃষ্ঠ) দিক, তলদেশ (পাতার উল্টা পিট) ; তাসখেলায় জেতৃপক্ষ ; **পিঠ-মোড়া**—পিছমোড়া দ্রঃ। **পিট্‌টান, পিট্টান**—পৃষ্ঠ প্রদর্শন, পলায়ন (পিট্‌টান দেওয়া)।

পিটন,-নী—প্রহার, আঘাত (পিটন দেওয়া) ; দুরমুশ করা ; ঘরের মেঝে ছাদ ইত্যাদি পিটাইবার ছোট মুগুর। **পিটুনি**—প্রহার (খুব পিটুনি খেয়েছে)। **পিটুনী পুলিশ**—punitive polic , ব্যাপক অপরাধের শাস্তি-স্বরূপ মোতায়েন করা পুলিশ-বাহিনী (ইহাদের খরচ অপরাধীদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হয়)।

পিটপিট—পুনঃ পুনঃ পাতন (চোখ পিটপিট করা—চোখ মিটমিট করা) ; খিটখিট ; পচাল (বড় পিটপিট করে) ; শুচিবায়ুগ্রস্ত ভাব। **পিটপিটে**—খিটখিটে, পচালে, শুচিবায়ুগ্রস্ত।

পিটলি, পিটুলি, পিঠালি—চালগুঁড়া গোলা বা কাই। **পিটালি**—গাছ-বিশেষ।

পিটা—আঘাত করা ; পেটা দ্রঃ। **পিটা-পিটি**—মারামারি। **পিটানো**—আঘাত করা , অস্ত্রের দ্বারা প্রহার করানো।

পিটালি—পিটুলি ; বৃক্ষ-বিশেষ।

পিটিসন—(ইং. petition) দরখাস্ত।

পিটোনো, পেটা—যাহা পেটা হইয়াছে; পিটাইয়া রূপ দেওয়া; দুরমুশ করা (ছাদ পিটোনোর অথবা পেটার গান)।

পিঠ—(সং. পৃষ্ঠ) পৃষ্ঠদেশ (পিঠে দু' ঘা কষা); তল, দিক (উপর পিঠ, নীচের পিঠ)। **পিঠ চুলকানো**—নিজের দোষে প্রহৃত হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলা হয়। **পিঠডাঁড়া,-দাঁড়া**—মেরুদণ্ড।

পিঠ-পিঠ—পিছনে পিছনে, অব্যবহিত পরে (তুমি এলে, তোমার পিঠ-পিঠই সে এলো)।

পিঠা, পিঠে—পিষ্টক। **পিঠাপানা**—পানা অর্থাৎ রসযুক্ত পিষ্টক, পায়স পিঠে। **পিঠারি**—পিঠা-বিক্রেতা।

পিঠাপিঠি—পর-পর (পিঠাপিঠি আনা). যাহারা পর-পর জন্মিয়াছে (পিঠাপিঠি ভাই)।

পিণ্ড—গোলাকার নিরেট বস্তু, ডেলা, lump; পিতৃলোকে দেয় খাদ্য-সামগ্রীর ডেলা (পিণ্ডদান); ভোজনীয় বস্তু, গ্রাস; শরীর; মাংস। **পিণ্ডিকা**—পায়ের ডিম; লৌহ। **পিণ্ড-খর্জুর**—উৎকৃষ্ট খর্জুর-বিশেষ। **পিণ্ডজীবী**—অপরের দেওয়া অন্নের উপরে নির্ভরশীল। **পিণ্ডদ**—পিণ্ডদাতা। **পিণ্ডদান**—পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে অন্নের পিণ্ড অর্পণ। **পিণ্ড-পাত**—পিণ্ডদান। **পিণ্ডপাদ**—হস্তী। **পিণ্ডপুষ্প**—পদ্ম, অশোক, জবা, টগর। **পিণ্ডবিচ্ছেদ**—পিণ্ডপ্রাপ্তির অভাব। **পিণ্ডভাক্**—পিণ্ডভাগী, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ। **পিণ্ডমূল**—গাজর। **পিণ্ড-রোগী**—চিররোগী (কথ্য—পিণ্ডি রোগাটে)। **পিণ্ডলোপ**—পিণ্ড না পাওয়া, নির্বংশ হওয়া। **পিণ্ডতাপত্তি**—দলা-দলা হওয়া, coagulation।

পিণ্ডা—পিঁড়ে, দাওয়া।

পিণ্ডাকাঙ্ক্ষী—পিণ্ডপ্রার্থী, পূর্বপুরুষ। **পিণ্ডা-কার**—গোলাকার, গোলাকার ও নিরেট। **পিণ্ডালু**—চুপড়ী আলু। **পিণ্ডাশ,-শী**—পরান্নভোজী, ভিক্ষুক।

পিণ্ডায়স—সংহত-লৌহ, ইস্পাত।

পিণ্ডারি,-রী—(পিণ্ডসুরা পানকারী) মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী দস্যুদল, বর্গী, লুঠেরা; পেটারা, portmanteau।

পিণ্ডি, পিণ্ডী—চক্রের নাভি, nave; পায়ের ডিম, অলাবু; পিণ্ড (পিণ্ডি চট্‌কানো—গালি-বিশেষ)। **পিণ্ডিকা**—পিণ্ডি।

পিত, পিতঃ—হে পিতৃদেব, হে পিতৃতুল্য পরম পূজ্য ও পরম পালক!

পিতম—(সং. প্রিয়তম; হি. প্রীতম) পরমপ্রিয়, প্রেমপাত্র (পরাণপিতম)।

পিতল—(সং. পিত্তল) সুপরিচিত ধাতু, তামা ও দস্তার মিশ্রণ।

পিতা—[পা (পালন করা)+তৃচ্] জন্মদাতা, পিতৃস্থানীয় (অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, উপনয়ন-দাতা বা দীক্ষাগুরু)। **পিতামহ**—(পিতৃ+আমহ) পিতার পিতা; ব্রহ্মা। স্ত্রী. পিতামহী—পিতার মাতা।

পিতৃ—পিতা। **পিতৃঋণ**—ঋণ দ্রঃ। **পিতৃক**—পিতা-সম্বন্ধীয়, পিতা হইতে প্রাপ্ত, পৈত্রিক। **পিতৃকল্প**—পিতৃতুল্য, পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধাদি বিধান। **পিতৃকানন**—শ্মশান। **পিতৃকার্য,-কৃত্য,-ক্রিয়া**—শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি। **পিতৃকুল**—পিতার বংশ। **পিতৃগণ**—যাহাদের হইতে দেব-দানব-যক্ষ-মানব-আদির উৎপত্তি হইয়াছে। **পিতৃগৃহ**—পিত্রালয়; শ্মশান। **পিতৃঘাতী, পিতৃঘ্ন**—পিতৃহন্তা। **পিতৃতর্পণ**—পিতৃলোকের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে জলদান। **পিতৃতিথি**—অমাবস্যা, ঐ দিন পিতৃগণ চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার সুধা পান করেন। **পিতৃতীর্থ**—গয়া; দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যস্থান। **পিতৃদান**—পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে দান, শ্রাদ্ধতর্পণ-বিষয়ক দান। **পিতৃদায়**—পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্মের দায়িত্ব ও আনুসঙ্গিক ব্যয়। **পিতৃদিন**—পিতৃতিথি, অমাবস্যা। **পিতৃদেব**—পিতৃরূপ দেবতা, পূজনীয় পিতা। **পিতৃদৈবত**—পিতৃগণ যে নক্ষত্রের দেবতা, মঘা নক্ষত্র। **পিতৃপতি**—পিতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যম।

পিতৃপক্ষ—প্রেতপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ। **পিতৃপুরুষ**—পিতা, পিতামহাদি পূর্বপুরুষ। **পিতৃপ্রসূ**—পিতামহী; পিতৃগণের প্রেতাত্মার ভ্রমণ করিবার সময়, সন্ধ্যাকাল। **পিতৃবন্ধু**—পিতার যে-কোনও ভ্রাতা, পিতার ও মাতার ভগিনী ও মাতুল-পুত্র, পিতার আত্মীয়স্বজন। **পিতৃব্য**—পিতার যে-কোনও ভাই (পিতৃব্য-পুত্র: পিতৃব্য-পত্নী)। **পিতৃ-**

ব্রত—শ্রাদ্ধাদি : পিতৃভক্ত। **পিতৃমান্**—যাহার পিতা জীবিত ; স্ত্রী. পিতৃমতী। **পিতৃমেধ**—পিতৃযজ্ঞ, শ্রাদ্ধতর্পণ। **পিতৃযান**—পিতৃগণের চন্দ্রলোক গমনের পথ। **পিতৃলোক**—চন্দ্রলোকে স্থান-বিশেষ। **পিতৃশ্রাদ্ধ**—পিতার মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধতর্পণাদি। **পিতৃষ্বসা**—পিতার ভগিনী। **পিতৃষ্বসেয়,-ষ্বস্রেয়,-ষ্বস্রেয়,-ষ্বসেয়,-ষ্বস্রীয়**—পিতার ভগিনীর পুত্র। **পিতৃসেবা**—পিতার প্রীতিসাধন, পিতার আজ্ঞানুবর্তী হওয়া। **পিতৃস্থানীয়**—পিতৃতুল্য। **পিতৃহা**—পিতৃহন্তা।

পিত্ত—শরীরের ধাতু-বিশেষ (বায়ু, পিত্ত, কফ)। **পিত্তকোষ**—যে কোষে পিত্ত সঞ্চিত হয়, gall-bladder। **পিত্তঘ্ন**—যাহা পিত্ত প্রশমিত করে (পিত্তঘ্ন পটোল) ; ঘৃত। **পিত্তঘ্নী**—গুড়ূচী। **পিত্তজ্বর**—পিত্তপ্রকোপ-হেতু জ্বর। **পিত্তপ্রকোপ,-বিকার**—পিত্তের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা দূষিত অবস্থা। **পিত্তরক্ত**—রক্তপিত্ত রোগ। **পিত্তাতিসার**—পিত্ত-জনিত অতিসার রোগ। **পিত্তারি**—পিত্ত-নাশক, ক্ষেতপাপড়া। **পিত্তাশয়**—পিত্তকোষ, small int stine। **পিত্ত জ্বলিয়া যাওয়া**—অতিশয় বিরক্তি ও ক্রোধের সঞ্চার হওয়া। (কথ্য. পিত্তি)।

পিত্তল—পিতল ; পিত্তযুক্ত।

পিত্তি—(সং পিত্ত) পিত্ত ; বিরক্তি, ক্রোধ, অরুচি ইত্যাদি (পিত্তি নাই—ঘেন্না-পিত্তি নাই)। **পিত্তিচটা**—বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হওয়া। **পিত্তি-চোঁয়া** - যাহা বিরক্তি ও ক্রোধের উদ্রেক করে। **পিত্তি জ্বালানে কথা**—যে কথায় বিষম বিরক্তি ও ক্রোধের উদ্রেক হয়। **পিত্তিনাশ**—যাহাতে পিত্ত প্রশমিত হয় (তেল-তামাক পিত্তিনাশ)। **পিত্তিপড়া**—সময়ে আহার না করা হেতু আমাশয়ে পিত্ত সঞ্চিত হওয়া ও ক্ষুধা নষ্ট হওয়া। **পিত্তিরক্ষা**—পিত্ত প্রকুপিত না হয়, এই জন্য সময়ে যৎসামান্য খাদ্য গ্রহণ করা ; নিয়ম-রক্ষামাত্র। **ঘেন্নাপিত্তি**—বিরাগ, অভিমান।

পিত্রালয়—বাপের বাড়ী।

পিধান—(অপি—ধা+অনট্) অপিধান, আচ্ছাদন, আবরণ, ঢাক্‌নি, তরবারির কোষ। **পিধাতব্য**—আচ্ছাদনীয়, ঢাকিবার যোগ্য। **পিধায়ক**—আবরক।

পিন—(ইং. pin) আলপিন, কাঠ বা বাঁশের সরু খিল (পিন মারা)। **পিনখাড়ু**—খিলযুক্ত খাড়ু। **সেফ্‌টি-পিন**—আগা-ঢাকা পিন।

পিনদ্ধ—(অপি—নহ্+ক্ত) আবৃত, বদ্ধ, পরিহিত (পিনদ্ধ অঙ্গুরীয়ক)।

পিনাক—(পা+আক—যাহা দ্বারা জগৎ রক্ষা করা হয়) শিবের ধনুক ও বাদ্যযন্ত্র। **পিনাক-পাণি, পিনাকী**—শিব।

পিনাকিনী, পিনাকী, পিনাস—প্রাচীন তত্রযন্ত্র-বিশেষ।

পিনাল কোড—(ইং. penal code) দণ্ডবিধি।

পিনাশ,-ন্যাস,-নীস,-নেস—(ইং. pinnace) সুদৃশ্য নৌকা-বিশেষ।

পিন্ধন—পরিধান (বর্তমানে পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)। **পিন্ধা**—পিঁধা দ্রঃ। **পিন্ধানো**—পরাইয়া দেওয়া।

পিপা, পিপে—(পর্তু. pipa) ঢোলের মত আধার-বিশেষ, তেলাদি রাখা হয়।

পিপারমেণ্ট—(ইং. peppermint) পিপার-মিণ্ট গাছের আরক।

পিপাসা—(পা+সন্+অ+আ) পানের ইচ্ছা, তৃষ্ণা (ধনপিপাসা)। **পিপাসার্ত, পিপাসিত, পিপাসু**—পানেচ্ছু, লোলুপ। **ক্ষুৎ-পিপাসা**—ক্ষুধা ও পিপাসা। **পিপাসা নিবৃত্তি**—পিপাসার চরিতার্থতা।

পিপীড়া, পিঁপড়ে—পিঁপড়া দ্রঃ।

পিপীলিকা, পিপীল—পিপড়া (কয়েক রকমের পিপড়া দেখিতে পাওয়া যায়)।

পিপ্পল—অশ্বত্থ বৃক্ষ ও ফল। **পিপ্পলি,-লী**—পিঁপুল।

পিয়ন—(ইং. peon) যে চিঠি বিলি করে, চাপরাশী, পেয়াদা।

পিয়াজ, পিঁয়াজ—পিঁয়াজ দ্রঃ। **পিয়াজ-কলি**—পিয়াজের ফুল। **পিয়াজী**—পিয়াজের রং। **পিয়াজু**—সরু করিয়া কাটা পিয়াজ ডালবাটার সহিত মিশ্রিত করিয়া ভাজা, ইহাতে পিয়াজের অংশ খুব বেশী থাকে ; ডালের ভাগ কিছু বেশী দিলেও পিয়াজ বাটিয়া দিলে তাহাকে পিয়াজের বড়া বা ফুলরি বলে।

পিয়াদা—(ফা. পিয়াদাহ্ ; সং. পদাতি)

পদাতিক সৈন্য, দূত, সংবাদবাহক, চাপরাশী, জমিদারের কাছারির নিম্ন-কর্মচারী-বিশেষ।

পিয়ালো—পিয়া দ্রঃ।

পিয়ানো—(ইং. piano) ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

পিয়ার, পেয়ার—(হি.) স্নেহ, আদর, সোহাগ (পেয়ার করা)। **পিয়ারা, পেয়ারা**—প্রিয়, পরম স্নেহের (বাপের পেয়ারা)। স্ত্রী. পিয়ারী, পেয়ারী—প্রণয়াস্পদা (হিন্দিতে 'পেয়ারী বহিন', 'পেয়ারী লাড়্‌কী' হয় কিন্তু বাংলায় 'পেয়ারী ভগিনী' হয় না)।

পিয়ারা, পেয়ারা—(পর্তু. pera ; ইং. pear) সুপরিচিত ফল, কোন কোন অঞ্চলে আমসবরি বলে।

পিয়াল—সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ ও ফল, রাজাদন।

পিয়ালা, পেয়ালা—(ফা. পিয়ালা) পানপাত্র (খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায় —কান্তিচন্দ্র ঘোষ)। **পিয়ালি**—ছোট পেয়ালা।

পিয়াস, পিয়াসা—(সং. পিপাসা) পিপাসা, তৃষ্ণা (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত হয়)। **পিয়াসী**—পিপাসু, আকাঙ্ক্ষী, অভিলাষী (আমি সুদূরের পিয়াসী—রবি)। **পিয়াসু**—পিয়াসী।

পিরান, পীরান, পিরহান—(ফা. পিরহান) ঢিলা জামা, পাঞ্জাবী, কামিজ।

পিরামিড—(ইং. pyramid) বৃহৎ ত্রিকোণাকার স্মৃতিস্তূপ (মিশরের পিরামিড)।

পিরালি,-লী, পীরালী—(পির + আলি) ব্রাহ্মণ-শ্রেণী-বিশেষ, মুসলমান-সংস্পর্শ-হেতু ইহারা পতিত হইয়াছিল (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান দ্রঃ); রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণ এই সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত।

পিরিচ,-জ—(পর্তু. pires) ছোট রেকাবি, তশ্‌তরী (চায়ের পেয়ালা-পিরিচ)।

পিরিত, পিরীত—(সং. প্রীতি) প্রাচীন বাংলায় প্রেম, প্রীতি, বন্ধুত্ব ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইত; বর্তমানে 'মাখামাখি' 'দহরম-মহরম' এই অর্থে কথ্য ভাষায় কখনও কখনও ব্যবহৃত হয় (দুই দলের মোড়লদের মধ্যে তখন খুব পিরিত ছিল), কিন্তু বর্তমানে সাধারণতঃ ইহা অবৈধ প্রণয় অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং অশিষ্ট শব্দ। **পিরিতি, পীরিতি**—প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

পিল, পীল—(ফা. পীল—হস্তী) হস্তী (**পিলখানা**—যেখানে হাতী রাখা হইত; **পিলপা**—ছোট থাম, জমির সীমানা নির্দেশক); সতরঞ্চ খেলার গজ ; (ইং pill) বড়ি (কুইনাইনের পিল)।

পিল, পিলে, পীল—(পিল্লক—শাবক, শিশু ; হি. পিল্লা—কুকুর-শাবক ; তেলেগু. পিল্লা—ছেলে) শিশু, শাবক (বাংলায় 'ছেলেপিলে' শব্দেই 'পিলে' শব্দের ব্যবহার সুপ্রচলিত)।

পিলুড়ি, পীলুড়ি—দাবা খেলায় পরাজিত পক্ষের রাজাকে পিল দ্বারা লাঞ্ছনা-বিশেষ।

পিলপিল—(সং. পিপীল) পিঁপড়ার সারের মত সংখ্যাবাহুল্য নির্দেশক (ডাকাতের দল গুপ্ত স্থান হইতে পিলপিল করিয়া বাহির হইয়া আসিল); প্রভূত পরিমাণে নিঃসৃত (পিলপিলিয়ে রক্ত পড়া)।

পিলসুজ, পীলসুজ—(ফা. পতীল + সোজ) পিতলের দীপ-গাছা।

পিলা, পীলা, পিলে—প্লীহা, প্লীহারোগ। **পিলে চম্‌কানো**—খুব সন্ত্রস্ত করা। **পিলে ফাটানো**—লাথি দিয়া পিলে ফাটাইয়া হত্যা সাধন (সাদার লাথিতে কালোর পিলে ফাটিত)।

পিলু—বৃক্ষ-বিশেষ ; রাগিণী-বিশেষ (পিলু বারোয়াঁ)।

পিল্পা—(পিল + পা) হাতীর পায়ের মত ছোট থাম, যাহা দিয়া জমির সীমানা নির্দেশ করা হয় (পিল্পা গাঁথা। **পিল্পা গাড়ি**—পিল্পা গাড়িয়া অর্থাৎ নির্মাণ করিয়া জমির সীমানা নির্দেশ করার অনুষ্ঠান)।

পিশাচ—(পিশিত + অশ্‌ + অ—যে মাংস ভোজন করে) দেবযোনি-বিশেষ ; প্রেত (**পিশাচসিদ্ধ**—পিশাচ যাহার বশীভূত); অশুচি মরুদেশবাসী ; ঘৃণ্য, দুর্বৃত্ত, পাপাত্মা (নরপিশাচ) ; অতিশয় নোংরা (গ্রাম্য ভাষায় পিচাশ)। স্ত্রী. পিশাচী, পিশাচিকা। **পিশাচ-প্রকৃতি**—অতি নীচ বা ঘৃণিত প্রকৃতি। **পিশাচ বৃক্ষ**—শাওড়া গাছ। **পিশাচ ভাষা**—পৈশাচিক, প্রাকৃত ভাষা-বিশেষ। **পিশাচমোচন**—কাশীর তীর্থ-বিশেষ। **পিশাচ সভা**—প্রেতদের সভা, হট্টগোলপূর্ণ সভা, pandemonium।

পিশিত—মাংস, আমিষ। **পিশিতাশন**—রাক্ষস, পিশাচ।

পিশুন—[পিশ্ (খণ্ড হওয়া)+উন] ক্রূর, খল, কুমন্ত্রণাদাতা। **পিশুন বাক্য**—কপট বচন, কুমন্ত্রণা।

পিষণ—পেষণ দ্রঃ ; মসলা-আদি পেষা। **পিষা**—পেষা দ্রঃ।

পিষ্ট—(পিষ্ + ক্ত) মর্দিত, চূর্ণিত, দলিত (পদতলে পিষ্ট হইল)। **পিষ্টক**—পিষ্ট গোধূম, তণ্ডুল প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত, পূপ, পিঠা, রুটি ; নেত্ররোগ-বিশেষ ; তিলচূর্ণ। **পিষ্টপ**—বিষ্টপ দ্রঃ। **পিষ্টপচন**—যাহাতে পিঠা প্রস্তুত হয়, পিঠার খোলা, রুটির তাওয়া। **পিষ্ট-পেষণ**—পিষ্টদ্রব্য পুনর্বার পেষণ, অনর্থক কাজ। **পিষ্টসৌরভ**—চন্দন। **পিষ্টাতক**—আবির, পিটালি। **পিষ্টিক**—পিটালি। **পিষ্টোদক**—চাউলের গুড়ার গোলা।

পিসা,-সে—পিতৃস্বসার স্বামী। স্ত্রী. পিসি, পিসী। **পিসাত, পিসতুত, পিসতুতা**—পিসির গর্ভজাত। **পিসশ্বশুর**—(পিসা+শ্বশুর) স্ত্রীর অথবা স্বামীর পিসা। স্ত্রী. পিসশাশুড়ী,-শাশুড়ী, পিসাস।

পিস্তল—(পর্তু. pistola) ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র-বিশেষ।

পীড়া—বসিবার পিঁড়ে।

পীচ, পিচ—(ইং. peach) ফল ও তাহার গাছ-বিশেষ ; পিচ দ্রঃ।

পীঠ—(সং.) কাষ্ঠাসন, পিঁড়ি, চৌকি প্রভৃতি (পাদপীঠ) ; যে যে স্থানে সতীর দেহাবয়ব পতিত হইয়াছিল (ভারতবর্ষের নানা স্থানে, ভারতবর্ষের বাহিরেও কয়েকটি স্থানে, এরূপ একান্নটি পীঠস্থান আছে ; অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে)। **পীঠচক্র**—গরুর গাড়ী প্রভৃতি। **পীঠস্থান**—যে স্থানে সতীর অঙ্গ পতিত হইয়াছিল ; দেবতার স্থান, সাধন-স্থান ; প্রাচীন দেবতালয়।

পীড়ক—যে পীড়িত করে অর্থাৎ অত্যাচার করে (প্রজাপীড়ক)।

পীড়ন—মর্দন, অত্যাচার, ক্লেশদান (কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ পীড়ন করিছে তারে—রবি) ; সাগ্রহ গ্রহণ (পাণিপীড়ন) ; শস্য মাড়াই ; চাপ।

পীড়া—যন্ত্রণা, রোগ (শিরঃপীড়া) ; যাহা ক্লেশ দেয় (মনঃপীড়া) ; উপদ্রব (আশ্রমপীড়া)। **পীড়িত**—রোগযুক্ত, ক্লেশপ্রাপ্ত (ক্ষুৎপীড়িত) ; মর্দিত। **পীড়াদায়ক**—ক্লেশদায়ক। **পীড়া-পীড়ি**—বারংবার অনুরোধ, অনুরোধের দ্বারা পীড়ন।

পীত—(পা+ক্ত) যাহা পান করা হইয়াছে ; হরিদ্রাবর্ণ, পিঙ্গল। **পীতক**—পীতবর্ণ, হরিদ্রাভ, পিত্তল, হরিতাল, কুম্কুম্, মধু, মাক্ষিক। **পীতকদলী**—চাঁপাকলা। **পীত-কন্দ**—গাজর। **পীতকাষ্ঠ**—পীতচন্দন। **পীতদারু**—দেবদারু ; পীতবর্ণ চাঁপা ফুলের গাছ। **পীতধড়া**—হরিদ্রাবর্ণ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। **পীতবাস**—পীতাম্বর, শ্রীকৃষ্ণ। **পীতরাগ**—পীতবর্ণ-বিশিষ্ট। **পীতসার**—হরিচন্দন, গোমেদ মণি।

পীতা—হরিদ্রা, গোরচনা ; অতিবিষ। **পীতাব্ধি**—যিনি অব্ধি অর্থাৎ সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, অগস্ত্য মুনি। **পীতাম্বর**—শ্রীকৃষ্ণ। **পীতা-রুণ**—পীত ও অরুণ বর্ণ।

পীন—[প্যায়্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত] স্থূল, মাংসল, প্রবৃদ্ধ (পীনোন্নত পয়োধরা ঘৃতাচি—মধুসূদন)। **পীনবক্ষাঃ**—বূঢ়োরস্ক। **পীনোধ্নী**—যে গাভীর পালান বড়।

পীনস—নাসিকা রোগ-বিশেষ। **পীনসী**—পীনস-রোগগ্রস্ত।

পীযূষ—[পীয়্ (তৃপ্ত করা)+ঊষ—যাহা দেবতা-দেরও তৃপ্ত করে] অমৃত, সুধা ; নবপ্রসূতা গাভীর প্রথম সাত দিনের দুগ্ধ। **পীযূষবর্ষ, পীযূষরুচি**—যাহার কিরণ অমৃতময়, চন্দ্র।

পীর—(ফা. পীর) মুসলমানী মতে আধ্যাত্মিক সাধনার গুরু (পীরের মত মানি) ; পীরের মত মাননীয়। **পীর-পয়গম্বর**—পীর ও পয়গম্বর। **পীরের দরগা**—পীরের সমাধিস্থান ; পীরের স্মরণে নির্মিত শ্রদ্ধা নিবেদনের স্থান। **পীরের শীন্নি, শীরনি**—পীরের দরগায় যে মিষ্টান্ন বা অন্য ধরণের খাদ্যদ্রব্য নিবেদিত ও বিতরিত হয়। **পীরোত্র, পীরোত্তর**—পীরের সেবায় দত্ত নিষ্কর ভূমি (পীরাণও বলা হয়)। **পাঁচপীর**—বদর-প্রমুখ পাঁচপীর ; পাঁচপীরের দরগা বঙ্গের অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহারা মুসলমান নাবিকদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, গাজী

পাঁচপীর বদরের নামে ধ্বনি করিয়া তাহারা অনেক সময় নৌকা ছাড়ে।

পীরিতি—প্রীতি, স্বস্তি (কাব্যে ব্যবহৃত)।

পুং—পুরুষ। **পুংকেশর**—ফুলের ভিতরকার যে কেশরের দ্বারা ফলোৎপাদন হয়, stamen। **পুংপ্রভব**—male progenitor, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ প্রভৃতি। **পুংরত্ন**—পুরুষরত্ন। **পুংবৎস**—পুংশাবক। **পুংশ্চিহ্ন**—শিশ্ন। **পুংলিঙ্গ**—ব্যাকরণে পুরুষবোধক শব্দ। **পুংশ্চল**—ব্যভিচারী ; স্ত্রী. পুংশ্চলী। **পুংশ্চলীয়**—পুংশ্চলীর পুত্র। **পুংসন্ততি**—পুত্রসন্তান। **পুংসবন**—পুরুষ সন্তান কামনা করিয়া যে সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। **পুংস্কোকিল**—পুরুষ কোকিল। **পুংস্ত্ব**—পুরুষত্ব ; মনুষ্যত্ব ; বীর্য ; পুংলিঙ্গত্ব।

পুঁই, পুই—(সং. পুতিকা) পুঁইশাক। **পুঁই-মেটুলি**—পুঁইয়ের বীজ ; পাকা পুঁই-বীজের মত বর্ণ, গাঢ় রক্তবর্ণ। **বনপুঁই**—লালবর্ণ পুঁই-বিশেষ।

পুঁইয়া, পুঁয়ে—পুঁইয়ের মত লতানিয়া কিন্তু কৃশ। **পুঁইয়ে পাওয়া**—শিশুদের শীর্ণ হওয়া রোগ-বিশেষ। **পুইয়ে সাপ**—বনপুঁইয়ের মত লালবর্ণ কৃশ সাপ-বিশেষ।

পুঁচকে, পুচকে—নিতান্ত ছোট, সে জন্য উপেক্ষার যোগ্য (পুঁচকে ছোঁড়া)।

পুঁজ, পুজ, পুয—(সং. পূয) ঘা, ফোঁড়া প্রভৃতির বিকৃত গাঢ় রস বা রক্ত (কানের পুঁজ)। **পুঁজ পড়া**—পুঁজ ঝরা।

পুঁজি, পুঁজী—(সং পুঞ্জ) পুঞ্জিত ধন, মূলধন ; সঞ্চিত অর্থ (সব খরচ হইয়া যায়, পুঁজি কিছুই থাকে না)। **পুঁজিপাটা**—পুঁজি, মূলধন।

পুঁটলি,-লী—(সং. পোট্টলী) গাঁঠরি (**পোঁটলা-পুটলি**—গাঁঠরি-বোচ্‌কা)।

পুঁটি, পুঁঠি—(সং. প্রোষ্ঠী) সুপরিচিত ক্ষুদ্র মৎস্য (পূর্ববঙ্গে—পুড়ি)। **চুনোপুঁটি**—পুঁটি প্রভৃতি ছোট মাছ ; প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন লোক (বিপরীত—রুই-কাতলা)। **পুঁটিমাছের প্রাণ বা পুঁটির প্রাণ**—যাহার শক্তি অতি সামান্য, অল্পেই নষ্ট হইয়া যায় ; ক্ষুদ্রচেতা। **পুঁটির পরাণ**—(গ্রাম্য) ক্ষুদ্রচেতা, সামান্য অর্থ ব্যয় করিতেও যাহার মন সায় দেয় না। **পুঁটিমাছের ফরফরানি**—সামান্য শক্তি-বিশিষ্ট লোকের বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা। **সরলপুটি বা সরপুঁটি**—এক শ্রেণীর বড় পুঁটিমাছ। **পুঁটিয়া, পুঁটে**—ক্ষুদ্র, দেখিতে ছোট।

পুঁটী—পুঁটি দ্রঃ ; ছোট মেয়ের আদরের ডাক নাম।

পুঁটে—ছোট, খাট ; বালা প্রভৃতি অলঙ্কারের সংযোগ-স্থল।

পুঁড়—স্তূপ, গাদা (পুড়িও বলা হয়—ছাই-পুঁড়িতে ঘি ঢালা)।

পুঁড়, পুঁড়া, পুঁড়ো—(সং. পুণ্ড্র) কৃষিজীবী সম্প্রদায়-বিশেষ। **পুঁড়ি**—ইক্ষু-বিশেষ।

পুঁড়া, পুড়া—(সং. পুটিকা) ধান্যবীজ রাখিবার খড়-নির্মিত গোল আধার-বিশেষ ; আধার।

পুঁতি—(হি. পোত) মুক্তার অনুকরণে নির্মিত ক্ষুদ্র সছিদ্র কাচখণ্ড ('পুঁতির মালা—পুঁতি সুতায় গাঁথিয়া যে মালা প্রস্তুত হয়)।

পুঁথি, পুথি—(সং. পুস্তিকা) পুস্তক (পুঁথি বেড়ে যাবে) ; হস্তলিখিত পুস্তক, যাহার ছাপা বাঁধাই ভাল নয় এমন অর্ধশিক্ষিত সমাজে প্রচলিত পুস্তক (বটতলার পুঁথি)। **পুঁথিগত বিদ্যা**—যে বিদ্যা পুঁথিতেই আছে কিন্তু বিদ্যার্থীর আয়ত্ত হয় নাই। **পুথিপত্র**—বই, খাতা ইত্যাদি। **পুঁথি বাড়ানো**—কাহিনী ফেনাইয়া দীর্ঘ করা। **পাঁজিপুঁথি**—পঞ্জিকা ইত্যাদি।

পুকি,-কী, পুঁকি—অঙ্কুর, তেউড় (কলার পুঁকি) ; ক্ষুদ্র ক্রিমি।

পুখুর—(সং. পুষ্কর, পুষ্করিণী) অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয় (বিপ. মেটেল, পূর্ববঙ্গে—মাইঠাল)। **পুকুর কাটা**—পুষ্করিণী নির্মাণ করান। **পুকুর কেটে নাওয়া**—স্নানে অত্যন্ত বিলম্ব করা সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি। **পুকুর গাবানো**—পুকুরের জল তোলপাড় করা। **পুকুর চুরি**—মোটা রকমের চুরি, দুঃসাহসিক চুরি। **পুকুর ঝালানো**—পুরাতন পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা। **পানাপুকুর**—পানায় পূর্ণ অব্যবহার্য পুকুর। **পুকুর-কালি**—পুকুরের পরিমাণ নির্ণয়।

পুঙ্গি—ফুঙ্গি, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। **পুঙ্গির পুত**—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর জারজ পুত্র, গালি (পূর্ববঙ্গে—পুঙ্গির পুত)।

পুঙ্খ—বাণের পক্ষযুক্ত স্থান, বাণমূল।

পুঙ্খানুপুঙ্খ—(পুঙ্খের অনুপুঙ্খ যাহাতে) এক বাণের মূলে অন্য বাণ সংলগ্ন, এই ভাবে, নিরন্তর ; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সবদিক দেখিয়া বিচার-বিবেচনা (পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব)।

পুঙ্গ—সমূহ, রাশি।

পুঙ্গব—(পুমান্+গো+অ) বৃষ ; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইলে ইহার অর্থ হয় শ্রেষ্ঠ (ক্ষত্রিয়-পুঙ্গব ; মুনিপুঙ্গব—বাংলায় অনেক সময়ে ব্যাঙ্গে ব্যবহৃত হয়)।

পুচ্ছ—(পুচ্ছ্+অ) লাঙ্গুল, লোমযুক্ত লাঙ্গুল ; কলাপ (ময়ূরপুচ্ছ) ; হাতের পোঁছা। **পুচ্ছ-কণ্টক**—বৃশ্চিক। **পুচ্ছটি**—আঙুল মট্‌কানো। **পুচ্ছাঙ্কুর**—ঈষৎ পুচ্ছ-বিশিষ্ট টিকটিকির মত জীব-বিশেষ। **পুচ্ছী**—লাঙ্গুল-বিশিষ্ট।

পুছা, পুঁছা, পোছা—জিজ্ঞাসা করা ; সমাদর জ্ঞাপন করা বা আগ্রহ প্রকাশ করা (তাকে কে পোছে)।

পুঞ্জ—স্তূপ, রাশি। **পুঞ্জিত**—রাশীকৃত, যাহা জমা হইয়াছে (পুঞ্জিত অপরাধ)। **পুঞ্জীভূত**—রাশীকৃত, স্তূপীকৃত।

পুঞ্জি—পুঁজি, মূলধন।

পুট—[পুট্ (সংলগ্ন হওয়া)+অ আবরণ, খাপ, আধার, আচ্ছাদন, কোটা, ঠোঙ্গা, মুচি ; ঘোড়ার খুর। **পুটক**—ঠোঙ্গা ; পুঁড়া। **পুটপাক**—মাটি দিয়া মুখ বন্ধ করা পাত্রে ঘুঁটের আগুনে ঔষধ প্রস্তুতকরণ। **পুটকুণ্ড**—এরূপ পুটপাক করিবার কুণ্ড। **পুটপাণি**—কৃতাঞ্জলি পুট। **পুটভেদ**—নদীর বাঁক, আবর্ত। **পুটিকা**—মঞ্জুষা, ডিবা। **পুটিত**--অগ্নিতে সিদ্ধ, roasted ; অঞ্জলি।

পুটিং—(ইং. putty) আলমারি প্রভৃতিতে কাচ আঁটিবার আঠা-বিশেষ।

পুটী—কোপীন, আচ্ছাদন, ঠোঙ্গা, পানের দোনা।

পুড়ন—পুড়া দ্রঃ। **পুড়নি, পুড়ুনি**—অগ্নি দগ্ধ হওয়ার ভাব, জ্বালা, অন্তর্দাহ, স্নেহের পাত্রের জন্য কাতরতা (মায়ের এ পুড়ুনি কোথায় যাবে ?)।

পুড়া, পোড়া—দগ্ধ হওয়া ; দগ্ধ (পোড়া কাঠ) ; সন্তপ্ত হওয়া (বুকের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে ; পেট পুড়ে যাচ্ছে) ; উত্তপ্ত হওয়া (গা-টা পুড়ে যাচ্ছে) ; দগ্ধ হইয়া নষ্ট হওয়া (বাড়ী পোড়া)। **ভাজা-পোড়া**—ভর্জিত। **ঘর-পোড়া**—যে ঘর পোড়ায়, হনুমান।

পুড়ানো, পোড়ানো—দগ্ধ করা ; দগ্ধ করানো (ঘর পোড়ানো)।

পুডিং—(ইং. pudding) দুগ্ধ, ডিম, মাখন, ময়দা, চিনি প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত ইউরোপীয় মিষ্টান্ন-বিশেষ।

পুণ্ডরীক—শ্বেতপদ্ম ; শ্বেতছত্র ; অগ্নিকোণের হস্তী ; ব্রাহ্মণ-তনয়-বিশেষ ; নৃপতি-বিশেষ ; সর্প-বিশেষ ; হস্তিজ্বর ; কমণ্ডলু ; শুভ্রবর্ণ।

পুণ্ডরীকাক্ষ—পুণ্ডরীকের মত চক্ষু যাঁর, কৃষ্ণ, বিষ্ণু।

পুণ্ডরীয়ক—স্থলপদ্ম।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক—ইক্ষু-বিশেষ ; দৈত্য-বিশেষ ; তিলক ; কৃমি ; মাধবীলতা ; গৌড় প্রভৃতি পূর্বদেশ ও সেই দেশের অধিবাসী।

পুণ্য—[পুণ্ (ধার্মিক হওয়া, সৎকর্ম করা)+য, অথবা পূ (শুদ্ধ করা)+য] ধর্ম, সুকৃত (পুণ্যফলে) ; পবিত্র, নিষ্পাপ (পুণ্যচরিত) ; প্রশস্ত, শোভন, মনোজ্ঞ (পুণ্যশ্রী)। **পুণ্যক**—পুণ্যার্থ উপবাসাদি ; বিষ্ণু। **পুণ্যকর্ম**—পুণ্যজনক কর্ম, ধর্মকর্ম। **পুণ্যকর্মা**—পুণ্যকর্মকারী। **পুণ্যকাল**—শুভকাল। **পুণ্য-কীর্তন**—পবিত্র নাম-কীর্তন, পুণ্য কথন। **পুণ্যকীর্তি**—পুণ্যশ্লোক। **পুণ্যকৃৎ**—পুণ্যকর্মকারী, ধার্মিক। **পুণ্যক্ষয়**—যে পুণ্য লাভ হইয়াছে কর্মফলে তাহার নাশ। **পুণ্যক্ষেত্র**—তীর্থক্ষেত্র ; আর্যাবর্ত। **পুণ্য-গন্ধ**—সৌরভযুক্ত, চাঁপাফুলের গাছ। **পুণ্য-গন্ধি**—সুগন্ধযুক্ত। **পুণ্যজন**—ধার্মিক ; [পুণি (পবিত্রতা)+অজন (যে জন্মায় না)] রাক্ষস, যক্ষ, পাপীজন। **পুণ্যজনেশ্বর**—যক্ষরাজ কুবের। **পুণ্যতোয়া**—যে নদীর জল পবিত্র, গঙ্গা। **পুণ্যদ**—পুণ্যজনক। **পুণ্য-দর্শন**—যাহার দর্শনে পুণ্য হয়। **পুণ্যফল**—ধর্মকর্মের ফল। **পুণ্যভাক্**—পুণ্যবান্। **পুণ্যবান্**—ধার্মিক, সৌভাগ্যবান্। **পুণ্য-ভূমি**—পবিত্র তীর্থ ; আর্যাবর্ত। **পুণ্য-ভোগ**—পুণ্যের ফলভোগ। **পুণ্যযোগ**—শুভযোগ। **পুণ্যরাত্রি**—ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রশস্ত রাত্রি। **পুণ্যলব্ধ**—পুণ্যের দ্বারা লব্ধ। **পুণ্যলোক**—দেবলোক ; ধার্মিক ব্যক্তি।

পুণ্যশ্লোক—যাহার যশোগাথা পুণ্যজনক, পুণ্যকীর্তি। **পুণ্যসঞ্চয়**—ধর্ম-কর্ম করিয়া পুণ্য অর্জন। **পুণ্যা**—তুলসী। **পুণ্যাত্মা**—ধার্মিক। **পুণ্যাহ**—পর্বদিন, পুণ্যদিন; জমিদারের খাজনা-আদায়-সংক্রান্ত উৎসব-বিশেষ (পুণ্যা, পুণ্যে-ও বলা হয়)। **পুন্যি**—পুণ্য (কথ্যভাষা); কুমারীদিগের ব্রত-বিশেষ। **পুণ্যোদকা**—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী—এই সপ্ত নদী; পুণ্য-তোয়া। **পুণ্যোদয়**—পুণ্যকর্মের ফলে সৌভাগ্যের উদয়।

পুৎ, পুত—পুত্র, পুত্রস্থানীয়। **পুৎখাগী**—পুত্রের জননীর প্রতি গালি, তেমনি পুৎশোকী। স্ত্রী. **পুতী**—পৌত্রী (নাতিপুতী)। **পুতভী, পুতন্তী**—পুত্রবতী (গ্রাম্য)।

পুতলি,-লী—(সং পুত্তলি) পুতুল, মূর্তি (পরাণ-পুতলি); ছবি; চোখের তারকা (নয়ন-পুতলি)। পূর্ববঙ্গে—পুত্‌লা)।

পুতা—নোড়া (পাটা-পুতা—পূর্ববঙ্গে)।

পুতুপুতু—(পুত+পুত) অতিশয় মমতাজ্ঞাপক (পুতুপুতু করিয়া রাখা, অতিরিক্ত যত্নশীল হওয়া, কোনরূপ ক্ষতি বা অযত্ন না হয় সেজন্য মাত্রাতি-রিক্ত আগ্রহ প্রকাশ)।

পুতুল—(সং. পুত্রিকা) মাটি প্রভৃতি দিয়া তৈরী করা মানুষ বা জীবজন্তুর প্রতিমূর্তি। **পুতুল-খেলা**—ছেলেমেয়েদের পুতুল লইয়া খেলা; পুতুল-খেলার মত দায়িত্বহীন কর্ম (বিয়ে তো আর পুতুল-খেলা নয়)। **পুতুল-নাচ**—পুতুলের নাচ অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গি করানো। **হাতের পুতুল**—ক্রীড়নক, যাহাকে দিয়া যাহা খুশী তাই করানো যায়।

পুত্তল—পুতুল। **পুত্তলক**—পুতুল, কুশ-পুত্তলি। **পুত্তলিকা**—পুতুল। **পুত্তলি**—পুতুল।

পুত্তিক, পুত্তিকা—উইপোকা; মধুমক্ষিকা; পিপীলিকা-বিশেষ।

পুত্তুর—পুত্র (অবজ্ঞার্থক—**নওয়াব-পুত্তুর**—নবাব-পুত্রের মত বিলাসী ও খামখেয়ালী)।

পুত্র,-ত্র—যে পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ করে, অথবা যে পিতা-মাতাকে পবিত্র করে, সন্তান, তনয়; হিন্দুমতে পুত্র বার প্রকার—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক ইত্যাদি; তবে বর্তমানে ঔরস ও দত্তক পুত্রই পুত্রের অধিকার প্রাপ্ত হয়; পুত্রস্থানীয়, স্নেহপাত্র (কথ্য ভাষায়—বেটা, পূর্ববঙ্গে পুৎ)। স্ত্রী. পুত্রী। **পুত্রক**—পুত্র, স্নেহপাত্র। স্ত্রী. পুত্রিকা, পুত্রকা—কন্যা, পুত্তলিকা। **পুত্র-কলত্র**—পুত্র ও স্ত্রী; পুত্রবধূ। **পুত্রকর্ম**—পুত্রের জাতকর্ম। **পুত্রকাম**—পুত্রাভিলাষী। **পুত্রকাম্যা**—নিজের পুত্রের জন্য বাঞ্ছা। **পুত্রকৃতক**—পুত্ররূপে গৃহীত। **পুত্রজীব**—জীয়াপুত গাছ। **পুত্রদাত্রী**—মালব দেশের বন্ধ্যাদোষনাশক লতা-বিশেষ; পুত্র প্রসবিনী। **পুত্রবল**—যাহার পুত্র আছে। **পুত্রসূ**—পুত্র প্রসব-কারিণী। **পুত্রাচার্য**—পুত্র যাহার আচার্য। **পুত্রিক**—পুত্রযুক্ত। **পুত্রিকা**—কন্যা, দত্তা-কন্যা; পুতুল। **পুত্রিকা-পুত্র**—দৌহিত্র, দত্তা কন্যার-পুত্র। **পুত্রিকা-ভর্তা**—জামাতা। **পুত্রী**—পুত্রবান্; কন্যা। **পুত্রিণী**—পুত্র-বতী। **পুত্রীয়**—পুত্র-সম্বন্ধীয়; পুত্রনিমিত্ত। **পুত্রেষ্টি, পুত্রেষ্টিকা**—পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ-বিশেষ।

পুদিনা—(ফা. পোদিনা) সুগন্ধি শাক-বিশেষ, চাটনিতে ব্যবহৃত হয়।

পুনঃ—পুনরায়; সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। **পুনঃপুনঃ**—বারবার। **পুনঃসংস্কার**—প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দ্বিতীয় বার উপনয়ন-সংস্কার; জীর্ণ-সংস্কার। **পুনরাধি-কার**—পুনরায় অধিকার। **পুনরাগত**—প্রত্যাগত। **পুনরাগমন**—ফিরিয়া আসা। **পুনরাধান**—শ্রৌত ও স্মার্ত অগ্নির পুনর্বার স্থাপন। **পুনরাবর্ত**—পুনরাগমন, পুনর্জন্ম; বিণ. পুনরাবর্তী। **পুনরাবৃত্তি**—পুনরায় পাঠ বা বলা; পুনঃ অনুষ্ঠান; বিণ. পুনরাবৃত্ত। **পুনরায়**—দ্বিতীয় বার। **পুনরুক্ত**—দ্বিতীয়-বার উক্ত; বি. পুনরুক্তি (পুনরুক্তি দোষ)। **পুনরুক্তজন্মা**—যাহার দ্বিতীয়বার জন্ম হয় বলিয়া কথিত, ব্রাহ্মণ। **পুনরুক্তবদা-ভাস**—শব্দালঙ্কার-বিশেষ, যাহা আপাতদৃষ্টিতে পুনরুক্তিদোষ মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়। **পুনরুজ্জীবিত**—পুনর্বার সঞ্জীবতা বা সক্রিয়তা প্রাপ্ত; বি **পুনরুজ্জীবন**—পুনর্বার সক্রিয়তা লাভ, revival। **পুনরুত্থান**—পুনর্বার শক্তি লাভ (জাতির পুনরুত্থান); মৃত্যুর পর কবর

হইতে উত্থান ; resurrection. **পুনরুৎপত্তি**—পুনর্বার উদ্ভব ; পুনর্জন্ম। **পুনরুদ্দীপন**—নূতন করিয়া জ্বালানো বা উৎসাহ সঞ্চার ; বিণ. পুনরুদ্দীপিত. পুনরুদ্দীপ্ত। **পুনরুদ্ভব**—পুনর্বার সজীবতা লাভ, পুনর্জন্ম ; বিণ. পুনরুদ্ভূত। **পুনরুল্লিখিত**—পুনর্বার কথিত ; বি. পুনরুল্লেখ। **পুনর্জন্ম**—মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ, পুনরুজ্জীবন। **পুনর্জীবন**—মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ, নূতন জীবন। **পুনর্নব**—পুনরায় যাহা নব জন্ম লাভ করে ; নখ। **পুনর্নবা**—শাক-বিশেষ, পুন্নে শাক। **পুনর্বসু**—নক্ষত্র-বিশেষ, ইহাতে জন্ম হইলে জাতক নাকি প্রতাপবান্ ও শাস্ত্রে যত্নশীল হয় ও তাহার বহু মিত্র লাভ হয় ; বিষ্ণু, শিব, কাত্যায়ন মুনি ; তিলক। **পুনর্বিচার**—পুনরায় নূতন করিয়া বিচার। **পুনর্বিবাহ**—গর্ভাধান : বিবাহিতের বিবাহ অথবা বিধবা-বিবাহ। **পুনর্বিয়া**—গর্ভাধান। **পুনর্ভব**—যাহা পুনরায় জন্মে, নখ ; পুনর্জন্ম। **পুনর্ভবী**—আত্মা। **পুনর্ভূ**—অন্যপূর্বা নারী, বিধবা হওয়ার পরে যাহার পুনর্বিবাহ হয় ; (পৌনর্ভব—পুনর্ভবার পুত্র)। **পুনর্মিলন**—বিচ্ছেদ বা বিরহের পর মিলন। **পুনর্মূষিকো-ভব**—পূর্বের হীন অবস্থায় পুনর্বার ফিরিয়া যাওয়া সম্পর্কে বলা হয়। **পুনর্যাত্রা**—প্রত্যাবর্তন, পুনর্বার গমনারম্ভ, উল্টা রথ। **পুনশ্চ**—পুনর্বারের বক্তব্য, পত্র শেষ করার পরে পুনরায় কিছু লেখা।

পুনকি, পুনকে—শাক-বিশেষ ; পুঁচকে। (**পুনকে শত্রু**—সাধারণতঃ উপেক্ষা করা হয় এমন শত্রু, ক্ষুদ্র কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক শত্রু)।

পুন্নাগ—নাগকেশর জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ : শ্রেষ্ঠ পুরুষ ; শ্বেতহস্তী ; শ্বেতোৎপল।

পুন্নাম নরক—পুৎ নরক, অপুত্রকদের গম্য।

পুব, পূব—পূর্ব দিক (পুবের সুরুয পশ্চিমে উঠবে)। **পুবদুয়ারী**—যে ঘরের মুখ পুবের দিকে। (বিপরীত—পশ্চিম)।

পুর—(যাহা দ্রব্য ও লোকাদি পূর্ণ, যেখানে হাট আছে) নগর (পুর-পরিখা) ; গৃহ (অন্তঃপুর) ; অন্তঃপুর (পুরস্ত্রী)। **পুরঞ্জয়, পুরজিৎ**—ত্রিপুরজয়ী, শিব। **পুরদেবতা**—নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অথবা গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **পুরদ্বার**—নগরের প্রবেশ-দ্বার। **পুরনারী**—গৃহধর্মপরায়ণা নারী (বিপরীত—বারনারী বা বারাঙ্গনা)। **পুরস্ত**—পরিপূর্ণ, ভরপুর। **পুরন্দর**—[পুর (অসুরপুর) +দ্ (দীর্ণকরা)+অ] ইন্দ্র ; শিব ; বিষ্ণু ; সিঁধেল চোর। **পুরন্ধি, পুরন্ধ্রী**—গৃহকর্ত্রী, পুরনারী [**পুরপাল**—নগরপাল। **পুরবাসী** নগরবাসী। **পুরলক্ষ্মী**—গৃহলক্ষ্মী, পুরস্ত্রী। **পুরসংস্কার**—দুর্গসংস্কার।

পুরস্ত্রী, পুরনারী—অন্তঃপুরিকা। **পুরাঙ্গনা**—পুরস্ত্রী। **পুরাধ্যক্ষ**—নগরের অধ্যক্ষ।

পুরস্কার—পারিতোষিক, অভ্যর্থনা, সম্মান ; বিণ. পুরস্কৃত—সম্মানিত, পুরস্কার প্রাপ্ত। **পুরস্ক্রিয়া**—সম্পূজন।

পুরঃসর—অগ্রবর্তী ; পূর্বক (সম্মানপুরঃসর নিবেদন)।

পুরকাইৎ, পুরকায়থ, পুরকায়স্থ—পুররক্ষক ; হিন্দুর উপাধি-বিশেষ।

পুরা—পূর্বে, সেকালে। **পুরাকথা**—সেকালের কথা, প্রাচীন কাহিনী। **পুরাকৃত**—পূর্বজন্মে কৃত ; পূর্বেকার। **পুরাগত**—পূর্বকাল হইতে আগত। **পুরাতত্ত্ব**—প্রাচীন কাহিনী, পুরাণ-কথা। **পুরাবিৎ**—পুরাবৃত্তবিৎ। **পুরাদ্রব্যাগার**—যাদুঘর, museum.

পুরা, পূরা, পুরো—পূর্ণ, পরিপূর্ণ আস্ত (পুরা একঘণ্টা ; পুরা একটা কাঁঠাল)। **পুরাদস্তুর**—সম্পূর্ণ, যথাযথ। **পুরোপুরি**—সম্পূর্ণভাবে।

পুরাণ—কোনও দেশের বা জাতির অতি প্রাচীন কাহিনী (হিন্দু পুরাণ ; ইহুদী পুরাণ ; গ্রীক পুরাণ) ; অনাদি। **মহাপুরাণ**—হিন্দুর অষ্টাদশ পুরাণ—ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি)। **উপপুরাণ**—অপ্রধান পুরাণ। **পুরাণকর্ত্তা,-কার**—পুরাণের আদি লেখক। **পুরাণ-পুরুষ**—অনাদি পুরুষ, পরব্রহ্ম।

পুরাণ, পুরাণা,-না, পুরানো—পুরাতন সেকালের। **পুরান চাল ভাতে বাড়ে**—বহুদর্শিতার অনেক গুণ। পুরানো, পুরোনো—পূর্ণ করা।

পুরাতন—প্রাচীন, বহুদিনের (পুরাতন ঘৃত ;

পুরাতন বন্ধুত্ব)। **পুরাতন পাপী**—যে বহুকাল ধরিয়া বহু পাপ বা অপরাধ করিয়াছে।

পুরি,-রী—সন্ন্যাসীর উপাধি-বিশেষ; ডালের পুর দেওয়া পিষ্টক-বিশেষ।

পুরিয়া—(সং. পুটক) ঔষধাদিপূর্ণ কাগজের মোড়ক।

পুরী—উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র; সন্ন্যাসী-দিগের উপাধি-বিশেষ; ভবন; নগর; পুর দেওয়া পিষ্টক বা লুচি (দালপুরী)।

পুরীষ—বিষ্ঠা, মল। **পুরীষনিগ্রহণ**—মলস্তম্ভন। **পুরীষাধান**—দেহস্থ মলভাণ্ড। **পুরীষোৎসর্গ**—মলত্যাগ।

পুরু—(পৄ+উ) প্রচুর, মোটা, বেধযুক্ত (পুরু তক্তা; পুরু কাপড়; পুরু বিছানা)। **কালজা-পুরু লোক**—অকৃপণ, যে মন ধরিয়া অপরকে দিতে পারে।

পুরু—পৌরাণিক নৃপতি-বিশেষ; আলেক-জাণ্ডারের প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় নৃপতি, Porus; দৈত্য-বিশেষ।

পুরুৎ-ত—পুরোহিত (কথ্যভাষা)।

পুরুভুজ—বহুপদ নিম্নশ্রেণীর জীব-বিশেষ।

পুরুরবা—পুরূরবা দ্রঃ।

পুরুষ, পূরুষ—[পৄ (পালন করা)+উষণ্—যে পালন করে] পুংজাতীয়, নর, মনুষ্য; কর্মচারী, রাজপুরুষ); স্বামী, ভর্তা; বীর্যবন্ত (হাঁ, পুরুষ বটে); ব্যাকরণে—প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষ; বংশ-পরম্পরা (অধস্তন পুরুষ; সপ্তম পুরুষ) আত্মা; জগতের আদি কারণ (পরমপুরুষ; পুরুষ ও প্রকৃতি)। **পুরুষক**—ঘোড়ার সামনের দুই পা তুলিয়া মানুষের মত দাঁড়ানো। **পুরুষকার**—উদ্যম, পৌরুষ, আত্মশক্তি প্রয়োগ (বিপরীত—দৈব-নির্ভরতা)। **পুরুষকেশরী,-পুঙ্গব,-ব্যাঘ্র,-শার্দুল,-সিংহ**—পুরুষশ্রেষ্ঠ। **পুরুষত্ব**—পৌরুষ; ক্লীবত্বের বিপরীত, virility (পুরুষত্বহানি—impotency). **পুরুষ-পরম্পরা**—পুরুষানুক্রম। **পুরুষ-ব্যবহার**—পুরুষসঙ্গ। **পুরুষরতন, পুরুষর্ষভ**—শ্রেষ্ঠ পুরুষ। **পুরুষাঙ্গ**—শিশ্ন। **পুরুষাদ**—নরখাদক, cannibal. **পুরুষাদ্য**—আদি পুরুষ, বিষ্ণু; জৈনদিগের জিন-বিশেষ। **পুরুষানুক্রম**—বংশ-পরম্পরা। **পুরুষা-য়ুষ**—পুরুষের জীবিতকাল, শতবর্ষ। **পুরু-ষার্থ**—জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য; ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। **পুরুষালী**—নারীর পুরুষের ধরণ-ধারণ গ্রহণ। **পুরুষোত্তম**—নরশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণু, জগন্নাথ-ক্ষেত্র।

পুরূরবা—পৌরাণিক রাজা-বিশেষ; সংস্কৃত সাহিত্যে পুরূরবা ও উর্বশীর কাহিনী সুবিখ্যাত।

পুরূবসু—বহুধনসম্পন্ন।

পুরোগ, পুরোগম—অগ্রগামী, প্রধান। **পুরোগত**—অগ্রবর্তী।

পুরোজন্মা—অগ্রজ।

পুরোডাশ, পুরোডাশ্—যজ্ঞে ব্যবহৃত পিষ্টক-বিশেষ; যবের রুটি, যজ্ঞীয় ঘৃত, যজ্ঞে ব্যবহৃত পশুমাংস।

পুরোধা—[পুরস্ (অগ্রে)—ধা+অস্—যাহাকে অগ্রে স্থাপন করা হয়] পুরোহিত; সভাদির প্রধান পুরুষ।

পুরোভাগ—পূর্বভাগ, সম্মুখ (পুরোভাগে অবস্থিত)। **পুরোভাগী**—যে গুণ ত্যাগ করিয়া শুধু দোষ গ্রহণ করে।

পুরোবর্তী—সম্মুখবর্তী।

পুরোবাত—অনুকূল বায়ু।

পুরোহিত—ঋত্বিক্, শ্রাদ্ধযজ্ঞাদির ভারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ।

পুল—(ফা পুল) সাঁকো, সেতু। **পুলবন্দি**—পুল নির্মাণ। **পুলসিরাত**—কেয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন সমস্ত মানুষকে যে তীক্ষ্ণধার পুল পার হইতে হইবে, কেবল পুণ্যবানেরাই পার হইতে পারিবে।

পুলক—[পুল্ (উন্নত হওয়া)+অ+ক] শরীরের রোম খাড়া হইয়া উঠা, রোমাঞ্চ; হর্ষ, আনন্দ। বিণ. পুলকিত। **পুলক-কণ্টকিত**—রোমাঞ্চ-যুক্ত। **পুলক-বেদনা**—একই সঙ্গে পুলক ও বেদনা অথবা পুলকের আতিশয্যহেতু বেদনা। **পুলকোচ্ছ্বাস**—হর্ষোচ্ছ্বাস। **পুলকী**—পুলকযুক্ত; কদম্ববৃক্ষ-বিশেষ।

পুল্টিস—(ইং. poultice) তিসি প্রভৃতির প্রলেপ, অনেক সময়ে ফোঁড়া পাকাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পুলস্তি—বিনুনিবিহীন লম্বিত কেশ। **পুলস্তি, পুলস্ত্য**—সপ্তর্ষির অন্যতম। **পুলহ**—সপ্তর্ষির অন্যতম।

পুলি—পোর্টব্লেয়ার দ্বীপ। **পুলি-পোলাও**—দ্বীপান্তর (পুলি-পোলাও পাঠানো)।

পুলি,-লী—(সং. পুলিকা) নারিকেল, ক্ষীর প্রভৃতির পুর দেওয়া পিষ্টক-বিশেষ (জামাইপুলি, দুগ্ধপুলি, ক্ষীরপুলি, চন্দ্রপুলি)। **ভাজা পুলি**—যে পুলি ঘৃতে বা তেলে ভাজা হয়।

পুলিন—(পুল্+ইন্) তীর, তট, চড়া (যমুনা-পুলিনে)।

পুলিন্দ—ম্লেচ্ছ জাতি-বিশেষ ; পুলিন্দদেশ।

পুলিন্দা—মোট, গাঁঠরি, পুঁটুলি।

পুলিশ,-স—(ইং. police) শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত রাজকর্মচারীর দল, আরক্ষা ; প্রহরায় নিযুক্ত পুলিশ-কর্মচারী (রাস্তায় কোনও পুলিশ ছিল না)। **পুলিশ কনেষ্টবল**—পুলিশের নিম্ন-কর্মচারী-বিশেষ। **পুলিশ-কমিশনার**—রাজ্যের প্রধান সহরের প্রধান পুলিশ কর্মচারী, সেকালের নগরপাল, কোতোয়াল। **পুলিশ-ডায়রী**—পুলিশের রোজ-নামচা, যাহাতে অভিযোগাদি লিপিবদ্ধ হয়। **পুলিশ-কেস**—যে ঘটনায় পুলিশের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয়। **পুলিশ ষ্টেশন**—থানা।

পুলোমা—দানব-বিশেষ, ইন্দ্রপত্নী শচীর পিতা। **পুলোমজা**—পুলোমার কন্যা, শচী। **পুলোমারি, পুলোমজিৎ**—ইন্দ্র।

পুষ্কর—প্রসিদ্ধ তীর্থ ; জল ; পদ্ম ; পর্বত-বিশেষ ; মেঘ-বিশেষ ; হাতীর শুঁড়ের অগ্রভাগ ; মহামারী-বিশেষ (পুষ্কর লাগা)। **পুষ্কর-লোচন**—কমললোচন।

পুষ্করিণী—পুষ্কর-স্থান, জলস্থান, কৃত্রিম জলাশয়-বিশেষ ; পদ্মসমূহ। **পুষ্করী**—হস্তী। **পুষ্করিণী**—হস্তিনী ; পদ্মের ঝাড়। **পুষ্কর্ণী**—পুকুর।

পুষ্ট—(পুষ্+ক্ত) বর্ধিত, পরিণত (হৃষ্টপুষ্ট ; সুপুষ্ট ফল)। **কাকপুষ্ট**—কোকিল।

পুষ্টি—(পুষ্+ক্তি) পোষণ, বিকাশ (পুষ্টি সাধন) ; স্থূলতা। **পুষ্টিকর,-জনক,-সাধক**—বিকাশ সাধক। **পুষ্টিকা**—ঝিনুক। **পুষ্টিকান্ত**—গণেশ। **পুষ্টিকাম**—সমৃদ্ধিকামী।

পুষ্প—[পুষ্প্ (বিকসিত হওয়া)+অ] ফুল ; স্ত্রীরজঃ, কুবেরের পুষ্পক রথ ; নেত্ররোগ-বিশেষ। **পুষ্পকরণ্ডক**—ফুলের সাজি। **পুষ্পকাল**—বসন্ত কাল ; স্ত্রীধর্মের কাল। **পুষ্পকাসীস্**—হীরাকস। **পুষ্পকীট**—ভ্রমর, পুষ্পের কীট। **পুষ্পকেতন,-কেতু,-চাপ,-ধ্বজ,-ধন্বা**—কন্দর্প। **পুষ্পঘাতক**—পুষ্প মৃত্যুর কারণ যার, বাঁশ। **পুষ্পচন্দন**—পুষ্পস্পৃষ্ট চন্দন (পুষ্পচন্দন বা ফুলচন্দন দিয়া বরণ করা)। **পুষ্প চয়ন**—ফুল তোলা। **পুষ্পজ**—পুষ্পমধু। **পুষ্পজীবী**—ফুলের ব্যবসায়ী। **পুষ্পদাম**—ফুলের মালা ; ছন্দো-বিশেষ। **পুষ্পদ্রব**—পুষ্পমধু। **পুষ্পন্ধয়**—ভ্রমর। **পুষ্প-নির্যাস**—মকরন্দ। **পুষ্পপত্র**—ফুলের পাপ্‌ড়ি। **পুষ্পপত্রী**—পুষ্প বাণ যাঁহার, কামদেব। **পুষ্পবতী**—ঋতুমতী। **পুষ্প-বাটিকা**—ফুলের বাগান। **পুষ্পবাণ**—কন্দর্প। **পুষ্পবৃষ্টি**—পুষ্পবর্ষণ। **পুষ্প-ভূষণ**—ফুলের গহনা। **পুষ্পমঞ্জরী**—পুষ্পগুচ্ছ। **পুষ্পমাস**—বসন্তকাল। **পুষ্পরজঃ**—কুসুম-পরাগ। **পুষ্পরথ**—পুষ্পসজ্জিত রথ। **পুষ্পরস**—ফুলের মধু। **পুষ্পরাগ**—পদ্মরাগমণি, পোখরাজ। **পুষ্প-রেণু**—পরাগ। **পুষ্পলিহ**—মৌমাছি। **পুষ্পসায়ক**—কন্দর্প। **পুষ্পহাস**—পুষ্পবিকাশ ; বিষ্ণু। **পুষ্পহীন**—ডুমুরগাছ। **পুষ্পহীনা**—নিবৃত্তরজস্কা বা বন্ধ্যা স্ত্রী। **পুষ্পাগম**—বসন্তকাল। **পুষ্পাজীব**—মালী ; পুষ্পব্যবসায়ী। **পুষ্পাঞ্জলি**—এক আঁজলা ফুল। **পুষ্পাভরণা**—ফুলের সাজে সজ্জিতা। **পুষ্পায়ুধ**—মদন। **পুষ্পাসব**—মধু। **পুষ্পাস্ত্র**—কন্দর্প। **পুষ্পিত**—সঞ্জাতপুষ্প (পুষ্পিত তরু)। **পুষ্পিতা**—রজস্বলা। **পুষ্পেষু**—কামদেব। **পুষ্পোৎ-সব**—স্ত্রীলোকের প্রথম রজোদর্শনে উৎসব-বিশেষ। **পুষ্পোদ্গম**—ফুল ফোটা।

পুষ্পক—কুবেরের রথ ; নেত্ররোগ-বিশেষ।

পুষ্য—নক্ষত্র-বিশেষ ; পৌষমাস। **পুষ্যস্নান**—পৌষমাসের যোগ-বিশেষে স্নান ; সেই যোগে সিংহাসনে অভিষেক। **পুষ্যরথ**—ভ্রমণ বা উৎসবাদি দর্শনার্থ রথ। **পুষ্যা**—পুষ্য।

পুষ্যি—(সং. পোষ্য) পোষ্য, পোষণীয় পরিবার-বর্গ (পুষ্যি অনেক)। **পুষ্যি এঁড়ে**—পোষ্যপুত্র (বিদ্রূপে)। **পুষ্যিপুত্তুর**—পোষ্যপুত্র (অনেক সময় বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়)। **কুপুষ্যি**—যাহাদের ভরণপোষণ অনর্থক।

পুশিদা—(ফা. পুশিদা) গোপন, অপ্রকাশ্য। **পর্দাপুশিদা**—গোপনতা, পর্দানশীনতা।

পুস্ত—মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বস্ত্র, চর্ম, লৌহ বা রত্নদ্বারা কৃত শিল্পকর্ম-বিশেষ (পুস্তকর্ম); পুস্তক, পুঁথি। **পুস্তী, পুস্তিকা**—ক্ষুদ্র পুস্তক, booklet।

পুস্তক—গ্রন্থ; খাতা বা নথি। **পুস্তকগত বিদ্যা**—যে বিদ্যা পুস্তকে আছে, পাঠকের জীবনে কার্যকরী হয় নাই। **পুস্তকাগার**—গ্রন্থাগার, লাইব্রেরী।

পুস্তা—(ফা. পুশ্‌তা) সহায়, অবলম্বন, ঠেস; পুস্তকের পিঠে আড়ভাবে যে মোটা সুতা রাখা হয় (**পুস্তনী কাগজ**—বই ও বইয়ের মলাটের মধ্যে সংযোগ স্থাপক মোটা কাগজ); **পুস্তান**—সাহায্যকারী।

পুগ—সুপারি গাছ ও তাহার ফল; পুঞ্জ, রাশি, সমূহ। **পুগকৃত**—স্তূপাকারে রক্ষিত। **পুগপাত্র**—পিকদান। **পুগফল**—সুপারি।

পুঁজ, পুজ—(সং. পূয) ফোঁড়ার দূষিত রসরক্ত।

পুঁজি—মূলধন, সঞ্চিত অর্থ বা দ্রব্য।

পূজক—যে পূজা করে, উপাসনাকারী, স্তাবক। **পূজন**—পূজা করা, সম্মান করা, সৎকার করা। **পূজনীয়**—পূজার যোগ্য, পরম শ্রদ্ধেয়। **পূজয়িতা**—পূজক। স্ত্রী. পূজয়িত্রী। **পূজা**—যথাবিহিত উপচারে দেবতার অর্চনা; সৎকার (অতিথিপূজা); শ্রদ্ধা নিবেদন (জাতির অন্তরের পূজা); পূজা দ্রব্য (পূজা দেওয়া)। **পূজা-অর্চনা**—পূজা (কথ্য ভাষায় পূজা-আর্চা)। **পূজাপার্বণ**—পূজা ও উৎসবাদি। **পূজা-আহ্নিক**—দেবতাকে পূজা নিবেদন ও মন্ত্রজপাদি দৈনন্দিন পারমার্থিক কর্ম। **পূজার দালান**—যে দালানে প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। **পূজার বন্ধ**—শারদীয় পূজা উপলক্ষে দীর্ঘ বন্ধ। **পূজারি, পূজারী**—পূজক, দেবতার সেবাইত (পূজারি ব্রাহ্মণ)। **পূজার্হ**—শ্রদ্ধার্হ। **পূজিত**—যাহাকে পূজা করা হইয়াছে; সম্মানিত; সমাদৃত। **পূজিতব্য**—পূজ্য। **পূজ্যপূজাব্যতিক্রম**—পূজনীয়কে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন না করারূপ গর্হিত কর্ম। **পূজ্যমান**—যাহাকে পূজা করা হইতেছে।

পূট—সোনা গলাইবার মুচি।

পূত—(পূ+ক্ত) পবিত্র, পরিষ্কৃত, নিষ্কলুষ (পূতচরিত্র)। **পূতক্রতু**—ইন্দ্র। **পূতগন্ধ**—বাবুই তুলসী। **পূতদ্রু**—পলাশ বৃক্ষ। **পূতধান্য**—তিল। **পূততৃণ**—শ্বেতকুশ। **পূত ফল**—কাঁঠাল। **পূতা**—পবিত্রা; দূর্বা। **পূতাত্মা**—পবিত্র আত্মা; শুদ্ধচিত্ত।

পূতনা—বালঘাতিনী রাক্ষসী বিশেষ; পেঁচোয় পাওয়া। **পূতনারি, পূতনাসূদন, পূতনাহা**—কৃষ্ণ।

পূতি—দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট (বিপ. সুরভি)। **পূতিক**—বিষ্ঠা। **পূতিকর্ণ**—কানে পুঁজ হওয়া রোগ। **পূতিকা**—পুঁইশাক, পূতিকীট, গাঁধী পোকা। **পূতিগন্ধ**—পচাগন্ধ, কুৎসিত গন্ধ। **পূতিতুণ্ড,-বক্ত্র**—দুর্গন্ধযুক্ত মুখ। **পূতিনস্য**—নাসিকা রোগ বিশেষ, ইহাতে নাকে গন্ধ হয়। **পূতিনিরসন ক্রিয়া**—মৃতদেহ পচন হইতে রক্ষার উপায়, embalming। **পূতিবাত**—অধোবায়ু; বেলগাছ। **পূতিমৃত্তিকা,-গর্ত**—নরক-বিশেষ।

পূপ—রুটি, পিষ্টক। **পূপলা**—ঘৃতপক্কপিষ্টক-বিশেষ। **পূপাষ্টকা**—অগ্রহায়ণ মাসে পিষ্টক-দ্বারা শ্রাদ্ধ বিশেষ।

পূব—পূবদিক (পূব হাওয়া)। **পূবে**—পূর্বাঞ্চল-বাসী; পূবদিক হইতে আগত (পূবের বাতাস)।

পূয়—পুঁজ। **পূয়রক্ত**—নাক দিয়া রক্ত পড়া-রোগ বিশেষ। **পূয়ারি**—নিম গাছ।

পূর—জলরাশি; প্রবাহ; ডালপুরি পুলিপিঠা প্রভৃতির মধ্যে যাহা পুরিয়া দেওয়া হয়।

পূরক—যাহা পরিপূর্ণ করে, (**পূরকপিণ্ড**—মৃতাশৌচকালে দেয় দশপিণ্ড); প্রাণায়াম বিশেষ; গুণক, multiplier.

পূরণ—পরিপূর্ণ করা বা হওয়া (ক্ষতিপূরণ; প্রতিজ্ঞাপূরণ—প্রতিজ্ঞা অনুসারে কার্য করা); গুণন; multiplication; পড়েন, warp; সেতু; সমুদ্র। **পূরয়িতা**—পূরক। **পূরিত**—পূর্ণ।

পূরন্ত—পূর্ণ।

পূরব—পূর্ব (কাব্যে); পূর্ণ হইবে (ব্রজবুলি)।

পূরবী—সুবিখ্যাত রাগিণী, উদাসভাবজ্ঞাপক, সাধারণতঃ সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে গাওয়া হয়।

পূরয়িতা—যে পূর্ণ করে। **পূরয়ে**—পূর্ণ করে (কাব্যে)।

পূরা—পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ (পূরা সম্পত্তির মালিক); পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত (পূরা জোয়ান)। **পূরা**

পোয়াতী—আসন্নপ্রসবা। **পূরাপূরি**—সম্পূর্ণরূপে।

পূরা, পোরা—পূর্ণ হওয়া, সফল হওয়া (কামনা পূরিল) ; ভিতরে প্রবেশ করানো (তাড়াতাড়ি মুখে পোরা)। **পূরানো, পূরোনো**—পূর্ণ করা, ভরানো (এত থাকতি কে পুরোবে)। পুরা দ্রঃ।

পূরি-রী—পুরি দ্রঃ। **পূরিকা**—পূরযুক্ত ঘৃত-পক্ক আহারীয় ; ডালপুরি বা কচুরি।

পূরিত—পূর্ণ, যাহা ভরা হইয়াছে।

পূরু—পৌরাণিক রাজা-বিশেষ ; শর্মিষ্ঠা ও যযাতির পুত্র ; রাক্ষস-বিশেষ।

পূর্ণ—পরিপূর্ণ, ভরাট (পূর্ণ ধনে জনে) ; সাঙ্গ, সফল (কামনা পূর্ণ হইয়াছে) ; পূর্ণাঙ্গতাপ্রাপ্ত (পূর্ণবয়স্ক) ; সমগ্র, সম্পূর্ণ (পূর্ণ এক বৎসর) ; যুক্ত (দর্পপূর্ণ উক্তি)। **পূর্ণককুদ**—নবীন বৃষ। **পূর্ণকাম**—যাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। **পূর্ণগর্ভা**—আসন্নপ্রসবা। **পূর্ণচন্দ্র**—পূর্ণিমার চাঁদ। **পূর্ণচ্ছেদ**—দাঁড়ি ; পূর্ণ বিরতি। **পূর্ণতা, পূর্ণত্ব**—পরিপূর্ণতা, সমগ্রতা, সফলতা। **পূর্ণ পরিবর্তক**—বহুবার যাহাদের দেহের সম্যক্ পরিবর্তন ঘটে, ডাঁশ, মশক, মক্ষিকা, প্রজাপতি ইত্যাদি। **পূর্ণপাত্র**—পরিপূর্ণ পাত্র, জলপূর্ণ পাত্র ; ব্রহ্মদক্ষিণারূপ দেয় অর্ধমণ পরিমিত তণ্ডুলাদি ; বহু ভোক্তার যাহাতে পরিতৃপ্তি হইতে পারে এই পরিমাণ অন্নাদি ; পুত্র-জন্মাদি উৎসব সময়ে পারিতোষিক বস্ত্রাদি। **পূর্ণবয়স্ক**—পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত, সোমত্ত। **পূর্ণব্রহ্ম**—পূর্ণমহিমাযুক্ত ব্রহ্ম, অখণ্ড ব্রহ্ম। **পূর্ণমা**—পূর্ণিমা তিথি। **পূর্ণমাস**—পূর্ণিমা তিথি ; পূর্ণিমাতে কর্তব্য যজ্ঞ বিশেষ। স্ত্রী. পুর্ণমাসী—পূর্ণিমা। **পূর্ণযোগ**—বাহুযুদ্ধ-বিশেষ। **পূর্ণসংখ্যা**—পূর্ণরাশি, an integer। **পূর্ণহোম**—পূর্ণাহুতি।

পূর্ণা—পঞ্চমী দশমী পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি ; পরিপূর্ণা, সফলা। **পূর্ণাঙ্ক**—পূর্ণরাশি, an integer। **পূর্ণানন্দ**—দুঃখ অভাববিহীন আনন্দ ; বিশুদ্ধানন্দ ; পরমেশ্বর। **পূর্ণাবতার**—দেবতার পূর্ণ মহিমার প্রতীক। নৃসিংহ, রাম, শ্রীকৃষ্ণ ; মতান্তরে শ্রীকৃষ্ণ (বিপ. অংশাবতার)। **পূর্ণাহুতি**—হোমান্তে হোম দ্রব্যসমূহের আহুতি ; কোনও কর্মের সমাপ্তি সাধক ক্রিয়া।

পূর্ণিমা—শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী তিথি (গ্রাম্য পুন্নিমা, পুন্নিমে)।

পূর্ণেন্দু—পূর্ণচন্দ্র।

পূর্ণোপমা—কাব্যালঙ্কার-বিশেষ, ইহাতে উপমা-বাচক ন্যায়, যথা, মত, রূপ ইত্যাদি শব্দ উল্লিখিত হয়।

পূর্ত—[পৄ (পূরণ করা) + ক্ত] সাধারণের উপকারার্থ পুষ্করিণী কূপ ইত্যাদি খনন ; পালন, পূরণ ; আচ্ছাদিত। বি. পূর্তি—পূর্ণতা, চরিতার্থতা (উদর পূর্তি)।

পূর্ব—আদি, প্রথম (পূর্ব বিবরণ) ; পুরাকালীন ; প্রাচ্যদেশীয় ; জ্যেষ্ঠ ; প্রাক্তন (পূর্বজন্ম) ; সূর্য উদয়ের দিক ; অগ্রে (অদৃষ্টপূর্ব, অভূতপূর্ব)। **পূর্বক**—পুরঃসর (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—শ্রদ্ধাপূর্বক)। **পূর্বকথিত**—পূর্বে যাহা বা যাহার বিষয় বলা হইয়াছে। **পূর্বকর্ম**—প্রথম কর্ম। **পূর্বকায়**—নাভি হইতে দেহের উর্ধ্বভাগ। **পূর্বকাল**—সেকাল, অতীতকাল। **পূর্বকালিক**—পূর্বকালীন, প্রাচীন কালে জাত বা অনুষ্ঠিত। **পূর্বকৃত**—পূর্বে অথবা পূর্বজন্মে অনুষ্ঠিত। **পূর্বগামী**—পূর্ববর্তী ; যাহা পূর্ব দিকে গিয়াছে। স্ত্রী. পূর্বগামিনী। **পূর্বজ**—পূর্বপুরুষ ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; স্ত্রী. পূর্বজা। **পূর্বজন্ম**—এই জন্মের পূর্বে যে জন্ম হইয়াছিল, (পূর্বজন্মলব্ধ—হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি মত অনুসারে পূর্বজন্মের কর্মের ফলে যাহা লব্ধ হইয়াছিল)। **পূর্বজানুকরণ**—দূরবর্তী পূর্ববর্তীর অনুকরণ বা সাদৃশ্য, atavism। **পূর্বজিন**—জৈনধর্মপ্রবর্তক মুনি-বিশেষ ; মঞ্জু ঘোষ। **পূর্বজীবন**—পূর্বে অতিবাহিত জীবনধারা ; অতীত জীবন ; পূর্বজন্ম। **পূর্ব-জ্ঞান**—পূর্ব অবগতি বা চেতনা ; পূর্বজন্মে লব্ধ জ্ঞান। **পূর্বতন**—পূর্বের, আগেকার। **পূর্ব-দক্ষিণ**—পূর্ব ও দক্ষিণের মধ্যবর্তী কোণ, অগ্নিকোণ। **পূর্বদশা**—পূর্বের অবস্থা। **পূর্বদিক**—যে দিকে সূর্য উঠে ; **পূর্বদিক্-পতি**—ইন্দ্র। **পূর্বদৃষ্ট**—পূর্বে যাহা বা যাহাকে দেখা গিয়াছিল। **পূর্বদৃষ্টি**—ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি। **পূর্বদেব**—অসুর। **পূর্বদেশ**—পূর্বদিকের দেশ ; প্রাচ্য দেশ ; বিণ. পূর্বদেশীয় ; **পূর্বনিপাত**—সমাসে প্রথম পদ। **পূর্বপক্ষ**—প্রশ্ন বা অভিযোগ

অথবা প্রশ্নকারী বা অভিযোগকারী ; শুক্লপক্ষ। **পূর্বপর্বত**—উদয়াচল। **পূর্বপুরুষ**—বংশের পূর্ববর্তী পুরুষ। **পূর্বফল্গুনী**—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের একাদশ নক্ষত্র। **পূর্ববঙ্গ**—বঙ্গের পূর্ব ভাগ ; পূর্ব পাকিস্তান। **পূর্ববৎ**—পূর্বের মত। **পূর্ববাদ**—বাদীর নালিশ। **পূর্বভাদ্রপদ**—নক্ষত্র-বিশেষ। **পূর্বভাব**—পূর্বের ভাব বা অবস্থা। **পূর্বভাষ**—মুখবন্ধ, foreword। **পূর্ব মীমাংসা**—ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র-বিশেষ। **পূর্বরঙ্গ**—নান্দী পাঠাদি ; নাট্যশালা ; শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ। **পূর্বরাগ**—নায়ক-নায়িকার প্রথম অনুরাগ। **পূর্বরাত্র**—রাত্রির প্রথম ভাগ। **পূর্বরাত্রি**—যে রাত্রি গত হইয়াছে। **পূর্বরীতি**—পূর্ব প্রথা ; পূর্বের ধরণ। **পূর্বরূপ**—পূর্বের ন্যায় ; পূর্বের আকৃতি ; অর্থালঙ্কার বিশেষ। **পূর্বলক্ষণ**—প্রথম সূচনা, যাহা ভাবী ঘটনা সূচিত করে। **পূর্বসংস্কার**—পূর্বের সংস্কার ; পূর্বজন্মের কর্মের ফলে জাত মনোভাব। **পূর্বাচল**—উদয়াচল, পূর্বাদ্রি। **পূর্বাধিকার**—পূর্বে লব্ধ অধিকার। **পূর্বানুরাগ**—পূর্বরাগ ; পূর্বের ভালবাসা। **পূর্বাপর**—আগের ও পরের, আনুপূর্বিক (পূর্বাপর সম্বন্ধ)। **পূর্বাভ্যাস**—অভ্যস্ত রীতি (পূর্বাভ্যাস বশত মুখে আসিয়া পড়িল)। **পূর্বাশা**—পূর্ব দিক্। **পূর্বাষাঢ়া**—নক্ষত্র-বিশেষ। **পূর্বাহ্ণ**—দিনের প্রথম ভাগ, দশ দণ্ড। **পূর্বাহ্ণিক**—যাহা পূর্বাহ্ণে করণীয় ; পূর্বাহ্ণ-বিষয়ক।

পূর্বোক্ত—যাহা বা যাহার বিষয়ে প্রথম বলা হইয়াছে (পূর্বোক্ত ঘটনা)।

পূর্বোত্তর—পূর্ব ও উত্তরের মধ্যবর্তী কোণ।

পূর্বোদ্ধৃত—যাহা পূর্বে উদ্ধৃত বা উল্লিখিত হইয়াছে।

পূষা—(পুষ্ + অন্)—যে পোষণ করে) সূর্য। **পূষাত্মজ**—মেঘ ; ইন্দ্র।

পৃক্ত—[পৃচ্ (সম্পৃক্ত হওয়া) + ক্ত] মিশ্রিত, সিক্ত ; সংলগ্ন (রুধিরপৃক্ত ; রেণুপৃক্ত)। বি. পৃক্তি—সংযোগ, মিশ্রণ।

পৃচ্ছা—জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন।

পৃতনা—প্রাচীন সেনাবিভাগ-বিশেষ, ১২১৫ পদাতি, ৭২৯ অশ্ব, ২৪৩ হস্তী ও ২৪৩ রথে এক পৃতনা গঠিত হইত। **পৃতনাপতি**—পৃতনার পরিচালক।

পৃথক্—[পৃথ্ (ক্ষেপন করা) + অক্] ভিন্ন, অন্য, স্বতন্ত্র। **পৃথক্করণ**—স্বতন্ত্রকরণ, বিয়োজন ; বিণ. পৃথক্কৃত। **পৃথক্ক্ষেত্র**—যাহারা এক পিতার ঔরসজাত কিন্তু বিভিন্ন মাতার গর্ভজাত সন্তান। **পৃথক্ত্ব, পৃথকত্ব**—বিভিন্নতা, ভেদ। **পৃথক্পিণ্ড**—যে বা যাহারা সপিণ্ড নহে। **পৃথক্ পৃথক্**—বিচ্ছিন্নভাবে, ছাড়া ছাড়া। **পৃথকীকরণ**—যাহা মিলিত ছিল তাহার বিচ্ছিন্নতা সম্পাদন ; বিণ. পৃথকীকৃত। **পৃথগন্ন**—এক পরিবার ভুক্ত কিন্তু আহারের বন্দোবস্ত ভিন্ন, ভিন্ন হাঁড়ি। **পৃথগাত্মতা**—বিভিন্নতাবোধ, ইতর-বিশেষ বিবেচনা ; বিরাগ। **পৃথগাত্মা**—স্বতন্ত্র প্রকৃতির। **পৃথগ্জন**—ইতর লোক, নীচ লোক ; ভিন্ন লোক। **পৃথগ্বিধ**—বিভিন্ন প্রকারের। **পৃথক্ভাব**—স্বতন্ত্রতা, বিচ্ছিন্নতা।

পৃথা—কুন্তী (পৃথানন্দন,-সুত—যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জুন)।

পৃথিবী—[প্রথ্ (বিস্তার পাওয়া) + ইব + ঈ—যাহা সুবিস্তৃত ; ধরণী, ভূমণ্ডল, ভূতল। **পৃথিবীপতি,-পাল,-পালক,-ভুক্**—রাজা ; রাজাধিরাজ। **পৃথিবীভৃৎ**—পর্বত। **পৃথিবীময়**—ভুবনময়। **পৃথিবীরুহ**—বৃক্ষ। **পৃথিবীযশাঃ**—মহাযশাঃ। **পৃথিবীশ্বর**—রাজা।

পৃথু—(প্রথ + উ) পৌরাণিক রাজা-বিশেষ ; বিস্তৃত, বিশাল, স্থূল (পৃথুগ্রীব ; পৃথুনিতম্বা)। **পৃথুক**—শিশু, শাবক। **পৃথুরোমা**—যাহার লোম বা আঁইস দীর্ঘ ; মৎস্য।

পৃথুল—বিস্তৃত, স্থূল। স্ত্রী. পৃথুলা।

পৃথুলাক্ষ—আয়তনেত্র। স্ত্রী. পৃথুলাক্ষী। **পৃথুশ্রবাঃ**—বৃহৎ কর্ণযুক্ত। **পৃথুশেখর**—পর্বত। **পৃথুস্কন্ধ**—শূকর। **পৃথূদর**—স্থূলোদর ; মেষ।

পৃথ্বী—পৃথিবী। **পৃথ্বীজ**—মঙ্গল গ্রহ ; মহীরুহ। **পৃথ্বীধর**—পর্বত। **পৃথ্বীপতি**—রাজা, পৃথ্বীশ।

পৃষৎ—জল বা দ্রব বস্তুর বিন্দু ; শ্বেত বিন্দুযুক্ত হরিণ (পৃষতী—এরূপ বিন্দুযুক্ত হরিণী)। **পৃষতাশ্ব, পৃষদশ্ব**—মৃগ যাহার বাহন, বায়ু। **পৃষোদর**—যাহার উদরে মণ্ডলাকার চিহ্ন আছে। **পৃষোদ্যান**—ক্ষুদ্র উদ্যান।

ষ্ট—(প্রচ্ছ্+ত) জিজ্ঞাসিত ; জিজ্ঞাসা।
-পশ্চাৎভাগ, পিঠ (পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা—মধুসূদন ; উপরিভাগ (পর্বতপৃষ্ঠ, ভূপৃষ্ঠ) ; ধনুকের বংশদণ্ডের উপরিভাগ ; পত্রের পৃষ্ঠা। **পৃষ্ঠগোপ,-গোপ্তা**—পৃষ্ঠরক্ষক যোদ্ধা। **পৃষ্ঠগ্রন্থি**—কুঁজ। **পৃষ্ঠচর**—পশ্চাৎভাগে স্থিত ; অনুসরণকারী। **পৃষ্ঠজ**—পশ্চাৎ জাত। **পৃষ্ঠতঃ**—পিছনে, পৃষ্ঠদেশে। **পৃষ্ঠদান**—পৃষ্ঠ প্রদর্শন। **পৃষ্ঠদৃষ্টি**—ভল্লুক। **পৃষ্ঠপোষক** সহায়, patron। **পৃষ্ঠপোষণ**—পিছন হইতে সাহায্য দান। **পৃষ্ঠপ্রদর্শন,-ভঙ্গ**—পলায়ন। **পৃষ্ঠবংশ**—মেরুদণ্ড (পৃষ্ঠবংশী—যাহাদের মেরুদণ্ড আছে, vertebrate)। **পৃষ্ঠব্রণ, পৃষ্ঠাঘাত** পৃষ্ঠেজাত দুষ্টব্রণ, curbuncle। **পৃষ্ঠমাংসাদ**—পৃষ্ঠমাংস-ভক্ষক ; পরোক্ষে নিন্দাকারী, চুগলখোর, backbiter। **পৃষ্ঠরক্ষক**—সহায় ; পার্শ্বরক্ষী, body-guard। **পৃষ্ঠরক্ষা**—পৃষ্ঠদেশ রক্ষা, বিশেষ সহায়তা। **পৃষ্ঠাশয়**—যে চিৎ হইয়া শয়ন করিয়াছে।

পৃষ্ঠা—বইয়ের পাতা ; পিঁড়া। **পৃষ্ঠাচার্য**—যে শিক্ষাদানে আচার্যের সহায়তা করে, সর্দার পড়ো। **পৃষ্ঠান্বিত**—মেরুদণ্ডযুক্ত। **পৃষ্ঠাঙ্ক**—পৃষ্ঠার অঙ্ক নির্দেশ।

পেঁক—পাঁক দ্রঃ। **পেঁকো**—পাঁক সম্পর্কিত অথবা পঙ্কে জাত (পেঁকো গন্ধ)।

পেঁচ, প্যাঁচ, পেচ—(ফা পেচ) বেষ্টন (দোপেঁচ দিয়ে শাড়ী পরা) ; স্ক্রূপ, স্ক্রূপের মত বেড় যাহাতে ; জটিলতা, জটিল পরিস্থিতি (প্যাঁচে পড়া) ; চক্রান্ত, সঙ্কট (প্যাঁচে ফেলা) ; কুস্তির কৌশল (প্যাঁচ মারা) ; এক ঘুড়ি দিয়া অন্য ঘুড়ির সুতা কাটার কৌশল (প্যাঁচ খেলা)। **কথার প্যাঁচ**—কথার গূঢ় ইঙ্গিত, বক্রোক্তি। **মারপ্যাঁচ**—জটিলতা, চালাকি (কথার মার পেঁচ)।

পেঁচ পেঁচ—কাদায় চলার শব্দ ; কর্দমাক্ততা, (বর্ষার পরে পথঘাট পেঁচ পেঁচ করে)।

পেঁচা, প্যাঁচা—(সং পেচক) পেচক, উলূক ; কুৎসিত, কদর্য। স্ত্রী. পেঁচী। **কাল পেঁচা**—অতিশয় কুরূপ। **কুটুরে পেঁচা**—কোটরে বাসকারী পেচক ; যে স্বভাবে কুণো ও ধরণধারণে অদ্ভুত। **লক্ষ্মীপেঁচা**—একশ্রেণীর পেচক, ইহারা ধানের গোলায় বাস করে। **হুতোম পেঁচা**—গম্ভীর শব্দকারী পেচক বিশেষ ; অদ্ভুত ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি।

পেঁচাও, পেঁচওয়া, পেঁচোয়া—পেঁচযুক্ত, জটিল ; যাহা পেচাইয়া থাকে (পেঁচাও নল)।

পেঁচানো—জড়ানো (সুতা পেঁচানো) ; জটিলতার সৃষ্টি করা ; চক্রান্ত করা ; পেঁচযুক্ত।

পেঁচালো—পেঁচযুক্ত, জটিল।

পেঁচো—(পঞ্চানন্দ—পঞ্চা) উপদেবতা বিশেষ, ইহার প্রভাবে শিশুদের খেঁচুনি হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস (পেঁচোয় পাওয়া—শিশুর খেঁচুনি বা ধনুষ্টঙ্কার হওয়া) ; পঞ্চানন্দ, পাঁচুগোপাল ইত্যাদি নামের সংক্ষিপ্ত রূপ)। স্ত্রী. পাঁচী।

পেঁপে—(পর্তু. papaya ; হিন্দি. পপীতা) সুপরিচিত ফল।

পেকাম্বর, পেগাম্বর, পেগম্বর—পয়গম্বর দ্রঃ।

পেখন—(সং প্রেক্ষণ) সাক্ষাৎকার। **পেখলু**—দেখিলাম। (ব্রজবুলি)।

পেখম—(সং পক্ষ্মন্) ময়ূরের প্রসারিত পুচ্ছ (পেখম ধরা, পেখম তোলা ; রাতের ময়ূর মনসুখে তার তারার পেখম মেলে—আবদুল কাদির)।

পেচক—সুপরিচিত রাত্রিচর পক্ষী, পেঁচা, the owl।

পেচ্ছাব—(কথ্য) মূত্রত্যাগ (পেচ্ছাব করা—মূত্রত্যাগ করা ; প্রবল বিরূপতা জ্ঞাপক উক্তি)।

পেছন—(কথ্য) পিছন।

পেছলী, পেছিলা—পুরাতন, বকেয়া (পেছিলা বাকি)। বর্তমানে তেমন প্রচলিত নহে।

পেছু—পিছন ; পশ্চাদ্ভাগ। **পেছু নেওয়া**—পশ্চাদনুসরণ করা (সাধারণতঃ অনিষ্ট সাধন আকাঙ্ক্ষায়)। **পেছু ডাকা**—পিছন হইতে ডাকা, ইহা অমঙ্গলকর জ্ঞান করা হয়)। **পেছু লাগা**—পিছনে লাগা, ক্ষতি করার বা বিরক্তি উৎপাদনের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা। **পেছু হটা**—পিছনে হটা। **পেছু হাঁটা**—সামনের দিকে চাহিয়া পিছনের দিকে চলা। **পেছুনো**—পিছনে হটা ; উৎসাহী বা আগ্রহান্বিত না হওয়া।

পেজী—(ইং. page) পৃষ্ঠাযুক্ত (ষোল পেজী ফর্মা—যে ফর্মায় পৃষ্ঠাসংখ্যা ষোল)।

পেজোম,-মি—পাজির ব্যবহার, দুর্বৃত্তের আচরণ, নষ্টামি।

পেট—উদর, জঠর, গর্ত ; গর্ভ ; পোষ্য (পেট বাড়া)। **পেট আঁটা**—দাস্ত হওয়ার পরে কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া। **পেটওঠা**—খাদ্য গ্রহণের ফলে পেট স্ফীত হওয়া। **পেটকরা**—(অশিষ্ট) অবৈধভাবে গর্ভোৎপাদন করা। **পেট কল কল করা**—অজীর্ণতার জন্য পেট ডাকা। **পেট কাটা**—পেটে অস্ত্রোপচার করা ; মধ্যস্থলে বিদীর্ণ করা ; যে খেলোয়াড়কে দুই পক্ষেই খেলিতে দেওয়া হয় (প্রাদেশিক)। **পেট কামড়ানো**—পেটে তীব্র যন্ত্রণা হওয়া ; বাহ্যের বেগ হওয়া ; গোপনীয় কিছু প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হওয়া। বি. **পেট কামড়ানি**—এরূপ ব্যস্ততা ; ঈর্ষা-কাতরতা (প্রাদেশিক)। **পেট খসানো**—গোপনে গর্ভপাত করানো (অশিষ্ট)। **পেট খারাপ করা**—উদরাময় হওয়া। **পেট গড় গড় করা**—অজীর্ণ রোগ জ্ঞাপক। **পেট চন চন করা**—তীব্র ক্ষুধা বোধ করা। **পেট চলা**—দাস্ত হওয়া ; জীবিকা নির্বাহ হওয়া। **পেট ছাড়া**—উদরাময় হওয়া। **পেট জ্বলে যাওয়া**—পেটের ভিতরে দাহ বোধ করা ; অতিশয় ক্ষুধা বোধ করা। **পেট টালা**—পেট পালা। **পেট ডাকা**—অজীর্ণতা জনিত শব্দ হওয়া। **পেট ধরা**—দাস্ত বন্ধ হওয়া। **পেট গরম হওয়া**—পেটের অসুখ হওয়া। **পেট নামা**—দাস্ত হওয়া। **পেট পালা**—পরের বাড়ীতে উদরপূর্তি করা। **পেট ফাঁপা**—অজীর্ণতা হেতু পেটে বায়ু সঞ্চার হওয়া। **পেট ফেলা**—পেট খসানো (অশুব্য)। **পেট ভরা**—পেট ভরিয়া আহার গ্রহণ করা। **পেট ভরানো**—খাওয়ানো ; খাওয়াইয়া তৃপ্তি সাধন করা ; অপরের লাভের ব্যবস্থা করা (এতে শুধু ডাক্তার বৈদ্যের পেট ভরানো হবে) ; ঘুষ দেওয়া (পুলিশের পেট ভরানো)। **পেটভাতা**—শুধু খাওয়া পাইবে এই শর্তে চাকুরি। **পেটমরা**—ক্ষুধামান্দ্য হওয়া। **পেট মারা**—মারা দ্রঃ। **পেট মোটা**—ভুঁড়িবিশিষ্ট, অবৈধ লাভের ফলে ধনী। **পেট রোগা**—অজীর্ণ রোগগ্রস্ত। **পেটসর্বস্ব**—উদরসর্বস্ব, পেটুক। **পেট সামলে খাওয়া**—এমন ভাবে খাওয়া যাহাতে পেটের অসুখ না হয়। **পেট হওয়া**—গর্ভবতী হওয়া (গ্রাম্য)। **পেটে অন্ন নাই**—অনশন-ক্লিষ্ট ; সঙ্গতিহীন। **পেটে আসা**—ভ্রূণত্ব লাভ করা। **পেটে আসে ত মুখে আসে না**—বুঝিলেও প্রকাশ করিয়া বলিতে না পারা। **পেটে একখান মুখে একখান**—মনে এক মুখে আর ; ফাঁকিবাজি। **পেটে কালির আঁচড় থাকা**—অন্ততঃ কিছু লেখাপড়া জানা। **পেটে খিদে মুখে লাজ বা লজ্জা**—সঙ্কোচ করিয়া নিজের প্রবল ইচ্ছা বা প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত না করা। **পেটে খেলে পিঠে সয়**—লাভ যদি হয় সেজন্য কষ্টভোগ বা লাঞ্ছনা স্বীকার্য। **পেটে ঢোকা**—খাওয়া। **পেটে তলানো**—বমি না হওয়া, পেটে থাকা। **পেটে থাকা**—বমি না হওয়া ; মনে পোষণ করা (এত তোমার পেটে ছিল)। **পেটে দড়ি দিয়ে থাকা**—নীরবে দীর্ঘ অনশন সহ্য করা। **পেটে ধরা**—গর্ভে ধারণ করা। **পেটে পেটে**—ভিতরে ভিতরে (পেটে পেটে এত বুদ্ধি ছিল)। **পেটে পোরা**—খাইয়া ফেলা, আত্মসাৎ করা। **পেটে বিদ্যা থাকা**—কিছু ভাল লেখাপড়া জানা। **পেটে বোমা মারলে বিদ্যা বেরোবে না**—একান্ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন ব্যক্তি সম্পর্কে উপহাস করিয়া বলা হয় (চালের বস্তায় বোমা মারিয়া চাল বাহির করা হয় তাহা হইতে)। **পেটে রাখা**—প্রকাশ না করা। **পেটের কথা**—অন্তরের কথা। **পেটের ছেলে**—গর্ভজাত সন্তান। **পেটের দায়ে**—উদরান্নের সংস্থানের জন্য (পেটের দায়ে চাকরি)। **পেটের ভাত**—জীবিকা। **পেটের ভাত চাল হওয়া**—অত্যন্ত ভীত বা দুর্ভাবনাগ্রস্ত হওয়া। **পেটের ভিতরে হাত পা সেঁধিয়ে যাওয়া**—অত্যন্ত ভীত হওয়া। **উপর পেট**—নাভির উপরকার পেট। (বিপ. তলপেট)। **কাঁচা পেট**—গর্ভের প্রথম অবস্থা। **খালি পেট**—পেটে খাদ্য দ্রব্য না থাকা অবস্থা। **নাদা পেটা**—নাদা বা জালার মত পেট যার। **ভরা পেট**—ভোজনের অব্যবহিত পরের অবস্থা। **মরা পেট**—ক্ষুধামান্দ্যগ্রস্ত। **রাক্ষুসে পেট**—প্রভূত ভোজ্য ভিন্ন যাহার পেট ভরে না। **হাঁদা পেট বা পেটা**—স্থূলোদর আর এরূপ উদরের জন্য অকর্মণ্য।

পেটক—পেটরা, ঝাঁপি।

পেটরা, পেটারা, প্যাটরা—(সং. পেটক) বেত, বাঁশ ইত্যাদি দিয়া নির্মিত সিন্দুক-বিশেষ; ঝাঁপি; তোরঙ্গ (বাক্স পেটারা);

পেটা—হাতুড়ি দিয়া আঘাত করা; বার বার এরূপ আঘাত দিয়া প্রস্তুত করা পাত অথবা সেই পাত দিয়া নির্মিত তৈজসপত্র (ঢালাই নয় পেটা; পেটা লোহা; করলে আমায় লোহাপেটা—রাম প্রসাদ); প্রহার করা (আচ্ছা করে পিটে দাও); যাহাতে আঘাত দেওয়া হয় (পেটা ঘড়ি—ঘণ্টা); ঘাতসহ, মবুজ্বত (পেটা শরীর)।

পেটা, পেটাও, পেটোয়া—তালুকদারের অধীন প্রজা; প্রজার অধীন প্রজা অথবা কোর্ফা প্রজা (পেটোয়া তালুকদার; পেটাওসরিক; পেটাও প্রজা); প্রিয়, অনুগৃহীতবা হাতের লোক (নায়েবের পেটোয়া)।

পেটি,-টী—যদ্দারা পেট বাঁধা যায়, কোমরবন্ধ; মাছের পেটের অংশ (চিতলের পেটি—বিপ. গাদা); পেটিকা (আপনাকে নতুন পেটী খুলে গেঞ্জি দিচ্ছি)।

পেটিকা—ঝাঁপি, মঞ্জুষা।

পেটুক—যে অতিরিক্ত খায়, উদরসর্বস্ব।

পেটে, পেটো—(সং. পত্র) পাতা, কেশ সংস্কারের ভঙ্গি-বিশেষ (পেটে পেড়ে চুল বাঁধা)।

পেটেন্ট—(ইং Patent) আবিষ্কৃত ঔষধ যন্ত্র ইত্যাদি বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার; এক-ধরণের, বৈচিত্র্যহীন (পেটেন্ট খাবার)।

পেটো—পাট সম্পর্কিত; পাট ব্যবসায়ী (পেটো সাহেব); কলাগাছের বাকলা।

পেট্রোল—(ইং. petrol) খনিজ তৈল বিশেষ।

পেড়া—পেটারা; মিষ্টান্ন বিশেষ।

পেড়ি,-ড়ী—(সং. পেটী, পেড়া) ঝাঁপি, মঞ্জুষা।

পেণ্টালুন, পেণ্ট লুন—(ইং. pentaloon) মোটা কাপড়ের ইজার-বিশেষ (গ্রাম্য পাটলুন; কোট পাটলুন পরা)।

পেণ্ডাল—(Pandal) সভা প্রভৃতির জন্য নির্মিত অস্থায়ী গৃহ (পেণ্ডালে আর লোক ধরে না)।

পেণ্ডুলাম—(ইং Pendulum) ঘড়ির দোলক।

পেতনা, পেৎনা—(সং. প্রেত) দেখিতে বিশ্রী, অবজ্ঞেয় (পেৎনা ছেলে—গ্রাম্য)।

পেতি,-তী—পাতি দ্রঃ (পেতি হাঁস)।

পেতে, পেথে—ছাল পাতা অথবা বাঁশের চটা দিয়া নির্মিত পাত্র (পূর্ববঙ্গে পাতী)।

পেত্নী, পেতিনী—প্রেতিনী; অতিশয় কুরূপা (শাওড়াগাছের পেত্নী—শাওড়া গাছের পেত্নীর মত বিকটমূর্তি)।

পেন—(ইং Pen) কলম। **কুইল পেন**—পালকের কলম। **ষ্টিল পেন**—যে কলমের নিব ষ্টীলের নির্মিত।

পেনসন—(ইং. pension) চাকরির শেষে অবসর গ্রহণ করিলে যে বৃত্তি পাওয়া যায়। **পেনসন খাওয়া**—এরূপ বৃত্তি ভোগ করা; কিছু না করিয়া অপেক্ষাকৃত আরামে জীবন অতিবাহিত করা। **পেনশন লওয়া**—এরূপ বৃত্তি লইয়া কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করা; কর্ম-জীবন হইতে অবসর লওয়া।

পেনসিল—(ইং pencil) ভিতরে সীসার জমাট কালি-যুক্ত কাঠের কলম-বিশেষ (উড্-পেন্সিল; শ্লেটপেন্সিল—যে পেন্সিল দিয়া শ্লেটে লেখা হয়; ড্রইং-পেন্সিল—চিত্র আঁকিবার পেন্সিল।

পেনা, প্যানা—(ইং. pin) বাঁশ কাঠ প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত সরু শলাকা, কাঠে কাঠে জোড়া দিবার কাজে ব্যবহৃত হয় (পেনা মারা—এরূপ শলাকা দিয়া আঁটা)।

পেনিসিলিন—(ইং penicillin) সুবিখ্যাত ঔষধ, বহু রোগে প্রয়োগ করা হয় (পেনিসিলিন দেওয়া)।

পেন্নাম—প্রণাম (গ্রাম্য)। **পেন্নাম হই**—প্রণাম করি। **পেন্নাম করা**—(উপহাসে) দুর্জন জানিয়া ভয় করা বা পরিহার করা সম্পর্কে বলা হয় (বাবা তোমাকে পেন্নাম করি)।

পেয়—যাহা পান করা যায় বা পান করিবার যোগ্য, জল, দুগ্ধ।

পেয়ারা—ফল-বিশেষ। পিয়ারা দ্রঃ।

পেয়ালা—পিয়ালা দ্রঃ।

পেয়ে—পাযুক্ত বা পায়াযুক্ত (খড়ম-পেয়ে)।

পেয়ে—পাইয়া, লাভ করিয়া। **পেয়ে যাওয়া**—লাভ করা, সফল মনোরথ হওয়া। **পথে পেয়ে**—পথে পাইয়া বা দেখা পাইয়া। **হাতে পেয়ে, কায়দায় পেয়ে, কাবুতে পেয়ে**—জব্দ করিবার সুযোগ পাইয়া।

পেরু—(পর্তু, peru) কুক্কুটজাতীয় বৃহদাকার পক্ষী-বিশেষ ; দক্ষিণ আমেরিকার দেশ-বিশেষ (পেরুভীয়—পেরুবাসী)।

পেরুনো, পেরোনো—(কথ্য) পার হওয়া, অতিক্রম করা (ছ মাস না পেরুতেই)।

পেরেক—(পর্তু.) লোহার কাঁটা যাহা হাতুড়ি পিটিয়া বসানো হয়।

পেরেশান—(ফা পরিশান) বিপন্ন, ব্যাকুল, নাকাল, অতিশয় পরিশ্রান্ত। **হয়রান পেরেশান**—অতিশয় পরিশ্রান্ত অথবা নাকাল। বি. পেরেশানি।

পেরোজ,-জা—(ফা. পিরোজা) নীলাভ উপরত্ন-বিশেষ।

পেলব—কোমল, নরম, সুকুমার, মৃদু (কুসুম-পেলব—ফুলের মত কোমল)।

পেলা, প্যালা—অবলম্বন, ঠেস (ঘরে পেলা দেওয়া—বাহির হইতে ঠেক্‌নো দেওয়া); দর্শকদের তরফ হইতে যাত্রা পাঁচালি প্রভৃতির গায়ক-গায়িকাদের রুমালে বাঁধিয়া পুরস্কার নিক্ষেপ।

পেলাস, প্লাস—(ইং. plus) সাঁড়াশি-বিশেষ, লোহার পেরেকাদি তুলিয়া ফেলিবার কাজে ও তার কাটিবার কাজে ব্যবহার করা হয়।

পেলেগ, প্লেগ—(ইং. plague) মহামারি-বিশেষ।

পেলেট, প্লেট—(ইং. plate) ভোজন-পাত্র ; চিনা মাটির ভোজন-পাত্র।

পেলেন, প্লেন—(ইং. plane) সমতল, অবন্ধুর (মাটি পেলেন করা) ; সূত্রধরের রেঁদা।

পেশ—(ফা. পেশ) সম্মুখ। **পেশ করা**—সম্মুখে স্থাপন করা, উপস্থাপিত করা (নজীর পেশ করা ; মোকদ্দমা পেশ করা—মোকদ্দমা দায়ের করা ; নজর পেশ করা—সসম্মানে উপহার বা ভেট দেওয়া)।

পেশওয়া—(ফা. পেশবা—নেতা, পুরোধা) মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী।

পেশওয়াজ, পেশোয়াজ—উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নারীদের পরিধেয় পায়জামা-বিশেষ।

পেশকশ—(ফা) নজর, উপহার।

পেশকার—(ফা.) বিচারক জমিদার প্রভৃতির সামনে যে কর্মচারী অভিযোগ-সম্পর্কিত কাগজাদি উপস্থাপিত করে (জজের পেশকার)।

পেশগী—(ফা.) দাদন, যে অর্থ অগ্রিম দেওয়া হয়।

পেশমান, পেশেমান—(ফা. পেশেমান) লজ্জিত, অনুতপ্ত, লাঞ্ছিত। বি. পেশেমানি—অনুতাপ, লজ্জা।

পেশল, পেষল, পেসল—সুন্দর, মনোহর, সুকুমার, নিপুণ, চতুর।

পেশা—(ফা. পেশা) ব্যবসা, জীবিকা (পেশা চাকরি)। **পেশাকর, পেশাকার**—বেশ্যা। **পেশাদার**—ব্যবসায়ী ; যে ব্যবসা হিসাবে কোনও কাজ গ্রহণ করিয়াছে (পেশাদার বক্তা—অবজ্ঞার্থক)। বি. পেশাদারি।

পেশাব—(ফা.) প্রস্রাব, পেচ্ছাব। **পেশাব করে দেওয়া**—ভয়ে মূত্র ত্যাগ করা ; প্রবল বিরূপতা প্রকাশক উক্তি।

পেশি, পেশী—মাংসপিণ্ড, muscle ; ডিম্ব ; খাপ। **পেশীকোষ**—অণ্ডকোষ।

পেশোয়াজ—পেশওয়াজ দ্রঃ।

পেষণ—(পিষ্‌+অনট্) চূর্ণ করা ; দলন (এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা ধূলিতলে—রবি)। **পেষক**—যে বা যাহা পেষণ করে। **পেষণি, পেষণী**—পেষণ-যন্ত্র, শিলনোড়া ; জাঁতা।

পেষা—পেষণ করা ; বাটা (মসলা পেষা)। **পিষিয়া ফেলা**—চূর্ণ করা ; খুব প্রহার দেওয়া (মেরে পিষে ফেলেছে)।

পেস্তা—(ফা. পিস্‌তহ্) ক্ষুদ্র সবুজ ফল-বিশেষ, ইহার শাঁস খুব তৈলাক্ত (পেস্তা বাদাম কিশমিশ)।

পৈচা,-চে,-চি,-ছা, পৈঁচি—হাতের প্রাচীন অলঙ্কার-বিশেষ (কঙ্কণ পৈঁচি খুলে ফেল সখিনা —নজরুল ইসলাম)।

পৈঠা—দাওয়ায় উঠিবার ধাপ ; প্রজার নাম ও দখলী জমির বিবরণ-বিশেষ।

পৈতা—উপবীত। **পৈতাধারী**—উপবীত ধারী, ব্রাহ্মণ জাতি (অনেক সময়ে অবজ্ঞার্থক উক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়)।

পৈতামহ—পিতামহ-সম্বন্ধীয় অথবা পিতামহ-হইতে আগত (ধনাদি) (পিতামহ+ক)।

পৈত্রিক—পিতা হইতে প্রাপ্ত, পূর্বপুরুষ হইতে আগত (পৈত্রিক ধন-সম্পত্তি) ; পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে করণীয় শ্রাদ্ধ (পিতৃ+ষ্ণিক)।

পৈতৃষ্বস্রেয়, পৈতৃষ্বস্রীয়—পিতৃষ্বসার পুত্র। স্ত্রী. পৈতৃষ্বস্রেয়ী, পৈতৃষ্বস্রীয়া।

পৈত্ত, পৈত্তিক—পিত্তজনিত রোগ।

পৈত্র, পৈত্র্য. পৈত্রিক—পৈত্রিক, পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত; তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ।

পৈথান—শায়িত ব্যক্তির পায়ের দিক।

পৈ পৈ—পদে পদে, বার বার (পৈ পৈ করে বারণ করলাম কিন্তু কানে ত গেল না)।

পৈশাচ—পিশাচ-সম্বন্ধীয়; ছলে বলে বিবাহ (পৈশাচ বিবাহ)। **পৈশাচিক**—যাহা পিশাচের পক্ষেই শোভা পায়; অতি ঘৃণিত বা নিষ্ঠুর। **পৈশাচিকী, পৈশাচী**—প্রাকৃত ভাষা-বিশেষ।

পৈশুন্য—পিশুনের আচরণ বা ব্যবহার, খলতা, ধূর্ততা।

পৈষ্টিক, পৈষ্টী—ধেনোমদ।

পো—(সং. পুত্র) পুত্র, সন্তান (লিহারি মুখুজ্যের পো খেললে ভাল খেলা—হেমচন্দ্র)।

পোআ, পোয়া—পুত্র (পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলে বলা হয়); একসেরের চারি ভাগের একভাগ, সিকিভাগ, পুকি, তেউড়, চারাগাছ (কলার পোয়া); পাশার একবিন্দু। **পোয়াবারো**—পাশা খেলায় সুবিধাজনক দান বিশেষ, বিশেষ লাভের ব্যাপার।

পোআতি, পোয়াতি,-তী—গর্ভবতী, নবপ্রসূতা নারী।

পোআন, পোয়ান—(সং. পবন) কুমারের হাঁড়িকুড়ি পোড়াইবার স্থান।

পোআনো, পোয়ানো—ভোগ করা (ঝক্কি পোয়ানো); রৌদ্র বা অগ্নির তাপ গ্রহণ (আগুন পোয়ানো)। পোহান দ্রঃ।

পোআল, পোয়াল—খড়, শস্যহীন ও শুষ্ক ধানগাছ।

পোঁ—সানাইয়ের সুর; অপরিবর্তনীয় টানা সুর। **পোঁ ধরা**—সুরের সঙ্গে মিলাইয়া সুর ধরা, প্রতিধ্বনি করা, বিচারহীন সমর্থন। **পোঁ দৌড়**—ভোঁদৌড়।

পোঁচ,-ছ—হালকা লেপ (চুনের পোঁছ; আরও এক পোঁছ কালো); ঘর্ষণযুক্ত কর্তন (এক পোঁচে কাটা; করাতের পোঁচ); পরিষ্করণ (ঝাড় পোঁছ)। **পোঁচড়া, পোঁচলা**—পোঁচ, প্রলেপ (চুনের পোঁচড়া)।

পোঁচন, পোঁছন—মুছিয়া পরিষ্কার করা, ময়লা দূর করা।

পোঁচা, পোঁছা—কব্জা হইতে হাতের প্রান্ত ভাগ; জিজ্ঞাসা করা, খবর লওয়া, সম্ভাষণ করা, আগ্রহান্বিত হওয়া (কেউ পোঁছেনা—পোছাও বলা হয়)।

পোঁছা—মোছা, রগড়ানো (ভুঞ্জিয়া কাপড়ে পোঁছে হাত—কবিকঙ্কণ); মৎস্যাদির লেজ (প্রাদেশিক); যাহা পোঁছা হইয়াছে। **পেট পোঁছা**—সর্বশেষ সন্তান (গ্রাম্য)।

পোঁটলা, পোটলা—(সং. পোটলিকা) গাঁটরি (পোঁটলা পুঁটলি), কিছু বড় মোড়ক (কাগজের পোঁটলা)। (গ্রাম্য—টোপলা)।

পোঁটা—মাছের ফুলকা; নাড়িভুঁড়ি (পোঁটা গালা); শ্লেষ্মার জমাট টুকরা (নাকের পোঁটা); ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর (গুয়ের পোঁটা—ক্ষুদ্র শিশুর জীবনের অনিশ্চিয়তা সম্বন্ধে বলা হয়)।

পোঁতা—(সং. প্রোথিত) প্রোথিত করা, চারাগাছ বা বীজ লাগানো (আমের চারা বা আঁটি পোঁতা); প্রোথিত, ভূগর্ভে নিহিত (পোঁতাধন); ভিটা, plinth।

পোঁদ—(সং. পর্দ্দ) পশ্চাদ্ভাগ; তলদেশ; গুহ্যদ্বার। (বর্তমান বাংলায় গ্রাম্য ও অশিষ্ট)। **নেঙটাপোঁদা**—এত দরিদ্র যে পরণের কাপড়ও নাই। **পোঁদ তলতল**—অত্যন্ত ভীত হওয়ার অবস্থা। **পোঁদে লাগা**—পিছনে লাগা, শত্রুতা করিতে তৎপর হওয়া।

পোক, পোকা—কীট, ক্রিমি। **পোক-পড়া**—ক্ষত প্রভৃতিতে ক্রিমি কীটের সৃষ্টি হওয়া; কর্মে অতিশয় মন্থরতা সম্বন্ধে বলা হয়। (যে কাজে যায় যেন পোক পড়ে)।

পোকা—(সং. পুত্তিকা) কীট পতঙ্গ ক্রিমি প্রভৃতির সাধারণ নাম। **পোকা ধরা**—যাহাতে পোকা ধরিয়াছে, পোকায় কাটা। **পোকা পড়া**—পচনের ফলে ক্রিমি কীটের সৃষ্টি হওয়া। **পোকা পাড়া**—ভাল জিনিষের নিন্দা করা (জ্যান্ত মাছে পোকা পাড়া)। **পোকা বাছা বা বাছুনি করা**—খুঁতখুতে প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া। **কাঁচ-পোকা**—উজ্জ্বল সবুজবর্ণের কীট-বিশেষ; ইহার দেহাংশ মেয়েদের টিপরূপে ব্যবহৃত হয়। **বইয়ের পোকা**—বই পড়াতেই যার দিন কাটে, কেতাব-কীট, bookworm।

শ্যামাপোকা—সবুজবর্ণ ক্ষুদ্র কীটবিশেষ, ইহারা আলোর দিকে খুব আকৃষ্ট হয়।

পোক্ত, পোক্তা—(ফা. পুখ্‌তহ্‌) মজবুত, দৃঢ় : (পোক্ত বুনিয়াদ ; দলিল পোক্ত করা) ; পরিণতি প্রাপ্ত (এখনও হাড় পোক্ত হয় নাই) ; পটু, দড়—নিপুণ (পাকাপোক্ত)।

পোখরাজ—মণিবিশেষ, topaz।

পোগণ্ড—(অপ—গম্‌+ড,অপ=পো) বিকলাঙ্গ ; পাঁচ হইতে পনের বৎসর বয়সের বালক।

পোট—(হি.) মিলমিশ, মতের মিল বা সঙ্গতি (পোট হওয়া—মিল হওয়া, পড়তা পড়া; পোট করা—পরস্পরের মতের বা চালচলনের সঙ্গতি সাধন করা)।

পোটফোলিও, পোর্টফোলিও—(ইং. portfolio) আঁবাধা কাগজ ছবি ইত্যাদি রাখিবার কাগজের আধারবিশেষ; মন্ত্রীর কর্মভার, দফ্‌তর।

পোর্টমেন্টো—(ইং portmanteau) লোহার পাত দিয়া তৈয়ারী চতুষ্কোণ বাক্সবিশেষ।

পোটলা—পোঁটলা দ্রঃ। (পোটলা-পুটলি বা পোঁটলা-পুঁটলি)।

পোড়—দগ্ধ হওয়া, ভাটায় বা পোয়ানে পক্ব হওয়া। **পোড় খাওয়া**—অগ্নির উত্তাপে পুড়িয়া দৃঢ়ত্ব লাভ করা : যাহার বিচিত্র ও দুঃখকর অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে (পোড় খাওয়া লোক)। **আমাপোড়**—যাহা ভাল পোড় খায় নাই। **খরপোড়**—যাহা কিছু বেশী পুড়িয়াছে ও সেইজন্য বেশী মজবুত হইয়াছে। **পোড়ের ভাত**—(সাধারণত পোরের ভাত বলা হয়)—ঘুঁটের আগুনে সিদ্ধ চাউল, নরম জ্বালে সিদ্ধ-করা,ফেন-না-ফেলা ভাত।

পোড়া—দগ্ধ হওয়া; সন্তপ্ত হওয়া (শোকে পোড়া); ব্যথিত হওয়া (মায়ের মন পোড়ে)। পুড়া দ্রঃ। **কপাল পোড়া**—ভাগ্য মন্দ হওয়া।

পোড়া—দগ্ধ, দুর্ভাগ্যযুক্ত (পোড়া অদৃষ্ট); ভস্মীভূত (পোড়া ভিটা), আগুনে ঝলসানো (বেগুন পোড়া); দগ্ধ ও বিবর্ণ (পোড়া রং; পোড়াকাঠ); নিন্দিত, অভিশপ্ত (পোড়া চোখ; পোড়া লেখনী)। **পোড়া কপাল**—দুর্ভাগ্য (পোড়া কপালে; পোড়া কপালী)। **পোড়া মুখ**—কলঙ্কিত মুখ বা মূর্তি।

পোড়ানো—দাহ করা (মড়া পোড়ানো); ভস্মীভূত করানো (বাড়ী পোড়ানো); যন্ত্রণা দেওয়া (জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে); ঝলসানো বা উত্তাপ ভোগ করা (বেগুন পোড়ানো; পিঠ পোড়ানো)। **মুখ পোড়ানো**—অতিরিক্ত গরম বা ঝাল দ্রব্য মুখে দেওয়ার ফলে জিহ্বা প্রভৃতি ঝলসে যাওয়া (মুখ পোড়ানো গরম অথবা ঝাল)। **হাত পোড়ানো**—রন্ধনকালে আগুনের তাপে অথবা উত্তপ্ত তৈজসপত্র ধরিয়া হাত জ্বালানো (হাত পুড়িয়ে রাঁধা—খুব তাড়াতাড়ি করিয়া রান্না করা যাহার ফলে প্রায়ই হাত পুড়িয়া যায়)।

পোড়ানিয়া, পোড়ানে—যে পোড়ায়; যে যন্ত্রণা দেয় অথবা ব্যতিব্যস্ত করে। স্ত্রী. পোড়ানী।

পোড়ার—পোড়ানে, মন্দভাগ্য। **পোড়ারমুখো**—গালি বিশেষ (আদরেও কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়)। স্ত্রী. পোড়ারমুখী।

পোড়েন—পড়িয়ান দ্রঃ। **টানা পোড়েন বা তানা পোড়েন**—কাপড়ের দৈর্ঘ্যের ও প্রস্থের সুতা।

পোড়ো—যে পড়ে অথবা লেখাপড়া জানে, ছাত্র (সর্দার পোড়ো); যাহা পড়িয়া আছে, অব্যবহৃত ও অব্যবহার্য (পোড়ো জমি; পোড়ো বাড়ী)।

পোণ, ন—কুড়ি গণ্ডা; পণ দ্রঃ।

পোত—শাবক, শিশু (পক্ষিপোত; নাগপোত); চারাগাছ; দশমবর্ষীয় হস্তী; গৃহনির্মাণ স্থান, পোতা, plinth; বৃহৎ জলযান, জাহাজ (অর্ণব-পোত)। স্ত্রী. পোতী—মাদী বাচ্চা। **পোতজ**—হস্তি-অশ্বাদি। **পোতধারী**—পোতের অধ্যক্ষ। **পোতনায়ক**—জাহাজের কাপ্তেন। **পোতবণিক**—যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করে। **পোতবাহ**—মাঝিমাল্লা। **পোতভঙ্গ**—নৌকা বা জাহাজডুবি।

পোতকী—পুঁই শাক; শ্যামা পক্ষী।

পোতা—যজ্ঞাদি কর্মে নিযুক্ত পুরোহিত বিশেষ; পৌত্র; ঘরের ভিত, plinth; কোরণ্ড।

পোতাচ্ছাদন—তাঁবু।

পোতাধান—যাহা কাপড় দিয়া ছাকিয়া তোলা হয়, পোনা মাছের ঝাঁক।

পোতাধ্যক্ষ—জাহাজের অধ্যক্ষ বা কাপ্তেন।

পোতামাঝি—জাহাজের নাবিক ; বলবান্ কারারক্ষক বা প্রহরী (প্রাচীন বাংলা)। **পোতাশ্রয়**—যেখানে জাহাজ বা নৌকাদি আশ্রয় লয়, harbour।

পোদ—জল-অচল হিন্দুজাতি বিশেষ, কৃষি ও মাছ ধরা ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। **পোদবৃত্তি**—পোদের জাতির ব্যবসায়, নীচ জাতির জীবিকা।

পোদ্দার—(ফা. পোদ্দার) যে মুদ্রার কৃত্রিমতা অকৃত্রিমতা পরীক্ষা করে, যে বাটা লইয়া নোট আদি ভাঙ্গায়। বি. পোদ্দারি—পোদ্দারের কাজ, মহাজনী। **পরের ধনে পোদ্দারি**—পরের ধন লইয়া সর্দারি ফলানো।

পোন, পৌনে—(সং. পাদোন) চার ভাগের এক ভাগ কম (পনসের ; পৌনে দুই)।

পোনর, পোনের—(সং. পঞ্চদশ) ১৫ এই সংখ্যা। **পোনরুই**—মাসের পনের তারিখ।

পোনা—(সং. পোতাধান) মাছের ছানা, চারা মাছ। **পোনামাছ**—রুই কাতলা ও মৃগেল।

পোমেটম—(ইং pomatum) কেশ প্রসাধনে ব্যবহার্য সুগন্ধি-বিশেষ।

পোয়া—(সং. পাদ) যে কাঠের খুঁটিদ্বয়ের উপরে ঢেঁকির আঁকাশলী থাকে ; সেরের চারি ভাগের এক ভাগ। **পোয়াবার**—পোআ দ্রঃ, খুব ভাল দান, সম্পূর্ণ অনুকূল দৈব। **চারি পোয়া** পূর্ণাঙ্গ (কলি চার পোয়া পূর্ণ হলো)।

পোয়াল—(সং. পলাল) খড়, বিচালি। **পোয়ালকুড়**—খড়ের পালা বা স্তূপ।

পোরা—পূর্ণকরা, ঢুকানো (বন্দুকে কার্তুজ পোরা) ; পূর্ণ (কানায় কানায় পোরা)।

পোলা—পুত্র, সন্তান (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)। **পোলাপান**—ছেলে-পিলে ; কচি ছেলে (আমারে পোলাপান পাইছ)। **পোলাতি**—পোয়াতি।

পোলাও—(ফা পুলাব ; সং পলান্ন) ঘৃতপক্ক তণ্ডুল। **খোস্কা পোলাও**—খুস্ক দ্রঃ। **তর্ পোলাও**—অধিক ঘৃতযুক্ত পোলাও। (রন্ধন ভেদে পোলাও-এর বহু নাম—এখ্‌নি পোলাও, বিরিয়ানি পোলাও, মোরগ পোলাও, মিঠা পোলাও, সবজী পোলাও ইত্যাদি)।

পোলাদ—(ফা.) দামেস্কের উৎকৃষ্ট ইস্পাত (পোলাদের তলোয়ার)।

পোলো—পোলুই দ্রঃ ; (ইং. polo) ঘোড়ায় চড়িয়া বল লইয়া খেলা-বিশেষ, প্রাচীন কালেও ইহা প্রচলিত ছিল।

পোশ—(ফা. পোশ) আচ্ছাদন ; (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **খোরপোশ**—খোরাক ও পোষাক। **বালাপোশ**—অঙ্গাবরণ-বিশেষ।

পোশাক, পোষাক—(ফা. পোশাক) পরিচ্ছদ, জামা কাপড় ইত্যাদি ; উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ (পোষাক পরে কোথায় বেরুনো হচ্ছে)।

পোশাকী, পোষাকী—বিশেষ পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কীয়, যাহা আটপৌরে নয় (পোষাকী ভদ্রতা—লোক-দেখানো ভদ্রতা)। **খোশপোশাকী**—সুবেশধারী, সৌখীন।

পোষণ—প্রতিপালন, বর্ধন (পোষণে মাতা)।

পোষক—যে পোষণ করে, সমর্থক (চণ্ডনীতির পোষক)। স্ত্রী. পোষিকা, পোষিণী। বি. পোষকতা—সমর্থন, সাহায্য। **পোষণীয়**—পালনীয়, সমর্থনযোগ্য।

পোষা—পালিত, বিশেষ অনুগত।

পোষা—পালন করা (পাখী পোষা)। **ছা-পোষা**—যাহাকে বাচ্চাকাচ্চা পুষিতে অর্থাৎ পালন করিতে হয়।

পোষানো—সুবিধা হওয়া, সঙ্কুলান হওয়া, বনি-বনাও হওয়া, চালচলনে মিল হওয়া (তাদের সঙ্গে পোষাল না ; এই দামে বিক্রি হলে খরচ পোষাবে না)।

পোষ্ট—(ইং. post) ডাক বা ডাক বিষয়ক (চিঠি পোষ্ট করা—ডাকে দেওয়া ; সাধারণতঃ অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **পোষ্ট মাষ্টার**—পোষ্টাফিসের বড়বাবু। **পোষ্টাফিস**—ডাকঘর। **পোষ্টকার্ড**—পত্র লিখিবার সরকার-অনুমোদিত কাগজখণ্ড বিশেষ। **বুকপোষ্ট**—মুখ খোলা ডাকের পুলিন্দা বিশেষ, এই ব্যবস্থায় অধিক ওজনের মুদ্রিত কাগজাদি অল্প মূল্যে প্রেরণ করা যায়। **বেয়ারিং পোষ্ট**—যে চিঠি বা পুলিন্দার মাশুল পত্র-প্রাপককে দিতে হয় ; ব্যঙ্গার্থে, অন্যের উপরে নির্ভরশীলতা (খাওয়া দাওয়া তাহলে বেয়ারিং পোষ্টে চলছে)। **ভি পি পোষ্ট**—value payable post, যে পুলিন্দা প্রাপককে মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

পোষ্ট—(Lat. post—পরবর্তী) পরবর্তী, উত্তর

কালীন। **পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট**—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের পরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কিত।

পোষ্টা—(পুষ্ +তৃচ্) পোষণকারী, প্রতিপালক। **পোষ্টাবর, পোষ্টৃবর**—শ্রেষ্ঠ আশ্রয় দাতা, পালনকর্তা।

পোষ্টাই—(হি.) পরিপুষ্ট ; বলবীর্য-বর্ধক (পোষ্টাইয়ের দাওয়া বা পোষ্টাই দাওয়া)।

পোষ্য—পোষণীয়, প্রতিপাল্য (পোষ্যবর্গ—যাহাদিগকে পালন করিতে হয়, পিতামাতা, গুরু, পত্নী পুত্র, আশ্রিত ইত্যাদি)। **পোষ্যপুত্র**—দত্তকপুত্র ; ব্যঙ্গার্থে—পোষ্যপুত্রের মত আদর প্রাপ্ত ও দায়িত্বহীন ব্যক্তি (কথা ভাষায় পুষ্যি পুত্তুর)।

পোস্ত,-স্তা—অহিফেন গাছের ফল (পোস্ত দানা)।

পোস্তা—(ফা পুষ্তহ্) দেওয়ালের গোড়ায় যে ঠেস গাঁথা হয়, buttress ; এরূপ বাঁধ দেওয়া সরু রাস্তা ; বিক্রয়ের স্থান বা ঘাট (আম পোস্তা)।

পোহানো—প্রভাত হওয়া (রাত পোহাল); অতিক্রম করা, যাপন করা, পোয়ানো, দুঃখ তাপাদি ভোগ করা (কষ্ট পোহানো ; রোদ পোহানো)।

পৌগণ্ড—পোগণ্ড-কাল-সম্পর্কিত : পোগণ্ড অবস্থা অর্থাৎ পঞ্চম হইতে দশম বর্ষ বয়স পর্যন্ত।

পৌণ্ড্র—পুণ্ড্র দেশ অথবা সেই দেশের লোক ; আখ বিশেষ, পুঁড়ি আখ। **পৌণ্ড্রিক**—পুঁড়ো, পুণ্ড্র দেশজ।

পৌত্তলিক—পুত্তলিকার পূজক, প্রতিমাপূজক, idolator। বি. পৌত্তলিকতা—প্রতিমাপূজা, বুৎপরস্তি।

পৌত্র—(পুত্র+অন্) পুত্রের পুত্র। স্ত্রী. পৌত্রী।

পৌনঃপুনিক—যাহা বারবার ঘটে, recurring, পৌনঃপুনিক ভগ্নাংশ। বি. পৌনঃপুনিকতা। **পৌনঃপুন্য**—পুনঃ পুনঃ সংঘটন, নিত্যত্য।

পৌনরুক্ত, পৌনরুক্ত্য—পুনরুক্তি, আধিক্য।

পৌনর্ভব—পুনর্ভূর পুত্র অর্থাৎ বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তার পুনর্বিবাহ-জাত পুত্র। স্ত্রী. পৌনর্ভবা—বাগদত্তা মনোদত্তা ইত্যাদি কন্যা।

পৌনে—পোন দ্রঃ।

পৌর—পুর সম্বন্ধীয় ; পুরজন (পৌরবর্গ)। **পৌর অধিকার**—নাগরিক অধিকার, civic rights। **পৌরকন্যা**—গৃহস্থ কন্যা, কুলস্ত্রী। **পৌরকার্য**—পুররক্ষা ও পালন সংক্রান্ত কার্য। **পৌরজন**—পুরবাসী। **পৌরপিতৃগণ**—city fathers, নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাপকগণ। **পৌরসভা**—Municipal corporation, পৌরপিতৃগণের সভা।

পৌরব—পুরুবংশোদ্ভব।

পৌরস্ত্য—পূর্বদেশীয় : প্রথম।

পৌরস্ত্রী—কুলকামিনী ; পৌরাঙ্গনা।

পৌরাণ—পুরাণ সম্বন্ধীয় ; পৌরাণিক। **পৌরাণিক**—পুরাণ সম্বন্ধীয় ; পুরাণ শাস্ত্রে পণ্ডিত ; পুরাকালীন।

পৌরুষ—পুরুষের কর্ম বা ধর্ম, পরাক্রম, উদ্যম, সাহস, তেজ, বীর্য, পুরুষত্ব ; পুরুষ পরিমিত। [গ্রাম্য—পৌরষ—প্রশংসা, নামডাক, খ্যাতি (এতে কি তোমার পৌরষ বাড়বে)]।

পৌরুষেয়—(পুরুষ+ঢেয়) মনুষ্যকৃত বা রচিত (বিপ. অপৌরুষেয়)।

পৌরোহিত্য—পুরোহিতের কর্ম ; সভাপতিত্ব।

পৌর্ণমাস—পূর্ণিমা তিথিতে করণীয় যজ্ঞ-বিশেষ। **পৌর্ণমাসী**—পূর্ণিমা তিথি।

পৌর্ব—পূর্বকার সম্বন্ধীয়, পূর্বদেশ সম্বন্ধীয়। **পৌর্বদেহিক**—পূর্ব জন্মগত ; প্রাক্তন।

পৌর্বাপর্য—আনুপূর্বিতা, অনুক্রম : পূর্বপর সম্বন্ধ।

পৌর্বাহ্নিক—পূর্বাহ্ন সম্পর্কিত, প্রাতঃকালীন।

পৌর্বিক—পূর্বকাল-জাত, প্রাক্তন।

পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যের সন্তান বা পৌত্রাদি—কুবের রাবণ বিভীষণ ইত্যাদি।

পৌলোম—পুলোমার পুত্র। স্ত্রী. **পৌলোমী**—ইন্দ্রপত্নী শচী।

পৌষ—বাংলা বৎসরের নবম মাস ; পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা ইহাতে থাকে, সেইজন্যই ইহার নাম পৌষ। **পৌষী**—পৌষমাসের পূর্ণিমা। **পৌষপার্বণ**—পৌষ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত পিঠা খাওয়ার পার্বণ।

পৌষ্টিক—পুষ্টিকর ; ক্ষৌরকালে ব্যবহার্য গাত্রাচ্ছাদন বিশেষ।

পৌষ্প—পুষ্প-নির্মিত ; পুষ্প-বিষয়ক।

প্যাঁক, প্যাঁক—হাঁসের ডাক, হাঁসের ডাকের মত কোমল শব্দ।

প্যাঁকাটি—পাকাটী, পাটকাটি।

প্যাঁচ—পেচ দ্রঃ। **প্যাঁটরা**—পেটরা দ্রঃ।

প্যাকিং—(ইং packing) মাল যত্নে বাক্সবন্দি

করা বা সাজানো। **প্যাকিং চার্জ**—প্যাক করার দরুন খরচা।

প্যাডেল—(ইং. paddle) যাহা হাত পা দিয়া বা অন্য উপায়ে ঘুরাইলে গতিশক্তির উৎপত্তি হয়।

প্যান প্যান—অভিযোগ বা কান্নার সুরে ক্রমাগত বকিয়া যাওয়া, অনুৎকট ঘ্যান ঘ্যান। বি. প্যানপ্যানানি ; বিণ. প্যানপ্যানে।

প্যানেল—(ইং. panel) কাঠে খাঁজ কাটিয়া তাহাতে যে কাঠের টুকরা বসানো হয় (দরজার প্যানেল) ; কর্মে নিয়োগকারী বিশিষ্ট সমিতি (প্যানেল গঠন করা) ; জুরীদের নামের তালিকা।

প্যান্ট—পেন্টালুন দ্রঃ।

প্যাদা- পিয়াদা দ্রঃ।

প্যারাগ্রাফ-(ইং paragraph) অণুচ্ছেদ ; সংবাদপত্রে মন্তব্য (আমার নামে কাগজে প্যারাগ্রাফ বেরোতে শুরু হয়েছে—রবি।

প্যারী—পিয়ারী দ্রঃ; কৃষ্ণের পরম প্রিয়া রাধিকা।

প্যারেড—(ইং parade) সৈন্য অথবা পুলিশের কুচকাওয়াজ প্রদর্শন। **প্যারেড গ্রাউণ্ড**—য বিস্তৃত স্থানে প্যারেড হয়।

প্যালা—পেলা দ্রঃ।

প্যাসেঞ্জার—(ইং passenger) যাত্রী ; প্যাসেঞ্জার গাড়ী (গেল কত মালের গাড়ী গেল প্যাসেঞ্জার—রবি)। **প্যাসেঞ্জার ট্রেন বা গাড়ী**—যাত্রীবাহী গাড়ী (বিপ. মালগাড়ী)।

প্র—উৎকর্ষ, আধিক্য, গতি, আরম্ভ, সম্পূর্ণ, খ্যাতি ইত্যাদি বোধক উপসর্গ (প্রকর্ষ ; প্রগতি, প্রনষ্ট, প্রখ্যাত)।

প্রকট—(প্র+কটচ্) স্পষ্ট, ব্যক্ত, মূর্ত। **প্রকটন**—প্রকাশ পাওয়া, ব্যক্ত হওয়া, রূপায়ন। বিণ. প্রকটিত—প্রকাশিত, রূপায়িত। **প্রকটীকৃত**—যাহা স্পষ্ট ছিলনা তাহাকে স্পষ্ট করা, বিশদীকৃত।

প্রকম্প—প্রবল কাঁপুনি ; বেপথু। **প্রকম্পন**—প্রবল কম্পন। বিণ. প্রকম্পিত—বিশেষ ভাবে কম্পিত (প্রতাপে ধরাতল প্রকম্পিত হইল)।

প্রকর—সমূহ, নিকর (পুষ্পপ্রকর) ; সাহায্য, অধিকার।

প্রকরণ—প্রকার, প্রসঙ্গ, প্রস্তাব, বৃত্তান্ত, বিষয়, কোনও এক বিষয়ের সূত্রসমূহ (কারকপ্রকরণ, সন্ধি প্রকরণ) ; রূপক বিশেষ।

প্রকর্ষ—উৎকর্ষ, বৃদ্ধি, আধিক্য। **চিৎপ্রকর্ষ**—চিত্ত শক্তির বিকাশ, culture। **বর্ণপ্রকর্ষ**—বর্ণের উজ্জ্বলতা লাভ। **প্রকর্ষণ**—আকর্ষণ, আধিক্য লাভ।

প্রকল্প—যুক্তিতর্ক সমর্থিত অনুমান বা সিদ্ধান্ত, hypothesis (নীহারিকা প্রকল্প—Nebular hypothesis)। **প্রকল্পনা**—অনুভাবনা, নির্ণয়। বিণ প্রকল্পিত—উদ্ভাবিত, নির্ণীত।

প্রকাণ্ড—গাছের গুঁড়ি ; বৃহৎ, বিশাল (ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড) ; অদ্ভুত রকমের বড় (অদৃষ্টের প্রকাণ্ড পরিহাস)।

প্রকাম—[প্র (অধিক)—কম্ (বাঞ্ছা করা)+ ঘঞ্] পর্যাপ্ত, প্রচুর, অত্যন্ত। **প্রকামভুক্**—যে বেশী পরিমাণে খায়।

প্রকার—রকম, ধরণ (নানা প্রকারে) ; জাতি, ধারা, form, কৌশল (পাকে-প্রকারে) ; **প্রকারান্তরে**—অন্যভাবে, পরোক্ষভাবে (এ প্রকারান্তরে নিষেধ করা)।

প্রকাশ—প্রকটন, বিকাশ, জাহির অভিব্যক্তি (ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া পড়িল ; সূর্য প্রকাশ পাইল) ; সুবিজ্ঞাত, প্রকট (প্রকাশ থাকে যে বাদী প্রতিবাদীকে পূর্বে কটু কথা বলিয়াছিল) ; শোভা, দীপ্তি (প্রকাশো জননী নয়ন সমুখে প্রসন্ন মুখ ছবি—রবি) ; ব্যাখ্যা গ্রন্থ, দীপিকা (কাব্য প্রকাশ) ; মুদ্রণ ও প্রচার (গ্রন্থ প্রকাশ করা)। **প্রকাশক**—যে প্রকাশ করে, ব্যঞ্জক, সূচক, পুস্তকাদির প্রচারক, publisher। **প্রকাশন**—প্রকাশ করণ, উদ্ভাসন, ঘোষণা। **প্রকাশাত্মা**—সপ্রকাশ, ঈশ্বর, সূর্য। বিণ. প্রকাশিত—প্রকটিত, প্রচারিত, উদ্ভাসিত, অভিব্যক্ত, স্পষ্টীকৃত। **প্রকাশ্য**—প্রকাশের যোগ্য, যাহা প্রকাশিত হইবে (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ; অনাবৃত, উন্মুক্ত, খোলাখুলি (প্রকাশ্য আদালতে) ; প্রকাশ্য ভাবে।

প্রকীর্ণ—(প্র—কৃ+ক্ত) বিকীর্ণ, বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো, এলোমেলো, আলুলায়িত (প্রকীর্ণ কেশ) ; উচ্ছৃঙ্খল।

প্রকীর্তন—ঘোষণ, প্রশংসন, কথন। **প্রকীর্তি**—খ্যাতি, প্রসিদ্ধি, নাম সংকীর্তন। **প্রকীর্তিত**—ঘোষিত, প্রচারিত, অভিহিত।

প্রকুপিত—অতিশয় ক্রুদ্ধ ; বিকৃত (পিত্ত প্রকুপিত হওয়ার ফলে ব্যাধি)।

প্রকৃত—যথার্থ, অবিকৃত, আসল (প্রকৃত সত্য ;

প্রকৃত ঘটনা)। প্রকৃত তত্ত্ব,-তা—সত্যতা, প্রকৃত অবস্থা। **প্রকৃত প্রস্তাবে**—আসলে বাস্তবিক।

প্রকৃতি—জগতের যাবতীয় অকৃত্রিম পদার্থের সাধারণ নাম; জড় প্রকৃতি (চৈতন্য বা পুরুষের বিপরীত); স্বভাব (প্রকৃতি বদলায়না); চরিত্র (মহৎ প্রকৃতির লোক); স্বামী, মন্ত্রী, সহায়, ধন, দেশ, দুর্গ, সৈন্য এই সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ; জনসাধারণ, প্রজা (প্রকৃতিপুঞ্জ); নারী (সন্ন্যাসী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ—চৈঃ চরিঃ); শক্তি, জননী, পঞ্চভূত, লিঙ্গ, পরমাত্মা; (ব্যাকরণে, ধাতু ও শব্দ। **প্রকৃতিকৃপণ**—স্বভাবদীন। **প্রকৃতিগত**—স্বভাব অনুযায়ী। **প্রকৃতিজ,-জন্য,-জাত**—স্বভাবজাত। **প্রকৃতিদত্ত**—স্বভাবদত্ত, যাহা চেষ্টার্জিত নহে। **প্রকৃতি-পূজা**—প্রকৃতিকে জগৎ পরিচালনী শক্তি জ্ঞানে পূজা, জড়পূজা, লিঙ্গপূজা। **প্রকৃতিপুঞ্জ**—প্রজাবর্গ, প্রাণিসমূহ। **প্রকৃতি-বাদ**—প্রকৃতিপূজা, শব্দের মূল অর্থ-সম্পর্কিত বিচার। **প্রকৃতি-বিজ্ঞান**—পদার্থবিজ্ঞান, physics। **প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ**—পদার্থবিজ্ঞান-বিশারদ, physicist। স্ত্রী. প্রকৃতি-বিজ্ঞানবেত্রী। **প্রকৃতিমণ্ডল**—প্রজামণ্ডল, অমাত্যাদি রাজ্যাঙ্গ ও প্রজামণ্ডল। **প্রকৃতি-রঞ্জক**—প্রজাবর্গের পরিতোষ সাধনে যত্নশীল। **প্রকৃতিস্থ**—স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত, অক্ষুব্ধ।

প্রকৃষ্ট—প্রশস্ত, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ। বিপ. বিপ্রকৃষ্ট।

প্রকোপ—বিবর্ধিত ক্রোধ, অতি রোষ, উৎকটতা, প্রবলতা (ব্যাধির প্রকোপ)। **প্রকোপন**—প্রকোপ, অগ্নি ইত্যাদি উস্কানো। **প্রকোপিত**—অতিশয় ক্রুদ্ধ।

প্রকোষ্ঠ—(প্র—কুষ্+থ) কনুয়ের নীচ হইতে মনিবন্ধ পর্যন্ত হাতের অংশ (প্রকোষ্ঠে বিচিত্র রত্নখচিত চুড়); দ্বারের পার্শ্বগৃহ, কক্ষ, মহল।

প্রক্রম—উপক্রম, অতিক্রম, পরম্পরা। **প্রক্রমণ**—গমন, আরম্ভ। **প্রক্রান্ত**—গত, আরব্ধ, অবস্থত।

প্রক্রিয়া—কোনও কার্য সাধনের উপযুক্ত পদ্ধতি। **প্রয়োগ**—অনুষ্ঠান।

প্রক্ষালন—[প্র—ক্ষালি (ধৌত করা)+অনট্] ধৌতকরণ (পাদ প্রক্ষালন), পরিশোধন (দোষ প্রক্ষালন)। বিণ. প্রক্ষালিত—ধৌত, পরিষ্কৃত, মার্জিত।

প্রক্ষিপ্ত—বিসৃষ্ট, নিক্ষিপ্ত, সন্নিবেশিত (প্রক্ষিপ্ত শ্লোক—যে শ্লোক মূল রচয়িতার রচনা নহে অন্যের দ্বারা সন্নিবেশিত); যৌথ ব্যবসায়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর মূলধন। বি. **প্রক্ষেপ**—নিক্ষেপ, যাহা বাহির হইতে ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে বা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; ততযন্ত্রে সঙ্গীত আলাপ করিবার পদ্ধতি-বিশেষ। **প্রক্ষেপন**—প্রক্ষেপ—projection। **প্রক্ষেপক**—প্রক্ষেপকারী। **প্রক্ষেপনীয়**—প্রক্ষেপ করিবার যোগ্য। **প্রক্ষেপিকা**—যে শক্তির দ্বারা কোনও বস্তু প্রক্ষিপ্ত হয়।

প্রক্ষেড়ন—অব্যক্ত শব্দ কারক, লৌহময় বাণ (প্রক্ষেড়নধারী—মধুসূদন)।

প্রখর—তীক্ষ্ণ (প্রখর দৃষ্টি); তীব্র, কটু; কড়া মেজাজের (স্ত্রী প্রখরা); অশ্বতর।

প্রখ্যাত—খ্যাতিমান, প্রসিদ্ধ। **প্রখ্যাত-নামা**—সুপ্রসিদ্ধ। **প্রখ্যাত বপ্তৃক**—সদ্বংশের সন্তান, ভদ্রলোক। **প্রখ্যাতি**—প্রসিদ্ধি, যশ। **প্রখ্যাপন**—বিঘোষণ। **প্রখ্যাপিত**—বিঘোষিত।

প্রগণ্ড—কনুই হইতে স্কন্ধ পর্যন্ত বাহুর অংশ। **প্রগণ্ডী**—দুর্গভিত্তি, যেখানে বীরগণ উপবেশন করিয়া থাকে, শিবির।

প্রগতি—উন্নতি অভিমুখে গতি, progress। **প্রগতিবাদী**—যাহা আছে তাহার পরিবর্তন চাই ও আরও উৎকর্ষ চাই—এই মত পোষণ-কারী। **প্রগমন**—প্রয়াণ, কলহ।

প্রগল্‌ভ—[প্র (অধিক)—গল্‌ভ্ (অহঙ্কারী হওয়া)+অ] উদ্ধত, দাম্ভিক, নির্লজ্জ সাহসী, অবিনীত। স্ত্রী **প্রগল্‌ভা**—ধৃষ্টা, অসঙ্কুচিতা, গাঢ়তারুণ্যা নায়িকা। বি. **প্রগল্‌ভতা**—ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা, বাকচাতুরী, অশিষ্টতা।

প্রগাঢ়—অধিক, গভীর (প্রগাঢ় নিদ্রা; প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য); নিবিড়, দৃঢ়, কঠিন।

প্রগাতা—(প্র—গৈ+তৃচ্) উত্তম গায়ক। বিণ. প্রগীত—উচ্চকণ্ঠে গীত।

প্রগ্রহ, প্রগ্রাহ—ঘোড়ার লাগাম; যে সূত্র ধরিয়া তুলাদণ্ড দিয়া মাপা হয়; রজ্জু; চাবুক; কিরণ; বন্দীকরণ; ইন্দ্রিয় নিগ্রহ; কয়েদী।

প্রচণ্ড—প্রবল, অসহ্য, দুর্ধর্ষ (প্রচণ্ড বিক্রম);

দুঃসহ, প্রখর, অত্যুগ্র, অতিক্রুদ্ধ। বি. প্রচণ্ডতা। **প্রচণ্ডঘোণ**—তুঙ্গনাসিক। **প্রচণ্ড মূর্তি**—উগ্র মূর্তি, ভয়ঙ্কর মূর্তি।

প্রচয়—সংগ্রহ, যষ্টি বা চৌর্যের দ্বারা সংগ্রহ (ফলপুষ্পপ্রচয়); সমূহ। **প্রচয়ন**—সংগ্রহ-করণ, রাশীকরণ।

প্রচর—(যেখানে বিচরণ করা হয়) মার্গ, পথ। **প্রচরণ**—গমন। বিণ. প্রচরিত—প্রচলিত, প্রয়াত।

প্রচল—সঞ্চলিত, চঞ্চল, প্রচলিত। **প্রচলন**—ব্যবহার, প্রচার, চলন, চ্যুতি, সঞ্চলন। বিণ. **প্রচলিত**—যাহা চলিত, current (প্রচলিত রীতি)।

প্রচার—বিজ্ঞপ্তি (মত প্রচার); প্রকাশ (কথাটা প্রচার হয় নাই); প্রসিদ্ধি; গোচারণ স্থান। **প্রচারক, প্রচারয়িতা**—যে প্রচার করে। **প্রচারণ**—প্রকাশ করা, চলন। বিণ. প্রচারিত—প্রকাশিত, বিজ্ঞাপিত।

প্রচিত—যাহার ফুল চয়ন করা হইয়াছে; রাশীকৃত (প্রচিত ফলপুষ্প)।

প্রচীয়মান—উপচীয়মান, বৃদ্ধিশীল।

প্রচুর—[প্র—চোরি (চুরি করা)+অ] অনেক, পর্যাপ্ত (প্রচুর লাভ)। **প্রচুরীকৃত**—বহুলীকৃত।

প্রচেতাঃ—(যাহার চিত্ত প্রকৃষ্ট) বরুণ; সমুদ্র; মুনিবিশেষ।

প্রচেষ্টা—প্রয়াস, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যত্ন (সাধু প্রচেষ্টা)।

প্রচোদক—প্রেরক। **প্রচোদন**—প্রেরণ। বিণ. প্রচোদিত—প্রেরিত, নিয়োজিত, প্রণোদিত।

প্রচ্যুত—চ্যুত, পতিত, ভ্রষ্ট।

প্রচ্ছদ—(যাহা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে) আচ্ছাদন, আবরণ-বস্ত্র। **প্রচ্ছদপট**—শয্যাস্তরণ; আবরণ-বস্ত্র; নূতন পুস্তকের আবরণ (সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট)।

প্রচ্ছন্ন—(প্র—ছাদি+ক্ত) লুক্কায়িত, আচ্ছাদিত, আড়ালে স্থিত; গুপ্তদ্বার; জানালা।

প্রচ্ছাদক—আচ্ছাদক। **প্রচ্ছাদন**—আচ্ছাদন, উত্তরীয় বস্ত্র। বিণ. প্রচ্ছাদিত—আচ্ছাদিত, আবৃত।

প্রচ্ছায়—ছায়াযুক্ত স্থান, উৎকৃষ্ট ছায়া।

প্রজন—পশুদিগের প্রথম গর্ভ গ্রহণের কাল; পাল খাওয়ানো (অতিপ্রজন—জন সংখ্যার অতি বৃদ্ধি; over population)। **প্রজনন**—জন্মদান, সন্তান উৎপাদন (**সুপ্রজনন-বিদ্যা**—উৎকৃষ্ট সন্ততির জন্মদান বিষয়ক বিদ্যা, eugenics); প্রসবকর্ম; প্রজনয়িতা, যোনি। **প্রজনিকা**—মাতা।

প্রজা—(প্র—জন্+অ+আ) সন্ততি; প্রাণিমাত্র (প্রজাসৃষ্টি); রাজার শাসনাধীন জনসাধারণ (রাজা-প্রজা); জমিদার প্রভৃতিকে যাহারা খাজনা দেয় (প্রজা বিলি—নির্দিষ্ট মূল্যে ও খাজনায় প্রজাকে জমি দান)। **প্রজাকাম**—পুত্রকাম। **প্রজাকর**—নরনারী-স্রষ্টা, বিধাতা। **প্রজাতন্তু**—সন্তান। **প্রজাতন্ত্র**—যে রাজ্যের শাসনাধিকার প্রজাদের হাতে। **প্রজান্তক**—শমন। **প্রজানাথ**—রাজা। **প্রজাপ,-পাল**—প্রজাপালক, রাজা। **প্রজাপীড়ক**—যে প্রজার উপর অত্যাচার করে। **প্রজায়িনী**—মাতা। **প্রজাবতী**—সন্তানবতী, জ্যেষ্ঠভ্রাতার ভার্যা। **প্রজাবৃদ্ধি**—জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি। **প্রজা-রঞ্জক**—যে রাজা প্রজার সন্তোষবিধান প্রধান কর্তব্য জ্ঞান করেন; বি. প্রজারঞ্জন। **প্রজাসৃক্**—জনক; ব্রহ্মা। **প্রজাহিত**—প্রজার উপকার; প্রজার হিতকারী; জল। **প্রজেশ, প্রজেশ্বর**—রাজা।

প্রজাপতি—ব্রহ্মা; বিশ্বকর্মা; সূর্য; অগ্নি; পিতা; জামাতা; রাজা; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রহ্মার দশ মানস পুত্র। **প্রজাপতির নির্বন্ধ**—বিধাতার বিধান (বিশেষতঃ বিবাহ ব্যাপারে)। **প্রজাপতি**—সুপরিচিত বিচিত্র বর্ণ-পতঙ্গ, butterfly।

প্রজ্ঞ—(প্র—জ্ঞা+অ) প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী পণ্ডিত।

প্রজ্ঞপ্তি—জানানো, নিবেদন, সঙ্কেত।

প্রজ্ঞা—পণ্ডিতা, সরস্বতী; বুদ্ধি, জ্ঞান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি; সঙ্কেত, মন্ত্রণা। **প্রজ্ঞাচক্ষু**—জ্ঞাননেত্র; জ্ঞাননেত্রযুক্ত; অন্ধ কিন্তু জ্ঞাননেত্র-যুক্ত, ধৃতরাষ্ট্র। **প্রজ্ঞাত**—সম্যক জ্ঞাত, বিখ্যাত। **প্রজ্ঞান**—জ্ঞান, বুদ্ধি; সম্যকজ্ঞান; সঙ্কেত; পণ্ডিত। **প্রজ্ঞাপক**—যে জনসাধারণকে জানায়, তথ্য-পরিবেশনকারী, publicity officer (বি. প্রজ্ঞাপন—communique)। **প্রজ্ঞাবাদ**—পণ্ডিতের বাক্য

বা মত। **প্রজ্ঞাবান্, প্রজ্ঞান**—জ্ঞানী, পণ্ডিত। **প্রজ্ঞী**—প্রজ্ঞাবান্। **প্রজ্ঞাপারমিতা**—বৌদ্ধদেবী-বিশেষ।

প্রজ্বলন—জ্বলন, দগ্ধ হওয়া, অতিশয় জ্বলন। **প্রজ্বলিত**—যাহা জ্বলিতেছে, সন্দীপিত, উজ্জ্বল। **প্রজ্বালিত**—যাহা জ্বালানো হইয়াছে, প্রদীপিত।

প্রণত—কৃতপ্রণাম; অবনতশির; বক্র। বি. প্রণতি—নমস্কার, শ্রদ্ধানিবেদন। **প্রণমিত**—অবনমিত। **প্রণম্য**—প্রণামের যোগ্য, পূজ্য, বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

প্রণব—[প্র—নু (স্তুতি করা)+অ] যাহা দ্বারা বেদ আরব্ধ, ওঙ্কার। **প্রণবাত্মক**—যে মন্ত্রে প্রণব আছে।

প্রণয়— প্র—নী (পাওয়া, প্রীত হওয়া)+অ] প্রেম, ভালবাসা, যাচ্ঞা, প্রার্থনা, পরিচয়, অন্তরঙ্গতা, স্নেহ, সৌহার্দ্য, প্রেমাসক্তি। **প্রণয়-কলহ**—প্রেমিক প্রেমিকার বা দম্পতির মান-অভিমান-জনিত কলহ। **প্রণয়-কোপ**—প্রণয় জনিত অভিমান বা রোষ প্রকাশ। **প্রণয় গর্ভ**—প্রেমপূর্ণ। **প্রণয়গাথা**—প্রণয় কাহিনী, প্রণয়গীত। **প্রণয়ঘটিত**—নর-নারীর পরস্পরের প্রতি আসক্তি যাহার মূলে। **প্রণয়পাত্র**—প্রেমপাত্র। **প্রণয়-পীড়িত**—প্রেমাসক্তির দ্বারা পীড়িত। **প্রণয়-বন্ধন**—পরস্পরের প্রতি অনুরাগের বন্ধন, গাঢ় প্রেমানুরাগ। **প্রণয়-বিমুখ**—অপ্রসন্ন। **প্রণয় ভঙ্গ**—পরস্পরের প্রতি আসক্তির বিলোপ। **প্রণয়মুগ্ধ**—প্রেম মুগ্ধ। **প্রণয়-সঞ্চার**—প্রেমাসক্তির সঞ্চার। **প্রণয়-সম্ভাষণ**—প্রেমালাপ, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতি অনুরাগপূর্ণ সম্ভাষণ।

প্রণয়ন—গ্রন্থরচনা নির্মাণ; অগ্নি সমিন্ধন মন্ত্রাদি।

প্রণয়াকর্ষণ—প্রণয়জনিত আকর্ষণ। **প্রণয়াপরাধ**—প্রণয়পাত্রের প্রতি অপরাধ বা গর্হিত আচরণ; প্রণয়ঘটিত অপরাধ। **প্রণয়াভিমান**—প্রণয় জন্য অভিমান। **প্রণয়াসক্ত**—প্রেমাসক্ত। **প্রণয়াহ্বান**—প্রণয়-সম্ভাষণ।

প্রণয়ী—প্রেমপ্রীতির পাত্র, প্রেমিক, sweetheart। স্ত্রী. প্রণয়িনী—প্রেমপাত্রী, প্রেমিকা।

প্রণাম—প্রণতি, নমস্কার, জ্যেষ্ঠ ও পূজনীয়কে মস্তকাদি অবনত করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন (গ্রাম্য, পেন্নাম)। **ত্র্যঙ্গ প্রণাম**—মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন করিয়া প্রণাম। **দণ্ডবৎ প্রণাম**—দণ্ড বা লাঠির মত ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম (শুধু দণ্ডবৎও বলা হয়)। **পঞ্চাঙ্গ প্রণাম**—মস্তক, বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, নেত্রদ্বয় ও বাক্য সহযোগে প্রণাম অথবা কপাল, কটিদেশ, কনুই, জানু ও পদ এই পঞ্চ অঙ্গের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম। **সাষ্টাঙ্গ প্রণাম**—মস্তক, নেত্রদ্বয়, করদ্বয় বক্ষঃস্থল, জানুদ্বয়, পদদ্বয় এবং বাক্য ও মন সহযোগে প্রণাম। **প্রণাম খাটা**—ধর্ম ঠাকুরকে কৃচ্ছ্র-সাধ্য প্রণাম নিবেদন-বিশেষ। **প্রণামী**—দেবতা, রাজা বা পূজ্য জনকে প্রণাম করিবার কালে দেয় অর্থ বস্ত্রাদি (গুরু প্রণামী)।

প্রণালী—পয়ঃনালী, দুই বৃহৎ জলভাগের সংযোজক সঙ্কীর্ণ জলভাগ, strait; রীতি, ধারা, নিয়ম। **প্রণালীবদ্ধ**—বিশেষ নিয়মে বাঁধা, নিয়মানুযায়ী।

প্রণাশ—ধ্বংস, মৃত্যু, হানি। **প্রণাশন**—বিনাশক, নিরাশক (কলুষ প্রনাশন); হনন। **প্রণাশী**—প্রণাশক।

প্রণিধান—(প্র—নি+ধা+অন) মনঃসংযোগ, ধ্যান, গভীর অনুধাবন; সমাধি; কর্মফল ত্যাগ। বিণ. প্রণিহিত।

প্রণিধি—চর, অনুচর; মনোযোগ।

প্রণিপাত—প্রণাম, নমস্কার, দণ্ডবৎ প্রণাম। বিণ. প্রণিপতিত।

প্রণিহিত—অর্পিত, স্থিরীকৃত, সমাহিত, অভিনিবেশিত, প্রাপ্ত।

প্রণীত—রচিত, গ্রথিত, যাহা রান্না করা হইয়াছে (ব্যঞ্জনাদি); মন্ত্রসংস্কৃত যজ্ঞীয় অগ্নি।

প্রণেতা—রচয়িতা, নির্মাতা (গ্রন্থ-প্রণেতা) স্ত্রী. প্রণেত্রী।

প্রণোদিত—প্রেরিত, নিয়োজিত, পরিচালিত (সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত)। বি. প্রণোদন—নিয়োজন, প্রবর্তন।

প্রতপ্ত—অধিক তপ্ত, উত্তপ্ত।

প্রতর্ক—সংশয়, সন্দেহ। **প্রতর্কন**—বিতর্ক, বাদানুবাদ, ঘটনার পূর্বে অনুমান বা আশঙ্কা anticipation।

প্রতল—চপেট, চাপড়; পাতাল-বিশেষ।

প্রতান—বিস্তার, প্রসার (লতাপ্রতান—লতা যে তন্তু বিস্তার করিয়া আঁকড়াইয়া ধরে)। **প্রতানিনী**—দীর্ঘবিস্তৃত লতা।

প্রতাপ—(প্র—তপ্‌+ঘঞ্‌—যাহা উত্তপ্ত করে) তেজ, উষ্ণতা, সন্তাপ ; প্রভাব ; কোষদণ্ড ও ধন-সৈন্যাদি-জনিত তেজ . পৌরুষ, বীর্য ; প্রতাপাদিত্য (বাংলার প্রতাপ)। **প্রতাপন**—পীড়ন ; সন্তাপক ; কুম্ভীপাক নামক নরক। **প্রতাপবান্‌**—প্রতাপশালী, শক্তিশালী, প্রভাবশালী। **প্রতাপাদিত্য**—আকবরের সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী রাজা। **প্রতাপান্বিত**—বীর্যবন্ত, পরাক্রান্ত। **প্রতাপী**—প্রতাপবান্‌, তেজস্বী, পরাক্রান্ত। স্ত্রী. প্রতাপিনী।

প্রতারক—বঞ্চক, ফাঁকিবাজ। **প্রতারণ**—বঞ্চনা ; প্রতরণ, পার হওয়া। **প্রতারণা**—বঞ্চনা, শঠতা, ঠকানো। **প্রতারণামূলক**—যাহার মূলে প্রতারণা আছে ; শঠতাপূর্ণ। **প্রতারিত**—প্রবঞ্চিত, যাহাকে ঠকানো হইয়াছে।

প্রতি—উপসর্গ বিশেষ ; দিকে (দেশের প্রতি টান) ; সম্বন্ধে (স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দাও) ; অভিমুখে (লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত) ; প্রত্যেক (প্রতি পদক্ষেপে) ; বিপ (প্রতিক্রিয়া) ; পরিবর্ত (প্রতিদান) ; উপরি (দরিদ্রের প্রতি দয়া) ; বিরোধ (প্রতিপক্ষ) ; বিষয় (ধর্মের প্রতি অনাদর) ; সাদৃশ্য (প্রতিমূর্তি) ; স্বীকার (প্রতিগ্রহ)। **প্রতিকণ্ঠ**—কণ্ঠের সমীপে। **প্রতিকর্তা**—যে অপকারীর অপকার করে, প্রতিবিধায়ক। **প্রতিকর্ম**—প্রসাধন ; প্রতিকার ; বেশভূষা। **প্রতিকষ**—আকর্ষণ। **প্রতিকায়**—প্রতিরূপ, লক্ষ্য ; শত্রু। **প্রতিকার, প্রতীকার**—প্রতিবিধান, উপশম (ব্যাধির প্রতিকার)। **প্রতিকার্য, প্রতীকার্য**—প্রতিকারের যোগ্য। **প্রতিকাশ, প্রতীকাশ**—সদৃশ, তুল্য (নবমেঘপ্রতিকাশ)। **প্রতিকিতব**—পাশা-খেলোয়াড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী পাশা খেলোয়াড়। **প্রতিকুঞ্চিত**—বক্র, যাহাকে বাঁকানো হইয়াছে। **প্রতিকূপ**—(কূপের সদৃশ) গড়খাই। **প্রতিকূল**—বিরুদ্ধ ; বাম (বি. প্রতিকূলতা)। **প্রতিকূলাচরণ**—পতিকূল ব্যবহার, শত্রুতা। **প্রতিকৃত**—প্রতিশোধিত, উপশমিত, প্রতিবিহিত। **প্রতিকৃতি**—ছবি, প্রতিকার। **প্রতিনিধি**—সাদৃশ্য, প্রতিমূর্তি। **প্রতিকৃষ্ট**—নিকৃষ্ট। **প্রতিক্রিয়া**—ক্রিয়ার ফলস্বরূপ ক্রিয়া, প্রতিকার, reaction (প্রতিক্রিয়াত্মক—প্রতিক্রিয়া যাহার মূলে, reflex)। **প্রতিক্ষণ**—প্রতিমুহূর্ত। **প্রতিক্ষিপ্ত**—প্রেরিত ; নিন্দিত, তিরস্কৃত ; নিবারিত (প্রতিক্ষেপ—তিরস্কার, প্রত্যাখ্যান, প্রেরণ)। **প্রতিখ্যাতি**—প্রসিদ্ধি। **প্রতিগত**—প্রত্যাগত, পক্ষীর গতি-বিশেষ (প্রতিগমন—প্রত্যাবর্তন)। **প্রতিগর্জন, প্রতিগর্জিত**—গর্জনের প্রত্যুত্তরে গর্জন, গর্জনের প্রতিধ্বনি। **প্রতিগিরি**—ক্ষুদ্র পর্বত। **প্রতিগৃহীত**—স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত, পরিণীত। **প্রতিগ্রহ**—স্বীকার, গ্রহণ, দেয় বস্তু, দেয় বস্তু গ্রহণ (দক্ষিণা প্রতিগ্রহ) ; প্রত্যভিযোগ ; প্রতিকূলগ্রহ ; পিক্‌দান। **প্রতিগ্রহণ**—দান গ্রহণ। **প্রতিগ্রাহ**—স্বীকার ; পিক্‌দান। **প্রতিগ্রাহিত**—স্বীকারিত, যাহা অন্যকে গ্রহণ করানো হইয়াছে। **প্রতিঘ**—প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত ; ক্রোধ। **প্রতিঘাত, প্রতীঘাত**—আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় আঘাত ; ব্যাঘাত। **প্রতিঘাতন**—মারণ, হত্যা ; বাধা। **প্রতিঘাতী**—আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় আঘাতকারী ; বিঘ্নকারী ; বিশেষ হানিকর (নেত্র-প্রতিঘাতিনী প্রভা)। **প্রতিচক্ষু**—চশমা। **প্রতিচন্দ্র**—চন্দ্রের প্রতিবিম্ব। **প্রতিচিকীর্ষা**—প্রতিকারের ইচ্ছা। **প্রতিচ্ছন্দ**—প্রতিরূপ, প্রতিকৃতি ; প্রতিনিধি ; অভিপ্রায়ানুরূপ। **প্রতিচ্ছায়া**—প্রতিকৃতি, ছবি, প্রতিমূর্তি, সাদৃশ্য। **প্রতিচ্ছেদ**—বাধা। **প্রতিজাগর**—সতর্কতা। **প্রতিজিহ্বা**—আলজিভ্‌। **প্রতিজ্ঞা**—অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি ; শপথ ; গণিতের সম্পাদ্য, proposition ; জ্যামিতির উপপাদ্য, theorem ; (তর্ক-বিজ্ঞানে) যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহার নির্দেশ। **প্রতিজ্ঞাত**—অঙ্গীকৃত, কর্তব্যরূপে স্বীকৃত। **প্রতিজ্ঞাপত্র**—একরারনামা ; ঘোষণালিপি। **প্রতিজ্ঞাবদ্ধ**—অঙ্গীকারে আবদ্ধ। **প্রতিজ্ঞা-বিরোধ**—ন্যায়-দর্শনে আধার-আধেয়ের বিরোধ। **প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ**—অঙ্গীকার রক্ষা না করা। **প্রতিজ্ঞেয়**—প্রতিজ্ঞার বিষয় ; প্রতিজ্ঞার যোগ্য। **প্রতিজ্যোতি**—প্রতিফলিত জ্যোতি। **প্রতিতন্ত্র**—বিরুদ্ধ মতের শাস্ত্র, বিরোধী মত। **প্রতিতাল**—তালা খুলিবার যন্ত্র, চাবিকাটি।

প্রতিদত্ত—যাহা ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। **প্রতিদান**—গচ্ছিত দ্রব্যের প্রত্যর্পণ, বদল; প্রতিফল। **প্রতিদারণ**—সংগ্রাম। **প্রতিদিন**—প্রত্যহ। **প্রতিদিবা**—প্রতিদিন; প্রত্যহ দীপ্তিশীল সূর্য। **প্রতিদেয়**—প্রত্যর্পণ করিবার যোগ্য; ক্রীত দ্রব্য অপছন্দ হওয়ায় সেই দিনই অক্ষত অবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়া। **প্রতিদ্বন্দ্বী**—বিপক্ষ; সমকক্ষ, **প্রতিস্পর্ধী**। **প্রতিধান**—নিরাকরণ। **প্রতিধ্বনি**—প্রতিশব্দ (বিণ. প্রতিধ্বনিত)। **প্রতিনন্দন**—অভিনন্দন, প্রশংসা, আশীর্বাদের দ্বারা সম্ভাষণ। **প্রতিনপ্তা**—প্রপৌত্র (স্ত্রী. প্রতিনপ্ত্রী)। **প্রতিনব**—অভিনব। **প্রতিনমস্কার**—নমস্কারের উত্তরে নমস্কার। **প্রতিনাদ**—প্রতিধ্বনি (বিণ. প্রতিনাদিত)। **প্রতিনায়ক**—প্রতিকূল নায়ক (রাবণ, Iago প্রভৃতি)। **প্রতিনিধি**—প্রতিরূপ, প্রতিকৃতি, প্রতিভূ, সদৃশ, নায়েব, পেশোয়া, representative, agent (প্রতিনিধি-সভা—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা অঞ্চলের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সভা)। **প্রতিনিনাদ**—প্রতিধ্বনি। **প্রতিনিবর্তন**—অভীষ্ট হইতে নিবৃত্তি, প্রত্যাবর্তন, নিবারণ (বিণ. প্রতিনিবৃত্ত—বিরত, প্রত্যাগত)। **প্রতিনিয়ত**—সর্বদা, অনুক্ষণ; বিশেষভাবে নিরূপিত, সম্যক শাসিত। **প্রতিনিয়ম**—প্রত্যেক বিষয়ক নিয়ম। **প্রতিনিশ**—প্রতি রাত্রিতে। **প্রতিনির্দেশ**—পুনঃকথন; নির্দেশের প্রতিকূল নির্দেশ। **প্রতিপক্ষ**—বিপক্ষ, শত্রু, প্রতিবাদী। **প্রতিপণ**—তুল্যমূল্য (কর্ণ ধনঞ্জয়ের প্রতিপণ); বিনিময়, barter, বাজি। **প্রতিপত্তি**—পদ প্রাপ্তি (স্বর্গ-প্রতিপত্তি); বোধ (বাগার্থ প্রতিপত্তি); কর্তব্যজ্ঞান; সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব (মান-প্রতিপত্তি বজায় রাখা; পসার-প্রতিপত্তি। **প্রতিপত্তিপটহ**—গৌরব-দ্যোতক বাদ্য-বিশেষ, নাগরা; অনুষ্ঠান (প্রতিপত্তি বিশারদ)। **প্রতিপদ্‌,-দ**—শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি। **প্রতিপদে**—পদে পদে, প্রত্যেক অবস্থায় বা ব্যাপারে। **প্রতিপন্ন**—প্রতিপত্তিযুক্ত, সম্মানিত, অবধারিত, যুক্তি প্রভৃতির দ্বারা সমর্থিত, মীমাংসিত, গৃহীত। **প্রতিপাদক**—নিষ্পাদক, নির্ণায়ক, বোধক (বিশেষ মতের প্রতিপাদক); স্ত্রী. প্রতিপাদিকা। **প্রতিপাদন**—সম্পাদন, নির্বাহ, স্থিরীকরণ, বোধন (বিণ. প্রতিপাদিত—সম্পাদিত, সাধিত; স্থিরীকৃত। **প্রতিপাদনীয়**—প্রতিপাদন-যোগ্য। **প্রতিপাদ্য**—করণীয়, বর্ণনীয়, বোধ্য; proposition। **প্রতিপালক**—যে প্রতিপালন করে, রক্ষক (স্ত্রী. প্রতিপালিকা)। **প্রতিপালন**—পোষণ, রক্ষণ বিণ. প্রতিপালিত, প্রতিপালনীয়; প্রতিপাল্য)। **প্রতিপুরুষ**—প্রতিনিধি, প্রতিমূর্তি, dummy। **প্রতিপূজক**—যে পূজা বা সম্মান নিবেদন করে (প্রতিপূজন—সম্মাননা; পূজকের পূজা)। **প্রতিপোষক**—সমর্থক; আনুকূল্যকারী (মূর্খতার প্রতিপোষক)। **প্রতিপ্রণাম**—প্রতিনমস্কার। **প্রতিপ্রদান**—প্রতিদান, প্রত্যর্পণ, সম্প্রদান। **প্রতিপ্রয়াণ**—প্রত্যাবর্তন (বিণ. প্রতিপ্রয়াত)। **প্রতিপ্রসব**—যাহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে অন্য উপায়ে তাহার পুনর্বিধান (বিণ. প্রতিপ্রসূত—পুনঃ সম্ভাবিত)। **প্রতিপ্রস্থান**—বিরুদ্ধ পন্থাবলম্বন। **প্রতিপ্রহার**—প্রতিঘাত। **প্রতিপ্রিয়**—প্রত্যুপকার। **প্রতিফল**—প্রতিশোধ, প্রত্যপকার; প্রত্যুপকার (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। **প্রতিফলন**—প্রতিবিম্বন, reflection (বিণ. প্রতিফলিত—প্রতিবিম্বিত)। **প্রতিবক্তব্য**—উত্তরস্বরূপ কথনীয়। **প্রতিবচন**—প্রত্যুত্তর, প্রতিবাক্য, বিরুদ্ধ বাক্য। **প্রতিবদ্ধ**—ব্যাহত; নিয়ন্ত্রিত। **প্রতিবন্ধ**—বিঘ্ন, ব্যাঘাত, বাধা। **প্রতিবন্ধক**—বাধাজনক, বাধা, বিঘ্ন; শাখা। **প্রতিবন্ধা**—প্রতিবন্ধক (স্ত্রী. প্রতিবন্ধ্রী)। **প্রতিবন্ধী**—প্রতিবন্ধক। **প্রতিবনিতা**—সপত্নী; প্রতিকূলা স্ত্রী। **প্রতিবল**—তুল্যবল, বিপক্ষসৈন্য। **প্রতিবাক্**—উত্তর, প্রতিকূল বাক্য। **প্রতিবাক্য**—উত্তর, বিরুদ্ধ বাক্য, সদৃশার্থক বাক্য, synonym। **প্রতিবাত**—প্রতিকূল বায়ু অথবা বায়ুর প্রতিকূলে। **প্রতিবাদ**—বিরুদ্ধতাপূর্ণ উক্তি, প্রতিবচন, প্রত্যাখ্যান। **প্রতিবাদী**—বিরুদ্ধবাদী, উত্তরদাতা, বাদীর বিরোধী পক্ষ, আসামী (স্ত্রী. প্রতিবাদিনী)। **প্রতিবাধক**—পীড়ক। **প্রতিবাধন**—

নিপীড়ন। **প্রতিবারণ**—নিবারণ। **প্রতিবাসর**—প্রতিদিন। **প্রতিবাসী**—প্রতিবেশী। পড়শী (স্ত্রী. প্রতিবাসিনী)। **প্রতিবিধান**—প্রতিকার। **প্রতিবিধিৎসা**—প্রতিবিধানের ইচ্ছা। **প্রতিবিম্ব**—প্রতিচ্ছায়া (জলে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব)। **প্রতিবিম্বন**—প্রতিফলন, reflection (বিণ. প্রতিবিম্বিত—প্রতিফলিত)। **প্রতিবিহিত**—যাহার প্রতিবিধান করা হইয়াছে, ব্যবস্থিত, সজ্জিত। **প্রতিবেদক**—যে রাজাকে গোপনে রাজ্যের যাবতীয় ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করে; সভাসমিতির রিপোর্টার। **প্রতিবেদন**—জ্ঞাপন, গোপনে সংবাদ সরবরাহ করা, সভাসমিতির রিপোর্ট। **প্রতিবেশ, প্রতীবেশ**—পরিপার্শ্ব, পরিবেষ্টন, environment। **প্রতিবেশী**—প্রতিবাসী দ্রঃ। **প্রতিবোধ**—জাগরণ, চেতনা, বিকাশ (বিণ. প্রতিবোধিত—জাগরিত, বোধিত, বিকশিত)। **প্রতিভয়**—ভয়ঙ্কর; শত্রুভয়। **প্রতিমান**—হস্তীর বৃহৎ দন্তদ্বয়ের অন্তরাল-স্থান; প্রতিমূর্তি, ছবি। **প্রতিমাননা**—পূজা, সম্মান। **প্রতিমুক্ত**—পরিহিত, পরিত্যক্ত, বন্ধনমুক্ত (প্রতিমোচন—বিমোচন; নির্বাসন; পরিত্যাগ)। **প্রতিমুখ**—অভিমুখ (প্রতিমুখাগত—সম্মুখে আগত), নাট্যের সন্ধিবিশেষ। **প্রতিমূর্তি**—প্রতিকৃতি, ছবি। **প্রতিযত্ন**—লিপ্সা, প্রচেষ্টা, প্রতিগ্রহ। **প্রতিযাত**—প্রতিনিবৃত্ত। **প্রতিযাতনা**—তুল্যরূপ যাতনা, প্রতিকৃতি, ছবি। **প্রতিযুদ্ধ**—প্রতিকূল যুদ্ধ, যুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ। **প্রতিযুবতী**—সপত্নী। **প্রতিযোগ**—বিরোধ, বিপক্ষতা। **প্রতিযোগিতা**—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরুদ্ধতা। **প্রতিযোগী**—প্রতিদ্বন্দ্বী, বিরোধী। **প্রতিযোজয়িতব্য**—যাহা যোজিত করিতে হইবে। **প্রতিযোদ্ধা,-যোধ**—বিরুদ্ধপক্ষীয় যোদ্ধা, সমকক্ষ যোদ্ধা। **প্রতিরথ**—প্রতিযোধ। **প্রতিরব**—প্রতিধ্বনি। **প্রতিরাজ**—শত্রুরাজা। **প্রতিরুদ্ধ**—অবরুদ্ধ, নিবারিত। **প্রতিরোদ্ধা**—যে প্রতিকূলাচরণ করে; প্রতিরোধক। **প্রতিরূপ**—সাদৃশ্য, প্রতিমূর্তি; সদৃশ, তুল্যমূর্তি। **প্রতিরূপক**—প্রতিনিধি, প্রতিমূর্তি, প্রতিবিম্ব। **প্রতিরোধ**—নিরোধ, ব্যাঘাত; চৌর্য। **প্রতিরোধক**—যাহা প্রতিরোধ করে, প্রতিবন্ধক; চোর, ডাকাত; (বিণ. প্রতিরোধিত)। **প্রতিরোধী**—প্রতিরোধক, চোর। **প্রতিলিপি**—নকল, প্রতিলেখ। **প্রতিলোম**—প্রতিকূল, উল্টা (প্রতিলোম বিবাহ—যে বিবাহের বর নিম্নবর্ণের ও কন্যা উচ্চবর্ণের; বিপ. অনুলোম)। **প্রতিলোমজ**—প্রতিলোম বিবাহ হইতে জাত (সন্তান)। **প্রতিশব্দ**—সমানার্থক অন্য শব্দ; প্রতিধ্বনি। **প্রতিশয়, প্রতিশয়ন**—দেবতার সামনে হত্যা দেওয়া, ধন্না দেওয়া (বিণ. প্রতিশয়িত—যে হত্যা দেয়)। **প্রতিশাসন**—ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের কর্মে আদেশ দান বা নিয়োগ। **প্রতিশীর্ষ**—প্রতিনিধি। **প্রতিশীর্ষক**—মূল্য, বিনিময়। **প্রতিশোধ**—অপকারের পরিবর্তে অপকার, প্রতিবিধান। **প্রতিশ্যায়**—পীনস রোগ। **প্রতিশ্রব**—অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, স্বীকার। **প্রতিশ্রয়**—যজ্ঞশালা, সভা, আবাস, পাত্র (প্রতিশ্রয়ার্থী—বাসার্থী)। **প্রতিশ্রুৎ**—প্রতিধ্বনি। **প্রতিশ্রুত**—অঙ্গীকৃত। **প্রতিশ্রুতি**—অঙ্গীকার, প্রতিধ্বনি। **প্রতিষিদ্ধ**—নিষিদ্ধ নিবারিত। **প্রতিষেধ**—নিষেধ, নিবারণ, নিবৃত্ত হওয়ার নির্দেশ। **প্রতিষেধক, প্রতিষেদ্ধা**—নিবারক, প্রভাব বা বিষক্রিয়া নিবারণকারী (ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক)। **প্রতিষ্টব্ধ**—জড়ীভূত, ব্যাহত (বি. প্রতিষ্টম্ভ—প্রতিবন্ধ, বাধা)। **প্রতিসংবিধান**—প্রতিবিধান। **প্রতিসংহার**—প্রত্যাকর্ষণ (অস্ত্র প্রতিসংহার); বিণ. প্রতিসংহৃত। **প্রতিসঙ্ক্রম**—প্রতিচ্ছায়া, সঞ্চার (বিণ. প্রতিসঙ্ক্রান্ত)। **প্রতিসন্ধান**—অনুসন্ধান, পুনঃসংযোজন; অনুচিন্তন। **প্রতিসন্ধি চিত্রণ**—বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরাদির সংযোগে গৃহতলাদি নির্মাণ। **প্রতিসব্য**—বিপরীত, প্রতিকূল। **প্রতিসম**—বিসদৃশ। **প্রতিসমাধান**—প্রতিকার (বিণ. প্রতিসমাধেয়)। **প্রতিসর**—মালার ছড়া; সৈন্যপৃষ্ঠ; ভূষণ; মন্ত্রবিশেষ। **প্রতিসর্গ**—ব্রহ্মার সৃষ্টির পরে দক্ষাদির সৃষ্টি। **প্রতিসান্ধানিক**—স্তুতিপাঠক। **প্রতিসারণ**—অপসারণ, দূরীকরণ;

অপসারক (বিণ. প্রতিসারিত—অপসারিত, সংশোধিত, প্রবর্তিত)। **প্রতিসারী**—বিরুদ্ধাচারী। **প্রতিসীরা**—যবনিকা। **প্রতিসৃষ্ট**—প্রেরিত, দত্ত, প্রত্যাখ্যাত। **প্রতিস্ত্রী**—পরস্ত্রী। **প্রতিস্পন্দন**—পরিস্পন্দন। **প্রতিস্পর্ধা**—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধিতা। **প্রতিস্পর্দ্ধী**—প্রতিদ্বন্দ্বী, বিরোধী, বিদ্বেষী। **প্রতিস্রোত**—বিপরীতমুখী স্রোত। **প্রতিস্বন, প্রতিস্বর**—প্রতিধ্বনি। **প্রতিহত**—ব্যাহত, প্রতিরুদ্ধ, বিফলীকৃত (বি. প্রতিহতি—প্রতিঘাত, রোষ)। **প্রতিহন্তা, প্রতিহর্তা**—নাশক, নিবারক (বি. প্রতিহনন—হত্যাকারীকে হনন)। **প্রতিহস্ত, প্রতিহস্তক**—প্রতিনিধি, যে অন্যের পরিবর্তে কাজ করে, acting in somebody's place। **প্রতিহস্তী**—প্রতিনিধি, গোমস্তা। **প্রতিহার, প্রতীহার**—দ্বার; দ্বারপাল; বাজিকর; পরিহার; মায়া। **প্রতিহারক, প্রতিহারী**—দ্বারপাল, (প্রতিহারী—দ্বারপালিকা)। **প্রতিহারণ**—প্রবেশদ্বার, দ্বারে প্রবেশ করিবার অনুমতি। **প্রতিহার্য**—পরিহার্য। **প্রতিহাস, প্রতীহাস**—উপহাসকারের প্রতি হাস্য। **প্রতিহিংসা**—বৈর-নির্যাতন, প্রতিশোধ।

প্রতিভা—[প্রতি—ভা (দীপ্তি পাওয়া) + অ + আ] দীপ্তি, বুদ্ধি, নব-নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা; সাদৃশ্য অনলপ্রতিভা। **প্রতিভাত**—প্রদীপ্ত, প্রকাশিত, প্রতিফলিত (বি. প্রতিভাতি)। প্রতিভান—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। **প্রতিভান্বিত, প্রতিভাবান, প্রতিভামুখ**—প্রতিভাযুক্ত, অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিশালী।

প্রতিভাস—প্রকাশ, আবির্ভাব, বিভ্রম; প্রকাশকর্তা (বিণ. প্রতিভাসিত—প্রদীপ্ত, শোভিত)।

প্রতিভূ—তৎস্থলাভিষিক্ত, জামিন।

প্রতিম—তুল্য, সদৃশ (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—সোদর-প্রতিমা)।

প্রতিমা—প্রতিমূর্তি, দারু, মৃত্তিকা, প্রস্তর, লৌহ প্রভৃতি নির্মিত দেবমূর্তি, প্রতিবিম্ব; সাদৃশ্য। **প্রতিমাতত্ত্ব**—মূর্তি-বিষয়ক বিজ্ঞান, Iconology। **প্রতিমাপূজক**—যে প্রতিমা পূজা করে। **প্রতিমাপূজা**—জগতের সৃষ্টিশক্তির পালনীশক্তির বা ধ্বংসশক্তির মূর্তি কল্পনা ও গঠন করিয়া পূজা, প্রতীক পূজা।

প্রতিষ্ঠ—প্রতিষ্ঠাবান্, গৌরবযুক্ত, মর্যাদাবান্ (লব্ধপ্রতিষ্ঠ)। **প্রতিষ্ঠা**—স্থিতি, স্থাপন, মর্যাদা, গৌরব (প্রতিষ্ঠা লাভ; বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা)। **প্রতিষ্ঠাতা**—স্থাপয়িতা। **প্রতিষ্ঠান**—সংস্থাপন; প্রতিষ্ঠিত বিষয়, আশ্রম, সঙ্ঘ, সভা ইত্যাদি, institution; দাক্ষিণাত্যের নগরবিশেষ। **প্রতিস্থাপন**—সংস্থাপন, দেববিগ্রহাদি স্থাপন। **প্রতিষ্ঠাপয়িতা**—প্রতিষ্ঠাতা। **প্রতিষ্ঠিত**—স্থাপিত, বদ্ধমূল, স্থিত, মর্যাদাবান্, বিখ্যাত।

প্রতীক—[প্রতি—ই + ইক] অঙ্গ, অবয়ব, নিদর্শন, প্রতিমূর্তি, symbol; প্রতিকূল, বিপরীত শ্লোকাদির প্রথম পদ। **প্রতীকতা**—Symbolism। **প্রতীকোপাসনা**—প্রতীকের সাহায্যে উপাসনা, কোনও মূর্তি বা নিদর্শনকে কোনও ভাবের বা শক্তির বা দেবতার প্রতিরূপ রূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা।

প্রতীকার, প্রতীকাশ—প্রতিকার ইত্যাদি দ্রঃ।

প্রতীক্ষণ, প্রতীক্ষা—(প্রতি—ঈক্ষ্ + অনট্) অপেক্ষা; আশায় থাকা; কৃপাবলোকন; প্রতিপালন; পূজা। **প্রতীক্ষিত**—অপেক্ষিত, পূজিত। **প্রতীক্ষ্য**—অপেক্ষণীয়, পূজ্য, প্রতিপালনীয়। **প্রতীক্ষ্যমাণ**—পরিদৃষ্ট, পরিদৃশ্যমান।

প্রতীচী—[প্রতি (পশ্চাৎ) অন্চ্ (গমন করা) + ক্বিপ্] দিনের শেষে সূর্য যে দিকে গমন করে, পশ্চিম দিক। **প্রতীচীন, প্রতীচ্য**—পশ্চিম দিক জাত, পশ্চিম দেশীয়, পাশ্চাত্য।

প্রতীত—(প্রতি—ই + ক্ত) খ্যাত; প্রসিদ্ধ, জ্ঞাত; হৃষ্ট; জাগরিত; সম্মানিত; (গ্রাম্য—পরতীত—প্রত্যয়, বিশ্বাস)। [সম্মান; হর্ষ।

প্রতীতি—বিশ্বাস, প্রত্যয়; বোধ, জ্ঞান; খ্যাতি,

প্রতীপ—প্রতিকূল, বিপরীত; শান্তনু রাজার পিতা; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **প্রতীপগ**—প্রতিকূলগামী; **প্রতীপগতি**—চক্রগতি। **প্রতীপ-তরণ**—স্রোতের বিপরীত মুখে গমন। **প্রতীপ-দর্শিনী**—যে আড় নয়নে তাকায়, নারী। **প্রতীপ বচন**—প্রতিবাদ; বক্রোক্তি।

প্রতীয়মান—যাহা জানা যাইতেছে, বোধগম্য, অনুভূত। **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা**—অর্থালঙ্কার-বিশেষ, যে উৎপ্রেক্ষায় 'যেন', 'বুঝি' ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ থাকে না।

প্রতুল—মঙ্গল, শুভ, প্রাচুর্য, প্রচুর।

প্রত্ন—পুরাতন, পুরাণ। **প্রত্নতত্ত্ব**—প্রাচীন যুগের লিপি, মুদ্রা, ভগ্নাবশেষ ইত্যাদির সাহায্যে সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য, archæology; অতি পুরাতন তথ্য (প্রত্নতত্ত্ববিৎ, বেত্তা—প্রত্নতত্ত্বে অভিজ্ঞ ; স্ত্রী. প্রত্নতত্ত্ববেত্রী) ।

প্রত্যক্—পশ্চিম দিক্ (প্রত্যক্-স্রোতা —যে নদীর স্রোত পশ্চিম দিকে বহিতেছে) ; অন্তর্নিহিত, মগ্ন (প্রত্যক্-চৈতন্য—মগ্নচৈতন্য, subconscious mind))

প্রত্যক্ষ—চক্ষুগোচর, ইন্দ্রিয়গোচর (চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ; শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, মানস প্রত্যক্ষ ইত্যাদি) । **প্রত্যক্ষকারী**—যে নিজে দেখে বা দেখিয়াছে। **প্রত্যক্ষ জ্ঞান**—চাক্ষুষ জ্ঞান, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান। **প্রত্যক্ষতঃ**—দৃশ্যতঃ evidently।

প্রত্যক্ষদর্শন—সাক্ষাৎদর্শন ; সাক্ষাৎদর্শনকারী। **প্রত্যক্ষদর্শী**—যে নিজের চোখে দেখিয়াছে। **প্রত্যক্ষ প্রমাণ**—চাক্ষুষ অথবা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রমাণ। **প্রত্যক্ষ ফল**—হাতে হাতে পাওয়া ফল, যে পরিণতি চোখের সামনে দেখা যাইতেছে। **প্রত্যক্ষবাদ**—যে মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই একমাত্র প্রমাণ জ্ঞান করা হয়, জড়বাদ। (প্রত্যক্ষবাদী—জড়বাদী ; বৌদ্ধ) । **প্রত্যক্ষভূত**—যাহা ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে। **প্রত্যক্ষভোগ**—হাতে হাতে ফলভোগ। **প্রত্যক্ষরূপ**—সাক্ষাৎস্বরূপ। **প্রত্যক্ষলাভ**—যে লাভ চোখে দেখা যাইতেছে অথবা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে, হাতে হাতে ফললাভ। **প্রত্যক্ষসিদ্ধ**—প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সত্য বলিয়া গৃহীত। **প্রত্যক্ষীকরণ**—চোখে দেখা (বিণ. প্রত্যক্ষীকৃত) । **প্রত্যক্ষীভূত**—প্রত্যক্ষীকৃত, গোচরীভূত। **প্রত্যগাত্মা**—(প্রত্যক্+আত্মা) পরমাত্মা, পরমেশ্বর।

প্রত্যগ্র—(প্রতি+অগ্র) টাট্‌কা, নূতন, অম্লান ; তরুণ। **প্রত্যগ্রপ্রসবা**—নবপ্রসূতা (গবী) । **প্রত্যগ্রবয়াঃ**—নবীনবয়স্ক। **প্রত্যগ্র যৌবন**—নবযৌবন।

প্রত্যঙ্গ—অঙ্গের অঙ্গ ; হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি অবয়ব ; উপকরণ। **প্রত্যঙ্গাভিনয়**—হস্ত, অঙ্গুলি, চক্ষু, ইত্যাদির অভিনয়।

প্রত্যঙ্মুখ—পশ্চিমাভিমুখ, পরাঙ্মুখ।

প্রত্যনুমান—কোনও অনুমানের বিরুদ্ধ অনুমান, প্রতিকূল অনুমান।

প্রত্যন্ত—প্রান্তে অবস্থিত, সীমান্ত। **প্রত্যন্ত দেশ**—সীমান্ত অঞ্চল, frontier ; ম্লেচ্ছদেশ। **প্রত্যন্ত পর্বত**—বৃহৎ পর্বতের শেষ সীমায় অবস্থিত ক্ষুদ্র পর্বত।

প্রত্যবভাস—আবির্ভাব।

প্রত্যবসান—[প্রতি—অব+সো (শেষ করা) +অনট্] ভোজন, ভক্ষণ। বিণ. প্রত্যবসিত।

প্রত্যবায়—(প্রতি—অব+ই+ঘঞ্) বিপরীত আচরণ ; পাপ (প্রত্যবায়ভাগী) ; অনিষ্ট, ক্ষতি।

প্রত্যবেক্ষা, প্রত্যবেক্ষণ—অবধান, পূর্বাপর আলোচনা, সতর্কতা। **প্রত্যবেক্ষিত**—পর্যালোচিত, পরীক্ষিত। **প্রত্যবেক্ষ্য**—অনুসন্ধেয়, বিচারণীয়।

প্রত্যভিজ্ঞা—পুনর্বার প্রতীতি বা অবধান ; "ইহা সেই" এরূপ বোধ। বিণ. প্রত্যভিজ্ঞাত—পুনর্বার জ্ঞাত, পরিজ্ঞাত। **প্রত্যভিজ্ঞান**—প্রত্যভিজ্ঞা ; অভিজ্ঞান।

প্রত্যভিবাদ—প্রণামের পরে পূজ্য ব্যক্তির আশীর্বাদ। **প্রত্যভিবাদন**—অভিবাদনের উত্তরে অভিবাদন, প্রতিনমস্কার।

প্রত্যভিযোগ—অভিযোগের উত্তরে অভিযোগ, পাল্টা নালিশ, counter-charge, counter-case। বিণ. প্রত্যভিযুক্ত—যাহার নামে প্রত্যভিযোগ করা হইয়াছে।

প্রত্যয়—[প্রতি—ই (গমন করা)+অ] বিশ্বাস, প্রতীতি, নিশ্চয়তা ; (ব্যাকরণে) শব্দ ও ধাতুর পরে বিভক্তি-আদি। **প্রত্যয়কর**—যাহা বিশ্বাস উৎপাদন করে। **প্রত্যয়কারী**—যে বিশ্বাস করে। **প্রত্যয়কারিণী**—মোহর, সিল। **প্রত্যয়-প্রতিভূ**—প্রত্যয়-স্বরূপ জামিন। **প্রত্যয়যোগ্য**—বিশ্বাসযোগ্য। **প্রত্যয় যাওয়া**—বিশ্বাস করা। **প্রত্যয়ন**—বিশ্বাস করা। বিণ. প্রত্যয়িত—বিশ্বস্ত। **প্রত্যয়ী**—যে বিশ্বাস করে।

প্রত্যর্থী—বিপক্ষ, শত্রু ; প্রতিবাদী, আসামী।

প্রত্যর্পণ—প্রতিদান, ফিরাইয়া দেওয়া। বিণ. প্রত্যর্পিত।

প্রত্যহ—প্রতিদিন।

প্রত্যাখ্যাত—অস্বীকৃত, বর্জিত, অবজ্ঞাত, নিরা-

কৃত। বি. প্রত্যাখ্যান—ফিরাইয়া দেওয়া, নিরাকরণ, অবজ্ঞা করা। **প্রত্যাখ্যেয়**—প্রত্যাখানের যোগ্য।

প্রত্যাগত—পুনরাগত, যে ফিরিয়া আসিয়াছে (ইংলণ্ড-প্রত্যাগত)। বি. প্রত্যাগতি -গম,-গমন—প্রত্যাবর্তন।

প্রত্যাঘাত—আঘাতের পরিবর্তে আঘাত।

প্রত্যাদিষ্ট—দেবতা প্রভৃতির দ্বারা আদিষ্ট; প্রত্যাখ্যাত, নিরস্ত।

প্রত্যাদেশ—ভক্তের প্রতি দেবতার আদেশ, দৈববাণী, revelation, ওহী; প্রত্যাখ্যান, প্রতিবন্ধ।

প্রত্যানয়ন—পুনরায় আনয়ন, পুনরুদ্ধার। বিণ. প্রত্যানীত। [প্রত্যাবৃত্ত।

প্রত্যাবর্তন—প্রত্যাগমন, ফিরিয়া আসা (বিণ.

প্রত্যালীঢ়—কৃতালীঢ় ধনুর্ধারীর প্রতিপক্ষরূপে ধনুর্বাণ লইয়া উপবেশন (আলীঢ় দ্রঃ); আস্বাদিত।

প্রত্যাশা—কর্মের শুফল আকাঙ্ক্ষা (ফল প্রত্যাশা) আশা, মনে মনে পাইবার আকাঙ্ক্ষা (গ্রাম্য—পিত্তেশ—একমুঠো ভাতের পিত্তেশ তো নেই), expectation। বিণ. প্রত্যাশী—যে প্রত্যাশা করে (গ্রাম্য—পিত্তেশী)। **প্রত্যাশে, প্রত্যাশায়**—আশায়, ভরসায় (প্রত্যাশার সঙ্গে সাধারণতঃ ব্যর্থতা জড়িত)।

প্রত্যাসন্ন—সন্নিহিত, নিকটবর্তী।

প্রত্যাহত—ব্যাহত, কুণ্ঠিত (অস্ত্র প্রত্যাহত হইল)।

প্রত্যাহরণ—ফিরাইয়া লওয়া। **প্রত্যাহার**—প্রত্যাহরণ, withdrawal (উক্তি প্রত্যাহার করা); ঈশ্বরে মনোনিবেশার্থ চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধ। বিণ. **প্রত্যাহৃত**—প্রত্যাকৃষ্ট।

প্রত্যুক্ত, প্রত্যুক্তি—প্রতিবচন, উত্তর।

প্রত্যুত—বরং; উল্টা বা উল্টিয়া।

প্রত্যুৎক্রম, প্রত্যুৎক্রমণ,-ক্রান্তি—যুদ্ধোদ্যোগ, প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতিপোষক অপ্রধান কার্য। [প্রত্যুত্তর)।

প্রত্যুত্তর—উত্তরের উত্তর, কথার জবাব (যোগ্য

প্রত্যুত্থান—আগত ব্যক্তির সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়ানো। বিণ. প্রত্যুত্থিত।

প্রত্যুৎপন্ন—তৎকালোচিত, উপস্থিত, সত্বর। **প্রত্যুৎপন্নমতি**—উপস্থিত-বুদ্ধি; উপস্থিত বিষয়ে যাহার বুদ্ধি খেলে, readywit। **প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব**—উপস্থিত বুদ্ধি, প্রয়োজনানুসারে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি খেলা।

প্রত্যুদাহরণ—উদাহরণের বিপরীত উদাহরণ। বিণ. প্রত্যুদাহৃত।

প্রত্যুদ্গত, প্রত্যুদ্যাত—যাহার সম্মানে গাত্রোত্থান করা হইয়াছে অথবা আগাইয়া যাওয়া হইয়াছে। বি. প্রত্যুদ্গতি, প্রত্যুদ্গম। **প্রত্যুদ্গমন**—প্রত্যুদ্গম মান্য ব্যক্তির গমন কালে তাঁহার সম্মানে কিছুদূর সঙ্গে যাওয়া। বিণ. প্রত্যুদ্গমনীয়—প্রত্যুদ্গমনের যোগ্য, পূজনীয়।

প্রত্যুদ্ধরণ, প্রত্যুদ্ধার—পুনরুদ্ধার; পুনঃসংস্থাপন, পুনঃসংস্কার। বিণ. প্রত্যুদ্ধৃত।

প্রত্যুপকার—উপকারের পরিবর্তে উপকার, উপকারীর উপকার। **প্রত্যুপকারী**—যে উপকারীর উপকার করে।

প্রত্যুপদেশ—উপদেশানুরূপ শিক্ষাপ্রদান; বিদ্যার পরিবর্তে বিদ্যাদান। বিণ. প্রত্যুপদিষ্ট।

প্রত্যুপহার—অনুরূপ উপহার। [গ্রথিত।

প্রত্যুপ্ত—উপ্ত, যাহা বপন করা হইয়াছে, খচিত,

প্রত্যূষ, প্রত্যুষ—প্রাতঃকাল, অতি ভোরবেলা; প্রথম সূচনা (চেতনা-প্রত্যূষে—রবি)।

প্রত্যেক—প্রতিটি; প্রতিজন।

প্রথম—আদ্য (প্রথম দেখা); আদিম (প্রথম যুগের); প্রধান, মুখ্য (প্রথম কল্প), অভিনব, নূতন (প্রথম যৌবন)। **প্রথম কবি**—বাল্মিকী। **প্রথমজ**—প্রথমোৎপন্ন, অগ্রজ। **প্রথমতঃ**—প্রথমে। **প্রথম পুরুষ**—(ব্যাকরণে) third person। **প্রথম প্রথম**—গোড়ায়, প্রারম্ভে। **প্রথম বয়সী**—নবীন বয়সের; তরুণী। **প্রথম সাহস**—আড়াই শত পণ অর্থদণ্ড (বাংলায় তেমন ব্যবহৃত হয় না)। **প্রথম সন্ধ্যা**—সন্ধ্যার সূচনা। **প্রথমাঙ্গুলী**—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। **প্রথমাশ্রম**—ব্রহ্মচর্যাশ্রম;

প্রথা—[প্রথ্ (খ্যাত হওয়া)+অ] রীতি, ধারা, custom (সতীদাহপ্রথা; কুলপ্রথা); খ্যাতি, প্রসিদ্ধি (এই অর্থে ইহার বিশেষণ প্রথিত-ই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়)। **প্রথিত**—প্রখ্যাত (প্রথিতনামা—খ্যাতনামা; প্রথিতযশাঃ—যাহার যশের কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়াছে)।

প্রদ—প্রদানকারী, দাতা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—শান্তিপ্রদ; অভয়প্রদ)।

প্রদক্ষিণ—পূজনীয় ব্যক্তি বা বিগ্রহের দক্ষিণ দিক্ হইতে চতুর্দিকে ভ্রমণ, শ্রদ্ধা-নিবেদনের পদ্ধতি-বিশেষ। **প্রদক্ষিণা**—মন্দিরাদি প্রদক্ষিণ করা।

প্রদত্ত—যাহা দেওয়া হইয়াছে, সমর্পিত।

প্রদর—স্ত্রীরোগ-বিশেষ।

প্রদর্শক—প্রদর্শনকারী, নির্দেশক (পথপ্রদর্শক)। **প্রদর্শন**—দেখানো, প্রকাশ করা (উপেক্ষা প্রদর্শন)। **প্রদর্শনী**—যেখানে নানাস্থানের বহু জিনিষ দেখানো হয়, exhibition (শিল্প-প্রদর্শনী)। **প্রদর্শিত**—যাহা দেখানো হইয়াছে, নির্দেশিত (যুগগুরু-প্রদর্শিত পন্থা)। **প্রদর্শশালা**—যাদুঘর, museum।

প্রদান—দান, অর্পণ (রাজস্ব প্রদান ; অভয় প্রদান)। **প্রদায়ক, প্রদায়ী**—প্রদানকারী (মুক্তিপ্রদায়িনী)।

প্রদিগ্ধ—লিপ্ত, মাখানো ; রঞ্জিত মাংস-বিশেষ, কোর্মা বা তজ্জাতীয় ব্যঞ্জন।

প্রদীপ—যে অগ্নিশিখা গৃহে আলো দান করে, সলিতায় প্রজ্বলিত শিখা ; প্রদীপের মত উদ্ভাসক (কুলপ্রদীপ) ; ব্যাখ্যানগ্রন্থ (মহাভাষ্য-প্রদীপ)। **প্রদীপন**—উদ্ভাসন, উদ্দীপন, প্রজ্বালন, বিষ-বিশেষ। **প্রদীপিত**—প্রজ্বালিত। **প্রদীপ্ত**—উজ্জ্বল, ভাস্বর।

প্রদৃপ্ত—অতিশয় গর্বিত।

প্রদেয়—দেয়, প্রদানযোগ্য (স্ত্রী. প্রদেয়া—যাহাকে পাত্রস্থা করিতে হইবে)।

প্রদেশ—দেশের অংশ, province (উত্তর প্রদেশ) ; অঞ্চল (পার্বত্য প্রদেশ) ; স্থান, অঙ্গ (গ্রীবা-প্রদেশ ; হৃদয়-প্রদেশ)। **প্রদেশন**—উপদেশ, নির্দেশ ; উপঢৌকন, ভেট, উৎকোচ। **প্রদেশনী, প্রদেশিনী**—তর্জনী।

প্রদেহ—প্রলেপ, মলম।

প্রদোষ—(যখন রাত্রি আরম্ভ হয়) সায়ংকাল, সন্ধ্যারম্ভ। **প্রদোষক**—প্রদেশকালজাত।

প্রদ্যুম্ন—কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর পুত্র, কন্দর্প।

প্রদ্যোত—দীপ্তি, কিরণ, আলোক। **প্রদ্যোতন**—দ্যোতনশীল ; দীপ্তি ; সূর্য। **প্রদ্যোতিত, প্রদ্যুতিত**—প্রদীপ্ত, উদ্ভাসিত, প্রকাশিত।

প্রধান—অগ্রগণ্য, মুখ্য (প্রধান কাজ, প্রধান কথা) ; অধ্যক্ষ, মোড়ল, সেনাপতি, অমাত্য (প্রধান পুরুষ ; রাজ্যের প্রধানবর্গ) ; অগ্রগণ্য বিষয় বা বস্তু (শীতপ্রধান অঞ্চল) ; জগতের মূল কারণ ; পরমেশ্বর ; বুদ্ধি। **প্রধান ধাতু**—শুক্র।

প্রধূমিত—জ্বলনোন্মুখ, যাহা ধূমাইতেছে (প্রধূমিত অগ্নি)।

প্রধ্বংস—বিনাশ। **প্রধ্বংসন**—বিনাশক। **প্রধ্বংসিত**—বিনাশিত, নিশ্চিহ্নীকৃত। **প্রধ্বংসী**—যে বা যাহা বিনাশ সাধন করে।

প্রনপ্তা—প্রপৌত্র।

প্রনষ্ট—সম্পূর্ণভাবে নষ্ট, বিলুপ্ত।

প্রপঞ্চ—[প্র—পন্‌চ্ (বিস্তৃত হওয়া) + ঘঞ্] সমূহ, বিস্তার ; সংসার ; মায়া (একেতে করিয়া তর্ক সত্য জানি এ প্রপঞ্চ—রামমোহন) ; ভ্রম : প্রতারণা, মিথ্যা (এ প্রপঞ্চে কেন বঞ্চাইছ দাসে—মধুসূদন) ; উল্টাপাল্টা ব্যবহার ; প্রকটন, ব্যক্তীকরণ। **প্রপঞ্চন**—বিস্তৃত করা, ছলনা। **প্রপঞ্চময়**—মায়াময়, ছলনাময়। বিণ. প্রপঞ্চিত—বিস্তৃত, ভ্রান্তিপূর্ণ। [বিনাশ।

প্রপতন—ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে পতন, প্রবেশ,

প্রপন্ন—শরণাগত, আশ্রিত, প্রাপ্ত। **প্রপন্নপাল**—যিনি শরণাগতকে রক্ষা করেন। **প্রপন্নার্তিহর**—যিনি আশ্রিতের দুঃখ হরণ করেন।

প্রপর্ণ—বৃক্ষের স্খলিত পত্র।

প্রপা—জলছত্র, পশুগণের জলপানের স্থান।

প্রপাত—পর্বতাদির অত্যুচ্চস্থান, ভৃগু, precipice, উচ্চস্থান হইতে পতিত জলপ্রবাহ, waterfall ; পতন, স্খলন ; তীর, বেলা।

প্রপিতামহ—পিতামহের পিতা, ব্রহ্মা। স্ত্রী. প্রপিতামহী।

প্রপীড়ন—নিপীড়ন। বিণ. প্রপীড়িত।

প্রপূজিত—পূজিত, সম্মানিত।

প্রপূরণ—পূর্ণ করা, বিণ. প্রপূরিত—যাহা পূর্ণ করা হইয়াছে।

প্রপৌত্র—পৌত্রের পুত্র।

প্রফুল্ল—প্রস্ফুটিত, বিকসিত (প্রফুল্ল রাজীব) ; প্রসন্ন, সহাস্য (প্রফুল্ল বদন)। **প্রফুল্লিত**—প্রফুল্ল, হৃষ্ট, পুলকিত।

প্রফেসর,-সার—(professor) কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। **প্রফেসারি করা**—কলেজাদিতে শিক্ষাদান করা।

প্রবংশ—জাতি, race (প্রবংশ রক্ষা—race preservation)।

প্রবক্তা—ব্যাখ্যাতা; বেদার্থের ব্যাখ্যাতা; সুবক্তা। স্ত্রী. প্রবক্ত্রী।

প্রবচন—উত্তম বচন, প্রবাদ, proverb; বেদাধ্যয়ন; ধর্মগ্রন্থ। বিণ. প্রবচনীয়—যাহা যত্নপূর্বক ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য।

প্রবঞ্চক—প্রতারক, ঠক। **প্রবঞ্চনা**—প্রতারণা, ঠকানো। বিণ. প্রবঞ্চিত—যাহাকে ঠকানো হইয়াছে।

প্রবণ—ক্রমনিম্ন, ঢালু, অভিমুখ, অনুকূল, উন্মুখ (স্নেহপ্রবণ); পরবশ, আসক্ত (ক্রোধপ্রবণ)। বি. প্রবণতা—গতি, আভিমুখ্য, tendency।

প্রবন্ধ—পরস্পর-সম্বদ্ধ বাক্যাবলী, সন্দর্ভ, রচনা (পাঁচালী প্রবন্ধ), essay, thesis, sketch composition; উপায়, কৌশল, চাতুরী, প্রকার, ধরণ। **প্রবন্ধকার**—প্রবন্ধ রচয়িতা, essayist।

প্রবর—মুখ্য, প্রধান, শ্রেষ্ঠ (পণ্ডিতপ্রবর), উৎকৃষ্ট; গোত্র; গোত্রের প্রবর্তক ও ব্যাবর্তক মুনিগণ; পূর্বপুরুষ।

প্রবর্তক—প্রবর্তয়িতা, প্রদর্শক, প্রণেতা। বি. প্রবর্তন, প্রবর্তনা—প্রবৃত্তি, আরম্ভ, নিয়োজন। **প্রবর্তয়িতা**—প্রবর্তনকারী, আরম্ভক (কৌলীন্যের প্রবর্তয়িতা)। **প্রবর্তিত**—চালিত, প্রযোজিত, প্রেরিত। **প্রবর্তী**—প্রেরয়িতা নিয়োজক। **প্রবর্ধন**—বিবর্ধন, বাড়ানো। **প্রবর্ধক**—বিবর্ধনকারী। [বর্ষণকারী।

প্রবর্ষণ—প্রচুর বর্ষণ। **প্রবর্ষী**—প্রচুরভাবে

প্রবল—অতিশয় বলবান্, প্রচণ্ড (প্রবল বিক্রমে), শক্তি ও প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী (প্রবলের অত্যাচার)। **প্রবলপ্রতাপ**—যাহার শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সমধিক। বি প্রবলতা, প্রাবল্য।

প্রবসন—প্রবাস, বিদেশে বাস। বিণ. প্রবসিত, প্রোষিত—বিদেশগত।

প্রবহ—সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ু-বিশেষ: গৃহ-নগরাদি হইতে বহির্গমন; প্রবাহ; বহনকারী। **প্রবহণ**—পাল্কী; ডুলী; যান। **প্রবহমাণ**—যাহা প্রবাহিত হইতেছে (প্রবহমান কাল)।

প্রবাত—সুখসেব্য বায়ুযুক্ত (দেশাদি); সুরভি-শীতল বায়ু, প্রকৃষ্ট বায়ু। **প্রবাতশয়ন**—যে শোবার ঘরে খুব হাওয়া খেলে।

প্রবাদ—জনশ্রুতি; পরম্পরাগত বাক্য (কথাটা এখন প্রবাদের মত দাঁড়িয়ে গেছে); অপবাদ, নিন্দা। **প্রবাদ-বচন, -বাক্য**—প্রবাদ, জনশ্রুতি।

প্রবাল—প্রবাল-কীটের পঞ্জরের দ্বারা নির্মিত সামুদ্রিক রত্ন-বিশেষ, coral, পলা; কিসলয়; অঙ্কুর; বীণাদণ্ড। **প্রবালদ্বীপ**—প্রবাল-কীটের পঞ্জরের জমাট বাঁধার ফলে নির্মিত দ্বীপ, coral island। **প্রবালফল**—প্রবালের মত রক্তবর্ণ ফল যার রক্তচন্দন।

প্রবাস—বিদেশে বাস (প্রবাসে দৈবের বশে জীব-তারা যদি খসে—মধুসূদন)। **প্রবাসন**—বিদেশে পাঠানো নির্বাসন। **প্রবাসিত**—নির্বাসিত, রাজ্য হইতে নিঃসারিত। **প্রবাসী**—দেশান্তরে বাসকারী, বিদেশস্থ।

প্রবাহ—স্রোত, ধারা (অশ্রুপ্রবাহ) অবিচ্ছেদে গতি বা কার্যকরণ (কর্মপ্রবাহ); উত্তম অশ্ব। **প্রবাহক**—উত্তম বহনকারী। **প্রবাহিকা**—গ্রহণী রোগ। **প্রবাহিত**—প্রবহনশীল। **প্রবাহিণী, -নী**—স্রোতস্বিনী, নদী।

প্রবিষ্ট—যাহা প্রবেশ করিয়াছে, অভিনিবিষ্ট।

প্রবীণ—(বীণা বাদনে নিপুণ) বিজ্ঞ, নিপুণ, বহুদর্শী, বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধ (নবীন ও প্রবীণ)।

প্রবীর—উত্তম যোদ্ধা, মহাবীর; প্রধান (কুরু-প্রবীর); নীলধ্বজের পুত্র।

প্রবুদ্ধ—জাগরিত (প্রবুদ্ধ ভারত); জ্ঞানী, জাগ্রত চিত্ত; বিকশিত। বি. প্রবোধ।

প্রবৃত্ত—রত নিযুক্ত, ব্যাপৃত (কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া)।

প্রবৃত্তি—অন্তরের স্বাভাবিক প্রবণতা (বিপ নিবৃত্তি); ইচ্ছা; আগ্রহ, রুচি (এমন কাজে প্রবৃত্তি হয় না); আরম্ভ। **প্রবৃত্তিজ্ঞ**—(যে সংবাদ জানে) চর। **প্রবৃত্তিমার্গ**—ভোগ-সুখের পথ, সংসারের পথ (বিপ. নিবৃত্তিমার্গ—আত্মদমনের পথ)।

প্রবৃদ্ধ—অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; বিশাল, উত্তুঙ্গ (প্রবৃদ্ধ-শিখর); বিবর্ধিত (প্রবৃদ্ধ তৃষ্ণা); অতি প্রাচীন। **প্রবৃদ্ধ কোণ**—reflex angle। বি. প্রবৃদ্ধি।

প্রবেট—(ইং. probate) আদালতের তরফ হইতে উইলের বৈধতা স্বীকৃতিযুক্ত দলিল।

প্রবেশ—ভিতরে যাওয়া, ঢোকা; আবির্ভাব,

কর্মারম্ভ (নেপথ্যে রাজার প্রবেশ ; কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ) ; ভিতরে যাইবার পথ (পুরঃ-প্রবেশ)। **গৃহপ্রবেশ**—শুভদিনে নবনির্মিত গৃহে বাসের সূচনা, তৎসংক্রান্ত উৎসব। **প্রবেশক**—প্রবেশকারী ; গ্রন্থের ভূমিকা। **প্রবেশন**—প্রবেশ, তোরণ। **প্রবেশ-পত্র**—প্রবেশের অনুমতি-সূচক পত্র। **প্রবেশিকা**—প্রবেশার্থ দেয় অর্থ বা টিকেট, প্রবেশার্থ পরীক্ষা অথবা সেই পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট প্রথম পুস্তক (প্রবেশিকা পরীক্ষা—Entrance examination)। **প্রবেশিত**—যাহাকে বা যাহা প্রবেশ করানো হইয়াছে। **প্রবেশ্য**—প্রবেশযোগ্য, যাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারা যায় (অপ্রবেশ্য পুরী); permeable। **প্রবেষ্টা**—প্রবেশক।

প্রবোধ—জ্ঞান ; সান্ত্বনা (মন প্রবোধ মানে না) ; জাগরণ ; মোহের অবসানে সমুদিত জ্ঞান। **প্রবোধক**—উত্তেজক, উদ্দীপক, যে বা যাহা জাগায়। **প্রবোধন**—জাগানো, উদ্দীপন ; জাগরণ ; শিক্ষাদান (বাল প্রবোধন) ; সান্ত্বনা ; সুগন্ধি দ্রব্যের অনুগ্র সুগন্ধের বৃদ্ধি সাধন। বিণ. প্রবোধিত—জাগরিত ; শিক্ষিত ; যাহাকে সান্ত্বনা বা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

প্রব্রজন—গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন। বিণ. প্রব্রজিত—যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে ; প্রবাসগত, শ্রমণ। স্ত্রী. প্রব্রজিতা—সন্ন্যাসিনী ; জটামাংসী। **প্রব্রজ্যা**—সন্ন্যাস-ধর্ম। **প্রব্রজ্যাবসিত**—সন্ন্যাসধর্ম হইতে ভ্রষ্ট।

প্রভঞ্জন—(প্র—ভনজ্‌+অনট্—বৃক্ষাদি ভঞ্জন-কারী) ঝড়, বাত্যা (প্রভঞ্জন বৈরী তুমি—মধুসূদন) ; পবনদেব ; নাশক (সর্বদর্পপ্রভঞ্জন)।

প্রভব—প্রভাব, পরাক্রম ; উৎপত্তিস্থান (রত্ন-প্রভব বারিধি)। **প্রভবিতা**—অধিপতি। **প্রভবিষ্ণু**—প্রভাবশীল, সমর্থ, অধিকারী। বি. প্রভবিষ্ণুতা।

প্রভা—(প্র—ভা+অ+আ) দীপ্তি, তেজ, প্রকাশ, কিরণ (সূর্য-চন্দ্রের প্রভা ; রূপের প্রভা) ; সূর্যপত্নী, দুর্গা। **প্রভাকর**—সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, সাগর, অর্কবৃক্ষ। **প্রভাকীট**—খদ্যোত। **প্রভাবান্**—প্রভাযুক্ত। স্ত্রী. প্রভাবতী—দীপ্তি-বিশিষ্টা, ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ ; গণদেবতাদিগের বীণা।

প্রভাত—(প্র—ভা+ক্ত) প্রভাযুক্ত ; প্রত্যূষ (প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই)। **প্রভাত-চারণ**—প্রত্যূষে যাহারা পথে পথে গান গাহিয়া লোকদের ঘুম ভাঙ্গায়। **প্রভাত-ফেরী**—প্রভাত-চারণ ; এরূপ চারণদলের মঙ্গলগীত বা জাতীয় উদ্বোধন-সঙ্গীত। **প্রভাতি,-তী**—প্রভাতকালীন (প্রভাতী আরতি) ; প্রভাত-কালীন সঙ্গীত।

প্রভাব—(প্র—ভূ+ঘঞ্) প্রভুশক্তি ; মহিমা ; বিক্রম ; প্রতাপ ; অলক্ষিতভাবে পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা (মহৎ চরিত্রের প্রভাব) ; ধন, গুণপনা ইত্যাদি জনিত তেজ (কেমন প্রভাবময় মূর্তি—বিদ্যাসাগর) ; পরাভব-সামর্থ্য (মন্ত্রের প্রভাব)। **প্রভাবজ**—প্রভাব হইতে সম্ভূত। **প্রভাবমণ্ডল**—প্রভাবের বিস্তার-ক্ষেত্র।

প্রভাস—পশ্চিম-ভারতের তীর্থ-বিশেষ ; জৈন-গণাধিপতি-বিশেষ ; দীপ্তি, কান্তি। বিণ. প্রভাসিত—ভাস্বর, সমুজ্জ্বল, প্রতিফলিত।

প্রভিন্ন—বিভক্ত ; মত্তহস্তী ; প্রস্ফুটিত ; প্রকাশিত ; মদস্রাবী।

প্রভু—(প্র—ভূ+উ) শ্রেষ্ঠ ; রাজা ; স্বামী ; মনিব ; অনুগ্রহ-নিগ্রহ-সমর্থ ; ইষ্টদেবতা ; বৈষ্ণবগুরু। **প্রভুতা,-ত্ব**—আধিপত্য, কর্তৃত্ব (প্রভুত্ব করা ; প্রভুত্বগর্ব) ; প্রভাব ; প্রাধান্য। **প্রভুত্বব্যঞ্জক**—যাহাতে আধিপত্যের ভাব প্রকাশ পায় ; যাহাতে প্রভুত্বের গর্ব প্রকাশ পায়। **প্রভুভক্ত**—প্রভুর প্রতি একান্ত অনুরক্ত। **প্রভুশক্তি**—প্রভাব ; প্রতাপ ; আধিপত্য। **প্রভুহন্তা**—যে রাজাকে, মনিবকে অথবা স্বামীকে হত্যা করিয়াছে।

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবগুরুর নামোল্লেখ সম্পর্কে ব্যবহৃত শব্দ, His Holiness।

প্রভূত—প্রচুর, বহু (প্রভূত ধন ; প্রভূত পরিশ্রম) ; উৎপন্ন, জাত।

প্রভৃতি—ইত্যাদি, আদি, প্রমুখ।

প্রভেদ—পার্থক্য, বৈলক্ষণ্য, বিভিন্ন (আকাশ-পাতাল প্রভেদ) ; বিকাশ। **প্রভেদনী, প্রভেদিকা**—বেধনাস্ত্র।

প্রমত্ত—(প্র—মদ্+ক্ত) প্রমাদযুক্ত, অনবহিত, অত্যাসক্ত, মাতাল, একান্ত বিভোর। বি. প্রমত্ততা—মত্ততা, অত্যাসক্তি, ভাবে বিভোর

অবস্থা (প্রমত্ততা হে বিজয়, তোমার জীবনে শ্রেষ্ঠ লক্ষণ জানিবে—কেশবচন্দ্র)।

প্রমথ—(প্র—মন্থ্+অ—যাহারা দুষ্টের শাসন করে) শিবানুচর-বিশেষ, ইহারা নৃত্যগীতাদিতে নিপুণ ও নানারূপধারী। **প্রমথন**—পীড়ন, ক্লেশদান, বিলোড়ন, মর্দন, বধ। বিণ. প্রমথিত—পীড়িত, মন্থিত। **প্রমথী**—মর্দনকারী, পীড়য়িতা। **প্রমথনাথ,-পতি, প্রমথেশ**—শিব।

প্রমদ—মত্ত; হর্ষ, আনন্দ। **প্রমদক**—যে কেবল ইহলোক স্বীকার করে, পরলোক মানে না, নাস্তিক। **প্রমদ-কানন,-বন, প্রমদা-কানন**—রাজান্তঃপুরযোগ্য উপবন। **প্রমদা**—রূপসৌভাগ্যজনিত গর্বযুক্তা, সুন্দরী নারী, নারী; চতুর্দশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ।

প্রমা—(প্র—মা+অ+আ) সত্যজ্ঞান, নিশ্চয়-বোধ। **প্রমাজ্ঞান**—যথার্থজ্ঞান।

প্রমাণ—(প্র—মা+অনট্) যদ্দ্বারা যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় (প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ অর্থাৎ বিশ্বাস্য গ্রন্থ ইত্যাদি); যদ্দ্বারা মাপা যায় (পর্বতপ্রমাণ উচ্চ); সাক্ষী, দৃষ্টান্ত, লেখ্য; যাহা সংশয় ছেদন করে; যথাপরিমাণ, standard (প্রমাণ ধুতি বা শাড়ী)। **প্রমাণ-পঞ্জী**—বক্তব্যের প্রমাণ অর্থাৎ authority যে সমস্ত গ্রন্থে বা রচনায় রহিয়াছে, তাহার তালিকা, bibliography। **প্রমাণপত্র**—দলিলাদি, রসীদ। **প্রমাণপুরুষ**—বিচারক, মধ্যস্থ। **প্রমাণবচন**—শাস্ত্রবচন। **প্রমাণসই**—যাহা সাধারণতঃ প্রচলিত (প্রমাণ-সই ধুতি)। **প্রমাণসাপেক্ষ**—প্রমাণের দ্বারা যাহার সত্যতা প্রমাণ করিতে হইবে। **প্রমাণসিদ্ধ**—কোনও বিশেষ প্রমাণের দ্বারা যাহার সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। **প্রমাণাভাব**—যোগ্য প্রমাণের অসদ্ভাব বা অপ্রাপ্তি। **প্রমাণানুরূপ**—মানানসই। **প্রমাণী-করণ**—যুক্তি, নিদর্শন ইত্যাদি দ্বারা সত্যতা প্রতিপাদন (বিণ. প্রমাণীকৃত—proved)।

প্রমাতা—যে বা যাহা প্রমাণ করে (সাংখ্যমতে শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি, বেদান্তমতে প্রতিফলিত মনোবৃত্তি); রাজপুরুষ-বিশেষ, ওজনাদিতে কম দিলে ইঁহারা দণ্ড দিতেন।

প্রমাতামহ—মাতামহের পিতা। স্ত্রী. প্রমাতামহী।

প্রমাথ—প্রমথন, পীড়ন, ভূমিতে নিপাতিত করিয়া মর্দন, ধ্বংস। **প্রমাথী**—পীড়য়িতা, ক্লেশকর, বিক্ষোভক, নাশক।

প্রমাদ—(প্র—মদ্+ঘঞ্) অনবধানতা অসাব-ধানতা, ভ্রান্তি (ভ্রম-প্রমাদ); কি করিতে হইবে সে সম্বন্ধে বিচারের অভাব; অন্তঃকরণের দৌর্বল্য; বিপৎপাত (প্রমাদ গণিল)। **প্রমাদকৃত**—যাহা ভুলে করা হইয়াছে। **প্রমাদবধ**—অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক নরহত্যা। **প্রমাদবান্**—অসাবধান। **প্রমাদশূন্য, -হীন**—নির্ভুল, সাবধান। **প্রমাদী**—প্রমাদ-যুক্ত, প্রমত্ত।

প্রমারা, প্রেমারা—(পর্তু. Primeiro) বাজি রাখিয়া তাসখেলা-বিশেষ।

প্রমিত—পরিমিত, জ্ঞাত, নিশ্চিত, প্রথমাবধারিত, নিশ্চিত (বিপ অপ্রমিত—অসংখ্য); **প্রমিতি**—প্রমাণ, নিশ্চয়জ্ঞান, পরিমাণ।

প্রমীত—মৃত হত, যজ্ঞার্থে হত।

প্রমীলন—নিমীলন, চোখ বোজা (বিপ. উন্মীলন)। বিণ. প্রমীলিত।

প্রমীলা—তন্দ্রা, ঝিমানো, অবসাদ, প্রমীলন; মেঘনাদের পত্নী।

প্রমুখ—প্রথম, আদি, প্রভৃতি (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—কালিদাস-প্রমুখ কবি); শ্রেষ্ঠ মান্য, পুন্নাগ বৃক্ষ সম্মুখ।

প্রমুখাৎ—মুখ হইতে, জবানী (দূত-প্রমুখাৎ)।

প্রমুদিত—[প্র—মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত] আহ্লাদিত, প্রীত, বিকসিত। **প্রমুদিত-বদনা**—প্রফুল্লবদনা, দ্বাদশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ।

প্রমূর্ত—মূর্ত, রূপায়িত, সুপ্রকট।

প্রমেয়—পরিমেয়, অল্প (বিপ. অপ্রমেয়); অবধার্য, জ্ঞেয়।

প্রমেহ—মূত্রদোষ-রোগ-বিশেষ। **প্রমেহী**—প্রমেহগ্রস্ত।

প্রমোচন—মুক্তকরণ; যাহা মুক্ত করে (সর্বপাপ-প্রমোচন); নিস্বমীকরণ।

প্রমোদ—(প্র—মুদ্+ঘঞ্) আমোদ, আনন্দ, হর্ষ, স্ফূর্তি (আমোদ-প্রমোদে কাল হরণ)। **প্রমোদকানন**—আনন্দে সময় হরণের জন্য নির্মিত উপবন, বাগানবাড়ী। **প্রমোদ-বাজার**—carnival। **প্রমোদভবন,**

প্রমোদাগার—বিলাস-ভবন। **প্রমোদন**—আমোদিত করা; প্রমোদজনক। **প্রমোদিত**—আমোদিত; বিকসিত। **প্রমোদী**—আনন্দকর, ফ্‌ূর্তিবাজ।

প্রমোশন্—(ইং. promotion) উচ্চতর পদে বা শ্রেণীতে স্থান লাভ (ছেলেটি এবার প্রমোশন পায় নাই; এ চাকরিতে প্রমোশন নাই)।

প্রমোহ—সম্মোহ। **প্রমোহন**—সম্মোহন; মোহকারক অস্ত্র-বিশেষ।

প্রযত—(প্র—যম্+ক্ত) সংযত, নিয়মানুবর্তী, পবিত্র, অপ্রমত্ত। **প্রযতাত্মা**—সংযতচিত্ত; শুদ্ধচিত্ত।

প্রযত্ন—প্রয়াস, সনির্বন্ধ চেষ্টা, অধ্যবসায়; (ন্যায়-দর্শনে) প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ও জীবনকারণ।

প্রয়াগ—গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী—এই তিন নদীর সঙ্গমস্থল, এলাহাবাদ, প্রকৃষ্ট যজ্ঞ, ইন্দ্র। **প্রয়াগভয়**—প্রকৃষ্ট যজ্ঞকে যে ভয় করে, ইন্দ্র)।

প্রয়াণ—(প্র—যা+অনট্) গমন; প্রস্থান; যুদ্ধযাত্রা, মৃত্যু (প্রয়াণ-কাল—মৃত্যুকাল)। **মহাপ্রয়াণ**—মৃত্যু।

প্রয়াত—প্রস্থিত, গত, পতিত, মৃত।

প্রয়াস—প্রচেষ্টা, প্রযত্ন, পরিশ্রম, কষ্টস্বীকার (প্রয়াস-লভ্য), ইচ্ছা। বিণ. প্রয়াসী—প্রযত্নশীল, অভিলাষী (আমি যে তোমার পরশ পাবার প্রয়াসী—রবি)।

প্রযুক্ত—যাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে, নিযুক্ত, প্রবর্তিত, অনুষ্ঠিত, ব্যবস্থাপিত, produced (নাটকাদি); নিক্ষিপ্ত (প্রযুক্ত বাণ), সুদে খাটানো (প্রযুক্ত ধন); সেই হেতু (দুর্বলতা প্রযুক্ত চলিতে অক্ষম)। বি. প্রযুক্তি—প্রয়োগ; প্রকৃষ্ট যুক্তি। **প্রযোক্তা**—প্রয়োগকারী, প্রযোজক, অনুষ্ঠাতা, উত্তমর্ণ।

প্রয়োগ—কাজে লাগানো; ব্যবহার (বিদ্যার প্রয়োগ; অস্ত্রের প্রয়োগ); উদাহরণ; (বিরল প্রয়োগ); অভিনয় (প্রয়োগকুশল); অস্ত্রাদি নিক্ষেপ (প্রয়োগ ও সংহার—অস্ত্রাদির নিক্ষেপ ও সংবরণ); সুদে খাটানো। **প্রয়োগ-বিজ্ঞান**—বিদ্যাদির প্রয়োগ করিবার কৌশল। **প্রয়োগতঃ**—প্রয়োগের দিক দিয়া, প্রয়োগ অনুসারে। **প্রয়োগযোগ্য**—ব্যবহারযোগ্য, উল্লেখযোগ্য। **প্রয়োগশালা**—পরীক্ষাগার, laboratory।

প্রযোজক—প্রযোক্তা, প্রবর্তক, নিয়োগ-কর্তা; যিনি নাটকাদি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, producer (বি. প্রযোজন); যে টাকা-পয়সা সুদে খাটায়; বিধি-প্রবর্তক।

প্রয়োজন—হেতু, উদ্দেশ্য (কি প্রয়োজনে আগমন?); দরকার, কার্য (কোনও প্রয়োজন নাই; খেয়ানৌকা গজেন্দ্র গমনে যাইতেছে—পরের প্রয়োজনে—বঙ্কিমচন্দ্র)। **প্রয়োজনাতিরিক্ত**—যাহার দরকার নাই। বিণ. প্রয়োজনীয়—আবশ্যক, দরকারী (প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র)।

প্রযোজ্য—প্রয়োগযোগ্য; মূলধন; ভৃত্য।

প্ররূঢ়—জাত, উৎপন্ন, দৃঢ়মূল, প্রবৃদ্ধ।

প্ররোচন,-না—উত্তেজনা, উস্‌কানি (দশজনের প্ররোচনায় এ কাজ করেছে); নাট্যে প্রস্তাবনার অঙ্গ-বিশেষ। বিণ. প্ররোচিত।

প্ররোহ—অঙ্কুর; চারাগাছ, বট প্রভৃতির ঝুরি; উৎপত্তি, আরোহণ। বিণ. প্ররোহিত—প্ররোহযুক্ত; অঙ্কুরিত। **প্ররোহী**—উৎপাদনশীল, অঙ্কুরিত।

প্রলাপন—প্রলাপ করা। বিণ. প্রলপিত—বৃথা জল্পিত, কথিত।

প্রলব্ধ—প্রাপ্ত। বি. প্রলম্ভ—প্রাপ্তি। **প্রলম্ভন**—বঞ্চনা, পরিহাস।

প্রলম্ব—লম্বমান (প্রলম্ব বাহু); শাখা, ঝুরি, উদ্ভিদের অঙ্কুর, লতার শুঁয়া; স্ত্রীস্তন, হার-বিশেষ; মেঘ।

প্রলম্বন—projection, যাহা লম্বা হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। বিণ. প্রলম্বিত—দোলায়মান, লম্বমান।

প্রলয়—(প্র—লী+ঘঞ্) ব্রহ্মাণ্ডের লয়, সৃষ্টির নাশ, ধ্বংস, সংকীর্তনকারীর মূর্ছা; অতি-ভীষণ। **প্রলয়কাণ্ড**—মহাবিধ্বংসকর ব্যাপার; হৈ হৈ ব্যাপার। **প্রলয়ঙ্কর**—প্রলয়কারী; সর্বনেশে (প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার)। স্ত্রী. প্রলয়ঙ্করী (স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী)। **পলকে প্রলয়**—মুহূর্তে সর্বনাশকর ব্যাপার ঘটা। **প্রলয়াবশেষ**—সর্বনাশের পরে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট।

প্রলাপ—অর্থহীন ভাষণ, অসংবদ্ধ কথা, পাগলের মত বকা; রোগের উপসর্গ-বিশেষ, delirium। বিণ. প্রলাপী।

প্রলীন—প্রলয়প্রাপ্ত : নিশ্চেষ্ট ; মূর্ছিত। বি. প্রলীনতা—প্রলয় ; মূর্ছা।

প্রলুব্ধ—কোন কিছুর জন্য যাহার বিশেষ লোভ বা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে (তোমার বর্ণনা শুনে প্রলুব্ধ হচ্ছি) ; লোলুপ।

প্রলেপ—(প্র—লিপ্‌+ঘঞ্‌) লেপন : পোঁছ (হাল্কা প্রলেপ) ; প্রলেপ-দ্রব্য। **প্রলেপক**—যে প্রলেপ দেয়। **প্রলেপন**—প্রলেপ দান।

প্রলেহ—ব্যঞ্জন-বিশেষ (কোরমা ?)।

প্রলোভ—অতি লোভ ; অতিশয় লালসা। **প্রলোভন**—ভোগস্পৃহা উদ্রেক করা ; যাহা ভোগস্পৃহা উদ্রেক করে, লোভের সামগ্রী (প্রলোভন হইতে দূরে থাকা)। বিণ. প্রলোভিত। **প্রলুব্ধ**—লোভের দ্বারা আকৃষ্ট।

প্রশংসক—(প—শন্‌স্‌+ণক) যে প্রশংসা করে, গুণকীর্তনকারী : স্তাবক। **প্রশংসন, প্রশংসা**—গুণকীর্তন ; স্তব ; সুখ্যাতি। বিণ. প্রশংসনীয়—সুখ্যাতির যোগ্য, ধন্যবাদার্হ (প্রশংসনীয় কর্ম)। **প্রশংসিত**—যাহাকে প্রশংসা করা হইয়াছে। **প্রশংসবাদ**—প্রশংসা।

প্রশম—[প্র—শম্‌ (শান্ত হওয়া)+ঘঞ্‌] শান্তি ; উপশম : ক্রোধোপশম ; নির্বাণ। **প্রশমন**—নিবৃত্তি-সাধন : নিবারণ ; নির্বাপন। বিণ. প্রশমিত—নিবারিত, দমিত : শান্ত (চিত্তদাহ প্রশমিত হইল)।

প্রশস্ত—(প্র—শন্‌স্‌+ক্ত) প্রশংসনীয়, শ্রেষ্ঠ (প্রশস্ত উপায়) ; শুভ ; শাস্ত্রসম্মত ; নিপুণ ; আয়ত, চওড়া (প্রশস্ত ললাট) ; উদার, অকপট (প্রশস্ত মনে অনুমোদন)। **প্রশস্তাদ্রি**—মধ্যপ্রদেশের পর্বত-বিশেষ।

প্রশস্তি—প্রশংসা ; স্তব (প্রশস্তি রচনা করা) ; গুণকীর্তন ; কাহারও প্রশংসায় রচিত কবিতা।

প্রশস্য—বিশেষ প্রশংসনীয়।

প্রশাখা—বড় শাখা হইতে নির্গত ক্ষুদ্র শাখা (বৃক্ষের বা প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা)।

প্রশান্ত—(প্র—শম্‌+ক্ত) বিক্ষোভরহিত (প্রশান্ত সমুদ্র) ; সমতাপ্রাপ্ত, অবিচলিত (প্রশান্তচিত্ত) ; ধীরস্থির, সৌম্যদর্শন (প্রশান্তমূর্তি) ; নিশ্চল। **প্রশান্তকাম**—যাহার কামনা শান্ত হইয়াছে ; নিষ্কাম। **প্রশান্তচেষ্ট**—নিশ্চেষ্ট, স্থির।

প্রশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য (শিষ্য-প্রশিষ্যক্রম)।

প্রশ্ন—[প্রচ্ছ্‌ (জিজ্ঞাসা করা)+ন] জিজ্ঞাসা, পৃচ্ছা (কুশল প্রশ্ন, প্রশ্ন করা), নির্ণয়ের বিষয়, সমস্যা (প্রশ্ন হচ্ছে, এখন কি কর্তব্য ; প্রশ্নের অঙ্ক) ; উপনিষদ্‌-বিশেষ। **প্রশ্নকর্তা**—যে প্রশ্ন করে, পরীক্ষক। **প্রশ্নদূতী**—প্রহেলিকা, হেঁয়ালি। **প্রশ্নপত্র**—যে পত্রে পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্ন লেখা থাকে। **প্রশ্নোত্তর**—প্রশ্ন ও উত্তর ; প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্রয়—(প্র—শ্রি+অ) আস্কারা, নাই (প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তোলা হয়েছে) ; সমাদর, প্রীতিহেতু দোষের প্রতি উপেক্ষা (প্রথম নাতি, কিছু প্রশ্রয় তো পাবেই) বিণ. প্রশ্রিত—আদৃত।

প্রশ্বাস—[প্র—শ্বস্‌ (নিশ্বাস প্রশ্বাস লওয়া)+ঘঞ্‌] যে বায়ু শ্বাসরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার নির্গম।

প্রষ্টব্য—(প্রচ্ছ্‌+তব্য) জিজ্ঞাস্য। **প্রষ্টা**—জিজ্ঞাসু ; প্রশ্নকর্তা।

প্রসংখ্যান—(প্র—সম্‌+খ্যা+অনট্‌) পরিগণন ; আত্মানুসন্ধান।

প্রসক্ত—[প্র—সন্‌জ+ক্ত) আসক্ত ; সংলগ্ন। বি. প্রসক্তি—প্রবল অনুরাগ ; অবৈধ অনুরাগ ; অভিনিবেশ।

প্রসঙ্গ—(প্র—সন্‌জ্‌+ঘঞ্‌) প্রস্তাব, সম্পর্ক, সম্বন্ধ (কথাপ্রসঙ্গে ; প্রসঙ্গক্রমে)। **প্রসঙ্গকোষ**—সম্পর্কিত বিষয়াদির বিবরণী, Book of reference। **প্রসঙ্গান্তর**—অন্য বিষয়ের আলোচনা। **প্রসঞ্জন**—প্রসঙ্গকরণ, উল্লেখ করা।

প্রসত্তি—[প—সদ্‌ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্তি] প্রসন্নতা ; নির্মলতা। বিণ. **প্রসন্ন**—সন্তুষ্ট, অনুকূল (অদৃষ্ট প্রসন্ন) ; নির্মল (প্রসন্ন-সলিলা জাহ্নবী) ; উজ্জ্বল। বি. প্রসন্নতা। **প্রসন্নাত্মা**—নির্মল-চিত্ত ; বিষ্ণু। স্ত্রী. প্রসন্না—অনুকূলা ; মদিরা।

প্রসব—[প্র—সূ (প্রসব করা)+অ] গর্ভমোচন, প্রসবকাল ; সন্তান (বীর-প্রসবিনী) ; পুষ্প ; ফল ; কারণ, নিমিত্ত। **প্রসব করানো**—সন্তান প্রসবে সাহায্য করা। **প্রসব-গৃহ**—সূতিকাগার। **প্রসব-বন্ধন**—বোঁটা। **প্রসব-বেদনা**—প্রসবকাল-সূচক যন্ত্রণা ; প্রসব-কালীন ক্লেশ। **প্রসবস্থলী**—উৎপত্তি-স্থান ; জননী। **প্রসবিতা, প্রসবী**—

উৎপাদয়িতা, স্ত্রী—প্রসবিত্রী, প্রসবিনী—জননী।

প্রসব্য—প্রতিকূল ; বিপরীত।

প্রসভ—বলাৎকার ; সহসা। **প্রসভদমন**—বলপূর্বক শাসন। **প্রসভহরণ**—লুণ্ঠন।

প্রসর—(প্র—সৃ+অ) বিস্তার, ব্যাপ্তি। **প্রসরণ**—ছাইয়া ফেলা।

প্রসর্পণ—সঞ্চারিত হওয়া, বিস্তৃত হওয়া। বিণ. প্রসর্পিত—বিস্তৃত, সঞ্চরণশীল। **প্রসর্পী**—গমনশীল।

প্রসহ—[প্র—সহ্ (সহ্য করা) +অ] বলপূর্বক ভক্ষণকারী ; শিকারী পাখী, কাক, গৃধ্র, পেচক, চিল ইত্যাদি। **প্রসহন**—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ; আলিঙ্গন।

প্রসহ্য—বলাৎকার, সহসা। **প্রসহ্যকারী**—যে জবরদস্তি করে। **প্রসহ্যচৌর**—ডাকাত। **প্রসহ্যহরণ**—লুণ্ঠন।

প্রসাদ—(প্র—সদ্+ঘঞ্) প্রসন্নতা, অনুগ্রহ (আঁখির প্রসাদ ; প্রসাদপুষ্ট), নির্মলতা, কাব্যে গুণ-বিশেষ, এই গুণ যে রচনায়, পাঠমাত্রই তাহার অর্থবোধ হয় অথচ সেরূপ রচনা গ্রাম্যতা-বর্জিত এবং চিত্তের স্থায়ীভাব সঞ্চারে সক্ষম ; দেবতার সম্মুখে নিবেদিত দ্রব্য ; ব্রাহ্মণের বা গুরুজনের ভুক্তাবশেষ (গ্রাম্য—পেরসাদ)। **প্রসাদ-ভোজী**—পরের অনুগ্রহে যাহার জীবন নির্বাহ হয়। **প্রসাদন**—প্রসন্নতা সম্পাদন, তোষণ। **প্রসাদাৎ**—অনুগ্রহে। **প্রসাদী**—দেবতাকে নিবেদিত দ্রব্য (গুরু-প্রসাদী)।

প্রসাধক—(প্র—সাধি+ণক) প্রসাধনকারী, যে অলঙ্কৃত করে। স্ত্রী. প্রসাধিকা—যে স্ত্রী বেশভূষা পরাইয়া দেয়। **প্রসাধন**—অলঙ্কারাদির বা চন্দনাদির সাহায্যে শরীরের শোভা বর্ধন (প্রসাধন-দ্রব্য—বর্তমান কালে ক্রীম, রুজ প্রভৃতি)। **প্রসাধন, প্রসাধনী**—কাঁকই। বিণ. প্রসাধিত—অলঙ্কৃত, সজ্জিত।

প্রসার—(প্র—সারি+ঘঞ্) বিস্তার, প্রসরণ, উদারতা (চিত্তের প্রসার) ; পসার, practice।

প্রসারণ—বিস্তার করা, পরিবর্ধন, সম্প্রসারণ। বিণ. প্রসারিত—যাহা বিস্তৃত করা হইয়াছে (আলিঙ্গনের জন্য প্রসারিত বাহু)। **প্রসারী**—প্রসরণশীল, ব্যাপ্ত। স্ত্রী. প্রসারিণী লতা-বিশেষ, গন্ধ-ভাদালিয়া।

প্রসিদ্ধ—[প্র—সিধ্ (খ্যাত হওয়া)+ক্ত] বিখ্যাত (প্রসিদ্ধ গায়ক) ; সুবিদিত (প্রসিদ্ধ অর্থ) বি. প্রসিদ্ধি—খ্যাতি, প্রতিপত্তি।

প্রসীদ—(সং.) প্রসন্ন হও।

প্রসুপ্ত—সুপ্ত, নিদ্রিত।

প্রসূ—(প্র—সূ+কিপ্) জননী (হেন বীর-প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী—মধুসূদন)। বিণ. **প্রসূত**—জাত, উৎপন্ন (নবপ্রসূত)। বি. **প্রসূতি**—জননী, গর্ভ ; কারণ ; সন্ততি।

প্রসূন—(প্র—সূ+ক্ত) পুষ্প ; মুকুল ; ফল, (প্রসূন-স্তবক—পুষ্প-স্তবক)। **প্রসূনেষু**—পুষ্প ইষু (বাণ) যাহার, কন্দর্প।

প্রসৃত—(প্র—সৃ+ক্ত) বিস্তৃত, ব্যাপ্ত, প্রবৃদ্ধ, নির্গত, বেগবান্, অর্ধাঞ্জলি। স্ত্রী—প্রসৃতা—জঙ্ঘা, বি. প্রসৃতি—বিস্তার, বেগ, অর্ধাঞ্জলি অর্থাৎ হাতের কোষ।

প্রস্তর—[প্র—স্তৃ (আচ্ছাদন করা)+অ] পাথর, পাষাণ ; মণি ; পল্লবাদি-রচিত সজ্জা। **প্রস্তরযুগ**—Stone-age, যে যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত, ধাতুর ব্যবহার জানিত না। **প্রস্তরীকরণ**—প্রস্তরে পরিণত করা। **প্রস্তরীভবন**—প্রস্তরে পরিণত হওয়া। বিণ প্রস্তরীভূত—যাহা প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে।

প্রস্তাব—[প্র—স্তু (স্তব করা, কথা আরম্ভ করা)+ঘঞ্] প্রসঙ্গ ; বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত বিষয়, proposal (বিবাহের প্রস্তাব) ; বিতর্কের বিষয়, motion (প্রস্তাব অনুমোদন করা) ; বিচারমূলক গ্রন্থের অধ্যায় বা অংশ। বিণ. প্রস্তাবিত—আলোচনার জন্য উপস্থাপিত, যাহার প্রসঙ্গ করা হইয়াছে।

প্রস্তাবনা—নাটকের সূচনায় নাটকের বিষয় সম্পর্কে আলাপ, prologue ; গ্রন্থের ভূমিকা ; আরম্ভ ; বিচারের জন্য উপস্থাপিত বিষয়। **প্রস্তাবিকা**—Prospectus, অনুষ্ঠান-বিশেষ সম্পর্কে প্রারম্ভিক বিবৃতি।

প্রস্তুত—প্রশংসিত ; প্রাসঙ্গিক, উপস্থিত, কৃতনিশ্চয়, ready (যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত) ; নির্মিত, তৈয়ার (প্রস্তুত করা)। বি. প্রস্তুতি।

প্রস্থ—(প্র—স্থা+অ) পরিমাণ-বিশেষ ; পর্বতের উপরিস্থ সমভূমি (শৈলপ্রস্থ) ; সমভূমি (ইন্দ্রপ্রস্থ) ; বিস্তার ; চওড়াই (দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান) ; সেট, set, রকমের (তিন প্রস্থ জামা)।

প্রস্থান—গমন, প্রয়াণ (প্রস্থানোদ্যোগ); যুদ্ধযাত্রা: উপদেশ বা বক্তব্যের স্তর (দ্বিতীয় প্রস্থান)। **প্রস্থান দেওয়া**—চলিয়া যাওয়া, না বলিয়া চলিয়া যাওয়া। **প্রস্থাপিত**—প্রেরিত; প্রমাণীকৃত। বিণ. প্রস্থিত—গত।

প্রস্ফুট—(প্র—স্ফুট্+অ) বিকসিত, সুস্পষ্ট। **প্রস্ফুটিত**—বিকসিত। **প্রস্ফুটন**—বিকসিত হওয়া।

প্রস্ফুরণ—(প্র—স্ফুর্+অনট্) ঈষৎ কম্পিত হওয়া। বিণ. প্রস্ফুরিত (প্রস্ফুরিত অধর-পল্লব)। **প্রস্ফুরক**—Phosphorus।

প্রস্ফোটন—বিকসিত হওয়া; বিদীর্ণ হওয়া; পক্ব হওয়া; শূর্প; কুলা।

প্রস্যন্দ, প্রস্যন্দন—ক্ষরণ। **প্রস্যন্দী**—যাহা হইতে ক্ষরিত হয় (ধাতু-প্রস্যন্দী পর্বত)।

প্রস্রব—ক্ষরণ, গলন। **প্রস্রবণ**—প্রবাহ; নির্ঝর; দাক্ষিণাত্যের পর্বত-বিশেষ। **প্রস্রবী**—দুগ্ধ-প্রবাহযুক্ত (পয়ঃ-প্রস্রবিণী)। **প্রস্রাব**—প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরণ; মূত্র। **প্রস্রুত**—ক্ষরিত, গলিত।

প্রস্বর—যে স্বরবর্ণের উচ্চারণে জোর পড়িয়াছে; [accent।

প্রস্বাপ—নিদ্রা; যে অস্ত্রে শত্রুর নিদ্রাকর্ষণ হয়। **প্রস্বাপন**—নিদ্রাকর্ষক অস্ত্র; নিদ্রা-জনক; গাঢ় নিদ্রা।

প্রস্বেদ—(প্র—স্বিদ্+ঘঞ্) প্রচুর ঘাম। বিণ. [প্রস্বিন্ন।

প্রহত—আঘাতপ্রাপ্ত; চূর্ণীকৃত (তরঙ্গ-প্রহত গিরিপাদমূল); বাদিত; পরাজিত; বিতাড়িত।

প্রহর—[প্র—হৃ+অ (অপ্)] দিবারাত্রির অষ্টম ভাগের এক ভাগ, তিন ঘণ্টাকাল। **প্রহর গণা**—(প্রহরজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি গণা, কর্মহীন অবস্থায় সময় কাটানো (প্রহর গণিতেছিল আলস্যে কৌতুকে—রবি)।

প্রহরণ—(প্র—হৃ+অনট্) প্রহার, আঘাত, অস্ত্র (রিপু-প্রহরণ); স্ত্রীলোকদিগের বাহনার্থ আচ্ছাদিত পাল্কী, শকট প্রভৃতি। **প্রহর্তা**—প্রহারকারী, আক্রমণকারী, যোদ্ধা।

প্রহরা—পাহারা। **প্রহরী**—যে পাহারা দেয়। স্ত্রী. প্রহরিণী—প্রতিহারী।

প্রহর্ষ—(প্র—হৃষ্+ঘঞ্) সমধিক হর্ষ; উত্তেজনা। **প্রহর্ষণ**—প্রহর্ষ সাধন; আহ্লাদ-জনক; বুধ গ্রহ। স্ত্রী. প্রহর্ষণী ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ।

প্রহসন—অতিহাস্য, পরিহাস, ব্যঙ্গোক্তি; হাস্যরস-প্রধান নাটক রূপক ইত্যাদি; নিতান্ত খেলো ব্যাপার (এমন প্রহসনে পরিণত হবে কে জান্ত)।

প্রহার—(প্র—হৃ+ঘঞ্) আঘাত, নিগ্রহ (প্রহার-জর্জরিত)। **প্রহারক, প্রহারী**—প্রহারকারী, নিগ্রহকারী। **প্রহার দেওয়া**—মার দেওয়া। **প্রহারেণ ধনঞ্জয়**—(শ্যালকের প্রহারের ফলে ধনঞ্জয় নামক জামাতা শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা হইতে) ক্ষেত্র-বিশেষে প্রহার দেওয়ার ফলে কার্যসিদ্ধি।

প্রহাস—(প্র—হস্+ঘঞ্) উচ্চহাস্য; প্রকাশ, ঔজ্জ্বল্য; নট; শিব। **প্রহাসক, প্রহাসী**—বিদূষক, ভাঁড়, রগুড়ে।

প্রহৃত—প্রহারপ্রাপ্ত, নিগৃহীত।

প্রহৃষ্ট—অতিশয় আহ্লাদিত, প্রফুল্ল (প্রহৃষ্টচিত্ত)।

প্রহেলিকা, প্রহেলী—কূট প্রশ্ন, হেঁয়ালি, riddle।

প্রহ্লাদ—(প্র—হ্লাদ্+ঘঞ্) আনন্দ, প্রমোদ; সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক ভক্ত, হিরণ্যকশিপু রাজার পুত্র (হিরণ্যকশিপুর ঘরে প্রহ্লাদ—বিদ্বেষীদের মধ্যে পরম ভক্ত; গোবরে পদ্মফুল)। গ্রাম্য—পেল্লাদে—আহ্লাদে, দায়িত্বহীন)। **প্রহ্লাদন**—হর্ষজনন; হর্ষপ্রদ। **প্রহ্লাদিনী**—প্রহৃষ্টা, প্রমোদিতা; আনন্দদায়িনী।

প্রাইজ—(ইং. prize) পুরস্কার।

প্রাইমারী—(ইং. primary) প্রাথমিক (প্রাইমারী স্কুল; প্রাইমারী ক্লাশ)।

প্রাংশু—(প্রকৃষ্ট অংশু যাহার; বহুব্রীহি) উচ্চ, ঢেঙ্গা। **প্রাংশুলভ্য**—একজন ঢেঙ্গালোক যাহা ধরিতে পারে, প্রকৃত শক্তিমান্ অথবা গুণ-বানের জন্য যাহা লভ্য। **শালপ্রাংশু**—শালের মত দীর্ঘ।

প্রাক্—পূর্বে, প্রথমে; পূর্বদেশ বা কাল। (প্রাক্-রবীন্দ্র—রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী, রবীন্দ্র-পূর্ব; বিপ. রবীন্দ্রোত্তর)।

প্রাকরণিক—প্রকরণ-বিষয়ক, প্রাসঙ্গিক।

প্রাকাম্য—(প্রকাম+ষ্ণ্য) যাহা খুশী তাহাই করিবার ক্ষমতা, স্বচ্ছন্দানুবর্তিতা, অষ্টসিদ্ধির অন্যতম।

প্রাকার—দুর্গাদির চতুর্দিক বেষ্টিত প্রাচীর (কারা-

প্রাকার); দেওয়াল; বেড়া। **প্রাকারমর্দী**—প্রাচীরভেদী।

প্রাকৃত—প্রকৃতি হইতে জাত; প্রকৃতি-বিষয়ক; সাধারণ; নীচ; (প্রাকৃত জন); ভাষা-বিশেষ, জনসাধারণের ভাষা (সংস্কৃত নাটকে সাধারণ লোকদের ও স্ত্রীলোকদের ভাষা); স্বাভাবিক; প্রজা সম্বন্ধীয়। স্ত্রী. প্রাকৃতা—হীনজাতীয়া স্ত্রী। **প্রাকৃত ইতিবৃত্ত**—পৃথিবী ও তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তু ও জীব-সমূহের বিবরণ, জন্তু-বিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা ইত্যাদি। **প্রাকৃত জন**—সাধারণ লোক। **প্রাকৃত জ্বর**—বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ঋতুতে বাতপিত্তাদি-জনিত জ্বর। **প্রাকৃত তন্ত্র**—প্রজাতন্ত্র, Democracy, Republic। **প্রাকৃত প্রলয়**—মহাপ্রলয়। **প্রাকৃত ভূগোল**—Physical Geography, পৃথিবীর জলস্থল বিভাগ, পর্বতাদি; জলবায়ু ইত্যাদি বিষয়ক-ভূগোল বৃত্তান্ত। **প্রাকৃত শত্রু**—স্বরাজ্যের পরবর্তী রাজা। **প্রাকৃত মিত্র**—স্বরাজ্য হইতে তৃতীয় রাজ্যের রাজা।

প্রাকৃতিক—প্রকৃতিবিষয়ক, স্বাভাবিক (প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, প্রাকৃতিক দর্শন—প্রাকৃত দ্রষ্টব্য)।

প্রাক্কাল—পূর্বকাল, পূর্ববর্তী সময় (সন্ধ্যার প্রাক্কালে)। **প্রাক্কালিক, প্রাক্কালীন**—পূর্বকালে উৎপন্ন বা পূর্বকাল সম্বন্ধীয়।

প্রাক্তন—(প্রাক্+তন) পূর্বকালীন, পূর্বজন্মোৎপন্ন (প্রাক্তন কর্মফল); ভাগ্য, অদৃষ্ট (প্রাক্তন লিপি)। **প্রাক্তন কর্ম**—পূর্বজন্মের পাপপুণ্য।

প্রাখর্য—(প্রখর+ষ্ণ) প্রখরতা, তীক্ষ্ণতা (বুদ্ধির প্রাখর্য)।

প্রাগুক্ত—পূর্বোক্ত, পূর্বলিখিত।

প্রাগৈতিহাসিক—যে-সব কালের বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে তাহার পূর্বকাল সম্পর্কিত, pre-historic।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ—কামরূপ; কামরূপবাসিগণ। **প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর**—কামরূপ; আসাম রাজ্য।

প্রাগ্রসর—progressive, উন্নতিশীল।

প্রাঙ্গণ—আঙ্গিনা, উঠান; গৃহভূমি।

প্রাঙ্মুখ—পূর্বাভিমুখ।

প্রাচী—পূর্বদিক্; পূর্বদিকের দেশসমূহ (জাগো প্রাচীন প্রাচী—রবি)।

প্রাচীন—পূর্বদিকস্থ; পূর্বকালীন (বিপ. অর্বাচীন) পুরাতন; বৃদ্ধ। স্ত্রী. প্রাচীনা। **প্রাচীপতি**—পূর্বদিক্‌পতি, ইন্দ্র।

প্রাচীর—ইষ্টকাদি-নির্মিত বেষ্টনী, প্রাকার, দেওয়াল (গ্রাম্য ও কথ্য—পাঁচীল)। **প্রাচীর-চিত্রণ**—প্রাচীর গাত্রে-চিত্রাদি অঙ্কন, wall painting।

প্রাচুর্য—(প্রচুর+ষ্ণ) বাহুল্য, আধিক্য, পর্যাপ্তি, abundance (দারিদ্র্য চাই না, চাই প্রাচুর্য)।

প্রাচ্য—(প্রাচ্+য) পূর্বদেশীয়, ইউরোপের পূর্বস্থ দেশসমূহ, Oriental। **প্রাচ্যবিদ্যা**—প্রাচ্য দেশসমূহের অথবা জাতিসমূহের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান। **প্রাচ্য-ভাষা**—প্রাচ্য দেশের ভাষা।

প্রাজক—চালক, সারথি। **প্রাজন**—চাবুক, পাঁচনি।

প্রাজাপত্য—(প্রজাপতি+ষ্ণ) বিবাহ-পদ্ধতি-বিশেষ, যজ্ঞ-বিশেষ।

প্রাজ্ঞ—(প্রজ্ঞা+ষ্ণ) বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, জ্ঞানী, নিপুণ। স্ত্রী. প্রাজ্ঞা—বুদ্ধিমতী নারী। **প্রাজ্ঞী**—পণ্ডিতের পত্নী।

প্রাঞ্জল—[প্র—অনজ্ (গমন করা)+অল] সহজ-বোধ্য, সরল, অজটিল, lucid (প্রাঞ্জল বাক্য)। বিণ. প্রাঞ্জলতা—সরলতা, সুখ-বোধ্যতা।

প্রাঞ্জলি—বদ্ধাঞ্জলি।

প্রাড্‌বিবাক—যিনি মোকদ্দমায় বাদী ও প্রতি-বাদীকে প্রশ্ন করিয়া সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করেন; রাজ্যের প্রধান বিচারক।

প্রাণ—[প্র—অন্ (বাঁচা)+ঘঞ্] জীবন, প্রাণ-বায়ু (অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ বর্ণ); চিত্তের প্রবণতা, মন (প্রাণে চায় না); প্রাণের মত প্রিয় (প্রাণ-বন্ধু); আন্তরিকতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, বীর্য (কমে প্রাণ নাই; প্রাণহীন রচনা); উদার (প্রাণ ধরে দেওয়া)। **প্রাণকর**—বলসঞ্চারী, শক্তিপ্রদ। **প্রাণকান্ত**—প্রাণপ্রিয়, প্রাণগত, অন্তরের। **প্রাণগতিক**—বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধে। **প্রাণঘ্ন,-ঘাতক,-ঘাতী**—যে বা যাহা প্রাণ নাশ করে। **প্রাণত্যাগ**—জীবন বিসর্জন। **প্রাণদ**—যাহা প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারে, বলবীর্যপ্রদ; জল, রক্ত। স্ত্রী. প্রাণদা—প্রাণ-দায়িনী; হরীতকী। **প্রাণদণ্ড**—বিচারে মৃত্যুদণ্ড। **প্রাণধারণ**—বাঁচিয়া থাকা।

প্রাণন—জীবিত থাকা (অনুপ্রাণনা—উদ্দীপনা সঞ্চার, শক্তি সঞ্চার, অনুপ্রেরণা)। **প্রাণনাথ**—পতি ; জীবনস্বামী। **প্রাণ-নিগ্রহ**—শ্বাস-নিরোধ, প্রাণায়াম। **প্রাণপঙ্ক**—protoplasm, জীবনের উৎপত্তি-মূল। **প্রাণপণ**—প্রাণপাত করিয়াও কর্মসাধনের সঙ্কল্প (প্রাণপণ প্রয়াস)। **প্রাণপ্রতিম**—প্রাণতুল্য। **প্রাণপ্রতিষ্ঠা**—মন্ত্রপাঠ করিয়া দেবমূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার ; প্রাণবন্তকরণ। **প্রাণপ্রিয়**—প্রাণের মত প্রিয়; পরম প্রিয়। **প্রাণবল্লভ**—প্রাণনাথ, জীবনস্বামী। **প্রাণবান্**—জীবন্ত, উদ্দীপনাপূর্ণ। **প্রাণবিয়োগ**—মৃত্যু। **প্রাণময়**—প্রাণপূর্ণ, উদ্দীপনাপূর্ণ। **প্রাণময় কোষ**—পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ; আত্মার সপ্ত আচরণের অন্যতম। **প্রাণশক্তি**—অন্তর্নিহিত শক্তি। **প্রাণশূন্য**—মৃত ; আন্তরিকতাহীন ; উদ্দীপনাহীন। **প্রাণসংশয়** প্রাণনাশের সম্ভাবনা। **প্রাণসংহার**—প্রাণনাশ। **প্রাণসঙ্কট**—প্রাণ-সংশয়। **প্রাণসঞ্চার**—প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। **প্রাণপদ্ম**—দেহ। **প্রাণসম**—প্রাণতুল্য (স্ত্রী. প্রাণসমা)। **প্রাণ স্পর্শ করা**—অন্তর স্পর্শ করা। **প্রাণহন্তা, -হর, -হারক, -হারী**—প্রাণনাশক। (স্ত্রী. প্রাণহন্ত্রী,-হরা,-হারিকা,-হারিণী)। (প্রাণহরা—মিষ্টান্ন-বিশেষ)। **প্রাণহীন**—মৃত ; আন্তরিকতাশূন্য (প্রাণহীন অনুষ্ঠান)। **প্রাণ উড়িয়া যাওয়া**—অত্যন্ত ভীত হওয়া। **প্রাণ জুড়ানো**—যাহা চিত্ত স্নিগ্ধ করে। **প্রাণ তুলারাম-খেলারাম করা**—ভয়ে মন অত্যন্ত দমিয়া যাওয়া। **প্রাণ দেওয়া**—কোন কর্মের জন্য বা কাহারও জন্য স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা। **দেহে প্রাণ ধরা**—কোনরূপে বাঁচিয়া থাকা। **প্রাণ পড়িয়া থাকা**—কাহারও দিকে মন একান্ত উন্মুখ হওয়া। **প্রাণ-মাতানো**—যাহা মনকে মাতায়। **প্রাণ লওয়া**—হত্যা করা। **প্রাণ হাতে করিয়া**—প্রাণসংশয় ঘটাইয়া। **প্রাণে বাঁচা**—কোনরূপে রক্ষা পাওয়া। **অল্পপ্রাণ বর্ণ**—যাহা উচ্চারণ করিতে জোর লাগে, তদ্‌বিপরীত, মহাপ্রাণ বর্ণ (খ, ঘ, ছ, ঝ, থ, ধ, ঠ, ঢ, ফ, ভ)।

প্রাণাঙ্কুর—প্রাণপঙ্ক, প্রাণের আদিম রূপ। **প্রাণাত্যয়**—প্রাণনাশ। **প্রাণাধিক**—পরম স্নেহভাজন। স্ত্রী. প্রাণাধিকা—প্রা প্রিয়া। **প্রাণান্ত**—মৃত্যু (প্রাণান্ত অথবা প্রাণান্তকর পরিশ্রম—অতি কঠোর পরিশ্রম ; প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ—প্রাণান্তকর পরিশ্রম)। **প্রাণান্তিক**—সাংঘাতিক, অতি কঠোর। **প্রাণায়াম**—শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধমূলক যোগ-বিশেষ।

প্রাণারাম—পরমানন্দদায়ক, প্রাণস্নিগ্ধকর।

প্রাণিঘাতক—যে জীব হত্যা করে, ব্যাধ, কসাই। **প্রাণিঘাতন**—প্রাণিহত্যা। **প্রাণি-জগৎ**—অজড় জগৎ। **প্রাণিত**—অনুপ্রাণিত, যাহাতে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে। **প্রাণিতত্ত্ব,-বিদ্যা**—প্রাণী-বিষয়ক জ্ঞান (প্রাণিতত্ত্ববিৎ—Zoologist)। **প্রাণিদ্যূত**—বাজি রাখিয়া মেষ, মহিষ ইত্যাদির লড়াই। **প্রাণিপীড়ন**—পশুপক্ষীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ ; প্রাণিহত্যা।

প্রাণী—প্রাণবিশিষ্ট, জীব ; জীবন, জীবাত্মা (প্রাচীন বাংলা) ; মনুষ্য (এত বড় বাড়ীতে দুটি প্রাণীর বাস)।

প্রাণে প্রাণে—কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়া।

প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর—জীবনস্বামী ; প্রাণপতি ; প্রিয়তম (স্ত্রী. প্রাণেশ্বরী—প্রাণপ্রিয়া)। **প্রাণোৎসর্গ**—প্রাণ বিসর্জন ; (মহৎ কার্যে) আত্মদান।

প্রাতঃ—(সং. প্রাতর্) প্রাতঃকাল অথবা প্রাতঃকালে। **প্রাতঃকর্ম,-কৃত্য,-ক্রিয়া**—প্রাতঃকালীন শৌচাদি। **প্রাতঃকাল**—প্রভাত, সকাল। **প্রাতঃপ্রণাম**—Good Morning ! সুপ্রভাত কামনা। **প্রাতঃ-সন্ধ্যা**—প্রাতঃকালে জপ্য মন্ত্র ; প্রত্যূষ। **প্রাতঃসমীর**—প্রভাতকালীন মৃদুমন্দ বায়ু। **প্রাতঃসূর্য**—নবারুণ। **প্রাতঃস্নান**—প্রাতঃকালীন স্নান (বিণ. প্রাতঃস্নায়ী—যে প্রভাতে স্নান করে)। **প্রাতঃস্মরণীয়**—মহৎ- চরিত্র বলিয়া যিনি প্রাতঃকালে স্মরণের যোগ্য ; পরম পূজ্য।

প্রাতরাশ—প্রভাতকালীন লঘুভোজন, breakfast। **প্রাতরাশিত**—যিনি প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়াছেন। **প্রাতরাহ্নিক**—প্রাতঃকালে যে সন্ধ্যা জপ করিতে হয়। **প্রাতর্গেয়**—প্রভাতে গীত হইবার যোগ্য ; স্তুতিপাঠক। **প্রাতরুত্থান**—ভোরে শয্যাত্যাগ। **প্রাতর্দিন**—পূর্ববর্তী দিন। **প্রাতর্বাক্য**—প্রাতঃকালে

উচ্চারিত শুভাকাঙ্ক্ষা-আদি যাহা সফল হয় বলিয়া ধারণা। **প্রাতর্ভোজন**—প্রাতরাশ। **প্রাতর্ভোক্তা**—যে খুব সকালে খায়; কাক। **প্রাতস্ত্রিবর্গা**—যাহাতে প্রাতঃস্নান করিলে ত্রিবর্গ লাভ হয়, গঙ্গা।

প্রাতিকূলিক—যে প্রতিকূলে গিয়াছে। **প্রাতিকূল্য**—প্রতিকূলাচরণ; বৈপরীত্য।

প্রাতিপদিক—(ব্যাকরণে) বিভক্তিশূন্য ব্যক্তি-বাচক বা বিশেষণ-বাচক শব্দ, নাম, লিঙ্গ; প্রতিপদ সম্পর্কিত।

প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ—আলোকের কিরণ সকল যে দূরবীক্ষণের মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া প্রতিবিম্বে পরিণত হয় অথবা প্রতিবিম্বিত হয়, reflecting telescope। **প্রাতিবেশ্য**—প্রতিবেশ সম্পর্কিত, প্রতিবেশবাসী।

প্রাত্যহিক—প্রতিদিনের (প্রাত্যহিক নিয়ম)।

প্রাথমিক—প্রথমে শিক্ষণীয় বা কর্তব্য, আদি, আদ্য। **প্রাথম্য**—মুখ্যত্ব, প্রধানতা।

প্রাদিসমাস—প্র, পরা ইত্যাদি উপসর্গে যে সমাস নিষ্পন্ন হয়।

প্রাদুর্ভাব—প্রথম প্রকাশ, প্রাবল্য (কলেরার প্রাদুর্ভাব; আধি-ব্যাধি বা নিন্দিত ব্যাপার সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়)। বিণ. প্রাদুর্ভূত।

প্রাদেশিক—প্রদেশজাত বা সম্পর্কিত (প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা; আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য); আঞ্চলিক (প্রাদেশিক রীতি বা বুলি)। বি. প্রাদেশিকতা—প্রদেশের স্বার্থকে অগ্রগণ্য জ্ঞান করা: প্রাদেশিক উচ্চারণ বা ব্যবহার।

প্রাধান্য—প্রধানতা, প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব (অধর্মের প্রাধান্য)।

প্রান্ত—শেষ সীমা (নগরপ্রান্ত); শেষভাগ (বসনপ্রান্ত; যৌবনপ্রান্তে উপনীত, নয়নপ্রান্ত)। **প্রান্তদুর্গ**—যে দুর্গে রাজা বাস করিতেন। **প্রান্তপাল**—সীমান্তরক্ষক রাজপুরুষ-বিশেষ। **প্রান্তশূন্য**—যে পথে ছায়া-আদি নাই।

প্রান্তর—(প্রকৃষ্ট অন্তর যেখানে—বহুব্রীহি) অতিদূর ও ছায়াজলাদি-শূন্য পথ, বিস্তীর্ণ মাঠ (প্রান্তর ধূ ধূ করছে); বন।

প্রাপক—যে পায়, payee। **প্রাপন**—প্রাপ্তি; পাওয়ানো। **প্রাপণীয়**—প্রাপ্য, লভ্য।

প্রাপণিক—বণিক্, দোকানদার।

প্রাপ্ত—(প্র—আপ্+ক্ত) লব্ধ (প্রাপ্তধন); উপস্থিত (**প্রাপ্তকাল**—যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে)। **প্রাপ্তধন**—উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ ধনসম্পত্তি। **প্রাপ্ত-পঞ্চত্ব**—পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত, মৃত। **প্রাপ্তবয়স্ক,-বয়াঃ,-ব্যবহার**—সাবালক। **প্রাপ্তব্য**—প্রাপ্য। **প্রাপ্ত-ভার**—ভারবাহী পশু; যাহার উপরে ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। **প্রাপ্তযৌবন**—যোমত্ত, সাবালক (স্ত্রী. প্রাপ্তযৌবনা)। **প্রাপ্তরূপ**—রম্য, মনোজ্ঞ; পণ্ডিত। **প্রাপ্তাপরাধ**—যাহাকে অপরাধ স্পর্শ করিয়াছে।

প্রাপ্তি—পাওয়া, লাভ (পরমপদ প্রাপ্তি); উপার্জন, লভ্য (আশা করি এতে প্রাপ্তি কিছু হবে); উপস্থিতি (লক্ষ্যপ্রাপ্তি); অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের অন্যতম, সর্বত্র গমন-ক্ষমতা। **প্রাপ্তি-পত্র**—রসিদ। **প্রাপ্তিস্থান**—কোন বস্তু যেখানে পাওয়া যায়। **প্রাপ্য**—লভ্য; প্রতিফলরূপে লভ্য (এ তিরস্কার তোমার প্রাপ্য)।

প্রাবরণ, প্রাবার—(প্র—আ—বৃ+অনট্ বা ঘঞ্) আবরণ-বস্ত্র, উত্তরীয়।

প্রাবল্য—প্রবলতা, উৎকটতা, প্রাধান্য।

প্রাবাসিক—প্রবাস-সম্পর্কিত, প্রবাসের উপ-যোগী।

প্রাবীণ্য—(প্রবীণ+ষ্য) প্রবীণতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা।

প্রাবৃট্—(প্র—বৃষ্+ক্বিপ্) বর্ষাকাল (প্রাবৃট-কাল)। **প্রাবৃড়ত্যয়**—শরৎকাল।

প্রাবৃত—আচ্ছাদিত, বেষ্টিত। বি. প্রাবৃতি—আচ্ছাদন, বেড়া।

প্রাবৃষিক—বর্ষাকালীন; যাহারা বর্ষাকালে ডাকে, ভেক, ময়ূর। **প্রাবৃষিজ**—যাহা বর্ষাকালে জন্মে, কদম্বৃক্ষ। **প্রাবৃষ্য**—বর্ষা-কালীন; বৈদূর্যমণি।

প্রাবেশিক—প্রবেশকালীন অথবা প্রবেশ-সম্পর্কিত (প্রাবেশিক পরীক্ষা—Entrance Examination ইত্যাদি); প্রবেশকালে দেয়।

প্রাভাতিক—প্রভাতকালীন।

প্রামাণিক—(প্রমাণ+ষ্ণিক্) প্রমাণসিদ্ধ, বিশ্বাস্য, প্রমাণরূপে গ্রাহ্য গ্রন্থাদি (ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ); শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, বিজ্ঞ, প্রধান (গ্রাম্য—পরামাণিক); নাপিত (পরামাণিক)।

প্রামাণ্য—প্রমাণত্ব, বিশ্বাস্যতা; প্রামাণিক, নির্ভর

যোগ্য, শাস্ত্রসম্মত অথবা বিচারসম্মত (প্রামাণ্য মত ; প্রামাণ্য গ্রন্থ)।

প্রায়—[প্র—ই (গমন করা, মরা) + ঘঞ্] তুল্য, সদৃশ (মৃতপ্রায়), কিছু কম (প্রায় পঞ্চাশ টাকা) ; সচরাচর (প্রায় ঘটেনা) ; মৃত্যু-কামনা করিয়া অনশন (প্রায়োপবেশন ; প্রায়োপেত) ; পাপ (প্রায়শ্চিত্ত)। **প্রায়ই**—সচরাচর, অনেক সময়ে। **প্রায়শঃ**—প্রায়ই। **প্রায়শ্চিত্ত্য, প্রায়শ্চিত্ত**—যে কর্মে বা তপস্যায় পাপক্ষয় হয় (প্রায়শ্চিত্ত করা—পাপ, অন্যায়, ভুল ইত্যাদির জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখ, ক্ষতি ইত্যাদি সহ্য করা)। **প্রায়শ্চিত্তী**—যাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

প্রায়োপবিষ্ট—যে মৃত্যু পর্যন্ত অনশনের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। বি. **প্রায়োপবেশন, প্রায়োপ্রবেশ**—অভিসন্ধিপূর্বক অনশন-মৃত্যুর জন্য উপবেশন। **প্রায়োপেত**—প্রায়োপবিষ্ট।

প্রারব্ধ—(প্র—আ—রভ্ + ক্ত) আরব্ধ, আরম্ভিত ; যাহা দৈব বিধানে পূর্বজন্মে আরব্ধ হইয়াছে (প্রারব্ধ কর্ম—যে কর্মের ফলভোগ করিতেই হয়)।

প্রারম্ভ—আরম্ভ, উপক্রম। বিণ. প্রারম্ভিক—প্রাথমিক, প্রাথমিক উদ্যোগ-সম্পর্কিত।

প্রার্থক—যে প্রার্থনা করে, যাচক। **প্রার্থন, প্রার্থনা**—যাচ্ঞা ; চিত্তের অভিলাষ (কি তাহার দুরন্ত প্রার্থনা—রবি) ; পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে ভক্তি, আনুগত্য ইত্যাদি নিবেদন (প্রার্থনা-সমাজ) ; (হিংসা, অভিযান, অবরোধ ইত্যাদি অর্থে বাংলায় ব্যবহৃত হয় না)। **প্রার্থনীয়**—বাঞ্ছনীয় ; অভিলষণীয়। **প্রার্থয়িতব্য**—যাচিতব্য। **প্রার্থয়িতা**—প্রার্থনাকারী। **প্রার্থিত**—অভিলষিত, যাচিত। **প্রার্থী**—যে প্রার্থনা করে, যাচক (প্রীতিপ্রার্থী ; কবিযশঃ-প্রার্থী)। **প্রার্থ্য**—প্রার্থনীয়।

প্রাশ, প্রাশন—(প্র—অশ্ + অ বা অন) ভোজন, আহার (অমৃতপ্রাশ ; অন্ন-প্রাশন—অন্নভোজন। **প্রাশনীয়**—ভক্ষণীয়। **প্রাশিত**—ভক্ষিত ; নীত। **প্রাশিতা**—ভক্ষণকারী। [বিস্তার।

প্রাশস্ত্য—প্রশস্ততা, শ্রেষ্ঠতা ; সমীচীনতা ;

প্রাশ্নিক—প্রশ্নকারী, বাদী ও প্রতিবাদীকে প্রশ্ন করিয়া যিনি বিবাদের মীমাংসা করেন, মধ্যস্থ।

প্রাস—ক্ষেপনীয় অস্ত্র-বিশেষ, বল্লম (?)। **প্রাসিক**—প্রাস যাহার অস্ত্র।

প্রাসঙ্গিক—প্রসঙ্গক্রমে উত্থিত ; সম্পর্কিত, (ইহা প্রাসঙ্গিক বৈ অপ্রসঙ্গিক নয়)।

প্রাসাদ—(প্র—সদ্ + ঘঞ্) বৃহৎ অট্টালিকা ; রাজ-অট্টালিকা ; দেবালয়। **প্রাসাদ-কুক্কুট**—পায়রা। **প্রাসাদ-শিখর**—প্রাসাদের ছাদ। **প্রাসাদশৃঙ্গ**—সৌধচূড়া।

প্রাস্থানিক—প্রস্থান-কালোচিত, দধিশস্যাদি।

প্রাহরিক—প্রহর-সম্বন্ধীয় প্রহর-নিযুক্ত।

প্রাহ্ণ—পূর্বাহ্ণ, প্রাতঃকাল।

প্রিণ্টার—(ইং. Printer) মুদ্রক, মুদ্রাকর।

প্রিন্সিপাল—(ইং. Principal) কলেজের অধ্যক্ষ।

প্রিভি কাউন্সিল—ইংলণ্ডের উচ্চতম আদালত (Privy Council)।

প্রিয়—[প্রী (তুষ্ট করা) + অ] প্রীতিজনক (প্রিয় কর্ম) ; প্রেমপাত্র ; দয়িত, স্বামী ; প্রিয়জন, সুহৃদ্ (প্রিয়সঙ্গম) ; মৃগ-বিশেষ। **প্রিয়ংবদ, প্রিয়ংবাদী**—যে প্রিয়কথা বলে, মধুর-ভাষী। **প্রিয়ক**—উচ্চ, মসৃণ ও ঘন লোম-বিশিষ্ট মৃগ-বিশেষ ; কদম্ব বৃক্ষ ; ভ্রমর ; কুম্কুম্। **প্রিয়ংকর**—যে প্রিয়কার্য করে, হিতকারী। **প্রিয়চিকীর্ষা**—হিত সাধনের ইচ্ছা। **প্রিয়জন**—আত্মীয় ; আপন জন ; বন্ধুবান্ধব। **প্রিয়তর**—অধিক প্রিয়। **প্রিয়তম**—সর্বাপেক্ষা প্রিয় (স্ত্রী. প্রিয়তমা)। **প্রিয়তা**—প্রেম, স্নেহ। **প্রিয়দর্শন**—যাহা দেখিতে সুন্দর ; সৌম্যদর্শন ; শুকপক্ষী। **প্রিয়দর্শী**—যে সকলের প্রতি প্রীতিমান্ ; সম্রাট্ অশোকের নাম-বিশেষ। **প্রিয়বাদী**—প্রিয়ভাষী। **প্রিয়বিয়োগ**—প্রিয়জনের মৃত্যু। **প্রিয়বিরহ**—প্রিয়জনের বিচ্ছেদ অথবা মৃত্যু। **প্রিয়সখ, প্রিয়সখা**—প্রিয় বন্ধু (বাংলায় প্রিয়সখাই ব্যবহৃত হয় ; স্ত্রী. প্রিয়-সখী)। **প্রিয়সমাগম**—প্রিয়জনের সহিত মিলন, প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর মিলন। **প্রিয়সালক**—পিয়ালগাছ। স্ত্রী. প্রিয়া—প্রেম-পাত্রী ; পত্নী।

[প্রী (প্রীত হওয়া) + ক্ত)] প্রীত ; পুরাতন। **প্রীণন**—তৃপ্তিসাধন ; তোষণ, তৃপ্তিকর। বিণ. প্রীণিত—তর্পিত, তোষিত।

প্রীত—(প্রী+ক্ত) সন্তুষ্ট, হৃষ্ট, তৃপ্ত। বি. **প্রীতি**—আনন্দ, সন্তোষ (পরম প্রীতিলাভ করিলাম); প্রেম, অনুরাগ (প্রীতিপাত্রী); জ্যোতিষের যোগ-বিশেষ। **প্রীতি-উপহার**—প্রীতিজ্ঞাপক উপহার; বিবাহাদিতে অভিনন্দন-মূলক রচনা। **প্রীতিকর**—আনন্দকর (বিপ. অপ্রীতিকর)। **প্রীতিদত্ত**—প্রীতি-পূর্বক দত্ত; বিবাহে শ্বশুর-শাশুড়ী বধূকে যে টাকা-পয়সা বা উপহার দেন। **প্রীতিদান**—আনন্দবর্ধন; প্রীতিজ্ঞাপক দান। **প্রীতি-দায়ক**—সন্তোষবর্ধক। **প্রীতিনিলয়**—প্রীতিপাত্র। **প্রীতিপরায়ণ**—প্রীতিময়, প্রেমপরায়ণ। **প্রীতিপাত্র**—প্রীতিভাজন, স্নেহভাজন (স্ত্রী. প্রীতিপাত্রী—প্রেমপাত্রী; বান্ধবী)। **প্রীতিপূর্ণ**—প্রসন্ন, আনন্দিত। **প্রীতি-প্রফুল্ল**—হৃষ্ট। **প্রীতিভাজন**—স্নেহাস্পদ, প্রণয়াস্পদ। **প্রীতিভোজ**—বিবাহাদিতে দত্ত ভোজ; বন্ধুদের ভোজে আপ্যায়ন। **প্রীতিমান্**—প্রীত, সন্তুষ্ট। **প্রীতিসম্ভাষণ**—প্রীতিপূর্ণ আলাপ।

প্রেক্ষক—(প্র—ঈক্ষ্+ণক্) দর্শক। **প্রেক্ষণ**—দর্শন; চক্ষু; দৃষ্টি ("চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা"); নাট্যাভিনয়। বিণ. প্রেক্ষণীয়—সম্যক্‌ভাবে দর্শনীয়; মনোহর।

প্রেক্ষা—দর্শন; বিচারণা; প্রজ্ঞা; শোভা, নৃত্যাদির স্থান বা নৃত্য দর্শন। **প্রেক্ষাগার**—রাজাদের মন্ত্রণাভবন। **প্রেক্ষাগৃহ**—প্রেক্ষাগার; মানমন্দির, observatory; নাচঘর, গ্যালারী, রঙ্গালয়। **প্রেক্ষাবান্**—প্রাজ্ঞ, বিবেচক। বিণ. প্রেক্ষিত—দৃষ্ট। **প্রেক্ষী**—দর্শক। **প্রেক্ষ্য**—দর্শনীয়।

প্রেত—[প্র—ই (গমন করা)+ক্ত] যে আত্মার উর্ধ্বগতি লাভ হয় নাই, ভূত, পিশাচ (প্রেতের হাসি); নরকবাসী; মৃত। **প্রেতকর্ম,-কার্য,-কৃত্য,-ক্রিয়া**—(৬ষ্ঠী তৎ) অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, মৃত ব্যক্তির দাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ক্রিয়া, যাহার ফলে তাহার আত্মার উর্ধ্বগতি হইতে পারে। **প্রেত-ভবন**—শ্মশান; গোরস্থান। **প্রেত-তর্পণ**—মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে একবৎসর পর্যন্ত জলদানের কাজ। **প্রেতদেহ**—মৃতের সূক্ষ্ম দেহ-বিশেষ, সপিণ্ডীকরণের পরে তাহা ভোগ-দেহে পরিণত হয়। **প্রেতনদী**—বৈতরণী। **প্রেতপক্ষ**—গৌণচান্দ্র আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষ (গৌণচান্দ্র দ্রষ্টব্য)। **প্রেতপটহ**—মৃত্যুকালে যে বাদ্য বাজানো হয়। **প্রেতপতি,-রাজ**—যম। **প্রেত-পিণ্ড**—সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে পিণ্ড প্রদান করা হয়। **প্রেতপুর,-পুরী**—যমালয়। **প্রেত-প্রসাধন**—পুষ্পাদির দ্বারা শবদেহ ভূষিত করা। **প্রেতবন,-ভূমি**—শ্মশান। **প্রেতবাহিত**—ভূতাবিষ্ট। **প্রেতমূর্তি**—প্রেতের মূর্তি অথবা পিশাচ-সদৃশ মূর্তি। **প্রেতলোক**—যমপুর। **প্রেতশরীর**—প্রেতদেহ। **প্রেতশিলা**—গয়ার প্রস্তর-বিশেষ, প্রেতত্ব মোচনের জন্য এখানে পিণ্ড দেওয়া হয়। **প্রেতশ্রাদ্ধ**—মৃতের উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন ধরণের শ্রাদ্ধ করা হয়। **প্রেতাত্মা**—মৃতের আত্মা, প্রেত, ভূত।

প্রেতিনী—স্ত্রী-প্রেত, নারীর প্রেতাত্মা; যে নারীর আকৃতি অতিশয় কুৎসিৎ (গ্রাম্য—পেত্নী)।

প্রেপ্সু—(প্র—আপ্+সন্+উ) পাইতে ইচ্ছুক।

প্রেম—(প্রিয়+ইমন্) অনুরাগ; ভালবাসা; স্নেহ; অন্তরে অন্তরে ভাব-বন্ধন; নরনারীর পরস্পরের প্রতি আসক্তি (প্রেমে পড়া)। **প্রেমবন্ধন**—প্রেমহেতু পরস্পরের সঙ্গে গভীর যোগ। **প্রেমবান্**—প্রেমযুক্ত, প্রেমময় (স্ত্রী. প্রেমবতী)। **প্রেমভক্তি**—ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তি; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমহেতু তন্মনস্কতা। **প্রেমাবতার**—প্রেমের অবতার-স্বরূপ। **প্রেমাশ্রু**—প্রেমে উদ্‌গত অশ্রু। **প্রেমাসক্ত**—প্রেমহেতু আকৃষ্ট; প্রণয়াসক্ত। **প্রেমিক, প্রেমী**—যে ভালবাসে, অনুরক্ত।

প্রেয়—(সং. প্রেয়স্) যাহার দিকে চিত্ত সহজে আকৃষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়-প্রীতিকর বিষয়, ঐহিক সুখসম্ভোগ (কোনটি শ্রেয়ের পথ আর কোনটি প্রেয়ের পথ তাহা নির্ণয় কর)।

প্রেয়ান্—(প্রিয়+ঈয়স্) অতিপ্রিয়। স্ত্রী. প্রেয়সী—প্রিয়তমা। (বাংলায় প্রেয়ান্ সাধারণতঃ ব্যবহার হয় না)।

প্রেরক—যে পাঠায় (সংবাদ-প্রেরক); প্রযোজক। **প্রেরণ**—পাঠানো (দূত প্রেরণ); নিয়োগ।

প্রেরণা—প্রবর্তনা, উদ্দীপনা, ভাবাবেগ, প্রত্যাদেশ, impulse, inspiration (এর প্রেরণা

তিনি লাভ করেছিলেন একজন বিদেশী আচার্য থেকে; এ প্রেরণালব্ধ ব্যাপার, পরিশ্রমসাধ্য নয়)।

প্রেরয়িতা—প্রেরক (স্ত্রী. প্রেরয়িত্রী)।

প্রেরিত—যাহাকে বা যাহা পাঠানো হইয়াছে (প্রেরিত দ্রব্যাদি); নিয়োজিত। **প্রেরিত পুরুষ**—ঈশ্বর যাঁহাকে বিশেষ বাণী প্রচারের জন্য পাঠাইয়াছেন, পয়গম্বর, prophet।

প্রেষক—[প্র—ইষ্ (প্রেরণ করা)+ই (ণিচ্) +ণক] প্রেরক। **প্রেষ**—চাপ, pressure। **প্রেষণ**—প্রেরণ, নিয়োগ। **প্রেষিত**—প্রেরিত, নিয়োজিত। **প্রেষণী, প্রেষিণী**—পরিচারিকা। **প্রেষণীয়**—কোন কর্মে প্রেরণযোগ্য বা নিয়োগযোগ্য। [প্রেষ্ঠা)।

প্রেষ্ঠ—(প্রিয়+ইষ্ঠ) প্রিয়তম, অতিপ্রিয় (স্ত্রী.

প্রেষ্য, প্রৈষ্য—ভৃত্য, দাস; প্রেরণীয়, দূত (স্ত্রী. প্রেষ্যা)। **প্রেষ্যবধূ**—ভৃত্যের স্ত্রী।

প্রেস—(ইং. Press) মুদ্রাযন্ত্র, ছাপাখানা; যাহা দিয়া চাপ দেওয়া যায়।

প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান্—(ইং. Prescription) রোগীর জন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র।

প্রেসিডেন্ট—(ইং. President) সভাপতি; রাষ্ট্রপাল। (যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট; ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট)। [(ব্যাসপ্রোক্ত)।

প্রোক্ত—(প্র+উক্ত) বিশেষভাবে উক্ত; কথিত

প্রোত—[প্র—বে (সেলাই করা)+ক্ত] সেলাই করা, গ্রথিত; খচিত; ভূগর্ভে নিহিত।

প্রোৎসাহ—অতিশয় উৎসাহ, অধ্যবসায়, উত্তেজনা। বিণ. প্রোৎসাহিত।

প্রোথিত—ভূগর্ভনিহিত, পোঁতা।

প্রোদ্ভিন্ন—সম্যক্ উদ্ভিন্ন, বিকসিত।

প্রোষিত—(প্র—বস্+ক্ত) বিদেশগত। **প্রোষিতভর্তৃকা**—যাহার স্বামী দূরদেশে গিয়াছে, আর এই প্রিয়মিলন অভাবহেতু যে কাতরা।

প্রৌঢ়—[প্র—বহ্ (বহন করা)+ক্ত] পরিণত, পূর্ণাঙ্গ (প্রৌঢ় যৌবন—পূর্ণ যৌবন); বিকসিত; প্রগল্‌ভ; প্রবীণ, নিপুণ; গর্বিত; মধ্যবয়স্ক (ত্রিশ হইতে পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রৌঢ়কাল)। বি. প্রৌঢ়তা।

প্রৌঢ়ি—প্রৌঢ়তা, পরিপূর্ণতা, নিপুণতা, প্রতিভা, অধ্যবসায়, প্রগল্‌ভতা।

প্র্যাক্‌টিস্—(ইং. Practice) অভ্যাস; চিকিৎসা, ওকালতি ইত্যাদি ব্যবসায় অবলম্বন অথবা এইসব ব্যবসায়ে পসার (প্র্যাক্‌টিস্ ভালই জমেছিল)।

প্লক্ষ—পাকুড়, অশ্বত্থ; বট; পৃথিবীর সপ্তদ্বীপের অন্যতম। (প্ররোহজটিল প্লক্ষ; প্লক্ষপ্ররোহ—বটের অঙ্কুর)।

প্লব—[প্লু (লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া, জলে ভাসিয়া যাওয়া)+অ] লম্ফন; জলে ভাসা; নদী পার হওয়া; সন্তরণ; ভেলা; ভেক; বানর; মেষ; হংস, সারস, বক প্রভৃতি জলচর পক্ষী; মাছ ধরার পলো; প্লবন, ক্রমনিম্ন ভূমি। **প্লবক**—কূর্দনরত, নর্তক; চণ্ডাল; ভেক। **প্লবকুম্ভ**—যে কলসীর সাহায্যে সাঁতার দেওয়া হয়। **প্লবগ, প্লবঙ্গ, প্লবঙ্গম**—বানর, ভেক, হরিণ, অরুণ, প্লবগতি। **প্লবন**—লম্ফন; অশ্বের গতি-বিশেষ; সন্তরণ, ক্রমনিম্ন। **প্লবমান**—ভাসমান। (প্লব শব্দ উপসর্গের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে—উপপ্লব, পরিপ্লব, বিপ্লব ইত্যাদি)।

প্লাবন—ডুবানো, ভাসানো; অভিষেক; বন্যা (প্লাবন বহে যায় ধরাতে বরণ গীতে গন্ধেরে—রবি)। বিণ. প্লাবিত—নিমজ্জিত; যাহা জলে ভাসিয়া গিয়াছে (অশ্রুপ্লাবিত)।

প্লিহা, প্লীহা—(যাহা ভিতরে বৃদ্ধি পায়) পিলা, spleen। **প্লীহঘ্ন**—প্লীহানাশক রোহিত বৃক্ষ।

প্লীডার—(ইং. Pleader) উকিল, ব্যবহারাজীবী। বি. প্লীডারি।

প্লুত—নিমজ্জিত, স্নাত; উত্তীর্ণ; ত্রিমাত্রক স্বর, অর্থাৎ অ-বর্ণের টানা স্বর (দূরের লোককে ডাকিতে, গানে ও কান্নায় যে দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত হয়); লম্ফ; অশ্বের গতি-বিশেষ। বি. প্লুতি—লম্ফন; অশ্বগতি-বিশেষ; স্বরের প্লুত উচ্চারণ, প্লাবন।

প্লেগ—(ইং. Plague) মহামারী-বিশেষ।

প্লেট—(ইং. Plait) জামার স্থানে স্থানে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঁজ বা কাপড়ের পটি দেওয়া হয়; (plate) চীনামাটির থালা (এক প্লেট খাবার)।

প্লেন—(ইং. Plane) মসৃণ (র‍্যাঁদা দিয়া প্লেন করা); (Plain) সাদাসিধা।

প্ল্যাকার্ড—(ইং. placard) বড় বড় অক্ষরে লেখা বিজ্ঞাপন, প্রাচীর-পত্র।

প্ল্যাটফর্ম—(ইং Platform) বাঁধানো উঁচু স্থান, যেখানে গাড়ী প্রভৃতি হইতে নামা হয়; বক্তৃতার মঞ্চ।

প্ল্যান—(ইং. plan) নক্সা (বাড়ীর প্ল্যান); পরিকল্পনা (প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হচ্ছে)।

প্ল্যানচেট—(ইং. Planchette) প্রেতাত্মাকের আকর্ষণ করিবার ত্রিকোণ কাষ্ঠযন্ত্র-বিশেষ।

প্ল্যাস্টার—(ইং. plaster) পুলটিশ; প্রলেক; দেওয়ালে যে সিমেন্ট-বালির অথবা চুণ-বালির লেপ দেওয়া হয়।

ফ

ফ—প বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ ও দ্বাবিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ—মহাপ্রাণ; অঘোষবান্; উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ; অনুধ্বনি-জাত শব্দে সাধারণতঃ তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় (ও সব আইন-ফাইন রেখে দাও)।

ফইজৎ, ফৈজত—(আ. ফদ'ীহ'ৎ) অপযশ, কলঙ্ক, হাঙ্গামা; তিরস্কার (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)। (ফজিয়ত দ্রষ্টব্য)।

ফক্—হঠাৎ (ফক্ করে বলে ফেলা)।

ফকৎ—(ফা. ফক্'ৎ') শুধু মাত্র (ফকৎ ডাল দিয়ে খাওয়া)।

ফক্‌ফক্—খুব শাদা ভাব (শাদা ফক্‌ফকে)।

ফকির, ফকীর—(আ. ফকীর) নিঃস্ব, যাহার কিছুই নাই (পথের ফকির); ভিক্ষুক (ফকিরের ভিক্ষা—ফকিরকে দেয় ভিক্ষা; ফকিরের ভিক্ষার মত যৎসামান্য); উদাসীন; সন্ন্যাসী, বাউল (লালন ফকির); অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন উদাসীন। (ফকিরের কেরামত)। বি. **ফকিরি**—ফকিরের বৃত্তি; সন্ন্যাস; দিব্য-জ্ঞান বা অলৌকিক শক্তি (ফকিরি হাসিল করা)। **ফকির-ফাকরা**—ফকীর-বোষ্টম, ভিক্ষুক-শ্রেণীর লোক। স্ত্রী. ফকিরণী (গ্রাম্য—ফকরেণী)। **ফকিরান**—ফকিরের সেবায় দত্ত নিষ্কর জমি।

ফক্কড়—ফাজিল, ফচ্‌কে; যে ধড়িবাজি করিয়া বেড়ায়; অন্তঃসারশূন্য। বি. ফক্কড়ি, ফক্কুড়ি, ফুক্কড়ি—ফাজলামি; ধড়িবাজি। **ফক্কুড়ে**—যে ফক্কুড়ি করিয়া বেড়ায়।

ফক্কা—(সং. ফক্কিকা) ফাঁকি; শূন্য (সব ফক্কা)। **ফক্কা করা**—অন্তঃসারশূন্য করা; নষ্ট করা।

ফক্কিকা—কূটপ্রশ্ন, ফাঁকি।

ফক্কিকার,-রি—ফাঁকিবাজি; কথার কথা মাত্র।

ফচ্‌কে—(আ. ফিস্‌কা—লাম্পট্য) ফাজিল, বখাটে লঘু রঙ্গরসপ্রিয়। বি. ফচ্‌কেমি; ফচ্‌কেমো।

ফজর—(আ. ফজ্‌র্) প্রত্যূষ; সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল (ফজরের নামাজ—রাত্রি প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে যে নামাজ পড়িতে হয়)।

ফজলী—মালদহ অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ বৃহৎ আম।

ফজিয়ত, ফজীহৎ, ফজেৎ—(আ ফদীহ'ৎ) তিরস্কার; কড়া কথা (খুব ফজেৎ করে দেওয়া হয়েছে)। [সমৃদ্ধি, বরকত।

ফজিলত—(আ. ফদীলত) গুণপণা, সম্মান।

ফট্—তান্ত্রিক মন্ত্রাংশ-বিশেষ; চটী-পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার শব্দ; সত্বরতা জ্ঞাপক (ফট্ করে বলে ফেলা)। **ফট্‌ফট্**—চটীজুতার শব্দ। **ফট্‌ফট্ করা**—অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বেশী কথা বলা। **ফট্‌ফটে**—খুব শাদা। (প্রাদেশিক)।

ফটক, ফাটক—(হি., মুণ্ডারি—ফাটক) বহির্দ্বার, দেওড়ি, গেট।

ফট্‌কা, ফাট্‌কা—(হি. ফাট) পাট, তুলা প্রভৃতির শেয়ার কেনা-বেচার বাজারে জুয়া-বিশেষ (ফট্‌কার বাজারের দৌলতে রাতারাতি বড়লোক হয়েছে; ফট্‌কা খেলা); ঝুঁকিদার ব্যবসা বা তাতে টাকা ফেলা, speculation.

ফট্‌কিরি, ফিট্‌কিরি—সুপরিচিত লবণ-বিশেষ, alum, জল পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ফটর ফটর—চটীজুতার শব্দ; ফট্‌ফট্।

সজ্জিক ভাবে বেশী কথা বলা অর্থেও 'ফটর ফটর' ব্যবহৃত হয়)। **ফটাং ফটাং**—ফটর ফটর। **ফটাফট্**—ফাটার শব্দ; চটীজুতা দিয়া মারার শব্দ।

ফটিক—(সং. স্ফটিক) স্ফটিক; সুদর্শন ছোট ছেলের ডাকনাম। **ফটিকচাঁদ**—ফিট্‌ফাট্ গোছের তরুণ যুবক। **ফটিক জল**—চাতক 'ফটিক জল' বলিয়া ডাকে, এই প্রসিদ্ধি।

ফটোগ্রাফ, ফোটোগ্রাফ—(ইং. Photograph) যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত চিত্র-বিশেষ। **ফটোগ্রাফার**—যে ফটোগ্রাফ তোলে। **ফটোগ্রাফি**—ফটোগ্রাফ তুলিবার বিদ্যা।

ফট্‌কি-নাট্‌কি—রঙ্-তামাসা; হাল্কা কথা-কাটাকাটি।

ফড়নবীস—মহারাষ্ট্রীয়দের রাজস্বসচিবের উপাধি।

ফড়ফড়—পালক, কাগজ প্রভৃতির মধ্যে নড়ার শব্দ; কানে পিঁপড়া প্রবেশ করিলে যে শব্দ হয়। **ফড়ফড় করা, ফড়ফড়ানো**—ফাজিলের মত কথা বলা; অযাচিত ভাবে বা উপর পড়া হইয়া বেশী কথা বলা। [অস্থি; ঠ্যাং, পা।

ফড়া—(আ. ফর্‌আ'—শাখা) শাখা; উরু

ফড়াই, ফড়ুই—(আ. ফতুহী) ফতুয়া; হাত-কাটা কোমর পর্যন্ত লম্বা জামা।

ফড়িং, ফড়িঙ—(সং. পতঙ্গ) লম্বা-ঠ্যাং পতঙ্গ-বিশেষ, grass-hopper। **ফড়িং-চোষা ধান**—যে ধানের শস্য পাকিবার পূর্বে ফড়িং চুষিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে।

ফড়িঙ্গা—ফড়িং; ঝিঁঝিঁ পোকা।

ফড়িয়া, ফড়ে—(হি. ফড়িয়া) উৎপাদনকারী ও ও ক্রেতা এই দুইয়ের মধ্যবর্তী ছোট ব্যবসায়ী, যাহারা পাইকারী দরে জিনিষ কিনিয়া কিছু লাভ রাখিয়া দোকানদারদের কাছে অথবা সাধারণ ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করে।

ফণ, ফণা—সর্পের উদ্যত বিস্তৃত মস্তক (ফণাকর, ফণাধর, ফণাভৃৎ—সর্প)। **ফণাফণ**—ফণা বিস্তার করিয়া সর্পের গর্জন।

ফণী—ফণাধর, সর্প (স্ত্রী. ফণিনী)। **ফণিজা**—ফণি-মনসার গাছ। **ফণিপ্রিয়**—বায়ু। **ফণিফেন**—অহিফেন। **ফণিভুক্**—গরুড়। **ফণিভূষণ**—শিব। **ফণিমুখ**—চোরের সিঁদ-কাটি। **ফণিরাজ,-পতি**—অনন্ত। **ফণীশ্বর**—অনন্ত, বাসুকি।

ফণী-মনসা—ফণার মত চেপ্টা পাতাহীন কাঁটাগাছ-বিশেষ। [শিক্ষা-ফণ্ড)।

ফণ্ড, ফাণ্ড—ভাণ্ডার, fund (রিজার্ভ ফণ্ড,

ফতুই, ফতুয়া—(আ. ফতুহী) কোমর পর্যন্ত ঝুল হাতকাটা ছোট জামা।

ফতুর—(আ. ফুতুর—ত্রুটি, দুর্বলতা) সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব (ফতুর করা বা হওয়া)।

ফতে—(আ. ফতহ্') বিজয় (লড়াই ফতে হওয়া—যুদ্ধে বিজয় লাভ করা; **ফতে করা**—জয় করা); **কাজ ফতে**—কাজ হাসিল।

ফতো—(আ. ফৌত—মৃত্যু, ধ্বংস) অন্তঃসারহীন; নির্ধন, কিন্তু বাহিরে জাঁকজমকশালী (ফতো বাবু, ফতো নবাব)।

ফতোয়া—(আ. ফত্‌বা) মুসলমান ধর্মাচার্যের অথবা মুসলমান ধর্মশাস্ত্র-সম্মত রায়। **ফতোয়া-জারী করা**—ফতোয়া জানাইয়া দেওয়া; অবশ্যপাল্য হিসাবে নির্দেশ দেওয়া (ব্যঙ্গার্থক)। **ফতোয়াবাজ**—ফতোয়া জারী করিতে পটু।

ফন্দ—(ফা. ফন্‌দ্) প্রতারণা, ছল; চাতুরী; ফাঁদ।

ফন্দি,-ন্দী—(ফা. ফন্‌দ্) কৌশল, ফিকির (ফন্দি করা, ফন্দি আঁটা)। **ফন্দিবাজ**—ফন্দি করিয়া কাজ হাসিল করিতে দক্ষ, মতলববাজ, চক্রী।

ফফড়-দালাল—যে উপর-পড়া হইয়া দুইপক্ষের মধ্যে কথা বলে (ব্যঙ্গাত্মক শব্দ—"ফড়ফড় দালাল" হইতে কি?)। বি. ফফড়দালালি।

ফম—(আ. ফহ্‌ম্—বুদ্ধি, বিচারশক্তি) ধারণা; স্মরণ (ফম নেই—স্মরণ নেই, স্মরণ হয় না)।

ফয়তা—(আ. ফাতিহা) মৃতের আত্মার কল্যাণার্থ ভোজ্যাদি দানসহ প্রার্থনা-বিশেষ; বর্তমানে এই রীতি তেমন প্রচলিত নাই, তবে মৃতের পারলৌকিক কল্যাণের জন্য লোকজন, বিশেষতঃ দীনদুঃখীদিগকে, খাওয়ানো হয়, আর প্রার্থনাও করা হয়। বর্তমানে মৃতের কল্যাণার্থ লোকজন খাওয়ানোকেই কোনো কোনো অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষায় ফয়তা বলে (বাপের ফয়তা)। ভব্য ভাষায় 'খানা করা'—অথবা 'ফাতেহা করা' বলা হয়।

ফয়দা, ফায়দা—(আ. ফায়দা) উপকার, লাভ, ফল, সুবিধা (এতে ফয়দা কিছুই হবে না, কেবল ঘুরে মরবে)। **বেফায়দা**—অকারণে। **ফায়দা উঠানো**—উপকার পাওয়া।

ফয়সালা—(আ. ফয়স'লাহ্—মীমাংসা) নিষ্পত্তি, মিটমাট (শালিসের ফয়সালা)। **ফয়সালা করা**—নিষ্পত্তি করা ; সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

ফরকানো—ঠিক্‌রানো, আস্ফালন করা ; বেশী কথা বলা ; কথা বলিয়া বাহাদুরি দেখানো (বড্ড ফরকাচ্ছে দেখছি)।

ফরজ—(আ. ফর্দ) অবশ্য-করণীয়, যাহা কোরাণে আল্লার নির্দেশ (রসুলের অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের নির্দেশকে 'সুন্নত' বলা হয়)।

ফরজন্দ—(ফা. ফরযন্দ্) সন্তান, পুত্র।

ফরদা,-ফর্দা—চওড়া, ফাঁকা, খোলামেলা (ফরদা জায়গা)।

ফরফর—কাপড় ও সেইজাতীয় পাত্‌লা বস্তুর বাতাসে উড়ার শব্দ ; (কাগজের ছোট ছোট নিশান বাতাসে ফরফর করিতেছে) ; দ্রুত চলা এবং বলা সম্পর্কেও "ফরফর" শব্দের ব্যবহার হয় (ফরফর করিয়া বলা, ফরফর করিয়া চলা); ফর্‌কানো, কথা বলিয়া প্রাধান্য দেখানো ; বেশী কথা বলা (অত ফরফর কর কেন ?—ফড়ফড় দ্রঃ)। বিণ. ফরফরে।

ফরম, ফারম—(ইং. form) দরখাস্ত, রসিদ প্রভৃতির নমুনা-বিশেষ (মনি অর্ডার ফরম—যে ছাপানো কাগজের নির্দেশিত স্থানে নাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখিয়া দূরবর্তী ব্যক্তিকে ডাকযোগে টাকা পাঠানো হয়)। [ফেলা।

ফরমা—ধাঁচা ; ছাঁচ (ইটের ফরমা) ; ফরমায়

ফরমা—(ইং. format) মুদ্রিত কাগজের তা যাহা ভাঁজ করিলে কয়েক পৃষ্ঠা (৮, ১৬ ইত্যাদি) হয় (বারো ফর্মার বই)।

ফরমান—(ফা. ফরমান) হুকুম ; আদেশ-পত্র (বাদশাহের ফরমান)। **ফরমান-বরদার**—যে হুকুম তামিল করে ; আজ্ঞাবহ ; ভৃত্য। বি. ফরমান-বরদারি (গ্রাম্য—ফর্ম-বরদারি)।

ফরমায়েশ,-স, ফরমাইস, ফরমাস—(ফা. ফরমায়েশ) সরবরাহ করিবার জন্য হুকুম বা ইচ্ছা জ্ঞাপন (গড়ের বাজনার ফরমাস দেওয়া হয়েছে) ; হুকুম, আদেশ (একজনকে বললে সে আবার অন্যজনকে ফরমাস করে)। বিণ. ফরমাইশী—ফরমাস দেওয়া বস্তু, made to order। **ফরমাস খাটানো**—হুকুম-মাফিক কাজ করানো। **ফরমাসে খাটা**—নানা হুকুম তামিলের কাজে খাটা।

ফরসা, ফর্সা—(হি. ও মুণ্ডারি. ফরচা) নির্মল উজ্জ্বল, শাদা (ফর্সা রং ; ফর্সা কাপড়—ফর্সা আকাশ—মেঘ-শূন্য আকাশ ; রাত ফর্সা হওয়া —প্রভাত হওয়া) ; পরিষ্কার, স্পষ্ট, অজটিল (ফর্সা জায়গা ; ফর্সা করে বলা) ; সাবাড়, নিঃশেষিত, নিশ্চিহ্ন (ভবিষ্যৎ ফর্সা)।

ফরসি,-শী-ফুরশী—(আ. ফর্‌শী, দীর্ঘ নলযুক্ত তলা-চওড়া হুঁকা-বিশেষ ; সেকালে সম্ভ্রান্ত সমাজে সুপ্রচলিত ছিল।

ফরাজ, ফরায়েজ—(আ.) মুসলমানী দায়ভাগ (কথ্য—ফরাজ)। **ফরায়েজ বা ফরাজ করা**—মুসলমানী শাস্ত্র মতে সম্পত্তি বণ্টনের ব্যবস্থা দেওয়া। **ফরাগৎ**—(আ. ফরাগ'ৎ) সুবিস্তৃত, ফলাও ; পৃথক (ফরাগৎ হয়ে যাওয়া)।

ফরাশ,-স—(আ. ফর্‌শ্) সুবিস্তৃত বসিবার স্থান ; এরূপ স্থানে বিছানো কার্পেট বা চাদর (ফরাশ পাতা ঘর)। **ফর্‌রাশ**—যে ফরাশআদি বিছায় ; ঝাড়পোঁছ করার চাকর।

ফরাসী—ফ্রান্সদেশোদ্ভব অথবা ফ্রান্স-সম্পর্কিত (ফরাসী সাহিত্য ; ফরাসী বিপ্লব ; জাতে ফরাসী)।

ফরি—ঢাল। **ফরিক, ফরিকান, ফরিকাল**—(আ. ফরিক—সৈন্যদল) সিপাহী (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ফরিয়াদ—(আ. ফর্‌ইয়াদ) নালিশ, অভিযোগ। **ফরিয়াদী**—অভিযোগকারী। **দাদ ফরিয়াদ**—প্রতিবিধান ও অভিযোগ (কর্তা যদি মেরেই থাকেন, তার তো আর দাদ ফরিয়াদ নেই)। গ্রাম্য—দাঁদ-ফরেদ।

ফর্দ—(আ. যর্দ্) তালিকা ফিরিস্তি, হিসাব। (**ফর্দ ধরা, বিয়ের ফর্দ**—বিবাহের জন্য যেসব জিনিষের প্রয়োজন হইবে, তাহার তালিকা) ; কাগজের খণ্ড (এক ফর্দ কাগজ) ; এক খণ্ড (এক ফর্দ চাদর)।

ফরফরায়তে—(সং.) ফর ফর করিয়া বেড়ায় ; লঘুত্ব ও চপলতা দেখায় ("গণ্ডুষজলমাত্রেন শফরী ফরফরায়তে")।

ফল—[ফল্ (নিষ্পন্ন হওয়া)+অ] পরিণতি (পাপের ফল) ; উপকার (ওষুধে ফল পাওয়া গেছে) ; বৃক্ষাদির শস্য, আম, জাম ইত্যাদি ; সিদ্ধান্ত ; অঙ্কের সিদ্ধান্ত (মোকদ্দমার ফল ; ফল মিলে গেছে) ; পরকালের সুখ-দুঃখাদি (পাপের ফল বা পুণ্যের

ফল ভোগ করা); সন্তান (কলের লেখা নেই); কালি (ক্ষেত্রফল); ফলা, blade। **ফল-ওয়ালা**—ফল-বিক্রেতা। **ফল কথা**—আসল কথা; বস্তুতঃ। **ফলকর**—ফলের জন্য দেয় কর। **ফলকাম**—যে কর্মের ফল কামনা করে। **ফলতঃ**—বাস্তবিক, প্রকৃত-পক্ষে। **ফলত্র, ফলত্রিক**—ত্রিফলা। **ফলদ**—ফলপ্রদ। **ফলপ্রাপ্তি**—ফললাভ। **ফলবান্**—ফলযুক্ত; সফল। স্ত্রী. ফলবতী। **ফলভোগ**—কৃতকর্মের পরিণতি স্বরূপ সুখ-দুঃখাদি ভোগ। **ফলশ্রুতি**—কর্মফল-শ্রবণ। **ফলশ্রেষ্ঠ**—আম; আমের গাছ। **ফলহারী**—ফল আহরণকারী; কালিকাদেবী-বিশেষ (জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে লক্ষ ফল দিয়া ইঁহার পূজার বিধি আছে)। **ক্ষেত্রফল**—কালি, area। **গুণফল**—এক সংখ্যাকে অন্য সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে যে ফল হয়, product। **ঘনফল**—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের আয়তন, volume। **যোগফল**—কয়েকটি সংখ্যা যোগ করিয়া যে রাশি পাওয়া যায়, sum। **ফল দেওয়া**—উপকার পাওয়া; কার্যকর হওয়া; ফল ধরা। **ফল-দেখা**—প্রথম ঋতুমতী হওয়া। **ফল পাওয়া**—উপকার পাওয়া। **ফল গছানো ব্রত**—স্ত্রীলোকের চার বৎসরব্যাপী ব্রত-বিশেষ, প্রত্যেক বৎসরে বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণকে বিভিন্ন ধরণের ফল দান করা হয়। **ফলসংক্রান্তি ব্রত**—ব্রাহ্মণকে ফলাদি দেওয়ার ব্রত-বিশেষ।

ফলই, ফলুই—(সং. ফলকী) চিতলজাতীয় সুপরিচিত মাছ, ফলি মাছ।

ফলক—ঢাল; বাণের অগ্রভাগ, ফলা; কাষ্ঠ প্রভৃতির পাটা, পাটার মত চওড়া (প্রস্তর-ফলক। চিত্ত-ফলকে মুদ্রিত); ধোপার পাট; কপালের অস্থি; (ললাট-ফলক)। **ফলকপাণি**—ঢালী।

ফলকী—ঢালী; ফলুই মাছ।

ফলন—ফল ধরা, শস্যোৎপত্তি (গত বৎসরের তুলনায় এবার বিঘা প্রতি ফলন অনেক কম)।

ফলন্ত—ফলবান্, যাহাতে ফল ধরিয়াছে।

ফলা—অস্ত্রের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ; তীরের অগ্রভাগ; যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ (র-ফলা; ফলা-বানান)।

ফলা—ফল ধরা, সফল হওয়া (আমার কথা ফলবে; বেগুন ভাল ফলেনি)।

ফলাগম—ফল ধরা (ফলাগমে তরু নত হয়)।

ফলানো—জন্মানো (বিঘা প্রতি দশ মণ ধান ফলিয়েছে); দেখানো (বিদ্যা ফলানো হচ্ছে); ফলাও (ফলানো জায়গা)। **ফলাও, ফালাও**—(আ. ফলাহ্'—সমৃদ্ধি) চওড়া, বিস্তৃত; অতিরঞ্জিত (ফলাও জায়গা; ফলাও করিয়া বর্ণনা করা)।

ফলানা—(আ. ফলানা) অমুক, অনির্দিষ্ট ব্যক্তি (ফলানার পুত্র ফলানা)। **ফলানো**—ফলা দ্রঃ।

ফলানুবন্ধ—ফলের অনুক্রম। **ফলাপেক্ষা**—ফলের প্রত্যাশা। **ফলাফল**—ভাল ফল অথবা মন্দ ফল, শুভ ফল অথবা অশুভ পরিণাম (ফলাফল তো মানুষের হাতে নয়)।

ফলার, ফলাহার—বিভিন্ন ধরণের ফল, চিড়া, দই, মিষ্টান্ন ইত্যাদি নিরামিষ খাদ্যের ভোজ (ভাত ফলারের অন্তর্গত নয়)। **ফলারে**—ফলার খাইতে পটু (ফলারে বামুন)। **ফলাসব**—ফলের রস হইতে প্রস্তুত সুরা।

ফলাসক্ত—যে কর্মের ফল কামনা করে, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করে না। (বি. ফলাসঙ্গ, ফলাসক্তি)। **ফলাস্বাদন**—ফলভোগ।

ফলি—ফলুই।

ফলিত—ফলযুক্ত; সফল (স্ত্রী. ফলিতা—রজঃস্বলা নারী)। **ফলিত জ্যোতিষ**—astrology, যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা মানব-জীবনের উপরে গ্রহ-নক্ষত্রের ফলাফল জানা যায়। **ফলিতার্থ**—মূল কথা, সারাংশ।

ফলে—ফলস্বরূপ, আসলে, প্রকৃতপক্ষে (ফলে পাবে না কিছুই)।

ফলোৎপত্তি—ফলোদয়, ফললাভ, ইহকালের অথবা পরকালের সুখ। **ফলোন্মুখ**—ফলদানে উন্মুখ: যাহা ফলিতে যাইতেছে। **ফলোপ-জীবী**—যে ফল বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। **ফলোপধায়ক**—ফলজনক।

ফল্গু—গয়া অঞ্চলের নদী-বিশেষ, ইহা অন্তঃসলিলা, অর্থাৎ ইহার ধারা বালির নীচে দিয়া প্রবাহিত, বালি খুঁড়িলে জল পাওয়া যায় (ফল্গুপ্রবাহ—যে ধারা বাহিরে অপ্রকাশিত); অসার, তুচ্ছ; আবীর, ফাগ, বসন্তকাল।

ফল্গুন—অর্জুন; ফাল্গুন মাস। **ফল্গুনী**—পূর্ব-ফল্গুনী ও উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্র।

ফল্গুৎসব—দোলযাত্রা (আবীর খেলার উৎসব অথবা ফাল্গুন মাসের উৎসব)।

ফক্টি—কথার বাড়াবাড়ি, দেমাগ, তাচ্ছিল্য (মোটা চাল খাবেন না, ফক্টি কত !) ; ফাজলামি, রঙ্গরস। **ফক্টিনষ্টি**—ফাজলামি, কথার বাড়াবাড়ি (যত ফক্টিনষ্টি এইবার বেরিয়ে যাবে)।

ফস্—শিথিলতা-ব্যঞ্জক শব্দ, অসতর্কভাবে, সহজে, হঠাৎ (ফস্ করে বলে ফেল্ল ; ফস্ করে খুলে গেল)। **ফস্ ফস্**—অনায়াস, শিথিলতা ইত্যাদি ব্যঞ্জক (ফস্ ফস্ করে লিখে গেল ; জুতা ফস্ ফস্ করছে)। **ফস্ফসে**—ঢিলা। **ফস্-কথা**—(আ. ফাহ্'শা) অশিষ্ট কথা বা আলাপ।

ফস্কা, ফস্কা—শিথিল, ঢিলা (বজ্র আঁটনির ফস্কা গেরো)। **ফস্কানো**—ভাল করিয়া ধরিতে না পারায় জন্য স্খলিত হওয়া, হাতছাড়া হওয়া (তেলের বোতলটা হাত থেকে ফস্কে গেল ; শিকার ফস্কে গেল ; দাঁও ফস্কানো)।

ফসফরাস—(ইং. phosphorus) সহজদাহ্য মৌলিক পদার্থ-বিশেষ।

ফসল—(আ. ফস্'ল্) ক্ষেতের শস্য (এবার ফসল ভাল হয় নাই)। **ফসলী**—ফসল-সম্বন্ধীয় (এক ফসলী—যাহা বৎসরে একবার ফসল দেয় ; এক বৎসরের) ; আকবর-প্রবর্তিত সন-বিশেষ। **ফসলী খাজনা**—ফসলের অংশে দেয় রাজকর।

ফসাদ—(আ. ফসাদ) গণ্ডগোল, হাঙ্গামা, যুদ্ধ। **ঝগড়া-ফসাদ**—ঝগড়া, মারামারি ইত্যাদি। ফ্যাসাদ দ্রঃ।

ফস্ত—(আ' ফস্'দ্) রক্তমোক্ষণ (**ফস্ত খুলে দেওয়া**—অস্ত্রোপচার দ্বারা শিরা হইতে রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া)।

ফাইফরমাশ—(ফা. ফরমায়েশ) ছোটখাট হুকুম তামিল। **ফাইফরমাশ খাটা**—হুকুম-মত ছোটখাট কাজ করিয়া দেওয়া।

ফাইন—(ইং. fine) জরিমানা (দশ টাকা ফাইন করা হল)।

ফাইল—(ইং. file) শিকে গাঁথিয়া-রাখা বা গুছাইয়া-রাখা চিঠিপত্র বা কাগজপত্র ; আপিসের কাগজপত্রের বিভিন্ন গোছা বা তাড়া (ফাইল ঘাঁটা)।

ফাউড়া—দণ্ড, ছোট লাঠি (প্রাচীন বাংলা—লইয়া ফাউড়া ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা, তার হয় জীবন সংশয়—কবিকঙ্কণ) ; লম্বা ডাণ্ডাযুক্ত দাঁড়-কোদাল।

ফাউন্টেন-পেন—(ইং. fountain pen) কালিপোরা সুপরিচিত কলম ; ঝরণা-কলম।

ফাও—(হি. ফাব) প্রাপ্যের অতিরিক্ত (টাকায় পাঁচটা দরে তো দিয়েছ দেখছি, দুটো না হয় ফাও-ই দিলে ; অপমান তো যা করার করলে, এখন ফাও স্বরূপ গলাধাক্কাটাও হয়ে যাক্)।

ফাঁক—(মুণ্ডারি—ফাঙ্ক) উন্মুক্ত (দরজা ফাঁক পেয়ে ঢুকেছে) ; ব্যবধান, দূরত্ব (দুই বাড়ীর মধ্যে অনেকখানি ফাঁক) ; বিচ্ছিন্নতা (মনে মনে যথেষ্ট ফাঁক) ; সংকীর্ণ উন্মুক্ত স্থান, ছিদ্র (দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল) ; অযুক্ত, ফাটা (তক্তা ফাঁক হয়ে গেছে ; দোফাঁক) ; অবসর (একটু ফাঁক পেলেই যাব) ; সুযোগ (ফাঁক পেয়ে কাজ হাসিল করে নিয়েছে) ; ত্রুটি (ফাঁক পেলেই চেপে ধরবে) ; রিক্ত, বিফল, শূন্য (প্রত্যেক দিন খিটি-মিটি হচ্ছে, একদিনও ফাঁক যায় না)। **ফাঁক করা**—উন্মুক্ত করা, অনাবৃত করা, রাষ্ট্র করা (ভিতরকার কথা ফাঁক করে দেব)। **ফাঁক ফাঁক**—বিচ্ছিন্ন, দূরে দূরে অবস্থিত (ফাঁক ফাঁক ভাবে সাজানো)। **ফাঁকে পড়া**—ফাঁকিতে পড়া, বঞ্চিত হওয়া। **ফাঁকে ফাঁকে**—দূরে দূরে, বাহিরে বাহিরে, সংস্রবে না আসিয়া (ফাঁকে ফাঁকে থেকে কি আর কিছু করা যাবে ?)। **দোফাঁক**—দুই অংশে বিভক্ত, দ্বিখণ্ডিত।

ফাঁকতাল—অনুকূল মুহূর্ত, সুযোগ (ফাঁকতালে কাজ হাসিল করা) ; বাদ্যের তাল-বিশেষ।

ফাঁকা—ফাঁকযুক্ত, খোলা, উন্মুক্ত (ফাঁকা জায়গা), নির্জন, পরিত্যক্ত (ফাঁকা বাড়ী) ; অন্তঃসারশূন্য, অর্থহীন (ফাঁকা কথা) ; অপ্রত্যাশিত ভাবে, বেশীর ভাগ (সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি—রবি)। **ফাঁকা আওয়াজ**—বন্দুকে গুলি না পুরিয়া শুধু বারুদের সাহায্যে আওয়াজ ; অসার কথা ; অসার দম্ভ বা শাসানি। **ফাঁকা কথা**—বাজে কথা, অনির্ভর-যোগ্য কথা। **ফাঁকা ফাঁকা**—বিশেষ প্রয়োজনীয় কিছু নাই এমন ভাব, খালি খালি (বাড়ীটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ; ইডিয়ম না জাগে ফাঁকা ফাঁকা লাগে—কান্ত কবি)। ('ফাকা'ও ব্যবহৃত হয়)।

ফাঁকি—(সং. ফক্কিকা) বঞ্চনা, ছলনা, ভোগা (ফাঁকি দেওয়া ; ফাঁকিতে পড়া) ; কূট প্রশ্ন (ন্যায়ের ফাঁকি)। **ফাঁকিজুঁকি, ফাঁকি-**

ফুঁকি—ধূর্তামি, শঠতা (ফাঁকি ফুঁকি দিয়ে টাকাগুলি হাত করেছে)। **ফাঁকিবাজ**—প্রবঞ্চক (বি. ফাঁকিবাজি— প্রবঞ্চনা)। **ফাঁকিতে পড়া**—না পাওয়া; প্রতারিত হওয়া। ('ফাকি'ও ব্যবহৃত হয়)।

ফাঁড়—(সং. ফণ্ড) পেট; পাত্রের পেট বা ফাঁকা (এ ফাঁড় আর ভরবে না—প্রাদেশিক, গলা, তলা, ফাঁড় আদি যতেক মাপিবে—শুভঙ্করী)।

ফাঁড়া—[মুণ্ডারি—ফান্‌ড়া (ফাঁদ)] (জ্যোতিষে) প্রায় মৃত্যুযোগ, কঠিন বিপদ (ফাঁড়া কাটা—প্রাণ সংশয়কর বিপদ, পীড়া ইত্যাদি হইতে মুক্তি পাওয়া; উদ্ধার পাওয়া।

ফাঁড়ি,-ী—থানার শাখা; police out-post। **ফাঁড়িদার**—ফাঁড়ির অধ্যক্ষ। [ফাঁড় অর্থেও ফাঁড়ি ব্যবহৃত হয়—ফাঁড়ি আর ভরবে না; খাওয়ার ফাঁড়ি ত খুব (প্রাদেশিক)]।

ফাঁৎ—হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ সম্বন্ধে বলা হয় (ফাঁৎ করে নিঃশ্বাস ফেললো)। **ফাঁৎ ফাঁৎ**—ফাঁকা ফাঁকা, শূন্য (একসঙ্গে এতগুলো লোক চলে যাওয়ায় বাড়ীঘর ফাঁৎ ফাঁৎ করছে—প্রাদেশিক)।

ফাঁদ—(ফা. ফনদ) দড়ি, সুতা ইত্যাদি দিয়া তৈরী বন্য পশু পক্ষী ধরিবার বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র বা কৌশল; ফন্দী, চক্রান্ত। **ফাঁদে পড়া**—ফাঁদে ধৃত হওয়া, চক্রান্তের ফলে বিপন্ন হওয়া। **ফাদে পা দেওয়া**—চক্রান্তের ফলে না বুঝিয়া নিজেকে বিপন্ন করা। **ফাঁদ পাতা**—চক্রান্ত-জাল বিস্তার করা। **ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি**—ঘুঘু দ্রঃ।

ফাঁদা—লাফানো, লাফাইয়া পার হওয়া, বিস্তৃত আয়োজন করা (বাড়ী ফাঁদা; ব্যবসা ফাঁদা; গল্প ফাঁদা—যথাবিহিত ভূমিকা করিয়া গল্প আরম্ভ করা)। **ফাঁদনি, ফাঁদুনি**—উল্লম্ফন; আড়ম্বর। **ফাঁদাল**—যাহা ভিতরে অনেক ফাঁকা (ফাঁদাল মুখো জালা)। **ফাঁদি,-ী**—ফাঁদাল (ফাঁদি-নথ)। [—ফাঁপিয়া উঠা।

ফাঁপ,-ফ—স্ফীত হওয়ার ভাব। **ফাঁপ ধরা**

ফাঁপর, ফাঁফর—ফুলিয়া উঠার ভাব, ফুলিয়া উঠার ফলে অস্বস্তি (মনের ফাঁপর মিটানো—মনের ভিতরে যেসব অনুভূতি বা কথা জমিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলা); পেট ফুলিয়া উঠা (জল খেয়ে রাবণা রে হইলি ফাঁপর—কৃত্তিবাস); অস্থির, দিশাহারা (বাণ খেয়ে রঘুনাথ হইল ফাঁপর—কৃত্তিবাস)। **ফাঁপড়ে পড়া**—কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া।

ফাঁপা—স্ফীত হওয়া, ফুলিয়া উঠা (পেট ফাঁপা—অজীর্ণতা হেতু); হঠাৎ বিত্তশালী হওয়া অথবা কারবারের বৃদ্ধি হওয়া (ব্যবসাটা ফেঁপে উঠেছে; যুদ্ধের বাজারে কনট্রাক্টরী করিয়া দুদিনে ফাঁপিয়া উঠিল)। **ফাঁপানো**—স্ফীত করা; প্রশংসা করিয়া গর্বিত করা; সর্পের গর্জন।

ফাঁপা—স্ফীত, শূন্যগর্ভ (বিপ. নিরেট)।

ফাঁশ,-স—(সং. পাশ) রজ্জু প্রভৃতির বন্ধন বা গিরা (গলায় ফাঁশ পরানো; ফাঁশ দিয়া মারা); বন্ধন (ভব-ফাঁশ); ফাঁদ।

ফাঁশ,-স—(ফা. ফাশ) প্রকাশিত, রাষ্ট্র (কথাটা ফাঁস হয়ে গেছে)। **ফাঁস করা**—গোপনীয় বিষয় রাষ্ট্র করা (সাধারণতঃ অসাবধানতাবশতঃ)।

ফাঁশি,-সি,-সী—উদ্বন্ধন (ফাঁশির মড়া); ফাঁশ, বন্ধন (গলার ফাঁশি)। **ফাঁশিকাঠ**—ফাঁশির রজ্জু যে কাঠে সংলগ্ন থাকে। **ফাঁশির হুকুম**—উদ্বন্ধনের সাহায্যে মৃত্যু ঘটানো হইবে, এই দণ্ডাজ্ঞা।

ফাঁসা—বিদীর্ণ হওয়া, ভারে ফাটিয়া যাওয়া (কাপড় ফেঁসে গেছে); নষ্ট হওয়া, পণ্ড হওয়া (মতলব যা এঁটেছিল সব ফেঁসে গেছে)।

ফাঁসা—(সং. পাশ) বিপদাদিতে জড়াইয়া পড়া (দেখো, এ ব্যাপারের মধ্যে তুমি ফেঁসোনা)। **ফাঁসানো**—বিপদাদিতে জড়িত করা (এ মোকদ্দমায় তাকেও ফাঁসানো হয়েছে)।

ফাঁসুড়িয়া, ফাঁসুড়ে—যাহারা পথিকদিগকে ফাঁসি দিয়া মারিত, এরূপ দস্যু, ঠগী।

ফাক্‌তা উড়ানো—(আ. ফাখ্‌ত্‌হ্‌—পায়রা, ঘুঘু) পায়রা উড়ানো, কিছু দিন আনন্দে সমৃদ্ধি ভোগ করা, স্ফূর্তিতে সময় কাটানো।

ফাকা—(আ. ফাকা) দারিদ্র্য; উপবাস। **ভুখা-ফাকা**—উপবাসী, উদরান্ন-বঞ্চিত। **ফাকাকাশি**—দায়ে ঠেকিয়া উপবাস-বরণ (ফাকাকাশিতে দিন যায়)।

ফাক্কা—ফাকা; শূন্য, শূন্যহস্ত, বঞ্চিত (আর সবারই তো হল, তুমি না হয় ফাক্কাই গেলে)।

ফাগ, ফাগু—(সং. ফল্গু) আবির। **ফাগুয়া**—ফাগ খেলার উৎসব, হোলি (নিত্য প্রভাতে ফাগুয়া তোমার ওগো কাঞ্চনগিরি—সত্যেন্দ্রনাথ)।

ফাগুন, ফাল্গুন—ফাল্গুন মাস; বসন্তকাল (ও ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে—রবি)।

ফাজিল—(আ. ফাদি'ল—পণ্ডিত, বিদ্বান্) বাচাল, বখাটে (ফাজিল ছোকরা)। ফাজিল বাকী—খরচের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে। **ফাজিল চালাক**—নিজে খুব চালাক-চতুর ইহাই যে প্রমাণ করিতে চায়, কিন্তু প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, সে আসলে ফাজিল। বি. ফাজলামি—বাচালতা, জ্যাঠামি।

ফাজেল—(আ. ফাদি'ল) শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন (আলেম ফাজেল—মুসলমানী শাস্ত্রে কৃতবিদ্য)। (মুন্সী ফাজেল, মৌলভী ফাজেল—ফারসী ও আরবী ভাষায় ও বিদ্যায় অভিজ্ঞদের উপাধি-বিশেষ)। **ফাট**—ফাটলের সূচনা, চিড়, crack (দেওয়ালে ফাট ধরেছে—দেওয়াল ফাটিতে আরম্ভ করিয়াছে)।

ফাটক—(হি. ফাটক—তোরণ) ফটক, গেট; কারাবাস (তার ফাটক হয়ে গেছে)।

ফাটকী—ফটকিরি, alum।

ফাটল—ফাটা স্থান, যেখানে ফাটিয়া ফাঁক হইয়াছে (দেওয়ালের ফাটল দিয়া দেখা যায়)।

ফাটা—যাহা যুক্ত তাহাতে ফাটল দেখা দেওয়া (ছাদ ফেটে গেছে); দীর্ণ, ছিন্নভিন্ন হওয়া (বুক ফেটে যাচ্ছে; ফেটে চৌচির হয়েছে); যাহা ফাটিয়া গিয়াছে (ফাটা কাঁকুড়; ফাটা পা—শীতে যে পায়ের গোড়ালির চামড়া ফাটিয়া যায়, তাহা হইতে, গ্রাম্য, অমার্জিত চালচলনের লোক); ছিন্ন, নষ্ট (ফাটা কাপড়; ফাটা জুতা; ফাটা দুধ; ফাটা কপাল—কোন কোন অঞ্চলে হঠাৎ সৌভাগ্য লাভের অর্থেও ফাটা কপাল ব্যবহৃত হয়)। **ফাটাফুটা**—যথেষ্ট ছেঁড়া; ভাঙ্গাচোরা। **ফাটানো**—দীর্ণ করা, চিড় খাওয়ানো (মাথা ফাটানো—মাথায় বাড়ি দিয়া রক্ত বাহির করা)। **ফাটাফাটি**—যাহাতে মাথা ফাটে, এমন মারামারি, বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা; সঙ্কটাপন্ন অবস্থা (ওসব করতে যেয়ো না, ফাটাফাটি বেধে যাবে)।

ফাড়—ফাঁড়, চওড়াই।

ফাড়া—বিদীর্ণ করা, বিচ্ছিন্ন করা, চিরিয়া ফেলা (কাঠ ফাড়া; গাছ ফাড়া, কাপড় ফাড়া, চিলে হাত ফেড়ে দিয়েছে); ফাটা; দীর্ণ।

ফাণ্ট—(সং.) যাহা অনায়াসে প্রস্তুত হয়; জলে ত্রিফলাদি ভিজাইলে যে ক্বাথ প্রস্তুত হয়; অম্লের পাইন।

ফাৎ—হঠাৎ আগুন জ্বালা সম্পর্কে বলা হয় (ফাৎ করে মুখ থেকে আগুন বার করল; ফাৎ করে দেশলাই জ্বালল); তাড়াতাড়ি কাজ করা সম্পর্কেও বলা হয় (ফাৎ ফাৎ করে করে ফেললো—প্রাদেশিক)।

ফাতনা, ফাতা—(পত্র; ইং. float) টোপ-গাঁথা বঁড়শী যে ভাসমান শোলার টুক্‌রা শর অথবা পাখনার সঙ্গে বাঁধা থাকে।

ফাতরা—কলার শুষ্ক খোলা; ফাজিল, চপল (ফাতরা লোক— পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)। **ফাতরা-ফাতরা**—ছিন্নভিন্ন (কাপড় ছিঁড়ে ফাতরা-ফাতরা হয়ে গেছে-প্রাদেশিক)।

ফানা—(আ. ফনা) বিলুপ্তি, লয়। **ফানা হওয়া**—বিলুপ্ত হওয়া, আত্মবিলোপ ঘটা। **ফানা ও বাকা**—নাস্তিত্ব ও অস্তিত্ব (সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যবহৃত)।

ফানুস—(ফা. ফানুস—লণ্ঠন) কাগজের বেলুন-বিশেষ; ইহার মধ্যে বাতি দেওয়া থাকে। **ফানুস উড়ানো**—ফানুস আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া; উদ্দাম কল্পনার বা খেয়ালের বশবর্তী হওয়া (ফানুসী খেয়াল)। [ব্যবহৃত)।

ফান্দ—(ফা ফন্দ্) ফাঁদ (প্রাচীন বাংলায়

ফায়দা—ফয়দা দ্রঃ।

ফায়ার—(ইং. fire) অগ্নি; বন্দুকের আওয়াজ (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় ফায়ার করা—বন্দুক প্রভৃতি হইতে গুলি ছোঁড়া; **ফায়ার ব্রিগেড**—দমকল)।

ফারক, ফারগ, ফারাক—(আ. ফর্ক্') পার্থক্য, বিভেদ (আসমান জমিন ফারাক); বিচ্ছিন্ন, পৃথক; মুক্ত (ফারগ হওয়া—পৃথক হওয়া, দায়মুক্ত হওয়া)।

ফারফোর—(ইং. perforated) ছিদ্রযুক্ত, ঝাঁঝরা (ফারফোর বালা)।

ফারখত,-খতি—(আ. ফারিগ্ খ'তী) ত্যাগ-পত্র; ছাড়পত্র; তালাকনামা; সম্বন্ধচ্ছেদ (শিষ্টাচার, ভব্যতা সমস্তের সঙ্গে ফারখতি না করলে তোমাদের সঙ্গে দহরম মহরম থাকবে না)।

ফারসী,-শি—ইরাণের ভাষা, পার্সী। **ফারসীদাঁ**—পার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন।

ফারা-ফারা—মগী ভাষায় ঈশ্বর-জ্ঞাপক শব্দ

(কারা-ফারা ধ্বনি করিয়া মগেরা কর্মে অগ্রসর হয়—তুলনীয়, আল্লা-আল্লা হরি-হরি, ইত্যাদি)।

ফাল—[ফল্ (বিদীর্ণ করা) + ঘঞ্] যাহা দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করা যায়, লাঙ্গলের মুখের লৌহখণ্ড ; বলরাম।

ফাল—লাফ, লম্ফ (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)। **ফালানো**—লাফানো, আস্ফালন করা, লাফালাফি করিয়া স্ফূর্তি জ্ঞাপন করা।

ফালতো,-তু—(হি.) অতিরিক্ত ; বাজে অনাবশ্যক (ফালতু কথা ; ফালতু খরচ)।

ফালা, ফাল্লা—লম্বা টুক্‌রা, যাহা লম্বালম্বি ছিন্ন হইয়াছে (নতুন কাপড়খানা ফাল্লা দিয়ে এনেছে)। **ফালাফালা করা**—লম্বা লম্বা টুক্‌রা করা।

ফালি—ছিন্ন বা টুক্‌রা করা অংশ (ফালার তুলনায় ফালি ক্ষুদ্রতর—একফালি কুমড়া ; নও চাঁদের ফালি—নজরুল)।

ফাল্গুন—ফাল্গুন মাস ; অর্জুন। [পূর্ণিমা।

ফাল্গুনি—অর্জুন। **ফাল্গুনী**—বসন্তকালীন

ফাষ্ট—(ইং. fast) দ্রুত (ঘড়ি ফাষ্ট যাচ্ছে) প্রথম, সর্বোচ্চ (পরীক্ষায় ফাষ্ট হয়েছে)।

ফাসফুস—অনুচ্চ শব্দ, অনুচ্চ ও অসার্থক ধ্বনি ; চাপা গলায় কথাবার্তা, বিশেষতঃ পরনিন্দা। **ফুসুর ফুসুর**—চাপা গলায় পরচর্চা।

ফাসা—(ফা. ফাশ—প্রকাশিত, রাষ্ট্র) ছিদ্র, ছিন্ন, যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায় (গ্রাম্য)।

ফি, ফী—(আ. ফী প্রত্যেক (ফি বার), প্রতি (ফি রোজ) ; (ইং. fee) বিশেষ কর্মের জন্য প্রাপ্য (উকিলের ফি : ডাক্তারের ফি) ; মাশুল (রেজিষ্ট্রেশন ফি) ; বেতন (কলেজ-ফি)।

ফিক, ফিঁক—স্নায়বিক বেদনা-বিশেষ, ইহা হঠাৎ উপস্থিত হয় (ফিক ব্যথা)।

ফিক্—হঠাৎ-আসা অল্প হাসি সম্বন্ধে বলা হয় (ফিক্ করে হেসে ফেল্‌ল)। **ফিক্‌ফিক্**—পুনঃ পুনঃ অল্প হাসি সম্পর্কে বলা হয়।

ফিকা, ফিকে—(হি. ফীকা) অনুজ্জ্বল ; হাল্কা (ফিকা রং) ; পান্‌সে, পছন্দমাফিক কড়া নয় (চা-টা ফিকে হয়েছে)।

ফিকির—(আ. ফিক্‌র্) কার্যোদ্ধারের উপায়, কৌশল (ফিকির বার করা বা বাংলে দেওয়া) ; ফন্দী (ফন্দি-ফিকির)। **ফিকিরবাজ**—যে ফিকির খাটাইতে পটু।

ফিগরু, ফিব্রু—প্রেমারা খেলায় শব্দ-বিশেষ।

ফিঙা,-ঙে—ঙ্গা-ঙ্গে—(সং. ফিঙ্গক) কৃষ্ণবর্ণ ছোট পাখী-বিশেষ, বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা ফেঁচকো কেচো, কেচুয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত। **ফিঙে লাগা**—কাক প্রভৃতির পিছনে ফিঙের উৎপাত ; পিছনে লাগা, ক্রমাগত উত্যক্ত করা বা হওয়া।

ফিচেল—ধূর্ত, ধড়িবাজ, যাহার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা বা নির্ভর করা যায় না।

ফিট—(ইং fit) উপযুক্ত, মানানসই, সুসঙ্গত (জামাটা গায়ে ভাল ফিট হয় নাই] ; সংযুক্ত (খাটে মশারির ফ্রেম ফিট করা) ; সৌখীন বেশধারী (ফিট বাবু)। **ফিটফাট**—সুসজ্জিত, পরিপাটী (ফিটফাট থাকা বা রাখা)।

ফিট—(ইং. fit) মূর্চ্ছা (ফিট হওয়া : ফিটের ব্যামো)।

ফিট্‌কারি,-কিরি—ফট্‌কিরি দ্রঃ।

ফিটন—(ইং. phaeton) ছাদ-খোলা ঘোড়ার গাড়ী-বিশেষ (গ্রাম্য—ফিটিন, ফিটিং)।

ফিটফিটে—খুব শাদা (ফটফটে দ্রঃ)।

ফিতা, ফিতে—(পর্তু. fita) মোটা সুতা দিয়া বোনা পটি-বিশেষ, tape ; সুদৃশ্য পাড়ের মত বস্ত্রখণ্ড (চুল বাঁধার ফিতা)। **ফিতাপেড়ে**—ফিতার মত একরঙা পাড়যুক্ত।

ফিদবি—(আ. ফিদবী) আজ্ঞাবহ, বশংবদ, গুরুজন অথবা মাননীয় ব্যক্তিকে লিখিত পত্রে নাম স্বাক্ষরের পূর্বে ব্যবহৃত হয়।

ফিন্‌কি—(সং স্ফুলিঙ্গ) অগ্নিকণা (ফিন্‌কি ছোটা)। **ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটা**—শিরা কাটিয়া যাওয়ার ফলে রক্ত বেগে বাহির হইয়া আসা। [ফিন্‌ফিনে ধুতি)।

ফিন্‌ফিনে—(ইং fine) অতি পাতলা, মিহি

ফিনাইল—(ইং phenyl) সুপরিচিত দুর্গন্ধনাশক অথবা শোধক তরল পদার্থ।

ফিরকি—জানালার খিল-বিশেষ, ইহা স্ক্রুপ দিয়া ঢিলাভাবে আঁটা থাকে, সেজন্য স্ক্রুপের চতুর্দিকে ঘুরিতে পারে।

ফিরঙ্গ—(ইং. frank—ইউরোপীয় জাতি-বিশেষ বা দেশ-বিশেষ) উপদংশ রোগ, Syphilis (কলম্বসের সহযাত্রীরা নাকি এই রোগ আমেরিকার জাতি-বিশেষ হইতে ইউরোপে আমদানী করে ও ইউরোপ হইতে এই রোগ ভারতবর্ষে আসে)। **ফিরঙ্গ রুটি,-রোটী**—পাউরুটী।

ফিরণ,-ন—ফেরা, প্রত্যাবর্তন। **চলন-ফিরণ**—চলাফেরা, চালচলন, রকম-সকম।

ফিরত—ফেরত, প্রত্যাগত (ফিরত ডাকে)। ফেরত দ্রঃ।

ফিরতি—ফেরত, যাহা ফিরিয়া আসিবে (ফিরতি ডাকে; ফিরতি বারে)। **ফিরে-ফিরতি**—পুনরায়, নূতন করিয়া (ফিরে-ফিরতি খেলা যাক্)।

ফিরা, ফেরা—(হি. ফির্না) প্রত্যাবৃত্ত হওয়া; বিফল হওয়া (তলোয়ারের চোট ফিরে যায়); অস্ত্রাদির মুখ বাঁকিয়া যাওয়া (লোহায় কোপ লেগে দা-র মুখ ফিরে গেছে); পরিবর্তন ঘটা (তার মত ফিরেছে; কপাল ফিরেছে), অপূর্ণ উদ্দেশ্য লইয়া ভ্রমণ করা (জ্ঞানের মণিপ্রদীপ লয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে—সত্যেন্দ্রনাথ)। **ফিরিয়া চাওয়া**—মুখ ফিরাইয়া দেখা, অনুরাগ বা আনুকূল্য দেখানো (বুড়ো বাপ যার দিকে ফিরেও চায় না)। **কপাল ফেরা**—অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়া। **পাশ ফিরা**—শায়িত অবস্থায় এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে পরিবর্তন।

ফিরা—পুনরায় (ফিরে এ কাজ করতে যেয়োনা; ফিরা-ফিরতি)। **ফিরাই, ফেরাই**—তাস খেলার রকম-বিশেষ।

ফিরানো—প্রত্যাবৃত্ত করা, ঘুরানো, পরিবর্তিত করা, ঠেকানো, বিফল করা (তলোয়ারের চোট ফিরানো)। **কথা ফিরানো**—কথা প্রত্যাহার করা, প্রতিজ্ঞা না রাখা। **কলি ফিরানো, চুন ফিরানো**—নূতন করিয়া চুণকাম করা। **চুল ফিরানো**—সিঁথি করা, চুল পরিপাটি করা। **হুঁকার জল ফিরানো**—হুঁকার জল ফেলিয়া নূতন জল দেওয়া। **ফিরানি**—দ্বিরাগমন।

ফিরিঙ্গি,-ঙ্গী—ফিরঙ্গ জাতির বা দেশের লোক, পর্তুগীজ, ইউরোপীয় ও ভারতীয় নরনারীর মিলনজাত ইউরোপীয় আচারযুক্ত সঙ্কর জাতি (বর্তমানে অবজ্ঞার্থক)। **ফিরিঙ্গি খোঁপা**—ফিরিঙ্গিনী নারীর পদ্ধতিতে বাঁধা খোঁপা-বিশেষ।

ফিরিস্তি—(ফা. ফিহ্‌রিস্‌ত্‌) তালিকা, ফর্দ (ফিরিস্তি করা; ফিরিস্তি দেওয়া)।

ফিরোজা—(ফা. ফীরোযহ্‌) ফিরোজা মণির মত বর্ণযুক্ত; আকাশবর্ণ।

ফির্নি—(ফা. ফির্ণী) দুধ ও চাউলের গুঁড়া দিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্ন-বিশেষ (গ্রাম্য—ফিন্নি)।

ফিল—(সং. পীলু; ফা. পীল) হস্তী, দাবার গজ। **ফিলখানা**—পিলখানা, হস্তিশালা। **ফিলবান**—মাহুত।

ফিল্ডমার্শাল—(ইং. Field-Marshal) যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বোচ্চ সেনাপতি।

ফিল্ম—(ইং film) ছায়াচিত্র, সিনেমা।

ফিস্‌ফিস্‌—চাপা গলার আলাপ, অনুচ্চ শব্দ; হাল্কা বৃষ্টিপাতের শব্দ। **ফিস্‌ফিসানো, ফিস্‌ফিসানি**—ফিস্‌ফিস্‌ করা, অনুচ্চ কণ্ঠে গোপনীয় বিষয়ে আলাপ করা। **ফিসির ফিসির**—ক্রমাগত ফিস্‌ফিস্‌।

ফু, ফুঁ—ফুৎকার, মুখ হইতে যে বায়ু বেগে নির্গত হয় (গরম দুধে ফুঁ দিও না); মন্ত্র পড়িয়া ফুৎকার দান। **ফুঁয়ে উড়ানো**—ফুঁ দিয়া উড়ানো, অতি সহজে নষ্ট বা নাকচ করা। **ফুঁ ফুরানো**—দম ফুরানো, সামর্থ্য না থাকা, নিঃশক্তি হওয়া। **গায়ে ফুঁ দিয়ে চলা**—আদৌ পরিশ্রম না করিয়া বাবুগিরি করিয়া দিন কাটানো।

ফুক, ফুঁক—ফুৎকার; ফুঁ দিয়া বাজানো (বাঁশীতে ফুঁক দেওয়া); মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ফুৎকার (ঝাড়ফুঁক—মন্ত্র পড়িয়া ফুঁক দিয়া ব্যাধি বা ভূতের প্রভাব দূর করা)।

ফুঁকা, ফুকা—ফুঁ দেওয়া; ফুঁ দিয়া বাজানো; আরামে অথবা অপরিণত বয়সে ধূমপান করা (সিগারেট ফুঁকা); অপব্যয় করিয়া উড়ানো (জমিদারি ফুঁকে দেওয়া)। **কানে মন্ত্র ফোঁকা**—কানে মন্ত্র দেওয়া, কুমন্ত্রণা দেওয়া। **শাঁখ ফুঁকা**—শাঁখ বাজানো। **শিঙে ফোঁকা**—প্রাণত্যাগ করা (কথ্য ও অবজ্ঞার্থক)।

ফুঁড়া, ফোঁড়া—বিদ্ধ করা, ভেদ করা (মাটি ফুঁড়ে উঠেছে)। **ফোঁড়ানো**—বিদ্ধ করা (নাক ফোঁড়ানো—নাকের পাতা বিদ্ধ করা, নাকে গহনা পরিবার জন্য অথবা দড়ি পরাইবার জন্য)।

ফুঁপানো, ফোঁপানো—(ক্রোধ অথবা দুঃখের অনুভূতির প্রাবল্যে কতকটা রুদ্ধশ্বাস হইয়া গর্জন করা অথবা কাঁদা; ফোঁস ফোঁস করা (রাগে ফোঁপানো; সাপ ফোঁপাচ্ছে)। বি. ফুঁপানি, ফোঁপানি।

ফুঁপি—(সং. পুষ্প) ধুতি প্রভৃতির অল্প আবোনা প্রান্ত।

ফুঁস, ফোঁসা— ফোঁসফোঁস করা।

ফুক—ফুঁক্ দ্রঃ ; ফুৎকারের মত ত্বরিত (ফুক্ করে উড়ে গেল)।

ফুকন—ফুঁ দেওয়া ; আসামী উপাধি-বিশেষ। **ফুকন নল**—স্যাকরাদের ব্যবহার্য আগুনে ফুঁ দিবার নল। **ফুকনি**—উনন প্রভৃতিতে ফুঁ দিয়া আগুন জ্বালাইবার নল।

ফুকর, ফোকর—(সং. ভূক) ছিদ্র, রন্ধ্র (ফাঁকফুকর)।

ফুকরানো—(হি. পুকারনা) উচ্চস্বরে আহ্বান করা বা ধ্বনি করা ; ফোঁপানো (ফুকরে ফুকরে কাঁদা)।

ফুকা, ফুকো—ফুঁক দিয়া প্রস্তুত (ফুকা শিশি)। **ফুকা দেওয়া**—গাভীর যোনিতে নল বসাইয়া তাহাতে ক্রমাগত ফুঁ দিয়া বেশী দুধ দুহিবার প্রক্রিয়া-বিশেষ ; ইহার ফলে গাভী প্রচুর দুধ দেয় কিন্তু বন্ধ্যা হইয়া যায়।

ফুকার—(সং. ফুৎকার) ; (হি. পুকার) উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান ; চীৎকার।

ফুঙ্গি,-ঙ্গী—(বর্মী ফুঙ্গি) ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। পুঙ্গি দ্রঃ।

ফুচ্‌কে—পুঁচকে দ্রঃ।

ফুট—(ইং. foot) বার ইঞ্চি পরিমাণ।

ফুট—উত্তপ্ত তরল পদার্থের বুদ্বুদ (সরিষা ফুট—সরিষার মত বুদ্বুদ, কোন কোন অঞ্চলে ফোট বলে) ; মনান্তর, মতের অমিল (বন্ধুদের মধ্যে ফুট হওয়া। **ফুটকলাই**—যে কলাই ভাজিলে সম্পূর্ণ ফাটিয়া যায়। **ফুটধরা**—ফুটিতে থাকা। **ফুটভাষী**—স্পষ্টবক্তা।

ফুটকী—ছোট ফোঁটা। **ফুটকী ফুটকী**—ক্ষুদ্র বিন্দুপূর্ণ।

ফুটন—প্রস্ফুটিত হওয়া ; বিদ্ধ হওয়া বা করা। **ফুটন্ত**—যাহা প্রস্ফুটিত হইয়াছে (ফুটন্ত গোলাপ)। **ফুটনোন্মুখ**—যাহা প্রস্ফুটিত হইতে যাইতেছে, ফোটো ফোটো।

ফুটপাত—(ইং. footpath) শহরের রাস্তার দুই ধারের বাঁধানো পথ যাহার উপর দিয়া মানুষ চলে।

ফুটফুটে—সুপরিস্ফুট (ফুটফুটে জ্যোছ্‌না ; ফুটফুটে ছেলে—খুব ফর্সা ও সুশ্রী ছেলে)।

ফুটবল—(ইং. football) খেলিবার সুপরিচিত বায়ুপূর্ণ গোলক ; এরূপ গোলক লইয়া খেলা (ফুটবলের মরশুম)।

ফুটল—(ব্রজবুলি) প্রস্ফুটিত হইল ; বিদ্ধ হইল।

ফুটা, ফুটো—ছিদ্র ; ছিদ্রযুক্ত (ফুটা হাঁড়ি)। **ফুটাফাটা**—ভাঙাচোরা, অকেজো।

ফুটা, ফোটা—প্রস্ফুটিত হওয়া (ফুল ফোটা) ; ডিম হইতে বাচ্চা আকারে বাহির হওয়া (ডিমগুলো সব ফুটেছে) ; উন্মীলিত হওয়া এখনো বাচ্চাগুলোর চোখ ফোটে নি) ; উত্তাপের ফলে ফুট ধরা (চায়ের জল ফুটেছে) ; সিদ্ধ হওয়া (ভাত ভাল ফোটেনি) ; প্রকাশ পাওয়া (আকাশে তারা ফুটেছে ; হাসি ফোটা ; এতক্ষণে মুখে কথা ফুটল) ; স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হওয়া (ন' মাসেই খুকীর কথা ফুটেছে) ; সুবিকাশ লাভ করা (ভাব ভাল ফোটেনি) ; বিদ্ধ হওয়া (পায়ে কাঁটা ফুটেছে) ; ফুটা হওয়া (হাঁড়ি ফুটেছে)। **চোখ ফোটা**—পশুপক্ষীর শাবকের জন্মের কয়েকদিন পরে বদ্ধ চক্ষু উন্মীলিত হওয়া ; সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া ; কোন ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়া (এতদিনে তার চোখ ফুটলো)।

ফুটানো—বিকসিত করা (ফুল ফুটানো ; ভাব ফুটানো ; ছাতা ফুটানো) ; বিদ্ধ করা (হুল ফুটানো)। **দাঁত ফুটানো**—দাঁত দ্রঃ।

ফুটানি—(অতিরিক্ত প্রকাশ) অশোভন গর্বিত ব্যবহার বা বড়াই, জাঁক ; (অশোভন) বাবুগিরি। **ফুটানিরাম**—অন্তঃসারহীন কিন্তু চালচলনে কথায় বার্তায় গর্বিত।

'—(সং. স্ফুটি) পক্বতাহেতু ফাটা কাঁকুড়। **ফুটিফাটা**—ফুটির মত ফাটা, চৌচির (আহ্লাদে ফুটিফাটা—আহ্লাদে আটখানা)।

ফুড়ুক, ফুড়ুৎ—ছোট পাখীর হঠাৎ পাখা মেলিয়া যাওয়া সম্পর্কে বলা হয় ; অতি ত্বরিত ভাবে নিক্রান্ত (এই এলে আবার ফুড়ুৎ করে কোথায় গেলে) ; ডাবা হুঁকায় ধূমপানের শব্দ।

ফুৎকার—মুখ হইতে নির্গত বায়ু, ফুঁ, ফুঁক (শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও হৃদয়ের মুখে—রবি)। **ফুৎকারে**—ফুৎকার করিয়া ; অক্লেশে (ফুৎকারে উড়ে যাবে) **ফুৎকৃতি**—ফুৎকার।

ফুপা, ফুফা—(হি. ফুফা) ফুফুর স্বামী। **ফুফাত**—পিসতুত।

ফুফু, ফুপু—(হি. ফুফী) পিতৃস্বসা, পিসি।

ফুরণ, ফুরাণ—(হি. ফুরাণ) নির্ধারণ, মিটানো, চুক্তি (গাড়ি পিছু কত নেবে ফুরণ করে নাও ; পাঁচ হাজার টাকায় ফুরণ হয়েছে)।

ফুরনো, ফুরানো—ফুরাইয়া যাওয়া, নিঃশেষিত হওয়া (যা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে)। **দিন ফুরানো**—দিবসের কর্ম শেষ হওয়া ; জীবনের কর্ম শেষ হওয়া।

ফুরফুর—লঘুভাবে বাতাসে উড়া সম্পর্কে বলা হয় (বুড়োর টেকো মাথার চুলগুলো বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছে)। বি. ফুরফুরে—লঘুগতি (ফুরফুরে হাওয়া)।

ফুরসৎ—(আ. ফুর্‌সৎ) অবকাশ, অবসর (মরবার ফুরসৎ নেই ; এখন কথা হবে না সাহেবের ফুরসৎ নেই)। বিণ. ফুরসতী।

ফুর্তি—(সং স্ফূর্তি) আমোদ, হর্ষ, ছেলেপিলের আমোদপূর্ণ হল্লা (তখন তাদের কি ফুর্তি) ; দায়িত্বহীন বা অশিষ্ট আমোদ প্রমোদ (ফুর্তি করেই ত জীবনটা কাটালে) ; (হি. ফুরতী সত্বরতা) শীঘ্র শীঘ্র, ঢিলোম না করিয়া (ফুর্তি করে কর)।

ফুল—(সং ফুল্ল) পুষ্প, কুসুম ; দেখিতে ফুলের মত অলঙ্কারাদি বা কারুকার্য (কানের ফুল ; ফুল কাটা ; ফুল তোলা ; 'কাগজের ফুল) ; ভ্রূণের নাভি নাড়ীর সহিত সংযুক্ত মাংসপিণ্ড, placenta (ফুল পড়া—প্রসবের কিছুক্ষণ পর এই নাভিনাড়ীর সহিত সংলগ্ন মাংসপিণ্ড বাহির হইয়া আসে) ; পঞ্চম পুত্র অথবা বধূর ডাক নাম (ফুলবৌ) ; সমধিক ঔজ্জ্বল্য যুক্ত (ফুল কাঁসা ; ফুল বাবু) ; পুরা (ইং full—ফুলহাতা) ; কচি (ফুল ডাব)। **ফুলওয়ালী**—যে নারী ফুল বিক্রয় করে বা যোগায়। **ফুলকপি**—সুপরিচিত সব্জী। **ফুল কাড়ানো**—সন্তান কামনা করিয়া (দেবমূর্তির মস্তকে ফুল রাখিয়া শুভ অশুভ ইঙ্গিত-লাভ করা। **ফুল কোঁচা**—চুনট করা কোঁচা। **ফুলখড়ি**—চা-খড়ি। **ফুলগুণা**—উড়িষ্যায় প্রচলিত নাসিকার গহনা বিশেষ। **ফুল চড়ানো**—দেবতার মস্তকে ভক্তিভরে ফুলদান। **ফুলচন্দন**—সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপক ফুল ও চন্দন (তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক)। **ফুলচিনি**—সুপরিষ্কৃত চিনি-বিশেষ। **ফুলছড়ী**—পুষ্পভূষিত ছড়ি, পুষ্পিত শাখার অনুকরণে নির্মিত ফুলকাটা যষ্টি। **ফুলঝুরি**—তুবড়ি, যাহাতে আগুন দিলে বহু আগুনের ফুলকি বেগে উঠিয়া ঝরিয়া পড়ে। **ফুলটুকি**—পুষ্পের মধুপায়ী ক্ষুদ্র পক্ষী-বিশেষ, honey-bird। **ফুলদানি**—পুষ্প সাজাইয়া রাখিবার পাত্র। **ফুলদার**—যাহাতে ফুলের নকসা তোলা হইয়াছে। **ফুলদোল**—বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। **ফুলবড়ি**—কলাই ডালের হাল্কা সাদা বড়ি। **ফুলবাড়ি**—পুষ্প বাটিকা, ফুলের বাগান। **ফুলবাণ**—মদনের ফুলের বাণ। **ফুলবাতাসা**—হাল্কা সাদা বাতাসা। **ফুলশয্যা**—বর-বধূর প্রথম মিলন-রজনীর পুষ্পভূষিত শয্যা। **ফুলশর**—মদন। **ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া**—অতি সামান্য দুঃখ বা পরিশ্রম সহ্য করিতে অপারগ হওয়া।

ফুলরি, ফুলুরি—ভাজা দালের বড়ি।

ফুলস্ক্যাপ, ফুলিস্কেপ—(ইং foolscap) দৈর্ঘ্যে ১৬॥´ ও প্রস্থে ১৩॥´´ মাপের কাগজ।

ফুলা—ফুল ধরা (ধান ফুলেছে) ; উদ্দীপনায় অভিমানে অথবা ক্রোধে স্ফীত হওয়া (ফুলিয়া ফুলিয়া ফেলিল সলিল গরজি উঠিছে দারুণ রোষে-রবি, অমন করে বকেছ, সে ফুলে তিনটে হয়ে আছে) ; মোটা হওয়া (দিনদিনই যে ফুলছ)। **ফুলিয়া উঠা**—স্ফীত হওয়া, ফাঁপিয়া উঠা, হঠাৎ সমৃদ্ধিশালী হওয়া।

ফুলানো—স্ফীত করা ; তোষামোদ—বাক্যে গর্বিত করা ; স্ফীত (নাকের ডগাটা ফুলানো)। **গা ফুলানো**—দেহের পালক অথবা লোম খাড়া করিয়া স্ফীত হওয়া। **ঘাড় ফুলানো**—ঘাড় বাঁকাইয়া দম্ভ প্রকাশ করা বা দ্বন্দ্বে আহ্বানের ইঙ্গিত দেওয়া।

ফুলেল—পুষ্প-গন্ধ-যুক্ত (ফুলেল তেল)।

ফুল্‌কা, ফুল্‌কো—মৎস্যের শ্বাসযন্ত্র ; ফুলিয়া উঠা পাতলা রুটি বা লুচি (ফুল্কো লুচি)।

ফুলকি—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

ফুল্ল—(ফুল্‌+অ, অথবা ফল্‌+ক্ত) বিকসিত (ফুল্ল কুসুমদাম) ; প্রফুল্ল, উৎফুল্ল (ফুল্লাধর ; ফুল্ল নেত্র)।

ফুস্—অসার, অর্থহীন (সব ফুস হয়ে গেছে—প্রাদেশিক)। **ফুস্‌ফুস্**—চাপা গলায় গোপনীয় ভাষণ। বি. ফুসফুসানি—গোপনীয় ব্যাপার সম্পর্কে অনুচ্চ স্বরে কথা বলা। **ফুস্থুর ফুস্থুর**—ক্রমাগত অনুচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রণা দান।

ফুস্‌কুড়ি, ফুস্কুড়ি—রসপূর্ণ পীড়া বা ছোট ব্রণ।

ফুস্‌ফুস্—শ্বাসনালী, lungs। **ফুসফুস প্রদাহ**—নিউমোনিয়া।

ফুসলানো—স্বপক্ষে অথবা স্ববশে আনিবার জন্য গোপনে মন্ত্রণা দান।

ফে, ফেউ—ফেউ-এর ডাক।

ফেউ—ফেরু, ছোট শৃগাল-বিশেষ, ইহারা বাঘের সঙ্গে থাকিয়া বাঘের শিকার ধরায় বিঘ্ন ঘটায় এই প্রসিদ্ধি। **ফেউ লাগা**—ক্ষুদ্র শত্রু বা বিরুদ্ধাচারী রূপে ক্রমাগত উত্যক্ত করা।

ফেঁকড়া—শাখা হইতে নির্গত ক্ষুদ্র শাখা; আনুষঙ্গিক ফ্যাসাদ, ছল (এ আবার এক ফেঁকড়া বার করা হয়েছে)। **ফেঁকড়ি**—ক্ষুদ্র শাখা।

ফেঁকা—বেগে দূরে নিক্ষেপ করা।

ফেঁকাশে, ফ্যাকাশে,-সে—পাণ্ডুর; রক্তহীন (ফ্যাকাশে রং; ফ্যাকাশে চেহারা)।

ফেঁচ—হাঁচির শব্দ।

ফেঁপড়া—ফুসফুস যন্ত্র (কোন কোন অঞ্চলে ফোঁপড়া বলে)।

ফেঁশো,-সো—ক্ষুদ্র আঁশ। **ফেঁশো উড়া বা উঠা**—দড়ি প্রভৃতির পাক খুলিয়া যাওয়ার ফলে ফেঁশো দেখা দেওয়া; ফেঁশোর মত দেখানো (আমের আঁটি চেটে চেটে ফেঁশো উড়িয়েছে)।

ফেকো—(আ কক্‌'-ভীত বিবর্ণ) ক্রমাগত বকার ফলে অথবা নেশাখোরের নেশা করিতে না পারায় মুখে যে শুষ্ক থুতু উঠে (ফেকো উঠা বা পড়া)। **ফেকো পাড়া**—ক্রমাগত বকিয়া মুখে ফেকো বাহির করা (বি. ফেকোপাড়ানে)।

ফেচ ফেচ, ফ্যাচফ্যাচ—ক্রমাগত বকা (বি. ফেচফেচানি)।

ফেচাং—ঝঞ্ঝাট, হাঙ্গামা, লেজুড় (এ আবার এক ফেচাং হয়েছে)।

ফেটা, ফ্যাটা—(সং ফটা) পাগড়ী, পাগড়ীর কাপড় (মাথায় ফ্যাটা বেঁধে—সাধারণতঃ বিদ্রূপাত্মক)।

ফেটা—মন্থিত করা, মন্থিত করিয়া ফাঁপানো (পুডিং তৈরীর জন্য ডিম ফেটা বা ফেটানো)।

ফেটি,-টী—সুতার অপেক্ষাকৃত বড় গোছা বা মোড়া।

ফেণি,-ণী—(সং. ফেণী) বাতাসার মত ফাঁপা চওড়া গুড় জাত খাদ্য বিশেষ।

ফেৎরা—রোজার মাসের শেষে দাতব্য চাল গম বা পয়সা (সাধারণতঃ দুই সের পরিমাণ চাল বা গম কিংবা তাহার দাম।

ফেন—[স্ফায়্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ন] তরল বস্তুর উপরে জমা গাঁজলা বা বুদ্‌বুদ্ (দুগ্ধফেননিভ); মাড় (ফেন ফেলা ভাত)। **ফেনাভাত বা ফেনে ফেনে ভাত**—মাড়যুক্ত গরম ভাত (যাহা আলু-সিদ্ধ-আদি দিয়া খাইতে হয়); **ফেনসাভাত**—ফেনাভাত। **ফেনক**—পিষ্টক-বিশেষ, দুধ ফেনী। **ফেনধর্মা**—ফেনের মত নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। **ফেনলেখা**—(তটে) ফেন-চিহ্ন।

ফেনপ—ফেনপায়ী।

ফেনা—ফেন। **মুখে ফেনা ওঠা**—অতিরিক্ত কথা বলার ফলে মুখের থুথু সাদা ও অপেক্ষাকৃত জমাট হইয়া যাওয়া। **ফেনাগ্র**—বুদ্বুদ। **ফেনানো**—মন্থনপূর্বক ফেন বৃদ্ধি করা; একই কথা বার বার বলা; অতিরঞ্জিত করা। **ফেনায়মান**—যাহা ফেনানো হইতেছে অথবা যাহাতে ফেনা বৃদ্ধি পাইতেছে। **ফেনিল**—ফেনযুক্ত, সফেন (সুনীল ঐ ফেনিল জল নাচিছে সারা বেলা—রবি)।

ফেফাতুড়া,-রা—অসহায়তা হেতু যে ফ্যা ফ্যা করিয়া বেড়ায়, দিশাহারা (প্রাচীন বাংলা)।

ফেব্রুয়ারী—ইংরাজী সনের দ্বিতীয় মাস (মাঘের মাঝামাঝি হইতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত)।

ফের—(হি. ফের) বেষ্টন (দুইফের দিয়ে শাড়ী পরা); পুনরায় (ফের ওকথা); চক্র; ছবি পাক; বিপদ; গণ্ডগোল; ধোকা; দিশাহারা ভাব, সমস্যা (ফেড়ে পড়া; নামের ফেরে মানুষ ফেরে—আন্টুনি ফিরিঙ্গি)। **ফেরঘোর**—জটিলতা, প্যাঁচ। **ফেরফার**—ধোকা, কল-কৌশল। **ফের ভাঙ্গা**—দাঁড়িপাল্লার কোনো দিকে কম বা বেশী না রাখা। **অদৃষ্টের ফের, গ্রহের ফের**—দুর্দৈব। **কথার ফের**—কথার মারপ্যাঁচ, বাক্যকৌশল। **হেরফের**—অদল বদল; ঘোরপ্যাঁচ।

ফেরৎ, -ত—যাহা প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে (ফেরত ডাকে ; মাল ফেরত দেওয়া ; বিলাত-ফেরৎ)।

ফেরতা—প্রত্যাবৃত্ত (বিলাত-ফেরতা) ; যাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে (আপিস-ফেরতা)। **তাল-ফেরতা**—যাহাতে তালের পরিবর্তন হয়। **হাত-ফেরতা**—যাহা কয়েক হাত ঘুরিয়া আসিয়াছে।

ফেরব—(ফে রব যাহার—বহুব্রী) শৃগাল।

ফেরা—মাপিবার পাত্র (সুরকির ফেরা)।

ফেরা—ফিরা দ্রঃ ; প্রত্যাবর্তন করা ; ভ্রমণ করা, উদ্দেশ্য লইয়া ভ্রমণ করা (দেশে দেশে ফেরা)।

ফেরানো—ফিরাইয়া দেওয়া ; ফিরানো দ্রঃ। **ফেরাফেরি, ফিরাফিরি**—অদল-বদল ; বার বার প্রত্যাবর্তন বা প্রত্যাহার (কথার ফেরাফেরি)।

ফেরকা—(আ. ফির্ক়া) দল, সম্প্রদায়, ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত উপসম্প্রদায় (ফেরকা-বন্দী—দলে বিভক্ত হওয়া)।

ফেরাই—তাস-বিশেষ।

ফেরার—(আ. ফরার) পলায়ন ; পলাতক (ফেরার হওয়া—পলাতক হওয়া, নিখোঁজ হওয়া)। বিণ. ফেরারী—পলাতক (ফেরারী আসামী)।

ফেরি,-রী—বিক্রয়াদি উদ্দেশ্যযুক্ত পরিভ্রমণ (ফেরি করা—পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া মাল বিক্রয় করা, hawking)। **ফেরিওয়ালা**—যে ফেরি করে। **প্রভাত-ফেরী**—প্রভাতে রাস্তায় রাস্তায় ফিরিয়া জাতীয় সঙ্গীতাদি গাওয়া, প্রভাতে নগর-কীর্তন।

ফেরু—ফেউ, শৃগাল।

ফেরেব—(ফা. ফরেব) ধোকা, প্রবঞ্চনা, শঠতা (ফেরেবে পড়া—প্রবঞ্চিত হওয়া) বিণ. ফেরেবী—শঠ, দাগাবাজ। **ফেরেববাজ**—প্রবঞ্চক, দাগাবাজ। বি. ফেরেববাজী।

ফেরেশ্‌তা—(ফা. ফরিশ্‌তহ্) স্বর্গীয় দূত, দেবদূত, angel। **ফেরেশ্‌তা-খাস্‌লত**—দেবদূতের মত পবিত্র স্বভাবের)।

ফেল—(ইং. fail) অকৃতকার্য (পরীক্ষায় ফেল হয়েছে বা করেছে ; আমরা ফেল হয়ে গেছি—সম্পূর্ণ অপারগ হয়েছি) ; দেউলে (ব্যাঙ্ক ফেল করা ; ব্যবসায় ফেল হওয়া বা পড়া)। **ফেল মারা**—ফেল করা (অবজ্ঞার্থক)।

ফেল জামিন—(আ. ফে'এল জামিনী) Security for good conduct ; সচ্চরিত্রতার অঙ্গীকার স্বরূপ জামানত।

ফেলনা—ফেলিয়া দিবার যোগ্য, অকেজো, তুচ্ছ (ফেলনা কথা ; ফেলনা চিজ)।

ফেলফেল—ফ্যাল ফ্যাল দ্রঃ।

ফেলসানী—(আ. ফি'এল শানিয়া—ব্যভিচার) ব্যভিচার ; ব্যভিচারজাত গর্ভপাত (ফেলসানীর মোকদ্দমা)।

ফেলা—(প্রা. ফেল্ল) ফেলিয়া দেওয়া, ত্যাগ করা (ফেলে দাও যত আবর্জনা, বাড়ীঘর ফেলে পলায়ন ; নিঃশ্বাস ফেলা) ; ব্যবসায়-আদিতে প্রয়োগ করা (বারে বারে টাকা ফেলা) ; অপব্যয় করা, বৃথা ব্যয় করা (টাকাটা ফেলে দেওয়া হলো) ; পাতিত করা (নীচে ফেলা), কোন উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা (জাল ফেলা, পাশার দান ফেলা) ; লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা (ঢিল ফেলা) ; চুকানো, নিঃশেষে সম্পাদন করা (করে ফেলেছে, কি আর করা যায় ; দিয়ে ফেলা) ; হঠাৎ ঘটিয়া যাওয়া (দেখে ফেলেছে)।

ফেলা—যাহা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে (ফেলা হাঁড়ি) ; প্রযুক্ত, নিযুক্ত (ব্যবসায়ে ফেলা টাকা) ; নিক্ষিপ্ত (ঝাঁকি দিয়ে ফেলা জাল)। **ফেলাছড়া**—অনাবশ্যক বোধে যাহা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছে ; অপব্যয় (ফেলাছড়া ভাঙাচোঁড়ার বোঝা বুকের মাঝে উঠছে ভরি ভরি—রবি)। **ফেলা গেল**—কোন কাজে আসিল না। **তিনিও ফেলা যান না**—গণনীয় বটেন (সাধারণত ব্যঙ্গার্থে)।

ফোঁটা, ফোটা—বিন্দু (বৃষ্টির ফোঁটা ; এক ফোঁটা জল ; তাসের ফোঁটা) ; তিলক (ফোঁটা কাটা, সিন্দুরের ফোঁটা) ; চিহ্নিত (এই কাজই করবে, আর কিছু করবে না, এমন ফোঁটা দেওয়া আছে নাকি ?) ; অতি ক্ষুদ্র, অতি অকিঞ্চিৎকর (এক ফোঁটা মেয়ে ; হাঁড়িতে এক ফোঁটা তরকারিও নেই)। **ফোঁটা ফোঁটা**—বিন্দু বিন্দু। **ফোঁটা-তিলক**—বৈষ্ণবদের ফোঁটা ও তিলক ; ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর (ফোঁটা-তিলকের ঘটা)।

ফোঁড়—(সং. স্ফোট) সূচের সেলাই (ফোঁড় তোলা—সূচের দ্বারা সেলাই করা অথবা ফুল তোলা) ; ব্রণ (লোম-ফোঁড়)।

ওফোঁড় করা—বিদ্ধ করিয়া এপিঠ হইতে ওপিঠ পর্যন্ত অস্ত্র অথবা সুচাদি চালিত করা। **ভুঁইফোঁড়**—স্বাভাবিকভাবে ভূমি হইতে জাত, যাহার জন্মের মূলে মানুষের প্রয়াস নাই; পূর্বাপর সম্পর্ক-বিহীন (ভুঁইফোঁড় সভ্যতা; ভুঁইফোঁড় সাহিত্য)। **পাত্তাফোঁড়**—যে খাইয়া ভোজনপাত্ররূপে ব্যবহৃত পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে, অকৃতজ্ঞ (নিমকহারাম পাত্তাফোঁড়)।

ফোঁড়া—ফুঁড়া দ্রঃ; যাহা ফোঁড়ানো বা বিদ্ধ করা হইয়াছে (কান ফোঁড়া নথি); যাহা বিদ্ধ করে। [ব্রণ।

ফোঁড়া, ফোড়া—ফুঁড়া দ্রঃ; স্ফোটক, পুঁজযুক্ত

ফোঁৎ—নাকে কফের শব্দ (ফোঁৎ ফোঁৎ—বারবার এমন কফসহ নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ)।

ফোঁপড়া, ফোঁপল—নারিকেলের মধ্যস্থিত অঙ্কুর; ফাঁপা, ঝাঁজরা।

ফোঁপানো, ফোফানো—সাপের ফোঁস ফোঁস করা; ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করা, রুদ্ধ আক্রোশে গর্জানো।

ফোঁস—সাপের গর্জন (ফোঁস ধরা—সাপের গর্জন করিয়া ফণা ধরা)। **ফোঁস করা**—অসন্তোষ বা ক্রোধের ভাব প্রকাশ করা (অপ্রত্যাশিতভাবে)। **ফোঁস ফোঁস করা**—সাপের গর্জন করা; নিদ্রাকালে ঘন ঘন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা। **ফোঁসা**—ফোঁস ফোঁস করা (কাব্যে ব্যবহৃত)।

ফোঁস—(ফুস্‌লান দ্রঃ) গোপন কুমন্ত্রণা (ফোঁস দিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া)। **ফোঁসফাঁস**—ফোঁস। **ফোঁস সামলাতে পারে না**—ফোঁস দিলে সেই অনুসারেই চলে (গ্রাম্য)।

ফোকর—ফুকর দ্রঃ।

ফোকলা—(হি. ফোপলা) যাহার দাঁত উঠে নাই অথবা পড়িয়া গিয়াছে।

ফোট-ফোট—স্ফুটনোন্মুখ।

ফোটা—ফুটা দ্রঃ।

ফোটো—(photo) যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত প্রতিকৃতি (ফোটো তোলা)। **ফোটোগ্রাফ**—ফটোগ্রাফ দ্রঃ।

ফোড়ন, ফোড়ং—ব্যঞ্জন অধিক স্বাদযুক্ত করিবার মসলা-সমূহ,—মরিচ, তেজপাতা, সরিষা, মেথি, মৌরি, কালজিরা, রাঁধুনি ইত্যাদি। **ফোড়ন দেওয়া**—ব্যঞ্জনে ফোড়ন দিয়া সাঁতলানো; দুইজনের কথার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির মাঝে মাঝে উত্তেজনা-সঞ্চারক কথা বলা, কথার মধ্যে মাঝে মাঝে বিদেশী ভাষার শব্দ প্রয়োগ করিয়া আসর জমাইতে চেষ্টা করা, বুক্‌নি দেওয়া। [করা)।

ফোন—(ইং. telephone) টেলিফোন (ফোন

ফোপল, ফোফল—ফোঁপল দ্রঃ। **ফোপল দালাল**—ফফড় দালাল দ্রঃ।

ফোমেণ্ট—(ইং. foment) গরম জলের সেক (ফোমেণ্ট করা—গরম জলের সেক দেওয়া)।

ফোয়ারা—(আ. ফওয়ারা—ঝরণা, কৃত্রিম উৎস। **ফোয়ারা ছোটা**—অনর্গল ব্যক্ত হওয়া।

ফোরজারী—(ইং. forgery) জালিয়াতি।

ফোরম্যান—(ইং. foreman) ছাপাখানা প্রভৃতি কারখানার যন্ত্রাদির প্রধান তত্ত্বাবধানকারী; জুরীর নেতা।

ফোস্কা—(সং স্ফোটক) দগ্ধ হওয়ার ফলে উৎপন্ন জলপূর্ণ স্ফোটক, blister। **ফোস্কা পড়া**—ফোস্কার সৃষ্টি হওয়া, ফোস্কা পড়ার মত ক্লেশকর অবস্থার সৃষ্টি হওয়া (ব্যঙ্গে—কিছুই না হওয়া)।

ফৌজ—(আ. ফউজ) সৈন্যদল (বাদসাহী ফৌজ); বহু লোকজনের দল। **ফৌজদার**—সৈন্যাধ্যক্ষ, আঞ্চলিক শাসনকর্তা। **ফৌজদারী আদালত**—মারপিট, খুনজখম, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি সংক্রান্ত মোকদ্দমার আদালত (বিপ. দেওয়ানী আদালত—অধিকার সাব্যস্ত করিবার আদালত)। **ফৌজদারী করা**—ফৌজদারী মোকদ্দমা করা। **ফৌজদারী সোপর্দ করা**—ফৌজদারী আদালতে বিচারের জন্য পাঠানো, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠানো।

ফৌত—(আ. ফওত) মৃত্যু (ফৌত হওয়া—মৃত্যু হওয়া, নির্বংশ হওয়া; বিধ্বস্ত হওয়া)। **ফৌতী মাল**—মৃত ব্যক্তির মাল।

ফ্যাঁকড়া—ফেঁকড়া দ্রঃ; হাঙ্গামা, ছল, ফ্যাসাদ।

ফ্যাঁকাসে, ফ্যাকাসে—ফেঁকাসে দ্রঃ।

ফ্যাক্‌ ফ্যাক্‌—ফক্‌ ফক্‌ দ্রঃ, অতিশয় সাদা, কিন্তু লাবণ্যহীন।

ক্যাচ্‌ ক্যাচ্‌—নিরর্থক বেশী কথা বলা।

ফ্যাচাং—গণ্ডগোল, ঝঞ্ঝাট (কেন মিছে ফ্যাচাং করা)। ফেচাং দ্রঃ।

ফ্যা-ফ্যা—বৃথা উপরোধ, অনুরোধ, দুঃখ প্রকাশ-একান্ত অসহায় অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয় (এত যে ফ্যা-ফ্যা করছি, একটি কথাও কি কানে যায়? জ্ঞাতিরা সব কেড়ে নিয়েছে, ছেলেটির হাত ধরে বিধবা এখন ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে)।

ফ্যাল ফ্যাল—অসহায় অথবা বিহ্বল ভাব (সে আর কি করবে, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল); করুণ ও সতৃষ্ণভাবে (ভিখারীর কন্যা মিঠাই-গুলোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতে লাগল)।

ফ্যাশান,-সান—(ইং. fashion) বিশেষ সময়ের ধারা, চালচলন (এ একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে); সৌখীনতা (ফ্যাসান করতে ভালবাসে)।

ফ্যাসাদ—(আ. ফসাদ) হাঙ্গামা, গণ্ডগোল, লেঠা (বড় ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি)।

ফ্রক—(ইং. frock) শিশুর জামা-বিশেষ।

ফ্রি—(ইং. free) স্বাধীন ; অবৈতনিক (ইস্কুলে ফ্রি পড়ছে)।

ফ্রেম—(ইং. frame) ধাতু বা কাঠ প্রভৃতির বেষ্টনী বা আধার (ছবির ফ্রেম); কাঠামো (ফ্রেম করা হয়েছে, এখন তার উপরে টিন দিতে হবে)।

ফ্লানেল—(ইং flannel) পশমী কাপড়-[বিশেষ।

ফ্ল্যাট—(ইং. flat) দালানের তল (উপরের ফ্ল্যাট ভাড়া গিয়েছে ; কয়েকটি কক্ষ-সমন্বিত বাসস্থান (ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকা); ষ্টিমারের পাটাতন ; যে পাটাতনের উপরে জাহাজ হইতে মাল নামানো হয় ; চিৎপাত, নিরুপায় (ফ্ল্যাট হয়ে পড়া)।

* এই চিহ্নযুক্ত শব্দের আদিতে বর্গীয় ব।
† এই চিহ্নযুক্ত শব্দের আদিতে অন্তঃস্থ ব।
‡ এই চিহ্নযুক্ত শব্দের আদিতে বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব দুই-ই হয়।
অচিহ্নিত শব্দ অসংস্কৃত অথবা তদ্ভব।

ব—প-বর্গের তৃতীয় বর্ণ এবং ত্রয়োবিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ —অল্পপ্রাণ, ঘোষবান্ ; বাংলায় অন্তঃস্থ ব বর্গীয় ব-এর মতই উচ্চারিত হয়, উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ।

ব—তাঁতের অঙ্গ-বিশেষ। **ব তোলা**—টানার সুতা ব-এর ভিতর দিয়া নেওয়া।

ব, বোয়া—বটের ঝুরি (ব নামা)।

ব—(ফা.) যুক্ত, দ্বারা, সহিত, (বমাল বা বামাল —বামাল চোর ধরা পড়েছে, 'বামাল শুদ্ধ' ভুল ; ব-খোদ ; ব-কায়দা); পরিবর্তে (বকলম—বকলমে সই করা); অনুক্রমে, আরও (খানা ব খানা ; তাজা ব তাজা)।

বই—(হি. বহী ; আ. বহী—প্রত্যাদেশ, ঐশ্বরিক বাণী) পুস্তক, গ্রন্থ, খাতা, (হিসাবের বই)। **বইয়ের পোকা**—কেতাব-কীট।

বই, বৈ—(সং. ব্যতীত) ভিন্ন, ছাড়া (তোমা বই আর জানি না)। **বই কি**—আগ্রহ, ঔচিত্য, নিশ্চয়তা ইত্যাদি জ্ঞাপক (যাব বই কি)।

বইন—(সং. ভগিনী) ভগিনী, বোন (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত—বুন, ভইন ইত্যাদিও বলা হয়)।

বইরা, বয়রা—(সং. বধির), কালা।

বইসা—বাস করা। **বইসে**—বাস করে। (প্রাচীন বাংলা)।

বউ, বৌ—(সং. বধূ ; প্রাকৃ. বহু) স্ত্রী (ভাই-বৌ ; নাপিত-বৌ); পুত্রবধূ (বউমা); কুলবধূ, নববধূ (বৌ-ঝি ; বৌ মানুষ); ভার্যা ; পত্নী (বউ-এর কথায় চলে)। **বৌঠাকরুণ,-দিদি**—বড় ভাইয়ের স্ত্রী। **বৌ-পরিচা**—নববধূর সহিত শাশুড়ীর প্রথম পরিচয়-বিষয়ক স্ত্রী-আচার-বিশেষ। **বৌভাত**—নববধূর স্পৃষ্ট অন্ন সবান্ধবে গ্রহণের উৎসব, পাকস্পর্শ। **বৌমা**—বধূমাতা, পুত্রবধূ অথবা পুত্রবধূ-স্থানীয়াকে সম্বোধনসূচক উক্তি। **বউ-কথা-কও**—সুপরিচিত পক্ষী (আজকে কেবল

বউ-কথা-কও ডাকে কৃষ্ণচূড়ার পুষ্প-পাগল শাখে—রবি)।

বউ-কাঁটকি,-কী—(সং. বধূ-কণ্টকী) বধূর কণ্টকতুল্যা শাশুড়ী, যে শাশুড়ী বধূকে নির্যাতিত করে। [(বউড়ী,-ঝিউড়ী)।

বউড়ী—(সং বধূটী) বালিকা বধূ, নববধূ

বউনি,-নী—(হি. বোহনী) দিনের প্রথম বিক্রয় (আপনার হাতেই বউনি করছি ; বউনির বেলা) ; প্রথম বিক্রীত দ্রব্যের নগদ মূল্য অথবা তাহার অংশ প্রাপ্তি (অন্ততঃ চারটি পয়সা দিন, বউনি করা হোক)। [(গ্রাম্য)।

বউয়া, বৌও—বধূতে অত্যধিক আসক্ত, স্ত্রৈণ।

বউল, বোল—(সং. মুকুল ; প্রাকৃত, মউল) আমের মুকুল ; মঞ্জরী ; বকুল ফুল।

বউলা, বোলো—খড়মের যে মুকুলের আকৃতির কাষ্ঠখণ্ড পায়ের আঙ্গুলে চাপিয়া ধরিয়া চলা হয়।

বউলি, বৌলি—মুকুলের আকৃতির গহনা, সাধারণতঃ কানে ও নাকে পরিহিত হইত।

বএম, বয়েম, বৈয়ম, বৈয়াম—(পর্তু. boiao) ঘি, আচার প্রভৃতি রাখিবার পেট-মোটা চীনামাটি, কাচ অথবা মৃত্তিকা-নির্মিত পাত্র-বিশেষ।

বএল, বয়েল—বয়েল দ্রঃ।

বএস—বয়েস দ্রঃ।

বওয়া—(বহা দ্রঃ) প্রবাহিত হওয়া (নদী বয়ে যায় ; সময় বয়ে যায়) ; বহন করা (দুঃখের ভার বওয়া) ; চালনা করা (লাঙ্গল বওয়া ; নৌকা বওয়া বা বাওয়া) ; অতিক্রম করা (পথ বওয়া ; বাড়ী বয়ে মারতে আসা)। **বয়ে যাওয়া**—বকাটে হওয়া, দুশ্চরিত্র হওয়া ; কিছুই না হওয়া।

বওয়াটে, বয়াটে—(সং. বাচাট ; প্রা. বআড) সে বয়ে গেছে ; নষ্টচরিত্র ; ফাজিল।

+ **বংশ**—(যাহা অঙ্কুর অথবা পুত্রপৌত্রাদি উৎপাদন করে) ; বাঁশ ; মেরুদণ্ড (পৃষ্ঠবংশ) ; নাকের উপরকার হাড় (নাশাবংশ)। **বংশক**—দীর্ঘ ইক্ষু-বিশেষ ; বংশপত্রক, বাঁশপাতা মাছ। **বংশ-তণ্ডুল**—বংশবীজ। **বংশ-কর্পূর**—বংশলোচন। **বংশপোত**—বাঁশের কোঁড়া। **বংশ-রোচনা,-লোচন**—বংশ-শর্করা, ঔষধ-বিশেষ। **বংশ-শলাকা**—বাঁশের সরু শলা, বাখারি।

+ **বংশ**—কুল, গোত্র ; সন্তান-সন্ততি (নির্বংশ)। **বংশক্রম**—বংশ-পরম্পরা, সন্তান-পরম্পরা। **বংশক্ষয়**—বংশের বিলোপ। **বংশগৌরব** বংশের গৌরব স্বরূপ ; বংশমর্যাদা। **বংশচরিত**—বংশের ইতিহাস। **বংশজ**—বংশোদ্ভব, সৎকুলোদ্ভব, কুলীন-বংশজাত কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যা সম্প্রদান হেতু কুলভ্রষ্ট। **বংশধর**—বংশের সন্তান। **বংশবৃদ্ধি**—সন্তান সন্ততির জন্মদান। **বংশমর্যাদা**—কুল-গৌরব ; আভিজাত্য। **বংশস্থিতি**—বংশ-রক্ষা। **বংশহীন**—নির্বংশ।

+ **বংশাগ্র**—বাঁশের আগা। **বংশাঙ্কুর**—বাঁশের কোঁড়া। **বংশিকা, বংশী**—বাঁশী, বেণু। **বংশীধর**—শ্রীকৃষ্ণ। **বংশীধ্বনি**—বংশীরব, বংশীরবের সংকেত। **বংশীবট**—বৃন্দাবনে বৈষ্ণব তীর্থ-বিশেষ, এখানে শ্রীকৃষ্ণ বটমূলে বাঁশী বাজাইতেন। **বংশীবদন,-বয়াল**—বংশী-বাদক, শ্রীকৃষ্ণ।

+ **বংশানুকীর্তন**—কুলপঞ্জী। **বংশানুক্রম**—পুরুষ-পরম্পরা। **বংশাবলী**—কুলপঞ্জী। **বংশীয়**—বংশের ; সদ্বংশজাত (তিনি একজন বংশীয় লোক)। **বংশ্য**—বংশোদ্ভব ; সদ্বংশ-জাত ; বংশধর।

বঃ—বকলমের সংক্ষিপ্ত রূপ।

বঁইচ-চি, বৈঁচি—(সং. বিকঙ্কত) কণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বিশেষ (গ্রাম্য—বৌচ)।

বঁটি, বটি—(মুণ্ডারি বইন্‌টি) মাছ তরকারি ইত্যাদি কুটিবার চওড়া বাঁটযুক্ত সুপরিচিত অস্ত্র।

বঁটে, বটে—বৈঠা।

বঁড়শী, বড়শী—(হি. বড়িশী) ছিপের সঙ্গে বাঁধা লোহার বাঁকা ও আলযুক্ত কাঁটা। **বঁড়শি মারা**—বঁড়শি দিয়া মাছ ধরা (পূর্ববঙ্গে—'বরশি বাওয়া')।

বঁদে, বোঁদে, বুঁদে—(হি. বুঁদিয়া) ঘি-এ ভাজা ও চিনির রসে ফেলা বেসমের ক্ষুদ্রাকৃতির গোল গোল মিঠাই-বিশেষ।

বধুঁ,-বঁধুয়া—(সং. বন্ধু) প্রেমাস্পদ, প্রিয়, প্রণয়ী (বঁধু, কি আর বলিব আমি—চণ্ডিদাস)। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

+ **বক**—(বন্ক্‌ + অ) সুপরিচিত বক্রগ্রীব ও দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী ; রাক্ষস-বিশেষ ; অসুর-বিশেষ ; বকফুল। স্ত্রী. বকী। **বকজিৎ**—ভীম ; শ্রীকৃষ্ণ। **বকধার্মিক**—বাহিরে ধার্মিকের ভাব, কিন্তু

আসলে প্রবঞ্চক। **বকধ্যান**—ধ্যানের ভাণ। **বকবৃত্তি**—শঠতা, ভণ্ডামি; ভণ্ড। **বকচর**—বগচর দ্রঃ।

বকন,-না—(সং. বষ্কয়ণী) যাহার বাচ্চা হয় নাই এমন অল্পবয়স্কা গাভী।

বক্ বক্—কলসী প্রভৃতিতে জল ভরার শব্দ; ক্রমাগত বৃথা বাক্যব্যয়। **বকর বকর**—সমধিক বক্ বক্। **বক্বকম**—পায়রার ডাক।

+ **বকযন্ত্র**—আরক-আদি চোঁয়াইবার যন্ত্র-বিশেষ।

বকরা—(সং বর্কর) ছাগ। স্ত্রী **বকরী**।

বকরীদ—(আ. বক্'র্-ঈ'দ্) ইদুজ্জুহা, হজরত এব্রাহিমের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পুত্র উৎসর্গের স্মরণে পশু-কোরবানী উৎসব।

বকলম—(আ. বক'লম) যে লিখিতে জানেনা, তাহার প্রতিনিধিরূপে অন্যের নাম স্বাক্ষর, এরূপ স্বাক্ষরের পূর্বে 'বকলম' বা 'বঃ' লেখা হয়।

বকলস—(ইং. buckles) কোমরবন্ধ ইত্যাদির মুখ আটকাইবার আল-দেওয়া কল-বিশেষ)

বকশী,-সী—(ফা. বখ্শী) বেতন বণ্টনকারী রাজকর্মচারী-বিশেষ; উপাধি-বিশেষ।

বকশীশ,-সীস,বখশীশ—(ফা. বখ্শীশ) পুরস্কার; পরিচারকের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া যে উপহার দেওয়া হয়।

বকা—বৃথা বেশী কথা বলা (মেলা ব'কোনা); ভর্ৎসনা করা (তাকে আচ্ছা করে বকে দেব); অবাচ্য-কুবাচ্য বলা (প্রাদেশিক)। **বকাবকি**—ভর্ৎসনা, গালাগালি। **বকামো**—বাচালতা। **বকানো**—বেশী কথা বলানো, তর্ক করানো (আর বকিয়ো না)।

বকাল—(সং বল্কল) গাছের ছাল, মূল ইত্যাদি যাহা ঔষধের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়। **বকালী**—গাছগাছড়া-বিক্রেতা।

বকুনি—বেশি কথা বলা; তিরস্কার (বকুনি খাওয়া)।

+**বকুল**—সুপরিচিত ফুল ও তাহার গাছ। **বকুল ফল**—বকুল; সখীত্বের নাম-বিশেষ।

বকেয়া—(আ. বক'ীয়া) যাহা প্রাপ্য রহিয়াছে (বকেয়া খাজনা)। **বাকী-বকেয়া**—যে প্রাপ্য এখনো আদায় করা হয় নাই। **বকেয়া বাকী**—গত সনের বাকী। [বেনে।

বক্কাল—(আ. বক্'কাল—মুদি) বেনেতী মসলা;

বক্ত, বক্ত, বখ্ত—(ফা. বখ্ত্) ভাগ্য, নসীব। **কমবক্ত**—মন্দভাগ্য (স্ত্রী. কমবক্তী) বদ্‌বখ্ত্—দুর্ভাগা (গালি)।

+ **বক্তব্য**—(বচ্ + তব্য) বলার উপযোগী, কথনীয়; বলিবার বিষয়, প্রস্তাব (কি তোমার বক্তব্য)।

+**বক্তা**—(বচ্ + তৃচ্) যিনি উক্তি করেন; বাগ্মী। **বক্তৃতা**—ভাষণ; বাক্পটুতা প্রদর্শন (আর বক্তৃতা করতে হবে না)।

+**বক্ত্র**—(বচ্ + ত্র) মুখ, mouth; মুখমণ্ডল। **বক্ত্রজ**—দন্ত; ব্রাহ্মণ। **বক্ত্ররন্ধ্র**—মুখবিবর। বক্ত্রশোধী—তাম্বুলাদি। **বক্ত্রাসব**—মুখামৃত; থুতু; লালা।

+ **বক্র**—[বন্ক্ (কুটিল হওয়া) + রক] বাঁকা, কুটিল (বক্রগতি, বক্রকটাক্ষ); প্রতারক। **বক্রগ্রীব**—যাহার ঘাড় বাঁকা; উট। ·**বক্রচঞ্চু**—শুক পক্ষী। **বক্রণ**—বাঁকানো। **বক্রদংষ্ট্র**—শূকর। **বক্রদৃষ্টি**—টেরা; কটাক্ষ; প্রতিকূল দৃষ্টি। **বক্রনাসিক**—পেচক। **বক্রপুচ্ছ**—কুকুর। **বক্রিম**—শঠতা। **বক্রোক্তি**—শ্লেষপূর্ণ উক্তি; অলঙ্কার-বিশেষ। **বক্রোষ্ঠিকা**—অধর প্রান্তের ঈষৎ হাস্য।

বক্রী—বক্রতাযুক্ত; প্রতিকূল। যাহা বাঁকানো হইয়াছে।

+ **বক্রী, বক্রি**—বাকী, অবশিষ্ট (বক্রি টাকা এক মাসের মধ্যে শোধ করিতে হইবে)।

+**বক্ষঃ**—[বক্ষ্ (সংহত হওয়া) + অস্] বক্ষঃস্থল; হৃদয় (বক্ষের ধন)। **বক্ষঃপীড়া**—যক্ষ্মা-রোগ। **বক্ষঃস্পন্দন**—বুকের ভিতরে দুরু দুরু, ধুক্ ধুক্ ইত্যাদি শব্দ হওয়া। **বক্ষঃপঞ্জর**—বুকের হাড়। **বক্ষোজ, বক্ষোরুহ**—স্তন।

+ **বক্ষ্যমাণ**—যাহা বলা হইবে, আলোচ্য।

বখরা—(ফা. বখ্রা) ভাগ, অংশ। **বখরা করা**—অংশ করা। **বখরাদার**—অংশীদার।

বখা, বখাটে—যে বয়ে গেছে, দুর্বিনীত, নষ্টচরিত্র, বওয়াটে। বি. বখামি—বয়ে যাওয়া ছেলের ভাব। **বখাইয়া দেওয়া**—বখাটে করিয়া দেওয়া, মন্দচরিত্রের করা।

বখিল, বখীল—(আ. বখীল) কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ। বি. বখিলি—কৃপণতা।

বখেয়া—(ফা. বখিয়া,) প্রাথমিক মোটা শেলাই যাহাতে কাপড়ের টুক্‌রাগুলি সরিয়া যাইতে না পারে (গ্রাম্য—বয়খা)।

বগ—(সং. বক—গ্রাম্য; পূর্ববঙ্গে বগা) বক (স্ত্রী. বগা)। **বগ দেখানো**—হাত বকের গলা ও ঠোঁটের আকৃতির করিয়া অপরকে দেখাইয়া তাহাকে বিদ্রূপ ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। **বগচর, বকচর**—পুকুরের নীচের দিকের চওড়া ঘুরানো পাড়।

বগল—(আ. ব'গল) বাহুমূল; পার্শ্ব (আমার জমির বগলে তার জমি)। **বগলদাবা**—দাবা দ্রঃ। **বগল বাজানো**—প্রতিপক্ষের পরাভবে বগল বাজাইয়া উল্লাস প্রকাশ করা।

+ **বগলা, বগলামুখী**—দশ মহাবিদ্যার এক রূপ। **বগলী**—(ফা. বগ্'লী) পার্শ্বস্থ (বগলী তাকিয়া—কোলবালিশ); থলিয়া; কুস্তির প্যাঁচ-বিশেষ।

বগী—(ইং. buggy) চার-চাকা হাল্কা ঘোড়ার গাড়ী (বগী হাঁকানো); (ইং. boggie) রেলের যাত্রীবাহী গাড়ীর এক-একটি স্বতন্ত্র অংশ (একখানি ফার্স্টক্লাস বগী লাইনচ্যুত হয়েছে)। **বগী**—কাঁধা-উঁচু কাঁসার থালা-বিশেষ।

+ **বঙ্ক**—(বক্‌+অ) বক্র, বঙ্কিম (বঙ্ক নেহারণী—বৈষ্ণব পদ); নদীর বাঁক; টেক; বাঁকমল; কুটিল, প্রতিকূল। **বঙ্কা**—ঘোড়ার জিন, পালান। **বঙ্কবিহারী**—কৃষ্ণবিগ্রহ-বিশেষ। **বঙ্করাজ**— বঙ্কিম ঠাট, শ্রীকৃষ্ণ।

বঙ্কিম—সুন্দর ভাবে বাঁকা (বঙ্কিম ঠাট, বঙ্কিম ভঙ্গি)। **বঙ্কিল**—কাঁটা। **বঙ্কু**—বঙ্কিম (সমাদরে ও অতি-পরিচয়ে) **বেঁটো** বেঁটে খাটো। **বঙ্ক্য**—বাঁকা, টেরা।

বঙ্ক্কুর—বক্রদেহ, কুব্জ (বামন বঙ্কুর পতি—ভারতচন্দ্র)। [দীয় ঔষধ-বিশেষ।

+ **বঙ্গ**—(সং.) সীসা; রাং। **বঙ্গভস্ম**—আয়ুর্বে-

+ **বঙ্গ**—বঙ্গদেশ (পূর্বে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গকে বঙ্গদেশ বলা হইত, পশ্চিম বঙ্গকে বলা হইত রাঢ় ও গৌড়)। **বঙ্গজ**—বঙ্গদেশজাত; কায়স্থ জাতির শ্রেণী-ভাগ-বিশেষ (বঙ্গজ কায়স্থ); সিন্দূর; পূর্ববঙ্গের লোক। **বঙ্গলিপি**—বাংলা বর্ণমালা অথবা বাংলা অক্ষর।

বঙ্গারি—হরিতাল।

বঙ্গাল—বাঙ্গাল দ্রঃ। **বঙ্গালী**—বাঙ্গালী দ্রঃ।

+ **বচন**—(বচ্‌+অনট্) বাক্য; জ্ঞানগর্ভ বাক্য, উপদেশ (বুদ্ধের বচন; খনার বচন); (ব্যাকরণে) একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, number; শাস্ত্রের মূল উক্তি (শাস্ত্র-বচন উদ্ধার করা)। **বচনগ্রাহী**—কথার বাধ্য। **বচন-দেবতা**—বাগ্‌দেবতা। **বচনবদ্ধ**—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। **বচনবাগীশ**—বচনসর্বস্ব, কথাই যাহার সার। **বচনীয়**—কথনীয়; নিন্দনীয়; লোকনিন্দা। **বচনীয়তা**—নিন্দনীয়তা, অপবাদ।

বচসা—(সং. বচস্‌—বাক্যের দ্বারা কৃত বিবাদ) বিতণ্ডা, কথা কাটাকাটি, ক্রুদ্ধ বাক্য-বিনিময়।

বচ্ছর, বছর—বৎসর। **বচ্ছরকার দিন**—যাহা বৎসরে একবার আসে এমন শুভদিন, পর্বদিন।

বজবজ—(হি. বজবজা) পচা বস্তু সম্পর্কে বলা হয় (পা দিলে বজবজ করে, পচা বজবজে)। পচা ও কৃমিকীটপূর্ণ হইলে বুজবুজ ব্যবহৃত হয় (চুলে লিক বুজবুজ করছে; লিকে বুজবুজে চুল)।

বজরা—(ইং. barge) কাঠের কামরা ও ছাদ-যুক্ত পদস্থদের বাসোপযোগী বৃহৎ নৌকা। বাজরা ও বলা হয়।

বজরা, বাজরা—খাদ্যশস্য-বিশেষ।

বজা—(ফা. বজা) যথাযথ, কায়দামাফিক; যথাস্থানে।

বজাজ—(আ. বজ্জাজ) কাপড়ের ব্যবসায়ী।

বজায়—(ফা. বজাএ) অধিষ্ঠিত, অক্ষুণ্ণ, বলবৎ (সাবেকি চাল বজায় রাখা; তোমারই জেদ বজায় থাকুক)।

বজেট—(ইং. budget) বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ। **ঘাটতি বাজেট**—যে বাৎসরিক আয়ব্যয়ের বিবরণে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী দেখানো হয়।

বজ্জবান—(ফা. বদ্‌যবান) গালাগালি (সে-ই তো বজ্জবান বলেছে)।

বজ্জাত—(ফা. বদ্‌জা'ত) নীচকুলজাত, দুষ্ট, দুর্বুদ্ধি। বি. বজ্জাতি (তা'র হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি)।

+ **বজ্র**—[বজ্ (গমন করা)+র] বাজ, অশনি, অতি শক্তিশালী অস্ত্র (অষ্টবজ্র দ্রঃ—অষ্টবজ্র সম্মেলন—উর্বশীর শাপমোচনে ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে, জগতের মহারথদের বিশ্বযুদ্ধে অবতরণ);

হীরক (বজ্রের মত কঠোর ; বজ্রসমুৎকীর্ণ মণি); নিদারুণ (বজ্র কামড়) ; বজ্রের চিহ্ন (×) প্রাচীন আগ্নেয়াস্ত্র। **বজ্রক**—বজ্রক্ষার। **বজ্রকণ্টক**—কুলেখাড়া। **বজ্রকন্দ**—শকরকন্দ আলু। **বজ্রকীট**—ঘুণ। **বজ্রচর্মা**—গণ্ডার। **বজ্রচাপড়**—বিষম চপেটাঘাত। **বজ্রজিৎ**—গরুড়। **বজ্রজ্বালা**—বিদ্যুৎ। **বজ্রদন্ত,-দশন**—শূকর ; মূষিক। **বজ্রধর**—ইন্দ্র। **বজ্রনাদ**—বজ্রধ্বনি ; বজ্রের মত গুরুগম্ভীর শব্দ। **বজ্রপাণি**—ইন্দ্র। **বজ্রপাত**—বাজ পড়া। **বজ্রপুষ্প**—তিলফুল। **বজ্রবারক**—যাহাদের নাম করিলে বজ্রপাত নিবারিত হয়। **বজ্রব্যূহ**—দুর্ভেদ্য ব্যূহ-বিশেষ। **বজ্রমণি**—হীরক। **বজ্রমুষ্টি**—অতি দৃঢ়মুষ্টি। **বজ্ররথ**—ক্ষত্রিয়। **বজ্রলেপ**—দুর্ভেদ্য প্রলেপ-বিশেষ। **বজ্রশলাকা**—lightning conductor, বজ্রপাত নিবারণের জন্য ছাদে যে লৌহ-শলাকা স্থাপন করা হয়। **বজ্রসার**—অতি কঠিন, বজ্রাঙ্গ। **বজ্রসূচি,-চী**—মণি বিদ্ধ করিবার হীরকসূচি।

+ **বজ্রাঘাত**—বাজ পড়া, অতি কঠিন আঘাত। **বজ্রাঙ্গ**—যাহার অঙ্গ বজ্রের মত কঠিন, সর্প। **বজ্রাভ**—হীরকের মত দীপ্তিযুক্ত ; দুগ্ধপাষাণ। **বজ্রাসন**—যোগের আসন-বিশেষ। **বজ্রাস্ত্র**—আগ্নেয়াস্ত্র। **বজ্রাহত**—বজ্রাঘাতপ্রাপ্ত ; অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে অথবা শোকে দিশাহারা।

বজ্রী—বজ্রধারী ইন্দ্র।

+ **বঞ্চক**—(বন্চ্ + ণিচ্ + ণক) প্রতারক, চোর, শৃগাল। **বঞ্চন, বঞ্চনা**—প্রতারণা ; যাপন (কাব্যে)। বিণ. বঞ্চিত—প্রতারিত। **বঞ্চয়িতা**—বঞ্চনাকারী। **বঞ্চুক**—বঞ্চক।

+ **বট**—[বট্ (বেষ্টন করা) + অ—অধিক ভূমি বেষ্টনকারী] বটগাছ, ন্যগ্রোধ ; বড় গাছ ; কপর্দক ; পিষ্টক-বিশেষ, বড়া। **বটবাসী**—যক্ষ।

বট—হও (একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি—ভারতচন্দ্র)। **বটি**—হই। **বটে**—হয় ; বিস্ময় প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হয় (বটে, এত বড় আস্পর্ধা)। **বটকেরা**—পরিহাস। **বটপত্রী**—পাথর-কুচির গাছ।

বটবটী—(সং. বর্বটী) বরবটী।

বটব্যাল—ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

বটিকা, বটী—বড়ী, pill ; ঘুঁটি।

বটু, বটুক—ছোট ছেলে ; ব্রাহ্মণ-কুমার। **বটুক**—ভৈরব-বিশেষ। **বটূকরণ**—উপনয়ন দান।

বটুয়া—(হি. বটুয়া) মুখে আটকাইবার রশি বা ফিতা-দেওয়া ছোট থলে।

বটে—সত্যই, প্রকৃতপক্ষে (হাঁ. পণ্ডিত বটে) ; বিস্ময়-সূচক (বটে, তার এই কথা !)। **বটে-বটে**—তাই নাকি ? **বটে রে**—শাসন-বাক্য (বটে রে এত বড় আস্পর্ধা !)।

বটের—(সং. বর্তক) তিতির-জাতীয় পক্ষী।

বট্‌ঠাকুর—(বড় ঠাকুর) ভাসুর।

বড়—(সং. বড্র) বৃহৎ (বড়বাজার) ; অধিক (বয়সে বড়) ; উচ্চ (বড় গাছ) ; মহৎ (বড় মন), লম্বা (চুল বড় রাখা) ; বয়স্ক, বৃদ্ধ (বড়মিঞা) ; সুবিস্তৃত (বড় মাঠ) ; মান্যমান, ধনী (বড়লোক), সম্ভ্রান্ত (বড় ঘরের ছেলে) ; স্পর্ধাপূর্ণ (বড় বড় কথা), অতিরিক্ত (বড় বাড় হয়েছে ; হাতে বড় লেগেছে) ; জ্ঞান ও মর্যাদা-সম্পন্ন (বড় ডাক্তার) ; নিদারুণ (বড় দুঃসংবাদ) ; বিশেষ (অনেক সময়ে তোমাকে যে বড় দেখি না ?) ; জ্যেষ্ঠ (বড় ভাই ; বড় মামা) ; ব্যঙ্গার্থে (বড় তো বিয়ে, তাতে আবার বাজি ফুটানো !)। **বড় আদালত**—দেশের প্রধান বিচারালয়। **বড় একটা**—বিশেষ, তেমন (পান বড় একটা খাই না)। **বড় কথা**—স্পর্ধাপূর্ণ উক্তি ; বুড়ার মত কথা (ছোট মুখে বড় কথা)। **বড় গলা**—অসঙ্কুচিত অথবা স্পর্ধাপূর্ণ কথাবার্তা, উচ্চকণ্ঠ। **বড় চাল**—পদস্থ ধনীর মত চালচলন। **বড়-ছোট**—বয়সে বড় অথবা ছোট ; ধনী-গরীব ; উচ্চনীচ। **বড়জোর**—ঊর্ধ্বপক্ষে, বেশি করিয়া ধরিলে। **বড়দরের**—উচ্চ শ্রেণীর ; বড় রকমের। **বড়দিন**—যীশুখৃষ্টের জন্মদিন। **বড় বার**—শনিবার। **বড় বাপ**—পিতামহ ; জ্যেষ্ঠতাত। **বড়মানুষী**—ধনী ও পদস্থের মত। **বড় মুখ**—বিশেষ আশা বা আগ্রহ-যুক্ত (বড় মুখ করে তোমার কাছে একখানা কাপড় চাইলে আর তুমি অমন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে !)। **বড় রাণী**—পাটরাণী। **বড়লাট**—বৃটিশ-শাসন-

কালে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি। **বড়লোক**—ধনী, উচ্চশ্রেণীর (বিপ. সাধারণ লোক বা জনসাধারণ, 'ছোট লোক' হেয়ত্বসূচক)। **বড় হাজরি**—ইয়োরোপীয় অথবা ইঙ্গ-ভারতীয় প্রথায় দিবসের প্রধান আহার, dinner (বিপ. ছোট হাজরি—প্রাতরাশ)।

বড়—বিচালি দিয়া প্রস্তুত মোটা দড়ি; বটগাছ। **বড়নামা**—বটগাছের ঝুরি নামা।

+ **বড়বা**—সমুদ্রের ঘোটকী; অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মাতা। **বড়বাগ্নি, বড়বানল**—বড়বার মুখস্থিত অগ্নি।

বড়মিঞা—পরিবারের অথবা গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রধান ব্যক্তি; বাঘ।

বড়শী—বঁড়শী দ্রঃ। **বড়শী-যন্ত্র**—বড়শীর মত আলযুক্ত বিদ্ধ করিবার যন্ত্র।

বড়া—ডাল-বাটা দিয়া প্রস্তুত ভাজা বড়ী; গোলাকৃতি পিষ্টক-বিশেষ (কলা-বড়া); মাছের ডিমের বড়া; আঁটি (আমের বড়া—প্রাদেশিক)।

বড়াই—অহঙ্কার, গর্ব, গৌরব (ধনের বড়াই, রূপের বড়াই, বিদ্যার বড়াই)।

বড়াই—বড় আয়ী, মাতামহী; বৃন্দাবনের বৃদ্ধা নারী, যিনি রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়াছিলেন। **বড়াইবুড়ি**—অতি-বৃদ্ধা নারী।

বড়াল—পদবী-বিশেষ।

বড়ি,-ড়ী—ডাল, কুমড়া ইত্যাদি বাঁটিয়া প্রস্তুত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার তরকারি-বিশেষ।

বডি—(ইং. bodice) স্ত্রীলোকের কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত আঁটা জামা।

বড়িশ,-শা,-শী—বঁড়শী।

বড়ু—(সং. বটু; বড়) ব্রাহ্মণ-কুমার, ব্রহ্মচারী; সম্মানিত। (কোন কোন অঞ্চলে বড় মেয়েকে বড়ু বলিয়া ডাকা হয়, ছোট মেয়েকে বলা হয় ছুটু)।

বড়ুয়া—(বড়) মান্যমান, পদস্থ ব্যক্তি (বড়ুয়ার ঝি); উপাধি-বিশেষ।

বড়ে—(সং. বটিকা) শতরঞ্চ খেলার সব চাইতে ছোট ঘুঁটি (দাবা-বোড়ের খেলা)। **বড়ে টেপা**—বড়ের চাল দেওয়া; কোন কাজে সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক অগ্রসর হওয়া।

বড্ড—(সং. বড়) খুব, অত্যন্ত (বড্ড গরম পড়েছে; বড্ড মারতো)। বড্ড বার (বড় বার—শনিবার, ব্যঙ্গার্থে, কেননা শনিবারকে অশুভ দিন মনে করা হয়)।

বণিক্—(পণ্+ইজ্) সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়কারী, ব্যবসায়ী, সওদাগর। স্ত্রী. বণিকিনী। **বণিক্পথ**—বণিকের জীবনোপায়, বাণিজ্য। **বণিগ্বহ**—উষ্ট্র। **বণিগ্-বৃত্তি,-মার্গ**—ব্যবসায়। **বণিজ্য**—বাণিজ্য।

+ **বণ্ট**—ভাগ, অংশ; দা প্রভৃতির মুষ্টিতে ধরিবার স্থান, বাঁট। **বণ্টক**—বিভাজক, বণ্টনকারী; অংশে ভাগ করা (বাপের যা কিছু আছে ক' ভাই বণ্টক করে নাও; ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক—রবি; সম্পত্তি বণ্টক হয়ে গেছে)। **বণ্টন**—অংশীকরণ, অংশে ভাগ করিয়া বিতরণ (লুণ্ঠিত সমস্ত দ্রব্য সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হইল)।

বণ্ঠ—অবিবাহিত; খর্ব; প্রাস অস্ত্র। **বণ্ঠর**—কুকুরের লেজ; বাঁশের কোঁড়া; কাঁচুলি।

+ **বণ্ড**—লাঙ্গুলহীন, বেঁড়ে; অবিবাহিত।

+ **বৎ**—সদৃশ, তুল্য (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—পিতৃবৎ, পশুবৎ)।

বতংস—অবতংস, কর্ণাভরণ, শিরোভূষণ।

বতক—পাতিহাঁস।

বতর—(ব্রত বা বর্ত হইতে কি?) ফসলের সময় (ধানের বতর; চৈতালির বতর); চাষের সময়, যো; বীজ বুনিবার সময়।

বতারিখ—(ফা. বতারীখ) তারিখ অনুসারে।

বত্রিশ—(সং. দ্বাত্রিংশৎ) ৩২—এই সংখ্যা। **বত্রিশে**—বত্রিশ-সংখ্যক।

+ **বৎস**—(বদ্++স—যে সামর্থ্য প্রকাশ করে অথবা যাহাকে স্নেহ করিয়া কিছু বলা হয়) শাবক; বাছুর; সন্তানবৎ স্নেহভাজন; বাছা। স্ত্রী. বৎসা। **বৎসক**—শাবক, সন্তান; ইন্দ্রযব। **বৎসকামা**—যে নারী সন্তান কামনা করে। **বৎসতন্ত্রী**—বাছুর-বাঁধা দড়ি। **বৎসতর**—ছোট বাছুর, যাহার বয়স এক বৎসর হইতে দুই বৎসরের মধ্যে। স্ত্রী. **বৎসতরী**—বকনা বাছুর। **বৎসদন্ত**—বৎসের দন্ত-সদৃশ অস্ত্র-বিশেষ। **বৎসনাভ**—বিষ-বিশেষ। **বৎসপাল**—শ্রীকৃষ্ণ; বলদেব।

+ **বৎসর**—[বৎ (বাসকরা)+সর—যাহাতে ঋতু সকল বাস করে] বার মাস কাল, বছর, বর্ষ।

+ **বৎসল**—স্নেহযুক্ত, প্রেমবান্ (ভক্তবৎসল; স্বদেশ-বৎসল)। বি. বাৎসল্য, বৎসলতা। (বাৎসল্য দ্রঃ)।

বদ—(ফা. বদ্—মন্দ, নষ্ট) মন্দ, খারাপ, দুষ্ট (বদ-লোক; বদের হাড্ডি; বদখত)। **বদ-আখ্‌লাখ**—মন্দ চরিত্রের, অভব্য। **বদ-ইন্তিজাম**—(ফা. বদইন্তিজামি) বেবন্দোবস্ত। **বদকাম**—কুকর্ম, ব্যভিচার। **বদকার**—কুক্রিয়াশীল (বি. বদকারি)। **বদকিসমত**—ভাগ্যহীন যাহার বরাত মন্দ। বি. বদকিসমতি—দুর্দৈব। **বদখত**—যাহার হাতের লেখা খারাপ; বেয়াড়া; অদ্ভুত (এমন বদখত লোক নিয়ে পড়েছি)। **বদখাসলত**—কু-অভ্যাস; কু-অভ্যাসযুক্ত। **বদখেয়াল**—খারাপ দিকে মতি, কুচিন্তা, অসার্থক চিন্তা। **বদখো**—মন্দ স্বভাবের (প্রাদেশিক—বদখোব)। **বদ গন্ধ**—খারাপ গন্ধ। **বদ চলন**—মন্দ চাল-চলন। **বদ জবান**—অশিষ্ট কথা, গালাগালি (বজ্জবান দ্রঃ)। **বদঢঙ্গা**—বেয়াড়া ধরণের, অদ্ভুত, অপছন্দ। **বদ্‌তমীজ,-তুমীজ**—অভব্য। **বদনসল**—নীচকুলজাত। **বদদোয়া**—অভিসম্পাত। **বদ দিয়ানত**—অসাধু। **বদনসীব**—দুর্ভাগা, মন্দকপাল। **বদনাম**—দুর্নাম, নিন্দা (বি. বদনামী)। **বদ-নিয়ত**—যাহার উদ্দেশ্য মন্দ, অসদভিপ্রায়। **বদবক্ত, বদবখ্‌ত**—দুর্ভাগা, হতভাগা (গালি)। বি বদবখ্‌তি—ভাগ্যহীনতা। **বদবু**—দুর্গন্ধ (বিপ. খোশবু)। **বদমজা**—বিস্বাদ। **বদমাইশ,-মায়েশ,-মাস**—(ফা. বদমা'শ) দুষ্ট, দুর্বৃত্ত, ধড়িবাজ, অসচ্চরিত্র। বি. বদমাইশি,-মায়েশি—দুষ্টামি, শঠতা, অসচ্চরিত্রতা। **বদমেজাজ**—যে সহজেই রাগিয়া যায়, খিটখিটে। বি. বদমেজাজী—ক্রোধ, রগচটা ভাব। **বদ রক্ত**—দূষিত রক্ত। **বদরঙ**—বিবর্ণ, যাহার রঙ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে রঙের খেলা হইতেছে তাহা ভিন্ন অন্য রঙের তাস। **বদরাগী**—খুব রাগী। **বদ রাহ**—কুপথগামী; পাপী। **বদসুরত**—কুৎসিত। **বদহজম**—অজীর্ণতা। **বদহজমী**—অজীর্ণতা রোগ। **বদ হাওয়া**—খারাপ হাওয়া। **বদহাল**—দুরবস্থা, আরামহীন অবস্থা (বড় বদহালে আছি)।

+ **বদন**—(বদ্+অনট্—যদ্দ্বারা কথা বলা যায়) মুখ; মুখমণ্ডল। **বদনচন্দ্রমা**—চন্দ্রের মত বদন। **বদনভরে**—উচ্চকণ্ঠে। **বদন-মদিরা, বদনামৃত, বদনাসব**—থুথু।

বদন—(আ. বদন) শরীর; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (**গুলবদন**—গোলাপ-গাত্রী; শাড়ী-বিশেষের নাম; **নাজুকবদন**—কোমলাঙ্গ অথবা কোমলাঙ্গী)।

বদনা—(সং. বর্ধনী) মুখ-চওড়া নলযুক্ত জলপাত্র-বিশেষ; মুসলমানদের মধ্যে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার।

বদর—[বদ্ (স্থির থাকা)+অর—যাহা ছিন্ন হইলেও পুনঃ পল্লবিত হয়] কুলগাছ ও কুল; কার্পাস ফল; শেয়াকুল। **বদরী, বদরিকা**—কুলগাছ ও কুল। **বদরিকাশ্রম**—হিমালয় পর্বতের বিখ্যাত তীর্থস্থান, ব্যাসাশ্রম।

বদর—বদরপীর, মাঝি-মাল্লারা নৌকা ছাড়িবার সময় ইঁহাকে স্মরণ করে (গাজী পাঁচপীর বদর)।

বদল—(আ. বদল) পরিবর্তন; বিনিময় (মালা-বদল—পাত্রীর মালা পাত্রের গলায় দেওয়া, আর পাত্রের মালা পাত্রীর গলায় দেওয়া; মালাবদল-বিবাহ)। **হাওয়া বদল**—বায়ু-পরিবর্তন।

বদলা—(আ. বদলা) পরিবর্ত; প্রতিশোধ (বদলা নেওয়া—প্রতিশোধ গ্রহণ করা)। **বদলা-বদলী**—অদল-বদল; একের বস্তু অন্যের নেওয়া বা দেওয়া।

বদলানো—পরিবর্তন করা (বাসা বদলানো; মুখ বদলানো—নূতন ধরণের খাদ্য গ্রহণ।

বদলি—বদলে, পরিবর্তে, স্থলে, স্থলাভিষিক্ত, (বদলি খাটা); কর্মচারীরূপে স্থানান্তরে প্রেরিত ও নিযুক্ত (প্রমোশান পেয়ে বদলি হয়েছে)।

বদস্তুর—(ফা.) দস্তুর মোতাবেক, নিয়মমত।

+**বদান্য**—(বদ্+আন্য) দানশীল; মধুরভাষী। বি. বদান্যতা।

বদি, বদী—(ফা. বদী) মন্দ, অহিত; কুকর্ম (বিপ. নেকি—পুণ্য। **বদিয়তি**—অন্যায়, কুকর্ম। [(ডাক্তার-বদ্দি—কথ্য)।

বদ্দি—(সং. বৈদ্য) বৈদ্য জাতি; চিকিৎসক

*__বদ্ধ__—(বন্ধ্+ক্ত) বাঁধা, বিধৃত, গ্রথিত (শ্রেণীবদ্ধ; সীমাবদ্ধ; কোষবদ্ধ); গতিহীন (বদ্ধজল); পরিহিত (বদ্ধনেপথ্য)। **বদ্ধ-চিত্ত**—যাহার চিত্ত কোন কিছুতে আকৃষ্ট হইয়াছে।

বদ্ধদৃষ্টি—যে কোন এক দিকে বা বস্তুর প্রতি চাহিয়া আছে। **বদ্ধপরিকর**—কৃতসংকল্প; দৃঢ়সংকল্প। **বদ্ধপ্রতিজ্ঞ**—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। **বদ্ধবৈর**—চিরশত্রু। **বদ্ধভূমি**—যে ভূমির তলদেশ গৃহরচনার উপযোগী মজবুত করা হইয়াছে। **বদ্ধমুষ্টি**—মুঠ পাকানো, দৃঢ়মুষ্টি; কৃপণ। **বদ্ধমূল**—দৃঢ়মূল, অনড় (বদ্ধমূল ধারণা)। **বদ্ধলক্ষ্য**—লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি। **বদ্ধশিখ**—যে শিখা বন্ধন করিয়াছে। **বদ্ধাঞ্জলি**—অঞ্জলিবদ্ধ, কৃতাঞ্জলি। **বদ্ধকালা**—যে আদৌ কাণে শোনে না। **বদ্ধপাজী**—অতিশয় পাজী বা দুর্বৃত্ত। **বদ্ধপাগল**—একেবারে পাগল। **বদ্ধবখা**—যে সম্পূর্ণ বয়ে গেছে।

বদ্বীপ—নদীর মোহনাস্থিত ত্রিকোণ দ্বীপ, delta।

†**বধ**—(হন্+অ): হত্যা, হনন (জ্ঞাতি বধ); বধজনিত পাপ (বধের ভাগী); বধবিষয়ক বর্ণনা (মেঘনাদবধ)। **বধক**—বধকারী; ঘাতক। **বধকাম**—বধ করিতে অভিলাষী। **বধজীবী**—ব্যাধ; কশাই। **বধনিগ্রহ**—প্রাণদণ্ড। **বধস্থলী**—বধের স্থান, খাদ্যের জন্য পশুবধের স্থান; slaughter-house। **বধার্হ**—বধের যোগ্য। **বধোপায়**—বধের উপায়।

•**বধির**—(বধ্+ইর) যে কাণে শোনে না, কালা; যাহার কাণে হিতকথা প্রবেশ করে না (আল্লাহ্‌র চক্ষে অধমতম জীব হচ্ছে বধির ও বোবা, যারা বোঝেনা—কোরআন)। বি. বধিরতা।

†**বধূ**—(বহ্+উ অথবা বন্ধ্+উ—যাহাকে বহন করা হয় অথবা যে যুবকের মন বাঁধে) নব বিবাহিতা: ভার্যা; পুত্রবধূ; পুত্রবধূ-স্থানীয়া; নারী; পশু প্রভৃতির স্ত্রী-জাতি (মৃগবধূ)। **বধূজন**—বধূ, যুবতী, স্ত্রীলোক। **বধূটী**—বালিকা বধূ; নববধূ; পুত্রবধূ। **বধূৎসব**—পুষ্পোৎসব। **বধূধন**—স্ত্রীধন। **বধূপক্ষ**—কন্যাপক্ষ। **বধূপ্রবেশ**—নববধূর প্রথম পতিগৃহে গমনরূপ সংস্কার। **বধূসর,-সরা**—প্রাচীন নদী-বিশেষ; ভৃগুপত্নী পুলোমার অশ্রুজাত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

†**বধ্য**—(বধ্+য) বধযোগ্য; বলি। **বধ্যঘাতক**—যাহারা চোর প্রভৃতির শিরশ্ছেদ করিত। **বধ্যপটহ**—বধকালে যে বাজনা বাজিত। **বধ্যপট**—বধ্যের পরিধেয় রক্তবস্ত্র। **বধ্যপাল**—কারারক্ষক। **বধ্যভূমি,-স্থলী**—বধের স্থান, মশান।

†**বন**—[বন্ (বিস্তৃত হওয়া)+অ] বহুবৃক্ষাদিযুক্ত স্থান, অরণ্য, কানন; যেখানে গাছপালার ভিড় (পদ্মবন, ফুলবন, আমলকীবন); জল (বনশোভন—বাংলায় তেমন প্রচলিত নয়); এক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উপাধি। **বনকদলী**—কাঠ-কলা। **বনকন্দ**—বন্য কচু, ওল প্রভৃতি। **বনকপোত**—বন্য কপোতের মত পক্ষী, ঘুঘু। **বনকর**—বনবিভাগ যে রাজস্ব আদায় করে। **বনকার্পাসী**—বন্য কাপাস। **বনকুক্কুট**—বনে জাত ক্ষুদ্রাকৃতি কুক্কুট। **বন-গহন**—নিবিড় বন। **বন-গো**—গো-সদৃশ বন্য পশু, গবয়। **বনগোচর**—অরণ্যচারী ব্যাধ; বনে বাসকারী অসভ্য মানুষ। **বনচন্দন**—অগুরু; দেবদারু। **বনচন্দ্রিকা**—মল্লিকা ফুল। **বনচর, বনেচর**—বনবাসী; ব্যাধ; বন্য পশু। **বন-চাঁড়াল**—(সং. চণ্ডালিকা) ত্রিবর্ণ ছোট গাছ-বিশেষ। **বনজ**—বনজাত; বনজাত বৃক্ষাদি; হস্তী; পদ্ম। **বনজা**—অশ্বগন্ধা; মৌরি। **বনজ্যোৎস্না**—যাহা বনে জ্যোৎস্নার মত শোভা পায়, মল্লিকা। **বনদাব**—দাবানল **বনদীপ**—চম্পক। **বনদেবতা**—বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **বনদ্বিপ**—বনহস্তী। **বনধারা**—তরুশ্রেণী। **বনপতি**—বনের রাজা; ব্যাঘ্র। **বনপল্লব**—সজনে গাছ। **বনপাংশুল**—নীচ লোক, ব্যাধ। **বনপ্রিয়**—কোকিল। **বনবহ্নি**—দাবানল। **বন-বাসন**—খট্টাস। **বনবাসী**—যে বনে বাস করে; ঋষভ, শাল্মলী, কন্দ ইত্যাদি। **বনভোজন**—বন্ধুদের বনে রন্ধন ও ভোজনরূপ উৎসব, picnic, চড়ুইভাতি। **বনমক্ষিকা**—দংশ-মক্ষিকা, ডাঁশ। **বনমল্লিকা**—সুগন্ধ লতাপুষ্প-বিশেষ, কাষ্ঠমল্লিকা। **বনমানুষ**—লেজহীন বানর-বিশেষ, ape। **বনমালা**—আজানুলম্বিত মালা। **বনমালী**—শ্রীকৃষ্ণ। **বনমুক্**—যে জল মোচন করে, মেঘ। **বনয়ারী**—বনবিহারী, শ্রীকৃষ্ণ। **বনরাজ**—সিংহ। **বনলক্ষ্মী**—কদলী। **বনশূরণ**—বনকচু বা ওল। **বনশোভন**—পদ্ম (যাহা জলের শোভা বর্ধন করে)। **বনস্পতি**—অশ্বথাদি বৃক্ষ, যাহার ফুল হয় না, কিন্তু

ফল হয় ; ইদানীং প্রচলিত বনজ ঘৃত-বিশেষ। **বনহাস**—কাশ তৃণ।

বনফ্‌শা—কাশ্মীরের শাক-বিশেষ, হাকিমী ঔষধ-রূপে ব্যবহৃত হয়।

বনবন—(ইং. bonbon) কৃমির সুমিষ্ট ঔষধ-বিশেষ।

বন্‌বন্‌—দ্রুত লাঠি ঘুরাইবার শব্দ ; বন্‌ বন্‌ শব্দ করিয়া দ্রুত গমন।

বনবিবি—বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-বিশেষ।

বনা—পরিণত হওয়া ; পরিগণিত হওয়া (বেকুব বনা) ; মতের বা চালচলনের সঙ্গতি হওয়া (ওদের সঙ্গে তোমার বনবে না)। **বনানো**—মতের বা চালচলনের সঙ্গতি সাধন করা, খাপ খাওয়ানো।

বনাত—মোটা পশমী বস্ত্র-বিশেষ।

বনান—(হি. বনানা) তৈয়ার করা, নির্মাণ করা (বর্তমানে সাধারণতঃ বানানো ব্যবহৃত হয়)। **বনাব**—প্রস্তুত করিব (ব্রজবুলি)। **বনায়ত**—(ব্রজবুলি) রচনা করে, সাজায়। **বনায়ল**—(ব্রজবুলি) রচনা করিল।

বনানী—(অরণ্যানীর অনুকরণে গঠিত) বন, মহাবন। **বনান্ত**—বনের প্রান্তভাগ। **বনান্তর**—অন্য বন।

বনাবনি—মিলমিশ, সদ্ভাব ; বনিবনাও (ওদের সঙ্গে যে বনাবনি হবে মনে হয় না)। **বনাবন্‌তি**—বনাবনি।

বনাম—(ফা.) তরফে ; প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে, versus।

† **বনায়ু**—পারস্য দেশ। **বনায়ুজ**—পারস্য দেশের ঘোড়া।

† **বনালি,-লী**—বনরাজি।

† **বনাশ্রম**—বনের বাসস্থান ; বানপ্রস্থ।

বনাশ্রয়—বন যাহাদের আশ্রয়, দাঁড়কাক।

† **বনিত**—[বন্‌ (যাচ্‌ঞা করা) + ক্ত] যাচিত, সেবিত। **বনিতা**—অনুরক্তা ভার্যা, প্রিয়া, নারী।

বনিবনাও—মিলমিশ, চালচলনের সুসঙ্গতি (পাড়ার লোকদের সঙ্গে বনিবনাও করেই তো থাকতে হবে)। **বনিবনাদ,-ত**—বনিবনাও, বনিবস্তা।

বনিয়াদ,-বনেদ—(ফা. বুনিয়াদ) ভিত্তি ; আদি, মূল। বুনিয়াদ দ্রঃ। **বনিয়াদী, বনেদী**—যাহার বনিয়াদ আছে, প্রাচীন ঐতিহ্যযুক্ত, সম্ভ্রান্ত (বনিয়াদী ভদ্রলোক—পুরুষানুক্রমে ভদ্রলোক)। **বনিয়াদি শিক্ষা**—বিশেষ পদ্ধতির প্রাথমিক শিক্ষা, ইহাতে প্রাথমিক অবস্থায় হাতের কাজ শিক্ষার উপরে জোর দেওয়া হয়।

† **বনী**—বানপ্রস্থাবলম্বী।

বনুই—(হি. বহিনুই) ভগিনীপতি (গ্রাম্য)।

বনেচর—বনচর দ্রঃ।

বনেটি,-টী—(বহ্নিযষ্টি) দুই প্রান্তে মশাল জ্বালা বড় লাঠি, উৎসবাদিতে ঘুরানো হয় (মহরমের বনেটি)।

বনেদ—বুনিয়াদ, ভিত্তি। **বনেদ কাটা**—গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিবার জন্য মাটি কাটা। বিণ. বনেদি,-দী—বংশগত, প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশের, কুলগৌরব-সম্পন্ন বা অনুযায়ী (বনেদি ভদ্রলোক ; বনেদি চালচলন)।

বনোয়ারি—(বনয়ারী) শ্রীকৃষ্ণ।

বন্ত—প্রত্যয়-বিশেষ, যুক্ত এই অর্থে ব্যবহৃত হয় (জ্ঞানবন্ত ; ভাগ্যবন্ত)।

বন্তি, বন্‌তি—বনিবনাও।

বন্দ—(ফা. বন্দ্‌) বাঁধ, পরিমাপ (পঁচিশের বন্দ ঘর) ; ফসল, ক্ষেত (পূর্ববঙ্গে বলা হয়) ; জমির পরিমাপ (এক বন্দে দশ বিঘা জমি)।

† **বন্দক**—বন্দনাকারী, স্তুতি-পাঠক। **বন্দন, বন্দনা**—স্তব, স্তুতি (বন্দনা-গান রচিলা কুমার যোড় করি করকমল দু'টি—রবি) ; প্রণাম, উপাসনা। **বন্দনমালা**—বিবাহাদি উৎসবে যে মঙ্গলসূচক মাল্য ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। **বন্দনীয়**—স্তবনীয়, নমস্য, পীত ভৃঙ্গরাজ। স্ত্রী. বন্দনীয়া—নমস্যা ; গোরোচনা।

বন্দর—(ফা. বনদর) সমুদ্র বা নদীর তীর যেখানে বাণিজ্যার্থ জাহাজাদি আসে ; বাণিজ্যের স্থান।

বন্দিত—স্তুত, পূজিত ; পূজনীয়।

† **বন্দি, বন্দী**—কারারুদ্ধ, অবরুদ্ধ, কয়েদী ; (**বন্দীকৃত**—যাহাকে বন্দী করা হইয়াছে) ; মই ; সিঁড়ি। স্ত্রী. বন্দিনী (ত্রৈলোক্য-বন্দিনী—ত্রৈলোক্য যে দেবতার বন্দনা করে)।

বন্দিগ্রাহ, বন্দিচৌর—সিঁদেল চোর।

বন্দিপাঠ—স্তব-গান, স্তুতি-বিষয়ক গ্রন্থ।

বন্দিশ—(ফা. বন্‌দিশ) যাহা বাঁধা হয় বা গড়িয়া তোলা হয়) বাঁধুনি ; ব্যবস্থা ; পাগড়ী।

বন্দিসা—জমি প্রভৃতির চতুর্দিকের বেষ্টনী, enclosure।

বন্দুক—(তুর্ক. বন্দুক্') সুপরিচিত আগ্নেয়াস্ত্র। **বন্দুক মারা**—বন্দুক দিয়া শিকার করা।

বন্দে—(সং.) বন্দনা করি, নমস্কার করি (বন্দে মাতরম্—মাতাকে অর্থাৎ দেশমাতাকে বন্দনা করি ; বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত)।

বন্দেগী,-গি—(বন্দার বা গোলামের কর্ম) সশ্রদ্ধ অভিবাদন (বন্দেগি জাঁহাপনা) ; প্রার্থনা, পরমেশ্বরের সমীপে দাস্যভাব নিবেদন (এবাদত বন্দেগী করা—বিধিবদ্ধভাবে পরমেশ্বরের আরাধনা করা ; তাঁহার সমীপে দাস্যভাব জ্ঞাপন করা)।

বন্দেজ—(ফা. বন্দিশ) বিধি-ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা।

বন্দোবস্ত—(ফা.) ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা, লেন-দেন সম্পর্কে ব্যবস্থা (খাবার বন্দোবস্ত ভালই ছিল ; জমি বন্দোবস্ত করা—জমির চাষ আর খাজনাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা করা, জমি পত্তন দেওয়া)। **দশশালা বন্দোবস্ত**—লর্ড কর্ণওয়ালিস্ প্রবর্তিত প্রথম দশ বৎসরের জন্য ভূমির মালিকানা খাজনা আদায় ইত্যাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত হয়।

+ **বন্দ্য**—(বন্দ্ + য) বন্দনীয়, পূজ্য। **বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দ্যঘটি,-টী**—ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ (ইঁহাদের আদি পুরুষের বন্দ্যঘট গ্রামে বাস-হেতু—বন্দ্যঘট গ্রামের অন্য নাম ছিল বাঁড়র, সেজন্য ইঁহাদের বাঁড়ুয্যেও বলা হয়)। **বন্দ্য-বংশ**—পূজ্যবংশ, বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ।

+ **বন্ধ**—(বন্ধ্ + অ) বন্ধন, বাঁধন, গ্রন্থি, বৃন্ত (শাখাবন্ধে ফল যথা—রবি) ; পাশ, নিগড় (বাহুবন্ধ : কর্মবন্ধ) : অবয়বের যথাযথ সংস্থান বা সংযোগ (পর্যাঙ্কবন্ধ—যোগাসন-বিশেষ ; রতিবন্ধ) ; নির্মাণ, রচনা, বিন্যাস (সেতুবন্ধ ; ছন্দোবন্ধ) ; বন্ধক, গচ্ছিত দ্রব্য ; রুদ্ধ (দরজা বন্ধ করে দেওয়া) ; অবকাশ (এখন সব স্কুল-কলেজে গ্রীষ্মের বন্ধ) ; প্রবাহের নিরোধ (রক্ত বন্ধ হচ্ছে না ; শ্বাস বন্ধ হয়ে মরবার উপক্রম)।

• **বন্ধক**—ঋণের জন্য যে বস্তু গচ্ছিত রাখা হয় (বাড়ীখানা বন্ধক দেওয়া হয়েছে)। **বন্ধকী**—বন্ধক-সম্বন্ধীয় (বন্ধকী তমসুক ; বন্ধকী কারবার) ; যে স্ত্রী পরপুরুষের মন বন্ধন করে, অসতী।

• **বন্ধন**—(বন্ধ্ + অনট্) বাঁধা ; যাহা বাঁধে বা রোধ করে (স্ত্রী-পুত্রই তো সংসারের বন্ধন) ; রজ্জু, নিগড় প্রভৃতি ; ক্ষত, ব্রণ প্রভৃতি বস্ত্র দিয়া বন্ধনের বিভিন্ন পদ্ধতি ; রচনা (কবরীবন্ধন) ; বন্দীকরণ ; আটক (বন্ধনদশা) ; বৃন্ত (বন্ধনভঙ্গ)। **বন্ধনবেশ্ম**—কারাগার। **বন্ধন-স্তম্ভ**—হাতী বাঁধার থাম। **বন্ধনালয়, বন্ধনাগার**—কারাগার। **বন্ধনীয়**—বন্ধনের যোগ্য। **বন্ধয়িতা**—বন্ধনকারী, নিয়ন্ত্রয়িতা। **বন্ধনী**—bracket, পরস্পর অভিমুখ বক্র রেখাদ্বয় যাহার ভিতরে বিশেষ বক্তব্য কিছু থাকে ; বন্ধন-রজ্জু।

• **বন্ধু**—(বন্ধ্ + উ—যে স্নেহের দ্বারা মন বন্ধন করে) স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব ; বিশ্বাসভাজন ও উপকারক, হিতৈষী (আমি তোমার শত্রু নই, বন্ধু), প্রীতি-পাত্র, সখা (তিনি তোমার পিতার বন্ধু ছিলেন) ; বঁধু, প্রণয়ী (শ্যামবন্ধু) ; বান্ধুলি পুষ্প। **বন্ধুকৃত্য**—জ্ঞাতির করণীয় কর্ম ; সম্পদে-বিপদে বন্ধুর করণীয় কায। **বন্ধুবিচ্ছেদ**—বন্ধু-বিয়োগ ; বন্ধুর সহিত মনান্তর। **বন্ধুহীন**—যাহার আপনার বলিতে কেহ নাই। **বন্ধুতা, বন্ধুত্ব**—সখ্য, মৈত্রী, সৌহার্দ্য। **বন্ধুদত্ত**—বন্ধুর দেওয়া ; বিবাহে কন্যা মাতৃকুল ও পিতৃকুলের আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে যে ধন পায়, স্ত্রীধন-বিশেষ। **বন্ধুয়া**—বঁধু, প্রণয়ী (কাব্যে ব্যবহৃত)।

• **বন্ধুক, বন্ধূক, বন্ধুজীব, বন্ধুজীবক**—বান্ধুলি ফুলের গাছ, বান্ধুলি ফুল।

• **বন্ধুর**—উঁচুনীচু, অসমতল (বন্ধুর পথ) ; সুন্দর, রম্য ; বধির। স্ত্রী. বন্ধুরা—কুলটা।

• **বন্ধুল**—বন্ধুক বৃক্ষ ; অসতীর পুত্র ; নম্র, কর্কশ ; বন্ধুক পুষ্প। **বন্ধূলি**—বাঁধুলি ফুলের গাছ।

• **বন্ধ্য**—(বন্ধ্ + য) ফলশূন্য, অফল ; ব্যর্থ ; অনুর্বর। স্ত্রী. বন্ধ্যা—যে স্ত্রীর সন্তান হয় না, বাঁঝা। **বন্ধ্যাপুত্র**—বন্ধ্যার পুত্রের মত অলীক কিছু।

বন্নক—রঙ্, হরিদ্রা, মৃত্তিকা, যাহা দ্বারা কুম্ভকার কাঁচা মাটির হাঁড়িতে লেপ দেয়।

+ **বন্য**—(বন + য) বনে জাত (বন্য ফুল ; বন্য বরাহ) ; অসভ্য (বন্য জাতি) ; সভ্যশান্তের বিপরীত। **বন্যবৃত্তি**—যে বন্য ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করে।

+ **বন্যা**—(বন + য) জলরাশি, জলপ্লাবন ; অরণ্য-

সমূহ; বান (বন্যা-প্লাবিত)। **বন্যা-সিকিস্তি**—বন্যার দ্বারা যে ক্ষতি সাধন হয়।

† **বপন**—(বপ্+অনট্) ক্ষেতে বীজ ছড়ানো, বীজ বোনা; গর্ভাধান; বয়ন; ক্ষৌরকর্ম; ক্ষুর। স্ত্রী. বপনী—মাকু; তাঁতঘর। **বপনীয়**—বপনযোগ্য (বীজ)।

† **বপু**—(সং. বপুস্—বপ্+উস্—কর্মরূপ বীজের বপন-ক্ষেত্র অথবা যাহা দিন দিন বৃদ্ধি পায়) শরীর; প্রশস্ত আকৃতি। **বপুপ্রকর্ষ**—দেহের বৃদ্ধি। **বপুষ্টমা**—(বপুস্+তমা) সর্বাঙ্গ শোভনা নারী; জন্মেজয়পত্নী। **বপুষ্মান্**—সুন্দর শরীরযুক্ত; শরীরী, মূর্ত।

† **বপ্তব্য**—(বপ্+তব্য) বপনযোগ্য (বীজ)। **বপ্তা**—বপনকারী, কৃষক; পিতা; কবি।

† **বপ্র**—(বপ্+র) পরিখা খননের ফলে যে মৃত্তিকাস্তূপ সৃষ্ট হয়, যে মৃত্তিকাস্তূপের উপরে দুর্গ-প্রাকার নির্মিত হয়; প্রাচীর, প্রাকার, rampart; তট, তীর; সানুদেশ; আলি; ধূলি। **বপ্রক্রিয়া, বপ্রক্রীড়া,-কেলি**—পশুগণ দন্ত অথবা শৃঙ্গের আঘাতে মৃত্তিকা উৎখাত করিয়া যে খেলা করে। **বপ্রমঙ্গল**—প্রাচীন কালের রাজাদের হলকর্ষণ উৎসব। **বপ্রী**—উইয়ের ঢিপি।

ব-ফলা—ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত ব-অক্ষরের সংযোগ।

ববম্ বম্—গাল বাদ্যের শব্দ।

* **বভ্রু**—পিঙ্গল বর্ণ; অগ্নি। **বভ্রুবাহন**—অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার পুত্র।

বম্—গালের শব্দ। **বম্-ভোলা**—ভোলানাথ; চতুর্দিকে কি ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে উদাসীন (বম্-ভোলা হয়ে বসে থাকা)।

† **বমন**—(বম্+অনট্) উদ্গীরণ, বমি; নিঃসারণ; যে ঔষধে বমন হয়। বিণ. বমিত—উদ্গীর্ণ, উদ্গীর্ণ দ্রব্য। **বমি**—বমন (ভেদবমি—ওলাউঠা)। **বমি-বমি করা**—বমি হইবে, এমন বোধ করা।

বমাল, বামাল—(ফা. বামাল) মাল সমেত (বামাল চোর ধরা পড়েছে—'বামাল সমেত' ভুল)।

বম্বাই—ভারতের পশ্চিম উপকূলের সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য ও তাহার প্রধান নগর; বম্বাই-অঞ্চল-জাত (বম্বাই শাড়ী)। **বম্বাই মুলো**—বড় মুলো-বিশেষ। বড় অর্থেও ব্যবহৃত।

বম্বু—(ইং. bamboo) বাঁশ, বাঁশের বৃহৎ টুক্রা (ইষ্টিমারের খালাসীদের ভাষা)।

বয়—(ফা. বু) গন্ধ; দুর্গন্ধ। **বয় করে**—দুর্গন্ধ অথবা কড়া গন্ধ বোধ হয় (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)। **খোশবয়**—সুগন্ধ (গ্রাম্য)।

বয়—(ইং. boy) বালক বা ছোকড়া ভৃত্য; খানসামা (বয়-বাবুর্চি—খানসামা ও বাবুর্চি অথবা বালক-ভৃত্য ও বাবুর্চি)।

† **বয়ঃ**—[বী (গতি)+অস্] বয়স, জীবনকাল, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি দশা (বয়ঃসন্ধি); যৌবন (বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে)। **বয়ঃক্রম**—বয়স (পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে)। **বয়ঃপ্রাপ্ত**—যৌবনে উপনীত। **বয়ঃশত**—শতবর্ষ। **বয়ঃসন্ধি**—আয়ুর দুই কালের সন্ধিকাল, বাল্য ও যৌবনের অথবা যৌবন ও বার্ধক্যের সন্ধিকাল: যৌবন সঞ্চার। **বয়ঃস্থ, বয়স্থ**—যৌবনপ্রাপ্ত। স্ত্রী. বয়স্থা—যুবতী; বয়ড়া, আমলকী, হরিতকী ইত্যাদি।

বয়কট—(ইং. boycott)—বর্জন, ত্যাগ (প্রায়শঃ, রাজনীতিক উদ্দেশে—স্কুল, কলেজ আদালত বয়কট); একঘরে করা।

বয়ড়া, বয়রা—বহেড়া; বধির।

বয়ত্—(আ. বয়ত্) গৃহ, মন্দির; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (**বয়তুল্লাহ**—আল্লাহ্‌র ঘর, কারাগৃহ। **বয়তুল্‌মাল**—রাজ্যের ভাণ্ডার-গৃহ, এরূপ গৃহে যে-সব মাল বা ধনরত্ন সঞ্চিত হইত তাহা মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইত)। [বজা।

বয়দা—(আ. বয়্‌দা) ডিম। গ্রাম্য—বদা বা

† **বয়ন**—বোনা (বস্ত্র বয়ন; বয়নশিল্প—weaving)।

বয়নামা—(ফা. বয়্-নামা) বিক্রয়-কবালা; নীলামে বিক্রীত জমির দলিল।

বয়লার—(ইং. boiler) যাহাতে বাষ্পীয় যন্ত্রের বাষ্প তৈরি হয়; সিদ্ধ করিবার পাত্র।

বয়স—(সং. বয়ঃ) আয়ুষ্কাল, জীবিতকাল; পরিণত বয়স (বয়স হলো, বুদ্ধি হলো না)। **বয়স কালে**—যৌবন কালে (বয়স কালে ভালই দেখাত)। **বয়স-দোষ**—যৌবন বয়সে যে সব দোষ সহজেই ঘটে। **বয়স-ফোঁড়া**—প্রথম যৌবনে মুখে যে সব ব্রণ দেখা দেয়। **বয়স যাওয়া**—যৌ[illegible] অপগত হওয়া।

বয়স-সন্ধি—যৌবনের সূচনা। **বয়স হওয়া**—পরিণত বয়স লাভ করা, অনেক বয়স হওয়া; ভালমন্দ বুঝিবার বয়স হওয়া। **বয়সা ধরা**—যৌবনের সূচনায় কণ্ঠস্বর ভিন্ন রকমের হওয়া (গ্রাম্য)। **বয়সের গাছ-পাথর নাই**—এত বৃদ্ধ যে তাহার সমবয়সী গাছ বা পাথর (পালা-পাথর?) আর দেখিতে পাওয়া যায় না। **বয়সী**—বয়স্ক; এক বয়সের (তোমার বয়সী হবে)। **আধাবয়সী**—যাহার অর্ধেক বয়স অর্থাৎ যৌবনকাল গত হইয়াছে (বুড়া নয়, আধাবয়সী)। (গ্রাম্য ও কথ্য—বয়েস)।

† **বয়স্ক**—বয়সযুক্ত (তরুণ-বয়স্ক)।

‡ **বয়স্য**—সমান বয়সের, সখা, সহচর। স্ত্রী. বয়স্যা। **বয়স্য ভাব**—সখ্য।

বয়া—(ইং. buoy) নদী বা সমুদ্রের চড়া নির্দেশক ভাসমান বৃহৎ পিপা।

বয়াটে—বখা দ্রঃ। [বাবহৃত]।

বয়ান—(সং বদন) বদন, মুখমণ্ডল, মুখ (কাব্যে

বয়ান—(আ. বয়ান) বর্ণনা, বিবরণ, কাহিনী; দলিলাদির বিশেষ ভাষা (কবালার বয়ান)।

বয়েত—(আ. বয়েত) দুই চরণের কবিতা; বাণী; শ্লোক (সাদীর বয়েত)।

বয়েম, বয়াম বৈয়াম—বএম দ্রঃ।

বয়েল—বলদ, যে গরু গাড়ী টানে; নির্বোধ আলকান (গ্রাম্য—বৈল)। **বয়েল গাড়ী**—গরুর গাড়ী।

‡ **বয়োজ্যেষ্ঠ**—বয়সে বড়; সেজন্য সম্মানের পাত্র। **বয়োঽতীত**—যাহার বয়স অতীত হইয়াছে, বৃদ্ধ। **বয়োধর্ম**—বয়সের প্রবণতা, বয়সের গুণ। **বয়োধিক**—বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রবীণ। **বয়োবৃদ্ধ**—বয়সে বড়; বৃদ্ধ।

‡ **বর**—[বৃ (প্রার্থনা করা) + অ] প্রার্থনীয়, দেবতা, ঋষি, রাজা প্রভৃতির নিকট হইতে যে অভীষ্ট লাভ হয় (বর মাগা); শ্রেষ্ঠ, উত্তম, প্রধান (মুনিবর, তরুবর); সুন্দর, রমনীয়, মনোমোহন (বরবপু; বরনারী; বরনাগর); বরদানার্থ দেবতা বা ব্রাহ্মণের হাতে মুদ্রা-বিশেষ (বরাভয়); জামাতা, কন্যা যাহাকে পতিরূপে অভিলাষ করে; জার; গুগ্‌গুল; কুঙ্কুম। **বরকর্তা**—বরের পিতা বা পিতৃস্থানীয় অভিবাবক। **বরক্রতু**—ইন্দ্র। **বর কামান**—বিবাহ কর্মোপলক্ষে বরের ক্ষৌর-কর্ম-বিশেষ। **বরচন্দন**—দেবদারু, অগুরু। **বরভোজন**—বিবাহের পরদিন বরের সহিত বরপক্ষের ও কন্যাপক্ষের লোকজনের সামাজিক ভোজন। **বরপক্ষ**—বরযাত্র, বরের স্বজন। **বরপ্রস্থান**—বরপক্ষের কন্যার গৃহের অভিমুখে প্রস্থান। **বরসজ্জা**—বরের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-পোষাক, শয্যাদ্রব্য ও তৈজস-পত্রাদি। **তেজবর, তেজবরে**—যে তৃতীয় বার বর হইল। **দোজবর, দোজবরে**—যে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিল। **নিতবর**—কোলবর। **শাপে বর হওয়া**—যাহা শাপ বা সমূহ ক্ষতিকর জ্ঞান করা হইয়াছিল তাহারই বর অর্থাৎ বিশেষ কল্যাণকর হওয়া (চাকরীটা গিয়ে তার শাপে বর হল)। **বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি**—দুই পক্ষেরই স্বার্থ বজায় রাখা যাহার কর্তব্য, দুই পক্ষেরই হইয়া যে কথা বলে (সুতরাং অনির্ভরযোগ্য)।

বরই—(সং. বদরী; হি. বইর) কুল (প্রাদেশিক)।

বরং—(সং. বরম্) অপেক্ষাকৃত ভাল; তাহার পরিবর্তে, পক্ষান্তরে (সে গিয়ে আর কি করবে, বরং তুমিই যাও)।

বরকত—(আ. বরকত) সুদৈব, কল্যাণপ্রদ শক্তি (আপনার দোয়ার বরকতে ভালই আছি); সৌভাগ্য; প্রাচুর্য, পর্যাপ্তি (ঘুষের টাকায় বরকত নাই; এত টাকা আনি, কিন্তু কিছুতেই আর আয় বরকত হচ্ছে না)।

বরকন্দাজ—(ফা. বর্ক্‌ + অন্দায—যে বন্দুক দিয়া গুলি করে) সিপাহী, শরীর-রক্ষক; প্রহরী; চাপরাশী।

বরখন্তি, বরিখন্তি—(সং বর্ষন্তি) বর্ষণ করিতেছে, বৃষ্টিপাত হইতেছে (ব্রজবুলি)। **বরখা**—বর্ষা, বর্ষাকাল।

বরখাস্ত—(ফা. বরখাস্ত্) পদচ্যুত (বরখাস্ত করা; বরখাস্ত হওয়া); ভঙ্গ (কাছারি বরখাস্ত হওয়া); **বরখাস্তী**—পরিত্যক্ত, কাজের অযোগ্য (বরখাস্তী জমা);

বরখিলাফ,-খেলাফ-খেলাপ—(ফা. বর-খিলাফ) প্রতিশ্রুতি, আদেশ ইত্যাদির অন্যথা-চরণ, প্রতিকূল আচরণ (হুকুমের বরখেলাফ কেন করলে? কথার বরখেলাপ করা ভাল নয়)।

বরগা—(পর্তু. verga) কড়িকাঠের আড়াআড়ি ছাদের জন্য যে অপেক্ষাকৃত সরু কাঠ বা লোহার টুক্‌রা বসানো হয়, rafter। **কড়ি-বরগা গণা**—ছাদের দিকে চাহিয়া শূন্য মনে কাটানো।

বরগা, বর্গা—ভাগে ফসল উৎপাদনের বন্দোবস্ত। **বর্গাদার, বর্গাইত**—যে কাহারও জমি চাষ করিয়া ফসলের অর্ধেক বা তদনুরূপ অংশ গ্রহণ করে। **বর্গা দেওয়া**—এরূপ ভাগে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।

বরজ—(আ. বুর্জ) ছাউনি-দেওয়া ও ঘেরযুক্ত পানের ক্ষেত।

বরঞ্চ—(সং. বরম্‌+চ) বরং, তাহার পরিবর্তে।

+ **বরণ**—(বৃ+অনট্‌) সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপার (সভাপতির পদে বরণ; জামাতৃবরণ; বধূবরণ); পতিরূপে গ্রহণ; বরুণ বৃক্ষ। বিণ. বরণীয়—বরণযোগ্য; পতিরূপে স্বীকার্য। **বরণকুলা, -ডালা**—ধান্যদূর্বাদিপূর্ণ বরণ করিবার কুলা অথবা ডালা। **বরণমালা**—যে মালা দিয়া পতিরূপে বরণ করা হয়। **বরণাঙ্গুরী**—বিবাহকালে যে অঙ্গুরীয় দিয়া জামাতাকে বরণ করা হয়।

বরণ—(সং. বর্ণ) বর্ণ (কাব্যে অথবা কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত—সোনার বরণ কালি হয়ে গেছে)। **কালোবরণ**—শ্রীকৃষ্ণ; কৃষ্ণবর্ণ।

বরতরফ—(ফা. বরতরফ্‌) বরখাস্ত (চাকরি থেকে বরতরফ হয়ে গেছে)। বি. বরতরফি।

বরদ—অভীষ্ট দাতা। স্ত্রী. **বরদা** (হে বরদে তব বরে চোর রত্নাকর কাব্যরত্নাকর কবি—মধু); দুর্গা। **বরদাচতুর্থী**—মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থী। [বিশেষ।

বরদলই, বরদলৈ—আসামের সম্ভ্রান্ত উপাধি-

বরদার—(ফা. বরদার্‌) যে বহন করে, ভৃত্য, সেবক (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—ফরমা-বরদার; হোক্কা-বরদার)।

বরদাস্ত—(ফা. বরদাশ্‌ত্‌) সহ্য (এমন জুলুম কে বরদাস্ত করবে? গ্রাম্য—বরদস্ত)।

বরপুত্র—বরপ্রাপ্ত পুত্রস্থানীয় বা ভক্ত; দেবতার অনুগৃহীত (সরস্বতীর বরপুত্র)।

বরফ—(ফা. বরফ্‌) জমাট জল, তুষার (শীতকালে এখানে বরফ পড়ে)। **কুলফি বরফ**—কুলফিতে জমানো দুধ, বরফ ইত্যাদি। **বরফি,-ফী**—জমাট চৌকা মিষ্টান্ন-বিশেষ। **বরফি খোপ**—বরফির আকৃতির খোপ।

বরবটী—(সং. বর্বটী) সিম-জাতীয় কলাই-বিশেষ।

+ **বরবর্ণ**—(শ্রেষ্ঠ বর্ণ যার) স্বর্ণ। স্ত্রী. বরবর্ণিনী—উত্তমা স্ত্রী, প্রসাধনের দ্বারা মার্জিতশ্রী নারী; সাধ্বী (শীতে সুখোষ্ণসর্বাঙ্গী গ্রীষ্মে যা সুখশীতলা ভর্তৃভক্তা চ যা নারী সা ভবেদ্‌ বরবর্ণিনী); গৌরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, হরিদ্রা, গোরোচনা, লাক্ষা।

বরবাদ—(ফা.) নষ্ট, বিফলীকৃত, বিধ্বস্ত (বরবাদ হওয়া বা করা)। বি. বরবাদি—বিনাশ, অপচয়।

বরমাল্য—বরকে যে মালা দ্বারা বরণ করা হয়, পাকা দেখার কালে ভাবী বরকে যে মালার দ্বারা অভ্যর্থিত করা হয়।

বরযাত্র, বরযাত্রী—বিবাহকালে যাহারা বরের সঙ্গে যায় (কথ্য—বরযাত্রির)।

বরয়িতা—যাহারা প্রতিনিধি নির্বাচিত করে; পাণিগ্রাহক, পতি। স্ত্রী. বরয়িত্রী—স্বয়ম্বরা, পত্নী।

বরযুবতি,-তী—সুদর্শনা যুবতী, বরবর্ণিনী। **বররামা**—বরনারী।

বররুচি—সুদর্শন, পরমপ্রীতিযুক্ত; বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম, পাণিনির সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার কাত্যায়ন।

বরশা, বর্শা—ক্ষেপনাস্ত্র-বিশেষ, ভল্ল, সড়কি।

বরষ—বর্ষ, বৎসর (কাব্যে ব্যবহৃত)।

বরষা—বর্ষা; (সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে—রবি)।

বরা—(সং. বরাহ) শূকর, বন্যবরাহ।

+ **বরাঙ্গ**—শ্রেষ্ঠ অঙ্গ; শ্রেষ্ঠ অঙ্গযুক্ত; মস্তক; উপস্থ। **বরাঙ্গনা**—সুন্দরী নারী, শ্রেষ্ঠা নারী।

+ **বরাট**—(সং.) কপর্দক; রজ্জু; অধম জন; উপাধি-বিশেষ। **বরাটক**—পদ্মবীজকোষ; রজ্জু। স্ত্রী. বরাটিকা—কপর্দক, যাহা একান্ত মূল্যহীন। **বরাটিয়া**—তুচ্ছ নগণ্য।

বরাত—(আ. বরাত), অপরের উপরে কাজ করিবার ভার (নিজে করতে পারলে না, বরাত দিয়ে এসেছ, কাজ যা হবে তা জানা কথা); ফরমাস; চিঠি; ভাগ্য, কপাল (বরাত মন্দ তাই দেখা হলনা); ভাগ্যের নির্দেশিত সুখভোগ (বেটার কামাই আর বরাতে ছিলনা)।

বরাত—(আ.) বরযাত্রী। **বরাতি,-তী**—বরযাত্রী ; দূত। **বরাতী চিঠি**—যে পত্রের দ্বারা ভার অর্পণ করা হয়। **বরাতী টাকা**—অন্যকে বরাত দিয়া যে টাকা আদায় হইবে।

বরাদ্দ—(ফা. বর্-আওর্দ) নির্ধারিত (শিক্ষার খাতে পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে) ; নির্ধারিত ব্যবস্থা বা অর্থ (যে বীরপুরুষ তোমরা, তোমাদের ডালরুটির বরাদ্দ বাড়াতে হয় দেখছি)।

বরাননা—সুমুখী, সুদর্শনা।

বরানুগমন—বরযাত্রীরূপে বরের সঙ্গে গমন। বিণ. বরানুগামী।

বরাবর—(ফা. বরাবর) তুল্য, সমান, সমকক্ষ (কারো চেয়ে কেউ কম নয়, দুজনেই বরাবর যায়) ; সম্মুখে, সমীপে, নিকটে ; দিকে (বাড়ী বরাবর ধাওয়া ; হুজুরের বরাবর আরজ) ; চিরদিন, সবসময় (বরাবর এই ভুল করে আসা হয়েছে)। বি. বরাবরি—প্রতিযোগিতা। **বরাবরেষু**—সমীপে, সমীপেষু।

বরাভয়—(দেবতা বা ব্রাহ্মণের বরদান বা অভয়দানসূচক হস্তভঙ্গি (বরাভয়দাতা))।

বরাভরণ—বিবাহকালে বরকে যে যৌতুকাদি দেওয়া হয়।

বরামদ—(ফা. বর্-আমদ্—বহির্গত বা বহির্গমন) অতিশয় অনুনয়-বিনয় বা সাধাসাধি (বহু খোসামোদ-বরামদ করে ফিরিয়ে এনেছি)। বিণ. বরামুদে—অতিশয় খোসামুদে।

বরারোহ—যাহার মধ্যদেশ সুন্দর, হস্তী ; যে শ্রেষ্ঠ বাহন হস্তীতে আসীন। স্ত্রী. বরারোহা—যে নারীর আরোহ অর্থাৎ নিতম্ব প্রশস্ত, নিতম্বিনী।

বরালিকা—যাহার আলি অর্থাৎ সহচরী উত্তমা, দুর্গা।

বরাশি—(যাহা উত্তমরূপে আবৃত করে) মোটা কাপড় (গ্রাম্য—বারাশে—মোটা খাটো কাপড়)।

বরাসন—সম্মানিত আসন ; বিবাহকালে বরের আসন ; সিংহাসন।

† **বরাহ**—(যে অভীষ্ট অর্থাৎ মুস্তাদি লাভের জন্য আঘাত করে, অথবা যিনি বর নামক অসুরকে আঘাত করিয়াছিলেন) শূকর, বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ। **বরাহ-পুরাণ**—বরাহ-অবতার বিষয়ক পুরাণ। **বরাহমিহির**—প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম।

বরিষণ—বর্ষণ, বৃষ্টিপাত ; বৃষ্টিধারার ন্যায় পতন (কাব্যে)। **বরিষা**—বর্ষা (কাব্যে—বরিষার কালে সখি প্লাবন পীড়নে কাতর প্রবাহ —মধু)।

† **বরিষ্ঠ**—[উরু (প্রধান)+ইষ্ঠ] শ্রেষ্ঠতম, প্রধানতম (বরিষ্ঠ আদালত—High Court) ; তাম্র ; মরিচ ; তিত্তিরি পক্ষী।

বরীয়ান্—(উরু+ঈয়স্) শ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ ; অতি যুবা। স্ত্রী. বরীয়সী।

† **বরুণ**—(বৃ+উন—যিনি পৃথিবী বেষ্টন করেন) জলের দেবতা, পাশ ইঁহার অস্ত্র, ইনি পশ্চিম দিকের দিক্‌পাল। **বরুণানী**—বরুণের পত্নী। **বরুণালয়**—সমুদ্র।

বরুয়া—বড়ুয়া, আসামী উপাধি-বিশেষ।

† **বরেণ্য**—বরণীয়, শ্রেষ্ঠ, প্রধান (দেশবরেণ্য নেতা)।

† **বরেন্দ্র**—রাজা, সম্রাট্ ; বরেন্দ্র-ভূমি (বর্তমান রাজসাহী)। **বরেশ্বর**—শিব ; বিষ্ণু, কৃষ্ণ।

বর্গ—(বৃজ্+অ—ভিন্ন জাতীয় হইতে পৃথকীকৃত) স্বজাতীয়সমূহ, দল, গণ (মনুষ্যবর্গ, নৃপতিবর্গ ; ক-বর্গ, প-বর্গ) ; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ; সমান অঙ্কদ্বয়ের গুণফল, square ; বনিবনাও, কথার বশ। **বর্গক্ষেত্র**—যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান, square। **বর্গমূল**—বর্গের মূল সংখ্যা, square-root (৪-এর বর্গমূল ২)। **বর্গা**—বরগা দ্রঃ।

বর্গি,-গী—লুণ্ঠনপ্রিয় মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল, নবাব আলীবর্দী খাঁর সময়ে বাংলাদেশে ইহাদের অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল ('ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে')। **বর্গীর হাঙ্গামা**—বর্গীদের দ্বারা বাংলায় ব্যাপক লুঠতরাজের ব্যাপার ও কাল।

বর্গীয়, বর্গ্য—বর্গস্থিত (বর্গীয় ব) ; বর্গ সম্বন্ধীয়, পক্ষভুক্ত।

† **বর্চঃ**—তেজ, প্রভা, কান্তি ; শুক্র ; মল (**বর্চঃকুটীর**—পায়খানা)। **বর্চঃস্বী**—তেজস্বী, রূপবান্।

বর্চা, বর্ছা—(সাঁওতালী. বাছি) বল্লম।

বর্জন—(বৃজ্+অনট্) পরিত্যাগ, পরিহার (মৎস্য-মাংস বর্জন ; লশুন-বর্জন)। বিণ.

বর্জনীয়, বর্জ্য—ত্যাজ্য। **বর্জয়িতা**—বর্জনকারী। **বর্জিত**—পরিত্যক্ত, রহিত (পাদপবর্জিত প্রান্তর)।

বর্জাইস—(ইং. bourgeois) ছাপার ক্ষুদ্র অক্ষর-বিশেষ (উদ্ধৃত অংশ বর্জাইসে ছাপা)।

+ **বর্ণ**—(বর্ণ্+অ) যাহা দ্বারা রঞ্জিত করা যায়, কৃষ্ণ, শুক্ল, হরিৎ প্রভৃতি রং; সৌন্দর্য; জাতি (বর্ণে ব্রাহ্মণ); অক্ষর (বর্ণমালা; **বর্ণ-পরিচয়**—অক্ষর-পরিচয়); হস্তীর পৃষ্ঠস্থিত চিত্রিত কম্বলাদি, হাওদা; প্রশংসা, স্তব (লব্ধ-বর্ণ—প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত, পণ্ডিত); গীতক্রম। **বর্ণক**—অঙ্গরাগ, চন্দন; বর্ণনাকারী, স্তুতি-পাঠক। **বর্ণকূপিকা**—দোয়াত। **বর্ণ-চোরা**—বর্ণ বা বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া যাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায় না (বর্ণচোরা আম—যে আম পাকিলেও কাঁচার মত দেখায়)। **বর্ণজ্ঞানহীন**—নিরক্ষর। **বর্ণজ্যেষ্ঠ**—ব্রাহ্মণ। **বর্ণতূলি,-লিকা**—যে তুলির দ্বারা চিত্র করা হয়। **বর্ণদাত্রী**—হরিদ্রা। **বর্ণ-দারু**—যে কাষ্ঠে রং প্রস্তুত হয়। **বর্ণদূত**—লিপি, পত্র। **বর্ণদূষক**—জাতিভেদনাশক। **বর্ণদ্বিজ**—ক্রিয়াকলাপহীন ব্রাহ্মণ, ইতর জাতির ব্রাহ্মণ। **বর্ণধর্ম**—বিভিন্ন জাতির জন্য নির্দিষ্ট ধর্মকর্ম। **বর্ণপাত্র**—চিত্রকরের রং-এর পাত্র। **বর্ণপ্রকর্ষ**—বর্ণবৈশিষ্ট্য, কৌলীন্য। **বর্ণবিপর্যয়**—শব্দে বর্ণের স্থানের পরিবর্তন। **বর্ণবৃত্ত**—বর্ণের সংখ্যার দ্বারা নিয়মিত ছন্দ। **বর্ণবিশ্লেষণ**—রং-এর বিশ্লেষণ অথবা শব্দের অন্তর্গত অক্ষর-সমূহের বিশ্লেষণ। **বর্ণমাতৃকা**—সরস্বতী। **বর্ণ-মাতা**—লেখনী। **বর্ণমালা**—কোন ভাষার অক্ষর-সমূহ, alphabet। **বর্ণবর্তিকা**—তুলি। **বর্ণবতী**—হরিদ্রা। **বর্ণশ্রেষ্ঠ**—ব্রাহ্মণ। **বর্ণ-সংযোগ**—সবর্ণ স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ। **বর্ণসঙ্কর**—মিশ্রজাতি, অনুলোম বা প্রতিলোম-জাত-সন্ততি। **বর্ণহীন**—পতিত।

+ **বর্ণন**—বর্ণনা করা; বিবৃতি, ব্যাখ্যান; স্তুতি। **বর্ণনা**—বিবৃতি, পরিচয়। **বর্ণনাকুশল**—বর্ণনায় দক্ষ। **বর্ণনাতীত**—যাহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করা যায় না।

+ **বর্ণনীয়**—বর্ণনযোগ্য।

+ **বর্ণানুক্রম**—অক্ষর পারম্পর্য। বিণ. বর্ণানু-ক্রমিক, বর্ণ-পরম্পরা অনুসারে, alphabetical।

+ **বর্ণান্ধ**—বর্ণের পার্থক্য বুঝিতে অক্ষম। বি. বর্ণান্ধতা, colour-blindness।

+ **বর্ণাশ্রম**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রম, বর্ণ ও আশ্রমযুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা। **বর্ণাশ্রম ধর্ম**—যে ধর্ম-ব্যবস্থায় বর্ণ ও আশ্রম সম্পর্কিত করণীয়-সমূহ পালন করিতে হয়, বেদ ও স্মৃতি-অনুমোদিত ধর্ম।

+ **বর্ণিত**—বিবৃত, ব্যাখ্যাত; স্তুত।

+ **বর্ণী**—ব্রহ্মচারী; চিত্রকর; লেখক; রূপবান্। স্ত্রী. **বর্ণিনী**—নারী।

+ **বর্তন**—বৃত্তি, জীবিকা; অবস্থিতি। **বর্তনী**—তুলার পাঁজ। **বর্তনার্থী**—জীবিকাপ্রার্থী।

+ **বর্তমান**—(বৃৎ+মান) জীবিত; বিদ্যমান; উপস্থিত (ক্ষোভের কারণ বর্তমান আছে); আধুনিক, যাহা চলিতেছে (বর্তমান যুগ)।

বর্তা—বাঁচা, কৃতার্থ হওয়া, নিজেকে ভাগ্যবান মনে করা (যা বাজার হয়েছে, তাতে লাভ থাকুক, আসল পেলেই বর্তে যাই)। বেঁচে-বর্তে থাকা—বাঁচিয়া থাকা। **বর্তানো**—অর্শানো (বাপের সম্পত্তি ছেলেতে বর্তায়, এই তো সাধারণ নিয়ম।

+ **বর্তি,-র্তী, বর্তিকা**—প্রদীপের সলিতা; বাতি; শলাকা; তুলি, বার্নিশ।

+ **বর্তিত**—সম্পাদিত, নিষ্পাদিত, নির্মিত। **বর্তিতব্য**—স্থিতিশীল। **বর্তিষ্ণু**—স্থিতি-শীল। **বর্তিষ্যমাণ**—ভাবী; ভবিষ্যৎকাল।

+ **বর্তুল**—বৃত্ত-সদৃশ, গোলাকার, মটর-কলাই। স্ত্রী বর্তুলা—টেকোর বাঁটুল। [পাতা।

+ **বর্ত্ম**—পথ, রাস্তা, মার্গ, কর্মমার্গ; চোখের

+ **বর্ধ**—বৃদ্ধি, পূরণ; ছেদন; বামনহাটি গাছ; সীসা।

+ **বর্ধক**—যাহা বৃদ্ধি করে (শ্লেষ্মাবর্ধক; অগ্নি-বর্ধক); পূরক; ছেদনকারী, ছুতার। **বর্ধকি,-কী**—সূত্রধার।

+ **বর্ধন**—(বৃধ্+অন) বৃদ্ধি; উপচয়; বৃদ্ধি করা; বৃদ্ধিকারক (আনন্দবর্ধন); আনন্দ বা গৌরব বৃদ্ধিকারী (ইক্ষ্বাকু-কুলবর্ধন; গজদাঁত; ছেদন (নাভিবর্ধন—বাংলায় তেমন ব্যবহার নাই)। স্ত্রী. বর্ধনী—যাহা আবর্জনা ছেদন করে, সম্মার্জনী, ঝাঁটা; শব বহনের আধার; ঘটী; বদনা।

† **বর্ধমান**—যাহা বৃদ্ধি পাইতেছে (অনুদিন বর্ধমান); পশ্চিম বঙ্গের সুপরিচিত জেলা ও নগর; এরণ্ড; জিন-বিশেষ; শরা। **বর্ধমানক**—বৃদ্ধিশীল; এরণ্ড বৃক্ষ।

† **বর্ধয়িতা**—বর্ধনকারী; পালক।

† **বর্ধিত**—(বৃধ্+ণিচ্+ক্ত) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (বর্ধিত করভার); পূরিত, ছিন্ন।

† **বর্ধিষ্ণু**—(বৃধ্+ইষ্ণু) বর্ধনশীল; অভ্যুদয়-শীল (বর্ধিষ্ণু পরিবার)।

* **বর্বর**—অসভ্য, অমার্জিত প্রকৃতির; জবরদস্তি-প্রিয়; নির্বোধ (গ্রাম্য—বব্বর); বাবরি চুল; কালো বাবুই তুলসী। বি. বর্বরতা। **বর্বরী**—বাবুই তুলসী। **বর্বরীক**—বাবুই তুলসী; বামনহাটি গাছ; বাবরি চুল; মহাকাল।

‡ **বর্ম**—(বৃ+মন্—যাহা দেহ আবৃত করে) কবচ; সাঁজোয়া। **বর্মহর**—কবচধারী। **বর্মিত, বর্মী**—বর্ম-পরিহিত।

বর্মা—ব্রহ্মদেশ, Burma, ক্ষত্রিয়ের উপাধি-বিশেষ। **বর্মা চুরুট**—উগ্রগন্ধ মোটা চুরুট-বিশেষ। **বর্মী**—ব্রহ্মদেশের অধিবাসী, ব্রহ্মদেশে প্রস্তুত বা তৎদেশ সম্বন্ধীয়।

† **বর্য**—(বৃ+য) প্রধান, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, বরেণ্য; কন্দর্প; স্ত্রী. বর্যা—স্বয়ংবরা কন্যা।

বর্শা, বর্ছা—বল্লম, spear।

† **বর্ষ**—(বৃষ+অচ্) বর্ষণ, আকাশ হইতে বারি-পাত; বৎসর; জম্বুদ্বীপের নয় অংশ, ভারত; মেঘ। **বর্ষকর**—বর্ষণকারী, মেঘ। **বর্ষকরী**—ঝিঁঝিঁ পোকা। **বর্ষকাল**—এক বৎসর পরিমিত কাল। **বর্ষকেতু**—রক্ত পুনর্ণবা। **বর্ষকোষ**—দৈবজ্ঞ। **বর্ষজ**—বৃষ্টি বা মেঘ হইতে উৎপন্ন; জম্বুদ্বীপ-জাত। **বর্ষত্র,-ত্রাণ**—ছাতা। **বর্ষধর,-বর**—নপুংসক, খোজা। **বর্ষপঞ্চক**—পর পর পাঁচ বৎসর। **বর্ষপর্বত**—জম্বুদ্বীপের সীমা-সূচক সাতটি পর্বত। **বর্ষপাত**—বৃষ্টিপাত। **বর্ষপ্রিয়**—চাতক পক্ষী। **বর্ষ-প্রতিবন্ধক**—অনাবৃষ্টি। **বর্ষ-প্রবেশ**—নববর্ষের সূচনা। **বর্ষবৃদ্ধি**—বয়োবৃদ্ধি; জন্মতিথি। **বর্ষমান**—বৃষ্টিপাত-পরিমাপক যন্ত্র। **বর্ষশত**—একশত বৎসর, শতাব্দী কাল। **বর্ষশতী**—শতবর্ষ বয়স্ক।

† **বর্ষণ**—বৃষ্টি (গর্জনের পর বর্ষণ); বৃষ্টি-ধারার ন্যায় পতন (অগ্নি-বর্ষণ; লাজ-বর্ষণ); বর্ষণ-কারক।

বর্ষা—(বর্ষ+আপ্) বৃষ্টিপাতের কাল, আষাঢ়-শ্রাবণ অথবা শ্রাবণ-ভাদ্র, এই দুই মাস। **বর্ষা-কাল**—বর্ষা ঋতু।

বর্ষা—বর্ষণ করা (যদি বর্ষে মাঘের শেষ); বর্শা। **বর্ষানো**—বর্ষণ করানো (যত গর্জায়, তত বর্ষায় না, অথবা যত গর্জে, তত বর্ষে না)। **বর্ষাংশ, বর্ষাঙ্গ**—মাস, ঋতু, দিন ইত্যাদি। **বর্ষাঙ্গী**—পুনর্ণবা। **বর্ষাকালিক,-কালীন**—বর্ষাকালের। **বর্ষাগম**—বর্ষা ঋতুর আগমন বা আরম্ভ। **বর্ষাঘোষ**—ভেক। **বর্ষাণি**—বৃষ্টিপাত। **বর্ষাতি,-তী**—বৃষ্টির জল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে দীর্ঘ জামা ব্যবহৃত হয়, waterproof। **বর্ষাত্যয়, বর্ষাবসান**—শরত কাল। **বর্ষাবাদল**—বৃষ্টি ও বাদল। **বর্ষাভূ**—(যাহা বর্ষাকালে জন্মে) ব্যাঙ্; কেঁচো; পুনর্ণবা; ইন্দ্রগোপ কীট। **বর্ষামদ**—(বৃষ্টিতে যাহার আমোদ) ময়ূর, ভেক। **বর্ষার্চিঃ**—মঙ্গল গ্রহ। **বর্ষিক**—বর্ষ-সম্বন্ধীয় অথবা বর্ষা-সম্বন্ধীয়। **বর্ষিষ্ঠ, বর্ষীয়ান্**—অতিশয় বৃদ্ধ, সর্বজ্যেষ্ঠ। **বর্ষিত**—বৃষ্টির মত পতিত; অজস্র ধারে পতিত।

বর্ষী—বর্ষণশীল, বর্ষণকারী (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—বাণবর্ষী)। স্ত্রী. বর্ষিণী। **বর্ষীয়**—তরুণ-বয়স্ক; বর্ষ-বিষয়ক (পঞ্চবর্ষীয়)। **বর্ষীয়ান্**—বর্ষিষ্ঠ দ্রঃ; স্ত্রী. বর্ষীয়সী।

‡ **বর্হ**—ময়ূরপুচ্ছ; পক্ষিপুচ্ছ; পত্র। **বর্হ-চন্দ্রক, বর্হনেত্র**—ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রাকৃতি চিহ্ন। **বর্হা**—ময়ূরপুচ্ছের পাখা।

‡ **বর্হি**—অগ্নি। **বর্হিঃ**—অগ্নি; চিতাগাছ। **বর্হির্মুখ, বর্হিমুখ**—(অগ্নি মুখে যার) দেবতা।

বর্হিণ—ময়ূর। **বর্হিণবাহন**—কার্ত্তিকেয়। **বর্হিধ্বজা**—চণ্ডী, দুর্গা। **বর্হিপত্র**—ময়ূরপুচ্ছ।

* **বল**—(বল্+অচ্) বলরাম; অসুর-বিশেষ; কাক; বলবান্; দৈহিক শক্তি (বল-প্রয়োগ); শক্তি (মনোবল), force, সামর্থ্য; শুক্র; রক্ত; সৈন্য; প্রভাব (তপোবল), উপায়;

নির্ভরস্থল (রাজা অবলের বল); রাজা ও বড়ে ভিন্ন দাবায় ঘুঁটি; উপাধি-বিশেষ। স্ত্রী. বলা—ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারক বিদ্যা-বিশেষ, বিশ্বামিত্র তাড়কা-বধকালে রামচন্দ্রকে দিয়াছিলেন। **বলকর**—শক্তিবর্ধক। **বলক্ষোভ**—সৈন্যদের বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ। **বলচক্র**—সৈন্যসমূহ; রাজন্যমণ্ডল। **বলজ্যেষ্ঠ**—সবচেয়ে বেশী বলবান্। **বলনাশন,-নিসূদন**—ইন্দ্র। **বলনিগ্রহ**—শক্তি অপহরণ। **বলপতি**—সেনাপতি, ইন্দ্র। **বলপ্রদ**—বলধর। **বলবর্ধন**—বলবৃদ্ধিকারক। **বলবিন্যাস**—সৈন্য স্থাপন। **বলবৃত্তি**—দৈহিক বলকে জীবিকালাভের উপায়রূপে প্রয়োগ; কাড়িয়া ছিনিয়া যাওয়া; বলাৎকার। **বলসূদন**—বল-নামক দৈত্যের নিধনকর্তা, ইন্দ্র। **বলক্রমে**—বলে, বলপূর্বক। **বলাজুরি**—জোরাবলি, জবরদস্তি।

বল—(ইং. ball) খেলিবার বল, ফুটবল। (বল করা—ক্রিকেট-বল বিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করা; বল মারা—ফুটবলে পা দিয়া আঘাত করা); ইউরোপীয় নৃত্য-বিশেষ (ball dance)।

বলক—(হি বলকনা) উত্তপ্ত হওয়ার ফলে ফাঁপিয়া উঠার ভাব (বলক দেওয়া; বলক উঠা; বল্কানো—বলক উঠা)। **এক বল্কা দুধ**—যে দুধ উত্তাপ প্রয়োগের ফলে মাত্র একবার ফাঁপিয়া উঠিয়াছে।

বলদ—(সং. বলীবর্দ) বৃষ; হাল বা গাড়ী-টানা বা ভারবাহী গরু; নির্বোধ (গালি)। **কলুর বলদ**—যে বলদ কলুর ঘানি টানে; কলুর বলদের মত একঘেয়ে কাজে নিযুক্ত ও স্বাধীন ইচ্ছা-বর্জিত। **চিনির বলদ**—ভারবাহী মাত্র উপভোগে অক্ষম। **বল্দে**—যে বলদে করিয়া মাল সরবরাহ করে।

* **বলদীপ্ত**—শক্তি-গর্বিত। **বলদেব**—বলরাম। **বলপূর্বক**—জবরদস্তি করিয়া। **বলবত্তা**—শক্তিমত্তা। **বলবান্**—বলশালী, প্রবল (স্ত্রী. বলবতী)। **বলভদ্র**—বলরাম।

বলন—কথন; বাড়তি; গড়ন (দেহের বলন—বলনি,-নীও ব্যবহৃত হয়)।

বলবৎ—কার্যকর (সে আইন এখনও বলবৎ আছে)। **বলবন্ত**—বলশালী, প্রবল।

* **বলয়**—(বল্+অয়—যাহা বেষ্টন করে) কর-ভূষণ-বিশেষ, বালা (প্রকোষ্ঠে রত্নবলয়); মণ্ডল; গোলাকার আকৃতির কিছু (দিগ্বলয়—horizon)। বিণ. বলয়িত—বেষ্টিত; পরিবৃত। **বলশালী**—বলবান্, শক্তিশালী। স্ত্রী. বলশালিনী।

বলশেভিক—বোলশেভিক দ্রঃ।

বলসূদন—ইন্দ্র। **বলস্থিতি**—ছাউনি। **বলহা**—ইন্দ্র। **বলহীন**—দুর্বল, নিঃশক্তি।

বলা—(বলন দ্রঃ) বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়িয়া যাওয়া, প্রসারিত হওয়া (মুখ বলে গেছে—লম্বা-চওড়া কথা বলিতে বা কথা শুনাইতে ইতস্ততঃ করে না—নিন্দার্থক)। **বলি, বলী**—আকৃতিতে বড় (শোলমাছটা বেশ বলী ছিল)। (গ্রাম্য)।

বলা—(হি. বোল্না) কথায় প্রকাশ করা, উচ্চারণ করা (মুখ ফুটে বলা); উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি জানানো (বলে দেখ, কিছু ফল হয় কিনা); মত প্রকাশ করা (আমার যা বলবার বলেছি; আপনি যদি বলেন, অবশ্যই করবো); বিবেচনা করা (টাকা বল পয়সা বল, কিছুই কিছু নয়); নিন্দা করা বা গালাগালি দেওয়া (ও কেন আগে বল্লে?)। **বল কি**—বিস্ময়-প্রকাশক উক্তি (বল কি, সে এই কাজ করেছে!)। **বল না**—অনুরোধ-সূচক উক্তি। **বোলোনা**—বিরক্তি, ক্ষোভ ইত্যাদি-সূচক উক্তি (আর বোলোনা, এখন মলেই বাঁচি)। **বলা-কহা বা-কওয়া**—কথোপকথন করা। **বলা নাই, কহা নাই**—পূর্বে না জানাইয়া (বলা নেই, কওয়া নেই, এসে হাজির!)। **বলাবলি**—অভিযোগ, নিন্দা ইত্যাদি-পূর্ণ আলাপ, আলোচনা (লোকে এই নিয়ে বলাবলি করছে)।

বলাই—বলরাম (কানাই-বলাই)।

‡ **বলাক**—ক্ষুদ্র বক-বিশেষ। **বলাকা**—বকশ্রেণী; উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক (হংস-বলাকা—রবি)।

* **বলাৎ**—বলপূর্বক। **বলাৎকার**—বল-প্রয়োগ; অত্যাচার; নারী-ধর্ষণ। **বলাধান**—বলসঞ্চার; শক্তিবর্ধন। **বলাধ্যক্ষ**—সৈন্যদের অধ্যক্ষ।

বলানো—অন্যের মুখে প্রকাশ করা, কহানো; অভিহিত করানো (নিজেকে সাধু বলানো)।

বলান্বিত—বলশালী; সৈন্যবলযুক্ত।

* **বলাবল**—শক্তি অথবা শক্তিহীনতা; শক্তি

কতটা আছে, তাহার প্রকৃত অবস্থা; উৎকর্ষ-অপকর্ষ।

‡ **বলাহক**—মেঘ; পর্বত।

* **বলি**—(বল্+ই) সুবিখ্যাত দৈত্যরাজ; পূজার সামগ্রী; দেবতা বা অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পশু; ঘরের পাড়; রাজকর; শ্লথ ভাঁজযুক্ত চর্ম; অর্শের গুটিকা। **ভূতবলি**—গৃহস্থের আহারের সময় জীবগণকে খাদ্যদান। **বলিকা**—ঢেউ-খেলানো ভাব (কুন্তল-বলিকা)। **বলিদান**—দেবোদ্দেশে উৎসর্গকরণ; দেবোদ্দেশে পশুবধ।

বলিত—বলিরেখাযুক্ত, ঢেউ-খেলানো; কোঁকড়ানো; যুক্ত; গঠনযুক্ত। [—বিষ্ণু।

বলিনন্দন—বলির পুত্র বাণাসুর। **বলিন্দম**

বলিপুষ্ট—(পূজার উপকরণের দ্বারা পুষ্ট) কাক। **বলিভুক্**—কাক।

* **বলিষ্ঠ**—অতিশয় বলবান্; দৃঢ় (বলিষ্ঠ-চরিত্র)।

বলিয়ে—যে ভাল বলিতে পারে।

বলিহারি—(বলিতে হার মানি, বলিতে সাধ্য নাই) বাহবা, চমৎকার (বলিহারি বাঁড়ুয্যের পো, খেললে ভাল খেলা—হেমচন্দ্র)। **বলিহারি যাই**—অদ্ভুত, অপূর্ব।

* **বলী**—শক্তিশালী; বলরাম; মহিষ; বৃষ।

‡ **বলীবর্দ, বলিবর্দ**—(হৃষ্টপুষ্ট ও বলিরেখাযুক্ত) বলদ, ষাঁড়। [বলীয়ান্)।

* **বলীয়ান্**—বলিষ্ঠ; বলশালী (নব বলে

বলে'—বলিয়া; অসাধারণত্ব বা বিস্ময়-প্রকাশক উক্তি (সাহস বলে' সাহস); ধারণার স্পষ্টতা বা প্রবলতাজ্ঞাপক উক্তি (তাকে তো ভাল বলেই জানি); অজুহাতে, অছিলায় (চলে এসেছ, এখন কি বলে যাবে?); সম্পর্ক বা সম্বন্ধ ভাবিয়া বা স্থাপন করিয়া (তোমাকে ভাই বলে ডেকেছি; 'ডাকব না আর মা মা বলে'); চিন্তা করিয়া বা আশঙ্কা করিয়া (ঠাণ্ডা লাগবে বলে বাইরে বেরোনো একবারে বন্ধ করবে নাকি?)।

বলে—লোকে বলে, কথায় বলে (বলে আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করার মাকে মধ্যে ডাকে)।

বলে যাওয়া—বলন হওয়া, বিস্তৃত হওয়া; সাহস হওয়া (বুক বলে যাওয়া—সাহস বাড়া; মুখ বলে যাওয়া—মুখে যাহা আসে তাহাই বলা)।

† **বল্কল**—বৃক্ষত্বক, বৃক্ষত্বক-নির্মিত বস্ত্র (বল্কল-পরিহিত তাপস); দারুচিনি। বল্কলযুক্ত।

বল্গা—[বল্গ্ (লাফানো)+অ+আ] লাগাম। বিণ. বল্গিত—উল্লম্ফনযুক্ত; প্লুতগতি। **বল্গা-হরিণ**—উত্তর মেরুপ্রদেশের হরিণ-বিশেষ, ইহারা গাড়ী টানে, reindeer।

বল্মিক, বল্মিকি, বল্মীক, বল্মীকি—উইয়ের ঢিপি; গোদ; গলগণ্ড। **বল্মীকূট**—উইয়ের ঢিপি। [বল্যা—অশ্বগন্ধা।

* **বল্য**—(বল+যৎ) বলকারক; শুক্র। স্ত্রী.

† **বল্লভ**—প্রিয়, দয়িত, পতি (ত্রৈলোক্য-বল্লভ); উৎকৃষ্ট বংশের অশ্ব; রাজসভাসদ্। স্ত্রী. বল্লভা—দয়িতা, প্রণয়িনী। **বল্লভপাল,-ক**—অশ্বপাল।

বল্লম—(সং. ভল্ল) বর্শা, spear।

বল্লরি,-রী—মঞ্জরী; লতা; মুকুল।

বল্লা—(সং. বরলা) বোলতা (বল্লার চাক—বোলতার বাসা; বল্লার চাকে ঢিল—প্রবল বিরুদ্ধ-পক্ষকে ঘাঁটানো)। (প্রাদেশিক)।

বল্লালী—বল্লাল সেন-প্রবর্তিত (কৌলীন্য প্রথা অথবা সন—'বল্লালী বালাই')।

† **বল্লি,-ল্লী**—লতা (বিদ্যুদ্‌বল্লী); পৃথিবী।

† **বশ**—(বশ্+অ) আয়ত্ত, অধীন, অনুকূল (টাকার বশ; কথার বশ নয়); মন্ত্রপ্রভাব ইত্যাদির অধীন (স্বামীকে বশ করতে জানে); অধীনতা, প্রভাব (মানুষ হাতীকে বশে এনেছে)। স্ত্রী. বশা—বন্ধ্যা নারী অথবা গাভী। **বশকা**—বশীভূতা। **বশক্রিয়া**—বশবর্তী করা, বশীকরণ। **বশগ,-বশানুগ**—বশবর্তী। **বশত**—হেতু, কারণে (কার্যবশত)। **বশতা**—অধীনতা (বশতাপন্ন—বশীভূত, বশ)। **বশবর্তী**—প্রভাবাধীন, নিয়ন্ত্রিত। স্ত্রী. বশবর্তিনী।

† **বশংবদ**—(বশ্—বদ্+অ) যে স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, একান্ত অনুগত (বশংবদ ভৃত্য); যে বাক্যের দ্বারা বশীভূত করে, প্রিয়বাদী (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। (বশম্বদ অসাধু)।

† **বশিতা,-ত্ব**—সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা, শিবের ঐশ্বর্য-বিশেষ।

বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ—(অতিশয় বশী বা জিতেন্দ্রিয়) সুবিখ্যাত ঋষি।

+ **বশী**—জিতেন্দ্রিয়। **বশীকরণ**—মন্ত্র ইত্যাদির বলে আয়ত্তীকরণ। **বশী** আয়ত্তীকৃত। **বশীভূত**—যে বশে আসিয়াছে, আজ্ঞাধীন।

+ **বশ্য**—বশবর্তী, আদেশবর্তী, অনুগত, অনুজীবী। বি. বশ্যতা—অধীনতা (বশ্যতা স্বীকার করা)।

+ **বষট্**—দেবোদ্দেশে আহুতি প্রদানের মন্ত্র (ইন্দ্রায় বষট্); **বষট্‌কার**—বষট্ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান। বিণ. বষট্‌কৃত।

বস্, বাস্, ব্যস্—(ফা. বস) যথেষ্ট, পর্যাপ্ত, এই পর্যন্ত (বস্ আর নয়)। **বস্ বস্**—যথেষ্ট হইয়াছে, আর দরকার নাই।

বসত—(সং. বসতি) বাস, অধিষ্ঠান (বসত করা)। **বসতবাটী**—বাস করিবার গৃহ।

+ **বসতি**—(বস্+অতি) অবস্থান, বসবাস (সেখানে লোকের বসতি নাই); বস্তী, বহু লোকের বাসস্থান (ঘন বসতি)।

+ **বসন**—(বস্+অনট্) পরিধানের কাপড়; বস্ত্র। **অশন-বসন**—খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্র। স্ত্রী. বসনা—মেখলা, স্ত্রীলোকের কটিভূষণ। **বসনসদ্ম**—তাঁবু।

+ **বসন্ত**—(বস্+অন্ত) বসন্ত ঋতু; সুপরিচিত রোগ (বসন্তকালে ইহার প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া); রাগ-বিশেষ; বিদূষকের উপাধি; অতিসার রোগ। **বসন্তঘোষ,-ঘোষী**—কোকিল। **বসন্তদূত**—কোকিল; পঞ্চম-রাগ হিন্দোল; আম্রবৃক্ষ। **বসন্তদূতী**—কোকিলা; মাধবী-লতা। **বসন্ত-পঞ্চমী**—শ্রীপঞ্চমী। **বসন্তবন্ধু,-সখ**—কামদেব। **বসন্তলক্ষ্মী**—বসন্ত-শোভা। **বসন্তসখা**—কোকিল। **বসন্তোৎসব**—ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যে উৎসব করা হয়, দোলযাত্রা।

বসবাস—বাস, বসতি, স্থায়ী বাসস্থান।

+ **বসা**—(বস্+অ+আ) চর্বি, মজ্জা (বসা-গন্ধী—যাহাতে চর্বির গন্ধ)। **বসাঢ্য**—শুশুক। **বসাস্তর**—চর্বির আচ্ছাদন।

বসা—উপবেশন করা; বসতি করা (সেখানে তিন ঘর গৃহস্থ বসেছে); স্থির থাকা; নিশ্চেষ্ট থাকা (জগৎ বসে নেই); কর্মহীন হওয়া (বেকার বসে আছি); নড়বড়ে ভাব না থাকা (পায়াটা ঠিক বসেনি); যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হওয়া (পেরেকটা বসেনি; পড়ায় মন বসছে না; দুই তক্তা খাপে-খাপে বসেছে); জমাট বাঁধা (দই বসেনি; সর্দি বসে গেছে; কা'ট বসে গেছে); ভিতরে ঢুকিয়া যাওয়া (চোখ বসে গেছে; দালান খানিকটা বসে গেছে; বাঁধনটা কেটে বসেছে—কাটা দ্রঃ; প্রবৃত্ত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া (খেলায় বসা; হাট বসেছে; রোজ সন্ধ্যায় বাজার বসে); একান্ত ভগ্নোৎসাহ হওয়া (দু'মাসের ভিতরে এত লোকসানে মহাজন একেবারে বসে গেছে অথবা পড়েছে); স্বর বিকৃত ও অনুচ্চ হওয়া (ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেছে)। **টাকা বসে যাওয়া**—ব্যবসায়ে যে টাকা ফেলা হইয়াছে তাহা ফিরিয়া না পাওয়া। **নাড়ী বসে যাওয়া**—নাড়ী একান্ত নিস্তেজ হওয়া (মৃত্যুর পূর্ব অবস্থা)। **ফোঁড়া বসে যাওয়া**—ফোঁড়া না ফাটিয়া দাবিয়া যাওয়া (ইহা ক্ষতিকর)। **মন বসা**—মনে লাগা। **মোড়ল হইয়া বসা**—মোড়লের মত প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক ব্যবহার করা। **মাথায় হাত দিয়া বসা**—অত্যন্ত ক্ষতিতে খুব দমিয়া যাওয়া। **যেতে বসা**—ধ্বংস হওয়ার উপক্রম: মরণাপন্ন দশায় উপস্থিত হওয়া।

বসা—কর্মের পূর্ণতা-সাধন সম্পর্কে ব্যবহার হয় (করে বসা; বলে বসা; মেরে বসা); বেকার (পাঁচ মাস ধরে ঘরে বসা—পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত); উপবিষ্ট (বসা অবস্থায়); প্রবিষ্ট, তোবড়ানো (বসা চোখ; বসা গাল)। বসা-কবি—কবি দ্রঃ।

বসানো—উপবেশন করানো; বসবাস করানো; প্রতিষ্ঠা করা (নগর বসানো; হাট বসানো); প্রবিষ্ট করানো (পেরেক বসানো; দাঁত বসানো—দাঁত দ্রঃ; মাথায় তেল বসানো); প্রবল আঘাত দান (কিল বসানো, ঘুষি বসানো); একান্ত ভগ্নোৎসাহ করা (তিন-তিনটা নৌকা ডোবার ক্ষতি ব্যাপারীকে একবারে বসিয়ে দিয়েছে); জমানো (দৈ বসানো); উপরে স্থাপন করা (হাঁড়ির উপর হাঁড়ি বসানো); উত্তাপ লাভের অথবা প্রদানের জন্য স্থাপন করা (চুলায় হাঁড়ি বসানো; দশটা ডিম দিয়ে মুরগী বসানো হয়েছে); খচিত অথবা খচিত করা (আংটিতে পাথর বসানো); রোপণ করা (আমের কলম বসানো)। **ফোঁড়া বসানো**-দ্বারা ফোঁড়া পাকিতে ও ফাটিতে না দেওয়া।

† বসু—গঙ্গা হইতে জাত গণদেবতা-বিশেষ (অষ্টবসু); কুবের; বিষ্ণু; শিব; সূর্য; অগ্নি; কিরণ; দীপ্তি; রাজা; স্বর্ণ; ধনরত্ন; লবণ; যোতদড়ি; বল্গা; জল; কায়স্থের উপাধি-বিশেষ; মৎস্য-বিশেষ; ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। **বসু-কীট**—ভিক্ষুক; কৃপণ। **বসুদ**—ধনদাতা; কুবের (স্ত্রী. বসুদা—ধনদাত্রী; পৃথিবী)। **বসুদেব**—শ্রীকৃষ্ণের পিতা। **বসুদেবতা**—ধনিষ্ঠা-নক্ষত্র; কুবের। **বসুধা**—ধন রত্ন-ধারিণী, পৃথিবী। **বসুধাধর**—পর্বত। **বসুধারা**—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের পূর্বে গৃহের ভিত্তিতে সিন্দূরের চিহ্ন দিয়া যে পাঁচ বা সাতবার ঘৃতধারা দেওয়া হয়। **বসুন্ধর**—কুবেরের অনুচর। **বসুন্ধরা**—পৃথিবী; ভূতল। **বসুপতি**—কুবের; সূর্য। **বসুমান**—বিত্তশালী; রাজা। **বসুমতী**—পৃথিবী।

বস্তা—(হি.) পাট-নির্মিত থলে (চিনির বস্তা); বড় বাণ্ডিল বা গাঁট। **বস্তানি**—ছোট বস্তা। **বস্তা-পচা**—বহুদিন বস্তাবন্দী থাকার ফলে যাহা পচিয়া গিয়াছে (বস্তা-পচা মাল—পরিমাণ প্রচুর, কিন্তু অব্যবহার্য এমন বস্তু বা ব্যাপার)।

†বস্তি,-স্তী—নাভির অধোভাগ, তলপেট; জোলাপ। **বস্তিকর্ম,-ক্রিয়া**—পিচকারী ডুস প্রভৃতি দ্বারা বস্তি শোধন; দাস্ত করানো।

বস্তি,-স্তী—বসতি; লোকালয়; শহরে দরিদ্রদের ঘন বসতি; অপরিচ্ছন্ন পল্লী, slum (আইন করে বস্তি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে)।

† বস্তু—যাহা ইতস্ততঃ বাস করে অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, কল্পিত নহে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ, mass, matter; সার (প্রকাণ্ড লেখা, কিন্তু তার মধ্যে বস্তু খুঁজে পাবে না); অনশ্বর অব্যয় ব্রহ্ম (বেদান্ত মতে)। **বস্তুগত্যা**—প্রকৃত-পক্ষে। **বস্তুজ্ঞান**—বস্তুর গুণাগুণ বা প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান। **বস্তুত,-তঃ**—বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে। **বস্তুতত্ত্ব**—বস্তুর স্বরূপ-বিষয়ক বিদ্যা, physics; ব্রহ্মতত্ত্ব (বস্তুতত্ত্বজ্ঞ)। **বস্তুতন্ত্র**—পদার্থ-বিষয়ক; বস্তুই মুখ্য ভাব গৌণ, এই মত-বিষয়ক। বি. বস্তুতন্ত্রতা। **বস্তুতন্ত্রবাদ, বস্তুতান্ত্রিকতা**—বস্তু, প্রাকৃতিক বিধিবিধান, মুখ্যতঃ এই সবের প্রভাবে জগৎ ও জাগতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, আত্মা, আদর্শ, ভাব, এ-সব পূর্বোক্ত প্রভাবের তুলনায় কম শক্তিশালী, এই মতবাদ, realism, naturalism। **বস্তুধর্ম**—বস্তুর স্বকীয় প্রবণতা। **বস্তুবিচার**—বস্তু সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়।

বস্ত্র—[বস্ (আচ্ছাদন করা)+ত্র] আচ্ছাদন; কাপড়। **বস্ত্র-কুট্টিম**—ছাতা; তাঁবু। **বস্ত্র-গৃহ**—তাঁবু। **বস্ত্রপূত**—যাহা কাপড়ে ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে। **বস্ত্রযোনি**—যাহা হইতে বস্ত্র পাওয়া যায়, বস্ত্রের উৎপত্তি-কারণ, কার্পাস, রেশম-পোকা, পশম প্রভৃতি। **বস্ত্র-বিলাস**—পরিচ্ছদে সৌখীনতা। **বস্ত্র-বেশ্ম**—তাঁবু। **বস্ত্রাবকর্ত**—বস্ত্রের অবকৃত্ত অর্থাৎ খণ্ডিত অংশ, কাপড়ের টুক্‌রা।

বহতা—যাহাতে প্রবাহ বিদ্যমান; স্রোতস্বতী (বহতা নদী)।

† বহন—স্থানান্তরে নেওয়া; স্কন্ধ, পৃষ্ঠ, মস্তক প্রভৃতিতে ধারণ; দায়িত্ব-নির্বাহ (কর্তব্য-ভার বহন); বাহন; যান (বহন-ভঙ্গ—জাহাজ-ডুবি, নৌকাডুবি)। **বহনীয়**—বহনযোগ্য। **বহমান**—যাহা প্রবাহিত হইতেছে (বহমান ধারা; **আবহমান কাল**—চিরকাল)।

বহর—(আ. বহ্‌র—সমুদ্র) নৌশ্রেণী; fleet (মীরবহর—নৌ-অধ্যক্ষ; উপাধি-বিশেষ); চওড়াই, প্রস্থ (মাথায় ছোটো, বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান—রবি); লম্বাই-চওড়াই, ঘটা, আতিশয্য (বিদ্যার বহর; কোঁচার বহর)। **হাতে বহরে**—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে। **বহরমপুরে পাঠানো**—অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা সম্পর্কে বক্রোক্তি (বহরমপুরে পাগলা-গারদ আছে; তুল্য কারণে রাঁচী পাঠানোও বলা হয়)।

বহা—(বওয়া দ্রঃ) বহন করা (স্কন্ধে যত চাপে ভার বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—রবি); প্রবাহিত হওয়া (শোকের ঝড় বহিল চৌদিকে—মধু); অতিক্রান্ত হওয়া (বয়স বহিয়া গেল, বিবাহ হইল না)।

বহানো—বওয়ানো বহন করানো; প্রবাহিত করানো (রক্তের ধারা বহানো)।

বহাল, বহল—(ফা. বহাল) পুনর্নিযুক্ত (সাবেক কাজে বহাল হয়েছে); নিযুক্ত (চাকরিতে বহাল হয়েছে; স্বস্থ; আনন্দিত; অটুট (**বহাল-তবিয়তে**—সানন্দ চিত্তে, দেহ ও মনের সুস্থ অবস্থায়)। **বহালী**—কর্মে নিয়োগ সম্বন্ধীয় (বহালী চিঠি)।

বহি—বই, পুস্তক ; খাতা (হিসাবের বহি)। **বহি**— বই, ব্যতীত (কাব্যে ব্যবহৃত)।
‡ **বহিঃ**—বাহির, বহির্দেশ (বহিঃপ্রকৃতি ; বহিরিন্দ্রিয়)। **বহিঃকেন্দ্র**—ex-centre ; **বহিঃকোণ**—exterior angle। **বহিঃপ্রকোষ্ঠ**—বাড়ির বাহিরের ঘর, বৈঠকখানা। **বহিঃস্থ, বহিঃস্থিত**—বাহিরে স্থিত, বাহ্য। **বহিরঙ্গ**—বাহ্য, অনাত্মীয় (বিপ. অন্তরঙ্গ)। **বহিরিন্দ্রিয়**—দেহের বহির্ভাগের ইন্দ্রিয়, চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়। **বহির্গমন**—বাহিরে যাওয়া। **বহির্জগৎ**—বাহিরের জগৎ (বিপ. অন্তর্জগৎ)। **বহির্দেশ**—বহির্ভাগ, বাটী বা গ্রামের বাহিরের স্থান। **বহির্দ্বার**—তোরণ, ফটক। **বহির্বাণিজ্য**—ভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য foreign trade। **বহির্বাস**—কৌপীনের উপরে যে বস্ত্র পরিহিত হয় (বিপ. অন্তর্বাস)। **বহির্ভূত**—বহির্গত ; বাহিরে স্থিত ; অননুমোদিত (শিষ্টাচার-বহির্ভূত)। **বহির্মুখ**—বিমুখ ; বাহ্য বিষয়ে আসক্ত। **বহির্মুখী**—বাহিরের বিষয়ে যাহার লক্ষ্য। **বহিশ্চর**—বাহ্য। **বহিষ্করণ**—বাহির করিয়া দেওয়া, দূরীকরণ (বিণ. বহিষ্কৃত)। **বহিস্থ, বহিস্থিত**—বাহিরের।
* **বহু**—(বন্‌হ্‌+উ) অনেক, প্রচুর, নানা, সমধিক। **বহুকর**—ফরাস, যে ঝাড়-পোঁছ করে ; সম্মার্জনী। **বহুকালীন, বহুকেলে**—অনেক দিনের, পুরাতন। **বহুক্ষম**—সহিষ্ণু। **বহুক্ষীরা**—যে গাভী প্রচুর দুধ দেয়। **বহুগন্ধ**—তেজপাতা। **বহুগ্রন্থি**—অনেক গাঁটযুক্ত। **বহুজ্ঞ**—বহুদর্শী, যে বহু বিষয় জানে। **বহুতন্ত্রী,-তন্ত্রীক**—বহু তারযুক্ত। **বহুতর**—অনেক, নানা প্রকারের। **বহুতা**—বাহুল্য। **বহুতৃণ**—তৃণবৎ। **বহুত্র**—বহু স্থানে। **বহুত্ব**—অনেকত্ব। **বহুত্বক**—ছালের অনেক স্তরযুক্ত। **বহুদক্ষিণ**—অতিশয় উদার বা দাতা। **বহুদর্শী**—দূরদর্শী, অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন (বি. বহুদর্শিতা)। **বহুদুগ্ধ**—গোধূম। (স্ত্রী. বহুদুগ্ধা—বহুক্ষীরা ; বহুদুগ্ধিকা—মনসা গাছ)। **বহুদোষ**—অনেক দোষ ; বহুদোষযুক্ত। **বহুধা**—বহু প্রকারে, বহু দিকে (বহুধা বিভক্ত)। **বহুধার**—বহু ধারা-বিশিষ্ট ; খরধার ; বজ্র। **বহুনাদ**—শঙ্খ। **বহুপটু**—প্রায় পটু। **বহুপত্র**—বহু পত্র-বিশিষ্ট ; পেঁয়াজ। **বহুপত্নীক**—যাহার বহু স্ত্রী। **বহুপর্ণী**—ছাতিম গাছ। **বহুপুত্রবতী**—বহু পুত্রের মাতা। **বহুপুষ্প**—অনেক পুষ্পযুক্ত, নিমগাছ। **বহুপ্রজ**—যাহার অনেক সন্তান হয়, শূকর। **বহুপ্রবাহ**—বহু ধারাযুক্ত। **বহুপ্রসূ**—যে স্ত্রীলোকের অনেক সন্তান হইয়াছে। **বহুফল**—কদম্বৃক্ষ (বহুফলী—আমলকী বৃক্ষ)। **বহুবচন**—(ব্যাকরণ) বহুত্ববাচক বিভক্তি (গৌরবে বহুবচন)। **বহুবল**—মহাবল। **বহুবল্লভ**—বহু নায়িকার প্রিয় ; শ্রীকৃষ্ণ। **বহুবার**—অনেক বার। **বহুবিৎ**—যে বহু বিষয়ে জানে। **বহুবিধ**—নানা প্রকার। **বহুবিবাহ**—(পুরুষের) একাধিক পত্নী গ্রহণ। **বহুবিস্তীর্ণ**—বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। **বহুবীজ**—যে ফলে বহু আঁটি, আতা, দাড়িম্ব ইত্যাদি। **বহুবেত্তা**—বহুবিৎ। **বহুব্যয়ী**—অমিতব্যয়ী, খরুচে। **বহুব্রীহি**—সমাস-বিশেষ। **বহুভাগ্য**—সৌভাগ্য ; সৌভাগ্যশালী। **বহুভাষী**—বাচাল (স্ত্রী. বহুভাষিণী ; বি. বহুভাষিতা)। **বহুভুজ**—বহু বাহু-বিশিষ্ট ; polygon। **বহুভোজী**—যে প্রচুর খায়। **বহুমঞ্জরী**—যে গাছে বহু মুকুল হয়, তুলসী। **বহুমত**—সম্মানিত (বি বহুমতি—সমাদর)। **বহুমান**—প্রভূত সম্মান বা গৌরব (বি. বহুমানাস্পদ—সমধিক সম্মানের পাত্র)। **বহুমার্গ**—বহু পথযুক্ত। **বহুমুখ,-মুখী**—যাহার নানাদিকে মুখ বা প্রবণতা। **বহুমূত্র**—রোগ-বিশেষ ; diabetes। **বহুমূর্তি**—অনেক মূর্তি-বিশিষ্ট, শিব, বিষ্ণু। **বহুমূর্ধা**—যাহার অনেক মস্তক ; বিষ্ণু। **বহুমূল,-মূলক**—বহু মূলবিশিষ্ট, ঘাস-বিশেষ ; বটবৃক্ষ (স্ত্রী. বহুমূলা—শতমূলী)। **বহুমূল্য**—মূল্যবান্‌, দামী, গভীর অর্থপূর্ণ। **বহুরন্ধ্র**—বহু ছিদ্রযুক্ত। **বহুরাশিক**—বহু রাশিযুক্ত ত্রৈরাশিক-বিশেষ। **বহুরূপ**—নানা রূপ ; নানা রূপজাত, শিব ; বিষ্ণু ; সূর্য ; কৃকলাস, chameleon। **বহুরূপী**—বহুরূপ, যাহারা বহু রূপে সাজিয়া

লোকের চিত্ত-বিনোদন করে (কথ্য—বউরূপী)। **বহুরোমা**—বহু রোমযুক্ত, ভেড়া। **বহুল**—অধিক, প্রচুর (বি. বাহুল্য, বহুলতা) ; কৃষ্ণপক্ষ ('বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী') ; কৃষ্ণবর্ণ ; অগ্নি ; আকাশ (স্ত্রী. বহুলা—কৃত্তিকা নক্ষত্র)। **বহুলীকৃত**—বিস্তারিত, বিপুল সংখ্যায় বর্ধিত ; মঞ্জরী হইতে সংগৃহীত ও রাশিকৃত (ধান্যাদি)। **বহুশক্র**—বহু শক্র-বিশিষ্ট ; চড়ুই পাখী। **বহুশাখ**—বহু শাখাযুক্ত। **বহুশিখ**—বহু শিখা-বিশিষ্ট। **বহুশিরাঃ**—বহু শিরযুক্ত ; বিষ্ণু। **বহুশ্রুত**—যিনি অনেক বার বেদাদি শ্রবণ করিয়াছেন ; সুপণ্ডিত। **বহুসন্ততি**—বহু সন্তানযুক্ত ; বেউড় বাঁশ। **বহুস্বামিক**—যাহার অনেক প্রভু বা মালিক।

বহুড়ি,-ড়ী—বউড়ী, বালিকা বধূ, পুত্রবধূ ; বধূ (বহুড়ী-ঝিয়ারী)।

বহুত, বহুৎ—অনেক, প্রচুর, ভূরি (বর্তমানে সাধারণতঃ কথ্য-ভাষায় ব্যবহৃত হয়)। **বহুত আচ্ছা**—খুব ভাল ; বেশ, বেশ (উৎসাহ-বর্ধনে ব্যবহৃত হয়, ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়)। **বহুত বহুত**—ঢের ঢের।

বহেড়া—বয়ড়া (আমলকী হরিতকী বহেড়া)।

+ **বহ্নি**—(বহ্ +নি—যিনি দেবতাদের জন্য হবি বহন করেন) অগ্নি, যজ্ঞাগ্নি ; জঠরাগ্নি। **বহ্নিকোণ**—অগ্নিকোণ। **বহ্নিগর্ভ**—বাঁশ (স্ত্রী. বহ্নিগর্ভা—শমীবৃক্ষ)। **বহ্নিজ্বালা**—অগ্নিশিখা ; ধাতকী বৃক্ষ। **বহ্নিবিবিক্ষু**—আগুনে ঝাঁপ দিবার জন্য ব্যাকুল (পতঙ্গ)। **বহ্নিভোগ্য**—ঘৃত। **বহ্নিমন্থ**—যাহা ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপাদিত হয় ; গণিকারিকা বৃক্ষ। **বহ্নিমিত্র**—বায়ু। **বহ্নিমুখ**—অগ্নি যাঁহাদের মুখ, দেবতা ; বহ্নিবিবিক্ষু (যেন পতঙ্গ বহ্নিমুখ)। **বহ্নিরেতাঃ**—শিব। **বহ্নিশিখ**—কুঙ্কুম। **বহ্নিসংস্কার**—শবদাহ। **বহ্নিসখ,-সখা**—বায়ু।

বহ্বর্থ—বহু অর্থযুক্ত।

বহ্বারম্ভ—আড়ম্বরের বাহুল্য ; বাহিরের ঘটা ; বহু আড়ম্বর-যুক্ত আরম্ভ ("অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে, দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া")।

* **বহ্বাশী**—বহুভোজী।　　[কথ্য।

* **বহ্বাস্ফোট**—আস্ফালন-বাহুল্য, খুব পাঁয়তারা

+ **বা**—বিকল্প, অথবা (যাও বা না যাও ; তোমাকেই বা কেমন করে বলি) ; পাদপূরণে (আমি নাইবা গেলাম বিলাত—রবি) ; আরও (কত বা আদর কত বা সোহাগ) ; বিস্ময়, বিরক্তি ইত্যাদি-জ্ঞাপক (বা রে তামাসা !) ; বেশ, চমৎকার (বা, বা, বেশ হচ্ছে !)।

বাই—(সং. বাতিক ; বায়ু) বায়ুরোগ, বাতিক (শুচিবাই) ; প্রবল সখ, (শিকারের বাই) ; হাত, এক হাতে পরিবার যোগ্য শাঁখার এক গোছা।

বাই,-বাঈ—সম্ভ্রান্ত মহিলা (মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত) ; পশ্চিম ভারতীয় পেশাদার গায়িকা ও নর্তকী (বাইনাচ ; বাইজী)।

বাইক—(ইং. bike) বাইসিকেল (বাইক করা)।

বাইচ,-ছ—(সং. বহিত্র ?) প্রতিযোগিতামূলক নৌকা চালনা (বাইচ খেলা ; বাইচ দেওয়া)। (কথ্য—বাচ)।

বাইন—(প্রাদেশিক) চাষবাস, বীজবপন (নাবি বাইন—দেরীতে-করা বুনানি)।

বাইন—(সং. বর্মি) সর্পের আকৃতির মাছ-বিশেষ (বাইম নাম-ও প্রচলিত)।

বাইন—খাদের অথবা খেজুরের রস জ্বাল দিবার বৃহৎ চুলী ; দুই তক্তার জোড়ের স্থান।

বাইবেল—(ইং. Bible) খৃষ্টানদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

বাইর—বাহির (প্রাদেশিক—বার দ্রঃ)। **বাইরে**—বাহিরে (বাইরে যাওয়া—বাহিরে যাওয়া ; বিদেশে যাওয়া ; মলমূত্র ত্যাগ করিতে যাওয়া) ; প্রকাশ্যভাবে (বাইরে কোঁচার পত্তন ; বাইরে এক, ভিতরে আর)।

বাইল—তাল, নারিকেল প্রভৃতির শাখা ; মঞ্জরী (ধানের বাইল—প্রাদেশিক)।

বাইশ—(সং. দ্বাবিংশ) ২২ এই সংখ্যা। **বাইশা,-শে**—২২ তারিখ। **বাইশ পঞ্চায়েত**—বাইশজন মহল্লা-সর্দারের মিলিত বৈঠক, এরূপ বৈঠকে অনেক গুরুতর বিষয়ের বিচার হইত, কোন কোন অঞ্চলে এখনও হয়।

বাইশ,-স—(ইং. vice) ছুতারের অস্ত্র-বিশেষ।

বাইসিকেল—(ইং. bicycle) সুপরিচিত দ্বিচক্রযান।

বাউট,-টা—দ্রুতগামী হরিণ-বিশেষ (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

বাউটি, বাহুটি—(সং. বাহুত্রাণ) বাহুর অলঙ্কার-বিশেষ ; বাউ।

বাউণ্ডুলে, বাউণ্ডেল—যে পথে পথে বেড়ায়, ভবঘুরে (বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী—নজরুল ইসলাম)। স্ত্রী. বাউণ্ডুলী।

বাউনি—লক্ষ্মীকে গৃহে অচলা করিবার পৌষ-পার্বণ-বিশেষ ; যাহাতে ভর দিয়া লাউ-লতাদি উঠিতে পারে, এমন ডালপাল বা কঞ্চি (বাউনি পাওয়া—যাহা অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে এমন আশ্রয় পাওয়া)।

বাউরি,-রী—হিন্দুজাতি-বিশেষ (বাউরি বাগ্দী)।

বাউল—(সং বাতুল) ঈশ্বর-ভক্ত সম্প্রদায়-বিশেষ ; ইহারা প্রচলিত হিন্দু বা মুসলমান-আচার অনুসারে চলে না, সঙ্গীত ইহাদের সাধনার এক প্রধান অঙ্গ। **বাউলানো**—ঘুরপাক খাওয়া ; সঞ্চারিত করা।

বাউলি,-লী—(সং. বলয়) রন্ধনকালে ব্যবহার্য বেড়ী (প্রাদেশিক)। **বাউলি দিয়ে আসা**—ঘুরিয়া আসা, ছল-ছুতা করিয়া ঘুরিয়া আসা (প্রাদেশিক, গ্রাম্য) ; বাহড় দ্রঃ।

বাউস—মৎস্য বিশেষ।

বাও—বাতাস (বাও-বাতাস—বাতাস) উপ-দেবতার প্রভাব ; (ইং. bubo) দূষিত গ্রন্থি-স্ফীতি-বিশেষ, বাঘী। **বাওয়া ডিম**—মোরগের সংস্পর্শ ব্যতিরেকে মুরগী যে ডিম পাড়ে, ইহার বাচ্চা ফোটে না।

বাওটা—বাউট দ্রঃ।

বাওয়া—নৌকাদি চালনা করা (নাও বাওয়া ; হাল বাওয়া) ; অতিক্রম করা, প্লাবিত করা (চিবুক বেয়ে জল পড়ছে) ; উপ্‌চানো ; (তেল বেয়ে পড়ছে)। বাহা দ্রঃ।

বাওয়ান্ন—বাহান্ন ৫২, এই সংখ্যা।

বাংলা, বাঙ্‌লা—বাংলাদেশ অথবা ভাষা ; বৃহৎ ঘর-বিশেষ, bungalow।

বাঃ—(ফা. বাহ্‌) বিস্ময় ও আনন্দ-প্রকাশক (বাঃ আপনি তো একদম সেরে উঠেছেন!)।

বাঁ—বাম, বাম ভাগের (বাঁ চোখ)। **বাঁইয়া**—যে স্বভাবতঃ বাম হাতে কাজ করে ; তবলার বাঁয়া। **বাঁয়**—বাঁয়ে, বাম-দিকে (কথ্য)।

বাঁও—জলের গভীরতার মাপ-বিশেষ, চারহাত (বিশ বাঁও জলের নীচে পড়ে গেছে—উদ্ধার বা সম্পাদন দুঃসাধ্য)। [জলাশয় (বিল, বাঁওড়)।

বাঁওড়—দীর্ঘ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসর।

বাঁক—(সং. বঙ্ক) বক্র, যাহা বাঁকিয়া গিয়াছে (বাঁকমল) ; নদী যেখানে বাঁকিয়া যায় ; নদীর। পাড়ে যেখানে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা ও বিক্রয় হয় (বাঁক পড়া ; বাঁকে মাছ কেনা) ; নৌকার তলার বক্র কাষ্ঠখণ্ড ; **বাঁহুক**—(দইয়ের বাঁক কাঁধে)। **বাঁকনল**—স্বর্ণকার যে বাঁকা নলের সাহায্যে আগুনে ফুঁ দিয়া সোনা গলায়।

বাঁক—(ফা বাঙ্‌গ্‌) মোরগের ডাক (মোরগের পয়লা বাঁকের সময়ই জেগে গিয়েছিল) ; গাজী সাহেবের মোরগ, পেটে গেলেও বাঁক দেয়—যাহা আত্মসাৎ করিতে গিয়া বিপদে পড়িতে হয়, সেরূপ ব্যাপার সম্পর্কে বলা হয়।

বাঁকা—বাঁকিয়া যাওয়া, বক্র হওয়া। **বেঁকে বসা**—বিরূপ হওয়া, প্রতিকূল ভাব ধারণ করা। **বেকে দাঁড়ানো**—প্রতিকূল হওয়া।

বাকা—(সং বঙ্ক) বক্র ; কুটিল অসরল, প্যাঁচ-যুক্ত (সোজা পথ ধর, বাঁকা চাল ছাড়)। **বাঁকা কথা**—অসরল কথা, কটাক্ষপূর্ণ উক্তি। **বাঁকাচোরা**—ঋজু নহে, যাহা নানা ভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে। **মুখ বাঁকা করা**—অপ্রসন্নতা দেখানো। **বাঁকাসিঁথি**—টেরচা ভাবে কাটা সিঁথি। **আঁকাবাঁকা**—নানাস্থানে বাঁকা বা কুটিল (আঁকাবাঁকা পথ ধরিয়া)।

বাকানো—বক্র করা ; যাহা বক্র করা হইয়াছে (বাঁকানো লোহা)। **ঘাড় বাঁকানো**—ঘাড় ফুলানো, প্রতিরোধের ভাব দেখানো।

বাঁচন—প্রাণে বাঁচা, রক্ষা পাওয়া ; রেহাই পাওয়া (বড় বাঁচনটাই বেঁচেছে। **মরণ-বাঁচন**—প্রাণ ধারণ অথবা প্রাণত্যাগ অথবা তত্তুল্য গুরুতর (মরণ-বাঁচন সমস্যা)।

বাঁচা—প্রাণে রক্ষা পাওয়া ; পরিত্রাণ পাওয়া ; স্বস্তি লাভ করা (বেরিয়ে পড়ে বেঁচেছি ; বুড়ো-বুড়ী মরে বেঁচেছে) ; সঞ্চিত হওয়া (এক পয়সাও বাঁচে না ; যোগ্যভাবে জীবন ধারণ করা (বাঁচার মত বাঁচা)। **বেঁচে বর্তে থাকা**—জীবিত থাকা।

বাঁচানো—রক্ষা করা ; প্রাণদান করা ; সঞ্চিত করা ; বিপন্মুক্ত করা (কর্তা না বাঁচালে এবার গেছি) ; আঘাত বা সংস্রব হইতে রক্ষা করা

(গা বাঁচিয়ে চলা)। **আইন বাঁচিয়ে চলা**—আইন অনুসারে-দণ্ডনীয় হইতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

বাঁচোয়া—পরিত্রাণ, রক্ষা; সঙ্কট অসুবিধা ইত্যাদি হইতে ত্রাণ (সে চেয়ে বসেনি, এই বাঁচোয়া)।

বাজা, বাঁঝা—(সং. বন্ধ্যা) যে স্ত্রীর সন্তান হয় না, barren। **বাঁঝী**—বন্ধ্যা।

বাঁট—হাতল (ছুরির বাঁট; ছড়ির বাঁট; ছাতার ধারণ দণ্ড (ছাতার বাঁট); গরু প্রভৃতির স্তনের বোঁটা (গরুটার একটা বাঁট কাণা—অর্থাৎ সে বাঁট দিয়া দুধ পড়ে না); বণ্টন (বাঁট্ করে নেওয়া)।

বাঁটন—বণ্টন বিতরণ।

বাঁটা—বণ্টন করা, ভাগ করা পেষণ করা; বাটা (হলুদ বাঁটা)। **বাঁটানো**—বণ্টন করানো; পিষ্ট করানো। **বাঁটাবাঁটি**—পরস্পরের মধ্যে বণ্টন।

বাটখারা, বাটখারা—যে প্রস্তর বা লৌহ-খণ্ডের দ্বারা পরিমাপ করা হয়। বাঁটখারা দ্রঃ।

বাঁটা, বাটা, বাট্টা—(সং. বার্ত্তা) টাকা বা নোট ভাঙ্গাইবার সময় মুদ্রার যে অংশটুকু কম লওয়া হয় (টাকায় দু'আনা বাট্টা দিয়ে ভাঙ্গানো হয়েছে)।

বাঁটোয়ারা—বণ্টন, বিভাগ; বাটোযারা দ্রঃ।

বাঁড়ুরি,-রী—ভঙ্গ-বন্দ্যোপাধ্যায়। **বাঁড়ুয্যে, বাড়ুয্যা**—বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁদর—(সং. বানর) বনের কপি, মর্কট, দুষ্ট, অশিষ্ট। **বাঁদর মুখো**—বাঁদরের মত মুখ যার, কুশ্রী। স্ত্রী—বাঁদরী। বি. বাঁদরামি বাঁদরামো—অশিষ্টপনা, শয়তানি।

বাঁদী—(ফা) ক্রীতদাসী; দাসী (বাঁদীর মত খাটতে পারে)। **বাঁদীর বাঁচ্চা**—জন্মসূত্রে অতি হীন, গালি-বিশেষ। **বাঁদীপোতা**—পাতলা ডোরাকাটা সস্তা কাপড়-বিশেষ, সাধারণ লেপ তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়।

বাঁধ—(সং. বন্ধ) জলের প্রবাহ রোধ করিবার জন্য নির্মিত আলি, জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণার্থ নদী প্রভৃতিতে স্থাপিত বৃহৎ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা (দামোদর-বাঁধ); আটক (মুখে বাঁধ নাই); নির্মাণ, গঠন, বাঁধুনি (দেহের বাঁধটা ভালই ছিল)।

বাঁধন—বন্ধন, প্রতিরোধ। **বাঁধন ছেঁড়া**—বন্ধন ছিন্ন করা; যাহার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। **বাঁধনহারা**—যাহার কোন বন্ধন নাই। **বাঁধনি**—বন্ধন; বাঁধুনি।

বাঁধা—বন্ধন করা; রোধ করা; গিরা দেওয়া; রচনা করা; ছন্দোবদ্ধ করা, নির্মাণ করা (গান বাঁধা, বেড়া বাঁধা); বন্দী করা; গতি নিরুদ্ধ করা (ট্রাম বাঁধা; নৌকা বাঁধা); যথা-যথভাবে স্থাপন করা বা সজ্জিত করা (পাগড়ী বাঁধা; সেতার বাঁধা; তবলা বাঁধা)। **বাঁধাছাঁদা**—ভাল করিয়া বাঁধা, কৌশল করিয়া সাজানো। **কোমর বাঁধা**—কোন কাজের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়া। **খোপা বাঁধা**—কেশ-বিন্যাস করিয়া চুলের খোঁপা নির্মাণ করা। **গোড়া বাঁধা**—গোড়া শক্ত করা বা পাকা করা। **ঘর বাঁধা**—গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করা। **চুল বাঁধা**—চুল আঁচড়াইয়া বেণীবদ্ধ করা। **জমাট বাঁধা**—সংহত হওয়া; গাঢবদ্ধ হওয়া, সুসম্বদ্ধ হওয়া। **জোট বাঁধা**—দল পাকানো; দল বাঁধা। **দানা বাঁধা**—দানার সৃষ্টি হওয়া; সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করা (চিন্তা এখনো দানা বাঁধেনি)। **বই বাঁধা**—সেলাই আদি করিয়া বই আকারে দাঁড় করানো। **বুক বাঁধা**—সাহস করা, সংকল্প করা, ধৈর্য ধরা। **মন বাঁধা**—সংকল্প করা।

বাঁধা—বদ্ধ (খুঁটায় বাঁধা, সংসারের ঘানিতে বাঁধা; বন্ধক (বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করা); নিয়ন্ত্রিত (স্ত্রীর আঁচলে বাঁধা, বাঁধা গরু); বরাদ্দ, নির্ধারিত (বাঁধা মাইনে; বাঁধা মক্কেল); ইট, খোয়া প্রভৃতির দ্বারা পাকা করা (বাঁধা রাস্তা; বাঁধা ঘাট)। **বাঁধা ধরা**—যাহা আগে থাকতে নির্ধারিত আছে, নূতনত্ব-বর্জিত। **বাঁধাবাঁধি**—সুনির্ধারিত কিছু; কড়া নিয়ম (এক মাসের মধ্যেই করতে হবে এমন বাঁধাবাঁধি নেই। **বাঁধা রোসনাই**—রাস্তার দুই ধারে সজ্জিত আলোকমালা। **বাঁধা শরীর**—স্বাস্থ্য-পূর্ণ সবল শরীর। **বাঁধা সালসা**—যে সালসা বিশেষ নিয়মাধীন হইয়া ব্যবহার করিতে হয়। **বাঁধা হুঁকা**—রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর পাতযুক্ত নারিকেলি হুঁকা। **হাত-পা বাঁধা**—একান্ত অসহায়।

বাঁধাই—বাঁধার কাজ (বই বাঁধাই); বাঁধিবার

পারিশ্রমিক ; মজুদ। **বাঁধাই করা**—ভবিষ্যতে বিক্রয় করিবার জন্য প্রচুর মাল সংগ্রহ করা। **বাঁধাই কারবার**—বহু মাল সংগ্রহ করা ও এক সঙ্গে বহু মাল বিক্রয় করার কারবার।

বাঁধানো—নির্মাণ করানো; পাকা করানো। **দাঁত বাঁধানো**—দাঁত দ্রঃ। [বাঁধুনি)।

বাঁধুনি,-নী—বন্ধন; ছাঁদ বা ধরণধারণ (কথার

বাঁয়া—বাম হস্তে বাদনীয় যন্ত্র, ডুগী (বাঁয়া-তবলা)।

বাঁশ—(সং. বংশ) বংশ, বেণু; ধনুক (গুলাল-বাঁশ); মোটা ও বড় প্রহার যন্ত্র (বাঁশ দেওয়া)। **বাঁশগাড়ি করা**—জমির অধিকার জানাইবার জন্য সেই জমির উপর লোকজন ও বাদ্যসহ বাঁশ গাড়া। **বাঁশের কোঁড়া**—বাঁশের অঙ্কুরের মত দ্রুত বর্ধনশীল, অল্প বয়সের চেঙা ছেলে-মেয়ে সম্বন্ধে বলা হয়। (পোঁদে) **বাঁশ দেওয়া**—(অভব্য) অপেক্ষাকৃত মান্য ব্যক্তিকে অতিশয় কষ্ট দেওয়া, লাঞ্ছনার একশেষ করা। (বুকে) **বাঁশ দেওয়া বা ডলা**—অতিশয় নির্যাতন করা। **বাঁশপাতা**—বাঁশের পাতার মত পাতলা শাদা মাছ-বিশেষ। **বাঁশ বনে ডোম কানা**—একই ধরণের অনেক জিনিষের মধ্য হইতে কোন একটি বাছিয়া লওয়ার দুঃসাধ্যতা সম্বন্ধে বলা হয়; অনেক জিনিষের মধ্যে পড়িয়া দিশাহারা ভাব। **বাঁশড়া**—বাঁশ ও তজ্জাতীয় (বাঁশ-বাঁশড়া)।

বাঁশরি,-রী—(হি. বাঁসুরী) বাঁশী, মুরলী। **বাঁশি,-শী**—(সং. বংশী) বংশী। **বাঁশীর মত নাক**—দীর্ঘ অতুল ও উঁচু নাক। [বিশেষ।

বাঁসমতি, বাসমতী—সুগন্ধ চাউল ও ধান্য-

বাঁহুক—বাঁক, কাধে ভার বহিবার চেরা বাঁশ।

† **বাক্**—(বচ্ + ক্বিপ্) কথা, বাণী, বচন, বিদ্যা। **বাক্-কলহ**—বাক্যের দ্বারা কলহ, গালাগালি। **বাক্ছল**—বাক্চাতুরী, কথার ঘুরাইয়া অর্থ করা। **বাক্চাতুর্য**—বাক্য প্রয়োগের কৌশল, কথার বাহাদুরি। **বাক্চাপল্য**—বাক্-সংযমের বিপরীত, মুখে যা আসে তাই বলা, অনায়াসে মিথ্যা বলা, নিন্দা করা ইত্যাদি। **বাক্পটু**—বাগ্মী, কথায় পটু। **বাক্পতি**—বৃহস্পতি; উত্তম বক্তা। **বাক্পারুষ্য**—রূঢ় বাক্য, কড়া কথা বলার দোষ; মানহানিকর উক্তি। **বাক্প্রণালী**—কথা বলিবার ধরণ বা রীতি। **বাক্প্রপঞ্চ**—কথার ধাঁধা। বাগ্বাহুল্য। **বাকরোধ**—কথা বলিবার ক্ষমতা না থাকা। **বাক্শক্তি**—কথা কহিবার শক্তি, বাক্যের শক্তি। **বাক্সংযম**—বেশী কথা না বলা। **বাক্সিদ্ধ**—যাহার কথা ফলে (বি. বাকসিদ্ধি)। **বাক্সর্বস্ব**—কথাই যাহার সর্বস্ব, কাজের ক্ষমতা নাই। **বাক্সূত্র**—কথার সূত্র; বাদ্যযন্ত্রের তাঁত। **বাক্স্ফূর্তি**—মুখ ফোটা, অনর্গল কথা বলার শক্তি।

বাক—(বচ্ + অ) বচন; মন্ত্র; উচ্চারণ।

বাকম—পায়রার ডাক। [খোসা, ছিল্কা।

বাকল,-লা—(সং. বল্কল) বৃক্ষত্বক (বাকলভূষণ);

বাকি,-কী—(আ. বাকী) অবশিষ্ট, প্রাপ্যের যাহা অবশিষ্ট আছে (বহু দুর্ভোগ এখনও বাকি আছে)। **বাকী খাজনা**—যে খাজনা এখনও পরিশোধ করা হয় নাই। **বাকী জায়**—যে-সব খাজনা আদায় হয় নাই তাহার তালিকা। **বাকীদার**—যে প্রজার নিকট খাজনা বাকী আছে। **বাকি পড়া**—অনাদায়ী থাকা। **বাকীবকেয়া**—যে-সব প্রাপ্য বাকী আছে। **বিলাত বাকী**—অনাদায়ী বাকী, যে বাকী টাকা আদায়ের সম্ভাবনা কম।

† **বাক্য**—(বচ্ + য) কথা (মোর বাক্য ধর); আজ্ঞা (গুরুবাক্য; হিতবাক্য); বক্তব্যের পূর্ণতাজ্ঞাপক শব্দসমষ্টি, sentence। **বাক্য-গর্ভিত**—বাক্যের গর্ভস্থ অপ্রধান বাক্য, parenthesis। **বাক্যদণ্ড**—কথার দ্বারা শাসন, তিরস্কার। **বাক্যদান**—কথা দেওয়া। **বাক্য-পরম্পরা**—বাক্যের পর্যায়ক্রমে, কথাপ্রসঙ্গে। **বাক্যবাগীশ**—কথায় পটু। **বাক্য-বিশারদ**—কথা বলিতে ওস্তাদ। **বাক্যবাণ**—অতি নিষ্ঠুর বচন। **বাক্যব্যয়**—কথা বলা (বাক্যব্যয় না করিয়া প্রস্থান করিলেন)। **বাক্যস্থ**—যে কথা রক্ষা করে; কথার বাধ্য। **বাক্যস্ফূর্তি**—মুখে কথা আসা। **বাক্যাড়ম্বর**—কথার আড়ম্বর বা ঘটা। **বাক্যালাপ**—আলাপ, কথাবার্তা (দুই জনের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ)।

বাক্স—(ইং. box) তালা বন্ধ করিয়া রাখা যায়

এমন চতুষ্কোণ আধার। **বাক্সবন্দী**—যাহা বাক্সে ভাল ভাবে বন্ধ করা হইয়াছে; বাক্সজাত। **ক্যাশবাক্স**—যে ছোট বাক্সে খরচের জন্য নগদ টাকা-পয়সা থাকে। **রং-এর বাক্স**—চিত্রকর যে বিভিন্ন আধারে রং রাখে। **হাতবাক্স**—যে ছোট বাক্সে সর্বদা খরচের টাকা থাকে।

বাখর—যে খাম্বিরা দ্বারা চাউল হইতে মদ প্রস্তুত হয়। **বাখরখানি**—ঢাকায় প্রস্তুত বহুস্তরযুক্ত মোটা রুটি-বিশেষ।

বাখান—ব্যাখ্যান, বিবৃতি; গুণকীর্তন; ব্যাখ্যা করা; বর্ণনা করা; প্রশংসা করা (বাখানি বীরপনা তোর—মধুসূদন)।

বাখারি,-রী—বাঁশ চিরিয়া যে-সব মোটা ফালি নির্মিত হয় (বাখারি দিয়ে বেড়া বাঁধা)।

বাগ—(সং. বল্গা) লাগাম (ঘোড়ার বাগ ধরা)। **বাগডোর**—নিয়ন্ত্রিত করিবার সূত্র, লাগাম। **বাগ মানা**—লাগাম মানা; শাসন মানা (মন আর বাগ মানে না)। **বাগে পাওয়া**—কায়দায় পাওয়া।

বাগ—(ফা. বাগ') বাগান। **বাগ-বাগিচা**—বড় ও ছোট বাগান। **বাগবাগ খুশী, খুশীতে বাগেবাগ**—অতিশয় আনন্দিত।

বাগডাসা,-ডাঁশা—কতকটা বাঘের মত ডোরাযুক্ত জানোয়ার-বিশেষ। **বাগদি, বাগদী**—(বকদ্বীপ?) নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতি-বিশেষ (বাগদী-বাউরী)। স্ত্রী. বাগদিনী।

বাগ্‌জাল—কথার জাল, কথার আড়ম্বর। **বাগ্‌দণ্ড**—তিরস্কাররূপ দণ্ড। **বাগ্‌দত্ত**—অভিভাবকের বাক্যের দ্বারা স্বীকৃত (পতি); স্ত্রী—বাগ্‌দত্তা (রবীন্দ্রনাথ বাক্‌দত্ত ব্যবহার করিয়াছেন, কেননা সন্ধির দিকে বাংলার প্রবণতা কম—'বাক্‌দত্ত পতি তোর')। **বাগ্‌দান**—কন্যার বিবাহ দান সম্পর্কে অভিভাবকের প্রতিশ্রুতি। **বাগ্‌দেবী**—সরস্বতী, বাগ্‌বাদিনী। **বাগ্‌বিতণ্ডা**—তর্কবিতর্ক। **বাগ্‌বিদগ্ধ**—বাক্য প্রয়োগে কুশল, যিনি ভাল আলাপ করিতে পারেন (বি. বাগ্‌বৈদগ্ধ)। **বাগ্‌যত**—মিতভাষী; মৌনী। **বাগ্‌যুদ্ধ**—কথা কাটাকাটি, বচসা। **বাগ্‌রোধ**—কথা বন্ধ হইয়া যাওয়া (বাংলায় বাক্‌রোধ বেশী প্রচলিত)।

বাগাড়ম্বর—কথার আড়ম্বর।

বাগাত—বাগান-সমূহ। **বাগাতি**—বাগানের ফলের উপরে যে খাজনা বসানো হয়।

বাগান—উদ্যান, যেখানে ফুল-ফলাদি জন্মে। **বাগান-বাড়ী**—উৎসবাদির জন্য নির্মিত বাগান-পরিবেষ্টিত গৃহ। **বাগান বিলাস**—বোগেন ভেলিয়ার (Bougainvillaea-র) বাংলা রূপ, প্রচুর রঙীন ফুলযুক্ত গাছ-বিশেষ।

বাগানো—কৌশলে আয়ত্ত করা (কাজ বাগানো); ঘটা করিয়া নির্মাণ করা (টেরি বাগানো)।

বাগিচা—(ফা.) ছোট বাগান।

বাগেন্দ্রিয়—মুখ। [স্ফোটক-বিশেষ।

বাগী, বাঘী—উপদংশ-জনিত কুচ্‌কিতে উৎপন্ন

বাগীশ-বাগ্‌বিশারদ; বৃহস্পতি; পাণ্ডিত্য-জ্ঞাপক উপাধি (আগমবাগীশ; তর্কবাগীশ)। **বাগীশ্বরী**—সরস্বতী; বাগেশ্রী রাগিণী।

বাগুড়া, বাগুড়ি, বাগুলা—কলাগাছের দীর্ঘ পাতা, বাইল (জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি—কৃত্তিবাস)।

১ **বাগুরা**—জাল; ফাঁদ, যাহাতে হরিণাদি ধরা পড়ে। **বাগুরিক**—যে ফাঁদ পাতিয়া মৃগাদি ধরিয়া জীবিকা-নির্বাহ করে; ব্যাধ।

বাগ্মী—(বাচ্‌+গ্মিন্‌) বাক্‌পটু, যে ভাল বক্তৃতা করিতে পারে (বি. বাগ্মিতা)।

বাঘ—(সং. ব্যাঘ্র) ব্যাঘ্র; ব্যাঘ্রের মত প্রতাপ-বিশিষ্ট (বাংলার বাঘ)। স্ত্রী. বাঘী, বাঘিনী। **বাঘ-আঁচড়া**—শ্বেতবর্ণ ফলযুক্ত ক্ষুদ্র গাছ-বিশেষ। **বাঘছড়ি,-ছাল**—বাঘের চামড়া। **বাঘজাল**—বাঘ ধরিবার জাল। **বাঘডাশা**—বাঘের মত ডোরাযুক্ত বন্য জন্তু-বিশেষ। **বাঘথাবা**—বাঘের থাবার মত ছাপযুক্ত। **বাঘনখ**—বাঘের নখরের মত অস্ত্র-বিশেষ, শিবাজী ব্যবহার করিতেন; বাঘের নখযুক্ত পদক। **বাঘবন্দী**—শিকারী যেমন বাঘকে বন্দী করে, সেই ভাবে বন্দী; ঘুঁটিখেলা-বিশেষ (সাত ঘুঁটি বাঘবন্দী)। **বাঘভেরেণ্ডা**—গাবভেরেণ্ডা। **বাঘহাতা**—বাঘের থাবার মত চর্মনির্মিত হাতকড়ি-বিশেষ। **বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা**—ঘা দ্রঃ। **বাঘের আড়ি**—প্রবল প্রতি-পক্ষের গোঁ, আক্রোশ বা শত্রুতা। **বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা**—ঘোগ দ্রঃ।

বাঘের মাসী—বিড়াল। **বাঘের মাসী হওয়া**—কোন ছোটখাট কাজে গিয়া অত্যন্ত বিলম্ব করা।

বাঘা—বড় বাঘ; বাঘের মত ভীতিকর (বাঘা কুকুর; বাঘা হেডমাষ্টার; বাঘা তেঁতুল)। **বাঘাটে**—তীব্র স্বাদযুক্ত (বাঘাটে তেঁতুল)। **বাঘাহামা**—করতল ও পদতলের উপর ভর দিয়া শিশুর হামা। **বাঘাড়**—বাগাড় দ্রঃ; গোভাগাড় (প্রাদেশিক)। **বাঘাম্বর**—ব্যাঘ্রচর্মের পরিধান। [সোজা কথায় বলা।

বাঙলা—বাংলা দ্রঃ। **বাঙলা করে বলা**—

বাঙাল, বাঙ্গাল—পূর্ববঙ্গবাসী; গ্রাম্য, অদ্ভুত ধরণ-ধারণ-বিশিষ্ট (কোথাকার বাঙাল!)। **বাঙালে, বাঙ্গালে**—বাঙ্গালের মত (বাঙালে কথা; বাঙালে চাল)।

বাঙালি,-লী, বাঙ্গালী—বঙ্গবাসী।

বাঙ্গালা, বাঙ্গলা—বাংলা দ্রঃ। **বাঙ্গালী**—বাঙালি দ্রঃ; রাগিণী-বিশেষ।

বাঙ্গি,-ঙ্গী—ফুটি (পূর্ববঙ্গে)।

বাঙ্গী—(সং. বিহঙ্গিকা) বাঁক, ভারযষ্টি। **বাঙ্গীদার**—যে বাঁকে করিয়া মাল বহন করে, ভারবাহক।

বাঙ্‌নিষ্ঠ—যে কথা দিয়া কথা রাখে; প্রতিজ্ঞা-পালক। বি. বাঙ্‌নিষ্ঠা—প্রতিশ্রুতি রক্ষণ। **বাঙ্‌নিষ্পত্তি**—মুখ দিয়া কথা, বাহির হওয়া, কিছু বলা (এমন কথা শোনার পর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে চলে যাওয়াই ভাল)। **বাঙ্‌মনঃ, বাঙ্‌মনস**—বাক্য ও মন (অবাঙ্‌মনস-গোচর) **বাঙ্‌ময়**—বাক্যাত্মক, শব্দজাত; অলঙ্কার শাস্ত্র (স্ত্রী. বাঙ্‌ময়ী—বাক্যাত্মিকা: সরস্বতী। **বাঙ্মুখ**—বক্তব্যের সূচনা, অবতরণিকা।

বাচ—প্রতিযোগিতামূলক নৌকা-চালনা। বাইচ দ্রঃ।

বাচ—(সং.) বাচামাছ।

বাচ, বাছ—বাছাইয়ের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে (বাচপড়া—পরিত্যক্ত, অপছন্দসই)।

+ **বাচক**—(বচ্‌+অক) বোধক, সূচক, অর্থ-প্রকাশক (সংখ্যাবাচক); পুরাণাদি পাঠক। বি. বাচন—পঠন; ব্যাখ্যান (স্বস্তিবাচন)। **বাচনিক**—বচন দ্বারা নিষ্পন্ন, মৌখিক (বাচনিক বিবাদ; বাচনিক পাপ); মুখে, কথায় (তাহার বাচনিক সকল বিষয় অবগত হইলাম)।

বাচবিচার—বাছাই ও ভালমন্দ বিচার; কি যোগ্য কি অযোগ্য, কি উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট, কি ভাল কি মন্দ—এই বিবেচনা (তার খাবার পেলেই হল, বাচবিচারের বালাই নেই)।

+ **বাচস্পতি**—বৃহস্পতি, বাগ্মী; পণ্ডিতের উপাধি। বি. বাচস্পত্য—বাগ্মিতা।

+ **বাচা**—(সং. বাচ) বাচামাছ।

বাচা, বাছা—বৎস; সন্তানতুল্য স্নেহাস্পদ; সন্তান (বাচার আমার মুখ শুকিয়ে গেছে)।

বাচাট, বাচাল—যে অকারণে বেশি কথা বলে,

বাচিক—বাক্যের দ্বারা নিষ্পন্ন, মৌখিক। **বাচিক পত্র**- সংবাদপত্র; লিপি। **বাচিক-হারক**—যে সংবাদ বহন করে, দূত।

বাচ্চা, বাচ্ছা—(সং. বৎস) শিশু (দুধের বাচ্চা): সন্তান (বাঁদীর বাচ্চা—গালি)। **কাচ্চাবাচ্চা**—একাধিক শিশুসন্তান (কাচ্চা-বাচ্চা অনেকগুলো হয়েছে)।

বাচ্য—(বচ্‌+য) কথনীয়, অভিধেয়; (ব্যাকরণে) ক্রিয়ার সহিত কর্তা প্রভৃতির অন্বয়, voice. (কর্তা, কর্ম করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ, ভাব, কর্ম-কর্তৃ—এই আট প্রকার বাচ্য)।

বাছ—বাছাই। **বাছ-পড়া**—বাছাই করিয়া লওয়ার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে। **বাছনা**—বাছ-পড়া (এই সব বাছনা আম কিনে কি হবে?—প্রাদেশিক)। **বাছন**—বাছিয়া লওয়া; নির্বাচিত করা (বাছনদার—যে বাছাই করে। **বাছনি**—নির্বাচন, বাছাই (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

বাছা—(সং. বৎস) বৎস, সন্তান; পুত্রকন্যা-স্থানীয়; অপরিচিত অথবা অল্পপরিচিত নরনারীর প্রতি কোন স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষের সম্বোধন; পরিচারিকা ও তৎস্থানীয় নারীর প্রতি গৃহিণী অথবা গৃহকর্তার সম্ভ্রমপূর্ণ সম্বোধন (তোমাকে দিয়ে চলবে না বাছা, অন্য জায়গায় কাজ দেখ; বাপু-বাছা বলে কাজ হবে না দেখছি)।

বাছা—বাছাই করা, অবাঞ্ছিত বস্তু পৃথক করিয়া ফেলা অথবা অবাঞ্ছিত বস্তুর ভিতর হইতে ভাল জিনিষ উঠাইয়া লওয়া (কাঁটা বাছা; খৈ বাছা); ইতর-বিশেষ করা (খুদকুঁড়া যে না বাছে, তার ভাত সকলখানেই আছে); নির্বাচিত, পছন্দ

করা (বাছা-বাছা দশজন জোয়ান চাই); আবর্জনা-বর্জিত (বাছা চাউল)। **কম্বলের লোম বাছা**—লোম দিয়াই কম্বল তৈরী হয়, কাজেই লোম বাছিয়া ফেলিলে কম্বলের কিছুই থাকে না, সেইরূপ বাছাই করিতে গিয়া সবই বাদ দেওয়ার মত অবস্থা ঘটা। **বাছের বাছ**—সব চাইতে বাছা, উৎকৃষ্টতম।

বাছাই—নির্বাচন (বাছাই করা)। **বাছাই-করা**—নির্বাচিত; বিশিষ্ট।

বাছানো—নির্বাচন করানো, মনোনয়ন করানো; বাছার কাজে নিযুক্ত করা।

বাছুর—(সং. বৎসতর) গোবৎস; অল্পবয়স্ক গরু। **শিঙ্ ভেঙ্গে বাছুরের দলে মেশা**—শিং দ্রঃ। স্ত্রী—বকন বাছুর (বাছুরী বর্তমানে অপ্রচলিত)।

বাজ—সুপরিচিত শিকারী পাখী, hawk; বজ্র (বাজ পড়া—বজ্রপাত হওয়া; বজ্রাঘাত হওয়া, বজ্রাহত)।

বাজ—(ফা বায) আসক্ত, পারদর্শী ইত্যাদি অর্থজ্ঞাপক, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (কলমবাজ; চালবাজ; দাগাবাজ; ফন্দিবাজ; ফূর্তিবাজ; মামলাবাজ); বাজপাখী।

বাজখাঁই—অতিশয় উচ্চ ও কর্কশ (কণ্ঠস্বর), বাজখাঁ অথবা বাজবাহাদুর হইতে।

বাজন—যাহা বাজে (বাজন নূপুর), বাজনা; বাদন। **বাজনদার**—বাদ্যকর, যে বাজায়। **বাজনা**—বাদ্যের শব্দ; বাদ্যযন্ত্র (বাজনা বাজান)।

+**বাজপেয়**—[বাজ (ঘৃত) পেয় যাহাতে—বহুব্রী] যজ্ঞ-বিশেষ। **বাজপেয়ী**—এরূপ যজ্ঞকর্তার বংশধরগণ।

বাজরা—বোঝা বহিবার বড় ঝুরি; খাদ্যশস্য-বিশেষ, প্রধানতঃ গরীবদের ব্যবহার্য।

বাজসনেয়—বাজসনির অপত্য বা শিষ্য, যাজ্ঞবল্ক্য। **বাজসনেয়ী**—যজুর্বেদের শাখা-বিশেষের অধ্যেতা।

বাজা—বাদ্য (বাজা বাজানো; বাজাওয়ালা)।

বাজা—বাদিত হওয়া, ধ্বনিত হওয়া (বেসুর বাজে রে—রবি); তীব্রভাবে অনুভূত হওয়া (মর্মতল বিদ্ধ করি বজ্রসম বাজে—রবি;) শ্রুতি-কঠোর বা নির্মম হওয়া (কানে বাজে; বুকে বাজে); বিরূপ মনোভাবের ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হওয়া (সামান্য কথা বল্লেও এত বাজে কেন?)। **যার কর্ম তারে সাজে, অন্য জনে লাঠি বাজে**—অর্থাৎ যোগ্য লোক কাজের ভার না লইলে লাঠালাঠি বাধিয়া যায়।

বাজান—বাবাজান, শ্রদ্ধেয় পিতা (গ্রাম্য)।

বাজানো—বাদ্য করা, সুর সৃষ্টি করা; শব্দ সৃষ্টি করা (টাকা বাজাইয়া দেখা—ধ্বনি হইতে বুঝিতে চেষ্টা করা তাহা আসল কি মেকি; তাহা হইতে, পরীক্ষা করা—ফাঁকি দেবার যো নেই, সংসার তোমাকে বাজিয়ে নেবে); যথাযথভাবে সম্পাদন করা, হাসিল করা (কাজ বাজানো; সেলাম বাজানো)। **ঢাক বাজানো**—চতুর্দিকে রাষ্ট্র করা। **নাম বাজানো**—নিজের সুখ্যাতি রাষ্ট্র করা।

বাজার—(ফা. বাযার) পণ্যের ব্যাপক বিক্রয়ের স্থান অথবা ব্যাপক বিক্রয় (বড়বাজার; পাটের বাজার); নিত্য-প্রয়োজনীয়, মুখ্যতঃ আহার্য-সামগ্রী ক্রয় (বাজার করে ফিরছি); বাজারে কেনা নিত্য-প্রয়োজনীয় আহার্য-সামগ্রী (বাজারটা পৌঁছে দিয়ে আসি); পর্বাদি উপলক্ষে ব্যাপক ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান অথবা ক্রয়-বিক্রয় (বড়দিনের বাজার); প্রচুর জনসমাগম ও তাহার আনু-সঙ্গিক বিশৃঙ্খলা, চেঁচামেচি ইত্যাদি (এ তো ইস্কুল নয়, বাজার)। **বাজার-খরচ**—নিত্য-প্রয়োজনীয় তরিতরকারি-আদি ক্রয়ের জন্য যে টাকা লাগে। (এতে বাজার-খরচটা চলে যায়)। **বাজার গরম**—পণ্যের কাটতি বৃদ্ধি ও মূল্য বৃদ্ধি (বিপ. 'বাজার মন্দা বা নরম')। **বাজার গরম করা**—ব্যাপকভাবে আগ্রহ, উত্তেজনা ইত্যাদির সৃষ্টি করা (ওসব বাজার গরম-করা কথা রাখ, কাজের কথা বল)। **বাজার চড়া**—মূল্য বৃদ্ধি হওয়া। **বাজার-দর**—প্রচলিত দর। **বাজার বসা**—দোকানপাট বসা। **বাজার-ভাও**—বাজার দর; বাজারের অবস্থা। **বাজার-সংস্করণ**—প্রচলিত বৈশিষ্ট্যহীন সংস্করণ (বাজার-সংস্করণ কবিকঙ্কণ)। **বাজারে**—বাজারে ক্রয়-বিক্রয়কারী (বিপ. সুখবাস), সাধারণ, নিকৃষ্ট, মর্যাদাহীন; বারবনিতা।

বাজি,-জী—(ফা. বাযী—খেলা) ক্রীড়াকৌতুক, ইন্দ্রজাল (তারের উপরে ভাল বাজি করে;

বাজিকর,-গর); পণ (বাজি রাখা; বাজী জেতা); আতস-বাজী, fire-works (বাজী ফুটানো; ছুঁচো বাজী)। **বাজিকর,-গর**—ইন্দ্রজালিক, যে নানা ধরণের ভেল্কি দেখায় (তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচি—রামপ্রসাদ)। **বাজী দেওয়া**—ধোঁকা দেওয়া। **বাজী ভোর হওয়া**—খেলা শেষ হওয়া, জীবনলীলা সাঙ্গ হওয়া। **বাজীমাৎ**—বিপক্ষের সম্পূর্ণ পরাভব, কেল্লা ফতে।

বাজিয়ে—যে বাজায় (গাইয়ে-বাজিয়ে)।

বাজী—(বেগবান অথবা পক্ষবান্) অশ্ব। স্ত্রী. বাজিনী। **বাজিপাল**—সইস। **বাজি-মেধ**—অশ্বমেধ। **বাজিশাল**—অশ্বশালা। **বাজীকরণ**—রতিশক্তি-বর্ধক ঔষধাদি।

বাজু—(ফা. বাযু) বাহু, হাতের উপরকার অংশ; সেই অংশে যে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়, বাজুবন্দ; চৌকাঠের পাশের লম্বা কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়; খাটের পাশের লম্বা কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় (খাটের বাজু)। **বাজুবন্দ**—বাহুতে পরিবার গহনা-বিশেষ (মুক্তার বাজুবন্দ)।

বাজে—অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয় (বাজে কাজেই দিন গেল; বাজে কথায় কাজ কি?); কাজের অযোগ্য, অপদার্থ, অপ্রধান, অপরিচিত, সাধারণ (বাজে লোক); অনির্দিষ্ট হিসাবের বহির্ভূত (বাজে খরচ)। **বাজে আদায়**—নির্দিষ্ট আদায়ের অতিরিক্ত আদায়। **বাজে জিনিষ**—খেলো জিনিষ। **বাজে-মার্কা**—খেলো। **বাজেলোক**-অপরিচিত লোক; নগণ্য লোক; যে লোক কাজের নয়।

বাজেয়াপ্ত—(ফা. বাযইয়াফ্‌ত্‌) যাহা সরকার পুনরায় দখল করিয়া লইয়াছে, confiscated (লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হওয়া)।

বাঞ্চোৎ—অশ্লীল গালি-বিশেষ (শালা বাঞ্চোৎ)।

† **বাঞ্ছন, বাঞ্ছা**—স্পৃহা, অভিলাষ। **বাঞ্ছা-কল্পতরু**—যে কল্পতরু যাহা চাওয়া যায়, তাহাই দান করে, সর্বপ্রার্থিত-দাতা। বি. বাঞ্ছনীয়, অভিলষণীয়, কাম্য। **বাঞ্ছিত**—অভিলষিত, কাঙ্ক্ষিত (দেবতা-বাঞ্ছিত)।

† **বাট**—[বট্ (বেষ্টন করা) ঘঞ্] আবৃত স্থান, পরিখাবেষ্টিত স্থান; গৃহ, নিবাস। স্ত্রী. বাটিকা, **বাটী**—বাড়ী।

বাট—(সং. বর্ত্মন্) পথ, রাস্তা (হাটে মাঠে বাটে এই মত কাটে—রবি)।

বাটকে—মাছ-বিশেষ।

বাটখারা—(হি. বটখারা) ওজন করিবার জন্য একসের, আধসের, এক পোয়া ইত্যাদি ওজনের লোহার বা পাথরের খণ্ড।

বাটনা—পেষার মসলা (বাটনা বাটা)। **বাটন**—মসলাদি পেষণ।

বাটপাড়—(যে পথে পড়ে অর্থাৎ আক্রমণ করে) প্রতারক, ঠগ; (বর্তমানে ডাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয় না)। বি. বাটপাড়ি।

বাটা—মৎস-বিশেষ; ছোট অগভীর পাত্র-বিশেষ (পানের বাটা); **বাটাজোড়া মুখ**—চওড়া গোল মুখমণ্ডল।

বাটা, বাট্টা—টাকা, নোট ইত্যাদি ভাঙ্গাইবার কালে সময়-সময় যে-পরিমাণ মুদ্রা কম লওয়া হয়, discount।

বাটা—জামাতাকে সম্বর্ধনা-জ্ঞাপক বাটাপূর্ণ ফল-মিষ্টান্নাদি (ষষ্ঠীবাটা—জামাই-ষষ্ঠীতে শাশুড়ী কর্তৃক জামাতাকে দেয় কাপড়-চোপড়, ফল-মিষ্টান্ন ইত্যাদি। [করা (বাঁটা দ্রঃ)।

বাটা, বাঁটা—মসলাদি পেষা; বণ্টন করা, ভাগ

বাটালি,-লী—সূত্রধরের অস্ত্র-বিশেষ (কোর বাটালী যে বাটালির দ্বারা গোল গর্ত করা যায়; কোণে বাটালি—একদিকে কোণযুক্ত বাটালি)।

বাটিকা, বাটী—বাড়ী, গৃহ।

বাটী,-বাটি—ব্যঞ্জনাদি রাখিবার ধাতু বা পাথর-নির্মিত ছোট পাত্র; পেয়ালা (চায়ের বাটী)। **জামবাটী**—বৃহৎ আকৃতির বাটী। **বাটী চালা অথবা চালান দেওয়া**—মন্ত্র পড়িয়া বাটী চালনা করা (অপহৃত বস্তুর সন্ধান লাভের জন্য)।

বাটুল, বাঁটুল—লোহা সীসা বা মাটির গুলি (বিহঙ্গ বাটুলে বিন্ধে—কবিকঙ্কণ)।

বাটোয়ার, বাটোআড়—বাটপাড়; দস্যু (প্রাচীন বাংলা)। বি. বাটোয়ারী।

বাটোয়ারা—(হি.) বিভাগ, বণ্টন। **ভাগ-বাটোয়ারা**—বিভাগ ও বণ্টন।

বাট্টা—বাটা দ্রঃ।

বাড়—বেষ্টন, ঘের; নৌকার পার্শ (বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ—ভারতচন্দ্র); বাণের

মূলে সংলগ্ন পক্ষ। **বাড় বাধা**—(ইং. bar) ভাঙা হাড় জোড়া দিবার জন্য পাতলা তক্তা দিয়া সেই ভাঙা জায়গা বাঁধা।

বাড়—(সং. বৃদ্ধি) বৃদ্ধি, লম্বা হওয়া (গাছের বাড়)। বাড় চড়া—লম্বা হওয়া); বাড়াবাড়ি, স্পর্ধা (বড় বাড় হয়েছে দেখছি); উন্নতি (বাড়ের সময়)। **বাড় বাড়া**—স্পর্ধা হওয়া, বাড়াবাড়ি করা। বি. বাড়তি—বৃদ্ধি, বর্ধিত অংশ, উন্নতি (বাড়তির সময়; এ মাসে একদিন বাড়তি হয়েছে—বিপ. ঘাট্তি বা কমতি)। **বাড়ন্ত**—যাহা বাড়িয়া উঠিতেছে অথবা বাড়িয়া উঠা যাহার স্বভাব (**চাল বাড়ন্ত**—ঘরে চাল নাই এই ইঙ্গিত)।

‡ **বাড়ব**—বড়বা সম্বন্ধীয়; বাড়বানল। **বাড়বাগ্নি**—সমুদ্র গর্ভের অগ্নি। **বাড়বেয়**—বড়বার সন্তান, অশ্বিনীকুমার, বাড়বানল।

বাড়া—সমধিক, আরো বেশী, অতিরিক্ত (মরার বাড়া গাল নেই); মহত্তর (রূপ গুণ কুল বাড়া—কবিকঙ্কণ)।

বাড়া—বৃদ্ধি পাওয়া (জল বাড়ছে): অগ্রসর হওয়া; অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাত্রে সাজানো (ভাত বাড়া); যাহা পাত্রে সাজানো হইয়াছে (বাড়া ভাত)। **বাড়া ভাতে ছাই**—সাগ্রহে ভোগ করিতে যাইতেছে এমন সময় অনর্থপাত, অতিশয় দুর্ভাগ্য।

বাড়ানো—আয়তনে বা দৈর্ঘ্যে বড় করা, বৃদ্ধি করা (আয় বাড়ানো); অতিরঞ্জন (বাড়াইয়া বলা); প্রশ্রয় দেওয়া। **আগ বাড়ানো**—অগ্রসর হইয়া সম্বর্ধনা করা। **পা বাড়ানো**—অগ্রসর হওয়া। **হাত বাড়ানো**—হাত আগাইয়া দেওয়া; প্রার্থনা জ্ঞাপন করা; সাহায্য প্রার্থনা করা (আকাশ পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে—রবি)।

বাড়াবাড়ি—আচরণে বা চালচলনে সীমা-লঙ্ঘন, স্পর্ধা, মাত্রারিক্ততা (বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে; চলাফেরা, বলা কওয়া, খাওয়া দাওয়া কোন ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ভাল নয়)।

বাড়ি—(সং. বৃদ্ধি) বৃদ্ধি; সুদ (বাড়ি নেওয়া)। **বাড়ি দেওয়া**—পরিশোধের সময় বেশী পাওয়া যাইবে এই ব্যবস্থায় ধান্যাদি ঋণ দেওয়া। **বাড়ি করে আনা**—বেশি দেওয়া হইবে এই শর্তে ঋণ-স্বরূপ গ্রহণ করা।

বাড়ি—লাঠি বা লাঠি জাতীয় কিছু, পাচন, চাবুক, লাঠি, বেত প্রভৃতি দিয়া আঘাত (লাঠির বাড়ি, বেতের বাড়ি)।

বাড়ি,-ড়ী—[সং. বাটী) বাসস্থান, গৃহ, মহল, বাটীর অংশ-বিশেষ (রান্নাবাড়ি, বারবাড়ী; গোয়ালবাড়ি); উদ্যান (পুষ্পবাড়ী)। **বাড়ীওয়ালা**—বাড়ীর মালিক (স্ত্রী. বাড়ীওয়ালী; কথ্য বাড়ীউলী)। **বাড়িঘর**—সমস্ত বাড়ি। **বাড়িশুদ্ধ**—বাড়ীর সকলে। **কাঁচাবাড়ি**—কাঁচা দ্রঃ। **গোলাবাড়ী**—যেখানে ধান্যাদি শস্য সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়। **ভাড়াবাড়ী**—যে বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে, বাসকারীর নিজের নহে; ভাড়া দেওয়ার জন্য নির্মিত বাড়ী। **যজ্ঞিবাড়ী**—যে বাড়ীতে যেন যজ্ঞ হইতেছে, যে বাড়ীতে উৎসব উপলক্ষে বহু ব্যক্তির ভোজের আয়োজন করা হইয়াছে। **শ্বশুর বাড়ী**—শ্বশুরের গৃহ; (বিদ্রূপে—যেখানে আদর আপ্যায়ন পাওয়া যায়, অথবা জেলখানা)।

বাড়ুন, বাঢ়ুন—(হি. বাঢ়নী) খড়, খেজুর পাতা ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত গৃহ মার্জনা করিবার ঝাড়ু (বাড়ুন কপালে—যে বাড়ুনের আঘাত না খাইলে সায়েস্তা হয় না, গালি)।

বাঢ়ম্—(সং.) বেশ বেশ; ভাল; বিলক্ষণ; সাবাস। (বিরল প্রয়োগ)।

‡ **বাণ**— বণ্ (শব্দ করা, গমন করা)+ঘঞ্] শর, তীর; বলি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র; কাদম্বরী প্রণেতা বাণভট্ট; পাঁচ এই সংখ্যা (পঞ্চবাণ হইতে); গোস্তন; তন্ত্রমন্ত্র বিশেষ (বাণ মারা)। **বাণতূণ**—শরতূণ। **বাণদণ্ড**—কাপড় বুনিবার যন্ত্র-বিশেষ। **বাণধি**—তূণ। **বাণপাণি**—যাহার হস্তে বাণ। **বাণমোক্ষণ**— বাণবর্ষণ। **বাণবার**—বর্ম। **বাণকাড়া দুধ**—গরুর বাণ হইতে সদ্য গৃহীত দুধ।

‡ **বাণাশ্রয়**—শরাসন। **বাণাসন**—ধনুক; জ্যা।

† **বাণিজ্য**—(বণিজ্+য) ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়। **বাণিজ্যপোত**—সাগরগামী সওদাগরী জাহাজ। **বাণিজ্যবায়ু**—বণিকের তরণীর অনুকূল সমুদ্র বায়ু, trade wind। **বাণিজ্য-বিবরণী**—আমদানি-রপ্তানি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ, trade report।

বাণিয়া, বেনিয়া—বণিক্, ব্যবসায়ী, যাহার ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রবল (পূর্ববঙ্গে বাণ্যা)। স্ত্রী. বাণিয়ানী, বেণেনী।

+ **বাণী**—বাগ্দেবী, সরস্বতী; বাক্য, বচন (মুখে নাহি সরে বাণী); সারগর্ভ অথবা প্রেরণাপূর্ণ কথা (মহাপুরুষের বাণী; নেতার বাণী)।

বাণ্ডিল—(ইং. bundle) এক সঙ্গে বাঁধা সাধারণত একজাতীয় জিনিষ (সুতার বাণ্ডিল; কাগজের বাণ্ডিল; বেশী বড় হইলে বস্তা বা মোট বলা হয়); পুলিন্দা।

+ **বাত**—[বা (প্রবাহিত হওয়া) + ক্ত] বায়ু; বাতরোগ, rheumatism। **বাতকর্ম**—মরুৎক্রিয়া, পর্দন। **বাতগুল্ম**—বায়ুরোগ। **বাতঘ্ন**—বাতরোগ নাশক। **বাতজ্বর**—বাত-হেতু জ্বর। **বাততুল**—বাতাসে যে তুলা উড়ে; বুড়ীর সুতা। **বাতধ্বজ**—মেঘ। **বাতমৃগ**—অতি দ্রুতগামী মৃগ-বিশেষ। **বাতব্যাধি**—বাতরোগ। **বাতমণ্ডলী**—ঘূর্ণিবায়ু। **বাতরক্ত**—রক্তদুষ্টি-রোগ-বিশেষ। **বাতশূল**—বাত-হেতু তীব্র বেদনা-বিশেষ। **বাতান্দোলিত**—বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত। **বাতাবর্ত**—ঘূর্ণিবায়ু। **বাতাভিহত, বাতাহত**—বাত্যার দ্বারা আহত। **বাতাহার**—বায়ু ভক্ষণ। **বাতাবরণ**—বায়ুর আবরণ, atmosphere (হিন্দিতে সুপ্রচলিত)।

বাত—(সং. বার্তা) কথা, বাক্য, খবর, সংবাদ ('ঘরে বসে পুছে বাত, তার ভাগ্যে হাভাত')। **বাতচিৎ**—কথাবার্তা। **কেয়াবাৎ, ক্যায়াবাৎ**—সাবাস, চমৎকার। **বাত কা বাত**—কথার কথা।

বাতল—বায়ুবর্ধক; ছোলা।

বাতলানো, বাৎলানো—(হি. বাতলানা) বলিয়া দেওয়া, নির্দেশ দেওয়া (পথ বাতলানো)।

বাতা—বাখারি। **চালের বাতা**—চালের নীচে বাঁধা বাঁশের চটা (বাতায় গোঁজা)।

বাতানো—বাতলানো, বলিয়া দেওয়া।

বাতাবি—লেবুজাতীয় বড় ফল-বিশেষ।

+ **বাতায়ন**—(বাতাসের পথ) জানালা।

বাতাশ্ব—বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতি অশ্ব, উৎকৃষ্ট অশ্ব।

বাতাস—বায়ু; বাত্যা (বাতাস উঠেছে); সংস্রব, সংস্রবের প্রভাব (বউয়ের বাতাস ভাল নয়); দূষিত বায়ুর বা বাতাসরূপী অপদেবতার প্রভাব (ছেলেটার বাতাস লেগেছে)। **বাতাস করা**—বাতাস দেওয়া। **বাতাস খাওয়া**—উন্মুক্ত বায়ুপ্রবাহ উপভোগ করা, পাখার বাতাস খাওয়া। **বাতাস দেওয়া**—বাতাস দিয়া ঠাণ্ডা করা অথবা বাতাস দিয়া আগুন জ্বালানো; উত্তেজনা বৃদ্ধি করা।

বাতাসা—(হি.) চিনি বা গুড় দিয়া প্রস্তুত ফাঁপা মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ। **ফুল বাতাসা**—শাদা বাতাসা। **ফেণী বাতাসা**—ফেণী দ্রঃ। **বাতাসা কাটা**—বাতাসা প্রস্তুত করা (এক-একটি করিয়া বাতাসা প্রস্তুত করা হয়, সেই পদ্ধতি হইতে)।

বাতি—(সং. বর্তি) প্রদীপ (মোমবাতি—মোম, চবি ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত বাতি); সরু কাষ্ঠখণ্ড; পরিপুষ্ট (বাতি আম—পূর্ববঙ্গে বাত্তি)। **বাতিদান**—দীপাধার। **বংশে বাতি দেওয়া**—স্বর্গত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে কার্তিক মাসের পিতৃপক্ষে আকাশ-প্রদীপ দেওয়া, বংশের লোপ না হওয়া ("কেহ না রহিবে আর বংশে দিতে বাতি")। **সাঁঝবাতি দেওয়া**—সন্ধ্যার সময় গৃহে বাতি-জ্বালানো-রূপ প্রতিদিনের করণীয় কর্ম।

+ **বাতিক**—বায়ুর প্রকোপ-হেতু মানসিক উত্তেজনা, বাই (দেশ-বিদেশের ডাক-টিকিট সংগ্রহ করার বাতিক)। **বাতিকগ্রস্ত**—বাতিকের ফলে অস্থির-চিত্ত।

বাতিল—(আ. বাতিল) না-মঞ্জুর, অগ্রাহ্য, কাজের অনুপযোগী জ্ঞানে পরিত্যক্ত (পুরাতন ধরণ-ধারণ বাতিল করা)।

+ **বাতুল, বাতূল**—বায়ুরোগগ্রস্ত, পাগল; বুদ্ধি-বিবেচনা বর্জিত, সেজন্য হেয় ('বাতুল' নিন্দিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়, 'ক্ষ্যাপা' 'পাগলা' কখনও কখনও সমাদরে ব্যবহৃত হয়)। বি. **বাতুলতা**—পাগলামি।

+ **বাত্যা**—(বাত + য + আ) প্রবল বায়ু, ঝটিকা (বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র)। **বাত্যাচক্র**—ঘূর্ণিবায়ু।

+ **বাৎসল্য**—(বৎসল + ষ্য) বৎসের প্রতি পিতামাতার ভাব, কারুণ্য, স্নেহ (বাৎসল্য রস; ভ্রাতৃ-বাৎসল্য—'পতি-বাৎসল্য' 'ভার্যা-বাৎসল্য' বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, অবশ্য ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে)।

+ **বাৎস্যায়ন**—কামসূত্র গ্রন্থের প্রণেতা; [কামসূত্র গ্রন্থ।

বাথান—(বাসস্থান) গো, মহিষ প্রভৃতি যেখানে প্রচুর সংখ্যায় বাস করে অথবা বিচরণ করে (কোন কর্মস্থলে বিশৃঙ্খল ও অবাঞ্ছিত জনসমাবেশের প্রতি কটাক্ষ করিয়াও বাথান বলা হয়)। **বাথানিয়া গাই**—যে গাভীর ডাক আসিয়াছে (প্রাচীন বাংলা)।

বাথুয়া, বেথো—(সং বাস্তুক) শাক-বিশেষ।

+ **বাদ**—(বদ্+ঘঞ্) কথন, ভাষণ (অসত্যবাদ ; নিন্দাবাদ) ; মোকদ্দমায় সওয়াল-জবাব ; বিবাদ ; ঝগড়া (মনসার সঙ্গে বাদ) ; দার্শনিক প্রমাণাদির দ্বারা নির্ণীত সিদ্ধান্ত (অভিব্যক্তিবাদ। **বাদবিৎ**—তর্ক-বিতর্কে কুশল। **বাদবিসংবাদ**—বাদ-প্রতিবাদ, ঝগড়া বিবাদ। **বাদ সাধা**—শত্রুতা করা।

বাদক—যে বাজায় ; বাদ্যকর। **বাদন**—বাদ্যকরণ, বাজানো।

বাদবাকী—অবশিষ্ট, যাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে তাহার পরে যাহা অবশিষ্ট আছে

বাদর—[বাদল দ্রঃ) বর্ষাকাল, বর্ষণ।

বাদরায়ণ—বেদব্যাস। বি. বাদরায়ণি—শুকদেব।

বাদল—(হি. বাদর,-ল)—মেঘবৃষ্টি। বর্ষাকাল ; বর্ষণ। **বাদলা**—বাদল, মেঘবৃষ্টি। **বাদলমহল**—রাজপুতানার উচ্চ পর্বত চূড়ায় নির্মিত প্রাসাদ। **বৃষ্টি-বাদল**—মেঘবৃষ্টি।

বাদলা—সোনা বা রূপার তার, শেলাইর কাজে ব্যবহৃত হয় ; জরির সুতা (বাদলার কাজ)।

বাদলা—বাদল, মেঘবৃষ্টি (বাদলা করা)। **বাদলা পোকা**—বর্ষাকালের ছোট সবুজ পোকা। **বাদলা হাওয়া**—মেঘবৃষ্টির সঙ্গে যে বাতাস দেখা দেয় ; বর্ষাকালের হাওয়া।

বাদশা,শাহ্—(ফা পতিশা) সম্রাট্ ; খেয়ালিপণা, আলসেমি ইত্যাদিতে অগ্রগণ্য (কুড়ের বাদশা। মন বাদশা—যাহার মন বা যে মন বাদশার মত খেয়ালে যাহা আসে, তাহাই করে। **বাদশাহী, বাদশাই**—বাদশাহের কাজ ; জাঁকজমকময় জীবন যাপন ; সর্বময় কর্তৃত্ব বা অবাধ ভোগ-বিলাস (দু'দিনের বাদশাই করে নাও)। **বাদশাজাদা**—সম্রাট্-পুত্র, সম্রাট্-পুত্রের মত খেয়ালী। (স্ত্রী. বাদশাজাদী)।

বাদা—বঙ্গের জলবহুল দক্ষিণ অঞ্চল, (বাদায় ধান কাটা)।

বাদাড়—জঙ্গল (বন-বাদাড়ে ঘুরে শিকার করা)।

বাদানুবাদ—তর্কবিতর্ক, কথা কাটাকাটি।

বাদাম—(ফা বাদাম) বৃক্ষ-বিশেষ ও তাহার ফল, almond। **বাদামি**—বাদামের ন্যায় বর্ণযুক্ত, nut brown (বাদামি রংয়ের জুতা)।

বাদাম—(ফা. বাদবান) পাল (বাদাম খাটানো ; "বাদাম তুলে দাও পাড়ি")।

বাদিত—যাহা বাজানো হইয়াছে ; ধ্বনিত।

বাদিত্র—বাদ্যযন্ত্র, মৃদঙ্গাদি (স্বর্গীয় বাদিত্র)।

বাদিয়া, বেদে—যাযাবর সম্প্রদায়-বিশেষ, ইহারা সাধারণতঃ সাপ খেলাইয়া ও ভেল্কি দেখাইয়া জীবিকা অর্জন করে। **বেদের টোল**—বেদেদের ছোট তাঁবুর সারি ; অপরিষ্কৃত ও কোলাহলময় ঘিঞ্জি অস্থায়ী বসতি।

বাদী—(বদ্+ইন্) বক্তা (প্রিয়বাদী ; স্পষ্টবাদী ; বিশেষ মত পোষণকারী (দ্বৈতবাদী), বিচারপ্রার্থী ফরিয়াদী ; যে বাদ সাধে, বিপক্ষ, প্রতিবাদকারী (গাঁয়ের দশজন বাদী হ'ল, কাজেই ছেড়ে দিতে হ'ল) ; রাগ-রাগিণীতে বিশেষ সাহায্যকারী বা প্রধান সুর।

বাদুড়—(সং. বাতুলি) সুপরিচিত চর্ম-পক্ষ-বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী। **বাদুড়-চোষা**—বাদুড় যাহার সারবস্তু চুষিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে ; বিশুষ্ক (বাদুড়-চোষা চেহারা)।

বাদুয়া—বেদে (প্রাচীন বাংলা) (পূর্ববঙ্গে—বাদ্যা)।

বাদে—ব্যতীত, অতিরিক্ত (সুদ বাদে আরো কিছু) ; পরে (দু'মাস বাদে) ; অবর্তমানে (তোমার বাদে কে দেখবে)। অব্যয়।

+ **বাদ্য**—যাহা বাজানো হয়, বাজনা। **বাদ্যকর**—যে বাজায়, বাজনদার। **বাদ্যভাণ্ড**—মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র। **বাদ্যোদ্যম**—অনেকগুলি বাদ্য এক সঙ্গে বাজানো (বাদ্যোদ্যম-কোলাহল)।

‡ **বাধ** - (বাধ্+ঘঞ্) ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক ; (ন্যায়ে) হেত্বাভাস-বিশেষ (বাংলায় ব্যবহার বিরল)। **বাধক**—প্রতিবন্ধক, বাধজনক ; সন্তান-জনন-রোধক স্ত্রীরোগ-বিশেষ। **বাধন**—পীড়ন ; ব্যাঘাত ; প্রতিষেধ। **বাধবাধ**—যাহা বাধিয়া যাইতেছে, এমন সঙ্কোচযুক্ত ভাব (বলতে বাধবাধ ঠেকছে ; বাধবাধ করছে)।

‡ **বাধা**—(বাধ্+অ+আ) প্রতিবন্ধক (পিতার মৃত্যুর পরে আর কোন বাধা রহিল না ; বাধা না মানা) ; বিঘ্ন (সৎকাজে অনেক বাধা) ; দৈব

নিষেধ-সঙ্কেত (বাধা পড়া ; হাঁচি-বাধা-আদি) ; প্রতিরোধ (বাধা দেওয়া ; বাঁধের বাধা না মানিয়া)। **বাধাবন্ধ**—প্রতিবন্ধক (নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর—রবি)। **বাধাবিঘ্ন**—প্রতিবন্ধক।

বাধা—রুদ্ধ হওয়া, বাধা বোধ করা, আট্কানো (কথা বেধে যায় ; জুতোয় কাদা বেধেছে ; চক্ষুলজ্জায় বাধে) ; সঙ্কোচ বোধ করা (মুখে বাধে না) ; বন্দী বা ধৃত হওয়া (সেবার জালে কুমীর বেধেছিল) ; সংঘটিত হওয়া (বিরোধ বাধা—গ্রাম্য—বাজা, বাদা)।

বাধা—চামড়ার ফিতাযুক্ত খড়ম ; চর্ম-পাদুকা (নন্দের বাধা) (গ্রাম্য—বাদা)।

বাধানো—ঘটানো (মামলা বাধানো ; যুদ্ধ বাধানো) ; আট্কানো, বন্দী করা।

‡ **বাধিত**—(বাধা+ক্ত) বাধাযুক্ত ; পীড়িত ; অনুগৃহীত, obliged (পদার্পণ করিয়া বাধিত করিবেন)।

‡ **বাধ্য**—(বাধ্+য) বশীভূত, নিয়ন্ত্রিত (নিয়তির বাধ্য ; কথার বাধ্য)। বি. বাধ্যতা। **বাধ্যতামূলক**—আবশ্যিক। **বাধ্য-বাধকতা**—করিতেই হইবে এমন ভাব।

বান—এক তক্তা অন্য তক্তার সঙ্গে জুড়িবার জন্য যে খাঁজ কাটা হয়। **বানচাল**—নৌকার তক্তার জোড় ফাঁক হইয়া যাওয়া, ফাঁসিয়া যাওয়া (সব অভিসন্ধি বানচাল হয়ে গেছে)। **বানের মুখ**—জোড়ের মুখ।

বান—বন্যা। **বান ডাকা**—বন্যা হওয়া। **বানভাসি**—বন্যায় যাহা ভাসিয়া আসে।

† **বানপ্রস্থ**—প্রাচীন হিন্দুর তৃতীয়াশ্রম ; বান-প্রস্থাবলম্বী।

বানর—(যে বনে স্বচ্ছন্দ বিহার করে, অথবা যে নরের মত দেখিতে) কপি, মর্কট ; বানরের মত অনুকরণপ্রিয় ও চঞ্চল (কথ্য—বাঁদর)। স্ত্রী. বানরী। **বানরের গলায় মুক্তার হার**—অযোগ্য ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বস্তু দান, যাহার মর্যাদা সে বোঝে না (হনুমান সীতার দেওয়া হার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা হইতে)।

বানস্পত্য—যে সকল বৃক্ষে পুষ্প হইয়া ফল হয়, আম্রাদি বৃক্ষ ; বনস্পতি-সমূহ।

বানা—তাঁত বোনার কাজে যেসব সরু খিল ব্যবহৃত হয় ; বাঁশের পাত্লা সরু চটা দিয়া প্রস্তুত মাছ আট্কাইবার বেড়া (প্রাদেশিক)। [করা)।

বানান—(সং. বর্ণন) শব্দের বর্ণ-বিশ্লেষণ (বানান

বানাওট—(হি.) কৃত্রিম, কল্পিত, মিথ্যা।

বানানো—তৈয়ার করা, গড়া (রুটি বানানো, তরকারি বানানো—তরকারি কুটা ; প্রতিপন্ন করা (বোকা বানানো) ; পর্যবসিত করা (ভেড়া বানানো—ভেড়া দ্রঃ) ; কৃত্রিম, মিথ্যা (বানানো গল্প)। [(কথ্য)।

বানারসী—বারাণসী ; কাশীর প্রস্তুত শাড়ী

বানি,-নী—অলঙ্কারাদি গড়িবার মজুরি।

† **বানেয়**—(বন+ঢেয়) বনজাত, বনবাসী।

† **বান্ত**—(বম্+ক্ত) যাহা বমি করা হইয়াছে, উদ্গীর্ণ দ্রব্য। **বান্তাদ**—যে উদ্গীর্ণ বস্তু ভোজন করে, কুকুর। **বান্তি**—বমন।

বান্দা—(ফা.) ক্রীতদাস, একান্ত অধীন (বান্দা হাজির) ; শক্ত লোক (ছাড়বার বান্দা নয়)। **বান্দা-নেওয়াজ,-পরওয়ার**—দাসের প্রতি করুণাপরায়ণ। **আল্লার বান্দা**—আল্লার অনুগ্রহের উপরে একান্ত নির্ভরশীল ; মানুষ। স্ত্রী বান্দী বা বাঁদী।

• **বান্ধব**—বন্ধু ; আত্মীয়-স্বজন ; জ্ঞাতি। স্ত্রী. বান্ধবী—স্ত্রীবন্ধু ; সখী।

বান্ধা—বাঁধা (প্রাচীন বাংলায় ও পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত।

বান্ধুলি—(সং. বন্ধুলি) বাঁধুলি ফুল।

† **বাপ**—(বপ্+ঘঞ্) বীজ বপন ; ক্ষৌরকর্ম করা ; বয়ন। **বাপক**—বপনকারী। **বাপস্থান**—ক্ষেত্র। **বাপদণ্ড**—কাপড় বুনিবার তাঁত।

বাপ—(সং. বপ্র ; প্রা. বপ্প) পিতা ; পিতৃ-স্থানীয় বা পিতৃবৎ পূজ্য ; পরমপিতা ; বৎস (বাপধন) ; বিস্ময়, ভয় ইত্যাদি সূচক উক্তি (বাপ রে বাপ)। **বাপ-চৌদ্দপুরুষ তোলা**—পিতা ও পূর্বপুরুষের উল্লেখ করিয়া গালি দেওয়া। **বাপ-ঠাকুরদাদা**—পিতা ও পিতামহ। **বাপতোলা**—বাপের উল্লেখ করিয়া গালি দেওয়া। **বাপদাদা**—পিতা ও পিতামহ, পূর্বপুরুষ। **বাপ বলা**—একান্ত নতি স্বীকার করা (দেবে না ? বাপ বলে দেবে)। **বাপের জন্মে,-কালে**—কোনদিন, কখনও (এমন কাণ্ড বাপের জন্মে দেখিনি)। **বাপের ঠাকুর**—পরমপূজনীয় (সাধারণতঃ

ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়—আমার বাপের ঠাকুর এসেছেন)। **কার বাপের সাধ্য**—অসম্ভব। **আপনি বাঁচলে বাপের (বাপদাদার) নাম**—বিপদের কালে নিজের ভাবনাই আগে ভাবিতে হয়। **বাপকেলে**—বাপের কালের, পৈত্রিক (ব্যঙ্গার্থে—এসব তার বাপকেলে কিনা, তাই এত জোর)। **বাপাত, বাপাতি**—বাপকেলে (বাবা দ্রঃ)। **বাপান্ত, বাপন্ত**—(বাপের লাঞ্ছনা ভোগ) বাপ তুলিয়া গালি (উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত—রবি)।

+ বাপি,-পী—(যাহাতে পদ্মাদি বপন করা যায়) বড় পুকুর বা দীঘি; জলাশয়।

+ বাপিত—মুণ্ডিত অথবা রোপিত; বাওয়া ধান।

বাপু—পিতা; বৎস। **বাপুতি**—বাপাতি। **বাপু-বাছা করা**—সস্নেহ বাক্য প্রয়োগ করা (বাপু-বাছা করে হবে না)।

বাপ্‌পাই, বাপ্পোই, বাফোই—ভয়ে বাবা রে গেলাম রে ইত্যাদি উচ্চারণ।

বাফ্‌তা—(ফা.) বস্ত্র-বিশেষ, ইহার তানা পাটের বা রেশমের, পড়িয়ান কাপাসের।

বাব—(আ.) দফা, বিভাগ (বাবে বাবে এত টাকা নিলে প্রজার আর কি থাকে?); গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; দরজা।

বাবত, বাবদ—(আ. বাবত) বিষয়; কারণ; দফা (কোন্ বাবদে কত টাকা খরচ হইল?)।

বাবদূক—[বদ্ (যঙ্‌লুগন্ত)+উক] যে অতিশয় কথা বলে, বাচাল।

বাবরি,-রী—(সং. বর্বরীক; ফা. ববর—সিংহ) লম্বা কোঁকড়ানো চুল (বাবরি কাটা; বাবরি রাখা)।

বাবর্চি, বাবুর্চি—(তুর্কী.) পাচক, মুসলমান পাচক (লক্ষ্ণৌয়ের বাবুর্চির রান্না বিরিয়ানি)। **বাবুর্চিখানা**—রান্নাঘর।

বাবলা—(সং. বর্বুর) সুপরিচিত বৃক্ষ, কাঁটা ও আঠার জন্য বিখ্যাত; ইহার কাঠে লাঙ্গল তৈরী হয়।

বাবা—(তুর্কী-বাবা; আ. আব্বা; প্রাকৃত, বপ্প) পিতা; পিতার মত আশ্রয়স্থল (মেরো না বাবা); দেবতা, সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতি সম্পর্কে সম্ভ্রমসূচক উক্তি (বাবা তারকনাথ; বাবা নানক); বৎস (দড়ি ছেঁড় কেন বাবা—বঙ্কিমচন্দ্র); আদর, অনুনয় ইত্যাদি সূচক সম্বোধন (বাবা সোনা করা); ইয়ারদের পরস্পরের প্রতি সম্বোধন (কেন গোলমাল কর বাবা); বিতৃষ্ণা-জ্ঞাপক উক্তি (বাবা, ও পথে আর নয়); অধিকতর শক্তিশালী, গর্হিততর (এ মেয়ে পুরুষের বাবা; সুদ নয়, সুদের বাবা)। **বাবা গো**—দুঃখ যন্ত্রণা ইত্যাদি সূচক উক্তি। **বাবাজান**—পিতা (গ্রাম্য—বাজান); বৎস; **বাবাতি**—পৈত্রিক, বাপকেলে (ব্যঙ্গার্থে ও গালিতে—বাবাতি মাল পেয়েছ)।

বাবাজি,-জী—বৈষ্ণব, সাধু, সন্ন্যাসী সম্পর্কে সম্ভ্রমপূর্ণ উক্তি (কৃষ্ণদাস বাবাজী); পুত্রস্থানীয়ের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ উক্তি (বাবাজী কবে বাড়ী আসছেন জানালে সুখী হব)। **বাবাজীউ**—বাবাজী, বাবাজীবন। [সম্বোধন; বাবাজী।

বাবাজীবন—পুত্র ও পুত্রস্থানীয়ের প্রতি পত্রের

বাবু—সেকালের পদস্থ বাঙ্গালী হিন্দুর উপাধি (বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর); জমিদার (নড়ালের বাবুরা); বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্রলোকের নামের পরে প্রযোজ্য সম্ভ্রমসূচক শব্দ (শরৎবাবু, রমেশ-বাবু—বাঙ্গালী মুসলমান ভদ্রলোকের নামের পরে এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মিঞা ব্যবহৃত হইত, বর্তমানে শহরে সাধারণতঃ সাহেব ব্যবহৃত হয়); বাঙ্গালী কর্মচারী (বড় বাবু, ছোট·বাবু, টিকিট-বাবু—উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নামের পেছনে বর্তমানে সাহেব ব্যবহৃত হয়, দত্ত সাহেব; রহমান সাহেব; লাহিড়ী সাহেব); স্বামী, গৃহস্বামী (বাবু এখন বাড়ীতে নন—মুসলমান মহিলারা এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সাহেব বলেন); ভদ্রশ্রেণীর লোক, শ্রমিকদের উপরের স্তরের লোক (বাবুরা মজদুরদের দুঃখ বুঝবেন কেন?); বিলাসী, দৈহিকশ্রমবিমুখ (তখন তিনি ঘোর বাবু ছিলেন, নম্বরী ধুতি ভিন্ন পরতেন না)। **বাবুগিরি, বাবুয়ানা**—বিলাসিতা। **বাবুভেয়ে,-ভায়া**—বাবু সম্প্রদায়ের লোক (বোশেখের খরায় পোড়া আর আষাঢ়ের বৃষ্টিতে ভেজা যে কি বাবুভেয়েরা তা' কি বুঝবে?)। **বাবুজী**—অ-বাঙ্গালীদের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের প্রতি সম্বোধন (স্ত্রী—মাইজী)।

বাবুই, বাবই—সুপরিচিত ছোট পাখী। **ঘর থাকিতে বাবুই ভেজা**—বুদ্ধির দোষে দুঃখ-অসুবিধা ভোগ করা (ঘর দ্রঃ);

কপালের দোষে দুঃখ পাওয়া। **বাবুই তুলসী**—উগ্রগন্ধ তুলসী-বিশেষ।

বাবুর্চি—বাবর্চি দ্রঃ।

† **বাম**—[বা (গমন করা)+ম] প্রতিকূল, বিমুখ (বিধি মোরে বাম); বামদিক, বামদিকস্থ (বাম আঁখি ; বাম হস্ত); বিপরীত (বামাচার —মদ্যাদি পানরূপ বেদ-বিরোধী তান্ত্রিক আচার ; বামপন্থী—সাধারণতঃ যে পথে চলা হয় তাহার বিপরীত পথ অবলম্বনকারী); বক্র (বামশীল—বক্র স্বভাবের) ; সুন্দর (বামলোচনা, বামাক্ষী) ; ক্রূর ; শিব ('অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম')। (স্ত্রী—বামা)।

বামণ,-ন—ব্রাহ্মণ (সে যেসে বামন নয়—শরৎচন্দ্র)। (কথ্য—বামুণ, বামুন)। **বামনা** —ব্রাহ্মণ (অবজ্ঞার্থে)। **বামনাই**—ব্রাহ্মণের জাতি-অভিমান, আচার-বিচারের বাড়াবাড়ি, কৌলীন্য (ব্যঙ্গার্থে)। স্ত্রী—বামনী (গ্রাম্য ও অবজ্ঞার্থক—ক্ষেন্তী বামনী, ভব্য—ব্রাহ্মণী)। **বামন গেল ঘর নাঙ্গল তুলে ধর**—পরিচালকের অবিদ্যমানে তাহার অধীন লোকদের কাজে ফাঁকি দেওয়া সম্বন্ধে বলা হয়। **বামন-শুদ্দুর তফাৎ**—আকাশ-পাতাল তফাৎ।

বামদেব—শিব, মুনি-বিশেষ।

বামন—ব্রাহ্মণ ; বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ ; খর্ব (বামন হয়ে চাঁদে হাত)। **বামুন**—বামন (কথ্য)।

বামা—(যাহাদের বামু অঙ্গ প্রশস্ত) নারী (বামাস্বর) ; সুন্দরী নারী ; গৌরী ; লক্ষ্মী ; সরস্বতী ; প্রতিকূলা ; অপ্রসন্না ; অভিমানিনী। **বামাচার**—বেদ-বিরুদ্ধ তান্ত্রিক আচার, মদ্যাদি পান (বামাচারী—বামাচার-পরায়ণ শাক্ত)। **বামাবর্ত**—বামদিকে আবর্তযুক্ত ; বামদিকে ফেরা।

বামী—ঘোটকী (বড়বা নামেতে বামী বাড়বাগ্নি-শিখা—মধুসূদন)।

বামুন—(বামন দ্রঃ। বামন, ব্রাহ্মণ (বামুন-ঠাকুর—পুরোহিত ; বামুন-ঠাকুরুণ—ব্রাহ্মণী) ; পাচক (চাকর-বামুন—ঠাকুর-চাকর বেশী প্রচলিত)। **বামুন-শুদ্দুর**—বামন দ্রঃ।

† **বামেতর**—দক্ষিণ (প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল—মধুসূদন)। **বামোরু**—যে স্ত্রীর উরুদ্বয় সুন্দর। **বাম্য**—বামতা, প্রতিকূলতা, বিরূপভাব, বক্রতা।

বায়—(সং. বায়ু) বায়ু, হাওয়া (কথ্য ভাষায় ও কাব্যে ব্যবহৃত হয়) ; (ফা. বু) গন্ধ (খোসবায় —গ্রাম্য) ; বাজায় (প্রাচীন বাংলা) ; বপন (বায়ক—বপনকারী) ; বয়ন (বায়দণ্ড—তাঁত)। **বায়ন**—যে বাজায় ; পিষ্টক-বিশেষ (উৎসবাদিতে দেবতাকে নিবেদিত হয়)।

বায়না—(ফা. বহানা) আব্দার, অস্থির, কিন্তু প্রবল আগ্রহ (ছেলে বায়না ধরেছে, তাকে মেলায় নিয়ে যেতে হবে ; বায়নার আর অন্ত নাই)। **জ্ঞানের উপর বায়না তোলা**—প্রাণ অতিষ্ঠ করা, অত্যন্ত ব্যস্ত করা (প্রাদেশিক—মেয়েলি ভাষা)।

বায়না—(আ বয়্আনা) মূল্যাদি নির্ধারিত করিয়া তাহার কিয়দংশ অগ্রিম দান বা গ্রহণ, earnest money (দইয়ের বায়না দ্বারিক ঘোষ নিয়েছে)। **বায়নাপত্র**—বায়না করা হইল এই স্বীকৃতিপূর্ণ লেখ্য (বায়নাপত্তর করা হয়েছে—কথা পাকা করিয়া বায়না দেওয়া হইয়াছে—পত্তর দ্রঃ)।

বায়নাক্কা—বিস্তৃত বিবরণ ; খুঁটিনাটি ; খুঁটিনাটি সম্পর্কিত ঝঞ্ঝাট।

† **বায়ব**—(বায়ু+অ) বায়ু-সম্বন্ধীয় ; বায়ুকোণ-সম্বন্ধীয়। **বায়বী**—বায়ুকোণ। **বায়বীয়, বায়ব্য**—বায়ু-সম্বন্ধীয় ; বায়ুতে বা গ্যাসে পরিণত। **বায়ব্য বায়ু**— ১, মৌসুমী বায়ু। **বায়ব্য মূল**—যে মূল বা শিকড় শূন্যে বিস্তৃত, বটের ঝুরি। **বায়ব্যাস্ত্র**—প্রাচীন অস্ত্র-বিশেষ।

† **বায়স**—কাক ; অগুরু বৃক্ষ ; টার্পিন। স্ত্রী. বায়সী। **বায়সান্তক, বায়সারি**—পেচক।

বায় (য়ো) স্কোপ—(ইং. bioscope) [চলচ্চিত্র, সিনেমা।

বায়া—(আ. বায়া) স্বত্ব বিক্রয়কারী (আদালতের ভাষা)।

বায়াত্তর—বাহাত্তর দ্রঃ। **বায়াত্তুরে**—বাহাত্তুরে, বার্ধক্য-বশতঃ মতিচ্ছন্ন।

বায়ান্ন, বাহান্ন—৫২ এই সংখ্যা। **যাহা বায়ান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন**—অনেকই যদি করা হইয়াছে, অল্প আর তবে বাকী থাকে কেন ? (একজন লোক বায়ান্নটা খুন করিয়াছিল, এক

দুর্বৃত্তের বাড়াবাড়ি দেখিয়া সে তাহাকেও খুন করে এবং খুন করার সময় বলে, যাঁহা বায়ান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন)। কথিত আছে, এই দুর্বৃত্তের প্রাণনাশ উক্ত ব্যক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তের কাজ করিয়াছিল)।

+ **বায়ু**—(বা+উ) বাতাস, পবন, হাওয়া; দেহের পঞ্চপ্রাণ (প্রাণবায়ু); বাই, বাতিক (বায়ুপ্রকোপ)। **বায়ুকেতু**—ধূলি। **বায়ুকোণ**—উত্তর-পশ্চিম কোণ। **বায়ু-কোষ**—ফুস্‌ফুস্‌। **বায়ুগতি**—বায়ুর মত দ্রুতগতি। **বায়ুগ্রস্ত**—বাতিকগ্রস্ত। **বায়ুঘরট্ট**—বায়ু-প্রবাহের দ্বারা চালিত ঘরট্ট। **বায়ুতনয়,-নন্দন**—হনুমান। **বায়ুপথ**—আকাশ। **বায়ু-পরিণাম**—যে দ্রব্য সহজে বায়ুরূপে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায় কর্পূর। **বায়ু পরিবর্তন**—স্বাস্থ্যলাভার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন। **বায়ু-প্রবাহ**—বায়ুর বেগ বা স্রোত। **বায়ুবাহ**—বাষ্প; ধূম। **বায়ুবাহিনী**—বায়ু-সঞ্চারিণী শিরা। **বায়ুভক্ষ,-ভক্ষ্য**—বায়ু ভক্ষণকারী, সর্প। **বায়ুভুক্‌**—সর্প। **বায়ুমণ্ডল**—চতুর্দিকের বায়ু, বাতাবরণ, atmosphere। **বায়ুমান যন্ত্র**—যে যন্ত্রে বায়ুর পরিমাণ নিরূপিত হয়। **বায়ুরোগ**—উন্মাদরোগ। **বায়ুসখ,-সখা**—অগ্নি। **বায়ু সেবন**—যেখানে নির্মল বায়ু প্রবাহিত হয় সেখানে ভ্রমণ। **বায়ুস্তর**—বায়ুর বিভিন্ন স্তবক।

বায়েন—বাদ্যকর।

বার—(বারি+অ) নিবারক (বাণবার); বাসর (রবি, সোম, মঙ্গল প্রভৃতি); পালা (ক্রমে বৃদ্ধ শশকের বার উপস্থিত হইল); সময় (বহুবার বলা হয়েছে; এইবার বোঝা যাবে—শত্রু না মিত্র); নিষিদ্ধ (বারবেলা)।

বার—(ফা.) সভা, আসর। **বার দিয়া বসা**—সভা করিয়া বসা, আসর জমাইয়া বসা।

বার—বাহির (বারবাড়ী); বাহিরের দিক, সদর (এর আর বার-ভিতর নেই); বহির্ভূত (কাজের বার)। **বার করা**—বহিষ্কার করা (ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া); লোকের চক্ষুগোচর করানো; ঘরের বাহিরে আনা, লুক্কায়িত স্থান হইতে টাকা প্রভৃতি বাহির করিয়া খরচ করা (চোখ রাঙাতেই সুড় সুড় করে টাকা বার করলে); প্রদর্শন করা (দাঁত বার করা); কুলের বাহির করা। **কথা বার করা**—ভিতরকার কথা জানিয়া লওয়া।

বার—(ইং. bar) উকিল-সম্প্রদায় (বার লাইব্রেরী—উকিলদের ব্যবহার-যোগ্য লাইব্রেরী ও বসিবার স্থান)।

বার—(ফা.) বোঝা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **বারদার**—অন্তঃসত্ত্বা (ফারসী-নবীশ বৃদ্ধদের ভাষা)। **বারবর-দার**—যে বোঝা বয়, কুলি। **বারবরদারি**—বোঝা বহনের জন্য পারিশ্রমিক; বিশেষ কাজের জন্য পারিশ্রমিক; ভাতা।

বার, বারো—১২ এই সংখ্যা; বহু (অবজ্ঞার্থক—বারভূত)। (বারনারী,-বধূ,-বিলাসিনী,-যোষিৎ,-বণিতা, বারাঙ্গনা—গণিকা; বারমুখ্যা—গণিকাশ্রেষ্ঠা)। **বারদুয়ারী**—বারদ্বার-যুক্ত। **বারমাস**—পুরা বৎসর; সব সময় (বিণ. বারমেসে)। **বার মাসে তের পার্বণ**—সব সময়ে ধূম লাগিয়াই আছে। **বারহাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি**—অশোভনভাবে দীর্ঘ; অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য।

বারই—বার তারিখ বা তারিখে; বারুই (গ্রাম্য)।

বারংবার, বারম্বার, বারবার—পুনঃপুনঃ।

বারক—নিবারক (বজ্রবারক)।

বারকোশ,-ষ—(ফা বারকশ্‌) কাঠের বড় থালা, tray।

বারণ—নিষেধ (বারণ করা; বারণ মানা); হস্তী; বর্ম; অঙ্কুশ। **বারণবল্লভা**—কলা-গাছ। **বারণানন**—গণেশ। **বারণারি**—সিংহ। [প্রয়োগ।

বারণাবত—মহাভারতোক্ত নগরী, বর্তমান

বারতা—বার্তা, সংবাদ (কাব্যে ব্যবহৃত)।

বারদরিয়া—বাহিরের দরিয়া, উন্মুক্ত সমুদ্র।

+ **বারবেলা**—বিভিন্ন বারে জ্যোতিষ শাস্ত্রানু-সারে বর্জনীয় সময় (পার তো জন্মোনা কেউ বিস্যুৎবারের বারবেলা—দ্বিজেন্দ্রলাল)।

+ **বারব্রত**—নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত পালিত ব্রতাদি।

বারভুঁইয়া,-ভুঞা—দ্বাদশ ভৌমিক অথবা ভূম্যধিকারী (পাঠান-রাজত্বের শেষ ভাগের কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বঙ্গের বার জন বা বহু শক্তিশালী সামন্ত রাজা)।

বারভূত—নিঃসম্পর্ক ও মমতাহীন জনসাধারণ (ছেলেপুলে নেই, সৎকাজেও দিলে না, কাজেই তার সম্পত্তি বারভূতেই খাবে)।

বারমতি—ধর্মঠাকুরের পূজা (বার দিনে বা তিথিতে ও বার রকমের উপকরণে অনুষ্ঠেয়)।

বারমাস্যা, বারমাসি,-সী—বৎসরের বিভিন্ন মাসে ও ঋতুতে প্রকৃতির ও মানুষের অবস্থার বর্ণনা (খুল্লনার বারমাস্যা)।

বারমেসে—যাহা বারমাস ফলে; নিত্য, সব-সময়ের (তোমার এই বারমেসে হাভাত মেটাবে কে?)।

+**বারয়িতা**—(বারি+তৃচ্) নিবারক, রোধক। **বারয়িতব্য**—নিবারণযোগ্য। স্ত্রী. বারয়িত্রী।

বারশিঙ্গা—হরিণ-বিশেষ (ইহার শৃঙ্গ বহু শাখায় বিভক্ত)।

বারা—নিবারণ করা, রোধ করা (প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত); ঢেকিতে ধানভানার কাজ (ঢেকি স্বর্গে গেলেও বারা বানে)। **বারানী**—যে স্ত্রীলোক ধান ভানিয়া জীবিকা অর্জন করে (প্রাদেশিক)। **বারাণসী**—(বরুণা ও অসী নদীর মধ্যস্থিত নগরী) কাশী; কাশীতে প্রস্তুত শাড়ী।

বারাণ্ডা—(পর্তু. varanda) বারান্দা দ্রঃ।

বারান—বাহির হওয়া (প্রাদেশিক)।

বারান্তর,-রে—পুনরায়, অন্য সময়ে।

বারান্দা—(ফা. বারামদহ্) গৃহের সম্মুখের খোলা অংশ, পিঁড়ে, হাতনে, ওসারা। **গাড়ীবারান্দা**—গাড়ী দ্রঃ।

বারাম—বৈঠক, আসর (বারামে বসেছে—ইয়ার-বন্ধু লইয়া গল্পগুজব করিতেছে)। **বারামখানা**—আরাম করিবার ঘর, বৈঠকখানা।

বারাহ—বরাহ-সম্বন্ধীয়; বরাহ-চর্ম-নির্মিত পাদুকা; বিষ্ণুর বরাহ-অবতার। স্ত্রী. বারাহী—যোগিনী-বিশেষ।

+**বারি**—(বারি+ই—যাহা তৃষ্ণা নিবারণ করে) জল; বৃষ্টির জল (বারিবাহ, বারিদ)। **বারি-কর্পূর**—ইলিশ মাছ। **বারিকোষ**—অঞ্জলি-পরিমিত মন্ত্রপূত জল (শপথ করিবার কালে ব্যবহার হইত)। **বারিগর্ভ**—মেঘ। **বারিঘরট্ট**—বারি-প্রবাহের দ্বারা চালিত যন্ত্র। **বারিচর**—জলচর, মৎস্য। **বারিচামর**—শৈবাল। **বারিজ**—শঙ্খ, শম্বুক, পদ্ম। **বারিতস্কর**—মেঘ; সূর্য। **বারিত্রা**—ছত্র। **বারিদ,-ধর,-বহ,-বাহক,-বাহন**—মেঘ। **বারি-দুর্গ**—যে দুর্গের চারিদিকে গভীর জল। **বারিধানী**—জলাধার। **বারিধারা**—স্রোত; বৃষ্টিপাত। **বারিধি,-নিধি**—সমুদ্র। **বারিনাথ**—বরুণ; সমুদ্র। **বারিপর্ণী**—পানা। **বারি-প্রবাহ**—জলস্রোত; নির্ঝর। **বারি-বারণ**—জলহস্তী। **বারিমুক্**—মেঘ। **বারিযন্ত্র**—কৃত্রিম ফোয়ারা; জল নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র। **বারিরথ**—ভেলা। **বারিরাশি**—জলরাশি, সমুদ্র। **বারিরুহ**—পদ্ম। **বারি-বিহঙ্গ**—জলচর পক্ষী।

বারিক—(ইং. barrack) সৈন্যদের ছাউনি (জামাই-বারিক—বহু জামাতার আগমনে যে বাড়ী ছাউনির মত হইয়াছে), উপাধি-বিশেষ।

বারিক, বারীক—(ফা.) সূক্ষ্ম।

+**বারিত**—(বারি+ত) নিবারিত; প্রতিহত।

বারী—(বারি+ইন্) নিবারণকারী, প্রতিরোধকারী (রিপুদলবারিণী—বঙ্কিমচন্দ্র); হস্তি-বন্ধন-স্থান।

বারীন্দ্র,-বারীশ—সমুদ্র। স্ত্রী. বারীন্দ্রাণী।

বারুই, বারুজীবী—(সং. বারুজী) পান-ব্যবসায়ী জাতি।

বারুণ—বরুণ-সম্বন্ধীয়; অবগাহন স্নান; সমুদ্র-বারি হইতে উৎপন্ন; পশ্চিম দিক। **বারুণ কর্ম**—জলাশয়াদি খনন।

বারুণী—বরুণকন্যা; বরুণের স্ত্রী; সুরা, ধেনো মদ; শতভিষা নক্ষত্র (বারুণীবল্লভ—বরুণ, বারুণী স্নান)।

বারুদ—(তুর্কী—বারুত) সোরা, গন্ধক প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত চূর্ণ-বিশেষ, ইহা সহজেই জ্বলিয়া উঠে; বারুদের মত সহজদাহ্য, অতিশয় উত্তেজিত (রেগে বারুদ হয়ে আছে)। **বারুদখানা**—যেখানে বারুদ সঞ্চিত থাকে।

বারেক—একবার (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

বারেন্দ্র—বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী; ব্রাহ্মণের শ্রেণী-বিশেষ। স্ত্রী. বারেন্দ্রী।

বারোয়াঁ—রাগিণী-বিশেষ।

বারোয়ারী,-রি, বারইয়ারি—(বারজন বন্ধুর যোগে যাহা নিষ্পন্ন হয়) সর্বসাধারণের

সহযোগে যাহা অনুষ্ঠিত হয় (বারোয়ারী পূজা; বারোয়ারীতলা—বারোয়ারী পূজার স্থান; বারোয়ারী উপন্যাস—বারজন অথবা বহু লেখক যে উপন্যাসের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ লিখেন)। **বারোয়ারী ব্যাপার**—সর্বসাধারণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হুড়হাঙ্গামাপূর্ণ অথবা বৈশিষ্ট্যহীন ব্যাপার।

বার্ণিক—লেখক; লিপিকর; যে রং দিয়া লেখে বা রং লাগায়; চিত্রকর; আক্ষরিক।

বার্ণিশ,-স—(ইং. varnish) কাঠ লোহা প্রভৃতি চকচকে করিবার জন্য যে বিভিন্ন ধরণের লেপ দেওয়া হয়।

+ **বার্তা**—বৃত্তান্ত, সংবাদ, বাণী (**বার্তাবহ,-হর,-হারী**—দূত); কৃষি, গোপালনাদি (**বার্তানুজীবী**—কৃষি, গোপালনাদির দ্বারা যাহার জীবিকা নির্বাহ হয়)। **বার্তাশাস্ত্র**—ধনবিজ্ঞান, Economics।

বার্তাক,-কু—বেগুন।

+ **বার্তিক**—(বৃত্তি+ষ্ণিক) কৃষিকর্মে পটু, বৈশ্যজাতি; গ্রন্থের টীকা-বিশেষ (কাত্যায়নের বার্তিক)।

+ **বার্ধক**—বৃদ্ধসমূহ; বৃদ্ধাবস্থা (বার্ধকশোভী বল্কল)। **বার্ধক্য**—বৃদ্ধাবস্থা, জরা (অকাল-বার্ধক্য)।

+ **বার্য**—নিবার্য, বারণীয়; বারি-সম্বন্ধীয়। **বার্যমাণ**—যাহা বারিত করা হইতেছে।

বার্লি—(ইং. barley) যবচূর্ণ (ইহা রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়)।

+ **বার্ষিক**—(বর্ষ+ষ্ণিক) বাৎসরিক (বার্ষিক পরীক্ষা; বার্ষিক গতি); এক বৎসরে দেয় (বার্ষিক চাঁদা); বর্ষাকালীন। **বার্ষিকী**—এক বৎসরে বা বৎসরান্তে যাহা দেওয়া বা অনুষ্ঠিত হয় (জন্মবার্ষিকী)।

বার্ষ্ণেয়—বৃষ্ণিবংশ-সম্ভূত; যদুবংশীয়।

‡ **বার্হস্পত্য**—(বৃহস্পতি+ষ্য) বৃহস্পতি-সম্বন্ধীয়; বৃহস্পতি-প্রণীত শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র; চার্বাক।

* **বাল**—(বল্+অ—যে দেহে ও বুদ্ধি প্রভৃতিতে নিত্য বৃদ্ধি পায়) অল্পবয়স্ক, অচিরজাত, তরুণ (বাল সর্প); নবোদিত (বালেন্দু); ছোট (বাল মূষিকা—নেংটি ইঁদুর); কচি, কোমল (বাল মৃণাল); কেশ (বাল ব্যজন—চমরু-পুচ্ছের ব্যজন, চামর; বালভার—কেশভার, রোমরাজি, বাংলায় অন্তর্লোম); ষোল বৎসরের অনধিক বয়স্ক; অজ্ঞান; মূর্খ। **বালকদলী**—কলার পোয়া। **বালকাণ্ড**—রামায়ণের আদি কাণ্ড, যাহাতে রামের বাল্যকালের বর্ণনা আছে। **বালকাম**—সন্তানাভিলাষী। **বালক্রিমি**—উকুন। **বালকৃষ্ণ**—বালক কৃষ্ণ। **বাল-ক্রীড়ন**—বালকের খেলা। **বালখিল্য**—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ মহাতপা মুনি-বিশেষ (ব্যঙ্গার্থে—এঁচড়ে পাকা)। **বালগজ**—হস্তি-শাবক (যাহার বয়স পাঁচ বৎসরের বেশী নয়)। **বালগর্ভিণী**—প্রথম গর্ভবতী গাভী। **বালগোপাল**—শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি-বিশেষ। **বালঘ্ন**—বালক হন্তা। **বালচর্য**—বালকের চরিত্র। **বালচর্যা**—শিশুপালন। **বাল-চাপল্য**—বালক-সুলভ চপলতা। **বালচূত**—আমের চারা। **বালতন্ত্র**—শিশু-চিকিৎসা। **বালতৃণ**—কচি ঘাস। **বালধন**—নাবালকের বিষয়-সম্পত্তি। **বালধি**—চামর। **বাল-পাদপ**—চারাগাছ। **বালবাচ্চা**—ছেলে-পুলে, সন্তান-সন্ততি (বালবাচ্চার গর্দান যাবে)। **বালবিধবা**—বাল্যে পতিহীনা। **বালভোগ**—প্রভাতে জগন্নাথের অথবা বালগোপালের প্রথম ভোগ (ব্যঙ্গার্থে—প্রাতরাশ)। **বাল-মতি**—অপরিণতবুদ্ধি। **বালসন্ধ্যা**—সন্ধ্যার সূচনা। **বালসূর্য**—নবারুণ; বৈদূর্যমণি। **বালহস্ত**—লোমযুক্ত লাঙ্গুল।

বালক—অল্পবয়স্ক (ষোল বৎসরের অনধিক); অপরিণত (দেহে ও মনে); অবোধ, শাবক (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ বাল ব্যবহৃত হয়)। (গ্রাম্য—বাল্লক)। **বালকোচিত**—বালসুলভ। **বালচন্দ্র**—নবোদিত চন্দ্র (প্রাচীন বাংলা)।

বালতি—(পর্তু. balde) হাতল দেওয়া মুখ-চওড়া ধাতু-নির্মিত জলপাত্র-বিশেষ। **বালশা,-সা**—(সং বালিশ) শিশুর রোগ, জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি। **বালশানো**—শিশু রোগাক্রান্ত হওয়া (খোকা আমার দু দিন ধরে বালশেছে); বালিশের মত নাদুস-নুদুস হওয়া (খাচ্ছে আর বালসেচ্ছে—প্রাদেশিক)।

বালা—(সং. বলয়) আভরণ-বিশেষ (হাতের বালা; কাণের বালা—ছোট হইলে, বালী)।

বালা—বালিকা, ছোট মেয়ে, কন্যা (পার্থেরে

বরিতে যায় দ্রুপদের বালা—কাশীরাম) ; তরুণী (বালা স্ত্রী) ; যুবতী (ব্রজের বালা) ; বধূ (কুলবালা) ; (প্রাচীন বাংলায় বালক অর্থেও বালার ব্যবহার আছে) ; শিবের গাজনের সন্ন্যাসী (বালা আঁচলা—এই সন্ন্যাসী, যে ছোট কাপড় পরে) ।

বালাই—(আ. বলা) দুর্দৈব, বিপদ, সঙ্কট (আপদ-বালাই দূর হয়ে যাক্) ; বিঘ্ন ; প্রতিবন্ধক (ছেলেটা তোমার বালাই হয়েছে, গেলেই বাঁচ ; বল্লালী বালাই—বিভূতিভূষণ) । **বালাই নিয়ে মরা**—যাহা বিঘ্নস্বরূপ তাহাতে ভুগিয়া নিজে মরা, প্রিয়জনকে নিরাপদ করা (তোমার রূপের বালাই নিয়ে মরি) । **বালাই**—বালাই দূর হইয়া যাক্ (বালাই, ওকথা বলতে নেই) । **আলাই-বালাই**—আপদ-বালাই দূর হইয়া যাক্ (আলাই-বালাই অমন কথা বলতে নেই—গ্রাম্য) ; আপদ-বালাই । **রোগ বালাই**—ব্যাধি, অমঙ্গল ইত্যাদি । **বালা মুসিবত**—দুর্দৈব, আপদ-বিপদ (সব বালা মুসিবত কেটে যাক্, এই দোয়া করি) ।

বালাখানা—(ফা উপরতলার ঘর) উচ্চ অট্টালিকা ; প্রাসাদ (ফুলা কি আর এখন সেই ফুলী আছে ? সে এখন বালাখানায় চড়েছে : গরীবের কুঁড়েঘরই তার বালাখানা) । [চল ।

বালাঞ্চি, বালামচি—ঘোড়ার বা গরুর লেজের

বালাতপ—বালসূর্যের কিরণ । **বালাদিত্য**—বালসূর্য । **বালাপত্য**—শিশু সন্তান ।

বালাপোষ—(ফা.) অল্প তুলা-ভরা হাল্কা কোমল ও সাধারণতঃ রঙ্গীন গাত্র-বস্ত্র, সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল (মুর্শিদাবাদী বালাপোষ) ।

বালাম—ভারবাহী বৃহৎ ও উচ্চ নৌকা-বিশেষ : বাখরগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ চাউল, (বালাম নৌকায় চালান হইত বলিয়া এই নাম) ।

বালারুণ, বালার্ক—নবোদিত রক্তবর্ণ সূর্য ('বালার্ক-সিন্দুর-বিন্দু') ।

বালি,-লী—রামায়ণ-বর্ণিত কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ; বালিকা (প্রাচীন বাংলায় ও বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যবহৃত) ।

বালি—বালুকা । **বালির বাঁধ**—বালির বাঁধ যেমন দেখিতে দেখিতে ধ্বসিয়া পড়ে, সেইরূপ অনির্ভরযোগ্য ('বড়র পীড়িতি বালির বাঁধ') । **বালিখোলা**—যে খোলায় বা মাটির পাত্রে বালি দিয়া কলায়-আদি ভাজা হয় । (বিপ. কাঠখোলা) । **বালি-ঘট**—বালিপূর্ণ ঘট, (গলায় বাঁধিয়া ডুবিয়া মরিবার জন্য) । **বালি-ঘড়ী**—বালিপূর্ণ পাত্র-বিশেষ, সময় নিরূপণের কাজে ব্যবহৃত হয় (ঘড়ী দ্রঃ) । **বালি-চর**—বালুর চর । **বালিবন্ধে সৌধ নির্মাণ**—অনির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে বড় কিছু গড়িবার দুরাশা বা নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে বলা হয় । **বালিহাঁস,-হংস**—বন্য হাঁস-বিশেষ, ইহারা নদীর চরে চরে । **গুড়ে বালি**—গুড় দ্রঃ । **চোখে বালি**—চক্ষে বালিকণা পড়িলে যেরূপ পীড়া বোধ হয়, যাহার দর্শন সেরূপ অসহ্য . সপত্নীর সম্বন্ধ ।

বালিআড়ী,-য়াড়ি—নদীর বা সমুদ্রের তীরে বালির আলি বা উচ্চ স্তূপ, নদীর বালুকাময় উচ্চ তীর ।

* **বালিকা**—(সং.) ছোট মেয়ে, তরুণী ; অল্প বয়স্কা (তুমি এখনও বালিকা, বুঝবেনা) । **বালিকা বয়স**—বালিকা কাল ; কন্যা-কাল ।

বালিশ—(ফা.) উপাধান (কোল-বালিশ) ।

বালু—বালি । **বালুচর**—বালুকাপূর্ণ চর ; মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রাম-বিশেষ, এখানে প্রস্তুত রেশমী শাড়ীকে বালুচরে বা বালুচরী বলা হয় ।

‡**বালুকা**—(সং.) বালি । **বালুকাগড়**—বেলে মাছ । **বালুকাময়**—বালুকাপূর্ণ । **বালুকা-যন্ত্র**—বালুকার উত্তাপে ঔষধ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র-বিশেষ ; বালিঘড়ি ।

বালুসাই—ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন-বিশেষ ।

* **বালেন্দু**—নূতন চাঁদ, চন্দ্রকলা, crescent ।

বাল্মিক, বাল্মিকি, বাল্মীক, বাল্মীকি—রামায়ণ-প্রণেতা মুনি (বল্মীক হইতে উদ্ভব হেতু) ।

***বাল্য**—(বাল+য) শৈশবকাল (বাল্যকাল ; **বাল্য প্রণয়**—বালক কালের ভালবাসা) । **বাল্যবন্ধু**—বাল্যকালে যাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে এবং এখনও সে বন্ধুত্ব আছে । **বাল্যবিবাহ**—যৌবন লাভের পূর্বে বিবাহ । **বাল্যভোগ**—বালকের প্রাতঃকালের খাবার, বালভোগ ।

বাল্হক, বাল্হিক—(বাল্থ্) বাহ্লিক দ্রঃ ।

বাশ,-স, বাশী—(সং. বাশী) সূত্রধরের চাঁচিবার যন্ত্র-বিশেষ, বাইশ।

† **বাশিষ্ঠ, বাসিষ্ঠ**—বশিষ্ঠ প্রণীত (যোগ বাশিষ্ঠ) ; বশিষ্ঠের বংশধর।

বাশুলি,-লী,-স্থলি,-লী—(বিশালাক্ষী) দেবী-বিশেষ, কবি চণ্ডীদাস ইঁহার পূজারী ছিলেন ; চণ্ডী।

বাষট্টি—(সং দ্বিষষ্টি) ৬২ এই সংখ্যা।

‡ **বাষ্প,-স্প**—তরল পদার্থ উত্তপ্ত হইলে যে বায়বীয় আকার ধারণ করে ; সূক্ষ্ম জলবিন্দু ; অশ্রু (বাষ্পাকুল-লোচনা ; বাষ্প-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ; বাষ্প বিমোচন ; বাষ্পাসার—অঝোরে অশ্রুবর্ষণ) ; বিন্দুবিসর্গ, নামগন্ধ (এর বাষ্পও জানি না)। **বাষ্পপোত**—ষ্টিমারাদি। **বাষ্পযন্ত্র**—বাষ্পের শক্তিতে চালিত যন্ত্র। **বাষ্পায়ন**—তরল পদার্থের বাষ্পীভূত হওয়া। **বাষ্পীয়**—বাষ্প-বিষয়ক, বাষ্প-চালিত।

‡ **বাস**—(বস্+ঘঞ্) বসতি, স্থিতি (বাস সপ্তগ্রামে) ; অবস্থান (নরক-বাস) ; গৃহ, আশ্রয় (বাস বাঁধা)। **বাসগৃহ**—বাসের জন্য নির্মিত গৃহ। **বাসভূমি**—স্থায়ী বাসস্থান ('নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে')। **বাসযষ্টি**—পাখীর দাঁড়। **বাস-সজ্জা**—বাসক-সজ্জা দ্রঃ। **বাস সন্নিধান**—বাসস্থান নির্মাণ

† **বাস**—(বস্+ঘঞ্) বস্ত্র, পরিচ্ছদ (ছিন্নবাস-পরিহিত)। **জলবাস**—দেহ হইতে জল মুছিয়া ফেলিবার বস্ত্র, গামছা।

† **বাস**—(বাস্+অ) সুগন্ধ ; কড়াগন্ধ (বাস ছুটেছে) ; বাষ্প, আভাস (পাইয়া ধনের বাস —কবিকঙ্কণ)। **বাসযোগ**—নানা সুগন্ধ দ্রব্যের চূর্ণ।

বাস—(ইং. bus) যাত্রীবাহী মোটর গাড়ী বাস-রুট (bus-route) বাস যে পথে চলে, কোন বাসের জন্য নির্ধারিত পথ।

বাসক—সুগন্ধ-কারক ; বৃক্ষ-বিশেষ ; শয়ন-গৃহ (বাসক-শয়ন পারে—রবি)। **বাসক-সজ্জা,-সজ্জিকা**—যে নায়িকা বাসগৃহ সাজাইয়া ও নিজে সজ্জিতা হইয়া নায়কের প্রতীক্ষা করে।

† **বাসন**—সুরভীকরণ ; বস্ত্র ; বাসস্থান ; পাত্র ; বন্ধকী দ্রব্য মোহরাঙ্কিত করিয়া রাখিবার আধার।

বাসন—থালা-ঘটী-বাটী ; রন্ধন-পাত্র। **বাসন-কোসন**—তৈজসপত্র।

† **বাসনা**—সুগন্ধীকরণ ; বিষয়-স্পৃহা (বাসনা-লোপ) ; কামনা, আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ (তোমাকে দেখিতে বাসনা করি) ; আকাঙ্ক্ষিত বস্তু (জগত-বাসনা)।

বাসনা—কলাগাছের শুক্‌না বাকল ও পাতা ; সুগন্ধ (গ্রাম্য—কেমন বাস্‌না করে)।

† **বাসন্ত**—বসন্ত-ঋতু-সম্বন্ধীয় ; যাহা বসন্তকালে জন্মে ; মলয়ানিল ; কোকিল ; উষ্ট্র ; তরুণ ; তরুণ হস্তী। **বাসন্তিক**—(যাহা বসন্তকালে বিকসিত হয়) বসন্তকালে জাত (বাসন্তিক তরু) ; বসন্তোৎসব ; বিদূষক ; ভাঁড় ; নট। **বাসন্তী**—নবমল্লিকা ; মাধবী লতা ; বসন্ত উৎসব। **বাসন্তী পূজা**—চৈত্র মাসের দুর্গাপূজা। **বাসন্তী রং**—বসন্তের শুক্‌না পাতার রং।

† **বাসব**—(বসু+অ—ধনরত্ন-বিশিষ্ট) ইন্দ্র। স্ত্রী. বাসবী—ব্যাসের মাতা সত্যবতী ; শচী।

বাসবদত্তা—সুবন্ধুকৃত সংস্কৃত গদ্যকাব্য, ইহার নায়িকার নাম বাসবদত্তা।

বাসবি—বাসবের পুত্র অর্জুন। **বাসবেয়**—সত্যবতীর পুত্র ব্যাস।

বাসর—(বস্+ণিচ্+অর) দিবস ; বিবাহ-রাত্রির শয়ন-গৃহ (বাসর-ঘর) ; শয়ন-গৃহ, বাস-গৃহ। **বাসর জাগা**—বাসরে বর-বধূকে লইয়া রমণীদের আমোদ-প্রমোদে রাত জাগা। **বাসর-জাগানি,-নী**—বাসর জাগার জন্য স্ত্রীলোকেরা বরপক্ষের নিকট যে অর্থ পায়। **বাসর-শয্যা**—বাসর-রজনীতে বর-কন্যার শয়নের জন্য রচিত (সাধারণতঃ পুষ্পশোভিত) শয্যা। **বাসর-সজ্জা**—বাসক-সজ্জা।

বাসা—(সং. বাস) বাসস্থান, নীড় (পাখীর বাসা ; ইঁদুরের বাসা) ; অস্থায়ী বা অপ্রধান অথবা ভাড়াটিয়া বাসস্থান (এটি তাঁদের বাসা বাড়ী, বাড়ী সাত মাইল দূরে) ; আড্ডা (বাসা বাঁধা—আড্ডা গাড়া) ; আশ্রয় (বাসা নেওয়া)। **বাসড়িয়া,-ড়ে**—অস্থায়ী বা-ভাড়াটে বাসিন্দা।

বাসা—ভালবাসা (পরাণ অধিক বাসে—চণ্ডীদাস) ; মনে করা, বোধ করা, অনুভব করা (লাজ বাসি, ভয় বাসি—কাব্যে ব্যবহৃত)। **পর বাসা**—পর অথবা অনাত্মীয় জ্ঞান করা।

বাসি,-সী—(সং. পর্যুসিত, বাসিত) পূর্ব দিনের প্রস্তুত বা সংগৃহীত, সেজন্য টাট্‌কা নয় (বাসি ভাত, বাসি তরকারি, বাসি ফুল, বাসি দই—বিপ. সাজো) ; পুরাতন, সেজন্য কতকটা অব্যবহার্য বা অপ্রয়োজনীয় (বাসি খবর ; সেদিন হয়েছে বাসি—নজরুল)। **বাসী কাপড়**—রাত্রিতে যে কাপড় পরিয়া শয়ন করা হইয়াছিল। **বাসি জল**—পূর্বদিনে যে জল তোলা হইয়াছিল (বাসি জলে স্নান)। **বাসী ঘর**—যে ঘর সকালে ঝাঁট দেওয়া হয় নাই। **বাসি পান্তা**—বাসী তরকারি, পান্তাভাত ইত্যাদি (পরের বাড়ীর বাসী পান্তা খেয়ে মানুষ)। **বাসি বিয়া**—বিবাহের পর দিনের স্ত্রী-আচার-বিশেষ। **বাসি মরা**—এক বা একাধিক দিন পূর্বের মৃত ব্যক্তির শব। **বাসি মুখ**—প্রভাতে অপ্রক্ষালিত মুখ অথবা অভুক্ত অবস্থা (কর্তা এখনো বাসি মুখে আছেন)। **বাসি হাত**—উচ্ছিষ্টযুক্ত হাত। **বাসি করা কাপড়**—ধৌত ও সুবাসিত বস্ত্র (বর্তমানে ধোপার ধোয়া কাপড়)।

+ **বাসিত**—সুরভিত ; বস্ত্রাচ্ছাদিত ; পুরাতন ; পর্যুসিত পাখীর ডাক। [অধিবাসী।

বাসিন্দা—(ফা. বাশিন্দহ্‌) বাসকারী ;

+ **বাসী**—বাসকারী (নগরবাসী, গ্রামবাসী ; স্ত্রী, বাসিনী) ; বাসধারী (চীরবাসী)।

+ **বাসুকি**—সর্পরাজ।

বাসুদেব—(বসুদেবের পুত্র ; যিনি সর্বত্র বাস করেন অথবা যাঁহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাস করে) কৃষ্ণ, বিষ্ণু।

+ **বাস্তব**—(বস্তু+ষ্ণ) বস্তুবিষয়ক ; প্রকৃত ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (কাল্পনিক নহে, বাস্তব)। **বাস্তবিক**—বাস্তব ; প্রকৃতপক্ষে।

বাস্তব্য—(বস্‌+ণি+তব্য) বাসকারী (এই অর্থে সাধারণতঃ বাংলায় ব্যবহৃত হয় না) ; বাসযোগ্য ; বসতি (বাস্তব্য করা)।

+ **বাস্তু**—(বস্‌+তু) বসবাসের যোগ্য স্থান, বহুকালের বসতবাটী, ভিটা (বাস্তুত্যাগী) ; বেথো শাক। **বাস্তুকর্ম**—গৃহ নির্মাণ। **বাস্তু ঘুঘু**—যে ঘুঘু কোন বাস্তুতে আশ্রয় লইয়াছে, অন্যত্র যায় না ; কুণো লোক। **বাস্তুদেব,-দেবতা,-পুরুষ**—বাস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **বাস্তুবিদ্যা**—স্থপতি-বিদ্যা। **বাস্তুভিটা**—পুরুষানুক্রমে যে ভিটায় বাস করা হইতেছে। **বাস্তুযাগ**—গৃহের পত্তনের পূর্বে করণীয় যজ্ঞ। **বাস্তু সাপ**—যে সাপ (সাধারণতঃ গোখুরা) কোন ভিটায় থাকে, কিন্তু সেই বাড়ীর লোকদের কামড়ায় না।

+ **বাহ**—(বহ্‌+অ) বহনকারী (বারিবাহ) ; মুটে ; অশ্ব ; বৃষ ; মহিষ ; বায়ু ; বাহন (হংসবাহ ; গরুড়-বাহ) ; বাহু, হাত (প্রাচীন বাংলা)। [সারথি।

+ **বাহক**—বহনকারী, মুটে ; শিবিকাবাহী ;

+ **বাহন**—(বাহ্‌—ণি+অন) যে বহন করে অথবা যদ্দ্বারা বাহিত হয়, অশ্ব, হস্তী, শিবিকা, রথ ইত্যাদি (ঐরাবত ইন্দ্রের বাহন) ; যানবাহন (ভগ্নবাহন) ; মাধ্যম, medium (মাতৃভাষাই হইবে শিক্ষার বাহন)।

বাহবা—(ফা. (বাহ্‌বাহ্‌) বলিহারী, চমৎকার (সাধারণতঃ বিদ্রূপব্যঞ্জক—বাহবা, বাহবা, কি সাজাই সেজেছ !) ; উচ্ছ্বসিত সমর্থন (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে—এসব লিখে যে জনসাধারণের বাহবা পাওয়া যাবে তাতে আর সন্দেহ কি)। **বাহা**—বাঃ, বেশ। **বাহাবাহা**—চমৎকার (সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থক)।

বাহা—চালিত করা (নৌকা বাহিয়া যাইতেছে) ; অতিক্রম করা (পথ বাহি যত জন যায় ; ইছামতী বাহিয়া পদ্মায় পড়িল) ; প্লাবিত করা (দুকুল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ—রবি ; গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিল) ; উপ্‌চানো, উদ্বৃত্ত হওয়া (যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন ?—বঙ্কিমচন্দ্র) ; বাজানো (প্রাচীন বাংলা)।

বাহাত্তর—(সং. দ্বাসপ্ততি) ৭২ এই সংখ্যা। **বাহাত্তুরে**—বাহাত্তর বৎসর বয়স্ক, বৃদ্ধ বা মতিচ্ছন্ন। **বাহাত্তুরে ধরা**—বার্ধক্য-হেতু মতিচ্ছন্ন হওয়া।

বাহাদুর—(ফা. বহাদুর) সাহসী, নির্ভীক, কঠিন কার্যে যাহার সাফল্য লাভ হইয়াছে এবং সেই সাফল্য-হেতু দশজনের সুখ্যাতিভাজন (তুমি তো আজ বাহাদুর, এত বড় কাজটা করে ফেলেছ) ; যে কাজ হাসিল করিতে পারে বা জানে (বাহাদুর ছোকরা—ব্যঙ্গে) ; উপাধি-বিশেষ (খান বাহাদুর ; রাজা বাহাদুর)। বি. **বাহাদুরি,-রী**—পৌরুষ ; কৃতিত্বের গৌরব (তুমি যা করেছ, অনেকেই তা করে, এতে আর বাহাদুরি কি ?) ;

কৃতিত্বের জন্য আত্মশ্লাঘা (আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না)। [শুঁড়ি।
বাহাদুরী কাঠ—শাল, সেগুন ইত্যাদির বৃহৎ
বাহানা—(ফা. বহানা) ছল, ছুতা, ওজর, বায়না। **টাল-বাহানা করা**—মিথ্যা ওজর-আপত্তি করা। **বাহানা-বাজ**—ওজর অছিলায় পটু।
বাহায়—বায়ান্ন দ্রঃ।
বাহার—(ফা. বহার—বসন্তকাল) শোভার আধিক্য, জৌলুস (রোদে এসব তাজা পাতার বাহার খুলেছে কত); ঘটা; মজা (ভায়ে ভায়ে কামড়া-কামড়ি করছ, দশজনে বাহার দেখছে); রাগিণী-বিশেষ (বসন্ত বাহার)। **বাহারে**—শোভাযুক্ত চটকদার। **গুলবাহার**—যাহাতে ফুল তুলিয়া শোভা বৃদ্ধি করা হইয়াছে (গুল-বাহার ঢাকাই)।
বাহাল—বহাল দ্রঃ।
বাহাস—(আ. বহ্‌থ্‌) তর্ক-বিতর্ক; দুই পক্ষের মধ্যে তর্ক, বিশেষতঃ ধর্ম-সম্পর্কিত (দুই পক্ষের মৌলবীদের মধ্যে তিন দিন ধরিয়া বাহাস হইল)।
† **বাহিক**—(বাহ+ইক) ঢাক; গরুর গাড়ী প্রভৃতি; ভার-বাহক।
বাহিত—(বহ্‌+নি+ত) যাহাকে বা যাহা শকটাদিতে বহন করিয়া আনা হইয়াছে; প্রবা-হিত; অতিক্রান্ত।
† **বাহিনী**—(বাহ্‌+ইন+ঈ) সৈন্যদল (প্রাচীন কালে ৮১ হস্তী, ৮১ শকট, ২৪৩ অশ্ব এবং ৪৫০ পদাতিক লইয়া এক বাহিনী গঠিত হইত); যাহা প্রবাহিত হয়, নদী (পীযূষ-স্তন্য-বাহিনী—রবি)। **বাহিনী-নিবেশ**—সেনানিবেশ। **বাহিনীপতি**—সেনাপতি, সমুদ্র)।
বাহির—(সং বাহ্য) বহির্ভাগ, সদর (বাহির বাড়ী; তখন মেয়েরা সাধারণতঃ বাহিরে আসিতেন না); প্রকাশ্য দিক বা ভাব (বাহিরটা যার এত ভাল ভিতরটা তার এত খারাপ কেন?); বহির্গত (পথে বাহির হওয়া); নির্গত (অঙ্কুর বাহির হওয়া); স্রোতোধারারূপে নির্গত হওয়া (পদ্মা হইতে গড়াই বাহির হইয়াছে) **বাহির করা**—বার করা দ্রঃ। **বাহিরে যাওয়া**—বাইরে দ্রঃ। **পথে বাহির করা**—উদাসীন করা; পথের ফকির করা।
বাহিরায়—বাহির হয়; প্রকাশ পায়; ধাবিত হয়। (কাব্যে ব্যবহৃত)।
† **বাহী**—যে বা যাহা বহন করে (ভারবাহী পশু যাত্রীবাহী গাড়ী; সলিলকণবাহী সমীরণ) প্রবাহিত (সেখান হইতে ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণবাহী হইয়াছে)। [পঞ্জাবের জাঠ জাতি
‡ **বাহীক**—শকট; ভারী; হলবাহক; পঞ্জাব
***বাহু**—(বহ্‌+উ) হস্ত (আজানুলম্বিত বাহু) কনুইয়ের উপরিভাগ (বাহুতে বাজুবন্ধ) চৌকাঠ, ত্রিভুজ ইত্যাদির পার্শ্বদেশ (দ্বারবাহু ত্রিভুজের বাহুদ্বয়). দৈহিক শক্তি বা অস্ত্রাদির শক্তি-বাহুবল); পশুর সম্মুখের পদদ্বয়, বাজু। **বাহুকুণ্ঠ,-কুব্জ**—কোঁপা। **বাহুগর্ব**—বাহু-বলের বা অস্ত্রবলের অহঙ্কার। **বাহুজ**—ব্রহ্মার বাহু হইতে জাত, ক্ষত্রিয়। **বাহুত্রাণ**—বাহুর লৌহাবরণ-বিশেষ। **বাহুদা**—বিতস্তা নদী। **বাহুপাশ**—বাহুবেষ্টন। **বাহুবন্ধ**—বাজু-বন্দ। **বাহুবন্ধন**—আলিঙ্গন। **বাহুবল**—শারীরিক অথবা অস্ত্রশস্ত্রের বল। **বাহুমূল**—বগল। **বাহুযুদ্ধ**—মল্লযুদ্ধ। **বাহুলতা**—সুকুমার অতুল বাহু। **বাহুস্ফোট**—তাল ঠোকা।
বাহুল্য—(বহুল+ষ্য) বহুল ভাব, আধিক্য, আতিশয্য (ব্যয়-বাহুল্য; বাগ্‌-বাহুল্য; মেদ-বাহুল্য); বেশীর ভাগ, অনাবশ্যক (সেকথা বলাই বাহুল্য)।
বাহে—(বাবাহে?) উত্তর বঙ্গের সাদর সম্বোধন।
* **বাহ্য**—(বহিস্‌+য) বহিঃস্থিত, বাহিরের (বাহ্য দৃশ্যে ভুলো না রে মন—হেমচন্দ্র); আভ্যন্তরের বিপরীত, যাহা প্রকৃত তত্ত্ব নয় (প্রভু কহে,—এহো বাহ্য আগে কহ আর—চৈতন্যচরিতামৃত)। **বাহ্যকৃত্য,-ক্রিয়া**—বাটীর বাহিরে যাইয়া যাহা করা হয়, মলত্যাগ। **বাহ্যজগৎ**—বাহিরের জড়-জগৎ (বিপ অন্তর্জগৎ)। **বাহ্যজ্ঞান**—বাহিরে কি ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে চেতনা, সাংসারিক জ্ঞান বা কাণ্ডজ্ঞান। **বাহ্য দৃষ্টি**—সাধারণ দৃষ্টি (বাহ্য দৃষ্টিতে ব্যাপারটা তো পারাপষ্ট): **বাহ্য নাম**—পত্রের বাহিরের নাম-ঠিকানা।
বাহ্যিক—(অশুদ্ধ) বাহিরের যাহা সাধারণতঃ দেখা যায় (বাহ্যিক চালচলন। **বাহ্যেন্দ্রিয়**—চক্ষুকর্ণ-আদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়।
বাহ্য—(বহ্‌+য) বহনীয়; যান, বাহন।
বাহ্যে—(গ্রাম্য) বাহ্যকৃত্য, মলত্যাগ (বাহ্যে

যাওয়া, বাজ্জে যাওয়া, বাজ্জি যাওয়া)। **বাহ্যে করা বা বাজ্জি করা**—মলত্যাগ করা; অত্যন্ত নোংরা বা অগোছালো করা। (এ যে বাজ্জে করে রেখেছে)।

বাহ্লিক, বাহ্লীক—তাতারের অন্তর্গত বাল্‌খ্ দেশ; বাল্‌খ্ দেশের অধিবাসী; বাল্‌খ্ দেশ-জাত অশ্ব; কুম্‌কুম্ ও হিঙ্গু।

বি—(সং. অপি, প্রা. বি?) ও (আমি বি খামু—ঢাকার কথ্য ভাষা)।

বি—নিশ্চয়তা, বৈপরীত্য, বিরুদ্ধতা, বৈষম্য, বিরক্তি, নিন্দা, অসম্মতি, অভাব ইত্যাদি জ্ঞাপক উপসর্গ।

বিউনি,-নী—(সং. বেণি,-ণী; সং. বীজন) বেণী (বিউনি করা); পাখা, ব্যজন।

বিউলি,-লী—খোসা-তোলা কাঁচা মাসকলাই (বিউলি ডাল)।

বি. এ.—(ইং. B. A.—Bachelor of Arts) বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপরিচিত প্রথম উপাধি-পরীক্ষা বা উপাধি; বি. এ. পাশ করা শিক্ষিত যুবক (কত বি. এ. এম্. এ. দরখাস্ত করবে)।

+ **বিংশ**—(বিংশতি+অ) বিংশতি সংখ্যার পূরক, বিংশতিতম (বিংশ পরিচ্ছেদ)। **বিংশতি**—কুড়ি (বিংশতি-ভুজ—(রাবণ)।

বিঁড়া—খড়-আদি পাকাইয়া প্রস্তুত করা সুপরিচিত চক্রাকার বস্তু (বিঁড়ার উপরে রাখা কলসী)। **পানের বিঁড়া**—জড়াইয়া বাঁধা পানের গোছা: ৩২ গণ্ডা পান দিয়া বাঁধা গোছা।

বিঁড়ি, বিড়ি—(সং. বীটি) পানের খিলি (এক বিড়ি পান); শাল ইত্যাদির শুক্‌না পাতার আবরণ দিয়া প্রস্তুত সুপরিচিত দেশী চুরুট।

বিঁদ,-ধ—ছিদ্র (সূঁচের বিঁদ; বিঁদটা সরু হয়েছে)। **বিঁধন**—ছিদ্র করা।

বিঁধা, বেঁধা—বিদ্ধ হওয়া (কাঁটা বেঁধা); কণ্টক বিদ্ধ হওয়ার মত তীব্র বেদনা বোধ হওয়া (গণ্ডারের চামড়া, এত যে বল্লাম কিছুতেই বেঁধে না)!; বিদ্ধ করা, ছিদ্রযুক্ত করা। **বিঁধানো**—বিদ্ধ করানো বা ছিদ্র করানো (নাক-কাণ বেঁধানো—গহনা পরিবার জন্য)।

+ **বিকচ**—[বি—কচ্ (বন্ধন করা)+অ] বিকসিত, প্রস্ফুটিত, প্রফুল্ল; উলঙ্গ; কেশরহিত। **বিকচিত**—বিকাসিত।

+ **বিকট**—অদ্ভুত ও ভীতিকর (বিকট শব্দ; বিকট চেহারা); করাল, ভয়ঙ্কর (বিকট দন্ত); বৃহৎ, বিপুল (বিকট উদর); দস্তুর; বিকৃত-দেহ। স্ত্রী. বিকটা—দেবী-বিশেষ।

+ **বিকত্থন**—আত্মশ্লাঘা; মিথ্যা শ্লাঘা; বৃথা স্তুতি; আত্মশ্লাঘাপর।

+ **বিকম্প, বিকম্পন**—কম্পন, স্পন্দন। **বিকম্পিত**—অতিশয় কম্পিত; আন্দোলিত (অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল—রবি)।

বিকরাল—ভয়ানক; অতি বিশাল।

+ **বিকর্ণ**—যাহার শ্রবণেন্দ্রিয় নাই; কাণকাটা; দুর্যোধনের ভ্রাতা। **বিকর্ণিক**—কেশরহীন পুষ্প; সরস্বতী নদীর তীরবর্তী পঞ্জাবের অঞ্চল-বিশেষ।

+ **বিকর্ম**—অবৈধ কর্ম, কুকর্ম। **বিকর্মকৃৎ,-স্থ, বিকর্মা**—অবৈধ কর্মকারী; দুর্বৃত্ত।

+ **বিকর্ষণ**—(বি—কৃষ+অনট্) আকর্ষণ; বিপরীত দিকে আকর্ষণ, repulsion।

+ **বিকল**—(যাহা কলাহীন হইয়াছে) অবশ, বিহ্বল; বিমূঢ, ব্যাকুল (বিকলচিত্ত) হ্রাসপ্রাপ্ত, অসমর্থ; বিকৃতাঙ্গ, অন্ধ, বধির প্রভৃতি (পাদ-বিকল; বিকলাঙ্গ)। **বিকলা**—কলাহীনা; সেকেণ্ড, মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ। **বিকলা,-লী**—নিবৃত্ত-রজস্কা। **বিকলেন্দ্রিয়**—বিকলাঙ্গ, কাণা-খোঁড়া প্রভৃতি।

বিকল্প—ভ্রম, সংশয় (সংকল্পের বিপরীত); শঙ্কা; বিভিন্ন কল্পনা; বৈষম্য; দ্বিভাষা, alternative (রেখাক্রান্ত বর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব; বিকল্প ব্যবস্থা) বিণ. বিকল্পিত—বিবিধরূপে কল্পিত; সন্দিগ্ধ।

বিকশিত—প্রস্ফুটিত, সুপ্রকাশিত।

বিকসিত—(বি—কস্+ক্ত) প্রস্ফুটিত, প্রফুল্ল।

বিকানো—বিক্রীত হওয়া (কথ্য—বিকোনো—চাল টাকায় দু'সের দরে বিকোচ্ছে); কাট্‌তি হওয়া, চাহিদা হওয়া (এ মাল বিকোবে; যে মেয়ে তোমার, এ আর বিকোবে না); নিজেকে নিঃশেষে দান করা ('বিকাইব ও রাঙ্গা পায়')। **নামে বিকানো**—নামের জোরে চলা (ম্যাট্রিক ফেল হলে কি হয়, বাপের নামে বিকোবে)। **বিনামূল্যে বিকানো**—কিছুমাত্র প্রতিদান না চাহিয়া আত্মসমর্পণ।

+ **বিকার**—(বি—কৃ+ঘঞ্) বিকৃত পরিণতি (রুচি-বিকার; চিত্ত-বিকার); অবস্থান্তর, পরিবর্তন (দুগ্ধের বিকার দধি); অস্বাস্থ্য;

রোগ ; জ্বরের প্রকোপে প্রলাপ বা মস্তিষ্ক-বিকৃতি, delirium। **বিকারী**—যাহা বিকার বা পরিবর্তনশীল। **বিকার্য**—বিকারযোগ্য।

+ **বিকাল**—পূজা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কর্মের জন্য বিরুদ্ধ বা নিষিদ্ধ কাল ; অপরাহ্ণ। বৈকাল দ্রঃ।

+ **বিকাশ,-স, বীকাশ,-স**—প্রকাশ, উন্মীলন, প্রস্ফুটন ; বিস্তার ; প্রদর্শন (দন্তবিকাশ)। **বিকাশন**—প্রস্ফুটন, বিস্তার লাভ। **বিকাশী, -সী**—বিকাশশীল, প্রসরণশীল, প্রফুল্ল। **বিকাশোন্মুখ**—যাহা বিকশিত হইতেছে (বিকাশোন্মুখ চিত্ত)।

বিকি,-কী—(সং. বিক্রয়) বিক্রয় (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। **বিকিকিনি**—বেচাকেনা।

বিকির—(বি—কৃ+অ) পূজাকালে বিঘ্ন নিবারণার্থ উৎক্ষিপ্ত লাজ, শ্বেত-সর্ষপাদি। **বিকিরণ**—বিক্ষেপণ (শিক্ষার বিকিরণ)। **বিকীর্ণ**—বিক্ষিপ্ত ; বিস্তারিত, ছড়ানো (বিকীরণ অশুদ্ধ)। **বিকীর্ণমান্**—যাহা বিক্ষেপ করা হইয়াছে বা হইতেছে।

+ **বিকৃত**—(বি—কৃ+ক্ত) বিকারপ্রাপ্ত স্বভাবের বিপরীত ; রুগ্ণ, বীভৎস (বিকৃত রুচির পরিচয়, বিকৃত-মস্তিষ্ক)। **বিকৃতাকৃতি**—বিকলাঙ্গ। বি. বিকৃতি—বিকার ; রোগ।

বিকৃষ্ট—আকৃষ্ট ; বিপ্রকৃষ্ট, বলপূর্বক গৃহীত।

+ **বিক্রম**—(বি—ক্রম্+ঘঞ্) তেজ, পরাক্রম, শৌর্য, শক্তি (অমিত বিক্রম) ; গতি, পদক্ষেপ ; চরণ (ত্রিবিক্রম)। **বিক্রমকেশরী**—বিক্রমে কেশরী-সদৃশ। **বিক্রম প্রদান**—বিপক্ষের চরম-পত্র দান, ultimatum। **বিক্রমপুর**—বিক্রমের স্থান ; পূর্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চল। **বিক্রমাদিত্য**—প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ রাজা, কালিদাস ইঁহার সভাসদ ছিলেন। **বিক্রমী**—পরাক্রম অথবা প্রভাবশালী ; সিংহ।

+ **বিক্রয়**—(বি—ক্রী+অ) মূল্য গ্রহণান্তর স্বত্ব ত্যাগ, বেচা। **বিক্রয়িক, বিক্রয়ী**—বিক্রয়কারী, দোকানদার (পণ্য-বিক্রয়ী ; কন্যা বিক্রয়ী)। **বিক্রয়-পত্র**—বিক্রয় বিষয়ক দলিল।

+ **বিক্রান্ত**—বিক্রমশালী, শূর, সিংহ। বি. বিক্রান্তি—বিক্রম ; অশ্বের গতি-বিশেষ।

বিক্রি,-ক্রী—(গ্রাম্য—বিক্কিরি) বিক্রয়, কাট্‌তি (ভাল বিক্রি নেই) ; বিক্রীত (বিক্রী হচ্ছেনা আদৌ)। **বিক্রিসিক্রি**—বিক্রয় ও তত্তুল্য।

বিক্রিয়া—বিকার, বিকৃতি ; প্রতিকূলভাব।

বিক্রীড়িত—বিবিধ ক্রীড়া (শার্দূল-বিক্রীড়িত)।

বিক্রীত—যাহা বিক্রয় করা হইয়াছে। **বিক্রেতা**—বিক্রয়কারী। **বিক্রেয়**—বিক্রয়যোগ্য, পণ্য।

বিক্ষত—বিশেষভাবে আঘাতপ্রাপ্ত, বিদারিত (ক্ষত-বিক্ষত) ; ক্ষয়প্রাপ্ত।

+ **বিক্ষিপ্ত**—(বি—ক্ষিপ্+ক্ত) বিকীর্ণ (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত) ; ব্যাকুলিত, অস্থির (বিক্ষিপ্ত-চিত্ত)। বি. বিক্ষেপ—ব্যাকুলতা, অস্থৈর্য (চিত্ত-বিক্ষেপ) ; কম্পন, সঞ্চালন, আছড়ান (লাঙ্গুল-বিক্ষেপ ; হস্তপদ বিক্ষেপ) ; নিক্ষেপ (কটাক্ষ-বিক্ষেপ)।

+ **বিক্ষুব্ধ**—আলোড়িত, সঞ্চাড়িত (বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র)। বি. বিক্ষোভ—আলোড়ন, উদ্বেলিত ভাব ; প্রবল অসন্তোষ (বিক্ষোভ প্রদর্শন)। বিণ. বিক্ষোভিত—সঞ্চালিত ; উদ্বেলিত।

বিখণ্ডিত—খণ্ডিত, কর্তিত।

বিখাউজ, বিখাজ—(সং. খর্জু) কঠিন চর্মরোগ-বিশেষ।

+ **বিখ্যাত**—(বি—খ্যা+ক্ত) প্রসিদ্ধ, সুবিদিত। বি বিখ্যাতি।

বিখ্যাপন—বিজ্ঞাপন, প্রশংসা-আদি কীর্তন।

বিগড়নো, বিগড়ানো—বিকৃত, অকার্যকর অথবা প্রতিকূল করা বা হওয়া (কল বিগড়ে গেছে ; মন বিগড়ানো) ; বিপথগামী হওয়া ; নষ্ট-চরিত্র হওয়া বা করা (শহরে এসে বিগড়ে গেছে, তাকে বিগড়ানো দায়)। **মাথা বিগড়ানো**—সুবুদ্ধি না থাকা বা নষ্ট করা (মিল-বেন্থাম পড়ে মাথা গেছে বিগড়ে)। **সাক্ষী বিগড়ানো**—সাক্ষীকে প্রতিকূল করা।

+ **বিগণন,-না**—(বি—গণ্+অনট্) সংখ্যা করা, ঋণাদি পরিশোধ করা ; অবজ্ঞা। বিণ. বিগলিত, অপসৃত (বিগতক্লম) ; নষ্ট, নিষ্প্রভ।

বিগত—গত, অতীত ; (বিগতশ্রী ; বিগতপ্রাণ) ; পক্ষীর গতি-বিশেষ। **বিগতভী**—নির্ভীক। **বিগতস্পৃহ**—নিস্পৃহ। **বিগতার্তবা**—নিবৃত্ত-রজস্কা স্ত্রী। [পাতবিগম)।

+ **বিগম**—অপগম, নিবৃত্তি, নাশ (নীহার-

+ **বিগর্হণ,-ণা**—(বি—গর্হ্+অনট্) নিন্দা,

ভর্ৎসনা, অপবাদ। বিণ. **বিগর্হিত**—নিন্দিত; নিষিদ্ধ; দূষিত; নিন্দ্য।

বিগলিত—(বি—গল্+ক্ত) ক্ষরিত (বাষ্পবারি বিগলিত—বিদ্যাসাগর); দ্রবীভূত, স্খলিত; শিথিল, আলুলায়িত (বিগলিত কেশপাশ); নষ্ট।

বিগুণ—যাহার সদ্‌গুণ নাই, নিকৃষ্ট; গুণাতীত; প্রতিকূল (বিধি বিগুণ); অপকার (এতে কোন বিগুণ করবেনা)।

+ **বিগ্ন**—(বিজ্+ক্ত) ভীত, উদ্বিগ্ন।

বিগ্রহ—(বি—গ্রহ্+অ) দেহ, মূর্তি (রসবিগ্রহ); দেবমূর্তি (বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা; বিগ্রহ সেবা); বিবাদ, কলহ, যুদ্ধ (সন্ধিবিগ্রহ); ব্যাসবাক্য (বিগ্রহবাক্য)। **বিগ্রহী**—সমর-সচিব; সৈন্যাধ্যক্ষ।

+ **বিঘটন**—(বি—ঘট্ + অনট্) বিশ্লেষ, অসংযোগ; ব্যাঘাত বিনাশ; দুর্ঘটনা; গোলমেলে ব্যাপার (বিঘটন কানুক পিরীত—গোবিন্দ দাস)। বিণ. বিঘটিত—বিশ্লেষিত, বিচ্ছিন্ন; বিনষ্ট, লণ্ডভণ্ড, এলোমেলো।

+ **বিঘট্টন**—(বি—ঘট্ট+অনট্) অভিঘাত, আঘাত; বিস্রংসন, সঞ্চালন। বিণ বিঘট্টিত—অভিহত, মথিত, বিশ্লেষিত; বিচলিত।

বিঘত, বিঘৎ—(সং. বিতস্তি) প্রসারিত হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির শীর্ষ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির শীর্ষ পর্যন্ত, অর্ধহস্ত। **বিঘতিয়া**—বিঘত-প্রমাণ। (গ্রাম্য—বিগত)।

+ **বিঘস**—(বি—ঘস্+অ) বিপ্র, গুরুজন প্রভৃতির ভোজনাবশিষ্ট (বিঘসাশী—যাহারা প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পিতৃপুরুষ, দেবতা প্রভৃতিকে অন্ন নিবেদন করিয়া অবশিষ্ট ভোজন করে)।

বিঘা—[সং. বিগ্রহ (বিভাগ)] ভূমির পরিমাণ-বিশেষ; কুড়ি কাঠা, আশি হাত চওড়া ও আশি হাত লম্বা জমি। **বিঘা-কালী**—বিঘা-হিসাবে জমির ক্ষেত্রফল নির্ধারণ।

+ **বিঘাত**—(বি—হন+ঘঞ্) বিনাশ; নিবারণ নিরাকরণ (বিঘ্নবিঘাত); আঘাত, প্রহার (শরবিঘাত); ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ (অবিঘাত গতি)। **বিঘাতক**—যে বা যাহা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে; বিনাশক। **বিঘাতন**—বিনাশন; প্রতিবন্ধক সৃষ্টি। **বিঘাতী**—নাশকারী; প্রতিকূল।

+ **বিঘূর্ণন**—(বি—ঘূর্ণ+অনট্) বিশেষভাবে ঘূর্ণন বা সঞ্চলিত হওয়া। বিণ বিঘূর্ণিত—বিশেষভাবে সঞ্চলিত; সংক্ষুব্ধ (বিঘূর্ণিত পারাবার)।

বিঘোর—(কথ্য—বেঘোর) অতিশয় সঙ্কটপূর্ণ বা অসহায় অবস্থা, অতি ঘোরালো অবস্থা (বেঘোরে মারা যাবে)।

+ **বিঘোষণ**—(বি—ঘুষ্+অনট্) সম্যক বা সর্বত্র ঘোষণা, সর্বসাধারণের ভিতর প্রচার; বিজ্ঞাপন। বিণ. **বিঘোষিত**—সর্বত্র প্রচারিত।

+ **বিঘ্ন**—(বি—হন্+অ) কর্মসিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত, অন্তরায় (বাধাবিঘ্ন)। **বিঘ্নকর**—যাহা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। **বিঘ্নজিৎ,-নায়ক,-নাশক,-পতি,-হারী**—গণেশ। **বিঘ্নাধিপ, বিঘ্নান্তক**—গণেশ। **বিঘ্নিত**—প্রতিহত, ব্যাহত।

বিচ, বীচ—(হি.) মধ্যে (পুঁথি সাহিত্যে প্রচলিত)।

+ **বিচক্ষণ**—(বি—চক্ষ্+অনট্) যে বিচার-পূর্বক কথা বলে, জ্ঞানী, পণ্ডিত; নিপুণ, দক্ষ, (বিচক্ষণ রাজপুরুষ)।

+ **বিচয়,-চয়ন**—(বি—চি+অ) অন্বেষণ, অনুসন্ধান; পুষ্পাদি চয়ন।

+ **বিচরণ**—(বি—চর্+অনট্) ইতস্ততঃ ভ্রমণ, পর্যটন, চলাফেরা করা (ধর্মপথে বিচরণ)। বিণ. বিচরিত।

বিচরান—(সং. বিচারণা?) খোঁজা (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত—বিচরাইয়া আর পাইল না)।

+ **বিচল, বিচলিত**—(বি—চল্+অ) চঞ্চল, অস্থির (এত বিচলিত হ'লে চলবে কেন? অবিচল নিষ্ঠা); কম্পিত, স্খলিত, চ্যুত।

বিচার—[বি—চর (গমন করা; নির্ণয় করা) +ঘঞ্] যাথার্থ্য নির্ণয়; মীমাংসা; বিবেচনা (জাতি বিচার; কর্তব্য বিচার; বিচার-মূঢ়; বিচার করে কথা বল); বিতর্ক (পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিচার); দোষগুণ, অপরাধ ইত্যাদি নির্ণয় (কাব্যবিচার; আসামীর বিচার হইবে; নির্দোষ হইল দোষী, এই তোমার বিচার?)। **বিচারক**—বিচার-কর্তা, দণ্ডদাতা (আমি বিচারকের আসনে বসতে চাই না)। **বিচারণ, বিচারণা**—বিচার, বিবেচনা। **বিচার-ণীয়**—বিচার্য, বিচারের যোগ্য। **বিচারিত**—প্রমাণাদির দ্বারা পরীক্ষিত; বিতর্কিত;

মীমাংসিত। **বিচারী**—বিচারক, কর্তব্যা-কর্তব্য নিরূপক, বিচরণকারী। **বিচার্য**—বিবেচ্য, বিচারের বিষয়। **বিচারপতি**—যিনি অপরাধ বা অধিকার বিষয়ে রায় দেন, ধর্মাধিকরণিক, জজ। **বিচারমল্ল**—বিচারে দিগ্বিজয়ী। **বিচারশীল**—বিবেচনা-পরায়ণ, ধীরস্থির ভাবে বিচার করা যাহার স্বভাব। **বিচার-স্থান**—যেখানে বিচার-কার্য সম্পন্ন হয়, আদালত।

বিচারাধীন—যাহার বিষয়ে বিচার বা বিবেচনা হইতেছে, subjudice।

বিচালি, বিচিলি, বিচুলি—(হি.) খড়, শুষ্ক ও শস্যহীন ধানগাছ।

বিচালিত—সঞ্চালিত ; অন্যত্র নীত।

বিচি—(সং. বীজ) আঁঠি (কাঁঠালের বিচি) ; অণ্ডকোষের মধ্যস্থ পিণ্ড ; ফোঁড়ার মধ্যকার মাজ (বিচি গালা)।

† **বিচিকিৎসা**—সন্দেহ, সংশয়।

† **বিচিত্র**—নানাবর্ণযুক্ত ; বিস্ময়কর ; অদ্ভুত (বিচিত্র এই দেশ ; বিচিত্র কথা) ; কৌতূহল-জনক, চিত্তাকর্ষক (বিচিত্র কাহিনী) ; নানাবিধ (বিচিত্র ব্যাপার)। **বিচিত্রদেহ**—নানাবর্ণ-যুক্ত দেহ, মেঘ। **বিচিত্রবীর্য**—চন্দ্রবংশীয় রাজা-বিশেষ, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ইঁহার ক্ষেত্রজ পুত্রদ্বয়। **বিচিত্রাঙ্গ**—ময়ূর ; ব্যাঘ্র। **বিচিত্রিত**—নানাবর্ণযুক্ত।

† **বিচিন্তন**—নানাভাবে বিবেচনা করা। **বিচিন্তিত**—নানাভাবে চিন্তিত, সুচিন্তিত। **বিচিন্ত্য**—বিবেচ্য, বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

† **বিচূর্ণ**—গুঁড়া। **বিচূর্ণন**—গুঁড়া করা। বিণ. বিচূর্ণিত—যাহা গুঁড়া করা হইয়াছে, নিষ্পিষ্ট।

† **বিচেতন**—চেতনাহীন, সংজ্ঞাহীন ; বিবেক-হীন।

† **বিচেষ্ট**—উদ্যমহীন, নিশ্চেষ্ট, অলস।

† **বিচ্ছায়**—(অব্যয়ীভাব সমাস) ছায়ার অভাব ; (বহুব্রী) ছায়াহীন, শ্রীহীন ; বিশিষ্ট কান্তিযুক্ত (মণি)। **বিচ্ছায়া**—পক্ষিচ্ছায়া।

† **বিচ্ছিন্ন**—বিযুক্ত, বিশ্লিষ্ট (দল হইতে বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহ) ; খণ্ডিত ; ছিন্নভিন্ন।

বিচ্ছিরি,-রী—বিশ্রী ; কদর্য, অশোভন, অবাঞ্ছিত (বিচ্ছিরি ব্যাপার)।

বিচ্ছু—(সং. বৃশ্চিক) কাঁকড়া-বিছা ; বিচ্ছুর মত ক্ষুদ্র, কিন্তু ভয়ঙ্কর ; ক্ষুদ্র, কিন্তু তীব্র আঘাত দানে সক্ষম।

† **বিচ্ছুরিত**—[বি+ছুর্ (ছেদন করা, রঞ্জিত করা)+ক্ত] অনুরঞ্জিত ; আলোক-ধারারূপে বিকীর্ণ (তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছিল ; বিচ্ছুরিত রূপরাশি)। বি. বিচ্ছুরণ।

† **বিচ্ছেদ**—(বি—ছিদ্+অ) বিভেদ, ভেদ (বিচ্ছেদ চিহ্ন) ; বিরহ (প্রিয়বিচ্ছেদ ; বিচ্ছেদ-বেদনা) ; মনান্তর, ছাড়াছাড়ি (এই নিয়ে শেষে বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটবে নাকি ?) ; অবকাশ (অবিচ্ছেদে)। **বিচ্ছেদন**—কর্তন, পৃথক করা।

† **বিচ্যুত**—(বি—চ্যুত) পতিত, স্খলিত, ভ্রষ্ট। বি বিচ্যুতি—স্খলন (ত্রুটি-বিচ্যুতি ; গর্ভ-বিচ্যুতি)।

বিছন, বেছন— ধান্যাদির বীজ (প্রাদেশিক)। **বিহন পুড়া**—যে পুড়ায় বীজ রাখা হয় (পুঁড়া দ্রঃ)। **বেছন রাখা**—ভাল বীজ পাইবার জন্য পুষ্ট করা (কুমড়ার বেছন রাখা)।

বিছমিল্লা—বিসমিল্লা দ্রঃ।

বিছা—(সং. বৃশ্চিক ; হি. বিচ্ছু) সুপরিচিত বহুপদ কীট (কাঁকড়া-বিছা ; তেঁতুলে বিছা ; গোবরিয়া বিছা) বৃশ্চিক রাশি ; কটিভূষণ-বিশেষ (বিছাহার)। **বিছার হুল**—বিছার হুলের মত তীব্র আঘাত দানে সক্ষম (কথা তো নয় বিছার হুল)।

বিছানা—শয্যা, bedding (বিছানা করা ; বিছানা পাতা)। **বিছানা নেওয়া**—শয্যাশায়ী হওয়া ; বেশী অসুস্থ হওয়া। **বিছানায় আড় হওয়া**—বিছানায় শুইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা। **বিছানায় পড়ে থাকা**—দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করা ; নিশ্চেষ্ট হইয়া বিছানার আশ্রয় নেওয়া।

বিছানো—বিস্তৃত করা ; ছড়াইয়া দেওয়া ; বিস্তৃত ; ছড়ানো (কার্পেট-বিছানো মেঝে)।

বিছুটি-টী—(সং. বৃশ্চিকালী) বন্যলতা-বিশেষ, ইহা গায়ে লাগিলে অতিশয় জ্বালা করে। **জল-বিছুটি লাগানো**—বিছুটি জলে ভিজাইয়া তাহা দ্বারা প্রহার করা, ইহার ফলে প্রহৃত অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে।

বিছুরণ—বিস্মরণ (ব্রজবুলি)। **বিছুরা**—বিস্মৃত হওয়া। **বিছুরিলি**—বিস্মৃত হইলি।

† **বিজন**—জনহীন, নির্জন (বিজন বন); জন-শূন্য স্থান, নিঃসঙ্গ (বসিয়া বিজনে)।

বিজনন—(বি—জন্ + অনট্) উদ্ভব; প্রসব।

বিজনী—(সং. ব্যজন) পাখা, যাহা দ্বারা বাতাস করা হয়।

বিজন্মা—জারজ (গালি; গ্রাম্য—বেজন্মা)।

বিজবিজ—বীজের মত অসংখ্যতা জ্ঞাপক, কৃমি-কীটের ভিড় সম্পর্কে বলা হয় (পোকা বিজবিজ করছে—বুজবুজও বলা হয়। **বিজবিজে**—কৃমি-কীটাদি পূর্ণ।

† **বিজয়**—(বি—জি + অ) সম্যক জয়, বিপক্ষের সম্যক পরাভব (বিজয় লাভ); প্রাধান্য (ধর্মের বিজয়); অর্জুনের এক নাম: শ্রীকৃষ্ণের জন্মমুহূর্ত; গমন, প্রস্থান, আগমন, মৃত্যু, ভাঙ্ (প্রাচীন বাংলা)। **বিজয়-কুঞ্জর**—যে হস্তী রাজার বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়। **বিজয়-দুন্দুভি,-মর্দল**—জয়ঢাক। **বিজয়-আবহ**—জয়সূচক। **বিজয়-সপ্তমী**—শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি রবিবার হয়। **বিজয়-লক্ষ্মী**—বিজয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **বিজয়া**—দুর্গা; বিজয়া-দশমী। **বিজয়া-ধুম**—গাঁজা। **বিজয়ী**—যাহার জয় লাভ হইয়াছে। স্ত্রী. বিজয়িনী। **বিজয়োৎসব**—বিজয়-লাভ-হেতু উৎসব; বিজয়া-দশমীর উৎসব। **বিজয়োন্মত্ত**—বিজয়-লাভ হেতু আনন্দে উন্মত্তপ্রায়।

† **বিজর**—জরাবর্জিত, চিরনবীন।

বিজরি,-রী, বিজলি,-লী বিজুলি,-লী—(সং. বিদ্যুৎ) বিদ্যুৎ (কাব্যে ব্যবহৃত; কথ্য—বিজ্‌লি)।

বিজল—(সং. পিচ্ছল) লালা বা শ্লেষ্মার মত পিছ্‌লা; পিচ্ছল রসাদি।

† **বিজল্প**—(বি—জল্প্ + অ) জল্পনা, হাল্কা আলাপ-আলোচনা; অসূয়াপূর্ণ কটাক্ষ-উক্তি। **বিজল্পিত**—কথিত, কথাপ্রসঙ্গে উক্ত (পরিহাস বিজল্পিত)।

† **বিজাত**—অবৈধভাবে জাত, জারজ (গালি); ভিন্ন জাত বা জাতি (তোদের জাত-ভগীরথ এনেছে জাত জাত-বিজাতের জুতা-ধোয়া—নজরুল ইসলাম)।

† **বিজাতি**—ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশ বা ধর্মের লোক (বিজাতি-বিদ্বেষ—স্বজাতির বিপরীত)। বিণ. বিজাতীয়—ভিন্ন জাতীয় বা ধর্মের বা প্রকারের; অতি উৎকট (বিজাতীয় আক্রোশ)।

† **বিজিগীষা**—(বি—জি + সন্ + অ + আ) জয়ের ইচ্ছা। বিণ. বিজিগীষু—যে জয় করিতে ইচ্ছা করে, জয়লাভেচ্ছু।

† **বিজিত**—(বি—জি + ক্ত) যাহাকে জয় করা হইয়াছে, পরাভূত, অধিকৃত (বিজেতা ও বিজিত; বিজিত রাজ্য)। **বিজিতি**—জয়।

বিজুত—(সং. বিযুক্ত) অসুবিধা, অস্বাস্থ্যের ভাব (কথ্য বেজুত—বেজুত ঠেকছে)।

বিজৃম্ভণ—(বি—জৃম্ভ্ + অনট্) হাই তোলা; বিকাশ। বিণ **বিজৃম্ভমাণ**—যে হাই তুলিতেছে· প্রকাশমান। **বিজৃম্ভিত**—বিকশিত, প্রকাশিত, ব্যাপ্ত।

বিজেতা—(বি—জি + তৃচ্) বিজয়ী, যাহার জিত হইয়াছে। **বিজেয়**—জয় করিবার যোগ্য।

বিজোড়—অযুগ্ম, যাহা ২ দিয়া ভাগ করা যায় না (বিপ. জোড়)।

বিজ্ঞ—(বি—জ্ঞা + অ) যে বিশেষভাবে জানে, প্রবীণ, বিচক্ষণ, নিপুণ, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান (বিপ. অজ্ঞ)। **বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপ্তি**—সম্যক জ্ঞাপন। **বিজ্ঞাত**—বিদিত, অবগত; প্রসিদ্ধ। **বিজ্ঞান**—বিশেষ জ্ঞান (প্রয়োগ-বিজ্ঞান); পদার্থের বিশেষ জ্ঞান, science; তত্ত্বজ্ঞান, Metaphysics। **বিজ্ঞানপাদ**—বেদব্যাস। **বিজ্ঞানবিৎ**—বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ। **বিজ্ঞান-ভিক্ষু**—একজন প্রাচীন-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। **বিজ্ঞানময় কোষ**—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি। **বিজ্ঞান-মাতৃক**—বুদ্ধ। **বিজ্ঞানিক**—বৈ জ্ঞা নি ক। **বিজ্ঞানী**—জ্ঞানী; বৈজ্ঞানিক।

† **বিজ্ঞাপন**—(বি—জ্ঞাপি + অনট্) বিদিত করা; বিজ্ঞপ্তি, ইস্তাহার, advertisement, notice। **বিজ্ঞাপনী**—কোন বিষয়ের মৌখিক অথবা লিখিত জ্ঞাপন -পত্রী, report। বিণ বিজ্ঞাপিত—নিবেদিত, জানানো।

† **বিজ্ঞেয়**—(বি—জ্ঞা + য) জ্ঞাতব্য, জানিবার যোগ্য, অনুমেয়।

† **বিজ্বর**—জ্বরহীন (বিজ্বর অবস্থায় সেব্য); দুশ্চিন্তা উত্তেজনা ইত্যাদি রহিত, নিশ্চিন্ত।

† **বিট্**—(বিষ্ + ক্বিপ্) মল, বিষ্ঠা (বিট্‌সারিকা—গুয়ে শালিক; বিট্‌খদির—গুয়ে বাবলা;

বিট্‌চর—গ্রাম্য শূকর; বৈশ্য, কন্যা, প্রজা (বিট্‌পতি—নরপতি; জামাতা; বৈশ্যশ্রেষ্ঠ)।

† **বিট**—[বিট্ (গালি দেওয়া, আক্রোশ করা) +অ] লম্পট; কামশাস্ত্রে নিপুণ; ধূর্ত; লবণ-বিশেষ (বিট নুন); শাক-বিশেষ (বিট পালং); মূষিক; (ইং. beat) প্রহরীর অথবা ডাক-পিয়নের নিয়মিত পর্যটন-ব্যবস্থা বা অঞ্চল (জয়নগরের বিট পড়েছে সোমবারে)।

বিটকাল,-কেল—কদর্য, কুৎসিত, উৎকট (শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল—কবিকঙ্কণ; বিটকেল গন্ধ): পাজী, বদ।

† **বিটঙ্ক**—বাঁশের মাথায় বাঁধা উঁচু মাচা (যাহার উপর পায়রা বসে); পাখীর দাঁড়; পায়রার খোপ।

† **বিটপ**—শাখা, ডালপালা, কেঁকড়ি। **বিটপী**—বৃক্ষ; বটগাছ। **বিটপোদ**—লতাগৃহ।

বিটমাক্ষিক—উপধাতু-বিশেষ।

বিটল, বিট্‌লা, বিট্‌লে—(সং. বিট) দুষ্ট; প্রতারক, ভণ্ড (মেয়েলি গালি—তবে রে বিট্‌লে)। বি. বিট্‌লামি—ফাকিবাজি, ভণ্ডামি। স্ত্রী. বিট্‌লী। **বিটেল**—ভণ্ড, ধড়িবাজ (ভক্ত-বিটেল)।

বিটি—(হি. বিটিয়া) বেটী, কন্যাস্থানীয়া: স্ত্রীলোক (বীটী দ্রঃ)।

† **বিড়ঙ্গ**—কৃমিনাশক ঔষধ-বিশেষ।

বিড়বিড়—ক্রমাগত উচ্চারিত অস্বচ্ছ উক্তি (কি বিড়বিড় করছ?; বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে)। **বিড়বিড়ানো**—বিড়বিড় করা (ব্যাড়ব্যাড়ানো—অবজ্ঞার্থক)।

বিড়ম্বন, বিড়ম্বনা—প্রতারণা, পরিহাস; বঞ্চনা (অদৃষ্টের বিড়ম্বনা); ক্লেশ; নিগ্রহ (বিড়ম্বনা ভোগ); অনুকরণ। বিণ. বিড়ম্বিত (দৈব-বিড়ম্বিত)।

বিড়া—(সং. বীটিকা) পানের খিলি; পানের বাণ্ডিল, খড় ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত বেড় (মাল বহিবার জন্য মাথার উপরে দেওয়া হয় অথবা কলসী-আদি উহার উপরে বসাইয়া রাখা হয়)। **বিড়া বাঁধা**—চাদর, গামছা ইত্যাদি দিয়া বিড়ার মত তৈরী করা (মাথায় বোঝা লইবার জন্য)।

† **বিড়াল**—[বিট্ বা বিড় (উঁদুর)—অল্ (নিবারণ করা)+অ] সুপরিচিত গৃহপালিত শিকারী প্রাণী, মার্জার; নেত্রপিণ্ড। **বিড়ালক**—চোখের ঔষধ-বিশেষ। স্ত্রী. বিড়ালী। **বিড়াল-চোখী**—যে স্ত্রীলোকের চোখের তারা কালো নয়, বিড়ালের চোখের মত কটা (পুং. বিড়াল-চোখো)। **বিড়াল-তপস্বী**—(হিতোপদেশের বিড়ালের মত) ভণ্ড। **বিড়ালের আড়াই পা**—বিড়াল বেশিক্ষণ শিকার তাড়া করিতে পারে না, আড়াই পা যাইতেই তাহার সংকল্প ভুলিয়া যায়, সেইরূপ যাহার মনে গোঁ মান-অভিমান ইত্যাদি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। **বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া**—শিকার উপরে যে খাদ্যদ্রব্য রাখা হইয়াছে বিড়াল তাহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়, কিন্তু শিকা ছিঁড়িয়া সেই খাদ্যদ্রব্য নীচে পড়ে না, বিড়ালের দুরাশাও সফল হয় না, তাহা হইতে, যাহা একান্ত দুরাশার ব্যাপার তাহা সফল হওয়া।

বিড়ি,-ড়ী, বিড়ি—দেশী চুরুট-বিশেষ, শাল, কেন্দু, তমাল ইত্যাদির পাতায় মোড়া; তামাক-চূর্ণ।

† **বিৎ, বিদ্**—যে জানে, অভিজ্ঞ পণ্ডিত (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—বিজ্ঞান-বিৎ, শাস্ত্রবিৎ; অশ্ববিৎ)।

বিতং—বিস্তারিত বিবরণের হ্রস্বরূপ। (বিতং করা বা দেওয়া—কোন বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া)।

† **বিতংস, বীতংস**—(যাহার দ্বারা বন্ধন করা হয়) পশুপক্ষী প্রভৃতি ধরিবার ফাঁদ, জাল ইত্যাদি (কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বীতংসে—মধুসূদন)।

† **বিতণ্ডা**—যে তর্কে আত্মমত স্থাপনের চেষ্টা নাই, শুধু পরপক্ষ খণ্ডনের চেষ্টা আছে, যুক্তিহীন বাদানুবাদ, বৃথা তর্ক, বাক্-কলহ।

† **বিতত**—(বি—তন+ক্ত) প্রসারিত, ব্যাপ্ত, ছড়ানো (বেশবাস বিথান বিতত—রবি)। বি. বিততি—বিস্তার; সমূহ; রাজি।

† **বিতথ**—(যাহার ভিতরে তথ্য বা সত্য নাই) অসত্য, অলীক, মিথ্যা।

বিতথা—আলুথালু ভাব, পারিপাট্যের অভাব, বে-সামাল, অপ্রতিভ (প্রাচীন বাংলা)। **বিতথ্য**—অসত্য।

বিতস্ত—পঞ্জাবের নদী-বিশেষ।

† **বিতনু**—বিশীর্ণ তনু, ক্ষীণ, রোগা; কমনীয়।

† **বিতন্ত্রী**—বেসুরা বীণা।

† **বিতরণ**—(বি—তৃ+অনট্) দান, বিলাইয়া দেওয়া (বিক্রির জন্য নয়, বিতরণের জন্য)। বিণ. বিতরিত। বিতরা—বিতরণ করা, দান করা (কাব্যে ব্যবহৃত—'বিতর বিতর কণা দীনে')।

† **বিতর্ক**—(বি—তর্ক+ঘঞ্) বাদানুবাদ, তর্ক, বিচার (বিতর্ক-সভা); সন্দেহ, সংশয়। বিণ. বিতর্কিত—যাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক বা বাদানুবাদ করা হইয়াছে; সন্দিগ্ধ। **বিতর্কন**—বিতর্ক, তর্ক করা। **বিতর্কিকা**—তর্ক-বিতর্কের সভা বা আসর; symposium.

† **বিতস্তা**—পঞ্জাবের নদী-বিশেষ।

† **বিতস্তি**—(সং.) বিঘৎ, বার আঙুল।

বিতান—(বি—তন্+ঘঞ্) বিস্তার; সমূহ; মণ্ডপ; চাঁদোয়া (মেঘের বিতান: লতা-বিতানের তলে বিছায় না পুষ্পদলে নিভৃত শয়ান —রবি); যজ্ঞ; ছন্দোবিশেষ; অবকাশ; শূন্য; তুচ্ছ। **বিতান-মূলক**—খশ্‌খশ্। বিণ. বিতানিত—বিস্তারিত। **বিতানী-কৃত**—প্রসারিত; মণ্ডপরূপে রচিত। **বিতায়-মান**—বিস্তার্যমাণ, চন্দ্রাতপ।

বিতারিখ—(ফা বতারীখ) তারিখ, তারিখ অনুসারে।

বিতিকিচ্ছি—বিশ্রী, একান্ত অশোভন, নোংরা (একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড)।

বিতীর্ণ—(বি—তৄ+ক্ত) ব্যাপ্ত; অন্তঃপ্রবিষ্ট. উত্তীর্ণ; দত্ত, অর্পিত।

† **বিতৃণ**—(বহুব্রী) তৃণহীন। **বিতৃষ, বিতৃষ্ণ**—বীতস্পৃহ, বীতরাগ; উদাসীন, নিষ্কাম।

† **বিতৃষ্ণা**—আকাঙ্ক্ষার অভাব; অরুচি; বিরাগ; প্রবল অনিচ্ছা।

† **বিত্ত**—[বিদ্ (লাভ করা)+ক্ত—যাহার দ্বারা সুখ লাভ হয়] সম্পত্তি; ধন; সম্পদ (হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত—রবি); [বিদ্ (জানা)+ক্ত] বিচারিত, বিদিত, বিখ্যাত (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। **বিত্তকাম**—ধনলাভেচ্ছু, ধনলোভী। **বিত্তবান্**—সম্পদশালী। বিত্ত-শাঠ্য—কার্পণ্য। **বিত্তসমাগম**—ধনলাভ, আয়। **বিত্তাঢ্য**—প্রভূত ধনের অধিকারী।

বিত্তেশ—কুবের, ধনী।

† **বিত্রস্ত**—(বি—ত্রস্+ক্ত) অতি ভীত, সন্ত্রস্ত (বিত্রস্তা হরিণী)। **বিত্রাস**—অত্যন্ত ভয়, মহাভয় (ত্রৈলোক্য-বিত্রাস—ত্রিলোকের মহা-ভীতিকর)। **বিত্রাসন**—অতিশয় ত্রাস সৃষ্টি করা।

বিথর—(সং. বিস্তর) বিস্তর, অনেক (কাব্যে ব্যবহৃত—থরে বিথরে)।

বিথান—(বিতান; বি-স্থান) বিস্তার, আস্তরণ; স্থানচ্যুত, এলোমেলো। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

বিথার—(সং. বিস্তার) বিস্তার, বৃদ্ধি, পরিব্যাপ্তি; পরিব্যাপ্ত; এলোমেলো। (বৈষ্ণব কবিতায় ব্যবহৃত)। **বিথারা**—বিস্তার করা, পরিব্যাপ্ত করা, এলাইয়া দেওয়া। **বিদ্**—বিৎ দ্রঃ; **বিদ**—পণ্ডিত (কোবিদ); বুধগ্রহ।

বিদকুটে,-কুট্টি,-খুটে,-ঘুটে—বদখত, কুৎসিৎ, অশোভন, বিশ্রীভাবে জটিল (যত সব বিদঘুটে কাণ্ড)।

বিদগ্ধ—(বি—দহ্+ক্ত—বিশেষ ভাবে দগ্ধ বা পরিপক্ব) নিপুণ; পণ্ডিত; রসিক; সুসংস্কৃত, cultured। স্ত্রী—বিদগ্ধা—চতুরা; রসিকা; পরকীয়া নায়িকা-বিশেষ। বি. বিদগ্ধতা, বৈদগ্ধ্য —নিপুণতা, চিত্তোৎকর্ষ, culture। **বিদগ্ধ-সভা**—পণ্ডিত ও রসিকদের সভা। **বিদগ্ধা-জীর্ণ**—অজীর্ণ রোগ-বিশেষ।

বিদর—(বি—দৄ+অ) বিদারণ; প্রস্ফুটন; অস্থি ভয়; ফণীমনসার গাছ। **বিদরণ**—বিদীর্ণ হওয়া; ভেদ। **বিদরা**—বিদীর্ণ করা বা হওয়া (হৃদয় বিদরে—কাব্যে ব্যবহৃত)।

বিদর্ভ—বর্তমান বেরার প্রদেশ। **বিদর্ভজা**—নলরাজার পত্নী দময়ন্তী; রুক্মিণী; লোপামুদ্রা।

বিদল—[বি—দল্ (বিদারণ করা)+অ] দ্বিধা-কৃত কলায় প্রভৃতি ডাল; বাঁশের চটা; বাঁশের চটা দিয়া প্রস্তুত ডালা, কুলা প্রভৃতি পাত্র; ডালিমের ছাল; পত্রহীন। বি. **বিদলন**—বিমর্দন, পেষণ। বিণ. **বিদলিত**—মর্দিত; চূর্ণীকৃত; প্রস্ফুটিত (বিদলিত শেফালিকা)।

† **বিদশা**—দুরবস্থা, দুর্দশা।

বিদা, বিদে—(সং. বিন্ধক) ক্ষেত আঁচড়াইয়া চারাগাছের গোড়া আল্‌গা করিবার জন্য ও ঘাস তুলিয়া ফেলিবার জন্য লোহার শলাকাযুক্ত যন্ত্র-বিশেষ।

বিদায়—(আ. বিদা') কার্যান্তে প্রস্থান অথবা

প্রস্থানের অনুমতি (নিমন্ত্রিতদের বিদায় হইবার বা লইবার সময় উপস্থিত হইল) কার্যান্তে উপহারাদি সহ প্রস্থানের ব্যবস্থা (ব্রাহ্মণ বিদায় ; যাজনদার বিদায় ; কাঙালী বিদায়) ; দূরে যাইবার বা বিচ্ছিন্ন হইবার অনুমতি ("তোমারে বিদায় দিতে চাহে না যে মন," জন্মের মত বিদায় দেওয়া) : ছুটি (বিদায় ভোগ) । **বিদায় করা**—উপহারাদি সহ গমনের ব্যবস্থা করা : কিছু দিয়া অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবার ব্যবস্থা করা (পাপ বিদায় করে দাও) । **বিদায়-কাল**—পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় ; পেন্সনাদি লইবার সময় ; (বিণ. বিদায়-কালীন) । **বিদায় দেওয়া**—যাইতে দেওয়া ; ছুটি দেওয়া : চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়া ; ছাড়াইয়া দেওয়া । **বিদায় হওয়া**—প্রস্থান করা ; অন্তর্হিত হওয়া ; অবাঞ্ছিত ব্যক্তির চলিয়া যাওয়া । **বিদায়ী**—বিদায়-কালীন ।

+ **বিদার**—(বি—দৃ+ণঞ্) বিদারণ, ভেদ করা ; যাহা বিদীর্ণ করে (তিমির-বিদার-উদার-অভ্যুদয় —রবি) ; যুদ্ধ, জলোচ্ছ্বাস । **বিদারক**—বিদীর্ণ-কারী (গজকুম্ভ বিদারক সিংহ) ; জলের অন্তর্গত বৃক্ষ বা পর্বত ; শুষ্ক নদী প্রভৃতিতে জলের জন্য যে গর্ত খনন করা হয় । **বিদারণ**—বিদীর্ণ করা ; যুদ্ধ ; হনন ; বিদারক (হৃদয়-বিদারণ বিলাপবাক্য—বিদ্যাসাগর) । বিণ. বিদারিত—যাহা বিদীর্ণ করা হইয়াছে । **বিদারী**—বিদারক ; নাশক ; (স্ত্রী.) ভূমি-কুষ্মাণ্ড ।

+ **বিদাহ**—(বি—দহ্+ণঞ্) বিশেষ দাহ, অতিশয় জ্বালা, inflammation ; পিত্তাধিক্যের জন্য গাত্রদাহ । বিণ. বিদাহী—যাহা অতিরিক্ত দাহের সৃষ্টি করে, কড়া, pungent ।

+ **বিদিক্**—দুই দিকের মধ্যভাগ, ঈশান, বায়ু, নৈর্ঋত ও অগ্নিকোণ ; যাহা কোন স্পষ্ট দিক্ নয় । **দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য**—কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য) । ·

+ **বিদিত**—(বিদ্+ক্ত) জ্ঞাত ; খ্যাত (সর্ব-লোক-বিদিত) ; পণ্ডিত, জ্ঞাতা ।

+ **বিদিশা**—প্রাচীন ভারতের নগর-বিশেষ ।

+ **বিদীর্ণ**—(বি—দৃ+ক্ত) ভিন্ন ; বিদারিত (বক্ষ আমার এমন করে বিদীর্ণ যে কর—রবি) ; খণ্ডিত, যাহা কাটিয়া গিয়াছে (শতধা বিদীর্ণ) ।

+ **বিদুর**—(বিদ্+উর—জানা যাহার স্বভাব) পাণ্ডব ও কৌরবদের পিতৃব্য । **বিদুরের খুদ অথবা খুদকুঁড়া**—শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের রাজভোগ ত্যাগ করিয়া বিদুরের খুদকুঁড়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে, গরীবের ডালভাত অথবা ভক্তের মহামূল্য সামান্য উপহার ।

+ **বিদুষী**—(পুং. বিদ্বান্) সুপণ্ডিতা, সুশিক্ষিতা । বিদুষ্মতী—বিদ্বজ্জনপূর্ণা (সভা) (পুং. বিদুষ্মান্) ।

+ **বিদূর**—বহুদূরস্থিত ; পর্বত-বিশেষ ; দেশ-বিশেষ ; বহুব্যবধানযুক্ত, নিঃসম্পর্ক ; বৈদূর্য-মণি । **বিদূরগ**—অতি দূরগামী । **বিদূরজ**—বৈদূর্যমণি ; দূরদেশ-জাত । **বিদূরিত**—যাহা বা যাহাকে দূর করা হইয়াছে, অপগত, বিতাড়িত ।

+ **বিদূষক**—(বি—দূষি+ণক) নিন্দক ; নাটকের নট-বিশেষ (রঙ্গরস জমাইয়া তোলা ইহার কাজ); ভাঁড় ; নাটকের ভাঁড়ের মত বড়লোকের মনোরঞ্জন করিতে যে তৎপর (বিদূষক সাজা বা বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করা) ।

+ **বিদূষণ**—নিন্দা ; দোষ দেওয়া ।

+ **বিদেশ**—ভিন্নদেশ ; দূরদেশ ; অপরিচিত স্থান (বিদেশ-বিভূঁই) । **বিদেশযাত্রা**—ভিন্ন-দেশ অভিমুখে যাত্রা । **বিদেশী, বিদেশীয়**—ভিন্নদেশবাসী , ভিন্নদেশজাত অথবা সম্পর্কিত স্ত্রী. বিদেশিনী ।

+ **বিদেহ**—(নাই দেহ যার—বহুব্রী) দেহহীন, মূর্তিহীন ; মৃত (বিদেহ আত্মা) ; মিথিলা দেশ ।

+ **বিদ্ধ**—[ব্যধ্ (বিদ্ধ করা)+ক্ত] সমুৎকীর্ণ, ছিদ্রিত (অনাবিদ্ধ রত্ন) ; যাহাতে শরাদি বিঁধিয়াছে, আহত (বাণবিদ্ধ ; কণ্টকবিদ্ধ চরণ) ; পীড়িত (মর্মবিদ্ধ) ; স্পৃষ্ট, সম্পৃক্ত (অপাপবিদ্ধ) ।

+ **বিদ্যমান**—(বিদ্+মান) বর্তমান, উপস্থিত (সব কারণই বিদ্যমান) ; জীবিতাবস্থা (পিতা বিদ্যমানে তোমার কর্তৃত্ব অচল), (প্রত্যক্ষ, সম্মুখে ইত্যাদি অর্থে প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত । বি. বিদ্যমানতা ।

+ **বিদ্যা**—[বিদ্ (জানা)+অ+আ—যদ্দ্বারা জানা যায়] তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান (ব্রহ্মবিদ্যা ; পদার্থবিদ্যা) ; পাণ্ডিত্য (পেটে বিদ্যা আছে) ; বেদ বেদাঙ্গাদি বিভিন্ন ধরণের শাস্ত্র বা জ্ঞানের বিষয় ; শিক্ষালব্ধ জ্ঞান (চুরিবিদ্যা ; ছুতোরের

বিদ্যা); মন্ত্র; ইন্দ্রজাল (কামরূপ-কামাখ্যার বিদ্যা); দুর্গা (দশমহাবিদ্যা)। **বিদ্যাগম**—বিদ্যা অর্জন। **বিদ্যাগুরু**—বিদ্যাদাতা। **বিদ্যাচুঞ্চু**—বিদ্যার জন্য খ্যাত। **বিদ্যাতীর্থ**—সব বিদ্যা বা জ্ঞানের শিক্ষাস্থল, শিব। **বিদ্যাদাতা**—শিক্ষক। **বিদ্যাদিগ্‌গজ**—পাণ্ডিত্যে দিগ্‌বিজয়ী; মহামূর্খ। **বিদ্যাদেবী**—সরস্বতী। **বিদ্যাধন**—বিদ্যারূপ ধন। **বিদ্যাধর**—সঙ্গীতকুশল দেবযোনি-বিশেষ (স্ত্রী. বিদ্যাধরী)। **বিদ্যানিধি**—বিদ্যার সাগর, পণ্ডিতের উপাধি-বিশেষ। **বিদ্যাপীঠ**—বিদ্যা অনুশীলনের কেন্দ্র। **বিদ্যাবত্তা**—পাণ্ডিত্য। **বিদ্যাবল**—জ্ঞানের শক্তি। **বিদ্যা বিক্রয়**—বেতন গ্রহণপূর্বক শিক্ষাদান। **বিদ্যা-বিশারদ**—বিশেষজ্ঞ, পরম পণ্ডিতের উপাধি-বিশেষ। **বিদ্যা-ব্যবসায়ী**—বিদ্যাবিক্রয়ী। **বিদ্যাভ্যাস**—বিদ্যাচর্চা; শিক্ষালাভ। **বিদ্যা-মন্দির**—স্কুল-কলেজাদি। **বিদ্যালয়**—বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষাকেন্দ্র (প্রাথমিক বিদ্যালয়; উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়; কারিগরী বিদ্যালয়)। **বিদ্যাসাগর**—মহাপণ্ডিত; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। **বিদ্যাস্নাতক**—যে ব্রহ্মচর্য পালনের পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

+ **বিদ্যুৎ**—(বি—দ্যুৎ+ক্বিপ্—যাহার দীপ্তি ক্ষণস্থায়ী অথবা যাহা অতিশয় দীপ্তি পায়) তড়িৎ, সৌদামিনী; বজ্র (বিদ্যুৎপাত)। **বিদ্যুৎকটাক্ষ**—বিদ্যুতের মত চকিত ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষ। **বিদ্যুৎপ্রভা**—বিদ্যুদ্দীপ্তি। **বিদ্যুৎস্পৃষ্ট**—বিদ্যুতের ঈষৎ কিন্তু তীব্র আঘাতপ্রাপ্ত।

+ **বিদ্যুদ্‌গর্ভ**—যাহার ভিতরে বিদ্যুৎ (বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘ)। **বিদ্যুদ্দাম**—বিদ্যুতের মালা, বিদ্যুল্লতা। **বিদ্যুদ্দৃষ্টি**—বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টি। **বিদ্যুল্লেখা**—রেখাকার তড়িৎস্ফুরণ (আধুনিক বাংলায় সন্ধি না করিয়া বিদ্যুৎ-লেখা ব্যবহারই রীতি)।

+ **বিদ্যোত**—(বি—দ্যুৎ+অ) দ্যুতি, দীপ্তি। বিণ. বিদ্যোতক—প্রকাশক, উদ্ভাসক। **বিদ্যোৎসাহী**—বিদ্যার উৎসাহদাতা।

+ **বিদ্রব, বিদ্রাব**—(বি—দ্রু+অ) পলায়ন; ক্ষরণ; উপহাস। **বিদ্রাবক**—যাহা দ্রব করে; নিরাসক। **বিদ্রাবণ**—দ্রব করা, গলানো। **বিদ্রাবিত**—তাড়িত, দ্রবীকৃত। **বিদ্রুত**—পলায়িত, দ্রবীভূত; ভীত।

+ **বিদ্রুম**—রক্ত-প্রবাল; কিশলয়। **বিদ্রুম-দ্যুতি**—প্রবালের মত দ্যুতি-বিশিষ্ট।

বিদ্রূপ—(সং বিদ্রব) ব্যঙ্গ, পরিহাস, ঠাট্টা; **বিদ্রূপাত্মক**—বিদ্রূপপূর্ণ।

+ **বিদ্রোহ**—(বি—দ্রুহ্+অ) বিরুদ্ধে উত্থান, শাসন না মানা (নৌ-বিদ্রোহ); রাজদ্রোহ। বিণ. বিদ্রোহী—প্রচলিত শাসন বা ধরণ-ধারণের প্রবল বিরোধী।

+ **বিদ্বৎকল্প**—পণ্ডিত-সদৃশ। **বিদ্বত্তর**—অধিকতর পণ্ডিত; প্রাজ্ঞতর।

+ **বিদ্বান্**—যে বিদ্যা অর্জন করিয়াছে; জ্ঞানী; পণ্ডিত; শাস্ত্রজ্ঞ।

+ **বিদ্বিষ**—শত্রু; প্রতিদ্বন্দ্বী (বাংলায় তেমন ব্যবহার নাই)। **বিদ্বিষ্ট**—বিদ্বেষভাজন। **বিদ্বেষ**—শত্রুতা; ঈর্ষা (বিদ্বেষপরায়ণ; পরধর্ম-বিদ্বেষ। **বিদ্বেষবুদ্ধি**—প্রবল বিরোধের মনোভাব, ঈর্ষার ভাব)। **বিদ্বেষক, বিদ্বেষী**—বিদ্বেষকারী, নির্মম বিরোধী। **বিদ্বেষণ**—বিদ্বেষ করা, বিরোধ, অপ্রীতি। **বিদ্বেষ্টা**—বিদ্বেষকারী (স্ত্রী বিদ্বেষ্ট্রী)।

+ **বিধ**—প্রকার, ধরণ (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—বহুবিধ, সহস্র-বিধ)।

বিধন—বিদ্ধ করা, বেঁধা।

+ **বিধবা**—(নাই ধব যাহার—বহুব্রী) পতিহীনা। **বিধবা-বেদন**—বিধবা-বিবাহ।

+ **বিধা**—প্রকার, বিধ, ধারা; নিয়ম; সাদৃশ্য; হস্তীর খাদ্য।

+ **বিধাতব্য**—বিধেয়, কর্তব্য।

+ **বিধাতা**—বিশ্বজগতের বিধানকর্তা, প্রভু; বিধায়ক (অনাগত-বিধাতা) প্রজাপতি, ব্রহ্মা। **বিধাতা-পুরুষ**—ভাগ্য নির্ধারক দুজ্ঞেয় জগৎপ্রভু।

+ **বিধান**—(বি—ধা+অনট্) ব্যবস্থা, ধারা; সৃষ্টি (বিধির বিধান); নির্দেশ, অনুশাসন (আইনের বিধান; নববিধান; বিধানশাস্ত্র); রচনা, সম্পাদন (প্রকৃতি সুন্দরী তখন নেপথ্য বিধান করছিলেন—প্রমথ চৌধুরী; দণ্ড বিধান); নিয়ম (বিধানানুযায়ী); বিধানজ্ঞ); দেহের প্রাকৃতিক গঠন (বিধান-তত্ত্ব—দেহ

নির্মাণের মূলীভূত সূত্রের মত উপাদান, tissue)। **বিধানশাস্ত্র**—আইন; যে শাস্ত্রে বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ আছে। **বিধান-সংসদ**—Parliament। **বিধান-সভা**—Legislative Assembly। **বিধান-পরিষদ**—Legislative council.

বিধায়—হেতু, জন্য, না থাকায় (বর্তমানে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)।

+ **বিধায়ক, বিধায়ী**—বিধানকর্তা, কারক, সম্পাদক, ব্যবস্থাপক, সংঘটনকারী (বিধবা-বিবাহ-বিধায়িনী সভা)।

+ **বিধি**—(বি—ধা+ই) বিধাতা, নিয়তি (বিধির বিধান); ব্রহ্মা, বিষ্ণু; নিয়ম, আইন, ব্যবস্থা, শাস্ত্রের বিধান (ইহাই বিধি; যথাবিধি; **দণ্ড-বিধি**—বিপ. নিষেধ); ক্রম, পদ্ধতি (বিধিবদ্ধ ভাবে); যজ্ঞ। **বিধিজ্ঞ,-দর্শী**—শাস্ত্রের বিধান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। **বিধিপূর্বক**—নিয়মানুসারে। **বিধিলিপি**—ললাট-লিখন, ভাগ্যফল। **বিধিসঙ্গত**—আইনসঙ্গত; নিয়মানুযায়ী। **বিধিহীন**—শাস্ত্রের নিয়মের বহির্ভূত।

+ **বিধিৎসা**—(বি—ধা+সন্+অ+আ) সম্পাদন বা সংঘটনের ইচ্ছা, চিকীর্ষা (প্রতিবিধিৎসা)। **বিধিৎসু**—বিধানেচ্ছু, চিকীর্ষু।

+ **বিধু**—[বি—ধে (পান করা)+উ] চন্দ্র। **বিধুক্ষয়**—অমাবস্যা। **বিধুমুখী**—চন্দ্রাননা, চন্দ্রমুখী। **বিধুন্তুদ**—চন্দ্রকে যে পীড়িত করে, রাহু।

+ **বিধুত, বিধূত, বিধুনিত**—[বি—ধু, ধূ (কম্পিত হওয়া)+ক্ত] কম্পিত, আলোড়িত (মলয়-বিধুত); দূরীকৃত, অপসারিত (বিধূত পাপ—যাহার পাপ স্খালন হইয়াছে, নিষ্কলুষ)। **বিধুনন, বিধূনন**—কম্পন; বিসর্জন। **বিধুবন**—কম্পন।

+ **বিধুর**—[বি (দুঃসহ) ধুর (কার্যভার) যাহার] কাতর; দুঃখিত, ক্লিষ্ট (বিরহ-বিধুরা); বিকল; বিমূঢ়, ভারাক্রান্ত (আজি গন্ধ-বিধুর সমীরণে—রবি); কাতরতা। **বিধুরা**—রসাল খাদ্য-বিশেষ। [কম্পিত হইতেছে।

+ **বিধূত**—বিধুত দ্রঃ। **বিধূয়মান**—যাহা **বিধূম**—ধূমহীন। **বিধূমিত**—প্রধূমিত, অতিশয় ধূমায়িত (বিদ্বেষ-বিধূমিত পরিমণ্ডল)।

+ **বিধৃত**—(বি—ধৃ+ক্ত) ধৃত, গৃহীত, অবলম্বিত, পরিহিত (বিধৃত কৃপাণ; বরবেশ-বিধৃত)।

+ **বিধেয়**—(বি—ধা+য) বিধানের যোগ্য, করণীয়, কর্তব্য (এই অবস্থায় কি বিধেয়, তাই বল; ইহা আদৌ বিধেয় নয়); বশ্য, বাধ্য; (ব্যাকরণে) উদ্দেশ্যের পরিচায়ক, predicate (বিধেয়-বিশেষণ)। **বিধেয়জ্ঞ**—যে তাহার করণীয় জানে (বিধেয়জ্ঞ ভৃত্য)। **বিধেয়তা**—ঔচিত্য। **বিধেয়-মার্গ**—যে পথে চলা উচিত, কর্তব্যপথ। **বিধেয়াত্মা**—যাহার চিত্ত আপন বশে। [ধৌতি, প্রক্ষালন।

‡ **বিধৌত**—প্রক্ষালিত, মাজিত। বি. বিধৌতি—

+ **বিধ্যমান**—(ব্যধ্+আন) যাহাকে বিদ্ধ করা হইতেছে; পীড়ামান।

+ **বিধ্বংস**—(বি—ধ্বন্স্+অ) বিনাশ, বিলোপ, ক্ষয়। **বিধ্বংসন**—বিনাশের কাজ (শত্রু বিধ্বংসন)। **বিধ্বংসিত**—বিনাশিত; অপকারগ্রস্ত। **বিধ্বংসী**—ধ্বংসশীল (ক্ষণ-বিধ্বংসী শরীর); যে বা যাহা নাশ করে (লোক-বিধ্বংসী)। **বিধ্বস্ত**—ধ্বংসপ্রাপ্ত বিনষ্ট (শত্রুকুল বিধ্বস্ত করিয়া)।

বিন—বিনা দ্রঃ।

বিনজারী—(ফা.) যে আদেশ বা পরোয়ানা জারি হয় নাই।

+ **বিনত**—(বি—নম্+ক্ত) নত, প্রণত, বিনীত, নম্র। স্ত্রী. বিনতা—গরুড়ের মাতা (বিনতানন্দন, -সূনু—অরুণ, গরুড়)। **বিনতি**—নম্রতা, শিষ্টতা; প্রণাম।

বিননী—যাহা বিনানো হইয়াছে, বেণী। **বিন-নিয়া**—কেশে বেণী রচনা করিয়া। **বিননো**—গ্রথিত (বিনানো দ্রঃ)।

+ **বিনমন**—(বি—নম্+অনট্) নম্রতা, বিনতি; অবনমন। **বিনম্র**—বিশেষভাবে নম্র, বিনয়াবনত, অবনত (বিনম্র বদনে)।

+ **বিনয়**—(বি—নী+অ) বিনতি, নম্রতা, শিষ্টতা (বিনয় শিক্ষার ভূষণ); শিক্ষণ (বিনয়-ভবন (Teachers' Training Hall)। **বিনয়গ্রাহী**—যে বিধি-নিষেধ সম্পর্কে নির্দেশ গ্রহণ করে কথার বাধ্য। **বিনয়-নম্র**—সুশিক্ষাহেতু অমুদ্ধত, বিনয়হেতু কোমল। **বিনয়ন**—নিয়ন্ত্রণ; শিক্ষণ; অপনোদন। **বিনয়-বধির**—যে বিনয়-বাক্যে কর্ণপাত

করে না। **বিনয়াধান**—সুশিক্ষা বিধান। **বিনয়ী**—বিনীত, শিষ্ট, নম্র।

+ **বিনশন**—(বি—নশ্ + অনট্) বিনাশ, ধ্বংস ; সরস্বতী নদীর অন্তর্ধান-স্থান।

+ **বিনশ্বর**—(বি—নশ্ + বর) ধ্বংসশীল ; অনিত্য (বিপ. অবিনশ্বর)। [বিনশ্যতি)।

+ **বিনশ্যতি**—(সং.) ধ্বংস হয় (সমূলে

+ **বিনষ্ট**—নষ্ট, ধ্বংসপ্রাপ্ত (বিনষ্ট দৃষ্টি)। বি. বিনষ্টি—বিনাশ, ধ্বংস ; সর্বনাশ (মহতী বিনষ্টি)। [কারাদণ্ড)।

+ **বিনা**—(সং.) ব্যতীত ; ব্যতিরেকে (বিনাশ্রম

বিনাইয়া—বিলাপ করিয়া, দীর্ঘ খেদোক্তি প্রকাশ করিয়া (বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদা)।

বিনানো—বেণী রচনা করা ; বিনাইয়া বিনাইয়া শোক করা ; **বিনানিয়া**—বেণী রচনা করিয়া ; যাহা বেণীরূপে রচনা করা হইয়াছে (বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়—ভারত-চন্দ্র)।

বিনামা—জুতা ; চটিজুতা ; নামহীন, বেনামা।

+ **বিনায়ক**—(বি—নী—ণক) বিশিষ্ট নায়ক, বিঘ্ননাশক, গণেশ ; গুরু ; বুদ্ধ ; গরুড়) স্ত্রী. বিনায়িকা—গরুড়পত্নী।

+ **বিনাশ**—(বি—নশ্ + ঘঞ্) ধ্বংস, বিলোপ ; উচ্ছেদ (বিনাশ সাধন) ; মৃত্যু ; হানি (ধন-বিনাশ)। **বিনাশক**—ধ্বংসকারী, সংহারক। **বিনাশিত**—নিহত। **বিনাশী**—সংহারক, নশ্বর (বিপ. অবিনাশী)। **বিনাশ-ধর্মা,-ধর্মী**—নশ্বর। **বিনাশোন্মুখ**—বিনষ্টপ্রায়।

+ **বিনাস**—যাহার নাক নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; বোঁচা।

বিনি,-নে—(সং বিনা) বিনা, ব্যতীত (বিনি সুতায় মালা গাঁথা ; বিনি মাইনের চাকর। বিনু —বিনা (প্রাচীন বাংলা)।

+ **বিনিঃসরণ**—তরল কিছুর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসা। বিণ. বিনিঃসৃত।

+ **বিনিদ্র**—(নাই নিদ্রা যাহার—বহুব্রী) নিদ্রাহীন (বিনিদ্র নয়নে ; বিনিদ্র রজনী) ; বিকশিত, প্রস্ফুটিত (বিনিদ্র মন্দার ; উদ্গত (বিনিদ্র-রোমা)।

+ **বিনিন্দিত, বিনিন্দক, বিনিন্দন**—নিন্দিত ; গৌরবে হীনতর (মরাল-বিনিন্দিত গতি ; ইন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলক—জয়দেব)।

+ **বিনিপাত**—(বি—নি + পত্ + ঘঞ্) পতন, অপমান, দুঃখ, মৃত্যু, বিনাশ (শত্রুর বিনিপাত) ; দৈব অথবা দস্যু-তস্করাদির উপদ্রব (বিনিপাত প্রতীকার)।

+ **বিনিবর্তন**—(বি—নি + বৃৎ + অনট্) প্রত্যা-বর্তন, ফিরাইয়া আনা, প্রত্যাহার। বিণ. বিনিবর্তিত, যাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। **বিনিবৃত্ত**—প্রত্যাগত ; নিবৃত্ত।

+ **বিনিবেশ**—(বি—নি—বেশি + অ) সংস্থাপন (চরণ-বিনিবেশ) : বিণ. বিনিবেশিত—বিন্যস্ত।

+ **বিনিময়**—(বি—নি—মি + অ) পরিবর্তন বদল, আদান-প্রদান (মাল্য-বিনিময়) ; এক পণ্যের পরিবর্তে অন্য পণ্য দান, barter (কয়লার বিনিময়ে পাট), বন্ধক। বিণ. বিনিমিত,-মীত—যাহার বিনিময় হইয়াছে।

+ **বিনিয়ত**—(বি—নি—যম্ + ক্ত) নিবারিত, সংযত, শাসিত (বিনিয়ত চিত্ত) ; পরিমিত (বিনিয়ত আহার)। বি. বিনিয়ম—নিবারণ, সংযম ; বিশেষ নিয়ম বা বিধি।

+ **বিনিযুক্ত**—(বি—নি—যুজ্ + ক্ত) কর্মে নিযুক্ত ; প্রেরিত। **বিনিযুক্তক**—যে উচ্চ কর্মচারী অথবা সচিব অন্যান্য কর্মচারীকে কর্মে নিয়োগ করেন। বি. বিনিয়োগ—কর্মে নিয়োজিত করা ; প্রয়োগ ; অর্পণ। বিণ. বিনিয়োজিত। **বিনিযোজ্য**—বিনিয়োগযোগ্য, প্রবর্তনীয়।

বিনির্গত—নিঃসৃত, বহির্গত, নিষ্ক্রান্ত। বি. বিনির্গম।

বিনির্ণয়—বিশিষ্টরূপে নির্ণয় বা অবধারণ, স্থিরী-করণ, নিরূপণ। বিণ বিনির্ণীত। **বিনি-র্ণায়ক**—সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারণকারী (বিশুদ্ধি বিনির্ণায়ক নিকষ)।

বিনির্ধূত—বিকম্পিত ; দুর্দশাহেতু ইতস্ততঃ চালিত, বিক্ষিপ্ত (বিনির্ধূত উদ্বাস্তু)।

+ **বিনির্মিত**—নির্মিত, বিরচিত, কৃত।

+ **বিনির্মুক্ত**—(বি—নির্—মুচ্ + ক্ত) বহির্গত ; উদ্ধারপ্রাপ্ত, অনাচ্ছন্ন, বিহীন (সর্বদ্বন্দ্ব-বিনির্মুক্ত ; চাপ-বিনির্মুক্ত সায়ক)।

+ **বিনিশ্চয়**—(বি—নিস্—চি + অ) সিদ্ধান্ত, সুমীমাংসা ; সম্যক্ নির্ধারণ। বিণ. বিনিশ্চিত।

বিনীত—(বি—নী + ক্ত) নম্র, অনুদ্ধত (দুর্বি-নীত) সংযত, জিতেন্দ্রিয় (বিনীতাত্মা) ; শাসিত,

সুশিক্ষিত (বিনীত অশ্ব); অপনীত, অপগত (বিনীতখেদ; বিনীতনিদ্র। **বিনীত বেশ**—অনাড়ম্বর বেশ।

+ **বিনেতা**—শিক্ষাদাতা; শাস্তা; উপদেষ্টা; গো, অশ্ব, হস্তী-আদি জন্তুর শিক্ষক; রাজা। বিণ, বিনেয়—শিক্ষণীয়; দণ্ডনীয়; দূরীকরণীয়। স্ত্রী. বিনেত্রী। [কিবা শোভা)।

বিনোক্তি—অর্থালঙ্কার-বিশেষ (নির্জন পুরীর

বিনোদ, বিনোদন—(বি—নদ্+অ) দূরীকরণ (শ্রম-বিনোদন); সন্তোষ সাধন, তোষণ (চিত্ত-বিনোদন); আমোদ-প্রমোদ, রঙ্গরস (বিনোদ-পাত্র); ক্রীড়া, কেলি (বিনোদ-মন্দির); মনোহর; তৃপ্তিকর (বিনোদবেণী; বিনোদ বাঁশি); মনোরঞ্জন (বিনোদ বেশ; বিনোদ মালা); প্রিয়, আনন্দবর্ধক (রাধা-বিনোদ; (বিনোদ রায়) বিণ. বিনোদিত। **বিনোদী**—বিনোদনকারী। স্ত্রী. বিনোদিনী—সুন্দরী, মনোহরা।

বিন্তি,-স্তী—(পর্তু. vinte—কুড়ি) তাসের খেলা-বিশেষ। **চিৎ-বিন্তির খেলা**—তাসের ফোঁটা পরস্পরকে দেখাইয়া খেলা; খোলাখুলি ব্যবহার বা আদান-প্রদান।

বিন্দা—(প্রাচীন বাংলায় ও পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত) বেঁধা (বিধা দ্রঃ); বৃন্দা (বিন্দা দূতী)।

বিন্দু—[বিন্দ্ (অবয়বীভূত হওয়া+উ] কণা; ক্ষুদ্র চিহ্ন; ফোঁটা; অনুস্বার; শুক্র (বিন্দুধারণ); যাহার দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ নাই, কিন্তু অবস্থিতি আছে, point (জ্যামিতিতে ও জ্যোতিষে); ঈষৎমাত্র (এক বিন্দু করুণা)। **বিন্দুচিত্রক**—গায়ে ফোঁটা-ফোঁটা দাগযুক্ত মৃগ-বিশেষ। **বিন্দু-জাল,-ক**—পদ্মক। **বিন্দুপাত**—বীর্য-পাত। **বিন্দু-বিন্দু**—ফোঁটা-ফোঁটা। **বিন্দু-বাসিনী**—দুর্গা। **বিন্দুবিসর্গ**—কিছুমাত্র (এর বিন্দুবিসর্গও জানি না)। **বিন্দুমাত্র**—লেশ-মাত্র (বিন্দুমাত্র স্নেহ)। **বিন্দুসর,-সরঃ**—তিব্বত দেশের বিখ্যাত সরোবর। **বিন্দুসার**—সম্রাট্ অশোকের পিতা। [বিঁধা দ্রঃ।

বিন্ধা—বিদ্ধ করা, বিদ্ধ হওয়া (প্রাচীন বাংলা)।

বিন্ধ্য—মধ্য-ভারতের সুবিখ্যাত পর্বতশ্রেণী, বিন্ধ্যাচল। **বিন্ধ্যকূট**—অগস্ত্যমুনি। **বিন্ধ্য-বাসিনী**—দুর্গামূর্তি-বিশেষ।

বিন্না, বিন্নে—(সং. বিরণ) দীর্ঘ ঘাস-বিশেষ, বেণা। **বিন্নার খৈ**—বিন্না গাছের ফল ভাজিয়া যে খৈ তৈরী হয়। **বিন্নার পাখা**—বিন্নার ডাঁটা দিয়া প্রস্তুত সুদৃশ্য পাখা। **বিন্নার ফুল**—বিন্নার মাথায় যে প্রচুর সাদা ফুল ফোটে; চিত্তাকর্ষক, কিন্তু অলীক কিছু (নীচে রাশি রাশি ফোটা বিন্নার ফুল দেখিয়া তাহা দৈ মনে করিয়া লোভী শিয়ালের দল আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আসিয়া দেখিল সব ফাঁকি, সেই হইতে তাহারা 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' রব করে—এই পল্লী-উপকথা হইতে)।

বিন্যস্ত—[বি—নিস্+অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত] স্থাপিত, সজ্জিত; সন্নিবেশিত; রচিত (সুবি-ন্যস্ত কেশদাম)। বি. বিন্যাস—স্থাপন (পদ-বিন্যাস); রচনা (কেশবিন্যাস; বেশবিন্যাস); সাজানো; যথাক্রমে স্থাপন (বর্ণবিন্যাস); permutation।

+ **বিপক্ষ**—বিরুদ্ধ পক্ষ, প্রতিপক্ষ (বিপক্ষ দল; বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়া) প্রতিপক্ষ, শত্রু; যাহার ডানা নাই। বি বিপক্ষতা—প্রতিকূলতা। বিণ বিপক্ষীয়।

+ **বিপণ**—(বি—পণ্+অ) বিক্রয়; বাণিজ্য। **বিপণন**—বিক্রয়। **বিপণি**—বিক্রয়শালা, দোকান, দোকান-শ্রেণী; হাট-বাজার, হাটের চালা। **বিপণী**—বিপণি; ব্যবসায়ী। **বিপণি-জীবী**—ব্যবসায়ী, দোকানদার। **বিপণি-পথ**—দোকান-শ্রেণীর মধ্যবর্তী পথ।

+ **বিপৎ**—বিপদ (বাংলায় অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—বিপৎকাল; বিপৎ-পাত)।

+ **বিপত্তি**—(বি—পদ্+ক্তি) বিপদ, সঙ্কট, দুর্দৈব; বিঘ্ন। **বিপত্তিকর**—বিপজ্জনক। **বিপত্তিকাল**—সঙ্কটের সময়। **বিপত্তি খণ্ডন**—সঙ্কট দূর করা।

বিপত্নীক—যাহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে।

বিপথ—মন্দ-পথ, কুপথ; অপথ (পথ-বিপথ—সুপথ ও নিন্দিত পথ)। **বিপথগামী**—উন্মার্গগামী, অধার্মিক।

বিপদ—(সং. বিপদ্) সঙ্কট, দুর্দশা, বিঘ্ন, দুর্দৈব; গণ্ডগোল। (শ্রুতিমাধুর্যের জন্য অনেক সময় বাংলায় বিপৎ-এর স্থলে বিপদ ব্যবহৃত হয়, যেমন, বিপদ-সাগর, বিপদপূর্ণ)। **বিপদ-ভঞ্জন**—(সাধু—বিপদ্-ভঞ্জন) বিনি

বিপদ দূর করেন, পরমেশ্বর। **বিপদাত্মক**—যাহাতে বিপদ আসে। **বিপদ-আপদ**—আপদ-বিপদ, বিঘ্নবিপত্তি। **বিপদাপন্ন**—বিপদ্‌গ্রস্ত। **বিপদ উদ্ধার**—বিপদ হইতে ত্রাণ।

† **বিপন্ন**—(বি—পদ্‌+ক্ত) বিপদ্‌গ্রস্ত, দুর্দশাপন্ন, সমূহ ক্ষতির আশঙ্কাযুক্ত (বন্যাবিপন্ন অঞ্চল; নিজের জীবন বিপন্ন করা); (যাহার পা নাই) সর্প।

† **বিপরিণত**—(বি—পরি+নম্‌+ক্ত) পরিবর্তিত; বিপর্যস্ত। বি. বিপরিণাম—পরিবর্তন; বিকৃতি। বিণ. বিপরিণামী—পরিবর্তনশীল; বিনাশী। [ঘুবানো।

† **বিপরিবর্তন**—বিশেষ পরিবর্তন; ফিরানো-

† **বিপরীত**—(বি—পরি—ঈ+ক্ত) বিরুদ্ধ; উল্টা (বিপরীত বিহার; বিপরীত কোণ); অসঙ্গত; প্রতিকূল; প্রকাণ্ড; অদ্ভুত, বিষম (কথ্য ভাষায় ও প্রাচীন বাংলায়); contrary; contradictory। **বিপরীত প্রতিজ্ঞা**—converse proposition। **বিপরীত বুদ্ধি**—কুবুদ্ধি বা ভ্রান্তবুদ্ধি, দুর্মতি। স্ত্রী. বিপরীতা—কামুকী, অসতী।

† **বিপর্যয়**—[বি—পরি—ই (গমন করা)+অ] বৈপরীত্য, সমূহ পরিবর্তন (রূপবিপর্যয়) অবাঞ্ছিত পরিবর্তন, উলটপালট, দুর্দৈব (ভাগ্য-বিপর্যয়); ব্যতিক্রম; বিলোপ (সংজ্ঞা-বিপর্যয়); বৃহৎ বিশাল, প্রচণ্ড, অদ্ভুত (বিপর্যয় কাণ্ড)। বিণ. বিপর্যস্ত—যাহাতে বিপর্যয় ঘটিয়াছে, ব্যতিক্রান্ত, ছত্রভঙ্গ, এলোমেলো। **বিপর্যস্তপুত্রা**—যে স্ত্রী কেবল পুত্রের জননী।

† **বিপর্যায়**—ব্যতিক্রম, উল্‌টা-পাল্‌টা, একের অন্য রূপ গ্রহণ।

† **বিপর্যাস**—(বি—পরি—অস্‌+ঘঞ্‌) বিপর্যয়, উলটপালট; বৈপরীত্য; ব্যতিক্রম।

† **বিপল**—পলের ষাট ভাগের এক ভাগ।

† **বিপশ্চিৎ**—[বি—প্র+চি (সংগ্রহ করা)+ক্বিপ্‌—যিনি বিপ্রকৃষ্টকে অর্থাৎ দূরবর্তীকে সংগ্রহ করেন] বিদ্বান্‌, পণ্ডিত, জ্ঞানবান্‌।

† **বিপাক**—(বি—পচ্‌+ঘঞ্‌) রন্ধন; পরিপক্ক ভাব; ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক; কর্মের বিসদৃশ পরিণতি; দুর্গতি, দুর্দৈব (দৈব-দুর্বিপাক)।

† **বিপাশ, বিপাশা**—(বশিষ্ঠ মুনি পুত্রশোকে পাশবদ্ধ হইয়া এই নদীতে নিমগ্ন হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নদী তাঁহাকে বিপাশ অর্থাৎ পাশমুক্ত করিয়াছিল) পঞ্জাবের নদী-বিশেষ, Beas।

† **বিপিন**—[বেপ্‌ (কম্পিত হওয়া)+ইন] বন, অরণ্য। **বিপিনবিহারী**—বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ।

† **বিপুল**—[বি—পুল্‌ (বৃহৎ হওয়া)+অ] বৃহৎ, বড়; অনেক (বিপুল সংখ্যায়); অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (বিপুল কলেবর); স্থূল (বিপুল-জঘনা; বিপুলস্কন্ধ); প্রচুর, প্রভূত (বিপুলচ্ছায়; বিপুল পুলক); গভীর, মহৎ (বিপুল মতি); অতিশয়; অতিরিক্ত (বিপুল শ্রম); মহান, বিশাল (বিপুল হৃদয়)। স্ত্রী. বিপুলা—পৃথিবী।

† **বিপ্র**—(বি—প্রা+অ—যে ষট্‌কর্ম পূরণ করে, অথবা বপ্‌+র—যেখানে ধর্মের বীজ বপন করা যায়) ব্রাহ্মণ; বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ; পুরোহিত। **বিপ্রবর**—বিপ্রশ্রেষ্ঠ।

† **বিপ্রকর্ষ,-ণ**—(বি—প্র—কৃষ্‌+ঘঞ্‌) দূরত্ব; বিপরীত দিকে আকর্ষণ, repulsion (বিপ. সন্নিকর্ষ); যুক্তাক্ষরের মধ্যে স্বরাগমজনিত বিশ্লেষণ (যথা, শাস্ত্র—শাস্তর)। বিণ. বিপ্রকৃষ্ট—বিপরীত দিকে আকৃষ্ট; দূরস্থ। **বিপ্রকর্ষণ-শক্তি**—যে শক্তিদ্বারা পরমাণু সকল পরস্পর হইতে পৃথক হয়।

† **বিপ্রতিপত্তি**—(বি—প্রতি—পদ্‌ + ক্তি) বিরোধ, মতানৈক্য, বিবাদ, ব্যাঘাত, সংশয়। বি. বিপ্রতিপন্ন— বিরুদ্ধ; অস্বীকৃত; সন্দেহযুক্ত।

† **বিপ্রযুক্ত**—বিযুক্ত, পৃথককৃত; বিরহিত। বি. **বিপ্রয়োগ**—বিরহ, পৃথগ্‌ভাব; বিয়োগ, বিবাদ।

† **বিপ্রলব্ধ**—বঞ্চিত, প্রতারিত। স্ত্রী. বিপ্রলব্ধা—নায়ক কর্তৃক প্রতারিতা ও সেইজন্য ক্রুদ্ধা।

† **বিপ্রলম্ভ**—(বি—প্র—লভ্‌+ঘঞ্‌) বঞ্চনা, প্রতারণা; কলহ, বিচ্ছেদ, বিসম্বাদ। **বিপ্রলম্ভন**—বঞ্চন। **বিপ্রলম্ভী**—প্রতারক।

† **বিপ্রলাপ**—পূর্বাপর-বিরোধী বচন; বিসম্বাদ; অনর্থক বিবাদ।

† **বিপ্রসাৎ**—ব্রাহ্মণকে দত্ত অথবা দেয়।

† **বিপ্রিয়**—(সুপ্‌সুপা) অপ্রিয় (বিপ্রিয় ভাষণ); অবজ্ঞাত; বিরক্তিকর; অনিষ্ট।

† **বিপ্রেক্ষিত**—অবলোকিত; দৃষ্টিপাত।

† **বিপ্রোষিত**—বিদেশস্থ; প্রবাসী।

+ **বিপ্লব**—[বি—প্লু (লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া, উপদ্রব করা) + অ] বিপর্যয়, ওলট-পালট, নাশ (বুদ্ধি-বিপ্লব) ; উপদ্রব, বিদ্রোহ, অরাজকতা, (রাষ্ট্র বিপ্লব) ; দ্রুত-সংঘটিত বৃহৎ অথবা আমূল পরিবর্তন, revolution (ফরাসীবিপ্লব ; চিন্তারাজ্যে বিপ্লব ; বিপ্লবাত্মক)। **বিপ্লবী**—বিপ্লবকারী।

+ **বিপ্লাব**—(বি—প্লু + ঘঞ্) অশ্বের প্লুত গতি ; জলপ্লাবন ; লুণ্ঠন, উপদ্রব ইত্যাদি দ্বারা দেশের শান্তি নাশ অথবা সমূহ ক্ষতিসাধন। **বিপ্লাবন**—জলপ্লাবন, বিপর্যয় ; বিঘ্ন ; হানি ; ধ্বংস। বিণ. বিপ্লাবিত—নিমজ্জিত ; বিপর্যস্ত, বিনষ্ট। **[বিপ্লা]বী**—নিমজ্জনকারী ; বিনাশকারী। **[বিপ্ল]ুত**—নষ্ট, বিপর্যস্ত, উপদ্রুত ; দূষিত, ব্যসন-পীড়িত (অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য) ; বিহ্বল, ব্যাকুল (ভয়-বিপ্লুত) ; প্লাবিত (বাষ্পবিপ্লুত লোচন)। বি বিপ্লুতি—ধ্বংস, নাশ।

+ **বিফল**—(বহুব্রী) ফলহীন, ব্যর্থ, নিরর্থক (বিফল যত্ন , জীবন বিফলে গেল অথবা বিফল হল) ; মুষ্করহিত। স্ত্রী. বিফলা—কেতকী। বি. বিফলতা।

+ **বিবক্ষা**—(বচ্ + স + অ + আ) বলিবার ইচ্ছা। বিণ. **বিবক্ষিত**—যাহা বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে ; বক্তব্য বিষয়। **বিবক্ষু**—বলিতে অভিলাষী।

+ **বিবৎসা**—যে গরুর বাছুর মরিয়া গিয়াছে ; [মৃতবৎসা।

+ **বিবদমান**—(বি—বদ্ + মান) বিবাদরত (বিবদমান পক্ষদ্বয়)।

+ **বিবন্ধু**—নির্বান্ধব ; পিতৃহীন।

+ **বিবর**—(বি—বৃ + অ) ছিদ্র, রন্ধ্র (কর্ণবিবর) ; গর্ত (সর্পবিবর)। **বিবর-নালিকা**—বংশী।

+ **বিবরণ**—(বি—বৃ + অনট্) বিবৃতি, বর্ণন, কাহিনী ; ব্যাখ্যান। **বিবরণী**—বিবরণ-পত্র বা পুস্তিকা। **বিবরণীয়**—বর্ণনযোগ্য।

+ **বিবর্জক**—বর্জনকারী।

+ **বিবর্জন**—পরিত্যাগ। বিণ. বিবর্জিত—ত্যক্ত ; রহিত (দোষ-বিবর্জিত)। **বিবর্জনীয়**—পরিত্যাজ্য।

+ **বিবর্ণ**—(বহুব্রী) মলিন ; যাহার বর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; হীনজাতি। **বিবর্ণ-ভাব**—মালিন্য।

+ **বিবর্ত**—(বি—বৃৎ + ঘঞ্) ঘূর্ণন, আবর্তন, পরিবর্তন, নৃত্য ; রূপের বিভিন্নতা ; এক বস্তুর অন্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হওয়া (যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া ধারণা হওয়া)। **বিবর্তবাদ**—অবিদ্যার প্রভাবে মিথ্যা জগৎ সত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অবিদ্যা নাশে বোঝা যায় একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, এই মত ; মায়াবাদ। **বিবর্তন**—বিবর্ত, পরিবর্তন ; এপাশ-ওপাশ করা ; রূপান্তর গ্রহণ ; অভিব্যক্তি evolution (ক্রমবিবর্তন)। বিণ. বিবর্তিত—আবর্তিত ; পরিবর্তিত ; সঞ্চালিত ; ঘূর্ণিত (রোষ-বিবর্তিত আঁখি)।

+ **বিবর্ধন**—(বি—বৃধ + নিচ্ + অনট্) বৃদ্ধি করা, বাড়াইয়া তোলা, সম্যক্ বর্ধন (তুষ্টি বিবর্ধন)। **বিবর্ধিত**—সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; সুপরিণত। **বিবর্ধী**—যাহা বর্ধিত করে (শোক-বিবর্ধিনী স্মৃতি)।

+ **বিবশ**—(বহুব্রী) অবশ ; অবাধ্য ; অচেতন ; নিশ্চেষ্ট, বিহ্বল (শোক-বিবশা)। [বিবসনা।

+ **বিবসন**—(বহুব্রী) নগ্ন, উলঙ্গ। স্ত্রী.

+ **বিবস্ত্র**—বস্ত্রহীন, উলঙ্গ (গ্রাম্য—বেবস্তর)।

+ **বিবস্বান**—(বিবিধ প্রকার আবরণ অর্থাৎ তেজোরূপ আবরণযুক্ত) সূর্য ; দেবতা ; বৈবস্বত মনু। **বিবস্বতী**—সূর্যের পুরী।

বিবাগ—বিরাগ ; ধিক্কার। বিবাগী (আ. বাগী ?—বিদ্রোহী) বিরাগী, সংসারের অথবা স্বজনের প্রতি যাহার ধিক্কার জন্মিয়াছে, (বিবাগী হবে বেরিয়ে যাওয়া ; বিবাগী মনকে কিছুতে আর বশে আনা যাচ্ছে না)।

+ **বিবাদ**—(বি—বদ্ + ঘঞ্) বিরোধ, কলহ, নালিশ, মোকদ্দমা। **বিবাদপদ,-বস্তু**—বিবাদের বিষয়। **বিবাদ-বিসংবাদ**—ঝগড়া-বিবাদ, বাদ-প্রতিবাদ। **বিবাদী**—বিবাদকারী ; বিবাদের বিষয় (বিবাদী জমি) ; সঙ্গীতে বিরোধী সুর (বিপ. বাদী)।

+ **বিবাস**—(বি—বস্ + ঘঞ্) দেশান্তরে বাস, প্রবাস। **বিবাসন**—নির্বাসন। বিণ. বিবাসিত—নির্বাসিত।

+ **বিবাহ**—(বি—বহ্ + ঘঞ্—বিশেষরূপে পাওয়া অথবা অগ্নি সাক্ষী করিয়া স্বীকার) দার-পরিগ্রহ, পরিণয়। (প্রাচীন ভারতে সাধারণতঃ আট ধরণের বিবাহ-বিধি প্রচলিত ছিল—ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য, দৈব, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ।

বিবাহার্হ, বিবাহ্য — বিবাহযোগ্য। **বিবাহ-কৌতুক**—বিবাহ-মঙ্গল, বিবাহে হাতে যে সূতা বাঁধা হয়। **বিবাহাগ্নি**—যে অগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়া বিবাহ হয়। **বিবাহিত**—পরিণীত (বিবাহিত ব্যক্তি; বিবাহিত জীবন যাপন)।

বিবি—মুসলমান মহিলার সাধারণ পদবী (বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে বেগম প্রচলিত); স্ত্রী. (ডাক্তার সাহেবের বিবি ; মিঞা-বিবি—স্বামী-স্ত্রী); কর্ত্রী (সাহেব কিছু দেখে না, বিবি খুব কড়া) ; সাজসজ্জা-প্রিয় নারী (বিবি সাজা—বিপ. বাঁদী) ; ইউরোপীয় মহিলা (কয়েকজন সাহেব-বিবি) ; নারীমূর্তিযুক্ত তাস। **বিবিয়ানা**—মেয়েদের বিলাসিতা। **বিবিজান**—বিবির প্রতি সম্মানসূচক আহ্বান ; সম্মানিতা অথবা গৌরবময়ী বিবি। **বিবিজী**—বিবিজান ; ননদ। **বিবিনুর**—বিবি ফাতেমা, হজরত মুহম্মদের কন্যা।

† **বিবিক্ত**—(বি—বিচ্‌+ক্ত) বিজন, নির্জন (বিবিক্ত শরণ—নিভৃত গৃহ। **বিবিক্তসেবী**—যে নির্জনতায় বাস করে) ; পবিত্র (বিবিক্ত দৃষ্টি ; বিবিক্ত-চরিত) ; একাগ্র, পৃথক্‌কৃত, পরিচ্ছিন্ন ; বিবেকী। স্ত্রী. বিবিক্তা—দুর্ভগা।

† **বিবিক্ষা**—(বিশ্‌+সন্‌+অ) প্রবেশ করিবার ইচ্ছা। **বিবিক্ষু**—প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক (বহ্নি-বিবিক্ষু পতঙ্গ)।

† **বিবিৎসা**—(বিদ+সন্‌+অ+আ) জানিবার ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা। **বিবিৎসু**—জানিতে ইচ্ছুক, জিজ্ঞাসু। **বিবিদ্বান্‌**—সুপণ্ডিত। স্ত্রী. বিবিদুষী। **বিবিদিষা**—বিবিৎসা। **বিবিদিষু**—বিবিৎসু।

বিবিধ—(বহুব্রী) নানাবিধ, নানা জাতি।

বিবুধ—(বিবুধ+অ—বিশেষজ্ঞ) পণ্ডিত, দেবতা। **বিবুধনাথ**—দেবপতি ধর্ম। **বিবুধরাজ**—ইন্দ্র। **বিবুধ-সদ্ম**—স্বর্গ। **বিবুধ-বনিতা, -স্ত্রী**—অপ্সরা।

বিবৃত—(বি—বৃ+ক্ত) ব্যাখ্যাত; বর্ণিত (কাহিনী বিবৃত করা) ; উন্মুক্ত, প্রসারিত (বিবৃত মুখ—গীতা) ; প্রকাশিত, প্রকটিত (বিপ. সংবৃত)। বি. বিবৃতি—বিবরণ, বর্ণন ও মতামত প্রকাশ, statement (সংবাদ-পত্রে বিবৃতি দান)।

† **বিবৃত্ত**—(বি—বৃৎ+ক্ত) পরাবৃত্ত, ফেরানো ; ঘূর্ণিত (বিবৃত্তাক্ষ)। বি. বিবৃত্তি—চক্রবৎ ঘূর্ণন।

† **বিবৃদ্ধ**—(বি—বৃধ্‌+ক্ত) সম্যক্‌ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; বিস্তারপ্রাপ্ত (বনস্পতির বিবৃদ্ধ শাখা-প্রশাখা)। বি. **বিবৃদ্ধি**—সম্যক্‌ বৃদ্ধি, প্রাচুর্য ; বাহুল্য ; অভ্যুদয়।

† **বিবেক**—(বি—বিচ্‌+ঘঞ্‌) বিচার, বিবেচনা, (কার্যাকার্যবিবেক) ; ন্যায়-অন্যায় বোধ conscience (তোমার বিবেকে বাধ্‌লো না ; বিবেকের দংশন ; বিবেকবান্‌) , বৈরাগ্য ; তত্ত্বজ্ঞান ; প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান। **বিবেকী**—বিচারশীল ; সদসদ্‌-বিচার সমন্বিত। **বিবেকিতা**—বিচারশীলতা, সদসদ্‌-বিচারশীলতা। **বিবেকবুদ্ধি**—ন্যায়ান্যায় বিষয়ক বিচার। **বিবেক-মন্থর**—যাহার বিচারক্ষমতা শিথিল, বিচার-মূঢ়।

† **বিবেচক**—বিচারক্ষম, জ্ঞানী, বিবেকী ; সহানুভূতিশীল। **বিবেচন, বিবেচনা**—বিচার, পর্যালোচনা (হিতাহিত বিবেচনা)। বিণ. বিবেচিত—বিচারিত, বিতর্কিত। বিবেচনীয়, বিবেচ্য—বিচার্য।

† **বিব্রত**—ব্যাকুল, ব্যতিব্যস্ত, দিশাহারা, বিপন্ন (সেই ভাবনাটা ভারী রুক্মিনীরে করেছে বিব্রত ; সে সব কথা তুলে আপনাকে আর বিব্রত করব না)।

† **বিভক্ত**—(বি—ভজ্‌+ক্ত) বিভিন্ন, পৃথক্‌কৃত (দশভাগে বিভক্ত ; গরুর খুর বিভক্ত) ; পৃথগন্ন (ভায়ে ভায়ে বিভক্ত ; বিভক্ত সংসার) ; সৌষ্ঠবসম্পন্ন (সুবিভক্ত গাত্রী)। বি. **বিভক্তি**—বিভাগ, বণ্টন ; (ব্যাকরণে—সংখ্যা ও কারক-বোধক প্রত্যয়)। **বিভক্তিজ**—পুত্রের সহিত পিতার পৃথগন্ন হওয়ার পরে পিতার যে সন্তান জন্মে।

বিভঙ্গ—(বি—ভন্‌জ্‌+ঘঞ্‌) ভঙ্গি, অবস্থান বৈশিষ্ট্য ; লীলা (ভ্রূবিভঙ্গ ; তরঙ্গ-বিভঙ্গ) ; বিন্যাস, বিন্যাস-কৌশল (বচন-বিভঙ্গ) ; বক্রতা ; ছেদ।

† **বিভজন**—(বি—ভজ্‌+অনট্‌) ভাগ করা। বিণ. বিভজনীয়, বিভজ্য—বিভাজ্য। **বিভজ্যমান**—যাহা ভাগ করা হইতেছে।

† **বিভঞ্জন**—দূর করিতে সক্ষম, নাশক ;

দূরীকরণ। **বিঘ্ন-বিভঞ্জন**—বিঘ্ন নাশকারী (পরমেশ্বর)। [বিত্ত (বিভবশালী)।
+ **বিভব**—বি—ভূ+অ) বিভুত্ব, প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য,
+ **বিভা**—(বি—ভা+ক্বিপ্—যাহা বিশেষরূপে দীপ্তি পায়) প্রভা, দীপ্তি, আলোক; কান্তি; সোহাগ। **বিভাকর**—সূর্য; অগ্নি; অর্কবৃক্ষ।
বিভা—বিবাহ (প্রাচীন বাংলা)।
+ **বিভাগ**—(বি—ভজ্+ঘঞ্) ভাগ, বণ্টন (পিতৃধন বিভাগ; দেশ-বিভাগ); অংশ, খণ্ড (আমাদের বস্ত্র-বিভাগে ভাল শাড়ী পাবেন; সরকারের রাজস্ব-বিভাগ); দায়ভাগ।
বিভাগ-ধর্ম—দায়ভাগ। **বিভাগ-পত্র**—বিভাগ-বিষয়ক দলিল। **বিভাগ-রেখা**—যে রেখা দুয়ের ভিতরে বিভিন্নতা সূচিত করে।
+ **বিভাজক**—(বি—ভজ্+ণক) যে বা যাহা ভাগ করে, divider। **বিভাজন**—ভাগ করা। **বিভাজ্য**—বিভাগযোগ্য, divisible। বি. বিভাজ্যতা।
+ **বিভাব**—(অলঙ্কার-শাস্ত্র) যাহা স্থায়ীভাবের বা রসের আলম্বন বা উদ্বোধক (বিভাব দুই প্রকার—উদ্দীপন-বিভাব, আলম্বন-বিভাব)। **বিভাবক**—উদ্‌ভাবক; প্রকাশক। **বিভাবন**—প্রকাশন; প্রকটন; অবধারণ; চিন্তন; নির্ণয়; বিবেচনা। **বিভাবনা**—অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **বিভাবনীয়, বিভাব্য** চিন্তনীয়, অবধারণীয়; দর্শনীয়। **বিভাবিত**—বিচিন্তিত, বিবেচিত; দৃষ্ট · প্রসিদ্ধ।
+ **বিভাবরী**—(বি—ভা+ক্বনিপ্—যাহা নক্ষত্রাদির দ্বারা বিভাত হয়) রাত্রি।
+ **বিভাবসু**—(বিভা যাহার ধন) সূর্য; অগ্নি; চন্দ্র; অর্কবৃক্ষ, চিত্রক বৃক্ষ; হার-বিশেষ।
বিভাষা—যেসব ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন নয়, ইচ্ছানুযায়ী ক , বিকল্প।
বিভাস—রাগিণী-বিশে : কিরণ, দীপ্তি, ছট। **বিভাসা**—দীপ্তি, আলোক। বিণ. বিভাসিত, উজ্জ্বলিত, প্রকাশিত (বালসূর্য-বিভাসিত পূর্ব গগন)।
+ **বিভিন্ন**—(বি—ভিদ্+ক্ত) বিবিধ, পৃথগ্‌ভূত (বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বেশ); অন্য ধরণের (বিভিন্ন প্রসঙ্গ); বিভক্ত; বিশ্লিষ্ট; বিদীর্ণ (তীক্ষ্ণ কিরণে কুহেলীজাল বিভিন্ন করিয়া); বিকসিত; মিশ্রিত, অপরিচ্ছিন্ন; বিহ্বলীকৃত।

+ **বিভীতক**—(যাহা হইতে রোগভয় নাই, অথবা যাহা ভূতের আশ্রয়স্থল বলিয়া ভীতিকর) বহেড়া গাছ।
+ **বিভীষণ**—(বি—ভীষি+অন) ভয়ঙ্কর, অতি ভীষণ; রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (দেখিলা সম্মুখে ......খুল্লতাত বিভীষণে বিভীষণ রণে—মধুসূদন) **বিভীষা**—ভয় প্রদর্শন। **বিভীষিকা**—ভয় প্রদর্শন, ভয়ের দৃশ্য বা চিন্তা (রাজনৈতিক বিভীষিকা দেখে আঁৎকে উঠছি)।
+ **বিভু**—(বি—ভূ+উ) সর্বব্যাপী, সর্বত্র গমনশীল; প্রভু; নিগ্রহসমর্থ, পরমেশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। **বিভুতা,-ত্ব**—সর্বব্যাপকতা, প্রভুত্ব।
বিভুঁই—(বিভূমি) বিদেশ, অপরিচিত দেশ (বিদেশ-বিভুঁই)।
+ **বিভূতি**—(বি—ভূ+ক্তি) অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামবশায়িত্ব—শিবের এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি; ভস্ম (বিভূতিভূষণ); (বৈষ্ণব-সাহিত্যে) সাক্ষাৎ-শক্তি নয়, শক্তির আভাস।
+ **বিভূষণ**—আভরণ, অলঙ্কার; শোভা। বিণ. বিভূষিত—অলঙ্কৃত, শোভিত। **বিভূষা**—বিভূষণ।
+ **বিভেদ**—(বি—ভিদ্+ঘঞ্) বিভিন্নতা, প্রভেদ, পার্থক্য; বিদারণ; মনোমালিন্য, শত্রুতা (বিভেদ সৃষ্টি করা; সামদানবিভেদ)। **বিভেদক**—যে বিভেদ ঘটায়, বিয়োজক, পৃথক্‌কারী। **বিভেদন**—বিভেদ সৃষ্টি করা, বিয়োজন। **বিভেদ্য**—বিভেদের যোগ্য, বিদারণীয়।
বিভোর—বিহ্বল, ভরপুর, মশগুল, আত্মহারা (ভাবে বিভোর; নেশায় বিভোর; আনন্দে বিভোর)।
বিভোল—(সং. বিহ্বল) বিভোর, আত্মহারা, দিশাহারা (গন্ধে বিভোল দক্ষিণ বায়—রবি)। **বিভোলা**—বিভোল; বার্ধক্যহেতু) দিশাহারা।
+ **বিভ্রংশ**—স্খলন, চ্যুতি নাশ; বিভ্রম (চিত্তবিভ্রংশ)। বিণ. বিভ্রংশী—স্খলিত। **বিভ্রষ্ট**—স্খলিত, চ্যুত; নষ্ট।
+ **বিভ্রম**—(বি—ভ্রম্+ঘঞ্) ভ্রম সংশয়, সম্মোহ (চিত্ত-বিভ্রম, অধর্মে ধর্ম-বিভ্রম); লীলা; শোভা (রত্নহার-বিভ্রম); বিনোদ; বিলাস;

নায়িকার মানসিক উত্তেজনা-জ্ঞাপক আচরণ, প্রিয়ের আগমনাদিতে হর্ষহেতু ভূষণাদির বিন্যাস ভুল করা। স্ত্রী. বিভ্রমা—বার্ধক্যের অবস্থা।

বিভ্রাট—গণ্ডগোল, হাঙ্গামা, অব্যবস্থা (বিভ্রাট হওয়া; বিভ্রাট বাধা; মহাবিভ্রাটে পড়া গেছে)।

+ **বিভ্রান্ত**—(বি—ভ্রম+ক্ত) ভুল পথে গত বা চালিত, ভ্রমে পতিত, বিমূঢ় (মরীচিকা-বিভ্রান্ত)। বি. বিভ্রান্তি।

বিমজ্জিম—(ফা. বমুজিব) অনুযায়ী, দৃষ্টে (বিমজ্জিম ভাউচার)। [সজ্জিত, আপ্লুত।

+ **বিমণ্ডিত**—(বি—মণ্ড+ক্ত) বিভূষিত,

+ **বিমত**—(বি—মন্+ক্ত) অবজ্ঞাত, অগ্রাহ্য, অসম্মত, অপ্রিয়। বি. বিমতি—অনিচ্ছা. অসম্মতি; দুর্বুদ্ধি। [বুদ্ধি বর্জিত।

বিমৎসর—অসূয়াহীন; অপরের প্রতি শত্রুতা-

বিমন, বিমনা, বিমনস্ক—(সং. বিমনাঃ) উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ, ব্যাকুল। **বিমনায়মান**—বিমনা, বিষণ্ণ।

+ **বিমর্দ**—(বি—মৃদ্+ঘঞ্) মর্দন, ঘর্ষণ, চূর্ণন, মন্থন; পরিমল (কুসুম-বিমর্দ); বিকীরণ; বিনাশ; যুদ্ধ। **বিমর্দক**—নিষ্পেষক, নিপীড়ক। **বিমর্দন**—নিপীড়ক; বিনাশকারী (অসুর-বিমর্দন)। নিষ্পেষণ, চূর্ণন, বিনাশ। বিণ. বিমর্দিত—পিষ্ট, দলিত, মথিত। **বিমর্দী**—বিমর্দনকারী। **বিমর্দোত্থ**—মদনজাত (সুগন্ধ)।

+ **বিমর্শ,-ন**—(বি—মৃশ্+ঘঞ্, অনট্) বিতর্ক, বিচার, তথ্যানুসন্ধান, যুক্তির দ্বারা পরীক্ষা করা। নাট্যের বিভাগ-বিশেষ (বিমর্ষ দ্রঃ)।

বিমর্ষ—অসহন; অক্ষমা; অসন্তোষ; নাট্যের বিভাগ-বিশেষ, যেখানে শাপাদি-হেতু বিঘ্নসৃষ্টি হয়; বিচার; বিষণ্ণতা; বিষণ্ণ (সংবাদ শুনিয়া বিমর্ষ হইলেন)। **বিমর্ষিত**—বিষাদিত।

+ **বিমল**—(বহুব্রী) নির্মল, স্বচ্ছ (বিমল সলিল); অকলঙ্ক, নির্দোষ (বিমল চরিত্র); উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ (বিমল কিরণ; বিমল বুদ্ধি)। স্ত্রী বিমলা—অমলা; শ্রীক্ষেত্রের দেবীমূর্তি-বিশেষ। **বিমল দান**—দেবতার প্রীতি সম্পাদনার্থ দান। **বিমল মণি**—স্ফটিক।

বিমা, বীমা—(ফা. বীম—ভয়) মৃত্যু বা দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহার ক্ষতিপূরণ-বিষয়ক চুক্তি (জীবন-বীমা—Life Insurance)। **অগ্নিবীমা**—আগুন লাগিয়া সম্পত্তি নষ্ট হইলে সে-সম্বন্ধে ক্ষতিপূরণ-প্রাপ্তি-সম্পর্কিত চুক্তি। এইরূপ—দাঙ্গা-বীমা, চুরি-বীমা, দুর্ঘটনা-বীমা ইত্যাদি।

+ **বিমাতা**—মায়ের সপত্নী, সৎমা। **বিমাতৃজ**—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। স্ত্রী. বিমাতৃজা।

+ **বিমান**—(বিগত মান অর্থাৎ উপমা যাহার—বহুব্রী) দেবরথ, ব্যোমযান; আকাশ (বাংলা—বিমানচারী, বিমানপোত); রথাদি; সপ্ততল গৃহ; রাজপ্রাসাদ; মণ্ডপ; ঘোটক; অসম্মান।

বিমার—(ফা. বীমার) পীড়িত। বি. বিমারী—পীড়া।

বিমিশ্র—(বি—মিশ্র+অ) বিশেষভাবে মিশ্রিত, সম্পৃক্ত, যুক্ত (বিপ. অবিমিশ্র)।

বিমুক্ত—বন্ধন হইতে মুক্ত, মুক্তিপ্রাপ্ত; পরিত্যক্ত (চাপ-বিমুক্ত শর); শিথিলিত; বন্ধনহীন, আলুলায়িত (বিমুক্ত কেশ)। বি. বিমুক্তি—বন্ধন হইতে মোচন; মোক্ষ।

বিমুখ—(বিরুদ্ধ মুখ যাহার) পরাঙ্মুখ, নিবৃত্ত; প্রতিকূল, বাম (দেবতা বিমুখ ত'রে—রবি); নারাজ, অপ্রসন্ন, অনিচ্ছুক (শ্রম-বিমুখ) বি. বিমুখতা—প্রতিকূলতা; অনিচ্ছা; পরাঙ্মুখতা।

+ **বিমুগ্ধ**—(বি—মুহ্+ক্ত) মুগ্ধ, প্রশংসমান, (বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে), মোহপ্রাপ্ত; বিমূঢ়। বি. বিমোহ—মুগ্ধ বা মোহাচ্ছন্ন ভাব।

+ **বিমূঢ়**—(বি—মূঢ়+ক্ত) হতবুদ্ধি; হিতাহিত-বোধশূন্য; মোহাচ্ছন্ন (কিংকর্তব্যবিমূঢ়; বিমূঢ়-মতি); নির্বোধ, জড়বুদ্ধি।

বিমৃশ্যকারী—যে বিশেষ চিন্তা করিয়া কাজ করে (বাংলায় অবিমৃশ্যকারী প্রচলিত)। **বিমৃশ্যবাদী**—যে বিবেচনা করিয়া কথা বলে।

বিমৃষ্ট—(বি—মৃশ্+ক্ত) বিচারিত, বিবেচিত।

বিমোক্ষ, বিমোক্ষণ—(বি—মোক্ষ্+ঘঞ্, অনট্) সংসার-বন্ধন মোচন; উদ্ধার; পরিত্যাগ; বিসর্জন (বাষ্পবিমোক্ষ)।

বিমোচন—(বি—মুচ্+অনট্) বন্ধন মোচন, শিথিলীকরণ; বন্ধনমোচনকারী, বিনাশক (ভবভয়-বিমোচন)।

বিমোহ—চিত্তের জড়তা বা মোহাচ্ছন্নতা; বিচারে অসামর্থ্য। **বিমোহন**—মোহ জন্মানো; যাহা মোহের সৃষ্টি করে (ত্রিলোক-বিমোহন রূপ)। বিণ. বিমোহিত—একান্ত

মুগ্ধ ; মূর্চ্ছিত ; হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। **বিমোহিনী**—মোহিনী, মনোহরা।

‡ **বিম্ব**—সূর্য ও চন্দ্রের মণ্ডল ; মণ্ডলের স্থায় গোলাকার (নিতম্ব-বিম্ব); মূর্তি (প্রতিবিম্ব); তেলাকুচা (বিম্বাধরা—যে নারীর ওষ্ঠাধর পাকা তেলাকুচার মত রক্তবর্ণ) ; জলবুদ্বুদ্। বিম্বক—বিম্ব। **বিম্বা, বিম্বী, বিম্বিকা**—জলবুদ্বুদ্ ; তেলাকুচার গাছ ; চন্দ্র ও সূর্য-মণ্ডল। **বিম্বাগত, বিম্বিত**—প্রতিফলিত।

† **বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ**—পাকা তেলাকুচার মত রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, অথবা সেরূপ ওষ্ঠ-বিশিষ্ট (স্ত্রী. বিম্বোষ্ঠা, বিম্বৌষ্ঠী)।

বিয়ৎ—(বি—যম্+ক্বিপ্—যাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না) আকাশ ; **বিয়ৎচর**—আকাশচারী। **বিয়ৎচারী**—আকাশচারী ; চিল পক্ষী। **বিয়ংগঙ্গা**—মন্দাকিনী। **বিয়ন্মণি**—সূর্য।

বিয়া, বিয়ে—বিবাহ। **বিয়েবাড়ী**—যে বাড়ীতে বিবাহ হইতেছে, বিবাহ-বাড়ীর মত লোক-সমাগম ও আনুষঙ্গিক ধুমধাম-যুক্ত।

বিয়াই, বেয়াই—বৈবাহিক, পুত্রের বা কন্যার শ্বশুর। স্ত্রী.—বিয়াইন, বেয়াইন, বেয়ান।

বিয়াকুল, বেয়াকুল—ব্যাকুল (কাব্যে ব্যবহৃত)।

বিয়ান—বিহান, প্রভাত (গ্রাম্য-কথ্যভাষায় ও কাব্যে ব্যবহৃত) ; প্রসব (এক বিয়ানের গাই) ; বেয়ান, পুত্র বা কন্যার শাশুড়ী বা শাশুড়ী-স্থানীয়া।

বিয়ানো—প্রসব করা। (সাধারণতঃ পশু সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় ; মানুষ সম্বন্ধে গ্রাম্য মেয়েলি ভাষায় ব্যবহৃত হয়)। **বছর বিয়ানী**—প্রত্যেক বৎসরে যাহার বাচ্চা বা সন্তান হয় (মানুষ সম্বন্ধে অবজ্ঞার্থে ; পশু সম্বন্ধে সাধারণতঃ 'বছর-বিয়েনে' ব্যবহৃত হয়)।

বিয়াবান—(ফা. বিয়াবান) মরুভূমি, জনমানবহীন স্থান (জনহীন এ বিয়াবানে মিছা পস্তানো আর—নজরুল ইস্‌লাম)।

বিয়াল্লিশ—(সং দ্বাচত্বারিংশৎ) ৪২ এই সংখ্যা। **বিয়াল্লিশ বাজনা**—ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী ; বহু ধরণের বাজনা।

বিয়াস্তা—বিবাহিত 'বিয়েস্তো'ও বলে ; **বিয়েস্তো মেয়ে**—যে মেয়ের বিবাহ হইয়াছে ; **বিয়েস্তো সোয়ামী**—প্রথম বিবাহের স্বামী, সাঙ্গার বা নিকার নহে) (গ্রাম্য)।

† **বিযুক্ত**—(বি—যুজ্+ক্ত) বিচ্ছিন্ন, সংযোগহীন ; বিহীন। **বিযুত**—যোগহীন, অসংলগ্ন।

বিয়ে, বে—বিবাহ। **বিয়ে-পাগলা**—বিবাহ করিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল। **বিয়ে-ভাটি**—বিবাহকালে বরপক্ষের দেয় চাঁদা। **বিয়ের ফুল ফোটা**—বিবাহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দেওয়া।

† **বিয়োগ**—(বি—যুজ্+ঘঞ্) বিচ্ছেদ ; বিরহ ; মৃত্যু (বাংলায় সাধারণতঃ মৃত্যু অর্থেই ব্যবহৃত হয়—স্বজন-বিয়োগ ; পত্নী-বিয়োগ ; বন্ধু-বিয়োগ) ; (গণিতে) রাশির ব্যবকলন ; subtraction (বিয়োগ-ফল)। **বিয়োগান্ত**—যাহার অন্তে বিচ্ছেদ কিংবা মৃত্যু, tragic (বিয়োগান্ত নাটক—যে নাটকের অবসান নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদে অথবা মৃত্যুতে, tragedy)।

বিয়োজন—বিশ্লেষণ, বিয়োগ। বিণ. বিয়োজিত—বিশ্লিষ্ট, পৃথক্‌কৃত, বিচ্ছিন্ন (প্রিয়া-বিয়োজিত যক্ষ)।

† **বিরক্ত**—(বি—রনজ্+ক্ত) বিরাগী, উদাসীন, নিস্পৃহ (বিষয়-বিরক্ত সন্ন্যাসী) ; অপ্রসন্ন, চটা ; জ্বালাতন (শুনে বিরক্ত হচ্চ বোঝা যাচ্ছে, বিরক্ত করে মারলে)। বি. বিরক্তি—বৈরাগ্য ; অননুরাগ ; অসন্তোষ ; দিকদারি ; চটাভাব (বিরক্তির উদ্রেক করা)। **বিরক্তিকর,-জনক**—যাহাতে লোক চটিয়া যায়, অসন্তোষকর।

† **বিরচন,-না**—রচনা, যত্নপূর্বক প্রস্তুত করা (কবরী বিরচনা)। বিণ. বিরচিত—যত্নসহকারে নির্মিত, প্রণীত ; গ্রথিত।

† **বিরজ**—(বহুব্রী) ধূলিহীন, নির্মল (বিরজ পথ) ; শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ ; বিষ্ণু।

বিরজা—জগন্নাথ-ক্ষেত্র, যযাতির মাতা ; বিরজস্কা ; দুর্গামূর্তি-বিশেষ। **বিরজীকৃত**—যাহা ধূলিশূন্য করা হইয়াছে ; রজোগুণ-বর্জিত।

বিরত—(বি—রম্+ক্ত) নিবৃত্ত, ক্ষান্ত। বি. বিরতি—নিবৃত্তি, বিরাম (কর্মবিরতি) ; যতি ; বৈরাগ্য (বিষয়ে বিরতি)।

† **বিরল**—(বি—রা+অল) অত্যল্প, দুর্লভ (এমন লোক বিরল) ; ফাঁক-ফাঁক, অনিবিড় (বিরল বসতি ; বিরল কেশ) ; নির্জন ('বসিয়া বিরলে')।

বিরল কথন—বিরলে বা নির্জনে আলাপ-আলোচনা। [মলিন (বিরস বদন)।

+ **বিরস**—রসহীন ; শ্রুতিকঠোর ; স্বাদহীন , শুষ্ক,

+ **বিরহ**—(বি—রহ্ + অ) নায়ক-নায়িকার পরস্পরের অদর্শনজনিত দুঃখ ; বিচ্ছেদ (হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে—রবি)। **বিরহ-বিধুর**—বিরহ-কাতর। বিণ. বিরহিত —বিহীন, বর্জিত (কাণ্ডজ্ঞান-বিরহিত)। **বিরহী**—বিরহহেতু কাতর। স্ত্রী. বিরহিণী। **বিরহোৎকণ্ঠিতা**—প্রিয় অবশ্যই আসিবেন, কিন্তু আসিলেন না, সেইজন্য যে নায়িকা উৎকণ্ঠিতা।

+ **বিরাগ**—(বি—রন্‌জ্ + ঘঞ্) বিতৃষ্ণা, বিরক্তি, অননুরাগ (সংসারের প্রতি বিরাগ জন্মেছে)। **বিরাগী**—আসক্তিহীন, উদাসীন (সংসার-বিরাগী পুরুষ)।

+ **বিরাজ**—(বি—রাজ + ঘঞ্) শোভমান : বিরাট পুরুষ, পরমেশ্বর। **বিরাজ করা**—শোভা পাওয়া, গৌরবে অবস্থান করা (সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক—সত্যেন্দ্রনাথ)। **বিরাজমান**—শোভমান ; বিদ্যমান (সশরীরে বিরাজমান)। **বিরাজিত**—শোভিত ; দীপ্ত।

বিরাজা—শোভা পাওয়া ; অবস্থিতি করা (ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে—রবি)।

+ **বিরাট্**—(বি—রাজ্ + কিপ্—বিশেষ ভাবে দীপ্তিমান্) সর্বব্যাপী পুরুষ, পরমেশ্বর : ছন্দো-বিশেষ ; যে রাজার আয় বৎসরে দুই হইতে দশ কোটি রৌপ্যমুদ্রা, ক্ষত্রিয়, স্বায়ম্ভুব মনু ; দিগন্ত-বিস্তৃত, বিশ্বব্যাপী, উদার (বিরাট্ অম্বর) ; অতি প্রকাণ্ড, মহান্ (বিরাট্ দেহ ; বিরাট্ আত্মা ; বিরাট্ শৃঙ্গ) ; খুব সমৃদ্ধ (বিরাট্ অবস্থার লোক ; বিরাট্ ধনী)।

বিরাট—পূর্ব-ভারতের দেশ-বিশেষ, মৎস্যদেশ, সে দেশের রাজা। **বিরাট-তনয়**—উত্তর। **বিরাটতনয়া,-নন্দিনী**—উত্তরা।

বিরানব্বই,-নব্বুই—(সং. দ্বিনবতি) ৯২ এই সংখ্যা।

বিরান—(ফা. বীরান) জনমানবহীন, বসতিহীন (রোজ বহু লোক মরছে, মুল্লুক বিরান হয়ে গেল)। **বিরানা**—যাহা জনমানবহীন বা বসতিহীন হইয়া পড়িয়াছে ; বেগানা, নিঃসম্পর্ক।

+ **বিরাম**—(বি—রম্ + ঘঞ্) বিশ্রাম, নিবৃত্তি, অবসান (কাজের আর বিরাম নাই) ; (ব্যাকরণে) পরবর্ণাভাব, হসন্ত-চিহ্ন।

+ **বিরাল**—(সং.) বিড়াল (কথ্য—বেরাল)। স্ত্রী. বিরালী। **বিরালাক্ষ**—রুদ্রাক্ষের মত জপমালায় ব্যবহৃত ফল-বিশেষ।

বিরাশি,-শী—(সং. দ্ব্যশীতি) ৮২ এই সংখ্যা। **বিরাশী সিক্কার ওজন**—৮২ রূপার টাকার অর্থাৎ ৮২ তোলার ওজন, পাকা ওজন ; যাহাতে কিছুমাত্র কমতি নাই (বিরাশী সিক্কা ওজনের চাপড়—প্রবলতম চপেটাঘাত)।

বিরি,-রী—(সং. ব্রীহি) কালো কলাই।

বিরিঞ্চ, বিরিঞ্চি—(বি—রচ্ + অ + ই) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব।

+ **বিরুদ্ধ**—(বি—রুধ্ + ক্ত) প্রতিকুল, বিপরীত, উল্টা (বিরুদ্ধ শক্তি ; বিরুদ্ধ ভাব ; পরস্পর-বিরুদ্ধ ; ন্যায়ধর্মের বিরুদ্ধ)। **বিরুদ্ধ ভোজন**—এক সঙ্গে এমন সব খাদ্য গ্রহণ যে-সব গুণে পরস্পরের বিরোধী। **বিরুদ্ধাচারী**—বিরোধী, বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান।

+ **বিরূপ**—(বহুব্রী) কুরূপ, বিকট ; প্রতিকূল, বিমুখ, অপ্রসন্ন (বিধি-বিরূপ হল)। বি. বিরূপতা—প্রতিকূলতা, অসন্তোষ (ভাগ্যের বিরূপতা)। স্ত্রী. বিরূপা—কণ্টকবৃক্ষ-বিশেষ, আলকুশি লতা।

+ **বিরূপাক্ষ**—(বিরূপ অর্থাৎ কুৎসিত অক্ষি যাহার—বহুব্রী) শিব। (বিপ. বিশালাক্ষ)। স্ত্রী. বিরূপাক্ষী—ত্রিনয়না দুর্গা।

বিরেচক—যাহা মল নিঃসারণ করায়, জোলাপ। **বিরেচন**—মল নিঃসারণ ; জোলাপ।

+ **বিরোচন**—(বি—রুচ্ + অনট্) উদ্ভাসক ; সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু ; বলিরাজার পিতা।

+ **বিরোধ**—(বি—রুধ্ + ঘঞ্) বৈষম্য, মতভেদ (শাস্ত্রের সঙ্গে শাস্ত্রের বিরোধ) ; অ-বনিবনাও ; কলহ ; শত্রুভাব (দুই পরিবারের মধ্যে বহু কালের বিরোধ) ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ (অচক্ষু সর্বত্র চান, অপদ সর্বত্র গতাগতি—ভারতচন্দ্র)। **বিরোধ করা**—কলহ করা ; বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া। **বিরোধ বাধা**—শত্রুতার সৃষ্টি হওয়া ; যুদ্ধ বাধা। **বিরোধিত**—যাহার প্রতিকূলতা করা হইয়াছে। **বিরোধী**—প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, অসঙ্গত (শাস্ত্রবিরোধী আচার ; যাহা কিছু মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধনের বিরোধী

তাহাই অধর্ম) : শত্রুভাবাপন্ন, বিদ্বেষী (নব্য তন্ত্রের ঘোর বিরোধী)। **বিরোধোক্তি**—কাব্যালঙ্কার-বিশেষ, যাহা প্রকৃতই বিরুদ্ধ না হইয়া আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, বিরুদ্ধভাবাপন্ন উক্তি।

† **বিল**—[বিল্ (ভেদ করা)+অ) ছিদ্র, গর্ত, গুহা, স্রোতোহীন বৃহৎ জলখণ্ড, সাধারণতঃ নদীর গতির পরিবর্তনে উৎপন্ন হয়। **বিলবাসী, বিলেবাসী**—গর্তবাসী (বিলেবাসী সর্প)। **বিলশয়, বিলেশয়**—সর্প ; নকুল ; শশক। বিণ. বিলে (বিলে মাছ ; বিলে জমি)।

বিল—(ইং. bill) ক্রেতাকে যে বিক্রীত দ্রব্যের বর্ণনা ও হিসাব দেওয়া হয় (বিল পরিশোধ করা); খসড়া অবস্থার আইন, অর্থাৎ যাহা মঞ্জুরির জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে।

বিলকুল—(আ.) সম্পূর্ণ, স্রেফ, একদম (বিলকুল হারাম—সম্পূর্ণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ)।

† **বিলক্ষণ**—(বি—লক্ষ্+অনট্) অসামান্য, যথেষ্ট (দাম বিলক্ষণ বাড়িয়াছে); বেশ ভাল, বেশ ভাল কথা (কিছু বলতে চাও? বিলক্ষণ, বল বল)।

† **বিলগ্ন**—সংলগ্ন, সংসক্ত (শিখর-বিলগ্ন মেঘ); কৃশ, ক্ষীণ (বিলগ্নমধ্যা—যে নারীর কটিদেশ ক্ষীণ); জন্ম-লগ্ন।

† **বিলপন**—(বি—লপ+অনট্) বিলাপ ; রোদন। বিণ. বিলপমান—যে বিলাপ করিতেছে।

বিলফেল—(আ.) উপস্থিত মত, উপস্থিত ক্ষেত্রে।

† **বিলম্ব**—(বি—লম্ব্+অ) দেরী, গৌণ (পৌঁছিতে বিলম্ব হইল); লম্বমান। **বিলম্বন**—বিলম্ব, দেরী ; ঝুলন। বিণ. বিলম্বিত—যাহা ঝুলিতেছে (কণ্ঠ-বিলম্বিত হার ; আগুল্ফ-বিলম্বিত কেশদাম) ; চিরায়িত, অশীঘ্র (বিলম্বিত লয়)। **বিলম্বী**—লম্বমান (আজানু-বিলম্বী ভুজ); সংসক্ত (অস্তাচল-চূড়া-বিলম্বী কিরণ-কেতন) ; অদ্রুত।

† **বিলয়**—(বি—লী+অ) লয় ; প্রলয় ; নাশ ; মৃত্যু ; অবসান ; অন্তর্ধান। **বিলয়ন**—বিলয় ; বিলয় সাধন ; দ্রবীভূত হওয়া।

বিলসন—(বি—লস্+অনট্) বিলাস, লীলা, দীপ্তি ; স্ফুরণ ; বিহার। **বিলাসিত**—স্ফুরিত, দীপ্ত ; শোভিত, ক্রীড়িত ; বিলাস।

বিলাই—(হি. বিল্লি ; সং. বিরাল) বিড়াল (গ্রাম্য)।

বিলাত—(আ. বিলায়ত—বসতিপূর্ণ স্থান ; বসতি) ইংলণ্ড ; ইয়োরোপ ও আমেরিকা (বিলাত-ফেরত) ; ভাণ্ডার ; রাজস্ব ; কারবারে যে টাকা খাটানো হয় (বিলাত পড়া—বাকী পড়া, কারবারের টাকা আদায় না হওয়া। **বিলাত বাকী**—কারবার-সংক্রান্ত অনাদায়ী টাকা ; bad debt)। **বিলাতি,-তী, বিলায়তি** ইংলণ্ডে প্রস্তুত ; বিদেশী (বিলাতী আলু—গোল আলু ; বিলাতী বেগুন)। **বিলাতি কায়দা** ইয়োরোপ ও আমেরিকার লোকদের ধরণধারণ। **বিলাতীয়ানা**—চালচলনে ইয়োরোপীয় কায়দাকানুন।

বিলানো—বিতরণ করা, বিনামূল্যে প্রচুরভাবে দেওয়া (ঘরে ঘরে হরিনাম বিলানো)।

বিলাপ—[বি—লপ্ (বলা, খেদ করা)+ঘঞ্] খেদপূর্ণ উক্তি, পরিদেবন (বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে—কৃত্তিবাস) ; করুণ ক্রন্দন। **বিলাপন**—খেদ প্রকাশ ; করুণ ক্রন্দন। **বিলাপী**—বিলাপকারী (উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা—মধুসূদন)।

বিলাস—(বি—লস্+ঘঞ্) ক্রীড়া, স্ফুরণ, আনন্দময় প্রকাশ, লীলা (আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার বিলাস হেন—রবি ; আলস্য-বিলাস ; রস-বিলাস ; মুরলী-বিলাস) ; হাবভাব ; বিহার ; প্রিয়দর্শন-হেতু মুখচোখ গমনভঙ্গি প্রভৃতির বিশেষত্ব ; শোভা, আবির্ভাব ; সৌখীনতা, বাবুগিরি (বিলাস-দ্রব্য)। **বিলাসী**—সৌখীন ; বিলাসযুক্ত (উর্মিলা-বিলাসী—মধুসূদন)। স্ত্রী. **বিলাসিনী**—বিলাসযুক্তা, নাগরী (বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই) ; রমণী ; সুন্দরী ; বারবণিতা। **বিলাস-কানন**—প্রমোদবন। **বিলাস-বাসনা**—বিলাসিতা ও সুখভোগের বাসনা। **বিলাস-বিভ্রম**—হাবভাবের ছটা ; আনন্দময় প্রকাশের দীপ্তি বা মোহনীয়ত্ব। **বিলাসবেশ**—নাগর বা নাগরীর বেশ। **বিলাস-ব্যসন** অত্যধিক ভোগ-বিলাস। বি. বিলাসিতা—বাবুগিরি।

বিলি—(হি. বিলানা) বিতরণ, বিনামূল্যে দান (যা ছিল সব বিলি করা হয়েছে) ; নিয়ম অনুসারে বিতরণ (চিঠি বিলি করা ; জমি বিলি

করা)। **বিলি-বন্দোবস্ত**—নিয়ম অনুসারে বন্দোবস্ত অথবা বন্দোবস্তমূলক বিতরণ **বিলি-ব্যবস্থা**—নিয়ম, শৃঙ্খলা, ব্যবস্থা (কাজের কোন বিলি-ব্যবস্থা নাই)।

+ **বিলীন**—(বি—লী+ক্ত) যাহা মিশিয়া গিয়াছে (অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল); প্রচ্ছন্ন (শাখা-বিলীন পক্ষী); লয়প্রাপ্ত (ব্রহ্মে বিলীন হওয়া); বিনষ্ট। **বিলীয়মান**—যাহা অন্তর্হিত হইতেছে।

+ **বিলুণ্ঠন**—লুণ্ঠন, লুট করা, ভূতলে লুণ্ঠন। বিণ. বিলুণ্ঠিত।

+ **বিলুপ্ত**—যাহা লোপ পাইয়াছে; বিনষ্ট; অন্তর্হিত (বিলুপ্ত গৌরব)।

+ **বিলেপ, বিলেপন**—(বি—লিপ্+ঘঞ্, অনট্) লেপন করিবার গন্ধদ্রব্য চন্দন-কুম্কুমাদি। স্ত্রী. বিলেপনী—বিলেপন যাহার জন্য শোভন। সুবেশা স্ত্রী।

+ **বিলোকন**—অবলোকন, দর্শন, দৃষ্টিপাত; নয়ন। বিণ. বিলোকনীয়—দর্শনীয়, সুদৃশ্য। **বিলোকিত**—অবলোকিত বীক্ষিত।

বিলোচন—(বি—লোচ্+অনট্) লোচন, চক্ষু (বিলোচন-পথ নেত্রপথ, যতদূর দেখা যায়; সর্বপ্রাণিবিলোচন সূর্য); বিরূপাক্ষ, শিব (যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন—রবি)।

+ **বিলোড়ন**—বি—লোড়্ (মন্থন করা)+ অনট্] আলোড়ন মন্থন (বিণ বিলোড়িত—আলোড়িত, মথিত, তক্র)।

+ **বিলোপ**—(বি—লুপ্+ঘঞ্) তিরোধান, বিনাশ, মৃত্যু (ন্যায় ধর্মের বিলোপ সাধন)। **বিলোপক**—বিলোপকারী। **বিলোপন**—বিলোপ সাধন তিরোভাব।

+ **বিলোভন**—(বি লুভ্+অনট) লোভ প্রদর্শন বিমোহন, লোভনীয় বস্তু।

+ **বিলোম**—(বহুব্রী বিপরীত, উল্টা বিপরীত ক্রমযুক্ত (বিলোম পাঠ—বিপরীত বা উল্টা দিক হইতে পাঠ); প্রতিলোম (বিলোমজ—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত অথবা বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত সন্তান), সুরের অবরোহণ। **বিলোমজিহ্ব**—হস্তী। **বিলোম বর্ণ**—বর্ণসঙ্কর জাতি।

বিলোল—(বি—লুল্+অ) চঞ্চল, চপল (বিলোল কটাক্ষ); লোলুপ; দোলায়মান। **বিলোলিত**—দোলায়মান (উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ—বিদ্যাপতি)।

বিল্টি—(ইং billet) যে মাল চালান দেওয়া হইয়াছে তাহার রসিদ বা ফর্দ।

বিল্লী—(হি.) বিড়াল; বিড়ালী।

‡ **বিল্ব**—বেলগাছ ও বেল; পল-পরিমাণ।

+ **বিবক্ষা**—বলিবার ইচ্ছা। বিণ. বিবক্ষিত—যাহা বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে। **বিবক্ষু**—বলিতে ইচ্ছুক।

বিশ—(সং. বিংশতি) কুড়ি; ধান্যের মাপ-বিশেষ; বৈশ্যজাতি; মৃণাল। **দশবিশ**—কতিপয় (দশবিশজন এসে জুটল)।

+ **বিশদ**—[বি—শদ্ (গমন করা, নির্মল হওয়া) +অ] শুক্ল, ধবল (বিশদ-বসনা); নির্মল; পরিস্ফুট (বিশদ ব্যাখ্যা); মেঘমুক্ত; নিষ্কলঙ্ক (বিশদাকাশ, বিশদ যশ)। **বিশদ-প্রজ্ঞ**—যাঁহার বুদ্ধি নির্মল ও উজ্জ্বল।

+ **বিশল্য**—শল্য-রহিত, যাতনাশূন্য; নিরুদ্বেগ। **বিশল্যকরণী**—রামায়ণোল্লিখিত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আরোগ্যদায়ক মহৌষধি। **বিশল্যা**—গুলঞ্চ, অগ্নিশিখা বৃক্ষ; ত্রিপুটা; অজমোদা।

+ **বিশাংপতি**—রাজা।

বিশাই—বিশ্বকর্মা।

+ **বিশাখ**—(বহুব্রী) শাখাহীন, ধনুর্ধারীদের পদের সংস্থান-বিশেষ; পুনর্নবা; যাচক।

+ **বিশাখা**—নক্ষত্র-বিশেষ; রাধিকার সখী-বিশেষ।

+ **বিশাম্পতি**—মানুষদের পতি, রাজা। (অলুক সমাস)।

+ **বিশারদ**—(বিশিষ্টা শারদা যাহার—বহুব্রী) পণ্ডিত; নিপুণ (কূটনীতিবিশারদ; রণবিশারদ); প্রগল্ভ; নিজ ক্ষমতায় বিশ্বাসবান্।

+ **বিশাল**—(বি+শালচ্) বৃহৎ, বিপুল (বিশাল হৃদয়, বিশাল প্রান্তর); আয়ত (বিশালাক্ষ—আয়ত নেত্র; শিব; গরুড়; বিষ্ণু; স্ত্রী. **বিশালাক্ষী**—আয়তলোচনা; দুর্গা); দীর্ঘ ও শক্তিশালী (বিশাল বাহু); প্রখ্যাত, মান্য (বিশাল কুল); প্রচণ্ড, অজেয় (বিক্রমে বিশাল)। **বিশালত্বক**—সপ্তপর্ণ বৃক্ষ; **বিশালা**—উজ্জয়িনী নগরী; তীর্থ-বিশেষ। **বিশালোরস্ক**—বিশালবক্ষাঃ।

+ **বিশিখ**—(বিশিষ্ট শিখা, অগ্রভাগ, যাহার—বহুব্রী) বাণ; শর গাছ; তোমর; **শিখাহীন,**

উত্তাপহীন (বিশিখ অগ্নি)। স্ত্রী বিশিখা— খন্তা; চরকার টেকো; যে গৃহে রোগী থাকে, nursing home।

বিশিষ্ট—(বি—শিষ্‌+ক্ত) বিশেষত্ব যুক্ত, বিলক্ষণ, অ-সামান্য, মর্যাদা-সম্পন্ন (বিশিষ্ট নেতা; বিশিষ্ট কুল); ভিন্ন, স্বাতন্ত্র্যযুক্ত, particular, concrete (সাহিত্যে সাধারণ ও বিশিষ্টের বোধ; ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট কর্ম ছিল যজন-যাজন); যুক্ত (গুণ-বিশিষ্ট)। **বিশিষ্ট গুরুত্ব**—specific gravity। **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ**—যে দার্শনিক মতে অদ্বৈতবাদকে—অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা—এই মতকে বিশেষিত করিয়া গ্রহণ করা হয়; রামানুজ এই মতের প্রবর্তক।

† **বিশীর্ণ**—বিশেষভাবে শীর্ণ, অতিশয় শুষ্ক ও লালিত্যহীন (বিশীর্ণ মূর্তি . উড়ে যাক দূরে যাক বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা বিপুল নিশ্বাসে—রবি); জরাজীর্ণ, নষ্ট, বিশ্লিষ্ট, ভগ্ন। **বিশীর্ণ মাংস**—বার্ধক্যহেতু লোল মাংস। **বিশীর্ণমান**—যাহা বিশীর্ণ হইতেছে।

† **বিশুদ্ধ**—বিশেষরূপে শুদ্ধ, পবিত্র, নির্দোষ, নির্মল, অমিশ্র, ভেজালহীন (বিশুদ্ধ চরিত্র; বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ; বিশুদ্ধ ঘৃত; বিশুদ্ধ বংশ; বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী); পাপরহিত (বিশুদ্ধাত্মা)। বি. বিশুদ্ধি—পবিত্রতা, নির্মলতা, অমিশ্রতা।

বিশুষ্ক—শুষ্ক, রসহীন; লাবণ্যহীন। **বিশুষ্ককণ্ঠ**—তৃষ্ণায় যাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে।

† **বিশৃঙ্খল**—(বহুব্রী) শৃঙ্খলাহীন, উলটা-পালটা, এলোমেলো; রীতি নিয়ম শূন্য (বিশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা)। বি. বিশৃঙ্খলা—এলোমেলো ভাব, অব্যবস্থা।

বিশেষ—(বি—শিষ্‌+ঘঞ্‌) প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য, তারতম্য (ইতর-বিশেষ); প্রকার, রকম (অবস্থা-বিশেষ); বিশিষ্ট, যাহা সাধারণ নয় (বিশেষ নিয়মের অধীন); সমধিক (বিশেষ আর কি লিখিব); প্রকর্ষ, উপশম (আজ কিছু বিশেষ বোধ করিতেছি); বৈশেষিক দর্শন মতে স্বীকৃত পদার্থ-বিশেষ। বি. বিশেষত্ব—বিশিষ্টতা। বিশেষক—পার্থক্য বা অসাধারণত্ব সূচক, কপালের তিলক। **বিশেষজ্ঞ**—কোন বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান যাহার আছে expert। **বিশেষত,-তঃ**—বিশেষভাবে, প্রধানতঃ। **বিশেষবাদ**—বৈশেষিক মতবাদ। **বিশেষত্ব**—অ-সাধারণত্ব, বিশেষগুণ। **বিশেষোক্তি**—অলঙ্কার-বিশেষ।

বিশেষণ—যাহা বিশেষ ধর্ম সূচিত করে, বিশেষ গুণ বাচক, adjective (বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি—ভারতচন্দ্র)। বিণ. বিশেষিত—পৃথক কৃত; বিশেষণের দ্বারা নির্ণীত।

বিশেষ্য—(বি—শিষ্‌+য) কোন বস্তু ব্যক্তি বা বিষয় বোধক শব্দ, noun।

বিশোধন—(বি—শোধি+অনট্‌) বিশুদ্ধ করা; সংশোধন; সংশোধক; পাপনাশক। বিণ. **বিশোধিত**—পবিত্রীকৃত; পরিষ্কৃত। **বিশোধী**—যাহা শোধন করে; পরিমার্জক। **বিশোধনীয়**—বিশুদ্ধ করিবার যোগ্য, শোধনীয়।

বিশোয়াস—(বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত) বিশ্বাস, নির্ভরতা।

বিশোষণ—(বি—শোষ্‌+অনট্‌) শুষ্ক করণ, রসহীন করা। বিণ. বিশোষিত—যাহা রসহীন করা হইয়াছে, বিশুষ্ক।

বিশ্রবাঃ—মুনি-বিশেষ, রাবণের পিতা।

† **বিশ্রব্ধ**—[বি—শ্রন্ভ্‌ (বিশ্বাস করা)+ক্ত] বিশ্বস্ত; নিঃশঙ্ক; শান্ত; ধীর; দৃঢ়।

বিশ্রম্ভ—(বি—শ্রন্ভ্‌+ঘঞ্‌) বিশ্বাস; প্রণয় (বিশ্রম্ভালাপ; বিশ্রম্ভভাজন; বিশ্বস্তজন); কেলিকলহ। **বিশ্রম্ভী**—বিশ্বাসী; প্রণয়ী; প্রণয় বিষয়ক।

বিশ্রান্ত—(বি—শ্রম্‌+ক্ত) বিগত-শ্রম; নিবৃত্ত, ক্ষান্ত (বিশ্রান্তবর্ষণ) বি. বিশ্রান্তি—বিরাম, নিবৃত্তি; জিরানো। **বিশ্রাম**—ক্রিয়া-শূন্য অবস্থিতি; বিরাম, বিরতি; যতি; pause।

বিশ্রী—(বহুব্রী) শ্রীহীন, কদর্য (দেখতে বিশ্রী; হাতের লেখা বিশ্রী); অশ্লীল (বিশ্রী গালি; সে সব বিশ্রী কথা মুখে আনা যায় না)।

† **বিশ্রুত**—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ (লোকবিশ্রুত); জ্ঞাত। **বিশ্রুতি**—খ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

† **বিশ্লথ**—শিথিল, যাহা ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে।

† **বিশ্লিষ্ট**—(বি—শ্লিষ্‌+ক্ত) বিযুক্ত, পৃথককৃত (বিপরীত-সংশ্লিষ্ট)। বি. বিশ্লেষ—বিভাগ, পৃথককরণ, অসংযোগ (বিপরীত-সংশ্লেষ)।

বিশ্লেষণ—বিশ্লেষ বিচ্ছিন্নকরণ, পৃথক্করণ; analysis।

বিশ্ব—[বিশ্ (প্রবেশ করা) ব] সমগ্র, সমস্ত, সর্ব (বিশ্ববিদ্যালয়; বিশ্বজগৎ); জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড (বিশ্বপতি), গণদেবতা বিশেষ; বিশ্বকর্মা। **বিশ্বকর্মা**—দেবশিল্পী। **বিশ্বকা**—গাংচিল। **বিশ্বকেতু**—অনিরুদ্ধ। **বিশ্বকোশ,-ষ**—সবজ্ঞান ও শাস্ত্র বিষয়ক অভিধান, Encyclopaedia, সুবিখ্যাত বাংলা বিশ্বকোষ। **বিশ্বচক্র**—ভূমণ্ডল, ঘূর্ণায়মান জগৎ-সংসার। **বিশ্বচরাচর**—সমুদয় দৃশ্যমান জগৎ। **বিশ্বজন**—জগতের সবলোক, সর্বসাধারণ। **বিশ্বজননী**—বিশ্বের পালয়িত্রী শক্তি; জগদম্বা। **বিশ্বজনীন**—সকলের হিতকর; সার্বজনীন। **বিশ্বজিৎ**—বিশ্বকে যিনি জয় করিয়াছেন বুদ্ধদেব; যজ্ঞ-বিশেষ, ইহাতে বিশ্বজগৎ জয় করিবার জন্য দক্ষিণাস্বরূপ দিতে হয়। **বিশ্বতঃ**—সর্বত্র। **বিশ্বদেব**—জগৎপতি; অগ্নি। **বিশ্বধাত্রী**—ধরিত্রী; জগন্মাতা। **বিশ্বনিন্দুক-নিন্দক**—যে সকলেরই নিন্দা করে, কাহারও প্রশংসা করে না। **বিশ্বপতি, পালক, বিধাতা**—পরমেশ্বর। **বিশ্বপাবন**—সর্বজগতের কলুষনাশকারী। **বিশ্ববন্ধু**—জগদ্বন্ধু। **বিশ্ববঞ্চক**—যে সকলকেই ঠকায়। **বিশ্ববাস**—বিষ্ণু। **বিশ্ববোধ**—অশেষ বৈচিত্র্যময় বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে চেতনা। **বিশ্ববেদাঃ**—সর্বজ্ঞ, মুনি। **বিশ্ব-বিধাতা,-বিধায়ী**—বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপালক। **বিশ্বব্রহ্মাণ্ড**—জগৎ সংসার। **বিশ্বব্যাপী**—যাহা জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে। **বিশ্বভারতী**—রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য বিদ্যায়তন। **বিশ্বমানব**—সর্বমানব, humanity। **বিশ্বমানবতা**—জগতের সমস্ত মানুষের সঙ্গে একাত্মতা বোধ। **বিশ্বম্ভর**—বিশ্বের ধারক ও পালয়িতা, বিষ্ণু। **বিশ্বরূপ**—বিরাট, বিকট যাহার রূপ, নারায়ণ। **বিশ্বসাহিত্য**—সবদেশের সাহিত্য, সবদেশের উৎকৃষ্ট সাহিত্য (বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়)।

বিশ্বসন—(বি—শ্বস্+অনট্) বিশ্বাস স্থাপন, প্রত্যয়, বিণ. বিশ্বসনীয়—বিশ্বাস্য, প্রত্যয়যোগ্য। **বিশ্বসিত**—বিশ্বস্ত, বিশ্বাসভাজন।

বিশ্বস্ত—(বি—শ্বস্+ক্ত) যাহাকে বা যাহা বিশ্বাস করা যায় (বিশ্বস্ত ভৃত্য, বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম)। স্ত্রী বিশ্বস্তা—বিধবা।

বিশ্বাত্মা—(বিশ্ব আত্মা যাহার—বহুব্রী) বিরাট পুরুষ, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা।

বিশ্বামিত্র—সুপ্রসিদ্ধ ঋষি; বশিষ্ঠের সহিত ইঁহার বিরোধ নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। **বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি**—ব্রহ্মার সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া বিশ্বামিত্র নূতন ধরণের সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি স্বভাবের সৃষ্টির মত সুন্দর হয়না; অদ্ভুত কিছু।

বিশ্বাস—(বি—শ্বস্+ঘঞ্) প্রত্যয়, আস্থা (না আঁচালে বিশ্বাস নেই); নির্ভর; (বিশ্বাসহন্তা); উপাধি-বিশেষ। **বিশ্বাসঘাতক**—যে বিশ্বাস নষ্ট করে, প্রতারক। **বিশ্বাসপাত্র,-ভূমি**—বিশ্বাসভাজন। **বিশ্বাসী**—যাহাকে বিশ্বাস করা যায়; যে বিশ্বাস করে (ঈশ্বরে বিশ্বাসী)। **বিশ্বাস্য**—বিশ্বাসযোগ্য; সম্ভবপর (অবিশ্বাস্য রকমের নির্বুদ্ধিতা)। **বিশ্বাস যাওয়া**—বিশ্বাস করা (বল্লে বিশ্বাস যাবে না)।

+ **বিশ্বেশ, বিশ্বেশ্বর**—পরমেশ্বর; শিব, কাশীর শিবলিঙ্গ। স্ত্রী. বিশ্বেশ্বরী—দুর্গা; মনসাদেবী।

বিষ—(বিষ্+অ—যাহা শরীরে ছড়াইয়া পড়ে) গরল, হলাহল, প্রাণনাশক অথবা তত্তুল্য দ্রব্য (মদ খাওয়া না বিষ খাওয়া); অতিশয় অপ্রীতিকর (মেজোবউ শাশুড়ীর দু'চক্ষের বিষ; বিষনজরে দেখা); বেদনা, যন্ত্রণা (পা বিষ করছে—পূর্ববঙ্গে সমধিক প্রচলিত); (জল মৃণাল ইত্যাদি অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। **বিষকণ্ঠ**—নীলকণ্ঠ, শিব। **বিষকন্যা**—যে কন্যার স্পর্শে স্বামীর প্রাণনাশ ঘটে। **বিষকুম্ভ**—বিষপূর্ণ কলসী; যাহার অন্তরে গরল। **বিষক্রিমি**—বিষ্ঠার কৃমি। **বিষক্রিয়া**—বিষের মত ক্রিয়া; বিষের প্রভাব। **বিষ খাওয়া**—আত্মহত্যার জন্য বিষাক্ত দ্রব্য গলাধঃকরণ করা; যাহা নিজেরও কাছে অতিশয় অপ্রিয় এমন কাজ করা। **বিষ খাওয়ানো**—হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে আহার্যের সহিত বিষ মিশাইয়া দেওয়া। **বিষঘ্ন**—যাহা বিষ নাশ করে। **বিষ ঝাড়া**—মন্ত্র পড়িয়া শরীর হইতে বিষ বাহির করিয়া ফেলা, বিষ ঝাড়ার সময়ে অশ্লীল

বাক্য উচ্চারণ ও তীব্র প্রহারাদি করা হয়, তাহা হইতে কঠোর ভাবে তিরস্কার করা (তাকে বিষঝাড়া করা হয়েছে অথবা বিষঝাড়া ঝেড়ে দেওয়া হয়েছে)। **বিষদন্ত,-দাঁত**—সাপের যে দাঁতের গোড়ায় বিষ থাকে; ক্ষতি করিবার বা ক্ষতির ভয় দেখাইবার শক্তি (তার বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে)। **বিষদিগ্ধ**—বিষে জর্জরিত। **বিষদুষ্ট**—বিষাক্ত। **বিষদৃষ্টি**—বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি, শত্রুর মত দেখা। **বিষ দেওয়া**—খাদ্যাদিতে বিষ মিশ্রিত করা, বিষ খাওয়ানো। **বিষধর**—সর্প, যে সাপের বিষ আছে। **বিষনখ**—যে নখের আঘাতে বিষ-ক্রিয়া করে। **বিষ নামানো**—মন্ত্র পড়িয়া শরীর হইতে বিষ নিষ্কাষিত করা; বিষঝাড়া দ্রঃ। **বিষনাশক**—বিষঘ্ন। **বিষপাথর**—যে পাথর সর্পক্ষতস্থানে লাগাইলে বিষ চুষিয়া লয়। **বিষফল**—যে ফল খাইলে বিষক্রিয়া করে; অবাঞ্ছিত পরিণতি। **বিষফোড়া**—(সং. বিস্ফোটক) বিশেষ যন্ত্রণাকর ছোট ফোড়া-বিশেষ। **বিষবৎ** বিষের মত (বিষবৎ পরিত্যাজ্য)। **বিষবিদ্যা**—বিষ-চিকিৎসা-বিষয়ক শাস্ত্র; বিষ নামাইবার মন্ত্র। **বিষ-বৃক্ষ,-তরু,-পাদপ**—যে গাছে বিষফল হয়; সমূহ ক্ষতির কারণ। **বিষবিষ করা**—বিষদৃষ্টিতে দেখা। **বিষবৈদ্য**—ওঝা; সাপুড়ে। **বিষময় ফল**—অতিশয় অবাঞ্ছিত পরিণতি। **বিষলক্ষ্য**—যাহার অগ্রভাগে বিষ (বিষলক্ষ্যের ছুরি)। **বিষহরী**—মনসাদেবী। [দুঃখিত: ম্লান, বিবর্ণ।

বিষণ্ণ—(বি—সদ্+ক্ত) বিষাদযুক্ত, ক্ষীণ,

বিষম—(সুপ্‌সুপা) অযুগ্ম, বিযোড় (বিষম রাশি); অসমান, ছোট বড় (বিষমবাহু চতুষ্কোণ); অসমতল, তরঙ্গায়িত, বন্ধুর (উপল-বিষম পথ); উৎকট, দারুণ, দুঃসহ (বিষম আঘাত; বিষম সঙ্কট); শ্বাসনালীতে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশের জন্য হঠাৎ যে কাশির সৃষ্টি হয় (বিষম খাওয়া, বিষম লাগা—সাধারণ ধারণা এই যে দূরবর্তী প্রিয়জনের স্মরণে অথবা শত্রুর গালিতে লোকে এমন বিষম খায়)। **বিষম কর্ম**—অদ্ভুত কাজ। **বিষম কাল**—অপ্রশস্ত কাল। **বিষম কোণ**—অসম কোণ। **বিষমচ্ছদ**—ছাতিম গাছ। **বিষম জ্বর**—যে জ্বরে তাপের উঠানামা অনিয়মিত। **বিষম ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের বাহুগুলি সমান নয়। **বিষম-দৃষ্টি**—টেরা। **বিষমধাতু**—যাহার ধাতুতে অর্থাৎ দৈহিক অবস্থায় অসমতা দেখা দিয়াছে। **বিষম-নয়ন, -নেত্র, লোচন**—ত্রিনয়ন, শিব। **বিষমবাণ, -শর**—পঞ্চশর, মদন। **বিষম বিভাগ**—অসমান অংশে ভাগ। **বিষমাক্ষ**—শিব। **বিষমায়ুধ**—পঞ্চশর, মদন। **বিষম রাশি**—অযুগ্ম রাশি অর্থাৎ ১, ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি। **বিষম লক্ষ্মী**—অপ্রসন্ন ভাগ্য। বিণ. বিষমিত—যাহা কুটিল অথবা দুর্গম করা হইয়াছে; বিপদ-সঙ্কুল। **বিষমস্থ**—অসমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত (টিকটিকি দ্রঃ); সঙ্কটাপন্ন; অব্যবস্থিতচিত্ত।

+ **বিষয়**—[বি—সি (বন্ধন করা)+অ—যাহা ইন্দ্রিয়গণকে আকৃষ্ট করে; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি (সে অতীত গুণত্রয় ইন্দ্রিয় বিষয় নয়—রামমোহন); আধার, আশ্রয়, ভোগ, উপভোগের বস্তু (বিষয়-তৃষ্ণা); ধন সম্পত্তি, জমিদারি (বিষয়ী লোক; শ্বশুরের বিষয় বসে খাচ্ছে); ব্যাপার; প্রস্তাব (চিন্তার বিষয়; আজিকার বক্তৃতার বিষয়); দেশ, অঞ্চল, জেলা (মালব-বিষয়-বাসী; বিচারপতি)। **বিষয়-আশয়**—ভূসম্পত্তি। **বিষয়কর্ম**—সাংসারিক বা সম্পত্তিগত ব্যাপার। **বিষয়কাম**—ভোগের অভিলাষী। **বিষয়জ্ঞান**—সাংসারিক ব্যাপারে কি ভাল কি মন্দ এই জ্ঞান; কাণ্ডজ্ঞান। **বিষয়পরাঙ্মুখ**—ভোগে যাহার মন নাই (বিপরীত—বিষয়প্রবণ)। **বিষয়বুদ্ধি**—সাংসারিক ব্যাপারে কিসে লাভ কিসে ক্ষতি এই চেতনা; ধন-সম্পত্তির উপার্জন ও তত্ত্বাবধান-বিষয়ক বুদ্ধি। **বিষয়বৈরাগ্য**—সুখ-সমৃদ্ধিতে অনাগ্রহ। **বিষয়ভেদ**—অন্য বিষয় বা ব্যাপার। **বিষয়-আসক্তি**—সাংসারিক ব্যাপারে অথবা ভোগে প্রবল অনুরাগ।

বিষয়ী—বিষয়াসক্ত; সাংসারিক; ধন-সম্পত্তিশালী; রাজা; কন্দর্প।

+ **বিষাক্ত**—বিষযুক্ত (বিষাক্ত সর্প; ক্ষত বিষাক্ত হয়েছে); বিষমিশ্রিত, বিষলিপ্ত (বিষাক্ত ছুরিকা)।

বিষাঙ্গনা—বিষকন্যা।

+ **বিষাণ**—(বিষ্‌+আন) পশুর শৃঙ্গ (তাড়িয়া

মহিষ ধরে উপাড়ে বিষাণ—কবিকঙ্কণ); শৃঙ্গ হইতে নির্মিত বাদ্য, শিঙ্গা (তার বিষাণে ফুকারি উঠে তান ওগো মরণ হে মোর মরণ—রবি); হস্তী, শূকর প্রভৃতির বৃহৎ দন্ত; মেষশৃঙ্গী বৃক্ষ। **বিষাণবাদক**—শিব। **বিষাণী**—শৃঙ্গী; হস্তী; শূকর।

বিষাদ—[বি—সদ্ (অবসন্ন হওয়া) + ঘঞ্] আশা আকাঙ্ক্ষা সফল না হওয়ার জন্য দুঃখ; (বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা রাবণ—মধুসূদন) খেদ; নিরানন্দভাব; অবসাদ। বিণ বিষাদিত—বিষণ্ণ, দুঃখিত।

বিষানো—বিষক্রিয়া হওয়া, বিষাক্ত হওয়া (ঘা বিষিয়েছে); অতিশয় বিরূপতা ধিক্কার ইত্যাদির সৃষ্টি হওয়া (মন বিষিয়ে উঠেছে)।

বিষান্তক—বিষনাশক; শিব।

+ **বিষুব, বিষুপ**—যে সময়ে রাত্রি ও দিন সমান হয়, equinox (বিষুব দিন—যে দিন দিবাভাগ ও রাত্রিভাগ সমান)। **বিষুব বৃত্ত**—বিষুব রেখার সমান্তরাল আকাশস্থ কাল্পনিক বৃত্ত, equinoctial। **বিষুব রেখা**—যে কাল্পনিক রেখায় সূর্য আসিলে দিন ও রাত্রি সমান হয়, equator।

+ **বিষ্কম্ভক**—নাটকের অপেক্ষাকৃত নীরস অংশ যাহা প্রদর্শিত না হইয়া নাটকের অপ্রধান চরিত্রের মুখে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়।

+ **বিষ্টব্ধ**—(বি—স্তন্‌ভ্ + ক্ত) শুব্ধ, প্রতিরুদ্ধ; নিস্পন্দ। বি বিষ্টম্ভ—স্তম্ভন: রোধ, আটক; মূত্র কৃচ্ছ্ররোগ। বিণ. বিষ্টম্ভিত—যাহা রুদ্ধ করা হইয়াছে, প্রতিহত। **বিষ্টম্ভী**—প্রতিবন্ধক; যাহা মল রোধ করে।

বিষ্টি—(সং বৃষ্টি) বৃষ্টি (কথ্য ভাষা—বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর)।

বিষ্টু—(কথ্য) বিষ্ণু: অগ্রগণ্য, গণ্যমান্য, চাঁই (কেষ্ট বিষ্টু একটা কিছু হবেন—ব্যঙ্গার্থে)।

+ **বিষ্ঠা**—(বি—স্থা + অ + আ—যাহা বিবিধ প্রকারে উদর মধ্যে থাকে) মল, গু; বিষ্ঠার মত অকিঞ্চিৎকর ও ঘৃণিত (বিষ্ঠাকীট; প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা)। বিণ. বিষ্ঠিত—অধিষ্ঠিত।

+ **বিষ্ণু**—(বিষ্ + নু—যিনি বিশ্ব ব্যাপক; বাংলা কথ্য উচ্চারণ বিষ টু) নারায়ণ, হরি (ইঁহার সহস্র নাম); মুনি-বিশেষ। **বিষ্ণুক্রান্তা**—(বর্ণে যে বিষ্ণুকে অতিক্রম করিয়াছে) অপরাজিতা ফুল। **বিষ্ণুগুপ্ত**—চাণক্য। **বিষ্ণুচক্র**—সুদর্শন চক্র। **বিষ্ণুতৈল**—কবিরাজী তৈল-বিশেষ। **বিষ্ণুপদ**—বামন অবতারে বিষ্ণুর পদ যেখানে স্থাপিত হইয়াছিল; ক্ষীরোদ সমুদ্র; পদ্ম; গয়াস্থিত বিষ্ণুপদ চিহ্ন। স্ত্রী. বিষ্ণুপদী—বিষ্ণুর পদ হইতে উদ্ভূতা; সংক্রান্তি-বিশেষ, vernal point। **বিষ্ণুপুর**—গোলকধাম। **বিষ্ণুপুরাণ**—বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বিষয়ক পুরাণ। **বিষ্ণুপ্রিয়া**—লক্ষ্মী; চৈতন্য দেবের পত্নী। **বিষ্ণুবল্লভা**—লক্ষ্মী; তুলসী। **বিষ্ণুবাহন,-রথ**—গরুড়। **বিষ্ণুশর্মা**—পঞ্চতন্ত্রের বিখ্যাত রচয়িতা। **বিষ্ণুশিলা**—শালগ্রাম শিলা।

বিসংবাদ—(বি—সম্ + বদ্ + ঘঞ্) বিরুদ্ধ উক্তি, বিরোধ (বিবাদ বিসংবাদ); বৈলক্ষণ্য; প্রতারণা। বিণ. বিসংবাদিত—বিরোধিত (বিপরীত অবিসংবাদিত)। **বিসংবাদী**—বিরোধী, বিসদৃশ, পরস্পর সঙ্গতিহীন।

বিসংসর্পী—সর্বতঃপ্রসারী।

বিসঙ্কট—মহাসঙ্কট।

বিসঙ্কুল—গোলমেলে। [(বিসদৃশ আচরণ)।

বিসদৃশ—(বহুব্রী) বিপরীত, বিরুদ্ধ; দৃষ্টিকটু

বিস্‌মিল্লা—(আ. আল্লার নামে: প্রত্যেক কর্মের পূর্বে এই বাণী উচ্চারণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ) সূচনা, আরম্ভ (বিসমিল্লায় গলদ—আরম্ভেই গলদ, গোড়ায় গলদ); আরম্ভ হোক, শুরু হোক, স্বীকৃত আছি, আরম্ভ করছি ইত্যাদি। (বিস্‌মোল্লা ভুল)।

বিসম্বাদ—(সং. বিসংবাদ) বিবাদ, ঝগড়া, শত্রুতা, আড়াআড়ি, তর্কাতর্কি (দুইজনে মহা বিসম্বাদ)। **বিসম্বাদী**—প্রতিবাদী, বিরোধী।

+ **বিসর**—(বি—সৃ + অ) বিস্তার; সঞ্চার। **বিসরণ**—বিস্তার লাভ (বিপরীত সংকোচন); বিস্তার; প্রবাহ।

বিসরা—বিস্মৃত হওয়া (ব্রজবুলি ও প্রাচীন বাংলা)। **বিসরল**—বিস্মৃত হইল। **বিসরিত**—বিস্মৃত।

+ **বিসর্গ**—(বি—সৃজ্ + ঘঞ্) ত্যাগ, বিসর্জন; মলত্যাগ (পুরীষ বিসর্গ); দান; ঃ এই বর্ণ। **বিন্দুবিসর্গ**—একটুও, আদৌ (এর বিন্দু বিসর্গও জানি না)।

+ **বিসর্জন**—(বি—সৃজ্ + অনট্) পরিত্যাগ,

মোচন (অশ্রু বিসর্জন); পূজার পরে প্রতিমা জলমগ্ন করা; প্রিয়জনকে জন্মের মত বিদায় দান (বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল —বঙ্কিমচন্দ্র; সীতা বিসর্জন)। **বিসর্জনীয়** —ত্যাজ্য। **বিসর্জিত**—পরিত্যক্ত।

+ **বিসর্প**—(বি—সৃপ্ + ঘঞ্) সঞ্চার; বিস্তৃত হওয়া; রোগ-বিশেষ, erysipelas। **বিসর্পণ** —বিসর্প, প্রসরণ, বিস্তৃতি। **বিসর্পী**—যাহা প্রসারিত হয়, বিস্তারী (দূরবিসর্পী ব্রহ্মপুত্র); বিসর্পরোগ

+ **বিসার**—(বি—সৃ + ঘঞ্) বিস্তার, প্রসার; প্রবাহ; মৎস্য (বেগগামী)। **বিসারিত**—প্রসারিত। **বিসারী**—প্রসরণশীল; মৎস্য। **বিসৃত**—ব্যাপ্ত, বিস্তৃত (অগুরু-ধূপ-বিসৃত কক্ষ)।

+ **বিসূচিকা, বিসূচী**—ওলাউঠা।

বিসৃষ্ট—(বি—সৃজ্ + ক্ত) ত্যক্ত; নিক্ষিপ্ত; প্রেরিত; দত্ত। বি. বিসৃষ্টি।

বিস্কুট—(ইং. biscuit) ময়দা সুজি ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত শুষ্ক ও ক্ষুদ্রাকৃতি সুপরিচিত মুখরোচক খাদ্য।

বিস্তর—(বি—স্তৃ + অ) প্রচুর, অনেক (বিস্তর লোক জমা হয়েছিল) বাক্‌প্রপঞ্চ, বিশেষ বর্ণন; শয্যা; আসন। **বিস্তার**—বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি; বিশালতা, চওড়াই। **বিস্তারিত**—প্রসারিত, ফলাও (বিস্তারিত বর্ণনা)। **বিস্তারী**—যাহা বিস্তীর্ণ হয়। [(বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র)।

+ **বিস্তীর্ণ**—(বি—স্তৃ + ক্ত) বিস্তৃত, প্রসারিত

+ **বিস্তৃত**—(বি—স্তৃ + ক্ত) বিস্তারযুক্ত, চওড়া; ব্যাপ্ত; বিশাল (যোজনবিস্তৃত)। বি বিস্তৃতি—বিস্তার।

বিস্ফার, বিস্ফার—(বি—স্ফুর + ঘঞ্) ধনুকের ছিলার শব্দ; কম্পন; বিস্তার; স্ফূর্তি **বিস্ফারণ**—প্রসারণ। বিণ. **বিস্ফারিত**—কম্পিত, স্ফূর্তিযুক্ত, বিস্তারিত (ক্রোধবিস্ফারিত আঁখি; বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি)।

বিস্ফুরণ, বিস্ফুরণ—(বি—স্ফুর্ + অনট্) সঞ্চলন, কম্পন, হঠাৎ প্রকাশ, দীপ্তি পাওয়া (বিদ্যুদ্‌ বিস্ফুরণ)। বিণ বিস্ফুরিত—কম্পিত; ঘূর্ণিত (ক্রোধবিস্ফুরিত নয়ন; রোষবিস্ফুরিত ওষ্ঠাধর), দীপ্ত (বিদ্যুদ্‌ বিস্ফুরিত আকাশ)।

+ **বিস্ফুলিঙ্গ, বিস্ফুলিঙ্গ**—অগ্নিকণা, বিষবিশেষ।

+ **বিস্ফোট, বিস্ফোটক**—(বি—স্ফুট্ + ঘঞ্) বিষফোড়া (সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজকর বিস্ফোটক—সত্যেন্দ্রনাথ)। **বিস্ফোটন**—মহাধ্বনি।

বিস্ফোরক—যাহা সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া সশব্দে ফাটে, explosive। **বিস্ফোরণ**—সহসা সশব্দে বিদারণ অথবা জ্বলিয়া উঠা, explo-

বিস্ময়— বি—স্মি (ঈষৎ হাস্য করা) + অ] আশ্চর্য, অদ্ভুত, চমৎকার
হইতে হয় (উঠিয়াছি চিরবিস্ময়ে আমি - নজরুল ইসলাম); রস বিশেষ। বিণ. বিস্মিত—আশ্চর্যান্বিত, অতিশয় মুগ্ধ। **বিস্ময়কর, -জনক**—যাহা বিস্ময় উৎপাদন করে অদ্ভুত। **বিস্ময়বিহ্বল**—বিস্ময় হেতু দিশাহারা। **বিস্ময়াবহ**—বিস্ময়কর। **বিস্ময়াবিষ্ট**—বিস্ময়ান্বিত। **বিস্ময়াবিভূত**—বিস্ময়বিমূঢ়। **বিস্ময়োৎপাদক**—যাহা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। **বিস্ময়োৎফুল্ল**—বিস্ময় হেতু হৃষ্ট।

বিস্মরণ—(বি স্মৃ + অনট্) বিস্মৃতি, ভুলিয়া যাওয়া। **বিস্মরণীয়**—ভুলিবার যোগ্য (বিপ. অবিস্মরণীয়)। **বিস্মৃত**—যাহা ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছে অথবা যে ভুলিয়া গিয়াছে। **বিস্মৃতি**—ভুল, বিস্মরণ (সহসা বিস্মৃতি টুটে —রবি)।

বিস্মিত—আশ্চর্যান্বিত (এমন ব্যাপক মূর্খতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়), চমৎকৃত (নবীন কবির এমন ছন্দসামর্থ্য দেখিয়া বর্ষীয়ান কবিরাও বিস্মিত হইলেন)।

বিস্মৃত—বিস্মরণ দ্রঃ।

+ **বিস্রব্ধ**—বিশ্রব্ধ দ্রঃ। [(শোণিত-বিস্রব)।

+ **বিস্রব**—(বি—স্রু + অ) ক্ষরণ, গলিত ধারা

+ **বিস্রাবণ**—(বি—স্রাবি + অনট্) নিঃসারণ, ক্ষারণ; জলাদি বেগে প্রবাহিত করাইয়া পরিষ্কার করা, flushing। [চ্যুত; প্রবাহিত।

+ **বিস্রুত**—(বি—স্রু + ক্ত) ক্ষরিত, নিঃসৃত,

+ **বিস্বাদ**—অরুচিকর, যাহাতে আনন্দ ও আগ্রহ নাই (তাকে হারিয়ে জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে); স্বাদুতা-বিহীন কটু (অতিরিক্ত ভাজার ফলে বিস্বাদ হয়ে গেছে।

বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম—(বিহায়স্—গম + অ) যে আকাশে গমন করে, পক্ষী; বাণ;

মেঘ ; সূর্য ; চন্দ্র। স্ত্রী বিহগী, বিহঙ্গী, বিহঙ্গমী।

বিহঙ্গমা, বিহঙ্গমিকা, বিহঙ্গিকা—ভার বহনের বাঁক, ভার-যষ্টি। **বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী**—ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী, উপকথার দুই পক্ষী।

† **বিহত**—(বি—হন্ + ক্ত) ব্যাহত, প্রতিহত, বিঘ্নিত, ভগ্ন, তাড়িত। বি বিহতি—বিনাশ, ব্যাঘাত, তাড়না, ভঙ্গ। **বিহনন**—হত্যা ; ভগ্ন, ভঙ্গ ; ব্যাঘাত ; ধুনখারা।

বিহনে—(বিনে ; বিহীন) বিনা ; ব্যতীত অভাবে (কাব্যে ব্যবহৃত) ; অপগমে (যথা তরু হিমানী বিহনে—মধুসূদন)।

বিহরণ—(বি—হৃ + অনট্) ভ্রমণ, পরিক্রমণ ; বিহার, কেলি। **বিহর্তা**—পরিক্রমণকারী ; বিহারকারী ; অপহর্তা। **বিহরা**—ভ্রমণ করা ; বিহার করা, লীলা করা (কাব্যে)।

† **বিহসন**—(বি—হস্ অনট্) হাস্য ; মুচকি হাসি। বিণ. বিহসিত—মৃদুহাসিযুক্ত, হাস্য-প্রফুল্ল (বিহসিত বদনমণ্ডল) ; অল্পহাসি। **বিহসি**—ঈষৎ হাস্য করিয়া (গেলি কামিনী গজহুগামিনী বিহসি পালটি নেহারি—বিদ্যা-পতি)। [**বেহান**—বেয়ান।

বিহাই—বেয়াই। **বিহান, বেহাইন,**

বিহান—(সং. বিভাত) প্রভাত (কাব্যে ব্যবহৃত কথা 'বিয়ান')। ভোর বিহানে বা ভোর বিয়ানে—অতি প্রত্যুষে।

বিহায়ঃস্থলী, বিহায়স্তল—আকাশ।

† **বিহায়স**—(সং) আকাশ ; পক্ষী।

বিহার—[বি—হৃ. (হরণ করা, ক্রীড়া করা) + ঘঞ্] ভ্রমণ, গমন ; বৌদ্ধ মঠ ; ক্রীড়া ; লীলা ; বিলাস ; কেলি ; প্রমোদ কানন, বিহার প্রদেশ। **বিহার ভূমি**—পরিক্রমণের স্থান, ক্রীড়াভূমি। **বিহার শৈল**—ক্রীড়া শৈল ; বিলাস শৈল। **বিহারী**—পরিভ্রমণকারী ; ক্রীড়াশীল ; বিলাসশীল (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—চিত্তগগনবিহারী ; বৃন্দাবনবিহারী ; রাসবিহারী)।

† **বিহিত**—(বি—ধা + ক্ত) অনুষ্ঠিত, কৃত (যথাবিহিত) ; ব্যবস্থাপিত ; কর্তব্য সমুচিত ; ব্যবস্থা, প্রতিবিধান (এর একটা বিহিত করা চাই—উচ্চারণ বিহিৎ)। বি. বিহিতি।

বিহিদানা—(ফা.) বিজ-বিশেষ, quince seed।

† **বিহীন**—(বি—হা + ক্ত) বিরহিত, শূন্য, বর্জিত (কলঙ্ক-বিহীন ; মনুষ্যত্ব-বিহীন) ; অধম, নীচ (বিহীনযোনি—অন্ত্যজ)।

বিহ্বল—[বি—হ্বল্ (কাঁপা) + অ] অভিভূত ; বিকল (শোক-বিহ্বল) ; বিভোর, ভরপুর ; মত্ত (প্রেম-বিহ্বল)। **বিহ্বলিত**—বিহ্বল, বিভোর। বি. বিহ্বলতা—বিবশতা, আত্মহারা ভাব।

† **বীক্ষণ**—(বি—ঈক্ষ + অনট্) দর্শন, নিরীক্ষণ (দূরবীক্ষণ) ; পরীক্ষণ। বি. বীক্ষণীয়—দর্শনীয়। **বীক্ষা**—দর্শন। **বীক্ষিত**—দৃষ্ট, নিরীক্ষিত। **বীক্ষিতা** (তৃ)—দর্শনকারী, দ্রষ্টা। **বীক্ষ্য**—দর্শনীয়।

বীচ—(সং. বীজ) বীজ ; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় ; বীচগোলা—বীজধান ফেলিয়া চারা উৎপাদন করিবার স্থান ; বীচধান—বীজ-ধান। **বীচি**—বিচি, বীজ। **বীচে, বিচে**—প্রচুর বিচিযুক্ত (বিচে কলা)। **বীচালি**—বিচালি দ্রঃ।

† **বীচি, বীচী**—[বে (বুনা) + ডীচি] তরঙ্গ, ঢেউ (উচ্চ বীচিরবে—মধুসূদন) ; কিরণ ; অবকাশ। **বীচিতরঙ্গন্যায়**—তরঙ্গ যেমন ক্রমে বহু ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে সেইরূপ ব্যাপার সম্পর্কে এই ন্যায়ের উল্লেখ হয়। **বীচি-বিক্ষুব্ধ**—উচ্চ তরঙ্গপূর্ণ। **বীচি বিক্ষোভ**—তরঙ্গভঙ্গ। **বীচিমালী**—সমুদ্র ; সূর্য।

‡ **বীজ**—(বি—জন্ + অ—যাহার জন্ম লাভ হয়) কারণ, তত্ত্ব, মূল (হে পার্থ আমাকে সর্বভূতের সনাতন বীজরূপে জানিবে—গীতা) ; শুক্র (বীজী ও ক্ষেত্রী) ; যে শস্য বপন করা হয় (বীজ ধান খেয়ে ফেলেছে) ; অঙ্কুর ; মূলমন্ত্র (বীজমন্ত্র) ; বীজভূত গণিত-বিশেষ (বীজ-গণিত—algebra) ; আধার। **বীজক**—বীজপুর। **বীজকোষ**—যে আধারে বীজ থাকে। **বীজগুপ্তি**—শিম। **বীজদর্শক**—যে নাটকের বীজ অর্থাৎ মূলীভূত ব্যাপার সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়, সূত্রধার। **বীজনির্বপণ**—বীজ বপন। **বীজপুরুষ**—বংশের আদি পুরুষ। **বীজপূর,-পুর**—লেবু-বিশেষ। **বীজপ্রদ**—যাহার বীজ হইতে জন্মলাভ হয়। **বীজ-বাপ**—বীজ বপনকারী, কৃষক। **বীজ-বোকা**—পাঠা। **বীজমাতৃকা**—পদ্মবীজ।

মালা—পদ্মবীজের মালা।
—যাহা বীজ হইতে জন্মে, শস্য।
বীজের জননী, পৃথিবী।
বীজপ্রদ। **বীজাক্ষর**—বীজমন্ত্ররূপী অক্ষর। **বীজাণু**—অতি সূক্ষ্ম বীজ, জীবাণু germ। **বীজাঙ্কুর**—বীজ ও অঙ্কুর, অঙ্কুর; সূত্রপাত। **বীজাঙ্কুর ন্যায়**—প্রথমে বীজ পরে অঙ্কুর অথবা প্রথমে অঙ্কুর পরে বীজ এই দুরবগাহ তত্ত্বের অবতারণা সম্পর্কে বলা হয়। **বীজী**—যাহার বীজে জন্ম হয়, গর্ভাধানকারী; সূর্য। **বীজোপ্তি**—বীজ বপন।

+ **বীজন**—(বীজ্‌+অনট্) যাহা দিয়া বাতাস করা হয়, পাখা, চামর; বায়ু-সঞ্চালন, পাখা করা, চক্রবাক। **বীজিত**—কৃতবীজন।

বীট, বীটপালং—(ইং. beet) পালং শাক।

বীট, বিট—(ইং beat) কনেষ্টবল, ডাকপিয়ন প্রভৃতির নিয়মিত পর্যটনের ব্যবস্থা বা অঞ্চল (বিট দ্রঃ)। [ফকরেনী বীটীরা)।

বীটী—বেটী, স্ত্রীলোক (সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থে—

বীণ—ভারতের প্রাচীন বাদ্য-বিশেষ, বীণা। **বীণকার**—বীণাবাদক।

+ **বীণা**—[বী (ক্ষেপণ করা)+ন+আ] সপ্ত-তন্ত্রী-বিশিষ্ট ভারতের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র, (বীণা বহু প্রকারের—ত্রিতন্ত্রী বীণা, কিন্নরী বীণা, বল্লকী বীণা, রুদ্র বীণা ইত্যাদি); তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্র (এসেছিল নীরব রাতে বীণাখানি ছিল হাতে—রবি)। **বীণানিন্দিত**—মাধুর্যে যাহা বীণাধ্বনির চেয়েও উৎকৃষ্টতর। **বীণাপাণি**—সরস্বতী, নারদ। **বীণাবতী**—অপ্সরা-বিশেষ। **বীণাবাদন**—বীণা বাজানো। **বীণী**—বীণাবাদক।

+ **বীত**—(বি—ই+ক্ত) বিগত, পরিত্যক্ত অপগত (বীতস্পৃহ); অকর্মণ্য হস্তী অশ্ব ও সৈন্য। **বীতকাম**—কামনাশূন্য। **বীতনিদ্র**—যাহার নিদ্রা অপগত হইয়াছে, জাগ্রত। **বীতভয়,-ভী,-ভীতি**—ভয়-রহিত, নির্ভয়। **বীতমৎসর**—ক্রোধহীন। **বীতমল**—নিষ্কলঙ্ক; নিষ্পাপ **বীতরাগ**—বীতস্পৃহ; বিষয়াসক্তি রহিত। **বীতশঙ্ক**—নিঃশঙ্ক। **বীতশোক**—শোকহীন; অশোক বৃক্ষ। **বীতস্পৃহ**—নিস্পৃহ, যাহার আকাঙ্ক্ষা বা আকর্ষণ লোপ পাইয়াছে।

+ **বীতি**—(বি—ই+ক্তি) নিবৃত্তি; গতি; ভোজন; দীপ্তি। **বীতিহোত্র**—হবিঃ যাহার খাদ্য, অগ্নি; সূর্য।

বীথি,-থী,-থিকা—শ্রেণী, সারি; যে পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী; পথ; একাঙ্ক নাটক-বিশেষ; অলিন্দ।

বীন—(ইং. bean) শিমজাতীয় ফলশাক-বিশেষ।

বীপ্সা—[বি—আপ (পাওয়া)+সন্‌+অ+আ] ব্যাপ্তির ইচ্ছা; ব্যাপ্তি প্রতিপাদনের ইচ্ছা।

বীবর—(ইং. beaver) জলজন্তু-বিশেষ।

+ **বীভৎস**—[বধ্ (নিন্দা করা)+সন্‌+অ] অতিশয় ঘৃণ্য; অতি কদর্য; বিকৃত; রস-বিশেষ। **বীভৎসু**—যিনি যুদ্ধে বীভৎস কার্য করেন না, অর্জুন।

বীম—(ইং. beam) কড়িকাঠ (লোহার বীম

+ **বীর**—[বীর্ (শৌর্য প্রকাশ করা)+অ] বিক্রমশালী, বীর্যবান, শক্তিমান, অভীত যোদ্ধা; শ্রেষ্ঠ, অমিতপরাক্রম, hero (কর্মবীর; ধর্মবীর; দানবীর); গোদা বানর; হনুমান; তান্ত্রিক সাধক-বিশেষ; পতিপুত্র, পুত্র (অবীরা); রস-বিশেষ (বীররস); পবন দেব। **বীরকাম**—যে পুত্র কামনা করে। **বীরকীট**—কাপুরুষ। **বীরকুঞ্জর**—বীরশ্রেষ্ঠ। **বীরকুলর্ষভ, বীরকেশরী**—বীরশ্রেষ্ঠ। **বীরগতি**—স্বর্গ। **বীরজয়ন্তিকা**—যুদ্ধস্থলে বীরদিগের নৃত্য। **বীরদর্প**—বীরত্বের আস্ফালন। **বীরত্ব**—সাহসিকতা, বিক্রম। **বীরধটি,-টী,-ড়ী**—যুদ্ধের সময়ে যেভাবে আঁটিয়া ধুতি পরা হয়, মালকোঁচা মারিয়া পরা কাপড। **বীরনারী**—বীরাঙ্গনা, বীরের স্ত্রী। **বীরপঞ্চমী**—যে পঞ্চমী তিথিতে ব্রত করিলে বীরপুত্র লাভ হয়। **বীরপনা**—বীরত্ব। **বীরপ্রসূ**—বীরের জননী। **বীরবৌলী,-বউলী**—বীরের কর্ণাভরণ বিশেষ। **বীরবিদ্যা**—কুস্তি, মল্লযুদ্ধ। **বীরব্রত**—কর্মে দৃঢ়সঙ্কল্প। **বীরভদ্র**—শিবের অনুচর-বিশেষ; অশ্বমেধের ঘোড়া। **বীরভোগ্যা**—কেবল বীরই যাহা ভোগ করিতে সমর্থ। **বীরমাটি**—রাঙামাটি, মল্লেরা যাহা গায়ে মাখে। **বীররজঃ**—বীরাচার তান্ত্রিক যে সিন্দুর ধারণ করে। **বীররস**—বীরত্ব-ব্যঞ্জক অথবা উৎসাহউদ্দীপনা-পূর্ণ স্থায়িভাব। **বীরলোক**—যুদ্ধের হত

বীরেরা যে স্থানে গমন করে, স্বর্গ। **বীরস্থান**—যোগীর বীরাসন, বীরলোক।

+ **বীরণ**—বেনা গাছ। **বীরণমূল**—খস্‌ খস্‌।

বীরবল—বীরবৌলী; সম্রাট আকবরের সুবিখ্যাত সভাসদ; স্বনামধন্য সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়।

+ **বীরহা**—(বীর—হন+কিপ্‌) শত্রুনাশক; যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের যজ্ঞাগ্নি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বীরা—পতি পুত্রবতী নারী, মদিরা; মুরা নামক গন্ধদ্রব্য, আমলকী।

বীরাসন—যোগ সাধনার আসন-বিশেষ।

+ **বীরুৎ, বীরুধা**—(বি—রুধ্‌+কিপ্‌) শাখা-প্রশাখাযুক্ত দীর্ঘলতা, কুমড়া প্রভৃতির গাছ।

বীরেশ্বর—বীরশ্রেষ্ঠ, বীরভদ্র; শিবলিঙ্গ-বিশেষ।

+ **বীর্য**—(বীর+য) বীরের ভাব, তেজ, শৌর্য, সামর্থ্য, পরাক্রম পৌরুষ (কর যুদ্ধ বীর্যবান্‌—হেমচন্দ্র); শক্তি, প্রভাব (উষ্ণ বীর্য; স্নিগ্ধ বীর্য); শুক্র, রেতঃ, বীজ। **বীর্যবত্তা**—শক্তি, বীরত্ব। **বীর্যবান্‌,-বন্ত**—শক্তিশালী। **বীর্যবৃদ্ধিকর**—শক্তিবৃদ্ধিকর, রেতঃবর্ধক। **বীর্যহীন**—শক্তিহীন, পৌরুষহীন। **বীর্যাধান**—গর্ভাধান। **বীর্যাবদান**—বীরত্ব-সম্ভূত কীর্তি।

বু, বুবু—(আ. বুবু) ভগিনী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ভগিনীস্থানীয়া (ওপাড়ার বড় বুবু), দিদি। **বুজান, বুবুজান**—সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হয় (বুজী, বুবুজী—সাধারণতঃ গ্রাম্য)।

বু, বো—(ফা. বু) গন্ধ (খোশবু বদবু)। গ্রাম্য—বয় (বয় করে—গন্ধ করে)।

বুঁচকি—(বোকচা দ্রঃ) কাপড়ে বাঁধা ক্ষুদ্র মোট বোঁচকা বা বোচকা শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)।

বুঁজা—(বুজা দ্রঃ) মুদ্রিত বা বন্ধ করা বা হওয়া (চোখ বোঁজা—চক্ষু মুদ্রিত করা; মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া)। **বুঁজানো**—বন্ধ করা বা ভরাট করা (গত বুঁজানো); বন্ধ, ভরাট (বুঁজানো কুয়া)।

বুঁদ—(সং. বিন্দু; হি. বুঁদ) বিন্দু, ফোঁটা, বিন্দুর মত ক্ষুদ্র; অদৃশ্যপ্রায়; বিভোর, চুর (নেশায় বুঁদ হয়ে আছে)।

বুঁদি—(সং বিন্দু) ছোট ফোঁটা; প্রতিমার খড়-নির্মিত কাঠামো (বুঁদি বাঁধা—প্রাদেশিক)। **বুঁদিয়া, বুঁদে, বোঁদে**—সুপরিচিত ক্ষুদ্রাকৃতি মিষ্টান্ন, মতিচুর।

বুক—(সং বুক, বক্ষঃ) বক্ষঃস্থল; হৃৎপিণ্ড (বুক দুরুদুরু করছে); হৃদয় (বুকে বল পাইনা; বুক ভরা ধন); প্রাণশক্তি, হিম্মত, সাহস (বুক বাঁধা; বুক দিয়া পড়া); স্তন (অভব্য); উচ্চতায় বক্ষস্থল পর্যন্ত (এক বুক জল)। **বুক কাঁপা**—বুক দুরুদুরু করা, হিম্মত না হওয়া। **বুক কাটা জামা**—বুক খোলা জামা। **বুক গেল**—যন্ত্রণায় হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইবার মত অথবা ছিন্ন হইবার মত অবস্থা হইয়াছে। **বুক চচ্চর করা**—প্রবল ঈর্ষার ফলে দারুণ অস্বস্তিবোধ করা। **বুক চাপ**—বক্ষঃস্থলে চাপ বা শ্বাসরোধক ভাব। **বুক চাপড়ানো**—প্রবল দুঃখে, ক্ষতিতে বা শোকে বক্ষে করাঘাত করা, হায় হায় করা। **বুক জ্বালা**—অম্লরোগে বুকের ভিতরে জ্বালা অনুভব। **বুক ঠোকা**—তাল ঠোকা। **বুক ঢিপ ঢিপ করা**—উৎকণ্ঠায় বক্ষঃস্পন্দন বাড়িয়া যাওয়া। **বুক দশহাত হওয়া**—বুকে খুব বল পাওয়া, খুব উৎসাহিত বোধ করা। **বুক দিয়া করা**—সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করা। **বুক দিয়া পড়া**—অসীম সাহস ও মমত্ববোধ সহকারে অপরের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া। **বুক দুড় দুড় করা**—ধড় ধড় করা বা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করা; উৎকণ্ঠায় প্রবল হৃৎস্পন্দন হওয়া। **বুক ধড়ফড় করা**—অজীর্ণাদির ফলে হৃৎস্পন্দন বাড়িয়া যাওয়া; অমঙ্গল আশঙ্কায় অতিরিক্ত হৃৎস্পন্দন হওয়া। **বুকপকেট**—জামার বক্ষঃস্থল সংলগ্ন পকেট। **বুক পাতা**—আঘাতের সামনে সঙ্কুচিত না হওয়া। **বুক ফাটা**—বক্ষ বিদীর্ণ হওয়া; হৃদয় বিদারক (বুক-ফাটা কান্না)। **বুক ফাটে ত মুখ ফাটে না**—মনের কথা, প্রেম, অনুরাগ ব্যক্ত করিতে না পারার ফলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় কিন্তু মুখে কথা ফোটে না। **বুক ফুলিয়ে চলা**—অসঙ্কুচিত হইয়া অগ্রসর হওয়া। **বুক বলে যাওয়া**—বাধা না পাওয়ার ফলে সাহস বাড়িয়া যাওয়া। **বুক বাঁধা**—সাহস করা; সঙ্কল্প করা; ধৈর্য ধারণ করা। **বুক বাড়া**—বুক বলা, সাহস বাড়া। **বুকবুক করা**—বুকের ধন জ্ঞান করা; পাছে

হারাইয়া যায় বা নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় অতিরিক্ত যত্নবান হওয়া, পুতু পুতু করা (মা মরা ছেলেটাকে বুকবুক করে মানুষ করেছে)। **বুক ভাঙা** —আশা ও উদ্যম নষ্ট হইয়া যাওয়া; যাহার আশা ও উদ্যম নষ্ট হইয়া গিয়াছে; শোক-বিহ্বল। **বুক শুকানো**—বুকে বল বা স্ফূর্তি অনুভব না করা, একান্ত নিরুৎসাহ হওয়া। **বুকশূল**—হৃৎপিণ্ডে তীব্র বেদনাবোধ রোগ। **বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া**—ঢেঁকি দ্রঃ। **বুকে পিঠে করে মানুষ করা**—অতিশয় আদর ও যত্নসহকারে লালন করা। **বুকে বাঁশ ডলা**—বাঁশ দ্রঃ। **বুকে বসে দাড়ি উপড়ানো**—আশ্রয় দাতারই অপকার করা। **বুকে লাগা**—মর্মে আঘাত লাগা। **বুকে হাত দিয়ে বলা**—বিবেকের বশবর্তী হইয়া সত্য প্রকাশ করা। **বুকের পাটা**—প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, অতিরিক্ত সাহস, দুঃসাহস। **বুকের রক্ত দিয়ে**—হৃদয়রক্ত নিঃশেষিত করিয়া, অসীম যত্ন সহকারে। **ভাঙা বুক**—যাহার আশা ভরসা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, নৈরাশ্য-পূর্ণ অন্তর।

বুক—(ইং book) রেলে জাহাজে মাশুল দিয়া মাল পাঠাইবার ব্যবস্থা। **বুকিং অফিস**—টিকিট ঘর অথবা মাল বুক করিবার ঘর। **বুকিং ক্লার্ক**—টিকিট বিক্রয়ের কিংবা মাল বুক করিবার ভারপ্রাপ্ত কেরাণী। **বুক কীপার**—হিসাব রক্ষক। **বুক বাইণ্ডিং**—বই বাঁধার কাজ। **বুক ষ্টল**—ষ্টেশন মেলা প্রভৃতি স্থানের অস্থায়ী বইয়ের দোকান। **বুক শেল্‌ফ**—বই সাজাইয়া রাখিবার তাক।

বুকনি—(হি বুকনী—চূর্ণ, খণ্ড) রসাল অথবা চটুল কথার টুকরা (মাঝে মাঝে ইংরেজির বুকনি দেওয়া)।

বুক্ক—হৃৎপিণ্ড, অগ্রমাস; ছাগল। স্ত্রী **বুক্কা**—শোণিত। **বুক্কন**—(হি. ভোঁকনা)—কুকুরের ডাক; কুকুর রব। **বুক্কার**—কুকুরের রব **বুক্কাস্থি**—বক্ষঃস্থলের অস্থি যাহার সহিত পাঁজর যুক্ত হইয়াছে।

বুজদিল—(ফা.) কাপুরুষ। **বুজন**—বন্ধ বা মুদ্রিত হওয়া। **বুজরুক**—(ফা. বুযুর্গ—বৃদ্ধ, সম্মানিত) চালবাজ, ফন্দিবাজ। বি **বুজরুকি,-কী**—চালিয়াতি, অলৌকিক শক্তির ভান।

বুজা—বুজা, বন্ধ করা, মুদ্রিত করা, মুদ্রিত হওয়া, বন্ধ হওয়া (চোখ বুজে গেছে; গর্ত বুজেছে)। **চোখ বুজিয়া**—না দেখিয়া; সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া (এ মাল চোখ বুজে নিতে পার)। **বুজানো, বুজোনো**—গর্ত বা ছিদ্র বন্ধ করা।

বুঝ—প্রবোধ সান্ত্বনা (বুঝ মানে না); বোধ, জ্ঞান, বিচার; এমন অবুঝ হলে চলবে কেন)। (গ্রাম্য) বুজ (বুঝমান—বিবেচক)। **বুঝ সুজ**—বিচার বিচারের বিষয়; সন্দেহস্থ (বাঁচে কিনা বুঝসুজ), বিবেচনা, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা (বুঝসুঝ করে চলো)। **বুঝ সমঝ**—বিচার-বিবেচনা। **বুঝন**—বোধ হওয়া; **বুঝনু**—(রঙবুলি) বুঝিলাম।

বুঝা, বোঝা—বোধ করা, উপলব্ধি করা (খুকি তোমার কিছু বোঝে নাকো—রবি), বিচার-পূর্বক উপলব্ধি করা (বোঝো ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে); টের পাওয়া (বুঝতে পারছি জ্বর আসছে)। প্রমাণ সহকারে জানা (বোঝা যাবে কে জিতে কে হারে); পরীক্ষা করিয়া জানা (তোমার মন বুঝলাম)। **বুঝানো**—জ্ঞাত করানো, হৃদয়ঙ্গম করানো (পড়া বুঝানো); ধারণার সৃষ্টি করা (ভুল বোঝানো হয়েছে); প্রবোধ দেওয়া (মনকে বহু রকমে বুঝাই, কিন্তু মন বুঝ মানেনা); সমঝানো (শ্রমিকদের বোঝাও স্বাধীন দেশে ধর্মঘট করার অর্থ হয় না)। **বুঝা পড়া**—পরস্পরে সম্পর্কে ধারণা, মনো-ভাব ইত্যাদির মীমাংসা হিসাব নিকাশ। **বুঝি**—হৃদয়ঙ্গম করি, টের পাই, অবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করিতে পারি; অনুমান করি; বোধ হয়, বুঝিবা, হয়ত। **বুঝিয়া, বুঝে**—বিবেচনা করিয়া অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া। **বুঝেছ কিনা**—মুদ্রাদোষ জ্ঞাপক উক্তি।

বুট—(সং বৃত্ত; হি. বুঁট) ছোলা (বুটের ডাল)।

বুট—(ইং boot) সুপরিচিত বড়-মাপের মজবুত জুতা (বুট পায়ে মসমস্ করে চলা)।

বুটা, বুটি, বুটি—কাপড়ে সুচের সাহায্যে তোলা ফুল পাতা আদির নক্সা। **বুটাদার, বুটিদার**—যাহাতে বুটা তোলা হইয়াছে।

বুড়কিয়া—(কথ্য বুড়কে) বুড়ি সম্পর্কিত অঙ্ক (এক বুড়ি পাঁচগণ্ডা)।

বুড়ন—ডুব দেওয়া। **বুড়ানো**—ডুবানো।

বুড়বক, বুড়বাক—একান্ত নির্বোধ (বুড়ো ও বোকা), বোকাহাবা, গালি-বিশেষ।

বুড়বুড়ি—(বুদ্বুদ) বুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি (গ্রাম্য—শোল মাছ বুড়বুড়ি ছাড়ছে)।

বুড়া, বুড়ো—(বৃদ্ধ; হি. বুড্ঢা) বৃদ্ধ, প্রাচীন (বুড়া বাপ, বুড়ো বট); বয়স্ক, অধিক বয়স্ক (বুড়ো ছেলের আদর দেখ, বুড়ো বর। বিপ. কচি), বার্ধক্য হেতু অকর্মণ্য জরাগ্রস্ত (বুড়ো গাই; সাতকেলে বুড়ো), পরিপক্ক, যাহার বিকাশ শেষ হইয়া গিয়াছে (বুড়ো হাড় ভাঙলে জোড়া লাগে না); প্রকাণ্ড (বুড়ো ষর বুড়ো ইলশে)। স্ত্রী বুড়ি,-ড়ী। **বুড়া আঙুল**—অঙ্গুষ্ঠ। **বুড়া কাপ**—রঙ্গপ্রিয় বৃদ্ধ, সংসারী বৃদ্ধ। **বুড়া খাসি**—অধিক চর্বিদার খাসি—বিপ. কচি বা ফুল খাসি। **বুড়োটে**—বুড়োপানা। **বুড়োবুড়ী**—বৃদ্ধ স্বামী ও বৃদ্ধা স্ত্রী। **বুড়োময়না**—বৃদ্ধা ডাকিনী ময়নামতী, তাহা হইতে বুড়ো কুটনী। **বুড়ামি, বুড়ামো**—জ্যাঠামি, অল্প বয়স্কের বৃদ্ধের ন্যায় আচরণ বা কথাবার্তা। **বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া**—বুড়ার যুবকের মত স্ফূর্তি বা নাগরবেশ। **বুড়া সুড়া**—যথেষ্ট বুড়া। **বুড়া হাবড়া**—বুড়া এবং হাবড়ের মত বিরক্তিকর, বৃদ্ধ ও একান্ত অকর্মণ্য। **থুত্থুড়ে বুড়ো**—থুড়থুড় দ্রঃ। (বুড়া কথ্য ভাষায় সর্বত্রই বুড়ো হয়; পূর্ববঙ্গে কিন্তু বুড়া বা বুরা প্রচলিত।

বুড়া—(গ্রাম্য) ডুব দেওয়া (পূর্ববঙ্গে বুরান)। **বুড়ানো**—ডুবানো।

বুড়ানো—বুড়া হওয়া, জরার লক্ষণ দেখা দেওয়া (বয়সের তুলনায় বুড়িয়েছে বেশী)।

বুড়ি,-ড়ী—পনের চারি ভাগের এক ভাগ; যৎসামান্য, তুচ্ছ (দেড় বুড়ির ছেলে না তার এত বড় কথা—গ্রাম্য মেয়েলী)। **বুড়িতে চতুর কাহনে কানা**—কড়ায় কড়া কাহনে কানা (কাহন দ্রঃ)।

বুড়ি,-ড়ী—(প্রা. বুড্ঢী; হি. বুঢ়িয়া) বৃদ্ধা; অধিক বয়স্কা, ছোট মেয়ের (সাধারণতঃ প্রথম মেয়ের) আদরের নাম; লুকোচুরি খেলার বুড়ি (বুড়ি ছোঁয়া—খেলায় বুড়িকে ছুঁইয়া জিতিয়া যাওয়া, তাহা হইতে কোন রকমে সিদ্ধি লাভ করিয়া নিরাপদ হওয়া)। **বুড়ীগঙ্গা**—ঢাকা শহরের পাশ দিয়া প্রবাহিত নদী। **বুড়ীবুড়ী খেলা**—ছোট ছেলে-মেয়েদের কোমর-ভাঙা বুড়ীর মত লাঠিতে ভর দিয়া খেলা। **বুড়ির সুতা**—আকাশ হইতে সুতার মত যাহা পড়ে, বাতভুল। **পাকা বুড়ি**—যে মেয়ে শৈশবেই বুদ্ধিমতীর মত কথা বলে (আদরে ও বিদ্রূপে)। [বুড়ি,-ড়ী)।

বুঢ়া—বুড়া (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত; স্ত্রী.

বুৎপরস্ত—(ফা. বুৎপরস্ত্—বুধ্‌পরস্ত্—বুদ্ধমূর্তির পূজারি) প্রতিমাপূজক।

* **বুদ্ধ**—(বুধ+ক্ত—বিদিত; জাগরিত) যিনি সব অবগত, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান্; বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক শাক্যসিংহ (হিন্দু মতে ইনি বিষ্ণুর দশম অবতার)। **বুদ্ধগয়া**—গয়ার নিকটবর্তী তীর্থস্থান, এখানে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব বা বোধি লাভ করেন।

* **বুদ্ধি**—(বুধ্+ক্তি) যাহার দ্বারা বোধ জন্মে, ধীশক্তি, জানিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা (ধড়ে কোন বুদ্ধি নেই; প্রখর বুদ্ধি); অবধান, বিবেচনা (বুদ্ধি করে চলা), মতি মানসিক প্রবণতা (কেন এমন বুদ্ধি হলো; দুর্বুদ্ধি); লাভ ক্ষতি সম্বন্ধে চেতনা (যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে); কার্যোদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান বা নির্দেশ (এখন বুদ্ধি দাও কি করবো); যুক্তি, মতলব (সবাই মিলে বুদ্ধি করেছে ওরাই আগে মোকদ্দমা করবে); উপস্থিত বুদ্ধি (তখন বুদ্ধি হয় নাই, দাঁওটা, ফস্কে গেল)। **বুদ্ধিকৌশল**—বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত উপায় বা ফন্দি, চতুরতা। **বুদ্ধিগম্য**—যাহা বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে পারা যায়। **বুদ্ধিচাতুর্য**—বুদ্ধির প্রাখর্য, চতুরতা। **বুদ্ধিজীবী**—শিক্ষিত বুদ্ধি যাহাদের জীবিকার উপায় (বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় intellectuals)। **বুদ্ধিনাশ**—হিতাহিত বা কার্যাকার্য বিবেচনার বিলোপ, মতিচ্ছন্নতা। **বুদ্ধিবৃত্তি**—বুদ্ধি, বুদ্ধিশক্তি, intellect। **বুদ্ধিভ্রংশ**—বুদ্ধিলোপ, মতিচ্ছন্নতা। **বুদ্ধিভ্রম**—বুঝিবার ভুল, মতিভ্রম। **বুদ্ধিমন্ত**—বুদ্ধিমান (বর্তমানে কতকটা অপ্রচলিত)। **বুদ্ধিমান**—ধীশক্তিসম্পন্ন, বিবেচনাশীল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন; (উপহাসে) চালাক, ফন্দিবাজ। **বুদ্ধিলোপ**—বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধির বিলোপ। **বুদ্ধিশুদ্ধি**—বিচার বিবেচনা (গ্রাম্য—বুদ্ধি-

শুদ্দি)। **বুদ্ধিহারা**—বুদ্ধিহত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। **বুদ্ধিহীন**—যাহার বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, অবিবেচক, নির্বোধ। **বুদ্ধীন্দ্রিয়**—জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্।

* **বুদ্বুদ**—ভুড়ভুড়ি, জলবিম্ব, bubble (বুদ্বুদের মত মিলাইয়া গেল)। **বুদ্বুদন**—বুদ্বুদ উঠা, effervescence (বিণ. বুদ্বুদিত)। **বুদ্বুদী**—যাহাতে বুদ্বুদ উঠে।

বুধ—[বুধ্ (জানা) + অ—যে শাস্ত্র জানে] পণ্ডিত, বিদ্বান্; চন্দ্রের পুত্র বুধ; বুধগ্রহ Mercury; বুধবার। **বুধরত্ন**—মরকত মণি। **বুধাষ্টমী** অষ্টমীতিথি-বিশেষ। বিণ. বুধিত—অবগত।

বুধী—গাভীর আদরের নাম (বুধী গাই)।

বুনট, বুননি, বুনাট, বুনানি—কাপড়ের জমি, texture (ঠাস বুনানি—ঠাসাভাবে বুনা)।

বুনন, বুনানি—বীজ বপন।

বুনন, বুনান, বুনানো, বুনোনো—বয়ন করা। **বুননি, বুনোনি**—বয়ন করিবার মজুরি। **বুনা, বোনা, বুনানো**—যাহা বয়ন করা হইয়াছে (সামনে জরির ফিতের বোনা জলের ফনা ফেনিয়ে ধায়—করুণানিধান)।

বুনা, বোনা—বয়ন করা; বপন করা; ইতস্তত ছড়ানো (খুকীকে মুড়কি যা দিয়েছিলে তার খেয়েছে অর্ধেক বুনেছে অর্ধেক)।

বুনিয়াদ—(ফা. বুনিয়াদ) ভিত্তি; উৎপত্তি, মূল; বংশ (ওদের জাত-বুনিয়াদই খারাপ)। বিণ. বুনিয়াদি,-দী—বুনেদি দ্রঃ। **বুনিয়াদী শিক্ষা**—বুনিয়াদ বা প্রাথমিক স্তর সুগঠিত করিবার শিক্ষা, Basic Education (এই শিক্ষা মুখ্যত হাতের কাজের ভিতর দিয়া দেওয়া হয়, মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রবর্তক)।

বুনো—(সং. বন্য) বন্য, যাহা পোষা নয়; বনজাত (বুনো ওল); অসভ্য, অমার্জিত; আদিমজাতি-বিশেষ (বুনোরা শূয়র মারতে এসেছে)।

* **বুভুক্ষা**—(ভুজ্ + সন্ + অ + আ) ভোজনেচ্ছা, ক্ষুধা; ভোগের প্রবল বাসনা (এ বুভুক্ষা মিটবার নয়)। বিণ. বুভুক্ষিত—ক্ষুধিত। **বুভুক্ষু**—ক্ষুধার্ত, ভোজনেচ্ছু।

বুরা—(হি.) মন্দ, খারাপ (ঢাকার কথা)।

বুরুজ—(আ. বুরূজ্) দুর্গ প্রাকার; দুর্গ প্রাকারের উপরে অবস্থিত উচ্চ কক্ষ; মিনারের উপরিভাগ।

বুরুল—অঙ্গুষ্ঠের পর্ব পরিমাণ, তিন যব, একইঞ্চি।

বুরুশ,-স—(ইং. brush) পশুলোম আদি দিয়া প্রস্তুত দণ্ড, বস্ত্র, জুতা ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার উপকরণ-বিশেষ। **বুরুশ করা**—বুরুশ দিয়া পরিষ্কার করা অথবা বুরুশ দিয়া ময়লা ঝাড়িয়া চকচকে করা (জুতা বুরুশ করা)।

বুলবুল,-লি—(ফা. বুলবুল) সুকণ্ঠ পক্ষী-বিশেষ (ফারসী ও উর্দু সাহিত্যে গোলাপের প্রেমিকরূপে বর্ণিত যেমন সংস্কৃতে মধুকর পদ্মের প্রেমিকরূপে বর্ণিত।

বুলানো—(কোমলভাবে স্পর্শ করা, দেহ বা কোন বস্তুর উপরে কোমলভাবে হস্ত চালিত করা (গায়ে হাত বুলানো; তুলি বুলানো)। **চোখ বুলানো**—চোখ দিয়া এক নজর দেখামাত্র, ভাসাভাসা ধরণে দেখা বা পড়া। **মাথায় হাত বুলানো**—মাথায় হাত বুলাইয়া আদর দেখানো (পিঠে হাত বুলানো—স্বার্থ-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে)।

বুলি—(হি. বোলী) অভ্যস্ত বৈচিত্র্যহীন কথা, পাখী প্রভৃতিকে যেসব কথা শিখানো হয় (শিখায়েছ তারা বুলি—রামপ্রসাদ; আমরা শিখেছি বিলাতি বুলি—দ্বিজেন্দ্রলাল; বুলি আওড়ান); অনুন্নত প্রাদেশিক ভাষা (পাহাড়ী বুলি)। **বুলি ধরা**—পাখীর দুই চারিটি শেখা কথা উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করা; কোন কথা না বুঝিয়া অথবা বহুলোক এক সঙ্গে বার বার আবৃত্তি করা (সব চাকরেরা বুলি ধরেছে তাদের ভাতা আরো বাড়িয়ে দিতে হইবে)।

বুলেট—(ইং. bullet) বন্য জন্তু শিকারে অথবা যুদ্ধে ব্যবহৃত বড় গুলি, ইহার মারাত্মকতা বেশী (কথাগুলো বুলেটের মত বিঁধছে)।

বুস্তান—(ফা. বু + স্তান—সুগন্ধ পুষ্পের স্থান); ফুলের বাগান।

+ **বৃংহণ**—(বৃংহ্ + অনট্) পুষ্টিকারক, যাহা দেহের চর্বি বৃদ্ধি করে অথবা বল বৃদ্ধি করে; হস্তীর গর্জন। বিণ. **বৃংহিত**—হস্তীর গর্জন, পুষ্ট, বর্ধিত।

+ **বৃক**—[বৃক্ (গ্রহণ করা) + অ] নেকড়ে বাঘ, শৃগাল; কাক, জঠরাগ্নি; ক্ষত্রিয়; সরল বৃক্ষের নির্যাস, তারপিন। **বৃকদংশ**—বৃককে যাহা

দংশন করে, কুকুর। **বৃকধূপ**—নানা দ্রব্য-মিশ্রিত দশাঙ্গ ধূপ। **বৃকধূর্ত**—শৃগাল। **বৃকোদর**—যাহার জঠরে তীক্ষ্মাগ্নি, ভীম।

বৃক্ক—তল-পেটের মূত্র-নিঃসারক যন্ত্র, kidney।

+**বৃক্ষ**—[ব্রশ্চ্ (ছেদন করা)+সক্—যাহা ছেদন করিলেও জন্মে] তরু, পাদপ, গাছ। **বৃক্ষক**—চারাগাছ। **বৃক্ষচর**—বানর। **বৃক্ষচ্ছায়**—বৃক্ষ শ্রেণীর ছায়া। **বৃক্ষচ্ছায়া**—গাছের ছায়া। **বৃক্ষধূপ**—তাপিন। **বৃক্ষনাথ**—বটগাছ। **বৃক্ষপাল**—বন রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। **বৃক্ষবাটিকা**—বাগানবাড়ী, নিকুঞ্জ। **বৃক্ষভবন**—বৃক্ষের কোটর। **বৃক্ষমর্কটিকা**—কাঠ বিড়াল। **বৃক্ষাগ্র**—গাছের চূড়া। **বৃক্ষাদন**—(যাহা বৃক্ষ ভক্ষণ করে) কুঠার; বাইশ। স্ত্রী বৃক্ষাদনী—পরগাছা। **বৃক্ষাম্ল**—তেঁতুল, আমড়া গাছ। **বৃক্ষায়ুর্বেদ**—উদ্ভিদ্ বিদ্যা, botany।

বৃটন, ব্রটেন—(ইং. Britain) ইংলণ্ড। **বৃটিশ**—ইংলণ্ড অথবা ইংলণ্ডের রাজশক্তি সম্পর্কিত ইংরেজ (বৃটিশ শাসন বৃটিশের রণবাদ্য)।

+**বৃত**—[বৃ (বরণ করা; আচ্ছাদন করা প্রার্থনা করা)+ক্ত] যাহাকে কোন কর্মের জন্য বরণ করা হইয়াছে (সভাপতির পদে বৃত)। আবৃত আচ্ছাদিত, প্রার্থিত। বি **বৃতি**—বরণ নিয়োগ; প্রার্থনা, আবরণ, গোপন; বেষ্টন, বেড়া, কাঁটা প্রভৃতির বেড়া।

+**বৃত্ত**—(বৃৎ+ক্ত) বর্তুল, গোলাকার বৃত্তোরু), গোলাকার ক্ষেত্র, circle, পরিধি; কচ্ছপ; অক্ষরসংখ্যাত ছন্দ (মাত্রাবৃত্ত ছন্দ); শাস্ত্রোক্ত আচার, চরিত্র আচরণ (দুর্বৃত্ত, জীবনবৃত্ত; পতঙ্গবৃত্ত; বৃত্তসম্পন্ন; রাজবৃত্ত); অতীত, মৃত। **বৃত্তকলা**—দুই ব্যাসার্ধের দ্বারা সীমাবদ্ধ বৃত্তাংশ, Sector। **বৃত্তখণ্ড**—একটি সরল রেখা দ্বারা কর্তিত বৃত্তাংশ। **বৃত্তগন্ধী**—যে গদ্যের মধ্যে ছন্দও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। **বৃত্তপুষ্প**—শিরীষ কদম্ব প্রভৃতি গোলাকার পুষ্প। **বৃত্তবান্**—চরিত্রবান, আচারবান্; গোলাকার। **বৃত্তস্থ**—সচ্চরিত্র; বৃত্তক্ষেত্রে স্থিত। **বৃত্তানুবর্তী**—আচারনিষ্ঠ। **বৃত্তাংশ**—Segment of a circle। **বৃত্তাভাস**—বৃত্তের মত; বৃত্তগন্ধী।

+**বৃত্তান্ত**—বিবরণ, সংবাদ, বিষয়, ব্যাপার, সমগ্র বা খুটিনাটি সংবাদ (কবে এলে কি বৃত্তান্ত কিছুই ত জানি না; আদি বৃত্তান্ত)। **সর্ববৃত্তান্তদর্শী**—যিনি সকল ব্যাপার জানেন।

বৃত্তি—ব্যবসায় উপজীবিকা (উঞ্ছবৃত্তি; দস্যুবৃত্তি); আচরণ, ব্যবহার, জীবনের কর্মধারা (সেকালের রাজারা বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতেন); ব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান গ্রন্থ, মনের শক্তি বা প্রবণতা, faculty (চিত্তবৃত্তি; হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে); শব্দের অর্থ প্রকাশের শক্তি (ব্যঞ্জনাবৃত্তি) অক্ষর-সংখ্যাত ছন্দ; বিদ্যানুশীলনের জন্য দত্ত অর্থ-সাহায্য, scholarship, stipend; নিয়মিত অর্থ সাহায্য (বৃত্তিভোগী গুপ্তচর)। **বৃত্তিকার**—ব্যাখ্যাতা। **বৃত্তিচ্ছেদ**—উপজীবিকা হরণ বা তাহার লোপ)। **বৃত্তিদান**—জীবিকা নির্বাহের জন্য ভূমি বা অর্থ সাহায্য দান।

বৃত্র—অসুর-বিশেষ, দধীচির অস্থিজাত বজ্রে ইহার নিধন হয়। বৃত্রঘ্ন, বৃত্রারি—ইন্দ্র।

+**বৃথা**—নিষ্ফল, নিরর্থক (বৃথা এই সাজসজ্জা; বৃথা আস্ফালন; বৃথা চেষ্টা); যাহা দেবতাকে নিবেদিত হয় নাই (বৃথা মাংস)। **বৃথা কথা**—অসার কথা। **বৃথা জন্ম**—যে জন্মে সুকৃতিসাধন অথবা মহৎ কিছু সম্পাদন সম্ভব হইল না। **বৃথা দান**—অপাত্রে দান। **বৃথাপক্ক**—দেবতার জন্য নহে নিজের জন্য যাহা পক্ক বা প্রস্তুত হইয়াছে। **বৃথা বৃদ্ধ**—বৃদ্ধ কিন্তু বয়সোচিত জ্ঞান ও বিবেচনাহীন (তুলনীয়—অকারণেই চুল দাড়ি পাকিয়েছ)।

+**বৃদ্ধ**—(বৃধ্+ক্ত) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (সম্বৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধ); বয়োজ্যেষ্ঠ, মুরুব্বি (গ্রামবৃদ্ধ); প্রাচীন, পূর্বতন (বৃদ্ধ প্রপিতামহ); যে পুরুষের বয়স সত্তরের উপরে, জরাগ্রস্ত স্থবির, পণ্ডিত। স্ত্রী. **বৃদ্ধা** (যে নারীর বয়স পঞ্চাশের অধিক)। **বৃদ্ধ কাক**—দাঁড়কাক। **বৃদ্ধ গঙ্গা**—বুড়িগঙ্গা। **বৃদ্ধত্ব**—বার্ধক্য, বৃদ্ধাবস্থা। **বৃদ্ধনাভি**—যাহার ভুঁড়ি আছে। **বৃদ্ধ প্রপিতামহ**—প্রপিতামহের পিতা। **বৃদ্ধশ্রবাঃ**—ইন্দ্র। **বৃদ্ধাঙ্গুলি, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ**—বুড়া আঙ্গুল (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন)।

+**বৃদ্ধি**—আধিক্য, উপচয়, প্রাচুর্য (ধনবৃদ্ধি); অভ্যুদয়, উন্নতি (বৃদ্ধিকাল; ক্ষতিবৃদ্ধি);

ব্যাপ্তি, বিস্তার; সুদ (বৃদ্ধিজীবী—সুদখোর); বাড়, স্পর্ধা; ওষধি-বিশেষ, কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত হয়; (ব্যাকরণে) অ আ স্থানে আ, ই ঈ স্থানে ঐ, উ ঊ স্থানে ঔ ইত্যাদি (যেমন পরত্র—পারত্রিক, ইচ্ছা—ঐচ্ছিক, উদ্ধত—ঔদ্ধত্য, ওষধি—ঔষধ)। **বৃদ্ধিমান**—বৃদ্ধিযুক্ত। **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ**—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। **বৃদ্ধোক্ষ**—বুড়ো ষাঁড়। **বৃদ্ধ্যাজীব**—সুদখোর, মহাজন।

† **বৃন্ত**—[বৃ (ধারণ করা)+ত] ফল পুষ্প পত্রাদির বোঁটা, কুচাগ্র, জলপাত্র রাখিবার বিড়া;

† **বৃন্দ**—সমূহ (জাতিবৃন্দ); শতকোটী। স্ত্রী বৃন্দা—তুলসী বৃক্ষ; রাধা; রাধিকার সখী-বিশেষ।

বৃন্দাবন—(কেদার রাজকন্যা বৃন্দা ও শ্রীকৃষ্ণের বিহার-কানন) যমুনা তীরবর্তী সুপ্রসিদ্ধ নগর ও বৈষ্ণবদিগের পবিত্র তীর্থ; তুলসী-পীঁড়ি। **বৃন্দাবন চন্দ্র,-ধন**—শ্রীকৃষ্ণ। **বৃন্দাবন-বিলাসিনী**—রাধা। **বৃন্দারণ্য**—বৃন্দাবন।

† **বৃশ্চিক**—সুপরিচিত কীট, বিছা, ইহার হুল অতিশয় যন্ত্রণা দেয়। **বৃশ্চিকালী**—বিছুটির গাছ।

† **বৃষ**—[বৃষ্ (প্রভু হওয়া, বর্ষণ করা)+অ—অত্যধিক শুক্রযুক্ত, বলবান্] ষাঁড়; (জ্যোতিষে) রাশি-বিশেষ; পুরুষের জাতি-বিশেষ; শ্রেষ্ঠ (মুনিবৃষ); ওষধি-বিশেষ; ইন্দ্র, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, শিব; সূর্য; কামদেব। **বৃষকেতন,-কেতু,-ধ্বজ**—শিব। **বৃষস্কন্ধ**—বৃষের স্কন্ধের মত স্কন্ধ যাহার।

† **বৃষভ**—বৃষ; শ্রেষ্ঠ (মুনিবৃষভ)। **বৃষভকেতু,-ধ্বজ**—শিব। **বৃষভযান**—গোযান।

বৃষভানু—রাধিকার পালকপিতা।

বৃষল—(বৃষ+লা+অ) শূদ্র (বৃষলান্নভুক্); অশ্ব; অধার্মিক; পাপিষ্ঠ। স্ত্রী. বৃষলী—শূদ্রা (বৃষলীসেবন); রজস্বলা অনূঢ়া কন্যা; মৃত বৎসা।

† **বৃষোৎসর্গ**—যে শ্রাদ্ধে চারিটি বকনা বাছুর সহ বৃষ উৎসর্গ করা হয়।

† **বৃষ্ট**—(বৃষ+ক্ত) যাহাতে বর্ষণ হয় অথবা যাহা বর্ষণ করিয়াছে। বি. **বৃষ্টি**—বর্ষণ; মেঘ হইতে জল পড়া; বৃষ্টির জল; অবিরল নিক্ষেপ বা পতন (অগ্নিবৃষ্টি; পুষ্পবৃষ্টি)। **বৃষ্টিজীবন**—বৃষ্টির উপরে যে দেশের ফল শস্য নির্ভর করে, দেবমাতৃক দেশ (বিপ. নদীমাতৃক); চাতক পক্ষী। **বৃষ্টিমান যন্ত্র**-যে যন্ত্রের দ্বারা বৃষ্টির পরিমাণ নিরূপিত হয়।

† **বৃষ্ণি**—যদু বংশ; শ্রীকৃষ্ণ। **বৃষ্ণিগর্ভ,-বরেণ্য**—শ্রীকৃষ্ণ।

† **বৃষ্য**—(বৃষ+য) যাহা শুক্র বৃদ্ধি করে; বাজীকর, শুক্রবর্ধক ঔষধাদি। স্ত্রী বৃষ্যা—আমলকী; শতাবরী; ঋষভ, ঋদ্ধি।

‡ **বৃহৎ**—(বৃহ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অৎ] বিপুল, বিস্তৃত, বিশাল, প্রকাণ্ড (বৃহৎ ব্যাপার; স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ বৃহৎ জগত হতে—রবি); দীর্ঘ (বৃহদ্ভুজ); উচ্চ; মহৎ, উদার (বৃহৎ দাক্ষিণ্য)। স্ত্রী. বৃহতী—নারদের বীণা; বাণী (বৃহতীপতি—বৃহস্পতি); উত্তরীয় বস্ত্র; ছোট বেগুন। **বৃহৎ কথা**—গুণাঢ্যকৃত বৃহৎ সংস্কৃত উপন্যাস। **বৃহৎকীর্তি**—যাহার মহৎ কীর্তি লাভ হইয়াছে, যাহার যশ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত। **বৃহৎত্বক**—সপ্তপর্ণ বৃক্ষ। **বৃহদ্ভানু**—অগ্নি, সূর্য। **বৃহদারণ্যক**—উপনিষদ্-বিশেষ। **বৃহদ্রথ**—ইন্দ্র; জরাসন্ধের পিতা। **বৃহদ্রাবী**—উৎকট শব্দকারী; ক্ষুদ্র পেচক।

‡ **বৃহত্তর**—বিস্তৃততর; প্রভাবযুক্ত পরিমণ্ডল (বৃহত্তর ভারত—ভারতীয় প্রভাবযুক্ত দেশাদি) [ছদ্মনাম।

‡ **বৃহন্নলা**—বিরাট গৃহে বাসকালে অর্জুনের

‡ **বৃহস্পতি**—(বৃহতীর অর্থাৎ বাক্যের পতি) দেবগুরু; গ্রহ-বিশেষ; মুনি-বিশেষ; বৃহস্পতিবার। **বুদ্ধিতে বৃহস্পতি**—(ব্যঙ্গার্থে) নির্বোধ। **বৃহস্পতি সংহিতা**—স্মৃতি-গ্রন্থ-বিশেষ; **বৃহস্পতি সূত্র**—বৌদ্ধদিগের ধর্ম-শাস্ত্র-বিশেষ।

বে—(ফা.) বিহীন; বিনা, ব্যতীত; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। **বে-আইন**—আইন বহির্ভূত (বে-আইন জনতা)। **বে-আইনী**—আইন বহির্ভূত, অবৈধ (বে আইনী কাজ)। **বেআকুব**—বেকুব দ্রঃ। **বে-আক্কেল**—কাণ্ডজ্ঞান হীন, নির্বোধ। **বে-আড়া**—বেয়াড়া দ্রঃ। **বে আদব**—অভব্য, অবিনীত, ধৃষ্ট, যে গুরুজনের সঙ্গে যথারীতি ব্যবহার করিতে জানেনা; বি. বেআদবি (বেআদবী মাফ করবেন—কিছু মনে করবেন না, অপরাধ নেবেন না)। **বে-আন্দাজ**—

অপরিমিত ; যাহা অনুমান করা গিয়াছিল তাহা হইতে অনেক বেশী। বে-আন্দাজ গরম পড়েছে ; পীর সাহেবের উরসে এবার বে-আন্দাজ লোক হয়েছিল) ; বেহিসাবী, কাণ্ডজ্ঞানহীন (লোকটা বেআন্দাজ)। **বে-আন্দাজী**—আন্দাজ বা যথাযথভাবে বিচার না করিয়া (বেআন্দাজী বলে দিলেই হলো)। **বে-আবরু**—আবরণহীন, উলঙ্গ, বেপর্দা, শালীনতাহীন (বে-আবরু চাল-চলন) সম্ভ্রমহীন, বেইজ্জত। **বে-আবাদ**—অকৃষ্ট, পতিত, বসতিহীন। **বে-আরাম**—ব্যাধি ; অসচ্ছন্দতা। **বে-ইজ্জত**—অসম্মান ; অপমান শ্লীলতাহানি ; বি বেইজ্জতী। **বে-ইনসাফ**—অবিচারক, ন্যায় বিচার-বিহীন। বি বে-ইনসাফী—অবিচার। **বে-ইমান**—ধর্মবিশ্বাসহীন ; বিশ্বাসঘাতক ; নিমকহারাম (বি. বেইমানী)। **বে-এক্তিয়ার, বে-এখ্‌তিয়ার**—ক্ষমতাহীন, উপায়হীন (বি বেএখতিয়ারী)। **বে-একরার**—অস্বীকার (বিং. বে-একরারী)। **বে-ওয়াকিফ**—যে সংবাদ রাখে না, অবিদিত বেখবর। **বে-ওকুফ**—বুদ্ধি-বিবেচনাহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্বোধ। **বে-ওক্তো, বে-ওয়াক্ত**—অসময়, নির্দিষ্ট সময়ের বাহিরে (বে-ওয়াক্ত্‌ নামাজ পড়লে চলবে কেন)। **বে-ওজন**—বে-আন্দাজ। **বে-ওজর**—ওজর আপত্তি না করিয়া। **বে-ওতন**—যাহার বাড়ীঘর নাই, উদ্বাস্তু। **বে-ওয়ারিশ**—যাহার উত্তরাধিকারী বা দাবীদার নাই (বে-ওয়ারিশ মাল পেয়েছ বুঝি)। **বে-কবুল**—অস্বীকৃত, যে স্বীকার করেনা। **বে-করার** অস্থির, অস্বস্তিপূর্ণ (বি. বে-করারি—অস্থিরতা)। **বে-কল**—গোলমেলে, বে-বন্দোবস্ত (যে কাজের লোক সেই গরহাজির কাজেই সব বে-কল)। **বে-কসুর**—নির্দোষ, নিরপরাধ (আসামী বে-কসুর খালাস পেয়েছে)। **বে-কানুন**—আইনের বহির্ভূত, রীতিবিরুদ্ধ (বে-কানুনী—আইন বা রীতি বিরুদ্ধ, আইন বা রীতি বিরুদ্ধভাবে)। **বে-কাবু**—(কাবু দ্রঃ) আয়ত্তের মধ্যে না পাওয়ার ভাব। **বে-কায়দা**—আয়ত্তের বহির্ভূত অবস্থা (হুজুর এবার বে-কায়দায় পড়েছেন) ; অসুবিধা, বেজুত (পাঁচটা জিনিষ একহাতে নেওয়া বেকায়দা)।

বেকার—কর্মহীন, যাহার চাকরি-বাকরি নাই। **বেকুব, বেকুফ, বেয়াকুব**—বেওকুফ (বেকুব বনা—বোকা বনা, দিশা না পাওয়া—তোমাদের রকম সকম দেখে বেকুব বনে গেছি)। বি বেকুবি, বেকুফি—নির্বুদ্ধিতা, বোকার মত কাজ। **বে-খবর**—অনবহিত, অজ্ঞ, অসাবধান। **বে-খরচা**—খরচ না করিয়া। **বে-খাপ, বে-খাপ্পা**—খাপছাড়া, বেমানান ; অসঙ্গত। **বে-গতিক**—নিরুপায় অবস্থা, সঙ্কটজনক অবস্থা (বেগতিক দেখলে সরে পড়বে) ; উপায়হীন। **বেগরজ**—যাহার গরজ বা ব্যস্ততা বা প্রয়োজন নাই, disinterested। **বেগুনাহ্‌**—নিষ্পাপ। **বেগোছ**—বেগতিক, অসুবিধা ; অগোছালো ভাব। **বেগোড়**—মূলহীন। **বেচয়ন, বেচৈন**—অস্থির, স্বস্তিহীন (বি বেচৈনী)। **বেচারা**—উপায়হীন (বেচারা,-রী—poor fellow, ভাল মানুষ)। **বে-চাল**—যাহার চালচলন ভাল নয়, যাহার নৈতিক চরিত্র মন্দ। **বে-ছপ্পর**—নিরাশ্রয় ; বে-আবাদ। **বে-জবাব**—নির্বাক, নিরুত্তর। **বে-জোড়**—জোড়হীন, বিজোড়। **বে-টাইম**—অসময়ে (এমন বে-টাইম খাওয়া দাওয়ায় কি শরীর থাকে) ; **বেঠিক**—দিশাহারা ; অনিশ্চিত ; ভুল। **বেডর**—অভীত। **বেডৌল**—সৌষ্ঠবহীন, অসুন্দর। **বেঢঙ্গ, বেঢঙ্গা, বেঢপ**—বে-ডৌল। **বে-তদ্বির**—তদ্বির বা যোগাড়যন্ত্রের অভাব ; অতৎপর, অযত্নশীল। **বেতমীজ**—বে-আদব, অভব্য, অবিনীত (বি. বেতমীজী)। **বে-তর-বিয়ৎ**—অভব্য, অশিক্ষিত, যাহার শিষ্টাচার বোধ নাই (কথা—বেতরিবৎ ; গ্রাম্য—বেতমিৎপাত)। **বেতাক, বেতাগ**—যাহার লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়াছে। **বেতাগত, বেতাকৎ**—শক্তিহীন (গ্রাম্য—বেতাগুৎ)। **বেতার**—স্বাদহীন, বিস্বাদ। **বেতাল**—যাহার তাল বোধ নাই, বে-খেয়াল (এই অর্থে 'বেতাল্লা'ও হয়), তাল বা মাত্রা বোধের অভাব (বেতালে পা পড়ে না—মাত্রাজ্ঞানহীন হয় না, যাহা করণীয় নহে তাহা করে না)। **বেদখল**—স্বামিত্বহীন, অধিকারহীন (বাড়ী থেকে বেদখল করেছে)। **বেদখলী**—দখলহীনতা, উচ্ছেদ। **বেদড়া**—(ফা বদ্‌রাহ্‌) বিপথগামী, বেয়াড়া। **বেদম**—

দম বা শ্বাস রহিত ; বিরামহীন (বেদম প্রহার)। **বেদল**—দলভ্রষ্ট,• যূথভ্রষ্ট। **বেদলীল, বেদলীলী**—প্রমাণহীন, শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা অসমর্থিত। **বেদস্তুর**—রীতিবিরুদ্ধ, প্রথা-বহির্ভূত। **বেদাঁড়া**—মেরুদণ্ডহীন ; রীতি-বহির্ভূত, ধারা-বহির্ভূত ; বেয়াড়া। **বেদাগ**—নিষ্কলঙ্ক, নিশ্চিহ্ন। **বেদাবী. বেদাওয়া**—যাহার দাবীদার নাই ; নির্বিবাদে ; দায়মুক্ত। **বেদিল**—নির্দয় ; নিরানন্দ। **বে-দিশা**—দিশাহারা ; বেতাল। **বেদীন**—সত্যধর্মে অবিশ্বাসী, অধার্মিক, বিধর্মী। **বেদেরেগ**—দ্বিধাহীনভাবে, অশ্রান্ত (বেদেরেগ চালাও গুলি)। **বেধড়ক**—ধড়াধ্বড় ; বেপরোয়া ভাবে। **বেধারা**—রীতি-বহির্ভূত। **বেনজীর**—যাহার নজির নাই. উপমাহীন, অতুলনীয়। **বেনসীব**—বদ্‌নসীব। **বেনাম**—যাহার নাম নাই, যাহাতে নামের উল্লেখ নাই (বেনামে লিখেছে)। বিণ বেনামী—নাম অথবা পরিচয়বিহীন, anonymou-, ছদ্ম নাম (বেনামী চিঠি)। **বেনামদার, বেনামীদার**—যে প্রকৃত মালিক নয় কিন্তু মালিক বলিয়া উল্লিখিত। **বেনিমক**—লবণহীন। **বে-নিয়াজ**—যাহার অভাব বা প্রার্থনা নাই, সর্বশক্তিমান। **বে-নুটিস**—বিজ্ঞাপন বা সংবাদ না দিয়া। **বে-পরোয়া**—নির্ভয়, গ্রাহ্য না করিয়া (বি বে-পরোয়াই)। **বে-পর্দা**—আবরণহীন বা ঘোমটাহীন আপত্তিকরভাবে প্রকাশ্য বা আবরণহীন (**বেপর্দা গলা**—যে গলায় সুর ঠিকভাবে খেলে না, অ-সাধা বেসুর গলা। **বে-পছন্দ** অপছন্দ। **বে-ফয়দা, ফায়দা**—অকারণ, বৃথা। **বে-ফাঁস**—যাহা ফাঁস করা বা প্রকাশ করিয়া বলা উচিত নয়, অশ্লীল (বেফাঁস বলা ; বেফাঁস কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল)। **বে-বন্দোবস্ত**—বিশৃঙ্খল অবস্থা ; বিশৃঙ্খল (বে-বন্দোবস্তী মহাল—যে মহালের জমি বন্দোবস্ত করা হয় নাই)। **বে-বুনিয়াদ**—ভিত্তিহীন। **বে-ভুল**—ভোলা, বিহ্বল ; ভুলো অথবা দিশাহারা ভাব (বুড়ো হয়েছি সব ভুল হয়ে যায়)। **বে-মক্কা,-মাক্কা**—(ফা বে-মৌক'া') স্থান কাল পাত্রের অনুপযোগী, অসময়োচিত, অসঙ্গত, অদ্ভুত (এমন বেমাক্কা কাণ্ড করে বসবে কে জানতো। **বে মানান** অশোভন, বে-খাপ। **বে-মালুম**—যাহা বাহির হইতে টের পাওয়া যায় না (বেমালুম মেরামত ; বেমালুম হজম করা—অতি নিপুণভাবে আত্মসাৎ করা। **বে-মেরামত**—মেরামত না করা অবস্থা (বাড়ীটি বহু দিন বে-মেরামত অবস্থায় পড়িয়াছিল)। **বে-মিল**—গরমিল, অসঙ্গতি, অবনিবনাও। **বে-মুনাসিব**—বে-মানান, অপছন্দ ; অসুবিধাজনক। **বেয়াড়া**—অনিয়ন্ত্রিত, দুর্বিনীত. যাহাকে বশে আনা কঠিন, অভব্য, অশিষ্ট (বেয়াড়া ছেলে ; বেয়াড়া চুল ; বেয়াড়া বুদ্ধি)। **বেয়াদব**—বে-আদব দ্রঃ। **বে রসিক**—যাহার রস-বোধ নাই ; স্থূল প্রকৃতির। **বেরহম**—নিষ্ঠুর। **বেরিয়া**- ছলনাহীন। **বেরেশা**—আঁশশূন্য। **বে-রোজগার**—যাহার রোজগারের উপায় নাই. বেকার। **বে-লয়**—বেতালা ; যাহা মিল খায় না। **বে-লেহাজ**—অভব্য শ্রদ্ধাহীন। **বে-শক**—নিশ্চয়, নিঃসন্দেহ (তেমন প্রচলিত নয়)। **বে-শরম,-সরম**—নির্লজ্জ। **বে-সুমার**—যাহা গণিয়া শেষ করা যায় না, অপরিমিত, প্রভূত। **বে সম্পর্ক**—নিঃসম্পর্ক। **বে-সরকারী**—সরকার বা গভর্ণমেণ্টের সংশ্রবহীন। **বেসাড়**—অসাড়, বেসামাল। **বে-সামাল**—আত্মকর্তৃত্বহীন, অসাবধান (বেসামাল হওয়া—অসংযত কথাবার্তা বা চালচলন. কিছু অপ্রকৃতিস্থ ভাব, বাহ্যের বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া কাপড়চোপড় নষ্ট করা ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়)। **বে-সুর**—বিকৃত সুর (বেসুর বাজে—ঠিক সুর বাজিতেছে না) ; অসঙ্গতি প্রকাশ পায় (বিণ বেসুর, বেসুরা, বেসুরো)। **বে-হক**—না-হক. অসঙ্গত, অন্যায়ভাবে ; অকারণ, অযথার্থ দাবীহীন। **বে-হদ্দ**—যাহা সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে, অত্যন্ত বেশী, একশেষ, যার পর নাই (সাধারণতঃ নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়—বেহদ্দ পাজী)। **বে হাত**—আয়ত্তের বাহিরে, অন্যের অধিকার-ভুক্ত (বিষয় সম্পত্তি যা ছিল সব বে-হাত হয়ে গেছে)। **বেহায়া**—নির্লজ্জ (বেহায়া বেল্লিক)। **বেহাল**—দুর্দশাগ্রস্ত, পর্যুদস্ত (বাড়ি ঘর হাল গরু সব গেছে, বড় বেহাল হয়ে পড়েছি ; এত জ্বরে বেহাল হয়ে পড়েছে)।

বে-হিম্মত—পৌরুষহীন, সাহসহীন। **বে-হিসাব**—যাহার হিসাব বা লেখাজোখা নাই, প্রচুর, অজস্র। **বে-হিসাবী**—যে হিসাব করিয়া চলেনা, দিলদরিয়া, অপব্যয়কারী অথবা অতিখরচে, পরিণাম-চিন্তা-বর্জ্জিত। **বে-হুকুম**—হুকুমের বিরুদ্ধ, বিনা অনুমতিতে। **বে-হুদা**—অকারণ, অযৌক্তিক, অসঙ্গত, বেয়াড়া, উম্মার্গগামী (বেহুদা কথা কাটাকাটি; বেহুদা কথা; পাজি বেহুদা)। **বে-হুঁস**—(ফা. বেহোশ) অচৈতন্য, অভিভূত; মত্ত; অসতর্ক, ভাবে বিভোর। **বে-হুঁসিয়ার**—অসাবধান, তেমন চালাক চতুর নয়। **বেহেড**—(ইং. head) বুদ্ধিহীন, মাথামুণ্ডু কিছু নাই, বিকৃতবুদ্ধি। [কথ্য ভাষা)।

বে—বিয়ে, বিবাহ, (কলিকাতা অঞ্চলের

বেআক, বেয়াক, ব্যাক—বেবাক (পূর্ববঙ্গে কথিত)। [ব্যাকুল, অস্থির, বিহ্বল।

বেআকুল, বেয়াকুল—(কাব্যে ব্যবহৃত)

বেউলা—(গ্রাম্য) বেহুলা। **বেউলা সুন্দরী**—উপকথার বেহুলার মত সর্বকর্মে অতিশয় নিপুণা (গ্রাম্য)।

বেওয়া—(সং. বিধবা) বিধবা।

বেঁউ, বেঁও—বাঁও। **বেঁওৎ**—(গ্রাম্য) দিশা, কর্ম সম্পাদনের পদ্ধতি (কেমন করে যে করব তার বেঁওৎ পাচ্ছি না)।

বেং, বেঙ,-ঙ্গ—ব্যাং দ্রঃ।

বেঁক—যেখানে বাঁকিয়া গিয়াছে, বক্রস্থান (বেঁকটার কাছে ধর)।

বেঁকা—(গ্রাম্য) বাঁকা, অসরল; কুটিল। **বেঁকানো**—বাঁকানো।

বেঁকি—(প্রাদেশিক) বাঁকমল; সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির চতুর্দিক ঘুরাইয়া যে চালযুক্ত বেড়া দেওয়া হয়।

বেঁটে—(সং. বণ্ঠ) খর্বাকৃতি, খাটো, বামন। **বেঁটেখাটো**—খর্বাকৃতি, খর্বাকৃতি ও মজবুত। **বেঁটেখেঁটে**—খর্বাকৃতি ও খেটের মত মজবুত। **বেঁটেবক্সু**—খর্ব, বামন।

বেঁড়ে—(সং. বণ্ড) লাঙ্গ্‌লহীন। **বেঁড়ে জাঁক**—বেমানান গর্ব। **বেঁড়ে রাগ**—(গ্রাম্য) অযথা ক্রোধ, হাস্যকর ক্রোধ।

+ **বেগ**—(বিজ্‌+ঘঞ্‌) প্রবাহ, গতির প্রবলতা বা দ্রুততা (মলমূত্রের বেগ; বেগে ধায় নাহি রহে স্থির—রবি; বায়ুবেগে; গতির পরিমাণ, velocity (পাঁচমাইল বেগে; **অসমবেগ**—যে বেগের পরিমাণ বদলায়, variable velocity) ধাক্কা, প্রবল প্রতিকূলতা (এর জন্য বেগ পেতে হবে)। **বেগ দেওয়া**—বেগ হওয়া (প্রস্রাবের বেগ দিয়েছে)। **বেগবান্‌,-শালী**—যাহা বেগে গমন করে। **বেগা**—আবদেরে, জেদী (ছোট ছেলে সম্বন্ধে বলা হয়, ছোট মেয়েদের বলা হয় বেগী)।

বেগ—(তুর্কী) সম্ভ্রান্ত মোগলের উপাধি।

বেগম—(তুর্কী—দুঃখ যাহাকে স্পর্শ করে না, আনন্দরূপিণী) সম্ভ্রান্ত মোগল মহিলা; রাণী (বাদশার বেগম); মুসলমান মহিলা (বর্তমানে খাতুনের স্থলে সাধারণত বেগম ব্যবহৃত হয়)।

বেগর—(ফা. বগ'ইর) ব্যতীত, বিনা (বেগর মেহনতে কোন কাজ হয় না)।

বেগানা—(ফা. বেগানাহ্‌) অনাত্মীয় নিকট সম্পর্কহীন (বিপ. এগানা); বিদেশী।

বেগার—(ফা.) বিনা বেতনে খাটুনি (পাড়ার লোককে বেগার ধরে এ কাজ করিয়ে নিয়েছি); বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক খাটুনি (জমিদারের বাড়ীতে বেগার খাটা); যে বিনা বেতনে কাজ করে। **বেগার টালা,-ঠেলা**—বেগার দেওয়া, বেগার খাটা গোছের অর্থাৎ দায়শোধ দেওয়া গোছের কাজ করা। **বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান**—বিনা বেতনে গঙ্গায় শব বহন করা ও সেই সম্পর্কে গঙ্গাস্নান, ঘটনাচক্রে অথবা অপ্রাথিতভাবে মহৎ লাভ। ভূতের বেগার খাটা—ভূত দ্রঃ।

বেগী—বেগবান, প্রবাহযুক্ত; যাহা বেগে চলে, শ্যেন, বায়ু, দূত; নৌকা-বিশেষ। স্ত্রী. বেগিনী।

বেগুন,-ণ—(সং. বাতিঙ্গন) সুপরিচিত তরকারি (পূর্ববঙ্গে বাইগন, বাইঙ্গন)। **বেগুন ফুল**—সখীত্ব-সূচক সম্বন্ধবিশেষ। **বেগুনী, বেগুনে, বেগ্‌নী**—বেগুনের মত রং-বিশিষ্ট লোহিতাভ, নীল, purple; বেশম মাখাইয়া ভাজা বেগুনের ফালি। **বেগুন তলায় হাট বসানো**—মানুষ দিন দিনই খর্বাকৃতি হইয়া যাইতেছে এই ধারণা সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি (গ্রাম্য)। **তেলে বেগুনে**—তেল দ্রঃ। **বিলাতী বেগুন**—Tomato.

বেগোছ, বেগোড়—বে দ্রঃ। **বেঘোর**—বিঘোর দ্রঃ।

বেঙ,-ঙ্গ—ব্যাং দ্রঃ। **বেঙাচি, বেঙ্গাচি**—লেজযুক্ত ব্যাঙের ছানা। **বেঙ্গতড়কা**—ব্যাঙের মত লাফযুক্ত (বেঙ্গতড়কা বাজ—কবি কঙ্কণ)। [কারী।

বেচন—বিক্রয় করা।. **বেচনদার**—বিক্রয়

বেচা—বিক্রয় করা (কেনা বেচা—ক্রয় বিক্রয়); উৎসর্গ করা; সমর্পণ করা। কথা বেচা—কথার ব্যবসায় করা, কথা বলিয়া লোকদের ভুলাইতে চেষ্টা করা।

বেচারা—(ফা. বেচারাহ্—নিরুপায়) নিরীহ লোক, অসহায়, ভাল মানুষ, poor fellow (বেচারা কি আর করে; ও বেচারাকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছ)। সমাদরে অথবা অধিকতর করুণায় বেচারি, বেচারী।

বেজ, বেজা—(সং. বৈদ্য) বৈদ্য বা বৈদ্যজাতি। **বেজ বড়ুয়া,-বরুয়া**—রাজবৈদ্য (আসামের উপাধি-বিশেষ)। বিজাত দ্রঃ।

বেজন্মা,-জন্মা—বিজন্মা দ্রঃ। **বেজাত**—

বেজায়—(ফা. বেজা) অনুচিত, অন্যায়ভাবে (বিপ. জায়—জায়বেজায় করে গাল দিয়েছে); অতিশয়, অত্যন্ত, অপরিমিত (বেজায় গরম পড়েছে)।

বেজার—(ফা. বেযার) অসন্তুষ্ট, বিরক্ত, ক্রুদ্ধ (হক কথায় আহাম্মক বেজার); বিষণ্ণ, অপ্রসন্ন (বেজার মুখ)।

বেজী,-জি—নেউল, নকুল।

বেঞ্চ—(ইং bench) বিচারাসন; আদালত; বিচারপতিগণ (ফুলবেঞ্চের রায়)।

বেঞ্চি—(ইং. bench) বসিবার লম্বা ও উঁচু আসন। **বেঞ্চির উপর দাঁড়ানো**—বিদ্যালয়ের শাস্তি বিশেষ। **বেঞ্চি গরম করা**—অনেকক্ষণ (নিষ্কর্মাভাবে) বেঞ্চিতে বসিয়া অস্বস্তি বোধ করা।

বেটন—batten, অল্প চওড়া লম্বা কাঠের ফলক; পুলিশের baton বা রুল (বেটনের গুঁতো)।

বেটা—(সং. বটু) পুত্র, (বেটাবেটী—পুত্রকন্যা); বাছা (মং দাগড়াও বেটা); যোগ্যপুত্র, বাহাদুর (বাপের বেটা; পূর্ববঙ্গে বেডা বা ব্যাডা—তারে কই ব্যাডা); পুরুষ (বেটাছেলে); নামগোত্র-হীন অথবা অবজ্ঞেয় ব্যক্তি (কোথাকার কোন্ বেটা, ইন্দ্র বেটা; পাজি বেটা; তবে রে বেটা, বেটাচ্ছেলে; পাড়ার পাঁচ বেটাবেটীর চক্রান্তে)। স্ত্রী. বেটী (ভাল মানুষের বেটী, দুষ্টু বেটী)।

বেড়—(সং. বেষ্ট) বেষ্টন, ঘের (বেড় দেওয়া; দুই বেড় দিয়া কাপড় পরা); বেষ্টিত স্থান (বেড়ের মধ্যে ঢোকা); বহুদূর ব্যাপিয়া ফেলা জাল, এরূপ বেড় জালের দ্বারা যেখানে মাছ ধরা হয় (এবার ওপারে বেড় পড়েছে; বেড়ে মাছ কিনতে গেছে); গোলাকার বা তদ্রূপ বস্তুর পরিধি বা পরিমাপ (গাছের বেড়: বেড় পাওয়া; আয়ুতে বেড় পেলে হয়—আয়ুকালের মধ্যে সম্পন্ন করা যাইবে কিনা তাহাই ভাবিবার বিষয়); বৃত্তাকার পাত্র, গোলা।

বেড়া—যদ্দারা বেষ্টন করা যায় বা ব্যবধান সৃষ্ট করা হয় (বেড়া দেওয়া বাগান; হেনাবেড়ার কোণে—রবি, দুই বাড়ীর মধ্যে বেড়া তোলা); বংশাদি নির্মিত বেষ্টনী (কালী নামে দেওরে বেড়া—রামপ্রসাদ)। **বেড়া আগুন**—চতুর্দিক বেষ্টন করা আগুন, আগুনের বেষ্টনী।

বেড়া—বেষ্টন করা; অবরোধ করা।

বেড়ানো—ভ্রমণ করা, পদচারণা করা (দেশে দেশে বেড়ানো; বেড়িয়ে বেড়ানো)। পাড়া বেড়ানী (যে নারী পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া বেড়াইতে ভালবাসে—নিন্দার্থক)।

বেড়ি,-ড়ী—বেড় দিয়া বাঁধা লৌহ শৃঙ্খল বা বেষ্টনী (পায়ে বেড়ি দেওয়া); বাউলি (হাতা বেড়ি)। **বেড়ি পরা**—শৃঙ্খল পরা; (ব্যঙ্গার্থে) বিবাহ-আদি দুশ্ছেদ্য বন্ধন বরণ করা। **বেড়ি ভাঙ্গা**—শৃঙ্খল ভাঙ্গা; কঠিন বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া।

বেড়ে—(হি. বঢ়িযা, সং. বড়্র) উত্তম, পছন্দসই; খুব (বেড়ে মানিয়েছে; বেড়ে মজা)।

বেণা—সুগন্ধযুক্ত ঘাস-বিশেষ, খসখস। **বেণা বনে মুক্তা ছড়ানো**—অযোগ্য লোকদের সামনে জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের অবতারণা করা।

+**বেণি,-ণী**—বিন্যস্ত কেশপাশ, বিউনী (বেণী রচনা করা); জলপ্রবাহ (ত্রিবেণী); দুই তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। **বেণিমাধব**—প্রয়াগের চতুর্ভুজ প্রতিমা-বিশেষ। **বেণী-সংহার**—সংস্কৃত নাটক-বিশেষ, দুঃশাসনের রক্তে দ্রৌপদীর মুক্তকেশ বন্ধন ইহার বিষয়।

বেণিয়া—বেণে; লাভ সম্বন্ধে যে অত্যন্ত সচেতন।

বেণু—বাঁশ (বেণুবন); বাঁশি। **বেণুক**—গরু তাড়াইবার পাচন-বাড়ি; ডাঙ্গশ। **বেণু-যব**—বাঁশের চাউল। **বেণুবাদক**—বংশী-বাদক। **বেণুশয্যা**—বাঁশের খাট।

বেণে—বাণিয়া; স্বর্ণকার; ব্যবসায়ী। স্ত্রী. বেণেনী। **বেণেতি,-তী**—বণিকের পণ্য, রন্ধনের মশলাদি (বেণেতি দোকান—রন্ধনের মসলাদির দোকান)। **বেণেবৌ**—হলুদরঙের পক্ষী-বিশেষ।

বেত—(সং. বেত্র) বেতগাছ (বেতের ঝাড়); বেত্রদণ্ড অথবা বেত্রদণ্ড দ্বারা প্রহার (বেত মারা; বেত খাওয়া; বেত লাগানো); বেত চাঁচিয়া প্রস্তুত সরু পাত-বিশেষ (বেতের ছাউনি)। **বেতানো**—বেত দিয়া প্রহার করা। **বেত আগা বা বেতের আগা**—বেতের কচি অগ্রভাগ, ইহা ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয় ও স্বাদে তিক্ত। **বেত তোলানো**—বেত হইতে সরু পাত বাহির করা। **বেতি, বেতী**—বেতের পাতের মত বাঁশের পাতলা ও অপেক্ষাকৃত সরু চটা, চুপড়ি আদি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

বেতন—(বী+তন) পারিশ্রমিক, মাহিয়ানা, মজুরী, নিয়মিত কর্মের পারিশ্রমিক স্বরূপ নির্দিষ্ট বৃত্তি (মাসিক বেতন দুই'শ টাকা)। **বেতনগ্রাহী,-ভুক,-ভোগী**—যে নিয়মিত বেতন গ্রহণ করে, ভৃত্য। **বেতন-জীবী**—বেতন যাহার জীবিকা।

বেতর,-রো—(ফা. বে+তরহ্) বিষম, অদ্ভুত রকমের, বেয়াড়া, অশিষ্ট।

+ **বেতস**—বেত গাছ (বেতস-তরুতলে)। **বেতস গৃহ**—বেতস কুঞ্জ। **বেতস-বৃত্তি**—বেতসের মত নমনশীলতা।

বেতার—বে দ্রঃ; বৈদ্যুতিক তার-বিহীন, wireless; আকাশবাণী: এরূপ তারহীন যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা (বেতার বার্তা)।

বেতাল—বে দ্রঃ; উপদেবতা-বিশেষ (বেতাল সিদ্ধি—বেতালকে আজ্ঞাধীন করিবার ক্ষমতা লাভ)। **তালবেতাল**—উপকথার প্রসিদ্ধ দুই উপ-দেবতা। **বেতালভট্ট**—বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একরত্ন।

বেতী, বিতী—(হি. বীতনা—অতীত হওয়া; সংঘটিত হওয়া) জমিদারী সেরেস্তার হিসাবে অতীত দিনের খরচ-সূচক সাঙ্কেতিক চিহ্ন-বিশেষ।

বেতো—যে বাতরোগে ভুগিতেছে (বেতো শরীর)।

+ **বেত্তা**—(বিদ্+তৃচ্) যে জানে, অভিজ্ঞ (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—শাস্ত্রবেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা)।

+ **বেত্র**—(বী+ত্র) বেতের গাছ ও দণ্ড বা যষ্টি (বেত্রাঙ্কুর; বেত্রাঘাত)। **বেত্রধর**—বেত্রদণ্ড ধারক; দ্বারী। **বেত্রবতী**—নদী-বিশেষ; বেত্রধারিণী দ্বার-পালিকা; দুর্গামূর্তি-বিশেষ। **বেত্রাসন**—বেতের দ্বারা নির্মিত আসন, মোড়া প্রভৃতি। **বেত্রাহত**—যাহাকে তীব্র বেত্রাঘাত করা হইয়াছে (বেত্রাহত কুক্কুর)।

বেথুয়া, বেথো—শাক-বিশেষ।

+ **বেদ**—(বিদ+ঘঞ্—যাহা হইতে জ্ঞান বা ধর্মাধর্ম শিক্ষা লাভ হয়) হিন্দুর প্রাচীনতম অপৌরুষেয় শাস্ত্র (ইহার চারিভাগ—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব); অভ্রান্ত শাস্ত্র বা নির্দেশ (যা বলবে তাই বেদবাক্য বলে মানতে হবে নাকি); চারি সংখ্যা, বিষ্ণু। **বেদকণ্ঠ**—শিব। **বেদগর্ভ**—ব্রহ্মা; ব্রাহ্মণ। **বেদগুপ্তি**—ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক বেদরক্ষণ। **বেদচক্ষুঃ**—বেদ যাহার চক্ষু স্বরূপ, ব্রাহ্মণ। **বেদ জননী**—গায়ত্রী। **বেদজ্ঞ**—বেদে অভিজ্ঞ, বেদবিৎ। **বেদনিন্দক**—যে বেদ মানে না, নাস্তিক; বুদ্ধ; বৌদ্ধ। **বেদপাঠ**—আবৃত্তি-পূর্বক বেদ অধ্যয়ন। **বেদবাক্য**—বেদের বচন, বেদবাক্যের মত অভ্রান্ত ও অলঙ্ঘনীয়। **বেদ-বৃত্ত**—বৈদিক আচার। **বেদমাতা**—গায়ত্রী; দুর্গা। **বেদমার্গ**—বেদ-নির্দেশিত ধর্মপথ। **বেদ-কোরাণে নাই, বেদ-পুরাণে নাই**—কোন শাস্ত্রে নাই; অপ্রামাণ্য, উদ্ভট।

+ **বেদন**—বেদনা, ব্যথা, সমবেদনা, গভীর অনুভূতি (কাব্যে ব্যবহৃত); বিবাহ; দান; উপঢৌকন।

+ **বেদনা**—(বিদ্—অন+আ) অনুভব, বোধ; গভীর অনুভূতি ও আকুতি (বেদনায় ভরি গিয়েছে পেয়ালা পিও হে পিও—রবি); ক্লেশ; যাতনা (মর্মবেদনা); গভীর সমবেদনা ও মমত্ববোধ (সন্তানের জন্য মায়ের যে বেদনা তা কে বুঝবে)। **বেদনাকর,-দায়ক**—ক্লেশকর। **বেদনীয়**—অনুভবনীয়, জ্ঞেয়।

+ **বেদবতী**—বৃহস্পতিপুত্র কুশধ্বজের কন্যা, পুরাণ মতে ইনি রাবণ কর্তৃক ধর্ষিতা হইয়া অগ্নিতে দেহত্যাগ করেন ও পরজন্মে সীতারূপে আবির্ভূতা হন।

বেদবস্তু—বেদবিৎ। **বেদব্যাস**—বেদের বিভাগকর্তা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।

বেদমন্ত্র—বেদের যে সব বচন গীত হইত; বেদের বাণী; অভ্রান্ত বাণী বা নির্দেশ।

বেদাগম—বেদ ও আগম শাস্ত্র। **বেদাঙ্গ**—বেদের বিভিন্ন অবয়ব বা অংশ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ষড় বেদাঙ্গ)। **বেদাদি, বেদাদিবীজ**—ওঁকার, প্রণব। **বেদাদিদেব**—বেদের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা। **বেদাধিপ**—বেদের অধিপতি গ্রহ; ঋগ্বেদের অধিপতি বৃহস্পতি, যজুর্বেদের শুক্র, সামবেদের মঙ্গল এবং অথর্ববেদের বুধ। **বেদাধ্যাপন**—বেদ শিক্ষাদান। **বেদানন**—ব্রহ্মা।

বেদাত—(আ. বিদা'ত—ধর্মে নূতনত্ব) ধর্মে নব প্রবর্তনা, চিরাচরিত ইসলামীয় মত ও আচারের বহির্ভূত, সুতরাং নিন্দিত।

বেদানা—বীজহীন ডালিম জাতীয় সুপরিচিত ফল ইহার দানা বা বীজ খুব ছোট; কাণ্ডজ্ঞানহীন, বিবেচনাহীন।

বেদান্ত—বেদের শেষ ভাগ বা জ্ঞানকাণ্ড; উপনিষৎ; ব্রহ্ম-প্রতিপাদক ব্যাস-প্রণীত দর্শন শাস্ত্র, ভারতীয় ষড়্দর্শনের অন্যতম। **বেদান্তবাগীশ**—বেদান্ত দর্শনে বিশেষজ্ঞ সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধি। **বেদান্তী**—বেদান্ত মতাবলম্বী।

বেদাভ্যাস—বেদ অধ্যয়ন বিচার অনুশীলন জপ ও অধ্যাপন। **বেদাশ্রয়**—বেদ যাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, বিষ্ণু।

বেদি,-দী, বেদিকা—যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জন্য পরিষ্কৃত ভূমি; মঙ্গল কার্যের জন্য অঙ্গনে রচিত মৃত্তিকাস্তূপ; মঞ্চ; নামাঙ্কিত আংটি; পণ্ডিত।

বেদিত—(বিদ্—নিচ্+ক্ত) জ্ঞাপিত, নিবেদিত। **বেদিতব্য**—জ্ঞাতব্য। **বেদিতা**—যে জানে, জ্ঞাতা।

বেদী—(বিদ্+ইন্) বেত্তা, জ্ঞাতা, পণ্ডিত (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—অতীতবেদী; রসবেদী); পরিণেতা; বেদবিৎ।

বেদুয়িন,-য়ীন,-ঈন—(আ. বদবী; ইং bedouin) মরুবাসী আরব জাতি-বিশেষ স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও দুর্ধর্ষতার জন্য বিখ্যাত (ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন—রবি)।

বেদে—বাদিয়া দ্রঃ।

† **বেদোক্ত**—বেদে যাহা উক্ত হইয়াছে। **বেদোক্তি**—বেদের বচন। **বেদোদয়**—সামবেদ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সূর্য।

† **বেদ্য**—(বিদ্+য) জ্ঞেয়; সাক্ষাৎকার্য; পরিণেয়।

বেধ—[বিধ্ (বিদ্ধ করা)+ঘঞ্] গভীরতা, দল, thickness; বিদ্ধ বা ছিদ্র করা (মণিবেধ; কর্ণবেধ)। **বেধক**—যে বিদ্ধ করে, মণিমুক্তাদি বিদ্ধকারক; ধনিয়া। **বেধন**—বিদ্ধকরণ। **বেধনী, বেধনিকা**—মণিমুক্তাদি বিদ্ধ করিবার উপকরণ, ভোমর; হস্তীর কর্ণবেধন অস্ত্র।

বেধাঃ—(বি—ধা+অস্) যিনি বিধান করেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; সূর্য, পণ্ডিত, দক্ষ প্রভৃতি স্রষ্টা।

বেধিত—যাহাতে ছিদ্র করা হইয়াছে। **বেধী**—যে বিদ্ধ করে, লক্ষ্যবেধকারী। **বেধ্য**—লক্ষ্য, target.

বেনটা—(হি. বনাওট) নেওয়ারের ফিতা বয়নকারী মুসলমান সম্প্রদায় (নেয়াল বুনিয়া নাম বোলায় বেনটা—কবিকঙ্কণ)।

বেনা—বেণা, তৃণ-বিশেষ।

বেনা—(ফা. বিনাঈ-দৃষ্টি) কারণ, হেতু (এর বেনা, খুঁজে পেলাম না; তুমি যে এমন জোর জবর করছ এর বেনা কি)। গ্রাম্য।

বেনারস—বারাণসী। **বেনারসী**—কাশীতে নির্মিত (শাড়ী)।

বেনিয়ান—(বেনিয়া, ইং banyan) ইংরাজ কোম্পানীর দেশীয় দালাল, মুৎসুদ্দি; খাটো জামা-বিশেষ।

বেনো—বানের, বান সম্পর্কিত (বেনো গাঙ্; বেনো জল)। **বেনোজল ঢুকাইয়া ঘোরোজল বাহির করা**—অবাঞ্ছিত কিছু বাহির হইতে আনিয়া ঘরের ভাল জিনিষ নষ্ট করা।

† **বেপথু, বেপথ**—[বেপ্ (কম্পিত হওয়া)+অথু] কম্পন। **বেপথুমান, বেপমান**—কম্পমান। স্ত্রী. বেপথুমতী। [দ্রঃ]।

বেপড়তা—অসঙ্গতি, অমিল, বেপোট (পড়তা

বেপার—(সং. ব্যাপার) বাণিজ্য, মাল ক্রয় বিক্রয়; এরূপ ক্রয়-বিক্রয়-জাত লাভ (এ ক্ষেপে

বেপার কিছু হয়নি)। **বেপারি**—ব্যবসায়ী ; ছোট ব্যবসায়ী যাহারা আড়তদারের সাহায্যে কারবার করে (আদার বেপারির জাহাজের খবর কেন)।

বেপোট—অসঙ্গতি, অবনিবনাও, গরমিল, অসুবিধাজনক অবস্থা (চরের লোকদের সঙ্গে টাটির লোকের বেপোট ; সদর থেকে মাল নেওয়া বেপোট)।

বেবশ—যে কথার বশীভূত নয় বা শাসন মানেনা ; যাহা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় না (হাত পা সব বেবশ হয়ে গেছে)। (গ্রাম্য)।

বেবাক—(ফা. যাহার আর কিছু বাকী নাই) সমস্ত, সম্পূর্ণ ; নিঃশেষে (বাকী বকেয়া বেবাক শোধ করা হয়েছে)। [(প্রাদেশিক)।

বেবান—(ফা. বিয়াবান) জনমানবহীন স্থান

বেবুদ্ধিয়া—বুদ্ধিহীন, বিচারহীন (প্রাচীন বাংলা)।

বেভার—(উচ্চারণ ব্যাভার) ব্যবহার, আচরণ, প্রচলিত, রীতিনিয়ম, বিবাহে কন্যাকে ও জামাতাকে যে উপঢৌকন দেওয়া হয় (পূর্বে কন্যার সঙ্গে এক সমবয়স্কা সখীও বেভার দেওয়া হইত)।

† **বেম, বেমা (মন্)**—মাকু, তাঁত। [ভ্রষ্ট।

বে মুসলমান—অমুসলমান ; মুসলমানী-আচার-

বেয়াই—বিয়াই, বৈবাহিক। স্ত্রী. বেয়াইন, বেয়ান, বিয়াইন। **পয়সা থাকলে বেয়াইর বাপের শ্রাদ্ধ হয়**—বেশী টাকা পয়সার অপব্যবহার সম্পর্কে উক্তি।

বেয়াড়া—বে দ্রঃ। **বেয়াড়াপনা, বেয়াড়ামো**—বেয়াড়ার মত ব্যবহার।

বেয়ারা, বেহারা—(ইং. bearer) ফর্মাবরদার, পত্রাদি বাহক, আপিসের চাপরাশী (বয় বেয়ারা)।

বেয়ারিং—(ইং bearing) মাশুল না দেওয়া ডাক রেল প্রভৃতি যোগে প্রেরিত (পত্র বা প্যাকেট) যাহার মাশুল প্রাপককে দিতে হয় (বেয়ারিং পোষ্টে এসেছে)। **বেয়ারিং পোষ্টে চালানো**—অন্যের খরচে কাজ চালানো সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি।

বেয়াল্লিশ—৪২ এই সংখ্যা। **বেয়াল্লিশ বাজনা**—বহু রকমের বাজনা ; ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী।

বের—বাহির, প্রকাশিত (বের হওয়া)। **বের করা**—বাহির করা, প্রকাশিত করা (বার দ্রঃ)। বেরোনো, বেরুনো—বাহির হওয়া, বাহিরে যাওয়া। **বেরিয়ে যাওয়া**—বাহিরে যাওয়া, গৃহত্যাগ করা ; কুলত্যাগ করা।

বেরঙ,-ঙ্গ—স্বাভাবিকবর্ণবিহীন, বিবর্ণ ; রঙ্ শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া বিচিত্র রঙ ও বর্ণ এই অর্থ প্রকাশ করে (রঙ্ বেরঙের শাড়ী) ; বিবর্ণতা, মালিন্য।

বেরাদর, বেরাদার—(ফা. বেরাদর্) ভ্রাতা, জ্ঞাতিভ্রাতা ; আপনজন। **ভাই বেরাদার**—আপন জন, আত্মীয় স্বজন। **বেরাদারি**—ভ্রাতৃত্ব, ভাই ভাই ভাব, পরস্পরের প্রতি আন্তরিক সহায়তার মনোভাব বা আন্তরিক সাহায্য।

বেরাপত্র—নির্বাধ গমন সম্পর্কে রাজপ্রদত্ত আদেশপত্র, passport।

বেরিজ—(ফা. বরীজ্) খাজনা পরিশোধ না করার জন্য প্রজার জমি দখল।

বেরিবেরি—(ইং beri beri ; সিংহলী বেরি-বেরি—অতিশয় দুর্বলতা) শোথরোগ-বিশেষ, ইহাতে সাধারণতঃ পায়ের গোড়ালি ফুলে এবং রক্তহীনতা ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় ; কখনও কখনও বেরিবেরি ব্যাপক মহামারীরূপে দেখা দেয়।

বেরুচ—(ইং barouche) চার চাকার ঘোড়ার গাড়ী-বিশেষ।

বেল—(সং. বিল্ব) বেলগাছ ও ফল। **বেল পাকলে কাকের কি**—কাক দ্রঃ। **বেলপাতা**—বেলগাছের পাতা, পূজায় ব্যবহার্য বেল পাতা বা ত্রিপত্র। **বেল শুঁঠ**—কাঁচা বেল খণ্ড খণ্ড করিয়া শুষ্ক করা। **বেলের মোরব্বা**—চিনির রসে পাক করা কাঁচা বেলের খণ্ড। **আর কি নেড়া বেল তলায় যায়**—ভুক্তভোগী পুনরায় বিপদে পা দিতে রাজী হয় না।

বেল—(সং. বল্লী) ফুলগাছ-বিশেষ ; বেলফুল ; কাপড়ে বা ফিতায় ফুল পাতার নক্সা, চিকণের কাজ (বেলদার ফিতা)।

বেল—(ইং. bell) ঘণ্টা। **বেল দেওয়া**—ঘণ্টা বাজানো ; (ইং. bail) আসামী যথা সময়ে হাজির হইবে এই মর্মে জামিন ; (ইং. bale) কাপড়, পাট প্রভৃতির গাঁট ; (কাঁচের গোলাকার ঝাড় লণ্ঠন।

বেল—(বৈষ্ণব সাহিত্যে) সময়, বেলা, দিবাভাগ, বেল গেছে, বেল আর নেই—দিবাভাগ শেষ হইয়াছে (গ্রাম্য)।

বেলকুল—(আ. বিল্‌কুল্‌) সমস্ত, সম্পূর্ণ, একদম।

বেলদার—(ফা. বেল+দার) যাহারা কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া জীবিকা অর্জন করে; চিকণের কাজ-বিশিষ্ট (ফিতা); যে ঝাড় লণ্ঠনাদি সাজায়।

বেলন, বেলুন, বেলনা—(সং. বেল্লন) রুটি, লুচি ইত্যাদি বেলিবার গোলাকার ও লম্বা কাষ্ঠ খণ্ড, rol'ing pin। **বেলন পীড়ি**—রুটি বেলিবার বেলন ও পীড়ি।

বেলমুক্তা—(আ. বিল্‌মক্‌ত'া') সর্বসমেত, সাকুল্যে, মোটমাট (বেলমুক্তা পঞ্চাশ টাকা পাইবে—আদালতের ভাষা)।

বেলা—[বেল্‌ (চঞ্চল হওয়া)+অ] কাল, সময় (সকাল বেলা, সন্ধ্যাবেলা· খাবার বেলায় বোঝা যাবে); দিনমান (বেলা গেল সন্ধ্যা হল); কালক্ষেপ (বেলা করে ওঠা; যেতে বেলা হচ্ছে); পক্ষ, বিষয় (নিজের বেলায় দোষ নেই)। **অবেলা**—অসময় (কেন এলে অবেলায়); অপরাহ্ণ, অনিয়মিত কাল (অবেলায় স্নানাহার)। **এইবেলা**—এই সময়ে; এই সুযোগে। **কালবেলা, বারবেলা**—জ্যোতিষশাস্ত্র মতে অশুভ যামার্ধ-সমূহ। **বেলাবেলি**—দিন থাকিতে, সূর্যাস্তের পূর্বে। (বাংলায় উচ্চারণ ব্যালা)।

বেলা—সমুদ্রতীর (বেলাভূমি)। **বেলানিল**—সমুদ্রতীরে যে বায়ু প্রবাহিত হয়। **বেলাতিগ**—কূলপ্লাবী।

বেলা—(হি. বেলনা) পীড়ির উপরে ময়দার লেচি রাখিয়া বেলনের সাহায্যে রুটি লুচি ইত্যাদি তৈরী করা।

+**বেলাবলি**—পূর্বাহ্ণের রাগিণী বিশেষ।

বেলাল—হজরত মোহম্মদের স্বনামধন্য ভক্ত-শিষ্য ও ইস্‌লামের প্রথম মুয়াজ্জিন। ('আজান দিতেছে যুগ-বেলাল')।

বেলিফ—(ইং bailiff) আসামীকে ধৃত করা ও তাহার জরিমানা আদায় সংক্রান্ত আদালতের কর্মচারী-বিশেষ, নাজির।

বেলুন—(ইং. balloon) গ্যাসপূর্ণ ব্যোমযান-বিশেষ; গ্যাসপূর্ণ থলি যাহা আকাশে উড়ানো হয়; ফানুস, বেলন।

বেলে—(সং. বিলোটক) বেলেমাছ (বালি মাটির সহিত ইহার বিশেষ সংশ্রব হেতু)।

বেলে—বালির অংশযুক্ত (বেলে মাটি; বেলে পাথর)।

বেলেল্লা—(সং ব্যালীক; বেল্লহল্ল; হি. বিলল্লা) নির্লজ্জ, অশিষ্ট, বখাটে, লম্পট, কাণ্ডজ্ঞানহীন (বেহায়া বেলেল্লা)। **বেলেল্লাগিরি, -পনা**—নির্লজ্জ ও কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত ব্যবহার। [ফোস্কা উঠে।

বেলেস্তারা—(ইং. blister) যে প্রলেপ দিলে

বেলোয়ারি,-রী—(ফা. বিল্লৌরী) উৎকৃষ্ট কাচে প্রস্তুত (বেলোয়ারি চুড়ি; বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠন)।

বেল্লিক—(প্রা. বেল্ল—অবিদগ্ধ) নির্লজ্জ, নির্বোধ, বর্বর, যাহার আচরণ শিষ্টাচার বহির্ভূত। **বেল্লিকপনা**—বেল্লিকের মত কাজ। **বেল্লিকামি, বেলকামি**—বেল্লিকের কর্ম।

বেশ—(বিশ্‌+ঘঞ্‌—শরীর যাহাতে প্রবেশ করে) সজ্জা, বস্ত্র অলঙ্কারাদি (সুবেশা); (গৃহ, বেশ্যাগৃহ ইত্যাদি অর্থ বাংলায় অপ্রচলিত)। **বেশ-বধূ,-যোষিৎ**—বারবণিতা। **বেশ-ধারী**—ছদ্মবেশধারী; যে সাজ করিয়াছে।

বেশ—(ফা. বেশ) ভাল, উত্তম, ন্যায্য (যাবে না, বেশ কথা; বেশ বেশ, তাই হবে); খুব, যথেষ্ট (বেশ ভাল); লক্ষণীয়, প্রশংসাযোগ্য অবস্থা (বেশ দু'পয়সা হচ্ছিল; বেশ ত ছিলে)। **বেশ করেছি**—ভালই করিয়াছি, যাহা করিয়াছি সেজন্য দুঃখিত বা লজ্জিত নই। **বেশকম**—কম অথবা বেশী, অন্যথাচরণ, সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি (এতটুকু বেশকম হবার যো নেই)। **বেশকিছু**—অধিক-সংখ্যক, যথেষ্ট।

বেশর,-সর—নাকের গহনা-বিশেষ।

বেশাত—(আ বিসাত) বিত্ত, মূলধন। **বিত্তিবেশাত**—সম্পত্তি ও মূলধন অথবা ব্যবসায় ও মূলধন, সম্বল (তোমার বিত্তি বেশাত কেউ কেড়ে নিচ্ছে না—গ্রাম্য)।

+**বেশী**—বেশযুক্ত, বেশধারী (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—ছদ্মবেশী)। স্ত্রী. বেশিনী।

বেশী—(ফা. বেশী—বৃদ্ধি) অধিক, অনেক (বেশী কথা বলে); উদ্বৃত্ত (বেশী হয়েছে); আধিক্য, বৃদ্ধি (খাজনার কমীবেশী)।

বেশুমার—বে দ্রঃ।

+ **বেশ্ম**—(বিশ্ +মন্) গৃহ, ভবন।

+ **বেশ্য**—(বিশ্ +য) বেশ্যাগৃহ। **বেশ্যা**—বারাঙ্গনা। **বেশ্যাচার্য**—বেশ্যা প্রভৃতির নৃত্য-শিক্ষক।

+ **বেষ্ট**—বেষ্টনী, বেড়া, যাহা বেষ্টন করিয়া আছে (দন্তবেষ্ট—দন্তমূল); নির্যাস, টার্পিন। **বেষ্টক**—যাহা বেষ্টন করে; প্রাচীর; উষ্ণীষ; নির্যাস; টার্পিন। **বেষ্টন**—চতুর্দিকে ঘেরা, পরিবৃতি (তার বেষ্টন করি জটাজাল যত ভুজঙ্গদল তরজে—রবি); বেড়া; প্রাচীর; উষ্ণীষ; কাপড়ের পটী, bandage; পরিধি। **বেষ্টবংশ**—বেউড়বাঁশ। বিণ. বেষ্টিত—পরিবৃত। **বেষ্টিতব্য**—বেষ্টনীয়।

বেসন—বেসম; ছোলা মটর ইত্যাদি ডালের [গুঁড়া।

বেসরকারী—দেশের সরকার বা শাসন-শক্তির বহির্ভূত।

বেসাড়—বে দ্রঃ।

বেসাতি—ব্যবসায়, পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়, দোকান-দারি (দেওয়ানগিরির লোভে আমি করিলাম বেসাতি—মৈমনসিংহ গীতিকা)।

বেসালি—(পর্তু. Vasilha) দুধ দোহাইবার মাটির কেঁড়ে অথবা দুধ জ্বাল দিবার ও দই পাতিবার মাটির কড়া।

বেসো—(বৎস ?) নিঃসম্পর্ক বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সম্বোধন (ওরে বেসো কোথায় গেলি)। (মধ্য বাঙলায় 'বাসে' ও পূর্ববঙ্গে 'বাসী' বলা হয়—ট্যারডা পাইবা বাসী বাপে চক্ষু বুজলে)।

বেহাই—বেয়াই, বৈবাহিক। স্ত্রী. বেহাইন, বেহান।

বেহাগ—রাগিণী-বিশেষ, গভীর রাত্রিতে গেয়, বিষাদ শোক ইত্যাদি ভাব প্রকাশক।

বেহালা—(পর্তু. viola) সুপরিচিত ততযন্ত্র। **বেহালাদার**—বেহালা বাদক

বেহুলা—চাঁদ সদাগরের পতিব্রতা পুত্রবধূ (বেউলা দ্রঃ)।

বেহেশ্ত্—(ফা. বিহিশ্ত্) স্বর্গ, মৃত্যুর পরে পুণ্যাত্মাদের অক্ষয় আনন্দনিকেতন। **বেহেশ্তী**—বেহেশ্ত্বাসী; বেহেশ্তের মত (বেহেশ্তী সুখ); ভিস্তি। **বেহেশ্ত্ নসীব হোক**—মৃত্যুর পরে যেন বেহেশ্ত্ লাভ হয় এই দোয়া বা শুভকামনা করি।

বেহেস্ত—বেহেশ্ত্ দ্রঃ। **বিস্ত, ভেস্ত**—বেহেশ্ত্ (পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য উচ্চারণ)।

বেম্ম—(গ্রাম্য) ব্রহ্ম, ব্রাহ্ম (বেহ্মদত্যি; বেহ্মজ্ঞানী—ব্রাহ্ম)।

বৈ—বই দ্রঃ; ব্যতীত, ভিন্ন, বিনা; অবশ্যই (তোমা বৈ আর জানিনে—নিধুবাবু; যাবে বৈ কি); মূল, শিকড় (প্রাচীন বাংলা)।

+ **বৈকর্তন**—সূর্যপুত্র, কর্ণ, শনি, সুগ্রীব।

+ **বৈকল্পিক**—যাহা বিকল্পে ঘটে, alternative; সন্দেহযোগ্য।

+ **বৈকল্য**—বিকলতা, বিকৃতভাব, বিক্ষোভ (চিত্তবৈকল্য); অঙ্গহীনতা।

+ **বৈকাল**—বিকাল, অপরাহ্ণ।

বৈকালি,-লী—অপরাহ্ণ সম্পর্কিত (বৈকালি ভোজন—tiffin; বৈকালি ফুল—বিকালে দেবতাকে যে ফুলের মালা দেওয়া হয়)। **বৈকালি খাটা**—বিকালে অতিরিক্ত কাজ করা, off-time work (প্রাদেশিক)। **বৈকালিক**—আপরাহ্ণিক (বৈকালিক নিদ্রা)।

+ **বৈকুণ্ঠ**—[বিকুণ্ঠার (বিধি-মায়ার) অপত্য] বিষ্ণু, কৃষ্ণ; বিষ্ণুলোক (বৈকুণ্ঠধাম)। **বৈকুণ্ঠপতি**—বিষ্ণু, নারায়ণ।

বৈক্লব,-ব্য—বিহ্বলতা, কাতরতা, চিত্তচাঞ্চল্য।

বৈখরী—কণ্ঠ হইতে শব্দ উৎপত্তির ধরণ-বিশেষ, সুস্পষ্ট উচ্চারণ (পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী এই চারি ধরণের উচ্চারণ; 'পরা' শিশুর আধো আধো ভাষা, তাহা হইতে স্পষ্টতর 'পশ্যন্তী'—যোগশাস্ত্রে নাম জপ সম্বন্ধে পরিভাষা)।

+ **বৈখানস**—বাণপ্রস্থ; বাণপ্রস্থাবলম্বী, বাণপ্রস্থ-

+ **বৈগুণ্য**—বিকৃততা, অপরাধ; অকুশলতা; দোষ; প্রতিকূলতা (অবস্থাবৈগুণ্যে)।

+ **বৈচক্ষণ্য**—বিচক্ষণতা নৈপুণ্য, বিশিষ্ট জ্ঞান।

+ **বৈচিত্র,-ত্র্য**—বিচিত্রতা, বিভিন্নতা (রূপ-বৈচিত্র); চমৎকারিত্ব, বিস্ময়করতা। **বৈচিত্রী**—বিচিত্রতা, চমৎকারিত্ব ও বিভিন্নতা, চাতুর্য (নির্মাণবৈচিত্রী)।

+ **বৈজয়ন্ত**—(বি—জি+অন্ত) ইন্দ্রের পুরী বা প্রাসাদ; ইন্দ্রের পতাকা। **বৈজয়ন্তিক**—

পতাকাধারী। **বৈজয়ন্তিকা**—পতাকা। **বৈজয়ন্তী**—পতাকা; সিঁড়ী; শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চবর্ণময়ী আজানুলম্বিত মালা। **বিজয়-বৈজয়ন্তী**—জয়পতাকা।

† **বৈজয়িক**—বিজয় সম্বন্ধীয়, জয়সূচক (বৈজয়িকী বিদ্যা)। [পার্থক্য।

† **বৈজাত্য**—বিজাতীয়তা, বৈলক্ষণ্য; স্বভাবের

বৈজিক—বীজ সম্বন্ধীয়; পৈত্রিকবীর্যগত (দোষ); আদিকারণ সম্বন্ধীয়; সদ্যোজাত অঙ্কুর।

† **বৈজ্ঞানিক**—বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় অথবা বিজ্ঞান-সম্মত; বিজ্ঞানে কুশল, বিজ্ঞানবিৎ। **বৈজ্ঞানিকী**—বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা।

বৈঠক—উপবেশন; বার বার উঠা বসাযুক্ত ব্যায়াম (ডন-বৈঠক); সভা, মজলিস (দশ জনের বৈঠক ও পরামর্শ বা আলোচনা সভা (এবারকার বৈঠক বসবে লণ্ডনে); হুঁকার আধার। **বৈঠকখানা**—বাড়ীর বসিবার ঘর, drawing room। **বৈঠকীগান**—দশ জন ইয়ার বন্ধু একত্র বসিয়া যে গান শুনিয়া খুশী হইতে পারে, বিশেষ তান মান লয়যুক্ত গান।

বৈঠা—(সং. বহিত্র) মুখ চওড়া কাষ্ঠ খণ্ড যাহা ছোট নৌকার মাঝি হাল স্বরূপ ব্যবহার করে, এবং কখনও কখনও তাহার সাহায্যে নৌকা চালায়; পাতলা ছোট দাঁড় যাহা না বাঁধিয়া বাওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে ইহাকে বোটে বলা হয় (বোটে মারা—বোটে জলে নিক্ষেপ করিয়া নৌকা চালনা করা)।

† **বৈড়ালব্রত**—ভণ্ডামি, ধর্মধ্বজিতা, অসাধু উদ্দেশ্য গোপন করিয়া বাহিরে ধার্মিকের আচার পালন। **বৈড়ালব্রতিক,-ব্রতী**—বিড়াল তপস্বী। [নিষ্পন্ন (অবৈতনিক)।

† **বৈতনিক**—বেতনভুক্, চাকর; বেতনের দ্বারা

† **বৈতরণি,-ণী**—(বিতরণ —ষ্ণ+ ঈপ্—যাহা দানের বা গো-দানের দ্বারা পার হওয়া যায়) যমদ্বারের নদী; উড়িষ্যার নদী-বিশেষ।

† **বৈতাল, বৈতালিক**—স্তুতিপাঠক (কেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক গীতে খোলে আঁখি—মধুসূদন)। **বৈতালিকী**—বৈতালিকের সঙ্গীত; রাজা প্রভৃতির নিদ্রাভঙ্গের জন্য যে গান গাওয়া হয়।

† **বৈদগ্ধ,-গ্ধ্য**—বিদগ্ধের ভাব, পটুতা, চতুরতা; রসিকতা; পাণ্ডিত্য; চিত্তোৎকর্ষ, culture। **বৈদগ্ধী**—রসিকতা, চাতুর্য। **বৈদগ্ধ-বিলাস**—রসিকতার সুপ্রকাশ।

† **বৈদর্ভ**—বিদর্ভ সম্বন্ধীয়; বিদর্ভরাজ; দময়ন্তীর পিতা ভীমসেন। **বৈদর্ভী**—বৈদর্ভকন্যা দময়ন্তী; রচনার রীতি-বিশেষ, প্রায়-সমাসহীন মধুর রচনা (বৈদর্ভী রীতি)।

† **বৈদান্তিক**—বেদান্ত দর্শনে অভিজ্ঞ বা বেদান্তমতাবলম্বী; বেদান্ত-দর্শন সংক্রান্ত।

বৈদিক—বেদজ্ঞ; বেদবিহিত (বিপ. তান্ত্রিক; লৌকিক); ব্রাহ্মণ শ্রেণী-বিশেষ।

† **বৈদূর্য**—কৃষ্ণ-পীতবর্ণ মণি-বিশেষ, নীলকান্ত মণি, কতকটা বিড়ালের চক্ষুর মত ইহার বর্ণ।

† **বৈদেশিক**—বিদেশ বিষয়ক, বিদেশাগত, বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত (বৈদেশিক বাণিজ্য)।

† **বৈদেহ**—বিদেহবাসী; বিদেহের রাজা। **বৈদেহী**—বিদেহের রাজার কন্যা, সীতা।

† **বৈদ্য**—(বিদ্যা+ষ্ণ) বিদ্বান্, পণ্ডিত, আয়ুর্বেদে কৃতবিদ্য, কবিরাজ (গ্রাম্য—বদ্দি)। স্ত্রী. বৈদ্যা—কাকলী; বৈদ্যী—বৈদ্যের স্ত্রী। **বৈদ্যক**—আয়ুর্বেদ; চিকিৎসা শাস্ত্র। **বৈদ্যনাথ**—ভৈরব-বিশেষ, শিব (গ্রাম্য বদ্দিনাথ—বাবা বদ্দিনাথের নামে চুল দাড়ি রাখা)। **বৈদ্য-সঙ্কট**—এক সঙ্গে বহু বৈদ্যের চিকিৎসার ফলে চিকিৎসিতের আরোগ্য লাভের পথে বিঘ্ন, চিকিৎসা-বিভ্রাট; অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। **বৈদ্যোত্তর**—বৈদ্যকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি।

† **বৈদ্যুত**—বিদ্যুৎ বিষয়ক, বিদ্যুৎপূর্ণ (বৈদ্যুত কটাক্ষ)। **বৈদ্যুতিক**—বৈদ্যুত (বৈদ্যুতিক শক্তি)। [স্তাব্য।

† **বৈধ**—(বিধি+ষ্ণ) বিধিসম্মত, শাস্ত্রসমর্থিত

† **বৈধব্য**—পতিহীনতা।

† **বৈধর্ম্য**—বিধর্মের ভাব, ভিন্নধর্মতা, নাস্তিক্য (বিপ. সাধর্ম্য)।

† **বৈধুর্য**—(বিধুর+ষ্ণ) বিধুরতা, বিষণ্ণতা।

† **বৈধৃতি**—জ্যোতিষ যোগ-বিশেষ।

† **বৈধেয়**—বিধি সম্বন্ধীয়; অজ্ঞান, মূর্খ।

† **বৈনতেয়**—বিনতার পুত্র গরুড়, অরুণ।

† **বৈপরীত্য**—বিপরীত ভাব, বিপর্যয়।

† **বৈপিত্র**—(বিপিতৃ+ষ্ণ) ভিন্ন পিতৃজাত (বৈপিত্র ভ্রাতা—যাহাদের পিতা দুই মাতা এক)

বৈপ্লবিক—বিপ্লবাত্মক, revolutionary।

বৈফল্য—বিফলতা, ব্যর্থতা।
বৈবস্বত—বিবস্বতের পুত্র, সপ্তম মনু।
বৈবাহিক—বিবাহ সম্বন্ধীয় (বৈবাহিক সম্বন্ধ); পুত্র বা কন্যার শ্বশুর।
+ **বৈভব**—(বিভু+ষ্ণ) বিভুতা, সামর্থ্য, ঐশ্বর্য, মহিমা; বাহুল্য। **বৈভবশালী**—ঐশ্বর্যশালী। **বিষয়বৈভব**—বিষয় সম্পত্তির প্রাচুর্য।
+ **বৈভাষিক**—(বিভাষা+ষ্ণিক্) বৈকল্পিক।
বৈমাত্র, বৈমাত্রেয়—বিমাতার সন্তান। স্ত্রী. বৈমাত্রেয়ী। [pilot।
বৈমানিক—বিমানচারী, খেচর; বিমানচালক,
+ **বৈমুখ্য**—বিমুখতা, অপ্রসন্নতা, প্রতিকূলতা; হটিয়া আসা।
+ **বৈয়াকরণ**—ব্যাকরণবেত্তা বা অধ্যয়নকারী (গুটি গুটি আসে বৈয়াকরণ—রবি); ব্যাকরণ সম্বন্ধীয়।
+ **বৈয়াসকি**—ব্যাসের পুত্র শুকদেব।
+ **বৈয়াসিক বৈয়াসক**—ব্যাসদেব রচিত; ব্যাস সম্বন্ধীয়।
+ **বৈর**—(বীর+ষ্ণ) বিরোধ, বিদ্বেষ, শত্রুতা। **বৈরকর**—যাহা বিরোধ জন্মায়। **বৈরকার**—শত্রুতাচারী। **বৈরনির্যাতন**—শত্রুতার প্রতি শত্রুতা। **বৈরভাব**—শত্রুতা, বিদ্বেষ ভাব। **বৈরশুদ্ধি**—প্রতিশত্রুতা, বৈর-নির্যাতন। **বৈরসাধন**—শত্রুতাসাধন।
বৈরাগী—বিষয়ে বীতস্পৃহ, সন্ন্যাসী, উদাসীন (হে বৈরাগী কর শান্তিপাঠ—রবি); বৈষ্ণব (কথ্য বোরেগি; স্ত্রী. বোষ্টমি)।
+ **বৈরাগ্য**—(বিরাগ+ষ্ণ্য) বিষয়বিতৃষ্ণা বা সংসারের প্রতি অনমুরাগ, নিস্পৃহতা (হঠাৎ এমন বৈরাগ্যের উদয় হলো কেন); সন্ন্যাস, বৈষ্ণবধর্ম; বৈরাগী; উপাধি-বিশেষ।
+ **বৈরিতা**—শত্রুতা। **বৈরী**—শত্রু।
+ **বৈরূপ্য**—বিরূপতা, কদর্যতা, বিকৃতি।
বৈল—(বলীবর্দ) বয়েল দ্রঃ; নির্বোধ, উজবুক (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।
+ **বৈলক্ষণ্য**—বিশেষত্ব, বিভিন্নতা, পার্থক্য।
বৈশম্পায়ন—ব্যাসশিষ্য, মুনি-বিশেষ ইনি জন্মেজয়ের নিকট মহাভারত কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।
বৈশাখ—বৎসরের প্রথম মাস (কথ্য বোশেক)। **বৈশাখী**—বৈশাখ মাস-সম্বন্ধীয় অথবা বৈশাখ মাসে জাত (বৈশাখী চাঁপা; বৈশাখী ঝড়; বৈশাখী পূর্ণিমা)। **কাল বৈশাখী**—বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণে বায়ু কোণ হইতে যে প্রবল ঝড় আসে, nor-wester।
বৈশালী—প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত নগরী (পাটনার নিকটবর্তী)।
+ **বৈশিষ্ট,-ষ্ট্য**—বিশিষ্টতা, বৈলক্ষণ্য, অসাধারণত্ব (বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা)।
+ **বৈশেষিক**—কণাদ মুনি প্রণীত দর্শন-শাস্ত্র; বৈশেষিকদর্শন-বেত্তা।
+ **বৈশ্য**—(বিশ্+য) ভারতীয় আর্যগণের তৃতীয় বর্ণ, কৃষি, গোপালন, বাণিজ্য ইত্যাদি ইহাদের বৃত্তি। **বৈশ্যধর্ম**—বৈশ্যের বরণীয়, বৈশ্যবৃত্তি; বণিগ্‌বৃত্তি। স্ত্রী. বৈশ্যা।
+ **বৈশ্রবণ**—বিশ্রবার পুত্র কুবের, রাবণ।
+**বৈশ্বানর**—(সমস্ত নরের কুক্ষিতে যাহা অবস্থান করে) অগ্নি, জঠরানল।
+ **বৈষম্য,-ম**—(বিষম+ষ্ণ্য) সমতা বা সাদৃশ্যের অভাব, পার্থক্য, বিরুদ্ধভাব, অনৈক্য (মত-বৈষম্য)। **বৈষম্যজ্ঞান**—ভেদজ্ঞান, পার্থক্যবোধ।
+ **বৈষয়িক**—বিষয় বা সংসার-সম্বন্ধীয়; ভূসম্পত্তি বিষয়ক (বৈষয়িক সুখ, বৈষয়িক জ্ঞান); বিষয়াসক্ত।
+ **বৈষ্ণব**—(বিষ্ণু+ষ্ণ) বিষ্ণু-সম্বন্ধীয়; বিষ্ণুভক্ত বা উপাসক (বৈষ্ণবাস্ত্র; বৈষ্ণবীমায়া), মহাপুরাণ-বিশেষ; হোমভস্ম। **বৈষ্ণব বিনয়**—অতিশয় বিনয়; (ব্যঙ্গার্থে) সন্দেহজনক বিনয় (এমন বৈষ্ণব বিনয়ের কারণ)। স্ত্রী. বৈষ্ণবী। (গ্রাম্য ও কথ্য—বোষ্টম, বোষ্টমি-মী)। তাঁতীর কুলও গেল বোষ্টমের কুলও গেল—দুই দিক রক্ষা করিতে গিয়া কোন দিকই রক্ষা হইল না।
+ **বৈসাদৃশ্য**—(বিসদৃশ+ষ্ণ্য) বিসদৃশতা, বৈষম্য, বিভেদ।
বোঁ, বোঁ বোঁ—বন্ বন্, দ্রুত গতিতে বাতাস ভেদ করিয়া যাইবার শব্দ (শূন্যে এরোপ্লেন বোঁ বোঁ করে ছুটেছে); ভন্ ভন্ (মশার বোঁ বোঁ শব্দ)।
বোঁচকা—কাপড় দিয়া বাঁধা ছোট মোট (গাঁটরি বোঁচকা; সাধারণত বুঁচকি শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)।
বোঁচা—যাহার নাক থ্যাবড়া (খাঁদা বোঁচা নাকটি); যাহাতে ধার নাই (কানামোজা

বোঁচা ছুরি—যে মোল্লা মুরগী জবাই করিবে সে চোখে দেখেনা আর তাহার ছুরিখানিও ভোঁতা ; (কার্য সাধনের উপায়ের অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি) ; নির্লজ্জ (ছেঁচা বোঁচা) ; বিকলাঙ্গ (কান বোঁচা) ; যাহার ডালপালা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে (বুঁচোনো দ্রঃ)।

বোঁটা, বোঁট—(সং. বৃন্ত ; প্রা. বোণ্ট) বৃন্ত (ফুলের বোঁটা ; পানের বোঁটা) ; চুচুক।

বোকা—(সং. বুক্ক) পাঁঠা, ছাগল (বোকা বোকা গন্ধ) ; নির্বোধ। **বোকা পাঁঠা**—বড় পাঁঠা ; অতিশয় নির্বোধ (গালি)। **বোকারাম**—মহামূর্খ। **বোকামি**—নির্বোধের মত আচরণ, স্থূলবুদ্ধিতা।

বোগ্‌নো—উঁচু বাঁকানো-কাঁধাযুক্ত ধাতু পাত্র-বিশেষ। (পূঃ বঙ্গে—বউক্‌না)।

বোঙ্গা—কোল জাতির দেবতা বা আত্মা। স্ত্রী. বুঙ্গি। **বোঙ্গাবুঙ্গি**—কোল ও সাঁওতালদের দেবদেবী ; এরূপ দেবদেবীর পূজা।

বোচ্‌কা, বোক্‌চা—(আ. + ফা. বুগ + চা) ছোট মোট যাহা সাধারণত কাপড় দিয়া বাঁধা হয়, গাঁটরি। **গাঁটরি বোচকা, বোচকা বোচকি**—কাপড় দিয়া বাঁধা ছোট মোট যাহা যাত্রীরা সঙ্গে নেয়। **বোচকা-মারা**—যে বোচকা লইয়া পলায়ন করে, সুবিধা পাইলেই যে পরের জিনিষ আত্মসাৎ করে (গালি—পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

বোঁজা, বোজা—বুঁজা ও বুজা দ্রঃ। **চোখ-বোঁজা লোক**—আত্মপরায়ণ স্বার্থপর, অপরের স্বার্থের দিকে যাহার আদৌ দৃষ্টি নাই (প্রাদেশিক)।

বোঝা—যাহা বহন করা হয়, ভার (বোঝা বওয়া) ; বেশী ভারী কিছু (বোঝা হয়ে চেপেছে ; বোঝার উপর শাকের আঁটি) ; গুরুদায়িত্ব (বড় ভাই ত নেই কাজেই সংসারের বোঝা এখন তোমাকেই বইতে হবে) ; অবাঞ্ছিত বা দুর্বহ ভার বা দায়িত্ব (এ বোঝা ফেল্‌তে পারলে বাঁচি) ; দুঃখের বা বেদনার দুর্বহ অনুভূতি (বুকের বোঝা)। **বোঝাই**—বোঝাযুক্ত (বোঝাই নৌকা) ; পরিপূর্ণ (নানা বাজে জিনিষে একেবারে বোঝাই) ; বোঝা বা ভার স্থাপন (বোঝাই করা)।

বোঝা—বুঝা দ্রঃ। **বোঝাপড়া**—বুঝাপড়া দ্রঃ। **বোঝানো**—বুঝানো দ্রঃ।

বোট—(ইং. boat) বজরা (কোনো এক গ্রীষ্মকালে এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি —রবি) ; যে সব নৌকা দেশীয় ধরণের নহে (জালি বোট—ষ্টীমারাদির সহিত বাঁধা ছোট নৌকা, ইহাকে ল্যাংবোটও বলে ; **গাধা বোট**—মাল বহনের নিমিত্ত প্রস্তুত কলকজাহীন বৃহৎ জলযান যাহা কোন ষ্টীমার টানিয়া লইয়া যায়, পূর্ববঙ্গে ইহাকে আন্ধাবোট বলে ; (লক্ষণায়) বড়লোকের মোসাহেব জাতীয় কুপোষ্য)।

বোটকা—(বোকাটিয়া—বোকাপাঁঠার গন্ধের মত) উৎকট গন্ধযুক্ত (বোটকা গন্ধে ভূত পালায়)।

বোটে—বৈঠা দ্রঃ।

বোঠান—বৌ ঠাকরুণ (কথ্য)।

বোড়া—সর্প-বিশেষ (জলবোড়া ; চন্দ্রবোড়া)।

বোড়ে—সতরঞ্চ খেলার ক্ষুদ্রতম ঘুঁটি (পূঃ বঙ্গে—বইরা)। **বোড়েটেপা**—বোড়ের চাল দেওয়া।

বোত, বুৎ—(ফা. বুৎ—বুধ্—বুদ্ধমূর্তি) প্রতিমা (বয়তুল্লাহ্‌র মধ্যে তিনশ ষাটটি বোত ছিল)।

বোতল—(পর্তু. botelha ইং. bottle) বড় শিশি, মদের বোতল (বোতলও চলে—কথ্য)। **বোতল বোতল**—অনেক বোতল পূর্ণ।

বোতাম—(পর্তু. botao, ইং button) জামা আটকাইবার জন্য যে ঝিনুক প্রভৃতির চাকতি অথবা ঘুন্টি ব্যবহার করা হয়।

বোদমাটি—পুষ্করিণী-আদির নীচের পচা মাটি।

বোদা—স্বাদহীন ; বস্তুর স্বাদের বৈশিষ্ট্য-বোধ-বর্জিত, সর্দি লাগিলে মুখের অবস্থা যেমন হয় (বোদাজল ; সব বোদা লাগছে)।

***বোদ্ধা**—(বুধ্ + তৃচ্) জ্ঞাতা, সমঝদার (রসের বোদ্ধা)।

***বোধ**—(বুধ্ + ঘঞ্) অবগতি, জ্ঞান, উপলব্ধি, অনুভূতি (দুঃখ-বোধ ; রসবোধ) ; চেতনা, সাড়া ; sensation (আঁচ বোধ ; ডানহাতে আর বোধ নাই) ; প্রবোধ, সান্ত্বনা (মন আর বোধ মানে না)। **বোধক**—জ্ঞাপক, সূচক (হর্ষবোধক ; প্রশ্নবোধক)। **বোধ-কর, বোধকারক**—বৈতালিক। **বোধ-**

গম্য—যাহার অর্থ বোঝা যায়। **বোধজ্ঞ**—যে অভিপ্রায় বোঝে। **বোধন**—উদ্দীপন, জাগরণ, দুর্গার মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার উৎসব। **বোধনী**—কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশী। **বোধনীয়**—জ্ঞাতব্য। **বোধয়িতা**—যিনি বোধের উন্মেষ করেন। **বোধশোধ**—চেতনা, সাধারণ বোধ (বোধশোধ আদৌ নাই)। **বোধাতীত**—জ্ঞানাতীত, ধারণাতীত।

* **বোধি**—(বুধ্ + ই) পূর্ণজ্ঞান বুদ্ধদেবের যাহা লাভ হইয়াছিল, inner illumination; সহজজ্ঞান, intuition, তত্ত্বজ্ঞান; অশ্বত্থবৃক্ষ (বোধি দ্রুম—যে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বুদ্ধদেবের বোধিলাভ হইয়াছিল)। **বোধিসত্ত্ব**—বোধি যাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা, বুদ্ধ-বিশেষ।

† **বোধিত**—(বুধ্ + ণিচ + ক্ত) বিজ্ঞাপিত, জাগরিত। **বোধিতব্য**—জানাইবার যোগ্য। **বোধ্য**—যাহা বুঝিতে পারা যায়।

বোধিদ্রুম, বোধিসত্ত্ব—বোধি দ্রঃ।

* **বোধোদয়**—জ্ঞানের উদয়।

বোন—ভগিনী; ভগিনীস্থানীয়া, সখী। **বোনঝি, বোনপো**—কোন নারীর ভগিনীর কন্যা অথবা পুত্র (পুরুষের ভগিনীর বা তাহার স্ত্রীর ননদের পুত্রকন্যাকে ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ী বলা হয়)। **বোন সতীন**—পূর্বে বোন ছিল বর্তমানে সতীন, সুতরাং তাহাদের মধ্যে অবনিবনাও অত্যন্ত বেশি। **বোনাই, বুনুই, বনুই**—(গ্রাম্য) ভগিনীপতি।

বোনা—বুনা দ্রঃ।

বোবা—বাক্‌শক্তিহীন, মূক; নির্বাক (কি জানাব চিত্ত বেদন বোবা হয়ে গেছে যে মন—রবি)। * **বোবাপানি বা জল**—স্রোতোহীন জলরাশি (বোবা পানিতে সবাই মাঝি—যাহা কষ্টকর নয় সেরূপ কাজে সবাই দক্ষ)।

বোম—(ফা. বম—গভীর শব্দ) আতসবাজি-বিশেষ (বোম ফোটা—বোমের শব্দ হওয়া)। চালিয়াৎ।

বোমা—(ইং. bomb) বিস্ফোরক-পূর্ণ মারাত্মক ধাতুগোলক-বিশেষ (বোমা মারা—লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করা); বস্তা হইতে চাউলাদি বাহির করিবার মাথা-সরু ও পেট-মোটা ফাঁপা একপাশ খোলা শলাকা-বিশেষ (বোমা মেরে চাল বের করা; পেটে বোমা মারলে বিদ্যা বেরুবে না—পেটে দ্রঃ); জল উপরে তুলিবার যন্ত্র-বিশেষ, pump।

বোম্বেটে—(ইং. পর্তু. bombardier গোলন্দাজ সৈন্য-বিশেষ) জলদস্যু, তাহা হইতে ঠগ ধরিবাজ ইত্যাদি (এক বোম্বেটের পাল্লায় পড়েছিলাম)।

বোয়া—(সং. বপন) বপণ করা, রোয়া।

বোয়াল, বোয়ালি—(সং. বোদাল) আঁইসহীন বৃহৎ মৎস্য-বিশেষ। **রাঘব বোয়াল**—খুব বড় বোয়াল, ইহারা ছোট মাছ খাইয়া ফেলে; তাহা হইতে, সর্বগ্রাসী মহাজন মোড়ল প্রভৃতি।

বোর—(সং. বদর) শিশুর কটিভূষণ-বিশেষ (বোর পাটা)।

বোরকা, বোরখা—(আ. বুরক'া') মুসলমান মেয়েদের ব্যবহৃত সুপরিচিত ঘেরাটোপ।

বোরা—(হি) চট দিয়া প্রস্তুত থলে, বস্তা।

বোরো—(সং. বোরব) এক প্রকার ধান, ইহা সাধারণতঃ বিল অঞ্চলে জন্মে ও বৈশাখ মাসে কাটা হয়।

বোর্ড—(ইং. board) বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ ফলক (শিক্ষক মশায় বোর্ডে লিখে দিলেন); শিক্ষা, রাজস্ব, পৌরশাসন ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিচালক-সভা (লোকাল বোর্ড; রেভিনিউ বোর্ড, শিক্ষা বোর্ড)।

বোল—(বউল দ্রঃ) মুকুল (আমের বোল)।

বোল—ক্ষারজল (কলা গাছের শুকনা ডগা ও পাতা পোড়াইয়া যে ক্ষার তৈরি হয় তাহা সিদ্ধ করিয়া পল্লী রমণীরা কাপড় কাচিবার বোল তৈরি করে)।

বোল—(প্রা. বোল্ল) কথা ধ্বনি, অস্পষ্ট কথা (শিশুর আধো আধো বোল, হরিবোল); গৎ (তবলার বোল; হারিয়ে গেছে বোল বলা সেই বাঁশী—সত্যেন্দ্রনাথ); বিশেষ ভঙ্গির কথা (শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল—ভারতচন্দ্র)। **বোলচাল**—চটুল কথা ও ভাবভঙ্গি (বোলচাল দিতে শিখেছে); কথাবার্তা (বোলচালে মন্দ নয়)। [পীতবর্ণ কীট।

বোলতা—(সং. বরটা) সুপরিচিত হুলযুক্ত

বোলবোলা, বোলবোলাও—(আ. বল-বলা,-হ্—কলরব, উচ্চধ্বনি) নাম ডাক, সমাজে প্রসিদ্ধি (চারিদিকে তাদের তখন নতুন বোলবোলাও হয়েছে)।

বোলশেভিক—রাশিয়ার বর্তমান শাসনপদ্ধতির পরিচালক ও সমর্থক দল, কম্যুনিষ্ট, Bolshevik.

বোলানো—(প্রাচীন বাংলা) বলানো, অপরের মুখে প্রকাশ করা (গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই—কবিকঙ্কণ); (পূর্ববঙ্গে) ডাকা, আসিবার জন্য সংবাদ দেওয়া (মিয়ারে আন্দরে বোলাইছে); আসিবার জন্য হুকুম করা (বোলাও তহশিলদারকে)।

বোল্টু—(ইং. bolt) মজবুত করিয়া আঁটিবার লৌহ-শলাকা-বিশেষ।

বোস্তা—(ফা. বোস্তাঁ) শেখ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থ (গুলেস্তা বোস্তা শেষ করেছিল)।

বৌ—(সং. বধূ) বউ দ্রঃ। **বৌঅন্ত**—পুত্র-বধূগত, পুত্র-বধূর প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ (শাশুড়ীর বৌঅন্ত প্রাণ)। **বৌগিরি**—বধূর মত লম্বা ঘোমটা টানা (ব্যঙ্গে)।

• **বৌদ্ধ**—(বুদ্ধ+ষ্ণ) বুদ্ধ-সম্পর্কিত অথবা বুদ্ধ প্রবর্তিত; বুদ্ধের মতাবলম্বী (বৌদ্ধদর্শন; বৌদ্ধগণ)।

+ **ব্যক্ত**—(বি—অন্জ্+ক্ত) স্ফুট, স্পষ্ট, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত; প্রকট, প্রকাশিত মনোভাব ব্যক্ত করা)। **ব্যক্তগণিত**—পাটী-গণিত। **ব্যক্তরাশি**—যে রাশি জানা গিয়াছে, known quantity। **ব্যক্তরূপ**—বিণ্. যে রূপ বা লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে, দৃশ্যরূপ।

+ **ব্যক্তি**—(বি—অন্জ্+ক্তি) প্রকাশ (কিন্তু এই অর্থে বাংলায় সাধারণত অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হয়); লোক, জন, শরীরী, বিশিষ্ট লোক (তার মত ব্যক্তি)। **ব্যক্তিগত**—কোন বিশেষ লোক সম্পর্কিত, নিজের। **ব্যক্তিতন্ত্র**—যে ব্যবস্থায় ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বা স্বার্থ চিন্তার মুখ্য বিষয়, individualistic।

+ **ব্যগ্র**—(বিগত অগ্র যাহার, বহুব্রী) ব্যাকুল, ব্যস্ত উৎসাহী, আগ্রহী (যাইবার জন্য ব্যগ্র): বিণ্। বি. ব্যগ্রতা—ব্যস্ততা, আগ্রহাতিশয্য, ব্যাপৃতত্ব (কর্মব্যগ্রতা)। **ব্যগ্রতা করা**—ব্যাকুলতা প্রদর্শন করা, অতিশয় অনুনয় বিনয় করা (গ্রাম্য ব্যাগ্গতা, ব্যাগোত্তা)।

ব্যঙ্গ—বিকৃতাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ (এই অর্থে বাংলায় সাধারণত ব্যবহৃত হয় না); বিকৃতাঙ্গের দ্বারা যাহা করা যায়, উপহাস, বিদ্রূপ (তোতলামি নিয়ে ব্যঙ্গ করা)। **ব্যঙ্গপ্রিয়**—যে ঠাট্টা-তামাসা করিতে ভালবাসে। **ব্যঙ্গবাণী**—বিদ্রূপবাণী।

ব্যঙ্গার্থ—বাচ্যার্থ ভিন্ন ব্যঞ্জনার দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয় (পারঘাটায় বসে আছি ইহার সাধারণ অর্থ খেয়ার সাহায্যে ওপারে যাইবার জন্য বসিয়া আছি, কিন্তু ব্যঙ্গার্থ হইবে, জীবনের শেষে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি; এক বাক্যের বা কথার বহু ব্যঙ্গার্থ হইতে পারে)। **ব্যঙ্গোক্তি**—ব্যঙ্গপূর্ণ উক্তি; বক্রোক্তি। **ব্যঙ্গ্য**—যাহা ব্যঞ্জনার দ্বারা বুঝিতে হয় (ব্যঙ্গ্যোক্তি—বক্রোক্তি)।

+ **ব্যজন**—(বি—অজ্+অনট্) তালের পাখা; বাতাস করা; যাহা দিয়া বাতাস করা যায়। **ব্যজনী**—বাতাস করিবার পাখা; চমরী গরু।

+ **ব্যঞ্জক**—(বি—অন্জ্+ণক) প্রকাশক, দ্যোতক, সূচক (ভাবব্যঞ্জক); অন্তরের ভাবাদি প্রকাশক অভিনয়।

+ **ব্যঞ্জন**—দ্যোতন, সূচন; স্ত্রী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য-বোধক লক্ষণ বা চিহ্ন (শিশ্নাদি); অন্ন ভোজনের উপকরণ, তরকারি, দধি ঘৃতাদি (পঞ্চ ব্যঞ্জন; অন্ন ব্যঞ্জন); ব্যঞ্জনবর্ণ (যাহা স্বরবর্ণের যোগে ব্যঞ্জিত অর্থাৎ স্পষ্টীকৃত)। **ব্যঞ্জনকার**—পাচক। **ব্যঞ্জনসন্ধি**—ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত ব্যঞ্জন বর্ণের বা স্বরবর্ণের সংযোগ (বাগ্‌বৈভব; বাগার্থ; নিরহঙ্কার)।

+ **ব্যঞ্জনা**—(বি—অন্জ্—ণিচ্+ অনট্+আ) শব্দের যে শক্তির দ্বারা অভিধা লক্ষণা ও তাৎপর্য অর্থাৎ সাধারণ অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ বুঝায়, ব্যঙ্গার্থ; প্রকাশনা। বিণ. ব্যঞ্জিত—প্রকাশিত, ভাবভঙ্গি দ্বারা ব্যক্ত, স্পষ্টীকৃত।

+ **ব্যতিক্রম**—(বি—অতি—ক্রম্+ঘঞ্) ক্রম-বিপর্যয়, উল্লঙ্ঘন, অন্যথাচরণ, বৈপরীত্য, exception (নিয়মের ব্যতিক্রম)। বিণ. ব্যতিক্রান্ত—উল্লঙ্ঘিত, বিগত।

+ **ব্যতিব্যস্ত**—বিব্রত, অতিশয় ব্যস্ত, ব্যাকুল (নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত)।

+ **ব্যতিরিক্ত**—(বি—অতি—রিচ্+ক্ত) অতিরিক্ত, পৃথক্‌কৃত, বিভিন্ন, অধিক। বি. ব্যতিরেক—প্রভেদ, বিভিন্নতা, অভাব, অতিক্রম, অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **ব্যতিরেকী**—প্রভেদক (**ব্যতিরেকী ভাবে বলা**—বিপরীত দিক

হইতে বলা, প্রকারান্তরে বলা)। **ব্যতিরেকে**—অসম্ভাবে, ব্যতীত, বিনা।

ব্যতিহার, ব্যতীহার—(বি—অতি—হৃ+ঘঞ্) পরস্পর একরূপ ক্রিয়া করা (কর্ম-ব্যতিহার ; রণ-ব্যতিহার) ; বিনিময় ; গালা-গালি, মারামারি।

ব্যতীত—(বি—অতি—ই+ক্ত) অতিক্রান্ত, বিগত ; বিনা (শ্রম ব্যতীত কার্যসিদ্ধি অসম্ভব)।

† **ব্যতীপাত**—(বি—অতি—পত্ + ঘঞ্) ভূমিকম্প, ধূমকেতুর উদয় ইত্যাদি দৈব উৎপাত, (জ্যোতিষে) অশুভ যোগ-বিশেষ ; অশ্রদ্ধা।

† **ব্যত্যয়**—(বি—অতি—ই+অ) ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য, অন্যথা (প্রতিদিন সকালে পার্কে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করা বৃদ্ধের এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে তাহার সম্বন্ধে ইহার ব্যত্যয় কেহ ধারণা করিতে পারিত না)।

ব্যথা—(ব্যথি+অ+আ) দুঃখকর অনুভূতি, মর্মবেদনা (যে ব্যথা বাজিল বুকে) ; মর্মযাতনা-দায়ক অভাব-বোধ, স্নেহপ্রেম বা দরদ (আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে—রবি ; 'সন্তানের তরে জননীর ব্যথা') ; প্রসব-বেদনা (ব্যথা খাওয়া—বার বার প্রসব বেদনা অনুভব করা ; ব্যথা ওঠা—বর্তমানে গ্রাম্য ও মেয়েলি) ; শোকজনিত মর্মযাতনা (আহা ওর বুকে অনেক ব্যথা ; ব্যথাখাগী—যে রমণী বহু শোক পাইয়াছে)। **ব্যথাতুর**—বেদনার্ত, দুঃখাহত, শোকাকুল। **ব্যথাভরা**—বেদনাপূর্ণ, সম-বেদনাপূর্ণ। বিণ. ব্যথিত—বেদনাক্লিষ্ট, শোক-সন্তপ্ত, সমবেদনাপূর্ণ। **ব্যথিতবেদন**—(প্রধানত কাব্যে ব্যবহৃত) দুঃখের জন্য সমবেদনা। **ব্যথী**—ব্যথিত (ব্যথার ব্যথী)।

† **ব্যধিকরণ**—(বিভিন্ন অধিকরণ যাহার—বহুব্রী) যে সমাসে বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত পদ থাকে (দণ্ডপাণি)।

† **ব্যপদিষ্ট**—(বি—অপ—দিশ্+ক্ত) ছলিত, প্রতারিত ; অভিহিত। বি. **ব্যপদেশ**—উপলক্ষ (কর্ম ব্যপদেশে) ; অছিলা, ছল, ভান ; নাম। **ব্যপদেষ্টা**—যে ছলের আশ্রয় নেয়, কপটী ; নামোল্লেখকারী। স্ত্রী. ব্যপদেষ্ট্রী।

† **ব্যবকলন**—(বি — অব — কল্ + অনট্) বিয়োজন, বাদ দেওয়া, substraction। বিণ. ব্যবকলিত।

† **ব্যবচ্ছিন্ন**—(বি—অব—ছিদ্+ক্ত) বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, বিশেষিত। বি. ব্যবচ্ছেদ—বিভাগ, বিভেদ, ছেদন, পৃথক্করণ, dissection। **ব্যবচ্ছেদক**—যে কাটিয়া পৃথক করে, বিশেষক।

†**ব্যবধা, ব্যবধান**—আড়াল, দূরত্ব, বিচ্ছেদ, যবনিকা। **ব্যবধায়ক**—যিনি ব্যবধান বা বিচ্ছেদ সংঘটন করেন, ছেদনকারী।

ব্যবসা—(সং. ব্যবসায়) বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় ; জীবিকার উপায়, বৃত্তি (দেখছি লোক ঠকানো তোমার ব্যবসা)। **ব্যবসাদার**—(সাধারণত নিন্দার্থক) যে ব্যবসা করিয়া পেট চালায় ; যে ব্যবসায়ে লাভের জন্য প্রয়োজন হইলে প্রতারণার আশ্রয় নেয় (ওসব ব্যবসাদার লোকের কথায় তুমি ভুলছ)। **ব্যবসাদার বক্তা**—যে মুখ্যতঃ জ্ঞান-প্রচারের জন্য বক্তৃতা করে না, বক্তৃতা করা যাহার অভ্যাস ও সাধারণত ভরণ পোষণের উপায় (অবজ্ঞার্থক)।

† **ব্যবসায়**—(বি—অব—সো+ঘঞ্) কর্ম, উদ্যম, প্রযত্ন (ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—যে বুদ্ধি প্রযত্নে ও ভবিষ্যৎ সাফল্যে আস্থাশীল, একনিষ্ঠা বুদ্ধি) ; অনুষ্ঠান ; উপজীবিকা, বৃত্তি। বিণ. ব্যবসায়ী—উদ্যমশীল, যত্নপরায়ণ, বণিক, সওদাগর, ব্যাপারী, ব্যবসাদার। **ব্যবসিত**—উদ্যত, স্থিরীকৃত, নিশ্চিত।

† **ব্যবস্থা**—(বি—অব—স্থা+অ) ক্রম অনুসারে স্থিতি, পারিপাট্য, শৃঙ্খলা, নিয়ম, বন্দোবস্ত (শাসন-ব্যবস্থা ; বিলি-ব্যবস্থা ; একজন খাটবে আর দশজন তার ঘাড়ের উপর বসে খাবে, চমৎকার ব্যবস্থা ; খাবার ব্যবস্থা ভালই ছিল) ; ষড়যন্ত্র, আয়োজন (জলযোগের ব্যবস্থা ; জেলে যাবার ব্যবস্থা) ; শাস্ত্রের দ্বারা নির্ধারিত কর্ম-পদ্ধতি (বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ; প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে পণ্ডিতের ব্যবস্থা ; ব্যবস্থা দেওয়া)। **ব্যবস্থা-পত্র**—নির্দেশ-পত্র, prescription। **ব্যবস্থান**—অবস্থান, স্থিতি। **ব্যবস্থাপক**—যিনি বিধি বা নির্দেশ দান করেন, নিয়ামক, সংস্থাপক। **ব্যবস্থাপদ্ধতি**—নিয়ম-প্রণালী। **ব্যবস্থাশাস্ত্র**—আইন, ধর্মাচার বিধায়ক-শাস্ত্র। **ব্যবস্থাপন**—নির্ধারণ

নিরূপণ, সংস্থাপন। বিণ. ব্যবস্থাপিত। **ব্যবস্থিত**—ক্রম অনুসারে সজ্জিত, নিয়মিত, নির্ধারিত, সম্যক্ অবস্থিত। **ব্যবস্থিতি**—ব্যবস্থা, অবস্থিতি।

+ **ব্যবহর্তব্য**—(বি—অব—হৃ+তব্য) ব্যবহার্য, অনুষ্ঠেয়। **ব্যবহর্তা**—বিবাদ মোকদ্দমা আদি নিষ্পত্তিকারক, বিচারক, প্রধান বিচারক।

+ **ব্যবহার**—(বি—অব—হৃ+ঘঞ্—যাহার দ্বারা নানা সন্দেহ হরণ করা হয়) ঋণদান সংক্রান্ত বিবাদ, মোকদ্দমা (ব্যবহারদর্শী); আইন (ব্যবহারাজীব); কার্য, আচরণ (তার আচার ব্যবহার ভাল নয়; অন্যের প্রতি সেই ব্যবহার কর নিজের প্রতি যে ব্যবহার তুমি পছন্দ কর); কাজে লাগানো, প্রয়োগ (অস্ত্রের ব্যবহার; যন্ত্রের ব্যবহার; দাঁতন কাঠির ব্যবহার; প্রতিভার অপব্যবহার; শব্দের যথাযথ ব্যবহার; সামাজিক রীতিনীতি, বয়স্ক ব্যক্তির আচরণ (লোকব্যবহার; প্রাপ্তব্যবহার); ব্যবসায়, ক্রয়বিক্রয় (জাতিব্যবহার; কিন্তু এই অর্থে বাংলায় তেমন প্রয়োগ নাই): উপহার, বিশেষত জামাতা ও কন্যাকে দত্ত উপহার (উচ্চারণ ব্যাভার)। **ব্যবহারজীবী, ব্যবহারাজীব**—ব্যারিষ্টার, উকিল প্রভৃতি। **ব্যবহারজ্ঞ**—সাংসারিক আচার ব্যবহারে অভিজ্ঞ; আইনজ্ঞ; সাবালক। **ব্যবহার-দর্শন**—মোকদ্দমা আইন ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান, বিচারকরণ। **ব্যবহারদর্শী**—বিচারক, জুরি। **ব্যবহারপাদ**—মোকদ্দমার চারি বিভাগ (প্রথম পাদ—বাদীর আবেদন; দ্বিতীয় পাদ—প্রতিবাদীর উত্তর; তৃতীয় পাদ—বাদী যে প্রমাণাদি উপস্থিত করে; চতুর্থ পাদ—বিচারকের নির্ণয় বা রায়)। **ব্যবহার বিধি,-শাস্ত্র**—স্মৃতিশাস্ত্র, আইন। **ব্যবহার-বিজ্ঞাপনী**—মোকদ্দমার রিপোর্ট। **ব্যবহার মণ্ডপ**—বিচারালয়। **ব্যবহারা-যোগ্য**—নাবালক। **ব্যবহারাসন**—বিচারাসন।

+ **ব্যবহারিক**—লোক ব্যবহারে অভিজ্ঞ, আইন সংক্রান্ত বা আইনজ্ঞ; ব্যবহারসিদ্ধ, লোক-প্রচলিত, প্রয়োগমূলক, practical (ব্যবহারিক বিজ্ঞান; ব্যবহারিক জ্যামিতি। **ব্যবহারিক সত্তা**—তত্ত্বতঃ না হইলেও প্রতিদিনের জীবনে যে সত্তা স্বীকার করিতে হয়)। **ব্যবহারী**—বিচারক; প্রাপ্তবয়স্ক। **ব্যবহার্য**—ব্যবহারের যোগ্য, কাজের উপযোগী; যাহার সহিত সামাজিক আদান প্রদান অর্থাৎ পান ভোজনাদি চলিতে পারে।

+ **ব্যবহিত**—(বি—অব—ধা+ক্ত) ব্যবধানযুক্ত, পরস্পর অসংযুক্তভাবে অবস্থিত; আচ্ছাদিত।

+ **ব্যবহৃত**—যাহা ব্যবহার করা হইয়াছে, আচরিত, উপযুক্ত।

+**ব্যভার, ব্যাভার**—(সং. ব্যবহার—কথ্যভাষা) আচরণ, সামাজিকতা, অশিষ্ট আচরণ (ব্যাভার জানে না: ভাল কথা বলতে এসেছিলাম কিন্তু ব্যাভারটা কি করলে দেখলে); কাজে লাগানো, use (ব্যাভার করে দেখুন টিকবে ভাল); কন্যা ও জামাতাকে যে উপহার দেওয়া হয় (ব্যাভারাদি যা দিয়েছে ভালই)।

+ **ব্যভিচার**—(বি—অভি—চর+ঘঞ্) ব্যতিক্রম, অন্যথাচরণ (নিয়মের ব্যভিচার); স্খলন, স্ত্রী বা পুরুষের অবৈধ সংসর্গ। বিণ ব্যভিচারী—যে বা যাহা উল্লঙ্ঘন করে, ব্যতিক্রমকারী, (অলঙ্কারে) সঞ্চারিভাব; পরস্ত্রীগামী। স্ত্রী. ব্যভিচারিণী।

+ **ব্যয়**—[ব্যয়্ (খরচ করা)+অ] খরচ, অপচয়, ক্ষয়, নাশ (জীবন ব্যয়); (জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে দ্বাদশ স্থান। **ব্যয়কুণ্ঠ**—যে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত, কৃপণ। **ব্যয়ব্যসন,-ভূষণ**—নানা ধরণের ব্যয় (মেয়ের বিয়েতে ব্যয়ভূষণ হয়েছে)। **ব্যয়শীল**—যে ব্যয় কুণ্ঠিত নয়; যে বেশি খরচ করে। **ব্যয়সাধ্য,-সাপেক্ষ**—বহুব্যয়ে নিষ্পাদ্য। **ব্যয়স্থান**—জ্যোতিষে লগ্নের দ্বাদশ স্থান। **ব্যয়াধিক্য**—বেশী খরচ। বিণ. ব্যয়িত—যাহা খরচ করা হইয়াছে; অপচয়িত, ক্ষয়িত, বিনষ্ট। **ব্যয়ী**—ব্যয়শীল খরচে (অপব্যয়ী)।

+ **ব্যর্থ**—বিফল, যাহা প্রয়োজন সিদ্ধ করে না (এত শ্রম কি ব্যর্থ হবে; ব্যর্থমনোরথ; ব্যর্থকাম)।

+ **ব্যষ্টি**—[বি—অশ্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ক্তি] পৃথক্ অস্তিত্ব, পৃথক্ সত্তা-বিশিষ্ট, ব্যক্তি, the individual (সমষ্টির বিপরীত—সমষ্টির প্রতি যেমন ব্যষ্টির কর্তব্য আছে তেমনি ব্যষ্টিরও প্রতি সমষ্টির কর্তব্য রয়েছে)।

ব্যস্—বস্ দ্রঃ।

† **ব্যসন**—(বি—অস্+অনট্—শ্রেয়ঃ পথ হইতে উৎক্ষিপ্ত হওয়া) বিপদ, দুঃখ; পাপ; কামজ ও কোপজনিত দোষ (মৃগয়া দ্যূত দিবানিদ্রা নৃত্য-গীত ক্রীড়া মদ্যপান বেশ্যাসক্তি পরনিন্দা বৃথাভ্রমণ এই দশ কামজ ব্যসন, দৌরাত্ম্য খলতা ক্ষতি দ্বেষ ঈর্ষা প্রতারণা কটূক্তি নিষ্ঠুরাচরণ এই আট কোপজ ব্যসন); শ্রেয়ঃপথের বিঘ্নকর অত্যাসক্তি (বই পড়ার মত ভাল জিনিষও কথনো কথনো ব্যসন হতে পারে)। **ব্যসনী**—ব্যসনাসক্ত; বিপদ্গ্রস্ত।

† **ব্যস্ত**—(বি—অস্+ক্ত) উৎক্ষিপ্ত, বিপর্যস্ত (ব্যস্ত কেশ); ব্যাকুল, ব্যগ্র (অত ব্যস্ত হয়ো না; নতুন অতিথিকে নিয়ে ব্যস্ত); ব্যাপৃত (কর্মব্যস্ত); ব্যাপ্ত (শত্রুব্যস্ত প্রদেশ)। **ব্যস্তবাগীশ**—কাজ শেষ করিবার জন্য অথবা ফল লাভ করিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত। **ব্যস্তসমস্ত**—অত্যন্ত ব্যস্ত।

ব্যাং, ব্যাঙ—ভেক। **ব্যাঙ খোঁচানো**—নিরুপায় ও নিরীহ লোককে লাঞ্ছনা করা। **কুনো ব্যাঙ**—যে ব্যাঙ ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকে; যে লোক ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকিতেই ভালবাসে বাহিরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে চায় না। **সোনা ব্যাঙ**—লম্বা কাঁচা সোনার মত বর্ণযুক্ত ব্যাঙ। **ব্যাঙ তড়কা**—ব্যাঙের মত হঠাৎ দীর্ঘ লাফ। **ব্যাঙের ছাতা**—ছত্রক, mushroom।

† **ব্যাকরণ**—(বি—আ—কৃ+অনট্—বিস্তৃত বর্ণনা) শব্দের ব্যুৎপত্তি-বিষয়ক শাস্ত্র; grammar; যে শাস্ত্রের দ্বারা কোন ভাষার বিশুদ্ধ প্রয়োগের জ্ঞান জন্মে ও উহাতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থবোধ হয়।

† **ব্যাকুল**—(বি—আ—কুল+অ) ইতি-কর্তব্যতা-জ্ঞানশূন্য, উৎকণ্ঠিত, বিহ্বল (ব্যাকুলাত্মা—শোকবিহ্বলচিত্ত)। **ব্যাকুলিত**—ব্যাকুলীকৃত (ব্যাকুলিতচিত্ত), বিহ্বল, বিপর্যস্ত (ব্যাকুলিত কেশপাশ—আলুথালু চুল, কাব্যে)।

† **ব্যাখ্যা**—(বি—আ—খ্যা+অ+আ) অর্থ প্রকাশ, বিস্তারিত বিবরণ; এরূপ বিবরণযুক্ত গ্রন্থ; টীকাটিপ্পনী, গূঢ়ার্থ প্রকাশ (এই কথার কত ব্যাখ্যা হবে); সুখ্যাতি (প্রাচীন বাংলা)। **ব্যাখ্যান**—ব্যাখ্যা, বিস্তৃত বিবরণ দান। বিণ. ব্যাখ্যাত—কথিত, বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। **ব্যাখ্যাতব্য**—ব্যাখ্যার যোগ্য। **ব্যাখ্যাতা**—ব্যাখ্যানকারী। স্ত্রী. ব্যাখ্যাত্রী।

ব্যাগ—(ইং. bag) চামড়ার অথবা চটের থলি (র‍্যাশনের ব্যাগ হাতে)।

† **ব্যাঘাত**—(বি—আ—হন্+ঘঞ্—প্রতিকূল আঘাত) বিঘ্ন, অন্তরায়, প্রতিবন্ধক (ভাল কাজে অনেক ব্যাঘাত); যোগ-বিশেষ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। বিণ. ব্যাঘাতক—বিঘ্নকারী। **ব্যাহত**—প্রতিহত।

† **ব্যাঘ্র**—(বি—আ—ঘ্রা+অ) সুপরিচিত হিংস্র পশু; শ্রেষ্ঠ, বিক্রান্ত (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—পুরুষব্যাঘ্র); রক্ত-এরণ্ড। স্ত্রী. ব্যাঘ্রী। **ব্যাঘ্র নখ**—বাঘের নখ, ব্যাঘ্র নখের আকৃতির শিশুর কণ্ঠ-ভূষণ; বাঘনখ অস্ত্র। **ব্যাঘ্রনায়ক**—শৃগাল। **ব্যাঘ্রপাদ**—স্মৃতি-শাস্ত্র প্রণেতা মুনি-বিশেষ। **ব্যাঘ্রাস্য**—বিড়াল।

ব্যাঙ—ব্যাং দ্রঃ।

ব্যাঙ্ক—(ইং. bank) টাকা গচ্ছিত রাখিবার ও যাহারা গচ্ছিত রাখে তাহাদিগকে প্রয়োজন মত টাকা দিবার সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান। **ব্যাঙ্ক ফেল পড়া**—ব্যাঙ্কের পাওনাদারদের টাকা যথাসময়ে দিতে না পারা, ব্যাঙ্কের দেউলিয়া হওয়া।

ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমী—উপকথার পক্ষিদম্পতি, ইহাদের শক্তি অসাধারণ জ্ঞানও অসাধারণ।

ব্যাচ—(ইং. batch) দল (কয়েক ব্যাচ ভলান্টিয়ার); তাড়া, থাক (চিঠিগুলো ব্যাচে ব্যাচে ভাগ করে রাখা হল)।

† **ব্যাজ**—(বি—অজ+ঘঞ্) ছল, ব্যপদেশ; কৃত্রিম শোভা (অব্যাজমনোহর); কালবিলম্ব; সুদ (টাকার ব্যাজ)। **ব্যাজনিন্দা**—একের নিন্দার দ্বারা অন্যের নিন্দা জ্ঞাপন (অর্থালঙ্কার বিশেষ)। **ব্যাজ-ব্যবহার**—ছলনাপূর্ণ ব্যবহার। **ব্যাজসুপ্ত**—নিদ্রার ভানকারী। **ব্যাজস্তুতি**—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা। **ব্যাজোক্তি**—যে উক্তি বা বর্ণনার দ্বারা প্রকৃত ব্যাপার গোপন করিতে চেষ্টা করা হয়, অর্থালঙ্কার-বিশেষ।

ব্যাজ—(ইং. badge) দল, কর্মিসঙ্ঘ ইত্যাদির নির্দেশক চিহ্ন (ব্যাজ-পরা ভলান্টিয়ার)।

ব্যাট—(ইং. bat) ক্রিকেটের বল আঘাত করিয়া ফিরাইবার সুপরিচিত কাষ্ঠদণ্ড। **ব্যাট করা**—ব্যাট দিয়া নিক্ষিপ্ত বল ফিরাইয়া দিবার খেলা (বিপ. বল করা)।

ব্যাটা—(বেটা দ্রঃ) নগণ্য ব্যক্তি, নীচ ব্যক্তি (ব্যাটাচ্ছেলে—গালি ; পাড়ার পাঁচ ব্যাটাবেটি মিলে আমার এই সর্বনাশটা করেছে) ; যোগ্য পুত্র, পৌরুষযুক্ত (বাপের ব্যাটা ; পূর্ববঙ্গে ব্যাডা—পুরুষের মত পুরুষ, জোয়ান মর্দ)।

ব্যাটারি—(ইং. battery) বিদ্যুৎ উৎপাদন-কারী যন্ত্র-বিশেষ (এ রেডিও ব্যাটারি দিয়ে চালাতে হয়) ; কামান ও গোলন্দাজ সৈন্যের সংহতি।

ব্যাণ্ড—(ইং. band) বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, প্রধানত সৈন্যদলের দ্বারা ব্যবহৃত ; এরূপ বাদ্যযন্ত্র ও বাদক দল (ব্যাণ্ড-মাষ্টার—ব্যাণ্ড বাদ্যের প্রধান পরিচালক)।

ব্যাত—বেত (গ্রাম্য—ব্যাতের চোটে সোজা করা)।

ব্যাদান—(বি—আ—দা + অনট্) প্রসারণ, বিস্তার (মুখ ব্যাদান করা)। বিণ. ব্যাদিত—প্রসারিত, উদ্ঘাটিত।

ব্যাধ—[ব্যধ্ (বিদ্ধ করা, পীড়ন করা) + অ] যে মৃগাদি বধ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে ; এইরূপ মৃগবধ ব্যবসায়ী জাতি, শবর, নিষাদ।

+ **ব্যাধি**—(বি—আ—ধা + ই) রোগ, পীড়া ; ব্যাধির মত পীড়াকর (দুশ্চিন্তা করা তোমার এক ব্যাধি)। **ব্যাধিকর**—যাহা রোগের সৃষ্টি করে। **ব্যাধিগ্রস্ত**—ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত। **ব্যাধিঘ্ন**—যাহা ব্যাধি দূর করে। বিণ. ব্যাধিত—রোগগ্রস্ত।

+ **ব্যাপক**—(বি—আপ্ + ণক) যাহা ব্যাপ্ত হয়, বিস্তারিত, দূরপ্রসারী (ব্যাপক বর্ষণ ; ধর্মঘট ব্যাপক হইল) ; বাচাল (স্ত্রী. ব্যাপিকা)। **ব্যাপক কাল**—দীর্ঘ সময়। বি. ব্যাপকতা।

ব্যাপা—ব্যাপ্ত করা বা হওয়া (সাধারণত কাব্যে ব্যবহৃত)।

+ **ব্যাপার**—(বি—আ—পৃ + ঘঞ্) ক্রিয়া, কর্ম (ভোজন ব্যাপার) ; বিষয়, ঘটনা (গুরুতর ব্যাপার ; ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে কে জানত ; ব্যাপার কিহে) ; ব্যবসায়, বাণিজ্য ; ব্যবসায়ে লাভ (বেপার দ্রঃ)। **ব্যাপারি**—বণিক, সওদাগর, ছোট ব্যবসায়ী, ফড়ে।

+ **ব্যাপিকা**—মুখরা, প্রগলভা, চঞ্চলা নারী। **ব্যাপিত**—ব্যাপ্ত, আচ্ছাদিত (কাব্যে ব্যবহৃত)। **ব্যাপী**—ব্যাপক, দূরপ্রসারী (অষ্টাদশ দিন ব্যাপী যুদ্ধ)।

+ **ব্যাপৃত**—(বি—আ—পৃ + ক্ত) নিয়োজিত, কার্যে আসক্ত (যুদ্ধে ব্যাপৃত) ; কর্মসচিব।

+ **ব্যাপ্ত**—(বি—আপ্ + ক্ত) আচ্ছন্ন, বেষ্টিত, প্রসারিত, পূরিত (সেই ধ্বনি আকাশে ব্যাপ্ত হইল)। বি. ব্যাপ্তি—প্রসার ; ঐশ্বর্য-বিশেষ, সর্বত্র অবস্থিতি ; বস্তুর সহজ গুণ বা ধর্ম (যেমন অগ্নিতে উষ্ণতা ; **ব্যাপ্তিজ্ঞান**—ব্যাপ্য ও ব্যাপকের নিয়ত সম্বন্ধের জ্ঞান, যেমন ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান)।

+ **ব্যাপ্য**—যাহাকে ব্যাপ্ত করা হয়, ব্যাপনীয় ; অনুমানের চিহ্ন (ধূম হইতে অগ্নির অনুমান, অতএব ধূম ব্যাপ্য)।

+ **ব্যাবহারিক**—ব্যবহারসম্মত, লোকপ্রচলিত, কলিত, practical, applied ; লোক-ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, মন্ত্রী ; আইনজ্ঞ, বিচারক।

+ **ব্যাবৃত্ত**—(বি—আ—বৃৎ + ক্ত) নিবৃত্ত, নিষিদ্ধ, পৃথককৃত, বেষ্টিত। বি. ব্যাবৃত্তি।

+ **ব্যাম**—বাঁও. প্রসারিত বাহুদ্বয়ের একের অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অন্যের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত, চার হাত খাড়াই।

ব্যামিশ্র—(বি—আ—মিশ্র + অ) মিশ্রিত ; বিভিন্ন ধরণের বস্তুর বা বিষয়ের মিশ্রণজাত। **ব্যামিশ্র বাক্য**—মিশ্রিত বা পরস্পর বিরোধী বাক্য (গীতা)।

ব্যামো—ব্যামোহ, ব্যারাম, পীড়া (গ্রাম্য) ; কঠিন বা জটিল পীড়া।

+ **ব্যায়াম**—(বি—আ—যম্ + ঘঞ্—শ্রম, যত্ন) বিশেষ অর্থাৎ পৌরুষ বর্ধক অঙ্গ সঞ্চালন, exercise, মল্লক্রীড়া ; দুর্গম স্থানে ভ্রমণ ; বাঁও। **ব্যায়ামী**—ব্যায়ামকুশল। **ব্যায়ামবীর**—নানা ধরণের ব্যায়ামে পারদর্শী। **ব্যায়াম-শালা**—যেখানে ব্যায়াম করা হয় ; কুস্তির আড্ডা।

ব্যারাম—বেয়ারাম দ্রঃ। **ব্যারাম-আজার** [—রোগাদি।

ব্যারিষ্টার—(ইং. barrister) বিলাতে শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যবহারাজীব-বিশেষ। **ব্যারিষ্টারি**—ব্যারিষ্টারের ব্যবসায়।

+ **ব্যাস**—(বি—আ—অস্+ঘঞ্) বিস্তার, গোলাকার বস্তুর মধ্য-রেখা, diameter ; বিভাগ (বিপরীত সমাস ; ব্যাসবাক্য—যে সব বিভিন্ন বাক্যের যোগে সমাস নিষ্পন্ন হয়) ; বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরাশর ও মৎস্যগন্ধার পুত্র, মহাভারত, ভাগবত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা : পুরাণপাঠক ব্রাহ্মণ (ব্যাস-পূজা—পুরাণ পাঠক ব্রাহ্মণের সম্বর্ধনা-বিশেষ। **ব্যাস পীঁড়ি**—পুরাণ পাঠকের বসিবার আসন)। **ব্যাস-সমাস**—বিস্তার ও সংক্ষেপ। **ব্যাস সূত্র**—ব্রহ্মসূত্র। **ব্যাসকাশী**—ব্যাসের দ্বারা নির্মিত দ্বিতীয় কাশী (কথিত আছে এখানে মৃত্যু হইলে গর্দভ-জন্ম লাভ হয়)। **ব্যাসকূট**—মহাভারতের কতিপয় দুর্বোধ শ্লোক, কথিত আছে লেখক গণেশ সহজে এই সব শ্লোকের অর্থ বুঝিতে না পারেন ও সেই অবসরে আরও শ্লোক রচনা করিবার সময় পাওয়া যায় এই অভিপ্রায়ে ব্যাস এই সব শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।

+ **ব্যাসার্ধ**—ব্যাসের অর্ধভাগ, radius।

+ **ব্যাহত**—(বি—আ—হন্+ক্ত) প্রতিহত, নিবারিত, বিকলীকৃত।

+ **ব্যাহরণ**—(বি—আ—হৃ+অনট্) উচ্চারণ, উক্তি। **ব্যাহার**—উক্তি, নির্দেশ ; উচ্চারণ, পক্ষিরব। বিণ. ব্যাহৃত—উক্ত, কূজিত। বি. ব্যাহৃতি—উক্তি, নির্দেশ, ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি মন্ত্র, সাবিত্রী ধ্যানের পূর্বে উচ্চারণ করিতে হয়।

+ **ব্যুৎক্রম**—(বি—উৎ—ক্রম্ + ঘঞ্) ক্রম-বিপর্যয়, বিপরীত ক্রম, ব্যতিক্রম, অনিয়ম।

+ **ব্যুত্থান**—(বি—উৎ—স্থা+অনট্) বিরুদ্ধে উত্থান, প্রতিরোধ, স্বাধীন হইয়া কাজ করা ; (যোগ শাস্ত্রে) সমাধিভঙ্গের অবসর ; নৃত্য-বিশেষ।

+ **ব্যুৎপত্তি**—(বি—উৎ—পদ্+ক্তি) শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অথবা তৎসমুদয় সাধন-শক্তি ; পাণ্ডিত্য ; কৌশল ; তাৎপর্য। বিণ. ব্যুৎপন্ন—শাস্ত্রে জ্ঞানবান, পণ্ডিত, প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সাহায্যে নিষ্পন্ন। **ব্যুৎপাদন**—শব্দ সাধন। বিণ. ব্যুৎপাদিত—প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সাহায্যে উৎপাদিত। **ব্যুৎপাদ্য**—ব্যুৎপত্তির দ্বারা লভ্য।

+ **ব্যূঢ়**—(বি—বহ্+ক্ত) বিপুল, পৃথুল (ব্যূঢ়োরস্ক) ; সংহত, বিন্যস্ত, ব্যূহ রচনা করিয়া অধিষ্ঠিত, সুসন্নদ্ধ ; বিবাহিত ; উত্তম। বি. ব্যূঢ়ি।

+ **ব্যূহ**—(বি—উহ্+ঘঞ্) যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সমাবেশ, বলবিন্যাস (শত্রু-ব্যূহ ভেদ করা—নানা ধরণের ও নানা নামের ব্যূহ ছিল বজ্র, মকর, শকট, শ্যেন, অর্ধচন্দ্র, সূচীমুখ, চক্রক ইত্যাদি), গণ, সমূহ ; নির্মাণ ; দেহ। **ব্যূহ-পার্ষ্ণি**—সৈন্য সমূহের পশ্চাদ্ভাগ। বিণ. ব্যূহিত—ব্যূহাকারে স্থাপিত।

+ **ব্যোম**—[ব্যে (আচ্ছাদন করা)+মন্] আকাশ, নভোমণ্ডল, স্বর্গের উপাসনার্থ মন্দির ; (তাস খেলায়) রঙ-বিশেষ, ছক্কা পাঞ্জা (ব্যোম করা)। **ব্যোমকেশ**—(আকাশের গ্রহ নক্ষত্র সমূহের তেজোরাশি যাহার কেশ স্বরূপ) মহাদেব। **ব্যোমচারী**—গগনবিহারী, গ্রহনক্ষত্রাদি ; পক্ষী। **ব্যোমধূম**—মেঘ। **ব্যোমযান**—বেলুন, বিমান ; দেবযান। **ব্যোমসরিৎ**—আকাশগঙ্গা। **ব্যোমাভ**—বুদ্ধ। [সুপরিচিত রোগ।

ব্রঙ্কাইটিস্—(ইং. bronchitis শ্বাসনালীর

+ **ব্রজ**—(ব্রজ্+ঘঞ্) সমূহ (জীবব্রজ, পদাতিক ব্রজ) ; গোষ্ঠ, বাথান ; মথুরার নিকটবর্তী অঞ্চল (শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল) ; পথ ; গমন (পদব্রজ)। **ব্রজ-কামিনী,-বালা,-রমণী**—ব্রজের নারী (কৃষ্ণপ্রেমের জন্য বিখ্যাত)। **ব্রজকিশোর,- গোপাল,- দুলাল,- বল্লভ,-বিলাসী,-বিহারী,- মোহন,- লাল,-রমণ,-সুন্দর**—শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজ-কিশোরী,- বিলাসিনী,- বিনোদিনী,- সুন্দরী**—শ্রীরাধিকা। **ব্রজধাম**—বৃন্দাবন, গোকুল। **ব্রজবুলি**—মৈথিলী ও বাংলার মিশ্রণে উৎপন্ন সাহিত্যিক ভাষা-বিশেষ। **ব্রজভাব**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজ রমণীর যে ভাব, মাধুর্যভাব। **ব্রজভাষা**—উত্তর ভারতের অঞ্চল-বিশেষের ভাষা, হিন্দীর শাখা-বিশেষ, সুরদাস তুলসীদাস প্রভৃতি কবির কাব্য এই ভাষায় লেখা। **ব্রজলীলা**—ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা।

+ **ব্রজন**—গমন, ভ্রমণ (পরিব্রজন ; ব্রজনশীল)।

+ **ব্রজাঙ্গনা**—ব্রজের রমণী, গোপী।

† **ব্রজেন্দ্র, ব্রজেশ্বর**—শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজেশ্বরী**—শ্রীরাধিকা। [বিজিগীষুর প্রস্থান।

† **ব্রজ্যা**—পর্যটন, দেশভ্রমণ ; ভিক্ষা হেতু ভ্রমণ ;

† **ব্রণ**—[ব্রণ্ (ক্ষত করা)+অ] স্ফোটক, ফোঁড়া, বয়স ফোঁড়া (মুখে অনেক ব্রণ দেখা দিয়েছে) ; ক্ষত। **দুষ্টব্রণ**—মারাত্মক ব্রণ-বিশেষ, curbuncle। **ব্রণধূপন**—ক্ষতে তাপ দেওয়া। **ব্রণপট্ট,-পট্টিকা**—ঘা বাঁধিবার বস্ত্রখণ্ড, ব্যাণ্ডেজ। **ব্রণশোধন**—ক্ষত পরিষ্কার করা। **ব্রণিত**—ক্ষতযুক্ত। যে ব্রণে ভুগিতেছে।

† **ব্রত**—[বৃ (প্রার্থনা করা)+অত] নিয়ম ; নিয়ম করিয়া যে ধর্মকর্ম করা হয় (চান্দ্রায়ণ ব্রত) ; পুণ্যজনক বা পাপক্ষয়কর কর্ম ; অবশ্য করণীয় কর্ম (আর্তের সেবা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত ; ব্রতচ্যুত) ; কর্ম (মধুব্রত)। **ব্রততিথি**—ব্রত পালনের জন্য নির্দিষ্ট তিথি। **ব্রতদাস**—কোন বিশেষ দেবতার একনিষ্ঠ পূজারী। **ব্রতধারণ**—ব্রত বা মহৎ সঙ্কল্প গ্রহণ। **ব্রতপারণা**—ব্রত পালনের পর ভোজন। **ব্রতব্রাহ্মণ**—কোন বিশেষ দেবতার ব্রত পালনকারী ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর ভক্ত। **ব্রতভঙ্গ**—নিয়ম লঙ্ঘন, কর্তব্য বা সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুতি। **ব্রতভিক্ষা**—উপনয়ন-কালীন ভিক্ষা। **ব্রতস্নাতক**—যে ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য আশ্রম সমাপন করিয়াছেন।

† **ব্রততি,-তী**—লতা, বল্লী ; বিস্তার।

† **ব্রতী**—যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, নিয়মস্থ ; তৎপর ; কর্মানুরত ; পূজারী। **ব্রতীবালক**—বয়স্কাউট, সামরিক নিয়ম শৃঙ্খলায় বদ্ধ তরুণ সেবকদল। **ব্রতোপবাস**—ব্রতের আনুষঙ্গিক উপবাস।

* **ব্রহ্ম**—(বৃন্হ্+মন—অতি মহৎ) সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় বস্তু, পরম পুরুষ, পরমেশ্বর, পরম সত্য, পরম তত্ত্ব ; বিধাতা ; ব্রহ্মা ; বেদ ; ব্রাহ্মণ ; ঋষি-বিশেষ ; পুরোহিত-বিশেষ ; যোগ-বিশেষ ; বেদমন্ত্র ; ব্রহ্মতেজঃ ; তপস্যা। **ব্রহ্মকন্যকা**—(ব্রহ্মার মস্তক হইতে উদ্ভূতা) সরস্বতী। **ব্রহ্মকরোটি**—কপাল। **ব্রহ্মকাণ্ড**—বেদের জ্ঞান-কাণ্ড। **ব্রহ্মকূট**—পর্বত-বিশেষ। **ব্রহ্ম-** -দেবগণের স্নানের নিমিত্ত ব্রহ্মার দ্বারা প্রস্তুত সরোবর-বিশেষ। **ব্রহ্মকোশ,-ষ**—বেদ। **ব্রহ্মগীতা**—ব্রাহ্মণের প্রশংসা-বিষয়ক গাথা সমষ্টি। **ব্রহ্মগ্রন্থি**—যজ্ঞোপবীতের গ্রন্থি-বিশেষ। **ব্রহ্মঘাতক,-ঘাতী,-ঘ্ন**—ব্রাহ্মণহত্যাকারী। **ব্রহ্মঘোষ**—বেদধ্বনি। **ব্রহ্মঘ্নী**—ঘৃতকুমারী। **ব্রহ্মচক্র**—কার্য-কারণাত্মক সংসার চক্র। **ব্রহ্মচর্য**—ব্রহ্মচারীর ধর্ম ; অষ্টবিধ মৈথুনাভাব। **ব্রহ্মচর্যা**—উপস্থসংযম। **ব্রহ্মচারী**—উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাসকারী বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ-সন্তান ; ব্রহ্মচর্যপালনকারী। **ব্রহ্মচুল** (বামচুলি)—টিকি। **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**—ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নাদি বা জ্ঞান লাভের ইচ্ছা। **ব্রহ্মজীবী**—যে ব্রাহ্মণ মূল্য গ্রহণ করিয়া বেদের অধ্যাপনা করে ; অপবিত্র ব্রাহ্মণ। **ব্রহ্মজ্ঞ**—যিনি ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, বেদজ্ঞ, মুনি-ঋষি প্রভৃতি। **ব্রহ্মজ্ঞান**—ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বোধ, বেদজ্ঞান। **ব্রহ্মজ্ঞানী**—একপ জ্ঞান-বিশিষ্ট ; ব্রাহ্ম সমাজের লোক। **ব্রহ্মডাঙ্গা,-ঙা**—উষর উচ্চভূমি। **ব্রহ্মডিম্ব**—ব্রহ্মাণ্ড। **ব্রহ্মণ্য**—ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় ; ব্রহ্মতেজঃ, ব্রহ্মত্ব ; শনিগ্রহ ; তুঁতগাছ ; মুঞ্জঘাস। **ব্রহ্মণ্যদেব**—ব্রাহ্মণের হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রহ্মতাল**—সঙ্গীতের তাল-বিশেষ। **ব্রহ্মতালু**—মাথার চাঁদি। **ব্রহ্মতীর্থ**—পুষ্করতীর্থ। **ব্রহ্মতেজঃ**—ব্রহ্মে নিষ্ঠাজনিত তেজ। (**ব্রহ্মতেজ**—ব্রাহ্মণের আত্মিক বা অলৌকিক শক্তি)। **ব্রহ্মত্ব**—ব্রহ্মের সাজুয্য, ব্রহ্মপদ। **ব্রহ্মত্র**—ব্রহ্মোত্তর দ্রঃ। **ব্রহ্মদণ্ড**—ব্রাহ্মণের বা বশিষ্ঠের যষ্টি ; ব্রাহ্মণের অভিশাপ। **ব্রহ্মদান**—বেদের অধ্যাপনা। **ব্রহ্মদৈত্য**—প্রেত-যোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ (বেহ্মদত্যি)। **ব্রহ্মদ্বিট্**—বেদনিন্দক, নাস্তিক। **ব্রহ্মধর্ম**—বেদবিহিত ধর্ম, যাগযজ্ঞাদি। **ব্রহ্মনাভ**—বিষ্ণু। **ব্রহ্মনির্বাণ**—ব্রহ্মে লীন হওয়া। **ব্রহ্মনিষ্ঠ**—পরম পুরুষে একান্ত নির্ভরশীল (ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ)। **ব্রহ্মপাদপ**—পলাশ গাছ। **ব্রহ্মপুত্র**—সুবিখ্যাত নদ ; তীর্থ-বিশেষ (ব্রহ্মপুত্র স্নান)। **ব্রহ্মপুত্রী**—সরস্বতী নদী। **ব্রহ্মপুরী**—ব্রহ্মলোক। **ব্রহ্মবন্ধু**—অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। **ব্রহ্মবর্চস**—ব্রহ্মতেজঃ। **ব্রহ্মবাদী**—বেদা-

ধ্যায়ী, বেদান্ত মতাবলম্বী (স্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী)। **ব্রহ্মবিদ্**—ব্রহ্মজ্ঞ। **ব্রহ্মবিদ্যা**—ব্রহ্মজ্ঞান। **ব্রহ্মবিন্দু**—বেদপাঠ কালে মুখনিঃসৃত নিষ্ঠীবন-বিন্দু। **ব্রহ্মবীজ**—প্রণব। **ব্রহ্ম-বৃত্তি**—ব্রাহ্মণের জীবনোপায়। **ব্রহ্মবৈবর্ত**—পুরাণ-বিশেষ। **ব্রহ্মভুবন**—ব্রহ্মলোক। **ব্রহ্মমীমাংসা**—উত্তর মীমাংসা, বেদান্ত। **ব্রহ্মযজ্ঞ**—বেদাধ্যয়ন। **ব্রহ্মযষ্টি**—বামনহাটি। **ব্রহ্মযোনি**—পর্বত-বিশেষ, সরস্বতী তীরের তীর্থ-বিশেষ যেখানে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। **ব্রহ্মরন্ধ্র**—মস্তকের মধ্যভাগের সন্ধিস্থান-বিশেষ, যে পথে প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে (প্রাণ যাবার বেলায় এই করো মা যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে —রামপ্রসাদ)। **ব্রহ্মরাক্ষস**—কর্মদোষে রাক্ষসত্বপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, শিবের গণ-বিশেষ। **ব্রহ্মরাত্র**—ব্রাহ্মমুহূর্ত। **ব্রহ্মরাত্রি**—দেবতাদের দুই সহস্র পরিমিত কাল। **ব্রহ্মর্ষি**—ব্রাহ্মণ ও ঋষি, বশিষ্ঠাদি। **ব্রহ্মর্ষি দেশ**—কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, শূরসেন এই চার দেশ। **ব্রহ্মলেখ**—ললাটলিপি। **ব্রহ্মলোক**—সত্যলোক। **ব্রহ্মশল্য**—বাবলাগাছ। **ব্রহ্ম-শাপ**—ব্রাহ্মণের অভিশাপ। **ব্রহ্মশিরা**—অস্ত্র-বিশেষ। **ব্রহ্মসংহিতা**—বৈষ্ণবাচার বিষয়ক গ্রন্থ-বিশেষ। **ব্রহ্মসঙ্গীত**—পরম পুরুষে ভক্তি নিবেদন বিষয়ক সঙ্গীত, ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত। **ব্রহ্মসত্র**—ব্রহ্ম-যজ্ঞ; বেদাধ্যয়ন। **ব্রহ্মসমাজ**—ব্রাহ্মসমাজ। **ব্রহ্মসাযুজ্য**—ব্রহ্ম সহযোগ। **ব্রহ্মসূত্র**—উপবীত, পৈতা। **ব্রহ্মস্তেয়**—বেদ অপহরণ। **ব্রহ্মস্ব**—ব্রাহ্মণের ধন বা ভূমি। **ব্রহ্মহত্যা**—ব্রাহ্মণ-বধ। **ব্রহ্মহবি**—হোমদ্রব্য। **ব্রহ্ম-হুত**—অতিথি-সেবা। [সং]।

ব্রহ্মদেশ—Burmah, সুপরিচিত দেশ (বর্মা

* **ব্রহ্মা**—হিন্দু ত্রিমূর্তির অন্যতম, বিধাতা, সৃষ্টি-কর্তা, ঋত্বিক্-বিশেষ। স্ত্রী. ব্রহ্মাণী—ব্রহ্মশক্তি; ব্রহ্মার পত্নী; দেবী-বিশেষ।

* **ব্রহ্মাক্ষর**—প্রণব। **ব্রহ্মাঞ্জলি**—বেদ অধ্যয়নের আদিতে ও অন্তে প্রণব উচ্চারণ পূর্বক গুরুর নিকটে যে অঞ্জলি করিতে হয়। **ব্রহ্মাণ্ড**—বিশ্বজগৎ। **ব্রহ্মানন্দ**—ব্রহ্মের উপলব্ধি জনিত আনন্দ; ব্রহ্মের উপলব্ধি যাহার জন্য আনন্দের বিষয়। **ব্রহ্মাবর্ত**—সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী ব্রাহ্মণ বহুল অঞ্চল; তীর্থ-বিশেষ। **ব্রহ্মাভ্যাস**—বেদপাঠ। **ব্রহ্মাম্ভঃ**—গোমূত্র। **ব্রহ্মারণ্য**—বেদ পাঠের স্থান। **ব্রহ্মার্পণ**—সমস্ত বিষয় ব্রহ্মে সমর্পণ, পরম পুরুষে একান্ত নির্ভরতা। **ব্রহ্মাসন**—ধ্যানের আসন-বিশেষ। **ব্রহ্মাস্ত্র**—অমোঘ দৈবাস্ত্র-বিশেষ; ব্রহ্মশাপ; প্রতিকারের অব্যর্থ উপায় (ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র)। **ব্রহ্মিষ্ঠ**—ব্রহ্মজ্ঞানী। **ব্রহ্মোত্তর**—ব্রাহ্মণের ভোগের জন্য দত্ত নিষ্কর ভূমি। **ব্রহ্মৌদন**—যজ্ঞে ঋত্বিক্‌দিগকে প্রদত্ত অন্ন।

ব্রাণ্ডি, ব্যাণ্ডি—(ইং. brandy) সুরা-বিশেষ।

† **ব্রাত্য**—(ব্রত+ষ্য) যে ব্রাহ্মণের যথাকালে উপনয়ন হয় নাই এবং সেইজন্য সাবিত্রী-পতিত; শূদ্র পিতা ও ক্ষত্রিয়া মাতা হইতে উৎপন্ন জাতি বিশেষ; **ব্রাত্যস্তোম**—সাবিত্রীপতিত ব্রাত্য-দিগের যজ্ঞ-বিশেষ। (কাহারও কাহারও মতে অথর্ব বেদ ব্রাত্যদিগের বেদ)।

* **ব্রাহ্ম**—ব্রহ্ম বিষয়ক (**ব্রাহ্মীস্থিতি**—ব্রহ্মে সমর্পিতচিত্ততা, ব্রহ্মে অবস্থান); বেদবিহিত; ব্রহ্মার পুত্র নারদ; ব্রহ্মজ্ঞানী; একেশ্বরবাদি-বিশেষ। **ব্রাহ্মধর্ম**—রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ধর্মমত। **ব্রাহ্মবিবাহ**—বিবাহ পদ্ধতি-বিশেষ, বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা কন্যাকে বিদ্বান্ ও আচারবান্ বরের হস্তে সমর্পণ। **ব্রাহ্ম-মন্দির**—ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়। **ব্রাহ্ম-মুহূর্ত**—রাত্রির শেষ চারিদণ্ডের প্রথম দুই দণ্ড, সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল। **ব্রাহ্মসমাজ**—রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত একেশ্বরবাদী ধর্মসমাজ।

* **ব্রাহ্মণ**—ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন জাতি; দ্বিজোত্তম; ব্রহ্মজ্ঞ; পুরোহিত; বেদের অংশ-বিশেষ। স্ত্রী. ব্রাহ্মণী—ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রী; ব্রাহ্মণের পত্নী। **ব্রাহ্মণ চণ্ডাল**—শূদ্র পিতার ও ব্রাহ্মণী মাতার সন্তান।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ; শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত। **ব্রাহ্মণ-ভোজন**—ব্রাহ্মণকে ভোজ্যদান রূপ পুণ্যকর্ম। **ব্রাহ্মণ-শাসন**—ব্রহ্মোত্তর। [সমূহ।

* **ব্রাহ্মণ্য**—ব্রাহ্মণত্ব; ব্রাহ্মণের ধর্মকর্ম; ব্রাহ্মণ

* **ব্রাহ্মমুহূর্ত**—ব্রাহ্ম দ্রঃ। **ব্রাহ্মাহোরাত্র**—ব্রহ্মার দিবারাত্রি দুই সহস্র দৈব যুগ।

ব্রাহ্মিকা—বামনহাটীর গাছ; ব্রাহ্মের পত্নী অথবা ব্রাহ্মসমাজের মহিলা।

* **ব্রাহ্মী**—প্রাচীন বর্ণমালা-বিশেষ (ব্রাহ্মীলিপি—প্রাচীন ভারতে সুপ্রচলিত বর্ণমালা-বিশেষ); শাক-বিশেষ। [বিশেষ।

ব্রিজ—(ইং. bridge) সেতু, পুল; তাস খেলা-

ব্রিটিশ—(ইং. British) ইংলণ্ডদেশ অথবা ইংরেজের শাসন সম্বন্ধীয়; ইংলণ্ডে নির্মিত।

ব্রীচ অব্ কন্ট্রাক্ট—breach of contract চুক্তিভঙ্গের অপরাধ। [ভঙ্গের অপরাধ।

ব্রীচ অব্ ট্রাষ্ট—breach of trust, বিশ্বাস

† **ব্রীড়া**—[ব্রীড় (লজ্জিত হওয়া)+অ] লজ্জা, লজ্জাজনিত সঙ্কোচ। বিণ. ব্রীড়িত।

ব্রীহি—আশু ধান্য, ধান্য, শস্য। **ব্রীহি-কাঞ্চন**—মসুর কলাই। **ব্রীহিপর্ণী**—শালপর্ণী। **ব্রীহিশ্রেষ্ঠ**—শালিধান্য। **ব্রৈহেয়**—ধানী জমি।

ব্রুচ, ব্রোচ—(ইং. brooch) আঁচল আঁটিবার কারুকার্য-খচিত পিন-বিশেষ।

ব্রুস—বুরুশ দ্রঃ।

ব্র্যাকেট—(ইং. bracket) দেয়াল গাত্রে সংলগ্ন কাঠের তাক; বন্ধনী-চিহ্ন।

ব্লটিং—(ইং. blotting paper) কালি শুষিয়া লইবার সুপরিচিত মোটা কাগজ (গ্রাম্য বেলাটিং)।

ব্লাউজ—(ইং. blouse) নারীদের ব্যবহৃত সুপরিচিত জামা।

ব্লু (ব্লুলু)—(ইং. blue) নীলবর্ণ। **ব্লু-ব্ল্যাক** (ইং. blue-black) নীল বর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের মিশ্রণ (ব্লুব্ল্যাক কালি)।

ভ

ভ—প বর্গের চতুর্থ বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের চতুর্বিংশ বর্ণ—ঘোষবান্; গাম্ভীর্য-বোধক অথবা শূন্য-গর্ভত্ব বোধক ধ্বনি; নক্ষত্র; গ্রহ; রাশি; ভ্রমর। **ভগণ**—নক্ষত্রগণ; রাশিচক্র। **ভচক্র**—রাশিচক্র।

ভইষা,-সা, ভঁইসা, ভঁয়সা—(সং. মহিষ) মহিষের দুগ্ধে প্রস্তুত (ভঁয়সা বা ভৈঁষা ঘি)।

ভওয়া—(সং. ভূ) হওয়া। **ভইল, ভৈল**—হইল। **ভউ**—হইল। **ভেল**—হইল। (ব্রজবুলি ও প্রাচীন বাংলা)।

ভক—ধূম দুর্গন্ধ প্রভৃতির প্রচুর নির্গম সম্বন্ধে বলা হয়। **ভকভক**—বারবার এরূপ নির্গম বা নির্গমের শব্দ (ইঞ্জিন ভকভক করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতেছে; ভকভকে গন্ধ)।

ভকত—ভক্ত (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)। বি. ভকতি।

ভক্ত—(ভজ্+ক্ত) যাহার ভক্তি আছে, বিশেষ অনুরাগী, সমর্পিত-চিত্ত, পূজক (ভগবদ্‌ভক্ত; কবির-ভক্তমণ্ডলী; শক্তের ভক্ত নরমের যম); ভাত, অন্ন, খাদ্য (নির্ভক্ত—যে ঔষধ কোন খাদ্যের সহিত খাওয়া নিষেধ; বিপ. সভক্ত)। **প্রাগ্‌ভক্ত**—যে ঔষধ খালি পেটে খাইতে হয়। **ভক্তদাস**—যে শুধু পেটভাতা খাইয়া চাকুরী করে; অন্নদাস। **ভক্তবৎসল**—ভক্তের প্রতি একান্ত স্নেহপরায়ণ (ঈশ্বর); (ব্যঙ্গার্থে) স্তাবক শ্রেণীর লোকের প্রতি অনুগ্রহকারী। **ভক্তবিটেল**—প্রকৃতই বিটেল যদিও বাহিরে ভক্তের বেশ, ভণ্ডতপস্বী, ধর্মধ্বজী। **ভক্তাধীন**—ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অতিশয় ব্যগ্র, ভক্তের একান্ত অনুগত।

ভক্তি—(ভজ্+ক্তি) পূজ্যের প্রতি অনুরাগ অথবা চিত্তের একান্ত আনুগত্য (ভগবদ্‌ভক্তি; পিতৃভক্তি—ভক্তি সাধারণত স্বার্থবুদ্ধি-বর্জিত); বিভাগ; রচনা; উপচার; অংশ। **ভক্তি-তত্ত্ব**—ভক্তি সম্বন্ধে চিন্তনীয় কথা, ভগবদ্-ভক্তির অন্তর্নিহিত সত্য। **ভক্তিবস্তু**—যে বস্তুকে অলৌকিক শক্তিপূর্ণ জ্ঞানে অশেষ শ্রদ্ধা করা হয়, fetish। **ভক্তিমান্**—ভক্তিসমন্বিত,

যাহার অন্তরে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। **ভক্তি-মার্গ**—প্রধানত ভক্তির সাহায্যে পরমতত্ত্বে পৌঁছিবার উপায় (তুলনীয়—জ্ঞানমার্গ; কর্মমার্গ)। **ভক্তিযোগ**—ভক্তির দ্বারা পরম পুরুষের বা পরম সত্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন, ভক্তিমার্গ। **ভক্তিরস**—ভক্তিরূপ আনন্দ-পূর্ণ ভাব।

ভক্ষ—যাহা ভক্ষণ করা যায়, খাদ্য। **ভক্ষক**—ভোক্তা, খাদক। **ভক্ষণ**—ভোজন, খাওয়া (অন্ন ভক্ষণ, বায়ু ভক্ষণ); খাদ্য। **ভক্ষণীয়, ভক্ষ্য**—ভক্ষণযোগ্য, ভোজ্য। **ভক্ষয়িতা**—খাদক। **ভক্ষিত**—খাদিত, ভুক্ত। **ভক্ষিতা**—ভক্ষক। **ভক্ষ্যকার**—মিঠাই অথবা পিষ্টক বিক্রেতা। **ভক্ষ্য ভক্ষক**—খাদ্য ও খাদক। **ভক্ষ্যাভক্ষ্য**—কি ভক্ষ্য আর কি অভক্ষ্য।

ভগ—(ভজ্‌+অ) ঐশ্বর্য; বীর্য, যশ, সৌভাগ্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই ছয়টি (ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য যুক্ত); সৌন্দর্য, উৎকর্ষ, মাহাত্ম্য; ইচ্ছা; যত্ন; ধর্ম, মোক্ষ; যোনি (ভগশাস্ত্র—কামশাস্ত্র); গুহ্যদেশ; পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র; দ্বাদশ আদিত্যের একজন; রবি; চন্দ্র।

ভগদত্ত—মহাভারতোক্ত যোদ্ধা-বিশেষ, কামরূপের রাজা। **ভগদৈবত**—বিবাহের অধিদেবতা, পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র।

ভগন্দর—গুহ্যদ্বারের ব্রণ-বিশেষ।

ভগবত্তা, ভগবত্ত্ব—ভগবানের শক্তি, ঐশ্বরত্ব।

ভগবদ্গীতা—মহাভারতের অন্তর্গত সুবিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ, ইহার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ শ্রোতা অর্জুন।

ভগবদ্দত্ত—ঈশ্বরদত্ত, স্বভাবদত্ত। [ভক্তিমান্।

ভগবদ্ভক্ত—পরমেশ্বরে ভক্তিমান্, ধর্মনিষ্ঠ

ভগবান্—(ভগ দ্রঃ) ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত, পূজ্য, মান্য, মাহাত্ম্যান্বিত (ভগবান্ বশিষ্ঠ, ভগবান্ শঙ্কর); ঈশ্বর, পরমেশ্বর; বিষ্ণু, বুদ্ধ; শিব, স্ত্রী. ভগবতী—দুর্গা, পূজ্যা)। (সম্বোধনে ভগবান্, ভগবন্)।

ভগিনী—(পিতা প্রভৃতি হইতে বস্তু গ্রহণে যত্নবতী) বোন, স্বসা, পরস্ত্রী, স্ত্রীমাত্র, ভগিনী-স্থানীয়া। **ভগিনীপতি**—ভগিনীর স্বামী।

ভগীরথ—সূর্যবংশীয় নৃপতি-বিশেষ, ইনি গঙ্গা-দেবীকে ভূতলে অবতীর্ণ করান ও গঙ্গাজল স্পর্শ করাইয়া সগর-সন্তানগণের উদ্ধার সাধন করেন।

ভগোল—রাশি চক্র।

ভগ্ন—(ভন্‌জ্‌+ক্ত) খণ্ডিত, ভাঙ্গা, ছিন্ন; পরাজিত (ভগ্ন পাইক)। **ভগ্নদূত**—যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ বহনকারী); বিফলীকৃত, বিনষ্ট (ভগ্নোৎসাহ; ভগ্নোদ্যম)। **ভগ্নক্রম**—যাহার ক্রম বা পারম্পর্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে (রচনার দোষ-বিশেষ)। **ভগ্ননিদ্র**—যাহার ঘুম টুটিয়া গিয়াছে। **ভগ্নপৃষ্ঠ**—যাহার মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে, কুব্জ। **ভগ্নব্রত**—কর্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত; যাহার প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। **ভগ্নমনোরথ**—যাহার মনের আকাঙ্ক্ষা বিফল হইয়াছে। **ভগ্নশ্রী**—নষ্টশ্রী। **ভগ্নসন্ধি**—যাহার শরীরের সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইয়াছে। **ভগ্নস্তূপ**—রাশিকৃত খণ্ডিত বস্তু (সেই বৃহৎ অট্টালিকা এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত)। **ভগ্নহৃদয়**—ব্যর্থতায় যাহার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। **ভগ্নাংশ**—একের অংশ সম্বন্ধীয় অঙ্ক, fraction। **ভগ্নাত্মা**—চন্দ্র (চন্দ্র গুরু-পত্নী তারাকে হরণ করিলে শিব ত্রিশূল দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করেন সেই হেতু চন্দ্রের এই নাম)। **ভগ্নাবশিষ্ট**—ভগ্ন ও নষ্ট হইবার পরে যাহা পড়িয়া থাকে, ভগ্নাবশেষ, relics। **ভগ্নাবস্থা**—জীর্ণদশা। **ভগ্নাশ**—হতাশ।

ভগ্নী—ভগিনী।

ভঙ্গ—(ভন্‌জ্‌+ঘঞ্‌) ভগ্ন হওয়া, টুটিয়া যাওয়া, নাশ, হানি (প্রতিজ্ঞাভঙ্গ; নিদ্রাভঙ্গ; স্বাস্থ্য-ভঙ্গ; ধনুর্ভঙ্গ); পরাজয়, পলায়ন (রণে ভঙ্গ দেওয়া); তরঙ্গ ঢেউ (পর্বত প্রমাণ ভঙ্গ বাড়িল্ল পরমাণ করি হাতে—কবিকঙ্কণ); কুঞ্চন; উত্থান-পতন, ভাঁজ পড়া (ভ্রূভঙ্গ; ত্রিভঙ্গমুরারি; তরঙ্গভঙ্গ; বস্ত্রভঙ্গ); ভঙ্গী, বিভঙ্গ (চপলভঙ্গে লুটায়ে রঙ্গে পিশাচীরা কি উঠিল হাসি—রবি); বিকৃত হওয়া, বিকল হওয়া (স্বরভঙ্গ, প্রণয়ভঙ্গ; প্রাণিনাভঙ্গ); রচনা; খণ্ড। **ভঙ্গকুলীন**—অপ্রশস্ত বৈবাহিক সম্বন্ধহেতু যে ব্রাহ্মণের কৌলীন্য নষ্ট হইয়াছে, বংশজ। **ভঙ্গপয়ার**—চার চরণের প্রাচীন পয়ার ছন্দো-বিশেষ। **ভঙ্গপ্রবণ**—যাহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়, ঠুনকো, brittle। **গাত্রভঙ্গ**—গাত্র দ্রঃ।

ভঙ্গা—(সং) ভাঙ, সিদ্ধি।

ভঙ্গি,-ঙ্গী—(ভন্‌জ্‌+ই) কুঞ্চন, কুটিলতা, ব্যঙ্গ (ভ্রূভঙ্গি; মুখভঙ্গি); রচনাবিন্যাস,

শোভা, হাবভাব, বিভঙ্গ (চলার ও বলার ভঙ্গি ; তার ভঙ্গি দেখে পায় হাসি—রবি ; (ভঙ্গি 'অনুপাম')। **ভঙ্গিম**—ভঙ্গিযুক্ত, লীলাপূর্ণ। **ভঙ্গিমা**—ভক্তি, ধরণ, সৌন্দর্যময় বিন্যাস। **ভঙ্গিমান**—ভঙ্গিযুক্ত, সৌন্দর্যময় ; তরঙ্গিত ; কুঞ্চিত। **ভঙ্গিয়ান**—পরাজিত ও পলায়ন-পর (প্রাচীন বাংলা)।

ভঙ্গুর—(ভন্‌জ্‌+ঘুর) যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, ভঙ্গপ্রবণ, নশ্বর (ক্ষণভঙ্গুর দেহ) ; (বাঁকা, নম্র, নদীর বাঁক, এই সব অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহার হয়না)।

ভচক্র—রাশিচক্র।

ভজকট—গোলমেলে ব্যাপার, যাহার সুরাহা করা কঠিন (কে যাবে তোমাদের এসব ভজকটের মধ্যে। (ভজঘট-ও বলা হয়)।

ভজন—(ভজ্‌+অনট্‌) ঈশ্বরের বা দেবদেবীর স্তবগান বা মহিমা কীর্তন (ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে—রবি) ; পূজা ; ঈশ্বর বা দেবতাদির উদ্দেশ্যে গীত সঙ্গীত-বিশেষ (ভজন গাওয়া)। **ভজনীয়**—পূজনীয়, সেবনীয়। **ভজনা**—ভজন, পরিচর্যা। **ভজমান**—সেবমান, উপাসনাকারী।

ভজা—ভজনা করা, উপাসনা করা ; পতিরূপে সেবা করা ; যে ভজনা করে (কর্তাভজা—কর্তা দ্রঃ)। (বর্তমানে ভজা সাধারণত অবজ্ঞার্থক)। **ভজগোবিন্দ**—অকেজো, আলাভোলা। **ভজানো**—কার্য সিদ্ধির জন্য নানারূপে বুঝাইয়া বা অনুরোধাদি করিয়া স্বমতে আনয়ন (সাহেব-সুবো ভজাতে ওস্তাদ)।

ভঞ্জক—ভঞ্জনকারী, নিরাশক। **ভঞ্জন**—নিরসন, দূরীকরণ, ভাঙ্গিয়া ফেলা (সন্দেহ ভঞ্জন ; নিগড় ভঞ্জন) ; ভঞ্জক, নিরসনকারী (ভবভয়-ভঞ্জন)। **ভঞ্জনক**—মুখরোগ-বিশেষ।

ভট—অনুকার শব্দ ; হটাৎ বিদীর্ণ হইয়া ভিতরকার বায়ু বা বাষ্প বাহির হইবার শব্দ। **ভটভট**—বারবার এরূপ ফাটিবার শব্দ। বি. ভটভটানি। বিণ. ভটভটে। **ভটাভট**—বারবার ঘুষি, জুতা দিয়া প্রহার ইত্যাদির শব্দ।

ভট্‌চায্যি—ভট্টাচার্য (কথ্য—ভটচায্যি বামুন)। **কথার ভট্‌চায্যি**—বচনবাগীশ, বাক্‌সর্বস্ব।

ভট্ট—যে ব্রাহ্মণ চারি বেদের একখানি কণ্ঠস্থ করিয়াছেন এবং উহা আদ্যোপান্ত যথাযথ আবৃত্তি করিতে পারেন ; দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, অধ্যাপক, স্তুতিপাঠক ; ভাট (কুল-পঞ্জিকা কীর্তনাদি ইহাদের কার্য) ; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। **ভট্টনারায়ণ**—কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম, শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর্তক। **ভট্টাচার্য**—যে ব্রাহ্মণ তুতাত ভট্টের মীমাংসা ও উদয়ন আচার্যের ন্যায়-সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন তিনি এই উপাধি পাইবার যোগ্য ; দর্শনশাস্ত্রবিৎ ; বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ; অধ্যাপক ; ব্রাহ্মণের উপাধি।

ভট্টার—পূজ্য। **ভট্টারক**—পূজ্য, হুজুর, মান্য-ব্যক্তি (সংস্কৃত নাটকে রাজা, দেবতা, মুনি, যুবরাজ প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তির উল্লেখ সম্পর্কে প্রযোজ্য)। **ভট্টারকবার**—রবিবার। **ভট্টারক মঠ**—দেবতার মঠ।

ভট্টি—সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি, ভট্টিকাব্যের রচয়িতা।

ভট্টিনী—মহিষী ভিন্ন রাজার অন্য রাণী, ব্রাহ্মণের পত্নী।

ভড়—মালবাহী বৃহৎ নৌকা-বিশেষ ; বর্ণসঙ্কর জাতি-বিশেষ ; হিন্দুর উপাধি-বিশেষ ; জলকাদা-পূর্ণ অঞ্চল (প্রাদেশিক, বোধহয় কাদার ভড়-ভড়ানি হইতে—বিপ. টাটি)।

ভড়ং, ভড়ক—(হি. ভড়ক) বাহিরের সাজগোজ বা আড়ম্বর, বাহিরের জাঁকজমক, অন্তঃসারশূন্য ঘটা (ধর্মের ভড়ং ; কুলীনগিরির ভড়ং)। **ভড়কদার**—জমকালো, চটকদার।

ভড়কানো—চমকানো, অশ্ব প্রভৃতির হঠাৎ ভয় পাইয়া পিছে হঠা বা একদিকে ছুটা ; সহসা ভয় পাইয়া দিশাহারা হওয়া (ভড়কাবার পাত্র নয়)। বিণ. ভড়কো—যে সহজেই ভড়কায় (তুলনীয় ডরকো)।

ভড়ভড়—জলভরা হুঁকা টানিলে অথবা পচা কাদায় পা দিলে যে শব্দ হয় ; নাকে প্রচুর কফ নিঃসরণের শব্দ ; প্রচুর তরল মল ও বায়ু নির্গ-মনের শব্দ। বি. ভড়ভড়ানি। বি. ভড়ভড়ে—কর্দমপূর্ণ ; যাহার তলদেশ অকঠিন (গ্রাম্য ভাষায় কুলেশীলে হীন বংশ সম্বন্ধে অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি)।

ভণা—বলা, প্রচার করা (কাব্যে ব্যবহৃত—ভণয়ে বিদ্যাপতি)। **ভণিতা**—কবিতার শেষে কবির নাম যুক্ত পদ ('বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা-

যুক্ত পদ')। **ভণিতি**—উক্তি, কবিতা, বাক্য-কৌশল (কথা—ভণিতে)।

ভণ্ড—[ভন্ড্ (ভাঁড়ামো করা)+অ] ভাঁড়; প্রতারক; ধর্মধ্বজী (ভণ্ড তপস্বী)। **ভণ্ডন,-না**—প্রতারণা করা। বি. ভণ্ডামো, ভণ্ডামি—প্রতারণা, কপটতা, ধর্মধ্বজিতা (ভণ্ডামির মুখোস খুলিয়া পড়িয়াছে)।

ভণ্ডুল—পণ্ড, ব্যর্থ; অচরিতার্থ (এতদিনের যত চেষ্টা সব ভণ্ডুল করে দিলে)।

ভদন্ত—(সং.) মান্য, পূজ্য; সম্ভ্রান্ত; মহাশয় (সম্বোধনে ব্যবহৃত), বুদ্ধ-বিশেষ।

ভদ্র—[ভন্দ্ (শুভ হওয়া, প্রীত হওয়া)+র] সৌভাগ্য; মঙ্গল; মঙ্গলকর; কুশল; প্রশস্ত; সাধু; মহাশয়; শিষ্ট; মার্জিতরুচি; বিনীত (ভদ্র ব্যবহার); সম্ভ্রান্ত (ভদ্রসমাজ); উচ্চ শ্রেণী (ভদ্রসন্তান); স্বর্ণ; মুস্তক-বিশেষ; বলভদ্র; শিব (স্ত্রী. ভদ্রানী); দিক্‌হস্তি-বিশেষ; রামভদ্র; খঞ্জন পক্ষী। **ভদ্রকালী**—দুর্গার মূর্তি-বিশেষ। **ভদ্রকুম্ভ**—মঙ্গলকলস। **ভদ্রঙ্কর**—ক্ষেমঙ্কর। **ভদ্রচূড়**—লঙ্কাসিজের গাছ। **ভদ্রজ**—ইন্দ্রজ। **ভদ্রদারু**—দেবদারু বৃক্ষ। **ভদ্রমুখ**—প্রসন্নমুখ, প্রিয়দর্শন। **ভদ্রলোক**—আচরণে শিষ্ট; নির্বিরোধ (পাজির বিপরীত), উচ্চ শ্রেণীর, চাষী বা শ্রমিক নয় (প্রাদেশিক 'ধোপ কাপুড়ে'; গ্রাম্য—ভদ্দর লোক)। **ভদ্রশ্রী**—চন্দন বৃক্ষ। **ভদ্রসন্তান**—ভদ্রশ্রেণীর লোক। **ভদ্রস্থতা**—সুরাহা।

ভদ্রতা—ভদ্রলোকের ব্যবহার, সৌজন্য, শিষ্টসম্মত আচরণ, খাতির (ভদ্রতা করে তোমাকে মুখের উপরে জবাব দেয়নি)। **ভদ্রতাবিরুদ্ধ**—শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, অভব্য।

ভদ্রা—সুভদ্রা; শ্রীকৃষ্ণের মহিষী-বিশেষ, উত্তর কুরুবর্ষে প্রবাহিত গঙ্গার শাখা-বিশেষ; তিথি-বিশেষ; (আয়ুর্বেদে) কটফল, অনন্তা, জীবন্তী, অপরাজিতা, নীলী, বচা, হরিদ্রা, দন্তী, শ্বেতদূর্বা; সাধ্বী, কল্যাণী (সম্বোধনে—ভদ্রে, বাংলায় তেমন প্রচলিত নয়)। **ভদ্রীকরণ**—কামানো, মুণ্ডন (বিণ. ভদ্রকৃত) **ভদ্রা পড়া**—অপ্রত্যাশিত যেন কতকটা দৈবনির্দেশিত বিঘ্নের সৃষ্টি হওয়া। **ভদ্রাসন**—সিংহাসন, যোগাসন-বিশেষ, বসতবাটী (পৈত্রিক ভদ্রাসনটিও বাঁধা পড়েছে)। **ভদ্রেশ্বর**—শিবমূর্তি-বিশেষ।

ভদ্রেলা—(ভদ্র + এলা) — বড় এলাচ। **ভদ্রোচিত**—শিষ্টসম্মত, ভদ্র লোকের জন্য যাহা শোভন।

ভনভন—বড় মাছি, মৌমাছি প্রভৃতির ডানার শব্দ। বি. ভনভনানি। বিণ. ভনভনে—বিতৃষ্ণা-জনক ভনভনশব্দকারী (ভনভনে মাছিতে ভরা)। ভ্যান ভ্যান দ্রঃ।

ভব—(ভূ+অ) উৎপত্তি, সৃষ্টি (ভবাপ্যয়—উৎপত্তি ও বিলয়); উৎপন্ন, জাত (সমাসান্ত পদে—মনোভব, পুনর্জন্মভব); সংসার, দুঃখময় সাংসারিক জীবন (ভবধর, ভবযন্ত্রণা); কল্যাণ; শিব (ভবভামিনী)। **ভবকর্ণধার**—সংসার-সমুদ্রের যিনি কর্ণধার (ঈশ্বর)। **ভবঘুরে**—উদ্দেশ্যহীনভাবে যে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, দায়িত্বহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ানোর দিকে যাহার ঝোঁক। **ভবজ**—গণেশ। **ভবতারণ**—ভববন্ধন হইতে যিনি উদ্ধার করেন। **ভবদারা**—শিবানী **ভব-ধব**—সংসারের পতি। **ভবপারাবার**—সংসার-রূপ সমুদ্র। **ভববন্ধন**—সংসারে জন্ম-গ্রহণ-রূপ বন্ধন। **ভবভবন**—কৈলাস; সংসার-রূপ ভবন। **ভবভয়**—দুঃখময় সাংসারিক জীবনের ভয়, পুনর্জন্মের ভয়। **ভবলীলা সাঙ্গ করা**—সংসার জীবনের অবসান ঘটা, মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া। **ভবলোক**—সংসার, পৃথিবী।　[বন্ধুস্থানীয়।

ভবদীয়—(ভবৎ) আপনার; (পত্রে) আপনার

ভবন—(ভূ+অনট্) গৃহ, আলয়, বাসস্থান (পিতৃ-ভবন; বিদ্যাভবন); বিত্তশালীর বাসস্থান, হর্ম্য, প্রাসাদ (ভবনশিখর)। **ভবনশিখী**—গৃহপালিত ময়ূর।

ভবভূতি—সুবিখ্যাত সংস্কৃত কবি, উত্তররাম-চরিত, মালতীমাধব প্রভৃতি ইঁহার রচিত নাটক।

ভবাদৃশ—(ভবৎ—দৃশ্+কিপ্) আপনার মতন (বেশী সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলায় ব্যবহৃত হয়)। **ভবান**—আপনি (বাংলায় ভবান্-এর পরিবর্তে 'মহাশয়' অথবা 'জনাব' ব্যবহৃত হয়)।

ভবানী—শিবানী, দুর্গা। **ভবানীগুরু**—ভবানীর পিতা, হিমালয়। **ভবানীপতি**—শিব।

ভবিতব্য—ভাবী, অবশ্যম্ভাবী। **ভবিতব্যতা**—অবশ্যম্ভাবিতা, নিয়তি (দিগন্তরালে কোন্

ভবিতব্যতা শুষ্ক তিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা —রবি)।

ভবিষ্য—(ভূ+স্যতৃ) যাহা পরে হইবে, অনাগত, ভাবী। **ভবিষ্য পুরাণ**—ভবিষ্যতে কি হইবে তদ্বিষয়ক পুরাণ-বিশেষ। **ভবিষ্য সূচনা**—ভবিষ্যতে কি হইবে তদ্বিষয়ক ইঙ্গিত বা প্রস্তাব (তোমার দায়িত্বহীনতায়ই রয়েছে তোমার ভবিষ্যসূচনা)। **ভবিষ্যৎ**—ভবিষ্য, ভাবী, অনাগত (ভবিষ্যদ্‌বাণী—যাহা পরে ঘটিবে অগ্রে তাহা বলা); সুপরিণতি (চাকরি একটা করছি বটে তবে এর ভবিষ্যৎ নেই); অনাগত সুফল বা কুফল (আজ যা করছ তার ভবিষ্যৎ আছে একথা ভুলো না)।

ভবী—উপকথার জেদী গৃহস্থ-কন্যা (ভবী ভুলবার নয়—ভবীকে ভুলাইয়া তাহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করা যাইবে না, অনড় জেদ, গোঁ বায়না ইত্যাদি সম্পর্কে রহস্য করিয়া বলা হয়)।

ভবেশ—মঙ্গলের দেবতা, শিব।

ভব্য—(ভূ+য) শিষ্ট, শান্ত, বিনীত (ছেলেগুলো যাতে সভ্যভব্য হয় সে দিকে একটু দৃষ্টি রেখো); সাধু, ভদ্র, মার্জিতরুচি (ভব্যজন নগরের শোভা —কবিকঙ্কণ; ভব্যতাবর্জিত); শুভ, কল্যাণকর; সমীচীন, যোগ্য।

ভভম্, ভভম্ভম্—শিঙ্গা প্রভৃতির গম্ভীর ধ্বনি।

ভয়—(ভী+অ—নিজের উচ্ছেদের আশঙ্কা) শঙ্কা, ত্রাস; আতঙ্ক; সমীহ (ব্যাঘ্রভয়; রাজভয়; লোকভয়)। **ভয়কর**—ভীতিকর, ভয়জনক। **ভয় করা**—ভীতিবোধ করা; ক্ষতির বা অশুভ পরিণামের আশঙ্কা করা; ভয়ে সঙ্কুচিত হওয়া (ভয় করতেই ভালবাসি তোমার বুকে চেপে—রবি); সমীহ করা (গিন্নিমাকে সবাই ভয় করে)। **ভয়কাতুরে**—যে সহজেই জড়সড় হয়। **ভয়ঙ্কর**—ত্রাসকর, ভীষণ, ঘোর, [illegible], অত্যন্ত (ভয়ঙ্কর রাগ হয়েছে; ভয়ঙ্কর শীত)। **ভয় খাওয়া**—ভয়ে সঙ্কুচিত হওয়া (ভয়খেকো—ডরকো, যে সহজেই ভয় পায়)। **ভয়ডর**—ভয়; শঙ্কা ও সঙ্কোচ। **ভয়ডিণ্ডিম**—শত্রু পক্ষকে ভীত করিবার রণবাদ্য-বিশেষ। **ভয়তরাসে**—যে সহজেই ভয় পায়। **ভয়ত্রস্ত**—যে খুব ভয় পাইয়াছে; **ভয়ত্রাতা**—যে ঘোর বিপদে রক্ষা করে অথবা শত্রুভয় হইতে ত্রাণ করে। **ভয়দ**—ভীতিকর, ভীষণ। **ভয়নাশন**—যে দেবতা ভয় নিবারণ করেন (স্ত্রী ভয়নাশিনী)। **ভয় নাই**—ভয়ের কোন কারণ নাই; সাহসে অগ্রসর হও। **ভয় পাওয়া**—ভীত হওয়া, ভয়ে সঙ্কুচিত হওয়া। **ভয়প্রদ**—ভীতিকর। **ভয় প্রদর্শন**—ভয় দেখানো, শাসানো। **ভয় বাসা**—ভয় করা, সমীহ করা। **ভয়-বিহ্বল**—ভয়ে দিশাহারা। **ভয়ে ভীত**—সন্ত্রস্ত। **ভয় ভাঙ্গা**—পূর্বে যে ভয় ছিল তাহা না থাকা, যাহার ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভয়ডরহীন, বেপরোয়া। **ভয়শূন্য**—নির্ভীক। **ভয় হওয়া**—ভয় পাওয়া, অনভিপ্রেত পরিণতির আশঙ্কা করা। **ভয়হারী**—ভয়নাশন ভগবান (স্ত্রী. ভয়হারিণী)। **ভয়ে পিপঁড়ার গর্তে লুকানো**—ভয় না করা সম্পর্কে ব্যঙ্গ ও দম্ভপূর্ণ উক্তি। **ভয়ে ভয়ে**—ভীত হইয়া; সঙ্কোচের সহিত (ভয়ে ভয়ে কথাটা পাড়লাম)।

ভয়ষা, ভঁয়ষা—মহিষ হইতে জাত (দুধ, দধি প্রভৃতি)।

ভয়াতুর—ভয়কাতর, ভয়বিহ্বল।

ভয়ানক—(ভী+আনক) ভয়ঙ্কর, ভীতিকর, কাব্যে ভয়ানক রস, অতিশয় (ভয়ানক চালাক); ব্যাঘ্র; রাহু।

ভয়াপহ—(ভয়—অপ—হন্‌+অ) ভয়নাশক, রাজা; বিষ্ণু। **ভয়াবহ**—(ভয়-উৎপাদক) ভীতিকর; ভয়জনক; শঙ্কাস্থল (পরধর্ম ভয়াবহ)। **ভয়ার্ত**—ভয়ত্রস্ত, অতিশয় ভীত। **ভয়াল**—(ভয়+আল) ভয়ঙ্কর, ঘোর; ভীতিকর; মূর্তিমান ভয়।

ভর—(ভৃ+অ) ভার, চাপ (ফুলের ভর সয় না; বীরগণের পদ ভরে ধরণী কম্পিত হইল); নির্ভর, অবলম্বন (পরের কাঁধে ভর করে আর কদিন চলবে); আবির্ভাব (নতুন বৌয়ের উপরে উপদেবতার ভর হয়েছে); আধিক্য; গৌরব (মানের ভরে কথাই বলেনা); সহিত (কাব্যে—'গর্বভরে উত্তরিলা'); পূর্ণ (ভরদুপুরে; ভর সন্ধ্যায়); সমস্ত (ভর দুনিয়া তার সুনাম করছে—এই অর্থে ভোরও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কিছু ভিন্ন ধরণে, ভোর দ্রঃ); তৎপরিমিত (সিকিভর; স্পর্শ লভেছিল যার একপল ভর —রবি)।

ভরই—(ব্রজবুলি) পূর্ণ করে। **ভরছন**—(ভং'সন—বৈষ্ণব সাহিত্যে) ভং'সনা, তিরস্কার।

ভরণ—(ভৃ+অনট্) প্রতিপালন, খাদ্যাদি দান (ভরণপোষণ) ; পালক (ধরণীং ভরণীং মাতরম্—বঙ্কিমচন্দ্র) । **ভরণীয়**—প্রতিপাল্য, পোষ্য।

ভরণ,-ন—(সং. বর্তক ; ইং. bronze) নিকৃষ্ট কাঁসা-বিশেষ (ভরণ কাঁসার তৈরি) ।

ভরণী—নক্ষত্র (অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী)।

ভরত—দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র : রাজা দশরথ ও কৈকেয়ীর পুত্র ; ঋষভ দেবের পুত্র, ইনি মহাযোগী ছিলেন, ভারতবর্ষ নাম ইঁহার নাম হইতে ; সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা মুনি-বিশেষ ; নাট্যশাস্ত্র। **ভরতবাক্য**—নাটক সমাপ্তিতে নটের মুখে শুভকামনা। **ভরতর্ষভ, ভরতশ্রেষ্ঠ,-সত্তম**—অর্জুন।

ভরতা, ভর্তা—সিদ্ধব্যঞ্জন-বিশেষ, কাঁচা লঙ্কা কাঁচা তেল, ঘি প্রভৃতি যোগে প্রস্তুত ; তেল বা ঘি ফুটাইয়াও ভরতা প্রস্তুত করা হয় ; (আজকাল প্রায় সব ভরতায় পেঁয়াজ দেওয়া হয়) ।

ভরদ্বাজ—(ভর—দ্বা+জ—উভয় ভ্রাতার দ্বারা উৎপন্ন এই পুত্রকে প্রতিপালন কর) মুনি-বিশেষ। দ্রোণাচার্যের পিতা ; ভারুই পাখী।

ভরপুর,-পুর—পরিপূর্ণ, কাণায় কাণায় পূর্ণ (স্নেহে মমতায় ভরপুর ; ভরপুর যৌবন) ; পূর্ণমাত্রায়।

ভরভর—পরিপূর্ণ (ঝরা ফুলের গন্ধে ভরভর—রবি) । (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত, কথা ভাষায় ভুরভুর ব্যবহৃত হয়) ।

ভরম—(সং. ভ্রম) ভ্রম, ভ্রান্তি ; সম্ভ্রম, মর্যাদা (**সরম ভরম**—লজ্জা ও সম্ভ্রম) । **ভরম রাখা**—মানমর্যাদা রাখা।

ভরসা—(হি. ভরোসা) নির্ভর, আশ্রয়, অবলম্বন (তোমার কথার উপরে ভরসা করেই একাজে হাত দিয়েছি ; একাতি ভরসা ; বৎসা ...ভুবনভরসা—রবি) ; সফলতার আশা, প্রত্যয়, নির্ভরতা (আজ বাদে কাল ভরসা কি—মোহিতলাল ; নয়ও নাই ভরসাও নাই) । **ভরসা করা**—আশা করা ; নির্ভর করা। **ভরসা দেওয়া**—আশার সঞ্চার করা, নিরাশ না হইতে বলা। **ভরসা না থাকা**—সফলতার সম্ভাবনার কথা মনে স্থান না দেওয়া। **ভরসা পাওয়া**—সফলতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছু আশান্বিত বা উৎসাহিত হওয়া।

ভরা—পূর্ণ (ঘর ভরা লোক ; বুক ভরা সাহস ; ভরা গঙ্গার কূলে—রবি ; ভুলে ভরা জীবন ; ভরা সাঁঝ ; ভরা যৌবন ; গা ভরা গহনা ; ঘুম ভরা আঁখি ফুটে ধরে ধরে—রবি) ; ভার, বোঝাই (ভরাডুবি ; তল—মাল বোঝাই নৌকা ডুবিয়া যাওয়া ; সর্বনাশ) । **ভরার মেয়ে**—নৌকা ভরিয়া যে সব বিবাহের পাত্রী আনা হইত, ইহারা নানা জাতির কন্যা হইলেও ব্রাহ্মণ-কন্যা বলিয়া পরিচিত হইত। **ভরা মন**—যে মনে আজিও শোকতাপাদির স্পর্শ লাগে নাই।

ভরা—পূর্ণ করা বা হওয়া, পোরা (জল ভরা ; চোখে আসে জলভরে—রবি ; বন্দুকে কার্তুজ ভরা) ; ব্যাপ্ত করা (তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী—বিদ্যাপতি) ; ক্ষতিপূরণ করা, ঋণ শোধ করা (জামীন হয় ভরতে গাছে চড়ে মরতে) ; গাভীন হওয়া (গরুটা পাঁচ মাস হলো বাচ্চা দিয়েছে এখনো ভরেনি—গ্রাম্য) ।

ভরাট—পরিপূর্ণ (গর্ত ভরাট করা ; মিঠাই মণ্ডায় পেটটা ভরা) । **ভরাটি**—গর্তাদি ভরাট করার ফলে সৃষ্ট (নদী-ভরাটি জমি) ।

ভরানো—পূর্ণ করা, তৃপ্তি সাধন করা, ঘুষ দেওয়া (পেট ভরানো দ্রঃ) ।

ভরি—তোলা (সিকি ভরি জাফরাণ) ।

ভরিত—(ভৃ+ইত) পূরিত ; পালিত ; হরিদ্বর্ণ, ভারযুক্ত। **ভরিমা**—ভরণ, প্রতিপালন।

ভর্গ—শিব ; ব্রহ্মা ; সূর্যের দিব্য তেজ।

ভর্জন—ভাজা। **ভর্জনপাত্র**—যে পাত্রে ভাজা হয়। **ভর্জিত**—যাহা ভাজা হইয়াছে।

ভর্তব্য—(ভৃ+তব্য) পোষণীয়, প্রতিপাল্য।

ভর্তা—(ভৃ+তৃচ) পালনকর্তা, ধারণকর্তা, পতি, স্বামী রাজা, অধিপতি, নায়ক। স্ত্রী. ভর্ত্রী—স্বামিনী, পালনকর্ত্রী।

ভর্তি, ভরতি—ভরপুর, পূর্ণ, বোঝাই (মাল ভর্তি গাড়ী) ; প্রবিষ্ট, নিযুক্ত (স্কুলে ভর্তি হওয়া ; কাজে ভর্তি হওয়া) ।

ভর্তৃদারক—(সংস্কৃত নাটকের ভাষা) প্রভুপুত্র ; রাজপুত্র, যুবরাজ। স্ত্রী. ভর্তৃদারিকা। **ভর্তৃমতী**—সধবা।

ভর্তৃহরি—সুবিখ্যাত সংস্কৃত কবি, নীতিশতক, বৈরাগ্যশতক প্রভৃতি ইঁহার কাব্য।

ভৎ'সক—ভৎ'সনাকারী, নিন্দক। **ভৎ'সন,-না**—তিরস্কার, অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন (মৃদু ভৎ'সনা; চোখের ভৎ'সনা)। বিণ. ভৎ'সিত।

ভল্ল—ভালুক; বর্শা বিশেষ, ইহার ফলা মনসা পাতার মত।

ভল্লুক, ভল্লূক—ভালুক, ঋক্ষ। স্ত্রী. ভল্লুকা,-কী। **ভল্লুক জ্বর**—অল্পক্ষণ-স্থায়ী কম্প-জ্বর (গ্রাম্য ভালুকে বা ভালকো জ্বর)।

ভস্—শিথিল মৃত্তিকা বা বালুকাস্তূপের ধ্বসিয়া পড়ার শব্দ। **ভস্ভসে**—বেশী শিথিল (ভস্ভস্—বেশী শিথিল ভাব)। **ভস্কা**—শিথিলবন্ধ, ভসভসে (ভস্কা মাটি)। (**ভুস্ভুসে**—শিথিল বন্ধ ও কোমল)।

ভস্ত্রা, ভস্ত্রকা, ভস্ত্রিকা, ভস্ত্রী—কামারের যাঁতা যাহার সাহায্যে সে ধাতু গলাইবার আগুন জমকাইয়া তুলে, bellows, হাপর; চর্মনির্মিত আধার, ভিস্তির মশক।

ভস্ম—ছাই (ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি); ছাইয়ের মত অসার (ছাইভস্ম কি লিখেছ তুমিই জান)। **ভস্মক**—রোগ-বিশেষ ইহার ফলে বায়ু ও পিত্তের আধিক্য হয় ও কফের হ্রাস হয়; স্বর্ণ; রৌপ্য। **ভস্মকীট**—ভস্মক রোগ। **ভস্মকূট**—ভস্মস্তূপ। **ভস্মপ্রিয়**—শিব। **ভস্মসাৎ**—ভস্মে পরিণত, সম্যক্ ভস্মীভূত। **ভস্মাবশেষ**—ভস্মে পরিণত। **ভস্মিত**—ভস্মে পরিণত। **ভস্মীকরণ**—ভস্মে পরিণত করা, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ছাই প্রস্তুত করা। **ভস্মে ঘি ঢালা**—নিরর্থক প্রয়াস।

ভস্মলোচন—রাক্ষস-বিশেষ, ইহার দৃষ্টিপাত মাত্রে শত্রু ভস্মে পরিণত হইত।

ভা—[ভা (দীপ্তি পাওয়া) + অ + আ] প্রভা, দীপ্তি, কান্তি। (বাংলায় সাধারণতঃ উপসর্গের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—আভা, প্রভা)।

ভাই—(প্রা. ভাই; সং. ভ্রাতৃ) ভ্রাতা, সহোদর, জ্ঞাতি; স্বজন (ভাই বন্ধু); ভ্রাতৃস্থানীয়; বন্ধু; সখা। **ভাইঝি**—ভাইয়ের কন্যা। **ভাইঝি জামাই**—ভাইঝির স্বামী। **ভাই-পুত**—(গ্রাম্য ও মেয়েলি) ভাইপো। **ভাই-বউ**—ভ্রাতৃবধূ। **ভাইবেরাদর**—আপন-জন, জ্ঞাতিকুটুম্ব। **ভাইফোঁটা**—ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া।

ভাইজ, ভাজ—(সং. ভ্রাতৃজায়া) ভ্রাতৃবধূ; জা (ননদভাজের সম্পর্ক)। **ভাউজ**—ভ্রাতৃবধূ; জা।

ভাউচার—(ইং. voucher) হিসাবের বা বিলের পরিপোষক সরবাহের আদেশ জ্ঞাপক কাগজপত্রাদি।

ভাও—(সং. ভাব) কৌশল, পদ্ধতি (কাজের ভাও জাননা কেবল গোলমাল করছ); অবস্থা, ভাবগতিক (ভাও বুঝে কাজে নাম); দর, দাম (তখন তিন টাকা ভাও চাল কিনেছি; দর ভাও জানা নেই)। **আওভাও**—অবস্থা, হাবভাব।

ভাওয়ালিয়া—কাঠের ছই যুক্ত ও লম্বা গলুইযুক্ত উৎসবাদিতে ব্যবহার্য বজরা জাতীয় নৌকা।

ভাওলী, ভাউলী—ফসলে দেয় খাজনা।

ভাং, ভাঙ, ভাঙ্গ—(সং. ভঙ্গা) সিদ্ধি (গাঁজা ভাঙ্গ খেয়ে এসেছ নাকি)।

ভাংচি, ভাঙচি, ভাঙ্গচি—ভাঙ্গাইয়া লইয়া যাইবার জন্য যে পরামর্শ দেওয়া হয়, কুমন্ত্রণা (ভাংচি দিয়ে চাকর ভাগানো)।

ভাঁওতা—চালবাজি, ধাপ্পা (ভাঁওতা দিয়ে কিছু আদায় করার মতলব; কথার ভাঁওতা)।

ভাঁজ—পাট, fold, ভঙ্গ (ভাঁজে ভাঁজে দাগ পড়েছে; ভাঁজ করা; ভাঁজ পড়া; ভাঁজ ভাঙা); চিহ্ন, সাড়া-শব্দ (ছেলেদের ত ভাঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, ভেজাল (ভাঁজ দেওয়া; নির্ভাঁজ ঘি)।

ভাঁজা—পাট করা, ভাঁজে ভাঁজে রাখা (তাস ভাঁজা; কাগজগুলো ভেঁজে রাখ); মুগুর প্রভৃতি লইয়া কসরৎ করা (মুগুর ভাঁজা অভ্যাস করছে)। **রাগিণী ভাঁজা**—ওস্তাদের মত রাগিণী আলাপ করা (সাধারণত ব্যঙ্গার্থে—কুকুর রাগিণী ভাঁজা)।

ভাঁট,-টি—ঘেঁটু ফুলের গাছ।

ভাঁটা—খেলনা-বিশেষ, ডাণ্ডাগুলির গুলি; কাঠের বল-বিশেষ।

ভাঁটা, ভাঁটি ভাটা, ভাটি—জোয়ারের বিপরীত, যে নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলে তাহার স্রোতের নিম্নাভিমুখ গতি (ভাটা পড়া—ভাটা শুরু হওয়া); অবনতি বা পতনের দিকে গতি (তাহার আয়ে তখন ভাটা পড়েছে; বয়সে ভাটা পড়া—যৌবন অপগত হওয়া। **ভাটান, ভাটেন**—ভাটা পড়া; স্রোতের অনুকূলে গমন (বিপ. উজান)।

ভাঁটি, ভাটি—ইট পোড়াইবার স্থান; চুণ পোড়াইবার স্থান; ধোপার কাপড় সিদ্ধ করিবার পাত্র ও উনুন (ভাটি দেওয়া); দেশীমদ চোলাই করিবার স্থান (ভাটিখানা)।

ভাঁড়—(সং. ভাণ্ড) ছোট মৃৎপাত্র (দুধের ভাঁড়; জলের ভাঁড়; মদের ভাঁড়)। **ভাঁড়ে মা ভবানী**—ভাঁড় টাকাকড়ির দিক দিয়া সম্পূর্ণ শূন্য কাজেই কেবল মা ভবানীর উপরে নির্ভর (তুলনীয় ঘরে চাল বাড়ন্ত)।

ভাঁড়—নাপিতের ক্ষুর-আদি রাখিবার ভাণ্ড, ভাঁইড়।

ভাঁড়—(সং. ভণ্ড) বিদূষক, ভাঁড়ামি যাহার ব্যবসায় (গোপাল ভাঁড়)। **ভাঁড়াই, ভাঁড়ামো, ভাঁড়ামি**—ভাঁড়ের কাজ, অপেক্ষাকৃত স্থূল ঠাট্টামস্করা, স্থূল রসিকতা।

ভাঁড়ানো—প্রতারণা করা (কিন্তু বিধি বুঝিব কেমনে তাঁর লীলা ভাঁড়াইলা সে-সুখ আমারে—মধুসূদন); সত্য গোপন করা (নাম ভাঁড়ানো)। **ভাঁড়াভাঁড়ি**—প্রতারণা, ঋণ পরিশোধাদি ব্যাপারে আজ নয় কাল করিয়া সময় কাটানো, টালবাহানা।

ভাঁড়ার—(সং. ভাণ্ডার) যে গৃহে খাদ্যোপকরণ সঞ্চিত থাকে। ভাণ্ডার; কোষ। **ভাঁড়ার ঘর**—চাল, ডাল আদি যে গৃহে সঞ্চিত থাকে। **ভাঁড়ারী**—ভাঁড়ারের জিম্মাদার, ভাণ্ডাররক্ষক কর্মচারী।

ভাক্ত—জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি ভাব যাহার ভিতরে দৃঢ় বা অকৃত্রিম নয়, দুর্বল অধিকারী; (ভাক্ত জ্ঞানী; ভাক্ত বৈষ্ণব); বকধার্মিক; অপ্রধান; গৌণ; অন্ন সম্বন্ধীয়।

ভাগ—(ভজ্‌+ঘঞ্‌) অংশ, খণ্ড, বিভজন (পাঁচ ভাগের একভাগ; সম্পত্তির ভাগ পেয়েছে; তিন দিয়ে ভাগ কর); একদেশ, স্থান (নিম্ন-ভাগ; স্থলভাগ); কালাংশ (দিবাভাগে); ভাগ্য (মহাভাগ)। **ভাগ করা**—বিভক্ত করা, বিভিন্ন অংশ পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করা (যা পেয়েছ ভাগ করে খাও—ভাগাভাগি দ্রঃ)। **ভাগফল**—এক রাশিকে অন্য রাশি দিয়া ভাগ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, quotient। **ভাগ বাঁটোয়ারা**—বিভিন্ন অংশে বিভাগ। **ভাগলেখ্য**—সম্পত্তি বিভাগ সম্পর্কে দলিল। **ভাগশেষ**—ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, remainder। **ভাগহর**—অংশ গ্রহণকারী, প্রজার নিকট হইতে রাজার প্রাপ্য আদায়কারী, দায়াদ। **ভাগহার**—এক রাশিকে অন্য রাশি দিয়া ভাগ করিবার প্রণালী, division। **ভাগহারী**—অংশগ্রহণকারী। **ভাগের মা গঙ্গা পায়না**—পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে অনেক ক্ষেত্রেই কাজ পণ্ড হয়। **বাড়ার ভাগ**—অতিরিক্ত, উপরন্তু।

ভাগধেয়—অংশ, রাজস্ব, দায়াদ; ভাগ্য।

ভাগনা, নে—ভাগিনেয় দ্রঃ। স্ত্রী. ভাগনী।

ভাগবত—(ভগবৎ+ষ্ণ) ব্যাসপ্রণীত ভগবদ্‌-বিষয়ক গ্রন্থ; ভগবৎ-সম্বন্ধীয় অথবা ভগবদ্‌-দত্ত; ভগবদ্ভক্ত, বৈষ্ণব (পরম ভাগবত)। স্ত্রী. ভাগবতী (ভাগবতী তৃষ্ণা; ভাগবতী প্রেরণা)।

ভাগা—ভঙ্গ দেওয়া, পলায়ন করা (স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল—রবি; বিপক্ষ দল ভেগে গেছে)। **ভাগানো**—তাড়ানো (ভূত ভাগানো—ভূত দ্রঃ); আশ্রিত লোককে কুমন্ত্রণা দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া বা আনা (পরের বাড়ীর চাকর-চাকরাণী ভাগাতে ওস্তাদ; মেয়েভাগানো মোকদ্দমা)।

ভাগাড়—মৃত গরু মহিষ যেখানে আনিয়া ফেলিয়া আসা হয়, গো ভাগাড়।

ভাগাভাগি—(সাধারণত নিন্দার্থক) পরস্পরের মধ্যে বণ্টন, কয়েক জন মিশিয়া আত্মসাৎ করা, (এসব ভাগাভাগির মধ্যে আমি নেই; সোজা কথাটা বোঝো না কেন, যা পেয়েছ ভাগাভাগি করে খাও)।

ভাগিনা, ভাগিনেয়—ভগিনীর পুত্র অথবা স্বামীর ভগিনীর পুত্র (কথ্য—ভাগ্‌নে; পূর্ববঙ্গে ভাগিনা, ভাগ্না)। স্ত্রী. ভাগিনেয়ী (কথ্য ভাগনি)।

ভাগী—অংশী, দায়াদ, উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পত্তির অংশ পায় (আমার ভাগী এয়েছেন); যাহাতে কোন ফল বর্তে (দোষের ভাগী, নিমিত্তের ভাগী)।

ভাগীরথী—ভগীরথ কর্তৃক আনীত গঙ্গা; গঙ্গার শাখা-বিশেষ (ভাগীরথী অঞ্চলের ভাষা)।

ভাগ্‌গিস, ভাগ্যিস্‌—ভাগ্যক্রমে (কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য; মধ্য বাংলায় ও পূর্ব বাংলায়

ভাগ্যি. সাধু. ভাগ্যে—ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে—রবি)।

ভাগ্য—(ভজ্‌+য) অদৃষ্ট, নিয়তি, দৈব (ভাগ্য-ফল ; ভাগ্যে দেখা হল) ; সৌভাগ্য (ভাগ্যবন্তের গৃহিণী) ; বিভাজ্য, ভাগার্হ। **ভাগ্যক্রমে**—সৌভাগ্য বশতঃ। **ভাগ্য গণনা**—জ্যোতিষের সাহায্যে অদৃষ্টের ফলাফল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। **ভাগ্যচক্র**—পরিবর্তনশীল অদৃষ্ট। **ভাগ্য-দোষে**—দুরদৃষ্ট বশতঃ। **ভাগ্যধর**—ভাগ্যবান। **ভাগ্যপুরুষ**—বিধাতাপুরুষ। **ভাগ্যফল**—পূর্বজন্মের কর্মের ফলে নির্ধারিত সুখদুঃখাদি। **ভাগ্যবন্ত,-বান**—সৌভাগ্য-শালী, সমৃদ্ধিশালী। **ভাগ্যবল**—অদৃষ্টের জোর। **ভাগ্যবিধাতা**—ভাগ্যের গতির নিয়ন্তা। **ভাগ্যবিপর্যয়**—ভাগ্যের অশুভ পরিণতি, হঠাৎ বিপৎপাতাদির ফলে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হওয়া। **ভাগ্যলিপি**—অদৃষ্টের লেখা। **ভাগ্যহীন**—দুর্ভাগা। **ভাগ্যোদয়**—সৌভাগ্যের বা সুদিনের উদয়।

ভাগ্যি—(কথ্য) ভাগ্য, সৌভাগ্য, শুভ অদৃষ্ট (তুমি পাশ করেছ এ আমার বাপের ভাগ্যি ; ভাগ্যি ভাল যে তোমার দেখা পেলাম)। **ভাগ্যিমান**—ভাগ্যবান্ (স্ত্রী. ভাগ্যিমানী)।

ভাঙচুর—ভাঙ্গিয়া যাওয়া, চূর্ণ হওয়া, সমূহ পরিবর্তন (অনেক ভাঙচুরের পর তবে ব্যাপারটা একটা স্থায়ীরূপ পেতে পারে)। [বলা হয়)।

ভাঙতি—বিনিময়ে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রতর মুদ্রা (ভাঙ্‌টাও

ভাঙন, ভাঙ্গন—ভাঙ্গিয়া যাওয়া ; স্রোতের বেগে নদীর পার ধ্বসিয়া পড়া (পদ্মার ভাঙন ; 'ভাঙন-ধরা কূলে') ; অবনতি, ক্ষতি, ধ্বংস ইত্যাদির দিকে প্রবণতা (স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরেছে ; তখন চৌধুরী পরিবারে ভাঙন ধরেছে, ভাঙনের মুখে)।

ভাঙন—(সামুদ্রিক মাছ-বিশেষ)।

ভাঙা, ভাঙ্গা—(ভন্‌জ্‌ ধাতু) ভগ্ন করা, খণ্ডিত করা, খণ্ড করা (ডাল ভাঙা ; বিয়ে ভাঙা) ; চূর্ণ করা বা হওয়া (ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দুধারে—রবি), ভাঙিয়া নূতন করিয়া প্রস্তুত করা (ডা'ল ভাঙা ; পাথর ভেঙে কাটছে যেথা পথ—রবি) ; কষ্টে অতিক্রম করা (জল কাদা ভাঙা ; মাঠ ভাঙা ; দশ মাইল ভাঙা) ; নষ্ট করা বা হওয়া ; টুটিয়া যাওয়া (স্বাস্থ্য ভাঙা ; বড়াই ভাঙা ; ঘুম ভাঙা) ; বিধ্বস্ত করা বা হওয়া (পড়ে ভাঙা) ; শিথিলবন্ধ হওয়া বা করা, ছত্রভঙ্গ হওয়া (জোট ভাঙা ; সভা ভাঙ্গিয়া যাওয়া) ; নিয়মিত কার্য শেষ হওয়া (কাছারি ভাঙা ; হাট ভাঙা) ; ঘুচানো অপসৃত হওয়া (মান ভাঙা ; সন্দেহ ভাঙা ; লজ্জা ভাঙা) ; কার্যকর না থাকা (গলা ভাঙা ; মন ভাঙা) ; বন্ধন ছিন্ন করা বা অপসৃত হওয়া (বাঁধ ভাঙা ; কুল ভাঙা ; জেল ভাঙা) ; ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসা (জল ভাঙা ; পেট ভাঙা ; রক্ত ভাঙা) ; অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করা (কপাল ভাঙা ; ঘর ভাঙা) ; সঞ্চিত ধনাদি নিঃশেষ করা বা অপব্যয় করা বা তছরুপ করা (টাকা ভাঙা ; তহবিল ভাঙা) ; খুলিয়া বলা (ভেঙে বল তবে ত বুঝব)। **ভাঙিয়া পড়া বা আসা**—একসঙ্গে বহু লোকের আগমন হওয়া (নতুন বৌ দেখিতে পাড়া ভাঙিয়া পড়িল)।

ভাঙা, ভাঙ্গা—ভগ্ন জীর্ণ (ভাঙা বাড়ী : ভাঙা শরীর) ; বক্র (কোমরের কাছে ভাঙা), ছিদ্রযুক্ত ((ভাঙা বদনা) ; ব্যাধি বা বাধ ক্যহেতু বসা (কপালের দুই পাশে ভাঙা) ; অকার্যকর (ভাঙা ঢোল ; ভাঙা গলা) ; উৎসাহ-উদ্দীপনা-হীন, হতাশ্বাস (ভাঙা বুক) ; শিথিলবন্ধ, বিকৃত (ভাঙা হিন্দি ; ভাঙা ইংরেজী) ; যাহা ভাঙিয়া ফেলে বা নষ্ট করে (গুমট ভাঙা হাওয়ার ঝলক , গলা ভাঙা চীৎকার , হাড় ভাঙা খাটুনি) ; যে বা যাহা ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে অথবা ভাঙিয়া পাওয়া গিয়াছে (জেল-ভাঙা কয়েদী ; চাকভাঙা মধু , খনি ডালিম-ভাঙা—মোহিতলাল)। **ভাঙাচোরা**—ভগ্ন ও চূর্ণ ; ভগ্ন ও বিকৃত। **ভাঙা ভাঙা**—আধো আধো ; অশুদ্ধ ও অমার্জিত (ভাঙা ভাঙা ধরণের ইংরেজী বলতে পারে)। **ভাঙা হাট**—যখন হাটের অনেক লোক চলিয়া গিয়াছে সুতরাং তাহা এখন নষ্টগৌরব।

ভাঙানো, ভাঙ্গানো—পরামর্শ দিয়া ভঙ্গ বা আশ্রয় ভ্রষ্ট করা (সাক্ষী ভাঙানো ; এমন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙায়—চণ্ডিদাস : ঘর ভাঙানী বউ) ; কোন মুদ্রার বা চেক-আদির বিনিময়ে সমমূল্যের, অথবা বাটা দিয়া ক্ষুদ্রতর বা ভিন্ন দেশের বা শ্রেণীর মুদ্রা গ্রহণ করা (টাকা ভাঙাতে চার পয়সা করে বাটা নিচ্ছে ; চেক ভাঙানো ;

পাউণ্ড ভাঙাইয়া ডলার নেওয়া) ; ব্যঙ্গ করা; অঙ্গভঙ্গি করিয়া উপহাস করা (পূর্ববঙ্গে ভেঙ্গান) ; চুল প্রভৃতির গোছা, গ্রন্থি বন্ধন করা (বেণী ভাঙানো : শিকা ভাঙানো : দশি ভাঙানো)। **ভাঙানি,-নী**—যে বা যাহা ভাঙায় অর্থাৎ কুমন্ত্রণা দেয় (ঘর ভাঙানি বউ; কান ভাঙানি দেওয়া) ; বিনিময়ে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য ক্ষুদ্রতর বা ভিন্ন জাতীয় মুদ্রা (নোট ভাঙানি টাকা)।

ভাঙ্গড়—ভাঙ্গখোর, যে সিদ্ধি খাইয়া বিভোর হইয়া থাকে ; শিব ; সিদ্ধিতে আসক্ত সুতরাং কাণ্ডজ্ঞানহীন (গালি)।

ভাঙ্গী—ভাঙে আসক্ত (গালি) ; মেথর ঝাড়ুদার।

ভাজ—ভাউজ দ্রঃ।

ভাজক—যে রাশির দ্বারা অপর রাশিকে ভাগ করা হয়, divisor।

ভাজন—আধার, পাত্র ; যোগ্য (নিন্দাভাজন) ; যোগ্যপাত্র, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য (পাতের ভাজন ছাওয়ালে ক্ষেতের ভাজন দাওয়ালে ; **ভাজন বেটা**—জসীমুদ্দীন)।

ভাজনা—যাহাতে ভাজা হয় (ভাজনা খোলা) ; পরে ব্যঞ্জনে দিবার জন্য ভাজিয়া রাখা পেঁয়াজ (প্রাদেশিক)।

ভাজা—তৈলাদিতে বালির সাহায্যে অথবা কাঠ-খোলায় পাক করা (বেগুন ভাজা ; চাল ভাজা) ; যাহা ভাজা হইয়াছে (ভাজা মাছ) ; রৌদ্রদগ্ধ (রোদে ভাজা) ; সন্তপ্ত। **ভাজা-পোড়া**—ভর্জিতপ্রায় অথবা অর্ধদগ্ধ খাদ্য যাহা সুরসাল বা সুখাদ্য নয় (ভাজাপোড়া খেয়ে দিন কাটে) ; ভর্জিত ও কড়া স্বাদযুক্ত খাদ্য (ভাজাপোড়া খেতে ভালবাসে)। **ভাজা ভাজা**—ঝোলহীন, প্রায় ভাজা (মাংসটা ভাজা ভাজা করে নামাবে) ; অতিশয় সন্তপ্ত বা উৎপীড়িত (ঘুস আবোয়াব ইত্যাদির জুলুমে দেশের লোক ভাজাভাজা হয়েছে ; নানা ঝামেলায় হাড় ভাজাভাজা হলো)। **ভাজাভুজা**—তৈলাদিতে ভাজা ও কাঠখোলায় ভাজা খাদ্য (ভাজাভুজা খাইতে ভালবাসে—ভুজা দ্রঃ)। **ভাজাভুজি**—নানা জাতীয় সুস্বাদু ভর্জিত বা ভর্জিতপ্রায় খাদ্যদ্রব্য (ভাজা-ভুজি হত পাঁচটা-ছটা—রবি)। **ভাজি,-জী**—ভর্জিত ব্যঞ্জন (বেগুন ভাজী ; ভাজি করা—ভাজা)।

ভাজিত—যাহা ভাগ করা হইয়াছে, divided by ; পৃথক্‌কৃত। **ভাজ্য**—যে রাশিকে ভাগ করিতে হইবে, dividend ; বিভাজ্য।

ভাট—(সং. ভট্ট) হিন্দুজাতি-বিশেষ, স্তুতিপাঠক ; যাহারা বিবাহাদি ব্যাপারে বংশচরিত কীর্তন করে ; ভট্ট (ভাটপাড়া)। **ভাটপাড়ার বিধান**—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিধান, প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের বিধান (কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার্থক)।

ভাটশালিক—গুয়ে শালিক।

ভাটি—ভাঁটি দ্রঃ ; অবনতির দিকে গতি, যৌবনের পর প্রৌঢ় দশা (এখন পড়েছে ভাটি ভর দেই লাঠি—পাগলা কানাই) ; নিস্তেজ, মৃদু (ভাটি জ্বাল—গ্রাম্য) ; বঙ্গের দক্ষিণ অংশ (ভাটির বাঙ্গাল)। **ভাটিমুল্লুক**—সুন্দরবন, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল।

ভাটিয়ারী, ভাটিয়াল, ভাটিয়ালী—বাংলার লোক-সঙ্গীতের সুপরিচিত সুর-বিশেষ ; ভাটিয়ালী সুরে গাওয়া গান।

ভাড়া—(সং. ভাটক) বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদির ব্যবহারের জন্য যে অর্থ দেওয়া হয় ; মাশুল (নৌকা ভাড়া ; বাড়ী ভাড়া ; পোষাক ভাড়া ; রেল ভাড়া) ; ধান ভানার জন্য যে চাউল বা অর্থ দেওয়া হয় (ভাড়া ভানা—চাউল ইত্যাদি মজুরি লইয়া ধান ভানা ; 'বারা বানা' বেশী প্রচলিত) ; (তাহা হইতে) জীবনের অবলম্বন, সম্বল, (হাপুতির পুত মোর বালতীর ভাড়া—কবিকঙ্কণ)। **ভাড়া করা**—অল্পকালের বা দীর্ঘকালের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়া ভাড়া লওয়া ; 'ভাড়া করা' হয় সাধারণত ব্যক্তিগত বা দলগত ব্যবহারের জন্য, সর্ব-সাধারণের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে 'ভাড়া দেওয়া' ব্যবহার করা হয় ('বাস ভাড়া করা'র অর্থ আর দশজনের সঙ্গে বাসে চড়া নয়, নিজের বা নিজের দলের বিশেষ কাজের জন্য সমগ্র বাস ভাড়া করা)। **ভাড়া খাটা**—নির্দিষ্ট ভাড়া লইয়া ভাড়াটিয়ার প্রয়োজন মত খাটা। **ভাড়া দেওয়া**—ভাড়াটিয়ার ব্যবহারের জন্য দেওয়া ; মাশুল দেওয়া।

ভাড়াটিয়া, ভাড়াটে—যে গৃহ বা গৃহের অংশ ভাড়া করে ; যাহা ভাড়া করা হয় (ভাড়াটে নৌকা)। **ভাড়াটে বক্তা**—যে অর্থ গ্রহণ করিয়া দাতার নির্দেশ মত বক্তৃতা করে (নিন্দার্থক)।

ভাড়ানী, ভাড়ুনী—যে স্ত্রীলোক ধান ভানিয়া জীবিকা অর্জন করে (মধ্য ও পূর্ববাংলায় 'বারানী')।

ভাণ—[ভণ (বলা)+ঘঞ্] রূপক-বিশেষ, ইহাতে একটী মাত্র অঙ্ক থাকে (সেটা নাটক কি রূপক কি প্রকরণ কি ভাণ তা ঠিক বলতে পারবনা—রবি); বাক্য, বাণী (ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ—বিদ্যাপতি); ভান, ব্যাজ, ছল, অনুমান, ধারণা।

ভাণ্ড—(ভণ্ড+ঘঞ্) পাত্র, মৃৎপাত্র; বাদ্যযন্ত্র; আধার (ক্ষুর ভাণ্ড); পুঁজি; দেহ (যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে); পণ্য (ভাণ্ডপতি—বণিক)। **ভাণ্ডপুট**—নাপিত। **ভাণ্ড-বাদন**—মুরজ প্রভৃতি যন্ত্র বাজানো। **প্রতি-ভাণ্ডক**—পণ্যের বিনিময়ে লভ্য পণ্য। **ভাণ্ডাগার**—যে গৃহে গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি থাকে, ভাঁড়ার; ধনাগার, কোষ। **ভাণ্ডাগারিক**—ভাণ্ডাগারের অধ্যক্ষ, ভাঁড়াড়ের জিম্মাদার।

ভাণ্ডার—ভাণ্ডাগার, ভাঁড়ার; কোষ (ধন-ভাণ্ডার: রত্নভাণ্ডার); গোলা (শস্যভাণ্ডার)। **ভাণ্ডারিক**—ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ, ভাণ্ডারপাল। **ভাণ্ডারা**—ব্যাপক অন্ন দান-উৎসব, সাধুদের ভোজন। **ভাণ্ডারী**—ভাণ্ডাররক্ষক, যে ভৃত্য ভাঁড়ারের তদারক করে; উপাধি-বিশেষ।

ভাণ্ডি—ছোট ভাণ্ড বা আধার (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত—দেয়াশলাইয়ের ভাণ্ডি); নাপিতের ক্ষুর রাখিবার আধার।

ভাণ্ডীর—বট গাছ; ভাঁট গাছ; বৃন্দাবনের সপ্ত বটের অন্যতম।

ভাত—[ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত] দীপ্তিমান, উজ্জ্বল; প্রভাত।

ভাত—(সং. ভক্ত) অন্ন, খাদ্য (ভাত কাপড়ের কষ্ট ছিল না); জীবিকা (পরের ভাত মেরোনা); ফোঁড়ার ভিতরকার সাদা মাজ। **ভাত ওঠা**—কোনো ঘরের ভাত অদৃষ্টে না থাকা (চাকরি যাওয়া বা ছাড়া, স্থানান্তরে যাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়)। **ভাত করে খাওয়া**—উপযুক্ত জীবিকা অর্জন করা। **ভাত কাপড়**—অন্ন বস্ত্র। **ভাত ঘুম**—খাওয়ার পরেই ভাতের মাদকতা জনিত যে ঘুম আসে। **ভাত দেওয়া**—ভরণপোষণ করা (বাপ মায়ের ভাত দেওয়া)। **ভাত ধরা**—অন্নপথ্য করা। **ভাত পানি**—দানা-পানি। **ভাত মারা**—চাকরী কাড়িয়া লওয়া, পেশা যাওয়া (তুমি বক্তৃতা করতে দাঁড়ালে দেখছি সুরেন বাঁড়ুয্যের ভাত মারা যাবে—ব্যঙ্গে)। **ভাত মুখে দেওয়া**—অন্নপ্রাশন। **ভাত হওয়া**—জীবিকার উপায় হওয়া। **ভাতে দেওয়া**—ভাতের সহিত সিদ্ধ করা (বেগুন ভাতে দেওয়া); ভাতে দিয়ে খাওয়া—অর্জিত বিদ্যা ভুলিয়া যাওয়া (ইংরেজি যা শিখেছিল সব ভাতে দিয়ে খেয়েছে)। **ভাতে ভাত**—ভাত ও ভাতের সহিত বেগুন, আলু, পটল প্রভৃতি সিদ্ধ। **ভাতে মারা**—অন্ন না দিয়া বা জীবিকার উপায় বন্ধ করিয়া জব্দ করা। **ভাতের কাঁড়ি**—স্তূপীকৃত অন্ন। **পুরান চাউল ভাতে বাড়ে**—পুরাণ দ্রঃ।

ভাতা—প্রতিভাত হওয়া, দীপ্তি পাওয়া (শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি—রবি)। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

ভাতা—(সং. ভৃতি; হি. ভাত্তা) কর্মচারীকে নিয়মিতভাবে বেতনের অতিরিক্ত যে অর্থ দেওয়া হয়, allowance। **ভাতাখোর বা ভাত্তাখোর**—যে বসিয়া বসিয়া পেনশন খায়, বড়লোকের বা সরকারের অনুগ্রহজীবী (অবজ্ঞার্থক)। **ভাতি**—ভাতরূপে দত্ত, চাষে নিযুক্ত চাকরকে মাহিনার অতিরিক্ত যে ধান্যাদি দেওয়া হয়।

ভাতার—(সং. ভর্তৃ) স্বামী, পতি, যে শায়েস্তা করিতে পারে (শক্ত ভাতারের পাল্লায় পড়েছ)। প্রাচীন বাংলায় 'ভাতার' সুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে কেবল গ্রাম্য ভাষায়, বিশেষতঃ গ্রাম্য নারী ভাষায় চলিত (**ভাতার খাগী**—(তোর ভাতার মরু'ক) সধবার প্রতি গ্রাম্য কুঁদুলীর গালি। **ভাতার পুত**—স্বামী ও পুত্র ('চরকা আমার ভাতার পুত')। **ভাতার ধরা**—নিজে পতি বরণ করা; নিকা করা (অবজ্ঞার্থক) **ভাতারী**—যে ভাতার ধরে (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া গালিরূপে ব্যবহৃত হয়; ভাই-ভাতারী, বারো-ভাতারী)। **ভাতার্তি**—ভাতারওয়ালি, সধবা ('স্বামীর সোহাগ' নয়)।

ভাতি—(ভা+ক্তি) শোভা, দীপ্তি (নিশীতে

প্রদীপ-ভাতি—সম্ভাব শতক); প্রকার ;সাদৃশ্য (পুরাণ বসন ভাতি অবলা জনের জাতি রক্ষা পায় পরম যতনে—কবিকঙ্কণ চণ্ডী)।

ভাতিজা—(হি. সং. ভ্রাতৃজ) ভাইপো। স্ত্রী ভাতিজী।

ভাদই, ভাদুই—যাহা ভাদ্র মাসে উৎপন্ন হয় (ফসল)। **ভাদর**—(ব্রজবুলি) ভাদ্রমাস। **ভাদুরে**—ভাদ্র মাসে উৎপন্ন (পিঠে পড়ে ভাদুরে তাল ; ভাদুরে গরম); আউশ ধান-বিশেষ।

ভাদাম্যা—(পূর্ববঙ্গে প্রচলিত—নিন্দার্থক) যাহার নির্দিষ্ট বাসস্থান ও কর্ম নাই, যে খায়দায় আর ঘুরিয়া বেড়ায়, অকর্মণ্য, দায়িত্ববোধহীন (ভাদাম্যা কুত্তা ; ভাদাম্যাগিরি)। [থোড়।

ভাদাল—গন্ধ ভাদাল ; কলা গাছের ভিতরকার

ভাদ্র—বাংলা বৎসরের পঞ্চম মাস। **ভাদ্রপদ**—ভাদ্র মাস। **ভাদ্রপদা**—পূর্ব ভাদ্রপদ ও উত্তর ভাদ্রপদনক্ষত্র।

ভাদ্রবধূ—ভাদ্দর বৌ, কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী ; (তাহা হইতে) একান্ত অস্পৃশ্য ও বর্জনীয়।

ভান—[ভা (দীপ্তি পাওয়া)+অন] শোভা, দীপ্তি, প্রকাশ ; বিভ্রম ; ছলনা, ছল (অসুখের ভান করা)।

ভানা—(ভন্জ্ ধাতু) ধান নিস্তুষ করা, ঢেকি প্রভৃতির সাহায্যে চাউল প্রস্তুত করা (ধান ভানা ; ধান ভানতে শিবের গীত)। **ভানা-কুটা**—ধান ভানা, চাউল কুটা ইত্যাদি (বানা-কুটা বা বারাকুটাও বলা হয়—বারাকুটা করে দিন চলে)। **ভানানো**—কাহারও দ্বারা ধান ভানিয়া লওয়া। **ভানুনী, ভানানী**—ভাড়ানী, যে ধান ভানিয়া জীবিকা অর্জন করে।

ভানু—(ভা+নু) সূর্য ; রশ্মি (সহস্রভানু); শিব ; প্রভু ; রাজা ; গন্ধর্ব-বিশেষ ; অর্কবৃক্ষ। **ভানুকন্যা**—যমুনা। **ভানুজ, ভানু-তনুজ**—শনি। **ভানুদিন,-বার**—রবিবার। **ভানুমতী**—দুর্যোধনের পত্নী ; বিক্রমাদিত্যের পত্নী, ইনি মায়া বিদ্যায় নিপুণা ছিলেন ; (তাহা হইতে) ভোজবাজী (ভানুমতীর খেলা)। **ভানুমান্**—দীপ্তিমান্, সূর্য।

ভাপ—(সং. বাষ্প) বাষ্প, steam (ভাপ উঠা গরম)। **ভাপ্‌রা, ভাব্‌রা**—উত্থিত বাষ্প, বাষ্প প্রয়োগ (ভাপ্‌রা দেওয়া—রোগীর দেহে বাষ্প প্রয়োগ করা। **ভাব্‌রার ঘর**—বাষ্প প্রয়োগের ঘর, বাষ্পপূর্ণ ঘর)। **ভাপসা**—গুমট (ভাপসা ধরা); বাষ্পের মত বা বাষ্পের আধিক্যজাত (ভাপসা গরম ; ভাপসা গন্ধ বা ভেপ্‌সো গন্ধ—বায়ু চলাচল বন্ধ হেতু উগ্র গন্ধ)। **ভাপা**—ভাপে সিদ্ধ হওয়া (ভাপা পিঠা—গ্রাম্য পিঠা-বিশেষ); বাষ্পে পরিণত হওয়া। **ভাপানো**—ভাপ দেওয়া। **ভাপিনী**—বাষ্পের সাহায্যে রন্ধন করিবার চুল্লী।

ভাব—(ভূ+ঘঞ্) বিদ্যমানতা, সত্তা, অস্তিত্ব (ভাবপক্ষে, অভাবপক্ষে, তিরোভাব ; অদৃশ্য ভাবে); প্রকৃতি (অসুরভাব); অবস্থা, প্রবণতা (দেশের ভাবগতিক ; বাজারের ভাব ভাল নয়); কৌলীন্য (স্বভাব কুলীন); মনের অবস্থা, চিন্তা, কল্পনা, ধারণা, মানসিকতা (ভাবান্তর ধর্মভাব লোপ পেতে বসেছে ; ভ্রাতৃভাব ; পত্নীভাবে আর তুমি ভেবনা আমারে—মধুসূদন); চিন্তা ও অনুভূতি, idea (ভাবকল্পনা ; ভাবপ্রকাশ করা ; ভাবগর্ভ); মনোগত আদর্শ (ভাবের ভাবুক ; ভাব-তান্ত্রিকতা); অনুভূতির গাঢ়তা, emotion (স্থায়িভাব ; সঞ্চারিভাব); আবেশ, অনুভূতির প্রাবল্য (ভাবে ঢুলুঢুলু আঁখি ; ভাববিলাসিতা ; ভাবাকুল); বনিবনাও, সম্প্রীতি (ভাব করে চলা ; ওদের সঙ্গে ভাব হয়েছে); প্রেমপ্রীতি, প্রণয় (ভাব করা ; দুজনে খুব ভাব ; ভাবেতে মজিলে মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম); পরমতত্ত্ব, ভক্তি-ভাব (ভাবের গান ; ভাবের মানুষ); রকম-সকম, ধরণ, ভঙ্গি (ভাবে বোঝা গেল তিনি আরো কিছুদিন থাকবেন ; হাবভাব); অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য (ভাবখানা এই আর একটু খোসামোদ করলেই রাজী হবে ; লোকটার ভাব বোঝা যাচ্ছে না ; মনোভাব); তাৎপর্য, সারকথা (ভাবার্থ); (ব্যাকরণে) ধাতুর অর্থ। **ভাব-গত**—ধারণাবিষয়ক, মনোভাববিষয়ক, মনের প্রবণতাবিষয়ক। **ভাবগতিক**—গতিক, প্রবণতা, অবস্থা। **ভাবগম্ভীর**—ভাবের গুরুত্বহেতু গম্ভীর। **ভাবগর্ভ**—ভাবপূর্ণ। **ভাবগ্রাহী**—যিনি অন্তরের ভাব গ্রহণ করেন, মর্মজ্ঞ। **ভাবঘন**—ভাবের গাঢ়তাযুক্ত। **ভাবচৌর,-চোর**—যে লেখক অন্য লেখকের ভাব চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালায়। **ভাব**

তান্ত্রিকতা—ভাববাদ, আদর্শের দিকে প্রবণতা, idealism (বস্তুতান্ত্রিকতা বা realism এর বিপরীত)। **ভাবতরঙ্গ**—ভাবের প্রবল স্রোত বা উচ্ছ্বাস। **ভাবপ্রবণ**—ভাবাবেগের দ্বারা চালিত, sentimental। **ভাববিলাসী**-যে অন্তরের ভাবকে কোন মহৎ লক্ষ্যের পানে পরিচালিত করে না বরং সেই ভাব লইয়া খেলা করিতে অথবা তাহাতে বিভোর থাকিতে ভালবাসে, sentimental, dilettante। **ভাবব্যক্তি**—ভাবের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। **ভাবভঙ্গি**—রকম-সকম, ধরণ-ধারণ। **ভাবেভোলা**-অনুভূতির আধিক্য-হেতু বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আপন ভাবে বিভোর। **ভাবমার্গ**—ভাবতান্ত্রিকতা। **ভাবমিশ্র**—পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, বিদ্বান ও পূজ্য। **ভাবমূর্তি**—চিন্তা ও অনুভূতির পূর্ণরূপ। **ভাবশুদ্ধি**—চিন্তার বিশুদ্ধতা বা অনাবিলতা, চিত্তশুদ্ধি। **ভাবসঞ্চার**—চিন্তা ও অনুভূতির সঞ্চার, স্থায়িভাবের সঞ্চার। **ভাবের ঘরে চুরি**—চুরি দ্রঃ।

ভাবক—(ভাবি+ণক) যে চিন্তা করে; ভাবুক, ভাবালু; বাউল, উদাসীন (বেদান্ত পঠন, ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম, তাহা ছাড়ি কেনে কর ভাবকের কর্ম—চৈ. চরিতামৃত)।

ভাবন—(ভাবি+অনট্) উৎপাদয়িতা, স্রষ্টা, পালক (ভূতভাবন, লোকভাবন); চিন্তা, ধ্যান, অনুধ্যান: নারীর গন্ধমাল্যাদি ধারণ ও কেশ-বেশাদির পারিপাট্য সাধন। **ভাবনা**—চিন্তা, ধারণা, ধ্যান, অনুধ্যান; দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা (সেই ভাবনাটা ভারি রুক্মিণীরে করেছে বিব্রত—রবি; ভাবনা চিন্তা করে' আর কি হবে); কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া-বিশেষ, দ্রবপদার্থে ঔষধ ভিজানো।

ভাবা—চিন্তা করা, ধ্যান করা, স্মরণ করা (ভাব সেই একে—রামমোহন রায়; ভাববার অবসর নেই; অতীত দিনের কথা ভাবিতেছিল); মনে করা, ধারণা করা, জ্ঞান করা, (তুমি আমাকে কি ভাব বলত; ভেবেছ লোকটা বোকা; আপন ভাবা, পর ভাবা); বিচার করা, চিন্তা করিয়া মীমাংসা করা (ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন; এখন কি জবাব দেবে সেই কথাটা ভাব; ভেবে দেখলে না এক্ষেত্রে কি তোমার করণীয় ছিল); মতলব আঁটা (ভেবেছ চোখ রাঙিয়ে কাজ হাসিল করবে); দুশ্চিন্তা করা (ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে)।

ভাবাত্মক—ভাবপূর্ণ; অস্তিত্বমূলক, positive।

ভাবানো—চিন্তা করানো; চিন্তাগ্রস্ত করানো (ব্যাপারটা আমাকে বেশ ভাবিয়েছে)। **ভাবাইয়া তোলা**—উদ্বিগ্ন করা।

ভাবানুগ—পদার্থের অনুগ, ছায়া। **ভাবানুষঙ্গ**—এক ভাবের সহিত অন্য ভাবের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ, association of ideas। **ভাবান্তর**—মনের ভিন্ন অবস্থা, মনোভাবের পরিবর্তন। **ভাবাবেশ**—ভাববিহ্বলতা। **ভাবার্থ**—তাৎপর্য, মোটকথা। **ভাবালু**—ভাববিলাসী, sentimental.

ভাবিত—চিন্তিত; মিশ্রিত; আর্দ্রীকৃত, সুরভীকৃত; প্রাপ্ত, প্রমাণীকৃত, পবিত্রীকৃত (ভাবিত-বুদ্ধি)।

ভাবী—(ভূ+ইন্) ভবিষ্যৎ (ভাবীকাল); ভবিতব্য। স্ত্রী. ভাবিনী—স্ত্রী, নারী (ভবেশ-ভাবিনী); হাবভাব যুক্তা নারী, প্রমদা।

ভাবী—(হি.) ভ্রাতৃবধূ, বড় ভাইয়ের স্ত্রী। **ভাবীজান**—সম্মানিতা ভাবী (বর্তমানে ভাবীসাহেবা বেশী প্রচলিত)।

ভাবুক—(ভূ+উক) ভাবনাশীল, চিন্তাশীল, ভাবে তন্ময়, contemplative; ভাবপ্রবণ।

ভাবুনে—যে সাজগোজ করিতে খুব ভালবাসে (ঢের দেখেছি, তোর মতো এমন ভাবুনে দেখিনি—রবি); রঙ্গরস-প্রিয়, যে চাতুরী খেলিতে ভালবাসে।

ভাবোদ্দীপক—ভাবের উদ্রেককারী, প্রেরণা-মূলক। **ভাবোন্মত্ত**—ভাবাবেগে অধীর। **ভাবোন্মেষ**—ভাবোদ্রেক, ভাবের সঞ্চার। **ভাবোন্মাদ**—ভাবাবেগে উন্মত্তপ্রায় অবস্থা, frenzy, ecstasy।

ভাব্য—(ভূ+য) ভবিতব্য, অবশ্যম্ভাবী; চিন্তনীয়।

ভামী—ক্রুদ্ধ। স্ত্রী. **ভামিনী**—কোপনা স্ত্রী; নারী, প্রমদা।

ভায়—ভাব, রীতি, পদ্ধতি, ক্রম (প্রাচীন বাংলায় ও পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত (ভায়ে ভায়ে—সুশৃঙ্খলার সহিত; অনুসারে)।

ভায়রা—স্ত্রীর ভগিনীপতি। **ভায়রাভাই**—ভায়রা; (ব্যঙ্গার্থে) জুড়িদার, এক শ্রেণীর।

ভায়া—(সং. ভ্রাতা ; হি. ভাইয়া) ভ্রাতৃস্থানীয়, ইয়ার (ভায়ার কোথায় যাওয়া হচ্ছে)।

ভায়লেট—(ইং. violet) লাল ও নীলের মিশ্রণ।

ভার—(ভৃ+ঘঞ্) গুরুত্ব, weight (ভার বাড়ে নাই) ; বোঝা, দায়িত্ব (কর্মভার ; ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী) ; সমূহ, পুঞ্জ (কুসুমভার ; কেশ-ভার) ; বিহঙ্গিকা, বাঁক (ভারযষ্টি) ; এক বাঁকে যতটা বহন করা যায় (এক ভার মাছ) ; ভারী, দুর্বহ (বড্ড ভার ঠেকছে ; বাপ মা কি তোমার জন্য ভার হয়েছে) ; অপ্রসন্ন, বেজার (ছোট বউ মুখ ভার করে বসে আছে) ; শ্লেষ্মাযুক্ত থমথমে ভাব, হালকা বোধ না করা (বড্ড ঠাণ্ডা লেগেছে, গা মাথা ভার ভার ঠেকছে) ; দুঃসাধ্য, কঠিন, দায় (সংসার চালানো ভার ; তাকে চেনা ভার) ; ১৬ হাজার তোলা পরিমাণ। **ভারকেন্দ্র**—centre of gravity, যে কেন্দ্রের উপরে বস্তু অবস্থিতি করিলে হেলিয়া পড়ে না ; সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বা বিষয় (লণ্ডন-বৈঠক সেবার হইয়াছিল বিশ্বশান্তির ভারকেন্দ্র)। **ভারজীবী**—যে ভার বহন করিয়া জীবিকা অর্জন করে, মুটে। **ভারবাহী**—ভারবহনকারী (সাধারণত অবজ্ঞার্থক—ভারবাহী পশু)। **ভারসহ**—যাহা ভার সহ্য করিতে পারে, মজবুত। [বিশেষ, ভরতপক্ষী।

ভারই, ভারুই—(সং. ভরদ্বাজ) ছোট পক্ষী-

ভারত—ভারতবর্ষ ; মহাভারত (ভারত কথা) ; জনমেজয় ; যুধিষ্ঠির ; অর্জুন ; ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ; পাকিস্তানবর্জিত ভারতবর্ষ (ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি)। বিণ. ভারতীয়। **ভারতবর্ষ**—প্রাচীন কালের জম্বু দ্বীপের নববর্ষের একটি বর্ষ, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে সমুদ্র এই দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত বৃহৎ ভূখণ্ড, পারস্য প্রভৃতি দেশ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল ; বর্তমান ভারত বা ভারতবর্ষ। বিণ. ভারত-বর্ষীয়। **যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে**—যাহা মহাভারতে নাই তাহা সমগ্র ভারতবর্ষেও নাই। **ভূভারতে নাই**—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নাই, অদ্ভুত, অসম্ভব।

ভারতী—(সং.) সরস্বতী, বাণী, কথা ; সন্ন্যাসী-দিগের উপাধি-বিশেষ।

ভারদ্বাজ—ভরদ্বাজের পুত্র, দ্রোণাচার্য ; অগস্ত্য-মুনি ; ভরতপক্ষী ; ভরদ্বাজ-বংশীয়। **ভারদ্বাজী**—ভরদ্বাজ কন্যা। [(ভার দ্রঃ)।

ভারবাহ—(ভার—বহ্+অ) ভারবাহক, মুটে

ভারবি—সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি।

ভারহর,-হার—ভারবাহক। **ভারহারী**—দুঃখহারী।

ভারা—তন্ত্র মন্ত্র প্রয়োগ করা (পিঠা ভারা—মন্ত্র পড়িয়া আগুনের তেজ কমাইয়া পিঠা ভাল ফুলিতে না দেওয়া)।

ভারা—যাহা ভার রাখিতে পারে, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি দিয়া নির্মিত মাচা (ভারা বাঁধা—দালানাদি নির্মাণ কালে রাজমিস্ত্রীদের ব্যবহারের জন্য এরূপ মাচা বাঁধা, Scaffolding) ; নৌকায় বা গাড়ীতে একবারে যতটা ধরে (এক ভারা খড়)। **ভারাভারা**—বোঝাই করা একাধিক নৌকা বা গাড়ী (রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা—রবি)।

ভারাক্রান্ত—যাহার উপরে ভার চাপিয়া বসিয়াছে, দুঃখ-ভার-প্রপীড়িত (ভারাক্রান্ত চিত্তে)।

ভারানী—ভানানী, যে ধান ভানে (বারানীও বলা হয়)। [ব্যবহৃত)।

ভারাতুর—ভারাক্রান্ত (সাধারণতঃ কাব্যে

ভারার্পণ—দায়িত্ব অর্পণ।

ভারি—অত্যন্ত, অতিশয় (ভারি খারাপ ; ভারি মজা ; ভারি ভাল লাগলো), অপ্রসন্ন, বেজার (মুখ ভারি করে ব'সে আছে)। **ভারি ত**—অতিশয়, বিস্ময়কর ; উপহাস্য ; ধর্তব্যের মধ্যে নয় (ভারি ত গোলমেলে ব্যাপার ; ভারি ত মুরোদ)।

ভারিক্কি—গাম্ভীর্যযুক্ত, প্রৌঢ়োচিত (ভারিক্কি চালচলন)। (সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গার্থক)।

ভারিভুরি, ভারভুর—জারিজুরি, জাঁক, গর্ব ; চালাকি, গোপন মতলব, ষড়যন্ত্র (প্রাচীন বাংলায় ও গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।

ভারী—ভারবাহক, মুটে ; ভারযুক্ত, heavy (ভারী বোঝা) ; বড় স্থূল (মুখের গড়ন পাতলা নয় ভারী ; ভারী গহনা) ; যাহা হালকা নয় (সর্দিতে মুখ মাথা ভারী হয়েছে) ; গুরুত্বপূর্ণ। **ভারী কথা**—গুরুত্বপূর্ণ কথা বা আলোচনা। **ভারী জল**—কফবর্ধক জল।

ভার্গব—ভৃগুর পুত্র বা বংশধর ; পরশুরাম ; শুক্রাচার্য ; কুম্ভকার। স্ত্রী. **ভার্গবী**—

ভৃগুবংশীয় নারী; দেবযানী; পার্বতী; লক্ষ্মী; দুর্গা।

ভার্যা—(ভৃ+য+আ—পোষণযোগ্যা) পরিণীতা নারী। **ভার্যাজিত**—স্ত্রৈণ। **ভার্যাট**—যে জীবিকা অর্জনের নিমিত্ত স্ত্রীকে পরপুরুষ ভজনা করায়। **ভার্যাপতি**—দম্পতি।

ভাল—[ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ল] ললাট, কপাল (ভালচন্দ্র—শিব); অদৃষ্ট (এত দুঃখ ছিল মোর ভালে); দীপ্তি, তেজ।

ভাল, ভালো—(সং. ভদ্র; প্রা. ভল্ল) কল্যাণ, মঙ্গল (আপন ভাল কে না চায়; ভাল চাও ত সড়ে পড়); কল্যাণকর (চোখের জন্য ভাল); শুভ (ভাল খবর); উত্তম, বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট, চিত্তাকর্ষক (ভাল ঘি; ভাল খাবার; ভাল গন্ধ); সৎ, সাধু (ভাললোক; অত ভাল হয়ো না); নিরীহ, গোবেচারা (ভালমানুষ); যুক্তি-যুক্ত, সঙ্গত, প্রশংসনীয়, প্রীতিকর, উচ্চ-শ্রেণীর, কুলীন (ভাল কথা; কাজটা ভাল হয় নাই; ভাল চালচলন; দেখতে ভাল; গায় ভাল; ভাল বংশ); সুস্থ (তিনি এখন ভাল আছেন); নিপুণ, নির্ভরযোগ্য (ভাল কারিগর; ভাল ভাবুচি; অঙ্কে ভাল); কার্যসিদ্ধির অনুকূল (তোমার সঙ্গে দেখা হলো ভাল হলো, তাকে এই সংবাদটা দিও); জ্যোতিষশাস্ত্র মতে শুভ (ভাল দিন); ভালোর বিপরীত, নিন্দনীয়, অবাঞ্ছিত; বিরক্তিকর (ভাল বিপদে পড়া গেছে; যা করেছিলাম তার ভাল ফল পেলাম); আচ্ছা, বেশ (ভাল তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি); কাজের (ভাল কথা মনে পড়েছে); সাধুতা, উৎকৃষ্টতা, আনন্দনীয়তা (অত ভাল ভাল নয়); সুখ্যাতি (ভাল বলছে না কেউ)। **ভাল কথা**—হিতকথা; ধর্মকথা; নূতন করিয়া মনে পড়া সম্পর্কে (ভাল কথা আমাদের ও বাড়ীর বেয়াই কেমন আছেন)। **ভাল করা**—উপকার করা, চিকিৎসা করিয়া রোগমুক্ত করা। **ভাল করে**—উত্তমরূপে, যথাযথরূপে, আচ্ছা করিয়া (ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে)। **ভালখেকো, ভালখাকী**—গালি, তোর যা প্রিয় তাই খা অর্থাৎ তোর সর্বনাশ হউক। **ভালভাবে নেওয়া**—শুভার্থীর বাক্য বলিয়া গ্রহণ করা; কদর্থ না করা। **ভালমন্দ**—কল্যাণ-অকল্যাণ; স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য; ভাল না হইয়া মন্দ অর্থাৎ বড় রকমের ক্ষতি অথবা মৃত্যু (মামলায় জড়িয়ে পড়লে ভাল-মন্দ কি হয় কে জানে; বাপ ত ব্যারামে ভুগছে ভালমন্দ যদি হয় তখন দাঁড়াবি কোথায়; বিশিষ্ট অথবা বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য, পিষ্টকাদি (নতুন ধান আর নতুন গুড়ের সময়ে ভালমন্দ খেতে কার না সাধ যায়—এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গে 'ভালা-বুরা' বলা হয়)। **ভালমানুষ**—নিরীহ, সজ্জন (চালাক, ধড়িবাজ ইত্যাদির বিপরীত); গোবেচারা; সম্ভ্রান্ত, কুলীন (ভাল মানুষের বেটা)। **ভাল লাগা**—পছন্দ হওয়া; সুস্বাদু বোধ হওয়া; আরাম বোধ করা। **ভাল হওয়া**—সম্ভাভব্য হওয়া, সৎপথে চলা; রোগ-মুক্ত হওয়া; যাহা সমীচীন অথবা কল্যাণকর তাহাই হওয়া। **ভাল রে ভাল**—অপ্রত্যাশিত, অবাঞ্ছিত ও বিরক্তিকর ব্যাপার সম্পর্কে বলা হয় (ভাল রে ভাল শেষে আমিই হলাম তোমার শত্রু)। **ভালয় ভালয়**—নিরাপদে। **মন্দের ভাল**—মন্দ দ্রঃ।

ভালচন্দ্র—(ভালে চন্দ্র যাহার) শিব; গণেশ।

ভালবাসা—প্রীতি ("ভালবাসি চরাচরে"—বিহারীলাল); স্নেহ (সন্তানের প্রতি ভালবাসা); প্রেম, আসক্তি, প্রণয়; পছন্দ করা (সন্দেশ খেতে ভালবাসে; দুষ্টুমি ভালবাসি না); আরাম বোধ করা (ভয় করতে ভালবাসি তোমায় বুকে চেপে—রবি)।

ভালা—ভাল (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত); **ভালাই**—কল্যাণ; **ভলাবুরা**—ভালমন্দ দ্রঃ।

ভালুক, ভালূক, ভাল্লুক, ভাল্লূক—সুপরিচিত লোমশ হিংস্র জন্তু। **ভালুক জ্বরা**—ভাল্লুক জ্বর দ্রঃ। **ভালুক নাচ**—প্রতিপালকের আদেশ মত ভালুকের নাচ; অদ্ভুত লম্ফঝম্প।

ভালো—ভাল দ্রঃ।

ভাশুর, ভাসুর—(সং. ভ্রাতৃশ্বশুর—স্বামি-সম্পর্কে ভ্রাতা কিন্তু শ্বশুরের মত পূজনীয়) স্বামীর বড় ভাই (ভাশুর ঝি; ভাশুর পো)। **ভাশুর ভাদ্দর বৌ সম্পর্ক**—হিন্দু সমাজে ভাদ্রবৌয়ের ভাসুরের সহিত কোন সম্পর্ক (সামনে যাওয়া কথা বলা ইত্যাদি) না রাখা বিধি, তাহা হইতে পরস্পরকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া চলা, সম্পর্কহীনতা।

ভাষ—ভাষা, কথা, ধ্বনি (কাব্যে—কলকল ভাষ নীরব তাহার—রবি)। **ভাষক**—যে বলে, কথক, বক্তা (স্ত্রী. ভাষিকা)। **ভাষণ**—(ভাষ্+অনট্) কথন, বলা (সত্যভাষণ); বক্তব্য, বক্তৃতা (সভাপতির ভাষণ)। বিণ. ভাষিত।

ভাষা—(ভাষ্+অ+আ) যদ্দারা মনের ভাব ব্যক্ত হয়, হাবভাব, ইঙ্গিত, কণ্ঠস্বর (বোবার ভাষা; চোখের ভাষা: পশুর ভাষা); বিভিন্ন জাতির বা দেশের ভাষা (বাংলা, ইংরেজী, হিক); ভাব প্রকাশের রীতি, ধরণ (কথ্যভাষা, সাধুভাষা, পণ্ডিতীভাষা; ইতরেভাষা); সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য ভারতীয় ভাষা (প্রেমদাস লিখিল ভাষায়); সরস্বতী; প্রকাশ (ভাষাহীন ব্যথা—রবি)। **ভাষাজ্ঞান**—কোন ভাষার বিশিষ্ট রীতি-নীতি ও ব্যাকরণের জ্ঞান। **ভাষাতত্ত্ব**—ভাষার বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনাদির নিয়ম। **ভাষান্তর**—এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় রূপান্তর, অনুবাদ, তর্জমা (বিণ. ভাষান্তরিত)। **চলিত ভাষা**—যে ভাষা জনসাধারণের মুখে মুখে চলে, কথ্য ভাষা (বিপ. সাধুভাষা)। **দেশী ভাষা**—প্রদেশের ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা। **মৃত ভাষা**—যে ভাষায় বর্তমানে কেহ কথা-বার্তা বলে না।

ভাষা—ভাষায় ব্যক্ত করা, প্রকাশ করা, বলা (কাব্যে ব্যবহৃত)। **ভাষাসম**—শব্দালঙ্কার-বিশেষ, bilingualism, যে ভাষা একই সঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃত (জয়দেবি, জগন্ময়ি, দীন-দয়াময়ি, শৈলসুতে করুণানিকরে—ভারতচন্দ্র)।

ভাষিত—উক্ত, কথিত, উক্তি, বচন (বাল-ভাষিত)।

ভাষ্য—(ভাষ্+য) মূলের যথাযথ ব্যাখ্যা, টীকা; বিশেষ মতানুযায়ী ব্যাখ্যা (গীতার গান্ধীভাষ্য; বেদান্তের শঙ্করভাষ্য)। **ভাষ্যকার**—টীকা-কার; যিনি বিশেষ মত অনুসারে ব্যাখ্যা করেন।

ভাস—দীপ্তি, শোভা (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—অবভাস, রৌপ্যভাস); সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার। **ভাসন্ত**—ভাসমান; ভাসাভাসা (ভাসন্ত চোখ দু'টি)। **ভাসমান**—দীপ্যমান, শোভ-মান; যাহা জলে ভাসিতেছে (ভাসমান তৃণখণ্ড—অশুদ্ধ কিন্তু সুপ্রচলিত)।

ভাসা—যাহা জলের উপর ভাসিতেছে, ভাসমান। **ভাসামাছ**—নূতন বর্ষায় যে মাছ উজায়। **ভাসা ভাসা**—ভাসন্ত, কোটরাগত নয় (ভাসা ভাসা চোখ); অগভীর, যাহা ভিতরের মর্ম অবগত নহে (ভাসা ভাসা জ্ঞান; ভাসা ভাসা ধরণের শিক্ষা)।

ভাসা—জলের উপরে প্রকাশ পাওয়া বা অবস্থিতি করা, ডুবিয়া না যাওয়া (নদীতে কুমীর ভাসতে দেখা গেছে; নতুন নৌকাখানি জলে ভাসছে; ডুব দিয়ে দূরে গিয়ে ভেসে উঠলো); বায়ুস্তরের উপরে অবস্থিতি করা (আকাশে মেঘ ভাসে); প্লাবিত হওয়া (বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল); প্লাবনের মত ছড়াইয়া পড়া (সে-কথা মুল্লুক ভেসে গেছে—সাধারণতঃ নিন্দা সম্পর্কে বলা হয়); জলে ভাসিয়া থাকার অনুরূপ তৃপ্তি বোধ করা (আনন্দ-রসে ভাসা); ভাসিয়া থাকার মত স্পষ্টভাবে অবস্থিতি করা অথবা স্পষ্ট হওয়া (সেদিনের কথা আজো মনে ভাসে; তাহার মুখ মনে ভাসিয়া উঠিল)। **ভাসিয়া উঠা**—যাহা বিস্মৃত ছিল তাহা সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাওয়া (অতীত দিনের যত কথা যত আলাপ সব মনে ভাসিয়া উঠিল)। **ভাসিয়া যাওয়া**—প্লাবিত হওয়া, বন্যায় ভাসিয়া যাওয়ার মত অসহায় অবস্থা হওয়া (মাতার চোখের জলে তাহার সমস্ত বিরূপতা ভাসিয়া গেল; যত সুপারিশ ভেসে গেল)।

ভাসান—প্রতিমা জলে বিসর্জন দিবার অনুষ্ঠান-বিশেষ (ঠাকুর ভাসান); বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের ভেলায় ভাসার কাহিনী (মনসার ভাসান; ভাসান গান)। **ভাসান দেওয়া**—ভাসিয়া উঠা বা থাকা। **গা ভাসান দেওয়া**—স্রোতে ভাসার মত প্রয়াস-হীন হওয়া; কোন কাজে মন না দিয়া জীবন যাপন করা, আলসেমি করা। **নৌকা ভাসান**—নৌকা প্রথম জলে ভাসানো; নৌকা ছাড়া।

ভাস্বর—(ভাস+উর) দীপ্তিযুক্ত, ভাস্বর; স্ফটিক। (ভাস্বরতাপাদন—crystallization, স্ফটিকীকরণ); ভাস্বর।

ভাস্কর—(ভাস্+কৃ+অ) সূর্য; অগ্নি; জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য; প্রস্তর-আদিতে যাহারা মূর্ত অক্ষর ইত্যাদি খোদিত করে,

sculptor। **ভাস্করদ্যুতি**—বিষ্ণু। **ভাস্করপ্রিয়**—পদ্মরাগমণি, চুণি। **ভাস্কর্য**—প্রস্তরাদি খোদাইয়ের কাজ অথবা তাহা দিয়া মূর্তি নির্মাণের কাজ sculpture।

ভাস্বর—(ভাস্+বর) দীপ্তিশীল, উজ্জ্বল।

ভাস্বান্—দীপ্তিশালী; তেজস্বী; সূর্য (স্ত্রী. ভাস্বতী)।

ভাস্‌সি—(সং. ভাষ্য ?) কল্যাণ, মঙ্গল, সুদৈব (এ কাজের ভাস্‌সি নাই; তোর কোনদিন ভাস্‌সি হবে না—গ্রাম্য)।

ভিঃ পিঃ—(ইং. V. P.—value payable post) যে ডাকে পাঠানো দ্রব্যের মূল্য গ্রাহক সেই দ্রব্য গ্রহণকালে দেয়।

ভিক,-খ—ভিক্ষা (ভেকে ভিখ—ভেক না ধরিলে ভিক্ষা পাওয়া যায় না, বাহিরে সাজ-পোষাকে দুরস্ত না হইলে কেহ আমল দেয় না; ভিখ মাগা)। **ভিকশিক**—ভিক্ষা ও তদনুরূপ কাঙালের কাজ (ভিকশিক করিয়া দিন চলে)। **ভিকিরি, ভিখিরি**—ভিক্ষুক (কথ্য)। **ভিখারী**—ভিক্ষুক (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত); অনুগ্রহ প্রার্থী (ভিখারী হৃদয় হারে তোমারি করুণা মাগে—রবি; তোমার দর্শনের ভিখারী)। স্ত্রী. ভিখারিণী।

ভিক্ষা—(ভিক্ষ্+অ+আ) যাজ্ঞা, সনির্বন্ধ বা বিনীত প্রার্থনা; অনুগ্রহ প্রার্থনা (এক ভিক্ষা আছে); সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতির গৃহস্থগৃহে ভোজন; ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি (ভিক্ষাও জোটে না); ভিক্ষার মত যৎকিঞ্চিৎ লভ্য (দিয়েছে ফকিরের ভিক্ষা)। **ভিক্ষাচর্যা**—ভিক্ষা-করা)। **ভিক্ষাজীবী**—ভিক্ষার দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে। **ভিক্ষান্ন**—ভিক্ষায় লব্ধ আহার্য। **ভিক্ষা নিমন্ত্রণ**—ভোজনার্থ সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ। **ভিক্ষাপাত্র**—যে পাত্রে ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করা হয়। **ভিক্ষা-পুত্র**—ভিক্ষা-মা-এর পুত্র। **ভিক্ষা-বৃত্তি**—ভিক্ষুকরূপে জীবিকা অর্জন; ভিক্ষাজীবী। **ভিক্ষা-মা**—ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়নে মায়ের পরে যিনি প্রথম ভিক্ষা দেন। **ভিক্ষাশী**—ভিক্ষাজীবী। বিণ ভিক্ষিত—যাচিত, প্রার্থিত।

ভিক্ষু—পরিব্রাজক, সন্ন্যাসী; বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। স্ত্রী. **ভিক্ষুণী**—বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী।

ভিক্ষুক—ভিক্ষাজীবী; উদরান্নের জন্য যে অপরের উপরে নির্ভরশীল (ভিক্ষুকের দশা; তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি—রবি)। **পথের ভিক্ষুক**—নিরাশ্রয় ও দীনহীন। স্ত্রী. ভিক্ষুকী। **ভিক্ষুকাশ্রম**—চতুর্থাশ্রম, সন্ন্যাস।

ভিজা, ভেজা—জলসিক্ত হওয়া (বৃষ্টিতে ভেজা); নরম হওয়া, সদয় হওয়া (অনুনয় বিনয় বহুই করা হল কিন্তু কিছুতেই তার মন ভিজল না); সিক্ত; আর্দ্র (ঘামে ভেজা জামা)। **ভিজিয়া যাওয়া**—অতিরিক্ত সিক্ত বা নরম হওয়া (ঘামে ভিজে গেছে; এত কান্না-কাটিতে তার কঠিন মনও ভিজে গেল)। **ভিজানো**—সিক্ত করা, ডুবাইয়া রাখা; যাহা জলে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে (ছোলা ভিজানো জল)। **ভিজে**—সিক্ত (সৌরভে প্রাণ আকুল করে ভিজে বনের ফুল—রবি)। **ভিজে বেড়াল**—বাহিরে বৃষ্টিতে ভেজা অসহায় বিড়ালের মত নিরীহ কিন্তু ভিতরে কুমতলব পুরোপুরি আছে, হাড়ে হাড়ে দুষ্ট।

ভিজিট—(ইং. visit) ডাক্তারের রোগ পরীক্ষা করিবার পারিশ্রমিক (বাড়ীতে গেলে অর্ধেক ভিজিট)।

ভিটকিলামি, ভিটকিলিমি—(ধোকা দেওয়া) ভণ্ডামি, রোগের ভান।

ভিটা, ভিটি, ভিটে—(সং. ভিত্তি; তামিল. বিটি) ঘরের পোতা (ভিটা বাঁধা); বাস্তুভিটা, গৃহ (স্বামীর ভিটা)। **ভিটামাটি**—বাস্তুভিটা, (ভিটামাটি উৎসন্ন করা)। ভিটায় ঘুঘু চরানো—ঘুঘু দ্রঃ। **ভিটেয় সর্ষে বোনা**—কাহারও সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন বা সর্বনাশ করা।

ভিটামিন—(ইং. vitamin) খাদ্যপ্রাণ (টাটকা ভিটামিনযুক্ত খাদ্য)।

ভিড়, ভীড়—(হি. ভীড়) বহুলোকের বিশৃঙ্খল ভাবে একত্র হওয়া, জনতা (ভিড় জমেছে; ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল). এলোমেলো বহু ব্যাপারের একত্র সমাবেশ (কাজের ভিড়; চিন্তা ভিড় করে আসে)।

ভিড়া, ভেড়া—নৌকা প্রভৃতির তীর সংলগ্ন হওয়া (জাহাজ ঘাটে ভিড়িল); নিকটে আসা (সে কাছেই ভেড়ে না); যোগ দেওয়া (এসব কাজে কেউ ভিড়বে না। **ভিড়ে (ভিঁড়ে) যাওয়া**—মেদ বাহুল্য ঘটা (ছিল রোগা-পটকা

এখন একেবারে ভিঁড়ে গেছে—প্রাদেশিক)। **ভিড়ানো**—তীর সংলগ্ন করা (নৌকা ভিড়াও কি আছে দেখ্ব); বেষ্টন করা (প্রাচীন বাংলা); সংলগ্ন করা; আগুয়ান (দরজার পাল্লা ভিড়ানো)।

ভিত, ভীত—(সং. ভিত্তি) ভিত্তি, বুনিয়াদ (ভিত গাঁথা) দেওয়াল (চিত্রের পুত্তলি যত আছে গৃহভিতে—কবিকঙ্কণ); দিক, পার্শ্ব, স্থান (চারিভিতে—কাব্যে ব্যবহৃত)। **ভিতি-ভিতি**—চতুর্দিকে (প্রাচীন বাংলা)।

ভিতর—(সং. অভ্যন্তর) অভ্যন্তর, মধ্যভাগ (বাড়ীর ভিতর; রাজ্যের ভিতরে; মাথার ভিতরে গোবর পোরা); অন্তঃপুর, অন্দরমহল (কর্তা এখন ভিতরে আছেন)। **ভিতর বাড়ী**—অন্দর মহল। **ভিতর বাহির এক**—মনে মুখে এক, অকপট। **ভিতরে বাহিরে**—অন্দরে ও সদরে, প্রকৃত ব্যাপার ও বাহিরে যাহা দেখা যায়; মনে ও বাহ্যিক আচরণে। **ভিতরবুদে**—যে মনের কথা অপরের কাছে প্রকাশ করেনা, চাপা প্রকৃতির লোক। **ভিতরে ভিতরে**—বাহিরে রাষ্ট্র না করিয়া গোপনে গোপনে, মনে মনে। **ভিতরের কথা**—যে সত্য গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে, প্রকৃত ব্যাপার।

ভিত্তি—বুনিয়াদ, মূল (ভিত্তি স্থাপন; ভিত্তি-হীন); আধার; প্রাচীর, দেওয়াল। **ভিত্তিকা**—দেওয়াল। **ভিত্তি-প্রস্তর**—ভিত্তি স্থাপনের স্মারক প্রস্তর-ফলক। **ভিত্তি-চোর**—সিঁধেল চোর।

ভিদভিদে—যে মনের কথা মনেই রাখে খুলিয়া বলেনা, কুটিল। **ভিদ্যমান**—যে ভেদ করিতেছে।

ভিন—(সং. ভিন্ন) ভিন্ন, অন্য, অপর, অনাত্মীয় (ভিন গাঁয়ের লোক; ভিন ভাষা)। (প্রাচীন বাংলা ও কথ্য)।

ভিনভিন—বহু মৌমাছির একসঙ্গে আক্রমণের মত (ডাকাতের দল ভিনভিন করে বাড়ীর ভিতর ঢুকলো; চৌকিদার দফাদার কনেষ্টবল ভিনভিন করে এসে জুটলো)।

ভিন্দিপাল—ক্ষেপণীয় অস্ত্র-বিশেষ।

ভিন্ন—(ভিদ্+ক্ত) বিদীর্ণ, ছিন্ন, খণ্ডিত (বজ্র-ভিন্ন; দ্বিধাভিন্ন ব্যক্তিত্ব); পৃথক, স্বতন্ত্র (ভিন্ন ভাবে; ভিন্ন হওয়া)। **ভিন্নক্রম**—বিপর্যস্ত; কাব্যদোষ-বিশেষ। **ভিন্ন জাতি**—অন্য জাতি বা শ্রেণী। **ভিন্নমতাবলম্বী**—অন্য মত পোষণকারী। **ভিন্নভাত**—পৃথগন্ন, বেলগ।

ভিমরাজ—(সং. ভৃঙ্গরাজ) ফিঙা জাতীয় চূড়া-যুক্ত নীলবর্ণ বৃহৎ পক্ষি-বিশেষ; প্রসিদ্ধ কবি-রাজী তৈল।

ভিয়ান, ভিঁয়ান, ভিয়াঁন—নির্মাণ, রূপ-দান; মিঠাই প্রস্তুত করা (সন্দেশ ভিয়ান করা; মন যদি মোর ভিয়ান করিস—রামপ্রসাদ)।

ভিরকুটি,-টী—(সং. ভৃকুটি, ভ্রুকুটি, ভ্রুভঙ্গি করিয়া ভয় প্রদর্শন; মুখভঙ্গি; বাড়াবাড়ি। (গ্রাম্য—সব ভিরকুটি বেরিয়ে যাবে)।

ভির্মি—(সং. ভ্রমি) মাথা ঘুরা রোগ (ভির্মি লাগা, খাওয়া, যাওয়া—মূর্ছিত হইয়া পড়া)। (গ্রাম্য)।

ভিষক্—বৈদ্য, চিকিৎসক। **ভিষকপ্রিয়া**—গুড়ুচী।

ভিস্তি, ভিস্তী—(সং. ভস্ত্রী; ফা. বিহিশ্‌তী) যাহারা মশকে করিয়া জল সরবরাহ করে; ভিস্তিওয়ালা।

ভীত—(ভী+ক্ত) যে ভয় পাইয়াছে, শঙ্কিত। বি. ভীতি—ভয়, ত্রাস (ভীতি প্রদর্শন)। **ভীতু**—যে সহজেই ভয় পায়, ডরকো (কথ্য)।

ভীম—(ভী+ম) ভয়ানক, ঘোর, ভীষণ (ভীম ভবার্ণবে ভেলক কহে'); শিব; রুদ্র-বিশেষ; দ্বিতীয় পাণ্ডব; দময়ন্তীর পিতা। **ভীম একাদশী**—ভীম কর্তৃক পালিত মাঘের শুক্লা একাদশী। **ভীমকান্ত**—একই সঙ্গে ভীষণ ও চিত্তাকর্ষক। **ভীমদর্শন**—দেখিতে ভীষণ। **ভীমবাহু**—ভীম পরাক্রম-যুক্ত বাহু। **ভীমসেন**—ভীম, মধ্যম পাণ্ডব, কপূর-বিশেষ (ভীমসেনী ও বলা হয়)। **ভীমপলশ্রী,-পলাশী**—অপরাহ্ণের রাগিণী-বিশেষ। **ভীমশাসন**—যম।

ভীমরতি,-তী—(ভীমরথী—সাতাত্তর বৎসর সাতমাস সাত রাত্রি বয়স যে রাত্রিতে পূর্ণ হয়, অতি বৃদ্ধ দশা) বার্ধক্য-জনিত বুদ্ধিভ্রংশ (বুড়োর ভীমরতি ধরেছে)।

ভীমরুল—(সং. ভৃঙ্গরোল) বোলতাজাতীয় কীট, ইহাদের দলবদ্ধ আক্রমণ সুবিখ্যাত।

ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া—নিজের আচরণের দ্বারা প্রবল ও ব্যাপক শত্রুতা বা উত্তেজনা সৃষ্টি করা, কোন দৃঢ়মূল সংস্কারে আঘাত দিয়া জনমণ্ডলীর বিরাগ-ভাজন হওয়া।

ভীরু—(ভী+রু) ভীতস্বভাব, ভীতু, কাপুরুষ; শৃগাল। স্ত্রী. ভীরু। **ভীরুক**—ভীরু। **ভীলু**—ভীরু (বাংলায় ব্যবহার নাই)। **ভীরুহৃদয়**—হরিণ। [বিশেষ।

ভীল, ভিল—রাজপুতনার পার্বত্য আদিম জাতি-

ভীষণ—(ভী+ণিচ্+অন) ভয়ঙ্কর, ভীতিজনক (ভীষণদর্শন); অতিশয় (ভীষণ শীত; তাঁকে ভীষণ ভয় করি)। **ভীষা**—ভয় প্রদর্শন। বিণ. ভিষিত—যাহাকে ভয় দেখানো হইয়াছে।

ভীষ্ম—(ভী+ম) ভীষণ, ভীতিকর (কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে—রবি); মহাভারতের স্বনামধন্য চরিত্র, শান্তনুর পুত্র। **ভীষ্ম-পঞ্চক**—কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত ব্রত-বিশেষ। **ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা**—ভীষ্ম আপন সঙ্কল্প হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন নাই, তাহা হইতে, অটল সঙ্কল্প।

ভুও, ভুয়া, ভুয়ো—অন্তঃসারশূন্য, ফাঁকি, মিথ্যা (শব্দের কাঁঠাল ভুয়ো—বাহিরে যার খুব নামডাক অনেক সময় তা আসলে ফাঁকির ব্যাপার)।

ভুঁই, ভূঁই—ভূমি, জমি। **ভুঁইফোঁড়, ফোড়, ফোড়া**—যাহা ভূমি ভেদ করিয়া হঠাৎ দেখা দিয়াছে, নামগোত্রহীন, পূর্বাপর সম্বন্ধ-শূন্য ও অজানিত সুতরাং হেয় (ভুঁইফোঁড় সভ্যতা; ভুঁই-ফোঁড় বড়লোক)।

ভুঁকা, ভুকা—(হি. ভুঁকনা) বিদ্ধ হওয়া (চরণে কণ্টক ভুঁকে শতেক আঁচড় বুকে—কবিকঙ্কণ); কণ্টকের আঘাতের মত আঘাত পাওয়া (গণ্ডারের চামড়া, কিছুতেই ভোঁকে না)। **ভুঁকান, ভোঁকানো**—বিদ্ধ করা, তীব্র আঘাত দেওয়া।

ভুঁড়ি—মোটা পেট, স্থূলোদর (আরাম, টাকা পয়সা ও কর্মহীনতার পরিচায়ক—দিব্যি ভুঁড়ি বাগিয়েছ দেখছি)। **ভুঁড়িওয়ালা**—স্থূলোদর ও অকর্মণ্য, স্থূলোদর ধনী। **ভুঁড়ে, ভুঁড়ো**—ভুঁড়িযুক্ত; স্থূলোদর (ভুঁড়ো শিয়াল—পেট মোটা শিয়াল, স্থূলোদর সৌষ্ঠবহীন ব্যক্তি)।

ভুঁদো—স্থূলকায়; স্থূলকায় ও বোকা; ছোট ছেলের নাম। স্ত্রী. ভুঁদি।

ভুক,-খ—(সং. বুভুক্ষা) ক্ষুধা (ভুক পিয়াসা); প্রবল বাসনা। **ভুকী**—আকাঙ্ক্ষী (আমি কি নামের ভুকী—গ্রাম্য)। **ভুকা**—ক্ষুধার্ত (ভুখা-ও ব্যবহৃত হয়)। **ভুখামিছিল**—ক্ষুধার্তদের অন্নাভাবের প্রতিকারপ্রার্থী সমাবেশ (hunger march)। ভুকল, ভুখল, ভুখিল—ভুখা—প্রাচীন বাংলা ও ব্রজবুলি।

ভুক্ত—(ভুজ্+ক্ত) যাহা ভোগ করা হইয়াছে (ভুক্তশেষ—খাওয়ার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, উচ্ছিষ্ট); অন্তর্গত (রেজেষ্টীভুক্ত; দলভুক্ত; অধিকারভুক্ত)। **ভুক্তভোগী**—যাহার (দুঃখপূর্ণ) অভিজ্ঞতা হইয়াছে (ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিবেনা)।

ভুক্তান—(হি. ভুগতান) মূল্য বা দেনা চুকাইয়া দেওয়া, ত্রুটি পূরণ করা।

ভুক্তি—ভোজন, ভোগ, উপভোগ; অধিকৃত অঞ্চল বা প্রদেশ (তীরভুক্তি—তীরহুত)।

ভুগা, ভোগা—দুর্ভোগ করা, সহ্য করা, রোগ ভোগ করা (বাপ ত মরেই খালাস, ভুগছে ছেলেরা; আইবুড়ো মেয়েটাকে নিয়ে ভুগছি; মাস তিনেক ধরে ম্যালেরিয়ায় ভুগছি); ভোগ করা, উপভোগ করা (কাব্যে ব্যবহৃত)।

(ভুজ্+অ—যদ্দ্বারা ভোজন করা যায়) বাহু, হস্ত; ভূর্জপত্র; ত্রিকোণ চতুষ্কোণ প্রভৃতি ক্ষেত্র-বন্ধনকারী রেখা (ত্রিভুজ; চতুর্ভুজ; বহুভুজ); বক্রাকৃতি (ভুজগ)। **ভুজ-কোটর**—বগল। **ভুজচ্ছায়া**—বাহুবলের ছায়া বা আশ্রয়। **ভুজদণ্ড**—(পুরুষের) সুদৃঢ় বর্তুল বাহু। **ভুজপাশ,-বন্ধন,-বেষ্টন**—আলিঙ্গন। **ভুজমধ্য**—ক্রোড়; বক্ষঃস্থল। **ভুজমূল**—বগল; স্কন্ধ। **ভুজলতা**—(নারীর) কমনীয় বাহু। **ভুজশিরঃ**—স্কন্ধ। **ভুজস্তম্ভ**—হস্ত চালনা করিতে না পারা।

ভুজগ—(ভুজ—গম্+অ—যাহা বক্রাকৃতি হইয়া গমন করে) সর্প। স্ত্রী. ভুজগী। **ভুজ-গান্তক, ভুজগাশন**—গরুড়; ময়ূর। **ভুজগেন্দ্র, ভুজগপতি**—শেষ নাগ। **ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম**—সর্প। স্ত্রী. ভুজঙ্গী, ভুজঙ্গিনী, ভুজঙ্গমী। **ভুজঙ্গ-জননী**—মনসা। **ভুজঙ্গপ্রয়াত**—বার অক্ষরের

ছন্দো-বিশেষ (ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে—ভারতচন্দ্র)।

ভুজা—ভৃষ্টবস্তু (ভাজাভুজা); মুড়ি।

ভুজা—বাহু। **ভুজাকণ্ট**—হাতের নখ। **ভুজাগ্র**—ভুজের অগ্রভাগ, হস্ত। **ভুজাদল**—হস্ত। **ভুজান্তর, ভুজান্তরাল**—বক্ষঃস্থল। [কুকরি।

ভুজালি, ভোজালি—ছোট তরবারি-বিশেষ,

ভুঞা, ভুয়াঁ, ভুঞ্যা, ভুইঞা—(সং. ভূমিক) ভূম্যধিকারী, সামন্তরাজা (বার ভুঞা)। **ভুঞি**—ভূমি (ভুঁই দ্রঃ)।

ভুঞ্জা—(ভুজধাতু) ভোগ করা; উপভোগ করা (শুধু নীরবে ভুঞ্জন এই সন্ধ্যা কিরণের সুবর্ণ মদিরা—রবি); ভোজন করা; সম্ভোগ করা। **ভুঞ্জান**—ভোগ করানো, খাওয়ানো।

ভুটভাট, ভুটভুট—অজীর্ণতা জনিত পেটের ভিতরকার শব্দ।

ভুটান—হিমালয়ের দেশ-বিশেষ।

ভুট্টা—শস্য-বিশেষ, মকাই, maize (ভুট্টার খৈ)।

ভুড়,-ড়া,-র,-রা—ভেলা (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

ভুড়ভুড়—(সং. বুদ্বুদ; হি. বুলবুলা) জলের বিশেষত পাকপূর্ণ জলাশয়ের নীচ হইতে বুদ্বুদ উঠার শব্দ। **ভুড়ভুড়ি**—এরূপ বুদ্বুদ, মাছ প্রভৃতির নিঃশ্বাস ত্যাগের ফলে যে বুদ্বুদ উঠে (শোল মাছ ভুড়ভুড়ি ছাড়ছে)। **ভুড়ভুড়ি ভাঙ্গা**—ভুড়ভুড়ি উঠা, গাঁজলা উঠা।

ভুতি, ভুতুড়ি, ভুঁতি—কোষ ভিন্ন কাঁঠালের ভিতরে যে সব অসার অংশ থাকে।

ভুনা—(হি.) ভাজা; যাহা ভাজা হইয়াছে (ভুনা গোশ্‌ত্‌)। **ভুনিখিচুড়ি**—যে খিচুড়িতে চাল ডাল আদি ঘৃতে অল্প ভাজিয়া রান্না করা হয়; (ভুনি খিচুড়িতে অনেক সময় মাংস, মটরশুঁটি ইত্যাদি দেওয়া হয়; ইলিশ মাছ দিলে তাহাকে ইলিশ খিচুড়ি বলা হয়)।

ভুবঃ, ভুবর্লোক—সপ্তলোকের বা সপ্তস্বর্গের দ্বিতীয় লোক, পৃথিবীর অব্যবহিত উপরিস্থ লোক।

ভুবন—(ভূ+অনট্‌) সপ্ত পাতাল ও সপ্ত স্বর্গ এই চতুর্দশ জগৎ (ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক সত্যলোক এই সপ্ত স্বর্গ এবং অতল বিতল সুতল তল তলাতল রসাতল পাতাল এই সপ্ত পাতাল); দৃশ্যমান জগৎ (আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া গগনে ছড়ায়ে এলোচুল—রবি); দেশ; ভবন; জল। **ভুবনত্রয়**—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল **ভুবন পাবন**—ভুবনের পরিত্রাতা। **ভুবন বিখ্যাত,-বিদিত**—বিশ্ববিখ্যাত। **ভুবন বিজয়ী**—জগজ্জয়ী; সমস্ত জগতের উপরে যাহার প্রভাব পড়িয়াছে। **ভুবন ভাবন**—বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। **ভুবনময়**—জগন্ময়। **ভুবন-মোহন**—ত্রিলোককে যে বা যাহা মুগ্ধ করে স্ত্রী. ভুবন-মোহিনী। **ভুবন-হিত**—জগতের কল্যাণ। [তীর্থ-বিশেষ।

ভুবনেশ্বর—ত্রিভুবনের ঈশ্বর; রাজা; শিব;

ভুর, ভুর—ভারিভুরি; ছলনা, চাতুরী, জাঁক (ভুর ভেঙে যাওয়া; পচা ভুর—বৃথা আড়ম্বর); ভ্রম (হায় কি হলো দেশের দশা রিপন রাজার ভুবে—হেমচন্দ্র)।

ভুর ভুর—(ভরভর, ভরপুর) গন্ধের প্রাচুর্য সম্বন্ধে বলা হয় (এসেন্সের গন্ধ ভুর ভুর করছে)। বিণ. ভুরভুরে।

ভুরা, ভূরা—ঝুরঝুরে গুড় (মাত কাটিয়া ফেলার পরে যাহা পাওয়া যায়); মোটাচিনি (অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি—ভারত চন্দ্র); এক শ্রেণীর খাদ্যশস্য (ভূরার ভাত, ভুরার জাউ)। ভুরাচোর বা ভুরোচোর—যাহাকে নীরবে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় (গ্রাম্য)।

ভুরু,-রূ,-ভরু—(সং.) ভ্রূ। ভুরুক্ষেপ নাই—আদৌ মনোযোগ দেয় না। **ভুরুভঙ্গ**—ভ্রূকুটি, ভ্রূবিলাস (কাব্যে ব্যবহৃত)।

ভুল—(সং. ভ্রম; হি. ভুল) ভ্রম, ভ্রান্তি (বাপের নাম বলতে ভুল হয়; ভুলচুক); বিস্মরণ (এ বয়সে বড় ভুল হয়); অসম্বন্ধ কথা, প্রলাপ (রুগী ভুল বকছে); ভ্রমযুক্ত, ভ্রান্ত; অযথার্থ; (ভুল খবর; ভুল পথ; ভুল ধারণা)। **ভুল করা**—অযথার্থ কাজ করা; ভ্রমের বশবর্তী হইয়া কিছু করা (অঙ্কের ভুল করা, নাম বলতে ভুল করা)। **ভুলভাঙ্গা**—ভুল ধারণা দূর হওয়া বা করা। **ভুলভ্রান্তি**—ভুলচুক, ভ্রম, কিছু ভুল (ভুলভ্রান্তি কার না হয়)। **ভুল হওয়া**—বিস্মরণ ঘটা; যথাযথ কাজ না করা (তোমাকে ক্ষমা করা ভুল হয়েছে)।

ভুলা, ভোলা—বিস্মৃত হওয়া (একদম ভুলে গেছি; আমাদের ভুলে গেছ দেখছি); বিমুগ্ধ হওয়া (রূপ দেখে ভুলে গেল); মোহের বশে

কর্তব্য বিস্মৃত হওয়া (দেশ ধর্ম সব ভুলে গেলে); ভ্রমের বশবর্তী হওয়া (পথ ভোলা; নাম ভুলে যাওয়া); বিহ্বল হওয়া (ভোলা দ্রঃ); সংকল্প-চ্যুত হওয়া, প্রতারিত হওয়া (ভবী ভুলবার নয়)। **ভুলানো, ভোলানো**—বিস্মৃত করা (বাবার নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে); মুগ্ধ করা (ঘোমটা পরা ঐ ছায়া ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ—রবি); প্রতারিত করা (যমকে ভোলাবে কেমন করে)। **ছেলে ভুলানো ছড়া**—যে ছড়া শিশুদের মন ভুলায়। **ভুলানে, ভুলুনে**—যে ভুলায় বা মোহিত করে (স্ত্রী. ভুলানী, ভুলুনী)। **ভুলো**—যাহার কিছু মনে থাকেনা (একটা ভুলো হাবা)।

ভুশণ্ডি, ভুশুণ্ডী, ভূশণ্ড, ভূষণ্ডী—পুরাণ-বর্ণিত ত্রিকালদর্শী কাক; (বৃদ্ধ ও বহুদর্শী —বিদ্রূপে)।

ভুষা, ভুসা—প্রদীপের শিখায় যে কাজল প্রস্তুত হয়; হাঁড়ির তলার কালি (ভুসাকালি—ভুসা দিয়া প্রস্তুত কালি)।

ভুষি, ভুসি—গম, যব, মটর; ছোলা প্রভৃতির খোসা, গরুর প্রিয় খাদ্য (আমরা ভুষি পেলেই খুসী হব, ঘুসি খেলে বাঁচব না—ঈশ্বর গুপ্ত)। **ভুষি মাল**—যে শস্যে ভুষি আছে, গম, যব, ছোলা মটর প্রভৃতি।

ভুষুড়ি—কাঁঠালের ভুঁতি। **ভুষুড়ি ভাঙ্গা**—কাঁঠাল ভাঙিয়া তাহার ভুতুড়ি হইতে প্রচুর কোষ বাহির করা; ভুরি ভোজনের আয়োজন করা। **গল্পের ভুষুড়ি ভাঙা**—গল্পের পর গল্প বলিয়া যাওয়া।

ভুস—জলের নীচ হইতে হঠাৎ ভাসিয়া উঠার শব্দ; শিথিল মৃত্তিকা বা বালুকাস্তূপের ধ্বসিয়া পড়ার শব্দ। **ভুসভুসে**—শিথিলবদ্ধ ও কোমল (ভুসভুসে মাটি)।

ভূ—(ভূ + ক্বিপ—উৎপত্তি স্থান) পৃথিবী, ভূমি; স্থান, আধার। **ভূকম্প,-কম্পন**—ভূমিকম্প earth-quake। **ভূগর্ভ**—মাটির নীচে, পৃথিবীর অভ্যন্তর। **ভূগৃহ,-গেহ**—মাটির নীচেকার ঘর। **ভূচক্র**—পৃথিবীর বেষ্টন রেখা, বিষুবরেখা। **ভূচর**—যাহা মাটির উপরে চরিয়া বেড়ায়, স্থলচর (বিপ. খেচর)। **ভূচিত্র**—পৃথিবীর মানচিত্র, map। **ভূচ্ছায়া**—গ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া; রাহু। **ভূতত্ত্ব**—পৃথিবীর উৎপত্তি ও পরিণতি বিষয়ক বিদ্যা, Geology। **ভূদেব**—ব্রাহ্মণ। **ভূপটল**—crest of the earth. **ভূপ, ভূপতি**—রাজা। **ভূপুত্র**—মঙ্গল গ্রহ। **ভূপুত্রী**—সীতা। **ভূবলয়**—ভূ-মণ্ডল। **ভূবৃত্ত**—বিষুবরেখা। **ভূলতা**—মহীলতা, কেঁচো। **ভূশক্র**—রাজা। **ভূশয্যা**—ভূমিরূপ শয্যা। **ভূশুদ্ধি**—ভূমি শুদ্ধ করা; গোময়াদির দ্বারা সংস্কার সাধন। **ভূস্বর্গ**—সুমেরু; কাশ্মীর। **ভূস্বামী**—রাজা; জমিদার।

ভূঁই—মাটি; ক্ষেত; ভূতল। **ভূঁই আমলা**—ভূমি আমলকী। **ভূঁই কামড়ী**—লতা-বিশেষ। **ভূঁই কুমড়া**—ভূমিকুষ্মাণ্ড। **ভূঁই-কোঁড়**—ছত্রাক। **ভূঁইচাপা**—ফুলগাছ-বিশেষ। **ভূঁই চাল,-চালি**—ভূমিকম্প। **ভূঁই ছাতক**—ছত্রাক। **ভূঁই পটকা, -পটোকা**—আতসবাজি-বিশেষ। **ভূঁই-ফোঁড়, ফোঁড়া**—ভুইফোঁড় দ্রঃ। **ভূঁই-মালী**—হিন্দু অস্পৃশ্য জাতি-বিশেষ।

ভূঁইয়া, ভূঁয়া, ভূঞা—(সং. ভূমিক; ভৌমিক) সামন্ত রাজা (বারভুঁইয়া); ভূম্যধিকারী, জমিদার, তালুকদার, উপাধি-বিশেষ।

ভূঞিহার—(ভূমিহার) কৃষিকর্মপরায়ণ পতিত ব্রাহ্মণ-বিশেষ।

ভূগোল—ভূমণ্ডল, ভূগোল বিদ্যা, ভূমণ্ডলবিষয়ক বিদ্যা; Geography। **ভূগোল বৃত্তান্ত**—পৃথিবীর পরিচয়।

ভূচর—যাহা মাটির উপরে বিচরণ করে (গ্রাম্য ভোচার—ভোচার কুমীর = ভূচর কুমীর = মাটির উপরকার কুমীর, অর্থাৎ যে খাইয়া দাইয়া আরামে ঘুরিয়া বেড়ায়)।

ভূত—(ভূ + ক্ত) যাহা হইয়া গিয়াছে, অতীত (ভূত ভবিষ্যৎ), দেবযোনি-বিশেষ, প্রেত, প্রেতাত্মা (মরে ভূত হয়েছে; ভূতে ধরা); কাণ্ডজ্ঞানহীন, অদ্ভুত, (পাড়াগেঁয়ে ভূত); জীব; প্রাণী (বারভূত); পঞ্চভূত (মরি ভূতের বেগার খেটে—রামপ্রসাদ); সত্য, তত্ত্ব। **ভূতকান্ত**—শিব। **ভূতকাল**—অতীত কাল। **ভূতকেশী**—শেফালিকা। **ভূত-ক্রান্তি**—ভূতে ধরা। **ভূতগত**—পঞ্চভূতে বিলীন। **ভূতগ্রস্ত**—যাহাকে ভূতে ধরিয়াছে।

ভূতচতুর্দশী—কার্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী। **ভূত ছাড়ানো**—মন্ত্র পড়িয়া ও যাহাকে ভূতে ধরিয়াছে তাহাকে যথেষ্ট প্রহার দিয়া তাহার উপরে যে ভূতের আবেশ হইয়াছে তাহা দূর করা; প্রহার অথবা তীব্র ভর্ৎসনা দ্বারা শায়েস্তা করা। **ভূতধাত্রী**—পৃথিবী। **ভূতনাথ**—শিব। **ভূত নাবানো**—ভূতের আবেশ দূর করা, ভূত ছাড়ানো। **ভূতনায়িকা**—দুর্গা। **ভূতনাশন**—যাহা ভূত তাড়ায়, ভল্লাতক; সর্ষে; মরিচ। **ভূতপূর্ব**—পূর্বের, পূর্ববর্তী (ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ)। **ভূতবলি,-যজ্ঞ**—জীবকে (কাক প্রভৃতিকে) খাদ্যদান। **ভূত ভাগান**—ভূত ছাড়ানো দ্রঃ। **ভূতভাবন**—বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পালক। **ভূতযোনি**—পিশাচজন্ম। **ভূতশুদ্ধি**—পূজাদির সময় মন্ত্র দ্বারা দেহের শুদ্ধি সাধন-বিশেষ। **ভূত-সংপ্লব**—প্রলয়। **ভূতসঞ্চার**—ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া। **ভূতসঞ্চারী**—দাবানল। **ভূতে ধরা**—কাহারও উপরে প্রেতাত্মার প্রভাব হওয়া। **ভূতে পাওয়া**—ভূতাবিষ্ট হওয়া; মতির স্থিরতা না থাকার ফলে যাহা করণীয় নয় তেমন সব কাজ করা সম্পর্কে বলা হয়। **ভূতের ওঝা বা রোজা**—যে মন্ত্রাদির বলে ভূত ছাড়ায়। **ভূতের বেগার খাটা**—পঞ্চভূতের বেগার খাটা, পঞ্চভূতাত্মক দেহের প্রয়োজনে খাটা কিন্তু আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্মৃত থাকা। **ভূতের বোঝা**—পঞ্চভূতের বোঝা, অজ্ঞানতাড়িত জীবনের বোঝা। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—অতি বিশৃঙ্খল ও অপব্যয়কর ব্যাপার। **ঘাড়ে ভূত চাপা**—চাপা দ্রঃ।

ভূতল—পৃথিবী, ভূপৃষ্ঠ; পাতাল। **ভূতল-শয়ন**—ভূমিরূপ শয্যা।

ভূতাত্মা—দেহ; বিষ্ণু; শিব; জীবাত্মা। **ভূতাধীশ**—শিব। **ভূতানুকম্পা**—জীবের প্রতি দয়া।

ভূতার্থ—যথার্থ সত্য; অকৃত্রিম।

ভূতাবাস—পিশাচাদির আবাসস্থল, বিভীতক বৃক্ষ; দেহ; বিষ্ণু; শিব। **ভূতাবিষ্ট**—প্রেতাত্মার প্রভাবাধীন। **ভূতাবেশ**—ভূতে পাওয়া।

ভূতি—(ভূ+ক্তি) শিবের অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য; শিবের অঙ্গভস্ম; মহিমা; সম্পত্তি; মঙ্গল; উৎপত্তি; সিদ্ধি; অভ্যুদয়; হস্তীর সিন্দুরাদি সজ্জা। **ভূতিকর্ম**—আভ্যুদয়িক কর্ম। **ভূতিকাম**—সম্পদাদির অভিলাষী। **ভূতিভূষণ**—শিব।

ভূতুড়ে—ভূতের ওঝা, ভূত লইয়া যাহার কারবার; ভূতের প্রভাবাদি সম্পর্কিত (ভূতুড়ে কাণ্ড; ভূতুড়ে গল্প)।

ভূতেশ, ভূতেশ্বর—শিব।

ভূধর—পর্বত; অনন্তদেব; বটুক ভৈরব।

ভূপতিত—ভূমিতে পতিত; নষ্টগৌরব।

ভূপাল—রাজা, সম্রাট।

ভূপালী—রাত্রির প্রথম প্রহরের রাগিণী-বিশেষ।

ভূভার—পৃথিবীর পাপভার (ভূভার হরণ)।

ভূ-ভারত—সমগ্র ভারতবর্ষ; সমগ্র পৃথিবী। ভারত দ্রঃ।

ভূমণ্ডল—পৃথিবী (ভূমণ্ডলের মানচিত্র)।

ভূমা—(বহু+ইমন্) বহু; বহুত্ব, বিপুলতা; মহান্, বিরাট পুরুষ, সর্বব্যাপী পুরুষ (ভূমানন্দ—এই সর্বব্যাপী পুরুষকে জানার আনন্দ; ব্রহ্মানন্দ; আনন্দের প্রাচুর্য)।

ভূমি,-মী—(ভূ+মি—উৎপত্তিস্থান) পৃথিবী; বাসস্থান; স্থান; ক্ষেত্র; জমি; ভূসম্পত্তি; আধার, পাত্র (বিশ্বাসভূমি); base, foundation; যোগীর চিত্তের বা উপলব্ধির অবস্থা-বিশেষ (সুফীদের মোকাম?); গৃহের তল (ত্রিভূম প্রাসাদ)। **ভূমিকম্প**—ভূকম্পন, earthquake। **ভূমিকুষ্মাণ্ড**—ভুঁইকুমড়া। **ভূমিচম্পক**—ভুঁইচাঁপা। **ভূমিজম্বু**—বনজাম, ছোট জাম। **ভূমিজীবী**—কৃষক; বৈশ্য। **ভূমিদেব**—ভূদেব। **ভূমিধর**—পর্বত। **ভূমিপ, ভূমিপতি, ভূমিপাল**—রাজা। **ভূমিপিশাচ**—তালবৃক্ষ। **ভূমি-ভৃৎ**—পর্বত; রাজা। **ভূমিরুহ, ভূমীরুহ**—বৃক্ষ। **ভূমিলেপন**—যাহা দ্বারা ভূমি লেপা হইয়া থাকে, গোবর। **ভূমিশয্যা**—ভূতল শয়ন। **ভূমিশায়ী**—ধরাশায়ী। **ভূমিসাৎ**—ভূমিস্তরে পরিণত; ভূপাতিত।

ভূমিকা—ক্ষেত্র, basis; গৃহতল, মহল (ত্রিভূমিক প্রাসাদ); রূপান্তর পরিগ্রহ, নাটকের চরিত্র (আওরঙ্গজেবের ভূমিকায় নেমেছিলেন দানী বাবু); গ্রন্থের বা বক্তব্যের পূর্বাভাস, অবতরণিকা, গৌরচন্দ্রিকা (রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সম্বলিত;

অত ভূমিকায় প্রয়োজন কি); বেদান্ত মতে চিত্তের অবস্থা-বিশেষ (ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত একাগ্র বিরুদ্ধ চিত্তের এই পঞ্চ ভূমিকা)।

ভূমিজ—ক্ষেত্রোৎপন্ন, পৃথিবীজাত; মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর; স্ত্রী. ভূমিজা—সীতা।

ভূমিষ্ঠ—(ভূমি—স্থা+অ) মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিতে পতিত, প্রসূত; (ভূমিতে দণ্ডায়মান, স্থাপিত, অবস্থিত ইত্যাদি অর্থে বাংলায় সাধারণত ব্যবহৃত হয় না; 'ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম'=সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, ব্যবহৃত হয়)।

ভূমীন্দ্র, ভূমীশ্বর—রাজা। **ভূম্যধিকারী**—জমিদার। **ভূম্যাসন**—ভূতলাসন।

ভূয়ঃ—বহুতর, অধিক; বাহুল্য, আধিক্য। স্ত্রী. ভূয়সী (ভূয়সী প্রশংসা)।

ভূয়ান—ভূয়ঃ শব্দের পুংলিঙ্গের একবচনের রূপ (ভূয়ান্ অধর্ম)। **ভূয়িষ্ঠ**—প্রচুরতম, অত্যধিক, প্রভূত (বৌদ্ধভূয়িষ্ঠ অঞ্চল)। **ভূয়োদর্শন**—বহু পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা। **ভূয়োবিদ্য**—পাণ্ডিত্যশালী। **ভূয়োভূয়ঃ**—পুনঃপুনঃ, বারংবার (পথিক দ্বারে ভূয়োভূয়ঃ বলদর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র; ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করা হইয়াছিল)।

ভূরি—প্রচুর, প্রভূত, অনেক (ভূরিকাল; ভূরি প্রয়োগ; ভূরি ভোজন)। **ভূরিবিক্রম**—প্রবলবিক্রম, মহাবল। **ভূরিমায়**—প্রভূত মায়া বা ছলনাযুক্ত, শৃগাল। **ভূরিশ্রবাঃ**—মহাভারতের রাজা-বিশেষ।

ভূর্জ, ভূর্জপত্র—কোমল বৃক্ষত্বক্-বিশেষ, পূর্বকালে ইহাতে পুঁথি লেখা হইত।

ভূর্লোক—মর্ত্যলোক। (ভূ দ্রঃ)

ভূলুণ্ঠিত—ভূপতিত; হৃতগৌরব। ভূশয্যা—

ভূষণ—(ভূষ্+অনট্—যাহা অলঙ্কৃত করে) অলঙ্কার, আভরণ (ভূষণপ্রিয়া); অলঙ্কারস্বরূপ (কুলভূষণ; ভারতভূষণ)।

ভূষণ্ডী—ভুশুণ্ডি দ্রঃ; পাথর নিক্ষেপ করিবার চর্ম-নির্মিত যন্ত্র-বিশেষ।

ভূষা—ভূষণ (বেশভূষা); অলঙ্কৃত বা সজ্জিত করা। বিণ. ভূষিত।

ভূসংস্কার—যজ্ঞের নিমিত্ত ভূমি শোধন। ভূস্বর্গ—ভূ দ্রঃ। **ভূস্বামী**—রাজা; জমিদার। **ভূসম্পত্তি**—জমিজমা; অস্থাবর সম্পত্তি।

ভৃগু—মুনি-বিশেষ; বংশ-বিশেষ; শিব; শুক্রাচার্য; অত্যুচ্চ স্থান; অতি উচ্চ ও খাড়া পর্বত শিখর, cliff; পর্বতের ঢালু প্রদেশ; জমদগ্নি। **ভৃগুপতি**—ভৃগুবংশের প্রধান, পরশুরাম। **ভৃগুপাত**—পর্বতের উচ্চ শিখর হইতে নীচে পড়া। **ভৃগুবাসর**—শুক্রবাসর। **ভৃগুমান**—উচ্চসানু-বিশিষ্ট।

ভৃঙ্গ—(ভৃ+গ) ভ্রমর; লম্পট; ফিঙা পাখী; বৃক্ষ-বিশেষ। **ভৃঙ্গরাজ**—ভ্রমরশ্রেষ্ঠ; পক্ষি-বিশেষ; কেশবর্ধক শাক-বিশেষ (মহাভৃঙ্গরাজ তৈল)। **ভৃঙ্গরোল**—ভীমরুল।

ভৃঙ্গার—জলপাত্র-বিশেষ, গাড়ু; অভিষেকপাত্র; ভৃঙ্গরাজ; সুবর্ণ।

ভৃঙ্গি, ঙ্গী—শিবের অনুচর-বিশেষ (নন্দীভৃঙ্গি)।

ভৃত—(ভৃ+ক্ত) পূর্ণ; পুষ্ট, পালিত (পরভৃত); বেতনাদির দ্বারা ক্রীত বা পালিত, সেবক; যে অধ্যাপক বেতন গ্রহণ করে।

ভৃতি—(ভৃ+ক্তি) ভরণপোষণ; বেতন, মজুরি; মূলধন।

ভৃত্য—(ভৃ+য) যাহাদিগকে পালন করিতে হইবে, স্ত্রী পুত্র বৃদ্ধ পিতামাতা প্রভৃতি; রাজপুরুষ, পরিচালক, দাস।

ভৃষ্ট—(ভ্রস্জ্+ক্ত) জল না দিয়া তেল ঘি প্রভৃতির সাহায্যে অথবা বালুখোলায় ভাজা। **ভৃষ্ট তণ্ডুল**—ভাজা চাউল।

ভেউ, ভেউভেউ—কুকুরের ডাক; যে সনির্বন্ধ অনুনয়-উপরোধের দিকে কেহ কর্ণপাত করেনা (তোমাদের যা করার করছ আমি ভেউ ভেউ করেই মরছি); অসংযতভাবে উচ্চশব্দে ক্রন্দন (সব হারিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল)।

ভেংচানো—অঙ্গভঙ্গি করিয়া বিদ্রূপ করা (পূর্ববঙ্গে ভ্যাঙ্গান)। বি. ভেংচানি, ভেংচি (ভেংচি কাটা—ভেংচান)।

ভেঁপু—বাঁশী-বিশেষ; আমের আঁটি ঘসিয়া ছেলে মেয়েরা যে বাঁশী তৈরী করে (আম আঁটির ভেঁপু)।

ভেক—(ভী+ক) বেঙ, মণ্ডূক (স্ত্রী. ভেকী)। **ভেকাসন**—যোগাসন-বিশেষ।

ভেক, ভেখ—(সং. বেষ) বেশ, পরিচ্ছদ (ত্যজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা শেখ—শূন্যপুরাণ); বৈষ্ণব ফকির ইত্যাদির পোষাক (ভেক ধরা, ভেক নেওয়া—বৈষ্ণবের বৃত্তি অবলম্বন করা;

ভেকে ভিখ) ছদ্মবেশ; সঙের সাজ (ভেকধারী)।

ভেকট, ভেক্‌টি, ভেকুট—(সং. ভেকট) ভেট্‌কি মাছ।

ভেকা, ভেকো, ভেকুয়া—বোকা, হতবুদ্ধি (ভেকো বনা,-হওয়া - কি করিতে হইবে না জানিয়া বোকার মত হওয়া)। **ভেকা চাকা**—ভ্যাবা চ্যাকা।

ভেক্‌ভেক্‌, ভ্যাক্‌ভ্যাক্‌—বাচ্চা কুকুরের ডাক; অবাঞ্ছিত অনুনয় অথবা বহু ভাষণ, পচাল (কেন কানের কাছে ভেকভেক করছ)।

ভেঙানো, ভেঙ্গানো—ভেংচানো। বি. ভেঙানি, ভেঙ্গানি।

ভেজা—(হি. ভেজনা—পাঠান) প্রেরণ করা, বিধিবদ্ধভাবে নিবেদন করা (খবর ভেজিল, সালাম ভেজিল—পুঁথি সাহিত্যে); প্রবেশ করানো; লাগানো (কলঙ্কের ডালি করিয়া মাথায় আনল ভেজাই ঘরে—চণ্ডিদাস); বন্ধ করা, আওসানো (দরজা ভেজানো)।

ভেজাল—নিকৃষ্ট বস্তুর সহিত মিশ্রিত (ভেজাল ঘি, ভেজাল খাবার); এরূপ মিশ্রণ অথবা এরূপ মিশ্রিত দ্রব্য, কৃত্রিমতা (ভেজাল দেওয়া; ভেজালের যুগে আসল পাবে কোথায়)।

ভেজাল, ভ্যাজাল—ঝঞ্ঝাট, গণ্ডগোল, ক্যাচাং। **ভেজালে**—যে সামান্য ব্যাপার লইয়া গোল করে (ভেজালে বুড়ী)। (প্রাদেশিক)।

ভেট—উপচার, নজরানা (দরবারে ভেট পাঠানো); উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপহার (বড় সাহেব ছোট সাহেব সবারই জন্য কিছু কিছু ভেট পাঠাও তবে ত হবে), সাক্ষাৎকার (বালা শৈশব তারুণ ভেট লখই না পারিয়ে জেঠ কনেঠ—বিদ্যাপতি)। **ভেটো**—যে ভেট দিয়া চাকরি পায়।

ভেটকি-কী, ভেঁটকি—ভেকট দ্রঃ। **ভেটকি দেওয়া**—(পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) অসুন্দরভাবে মুখ ব্যাদান করা; মুখভঙ্গি করিয়া অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করা। **ভ্যাটকানো**—দাঁত বাহির করিয়া হাসা কথা বলা ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয় (পূর্ববঙ্গে)।

ভেটা—ভাঁটা, খেলনা-বিশেষ।

ভেটা—ভেট দেওয়া; সম্মানিত ব্যক্তির সহিত দেখা করা; মিলিত হওয়া। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

ভেটেরাখানা—সরাইখানা।

ভেড়, ভেড়া—মেষ (স্ত্রী. ভেড়ী)। **ভেড়াকান্ত**—নির্বোধ (গালি)। **ভেড়া**—নির্বোধ, বুদ্ধি-বিবেচনাহীন (ভেড়া বানিয়ে রেখেছে—স্ত্রীবুদ্ধির দ্বারা নির্জিত)।

ভেড়ি,-ড়ী—লোনা জল ঠেকাইবার জন্য যে উঁচু মাটির বাঁধ দেওয়া হয় (গ্রামভেড়ী—গ্রামের শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য নির্মিত বাঁধ)।

ভেড়ুয়া, ভেড়ে, ভেড়ো—বাইজীর দলের বাদক; স্ত্রীর বুদ্ধিতে চালিত পুরুষ; কাপুরুষ; অপদার্থ। **ভেড়ের ভেড়ে**—গালি।

ভেণ্ডর—(ইং.) vendor (ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডর)।

ভেতো—ভাত যার প্রিয়, অন্নগত প্রাণ, ভাত খাওয়ার জন্য দুর্বলদেহ।

ভেদ—(ভিদ্‌+ঘঞ্‌) ছেদন, বিদারণ, বেধন, ভঙ্গ (উদ্ভিদ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে; লক্ষ্যভেদ; শত্রুব্যূহ ভেদ করা); প্রকাশন, উদ্‌ঘাটন (রহস্য ভেদ করা); বিচ্ছেদ; অনৈক্য (বন্ধুভেদ জাতিভেদ); শত্রুকে হীন বল করিবার নীতি (সাম-দান-দণ্ড-ভেদ; ভেদ সৃষ্টি করা); বৈলক্ষণ্য, প্রভেদ (বিষয় ভেদে ভিন্ন ব্যবস্থা; জাতিভেদ; দুইয়ের মধ্যে ভেদ করা কঠিন); ভিতরকার ব্যাপার, রহস্য (এর ভেদ পাওয়া কঠিন; ভেদের কথা); উদরভঙ্গ, কলেরা (ভেদ বমি)। **ভেদক**—বিদারক; বিবেচক। **ভেদন**—বিদারণ, বেধন, উদ্‌ঘাটন। বিণ. ভিন্ন, ভেদনীয়। **ভেদজ্ঞান**—পার্থক্যবোধ। **ভেদবুদ্ধি**—ভেদজ্ঞান, স্বার্থবুদ্ধি। **ভেদ-প্রত্যয়**—জগতের সকল পদার্থকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জ্ঞান করা, দ্বৈতবাদ। [লোক।

ভেদা, ভ্যাদা—মৎস্য-বিশেষ; জড় প্রকৃতির

ভেদাভেদ—পার্থক্য, অমিল (সব ভেদাভেদ ভুলে এক হও); দ্বৈতাদ্বৈত। **ভেদাভেদ বাদ**—দার্শনিক মতবাদ-বিশেষ।

ভেদী—ভেদকারী, বিদারক (শব্দভেদী বাণ; মর্মভেদী বাক্য)। **ভেদ্য**—ভেদনীয়, বিদার্য (অভেদ্য বর্ম; সূচিভেদ্য অন্ধকার); যাহা ভেদ করা বা প্রকাশ করা যায় (অভেদ্য রহস্য); যাহার প্রতীকার বা চিকিৎসা সম্ভবপর (ভেদ্য ব্যাধি)।

ভেবড়া,-রা—ঘাবড়ানো, কি করিতে হইবে তাহা বুঝিয়া না পাওয়া (ভেবড়ে যাওয়া)। **ভেবড়ি ছেড়ে কাঁদা**—আকুল হইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদা (প্রাদেশিক)।

ভেবা গঙ্গারাম—(ভেবান দ্রঃ) ছাগলের মত নির্বোধ, নির্বোধ ও অকর্মণ্য (এসব ভেবাগঙ্গারামদের দিয়ে কিছু হবার নয়)।

ভেবাচাকা,-চেকা, ভ্যাবাচ্যাকা—হতবুদ্ধিতা ; হতবুদ্ধি (ভ্যাবাচাকা খাওয়া ; ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে পড়া)।

ভেবান—ছাগল ভেড়া প্রভৃতির ডাক বা ডাক আসা সম্পর্কে বলা হয় ; বিরক্তিকর উচ্চ চীৎকার বা কান্না। বি. ভেবানি।

ভেরণ গাছ—ভেরেণ্ডা গাছ (পূর্ববঙ্গে)।

ভেরি,-রী—বড় ঢাক ; দুন্দুভি।

ভেরেণ্ডা—(সং. এরণ্ড) সুপরিচিত গাছ ও ফল। **ভেরেণ্ডা ভাজা**—ভেরেণ্ডা বীজ না ভাজিলেও তেল হয় সুতরাং তাহা ভাজিয়া তেল বাহির করা নিরর্থক, তাহা হইতে, নিরর্থক কাজ করা, বাজে কাজ করিয়া সময় কাটানো।

ভেল—ভেজাল, কৃত্রিম (ভেল জিনিষ) ; ভেলকি ; যাহা বিহ্বলতার সৃষ্টি করে ; (ব্রজবুলি) হইল (সকলি গরল ভেল)।

ভেলক—ভেলা, উড়ুপ (তুমি ভীম ভবার্ণবে ভেলক হে ')।

ভেলা—ভেলক, কলাগাছ কাঠ ইত্যাদি একত্র করিয়া প্রস্তুত করা হয় (অকুলের ভেলা—অকূলের আশ্রয়)।

ভেলা—ভল্লাতক বৃক্ষ ও তাহার ফল।

ভেলি—রসহীন গুড়-বিশেষ।

ভেল্কি,-ল্কী—ভোজবাজী, ইন্দ্রজাল, ম্যাজিক। **ভেল্কিখেলা**—যাদুকরের মত অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কার্য করা। **ভেল্কি লাগা**—ভেল্কি দেখিয়া অবাক হওয়া।

ভেষজ—[ভেষ (রোগভয়)—জি (জয় করা)+অ] ভৈষজ্য, ঔষধ (অজীর্ণে জল ভেষজ)। **ভেষজদ্রব্য**—যে সব গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। **ভেষজাঙ্গ**—ঔষধের অনুপান। **ভেষজাগার**—যেখানে ঔষধ বিক্রয় হয়। [(গ্রাম্য)।

ভেস্ত—(ফা বিহিশ্‌ত্‌) মুসলমানী স্বর্গ

ভেস্তা—বিপর্যস্ত, ওলট পালট (তাস ভেস্তানো ; সাত নকলে আসল ভেস্তা)। **ভেস্তে যাওয়া**—বিপর্যস্ত হওয়া, লণ্ডভণ্ড হওয়া ; ফাঁসিয়া যাওয়া। [গেয়।

ভৈঁরো—(সং ভৈরব) সুপরিচিত রাগ, প্রভাতে

ভৈক্ষ, ভৈক্ষ্য—(ভিক্ষা+অ) ভিক্ষালব্ধ (দ্রব্যাদি) ; ব্রহ্মচারী যতি প্রভৃতির ভিক্ষাবৃত্তি (ব্রহ্মচারী ভৈক্ষ অবলম্বন করিবে—মনু)। **ভৈক্ষকাল**—ভিক্ষার জন্য বাহির হইবার কাল। **ভৈক্ষচর্যা**—ভিক্ষাচরণ। **ভৈক্ষজীবী**—যে ভৈক্ষের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। [একাদশী।

ভৈমী—ভীম রাজার কন্যা, দময়ন্তী, ভীম

ভৈরব—(ভীরু+ষ্ণ ভীরুর জন্য ভীতিকর)—ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঘোর ; মহাদেব ; মহাদেবের ভয়ঙ্কর অষ্টমূর্তি (অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কুপিত, ভীষণ, সংহার) ; সুপরিচিত রাগ, ভৈঁরো ; নদ-বিশেষ। (স্ত্রী. ভৈরবী—দুর্গা, সতী. দুর্গার মূর্তি-বিশেষ (দশ মহাবিদ্যার অন্যতম) ; সুপরিচিত রাগিণী, শৈব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী ; নদী-বিশেষ। **ভৈরবী চক্র**—তান্ত্রিক সমাজের পঞ্চমকার সাধনের পদ্ধতি বিশেষ ; সাধারণ্যে যাহা প্রচলিত নয় এমন ভীতিকর বা অদ্ভুত কর্ম-সাধনের জন্য গোপন বৈঠক।

ভৈষজ, ভৈষজ্য—ঔষধ ; চিকিৎসা।

ভো—হে, ওহে, ওগো (সংস্কৃতে সুপ্রচলিত)।

ভোঁ—মক্ষিকাদির পাখার শব্দ ; শিঙ্গার গম্ভীর শব্দ ; বেগে গমনের শব্দ (মাথা ভোঁ ভোঁ করছে—মাথা খুব ঘুরিতেছে)। **ভোঁ দৌড়**—অতি বেগে দৌড় বা পলায়ন।

ভোঁ—নেশায় বাহ্যজ্ঞান-হীন, বিভোর (নেশায় ভোঁ হয়ে আছে)।

ভোঁতা—(হি. ভোংতরা) যাহাতে ধার নাই, অতীক্ষ্ণ, স্থূল (তবে বুদ্ধিতে কিছু ভোঁতা) ; কুণ্ঠিত, অপমানিত (মুখুয্যের কারচুপিতে মুখ হইল ভোঁতা—হেমচন্দ্র)।

ভোঁদড়—(সং. উদ্র) উদ্বিড়াল।

ভোঁদা—(হি. ভোংদু) স্থূল, বুদ্ধিতে স্থূল, বেকুব ; ছোট ছেলের ডাকনাম ; (স্ত্রী. ভুঁদী)। [শব্দ।

ভোঁস ভোঁস—নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসের

ভোক্তব্য—(ভুজ্‌+তব্য) ভোজনযোগ্য, উপভোগ্য। **ভোক্তা**—যে ভোগ করে ; উপভোগকারী। স্ত্রী. ভোক্ত্রী।

ভোগ—(ভুজ্‌+ঘঞ্‌) সুখ দুঃখ অনুভব (দুঃখভোগ ; সুখভোগ ; কর্মফলভোগ) ; উপভোগ (ভোগসুখ ; ভোগে এলনা) ; ভোজন ; খাদ্য (রাজভোগ) ; দেবতাকে যে

ভোজ্য নিবেদিত হয়, নৈবেদ্য ; ধন ; রাজস্ব ; উপভোগের জন্য দেয় অর্থ (পণ্যাঙ্গনার বেতন ; হস্তী অশ্ব প্রভৃতির ব্যবহারের জন্য ভাড়া) ; সর্পফণা (ভোগী) ; দুর্ভোগ, ভোগান্তি (এত ভোগও কপালে ছিল)। **ভোগগৃহ**—বাসগৃহ ; অন্তপুর ; শয়নগৃহ। **ভোগতৃষ্ণা**—সুখ বা বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা। **ভোগদেহ**—মৃত্যুর পরে যে সূক্ষ্ম দেহে কর্মফল ভোগ করিতে হয়। **ভোগপত্র**—ভূমি প্রভৃতি ভোগ সম্পর্কে রাজদত্ত আদেশপত্র। **ভোগপিশাচিকা**—প্রবল ভোগলালসা। **ভোগবিলাস**—নানা ধরণের সুখভোগ। **ভোগভূমি**—স্বর্গ ; ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ (বিপ. কর্মভূমি)। **ভোগবতী**—পাতাল-গঙ্গা। **ভোগস্থান**—দেহ। **ভোগ উঠা**—দানা-পানি উঠা, মৃত্যুর সময় হওয়া।

ভোগা—দুঃখ অসুবিধা রোগ ইত্যাদি ভোগ করা (ভুগা দ্রঃ) ; লোভ দেখাইয়া ভুলান, প্রতারণা, ফাঁকি (ভোগা দেওয়া)।

ভোগা গোয়ালা—যে সব গোয়াল দধি দুগ্ধের ব্যবসায় না করিয়া গরু দাগে।

ভোগানো, ভোগান—দুঃখ অসুবিধা ইত্যাদি ঘটানো, টালবাহানা করিয়া কষ্ট দেওয়া (বল্লেই ত পার এখন দিতে পারবে না, এত ভোগাও কেন) ; দুর্ভোগ (কি ভোগানটাই ভুগিয়েছে)।

ভোগান্ত—দুর্ভোগের অবসান ; গ্রহের প্রভাবের কালের অবসান। **ভোগান্তি**—(কথ্য) দুর্ভোগ (ভোগান্তির একশেষ)। **ভোগানে**—যে ভোগায়।

ভোগাবাস—ভোগগৃহ। **ভোগাভোগ**—সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ভোগ, কর্মফল ভোগ। **ভোগায়তন**—স্থূলদেহ। **ভোগার্হ**—ভোগের যোগ্য, ধন, সম্পত্তি।

ভোগী—ফণী, সর্প ; রাজা ; গ্রামের প্রধান ; নাপিত ; অশ্লেষা নক্ষত্র। স্ত্রী. ভোগিনী—মহিষী ভিন্ন রাজার অন্যান্য স্ত্রী। **ভোগীন্দ্র, ভোগীশ**—সর্পরাজ, বাসুকি, অনন্ত।

ভোগৈশ্বর্য—সুখভোগ ও ধনৈশ্বর্য।

ভোগোত্তর—ভোগের জন্য দত্ত ভূমি।

ভোগ্য—উপভোগের যোগ্য, ভোগার্হ ; ভোগের বস্তু, ধনসম্পদ। স্ত্রী. ভোগ্যা—ভোগযোগ্যা ; গণিকা।

ভোজ—(সং. ভোজ্য) বহু লোকের একত্রে আহার, feast। **ভোজ দেওয়া**—ভোজের ব্যবস্থা করা।

ভোজ—প্রাচীন ভারতের কয়েকজন রাজার নাম ছিল ভোজ, ইঁহাদের মধ্যে একজন বিদ্যাবত্তার জন্য, বিশেষত ইন্দ্রজাল বিদ্যায়, দক্ষতার জন্য খ্যাত ; রাজ্য-বিশেষ। **ভোজকট**—ভোজপুর। **ভোজপুরী,-পুরিয়া,-পুরে**—ভোজপুরবাসী (ভোজপুরী দারোয়ান)। **ভোজপুরে, ভুচপুরে**—উজবুগ, নির্বোধ (গালি)। **ভোজবিদ্যা,-বাজি**—ইন্দ্রজাল,

ভোজং—কুমন্ত্রণা ('সেলাম টেম্পল চাচা, আচ্ছা মজা নিলে ভোজং দিয়ে ভোটিং খুলে ম্যুনিসিপাল বিলে')।

ভোজক—(ভুজ্ +ণক) ভক্ষক। **ভোজন**—ভক্ষণ, খাদ্যগ্রহণ (অজীর্ণে ভোজন বিষ) ; ভোজ্যদান (ব্রাহ্মণ ভোজন ; কাঙ্গালী ভোজন ; ভোজন দক্ষিণা)। **ভোজনাগার**—আহার্য গ্রহণ করিবার গৃহ। **ভোজনপাত্র**—থালা। **ভোজনবিলাসী**—ভোজন বিষয়ে সৌখীন ; পেটুক। **ভোজনাবশেষ**—ভোজনের পরে যাহা পড়িয়া থাকে, উচ্ছিষ্ট।

ভোজয়িতা—যে ভোজন করায় ; পালয়িতা।

ভোজালি—গুর্খাদের সুপরিচিত অস্ত্র, ভুজালি দ্রঃ।

ভোজী—ভোজনকারী, ভোজনশীল (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—পরান্নভোজী)।

ভোজ্য—(ভুজ্ +য) খাদ্য, পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য দেয় অন্নাদি ; ভোজবংশীয়। স্ত্রী. ভোজ্যা—ভোজবংশীয়া কন্যা, ইন্দুমতী ; রুক্মিণী। **ভোজ্যান্ন**—ভোজনযোগ্য অন্ন ; যাহার অন্ন শাস্ত্রানুসারে বৈধ।

ভোট—ভুটান দেশ ; তিব্বত। **ভোটকম্বল**—তিব্বতদেশীয় কম্বল।

ভোট—(ইং. vote) নির্বাচনাদিতে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। **ভোটার**—ভোটদাতা। **ভোটাভটি**—ভোটদান।

ভোমর, ভোমরা—(সং. ভ্রমর) ভ্রমর ; কাঠ ছিদ্র করিবার যন্ত্র-বিশেষ, তুরপুন ; মুচির শেলাই করিবার যন্ত্র।

ভোমা—স্থূলবুদ্ধি, নির্বোধ (প্রা.)।

ভোম্বল, ভোম্ভল—নির্বোধ, হাবা। **ভোম্বলদাস**—হাঁদারাম, নির্বোধশ্রেষ্ঠ।

ভোর—বিভোর, বিহ্বল, মশগুল (আফিমে ভোর; আপন খেয়ালে ভোর); ব্যাপী, সম্পূর্ণ (রাত ভোর গণ্ডগোল করেছে; এবার বাজী ভোর হলো—রামপ্রসাদ); পরিমাণ (ছটাক ভোর; প্রভাত (ভোরের পাখী; ভোর হতে আর দেরী নেই)। **ভোরা, ভোরি**—ভোর, মত্ত, বিহ্বল (ব্রজবুলি)।

ভোরঅঙ্গ—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

ভোল—ছদ্মবেশ, সঙের পোষাক (ভোল বদলানো); ভড়ং, ছলনা।

ভোল—(সং. বিহ্বল) বিহ্বল, বিভোর, আত্মবিস্মৃত (একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী ধুতুরায় ভোল—ভারতচন্দ্র); মোহ, বুদ্ধিভ্রংশ (প্রাচীন বাংলা)। **ভোলা**—আত্মবিস্মৃত, আপন ভাবে বিভোর (ভোলা মহেশ্বর, আপন ভোলা)। **ভোলানাথ**—শিব। **ভোলী**—বিহ্বলা (প্রাচীন বাংলা)। **আলাভোলা**—হাবা-গোবা; ভুলো: কাণ্ডজ্ঞানহীন।

ভৌত—পিশাচ সম্বন্ধীয় অথবা প্রেতবৎ (ভৌতরূপ); ভূতবলি; পূজারী ব্রাহ্মণ। **ভৌতী**—রাত্রি।

ভৌতিক—(ভূ+ষ্ণিক) পঞ্চভূত বিষয়ক অথবা পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত (পাঞ্চভৌতিক দেহ; ভৌতিক পদার্থ; ভৌতিক নিয়ম—ভৌতিক পদার্থের কার্যকর হইবার ধারা, physical laws); ভূতসম্পর্কিত (ভৌতিক কাণ্ড)। **ভৌতিক বিদ্যা**—ইন্দ্রজাল; মন্ত্রতন্ত্র। **ভৌতিক ব্যাপার**—পাঞ্চভৌতিক ব্যাপার; ভূত-সম্পর্কিত ব্যাপার।

ভৌম—(ভূমি+ষ্ণ) ভূমি হইতে জাত অথবা ভূমি সম্পর্কিত (ভৌম কলেবর—বিপ. দিব্য); মঙ্গলগ্রহ, নরকাসুর, আকাশ, রক্তপুনর্নবা। **ভৌমজল**—মাটির ভিতরকার জল। **ভৌমবার**—মঙ্গলবার। **ভৌমরত্ন**—প্রবাল। স্ত্রী. ভৌমী—সীতা। **ভৌমিক**—ভূম্যধিকারী, ভূমিস্থিত; উপাধি-বিশেষ।

ভ্যা—ছাগল ও ভেড়ার ডাক; উচ্চ বিরক্তিকর কান্না।

ভ্যান ভ্যান—কোন কথা বা অভিযোগের বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে বলা হয় (কেন কানের কাছে ভ্যান ভ্যান করছ)। বি. ভ্যানভেনি (ভ্যানভেনি আর প্যানপেনিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি)।

ভ্যালা—(হি. ভলা) যা হোক, বলিহারী, সাবাস ইত্যাদি অর্থ-জ্ঞাপক, সাধারণতঃ বিদ্রূপে ও ইয়ার্কিতে ব্যবহৃত হয় (জজের গৃহিণী কন 'ভ্যালা জজিয়তি'—হেমচন্দ্র; ভ্যালা রে মোর ভাই); ভেলা উড়ুপ। **ভ্যাস্তা**—ভেস্তা দ্রঃ।

ভ্রংশ—(ভ্রন্‌শ্‌+অল্‌) পতন, স্খলন, ভঙ্গ, অধঃপতন, নাশ (জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে—রবি; বুদ্ধিভ্রংশ; নীতিভ্রংশ; রাজ্যভ্রংশ)। বিণ. ভ্রংশিত (অধঃপতিত), ভ্রষ্ট। **ভ্রংশী**—স্খলিত (তরুভ্রংশী জীর্ণপত্র)।

ভ্রম—(ভ্রম্‌+অল) ভ্রান্তি, মিথ্যা জ্ঞান, ভুল (রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করা; বুদ্ধির ভ্রমক্রমে; ভ্রম নিরসন); কুম্ভকারের চক্র; জাঁতা; ছুতোরের কুঁদ-যন্ত্র, ভ্রমি; ঘূর্ণি, আবর্ত; সম্ভ্রম (প্রাচীন বাংলা—ভবম দ্রঃ)।

ভ্রমণ—পর্যটন, বেড়ানো (ভ্রমণকারী; দেশভ্রমণ)। **ভ্রমমাণ**—যে বা যাহা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পর্যটনশীল।

ভ্রমর—মধুকর; কামুক। **ভ্রমরকীট**—কুমারে পোকা, কুম্ভীরিকা। **ভ্রমরকৃষ্ণ**—ভ্রমরের মত মিশকালো। **ভ্রমরপ্রিয়**—ধারা-কদম্ব। স্ত্রী. ভ্রমরী।

ভ্রমাত্মক—ভ্রমপূর্ণ। **ভ্রমান্ধ**—ভ্রমের ফলে একান্ত বিবেচনাহীন।

ভ্রমি,-মী—জলের আবর্ত; কুলালচক্র; ঘূর্ণন; ঘূর্ণবায়ু; ঘূর্ণিরোগ; মণ্ডলাকার সৈন্য রচনা; ভ্রান্তি।

ভ্রষ্ট—(ভ্রন্‌শ্‌+ক্ত) চ্যুত, স্খলিত, অধঃপতিত লক্ষ্যভ্রষ্ট; যূথভ্রষ্ট; শাপভ্রষ্ট); দোষযুক্ত, নষ্ট (ভ্রষ্টচরিত্র)। (স্ত্রী. ভ্রষ্টা—অসতী)। **ভ্রষ্টাচার**—ধর্ম-বিগর্হিত আচার।

ভ্রাতা—(ভ্রাজ্‌+তৃচ্‌) সহোদর, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা; ভ্রাতৃস্থানীয়। **ভ্রাতুষ্পুত্র**—ভাইপো। (স্ত্রী. ভ্রাতুষ্পুত্রী)। **ভ্রাতুষ্পৌত্র**—ভ্রাতার পৌত্র (স্ত্রী. ভ্রাতুষ্পৌত্রী)। **ভ্রাতৃক**—ভ্রাতা হইতে প্রাপ্ত বা আগত। **ভ্রাতৃগন্ধি**—নামে মাত্র ভাই; যাহার সহিত যৎসামান্য ভ্রাতৃ সম্পর্ক আছে। **ভ্রাতৃজ**—ভ্রাতুষ্পুত্র। **ভ্রাতৃজায়া**—ভ্রাতার পত্নী। **ভ্রাতৃত্ব**—ভাই ভাই

সম্পর্ক। **ভ্রাতৃদ্বিতীয়া**—সুপরিচিত হিন্দু পর্ব। **ভ্রাতৃবধূ**—ভ্রাতৃজায়া; ভাদ্রবধূ। **ভ্রাতৃব্য**—ভ্রাতুষ্পুত্র শত্রু। **ভ্রাতৃশ্বশুর**—ভাসুর; ভাইয়ের শ্বশুর। **ভ্রাতৃস্নেহ**—ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের স্নেহ।

ভ্রান্ত—ভ্রমযুক্ত, ভুলপথে চালিত (ভ্রান্ত ধারণা; ভ্রান্তপথ); মত্তগজ। বি. ভ্রান্তি—ভ্রম, ভুল, মিথ্যাজ্ঞান। **ভ্রান্তিজনক**—যাহা ভ্রম উৎপাদন করে। **ভ্রান্তিবিনোদ**—বারবার ভুল করা হেতু আমোদ। **ভ্রান্তিমান**—ভ্রমযুক্ত; ঘূর্ণমান; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **ভ্রান্তিসঙ্কুল**—বহু ভুলে পূর্ণ। **ভ্রান্তিহর**—যাহা ভ্রম দূর করে।

ভ্রামর—ভ্রমরজ মধু; নৃত্য-বিশেষ; চুম্বক পাথর; অপস্মার। **ভ্রামরী**—দুর্গামূর্তি-বিশেষ; অপস্মার রোগগ্রস্ত। **ভ্রামরীমিত্র**—ভ্রমরধর্মী মিত্র, সুখের পায়রা।

ভ্রাম্যমান—যাহা ঘুরানো হইতেছে (**ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী**—যে পুস্তক-সংগ্রহ পাঠকদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, Circulating Library); পর্যটনশীল, ('ভ্রাম্যমানের দিন পঞ্জিকা')।

ভ্রূ, ভ্রূ—(ভ্রম্+উ; ফা. অব্রূ) চোখের উপরপাতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত রোমরাজি, ভুরু। **ভ্রূকুঞ্চন**—ভ্রূর সঙ্কোচ সাধন, চিন্তা অথবা অসন্তোষের ফলে। **ভ্রূকুটি,-টী**—ক্রোধ অসন্তোষ ইত্যাদির ফলে ভ্রূর সঙ্কোচ ও বক্রতা-সাধন: তীব্র অপ্রসন্নতা (ভাগ্যের ভ্রূকুটি)। **ভ্রূক্ষেপ**—দৃষ্টি, চেতনা, মনোযোগ (কি ভাবে সংসার চলছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই)। **ভ্রূবিভ্রম, ভ্রূবিলাস**—লীলাপূর্ণ চাহনি। **ভ্রূভঙ্গ,-ঙ্গি**—চাহনি, ভ্রূবিলাস। **ভ্রূমধ্য**—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ। **ভ্রূলতা**—লতার মত বক্র ও সুন্দর ভ্রূ। **ভ্রূসংকেত**—ভ্রূভঙ্গির দ্বারা ইঙ্গিত।

ভ্রূণ—গর্ভস্থ সন্তান। **ভ্রূণঘ্ন**—ভ্রূণহত্যাকারী। **ভ্রূণপত্র**—বীজপত্র। **ভ্রূণহত্যা**—গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণনাশ।

ম

ম—'প' বর্গের পঞ্চম বর্ণ ও পঞ্চবিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ—অনুনাসিক; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যম, চন্দ্র, সময়, বিষ, মানুষ।

মই—(সং. যদি; হি. মঈ) বাঁশের অপ্রশস্ত সিঁড়ি (গাছে তুলে দিয়ে মই টান দেওয়া—উৎসাহ দিয়া কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়ানো): কর্ষিত ক্ষেত্র সমতল করিবার যন্ত্র-বিশেষ, harrow (পাকা ধানে মই দেওয়া—এরূপ মই দিয়া পাকা ধান কেবল নষ্ট করা হয়, তাহা হইতে, লাভের ক্ষেত্রে সমূহ ক্ষতি করা)।

মইসা,-সে—(সং. মসি) জামা ইত্যাদিতে যে কাল দাগ পড়ে (মইসা ধরা।

মউত, মওত, মৌত—(আ. মওত) মৃত্যু। **মউতখানা বা মউতের খানা খাওয়া**—জন্মের মত খাওয়া; প্রচুর খাওয়া যেন জন্মের মত শেষ খাওয়া খাইতেছে। **মৌতে টানা**—যমে টানা (ভর দুপুরে বেরিয়েছে, মৌতে টেনেছে দেখছি)। [মউনি)।

মউনি,-নী—(সং. মন্থনী) মন্থন দণ্ড (ঘোল-

মউমাছি—মৌমাছি দ্রঃ। মউর—ময়ূর দ্রঃ। মউরলা—মৌরলা দ্রঃ। মউরী—মৌরী দ্রঃ।

মউয়া—মহুয়া।

মউল, মোল, মৌল—মুকুল, বোল; মহুয়া ফুল।

মউসা, মৌসা—মাতৃষ্বসার স্বামী, মেসো (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

মওকা—(আ. মওক্'া) সুযোগ উপযুক্ত সময় (মওকা মত—সুযোগ মত; মওকা পাওয়া যাচ্ছেনা)।

মওড়া—(সং মুখ; মহড়া দ্রঃ) অগ্রভাগ, প্রথম অংশ (দৈ এর মওড়া); বিপক্ষের সম্মুখবর্তী সেনাদল অথবা এরূপ সেনাদলের সহিত

প্রতিদ্বন্দ্বিতা (ভাল একগাছি লাঠি হাতে পেলে ও একাই পঞ্চাশ জনের মওড়া নিতে পারে)।

মওয়াজি,-জী—(আ. মবাযী) মোট, সাকল্য, একুন ; এওয়াজে বা পরিবর্তে যে জমি পাওয়া যায়।

মওলা, মৌলা—(আ.) প্রভু পরমেশ্বর (মওলা দেনেওয়ালা।

মকদুর—(আ. ম'ক্দর্) ক্ষমতা, শক্তিসামর্থ্য (বেমকদুর—অসহায়, দীনদরিদ্র)।

মকদ্দমা, মোকদ্দমা—(আ. মুক'দ্দমহ্) আদালতে আনীত অভিযোগ, মামলা (মোকদ্দমা করা,-চালান,-জেতা,-বাধা,-লড়া) : ব্যাপার বিষয় (দুঘড়ির মোকদ্দমা)। **মোকদ্দমা ডিস্মিস্**—ডিসমিস দ্রঃ।

মকমক—ভেকের শব্দ ; নিরুদ্ধ ক্রোধ সম্পর্কে বলা হয় (রাগে মকমক করছে)। বি. মকমকি।

মকমল—(আ. মুকম্মল) পূর্ণাঙ্গ, কার্যে পরিণত (ডিক্রি মকম্মল করা)।

মকর—জলজন্তু-বিশেষ, হাঙ্গর ;(মকরমুখো বালা) সপ্তম রাশি ; শীতকালের সূচক সম্বন্ধ। **মকরকেতন,-ধ্বজ**—কন্দর্প। **মকরক্রান্তি**—tropic of capricorn। **মকরবাহন**—বরুণ। **মকর বাহিনী**—গঙ্গা। **মকর ব্যূহ**—সৈন্য সমাবেশের পদ্ধতি-বিশেষ। **মকর-সংক্রান্তি**—সূর্যের মকর রাশিতে গমন।

মকরধ্বজ—কন্দর্প ; স্বনামধন্য কবিরাজী ঔষধ।

মকরন্দ—পুষ্পের মধু ; কুঁদ ফুলের গাছ ; পুষ্পের রেণু)। **মকরন্দবতী**—পাটলা পুষ্প ; মধুযুক্তা।

মকরাকর—সমুদ্র। **মকরাঙ্ক**—কন্দর্প। **মকরাশ্ব**—বরুণ। **মকরাসন**—যোগাসন-বিশেষ। **মকরাস্য**—মকরের মুখ ; মকরমুখো।

মকাই, মক্কা—ভুট্টা, maize।

মকান—(আ. মকান) বাড়ী, গৃহ।

মকার—ম অক্ষর। **মকার সাধন**—পঞ্চমকার সাধন (পঞ্চ দ্রঃ)।

মক্কর—(আ. মক্র্) ছলনা, ভান (কত মক্করই জান ; আওরতের মক্কর বোঝা ভার)।

মক্কা—আরব দেশের প্রধান নগর, মুসলমানদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। **মক্কা মোয়াজ্জমা,-শরীফ**—পুণ্যক্ষেত্র মক্কা। **মক্কাবুড়ী**—বোরকা-পরিহিতা বৃদ্ধা ; জুজুবুড়ী। (গ্রাম্য মাক্কা)। **মক্কী**—মক্কানিবাসী ; যাঁহার পূর্বপুরুষ মক্কার বাসিন্দা ছিলেন ; মক্কায় অবতীর্ণ কোরআনের 'আয়াত' 'সুরা' বা পরিচ্ছেদ।

মক্কেল—(আ. মুবক্কল্) উকিলের আইন-বিষয়ক পরামর্শের উপর নির্ভরশীল বাদী ও প্রতিবাদী, client। (মক্কেল জোটা)।

মক্তব—মুসলমানী পাঠশালা (মক্তব মাদ্রাসা)।

মক্স—(আ. মশ্ক্') প্রথম শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ অভ্যাস ; লেখার উপর লিখিয়া বা লেখা দেখিয়া লিখন শিক্ষা (মক্স করা)।

মক্সেদ—(আ. মক্'স'দ, মক্'সূ'দ) উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, অভীষ্ট (দিলের মকসেদ হাসিল হোক)।

মক্ষিকা, মক্ষীকা—মাছি ; মৌমাছি। **মক্ষিকামল**—মোম। **মক্ষিকাসন**—মৌচাক।

মখ—(সং.) যজ্ঞ (মখ ক্রিয়া,-দ্বেষী)।

মখদম, মখদুম—(আ. মখ্দুম) গুরু, শিক্ষক (যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তবস্থান মখদম পড়ায় পাঠনা—কবিকঙ্কণ)।

মখমল, মকমল—(আ. মখ্'মল) সুপরিচিত কোমল মসৃণ বস্ত্র (বি. মখমলী—মখমলী পাদুকা)। **মখমল পোকা**—কীট-বিশেষ, ইন্দ্রগোপ কীট।

মখলুক—(আ. মখ'লূক') সৃষ্টি। **মখলুকাত**—সৃষ্টচরাচর। **আশ্রাফুল্ মখলুকাত**—সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ (মানুষ—কোরআনের মত অনুসারে)।

মগ—(সং. মগ) আরাকান দেশ : আরাকানের অধিবাসী (ইহাদের দস্যুতা একসময় বাংলাদেশে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল) ; ব্রহ্মদেশবাসী। **মগের মুল্লুক**—মগদের দেশ, আরাকান বা ব্রহ্মদেশ ; যে দেশে রাজশাসন দুর্বল, সেজন্য চোর বাটপাড়েরা যাহা খুশী করিতে পারে।

মগ—(ই. mug) হাতলযুক্ত ধাতুর জলপাত্র।

মগজ—(ফা. মগ্'য্) মস্তিষ্ক ; বুদ্ধিশক্তি (মগজ শূন্য ; একাজে মগজের দরকার)। **মগজ খালি করা**—বেশি করিয়া মাথা নষ্ট করা। **মগজ খেলানো**—বুদ্ধি চালনা করা।

মগজি—বালাপোষ জামা প্রভৃতি শেলাই করা কাপড়ের কিনারা বা ধার। **মগজি শেলাই**—ধার শেলাই, কাঁচা শেলাই।

মগডাল—(হি. মঙ্গরা—মাথা) বৃক্ষের সর্বোচ্চ শাখার উপরের অংশ (কি সাহস ওর একেবারে মগডালে গিয়ে উঠেছে)।

মগধ—বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন রাজ্য-বিশেষ (মগধ-বংশ ; মগধ-লিপি—মগধে প্রচলিত লিপি)। বিণ মগধী।

মগন—(সং মগ্ন মগ্ন, নিমজ্জিত, ভাবে বিভোর (কাব্যে ব্যবহৃত—চিরদিন তাহে আছে ভরপূর মগন গগনতল—রবি)।

মগর—মকর (প্রাচীন বাংলা) মগর খাড়্। **মগর**—পায়ের গহনা-বিশেষ। **মগরা**—গঙ্গার মোহনা ; গঙ্গার উপকূলস্থ অঞ্চল-বিশেষ (মগরার বালি)।

মগরা—(আ মগ্‌রূর) যে নিজের গোঁ বজায় রাখে, ধৃষ্ট (ছোকরাটা বড় মগরা)। বি মগরামি, মগরাই। (মগড়া-ও বলা হয়)।

মগ্ন—(মস্জ্‌+ক্ত) নিমজ্জিত, যে ডুবিয়া গিয়াছে, অন্তঃপ্রবিষ্ট (জলমগ্ন বিষাদমগ্ন ; ধ্যাননিমগ্ন)। **মগ্নগিরি**—যে পর্বত সমুদ্রের জলে ডুবিয়া থাকে ; মৈনাক। [ভাষা ; পূজা।

মঘ—দ্বীপ-বিশেষ ; আরাকান দেশ , আরাকানের

মঘবা, মঘবান্—(যাঁহাকে পূজা করা হয়) ইন্দ্র। স্ত্রী. মঘোনী, মঘবতী।

মঘা—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের দশম নক্ষত্র ; জ্যোতিষীদের মতে ইহার প্রভাবে নানা ধরণের বিপৎপাত হয়।

মঙ্গল—[মন্‌গ্ (গমন করা)+অল] শুভ, ক্ষেম, কল্যাণ ; শুভকর, কল্যাণকর, শ্রীবৃদ্ধিকর (সরে পড়াই মঙ্গল ; মঙ্গল-কবচ) ; গৌরবযুক্ত (মাঙ্গলাশ্ব) ; দেবদেবীর মহিমা-বিষয়ক কাব্য অথবা সঙ্গীত (অন্নদামঙ্গল ; ধর্মমঙ্গল) : শুভসূচক, সুনিমিত্ত , মঙ্গলগ্রহ ; মঙ্গলবার। স্ত্রী. মঙ্গলা—দুর্গা ; পতিব্রতা স্ত্রী ; দূর্বা ; হরিদ্রা।

মঙ্গল কলস,-ঘট—উৎসবে বা পূজায় যে জল-পূর্ণ কলস স্থাপন করা হয়। **মঙ্গলক্ষৌম**—উৎসবাদিতে যে ক্ষৌম-বস্ত্র পরিধান করা হয়। **মঙ্গলচণ্ডী,-চণ্ডিকা**—দ্বিভুজা দেবী-বিশেষ। **মঙ্গলচ্ছায়**—বটবৃক্ষ। **মঙ্গলপাঠক**—স্তুতিপাঠক। **মঙ্গলপাত্র**—মঙ্গলদ্রব্য যে পাত্রে রক্ষিত থাকে। **মঙ্গলময়**—মঙ্গলময় ঈশ্বর। **মঙ্গল সমাচার**—কুশল সংবাদ। **মঙ্গলসন্নিধান**—বরণ ডালায় স্বস্তিক শ্রী প্রভৃতি যে সব মাঙ্গল্য দ্রব্য দেওয়া হয়। **মঙ্গল সূত্র,-সুতা**—বিবাহের সময় বর কন্যার হস্তে দূর্বার সহিত যে হরিদ্রায় রঞ্জিত সূতা বাঁধা হয়।

মঙ্গলাচরণ—গ্রন্থারম্ভে দেবতার প্রতি স্তব স্তুতি নিবেদন ; কর্মারম্ভে মঙ্গলসূচক অনুষ্ঠান। **মঙ্গলাচার**—কল্যাণকর আচার ; শুভানুষ্ঠান। **মঙ্গলামঙ্গল**—শুভ ও অশুভ। **মঙ্গলাষ্টক**—দধি দূর্বা প্রভৃতি অষ্ট মঙ্গল দ্রব্য, অথবা বিবাহে বর বধূর সৌভাগ্য কামনা করিয়া ব্রাহ্মণ যে অষ্ট-শ্লোক পাঠ করেন।

মঙ্গলেষ্টক—গৃহ নির্মাণে প্রথম ইষ্টক স্থাপন অনুষ্ঠান। **মঙ্গলোৎসব**—বিবাহ প্রভৃতি শুভ কর্ম-সম্পর্কিত উৎসব।

মঙ্গল্য—কল্যাণকর ; সৌভাগ্যকর ; সুখদ ; সুন্দর ; পবিত্র ; দধি, চন্দন, স্বর্ণ, সিন্দুর, অশ্বত্থ বৃক্ষ ; বিল্ব ; নারিকেল বৃক্ষ ; কপিত্থ। স্ত্রী. **মঙ্গল্যা**—দুর্গা ; দূর্বা, শতপুষ্পা, প্রিয়ঙ্গু, জীবন্তীলতা, মাষপর্ণী, শুক্লচ্ছা, হরিদ্রা প্রভৃতি।

মচ্—মোচড়ের বা হাল্কা ভঙ্গুর বস্তু পেষণের শব্দ। **মচ্‌মচ্**—মচ্-এর পৌনঃপুনিকতা। বিণ. মচ্‌মচে (মচ্‌মচে মুড়ি)। **মচমচানো**—মচ্‌মচ্ করা (বি. মচমচানি)।

মচকা—যাহা সহজে মচকাইয়া বা প্রায় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে (ছোট ছেলের মচকা হাড়)। **মচকানো**—মচ শব্দে দুমড়াইয়া যাওয়া অথবা দুমড়াইয়া দেওয়া, হাড়ের জোড়ে আঘাত লাগা, ভগ্নপ্রায় হওয়া ও সেজন্য বেদনা হওয়া, ফুলিয়া উঠা ইত্যাদি, sprain (ভাঙ্গে নাই, মচকে গেছে)। **ভাঙে ত মচকায় না**—অনমনীয়, ভাঙিতে রাজি আছে কিন্তু দমিবে না, বড় রকমের ক্ষতি সহিতে রাজি কিন্তু মাথা নত করিবে না।

মচ্চিত্ত—(সং.) আমাতে নিবেদিতচিত্ত (গীতা)।

মচ্ছিমুল্লুক—(আ. মুসল্লম্+মুল্‌ক্) সমস্ত মুল্লুক, সমস্ত জায়গা (গ্রাম্য)।

মচ্ছ, মচ্ছি—(সং মৎস্য) মাছ।

মচ্ছব, মোচ্ছব—(সং. মহোৎসব) মহোৎসব বৈষ্ণবদের সম্মেলন ও ভোজন-উৎসব (খেতরীর মোচ্ছব)।

মছনদ—মসনদ দ্রঃ।

মছলন্দ, মসলন্দ—(আ. মুসল্লা; মসনদ) সূক্ষ্ম, কখনও কখনও চিত্রিত, মাদুর-বিশেষ, সাধারণতঃ নামাজ পড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মছলি—(হি.) মাছ; মৎস্য (প্রাদেশিক)।

মজকুর—(আ. মজ্‌কুর) পূর্বোল্লিখ, afore-said (আদালতের ভাষা)। **মজকুরী**—যে পরোয়ানা জারি করে, process-server। **মজকুরী তালুক**—জমিদারের অধীন তালুক।

মজবুত—(আ. মদ্‌বূত) শক্ত, দৃঢ় (মজবুত শরীর; মজবুত করে ধর); স্থায়ী (মজবুত সেলাই: মজবুত গাঁথনি); নিপুণ, দড় (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে—কথায় মজবুত)। বি. মজবুতি। (গ্রাম্য—মজমুত)।

মজমুন—(আ. মদ্‌মূন) বিষয়, বক্তব্য, সারকথা (সাধারণতঃ আদালতের ভাষায় ব্যবহৃত)।

মজলিস—(আ. মজ্‌লিস) আসর (বিণ. মজলিসী—যে আসর জমাইতে পারে, লোকের সহিত ভাল আলাপ করিতে পারে, সামাজিক; মজলিসের উপযোগী বা মজলিস সংক্রান্ত (মজলিসী গান): সভা, বৈঠক (বিবাহ মজলিস, সাহিত্য মজলিস); ইমাম হোসেন সম্পর্কে মোহররমের সময় শিয়াদের শোক-বৈঠক।

মজলুম—(আ. মষ্‌লূম), অত্যাচারিত; যার উপর জুলুম করা হয়।

মজহাব—(আ.) ধর্ম-সম্প্রদায় (সুন্নী মজহাবের লোক), ধর্ম। বিণ. মজহাবী (মজহাবী ঝগড়া)।

মজা—(ফা. মযহ্) স্বাদ, স্বাদুতা (বিণ. মজাদার); সুস্বাদু (খেতে মজা; তেমন মজা লাগছে না); সুখ, আরাম, আনন্দ, সম্ভোগ (মজা লোটা; মজা মারা); দুর্ভোগ, দুষ্কর্মের ফলভোগ (মজা চাপা; মজাটা বোঝা); আমোদপ্রমোদ, তামাসা, রগড় (মজা করা)। **মজা উড়ানো**—দায়িত্বহীন হইয়া স্ফূর্তিতে সময় কাটানো। **মজাড়ে**—রগুড়ে, কৌতুক-প্রিয়। **মজাদার**—সুস্বাদু; কৌতূহলোদ্দীপক (মজাদার গল্প)। **মজা দেখা**—অন্যের বিপদ বা দুর্দশা উপভোগ করা; বিপদে নাকাল হওয়া। **মজা দেখানো**—দুর্দশা উপভোগ করানো; জব্দ করা। **মজা মারা**—মজা উড়ানো; সুখ সুবিধা ভোগ করা। **মজার**—আনন্দপ্রদ, আমোদপ্রদ, কৌতূহলোদ্দীপক (মজার খবর)।

মজা—(নিমজ্জিত হওয়া) মগ্ন হওয়া, তন্ময় হওয়া, প্রেমে আত্মবিস্মৃত হওয়া, অতিশয় আসক্ত হওয়া, (ভাবেতে মজিলে মন; মায়ায় মজা); নাশপ্রাপ্ত হওয়া (নিজ কর্মদোষে… রাজা মজিলা আপনি—মধু; এ পাপে সব মজবে); জলাশয়ের বা জলস্রোতের স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট হওয়া, ভরিয়া যাওয়া (নদী মজে মাঠ হয়েছে), ব্যঞ্জনে সুরসাল হওয়া (এ মাছে বেগুন মজবে ভাল); অতিরিক্ত পাকিয়া যাওয়া (আমগুলো সব মজে গেছে আর রাখা যাবেনা)। **মজানো**—তন্ময় করা; মোহিত করা; বিনষ্ট করা; অযথা ব্যয় করা; ফলাদি পাকানো। **কুল মজানো**—কুলে কালি দেওয়া (বিণ. কুল-মজানে; কুল-মজানী)। **দয়ে বা দহে মজানো**—অতলে ডুবাইয়া দেওয়া, সর্বস্বান্ত বা সর্বনাশ করা।

মজাখ,-ক—(আ. মযাখ') ঠাট্টা, তামাসা (ঠাট্টা মজাক করা)।

মজাল—(আ. মজাল) সাধ্য, ক্ষমতা (কি মজাল তার বলুক দেখি আমার সামনে এসে—বাংলায় কমই ব্যবহৃত হয়)।

মজুদ, মজুত—(আ. মৌজূদ) জমা করা; সঞ্চিত, বর্তমান (খানায় চাল আর লাকড়ি যা লাগবে সব মজুদ করা হয়েছে; ব্যবহার যা করলে সব মজুদ রইল)। **মজুদ তহবিল**—যে টাকা পয়সা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে; নগদ টাকা।

মজুমদার, মজুন্দার—(ফা মজ্‌মু আ'ন্দার) রাজস্ব-সম্পর্কিত কর্মচারী-বিশেষ; গ্রামের মাতব্বর স্থানীয় ব্যক্তি; উপাধি-বিশেষ।

মজুর—(ফা. মযদুর) শ্রমজীবী, যে গতর খাটাইয়া প্রতিদিনের জীবিকা অর্জন করে, কুলি, মুনিষ (কুলিমজুর, মজুর খাটা—মজুররূপে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করা)। বি মজুরি—মজুরের কাজ; দৈহিক শ্রমের জন্য পারিশ্রমিক; মজুরা। **মজুরি পোষায় না**—যতটা শ্রম করা গেল সেই অনুপাতে লভ্য হয় না; অলাভের কাজ।

মজুরা—মজদুরি, মজুরের বেতন, গহনা প্রভৃতি গড়ার বানি। **মজুরী,-রি**—মজুর দ্রঃ।

মজ্জন—জলে ডুবা, অবগাহন। **মজ্জমান**—যে ডুবিয়া যাইতেছে (কিন্তু মজ্জমান জন…ধরে

তৃণে—মধুসূদন)। **মজ্জা**—নিমজ্জিত হওয়া; স্নান করা (প্রাচীন বাংলা)।

মজ্জা—(মস্জ্+অন্) অস্থির মধ্যস্থিত স্নেহ-পদার্থ, marrow; বৃক্ষের সার। **মজ্জাগত, অস্থিমজ্জাগত**—যাহা অস্থি-মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সম্পূর্ণ অপরিত্যাজ্য। **মজ্জারস**—শুক্র। **মজ্জাসার**—জাতী ফল।

মঝু—(বৈষ্ণব সাহিত্যে) আমার (আজু মঝু শুভদিন ভেলা—বিদ্যাপতি)।

মঞ্চ—উচ্চস্থান, কাঠ বা বাঁশ দিয়া প্রস্তুত মাচা; শস্যক্ষেত্রে পাহারা দিবার মাচা; পুস্তক রাখিবার আধার, শেল্ফ্ (মেহাগিনীর মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ—রবি); বেদী, dais, stage (সভামঞ্চ; তিনখানি নূতন চিত্র মঞ্চস্থ করা হইয়াছে)। **মঞ্চক**—পালঙ্ক। **মঞ্চকাশ্রয়**—ছারপোকা। **মঞ্চমণ্ডপ**—শস্য রাখিবার গোলা, মরাই।

মঞ্চাল—(সং. মনঃশিলা) রক্তবর্ণ ধাতু-বিশেষ।

মঞ্জন—মাজন; মিশি।

মঞ্জরি,-রী—মুকুল, শীর্ষ (ধানের মঞ্জরি); পুষ্পস্তবক, মালা (মণিমঞ্জরী; প্রবন্ধমঞ্জরী)। বিণ. মঞ্জরিত—মুকুলিত; অঙ্কুরিত। **মঞ্জরিল**—(কাব্যে) মঞ্জরিযুক্ত হইল, ফুল ফুটিল।

মঞ্জিল—(আ. মন্যিল) এক দিনের পথ, গন্তব্য-স্থান; সরাইখানা; গৃহ, প্রাসাদ (আহ্সান মঞ্জিল); গৃহের তল বা তলা (দোমঞ্জিলা বাড়ী)।

মঞ্জিষ্ঠা—(মঞ্জু—স্থা+অ+আ) রক্তবর্ণ লতা-বিশেষ। **মঞ্জিষ্ঠা-রাগ**—মঞ্জিষ্ঠা লতার রং; পূর্বরাগ-বিশেষ।

মন্জ্ (শব্দ করা)+ঈর] নূপুর।

—(সং.) মনোজ্ঞ, সুন্দর, মধুর (মঞ্জু মঞ্জীর)।

ী—যাহার কেশ সুন্দর; শ্রীকৃষ্ণ।

া—হংসী। **মঞ্জুভাষিণী**—মধুর-ভাষিণী ছন্দো-বিশেষ। **মঞ্জুশ্রী**—সুশ্রী, জৈন দেবতা-বিশেষ; তান্ত্রিকের উপাস্য দেবতা-বিশেষ। **মঞ্জুহাসিনী**—সুহাসিনী; ছন্দো-বিশেষ।

মঞ্জুর—(আ. মন্যু'র) স্বীকৃত, অনুমোদিত (ছুটি মঞ্জুর হয়েছে)। বি. মঞ্জুরি—স্বীকৃতি, অনুমোদন।

মঞ্জুল—মঞ্জু, সুন্দর, মধুর; নিকুঞ্জ; শৈবাল।

মঞ্জুষা, মঞ্জূষা—(সং—যাহাতে দ্রব্য নিমজ্জিত করিয়া রাখা যায়) বেতের পেটারা; ঝাঁপি; মঞ্জিষ্ঠা।

মট—ডাল প্রভৃতি ভাঙ্গিবার শব্দ (শব্দের আধিক্যে—মটাস; বৃক্ষাদি ভাঙ্গিবার শব্দ—মড়মড়)। বিণ. মটকা—যাহা সহজে মট করিয়া ভাঙ্গিয়া যায় (প্রাদেশিক)।

মটকা—(সং. মট্টক) চালযুক্ত ঘরের শীর্ষ (মটকা মারা—এরূপ ঘরের মাথা ছাওয়া; মটকা শেষে ছাওয়া হয়, তাহা হইতে, কোন কাজের শেষভাগ সমাপ্ত করা)। [(মটকার থান)।

মটকা, মটক—মোটা রেশমের কাপড়-বিশেষ

মটকা—(সং মৃত্তিকা) মাটির বৃহৎ পাত্র-বিশেষ; অপেক্ষাকৃত ছোট হইলে, মটকী (গুড়ের মটকা বা মটকী)।

মটকানো—মট্ শব্দ করা, আঙুল ফুটানো; চোখের ইঙ্গিত দান (কোন কথা গোপন করিবার জন্য; অথবা সবিলাস ভ্রূভঙ্গি)।

মটন—(ইং mutton) মেষের মাংস (ছাগমাংস সম্পর্কেও 'মটন' ব্যবহৃত হয়)। **মটন চপ**—ভর্জিত মেষমাংসের বা ছাগমাংসের খণ্ড বিশেষ।

মটমট—শুষ্ক ও অপেক্ষাকৃত ঠুনকো বস্তুর ভাঙ্গিবার শব্দ (দ্রুত ও সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলা সম্পর্কে বলা হয় মটাৎ)। বিণ. মটমটে—যাহা মটমট করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

মটর—সুপরিচিত গোলাকার কলাই। **মটর-মালা**—মটরের মত গোলাকৃতির সোনার দানার হার। **মটরশুঁটি,-ঠি**—যে লম্বা বীজকোষে মটর ফল ধরে; কাঁচা মটরের দানা (তরকারি রূপে ব্যবহৃত হয়)।

মটরু—শিশুর বা ছাগশিশুর ডাক নাম।

মঠ—[মঠ্ (বাস করা)+অ—যেখানে ছাত্রেরা বাস করে] বেদশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের বাসগৃহ; সন্ন্যাসীদিগের বাসগৃহ; আশ্রম, আখড়া; টোল; দেবালয়; চিতার উপরে নির্মিত স্মৃতি-মন্দির (আমি মরলে তোমরা আমার চিতায় দিও মঠ—গোবিন্দ দাস)। **মঠধারী**—মঠের অধ্যক্ষ (স্ত্রী. মঠধারিণী)।

মড়ক—(সং. মরক) ব্যাপক মৃত্যু, মহামারী (মড়ক লাগা—মহামারী আরম্ভ হওয়া)। **গো মড়কে মুচির পার্বন**—কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস।

মড়মড়—গাছ বা গাছের বড় ডাল মঞ্চ প্রভৃতি

ভাঙিবার বা ভগ্নপ্রায় হইবার শব্দ (লম্বা আম গাছটা মড়মড় করে ভেঙে গেল ; খাট মড়মড় করছে)। বিণ. মড়মড়ে (মড়মড়ে খাট ; মড়মড়ে ভাজা কলাই)।

মড়া—(সং. মৃত ; মরা) শব ; বিরক্তি ও অপ্রীতিজ্ঞাপক মেয়েলি গালি (মড়ার অতিথ-ফকির ; মড়ার নায়েব) ; আদরপূর্ণ মেয়েলি গালি। **মড়াখেকো,-খেগো**—দেখিতে অসুন্দর, অস্থিচর্মসার। **মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা**—মৃতদেহের উপরে খড়্গাঘাতের মত অমানুষিক কাজ ; রুগ্ন ও দুর্গতের উপরে অত্যাচার।

মড়াই— মরাই দ্রঃ।

মড়াছিয়া, মড়াঞ্চে, মড়ুঞ্চে—(সং. মৃতাপত্যা) মৃতবৎসা, যে স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়া বাঁচেনা (মড়ুঞ্চে পোয়াতী)। **মড়াঞ্চে নাম**—মড়ুঞ্চে পোয়াতির সন্তানের নাম—এককড়ি, পচা, ফেলা, গুয়ে ইত্যাদি। **বাসি মড়া**—বাসি দ্রঃ।

মড়ি—মড়া, শব, পচা মৃতদেহ (মড়ির গন্ধ)।

মণ, মোন—চল্লিশ সের। **মণকষা**—মণের দাম হইতে সেরের দাম প্রভৃতি বাহির করিবার শুভঙ্করী নিয়ম। **মণকিয়া, মুণকে**—মণ বিষয়ক গণিত। **মুণে**—মণ পরিমিত (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—দুমুণে বোঝা)।

মণি,-ণী—(মণ+ই) মরকত প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর, প্রবাল, মুক্তা, হীরক প্রভৃতি ; চুম্বক ; স্ফটিক ; সর্পের মস্তকের মণির মত উজ্জ্বল পদার্থ ; মণিবন্ধ ; অজাগলস্তন ; জননযন্ত্রের অগ্রভাগ ; শ্রেষ্ঠ (বীরমণি—বাংলায় এরূপক্ষেত্রে সাধারণত 'শিরোমণি' ব্যবহৃত হয়) ; চোখের তারা (নয়নের মণি) ; সমাদর-সূচক (শ্যামমণি, দিদিমণি, মণিভাই). **মণিকঙ্কণ**—মণিখচিত কঙ্কণ। **মণিকাঞ্চনযোগ**—কাঞ্চনের সহিত মণির সংযোগের ন্যায় শোভন ও সার্থক যোগ। **মণিকার**—শাণাদির সাহায্যে মণি পরিষ্কারক, মণি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, জহুরী। **মণিকোটা,-ঠা**—মণি-কুট্টিম, মণিখচিত গৃহ, জগন্নাথের মন্দির। **মণিগ্রীব**—যাহার গলায় মণি-খচিত হার। **মণিদীপ**—দীপের মত উজ্জ্বল মণি। **মণি-দ্বীপ**—ক্ষীরসমুদ্রের কল্পিত মণিময় দ্বীপ। **মণিমঞ্জরী**—মণিমালা। **মণিমঞ্জীর**—মণি-ভূষিত নূপুর। **মণিমান্**—মণি-ভূষিত ; সূর্য। **মণিরাজ**—হীরক। **মণিরাগ**—মনের বর্ণ। **মণিসর**—রত্নহার। **মণি হারা ফণী**—প্রসিদ্ধি এই যে সাপের মাথার মণি যদি হারাইয়া যায় তবে সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে, তাহা হইতে অতিপ্রিয় ও বহুমূল্য বস্তু হারাইয়া অত্যন্ত উন্মনা।

মণিক,-কা—জালা ; মণি। **মণি-কর্ণিকা**—কাশীর তীর্থ-বিশেষ।

মণিপুর—কর্ণভূষণ বিশেষ ; ভারতের পূর্বপ্রান্তের রাজ্য-বিশেষ ; তন্ত্রমতে নাভির চক্র-বিশেষ।

মণিপুষ্পক—সহদেবের শঙ্খ।

মণিবন্ধ—প্রকোষ্ঠ, হাতের কব্জি।

মণিভদ্র—যক্ষরাজ-বিশেষ।

মণিয়া—ছোট পক্ষী-বিশেষ।

মণিহারি,-রী—(হি. মণিহার ; সং. মণিকার) কাচের চুড়ী প্রভৃতি প্রস্তুতকারক অথবা সেই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসায়ী ; রত্ন-বণিক। **মণিহারী দোকান**—প্রসাধন দ্রব্য, খেলনা কলম পেন্সিল, টিনে রক্ষিত খাবার দ্রব্য প্রভৃতি খুচরা জিনিষের দোকান।

মণ্ড—(সং.) ফেন, গাদ, মাড় ; রোগীর খাদ্য-বিশেষ (খইয়ের মণ্ড) ; সমস্ত রসের অগ্ররস, দধির অগ্রভাগ, ঘৃতের উপরে যে সার থাকে ; স্ত্রী. মণ্ডা—সুরা।

মণ্ডন—(সং.) ভূষণ, অলঙ্কার, অলঙ্করণ, প্রসাধন ; মীমাংসক পণ্ডিত-বিশেষ। **মণ্ডনপ্রিয়**—যে বেশভূষা প্রসাধন ইত্যাদি ভালবাসে। বিণ. মণ্ডিত—ভূষিত, সজ্জিত, বেষ্টিত।

মণ্ডপ—(মণ্ড+পা+অ) অতিথি প্রভৃতির জন্য নির্মিত গৃহ, বিশ্রামস্থান ; মন্দির (চণ্ডী মণ্ডপ), উৎসবাদির জন্য নির্মিত অস্থায়ী গৃহ (বিবাহ মণ্ডপ) ; কুঞ্জ (লতা মণ্ডপ) ; যে মণ্ড পান করে।

মণ্ডল—(সং.) গোলাকার কিছু, বেষ্টন, পরিধি, চক্র, (মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট) ; পরিবেষ (সূর্য-মণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল ; জ্যোতিষ্কের আবর্তিত হইবার পথ, কক্ষ ; প্রদেশ, রাজ্য, রাজ্যের চতুর্দিকের রাজ্য-সমূহ ; সামন্ত রাজাদের সম্মেলন-কেন্দ্র (নরেন্দ্র-মণ্ডল) ; গণ, সমূহ, সমাজ (প্রজামণ্ডল ; মন্ত্রিমণ্ডল) ; কৃত্রিম রেখাদি দ্বারা রচিত আসন-বিশেষ ; অঞ্চলের বা গ্রামের প্রধান, মোড়ল।

মণ্ডলক—সূর্য ও চন্দ্রের পরিবেষ ; মণ্ডলাকার ব্যূহ ; দর্পণ ; কুষ্ঠরোগ-বিশেষ ; কুকুর। **মণ্ডল নৃত্য**—বৃত্তাকারে নৃত্য। **মণ্ডল ভাগ**—বৃত্তের খণ্ড, arc। **মণ্ডলবর্তী**—চক্রবর্তী। **মণ্ডলাগ্র**—যাহার অগ্রভাগ বক্র, খড়্গ। **মণ্ডলাধিপ,-ধীশ**—সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির কোন একটির অধিপতি।

মণ্ডলী—চক্রাকার ; পরিধি ; কুণ্ডলী ; সর্প ; বিড়াল ; খট্টাশ ; বটবৃক্ষ ; সূর্য। **মণ্ডলী-কৃত**—বক্রীকৃত, যাহা গোলাকরা হইয়াছে।

মণ্ডলেশ,-শ্বর—মণ্ডলাধিপ।

মণ্ডা—ছানার মিষ্টান্ন-বিশেষ, সন্দেশ (মণ্ডা মিঠাই)।

মণ্ডূক—(সং.) ভেক, ব্যাঙ (কুপ-মণ্ডূক—কূপ দ্রঃ)। স্ত্রী. মণ্ডূকী। **মণ্ডূকগতি**—ব্যাঙের মত লাফাইয়া লাফাইয়া গমন। **মণ্ডূক-প্লুতি**—ব্যাঙের লাফ ; ব্যাঙের লাফের ন্যায় ব্যাকরণে পূর্বসূত্রের পরসূত্রে অনুবৃত্তি।

মৎ—(সং. মা+ইতি) নিষেধাত্মক শব্দ, না (ঘাবড়াও মৎ) ; আমার, মদীয় (মৎপ্রণীত ; মদ্ভক্ত)। [সম্মানিত (বহুমত)।

মত—(মন্+ক্ত) অভিপ্রেত, সম্মত (মনোমত) ;

মত, মতো—রকম, ধরণে (সেবারকার মত এবারও) ; তুল্য, সদৃশ (তার মত লোক কটা মেলে) ; যোগ্য, যথোপযুক্ত (মানুষের মত মানুষ) ; জন্য (জন্মের মত বিদায়) ; অনুযায়ী (পছন্দ মত জিনিষ)।

মত, মত্—অভিপ্রায়, অভিমত, সম্মতি (তোমার মত জানতে এলাম ; তা'র মত হলনা) ; ধারণা, চিন্তাধারা, ধর্মনীতি ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত ('বদলে গেল মতটা' ; নানামুনির নানা মত ; দার্শনিক মত ; বৈষ্ণব মতে)। **মত করা**—ইচ্ছা করা, সম্মতি দেওয়া। **মত জাহির করা**—কতকটা উগ্রভাবে অভিমত ব্যক্ত করা। **মত দেওয়া**—সম্মত হওয়া। **মতবাদ**—(অশুদ্ধ কিন্তু বহুলপ্রচলিত) দার্শনিক অথবা নীতি-বিষয়ক সিদ্ধান্ত, theory, doctrine। **মতবিরোধ**—চিন্তাধারার বিরোধ, মতভেদ। **মত হওয়া**—সম্মতি দেওয়া। **মুখের মত জুতো**—অসঙ্গত কথার বা আচরণের যোগ্য প্রতিবাদ বা প্রতিঘাত।

মতঙ্গ—(সং.) হস্তী, মুনি-বিশেষ ; মেঘ ; **মত-ঙ্গজ**—হস্তী।

মতন—মতো, অভিমত, অনুযায়ী (মনের মতন) ; তুল্য, সদৃশ (ভূতের মতন চেহারা যেমন—রবি) ; জন্য (সেবারকার মতন মেলা শেষ হল) ; মথোন দ্রঃ।

মত ফরাক্কা—(মুৎফরক্কা দ্রঃ) খাপছাড়া, পূর্বাপরসম্পর্কশূন্য, অদ্ভুত (মতফরক্কা গোছের একটা কিছু বল্লেই হলো আর কি)।

মত্‌লক—(আ. মত্'লক্') সম্পূর্ণ, absolute (মত্‌লক হারাম—সম্পূর্ণ অবৈধ)।

মতলব—(আ. মত্'লব্) উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় (কারিকরের মতলব বোঝেন নি—রবি) ; অভিসন্ধি, স্বার্থ (কোন মতলবে ফিরছে কে জানে ; মতলব হাসিল করা)। **মতলববাজ**—আপন অভিসন্ধি সিদ্ধ করা যাহার কাজ। **মতলবী**—স্বার্থপর।

মতান্তর—ভিন্ন দার্শনিক বা ধর্ম-বিষয়ক সিদ্ধান্ত। **মতান্তরে**—ভিন্নমত অনুযায়ী। **মতাবলম্বী**—(কোন) মত বা সিদ্ধান্ত অনুসরণকারী। **মতামত**—অনুকূল মত অথবা প্রতিকূল মত ; অভিপ্রায়।

মতাহিয়া—(আ. মুতা'হ্—শিয়া মতানুযায়ী সাময়িক বিবাহ) মুতা'-বিবাহ-অনুযায়ী (মোতা-হিয়া বেগম—বঙ্কিমচন্দ্র)।

মতি—(মন্+ক্তি) বুদ্ধি, জ্ঞান ; অন্তকরণ ; চিত্ত ; ইচ্ছা (মতির স্থিরতা নাই ; ধর্মে মতি হোক ; মহামতি)। **মতিগতি**—মনের প্রবণতা (লোকের মতিগতি ভাল নয়)। **মতিচ্ছন্ন**—যাহার বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে ; দুর্বুদ্ধি (মতিচ্ছন্ন হয়েছে দেখছি)। **মতিপ্রকর্ষ**—বুদ্ধির উৎকর্ষ বা তীক্ষ্ণতা। **মতিভ্রংশ,-ভ্রম,-বিভ্রম**—বুদ্ধিনাশ, স্মরণ-শক্তির অভাব। **মতিমান্, মতিমন্ত**—বুদ্ধিমান্, সুধী। **মতিষ্ঠ**—সুধী, জ্ঞানী। **মতিহীন**—বুদ্ধিহীন,

মতি, মোতি—(সং. মৌক্তিক) মুক্তা। **মতি চুর,-চূর**—মতির ন্যায় দানা বিশিষ্ট, মিঠাই বিশেষ। **মতিম, মোতিম**—(ব্রজবুলি) মুক্তার (মতিমহার)। **মতিয়া, মোতিয়া**-পুষ্প-বিশেষ। [বিশেষ।

মতিহারী—বিহারের জেলা-বিশেষ ; তামাক-

মৎকুণ—(সং) ছারপোকা; উকুণ; শ্মশ্রুশূন্য পুরুষ; নারিকেল; উপযুক্ত সময়েও যে হস্তীর দন্ত নির্গত হয় নাই।

মত্ত—(মদ্+ক্ত) উন্মত্ত; ক্রোধান্ধ হস্তী; আত্মহারা (দেশের কাজে মত্ত; যামিনী জোছনামত্তা—রবি); মাতাল, বিহ্বল; মহিষ; কোকিল। (স্ত্রী. মত্তা—মদিরা; ছন্দোবিশেষ)। বি. মত্ততা। **মত্ত বারণ**—মত্ত হস্তী; কোঠার বারান্দা; ঘেরা জায়গা। **মত্ত ময়ূর**—প্রমত্ত ময়ূর; ছন্দো-বিশেষ।

মৎসর—[মদ্ (হৃষ্ট হওয়া, দ্বেষ করা)+সর] পরশ্রীকাতরতা, দ্বেষ, শত্রুতা, ক্রোধ, লোকনিন্দাজনিত আত্মধিক্কার; কৃপণ, ক্রুদ্ধ; পরশ্রীকাতর। স্ত্রী. মৎসরা—মক্ষিকা। বিণ. মৎসরী—পরশ্রীকাতর, দ্বেষকারী, শত্রু; ক্রোধী, ক্রুর, দুর্জন। স্ত্রী. মৎসরিণী।

মৎস্য—(মদ্+স্য—যাহারা জলে আনন্দিত) মাছ; বিষ্ণুর প্রথম অবতার; পুরাণ বিশেষ; অঞ্চল বিশেষ আধুনিক জয়পুর। স্ত্রী মৎস্যী। **মৎস্যকরণ্ডিকা,-ধানী**—মাছের খালুই। **মৎস্যকেতু**—মীনকেতন, কামদেব। **মৎস্যগন্ধা**—ব্যাসদেবের মাতা সত্যবতী। **মৎস,-স্য ঘণ্ট**—মাছের ঘণ্ট। **মৎস্যজীবী**—জেলে, কৈবর্ত। **মৎস্যণ্ডিকা, মৎস্যণ্ডী**—দলো চিনি; মিছরি। **মৎস্যবন্ধী**—জেলে, কৈবর্ত। **মৎস্যবন্ধিনী**—খালুই। **মৎস্যরঙ্ক,-রঙ্গ**—মাছরাঙা পক্ষী। **মৎস্যরাজ**—রুইমাছ; মৎস্যদেশের রাজা। **মৎস্যবেধন,-নী**—বঁড়শী। **মৎস্যাশন**—মৎস্যভোজী; মাছরাঙ্গা পাখী। **মৎস্যাসন**—যোগের আসন-বিশেষ। **মৎস্যসঙ্ঘ**—মাছের ঝাঁক। **মৎস্যোদরী**—মৎস্যগন্ধা।

মথন—(মন্থ+অনট) মন্থন, বিলোড়ন (ক্ষীরোদমথন; দধিমথন); পীড়নকারী, দলনকারী, বিনাশক (মদনমথন; কেশিমথন); ক্লেশ। **মথনী**—মন্থনদণ্ড। **মথা**—মন্থন করা। **মথিত**—বিলোড়িত; পীড়িত, ক্লিষ্ট নাশিত; হত; নির্জল ঘোল। **মথী**—মন্থনদণ্ড।

মথুরা, মথূরা—উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন নগর, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। **মথুরাধাম**—মথুরাপুরী। **মথুরানাথ**—শ্রীকৃষ্ণ।

মথোন, মতন—(আ. মতন্—মূলপাঠ) না বুঝিয়া মুখস্থ (মতন করা)।

মথ্যমান—যাহা মন্থন করা হইতেছে।

মদ—(মদ্+অ) আনন্দ, আনন্দহেতু সম্মোহ, মত্ততা; সুরা, যাহা সুরার মত মত্ততা সৃষ্টি করে (যৌবনমদ; বিষয়মদ); অহঙ্কার, দম্ভ (ঐশ্বর্য মদে মত্ত); মধু, কস্তুরী; রেতঃ; হস্তীর গণ্ড-নিঃসৃত মদজল। **মদকট**—মদ হেতু উৎকট, ষাঁড়, মত্তহস্তী। **মদকল**—মত্তহস্তী। **মদখোর**—মদ্যাশক্ত, মাতাল। **মদগন্ধ**—ছাতিম গাছ। **মদগন্ধা**—সুরা। **মদগর্ব**—গর্বোন্মত্ততা, দাম্ভিকতা। **মদমত্ত**—সুরাপান হেতু উন্মত্ত। **মদমত্তহস্তী**—যে হস্তীর গণ্ড হইতে মদজল নিঃসৃত হইতেছে।

মদক—আফিম ঘটিত মাদক দ্রব্য-বিশেষ, তন্দ্রাকর ঔষধ-বিশেষ; (সং. মোদক) মোয়া, ময়রা।

মদৎ,-দ—(আ. মদদ্) সাহায্য। **মদদ করা**—সহায়তা করা। **মদদগার**—সাহায্যকারী (বি. মদদগারি)। **মদদ মা'শ, মদদ-ই-মা'শ**—ভরণপোষণের জন্য বাদশাহ দত্ত নিষ্কর বা পায় নিষ্কর জমি-বিশেষ।

মদন—(মদ+নিচ্+অনট্) কন্দর্প; বসন্তকাল; ভ্রমর; বকুল গাছ; ময়না গাছ, মাষকলায়; ধুতুরা গাছ, মত্ততাজনক। স্ত্রী মদনা, মদনী—সুরা। **মদনকণ্টক**—সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাবজনিত রোমাঞ্চ, অনুরাগজনিত পুলক। **মদনকলহ**—প্রণয়কলহ। **মদনগোপাল**—ভক্তচিত্তবিমোহন শ্রীকৃষ্ণ। **মদনচতুর্দশী**—চৈত্রের শুক্লা চতুর্দশী। **মদনতন্ত্র**—কামশাস্ত্র। **মদন,-মথন,-দলন,-দমন,-দহন**—মহাদেব। **মদনমান্দর**—যুবতীর স্তন। **মদনলেখন,-লেখা**—প্রেমপত্র। **মদনোৎসব**—বসন্তোৎসব, হোলি।

মদনা—ময়না টিয়ার জাতি বিশেষ।

মদান্ধ—গর্বহেতু অন্ধ; মদ্যপানহেতু বিমূঢ়। **মদাবস্থা**—মত্তদশা। **মদালস**—মত্ততা বা আবেশহেতু আলস্যযুক্ত; আবেশবিভোর। **মদালাপী**—কোকিল (স্ত্রী. মদালাপিনী)।

মদির—(মদ+ইর) যাহা মত্ততা উৎপাদন করে, মোহকর (মদিরনয়না); ছন্দো-বিশেষ; রক্তখদির। **মদিরাক্ষী, মদিরেক্ষণা**—

যাহার চক্ষু মোহিত করে। স্ত্রী. মদিরা—সুরা; মত্তখঞ্জনী। **মদিরাগৃহ**—পানশালা, মদের আড্ডা। **মদিষ্ঠা**—যাহা হৃষ্ট বা মত্ত করে, সুরা।

মদীয়—আমার। বি. মদীয়তা—আপন স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনা, আমার আমার ভাব (বিপ. —ত্বদীয়তা)।

মদো, মোদো—মদ্যাশক্ত, মাতাল।

মদোদ্ধত—গর্বোদ্ধত। **মদোন্মত্ত**—সুরা পানের ফলে উন্মত্ত; গর্বোদ্ধত।

মদ্দ—(ফা. মরদ্) মর্দ, বলিষ্ঠ লোক, বাহাদুর জোয়ান (কথ্য; উপহাসেও ব্যবহৃত হয়)। **মদ্দা**—পুরুষ, নর (মদ্দা শিয়াল); স্ত্রী. মাদী (গ্রাম্য মেদী)। বি. মদ্দানি (গ্রাম্য—মর্দানি দ্রঃ)।

মদ্বিধ—আমার মতো (মদ্বিধ ক্ষুদ্র প্রাণী)।

মদ্য—(মদ্+য) মদ, সুরা। **মদ্যপ,-পায়ী**—যে সুরা পান করে, মাতাল। **মদ্যপঙ্ক**—মদের অসার ভাগ, মদের নীচেকার তলানি। **মদ্যমণ্ড**—মদ্যফেন। **মদ্যবীজ**—কিণ্ব বা খামিরা যাহা দ্বারা মদ প্রস্তুত হয়। **মদ্যসন্ধান**—মদ চোয়ানো।

মদ্র—প্রাচীন ভারতবর্ষের অঞ্চল-বিশেষ; মদ্রবাসিগণ; মদ্র দেশের রাজা। **মদ্রসুতা**—মাদ্রী।

মধু—(সং.) পুষ্পরস; মহুয়া ফুল হইতে প্রস্তুত মদ্য; আঙ্গুর হইতে প্রস্তুত মদ্য; দুগ্ধ; জল; শর্করা; মধুর দ্রব্য; মধুব; বসন্তকাল; চৈত্রমাস; দৈত্য-বিশেষ। **মধুক**—যষ্টিমধু; মহুয়া ফুল। **মধুকণ্ঠ**—যাহার কণ্ঠস্বর মধুর; কোকিল। **মধুকর**—ভ্রমর; প্রণয়ী। স্ত্রী. মধুকরী—ভ্রমরী। **মধুকাল**—বসন্ত। **মধুকৃৎ**—ভ্রমর। **মধুকৈটভ**—অসুর-বিশেষ। **মধুকোদক**—জল মিশ্রিত দুধ। **মধুকোষ**—মৌচাক। **মধুক্রম,-জালক**—মৌচাক। **মধুক্ষীর**—খর্জুর বৃক্ষ। **মধুঘোষ,-গায়ন**—কোকিল। **মধুচক্র,-চ্ছত্র**—মৌচাক। **মধুজ**—মোম। **মধুজা**—মধু দৈত্যের মেদ হইতে উৎপন্ন, পৃথিবী। **মধুজিৎ,-মথন**—বিষ্ণু। **মধুজীব,-জীবী**—মৌমাছি। **মধুতৃণ**—ইক্ষু। **মধুত্রয়**—ঘৃত, মধু, শর্করা। **মধুদ্রুম**—মহুয়া গাছ। **মধুধূলি**—খাঁড়। **মধুনির্গম**—বসন্তকাল অতিক্রান্ত হওয়া। **মধুনিশা,-নিশি,-যামিনী**—বসন্ত রজনী; আনন্দ রজনী। **মধুপ**—মধুকর; মধুপায়ী। **মধুপটল**—মধুচক্র। **মধুপবন**—মলয়-মারুত। **মধুপর্ক**—মিশ্রিত দধি ঘৃত মধু জল ও শর্করা, অতিথি জামাতা প্রভৃতির সম্বর্ধনায় ব্যবহৃত হয় (মধুপর্ক্য—মধুপর্কের দ্বারা যাহার সম্বর্ধনা করা হয়)। **মধুপুরী**—মথুরা নগরী। **মধুপুষ্প**—মহুয়া, শিরীষ অশোক ও বকুল গাছ (**মধুপুষ্পা**—দন্তী বৃক্ষ)। **মধুপূর্নিমা**—চৈত্র পূর্ণিমা। **মধুপ্রমেহ**—বহুমূত্র রোগ। **মধুপ্রিয়**—মদ্যপ্রিয়, বলরাম। **মধুভুৎ**—ভ্রমর। **মধুবন**—মধুঘোষ, কোকিল; বৃন্দাবনের বন-বিশেষ। **মধুবল্লী**—যষ্টিমধু; দ্রাক্ষা-বিশেষ। **মধুবার**—মদ্য পানের ক্রম। **মধুব্রত**—মৌমাছি। **মধুমক্ষিকা**—মৌমাছি। **মধুমত্ত**—মদ্যপানে মত্ত; বসন্তাগমে অতিশয় হৃষ্ট। **মধুমাধব**—চৈত্র ও বৈশাখ। **মধুমাধ্বীক,-মাধবী**—মধু হইতে জাত মদ্য। **মধুমাস**—চৈত্রমাস। **মধুমূল**—মৌ-আলু। **মধুমেহ**—বহুমূত্র রোগ। **মধুযষ্টি,-যষ্টিকা**—যষ্টিমধু; ইক্ষু। **মধুরস**—ইক্ষু; তাল; দ্রাক্ষা। **মধুরিপু**—শ্রীকৃষ্ণ। **মধুলিট,-লিহ,-লেহ,-লেহী**—মধুকর। **মধুশর্করা**—মধুজাত শর্করা, সিতাখণ্ড। **মধুসখ,-সহায়,-সারথি,-সুহৃদ্**—কন্দর্প; কোকিল। **মধুসূদন,-হা**—বিষ্ণু। **মধুস্রব**—মহুয়া গাছ; স্ত্রী. মধুস্রবা—মধুযষ্টিকা; জীবন্তী বৃক্ষ। মূর্বা লতা; মোরট লতা; হংসপদী; মধুস্রবা।

মধুর—সুমিষ্ট; মাধুর্যযুক্ত (বিপ. পরুষ), প্রিয়দর্শন, প্রীতিজনক, মনোজ্ঞ (মধুর তোমার শেষ না পাই—রবি); শ্রুতিসুখকর; সৌম্য; শান্ত; মধুর রস; চিত্তাকর্ষক কিন্তু কামগন্ধহীন। **মধুর মধুর**—অতিশয় মধুর। **মধুর রস**—শৃঙ্গার রস; (বৈষ্ণব মতে) কামগন্ধহীন শুদ্ধ মাধুর্য। **মধুরাক্ষর**—মধুর ধ্বনি-বিশিষ্ট। **মধুরাম্ল**—মধুর ও অম্ল স্বাদযুক্ত ব্যঞ্জন।

মধূক—মহুয়া ফুল, মহুয়া গাছ। **মধূত্থ,-ত্থিত**—মোম (মধূত্থবর্তিকা—মোমবাতি)। **মধূৎসব**—বসন্তোৎসব, চৈত্রীপূর্ণিমা। **মধূদক**—জল মিশ্রিত মধু।

মধ্য—(সং.) প্রান্ত হইতে সমদূরে অবস্থিত, মাঝ, middle, কেন্দ্রস্থ (মধ্যভাগ, মধ্যদিন;

মধ্যবিন্দু ; রত্নহারের মধ্যমণি); কটিদেশ (ক্ষীণ-মধ্যা); অভ্যন্তর (দেহমধ্যে, গৃহমধ্যে); অন্তরাল, অবসর, সময় কাল (এরই মধ্যে শেষ হলো); পক্ষপাতবর্জিত (মধ্যস্থ); mean (মধ্যকাল — meantime); তাল-বিশেষ (মধ্যলয়); সংখ্যা-বিশেষ (অন্ত মধ্য পরার্ধ) । **মধ্যকাল**—যৌবন কাল। **মধ্যজ**—মেঝো। **মধ্যদন্ত**—সম্মুখের দন্ত। **মধ্যদিন, মধ্যন্দিন**—মধ্যাহ্ন। **মধ্যদেশ**—মধ্যবর্তী স্থান, মধ্যভাগ, কটিদেশ ; ভারতের অঞ্চল-বিশেষ। **মধ্যবয়াঃ, মধ্যবয়স্ক**—নবযুবক নহে প্রৌঢ়ও নহে, middle-aged, আধবয়সী। **মধ্যবর্তী**—মধ্যে অবস্থিত, মধ্যস্থ, mediator (বি. মধ্যবর্তিতা)। **মধ্যবিত্ত**—ধনীও নয় দরিদ্রও নয় ; অভিজাত শ্রেণীর নহে আবার কৃষক বা মজুর-শ্রেণীরও নহে। **মধ্যম**—উৎকৃষ্টও নহে নিকৃষ্টও নহে (মধ্যম গোছের); মধ্যজ, মেঝো (মধ্যম পুত্র); স্বরগ্রামের চতুর্থ স্বর ; কটিদেশ (সুমধ্যমা)। [**মধ্যমপাণ্ডব**—ভীম ; অর্জুন। **মধ্যমনারায়ণ**—বায়ু নাশক তৈল-বিশেষ। **মধ্যমবয়স্ক**—মধ্যবয়স্ক। **মধ্যমলোক, মধ্যলোক**—পৃথিবী। **মধ্যমসাহস**—প্রাচীন ভারতে অপরাধের ও দণ্ডের শ্রেণী বিশেষ। **মধ্যমা, মধ্যা**—মধ্যস্থিত অঙ্গুলি ; নায়িকা-বিশেষ (মুগ্ধা মধ্যা প্রগলভা)]। **মধ্যমণি**—হারের মধ্যস্থিত শ্রেষ্ঠ রত্ন। **মধ্যমান**—তাল-বিশেষ। **মধ্যমিকা**—নবযৌবনা স্ত্রী। **মধ্যরাত্র**—নিশীথ। **মধ্যরেখা**—meridian, মাথার উপরে আকাশের উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত বিস্তৃত যে রেখা কল্পনা করা হয়। মধ্যলোক—মধ্যম দ্রঃ। **মধ্যস্থ**—মধ্যে অবস্থিত ; পক্ষপাতহীন মীমাংসক (বি মধ্যস্থতা)। **মধ্যা**—মধ্যমা দ্রঃ। **মধ্যাঙ্গুলি**—পাঁচ অঙ্গুলির মধ্যস্থিত অঙ্গুলি।

মধ্যাহ্ন—দিবসের মধ্যকাল, দ্বিপ্রহর, midday (মধ্যাহ্ন ভোজন)। **মধ্যাহ্নকালীন**—মধ্যাহ্নকাল-সম্পর্কিত। **মধ্যাহ্নতপন**—দ্বিপ্রহরের অতিশয় দীপ্ত ও প্রখর-কিরণ-বিশিষ্ট সূর্য। বিণ. মাধ্যাহ্নিক।

মধ্যে—মাঝখানে ; ভিতরে ; অতিক্রম না করিয়া (বারোটার মধ্যে ; একশো টাকার মধ্যে); মধ্যবর্তীকালে (মধ্যে একদিন এসেছিল); অবসরে ; ফাঁকে, সময়ে (ইতোমধ্যে) ; ভিতরে লুক্কায়িত বা সাধারণের অজানিতভাবে (এর মধ্যে কথা আছে); সংযুক্ত বা জড়িত (যা খুসী কর আমি এর মধ্যে নেই)। **মধ্যে থেকে**—ভিতর হইতে, সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে (দুই জমিদারের মধ্যে আবার সম্প্রীতি হবে, মধ্যে থেকে মারা যাবে কয়েকজন আমলা ফয়লা)। **মধ্যে মধ্যে**—অন্তর অন্তর (উঁচু দেয়াল মধ্যে মধ্যে ঝরোকা কাটা); কখনও কখনও (গরম পড়েছে খুব, তবে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে তাতেই কিঞ্চিৎ রক্ষে)।

মধ্ব—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্তক মধ্বাচার্য।

মন, মণ—চল্লিশ সের, মণ দ্র।

মন, মনঃ—অন্তঃকরণ, অন্তরিন্দ্রিয়, mind (মনের কথা, মনের গহনে উঁকি মারা); বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা (আমার এক মনে বলে যাই, অন্য মনে বলে থাকি, মনে হয় না সে পারবে); অভিলাষ সংকল্প মন করা); প্রবৃত্তি প্রবণতা (মন চায় না, মন যায় না), স্মরণ (মনে নেই ; মনে পড়া); চিত্ত, হৃদয় (মন মজা ; মনে ধরা ; মন ভাঙা)। **মন উঠা বা ওঠা**—মনের মতো হওয়ার জন্য খুসী হওয়া (বৌ দেখে শাশুড়ীর মন ওঠেনি), বিতৃষ্ণা হওয়া (আত্মীয় স্বজনের উপর থেকে দেল মন উঠে গেছে)। **মন উড়ু উড়ু করা**—মন না বসা, শান্তি বোধ না করা ('পায়ে শিকলি মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবের শাস্তি')। **মন করা**—সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। **মনকষাকষি**—পরস্পরের প্রতি মনে বিরূপতা ও বিরোধিতা। **মন কাঁদা**—স্নেহ-প্রীতির আকর্ষণে মনে দুঃখ হওয়া (বাপ মাকে ছেড়ে এসে কোন মেয়ের মন না কাঁদে)। **মন কেড়ে নেওয়া**—মুগ্ধ করা। **মন কেমন করা**—বিমনা হওয়া, মনের উপর কর্তৃত্ব না থাকা। **মন খারাপ করা বা হওয়া**—দুঃখিত হওয়া, ভগ্নোৎসাহ হওয়া (যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর মন খারাপ করো না)। **মন খুঁত খুঁত করা**—মনের মত না হওয়ার জন্য অসন্তুষ্ট হওয়া বা মনে মনে অভিযোগ করা, মন না উঠা। **মন খোলসা করা**—মনে কোন কপটতা

বা অভিযোগ না রাখা। **মন-খোলা**—অকপট, উদার হৃদয়। **মন-গড়া**—অবাস্তব, কল্পনা-প্রসূত। **মন গলা**—মনে করুণার সৃষ্টি হওয়া, মনে বিরূপতা না থাকা (কিছুতেই তার মন গলল না)। **মনচলা**—আগ্রহ বোধ করা। **মন চাঙ্গা ত কাঠে গঙ্গা**—মন যদি ভক্তি-বিশ্বাসে চাঙ্গা হয় তবে কাষ্ঠ-নির্মিত জলাধারে গঙ্গা দর্শন হয়, মনে যদি প্রকৃত আগ্রহ জাগে তবে দুর্লভও সুলভ হয়। **মনচোর,-রা**—মনোমোহন, প্রণয়পাত্র। **মন ছুটা**—মন ধাবিত হওয়া, প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হওয়া। **মন জানা**—মনের কথা জানা, অন্তঃকরণের গোপন ভাব বুঝিতে পারা। **মন জানাজানি**—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগের কথা জানা। **মন টলা**—সঙ্কল্প শিথিল হওয়া; চিত্তবিকার ঘটা ('দেখে মুনির মন টলে')। **মন টানা**—চিত্ত আকৃষ্ট হওয়া (এখন আর বাড়ীর দিকে মন টানে না। **মন থাকা**—মনে টান থাকা (যদি থাকে বন্ধুর মন গাঙ পার হতে কতক্ষণ)। **মন থেকে**—আন্তরিক ভাবে (মন থেকে আশীর্বাদ করছি)। **মন থেকে উঠে যাওয়া**—স্নেহভাজন না থাকা, অপ্রিয় হওয়া (বৌয়ের এ ব্যবহারের ফলে বড় ছেলে বাপের মন থেকে উঠে গেছে)। **মন দেওয়া**—মনযোগ দেওয়া; ভালবাসা দেওয়া (মন-দেয়া নেয়া অনেক করেছি—রবি)। **মন নরম হওয়া**—বিরূপতা দূর হওয়া। **মন না থাকা**—মনোযোগ না থাকা; আকর্ষণ না থাকা। **মন না মতি**—মনের সত্যকার পরিচয় ইচ্ছা বিচার প্রভৃতি সজ্ঞান চেষ্টায়, কিন্তু অনেক সময় মন যেন মতির মতো ছিট্‌কে পড়ে তার উপরে আর কর্তৃত্ব থাকে না। **মন না মতিভ্রম**—মনের সত্যকার প্রবণতা না খেয়াল বা বিচারের ত্রুটি। **মন পড়া**—মনের আকর্ষণ হওয়া। **মন-পবন**—বৃক্ষ-বিশেষ অথবা কল্পিত বৃক্ষ; পবনরূপ দ্রুতগামী বা স্বেচ্ছাবিহারী মন (মন-পবনের নাও বা মন-পবনের বৈটা)। **মন পাওয়া**—কাহারও আন্তরিক প্রীতি লাভ করা (এত করেও মন পেলাম না); কিসে সন্তোষ হয় তাহা বুঝা (ওসব বড় লোকের মন পাওয়া ভার)। **মন পোড়া**—স্নেহের পাত্রের জন্য ব্যথিত হওয়া (ছেলের জন্য মায়ের মন যেমন পোড়ে; দেশের জন্য মন পোড়া—পুড়্‌নি দ্রঃ)। **মন বসা**—মন নিবিষ্ট হওয়া বা লাগা (পড়ায় মন বসছে না); সচ্ছন্দতা বোধ করা (নতুন জায়গায় মন বসছে না)। **মন বসানো**—নিবিষ্টচিত্ত হওয়া। **মন বাঁধা**—মন স্থির করা, স্ববশে আনা। **মন বুঝা**—কাহারও মন অনুকূল না প্রতিকূল তাহা জানা (এবার ব্যারামে পড়ে সবারই মন বুঝেছি)। **মন বুঝে না**—মন প্রবোধ মানে না (মন বোঝে না তাই মাঝে মাঝে দেখতে আসি)। **মন ভরা**—পর্যাপ্ত সন্তোষ লাভ করা; দুঃখাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট (আহা বোন, তোমার পাঁচটা আছে তোমার মন ভরা)। **মন ভাঙা**—ভগ্নোৎসাহ হওয়া, মুষড়িয়া পড়া (দেশের লোকের এই ব্যবহারে তাঁর মন ভেঙ্গে গেছে)। **মন ভার করা**—অপ্রসন্ন হইয়া গম্ভীর হওয়া। **মন ভুলানো**—মুগ্ধ করা, মুগ্ধ করিয়া প্রতারিত করা (ভুলা দ্রঃ)। **মনভোলা**—ভুলো, যাহার কিছু মনে থাকে না, বে-খেয়াল। **মন মজা**—আসক্ত হওয়া, বিভোর হওয়া। **মনমরা**—উৎসাহহীন, বিমর্ষ। **মন মাতা**—মন মত্ত হওয়া, মশগুল হওয়া। **মনমাতানো**—মন আনন্দে অভিভূত করা অথবা উদ্বুদ্ধ করা। **মন-মাতাল**—ভাবে বা ভক্তিতে বিভোর মন। **মন মানে না**—মন বুঝেনা। **মন যাওয়া**—মন আকৃষ্ট হওয়া। **মন জোগানো**—অন্যের সন্তোষ সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কতকটা হীনতা স্বীকার করিয়া কাজ করা (একালে শাশুড়ীকেই বৌয়ের মন জুগিয়ে চলতে হয়)। **মনরাখা**—অসন্তুষ্ট না হয় বাহ্যিক তেমন আচরণ করা (মনরাখা গোছের কথা)। **মন লাগা**—আগ্রহ অনুরাগ বা উৎসাহ বোধ করা (পড়ায় মন লাগে না, কাজে মন লাগেনা)। **মন লাগানো**—অভিনিবিষ্ট হওয়া। **মন সরা**—মন চলা; ভাল লাগা। **মন হওয়া**—ইচ্ছা হওয়া, খেয়াল হওয়া। **মন হরা**—মন চুরি করা, মন মোহিত করা (কাব্যে ব্যবহৃত)। (মনহরা, মনোহরা—মিষ্টান্ন-বিশেষ)। **মন হারানো**—মন স্ববশে না থাকা; প্রেমে পড়া। **মনে আনা**—মনে স্থান দেওয়া (ও কথা মনে

আনতে নাই)। **মনে আসা**—মনে পড়া, স্মরণ হওয়া। **মনে ওঠা**—স্মরণ হওয়া (সে-দিনের কত কথা মনে উঠছে আজ)। **মনে করা**—চিন্তাকরা, ভাবা (মনে কর তুমি দেশের প্রধান মন্ত্রী সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে); মনে আনা, স্মরণ করা (সেদিনের কথা মনে করতেও ভয় পাই)। **মনে করে**—স্মরণ করিয়া; চিন্তা করিয়া; উদ্দেশ্য লইয়া (কি মনে করে হঠাৎ সে এসেছিল তা সেই জানে)। **মনে জানা**—অনুভব করা, মর্মে জানা। **মনে থাকা**—স্মরণে থাকা, সুখ-স্মৃতি অথবা প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষার স্মারক রূপে স্মরণে থাকা (যে ব্যবহার তোমাদের কাছে পেলাম তা মনে থাকবে)। **মনে দাগ কাটা**—দাগ কাটা দ্রঃ। **মনে দাগ থাকা**—কোন দুঃখকর স্মৃতি অবিস্মরণীয় হওয়া। **মনে ধরা**—সুন্দর বা যোগ্য বিবেচিত হওয়া (বৌ মনে ধরেনি; কথাটা মনে ধরল)। **মনে নেওয়া বা লওয়া**—মনের সঙ্গে খাপ খাওয়া, ইচ্ছা হওয়া, প্রবণতা জাগা, সঙ্গত বিবেচিত হওয়া (যাই বল তোমার ওসব যুক্তি মনে নেয় না)। **মনে পড়া**—স্মরণ হওয়া (মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়াবার ধুম—রবি)। **মনে পুষে রাখা**—অপমানাদির কথা-বিশেষ করিয়া মনে রাখা। **মনেপ্রাণে**—সর্বান্তঃ-করণে। **মনের বিষ**—বিষের মত জ্বালাকর স্মৃতি অথবা প্রতিশোধ-স্পৃহা। **মনে মনে**—মনের গোপনে, বাহিরে প্রকাশ না করিয়া। **মনে রাখা**—প্রীতি অথবা প্রতিহিংসার ভাবের সহিত স্মরণ করা। **মনে লাগা**—পছন্দ হওয়া, মনে ধরা, মনে চোট লাগা (অমন করে বলো না, ওর কেউ নেই ওর মনে লাগবে)। **মনে হওয়া**—ধারণা হওয়া, সম্ভবতঃ (মনে হয় সে আসবে)। **মনের আগুন**—মনের তীব্র ও অস্বস্তিকর অনুভূতি, অন্তর্দাহ। **মনের কালি**—মনের সন্দেহ বিরূপতা পাপ, অজ্ঞানতা ইত্যাদি। **মনের কোণে**—মনের এক কোণে লুকায়িতভাবে। **মনের গোল**—মনের ভিতরকার গোলমেলে অবস্থা, ভুল ধারণা বিরূপতা ঈর্ষা প্রভৃতি। **মনের জ্বালা**—ভুল, অপমান ক্ষতি ব্যর্থতা ইত্যাদি জনিত মনোক্ষোভ অথবা ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা জনিত অন্তর্দাহ। **মনের ঝাল**—মনের সঞ্চিত বিরূপতা ও ক্রোধ। **মনের মতো,-মতন**—মন যাহা পাইলে খুসী হয়, পছন্দ-মাফিক। **মনের মলা,-ময়লা**—মনের কালি। **মনের মানুষ**—মনোমত মানুষ, মন খুসী করা মানুষ, কল্পনায় মানুষকে যতটা ভাল ভাবা যায় তেমন মানুষ। **মনের মিল**—পরস্পরের মনের চিন্তা ও প্রবণতার মিল, সম্প্রীতি।

মনঃকল্পিত—মনে যাহা কল্পনা করা হইয়াছে, বাস্তবসত্তা-বিহীন। **মনঃকষ্ট**—মানসিক কষ্ট বা অশান্তি। **মনঃক্ষুণ্ণ**—মনোক্ষোভযুক্ত, দুঃখিত। **মনঃপীড়া**—মনের যন্ত্রণা, মনঃকষ্ট। **মনঃপূত**—মনোমত, সন্তোষজনক। **মনঃপ্রাণ**—সমস্ত মন। **মনঃশিল,-লা**—মন-ছাল, রক্তবর্ণ উপধাতু-বিশেষ। **মনঃসংযোগ**—মনোযোগ। **মনঃসমীক্ষণ**—মনের যেসব প্রবণতা সাধারণত লক্ষ্য করা হয় না তাহা পরীক্ষা করা।

মনকির-নকীর—দুই ফেরেশ্‌তা (স্বর্গীয় দূত) যাহারা মৃত ব্যক্তিকে তাহার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কবরে জিজ্ঞাসা করিবে।

মনক্কা, মনাক্কা—(ফা. মুনক্কা) শুষ্ক আঙ্গুর-বিশেষ (কিসমিসের চেয়ে বড়)।

মনছাল—(সং মনঃশিলা) গন্ধক ও সেঁকোবিষের মিশ্রণজাত পদার্থ-বিশেষ।

মনন—(মন+অনট্) মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা, একাগ্রতার সহিত চিন্তা করা (মননশীল লেখক); ইচ্ছা, অভিলাষ, সঙ্কল্প। বিণ. মননীয়—ভাবিবার বিষয়।

মনবাঞ্ছা—মনোবাঞ্ছা। **মনমত**—মনোমত। **মনমথ**—মন্মথ। **মনরক্ষা**—মন রাখা, যেন অসন্তুষ্ট না হয় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া; প্রয়োজন হইলে ছলনার আশ্রয় লইয়া খুসী করা।

মনশ্চক্ষু—মনরূপ চক্ষু, অন্তর্দৃষ্টি। **মন-শ্চাঞ্চল্য**—চিত্তচাঞ্চল্য, মন স্ববশে না থাকা; মনের বিক্ষোভ।

মনসব—(আ মনসব) উচ্চ রাজপদ। **মন-সবদার**—মোগল শাসন কালে সুবাদারের অধীন সেনাপতি অথবা ম্যাজিস্ট্রেটদের এই উপাধি ছিল (পাঁচ হাজারী মনসবদার—পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক রাজ-কর্মচারী)। বি. মনসবদারি।

মনসা—সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; গাছ-বিশেষ। **মনসার কোপ**—শত্রুতায় অনড় সঙ্কল্প (চাঁদ সদাগরের প্রতি মনসার মনোভাব হইতে)। **মনসার বিবাদ**—চাঁদ সদাগরের সহিত মনসার যেরূপ বিবাদ হইয়াছিল সেইরূপ আপোষ-হীন শত্রুতা। **একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ**—স্বভাবতঃ রাগী লোকের ক্রোধ বৃদ্ধির কারণ ঘটিলে বলা হয়। [কন্দর্প।

মনসিজ—(মনস্—জন্+অ মনোজ, মনসিজ)

মনসুবা—(আ. মনসুবহ্) অভিপ্রায়, মতলব, সঙ্কল্প।

মনস্কাম, মনস্কামনা—আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, উদ্দেশ্য (এতদিনে মনস্কামনা পূর্ণ হইল)। **মনস্তাপ**—মনঃপীড়া, অনুতাপ। **মনস্তুষ্টি**—মনের সন্তোষ (মনস্তুষ্টি সম্পাদন—প্রীতিকর কার্য সম্পাদন; মন রক্ষা করিবার জন্য কাজ করা)। **মনস্থ করা**—সঙ্কল্প করা।

মনস্বী—(প্রশস্ত-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট উদারচিত্ত) স্থিরচিত্ত, মনন-শক্তি-সম্পন্ন, মনীষী। বি. মনস্বিতা। স্ত্রী. মনস্বিনী। [ভূমি।

মনাকষা—(আ মুনাক'শা) বিবাদী বা অনাদায়ী

মনাছিব, মুনাছিব—মনাসিব দ্রঃ।

মনাদি—(আ. মনাদী) ঢোল সহরত (**মনাদি করা**—ঢোল সহরত দিয়া জানাইয়া দেওয়া)।

মনান্তর—মনের দিক দিয়া ফাঁকা ফাঁকি, মনো-মালিন্য (মতান্তর মনান্তরে পর্যবসিত হল)।

মনায়ী, মনাবী—মনুর পত্নী।

মনাসিব—(আ. মুনাসিব) সুসঙ্গত, মানানসই, যোগ্য, মনের মতো (মনাসিব কাজ, মনাসিব জবাব)।

মনি অর্ডার—(ইং money order) পোষ্ট অফিসে মাশুল সহ জমা দিয়া যে টাকা পাঠানো হয়।

মনিব—(আ. মুনিব) প্রভু, যিনি কর্মে নিয়োগ করেন (মনিবের হুকুম)। বি মনিবগিরি, মনিবানা (সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়—মনিবগিরি ফলানো)।

মনিব্যাগ—(ইং money bag) জামার পকেটে টাকা পয়সা রাখিবার সুপরিচিত ছোট থলি।

মনিষ, মুনিষ—মজুর, জন, day-labourer, যাহারা দৈনিক মজুরী লইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে কাজ করে। **মনিষ খাটা**—মনিষরূপে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করা।

মনীষা—(মনঃ+ঈষা—মনের গমন) প্রজ্ঞা, তত্ত্বোদ্ঘাটনী বুদ্ধি। বিণ. মনীষিত—অভীষ্ট, বাঞ্ছিত। **মনীষী**—জ্ঞানী, পণ্ডিত, ধীর। স্ত্রী মনীষিণী। বি. মনীষিতা।

মনু—মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ (মানব—মনুর সন্তান); ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনি-বিশেষ (মনুসংহিতা—মনু-ব্যাখ্যাত ধর্মশাস্ত্র)।

মনুজ—(মনু—জন+অ) মানুষ। **মনুজ-লোক**—মনুষ্য লোক, পৃথিবী। **মনুজেন্দ্র**—রাজা।

মনুষ্য—(মনু+য) মানুষ, মানবজাতি, দূত (বর্তমানে অপ্রচলিত)। স্ত্রী. মনুষী। **মনুষ্যত্ব**—মনুষ্যশোভন গুণাবলী, মনুষ্যধর্ম, দয়া, সুবিচার প্রভৃতি (বিপরীত—পশুত্ব)। **মনুষ্যদেব**—ব্রাহ্মণ; রাজা। **মনুষ্যধর্ম**—মানবোচিত গুণাবলী বা আচরণ। **মনুষ্যধর্মা**—কুবের। **মনুষ্যযজ্ঞ**—অতিথি পূজন। **মনুষ্যযান**—মনুষ্য-বাহিত যান, শিবিকা, রিক্স প্রভৃতি। **মনুষ্যযোনি**—মানবরূপে জন্ম। **মনুষ্য-লোক**—পৃথিবী। **মনুষ্যোচিত**—মানুষের জন্য যাহা কর্তব্য অথবা শোভন।

মনে, মেনে—(সং. মন্যে) বক্তব্য জোরালো করিবার জন্য কথার মাত্রাস্বরূপ ব্যবহৃত হয় (তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ—না মনে, ও লোকের গুজব)। মতন (আজকার মনে—সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয়)। (গ্রাম্য)।

মনোগত—যাহা মনে রহিয়াছে, হৃদয়স্থিত। **মনোগতভাব**—মনের ভাব, অভিলাষ। **মনোগ্রাহী**—চিত্তাকর্ষক। **মনোজ, মনোজন্মা, মনোভব**—মনসিজ, কন্দর্প। **মনোজগৎ**—মনের ব্যাপক ক্ষেত্র (বাহ্য জগতের বিপরীত), চিন্তাজগৎ (মনোজগতে নূতন আলোড়ন দেখা দিয়াছে)। **মনোজব**—(মনের মত বেগবান) অতিশয় বেগবান (মনোজব তুরঙ্গ); বিষ্ণু। **মনোজ্ঞ**—মনোহর। চিত্তাকর্ষক (স্ত্রী মনোজ্ঞা—মনো-হারিণী; মনঃশিলা; রাজপুত্রী; মদিরা)। **মনোদুঃখ**—মনের দুঃখ, খেদ, শোক। **মনোনয়ন**—পছন্দ করিয়া গ্রহণ, নির্বাচন (বিণ. মনোনীত)। **মনোনিবেশ**—মন

নিবিষ্ট করা, মনঃসংযোগ। **মনোন্মুগ**—মনোগ্রাহী। **মনোনেত্র**—মনরূপ চক্ষু, অন্তশ্চক্ষু। **মনোবাঞ্ছা**—মনের অভিলাষ, আন্তরিক কামনা। **মনোবিকার**—মনের আবেগাদির অস্বাভাবিক পরিণতি, মনের ব্যাধি; চিত্তচাঞ্চল্য। **মনোবিচ্ছেদ**—মনের ফাঁকাফাঁকি, মনান্তর। **মনোবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা**—মনের প্রকৃতি, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান psychology। **মনোবিবাদ**—অবনিবনাও, মনোমালিন্য। **মনোবৃত্তি**—মনের কার্য, স্মরণ মনন প্রভৃতি, মনের প্রবণতা (হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে)। **মনোবেদনা,-ব্যথা**—হৃদয়বেদনা, মর্মপীড়া। **মনোব্যাধি**—মনের বিকৃত অবস্থা। **মনোভঙ্গ**—মন ভাঙ্গিয়া যাওয়া, মনোমালিন্য; অবসাদ, নৈরাশ্য। **মনোভব**—মনোজ, মদন। **মনোভাব**—মনের অবস্থা উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়। **মনোভিরাম**—মনোমত, যাহা পাইলে মন খুশী হয়। **মনোভীষ্ট**—মনোবাঞ্ছা, মনোমত। **মনোমত**—মন যাহাতে খুশী হয়, মনের মত। **মনোমথন**—(যে মনকে পীড়িত করে) কন্দর্প। **মনোময়**—মনের দ্বারা সৃষ্ট মানস (মনোময় প্রতিমা)। **মনোমালিন্য**—মনের অপ্রসন্ন ভাব, মনান্তর। **মনোমুগ্ধকর**—(অসাধু) মনোমোহকর, মনোহর। **মনোমোহন**—মনোহারী, মনোজ্ঞ, সুন্দর (স্ত্রী. মনোমোহিনী)। **মনোযায়ী**—মনোজব, বেগবান। **মনোযোগ**—মনোনিবেশ অবহিতচিত্ততা। (বি. মনোযোগী)। **মনোরঞ্জক**—যে বা যাহা মনোরঞ্জন করে। **মনোরঞ্জন**—চিত্তের সন্তোষবিধান; মনের আনন্দবিধায়ক। (স্ত্রী মনোরঞ্জিনী)। **মনোরথ**—ইচ্ছা, অভীষ্ট (মনোরথ সিদ্ধি)। **মনোরম**—মনোজ্ঞ, সুন্দর, রমণীয়। স্ত্রী. মনোরমা—মনোজ্ঞা, বৌদ্ধ দেবতা-বিশেষ, ছন্দোবিশেষ গোরোচনা।

মনোরাজ্য—মনোজগৎ, অন্তর্জগৎ।

মনোলোভা—মনের জন্য লোভনীয়; মনোহারী (কাব্যে ব্যবহৃত)। [ted।

মনোহত—প্রতিহত; ভগ্নমনোরথ, disappoin-

মনোহর—চিত্তাকর্ষক, সুন্দর। স্ত্রী মনোহরা—মনোজ্ঞা, জাতী; স্বর্ণ; যূথী; মিষ্টান্ন-বিশেষ।

মনোহরশাহী,-সাহী—কীর্তনের সুর-বিশেষ, মনোহর শাহের দ্বারা প্রবর্তিত।

মনোহারী—মনোহর, সুন্দর। স্ত্রী মনোহারিণী।

মন্ত—(সং. মৎ; ফা মন্দ্) যুক্ত, সমন্বিত, ওয়ালা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—বুদ্ধিমন্ত; শ্রীমন্ত; লক্ষ্মীমন্ত)।

মন্তব্য—(মন্+তব্য) অভিমত, টিপ্পনী, remark (মন্তব্য করা; সম্পাদকীয় মন্তব্য); চিন্তনীয়, বিচার্য।

মন্তর—মন্ত্র (কথ্য ভাষায় ও কাব্যে ব্যবহৃত)। **মন্তর করা**—অভিচারাদির প্রয়োগ। **মন্তর পড়া,-ঝাড়া**—মন্ত্র আবৃত্তি করা; অভিচারাত্মক বাণী উচ্চারণ করা। **মন্তরের চোট**—মন্ত্রের প্রভাব। [মননকারী।

মন্তা—(মন্+তৃচ্) প্রাজ্ঞ; পরামর্শদাতা, মন্ত্রী;

মন্ত্র—(মন্ত্র+অ) বেদের অংশ-বিশেষ; দেব-উপাসনার অথবা বিবাহ শ্রাদ্ধাদির উপযোগী বাক্য বা শব্দ, গুরুদত্ত বাণী যাহা শিষ্য জপ করে (গুরু-মন্ত্র), তন্ত্রোক্ত বাক্য অথবা অন্য ধরণের বাক্য যাহার দ্বারা বশীকরণাদি সাধনের চেষ্টা করা হয় (সাপের মন্ত্র); রহস্য; মন্ত্রণা; সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ক সিদ্ধান্ত (মন্ত্রভেদ)। **মন্ত্রকার**—মন্ত্রকৃৎ, মন্ত্রস্রষ্টা। **মন্ত্রকুশল**—মন্ত্রণা দানে দক্ষ, রাজনীতিজ্ঞ। **মন্ত্রগুপ্তি**—মন্ত্রণা গোপন রাখা, সিদ্ধান্ত রাষ্ট্র না করা (মন্ত্রগুপ্তি ব্যতিরেকে কার্য সাধন অসম্ভব)। **মন্ত্রগূঢ়**—গুপ্তচর। **মন্ত্রগৃহ,-ভবন**—যে গৃহে মন্ত্রণা করা হয়। **মন্ত্রজল**—মন্ত্রপূত জল, মন্ত্রোদক। **মন্ত্রজিহ্ব**—অগ্নি। **মন্ত্রজ্ঞ**—মন্ত্রদাতা গুরু; মন্ত্রী; গুপ্তচর। **মন্ত্রণ, মন্ত্রণা**—গোপনে পরামর্শ। **মন্ত্রতন্ত্র**—অভিচারাদি। **মন্ত্রদাতা**—পরামর্শদাতা; দীক্ষাগুরু (স্ত্রী মন্ত্রদাত্রী)। **মন্ত্রদেবতা**—মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **মন্ত্রদ্রষ্টা**—বেদমন্ত্র দ্রষ্টা; সত্যদ্রষ্টা, ঋষি। **মন্ত্রপূত**—মন্ত্রের দ্বারা শোধিত অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা যাহার শক্তি বর্ধিত হইয়াছে। **মন্ত্রপ্রয়োগ**—মন্ত্রের ব্যবহার। **মন্ত্রবিৎ**—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; মন্ত্রণাকুশল; চর। **মন্ত্রবিদ্যা**—মন্ত্রতন্ত্র, মায়াবিদ্যা। **মন্ত্রভেদ**—মন্ত্রের গোপনীয়তা ভেদ করা। **মন্ত্রমুগ্ধ**—মন্ত্রের দ্বারা অভিভূত, spell-bound। **মন্ত্রসিদ্ধ**—মন্ত্রের প্রভাবে যাহা অব্যর্থ ফলপ্রদ হইয়াছে; মন্ত্রজপ করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত। **মন্ত্রের**

সাধন—সঙ্কল্প সিদ্ধ করা। বিণ. মন্ত্রিত—পরামর্শ পূর্বক স্থিরীকৃত; মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত, মন্ত্রপূত।

মন্ত্রী—মন্ত্রণায় কুশল; রাজার পরামর্শদাতা, শাসন-বিভাগ-বিশেষের ভারপ্রাপ্ত অমাত্য (বাণিজ্য মন্ত্রী); দাবার বল-বিশেষ। বি. মন্ত্রিত্ব। স্ত্রী মন্ত্রিণী।

মন্থ—(মন্থ্‌+অ) মন্থন, বিলোড়ন (দধি মন্থ ধ্বনি—রবি); মন্থন দণ্ড; ঘি-এ মাখা কিছু ঘন ছাতুর সরবৎ বিশেষ; ক্লেশ; বিনাশ; নেত্র-মল; নেত্ররোগ-বিশেষ। **মন্থনগিরি,-পর্বত,-শৈল**—সমুদ্রমন্থনে ব্যবহৃত মন্দর পর্বত। **মন্থগুণ**—মন্থনরজ্জু। **মন্থজ**—মন্থনে উৎপন্ন; নবনীত। **মন্থদণ্ড**—যে দণ্ডের সাহায্যে মন্থন করা হয়, মউনি।

মন্থন—বিলোড়ন, মাখন তুলিবার জন্য দুগ্ধ ও দধি মথন (সমুদ্র-মন্থন; মন্থনে অমৃত ও বিষ দুইই উঠেছে); মন্থন দণ্ড; অরণি ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন (অগ্নিমন্থন); বিনাশ; পীড়ন। **মন্থনী**—মন্থনপাত্র, যাহাতে ঘোল প্রস্তুত করা হয়।

মন্থর—(মন্থ্‌+অর) মন্দগামী, অশীঘ্র (গতি মন্থর হয়ে এসেছে); অলস, দীর্ঘসূত্রী, জড় (মন্থরবিবেক); ভারী, স্থূল; মন্থনদণ্ড। স্ত্রী, মন্থরা—কৈকেয়ীর দাসী।

মন্থান—মন্থনদণ্ড, মৌনী। **মন্থানদণ্ড**—মন্থনদণ্ড। বিণ. মন্থিত—মথিত, আলোড়িত (আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে—রবি)। **মন্থী**—মন্থনকারী। **মন্থিনী**—দধিমন্থন পাত্র।

মন্দ—(মন্দ্‌+অ) জড়, অলস, মন্থর (মন্দগতি; মন্দপবন); অভাগ্য (মন্দভাগ্য); অতীক্ষ্ণ, অপটু, ঈষৎ (মন্দরশ্মি; মন্দমতি; মন্দহাস্য মন্দাগ্নি; মন্দবীর্য); অপকৃষ্ট, খারাপ, দুষ্ট (মন্দলোক; মন্দজিনিষ); অসুস্থ (শরীরগতিক মন্দ); অকল্যাণ, অকল্যাণকর (ভাল মন্দ, মন্দ দিকটা); অখ্যাতি (দশজনে মন্দ বলবে)। **মন্দকর্ণ**—যে কাণে কম শুনে। **মন্দকারী**—অহিতকারী। **মন্দগ্রহ**—শনি। **মন্দধী**—মন্দমতি। **মন্দবিভব**—যাহার ধন সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। **মন্দের ভাল**—তেমন ভাল না হইলেও কিছু ভাল। **মন্দ-ছন্দ, মন্দসন্দ**—গালমন্দ, কটূক্তি, নিন্দা (মন্দসন্দ যা বলেছি কিছু মনে রেখোনা; বি. মন্দতা, মান্দ্য।

মন্দর—পর্বত-বিশেষ, যাহা সমুদ্র মন্থনে ব্যবহৃত হইয়াছিল, মন্দার বৃক্ষ।

মন্দা—(সং. মন্দ: মান্দ্য) বাজারের ক্রয় বিক্রয়ের নিস্তেজ অবস্থা (মন্দার বাজার; মন্দা পড়া); (মন্দ অর্থেও প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত হইয়াছে)। **তেজী মন্দা বা মন্দি**—বাজার দরের উঠা নামা।

মন্দাকিনী—স্বর্গগঙ্গা; নর্মদানদী; ছন্দো-বিশেষ।

মন্দাক্রান্তা—সপ্তদশ অক্ষর বিশিষ্ট ছন্দোবিশেষ, ইহার প্রথম চার বর্ণ এবং ১০ম, ১১শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৬শ ও ১৭শ বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট লঘু (কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ—মেঘদূত)।

মন্দাগ্নি—হজম শক্তির অল্পতা, অজীর্ণরোগী।

মন্দাস্য—লজ্জা; সঙ্কুচিত মুখ।

মন্দার—স্বর্গের পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ; পালিতা মাদার গাছ; আকন্দ গাছ।

মন্দির—(যেখানে নিদ্রিত হওয়া যায়) গৃহ, ভবন (শয়নমন্দির; পিতৃমন্দির); দেবগৃহ; জানুর পশ্চাদ্ভাগ; সমুদ্র, নগর।

মন্দিরা—কাঁসার বাটির করতাল-বিশেষ, cymbal; (মধ্য-মন্দিরা—যাহার মধ্যভাগে গৃহ এমন নৌকা)। [(উৎসাহ মন্দীভূত হইল)।

মন্দীভূত—তেজ কম হইয়া যাওয়া; মৃদুভূত

মন্দুরা—অশ্বের নিদ্রার স্থান, আস্তাবল; মাদুর।

মন্দোৎসাহ—যাহার তেমন উৎসাহ নাই।

মন্দোদরী—ক্ষীণোদরী; রাবণের মহিষী; মাদুর।

মন্দোষ্ণ—কবোষ্ণ, অল্প গরম। **মন্দোষ্ণ মণ্ডল**—temperate zone।

মন্দ্র—(মন্দ্‌+র) গম্ভীর; গম্ভীর ধ্বনি (জীমূত-মন্দ্র; মধুর মন্দ্র); নিম্নতম স্বরগ্রাম, উদারা (মন্দ্র মধ্য তার—উদারা মুদারা তারা); মৃদঙ্গ।

মন্দ্রা—মন্দ্রধ্বনি করা (সে বাণী মন্দ্রিল সুখ-তন্দ্রারত ভবনে—রবি)। বিণ মন্দ্রিত—মন্দ্র ধ্বনিতে ঘোষিত (দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী—রবি)।

মন্মথ—(মনস্‌—মথ্‌+অ) কন্দর্প; কামচিন্তা। **মন্মথবন্ধু**—চন্দ্র। **মন্মথমোহিনী**—রতি। **মন্মথসুহৃদ**—বসন্ত।

মন্মন—অস্পষ্ট ধ্বনি, দম্পতির পরস্পরকে প্রেম-গদ্ গদ্ সম্ভাষ।

মন্মনাঃ—মচ্চিত্ত, আমাতে সমর্পিতচিত্ত।

মন্যি—(কথ্য) মন্যু দ্রঃ; অভিশাপ (শাপ-মন্যি দিও না)। **মন্যিশাপ**—মর্মবেদনা হইতে উত্থিত অভিশাপ (গ্রাম্য)।

মন্যু—(মন্+যু) ক্রোধ, কোপ (গ্রাম্য মন্যি—অভিশাপ): শোক, দৈন্য, অহঙ্কার। **মন্যু-ময়**—ক্রোধ, দ্বেষ, ঈর্ষা ইত্যাদি পূর্ণ। **মন্যু-মান**—ক্রোধযুক্ত ; অগ্নি।

মন্বন্তর—পুরাণবর্ণিত মনুর শাসন কাল (মনু সংখ্যায় চৌদ্দজন; বর্তমানে সপ্তম মনুর অধিকার চলিতেছে ; চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন); ব্যাপক দুর্ভিক্ষ, আকাল (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর)।

মফঃসল মফস্বল—(আ. মুফস্‌স'ল) রাজধানী বা শহরের বাহিরের অঞ্চল (বিপ. সদর—মফঃসল টাউন), গ্রামাঞ্চল (মফঃসলে জিনিষ পত্র সস্তা); কাপড়ের পাড়ের অথবা নক্সার ভিতরের পিঠ। **সদর মফঃস্বল**—বাহিরে এক রকমের ভিতরে অন্য রকমের।

মফলা—ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত 'ম' কারের সংযোগের বিভিন্ন রূপ।

মবলগ—(আ. মুব্‌লগ') নগদ টাকা (মবলগ পঞ্চাশ টাকা পাইলাম)। **মবলগবন্দী**—অক্ষরে সমষ্টির উল্লেখ।

মম—আমার (কাব্যে ব্যবহৃত)। **মমতা**—স্নেহের সম্পর্ক, দরদ, মায়া (কারো জন্য মায়া মমতা নেই)। **মমত্ব**—মমতা, আত্মীয়তার ভাব ; আপন আপন ভাব। **মমত্ববোধ**—নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ ভাব, অহংবোধ।

মমি—(ইং. Mummy) ঔষধাদির দ্বারা রক্ষিত প্রাচীন মিশরীয় মৃতদেহ।

ময়—দানব শিল্পী-বিশেষ, মহাভারত-বর্ণিত ইন্দ্র-[প্রস্থের নির্মাতা।

ময়—(সং. ময়ট্) তদ্ধিত প্রত্যয়-বিশেষ, বিকার ব্যাপ্তি ইত্যাদি বোধক (জগন্ময়, দারুময়, তারকাময়)। স্ত্রী. ময়ী (বাঙ্ময়ী ; দয়াময়ী)।

ময়দা—(ফা. মৈদ্‌হ্) গোধূমচূর্ণ-বিশেষ (মোটা চূর্ণকে আটা বলে, মিহিন চূর্ণকে বলে ময়দা); ময়দার মত চূর্ণ খাদ্য (চালের ময়দা)।

ময়দান—(ফা. ময়দান) বিস্তীর্ণ মাঠ (গড়ের ময়দান ; লড়াই-এর ময়দান)।

ময়না—(সং. মদনিকা) পক্ষী-বিশেষ, ইহাদিগকে নানা ধরণের কথা শিখাইতে পারা যায় ; কাঁটা গাছ-বিশেষ, ছোট মেয়ের ডাক নাম (ময়নার মত যে নানাধরণের কথা বলে) ; খলস্বভাবা নারী, কুটনী, ডাকিনী (মানিকচন্দ্র রাজার স্ত্রী ময়না-মতী কুহক-বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন, তাহা হইতে)।

ময়না—(আ. মুআ'য়নহ্) চাক্ষুষ, প্রত্যক্ষ (ময়না তদন্ত—অপঘাতাদিতে মৃত্যুর পর শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা, post-mortem)।

ময়রা—(সং. মোদককার) সন্দেশাদি মিঠাই প্রস্তুত কারক। স্ত্রী. ময়রানী। **ময়রা সন্দেশ খায় না**—ব্যবসায়ীর বেচাকেনা বা লাভের দিকেই মন, সে নিজে তার পণ্য সংখ্যায় বিপুল এবং গুণে উৎকৃষ্ট হইলেও উপভোগ করেনা।

ময়লা—(সং. মলিন) অপরিষ্কৃত (ময়লা কাপড় ; ময়লা করা ; ময়লা থাকা); ফর্সা নয় কালো (ময়লা রং) ; আবর্জনা (ময়লার গাড়ী) ; বিষ্ঠা, মল (পেটে ময়লা জম্মেছে)। **ময়লাটে**—কিছু মলিন। **মনের ময়লা**—মনের কালি দ্রঃ।

ময়ান—লুচি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য ময়দা যে ঘৃত দিয়া ঠাসা হয় (ভাল ময়ান না হলে লুচি খাস্তা হবে কেন)।

ময়াল—(সং. মহাকাল) বৃহৎ সর্প-বিশেষ, python।

ময়াল—মহাল।

ময়ূখ—কিরণ, দীপ্তি, জ্বালা ; শোভা। **ময়ূখ-মালা**—কিরণসমূহ। **ময়ূখমালী**—সূর্য। **ময়ূখী**—প্রভান্বিত, প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-যষ্টি-বিশেষ।

ময়ূর—(সর্পহিংসক) সুপরিচিত পক্ষী, শিখী। স্ত্রী ময়ূরী। **ময়ূরকণ্ঠী**—ময়ূরের কণ্ঠের মত বর্ণযুক্ত (ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি—রবি)। **ময়ূরচূড়া**—ময়ূরের শিখা। **ময়ূরগ্রীব**—তুতে। **ময়ূরপঙ্খী**—প্রাচীনকালের কারু-কার্যখচিত নৌকা-বিশেষ (পক্ষীর মত দ্রুতগতি)। **ময়ূরপুচ্ছ**—ময়ূরের সুদৃশ্য লেজ (ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক—কথামালার গল্পে দাঁড়কাক ময়ূরের পালক ধারণ করিয়া নিজেকে

ময়ূর ভাবিয়া গর্বিত হইয়াছিল ও সেইজন্য পরে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করে, তাহা হইতে, যাহা নিজস্ব নয় তাহা লইয়া হাস্যকর গর্ব প্রকাশকারী)। **ময়ূরপেখম**—ময়ূরের পেখমের মত খোঁপা-বিশেষ। **ময়ূররথ**—কার্ত্তিকেয়। **ময়ূরশিখা**—ময়ূরচূড়া।

মর—(মৃ+অ) মরণশীল (মরদেহ; মরজগৎ; মরভূমি—পৃথিবী); মানব, মর্ত্য (অমর-মর; মরদুঃখ)।

মর- বিরক্তি, ক্রোধ, অভিসম্পাত ইত্যাদিসূচক শব্দ (মর; মরগে, মরুক; মরুকগে; মরুকগে ছাই)। মরা দ্রঃ।

মরক—(মৃ+অক) মড়ক, মারী।

মরকত—(মরক—তৃ+অ) হরিদ্বর্ণ মণি-বিশেষ, পান্না, emerald।

মরকুমা—(আ মরকুমহ্) পাশে বা উপরে লিখিত বা চিহ্নিত, aforesaid।

মরগেজ—(ইং. mortgage) বন্ধক (ভূসম্পত্তি সম্পর্কিত—বাড়ী মরগেজ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে হয়েছে)।

মরণ—(মৃ+অনট্) মৃত্যু; বিনাশ (মরণশীল); বৎসনাভ বিষ। **মরণকাঠি**—রূপকথার রূপারকাঠি যাহার স্পর্শে রাজকন্যা মৃতের মত অচেতন হইয়া পড়ে (বিপ জীয়নকাঠি)। **মরণকামড়**—মৃত্যু নিকটবর্তী জানিয়া শেষ বারের মত কামড় বা দংশন সুতরাং সাংঘাতিক, চরমপ্রয়াস বা শত্রুতা সাধন সম্পর্কে বলা হয় (জানি প্রতিপক্ষ এবার মরণকামড় দেবে; মরণকামড় দিয়ে ধরা)। **মরণদশা**—মরণকাল (মরণদশা ঘনিয়েছে দেখছি); মরণাপন্ন অবস্থা। **মরণধর্মা,-ধর্মী,-শীল**—যাহার মৃত্যু বা নাশ হইবেই। **মরণপাখা উঠা**—পিঁপড়ার পাখা উঠিলে উহা বাসা ছাড়িয়া আকাশে উড়ে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইতে, এমন বাড়াবাড়ি করা যাহার ফলে সর্বনাশ হইতে পারে। **মরণবাঁচন কবুল**—হয় জীবন থাকিবে না হয় জীবন যাইবে তবু করিতে হইবে এমন সঙ্কল্প। **মরণবাড় বাড়া**—মরণপাখা ওঠা; মৃত্যুর পূর্বে বেশী হৃষ্টপুষ্ট হওয়া।

মরণ—বিরক্তি, ক্রোধ, অভিসম্পাত, সস্নেহ ভর্ৎসনা ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয় (আঃ মরণ; মরণ আর কি; মরণ হয় না তোর); মজন, প্রেমিকের পদে নারীধর্ম বিসর্জন। মরা দ্রঃ।

মরণান্ত, মরণান্তিক—মৃত্যুতে যাহার অবসান (মরণান্তিক ব্যাধি)। **মরণাপন্ন**—মুমূর্ষু; মরণাপন্ন দশাসূচক (মরণাপন্ন অসুখ)। **মরণাশৌচ**—জ্ঞাতির বা নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুহেতু অশৌচ। **মরণোন্মুখ**—যাহার মর-মর অবস্থা হইয়াছে।

মরত—মর্ত্য (কাব্যে ব্যবহৃত) (

মরতা—ঘাটতি, হ্রাস (পান মরতা)।

মরদ—(ফা মর্দ্) পুরুষ; পুরুষোচিত গুণাবলীতে ভূষিত, শক্তিশালী, বীর (মরদ বাচ্চা—মরদের বাচ্চা মরদ, সাহসী না হইলে যাহার ঘোর অসম্মান); স্বামী (গ্রাম্য)। মরদানা, মরদানি—মর্দ দ্রঃ।

মরদুম—(ফা. মরদুম) মানুষ। **মরদুম আজারি**—মানুষের উপরে অত্যাচার-উৎপীড়ন। **মরদুম শুমারি**—আদম শুমারি। বি. মরদুমি—বীরত্ব।

মরম—(মর্ম) মর্মস্থান, অন্তঃকরণ, হৃদয় (মরম-যাতনা; কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—চণ্ডিদাস); আসল ব্যাপার, তত্ত্ব ('মরম না জানে ধরম বাখানে')। (কাব্যে ব্যবহৃত)। **মরমর**—মৃতপ্রায়; মর্মর (কাব্যে—মরমর ধ্বনি কেন বাজিল রে—রবি); হালকা বস্তু চূর্ণ হইবার শব্দ (আরো লঘু হইলে মুরমুর)। **মরমী, মরমিয়া**—মর্মের সহিত যাহার যোগ অথবা যে মর্ম অবগত, দরদী; mystic, পরম সত্যের সহিত যাহার মর্মের যোগ ঘটিয়াছে—(মরমী কবি; মধ্যযুগের মরমিয়া সাধকগণ)।

মরসুম, মশুম—(ফা. মউসিম্) মৌসুম, কাল, ঋতু, ব্যাপক প্রচলন বা বৃদ্ধির সময় (ফুটবলের মরসুম; গরমের মরসুম; কেনাবেচার মুরসুম)।

মরহুম—(আ. মরহুম) মৃত, স্বর্গত। স্ত্রী. মরহুমা (ওয়ালেদা মরহুমার কবর জেয়ারত উপলক্ষে—স্বর্গতা জননীর কবর জেয়ারত উপলক্ষে)।

মরা—আয়ুষ্কালের অবসান হওয়া, প্রাণত্যাগ বা দেহত্যাগ করা; অসার্থক ভাবে কঠোর পরিশ্রম করা (ঘুরে মরা, ভেবে মরা; খেটে মরা); অতিশয় বিপদাপন্ন হওয়া, সর্বস্বান্ত হওয়া (এযাত্রা রক্ষা কর নইলে মরেছি; ধনেপ্রাণে মরা);

রসের ভাগ কমিয়া যাওয়া, নিস্তেজ হওয়া (ঝোলটা আরও মরবে; ঝাল মরে গেছে; ভাঁটা এখনো মরেনি; নদী মরে গেছে); হাডুডু প্রভৃতি খেলায় খেলোয়াড় বিশেষের পরাজিত হওয়া; লজ্জা অপমান ইত্যাদিতে অতিশয় সঙ্কুচিত হওয়া (লজ্জায় মরে যাই); মজা, প্রেমে আত্মবিস্মৃত হওয়া, কলঙ্কিনী হওয়া (ও রমা দিদি, তাই বুঝি তুমি মরেছ—শরৎচন্দ্র; রূপের বালাই নিয়ে মরি); বিরক্তি ক্রোধ অভিসম্পাত ইত্যাদি জ্ঞাপনে (আ মলো; মরুগকে সংসার; আবার মরতে এসেছ; মর আবাগী); সস্নেহ ভর্ৎসনায় (মর ছুঁড়ী কথা শুনিসনে কেন)। **ক্ষুধা মরা**—সময়ে খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার তীব্রতা না থাকা। **ধুলো মরা**—জল ছিটাইয়া ধুলা উড়া বন্ধ করা। **মরমে মরা**—লজ্জা অপমান ইত্যাদির জন্য মর্মান্তিক যাতনা ভোগ করা।

মরা—মৃত, মড়া (পূর্ববঙ্গে মরা বলা হয়); মৃত্যু (মরাবাঁচা); মৃতের মত, নিস্তেজ, অক্ষম (দেশে তাজা মানুষত দেখছি না, সব ত মরা); শুষ্ক; স্রোতোহীন (মরা নদীর সোঁতা); অতীব্র, অতীক্ষ্ণ (আঁত মরা; মরা ধার); গালি সূচক (এমন বুড়োর হাতে মেয়ে দিয়েছে মরা বাপ-মা কি চোখে দেখেনি—এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ 'মরার' বেশী ব্যবহৃত হয়, 'মরার নায়েব'; 'মরার হাকিম')। মরা কটাল—কটাল দ্রঃ। **মরা কান্না**—যেন বাড়ীতে কাহারও মৃত্যু ঘটিয়াছে এমন কান্নাকাটি, পরিবারে অনেকের একসঙ্গে ক্রন্দন (বড় রকমের ক্ষতির আশঙ্কায় অথবা লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য)। **মরা গাঙে জোয়ার আসা**—জোয়ার দ্রঃ। **মরা টাকা**—যে টাকার সুদ আসে না। **মরা পেট**—খাদ্যের অভাবে যাহার হজম করিবার শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে; অল্প খেয়েই যাহার পেট ভরে। **জরামরা**—মরমর, মৃতপ্রায়। **মরামাটি**—যে মাটি তেমন দলা বাঁধে না ও অনুর্বর। **মরামাস**—মরা চামড়া, খুসকি। **মরা-সোনা**—যে সোনায় খাদ মিশানো হইয়াছে। **মরা-হাজা**—অনাবৃষ্টি হেতু শস্যনাশ। **মরার উপর খাঁড়ার ঘা**—খাঁড়া দ্রঃ। **মরানো**—রস শুকাইয়া ফেলা (দুধ মরিয়ে ফেলা)।

মরাই—ধানের গোলা; বিচালির স্তূপ ('গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম')। **মিথ্যার মরাই**—ঘোর মিথ্যাবাদী।

মরাঠা মারাঠা—(মহারাষ্ট্রীয়) মহারাষ্ট্র দেশের যোদ্ধৃ জাতি বিশেষ; মহারাষ্ট্রের অধিবাসী (পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ—রবি, মারাঠা দস্যু আসিছে রে ঐ—রবি)।

মরামর—মনুষ্য এবং দেবতা।

মরাল—(সং) রাজহংস (যাহার চঞ্চু ও চরণ রক্তবর্ণ; মরাল-গামিনী); পাঁতিহাস; অশ্ব; মেঘ; কজ্জল। স্ত্রী. মরালী। **মরালক**—কলহংস।

মরি—আনন্দ, বিস্ময়, বিদ্রূপ ইত্যাদির প্রকাশক অব্যয় (মরি কি সুন্দর পাখী)। **মরি মরি**—গভীরতর অনুভূতি সম্পর্কে বলা হয়। (মরি মরি কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে—সীতার বনবাস)।

মরিচ,-রীচ—(সং) গোলমরিচ; লঙ্কামরিচ (কাঁচা মরিচ, শুকনা মরিচ)। **জিরামরিচ**—জিরা ও গোল মরিচ। **মরিচ লাড়ু**—মরিচচূর্ণযুক্ত লাড়ু।

মরিচা—(আ মোরচহ্) লৌহমল (মরিচা ধরা, মরিচা পড়া)। **মরিচা ধরা**—যাহাতে মরিচা পড়িয়াছে, পুরাতন, ভোঁতা, সেকেলে, অকেজো।

মরিয়া, মরীয়া—মরিতে হয় তাহাও স্বীকার তবু করিতে হইবে এরূপ মনোভাবসম্পন্ন. বিপদ ভয় ইত্যাদির চিন্তার দ্বারা অদমিত, বিপদ সম্বন্ধে বেপরোয়া, desperate (পরীক্ষা-পাসের জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ দেখছি)।

মরীচি—(সং.) কিরণ, রশ্মি; ব্রহ্মার মানস-পুত্র সৃষ্টিকর্তা মুনি বিশেষ। **মরীচিনন্দন**—মহর্ষি কশ্যপ। **মরীচিমালী**—সূর্য। **মরীচিকা**—প্রখর সূর্য-কিরণে জলভ্রম, মৃগ-তৃষ্ণিকা। **মরীচী**—কিরণযুক্ত, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি।

মরু—জল ও তৃণাদি শূন্য প্রদেশ, মরুভূমি, মরু-স্থলী। **মরুদ্বিপ**—উষ্ট্র। **মরুময়**—মরু-ভূমির মত রসহীন। **মরুসম্ভব**—মরুদেশ জাত।

মরুৎ, মরুত—(সং) বায়ু; পবনদেব; দেবতা। **মরুৎকর্ম,-ক্রিয়া**—বাতকর্ম। **মরুৎ-কোণ**—বায়ুকোণ। **মরুৎপট**—পাল। **মরুৎপতি**—দেবরাজ ইন্দ্র; নারায়ণ। **মরুৎ**

পথ—আকাশ, ব্যোমপথ। **মরুৎপাল**—ইন্দ্র। **মরুৎপুত্র,-সুত**—ভীম, হনুমান। **মরুৎপ্লব**—সিংহ। **মরুৎফল**—করকা, শিল। **মরুৎসখ**—অগ্নি। **মরুদ্গণ**—দেবগণ। **মরুদ্রথ**—অশ্ব; বিমান। **মরুদ্বর্ত্ম**—আকাশ, অন্তরীক্ষ।

মরুবক—কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ-বিশেষ, ময়না গাছ; পিণ্ড-খর্জুর; ব্যাঘ্র; রাহু।

মরূদ্যান—মরুভূমিস্থ জল ও বৃক্ষাদিপূর্ণ স্থান, যেখানে পথিকেরা আশ্রয় নেয়।

মর্কট—(সং) বানর; দেহ; শরীরস্থ বায়ু।

মর্কট—(সং) বানর; মাকড়সা; হাড়গিলা পক্ষী; বিষ-বিশেষ। স্ত্রী. মর্কটী। **মর্কট-প্রিয়**—ক্ষীরবৃক্ষ। **মর্কটবাস**—মাকড়সার জাল। **মর্কট-বৈরাগ্য**—বাহিরে বৈরাগীর বেশ, গোপনে বিষয়াসক্তের আচরণ।

মর্চা, মর্চে—(আ. মরসিয়হ্) শোকগাথা, মহরমের শোকগাথা (গ্রাম্য—মর্সিয়া দ্রঃ)।

মর্চে, মরচে—মরিচা, লৌহমল (মরচে-পড়া শিক)।

মর্জি—(আ. মর্দী) ইচ্ছা, খেয়াল (যখন যা মর্জি, তাই করে; আল্লার মর্জি, সবাই ভাল আছে)। **মর্জিমাফিক**—ইচ্ছা-অনুযায়ী, খেয়াল মতো (মর্জিমাফিক চলে)। মর্জি-মোবারক—মোবারক দ্রঃ।

মর্টগেজ—মরগেজ দ্রঃ।

মর্ত, মর্ত্য—(মৃ+ত) পৃথিবী (মর্তধাম,-লোক; **মর্ত্যধর্ম**—মর্তের প্রকৃতি, মরণশীলতা)।

মর্তবা—(আ. মর্তবহ্) সম্মান, পদগৌরব, মর্যাদা, কল্যাণকর প্রভাব (দোয়া-দরুদের মর্তবা); বার, দফা (এই আয়াত পঞ্চাশ মর্তবা পড়বে)। **মর্তবান**—(আ. মর্তবান) উৎকৃষ্ট চিনামাটির পাত্র-বিশেষ, আচারাদি রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়।

মর্তমান—উৎকৃষ্ট কদলী-বিশেষ, মর্তমান (কথ্য)।

মর্দ—(ফা মর্দ্) পুরুষ; স্বামী (মেয়ে মর্দে খাটে); বীর, বলবান্। **মর্দা**—মদ্দা, পুরুষ-জাতীয় (মর্দা হাতী)। **মর্দানা**—পুরুষ; পুরুষোচিত, পুরুষের (বিপ. জানানা)। বি. মর্দানি—বীরত্ব। মর্দানী—বীরাঙ্গনা (ব্যঙ্গার্থক)।

মর্দ—(মৃদ্+অ) যে মর্দন করে, পীড়ক (অরিমর্দ)। **মর্দক**—মর্দনকারী (অঙ্গ-মর্দক—যে গা টিপিয়া দেয়) **মর্দন**—পীড়ন, চূর্ণ, নিষ্পেষণ (অঙ্গ মর্দন); পীড়নকারী (দনুজ-মর্দন)। বিণ. মর্দিত।

মর্দিত—দলিত, পিষ্ট, চূর্ণিত। **মর্দিতব্য**—মর্দনযোগ্য। **মর্দী**—মর্দনকারী। স্ত্রী. মর্দিনী (অসুরমর্দিনী)।

মর্ম—(মৃ+মন্) প্রাণস্থান, হৃদয়; সন্ধিস্থান; অন্তর; রহস্য, গূঢ়কথা, তত্ত্ব, সারকথা (দলিলের মর্ম অবগত হইয়া স্বাক্ষর করিলাম)। **মর্মকথা**—মনের কথা; সারকথা; গোপন কথা, রহস্য। **মর্মগ্রহণ**—তাৎপর্য গ্রহণ, অভিপ্রায় উপলব্ধি। (বিণ. মর্মগ্রাহী—মর্মজ্ঞ, সমঝদার)। **মর্মঘাত**—মর্মস্থানে আঘাত, মর্মপীড়ন (বিণ. মর্মঘাতী—মর্মপীড়ক, সাংঘাতিক)। **মর্মত্র**—বর্ম। **মর্মচ্ছিৎ,-চ্ছেদী**—যাহা মর্মচ্ছেদন করে, হৃদয়বিদারক। **মর্মজ্ঞ, মর্মবিদ, মর্ম-বেদী**—তাৎপর্য-গ্রাহক, পণ্ডিত, রহস্যজ্ঞ। **মর্মন্তুদ**—মর্মান্তিক, অতি করুণ। **মর্ম-পীড়ক**—যাহা অন্তর পীড়িত করে (বি. মর্ম-পীড়া—অন্তরের বেদনা)। **মর্মবিদ্ধ**—মর্ম-স্পৃষ্ট। **মর্মবিদারক**—হৃদয়বিদারক। **মর্মবেদনা,-ব্যথা**—হৃদয়বেদনা, অন্তরের দুঃখ। **মর্মভেদ**—রহস্যোদ্ঘাটন (বিণ. মর্মভেদী—মর্মস্থানভেদী; হৃদয়ভেদী)। **মর্ম-স্থল,-স্থান**—প্রাণস্থান, হৃদয়, দেহের সন্ধি-স্থান। **মর্মস্পর্শী,-স্পৃক্**—হৃদয়স্পর্শী, অতি করুণ।

মর্মর—(মৃ+অর) বৃক্ষপত্রের শ্রুতিসুখকর ধ্বনি (বন-মর্মর), বস্ত্রধ্বনি (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহার হয় না); (গ্রীক) মার্বেল পাথর (মর্মর-প্রাসাদ)। বিণ মর্মরিত—মর্মরধ্বনিযুক্ত (মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে—রবি)। **মর্মরিছে**—মর্মরধ্বনি করিতেছে (কাব্যে)।

মর্মাঘাত—মর্মস্থলে আঘাত; মর্মপীড়ন। **মর্মাতিগ**—মর্মঘাতী (মর্মাতিগ বাক্য-বাণ)। **মর্মান্তিক**—মর্মচ্ছেদী, হৃদয়-বিদারক (মর্মান্তিক বাক্যবাণ; মর্মান্তিক দৃশ্য)। **মর্মা-বরণ**—বর্ম। **মর্মার্থ**—মর্ম, অভিপ্রায়, সার কথা। **মর্মাহত**—মর্মাঘাতপ্রাপ্ত, মর্মান্তিক দুঃখে অভিভূত। **মর্মিক**—(মর্মন্+ইক) মর্মজ্ঞ, তাৎপর্যগ্রাহী, তত্ত্বজ্ঞ। **মর্মী**—মরমী,

মরমিয়া, mystic (তেমন প্রচলিত নহে)। **মর্মোদ্ঘাটন, মর্মোদ্ভেদ**—রহস্যোদ্ঘাটন প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে অবগতি।

মর্যাদা—(পরি—আ—দা+অ+আ) সীমা, তীর, ক্ষেত্রসীমা (মর্যাদাগিরি—যে পর্বত কোন দেশের বা অঞ্চলের সীমা নির্দেশ করে); নিয়ম, সদাচার, সম্ভ্রম (মর্যাদা লঙ্ঘন—সুবিহিত ব্যবস্থা লঙ্ঘন; সম্ভ্রম রক্ষা না করা); সম্মান জ্ঞাপক আবোয়াব, নজর (জমিদারের মর্যাদা; নায়েবের মর্যাদা); সম্মান, প্রতিষ্ঠা, গৌরব (মান মর্যাদা আর রইল না; সমাজে মান-মর্যাদা ছিল)। **মর্যাদাতিক্রম**—সম্মান প্রদর্শন না করা; সীমা লঙ্ঘন। **মর্যাদাবান্**—সম্মানিত, গৌরবান্বিত; প্রতিষ্ঠাবান্ (মর্যাদাবান্ সাহিত্য)। **মর্যাদা হানি**—সম্মান হানি, সম্ভ্রম লঙ্ঘন।

মর্ষ, মর্ষণ—[মৃষ্ (ক্ষমা করা)+অ] ক্ষমা, সহ্য করা; নাশন। **মর্ষণীয়**—সহনীয়। **মর্ষিত**—ক্ষান্ত; নাশিত; ক্ষমা। **মর্ষিতবান্, মর্ষী**—সহনশীল।

মর্সিয়া—(আ মর্থিয়হ্) শোকগীতি, মহরমের শোকগীতি। **মর্সিয়া খান**—যিনি মর্সিয়া পাঠ করেন।

মর্স্তুম—মরসুম দ্রঃ।

মল—[মল্ (ধারণ করা)+অ] ময়লা, যাহা মলিন করে; শরীরের ময়লা, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা রক্ত, পুঁজ, স্বেদপ্রভৃতি; গাদ, কাইট, মরিচা, ক্লেদ, বাত, পিত্ত, কফ; পাপ, কলঙ্ক। **মলঘ্ন**—মলনাশক। **মলজ**—মল হইতে জাত, পূজ। **মলত্যাগ**—পুরীষোৎসর্গ, বাহ্যে করা। **মলদ্বার**—গুহ্যদ্বার। **মলস্রাবী**—বিরেচক; জয়পাল। **মলপৃষ্ঠ**—পুস্তকের মলাট। **মলভাণ্ড**—যাহাতে মল থাকে, বৃহদন্ত্র। **মলভুক্**—কাক।

মল—বলয়ের আকৃতির পাদভূষণ-বিশেষ।

মলন—মর্দন, ডলা (দলন, মলন—দলাই-মলাই; অশ্বের দেহ মর্দন) মাড়ান। **মলন, মলা**—কাটা ধান বিছাইয়া তাহা গরু দিয়া মাড়াই করা (প্রাদেশিক)।

মলনা—মওলানা, মুসলমান ধর্মশাস্ত্র-বেত্তা (পুরন্দর হইল মলনা—কবিকঙ্কণ)। (গ্রাম্য)।

মলম—(আ. মর্হম) ক্ষতাদিতে লেপন করিবার প্রলেপ।

মলমল—(সং. মর্মর?) সূক্ষ্ম বস্ত্র-বিশেষ, মস্‌লিন (ঢাকাই মলমল; মলমলের থান)।

মলমাস—অধিমাস, যাহাতে রবি সংক্রান্তি নাই ও দুইটি অমাবস্যা আছে, এমন চান্দ্রমাস; মাসবৃদ্ধি।

মলম্বা—(আ. মলম্মা) গিল্‌টী করা, তামার উপর সোনার পাত মোড়া (মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি ধরে—মধুসূদন)।

মলয়—[মল্ (ধারণ করা)+অয়) তামিল মলৈ—পর্বত] মালাবার উপকূলের পশ্চিম-ঘাট পর্বত; মলয় পর্বত হইতে আগত বায়ু, দক্ষিণা বাতাস; মালাবার দেশ; নন্দন-কানন। **মলয়জ**—মলয়-পর্বতজাত, চন্দন বৃক্ষ। **মলয়-পবন, -মারুত, -সমীর**—দক্ষিণসমীর। **মলয়াচল**—মলয় পর্বত।

মলা—ময়লা, মলিনতা, গায়ের ময়লা; পাপ, ঈর্ষা (মনের ময়লা—কথা ভাষা)। **মলা-কর্ষী**—যাহারা ময়লা পরিষ্কার করে, হাড়ী, মেথর।

মলা—মর্দন করা। **নাকমলা কানমলা**—নাক কান মলিয়া ত্রুটি স্বীকার করা ও পুনরায় না করার অঙ্গীকার করা। **মলাই**—মর্দন (দলাই-মলাই)। **মলানো**—মর্দন করানো (কান মলানো)।

মলাট—(সং মলপট্ট) পুস্তকের বহিরাবরণ।

মলাম, মলুম, মলেম—মরিলাম, মরণাপন্ন হইলাম, অতিশয় কষ্ট পাইলাম (মলাম ভূতের বেগার খেটে—রামপ্রসাদ)।

মলাশয়—মলভাণ্ড, বৃহদন্ত্র। [বিশেষ।

মলিদা—(ফা. মলীদহ্) কোমল পশমী বস্ত্র-

মলিন—(মল+ইন্) মলযুক্ত, ময়লা (মলিন বস্ত্র); কৃষ্ণবর্ণ, আবিল (ধূলিমলিন); কলঙ্কযুক্ত; বিষণ্ণ (মলিন বদন); পাপযুক্ত, কলুষিত। স্ত্রী মলিনা, মলিনী—রজস্বলা। বি. মলিনতা। **মলিনাম্বু**—কালি। **মলিনিমা**—মলিনতা। **মলিনীকরণ**—অপরিষ্কার করা (বিণ. মলিনীকৃত)।

মলোৎসর্গ—মলত্যাগ। **মলোপহৃত**—যাহা হইতে ময়লা দূর করা হইয়াছে, পরিষ্কৃত (মলোপহৃত দর্পণ)।

মল্ল—(সং.) বাহুযোদ্ধা, অতিশয় বলবান্, মাল, কুস্তিগীর (মল্লযুদ্ধ); হিন্দুজাতি-বিশেষ; দেশ-

বিশেষ ; পায়ের গহনা-বিশেষ, মল। স্ত্রী. মল্লা—নারী ; মল্লিকা। **মল্লক**—নারিকেলের মালা ; পিলসুজ। **মল্লক্রীড়া**—কুস্তি। **মল্লগুরু**—কুস্তি-শিক্ষাদাতা ওস্তাদ। **মল্লজ**—গোলমরিচ (মল্লদেশজাত)। **মল্লবিদ্যা**—মল্ল-বিষয়ক নির্দেশাবলী। **মল্লতোড়ল, মল্লজ-টোডর**—পায়ের অলঙ্কার-বিশেষ, তোড়ামল। **মল্লবেশ**—কুস্তিগীরের বেশ, বীরধটী। **মল্লভূমি**—যেখানে মল্লযুদ্ধ হয় ; মল্লজাতির দেশ। **মল্লযুদ্ধ**—বাহুযুদ্ধ। **মল্ল-শালা**—কুস্তির আখড়া।

মল্লার—বর্ষার রাগিনী-বিশেষ (মেঘ-মল্লার)।

মল্লিক—(সং.) হংস-বিশেষ, ইহার বর্ণ ঈষৎ ধূসর এবং ঠোঁট ও পা অল্প লাল ; (আ. মালিক) উপাধি-বিশেষ।

মল্লিকা—(মল্লি + ক + আ) বেলাজাতীয় সুপরিচিত ফুল (কাঠমল্লিকা—গন্ধহীন মল্লিকা-বিশেষ)।

মল্লিনাথ—সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত টীকাকার ; তাহা হইতে, টীকা, টীকাকার (ব্যঙ্গে)।

মশ্—চলিবার সময় জুতার শব্দ। **মশ্ মশ্ করিয়া চলা**—এরূপ শব্দের সহিত কিঞ্চিৎ গর্বিতভাবে চলা।

মশক—(সং.) সুপরিচিত কীট, মশা ; আঁচিল। **মশকহরী**—মশারি।

মশক—(ফা. মশ্‌ক্) জল বহিবার সুপরিচিত চামড়ার থলি (ভিস্তির মশক)।

মশগুল—(আ. মশ্‌গূ'ল) বিভোর, আবিষ্ট, মগ্ন (গানবাজনায় মশগুল)।

মশলা, মশল্লা, মসলা, মসল্লা—(আ. মস'লহ্) উপকরণ (মালমশলা) ; হলুদ, মরিচ, জিরা প্রভৃতি রান্নার উপকরণ (মশলা বাটা)। **গরম মসলা**—দারচিনি এলাচি লবঙ্গ। **পানের মসলা**—চূর্ণ সুপারী খয়ের ইত্যাদি ; (তেমনি, ফুলেল তেলের মসলা, বোমা তৈরির মসলা, ইত্যাদি)।

মশহুর, মশুর—(আ. মশ্‌হূর) প্রসিদ্ধ, যাহার নাম-ডাক আছে (নাম মশুর হওয়া—খ্যাতি ছড়াইয়া পড়া ; মশুর চোর)।

মশা—মশক। **মশা মারতে কামান দাগা**—সামান্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে বিরাট আয়োজন করা।

মশাই, মশায়—মহাশয়, জনাব, হুজুর, সম্বোধনে ব্যবহৃত (মহাশয়ের নিবাস ; গুরুমশাই। (গ্রাম্য—মোশাই)। **মশায়-মশায় করা**—হুজুর-হুজুর করা।

মশান, মসান—(সং শ্মশান ; প্রা. মসাণ) শ্মশান ; বধ্যভূমি। **উল্টে চোর মশান গায়**—(প্রাচীনকালে চোরকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার সময় তাহার দোষকীর্তন করা হইত, তাহা হইতে) দোষী যে, সে-ই উল্টিয়া নির্দোষের উপরে দোষ চাপায়।

মশারি,-রী—মশহরী, মশার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যবহৃত সুপরিচিত বস্ত্রাবরণ (মশারি খাটানো বা টাঙানো)।

মশাল, মসাল—(আ. মশ্‌য়'ল) কাঠিতে তেল-মাখা নেকড়া জড়াইয়া প্রস্তুত মোটা বাতি-বিশেষ (ডাকাতের দল ও বরযাত্রীর দল ব্যবহার করিত)। **মশালচী**—মশালধারী।

মশ্‌ত্—(ফা. মুশ্‌ত্) মুষ্টি, মুঠা (এক মশ্‌ত্ খাক্—এক মুঠা মাটি, অতি অকিঞ্চিৎকর) একমস্তে—এক সঙ্গে, এক খোকে।

মষি,-ষী—(সং.) কালি।

মসজিদ, মসজেদ—(আ. মস্‌জিদ) মুসলমান-দিগের উপাসনা-গৃহ (গ্রাম্য—মজিদ)। **জুমা মসজিদ**—যে মসজিদে শুক্রবারের মণ্ডলীগত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় ; দিল্লীর বিখ্যাত মসজিদ। **মোল্লার দৌড় মসজিদ বা মজিদ পর্যন্ত**—ক্ষমতার অল্পতা সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি।

মসনদ—(আ. মস্‌নদ্) পুরু গদী, সিংহাসন, রাজশক্তি (দিল্লীর মসনদ ;)।

মস্‌মস্—মশ্ দ্রঃ।

মসম্মৎ—মুসম্মৎ দ্রঃ।

মসলন্দ—মছলন্দ ; মসনদ।

মস্‌লিন—সুবিখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্র (ঢাকাই মস্‌লিন)।

মসল্লা, মসলা—মশলা দ্রঃ।

মসি,-সী,-শি,-শী—(সং.) কালি। **মসিকূপী**—দোয়াত। **মসিজীবী**—লেখক, লিপিকর, কেরাণী। **মসিধান,-ধানী**—মস্যাধার, দোয়াত। **মসিনিন্দিত**—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ (ব্যঙ্গে)। **মসিপাত্র**—দোয়াত। **মসিলিপ্ত**—কালি-মাখানো। [linseed।

মসিনা—(সং. মসৃণ ; কথ্য—মস্‌নে) তিসী,

মসিল, মসীল, মহসিল—(আ. মুহস্'সি'ল) তহসিলদার ; পেয়াদা ; উৎপীড়ন (মসিল করিবে

রাজা দিয়া হাতে দড়ি—কবিকঙ্কণ)। **মসিল দেওয়া**—উৎপীড়ন করা, পেয়াদা প্রভৃতি দিয়া পীড়ন করা।

মসীনা—তিসি; অতসী। [(মসুরের ডাল)।

মসুর,-সূর—(সং.) সুপরিচিত কলায়

মসূরিকা, মসূরী—বসন্ত রোগ।

মসৃণ—(সং.) অকর্কশ, কোমল, নরম, চক্‌চকে। স্ত্রী. মসৃণা—মসিনা। বিণ. মসৃণিত—যাহা মসৃণ বা চিক্কণ করা হইয়াছে।

মস্করা, মস্কারা—(আ. মস্‌খরহ্‌) ঠাট্টাতামাসা, পরিহাস; পরিহাসরসিক; ভাঁড়। **হাসি-মস্করা**—ঠাট্টাতামাসা।

মস্ত—[মস্‌ (পরিমাণ করা)+ক্ত] মস্তক (ছিন্নমস্তা); অগ্রভাগ; উচ্চ, প্রকাণ্ড (মস্ত বাড়ী)। **মস্তদারু**—দেবদারু।

মস্ত—(ফা. মস্‌ত্‌) মাতাল, মত্ত, মোহান্ধ (মস্ত কর গজল গেয়ে—নজরুল ইস্‌লাম); প্রচুর, প্রকাণ্ড, অতিরিক্ত (মস্ত লোক; মস্ত চাল; মস্ত একটা কিছু)।

মস্ত্‌—মশ্‌ত্‌ দ্রঃ।

মস্তক—(মস্ত+ক) শিরঃ, মাথা, অগ্রভাগ; চূড়া, ডগা, উপরিভাগ। **মস্তকচ্ছেদ**—শিরশ্ছেদ। **মস্তকশূল**—মাথার বেদনা, শিরঃপীড়া। **মস্তকস্নেহ**—মস্তিষ্ক। **মস্তকে ধারণ করা**—মাথায় রাখা, অতিশয় সম্মান করা।

মস্তান, মস্তানা—(ফা.) অতিশয় মস্ত; ভাবে বিভোর, দিউয়ানা, প্রেমে পাগল। স্ত্রী. মস্তানী—(পুংশ্চলী, সাধারণতঃ গালিরূপে ব্যবহৃত হয়)।

মস্তিষ্ক—(সং.) মাথার মগজ; ধীশক্তি (মস্তিষ্কবান্‌ ব্যক্তি; বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার—প্রফুল্লচন্দ্র)।

মস্তু—(সং.) দইয়ের জলীয় অংশ, মাৎ; দ্বিগুণ জল-মিশ্রিত দধি, whey।

মহকুমা—(আ. মহ্‌কমা) জেলার অংশ-বিশেষ (এই জেলার তিনটি মহকুমা; মহকুমার হাকিম)।

মহকুফ—মোকুফ দ্রঃ।

মহড়া, মোহড়া—(মওড়া দ্রঃ) মওড়া, মুখপাত (দইয়ের মহড়া); বিপক্ষের অগ্রবর্তী সেনাদল অথবা এরূপ সেনাদলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা (মহড়া নেওয়া, মহড়া ফিরানো); কবিগানের প্রথম ভাগ; মহলা, অভিনয়াদি সম্পর্কে প্রস্তুতি, rehearsal (এবার ডি. এল রায়ের 'সাজাহান' করা হবে, তার মহড়া চলেছে)।

মহৎ—[মহ্‌ (পূজা করা)+অৎ] বৃহৎ, বিস্তৃত, প্রবল, প্রচণ্ড, ঘোর, অধিক, অতিশয়, পর্যাপ্ত, প্রধান, শ্রেষ্ঠ, উত্তম, উদার। (কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে মহৎ 'মহা' হয়)। (শঙ্খ, তৈল, মাংস, বৈদ্য, জ্যোতিষিক, দ্বিজ, যাত্রাপথ ও নিদ্রা শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগ হইলে উৎকর্ষ না বুঝাইয়া অপকর্ষ বুঝায়)। পুং. মহান্‌; স্ত্রী. মহতী। বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে শ্রুতিমাধুর্যের জন্য মহৎ-ই ব্যবহৃত হয়—তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস—রবি; মহৎ ব্যক্তি; মহতের মান রক্ষা; মহদাশয়; মহৎ দোষ; মহৎ যুক্তি)। মহা দ্রঃ। [বিশেষ।

মহতাব—(ফা. মহ্‌তাব) চন্দ্র; আতস-বাজী-

মহত্তত্ত্ব—(সং.) সাংখ্যমতে সৃষ্টির উপাদান বা স্তর-বিশেষ।

মহত্তর—অধিকতর, বৃহত্তর, পূজ্যতর। **মহত্তম**—অধিকতম, বৃহত্তম, পূজ্যতম।

মহত্ত্ব—ঔদার্য, মহিমা, মহৎ গুণ, শ্রেষ্ঠত্ব; (প্রকর্ষ, আধিক্য, উচ্চতা ইত্যাদি অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়)।

মহৎসেবা—সজ্জনের পরিচর্যা।

মহদতিক্রম—(সং.) যিনি শ্রদ্ধেয়, তাঁহাকে শ্রদ্ধা না দেখানো, পূজ্যাপূজ্য ব্যতিক্রম। **মহদনুগ্রহ**—মহৎ ব্যক্তির অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির অনুগ্রহ। **মহদাশয়**—সদাশয়, সাধু-উদ্দেশ্য-যুক্ত; উচ্চাভিলাষ; উচ্চলক্ষ্যযুক্ত (অসাধু, কিন্তু বহুল প্রচলিত)। **মহদাশ্রয়**—মহৎ ব্যক্তির আশ্রয়। **মহদ্‌ভয়**—অতিশয় ভয়-জনক, মহতী বিনষ্টির কারণ। [শ্রদ্ধেয়।

মহনীয়—(মহ্‌+অনীয়) পূজনীয়, মহৎ,

মহফিল—(আ মহ্‌ফিল) সভা, বৈঠক, আসর (গানের মহ্‌ফিল)। গ্রাম্য—মাইফেল।

মহব্বত—(আ. মুহ্‌ব্বত) প্রেম, প্রীতি, বন্ধুত্ব। **মহব্বত করা**—ভালবাসা, স্নেহ করা।

মহম্মদ, মোহম্মদ, মুহম্মদ, মোহাম্মদ—(আ. মুহ্‌ম্মদ) মুসলমান-ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহম্মদ। বিণ. মহম্মদীয়—মহম্মদ-প্রবর্তিত।

মহর—(আ. মহ্‌র্‌) দেনমহর, মুসলমান স্বামী

বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে যে স্ত্রীধন দিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হয়।

মহরম, মোহর্‌রম—(আ. মুহ'র্‌রম) আরবীয় চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাস (মহরমের চাঁদ); মহরম মাসে অনুষ্ঠিত শোক-স্মৃতি (এই মাসের দশ তারিখে হজরত মোহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেন নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন, তাঁহার শোক-স্মৃতি মুসলমানেরা, বিশেষতঃ শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা এই মাসে পালন করেন)। মহরমের মিছিল—ইমাম হোসেনের শোকস্মৃতি-স্বরূপ নানা স্থানে যে মিছিল বাহির হয়।

মহর্ষি—যিনি মহৎকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন; শ্রেষ্ঠ ঋষি; মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস-পুত্র।

মহল—(আ মহ্‌ল) প্রাসাদ; হর্ম্য; বাড়ীর অংশ (অন্দর-মহল); সমাজ, দল (মেয়ে-মহল, অফিসার-মহলে। বিণ. মহলা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—দো-মহলা বাড়ী)।

মহল—(আ. মহ'াল) জমিদারী, তালুক (মহলে বাকী পড়েছে ঢের; মহলের পর মহল নিলাম হচ্ছে)।

মহলত—(আ. মোহ্‌লত) বিলম্ব, অবসর, সুযোগ (মহলৎ পাওয়া—অবসর পাওয়া, সুযোগ পাওয়া।

মহলা—মহড়া, অভিনয়াদি সম্পর্কে অথবা সৈন্য-সমাবেশ সম্পর্কে অভ্যাস অথবা প্রস্তুতি rehearsal।

মহলানবিশ—মহল্লানবিশ, মোগল আমলে রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারি-বিশেষ; জোতদার; উপাধি-বিশেষ। [রক্ষী খোজা।

মহল্লক, মহল্লিক—(আ মহ্‌লী) অন্তঃপুর-

মহল্লা—(আ মহ'ল্লা) শহরের অঞ্চল, পাড়া (বাগমারী মহল্লা; সৈয়দ মহল্লা)। **মহল্লা-দার**—মহল্লার বা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

মহশীল—(আ মুহ সসি'ল—খাজনা আদায়কারী) খাজনা আদায়। **মহশীলদার**—আদালতের অর্থদণ্ড আদায়কারী কর্মচারী বিশেষ (মাসিল দ্রঃ)।

মহা—(মহৎ দ্রঃ) অত্যন্ত, অতিরিক্ত, মারাত্মক রকমের (মহারাগী, মহা বখাটে; মহা স্ফূর্তি; মহা হাঙ্গামা)। **মহাকচ্ছ**—সমুদ্র; বরুণ; পর্বত। **মহাকন্দ**—রসুন; মূলা। **মহাকর্মা**—অসাধারণ কীর্তিমান। **মহাকবি**—মহাকাব্যের রচয়িতা; শ্রেষ্ঠ কবি। **মহাকর্ষণ**—গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, force of gravitation। **মহাকাব্য**—অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত বৃহৎ কাব্য; যে কাব্যে জীবন ও জগৎ ব্যাপকভাবে চিত্রিত হইয়াছে, (রামায়ণ, মহাভারত, শাহ্‌নামা, ইলিয়াড, ডিভাইন কমেডি প্রভৃতি এবং একালের টলস্টয়, ডস্টভেস্কি, রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতির ঔপন্যাসিকদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-সমূহ মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত, যদিও গদ্যে লিখিত)) **মহাকাল**—রুদ্র, শিব, ভৈরব-বিশেষ (মহাকালের মন্দির); অনন্ত কাল। **মহাকীর্তি**—অতুল-কীর্তি, মহাকর্মা। **মহা-কুল**—দশপুরুষাবধি বেদাধ্যায়ী বংশ; প্রসিদ্ধ বংশ, উচ্চ বংশ। **মহাকোশল**—দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন রাজ্য-বিশেষ। **মহাখর্ব**—শতকোটি। **মহাগব**—গবয়। **মহাগমন**—ইহলোক হইতে প্রস্থান। **মহাগুরু**—পুরুষের পিতামাতা এবং আচার্য, স্ত্রীলোকের পতি, অবিবাহিত কন্যার পিতা ও মাতা। **মহা-গ্রন্থ**—বিভিন্ন জাতির অতিশয় সম্মানিত গ্রন্থ; মহামূল্য গ্রন্থ। **মহাগ্রহ**—রাহু। **মহা-গ্রীব**—উষ্ট্র, জিরাফ। **মহাঘোষ**—অতি উচ্চ শব্দ; হাট-বাজার প্রভৃতি (যেখানে অতি-রিক্ত কোলাহল হয়)। **মহাঘৃত**—একশ এগার বৎসরের পুরাতন ঘৃত। **মহাচ্ছায়**—বটবৃক্ষ। **মহাজন**—সাধু, ধার্মিক, মহাত্মা, মনস্বী; যে সুদে টাকা ধার দেয়। **মহা-জ্ঞানী**—পরম পণ্ডিত; পরম তত্ত্বজ্ঞ। **মহাজ্যোতিষিক**—অপকৃষ্ট দৈবজ্ঞ। **মহা-তপাঃ**—যিনি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। মহাতল—ভুবন দ্রঃ। **মহাতিক্ত**—নিম-গাছ। **মহাতীর্থ**—শ্মশান-ঘাট। **মহা-তেজাঃ**—অতিশয় তেজ দীপ্তি বা পৌরুষ সম্পন্ন, মহাতপাঃ; অগ্নি; পারদ। **মহাতেল**—মানুষের চর্বি। **মহাত্মা**—মহামনাঃ, মহানুভব, উদার-চরিত, অক্ষুদ্রচিত্ত; পরমেশ্বর। **মহাত্রাণ**—শূদ্রকে অথবা দাসকে যে নিষ্কর ভূমি দেওয়া হয়। **মহাদণ্ড**—মুদ্গদণ্ড, কঠোর শাস্তি। **মহাদান**—তুলাপুরুষাদি ষোড়শ দান; খেয়ার পারাণী; বিপুল দান, সত্রাদি প্রতিষ্ঠা। **মহাদারু**—দেবদারু। **মহাদেব**—শিব

(স্ত্রী. মহাদেবী—ভবানী, রাজার প্রধানা মহিষী)। **মহাদেশ**—বহু দেশ লইয়া গঠিত ও প্রায় সবদিকে সমুদ্র-বেষ্টিত ভূখণ্ড। **মহাদ্রুম**—অশ্বত্থ বৃক্ষ; বড়গাছ। **মহাদ্বিজ**—পক্ষি-শ্রেষ্ঠ; নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। **মহাধন**—ধনাঢ্য; শ্রেষ্ঠ ধন (বিদ্যা মহাধন); বহুমূল্য; সুবর্ণ; কৃষিকর্ম। **মহাধাতু**—স্বর্ণ। **মহা-ধর্মাধ্যক্ষ**—প্রধান বিচারপতি। **মহানগর,-রী**—বড় সহর; রাজধানী। **মহান্**—উচ্চ, বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ (গাম্ভীর্য প্রকাশের জন্য অনেক ক্ষেত্রে হান্ ব্যবহৃত হয়—আত্মবিদারণকারী মর্মান্তিক মহান্ নিঃশ্বাস—রবি)। **মহানদী**—বড় নদী, গঙ্গা প্রভৃতি; উড়িষ্যার নদী-বিশেষ। **মহানন্দ**—অতিশয় আনন্দ; মোক্ষ; অতিশয় আনন্দযুক্ত। **মহানন্দা**—নদী-বিশেষ; সুরা; মাঘ মাসের শুক্লা নবমী। **মহানবমী**—আশ্বিনের শুক্লা নবমী। **মহানরক**—অতিশয় ক্লেশদায়ক নরক বা স্থান। **মহানাড়ী**—কণ্ডরা, a large artery। **মহানাদ**—অতি উচ্চ ধ্বনি; বর্ষণকারী মেঘ সিংহ; উষ্ট্র; হস্তী; শঙ্খ। **মহানায়ক**—উচ্চ মর্যাদাযুক্ত সামন্ত রাজা; প্রধান নায়ক। **মহানিদ্রা**—মৃত্যু। **মহানিম**—ঘোড়া নিম। **মহানিশা**—নিশীথ। **মহানির্বাণ**—ব্রহ্মসাযুজ্য। **মহা-নীল**—নীলকান্ত মণি, গাঢ় নীলবর্ণ (মহানীলী—নীল অপরাজিতা)। **মহাপক্ষ**—গরুড়; রাজহংস-বিশেষ (স্ত্রী. মহাপক্ষী—পেঁচা)। **মহাপঙ্ক**—গভীর কর্দম; গভীর কর্দমের মত দুর্দশাকর পাপ, কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি। **মহাপথ**—রাজপথ; মৃত্যু; মহাপ্রস্থানের পথ। **মহাপদ্ম**—নাগ-বিশেষ, লক্ষকোটি সংখ্যা; কুবেরের নিধি-বিশেষ; শুক্লপদ্ম। **মহাপাতক**—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান প্রভৃতি পঞ্চপাতক। **মহাপাত্র**—প্রধান মন্ত্রী; উপাধি-বিশেষ। **মহাপীঠ**—সতীর অঙ্গ যেসব স্থানে পড়িয়াছিল। **মহাপুরাণ**—ব্যাসকৃত বৃহৎ অষ্টাদশ পুরাণ। **মহাপুরুষ**—শ্রেষ্ঠপুরুষ, সাধু ব্যক্তি, দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ; পুরুষোত্তম, নারায়ণ; (ব্যঙ্গে) অসাধারণ চক্রান্তকারী বা জোগাড়ে। **মহাপ্রতিহার**—পুররক্ষিগণের অধ্যক্ষ, নগরপাল। **মহাপ্রভু**—পরমেশ্বর, শিব, ইন্দ্র, শ্রীচৈতন্য। **মহাপ্রয়াণ,** **মহাপ্রস্থান**—মৃত্যুকামনা করিয়া হিমালয় পর্যন্ত গমন। **মহাপ্রলয়**—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ও ব্রহ্মার বিনাশ; মহা ওলট-পালট। **মহাপ্রসাদ**—দেবোদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য; দেবীকে নিবেদিত ছাগের মাংস; অতি প্রসন্নতা বা অনুগ্রহ। **মহাপ্রাণ**—উদার-চরিত, মহাত্মা; দীর্ঘজীবী; বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ, ষ, স, হ; দাঁড়কাক। **মহাফল**—সুমহৎ পরিণামযুক্ত (নিবৃত্তি মহাফলা); সুমহৎ পরিণাম; বিল্বফল (মহাফলা—ইন্দ্র-বারুণী)। **মহাবরাহ**—বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ। **মহাবল**—অতিশয় বলবান্; বায়ু; বুদ্ধ; সীসা। **মহাবাক্য**—মহাপুরুষের বাক্য; জ্ঞানগর্ভ বাক্য; যে বাক্যে পরমতত্ত্বের নির্দেশ পাওয়া যায়, মহাসঙ্কল্পজ্ঞাপক বাক্য। **মহাবাহু**—মহাবল; দীর্ঘ ভুজ-বিশিষ্ট। **মহাবিদ্যা**—শক্তির কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দশরূপ; শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। **মহাবিষ**—দুমুখো সাপ। **মহাবিষুব**—দিন ও রাত্রির সমতার সময়, vernal equinox। **মহাবীর**—মহাবিক্রম; বিষ্ণু, গরুড়, হনুমান, সিংহ; সুবিখ্যাত জৈনধর্ম-প্রচারক। **মহা-বৃহতী**—বড় বেগুণ। **মহাবৈদ্য**—হাতুড়ে। **মহাবোধি**—মহাবোধসম্পন্ন, বুদ্ধদেব। **মহাব্যাধি**—কুষ্ঠাদি। **মহাব্যাহৃতি**—ভূ র্ভুবঃ স্বঃ—গায়ত্রীর এই মন্ত্রত্রয়। **মহা-ব্যোম**—নভোমণ্ডল। **মহাব্রণ**—দুষ্ট ব্রণ। **মহাব্রত**—দ্বাদশ-বর্ষ-সাধ্য ব্রত-বিশেষ, মহৎ লক্ষ্যে নিষ্ঠাবান্। **মহাব্রাহ্মণ**—নিন্দিত ব্রাহ্মণ, অগ্রদানি ব্রাহ্মণ। **মহাভয়ঙ্কর**—মহাভীতিকর, ঘোর। **মহাভাগ**—সৌভাগ্য-বান্, পুণ্যাত্মা। **মহাভাগবত**—পরম বৈষ্ণব, মহাভক্ত। **মহাভাব**—ভক্তি ও প্রেমোন্মত্ত-তার চরম দশা (চৈতন্যদেবের মহাভাব)। **মহাভারত**—স্বনামধন্য মহাকাব্য; পাপ-নাশক, পবিত্রতার উৎস (মহাভারত বল; এতে আর মহাভারত অশুদ্ধ হবে না); (ব্যঙ্গে)। অতি বিস্তৃত কাহিনী (তোমার এ মহাভারত শুনবার সময় আমার নেই)। **মহাভিক্ষু**—বুদ্ধদেব। **মহাভূত**—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চভূত; শিব। **মহামণ্ডল**—মহাসভা; (স্ত্রী-মহামণ্ডল); সম্মিলিত রাজন্য-

বর্গের প্রধান ; বড় মোড়ল ; রাষ্ট্রের অধ্যক্ষ। **মহামতি**—অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন, উদার-হৃদয়, মহাত্মা (মহামতি আকবর)। **মহা মহা**—বড়বড়, নামজাদা (মহা মহা ভট্টাচার্য)। **মহামহিম**—মহাসম্মানিত, অতি মহান্ ; প্রতাপবান্ (মহামহিম শ্রীযুক্ত কালেক্টার বাহাদুর)। **মহামহোপাধ্যায়**—সম্মানিত। মহাপণ্ডিত ; পণ্ডিতের উপাধি-বিশেষ। **মহামাংস**—নরমাংস ; গো-মহিষাদির মাংস। **মহামাত্য**—প্রধান মন্ত্রী। **মহামাত্র**—প্রধান মন্ত্রী, পদস্থ ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, মাহুতদিগের অধ্যক্ষ (স্ত্রী. মহামাত্রী—মহামাত্রের পত্নী ; আচার্য-পত্নী)। **মহামানব**—বিশ্বের মানবজাতি, humanity। **মহামান্য**—পরম সম্মানিত, মহামহিম। **মহামায়া**—অবিদ্যা, দুর্গা। **মহামার**—মহা গণ্ডগোল, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা। (কথ্য, মহামারি—সে এক মহামারি কাণ্ড)। **মহামারী**—মড়ক। **মহামাষ**—বরবটি কলায়। **মহামুদ্রা**—তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সাধনের উপযোগী যন্ত্র। **মহামূল্য**—অতিশয় মূল্যবান্ ; অতি উচ্চ শ্রেণীর, যাহা সচরাচর পাওয়া যায় না। **মহামূষিক**—বড় ইঁদুর, গেছো ইঁদুর। **মহামৃগ**—হস্তী, শরভ। **মহামেঘ**—ভীতিকর মেঘ ; শিব। **মহামোহ**—ঘোর, বিষয়াসক্তি, স্থূল সুখভোগেচ্ছা। **মহাম্ল**—তেঁতুল। **মহাযজ্ঞ**—বেদাধ্যয়ন, হোম, অতিথিপূজা, তর্পণ ও জীবগণকে খাদ্য দান—এই পাঁচ প্রকার যজ্ঞ ; যে যজ্ঞে প্রভূত দক্ষিণা দেওয়া হয়। **মহাযশাঃ**—যাহার যশঃ মনুষ্য-সমাজে সুবিস্তৃত, পুণ্যশ্লোক। **মহাযাত্রা**—কাশীযাত্রা ; মহাপ্রস্থান। **মহাযোগী**—যাহার চিত্ত বাহ্য জগতের প্রভাব হইতে মুক্ত ও ব্রহ্মের সহিত একান্তভাবে যুক্ত ; শ্রেষ্ঠ সত্যান্বেষী। **মহারজত**—স্বর্ণ, ধুতুরা। **মহারণ্য**—নিবিড় ও বিস্তৃত অরণ্য। **মহারত্ন**—শ্রেষ্ঠরত্ন, হীরকাদি। **মহারথ** দশ সহস্র ধনুর্ধারীর সহিত যিনি যুদ্ধ করিতে সক্ষম অথবা যিনি নিজেকে, সারথিকে ও অশ্বসমূহকে অক্ষত রাখিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন ; শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। **মহারস**—খেজুর, কেসুর, ইক্ষু, পারদ, কাঁজি। **মহারাজ**—সম্রাট্, শ্রেষ্ঠ রাজা (বাংলায় মহারাজাও সুপ্রচলিত)। মঠাধ্যক্ষ ; দীক্ষাগুরু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত। (স্ত্রী. মহারাজ্ঞী—মহিষী)। **মহারাত্রি**—মহা-প্রলয়ের রাত্রি ; অর্ধরাত্রের পর মুহূর্তদ্বয়। **মহারুদ্র**—মহাদেবের সংহার-মূর্তি-বিশেষ। **মহারোগ**—বাত, কুষ্ঠ, অর্শ, রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি কঠিন রোগ। **মহার্ঘ**—মহামূল্য। **মহার্বুদ**—শতকোটি সংখ্যা। **মহার্হ**—মহামূল্য ; শ্বেতচন্দন। **মহালোহ**—চুম্বক-লৌহ। **মহাশকুল,-শোল**—মৎস্য-বিশেষ, দেখিতে অনেকটা রোহিত মৎস্যের মত। **মহাশক্তি**—অতিশয় পরাক্রমশালী ; কার্তিকেয় ; অতিশয় পরাক্রম। **মহাশঙ্খ**—ভীমের শঙ্খ ; মানুষের হাড় ; নরকপালের অস্থির দ্বারা নির্মিত তান্ত্রিকের মালা। **মহাশয্যা**—বৃহৎ শয্যা, রাজাসন। **মহাশয়**—সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হয় (মহাশয়ের নিবাস) ; মহামনা সম্ভ্রান্ত, অমায়িক (তিনি অতি মহাশয় ব্যক্তি)। **মহাশল্ক**—চিংড়ীমাছ। **মহাশুক্তি**—যে শুক্তিতে মুক্তা হয়। **মহাশুভ্র**—অতি শুভ্র বর্ণ, রৌপ্য। **মহাশূদ্র**—গোপ (স্ত্রী. মহাশূদ্রী)। **মহাশ্বেতা**—সরস্বতী ; দুর্গা ; কৃষ্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড ; শ্বেত অপরাজিতা। **মহাশ্মশান**—লোকে যেখানে মরিতে গমন করে ; কাশী ; বৃহৎ শ্মশান-ভূমি। **মহাপ্রাণ**—শাক্যমুনি। **মহাসাধক**—শ্রেষ্ঠ সাধক ; মহাকর্মী। **মহাসান্ধিবিগ্রহিক**—পররাষ্ট্র-সচিব, foreign minister। **মহাসিংহ**—শরভ। **মহাস্নান**—অগুরু প্রভৃতির দ্বারা সুবাসিত শতভার গঙ্গা-জলে বা শতঘট তীর্থজলে প্রতিমার স্নান।

মহানুভব, মহানুভাব—উদার-স্বভাব, মহা-প্রাণ, মহাশয় প্রতাপবান্।

মহান্ত—মোহান্ত দ্রঃ।

মহান্তি—উপাধি-বিশেষ (মাহান্তি দ্রঃ)।

মহাপায়া—(আ. মুহ'ফা) বৃহৎ শিবিকা-বিশেষ। (গ্রাম্য—মাফা)।

মহাফেজ—(আ মুহাফিয') সরকারী কাগজ-পত্রাদির রক্ষক কর্মচারী, record-keeper।

মহাফেজখানা—যেখানে সরকারী কাগজ-পত্রাদি রক্ষিত হয়।

মহাল—(আ.) জমিদারী (মহল দ্রঃ)।
মহালয়া—আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা।
মহাষ্টমী—আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমী।
মহি—[মহ্ (পূজা করা) + ই] পৃথিবী ; মহিমা। বিণ. মহিত—পূজিত, সম্মানিত। **মহিতল**—ভূতল। **মহিপুত্র**—মঙ্গলগ্রহ। [ব্যবহৃত)।
মহিম—(আ. মুহিম) যুদ্ধ (পুঁথি-সাহিত্যে যথেষ্ট
মহিমা—(মহৎ + ইমন্) শিবের বিভূতি-বিশেষ, শরীরকে স্থূল করিবার ক্ষমতা ; শক্তি ; মাহাত্ম্য ; গৌরব ; ঐশ্বর্য ; উৎকর্ষ ; মহত্ত্ব ; বিরাটত্ব। বিণ. মহিমময়। **মহিমস্তব**—শিবমাহাত্ম্য-বিষয়ক স্তব। (মহিমময় সাধু, কিন্তু বাংলা কাব্যে মহিমাময় সুপ্রচলিত, বোধ হয় শ্রুতি-মাধুর্যের জন্ম)।
মহিলা—[মহ্ (পূজা করা, পূজিত হওয়া) + ইল + আ] সম্ভ্রান্ত নারী ; নারী (মহিলাদিগের বসিবার স্থান)।
মহিষ—(মহ্ + ইষ) সুপরিচিত পশু ; যমের বাহন ; অসুর-বিশেষ (মহিষমর্দিনী)। **মহিষী**—স্ত্রী. মহিষ ; পাটরাণী ; ব্যভিচারিণী স্ত্রী.। বিণ. মহিষা, ভঁয়সা (ভঁয়সা ঘি ; মহিষা চাল)।
মহিষ্ঠ—(মহৎ + ইষ্ঠ) অতিমহৎ।
মহী—মহি, পৃথিবী ; ভূমি। **মহীক্ষিৎ**—রাজা। **মহীজ**—পার্থিব ; মঙ্গলগ্রহ ; নরকাসুর ; আর্দ্রক। (স্ত্রী. মহীজা—সীতা)। **মহীদুর্গ**—পাষাণ বা ইষ্টকে নির্মিত, বারহাত চওড়া ও চব্বিশ হাত উঁচু পরিখা-যুক্ত দুর্গ-বিশেষ। **মহীধর, মহীধ্র**—পর্বত। **মহীপাল,-পতি**—রাজা। **মহীভৃৎ**—পর্বত। **মহীমণ্ডল**—ভূমণ্ডল। **মহীরুহ**—বৃক্ষ। **মহীলতা**—কেঁচো।
মহীয়ান্—(মহৎ + ঈয়স্) অতি মহৎ, মহত্তর মহিমান্বিত (মৃত্যুর বিশ্রাম যেন বরে মহীয়ান্—রবি)।
মহু—মধু (বৈষ্ণব-কবিতা)। **মহুয়া**—মিষ্টস্বাদ ফুল-বিশেষ ও তাহার গাছ ; মৌল। **মহুল**—মহুয়া (প্রাচীন বাংলা)।
মহেন্দ্র—ইন্দ্র ; বিষ্ণু ; শিব ; পর্বত-বিশেষ। **মহেন্দ্রকেতু,-ধ্বজ**—ইন্দ্রধ্বজ। **মহেন্দ্রগুরু**—বৃহস্পতি। **মহেন্দ্রজিৎ**—গরুড়। **মহেন্দ্রনগরী**—অমরাবতী। স্ত্রী. মহেন্দ্রাণী।
মহেশ—শিব। স্ত্রী. মহেশী, মহেশানী।
মহেশ্বর—পরমেশ্বর (আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা মহেশ্বর—রবি) ; শিব (ভোলা মহেশ্বর)। স্ত্রী. মহেশ্বরী—শিবানী।
মহেষু—(মহা + ইষু) মহাশক্তিশালী বাণ, অমোঘ বাণ। **মহেষ্বাস**—(মহেষু নিক্ষেপকারী) মহাধনুর্ধর ; বৃহৎ ধনুক।
মহোক্ষ—বৃহৎ বৃষ।
মহোৎপল—বৃহৎ পদ্ম। **মহোৎসব**—মহা আনন্দজনক ব্যাপার ; বৈষ্ণবদিগের সংকীর্তন ও ভোজন-উৎসব (কথ্য—মহোচ্ছব, মচ্ছব)। **মহোৎসাহ**—অতিশয় উৎসাহ, মহৎ চেষ্টা ; অতিশয় উদ্যমযুক্ত, রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজপুরুষ। **মহোদধি**—মহাসমুদ্র। **মহোদয়**—মহৎ-সমৃদ্ধি-যুক্ত, অত্যুন্নত ; অভ্যুদয়, কর্তৃত্ব ; মোক্ষ ; কান্যকুব্জ দেশ। **মহোদর**—বৃহৎ উদর-বিশিষ্ট, লম্বোদর ; বৃহৎ উদর ; উদরী রোগ। স্ত্রী. মহোদরী—(সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহার উদরের মধ্যে) চণ্ডী। **মহোদ্যম**—অতিশয় উদ্যম ; অতিশয় উদ্যোগী। **মহোন্নতি**—প্রকৃষ্ট উন্নতি (বিণ. মহোন্নত)। **মহোন্মাদ**—অতিশয় উন্মত্ত ; ফলুই মাছ। **মহোপকারী**—অতিশয় উপকারী (সাধারণতঃ সন্ধির দিকে বাংলার প্রবণতা কম, সেজন্য 'মহোপকার' পরিবর্তে 'মহা উপকার' বেশী প্রচলিত)। **মহোরগ**—বৃহৎ সর্প ; বিমাক্ত তগরমূল। **মহোরস্ক**—বৃঢ়োরস্ক। **মহোল্কা**—বৃহৎ উল্কা ; বৃহৎ জ্বলন্ত কাঠ। **মহৌষধ**—উত্তম ঔষধ ; রসুন, শুঁঠ, পিপুল। **মহৌষধি,-ধী**—(যে ওষধির ভেষজ গুণ অমোঘ) দূর্বা ; রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণ-লতাদি, মহাস্নানে ব্যবহার্য অষ্ট ওষধি ; সঞ্জীবনী লতা, শ্বেত কণ্টকারী ; ব্রাহ্মী ; কটুকা ; অতিবিষা ; হিমলোচিকা।
মা—(মা + কিপ্) লক্ষ্মী (মাপতি—বিষ্ণু) ; মাতা ; মায়ের মত স্নেহবতী, মাতৃস্থানীয়া (মা জানকী, মা গঙ্গা ; খুড়ি-মা ; ফুফু-মা) ; কন্যা, কন্যাস্থানীয়া, পরস্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্বোধনে ব্যবহৃত হয় ; প্রভুপত্নী, কর্ত্রী ; গুরুপত্নী ; ব্রাহ্মণী (মা ঠাকুরুণ, কর্তা-মা) ; বিস্ময়, ধিক্কার যন্ত্রণা ইত্যাদি প্রকাশক (সাধারণতঃ মেয়েলি, ভাষায়—ওমা, কি হবে গো ; ও মা মা মা, এমন কাণ্ড দেখিনি ; মাগো, বাবাগো !)। **মাও**—মা (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

মা—(সং.) নিষেধার্থক অব্যয় (মা ভৈঃ বাণী)। **মা-গঙ্গা**—গঙ্গা দ্রঃ। **মা**—স্বরগ্রামের 'মধ্যম' অর্থাৎ চতুর্থ সুর।

মাই—মাতা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত); স্তন; স্তন্য (মাই খাওয়ান,-দেওয়া,-ছাড়ানো—কথ্য ও মেয়েলি)।

মাইকেল—(ইং. Michael) বাইবেলে উক্ত দেবদূতের নাম; কবি মধুসূদন দত্তের খৃষ্টানী নাম। **মাইকেলি ছন্দ**—মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

মাইজ—মাজ, কলাগাছের মধ্যেকার জড়ানো-পাতা; মধ্য (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত—মাইজ দরিয়া; মাইজখান দিয়া)। (ভাতের মাইজ—মাজ দ্রঃ)। (মাজলা বা মাইজা ভাই—মধ্যম ভ্রাতা)।

মাইঞা, মাইয়া, মায়্যা—মেয়ে, মেয়েলোক (পত্নী অর্থে মাইয়া সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, তবে কোন কোন অনুন্নত সমাজে পত্নী অর্থে মাইয়া ব্যবহৃত হয়)। (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

মাইতি,-তী—উপাধি-বিশেষ (উড়িষ্যায় সু-প্রচলিত)।

মাইনদার—(হি. মাহিনাদার) যে মাসিক বেতন লইয়া কাজ করে (ভৃত্য, অথবা কৃষিকর্মে নিযুক্ত ভৃত্য)।

মাইনর—(ইং. minor) মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর বিশেষ (মাইনরে বৃত্তি পেয়েছিল); নাবালক।

মাইনা, মাইনে—মাসিক বেতন। **মাইনের চাকর**—যে চাকরকে মাসে মাসে মাহিনা দেওয়া হয়, সুতরাং তাহার দায়িত্বশীল ও প্রভুর স্বার্থরক্ষার মনোযোগী হওয়া চাই ই।

মাইফরাস—মাইফরাস দ্রঃ।

মাইরি—(By Mary—মেরী মাতার নামে শপথ করিতেছি; পর্তুগীজদের দ্বারা প্রবর্তিত মনে হয়) নিশ্চয়তা, সংকল্প, বিদ্রূপ ইত্যাদি-জ্ঞাপক সমবয়স্ক মেয়েদের অথবা ইয়ারদের ভাষা।

মাইল—(ইং. mile) অর্ধ ক্রোশ বা ১৭৬০ গজ দীর্ঘ পথ। **মাইলটাক**—প্রায় এক মাইল (গ্রাম্য)।

মাইলানি—মালিনী (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

মাউই, মাওই—ভ্রাতার বা ভগিনীর শাশুড়ী।

মাউগ—স্ত্রী (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত—পশ্চিমবঙ্গে 'মাগ')। (**মাউগপোলা**—স্ত্রীপুত্র। **মাউগা**—স্ত্রৈণ)।

মাউসা, মৌসা—মাসীর স্বামী (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত—পশ্চিমবঙ্গে মেসো)।

মাংস—(আমাকে সে পরকালে ভক্ষণ করিবে, যাহার মাংস আমি ভোজন করিতেছি) প্রাণীর দেহের অংশ বা অংশ-বিশেষ (ছাগ-মাংস—ছাগের অস্থিসমেত মাংসের টুকরা); শাঁস (দেশী খেজুরে কেবল আঁটি, মাংস প্রায় নাই; মাছের মাংস)। **মাংসপেশী,-পেশি**—মাংসপিণ্ড-বিশেষ, muscle। **মাংসফলা**—বেগুন। **মাংসল**—মাংসবহুল, মোটা। **মাংসাদ, মাংসাশী**—মাংসভোজী। **মাংসাষ্টকা**—গৌণচান্দ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী (এই তিথিতে মাংস দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ বিধেয়)। **মাংসিক**—মাংস-বিক্রয়ী, কশাই।

মাকড়, মাকড়সা—(সং. কর্কট) অষ্টপদী কীট-বিশেষ, ঊর্ণনাভ। **মাকড় মারিলে ধোকড় হয়**—বিধানদাতা পণ্ডিতের নিজের ছেলে যদি মাকড় মারে তবে সেই পণ্ডিতের বিধানে প্রায়শ্চিত্তের পরিবর্তে তাহার (ছেলের) নূতন কাপড় লাভ হয় (ধোকড় দ্রঃ)।

মাকড়ি—কর্ণভূষণ-বিশেষ।

মাকনা—(সং. মৎকুণ) যে হাতীর দাঁত উঠে নাই অথবা দাঁত উঠলেও খুব ছোট।

মাকন্দ—(সং.) আম্রবৃক্ষ, আম্র; চন্দন-বৃক্ষ। স্ত্রী. মাকন্দী—আমলকী; পীতচন্দন; গঙ্গাতীরের নগরী-বিশেষ।

মাকাঠি,-টি—কার্পাসের বীজ (এক মাকাঠিও না—অতিরিক্ত একটুকুও না)। (কোন কোন অঞ্চলে মাকটি বলা হয়)।

মাকাল, মাখাল—(মহাকাল) দেখিতে সুন্দর কিন্তু অন্তঃসারশূন্য ফল-বিশেষ, তাহা হইতে, চটকদার কিন্তু অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি বা ব্যাপার।

মাকু—(ফা. মাকু) কাপড় বোনার যন্ত্র-বিশেষ, shuttle।

মাকুন্দ,-ন্দে—মৎকুণ, যে বয়স্ক পুরুষের গোঁফ-দাড়ি উঠে নাই ('যদি দেখ মাকুন্দে চোপা, এক পা না যেয়ো বাপা')।

মাক্ষিক,-ক্ষীক—(মক্ষিকাকৃত) মধু; উপধাতু-বিশেষ, pyrites। **মাক্ষিকজ**—মোম। **মাক্ষিক শর্করা**—মধু হইতে প্রাপ্ত শর্করা। **মাক্ষিকাশ্রয়**—মৌচাক (বলা হয়)।

মাখন—(সং. ম্রক্ষণ) ননী, butter (মাখমও

মাখনা—(সং. মখান্ন) জলজ উদ্ভিদ-বিশেষের ফল।

মাখা—(সং. ম্রক্ষ্) লেপন করা (তেল মাখা; ছাই মাখা); মিশ্রিত করা, মর্দন করা (তরকারি দিয়ে ভাত মাখা; ময়দা মাখা)। **মাখানো**—মাখা (তেল মাখানো—অপরের দেহে তেল লেপন করা, অতি হীনভাবে মন যোগানো বা খোসামোদ করা); লিপ্ত, মর্দিত, মিশ্রিত (মাখা ভাত; সাবান-মাখা কাপড়)। **গায়ে মাখানো**—নিজেকে কাহারও অপ্রিয় মন্তব্যের লক্ষ্যস্থল জ্ঞান করা (কথাটা সে গায়ে মাখালো না তাই রক্ষে)। **মাখামাখি**—মিশামিশি, দহরম-মহরম (সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থক—অত মাখামাখি ভাল নয়; ক'দিন যে খুব মাখামাখি দেখলাম)। [মাগভাতার)।

মাগ—(সং মাতৃগ্রাম) ভার্যা (গ্রাম্য—মাগছেলে;

মাগধ—(মগধ+ষ্ণ) মগধ-দেশজাত; সঙ্করজাতি-বিশেষ, ভাট; স্তুতিপাঠক। স্ত্রী. মাগধী—মগধ-রাজকন্যা, যুঁইফুল; গুজরাটী এলাচ; মগধদেশীয় ভাষা।

মাগন—প্রার্থনা, ভিক্ষা, জমিদার প্রভৃতিকে দেয় চাঁদা। বিণ. মাগনা—বিনামূল্যে পাওয়া; মূল্যহীন; তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিবার মত (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

মাগফেরাত—(আ. মগ্‌ফিরাত) ক্ষমা, নিষ্কৃতি, মৃতের জন্য ঐশ্বরিক ক্ষমা (তাঁর জন্য মাগফেরাত কামনা করি)। [ভিক্ষা মাগা'।

মাগা—প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা (বর মাগা;

মাগী—(সং. মাতৃগ্রাম) বয়স্কা স্ত্রীলোক; স্ত্রী. (মাগী-মিনসে)। (গ্রাম্য মেয়েলি; সাধারণতঃ অবজ্ঞাসূচক)। **মাগু**—মাগ, স্ত্রী (প্রাদেশিক)।

মাগুর—(সং. মদ্গুর) সুপরিচিত মাছ।

মা-গোঁসাই—গোঁসাই দ্রঃ।

মাগ্‌গি, মাগ্‌গ্যি—দুর্মূল্য; দুর্মূল্যতা। (জিনিষ-পত্র সব মাগ্‌গি হয়ে গেছে; মাগগির বাজার)। **মাগ্‌গি গণ্ডা**—আক্রার বাজার; জিনিষপত্র দুর্মূল্য।

মাঘ—বাংলা বৎসরের দশম মাস; সংস্কৃত কবি-বিশেষ। বিণ. মাঘী—মাঘ মাসে জাত অথবা মাঘ মাস সম্পর্কিত (মাঘীপূর্ণিমা; মাঘী মটর)।

মাঙন—(সং. মার্গণ) চাওয়া, প্রার্থনা করা; জমিদার প্রভৃতিকে দেয় চাঁদা।

মাঙ্গলিক, মাঙ্গল্য—শুভফলপ্রদ; আভ্যুদয়িক; মঙ্গল-দ্রব্য। **মাঙ্গলিক গান**—বৈতালিকের গান; আভ্যুদয়িক সঙ্গীত।

মাঙ্গা, মাঙা—মাগা, প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা। (কাব্যে সাধারণতঃ মাগা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কথোপকথনের ভাষায় অনেক সময় মাঙা ব্যবহৃত হয়—মাঙ্‌তে দানা পাবিনে; ভিখ্ মেঙে খায়)।

মাচা—(সং. মঞ্চ) বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির দ্বারা তৈরি উচ্চ স্থান (লাউ-কুমড়ার মাচা; গৃহস্থের ধান, কলাই ইত্যাদি রাখিবার ঘরের মধ্যকার মাচা; মাচা নাই তার বুধবার); বাঁশ দিয়া তৈরি শয়নের স্থান; মড়া শ্মশানে লইয়া যাইবার খাট (বাঁশের মাচা)। **মাচান**—মাচা; মঞ্চ বা বসিবার আসন স্থাপন করিবার উচ্চ স্থান (মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র)। **মাচিয়া**—উঁচু আসন, বেতের বা বাঁশের চেয়ার, চেয়ার।

মাছ—(সং মৎস্য; প্রা. মচ্ছ) সুপরিচিত জলের জীব, মৎস্য; মীন; মাছের মত ভূষণ-বিশেষ। **মাছুয়া, মেছো**—জেলে; মাছ-সম্পর্কিত (মেছোহাটা—মাছের হাট; মাছের হাটের মত কোলাহলময়)। **মাছরাঙা**—ছোট পাখী-বিশেষ, মাছ ইহাদের প্রধান খাদ্য।

মাছি, মাচি—(সং. মক্ষিকা) সুপরিচিত বিরক্তিকর ও বিপত্তিকর কীট (মাছির ভনভনানি; ভাতে মাছি বসেছে); বন্দুকের নলের উপরকার মাছির মত ক্ষুদ্র চিহ্ন, যাহা দ্বারা লক্ষ্য ঠিক করা হয়। **মাছি-টেপা**—যে গুড়ের উপরে বসা মাছি টিপিয়া তাহার পেট হইতে গুড় বাহির করিয়া লয়, অতি কৃপণ। **কুকুরে মাছি**—কুকুরের গায়ে যে মাছি বসে। **ডাঁশ মাছি**—দংশ-মক্ষিকা, একপ্রকার বড় মাছি, ইহা গরুকে খুব উত্যক্ত করে। **কানামাছি**—ছেলেমেয়েদের চোখ-বাঁধা খেলা-বিশেষ। **গুয়ে মাছি**—বড় মাছি-বিশেষ, ইহারা বিষ্ঠা, পচা দ্রব্য ইত্যাদির উপরে বেশী বসে। **মাছি-মারা কেরানী**—প্রসিদ্ধি এই যে, একজন কেরানীকে একটি লেখা নকল করিতে দেওয়া হইলে সেই লেখায় যে একটি মরা মাছি লাগিয়াছিল, কেরানী তাহাও অবিকল নকল করিয়াছিল অর্থাৎ নকলেও যথাস্থানে একটি মাছি মারিয়া লাগাইয়া

দিয়াছিল, তাহা হইতে, বুদ্ধিবিচারহীন নকলনবীশ।

মাছিতা, মাছেতা—মেছেতা দ্রঃ।

মাজ—মধ্য, মধ্যবর্তী (মাইজ ও মাঝ দ্রঃ—মাজ পাতা; মাজ দরিয়া; মাজ পথ); ভাতের অল্প অসিদ্ধ অংশ (ভাতে মাজ আছে)। **মাজমরা**—দৈহিক বীর্যহীন (প্রাদেশিক)।

মাজন—মঞ্জন, মিশি (দাঁতের মাজন); দাঁত পরিষ্কার করিবার চূর্ণ-বিশেষ; ঘষিয়া পরিষ্কার করা, মার্জন।

মাজরা—(আ) ঘটনা, আসল ব্যাপার।

মাজা—মার্জনা করা, ঘষিয়া পরিষ্কার বা মসৃণ করা (বাসন মাজা; সুতা মাজা—মাঞ্জা দ্রঃ; গা মাজা)। **চুল মাজা**—কেশ মার্জনা করা (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)। **মাজা-ঘষা**—ঘষিয়া উজ্জ্বল করা; কিছু অদল-বদল করিয়া উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা (লেখাটা যে ভাবে আছে, তাতে চলবে না, মাজা-ঘষা করতে হবে দেখ); প্রসাধনের সাহায্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়—লোকে বলে, মেজে-ঘষে রূপ হয় না, কিন্তু কিছু হয় নিশ্চয়ই)।

মাজা—(মার্জিত, যাহা মার্জিত করিয়া মসৃণ, সুঠাম বা উৎকর্ষযুক্ত করা হইয়াছে (মাজা সুতা; মাজা বুদ্ধি; মাজা-ঘষা রূপ)।

মাজা—(সং. মধ্য; প্রাকৃ. মজ্‌ঝ) কোমর, কটিদেশ (মাজা-ভাঙ্গা—মধ্যদেশ ভগ্ন অথবা বক্র; অবস্থা-গতিকে শক্তিহীন (মাজা-ভাঙ্গা সাপ) (মাঝ ও মাঝা দ্রঃ)।

মাজার—(আ. মাযার) সম্মানিত ব্যক্তির সমাধি-ক্ষেত্র (পীরের মাজার; মাজারে সিন্নি মানত করা)।

মাজিষ্ট্রেট—ম্যাজিষ্ট্রেট দ্রঃ (গ্রাম্য—মাজিষ্টর)।

মাজুফল—(ফা. মাজু; হি. মাজুফল) কীটের অণ্ডপূর্ণ বাসা-বিশেষ, gall-nut, ঔষধরূপে ও রং করিবার কাজে ব্যবহৃত হয়। [অকেজো।

মাজুর—(আ মা'জুর) অক্ষম, অসহায়,

মাজুষ—(সং. মঞ্জুষা) সিন্দুকের মত ছিদ্র-শূন্য ঘর; মান্দাস, ভেলা (কলার মাজুষ)।

মাজুন—(আ মা'জুন) ভাঙ্‌মিশ্রিত বাজীকরণ ঔষধ-বিশেষ।

মাঝ—(প্রা. মজ্‌ঝ) মধ্য, মধ্যবর্তী, ভিতর (মাঝ দরিয়া; মাঝ পথ; হিয়ার মাঝে, বুকের মাঝে—কাব্যে)। **মাঝখানে**—মধ্যভাগে; (মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী—রবি; মাঝখানে পড়ে মার খাচ্ছি—মার খাওয়া দ্রঃ); মধ্যে (মাঝখানে সে এসেছিল, দুদিন থেকে গেছে)।

মাঝা—মাজা, কোমর (প্রাচীন বাংলা)। **মাঝামাঝি**—মধ্যবর্তী, মধ্যম, ভালও নয়, মন্দও নয় (মাঝামাঝি পথ ধরা, মাঝামাঝি রকম; মাঝামাঝি গোছের); প্রায় মধ্যভাগে (নদীর মাঝামাঝি)।

মাঝার—অন্তর দেশ, মধ্যভাগ (হিয়ার মাঝারে)। **মাঝারি**—মাঝারি গোছের, উৎকৃষ্ট ও অধমের মধ্যবর্তী (মাঝারির সতর্কতা—রবি); কটিদেশ (প্রাচীন বাংলা)।

মাঝি,-ঝী—কর্ণধার (মন-মাঝি তোর বৈঠা নেরে—গান); নাবিক, জেলে (সম্ভ্রমসূচক—মাঝি, মাছ আছে নাকি? মাঝি মশায়; সাঁওতাল পুরুষ (স্ত্রী. মাঝিয়ান, মেঝেন)। **মাঝিমাল্লা**—কর্ণধার ও সাধারণ নাবিক। **ঘাটমাঝি**—যে খেয়া-নৌকা পারাপার করে অথবা খেয়া-ঘাটের অধ্যক্ষ।

মাঞ্জা—ঘুড়ির সুতা মাজিবার কাচচূর্ণ-মিশ্রিত লেই; মাঞ্জা দেওয়া,-করা)।

মাট—মাঠ দ্রঃ। **মাটকলাই**—চীনাবাদাম। **মাটকোটা**—মৃত্তিকানির্মিত দোতলা বাড়ী (ইহাতে ইট ব্যবহার করা হয় না)।

মাটা পালম—মোটা কাপড়-বিশেষ।

মাটাম, মাঠাম—ছুতারের যন্ত্র-বিশেষ, square। **মাটামসহি**—ভূমিতে সমকোণ সৃষ্টি করিয়া, খাড়া।

মাটি,-টী—(সং মৃত্তিকা) মৃত্তিকা; ভূমিতল (মাটিতে শোওয়া); জমি ভূসম্পত্তি (যার লাঠি, তার মাটি), মাটির মত মূল্যহীন, পণ্ড (সব মাটি হল; মাটির দরে বিক্রি)। **মাটি করা**—পণ্ড করা, অসার্থক করা। **মাটি কাটা**—কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া উপরে উঠানো; যে মাটি কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। **মাটি কামড় দিয়ে থাকা**—প্রবল বিরুদ্ধতার মধ্যেও অবিচলিত থাকা। **মাটি খাওয়া**—অতি নির্বুদ্ধির মত কাজ করা। **মাটি তোলা**—মাটি উপরে উঠাইয়া স্তূপ করা (ইঁদুরে মাটি তুলেছে)। **মাটি দেওয়া**—গোর দেওয়া। **মাটি নেওয়া**—কুস্তি খেলায়

মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মাটি আঁকড়াইয়া থাকা। **মাটি ফেলা**—মাটি ফেলিয়া নীচু জমি উঁচু করা বা গর্তাদি ভরাট করা। **মাটি ভাপানো**—বসিয়া বসিয়া মাটি গরম করা, অলস ভাবে বৃথা সময় নষ্ট করা। **মাটি মাখা**—মাটিতে জল ঢালিয়া কাদা প্রস্তুত করা, গায়ে মাটি মাখানো; মৃত্তিকালিপ্ত। **মাটি হওয়া**—পণ্ড হওয়া। **মাটি হয়ে থাকা**—উৎপীড়নাদি নীরবে সহ্য করিয়া যাওয়া। **মাটিতে পা না পড়া**—অতি দ্রুত চলা। **মাটির দর**—অতি অল্প মূল্য। **মাটির—মানুষ**—নির্বিরোধ, অতি ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। **গা মাটি-মাটি করা**—শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করা। **হাড় মাটি করা**—হাড় দ্রঃ। **হাতে (হাত) মাটি করা**—জলশৌচ করার পর হাতে মাটি মাখাইয়া ধুইয়া ফেলা।

মাটিয়া, মেটে—মেটে দ্রঃ।

মাটো, মাঠো—(সং. মন্দ, মৃদু) মন্দ, অপ্রখর, নিস্তেজ (মাটো আঁচ; মাটো ধার) ঔজ্জ্বল্যহীন, শাদা-মাটা, নিরেশ (মাটো রং, এর তুলনায় 'ওগো' আমার খাসা,—যদিও,—মানি—একটু ঈষৎ মাটো—সত্যেন দত্ত)।

মাঠ—(মাটি) বিস্তীর্ণ খোলা জায়গা (খেলার মাঠ); প্রান্তর (মাঠের পরে মাঠ; চাসের উপযোগী বিস্তীর্ণ ভূমি (মাঠের ফসল; মাঠ বন্দোবস্ত করা)। **মাঠ করা**—ময়দানে পরিণত করা। বিণ. মাঠান—শস্যক্ষেত্রে পরিণত (মাঠান জমি)। মেঠো দ্রঃ। **মাঠ-ময়দান, মাঠঘাট**—গৃহের বাহিরের বড় (অশুচি) স্থান অথবা বাহিরের উন্মুক্ত স্থান। **মাঠে যাওয়া**—পল্লীগ্রামের লোকের মাঠে বাহ্যে করিতে যাওয়া। **মাঠে মাঠে ঘোরা**—অনর্থকভাবে সন্ধান করিয়া ফেরা। **মাঠে মারা যাওয়া**—দূরে মাঠে অসহায় ভাবে দস্যুহস্তে নিহত হওয়া, তাহা হইতে একান্ত বিফল হওয়া (এত প্ল্যান করেছিল, সব মাঠে মারা গেল—বিদ্রূপাত্মক)।

মাঠা—(সং. মন্থ) ঘোল; দইয়ের উপরকার ননী (মাঠা-তোলা দই); নির্জল ঘোল।

মাঠান—(সং মণ্ডণ?) যাহা মাঠে অর্থাৎ শস্য-উৎপাদন-উপযোগী ক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে (মাঠান জমি)।

মাঠিয়ান, মাঠেন—মাঠ অর্থাৎ যেখানে ধান মাড়াই হয়, সেই স্থান হইতে ধূলামাটির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় প্রাপ্ত (ধান); মাঠের গানের সুর।

মাড়—(সং. মণ্ড) মণ্ড, ভাতের ফেন; সুতায় দেওয়ার জন্য যে কাই তৈরি করা হয়; উপাধি-বিশেষ।

মাড়ওয়ার—মিবার রাজ্য, রাজপুতনা। **মাড়-য়ারী, মাড়োয়ারী**—রাজপুতনার অধিবাসী, বিশেষতঃ তাহার ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়।

মাড়া—(সং মর্দন) মর্দন করা, মর্দন করিয়া রস বাহির করা (আখ মাড়া); পিষ্ট করা (ঔষধ মাড়া)। বি. মাড়াই, মাড়ানি (আখ মাড়াই; ধান মাড়াই)। **মাড়ানো**—পদ-দলিত করা (পা-টা মাড়িয়ে দিয়েছে); পদক্ষেপ করা (ও-পথ আর মাড়াচ্ছিনে)। **ছায়া মাড়ানো**—সম্পর্ক রাখা (শ্বশুর-বাড়ীর ছায়াও মাড়ায় না)।

মাড়ি,-ড়ী—(সং. মাঢী) দন্তমূল (মাড়ি ফোলা)।

মাড়ুয়া—বজরা-জাতীয় শস্য-বিশেষ, ইহার রুটি হয়। **মাড়ুয়াবাদী, মেড়ো**—মাড়োয়ার বাসী (যাহারা মাড়ুয়া খায় অথবা মাড়োয়ারের ভাষায় কথা বলে); পশ্চিমা। (অবজ্ঞার্থক)।

মাড়োয়ার—মিবার ও মিবারের চতুর্দিকের অঞ্চল। **মাড়োয়ারী**—মাড়োয়ারবাসী; মাড়োয়ারের ভাষা।

মাঢ়ী—(সং) দন্তমূল। **মাঢ়ীক্ষত**—মাড়ির যন্ত্রণাদায়ক পীড়া-বিশেষ।

মাণ—(সং. মানক) মানকচু ও তাহার গাছ। **মাণখণ্ড**—মানচূর্ণ ও পুরাতন চাউল দিয়া প্রস্তুত করা রোগীর পথ্য-বিশেষ।

মাণব, মাণবক—মনুষ্য; মূঢ় ও কুৎসিত মনুষ্য অর্থাৎ যাহারা বেদজ্ঞানহীন এবং সদনুষ্ঠান-পরায়ণ নয়; ব্রাহ্মণ-কুমার; বিশনরী হার; বামন। স্ত্রী. মাণবিকা—বালিকা। **মাণব্য**—শৈশবকাল; মানব-সমূহ।

মাণিক—মানিক দ্রঃ।

মাণিকা—(সং) অষ্টপল পরিমাণ।

মাণিক্য—রক্তবর্ণ মণি-বিশেষ; পদ্মরাগ, চুণি, ruby। স্ত্রী. মাণিকা—জেঠী, টিকটিকি।

মাণ্ডবী—ভরতের পত্নী।

মাৎ, মাত—(আ. মাত্) পরাজয়, দাবা খেলায়

হার। **মাতকরা**—দাবা খেলায় সম্পূর্ণ হারাইয়া দেওয়া; বিমোহিত করা (গন্ধে মাত করা; বক্তৃতায় সভা মাত করা)। **বাজি মাৎ করা**—বিপক্ষকে সম্পূর্ণ হারাইয়া দিয়া বাগাদুরি অর্জন করা।

মাত, মাথ—(সং. মস্ত) গুড়ের জলীয় ভাগ (মাত গুড়; মাত কাটা—গুড়ের জলীয় অংশ বাহির হওয়া); দইয়ের জল।

মাতঃ, মাত—হে জননি: কন্যা, কন্যা-স্থানীয়া, মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীমাত্র প্রভৃতির প্রতি সম্বোধনেও ব্যবহৃত হয়।

মাতঙ্গ—(মতঙ্গ+ষ্ণ) হস্তী; চণ্ডাল; কিরাত-জাতি-বিশেষ। (স্ত্রী. মাতঙ্গী—হস্তিনী; দশ মহাবিদ্যার নবম মহাবিদ্যা; চণ্ডাল-স্ত্রী.)। **মাতঙ্গ-কুমারী**—চণ্ডাল-কন্যা। **মাতঙ্গ-নক্র**—জলহস্তী। **মাতঙ্গমৌক্তি**—গজমতি। **মাতঙ্গিনী**—হস্তিনী; স্ত্রীলোকের নাম।

মাতন—আনন্দে মত্ত হওয়া, উন্মাদনা পূর্ণ হওয়া (শালের বনে ফুলের মাতন হলো শুরু—রবি)।

মাতবর, মাতব্বর—(আ. মু'অ'তবর্) বিশ্বস্ত লোক; গ্রামের লোকের আস্থাভাজন ব্যক্তি; মোড়ল। বি মাতবরী, মাতব্বরী—মাতব্বরের কাজ, মোড়লী (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়—যাও, আর মাতব্বরী করতে হবে না)।

মাতম—(আ. মাতম) শোকোন্মাদনা, মহরমের সময় বুক চাপড়াইয়া যে শোক করা হয়। **দুপুরে-মাতম**—দ্বিপ্রহরের মাতম অর্থাৎ শোকোন্মাদনা; উচ্চ ব্যাপক হাহাকার।

মাতরিশ্বা—[মাতরি (আকাশে)+শ্বি (বৃদ্ধি পাওয়া)+অন্] বায়ু।

মাতলাম, মাতলামি—মাতালের ব্যবহার, মত্ততা।

মাতলি, মাতুলি—ইন্দ্রের সারথি।

মাতা—(মা+তৃচ) জননী; জননীর মত মান্যা (বিমাতা, গুরুপত্নী, পিতৃষসা, মাতৃষসা, পিতামহী, মাতামহী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি ষোড়শ মাতা অথবা সপ্তমাতা)। **মাতামহ**—মাতার পিতা (স্ত্রী. মাতামহী)।

মাতা—মত্ত হওয়া (নেশায় মাতা; রসে মাতা, খেলায় মাতা); গাজিয়া উঠা, ফাঁপিয়া উঠা (খেজুরের রস মাতা)। **মাতিয়া উঠা**—প্রবল উৎসাহ বোধ করা, গাঁজিয়া উঠা, লতাগাছের অতিরিক্ত বাড় হওয়া। **মাতামাতি**—মত্তের মত দায়িত্বহীন ব্যবহার (স্ফূর্তিতে অথবা উন্মাদনায়—হোলির মাতামাতি; মিস্ মেয়োর মন্তব্য নিয়ে মাতামাতি)। **মাতানো**—মত্ত করা, মোহিত করা, উন্মাদনার বা আসক্তির সৃষ্টি করা (দেশের কাজে মাতানো); গাঁজাইয়া তোলা।

মাতাল—(হি. মতবালা) অতিরিক্ত মদ্যাসক্ত; মদ্যপানহেতু দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য; মাতালের মত মত্ত (মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া); আনন্দোন্মত্ত (বসন্তের মাতাল বাতাস—রবি)। (মাতলামি, মাতলামো—মাতালের ব্যবহার)।

মাতুঃস্বসা,-ষসা—(সং.) মাতৃষসা।

মাতুল—(সং.) মাতার ভ্রাতা, মামা (স্ত্রী. মাতুলা, মাতুলানী, মাতুলী)।

মাতৃ—(সং.) মাতা (মাতা দ্রঃ)। **মাতৃক**—মাতা হইতে আগত, মাতৃ-সম্বন্ধীয়; মাতুলগৃহ। **মাতৃকা**—মাতা; ধাত্রী, মাতামহী; অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণ (মাতৃকান্যাস—বর্ণমালার বিন্যাস); গৌরী, পদ্মা, শচী প্রভৃতি ষোড়শ দেবী; মূল কারণ। **মাতৃগণ**—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী বারাহী, চামুণ্ডা প্রভৃতি অষ্টশক্তি। **মাতৃ-ঘাতক,-ঘাতী**—মাতৃহন্তা। **মাতৃদায়**—মাতৃবিয়োগজনিত শ্রাদ্ধাদি। **মাতৃনন্দন**—কার্তিকেয়। **মাতৃপক্ষ**—মাতৃকুলজাত আত্মীয়। **মাতৃবন্ধু**—মাতার আত্মীয়বর্গ (মাতার মামাতো, পিসতুতো ও মাসতুতো ভাই)। **মাতৃভক্ত**—মাতার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান্। **মাতৃভাষা**—যে ভাষা মায়ের মুখ হইতে শেখা হয়, স্বজাতির ভাষা, mother-tongue। **মাতৃমণ্ডল**—নেত্রদ্বয়ের মধ্যভাগ (মরণকালে লোকে নাকি ইহা দেখিতে পায় না)। **মাতৃভূমি**—জন্মভূমি। **মাতৃশাসিত**—যে মায়ের কথায় চলে (নিন্দার্থক—নির্বোধ, মূর্খ)। **মাতৃষসা**—মাসী। **মাতৃষসেয়,-ষস্রেয়,-ষস্রীয়**—মাসতুতো ভাই (স্ত্রী. মাতৃষসেয়ী,-ষস্রেয়ী,-ষস্রীয়া)। **মাতৃস্তন্য**—মাতার স্তন-দুগ্ধ। **মাতৃহা**—মাতৃঘাতী।

মাতোয়ারা—বিহ্বল, বিভোর, প্রবল উৎসাহযুক্ত (সাধারণতঃ সদর্থে ব্যবহৃত হয়)।

মাতোয়াল, মাতোয়ালা—মত্ত, মাতাল, বিহ্বল, বিভোর।

মাত্তা—(আ. মত্তা') দ্রব্যসম্ভার (বাংলায় সাধারণতঃ 'মালমাত্তা'র ব্যবহার দেখা যায়)।

মাত্র—সাকল্য, সমুদায়, পরিমাণ (জীবমাত্র; মনুষ্যমাত্র: দশ টাকা মাত্র; নামমাত্র মূল্যে; মুহূর্তমাত্র): কেবল, শুধু (কেবলমাত্র সম্বল; পূর্ণমাত্র ভোজন; মাত্র সেই জানে): অব্যবহিত পরেই (পাইবামাত্র, পৌঁছিবামাত্র)। **একমাত্র**—শুধু একজন, শুধু একটি। **কিছুমাত্র**—আদৌ, সামান্য একটুকু।

মাত্রা—(মা+ত্র+আ) অল্প পরিমাণ, dose, পরিমাণ (তিন মাত্রা ঔষধ দেওয়া গেল; গণ্ডগোলের মাত্রা বাড়ছে, মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেই মুশকিল); বর্ণের উচ্চারণকাল (ধ্বনি-মাত্রিক ছন্দ); সঙ্গীতের তালের ক্ষুদ্র অংশ-বিশেষ (চার মাত্রার তাল), বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি অক্ষরের উপরে যে রেখা টানা হয়। **মাত্রাচ্ছন্দঃ**—মাত্রা অনুসারে যে সব ছন্দ রচিত হয়, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। **মাত্রাতত্ত্ব**—ঔষধের মাত্রা-সম্বন্ধে বিচার। **মাত্রাবৃত্ত**—মাত্রার দ্বারা নির্ধারিত ছন্দো-বিশেষ। বিণ. **মাত্রিক**—মাত্রা-বিষয়ক। **মাত্রিকা**—মাত্রা, পরিমাপ, পরিমাপক উপকরণ।

মাৎসর্য—(মৎসর+ষ্ণ) অপরের ভাল সহ্য করিতে না পারা, পরশ্রী কাতরতা।

মাৎস্য—মৎস্য-সম্বন্ধীয়; পুরাণ-বিশেষ। **মাৎস্য-ন্যায়**—মৎস্যদের রীতিনীতি অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্য যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস করে, সেই নীতি, 'জোর যার মুলুক তার' নীতি। **মাৎসিক**—মৎস্যজীবী, জেলে।

মাথ—(সং.) মন্থন, বধ, বিলোড়ন (বাংলায় প্রচলন নাই, তবে 'মাত করার 'মাত'-এর এই 'মাথ'-এর সহিত যোগ আছে ভাবা যাইতে পারে)।

মাথট—(হি. মাথৌট) চাঁদা, কোন সামাজিক কাজের জন্য মাথা-পিছু আদায় করা টাকা (মাথট তোলা)।

মাথা—(সং মস্তক, প্রা. মত্থঅ) মস্তক, শির, শীর্ষ, শীর্ষস্থানীয় (গাছের মাথা, গ্রামের মাথা); অগ্রভাগ (নৌকার মাথা, কলমের মাথা; ছইয়ের মাথা); ঝোঁক, প্রবণতা, উত্তেজনার মুহূর্ত (রাগের মাথায় কি বলেছি; খেয়ালের মাথায় করে ফেলা হয়েছে); মস্তিষ্ক (মাথা গরম); বুদ্ধি, ধীশক্তি (মাথা খাটানো; অঙ্কে ভাল মাথা আছে); বিরক্তিজ্ঞাপক উক্তি (মাথা-মুণ্ডু কি বকছ? তোমার বাপের মাথা)। **মাথা আঁচড়ানো**—চুল আঁচড়ানো। **মাথা উঁচু করা**—প্রাধান্য লাভ করা; আত্মগৌরব প্রকাশ করা। **মাথা উড়ানো**—মস্তক চূর্ণ করা, অস্তিত্ব ধূলিসাৎ করা। **মাথা কাটা যাওয়া**—অতিশয় লজ্জার কারণ ঘটা, মাথা হেঁট হওয়া। **মাথা কাড়া দেওয়া**—বাড়িয়া উঠা। **মাথা কুটা,-কুড়া,-খোঁড়া**—অসহ্য দুঃখে ভূমিতে বারবার মাথা ঠোকা; দেবতার স্থানে ভূমিতে বারবার মাথা লুটাইয়া আকুল প্রার্থনা জানানো। **মাথা কেনা**—সবময় কর্তৃত্বের অধিকার পাওয়া (ব্যঙ্গে—আমার বাপকে এক সময়ে কিছু সাহায্য করেছিলেন বলে তো আর মাথা কিনে নেননি)। **মাথা খাও**—মাথার দিব্য দিতেছি। **মাথা-খাওয়া**—মাথা অর্থাৎ বুদ্ধি বিগড়াইয়া দেওয়া, সমূহ ক্ষতির কারণ হওয়া। **মাথা খালি করা**—মস্তিষ্কের শক্তি নষ্ট করা। **মাথা খারাপ**—বিকৃত-মস্তিষ্ক, যাহার কাজের বুদ্ধি কম, গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের। **মাথা খারাপ করা**—মাথা ঘোলাইয়া দেওয়া। **মাথা খেলানো**—বুদ্ধিবৃত্তি চালিত করিয়া উপায় উদ্ভাবন করা। **মাথা গরম করা**—রাগিয়া যাওয়া। **মাথা গরম হওয়া**—প্রকৃতিস্থ না থাকা। **মাথা গুঁজিয়া থাকা**—অতি অসুবিধাজনক অবস্থায় বসবাস করা। **মাথা গুনতি**—লোক গণনা করিয়া। **মাথা ঘষা**—মাথার চুল ঘষিয়া পরিষ্কার করা অথবা ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া শুচি হওয়া, মাথার তেলে ব্যবহার করিবার নানা সুগন্ধি মসলা (মাথা ঘষায় ব্যবহৃত হয় সেইজন্য?)। **মাথা ঘোরা,-ঘুরুনী**—মাথা ঘুরিতেছে, এমন বোধ হওয়া (দুর্বলতা-হেতু)। **মাথা চালা**—গাজনের সন্ন্যাসীদের শিবকে প্রদক্ষিণ করিয়া মাথা ঠোকা। **মাথা চুলকানো**—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে আস্তে আস্তে অঙ্গুলি চালনা করা, যোগ্য উত্তর দিতে অপারগ হওয়ার লক্ষণ (মাথা চুলকালে হবে না, কথার জবাব দিয়ে যাও)। **মাথা ছাড়া**—মাথার বেদনা দূর হওয়া। **মাথা ঠাণ্ডা করা**—প্রকৃতিস্থ হওয়া, ধীরস্থির

হইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা। **মাথা ঠিক রাখা** বিচার-শীল হওয়া, উত্তেজনার বশে কিছু না করা। **পায়ে মাথা ঠেকানো**—ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা; শ্রদ্ধায় অবনমিত হওয়া। **মাথা তোলা**—মাথা উঁচু করা, বিরুদ্ধে দাঁড়ানো (সুযোগ পেয়ে শত্রুরা মাথা তুললো); কিছু বড় হওয়া (চারাগুলো মাথা-তোলা গোছের হলেই তুলে লাগানো যাবে)। **মাথা দেওয়া**—কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করা। **মাথা ধরা**—শিরঃপীড়া হওয়া। **মাথাধরা হওয়া**—মাথার বোঝা নেওয়ার যোগ্য হওয়া, সংসারের কাজে কিছু সাহায্য করিবার বয়স হওয়া। **মাথা নীচু করা**—হার স্বীকার করা; কুণ্ঠিত হওয়া। **মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা**—যাহার অস্তিত্ব নাই বা যাহা সন্দেহের বিষয়, তাহা লইয়া অনর্থক ব্যস্ত হওয়া। **মাথা নোয়ানো**—নতি স্বীকার করা। **মাথা পাতিয়া লওয়া**—(ভৎর্সনা কিংবা আদেশ) শিরোধার্য করা। **মাথা বকানো**—বৃথা বাকাব্যয় করানো। **মাথা বাঁধা**—শিরঃপীড়া নিবারণের জন্য ফিতা প্রভৃতি দিয়া মাথা শক্ত করিয়া বাঁধা; চুল আঁচড়াইয়া বেণী বাঁধা। **মাথা বাঁধা দেওয়া, মাথা বেচা**—নিজের কর্তৃত্বের বিলোপ হওয়া, আত্মসমর্পণ করা। **মাথা ব্যথা**—ব্যস্ততা, গরজ (ছেলের বাপ-মা দুই-ই বেঁচে আছে, সে ক্ষেত্রে তাকে নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?)। **মাথা ভাঙ্গা**—মাথা ফাটানো; দুঃসাহসিক, গোঁয়ার, জেদী (এমন মাথাভাঙ্গা লোককে নিয়ে পারবার জো নেই)। **মাথা ভারী হওয়া**—সর্দির উপক্রম হওয়া। **মাথা মারা**—মটকা মারা অর্থাৎ ছাওয়া। **মাথা মাটি করা**—বুঝাইতে বৃথা চেষ্টা করা। **মাথা-মোটা**—বুদ্ধি-মোটা। **মাথা মুড়ানো**—মুড়ানো দ্রঃ। **মাথা রাখা**—মাথা গোঁজা; স্থান দেওয়া। **মাথা লওয়া**—স্পর্ধা দেখানোর জন্য বধ করা। **মাথা হেট করা**—লজ্জায় মুখ নীচু করা; নতি স্বীকার করা। **মাথা হেট হওয়া**—লজ্জার কারণ ঘটা, প্রতিপত্তিহীন হওয়া। **মাথায়**—সূচনার মুহূর্তে (তার দিনের মাথায়; রাগের মাথায়)। **মাথায় আসা**—মাথায় ঢোকা, বোধগম্য হওয়া। **মাথায় ওঠা বা চড়া**—অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাওয়া। **মাথায় করা**—সমাদর করা, শ্রদ্ধাভক্তি দেখানো। **মাথায় কাপড় দেওয়া**—মাথায় ঘোমটা দেওয়া (সম্ভ্রম দেখাইবার জন্য অথবা শালীনতার জন্য)। **মাথায় ঢোকা**—মাথায় আসা দ্রঃ। **মাথায় তোলা**—প্রশ্রয় দিয়া অশিষ্ট বা দায়িত্বহীন করা। **মাথায় থাকুক**—সশ্রদ্ধ প্রতিবাদ সম্পর্কে বলা হয় (ধর্ম মাথায় থাকুক, কিন্তু তার নামে কি হচ্ছে এসব?)। **মাথায় পা দিয়া ডুবানো**—বিপদের সময়ে আরো বিপন্ন করা (বামন যেমন বলিরাজাকে পাতালে প্রেরণ করিয়াছিলেন—এ যে দেখছি মাথায় পা দিয়ে ডোবানো)। **মাথায় বুদ্ধি গজানো**—বুদ্ধির উন্মেষ হওয়া, ফন্দি বাহির করা। **মাথায় হাত দিয়া বসা**—একান্ত নিরুপায় বোধ করা (এবারকার ফসলের অবস্থা দেখে বড় বড় গৃহস্থরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে)। **মাথায় হাত বুলানো**—সমাদর বা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া মতলব হাসিল কর। **মাথার উপর কেহ না থাকা**—অভিভাবক-স্থানীয় কেহ না থাকা। **মাথার কিরা বা কিরে**—মাথার দিব্য। **মাথার ঠাকুর**—অতিশয় সম্মানিত। **মাথার দিব্য**—নির্বন্ধাতিশয়।

মাথাল—কৃষকদের ব্যবহার্য পাতা ও বাঁশের চটা দিয়া প্রস্তুত মস্তকাবরণ-বিশেষ। গণ্যমান্য।

মাথালো—মাথাওয়ালা, বুদ্ধিমান্; শীর্ষস্থানীয়,

মাথি,-থী—তাল, খেজুর প্রভৃতি গাছের মাথার কোমল অংশ-বিশেষ।

মাথুর—শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-সংক্রান্ত লীলা-বিষয়ক সঙ্গীত বা যাত্রা।

মাদক—যাহাতে নেশা হয় (মাদক দ্রব্য; মাদক সেবন)। বি. মাদকতা—মত্ত করিবার ক্ষমতা। **মাদন**—মত্ততা সৃষ্টিকারক হর্ষোৎপাদক (গন্ধ-মাদক); মদনের বাণ-বিশেষ; লবঙ্গ। **মাদনীয়**—মত্ততাজনক।

মাদল—(সং মর্দল) সাঁওতালদিগের সুপ্রসিদ্ধ বাদ্য; মৃদঙ্গ-বিশেষ।

মাদা—(ফা. মাদা—স্ত্রীজাতি) স্ত্রীজাতি (বিশেষতঃ পশুর—বিপ. মর্দা বা মাদ্দা); তেজোবীর্য হীন (এসব মাদা লোক দিয়ে কি হবে? পূর্ববঙ্গে ম্যাদা)।

মাদানী—(আ.) মদিনাবাসী; যাহার পূর্বপুরুষ

মদিনাবাসী ছিলেন ; মদিনায় অবতীর্ণ কোরানের 'আয়ত' বা 'সুরা' অর্থাৎ পরিচ্ছেদ।

মাদার—(সং. মন্দার) শিমুল গাছ।

মাদার—মাদারপীর, কাহারও কাহারও মতে চারশত বৎসর পূর্বে ইনি জীবিত ছিলেন ; ইঁহার ভক্তগণ দম-মাদার বলিয়া ইঁহাকে স্মরণ করে ; দম-মাদার শূন্যপুরাণে দম্মাদার লেখা হইয়াছে।

মাদীয়ান, মাদোয়ান—(ফা. মাদীয়ান) মাদী ঘোড়া (চৌধুরীদের একটা মাদোয়ান ছিল)।

মাদুর—(সং. মন্দুরা) এক প্রকার তৃণনির্মিত পাটী।

মাদুলি,-লী—মন্ত্রপূত বা বিশেষ গাছগাছড়াপূর্ণ কবচ (মাদলের আকৃতি বলিয়া ইহার এই নাম), মাদলের আকৃতি সোনার গহনা-বিশেষ।

মাদৃশ, মাদৃক্—(অস্মদ—দৃশ্ +ক্বিপ্) মৎসদৃশ, আমার মত (মাদৃক্ সাধারণতঃ বাংলায় ব্যবহৃত হয় না)।

মাদ্রাসা—(আ. মাদ্রাসা) বিদ্যাশিক্ষা-কেন্দ্র ; মুসলমান-ধর্ম ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত শিক্ষা-কেন্দ্র।

মাদ্রী—মদ্রদেশের রাজার কন্যা নকুল ও সহদেবের জননী। **মাদ্রেয়**—মাদ্রীনন্দন ; নকুল ও সহদেব।

মাধব—[মা (লক্ষ্মী, বৃদ্ধি)+ধব (পতি) ; বিষ্ণু ; শ্রীকৃষ্ণ ; (মধু+ষ্ণ) বসন্তকাল ; বৈশাখ-মাস (মধু-মাধব)। স্ত্রী. মাধবী—বাসন্তী, মধু-শর্করা ; মদিরা ; মাধবের পত্নী ; তুলসী ; লতা-বিশেষ (মাধবী-মণ্ডপ)। **মাধবিকা**—মাধবীলতা। [অথবা অতি-পরিচয়ে মধ্যে]।

মাধাই—মাধব (আদরের ডাক নাম—অবজ্ঞার্থে

মাধুকরী—(মধুকর+ষ্ণ+ঈ) মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, সেইরূপ বহু স্থান হইতে অল্প অল্প ভিক্ষা সংগ্রহ ; ভিক্ষালব্ধ অন্ন। **মাধুকরী বৃত্তি**—ভিক্ষার দ্বারা আহার্য সংগ্রহ।

মাধুর—(মধুর+ষ্ণ) মধুরসজাত, মধুর, প্রীতি-কর ; চাটুকার ; মল্লিকা পুষ্প। স্ত্রী মাধুরী—মধুরতা, মনোহারিতা, শোভা (আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—রবি) ; মধুজাত মদ্য।

মাধুর্য—(মধুর+য) মাধুরী, মনোহারিতা, রমণী-য়তা (চরিত্র-মাধুর্য) ; কাব্যের গুণ-বিশেষ, পাঠ-কের চিত্ত সহজে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা।

মাধ্যন্দিন—(মধ্যন্দিন+ষ্ণ) মধ্যাহ্ন-বিষয়ক ; শুক্ল যজুর্বেদীয় শাখা-বিশেষ (বিণ. মাধ্যন্দিনীয়)।

মাধ্যম—(মধ্যম+ষ্ণ) মধ্যবর্তী কোন কর্ম-সম্পাদনের উপায়, medium (মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাও দিতে হইবে)। **মাধ্য-মিক**—মধ্য, intermediate।

মাধ্যস্থ্য—(মধ্যস্থ+য) মধ্যস্থতা, শালিসী ; অপক্ষপাত।

মাধ্যাকর্ষণ—Gravitation, পৃথিবীর দিকে বস্তুর আকর্ষণ ; সকল বস্তুর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ।

মাধ্যাহ্নিক—মধ্যাহ্ন-সম্বন্ধীয় বা মধ্যাহ্ন-কালীন (মাধ্যাহ্নিক বিশ্রাম)।

মাধ্বী—(মধু+ষ্ণ+ঈ) মাধুর্যযুক্তা ('ওষধিরা আমাদের পক্ষে মাধ্বী হোক') ; মধুজাত মদ্য ; দ্রাক্ষা ; মৎস্য-বিশেষ ; মধ্বাচার্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। **মাধ্বীক**—মাধ্বী ; মহুয়া-জাত মদ্য। **মাধ্বীক ফল**—মধু-নারিকেল বৃক্ষ।

মান— মা+অনট্—যদ্দ্বারা পরিমাণ করা যায়) পরিমাণ, মাত্রা ; যদ্দ্বারা বস্তুর ওজন নিরূপিত হয় (মানদণ্ড) ; পরিমাণ করার আধার (তিন মান চাউল—প্রাচীন বাংলা) ; সঙ্গীতে যাহা সময় নির্দেশ করে (তাল-মান-লয়) ; জীবন-যাত্রার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ-সূচক লক্ষণ বা চিহ্নাদি (সর্বসাধারণের জীবন-যাত্রার মান বাড়াতে হবে)। **মানচিত্র**—দেশের আয়তনাদি জ্ঞাপক চিত্র। **মানদণ্ড**—পরিমাণ নির্দেশক যন্ত্র, মাপকাঠি। **মান-মন্দির**—গ্রহ-নক্ষত্রা-দির স্বরূপ ও গতি পর্যবেক্ষণ-গৃহ, observa-tory। **ঘনমান**—(গণিতে) ঘন-পরিমাণ, আয়তন, volume।

মান—[মন (গর্বিত হওয়া)+ঘঞ্] গর্ব, দম্ভ, আত্মাভিমান (অতি মান ভাল নয়) ; অভিমান, প্রণয়কোপ (মানভঞ্জন ; মান-অভিমানের পালা)। **মান করা**—অভিমান করা। **মানকলহ,-কলি**—প্রণয়কলহ। **মান-ভঞ্জন**—অভিমান দূর করিবার সাধ্যসাধনা ; রাধিকার মানভঞ্জন-বিষয়ক পালা।

মান—[মান (পূজা করা)+অল্ সম্মান, সম্ভ্রম (মানীর মান রক্ষা ; মান-অপমান) ; কৌলীন্য-হেতু অর্থদান, নজর। **মান খোয়ানো**—সম্মানহানি হইতে দেওয়া। **মান দেওয়া**—

সম্মানসূচক অর্থাদি দেওয়া ; সম্মানিত করা। **মানপত্র**—শ্রদ্ধাজ্ঞাপক লেখ্য। **মানভঙ্গ**—সম্মানহানি। **মান-ভিখারী**—সম্মান-লোভী। **মান রাখা**—সম্মান রক্ষা করা, প্রতিপত্তি নষ্ট হইতে না দেওয়া। **মান-মর্যাদা**—সম্মান-প্রতিপত্তি, মানসম্ভ্রম। **মান-হানি**—সম্মানহানি (মানহানির মোকদ্দমা)।

মানকা—জপমালার ছিদ্রযুক্ত গুলি ; সেতারে সুর সামান্য বাড়াইবার বা কমাইবার জন্য যে গুলি পরানো থাকে।

মানত, মানৎ—(মনঃস্থ) অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দেবতা পীর প্রভৃতির কাছে যাহা দান করিবার বা সাধন করিবার সঙ্কল্প করা যায়, মানসিক, vow (করহ মানত রক্ষা, করিয়ো না খেলা ক্রুদ্ধ দেবতার সনে—রবি ; দরগায় খাসি মানত করা)।

মানদ—যে বা যাহা সম্মান দান করে। **মাননা, মানন**—পূজা করা, সম্মান করা, আদর করা (বহু মাননা ; সম্মাননা) ; মানসিক (প্রাচীন বাংলা)। **মাননীয়**—মান্য, পূজ্য, শ্রদ্ধেয় (মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহাশয়)। **মানয়িতা**—সম্মান-জ্ঞাপনকারী।

মানব—(মনু+অ) মনুষ্য (মানব-সমাজ) ; পুরুষ (স্ত্রী. মানবী) ; মনুষ্য-সম্বন্ধীয়, মানবিক ; মনু হইতে আগত (মানব-ধর্মশাস্ত্র—মনু-সংহিতা)। **মানবক**—ছোট ছেলে ; বামন। **মানবজাতি**—মনুষ্যশ্রেণী, জগতের সমুদয় মনুষ্য। **মানবতা,-ত্ব**—মানুষের প্রকৃতি, মানুষের স্বাভাবিক গুণাবলী। **মানব-লীলা**—মনুষ্যরূপে কার্যকলাপ (মানব-লীলা সংবরণ—পরলোক গমন)। **মানবিক**—মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, মনুষ্যসুলভ। **মানবীয়**—মনুষ্যসুলভ, মানবোচিত ; মনুপ্রোক্ত (মানবীয় সংহিতা)।

মানমন্দির—গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ও স্বরূপ পর্যবেক্ষণ গৃহ, observatory।

মানস—(মনস্+অ) মন, হৃদয়, চিত্তক্ষেত্র (কবি-মানস ; জাতীয় মানস গঠন) ; ইচ্ছা, অভিপ্রায় (মানস করেছি), **মানস সরোবর** (মানসে মা যথা ফলে—মধুসূদন), মানসিক, চিত্ত-সম্বন্ধীয়, মনঃকল্পিত (মানস-জগৎ, মানস-মূর্তি)। **মানসচারী**—মানস সরোবরে যাহারা বিচরণ করে, রাজহংস ; মনোজগতে যাহারা বিচরণ করে। **মানসজন্মা**—কন্দর্প। **মানস জপ**—মনে মনে জপ। **মানসতা**—মনের ভাব বা প্রবণতা, মনের প্রকৃতি, mentality (মানসিকতা বেশী প্রচলিত)। **মানস-তীর্থ**—ক্রোধ-বিদ্বেষাদি বর্জিত বিশুদ্ধচিত্ত। **মানসনেত্র**—মনরূপ চক্ষু, অন্তর্দৃষ্টি। **মানসপুত্র**—মনঃ-সঙ্কল্পজাত পুত্র, ঔরসপুত্র নহে। **মানসপূজা**—মনঃ-কল্পিত উপচারে পূজা (তান্ত্রিক আরাধনা-বিশেষ) ; মনে মনে পূজা। **মানস প্রতিমা**—মনে যে মূর্তি কল্পনা করা হইয়াছে। **মানস ব্রত**—অহিংসা, অলোভ, সত্য, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি সাধন। **মানস ভ্রমণ**—কল্পনায় দেশ-দেশান্তরের দৃশ্য দর্শন। **মানস সন্তাপ**—মনঃপীড়া, মনের জ্বালা।

মানসিক—চিত্ত বা অন্তর্লোক-সম্পর্কিত (শারী-রিক-এর বিপরীত) ; মানত। **মানসী**—মনঃকল্পিতা (মানসী প্রতিমা) ; ধ্যানে আনন্দ-দায়িনী মূর্তি (কবির মানসী)। [খুনে।

মানস্থুরে—(আ. মনস্থু'র—বিজয়ী) দুর্দান্ত,

মানা—(আ. মনাহী—নিষেধ, নিষিদ্ধ বিষয়) নিষেধ (সে যে মানে না মানা ; মানা করা)।

মানা—মান্য করা, গণ্য করা, স্বীকার করা (গুরু বলে মানা ; নব-অনুরাগিনী রাধা কিছু নাহি মানয়ে বাধা—বিদ্যাপতি ; মনে মানে না তাই দেখতে আসি ; মানলাম তোমার কথাই সত্যি) ; ঘাট মানা ; মধ্যস্থ মানা ; সাক্ষী মানা) ; বিশ্বাস করা, অলৌকিক শক্তির অধিকারী জ্ঞান করা, (ভূত মানা ; হাঁচি-টিকটিকি মানা)।

মানান—সুসঙ্গতি, সৌষ্ঠব (মানান-সই ; বে-মানান) ; ব্যঙ্গে (টাকের সঙ্গে ভুঁড়ির মানান)। **মানান দেওয়া**—সুসঙ্গত হওয়া (গ্রাম্য)।

মানানো—সুসঙ্গত হওয়া, শোভা পাওয়া, খাপ খাওয়া (দুটিতে মানাবে ভাল) ; ব্যঙ্গে (আহা কিবা মানিয়েছে রে !)।

মানিত—(মান্+ক্ত) সম্মানিত, পূজিত।

মানী—সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত (মানীর অপমান বজ্র-তুল্য) ; অভিমানী, যে নিজেকে তাদৃশ জ্ঞান করে (পণ্ডিতমানী)। স্ত্রী. মানিনী—অভি-মানিনী।

মানুষ—(মনু+অ) মনুষ্য ; মনুষ্যজাতি ;

মানবীয়, মনুষ্য-সম্পর্কিত (মানুষী শক্তি) ; মনুষ্যত্ব-সমন্বিত বা পৌরুষ-সমন্বিত ব্যক্তি ('আবার তোরা মানুষ হ' ; দেশে মানুষ নেই) ; সিদ্ধ পুরুষ (মানুষ ধরা ; শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই—চণ্ডীদাস) ; স্বামী (গ্রাম্য) ; বয়স্ক ও কার্যক্ষম ব্যক্তি (পরের খেয়ে-পরে' মানুষ)। **মানুষ করা**—লালন-পালন করা (কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করা) ; মনুষ্যত্বযুক্ত করা (ছেলেগুলো মানুষ করা গেল না)। স্ত্রী. মানুষী—(বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। বি. মানুষ্য—মনুষ্যত্ব ; মানবদেহ।

মানে—(আ. মা'নী,-না) অর্থ, তাৎপর্য (কথার মানে) ; শব্দার্থ (মানের বই) ; সম্ভাব্য তাৎপর্য (মানে, তুমি যাচ্ছ না)।

মানোয়ার—(ইং. man-of-war) যুদ্ধ-জাহাজ। **মানোয়ারী গোরা**—বিলাত হইতে জাহাজে সদ্য আগত গোরা সৈনিক ; অবুঝ, গোঁয়ার-গোবিন্দ।

মান্দা, মাঁদা—মন্দ, নিস্তেজ (তেজীয়ান বা তুখোড়ের বিপরীত)। (গ্রাম্য, মাঁদা—মাঁদা মেরে যাওয়া)।

মান্দার—মাদার গাছ (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

মান্দাস—ভেলা।

মান্দ্য—(মন্দ+ষ্য) মন্দতা, অপটুতা, আলস্য, জড়তা, হানি (অগ্নিমান্দ্য ; বুদ্ধিমান্দ্য)।

মান্ধাতা—প্রাচীন কালের সূর্যবংশীয় রাজা-বিশেষ। **মান্ধাতার আমলের**—অতি প্রাচীন কালের ; সেকেলে।

মান্য—(মান্+য) মাননীয়, পূজ্য, স্বীকার করিবার যোগ্য (এ উক্তি সর্বথা মান্য)। **মান্যগণ্য**—সম্মানার্হ, গণ্যমান্য। **মান্যবর**—অতিশয় মান্য (সাধারণতঃ রাজমন্ত্রী প্রভৃতিকে সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়)। **মান্যমান্**—(মান্+শানচ্) মাননীয়, শ্রদ্ধেয়।

মাপ—পরিমাপ, আয়তন, ওজন (কাঠার মাপে একমণ ; মাপে ঠিক দশহাত ; চুড়ির মাপ নেওয়া হয়েছে)। **মাপকাঠি**—পরিমাণ করিবার দণ্ড, standard (সভ্যতার মাপকাঠি ; মনুষ্যত্বের মাপকাঠি)। **মাপজোঁখ**—মাপ, পরিমাণ। **মাপদার**—যে জিনিসপত্র মাপিয়া দেয়, কয়াল। **মাপসই**—ঠিক-ঠিক, ছোটও নয়, বড়ও নয়।

মাপক—যে পরিমাণ করে। **মাপন**—পরিমাপ, measurement। **মাপনী**—মানদণ্ড, পরিমাপক।

মাপা—পরিমাণ করা (ধান মাপা, জমি মাপা ; কাপড় মাপা)। **মাপানো**—পরিমাণ করানো, ভাগ্যফলরূপে নির্দিষ্ট করানো (সেই উপরওয়ালা আপনার ঘরে আমার দানাপানি মাপাননি, কেমন করে পাব ?)।

মাফ, মাপ—(আ. মু'আ'ফী) মার্জনা, অব্যাহতি, ক্ষমা (দোষ-ঘাট মাফ করা ; খাজনা মাফ করা ; ভিক্ষুককে মাফ করিতে বলা) ; বিনীত প্রতিবাদে (মাফ করবেন, আপনি একথা পূর্বে বলেননি)।

মাফিক—(আ. মুৱাফিক') অনুযায়ী, মতন ; উপযোগী (খেয়াল-মাফিক ; পছন্দ-মাফিক ; মর্জিমাফিক ; রুচিমাফিক)।

মা-বাপ—পিতামাতা ; পিতামাতার মত প্রতিপালনকারী, স্নেহশীল ও ক্ষমাশীল (গরীবের মা-বাপ ; হুজুর মা-বাপ, গরীবের প্রতি মেহেরবানি করুন)।

মামদো—[illegible] মুসলমান [illegible] (তুলনীয়, [illegible] ভূত) (গ্রাম্য)। **মামদোবাজী**—[illegible] লোক ([illegible] মামদোবাজী—মাত-গাঁয়ের লোকের সঙ্গে চতুরতায় শাহ্‌মুদাবাদের লোকেরা পারিয়া উঠে না, অথবা শাহ্‌মুদাবাদের মুসলমান ভূত চতুরতায় মাতগাঁয়ের হিন্দু ভূতের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না)। চতুরতার বড়াই সম্বন্ধে উক্তি।

মামলৎ—(মামলা ; আ. মুআ'মলাত্) ব্যাপারসমূহ, উদ্দেশ্যগুলি, মতলব (মামলৎ হাসিল করা হয়েছে)। (গ্রাম্য)।

মামলা—(আ. মুআ'মলা) রাজদ্বারে অভিযোগ, মোকদ্দমা (মামলা-মোকদ্দমা ; মামলাবাজ - মামলা-মোকদ্দমায় আসক্ত, যে মামলা-মোকদ্দমার ফন্দি ভাল জানে ও সেইজন্য মোকদ্দমাপ্রিয়) ; ব্যাপার, বিষয় (সঙীন মামলা, চুই ঘড়ির মামলা)।

মামা—(সং. মাম, মামক) মাতুল। **মামাত**—মামা হইতে জাত (মামাত বোন ; মামাত ভাই)। **মামাশ্বশুর**—স্বামীর বা স্ত্রীর মাতুল। **মামার জয়**—জয়, প্রতিপত্তি—এসব নিজের

দলের লোকেরই হোক, এই মনোভাব। স্ত্রী. মামী। **মামীশাশুড়ী**—স্বামীর বা স্ত্রীর মামী।

মাম্মু—(হি. মামূঁ) মামা (মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত)। স্ত্রী. মামী, মামানী।

মামুর—(আ. মঅ'মূর) ভরপুর; বস্তুতে বা লোকজনে পরিপূর্ণ।

মামুলি,-লী—(আ. মঅ'মূলী) প্রথা-অনুযায়ী, নিয়মমত; সাধারণ। **মামুলি আদায়**—প্রথা-অনুযায়ী আদায়, অর্থাৎ প্রথা-অনুযায়ী প্রজাদের নিকট হইতে খাজনার অতিরিক্ত যাহা আদায় করা হয়। **মামুলি ধরনের**—অতি সাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন।

মায়—(আ. ম'এ) সমেত, সহিত, পর্যন্ত (আপনার বাসস্থান মায় খোরপোষের বাবস্থা তিনিই করবেন; মনিব-ঠাকরুণ তো বটেই, মায় বাড়ীর বিড়ালটি পর্যন্ত)।

মায়—মাতা, মা (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত—মায় কান্দে, বাপে কান্দে)। [ময়না দ্রঃ।

মায়না, মোয়ায়না—(আ. মুআ'য়্না)

মায়া—(মা+য+আ) ইন্দ্রজাল, কুহক, ছদ্মবেশ, চাতুরী (মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে—মধুসূদন); অবিদ্যা (মায়াময় সংসার); মমতা, স্নেহ, স্নেহের আকর্ষণ (তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার, বড় পুরাতন ভৃত্য—রবি; সংসারের মায়া কাটানো); দুর্গা; লক্ষ্মী; বুদ্ধের জননী। **মায়াকার**—যাদুকর। **মায়াকানন**—ইন্দ্রজালের প্রভাবে সৃষ্ট কানন। **মায়াকান্না**—অপরের করুণা উদ্রেক করিবার জন্য মিথ্যা করিয়া নিজের দুর্দশার কথা বলা; কপট ক্রন্দন। **মায়াগণ্ডী**—মন্ত্রপূত গণ্ডী। **মায়াডোর**—স্নেহপাশ। **মায়াদ্যূত**—কপট পাশা-খেলা। **মায়াদণ্ড**—যাদুকরের দণ্ড, magic wand। **মায়াপতি**—লক্ষ্মীপতি। **মায়াবচন**—কপট বচন। **মায়াবদ্ধ**—সংসারের মায়ায় আবদ্ধ, মোহান্ধ। **মায়াবাদ**—জগৎ মিথ্যা, কেবল ব্রহ্ম সত্য—এই মত। **মায়াবিদ্যা**—ভোজবাজী। **মায়াবী**—ঐন্দ্রজালিক, কুহকী। **মায়ামোহ**—মায়া ও মোহ, অজ্ঞানান্ধকার। **মায়াসীতা**—মায়ার দ্বারা সৃষ্ট সীতার প্রতিমূর্তি। বিণ. মায়িক—ঐন্দ্রজালিক, কপটাচারী; অলীক। **মায়ী**—মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক।

মায়ূর—(ময়ূর+ষ্ণ) ময়ূর-সম্বন্ধীয় (মায়ূর মাংস); ময়ূরের আকৃতিযুক্ত অথবা ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা রচিত। **মায়ূরক**—সখের ময়ূর, টিয়া প্রভৃতি সংগ্রহকারী, ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা ব্যজনকারী। **মায়ূরিক**—ময়ূরশিকারী। **মায়ূরী**—অজলোম।

মার—মারণ, বধ (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ 'মারি,-রী' ব্যবহৃত হয়); কন্দর্প; অসৎ-প্রবৃত্তি-সমূহের প্রতিমূর্তি, শয়তান (মারজিৎ—মহাদেব; বুদ্ধদেব)।

মার—প্রহার, আঘাত, আক্রমণ (বেদম মার দিয়েছে; মারের মুখ); ক্ষতি, লোকসান (বহু টাকা মার গেছে); শাস্তি, বিনাশ, দৈব-নির্দেশিত বিনষ্টি (বিধাতার মার; সাবধানের মার নেই, মারেরও সাবধান নেই)। **মারকাট**—মারিলে বা কাটিলেও ইহার বেশি হইবেনা, উর্ধ্ব-পক্ষে (এর দাম মারকাট দশ টাকা হবে)। **মারমার-কাটকাট**—অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার, শাসানি, ধমকানি প্রভৃতি (এত মারমার-কাটকাট করলে ছেলেদের মনের কি উন্নতি হতে পারে?)। **মারকুটে**—মারিয়া বসা যাহার স্বভাব (কোন কোন অঞ্চলে মারখুতো বা মারগুঁতো বলা হয়)। **মার খাওয়া**—প্রহৃত হওয়া; লোকসান হওয়া (এ চালানে বেশ কিছু টাকা মার খেতে হবে—'মার যাবে'ও বলা হয়)। **মারখেকো**—মার খাওয়া যাহার অভ্যাস। **মার-ঘাঁচড়া**—মার খাইয়া যে শোধরায় না। **মার দেওয়া**—যথেষ্ট প্রহার দেওয়া (মার না দিলে শোধরাবে না)। **মারধর**—প্রহার। **মারপিট**—পরস্পরকে প্রহার। **মারপেঁচ**—জটিলতা, চালাকি (কথার মারপেঁচ)। **মারমুখো, মারমুখী**—প্রহার করিতে উদ্যত; মারে আর কি, এমন ভাব, অতিশয় অসহিষ্ণু (হঠাৎ এমন মারমুখো হয়ে উঠলে কেন?)। **মারমূর্তি**—সংহারের দেবতার মূর্তি, মারমুখো।

মারক—(সং.) বিনাশক, মড়ক; বাজপাখী।

মারকত—(মরকত+ষ্ণ) মরকত-সম্বন্ধীয়; মরকততুল্য (মারকত দ্যুতি)।

মারকুলি—(ইং. mercury) পারদ, পারদঘটিত ঔষধ (গ্রাম্য)।

মারজিৎ—বুদ্ধদেব, শিব।

মারণ—(মৃ+নিচ্+অনট্) হনন, বিনাশ; অভিচার-বিশেষ (মারণ-উচাটন)।

মারতুল, মারতোল—(হি. মারতৌল) যাহার দ্বারা ইস্ক্রুপ বসানো হয়, screw-driver।

মারফৎ—(আ. মঅ রফৎ) দ্বারা, সহায়তায় (লোক-মারফৎ সংবাদ পাঠানো); **মারফৎ খোদ**—নিজের দ্বারা)। (মারেফাত দ্রঃ)।

মারবেল, মার্বেল, মার্বল—(ইং. marble) মর্মর প্রস্তর (মার্বেল-খচিত প্রাসাদ; মার্বেল পাথরের টেবিল); ছোট ছেলেদের খেলিবার গুলি-বিশেষ (মার্বেল খেলা)।

মারসিয়া, মার্সিয়া, মর্সিয়া—মর্সিয়া দ্রঃ।

মারহাট্টা—মহারাষ্ট্রের অধিবাসী; মারাঠা (মারহাট্টা সর্দার)।

মারা—হত্যা করা, শিকার করা, ভোজনোৎসবে পশু বধ করা (বাঘ মারা; খাসি মারা); আঘাত করা (থাপ্পড় মারা, ঘুসি মারা, লাথি মারা; বাড়ি মারা); নিক্ষেপ করা, সবলে অথবা মজবুত করিয়া প্রয়োগ করা (পাথর মারা; পাথশাট মারা; হুইসেল মারা; কোদাল মারা; টিকিট মারা; বন্দুক মারা; দাঁড় মারা; হাত মারা; কামড় মারা; ধমক মারা); বসানো (পেরেক মারা); প্রদর্শন করা (ফুটানি মারা; চাল মারা); অবলম্বন করা, হওয়া (চুপ মারা); উপভোগ করা, স্ফূর্তি করা (মজা মারা; ইয়ারকি মারা; লুচিমাংস মারা); নষ্ট করা (হাঁড়ি মারা; জাত মারা; ভাত মারা; পথ মারা; বিষ মারা); দেওয়া (তালি মারা; উঁকি মারা; হামাগুড়ি মারা; মুখ-ঝামটা মারা); অপহরণ করা, ঠকানো (পকেট মারা; দুশো টাকা মেরে দিয়েছে); ক্ষতিগ্রস্ত করানো (গরীবকে মেরে আর কি হবে?); অন্যায়ভাবে লাভ করা বা আত্মসাৎ করা (এ বাজারে কে না মেরেছে?); পোড়ানো, জরানো, নিস্তেজ করা (পারা মারা; গাছের তেজ মারা; ধুলা মারা); কষ্টকর বা দীর্ঘ পথ পৌরুষের সহিত অতিক্রম করা, বিজয়ী হওয়া (এই সকালবেলায় দুক্রোশ মেরে এলাম; সাত মুলুক মারা); পরিণত হওয়া (ঢল মারা; ঢসা মারা; দরকচা মারা); শুরু করা (খোল মারা); মেরামত করা, সুব্যবস্থিত করা (মটকা মারা; কাজের মুড়ো মারা)। **মারাধরা**—প্রহারাদি করা। **মারা পড়া**—মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া; নষ্ট হওয়া; অতিশয় বিপন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া (মাঝখান থেকে গরীব বেচারা মারা পড়বে)। **মারামারি**—পরস্পরকে প্রহার, মারপিট; বিষম প্রতিযোগিতা। **মারা যাওয়া**—মারা পড়া। **মাঠে মারা যাওয়া**—মাঠ দ্রঃ। **পেট মারা**—খাদ্যের ব্যাপারে কার্পণ্য করা (পেট মেরে বাণিজ্যি)। **ভাতে মারা**—কম খাইতে দেওয়া অথবা খাইতে না দেওয়া, জীবিকা নষ্ট করা (হাতে মারা না ভাতে মারা)। **মার্কা মারা**—মার্কা দ্রঃ। **মুখ মারা**—মুখ দ্রঃ। **হাত মারা**—হাত দিয়া ভাল করিয়া ধরা বা পরিপাটি করা। **ছুঁকা মারা**—ছুঁকা দ্রঃ।

মারা—যাহা মারা গিয়াছে (মারা মাছ; মারা পরা); যে মারে, শিকারী (পাখমারা; শিয়ালমারা); চিহ্নিত, সংযুক্ত (সিলমারা প্যাকেট; মার্কামারা লোক)। ; ভাষা।

মারাঠা—মারাঠা দ্রঃ। **মারাঠি**—মহারাষ্ট্রের

মারাত্মক—(বহুব্রী.) সাংঘাতিক; সমূহ ক্ষতিকর; প্রাণনাশক।

মারি, -রী—(মৃ+ণিচ্+ই) মড়ক, প্লেগ কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি লোকক্ষয়কর উৎপাত (মারী নিয়ে ঘর করি—সত্যেন্দ্রনাথ)। **মারি খাওয়া**—মার খাওয়া (প্রাচীন বাংলা)। **মারীগুটিকা**—বসন্তের গুটি।

মারিত—(মৃ+ণিচ্+ক্ত) বিনাশিত, ভস্মীকৃত (মারিত স্বর্ণ)।

মারী—(সং.) মারি দ্রঃ; বিনাশক (শতমারী হলে তবে সে বৈদ্য; মহিষাসুর-মারিণী)।

মারীচ—মরীচির সন্তান; রামায়ণ-বর্ণিত রাক্ষস-বিশেষ; রাজমন্ত্রী।

মারুত—(মরুৎ+অ) বায়ু, পবন (মুখ-মারুত)। **মারুতব্রত**—মারুতের মত সর্বত্র যাঁহার গতি, চরের সাহায্যে সব জায়গার খবর যিনি রাখেন (রাজা)। **মারুতাত্মজ**—হনুমান; ভীম। **মারুতায়ন**—জানালা। **মারুতাসন**—বায়ুভক্ষক; সর্প। **মারুতি**—মারুতাত্মজ।

মারেফাত, মারফত—(মঅ'রফৎ) তত্ত্বজ্ঞান, মরমী সাধনা। মারফতী গান—পরমতত্ত্ব-বিষয়ক গান, মরমী গান; বাউল প্রভৃতির গান।

মারোয়া—রাগিণী-বিশেষ।

মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়—কল্পান্তজীবী মুনি-বিশেষ (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। **মার্কণ্ডেয়-প্রমাই**—মার্কণ্ডেয় মুনির ন্যায় দীর্ঘজীবী (ব্যঙ্গার্থে)।

মার্কা—(ইং. mark) চিহ্ন, ছাপ,। **মার্কা-মারা**—বিশেষভাবে চিহ্নিত (এটা যে তোমার, তা কি মার্কামারা আছে?); যথেষ্ট বদনামযুক্ত (মার্কামারা ছেলে)।

মার্কিণ—(ইং. American) আমেরিকা (মার্কিণ মুল্লুক; মার্কিণ সভ্যতা); আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী; মোটা সুতার কাপড়-বিশেষ। [স্থান (নিউ মার্কেট)।

মার্কেট—(ইং. market) বাজার, পণ্য বিক্রয়ের

মার্গ—[মার্গ্ (গমন করা)+অ] পথ; রাস্তা; কর্মসাধনের বিশেষ পদ্ধতি (যোগমার্গ; মার্গসঙ্গীত); গুহ্যদ্বার; মৃগ-সম্বন্ধীয় (মার্গমাংস); কস্তুরী। **কুলমার্গ**—বংশের আচার-নিয়ম। **মার্গক**—অগ্রহায়ণ মাস। **মার্গণ**—অন্বেষণ; প্রণয়; যাচক; বাণ। **মার্গবিদ্যা**—গীত-বাদ্যাদির প্রাচীন পদ্ধতি। **মার্গশির, মার্গ-শীর্ষ**—অগ্রহায়ণ মাস। **মার্গিক**—হরিণ-শিকারী, ব্যাধ, পথিক। **মার্গিত**—অন্বিষ্ট; গবেষিত। **মার্গী**—পথনির্দেশকারী, নায়ক। **মার্গ্য**—(মার্গ+য) অন্বেষণীয়, গবেষণীয় (মৃজ্—পরিষ্কার করা+য) মার্জনীয়।

মার্চ—(ইং. March) ইংরেজী বৎসরের তৃতীয় মাস; সৈন্য প্রভৃতির শৃঙ্খলার সহিত অগ্রগমন (ভলান্টিয়ার দলের মার্চ সুরু হবে)।

মার্জক—(মার্জি+ণক) যে মার্জিত করে অথবা সুসংস্কৃত করে (গাত্রমার্জক, কেশমার্জক)। **মার্জন**—পরিষ্করণ, শোধণ, ঘষিয়া পরিষ্কার করা, পোঁছা (গৃহ মার্জন; দেহ মার্জন; অশ্রু মার্জন)। **মার্জনা**—মার্জন; ক্ষমা করা। **মার্জনী**—যাহা মার্জন করে (কেশ-মার্জনী—ব্রুশ; গৃহমার্জনী ঝাঁটা)। **মার্জনীয়**—শোধনীয়; ক্ষন্তব্য।

মার্জার—(যে খাইয়া মুখ পরিষ্কার করে); বিড়াল, খট্টাশ (গন্ধ-মার্জার); রাংচিতা। **মার্জারকণ্ঠ**—ময়ূর। স্ত্রী. মার্জারী।

মার্জিত—[মৃজ্ (পরিষ্কার করা)+ণিচ্+ক্ত] প্রক্ষালিত, পরিষ্কৃত। **মার্জিত-বুদ্ধি**—সুশিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। **মার্জিত-রুচি**—সুসংস্কৃত, বিদগ্ধ। স্ত্রী. মার্জিতা—শর্করা, ঘৃতাদি-মিশ্রিত ও কর্পূরাদি-বাসিত সুখাদ্য-বিশেষ।

মার্তণ্ড—(মৃতণ্ড+অ) সূর্য (পৌরাণিক উপাখ্যানমতে; মৃত অণ্ড হইতে জাত); শূকর; আকন্দ গাছ।

মার্দব—(মৃদু+ষ্ণ) মৃদুতা; কোমলতা; কঠিনতার বা কণ্টক-পাষাণাদির অভাব; পরদুঃখ-কাতরতা; বর্ণসঙ্কর জাতি-বিশেষ।

মার্বল—মারবেল দ্রঃ।

মাল—(সং.) মালভূমি, অর্থাৎ পাহাড়ের মত উঁচু স্থান; মেদিনীপুর অঞ্চলের মালভূমি; বিষ্ণু; কাপট্য; অসভ্য জাতি-বিশেষ, ইহারা সাপ ধরিতে পটু; মল্ল (মালের মত তাল ঠুকে দাঁড়ালো)। মালকোঁচা, মল্লকচ্ছ—ধুতি পরার পদ্ধতি-বিশেষ, ইহাতে সম্মুখের কোঁচা দুই পায়ের ফাঁক দিয়া লইয়া টানিয়া পিছনে গোঁজা হয়।

মাল—(আ. মাল) বস্তু, দ্রব্য, ধন-সম্পত্তি (মালদার—ধনী); উপকরণ (মালমশলা); পণ্যদ্রব্য (আমদানী ও রপ্তানীর মাল; কাঁচা মাল); লোভনীয় দ্রব্য (অভব্য—নারী, মদ্য প্রভৃতি); খাজনা (মালগুজারি); যে জমির খাজনা কালেক্টারিতে দিতে হয়। **মাল-আদালত** — রাজস্ব-সংক্রান্ত আদালত। **মাল আমাওয়াল**—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি। **মালামাল**—সম্পত্তি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। **মাল কাটা**—পণ্য বিক্রয় হওয়া। **মাল-খাজানা**—মাল-জমির খাজনা। **মালখানা**—যেখানে মাল জমা করা হয়, খাজনাখানা, ট্রেজারি। **মালগাড়ী**—মালবাহী রেলগাড়ী। **মালগুজার**—যে কালেক্টারিতে জমির খাজনা দেয়, জমিদার। (**মালগুজারী**—খাজনা, রাজস্ব)। **মাল-গুদাম**—যেখানে মাল মজুত বা গুদামজাত করা হয়। **মালজমি**—যে জমির খাজনা কালেক্টারিতে জমা দিতে হয় (বিপ. লাখে-রাজ, ব্রহ্মোত্তর)। **মাল-জামিন**—মাল বা টাকা-পয়সার সুরক্ষণ সম্বন্ধে জামিন (ব্যক্তি বা সম্পত্তি)। **মালমশলা**—উপকরণ। **মাল-মাত্তা**—ধনসম্পত্তি।

মালকৌশ, মালকোশ—রাগ-বিশেষ।

মালঝাঁপ—ত্রিপদী ছন্দো-বিশেষ।

মালঞ্চ—(সং. মালাপঞ্চ) পুষ্পোদ্যান (আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর—রবি)।

মালতী—(সং.) পুষ্প-বিশেষ ; ছন্দো-বিশেষ ; জ্যোৎস্না। **মালতী-পত্রিকা**—কেতকী।

মালপুয়া—সুপরিচিত পিষ্টক (কথ্য—মালপো)।

মালব—মধ্য-ভারতের দেশ-বিশেষ ; রাগ-বিশেষ।

মালভূম, মালভূমি—পর্বতের মত উচ্চ ভূমি, table-land।

মালয়—(মলয়+ষ্ণ) মলয়-পর্বত-সম্বন্ধীয় বা তাহা হইতে উৎপন্ন ; চন্দন-তরু।

মালশাট,-সাট—মালকোঁচা ; কুস্তিতে মল্লের তাল ঠোকা বা হুঙ্কার।

মালশ্রী—রাগিণী-বিশেষ।

মালসা—অপেক্ষাকৃত বড় মৃৎপাত্র-বিশেষ। **মালসা-ভোগ**—বৈষ্ণবদের মহোৎসবে চিড়া দিয়া প্রস্তুত ভোগ-বিশেষ (ইহা মালসায় প্রস্তুত করা হয়)।

মালসী—পুষ্প-বিশেষ, রাগিণী-বিশেষ ; গ্রাম্য-সঙ্গীত-বিশেষ ; আইন-সভার সদস্য (M.L.C. —বিদ্রূপে)।

মালা—(সং.) মালা ; শ্রেণী, সমূহ (মেঘমালা) ; হার (মোহনমালা ; মটরমালা) ; জপমালা (রুদ্রাক্ষের মালা)। **মালাকর,-কার**—মালা-নির্মাতা ও বিক্রেতা ; জাতি-বিশেষ। **মালা জপা**—মালার দানা গণিয়া গণিয়া নাম জপ করা (বিদ্রূপে—মালা ঠক ঠক করা)। **মালা-চন্দন**—অভ্যর্থনা ব্যবহৃত চন্দন। **মালাবদল করা**—বরকন্যার পরস্পরের মালা-বিনিময় করা ; মালা-বদলের সাহায্যে গান্ধর্ব-বিবাহ সম্পাদন। **গলার মালা**—গলার মালার মত পরম প্রিয়।

মালা—(সং. মল্লক) নারিকেলের খোলের অর্ধভাগ ; জাতি-বিশেষ (জেলে মালা)।

মালাই—(ফা. বালাই) দুধের সর (মালাই-বরফ)।

মালাই-চাকি—মাল-চক্রক, হাঁটুর উপরকার গোলাকার অস্থিখণ্ড, knee-pan।

মালাবার—দক্ষিণ ভারতের দেশ-বিশেষ।

মালামত—(আ. মালামত) তিরস্কার (তাকে আচ্ছা করে মালামত করা হয়েছে)।

মালিক, মালেক—(আ. মালিক) প্রভু, কর্তা, জমিদার (মালিকের খাজনা) ; সর্বময় প্রভু, ঈশ্বর (দিন-দুনিয়ার মালিক)। **মালিকানা**—মালিকের প্রাপ্য বা ভোগ্য (মালিকানা স্বত্ব) ; মালিক তাহার অধিকার হইতে বিচ্যুত হইলে যে ক্ষতিপূরণ পায়। **মালিকী স্বত্ব**—পূর্ণাঙ্গ অধিস্বামিত্ব, নিরূঢ় স্বত্ব, absolute right। **মালেকুল মউত**—যে ফেরেশ্‌তা জীবের প্রাণ হরণ করে, যম, আজরাইল।

মালিক—(মালা+ষ্ণিক) মালা-নির্মাতা ; মালাকার জাতি। স্ত্রী. **মালিকা**—মালা ; হার ; মল্লিকা ফুল ; সুরা-বিশেষ। **মালিনী**—মালীর স্ত্রী ; মালা-বিক্রেত্রী ; মালাশোভিতা (নৃমুণ্ডমালিনী) ; দুর্গা ; মন্দাকিনী ; নদী-বিশেষ, ছন্দো-বিশেষ। [সন্নতা।

মালিন্য—মলিনতা, কালিমা ; বিবর্ণতা ; অপ্র-

মালিম—(আ. মুআ'ল্লিম—শিক্ষক) জাহাজের পরিচালক, pilot। [ধন-সম্পদ।

মালিয়াৎ—(মাল-সমূহ) মালমাত্তা, টাকাকড়ি,

মালিশ,-স—(ফা. মালিশ) মর্দন, massage ; মালিশ করার ঔষধ (ডাক্তার মিক্‌শ্চার আর মালিশ দিয়েছে)।

মালী—মালাকার, পুষ্পমাল্যের ব্যবসায়ী ; বাগান করার কাজে নিযুক্ত ভৃত্য ; মালারূপে ধারণকারী (সমুদ্রমালিনী পৃথ্বী ; অংশুমালী), মল্লিকা ফুল।

মালুম—(আ. মা'লুম—জ্ঞাত) অনুভব, বোধ, অবধারণ (**মালুম করা**—অনুভব করা, বুঝিতে পারা ; **মালুম হওয়া**—অনুভূত হওয়া, বোধগম্য হওয়া)। **মালুম কাঠ,-কাষ্ঠ**—নৌকার বা জাহাজের মাস্তুল (যাহা বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়)।

মালেকুল্ মউত—মালিক দ্রঃ।

মালো—(সং. মল্ল) জেলে।

মালোপমা—কাব্যালঙ্কার বিশেষ, এক উপমেয়ের বহু উপমান প্রয়োগ।

মাল্য—(মালা+য) ফুলের মালা, মস্তকে যে মালা ধারণ করা হইত। (প্রাচীন ভারতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই মস্তকে ও কণ্ঠে নানা ধরণের মালা ধারণ করিত।

মাল্যবান্—পর্বত-বিশেষ ; রাক্ষস-বিশেষ ; মাল্যশোভিত। স্ত্রী. মাল্যবতী।

মাল্লা—(আ. মল্লাহ্) নাবিক ; মাঝি ভিন্ন অন্যান্য নাবিক (মাঝিমাল্লা)।

মাশুক—(আ. মা'শুক') প্রেমপাত্রী ; প্রেমাস্পদ (আশেক-মাশুক—প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ)।

মাশুল—(আ. মহ্'সূ'ল) শুল্ক, জিনিষপত্র পাঠাইতে বা ভ্রমণ করিতে যে খরচ দিতে হয় (ডাক-মাশুল ; রেলের মাশুল)।

মাশুল—(মশ্‌হুর) নামজাদা (নিন্দার্থক—মাশুল-চোব ; মাশুল-দাগী)। (গ্রাম্য)।

মাষ—(সং.) মাষকলাই। **মাষক**—পাঁচ রতি। **মাষভক্ত বলি**—মাষকলাই, দধি ও তণ্ডুল-মিশ্রিত পূজার ভোগ। **মাষবর্ধক**—স্বর্ণকার। **মাষসূপ**—মাষকলাইয়ের যূষ।

মাষা,-সা—পরিমাণ-বিশেষ, আট রতি পরিমাণ (দশ রতিতেও মাষা ধরা হয়)।

মাষ্টার—(ইং. master) বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয়ের ইংরেজী-জানা শিক্ষক অথবা পণ্ডিত, মৌলভী ভিন্ন অন্য ধরণের শিক্ষক ; অধ্যক্ষ (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (পোষ্ট-মাষ্টার ; ষ্টেশন-মাষ্টার , মোশন-মাষ্টার)। বি. মাষ্টারী—শিক্ষকতা। **মাষ্টারাগরি**—শিক্ষকতা, নির্দেশকের কাজ (কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার্থক)।

মাস—[মাস্ (চন্দ্র)+অ] চান্দ্রমাস ; অথবা [মস্ (পরিমাণ করা)+অ—যাহার দ্বারা কালের পরিমাণ করা হয়] সৌরমাস (চান্দ্র, সাবন, সৌর, নাক্ষত্র—এই চারি প্রকারের মাস)। **মাস-ওয়ারী**—মাস অনুসারে, মাসিক। **মাসকাবার**—মাসের শেষ দিন। **মাস-কাবারী**—মাসের শেষে যাহা করা হয় (মাস-কাবারী হিসাব)। **মাসদেয়**—এক মাসে যাহা পরিশোধ করিতে হইবে (ঋণ)। **মাস বৃদ্ধি**—মলমাস।

মাস—মাংস (হাড়-মাস—কথ্য)।

মাসকিয়া, মাসকে—মাসিক, প্রত্যেক মাসে করণীয় বা দেয়।

মাসড়া,-রা, মাসহরা,-হারা—(আ. মুশাহরা) মাসিক বৃত্তি, মাসিক মাহিনা।

মাসতুত,-তুতা,-তুতো—মাসী হইতে জাত (মাসতুত ভাই)। [মাসশ্বশুর।

মাসশাশুড়ী—শাশুড়ীর ভগিনী। পুং.

মাসান্ত—অমাবস্যা ; সংক্রান্তি।

মাসিক—প্রতি মাসে কর্তব্য বা দেয় (মাসিক বৃত্তি, মাসিক শ্রাদ্ধ) ; প্রতি মাসে যাহা ঘটে, স্ত্রী-রজঃ। **মাসিক পত্রিকা**—প্রতি মাসে যে পত্রিকা বাহির হয়। [পুং. মেসো।

মাসী, মাসি—(সং. মাতৃষ্বসা) মাতার ভগিনী।

মাস্তুল—(ইং. mast) নৌকা, জাহাজ প্রভৃতিতে পাল খাটাইবার দীর্ঘ বাঁশ বা কাঠ।

মাস্যা—মাস-সম্পর্কিত (বারমাস্যা)।

মাহ—(ফা. মাহ্) মাস (মাহ ভাদর—ব্রজবুলি)।

মাহওয়ারি—মাস অনুসারে, মাসিক।

মাহা—(ফা. মাহ্) মাস।

মাহাতাব—(ফা. মহ্‌তাব) চন্দ্র (আফতাব-মাহাতাব—সূর্য-চন্দ্র) ; আতসবাজি-বিশেষ (মাহাতাবের রোশনাই)।

মাহাত্ম্য—(মহাত্মন্+ষ্য) মহত্ত্ব, মহিমা ; গৌরব (মাহাত্ম্য-কথা) ; অলৌকিক শক্তি (তীর্থ-মাহাত্ম্য) ; প্রভাব (কাল-মাহাত্ম্য)।

মাহান্তি, মহান্তি, মাহাতি—উপাধি-বিশেষ।

মাহিনা, মাহিয়ানা—মাইনে, মাসিক বেতন।

মাহিষিক—মহিষ-পালক ; ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ধনে পালিত স্বামী। **মাহিষেয়**—মহিষীর অর্থাৎ পাটরাণীর পুত্র।

মাহিষ্য—হিন্দু জাতি-বিশেষ, পশু-পালন (বর্তমানে কৃষি) ইহাদের বৃত্তি ; মহিষ-সম্বন্ধীয় (**মাহিষ্য দ্রব্য**—মহিষ-দুগ্ধ-জাত খাদ্যদ্রব্য)।

মাহিষ্মতী—নর্মদা-তীরের প্রাচীন নগর-বিশেষ।

মাহুত—(সং. মহামাত্র) হস্তী-চালক। **মাহুতী**—গজারোহী সৈন্য।

মাহেন্দ্র—ইন্দ্র-সম্বন্ধীয় (মাহেন্দ্র ধনু) ; শুভযোগ-বিশেষ (মাহেন্দ্রক্ষণ)। স্ত্রী. মাহেন্দ্রী—ইন্দ্রাণী ; গবী ; পূর্বদিক্। [মহেশী—দুর্গা।

মাহেশ—মহেশকৃত ব্যাকরণ ; শিবোপাসক। স্ত্রী.

মাহেশ্বর—শিবোপাসক। স্ত্রী. **মাহেশ্বরী**—দুর্গা ; মাতৃকা-বিশেষ।

মিউজিয়ম—(ইং. Museum) যাদুঘর।

মিউনিসিপালিটি—(ইং. Municipality) স্বায়ত্তশাসনযুক্ত পৌর-শাসন-প্রতিষ্ঠান।

মিউমিউ—বিড়ালের ডাক।

মিকাডো—জাপানের সম্রাটের উপাধি।

মিছরি, মিসরি—(সং. মৎস্যণ্ডী) গুড় অথবা চিনি হইতে প্রস্তুত সুপরিচিত খাদ্য (মিছরির সরবৎ)। **মিছরির ছুরি**—বাহিরে মিছরির মত মিঠা, কিন্তু অন্তরে ছুরির মত প্রাণঘাতী ; (বাহিরে মিষ্ট, কিন্তু আসলে কঠোর, মন্তব্যাদি

সম্পর্কে বলা হয়); মুখে মিষ্ট, কিন্তু অন্তরে বিষ।

মিছা, মিছে—মিথ্যা, অসত্য (মিছে কথা); অসার, বৃথা (মিছা এ সংসার)। **মিছামিছি**—অকারণ, অসার্থকভাবে।

মিছিল, মিসিল—(আ. মিথ'ল্) মোকদ্দমার কাগজপত্র; ক্রমবদ্ধ (সব ব্যাপার বে-মিছিল হয়ে রয়েছে); শোভাযাত্রা, procession (জন্মাষ্টমীর মিছিল; মহরমের মিছিল)।

মিজরাব, মেজরাপ—(আ. মিদ্'রাব) সেতার বাজাইবার সময় অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে তারের বেষ্টনী পরা হয়।

মিজান—(আ. মীযান—মানদণ্ড) মানদণ্ড; মাপ; যোগফল, একুন, sum-total (মিজান দেওয়া বা করা—একুন করা)।

মিঞা, মিয়াঁ, মিয়া—(ফা. মিয়াঁ—মনিব) মহাশয়, বাবু, Mr. প্রভৃতির প্রতিশব্দ, মুসলমান ভদ্রলোকের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয় (পঞ্জাবে এখনও সুপ্রচলিত কিন্তু বাংলা দেশে বর্তমানে 'মিঞার' পরিবর্তে 'সাহেব' বেশী আদৃত); স্বামী (মিঞা বিবি); মনিব, মোড়ল, সম্মানিত ব্যক্তি (আপন টোপর লৈয়া বসিল গাঁয়ের মিয়া ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাত—কবিকঙ্কণ; বড় মিঞা; মেজ মিঞা); পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সাধারণ পদবী (কই যাইচ মিয়া?; মিয়া না মশয়—মুসলমান না হিন্দু)। **মিঞাজী**—গুরু-মহাশয়।

মিট—(বিবাদের নিষ্পত্তি, মীমাংসা, আপোষ মিট করা)। **মিটমাট**—বিবাদের পূর্ণ মিমাংসা, আপোষ, নিষ্পত্তি (মিটমাট করে ফেলা)।

মিটমিট—মুদিতপ্রায় ভাব, অল্প উন্মীলন বা প্রকাশ (চোখ দুটি মিটমিট করছে; প্রদীপ মিটমিট করছে)। **মিটিমিটি**—(আদরে, বিদ্রূপে ও কাব্যে ব্যবহৃত)। বিণ. মিটমিটে প্রদীপ; মিটমিটে ডাইন বা শয়তান—যাহার শয়তানী বা কু-মতলব বাহিরে স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় না, ভিজে বেরাল। **মিটমিটানো**—মিটমিট করা। **মিটির মিটির**—মিটমিট (অবজ্ঞায় ও বিদ্রূপে)।

মিটা, মেটা—নিষ্পত্তি হওয়া, শেষ হওয়া, চুকিয়া যাওয়া (বিবাদ মেটা; হিসাব মেটা); ঘুচা, অন্তর্হিত হওয়া ('মিটিল সন্দেহ'); তৃপ্ত হওয়া, প্রশমিত হওয়া ('সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল'; দুধের সাধ ঘোলে মেটা; রাগ মেটা); মুছিয়া যাওয়া, নিশ্চিহ্ন হওয়া (দাগ মিটে গেছে; মরে মিটে গেছে)। **মিটন**—মিটিয়া যাওয়া, নিষ্পত্তি।

মিটানো, মেটানো—নিষ্পত্তি করা; তৃপ্ত করা; চুকাইয়া দেওয়া, মুছিয়া ফেলা (বিবাদ মিটানো; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব—মধুসূদন)।

মিঠ—মিষ্ট, মধুর (ব্রজবুলি)। **মিঠা, মিঠে**—মিষ্ট, মধুর প্রিয় (মুকতি চেয়ে বাঁধন মিঠা মায়ের মায়া-ফাঁদে—রবি); শ্রুতি-সুখকর (মিঠা আওয়াজ), লোনা নহে (মিঠা পানী; মিঠা কোরমা); মৃদু, নিস্তেজ (মিঠা জ্বাল; মিঠে নেশা, মিঠা বিষ); শর্করা-যুক্ত (মিঠা পোলাও); মনোজ্ঞ, কিন্তু সন্দেহ-যুক্ত (মিঠা কথায় ভুলোনা)। **মিঠা-কড়া বা মিঠে কড়া**—একই সঙ্গে মধুর ও কড়া (তামাক); ভব্য ও কঠোর (মন্তব্য)। **মিঠকুমড়া**—সুপরিচিত বড় কুমড়া (পূর্ববঙ্গে মিঠা কুমড়া) **মিঠা নেবু**—কম অম্ল নেবু-বিশেষ। **মিঠা পান**—কিছু মিষ্টস্বাদযুক্ত পান-বিশেষ।

মিঠাই, মেঠাই—মিষ্টান্ন, সন্দেশ, রসগোল্লা, খাজা, গজা প্রভৃতি। **মিঠাইওয়ালা,-কর**—মিঠাই প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা।

মিঠানি—মিষ্টস্বাদ, মিষ্টত্ব, মিঠা কথা, ছলাকলা (প্রাচীন বাংলা)। **মিঠি**—মিষ্ট (ব্রজবুলি)।

মিডিয়াম—(ইং. medium) মধ্যবর্তীরূপে ব্যবহৃত, বিশেষতঃ সম্মোহন-বিদ্যায় (মিডিয়ামের মুখে প্রেতাত্মার উক্তি)।

মিত—[মা (পরিমাণ করা)+ক্ত] পরিমিত, অল্প (মিতভাষী; মিতব্যয়; মিতভুক্; মিত-ভোজী)। **মিতঙ্গম**—হস্তী। **মিতহাসিনী**—মৃদুহাসিনী।

মিত—(সং. মিত্র) মিত্র, বন্ধু (প্রাচীন বাংলা)। **মিতবর**—নিতবর। **মিতকন্যা**—বিবাহিতা কন্যার শ্বশুর-গৃহে গমন-কালে যে সখী সঙ্গে যায় বা যাইত। **মিতা**—মিত্র, বন্ধু, ইয়ার। স্ত্রী. মিতিন,-নী।

মিতাক্ষরা—সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু দায়ভাগ-গ্রন্থ।

মিতাচার—সংযম (বিণ. মিতাচারী)।

মিতার্থ—অল্পভাষী কার্য-নির্বাহক দূত।

মিতালি,-লী—বন্ধুত্ব, দহরম-মহরম।

মিতাশন—অল্পভোজী, মিতাশী। **মিতাহার**—পরিমিত ভোজন ; স্বল্পভোজী।

মিতি—(মা+ক্তি) পরিমাণ ; জ্ঞান (বাংলায় স্বতন্ত্র ব্যবহার নাই)।

মিত্র, মিত্ত্র—[মিদ্ (স্নেহ করা)+ত্র অথবা মী (গমন করা, জানা)+ইত্র—যে সকল জানে, অথবা মি (ক্ষেপণ করা)+ত্র] মিতা, বন্ধু, সুহৃদ্ ; সপক্ষ, সাহায্যকারী (মিত্ররাজ্য ; মিত্র-শক্তি) ; সূর্য ; উপাধি-বিশেষ। বি. মিত্রতা, মিত্রত্ব, মৈত্র, মৈত্রী। স্ত্রী. মিত্রা—মিতিন ; সুমিত্রা (লক্ষ্মণ-জননী)। **মিত্রকরণ**—বন্ধুত্ব করা। **মিত্রঘাতী, মিত্রঘ্ন**—বন্ধুর হত্যা-কারী। **মিত্রদ্রোহ**—বন্ধুকে পরিত্যাগ ও তাহার বিপক্ষতা করা ; বন্ধুর অহিত সাধন (বিণ. মিত্রদ্রোহী)। **মিত্রনন্দন**—যে মিত্রের প্রীতিসাধন করে। **মিত্রপূজা**—সূর্যপূজা, ইতুপূজা ; মিত্রের সম্বর্ধনা। **মিত্রবৎসল**—মিত্রের প্রতি প্রীতিমান্, সপক্ষের লোকদের প্রতি অনুকূল (বি. মিত্রবাৎসল্য)। **মিত্রভেদ**—মিত্রদের মধ্যে মনোমালিন্য অথবা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি। **মিত্রমুখ**—বাহ্যিক আচরণে মিত্রের মত, কপট মিত্র। **মিত্রলাভ**—বন্ধুলাভ (বিপ. মিত্র-ভেদ)। **মিত্রষড়ষ্টক**—বিবাহের যোগ-বিশেষ। **মিত্রসপ্তমী**—অগ্রহায়ণের শুক্ল-সপ্তমী। **মিত্রহা**—মিত্রঘ্ন।

মিত্রজ,-জা—মিত্র-বংশের লোক।

মিত্রাক্ষর—(বঙ্গশ্রী) সমিল ছন্দ।

মিত্রাবরুণ—(দ্বন্দ্ব) সূর্য ও বরুণ—এই দুই বৈদিক দেবতা।

মিত্রামিত্র—শত্রু এবং মিত্র।

মিথি—নিমিরাজার পুত্র। **মিথিলা**—মিথি-রাজার নির্মিত নগরী, বিদেহ রাজ্যের রাজধানী।

মিথুন—[মিথ্ (বধ করা)+উন] স্ত্রী-পুরুষের যুগল, জোড় (হংস-মিথুন) ; সমস্ত ; দ্বাদশ রাশির তৃতীয় রাশি ; মিলন, সংযোগ ; স্ত্রী-সংসর্গ। **মিথুনেচর**—যাহারা জোড়ায় জোড়ায় বিচরণ করে, চক্রবাক।

মিথ্যা—[মিথ্ (বধ করা)+স+আ] সত্যের বিপরীত, অলীক, কাল্পনিক (দুর্বল আত্মায় তোমারে ধরিতে নারে.........পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি গ্রাস করে তারে—রবি) ; কপট (মিথ্যা বিনয় ; মিথ্যাস্তুতি ; মিথ্যা কোপ) ; বৃথা, নিষ্ফল (মিথ্যাগ্রহ ; মিথ্যা যত ধনজন)। **মিথ্যাচার**—কপটাচরণ, মনে যে ভাব, বাহিরে তাহাই প্রকাশ না করিয়া অন্য কিছু করা (ধর্মে মিথ্যাচার, পারিবারিক জীবনে মিথ্যাচার) ; বিণ. মিথ্যাচারী। **মিথ্যাদর্শন,-দৃষ্টি**—ভ্রান্ত দর্শন বা বিচার ; নাস্তিকতা। **মিথ্যা নিরসন**—শপথ, হলপ ; মিথ্যা খণ্ডন। **মিথ্যাপুরুষ**—মানুষের প্রতিমূর্তি। **মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ**—যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে না। **মিথ্যাপ্রত্যয়**—মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রত্যয় ; ভ্রমজ্ঞান। **মিথ্যাবাদ**—মিথ্যা কথা বলা ; মিথ্যা অপবাদ। **মিথ্যাবাদী**—যে মিথ্যা কথা বলে ; মিথ্যা কথা বলা যাহার স্বভাব। **মিথ্যা-বার্তা**—অমূলক কথা, অমূলক কিংবদন্তী। **মিথ্যাভিশংসন**—মিথ্যা দোষ আরোপ। **মিথ্যামতি**—মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রান্তি। **মিথ্যা-মিথ্যা**—মিছামিছি, অকারণ। **মিথ্যা সাক্ষী**—যে সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া মিথ্যা কথা বলে (বি. মিথ্যা সাক্ষ্য)। **মিথ্যার-জাহাজ,-মরাই**—যাহার সব কথা এবং আচরণই মিথ্যা। **মিথ্যুক**—মিথ্যাবাদী। **মিথ্যে**—(মিথ্যার কথ্যরূপ)।

মিদুর—(সং. মৃদুল) মৃদুল, কোমল (মিদুর মধুর হাসি—জ্ঞানদাস)।

মিনতি—(সং. বিজ্ঞপ্তি ; প্রা. বিন্নত্তি ; আ. মিন্নত্—অনুনয়-বিনয়) বিনীত প্রার্থনা, অনুনয়-বিনয় ('রাপ এ মিনতি')। **কাকুতি-মিনতি**—কাতরতাসহ অনুনয়-বিনয়।

মিনমিন—ক্ষীণধারে, নিস্তেজ ভাবে (মিনমিন করে জল পড়ছে ; মিনমিন করে কি বলে, বোঝা গেল না)। বিণ. মিনমিনে—তেজো-বীর্যহীন ; যে নাকী সুরে বা অস্পষ্ট সুরে কথা বলে ; হাম।

মিনহাই—(আ. মিন্হাঈ) হ্রাস, কম্‌তি ; কম খাজনায় জায়গীরাদি দান।

মিনা, মিনে, মীনা—(ফা. মীনা) ধাতুর উপরে কলাই, enamel ; সোনা-রূপার গহনার উপরে রংদার কারুকার্য, নীল পাথর-বিশেষ। **মিনাকার**—যে মিনার কাজ করে (বি. মিনাকারি, মিনা-করা)। **মিনা করা**—ধাতুর

উপরে মীনার কাজ করা ; যাহার উপরে মীনা করা হইয়াছে।

মিনার, মীনার—(আ. মীনার) মস্‌জিদাদির উচ্চ চূড়া, যেখান হইতে আজান দেওয়া হয় ; ইষ্টক-প্রস্তরাদি-নির্মিত চূড়াযুক্ত উচ্চ স্তম্ভ (কুতুব-মিনার)। [বিড়ালীর আদরের নাম।

মিনি—বিনা (মিনি সুতোয় মালা গাঁথা—কথা) ;

মিনিট—(ইং. minute) এক ঘণ্টার ষাট ভাগের একভাগ, আড়াই পল ; অতি অল্প সময় (দু মিনিটের কাজ)।

মিন্‌ষে, মিন্‌সে, মিন্সে—(সং. মনুষ্য) বয়স্ক মানুষ ; লোকটা (মিন্‌সের কেমন আক্কেল ?) ; স্বামী (মাগী-মিন্‌সে)। (গ্রাম্য, মেয়েলি, অবজ্ঞার্থক)।

মিয়াদ, মেয়াদ—(আ. মাআ'দ) নির্দিষ্ট কাল, term (বন্ধকের মেয়াদ ; পাট্টার মেয়াদ) ; কারাবাস, জেল (গ্রাম্য ম্যাদ—ম্যাদখাটা : ম্যাদ হওয়া ; তিন বৎসরের ম্যাদ)। বিণ. মেয়াদী—নির্দিষ্ট কালের জন্য (মিয়াদী পাট্টা। বিপ. মৌরসী পাট্টা)।

মিয়ানি—পায়জামার দুই পায়ের মধ্যভাগ (মিয়ানির মাপ)।

মিয়ানো—নরম হইয়া যাওয়া, কড়া বা কড়কড়ে না থাকা (মুড়ি মিইয়ে গেছে) ; উৎসাহ-উদ্দীপনা না থাকা, সঙ্কল্পে দৃঢ়তা হারানো (আগে তো বক্তৃতা বেশ দিতে, এখন এমন মিইয়ে গেলে কেন ?)।

মিরগেল, মৃগাল, মৃগেল—সুপরিচিত মাছ।

মিরাস,-শ—(আ. মীরাস) বংশানুক্রমে যে বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করা হয়, পূর্বপুরুষের সম্পত্তি (বাপদাদার মিরাস)। বিণ মিরাসী।

মিরাসী—(আ. মীরাসী) গায়ক। স্ত্রী. মিরা-সীন—গায়িকা (বিবাহ-আদিতে ইহারা ছোট ঢোলক বাজাইয়া গান করে)।

মির্জা, মীর্জা—মোগল-রাজকুমার ; সম্ভ্রান্ত মুসলমানের উপাধি-বিশেষ।

মির্জাই, মের্জাই—কোমর পর্যন্ত লম্বা (সাধারণতঃ তুলা-ভরা) জামা-বিশেষ ; মির্জাগিরি, আভিজাত্যের গর্ব।

মির্ধা—(ফা. মীরদেহ—গ্রামের মোড়ল, গ্রামের সরকারী কর্মচারী) কাছারির পাইকদের সর্দার ; মুসলমানের উপাধি-বিশেষ। (মৃধা দ্রঃ)।

মিল—(ইং. mill) কারখানা (মিল-মালিক ; মিল-মজুর) ; কল (কাপড়ের মিল)।

মিল—(সং. মেল) ঐক্য, সুসঙ্গতি, সম্প্রীতি (মনের মিল ; মিল হওয়া ; কথার সঙ্গে কাজের মিল) ; কবিতার দুই চরণের শেষ অংশের ধ্বনি ও অক্ষরের অভিন্নতা। **মিল করা**—সুসঙ্গত করা, সমান করা, বন্ধুতা করা। **মিল খাওয়া**—সুসঙ্গত হওয়া, জোড় খাওয়া, বনা, মিশ্রিত হওয়া (তেলে আর জলে মিল খায় না ; গ্রামের লোকের সঙ্গে শহরের লোকের মিল খেতে চায় না)। **মিল খাওয়ানো**—সম্মিলিত করা, জোড় খাওয়ানো, মিশানো। **মিলজুল**—সংযোগ, সদ্ভাব (মিলজুল করে থাকা ; বেশ মিলজুল হয়েছিল)। **মিল হওয়া**—বন্ধুত্ব হওয়া, বনা।

মিলন—(মিল+অনট্‌) সংযোগ, ঐক্য, প্রেমিক-প্রেমিকার বা বন্ধুদের সম্মেলন (মিলন-মন্দির ; তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা—রবি), সাক্ষাৎকার, মনের ও আচরণের মিল (রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার মিলন আজ যেন কল্পনা করা যায় না, কিন্তু চিরদিন কি এমন থাকবে ?)। **মিলনী**—বন্ধু-সম্মেলন, মিলনোৎসব।

মিলমিলে—হাম, measles।

মিলব—(রক্তবুলি) মিলিবে।

মিলা, মেলা—সম্মিলিত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া (আমরা মিলেছি মায়ের ডাকে—রবি) ; সুসঙ্গত হওয়া (তোমার মতের সঙ্গে আমার মত মেলে ; দুইজনেরই সমান বয়স, মিলেছে ভাল ; চেহারায় মেলে, কথায় কাজে মিলছে না ; বাঙ্গে দুই মিথ্যাকে মিলেছে ভাল), সদৃশ হওয়া, এক হওয়া, ঠিক হওয়া চেহারায় মেলা ; অঙ্কের ফল মেলা ; যা বলেছিলে, ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে) ; মিলন করা ('আনন্দভুবনে মিলিল বাধা') ; সংযুক্ত হওয়া (যেখানে পদ্মার সঙ্গে যমুনা মিলেছে) ; মন্দ অভিপ্রায়ে একজোট হওয়া (দুই শয়তান মিলে দেশটাকে ছারেখারে দেবে) ; লাভ হওয়া, পাওয়া (মাছ, দুধ কিছুই ভাল মেলে না ; অনেক কষ্টে একটি চাকরি মিল্‌ল, দেখা মেলা ভার ; কবিতার দুই চরণের শেষের অংশে ধ্বনি ও অক্ষরের ঐক্য হওয়া।

মিলামিশা, মেলামেশা—সঙ্গীরূপে মিলন

(ওদের সঙ্গে অত মেলামেশা করা ভাল নয়; দুই দলেই মেলামেশা ছিল)।

মিলানো, মেলানো—ঐক্যবদ্ধ করা, সংযোজিত করা (চকমিলানো বাড়ী); সুসঙ্গত করা, মিলন ঘটানো, মিশ্রিত করা, কবিতার এক চরণের সঙ্গে অন্য চরণের মিল দেওয়া; অদৃশ্য হওয়া, গলিয়া যাওয়া, লীন হওয়া (মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল; মুখের হাসি মিলিয়ে গেল; এমন সন্দেশ যে, মুখে দিলে মিলিয়ে যায়); সংস্থান করা, জোটানো (দুধ মিলানো ভার)।

মিলিত—(মিল্+ক্ত) সংযুক্ত, একত্রিত (দুই গেরিলা-বাহিনী মিলিত হইল); মিশ্রিত (ঘৃত ও দালদা মিলিত করিয়া); কৃতসাক্ষাৎকার (বহুদিন পরে দুই বন্ধু মিলিত হইল); ঐক্যবদ্ধ, অবিচ্ছিন্ন, যৌথপরিবারভুক্ত (দুই দেশের মিলিত শক্তি; মিলিত সংসার)।

মিলিন্দ—(ইং. Menander) ভারতবর্ষের গ্রীক রাজা-বিশেষ; বৌদ্ধশাস্ত্রে ইঁহার উল্লেখ আছে (মিলিন্দ-পণ্‌হ)।

মিশ—(সং. মিশ্র) মিশ্রণ, সুসঙ্গতি। **মিশ খাওয়া**—সুসঙ্গত হওয়া, মিল হওয়া, বিসদৃশ বোধ হওয়া (ওরা বড় লোক, আমাদের মত গরীবের সঙ্গে ওদের মিশ খায় না; তেলে জলে মিশ খায় না)। **মিশ খাওয়ানো**—মিলানো।

মিশন—(সং. মিশ্রণ) সংমিশ্রণ; একত্র হওয়া।

মিশন—(ইং. mission) ধর্ম ও সমাজ-সেবা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (রামকৃষ্ণ মিশন, ব্যাপ্টিস্ট মিশন)। **মিশনারী**—খৃষ্টীয় ধর্ম-প্রচারক।

মিশমী—উত্তর আসামের পার্বত্য জাতি-বিশেষ।

মিশা, মেশা—মিশ্রিত হওয়া, মিশ খাওয়া (ঝোলে তেল ভাল মেশেনি, চালচলনে মেশে না); সঙ্গী হওয়া, সংসর্গ করা (দলে মিশো না; ভদ্র-সমাজে মিশবার যোগ্য নয়); বিলীন হওয়া (পঞ্চভূতে মিশে যাওয়া)। **মিশামিশি, মেশামিশি**—অন্তরঙ্গের মত আলাপ-পরিচয়, ঘনিষ্ঠ সংযোগ (ওদের সঙ্গে খুব মেশামিশি হয়েছিল)।

মিশানো, মেশানো—মিশ্রিত করা (দুধে জল মেশানো); মিলিত করা, সঙ্গতি সাধন করা (গলা মেশানো); মিশ্রিত।

মিশাল—মিশ্রিত (অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল—ভারতচন্দ্র); মিশ্রণ, ভেজাল (মিশাল দেওয়া); সঙ্গ (প্রাচীন বাংলা)। **মিশালি**—মিশ্রিত (পাঁচমিশালি)।

মিশি, মিসি—(হি. মিস্‌সি) দন্তমঞ্জন-বিশেষ, ইহাতে দন্তমূল দৃঢ় হয় ও দাঁত কালো হয় (মণির দন্তে মিশি, পায়ে চার গাছি গো—গান)।

মিশুক—মিশিতে ভালবাসে বা পটু, সামাজিক, sociable (ছেলেটি খুব মিশুক)।

মিশ্র—[মিশ্র্ (মিশ্রিত করা)+অ] সংযুক্ত, মিলিত (জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি); বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ-ঘটিত (মিশ্রজাতি); আর্য, পূজ্য, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত (মণ্ডন মিশ্র); হস্তার শ্রেণী-বিশেষ; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ; মিশ্রিত দ্রব্য, mixture; মিশ্র রাশি (মিশ্র যোগ-বিয়োগ পরের শ্রেণীতে হবে)। **মিশ্র পদার্থ**—মৌলিক পদার্থ নহে, বিভিন্ন শ্রেণীর পরমাণুর সমবায়ে গঠিত পদার্থ। **মিশ্রক**—যে মিশাল বা ভেজাল দেয়; দেবোদ্যান, ইন্দ্রের উদ্যান, লবণ-বিশেষ। **মিশ্রণ**—একত্রকরণ, মিলন, সংযোগ, মেলামেশা (অবাধ মিশ্রণ) ভেজাল। **মিশ্রবর্ণ**—নানা রঙের। বিণ. মিশ্রিত।

মিষ্ট—[মিষ্ (জলসেক করা)+ক্ত] মধুর স্বাদযুক্ত (মিষ্ট ফল); শ্রুতিসুখকর (মিষ্ট স্বর); প্রীতিপ্রদ, কাবশ্যবর্জিত, কোমল (মিষ্ট ব্যবহার; মিষ্ট মুখ; মিষ্ট গন্ধ); মিষ্টান্ন (এই অর্থে 'মিষ্টি' বেশী প্রচলিত)। **মিষ্টমুখ**—অভ্যাগতকে মিষ্টান্ন দিয়া আপ্যায়ন (মিষ্টিমুখ বেশী প্রচলিত)। **মিষ্টান্ন**—সুমিষ্ট খাদ্য; মিঠাই।

মিষ্টি—মিষ্ট, শ্রুতিমধুর, প্রীতিপ্রদ, অপরুষ, কোমল (সাধারণতঃ কথ্য ভাষায় বেশী ব্যবহৃত); চিনি (মিষ্টি দেওয়া বাগুন); মিষ্টান্ন (মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসে)। **মিষ্টি মিষ্টি**—সন্দেহজনক ভাবে মিষ্ট (লোকটা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, ধরণটা বোঝা যাচ্ছে না): বাহ্যতঃ কোমল, কিন্তু আসলে কঠোর (মিষ্টি মিষ্টি বেশ দুকথা শুনিয়ে দিলে)। **মিষ্টিমুখ**—অভ্যাগতরূপে ভোজনশেষে মিষ্টান্ন ভক্ষণ অথবা শুধু মিষ্টান্ন গ্রহণ (একটু মিষ্টিমুখ না করলে হবে না); মিষ্ট কথা (মিষ্টি মুখ না পেলে কি চাকর থাকে?)।

মিস্‌কাল—(আ. মিথ্‌কা'ল) চারি মাষা ও সাড়ে তিন রতি পরিমাণ ওজন; প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ।

মিস্‌মার, মেস্‌মার—(আ. মিস্‌মার) চূর্ণ-বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত (সব মিস্‌মার হয়ে গেল)।

মিসমিস, মিশমিশ—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সম্পর্কে বলা হয় (মিসমিস করছে)। বিণ. মিসমিসে (মিসমিসে কাল)।

মিসর, মিশর—(আফ্রিকা মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ দেশ। বিণ. মিশরীয়, মিস্‌রী।

মিসিবাবা—Miss ; ইয়োরোপীয় অথবা ইঙ্গ-ভারতীয় কুমারী (খানসামাদের ভাষা)।

মিস্ত্রি,-স্ত্রী—(পর্তু. mestre ; ইং. mistry) হাতের কাজে দক্ষ কারিগর (ছুতার-মিস্ত্রি ; রাজমিস্ত্রি) ; যে যন্ত্র মেরামত করে ; যে কাপড় ইস্ত্রি করে।

মিহি—(হি. মহীন—মহাক্ষীণ ?) সূক্ষ্ম, সরু, fine (মিহি কাপড় ; মিহি চাউল ; মিহি গলা, মিহি সুর—ক্ষীণ ও মিষ্ট কণ্ঠস্বর (বিপ. মোটা গলা)। **মিহিদানা**—মতিচুর-জাতীয় মিঠাই।

মিহির—(যে কিরণ বর্ষণ করে অথবা জল সেচন করে) সূর্য ; বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম ; মুনি-বিশেষ ; (সংস্কৃতে মেঘ, বায়ু, চন্দ্র, আকন্দ গাছ ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়)। **মিহিরমণ্ডল**—সূর্যমণ্ডল।

মীড়, মিড়—সঙ্গীতে স্বরের অলঙ্কার-বিশেষ।

মীন—(সং.) মৎস্য ; মীন রাশি ; বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ। **মীনকেতন,-কেতু,-ধ্বজ,-লাঞ্ছন**—কামদেব। **মীনরঙ্গ**—মাছরাঙ্গা পাখী। **মীনাণ্ডী**—চিনি। **মীনালয়**—সমুদ্র।

মীমাংসক—মীমাংসাকারী ; মীমাংসা-দর্শনে অভিজ্ঞ। **মীমাংসা**—ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের অন্যতম ; নিষ্পত্তি (বিবাদ মীমাংসা করে ফেলা) ; সিদ্ধান্ত, সমাধান (সমস্যার মীমাংসা)। বিণ. মীমাংসিত।

মীর—(ফা. মীর) প্রধান, নেতা ; সৈয়দদের উপাধি-বিশেষ ; অধ্যক্ষ (মীরবহর)। **মীর আতস**—গোলন্দাজ সৈন্যদের নেতা। **মীর আদল**—প্রধান বিচারপতি। মীরদেহ—মির্‌ধা দ্রঃ। **মীর বখশী**—সৈন্যদের প্রধান বেতনদাতা। **মীরবহর**—যুদ্ধ-জাহাজের অথবা নৌবিভাগের অধ্যক্ষ। **মীর মুন্সী**—সেরেস্তার প্রধান সম্পাদক অথবা বড়বাবু। **মীর শিকারী**—প্রধান শিকারী ; মুসলমানের শ্রেণী-বিশেষ।

মীলন—[মীল্ (চক্ষু মুদ্রিত করা) + অনট্] চক্ষু মুদ্রিত করা, নিমীলন। বিণ. মীলিত—মুদিত, সঙ্কুচিত, অবিকশিত, অর্থালঙ্কার-বিশেষ।

মুকতি—মুক্তি (কাব্যে ব্যবহৃত)।

মুকদ্দম—(আ. মুক'দ্দম্) গ্রামের প্রধান, অগ্র-বর্তী রক্ষিদল।

মুকির—(আ. মু'কি'র) যে স্বীকার গেছে, কবুল (মুকির হওয়া—স্বীকার যাওয়া)। (আদালতের ভাষা)।

মুকুট—[মুন্‌ক্ (ভূষিত করা) + উট] রাজার শিরোভূষণ (মুকুটবিহীন রাজা) ; বরের ও কন্যার টোপর। **মুকুটমণি**—মুকুটের মণি, মুকুটের মণিস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ, বরেণ্য। **মুকুটী**—মুকুটধারী।

মুকুতা—মুক্তা (কাব্য)। মুকুতি—মুকতি দ্রঃ।

মুকুন্দ—[মুকুম্ (মুক্তি) + দা + ডা] মুক্তিদাতা, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ ; যাহা রোগ হইতে মুক্তি দেয়।

মুকুর—(সং.) আর্শি, দর্পণ, মুকুল ; বকুল বৃক্ষ, কুমারের চাক ঘুরাইবার দণ্ড ; মল্লিকা ফুলের গাছ।

মুকুল—[মুচ্ (মোচন করা) + উল] ঈষৎ-বিকশিত কলিকা, কুঁড়ি ; স্ফোটনোন্মুখ অবস্থা অথবা বস্তু (মনের মুকুল ; দন্তমুকুল ; মুকুল-ভাব অভিনয়-প্রক্রিয়া-বিশেষ। **মুকুলিকা**—মুকুলের মত বিকাশোন্মুখী ('মুকুলিকা বালিকা'-বয়সী'), কর্ণভূষণ-বিশেষ। বিণ. মুকুলিত—মুকুলযুক্ত (মুকুলিত সহকার তরু) ; অর্ধমুদ্রিত ; (মুকুলিতাক্ষ) ; ঈষৎ বিকশিত। **মুকুলী**—মুকুলযুক্ত। **মুকুলীকৃত**—অভিনয়ে অঙ্গুলির ভঙ্গি-বিশেষ। **মুকুলোদ্গম**—কুঁড়ি ধরা।

মুকেদ—(আ. মুক'দ্দম) প্রহরীদের অগ্রনায়ক, গ্রামের প্রধান, মোড়ল। (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

মুকেরি—বলদে মালবাহী মুসলমান সম্প্রদায়-বিশেষ (বলদ বাহিয়া কেহ বলায় মুকেরি—কবিকঙ্কণ—বর্তমানে কোন কোন স্থানে মুসল-মান কলু-সম্প্রদায় ঘোড়ায় এরূপ মাল বহন করে, তাদের বলদে বলা হয়)।

মুক্ত—(মুচ্ + ক্ত) মোক্ষপ্রাপ্ত (মুক্ত পুরুষ) ; নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত, বিরহিত, পরিশূন্য (ঋণমুক্ত,

দায়মুক্ত, ভয়মুক্ত) ; বিসৃষ্ট, ত্যাক্ত, অনিবারিত (জ্যামুক্ত ; কারামুক্ত) ; অবারিত, উন্মুক্ত (মুক্ত গগনতল ; মুক্ত দ্বার) ; অবদ্ধ, খোলা ('মুক্তকেশী ঘোরনয়না' ; মুক্তহস্তে দান করা) ; বিগত (মুক্ত-সংশয় ; কাঠিন্যমুক্ত) ; পরিষ্কৃত, আবর্জনাশূন্য (হেঁশেল মুক্ত করা ; সকড়ি মুক্ত করা) । **মুক্তক**—বল্লম প্রভৃতি ক্ষেপণীয় অস্ত্র। **মুক্তকচ্ছ**—কাছা-খোলা (মুক্তকচ্ছ হইয়া দৌড়) ; লুঙ্গি-পরা ; বৌদ্ধ। **মুক্তকঞ্চুক**—খোলস-ছাড়া (সাপ)। **মুক্তকণ্ঠে**—গলা ছাড়িয়া, দ্বিধাহীন ভাবে। **মুক্তকর,-হস্ত**—দানে অকাতর, বদান্য। **মুক্তকেশ**—আলুলায়িত কেশ (মুক্তকেশী—আলুলায়িত কুন্তলা কালী)। **মুক্তচক্ষুঃ**—উন্মীলিত নয়ন ; সিংহ। **মুক্তনির্মোক**—খোলস ছাড়া (সাপ)। **মুক্ত পুরুষ**—যিনি মায়ার অতীত সত্য উপলব্ধি পাইয়াছেন। **মুক্তবন্ধন**—বন্ধন হইতে মুক্ত, যাহার সংসার-বন্ধন ঘুচিয়াছে। **মুক্ত-বসন**—দিগম্বর। **মুক্তবেণী**—খোলা চুল, ত্রিবেণী। **মুক্তশৈশব**—যে শৈশবদশা অতিক্রম করিয়াছে। **মুক্ত-সংশয়**—দ্বিধাহীন, নিঃসন্দেহ। **মুক্তসঙ্গ**—বিষয়াশক্তিরহিত ; পরিব্রাজক। **মুক্তহস্ত**—মুক্তকর দ্রঃ।

মুক্তা—(শুক্তি কর্তৃক বিসৃষ্ট) মোতি, মৌক্তিক ; গণিকা। **মুক্তা-কলাপ**—মুক্তার হার। **মুক্তাঝুরি**—ছোট গাছ-বিশেষ, বর্ষায় জন্মে। **মুক্তাপ্রসূ**—যে শুক্তিতে মুক্তা জন্মে। **মুক্তাফল**—মুক্তা। **মুক্তালতা,-বলী**—মুক্তার হার। **মুক্তাসার**—উৎকৃষ্ট মুক্তা।

মুক্তি—(মুচ্ + ক্তি) বন্ধনরাহিত্য, মোচন, পরিত্রাণ (কারামুক্তি : ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম ; শাপমুক্তি, ঋণমুক্তি) ; সংসার-বন্ধন-রাহিত্য, নিত্যসুখ প্রাপ্তি, পরম সত্যের উপলব্ধি, পাপ হইতে পরিত্রাণ, নির্বাণ। **মুক্তিনামা**—passport, ছাড়পত্র। **মুক্তিপদ**—মুক্তি লাভের স্থান। **মুক্তিপত্র**—মুক্তির নির্দেশ-যুক্ত লেখা। **মুক্তিফৌজ**—রাজনৈতিক মুক্তিদানকারী বাহিনী ; Salvation Army, খৃষ্টান ধর্ম-সম্প্রদায়-বিশেষ। **মুক্তিমণ্ডপ**—কাশীর বিশ্বেশ্বর ও পুরীর জগন্নাথের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মণ্ডপ ; মদ, গুলি প্রভৃতির আড্ডা। **মুক্তিমার্গ**—মোক্ষলাভের পথ। **মুক্তিস্নান**—গ্রহণের পর গঙ্গায় বা অন্য নদীতে স্নান ; নব পবিত্রতা লাভ।

মুক্তিকা—(সং.) মুক্তা।

মুখ—[খন্ (খনন করা) + অ] আনন, বদন, মুখমণ্ডল, মুখগহ্বর ; ভিতরে যাইবার ও বাহির হইয়া আসিবার পথ, রন্ধ্র (গুহামুখ ; গলির মুখ, ফোঁড়ার মুখ) ; সম্মুখভাগ, প্রারম্ভ (মুখপাত ; রাত্রিমুখে ; যাবার মুখে ; বানের মুখে ভাসিয়া চলিল। মুখবন্ধ ; তোপের মুখে পড়া) ; অগ্রভাগ (কাঁটার মুখ চোখা করতে হয় না ; দইয়ের মুখ) ; উপরিভাগ (হাঁড়ির মুখে ঢাকা দেওয়া ; কলসীর মুখ) ; অস্ত্রের ধার (দায়ের মুখ পড়ে গেছে) ; প্রান্ত (বালার মুখ) ; মোহানা (নদীর মুখ ; খাঁড়ির মুখ) ; দিক, অভিমুখ (পুবমুখে ; ঘরমুখো ; কুলায়াভিমুখ ; সর্বতোমুখী, বহির্মুখ) ; কথা, বচন, আলাপ, প্রসঙ্গ (লোকের মুখে মুখে : মুখ বড় খারাপ ; দশের মুখে জয়) ; কর্কশ বাক্য (মুখ করা—কড়া কথা বলা, ভর্ৎসনা করা ; মুখের ভয়) ; প্রগল্ভতা, চোপা (বড় মুখ হয়েছে দেখছি) ; উৎসাহ, আগ্রহ, আশা (বড় মুখ করে' এসেছিল) ; সম্মান, প্রতিপত্তি, চারিত্রিক গৌরব (মুখ রাখা ; উঁচু মুখ নীচু করা ; বলার মুখ নেই) ; মুখ্য, প্রধান (মুখপাত্র ; মুখবংশজাত) ; মুখোপাধ্যায়। **মুখকমল**—কমলের মত সুন্দর, আনন্দকর অথবা প্রফুল্ল মুখ। **মুখকোষ**—মুখোস। **মুখচন্দ্র**—চন্দ্রের মত সুন্দর অথবা আনন্দকর মুখ। **মুখচাপল্য**—যা খুসী বলা অথবা বেশী কথা বলা। **মুখ-চপেটিকা**—মুখে চড়। **মুখচ্ছবি**—চেহারা, মুখের ভাব। **মুখদোষ**—কটুকথা বলার অভ্যাস। **মুখধাবন**—মুখ প্রক্ষালন। **মুখপাত**—কাপড়ের প্রথমাংশ ; ভূমিকা (মুখপাত দুরস্ত)। **মুখপাত্র**—প্রতিনিধি, অগ্রণী। **মুখবন্ধ**—প্রস্তাবনা, ভূমিকা। **মুখবন্ধন**—ঢাকনি। **মুখবাদ্য**—ফুঁ দিয়া যাহা বাজানো হয় ; (গালবাদ্য) **মুখ ব্যাদান**—হাঁ করা। **মুখভঙ্গ**—রোগের জন্য মুখের বিকৃতি ঘটা। **মুখভঙ্গি**—বিদ্রূপ, বিরূপতা ইত্যাদি প্রকাশক মুখবিকার। **মুখভূষণ**—পান ; (রুজ, লিপ্-

ষ্টিক প্রভৃতি)। **মুখমণ্ডন**—মুখভূষণ। **মুখমদ**—নারীর মুখামৃত। মুখমধু—মুখমদ; মিষ্টকথা; যাহার কথা মিষ্ট। **মুখ-মারুত**—ফুৎকার। **মুখরজ্জু**—লাগাম। **মুখ-রুচি**—মুখশ্রী। **মুখরোচক**—সুস্বাদু। **মুখশুদ্ধি**—মুখ প্রক্ষালন; ভোজনের পর পান, এলাচ-দানা, হরীতকী ইত্যাদি চর্বণ। **মুখ-শোষ**—মুখের বিশুষ্কতা; মুখের ভিতরে শুষ্কতা বোধ। **মুখস্রাব**—লালা। **মুখ আনা**—শরীরের ভিতরকার পারার বিষ ঘায়ের মুখ দিয়া বাহির করা। **মুখ আল্‌গা করা**—অবাচ্য-কুবাচ্য বলা। **মুখ উঁচু করা**—সম্মান বা গৌরব বৃদ্ধি করা, মুখ উজ্জ্বল করা (বংশের মুখ উঁচু করেছে)। **মুখ করা**—ভর্ৎসনা করা। **মুখ কালো করা**—অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করা। **মুখ কালা করা**—অপযশ ঘটানো। **মুখ খাওয়া**—ভর্ৎসিত হওয়া। **মুখ খারাপ করা**—অশ্লীল কথা বলা, অপ্রিয় কথা বলা, গালাগালি দেওয়া, অসভ্য কথা বলা (তোমাকে কিছু বলা মুখ খারাপ করা মাত্র)। **মুখ খিচানো**—মুখ ভেংচানো; দাঁত খিঁচানো। **মুখ খিস্তি করা**—অশ্লীল কথা বলা। **মুখ খোলা**—চুপ থাকিবার পর কথা বলা। **মুখ গোঁজ করা**—অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করিয়া নীরবে মুখ কিছু নত করিয়া থাকা। **মুখচন্দ্রিকা**—বরকন্যার শুভদৃষ্টি। **মুখ চলা**—খাদ্যে অরুচি না থাকা (রুগীর মুখ চল্‌ছে, আশা করি শীগ্‌গীরই সেরে উঠবে), বাক-পটুতা থাকা; মুখ ছুটানো। **মুখ চাওয়া**—কাহারও প্রসন্নতা অর্জনের জন্য চেষ্টিত থাকা, খাতির করা (তোমাদের মুখ চেয়েই সব সয়ে গেছি)। **মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা**—কি করিতে হইবে ভাবিয়া না পাইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকানো। **মুখ চূর্ণ করা**—অপ্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে মুখ বিবর্ণ হওয়া। **মুখ চুল্‌কানো**—কল প্রভৃতি খাওয়ার ফলে মুখের ভিতরে অস্বস্তি বোধ করা, অপ্রিয় কিছু বলিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া। **মুখ চোখানো**—অন্ন খাদ্যের জন্য লোলুপতা প্রকাশ করা, কিছু বলিবার জন্য আগ্রহান্বিত হওয়া। **মুখচোরা**—লাজুক, কথা বলিতে যে স্বভাবতঃ সঙ্কোচ বোধ করে। **মুখ ছুটানো**—অসঙ্কোচে অপ্রিয় কথা বলিয়া যাওয়া; গালাগালি করা। **মুখ ছোট হওয়া**—সম্মানের লাঘব হওয়া। **মুখ-জোর**—বলিবার শক্তি। **মুখ-ঝাম্‌টা**—মুখভঙ্গি-সহ তিরস্কার। **মুখ টিপে হাসা**—নীরবে বিদ্রূপের হাসি হাসা। **মুখ ঢাকা**—মুখ আবৃত করা, মুখ লুকানো। **মুখ তুলিতে না পারা**—লজ্জায় মুখ হেঁট করা। **মুখ তুলে চাওয়া**—কৃপা করা (ভগবান্ যদি মুখ তুলে চান)। **মুখ থাকা**—সম্মান থাকা, প্রতিপত্তি নষ্ট না হওয়া। **মুখ দেখা**—বর-কন্যাকে অথবা নবপ্রসূত শিশুকে দেখিয়া আশীর্বাদ-স্বরূপ অর্থদান করা। **মুখ দেখানো**—লোকের সম্মুখে যাইতে কুণ্ঠাবোধ না করা, নববধূর ঘোমটা তুলিয়া আত্মীয়-কুটুম্ব ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দেখানো। **মুখনাড়া**—মুখ-ঝাম্‌টা। **মুখ পাওয়া**—প্রশ্রয় পাওয়া। **মুখপাত**—সম্মুখের ভাগ, বস্তুর সম্মুখের অংশ, (মুখপাত দুরস্ত)। **মুখপোড়া**—হনুমান, গালি-বিশেষ, আদরসূচক গালি। **মুখ-ফট্‌কা**—যে মুখে বেশী ফট্‌ফট্ করে, অর্থাৎ যা খুশী তাই বলে, বাচাল। **মুখ ফিরানো**—অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করা; ঘাড় ফিরাইয়া দেখা। **মুখ ফুটা**—মনোভাব ব্যক্ত করা। **মুখ ফুটে বলা**—স্পষ্টভাবে বলা বা জানানো। **মুখ ফুলানো**- মুখ ভার করা। **মুখ-ফোড়**—যে অপ্রিয় কথাও বলিয়া ফেলে, স্পষ্টবক্তা। **মুখ বদলানো**—খাদ্যে একঘেয়েমি দূর করা, উপভোগে বা কাজে নূতনত্ব সম্পাদন। **মুখ বন্ধ করা**—চুপ করা; বলে অথবা ঘুষ দিয়া চুপ করানো। **মুখবন্ধ করা**—গৌরচন্দ্রিকা করা। **মুখ বাঁকানো**—বিতৃষ্ণাজ্ঞাপক মুখভঙ্গি করা। **মুখ বাড়া**—বেশী কথা বলিবার স্পর্ধা হওয়া। **মুখ বাড়ানো**—বলিবার বা কথা শুনাইবার স্পর্ধা বৃদ্ধি করা; জানালা প্রভৃতির মধ্য দিয়া মুখমণ্ডল বহির্গত করা। **মুখ বিগড়ানো**—মুখের স্বাদ নষ্ট করা বা হওয়া; বাকসংযম নষ্ট করা বা হওয়া। **মুখ বোজা**—নিরুত্তর হওয়া; যে মনের ভাব সাধারণতঃ চাপিয়া রাখে, মুখে প্রকাশ করে না। **মুখ বুজিয়া**—নীরবে (মুখ বুজে সহ্য করা)।

মুখ ভার বা ভারী করা—অসন্তোষহেতু গম্ভীর ভাব ধারণ করা। **মুখ ভেঙ্চানো**—বিদ্রূপ, ক্রোধ ইত্যাদি জ্ঞাপক মুখভঙ্গী করা। **মুখ মারা**—মুখের দিক বন্ধ করা বা মজবুত করা ; অতিরিক্ত তৈলাক্ত বা শর্করাযুক্ত খাদ্য গ্রহণে অরুচি হওয়া (পোলাও-এ যে ঘি দেওয়া হয়েছে, মুখ মেরে আসে ; অত মিষ্টি কি খাওয়া যায়, মুখ মেরে আসে)। **মুখ মোড়া**—বিরূপতা প্রকাশ করা, অস্বীকৃত হওয়া। **মুখরক্ষা করা বা রাখা**—সম্মান-প্রতিপত্তি নষ্ট হইতে না দেওয়া। **মুখ লাল হওয়া**—লজ্জা বা ক্রোধের ফলে। **মুখ শুকানো**—ভয়ে অথবা পরাজয়ের আশঙ্কায় মুখের ভাবের স্বাভাবিক সরসতা নষ্ট হওয়া। **মুখসর্বস্ব**—মুখের কথাই যাহার সর্বস্ব, মুখে দড়, কাজে কিছু নয়। **মুখ-সাপট,-সাট**—কথায় সব-কিছু উড়াইয়া দিবার বা হার না মানার ভাব, মুখের বড়াই ; মুখ-ঝামটা (মুখ-সাট আছে খুব)। **মুখ সাম্‌লানো**—বাক্ ও ভোজন সম্পর্কে সংযম রক্ষা করা (মুখ সাম্‌লে কথা বলো ; মুখ না সামলালে ব্যারাম সারবে না বলে দিচ্ছি)। **মুখ সিট্‌কানো**—প্রবল ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি জ্ঞাপক মুখভঙ্গি করা। **মুখ সেলাই করা**—কিছুতেই কথা না বলিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা। **মুখ হওয়া**—ফোঁড়ার ভিতরকার পুঁজ বাহির হইয়া আসিবার পথ হওয়া (ফোঁড়াটার এখনও মুখ হয় নাই ; মুখরতা বা বলিবার স্পর্ধা বৃদ্ধি পাওয়া)। **মুখে**—মাত্র কথায় (মুখেন মারিতং জগৎ)। **মুখে আগুন**—নিপাত যাক (অমন বাপের মুখে আগুন—সাধারণতঃ মেয়েলি ভাষা)। **মুখে খই ফোটা**—অতিরিক্ত মুখর হওয়া, অনর্গল বলিয়া যাওয়া। **মুখে চুণকালি দেওয়া**—অসম্মানকর কাজ করা, কলঙ্ক লেপন করা। **মুখে ছাই**—অপ্রতিষ্ঠা বা ব্যর্থতা-কামনা-সূচক উক্তি (শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আজো বেঁচে আছি)। **মুখে জল আসা**—লোভ হওয়া (সেই খাওয়ার কথা মনে করতে এখনো মুখে জল আসে)। **মুখে জল বা পাণী দেওয়া**—অন্তিম সময়ে মুখে জল দেওয়া, মুখ প্রক্ষালন করা ; পিপাসা নিবৃত্তি করা। **মুখে দড়**—বচনপটু, কথায় হার মানে না। **মুখে দেওয়া**—সামান্য খাওয়া (এত যত্ন করে রান্না করা হয়েছে, একটু মুখে দিন্ ; দু লাকমা ভাত মুখে দিয়েই উঠে গেল) ; আহার্যরূপে পরিবেশন করা (বিয়ে-বাড়ীতে এনেছ দু'সের মিঠাই, কার মুখে দেবে ?)। **মুখে ধুলো ওড়া**—দুশ্চিন্তা-আদিতে মুখ বিবর্ণ হওয়া। **মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক**—ফুল দ্রঃ। **মুখে ফেলা**—শুষ্ক অথবা অল্প খাদ্য মুখে পোরা ; তাড়াতাড়ি ভোজন শেষ করা। **মুখে মুখে**—কাগজে-কলমে হিসাব না করিয়া (মুখে মুখে উত্তর দেওয়া) ; লোক-সমাজে প্রচারিত (সে কথা এখন লোকের মুখে মুখে) ; একটির প্রান্তের সহিত অন্যটির প্রান্তের সুবিন্যাস (তক্তা মুখে মুখে জোড়া ; ঢাক্‌নিটা মুখে মুখে লেগেছে)। **মুখে রোচা**—রোচা দ্রঃ। **মুখে শক্ত**—মুখে দড়। **মুখের উপর**—সাম্‌না-সাম্‌নি, অসাক্ষাতে নয় (মুখের উপর কথা বলা ; মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া)। **মুখের কথা**—বচনমাত্র, বলিলেই যে হইল, তাহা নয় (মা হওয়া কি মুখের কথা—রামপ্রসাদ)। **মুখের কথা খসানো**—শুধু মুখ দিয়া বলা (আমার এত বড় অন্যায় তোমার সাম্‌নে হল, তুমি মুখের কথাটিও খসালে না)। **মুখের জোড়**—মুখের তেজ। **মুখের দিকে তাকানো**—দুর্দিনে সহানুভূতি ও সাহায্য করা ; মুখের পানে সহজভাবে চাওয়া। **মুখের মতো**—যথোপযুক্ত (কড়া জবাব সম্পর্কে বলা হয়—মুখের মতো জবাব,—জুতো)। **মুখের সাম্‌নে**—মুখের উপর। **থোঁতা মুখ ভোঁতা হওয়া**—থোঁতা দ্রঃ। **যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা**—যে আসলে ছোট, তাহার স্পর্ধিত উক্তি সম্বন্ধে বলা হয়।

মুখচ্ছটা—মুখের দীপ্তি, মুখের উজ্জ্বল শ্রী।

মুখটি, মুখুটি,-টী—মুখোপাধ্যায় বংশ (ফুলের মুখুটি)। [বংশ।

মুখ বংশ—সম্মানিত বংশ, কুলীন ; মুখোপাধ্যায়

মুখ-বাসন—মুখের সুগন্ধিকারক দ্রঃ, কর্পূরাদি।

মুখর—[মুখ (মুখ নির্গত বাক্য) + র] যে বেশী কথা বলে, বাচাল ; দুর্মুখ (মুখর এমনি, না জানি আরো কী রটাবে কথা—রবি) ; যে আগে কথা বলে ; শব্দায়মান (ঊর্মিমুখর সাগরের পাড় —রবি ; মুখর মঞ্জীর) ; শঙ্খ ; কাক। বিণ. মুখরিত—শব্দায়মান, ধ্বনিত।

মুখর—মগধ অঞ্চলের রাজবংশ-বিশেষ। বিণ. মৌখরি—মুখর-বংশ-জাত।

মুখস, মুখোস—(সং. মুখকোষ) মনুষ্যের বা কোন জীবজন্তুর আকৃতির মুখাবরণ (মুখোস পরা—এরূপ আবরণ পরিয়া চেহারা গোপন করা, অবলম্বন করা); গরু-বাছুর প্রভৃতির মুখে যে দড়ির, কঞ্চির বা বাঁশের চটার জাল দেওয়া হয়; লাগাম (মধুসূদন এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন—'চিবাইয়া রোষে মুখস')।

মুখস্থ—(সং. কণ্ঠস্থ) কণ্ঠস্থ, যাহা স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করা যায় (পড়া মুখস্থ বলা; মুখস্থ বুলি—অন্যের নিকট হইতে শেখা কথা, যাহা খুব অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে)।

মুখাগ্নি—দাহ করিবার পূর্বে শবের মুখে যে অগ্নি স্পর্শ করানো হয়; ব্রাহ্মণ (যাহার মুখে অগ্নি)।

মুখানো—অতিশয় আগ্রহান্বিত হওয়া (পুরস্কার-বিতরণের দিনের জন্য ছেলেরা মুখিয়ে আছে)।

মুখাপেক্ষা—অন্যের অনুগ্রহের বা সাহায্যের অপেক্ষা। বিণ. মুখাপেক্ষী—অন্যের সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল, অন্যের প্রসন্নতার প্রত্যাশী।

মুখাবয়ব—মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অবয়ব, মুখের আকৃতি।

মুখামুখি, মুখোমুখী—পরস্পরের দিকে মুখ করিয়া, সামনা-সামনি; বাক্‌যুদ্ধ (মুখামুখী ছেড়ে হাতাহাতি); পরস্পরকে সন্দর্শন, শুভদৃষ্টি (যেভাবে বদনাম রটিয়ে বেড়াচ্ছ, এর পর যখন মুখোমুখি হবে তখন তার দিকে চাইবে কেমন করে? বরকন্যার মুখামুখী করা); মুখ পর্যন্ত (ভাত হাঁড়ির মুখোমুখি হয়েছে); মৌখিকভাবে (মুখোমুখি উত্তর দাও)।

মুখি,-খী—কচু, ওল প্রভৃতির অঙ্কুর (গ্রাম্য, মুকী)। **মুখি কচু**—যে কচু হইতে মুখি বাহির হয়।

মুখী—মুকটি, ঘুসি (মুখী মারা); মুখযুক্তা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—কালামুখী; সোনামুখী; পোড়ারমুখী)।

মুখুজ্জে,-য্যে—মুখোপাধ্যায়।

মুখো—অভিমুখ (পশ্চিমমুখো হয়ে বল তো; ঘর-মুখো বাঙালী আর রণমুখো সেপাই; ওমুখো যে আর হচ্ছই না); মুখযুক্ত (দু'মুখো সাপ—দুমুখো দ্রঃ)। [(মুখোড় বাতাস)।

মুখোড়—যাহা মুখে আসিয়া লাগে, প্রতিকূল

মুখোপাধ্যায়—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ (মুখটী গ্রামে বাসহেতু)।

মুখোষ—মুখস দ্রঃ। **মুখোষ খুলে যাওয়া** কপটতা ধরা পড়া; স্বরূপ প্রকাশ পাওয়া।

মুখ্‌খু—মূর্খ দ্রঃ।

মুখ্য—(মুখ+য) প্রধান, অগ্রগণ্য (মুখ্য উদ্দেশ্য; মুখ্যমন্ত্রী); আদি (মুখ্যকুলীন—কায়স্থ জাতির কুলীন-বিশেষ। **মুখ্যতঃ,-ত**—প্রধানতঃ। **মুখ্যার্থ**—প্রধান অর্থ, বাচ্যার্থ (বিপ. গৌণার্থ—ব্যঙ্গার্থ)।

মুগ—(সং. মুদ্গ) সুপরিচিত কলাই (মুগের যূষ)। **মুগের লাড়ু**—চূর্ণমুগ দিয়া প্রস্তুত মিঠাই-বিশেষ।

মুগধ—(সং. মুগ্ধ) যাহা মুগ্ধ করে, মনোহর; মোহিত; বিমূঢ়। (বৈষ্ণব-সাহিত্যে)। স্ত্রী. মুগধী। [রেশমে প্রস্তুত বস্ত্র।

মুগা—মুগা কীট হইতে প্রাপ্ত রেশম বিশেষ; ঐ

মুগুর—(সং. মুদ্গর) ব্যায়াম করিবার গদা-বিশেষ (মুগুর ভাঁজা); কাঠের বড় হাতুড়ি; ঢেঁকির মোনা। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর—কুকুর দ্রঃ।

মুগ্ধ—(মুহ্‌+ক্ত) মোহিত (মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; গুণমুগ্ধ); মোহাচ্ছন্ন (রূপমুগ্ধ); মূঢ় (মুগ্ধবোধ; মুগ্ধমতি); সুন্দর, মনোহর (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, তবে মুগ্ধাক্ষী—সুনয়না গ্রহণযোগ্য)। স্ত্রী. মুগ্ধা—সরল-স্বভাবা; নবোঢ়া; অনভিজ্ঞা নায়িকা-বিশেষ। বি. মুগ্ধতা—বিমোহিত ভাব; সরলতা; মূঢ়তা। **মুগ্ধবোধ**—সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণ।

মুঘল—মোগল দ্রঃ।

মুচকি—ঈষৎ (মুচকি হাসি—যে হাসি শুধু চোখে ও বন্ধ ঠোঁটে খেলে)। **মুচকিয়া, মুচকে**—মৃদুভাবে (মুচকে হেসে বিনোদ বেশে বাজিয়ে যাব মল—বঙ্কিমচন্দ্র)।

মুচকুন্দ—ফুল-বিশেষ।

মুচড়ানো, মুচড়নো, মোচড়ানো—পাক দেওয়া, to wring (দাড়ি মোচড়ানো; লেজ মোচড়ানো; ঘাড় মোচড়ানো)। তাম্বুরার কান মোচড়ানো—তার-বাঁধা খুঁটি মুচড়াইয়া সুর বাঁধা।

মুচ্‌মুচ্‌—মচ্‌ দ্রঃ; মচ্‌মচ্‌-এর তুলনায় লঘুতর।

বিণ. মুচ্‌মুচে—crisp (মুচ্‌মুচে বিস্কুট; মচ্‌মচে মুড়ি)।

মুচলেকা, মুচলকা—(তুর্কী. মুচল্‌কা) ভবিষ্যতে আইন-বিরুদ্ধ কার্য করা হইবে না, এই মর্মে প্রতিজ্ঞা-পত্র (পুলিশ মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে)

মুচি—(হি. মোচী) যাহারা মৃত পশুর চর্ম ছাড়াইয়া লয়; চর্মকার; যাহারা জুতা মেরামত করে; (ব্যঙ্গে) অতি হীন, নির্মম, অতি কৃপণ (মুচি না কসাই)। স্ত্রী. মুচিনী।

মুচুকুন্দ, মুচকুন্দ—মান্ধাতার পুত্র, দৈত্য-বিশেষ; ও তাহার বৃক্ষ-বিশেষ।

মুচ্ছুদ্দী, মুচ্ছুদ্দী, মুৎসুদ্দি,-দ্দী—(আ. মুৎস'দ্দী) হিসাব-রক্ষক কেরাণী, ম্যানেজার, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (ম্যাক্‌মোরান কোম্পানীর মুৎসুদ্দি, চৌধুরীদের বাড়ীর মুচ্ছুদ্দী)।

মুছলমান—মুসলমান দ্রঃ। (মোচলমান, **মোচম্মান**—গ্রাম্য ও অবজ্ঞার্থক)।

মুছলুম—(আ. মুসল্লম) সমস্ত, সমগ্র (মুছলুম মুল্লুক)। **মুছলুমে**—আদৌ, একেবারেই।

মুছা, মোছা—নিশ্চিহ্ন করা বা হওয়া (নাম-নিশানা মুছে গেছে; মন থেকে মুছে ফেল); অপসারণ করা (দাগ মোছা); বস্ত্রাদির দ্বারা পরিষ্কার করা বা জল শুষ্ক করা (টেবিল মোছা; বাসন মোছা; গা মোছা); যাহা মোছা হইয়াছে।
পেট-মোছা—সর্বশেষ সন্তান (গ্রাম্য)।

মুছি—ছোট সরা; সোনা গলাইবার ছোট মৃৎপাত্র-বিশেষ, crucible; পিঠা তৈরী করিবার ঢাকনি-বিশেষ।

মুজ্‌দা—(ফা. মুয্‌'হ্‌দহ্‌) আনন্দ-সংবাদ, খোশখবর (কোন্ মুজ্‌দা সে উচ্চারে হেরা আজ—নজরুল)।

মুজরা—(আ. মুজ্‌রা) যাহা বাদ দেওয়া হয়, ছাড় (মুজরা করা—সুদ বা দেনা কিছু বাদ দেওয়া); সম্মান প্রদর্শন; নৃত্যগীত প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা অর্জন (মুজরা দেওয়া, মুজরা করা); মজুরী (কথ্য)। **মুজরাই**—গায়ক-গায়িকাকে দত্ত নিষ্কর, মুজরার অর্থাৎ বৈঠকী নাচগানের জন্য পারিশ্রমিক।

মুজ্‌রিম—(মুজ্‌রিম) যে অপরাধ করিয়াছে; পাপী, দণ্ডযোগ্য (আদালতের ভাষা)।

মুজাইম, মুজাহেম, মোজাহেম—(আ. মুযাহি'ম্‌) বাধা, প্রতিবন্ধক, স্বত্বের দাবিদার (মেয়াদের অন্তে দখল ছাড়িয়া দিব, কোন রকমে মোজাহেম হইব না)। (আদালতের ভাষা)।

মুঞি—মুই, আমি (প্রাচীন বাংলা ও প্রাদেশিক)।

মুঞ্জ—(সং.) তৃণ-বিশেষ, ইহার দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করা হয়, উপনয়নকালে বিপ্রের উপবীত ইহার দ্বারা তৈরী হইবার বিধি আছে; বাণ। **মুঞ্জকেশ, মুঞ্জকেশী**—বিষ্ণু (মুঞ্জের মত কেশ যাহার)। [গজানো।

মুঞ্জরণ—কুঁড়ি ধরা, পুষ্পিতা হওয়া, নূতন পাতা -মুঞ্জরিত বা মুকুলিত হওয়া, ফুল ধরা (অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ—রবি)। (কাব্যে ব্যবহৃত)। বিণ.। মুঞ্জরিত—মুকুলিত, পুষ্পিত। **মুঞ্জরী**—তুলসী পুষ্প; পদ্ম-কেশর; শীর্ষ।

মুট্—শুষ্ক ও হাল্‌কা বস্তুর ভাঙ্গিবার শব্দ, মট্-এর চেয়ে লঘুতর (মুট্‌মুট্ করে ভেঙ্গে যাওয়া)। বিণ. মুট্‌মুটে।

মুট,-ঠ—মুষ্টি; মুষ্টি-পরিমিত (এক মুঠ চাউল); ধরিবার হাতল বা বাঁট। **এক মুট বা এক মুঠো ভাত**—সামান্য আহার্য। **মুটমুট**—মুষ্টির হিসাবে অল্প অল্প করিয়া (মুড়ি যা আছে, মুটমুট সবাইকেই দাও)। **মুটমাত**—এক হাত পুরা নয়; হাত মুষ্টিবদ্ধ করিলে কনুই হইতে মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গুলি পর্যন্ত যতটা হয় (মুটমাত ও বলা হয়)। **মুঠ-কলম**—মুঠ পাকাইয়া ধরা কলম, সেকালে এই ভাবে কলম ধরিয়া পাঠ-শালায় লেখা হইত।

মুটকি—মুকটি, ঘুষি।

মুটা, মুঠা—মুষ্টি-পরিমিত, মুষ্টি (সোনা-মুঠা)। **মুঠার মধ্যে বা মুঠোর মধ্যে**—সম্পূর্ণ বশে বা কর্তৃত্বে (কারো মুঠোর মধ্যে থাকা আমার পোষাবে না)।

মুটি,-ঠি—মুষ্টি, মুষ্টি-পরিমিত (মুঠি-মুঠি তুলি রতন-কণিকা—রবি)। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

মুটিয়া, মুটে—(হি. মোটিয়া) যে মোট বহন করিয়া জীবিকা অর্জন করে (ঝাঁকা-মুটে—যে ঝাঁকায় মোট বহন করে)। **মুটে-মজুর**—সাধারণ শ্রমজীবী।

মুটে,-ঠে—লাঙ্গলের উপরের যে অংশ জমি চষিবার সময় মুঠায় ধরা হয়।

মুড়্মুড়্—শুষ্ক ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বস্তু ভাঙ্গিবার শব্দ। বিণ. মুড়্মুড়ে (মুড়্মুড়ে ভাজা চিঁড়ে)।

মুড়কি,-কী—গুড় বা চিনির রসে ফেলা খৈ (মুড়ি-মুড়কির সমান দর—গুণের আদর না করা সম্বন্ধে বলা হয়)।

মুড়ন, মুড়নো—মুণ্ডিত করা ; গাছের ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলা। **মাথা মুড়নো বা মুড়ানো**—মস্তক কেশবিহীন করা (দীক্ষা-হেতু অথবা অপরাধের জন্য)। **এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো**—এক সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করা অথবা একই রকমের ভাগ্য (সাধারণতঃ মন্দভাগ্য-প্রবণতা হওয়া।

মুড়া, মুড়ি, মুড়ো—(সং. মুণ্ড মস্তক, অগ্রভাগ ; মাছের মাথা মুড়িঘণ্ট ; লাজ-মুড়া বাদ দিয়ে)।

মুড়া, মুড়ো—প্রান্ত, সীমা (এ মুড়া হইতে ও মুড়া পর্যন্ত—মুড়ামুড়ি)।

মুড়া, মুড়ো—মুণ্ডিত, যাহার অগ্রভাগ বা ডালপালা নষ্ট হইয়া গিয়াছে (মুড়া ঝাঁটা, মুড়ো বটগাছ) ; মুড়া ঝাঁটা (মুড়ো মেরে তাড়ানো) ; নিষ্ফল, খাঁটি মুড়া মাগন)।

মুড়া—মোড়া দ্রঃ, মুণ্ডিত করা, ডাল ছাঁটিয়া ফেলা। **মুড়ানো**—মস্তক ক্ষুর দিয়া কেশহীন করা ; গাছের ডাল ছাঁটিয়া ফেলা ; (মুড়ন দ্রঃ)।

মুড়ি—মাথা, মাছের মাথা (মুড়িঘণ্ট), মুড়া, প্রান্ত (মুড়ামুড়ি, মুড়ি সেলাই করা), চেক, রসিদ প্রভৃতির যে অংশ দাতার কাছে থাকে (চেকমুড়ি) ; আপাদমস্তক আবৃত করা (লেপ-মুড়ি দেওয়া)।

মুড়ি—(যাহা মুড়্মুড়্ করে) চাউল বালিতে ভাজিয়া প্রস্তুত সুপরিচিত খাদ্য (মুড়ি-নারকেল—নারিকেল-কুরি দিয়া মাখানো মুড়ি ; মুড়ি-মুড়কির বা মুড়ি-মিছরির সমান দর—মুড়কি দ্রঃ)।

মুণ্ড—[মুণ্ড্ (ছেদন করা) + অ] মস্তক, শির ; রাহু ; দৈত্য-বিশেষ, বিরক্তি-জ্ঞাপক উক্তি (মাথামুণ্ড ; মাথা না মুণ্ড)। **মুণ্ডচ্ছেদ,-চ্ছেদন**—মাথা কাটিয়া ফেলা ; ধ্বংস করা। **মুণ্ডপাত করা**—অতিশয় নিন্দা বা অকল্যাণ মন্তব্য করা (পাড়া-প্রতিবেশীর মুণ্ডপাত করা—ব্যঙ্গে)। **মুণ্ডফল**—নারিকেল গাছ। **মুণ্ডমালী**—নরমুণ্ডের মালাধারণকারী। **মুণ্ডমালার দাঁত-খামুটি**—মহাকালীর কণ্ঠের মুণ্ডসমূহের আপাতভীতিকর দাঁত-খামুটির মত বৃথা ভীতি প্রদর্শন। **মাথামুণ্ডু**—আসল ব্যাপার (বিরক্তি-জ্ঞাপক উক্তিতে ব্যবহৃত হয় মাথামুণ্ড কি বকছ? মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না)। **মুণ্ডশালি**—যে ধানের হুল নাই, বোরো ধান।

মুণ্ডক—উপনিষদ্-বিশেষ ; মস্তক ; নাপিত।

মুণ্ডন—কেশশূন্য করা, মুড়নো (শ্মশ্রু মুণ্ডন)। বিণ. মুণ্ডিত (মুণ্ডিত-মস্তক—যাহার মস্তক মুণ্ডন করা হইয়াছে)।

মুত—মূত্র (গু-মুত—বিষ্ঠা ও মূত্র)। (গ্রাম্য ও কথ্য)। **পুতের মুতে কড়ি**—পুত্রসন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উক্তি (গ্রাম্য)।

মুতওল্লী—(আ. মুতবল্লী) ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

মুত্ফরক্কা, মোৎফরক্কা—(আ. মুত-ফর্রিক) মত-ফরক্কা দ্রঃ ; যাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে, ছড়ানো, পাঁচ-মিশালি, ছোটখাটো মোকদ্দমা।

মুৎসুদ্দি—মুৎসুদি দ্রঃ।

মুতা, মোতা—প্রস্রাব করা (গ্রাম্য)। **মোতানো**—প্রস্রাব করানো।

মুতালিক—(আ. মুতাল্লিক) সম্বন্ধীয়, সম্পর্ক-যুক্ত (আদালতের ভাষা)।

মুতা—(আ. মুতা'হ্) সহজেই ছিন্ন করা যায়, এমন বিবাহ-বিশেষ (শিয়া সমাজে প্রচলিত)। বিণ. মোতাহিয়া (মোতাহিয়া বেগম—মুতা-বিবাহের দ্বারা লব্ধ বেগম)।

মুথা—(সং. মুস্ত) তৃণ-বিশেষ (নাগর মুথা—মুথার শ্রেণী-বিশেষ। [করা।

মুদা—মুদ্রিত করা (নয়ন মুদিল) ; ঢাকা, আবৃত

মুদাফত—(ফা. মুদাফৎ) জমাজমির পূর্ব অধিকারী। বিণ. মুদাফতী—দরুণ (হেম আচার্যের মুদাফতী জমি)।

মুদামী—(আ.) চিরস্থায়ী, ধারাবাহিক (মুদামী বন্দোবস্ত—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত)।

মুদারা—সঙ্গীতের সপ্তক-বিশেষ (উদারা, মুদারা, তারা)।

মুদি,-দী—(হি. মোদী) চাউল, ডাইল, তৈল, মসলা প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিক্রেতা। **মুদিখানা**—মুদি-দোকান।

মুদিত—মুদ্রিত, নিমীলিত (মুদিত নয়ন) ; উৎফুল্ল, আহ্লাদিত, প্রীত ; আলিঙ্গন-বিশেষ।

মুদিতা—প্রফুল্লতা, অপরের সুখ দেখিয়া আনন্দিত হওয়ার ভাব (বৌদ্ধ সাধনা-বিশেষ)।

মুদ্গ—মুগকলাই ; পানীকৌড়ী। **মুদ্গাঙ্কুর**—মুগের অঙ্কুর।

মুদ্গর—(সং.) গদা, মুগুর, প্রাচীন ভারতের ভারী যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ। **মুদ্গর মৎস্য**—মাগুর মাছ।

মুদ্গল—গোত্রকারক মুনি-বিশেষ; উপনিষদ্-বিশেষ।

মুদ্দই—(আ. মুদ্দঈ') বিপক্ষ, শত্রু (মুদ্দই দুশমন ; পেটে ধরেছি মুদ্দই—পেটের সন্তান শত্রুর মত অশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে ; সন্তান-সম্বন্ধে মাতার ক্ষোভপূর্ণ উক্তি)।

মুদ্দৎ—(আ. মুদ্দৎ) দীর্ঘকাল, নির্দিষ্ট কাল। বিণ. মুদ্দতী—যাহা নির্দিষ্ট কালের জন্য বলবৎ (মুদ্দতী হুণ্ডি)।

মুদ্দাই, মুদ্দই—(আ. মুদ্দঈ') ফরিয়াদী, প্রতিপক্ষ, দাবীদার ; শত্রু।

মুদ্দোফরাস—মুরদাফরাস দ্রঃ।

মুদ্রণ—(মুদ্রি+অনট্) মুদ্রিত করা, মোহরাঙ্কিত করা ; ছাপা, printing ; নিমীলন। **মুদ্রণ-ব্যয়**—ছাপার খরচ।

মুদ্রা—(মুদ্+র+অ) যাহা হৃষ্ট করে, মোহর, টাকা-পয়সা প্রভৃতি (স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা) ; মোহর, seal ; যে আংটি দিয়া ছাপ দেওয়া হয় ; ছাপ, চিহ্ন (মুদ্রাঙ্কিত) ; ছাপার অক্ষর ; গীতবাদ্যাদি-কালে অঙ্গভঙ্গি ; বিশেষ ত্রুটিযুক্ত বাচন-ভঙ্গি (মুদ্রাদোষ) ; দেব-আরাধনা-কালে অথবা নৃত্যে হস্তাঙ্গুলির বিভিন্ন ধরণের বিন্যাস (কূর্মমুদ্রা, মৎস্যমুদ্রা ; পদ্মমুদ্রা ; বর-মুদ্রা ; অভয়মুদ্রা)। **মুদ্রাকর, মুদ্রাপক**—যে ছাপায় (মুদ্রাকর-প্রমাদ—ছাপার ভুল)। **মুদ্রাকার**—যে অক্ষর খুদিয়া সীল তৈরি করে। **মুদ্রাঙ্কন, মুদ্রাঙ্ক**—সীল প্রভৃতির ছাপ। **মুদ্রাঙ্কিত**—মোহরযুক্ত ; ছাপযুক্ত। **মুদ্রাতত্ত্ব,-বিজ্ঞান**—মুদ্রা-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও তথ্য, numismatics। **মুদ্রাদোষ**—ব্যক্তিগত ভাবভঙ্গি বা কথার ভঙ্গি, যাহা স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। **মুদ্রাযন্ত্র**—যে যন্ত্রে ছাপা হয়, Printing press। **মুদ্রারক্ষক**—সীলাদি, রক্ষক। **মুদ্রালিপি**—ছাপার অক্ষর। **মুদ্রাশঙ্খ**—খনিজ সীসাভস্ম-বিশেষ, litharge। **মুদ্রাস্ফীতি**—inflation, সরকারের নোট-আদির অধিক প্রচলনের ফলে দ্রব্যের মূল্যের অত্যধিক বৃদ্ধি।

মুদ্রিত—ছাপযুক্ত, চিহ্নিত ; মোহরযুক্ত, যাহা ছাপা হইয়াছে ; নিমীলিত (মুদ্রিত নয়ন) ; অবিকশিত; সঙ্কুচিত।

মুনকির—যে অস্বীকার করে। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, অবিশ্বাসী (আদালতের ভাষা)। **মুনকির-নকির**—যে দুই ফেরেস্তা কবরে মৃত ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসের পরীক্ষা নেয় (মুনকির নকিরের কাছে কি জবাব দেবে ?)।

মুনফা, মুনাফা—(আ. মুনাফা') ব্যবসায়-আদিতে মূলধনের অতিরিক্ত যাহা লাভ হয় : তালুকাদিতে আয় হইতে সরকারকে দেয় খাজনার টাকা বাদ দিয়া যাহা থাকে। **মুনাফা-খোর**—লাভ করার দিকে যাহার অতিরিক্ত নজর।

মুনসিব—মুন্‌সিফ দ্রঃ।

মুনসেরিম—(আ. মুন্‌সরিম) জজ-আদালতের প্রধান কেরাণী ; জমি বন্দোবস্ত-বিভাগের কর্ম-চারী-বিশেষ।

মুনাদি—(আ. মনাদী) ঢোল-শোহরত, ঢ্যাঁঢ্‌রা পিটাইয়া ঘোষণা করা।

মুনাসিব, মোনাসিব—(আ. মুনাসিব্) উচিত, যোগ্য, সঙ্গত ; পছন্দমাফিক (কাজটা হুজুরের শানের মোনাসিব হয় নাই)।

মুনি—(মন্+ই—যিনি ধর্মাদি জানেন, অথবা যিনি মৌনী) বীতরাগ ও স্থিতধী ব্যক্তি (মুনিরও মতিভ্রম হয়) ; ঋষি ; জিন ; বুদ্ধ ; জ্ঞানী ; আম্রবৃক্ষ ; পিয়াল বৃক্ষ ; পলাশ বৃক্ষ। স্ত্রী. মুনি,-নী। **মুনিত্রয়**—পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি। **মুনিদ্রুম**—বকফুলের গাছ। **মুনিপিত্তল**—তামা। **মুনিপুঙ্গব**—মুনি-শ্রেষ্ঠ। **মুনিবৃত্তি**—যিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন ; মুনির কর্ম ; বিষয়-ভোগে বিরতি এবং জ্ঞানচর্চা ও পরহিতে আত্মনিয়োগ। **মুনিভেষজ**—মুনির ঔষধ, হরীতকী ; লঙ্ঘন-উপবাস। **মুনিস্থান**—তপোবন।

মুনিয়া—ক্ষুদ্র পক্ষী-বিশেষ।

মুনীম—(আ. মুন্‌ইম) উদার হৃদয়, উপকারী ; মনিব ; মহাজনের হিসাবরক্ষক।

মুন্সী,-সি,-সী—(আ. মুন্‌শী) পত্রাদি রচনায়

ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ; রচনাকুশল। **মুন্‌শীগিরি**—কেরাণীগিরি। **মুন্সিয়ানা**—রচনানৈপুণ্য; দক্ষতা। **মীর-মুন্‌শী**—মুন্‌শীদের প্রধান। **খাস মুন্‌সী**—প্রাইভেট সেক্রেটারী।

মুন্‌সিফ, মুন্‌সেফ—(আ. মুন্‌সিফ্‌) দেওয়ানী আদালতের নিম্নপদস্থ বিচারক-বিশেষ, munsif। **মুন্‌সেফী**—মুন্‌সেফের কাজ; মুন্‌সেফের পরিচালনাধীন (মুন্‌সেফী আদালত)।

মুফ্‌ত, মোফ্‌ত—(আ. মুফ্‌ত্‌) বিনামূল্যে, অমনি যাহা পাওয়া যায়, মাগনা। **মোফ্‌তের মাল**—বিনামূল্যে বা বিনা পরিশ্রমে যাহা পাওয়া গিয়াছে, পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনা।

মুফ্‌তী—(আ. মুফ্‌তী) মুসলমানী আইনের ব্যাখ্যাকর্তা (কাজী-মুফ্‌তী)।

মুফ্‌লিস—(আ. মুফ্‌লিস্‌) দরিদ্র, নিঃসম্বল, দেউলিয়া; অবিবাহিত (সাহেবটা ছিল মুফ্‌লিস্‌—খানসামাদের ভাষা)।

মুমুক্ষা—(মুচ্‌+সন্‌+অ+আ) মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছা, মোক্ষ-কামনা। বিণ. মুমুক্ষু—মোক্ষলাভেচ্ছু, যতি, ভিক্ষু।

মুমূর্ষু—(মৃ+সন+অ+উ) যাহার মৃত্যুকাল আসন্ন, মর-মর। **মুমূর্ষা**—মরণেচ্ছা, মরণাপন্ন দশা।

মুয়াজ্জীন, মুয়েজ্জিন, মোয়াজ্জীন—(আ. মু'আজ্‌'জ্বি'ন) যে আজান দেয়, নামাজের সময় ঘোষণাকারী (মৃত্যু-আঁধার মিনার হতে মুয়াজ্জিনের সাড়া পাই—কান্তিচন্দ্র ঘোষ)।

মুয়াল্লিম—(আ. মুআ'ল্লিম') শিক্ষক, নির্দেশক, যাঁহারা হজের সময়ে যাত্রীদের করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ দেন।

মুর—দৈত্য-বিশেষ (মুর-মর্দন, মুরারি—শ্রীকৃষ্ণ)।

মুরগা—মোরগা দ্রঃ। স্ত্রী. মুরগী—কুক্কুটী। **মুরগীর সুরুয়া**—মুরগীর ঝোল; বাচ্চা মুরগীর ঝোল। **চীনা মুরগী**—guinea fowl।

মুরচঙ্গ, মোরচঙ্গ, মোরচাং—মুখচঙ্গ, Jews' harp।

মুরচা, মুরুচা, মুরুজা, মোর্চা—(আ. মুরচা) দুর্গের পরিখা। **মুরচা-বন্দি করা**—দুর্গ-প্রাকার রক্ষার নিমিত্ত সেনানিবেশ করা; যুদ্ধার্থ সৈন্য-সমাবেশ।

মুরছা—(কাব্যে) মূর্ছা। **মুরছিল**—মূর্ছিত হইল।

মুরজ—(সং.) মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ। **মুরজা**—মৃদঙ্গ; কুবের-পত্নী **মুরজফল**—মুরজের আকৃতির ফল যাহার; কাঁঠাল গাছ।

মুরত, মুরত—মূর্তি (কাব্যে)।

মুরদ—মূর্তি (কত রকম মুরদ আঁকা—বঙ্কিমচন্দ্র)।

মুরদ, মুরোদ—(আ. মুরাদ) শক্তি, ক্ষমতা, পৌরুষ (দেখা যাবে মুরোদ কত; এই মুরোদের মিনসে)।

মুরব্বি, মুরুব্বি,-ব্বী—(আ. মুরব্বী) অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক (মুরব্বির জোর নেই, কাজেই চাকরি পেলে না, উনি এসেছেন ওর মুরব্বি সেজে); গুরুজন (মুরুব্বির দোয়া)। **মুরুব্বিয়ানা,-গিরি**—(নিন্দার্থে) নির্দেশকের ব্যবহার, উপর-পড়া ভাব (আর মুরুব্বিগিরি ফলাতে হবে না)।

মুরলা—কেরল দেশের নদী বিশেষ।

মুরলী—(সং.) বংশী। **মুরলীধর**—কৃষ্ণ।

মুরশিদ, মুরশেদ, মোরশেদ—(আ. মুর-শিদ্‌) গুহ্য সাধনায় শিক্ষাদাতা, পীর (মুরশেদ-ভক্তি—গুরুভক্তি)।

মুরা—(সং.) গন্ধদ্রব্য-বিশেষ (মুরামাংসী); সম্রাট্‌ চন্দ্রগুপ্তের জননী।

মুরাদ—(আ. মুরাদ) মনোবাসনা, কামনা (মুরাদ পুরা করা—মনোবাসনা পূর্ণ করা; মুরাদ হাসিল হওয়া—মনোবাসনা পূর্ণ হওয়া)। **দেলের বা দিলের মুরাদ**—অন্তরের বাসনা।

মুরীদ—(আ. মুরীদ) শিষ্য, দীক্ষিত, পীরের শিষ্য (পীরী-মুরীদী—পীর হইয়া বহু লোককে মুরীদ করিয়া জীবিকা অর্জন, 'গোঁসাইগিরি')।

মুরুক্ষু, খ্যু—মূর্খ (গ্রাম্য)।

মুরুগা, মুর্গা—(সং. মূর্বা) মূর্বালতা (ইহা দিয়া ধনুকের ছিলা হইত)।

মুরুব্বি—মুরব্বি দ্রঃ।

মুর্দা—(ফা. মুরদার) মৃত, শব, মড়া (দেশে তো মরদ নেই, সব মুর্দা)। **মুর্দাফরাশ,-স**—ডোম, শবদাহকারী হীনজাতি-বিশেষ। **দিল-মুর্দা**—অন্তরে মৃত, প্রেরণাহীন (বিপ. দিল-জিন্দা—অন্তরে সচেতন, জাগ্রত-চিত্ত)।

মুর্মুর—(সং.) তুষের আগুন (মুর্মুর-দাহ); কামদেব; সূর্যাশ্ব।

মুলতবী, মুলতুবী—(আ. মুল্‌তবী) যাহার মীমাংসা অন্য সময়ের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, স্থগিত (মুলতবী মোকদ্দমা)।

মুলতান—পাঞ্জাবের অঞ্চল-বিশেষ। **মুলতানী**—মুলতানে জাত (গরু); রাগিণী-বিশেষ।

মুলাকাত, মোলাকাত—(আ. মুলাক'াত্‌) সাক্ষাতকার, ভেট (বহুদিন পরে দুই বন্ধুর মুলাকাত হইল)। **মুলাকাতী**—যিনি দেখা করিতে আসিয়াছেন।

মুলানো—দর করা; দর-দস্তুর করা (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

মুলিবাঁশ—ফাঁপা সরু বাঁশ-বিশেষ, ইহার দ্বারা সাধারণতঃ বেড়া তৈরী হয়, ঘরও ছাওয়া হয়।

মুলুক, মুল্লুক—(আ. মুল্‌ক্‌) দেশ, রাজ্য (নগের মুল্লুক; মুল্লুকের লোক—দেশসুদ্ধ লোক, অনেক লোক)। **মুল্লুকজাদা**—দেশপ্রসিদ্ধ। **মুল্লুকজোড়া**—দেশব্যাপী, বহুদূর-ব্যাপী। **মুল্লুকের**—রাজ্যের, অনেক, ঢের (মুল্লুকের বাজে খবর)।

মুশা,-সা—(ইং. Moses) বাইবেলোক্ত ইহুদী জাতির ধর্মনেতা।

মুশায়েরা—(ফা. মুশায়রা) কবি-সম্মেলন (উর্দু সাহিত্য-রসিক সমাজে সুপ্রচলিত; কবিগণ ইহাতে বিশেষ মিল ও ছন্দের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন)।

মুশ্‌কিল, মুস্কিল—(আ. মুশ্‌কিল্‌) বিপদ, গণ্ডগোল, সঙ্কট (বড় মুস্কিলে পড়া গেছে)। **মুস্কিল আসান**—বিপদ কাটিয়া যাওয়া। **মুস্কিল কুশা**—সঙ্কট তারণ।

মুষড়ানো, মুসড়ানো—মুষড়াইয়া যাওয়া, শুষ্ক ও নিবীর্য হওয়া, ভগ্নোৎসাহ হওয়া, মনমরা হওয়া।

মুষল, মুশল, মুসল (সং.) ঢেঁকির মোনা, প্রাচীনকালের অস্ত্র-বিশেষ, মুদ্গর। **মুষলধারে বৃষ্টি**—বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টিপাত, অজস্র ধারে বৃষ্টি। **মুষলী**—মুষল যাঁহার অস্ত্র, বলরাম; টিক্‌টিকি। **মুষল্য**—মুষল-প্রহারে বধ্য।

মুষা,-ষী—(সং.) স্বর্ণাদি গলাইবার ছোট পাত্র, মুচি, crucible, মুষিক।

মুষ্ক—(সং.) অণ্ডকোষ; তস্কর; মাংসল। **মুষ্কশূন্য**—খোজা।

মুষ্টামুষ্টি—পরস্পরকে মুষ্ট্যাঘাত।

মুষ্টি—(মুষ্‌+ক্তি; ফা. মুশ্‌ত্‌) মুট, মুঠা; মুষ্টি-পরিমিত (তণ্ডুল-মুষ্টি); খড়্গাদির বাঁট; চারি তোলা; ঘুষি (মুষ্টিযুদ্ধ); কীল (মুষ্টি প্রহার)। **মুষ্টিবদ্ধ**—মুঠ-বাঁধা। **মুষ্টিভিক্ষা**—মুষ্টি-পরিমিত চাউল ভিক্ষারূপে দান বা গ্রহণ। **মুষ্টিমেয়**—মুষ্টি-পরিমিত, সামান্য-সংখ্যক। **মুষ্টিযোগ**—টোট্‌কা (চারি তোলা পরিমাণ বা অল্প পরিমাণ—এই অর্থে ?)।

মুষ্টিক—(সং.) স্বর্ণকার। **মুষ্টিদ্যূত**—পরমুট খেলা, জোড়বিজোড় খেলা (?)।

মুষ্টিন্ধয়—শিশু (যে হাতের মুঠা চোষে)।

মুসব্বর—(আ. মুসব্বর্‌) অগুরু-জাতীয় গন্ধদ্রব্য-বিশেষ (মুশক্-মুসব্বর—কস্তুরী ও মুসব্বর)।

মুসমা—(আ. মুসামহ') খাতির, রেহাই, বাদ, ছাড় (সুদে কিছু মুসমা দেওয়া)।

মুসম্মত, মোসাম্মাত—(আ. মুসম্মাত). নাম্নী, শ্রীমতী, শ্রীযুক্তা।

মুসলমান, মোছলমান—(আ. মুসলমান) ইস্‌লাম-ধর্মে বিশ্বাসী, হজরত মোহম্মদ-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি। **মুসলমানী**—মুসলমানের ধর্ম অথবা ধর্মাচার; মুসলমান-সম্বন্ধীয় অথবা মুসলমান-সমাজের রীতিসম্মত (মুসলমানী আদব-কায়দা; মুসলমানী আইন); মুসলমান স্ত্রীলোক; খৎনা (তোর মুসলমানী হয় নাই, তুই মুসলমান কিসের ?)।

মুস্‌লিম, মোস্‌লেম—(আ. মুস্‌লিম) মুসলমান। স্ত্রী. মুস্‌লিমা, মোস্‌লেমা।

মুসা—মুশা দ্রঃ।

মুসাব্বাস—(আ মুশাখ্‌খস্‌) নির্ধারিত, নিরূপিত, assessed (আদালতের ভাষা)।

মুসাপা, মুসাফা—(আ. মুস'াফহ') মুসলমানী প্রথায় করমর্দন, প্রীতি-সম্বর্ধনা-স্বরূপ হাতে হাত মিলানো (মুসাপা করা)।

মুসাফির—(আ. মুসাফির) পর্যটক, ভ্রমণকারী, আগন্তুক। **মুসাফিরখানা**—ধর্মশালা, সরাই। **মুসাফিরী**—ভ্রমণ, প্রবাস, যাত্রীর জীবন।

মুসাবিদা—(আ. মস্‌বদা) খসড়া, রীতি অনুসারে রচনা (দলিল মুসাবিদা করা; মুসাবিদাটা দেখাও)।

মুস্তাকিম—(আ. মুস্তাকি'ম) মজবুত, স্থায়ী, দৃঢ়।

মুস্তাফি,-ফী—(আ. মুস্তৌফী) প্রধান কেরাণী, হিসাব-পরীক্ষক; উপাধি-বিশেষ।

মুহ—মুখ (প্রাচীন বাংলা ; গ্রাম্য ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়)।

মুহম্মদ—(আ. মুহ'ম্মদ) ইস্‌লাম-ধর্মের প্রবর্তক, কোরাণের মতে ইস্‌লামের পূর্ণাঙ্গতা-সম্পাদক, কেননা ইস্‌লাম সনাতন ধর্ম, মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম (বর্তমানে মহম্মদ, মোহম্মদ, মোহাম্মদ—এই তিনের পরিবর্তে মুহম্মদ লেখার দিকেই প্রবণতা বেশী)।

মুহির—(মুহ্‌+ইর) কামদেব ; মূর্খ।

মুহুঃ—(সং.) পুনঃপুনঃ, বারংবার। **মুহুর্মুহুঃ** পুনঃপুনঃ, দ্রুতপরম্পরায়।

মুহুরি,-রী—(আ. মুহ'র্‌রির) হিসাবের খাতা লেখক, কেরাণী (উকিলের মুহুরি)। **মুহুরি-গিরি**—মুহুরির কর্ম।

মুহুরী, মুরী, মোহরী—(হি. মোরী) নর্দমা, ড্রেন, লোহার ঝাঁঝরি ; পায়জামার পায়ের বা জামার আস্তিনের মুখের ঘের।

মুহূর্ত—[হুর্চ্ছ্‌ (বক্র হওয়া)+ক্ত] দিবারাত্রির ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, ৪৮ মিনিট কাল, অত্যল্প কাল, নিমেষ, ক্ষণ (শুভ মুহূর্ত ; ব্রাহ্ম-মুহূর্ত)। **মুহূর্তেক**—এক মুহূর্ত, অল্পক্ষণ।

মুহ্যমান—যাহার চিত্ত দুঃখে বা শোকে বিকল হইয়াছে যে মুসড়াইয়া পড়িয়াছে, অভিভূত।

মূক—[মূ (বন্ধন করা)+ক] বাকশক্তি-রহিত, বোবা (মূককে বাচাল করে) ; হতবাক, অবাক (বিস্ময়ে মূক হইয়া রহিল) ; মৎস্য। বি. মূকতা। মূক ও বধির—বোবা ও কালা।

মূঢ়—(মুহ্‌+ক্ত) মোহাচ্ছন্ন, জড়, নির্বোধ, অবিবেকী, ভ্রান্ত, অসভ্য, মূর্খ (বিচারমূঢ়)। **মূঢ়মতি**—যাহার বুঝিবার ক্ষমতা নাই বা অবিকশিত। **মূঢ়যোনি**—পশুজন্ম। বি. মূঢ়তা।

মূত্র—প্রস্রাব। **মূত্রকর**—যাহা প্রস্রাব বৃদ্ধি করে। **মূত্রকৃচ্ছ্র**—কষ্টে মূত্রত্যাগ অথবা মূত্ররোধ, পাথরি, মুদা প্রভৃতি রোগ। **মূত্রকোষ**—মূত্রাশয়, bladder। **মূত্রদোষ**—মেহরোগ। **মূত্রপথ,-মার্গ**—মূত্র-নির্গমন পথ, urethra। **মূত্রাতিসার**—বহুমূত্র রোগ, diabetes। **মূত্রল**—মূত্রবর্ধক। **মূত্রাঘাত**—যে রোগে কষ্টে মূত্রত্যাগ হয়।

মূরছা—মূর্ছা (কাব্য)।

মূর্খ—(মুহ্‌+খ) মূর্খ, যে লেখাপড়া জানে না, অজ্ঞ ; গায়ত্রী-রহিত ; অবোধ, লোকাচারে অনভিজ্ঞ। বি. মূর্খতা—মূঢ়তা, নির্বুদ্ধিতা। **মূর্খপণ্ডিত**—শাস্ত্রে পণ্ডিত, কিন্তু লোকাচার বিষয়ে অনভিজ্ঞ ; পণ্ডিত, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন। **মূর্খমণ্ডল**—মূর্খের দল।

মূর্ছন—(মূর্ছি+অনট্‌) মূর্ছিত হওয়া ; যাহা মূর্ছিত করে (অস্ত্র-বিশেষ)। **মূর্ছনা**—সুরের অলঙ্কার-বিশেষ, সুরের আরোহণ ও অবরোহণ।

মূর্ছা—মোহ, অচৈতন্য ; প্রতিফলন ; ব্যাপ্তি ; রোগ-বিশেষ, হিষ্টিরিয়া। **মূর্ছা যাওয়া**—মূর্ছিত হওয়া। বিণ. মূর্ছিত—মূর্ছাগত, হত-চেতন ; মূর্ছনাযুক্ত ; বর্ধিত, ব্যাপ্ত, প্রতিফলিত (মধ্যাহ্নের জ্যোতি মূর্ছিত বনের কোলে—রবি)। **মূর্ছে**—মূর্ছিত হয়, প্রতিফলিত হয়।

মূর্ত—[মূর্চ্ছ্‌ (মূর্ছিত হওয়া)+ক্ত] সাকার, মূর্তি-মান, কঠিন, concrete (দয়ার মূর্ত স্বরূপ ; (ন্যায়শাস্ত্র মতে) পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং মন।

মূর্তি—(মূর্চ্ছ্‌+তি—যাহা বাড়ে) আকৃতি, কায়া, শরীর, প্রতিমা, স্বরূপ (করুণার মূর্তি ; মূর্তি-পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন) ; কাঠিন্য ; পঞ্চভূত। **মূর্তিপূজা**—প্রতিমা-পূজা, দেবতাকে সাকার করিয়া পূজা। বিণ. মূর্তিমান, মূর্তিমন্ত—মূর্ত, শরীরী, কঠিন, concrete। স্ত্রী. মূর্তিমতী।

মূর্ধজ—(মূর্ধন+জন্‌+অ) কেশ।

মূর্ধন্য—যে বর্ণ মস্তক হইতে উচ্চারিত হয় (ঋ ঋৄ, ট ঠ ড ঢ ণ র ষ) ; শ্রেষ্ঠ, মোড়ল।

মূর্ধা—(মুহ্‌+অন্‌—যাহাতে আঘাত লাগিলে চেতনা লোপ পায় অথবা মৃত্যু ঘটে) শির, মস্তক, শীর্ষ, শৃঙ্গ, অগ্রভাগ ; জ্যামিতিতে ক্ষেত্রের ভূমি, base। **মূর্ধবেষ্টন**—উষ্ণীষ।

মূর্ধান্ত—চূড়া, শিখা। **মূর্ধাভিষিক্ত**—রাজা, ক্ষত্রিয়, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত জাতি। **মূর্ধাভিষেক**—রাজপদে আরোহণ-কালে মস্তকে তীর্থ-জলাভিষেক।

মূর্বা, মূর্বী—গুল্ম-বিশেষ, ইহার পাতার সূত্রে ধনুকের গুণ তৈরী হয়।

মূল—[মূল্‌ (স্থিতি করা)+অ] গাছের গোড়া, শিকড় ; মূলা, আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি ; পাদদেশ (তরুমূল ; গিরিমূলে) ; উৎপত্তিস্থান, আদি কারণ, নিদান (মূলে ভুল ; দুঃখের মূল

অশান্তির মূল); আদ্য, প্রথম; প্রধান (মূল কারণ; মূল ব্যাপার) পুঁজি, আসল (মূল ও সুদ; মূলধন); মূল গ্রন্থ (যাহার উপরে টীকা লেখা হয়—মূল ও টীকা; সন্ধিস্থান (বাহুমূল; কর্ণমূল); বর্গমূল, root; বন, নিকুঞ্জ। **মূলক**—তাহা হইতে উৎপন্ন (ভ্রান্তিমূলক; ছলনামূলক); মূলা। **মূলকর্ম**—অভিচারের জন্য মন্ত্রতন্ত্রাদি করা, মন্ত্রৌষধির দ্বারা বশীকরণ, যাদু করা। **মূলকার**—মূল গ্রন্থ রচয়িতা। **মূলকারণ**—আদি কারণ, আসল কারণ। **মূলকারিকা**—মূল গ্রন্থের অর্থ-প্রকাশক কবিতা; মূলধনের বৃদ্ধি। **মূলকৃচ্ছ্র**—শুধু মূল ভক্ষণ করিয়া সাধন করিতে হয়, এমন ব্রত। **মূলচ্ছেদ**—গোড়া কাটিয়া ফেলা, ধ্বংস সাধন। **মূলগায়ক**—গায়ক-দলের নেতা। **মূলজ**—যাহা মূল হইতে উৎপন্ন হয়, আদা, কচু প্রভৃতি। **মূলতত্ত্ব**—গোড়ার কথা, আসল বিষয়, fundamental principle। **মূলধন**—পুঁজি, capital। **মূল নগর**—আদি-নগর (বিপ. শাখা-নগর)। **মূল নীতি**—মূলীভূত নীতি, প্রধান বিচার্য বিষয়। **মূল পদার্থ**—elements। **মূল পুরুষ**—বংশের আদি-পুরুষ। **মূল প্রকৃতি**—বিশ্বের আদি কারণ, আদ্যাশক্তি। **মূলমন্ত্র**—বীজমন্ত্র, প্রধানতম সংকল্প (জীবনের মূলমন্ত্র)। **মূল রাশি**—১ ২ ৩ ৪ ইত্যাদি সংখ্যা, the cardinals। **মূল সন্ন্যাসী**—গাজনের প্রধান সন্ন্যাসী। **মূলসূত্র**—মূল কারণ, প্রথম সূচনা (বিবাদের মূলসূত্র)। **মূলহরণ**—যাহা মূল নষ্ট করে, সর্বনাশ করে; যে পূর্বপুরুষের সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে।

মূলা—নক্ষত্র-বিশেষ; সুপরিচিত কন্দ।

মূলাকর্ষণ—শিকড় ধরিয়া টান দেওয়া। **মূলাধার**—প্রধান আধার বা আশ্রয়স্থান, আদি কারণ, তন্ত্রমতে ষট্‌চক্রের আদ্যচক্র, গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যে দুই অঙ্গুলি স্থান, ইহাকে কুণ্ডলিনী শক্তির প্রধান আধার বলা হয়।

মূলানো—দর করা; দরদস্তুর করা (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

মূলী—যাহার মূল আছে, শিকড়যুক্ত; গাছ।

মূলীকরণ—বর্গমূল বাহির করা। **মূলীভূত**—মূলরূপে পরিগণিত, নিদানস্বরূপ (অশান্তির মূলীভূত কারণ)। **মূলেয়**—বৃক্ষের ঝুরি।

মূলে—আদিতে; আসলে।

মূলোৎখাত—সমূলে উৎপাটিত বা বিনষ্ট; সমূলে ধ্বংস (মূলোৎখাত করা)। **মূলোৎপাটন**—শিকড়-সমেত তুলিয়া ফেলা, সমূলে ধ্বংস।

মূল্য—(মূল+য—মূল বস্তুর সহিত যাহা অতিরিক্ত পাওয়া যায় (যখন মুদ্রার সুপ্রচলন ছিল না, তখন ব্যবসায়ীরা কারুদিগকে কাঁচামাল সরবরাহ করিত, কারুরা সেই কাঁচামাল দিয়া পাকামাল প্রস্তুত করিয়া দিলে নিজেদের লভ্যাংশরূপে কিছু কাঁচামাল পাইত, ইহাই ছিল তাহাদের পরিশ্রমের মূল্য; বর্তমানে মূল্য বলিতে সমগ্রভাবে বস্তুর বিক্রয়-মূল্য বুঝায়), দাম, পণ, ভাড়া, বেতন, যাহার বিনিময়ে পাওয়া যায় (তোর পাপ-মূল্যে কেনা ...... এ জীবন করিলি ধিক্কৃত—রবি); মর্যাদা, গুরুত্ব (এর মূল্য বুঝবার মত ক্ষমতা তোমাদের নেই)। **মূল্যবান্**—দামী, মহৎ কর্মক্ষম (মূল্যবান্ জীবন; মূল্যবান্ সময়)। **মূল্যহীন**—অকিঞ্চিৎকর, হেয়। **মূল্য ধরিয়া দেওয়া**—যে বস্তু ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়, তাহার মূল্যস্বরূপ অর্থ দেওয়া)। **তুল্য মূল্য**—সমমর্যাদার বা পর্যায়ের।

মূষ—(সং) যে চুরি করে বা লুণ্ঠন করে, ইন্দুর। **মূষা**—ইন্দুর; সোনা গালাইবার মুছি; গবাক্ষ।

মূষক, মূষিক, মূষীক—ইন্দুর; চোর।

মূষিকপর্ণী—ইন্দুর-কানী পানা।

. মূছি। **মূষীকরণ**—মুছিতে সোনা বা ধাতু গলানো।

মৃগ—(+ অ—ব্যাধ যাহার অন্বেষণ করে) হরিণ পশু, কপোলদেশে শ্বেতচিহ্নযুক্ত গজ-বিশেষ বৈষ্ণবের তিলক-বিশেষ; মৃগনাভি; নক্ষত্র-বিশেষ (মৃগশিরা); শিকার; অগ্রহায়ণ মাস; সঙ্গ বিশেষ; পুরুষের জাতি-বিশেষ; ধ্যানের মুদ্রা-বিশেষ। স্ত্রী. মৃগী। **মৃগকানন** শিকারের উপযুক্ত বন। **মৃগচর্যা**—মৃগের মত বনের ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ। **মৃগছাল**—মৃগচর্ম। **মৃগজালিকা**—হরিণ ধরিবার ফাঁদ। **মৃগজীবন,-জীবী**—ব্যাধ। **মৃগজ্ঞ** যে শিকারের পশুর স্বভাব ও বাসস্থান সম্বন্ধে

অভিজ্ঞ। **মৃগতৃষা,-তৃষ্ণা,-তৃষিকা**—মরীচিকা, সূর্যকিরণে জলভ্রম। **মৃগদংশক**—কুকুর। **মৃগধূর্ত**—শৃগাল। **মৃগনয়না, -নেত্রা,-লোচনা**—হরিণের মত নয়ন যে স্ত্রীর। **মৃগনাভি**—কস্তুরী। **মৃগপতি,-রাজ**—সিংহ। **মৃগপোত**—হরিণ-শাবক। **মৃগবন্ধনী**—মৃগজালিকা। **মৃগবাহন**—পবন। **মৃগমদ**—(মৃগের গর্ব যাহাতে) কস্তুরী। **মৃগলাঞ্ছন**—চন্দ্র **মৃগলেখা**—মৃগাকৃতি চিহ্ন। **মৃগশিরা,-শীর্ষ**—নক্ষত্র-বিশেষ। **মৃগহা**—ব্যাধ। **মৃগয়া**—(মৃগ+য) শিকার। **মৃগয়ারণ্য**—শিকারের যোগ্য বন।

মৃগাঙ্ক—মৃগচিহ্ন; চন্দ্র। **মৃগাঙ্কশেখর**—চন্দ্রচূড়, শিব। **মৃগাজিন**—হরিণের চামড়া। **মৃগাজীব**—ব্যাধ, পশু শিকার যাহাদের ব্যবসায়। **মৃগাদ, মৃগাদন**—তরক্ষু, নেকড়ে বাঘ। **মৃগান্তক**—চিতাবাঘ। **মৃগারি**—সিংহ, ব্যাঘ্র, কুকুর। **মৃগাবিৎ**—ব্যাধ।

মৃগাল, মৃগেল—সুপরিচিত মাছ (রোহিত, কাতল, মৃগেল)। (গ্রাম্য—মিরগেল, মিরকা, মিরকে)

মৃগী—হরিণী; মৃগীরোগ; নারীর জাতি-বিশেষ।

মৃগেন্দ্র—সিংহ (মৃগেন্দ্রবাহিনী)। **মৃগেন্দ্রাসন**—সিংহাসন। **মৃগোত্তম**—মৃগশ্রেষ্ঠ; মৃগশিরা নক্ষত্র।

মৃচ্ছকটিক—শূদ্রক-কৃত সুপরিচিত সংস্কৃত নাটক।

মৃণাল—[মৃণ (হিংসা করা)+আল—যাহা তক্ষণার্থ হিংসিত হয়] পদ্মের ডাঁটা। **মৃণালকোমল**—মৃণালের মত কোমল। **মৃণালবলয়**—মৃণাল দিয়া প্রস্তুত বলয়। **মৃণালভুজ**—মৃণালের মত কোমল নারীর বাহু। **মৃণালিকা, মৃণালী**—মৃণাল।

মৃণালিনী—পদ্মিনী।

মৃৎ—(মৃদ+ক্বিপ) মৃত্তিকা, মাটি (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **মৃৎকর**—কুম্ভকার। **মৃৎকর্ম**—মাটি দিয়া পাত্রাদি নির্মাণ। **মৃৎপাত্র**—মাটির পাত্র।

মৃত—[মৃ (মরা)+ক্ত] মরা, যাহাতে অথবা যাহার দেহে প্রাণ নাই; মৃতের মত, উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন (দেশ কি বেঁচে আছে? দেশ তো মৃত); শবদেহ (মৃত-সৎকার)। **মৃতক**—শব; মরণাশৌচ। **মৃতকল্প**—মৃতপ্রায়। **মৃতবৎসা**—যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত থাকে না, মড়ুঞ্চে পোয়াতি। **মৃতসঞ্জীবনী**—যে বিদ্যা বা লতা মৃতকে পুনর্বার জীবিত করে। **মৃতস্নাত**—দাহ করিবার পূর্বে যে মৃতদেহ স্নান করানো হয়। **মৃতাশৌচ**—কাহারও মৃত্যু-হেতু অশৌচ। **মৃতি**—মৃত্যু, বিনাশ

মৃত্তিকা—(মৃদ+তিক+আ) মাটি; গঙ্গামাটি।

মৃৎপিণ্ড—মাটির তাল অথবা তাল-পাকানো মাটি। **মৃৎপিণ্ড-বুদ্ধি**—মাথায় গোবর পোরা, অতি স্থূলবুদ্ধি।

মৃত্যু—(মৃ+ত্যু) মরণ; ধ্বংস (সত্যের মৃত্যু নাই), যম। **মৃত্যুচিন্তা**—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী অথবা অদূরবর্তী, এই সব বিষয়ে দুশ্চিন্তা।

মৃত্যুকাল—মৃত্যুর সময়। **মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া**—মৃত্যুর কবলিত হওয়া, মৃত্যুলাভ করা। **মৃত্যুশয্যা**—অন্তিম শয্যা।

মৃত্যুঞ্জয়—(মৃত্যু+জি+অ) মৃত্যুজয়ী; শিব। **মৃত্যুবাণ**—যে বাণের আঘাতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, বিনাশের সুনিশ্চিত উপায়। **মৃত্যুনাশন**—যাহা মৃত্যু নাশ করে পারদ; অমৃত।

মৃদঙ্গ—যাহার অবয়ব মৃত্তিকা-নির্মিত, পাখোয়াজ (বর্তমানে পাখোয়াজ কাষ্ঠ-নির্মিত)। **মৃদঙ্গফল**—যাহার ফল মৃদঙ্গের আকৃতির, কাঁঠাল গাছ। **মৃদঙ্গী**—মৃদঙ্গ-বাদক।

মৃদঙ্গার—মাটির নীচেকার অঙ্গার, পাথুরিয়া কয়লা

মৃদু—(মৃদ+উ) কোমল, নরম, মন্দ, অতীব্র, অতীক্ষ্ণ (মৃদু গতি; মৃদু উত্তাপ; মৃদু তিরস্কার)। **মৃদু জল**—soft water, লবণক্ষার ইত্যাদি বর্জিত জল। বি. মৃদুতা। **মৃদু প্রযত্ন**—অপ্রবল প্রয়াস বা অল্প প্রয়াস। **মৃদুবাত**—মৃদুমন্দ বায়ু। **মৃদুল**—কোমল, সুকুমার, অতীব্র, অনুগ্র (মৃদুল কলেবর; মৃদুল গান গাহিয়া—রবি; মৃদুলগামী;) অগুরু-বিশেষ। **মৃদুস্পর্শ**—কোমল স্পর্শ; লঘুস্পর্শ। **মৃদুহাস্য**—স্মিতহাস্য। **মৃদূৎপল**—নীলপদ্ম। **মৃদঙ্গী, মৃদ্বী**—কোমলাঙ্গী নারী। **মৃদ্বী, মৃদ্বীকা**—কিসমিস, দ্রাক্ষা।

মৃদ্ভাজন, মৃদ্ভাণ্ড—মাটির পাত্র।

মৃধা—(সং মৃধ—বধ করা; ফা. মীরদেহ্) লাঠিয়াল, জমিদারের বরকন্দাজ।

মৃণ্ময়—(মৃদ্+ময়) মৃত্তিকা-নির্মিত, মাটির (মৃণ্ময়ী মূর্তি ; মৃণ্ময় পৃথিবী)।

মে—(ইং. May) ইংরেজী বৎসরের পঞ্চম মাস, বৈশাখের শেষার্ধ ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমার্ধ লইয়া গঠিত।

মেই—স্ফীত মাংসপিণ্ড, আব, tumor (কপালের উপর একটা মেই বেরিয়েছে)। (প্রাদেশিক)।

মেইদি, মেদি, মেহেদী—(সং. মেন্ধী ; হি. মেহ্‌দী) সুপরিচিত ছোটগাছ, হেনা, বাগানের বেড়ারূপে ব্যবহৃত হয়, ইহার পাতা কাটিয়া মেয়েরা হাতে রং করেন)।

মেও, মেওমেও, ম্যাও, ম্যাওম্যাও—বিড়ালের ডাক ; তানপুরার শব্দ। **ম্যাও ধরা**—(বিড়ালের গলায় ইঁদুরদের ঘণ্টা বাঁধিবার পরামর্শ-বিষয়ক গল্প হইতে) বিপদের সম্মুখীন হইবার দায়িত্ব গ্রহণ করা, কোন কাজের ঝুঁকি লওয়া।

মেওয়া—(ফা. মেবহ্) ফল (মেওয়ার বাগান—ফলের বাগান), বেদানা, আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি কাবুল অঞ্চলের ফল। **মেওয়া-জাত** নানারকমের ফল। **সবুরে মেওয়া ফলে**—সবুর দ্রঃ।

মেক—(ফা. মেখ্) গোঁজ ; পেরেক। মেক বা ম্যাক দেওয়া—বাঁশ দেওয়া (অভব্য)।

মেকদার—(আ. মিকদার) পরিমাণ, পরিমাপ, মর্যাদা, মূল্য (বোঝা গেল সে কি মেকদারের লোক)।

মেকরানো (আ. মক্‌র্) মক্কর করা, ভাণ করা।

মেকল, মেখল—বিন্ধ্যপর্বত (ভারতবর্ষের মেখলা-সদৃশ)। **মেকলা-কন্যকা**—বিন্ধ্যপর্বত হইতে উৎপন্ন নর্মদা নদী।

মেকি,-কী—(ইং. making ?) কৃত্রিম, জাল (মেকি টাকা), কৃত্রিম বস্তু, কপটতা (আসলের চেয়ে মেকির আদর)।

মেকুড়, মেকুর—বিড়াল ; সাহসহীন, যে পলাইয়া ফেরে (কুকুরের ভয়ে বিড়াল পলাইয়া ফেরে, তাহা হইতে)।

মেখলা—(সং.) কটিসূত্র ; কটিবন্ধ ; স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহার, গোট প্রভৃতি (লুটায় মেখলা খানিক ত্যজি কটিদেশ—রবি) ; উপনয়ন-কালে ব্যবহৃত শরপত্রাদি-নির্মিত উপবীত ; পর্বতের নিতম্বদেশ ; খড়্গাদির বাঁটে যে চর্ম প্রভৃতি নির্মিত রজ্জু-বেষ্টনী ব্যবহৃত হয় ; ঘোড়ার চামড়ার পেটি ; যজ্ঞকুণ্ডের উপরে যে মাটির বেড় দেওয়া হয়। **মেখলিক, মেখলী**—মেখলা-ধারী ; ব্রহ্মচারী। স্ত্রী. মেখলিকা, মেখলিনী।

মেঘ—[মিহ্ (জলসিক্ত করা)+অ] জলদ, জলধর, বারিবাহ ; রাগ-বিশেষ। (মেঘ সাধারণতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—আবর্ত, দ্রোণ, পুষ্কর, সংবর্ত)। **মেঘকফ**—করকা। **মেঘ-কালো**—মেঘের মত কৃষ্ণবর্ণ। **মেঘ-জীবন**—চাতকপক্ষী। **মেঘজ্যোতিঃ**—বজ্রাগ্নি। **মেঘডম্বর**—মেঘাড়ম্বর, মেঘগর্জন ('অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া')। **মেঘডুম্বুর শাড়ী**—নীলাম্বরী। **মেঘ-তিমির**—ঘনঘোর ; দুর্দিন। **মেঘদীপ**—বিদ্যুৎ। **মেঘদূত**—কালিদাস-রচিত সুপ্রসিদ্ধ কাব্য। **মেঘনাদ**—মেঘধ্বনি ; ইন্দ্রজিৎ ; পলাশ-বৃক্ষ। **মেঘপুষ্প**—জল ; করকা ; ইন্দ্রের অশ্ব। **মেঘবর্ণ**—মেঘকৃষ্ণ, ঘনশ্যাম। **মেঘবহ্নি**—বজ্রাগ্নি। **মেঘবাহন**—ইন্দ্র। **মেঘমন্দ্র**—মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর, মেঘের গম্ভীর গর্জন। **মেঘমল্লার**—বর্ষার রাগিণী-বিশেষ। **মেঘমেদুর**—মেঘের দ্বারা স্নিগ্ধ (মেঘমেদুর অম্বর)। **মেঘরস**—ঘনরস, জল। **মেঘরুচি বসন**—মেঘের মত সুশ্যামবর্ণ বস্ত্র। **মেঘ করা**—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়া। **মেঘ কাটা**—মেঘাচ্ছন্ন আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাওয়া ; বিপদ কাটা। **মেঘ-মেঘ করা**—মেঘলা ভাব। **কোদালে-কুড়ুলে মেঘ**—যেন বহু কোদাল ও কুড়ুল একসঙ্গে রাখা হইয়াছে, এমন মেঘস্তর। **জলো মেঘ**—যে মেঘ অচিরে বৃষ্টিতে গলিয়া পড়িবে। **সিঁদুরে মেঘ**—সিঁদুরের মত লালবর্ণ মেঘ (ঘর-পোড়ার গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়)। **হাঁড়িয়া বা হেঁড়ে মেঘ**—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ (এই মেঘে সাধারণতঃ ঝড়-বৃষ্টি হয়)। **হিঙুলে মেঘ**—হিঙ্গুলবর্ণ মেঘ।

মেঘলা—মেঘের দ্বারা অপেক্ষাকৃত হাল্কাভাবে আচ্ছন্ন। **মেঘাগম**—বর্ষাকাল। **মেঘাত্যয়**—মেঘাপগম, শরৎকাল। **মেঘাস্থি**—

করকা। **মেঘাস্পদ**—আকাশ। **মেঘোদক**—বৃষ্টি। **মেঘোদয়**—মেঘের আবির্ভাব।

মেঙ্গানিজ—(ইং. manganese) ধাতু-বিশেষ।

মেচক—(সং.) ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রক; শ্যামবর্ণ, নীলাঞ্জন; কৃষ্ণবর্ণ।

মেচেতা, মেছেতা—মুখমণ্ডলের ক্ষুদ্র কালো-কালো চিহ্ন-বিশেষ (ব্রণ-মেছেতা)।

মেছ্‌মার—মিস্‌মার দ্রঃ।

মেছুয়া, মেছো—মৎস্য-বিক্রয়ী, জেলে (স্ত্রী. মেছুনী, মেছোনী)। **মেছোহাটা**—হাটে যেখানে মাছ বিক্রয় হয়; অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও কলরবপূর্ণ স্থান বা পরিমণ্ডল (সাহিত্য-আলোচনার সভা মেছোহাটায় পরিণত হতে চল্‌লো)।

মেজ—(ফা. মেয্‌)। মেজ লাগানো—পারিপাটোর সহিত টেবিলে খাবার পরিবেশন করা।

মেজদা—মেজ-দাদা। **মেজদি**—মেজ-দিদি।

মেজবান—(ফা. মেয্‌বান) নিমন্ত্রয়িতা, আপ্যায়নকারী গৃহস্থ (বিপ. মেহ্‌মান—নিমন্ত্রিত)।

মেজমান—(গ্রাম্য) মেহ্‌মান, নিমন্ত্রিত, বড় সামাজিক ভোজে যাহারা অংশ গ্রহণ করে। বি. মেজমানী—বৃহৎ ভোজ, খানা।

মেজর—(ইং. Major) সৈন্য-বিভাগের উচ্চ কর্মচারী-বিশেষ।

মেজরাব—মিজরাব দ্রঃ।

মেজাজ—(আ. মিযাজ) প্রকৃতি, মনের গতি বা ধাত, temperament, mood (আজ মেজাজ ভাল নেই); কড়া মেজাজ, ক্রুদ্ধ ভাব (অত মেজাজ দেখাও কেন?)। **মেজাজ করা**—রাগারাগি করা। **মেজাজ দেখানো**—প্রভুত্বব্যঞ্জক ক্রোধ প্রকাশ করা; রাগ করা। **খোশ মেজাজ**—প্রফুল্ল বা আনন্দিত মানসিক অবস্থা। **গরম মেজাজ**—মনের ক্রুদ্ধ ভাব। **চড়া মেজাজ বা কড়া মেজাজ**—(ঠাণ্ডা মেজাজের বিপরীত)—যাহার সহজেই ক্রোধের সঞ্চার হয়। **টেঁড়া মেজাজ**—রুক্ষ মেজাজ। **নরম-মেজাজ**—নম্র প্রকৃতির, শান্ত-স্বভাব। **নেক-মেজাজ**—সৎস্বভাব, মধুর-স্বভাব। **বদ-মেজাজ**—যে সহজেই রাগিয়া যায়; খিটখিটে মেজাজ। **মেজাজী**—খেয়ালী; অহঙ্কারী, দাম্ভিক।

মেজে, মেজিয়া, মেঝে—গৃহতল, floor।

মেজেণ্টা—(ইং. magenta) গাঢ় লাল রং-বিশেষ (ইটালীর Magenta প্রদেশে প্রথম প্রচলিত)।

মেজেষ্টর—ম্যাজিষ্ট্রেট দ্রঃ।

মেজো, মেঝো—মধ্যম, বয়সে বা সম্ভ্রমে বড় ও ছোটর মধ্যবর্তী (মেজ ছেলে; মেজ ভাই; মেজ কর্তা; সঙ্গে তাদের অনেক সেজো-মেজো—রবি)।

মেট—(ইং. mate) মিস্ত্রি-বাবুর্চি প্রভৃতির সহকারী; মজুরদের সর্দার; জাহাজের খালাসীদের সর্দার-স্থানীয় কর্মচারী। **মেটগিরি**—মেটের কাজ।

মেটিয়া, মেটে—মৃত্তিকা-নির্মিত (মেটে কলসী; মেটে ঘর—মাটির দেওয়ালযুক্ত ঘর; মেটে রাস্তা—কাঁচা রাস্তা); ভূগর্ভজাত (মেটে তেল—কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম), মাটির মত মূল্যহীন (মেটে জাঁক); মাটির প্রলেপযুক্ত (প্রতিমা দোমেটে করা হয়েছে); মাটির রঙের (মেটে চিল; মেটে রঙ্‌)। **মেটে সাপ**—বিষহীন সর্প-বিশেষ। **মেটে সিঁদুর**—সীসা দিয়া প্রস্তুত সিন্দূর-বিশেষ।

মেটুলি—পুঁইশাকের বীজ; পশুর যকৃৎ (পাঁঠার মেটুলি)।

মেটে—মেটিয়া দ্রঃ; যকৃৎ বা পশুর যকৃৎ (মেটেয় দাগ ধরেছে; ডাক্তার মেটে খেতে বলেছে)।

মেঠো, মেটো—মাঠের, মাঠের চাষীর, সরল ও অমার্জিত (মেঠো গান; মেঠো সুর; মেঠো পথ)। **মেঠো ইংরেজি**—ইংরেজ চাষী বা তজ্জাতীয় লোকের অমার্জিত ইংরেজী। (মেটো বর্তমানে কম ব্যবহৃত হয়)।

মেড়া—(সং. মেঢ্র) মেষ, যে ভেড়া লড়াই করে (মেড়ার লড়াই); মেষের মত নির্বোধ; পরের বুদ্ধিতে, বিশেষতঃ স্ত্রীর বুদ্ধিতে চালিত পুরুষ; তাজমহলের অংশ-বিশেষ। স্ত্রী. মেড়ী। **খুঁটার জোরে মেড়া লড়ে বা কোঁদে**—শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক হইলে কাজে জোর পাওয়া যায়।

মেডাল, মেডেল—(ইং. medal) স্বর্ণ বা রৌপ্যপদক, কৃতিত্বের জন্য দেওয়া হয়। **মেডেল ঝুলানো**—পোষাকের উপরে মেডেল ব্যবহার করা (ব্যঙ্গে)।

মেডিকেল—(ইং. medical) ইয়োরোপীয় পদ্ধতির চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় (মেডিকেল কলেজ)।

মেডিকেল লাইন—ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিদ্যা বা বিভাগ।

মেড়ুয়া, মেড়ুয়াবাদী—মাড়ুয়া দ্রঃ।

মেড়ো—ম্যাড়মেড়ে, ম্যাটমেটে, মলিন, নিষ্প্রভ (মেড়ো পড়া—নিষ্প্রভ হওয়া); মাড়ুয়াবাদী; লৌহকারের ছোট হাতুড়ী-বিশেষ।

মেঢ্র—[মিহ্ (সেচন করা)+ষ্ট্রন্] শিশ্ন : মেষ।

মেথর, মেতর—(ফা. মেহ্তর—মোড়ল; ঝাড়ুদার) মল-পরিষ্কারক ও ঝাড়ুদার জাতি-বিশেষ; অতিশয় অপরিষ্কার, সুতরাং অস্পৃশ্য (তুই তো একটা মেথর; মেথর-মুদ্দোফরাস)। স্ত্রী. মেথরাণী।

মেথিকা—(সং.) শাক-বিশেষ। **মেথী, মেথি**—উক্ত শাকের বীজ, ফোড়নের মসলা-বিশেষ; তালের বা খেজুরের মাথার অংশ (খেজুরের মেথী, —মেথী দ্রঃ)।

মেদ, মেদঃ—[মিদ্ (স্নিগ্ধ হওয়া)+অ] বসা, চর্বি; অস্থির মজ্জা। **মেদপুচ্ছ**—দুম্বা। **মেদজ**—অস্থি। **মেদদোষ**—অতিরিক্ত মোটা হওয়া।

মেদা—(ফা. মাদাহ্—মেদী) নিস্তেজ, নিরীহ (মেদামারা—তেজ না থাকা; পৌরুষহীন)।

মেদি,-দী—মেহেদি।

মেদিনী—(মেদ+ইন্+ঈ) 'মধুকৈটভের মেদে পরিপ্লুত', পৃথিবী, ভূতল।

মেদী—মাদী (মেদী হাঁস)।

মেদুর—[মিদ (স্নিগ্ধ হওয়া)+উর] স্নিগ্ধ, কোমল (মেঘমেদুর অম্বর)।

মেধ—(যাহাতে পশু হত হয়) যজ্ঞ।

মেধা—(সং) গ্রন্থাদিতে বর্ণিত বিষয় বুঝিবার শক্তি, বুদ্ধি, স্মৃতি-শক্তি; মেধাকর ঔষধ। [নঞ্, সু, দুর, অল্প, মন্দ—ইহাদের পরবর্তী 'মেধা' মেধাঃ হয় (অল্পমেধাঃ, সুমেধাঃ)]। **মেধাবান্**—মেধাবিশিষ্ট, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী। স্ত্রী. মেধাবতী। **মেধাবী**—মেধাবান্; শুকপক্ষী। স্ত্রী. মেধাবিনী।

মেধাজিৎ—কাত্যায়ন মুনি।

মেধাতিথি—মুনি-বিশেষ; মনুসংহিতার টীকা-কার-বিশেষ।

মেধিষ্ঠ—অতিশয় মেধাবী।

মেধ্য—(মেধ্+য) যজ্ঞীয়, যজ্ঞে ব্যবহারযোগ্য; ছাগ; খদির; যব; পবিত্র, নির্মল। স্ত্রী. মেধ্যা—নারী-বিশেষ; কেতকী; শঙ্খপুষ্পী; ব্রাহ্মী; শ্বেতবচা; শমী; মণ্ডূকী।

মেনকা—হিমালয়ের পত্নী (মেনকাত্মজা—উমা); অপ্সরা-বিশেষ, শকুন্তলার মাতা।

মেনা—মেনকা, শকুন্তলার জননী।

মেনি,-নী—বিড়ালীর আদরের নাম। **মেনী-মুখো**—মুখচোরা, পুরুষের স্বাভাবিক তেজ ও সাহস যার মধ্যে নাই (অবজ্ঞার্থক)।

মেনে—বক্তব্য জোরালো করিবার জন্য কথার মাত্রাস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। মনে দ্রঃ।

মেন্তোই—(আ. মন্তাহী—পণ্ডিত, নিপুণ) পণ্ডিত, শোভন (মেন্তাই পাগড়ি—ব্যঙ্গে)। **মেন্তা**—মেনিমুখো (প্রাদেশিক—গ্রাম্য)।

মেন্ধী—(সং.) মেহেদী গাছ (পূর্ববঙ্গে মেন্দী)।

মেম—(ইং. Madam, ma'am) ইয়োরোপীয় মহিলা। **মেম-সাহেব**—মেম-সম্পর্কে সম্ভ্রম-পূর্ণ উক্তি; ইঙ্গবঙ্গ-সমাজের গৃহকর্ত্রী; উচ্চ মহিলা-কর্মচারী।

মেমান—(ফা. মেহ্মান) অতিথি, অভ্যাগত (পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় সুপ্রচলিত)। **মেমান-দারি**—অতিথি-অভ্যাগতকে আপ্যায়ন (গ্রাম্য)।

মেম্বর, মেম্বার—(ইং. member) সভা-সমিতি, ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদির সভ্য।

মেয়া, মেয়ে, মেয়্যা, মেইয়া—কন্যা।

মেয়াদ—মিয়াদ দ্রঃ।

মেয়ে—(সং. মাতৃকা; প্রা. মাইয়া) কন্যা (মেয়ে-ছেলে—কন্যাসন্তান); বিবাহের কন্যা (মেয়ে দেখা); স্ত্রীলোক (মেয়ে-পুরুষ; মেয়ে-মর্দ)। **মেয়ে-বুদ্ধি**—স্ত্রীলোকের দুর্বল বিচার-শক্তি (পুরুষের আপন শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ক উক্তি)। **মেয়ে-মানুষ**—স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকের মত দুর্বল ও লাজুক, ভীরু, কাপুরুষ (তোরা কি মরদ? তোরা তো সব মেয়ে-মানুষ); রক্ষিতা (ইয়ারদের ভাষা)। **মেয়েমুখো**—লাজুক, মেনীমুখো, কাপুরুষ। বিণ. মেয়েলি,-লী—নারীসুলভ; নারী-সমাজে প্রচলিত।

মেরজাই—মির্জাই দ্রঃ।

মেরা—আমার (বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও পুঁথি-সাহিত্যে ব্যবহৃত)। স্ত্রী. মেরী।

মেরাপ,-ব—মেহ্রাব দ্রঃ।

মেরামত—(আ. মরম্মত্) জীর্ণ-সংস্কার,

repair (মেরামত করা)। **মেরামতি**—মেরামতের কাজ।

মেরিনো, মেরুনো—(পর্তু. Merino) স্পেন দেশের মেরিনো মেষের লোমে প্রস্তুত সূক্ষ্ম বস্ত্র-বিশেষ।

মেরু—[মি (ক্ষেপণ করা)+রু] পৌরাণিক পর্বত-বিশেষ ; হেমাদ্রি ; পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত (উত্তর মেরু ; দক্ষিণ মেরু) ; জপমালার উপরিস্থ প্রধান বীজ (মেরু গুটি) ; হারের মধ্যমণি।

মেরুদণ্ড—যে কাল্পনিক সরল রেখা পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে ভেদ করিয়াছে, ইহার উপরে পৃথিবী আবর্তিত হয়, axis ; শিরদাঁড়া ; চারিত্রিক দৃঢ়তা, বলবীর্য, তেজস্বিতা (লোকগুলোর মেরুদণ্ড নাই ; মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়া—শক্তির মূল অবলম্বন নষ্ট হওয়া, একান্ত শক্তিহীন হওয়া)। **মেরুদণ্ডী**—শিরদাঁড়াযুক্ত, vertebrate।

মেল—(ইং. mail) ডাকগাড়ী (চলে যেন মেল - চলন্ত মেলে চুরি) ; ডাক (এই অর্থে বাংলায় কম ব্যবহৃত হয়)। **মেল-ট্রেন**—ডাকগাড়ী। **আপ মেল**—প্রধান স্টেশন হইতে যে মেলগাড়ী যাত্রা করিয়াছে। **ডাউন মেল**—প্রধান স্টেশনের দিকে যে মেল যাত্রা করিয়াছে।

মেল—(মিল্‌+অ) মিলন, ঐক্য সঙ্গ, দল (বন্দের মেলে গিয়ে জুটেছে ; এক মেলে থাকা), রাঢ়ীয় কুলীন-সমাজের শাখা, যাহাদের মধ্যে বিবাহ সুপ্রচলিত (মেল বন্ধন—এরূপ বৈবাহিক আদান-প্রদানের উপযোগী শাখার বা দলের সৃষ্টি ; দেবীবর ঘটক ইহা করিয়াছিলেন ; মেল ভাঙা—নির্ধারিত মেল ছাড়িয়া অন্য মেলে কন্যা দান)। **মেলক**—মেল, একত্র সমাবেশ (মেলক করা) ; যে ঐক্য ঘটায়। **মেলন**—মিলন, সম্মেলন।

মেলা—মিলা দ্রঃ, সম্পূর্ণ মিশ্রিত হওয়া (দুয়ে মিলে এক হও) ; প্রসারিত করা, উন্মোচিত করা (ডানা মেলা ; চোখ মেলা ; কচি পাতা মেলা ; পা মেলে বসা, মেলে ধরা)। **মেলে দেওয়া**—শুষ্কতা সাধনের জন্য প্রসারিত করা (উঠানে ধান মেলা ; রোদে কাপড় মেলে দেওয়া)।

মেলা—মেল, সঙ্গ, সমাবেশ (নদীর চরে চখাচখির মেলা—রবি) ; উৎসব উপলক্ষে প্রভূত জন-সমাগম, প্রদর্শনী, fair (পৌষ-সংক্রান্তির মেলা ; খেজুরির মেলা ; ঈদের মেলা) ; অনেক, প্রভূত, রাজ্যের (মেলা কাজ বাকি)।

মেলা—(পূর্ববঙ্গে) যাত্রা, গমন (মেলা করা, মেলা দেওয়া)।

মেলানি,-নী—(প্রাচীন বাংলা) মিলন, সাক্ষাৎ-কার সাক্ষাৎকার হইলে অথবা বিদায়-কালীন প্রীতি-সম্ভাষণ ; এরূপ প্রীতি-সম্ভাষণে দেয় উপহার-সামগ্রী।

মেলানো—মিলানো দ্রঃ ; প্রসারিত করা (হাত-পা মেলানো)।

মেলি—(প্রাচীন বাংলা) মিলন, ভেট (মেলি করি—মিলিত হইয়া)।

মেলেচ্ছ—(গ্রাম্য ; মেয়েলি) ম্লেচ্ছ।

মেশা—মিশা দ্রঃ। **মেলামেশা**—মিলা দ্রঃ। **মেশানো**—মিশানো দ্রঃ।

মেষ—[মিষ্‌ (স্পর্ধা করা)+অ] ভেড়া ; মেষ-রাশি ; ভেড়ার মত নির্বোধ (মানুষ আমরা নহি তো মেষ—দ্বিজেন্দ্রলাল)। স্ত্রী. মেষী, মেষিকা। **মেষবল্লী**—লতা-বিশেষ, অজাশৃঙ্গী, ইহার ফল দেখিতে মেষের শৃঙ্গের মত। **মেষশৃঙ্গ**—বিষ-বিশেষ। **মেষাণ্ড**—ইন্দ্র।

মেস—(ইং. mess) কতিপয় লোকের এক সঙ্গে বসবাসের বাসাবাড়ী (মেসের খাওয়ায় পোষাচ্ছে না)।

মেসিন, মেশিন—(ইং. machine) যন্ত্র, কল (মানুষ তো আর মেশিন নয় যে, কেবল খেটেই যাবে)। **মেসিনম্যান**—কল চালাইবার ভার যাহার উপরে।

মেসো—মাসীর স্বামী।

মেহ—মূত্রাধিক্য রোগ-বিশেষ। **মধুমেহ**—শর্করাযুক্ত মূত্রাধিক্য রোগ। **মূত্রমেহ**—শর্করা-হীন মূত্রাধিক্য।

মেহগনি, মেহগেনি, মেহাগিনী—(ইং. mahogany) আসবাবের উপযোগী উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ-বিশেষ।

মেহনত—(আ. মেহ্‌নত) পরিশ্রম, অধ্যবসায় (মেহনত করা, মেহনতের কড়ি—কঠোর পরিশ্রমলব্ধ অর্থ)। ('মেহানত', 'মেহন্নত'-ও প্রচলিত)। **মেহনত-আনা, মেহনতি**—পারিশ্রমিক।

মেহমান, মেহেমান—(ফা. মেহ্‌মান) অতিথি। **মেহ্‌মানদারি**—অতিথি-সৎকার।

মেহ্‌রাব, মেহেরাব—(আ. মেহ্‌'রাব)

খিলান, arch ; উৎসবাদির জন্য নির্মিত অস্থায়ী আচ্ছাদন বা মণ্ডপ ; মসজিদের যে কোণযুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া ইমাম নামাজে নেতৃত্ব করেন।

মেহেদি—(সং মেন্ধী) মেহদি দ্রঃ।

মেহেরবান—(ফা. মেহেরবান) দয়ালু, করুণাময়, দরদী। বি. **মেহেরবানী**—দয়া, অনুগ্রহ (মেহেরবানী করে আসবেন)।

মৈঁ—(হি.) আমি (মৈঁ ভুখা হুঁ)।

মৈত্র—(মিত্র+অ) মিত্রতা, সৌহার্দ ; মিত্র-সম্বন্ধীয় ; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ ; অনুরাধা নক্ষত্র। স্ত্রী. মৈত্রী – মিত্রতা, সখ্য (মৈত্রীবন্ধন) ; সর্বজীবের প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি (বৌদ্ধ-সাধনা-বিশেষ)।

মৈত্রেয়—মিত্র-সম্বন্ধীয় ; মুনি-বিশেষ ; বুদ্ধদেব ; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। স্ত্রী. মৈত্রেয়ী—যাজ্ঞবল্কের স্বনামধন্যা পত্নী।

মৈত্র্য—মৈত্রী : মিত্রের কর্ম।

মৈথিল—মিথিলা-সম্বন্ধীয় : মিথিলাজাত : মিথিলার রাজা। স্ত্রী. মৈথিলী—সীতা।

মৈথুন—[মিথুন (স্ত্রী-পুরুষ)+ষ্ণ] মিথুনকর্ম, সুরত। **অষ্টাঙ্গ মৈথুন**—স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়া, নিষ্পত্তি- এই অষ্টাঙ্গযুক্ত ব্যাপার।

মৈনাক—(মেনকা+ষ্ণ) পর্বত-বিশেষ।

মৈস্মর—Mesmer-কর্তৃক উদ্ভাবিত বিদ্যা বা কৌশল, hypnotism।

মো, মোঁ—(সং. অহম্) আমি। **মোক**—আমাকে। **মোসবার**—আমাদের। (প্রাচীন বাংলা)। **মোদের**—আমাদের (কাব্যে)।

মোওয়া—মোয়া।

মোওয়াজী—(আ. মবাজী) সাকুল্যে, মোট ; এওয়াজে যাহা পাওয়া যায়।

মোং—মোকাম শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

মোকদ্দমা—মকদ্দমা দ্রঃ।

মোকরর, মোকর্রর—(আ. মুক'র্‌রর) নির্ধারিত ; নিযুক্ত (মোকর্রর করা)। বি. মোকররী—স্থায়ী ভোগ-সত্ত্বের ও নির্দিষ্ট হারের খাজনার জমি (মৌরসী মোকররী)।

মোকান—মকান দ্রঃ।

মোকাবা—(আ. মুক'বা) প্রসাধন-সামগ্রীর আধার-বিশেষ।

মোকাবিলা, মোকাবেলা—(আ. মুকাবলা) সম্মুখবর্তিতা ; সামনা-সামনি ; সম্মুখে (তোমার মোকাবেলা একথা বলেছে)। **মোকাবেলা করা**—পরস্পরের সম্মুখে আসা, পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া নিষ্পত্তি-আদি করা : প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, প্রতিস্পর্ধী হওয়া।

মোকাম—(আ. মুক'াম) স্থান, আবাস, ব্যবসায়ের স্থান বা আড়ত (মাল এখনো মোকামে ওঠেনি) ; আড্ডা, আস্তানা (পীরের মোকাম)।

মোকুফ, মোকুব—(আ. মৌকু'ফ) রহিত, স্থগিত, অব্যাহতিপ্রাপ্ত (খাজনা মোকুব করা)। বি. মোকুফি—রেহাই, অব্যাহতি ; বরখাস্ত।

মোক্তসর—(আ. মুখ্‌তস'র্) সংক্ষিপ্ত, বাহুল্য-বর্জিত (মোক্তসর বয়ান—সংক্ষিপ্ত বর্ণনা)।

মোক্তা—(আ. মুক'ত্তা') কাটা-ছাঁটা, মোটামুটি (মোক্তা হিসাব—মোটামুটি হিসাব)। **বেল মোক্তা**—মোটামুটি, মোটের উপর। **ঠিকা মোক্তা**—ঠিকা-চুক্তি হিসাবে।

মোক্তার—(আ. মুখ্‌তার) নির্বাচিত, প্রতিনিধি ; নিম্নশ্রেণীর ব্যবহারাজীব-বিশেষ (আসামী-পক্ষের মোক্তার)। **মোক্তারনামা**—মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য যে লেখোর দ্বারা মোক্তার নিয়োগ করা হয়। **খোদ মোক্তার**—খোদ দ্রঃ। বি. মোক্তারি—মোক্তারের কাজ।

মোক্ষ—(মোক্ষ্‌+অ) মুক্তি, পরিত্রাণ ; নিত্য-সুখ প্রাপ্তি ; নির্বাণ। বিণ. মোক্ষিত—মুক্তি-প্রাপ্ত। **মোক্ষদ**—মুক্তিদাতা, পরিত্রাণ-কর্তা (স্ত্রী. মোক্ষদা)। **মোক্ষপদ**—মুক্তির অবস্থা। **মোক্ষমার্গ**—মুক্তির পথ। **মোক্ষশাস্ত্র**—যে ধর্মগ্রন্থ মোক্ষলাভের সহায়।

মোক্ষণ—মোচন, উদ্ধারকরণ ; ক্ষেপণ, নিঃসারণ (শস্ত্র মোক্ষণ ; রক্তমোক্ষণশীল)। বিণ. মোক্ষণীয়।

মোখ্‌খম—(আ মহ্‌কম) প্রবল, মজবুত, খুব জোরালো (মোখ্‌খম এক কিল)। **মোখ্‌খম-সোখ্‌খম**—মোখ্‌খম।

মোখালিফ, মোখালেফ—(আ. মুখালিফ) শত্রু, বিপক্ষ। বি. মোখালেফি—শত্রুতা, প্রতি-কূলতা (মোখালেফি করা)।

মোগল—(আ. মুগ'ল) তুর্কীস্থানের জাতি-বিশেষ ; ভারতীয় মুসলমানের শ্রেণী-বিশেষ (সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠান। বিণ **মোগলাই**—(মোগলাই পরোটা,-খানা ; মোগলাই পাগড়ী ; মোগলাই

চাল-চলন)। স্ত্রী. মোগলানী (কিন্তু ভব্য ভাষায় মোগল-মহিলা বা মোগল-নারী ব্যবহার্য)।

মোঘ—(সং.) বিফল, ব্যর্থ (অমোঘ—অব্যর্থ)। (বাংলায় 'মোঘ' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না, তবে মোঘপুষ্পা—বন্ধ্যা কথাটি ভাল)।

মোচ, মোছ—গোঁপ; অগ্রভাগ (কলমের মোচ)।

মোচড়—পাক, বক্রতা (বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে—নজরুল)। **মোচড়ানো**—মুচড়ানো দ্রঃ। **কানে মোচড় দিয়ে আদায় করা**—কান মলিয়া আদায় করা, দিতে বাধ্য করা। **মোচড়া-মুচড়ি ছাড়া**—অঙ্গ মোটন (প্রাদেশিক)।

মোচন—(মুচ্‌+অনট্‌) পরিত্রাণ, মুক্তি (বন্ধন মোচন; শাপ মোচন); ত্যাগ, ক্ষেপণ (বাণ মোচন) উদ্ঘাটন, খুলিয়া ফেলা (অর্গল মোচন; দ্বার মোচন)। বিণ. মোচনীয়, মোচিত। **মোচয়িতা**—বন্ধন হইতে মুক্তিদাতা।

মোচা—(সং.) কদলী-বৃক্ষ, কদলী-পুষ্প (মোচা-ঘণ্ট)। **মোচা চিংড়ি**—চিংড়ি-বিশেষ।

মোছা—মুছা দ্রঃ। **মোছানো**—মোছা (গামছা দিয়া গা মোছাইয়া দেওয়া); পরিষ্কার করানো, নিশ্চিহ্ন করানো (টেবিল মোছানো; কালি মোছানো)।

মোছলমান—মুসলমান দ্রঃ।

মোজা—(ফা. মোযা) সুতার বা পশমের সুপরিচিত পাদাবরণ (ফুল মোজা; হাফ মোজা); বুটজুতা (তুর্কীরা হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার আবরণযুক্ত জুতাকেই মোজা বলিত)। **মোজাজুতা**—shoe।

মোজাহেম—মুজাইম দ্রঃ। **মোজাহেমদার**—আপত্তিকারক, স্বত্বের অধিকার দাবি করিয়া বাধাদানকারী (অশুদ্ধ, কিন্তু প্রচলিত, যেমন, 'অংশীদার')।

মোজেয়িক—(ইং. mosaic) বিচিত্র বর্ণের উপল বা কৃত্রিম উপলের সন্নিবেশ (মেঝে, সিঁড়ি সব মোজেয়িক করা)।

মোট—(হি. মোট; সং. মূত; তামিল মোট্‌টই) বোঝা, বড় গাঁঠরি, বস্তা (দু'মণি মোট মাথায়); কূপ হইতে জল তুলিবার চামড়ার আধার-বিশেষ; একুনে, সাকল্যে (মোট পঞ্চাশ টাকা)। **মোটকথা**—সার কথা। **মোটের উপর**—সর্বসমেত, সবদিক বিচার করিয়া। **মোট-মাট**—মোটের উপর, সবশুদ্ধ।

মোটক—[মুট্‌ (চূর্ণ করা)+ঘঞ্‌—সার্থক] শ্রাদ্ধাদি-কালে প্রয়োজনীয় কুশপত্রনির্মিত অঙ্গুরীয়। **মোটকী**—রাগিণী-বিশেষ।

মোটন—মোচড়ানো, মটকানো (অঙ্গুলি মোটন)।

মোটর—(ইং. motor) পরিচালক যন্ত্র; সুপরিচিত যান (মোটর-গাড়ী; মোটরকার, মটর; মোটর-চালক। **মোটর-টায়ার**—মোটর-গাড়ীর চাকার রবার-নির্মিত বেষ্টনী)। **মোটর হাঁকানো**—সগৌরবে মোটরে যাতায়াত (অবস্থাপন্ন হওয়া সম্পর্কে ঈর্ষা ও বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষ)।

মোটা—স্থূল; মাংসল, পুরু; পরিমাণে যথেষ্ট (মোটা মাইনে, মোটা টাকা)। **মোটা-কথা**—স্থূলকথা, প্যাঁচঘোর-বর্জিত সাধারণ কথা (এই মোটা কথাটা বুঝতে পার না?)। **মোটা কাজ**—মিহি কাজের বিপরীত। **মোটা গলা**—ভারী ও উচ্চ কণ্ঠ (পুরুষের মোটা গলা)। **মোটা ভাত, মোটা কাপড়**—বিলাসিতা-বর্জিত সাধারণ খাওয়া-পরা (তোমাদের দশজনের আশীর্বাদে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব হবে না)। **মোটা ধার**—তীক্ষ্ণধারের বিপরীত, যাহা দিয়া সহজে কাটা যায় না। **মোটা বুদ্ধি**—স্থূলবুদ্ধি। **মোটামাথা**—স্থূলবুদ্ধি। **মোটা-মাহিনা**—উচ্চহারের বেতন। **মোটামুটি**—মোটের উপর। **মোটাসোটা**—অপেক্ষা-কৃত মোটা, হৃষ্টপুষ্ট। **মোটা হওয়া**—মেদ বৃদ্ধি হওয়া। **পেটমোটা**—পেট দ্রঃ। বি. মোটাই—স্থূলত্ব, মেদ-বাহুল্য; বিত্তশালিতা; টাকা-পয়সার অহঙ্কার।

মোটানো—মোটা হওয়া (দিনদিনই যে মোটাচ্ছ—কথ্য)। **মোটামো, মোটামি**—গর্ব, দেমাক।

মোটে—আদৌ (মোটে পাওয়া যাচ্ছে না); সর্বসমেত, মাত্র (মোটে দশ টাকা)। **মোটেই**—আদৌ; মাত্র।

মোড়—(সং. মুণ্ড) মুড়, মুণ্ড (মাথামোড় বা মাথামুড় খোঁড়া); বিবাহে স্ত্রীলোকের মুকুট; পথের বাঁক বা সঙ্গমস্থল (মোড় ঘুরলেই সাত নম্বর বাড়ী পাবে; এই খানেতে দু'টি পথের মোড়ে হিয়া আমার উঠল কেমন করে—রবি);

খেলায় যে 'মরিয়াছে' (মোড় হওয়া); গাভীর মুকুটের আকৃতির দুধভরা পালান (মোড় নামা—প্রসবের পূর্বে গাভীর পালানে দুধ ভর করা)। [পুরিয়া।

মোড়ক—যাহা মণ্ডিত করা বা মোড়া হইয়াছে,

মোড়ন—মণ্ডিত করা, কাগজ প্রভৃতি দিয়া পূর্ণভাবে আবৃত করা; মুণ্ডিত করা।

মোড়ল, মোড়োল—(সং. মণ্ডল) গ্রামের প্রধান; মাতব্বর (গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল); দলের চাঁই (মোড়ল হয়ে বসা)। বি. মোড়লি—মোড়লের কাজ, সর্দারি, বাড়াবাড়ি-পূর্ণ সর্দারি (যাও যাও, মোড়লি করতে হবে না)।

মোড়া—মণ্ডিত করা, পূর্ণভাবে আবৃত করা; মণ্ডিত, আবৃত (কার্পেটে মোড়া মেঝে; সোনালি পাতে মোড়া পানের খিলি; গহনা আর বেনারসী শাড়ী দিয়ে মোড়া স্ত্রীটি চলেছেন সঙ্গে); পাক দেওয়া, মোচড় দেওয়া, বাঁকানো (পিঠ-মোড়া করে বাঁধা; মোড়া করে বাঁধা সুতার ফেটি); বাঁশের শলা মোচড় দিয়া প্রস্তুত আসন-বিশেষ (শ্রীনিকেতনের দামী মোড়া); শ্রাদ্ধে ব্যবহৃত মোটক; ধান্যাদি রাখিবার পাত্র। **মোড়ামুড়ি ছাড়া**—অঙ্গমোটন, অসম্মতি-সূচক অঙ্গভঙ্গি (মোড়ামুড়ি ছাড়লে চলবে না, টাকা আজ দিতেই হবে)। (প্রাদেশিক)। বি. মোড়াই—মণ্ডিত করিবার খরচ।

মোড়াসা—(আ. মুরাসসা') স্বর্ণ ও মণিমণ্ডিত, কারুখচিত (সামলার সুকাণিশ মোড়াসার ফের—হেমচন্দ্র)।

মোতাওয়াজ্জা—(আ. মুতাবজ্জহ্) মনোযোগী, অবহিত, উন্মুখ (মোতাওয়াজ্জা হওয়া—অবহিত হওয়া, মনমুখ রুজু করা)।

মোতাবেক—(আ. মুত'াবিক') অনুযায়ী, অনুসারে (আইন মোতাবেক) অর্থাৎ (২০শে বৈশাখ, মোতাবেক ৯ই মে)।

মোতায়েন—(আ. মুতা'ঈন) নিযুক্ত (সাধারণতঃ প্রহরীরূপে—পুলিশ মোতায়েন করা)।

মোতাল্লিক, মোতালক—(আ. মুতা'ল্লিক) সম্বন্ধীয়, সম্পর্কিত; অধীন (পরগণে মহেশ্বরদি, মোতালক জেলা ঢাকা)।

মোতি—(মতি; সং. মৌক্তিক) মুক্তা।

মোতিয়া—পুষ্প-বিশেষ ও তাহার গাছ (বেলা-জাতীয়)।

মোতোয়ালি—মুতওল্লী দ্রঃ।

মোথা—মূল (বাঁশের মোথা; কচুর মোথা)। (প্রাদেশিক)।

মোদক—(যাহা আনন্দিত করে) মোয়া, লাড়ু; শর্করা-পক্ক ঔষধ-বিশেষ; হিন্দুজাতি বিশেষ; ময়রা; আহ্লাদজনক। **মোদন**—হর্ষ, প্রীণন।

মোদিত—হর্ষিত, আনন্দিত (কুলিশ কতশত পাত-মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া—বিদ্যাপতি)।

মোদী—হৃষ্ট, হর্ষযুক্ত (স্ত্রী. মোদিনী)।

মোদ্দা—(আ. মুদ্দআ') মোট, মোটের উপর, আসল, সারাংশ (তাহলে মোদ্দা কথা দাঁড়াচ্ছে এই)। (প্রাদেশিক)।

মোনা—ঢেঁকির মুষল। মোনাই—মোনা

মোনাফেক—(আ. মুনাফিক) ভণ্ড, যে মুসলমান-মণ্ডলীভুক্ত, কিন্তু অন্তরে ইসলামদ্বেষী। বি. মোনাফেকি।

মোনাসিব—মুনাসিব দ্রঃ।

মোপলা—দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-সম্প্রদায়-বিশেষ।

মোবারক—(আ. মুবারক) আনন্দময়; কল্যাণময়; শুভ, স্বাগত (ঈদ মোবারক—শুভ ঈদ)। **মোবারকবাদ**—অভিনন্দন, শুভ হউক, এই কামনা। **মোবারকবাদী**—অভিনন্দন, অভিনন্দন-সূচক কবিতা।

মোম—(ফা. মোম) মৌচাকের সুপরিচিত উপাদান, wax। **মোমজামা**—মোমের লেপ দেওয়া কাপড়। **মোম-ঢাল, ঢালা**—যাহাতে মোমের লেপ দেওয়া হইয়াছে, মোমজামা। **মোমবাতি**—মোম দিয়া প্রস্তুত বর্তিকা-বিশেষ (বর্তমানে মোমবাতি নামে যাহা পরিচিত, তাহা সাধারণতঃ চর্বি, প্যারাফিন ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত)।

মোমিন—(আ. মু'মিন, মনেপ্রাণে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ও তাঁহার উপরে নির্ভরশীল, নিষ্ঠাবান্ মুসলমান; মুসলমান তন্তুবায়-সম্প্রদায় (মোমিনদের নেতা)।

মো-মো—সৌরভের প্রাচুর্য সম্বন্ধে বলা হয় (গন্ধে মো-মো করছে)।

মোয়া—(সং. মোদক) মোদক; লাড়ু (খৈয়ের মোয়া; ছুঁলেই তোমার জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া—নজরুল)।

মোয়াড়া, মোহড়া—সূচনা, প্রথম অংশ

(দইয়ের মোয়াড়া ; পথের মোহড়া ; কথার মোয়াড়াতেই) ; মহড়া (মোয়াড়া ফিরানো)।

মোর—আমার (কাব্যে ব্যবহৃত ; কোন কোন অঞ্চলে কথ্য ভাষায়ও ব্যবহৃত)। **মোরি**—আমার (ব্রজবুলি)।

মোরগ—(ফা. মুর্গ্) কুক্কুট (মোরগের লড়াই)। **মোরগ-পোলাও**—মোরগের বা মুর্গীর মাংস-মিশ্রিত পোলাও। **মোরগ ফুল**—পুষ্প-বিশেষ। স্ত্রী. মুর্গী।

মোরব্বা—(আ. মুরব্বা'—চতুষ্কোণ) (চিনির রসে পাক করা কুমড়া, আম, আনারস, বেল ইত্যাদি ফলের টুক্‌রা)।

মোলাকাত—মুলাকাত দ্রঃ।

মোলায়েম, মোলাম—(আ. মোলাইম) কোমল, অকঠোর (গোশ্ত বেশ মোলায়েম হয়েছে ; মোলায়েম কথা)। **মোলায়েম হওয়া**—নরম হওয়া, কঠোর মনোভাব বর্জন করা।

মোলাহেজা—(আ. মুলাহ্‌যা) বিচার, বিবেচনা, পর্যবেক্ষণ (আরজি মোলাহেজা করা)।

মোল্লা—(আ. মুল্লা) মুসলমান-ধর্মশাস্ত্রে সুবিজ্ঞ ; মুসলমান ধর্মযাজক (মোল্লা পড়ায় নিকা, দান পায় সিকা, সিকা দোয়া করে কলমা পড়িয়া—কবিকঙ্কণ) ; শাস্ত্রে কম অভিজ্ঞ, কিন্তু প্রবল নিষ্ঠাযুক্ত মুসলমান ধর্মযাজক। বি মোল্লাকি, মোল্লাগিরি—মোল্লার কর্ম (কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার্থক। **মোল্লার দৌড় মজিদ বা মসজিদ পর্যন্ত**—ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি। **কাট-মোল্লা**—কাট দ্রঃ।

মোশন—(ইং motion) নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদন ; অভিনয়ে দেহভঙ্গির কৌশল (মোশন-মাষ্টার—যিনি এরূপ কৌশল শিক্ষা দেন)। [দেওয়া)।

মোষ—(সং মহিষ) মহিষ (কথ্য—মোষ বলি

মোসম্মৎ, মোসম্মাৎ—মুসম্মত দ্রঃ।

মোসলেম—মুস্‌লিম দ্রঃ। মাসিক বরাদ্দ অর্থ।

মোসাহারা—(আ. মুশাহরা) মাহিনা, বেতন,

মোসাহেব—(আ. মুসা'হিব- সঙ্গী) বিত্ত-শালীর পার্শ্বচর ; তোষামোদকারী। বি. মোসাহেবী—তোষামোদকারী পার্শ্বচররূপে জীবিকা অর্জন, তোষামোদ-বৃত্তি।

মোস্তাজির, মুস্তাজের—(আ. মুস্তাজির) পত্তনীদার, ঠিকাদার ; সাঁওতালদের গ্রামের জমি বিলি-বন্দোবস্তের ক্ষমতাযুক্ত মোড়ল।

মোস্তায়েদ—(আ. মুস্তা'ইদ) সাহায্যকারী, সাহায্য করিবার জন্য উদ্যত।

মোহ—(মুহ্+অ) মুগ্ধতা (রূপের মোহ) ; বিচার-বুদ্ধির নিষ্ক্রিয়তা, যাহা সত্য বা সার্থক নয়, তাহাতে আশক্তি বা আগ্রহ, অবিবেক ; অজ্ঞান ; চিত্তের বিকলতা ; মূর্ছা ; যাহা তত্ত্বতঃ মিথ্যা, তাহাকে সত্য বলিয়া জানা, অবিদ্যা (মোহান্ধ জীব) ; মায়া, মমতা, সৌন্দর্যে অথবা প্রাত্যহিক জীবনে আনন্দ, ভাবাবেশ (মোহ মোর মুক্তি-রূপে উঠিবে জ্বলিয়া—রবি ; স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে—রবি)। **মোহকর**-যাহা মুগ্ধ করে, মোহ সৃষ্টিকারী। **মোহঘোর**—মোহ-রূপ অন্ধকার বা অজ্ঞান। **মোহনিদ্রা**—মোহের বশে চিত্তের অচেতন বা বিকল অবস্থা। **মোহ-নিরসন**—অজ্ঞান বা ভ্রান্তি অপসারণ। **মোহপাশ**-মোহের বন্ধন। **মোহমন্ত্র**—যে মন্ত্র না বাণী বা বিষয় মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। **মোহমুদ্গর**—মোহের নিরসন ব্যাপারে মুদ্গর-স্বরূপ, শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত উপদেশমালা।

মোহন—(মুহ্+নিচ্+অনট্) মোহকর, যাহা চিত্তকে বশীভূত করে (তোমার মোহনরূপে কে রয় ভুলে—রবি) ; যাহা মূর্ছা আনয়ন করে (ত্রৈলোক্য-মোহন) ; চিত্তাকর্ষক, মনোহর (মোহন বাঁশি) ; কামের সম্মোহন বাণ ; যদ্দ্বারা বশীকরণ করা যায় (মোহন কাজল)। **মোহন চূড়া**—শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চূড়া। **মোহন-ভোগ**—সুজি, ঘৃত ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত সুপরিচিত মিষ্টান্ন। **মোহন-মন্দির**—নায়ক-নায়িকার মিলন মন্দির। **মোহনমালা**—সোনার দানার হার-বিশেষ। **মোহনীয়া**—মোহকর, যাহা চিত্তকে বশীভূত করে (কাব্যে ব্যবহৃত)। **মোহনীয়**—মোহকর, বিভ্রান্তি-কর।

মোহন্ত, মোহান্ত—(যাহার মোহের অন্ত হইয়াছে, মোক্ষপ্রাপ্ত) মঠ বা মন্দিরের অধিকর্তা।

মোহর—(ফা মোহ্‌র্) সিল, মোহর, ছাপ (মোহর মারা বা করা ; মোহর ভাঙ্গা) ; স্বর্ণ-মুদ্রা-বিশেষ (আকবরী মোহর)। **মোহর-বরদার**—সিল-রক্ষক কর্মচারী।

মোহাজের—(আ.) দেশত্যাগী, উদ্বাস্তু। বহুবচন—মোহাজেরীন। হিজরত দ্রঃ।

মোহানা, মোহনা—(হি মুহানা) নদীর সমুদ্র-সঙ্গমস্থল, জলাশয়ের মুখ; পুকুরের জল নির্গমণের পথ।

মোহাফিজ,-ফেজ—(আ. মুহ'াফীয') সরকারী কাগজ-পত্রাদি রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, record-keeper। **মোহাফেজখানা**—যে গৃহে বা আফিসে এরূপ কাগজ-পত্রাদি রক্ষিত হয়, record-room।

মোহিত—(মুহ্ + ণিচ্ + ক্ত) মোহপ্রাপ্ত, অভিভূত, মুগ্ধ (কামমোহিত; ঋষিরকুমার মোহিত চকিত মৃগশিশু সম পাতিল কান—রবি)।

মোহিনী—মোহয়িত্রী, যে স্ত্রী মুগ্ধ করে, নারী, স্ত্রী, (শিবমোহিনী); সমুদ্র-মন্থন-কালে অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য আবির্ভূত নারায়ণের স্ত্রীরূপ; অপ্সরা-বিশেষ, যাদুবিদ্যা (কি মোহিনী জান বঁধু চণ্ডিদাস)। **মোহী**—মুগ্ধকারী; মোহপ্রাপ্ত।

মৌ—(সং. মধু, প্রাকৃ. মহু) মধু, পুষ্পরস। **মৌআলু**—(সং মধ্বালুক) সুপরিচিত মিষ্টি আলু। **মৌকলস**—এক শ্রেণীর ধান্যের নাম। **মৌচাক**—মৌমাছি-নির্মিত সুপরিচিত মধু-ভাণ্ডার, মধুচক্র। **মৌপালানে**—যে গাভীর পালান ছোট, কিন্তু প্রচুর দুগ্ধপূর্ণ। **মৌমাছি**—মধু-মক্ষিকা।

মৌকুফ,-মকুফ—(আ. মৌকু'ফ) রেহাই, রহিত, স্থগিত (খাজনা মকুফ করা)। বিণ. মৌকুফী—যাহা রেহাই দেওয়া হইয়াছে (মৌকুফী খাজনা)।

মৌক্তিক—(মুক্তা + ষ্ণিক) মুক্তা, মতি ('গজে গজে মৌক্তিক হয় না')। **মৌক্তিকদাম**—মুক্তার হার।

মৌখিক—(মুখ + ষ্ণিক) বাচনিক, oral (মৌখিক পরীক্ষা); যাহা মুখেই উচ্চারিত হয়, আন্তরিক নহে (মৌখিক সহানুভূতি)।

মৌজ—(আ. মওজ) ঢেউ, স্ফূর্তি, আমোদ-প্রমোদ, রস-উপভোগ (মৌজ করা, খুব মৌজে আছে)।

মৌজা—(আ. মওজা') গ্রাম। **মৌজাদার**—গ্রামের মালিক বা অধ্যক্ষ।

মৌজুদ—মজুদ দ্রঃ।

মৌটুস্‌কি—(যাহা হইতে মধু টুস্‌টুস্ করিয়া পড়ে) মধুপূর্ণ ফুল (মৌটুস্কির মৌ খেয়ে ভোর হয়েছে ভোমরা—নঃ ইসলাম); যে নারীর মুখের কথা মধুর মত, যে কথায় সকলকেই তুষ্ট রাখে।

মৌড়লা—মৌড়, মুকুট, টোপর, উষ্ণীষ।

মৌঢ্য—(মূঢ় + য) মূঢ়তা, মূর্খতা, প্রখর বুদ্ধির অভাব।

মৌত—মউত দ্রঃ।

মৌতাত—(আ. মৌতাদ—মাত্রা, পরিমাণ) নেশা, নেশা উপভোগ (মৌতাতের সময়; মৌতাত চড়ানো—নির্দিষ্ট সময়ে মাদক-দ্রব্য উপভোগ; মৌতাত বৃদ্ধি—নেশার মাত্রা বৃদ্ধি); যে-কোন প্রকারের মত্ততা উপভোগ। বিণ. মৌতাতী—মৌতাতে যাহার আনন্দ (মৌতাতী বুড়ো)।　　[বিশেষ।

মৌদ্গল্য—গোত্র-প্রবর্তক ঋষি-বিশেষ; গোত্র-

মৌন—(মুনি + ষ্ণ) তুষ্ণীম্ভাব, নীরবতা; নীরব (স্তব্ধ তারার মৌন-মন্ত্র-ভাষণে—রবি)। **মৌনতুণ্ড**—নির্বাক্। **মৌনভঙ্গ**—নীরবতা ভঙ্গ করা। **মৌনব্রত**—কথা না বলার নিয়ম বা সঙ্কল্প; যে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছে। **মৌন সম্মতি**—মৌনের দ্বারা বিজ্ঞাপিত সম্মতি। **মৌনী**—নির্বাক্ (মৌনী বাবা)।

মৌরলা—সুপরিচিত সুস্বাদু ক্ষুদ্র মৎস্য (মৌরলা মাছের ঝোল)।

মৌরসি, মৌরুসী—(আ. মৌরিস'—যাহার নিকট হইতে উত্তরাধিকার লাভ হয়) উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত, যাহা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করা হয় (মৌরসি স্বত্ব)। **মৌরসিপাট্টা**—যে পাট্টার বলে মৌরসি স্বত্ব লাভ হয়। **মৌরসি মোকররি**—নির্দিষ্ট হারের খাজনা-যুক্ত ও পুরুষানুক্রমিক ভোগ দখলের স্বত্ব-বিশিষ্ট।

মৌরী—(সং মধুরিকা) রান্নার সুপরিচিত মসলা ও তাহার গাছ (মৌরী ফুলের গন্ধ)।

মৌর্বী—(মূর্বা + ষ্ণ + ঙীপ্) মূর্বার দ্বারা নির্মিত ধনুকের ছিলা; উপনয়ন-কালে ব্যবহৃত ক্ষত্রিয়ের

মৌর্য—(মুরা + ষ্ণ) মুরার গর্ভজাত সন্তান, চন্দ্রগুপ্ত। **মৌর্য বংশ**—চন্দ্রগুপ্ত স্থাপিত রাজবংশ।

মৌল—(মূল + ষ্ণ) মূল হইতে আগত, আদিম, প্রাচীন (মৌল আচার); মূলের অনুরূপ, ছাঁচ,

মড়েল ; গ্রামের মূল বাসিন্দা ; প্রাচীন বংশোদ্ভব, কুলীন ; গ্রামের মোড়ল ; পুরুষানুক্রমে বংশের সচিব ; আপ্ত, আপন জন। মৌলিক দ্রঃ।

মৌল—মউল, মুকুল।

মৌলবী—(আ. মৌলবী) বিদ্বান্, মুসলমান-ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

মৌলা—মওলা দ্রঃ।

মৌলানা, মওলানা—(আ. মুসলমান ধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞের সম্মানিত উপাধি, মৌলবীর চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা-বিশিষ্ট)।

মৌলি—শীর্ষ, মস্তক, চূড়া, কিরীট, খোঁপা ; বেণী ; অশোক বৃক্ষ, পৃথিবী। **মৌলিমণি**—যে মণি উষ্ণীষে শোভা পায় ; যে মণি বেণী-বন্ধে শোভা পায়।

মৌলিক—(মূল+ষ্ণিক) মূলীভূত বা মূল হইতে আগত, ব্যুৎপত্তি গত (মৌলিক অর্থ) ; আদিম, অমিশ্রিত, অনন্য (মৌলিক বা মৌল পদার্থ—যে সমস্ত পদার্থের দ্বারা জগৎ সৃষ্ট তাহাদের আদিম অমিশ্রিত রূপ ; মৌলিক প্রতিভা—যে প্রতিভার দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে ; মৌলিক রচনা—যে রচনার উপরে অন্যের চিন্তার প্রভাব পড়ে নাই) ; কৌলিন্যহীন, বংশজ। বি. মৌলিকতা—originality, চিন্তায় ও রচনায় নূতনত্বের পরিচয়।

মৌলী—মুকুট-ভূষিত। **মৌলীন্দু**—মহাদেবের মস্তকের চন্দ্রকলা।

মৌষল—মুষল-বিষয়ক (মৌষল পর্ব—মহাভারতের ষোড়শ পর্ব) ; মুষলের মত নিশ্চেষ্ট (গঙ্গায় মৌষল স্নান)।

মৌসুফ—(আ. মৌসুফ) যে ভদ্রের ব্যক্তির নাম পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত। স্ত্রী. মৌসুফা। **বিবি মৌসুফা**—পূর্বোল্লিখিতা ভদ্রের বিবি, শ্রীমতী (বিবি মৌসুফাকে শাদীগামী উপলক্ষে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইতে বাধা দিব না—মুসলমানী কাবীনের ভাষা)।

মৌসুম—মরসুম দ্রঃ। **মৌসুমি বায়ু**—বর্ষাকালের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত বাতাস, monsoon।

ম্যাগাজিন—(ইং. magazine) অস্ত্রাগার, বারুদাগার ; মাসিক পত্রিকাদি।

ম্যাচ—(ইং. match) প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক খেলা (হা-ডু-ডু-ডু ম্যাচ) ; দিয়াশলাই (ম্যাচবাক্স—কথ্য—ম্যাচিস্)।

ম্যাজ ম্যাজ—দেহের শিথিল ও স্ফূর্তিহীন ভাব শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে)। বিণ. ম্যাজমেজে।

ম্যাজিস্ট্রেট—(ইং. magistrate) জেলার শাসনকর্তা। [বিণ. ম্যাটমেটে।

ম্যাট ম্যাট—মাটির মত ঔজ্জ্বল্যহীন রূপ।

ম্যানেজার—(ইং. manager) পরিচালক, কার্যনির্বাহক, অধ্যক্ষ।

ম্যাপ—(ইং. map) মানচিত্র (হিমালয় অঞ্চলের ম্যাপ)। [জ্বর।

ম্যালেরিয়া—(ইং. malaria) সুপরিচিত

ম্রক্ষণ—(ম্রক্ষ (মাখা) + অনট্) মিশ্রণ, মিশানো ; লেপন ; তৈল। বিণ. ম্রক্ষিত—মিশ্রিত, লেপিত ; সিক্ত।

ম্রিয়মাণ—(মৃ + শানচ) মৃতপ্রায় (বাংলায় এই অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না) ; বিষণ্ণ, বিরস বদন।

ম্লান—(ম্লৈ + ক্ত) মলিন, বিবর্ণ, শ্রীহীন, আনন্দ-হীন (ম্লান মুখ)। বি ম্লানি, ম্লানিমা।

ম্লেচ্ছ—(ম্লেচ্ছ্ (সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা বলা) + অ) অসভ্য জাতি-বিশেষ, যাহারা গো-মাংস খায়, বিরুদ্ধভাষী ও সদাচারবিহীন ; শক, যবন, পারদ প্রভৃতি জাতি, বেদাচারহীন, পাপিষ্ঠ ; ভিন্নভিন্ন অন্যজাতি। **ম্লেচ্ছকন্দ**—রসুন। **ম্লেচ্ছদেশ**—যে দেশের লোকেরা সংস্কৃত বলে না ও বর্ণাশ্রম-ধর্মহীন। **ম্লেচ্ছমুখ, ম্লেচ্ছাস্য**—তামা (ভারত আক্রমণকারী গ্রীক ও মুসলমানদের মুখ তাম্রবর্ণ ছিল বলিয়া)। **ম্লেচ্ছাচার**—অহিন্দু আচার ; **ম্লেচ্ছিত**—ম্লেচ্ছভাষা।

য

য—ষড়্‌বিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ ও প্রথম অন্তঃস্থবর্ণ; বাংলায় উচ্চারণ জ-এর মতন, তবে শব্দের মধ্য-স্থিত ও অন্তঃস্থিত য 'ইঅ'-র মত উচ্চারিত হয়, যেমন, যতি, সময়।

য—জ, যব (এক-য পরিমাণ); যত (য'দিন; য'টি; য'বার—কাব্যে ও মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত)।

যক—যক্ষ (যকের ধন—যক্ষের ধন, যক্ষের মত যে ধন পাহারা দেয়, কপর্দকও নষ্ট হইতে দেয় না; অতি কৃপণ ব্যক্তির ধন টাকা পয়সা জমাইয়া রাখিতেই যার আনন্দ—যক দেওয়া দ্রঃ)। **যক দেওয়া**—ভূগর্ভস্থ কুটীরে ধন সঞ্চিত করিয়া তাহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন বালককে রাখিয়া নীচে হইতে উঠিবার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া, যেন মৃত বালক যক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই ধন পাহারা দিতে পারে ও উপযুক্ত সময়ে ধন-স্বামীর উত্তরাধিকারীকে সেই ধন সমর্পণ করিয়া যক্ষজন্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে (রবীন্দ্র-নাথের 'গুপ্ত ধন' গল্পে এই যক দেওয়ার লৌকিক সংস্কার অদ্ভুত ভাবে চিত্রিত হইয়াছে)।

যকার—য এই বর্ণ।

যকৃৎ—[য (কুক্ষির দক্ষিণ ভাগ) কৃ+ক্বিপ্—যাহা কুক্ষির দক্ষিণ ভাগে অবস্থিতি করে] দেহের সুপরিচিত অবয়ব, liver, পিত্তাশয়; যকৃৎ-বর্ধক রোগ-বিশেষ।

যক্ষ—(সং.) দেবযোনি-বিশেষ, কুবেরের অনুচর; কুবের; কুবেরের ধন; ধনরক্ষক; যক্ষের মত ধনের প্রহরী, অতিশয় কৃপণ। স্ত্রী. যক্ষী, যক্ষিণী—যক্ষপত্নী; কুবের-পত্নী; যক্ষজাতীয়-স্ত্রী। **যক্ষকর্দম**—কুমকুম, অগুরু, কস্তুরী, কর্পূর—ইহাদের মিশ্রণজাত যক্ষপ্রিয় সুগন্ধি কর্দম বা অনুলেপন। **যক্ষতরু**—যক্ষের প্রিয় বৃক্ষ, বটগাছ। **যক্ষধূপ**—ধুনা, টারপিন তৈল। **যক্ষপতি**—কুবের। **যক্ষরস**—পুষ্পমদ্য। **যক্ষরাত্রি**—কার্তিকী পূর্ণিমার রাত্রি। **যক্ষ-সাধন**—যক্ষের আনুকূল্য লাভের জন্য তাহার উপাসনা।

যক্ষ্মা—(যক্ষ্মন্, যক্ষ্+মনিন্) কাসরোগ-বিশেষ, ক্ষয়রোগ, consumption। **রাজ-যক্ষ্মা**—মারাত্মক ক্ষয়রোগ-বিশেষ; phthisis। **যক্ষ্মী**—যক্ষ্মাগ্রস্ত (স্ত্রী যক্ষ্মিণী)।

যখন—(সং. যৎক্ষণে; প্রা. জক্‌খন) যে সময়ে, যে কালে (যখন যেমন, তখন তেমন অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা; যে ক্ষেত্রে, যেহেতু (তিনি যখন অস্বীকার করছেন, তখন আর কথা কি?)। **যখনই, যখনি**—যে মুহূর্তে (যক্ষণি—প্রয়োজনের আধিক্যে)। **যখন-তখন**—প্রায়ই, সর্বদা (চাদরেতে যখন তখন গন্ধ মাখার ঘটা—রবি)।

যঙন্ত—অতিশয় বা পুনঃ পুনঃ অর্থে বিশেষ ধাতুর উত্তর যঙ্ যোগে ক্রিয়াপদ প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে যঙন্ত বলে (frequentative verb)।

যজন—[যজ্ (পূজা করা)+অনট্] যজ্ঞ করা; দেব-পূজা করা (যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা এই সব ব্রাহ্মণের কর্ম)।

যজমান—(যজ্+শানচ্) যজ্ঞকারী, যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞকর্মাদি করায়; মহাদেবের অষ্টমূর্তির প্রধান মূর্তি (পশুপতি-মূর্তি)। বিণ. **যজমানে, যজমেনে**—যে যজমানের বাড়ীতে পূজাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে (কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার্থক—তুলনীয়, মোল্লাকি)। **যজমেনে বামুনের হাজা-শুকা নেই**—যাহার উদরান্নের জন্য বাঁধা ব্যবস্থা আছে, অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের জন্য তাহাকে চিন্তিত হইতে হয় না। **যজমানী**—যজমানের বাড়ীতে পূজাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা।

যজা—পূজা করা; প্রভুত্বব্যঞ্জক তাড়না করা। (প্রাচীন বাংলা)। **যজানো**—যজ্ঞ, পূজা ইত্যাদি ধর্মকর্ম করানো (বর্তমানে অব-জ্ঞার্থক—পাশের গ্রামেই দু চার ঘর জেলে ও কৈবর্ত আছে, তাই যজিয়ে খায়; ভব্য ভাষায় বলা হয়, 'যজমানী করে')।

যজুঃ, যজুর্বেদ—দ্বিতীয় বেদ, কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্ল-যজুঃ—এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। **যজু-**

র্বেদী—যজুর্বেদ অনুসারে কর্মকারী। **যজুর্বেদীয়**—যজুর্বেদ-সম্বন্ধীয়।

যজ্ঞ—(যজ্ + ন) যাগ, অধ্বর, হোম ; পরমেশ্বর ; যজ্ঞের দেবতা ; পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান ; যজ্ঞের মত বৃহৎ ব্যাপার (যজ্ঞি-বাড়ী)। **যজ্ঞকর্তা**—যাজক ; যজমান। **যজ্ঞকর্ম**—যজ্ঞ। **যজ্ঞকুণ্ড**—যে কুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। **যজ্ঞকৃৎ**—যজ্ঞকর্তা। **যজ্ঞঘ্ন**—রাক্ষস। **যজ্ঞডুমুর**—ডুমুর-বিশেষ। **যজ্ঞ-দক্ষিণা**—যজ্ঞের পুরোহিতকে যে দক্ষিণা দেওয়া হয়। **যজ্ঞদ্বেষী**—যজ্ঞের বিরোধী, রাক্ষস। **যজ্ঞপতি**—বিষ্ণু, সোম ; যজমান। **যজ্ঞপশু**—যজ্ঞে যে পশু বলি দেওয়া হইত। **যজ্ঞপাত্র**—যজ্ঞের চমস, স্রুব প্রভৃতি। **যজ্ঞপুরুষ**—বিষ্ণু। **যজ্ঞবল্লী**—সোমলতা। **যজ্ঞবাট**—যজ্ঞভূমি। **যজ্ঞবাহন**—যিনি যজ্ঞ নির্বাহ করেন, ব্রাহ্মণ। **যজ্ঞবিৎ**—যজ্ঞের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, যজ্ঞকর্মে কুশল। **যজ্ঞবেদি,-দী**—যজ্ঞের জন্য নির্মিত ও সংস্কৃত উচ্চস্থান। **যজ্ঞভাগ,-ভুক**—দেবতা। **যজ্ঞভাগহর**—রাক্ষস। **যজ্ঞভুক্**—বিষ্ণু। **যজ্ঞমণ্ডল**—যজ্ঞক্ষেত্র। **যজ্ঞমুখ**—যিনি যজ্ঞের মুখস্বরূপ, অগ্নি। **যজ্ঞমূর্তি**—বিষ্ণু। **যজ্ঞরস**—সোমরস। **যজ্ঞসূত্র**—যজ্ঞোপবীত, পৈতা। **যজ্ঞসেন**—দ্রুপদ রাজা। **যজ্ঞাংশভুক্**—দেবতা। **যজ্ঞাঙ্গ**—যজ্ঞসাধন সোমলতাদি ; যজ্ঞ ডুমুরের গাছ ; খয়ের গাছ ; বামনহাটি গাছ। **যজ্ঞাত্মা**—বিষ্ণু। **যজ্ঞায়ুধ**—যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় স্রুব, চমস প্রভৃতি। **যজ্ঞারি**—শিব ; রাক্ষস। **যজ্ঞিয়**—যজ্ঞ-কর্মের যোগ্য ; দ্বাপর যুগ। **যজ্ঞীয়**—যজ্ঞ-সম্বন্ধীয়। **যজ্ঞেশ্বর**—বিষ্ণু। **যজ্ঞোডুম্বর**—যজ্ঞডুমুর। **যজ্ঞোপবীত**—যজ্ঞের দ্বারা সংস্কৃত উপবীত, পৈতা। **যজ্বা**—যজমান, যজুর্বেদ-বেত্তা ব্রাহ্মণ। **যজ্বা**—বেদবিধি অনুসারে যাগকর্তা। **যজ্য**—পূজ্য।

যৎ—([illegible]) [illegible] কিঞ্চিৎ), [illegible]। **যৎসামান্য**—সামান্য, অল্প। **যৎপরোনাস্তি**—যার পর নাই। 'সুখী', 'আনন্দিত' ইত্যাদি শব্দের সহিত যৎপরোনাস্তি ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু 'যার পর নাই' হয়)।

যৎ—তাল-বিশেষ।

যত—(যম্ + ক্ত) সংযত, নিয়ন্ত্রিত (যতচিত্ত, যতবাক্—সংযত বাক্ ; মৌনী)। **যতব্রত**—যথানিয়মে ব্রতাদি পালনকারী ; দৃঢ়ব্রত।

যত—যে পরিমাণ, যে সংখ্যক (যত দিন, যত টাকা, যত কথা ; যত হাসি, তত কান্না) ; অপরিমিত, নানা ধরণের, সব (সাধারণতঃ বিদ্রূপ, অবজ্ঞা ইত্যাদি প্রকাশক—যত বাজে লোক এসে জুটেছে ; যত সব চ্যাংড়ার কাণ্ড ; যত নষ্টের মূল)। **যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা**—মুখ দ্রঃ।

যতন—যত্ন, চেষ্টা, আদর (কাব্যে—যতন করহ লাভ হইবে রতন—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)।

যতাত্মা—যতচিত্ত, যাহার মনোবৃত্তি আত্মবশে।

যতি—(যত্ + ই—যে যমনিয়মাদি বিষয়ে যত্ন করে) ; তপস্বী, সন্ন্যাসী, মুনি, পরিব্রাজক।

যতি—(যম্ + ক্তি) নিবৃত্তি, সংযম, বিরাম, শ্লোকাদিতে জিহ্বার নিবৃত্তি-স্থান বা বিরাম-স্থান। **যতিচিহ্ন**—বিরাম-নির্দেশক চিহ্ন (কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি প্রভৃতি)। **যতিপাত,-ভঙ্গ**—ছন্দের ত্রুটি-বিশেষ।

যতী—(যত + ণিন্) জিতেন্দ্রিয়, সন্ন্যাসী। স্ত্রী. **যতিনী**—বিধবা ; সন্ন্যাসিনী। **যতীন্দ্র**—(যতি + ইন্দ্র) তাপস-শ্রেষ্ঠ [illegible] [ব্যবহৃত)।

যতেক—যত, যে সংখ্যক, যত সব (কাব্যে

যতেন্দ্রিয় (যত + ইন্দ্রিয়) জিতেন্দ্রিয়, যাহার ইন্দ্রিয় আপন বশে।

যৎকিঞ্চিৎ—যৎ দ্রঃ।

যত্ন—(যত্ + ন) পরিশ্রম, উদ্যম, অধ্যবসায়, সমাদর, শুশ্রূষা, সেবা (অতিথির যত্ন করা, রোগীর যত্ন করা ; যত্নে গাঁথা মালা)। **যত্নপূর্বক**—অধ্যবসায় সহকারে, অবধানপূর্বক। **যত্নবান্** [illegible], পরিশ্রমশীল (বিণ. যত্নবতী)।

যৎপরোনাস্তি—যার পর নাই, অতিশয়।

যত্র—(যদ্ + ত্র) যেখানে, যথায়, যে বিষয়ে, যে পরিমাণ (যত্রতত্র—যেখানে-সেখানে ; **যত্র** আয়, তত্র ব্যয়—যেই আয়, অমনি ব্যয় সেই [illegible] ব্যয়, সেই [illegible] ব্যয়, সঞ্চয় না হওয়া)।

যথা—(যদ্ + থাচ্) যেমন (হইল সে······মৃত্যুঞ্জয় যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি—মধু) ; নির্দেশ, দৃষ্টান্ত (মহাকবি, যথা কালিদাস) ; যৎপরিমাণ (যথা

কর্তব্য) ; যোগ্যতা ; অনতিক্রম (যথাশক্তি) । **যথাকালে**—ঠিক সময়ে । **যথাক্রম**—ক্রমানুসারে । **যথাজাত**—অসংস্কৃত, মূর্খ, নীচ, অসভ্য । **যথা তথা**—যেখানে-সেখানে । **যথাদিষ্ট**—যেমন আদেশ লাভ হইয়াছে, সেই অনুসারে । **যথানিয়ম**—নিয়ম বা বিধান অনুসারে । **যথাপূর্ব**—পূর্বের ন্যায় । **যথা পূর্ব, তথা পর**—পূর্বেও যেমন, পরেও তেমনি, পরিবর্তন-বিহীন । **যথাবিধি**—বিধান অনুযায়ী, নিয়ম অনুযায়ী । **যথাযথ**—ঠিক-ঠিক, যথার্থ (যথার্থ বর্ণনা) । **যথাযোগ্য**—যেখানে যাহা যোগ্য বা সঙ্গত । **যথারণ্যং তথা গৃহম্**—যাহার জন্য অরণ্যে আর গৃহে কোন পার্থক্য নাই, সর্বত্রই তুল্যরূপে দুর্ভাগ্য । **যথারুচি**—রুচি অনুযায়ী, ইচ্ছা অনুযায়ী । **যথালব্ধ**—সহজলব্ধ । **যথাস্থান**—নির্দিষ্ট স্থান, স্থানানুসারে । **যথাশক্তি**—শক্তি অনুসারে । **যথাশাস্ত্র**—শাস্ত্রের বিধান অনুসারে । **যথাসময়ে**—সময় মত, ঠিক সময়ে । **যথাসম্ভব**—যাহা সম্ভবপর, তাহা । **যথাসর্বস্ব**—সর্বস্ব, সব-কিছু । **যথাসাধ্য**—সামর্থ্যানুযায়ী । **যথাস্থান**—নির্দিষ্ট স্থান ; উপযুক্ত স্থান ।

যথায়—যেখানে (কাব্যে ব্যবহৃত) ।

যথার্থ—প্রকৃত, সত্য (যথার্থ কথা ; যথার্থ বন্ধু ; যথার্থবাদী) । **যথার্থতঃ**—যথার্থভাবে, ঠিকমত ।

যথার্হ—যথাযোগ্য, যথোচিত ।

যথালাভ—যাহা পাওয়া গেল, তাহাই লাভ (আশা তো ছেড়েই দিয়েছিলাম, তবু পাঁচ টাকা পাওয়া গেল,—যথালাভ) । অব্যয়ীভাব ।

যথেচ্ছ, যথেচ্ছা—ইচ্ছানুযায়ী, যেমন খুশী । **যথেচ্ছাচার**—স্বেচ্ছাচার (বিণ. যথেচ্ছাচারী) ।

যথেপ্সিত—যাহা বাঞ্ছা করা যায়, সেইরূপ, ইচ্ছানুরূপ । অব্যয়ীভাব ।

যথেষ্ট—[যথা (যেমন) + ইষ্ট (বাঞ্ছিত)] যথাভিলষিত, প্রচুর, পর্যাপ্ত (মিষ্ট ব্যবহার পেলাম, এই তো যথেষ্ট ; যথেষ্ট হয়েছে , আর কেন ? যথেষ্ট ধান পাওয়া গেছে) ।

যথোক্ত—যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে, সেইরূপ ।

যথোচিত—যথাযোগ্য, সমুচিত । **যথোপযুক্ত**—উপযুক্ত, যথোচিত ।

যদবধি—যখন হইতে ; যে পর্যন্ত । **যদর্থে**—যে প্রয়োজনে, যে উদ্দেশ্যে ।

যদি—সম্ভাবনা, আকাঙ্ক্ষা, সংশয় ইত্যাদি জ্ঞাপক অব্যয় (যদি গতিক মন্দ দেখ, পালাবে ; আহা যদি একবার সে আসত ; যদি হেরে যায় ; যদি দয়া করে এসেছ, কথাটা শোনো ; যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—রবি) । **যদিও, যদিচ**—তৎসত্ত্বেও (যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে—রবি) । **যদিবা**—সম্ভাবনা ছিল না, তবু যদি (যদিবা এলে বল্লে না তো কিছুই) । **যদ্যপি, যদিস্যাৎ**—যদি (বর্তমানে তেমন ব্যবহৃত হয় না) । **যদ্যপিও, যদ্যপিস্যাৎ**—যদিও (অসাধু) ।

যদু—যদুবংশের স্থাপয়িতা পৌরাণিক রাজা-বিশেষ ; যদুবংশ (**যদুনন্দন, যদুরায়**—শ্রীকৃষ্ণ ; যদুবীর—যদুবংশীয়—রবি) । **যদুকুল**—যদুবংশ ।

যদু-মধু—বৈশিষ্ট্যহীন সাধারণ লোক ।

যদৃচ্ছা—(সং.) যেমন খুশী, তেমন ; স্বেচ্ছা (যদৃচ্ছা গমন) ; অনায়াস (যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল ; যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট) ; দৈবাৎ, আকস্মিক । **যদৃচ্ছাক্রমে**—ইচ্ছামত । **যদৃচ্ছালব্ধ**—অনায়াসলব্ধ ; দৈবাৎ লব্ধ (মধুর-বাৎসকাদি) ।

যদ্দিন—যতদিন পর্যন্ত, যে কাল পর্যন্ত (চাপরাস যদ্দিন-মনে তদ্দিন—দীনবন্ধু) । (কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত) ।

যদভবিষ্য—(সং.) যাহা হইবে তাহা হইবেই, এরূপ মতবাদী, অদৃষ্টবাদী (বহুব্রী) ।

যনি, যনু—যেন, বোধ হয় (বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত ।

যন্ত্র—[যম্ (সঙ্কুচিত করা, নিয়ন্ত্রিত করা) + অন্] কল, machine, apparatus, যাহার দ্বারা কৌশলে কর্ম সম্পাদন করা হয় অথবা যাহা, নির্দিষ্ট পন্থায় কাজ করিয়া যায় (মুদ্রাযন্ত্র ; ঘটীকা-যন্ত্র ; অগ্নিযন্ত্র—কামান বন্দুক প্রভৃতি ; জল-যন্ত্র ; আমি কিগো বীণাযন্ত্র তোমার—রবি ; আমি তো যন্ত্র নই, মানুষ ; ছুতারের যন্ত্র—তুরপুন, বাটালি, রাঁদা প্রভৃতি ; ঘানিযন্ত্র ; দেহযন্ত্র ; হস্ত পদ চক্ষু যকৃৎ প্রভৃতি ; বাদ্যযন্ত্র—ঢোলক বেহালা পিয়ানো প্রভৃতি ; বস্তীযন্ত্র—বস্তী শোধনের যন্ত্র) ; যাঁতা ; (তন্ত্রে) দেবাদির অধিষ্ঠান-চক্র) ; অভিচার প্রয়োগের কৌশল ।

যন্ত্রক —নিয়ামক ; যন্ত্র প্রস্তুতকারক মিস্ত্রী ; কুঁদ ; যাঁতা (স্ত্রী. যন্ত্রিকা—যাঁতি ; পত্নীর কনিষ্ঠা ভগিনী)। **যন্ত্রকোবিদ**—দক্ষ কারু ; যন্ত্র-তত্ত্বে অভিজ্ঞ। **যন্ত্রগৃহ**—যেখানে যন্ত্রাদি রক্ষিত অথবা পরিচালিত হয় ; ঘানিঘর। **যন্ত্র-তন্ত্র**—নানা ধরণের যন্ত্র বা অস্ত্রাদি, যন্ত্রপাতি। **যন্ত্রপুষ্প**—আমাপূজায় প্রয়োজনীয় বিশিষ্ট পুষ্পরাজি। **যন্ত্রপেষণী**—যাঁতা। **যন্ত্র-বিজ্ঞান,-বিদ্যা**—যন্ত্র নির্মাণ ও যন্ত্র পরিচালন বিষয়ক বিদ্যা। **যোগাড় যন্ত্র**— যোগাড় দ্রঃ। বিণ. যন্ত্রিত—নিয়মিত, নিয়ন্ত্রিত, শাসিত।

যন্ত্রী—যন্ত্রযুক্ত ; শিল্পকার ; যন্ত্রসঙ্গীতের বাদক ; ষড়যন্ত্রকারী ; ধূর্ত।

যব—সুপরিচিত খাদ্য শস্য (যবের ছাতু) ; পরিমাণ-বিশেষ (চারিধানে একযব) ; অঙ্গুলির যবাকার রেখা-বিশেষ (যবরেখা)। **যবক্ষার** তীব্র ক্ষার-বিশেষ, সোরা (যবক্ষারজান—nitrogen)। **যবশর্করা**—যব হইতে প্রস্তুত চিনি। **যবশূক**—যবের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ ; যবক্ষার।

যব—(ব্রজবুলি) যখন। **যবহু**—যখনই।

যবক্ষার—যব দ্রঃ।

যবদ্বীপ—(সং.) Java, জাভা।

যবন—[অনেক পণ্ডিতের মতে Ionia হইতে যবন শব্দের উৎপত্তি ; ব্যুৎপত্তিগত অর্থে। যু-মিশ্রিত করা, বেগে চলা ; ইহার অর্থ যাহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে না অথবা বেগবান] গ্রীক, আফগানিস্থান, ইরাণ, তাতার, তুরস্ক, আরব প্রভৃতি দেশের অধিবাসী, মুসলমান (পতি এর স্বধর্মী যবন—রবি) ; ইউরোপীয়, খৃষ্টান (যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা—রবি) ; ম্লেচ্ছ। **যবনদেশ**—যবনদের বাসস্থান। **যবনানী**—যবনলিপি, আরবী, ফারসী প্রভৃতি। **যবনপ্রিয়**—মরিচ। স্ত্রী যবনী—প্রাক-রমনী সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় যবনীরা রাজাদের পার্শ্বরক্ষিণীর কাজ করিত), মুসলমান নারী। ['কাফের' ও 'যবন' বিদ্বেষব্যঞ্জক বলিয়া বর্তমানে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না]।

যবনাচার্য—তাজক গ্রন্থকার পণ্ডিত-বিশেষ ; যবন পণ্ডিত ; সংস্কৃতজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিত।

যবনিকা—যমনিকা, পর্দা ; যবননারী। **যবনিকা পতন**—অভিনয়ের বিরামসূচক পটক্ষেপ ; কোন নাটকীয় ধরণের ব্যাপারের অবসান (শান্তি-সম্মেলনাদির উপরে তখনকার মত যবনিকা পতন হল)।

যবম্বব, যবুম্ববু—(সং. যুবাম্ববির) কি করিতে হইবে ভাবিয়া পায় না, দিশাহারা, ভ্যাবাচ্যাকা। জবুথবু দ্রঃ।

যবানিকা, যবানী—(সং.) যোয়ান।

যবান্ন—যবের ভাত ; পাঁচগুণ জলে সিদ্ধ যব।

যবিষ্ঠ, যবীয়ান্—(সং.) অতি যুবা।

যবে—যখন (কাব্যে ব্যবহৃত)।

যম—(যম্+অ) সংযমন ; অন্তঃকরণকে বিক্ষিপ্ত হইতে না দিয়া কেবল ঈশ্বরে নিয়োগ ; অহিংসা, সত্যবচন, ব্রহ্মচর্য, অকল্কতা, অস্তেয়, যমজ, যুগল। **যম সাধন**—অহিংসাদি সাধন, সংযম সাধন।

যম—(যম্+ণিচ্+অ) যিনি জীবের প্রাণ হরণ করেন, কৃতান্ত, ধর্মরাজ ; মৃত্যু (যম-যন্ত্রণা ; যমে টেনেছে) ; শনি ; কাক ; ধ্বংসকারী, নাস্তানাবুদকারী (ব্যঙ্গে—ডাক্তারটির যম, শক্তের ভক্ত, নরমের যম), যমের মত ধ্বংসকারী (জ্বরের যম)।

যমক—(সং.) শব্দালঙ্কার-বিশেষ ; যমজ।

যমকীট—ঘুগরা পোকা। **যমগৃহ, যমঘর**—যমালয়, যমের বাড়ী। **যমঘণ্ট**—অশুভ যোগ-বিশেষ। **যমজ**—একগর্ভে জাত সন্তান-দ্বয়, তুল্য। **যমজিৎ**—শিব। **যমতর্পণ**—যমের তৃপ্তির জন্য যজ্ঞ। **যমদংষ্ট্রা**—যমের মুখ, তীব্র বিষ-বিশেষ, আশ্বিনের শেষ ও কার্তিক মাস। **যমদণ্ড**—যমের শাস্তিদানের দণ্ড ; ললাটের স্থূলরেখা-বিশেষ। **যমদিক্**—যম যে দিকের অধিপতি, দক্ষিণ দিক। **যম-দূত**—যমের আজ্ঞা পালনকারী দূত ; অতি ভীষণ (যমদূতাকৃতি মেঘ—মধু)। **যমদূতক**—কাক (যমদূতিকা—তেঁতুল)। **যম-দ্বিতীয়া**—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। **যমধার**—তীক্ষাগ্র বিশেষ, যাহার দুইদিকে ধার। **যম-পাশ**—যম যে পাশে বদ্ধ করিয়া মানুষের প্রাণ লইয়া যায়। **যমপুকুর**—কার্তিক মাসের কুমারীব্রত-বিশেষ। **যমপুরী**—যমের স্থান, যেখানে মানুষ কৃতকর্মের শাস্তি-আদি ভোগ করে। **যমপুরুষ**—যমদূত। **যমবরা**—যমকে যাহারা পতিত্বে বরণ করিয়াছে, চিরকুমারী। **যমবাহন**—মহিষ। **যম-**

ভগিনী—যমুনা নদী। **যমমাস**—কার্তিক মাস। **যমযাতনা**—মৃত্যুর পরে যমের স্থানে শাস্তিভোগ; মৃত্যুযন্ত্রণা। **যমরাজ**—যম, শমন। **যমসাধন**—যম দ্রঃ। **যমে ধরা**—যমের মত কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়া; যমের মত নির্মম শত্রুর কবলে পতিত হওয়া। **যমের অরুচি**—যমও যাহাকে গ্রহণ করে না (ব্যঙ্গে)। **যমের জাঙ্গাল**—ছায়াপথ। **যমের দক্ষিণ দুয়ারে যাওয়া**—ভবলীলা শেষ হওয়া, যমের বাড়ী যাওয়া। **যমফোস্‌কা**—রোগে দীর্ঘদিন শয্যাগত থাকিলে গায়ে যে ঘা হয়। **যমবাড়**—মৃত্যুর পূর্বে শরীর মোটাসোটা হওয়া, মরণ-বাড়। **যমমাস**—কার্তিক মাস, যখন রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। **যমব্রত**—যম-নিয়মাদি: যমের মত পক্ষপাতহীন হইয়া রাজধর্ম পালন। **যমের মা**—থুনথুনে বুড়ী। **যমের মুখে পাঠানো**—মৃত্যু কামনা করা (গালি)। **যমের সঙ্গী করা**—যমের মুখে দেওয়া বা পাঠানো।

যমল—যুগ্ম, জোড়া। **যমলার্জুন**—বৃন্দাবনের পৌরাণিক যুগল অর্জুন বৃক্ষ। **যমলীগান**—দুজনের এক সঙ্গে গান, duet।

যমানিক, যমানী—(সং) যোয়ান।

যমান্তক—মহাদেব। **যমালয়**—যমের বাড়ী।

যমিত—(যমি+ক্ত) সংযমিত, নিগৃহীত, যাহার বৃদ্ধি সংযত করা হইয়াছে। **যমী**—সংযমী, জিতেন্দ্রিয়।

যমুনা—সুপরিচিত নদী, কালিন্দী, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সহিত চিরযুক্ত (সম্মুখে যমুনা বহে সে বঁধুয়া নিয়ত ওপারে—শশাঙ্কমোহন); বাংলাদেশের যমুনা নদী। **যমুনা-ভ্রাতা**—যম। **যমুনোত্রি, ত্রী**—যমুনার উৎপত্তিস্থল।

যযাতি—সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক রাজা, ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ইঁহার জরা গ্রহণ করিয়া আপন যৌবন ইঁহাকে দিয়াছিলেন; জন্মপত্রিকা (প্রাচীন বাংলা)।

যশ, যশঃ—[অশ্‌ (ব্যাপ্ত হওয়া) + অস্‌] সুখ্যাতি, কীর্তি, জীবিতের খ্যাতি (মৃতের খ্যাতি কীর্তিতে)। **যশ করা,-হওয়া**—সুনাম পাওয়া। **যশঃকীর্তন**—লোকের মুখে খ্যাতি রটা। **যশঃক্ষয়**—যশের হানি, অপযশ হওয়া। **যশঃপটহ**—ঢাক। **যশঃস্তম্ভ**—কীর্তিস্তম্ভ। **যশদ**—দ

যশব—সুলেমানী পাথর, agate।

যশম—নারীর বাহুর অলঙ্কার-বিশেষ।

যশস্কর—(যশস্‌—কৃ+অ) যাহাতে যশ হয়, কীর্তিজনক। **যশস্কাম**—যে যশ কামনা করে (উপতৎ)। **যশস্য**—যশস্কর। **যশস্বান্‌**—কীর্তিমান্‌। স্ত্রী. **যশস্বিনী**—খ্যাতিমতী; বনকার্পাসী; যবতিক্তকা; মহাজ্যোতিষ্মতী লতা। **যশস্বী**—খ্যাতিমান্‌।

যশুরে—যশোহরবাসী; যশোহরে জাত। **যশুরে কৈ**—মাথা মোটা ও দেহ শীর্ণ কৈ (দীর্ঘকাল জীয়াইয়া রাখার ফলে); বালক-বিদ্যাসাগরের সহপাঠীদের দেওয়া নাম (অপভ্রংশে —কসুরে কৈ)।

যশোগাথা—গৌরব-গাথা, যশের কাহিনী। **যশোগান-গীতি**—গৌরব-গান। **যশোঘ্ন**—কীর্তিনাশকর, খ্যাতিনাশক। **যশোদ**—যশস্কর; পারদ (স্ত্রী. যশোদা—শ্রীকৃষ্ণের পালক-মাতা)। **যশোধন**—(যশ যাহাদের উৎকৃষ্ট ধন—বহুব্রী) খ্যাতিমান্‌; সুনাম-সম্ভ্রমযুক্ত। **যশোধর**—সুপ্রসিদ্ধ (স্ত্রী. **যশোধরা**—বুদ্ধদেবের পত্নী)। **যশোভাগ্য, যশভাগ্য**—যশলাভের অনুকূল দৈব (লোকটা করেছে ঢের, কিন্তু যশভাগ্য নেই)। **যশোমতী**—যশোদা। **যশোলিপ্সা**—খ্যাতির জন্য লোভ। **যশোহর**—খ্যাতিনাশক; বঙ্গের জেলা-বিশেষ।

যষ্টি—(যজ্‌+ক্তি) লাঠি, দণ্ড, ছড়ি; খাঁচার দ্বার; ডাঁটা। (ধ্বজযষ্টি হাড়ের হাড়। **যষ্টিকা**—লাঠি; এক নরী হার বা এক নরী মুক্তার হার, দীঘি; যষ্টিমধু। **যষ্টিগ্রহ**—যষ্টিধারী, লগুড়ধারী। **যষ্টিপ্রাণ**—যষ্টি যাহার প্রাণের মত, বৃদ্ধ। **যষ্টিমধু,-মধুক**—মিষ্টমূল-বিশেষ।

যস্য—(সং.) যার (কচিৎ ব্যবহৃত হয়)।

যা—(সং যাতৃ) জা, স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী।

যা—যাহা, যে-সমস্ত, যত-কিছু (যা চাও দেব); অনির্দিষ্ট কিছু; বিশৃঙ্খল অবস্থা (যা হয় হোক; যা করে রেখেছ)। **যা খুশী**—যা ইচ্ছা। **যা-তা**—অনির্দিষ্ট কিছু, অবর্ণনীয় কিছু, বাজে (ভাষা নয়ে তো আর যা-তা করা যায় না; যা-তা বকছে; যা-তা খেয়ে অসুখ করো না)। **যাতে-তাতে**—যাতে খুশী, তাতে, বাছ-বিচার না

করিয়া। **যা নয় তাই**—যা উচিত নয় বা সম্ভব নয় তাই (যা নয় তাই চাইলেই, হল আর কি)। **যা হবার হোক**—ভবিষ্যতের জন্য পরোয়া না করিয়া। **যা হোক তা হোক**—ঝুঁকি মাথায় লইয়া কষ্টে-সৃষ্টে (যা হোক তা হোক করে কাজটা নামানো গেছে)। **ঐ যা**—অতর্কিত ও অবাঞ্ছিত ভুলভ্রান্তি, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয় (ঐ যা, গামছা ফেলে এসেছি; ঐ যা, কাকে মাছ নিয়ে গেল)।

যাই—গমন করি (**যাই-যাই করা**—যাইবার জন্য উন্মুখ হওয়া, চলিয়া যাইবার কথা বারবার বলা—অমন যাই-যাই করছ কেন?), যেহেতু (আমরা যাই গুণবতী—বঙ্কিমচন্দ্র); যেমনি, যেই (যাই বলা, অমনি দৌড়)।

যাউ—(সং. যবাগূ) জাউ।

যাও—গমন কর; চলিয়া যাও; সাধারণতঃ নারী-ভাষায় মৃদু প্রতিবাদে (যাও, ওসব কথা আদৌ সত্যি নয়)। **যাও যাও**—প্রবল প্রতিবাদে বলা হয় (যাও যাও, ওসব যত গাঁজাখুরি গল্প)।

যাওন—যাওয়া, গমন (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

যাওয়া—গমন করা, চলা, চুরি যাওয়া, নষ্ট হওয়া (যা গেছে, তা আর আসবে না; দেশ তো যেতে বসেছিল); অতীত বা অতিবাহিত হওয়া (সেসব দিন গেছে; বেলা যায়। টিকসই হওয়া (জামাটা গেল ঢের দিন); প্রবৃত্ত হওয়া (করতে গেলে বুঝবে); করিতে থাকা (বলে যাও যত পার; গেয়ে যাও যদ্দিন আছে); অধিগত হওয়া, পাওয়া (মূর্চ্ছা যাওয়া; বিশ্বাস যাওয়া; স্ত্রী-গমন করা (এই অর্থে 'গমন করা' ভব্য ভাষায় সুপ্রচলিত, কিন্তু 'যাওয়া' নয়); মরিবার পথে যাওয়া (বাবারে, গেলাম রে)। **যাওয়া-আসা**—যাতায়াত (তারা সবাই পাড়াপ্রতিবেশী, কাজেই যাওয়া-আসা বেশ আছে); মরিয়া যাওয়া ও পুনর্জন্ম লাভ করা। **যায়-যায়**—মুমূর্ষু।

যাওয়া—গমন (কোথায় যাওয়া হয়েছিল?); গত (বানে ভেসে যাওয়া মানুষ-গরু)। [ভব।

যাঁকে, যাঁহাকে, যাঁর—সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত

যাঁচ—পরীক্ষা, তুলনা-মূলক পরীক্ষা (যাঁচ করা—যাঁচাই করা)। **যাঁচা**—যাঁচ করা।

যাঁতা—(সং. যন্ত্র) পেষণ করিবার যন্ত্র (গম-ভাঙ্গা যাঁতা; ভস্ত্রা (কামারের যাঁতা); **যাঁতা ভাঙ্গা**—যাঁতা চালাইয়া জীবিকা অর্জন করা; যাঁতায় পেষণ করিয়া প্রস্তুত করা (জাঁতা-ভাঙা আটা)।

যাঁতা—পেষণ করা, চাপা, টেপা (শরীর যেঁতে দেওয়া)। **যেঁতে ধরা**—দুই বাহুর মধ্যে সবলে ধারণ করা, বাহু ও দেহ দিয়া পিষ্ট করা।

যাঁতি—জাঁতি দ্রঃ।

যাঁহা—যে সম্মানিত ব্যক্তি; যেখানে (ব্রজবুলি যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ—বিদ্যাপতি)।

যাক্—ঘটুক, যাইতে দাও, গ্রাহ্য করিও না (যাক্ প্রাণ-থাক্ মান); উল্লেখ করিয়া কাজ নেই। **যাক্‌গে**—বিরক্তি, অবজ্ঞা, উপেক্ষা ইত্যাদি বোধক (যাক্‌গে, ওসব কথা আর মনে এনো না)।

যাক—(ব্রজবুলি) যাহার। **যাকর**—যাহার।

যাকে—যাহাকে, যে ব্যক্তিকে। **যাকে-তাকে**—অতি সাধারণ লোককে, যাহার বিষয়ে ভাল কিছু জানা নাই, তেমন ব্যক্তি নির্বিচারে সবাইকে (যাকে-তাকে তো আর মেয়ে দেওয়া যায় না, যাকে-তাকে বলে বেড়াচ্ছে)।

যাগ—[যজ্ (পূজাকরা)+ঘঞ্] যজ্ঞ, হোম। **যাগকণ্টক**—বেদের মন্ত্রাদি বিষয়ে অজ্ঞ, এমন যাগকর্তা। **যাগকর্ম**—যজ্ঞের কাজ।

যাচক—যে যাচ্‌ঞা করে, ভিক্ষুক (স্ত্রী. যাচকী)। **যাচন**—প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা; পরীক্ষা করা, যাচাই করা যাচন (যাচনদার—যে যাচিয়া অর্থাৎ ভাল রকমে পরীক্ষা করিয়া লয়)। **যাচনা**—প্রার্থনা। **যাচনীয়**—প্রার্থনীয়।

যাচা, যাঁচা—পরীক্ষা করা, মূল্য বিচার করা।

যাচা—প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা, উপযাচক হওয়া (যেচে মেয়ে দিয়েছিল; যেচে মান, কেঁদে সোহাগ—অনুরোধ-উপরোধ করিয়া প্রকৃত সম্মান ও প্রেম লাভ করা যায় না, সেরূপ মান বা সোহাগ মূল্যহীন)।

যাচাই—পরীক্ষা করা, দোষগুণ বিচার করা, মূল্যাদি সম্পর্কে তুলনা-মূলক বিচার-বিবেচনা করা (বাজারে যাচাই করে দেখুন)। **যাচানো**—পরীক্ষা করানো, তুলনা-মূলক বিচার করানো, উপযাচক হইয়া দান করা (কুল-বতী কুলনাশে আপনার যৌবন যাচায়—চণ্ডিদাস)।

যাচিত—(যাচ্ + ক্ত) প্রার্থিত। **যাচিতা**—প্রার্থনাকারী (স্ত্রী. যাচিত্রী)।

যাচ্ছেতাই—অতিশয় সবিারণ বা খেলো; কুকথা, অশ্রাব্য।

যাচ্ঞা—(সং.) ভিক্ষা, প্রার্থনা।

যাচ্য—প্রার্থনীয়, যাচিতব্য।

যাজক—(সং.) যাজ্ঞিক পুরোহিত; যজ্ঞকর্তা। **যাজন**—যজ্ঞ করানো, পৌরোহিত্য। **যাজয়িতা**—যিনি যজ্ঞ করান। **যাজি,-জী**—যাগকর্তা; যাজক। **যাজক-তন্ত্র**—যাজকদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, Theocracy।

যাজ্ঞবল্ক্য—সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি; সংহিতাকার-বিশেষ।

যাজ্ঞসেনী—দ্রৌপদী। **যাজ্ঞসেনি**—শিখণ্ডী।

যাজ্ঞিক—যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় অথবা যজ্ঞের হিতকর; যজ্ঞে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (কুশ, তৃণ, রক্তখদির, অশ্বত্থ, পলাশ) পুরোহিত। **যাজ্ঞিকান্ন**—যজ্ঞের চরু।

যাজ্য—(যজ্ + ঘ্যণ্) যাজনযোগ্য যাহার জন্য যাগ করা হয়, যজমান। স্ত্রী. যাজ্যা—যজ্ঞের পূর্বে হোতা যে যাগমন্ত্র উচ্চারণ করেন; যজ্ঞ-ভূমি, প্রতিমা।

যাঠা—জাঠা; লগুড়; লৌহযষ্টি; ঘানিগাছের অঙ্গ-বিশেষ, জাট। [গমন (যাতায়াত)।

যাত—(যা + ক্ত) গত, অতীত, লব্ধ, জ্ঞাত;

যাতনা—(যাতি + অন + আ) যন্ত্রণা, তীব্র বেদনা (কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার); নিপীড়ন (শাশুড়ী বউকে বড় যাতনা দিত)।

যাতব্য—গন্তব্য।

যা-তা—যা দ্রঃ।

যাতা—(যা + তৃচ্) জা, পতির ভ্রাতৃপত্নী; গন্তা; সারথি; পথিক।

যাতায়াত—গমনাগমন; যাওয়া আসা; গতি-বিধি (এ পথ দিয়ে বহুদিন ধরেই যাতায়াত করছি)।

যাত্রা—(যা + ত্র + আ) গমন, প্রস্থান; প্রস্থানের শুভ সময় বা যোগ (যাত্রানাস্তি; ওর নাম করলে অযাত্রা); যুদ্ধ, বাণিজ্য, তীর্থদর্শন প্রভৃতির জন্য শুভ সময়ে প্রস্থান (যাত্রা করে থাকা); যাপন, নির্বাহ, ব্যবহার (জীবনযাত্রা; সংসারযাত্রা; লোকযাত্রা); দেবতার উৎসব (দোলযাত্রা; রথযাত্রা); বহুলোকের শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গমন, মিছিল (শোভাযাত্রা); দৃশ্যপটহীন সুপরিচিত নাটক-অভিনয় (যাত্রার দল; যাত্রা শুনতে বা দেখতে গিয়েছিলাম; যাত্রা দেওয়া); বার, ক্ষেত্র (এ যাত্রা রক্ষা পেল)। **যাত্রাঘট**—শুভ-যাত্রাসূচক জলপূর্ণ কলস। **যাত্রাভঙ্গ**—শুভ-যাত্রা না হওয়া, যাত্রাকালে অশুভ দর্শন (নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ)। **যাত্রার অধিকারী**—যাত্রার দলের মালিক ও পরিচালক। **গঙ্গাযাত্রা**—গঙ্গা দ্রঃ। **স্নানযাত্রা**—পুরীর জগন্নাথের স্নান-উৎসব।

যাত্রিক—(যাত্রা + ষ্ণিক) যাত্রা-সম্বন্ধীয়; যাত্রার উপযুক্ত; যাত্রাকালের মঙ্গলসূচক দ্রব্য; পথ-খরচ; পথিক; তীর্থযাত্রী।

যাত্রী—তীর্থযাত্রী (যাত্রীর দল); যাত্রাকারী, ভ্রমণকারী (যাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে)।

যাথাতথ্য—(যথাতথা + ষ্ণ্য) যথার্থতা, সত্যতা।

যাথার্থিক—(যথার্থ + ষ্ণিক) প্রকৃত, বাস্তবিক। বি. **যাথার্থ্য**—যথার্থতা, প্রকৃত ব্যাপার, স্বরূপ।

যাদঃ—(সং.) জলজন্তু। **যাদঃপতি**—সমুদ্র। **যাদঃপতিরোধঃ**—সমুদ্রের উপকূল (যাদঃপতিরোধ: যথা চলোর্মি আঘাতে—মধুসূদন)।

যাদব—(যদু + ষ্ণ) যদুবংশীয় লোক। স্ত্রী. যাদবী—যদুবংশীয়া স্ত্রী, বাসন্তী দেবী; দুর্গা; মদিরা, কুট্টনী; গো-ধন। **যাদবেন্দ্র**—শ্রীকৃষ্ণ।

যাদু—(ফা. জাদূ) তন্ত্রমন্ত্র, অভিচার, কুহক (কি যাদু জান তুমি)। **যাদুকর**—ঐন্দ্রজালিক, যে ভোজবাজী দেখায় (অধম ভালুকে শৃঙ্খলিয়া যাদুকর খেলে তারে লয়ে—মধুসূদন)। **যাদুগীর**—(ফা. জাদুগর্) যাদুকর। **যাদু করা**—তন্ত্র-মন্ত্র প্রয়োগ করা, কুহকের দ্বারা বশীভূত করা। **যাদুঘর**—museum, যেখানে প্রাচীন কালের বহু অদ্ভুত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হয়। **যাদুবিদ্যা**—তন্ত্র-মন্ত্র, ভোজবাজী।

যাদু—(ফা. জা'দা—সন্তান) বৎস; আদরের খোকা (সোনার যাদু; যাদুমণি; যাদুধন); (বিদ্রূপে) আদুরে খোকা, বাছাধন (এইবার টের পাবে যাদু)।

যাদৃশ—(সং. যাদৃক্) যেমন, যেরূপ। স্ত্রী. যাদৃশী (যাদৃশী ভাবনা)। (বর্তমানে তেমন ব্যবহৃত হয় না)।

যাদৃচ্ছিক—(যদৃচ্ছা+ষ্ণিক) ইচ্ছানুযায়ী, যেমন খুশী (যাদৃচ্ছিক মিলন—promiscuity)।

যান—(যা+অনট্) যাদ্দ্বারা যাওয়া যায়, বাহন, হস্তী, অশ্ব, শকট, নৌকা, এরোপ্লেন ইত্যাদি (অর্ণবযান, আকাশযান, বাষ্পযান)। **যান-পাত্র,-পাত্রক**—সেকালের জাহাজ। **যান-বাহক**—পাল্কী-আদি বাহক। **যানভঙ্গ**—জাহাজাদি ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা ডুবিয়া যাওয়া, ship-wreck। **যানাস্তরণ**—গাড়ী প্রভৃতির উপরে যে চাদর বিছানো থাকে। **ব্যোমযান**—ব্যোম দ্রঃ।

যাপন—(যাপি+অনট্) কর্তন, সময়ক্ষেপ (কালযাপন, রাত্রিযাপন, জাগিয়া কাটানো (নিশিযাপন)। বিণ. যাপিত—অতিবাহিত। **যাপ্য**—যাপনীয়, ক্ষেপনীয় ; অধম (যাপ্যযান —শিবিকা, মহাপায়া, ডুলি) ; গোপনীয়, যাহা নিঃশেষে আরোগ্য হয় না, chronic (যাপ্য রোগ)।

যাবক, যাব—(সং) অলক্তক, আলতা (চরণে যাবক দিয়ে আঁকা—শশাঙ্কমোহন)। **যাবক**—যবাগূ বেতোধান।

যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর—যতদিন চন্দ্র-সূর্য আছে, চিরকাল। **যাবজ্জীবন**—যতদিন জীবন আছে, ততদিন, আমরণ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর)।

যাবৎ—(সং) যতক্ষণ, যে পর্যন্ত (যাবৎ শ্বাস, তাবৎ আশ ; যাবৎ না আসিব তাবৎ অপেক্ষা করিবে) ; পর্যন্ত, অবধি (সেই যাবৎ তাহার অপেক্ষা করিতেছি) ; সমস্ত, সব (বিবি মৌসুমার যাবৎ ব্যয় নির্বাহ করিব ; যাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন)। **যাবৎ পর্যন্ত**—যে পর্যন্ত (অসাধু)। **যাবতীয়**—সমস্ত, সমুদয় (যাবতীয় খরচ ; যাবতীয় লোকজন)। (অসাধু কিন্তু বহুল প্রচলিত)।

যাবন, যাবনিক—(যবন+ষ্ণ) যবন-সম্বন্ধীয় বা যবন-দেশজাত ; গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। স্ত্রী. **যাবনী**—যবন ভাষা ('অতএব কহি ভাষা যাবনী-মিশাল')।

যাম—(যম্+ঘঞ্) অহোরাত্রের আট ভাগের এক ভাগ, এক প্রহর, তিন ঘন্টা। **যামঘোষ**—যে বা যাহা প্রহর ঘোষণা করে, কুক্কুট ; ঘটী-যন্ত্র ; শৃগাল। **যামবতী**—ত্রিযামা, রাত্রি।

যামল—(যমল+ষ্ণ) যুগ্ম, যোড়া, তন্ত্র-বিশেষ।

যামি,-মী—জামি,-মী, ভগিনী ; দুহিতা কুলবধূ ; রাত্রি (দিবস-যামী) ; দক্ষিণ দিক্।

যামিনী—(যাম+ইন্+ঈপ্) রাত্রি ; হরিদ্রা। **যামিনীনাথ,-পতি**—চন্দ্র।

যাযাবর—[যাযা (বারবার যাওয়া—যঙ্লুগন্ত) +বর] যে তপস্বীদিগের নিয়মিত বাসস্থান নাই, নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন ; সদাভ্রমণকারী (যাযাবর জাতি—nomad tribes) ; পরিব্রাজক ; জরৎকারু মুনি (যাযাবর বংশে জন্ম বলিয়া) ; অশ্বমেধের অশ্ব।

যার—যাহার (স্ত্রীর বা পুরুষের)। **যার-তার**—নির্বিচারে যে-কোন লোকের, একজন সাধারণ লোকের (যার-তার হাতে কি মেয়ে দেওয়া যায় ? এ যার-তার কাজ নয়)। **যার পর নাই**—অতিশয় (যৎপরোনাস্তি দ্রষ্টব্য)।

যাস্ক—বেদের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার।

যাহা—যে বস্তু বা ব্যাপার। **যাহা-তাহা**—নির্বিচারে।

যাহোক—তৎসত্বেও, প্রশংসার ব্যাপার (পাশ করেছে যাহোক)।

যিনি—যে ব্যক্তি (সম্ভ্রমার্থে) [স্থাপয়িতা।

যিশু—(ইং. Jesus) খৃষ্টধর্মের স্বনামধন্য

যুঁই—(সং যূথিকা) জুঁই, jasmin।

যুক্ত—(যুজ্+ক্ত) মিলিত, সংযুক্ত (যুক্ত করে) ; ন্যায্য, উপযুক্ত (যুক্ত দণ্ড)। **যুক্তবেণী**—(কর্মধা) গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলিত ধারা ; বেণীবদ্ধ কেশ। **যুক্তরাষ্ট্র**—The United States of America। **যুক্তাক্ষর**—দুই বা তার বেশী অক্ষরের সম্মিলিত রূপ। **যুক্তাত্মা**—(বহুব্রী) যাহার অন্তরাত্মা ঈশ্বরের সহিত যোগ-যুক্ত, অবহিত-চিত্ত। **যুক্তার্থ**—সংগত অর্থ।

যুক্তি—(যুজ্+ক্তি) কারণ, ন্যায়, হেতু (যুক্তি প্রদর্শন) ; মন্ত্রণা, পরামর্শ (যুক্তি করা ; যুক্তি দেওয়া ; কু-যুক্তি) ; ব্যবস্থা, উপায়, সিদ্ধান্ত (প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি, ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা—রবি ; তাহলে যুক্তি দাঁড়াচ্ছে এই) ; মিলন, সংযোগ, যোজনা ; নাট্যালঙ্কার-বিশেষ। **যুক্তিদাতা**—পরামর্শ-দাতা, উপায় নির্দেশকর্তা। **যুক্তিযুক্ত,-সঙ্গত**—বিচারসঙ্গত, ন্যায্য। **যুক্তিহীন**—অযৌক্তিক।

যুগ—[যু (মিলন করা)+গক্] জোয়াল, yoke

(যুগযুক্তি—জোয়ালে জোতা ; যুগন্ধর) ; যুগল, যোড়া ; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই কাল-বিভাগ ; দীর্ঘকাল (যুগ যুগ ধরিয়া) ; সময়, জন্ম, generation, age (এযুগে ; আমাদের যুগে ; অতীত যুগে) ; বার বৎসর কাল (এক যুগ বার বৎসর তোমার সঙ্গে দেখা নেই) ; চার হাত পরিমাণ (যুগ প্রমাণ—তেমন ব্যবহার নাই)। **যুগকীলক**—জোয়ালের খিল। **যুগক্ষয়**—এক যুগের অবসান, যুগান্ত, খণ্ডপ্রলয়। **যুগধর্ম**—যুগের লক্ষণ বা প্রবণতা। **যুগন্ধর**—জোয়ালকে যাহা ধারণ করে (উপতৎ), লাঙ্গলের ঈষ, গাড়ীর বোম, pole ; পর্বত-বিশেষ। **যুগপৎ**—একসঙ্গে, এককালে (যুগ – পদ্ + ক্বিপ্)। **যুগপত্র,-পত্রক**—যুগ্মপত্র বৃক্ষ। **যুগপরিবর্তন**—সময়ের, ধরণের বা মানুষের জীবন-ধারার পরিবর্তন। **যুগপাণি**—যুক্তকর। **যুগপার্শ্বগ**—শিক্ষাদানের জন্য জোয়ালের পার্শ্বে যে গরু জোতা হয়। **যুগব্যায়ত বাহু**—(যাহার বাহুদ্বয় চারি হস্ত পরিমিত) দীর্ঘবাহু। **যুগযুগান্তর**—পর-পর বহু যুগ, অপরিমিত কাল। **যুগসন্ধি**—এক যুগের অবসান ও অন্য যুগের আরম্ভ—এই দুইয়ের সন্ধিকাল।

যুগল—(যুগ + ল) যুগ্ম, জোড়া (যুগলমূর্তি ; নয়ন-যুগল)। **যুগলমন্ত্র**—লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র অথবা রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র।

যুগাংশক—যুগে বিভাজক, বৎসর। **যুগাদ্যা**—যুগের আরম্ভক তিথি। **যুগান্ত**—যুগের অবসান, কল্পান্ত, প্রলয়-কাল। **যুগান্তকর**—যাহা যুগ-পরিবর্তন সূচিত করে, প্রলয়কারী। **যুগান্তর**—অন্যযুগ (ময়ূরহংসকাদি)। **যুগাবতার**—বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন অবতার (মৎস্যকূর্মবরাহাদি), যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্মনেতা।

যুগী—(সং. যোগী) যোগী (প্রাচীন বাংলা) ; হিন্দুজাতি-বিশেষ, ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়-বিশেষ (গেঁয়ে যুগী ভিখ পায় না)।

যুগ্ম—(যুজ্ + মক্) যুগল, যোড়া, দ্বয়। **যুগ্মচারী**—যোড়ায় যোড়ায় বিচরণকারী। **যুগ্মজ**—যমজ। **যুগ্মপত্র,-পর্ণ**—যুগপত্র। **যুগ্ম-পাণি**—যুক্তপাণি। **যুগ্মভুরু,-ভ্রু**—জোড়া-ভুরু। **যুগ্ম সম্পাদক**—তুল্য ক্ষমতাযুক্ত অপর সম্পাদক, joint secretary।

যুজ—(আ. জুয) পুস্তকের অংশ, ফর্মা। **যুজ-বন্দী,-বাঁধা**—ভিন্ন ভিন্ন ফর্মা আলাদা শেলাই করিয়া বাঁধা।

যুঝা, যোঝা—যুদ্ধ করা, প্রতিস্পর্ধী হওয়া, বিবাদ করা (সাবাস মেয়ে, যুঝতে জানে বটে !)। **যুঝার, যুঝারিয়া**—জুঝারু (প্রাচীন বাংলা)।

যুত—(যু + ক্ত) যুক্ত, মিলিত, মিশ্রিত, সম্পন্ন (শ্রীযুত ; সর্বগুণযুত) ; চারিহস্তপরিমাণ। **যুতক**—যৌতুক, স্ত্রীলোকের বস্ত্রাঞ্চল ; শূর্পাগ্র ; মৈত্রীকরণ। বি. **যুতি**—যোগ, মিলন, সংযোগ (গ্রহযুতি) ; যোতদড়ি।

যুত—জুত দ্রঃ ; সুবিধা, সুসঙ্গতি, আরাম, মনোমত অবস্থা বা ব্যবস্থা, সুসার (করলেন তো উনি অনেকই, মাষ্টারি, উকালতি নেতাগিরি সবই, কিন্তু কিছুতেই আর যুত হল না)। **যুত করা**—স্বার্থের অনুকূল ব্যবস্থা করা। (ঈষৎ ব্যঙ্গার্থক)। **যুতসই**—সুবিধামত, মনোমত, আরামদায়ক।

যুদ্ধ—(যুধ্ + ক্ত) রণ, সমর, সংগ্রাম, লড়াই, ধ্বস্তাধ্বস্তি (হাতাহাতি যুদ্ধ ; রোগের সঙ্গে যুদ্ধ)। **যুদ্ধ-কৌশল**—যুদ্ধে কৌশলপূর্ণ সৈন্য-চালনা বা অস্ত্র-চালনা। **যুদ্ধপোত**—যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্য জাহাজ। **যুদ্ধবিগ্রহ**—যুদ্ধ-ব্যাপার। **যুদ্ধবিদ্যা**—যুদ্ধ-বিষয়ক তত্ত্ব তথ্য ও কৌশল। **যুদ্ধবীর**—যুদ্ধে উৎসাহী। **যুদ্ধ-যাত্রা**—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাত্রা। **যুদ্ধরঙ্গ**—যুদ্ধে যাহার আনন্দ, কার্তিকেয় (বহুব্রী)। **যুদ্ধসচিব**—যুদ্ধ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত সচিব। **যুদ্ধসার**—ঘোটক। **যুদ্ধাজীব**—যোদ্ধা-সৈনিক। **যুদ্ধোন্মাদ**—রণোন্মত্ততা।

যুধিষ্ঠির—(যুদ্ধে স্থির) পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ অলুক্)।

যুধ্যমান্—যুযুধান, যুদ্ধে রত (যুধ্যমান্ শক্তিবর্গ)।

যুনান, য়ুনান—(আ. য়ুনান, গ্রীক, Ionia) গ্রীসদেশ। **য়ুনানী**—গ্রীসদেশীয়, গ্রীক, গ্রীসে জাত ; প্রাচীন গ্রীসের চিকিৎসা-পদ্ধতি ; হেকিমি চিকিৎসা-পদ্ধতি।

যুবক—(যুবন্ + কন্) যুবা। **যুবকাল**—যৌবনকাল। **যুবগণ্ড**—বয়স-ফোঁড়া। **যুব-জন**—যুবক। **যুবসঙ্ঘ**—যুবকদের সঙ্ঘ। **যুবজানি**—(যুবতী জায়া যাহার—বহুব্রী) যুবতীর স্বামী) যুবতীর স্বামী (পাঁচপুত্র নৃপতির

সবে যুবজানি—ভারতচন্দ্র)। স্ত্রী. যুবতি,-তী, যুনী—ষোল হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স্কা নারী, তরুণী ; নারী। বি. যুবত্ব—যৌবন। [পিতা।

যুবনাশ্ব—সূর্যবংশীয় রাজা-বিশেষ, মান্ধাতার

যুবরাজ—রাজপুত্রদের মধ্যে যিনি ভবিষ্যতে রাজা হইবেন, heir-apparent।

যুবা—[যু (যোগ করা) + কনিন্—যে আপনাকে পত্নীর সহিত যুক্ত করে] নবযৌবন-প্রাপ্ত, তরুণ, যাহার বয়স ষোল হইতে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত। **যুবান**—(সং.) জোয়ান, তেজোবীর্য-সম্পন্ন পুরুষ। **যুবীভূত**—যুবকত্বপ্রাপ্ত। **যুয়ায়, যোয়ায়**—(জো বা যো হইতে ?) প্রস্তুত হইয়া আসা, যোগা হওয়া, কুলানো (কথা তেমন যোয়াচ্ছে না ; এসব সিদ্ধান্ত গৃঢ় কহিতে যুয়ায়—চৈতন্য-চরিতামৃত)।

যুযুৎসু—(যুধ্ + সন্ + উ) সংগ্রামেচ্ছু ; সুপ্রসিদ্ধ জাপানী মল্লক্রীড়া, জুজুৎসু।

যুযুধান—(যুধ + অন) যুদ্ধরত ; ক্ষত্রিয়।

যুষ্মদীয়—তোমাদের (বর্তমানে তেমন ব্যবহৃত হয় না)। **যুষ্মদীয়**—তোমাদের মত (বহুব্রী)।

যুঁই—(সং. যূথী) জুঁই।

যূথ—[যু (যুক্ত হওয়া) + থক দল, পাল, পশু পক্ষীর স্বজাতীয় দল (মৃগযূথ ; যূথভ্রষ্ট—দল-ছাড়া)। **যূথনাথ,-পতি**—বন্য হাতীর পালের প্রধান।

যূথি, যূথিকা, যূথীকা—যুঁই।

যূনী—(সং.) যুবতী।

যূপ—(সং.) যজ্ঞের পশু-বন্ধনের কাষ্ঠ-বিশেষ যূপস্তম্ভ। **যূপকণ্টক**—যূপের মস্তকস্থিত ডমরুর আকৃতির কাষ্ঠখণ্ড। **যূপদ্রুম**—যে বৃক্ষের কাষ্ঠে যূপ নির্মিত হইত।

যূষ—(সং.) মুগ, মসুর প্রভৃতির কাথ বা ঝোল (মসুরের যূষ ; মুর্গীর যূষ)।

যে—(সং. যদ্) কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু বা বিষয় (যে আসতে চেয়েছিল, সে এসেছে ; যে চালের ভাত আমি খাই ; যে কথা বলতে চেয়েছিলে) ; অবধারণে, that (তোমাকে যে বলছি, সে অনেক দুঃখে ; সে যে বড় বাপের ছেলে সেকথা ভোল কেন ?) ; হেতু, কারণ (কেন এলে ?—তুমি যে বল্লে) ; অসন্তোষ অভাবনা আধিক্য বিস্ময় ইত্যাদি জ্ঞাপনে (আবার যে গিয়েছিলে ? ; এই যে তুমি এসে পড়েছ, যে ভয়ানক শীত সেখানে ; এদিকে রুগী যে যায়)। **যে আজ্ঞা**—যাহা আজ্ঞা করেন, সেই অনুসারেই হইবে। **যে কথা, সেই কাজ**—কথা ও কাজের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি। **যে-সে**—একজন সাধারণ লোক (যে-সে লোক নয় ; যে-সেই একাজ করতে পারে)। **যেই**—যে (যেই কালে) ; যেমন (যেই শোনা, অমনি দৌড়)। **যে-কে-সেই**—পূর্ববৎ, আগেও যা ছিল, পরেও তাই। **যেখানে-সেখানে**—বাছবিচার না করিয়া সবখানে।

যেথা—যেখানে (কাব্যে ব্যবহৃত)।

যেন—যেমন, যেরূপ প্রায় ইত্যাদি, as if (ঘুমায় যেন চিত্রপটে আঁকা—রবি ; যেন দাতাকর্ণ ; চলছে যেন ঝড় ; যেন সব দোষ আমারই ; যেন পেয়েই গেলাম, তারপর ?) শুভকামনা, অভি-সম্পাত ইত্যাদি জ্ঞাপনে (যেন সে সুখী হয় ; তিন রাত্রিও যেন না যায়) ; সতর্কীকরণে (দেখো যেন পড়ে যেয়ো না ; আবার দাবা নিয়ে বসো না যেন)। **যেন-তেন প্রকারেণ**—যে উপায়েই হোক।

যেমন—যেরূপ, যে প্রকার, যে ধরণের (যেমন বাপ, তেমনি বেটা) ; যখনই, যেইমাত্র (যেমন বলা, অমনি দৌড়)। **যেমনই**—যে ধরণেরই। **যেমন-তেমন**—সাধারণ গোছের বৈশিষ্ট্যহীন (যেমন, তেমন একটা হলেই হয় ; যেমন, তেমন দুই ভাই, যেমন-তেমন দুই গাই)। **যেমনি**—যেমন, যে প্রকারের।

যেরূপ—যেমন ; যে সৌন্দর্য।

যেহো,-হো—যিনি (প্রাচীন বাংলা)। **যেহ্ন**—যেন (প্রাচীন বাংলা)। [প্রকার।

যৈছন, যৈছে, যৈসে—(ব্রজবুলি) যেমন, যে

যৈবন—যৌবন (গ্রাম্য গানে ব্যবহৃত)।

যো—(ব্রজবুলি) যে ব্যক্তি বা বস্তু ; যাহা (যো হুকুম)। **যো-হুকুমের দল**—তাবকের দল।

যো—(সং. যোত্র ; যোগ) জো দ্রঃ, উপায়, সুযোগ অনুকূল অবস্থা (যো-কাল, যো পাওয়া)। **যো-সো**—যেমন তেমন করিয়া, কোন রকমে, যে উপায়েই হউক (যো-সো করে বিয়েটা আগে হয়ে যাক্)। [কর্তা ; সারথি।

যোক্তা—(যুজ্ — তৃণ্) যোজয়িতা ; নিয়োগ-

যোথ—জোখ, পরিমাণ (মাপ-যোথ)।

যোখা, যোঁকা—জুখ দ্রঃ; পরিমাপ করা; ওজন করা; পরিমাণ (লেখাযোখা নাই—অপরিমেয়)।

যোগ—(যুজ্+ঘঞ্) সংযোগ (বিয়োগের বিপরীত) সংশ্রব, সম্বন্ধ, গোপন সম্বন্ধ (যোগ ঘটা, তলে তলে যোগ আছে); মিলন, উপায়, সুযোগ, প্রয়োগ (ডাকযোগে; রাত্রিযোগে; মনোযোগ); জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ (যোগযুক্ত চিত্ত); এরূপ সংযোগ সাধনের পদ্ধতি (যোগ করা; যোগাসন); ধ্যান; গ্রহের অবস্থানজনিত শুভ বা অশুভ কাল (অর্ধোদয় যোগ; মৃত্যুযোগ); ধনলাভাদি ব্যাপারে দৈবানুকূল্য; সঙ্কলন; addition; বর্মধারণ; কুহক। ঔষধের মিশ্রণ (যোগবাহী; মুষ্টিযোগ)। **যোগকন্যা**—যোগমায়া। **যোগক্ষেম**—যাহা লাভ হয় নাই, তাহা উপার্জন ও যাহা লাভ হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা রূপ মঙ্গল-কর্ম, রক্ষণাবেক্ষণ। **যোগজ**—যোগ-সাধন হইতে উৎপন্ন। **যোগদণ্ড**—ঐন্দ্রজালিকের দণ্ড। **যোগদান**—সংযোগিতা, ছলনাযুক্ত দান (যোগ, ছল, প্রতারণা—এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ অপ্রচলিত, তবে 'যোগ আছে' কথায় ইহার আভাস আছে)। **যোগনিদ্রা**—যুগপৎ যোগের মানসিক সক্রিয়তা ও নিদ্রার নিষ্ক্রিয়তা, প্রলয়কালে সর্বধ্বংসের পূর্বে পরম পুরুষের যোগরূপ নিদ্রা; দুর্গা; (ব্যঙ্গে) ঝিমানো। **যোগপট্ট**—যোগকালে ব্যবহৃত উত্তরীয়-বিশেষ যোগের বিশেষ আসনের উপযোগী বস্ত্র-বন্ধন। **যোগপাটা**—যোগপট্ট। **যোগফল**—যোগের ফল, sum। **যোগবল**—যোগের দ্বারা লব্ধ অলৌকিক শক্তি (যোগবলে জানিতে পারিলেন; যোগের ফলে চিত্তের স্থৈর্য-লাভরূপ শক্তি। **যোগবাশিষ্ঠ**—রামচন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠের উপদেশ-সম্পর্কিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। **যোগবাহ**—অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় বর্ণ। **যোগবাহী**—যাহা দ্বারা সংযোগ ঘটে, medium, মধু পারদ প্রভৃতি। **যোগবিৎ**—যোগী, ঐন্দ্রজালিক, যে উপায় জানে, ঔষধের মিশ্রণ; ভেষজ্ঞ। **যোগমায়া**—ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টির শক্তি, যোগমায়া; মহামায়া। **যোগমার্গ**—যোগ-সাধনার পথ, যোগের পদ্ধতি। **যোগযুক্ত**—অন্তরে পরমাত্মার সহিত নিবিড় যোগে যুক্ত। **যোগরূঢ়**—যোগের অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দের যোগের দ্বারা গঠিত, কিন্তু এক বিশিষ্ট অর্থজ্ঞাপক (যেমন পঙ্কজ—পদ্ম)। **যোগশাস্ত্র**—পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনি-প্রণীত যোগ বিষয়ক গ্রন্থ। **যোগসাজোস,-সাজিশ**—(বাং. যোগ+ফা. সাযিশ) ষড়্‌যন্ত্র, গোপন যুক্তি বা সংযোগ (পাড়ার কয়েক জনের যোগসাজোসে এটি হয়েছে)। **যোগ সাধন**—যোগের আসনাদি অনুসারে ধ্যান-ধারণা। **যোগসিদ্ধি**—যোগে অভীষ্ট লাভ। **যোগে-যাগে**—সুযোগমত, দাঁওমত, কোনক্রমে। **পাপযোগ**—তিথি ও বারের বিশেষ বিশেষ সংযোগ, ইহাদিগকে অশুভ জ্ঞান করা হয়। **যোগাকর্ষণ**—এক জাতীয় পরমাণুর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিবার আকর্ষণ, cohesion।

যোগাড়—সংগ্রহ, আয়োজন, উদ্যোগ (যোগাড় করা, যোগাড় দেখা); ব্যবস্থা (ডাল-ভাতের যোগাড় আছে)। **যোগাড়যন্ত্র**—আয়োজন, কর্ম সম্পাদনের জন্য উপকরণ সংগ্রহ (যোগাড়-যন্ত্র করতেই তিন দিন কাটবে যোগাড়যন্ত্র সব ঠিক)। বিণ. যোগাড়ে—উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপকরণ সংগ্রহে বা আনুষঙ্গিক কর্মে পটু—ঈষৎ নিন্দার্থক); সহকারী কর্মী (কোন কোন অঞ্চলে 'যোগালে' বলে)। যোগানো দ্রঃ।

যোগান—জোগান দ্রঃ। **যোগানো**—

যোগাযোগ—সংযোগ, সম্পর্ক, গোপন সংযোগ।

যোগারূঢ়—যোগে নিবিষ্টচিত্ত। **যোগাসন**—যোগ-সাধনার্থ উপবেশন পদ্ধতি-বিশেষ (ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার—রবি), যে আসনে বা যে স্থানে বসিয়া যোগ করা হয়।

যোগিনী—দুর্গার সখী (সংখ্যায় চৌষট্টি); মায়া-বিদ্যায় নিপুণা নারী; যোগীর স্ত্রী, তপস্বিনী; (জ্যোতিষে) দশা-বিশেষ। **যোগিনী-চক্র**—(জ্যোতিষে) যোগিনী যে দিকে অবস্থিতি করে; (তন্ত্রে) যে চক্রে বসিয়া যোগিনী-সাধন করা হয়।

যোগিয়া—রাগিণী-বিশেষ; যোগি সুলভ। (যোগিয়া গন্ধ—যোগীর গায়ের উৎকট গন্ধ, 'গায়ের যোগিয়া গন্ধে যম দিল ভঙ্গ'—প্রাচীন বাংলা)।

যোগী—(যুজ্+ইন্) যিনি যোগ করেন, ধ্যানী,

পরমেশ্বরের সহিত যোগযুক্ত; সংসার-বিরাগী; জাতি-বিশেষ (যুগী)। স্ত্রী. যোগিনী। **যোগীন্দ্র**—শ্রেষ্ঠ যোগী, মহাদেব। **যোগীশ্বর, যোগেশ্বর**—মহাদেব; যাজ্ঞবল্ক্য মুনি।

যোগেষ্ট—(বিভিন্ন ধাতুর সংযোগ-সাধনে সহায়ক) সীসক।

যোগ্য—(যুজ্+ঘ্যণ্) উপযুক্ত (যোগ্য কর্ম; যোগ্য-উত্তর; ব্যবহারযোগ্য; উল্লেখযোগ্য); সমর্থ, কার্যক্ষম, নিপুণ (যোগ্য ব্যক্তি; অযোগ্য হস্তে রাজ্য চালনা)। স্ত্রী. যোগ্যা। বি. যোগ্যতা—উপযুক্ততা, সুসঙ্গতি, সামর্থ্য।

যোজক—(যোজি+ণক) যে বা যাহা সংযোগ সাধন করে, দুই বৃহৎ ভূখণ্ডের সংযোগ সাধনকারী সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড, Isthmus। **যোজন**—সংযোজন; চারি ক্রোশ পরিমাণ; সুবিস্তৃত অঞ্চল (যোজনব্যাপী)। **যোজনগন্ধা**—(বহুব্রী) কস্তুরী; সীতা; ব্যাস-জননী সত্যবতী। **যোজনা**—সংযোজন; সংগঠন (শব্দ যোজনা)।

যোজয়িতা—সংযোগ সাধনকারী। **যোজিত**—যাহা সংযুক্ত করা হইয়াছে, নিয়োজিত; গ্রথিত।

যোটক—(সং.) যোটন, মেলন; রাশি, গ্রহ, গণ ইত্যাদি দিক্ দিয়া বর ও কনের পরস্পরের জন্য উপযুক্ততা (রাজযোটক—শ্রেষ্ঠ যোটক-বিশেষ)। **যোটন**—একত্র হওয়া; বলদাদি জোয়ালে জোতা।

যোত্র—[যু (যোগ করা)+ত্র] যোতদড়ি, জোয়ালের সহিত বৃষাদি বাঁধিবার রজ্জু; জোয়াল; জো, উপায়, সঙ্গতি; জমিজমা, জোত। **যোত্রহীন**—সঙ্গতিহীন।

যোদ্ধা—(যুধ্+তৃণ্) যে যুদ্ধ করে, সংগ্রামশীল (আজন্ম যোদ্ধা)। **যোদ্ধজাতি**—যোদ্ধার জাতি, যুদ্ধ যে জাতির প্রধান ব্যবসায়, যুদ্ধপটু জাতি। **যোদ্ধপুরুষ**—যোদ্ধা। **যোদ্ধ-বেশ**—যোদ্ধার বেশ, যুদ্ধসজ্জা।

যোনি—[যু (যোগ করা)+নি] উৎপত্তিস্থান (বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা—মধু; অজযোনি); জন্ম, জাতি (সহস্র যোনি ভ্রমণ; যোনিমুক্ত—যাহার আর জন্ম হইবে না, মোক্ষপ্রাপ্ত; পশুযোনি); স্ত্রী-চিহ্ন (যোনিরোগ)।

যোয়াল—জোয়াল।

যোশ—জোশ।

যোষিৎ—নারী।

যো-সো—জো-সো, যেমন-তেমন করিয়া, কোন প্রকারে।

যৌক্তিক—(যুক্তি+ষ্ণিক্) যুক্তিযুক্ত, প্রামাণিক (বিপ. অযৌক্তিক)। বি. যৌক্তিকতা।

যৌগিক—(যোগ+ষ্ণিক্) যোগ হইতে অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয় হইতে জাত (যেমন শাসক, পাচক, সুখদ—বিপ. যোগরূঢ়, পঙ্কজ, পরভৃৎ, পঞ্চশর); যোগ-বিষয়ক (যৌগিক ব্যায়াম); সংযোগের ফলে জাত পদার্থ, compound। **যৌগিক রূঢ়**—যাহা কখনও যৌগিক ও কখনও রূঢ়।

যৌতক, যৌতুক—[যুতক+ষ্ণ অথবা যুত (বধূবর)+ষ্ণ] বিবাহকালে শ্বশুরাদি হইতে দম্পতীর যে ধন লাভ হয়, বিবাহকালীন উপহার। (গ্রাম্য—যতুক)।

যৌথ—(যূথ+ষ্ণ) যুক্ত, সম্মিলিত (যৌথ পরিবার; **যৌথ কারবার**—বহু অংশীদারের দ্বারা পরিচালিত কারবার, joint-stock business.)।

যৌন—যোনি-সম্বন্ধীয় (যৌন-সম্পর্ক; যৌন-সম্বন্ধ—বিবাহ, বৈবাহিক-সম্বন্ধ; **যৌনব্যাধি**—venereal disease; **যৌন-বিজ্ঞান**—sexual science)।

যৌবন—(যুবন্+ষ্ণ) তারুণ্য, ষোল হইতে ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত বয়স। **যৌবন-কণ্টক**—বয়স-ফোঁড়া। **যৌবনভার**—পূর্ণ-বিকশিত যৌবনের গৌরব।

যৌবনাশ্ব—যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা।

যৌবরাজ্য—(যুবরাজ+ষ্ণ্য) যুবরাজের পদ (যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন)।

র

র—সপ্তবিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ ও দ্বিতীয় অন্তঃস্থ বর্ণ; উচ্চারণ স্থান মূর্ধা; সম্বন্ধ কারকের বিভক্তি (আমার, তোমার, মানুষের); অবিরামতা-জ্ঞাপক প্রত্যয়-বিশেষ (ঘ্যানর-ঘ্যানর, হটর-হটর)। [কি চলে?)।

র—থাম্; চুপ কর্ 'আরে র, অত অস্থির হলে

র-কার—র এই বর্ণ।

রইকাঠ—পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে পোঁতা বেলকাঠ (পুষ্করিণী উৎসর্গ করার সময়ে এই কাঠ পোঁতা হয়, ইহার দ্বারা পুষ্করিণীর জল মাপা হয়)।

রই রই—রৈ রৈ দ্রঃ।

রও—থাক, থাম, অপেক্ষা কর।

রওআব, রওব—(আ. রুআ'ব—ভয়) ভয়, ভয় ও সম্ভ্রম। **রওআবদার**—যাহা ভয় ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে, awe-inspiring।

রওগন, রোগন—(ফা. রওগ'ন্) তেল, চর্বি; বার্ণিশের তেল।

রওনা, রওয়ানা—(ফা. রবানা) গমন, যাত্রা; প্রেরণ। (মাল রওয়ানা করা আমরা রওয়ানা হলাম অথবা দিলাম)। **রওয়ানা-বেহারা**—যে ভৃত্য অন্তঃপুরিকাদের কোন স্থানে গমন-কালে সঙ্গে যায়

রওয়া—(রহা দ্রঃ) থাকা, অবস্থিত করা (দু'দণ্ড একঠাঁই রয় না); সবুর করা, ধৈর্য ধরা (আরে রওনা বাপু); স্থায়ী হওয়া (র'বার নয়, তাই থাকল না)। (সাধারণতঃ কাব্যে ও কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত)। **রয়েসয়ে**—ব্যস্ত না হওয়া, ধৈর্য ধরিয়া, ধীরেসুস্থে (রয় দ্রঃ)।

রওশন—(ফা. রওশন্, রোশন) উজ্জ্বল (রওশন করা—বাংলায় সাধারণতঃ রোশনাই ব্যবহৃত হয়)। **রওশন-চৌকি**—রোশন-চৌকি দ্রঃ।

রং, রঙ—(সং রঙ্গ; ফা. রংগ্) বর্ণ (রংদার; মেঘের রং; রঙের খেলা); রঞ্জন-দ্রব্য (রঙের বাক্স; রঙের তুলি; শালিমারের রং); গায়ের রং (রংটা ময়লা); তাস খেলায় রুইতন, হরতন ইত্যাদি চিহ্নের যেবারে যেটির খেলা হয় (রঙের দশ); কৌতুক (রং-তামাসা); খেয়াল, ধরণ (কত রঙের কথা; কে কি রঙে থাকে, কে জানে; রঙওয়ারি জমা); আতিশয্য, বাহাদুরি (রং চড়িয়ে বলা)। **রং উঠা**—রং নষ্ট হইয়া যাওয়া অথবা মুছিয়া যাওয়া (এ পাকা রং উঠবে না)। **রং করা**—রঞ্জিত করা, রং লাগানো, to dye, to paint। **রং-কাণা**—রঙের বোধ সম্বন্ধে কাণা, কোন কোন রং, বিশেষতঃ লাল রং, মালুম করিতে পারে না। **রং খোলা**—রঙের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাওয়া। **রং গোলা**—প্রয়োগের জন্য রং মিশ্রিত করা। **রংচঙে**—বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণযুক্ত (ঈষৎ ব্যঙ্গার্থক)। **রং-তামাশা**—রঙ্গ-তামাশা দ্রঃ। **রং-চটা**—রং নষ্ট হইয়া যাওয়া; যাহার রং নষ্ট হইয়া গিয়াছে। **রং চড়ানো**—রং দেওয়া, রঙের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করা; অতিরঞ্জিত করা। **রং তোলা**—রং উঠাইয়া ফেলা। **রংদার**—রংযুক্ত, বিচিত্র বর্ণ; অতিরঞ্জিত, রং চড়ানো; কৌতূহলবর্ধক। **রং দেওয়া**—রং লাগানো, উৎসবের সময় রং মিশ্রিত জল গায়ে ছিটাইয়া দেওয়া। **রং-ধরা**—রঞ্জনের কাজ ভাল হওয়া, রং খোলা; ফল পাকিতে আরম্ভ করা (জীবনে রং ধরা—জীবনে যেন বসন্ত-প্রকৃতির আবির্ভাব হওয়া, জীবনে আনন্দ ও উদ্দীপনা জাগা)। **রং ধরানো**—রং লাগানো, রং স্থায়ী করা। **রং ফলানো**—উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত করা; অতিরঞ্জিত করা। **রং ফেরা**—মলিন রং উজ্জ্বল হওয়া; রূপ বা ধরণধারণ বদলাইয়া যাওয়া। **রং ফেরানো**—রং মাখানো; চূণকাম করা। **রং বাজানো**—গতের সঙ্গে শ্রুতিমধুর বোল বাজানো। **রং-বেরঙ**—বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র ধরণের (রং-বেরঙের জনতা)। **রঙমহল**—আনন্দ-নিকেতন; প্রমোদ-গৃহ, বাদশাহ্দের শয়ন-গৃহ বা অন্তঃপুর, বাদশাহ্দের বাসগৃহ। **রং-মশাল**—যে মশালের আলো রংযুক্ত। **রংরেজ**—রঞ্জক, যে বস্ত্রাদিতে রং করে। **কাঁচা রং**—কাঁচা দ্রঃ (বিপ. পাকা রং)। **বদ রং**—বদ দ্রঃ।

রংরুট—(ইং. recruit) পুলিশ, সামরিক প্রভৃতি বিভাগে শিক্ষানবীশরূপে ভর্তি-করা লোক (তেমন সুপ্রচলিত নয়) ।

রক, রোয়াক—(আ. 'রিবাক') গৃহ-সংলগ্ন পাকা বাঁধানো স্থান, পাকা বারান্দা (রোয়াকে আড্ডা দিয়ে বেড়ানো) । (সীমার বিবরণ ।

রকদস্তি—(আদালতের পরিভাষা) জমির চতুঃ-

রকবা—(আ. রক্‌বা) জমির পরিমাণ, area । **রকবাবন্দী**—ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে বিবৃতি, জরিপের বিবরণ ।

রকম—(আ রক্‌ম্—চিহ্ন, লিখন, প্রকার) ধরণ, দফা, প্রকার, গড়ন, শ্রেণী (কত রকমের লোক ; লোকটা সেই এক রকমের ; রকম রকমের জিনিষ) । **রকমওয়ারি, রকমারি**—দফায় দফায়, নানা রকমের, বিচিত্র । **রকম রকম**—নানা রকমের, হরেক রকম । **রকমফের**—একই বস্তুর ভিন্ন রূপ (পরাধীনতার রকমফের) । **রকম-সকম**—ভাবভঙ্গি, ধরণধারণ, (নায়েবের রকম-সকম ভাল নয়) ।

র-কার— র এই বর্ণ ।

রক্ত—(রন্‌জ্‌+ক্ত) লোহিত বর্ণ ; রুধির, শোণিত ; শোণিত-বর্ণ (নবরক্ত বসনে সাজায়ে —রবি) ; অনুরক্ত, আসক্ত (বিপ বিরক্ত) ; ক্রীড়াশীল, মধুর (রক্তকণ্ঠ—বাংলায় তেমন প্রয়োগ নাই) ; তাম্র, সিন্দুর ; হিঙ্গুল, কুঙ্কুম । **রক্ত-আঁখি**—রক্তবর্ণ আঁখি, রোষ-কষায়িত নেত্র ; ক্রোধ । **রক্তকমল**—রক্তবর্ণ পদ্ম । (তেমনি রক্তকরবী, রক্তকাঞ্চন, রক্তকুমুদ, রক্তখদির) । **রক্তগঙ্গা**—রক্তের স্রোত, প্রচুর রক্তপাত (রক্তগঙ্গা বয়ানো—প্রভূত হত্যা-সাধন করা, শাসানিতেও ব্যবহৃত হয়) । **রক্ত গরম হওয়া**—অতিশয় উত্তেজিত হওয়া । **রক্তঘ্ন**—রোহিতক বৃক্ষ, রয়না গাছ । **রক্তঘ্নী**—দূর্বা । **রক্ত চড়া**—মস্তিষ্কে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়া (প্রবল হলে অনেক সময় [illegible]) । **রক্তচন্দন**—রক্তবর্ণ চন্দন-কাষ্ঠ । **রক্ত-চিত্রক**—লাল চিতা । **রক্ত-চূর্ণ**—লালবর্ণ গুঁড়া, সিন্দুর । **রক্ত ছোটা**—রক্তধারা বেগে নির্গত হওয়া । **রক্তজিহ্ব**—(বহুব্রী) রক্তবর্ণ জিহ্বা যাহার ; সিংহ । **রক্ততুণ্ড**—শুক । **রক্তদুষ্টি**—রক্ত দূষিত বা বিকৃত হওয়া । **রক্তধাতু**—গিরিমাটি ; তামা ; রক্তবর্ণ ধাতু ; দেহজাত রক্তবর্ণ ধাতু । **রক্তপ**—(উপতৎ) রাক্ষস (স্ত্রী. রক্তপা—রাক্ষসী ; জোঁক । **রক্ত পড়া**— রক্ত ঝরা । **রক্তপত্রিকা**—রক্তপুনর্নবা । **রক্তপল্লব**—অশোক বৃক্ষ । **রক্তপাদ**-রক্তবর্ণ চরণ যাহার, শুকপক্ষী ; হাঁস প্রভৃতি । **রক্তপায়ী**—যে সব কীট রক্তপান করে, উকুন ; ছারপোকা প্রভৃতি (স্ত্রী. রক্তপায়িনী—জোঁক) । **রক্ত-পিপাসা**—রক্তপানের প্রবল ইচ্ছা, হত্যা করিবার প্রবল বাসনা । **রক্তপিত্ত**—রক্ত-বমন-রোগ-বিশেষ ; রক্ত দূষিত হওয়ার জন্য শরীরে যে একশ্রেণীর 'লালবর্ণ' চিহ্ন দেখা দেয় (কুষ্ঠের পূর্বলক্ষণ) । **রক্তপুষ্প**—রক্তবর্ণ পুষ্প যাহার, রয়না, রক্তকাঞ্চন, দাড়িম্ব, বক, পলাশ ইত্যাদি বৃক্ষ (রক্তপুষ্পা—শাল্মলী । **রক্তপুষ্পিকা**—রক্ত-পুনর্নবা, বন্ধুপুষ্পী—রক্তজবা, পাটলী) । **রক্তফল**—বটবৃক্ষ (রক্তফলা—তেলাকুচার গাছ) । **রক্তবাহী**—রক্তবহনকারী ; **রক্ত-বীজ**—অসুর-বিশেষ, ইহার রক্তবিন্দু মাটিতে পড়িলেই নূতন অসুরের সৃষ্টি হইত, তাহা হইতে, যাহা নির্মূল করা দুঃসাধ্য (রক্তবীজের বংশ বা ঝাড়) । **রক্তভাঙ্গা**—জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হওয়া ; প্রসবের পর ক্রমাগত অল্প অল্প রক্তস্রাব হওয়া । **রক্তমাংসের শরীর**—প্রস্তরমূর্তি অথবা যন্ত্র নয়—বিকার, উত্তেজনা ইত্যাদি যাহাতে স্বাভাবিক, সেই মানব-দেহ (রক্তমাংসের শরীরে এ কি সহ্য হয় ?) । **রক্ত মোক্ষণ**—রক্তনিঃসরণ ; শিরা কাটিয়া রক্ত বাহির করা । **রক্তরেণু**—রক্তবর্ণ চূর্ণ ; সিন্দুর ; (রক্তবর্ণ রেণু যাহার) পলাশ পুষ্প । **রক্তলোচন**—রক্ত-নয়ন, পায়রা । **রক্ত-শোষণ**—রক্ত শোষিয়া লওয়া, সর্বস্ব আত্ম-সাৎ করা (মহাজনের খাতকের রক্তশোষণ) । **রক্তস্রাব** শরীর হইতে প্রচুর রক্তপাত । **রক্তস্তম্ভ**[illegible]—রক্তের নালী [illegible] করিয়া [illegible] । **রক্ত হওয়া**— রক্ত বৃদ্ধি হওয়া, রক্তহীনতা দূর হওয়া । **রক্ত দিয়া বা রক্তের অক্ষরে লেখা**—কালির পরিবর্তে রক্ত দিয়া লেখা (আগ্রহ বা সঙ্কল্পের প্রবলতা বুঝাইবার জন্য) । **রক্তা**—কুঁচ গুঞ্জা, লাক্ষা । **রক্তাক্ত**—রক্তরঞ্জিত, রক্তমাখা । **রক্তাক্ষ**—

রক্তনেত্র, ক্রুর ব্যক্তি; মহিষ; পায়রা। সারস-পক্ষী। **রক্তাক্ষ**—প্রবাল, কুঙ্কুম; উকুণ; ছারপোকা; মঙ্গলগ্রহ। **রক্তাঙ্গী**—মঞ্জিষ্ঠা; জীবন্তী। **রক্তাতিসার**—রক্তস্রাবযুক্ত অতিসার, dysentary। **রক্তাধার**—চর্ম। **রক্তাধিক্য**—মস্তিষ্কে রক্তের চাপবৃদ্ধি; দেহে রক্তের আধিক্য। **রক্তাম্বর**—রক্তবর্ণ বস্ত্র। **রক্তারক্তি**—পরস্পরের দেহে অস্ত্রাঘাত, খুনাখুনি (একটা রক্তারক্তি কাণ্ড না ঘটে)। **রক্তালু**—রাঙা আলু। **রক্তাশয়**—রক্তের আধার-যন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা। **রক্তিকা**—রতি (১/৯৬ তোলা); গুঞ্জাফল; বাট।

রক্তিমা—(রক্ত+ইমন) শোণিত-বর্ণ, লৌহিত্য **রক্তিম**—লোহিত, লোহিতাভ।

রক্তোৎপল—কোকনদ, রক্তবর্ণ পদ্ম, রক্তবর্ণ কুমুদ; (রক্তবর্ণ পুষ্প যাহার) শিমূল গাছ।

রক্তোপল—গিরিমাটি।

রক্ষ—রক্ষা কর (কাব্যে ব্যবহৃত)।

রক্ষ, রক্ষঃ—(যাহা হইতে যজ্ঞীয় হবি রক্ষিত হয়) রাক্ষস।

রক্ষক—(রক্ষ্‌+ণক) রক্ষাকর্তা, পালয়িতা, ত্রাণকর্তা; রক্ষী, প্রহরী, তত্ত্বাবধায়ক, যে ধারা বজায় রাখে (বংশরক্ষক)। **রক্ষণ**—রক্ষা করা; রক্ষক (রাক্ষসকুল-রক্ষণ—মধু)। **রক্ষণা**—রক্ষার কাজ। **রক্ষণাবেক্ষণ**—তত্ত্বাবধান, দেখাশুনা। **রক্ষণী**—লাগাম। **রক্ষণীয়**—রক্ষার যোগ্য; পালনীয়।

রক্ষা—(রক্ষ্‌+অ+আ) নষ্ট হইতে না দেওয়া, ধারা বজায় রাখা, তত্ত্বাবধান; পালন (স্বাস্থ্য রক্ষা; বংশরক্ষা; রাজ্য রক্ষা; প্রতিজ্ঞা রক্ষা; নিয়ম রক্ষা); উদ্ধার, ত্রাণ (রক্ষা কর এ বিপত্তি হতে); বাঁচোয়া, অব্যাহতি, নিস্তার (একা রাম রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর, রক্ষা কর, আর মেরে হয়ে কাজ নেই; সময়ে টাকাটা পেলাম, তাই রক্ষা—এই অর্থে কথ্য ভাষায় সাধারণতঃ 'রক্ষে' ব্যবহৃত হয়); রাখী; মন্ত্র-কবচাদি (রক্ষা-কবচ)। **রক্ষাকবচ**—মন্ত্রপূত বা গাছ-গাছড়াপূর্ণ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মাদুলি বা তজ্জাতীয় কিছু। **রক্ষাকালী**—মড়কাদি নিবারণের জন্য যে কালীমূর্তির পূজা করা হয়। **রক্ষাগৃহ**—সূতিকা-গৃহ। **রক্ষাপত্র**—ভূর্জবৃক্ষের ত্বক্ বা পত্র। **রক্ষাপুরুষ**—পশু-ক্ষেত্র প্রভৃতির প্রহরী; কোতোয়াল। **রক্ষা-মন্ত্র**—যে মন্ত্রবলে অপদেবতা, অমঙ্গল ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাওয়া যায় (এই অর্থে রক্ষামণি, রত্ন, ভূষণ-মঙ্গল)। **রক্ষাসূত্র**—বিবাহে অমঙ্গল নিবারণের জন্য হাতে যে সূতা বাঁধা হয়।

রক্ষা—রক্ষা করা, উদ্ধার করা (কাব্যে ব্যবহৃত—কে রক্ষিবে কুলমান ?)।

রক্ষিক—রক্ষী; নগরপাল। **রক্ষিকা**—পালয়িত্রী; রাখী। **রক্ষিণী**—রক্ষাকর্ত্রী, পালিকা। **রক্ষিত**—পরিত্রাত; পালিত; সুগুপ্ত, যাহা নষ্ট হইতে দেওয়া হয় নাই (রক্ষিত ধন, সযত্নে রক্ষিত); উপাধি-বিশেষ। **রক্ষিতা**—পালিতা, উপপত্নী। **রক্ষিতব্য**—রক্ষণীয়, পালনীয়।

রক্ষিতা—(রক্ষ্‌+তৃন্) রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা।

রক্ষিবর্গ,-সৈন্য—রাজা প্রভৃতির দেহরক্ষায় বা প্রহরায় নিযুক্ত সৈন্য। **রক্ষী**—প্রহরী; রক্ষাকর্তা।

রক্ষোঘ্ন—(রক্ষঃ—হন্‌+টক্) রাক্ষসহন্তা; রাক্ষসনাশক মন্ত্র বা বস্তু। **রক্ষোজননী**—রাক্ষসমাতা, রাত্রি। **রক্ষোনাথ**—রাক্ষসদের রাজা, রাবণ।

রক্ষ্য—(রক্ষ্‌+য) রক্ষা করিবার যোগ্য, রক্ষার্হ, (আত্মসম্মান অবশ্য রক্ষ্য)।

রগ—(ফা. রগ্) শিরা, কপালের দুই পার্শ্বের শিরা (রগ টন্‌টন্ করছে); স্বভাব, বংশগত প্রকৃতি (রগের দোষ; রগের টানে—প্রাদেশিক)। **রগচটা**—যে সহজেই রাগিয়া যায়। (রগচটা লোক।)

রগড়—রঙ্গ, তামাসা, কৌতুক (রগড় করা; রগড় দেখা); ঘর্ষণ (এই অর্থে বর্তমানে রগড়ানো ব্যবহৃত হয়)। **রগুড়ে**—রঙ্গপ্রিয়, কৌতুক করিতে পটু।

রগড়ানো—ঘর্ষণ করা, মর্দন করা (ঘি-টা রগড়ে দেখুন, মাখনের গন্ধ আসবে; বেশী রগড়ালে ক্ষেত্রে হয়)।

রগরগে—(ফা. রওগন্—তেল, চর্বি) তৈলাক্ত, তৈল মর্দনের ফলে চক্‌চকে (রগ্‌রগে করে তেল মাখা)।

রঘু—সূর্যবংশের সুবিখ্যাত রাজা, রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। **রঘুকার**—রঘুবংশ-নামক কাব্য-

প্রণেতা কালিদাস। **রঘুকুলতিলক, রঘুনন্দন,-পতি,-শ্রেষ্ঠ**—রামচন্দ্র।

রঙ—রং দ্রঃ। **রঙানো**—রঞ্জিত করা, to dye। **রঙীন**—রঙযুক্ত, কল্পনার রঙে উজ্জ্বল (রঙীন খেয়াল)।

রঙ্গ—(রন্জ্+ঘঞ্; ফা. রংগ্) রং, রঞ্জক দ্রব্য; সোহাগা; রাং ধাতু; খদির-সার; নাট্য, নৃত্যগীত, অভিনয়াদি (রঙ্গালয়); রণক্ষেত্র, কুস্তির আখড়া (রঙ্গভূমি; মল্লরঙ্গ); আমোদ-প্রমোদ, কৌতুক, তামাসা, রসিকতা (কত রঙ্গই জানো); রং দ্রঃ। **রঙ্গকার,-কারক**—রঞ্জক, রংরেজ; চিত্রকর। **রঙ্গজ**—সিন্দুর। **রঙ্গজীবক**—নট; চিত্রকর। **রঙ্গ-তামাশা**—কৌতুক, স্ফূর্তি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, রগড়। **রঙ্গদ**—সোহাগা; খদির-সার। **রঙ্গদা**—ফটকিরি। **রঙ্গদার**—রংদার দ্রঃ। **রঙ্গপীঠ**—নৃত্যস্থান, নাচের আসর। **রঙ্গভঙ্গ**—রং-তামাসা, রগড়। **রঙ্গপ্রিয়**—কৌতুকপ্রিয়। **রঙ্গবিদ্যা**—অভিনয়-বিদ্যা। **রঙ্গবীজ**—(রং যাহার সারাংশ) রৌপ্য। **রঙ্গভূমি**—নাট্যশালা; যুদ্ধক্ষেত্র (জীবনের রঙ্গভূমি)। **রঙ্গমঞ্চ**—নাট্যশালা, stage। **রঙ্গমল্লী**—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, বীণা। **রঙ্গমহাল**—রংমহল দ্রঃ। **রঙ্গমাতা**—লাক্ষা; কুট্টনী। **রঙ্গরস**—কৌতুক, রসিকতা, রগড়, আমোদ-প্রমোদ। **রঙ্গরেজ**—রংরেজ দ্রঃ। **রঙ্গশালা**—নাট্যশালা।

রঙ্গন—পুষ্প-বিশেষ।

রঙ্গাজীব—নট, চিত্রকর, রংরেজ। (বহুব্রী.)।

রঙ্গানো—রঙানো, রঞ্জিত করা, to dye।

রঙ্গাবতরণ—অভিনয়াদি করা। **রঙ্গাবতারক, রঙ্গাবতারী**—নট। স্ত্রী. রঙ্গাবতারিকা,-রিণী। **রঙ্গালয়**—নাট্যশালা।

রঙ্গিণী—রঙ্গরসিকা; মনোহর বা প্রভাব-ব্যঞ্জক বেশধারিণী (রণরঙ্গিণী)। **রঙ্গিত**—রঞ্জিত; ভূষিত। **রঙ্গিন, রঙ্গীন**—রঙীন দ্রঃ। **রঙ্গিমা**—রঙ্গ, স্ফূর্তি, আনন্দ, শোভা। **রঙ্গিল**—রঙীন। **রঙ্গিলা**—(হি. রঙ্গীলা) রঙ্গপ্রিয়; রং-ঢং-কারী, স্ফূর্তিবাজ, joyful। **রঙ্গী**—আমোদপ্রিয়, রগুড়ে, স্ফূর্তিবাজ।

রচক—[রচ্ (সৃষ্টি করা)+ণক] রচয়িতা, নির্মাণকারী। **রচন, রচনা**—(রচি+অনট্) নির্মাণ, সৃষ্টি ('এ বিশ্বভুবন তোমারি রচনা'); বিন্যাস, সাজানো (কবরী রচনা); গ্রথন, গুম্ফন (মাল্য রচনা); প্রণয়ন (গ্রন্থ রচনা); যাহা লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থ, নিবন্ধ (রবীন্দ্র-রচনাবলী)।

রচয়িতা—(রচি+তৃচ্) নির্মাতা, লেখক। স্ত্রী. রচয়িত্রী।

রচা—নির্মাণ করা, সৃষ্টি করা, সুবিন্যস্ত ভাবে সৃষ্টি করা ('যে রচিল এ সংসার'); কাব্যাদি রচনা করা। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

রচা—রচিত; কল্পনাপ্রসূত (রচা কথা)।

রচিত—(রচি+ক্ত) কৃত, নির্মিত, গঠিত, বিন্যস্ত, শোভিত; মনঃকল্পিত।

রজ, রজঃ—(রন্জ্+অল্, অস্) পুষ্পরেণু; ধূলি (পদরজ); স্ত্রীলোকের ঋতু; রজোগুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ)। **রজঃপটল**—ধূলিজাল। **রজসারথি**—পবন (ষষ্ঠী তৎ)।

রজক—(রন্জ্+ণক—বস্ত্র রঞ্জনকারী) ধোপা। স্ত্রী. রজকী, রজকিনী।

রজত—(রন্জ্—রং করা) রৌপ্য (রজতমুদ্রা); শুভ্র (রজতগিরি—শুভ্র পর্বত, কৈলাস); হস্তিদন্ত।

রজন—(ইং. resin) তার্পিণ গাছ হইতে পাওয়া শুষ্ক নির্যাস-বিশেষ।

রজনি,-নী—(রন্জ্+অনি) রাত্রি; হরিদ্রা। **রজনিকর, -কান্ত,-নাথ, -পতি**—চন্দ্র। **রজনিগন্ধা**—সুপ্রসিদ্ধ শ্বেত পুষ্প। **রজনি-চর**—রাক্ষস, তস্কর, প্রহরী, পেচক। **রজনি-জল**—শিশির। **রজনিমুখ**—সন্ধ্যাকাল, সূর্যাস্ত হইতে চারি দণ্ডকাল। **রজনিহাস**—শেফালিকা। **রজনিযোগে**—রাত্রিকালে, রাত্রির সুযোগ লইয়া।

রজপুত—(সং. রাজপুত্র) রাজপুতনার ক্ষত্রিয় জাতি; রাজপুত-জাতীয় পুরুষ। স্ত্রী. রাজপুতানী। **রজস্বলা**—(রজস্+বল+আ) ঋতুমতী। [**রজস্বল**—কামক্রোধাদিযুক্ত, মলিন]। ধূলি-ধূসরিত, কর্দমময়।

রজিল—(আ. রযীল) হীনকুলোদ্ভব, নীচ (বিপ. শরীফ)।

রজোগুণ—কামক্রোধদ্বেষাদির প্রাবল্যে এই গুণ সূচিত হয়, ইহার বশে মানব-প্রকৃতি উদ্দীপনাময় হয়, কিন্তু প্রশান্তি লাভ করিতে পারে না।

রজোদর্শন—প্রথম ঋতুমতী হওয়া। **রজো-হর,-হার**—ধোপা।

রজ্জু—[সৃজ্ (সৃষ্টি করা) + উ—নিপাতনে] দড়ি, গুণ, ছেঁড়া চুল দিয়া প্রস্তুত চুল বাঁধিবার গুণ। **রজ্জুধর**—যে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আছে, সারথি। **রজ্জুবদ্ধ**—দড়ি-বাঁধা, পরাধীন ও নিয়ন্ত্রিত

রঞ্জক—(রঞ্জি + ণক) যে বস্ত্র রঙায়, রংরেজ ; আনন্দবর্ধক (প্রজারঞ্জক ; নয়ন-রঞ্জিকা) ; চিত্রকর ; ধোপা ; বারুদ (রঞ্জকগৃহ—বারুদের ঘর)। **রঞ্জকঘর**—বন্দুক বা কামানের যে ছিদ্র দিয়া বারুদে আগুন দেওয়া হয়।

রঞ্জন—(রঞ্জি + অনট্) যে অনুরাগ বা শোভা বর্ধন করে (চিত্তরঞ্জন ; কুমুদরঞ্জন) ; রঞ্জক (রঞ্জন-দ্রব্য) ; রক্তচন্দন ; আনন্দ বর্ধন, তোষণ (প্রজারঞ্জন) ; রং করা। **রঞ্জনী**—হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নীলী, কুঙ্কুম, শেফালিকা।

রঞ্জিত—যাহা রং করা হইয়াছে, লোহিতাভ (ক্রোধরঞ্জিত নয়ন) ; যাহার উদ্দীপনা, অনুরাগ বা সন্তোষ বর্ধন করা হইয়াছে। (অতিরঞ্জিত করা—বেশী রং চড়ানো, বাড়াইয়া বলা)।

রাঞ্জনী—তোষিণী ; মঞ্জিষ্ঠা।

রটনা—(রট্—বলা) ঘোষণা, প্রচার, নিন্দা প্রচার ; বিবরণ। বিণ. রটিত ;

রটন্তী—মাঘ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী।

রটা—প্রচারিত হওয়া, রাষ্ট্র হওয়া, জানাজানি হওয়া (যা রটে, তা বটে ; নিন্দা রটিয়ে বেড়াচ্ছে)। (সাধারণতঃ নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়)। **নাম রটানো**—বিশেষ চেষ্টা করিয়া সুনাম রাষ্ট্র করা।

রড়—দৌড় (প্রাচীন বাংলা—গ্রাম্য ভাষায় লড়, লোড়)। **রড় দেওয়া**—দৌড় দেওয়া। **রড়ারড়ি**—দৌড়াদৌড়ি (গ্রাম্য ভাষায়—লোড়ালুড়ি)।

রণ—[রণ্ (শব্দ করা) + অল্] যুদ্ধ, সংগ্রাম, লড়াই। **রণকৌশল**—যুদ্ধকৌশল। **রণ-তরী**—যুদ্ধ-জাহাজ। **রণতূর্য**—রণভেরী। **রণধীর**—রণে অচঞ্চল-চিত্ত। **রণপণ্ডিত**—রণবিশারদ। **রণপা**—দীর্ঘ যষ্টি-বিশেষ, ইহার সাহায্যে দ্রুতগমন করা যায় (পূর্বে ডাকাতরা ব্যবহার করিত)। **রণবেশ**—যুদ্ধ সজ্জা। **রণমুখো**—যুদ্ধে যাইবার জন্য ব্যগ্র। **রণরঙ্গ**—যুদ্ধের উদ্দীপনা। **রণভূমি**—যুদ্ধক্ষেত্র।

রণন—(অনুকার শব্দ) অনুরণন, ঝঙ্কারের প্রতি-ধ্বনি (ঝনন-রণন)।

রণরণ, রণরণি—নূপুর প্রভৃতির ধ্বনি, ঝঙ্কার, দীর্ঘ রণন (হৃদয়-তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি—রবি)।

রণশৃঙ্গ—রণশিঙ্গা, রণভেরী।

রণিত—শব্দিত (রণিত মঞ্জীর)।

রণ্ড—(রণ্ + ড) ধূর্ত, বিকৃতাঙ্গ ; আশ্রয়হীন, ধর্মহীন, অফলা গাছ, নিঃসন্তান। স্ত্রী. রণ্ডা—বিধবা, রাঁড় ; বেশ্যা। **রণ্ডাশ্রমী**—বিফলাশ্রমী, আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পরে যে পুরুষের স্ত্রী-বিয়োগ হয়।

রত—(রম্ + ক্ত) নিযুক্ত, তৎপর (কর্মরত) ; আসক্ত, অনুরক্ত ; রতি (রতবন্ধ)।

রতন—(সং. রত্ন) রত্ন, মণি-মাণিক্য, বহুমূল্য দ্রব্য, শ্রেষ্ঠ (পুরুষরতন ; রমণীরতন—কাব্যে ব্যবহৃত)। **রতনচূড়**—হাতের অলঙ্কার-বিশেষ। **রতনমণি**—শ্রেষ্ঠরত্ন।

রতি—[রম্ (ক্রীড়া করা) + ক্তি] কামপত্নী ; অনুরাগ, আসক্তি (ধর্মরতি) ; প্রীতি, প্রেমার্দ্র ভাব ; রমণ। **রতিগৃহ**—রংমহল ; শয়ন-গৃহ। **রতিবন্ধ**—কামশাস্ত্র-বর্ণিত বিভিন্ন রমণবন্ধ।

রতি—(সং. রক্তিকা) গুঞ্জাফল ; চার ধান পরিমাণ ; অত্যল্প পরিমাণ, অতি ক্ষুদ্র (এক-রতি বা এক রত্তি)।

রত্তি—রতি-পরিমাণ, অতি ছোট (কথা—এক রত্তি মেয়ে)।

রত্ন—(রমি + ন) মণিমাণিক্য, মূল্যবান প্রস্তর, হীরা, চুনি, পান্না প্রভৃতি ; অশেষ গুণবান্ (নবরত্ন) ; শ্রেষ্ঠ (পুত্ররত্ন ; কন্যারত্ন ; রমণী-রত্ন) ; (ব্যঙ্গে) অকর্মণ্য, নানা দোষের আকর (এ রত্নটি কোথা থেকে জুটিয়েছ ?)। **রত্নকোষ**—রত্নের ভাণ্ডার ; রত্নখচিত কোষ। **রত্ন-খচিত**—রত্ন-শোভিত। **রত্নগজ**—যে হস্তীর মস্তকে রত্ন জন্মে। **রত্নগর্ভ**—(বহুব্রী) যে বা যাহা রত্নে পূর্ণ ; সমুদ্র ; কুবের। **রত্নগর্ভা**—পৃথিবী ; গুণবান্ সন্তানের জননী। **রত্নচ্ছায়া**—রত্নের শোভা। **রত্নজীবী**—রত্ন-ব্যবসায়ী। **রত্ন-ত্রিতয়**—ত্রিরত্ন—ধর্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধ ; সদ্দৃষ্টি, জ্ঞান ও চরিত্র। **রত্নদীপ**—দীপস্বরূপ

রত্ন। **রত্নদ্বীপ**—প্রবাল-দ্বীপ। **রত্নপ্রসূ**—রত্নগর্ভা। **রত্নময়**—মণি-নির্মিত। **রত্ন-মুখ্য**—হীরক। **রত্ন-সিংহাসন**—রত্নখচিত সিংহাসন। **রত্নাকর**—সমুদ্র; বাল্মীকির পূর্বনাম। **রত্নাচল**—সুমেরু পর্বত; দানার্থ রত্নের স্তূপ। **রত্নাভরণ**—জড়োয়া গহনা। **রত্নাবলী**—রত্নসমূহ; রত্নহার; সংস্কৃত নাটিকা-বিশেষ; কাব্যালঙ্কার-বিশেষ।

রথ—(রম্+থ) প্রাচীন কালের চক্রযুক্ত যুদ্ধযান-বিশেষ; শকট, গাড়ী; জগন্নাথের রথ; রথযাত্রা উৎসবে দেব-মূর্তির বাহন (রথ দেখাও হলো, কলা বেচাও হলো); শরীর (রথ আর চলছেনা—গ্রাম্য)। **রথকেতু**—রথের নিশান। **রথ-গুপ্তি**—আত্মরক্ষার্থ রথের লৌহাবৃত স্থান। **রথ দেখা ও কলা বেচা**—একই সঙ্গে সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি, এক সঙ্গে দুই কাজ। **রথবর্ত্ম**—রাজপথ। **রথযাত্রা**—জগন্নাথদেবের রথে ভ্রমণ-উৎসব।

রথাঙ্গ—রথের অঙ্গ, চক্র, ধ্বজ, দণ্ড প্রভৃতি; চক্রবাক। [রথারূঢ়।

রথী—যিনি রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করেন,

রথো—(আ. রদ্দী। একান্ত বাজে, অকর্মণ্য অব্যবহার্য (রথো মাল, লোকটা একেবারে রথো)।

রথ্য—রথ-সম্বন্ধীয় রথের অংশ, চক্রযুগ, অশ্ব প্রভৃতি। **রথ্যা**—রাস্তা।

রদ—(আ. রদ্দ্) রহিত, বাতিল, খারিজ, খণ্ডন। **রদ করা**—বাতিল করা। **রদবদল**—পরিবর্তন, প্রত্যাখ্যান ও পরিবর্তন (রদবদলের ক্ষমতা)। **রদ হওয়া**—রহিত হওয়া, অকার্যকর হওয়া (যে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তা রদ হবে না)।

রদন—দন্ত (বদনে রদন নড়ে অদনে বঞ্চিত—ভারতচন্দ্র); ছেদন। **রদনী, রদী**—দন্তী, হস্তী।

রদী, রদ্দী—(আ. রদ্দী) যাহা বাতিল করা হইয়াছে, অতি বাজে, অচল (রদ্দী মাল)। **রদ্দিজবাব**—জবাবের খণ্ডন, উত্তরের প্রত্যুত্তর।

রদ্দা—(হি. রদ্দা) হাতের নিম্ন অংশ দিয়া ঘাড়ে ঘর্ষণ (রদ্দা মারা); গলাধাক্কা (রদ্দা দেওয়া)।

রন্ধন—[রধ্ (পাক করা)+অনট্] পাক, রান্না (রন্ধনে দ্রৌপদী)। **রন্ধন-গৃহ,-শালা**—রান্নাঘর। **রন্ধনের চাউল চর্বণে যায়**—অপব্যয়, কর্মের ভারপ্রাপ্তদের অর্থ আত্মসাৎ করা ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়। **রন্ধনী**—রন্ধনের মসলা-বিশেষ, রাঁধুনি; পাচিকা। **রান্ধিত**—যাহা রান্না করা হইয়াছে।

রন্ধ্র—(সং.) ছিদ্র, গর্ত, ফাঁক, কোটর ('কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী'; বৃক্ষের রন্ধ্র; নাভিরন্ধ্র; নাসারন্ধ্র); দোষ, ত্রুটি, ছল (রন্ধ্র অন্বেষণ); (জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান (রন্ধ্রগত শনি—মৃত্যুযোগ নিকটবর্তী)।

রপ্ত—(ফা. রফ্তার—গমন, গতি) অভ্যাস, চল (রপ্ত করা, রপ্ত হওয়া—অভ্যাস করা, অভ্যস্ত হওয়া, হাত আসা)।

রপ্তানি,-নী—(ফা. রফ্তন্—গমন করা) দেশের বাহিরে মাল প্রেরণ, export (বিপ. আমদানী)।

রপ্তে রপ্তে, রপ্তা রপ্তা—(ফা. রফ্তা রফ্তা) ক্রমে ক্রমে, অভ্যাস করিতে করিতে কালক্রমে।

র-ফলা—বর্ণের নীচে র-যোগ, ্র—এই চিহ্ন।

রফা—(আ. রফা') নিষ্পত্তি, বন্দোবস্ত (আধা-আধি রফা; দুইজনে যা হয় একটা রফা করে ফেলো); শেষ মীমাংসা। **দফা রফা হওয়া**—চরম ব্যাপার ঘটা, বিনষ্ট হওয়া বা পণ্ড হওয়া (কাজের দফা রফা; চাকরির দফা রফা)। **রফানামা**—মীমাংসা বা নিষ্পত্তি-বিষয়ক দলিল।

রব—[রু (শব্দ করা)+অল] ধ্বনি (বংশীরব; কলরব); উচ্চ শব্দ (শঙ্খরব); গোলমাল, জনরব (রব উঠা)। **রবরবা**—দবদবা, খ্যাতি, প্রভাব, প্রতিপত্তি (তখন চৌধুরিদের খুব রবরবা হয়েছে)।

রবাব—(ফা. রবাব) বেহালা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। **রবাবী**—রবাব-বাদক।

রবার—(ইং. rubber) সুপরিচিত স্থিতিস্থাপক বস্তু, বৃক্ষ-বিশেষের নির্যাস হইতে প্রস্তুত হয়।

রবাহুত—রবের দ্বারা আহূত, অন্যের মুখে অনুষ্ঠানের সমারোহাদির কথা শুনিয়া আগত, অনিমন্ত্রিত, কাঙালী।

রবি—(রু+ই) সূর্য, আকন্দ বৃক্ষ; শ্রেষ্ঠ (কবি-কুল-রবি)। **রবিকান্ত**—সূর্যকান্ত মণি। **রবিখন্দ**—রবিশস্য, বসন্তকালীন শস্য, চৈতালি (রবী'—আরবী—বসন্ত)। **রবিগ্রহণ**—

সূর্যগ্রহণ। **রবিচক্র**—(জ্যোতিষে) সৌর গ্রহের ফল গণনার্থ মানুষের আকৃতির সৌরচক্র-বিশেষ। **রবিজ,-তনয়,-পুত্র,-সুত**—শনি, যম, বৈবস্বত, মনু, কর্ণ প্রভৃতি। **রবিতনয়া,-সুতা**—যমুনা। **রবিনাথ**—(বহুব্রী) পদ্ম, বাঁধুলি ফুল। **রবিপ্রিয়**—রক্তকমল, তাম্র, করবী। **রবি-বাসর**—রবিবার। **রবি-মণ্ডল**—সূর্যের পরিধি বা পরিবেশ। **রবি-মার্গ**—সূর্যের পরিভ্রমণের পথ। **রবিশস্য**—রবিশস্য দ্রঃ।

রবে—রহিবে।

রভস—[রভ্ (উৎসুক হওয়া)+অসচ্] বেগ; হর্ষ; বিলাস; আনন্দময় অনুভূতি, কেলি, কৌতুক (বৈষ্ণব-সাহিত্যে ব্যবহৃত; বর্তমানে প্রায় ব্যবহৃত হয় না)। (কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু—বিদ্যাপতি)।

রমজান—(আ. রমদ'ান) মুসলমানী বৎসরের নবম মাস, এই মাসে সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সক্ষম ব্যক্তিদিগের উপবাস করা (রোজা) বিধি (রমজানের রোজা; রমজানের চাঁদ)।

রমণ—(রম্+অনট্) ক্রীড়া; রতি, সুরত; নিতম্ব। (রমি+অন) কন্দর্প, পতি, বল্লভ (রাধারমণ)। স্ত্রী রমণী—সুন্দরী স্ত্রী, প্রিয়া, পত্নী; নারী (রমণীজাতি)। বিণ. রমিত—ক্রীড়িত, আনন্দ বা সন্তোষ প্রাপ্ত; কৃতরমণ।

রমণা, রম্না—ঢাকা নগরীর বিখ্যাত অঞ্চল (রামনা দ্রঃ)।

রমণীয়—সুন্দর, মনোরম, বিমোহন; **রমণ্য**—রমণীয়।

রমল—(আ.) ভবিষ্যৎ-গণনার পদ্ধতি-বিশেষ।

রমা—(রমি+অন+আ) লক্ষ্মী; প্রিয়া। **রমাকান্ত, -ধর,-নাথ, -পতি, -প্রিয়**—বিষ্ণু। **রমাপ্রিয়**—পদ্ম।

রমা—ক্রীড়া করা, আনন্দিত করা, বিহার করা (কাব্যে ব্যবহৃত)।

রমেশ,-শ্বর—রমাপতি, বিষ্ণু।

রম্ভা—অপ্সরা-বিশেষ; গৌরী। **রম্ভোরু**—(বহুব্রী) যাহার উরুদ্বয় রম্ভার ন্যায়, সুন্দরী নারী।

রম্ভা—কদলী; (বিদ্রূপে) কিছুই না, শক্তিহীনতা, ব্যর্থতা ইত্যাদির ইঙ্গিত (তুলনীয়—কচু, কলা)। (রম্ভা প্রদর্শন—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন; অষ্টরম্ভা)।

রম্য—(রম্+য) সুন্দর, মনোরম (রম্যকানন); বলকর; চম্পক বৃক্ষ; বকফুলের গাছ। স্ত্রী. রম্যা—রাত্রি; স্থল-পদ্মিনী। বি. রম্যতা।

রম্যক—প্রাচীন জম্বুদ্বীপের বর্ষ-বিশেষ।

রয়—[রয়্ (গমন করা)+অল] গতি, বেগ, নদীপ্রবাহ। **রয়িষ্ঠ**—অতিক্রতগামী।

রয়—থাকে, অবস্থিতি করে (কাব্যে ব্যবহৃত)। **রয়ে রয়ে**—রহিয়া রহিয়া, থাকিয়া থাকিয়া। **রয়ে সয়ে, রয়ে বসে**—ধীরেসুস্থে, ব্যস্ত না হইয়া। [ব্যবহৃত)।

রয়না, রয়নি—রজনী, রাত্রি (বৈষ্ণব-সাহিত্যে

র-র—থাম্ থাম্, থামিবার জন্য ব্যগ্রতাপূর্ণ নির্দেশ অথবা অনুরোধ।

রলা—নলা, নলের মত লম্বা ও সরু (রলাকাঠ)। **রলা রলা**—লম্বা লম্বা ও সরু সরু।

রশনা, রসনা—(সং.) স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহার প্রভৃতি (ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা—রবি)।

রশা—(হি. রস্‌সা) মোটা দড়ি বা দড়া। **রশা-রশি**—দড়াদড়ি।

রশি,-রসি—(সং. রশ্মি), রজ্জু, দড়ি (আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি—রবি); আশিহাত পরিমাণ (এক রশি দূরে)।

রশ্মি—[অশ্ (ব্যাপ্ত করা)+মি] কিরণ (সহস্র-রশ্মি—সূর্য); লাগাম; রজ্জু; পক্ষ্ম। **রশ্মি-পাত**—কিরণ-সম্পাত।

রস—[রস্ (আস্বাদন করা)+অল্] যাহা আস্বাদ করা যায়, কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল, মধুর—এই সব গুণ বা স্বাদ; জল, আর্দ্রতা, যাহা গলিয়া পড়ে (নাই রস নাই, দারুণ দহন বেলা—রবি; ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত—রবি); ফল প্রভৃতির জলীয় অংশ, নির্যাস, নিঃস্রাব, ঝোল, যব (কমলার রস; তালের রস; দ্রাক্ষারস; একটু রসা-রসা থাকতে নামানো); তরল বস্তু (ঘৃতরস; সোমারস); পুঁজাদি (রস ঝরা; রসবক্ত); মদিরা (রসপানে বিভোর); আনন্দময় অনুভূতি, প্রীতি, সহৃদয়তা, অনুরাগ, প্রেম (তিনি রসস্বরূপ; রসে ডগ-মগ; কথায় রসকষ নেই); কৌতুক উপভোগের সুখ; আদিরস, (রসের কথা; 'ও রসে বঞ্চিত দাস গোবিন্দ'); (কাব্যে) অনুভূতির আনন্দময়তা অথবা গভীরতা (রসোত্তীর্ণ রচনা) স্থায়ি-ভাব, অলঙ্কার-শাস্ত্র-বর্ণিত আদি, হাস্য, করুণ,

রৌদ্র, বীর, ভয়ানক ইত্যাদি অনুভূতি; বিষ; সুবর্ণ; পারদ; দেহের ধাতু-বিশেষ; শ্লেষ্মা (শরীর রসস্থ হওয়া); সম্বল, সচ্ছলতা (হাতে রস নেই)। **রসকর্পূর**—শোধিত পারদ দিয়া প্রস্তুত ঔষধ-বিশেষ, mercury perchloride। **রসকরা**—নারকেল-কোরা দিয়া প্রস্তুত সন্দেশ-বিশেষ। **রস-কলি**—বৈষ্ণবীর নাকের অগ্রভাগে কাটা তিলক-বিশেষ। **রসকষ**—কিছুমাত্র রস, কিঞ্চিৎ প্রীতি, সহৃদয়তা, চিত্তগ্রাহিতা। **রস-কেশর**—কর্পূর। **রসগর্ভ**—রসপূর্ণ, সরস। **রসগোল্লা**—সুপরিচিত মিষ্টান্ন। **রসঘ্ন**—যাহা রসদোষ নাশ করে, সোহাগা। **রসজ্ঞ**—কাব্যের বিবিধ রস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন শিল্পের বা কারুকলার দোষগুণ-বিচারে পারদর্শী, রসিক, সহৃদয়, সমঝদার। **রসতড়কা**—শিশুর তড়কা-রোগ-বিশেষ। **রসধাতু**—পারদ। **রসনায়ক**—শিব। **রসবড়া**—দাল দিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্ন-বিশেষ। **রসবড়ি**—পারদ-যোগে প্রস্তুত কবিরাজি ঔষধ-বিশেষ, বিষবড়ি। **রসবতী**—রসিকা, রূপলাবণ্যবতী; রন্ধন-গৃহ। **রসবাত**—দেহের ধাতু-বিকৃতি-জনিত রোগ-বিশেষ। **রসবিলাস**—রসের বিচিত্র অনুভূতি, রসের খেলা। **রসবেত্তা**—রসজ্ঞ। **রসবোধ**—রসের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞান, রসের অনুভূতি, চমৎকারত্ব বা রঙ্গ-সম্বন্ধে বোধ। **রসভঙ্গ**—রসের সম্যক স্ফূর্তিতে ত্রুটি (রসভঙ্গ হওয়া); রস বা রঙ্গ উপলব্ধিতে বিঘ্ন (মূর্তিমান রসভঙ্গ)। **রস-ভস্ম**—পারদ-ভস্ম। **রসময়**—আনন্দ-অনুভূতিপূর্ণ, রসিক, রঙ্গপটু। **রসমরা**—বিশুষ্ক হওয়া, জলীয় অংশ হ্রাস পাওয়া; স্ফূর্তি-হীন হওয়া। **রসরঙ্গ**—রঙ্গরস, আমোদ-প্রমোদ; রসবিলাস। **রসরচনা**—রঙ্গরসপূর্ণ সুরুচি-সম্মত রচনা। **রসরাজ**—পারদ; শ্রীকৃষ্ণ; রসিকশ্রেষ্ঠ, হাস্যরসকুশলী। **রস-শালা**—রাসায়নিক পরীক্ষাগার বা কর্মকেন্দ্র, chemical laboratory। **রসশোধন**—পারদ শোধন। **রসসিদ্ধ**—রসায়ন-বিদ্যায় পণ্ডিত; রসোত্তীর্ণ রচনায় সিদ্ধ। **রস-সিন্দুর**—পারদ ও গন্ধক-যোগে প্রস্তুত সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ, হিঙ্গুল

রসদ—(ফা. রসদ্) সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় শস্যভাণ্ডার অথবা খাদ্যাদি, ration (রসদ যোগানো—সৈন্যদের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা; উপযুক্ত ভরণপোষণ; প্রয়োজনীয় উপ-করণ সরবরাহ); খাজনা আদায়ে অপারগ অথবা হিসাব দানে অক্ষম কর্মচারীর নিকট হইতে জমিদার যে জরিমানা আদায় করেন।

রসন—[রস (আস্বাদন করা, শব্দ করা)+অনট্] আস্বাদন, ধ্বনি। স্ত্রী. রসনা—জিহ্বা (যাহার দ্বারা আস্বাদন করা হয়); (যাহা শব্দ করে) কাঞ্চী, মেখলা; রজ্জু। **রসনা কণ্ডূয়ন**—জিহ্বার চুলকানি, কিছু বলিবার জন্য ব্যগ্রতা (ব্যঙ্গার্থে)। **রসনা-তৃপ্তিকর,-রোচন**—খাইতে সুস্বাদু; স্বাদুতা যাহার প্রধান বা একমাত্র গুণ। **রসনা-শোধনী**—জিভছোলা। **রসনেন্দ্রিয়**—স্বাদ-গ্রহণের ইন্দ্রিয়, জিহ্বা।

রসম—(আ. রসূম) রীতি, নিয়ম, আচার, ধারা। **রসম ও রেওয়াজ**—প্রচলিত রীতি বা আচার-ব্যবহার।

রসা—যাহাতে রস আছে, পৃথিবী (রসাতল); রসনা; দ্রাক্ষা; শল্লকী; অল্প ঝোলযুক্ত ব্যঞ্জন (রসা-রসা—রস-মরা নয়, কিছু রস আছে, এমন); মোটা দড়ি, কাছি। **রসারসি**—মজবুত করিয়া বাঁধিবার যোগ্য নানা ধরণের রজ্জু।

রসা—রসযুক্ত হওয়া, আর্দ্র হওয়া; প্রচুর রস যাহাতে (রসা কাঠাল); অল্প পচা (দো-রসা; গরমে রসে গেছে); প্রচুর রস যাহাতে (রসা কাঁঠাল); ইত্যাদি হইতে নিঃসৃত রস, রসানি।

রসাঞ্জন—(সং.) সুর্মা।

রসাতল—পৃথিবীর অধোভাগ, পাতাল; চরম ধ্বংস, বিনষ্টি (রসাতল করা; রসাতলে যাওয়া)।

রসাত্মক—রসপূর্ণ, রস-সমৃদ্ধ (বাক্য; 'রসাত্মকং কাব্যম')। **রসাধার**—জলাধার, তরল দ্রব্যের আধার; সূর্য। [বৃদ্ধি।

রসাধিক্য—শরীরে রসের অর্থাৎ কফের ভাবের

রসান—(সং. রসায়ন) স্বর্ণাদি মার্জন, অলঙ্কারে রং করিবার গন্ধকাদি-মিশ্রিত জল-বিশেষ, অলঙ্কার পালিশ করিবার শাণ (রসানে মাজিত; রসান দেওয়া); বাক্য বক্রকটাক্ষযোগে চটুল করা (রসান দেওয়া—ফোড়ন দেওয়া)।

রসানো—রসযুক্ত করা, রঙ্গরসযুক্ত করা (রসিয়ে বলা—রসপ্রাচুর্যে হৃদয়গ্রাহী করিয়া

বলা, বাক্যে রঙ্গরস যোজনা করা); মুগ্ধ করা, মজানো।

রসাবেশ—রসের সঞ্চার; রসতন্ময়তা।

রসাভাষ—রসপূর্ণ বাক্য-বিনিময়; বিশ্রম্ভালাপ।

রসাভাস—প্রকৃত রস নয়, রসের আভাসমাত্র, অনুচিত বিষয়ে রসবর্ণন, নীচ রস, রসসৃষ্টির অসার্থক প্রয়াস।

রসায়ন—জরা ও ব্যাধি-নাশক আয়ু-বর্ধক ঔষধ-বিশেষ; যাহা সঞ্জীবিত করে (হৃদয়-রসায়ন); রসায়ন-বিদ্যা, chemistry। **রসায়নজ্ঞ**—রসায়ন-বিদ্যায় অভিজ্ঞ।

রসাল—(সং.) আম্রবৃক্ষ (ইক্ষু, পনস, গোধূম ইত্যাদিও, কিন্তু বাংলায় এই সব অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না); রসযুক্ত, রসপ্রাচুর্য-হেতু চিত্তগ্রাহী। **রসালা**—জিহ্বা, দূর্বা, দ্রাক্ষা; দধি, গুড়, ঘৃত, মধু ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত উৎকৃষ্ট খাদ্য-বিশেষ; রসাল।

রাসালাপ—রসযুক্ত কথোপকথন; বিশ্রম্ভালাপ। **রসাস্বাদ, রসাস্বাদন**—রস উপভোগ; কাব্যের রস উপভোগ।

রসিক—রস-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, বিদগ্ধ; হাস্যরসিক। স্ত্রী. রসিকা। বি. রসিকতা—রঙ্গরস, তামাসা (রসিকতা করা)। **রসিকেশ্বর**—শ্রীকৃষ্ণ।

রসিদ—(ফা. রসীদ) প্রাপ্তির স্বীকার-পত্র, receipt।

রসিয়া—(বৈষ্ণব-সাহিত্যে ব্যবহৃত) রসিক, নাগর (অঙ্গনে আওব যব রসিয়া—বিদ্যাপতি)।

রসুই—(সং. রসবতী) রন্ধন (রসুই করা; রসুই-ঘর)। [রসুন], garlic।

রসুন, রস্থন—সুপরিচিত উগ্রবীর্য কন্দ (পেঁয়াজ;

রসুন—থামুন, অপেক্ষা করুন।

রসুল—(আ. রসূল) ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর; হজরত মুহম্মদ। **রসুলে-খোদা,-করিম**—হজরত মুহম্মদ।

রসেন্দ্র, রসেশ্বর—পারদ।

রসো—থাম, অপেক্ষা করো, বুঝিয়া দেখিতে দাও।

রসোত্তম—পারদ; দুগ্ধ; মুদ্গ।

রহ—অপেক্ষা কর (কাব্যে ব্যবহৃত)।

রহমত, রহমৎ—(আ. রহ্‌মৎ) ঐশ্বরিক করুণা (বহুবচন, একবচনে রহম—দেলে রহম নাই); (খোদার রহমৎ)।

রহমান—(আ. রহ্‌মান) করুণাময়, করুণাময় ঈশ্বর, না চাহিতেই যিনি জীবের জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব-কিছু দান করিয়াছেন। (রহিম দ্রঃ)।

রহস—(সং. রহস্য) হাস্য-পরিহাস, রঙ্গরস (প্রাচীন বাংলা)। **রহসি**—নির্জনে (ব্রজবুলি)।

রহস্য—(রহস+য) গোপনীয়, ভিতরকার কথা, গূঢ় তত্ত্ব; পরিহাস, কৌতুক (রহস্য করে বলা)। **রহস্য ভেদ**—ভিতরকার তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন। **রহস্যময়**—দুর্জ্ঞেয়। **রহস্যালাপ**—গোপনে প্রেমালাপ।

রহা—থাকা, অবস্থিতি করা, স্থির থাকা।

রহিত—(রহ্‌+ক্ত) বর্জিত, বিহীন (কাণ্ডজ্ঞান-রহিত)।

রহিম—(আ. রহীম) করুণাময়, করুণাময় ঈশ্বর, যিনি মানুষের অথবা সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা সার্থক করিয়া তুলিতে সাহায্য করেন।

রহিয়া বসিয়া—রয়ে বসে, ধীরে সুস্থে।

রা—রব, কথা (মুখে রা নেই)। **রা করা,-কাড়া**—কথা বলা, উত্তর দেওয়া।

রা—বহুবচন-জ্ঞাপক প্রত্যয় (জীব-বাচক বিশেষ্যের)।

রাই—(রাধিকা) রাধিকা। **রাইকিশোরী**—নবযুবতী রাধিকা।

রাই—(সং. রাজি) রাই-সরিষা। **রাই কুড়িয়ে বেল করা**—কণা কণা সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ-কিছু সৃষ্টি করা। **রাই-খাড়া**—রাইগাছের ডাঁটা।

রাইঅত, রাইয়ত, রায়ত—(আ. রা'ইয়ত) প্রজা। **রাইয়তওয়ারি বন্দোবস্ত**—সরাসরি রায়তদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত-মূলক ভূমি-ব্যবস্থা। **রাইয়তি**—প্রজাস্বত্ব; প্রজাগিরি। (রাইয়তদের সহিত ভূমি-ব্যবস্থা নানা ধরণের হইত,—উঠ্‌বন্দী, কোর্ফা, খোদ-কস্তা, পাইকস্তা, মোকররী ইত্যাদি)।

রাইন, রাইও, রাঁও—বড় পাতিল (প্রাদেশিক)।

রাইফেল—(ইং. rifle) দূর-পাল্লার বন্দুক-বিশেষ, সৈন্যদের দ্বারা ও বন্যপশু-শিকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

রাউত—রাজপুত, ক্ষত্রিয়; অশ্বারোহী সৈন্য; উপাধি-বিশেষ। [বাহাদুর)।

রাও—রায়, রাজা; উপাধি-বিশেষ (রাও

রাও—রব, শব্দ, রা। রাও করে না—কথা বলে না, নিরুত্তর (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

রাওয়ারাই—(ফা. রবারবী) সত্বর গমন, ছুটাছুটি (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

রাং, রাঙ, রাঙ্গ—(সং. রঙ্গ) ধাতু-বিশেষ, টিন। **রাং-ঝালা**—রাং ও সীসার মিশ্রণ দিয়া যে ঝালা দেওয়া হয়। **রাংতা, রাঙ্গতা**—রাং-নির্মিত হাল্‌কা সরু পাত, প্রতিমার অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয়।

রাংচিতা—(সং. রক্তচিত্রক, চিতাগাছ।

রাঁড়—(সং. রণ্ডা) বিধবা (গ্রাম্য); বেশ্যা (রাঁড়বাজ, রাঁড়খোর—ভব্য ভাষায় অপ্রচলিত)। **রাঁড় হয়ে ষাঁড় হওয়া**—বিধবা হওয়ার পরে সন্তান না হওয়ার জন্য ধর্মের ষাঁড়ের মত মোটাসোটা ও সঙ্কোচহীন হওয়া।

রাঁড়ি,-ড়ী—বিধবা। **কড়ে রাঁড়ী**—বাল-বিধবা।

রাঁধন—রন্ধন, রান্না। **রাঁধুনী**—পাচক, পাচিকা; রন্ধনে অভিজ্ঞা (যার হাতে খাই নাই, সে বড় রাঁধুনী)। **রাঁধুনে**—যে রান্না করে (রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা—রবি)।

রাঁধা—রন্ধন করা। **রাঁধাবাড়া**—রন্ধন ও পরিবেশন; রন্ধনের যাবতীয় কার্য। **রাঁধানো**—রান্না করানো। **রাঁধুনী**—রাঁধন দ্রঃ; রন্ধনের মসলা-বিশেষ।

রাকা—[রা (পরম শোভা দান করা)+ক+আ] পূর্ণিমা তিথি (রাকা চন্দ্র; রাকা নিশা; নব-ঋতুমতী স্ত্রী। **রাকাপতি, রাকেশ**—চন্দ্র।

রাক্ষস—(রক্ষ্‌+অস—যাহাদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হয়) নিশাচর; প্রাচীন অনার্য জাতি; নরখাদক জাতি; বিবাহ-বিশেষ (বলপূর্বক বিবাহ); অতিভোজী (মাছ খাওয়ার রাক্ষস); রক্ষঃ-সম্বন্ধীয় (রাক্ষস-বিবাহ)। স্ত্রী. **রাক্ষসী**—রাক্ষস জাতীয়া স্ত্রী; সায়াহ্নকাল (রাক্ষসী বেলা—দিবাভাগের শেষ তিন মুহূর্ত-কাল); চোর নামক গন্ধদ্রব্য; রাক্ষসের মত নিষ্ঠুর প্রকৃতির নারী। **রাক্ষসেন্দ্র**—রাক্ষস-দের রাজা, রাবণ (স্ত্রী. রাক্ষসেন্দ্রাণী)।

রাখন—রক্ষা করা (রাখন যায় না—পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)। **রাখনি,-নী**—রাখিবার বেতন; রাখালের বেতন; রক্ষাকার্য।

রাখা—রক্ষা করা, নষ্ট হইতে না দেওয়া। বিপদ হইতে রক্ষা করা, ত্রাণ করা, আশ্রয় দেওয়া (রাখা না রাখা তোমার হাত; 'কে রাখিবে কুলমান'; মুখ রাখা; কথা রাখা; প্রতিজ্ঞা রাখা; রাখ ও চরণে); ধারণ করা, (টিকি রাখা; দাড়ি রাখা); পালন করা, পোষণ করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা (ঘোড়া রাখা; একপাল মুরগী রেখেছে; মাঠে গরু রাখা; মেয়ে আর ঘরে রাখা যায় না, সামনে বছরে বিয়ে দিতেই হবে; শত্রুতা রাখা; ভয় রাখা; মনে রাখা); ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য বা বিক্রয়ের জন্য সঞ্চয় করা (চাল আর রাখা যাবে না, নষ্ট হয়ে যাবে; বহু টাকা রেখে গেছে; জমিজমা রাখা); স্থাপন করা (যথাস্থানে রাখা; মাথায় রাখা); রোধ করা, প্রকাশিত হইতে বা বাহিরে যাইতে না দেওয়া (বাঁধ দিয়ে জল রাখা; ধরে রাখা; পেটে রাখা); সেবায় নিযুক্ত করা বা সেবার জন্য পালন করা (চাকর রাখা; মোটর রাখা); পূর্বে বা যথাসময়ে সম্পাদন করা (করে রাখা; জেনে রাখা) ব্যবহার না করা, কাজে না লাগানো, পরিত্যাগ করা (তর্ক রাখ; রেখে দাও তোমাদের সেকেলে ধরণ-ধারণ); মান্য করা (বাপ-মায়ের কথা রাখা); দেওয়া (ছেলের নাম রাখা); বন্ধক রাখা; অবশিষ্ট রাখা (মেরে আর কিছু রাখবেনা, ঋণের শেষ রাখতে নেই)। **ফেলিয়া রাখা**—ব্যবহার না করা বা কাজে না লাগানো; অবহেলা করা। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি—কুল দ্রঃ।

রাখানো—তত্ত্বাবধান করানো, রক্ষা করানো।

রাখাল—(হি. রাখবাল) যে গরু, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু মাঠে চরায়। **রাখালরাজ**—রাখালদের রাজা, শ্রীকৃষ্ণ। **রাখালিয়া**—রাখালের, রাখাল-সম্পর্কিত। **রাখালি,-লী**—রাখালের কাজ; রাখালের বেতন।

রাখি,-খী—শ্রাবণী পূর্ণিমাতে দক্ষিণ হস্তের মণি-বন্ধে যে রঞ্জিত মঙ্গলসূত্র বাঁধা হয়; প্রীতিবন্ধনের স্মারক-সূত্র। **রাখী-পূর্ণিমা**—শ্রাবণী পূর্ণিমা, যখন রাখিবন্ধন-উৎসব পালন করা হয়। **রাখি-বন্ধন ভাই**—রাখি-বন্ধনের ফলে যাহাকে ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান করা হয়।

রাখোয়াল—রাখাল।

রাগ—(ইং. rug) পশমের মোটা কম্বল।

রাগ—[রন্‌জ্‌ (রং করা)+ঘঞ্‌] রক্তবর্ণ,

রঞ্জক দ্রব্য, রঞ্জন (অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত ; অরুণ-রাগ); অনুরাগ, প্রেম, প্রণয়, মমতা (পূর্বরাগ ; রাগদ্বেষশূন্য) ; বিষয়-ভোগেচ্ছা ; উৎসাহ ; দ্বেষ ; (সঙ্গীতে) সুরের বিন্যাস-বিশেষ (ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী) ; ক্রোধ (রাগ করা ; বড় রাগ হয়েছে) ; ঝাঁঝ, তেজ (চূণের রাগ নষ্ট হয়ে গেছে)। **রাগচূর্ণ**—ফাগ। **রাগমালা**—পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রাগ তালযোগে গান করা। **রাগসূত্র**—তুলাদণ্ডের সূত্র। **রাগী**—কোপন-স্বভাব। **রাগ পড়া**—ক্রোধ প্রশমিত হওয়া বা না থাকা। **রাগ-রাগ মুখ**—ক্রুদ্ধ ভাব। **রাগে গরগর করা**—ক্রোধ সঞ্চারের ফলে মনে মনে অতিশয় ক্ষুব্ধ হওয়া। **রাগের মাথায় বলা**—ক্রোধের উত্তেজনায় বলিয়া ফেলা। **রাগ সামলানো**—ক্রোধ দমন করা।

রাগা—ক্রুদ্ধ হওয়া (রেগে আগুন)। **রেগে মেগে**—ক্রুদ্ধ ও অধৈর্য হইয়া। **রাগানো**—ক্রুদ্ধ করা, চটানো।

রাগান্বিত—ক্রুদ্ধ (অসাধু, কিন্তু বহুল-প্রচলিত)। **রাগারুণ**—রক্তবর্ণে রঞ্জিত, রক্তিম।

রাগিণী—(সঙ্গীতে) সুরবিন্যাস-পদ্ধতি বিশেষ (ভৈরবী রাগিণী) ; সঙ্গীত, সুর (রাগিণী ধরেছে ; তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা—রবি)।

রাঘব—(রঘু+ষ্ণ) রামচন্দ্র ; রাঘব বোয়াল। **রাঘব বোয়াল**—বৃহৎ বোয়াল-মৎস্য-বিশেষ ; সর্বগ্রাসী ; অতিশয় ঔদরিক। **রাঘবারি**—রাবণ।

রাঙ, রাঙতা—রাং দ্রঃ।

রাঙা, রাঙ্গা—রক্তবর্ণ ; অলক্তক-রঞ্জিত (রাঙা পা দুখানি) ; ফরসা রঙের, গৌরবর্ণ (রাঙা বৌ ; রাঙা মুখ)। **রাঙানো**—রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা বা ছোপানো (তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া—রবি) ; অনুরাগ (প্রেম ইত্যাদির রঙে রঞ্জিত করা)। **চোখ রাঙানো**—ক্রোধে চোখ রক্তবর্ণ করা, চোখের ভঙ্গিতে ক্রোধ প্রকাশ করা।

রাজ—[রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্] রাজা, প্রভু, অধিপতি (নিষাদরাজ ; কাশীরাজ) ; শ্রেষ্ঠ (পক্ষিরাজ ; পণ্ডিতরাজ) ; রাজমিস্ত্রি (রাজমজুর—রাজমিস্ত্রি ও তাহাদের সহকারী মজুর)। **রাজ-আজ্ঞা**—রাজার বা রাজশক্তির নির্দেশ। **রাজক**—রাজসমূহ ; শাসনকর্তা ; দীপ্তিশালী। **রাজকবি**—রাজসভার কবি, poet-laureate। **রাজকর**—রাজস্ব। **রাজকর্ম,-কার্য**—সরকারী চাকরী। **রাজকীয়**—রাজ-সম্বন্ধীয় (রাজকীয় পোষাক রাজকীয় ক্ষমতা)। **রাজকুমার**—রাজ-পুত্র। **রাজকুল**—রাজার বংশ—বিচারালয় (রাজকুলে নিবেদন করা) ; রাজগণ। **রাজকোষ**—রাজার বা রাজ্যের অর্থভাণ্ডার। **রাজগদী**—রাজতক্ত, রাজপদ। **রাজগাঁড়**—উদরের অভ্যন্তরের স্ফোটক-বিশেষ। **রাজ-গামী**—উত্তরাধিকারীর অভাবে যে ধন-সম্পত্তি রাজাতে বর্তে। **রাজগি**—রাজপদ। **রাজ-গুরু**—রাজার ধর্মগুরু। **রাজগৃহ**—রাজবাটী ; পাটনার নিকটবর্তী বৌদ্ধ তীর্থস্থান-বিশেষ। **রাজগ্রীব**—ফলুই মাছ। **রাজচক্রবর্তী**—সম্রাট্। **রাজচিহ্নক**—উপস্থ। **রাজছত্র** রাজার মস্তকে যে ছত্র ধারণ করা হয় ; রাজশক্তি। **রাজজঙ্গল**—জঙ্গলপূর্ণ সরকারি পতিত জমি। **রাজজম্বু**—গোলাপজাম। **রাজজোটক**—রাশি প্রভৃতির দিক দিয়া বরকন্যার শ্রেষ্ঠ সুসংযোগ ; (ব্যঙ্গে) সমানে সমানে যোগ, দুই সমান ধড়িবাজের সংযোগ। **রাজটীকা,-তিলক**—রাজ্যাভিষেক-কালে রাজার ললাটে যে তিলক দেওয়া হয় ; রাজচিহ্ন (তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল—রবি)। **রাজতক্ত**—সিংহাসন। **রাজতন্ত্র**—রাজা শাসন ; রাজার শাসনাধীন রাজ্য। **রাজত্ব**—রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন ; সর্বময় কর্তৃত্ব। (রাজত্ব পেয়ে গেছ আর কি)। **রাজদণ্ড**—রাজশক্তির তরফ হইতে দত্ত শাস্তি ; রাজার করধৃত দণ্ড, রাজশক্তি ; ললাটের ঊর্ধ্ব রেখা-বিশেষ। **রাজদত্ত**—রাজা যাহা দান করেন (উপাধি-আদি)। **রাজদন্ত**—সম্মুখের চার দাঁত। **রাজ-দম্পতি**—রাজা ও রাণী। **রাজদরবার**—সচিবাদি-সমেত রাজার সভা ; আদালত। **রাজ-দূত**—রাজার বাণী-বাহক দূত, বৈদেশিক রাজ্যে রাজপ্রতিনিধি, ambassador। **রাজ-দুলালী**—রাজপুত্রী। **রাজদ্রোহ**—রাজার বা রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। **রাজদ্বার**—

বিচারালয় ; রাজার দরবার। **রাজধর্ম**—রাজার প্রজাপালন-বিষয়ক কর্তব্য। **রাজধানী,-ধানিকা**—রাজ্যের প্রধান নগরী। যেখানে রাজা বা রাষ্ট্রপতি বাস করেন। **রাজনয়**—রাজ্যপরিচালন-নীতি। **রাজনামা**—রাজাদের পরিচয়-লিপি ; কোন দেশের বা বংশের রাজাদের নামের তালিকা। **রাজনীতি**—রাজ্যশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিসমূহ, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ইত্যাদি। **রাজনীতিজ্ঞ**—রাষ্ট্র-পরিচালনা বিষয়ে অভিজ্ঞ। **রাজন্য**—সামন্ত রাজা (রাজন্যবর্গ) ; ক্ষত্রিয় ; রাজপুত্র। **রাজপত্র**—ছাড়পত্র। **রাজপথ**—যান-বাহন চলাচলের উপযোগী প্রশস্ত পথ (চল্লিশ হস্ত চওড়া)। **রাজপাট**—সিংহাসন। **রাজপুত**—ভারতের বর্তমান ক্ষত্রিয়জাতি (স্ত্রী. রাজপুতানী)। **রাজপুতানা**—মধ্য-ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, রাজস্থান। **রাজপুত্র**—রাজকুমার ; রাজপুত (স্ত্রী. রাজপুত্রী)। **রাজপুরুষ**—সরকারী কর্মচারী ; পুলিশ। **রাজপুষ্প**—নাগকেশর ফুলের গাছ। **রাজপ্রসাদ**—রাজার অনুগ্রহ। **রাজপ্রাসাদ**—রাজার ও রাজ-পরিবারের বাসগৃহ। **রাজফল**—পটোল। **রাজবংশী**—হিন্দুজাতি-বিশেষ, জেলে জাতির শ্রেণী-বিশেষ। **রাজবংশীয়**—রাজকুলোদ্ভব। **রাজবর্ত্ম,-মার্গ**—রাজপথ। **রাজবলা**—গন্ধভাদালে। **রাজবল্লী**—উচ্ছে। **রাজবাহ**—অশ্ব ; রাজহস্তী। **রাজবাহ্য**—হস্তী ; রাজার বহন-যোগ্য। **রাজবিদ্যা**—অধ্যাত্মবিদ্যা। **রাজবিদ্রোহী**—রাজদ্রোহী, রাজার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচারী। **রাজবিধি**—আইন। **রাজবিপ্লব**—রাজ-শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্তন, revolution। **রাজবৃত্ত**—রাজার চরিত্র ; রাজার কর্তব্যাদি ; ন্যায়পথে অর্থের উপার্জন বৃদ্ধি ও রক্ষা এবং সৎপাত্রে দান। **রাজবেশ**—রাজোচিত বেশ ; জমকালো বেশ। **রাজভয়**—রাজরোষের ভয় ; পুলিশের ধরপাকড়ের ভয়। **রাজভাগ**—রাজার বা ভূস্বামীর প্রাপ্য শস্যের অংশ। **রাজভাষা**—রাজকার্যের ভাষা। **রাজভোগ**—রাজার যোগ্য খাদ্য-পানীয় ; রাজার মত সুখসমৃদ্ধি ; মিষ্টান্ন-বিশেষ। **রাজমজুর**—রাজ ও মজুর।

রাজমণ্ডল—দ্বাদশবিধ রাজা (অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরিমিত্রের মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহাসার, আক্রন্দাসার, বিজিগীষু, মধ্যম ও উদাসীন)। **রাজমন্ত্রী**—রাজ্যশাসনে রাজার মন্ত্রণাদাতা। **রাজমহল**—রাজপ্রাসাদ, রাজান্তঃপুর ; সাঁওতাল-পরগণার অঞ্চল-বিশেষ। **রাজমহিষী**—পাটরাণী, রাজার স্ত্রী। **রাজমান্য**—রাজাকে অথবা ভূস্বামীকে দেওয়া নজর। **রাজমিস্ত্রি**—রাজ, যে শিল্পী পাকাবাড়ী তৈয়ার করে, mason। **রাজমুকুট**—রাজা যে শিরোভূষণ ব্যবহার করেন, crown। **রাজযান**—শিবিকা। **রাজযক্ষ্মা**—ক্ষয়-রোগ। **রাজযোগ**—যোগপদ্ধতি-বিশেষ, পরম সত্তাকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ; গ্রহ-নক্ষত্রাদির শুভ অবস্থান-বিশেষ (ইহাতে জন্মিলে জাতক রাজা বা রাজার মত প্রভাবশালী হয়)। **রাজযোটক**—বর ও কন্যার রাশি প্রভৃতি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ সুসংগতি-বিশেষ। **রাজরাজড়া, রাজারাজড়া**—রাজা ও সামন্তরাজবর্গ, রাজা ও তৎতুল্য লোক, বড়লোকের দল। **রাজরাজেশ্বর**—সম্রাট্। রাজরাজেশ্বরী—সম্রাজ্ঞী ; অতুল ঐশ্বর্যশালীর গৃহিণী ; দশ মহাবিদ্যার মূর্তি-বিশেষ। **রাজরাণী**—রাজার রাণী ; ঐশ্বর্যশালীর গৃহিণী। **রাজলক্ষণ**—রাজশক্তির চিহ্নাদি ; ভবিষ্যতে রাজা হইবে, সেইরূপ শরীরের চিহ্নাদি। **রাজলক্ষ্মী**—রাজ্যের সৌভাগ্য-দেবতা। **রাজলেখ্য**—রাজার স্বাক্ষরিত আদেশপত্র বা সরকারী নির্দেশপত্র। **রাজশক্তি**—রাষ্ট্রের শক্তি ; রাজ্য-পরিচালন-ক্ষমতা। **রাজশফর**—ইলিশ মাছ। **রাজশাসন**—রাজার নির্দেশ। **রাজশেখর**—রাজচক্রবর্তী ; সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার। **রাজষষ্ঠ**—উৎপন্ন শস্যের রাজার প্রাপ্য ষষ্ঠাংশ। **রাজসদন**—রাজার বাড়ী, রাজসমীপ, রাজদরবার। **রাজসম্পদ**—রাজার ঐশ্বর্য ; অতুল ঐশ্বর্য। **রাজসর্ষপ**—রাই-সরিষা।

রাজসাক্ষিক—যে লেখ্য রাজার লিপিকরের দ্বারা লিখিত ও বিচারালয়ের অধ্যক্ষের হস্ত ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত, বাদশার পাঞ্জাযুক্ত দলিল, রেজেষ্ট্রী দলিল। **রাজসাপ**—বিষধর সর্প-বিশেষ, শঙ্খচূড়। **রাজসারস**—ময়ূর। **রাজসূয়**—সম্রাটের

দ্বারা সম্পাদ্য প্রাচীন যজ্ঞ-বিশেষ। **রাজসেবা**—সরকারী চাকুরী। **রাজস্ব**—রাজার প্রাপ্য ধন, রাজকর। **রাজস্বসচিব**—রাজার আয়-ব্যয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। **রাজহংস**—সুপরিচিত বৃহৎ হংস, ইহাদের ঠোঁট ও পা লাল ও রং শাদা (স্ত্রী. রাজহংসী)। **রাজহন্তা**—রাজার হত্যাকারী। **রাজহস্তী**—রাজা যে হস্তীতে আরোহণ করেন।

রাজস, রাজসিক—রজোগুণ-প্রধান অথবা রজোগুণ হইতে উদ্ভূত ; গৌরব, দম্ভ, অভিমান ইত্যাদির চরিতার্থতার জন্য যে কার্য করা হয়। (রাজস আহার ; রাজসিক কর্ম)।

রাজা—[রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া) + অন] প্রকৃতি-রঞ্জক, দীপ্তিশীল, নৃপতি, ক্ষত্রিয়, প্রভু (বনের রাজা), বিত্তশালী (তারা রাজা লোক, তাদের কথা আলাদা) ; শ্রেষ্ঠ (ল্যাংড়া আমের রাজা)। **রাজা-উজীর মারা**—নিজের ক্ষমতা-আদি সম্বন্ধে বাহাদুরীপূর্ণ গল্প করা। **রাজা করা**—রাজপদে অভিষিক্ত করা ; মহিমান্বিত করা (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে—আমার কথা শুনে আমাকে রাজা করে দিয়েছ আর কি)। **রাজা-রাজরা**—রাজরাজড়া দ্রঃ। **রাজার হাল**—অতিশয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। বি. রাজাই—রাজাগিরি, রাজত্ব।

রাজা—শোভা পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া (কাব্যে ব্যবহৃত)।

রাজাজ্ঞা—রাজার হুকুম। **রাজাধিরাজ**—সম্রাট্, সার্বভৌম রাজা। **রাজানুকম্পা**—রাজার দয়া বা অনুগ্রহ। **রাজান্তঃপুর**—রাজার অন্তঃপুরিকাদের মহল।

রাজ্জির, রাজ্যের—প্রভূত, ইয়ত্তাহীন।

রাজি,-জী—(রাজ + ই) শ্রেণী ; সমূহ (তরু-রাজি, মুক্তারাজি) ; রেখা (রোমরাজি, ভস্মরাজি)।

রাজিত—(রাজ্ + ক্ত) বিরাজিত, শোভিত, দীপ্ত।

রাজী—(আ. রাদী) সম্মত, ইচ্ছুক, স্বীকৃত (রাজী করা ; রাজী থাকা)। **রাজীনামা**—মোকদ্দমার আপোষ-নিষ্পত্তি সম্বন্ধে বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষের আদালতের কাছে স্বীকৃতিসূচক দরখাস্ত। **রাজী রগবত**—স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সম্মতি। **নিমরাজী**—অর্ধ-সম্মত, অনেকটা সম্মত।

রাজীব—(রাজী + ব) পদ্ম (রাজীবলোচন) ; (বৃহৎ মৎস্য, হরিণ-বিশেষ, হস্তী, সারস ইত্যাদি অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)।

রাজে—বিরাজ করে, শোভা পায় (কাব্যে ব্যবহৃত)।

রাজেন্দ্র—রাজার রাজা, সম্রাট্। স্ত্রী. রাজেন্দ্রাণী।

রাজোপজীবী—জীবিকার জন্য রাজার উপরে নির্ভরশীল, রাজার অন্নে পালিত।

রাজ্ঞী—রাজমহিষী ; রাণী।

রাজ্য—(রাজন্ + ষ্য) রাষ্ট্র ; দেশ।

রাজত্ব—রাজার অধিকার, রাষ্ট্র, দেশ, লক্ষ গ্রামের আধিপত্য। **রাজ্যতন্ত্র**—রাষ্ট্রের শাসন-প্রণালী। **রাজ্যভার**—রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব। **রাজ্য-সংস্থিতি**—রাজ্যের শৃঙ্খলা।

রাজ্যাঙ্গ—রাজ্যের আবশ্যক অঙ্গ, component parts of the state (স্বামী, মন্ত্রী, সুহৃৎ, ধন, দেশ, দুর্গ, সৈন্য, প্রকৃতি, তপস্বী বা পুরোহিত—রাজ্যের এই নয় অঙ্গ)।

রাজ্যাধিকার—রাজ্যের অধিকার বা স্বামিত্ব (বি. রাজ্যাধিকারী)। **রাজ্যাভিষেক**—বিধিবদ্ধভাবে রাজপদে প্রতিষ্ঠাপন।

রাজ্যির, রাজ্যের—রাজ্যশুদ্ধ, প্রচুর, অনেক (কথা ভাষায় ব্যবহৃত)।

রাজ্যেশ্বর—রাজা (স্ত্রী. রাজ্যেশ্বরী)। **রাজ্যোপকরণ**—রাজত্ব করার উপকরণ, ছত্রদণ্ডাদি।

রাড়,-ঢ়—গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ ভূভাগ, বর্ধমান বিভাগ ; অসভ্য, উগ্র প্রকৃতির (রাড় চোয়াড়)। **রাঢ়ী, রাঢ়ীয়**—রাঢ়-দেশীয়।

রাঢ়ি,-ঢ়ী—রাঁড়ী দ্রঃ।

রাণা—(সং. রাজা) মিবারের রাজাদিগের উপাধি।

রাণা,-না—(ফা. রান) পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটের দুই পাশের উঁচু দাঁড়া বা আল ; চাতাল, গৃহ-সংলগ্ন বাঁধানো খোলা জায়গা।

রাণী,-নী—রাজ্ঞী, মহিষী, রাজার স্ত্রী ; রাজ্ঞীর মত মহীয়সী ; বালিকার আদরের ডাক-নাম। **রাণু**—রাণী (আদরে) ; বালিকার ডাক-নাম।

রাণ্ডী—রাঁড়ী, বিধবা (অবজ্ঞার্থক)।

রাত—রাত্রি। **রাত করা**—অধিক রাত্রি যাপন করা (রাত করে আসা, রাত করে খাওয়া) (**রাত কাটানো**—রাত্রি যাপন করা। **রাতকানা**—রাত্রে যে চোখে দেখে না।

রাতচোরা—নিশাচর পক্ষী, বাদুড়, পেচক প্রভৃতি। **রাত জাগা**—অনেক রাত্রি পর্যন্ত না ঘুমানো ; বিনিদ্র ('রাত-জাগা এক পাখী')। **রাত-দিন**—সব সময়। **রাত-বেরাত**—রাত্রির মত অসুবিধাজনক সময়, গভীর রাত্রি (রাত-বেরাতে দরকার হলে পাব কোথায় ?)। **রাতভোর**—(হি. রাতভর) সমস্ত রাত্রি। **রাত হওয়া**—অধিক রাত্রি হওয়া (আসতে রাত হবে)।

রাতা—(সং. রক্ত) রক্তবর্ণ (চঞ্চু কৈলি রাতা—কবিকঙ্কণ ; 'রাতা উৎপল') ; মোরগ (পূর্ববঙ্গে—মাথার লালফুলের জন্য ?)।

রাতারাতি—রাত্রির মধ্যে ; লোক-জানাজানি হইবার পূর্বেই ; অল্প সময়ে (এ সব কাজ রাতা-রাতি হবার মত নয়)।

রাতি—রাত্রি (কাব্যে ব্যবহৃত)।

রাতিব—(আ. রাতিব—দৈনিক বরাদ্দ, ভাতা) নিয়মিত সরবরাহের বন্দোবস্ত (দুধ রাতিব দেওয়া বা করা—পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

রাতুল—(রক্ততুল্য) রক্তবর্ণ, রক্তোৎপলবর্ণ (রাতুল চরণে)।

রাত্র—সমাসান্ত 'রাত্রি' রাত্র হয় (ত্রিরাত্র, দিবা-রাত্র)। (বাংলায় 'দিবারাত্রি'ও ব্যবহৃত হয়, কথ্য ভাষায় পূর্ববঙ্গে 'রাইত', 'রাত্র' ব্যবহৃত হয়, পশ্চিমবঙ্গে 'রাত', 'রাত্তির' ব্যবহৃত হয়—তেরাত্তির পোয়াবে না)।

রাত্রি, রাত্রী—[রা (বিশ্রাম দান করা) + ত্রিপ্] রজনী, নিশা। **রাত্রিকর**—চন্দ্র। **রাত্রিকাল**—রাত্রি, রাতের বেলা। **রাত্রিচর, রাত্রিঞ্চর**—নিশাচর, চোর, রাক্ষস, নিশাচর পশুপক্ষী প্রভৃতি। **রাত্রিজল**—শিশির। **রাত্রি জাগরণ**—যে রাত্রিকালে জাগিয়া থাকে, কুকুর। **রাত্রিন্দিব**—রাতদিন, সর্বদা। **রাত্রি-পর্যুষিত**—রাতবাসী, বাসী। **রাত্রিবাস**—রাত্রি যাপন ; রাত্রিতে যে কাপড় পরা হইয়াছিল অথবা পরা হয় (সং. রাত্রি বাসঃ)। **রাত্রিভোর**—সারারাত। **রাত্রি-মণি**—চন্দ্র। **রাত্রিবেদী**—যে রাত্রির অবসান জানায়, কুক্কুট। **রাত্রিহাস**—শ্বেতোৎপল। **রাত্র্যন্ধ**—রাতকাণা।

রাদ্ধ—(রাধ্ + ক্ত) সিদ্ধ, সম্পন্ন, পক্ব। **রাদ্ধান্ত**—সিদ্ধান্ত, মীমাংসা। **রাধন**—সাধন, সন্তোষণ ; ভাষণ ; পূজা। স্ত্রী. রাধনা।

রাধা—বিশাখা নক্ষত্র ; স্বনামধন্যা গোপী, কৃষ্ণ-প্রেয়সী ; বিদ্যুৎ ; আমলকী ; কর্ণের মাতা। **রাধাকৃষ্ণ**—রাধা ও কৃষ্ণ ; অপরাধ বা পাপ খণ্ডনের জন্য বৈষ্ণবের সদা-স্মরণীয় যুগল নাম (রাধাকৃষ্ণ বল)। **রাধাকান্ত,-নাথ,-বল্লভ,-মাধব,-রমণ**—শ্রীকৃষ্ণ। **রাধা-চক্র**—সুদর্শন চক্র। **রাধা-পদ্ম**—সূর্যমুখী ফুল। **রাধা-তনয়,-সুত**—কর্ণ। **রাধা-বল্লভী লুচি**—বড় আকারের লুচি-বিশেষ। **রাধিকা**—রাধা। **রাধিকা-রঞ্জন,-রমণ**—শ্রীকৃষ্ণ। [কর্ণ।

রাধেয়—(রাধা + ষ্ণেয়) রাধার পালিত পুত্র,

রান—(ফা. রান) উরু (খাসীর রান ; মুর্গীর রান চিবোনো)। **রান-ফাড়া করা**—দুই রান শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করা (গ্রাম্য শাসানি)।

রানা—রাণা দ্রঃ। রানী—রাণী দ্রঃ।

রান্ধন—রন্ধন (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)। **রান্ধা**—রন্ধন করা। **রান্ধাবাড়া**—রান্নাবাড়া, রন্ধন ও পরিবেশন।

রান্না—রন্ধন (পশ্চিম বঙ্গে সুপ্রচলিত) ; রন্ধিত (রান্নাভাত)। **রান্নাঘর**—পাকশালা, হেঁশেল। **রান্নাবাড়ী**—বাড়ীর যে অংশে রন্ধন করা হয়। রান্নাঘর। **রান্নাবান্না**—রন্ধন-পরিবেশনাদি।

রাব—[রু (শব্দকরা) + ঘঞ্] শব্দ, রব, কোলাহল (মহারাব ; মধুপ-রাব)।

রাব—মাতগুড় (তামাক মাখায় ব্যবহৃত হয়)।

রাবড়ি,-ড়ী—ঘন-করা দুধ ও চিনি দিয়া প্রস্তুত সুপরিচিত মিষ্টান্ন।

রাবণ—(রু + নিচ্ + অন) লঙ্কাধিপতি দশানন। **রাবণের চিতা**—মনের যে শোক অথবা দুঃখ কখনও নির্বাপিত হয় না। **রাবণগঙ্গা**—সিংহলের নদী-বিশেষ। **রাবণচ্ছত্র**—সামুদ্রিক মৎস্য-বিশেষ, medusa। **রাবণ-পুরী**—(রাবণের একলক্ষ পুত্র ও সওয়া লক্ষ নাতি ছিল, তাহা হইতে) আত্মীয়স্বজনপূর্ণ বিরাট পরিবার (কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার্থক)। **রাবণারি**—রামচন্দ্র। **রাবণি**—(রাবণ + ফি) রাবণ-পুত্র, মেঘনাদ।

রাবিশ—(ইং. rubbish) পাকাবাড়ীর পরিত্যক্ত পলস্তারা, সুরকি-ভাঙা ইট প্রভৃতি ; আবর্জনা (রাবিশ মাল—অসার ও অব্যবহার্য বস্তু)।

রাবী—(আ. রাবী) বর্ণনাকারী ; হজরত মোহম্মদের কর্মের অথবা উক্তির প্রবক্তা।

রাম—[রম্ (ক্রীড়া করা) + ঘঞ্] রামায়ণ-বর্ণিত রামচন্দ্র, বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ ; পরশুরাম ; ভক্তের প্রিয় আরাধ্য দেবতা ; কলুষনাশন (রাম বল) ; বৃহৎ (রামছাগল ; রামদা ; রামশিঙ্গা) ; তুচ্ছ, অপদার্থ (বোকা-রাম ; হাঁদারাম) ; সাধারণ (রাম-শ্যাম-যদু, —তুচ্ছার্থে রামা-শ্যামা)। **রামকড়ি**—বড় কড়ি-বিশেষ, কিরাত-জাতীয় লোকেরা কাণে পরিত। **রামকরী,-লী,-কিরী,-কৌরী,-কেলী**—রাগিণী-বিশেষ। **রামকর্পূর**—সুগন্ধ তৃণ-বিশেষ। **রামকলা,-কদলী**—লালবর্ণ কলা-বিশেষ। **রামকান্ত**—উত্তম-মধ্যম দিবার লাঠি বা জুতা (রামকান্ত-পেটা করা)। **রামকুঁড়ে**—পাতার ক্ষুদ্র কুটীর। **রামখড়ি**—শাদা খড়িমাটি-বিশেষ, পূর্বে হাতে-খড়ির সময় শিশুরা ব্যবহার করিত। **রামখিলিকা**—সাধুসন্ন্যাসীর আলখাল্লা। **রামগিরি**—চিত্রকূট পর্বত। **রামগীতা**—অধ্যাত্ম-রামায়ণে লক্ষ্মণের প্রতি রামের আধ্যাত্মিক উপদেশ-বিশেষ। **রামঘুঘু**—বড় ঘুঘু-বিশেষ। **রামচন্দ্র**—চন্দ্রের মত আনন্দ-দায়ক রাম। **রামচাকী**—রামনামের ছাপ-দেওয়া সন্দেশ-বিশেষ ; নাগরদোলা ; বড় করতাল-বাদ্য। **রামছাগল**—বড় ছাগল-বিশেষ ; মহামূর্খ। **রামঝিঙ্গা**—ধুঁদুল। **রামদা**—পাঁঠা কাটার বড় অস্ত্র-বিশেষ। **রামধনু,-ধনুক**—ইন্দ্রধনু। **রামনবমী**—চৈত্র মাসের শুক্লা-নবমী, রামের জন্মতিথি (ভারতের বহুস্থানে এই তিথিতে বড় রকমের উৎসব হয়—কথ্য, রামনউমী, রামনৌমী। **রামপাখী**—(লোভনীয় পাখী) কুক্কুট। **রামবল্লভ**—ভূর্জপত্র। **রামমাটি**—তিলক কাটিবার হরিদ্রা-বর্ণের মাটি-বিশেষ। **রামযাত্রা**—রাম-চরিত-বিষয়ক যাত্রা-অভিনয়। **রামরহিম**—হিন্দুর উপাস্য ও মুসলমানের উপাস্য। **রামরাজ্য**—রামরাজ্যের মত সুবিচারপূর্ণ ও শৃঙ্খলাযুক্ত রাজ্য ; ধর্মরাজ্য ; আদর্শ রাজ্য। **রাম রাম**—ঘৃণা, অনুতাপ ইত্যাদি সূচক উক্তি ; নমস্কারের উক্তি (রাম রাম, বাবুজী)। **রামলীলা**—রামচরিত-বিষয়ক অভিনয়-বিশেষ। **রামশিঙ্গা**—বড় শিঙ্গা-বিশেষ। **রামসালিক,-শালিক**—দীর্ঘচঞ্চুযুক্ত বৃহৎ পক্ষী-বিশেষ। **রামাইৎ, রামায়ৎ**—রামানন্দ প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিশেষ।

রামানন্দ—সুপ্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক, কবীরের গুরু। **রামানন্দী**—রামানন্দ-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, রামাইত।

রামানুজ—দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ধর্মপ্রবর্তক, ১০১৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম। **রামানুজী**—রামানুজ-প্রবর্তিত সম্প্রদায়।

রামায়ণ—বাল্মীকি-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য ও ধর্মগ্রন্থ।

রামা-শামা—(তুচ্ছার্থে) রাম-শ্যামের মত সাধারণ লোক (এ রামা-শামার কাজ নয় ; তুলনীয়—Tom, Dick and Harry)।

রায়—(সং. রাজন্ ; প্রা. রায়) রাজা ; রাজার মত সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ; শ্রেষ্ঠ (যদু রায়) ; উপাধি-বিশেষ।

রায়—(আ. রায়) মত, সিদ্ধান্ত, বিচারপতির সিদ্ধান্ত ও আদেশ (জজের রায়)।

রায়জাদা—প্রভাবশালী রায়ের পুত্র ; রাজপুত্র।

রায়ট—(ইং. riot) দলবদ্ধ ভাবে খুন-জখমি, লুটতরাজ ; শান্তিভঙ্গ।

রায়ত—রাইয়ত দ্রঃ।

রায়বাঁশ—দীর্ঘ বর্শা-বিশেষ। **রায়-বাঁশিয়া, রায়বেঁশে**—রায়-বাঁশধারী লাঠিয়াল-বিশেষ।

রায়বাঘিনী—উগ্র-স্বভাবা নারী, দজ্জাল মেয়ে-লোক (রায়বাঘিনী শাশুড়ী) ; বীর্যবতী অস্ত্র-ধারণক্ষমা নারী। **রায়বার**—রাজার বার্তা ; যশোগাথা (প্রাচীন বাংলা)। **রায় বাহাদুর**—ইংরেজ-আমলে পদস্থ হিন্দুর উপাধি-বিশেষ (তুলনীয় খানবাহাদুর)। **রায়ভাট**—রাজার স্তুতি-পাঠক (রেয়োভাট দ্রঃ)। **রায়-ভাটা, টী**—নদীর অল্প স্রোতযুক্ত কোল বা আওড়। **রায়রায়াঁ,-রায়ান**—মুসলমান-আমলে উচ্চপদস্থ হিন্দুর উপাধি-বিশেষ।

রাশ—রাশি, স্তূপ, গাদা (একরাশ তরিতরকারি ;

একরাশ ময়দা মাখতে হবে—কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা-ব্যঞ্জক); সাধারণ, প্রচলিত (রাশ দই: রাশ ধান—ভালমন্দে মিশানো ধান।

রাশ—(সং. রাশি) রাশি। **রাশনাম**—রাশি অনুযায়ী অপ্রচলিত নাম। **রাশভারী**—গম্ভীর প্রকৃতির, যাহার প্রকৃতি এমন যে, লোকে তাহাকে সমীহ করিয়া চলে (বিপ. রাশ-পাত্‌লা)।

রাশ,-স—(সং. রশ্মি; আ. রাস্) অশ্ব-বল্‌গা; নিয়ন্ত্রণ। **রাশ টানিয়া ধরা**—লাগাম টানিয়া ঘোড়াকে বেগে যাইতে না দেওয়া; প্রবৃত্তি, খেয়াল ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা। **রাশ মানে না**—রাশ টানিয়া ধরা সত্ত্বেও বেগে ছোটে, শাসন বা নিয়ন্ত্রণ মানে না।

রাশি—[অশ্ (ব্যাপা)+ইন্] পুঞ্জ, স্তূপ, গাদা; (গণিতে) সংখ্যা, number, quantity; ত্রৈরাশিক; এক রাশিকে অন্য রাশি দিয়া ভাগ করা; জ্যোতিষ-চক্রের দ্বাদশ অংশ (মেষ, বৃষ, মিথুনাদি)। **রাশিচক্র**—মেষাদি দ্বাদশ রাশি-যুক্ত চক্র, zodiac। **রাশিত্রয়**—ত্রৈরাশিক, rule of three। **রাশিনাম**—রাশনাম। **রাশিভোগ**—সূর্যাদি গ্রহের রাশিচক্র-পথে ভ্রমণকালে মেষবৃষাদি রাশির উপরে প্রভাব বিস্তার। **রাশি রাশি**—প্রভূত। **রাশি-সন্দেশ**—অল্প ছানাযুক্ত সাধারণ সন্দেশ। **রাশিস্থ**—মেষাদি রাশিতে অবস্থিত (গ্রহ)। **রাশীকরণ**—পুঞ্জীভূত করা। **রাশীকৃত**—পুঞ্জীভূত, জমা-করা।

রাষ্ট্র—[রাজ (দীপ্তি পাওয়া)+ষ্ট্রন্] রাজ্য; দেশ, এক শাসনযুক্ত দেশ, State (**রাষ্ট্রপতি**—রাজা, সম্রাট্, গণতন্ত্রের নির্বাচিত অধ্যক্ষ, President। **রাষ্ট্রবিপ্লব,-ভঙ্গ**—রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন বা বিপর্যয়, অরাজকতা, revolution); ব্যাপক প্রচার (সাধারণতঃ গোপনীয় বিষয়ের—সব রাষ্ট্র করে দিয়েছে); ঘোষিত, বিদিত (সে যে আর বেঁচে নেই, এই কথাই সর্বত্র রাষ্ট্র)। বিণ. রাষ্ট্রিক, রাষ্ট্রীয়—রাষ্ট্র বা রাজ্য সম্বন্ধীয় (রাষ্ট্রিক অধিকার)। **রাষ্ট্রি_য়, রাষ্ট্রীয়**—রাজ-শ্যালক (সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত)।

রাস—[রস্ (শব্দ করা)+ঘঞ্] কোলাহল, গোলমাল; কার্তিকী পূর্ণিমায় গোপীকাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যলীলা। **রাসপর্ব**—রাস-উৎসব। **রাসবিহারী**—শ্রীকৃষ্ণ। **রাস-মণ্ডল**—রাসলীলার জন্য চক্রাকারে অবস্থিত গোপীগণ। **রাসযাত্রা**—রাস-উৎসব। **রাস-লীলা**—রাসপূর্ণিমায় গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যোৎসব।

রাসন—রসনা-সম্বন্ধীয়, রসনার দ্বারা জ্ঞেয় (রাসন প্রত্যক্ষ)।

রাসভ—[রাস্ (শব্দ করা)+অভচ্] গর্দভ।

রাসায়নিক—রসায়ন-বিদ্যা-সম্বন্ধীয়; রসায়ন-শাস্ত্র-বিশারদ chemical, chemist। **রাসায়নিক আকর্ষণ**—পরমাণু সকলের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ-বিশেষ।

রাসেশ্বর—রাসোৎসবের নায়ক, শ্রীকৃষ্ণ (স্ত্রী. রাসেশ্বরী—রাধিকা)। [পাঁজী।

রাস্‌কেল—(ইং. rascal) ধড়িবাজ, দুর্বৃত্ত.

রাস্তা—(ফা. রাস্‌তা; সং. রথ্যা) পথ, মার্গ; উপায়। **রাস্তাখরচ**—রাস্তায় গাড়ী প্রভৃতির ভাড়া ও খাবার খরচ। **রাস্তাঘাট**—পথঘাট, গন্তব্য স্থান, পথের মোড় ইত্যাদি (রাস্তাঘাট চেনা নেই, যেতে দেরী হবে)। **রাস্তা দেখ**—এখানে কিছু হইবে না, অন্য যেখানে যাইবার যাও। **রাস্তা ধরা**—পথ ধরা, চলিতে আরম্ভ করা। **রাস্তা বন্ধ**—পথ বন্ধ, উপায় নাই। **রাস্তা দেখানো**—পথ দেখানো, উপায় নির্দেশ করা। **রাস্তার লোক**—পথ-চল্‌তি লোক; অপরিচিত বা নিঃসম্পর্ক লোক। [জন্মে)।

রাস্না—উগ্রবীর্য লতা-বিশেষ (ইহা গাছের উপরে

রাহা—(ফা. রাহ্) রাস্তা, পথ, উপায় (সুরাহা): উপাধি-বিশেষ। **রাহা-খরচ**—পথ-খরচ। **রাহাগীর**—(ফা. রাহ্‌গীর) পথিক, পথচারী। **রাহাজানি**—প্রকাশ্য রাস্তায় ডাকাতি। **রাহাদারি**—পথকর আদায়ের কাজ।

রাহিন, রাহেন—(আ. রাহিন) যে সম্পত্তি বন্ধক রাখে, mortgagor।

রাহী—(ফা. রাহী) পথচারী (**হামরাহী**—একই পথের পথিক)।

রাহিত্য—(রহিত+ষ্য) বিহীনতা, অভাব।

রাহু—[রহ্ (ত্যাগ করা)+উন—যে সূর্য-চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ত্যাগ করে] গ্রহণের সময় চন্দ্র ও সূর্যের উপরে যে ছায়া পড়ে (পৃথিবীর ছায়া

চন্দ্রের উপরে পড়িলে চন্দ্রগ্রহণ হয়, পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চন্দ্র আসিয়া পড়িলে সূর্যমণ্ডলের অনেকটা অংশ দেখা যায় না, তাহাকে সূর্যগ্রহণ বলে ; প্রাচীন ভারতীয় মতে রাহু অষ্টম গ্রহ অথবা বিষ্ণু-কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত দানব) ; সমূহ ক্ষতিকারক, যাহার শত্রুতার বিরাম নাই (সে তো আমার এক রাহু জুটেছে)। **রাহু-গত,-গ্রস্ত**—রাহুর দ্বারা কবলিত ; দুর্বিপাক, প্রবল শত্রুতা ইত্যাদির ফলে দুর্দশাগ্রস্ত। **রাহু-গ্রাস,-সংস্পর্শ**—গ্রহণ। **রাহুর দশা**—জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে জীবনে অতিশয় অশুভ যোগ-বিশেষ ; ঘোর বিপদ-আপদের কাল। **রাহু-মণি**—যে মণি ধারণ করিলে রাহুর প্রভাব নষ্ট হয়, গোমেদ।

রাহুত—(রাউত, ক্ষত্রিয়) অশ্বারোহী সৈন্য (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

রি—স্বর-সপ্তকের দ্বিতীয় স্বর (সা রি গা মা পা)।

রিং, রিঙ—(ইং. ring) চাবি গাঁথিয়া রাখিবার ধাতুর বেড় ; আংটি।

রিং করা—ছোট ঘণ্টা বাজাইয়া বা ঘণ্টার বোতাম টিপিয়া চাপরাশী-আদির বা গৃহের অভ্যন্তরের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা ; টেলিফোনের লাইন যুক্ত করিবার জন্য অথবা টেলিফোনে কথা বলিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি করা।

রিকাব, রেকাব—(আ. রকাব) জিনের পাদান, stirrup।

রিকাব, রিকাবি, রেকাব, রেকাবি—(ফা. রকাবি) থালা, plate।

রিক্ত—[রিচ্ (বিযুক্ত হওয়া)+ক্ত] শূন্য, খালি, সম্বলহীন (রিক্তভাণ্ড ; রিক্তহস্ত—যাহার হাতে টাকা-পয়সা নাই, নিঃসম্বল)। স্ত্রী. রিক্তা—চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী তিথি (বিপ. পূর্ণা)।

রিক্থ—[রিচ্ (সম্পৃক্ত হওয়া)+থক্] ধন, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। **রিক্থভাগী,-ভাক্,-হর,-হার,-হারী**—দায়াদ, উত্তরাধিকারী। **রিক্থী**—ধনী ; উত্তরাধিকারী।

রিক্স, রিক্শা—দুই চাকার সুপরিচিত মানুষ-টানা গাড়ী।

রিটার্ণ—(ইং. return) ফেরতা (রিটার্ণ-টিকিট) ; নির্দিষ্ট সরকারী বিবরণী, হিসাব ইত্যাদি।

রিঠা রীঠা—(সং. অরিষ্ট ; হি. রীঠা) আঠাযুক্ত ফল-বিশেষ, soap-nut (রেশমী ও পশমী কাপড় ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়)।

রিনি-ঝিনি, রিনিকি-ঝিনি, রিনিকি-ঝিনিকি—নুপুরাদির মধুর ধ্বনি। **রিনি-ঠিনি**—শিকল নাড়ার মৃদু ধ্বনি। **রিনি-রিনি**—মধুর ভূষণ-ধ্বনি বা তত্তুল্য শব্দ (শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তার বাজে রিনিরিনি—রবি)।

রিপিট—(ইং. rivet) লোহা প্রভৃতির খিল, যাহার দুই মুখ হাতুড়ি মারিয়া চেপ্টা করিয়া দেওয়া হয় (ধাতুর পাত-আদি মজবুত করিয়া যোড়া দিবার কাজে ব্যবহৃত হয়)। **রিপিট করা**—এরূপ খিল মারিয়া মজবুত করা ; এরূপ রিপিটযুক্ত।

রিপু—[রপ্ (বলা)+উ] শত্রু, বৈরী ; দেহস্থ কাম-ক্রোধাদি দুর্জয় প্রবৃত্তি। **রিপুদমন**—শত্রুদমন ; কাম-ক্রোধ দমন। **রিপুপরতন্ত্র**—কাম-ক্রোধাদির বশীভূত।

রিপু,-ফু—(আ. রফু) কাপড়ের ছেঁড়া জায়গা (উত্তমরূপে সেলাই করিয়া মেরামত করা (রিপুকর্ম—এরূপ উত্তম সেলাই ; ত্রুটি ঢাকিবার সবিশেষ চেষ্টা)। **রিপুগার**—যে রিপুকর্ম করে (বি. রিপুগারি)।

রিপুঞ্জয়—(রিপু—জি+খশ্) শত্রুজয়ী, অরিন্দম।

রিপোর্ট—(ইং. report) এত্তেলা, লিখিত বিবরণী (রিপোর্ট দাখিল করা)। (কথ্য—রিপোট)।

রিফাইন করা—(ইং. refine) নির্মল করা, শোধিত করা।

রিবেট—(ইং. ribate, rabbet) তক্তার লম্বা খাঁজ, যাহার ভিতরে অন্য খাঁজ-কাটা তক্তা বসানো হয় ; দেয় অর্থের কিঞ্চিৎ কম্‌তি (যথাসময়ে পরিশোধের জন্য)।

রিভলভার,-বার—(ইং. revolver) একবারে গুলি পুরিয়া পর-পর কয়েকবার গুলি করিতে পারা যায়, এমন ছোট বন্দুক (রিভলবারধারী)।

রিম—(ইং. ream) কুড়ি দিস্তা কাগজ।

রিমঝিম, রিমিঝিমি—বৃষ্টিপাতের শ্রুতি-সুখকর শব্দ।

রিরংসা—(রম্+সন্+অ+আ) রমণেচ্ছা ; কামপ্রাবল্য। বি. রিরংসু।

রি-রি—তীব্র অনুভূতিজ্ঞাপক শব্দ ('রাগে সমস্ত শরীর রি-রি করছে')।

রিল—(ইং. reel) সুতা জড়াইয়া রাখিবার চাকা।

রিশবৎ—(আ. রিশবৎ) ঘুস (রিশবৎ খাওয়া)।

রিষ্ট—[রিষ্ (বধ করা, হিংসা করা)+ক্ত] অশুভ, পাপ, অমঙ্গল ; কল্যাণ, শুভ ; রিঠাগাছ ; খড়্গ। **রিষ্টি**—(রিষ্+ক্তি) অকল্যাণ, অশুভ (রিষ্টি নাশ) ; শুভ, খড়্গ।

রিসিবর, রিসীভর—(ইং. receiver) সম্পত্তি রক্ষার ভারপ্রাপ্ত আদালত হইতে নিযুক্ত কর্মচারী।

রিস্ট-ওয়াচ—হাতের কব্জীতে বাঁধা ঘড়ি (wrist-watch)।

রিহার্সেল—(ইং. rehearsal) অভিনয়ের পূর্বে তালিম, মহলা (সাজাহানের রিহার্সেল হচ্ছে)।

রীডার—(ইং. reader) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-বিশেষ ; বিদ্যালয়ের সাহিত্য-বিষয়ক পাঠ্য-পুস্তক, প্রুফ-রীডার, গ্রন্থ ছাপিবার সময়ে যে ছাপার ভুল সংশোধন করে।

রীতি—[রী (গমন করা)+ক্তি ধরণ, আচরণ, পদ্ধতি, প্রকৃতি, স্বভাব (রীতিমত—নিয়ম-অনুযায়ী, পুরাদস্তুর, সম্পূর্ণ ; রীতি ভাল নয়) ; সাহিত্যের রচনা-রীতি, style (সংস্কৃতে বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, লাটিকা রীতি প্রসিদ্ধ)। **রীতিনীতি**—স্বভাব-চরিত্র, ধরণধারণ, চালচলন। **রীতিবিরুদ্ধ**—নিয়ম বা প্রথা-বিরুদ্ধ, (সাহিত্যে) বাগ্‌ধারা (idiom) বিরুদ্ধ (রীতিবিরুদ্ধ প্রয়োগ)।

রীতি—(সং.) পিত্তল ; লোহার মরিচা, স্বর্ণের শ্যামিকা (রীতিপুষ্প—পিত্তলের মল)।

রুই—(সং. রোহিত) রোহিত মৎস্য ; উইপোকা। **রুই-কাতলা**—রোহিত ও কাতল মৎস্য ; বড় ও দামী মাছ ; সমাজের পদস্থ ও বিত্তশালী লোক, যাহারা আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি-বলে সমাজের বা দেশের শাসন-ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে (বিপ. চুনোপুঁটি)।

রুইতন—(Dutch—ruiten) লাল ফোঁটার তাস-বিশেষ।

রুইদাস, রুহিদাস—(রবিদাস, রয়দাস) মধ্যযুগের স্বনামধন্য সাধু, রামানন্দ স্বামীর শিষ্য, ইনি জাতিতে চর্মকার ছিলেন এবং প্রধানতঃ ইঁহার স্বজাতীয়েরাই ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ; তাহা হইতে, রুইদাস বলিতে চর্মকারজাতিও বুঝায়।

রুক্মিণী—বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা, শ্রীকৃষ্ণের মহিষী ; ইঁহার পরিজন কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু ইনি নিজে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হন ; যাদবগণের সাহায্যে ইঁহার পিতৃপক্ষের লোকজনকে পরাভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন।

রুক্ষ, রূক্ষ—(সং.) কর্কশ, অচিক্কণ, স্নেহশূন্য (রুক্ষকেশ), পরুষ, লালিত্যহীন (রুক্ষভাষী) ; নিষ্ঠুর, উগ্র, তীব্র। **রূক্ষবাদী**—পরুষভাষী। **রুক্ষস্নান**—তেল না মাখিয়া স্নান। **রুক্ষান্ন**—শুষ্ক স্নেহ-মিশ্রণহীন অন্ন, রুখাভাত। **রুক্ষা**—কর্কশ-স্বভাব, রাগী, তৈলস্পর্শহীন। **রুক্ষু**—রুক্ষ, তৈলস্পর্শহীন, কর্কশ (রুক্ষু নাওয়া)।

রুখা, রোখা—রোধ করা (একাই দশজনকে রুখতে পারে) ; রোষ প্রকাশ করা, রোষ প্রকাশ করিয়া আক্রমণ করা, প্রতিস্পর্ধী হওয়া (রুখে দাঁড়ালো ; রুখে মারতে গিয়েছিল ; রুখে এলো)।

রুখা—শুষ্ক, ঘৃততৈলাদি-বর্জিত (রুখা রুটি) ; ব্যঞ্জনহীন (রুখাভাত—ব্যঞ্জনহীন ভাতমাত্র, 'রুখাভাত গলা দিয়া নামে না', —পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য 'রুখ্‌খা')। **রুখু**—রুখা, রুক্ষ।

রুগী—রোগী (কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত—চিররুগী ; রুগীপত্র—রুগীসমূহ, রুগী-আদি)। **রুগী ঘাঁটা**—নানা ধরণের রোগীর সংস্পর্শে যাওয়া (যাহা আপনার জনের জন্য আপত্তিকর)।

রুগ্‌ণ—(রুজ্+ক্ত) রোগগ্রস্ত, পীড়িত (রুগ্‌ণ শিশু) ; রোগহেতু নির্বীর্য (রুগ্‌ণ শাখা) ; নিপীড়িত, কাহিল (শোক-রুগ্‌ণ ; অরুগ্‌ণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—রবি)।

রুচক—(সং.) রুচিকর, বলকারক ঔষধ, tonic ; সাজিমাটি।

রুচা, রোচা—রুচিকর হওয়া, সুস্বাদু বোধ হওয়া (ঝির রান্না মুখে রোচে না)।

রুচি,-চী—[রুচ্ (রোচক হওয়া, দীপ্তি পাওয়া)+ই] দীপ্তি, শোভা (দন্তরুচি ; মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা—কাশীদাস) ; স্পৃহা পছন্দ, অভিলাষ, অনুরাগ, ভোজনের আগ্রহ (স্ত্রীর রান্না বিনা অন্নপানে হ'ত না তাঁর রুচি—

রবি ; উৎকৃষ্ট রুচির পরিচায়ক ; রুচির পার্থক্য ; পররচর্চায় রুচি নেই) ; গোরোচনা। **রুচি-কর**—স্পৃহাজনক, অভিলষণীয়, সুস্বাদু (রুচিকর প্রসঙ্গ, রুচিকর খাদ্য)। **রুচিফল**—নাসপাতি। **রুচিবাগীশ**—সুরুচির লঙ্ঘন-সম্বন্ধে যে অতিরিক্ত সচেতন (ব্যঙ্গে)। **রুচি-ভেদ**—কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি গ্রহণীয়, কোন্‌টি বর্জনীয় ইত্যাদি সম্বন্ধে লোকের মতের বা পছন্দের বিভিন্নতা।

রুচির—(রুচ্ +কিরচ্) মনোজ্ঞ, সুন্দর, মধুর, উজ্জ্বল (রুচিরাঙ্গী—সুনয়না ; রুচির-ভাষণ—মধুর-ভাষী)। **রুচিষ্য**—রুচিকর, মধুর, অভিপ্রেত।

রুজ, রূজ—(ইং. rouge) ওষ্ঠ ও গণ্ডদেশ রঞ্জিত করিবার প্রসাধন-দ্রব্য-বিশেষ।

রুজি—(ফা. রোযী) জীবিকা, দৈনন্দিন খাদ্য-সংস্থান। **রুজিমারা**—জীবিকার উপায় নষ্ট করা। **রুজি-রোজগার**—রোজগার, উপার্জন।

রুজু—(সং. ঋজু) পরস্পরের সম্মুখবর্তী (ঘরের জানালাগুলো রুজু-রুজু হওয়া চাই)। **রুজু দেওয়া**—মূলের সহিত মিলানো।

রুজু—(আ. রুজু') দায়ের (মোকদ্দমা রুজু করা)।

রুটি—(তামিল ও হিন্দি—রোটি) ময়দা-আদি দিয়া প্রস্তুত সুপরিচিত পিষ্টক ; পাঁউরুটি (রুটি-মাখন) ; রুজি, জীবিকা (রুটির বন্দোবস্ত ; রুটি মারা)।

রুঠা, রুঠো—রুক্ষ, কর্কশ (রুঠো কথা)।

রুণুঝুণু, রুণুরুণু, রুনুঝুনু, রুনুরুনু—নূপুর, ঘুঙুর ইত্যাদির শ্রুতিমধুর শব্দ।

রুদ্ধ—(রুধ্+ক্ত) প্রতিহত, নিবারিত, বদ্ধ, অর্গলিত (রুদ্ধদ্বার ; রুদ্ধবীর্য—যাহাকে শক্তিহীন করা হইয়াছে ; শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু) ; স্তম্ভিত (রুদ্ধশ্বাসে বা নিশ্বাসে—উৎকণ্ঠা-আদির জন্য শ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ না করিয়া, অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া)।

রুদ্র—(রুদ্+ণিচ্+রক্) গণদেবতা-বিশেষ (সংখ্যায় একাদশ) : শিবের সংহার-মূর্তি ; ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, উগ্র (হে রুদ্র বৈশাখ—রবি ; 'ঝটিকা উড়ায়ে রুদ্র পাখা গাহিছে গর্জন-গান')। **রুদ্রজ**—কার্তিকাদি ; পারদ। **রুদ্রজটা**—শিবের জটা ; লতা-বিশেষ। **রুদ্রতাল**—তাণ্ডবের তাল। **রুদ্রদর্শন**—ভীষণ-দর্শন। **রুদ্রপত্নী,-প্রিয়া**—দুর্গা। **রুদ্রবীণা**—বীণা-বিশেষ, ইহার দণ্ডের দৈর্ঘ্য একাদশ মুষ্টি ; যে বীণার ধ্বনি উদাত্ত (হে রুদ্র বীণা, বাজো বাজো বাজো—রবি)। **রুদ্রমূর্তি**—ভয়ঙ্কর মূর্তি, সংহার-মূর্তি। **রুদ্রাক্রীড়**—রুদ্রের ক্রীড়াস্থল, শ্মশান। **রুদ্রাক্ষ**—বৃক্ষ-বিশেষ, ইহার ফলে জপমালা প্রস্তুত হয়। স্ত্রী. রুদ্রাণী।

রুধা, রোধা—রোধ করা, বন্ধ করা, আটকানো (কাব্যে ব্যবহৃত—কার সাধ্য রোধে তার গতি —মধুসূদন)।

রুধির—[রুধ্ (আবরণ করা)+কির] রক্ত, শোণিত ; রক্তবর্ণ ; কুঙ্কুম ; মণি-বিশেষ ; দেবতাকে নিবেদিত বলির রক্ত (তাহা হইতে, ভেট, ঘুস)।

রুবাই—(আ. রুবাঈ') চতুষ্পদী (রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম—ওমর খৈয়ামের চতুষ্পদীসমূহ)।

রুম—(ইং. room) কক্ষ।

রুম, রূম—রোম-রাজ্যের পূর্বাংশ, তুরস্ক (রুমের বাদশা—তুরস্কের সুলতান। **মৌলানা রুম**—তুরস্কের মৌলানা, পারস্য কবি জালালুদ্দিন রুমী)।

রুমঝুম—বাদ্যযন্ত্রের অথবা নূপুর'দির মধুর ধ্বনি।

রুমাল, রোমাল—(ফা. রূমাল) মুখের ঘাম মুছিবার বস্ত্রখণ্ড, handkerchief ; ছোট শাল-বিশেষ। **রুমালী ঠগ**—ঠগী সম্প্রদায়-বিশেষ, ইহারা পথিকের গলায় রুমাল জড়াইয়া হত্যা করিত ও সর্বস্ব লুঠ করিত।

রুমি মস্তকী—বার্ণিশের উপাদান-বিশেষ।

রুয়া, রোয়া—রোপণ করা (রুয়ে কলা না কাট পাত—খনা)।

রুয়া, রুয়ো—ঘরের চালে যে লম্বা লম্বা মসৃণ-করা বাঁশের টুকরা বাঁধা হয়।

রুল—(ইং. rule) নিয়ম ; আদালতের আদেশ, বিধান, নজির (রুল জারী করা, রুল-মোতাবেক) ; মুদ্রণে যে সরু দীর্ঘ কষি ব্যবহার করা হয় ; (ইং. ruler) গোলাকার কাষ্ঠদণ্ড বিশেষ, কষি টানিবার কাজে ব্যবহৃত হয় (রুল টানা,-করা) ; কনেষ্টবলের ছোট কাষ্ঠদণ্ড (রুলের গুঁতো)। **রুলিং** (ruling)—উচ্চ আদালতের নির্দেশ।

রুলি,-লী—গালার সরু বালা-বিশেষ (সধবার চিহ্ন) বর্তমানে সোনার রুলিই বেশি ব্যবহৃত হয় ; তিলক করার চূর্ণ-বিশেষ।

রুষা—রোষ প্রকাশ করা, ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণ করা, রুষা, (কাব্যে ব্যবহৃত)। বিণ. রুষিত—কুপিত। **রুষ্ট**—ক্রুদ্ধ; অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্ন। বি. রুষ্টি।

রুসুম—(রসমের বহুবচন) আচার বা প্রথাসমূহ, কায়দা-কানুন; মাশুলাদি। **রুসুমাত**—মাশুলসমূহ।

রুহ্, রুহু—(আ. রূহ্) আত্মা, অন্তরাত্মা, অন্তর। **রুহটা সাফ নয়**—অন্তর নির্মল নয়। **রুহু বুঝে ফেরেশ্‌তা**—যাহার যেমন অন্তর প্রকৃতি, তাহার প্রহরী ফেরেশ্‌তাও তদ্রূপ, দেবতা বুঝে বাহন।

রূঢ়—(রুহ্+ক্ত) উৎপন্ন, জাত, প্রসিদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অপেক্ষা না করিয়া যে শব্দ অন্য অর্থ প্রকাশ করে (আগুল, গো, বৃক্ষ প্রভৃতি। বিপ. যৌগিক); স্ফুট (বিপ. গূঢ়); মৌলিক, elementary (রূঢ় পদার্থ); রুক্ষ, অশিষ্ট, উদ্ধত (রূঢ় বাক্য; রূঢ় দীপের আলোক লাগিল ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে—রবি)। **রূঢ় পদার্থ**—মৌলিক পদার্থ, যে সকল পদার্থ অন্য পদার্থের পরমাণু-যোগে উৎপন্ন হয় না, elements, স্বর্ণ, রৌপ্য, গন্ধক প্রভৃতি। **রূঢ়মন্যু**—যে ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে (বিপ. গূঢ় মন্যু)। **রূঢ় মূল**—দৃঢ় মূল। **রূঢ়যৌবন**—যাহার যৌবন-লক্ষণ সুস্পষ্ট। **রূঢ়স্কন্ধ**—প্রবৃদ্ধ-স্কন্ধ (বৃক্ষ)। **যোগরূঢ়**—যোগ দ্রঃ। বি. **রূঢ়ি**—প্রসিদ্ধি; উৎপত্তি; প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থের অপেক্ষা না করিয়া শব্দের অর্থবোধক শক্তি।

রূপ—[রূপ্ (রূপযুক্ত করা)+অল] আকৃতি, মূর্তি, দেহ (নররূপী দেবতা; ভয়ঙ্কর রূপ; নব নব রূপে এসো প্রাণে—রবি); স্বরূপ, স্বভাব; স্বাভাবিক সৌন্দর্য (রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী); বেশভূষা, চেহারা (পথে পথে ঘুরে রূপ যা হয়েছে; রূপাজীবা); বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতু (শব্দরূপ); প্রকার, সদৃশ (সেইরূপ; এরূপ); বর্ণ, রং; নাটক (রূপক); কল্পনা-প্রসূত (রূপকথা)। **রূপকথা**—উপকথা, কল্পনা-প্রধান কাহিনী। **রূপক**—উদ্দেশ্যপূর্ণ কল্পিত কাহিনী; অর্থালঙ্কার-বিশেষ, metaphor। **রূপগুণ**—স্বাভাবিক অঙ্গসৌষ্ঠব ও গুণপনা। **রূপচাঁদ**—রৌপ্যমুদ্রা, টাকা-পয়সা (যার আকর্ষণ মানুষের জন্য প্রবল—ব্যঙ্গে)। **রূপজ**—সৌন্দর্যের আকর্ষণ হইতে জাত (রূপজ মোহ)। **রূপতৃষ্ণা**—সৌন্দর্য (নারীর) উপভোগ করিবার বাসনা। **রূপদক্ষ**—রূপ-সৃষ্টিতে নিপুণ, artist। **রূপদস্তা**—রঙ্গ ও দস্তার মিশ্রণে উৎপন্ন রূপার মত শুভ্র ধাতু-বিশেষ। **রূপধারী**—যে বিভিন্ন বেশ ও আকৃতি ধারণ করে, নট। **রূপবতী**—সৌন্দর্যবতী। **রূপবান্**—সৌন্দর্যশালী; সাকার। **রূপলাবণ্য**—দেহসৌষ্ঠব ও কমনীয়তা। **রূপস**—রূপবান্, সুন্দর (বাংলায় তেমন প্রচলিত নয়)। **রূপসী**—সুন্দরী, রূপ-লাবণ্যবতী (কাব্যে ও নারী-ভাষায় সমধিক প্রচলিত)।

রূপা—(সং. রূপ্য, রৌপ্য) রৌপ্য। **রূপার চাক্‌তি**—রূপচাঁদ, টাকা-পয়সা (ব্যঙ্গে)।

রূপাজীবা—(বহুব্রী) গণিকা। **রূপান্তর**—পরিবর্তন, ভিন্ন আকৃতি। বিণ. রূপান্তরিত—পরিবর্তিত, দশান্তরপ্রাপ্ত)। **রূপায়িত**—যাহাকে নবরূপ দান করা হইয়াছে, মূর্ত (বি. রূপায়ন)। **রূপালি**—রূপার মত দেখিতে, রূপার পাতের দ্বারা মণ্ডিত।

রূপী—রূপধারী, আকৃতিবান্, মূর্ত (নররূপী রাক্ষস)। **রূপী বানর**—ছোট লাল-মুখ বানর-বিশেষ; দেখিতে সুন্দর, কিন্তু বানরের প্রকৃতি (বিদ্রূপাত্মক, সাধারণতঃ ছেলেপিলে সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়)। স্ত্রী. রূপিণী—রূপধারিণী, মূর্তা। বিণ রূপিত—রূপে বা আকৃতিতে ব্যক্ত, মূর্ত।

রূপেয়া—(হি. রূপৈয়া) রূপচাঁদ, টাকা (ঈষৎ ব্যঙ্গার্থক—বুঝলে ভায়া, চাই রূপেয়া)।

রূপোন্মাদ—রূপ দেখিয়া পাগল হওয়া। **রূপোপজীবিনী**—রূপাজীবা।

রূপোশ—(ফা. রূ-পোশ—যে নিজের মুখ লুকাইয়াছে) পলাতক, ফেরারী (আদালতের ভাষা)। বি. রূপোশী—ফেরারী হওয়া; ফেরারী।

রূবকার—(ফা. রূবকার) আদালতের আদেশ, হুকুম। **রূবকারী**—শুনানি (রূবকারী হওয়া); মোকদ্দমার রিপোর্ট, judicial proceedings of a case।

রে—সাধারণতঃ অসম্ভ্রম-সূচক সম্বোধনে অথবা

কনিষ্ঠদের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়, সমাদরেও ব্যবহৃত হয় (রে পাষণ্ড ; মন রে আমার ; রে মৃত ভারত—রবি ; ভাই রে) ; কর্মপদের 'কে' বিভক্তির স্থলে, সাধারণতঃ কাব্যে (জানকীরে··· আনিনু এ হৈম গৃহে—মধুসূদন) ; কথার মাত্রা-হিসাবে অথবা দুঃখে (কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে—ভারতচন্দ্র ; তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে—মধুসূদন) ।

রেউচিনি—(ফা. রেবন্দ্-ই-চীনী) বৃক্ষ-বিশেষের মূল, রেচক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় ।

রেওয়া—(ফা. রোবা—সঙ্গত ; বৈধ, সঙ্গত বা নির্ভুল বলিয়া স্বীকৃত) কারবারের বাৎসরিক নিকাশী কাগজপত্র বা জমাখরচের হিসাব, সালতামামি ।

রেওয়াজ—(আ রিবাজ) রীতি, পদ্ধতি, ধরণ, আচার, চলন (তখন মেয়েদের জন্য কড়া পর্দাই ছিল সম্ভ্রান্ত সমাজের রেওয়াজ) । বিণ. রেওয়াজী ।

রেঁদা, র‍্যাঁদা—(ফা. রন্দা) ছুতারের সুপরিচিত যন্ত্র, ইহার দ্বারা কাঠ মসৃণ করা হয়, carpenter's plane (রেঁদা করা,-মারা —রেঁদা দিয়া কাঠ মসৃণ করা) । **রেঁদানো** —রেঁদা করা ।

রেকাব—রিকাব, ও রিকাব দ্রঃ । **রেকাবি** —ছোট থালা (এক রেকাবি ভাত) ।

রেখা—দীর্ঘ সরু টান বা কষি (ঊর্ধ্বরেখা ; রেখা টানা), ডোরা (রেখা-রেখা) ; জ্যামিতিতে প্রস্থহীন দীর্ঘ টান, line (সরল রেখা, বক্র রেখা) ; চিহ্ন, ক্ষীণচিহ্ন (কলঙ্ক-রেখা ; গোঁফের রেখা দিয়েছে ; পথের রেখা ধরে চলা ; রেখামাত্র) । **রেখা-গণিত**—জ্যামিতি । বিণ. রৈখিক । **রেখাপাত**—রেখাঙ্কন ; সুস্পষ্ট হওয়া ও মনোযোগ আকর্ষণ করা বা প্রভাব বিস্তার করা (মনুষ্যত্বের এত বড় লাঞ্ছনা আমাদের মনের উপরে কোন রেখাপাত করিতে পারিয়াছে কি ?) ।

রেচক—(রিচ্ + নিচ্ + ণক) ভেদ কারক, জোলাপ ; প্রাণায়াম-কালে দেহস্থ প্রাণবায়ু নিঃসারণ । **রেচন**—নিঃসারণ ; ভেদ । বিণ. রেচিত—ত্যক্ত, শূন্যীকৃত ।

রেজগি,-গী—(ফা. রেয্গী) ক্ষুদ্র মুদ্রা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী ইত্যাদি (গ্রাম্য—রেজকি,-কী) ।

রেজা—(ফা. রেযা) টুকরা, খণ্ড, ক্ষুদ্র অংশ (রেজা রেজা করা—চূর্ণ-বিচূর্ণ করা) ; রাজ-মিস্ত্রির জোগালে অর্থাৎ সহকারী মজদুর ।

রেজাই—(ফা. রায'াই) শীতের লেপ, quilt ।

রেজামন্দী—(ফা. রদ'ামন্দী) সম্মতি, সন্তোষ, অনুমতি ।

রেজিষ্টার—(ইং. register) যে বইতে চিঠি-পত্রের বা দলিলাদির নম্বর বা নকল রাখা হয় ; ছাত্রদের হাজিরার বই ; তালিকা-বহি । **রেজিষ্টারি, রেজিষ্ট্রী**—সরকারি বইতে বা খাতায় নামাদি লিখন অথবা দলিলাদির নকল রক্ষণ ও তৎসমুদয় সরকারি মোহরাঙ্কিত করা ; রেজিষ্টার্ড, যাহা এরূপ সরকারি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (রেজিষ্ট্রি খাম) । **রেজিষ্ট্রার**—রেজিষ্টারির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ।

রেট—(ইং. rate) দর, হার (রেট বেঁধে দেওয়া) ; সরু কটিভূষণ-বিশেষ ।

রেটিনা—(ইং. retina) চক্ষু-গোলকের পশ্চাতে স্থিত চামড়ার জাল-বিশেষ, ইহাই বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে ।

রেড়ি,-ড়ী—(সং. এরণ্ড) ভেরাণ্ডার গাছ ও ফল (রেড়ির তেল—এই ফল হইতে প্রস্তুত তেল) ।

রেডিও—(ইং. Radio) ধ্বনি চতুর্দিকে প্রেরণ করিবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র-বিশেষ ; এরূপ ধ্বনি শুনিবার সুপরিচিত যন্ত্র ।

রেণু—[রি (বধ করা) + নু] ধূলি, পাংশু, গুঁড়া, পরাগ (পদরেণু ; পুষ্পরেণু) ।

রেণুকা—পরশুরামের মাতা ; মরিচের আকৃতির গন্ধদ্রব্য-বিশেষ ।

রেতঃ—[রী (খরিত হওয়া) + অস্] শুক্র ; পারদ ।

রেতি,-তী—(হি. রেতী) উখা, file (রেতি করা —রেতি দিয়া ঘষিয়া লোহা ক্ষয় করা) ।

রেনেসাঁস—(ফরাশী—renaissance) প্রাচীন গ্রীক-শিল্পের প্রভাবে ইয়োরোপে চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যে শিল্প-চর্চার নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল ; কোন জাতির বা দেশের ব্যাপক নবজাগরণ ।

রেফ—(যাহা কাপড় ফাড়ার শব্দের মত উচ্চারিত হয়) ব্যঞ্জনবর্ণের মস্তকের চিহ্ন (যথা, র্গ) ।

রেফাক্রান্ত—রেফযুক্ত (রেফাক্রান্ত শব্দে বিকল্পে দ্বিত্ব হয়) । (দ্বিরেফ দ্রঃ) ।

রেফারী—(ইং. referee) ফুটবল খেলায় যিনি দুই পক্ষের খেলোয়াড়দের ভুল-ত্রুটি নির্দেশ করেন।

রেবতী—(সং.) নক্ষত্র-বিশেষ; বলরাম-পত্নী। **রেবতীরমণ**—বলরাম; চন্দ্র।

রেবা—(সং.) নর্মদা নদী।

রেয়াত—(আ. রিআ'য়ত্) খাতির, অনুগ্রহ, সম্মান। **রেয়াত করা**—খাতির বা সম্মান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া (সুদের অর্ধেক রেয়াত করে দিয়েছেন; অন্যায় দেখলে সে কাউকে রেয়াত করে না)।

রেয়ো, রেও, রেউয়া—(সং. রবাহূত) রবাহূত, যাহারা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্মে অনিমন্ত্রিত ভাবে উপস্থিত হয়। '**রেয়ো ভাট**—এরূপ অনিমন্ত্রিত ভাটেরা আসিয়া কর্মকর্তার প্রশংসাদি করিয়া যথেষ্ট অর্থ আদায় করিতে চেষ্টা করে; বিরক্তিকর নাছোড়বান্দা ভিখারী।

রে-রে-রে-রে—দস্যুদের ত্রাসকর ধ্বনি (চেঁচিয়ে উঠল হারে-রে-রে-রে বলে—রবি)।

রেল—(ইং. rail) লোহার লম্বা মজবুত পাটি, যাহার উপর দিয়া রেলগাড়ী বা ট্রাম চলে (রেল-রাস্তা); রেলগাড়ী (রেলে চড়া); রেল কোম্পানী (রেলের বাবু)। **রেলওয়ে**—রেলপথ; রেল-কোম্পানী বা আপিস (রেল-ওয়েতে চাকরি পেয়েছে। **রেলযোগে**—রেলগাড়ীতে করিয়া, রেলপথে।

রেলিং—(ইং. railing) কাঠের বা লোহার গরাদের বেড়া (বারান্দার রেলিং)।

রেশ—বাদ্যযন্ত্রাদিতে আঘাতের পরে সুরের ক্ষীণ অনুরণন (সুরের রেশ; সুখানুভূতির রেশ)।

রেশন-কার্ড—বরাদ্দ খাদ্য বা দ্রব্যাদির সাপ্তাহিক বা মাসিক পরিমাণ-লিখিত কার্ড।

রেশন—(ইং. Ration) খাদ্যদ্রব্যাদির নির্দিষ্ট বরাদ্দ (গবর্নমেণ্ট-কর্তৃক)। **রেশন-এলাকা**—যেখানে খাদ্যশস্যাদি নিয়ন্ত্রিত।

রেশম—(ফা. রেশম) গুটিপোকা হইতে যে সুতা পাওয়া যায় (রেশম-কীট)। **রেশম-শিল্প**—রেশমের চাষ-সম্পর্কিত শিল্প। বিণ. রেশমী।

রেশা—(ফা. রেশা) আঁশ। **বেরেশা আম**—যে আমে আঁশ নাই।

রেশালা, রেসালা, রিশালা—(আ. রিসালা) অশ্বারোহী সৈন্যদল (রেসালাদার—এরূপ সৈন্য-দলের অধ্যক্ষ); বিবাহ দিতে যাহারা শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হয়।

রেষ—রিষ, হিংসা, দ্বেষ। **রেষারেষি**—পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা-বিদ্বেষ।

রেস—(ইং. race) দৌড়-প্রতিযোগিতা (রেস দেওয়া); ঘোড়দৌড়ের বাজি (রেসের ঘোড়া; রেস খেলা)।

রেসিডেণ্ট—(ইং. resident) ভারতীয় করদ রাজ্য পর্যবেক্ষণের জন্য উক্ত রাজ্যে বাসকারী ইংরেজ-সরকারের উচ্চ কর্মচারী।

রেস্ত—(পর্তু. resto—খরচের পরে যাহা বাঁচিয়া থাকে, সম্বল (রেস্তহীন—সম্বলহীন)।

রেহন, রেহান, রেহেন—(আ. রেহ্ন্) বন্ধক (রেহেন রাখা)। **রেহেনদার**—যে রেহেন রাখিয়া টাকা দেয়, mortgagee (বিপ. রাহেন)। বি. রেহেনী—যাহা রেহেন রাখা হইয়াছে।

রেহাই—(ফা. রিহাই) অব্যাহতি, মাফ, নিষ্কৃতি (এবার আর রেহাই নাই: এবার আর রেহাই পাবে না; রেহাই দেওয়া—অব্যাহতি দেওয়া)।

রৈখিক—(রেখা+ফিক) রেখা-সম্বন্ধীয়, linear।

রৈবত—বিন্ধ্যপর্বতের পশ্চিম-দিকস্থ পর্বত বিশেষ। **রৈবতক**—পর্বত-বিশেষ; কবি নবীন সেনের একখানি কাব্যের নাম।

রৈ-রৈ—উচ্চধ্বনি, কোলাহল। **রৈ-রৈ কাণ্ড**—বহুলোকের একসঙ্গে কোলাহলের ব্যাপার, ব্যস্ততা ও সোরগোলের ব্যাপার।

রোএদাদ, রোয়েদাদ—(ফা. রুএদাদ) বিবরণ, জ্ঞাপন (সাম্প্রদায়িক রোএদাদ—communal award)।

রোঁ, রোঁআ, রোঁয়া—লোম, রোম (বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ—বর্তমানে রোঁয়া-ই ব্যবহৃত হয়—ঘন রাঙা রোঁয়ায় ঢাকা একটি কুকুর-ছানা—রবি); আঁশ; পক্ষ্ম (চোখের রোঁয়া)।

রোঁদ—(ইং. round) পুলিসের পাহারার গোপন পর্যবেক্ষণ (সেদিন বড়সাহেব রোঁদে বেরিয়েছিলেন)।

রোক—(রুচ্+এক্) ক্রয়-বিশেষ, নগদ টাকায় ক্রয়; নগদ টাকা (রোক পাঁচশত টাকা—বর্তমানে এই অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়)। **রোক-থোক**—নগদ এক থোকে। **রোক-শোধ**—নগদ টাকায় ঋণ শোধ।

রোক, রোখ—(ফা. রুখ) সম্মুখ, নজরে পড়ার মত (রোখের জমি); শাল প্রভৃতির সম্মুখ ভাগ। (দোরোখা—পাড়ের দুই দিকেই কারু-কার্যযুক্ত)।

রোকড়—(সং. রোক) জমাখরচের পাকা খাতা (রোকড়-বহি); নগদ (রোকড় বিক্রি); সোনা-রূপার গহনা-পত্র (রোকড়ের দোকান)।

রোক্‌সৎ—(আ. রুখ্‌স'ৎ) বিদায়, কর্মাবসান **রোক্‌সৎ হওয়া**—বিদায় হওয়া; কর্মের ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যাওয়া, ফরাগৎ হওয়া।

রোকা—(আ. রুক্কা') ক্ষুদ্র পত্র, চিঠা, নির্দেশ-সূচক খামহীন পত্র। **রোকাহুণ্ডি**—যে হুণ্ডির সহিত নগদ টাকা দিয়া দিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

রোখ—(সং. রোষ) জেদ, প্রবণতা (রোখ চাপা; **রোখের মাথায়**—আগ্রহাতিশয্যে বা জেদের ফলে); সম্মুখ, মুখপাত (রোক, দ্রঃ)।

রোখা—রুখা দ্রঃ; রোখ বা সম্মুখযুক্ত (দোরোখা শাল); জেদী, গোঁয়ুক্ত (এই অর্থে সাধারণতঃ একরোখা শব্দই ব্যবহৃত হয়)।

রোগ—(রুজ্‌+ঘঞ্‌) ব্যাধি, পীড়া, রোগের মত যাহা ক্ষতিকর অথবা বিরক্তিকর (তার আসল রোগ আলসেমি)। **রোগ করা**—রোগ হওয়া, অনিয়মাদির ফলে রোগগ্রস্ত হওয়া। **রোগক্লিষ্ট**—রোগার্ত, রোগের ফলে শীর্ণ বা শ্রীহীন। **রোগজীর্ণ**—রোগের ফলে নষ্টস্বাস্থ্য। **রোগজ্ঞ**—যিনি রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে জানেন, বৈদ্য। **রোগধরা**—প্রকৃত ব্যাধি কি, তাহা বুঝিতে পারা। **রোগে ধরা**—ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া। **রোগনিদান**—রোগের প্রকৃত কারণ। **রোগে পড়া**—রোগ-শয্যায় শয়ন করা। **রোগ-প্রতিশেধক**—রোগ-নিবারক, পূর্ব হইতে যা ব্যবহার করিলে রোগ না হওয়ার সম্ভাবনা। **রোগশয্যা**—রোগগ্রস্তের বিছানা (যাহার উপরে রোগী অসহায় ভাবে শায়িত থাকে)। **রোগশান্তি**—রোগ প্রশমন, আরোগ্য লাভ।

রোগা—রোগগ্রস্ত (রোগা লোক); কৃশ, শীর্ণ (রোগা চেহারা)। **রোগাটে**—যাহার বারবার অসুখ করে; রোগ-হেতু অথবা রোগীর মত কৃশ (রোগাটে চেহারা)। **রোগা-পটকা**—শীর্ণ ও দুর্বল (রোগা-পটকা চেহারা]।

রোগী, রুগী—রোগগ্রস্ত, পীড়িত (কথ্য, রুগী—রুগী দেখা; রোগে শয্যাশায়ী (ছমাসের রুগী) স্ত্রী. রোগিণী।

রোচক—রুচিকর, ভোজনের আগ্রহবর্ধক (মুখ-রোচক); চাটনি। **রোচন**—দীপ্তিপ্রদ; বলকারক; বায়ু-রোচক ঔষধ। **রোচনা**—গোরোচনা; রক্ত-কহ্লার; উত্তমা স্ত্রী।

রোচা—রুচিকর হওয়া, ভোজন বা ব্যবহারের জন্য আগ্রহ হওয়া (টাকা বল, পয়সা বল, একজনের অভাবে কিছুই রুচবেনা)।

রোচিষ্ণু—(রুচ্‌+ইষ্ণু) অলঙ্কারাদির দ্বারা দীপ্তিশীল, শোভিত, মার্জিত রুচির পরিচায়ক, elegant।

রোচ্য—রুচিকর, প্রীতিকর বিষয়।

রোজ—(ফা. রোয) দিন, প্রতিদিন (রোজ আসে), দৈনিক মজুরী বা ভাতা (মাঝি-মাল্লার রোজ; পেয়াদার রোজ); দৈনিক যোগান (দুধ রোজ দেওয়া)। **রোজ কেয়ামত**—শেষ বিচারের দিন; অতি কষ্টকর অবস্থা (জানের উপর রোজ কেয়ামত তুলে দিয়েছে)। **রোজ গণা**—দিন গণা। **রোজগার**—উপার্জন (বহু টাকা রোজগার করে; ছেলের রোজগার বরাতে হলো না। গ্রাম্য—রোচকার। **রোজ-নামচা**—দৈনিক হিসাবের বহি, প্রতিদিনের জীবনের বিবৃতি যাহাতে থাকে।

রোজা—(ফা, রোজা) মুসলমান-ধর্ম-বিহিত উপবাস, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পান-ভোজন হইতে সম্পূর্ণ বিরতি। **রোজাদার**—যে রোজা পালন করে। **রোজা রাখা**—বিধি-বদ্ধ ভাবে রোজা পালন করা। **রোজা-খোলা**—সমস্ত দিন রোজা রাখার পরে সন্ধ্যায় ইফ্‌তার করা, অর্থাৎ আহার্য গ্রহণ করা (ইফ্‌তার দ্রঃ)।

রোজা, রোঝা—ওঝা, যাহারা সাপের বিষ অথবা ভূত নামাইবার মন্ত্র জানে।

রোজানা—(ফা. রোযানা) দৈনিক বরাদ্দ বা মাহিনা; দৈনিক যোগান (দুধ রোজানা করা—কথ্য ভাষায় রোজানে)। **রোজিনা**—দৈনিক মাহিনা বা বৃত্তি (রোজিনাদার)।

রোড—(ইং. road) রাস্তা, রাজপথ। **রোডসেস্‌**—(ইং. road-cess) পথকর।

রোড়া—(লোড়া) ভাঙা ইটের বড় টুকরা।

রোদ—(সং. রৌদ্র) সূর্য-কিরণ (রোদ উঠা; রোদ পড়া)। **রোদ পোয়ানো**—(শীতে) রৌদ্র উপভোগ করা। **রোদপোড়া, রোদে পোড়া**—রৌদ্রে ঝলসিত হওয়ার জন্য ঈষৎ রক্তবর্ণ। **রোদ লাগানো**—রোদ পোয়ানো, রৌদ্র-কিরণের স্পর্শদান করা; রৌদ্র-কিরণে বেশিক্ষণ ভ্রমণ করা (রোদ লাগানোর ফলে জ্বর হয়েছে)। **রোদে দেওয়া**—রোদে মেলিয়া দেওয়া (রৌদ্র-কিরণের স্পর্শ লাভের জন্য অথবা শুষ্ক হইবার জন্য)।

রোদন—(রুদ্+অনট্) ক্রন্দন (অরণ্যে রোদন)।

রোদসী—(রোদস্+ঈপ্) পৃথিবী ও স্বর্গ উভয়। (এই রোদসী শব্দের অনুকরণে ক্রন্দসী শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে)।

রোদ্দুর—রৌদ্র (সাধারণতঃ কথ্য—শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে—রবি)।

রোধ—(রুধ+ঘঞ্) বাধা (রোধ করা—বাধা দেওয়া, গতি বন্ধ করা); স্তম্ভন (কণ্ঠরোধ) তীরতট। **রোধক**—রোধকারী। **রুদ্ধ**—প্রতিহত, স্তম্ভিত, বন্ধ (রুদ্ধ দুয়ার)।

রোধঃ—(সং.) তীর, বেলা (যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে—মধু)।

রোধন—বাধাদান, অবরোধন। **রোধী**—রোধকারী (বজ্ররোধী)। **রোধ্য**—রোধ করিবার যোগ্য।

রোধা—রোধ করা ('কার সাধ্য রোধে তার গতি'—গদ্যে সাধারণতঃ 'রোখা' ব্যবহৃত হয়)।

রোধ্র—লোধ্র বৃক্ষ।

রোপণ—গাছ লাগানো, পোঁতা (ধান্য রোপণ; বৃক্ষ রোপণ); স্থাপন। বিণ. রোপণীয়। **রোপয়িতা**—রোপণকারী। **রোপা**—রোপণ করা, রোয়া (চারা রোপা); যাহার চারা রোপণ করিয়া আবাদ করা হয় (রোপা ধান)। বিণ. রোপিত—কৃতরোপণ, পোঁতা; আরোপিত, বিন্যস্ত।

রোবাইয়াৎ—রুবাইসমূহ (রুবাই দ্রঃ)।

রোম—(সং.) লোম, রোয়া, শুঁয়া (রোমশ প্রাণী; রোমশ ফল)। **রোমকণ্টক**—রোম-কণ্টকিত হওয়া, রোমাঞ্চ। **রোমকূপ**—রোমমূলের রন্ধ্র, রোমবিবর। **রোমগুচ্ছ**—চামর। **রোমজ**—পশমী (বস্ত্র)। **রোম-পুলক,-বিকার,-বিক্রিয়া,-হর্ষ,-হর্ষণ**—রোমাঞ্চ।

রোমরাজি,-লতা—রোমাবলী। **রোমশ**—রোমযুক্ত।

রোম—(ইং. Rome) রোমরাজ্য। **রোমক**—(সং.) রোম নগর, রোমবাসী (রোমক পত্তন—রোমরাজ্য); পাংশুল বর্ণ; অয়স্কান্ত মণি-বিশেষ।

রোমন্থ, রোমন্থন—[রোগ—মন্থ্ (বধ করা)+অন্, অনট্] চর্বিত-চর্বণ, জাবর কাটা, rumination; পুনঃ পুনঃ স্মরণ বা বিবৃতি (অতীত স্মৃতির রোমন্থন চলিতেছিল)। **রোমন্থক**—যে সব পশু রোমন্থন করে, ruminant (গো, মহিষ, হরিণ, জিরাফ ইত্যাদি)।

রোমাঞ্চ—[রোমন্—অন্চ্ (গমন করা)+অল্] অনুভূতির আধিক্যে গাত্র-লোম খাড়া হওয়া, গায়ে কাঁটা দেওয়া। বিণ রোমাঞ্চিত।

রোমান—রোমক। **রোমান ক্যাথলিক**—খৃষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষ।

রোমাবলি,-লী—নাভির ঊর্ধ্বভাগ পর্যন্ত উদরের রোমশ্রেণী। **রোমালি,-লী**—রোমাবলী।

রোয়া—রোপণ করা, পোঁতা (ধান রোয়া); স্থাপন করা; যাহার চারা লাগাইয়া আবাদ করা হয় (রোয়া ধান); কাঁঠালের কোষ বা কোয়া।

রোরুদ্যমান—রুদ্ (যঙ্লুগন্ত)+শানচ্] যে অতিশয় কাঁদিতেছে, রোদনশীল।

রোল—রব, ধ্বনি ('কিঙ্কিণীর রোল'); উচ্চ শব্দ (ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল; কলরোল)।

রোলার—(ইং. roller) যন্ত্রের গোলাকার অংশ-বিশেষ; গম ভাঙার কল-বিশেষ (রোলার-ময়দা)।

রোশন—রওশন দ্রঃ। **রোশনগীর**—(ফা. রোশনগর) আলোকসজ্জাকারক, যে প্রাসাদাদিতে বাতি দেয়; মশালচি। **রোশন-চৌকি**—শানাই, ঢোল ও কাঁসি—এই তিনের ঐকতান বাদ্য অথবা এই ঐকতান-বাদনকারীর দল।

রোশনাই, রোশনি—(ফা. রোশনী) আলোক, আলোকিত ভাব (রোশনাই করা—রোশনি করা, আলোকে উজ্জ্বল করা। **রোশনাই খরচ**—আলোক সজ্জার খরচ। **বাঁধা রোশনাই**—সারবন্দী আলোকমালার ব্যবস্থা। **সাদা রোশনাই**—কাগজ ও আলোর খরচ।

রোশনাই—(ফা রোশনাঈ) কালি ; শ্রেণীবদ্ধ আলোক-যাত্রা, আলোকের মিছিল।

রোষ—(রুষ + অল) ক্রোধ, কোপ (রাজরোষ)। **রোষকষায়িত**—ক্রোধে রক্তবর্ণ (রোষকষায়িত নেত্রে)। **রোষণ**—ক্রোধশীল, রাগী, পারদ ; কষ্টিপাথর ; উষর ভূমি। **রোষাগ্নি**—ক্রোধরূপ অগ্নি। **রোষাবেশ**—ক্রোধ-পারবশ্য।

রোষিত—(রুষ্ + নিচ্ + ক্ত) কোপিত, যাহাকে রাগানো হইয়াছে। **রোষী**—ক্রোধ প্রকাশকারী। স্ত্রী. রোষিণী।

রোষ্ট, রোস্ট্—(ইং. roast) ভাজা মাংস-বিশেষ (মুর্গীর রোষ্ট—আস্ত মুর্গী-ভাজা)।

রোস—অপেক্ষা কর, সবুর কর (রোস না দু'দিন, পরেই মজাটা টের পাবে)। সম্ভ্রমার্থে রোহুন ; তুচ্ছার্থে রোস্ (আল্লা বলে রোস্—আল্লা অলক্ষ্যে বলেন, দুদিনেই মজা টের পাবি)।

রোসমৎ—(রসমীয়াত) মুসলমানী বিবাহে বর ও কন্যার পরস্পরের প্রথম সন্দর্শন।

রোহিণী—নক্ষত্র-বিশেষ ; নববর্ষ বয়স্কা কন্যা ; গাভী, বিশেষতঃ লাল রঙের গাভী ; বিদ্যুৎ ; বলরামের মাতা। **রোহিণীপতি,-বল্লভ**—চন্দ্র ; বাসুদেব।

রোহিতক—(সং.) রুইমাছ ; হরিণ-বিশেষ রক্তবর্ণ ; পদ্মরাগ মণি ; কুঙ্কুম ; বৃক্ষ-বিশেষ, রয়না গাছ।

রোহিতাশ্ব—হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র ; অগ্নি।

রোহেলা, রোহিলা—রোহিলখণ্ডের অধিবাসী (পাঠান)।

রৌদ্র—রুদ্র-সম্বন্ধীয়, উগ্র, প্রচণ্ড, ভয়ানক ; অলঙ্কারশাস্ত্র-বর্ণিত রস-বিশেষ ; ক্রোধ ; সূর্য-কিরণ ; হেমন্ত ঋতু। স্ত্রী. রৌদ্রী—চণ্ডী, দুর্গা, রুদ্রজটা। **রৌদ্রকর্মা**—ভীষণ-কর্মা, যে অতি নিষ্ঠুরের মত কাজ করে। **রৌদ্রদগ্ধ**—রৌদ্র-ক্লিষ্ট। **রৌদ্রপক্ক**—যাহা সূর্যের কিরণে পাকিয়াছে, গাছ-পাকা। **রৌদ্রস্নান**—সর্বাঙ্গে রৌদ্রতাপ গ্রহণের পদ্ধতি-বিশেষ, sunbath। **রৌদ্রোজ্জ্বল**—উজ্জ্বল সূর্যকিরণময়।

রৌপ্য—রৌপা নির্মিত ; শম্বর লবণ।

রৌরব—রুরু মৃগ-সম্বন্ধীয় অথবা রুরু মৃগের চর্মে প্রস্তুত ; নরক-বিশেষ, ঘোর পাপীদের স্থান ; ভয়ঙ্কর। [আলোকিত।

রৌশন—(ফা রওশন্) রওশন, আলোক ;

র‍্যাপার—(ইং. wrapper) গরম শীতবস্ত্র-বিশেষ, আলোয়ান।

ল

ল—অষ্টাবিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ এবং তৃতীয় অন্তঃস্থ বর্ণ।

ল—(ইং law) আইন (ল-পয়েন্ট) ; আইনগত পরীক্ষা, 'বি. এল্' উপাধি-পরীক্ষা (ল দিয়েছে ; ল পাশ করেছে)।

লওয়া, নেওয়া—গ্রহণ করা (ধার লওয়া ; দাম লওয়া ; বুদ্ধ লওয়া, দাবা লওয়া ; মন্ত্র লওয়া) ; ধারণ করা (মাথায় লওয়া ; লাঠি লওয়া) ; সঙ্গে লওয়া, বহন করা (এস তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া—রবি ; বোঝা নিয়ে পথ চলা যায় না) ; সঙ্গীরূপে গ্রহণ করা (দশজনকে নিয়ে চলতে হবে) ; মূল্য দিয়া গ্রহণ করা (নিন, সস্তা দিচ্ছি) ; ঔষধরূপে গ্রহণ করা (টিকা লওয়া ; জোলাপ লওয়া) ; হরণ করা, আশ্রিতরূপে গ্রহণ করা (সীতারে লইয়া রাবণ পলায় দিব্য রথে—কৃত্তিবাস ; প্রাণ লওয়া ; তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ—রবি) ; ভক্তিভাবে জপ করা, স্মরণ করা (ঈশ্বরের নাম লওয়া) ; জীবনের কর্ম হিসাবে গ্রহণ করা, অনুসরণ করা, অবলম্বন করা, (ব্রত লওয়া ; বাঁকা পথ ছাড়িয়া সোজা পথ লওয়া ; কি নিয়ে থাকবো ?) ; যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হওয়া, পছন্দ হওয়া (হেন মনে লয় যোগিনী হইয়া আনল ভেজাই ঘরে—চণ্ডীদাস) ; জিজ্ঞাসু হওয়া, সচেষ্ট হওয়া (আত্মীয় স্বজনের সংবাদ নেয় না ; শরীরের যত্ন লওয়া) ; বিষয় সম্পর্কে (জমি

লইয়া বিবাদ ; নিজেকে লইয়া বিব্রত)। **মনে লওয়া**—মনে হওয়া ; পছন্দ হওয়া। **মাথায় করিয়া লওয়া**—শিরোধার্য করা, একান্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা। **হাতে লওয়া**—সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করা, আরম্ভ করা।

লওয়াজিমা, লওয়াজিম—(আ. লবাযমা, লবাযিমা) সঙ্গের জিনিষপত্র, মালমাত্তা, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র।

লংক্লথ—(ইং. longcloth) শাদা, কিছু মোটা সুতীবস্ত্র-বিশেষ (লংক্লথের পাজামা)।

লক—(আ. নখ') মাঞ্জা-দেওয়া রেশমী সুতা (ঘুঁড়ির লক)।

লকব—(আ. লক'ব্) সম্মানসূচক উপাধি।

লকলক—লোল বা লুলিত ভাব, সাপের ফণার, লতার ডগার বা জিহ্বার সরস বা সতেজ লুলিত ভাব। বিণ. লক্লকে। (লক্লকে জিহ্বা—কালীর লোল জিহ্বার মত ; লক্লকে পুঁইয়ের ডগা—সুপুষ্ট সতেজ পুঁইয়ের ডগা, যাহা সাধারণতঃ আন্দোলিত হয় ; লক্লকে করাতের পাত—করাতের পাত, যাহার কাঠ চিরিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু পাতার মত আন্দোলিতও হয়)। (সূক্ষ্মতর, কিন্তু শক্তিশালী অর্থে লিক্লিকে—লিক্লিকে বেত)।

লকার—ল-বর্ণ।

লকেট—(ইং. locket) কণ্ঠহারের সঙ্গে যুক্ত কারুকার্য-খচিত চাক্তি-বিশেষ।

লক্কড়—(হি. লক্কড়) কাঠের কুঁদা ; লোহখণ্ডের তুল্য বস্তু (লোহা-লক্কড়)।

লক্কা—(আ. লাক্কা) লেজ-চওড়া পায়রা-বিশেষ (লক্কা পায়রা)।

লক্ষ—[লক্ষ্ (দর্শন করা; চিহ্ন করা)+অল] লক্ষ্য, শরব্য, দৃষ্টি (লক্ষ্য রাখা) ; লাখ (লক্ষ কথা ; লক্ষপতি) ; প্রবঞ্চনা।

লক্ষক—লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধক। **লক্ষণ**—চিহ্ন, পরিচয় (চোরের লক্ষণ , সধবার লক্ষণ ; রোগের লক্ষণ ভাল নয়) ; জাতিগত বিশেষত্ব-জ্ঞাপক চিহ্ন ; লক্ষ্ম। **লক্ষণা**—শব্দের আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত তাৎপর্য-বিশেষ, শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তি, metonymy (জগতের কল্যাণ—জগৎবাসীর কল্যাণ)। **লক্ষণীয়**—অনুভবনীয়, দর্শনীয়, লক্ষ্য করিবার যোগ্য। **লক্ষিত**—দৃষ্ট, জ্ঞাত, লক্ষীকৃত ; অনুমিত। লক্ষিত-লক্ষণা—লক্ষণা-বিশেষ. (যথা, দ্বিরেফ)। স্ত্রী. লক্ষিতা—পরকীয়া শ্রেণীর নায়িকা-বিশেষ'।

লক্ষ্মণ—রামায়ণ-বর্ণিত রামের সুপ্রসিদ্ধ ভ্রাতা; সারস পক্ষী। স্ত্রী. লক্ষ্মণা—দুর্যোধনের কন্যা ও কর্ণের পুত্রবধূ।

লক্ষ্মী—(লক্ষ্+ঈ) ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিষ্ণুর পত্নী কমলা ; সম্পদ্, সৌভাগ্য (ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ হোক) ; শ্রী, সৌন্দর্য ; রাজশ্রী ; স্থল-পদ্মিনী ; সীতা ; চন্দ্রের একাদশী কলা ; মুক্তা, হরিদ্রা, ঋদ্ধি নামক ঔষধ ; মোক্ষপ্রাপ্তি, সুচরিতা ও গৃহকর্ম-নিপুণা বধূ (ঘরের লক্ষ্মী) ; ধান, চাউল ইত্যাদি (মা লক্ষ্মী মাথায় থাকুক—গ্রাম্য), শান্ত, সুবোধ (ছেলেমেয়ে)। **লক্ষ্মী-কান্ত,-পতি**—নারায়ণ ; রাজা। **লক্ষ্মী-গৃহ**—রক্তপদ্ম ; টাকশাল। **লক্ষ্মীছাড়া**—শ্রীসম্পদহীন, দুর্ভাগা, অবস্থার উন্নতি সাধনে অমনোযোগী, গালি-বিশেষ। **লক্ষ্মী-নারায়ণ**—শালগ্রাম-শিলা-বিশেষ। **লক্ষ্মী পাতা**—লক্ষ্মীপূজার জন্য ধান, কড়ি, সিঁদুরের কৌটা, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণখণ্ড, শঙ্খ, আলপনা ইত্যাদির দ্বারা সজ্জিত কাষ্ঠাসন স্থাপন। **লক্ষ্মীপুষ্প**—পদ্মরাগ মণি। **লক্ষ্মীপূর্ণিমা**—কোজাগরী পূর্ণিমা—দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরের পূর্ণিমা। **লক্ষ্মীফল**—বেল। **লক্ষ্মীবান্,-মন্ত**—সৌভাগ্যবান্, টাকা-পয়সার লোক। **লক্ষ্মীবার**—বৃহস্পতি-বার। **লক্ষ্মীবিলাস**—কবিরাজী ঔষধ-বিশেষ ; তৈল-বিশেষ ; বস্ত্র-বিশেষ। **লক্ষ্মী-মণি**—ছোটছেলের প্রতি আদর-জ্ঞাপক উক্তি। **লক্ষ্মীর দ্রব্য**—ধান্যজাত চাউল, চিড়া ইত্যাদি। **লক্ষ্মীর দৃষ্টি**—গৃহস্থালীর সমৃদ্ধি সম্পর্কে বলা হয়। **লক্ষ্মীর বরযাত্রী**—সুসময়ের সুহৃদ্, সুখের পায়রা। **লক্ষ্মীশ্রী**—গৃহস্থালীর শ্রীসম্পদ। **লক্ষ্মী ও উর্বশী**—নারীর কল্যাণীরূপ ও মোহিনীরূপ (রবীন্দ্রনাথ —দুইনারী)।

লক্ষ্য—(লক্ষ্+ঘ্যণ্) বেধনার্থ লক্ষিত, target, উদ্দেশ্য, দ্রষ্টব্য, জ্ঞেয় (লক্ষ্য করা, লক্ষ্যের বিষয়)। **লক্ষ্যচ্যুত**—লক্ষ্যভ্রষ্ট, যাহা উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে অমনোযোগী। **লক্ষ্যতঃ**—দশজনের সামনে। **লক্ষ্যবেধ,-ভেদ**—লক্ষ্য বিদ্ধ করা। **লক্ষ্য-**

স্থল—যাহা লাভ করা উদ্দেশ্য, target। **লক্ষ্যহীন**—উদ্দেশ্যহীন।

লখিন্দর—(সং. লক্ষ্মীন্দ্র) চাঁদ সদাগরের পুত্র (বেহুলা-লখিন্দর)।

লখিমী—লক্ষ্মী (ব্রজবুলি)।

লগ—লাগ, সঙ্গ, সংস্পর্শ, (লগ ছাড়ে না)। **লগে**—সঙ্গে (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত—বাপের লগে; **লগে লগে**—সঙ্গে সঙ্গে)।

লগন—লগ্ন, সংসক্ত (কাব্যে ব্যবহৃত—গগন-লগন প্রাসাদে—রবি); লগ্ন, শুভক্ষণ, বিবাহাদির লগ্ন (লগনসা—লগ্ন-সময়)।

লগা—আকর্ষী বা আঁকশি, অপেক্ষাকৃত সরু ও দীর্ঘ বংশদণ্ড। **লগি,-গী**—মজবুত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সরু, বংশদণ্ড, যাহা দিয়া অগভীর জলে নৌকা ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। **লগি-ঠেলা করা**—কষ্টেসৃষ্টে আগাইয়া লইয়া যাওয়া (লগি-ঠেলা করে কতদিন আর সংসার চলে—গ্রাম্য)।

লগুড়—(সং.) প্রাচীন ভারতের লৌহময় যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ, লম্বায় দুই হাত, খুব বলবান্ পদাতিকরা ইহা লইয়া যুদ্ধ করিত; মোটা লাঠি, কোঁৎকা (লগুড়াঘাত)।

লগেজ, লাগেজ—(ইং. luggage) যাত্রীর সঙ্গের জিনিষপত্র। **লগেজ করা**—সঙ্গের জিনিষপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় মাশুল দেওয়া।

লগ্ন—[লগ্ (লাগিয়া থাকা)+ক্ত] সংসক্ত, সংযুক্ত (তটলগ্ন; দৃঢ়লগ্ন। **লগ্নজ্যা**—tangent); (লস্জ্+ক্ত) জ্যোতিষ-শাস্ত্রমতে শুভমুহূর্ত (বিবাহের লগ্ন)। **লগ্নদণ্ড**—সঙ্গীতে সুর-প্রবাহ সৃষ্টির কৌশল-বিশেষ (হি লাগডাঁট)। **লগ্নপত্র**—বিবাহের নির্ধারিত লগ্নের বিবরণ। **লগ্নমণ্ডল**—রাশিচক্র, the zodiac।

লগ্নি,-গ্নী—সুদের কারবার, মহাজনী।

লঘিমা—(লঘু+ইমন্) লঘুত্ব, ভারহীনতা, অগৌরব, হীনতা, শরীরকে লঘু করিবার যোগবল-বিশেষ। **লঘিষ্ঠ, লঘীয়ান্**—অতিশয় লঘু, অতিক্ষুদ্র।

লঘিষ্ঠ—সর্বনিম্ন। **লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গুণিতক**—lowest or least common multiple, L.C.M. (বিপ. গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক, greatest common measure, G.C.M.)।

লঘু—[লন্‌ঘ্ (উপবাস করা, শুষ্ক হওয়া)+উ] ভারহীন, হাল্কা, সংক্ষিপ্ত (লঘুকৌমুদী); ছোট, কনিষ্ঠ (গুরু-লঘু জ্ঞান); অসার, তুচ্ছ, হেয় (লঘুচেতাঃ) দ্রুত (লঘুগতি); সহজ-পাচ্য (লঘু পথ্য); মৃদু, মনোজ্ঞ (লঘু স্বর)। **লঘুকায়**—হাল্কাশরীর, ক্ষুদ্রাকৃতি। **লঘুক্রিয়া**—সামান্য কর্ম, দ্রুত-সম্পাদিত কর্ম। **লঘুগণ**—অশ্বিনী, পুষ্যা, হস্তা নক্ষত্র। **লঘুগতি**—দ্রুতগতি। **লঘু-চতুষ্পদী**—চতুষ্পদী-বিশেষ, (ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে ষোল অক্ষর, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে তের অক্ষর)। **লঘুচিত্ত**—হীনচেতা; অব্যবস্থিত চিত্ত। **লঘু জ্ঞান করা**—নগণ্য মনে করা, অবজ্ঞা করা। **লঘুত্রিপদী**—ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় পদ ছয় অক্ষরের, তৃতীয় পদ আট অক্ষরের। **লঘুনালিক**—ছোট বন্দুক-বিশেষ। **লঘু-পাক**—যাহা সহজে পরিপাক হয়। **লঘু পাপ**—অল্প পাপ বা অপরাধ (লঘু পাপে গুরু দণ্ড—অল্প অপরাধে কঠোর শাস্তি)। **লঘুভার**—হাল্কা (বিপ. গুরুভার)। **লঘুহস্ত**—ক্ষিপ্রহস্ত।

লঘুতা, লঘুত্ব—গুরুত্বের অভাব, চপলতা, ফাজলামি, অব্যবস্থিতচিত্ততা; দ্রুততা; হেয়ত্ব, নীচতা।

লঘুকরণ—রাশির সরলতা সম্পাদন, উচ্চ শ্রেণীর রাশিকে নিম্ন শ্রেণীর রাশিতে ও নিম্ন শ্রেণীর রাশিকে উচ্চ শ্রেণীর রাশিতে পরিবর্তন, reduction। [গ্রাম্য), (lesser call)।

লঘ্‌ঘী, লঘ্বী, লগ্‌গি—প্রস্রাব (লঘ্‌ঘী করা—

লঙ্কা—রামায়ণ বর্ণিত রাবণের পুরী; দূর দেশ (লঙ্কা পার হওয়া—দূরে আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাওয়া)। **লঙ্কাকাণ্ড**—হনুমানের লঙ্কা দগ্ধ করার ব্যাপার; ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড; তুমুল ঝগড়া বা মারামারির ব্যাপার। **লঙ্কা-পোড়া**—হনুমান, যে তাহার নষ্টামির ফলে ব্যাপক অনর্থ ঘটায়। **লঙ্কা-ফেরত**—হনুমান, বাঁদর (বিদ্রূপাত্মক)। **লঙ্কায় সোনা সস্তা**—যেখানে যে বস্তুর উৎপত্তি বা প্রাচুর্য, সেখানে তাহা স্বভাবতঃই সস্তা।

লঙ্কা—লঙ্কা-মরিচ, গাছ-মরিচ। **ধানী লঙ্কা**—ছোট, অতিশয় ঝাল লঙ্কা-বিশেষ।

লগ্ন—[লন্‌গ্ (লাগিয়া যাওয়া)+অল্] খঞ্জতা; সঙ্গ, মিলন; মিলন; উপপতি।

লঙ্গর—(ফা. লঙ্গর্) নঙ্গর, নোঙর ; অন্নসত্র, যেখানে বিনামূল্যে অন্ন বিতরণ করা হয় (লঙ্গরখানা)।

লঙ্ঘন—[লন্ঘ্ (উপবাস করা, গমন করা) + অনট্] উপবাস (লঙ্ঘন দেওয়া—গ্রাম্য, লঙ্ঘন দেওয়া) ; উল্লম্ফন, অতিক্রম, অবজ্ঞা, ডিঙ্গানো (সমুদ্র লঙ্ঘন ; গুরুবাক্য লঙ্ঘন ; নিয়ম লঙ্ঘন) ; অশ্বের প্লুত গতি ; দংশন (অপ্রচলিত)। স্ত্রী. লঙ্ঘনা—অবজ্ঞা, অনাদর, অবমাননা। **লঙ্ঘনীয়**—যাহা অতিক্রম করিবার মত।

লঙ্ঘা—লঙ্ঘন করা, অতিক্রম করা, ডিঙ্গানো ('সাগর লঙ্ঘিতে পারি') ; অবজ্ঞা করা, অমান্য করা। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

লঙ্ঘিত—উল্লঙ্ঘিত, অতিক্রান্ত, অবজ্ঞাত। **লঙ্ঘ্য**—লঙ্ঘনীয়, অতিক্রমণীয়, অমান্য করিবার যোগ্য (দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালা)। **লঙ্ঘানো**—অতিক্রম করানো।

লছমী, লছিমী—লক্ষ্মী (ব্রজবুলি)। **লছিমা**—বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহের পত্নী, বিদ্যাপতির কাব্যে ইঁহার প্রশংসা আছে।

লজঞ্জুস, লজেঞ্জুস—(ইং. lozenge) বিচিত্র বর্ণের চিনির মিষ্টান্ন-বিশেষ, চুষিয়া চুষিয়া খাইতে হয় ; শিশুদের অতি প্রিয়।

লজ্জমান্—[লস্জ্ (লজ্জিত হওয়া) + শানচ্] লজ্জাশীল। **লজ্জা**—নারীসুলভ সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা (লজ্জার মাথা খেয়ে বলতে পারলি ?) ; অনুচিত কর্মাদি করার ফলে জানাজানি হওয়ার সম্পর্কে যে ভয় হয় (লোকলজ্জা) ; ব্রীড়া ; সহজভাবে আচরণ করিতে সঙ্কোচ, লাজুকতা (জামাই তো নও, যে চেয়ে নিতে লজ্জা করবে ; মেয়ের পার্ট আমার দ্বারা হবে না, লজ্জা করে)। **লজ্জাকর**—যাহাতে লজ্জিত হইতে হয়, এমন (গর্হিত বা অশোভন ব্যাপার সম্পর্কে বলা হয়)। **লজ্জাজনক**—লজ্জাকর। **লজ্জানম্র**—(নারীর) স্বাভাবিক সঙ্কোচ-হেতু নম্র বা অবনত (লজ্জানম্র নয়ন)। **লজ্জাবতী**—লজ্জাশীলা; সুপ্রসিদ্ধ লতা। **লজ্জালু**—লজ্জাশীল, লাজুক। **লজ্জাশূন্য**—(নারীর) স্বাভাবিক সঙ্কোচশূন্য ; শালীনতাবোধ-বর্জিত ; গর্হিত আচরণ সত্ত্বেও সঙ্কোচশূন্য। **লজ্জা দেওয়া**—গর্হিত আচরণের কথা অথবা ত্রুটির কথা স্মরণ করাইয়া সঙ্কোচযুক্ত করা (বিনীত অসম্মতি সম্পর্কেও বলা হয়—ধার চেয়ে লজ্জা দেবেন না)। **লজ্জা পাওয়া**—গর্হিত বা অশোভন আচরণের জন্য অথবা ত্রুটির জন্য অপ্রস্তুত হওয়া, লজ্জাকর ব্যাপার দেখিয়া সঙ্কোচ বোধ করা (তোমার লজ্জা নেই, কিন্তু আমরা লজ্জা পাই)। **লজ্জার কথা**—লজ্জাকর কথা ; যাহাতে স্বভাবতঃ সঙ্কোচ হয়, এমন কথা। বিণ. লজ্জিত—লজ্জাযুক্ত, লজ্জাপ্রাপ্ত ('লজ্জিত' ও 'সলজ্জ' সাধারণতঃ তুল্যার্থবোধক, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়, যেমন, 'সলজ্জ হাসি', 'লজ্জিত পিতৃকুল')।

লজ্জাস্কর—লজ্জাকর (অসাধু, কথ্য ভাষায় সুপ্রচলিত)।

লট্কানো—ঝুলানো, টাঙানো, লম্বিত ; ফাঁসি দেওয়া (অবজ্ঞার্থক—লট্‌কে দেওয়া হয়েছে)।

লটকান্, লটকন্—গাছ-বিশেষ ও তাহার লাল ফল (লটকন-রঙের শাড়ী)।

লটপট, লটাপট—শিথিলভাবে লম্বিত ('লটাপট জটাজুট' ; তার লটপট করে বাঘছাল—রবি)। বি. লটপটি—অবলুণ্ঠন, গড়াগড়ি (লটপটি খাওয়া)। **লটপটি কথা**—নড়চড় কথা।

লটবহর—সঙ্গের নানা ধরণের জিনিষপত্র (লোক তো দুই জন, কিন্তু লটবহর অনেক)।

লটারি—(ইং. lottery) বস্তু বা অর্থের বণ্টন-সম্পর্কে ভাগ্যপরীক্ষা ; ভাগ্যপরীক্ষার খেলা (লটারির টিকিট কেনা)।

লড়, লোড়—রড়, দৌড়। লড়ালোড়ি, দৌড়াদৌড়ি। (গ্রাম্য)।

লড়চড়—নড়চড়। **লড়ন-চড়ন**—নড়ন-চড়ন। **লড়বড়**—নড়বড়। (বিণ. লড়বড়ে—নড়বড়ে)। (বর্তমানে গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।

লড়া—নড়া ; যাহা নড়ে, নড়বড়ে (লড়া দাঁত)।

লড়া—যুদ্ধ করা, প্রতিস্পর্ধী হওয়া, প্রবল ভাবে বিরুদ্ধাচরণ করা (মোকদ্দমা লড়া ; ভোট-যুদ্ধে লড়া)। বি. **লড়াই**—যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা (কবির লড়াই), ঝগড়া, শত্রুতা (ঝগড়া-লড়াই বেধেই আছে ; দুই সতীনের লড়াই)। বিণ. **লড়ায়ে, লড়িয়ে, লড়্‌য়ে**—যুদ্ধপটু (সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থক—লড়্‌য়ে মরদ)। **লড়ানো**—যুদ্ধ করানো, দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধানো (মেড়ায় মেড়ায় লড়ানো)।

লড্ডু, লড্ডুক—(সং.) লাড়ু, নাড়ু (লাড্ডু দ্র:)।

লণ্ঠন—(ইং lantern) কাচের আবরণযুক্ত দীপ, বিশেষতঃ যাহা হাতে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। **ঝাড়লণ্ঠন**—বেলোয়ারির ঝাড়-বাতি ও নানা ধরণের লণ্ঠন। **হারিকেন লণ্ঠন**—ঝড়ে নিবিয়া যায় না, এমন লণ্ঠন।

লণ্ডভণ্ড—বিশৃঙ্খল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত (কাগজগুলো অমন লণ্ডভণ্ড করার কি দরকার ছিল?); বিষম বিপর্যস্ত, ছিন্নভিন্ন, তছনছ, বিনষ্ট (সব লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে)।

লতা, লতিকা—[লত্ (বেষ্টন করা)+অন্ +আ+কণ্—যাহা বৃক্ষ বেষ্টন করে] ব্রততী, বল্লী (বনলতা, উদ্যানলতা); যাহা লতার মত দেখিতে (বিদ্যুল্লতা; দেহলতা; বাহুলতা); লতার মত চিত্র বা ক্রমিক বর্ণনা (কাঁথায় লতা কাটা; বংশলতা); নারী, তন্বঙ্গী। **লতানো**—লতার মত বিস্তৃত হওয়া বা বেষ্টন করা। বিণ. **লতানে** (লতানে আম)। **লতাগৃহ,-বিতান,-মণ্ডপ**—লতার বিস্তারের ফলে যাহা গৃহের মত হইয়াছে, নিকুঞ্জ। **লতাতরু**—শাল, তাল, কমলালেবুর গাছ। **লতাফল**—পটল। **লতাফণী**—ফণীমনসা গাছ। **লতাসাধন**—তান্ত্রিক সাধনা-বিশেষ, নায়িকা-সাধন। **লতাইয়া যাওয়া**—লতার মত মাটির উপর দিয়া বিস্তৃত হওয়া; লতার মত জড়ানো। **লতাইয়ে পড়া, লতিয়ে পড়া**—লতার মত ভূলুণ্ঠিত হওয়া, অবসন্ন হইয়া পড়া। ('নেতিয়ে পড়'-ই বেশি প্রচলিত)।

লপ্সি—কাউ-ভাত, ময়দার মণ্ড।

লপেট—(হি) বেষ্টন, জড়ানো। **লপেটা**—জুতা-বিশেষ (অগ্রভাগ উপরের দিকে গুটানো, সৌখীনতার পরিচায়ক)।

লপ টানো—জড়ানো, ভাঁজ করা (বিছানাটা লপ্‌টে রাখো)।

লপ্ত—(সং. লিপ্ত) লাগাও, সঙ্গ, ছেদরাহিত্য (একলপ্তে সাত বিঘা জমি)।

লব—(সং.) বিন্দু, কণা, ভগ্নাংশের উপরের রাশি (বিপ. হর); রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র; লবঙ্গ; জায়ফল।

লবঙ্গ—সুপরিচিত সুগন্ধ মশলা, মলক্কা-দ্বীপজাত বৃক্ষ-বিশেষের সুগন্ধ পুষ্প, লঙ্গ। **লবঙ্গ-ফুল**—লবঙ্গ-ফুলের আকৃতির নাসিকার গহনা, সুগন্ধ পুষ্পলতা-বিশেষ (**লবঙ্গ-লতিকা**—ঘি-এ ভাজা ময়দার মিষ্টান্ন-বিশেষ, ইহার মুখ লবঙ্গ দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়)।

লব্জ—(ফা. লফ্‌য্') শব্দ, বাক্য, কথা। গ্রাম্য, লব্‌জো—কড়া কথা, জবাব (লব্‌জো যখন ছাড়বো, তখন বুঝে নেবে)।

লবণ—[লূ (ছেদন বা বিশ্লেষণ করা)+অন] নুণ, salt; সমুদ্র বিশেষ; দৈত্য-বিশেষ। **লবণত্রয়**—সৈন্ধব, বিট ও রুচক লবণ। **লবণাক্ত**—নোণা।

লবনি,-নী—ননী, নবনীত।

লবেজান—(ফা. লব-ই-জান—ওষ্ঠাগত প্রাণ) যাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, মরমর, পর্যুদস্ত, হয়রান পেরেশান (বিবিজান চলে জান লবেজান করে'; খুঁজে খুঁজে লবেজান হয়েছি)।

লবেদা, লবাদা—(ফা. লবাদা) লম্বা ঢিলা পোষাক-বিশেষ।

লব্ধ—(লভ্+ক্ত) যাহা লাভ হইয়াছে, প্রাপ্ত, উপার্জিত, গৃহীত। স্ত্রী. লব্ধা—নায়িকা বিশেষ। **লব্ধকাম**—যাহার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে। **লব্ধকীর্তি**—কীর্তিমান্, যশস্বী। **লব্ধপ্রতিষ্ঠ**—যাহার প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে, খ্যাতনামা। **লব্ধপ্রবেশ**—যে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। যাহার উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে।

লভ্য—লাভ করিবার যোগ্য (প্রাংশুলভ্য ফল); লাভ, প্রাপ্তি (তোমারও দু-পয়সা লভ্য হবে)। **লভ্যের অঙ্ক**—আয়ের ব্যাপার।

লম্পট—[রম্ (অনুরক্ত হওয়া)+অনট্] কামুক, লোলুপ পরস্ত্রী-লোলুপ।

লম্ফ—[রনফ্ (লাফ দেওয়া)+অল] উল্লম্ফন, লাফানো (লম্ফ প্রদান)। **লম্ফঝম্প**—লাফ-ঝাঁপ, লাফালাফি প্রবল, কিন্তু নিরর্থক উত্তেজনা প্রকাশ (বিদ্রূপাত্মক—লম্ফঝম্পই সার)। **লম্ফন**—লাফ দেওয়া, ডিঙ্গাইয়া যাওয়া।

লম্ব—দোলায়মান, ঝোলানো, লম্বা, প্রসারিত (লম্বহার; লম্বকর্ণ); সরল রেখার উপরে ঠিক খাড়া হইয়া যে সরল রেখা থাকে, perpendicular; বৃহৎ, বিশাল (লম্বোদর)। **লম্বকর্ণ**—(দীর্ঘ বা দোলায়মান কর্ণ যাহার, ছাগল, হস্তী, গর্দভ (সাধারণতঃ গর্দভ অর্থেই ব্যবহৃত হয়—বিদ্রূপাত্মক)। **লম্বকেশ**—দীর্ঘ অগ্রযুক্ত

• কুশ-নির্মিত আসন। **লম্বন**—অবলম্বন, দোলন; নাভি-লম্বিত হার। **লম্বমান**—লম্বিত, দোলায়মান, যাহা ঝুলিতেছে (বাজে বীর গোধিকারে ধনুকেতে লম্বমান রাখে—কবিকঙ্কণ; লম্বমান জটা)। **লম্বপটাবৃত**—ঢিলা ও লম্বা পোষাকে সুসজ্জিত, চোগা-চাপকান-পরা, আলখাল্লা-পরা।

লম্বরদার—প্রজাদের মুখপাত্র, যে প্রজাদের খাজনা সংগ্রহ করিয়া সরকারে দাখিল করে, মোড়ল।

লম্বা—(সং. লম্ব) দীর্ঘ, ঢেঙা (দেখিতে লম্বা; লম্বা চুল; লম্বা বাঁশ): বিস্তৃত (লম্বা ফর্দ); নিরবচ্ছিন্ন, একটানা (লম্বা ছুটি: লম্বা ঘুম; উদার বা মহত্ত্বপূর্ণ (বিদ্রূপাত্মক—লম্বা কথা); গৌরবসূচক, জমকালো, দম্ভপূর্ণ (লম্বা চাল-চলন; লম্বা হুকুম); দীর্ঘ পদক্ষেপ, দৌড়, পলায়ন (লম্বা দেওয়া—ব্যঙ্গার্থক)। **লম্বা-চওড়া**—লম্বা ও চওড়া; বড় বড়; গর্বপূর্ণ (লম্বা-চওড়া কথা)। **লম্বা করা**—প্রহার দিয়া ধরাশায়ী করা। **লম্বা হওয়া**—হাত-পা ছড়াইয়া শোয়া। বি. লম্বাই (লম্বাই-চওড়াই—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ; আত্মশ্লাঘাপূর্ণ উক্তি)। **লম্বাটে**—লম্বা ধরণের, tallish। **লম্বালম্বি**—দৈর্ঘ্যের দিকে; সোজাসুজি (লম্বালম্বি মাঠ পাড়ি দেওয়া)।

লম্বিত—যাহা ঝুলিতেছে, প্রসারিত (আজানু-লম্বিত); পতনোন্মুখ।

লম্বোদর—(স্থূল উদর যাহার) ভুঁড়িওয়ালা; পেটুক; গণেশ। বহুব্রী। **লম্বোষ্ঠ, লম্বৌষ্ঠ**—উষ্ট্র।

লয়—[লী (সংশ্লিষ্ট হওয়া)+অল্] লীন হওয়া, মিশিয়া যাওয়া, সুরের মাত্রা, ছন্দঃ ও তালের সহিত সুসঙ্গতি (দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয়); বিনাশ, প্রলয়। **লয় করা**—নাশ করা, নিশ্চিহ্ন করা। **লয় দেওয়া**—সঙ্গীত বা নৃত্যের সহিত যথাযথ ভাবে তাল রাখা; সায় দেওয়া। **লয়-নৃত্য**—প্রলয় নৃত্য; ভাঙচুর, তছনছ। **লয়-হীন**—তালহীন, খাপছাড়া; অবিনশ্বর।

ললৎ—[লড় (উৎকণ্ঠিত হওয়া)+অৎ (শতৃ)] কম্পমান; দোলায়মান; লেহনকারী (ললজ্জিহ্ব)।

ললনা—নারী, কান্তা, পত্নী; জিহ্বা। **ললনা-প্রিয়**—নারীদের প্রিয়, কদম্ব। **ললন্তিকা**—নাভি-লম্বিত হার; গিরগিটি।

ললাট—(সং.) কপাল (ললাটদেশ)। **ললাটক**—প্রশস্ত ললাট। **ললাটন্তপ**—সূর্য; যাহা কপাল পোড়ায়। **ললাট-ফলক**—ভালদেশ। **ললাট লিখন**—অদৃষ্টের লেখা। **ললাট-রেখা**—কপালের বলিরেখা, wrinkle; তিলক। **ললাটিকা**—ললাটের ভূষণ-বিশেষ, তিলক; ললাটসম্ভবা ('কন্তা ললাটিকা')।

ললাম—(সং.) ললাটের ভূষণ, শ্রেষ্ঠ, প্রধান (আশ্রম-ললাম-ভূতা শকুন্তলা); শৃঙ্গ, পুচ্ছ, ধ্বজা; অশ্বের বা বৃষের কপালের রঞ্জিত চিহ্ন।

ললিত—[লল্ (ইচ্ছা করা, বিলাস করা)+ক্ত] নায়িকার যৌবন-সুলভ হস্তপদাদি বিন্যাসের স্বাভাবিক শ্রী, স্ত্রী-নৃত্য; কোমল, সুন্দর, মনোজ্ঞ প্রিয়; চঞ্চল; ঈপ্সিত (ভাবের ললিত ক্রোড়ে—রবি; ললিত নৃত্য; শান্তির ললিত বাণী); রাগিণী-বিশেষ। **ললিত পদ-বন্ধন**—কবিতার মনোজ্ঞ চরণ, চিত্তাকর্ষক রচনা। **ললিত প্রহার**—লঘু আঘাত। স্ত্রী. ললিতা—গোপী-বিশেষ; নদী-বিশেষ; কস্তুরী; নারী; দুর্গা।

লশুন, লশূন—(সং.) রসুন।

লস্কর—(ফা. লশ্‌কর) সৈন্য, ফৌজ; জাহাজের ভারতবর্ষীয় নাবিক। **লোক লস্কর**—প্রভৃত লোকজন। **গদাই-লস্করী চাল**—অতি মন্থর চাল-চলন।

লহনা—প্রাপ্য, পাওনা, লভ্য; খাজনা ভিন্ন অন্যান্য বাকি-পাওনা। নাম (লহনা খুল্লনা)।

লহমা—(আ লম্‌হ্'।) মুহূর্ত (এক লহমা সময় আছে সর্বনাশের মধ্যে তোর—ওমর খৈয়াম, কান্তিচন্দ্র)।

লহর—(সং. লহরী) তরঙ্গ (হাসির লহর তোলা); হারের নর।

লহরি,-রী—(সং.) তরঙ্গ, ঢেউ (লহরীর পর লহরী তুলিয়া আঘাতের পর আঘাত কর্—রবি; স্বর-লহরী)।

লহু—(সং. লোহ; লোহিত) শোণিত, রক্ত ('লহুর দরিয়া')। (গ্রাম্য ভাষায় লৌ—পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)। [(লাহা)]।

লা—(সং লাক্ষা) লাক্ষা; গালা; উপাধি-বিশেষ

লা—স্ত্রী-সম্বোধনে, সাধারণতঃ বয়ঃকনিষ্ঠার প্রতি (তুই কেন বলবি লা?)।

লা—(আ. লা) নঞর্থক অব্যয় (লা-আওলাদ—সন্ততিহীন ; লা-ইলাজ—যাহা চিকিৎসায় সারিবার নয় ; লা-ওয়ারিশ ; লা-চার ; লা-জওয়াব)।

লাই—(হি. লিয়ে) জন্য (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত,—কিয়ের লাই—কেন)।

লাইন—(ইং. line) রেখা (লাইন টানা); পঙ্‌ক্তি (লাইন করিয়া বসা) ; ছত্র (এক লাইন লিখতে পারে না) ; রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির পথ ; বিদ্যা বা চাকুরির ক্ষেত্র (ইঞ্জিনিয়ারিং লাইন ; ওকালতি লাইন)।

লাইনিং—(ইং. lining) জামা ইত্যাদির ভিতরে যে কাপড় দেওয়া হয়।

লাইফ—(ইং. life) প্রাণ, শক্তি, উৎসাহ, উদ্দীপনা (লাইফ নাই, মরা—কথ্য); জীবন-চরিত (নেল্‌সনের লাইফ—কথ্য)। **লাইফ ইন্সিওরেন্স**—জীবন-বীমা। **লাইফ-বেল্ট**—জলমগ্ন যাত্রীদিগকে জলের উপরে ভাসাইয়া রাখিবার অবলম্বন-বিশেষ। **লাইফ-বোট**—জাহাজ-সংলগ্ন যে ছোট নৌকা জাহাজডুবি ইত্যাদি হইলে আরোহীদিগকে তীরে পৌছাইতে চেষ্টা করে। **লাইফ-সাইজ**—মানুষ যত বড়, সেই মাপের (প্রতিকৃতি)।

লাইবেল—(ইং. libel) অমূলক নিন্দা, কুৎসা রটনা (লাইবেলের কেস্)।

লাইব্রেরী—(ইং. library) গ্রন্থাগার ; বই-এর দোকান ; গ্রন্থাগার ও পাঠাগার (খোদাবক্‌শ লাইব্রেরী ; ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী)।

লাইসেন্স্—(ইং. license) ব্যবসায়-আদি করিবার অথবা অস্ত্রাদি রাখিবার সরকারী অনুমতি।

লাউ—(সং. অলাবু) সুপরিচিত শাক-ফল, কদু ; লাউয়ের শুষ্ক খোল (বাদ্যযন্ত্রে ব্যবহৃত হয়)। **লাউডগা**—লাউয়ের ডগার মত সবুজবর্ণ সাপ। **ঝোলের লাউ, অম্বলের কদু**—যে লোক দুই পক্ষেই থাকে, সুবিধাবাদী।

লাওয়ারিস—বেওয়ারিস, উত্তরাধিকারীহীন, মালিকহীন (লাওয়ারিস অবস্থায় মারা গেছে ; লাওয়ারিশ মাল)।

লাকড়ি—(হি.) জ্বালানী কাষ্ঠ (তেল, নুণ লাকড়ি) ; লাঠি (লাকড়ি খেলা)।

লাক্ষণিক—(লক্ষণা+ষ্ণিক) লক্ষণার দ্বারা অর্থ প্রতিপাদক, গৌণ ; (লক্ষণ+ষ্ণিক) যিনি দেহের লক্ষণ দেখিয়া তাহার ফল বলিতে পারেন, দৈবজ্ঞ।

লাক্ষা—(সং.) লা, যতু, অলক্তক ; পলাশ, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের শাখায় পুঞ্জীভূত কীট-বিশেষের দেহজ রস হইতে ইহার উৎপত্তি। **লাক্ষাতরু**—পলাশ-বৃক্ষ। **লাক্ষারস**—আল্‌তা।

লাখ, লাক—লক্ষ, ১০০০০০—এই সংখ্যা ; বহু, অগণিত ('লাখ পাখীর গিটকিরি') ; বহুবার, বহু রকমে (লাখ করলেও তার মন পাবে না ; সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ—বিদ্যাপতি)। **লাখ কথার এক কথা**—বহু রকমের কথার মধ্যে প্রকৃত মূল্যবান্ কথা, সার কথা। **লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা**—দরিদ্রের লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখা। **লাখো**—(হি. লাখোঁ) বহু লক্ষ, অগণিত। **লাখে লাখে**—অগণ্তি।

লাখেরাজ, লাখরাজ—(আ. লা-খি'রাজ) নিষ্কর। **লাখেরাজদার**—নিষ্কর ভোগী। বিণ. লাখেরাজী।

লাগ—(সং. লগ্ন) সঙ্গ, নৈকট্য (লাগ ধরা) ; সন্ধান, নিকটে ; আয়ত্তের মধ্যে (তার লাগ পেলাম না ; একবার লাগ পেলে হয়)।

লাগসই—যাহাতে লাগে অর্থাৎ কাজ হয়, তেমন ভাবে, effective (লাগসই চিল, লাগসই জবাব)।

লাগা—সংলগ্ন হওয়া, সংস্পর্শ হওয়া (দাগ লাগা ; তেল লাগা) সংসক্ত হওয়া, দৃঢ়মূল হওয়া, বসা (লেগে থাকা ; চারাগুলো লেগেছে ; মন লাগছে না) ; লগ্ন হওয়া, ভিড়া (ঘাটে জাহাজ লাগা) ; বেদনা বোধ হওয়া (হাত ছাড়ো, লাগছে ; মনে বড্ড লেগেছে) ; উপযোগী হওয়া (পুরোনো জামাগুলো আর গায়ে লাগে না ; কোন্ কাজে লাগবে ? তালায় চাবি লাগছে না ; গরীবের কথা বাসি হলে লাগে) ; রত হওয়া, প্রযুক্ত হওয়া (কাজে লাগা ; চাকরিতে লেগেছে ; উঠে পড়ে লাগা ; লাগ্, ভেল্কি লাগ) ; শত্রুতায় রত হওয়া (পেছনে লাগা ; ফিঙে লাগা) বোধ হওয়া, অনুভূত হওয়া (শীত লাগা ; ধাঁধা লাগা ; 'হেন মনে লাগে' ; কাণে লাগে তালা ; মন্দ লাগছে না ; তুল্য বিবেচিত হওয়া (সন্দেশ এর কাছে লাগে না) ; প্রয়োজন হওয়া (পাঁচ শ

টাকা লাগবে ; লোক লাগবে দশজন ; লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন ; মন্দ হতে কতক্ষণ লাগে ?) ; ঘটা ; আরম্ভ হওয়া (মোকদ্দমা লাগা ; গ্রহণ লাগা ; যুদ্ধ লাগা) ; মনোমত হওয়া (বেশ লাগলো ; মনে লাগলো) ; অপ্রিয় বোধ হওয়া (মাছ খেতে গেলে কাঁটা লাগে ; কাণে লাগে ; চোখে লাগে) ; নেশা হওয়া (সুপারি লাগা) ; অসাড় হওয়া (পা লাগা ; কোমড় লাগা) ; অর্শানো, বর্তানো (পোষণার্থে পাপভাগ না লাগে আমারে—কৃত্তিবাস ; ও অভিশাপ লাগবে না) । **আগুন লাগা**—অগ্নিকাণ্ড ঘটা, সমূহ বিপদ, দুর্বুদ্ধি, অসুবিধা ইত্যাদি ঘটা (তার কপালে আগুন লাগলো) । **উঠে পড়ে লাগা**—দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত কোন কাজে লাগা অথবা শত্রুতায় রত হওয়া । **এঁড়ে লাগা**—এঁড়ো দ্রঃ । **কপালে আগুন লাগা**—সমূহ দুর্দৈব, বিপৎপাত ইত্যাদি ঘটা, অথবা দুর্বুদ্ধি হওয়া । **গলায় লাগা**—গলায় ক্লেশকর বোধ হওয়া । **গা-লাগা**—আগ্রহ বোধ করা । **গায়ে লাগা**—গায়ে স্পর্শ করা বা আঘাত করা ; অনুভব করা, লক্ষ্য করিবার মত হওয়া (যত বকঝক, কিছুই তার গায় লাগে না , এ ক্ষতি তোমার গায়ে লাগবে না) । **গায়ে মাংস লাগা**—হৃষ্টপুষ্ট হওয়া ; মোটা হওয়া । **ঘুর লাগা**—যেন চারিদিক ঘুরিতেছে, এমন বোধ হওয়া । **ঘুম লাগা**—ঘুম পাওয়া, ঘুমের আবেশ হওয়া । **চমক লাগা**—বিস্ময়ের সঞ্চার হওয়া, হঠাৎ আশ্চর্যকর কিছু প্রত্যক্ষ করা । **চোখ লাগা**—নজর লাগা দ্রঃ । **চোখে লাগা**—চোখ পীড়িত করা, অপসন্দ হওয়া ; নজরে ধরা (দু'টাকার মাছ আজকাল চোখে লাগে না) । **জোড় লাগা**—সংযুক্ত হওয়া, জোড়া লাগা ; পায়রা প্রভৃতির জোড় খাওয়া । **তাক লাগা**—চমক লাগা, বিস্ময় বোধ হওয়া । **তার লাগা**—স্বাদু বিবেচিত হওয়া । (কাণে) তালা লাগা—তালা দ্রঃ । **দম লাগা**—হাঁপ ধরা । দাঁত লাগা—দাঁত দ্রঃ । **দাঁতে দাঁত লাগা**—শীতের ফলে অনিচ্ছাক্রমে দাঁতে দাঁতে সংঘর্ষ হওয়া । **দাগ লাগা**—কোন রং-এর বা বস্তুর ছাপ বা স্পর্শ লাগা ; ফলে পচন ধরা ; কলঙ্কের ছাপ লাগা । **দিন লাগা**—নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হওয়া, মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হওয়া । **নজর লাগা**—ডাইনী, হিংসুক, অকল্যাণকামী প্রভৃতির ক্ষতিকর দৃষ্টি পড়া । **নোনা লাগা**—নোনা দ্রঃ । **পা লাগা**—বহুক্ষণ হাঁটা বা দাঁড়াইয়া থাকার ফলে পা কিছুক্ষণের জন্য অসাড় বোধ করা । **পাক লাগা**—ঘুর লাগা ; জড়াইয়া যাওয়া । **প্যাঁচ লাগা**—জড়াইয়া যাওয়া, জটিলতার সৃষ্টি হওয়া । **পিছু বা পেছু লাগা**—শত্রুতাচরণ করা, ক্রমাগত উত্যক্ত করা বা দোষাদি ধরা (অমন করে পেছু লাগলে ও বেচারা বাঁচবে কেমন করে ?) । **বিষম লাগা**—বিষম দ্রঃ । **ভাব লাগা**—ভাবাবেশ হওয়া । **ভেল্কি লাগা**—যাদুর প্রভাবাধীন হওয়া, বিস্ময়ে একান্ত হতবুদ্ধি হওয়া । **মন লাগা**—আগ্রহ হওয়া, মনঃসংযোগ হওয়া । **মনে লাগা**—পছন্দ হওয়া । **মুখ লাগা**—ওলাদি খাওয়ার পরে মুখের মধ্যে কুটকুট্ করা । **হাত লাগা**—অনেকক্ষণ হাতে ভার বহার ফলে হাত অসাড় বোধ করা ; গোপনে সরানো, একবারে অল্প চুরি করা (লোকের হাত লেগেছে, নইলে এত জিনিষ যাবে কোথায় ?) ; সম্পাদনে অংশ গ্রহণ করা (আমাদের মাষ্টার মশায়ের হাত যখন এতে লেগেছে, তখন এটি সুসম্পন্ন হবেই) ।

লাগাও, লাগোয়া—(হি.) সংলগ্ন, পাশাপাশি (আমাদের জমির লাগাও জমি) ।

লাগাড়—(হি. লগাতার) অবিচ্ছেদ, ধারাবাহিকতা (একলাগাড়ে) ।

লাগাৎ, লাগায়েৎ—(আ. লগ'য়েত্) সেই পর্যন্ত, নাগাদ (সন্ধ্যা লাগাৎ আসবে) । **ইস্তক লাগাৎ**—বরাবর ।

লাগানি-ভাঙানি—গোপনে নিন্দা করিয়া মন ভাঙানো ।

লাগানো—সংলগ্ন করা (আঠা লাগানো, নৌকা লাগানো) ; রোপণ করা (গাছ লাগানো) ; প্রযুক্ত করা, প্রয়োগ করা (চাবি লাগানো, তালা লাগানো ; চৌকাঠ লাগানো, রং লাগানো ; মন লাগানো , গা লাগানো ; চাবুক লাগানো ; ভেল্কি লাগানো ; আগুন লাগানো ; কলঙ্কের দম লাগানো ; হাত লাগানো ; ধমক লাগানো) ; স্পর্শ লাভ করা, প্রভাবাধীন হওয়া (হাওয়া লাগানো ; রোদ লাগানো ; ঠাণ্ডা লাগানো ; ডাক্তার লাগানো) ; বন্ধ করা, ভেজাইয়া দেওয়া

(কপাট লাগানো ; খিল লাগানো) ; কাহারও বিরুদ্ধে গোপনে অভিযোগ করা (আমার নামে কর্তার কাছে খুব লাগিয়েছে)। বাধানো, সূচনা করানো (ঝগড়া লাগানো) ; সুদে টাকা ধার দেওয়া (টাকা লাগানো)।

লাগাম—(হি. লাগাম) অশ্বের বল্গা ; রাশ ; আঁট (মুখে লাগাম নেই—যা খুসি তাই বলে, জিহ্বা অসংযত)।

লাগাল—নাগাল, নৈকট্য, আয়ত্তি (লাগাল পাওয়া ; লাগালের বাইরে—এসব ক্ষেত্রে 'নাগাল' বেশি প্রচলিত)।

লাগি, লাগিয়া—জন্য (কাব্যে ব্যবহৃত)।

লাঘব—(লঘু+অ) লঘুত্ব, হাল্কাভাব, অল্পতা, পরিমিত (আহার লাঘব) ; চপলতা (বুদ্ধি লাঘব) ; অগৌরব, অপমান (লাঘবের নাহি অন্ত—কবিকঙ্কণ) ; ক্ষিপ্রতা (হস্ত-লাঘব ; গতি-লাঘব)।

লাঙল, লাঙ্গল—সুপরিচিত ভূমি-কর্ষণ-যন্ত্র, হল। **লাঙ্গলদণ্ড**—লাঙ্গলের ঈষ। **লাঙল দেওয়া**—লাঙল দিয়া জমি চাষ করা। **লাঙল-পদ্ধতি**—লাঙলের রেখা, সীতা-রেখা। **লাঙল-ফাল**—লাঙলের মুখের লৌহ-ফলক।

লাঙ্গা—(হি. ; সং. নগ্ন, উলঙ্গ) উলঙ্গ, অনাবৃত (লাঙ্গা শির ; লাঙ্গা তলোয়ার)। (নাঙ্গা বেশি ব্যবহৃত হয়)।

লাঙ্গুল লাঙ্গূল—(সং.) পুচ্ছ, লেজ, বালধি। **লাঙ্গুলহীন**—লেজহীন, লেজকাটা। **লাঙ্গুলী**—পুচ্ছবিশিষ্ট ; বানর ; ঋষভ ঔষধ।

লাচাড়ী,-ড়ি,-রি,-রী—প্রাচীন দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দো-বিশেষ, ইহা গীত হইত।

লাচার—(লা+চারা) নিরুপায়, নাচার, অক্ষম, প্রতিকারের সামর্থ্যহীন (এই সামান্য কথায় তিনি যদি বেজার হইয়া যান, তবে আমি লাচার)। বি. লাচারি—উপায়হীনতা, দারিদ্র্য, টানাটানি (বড় লাচারিতে পড়েছি, যদি দুটো টাকা দিয়ে সাহায্য করেন)।

লাজ, লাজা—(সং. ভৃষ্ট ধান্য, খৈ ; ভিজা চাউল ; বেণার মূল। **লাজা-বন্ধন ন্যায়**—খয়ে বন্ধন দ্রঃ। **লাজমণ্ড**—খৈয়ের মণ্ড। **লাজমুষ্টি**—একমুঠা খৈ।

লাজ—(সং. লজ্জা) লজ্জা, স্ত্রীস্বভাব-সুলভ সঙ্কোচ ('কহিতে নারিনু লাজে' ; নারী কহে জিহ্বা কাটি—শুনে লাজে মরি—রবি)। **লাজ বাসা**—লজ্জা অনুভব করা (কথ্য ভাষায় ও কাব্যে ব্যবহৃত)। **লাজাঞ্জলি**—অঞ্জলি-পরিমিত খৈ ; মুঠি মুঠি খৈ ছড়ানো।

লাজুক—লজ্জাশীল, যে অপরের সামনে মুখ তুলিতে পারেনা, মুখচোরা, shy।

লাঞ্ছন—[লাঞ্ছ্ (চিহ্ন করা)+অনট্] চিহ্ন (শশলাঞ্ছন—চন্দ্র) ; ধ্বজ (মীনলাঞ্ছন) ; নাম, উপাধি ; লাঞ্ছনা। **লাঞ্ছন-মুদ্রা**—চিহ্নিত করিবার ছাপ, শীল-মোহর। **লাঞ্ছনা**—অপমান, বেইজ্জতি, অপমানজনক দুরবস্থা (লাঞ্ছনার একশেষ ; খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা উৎসর্জন করি—রবি।

লাঞ্ছিত—চিহ্নিত (অর্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত পতাকা) ; অপমানিত ও দুর্দশাগ্রস্ত, তিনি নিরুত্তর রইলেন, কেন না লাঞ্ছিত হবার ভয় ছিল।

লাট—(সং.) দেশ-বিশেষ ; গুজরাটের, মতান্তরে দক্ষিণ ভারতের, অঞ্চল-বিশেষ। **লাটানুপ্রাস**—লাটদেশে প্রচলিত শব্দালঙ্কার-বিশেষ। **লাটী,-টিকা-রীতি**—লাটদেশ-প্রচলিত সংস্কৃত কাব্যরচনা-বিশেষ।

লাট—(সং. নষ্ট) ভাঁজ-ভাঙ্গা ও এলোমেলো, মলিন (নতুন কাপড় লাট করলে ফেরত নেবে না)। **লাট খাওয়া**—লাট হওয়া, কাপড়ের আনকোরা ভাব নষ্ট হওয়া।

লাট—স্তম্ভ (অশোক-লাট)।

লাট—(ইং. Lord) সর্বোচ্চ পদে আরূঢ় রাজপুরুষ (বড়লাট ; ছোটলাট, জঙ্গীলাট, লাট-সাহেব—বড়লাট অথবা ছোটলাট) ; অতিশয় সম্মানিত ও জাঁকজমকশালী ব্যক্তি, জনসাধারণের সহিত সংশ্রবহীন (সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থক—যেন লাট, কোথাকার লাট-সাহেব)।

লাট—(ইং. lot) সমষ্টি, নিলামে যে-সব দ্রব্য বিক্রীত হয়, তাহার পৃথক্ পৃথক্ সমষ্টি বা গুচ্ছ ; নিলামে বিক্রেয় মহাল-সমূহের বা ভূমিখণ্ড-সমূহের তালিকা (লাটবন্দী—যে-সব মহালের খাজনা দেওয়া হয় নাই, তাহাদের নিলামের জন্য প্রস্তুত তালিকা)। **লাটের কিস্তি**—মহালের সরকারী খাজনার কিস্তি। **লাটে ওঠা**—লটারী হইয়া নিলামে উঠা। **লাটের খাজনা**—নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ্য সরকারি খাজনা ; যাহা নির্ধারিত সময়ে অবশ্য দেয় বা করণীয়।

লাটাই—নাটাই, যাহাতে সুতা জড়ানো হয়।
লাটিম—ছেলেদের সুপরিচিত খেলনা, ছোট রজ্জু সাহায্যে ঘুরানো হয়, top।
লাট্টু, লাটু—(লাটিম পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।
লাঠি,-ঠী—(সং. যষ্টি. লগুড়; প্রা. লট্‌ঠি) অপেক্ষাকৃত কম মোটা দণ্ড, cudgel। **লাঠিখেলা**—লাঠিযুদ্ধ-সম্পর্কিত কৌশল প্রদর্শন। **লাঠি মারা**—লাঠি দিয়া কঠিন আঘাত করা (লাঠি-মারা কথা—লাঠির আঘাতের মত যে কথার আঘাত, কর্কশ বাক্য—প্রাদেশিক)। **লাঠিসোঁটা**—নানা ধরণের লাঠি। **লাঠালাঠি**—লাঠি লইয়া মারামারি; আপোসহীন ঝগড়া, বিষম ঝগড়া (ওসব কথা বলো না, বললে লাঠালাঠি বেধে যাবে)। **লাঠানো**—লাঠি দিয়া মারা।
লাঠিয়াল—লাঠি-চালনায় পটু, লাঠি-চালনা যাদের জীবিকা (পঞ্চাশজন লাঠিয়াল জমায়েত করা হইয়াছে)। **লাঠিবাজ**—লাঠি-চালনায় পারদর্শী, লাঠি চালাইয়া যাহারা লুঠ-তরাজ করে। (কথ্য—**লেঠেল**)। **লাঠ্যৌষধি**—লাঠি অর্থাৎ প্রহার ঔষধ-স্বরূপ, লাঠি খাইলে তবে বুঝিতে পারে (মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি)।
লাড়া—নাড়া দ্রঃ। আন্দোলিত করা, কম্পিত করা, শুকাইবার জন্য এপিঠ-ওপিঠ করা (ধান লাড়া; লাড়াচাড়া; লাড়ালাড়ি; ঠাঁই লাড়া)। (প্রাচীন বাংলার ও গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।
লাড়ু—(সং. লড্ডুক; হি. লাড্ডু) গোলাকার মিষ্টদ্রব্য অথবা খাদ্যদ্রব্য (নারকেলের লাড়ু; তিলের লাড়ু; মুগের লাড়ু; বিষের লাড়ু; ঝালের লাড়ু—মিষ্ট ও ঝাল স্বাদের চাল-ভাঁজার গুড়া, নারকেল-কোরা, তিল ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত লাড়ু-বিশেষ); লাড়ুর মত পিণ্ডাকৃতি (লাড়ু পাকানো)। **লাড়ুগোপাল**—লাড়ু খাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের এমন শৈশব-মূর্তি; সেকালের পাঠশালার শাস্তি-বিশেষ (বালককে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাতে লাড়ুর পরিবর্তে ভারী ইট লইতে হইত)। **ছেলের হাতের লাড়ু**—মো দ্রঃ।
লাড্ডু—লাড়ু; মতিচুর লাড্ডু। **দিল্লীকা লাড্ডু**—দিল্লী দ্রঃ।
লাথ, লাথি—(হি. লাত; ফা. লকদ্) পদাঘাত; লাঞ্ছনা (লাথি-ঝাঁটা)। **লাথ মারা**—সাধারণতঃ পশুর লাথি-সম্বন্ধে প্রযোজ্য। **লাথিখেকো**—লাঞ্ছনা-ভোগে অভ্যস্ত, লাথি খাইয়াও যাহার লজ্জা হয় না (গালি)। **লাথির ঢেঁকী চড়ে ওঠে না**—ঢেঁকি দ্রঃ। **লাথালাথি**—পরস্পরকে পদাঘাত।
লাদ—অশ্ব প্রভৃতির বিষ্ঠা, নাদী।
লাদা—লাদ ত্যাগ করা; (হি. লাদনা) বোঝাই করা (বিশেষতঃ পশুর পৃষ্ঠে)। বি. **লাদাই**—বোঝাই করার কাজ।
লাদাবী—(লা+দাবী) যাহার জন্য কোন দাবী-দাওয়া করা হয় না, unclaimed।
লাফ—(সং. লম্ফ) লম্ফ, ডিঙ্গানো; আস্ফালন (লাফালাফি)। **লাফঝাঁপ**—লম্ফঝম্প, অশোভন আস্ফালন।
লাফড়া,-ৱা, লাবড়া—নানা তরকারীর মিশ্রণ-জাত ব্যঞ্জন। [লাফ দেওয়া।
লাফা—বড় ফাঁপা বেগুন-বিশেষ (লাফা বেগুন)।
লাফানো—লাফ দেওয়া, ডিঙ্গানো; আস্ফালন করা। **লাফানি**—লাফানো, লম্ফঝম্প (তার লাফানি দেখে কে!)। **লাফালাফি**—বালক-সুলভ উল্লম্ফন বা কুর্দন; স্ফূর্তির আতিশয্যে কুর্দন; আস্ফালন (ব্যঙ্গার্থক)।
লাব, লাবক—(সং.) পক্ষি-বিশেষ, লাওয়া, বটের পক্ষী।
লাবণ—লবণযুক্ত, লবণ-সম্বন্ধীয়। **লাবণক**—লবণ-সমুদ্রের দ্বীপ, লঙ্কার দ্বীপ। **লাবণিক**—লবণ-বিক্রেতা, লবণ-মিশ্রিত বা লোণা।
লাবণি, ণী,-নি,-নী—(সং. লাবণ্য) লাবণ্য, লালিত্য, মাধুর্য, কান্তি ('ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি')। (কাব্যে ব্যবহৃত)।
লাবণ্য—(লবণ+ষ্য) কান্তি, চাকচিক্য, আভা, মাধুর্য (রূপলাবণ্য; লাবণ্যবতী)। **লাবণ্যার্জিত**—বিবাহ-কালে নববধূকে দেখিয়া শ্বশুর-শাশুড়ী খুশি হইয়া যে টাকা-পয়সা দেন (গ্রাম্য ভাষায় 'বউয়ের মুখ-দেখা টাকা' বলা হয়)।
লাভ—(লভ্‌+ঘঞ্‌) যাহা পাওয়া যায় বা উপার্জিত হয় (ধন লাভ; বিদ্যা লাভ; স্ত্রী লাভ); উপলব্ধি (অভিজ্ঞতা লাভ; উপস্বত্ব, লভ্য, বৃদ্ধি (বহু টাকা লাভ হয়েছে; লাভে-মূলে গেল); নিজের উপকার, স্বার্থ (লাভে লোহা বয়; কেন করতে যাবো, লাভ কি?)। **লাভজনক**—

আয়কর ; যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি বা উপকার হয়। **লাভ-লোকসান**—লাভক্ষতি, লাভ ও ক্ষতি উভয় ব্যাপার। **লাভে-মূলে খোয়ানো**—যাহা মূলধন ছিল ও যাহা লাভ হইয়াছিল, সব নষ্ট হওয়া ; সর্বস্ব নষ্ট হওয়া। **লাভের গাঁতি**—লাভের কৃষিকর্ম বা ব্যাপার। **লাভে লোয়া-বয়**—লাভের সম্ভাবনা থাকিলে লোহা বহনের মত কষ্টকর কাজও মানুষ করে।

লামা—(তিব্বতী—ল্লামা) তিব্বত দেশের বৌদ্ধ ধর্মগুরু ও শাসক (দালাই লামা—তিব্বতের প্রধান ধর্মগুরু ও শাসক)।

লামা—নামা, অবতীর্ণ হওয়া, নীচে আসা ; নীচু (লামা জায়গা)। (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

লাম্পট্য—(লম্পট+ষ্য) লম্পটের আচরণ, কামুকতা।

লায়েক—(আ. ল'য়ক্) যোগ্য, সমর্থ, সাবালক, উপার্জনক্ষম (লায়েক ছেলে ; কাজের লায়েক) ; উর্বর (লায়েক জমি), কৃতবিদ্য, সুপণ্ডিত (আরবী-ফার্সীতে লায়েক) ; (ব্যঙ্গার্থে) ডেঁপো। (বিপ **নালায়েক**—অক্ষম, অযোগ্য, মূর্খ ; **গরলায়েক**—চাষ-আবাদের অযোগ্য)।

লাল—(ফা লা'ল—পদ্মরাগ, চুনি ; হি. লাল—প্রিয় বালক, প্রিয় পুত্র ; রক্তবর্ণ) প্রিয় বালক, প্রিয় পুত্র (লাল গোপাল ; নন্দলাল ; লাল মিঞা ; লালচাঁদ), রক্তবর্ণ (লাল পদ্ম ; লাল চিতা ; **চোখ লাল করা**—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ; **লাল-পাগড়ি**—লাল পাগড়িধারী পুলিস) ; লালা (লাল পড়া—লালা ঝড়া, অতিশয় লোভ হওয়া) ; লায়েক, উর্বর (লাল জমি—বিপ. পিল জমি) ; অতিশয় সমৃদ্ধি-সম্পন্ন (পাটের কারবারে দুবৎসরেই লাল হয়ে উঠেছে)। **লাল গুরু**—মেথরদের ধর্মগুরু। **লাল ঝরা**—লালা ঝরা। **লালমোহন**—মিষ্টান্ন-বিশেষ। **লালে লাল**—সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ, শুধু রক্তবর্ণ।

লালক—লালন দ্রঃ।

লালচ—(হি.) লালসা, লোভ (ধনের লালচ)। বিণ. **লালচী**—লোভাতুর।

লালচা, লালচে—ঈষৎ রক্তবর্ণ।

লালন—[লাড়ি (যত্নে পালন করা)+অনট্] সস্নেহ বা সযত্ন পালন বা বর্ধন (পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুকে লালন করবে ; প্রতিশোধ-স্পৃহা অন্তরে লালন করিতেছিল ; সুপ্রসিদ্ধ লালনশা ফকির) ('অধীন লালন বলে')। বিণ. **লালনীয়**—যত্নে বর্ধনীয় অথবা পালনীয়। **লালয়িতা, লালক**—লালনকারী। **লালন-পালন**—লালন। **লালা-পালা**—লালন-পালন করা।

বিণ. **লালিত**—যত্নে পালিত অথবা বর্ধিত।

লালসা—[লস্ (যঙলুগন্ত)+অ+আ] লিপ্সা, লোভ, বাসনা (ধনের লালসা ; যশের লালসা) ; স্পৃহা, ঔৎসুক্য, ব্যগ্রতা (অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী—মধু) ; গর্ভিণী-দোহদ।

লালা—[লস্+ণিচ্ (লালি)+অন্+আ—যাহা খাদ্য পাইতে ইচ্ছা করে] মুখ হইতে যে জল ঝরে, লাল, নাল। **লালাক্লিন্ন**—লালাসিক্ত (লালা ক্লিন্ন মুখ)। **লালাবিষ, লালাস্রাব**—যাহাদের লালায় বিষ থাকে, মাকড়সা প্রভৃতি। **লালা-স্রাব**—লালা নিঃসরণ।

লালা—বাবু, মহাশয়, পশ্চিমা কায়স্থের উপাধি (ললনী)। ফুল বিশেষ, tulip (নার্গিস লালা)।

লালাটিক—(ললাট+ষ্ণিক) ললাট-সম্বন্ধীয় ; ভাগ্যাপেক্ষী ; ভাগ্যালক্ষ ; ললাটভূষণ।

লালায়িত—লালাস্রাবযুক্ত, লোলুপ (পদমর্যাদার জন্য লালায়িত নই)।

লালিকা—সোপহাস উত্তর, parody, ছন্দ ও রচনা-রীতির বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ।

লালিত্য—(ললিত+ষ্য) মাধুর্য, মনোহারিতা, সরসতা, কোমলতা, সৌন্দর্য (পদলালিত্য)।

লালিমা—রক্তবর্ণ, লাল আভা, (ওষ্ঠাধরের লালিমা) **লালিম**—লাল আভাযুক্ত।

লালী—লোহিতত্ব redness (গোলাপ ফুলের লালী)।

লাশ,-স—(তুর্ক. লাশ) মৃতদেহ (পড়ে আছে যেন এক লাশ ; লাশ নিয়ে গোরস্থানে যাওয়া)।

লাস—(লস্+ঘঞ্) নৃত্য, বিলাস, স্ত্রীলোকের নৃত্য।

লাস্য—(লস্+ঘ্যণ্) নৃত্য, নাচ, স্ত্রীলোকের নৃত্য, ভাব ও তাল-লয়াদিযুক্ত নৃত্য (বিপ. তাণ্ডব)। স্ত্রী **লাস্যা**—নর্তকী।

লাহা—লাক্ষা, গালা স্বর্ণ-বণিকের উপাধি-বিশেষ।

লাহিড়ী—বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণের উপাধি।

লাহওল—আ লা-হ'বল লা-কুয়তইল্লা বিল্লাহে—আল্লাহতে ভিন্ন আর কাহাতে মাহাত্ম্য নাই, শক্তিও নাই) কুকথা, কুচিন্তা ইত্যাদির প্রতি

বিরূপতা-জ্ঞাপক উক্তি (আরে ভাই, লাহওল পড় —তুলনীয়, রাম বল)।

লাহোরী—লাহোর নগরে জাত, লাহোর-সম্বন্ধীয়, লাহোরের অধিবাসী।

লি-চীনা পদ্ধতিতে দূরত্বের পরিমাণ-বিশেষ (সাধারণতঃ বার লি-তে একমাইল ধরা হয়)।

লিক, লিখ—নিক, উকুনের ডিম বা বাচ্চা ; (সং. লেখ, রেখা) মাটির উপরে চলন্ত গাড়ীর চাকার যে দাগ পড়ে (লিক ধরে চলা—চাকার দাগের উপর দিয়া গাড়ী চালনা করা)।

লিক্‌লিক্—সরু ও মজবুত বস্তুর আন্দোলন ভঙ্গি সম্পর্কে বলা হয় (লক্‌লক্ দ্রঃ)। বিণ. লিক্‌লিকে (লিক্‌লিকে বেত)।

লিখন—(লিখ্+অনট্) লেখা, অক্ষর-বিন্যাস করা, চিত্রকরা বা দাগ কাটা ; পত্র, লেখন, লেখা ; ভাগ্যলিপি (ললাট-লিখন)। **লিখন-পঠন**—লেখা ও পড়া।

লিখা, লেখা—অক্ষরে প্রকাশ করা, লিপিবদ্ধ করা, চিত্রিত করা, রচনা করা, বর্ণনা করা পত্র লেখা (তাকে লিখেছি); লিখিত (এক মাস আগে লেখা চিঠি), বর্ণিত, চিত্রিত ; হিসাবে ধরা (লেখাজোখা নাই)। **লিখে দেওয়া**—লেখায় প্রকাশ করা, আইনসঙ্গত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া দান করা (সব সম্পত্তি লিখে দিয়েছে) ; লেখায় আপন দৃঢ় মত ব্যক্ত করা (পারবে না, তা লিখে দিতে পারি)। **লিখে রাখা**—মনে রাখিবার জন্য লিখিয়া রাখা। **এক কলম লিখে দেওয়া**—আপন মত-বিশ্বাস লেখায় ব্যক্ত করা। **লেখালেখি**—লেখা দ্রঃ।

লিখিত—লিপিবদ্ধ ; চিত্রিত ; অঙ্কিত। **লিখিতং**—লেখায় স্বীকৃত (দলিলের ভাষা)। **লিখিতব্য**-লিখিবার যোগ্য, যাহা লিখিতে হইবে।

লিখিয়ে—যে লিখিতে পারে (লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক); লেখক (গদ্য লিখিয়ে)।

লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্‌সর—(ইং. Legal Remembrancer) সরকারকে মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ক পরামর্শদাতা উচ্চ রাজকর্মচারী।

লিঙ্গ—[লিন্‌গ্ (গমন করা)+অন্] চিহ্ন, বিশেষ চিহ্ন, বেশ, পুরুষের চিহ্ন, স্ত্রী-চিহ্ন, শিশ্ন, শিবমূর্তি-বিশেষ (লিঙ্গপূজা) ; (ব্যাকরণে) শব্দের পুংত্ব, স্ত্রীত্ব অথবা ক্লীবত্ব ; (সাংখ্য-দর্শনে) প্রকৃতি ; (বেদান্তে) সূক্ষ্মশরীর ; (লিঙ্গশরীর)। **লিঙ্গধর**—ভেকধারী। **লিঙ্গনাশ** সূক্ষ্মদেহের নাশ। **লিঙ্গ-পুরাণ**—ব্যাস-প্রণীত লিঙ্গমাহাত্ম্য-বিষয়ক পুরাণ। **লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা**—শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা। **লিঙ্গবৃত্তি**—জীবিকার জন্য সন্ন্যাসী প্রভৃতির বেশধারী, ধর্মধ্বজী। **লিঙ্গমূর্তি**—শিবের লিঙ্গরূপ প্রতীক।

লিঙ্গায়ৎ,-ত—শিবলিঙ্গোপাসক সম্প্রদায়-বিশেষ।

লিচু—(চীন. লিচি) সুপরিচিত ফল।

লিজ্‌জে—(প্রাকৃত—লইজ্জই) ধরিবে, গ্রহণ করিবে (শুভঙ্করীর ভাষা—কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্‌জে)।

লিডার—(ইং. Leader) সম্পাদকীয় মন্তব্য (লিডার লেখা) ; নায়ক (দলের লিডার)।

লিথো, লিথোগ্রাফী—(ইং. Lithography) পাষাণ-ফলকে লিখিয়া তাহা হইতে ছাপ গ্রহণ, শিল্প-বিশেষ।

লিপি,-পী—পত্র, লিখন (ভাগ্য-লিপি ; পাণ্ডুলিপি ; হস্তলিপি) ; বর্ণমালা (রোমক লিপি ; ব্রাহ্মী লিপি)। **লিপিকর্ম**—লেখার কাজ। **লিপিকার,-কর**—যে লেখন প্রস্তুত করে, যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে, যে নকল প্রস্তুত করে, copyist (**লিপিকর-প্রমাদ**—নকল প্রস্তুত-কারকের ভুল)। **লিপিকলা**—সুদৃশ্য অক্ষরে লিখিবার কৌশল বা বিদ্যা, calligraphy। **লিপিচাতুর্য**—রচনা-চাতুর্য। **লিপিজ্ঞান**—বর্ণমালা সম্বন্ধে জ্ঞান। **লিপিবদ্ধ**—লিখিত। **লিপি-বিদ্যা**—বর্ণমালা-বিষয়ক বিদ্যা, অক্ষর-বিজ্ঞান।

লিপ্ত—[লিপ্ (লেপন করা)+ক্ত] যাহাতে লেপন করা হইয়াছে, চর্চিত (সিন্দুর-চন্দন লিপ্ত ললাট, মসীলিপ্ত ; লিপ্তবাসিত—পূর্বে চন্দনলিপ্ত, পরে ধূপের দ্বারা বাসিত) ; বিষাক্ত (লিপ্তক —বিষাক্ত বাণ) ; জোড়া লাগানো (লিপ্তপদ,-পাদ—হংস প্রভৃতি যাহাদের পদাঙ্গুলি চর্মের দ্বারা যুক্ত, web-footed ; লিপ্তহস্ত—যাহাদের করাঙ্গুলী চর্মের দ্বারা যুক্ত)।

লিপ্যন্তর—এক ভাষার অক্ষর অন্য ভাষার অক্ষরে লেখা, প্রতিবর্ণীকরণ, transliteration।

লিপ্সা—(লভ্+সন্+অ+আ) লাভেচ্ছা, লোভ (ধন লিপ্সা ; ভোগলিপ্সা) ; কামনা, স্পৃহা

(যশোলিপ্সা)। বিণ. লিপ্সু—লাভেচ্ছু, লোভী, গৃধ্নু।

লিবি,-বী—(সং.) লিপি।

লিভার, লিবার—(ইং. Liver) যকৃৎ। **লিভার হওয়া**—যকৃৎ বড় হওয়া।

লিষ্ট, লিস্ট—(ইং. list) ফর্দ, তালিকা, জায় (গ্রাম্য. লিষ্টি)।

লীঢ়—(লিহ্+ক্ত) যাহা লেহন করা হইয়াছে, আস্বাদিত; স্পৃষ্ট (আলীঢ় দ্রঃ)।

লীন—[লী (লীন হওয়া)+ক্ত] লয়প্রাপ্ত, মিলিত, অদৃশ্য (ব্রহ্মে লীন হওয়া); সংসক্ত, শয়িত, স্থিত (অন্তর্লীন)।

লীলা—[লী (আলিঙ্গন)+লা (গ্রহণ করা)+অ] ক্রীড়া, বিলাস, প্রমোদ, ভঙ্গি, শোভা, কেলি, শৃঙ্গার ভাবজাত চেষ্টা, হাবভাব, অঙ্গবেশ, অলঙ্কার, প্রীতি, বাক্য ইত্যাদির দ্বারা প্রিয়তমের অনুকরণ; কার্যকলাপ (জীবনলীলা সাঙ্গ হইল); দেবতার খেলা, অবতারের ক্রিয়া-কলাপ। **লীলাকমল**—খেলিবার কমল, যে কমল যুবতী হাতে লইয়া খেলা করে। **লীলা-কানন**—প্রমোদ-কানন। **লীলাক্ষেত্র**—দেবতা, অবতার প্রভৃতির কর্মক্ষেত্র। **লীলা-খেলা**—লীলা, কার্যকলাপ, সাধারণ বুদ্ধিতে যে কার্য-কলাপের অর্থ বোঝা কঠিন। **লীলা-গতি**—সুন্দর ভঙ্গিযুক্ত গতি। **লীলাচঞ্চল**—প্রমোদচঞ্চল, চঞ্চল হাবভাবযুক্ত। **লীলা-তনু**—অবতারাদি কর্মের জন্য যে দেহ-ধারণ করেন। **লীলানৃত্য**—মোহনভঙ্গিযুক্ত নৃত্য। **লীলাবতী**—বিলাসবতী, হাবভাব-যুক্তা; ভাস্করাচার্যের গণিত-বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ (ভাস্করাচার্যের কন্যারও নাম নাকি ছিল লীলাবতী)। **লীলাময়**—যাঁহার ক্রিয়া-কলাপ সাধারণ মানব-বুদ্ধির অগম্য, আনন্দ-বিলাসময়। **লীলায়িত**—মোহন ভঙ্গিযুক্ত (ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারিল কুমারে লীলায়িত করি হস্ত দুটি—রবি)। **লীলাশুক**—সখ করিয়া পালিত টিয়া। **মর্ত্যলীলা**—পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ ও নানা ধরণের কর্মে অংশ গ্রহণ।

লু, লু—(হি. লূ) গ্রীষ্মকালের অতি উত্তপ্ত বায়ু-প্রবাহ-বিশেষ।

লুই—স্থূল ও কোমল পশমী বস্ত্র-বিশেষ।

লুকানো, লুকনো, লুকোনো—লুক্কায়িত হওয়া বা করা (আর লুকোতে পারবে না; নিজেকে লুকানো কঠিন); লুক্কায়িত, গুপ্ত (মনের কোণে লুকোনো দুঃখ)।

লুকোচুরি লুকাচুরি—শিশুদের খেলা-বিশেষ, এই খেলায় একজন চোর হয়, অপর সকলে তাহাকে ধরা না দিবার জন্য লুকায় (লুকোচুরি খেলা, to play hide and seek); আলাপ পরিচয় সত্ত্বেও প্রকৃত মনোভাব কিছু গোপন করা (এত লুকোচুরি কেন?)। **লুকোছাপি, লুকোছাপি, লুকাছাপা, লুকাছুপা**—লুকোচুরি, লুকোনো, গোপন করা, ঢাকাঢাকি (এর মধ্যে লুকোছাপি কিছুই নাই)।

লুক্কায়িত—গোপন, অন্তর্হিত, প্রচ্ছন্ন।

লুঙ্গি,-ঙ্গী—(বর্মী, ফা. লুঙ্গী) বর্মী পুরুষদের সুপরিচিত পরিধেয়; বর্তমানে বাংলায়ও সুপ্রচলিত।

লুচি—(সং. লোচিকা) সুপরিচিত ঘৃতপক্ব পাতলা রুটি। **লুচির গোছা বা তাড়া**—এক সঙ্গে অনেকগুলি লুচি।

লুচ্চা—(আ. লুক্কা—গর্বিত, আড়ম্বরপ্রিয়) লম্পট।

লুট, লুঠ—(লুট্—বলপূর্বক ধনাদি হরণ) লুণ্ঠন (লুট করা), লুণ্ঠিত দ্রব্য (লুটের মাল; হরির লুঠ); বেওয়ারিস মালের মত যাহার যথেচ্ছ ব্যবহার হয় (হরির লুট; মহালে লুট চলেছে)। **লুটতরাজ**—দস্যুবৃত্তি; ব্যাপক লুণ্ঠন। **লুটপাট**—লুণ্ঠন। **দুহাতে লুট**—যেমন খুশী আত্মসাৎ করা।

লুটা, লোটা—লুণ্ঠন করা (ডাকাতে লুটে নেবে); বেওয়ারিস মালের মত যথেচ্ছ ব্যবহার করা বা আত্মসাৎ করা (যার ভূতে লুটছে; ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী অন্ন যেতেছে লুটিয়া—রবি)।

লুটা, লোটা, লুটানো, লোটানো—বিলুণ্ঠিত হওয়া, গড়াগড়ি যাওয়া (পদতলে লুটিতেছে; লম্বা কোঁচা মাটিতে লুটিতেছে বা লুটাইতেছে)। **লুটাপুটি, লুটোপুটি**—বিলুণ্ঠন গড়াগড়ি (লুটোপুটি খাওয়া)।

লুটেরা, লুঠেরা—লুণ্ঠনকারী। **লুটেল, লুঠেল**—লুটেরা (অপ্রচলিত)। **লুটোনো, লোটানো**—লুটা দ্রঃ; লুণ্ঠিত করানো, উড়ানো, অপব্যয়িত হইতে দেওয়া (টাকা-পয়সা যা আছে যার ভূত দিয়ে লোটাও যত পার)।

লুণ্ঠক—[লুন্‌ঠ্‌ (লুটিয়া লওয়া) + ণক] লুণ্ঠনকারী লুটেরা ; অবলুণ্ঠক। **লুণ্ঠন**—লুটকরা, অপহরণ ; অবলুণ্ঠন। বিণ. **লুণ্ঠিত** (লুণ্ঠিত দ্রব্য ; ভূলুণ্ঠিত)। **লুণ্ঠ্যমান**—যাহা লুণ্ঠিত অথবা অবলুণ্ঠিত হইতেছে।

লুফা, লোফা—(সং লম্ফ) লাফ দিয়া ধরা, শূন্য হইতে ভূপতিত হইবার পূর্বে ধরিয়া ফেলা (বল লোফা ; বল্লম লোফা—নিক্ষিপ্ত বল্লম ধরিয়া ফেলা) ; আগ্রহের সহিত তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করা, (এ মাল লুফে নেবে ; তোমাকে পেলে তারা লুফে নেবে ; মুখের কথা লুফে নেওয়া)।

লুপ্ত—(লুপ্‌ + ক্ত) লোপপ্রাপ্ত, বিনষ্ট (লুপ্তগৌরব ; নাম লুপ্ত হওয়া), অদৃশ্য (লুপ্তপ্রায় ; লুপ্তরত্নোদ্ধার—বর্তমানে লোক-লোচনের অদৃশ্য সম্পদের পুনরুদ্ধার)। **লুপ্তোপমা**—উপমা বিশেষ।

লুব্ধ—(লুভ্‌ + ক্ত) লোভী, গৃধ্নু, লোভযুক্ত (লুব্ধদৃষ্টি) ; লুব্ধক, নক্ষত্র-বিশেষ। **লুব্ধক**—ব্যাধ ; লম্পট। **লুব্ধমতি**—যে লোভে পড়িয়াছে।

লুম্বিনী—কপিলাবস্তুর ঐতিহাসিক উদ্যান বুদ্ধদেব এখানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

লুলা—লুলিত হওয়া, আন্দোলিত বা সঞ্চালিত হওয়া। বিণ.—**লুলিত**—যাহা আন্দোলিত অথবা অবলুণ্ঠিত হইতেছে, বিকীর্ণ, ('লুলিত কেশভার' ; লুলিত পল্লব)।

লূতা, লূতিকা—(সং.) মাকড়সা ; পিপীলিকা। **লূতাতন্তু**—মাকড়সার জাল।

লে—নে, স্নেহ, প্রণয় (প্রাচীন বাংলা) ; নে, গ্রহণ কর্‌, বুঝে ছাখ্‌ (বিদ্রূপে—লে ঠ্যালা)।

লেই, লেহাই—(সং. অবলেহ) ময়দার কাই, paste।

লেংচা—ল্যাংচা, খঞ্জ।

লেংড়া, ল্যাংড়া—খোঁড়া, নেংড়া ; সুপ্রসিদ্ধ আম।

লেকিন—(আ.) কিন্তু (কোন কোন অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত)।

লেকচার—(ইং lecture) বক্তৃতা ; বাগাড়ম্বর, ফাঁকা কথার বহর (আর লেকচার দিতে হবে না ; লেকচার ঝাড়া)।

লেখ—(লিখ্‌ + অল্‌) যাহা লেখা হয়, লিপি (শিলা-লেখ) ; পত্র (অনঙ্গ-লেখ) ; দলিল ; অঙ্কন, graph। **লেখহার,-ক, লেখহারী**—পত্রবাহক।

লেখক—যে লেখে, (পত্র-লেখক, হিসাব-লেখক) ; লিপিকর, চিত্রকর ; গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদির রচয়িতা (নামজাদা লেখক)। স্ত্রী. লেখিকা।

লেখন—অক্ষর-বিন্যাস, লিখন, চিত্রকরণ ; পত্র ; যাহার উপরে লেখা হয়। **লেখনী**—যদ্দ্বারা লেখা যায়, কলম, তুলি। **লেখনীয়**—লিখিতব্য, লিখনযোগ্য।

লেখা—লিখা দ্রঃ ; লিখিত (অনেক দিন আগেকার লেখা চিঠি) ; রচনা, যাহা লিখিত হয় (ভাল লেখার সংখ্যা কম ; কপালের লেখা) ; গণনা-হিসাব (লেখাজোখা) ; হস্তলিপি (লেখা ভাল নয়) ; অঙ্কন, চিত্র, রেখা, চিহ্ন (চিত্র-লেখা ; চন্দন-লেখা ; ধূম-লেখা ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্র-লেখা—মধু) ; কলা (ইন্দুলেখা)। **লেখা করা**—হাতের লেখা তৈরি করা। **লেখা করে দেওয়া**—বিধিবদ্ধভাবে লিখিয়া দেওয়া দলিলাদি সম্পাদন। **লেখাজোখা**—পরিমাণ, হিসাব। **লেখাপড়া**—বিদ্যাশিক্ষা (লেখাপড়া করে নাই আদৌ) ; বিদ্যা (লেখাপড়া জানে) ; দাললাদি সম্পাদন (কথা হয়েছে, লেখাপড়া এখনও হয়নি)। **লেখালেখি**—পরস্পরকে লেখা (এ নিয়ে তার সঙ্গে লেখালেখি হয়েছে) ; কাগজে-কলমে বাদ-প্রতিবাদ। **কপালের লেখা**—অদৃষ্টলিপি। **লেখানো**—অপরকে দিয়া লিখন-কার্য করানো।

লেখাই—লেখনযোগ্য। **লেখিত**—(লিখ্‌ + নিচ্‌ + ক্ত) চিত্রিত, যাহা লেখানো হইয়াছে।

লেখ্য—লিখিবার যোগ্য, যাহা লেখা হয় (লেখ্য ভাষা—বিপ. কথ্য ভাষা) ; লিখিত পত্রাদি বা চিত্রাদি ; দলিল-দস্তাবেজ। **লেখ্যগত**—চিত্রিত। **লেখ্যপত্র**—লিখিত পত্রাদি ; দলিল দস্তাবেজ ; তালপাতা। **লেখ্যস্থান**—আফিস, দপ্তর। **লেখ্যোপকরণ**—লিখিবার নানাবিধ উপকরণ, কাগজ-কালি কলম ইত্যাদি।

লেঙ্গট, ল্যাঙ্গট, লেঙট—(সং. লিঙ্গপট্ট) কৌপীন, ব্যায়াম, কুস্তি ইত্যাদির জন্য যে বিশেষ ধরণের কৌপীন ব্যবহৃত হয় (লেঙট কসা) ; কৌপীনধারী (প্রাচীন বাংলা)। **লেঙ্গটা**—ল্যাংটা দ্রঃ। **লেঙ্গটি**—নেংটি দ্রঃ।

লেঙ্গি,-ঙ্গী—নেং, পা (লেঙ্গি মারা—নেং মারা)।

লেঙ্গুড়, লেঙুড়—লাঙ্গুল, লেজুড়।

লেচি,-চী—(সং. লোপত্রী) লুচি, কটি, কচুরি ইত্যাদি তৈরির জন্য ময়দার বা আটার যে ছোট পিণ্ড করা হয় (লেচি কাটা)।

লেজ—(সং. লঞ্জ) পুচ্ছ, লাঙ্গুল। **লেজকাটার পরামর্শ দেওয়া**—কথামালার শৃগালের মত সবাইকে নিজের মত ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কুপরামর্শ দেওয়া। **লেজ গুটানো**—পরাজিত কুকুরের মত হার স্বীকার করা। **লেজ তুলে দেখা**—আসল ব্যাপার বুঝিতে চেষ্টা করা, বৃথা তর্ক ছাড়িয়া প্রমাণের উপর নির্ভর করা। **লেজ ধরে চলা**—প্রভাব-প্রতিপত্তিশালীদের নির্বিচার অনুসরণ করা। **লেজ মোটা হওয়া**—অহঙ্কার বৃদ্ধি পাওয়া, গুমর বাড়া। **লেজেগোবরে**—অত্যন্ত অকর্মণ্যতার পরিচয় দেওয়া সম্পর্কে বলা হয়।

লেজা—মাছের লেজের দিক। লেজা-মুড়া—লেজ ও মস্তক, প্রথম ভাগ ও শেষ ভাগ (লেজা-মুড়া বাদ দিয়ে—মাঝখান থেকে, সমগ্র ব্যাপারের পরিবর্তে খানিকটা অংশমাত্র লইয়া)।

লেজার—(ইং. ledger) কোম্পানীর বড় হিসাবের খাতা যাহাতে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণদের প্রত্যেকের হিসাবের বিস্তৃত বিবরণ থাকে।

লেজুড়—লেজ ; যাহা দেখিতে লেজের মত (ঘুঁড়ির লেজুড়) ; উপাধি (ব্যঙ্গে) ; বাড়তি অংশ, শেষ (লেজুড় মারা—কোন কাজ সম্পর্ক কিছু অসম্পূর্ণ না রাখা, নিঃশেষে সমাধা করা)।

লেট—(ইং. late) দেরী, বিলম্ব (লেট-ফাইন—চিঠি বিলম্বে ডাকে দিবার জন্য অতিরিক্ত মাশুল)।

লেটা—(হি. লেটনা) দেহ এলাইয়া বসিয়া বা শুইয়া পড়া (সাধারণতঃ হাতীর বসিয়া পড়া সম্বন্ধে বলা হয়)।

লেটা, লেঠা—বিবাদ মারামারি হাঙ্গামা ; দায় (বিষম লেঠা ; লেঠা চুকানো)।

লেঠিয়াল, লেঠেল—লাঠিয়াল।

লেড্—(ইং. lead) সীসার পাত, ছাপানোর সময় ব্যবহৃত হয় (লেড ভরা—দুই লাইনের মধ্যে সীসার পাত ভরা, যেন দুই লাইনের মধ্যেকার ফাঁক আরও বাড়ে)।

লেড্-পেন্সিল—সীসা-ভরা পেন্সিল, কাঠ-পেন্সিল।

লেডিকেনি—(ইং. Lady Canning) মিষ্টান্ন-বিশেষ, বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর লোকান্তরিতা পত্নীর নাম স্মরণীয় করিবার জন্য এই নামকরণ হয়। [ধারীর পত্নী।

লেডী—(ইং Lady) লর্ড অথবা স্যর উপাধি-

লেন—(ইং. lane) গলি, শহরের সরু রাস্তা।

লেনদেন, লেনাদেনা—কর্জ নেওয়া ও কর্জ শোধ দেওয়া, নেওয়া ও দেওয়া, কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য। [সাহায্য করে।

লেন্স্—(ইং. lens) যে কাচখণ্ড দেখিতে

লেপ—(লিপ্ +অল্) প্রলেপ, লেপন (লেপ দেওয়া)। **লেপক**—যে লেপন-কর্ম করে, রাজমিস্ত্রী। **লেপন**—লেপা, ম্রক্ষণ, মাখানো (তেল লেপন গোময় লেপন)।

লেপ—(আ লিহাফ) রেজাই, সুপরিচিত তুলা-ভরা শীতে ব্যবহার্য আবরণ।

লেপ্টানো—জড়াইয় ধরা ; জড়াইয়া বা মাখিয়া যাওয়া (লেপ্টে ধরা ; কোঁচা ধুলিতে লেপ্টানো)।

লেপা—লেপন করা, গোময় অথবা শুধু মাটির গোলা দিয়া নিকানো (ঘর লেপা) ; প্রলেপ দেওয়া (দেওয়ালে চূণ লেপা)। **লেপা-পোঁছা**—সুন্দরভাবে নিকানো ; লেপনের ফলে যাহার ত্রুটি নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

লেপানো—গোময়াদির দ্বারা লেপন করানো।

লেপী—লেপনকারী ; রাজমিস্ত্রী। **লেপ্য**—লেপনযোগ্য ; যাহা মৃত্তিকাদির লেপ দিয়া নির্মাণ করিতে হয়।

লেপ্যকর—লেপক, রাজমিস্ত্রী। **লেপ্যময়ী**—(যাহা কাষ্ঠাদির দ্বারা নির্মিত হইয়া লেপিত হয়), কাঠের বা মাটির খেলনা।

লেফ্টেনেন্ট—(ইং. Lieutenant) সহকারী সাধারণতঃ সামরিক বিভাগের—লেফ্টেনেন্ট কর্ণেল ; লেফ্টেনেন্ট গভর্ণর)।

লেফাফা—(আ লিফাফা) পত্র প্রভৃতির আবরণ, খাম (সরকারী লেফাফা)। **লেফাফা-দুরস্ত**—বাহিরের সজ্জায়, আচরণে বা আদব-কায়দায় নিখুঁত (বোলচালে লেফাফা-দুরস্ত)।

লেবাস—(আ. লিবাস) পোষাক (শাহী লেবাস—রাজকীয় পরিচ্ছদ)।

লেবু—(নেবু দ্রঃ) পাতি-নেবু বা কাগজী-নেবু ;

কমলানেবু। অন্যান্য অম্লরস ফল শুধু লেবু বা নেবু নামে অভিহিত হয় না—(বাতাবি-লেবু সরস্বতী-লেবু)।

লেবেল—(ইং label) মালের গায়ে লাগানো মালের পরিচয়পত্র, সুস্পষ্ট চিহ্ন বা পরিচয় (লেবেল-মারা হয়ে গেছে দেখছি)।

লেভেণ্ডার—(ইং Lavender) সুরভি-বিশেষ।

লেভেল—(ইং level) চৌরস, সমতল (লেভেল করা, লেভেল শিশি)।

লেলানো—কুকুর প্রভৃতিকে শিকার দেখাইয়া দেওয়া, উস্কানো (পাড়ার ছোকরাদের লেলিয়ে দিয়ে চল)।

লেলিহান, লেলিহ—পুনঃ পুনঃ লেহনকারী, লোলজিহ্বার মত প্রসারিত (অগ্নির লেলিহান শিখা; লেলিহ রসনা)।

লেশ—[লিশ্ (অল্প হওয়া)+অচ্] সামান্য অংশমাত্র, কিঞ্চিৎ (চিন্তালেশ-বর্জিত; সংগ্রাম করে লয়ে এক লেশ বৃহতের সাথে—রবি)। **লেশমাত্র**—সামান্য মাত্র।

লেস—(ইং. lace) ফিতা, পাড় (লেস বসানো; লেস বোনা)।

লেহ—(লিহ্+অল্) লেহ্য খাদ্য; লেহন। **লেহন**—জিহ্বার দ্বারা আস্বাদ গ্রহণ, চাটা (পদ লেহন)। **লেহনীয়**—লেহ্য। **লেহী**—লেহনকারী। **লেহ্য**—লেহন করিবার যোগ্য, যাহা লেহন করিয়া খাওয়া হয় (চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়)। [বিপ. কথা ভাষা)।

লৈপিক—লেপ্য-সম্বন্ধীয়, লেপ্য (লৈপিক ভাব)।

লৈঙ্গ, লৈঙ্গিক—(লিঙ্+ক) লিঙ্গ-সম্বন্ধীয়; লিঙ্গপুরাণ।

লো—(হলা—সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত) সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের প্রতি স্ত্রীলোকের সম্বোধন (বড়ো ছোটার কনিষ্ঠার প্রতি অথবা সমবয়স্কাদের পরস্পরের প্রতি)। (বর্তমানে গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।

লোক—[লোক্ (দেখা)+অল] ভুবন, জগৎ (ত্রিলোক, সপ্তলোক; চতুর্দশ লোক, বৈকুণ্ঠ-লোক); মনুষ্য, মনুষ্যসমাজ (লোকে বলে, দুষ্ট লোক; লোকাপবাদ; লোক-প্রসিদ্ধ); জনসাধারণ, প্রজা (লোকতন্ত্র, লোকরঞ্জন, লোকপাল), সঙ্গের লোক, অনুচর (সঙ্গে লোক দিচ্ছি); ভৃত্য, মজুর (লোক খাটানো); জাতি (তোমরা কি লোক?; সাহেব-লোক)। **লোক-কণ্টক**—লোকপীড়ক, দুর্বৃত্ত। **লোককথা**—লোকদের সুপরিচিত কথা। **লোককান্ত**—সর্বসাধারণের প্রিয়। **লোকক্ষয়**—মানবজাতির ক্ষয়। **লোকগাথা**—জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত গাথা। **লোকচক্ষুঃ**—সূর্য; জনসাধারণের অবগতি (লোকচক্ষুর অন্তরালে)। **লোকচরিত্র**—মানুষের সাধারণ প্রকৃতি। **লোকজিৎ**—ভুবনজয়ী, বুদ্ধদেব। **লোকতঃ**—লোকে অর্থাৎ সর্বসাধারণে যাহা প্রচলিত (লোকতঃ ধর্মতঃ)। **লোকতন্ত্র**—প্রজাপালন; জনসাধারণের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, democracy। **লোকত্রয়**—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। **লোকদ্বয়**—ইহকাল ও পরকাল। **লোক-ধারিণী**—পৃথিবী। **লোকনাথ**—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বুদ্ধ, রাজা। **লোকনিন্দা**—জনসাধারণের মধ্যে অথবা জনসাধারণের দ্বারা প্রচারিত অপযশ। **লোকনীতি**—লোকের রীতিনীতি বা আচার। **লোকপথ**—মানুষের সাধারণ কর্মপদ্ধতি। **লোক-পরম্পরা**—পর্যায়ক্রমে এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে চালিত। **লোকপাবন**—ত্রিজগতের পাপ-নাশক। **লোকপাল**—ইন্দ্রাদি দিকপাল; রাজা। **লোকপালক**—রাজা। **লোক-প্রবাদ**—জনশ্রুতি। **লোকপ্রসিদ্ধি**—সাধারণে যেভাবে প্রচারিত। **লোকবন্ধু**—মনুষ্য-জাতির হিতৈষী। **লোকবাদ**—জনশ্রুতি, লোকনিন্দা। **লোকমত**—জনমত। **লোকমাতা**—লক্ষ্মী, জনসাধারণের মাতৃস্বরূপা, লোকপালিকা। **লোকযাত্রা**—সংসার যাত্রা। **লোকরঞ্জন**—জনসাধারণের সন্তোষ সাধন, প্রজারঞ্জন। **লোকলজ্জা**—লোকনিন্দার ভয়জনিত সঙ্কোচ। **লোক-লস্কর**—সঙ্গের বহু লোকজন। **লোক-লোচন**—সূর্য, জনসাধারণের অবগতি। **লোকলোকান্তর**—বিভিন্ন লোক বা জগৎ, ইহলোক ও পরলোক। **লোকলৌকতা**—সামাজিক আদান-প্রদান (বিশেষতঃ আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে)। **লোকশিক্ষক**—জন-সাধারণ যাঁহার আচরণ ও বাণী হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। **লোকস্থিতি**—জন-সমাজ, জনসাধারণের সুষ্ঠু জীবনযাত্রা।

লোকহিত—মানুষের কল্যাণ। **লোক খেপানো**—জনসাধারণকে উত্তেজিত করা। **লোক-দেখানো**—বাহ্যিক, আন্তরিকতা-বর্জিত (লোক-দেখানো ভদ্রতা)। **লোক হাসানো**—যদ্দ্বারা লোকের বিদ্রূপভাজন হইতে হয়। **লোকে বলে**—সাধারণ্যে প্রচলিত কথা বা মত।

লোকসান—(আ. নুক্‌সান) ক্ষতি, অপকার (লাভের বিপরীত)। **লোকসান করা**—হানি করা। **লোকসান-জমা**—যে প্রজা মরিয়া গিয়াছে অথবা পলাতক হইয়াছে, তাহার জমিজমা ও নূতন বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহা হইতে যাহা-কিছু আয় হয়। **লোকসান-জরীপ**—লোকসান-জমার জরীপ। **লোকসান খাওয়া বা দেওয়া**—ব্যবসাদিতে লোকসান হওয়া। **লোকসানী মহাল**—যে মহালের খাজনা আদায় হয় না। **লাভ-লোকসান**—ব্যবসায়ে লাভ ও ক্ষতি, হিত ও অহিত, ভাল ও মন্দ।

লোকাচার—লোকের সাধারণ আচরণ বা রীতি-নীতি। **লোকাতিগ, লোকাতীত**—সাধারণতঃ যাহা ঘটে না, অলোকসামান্য। **লোকান্তর**—পরলোক (মৃত্যুর-বাৎসকাদি)। **লোকান্তরিত**—পরলোকগত। **লোকাপবাদ**—লোকনিন্দা। **লোকায়ত**—সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত; বেদবিরোধী চার্বাকের মত, নাস্তিক্য; নাস্তিক। **লোকায়তিক**—বেদ-বিরোধী চার্বাক-মতাবলম্বী, জড়বাদী। **লোকায়ত্ত**—জনসাধারণের অধীন (লোকায়ত্ত শাসন—democracy)। **লোকাভাব**—লোকের অভাব, সাহায্যকারীর অভাব। **লোকারণ্য**—বহুলোকের ভিড় (লোকে লোকারণ্য)।

লোকাল—(ইং. Local) যে রেলগাড়ীর গতি কোন প্রধান শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ (কাঁচড়াপাড়া লোকাল)। **লোকাল বোর্ড**—(ইং. Local Board) স্থানীয় বিধি-ব্যবস্থা-সম্পর্কিত শাসন-সমিতি।

লোকালয়—লোকের বসতিস্থল। **লোকালোক**—পুরাণোক্ত পৃথ্বী বেষ্টনকারী পর্বত, যাহার অন্তর্ভাগ সূর্যের দ্বারা আলোকিত, বহির্ভাগ অন্ধকার।

লোকেশ—ব্রহ্মা; ইন্দ্রাদি লোকপাল, রাজা; বৃক্ষ-বিশেষ। **লোকোত্তর**—লোকাতীত, লোকদুর্লভ, অসামান্য (লোকোত্তর প্রতিভা)।

লোচন (লোচ্‌+অন)—নয়ন (আয়ত-লোচনা; লোচন-গোচর; **লোচনপথ**—দৃষ্টিপথ; **লোচন-লোভন**—যাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে; **লোচনানন্দ**—নয়নমোহন)।

লোটন—বিলুণ্ঠিত হওয়া; পায়রা-বিশেষ; পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী (লোটন খোঁপা—শ্লথ বেণীবন্ধ-বিশেষ)।

লোটা—লুট করা, গড়াগড়ি যাওয়া; দোলায়মান (লোটাকান—প্রাচীন বাংলা)। **লোটানো**—লুট করানো, অর্থের প্রচুর অপব্যয় হইতে দেওয়া; ভূমিতে অবলুণ্ঠিত করানো।

লোণা—নোনা। **লোনা-লাগা**—শিশুর অজীর্ণাদির ফলে স্বাস্থ্য ভাঙা; ইষ্টকনির্মিত গৃহে জীর্ণতার লক্ষণ দেখা দেওয়া।

লোধ, লোধ্র—বৃক্ষ-বিশেষ (লোধ্ররেণু প্রাচীন ভারতীয় ললনারা মুখে মাখিতেন)।

লোপ—(লুপ্‌+ঘঞ্‌) নাশ, ছেদন, ভ্রংশ, অভাব, অন্তর্ধান (বংশলোপ; স্মৃতিলোপ; ধর্মলোপ; শ্বাসলোপ; **বর্ণলোপ**—ব্যাকরণে); অনুষ্ঠানের অভাব (ক্রিয়ালোপ)। **লোপ করা**—বিনষ্ট করা, নিশ্চিহ্ন করা। **লোপ পাওয়া**—বিলুপ্ত হওয়া, কার্যকর না থাকা (ধর্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে)। **লোপক**—লোপকারী, নাশক।

লোপাট—সং লোপত্র) লুট, নিঃশেষে আত্মসাৎ (মন্দিরের যা কিছু ছিল, সব লোপাট করেছে); নিশ্চিহ্ন করা (কারার ঐ লৌহ-কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট—নজরুল)।

লোপামুদ্রা—(যে নারী দেবের রূপাভিমান লোপ করে এবং পতিসেবার লোভে অমুদ্রা, নিরানন্দা) অগস্ত্য-পত্নী।

লোবান—(আ. লুবান) ধুনাজাতীয় বৃক্ষ-নির্যাস-বিশেষ, benzoin (মুসলমানদের উৎসবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়)। **লোবানদানী**—লোবান পোড়াইবার পাত্র।

লোভ—(লুভ্‌+ঘঞ্‌) পরদ্রব্য গ্রহণে অভিলাষ, লালসা, আকাঙ্ক্ষা (ধনলোভ; রাজ্যলোভ; 'পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল')।

লোভন—লোভ-উৎপাদন : লোভজনক (নয়ন লোভন)। **লোভনীয়**—লোভজনক, স্পৃহনীয়, চিত্তাকর্ষক, covetable। **লোভা**—যাহা লুব্ধ করে, (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া কাব্যে ব্যবহৃত হয়—মনোলোভা)। **লোভানো**—প্রলুব্ধ করা (শুনেছি আকাশ তারে নামিয়া মায়ের পাড়ে লোভায় রঙিন ধনু হাতে—রবি)। বি. লোভানি—লোভের বস্তু, টোপ, bait (লোভানি দেওয়া)। **লোভিত**—লোলুপ, লোভাকৃষ্ট। **লোভী**—যে লোভ করে, লোলুপ (ধনলোভী, রাজ্যলোভী—লোভী সাধারণতঃ কদর্থে ব্যবহৃত হয়)। **লোভ্য**—লোভনীয়।

লোম—(সং.) রোম। **লোমকূপ**—লোমমূলের ছিদ্র। **লোমজ**—লোমজাত, পশমী। **লোম-ফোঁড়া**—লোম ছিঁড়িয়া যাওয়ার ফলে যে ফোঁড়া হয়। **লোমবিষ**—যাহার লোমে বিষ, ব্যাঘ্রাদি। **লোমরাজি,লতা**—বক্ষ হইতে নাভি পর্যন্ত লম্বিত রোমাবলি। **লোমশ**—প্রচুর লোম-বিশিষ্ট : মেষ। **লোমহর্ষ**—রোমাঞ্চ। **লোমহর্ষণ**—রোমাঞ্চ, রোমাঞ্চকর।

লোর—অশ্রু, অশ্রুধারা (কাব্যে ব্যবহৃত)।

লোল—(সং.) শ্লথ, শিথিল, চালিত, লকলকে (লোল চর্ম ; ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল—রবি ; লোল রসনা) ; লোলুপ (লোলজিহ্ব)। **লোলক**—নোলক, স্ত্রীলোকের নাকের গহন-বিশেষ। **লোলদৃষ্টি**—সতৃষ্ণনয়ন। **লোলা**—জিহ্বা। **লোলায়মান**—দোলায়মান। **লোলার্ক**—সূর্য। **লোলিত**—চঞ্চল, কম্পমান ; শ্লথ।

লোলুপ, লোলুভ—[লুপ্, লুভ (যঙ্লুগন্ত) + অচ্] অতি লোভী, গৃধ্নু, অভিলাষী। পরধন-লোলুপ ; যখন নবনী দেই লোলুপ করে—রবি)।

লোষ্ট্র, লোষ্ট—(সং) ঢিল, মৃৎপিণ্ড (লোষ্ট্র নিক্ষেপ, লোষ্ট্র জ্ঞান করা।

লোহ—[লু (ছেদন করা) + হ] লৌহ ; রক্ত।

লোহা—লৌহ অথবার লোহার ধাতু, লোহা অতিশয় মজবুত (লোহা-কাঠ)। **লোহা-লক্কর**—লোহা-কাঠ ইত্যাদি, লোহার বড় ও ভারী উপকরণসমূহ (ব্রিজের জন্য লোহা লক্কড় যা লেগেছিল)। **কড়া লোহা**—ইস্পাত। **কান্ত লোহা**—চুম্বকের গুণবিশিষ্ট লোহা। **লোহার সিন্দুক**—লোহার পাত দিয়া তৈরি মজবুত বাক্স (লোহার সিন্দুকে রাখা—অতিশয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা)।

লোহিত—[রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া) + ইতন্] রক্তবর্ণ ; শোণিত : রুইমাছ। **লোহিত চন্দন**—রক্তচন্দন ; কুম্কুম্। **লোহিতাক্ষ**—বিষ্ণু ; কোকিল। **লোহিতাঙ্গ**—মঙ্গলগ্রহ। **লোহিতায়স**—তামা।

লৌকায়তিক—(লোকায়ত + ষ্ণিক) চার্বাক-মতাবলম্বী, জড়বাদী।

লৌকিক—(লোক + ষ্ণিক) লোক-সম্বন্ধীয়, পার্থিব, সাংসারিক ; লোক-প্রচলিত (লৌকিক ভাষা)। **লৌকিকতা**—সামাজিক আদান-প্রদান, লৌকতা। **লৌকিকাগ্নি**—অসংস্কৃত অগ্নি, যাহাতে লৌকিক অন্নপাকাদি নিষ্পন্ন হয়। (বিপ. শ্রৌতাগ্নি)।

লৌল্য—(লোল + ষ্য) চাঞ্চল্য ; চাপল্য ; লোলুপতা (ইন্দ্রিয়-লৌল্য)।

লৌহ—লোহা, ধাতুমাত্র ; লৌহ-ঘটিত ঔষধ। **লৌহকিট্ট**—মরিচা। **লৌহবর্ত্ম**—রেলপথ। **লৌহভাণ্ড**—লৌহ-নির্মিত ভাণ্ড, জামাম-দিস্তা। **লৌহমল**—মরিচা।

লৌহিত্য—(লোহিত + ষ্য) রক্তবর্ণ, লোহিতত্ব ; ব্রহ্মপুত্র নদ। **ল্যাংচা**—লেংচা দ্রঃ। **ল্যাংচানো**—লেংচানো দ্রঃ। **ল্যাংটা**—নেংটা, উলঙ্গ বস্ত্রহীন, অনাবৃত (ন্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয় কি ?)। **ল্যাংচানো**—ন্যাংচানো দ্রঃ। **ল্যাংড়া**—লেংড়া দ্রঃ।

ল্যাংবোট—(ইং. Long-boat) সমুদ্রগামী জাহাজের পশ্চাতে যে নৌকা থাকে ; যে অন্যের পিছনে পিছনে ফেরে (ব্যঙ্গোক্তি)।

ব—ব্যঞ্জন বর্ণমালার উনত্রিংশ বর্ণ ও শেষ অন্তঃস্থ বর্ণ। বাংলায় ইহার স্বতন্ত্র উচ্চারণ নাই। বর্গীয় ব দ্রঃ।

শ

শ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার ত্রিংশ বর্ণ। বাংলায় তালব্য শ, দন্ত্য স ও মূর্ধন্য ষ সাধারণতঃ একইভাবে উচ্চারিত হয়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের উচ্চারণের পার্থক্যও স্পষ্ট ধরা পড়ে, যথা, নিশ্চিত, ইতস্ততঃ, পিষ্টক।

শ—শত (একশ, দুশ, দশ শ)। **শয় শয়**—শতে শতে, একশ একশ করিয়া, একসঙ্গে বহু। **শ হিসাবে**—একশটি জিনিষের মূল্য যাহা, সেই হিসাবে।

শওয়াল—(আ. শব্বাল) মুসলমানী বৎসরের দশম মাস ; এই মাসের প্রথম দিনে ঈদুলফিৎর্ হয়।

শওহর, শৌহর—(আ. শব্হর) স্বামী ভর্তা।

শংসন, শংসা—(শন্স্—বলা) প্রশংসা ; কথন। বিণ. শংসিত—প্রশংসিত, কথিত ; সূচিত, অভিলষিত ; হিংসিত।

শক—মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতি-বিশেষ ; শকরাজ শালিবাহন ; ইঁহার মৃত্যুদিন হইতে শকাব্দ গণনা করা হয় (শকাব্দ বঙ্গাব্দের ৫১৫ বৎসর পূর্ব হইতে প্রচলিত) ; শকদেশবাসী।

শকট—(শক্—পারক হওয়া) গাড়ি ; অসুর-বিশেষ (শকটহা—শ্রীকৃষ্ণ)। **শকট-ব্যূহ**—শকটের মত অগ্রে সূচ্যাকৃতি ও পশ্চাদ্ভাগে স্থূল প্রাচীন ব্যূহ-বিশেষ। **শকটাক্ষ**—গাড়ির ধুরা, ।x'c। **শকটিকা**—ছোট গাড়ি ; শিশুর খেলিবার গাড়ি।

শকর, শক্কর—(ফা. শকর্, শক্কর্ : সং শর্করা) চিনি (বাংলার গ্রাম্য ভাষায় চিনি শক্কর-চিনি—চিনির মত সুমিষ্ট, এই অর্থে শব্দের ব্যবহার আছে)। **শকরকন্দ**—মিষ্ট আলু-বিশেষ, মৌ-আলু।

শকল—(যাহা ঘাত সহনে সমর্থ) ত্বক্ ; আঁইষ ; খণ্ড, খাপরা। **শকলী**—মৎস্য। [বাহন।

শকাব্দ, ব্দা—শক দ্রঃ। **শকাদিত্য**—শালি-

শকার—রাজার হীন বর্ণের রক্ষিতা স্ত্রীর মূর্খ ও দাম্ভিক ভ্রাতা। **শকার-বকার**—শালা প্রভৃতি অশ্লীল গালাগালির ইঙ্গিত (শকার-বকার করা)।

শকারি—রাজা বিক্রমাদিত্য।

শকুন—(দূর গমনে সমর্থ) সুপরিচিত বৃহৎ পক্ষী, শকুনি, গৃধ্র শুভাশুভ সূচক চিহ্ন, নিমিত্ত (নেত্র, বাহু ইত্যাদি স্পন্দন কাক, শৃগাল ইত্যাদি দর্শন)। **শকুনজ্ঞ**—নিমিত্তজ্ঞ, কাক-চরিত্র।

শকুনি—শকুন, পক্ষী, চিল ; দুর্যোধনের মাতুল (শকুনি মামা—শকুনির মত কুপরামর্শদাতা মাতুল বা আত্মীয়)। স্ত্রী. শকুনী। শকুনীশ্বর—গরুড়।

শকুন্ত—(যাহারা গগনে বিচরণ করিতে পারে) পক্ষী, ভাসপক্ষী ; কীট বিশেষ। **শকুন্তলা**—[শকুন্তল (শকুন্ত-কর্তৃক গৃহীত) + আ] বিশ্বামিত্র ও মেনকার কন্যা ; কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের নায়িকা ; উক্ত নাটক।

শক্ত—(শক্ + ক্ত. ফা. সখ্ত্—দৃঢ়, কঠিন, নির্মম) সমর্থ ; দৃঢ়, কঠিন, মজবুত ; (লোহার মত শক্ত ; শক্ত ধাতের লোক) ; শক্তিমান্, জবরদস্ত (শক্তের ভক্ত, নরমের যম ; শক্ত পাল্লায় পড়েছ) ; দুর্বোধ্য জটিল (বিষয়টা শক্ত) ; কৃপণ, কঞ্জুস (এই অর্থে 'কশা' বেশী ব্যবহৃত হয়), কর্কশ, রূঢ় (শক্ত কথা না বল্লে চলবে না দেখছি) ; অকরুণ, অনমনীয় (বড় শক্ত মন ; ছেলে সম্বন্ধে বাপ কি এত শক্ত হতে পারে ?) ; জটিল উপসর্গযুক্ত, দুরারোগ্য (শক্ত ব্যাধি)। **শক্ত ঘানি**—যে বা যাহা ঘানির মত নিষ্ঠুরভাবে পেষণ করে, যাহা হইতে সহজে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই (এবার শক্ত ঘানিতে যুড়েছে)। **শক্তাশক্তি**—কড়াকড়ি, জবরদস্তি।

শক্তি—(শক + ক্তি) বল, ক্ষমতা, সামর্থ্য (উত্থান-শক্তি-রহিত) শক্তিশালী লেখক (স্মৃতিশক্তি) ; পরাক্রম (শক্তিমান্ রাজা) ; রাজশক্তি। ত্রিশক্তির মধ্যে চুক্তি ; energy, power (পাঁচ অশ্বশক্তি) ; ঔষধের ক্ষমতার বৃদ্ধি বা ক্রম, potency ; প্রকৃতি, স্ত্রী, দেবতা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ; প্রাচীন ভারতের শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র-বিশেষ,

শাবল, বর্শা প্রভৃতি (শক্তিশেল)। **শক্তিধর**—শক্তিশালী; শক্তি-অস্ত্রধারী, কার্তিকেয়। **শক্তিপূজা**—দুর্গা প্রভৃতি দেবতার পূজা, কালীপূজা। **শক্তিপ্রয়োগ**—বলপ্রয়োগ; সামর্থ্যের বিনিয়োগ। **শক্তিমত্তা**—বলশালীতা। **শক্তিমান্**—সামর্থ্যবান; ক্ষমতাবান্। **শক্তিশেল**—রামায়ণে উল্লিখিত অতি শক্তিশালী অস্ত্র-বিশেষ; মর্মান্তিক আঘাত বা যাহা মর্মান্তিক আঘাত প্রদান করে (শক্তিশেল হানা)। **শক্তিহীন**—দুর্বল, অক্ষম।

শক্তু—(সং.) যবাদি-চূর্ণ, ছাতু।

শক্য—(শক্+য) যাহা করিতে পারা যায়, সম্ভব, সাধ্য (অশক্য); অভিধাবৃত্তির দ্বারা বোধ্য (শক্যার্থক—বিপ. ব্যঙ্গার্থ, লক্ষ্যার্থ)।

শক্র—(শক্+র) ইন্দ্র; কুটজ বৃক্ষ; অর্জুন বৃক্ষ। **শক্রজিৎ**—ইন্দ্রজিৎ। **শক্রধনু,-চাপ**—ইন্দ্রধনু। **শক্রবাহন**—মেঘ। **শক্রোৎসব**—শ্রাবণ, ভাদ্র বা আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীতে প্রাচীন কালের রাজাদের ইন্দ্রধ্বজ পূজার উৎসব। [সন্দেহের স্থল।

শঙ্কনীয়—(শন্‌ক্+অনীয়) আশঙ্কার যোগ্য,

শঙ্কর—[শম্ (কল্যাণ)—কৃ+ট] শিব, শঙ্করাচার্য; শুভকারক; শঙ্কর মাছ। স্ত্রী. শঙ্করী। **শঙ্কর-জটা**—ক্ষুদ্র গাছ-বিশেষ। **শঙ্কর মাছ**—চেপ্টা ও গোলাকার সামুদ্রিক মৎস্য-বিশেষ, ইহার লেজ দিয়া চাবুক তৈয়ার করা হয়। **শঙ্করাবাস**—কৈলাস। **শঙ্করাভরণ**—রাগিণী-বিশেষ। **শঙ্করী**—শিবানী; শুভদায়িনী; মঞ্জিষ্ঠা।

শঙ্কা—ত্রাস, ভয়, আশঙ্কা, সংশয়। **শঙ্কাহরণ**—ভয়নাশন। **শঙ্কাহীন**—নির্ভীক নিঃসন্দেহ। বিণ. শঙ্কিত—ভীত, সন্দিগ্ধ (শঙ্কিতচিত্ত)। **শঙ্কিতবর্ণ**-চোর। **শঙ্কী**—যে সন্দেহ করে বা ভয় করে (পাপ-শঙ্কী—যে অমঙ্গল আশঙ্কা করে)।

শঙ্কু—(সং.) কীলক, গোঁজ; দ্বাদশাঙ্গুল কাঠি; বর্শা, শীষ, ঘড়ির কাঁটা, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন; শঙ্করমাছ। **শঙ্কুকর্ণ**—গর্দভ। **শঙ্কুতরু**-শালগাছ। **শঙ্কুচি, শঙ্কোচ**—শঙ্কর মাছ বা শাঁকোচ মাছ।

শঙ্খ—[শম্ (শান্ত হওয়া)+খ—যাহা শান্ত করে] সমুদ্রজাত প্রাণী-বিশেষের কোষাস্থি, শাঁখ (পূর্বকালে বীরগণ যুদ্ধকালে শঙ্খধ্বনি করিতেন বর্তমানে হিন্দুর পূজাপার্বণে বহুলরূপে ব্যবহৃত হয়); রণবাদ্যযন্ত্র-বিশেষ (শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য); ললাটের অস্থি; নাগ-বিশেষ; সংখ্যা-বিশেষ (লক্ষ কোটী); স্ত্রীলোকের হাতের শাঁখা। **শঙ্খকার**—শাঁখারি। **শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী**—পাঞ্চজন্য শঙ্খ সুদর্শন চক্র, কৌমুদকী, গদা এবং পদ্মধারী নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্তি। **শঙ্খচিল**—চিল-বিশেষ (ইহার বুক শঙ্খের মত শ্বেতবর্ণ এবং ইহাকে শুভসূচক পক্ষী জ্ঞান করা হয়)। **শঙ্খচূড়**—সর্প-বিশেষ। **শঙ্খচূর্ণী**—'শাঁকচুন্নী'র সাধুরূপ, 'শঙ্খচূড়'-নী, সধবা নারীর প্রেতাত্মা। **শঙ্খধ্বনি**—উৎসবে বা যুদ্ধে শঙ্খনাদ। **শঙ্খবণিক**—শাঁখারি। **শঙ্খবলয়**—শাঁখা। **শঙ্খবিষ**—শেঁকো-বিষ। **শঙ্খমুখ**—কুমীর।

শঙ্খিনী—স্ত্রীলোকের জাতি-বিশেষ।

শঙ্খী—যাহার শঙ্খ আছে, বিষ্ণু, সমুদ্র; শঙ্খবাদক।

শচি,-চী (সং.) ইন্দ্রপত্নী; চৈতন্যদেবের মাতা। **শচীপতি, শচীশ**—ইন্দ্র। **শচীমাতা**—চৈতন্যদেবের মাতা।

শজনা,-নে,-শজিনা—(সং. শোভাঞ্জন) সুপরিচিত শাকফল ও তাহার গাছ। **শজনে-খাড়া**—শজনের লম্বা ফল।

শজারু, সজারু—(সং. শল্লকী) কাঁটার মত লোমযুক্ত সুবিখ্যাত ক্ষুদ্র পশু।

শটকা-লম্বা নলযুক্ত হুকা-বিশেষ; উক্ত হুকার লম্বা নল। [করা।

শটকানো—সরিয়া পড়া, অলক্ষিতভাবে পলায়ন

শটন, সড়ন—পচিয়া যাওয়া। বিণ. শটিত, সড়া। [ও তাহার গণনা।

শটকে—শতকিয়া, এক হইতে একশ পর্যন্ত সংখ্যা

শটি,-টী—উদ্ভিদ-বিশেষ ইহার কন্দ হইতে 'শটীর পালো' হয়।

শঠ—[শঠ্ (বঞ্চনা করা)+অচ্] ধূর্ত, খল, বঞ্চক, প্রতারণাকারী স্বামী বা নায়ক, ওবুও। বি শঠতা। স্ত্রী. শঠা। [রাজপথ।

শড়ক—(হি. সড়ক; সং. সরক) দীর্ঘ ও প্রশস্ত

শড়কি-(সং. শলাক) বর্শা (ঢাল-শড়কি)।

শড়শড়, সড়সড়—শুক্‌না পাতার উপর দিয়া হাল্‌কাভাবে দ্রুত চলিয়া যাইবার শব্দ। বি.

শড়শড়ি। **শড়শড়ে পিঁপড়ে**—ছোট কাল পিঁপড়া যাহারা পাতা প্রভৃতির উপর দিয়া অতি দ্রুত যাতায়াত করিতে পারে।

শড়শড়ি, সড়সড়ি—যে ব্যঞ্জনের রস শুকাইয়া ফেলা হয় (চড়চড়ি, শড়শড়ি—বিপ. লাবড়া)।

শড়া, সড়া—পচিয়া যাওয়া, যাহা পচিয়া গিয়াছে। **শড়ানো, সড়ানো**—পচানো।

শণ—(সং) শণপাট ও তাহার আঁশ। **শণতন্তু**—শণের সূতা। **শণনুড়ি, শণনুড়, শণের নুড়ি**—শণের আঁশের এলোমেলো গোছা (চুল পেকে শণনুড়ি হয়েছে)। **শণসূত্র**—শণের সূতা।

শত—(সং.) ১০০—এই সংখ্যা, বহু, অনন্ত (শত অপমানেও চৈতন্য নাই)। **শতক**—শত সংখ্যা-বিশিষ্ট (সদ্ভাব-শতক); শত সংখ্যা, শতাব্দী (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের)। **শতকরা**—প্রতি একশত সংখ্যায়। **শতকিয়া**—শটকে, একশত পর্যন্ত গণনা বা এক হইতে শত পর্যন্ত সংখ্যা। **শতকীর্তি**—(বহুব্রী) যিনি বহু কীর্তির অনুষ্ঠাতা, সৎকর্মাবলীর জন্য বহু খ্যাত; অর্হৎ-বিশেষ। **শতকোটি**—একশত কোটি, অন্তহীন। **শতক্রতু**—(বহুব্রী) যিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, ইন্দ্র। **শতঘ্নী**—(উপতৎ) শত শত্রুঘাতক, প্রাচীন আগ্নেয়াস্ত্র-বিশেষ। **শতচেষ্টা**—বহু চেষ্টা (শত চেষ্টায়ও হবার নয়)। **শতজীবী**—শতায়ু। **শততম**—শত সংখ্যার পূরক। **শততন্ত্রীক**—শত তার-বিশিষ্ট। **শতদল**—বহু দলযুক্ত পদ্ম (হৃদয়-শতদল; শতদলবাসিনী—লক্ষ্মী)। **শতদ্রু, -দ্রু**—পঞ্জাবের নদী-বিশেষ, Sutlej (পৌরাণিক উপাখ্যান এই যে, বশিষ্ঠ মুনি পুত্রশোকে অধীর হইয়া কণ্ঠে শিলা বাঁধিয়া এই নদীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহাতে নদী ভীত হইয়া শতধা ধাবিত হইয়াছিল, তাহা হইতে ইহার শতদ্রু নাম হয়)। **শতধা**—শতদিকে, শত প্রকারে (শতধা-বিদীর্ণ)। **শতধার**—বহু স্রোতধারা-যুক্ত, যাহার প্রান্তভাগ বহু, বজ্র। **শতধৌত**—শতবার বা বহুবার ধৌত। **শতনরী**—শতনর বা লহরযুক্ত (হার)। **শতনালিক**—যে বন্দুকজাতীয় অস্ত্র হইতে শত বা বহু গুলি বাহির হয়, ছর্‌রা বন্দুক। **শতপত্র**—বহু পত্র বা দলযুক্ত, পদ্ম; বহু পালকযুক্ত, ময়ূর, কাঠঠোকরা, সারস, শুকপক্ষী। (**শতপত্রী**—সেঁউতী ফুল)। **শতপথ**—(বহুব্রী) বহু পথ বা অধ্যায় যাহাতে, যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ-বিশেষ (শতপথিক—যিনি শতপথ ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াছেন; নানা মতাবলম্বী)। **শতপদী**—(বহুব্রী) কেন্নো, বৃশ্চিক, প্রভৃতি। **শতপর্বা**—বহুপর্ব বা গ্রন্থিযুক্ত, বাঁশ, ইক্ষু-বিশেষ, দূর্বা। **শতভিষা**—নক্ষত্র-বিশেষ। **শতমারী**—যে বৈদ্য শতবার পারদ শোধন করিয়াছেন, ঔষধ প্রস্তুত করার কাজে নিপুণ; (ব্যঙ্গে) যে চিকিৎসক বহু রোগী মারিয়াছে। **শতমুখ**—শতমুখ বা দ্বার বা প্রবাহ-যুক্ত, বাচাল (শতমুখী—ঝাঁটা)। **শত-মূলা**—বহু মূল-বিশিষ্ট, দূর্বা; বচা। **শতমূলী**—লতা-বিশেষ। **শতশৃঙ্গ**—পর্বত-বিশেষ। **শতসহস্র**—বহু অনন্ত।

শতরঞ্চ—(আ. শত্‌রন্‌জ্‌; সং. চতুরঙ্গ) দাবাখেলা, chess। (ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় পদ্ধতির শতরঞ্চ খেলার মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে; ইয়োরোপীয় পদ্ধতি বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে)। **শতরঞ্চবাজ**—দাবা-খেলায় আসক্ত বা দক্ষ।

শতরঞ্চি—(আ. শত্‌রন্‌জী) মোটাসূতার বিচিত্র বর্ণের সুপরিচিত আসন।

শতাবধি—শতের কাছাকাছি, প্রায় একশত (শতাবধি টাকা পাওয়া যাবে—গ্রাম্য শতাবিধি)। **শতাব্দ, শতাব্দী**—শতবর্ষ-কাল, century

শতায়ুঃ—শতবর্ষজীবী; দীর্ঘায়ু।

শতেক—একশত, প্রায় একশত বহু, নানা ধরণের (শতেক গোল)। **শতেকখাকী, -খাগী**—(মেয়েলী গালি) যে শত প্রিয়জনের মৃত্যু দেখিয়াছে। **শতেকখোয়ারী**—মেয়েলী গালি-বিশেষ, যাহার বহু লাঞ্ছনা হইয়াছে বা হইবে।

শত্রু—[শদ্‌ (গমন করা)+রু] অহিত সাধন যাহার উদ্দেশ্য, বৈরী, অরি, বিপক্ষ, দ্বেষক; (জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান। **শত্রুঘ্ন**—শত্রু হননকারী; রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। **শত্রুতা**—বৈরিতা, বিদ্বেষ, বিপক্ষতা। **শত্রুনাশ**—শত্রুর বিলোপ সাধন। **শত্রুন্তপ**—যে শত্রুকে ক্লেশ দেয়। **শত্রুপক্ষ**—শত্রুর

দল। **শত্রুমর্দন**—শত্রু নিপীড়ন ; শত্রুর পীড়নকারী। **শত্রুমিত্র**—বিপক্ষ ও সপক্ষ। **শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে**—শত্রুর মন্দ অভিপ্রায় সত্ত্বেও।

শনাক্ত—(ফা. শিনাখ্‌ত্‌) কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে পরিচিত বলিয়া নির্দেশ করা, identification (মাল শনাক্ত করা ; লাশ শনাক্ত করা—কোন্‌টি কার মৃতদেহ অথবা মৃতদেহটি কার, তাহা দেখিয়া বলিয়া দেওয়া)।

শনি—(সং.) সপ্তম গ্রহ ছায়া ও সূর্যের পুত্র, শনিবার ; যে শনির মত ক্রমাগত অনিষ্ট করিয়া চলে বা অনিষ্টের কারণ হয় (এই বিয়েই হল তার শনি)। **শনিধরা-লাগা**—শনির দৃষ্টি হওয়া, সমূহ ক্ষতির কারণ হওয়া, মতিচ্ছন্নতা ঘটা। **শনিপ্রতিকার**—শনির দোষ কাটানোর ব্যবস্থা। **শনিপ্রিয়**—নীলমণি। **শনির দশা**—শনিগ্রহের ভোগকাল, দুঃসময়। **শনির দান**—শনিগ্রহের প্রীতি-সম্পাদন-হেতু ব্রাহ্মণকে কালো গরু ও উৎকৃষ্ট গোধাদি দান। **শনির দৃষ্টি**—শনিগ্রহের ক্ষতিকর প্রভাব, নানাভাবে শ্রী-সম্পদ হারাইবার সময়। **রক্ষাগত শনি**—রক্ষ দ্রঃ। **শনিবার**—সপ্তাহের বার-বিশেষ।

শনৈঃ, শনৈঃশনৈঃ—ক্রমেক্রমে, ধীরে।

শনৈশ্চর—শনিগ্রহ।

শপথ—[শপ্ (দিব্য করা) + অথন] যদি মিথ্যা বলি, তবে নরকে যাইব আমার যেন ঘোর ক্ষতি হয় ইত্যাদি-প্রকার দিব্য, প্রতিজ্ঞা, কসম, oath। **শপথপত্র**—শপথপূর্বক সত্য বলিয়া স্বীকৃত লেখা, affidavit।

শফরদা—(হি. সফরদাই) নাচওয়ালীর সঙ্গে যে বাজায়।

শফর শফরী—সফরী দ্রঃ। **শফরাধিপ**—ইলিশমাছ।

শব [শব্ (গমন করা) + অচ্] মৃতদেহ, লাশ ; জল। **শবকর্ম,-দাহ**—মড়া পোড়ানো। **শববাহক**—যাহারা শবদেহ বহন করিয়া শ্মশানে অথবা গোরস্থানে লইয়া যায়। **শব ব্যবচ্ছেদ**—শারীর-তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য অথবা মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য শবদেহ কাটিয়া দেখা। **শবযান**—শব বহন করিবার গাড়ী অথবা খাটলি। **শবসাধন**—শ্মশানে তান্ত্রিকের শবের উপরে বসিয়া কালী-সাধন-বিশেষ।

শবনম—(ফা.) অতি সূক্ষ্ম মসলিন-বিশেষ, ঘাসের উপরে বিছাইয়া দিলে ভ্রম হইত যেন শিশির পড়িয়াছে ; শিশির।

শবর—(যাহারা মৃত পশুপক্ষী আহারার্থ গ্রহণ করে) কিরাত প্রভৃতি জাতি। স্ত্রী শবরী।

শবল—নানা বর্ণযুক্ত, কর্বুর বর্ণ। স্ত্রী. শবলা,-লী—কর্বুরবর্ণা গাভী, বশিষ্ঠের কামধেনু। **শবলীকৃত**—নানা বর্ণে চিত্রিত।

শবাধার—যে আধারে মৃতদেহ রক্ষিত হয়, coffin। **শবানুযাত্রী**—যাহারা শবের সহিত শ্মশানে অথবা গোরস্থানে যায়। **শবাসনা**—শবাসনে আরূঢ়া, কালিকা।

শবেকদর—(ফা. আ শব-ই-কদর ; আ. লায়লাতুল ক'দর) মহিমান্বিত রজনী, রমজান মাসের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ অথবা ২৯ তারিখের রাত্রি, যে রাত্রিতে কোরআন প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল ; এইজন্য রমজান মাসের শেষ দশ দিন নিবিড়তর প্রার্থনায় যাপন বিধেয়, ইহাকে 'এতেকাফ' বলা হয়।

শবেবরাত—(ফা. আ. শব-ই-বরাত) শাবান, চান্দ্র মাসের চতুর্দশ দিন, এই দিনে মুসলমানেরা রুটি-হালুয়া প্রভৃতি বিতরণ করেন ও ভাল খাবার খান, সাধারণতঃ এটিকে সৌভাগ্য-বণ্টনের রজনী জ্ঞান করা হয়। (কথ্য—শবেরাত ; গ্রাম্য—শোবরাত)।

শবেমে'রাজ—যে রাত্রিতে হজরত মোহম্মদ স্বর্গীয় বাহন 'বোরাক'-এ চড়িয়া মক্কা হইতে জেরুজালেম পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং বেহেশ্‌ত্‌ দোজখ-আদি ঐশ্বরিক সৃষ্টি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন (অনেক মুসলমানের ধারণা, তিনি স্বশরীরে এই অলৌকিক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আবার কাহারও কাহারও ধারণা, ইহা তাঁহার আত্মিক ভ্রমণ ; কাহারও কাহারও মতে হজরত মোহাম্মদের জীবনে একাধিক বার এই অলৌকিক ভ্রমণ ঘটিয়াছিল)।

শব্দ—[শব্দ্ (শব্দ করা) + অল্] ধ্বনি, রব ; আওয়াজ, sound ; কথা, উচ্চ-বাচ্য (মুখে যে রা শব্দ নেই) ; প্রশংসা (শব্দের—কাঁঠাল ভূয়ো) ; অর্থবোধক ধ্বনি, অক্ষর অথবা অক্ষর-সমষ্টি, word (হস্ ; ছেলে ; র) ; বৈদিক বা আপ্ত

বাক্য (শাব্দিক প্রমাণ)। **শব্দকোষ**—অভিধান। **শব্দগত**—শব্দে সীমাবদ্ধ (শব্দগত অর্থ)। **শব্দগ্রহ**—শব্দের অর্থের বোধ; যাহা শব্দ গ্রহণ করে, কর্ণ। **শব্দচাতুর্য**—শব্দ প্রয়োগের চমৎকারিত্ব। **শব্দচোর**—যে অন্যের শব্দাবলী, অর্থাৎ রচনা, নিজের বলিয়া চালায়, plagiarist। **শব্দতরঙ্গ**—শব্দের দ্বারা উৎপন্ন বায়ু-হিল্লোল, sound-wave। **শব্দনিষ্পত্তি**—শব্দের সুস্পষ্ট উচ্চারণ। **শব্দপ্রবৃত্তি**—বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা—মন্ত্ররূপ করিবার এই চতুর্বিধ ভঙ্গি। **শব্দবহ**—বায়ু। **শব্দবিদ্যা**—ব্যাকরণ। **শব্দবৃত্তি**—শব্দের শক্তি, অভিধা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি। **শব্দযোনি**—শব্দের উৎপত্তিস্থান, ধাতু-প্রভৃতি। **শব্দবেধী,-ভেদী**—শব্দ লক্ষ্য করিয়া যাহা লক্ষ্য বিদ্ধ করে (শব্দভেদী বাণ)। **শব্দব্রহ্ম**—শব্দস্বরূপ ব্রহ্ম; বেদ। **শব্দশক্তি**—শব্দের অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তি। **শব্দশাস্ত্র**—ব্যাকরণাদি শাস্ত্র। **শব্দহীন**—নিঃশব্দ, নির্বাক। **টুঁ-শব্দ, চুঁ-শব্দ**—অতি সামান্য শব্দ বা প্রতিবাদ। **শব্দাক্ষর**—যাহা একই সঙ্গে শব্দ ও অক্ষর, প্রণব। **শব্দানুশাসন**—শব্দের প্রয়োগ-বিষয়ক শাস্ত্র, ব্যাকরণ। **শব্দায়মান**—(শব্দ্ + শানচ্) যে বা যাহা শব্দ করিতেছে। **শব্দার্থ**—শব্দের অর্থ, শব্দ ও অর্থ। **শব্দালঙ্কার**—অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি, যাহা দ্বারা শব্দের অর্থগৌরব বৃদ্ধি পায়। **শব্দিত**—ধ্বনিত, আহূত।

শম—[শম্ (শান্ত হওয়া) + অল্] শান্তি; অন্তঃকরণের স্থিরতা; নিরুপদ্রব; মনঃসংযম; স্থায়ী; শান্তভাব। **শমতা**—শান্তি, উপশম, নিবৃত্তি।

শমন—(শমি + অনট্) কৃতান্ত, যম; প্রশমন।

শময়িতা—প্রশমন-কারক, দমন-কারক, বিনাশক।

শমশের—(ফা. শম্‌শীর) তরবারি।

শমি,-মী—বাবলা-জাতীয় গাছ-বিশেষ, ইহা যজ্ঞাগ্নিতে ইন্ধন-স্বরূপ ব্যবহার করা হইত।

শমিত—প্রশমিত, দমিত, বিনাশিত।

শমী—শান্ত, সংযমী।

শম্পা—(যে সুখ নষ্ট করে) বিদ্যুৎ।

শম্বর—অসুর-বিশেষ; মৃগ-বিশেষ; পর্বত-বিশেষ, মৎস্য-বিশেষ, বৌদ্ধ-বিশেষ; অর্জুন বৃক্ষ; জল; ধন। **শম্বরসূদন**—কন্দর্প।

শম্বু,-ম্বূ, শম্বুক, শম্বূক—(সং) শামুক, শঙ্খ, ক্ষুদ্র শঙ্খ, গজকুম্ভের অগ্রভাগ; দৈত্য-বিশেষ। **শম্বূক**—রামায়ণে বর্ণিত শূদ্র তপস্বী, যাহাকে রামচন্দ্র বধ করিয়াছিলেন।

শম্ভু, শম্ভূ—(শম্—ভূ + উ- যাঁহা হইতে মঙ্গল হয়, মহাদেব; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বুদ্ধ। **শম্ভুকান্তা**—দুর্গা। **শম্ভুবল্লভ**—শ্বেতপদ্ম।

শয়—শত। **শয় শয়**—শত শত (গ্রাম্য)।

শয়তান—(আ. শয়্‌তান) ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান-শাস্ত্রোক্ত পাপ, অধর্ম প্রভৃতির প্রেরণা-দাতা, Satan; মহাপাপিষ্ঠ, মহাদুর্বৃত্ত, দুষ্ট। বি. **শয়তানী,-নি**—দুর্বৃত্তের কার্য, নষ্টামি (কত শয়তানি জান তুমি?) দুষ্টুমি (খোকা বড় দুষ্টু হয়েছে, সমস্ত দিন শয়তানি করে ফেরে)। স্ত্রী. **শয়তানী**।

শয়ন—(শী + অনট্) শয্যাগ্রহণ; শয্যা (ভূতল-শয়ন); নিদ্রা (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, 'শয়নে স্বপনে' শব্দে ইহার ইঙ্গিত আছে)। **শয়নকক্ষ**—শুইবার কামরা বা ঘর। **শয়নভঙ্গ**—নিদ্রাভঙ্গ। **শয়ন ভঞ্জন**—ঘুম ভাঙানো। **শয়নমন্দির**—নিদ্রা যাইবার গৃহ। **শয়ন রচনা**—শয্যা রচনা (চৌষট্টি কলার একটি)।

শয়ান—(শী + শানচ্) শায়িত, নিদ্রিত। **শয়ালু**—নিদ্রালু; অজগর, সর্প; কুকুর; শৃগাল।

শয়িত—(শী + ক্ত) যে শয়ন করিয়াছে (সুখ-শয়িত); নিদ্রিত। **শয়িতা**—শয়নকারী।

শয্যা—(শী + ক্যপ্) বিছানা, খট্টা। **শয্যা-কণ্টক**—শয্যায় আরাম-বোধের অভাব। **শয্যাগত**—পীড়ায় উত্থানশক্তি রহিত। **শয্যা-গৃহ**—শয়ন-গৃহ। **শয্যারচনা**—সুদৃশ্য ও আরামদায়ক করিয়া বিছানা করা, বিছানা পাতা। **শয্যা-সঙ্গিনী**—(প্রায়ই ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়—স্ত্রী তো শয্যা-সঙ্গিনী মাত্র নয়)। **শয্যাচ্ছাদন**—বিছানার চাদর। **শয্যা-তোলনি**—বিবাহ-রাত্রির পরে বর ও বধূর শয্যা তুলিয়া অর্থগ্রহণরূপ স্ত্রী-আচার।

শর—[শৃ (ভেদ করা, হিংসা করা) + অল্] খাগড়া গাছ; বাণ; দধি-দুগ্ধের অগ্রভাগ।

শরক্ষেপ—বাণ নিক্ষেপ। শরজ—সদ্যোজাত ঘৃত; কার্তিকেয়। শরজন্মা—(খাগড়া গাছ হইতে যাহার জন্ম) কার্তিকেয়। শরজাল—শরসমূহ। শরধি—তূণ। শর বর্ষণ—ক্রমাগত শর নিক্ষেপ। শরব্য—বাণের নিশানা, target। শরশয্যা দেহের সংলগ্ন বহু শর যেন দেহের জন্য শয্যাস্থানীয় হইয়াছে এরূপ অবস্থা (ভীষ্মের শরশয্যা)। শর সন্ধান—শর নিক্ষেপ। শরস্তম্ব—কাশ-তৃণের গুচ্ছ।

শরণ—[শৃ (হিংসা করা)+অনট্] গৃহ, রক্ষক, আশ্রয় (দীনশরণ; 'শরণ লইনু ও চরণে'), বধ, বিনাশ (এই অর্থে বাংলায় তেমন ব্যবহার নাই)। শরণাগত, শরণাপন্ন—আশ্রিত, রক্ষার্থী। শরণার্থী—আশ্রয়-প্রার্থী, refugee।

শরণি,-ণী—(সং) বর্ত্ম, পথ; জয়ন্তীবৃক্ষ; প্রসারিণী, গন্ধভাদালিয়া।

শরণ্য—(শরণ+য) রক্ষাকর্তা, রক্ষণ-সমর্থ, আশ্রয়। স্ত্রী. শরণ্যা- দুর্গা।

শরৎ—(শৃ+অদ্) শরৎ-ঋতু, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস; বৎসর। শরৎচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র—শরৎকালের উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চন্দ্র। শরৎনলিনী,-পদ্ম—শ্বেতপদ্ম।

শরদিজ—শরৎকালীন, শরৎকালে উৎপন্ন। শরদিন্দু—শরৎকালের চন্দ্র।

শরপুঁঠী—বড়পুঁঠী-বিশেষ।

শরবৎ—(আ.) চিনি, মিশ্রি, ফলের রস ইত্যাদির পানা। শরবতী-লেবু—প্রচুর রসযুক্ত কম-টক লেবু বিশেষ। শরবতী—(আ.) শরবতের মত ফিকা-হলুদ রঙের মসলিন-বিশেষ।

শরভ—(সং.) সিংহ অপেক্ষা বলবান্ প্রাচীন কালের জন্তু বিশেষ; হস্তিশাবক, উষ্ট্র; বানর-বিশেষ।

শরম—(ফা. শরম্) লজ্জা, ব্রীড়া; সঙ্কোচ। লজ্জাশরম—লজ্জা ও সংকোচ। (বেশরম—নির্লজ্জ)।

শরা—(সং. শরাব) মুখ-চওড়া মৃৎপাত্র-বিশেষ; ঢাকনি। ধরাকে শরা জ্ঞান করা—যাহা বৃহৎ, তাহাকেও নগণ্য জ্ঞান করা, অত্যন্ত গর্বিত হওয়া। হাঁড়ির মুখের মত শরা হওয়া—ভাল খাপ খাওয়া, যোগ্যা কন্যার যোগ্য বর হওয়া।

শরা—(আ. শরা' —মার্গ, হজরত মোহাম্মদের নির্দেশিত পন্থা, মুসলমানী আইন বা বিধিবিধান (শরা মোতাবেক চলা)। শরা-শরীয়ত—মুসলমানী বিধি-বিধান, ইসলাম-নির্দেশিত ধর্মাচার। শরার কাজী—মুসলমান বিচারক; যিনি মুসলমান ধর্মবিধান অনুযায়ী বিচার করেন ও যাহাতে ধর্মবিধান বলবৎ থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখেন।

শরাকৎ, শিরকৎ—(শিরকৎ দ্রঃ) শরীকানা, অংশীদারি, যোগ, সম্পর্ক (ওসবের সঙ্গে কোন শরাকৎ রাখি না)।

শরাঘাত—শরবিদ্ধ করা।

শরাফৎ—(আ. শরাফত) মহত্ত্ব, ভদ্রতা; উচ্চ মর্যাদা, কৌলীন্য। শরাফতের দাবি করা—উচ্চ কুলমর্যাদার দাবি করা।

শরাব—(সং) মাটির শরা ঢাকনি।

শরাব—(আ. শরাব) মদ্য। শরাবখোর, শরাবী—মদ্যপ। শরাবন্ত হুরা -বেহেশতে যে মদিরা পান করিতে দেওয়া হইবে, অমৃত। (গ্রাম্য—শরাপ)।

শরারত, শরারতী—(আ. শরারত) নষ্টামি, পেঁজোমি।

শরাসন—ধনুক।

শরীক—(আ. শরীক) অংশীদার, সঙ্গী (শরীক হওয়া, শরীক করা); দায়াদ (শরীকদের সঙ্গে মোকদ্দমা)। শরীকান—শরীক-সমূহ। শরিকানা—শরিকের প্রাপ্য, শরীক-সম্বন্ধীয়, এজমালী।

শরীফ—(আ. শরীফ) সম্ভ্রান্ত, উচ্চ কুলমর্যাদা-সম্পন্ন, অভিজাত, শ্রেষ্ঠ, মাননীয়, মহানুভব, মহদাশয়; মক্কার শাসনকর্তার উপাধি। (শরীফ ঘর—সম্ভ্রান্ত বংশ; কোরাণ শরীফ—মহামান্য বা পবিত্র কোরাণ; মেজাজ শরীফ—মহাশয়ের কুশল তো? মক্কাশরীফ—মক্কাধাম)। ('শরীফের বহুবচন আশরাফ, কোরআনে মানুষকে বলা হইয়াছে 'আশরাফুল মখলুকাত'—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ)।

শরীফা—(আ.) আতা-জাতীয় সুপরিচিত ফল।

শরীয়ত—(আ. শরী'য়ৎ) হজরত মোহাম্মদ প্রবর্তিত সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক বিধান; মুসল-

মানী ধর্মাচার ও সামাজিক আচার। (সুফীরা মুসলমানের ধর্মজীবনের সাধারণতঃ চারিটি স্তর নির্দেশ করিয়াছিলেন—শরীয়ত, তরীকত, হকীকত, মারেফাৎ, ইহার প্রথমটিতে হইতেছে নামাজ, রোজা প্রভৃতি কোরআন-হাদিস নির্দেশিত ধর্মাচার যথাযথভাবে পালন, অবশিষ্ট গুলিতে মোটের উপর আত্মিক উৎকর্ষ ও উপলব্ধির উপরে বেশি জোর দেওয়া হইত; কিন্তু বর্তমানে মুসলমান-মণ্ডলী ধর্মজীবনের এমন স্তর-বিভাগ স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে শরীয়তের মধ্যেই সব পন্থা নিহিত রহিয়াছে, শরীয়তের বিরোধী কোন ক্রিয়াকর্ম বৈধ হইতে পারে না)।

শরীর—শৄ (বধ করা বা নষ্ট হওয়া)+ঈরন্—যাহা রোগাদির ফলে শীর্ণ হয়] দেহ, বিগ্রহ, কলেবর, কায় (শরীর ধারণ; যশঃ-শরীর); শারীরিক অবস্থা, স্বাস্থ্য (শরীর ভাল যাচ্ছে না; শরীরের যত্ন)। **শরীরগত**—দেহ-বিষয়ক, দেহমধ্যস্থ। **শরীরজ**—দেহজাত; পুত্র; কন্দর্প; রোগ। **শরীরপাত**—স্বাস্থ্য নাশ; দেহক্ষয়। **শরীর-বৃত্তি**—শরীর ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম বা চেষ্টা। **শরীর-বৈকল্য**—স্বাস্থ্যভঙ্গ। **শরীরযাত্রা**—শরীরের অবস্থা (শরীরযাত্রা ভাল যাচ্ছে না)। **শরীররক্ষী**—যে রক্ষীদল সঙ্গে থাকে। **শরীর সংস্কার**—শরীরের পবিত্রতা অথবা সৌন্দর্য সাধন।

শরীরী—শরীর-বিশিষ্ট, মূর্তিমান, প্রাণী, জীব, মনুষ্য (স্ত্রী শরীরিণী)।

শরোদ—(ফা. সরোদ—সঙ্গীত, সুর) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

শর্করা, শর্কর—(সং; ফা. শকর, শক্কর) চিনি; শিলাখণ্ড, কাঁকর, খাপরা, খণ্ড, টুকরা, দানা; রোগ-বিশেষ, পাথুরী। **শর্করাচল**—দানের জন্য নির্মিত চিনির পাহাড় (তেমনি, শর্করা-ধেনু)। **শর্করাবৎ**—দানা-দানা, granular। **শর্করিক, শর্করিল**—কাঁকরযুক্ত।

শর্ত—(আ শর্ত্) নিয়ম, নির্দেশ, কড়ার, condition (কি কি শর্তে রাজী হয়েছে, শোনো)।

শর্ব—[শর্ব্ (বধ করা)+অন্] মহাদেব। স্ত্রী. **শর্বাণী**—দুর্গা।

শর্বর—(যে হিংসা করে) কামদেব; অন্ধকার। স্ত্রী. **শর্বরী**—রাত্রি; নারী; হরিদ্রা।

শর্ম—(সং) সুখ; শুভ (শর্মদ—সুখদায়ক; শর্মবান্—সুখী)। **শর্মা**—ব্রাহ্মণের নামের পরে ব্যবহৃত (ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা); ব্যক্তি। লোক। আত্মগৌরব-সূচক—এ শর্মা কাউকে ছেড়ে কথা কয় না)।

শর্মিষ্ঠা—যযাতি রাজার দ্বিতীয়া মহিষী, দেবযানীর সপত্নী।

শর্ শর্—শুষ্ক পত্রের উপর দিয়া গিরগিটি প্রভৃতির দ্রুত যাওয়ার শব্দ।

শর্ষে—(সং. সর্ষপ) সরিষা (শর্ষে-ক্ষেত)। **চোখে শর্ষেফুল দেখা**—বিপদে দিশাহারা হইয়া পড়া।

শলভ—(সং.) পতঙ্গ, ফড়িং, শস্যের ক্ষতিকারক পঙ্গপাল।

শলা—(সং. শলাকা) শলাকা, শিক (ছাতার শলা; শলায় বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ মনুনিষিদ্ধ পক্ষী—রবি); সরু ও দীর্ঘ কাঠি (খাঁচার কয়েকটি শলা ভেঙে গেছে)। **শলা করা**—শলাকা দিয়া হুঁকার নল পরিষ্কার করা। **শলা তোলা**—বাঁশের টুকরা চিরিয়া ও চাঁচিয়া শলাকা প্রস্তুত করা।

শলাকা—[শল্ (গমন করা)+আক+আ] শলা, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কাঠি, শল্য, বাণ, কণ্টক, শিক, খাঁচার কাঠি, সরু নল, তুলি (জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা); দাঁতন কাঠি; দাঁতের খড়কে; ডাক্তারের যন্ত্র-বিশেষ, probe; দিয়াশলাই (দীপ-শলাকা); হাত ও পায়ের লম্বা হাড়; অঙ্কুর, শজারু; পাশা (শলাকাধূর্ত)। **শলাকা পরীক্ষা**—সেকালের টোলের কঠিন পরীক্ষা-বিশেষ।

শল্ক, শল্কল—(সং.) আঁইশ; বল্কল; খণ্ড। **শল্কদেহ**—(বহুব্রী) যাহাদের দেহে আঁইশ আছে। **শল্কলী, শল্কী**—আঁইশযুক্ত, মৎস্য।

শল্পা, শুল্পা—(সং. শতপুষ্পা) সুগন্ধযুক্ত শাক-বিশেষ, কাঁচা কুলের আচারে ব্যবহৃত হয়;

শল্য—(শল্ + য) শলাকা, শেল, শঙ্কু, বাণ (শোকশল্য); লৌহশাবল; দুর্বাক্য; অস্থি; মহাভারত-বর্ণিত মদ্ররাজ, নকুল-সহদেবের মাতুল। **শল্যক**—সজারু; কণ্টকবৃক্ষ। **শল্যকণ্ঠ**—শজারু। **শল্যকর্তা**—যিনি শল্য চিকিৎসা অর্থাৎ অস্ত্রোপচার জানেন, Surgeon। **শল্যতন্ত্র**—শল্য-চিকিৎসা; উক্ত বিদ্যা-সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ। **শল্যপর্ব**—মহাভারতের

পর্ব বিশেষ। শল্যলোম—শজারুর কাঁটা। শল্যহর্তা—যিনি শল্যোদ্ধার করেন। শল্যোদ্ধার—বাস্তুভিটা হইতে মনুষ্যাদির অস্থি উঠাইয়া ফেলা দেহে বিদ্ধ বাণাদি উন্মূলিত করা।

শল্ল—(সং) ব্যাঙ; ত্বক; আঁইশ। শল্লক—ত্বক শল্ক, আঁইশ, শণগাছ। শল্লকী—শজারু, বাবলা গাছ।

শশ—[শশ্ (লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া)+অচ্] খরগোশ; চন্দ্রের কলঙ্ক (শশাঙ্ক), চারিজাত পুরুষের একতম। শশক—খরগোশ। শশঘ্ন—বাজপাখী। শশধর—চন্দ্র। শশবিষাণ, -শৃঙ্গ—শশকের শৃঙ্গের মত অলীক ব্যাপার। শশব্যস্ত—শশকের মত চঞ্চল, অতিশয় ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন। শশলাঞ্ছন—(বহুব্রী) চন্দ্র।

শশা—শশক, সুপরিচিত ফল, শসা।

শশাঙ্ক—চন্দ্র।

শশারু—খরগোশ (শশারু তাড়িয়া ধরে—কবিকঙ্কণ।

শশিকলা—চন্দ্রের ক্রম-প্রকাশমান্ অংশ, সংস্কৃত ছন্দ-বিশেষ (ইহার প্রতি পদে পনেরো অক্ষর, শেষ অক্ষর গুরু, অবশিষ্ট সমুদয় অক্ষর লঘু)। শশিকান্ত—(বহুব্রী) কুমুদ, চন্দ্রকান্ত মণি। শশিজীবন—(বহুব্রী) কুমুদ, ওষধি। শশিধর,-চূড়,-ভাল,-ভূষণ,-ভৃৎ,-শেখর—শিব। শশিপ্রভা-প্রভ—(বহুব্রী—শশীর মত প্রভা যাহার) মুক্তা, কুমুদ। শশিপ্রভা—চন্দ্রকিরণ। শশিবদনা—চন্দ্রবদনা, চাঁদবদনী; ছন্দো-বিশেষ। শশিভালিনী,-ভালী—দুর্গা, কালী।

শশী—(শশিন্) যাহার অঙ্কে শশ, শশধর, চন্দ্র (শশিখণ্ড; শশিতনয়—বুধ; শশিরেখা,-লেখা চন্দ্রকলা)। শশীশ—শিব।

শশ্বৎ—[শশ্ (লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া)+বৎ] বারংবার, সর্বদা, নিত্য (বিণ শাশ্বত)।

শষ্প, শস্প—(শষ্, শস্—নাশ করা—যদ্দ্বারা পশুরা ক্ষুধানাশ করে) বালতৃণ, কচি ঘাস (শষ্প-শয্যা; শষ্পাবৃত)।

শসা—সুপরিচিত ফল। পাঁড় শশা—বীজের জন্য রক্ষিত পাকা শশা।

শস্ত্র—[শস্ (বধ করা)+ত্রন্] যাহা হস্তে ধারণ করিয়া প্রহার করা যায় (যাহা নিক্ষেপ করা হয় তাহাকে সাধারণতঃ অস্ত্র বলে, কিন্তু এই বিভেদ প্রায়ই মানা হয় না); লৌহ; চিকিৎসকের অস্ত্র (শস্ত্র-চিকিৎসা)। শস্ত্রক—লৌহ (শস্ত্রিকা—ছুরিকা)। শস্ত্রজীবী—যোদ্ধা, সৈনিক। শস্ত্রধর,-ধারী,-পাণি,-ভৃৎ—যোদ্ধা, বীর। শস্ত্রবিদ্যা—যুদ্ধবিদ্যা। শস্ত্রাজীব—শস্ত্রজীবী। শস্ত্রী—ক্ষুদ্র অস্ত্র, ছুরিকা প্রভৃতি; শস্ত্রধারী।

শস্য—[শস্ (হিংসা করা) য—যাহাকে হিংসা করিয়া প্রাণী বাঁচে] কৃষিকর্মের দ্বারা উৎপন্ন ফসল; ফলের সারাংশ, শাঁস (নারিকেলের শস্য); (শন্স্—স্তুতি করা) প্রশংসনীয়। (শস্যক্ষেত্র, শস্যপাল, শস্যমঞ্জরী—ধান, গম প্রভৃতি শস্যের শিষ)। শস্যমল্ল, শাসমল—বড় গৃহস্থের উপাধি। শস্য-সংস্থান—শস্যের সঞ্চয়, শস্য গোলাজাত করা। শস্যাগার—ধান, গম, সর্ষে, কলাই প্রভৃতির গোলা।

শহর—(ফা শহর) নগর। শহর কোতয়াল নগরের প্রধান পুলিশ-কর্মচারী। শহরতলী—শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা ছোট শহর, suburb। শহরপনা (শহরপনাহ্)—শহর বেষ্টনকারী প্রাচীর। বিণ. শহুরে (গ্রাম্য শউরে, সউরে)।

শহরৎ, শোহরৎ, সোহরৎ—(আ শুহ্‌রৎ) —খ্যাতি; প্রসিদ্ধি; রটনা; জনশ্রুতি। শোহরৎ দেওয়া,-করা—রাষ্ট্র করা (শোহরৎ দাও নওরাতি আজ—নজরুল)। ঢোল-শহরৎ—ঢোল-সংযোগে ঘোষণা।

শহীদ—(আ. শহীদ) ধর্মযুদ্ধে নিহত মুসলমান; ধর্ম, ন্যায়-সঙ্গত অধিকার প্রভৃতির জন্য যিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, martyr (শহীদ হওয়া)।

শহুরে—শহরবাসী; শহরজাত। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রূপাত্মক—তুলনীয়, 'গেঁয়ে')।

শা—(ফা শাহ্—রাজা, প্রধান) বড় [অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (শা-খরুচে—যে যথেষ্ট খরচ করে, অকৃপণ; শা-জোয়ান পূর্ণ যুবক; শা-দরজা—সদর-দরজা, সিংহদ্বার)]। শা-জীরা—(ফ. সিয়াহ্-কৃষ্ণ) কালজীরা।

শাইল—শালিধান্য (গ্রাম্য)।

শাইলক—(ইং. shylock) শেক্‌স্‌পীয়র-অঙ্কিত বিখ্যাত ইহুদী-চরিত্র, অতি কৃপণ, অর্থ-পিশাচ। শাইলকি—অর্থগৃধ্নুতা।

শাঁইচান—শয়চান, শ্যেনপক্ষী।
শাঁই শাঁই, সাঁই সাঁই—ঝড়ের শব্দসূচক।
শাঁক,-খ—(সং. শঙ্খ) শঙ্খ (শাঁক বাজানো)। **শাঁখের করাত**—শাঁখের করাতের দাঁতগুলি এমন যে, তাহা টানিলে দুই দিকেই কাটে, তাহা হইতে, যাহাতে দুই দিকেই বিপদ। **শাঁক (খ) আলু**—শ্বেতবর্ণ ও কতকটা শঙ্খের আকৃতির মিষ্ট আলু। **শাঁখচুন্নী,-চূর্ণী**—শঙ্খচূর্ণী, সধবা নারীর প্রেতাত্মা।
শাঁকোচ—শঙ্কর বা শঙ্কুচি মৎস্য।
শাঁখা—শঙ্খ-নির্মিত বলয় (শাঁখা-সিন্দূর)।
শাঁখারী—শাঁখা প্রস্তুতকারক ও শাঁখা-ব্যবসায়ী জাতি।
শাঁখিনী—শাঁখচুন্নী, দুর্গার অনুচরী-বিশেষ।
শাঁস—ফলের শস্য বা সারাংশ (তালশাঁস—কচি তালের মধ্যকার কোমল অংশ)। **শাঁসালো**—শাঁসযুক্ত; ধনী, বিত্তশালী (শাঁসালো লোক)।
শাক—[শক্ (পারক হওয়া)+ঘঞ্—যদ্দ্বারা ভোজন করিতে সমর্থ হয়] পত্র-শাক (লাউয়ের শাক; নটে শাক; পাট শাক); ফল, ফুল, বৃন্ত, মূল, কন্দ ইত্যাদি, তরকারী; নিরামিষ, ব্যঞ্জন (শাকান্ন); শেগুন গাছ; শকজাতি; শকাব্দ। **শাকতরু**—শেগুন গাছ। **শাক দিয়ে মাছ ঢাকা**—যাহা গোপন করা দুঃসাধ্য, তাহা গোপন করিবার সাগ্রহ, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। **শাকপাত**—শাকাদি নগণ্য আহার্য (শাকপাত খেয়ে বেঁচে আছে)। **শাকপাতা**—শাকসব্জি। **শাকবর্ণ**—নিষ্প্রভ, ফ্যাকাসে। **শাকবিল**—বেগুন। **শাক-বাটিকা**—সব্জির বাগান। **শাকমূর্তি**—বিবর্ণ, ফ্যাকাসে মুখ। **শাকশ্রেষ্ঠ**—বাস্তুক বা বেথো শাক; বেগুন। **শাকসব্জি**—শাক ও ফলমূলাদি, নিরামিষ আহার্য।
শাকট—(শকট+ষ্ণ) শকট সম্বন্ধীয়; গাড়ী-টানা বলদ। **শাকটিক**—গাড়োয়ান; শকটের যাত্রী।
শাকদ্বীপ—প্রাচীন গান্ধার অথবা ইরান। **শাকদ্বীপী**—শাকদ্বীপবাসী।
শাকম্ভরী—দুর্গা; তীর্থ-বিশেষ। **শাকম্ভরীয়**—সম্বর হ্রদের লবণ।
শাকান্ন—নিরামিষ আহার্য; অতি সাধারণ ভোজ্য।
শাক্ত—(শক্তি+ষ্ণ) শক্তির উপাসক, তান্ত্রিক, শিব-শক্তি-উপাসক সম্প্রদায় (পশ্বাচারী ও বীরাচারী, ইহাদের এই দুই প্রধান সম্প্রদায়)।
শাক্য—শাকবংশে যাহার জন্ম, বুদ্ধদেব। **শাক্যমুনি,-সিংহ**—বুদ্ধদেব।
শাখা—[শাখ্ (ব্যপ্ত হওয়া)+অচ্+আ; ফা. শাখ্] ডাল; মূলের অংশ; বাহু; অবয়ব; সম্প্রদায়; বিভাগ। (বৃক্ষের শাখা; বেদের শাখা; সূর্যবংশের শাখা; গঙ্গার শাখা; শাক্ত-সম্প্রদায়ের শাখা)। **শাখাগ্র**—ডালের অগ্রভাগ; হাতের অগ্রভাগ, অঙ্গুলি। **শাখা নগর**—বৃহৎ নগরের প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র নগর। **শাখানদী**—প্রধান নদী হইতে বহির্গত ছোট নদী। **শাখাবাত**—অঙ্গের বাতব্যাধি। **শাখামৃগ**—বানর।
শাখী—বৃক্ষ; বেদ; যিনি বেদের শাখা-বিশেষ অধ্যয়ন করেন; তুরস্ক দেশের লোক।
শাগরেদ—(ফা. শাগির্দ্) শিষ্য, ছাত্র, চেলা (গুরুর শাগরেদ; চোরের শাগরেদ গাঁট-কাটা)। **শাগরেদি**—শিষ্যত্ব, শিক্ষানবীশি।
শাঙ্কর—শিব-সম্বন্ধীয়; শঙ্করাচার্য-সম্বন্ধীয় বা কৃত (বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য); ষাঁড়।
শাজাদা—শাহ্জাদা, বাদশার পুত্র, বাদশাহের পুত্রের মত জাঁকজমকপ্রিয় ও ভোগবিলাসী। **শাজাহান**—শাহ্জাহান, স্বনামখ্যাত সম্রাট্।
শাট—[শট্ (গমন করা)+ঘঞ্] পরিধেয় বস্ত্র, ধুতি। **শাটিকা, শাটী**—মেয়েদের বস্ত্র, শাড়ী।
শাট, সাট—সংক্ষেপ (শাটে লেখা); সংকেত, ইঙ্গিত, ঠার, গোপন পরামর্শ (শাটে বলে দিয়েছে; বিপক্ষদলের সঙ্গে শাট করে এই করেছে)। **সাটেসোটে**—আভাসে ইঙ্গিতে, ঠারে ঠোরে।
শাঠ্য—(শঠ+ষ্ণ্য) শঠতা; কপটতা (শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ)।
শাড়ি,-ড়ী—নারীর পরিধেয় বস্ত্র (বেনারসী শাড়ি; আটপৌরে শাড়ি।
শাণ, শান—(সং.) যাহাতে শাণ দেওয়া হয়, শাণ পাথর; পাকা বাঁধানো স্থান (শাণ বাঁধা ঘাট); তীক্ষ্ণতা সম্পাদন (শাণ দেওয়া)। **শাণকার**—যে অস্ত্রাদিতে অথবা ছুরি, কাঁচি প্রভৃতিতে শাণ দিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, শাণাজীব। **শাণা;-না**—শাণ দেওয়া; তীক্ষ্ণ করা (যুক্তি শাণানো হচ্ছে)। বিণ. **শাণিত**—ধারাল, তীক্ষ্ণাগ্র (শাণিত অস্ত্র; শাণিত বুদ্ধি)।

শাণ্ডিল্য – গোত্রকারক মুনি-বিশেষ।

শাদী—(ফা. শাদী) বিবাহ (বিয়া-শাদী ; শাদী করা) ; আনন্দ, উৎসব (বিপ. গমী—দুঃখ, শোক)। (শাদী-গমী উপলক্ষে বিবি মৌহ্‌ফাকে পিত্রালয়ে যাইতে নিষেধ করিব না—মুসলমানী কাবিনের ভাষা)।

শান—(আ. শাণ) মহিমা, আড়ম্বর, গৌরব। **শাণদার**—গৌরবোজ্জ্বল, মহিমান্বিত, জাঁকজমকপূর্ণ। **শাণ শওকত**—গৌরব, মহিমা, আড়ম্বর, দবদবা। **শানে নজুল**—কোরাণের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা।

শানক, শানুক—(আ. সহ্‌নক্) চীনামাটির অথবা মাটির থালা (মেটে শানুক)। **শানকি, -কী**—মাটির থালা (এক শানকি ভাত)।

শানা—(ফা. শানা—চিরুণী) তাঁত বুনিবার চিরুণীর মত যন্ত্র-বিশেষ, ইহার মধ্য দিয়া টানার সুতা যায়। **শানাকর**—যে শানা প্রস্তুত করে।

শানাই—(ফা. শহ্‌নাঈ) বড় বাঁশি-বিশেষ, উৎসবাদিতে বাজানো হয়। **শানাইদার**—যে শানাই বাজায় (কাব্যে শানাইয়া)।

শানানো—শাণানো, ধার দেওয়া ; তৃপ্তি হওয়া (তেমন খাইয়ে আর কোথায়, যাদের এক হাঁড়ি রসগোল্লায়ও শানাতো না)। **শানিত**—শাণিত, যাহাতে ধার দেওয়া হইয়াছে, সুতীক্ষ্ণ।

শান্ত—(শম্+ক্ত) যে বা যাহা অশান্ত বা অস্থির নয়, বিক্ষোভহীন, নিবৃত্ত, ধীর, সৌম্য, শিষ্ট, অনুদ্ধত, জিতেন্দ্রিয়, দমিত (শান্ত-সমুদ্র,-হৃদয়,-চিত্ত ; শান্ত ছেলে ; শান্ত স্বভাব ; শান্ত বাসনা)। রস-বিশেষ, সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি চিত্ত-বিকার বর্জিত ভাব (শান্ত রসাস্পদ তপোবন)। **শান্তমূর্তি**—সৌম্যমূর্তি। **শান্তরশ্মি**—স্নিগ্ধকিরণ। স্ত্রী. শান্তা।

শান্তি—(শম্+ক্তি) চিত্তের স্থিরতা (মনের শান্তি) ; নিবৃত্তি (শান্তিনিকেতন) ; উপদ্রব-হীনতা (শান্তিরক্ষা) ; উপশম (রোগশান্তি ; ক্রোধশান্তি) ; বিঘ্ননাশ, দুর্দৈব নিরাকরণ (শান্তিহোম ; শান্তিজল) ; সংঘর্ষহীনতা, যুদ্ধাবসান (শান্তিবৈঠক ; বিশ্বশান্তি ; শান্তিদূত ; -পর্ব)। **শান্তিপাঠ**—শান্তির নিমিত্ত মন্ত্রপাঠ ; **শান্তিপ্রিয়**—যে গণ্ডগোল ভালবাসে না, নিরীহ। **শান্তিভঙ্গ**—বিক্ষুব্ধ অবস্থার সূচনা ; গণ্ডগোল, মারামারি ইত্যাদি হওয়া। **শান্তিরক্ষক**—যে গণ্ডগোল অথবা মারামারি হইতে দেয় না ; পুলিশ-কর্মচারী। **শান্তিস্বস্ত্যয়ন**—গ্রহাদির অমঙ্গলকর প্রভাব দূরীকরণার্থ হোম, দেবার্চনা ইত্যাদি। **শান্ত্যুদক-কুম্ভ**—শান্তিজলের কলসী।

শান্তিপুরে—শান্তিপুরে প্রস্তুত (শান্তিপুরে শাড়ি) ; শান্তিপুরে প্রচলিত (শান্তিপুরে লৌকিকতা—আন্তরিকতাহীন বাহ্যিক শিষ্টাচার)।

শাপ—[শপ্ (দিব্য করা, শাপ দেওয়া) + ঘঞ্] অভিসম্পাত। **শাপগ্রস্ত**—অভিশপ্ত। **শাপনিবৃত্তি**—শাপ হইতে মুক্তি। **শাপ-ভ্রষ্ট**—অভিশাপহেতু ভিন্ন দশাপ্রাপ্ত (শাপভ্রষ্ট দেবতা)। **শাপমুক্তি**—শাপনিবৃত্তি।

শাপান্ত—শাপের অবসান, শাপমুক্তি। **শাপিত**—অভিশপ্ত, তিরস্কৃত। **শাপোদ্ধার**—শাপ হইতে উদ্ধার লাভ, শাপমুক্তি (পদ্মীতৎ)।

শাবক, শাব—[শব্ (গমন করা) + ঘঞ্] শিশু, ছানা (পক্ষিশাবক ; সিংহশাবক)।

শাবর—শবর-বিষয়ক বা সম্পর্কিত, অমার্জিত, অভব্য ; মৃগ-বিশেষ।

শাবল—(সং. শর্বলা) অস্ত্র-বিশেষ (ডুই বাহু লোহার শাবল—কবিকঙ্কণ)।

শাবাজ—বড় জাতের বাজপক্ষী, royal falcon।

শাবান—(আ. শা'বান) মুসলমানী চান্দ্র বৎসরের অষ্টম মাস ; চওড়া-মুখ মাটির পাত্র-বিশেষ।

শাবাশ—(ফা.) বলিহারি, ধন্য (অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়)। বি. শাবাশি দেওয়া—ধন্য ধন্য করা, বাহবা দেওয়া, উৎসাহ বর্ধন করা)।

শাব্দ—(শব্দ+ষ্ণ) শব্দ-সম্বন্ধীয়, ধ্বনি-সম্বন্ধীয় (বিপরীত আর্থ)। **শাব্দবোধ**—শব্দার্থ জ্ঞান। **শাব্দিক**—শব্দশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত, বৈয়াকরণ ; শব্দঝঙ্কারের দিকে যাহার সমধিক দৃষ্টি, বাগাড়ম্বরপ্রিয় (শাব্দিক কবি)।

শাম্পান—(sampan) ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ-প্রচলিত সমুদ্রগামী ছোট নৌকা-বিশেষ।

শামলা—শ্যামলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ (**শামলী**—কৃষ্ণবর্ণা গাভী)।

শাম্‌লা—(আ. শম্‌লা—পাগড়ির ভাঁজ-করা কিনারা) উকিল-মোক্তারের সুপরিচিত শিরোভূষণ।

শামা—(আ. শামা') প্রদীপ, মোমবাতি। **শামাদান**—বাতিদান, দীপাধার।

শামিয়ানা, শামীয়ানা—(ফা. শামীয়ানা) চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া (শামিয়ানা খাটানো)।

শামিল—(আ. শামিল্) অন্তর্ভুক্ত, মতন, তুল্য (এমন লোক বেঁচে থাকলেও মরার শামিল)। (শামিল করা ; শামিল হওয়া)।

শামুক—শম্বুক, ঝিনুক-জাতীয় সুপরিচিত জলজ জীব ; শামুকের খোলা (পচা শামুকে পা কাটা —ব্যঙ্গার্থেও ব্যবহৃত হয়)। **শামুক-খোল,-ভাঙ্গা**—শামুক খাওয়া পাখী-বিশেষ (সাধারণতঃ শামখোল বলা হয়)।

শাম্বুক,-ম্বূক—শামুক।

শায়ক—[শো (তীক্ষ্ণ করা)+ণক] বাণ, শর।

শায়ক—(শী—শয়ন করা) শয়নকারী। **শায়িত**—(শী+নিচ্+ক্ত) যাহাকে শোয়ানো হইয়াছে, পাতিত। **শায়ী**—শয়নকারী (ভূতল-শায়ী ; সুপট্টশয়নশায়ী—মধু)। স্ত্রী. শায়িনী।

শায়ের—(আ. শাএ'র) কবি, যে মুখে মুখে ছড়া বা কবিতা রচনা করিতে পারে। বি. শায়েরি—কবিতা রচনা। [গ্রাম্য ভাষায় শায়ের 'কবিতা', 'ছড়া', 'কুৎসা' ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় (শায়ের গাওয়া—ছড়া কাটা, অশ্লীল কুৎসা করা, শারি গাওয়া)]।

শায়েস্তা—(ফা. শায়িস্তা—ভব্য, সুবিনীত) সমুচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত, দমিত (তার হাতে পড়লে দুদিনেই শায়েস্তা হবে)। **শায়েস্তা-মেজাজ** —বদ-মেজাজের বিপরীত, ঠাণ্ডা মেজাজ (কিন্তু বাংলায় শায়েস্তা সাধারণতঃ কদর্থেই ব্যবহৃত হয়)।

শারঙ্গ, শারঙ্গী, শারিঙ্গী—(সং. শারঙ্গী) বেহালার আকৃতির সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্র।

শারদ—(শরদ্+ষ্ণ) শরৎকালীন (শারদ শশী ; শারদ জ্যোৎস্না), বৎসর (শতশারদ)। **শারদা**—সারদা, দুর্গা ; সরস্বতী ; বীণা-বিশেষ। **শারদীয়**—শরৎকালীন।

শারি,-রী,-রিকা—পাশার গুটি, ময়না, স্ত্রী, শুক ; বীণা বাজাইবার যষ্টি ; শারি গান (শায়ের দ্রঃ—মাঝিমাল্লাদের অশ্লীল গান-বিশেষ)। **শারিফল,-ক**—পাশার ছক।

শারীর—(শরীর+ষ্ণ) শরীর-সম্বন্ধীয়, দৈহিক (বিপ. মানস) ; জীবাত্মা। **শারীরক**—শঙ্করাচার্যকৃত বেদান্ত মীমাংসা-ভাষ্য। **শারীর-তত্ত্ব**—Physiology। **শারীরিক**—দৈহিক, কায়িক (শারীরিক কুশলে আছি)।

শার্ঙ্গ—(শৃঙ্গ+ষ্ণ—শৃঙ্গ-নির্মিত) বিষ্ণুর ধনুক ; ধনুক। **শার্ঙ্গী, শার্ঙ্গপাণি,-ধর**—বিষ্ণু ; ধনুর্ধর।

শার্ট—(ইং. shirt) জামা-বিশেষ।

শার্দূল—[শৃ (হিংসা করা)+দূলচ্] ব্যাঘ্র ; পক্ষি-বিশেষ ; রাক্ষস-বিশেষ ; শ্রেষ্ঠ (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া—মুনিশার্দূল, নরশার্দূল)। **শার্দূল-ঝম্পন**—বাঘের শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ার মত ভাব ('শার্দূল ঝম্পনে সবে আগুলিল পাছ')। **শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দঃ**—উনিশ অক্ষরের ছন্দো-বিশেষ।

শার্সী—শার্শি, জানালার কাচের পাল্লা।

শাল, সাল—(সং) শালগাছ (**শালপ্রাংশু** —শালগাছের মত উন্নত দেহ ; শালের কোঁড়া) ; গজাল মাছ ; (শল্য) শূল (শালে চড়ানো) ; শালা, কর্মশালা (কামারশাল ; পাঠশালে পড়তে যায় ; গো-শাল) ; (ফা.শাল) বহুমূল্য শীতবস্ত্র-বিশেষ (শাল-দোশালা গায়ে ; শালের জোড়া ; দোরোকা শাল)।

শালগম—(ফা. শালগ'ম্) কন্দ-বিশেষ, turnip।

শালগ্রাম—গণ্ডকী-নদী-গর্ভের শালগ্রাম নামক অঞ্চলের কীটের দ্বারা ছিদ্রিত চক্রচিহ্নযুক্ত বিষ্ণু-মূর্তি-বিশেষ, আকার, বর্ণ ও চক্রের পার্থক্যহেতু শালগ্রামশিলা সাধারণতঃ ষোলটি বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ (বাসুদেবচক্র, নারায়ণ, কেশব, জনার্দন প্রভৃতি)। **শালগ্রামের শোয়া বসা বোঝা ভার**—যে নির্বিকার অথবা মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলে না, তাহাকে বোঝা দুঃসাধ্য।

শালতি, সালতি—শালের কাণ্ড খুদিয়া প্রস্তুত-করা লম্বা ডিঙি-বিশেষ।

শালা—[শল্ (গমন করা)+অ+আ] গৃহ ; কর্মশালা ; পশুর বাসগৃহ। (পর্ণশালা ; পাকশালা ; পাঠশালা ; গো-শালা)।

শালা—শ্যালক, স্ত্রীর ভ্রাতা ; গালি ; শপথ গ্রহণে অথবা প্রবল অনিচ্ছা জ্ঞাপনে (কোন্ শালা আর ওমুখো হয়—অভব্য)।

শালাজ—(শ্যালজায়া) শ্যালকের স্ত্রী।

শালি—শালিধান্য, সরু হৈমন্তিক ধান্য।

শালিক—পক্ষি-বিশেষ (গাঙ-শালিক—ইহারা

নদীর উঁচু পাড়ে বাসা তৈরি করে ; গুয়ে শালিক —ইহারা খুব বিষ্ঠা খায়)। স্ত্রী. শালিকা।

শালিনী—ছন্দো-বিশেষ ; যুক্তা, সমৃদ্ধা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় না—রূপ-যৌবনশালিনী)।

শালিবাহন—শকাব্দের প্রবর্তক সুপ্রসিদ্ধ রাজা।

শালী—শ্যালী, স্ত্রীর ভগিনী (শালীপতি ; শালী-পো) ; গালি-বিশেষ (বর্তমানে অভব্য)।

শালীনতা—ভব্যতা, আব্রু, শোভনতা (শালীনতার সীমা অতিক্রম না করা)।

শালুক,-লূক—পদ্মাদির মূল ; কুমুদ।

শালমল,-লি,-লী—শিমুল গাছ ; প্রাচীন সপ্তদ্বীপের তৃতীয় দ্বীপ।

শাল্ব—মহাভারতের রাজা-বিশেষ, শিশুপালের মিত্র।

শাশি,-শী,-র্শী—(ইং sash) জানালার কাচের পাল্লা।

শাশুড়ি,-ড়ী—শ্বশ্রূ, স্ত্রীর অথবা স্বামীর মাতা (খুড়-শাশুড়ি ; মাস্-শাশুড়ি)। (গ্রাম্য—শাউড়ী)

শাশ্বত, শাশ্বতিক—(শশ্বত+ষ্ণ, ষ্ণিক) নিত্য, অবিনশ্বর, চিরন্তন ; বেদব্যাস।

শাসক—শাসনকারী, নিয়ন্ত্রণকারী (আত্মশাসক ; শাসক-সম্প্রদায়)।

শাসন—শৃঙ্খলার সহিত পালন, নিয়ন্ত্রণ, দমন (শাসন-ব্যবস্থা ; শাসনাধীন ; প্রবৃত্তি শাসন ; কড়া শাসন) ; আজ্ঞা, বার্তা, আদেশ, আজ্ঞা-পত্র, সনন্দ (তাম্র-শাসন) ; রাজদত্ত ভূমি। **শাসনকর্তা**—রাজ্য বা প্রদেশ পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত, Governor। **শাসনতন্ত্র**—রাজ্য-শাসন-প্রণালী। **শাসনপত্র**—নির্দেশ-পত্র, পরোয়ানা। **শাসনহর,-হারক,-হারী**—আজ্ঞাবাহক, দূত, পেয়াদা। **শাসনাধীন**—নিয়ন্ত্রণাধীন, অধিকৃত। **শাসনীয়**—শাসনের যোগ্য, শিক্ষণীয়। **শাসিত**—নিয়ন্ত্রিত, দমিত, শিক্ষিত। **শাসিতা**—শাসনকর্তা, নির্দেশক, উপদেশক শিক্ষক (স্ত্রী. শাসিত্রী)।

শাস্তা—(শাস্+তৃচ্) শাসন-কর্তা ; শিক্ষয়িতা ; উপদেষ্টা ; রাজা ; পিতা ; বুদ্ধ।

শাস্তি—(শাস্+ক্তি) শাসন, দণ্ড, সাজা (শাস্তি বিধান) ; কষ্টভোগ, দুর্ভোগ (কারো কোন অন্যায় করেছি মনে পড়ে না কিন্তু শাস্তি পেলাম ঢের)।

শাস্ত্র—(শাস্+ষ্ট্রন্) নির্দেশপূর্ণ বা তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ (ব্যাকরণ-শাস্ত্র ; দর্শন শাস্ত্র ; নীতি-শাস্ত্র ; চৌর-শাস্ত্র) ইতিহাস, আলোচনা প্রভৃতি (নানা শাস্ত্রে সু-পণ্ডিত) ; ঈশ্বর, দেবতা, পরকাল, ধর্মাচারের নির্দেশ ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ ; বেদ, বাইবেল, কোরাণ, হাদিস, পুরাণ প্রভৃতি (শাস্ত্রে লেখা আছে ; শাস্ত্রে আছে, সুতরাং না মেনে উপায় কি ? ; যা শাস্ত্র, তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য, তাই শাস্ত্র—রবি)। **শাস্ত্রজ্ঞ, -বিদ্, -বিশারদ** — ধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞ ; সুপণ্ডিত। **শাস্ত্রসম্মত**—ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত, বিজ্ঞান-সম্মত। **শাস্ত্রশিল্পী**—(নানা বিদ্যায় দক্ষ) কাশ্মীরবাসিগণ। **শাস্ত্রী**—শাস্ত্রজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি-বিশেষ। **শাস্ত্রীয়**—শাস্ত্রানুযায়ী। শাস্তর—উপকথা।

শাহ্—(ফা. শাহ্) বাদশা, অধিপতি, শ্রেষ্ঠ (বাংলায় শা লেখা হয়—শা-দরজা, শা-নজর, শা-বাজ) ; দরবেশ, সিদ্ধ পুরুষ (শাহ্ সাহেব বা শা-সাহেব ; শাহ্ জালাল—হিন্দুস্থানীতে 'মহারাজ')। **শাহ্ জাদা**—(স্ত্রী. শাহাজাদী —রাজকন্যা)। **শাহ্ জাহান**—পৃথিবীপতি, স্বনামধন্য মোগল-সম্রাট্। **শাহান্‌শাহ্**—রাজাধিরাজ। **শাহনামা**—ফেরদৌসীকৃত পারস্য ভাষার মহাকাব্য, পারস্যের প্রাচীন রাজাদের কাহিনী। বিণ. শাহী, শাহানা—রাজকীয় (শাহী দরবার, শাহী রাস্তা ; সমারোহ-পূর্ণ, বড়মানুষী, নবাবী (শাহী চালচলন ; শাহী মেজাজ)। **শাহানা**—শাহী (শাহানা-বেশ) ; বরের পোষাক-বিশেষ।

শাহাদত—(আ. শহাদৎ) সাক্ষ্য ; শহীদত্ব martyrdom (ইমাম হোসেনের শাহীদত)। **শাহেদ**—সাক্ষী।

শাহানা—শাহ দ্রঃ ; রাগিণী-বিশেষ।

শিউরনো—শিহরিত হওয়া ; ভয়ে বা শীতে দেহ কণ্টকিত হওয়া (গা শিউরচ্ছে ; শিউরে ওঠ আকাশ যেন কোন্ প্রেমিকের রঙিন চিঠি-পাওয়া—রবি)।

শিউলি—শেফালিকা গাছ ও ফুল।

শিং, শিঙ্—(সং. শৃঙ্গ) শৃঙ্গ, বিষাণ, horn (শিং উঠা—শিং বাহির হওয়া) ; সবল হওয়া, দুরন্ত হওয়া, বেয়াড়া হওয়া। **শিং বাঁকানো** —ঘাড় বাঁকাইয়া শৃঙ্গাঘাত করিতে উদ্যত

হওয়া। **শিং ভেঙে বাছুরের দলে মেশা**—বেশি বয়স হওয়া সত্ত্বেও ছেলেদের দলে মিশিয়া ছেলেমানুষি করা।

শিংশপা—(সং.) শিশুগাছ।

শিক—(ফা. সীখ্') লৌহ প্রভৃতির শলাকা (জানালার শিক ; বন্দুকের শিক ; ছাতার শিক; হুঁকার শিক)। **শিককাবাব**—শিকপোড়া, শিকে বিদ্ধ করিয়া দগ্ধ করা মাংস (ইহাতে অল্প মশলা দেওয়া হয়)।

শিকঞ্জা—(ফা.) পুস্তক বাঁধাইয়ের চাপ-যন্ত্র।

শিকড়—(সং. শিফা—পাদাগ্র) গাছের মূল, root। **শিকড় গাড়া**—শিকড় মাটির নীচে প্রবিষ্ট করানো; দৃঢ়মূল হওয়া (দেখো বদ অভ্যাসগুলো যেন শিকড় গেড়ে না বসে)।

শিকদার—যাহারা শিকের সাহায্যে বারুদ-পোরা বন্দুক চালাইত ; মুসলমান-আমলের শান্তি-রক্ষার ভারপ্রাপ্ত রাজস্ব-সংগ্রাহক কর্মচারী-বিশেষ ; উপাধি-বিশেষ।

শিকস—(ফা.) পেট ; পেটের মাপ (দর্জির ভাষা)।

শিকমি—(ফা. শিক্‌মী) নিজস্ব, ব্যক্তিগত। **শিকমি জমি**—সরকারের নিজস্ব জমি, যে জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। **শিকমি-দার**—অধীন তালুকদার, সিকমি তালুক রাখার জন্য যে জমিদার সরকারে খাজনা দেয়।

শিকরা,-রে—(ফা. শিক্‌রা) ছোট বাজ-বিশেষ, সাধারণতঃ শিকরে বাজ বলা হয়।

শিকল, শিকলি—(সং শৃঙ্খল) শৃঙ্খল, জিঞ্জির ; যাহা বন্দী করিয়া রাখে (এইবার বিয়ে হলো, পায়ে শিকল পড়লো)। **শিকল-কাটা টিয়ে**—টিয়ার মত যে স্নেহ-মমতার বন্ধন কাটাইয়া চলিয়া যায়।

শিকস্তা, সিকস্তা, শিকস্ত—(ফা. শিকস্ত্‌—ভঙ্গ, বিনাশ) ভগ্ন, বিনষ্ট, পরাভূত, বিধ্বস্ত। **শিকস্তা হাল**—বিপন্ন, দুর্দশাগ্রস্ত। **নদী-সিকস্ত,-স্তী**—নদীর পাড় ভাঙ্গার ফলে বিনষ্ট (নদী-শিকস্তী বা শিকস্তী জমি)।

শিকা, শিকে—(সং. শিক্যা) দড়ি দিয়া বা পাট বিনুনি করিয়া প্রস্তুত সুপরিচিত আধার (শিকের উপরে রাখা ভাজা মাছ)। **শিকেয় তুলে রাখা**—আপাততঃ অব্যবহার্য বা অকেজো জ্ঞান করা (ওসব মত এখন শিকেয় তুলে রাখো)।

বিড়ালের (বেড়ালের) ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া—বিড়াল দ্রঃ।

শিকায়েত, শেকায়েত—(আ. শিকায়েৎ) অভিযোগ, নালিশ, বিলাপ, নিন্দা (শেকায়েত করা) ; ব্যাধি (পেটের শেকায়েত)।

শিকার—(ফা. শিকার) মৃগয়া, পক্ষি বধ ; শিকারীর বধ্য পশুপক্ষী (চরে আজকাল ভাল শিকার পাওয়া যায়) ; একান্ত লোভের বস্তু (এমন শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল)। **শিকারী**—যে শিকার করে, শিকারে পটু (শিকারী কুকুর)।

শিকি, শিকে, শিকা—টাকার চারি ভাগের একভাগ, ক্ষুদ্র মুদ্রা-বিশেষ। সিকি দ্রঃ।

শিক্‌নি—(সং. শিঙ্ঘাণ) নাক দিয়া নির্গত কফ (প্রাদেঃ —শিন্‌. শিঙ্গানি ; পূর্ববঙ্গে—হিঙ্গাইল)।

শিক্ষক—(শিক্ষ্‌+ণিচ্‌+ণক) শিক্ষাদাতা. উপদেষ্টা (শিক্ষাগুরু ; লোক-শিক্ষক ; নৃত্য-শিক্ষক)। স্ত্রী. শিক্ষিকা।

শিক্ষণ—বিদ্যাগ্রহণ ; শিক্ষাদান (শিক্ষণ, শিক্ষা—শিক্ষাদান শিক্ষা, teachers' training। **শিক্ষণীয়**—শিক্ষা করিবার যোগ্য, শিক্ষাদানের যোগ্য (কন্যা ও পুত্রের মত শিক্ষণীয়া)। **শিক্ষয়িতা**—(শিক্ষি+তৃচ্‌) শিক্ষক (স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী))।

শিক্ষা—(শিক্ষ্‌+অ+আ) বিদ্যা, নীতি বা অভ্যাস গ্রহণ (ধর্মশিক্ষা, সুনীতি শিক্ষা ; মোটর চালনা শিক্ষা ; ধড়িবাজি শিক্ষা); বেদের উচ্চারণ-শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ ; শাস্তি, দণ্ড (সমুচিত শিক্ষা হয়েছে, আর ওপথ মাড়াবেনা)। **শিক্ষাগুরু**—শিক্ষক, আচার্য, চিন্তানেতা (জাতির শিক্ষাগুরু)। **শিক্ষা-দীক্ষা**—বিদ্যা লাভ ও নির্দেশ লাভ। **শিক্ষানবীশ**—প্রথম শিক্ষার্থী (শিক্ষানবীশি)। **শিক্ষা-বিভাগ**—দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত শাসন-বিভাগ, Education Departmen (শিক্ষা-অধিকার—শিক্ষা পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদল, Education Directorate)।

শিক্ষিত—শিক্ষাপ্রাপ্ত, অভ্যস্ত, নিপুণ, disciplined (শিক্ষিত হস্ত ; শিক্ষিত অশ্ব) : [বিদ্বান্‌, যাহারা লেখাপড়া শিখিয়াছে (শিক্ষিত-সম্প্রদায়)]। (**শিক্ষিতব্য**—শিক্ষণীয়)।

শিখ—(সং. শিষ্য) গুরু নানক-প্রবর্তিত ধর্ম-

সম্প্রদায় (মোগলে ও শিখে উড়াল আজিকে দিল্লি-পথের ধূলি—রবি)। **শিখগুরু**—শিখদের প্রথম দশজন ধর্মনেতা।

শিখণ্ড, শিখণ্ডক—(সং.) ময়ূর-পুচ্ছ ; শিখা, চূড়া। **শিখণ্ডিক**—কুক্কুট। **শিখণ্ডিকা**—চূড়া। **শিখণ্ডিনী**—ময়ূরী। **শিখণ্ডী**—ময়ূর ; কুক্কুট ; ময়ূর-পুচ্ছ ; বাণ ; দ্রুপদ রাজার পুত্র ; অর্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া শর-চালনা করিয়া ভীষ্মকে শরশয্যায় পাতিত করেন, তাহা হইতে, উপলক্ষ, দৃশ্যতঃ কার্যভার প্রাপ্ত।

শিখর—[শিখা (চূড়া) + র] পর্বতশৃঙ্গ ; অগ্রভাগ (তরুশিখর ; প্রাসাদশিখর) ; খড়্গের অগ্রভাগ ; দাড়িম্ব-বীজের বর্ণের মত রত্ন-বিশেষ। **শিখরবাসিনী**—পার্বতী, দুর্গা।

শিখরিণী—(সং.) উত্তমা স্ত্রী ; শর্করাযুক্ত দধির পানীয়-বিশেষ, রসালা ; রোমাবলী ; সতের অক্ষরের পদযুক্ত ছন্দো-বিশেষ। **শিখরী**—পর্বত, গিরিদুর্গ ; বৃক্ষ ; অগ্রভাগ-বিশিষ্ট।

শিখা—[শী (শয়ন করা) + খক্ + আ] চূড়া, কিরীট ; টিকি ; অগ্রভাগ ; জ্বালা, আগুনের শিষ (তড়িৎশিখা ; অনল-শিখা ; দীপশিখা)। **শিখাধর,-ধার,-বল**—ময়ূর। **শিখাবান্**—চূড়াযুক্ত ; জ্বালাযুক্ত ; অগ্নি ; দীপ ; কেতুগ্রহ। **শিখাবৃক্ষ**—পিলসুজ। **শিখাবৃদ্ধি**—মূল-ধন নষ্ট না করিয়া প্রত্যহ লাভ বা সুদ লওয়া। **শিখাভরণ**—মুকুট।

শিখা—শেখা দ্রঃ।

শিখিকণ্ঠ, শিখিগ্রীব—তুঁতিয়া। **শিখি-ধ্বজ**—(শিখী-ময়ূর, ধ্বজ-চিহ্ন যাহার—বহুব্রী.) কার্তিকেয় ; ধূম। **শিখিপুচ্ছ**—ময়ূর-পুচ্ছ। **শিখিবাহন**—কার্তিকেয়।

শিখী—(সং.) ময়ূর, অগ্নি, পর্বত, বাণ, ষাঁড়, কুক্কুট, গোটক, কেতুগ্রহ, ব্রাহ্মণ, বৃক্ষ। স্ত্রী. শিখিনী। **শিখীশ্বর**—কার্তিকেয়।

শিগ্‌গির, শীগ্‌গির—শীঘ্র, তাড়াতাড়ি (কথ্য)।

শিঙা,-ঙে, শিঙ্গা—শৃঙ্গ-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, horn, trumpet। **শিঙে ফোঁকা**—মরিয়া যাওয়া (ব্যঙ্গে)।

শিঙাড়া, শিঙ্গাড়া—(সং. শৃঙ্গাটক) পানীফল ; পানীফলের আকৃতির আলু ইত্যাদির পুর-দেওয়া ঘৃতপক্ক ময়দার খাদ্য-বিশেষ।

শিঙার, শিঙ্গার, সিঙ্গার—(সং. শৃঙ্গার) প্রিয়-মিলনের অনুকূল বেশবিন্যাস (অমল বসন পরিধান, কেশরচনা, সীমন্তে সিন্দুর, ভূষণ, পুষ্পদাম, সুগন্ধ ইত্যাদি গ্রহণ, অঙ্গে চন্দনাদি লেপন ইত্যাদি)। **মেয়ে শিঙ্‌রানো**—কেশবেশ-আদির বিন্যাস-সহযোগে বিবাহের কন্যাকে পূর্ণভাবে সজ্জিত করা (গ্রাম্য)।

শিঙ্গী—শৃঙ্গী আঁইসহীন সুপরিচিত মৎস্য (শিঙ্‌ও বলা হয়—কৈ, মাগুর, শিঙ্)।

শিঞ্জিত—(সং.) ভূষণধ্বনি (নূপুর-শিঞ্জিত) ; ধ্বনিত ; মুখর। **শিঞ্জী**—অব্যক্ত ধ্বনি কারক। **শিঞ্জিনী**—নূপুর ; ধনুকের ছিলা।

শিটা,-ঠা, শিটে—যাহাতে রস নাই ; রক্তহীন ; সারহীন ছিবড়া (হাত পা শিটে মেরে গেছে)।

শিটি—(হিং. সীটী) বংশীধ্বনি, whistle (স্টীমার শিটি দিয়েছে)।

শিতান, থান—শায়িত ব্যক্তির মাথার দিক, শিয়র (শিতান দেওয়া—শিয়রে দেওয়া, বালিশ-ব্যবহার করা (হাত শিতান দিয়া শোওয়া) ; বালিশ।

শিতি—(সং.) কৃষ্ণবর্ণ ; শুক্লবর্ণ। **শিতিকণ্ঠ**—(বহুব্রী) নীলকণ্ঠ, মহাদেব ; ময়ূর, ডাহুক। **শিতিপক্ষ**—শ্বেতপক্ষ, হংস। **শিতিরত্ন**—নীলমণি।

শিথিল—(শ্লি + কল) শ্লথ, ঢিলা, অনিবিড় (শিথিল বন্ধ ; শিথিল পরিরম্ভ ; শিথিল শাসন) ; লোল (শিথিল কবরী ; শিথিল চর্ম) শ্রান্ত, অবসন্ন, অলস, জড় (শিথিল প্রকৃতির ; শিথিল-প্রযত্ন। **শিথিলিত**—যাহা শিথিল বা ঢিলা করা হইয়াছে। বি. শিথিলতা, শৈথিল্য।

শিন্নী, সিন্নি—(ফা. শীরণী) দুধ, চাউল, আটা, চিনি প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত খাদ্য-বিশেষ, মানত করিয়া পীরের স্থানে বা স্মরণে অথবা মসজিদে বিতরণ করা হয়। **শিন্নী মানা**—শিন্নি মানত করা (অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য অথবা বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য)। (গ্রাম্য—ছিন্নি)।

শিপ্রা—প্রাচীন ভারতের নদী-বিশেষ, উজ্জয়িনীর পাশ দিয়া প্রবাহিত।

শিব—[শিব (কল্যাণ) + অ] কল্যাণ, মঙ্গল (সত্য-শিব-সুন্দর) ; মহাদেব, হিন্দুর ত্রিমূর্তির ধ্বংসের দেবতা (ঈশান, ত্রিলোচন, ত্র্যম্বক, ধূর্জটি, বিরূপাক্ষ, ব্যোমকেশ, শম্ভু, সর্বহর ইত্যাদি শিবের

বহু নাম); শিবলিঙ্গ; মোক্ষ; বেদ। **শিবক**—গোয়ালে পোঁতা গোঁজ যাহাতে গরুরা গা ঘষে। **শিবকর**—মঙ্গলকর। **শিবচতুর্দশী**—ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা-চতুর্দশী **শিবজ্ঞান**—শুভাশুভ কালবোধক শাস্ত্র। **শিবদারু**—দেবদারু। **শিবদ্রুম**—বেলগাছ। **শিবধাতু**—পারদ। **শিবনেত্র**—উর্ধ্বনেত্র, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে চোখের অবস্থা যেমন হয়। **শিবপদ**—শিবত্ব; মোক্ষ। **শিবপুর,-পুরী**—বারাণসী। **শিববাহন**—বৃষ। **শিবরাত্রি**—শিবচতুর্দশী। **শিবরাত্রির সলতে**—জনক-জননীর বা বংশের একমাত্র সন্তান। **শিবলিঙ্গ**—শিবের লিঙ্গমূর্তি। **শিবসাযুজ্য**—শিবত্ব, শিবের সহিত একত্ব।

শিবা—(শিব+আ) শৃগালী, হরিতকী; আমলকী; হরিদ্রা। **শিবানী**—শিবপত্নী, দুর্গা। **শিবারাতি**—শৃগালের শত্রু, কুকুর। **শিবালয়**—শিবমন্দির; শ্মশান।

শিবাজী—মারাঠা-রাজশক্তির খ্যাতনামা স্থাপয়িতা।

শিবি—মহাভারত-বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি, দাতা ও সত্যবাদীরূপে খ্যাত। [ডুলি।

শিবিকা—(সং. সুখদায়ক) যান-বিশেষ, পাল্কী,

শিবির—(শী+কির) সৈন্যদের তাঁবু (শত্রু-শিবির); তাঁবু।

শিম, সিম—(সং. শিম্ব) সুপরিচিত ফল-শাক।

শিমুল,-মুল—শিমুল গাছ ও ফুল। **শিমুল ফুল**—দেখিতে সুন্দর, কিন্তু আসলে মূল্য নাই।

শিয়র—(সং. শিরস্) শায়িত ব্যক্তির মাথার দিক; বালিশ; মাথার নিকট, সন্নিকট (শিয়রে যম)।

শিয়া—(আ. শিয়া') চতুর্থ খলিফা আলীর অনুবর্তিগণ। **শিয়াসুন্নী**—শিয়া ও সুন্নী—মুসলমানদের এই দুই প্রধান সম্প্রদায়।

শিয়াকুল, শেয়াকুল—(সং. শৃগাল-কোলি) কাঁটালতা-বিশেষ।

শিয়ান,-না—শেয়ানা দ্রঃ।

শিয়াল, শ্যাল—শৃগাল। স্ত্রী. শিয়ালী। **শিয়ালকাঁটা**—বন্য ছোট কাঁটাগাছ-বিশেষ। **শিয়ালের যুক্তি**—যে যুক্তি অনুসারে সাধারণতঃ কাজ হয় না। **সব শিয়ালের এক রা**—এক দলের লোক সাধারণত দলের টানই টানে।

শির, শিরঃ—[শ্রি (সেবা করা, মান্য করা)+অ, অস্; ফা. সর্] মস্তক (শিরে করাঘাত); শীর্ষ, শ্রেষ্ঠ (শিরতাজ—মাথার মুকুট, বরেণ্যতম); অগ্রভাগ (বৃক্ষশিরে); সৈন্যের অগ্রবর্তী দল। **শির কাটা যাওয়া**—মাথা কাটা যাওয়া, অতিশয় অপমানকর ব্যাপার ঘটা। **শিরঃকপালী**—নরকপালধারী সন্ন্যাসী। **শিরঃচূড়ামণি**—(অশুদ্ধ) শিরোমণি। **শিরজ**—কেশ। **শির ঝুঁকানো**—মাথা নত করা, হীনতা স্বীকার করা। **শির তোলা**—মাথা তোলা, বিদ্রোহী হওয়া, বিপক্ষে দাঁড়ানো। **শিরদাঁড়া**—মেরুদণ্ড; চরিত্রবল, প্রবল সঙ্কল্প (শিরদাঁড়া-শক্ত লোক)। **শির দেওয়া**—প্রাণ দেওয়া সর্বস্ব পণ করা। **শির নেওয়া**—বিপক্ষের প্রাণবধ করা। **শিরনাম,-নামা, শিরোনাম**—পত্রের উপরকার নাম ও ঠিকানা। **শিরপা, শিরোপা**—পুরস্কারস্বরূপ দত্ত সর্বশরীরের পোষাক অথবা শিরোভূষণ (যশের শিরোপা)। **শিরঃ পীড়া**—মাথার বেদনা। **শিরপেচ**—(ফা. সর্‌পেচ) পাগড়ির শোভাবর্ধক অলঙ্কার-বিশেষ **শিরঃশূল**—মাথার তীব্র বেদনা-বিশেষ। **শিরস্নাত**—মাথায় তেল মাখাইয়া মাথা ধোওয়া। **শিরে সংক্রান্তি**—সংক্রান্তি, অশুভ কাল, অতি নিকটে, সুতরাং আর দেরী করা যাইবে না, এমন ভাব, বিপদ নিকটবর্তী, এমন অবস্থা (শিরে সংক্রান্তি করে আসা)।

শিরকৎ—(আ. শির্‌কৎ) যৌথভাব; বহু দেবতার পূজা, ঈশ্বরের একত্বকে ধর্মবিশ্বাসরূপে গ্রহণ না করা। শেরেক দ্রঃ।

শিরকস্তা—(ফা. সর্‌কাশ্‌ৎ) যে প্রজা তাহার জমি নিজেই চাষবাস করে (বিপ. পাইকস্তা)।

শিরনি,-নি—শিন্নী দ্রঃ।

শিরদাঁড়া, শিরনাম, শিরোপা শিরপেচ—শির দ্রঃ।

শিরশির—শরীরের ভিতরকার অস্বস্তিকর অবস্থা-বিশেষ, যেন শিরা বাহিয়া কিছু আসিতেছে, শীত বোধ। (দাঁতের গোড়ায় শির শির করে রক্ত আসছে; গায়ের ভিতরে শির শির করে জ্বর আসছে)। সিড়সিড় দ্রঃ।

শিরশ্ছেদ,-ন—মস্তকচ্ছেদন।

শিরসিজ—মাথার চুল (অলুক্ সমাস)।

শিরস্ত্র—(সং.) পাগড়ি। **শিরস্ত্র, শিরস্ত্রাণ**—(ত্রৈ—রক্ষা করা) যাহা শিরকে রক্ষা করে, উষ্ণীষ।

শিরা—(সং.) veins, nerves, যাহার ভিতর দিয়া দেহের রক্ত অথবা অনুভূতি চলাচল করে। **শিরাজাল**—নাড়ীসমূহ। **শিরামূল**—নাভি (বর্তমান মতে বোধ হয় হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক)। **শিরাল**—শিরাযুক্ত, শিরাবহুল ; কামরাঙা ফল।

শিরিশ—(ফা. সরিশ) পশুর ক্ষুর-আদি গলাইয়া যে আঠা প্রস্তুত করা হয়। **শিরিশ-কাগজ**—যে কাগজে শিরিশের আঠা দিয়া কাচের গুড়া লাগানো হইয়াছে (কাঠ বা লোহা মসৃণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়—শিরিশ-কাগজ মারা)।

শিরীষ—(সং.) বৃক্ষ-বিশেষ ও তাহার ফুল, পেলবতা'র জন্য বিখ্যাত (শিরীষ-সুকুমার তনু)।

শিরোগদ—শিরঃপীড়া। **শিরোগৃহ**—চিলা-কোঠা, বলভি। **শিরোঘ্রাণ**—মস্তক আঘ্রাণ, শিরশ্চুম্বন। **শিরোদেশ**—শীর্ষদেশ। **শিরোধর,-রা, শিরোধি**—গ্রীবা। **শিরো-ধার্য**—অবশ্যমান্য, অতিমান্য। **শিরোমণি,-রত্ন**—শ্রেষ্ঠ (দার্শনিক-শিরোমণি ; চতুর-শিরোমণি) ; পণ্ডিতের উপাধি। **শিরো-রুহ**—কেশ ; শিখর। **শিরোস্থি**—করোটি।

শির্নি—শিন্নী দ্রঃ।

শিল—ধান্যাদি শস্য কাটিয়া লইয়া গেলে সামান্য কিছু যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা সংগ্রহ। [**শিলবৃত্তি**—এরূপ শস্য সংগ্রহের দ্বারা জীবন ধারণ ; (যে শস্য ক্ষেতে পড়িয়া থাকে, তাহা খুঁটিয়া লওয়ার নাম উঞ্ছবৃত্তি)] ; মশলা বাঁটিবার পাটা (শিল-নোড়া ; শিলকুটা) ; করকা (শিল-পড়া আম)। **যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া**—যাহার আশ্রয় বা টাকা-পয়সার দ্বারা উপকার লাভ হইয়াছে, তাহারই ক্ষতি করা (অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে বলা হয়)। **শিলৎ, শিলন্**—আঁইষহীন মৎস্য-বিশেষ, সিলিন্দা মাছ।

শিলা—(সং.) পাষাণ, প্রস্তর ; গোবরাট, দরজার চৌকাটের নীচের কাঠ ; শান, পাথর ; দুই থামের উপরকার দীর্ঘ কাঠ বা পাড় ; মনঃশিলা, কর্পূর, করকা (শিলাবৃষ্টি)। **শিলাজতু**—পার্বত্য উপধাতু-বিশেষ, bitumen। **শিলা-পুত্র**—নোড়া। **শিলালিপি**—পাষাণে খোদিত সেকালের রাজা প্রভৃতির নির্দেশ। **শিলাস্বেদ**—গ্রীষ্মকালে পাহাড় ঘামার ফলে যাহা উৎপন্ন হয়)। শিলাজতু।

শিল্প—[শিল্ (নিপুণ হওয়া একান্ত রত হওয়া) +পক্] চিন্তা ও অনুভূতির রূপ দান, নির্মাণ-কর্ম (বাস্তু-নির্মাণ, অলঙ্কারাদি নির্মাণ, যন্ত্রাদি নির্মাণ, চিত্রকর্ম ইত্যাদি) ; নৃত্যগীতাদি, বেণুবীণাদি বাদ্য ; arts and crafts (বাস্তু-শিল্প ; সূক্ষ্ম শিল্প) ; নির্মাণ বা রচনা-কৌশল (জীবন-শিল্প—জীবনকে সুন্দরভাবে রচনা করিবার কৌশল)। **শিল্পকর্ম**—কৌশলময় নির্মাণ, কারুকার্য। **শিল্পকৌশল**—নির্মাণ-কৌশল, শিল্পকর্মে নিপুণতা। **শিল্পজীবী**—যে শিল্প-কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, কারিগর। **শিল্পবিদ্যা**—গৃহাদি নির্মাণ, চিত্রাদি অঙ্কন বিষয়ক বিজ্ঞান। **শিল্পযন্ত্র**—কল, machine। **শিল্পশালা**—চিত্রাদি অঙ্কনের গৃহ ; চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদির নিদর্শন যে গৃহে রক্ষিত থাকে museum ; কারখানা। কারুশিল্প, চারুশিল্প—চারু দ্রঃ। **শ্রমশিল্প**—শ্রম দ্রঃ।

শিল্পিক—শিল্পী। **শিল্পী**—কারু, কারিগর, চারু, শিল্পী (নর্তক, গায়ক, চিত্রকর, রসস্রষ্টা ইত্যাদি —বাংলায় শিল্পী বলিতে বর্তমানে সাধারণতঃ চারু-শিল্পী-ই বোঝায়)। **জীবন-শিল্পী**—নিজের জীবনকে যিনি সুন্দর ভাবে রচনা করেন (মানব জীবনকে যিনি নিপুণভাবে চিত্রিত করেন, artist, তাঁহাকেও জীবন-শিল্পী বলা যাইতে পারে, কেননা তিনি জীবন-শিল্পের তথ্য অবগত)।

শিল্পোন্নতি—কারুশিল্প-বিষয়ক উৎকর্ষ, industrial development।

শিশ—বংশীধ্বনির মত সুপরিচিত মিষ্ট চিকণ ধ্বনি (দোয়েলের শিশ ; শিশ দিয়ে গান গাওয়া)।

শিশমহল—(শীশা—কাচ) কাচ বা আয়না-বসানো কামরা ; মোগলদিগের বিলাস-কক্ষ-বিশেষ। [বোতল)।

শিশি—(ফা. শীশী) কাচের ছোট বোতল (শিশি-

শিশির—(সং.) শীতকাল, হিমঋতু (শিশিরা-গম, শিশিরাত্যয়, শিশির মাস) ; শীতল (শিশি-রাংশু—চন্দ্র) ; শীতল-স্পর্শে বাতাসের বাষ্প যে ঘনীভূত হইয়া বিন্দু বিন্দু রূপ ধারণ করে, dew (কাঁদে শিশির-বিন্দু জগতের তৃষা হরিতে —রবি) ; তুষার, frost।

শিশু—[শিশ্ (গমন করা)+উ] অল্পবয়স্ক, নবজাত, নবোদিত (শিশুপুত্র : সিংহশিশু : শিশু-রবি); বুদ্ধি-বিবেচনায় অবিকশিত (বুদ্ধিতে শিশু); শিশুর মত অকপট ও সদানন্দ (শিশুর স্বভাব)। **শিশুপাঠ্য**—শিশু পড়িয়া বুঝিতে পারে বা আনন্দ পায়, এমন রচনা। **শিশু-ভাব**—শিশুর মত মনোভাব, শিশুসুলভ ঋজুতা ও অকুটিলতা। **শিশুসুলভ**—শিশুর আচরণে যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয়।

শিশু—(সং. শিংশপা) বৃক্ষ-বিশেষ, ইহার কাঠ মজবুত; শুশুক প্রাদেশিক)।

শিশুনাগ—বালসর্প; মগধের রাজা-বিশেষ, (শিশুনাগ বংশ)। **শিশুপাল** মহাভারত-বর্ণিত কৃষ্ণদ্বেষী রাজা-বিশেষ।

শিশুমার—(সং.) জলজন্তু-বিশেষ, শুশুক।

শিশ্ন—(সং.) পুরুষের উপস্থ (শিশ্নোদর-পরায়ণ —মাত্র স্থূলভোগে আসক্ত, গালি-বিশেষ।

শিষ,-শীষ—(সং. শীর্ষ) মঞ্জরী (ধানের শিষ); শিখা (প্রদীপের শিষ); পেন্সিলের ডগা যাহা দিয়া লেখা হয়।

শিষ্ট—(শাস্+ক্ত) শান্ত, সুশীল, সাধু, (দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন); নীতিজ্ঞ, শাস্ত্র ও সদাচারে অনুবর্তী; শিক্ষিত, পণ্ডিত (শিষ্টপ্রয়োগ—পণ্ডিতগণ শব্দের যেরূপ প্রয়োগ করেন)। বি. শিষ্টতা। **শিষ্টাচার**—সজ্জন ও বিদ্বান্‌দের আচরণ, ভদ্রতা।

শিষ্য—(শাস্+ক্যপ্) যে উপদেশ-নির্দেশাদি সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করে (শিষ্যত্ব গ্রহণ); ছাত্র; দীক্ষিত (গ্রাম্য, শিষ্যি—শিষ্যিবাড়ী)। **গুরু-শিষ্য-পরম্পরা**—গুরু হইতে শিষ্যে সংক্রমণ, এই অনুক্রম। **মন্ত্রশিষ্য**—ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত, কোন জ্ঞানী হইতে বিশেষ প্রেরণাপ্রাপ্ত (নিট্‌শের মন্ত্রশিষ্য)।

শিস—শিশ, whistle।

শিহর—শিহরণ, রোমাঞ্চ (কাব্যে ব্যবহৃত—শিহর লাগে)। **শিহরণ**—রোমাঞ্চ, শরীর কণ্টকিত হওয়া (ভয়ে, শীতে অথবা আনন্দের আতিশয্যে)। **শিহরিল**—রোমাঞ্চিত হইল (কাব্যে ব্যবহৃত)। **শিহরণো, শিহরানো**—(সাধারণতঃ কথ্য-ভাষায় শিউরণো ব্যবহৃত হয়)।

শীকর—[শীক্ (জলাদি সেচন করা)+অরন্] বায়ু-প্রেরিত জলকণা (নির্ঝর-শীকর; শীকর-সম্পৃক্ত)।

শীঘ্র—(সং) দ্রুত, ত্বরিত, ক্ষিপ্র (শীঘ্রগামী; শীঘ্রকারী—যে তাড়াতাড়ি কাজ করিতে পারে, যাহা শীঘ্র কার্যকর হয়)। **শীঘ্রচেতন**—যে সহজেই সচেতন হয় বা জাগিয়া উঠে, কুকুর। **শীঘ্রবুদ্ধি**—উপস্থিত-বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতি। **শীঘ্রবেধী**—লঘুহস্ত ধানুকী।

শীৎকার,-কৃতি—(সং.) সানুরাগ অব্যক্ত ধ্বনি-বিশেষ (তনু রোমাঞ্চিত, শীৎকার মুখে)।

শীত—[শ্যৈ (গমন করা)+ক্ত] শীতল (শীত-চন্দন পঙ্কে—রবি); শৈত্যবোধ (শীত করা, শীত লাগা, শীত পড়া); শীতঋতু (শীতের পর বসন্ত; আসছে বছরে শীতের সময়)। **শীতক**—কুঁড়ে, দীর্ঘসূত্রী, নিশ্চেষ্ট। **শীতকর,-কিরণ,-গু,-ভানু,-ময়ূখ,-রশ্মি,শীতাংশু**—চন্দ্র। **শীতকাতুরে**—শীতে যে বেশী কাতর হইয়া পড়ে, যাহার বেশী শীত লাগে। **শীতবীর্য**—শৈত্যগুণযুক্ত (বিপ. উষ্ণবীর্য)। **শীত যাওয়া**—শৈত্যবোধ অপগত হওয়া, শীতকাল চলিয়া যাওয়া। **শীত-শীত করা**—কিছু শীত বোধ হওয়া।

শীতল—শৈত্যগুণযুক্ত, ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ (শীতল জল; শীতলপাটী : শীতলস্পর্শ); ক্রোধ : উত্তেজনা ইত্যাদি রহিত (শীতল হওয়া; শীতলচিত্ত); সন্তাপহর (শীতল চরণ); দেবতার সায়ংকালীন লঘুভোগ (শীতলী, সেতলও বলা হয়)। **শীতলপাটী**—বেতজাতীয় ক্ষুপের ত্বকে নির্মিত মসৃণ পাটী-বিশেষ। **শীতলভোগ**—জলযোগ।

শীতলা—বসন্ত-বিস্ফোটকাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (মা শীতলার দয়া হয়েছে—বসন্ত হয়েছে, গ্রাম্য ভাষা)। বিণ. শীতলিত।

শীতা, সীতা—লাঙ্গল-পদ্ধতি, হলরেখা; জনক-নন্দিনী ও রামপত্নী; আকাশগঙ্গা।

শীতাংশু—চন্দ্র; কর্পূর। **শীতাগম**—শীত-ঋতুর আগমন। **শীতাতপ**—শৈত্য ও উত্তাপ, শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল, উভয়ের দুর্ভোগ (শীতাতপ-সহিষ্ণু)। **শীতাদ্রি**—হিমাচল। **শীতার্ত**—শীতের দ্বারা পীড়িত, যাহার শীত লাগিয়াছে।

শীতোষ্ণ—শৈত্য ও উত্তাপ; শীতল ও উষ্ণ (নাতিশীতোষ্ণ—নাতি দ্রঃ)।

শীধু, সীধু—(শী+ধুক্—যাহা শয়ন করায়) পক্ক ইক্ষুরসজাত মদ্য-বিশেষ; মধু; সুধামৃত। **শীধুগন্ধ**—মদ্যের গন্ধ।

শীরীন—(ফা.) সুমিষ্ট, হৃদ্য (লাল শীরীন ঠোঁট প্রিয়ার রোজ পাই ভরাই লাখ লাখ চুম্বনে—হাফিজ—নজরুলের অনুবাদ)। **শীরীন-জবান**—মিষ্টভাষী।

শীর্ণ—(শৄ+ক্ত) কৃশ, ক্ষীণ, শুষ্ক (শীর্ণকায়—যাহার শরীর শুকাইয়া গিয়াছে ; রোগশীর্ণ মূর্তি।

শীর্ষ—(শিরস্ স্থানে শীর্ষ) মাথা, মস্তক, চূড়া (বৃক্ষশীর্ষ, পর্বতশীর্ষ) ; শীষ, মঞ্জরী।

শীর্ষক—টোপর, পাগড়ি ; মাথার খুলি ; মস্তক ; জয়-পরাজয়-নিদর্শন-পত্র। **শীর্ষচ্ছেদ্য**—শিরশ্ছেদনযোগ্য, বধ্য। **শীর্ষণ্য**—শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি ; বিশদ কেশ। **শীর্ষবর্তন**—(৭মী তৎ) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়, তবে আমি দণ্ডগ্রহণ করিব এইরূপ স্বীকারোক্তি। **শীর্ষস্থানীয়**—সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।

শীল—[শীল্ (একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া)+অল্] স্বভাব, চরিত্র (অজ্ঞাতকুলশীল) ; সদাচার, চরিত্রশক্তি (শীলবান্ ; শীলই বিদ্বানের ভূষণ) ; অজগর ; উপাধি-বিশেষ ; যুক্ত, বিশিষ্ট (ক্রোধশীল ; স্থিতিশীল)। **শীলজ্ঞ**—সদাচার-সম্বন্ধে জ্ঞাত। **শীলবর্জিত**—সদাচারবর্জিত, চরিত্রহীন। **শীলতা**—সদাচার, সচ্চরিত্রতা, ভব্যতা। **শীলন**—অভ্যাস, প্রবর্তন, (পুণ্যশীলন)।

শীশাগর—কাচ-নির্মাণকারী [শীশা = কাচ (ফারসী)]।

শুঁকা—শোঁকা, ঘ্রাণ লওয়া।

শুঁট,-ঠ—(সং. শুণ্ঠি) শুষ্ক আদা (কাল আদা, আজ শুঁট—হঠাৎ পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি)।

শুঁটকা, শুটকো—শুষ্ক, চোপসানো, শীর্ণদেহ (শুঁটকো মাগী—শীর্ণদেহা নারী, অবজ্ঞার্থক)। **শুঁটকি,-কী**—শুষ্ক মৎস্য ; শীর্ণদেহা নারী —অবজ্ঞায়)।

শুঁটি,-টী, শুটি—(সং. শিম্বী) কলাই প্রভৃতির লম্বাকৃতি বীজকোষ (কড়াই শুঁটি)।

শুঁড়—(সং. শুণ্ড) হাতীর শুঁড়, কাছিমের শুঁড়, মাছি প্রভৃতির শুঁড়ের মত অাল ; লতার আঁকড়ি। **শুঁড় বার করা**—আগ্রহ করা, লোলুপ হওয়া। **শুঁড় টান দেওয়া**—পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বিরত হওয়া (বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি)।

শুঁড়ি,-ড়ী—(সং. শৌণ্ডিক) মদ্য প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা ; জাতি-বিশেষ (বর্তমানে অবজ্ঞার্থক)। **শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল**—চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, অবিশ্বাস্য সাক্ষী সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি। **শুঁড়িপথ,-খাল**—সরু ও দীর্ঘ পথ, খাল।

শুঁয়া, শুঙ্গা—(সং. শূক ; শুঙ্গ) ধান, যব প্রভৃতির মাথার হুল। **শুঁয়া পোকা**—শুয়া দ্রঃ।

শুক—[শুভ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক—ভ লোপ] টিয়াপাখী ; ব্যাসের পুত্র শুকদেব ; শিয়াল-কাঁটার গাছ , শিরীষ বৃক্ষ। স্ত্রী. শুকী।

শুকতারা—শুক্রতারা, প্রভাতের সূচনাকারী তারা (তাহা হইতে, নব সৌভাগ্য-সূচক—শুকতারার উদয়)।

শুকনা,-নো, শুখনা—শুষ্ক, রসহীন (শুকনা ডাল, শুকনো মুখ) ; জলহীন (শুকনো ডাঙা) ; শুধা (শুকনা দশ টাকা পাবে) ; জলহীন স্থান (শুকনার উপর দিয়ে নাও চালানো)। **শুকনা-শাকনা**—তেল, ঘি-বর্জিত অথবা ঝোলহীন (শুকনা-শাকনা খাওয়া)।

শুকনাস—(বহুব্রী) শুকের ন্যায় নাসিকা যাহার ; কাদম্বরীবর্ণিত তারাপীড়ের মন্ত্রী।

শুকা, শুখা—বৃষ্টির অভাবে শস্যের অফলন বা অজন্মা (শুকা হাজা পড়া)। বিড়ির শুষ্ক তামাকচূর্ণ।

শুকানো—শুষ্ক হওয়া বা করা (গলা শুকিয়ে গেছে ; ধান শুকানো ; সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব—বিদ্যাপতি) ; শীর্ণ হওয়া (শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে) ; ভয়ে, শ্রমে, রৌদ্রদাহে লাবণ্যহীন বা বিবর্ণ হওয়া (ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল ; এত পথ হেঁটে মুখখানি শুকিয়ে গেছে) ; উপবাসক্লিষ্ট হওয়া (ঘরে পড়ে শুকিয়ে লাভ কি ?)। **শুকোনো**—শুষ্ক হওয়া, রসহীন, জলহীন বা স্নেহহীন হওয়া (ঝোলটা আরো শুকোবে ; শরীরটা আরো অনেক শুকোনো চাই)। **শুকাইয়া পড়া**—সঙ্গতিহীনতার অজুহাত দেখানো (তুমি তো সত্যই তেমন গরীব নও, তবে অত শুকিয়ে পড়ছ কেন ?)। **শুকাইয়া মরা**—অনাহারে কষ্ট পাওয়া।

শুকুতা,-সুকুতা—শুক্তা, নালিতা।

শুকুর—শোকর দ্রঃ।

শুকুল—উপাধি-বিশেষ।

শুক্ত—(সং.) পর্যুসিত ও অম্লযুক্ত; কাঁজি; সিরকা।

শুক্তা, শুক্তো, শুক্তানি—ঝোল-বিশেষ, সাধারণতঃ তিক্তস্বাদ ও লঙ্কা-বর্জিত।

শুক্তি, শুক্তিকা—(সং.) ঝিনুক; শঙ্খ। **শুক্তিজ,-বীজ**—মুক্তা।

শুক্র—[শুচ্ (শুচি হওয়া)+রক্] দৈত্যগুরু; শুক্রগ্রহ; তেজঃ, বীর্য, রেতঃ; চক্ষুপীড়া-বিশেষ। **শুক্রকর**—শুক্রবর্ধক। **শুক্রদোষ**—ক্লীবতা। **শুক্রবার**—শুক্রগ্রহের ভোগ্য দিন, সপ্তাহের পঞ্চম দিন। **শুক্রাচার্য**—দৈত্যগুরু।

শুক্ল—(শুচ্+লক্) শুভ্রবর্ণ, শ্বেত, শুদ্ধ, পবিত্র, অকলঙ্ক (শুক্লাচার; শুক্ল অর্থ—ন্যায্য ভাবে উপার্জিত অর্থ); রজত; নবনীত; চক্ষুপীড়া-বিশেষ। **শুক্লকর্মা**—সৎকর্মের অনুষ্ঠাতা (বিপ. কৃষ্ণকর্মা)। **শুক্লপক্ষ**—যে পক্ষে রাত্রির প্রথম ভাগে চন্দ্র উদিত হয়। **শুক্লবস্ত্র**—শ্বেতবস্ত্র, পাড়হীন কাপড়। **শুক্লমণ্ডল**—চোখের শাদা অংশ। **শুক্লা**—সরস্বতী; শর্করা। **শুক্লিমা**—শুক্লত্ব।

শুখা—শুষ্কতা, অনাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি-হেতু ফসল না হওয়া (শুখা হাজা); খোরাকি ও পোশাক-বর্জিত বেতন বা পারিশ্রমিক (শুখা দশ টাকা পাই); শুকনা চূর্ণ-মাখানো তামাক-পাতা, খইনি।

শুঙ্ঘা—ঘ্রাণ লওয়া (বর্তমানে পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।

শুচি—[শুচ্ (নির্মল হওয়া)+ইন্] শুদ্ধ, পবিত্র, নির্মল (এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—রবি); শুভ্র, উজ্জ্বল (শুচি-শুভ্র); (অগ্নি; সূর্য; চন্দ্র; ব্রাহ্মণ ইত্যাদি অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। বি. শুচিতা—পবিত্রতা, নির্মলতা, পাপ-সংশ্রব-রাহিত্য। **শুচিদ্রুম**—অশ্বত্থ বৃক্ষ। **শুচি-বাই,-বায়ু**—শুচিতার ব্যাপারে বাতিক বা বাড়াবাড়ি; কোন নীতি বা আচরণ সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি (সত্য-কথন সম্পর্কে শুচিবায়ুগ্রস্ত)। **শুচিস্মিতা**—(বহুব্রী) যে নারীর হাস্য সুন্দর ও অকুটিল)।

শুজ্‌নি—মোটা সূতার বিবিধ বর্ণযুক্ত শয্যাস্তরণ।

শুঝা,-জা, শোঝা—পরিশোধ করা (ধার শোঝা)।

শুড়শুড়, সুড়সুড়—কতকটা দায়ে পড়িয়া আপত্তি না করিয়া নীরবে গমন সম্পর্কে বলা হয় (শুড়শুড় করে মনিবের বাড়ী গিয়ে হাজির)।

শুণ্ঠি,-ণ্ঠী—শুষ্ক আর্দ্রক, শুঁঠ।

শুণ্ড—[শুণ্ড্ (গমন করা)+ড] হাতীর শুঁড়। **শুণ্ডধর**—হস্তী। **শুণ্ডক**—রণশিঙ্গা।

শুণ্ডা—মদ্য; হাতীর শুঁড়; কুট্টনী; মদ্যপান-গৃহ; বেশ্যা। **শুণ্ডাপান**—মদ্যপান-গৃহ। **শুণ্ডাল**—হস্তী। **শুণ্ডিকা**—আলজিভ। **শুণ্ডী**—হস্তী; শুঁড়ী।

শুদ্ধ—(শুধ্+ক্ত) নির্মল, নির্দোষ, পবিত্র, সাধু, দোষরহিত (শুদ্ধ হওয়া; শুদ্ধ চরিত্র); অমিশ্রিত (শুদ্ধ ইমন; শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ); নির্ভুল, প্রাদেশিকতাবর্জিত (শুদ্ধ ভাষায় লেখা; শুদ্ধ উচ্চারণ); কেবল (শুদ্ধ জল খেয়ে আছে—সুদ্ধ দ্রঃ); উজ্জ্বল; শাণিত; শুভ্র (শুদ্ধ বেশ)। **শুদ্ধচারী**—সদাচারযুক্ত, সাধু-চরিত্র। (স্ত্রী. শুদ্ধাচারিণী)। **শুদ্ধ-চৈতন্য**—সত্যের অবিকৃত বোধ, ব্রহ্মজ্ঞান। **শুদ্ধদন্ত**—শুভ্রদন্তযুক্ত। **শুদ্ধধী**—সাধুবুদ্ধি-সম্পন্ন, শুদ্ধমতি, অকুটিল। **শুদ্ধপক্ষ**—শুক্ল-পক্ষ। **শুদ্ধপার্ষ্ণি**—যাহার পৃষ্ঠদেশ শত্রুশূন্য হইয়াছে। **শুদ্ধবংশ্য**—সৎকুলজাত। **শুদ্ধ বসন**—শুভ্র বসন। **শুদ্ধমাধুর্য**—ব্রজ-গোপিকার কামগন্ধহীন প্রেম। **শুদ্ধশীল,-স্বভাব**—নির্দোষ-স্বভাব, সাধু-চরিত্র। **শুদ্ধ-স্নান**—তৈলহীন স্নান। **শুদ্ধ হৃদয়**—কলুষবর্জিত চিত্ত, অকপট হৃদয়। **শুদ্ধাত্মা**—পূতাত্মা। **শুদ্ধাশয়**—পবিত্র চিত্ত, সদাশয়।

শুদ্ধি—(শোধন, নির্মলতা সাধন, দোষমুক্তি, মার্জনা (গৃহশুদ্ধি; আত্মশুদ্ধি); প্রায়শ্চিত্ত, নবদীক্ষা লাভ (শুদ্ধি-আন্দোলন); পবিত্রতা (চিত্তশুদ্ধি); ভ্রম-সংশোধন (শুদ্ধিপত্র)।

শুদ্ধোদন—বুদ্ধদেবের পিতা।

শুধরানো, শুধরনো, শোধরানো—সংশোধিত করা অথবা হওয়া (ছেলেবেলাকার দোষ বড় হলে শোধরানো দায়; ভুলচুক যা হয়েছে, শুধরে নিলেই হবে)।

শুধা, শোধা—ঋণ পরিশোধ করা (ধার শোধা মা-বাপের ঋণ কেউ কি শুধ্‌তে পারে?)।

শুধা—শুধু, খালি (শুধা হাত—হাতে লাঠি বা অন্য কোন বস্তু নাই); ব্যঞ্জনহীন (শুধাভাত)। (পূর্ববাংলার উচ্চারণ—শুদা, হুদা)।

শুধা, শুধানো, সুধানো, সুধোনো—জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা, আত্মীয়ের মত কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করা, খোঁজখবর নেওয়া ('রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে')।

শুধু—(সং. শুদ্ধ) কেবল, আর কিছু নয় (সম্বলের মধ্যে শুধু দম্ভ ; শুধু জল, আর জল) ; প্রয়োজনীয় উপকরণহীন (শুধু হাতে ; শুধু ভাত ; শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না)। **শুধু শুধু**—অকারণ (শুধু শুধু ছেলেটাকে বকলে)।

শুনা, শোনা—শ্রবণ করা ; মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করা, মান্য করা, কথা অনুযায়ী চলা (বাপ-মায়ের কথা শোনা) ; অপ্রিয় মন্তব্য বা ভর্ৎসনা সহ্য করা (ছেলে হয়েছে দুষ্টু, তাই পাড়া-পড়শীর কথা শুনতে হয়)।

শুনানি—বিচারকের বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ, hearing.

শুনানো, শোনানো—শ্রবণ করানো (পড়ে শোনানো) ; অপ্রিয় কথা শ্রবণ করানো, ভর্ৎসনা করা (বেয়াইকে খুব করে শুনিয়ে দিয়েছেন)।

শুবচনী—(সং. শুভসূচনী) স্ত্রী-পূজ্য দেবতা-বিশেষ (গ্রাম্য—শুবুচুন্নী)।

শুবা, শোবা—(আ. শুবা) সন্দেহ, সংশয়, অপরাধী বলিয়া ধারণা (মনে কোন শোবা করবেন না ; তোমার বাড়ীতে যে চুরি হলো, এ সম্বন্ধে কাউকে কি তুমি শোবা কর ?)।

শুভ—[শুভ্ (দীপ্তি পাওয়া) + অ] কল্যাণ, সৌভাগ্য (শুভার্থী) ; কল্যাণকর, প্রশস্ত ; নির্বিঘ্ন (শুভকর্ম ; শুভবিবাহ, যাত্রা শুভ হোক) ; সুন্দর, মনোহর (শুভদর্শন)। **শুভকর**—কল্যাণকর। **শুভকাম**—মঙ্গলেচ্ছু। **শুভক্ষণ**—অনুকূল মুহূর্ত, সুযোগ। **শুভগ্রহ**—শুভদায়ক বা সুসময়-সূচক গ্রহ। **শুভঙ্কর**—শুভকর, শুভকারী (স্ত্রী. শুভঙ্করী—দুর্গা) ; স্বনামধন্য অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ (শুভঙ্করী—শুভঙ্করের উদ্ভাবিত হিসাবের প্রণালী)। **শুভচনী, চুনী**—শুবচনী। **শুভদ**—কল্যাণপ্রদ। **শুভদৃষ্টি**—বিবাহে বর ও কন্যার প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে পরস্পরের মুখদর্শন। **শুভফল**—শুভ পরিণতি। **শুভব্রত**—কল্যাণ-কর্ম-পরায়ণ। **শুভযোগ**—জ্যোতিষ-শাস্ত্রমতে অনুষ্ঠানে সুফল-প্রদ ত্রয়োবিংশ যোগ। **শুভলক্ষণ**—সিদ্ধির অনুকূল চিহ্ন (তোমাকে সময় মত পাওয়া গেল, এ শুভ লক্ষণ), শুভসূচক, নিমিত্ত। **শুভসূচনী**—যে দেবতা শুভসূচনা করে, সুবচনী, স্ত্রীলোকের পূজ্যা দেবতা-বিশেষ।

শুভাকাঙ্ক্ষী—স্ত্রী. শুভা, হিতাকাঙ্ক্ষী। **শুভাঙ্গ**—সুদর্শন (স্ত্রী. শুভাঙ্গী)। **শুভানন**—সুদর্শনা, সুন্দরী। **শুভানুধ্যায়ী**—হিতাকাঙ্ক্ষী। **শুভাবহ**—শুভকর (৬ষ্ঠীতৎ)। **শুভাশীষ**—কল্যাণ-কামনা। (গুরুজনের)। **শুভাশুভ**—মঙ্গল ও অমঙ্গল, মঙ্গল অথবা অমঙ্গল। **শুভাশৌচ**—সন্তানাদির জন্ম-হেতু অশৌচ। **শুভেতর**—অকল্যাণকর, অশুভ।

শুভ্র—(শুভ্ + রক্) শ্বেত, সাদা (শুভ্রকেশ, শুভ্রবেশ) ; অমল (শুভ্রযশ) ; নিষ্কলুষ, পবিত্র (আজ ওই শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে—রবি)। **শুভ্ররশ্মি, শুভ্রাংশু**—চন্দ্র।

শুমার—(ফা. শুমার) গণনা, ইয়ত্তা (শুমার করা—গণনা করা, ইয়ত্তা করা)। **শুমার-নবীশ**—হিসাব-রক্ষক কর্মচারী। বি. **শুমারি**—গণনার কাজ (আদম-শুমারি)। (**বে-শুমার**—অগণিত, ইয়ত্তাহীন)।

শুম্ভ—অসুর-বিশেষ, প্রহ্লাদের পৌত্র (শুম্ভঘাতিনী, —মর্দিনী—দুর্গা)। **শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ**—মোহিনীকে লইয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভ, এই দুই ভাইয়ের যুদ্ধ ; প্রণয়ঘটিত দ্বন্দ্ব।

শুয়ার, শুয়োর—(আ. সুয়ার ; সং. শূকর) শূকর (শুয়োরে কাটা আক) ; কড়া গালি-বিশেষ। **শুয়োরে গোঁ**—অতিশয় জিদ বা গোঁয়ার্তুমি (নিন্দার্থক)। **শুয়োরে বিয়ান**—প্রতি বৎসর সন্তান প্রসব (অবজ্ঞার্থক—গ্রাম্য)। **বুনো শুয়োর**—বন্য শূকর ; গোঁয়ার্তুমির জন্য গালি।

শুরু—(আ. শুরু') সূচনা, আরম্ভ (শুরু করা, শুরু হওয়া ; শুরু ও শেষ)।

শুরুয়া—(ফা. শুর্বা) ঝোল, রসা, কাথ (একটু শুরুয়া রেখে নামাবে।

শুল্ক—(সং.) পণ (কন্যা-শুল্ক) ; মাশুল, duty, tax (বাণিজ্য-শুল্ক)। **শুল্ক-গ্রাহক**—যে শুল্ক আদায় করে। **শুল্কশালা, শুল্কালয়**—যেখানে শুল্ক আদায় হয়, customs house।

শুল্পী—বর্শার মত অস্ত্র-বিশেষ।

শুশুক—(সং. শিশুক) শিশুমার।

শুশ্রূষণ—(শ্রু+সন্+অনট্) শ্রবণেচ্ছা; সেবা **শুশ্রূষক**—সেবক, আজ্ঞাবহ, শিষ্য, ভৃত্য। **শুশ্রূষা**—শ্রবণেচ্ছা; পরিচর্যা, রোগীর সেবা। **শুশ্রূষু**—শ্রবণেঃ সেবক। **শুশ্রূষ্য**—শুশ্রূষার যোগ্য, সেব্য।

শুষা, শোষা—শোষণ করা, নিঃশেষে আত্মসাৎ করা (জল শোষা; রোগে শুষ্‌ছে, মহাজনে শুষ্‌ছে)।

শুষ্ক—(শুষ্+ক্ত) রসহীন, শুক্‌না (শুষ্ক কাষ্ঠ; শুষ্কতোয়া); লাবণ্যহীন, ম্লান, হৃদ্যতাহীন (শুষ্ক মুখ; শুষ্ক হাসি; শুষ্ক বাক্য); অকারণ (শুষ্ক ভক্তি,-কলহ); কৃত্রিম (শুষ্ক রোদন)। **শুষ্ক জ্ঞান**—হীন জ্ঞান। **শুষ্ক তর্ক**—অনর্থক তর্ক। **শুষ্কার্দ্র**—শুঁঠ।

শূক—(শো—তীক্ষ্ণ করা) শস্যাদির সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ; শুঁয়া পোকা। **শূককীট**—শুঁয়া পোকা। **শূকধান্য**—ধান, যব প্রভৃতি যাহাদের মাথায় শূক আছে।

শূকর, সূকর—(সং.) বরাহ; শূকরের মত হীন, গালি ('আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন'?)। স্ত্রী. শূকরী।

শূদ্র—(শুচ্+রক্) হিন্দু-সমাজের চতুর্থ বর্ণ, অনুন্নত শ্রেণীর লোক (ব্রাহ্মণ-শূদ্রের পার্থক্য)। স্ত্রী. শূদ্রা—শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী; শূদ্রী, শূদ্রাণী—শূদ্র-পত্নী। (গ্রাম্য, শূদ্দুর—যেমন-তেমন বামন শূদ্দুরের দুনো)। **শূদ্রধর্ম**—ব্রাহ্মণাদির সেবা। **শূদ্রপ্রিয়**—পলাণ্ডু। **শূদ্রাভার্য**—(বহুব্রী) যে শূদ্রাকে বিবাহ করিয়াছে, শূদ্রাবেদী।

শূদ্রক—রামায়ণোক্ত শূদ্র তপস্বী, যাহাকে রামচন্দ্র বধ করিয়াছিলেন।

শূন্য—[শু (অতিশয়)—উন+য] আকাশ (শূন্য-দেশ; কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে—কাশীরাম); (গণিতে) রিক্ততা সূচক চিহ্ন—০; রিক্ততা, কিছু নাই, এই ভাব (শূন্যবাদ); রিক্ত; বিহীন, খালি (তৃণশূন্য; জলশূন্য; বুদ্ধিশূন্য)। **শূন্যগর্ভ**—যাহার ভিতরে কিছু নাই, ফাঁপা। **শূন্যদৃষ্টি**—অর্থ বা উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি, vacant look। **শূন্যমনা,-হৃদয়**—অবধানহীন, মনো-যোগশূন্য। **শূন্যবাদী**—বৌদ্ধ, নাস্তিক।

শূপকার—(সং.) পাচক; শূদ্রের পাচক।

শূয়র, শূয়ার—শুয়ার দ্রঃ।

শূর—[শূর্ (সাহসী হওয়া)+অচ্] বীর, সাহসী; সূর্য; কৃষ্ণের পিতামহ; শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী (ক্ষমাশূর); সিংহ।

শূরম্মন্য—যে নিজেকে শূর মনে করে। **শূরসেন**—যদুবংশীয় রাজা-বিশেষ; মথুরা (**শৌরসেনী**—শূরসেন-অঞ্চলের ভাষা)।

শূর্প, সূর্প—(শৃ+প) কুলা। **শূর্পকর্ণ**—(বহুব্রী) হস্তী; গণেশ। **শূর্পণখা**—রাবণের ভগিনী।

শূল—(সং.) তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র বা গোঁজ-বিশেষ (শূলে চড়ানো—রাজাদেশে শূলবিদ্ধ করিয়া বধ করা); ত্রিশূল (শূলপানি—মহাদেব); শিক (শূল্য দ্রঃ); তীব্র বেদনাযুক্ত রোগ-বিশেষ।

শূলানো—দাঁত প্রভৃতিতে তীব্র বেদনা হওয়া। বি. শূলানি, শূলুনি।

শূলী—মহাদেব; শূলরোগী। স্ত্রী. শূলিনী—দুর্গা।

শূল্য—শূলে পক্ব (শূল্য মাংস—শিক-কাবাব)।

শৃগাল, সৃগাল—[সৃজ্ (চাতুরী করা)+আল্] শিয়াল, শিবা, জম্বুক, গোমায়ু, ধূর্ত, খল। **শৃগালকণ্টক**—শিয়ালকাঁটা। **শৃগাল-ধূর্ত**—শৃগালের মত ধূর্ত। **শৃগালিকা, শৃগালী**—স্ত্রী. শৃগাল, খেঁকশিয়ালী; ভয়ে পলায়ন।

শৃঙ্খল—(সং.) শিকল, নিগড়। স্ত্রী **শৃঙ্খলা**—বন্ধন; নিয়ম, রীতি (উচ্ছৃঙ্খল; শৃঙ্খলা-হীন); বন্ধনী, ব্র্যাকেট-চিহ্ন। **শৃঙ্খলিত**—শৃঙ্খলবদ্ধ।

শৃঙ্গ—[শৃ (হিংসা করা)+গক্] শিং, বিষাণ; শিখর (পর্বতশৃঙ্গ); পিচকারি; শিঙা (শৃঙ্গ-নাদী); শৃঙ্গাকৃতি, তীক্ষ্ণাগ্র, প্রাধান্য, উৎকর্ষ; কামোদ্রেক (শৃঙ্গার দ্রঃ); কৃত্রিম ফোয়ারা। **শৃঙ্গবাদ্য**—শিঙা। **শৃঙ্গবান্**—শৃঙ্গবিশিষ্ট; পর্বত।

শৃঙ্গবের—(সং.) আর্দ্রক; গুহক চণ্ডালের পুরী।

শৃঙ্গাট,-ক, শৃঙ্গাটিকা—চৌরাস্তা; পানিফল। (**শৃঙ্গাটক**—আলু বা মাংসের পুর-দেওয়া শিঙাড়া)।

শৃঙ্গার—[শৃঙ্গ (মন্মথ)—ঋ+অ—মন্মথের আগ-মন যাহাতে] আদিরস (ইহা দ্বিবিধ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ); সুরত; হস্তী, রাজা, দেবতা প্রভৃতির মস্তকে সিন্দুরাদিকৃত সজ্জা (কথ্য ভাষায়—শিঙরা); সিন্দুর; আর্দ্রক। **শৃঙ্গার ভূষণ**—সিন্দুর। **শৃঙ্গারী**—শোভন বেশধারী; কামুক; সিন্দুরাদি দ্বারা শোভিত; উত্তম বেশ; সুপারী গাছ; মাণিক্য; তাম্বুল (স্ত্রী. শৃঙ্গারিণী)।

শৃঙ্গি,-ঙ্গী—শিঙ্গী মাছ ; বিষ-বিশেষ।

শৃঙ্গিণ—(শৃঙ্গ + ইনচ্) ভেড়া।

শৃঙ্গিণী—গাভী, মল্লিকা-বৃক্ষ। **শৃঙ্গী**—শৃঙ্গ-বিশিষ্ট, শৃঙ্গযুক্ত (মহিষ বৃষভ প্রভৃতি) ; পর্বত।

শেওড়া—(সং. শাখোটক) সুপরিচিত জংলা গাছ, ভূতের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। **শেওড়া গাছের পেত্নী**—অতিশয় কুরূপা নারী (ব্যঙ্গে)।

শেওলা—শৈবাল। **শেওলা পড়া**—যেখানে শেওলা জমিয়াছে, পুরাতন ও অব্যবহৃত বা অনাদৃত।

শেঁউতী—শ্বেত পুষ্প-বিশেষ।

শেঁকো,-খো—(সং শঙ্খবিষ) বিষ-বিশেষ, white arsenic।

শেকহ্যাণ্ড—হ্যাণ্ডশেক দ্রঃ।

শেখ—(আ. শয়্খ্') সম্মানিত বৃদ্ধ, প্রধান, মোড়ল, ধর্মগুরু (শেখসাদী) ; মুসলমান ; (মুসলমান-সমাজের সাধারণতঃ চারিটি বিভাগ ভাবা হইত—সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠান ; বর্তমানে এরূপ বিভাগের উপর জোর দেওয়া হয় না)। (বাংলায় সেখ সুপ্রচলিত, সেক-এরও ব্যবহার আছে)। **শেখ-সাহেব, শেখজী**—সম্মান-সূচক সম্বোধন।

শেখর—[শিখ্ (গমন করা) + অরন্] কিরীটস্থ পুষ্প ; শিখাস্থিত মালা ; চূড়া ; শিরোভূষণ (মৃগাঙ্ক-শেখর) ; শিখর ; শ্রেষ্ঠ (কবিশেখর)।

শেখা—শিক্ষা করা, অভ্যাস করা, অনুকরণ করা (লেখাপড়া শেখা, ছবি আঁকতে শেখা ; কথা বলতে শেখা ; চালচলন শেখা) ; অভিজ্ঞতা হওয়া (দেখে শেখা, আর ঠেকে শেখা)। **শেখানো**—শিক্ষা দেওয়া, কৌশল বাতলানো (সাঁতার শেখানো ; তুমি কি আমাকে ভদ্রতা শেখাবে ?) ; জব্দ করা, শাসন করা, শাস্তি দেওয়া (হাতে পেলে শিখিয়ে দিতাম ফাজলেমির মজা)।

শেজ—(সং শয্যা) শয্যা ('ফুলশেজ রচনা')। **শেজ তোলা**—শয্যা গুটাইয়া রাখা ; বাসর-শয্যা তোলা (**শেজতুলুনী**—যে বাসর-শয্যা তোলে ; **শেজ-তোলানি**—বাসর-শয্যা তুলিবার জন্ম অর্থ-উপহার)। **শেজে মোতা**—বিছানায় প্রস্রাব করা (অল্পবয়স্ক ছেলেপিলে-দের রোগ-বিশেষ)। [বিশেষ।

শেজ—(ইং. shade) কাচের আবরণযুক্ত দীপ-

শেঠ,-ট—(সং. শ্রেষ্ঠী) বণিক, সওদাগর, ধনী ব্যবসায়ী (জগৎশেঠ ; ফিরে যায় রাজা ফিরে যায় শেঠ) উপাধি-বিশেষ।

শেফালি,-লিকা,-লী—(শী—শয়ন করা—ভ্রমর যাহাতে শয়ন করিয়া মধু পান করে) শিউলি ফুল ও গাছ।

শেয়ার—(ইং. share) ব্যবসায়ের অংশ (শেয়ার-মার্কেট—যেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ের অংশ বিক্রয় হয়)।

শের—(ফা. শের) ব্যাঘ্র (শের-নর আব্বাস—নজরুল)। **শেরে বাবর**—সিংহ। **শেরে বাঙ্গালা**—বাংলার ব্যাঘ্র।

শেরওয়ানী—হাঁটু পর্যন্ত লম্বা চোগার চেয়ে আঁটা জামা-বিশেষ, বর্তমানে ভারতবর্ষে দরবারী পোষাক।

শেরা—(সং. শির ; শীর্ষ) প্রধান, শ্রেষ্ঠ, অগ্রগণ্য (বাড়ীর শেরা মেয়ে ; শেরা জমি ; বাংলা ভাষা সকল ভাষার শেরা—সত্যেন দত্ত)।

শেরিফ—(ইং. Sheriff) পৌর-শাসনের ভার-প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ নাগরিক-বিশেষ (কলিকাতার শেরিফ)।

শেরিফ—(আ. শরীফ) মক্কার শাসনকর্তা।

শেরেক—(আ. শির্ক্) বহুদেববাদিতা, বিশ্ব-বিধাতাকে এক না জানিয়া বহু জানা, পৌত্ত-লিকতা, polytheism paganism। **শেরেক-বেদাত**—বহুদেবতার পূজা ও ধর্মে নবমত ও আচার অবলম্বন (ইসলামে নিন্দিত)। (বেদাত দ্রঃ)।

শেল—(সং শূল, শল্য) বৃহৎ শল্য, যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ ; অতিশয় পীড়াদায়ক আঘাত (বুকে শেল বেঁধা—শোক, দুঃখ, অপমান ইত্যাদি-হেতু অতিশয় মর্ম-পীড়া ভোগ করা)। **শক্তিশেল**—শক্তি দ্রঃ।

শেল—(ইং. shell) কামানের গোলা-বিশেষ (শেল্-ফাটরী)।

শেষ—[শিষ্ (বধ করা) + ঘঞ্] সর্পরাজ, অনন্ত নাগ, অন্ত অবধি ('মধুর তোমার শেষ না পাই'), অবসান, সমাপ্তি, পরিণাম (দিনের শেষে, সব ভাল যার শেষ ভাল) অবশিষ্ট, চরম, অন্তিম (ঋণের শেষ ; শেষ অনুরোধ ; শেষকৃত্য ; শেষ নিশ্বাস, 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর')। **শেষ করা**—সমাপ্ত করা ; চূড়ান্ত করা ; বিনাশ করা। **শেষ হওয়া**—নিঃশেষিত হওয়া ; নিঃসম্বল অথবা নিঃশক্তি হওয়া। **শেষাবস্থা**—বৃদ্ধকাল। **শেষাশেষি**—শেষের দিকে।

শৈত্য—(শীত+ষ্ণ্য) শীতলত্ব ঠাণ্ডাভাব, উষ্ণতার অভাব।

শৈথিল্য—(শিথিল+ষ্ণ্য) শিথিলতা, অদৃঢ় সংযোগ, উদ্যমহীনতা, গাফিলি, ঢিলেমি, অনবধানতা। [(শৈব-পুরাণ)।

শৈব—(শিব+ষ্ণ) শিবের উপাসক; শিব-সম্বন্ধীয়

শৈবল, শৈবাল—শেওলা। **শৈবলিত**—শৈবালপূর্ণ। **শৈবলিনী**—নদী।

শৈব্যা—হরিশ্চন্দ্রের পত্নী।

শৈল—(শিলা+ষ্ণ) পাষাণময়, পার্বতীয়; পর্বত; শিলাজতু। **শৈলজ**—পর্বতজাত; শিলাজতু। **শৈলজা**—পার্বতী। **শৈলপ্রস্থ**—পর্বতের সানুদেশ। **শৈলরন্ধ্র**—গিরিগুহা। **শৈলরাজ**—হিমালয়।

শৈলী—(শিল+ষ্ণ) কৌশল, সংক্ষিপ্ত প্রণালী, আচরণ, ধারা; রচনা-রীতি, style (রচনা-শৈলী)।

শৈলূষ, শৈলুষিক—(সং.) নট, নৃত্য-ব্যবসায়ী। **শৈলেন্দ্র**—পর্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়। **শৈলেয়**—পর্বতজাত, শিলাজতু, সৈন্ধব লবণ: সিংহ; ভ্রমর; শৈল-সম্বন্ধীয়। **শৈলেয়ী**—পার্বতী। **শৈলেশ**—হিমালয়। **শৈল্য**—শিলা-সম্বন্ধীয়।

শৈশব—শিশু+ষ্ণ) শিশুকাল, বাল্যাবস্থা (শৈশবকাল; শৈশব-স্মৃতি); সূচনা, প্রথম অবস্থা (সভ্যতার শৈশব)।

শোওয়া—শয়ন করা, দেহ এলাইয়া দেওয়া; শায়িত। **শুয়ে পড়া**—শায়িত হওয়া, ধরাশায়ী হওয়া; নিরুদ্যম হওয়া। **শোয়া-বসা**—শয়ন ও উপবেশন। **শোওয়ানো**—শোয়ান দ্রঃ।

শোঁ—তীর প্রভৃতির দ্রুত বায়ুভেদ করিয়া যাওয়ার শব্দ। **শোঁ পোকা**—শুঁয়া পোকা, caterpiller

শোঁকা,-খা—ঘ্রাণ লওয়া (ফুল শোঁকা)। **শুঁকে বেড়ানো**—দোষ-ত্রুটির সন্ধানে ফেরা (গ্রাম্য)। **শুঁকে শুঁকে খাওয়া**—খাদ্য-বিষয়ে খুঁত-খুঁত ভাব প্রকাশ করা ও খুব অল্প খাওয়া (গ্রাম্য)। **শোঁকানো**—আঘ্রাণ করানো।

শোঁটা, সোটা, সোঁটা—(সং. শুণ্ড) লাঠি (আশাসোঁটা)।

শোক—(শুচ্+ঘঞ্) প্রিয়জনের মৃত্যু-জনিত অথবা অতিশয় ক্ষতি-হেতু দুঃখ (শোকের ঝড় বহিল চৌদিকে—মধু; টাকার শোক; গহনার শোক;)। **শোককর**—শোকাবহ, শোকজনক। **শোকগাথা,-সঙ্গীত**—শোকসূচক কবিতা, যাহা আবৃত্তি করা অথবা গান করা হয়। **শোকজীর্ণ**—শোকবিকল। **শোকসন্তপ্ত**—শোকপীড়িত। **শোক-সাগর**—শোকরূপ সাগর, শোকজনিত অতিশয় ব্যাকুল ভাব। **শোকানল**—শোকরূপ দাহকর অগ্নি। **শোকাপহ**—(শোক—অপ্—হন্+ড) যাহা শোক নাশ করে। **শোকাবেগ**—শোক-প্লাবন। **শোকোচ্ছ্বাস**—শোকহেতু উচ্ছ্বসিত বিলাপাদি। **শোকোদ্দীপ্ত**—শোকের দ্বারা বিবর্ধিত।

শোকর, শুকুর—(আ. শুকর্) ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা (আল্লার দরগায় হাজার শোকর যে, তুমি সহিসালামতে দেশে পৌঁছেচ)। **শোকর করা**—কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, ভাগ্যের আনুকূল্য বলিয়া মানিয়া লওয়া। **সৎকুর (শোকর)-গুজারি**—কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। **শোকরানা(র) নামাজ**—অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক নামাজ।

শোখ্তা—(ফা. সোখ্তা) বালি প্রভৃতির পুঁটলি যাহা কালি শোষণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়, চোষ-কাগজ, blotter।

শোচন, শোচনা—শোক, অনুতাপ (গতস্য শোচনা নাস্তি)। **শোচনীয়, শোচ্য**—শোক বা দুঃখ প্রকাশ করিবার যোগ্য, অনুকম্পা্য।

শোণ—(সং. রক্তবর্ণ: শোণ নদ; অগ্নি; মঙ্গল গ্রহ; কাজলা আখ, সিন্দুর; রক্ত। **শোণপত্র**—রক্তপুনর্ণবা। **শোণরত্ন**—পদ্মরাগ মণি।

শোণিত—(শোণ+ইতচ্) লোহিত; রক্ত; কুঙ্কুম্। **শোণিত মোক্ষণ**—রক্তস্রাব, অস্ত্রোপচারের ফলে রক্তস্রাব। **শোণিত-শোধক**—যাহা রক্ত শোধন করে। **শোণিত-সম্পর্ক**—রক্ত-সম্পর্ক। **শোণিতোৎপল**—রক্তপদ্ম। **শোণিতোপল**—পদ্মরাগ মণি।

শোণিমা—রক্তিমা, রক্তত্ব (অধর-শোণিমা; ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা—(রবি)। [শোদ।

শোথ, শোথক—স্ফীতি রোগ, dropsy;

শোধ—ঋণাদি পরিশোধ (বাপের ঋণ শোধ দেওয়া); অপরাধ-হেতু প্রতিফল, প্রতিশোধ (যা করে রেখেছ, তা তো শোধ যাওয়া চা

শরীরের উপর অত্যাচার করলে শরীর তার শোধ নেয়)। **শোধবোধ**—ঋণদোষঘাট ইত্যাদি চুকিয়া যাওয়া, মিটমাট। **জন্মের শোধ**—জন্মের মত শেষবার।

শোধক—(শুধ্+ণক) যাহা শোধন করে, পাবন; (গণিতে) কোন রাশি হইতে যে রাশি বিয়োগ করা হয়, subtrahend। **শোধন**—নির্দোষ-করণ, শুদ্ধি-সম্পাদন (জল শোধন; চরিত্র শোধন; মুখ শোধন—আহারের পর তাম্বুলাদি চর্বণ); ঋণ পরিশোধ; প্রায়শ্চিত্ত; সংশোধন; ক্ষতাদি পরিষ্কার করা (ব্রণ শোধন); (গণিতে) বিয়োগ করা; বিরেচন; বিষ্ঠা। **শোধনী**—সম্মার্জ্জনী। **শোধনীয়**—শোধন-যোগ্য; যাহা জলাদির দ্বারা শোধন করা যায়। **শোধিত**—মার্জিত; পরিষ্কৃত; পরিশোধিত; অপনীত; সংস্কৃত; মন্ত্রপূত। **শোধ্য**—শোধনীয়; অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহার নির্দোষতা প্রমাণ-সাপেক্ষ; (গণিতে) যে রাশি বিয়োগ করিতে হইবে, subtrahend।

শোভন—(শুভ্+অন) দীপ্ত, সুন্দর, মনোজ্ঞ, সুসঙ্গত, উত্তম (সর্বাঙ্গ-শোভন; আচরণ শোভন হয় নাই; যেখানে দর্দুরেরা বক্তা, সেখানে মৌনই শোভন); (শোভি+অন) শোভাকরক (বন-শোভন) স্ত্রী. **শোভনা**—সুন্দরী; গোরোচনা; হরিদ্রা।

শোভা—(শুভ্+অ+আ) কান্তি, দীপ্তি, সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব, বাহার (শোভা বর্ধন করা; শোভা শতগুণ বাড়িয়েছে)। **শোভা পাওয়া**—শোভা করা; মানানসই হওয়া (এখন অস্বীকার করা তোমার পক্ষে শোভা পায় না)। **শোভাযাত্রা**—মিছিল, procession। **শোভানুভাবকতা**—সৌন্দর্য-বোধ।

শোভিত—(শোভি+ক্ত) ভূষিত, অলঙ্কৃত, সজ্জিত। **শোভী**—শোভাবর্ধক, শোভন (বার্ধক্য-শোভী শুভ্র কেশ; বনশোভিনী লতা)।

শোয়া—শয়ন করা; নিদ্রা যাওয়া; শায়িত (শোয়া অবস্থা)। **শোয়ানো**—শায়িত করা; শায়িত।

শোর—(ফা. শোর) কোলাহল, চীৎকার, চেঁচামেচি (শোরগোল); **শোর-শরাবত**—চেঁচামেচি; (শোর ওঠে জোর—নজরুল)।

শোরা—সোরা দ্রঃ।

শোল—(সং. শকুল) শোল মাছ। **শোল পোনা**—শোল মাছের বাচ্চা। **শোল পোড়া হওয়া**—কাষ্ঠাদি অর্ধদগ্ধ হওয়া।

শোলোক—শ্লোক, কবিতা, ছড়া, কাহিনী ('মাগো আমার শোলোক-বলা কাজলা দিদি কই?'; শোলোক-শাস্তর)।

শোষ—(শুষ্+ঘঞ্) শুষ্কতা, নীরসতা (মোখ শোষ); পিপাসা (ভুখ শোষ—প্রাচীন বাংলা); যক্ষ্মারোগ। **শোষক**—যে শোষণ করে; অন্যায়-ভাবে বিত্ত আত্মসাৎকারী (প্রজা-শোষক রাজা; শোষক-শ্রেণী)। **শোষণ**—শুষ্ক করা, চুষিয়া লওয়া (অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণ); শোষক (হৃদয়রক্তশোষণ চিন্তাজ্বর); দেশের বিত্ত অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করা (সাম্রাজ্যবাদের শোষণনীতি); মদনের বাণ-বিশেষ। বিণ. শোষিত। **শোষী**—শোষণকারী, শোষয়িতা।

শোষা—রসাদি টানিয়া লওয়া, শুষ্ক করা, চোষা।

শোষানি, শোষাণি—(শোঁ শোঁ হইতে?) মুখ দিয়া জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস চলার শব্দ (মুখে ঝাল লাগিলে এরূপ করা হয়); নদী, সমুদ্র প্রভৃতির উচ্চ শোঁ শোঁ শব্দ (বর্ষার পদ্মার শোষাণি); সাপের গর্জন (সাপের শোষাণি)। (প্রাদেশিক)।

শোহরত—(আ. শুহ্‌রত্) ঘোষণা, সাধারণ্যে বিজ্ঞপ্তি; প্রসিদ্ধিলাভ। **ঢোল-শোহরত**—ঢোল পিটাইয়া ঘোষণা। **শোহরত দেওয়া**—ঘোষণা করা। **শোহরত হওয়া**—চারিদিকে জানাজানি হওয়া।

শৌখীন—সৌখীন দ্রঃ।

শৌচ—(শুচি+ষ্ণ) শুচিতা, নির্মলতা, পবিত্রতা, (অর্ধশৌচ); শুদ্ধি, মলত্যাগের পর জলদ্বারা শুদ্ধি সম্পাদন (জলশৌচ, শৌচ করা); মল-ত্যাগ (শৌচকূপ—পাইখানা); অশৌচের পরে শুদ্ধি। **আন্তর শৌচ**—রাগদ্বেষাদি চিত্তের মল অপসারণ ও অন্তরে সদ্ভাব পোষণ। **বাহ্য শৌচ**—জল, মৃত্তিকা প্রভৃতির দ্বারা দেহের শুদ্ধি সম্পাদন।

শৌণ্ড—[শুণ্ডা (মদ্য)+ক] মাতাল, অত্যাসক্ত, নিপুণ, বিখ্যাত (অক্ষশৌণ্ড; রণশৌণ্ড; দানশৌণ্ড)।

শৌণ্ডিক—শুঁড়ি (শৌণ্ডিকালয়—মদের দোকান)।

শৌরসেন—শূরসেন দেশ-সম্বন্ধীয়। **শৌর-**

সেনী—শূরসেন দেশের ভাষা, প্রাকৃত-বিশেষ (শূরসেন দ্রঃ। কথা কইত শৌরসেনী—রবি)।
শৌরি—শূর বংশের অপত্য, কৃষ্ণ; শনিগ্রহ।
শৌর্য—(শূর+ষ্য) বীরত্ব; সাহস।
শ্মশান—[শ্মন্ (শব)+শান (শয়ন)—শবের শয়নস্থান অথবা দাহস্থান] শবদাহ-স্থান; চিতা; মশান, বধ্যভূমি। **শ্মশানকালিকা,-কালী** শ্মশানের কালিকা-বিশেষ। **শ্মশানকুসুম**—শ্মশানে যে ফুল ফোটে (শ্মশানকুসুম বর্জনীয়)। **শ্মশান জাগানো**—অমাবস্যায় শ্মশানে শব-সাধনা। **শ্মশানপাল**—শ্মশানের অধ্যক্ষ, চণ্ডাল। **শ্মশানবাসী**—শিব (শ্মশান-বাসিনী—কালী)। **শ্মশানবন্ধু**—যাহারা শবের সঙ্গে শ্মশানে যায় ও শবদাহে সাহায্য করে। **শ্মশান-বৈরাগ্য**—শ্মশানে জীবনের নশ্বরতা প্রত্যক্ষ করার ফলে যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, ক্ষণ-স্থায়ী বৈরাগ্য।
শ্মশ্রু—(সং.) মুখের দীর্ঘ রোম, গোঁফ-দাড়ি। **শ্মশ্রুধর**—গোঁফ-দাড়ি-বিশিষ্ট। **শ্মশ্রুবর্ধক**—যে গোঁফ-দাড়ি ছেদন করে, নাপিত। **শ্মশ্রুমুখী**—গোঁফ-দাড়িযুক্তা নারী। **শ্মশ্রুল**—যাহার গোঁফ-দাড়ি আছে।
শ্যাম—[শৈ (গমন করা)+মক] কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ (ঘনশ্যাম); হরিদ্বর্ণ (দূর্বাদলশ্যাম; শ্যামা বঙ্গভূমি); মেঘ, কোকিল, প্রয়াগস্থ বটবৃক্ষ-বিশেষ; সামুদ্র লবণ; শ্রীকৃষ্ণ। **শ্যামকণ্ঠ**—কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ কণ্ঠ যাহার, ময়ূর, শিব। **শ্যামচাঁদ**—শ্রীকৃষ্ণ। **শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি**—শ্যামের প্রতি প্রেমকেই প্রাধান্য দান করিব, না কুলের শাসন শিরোধার্য করিব, উভয়-সঙ্কট সম্পর্কে উক্তি। **শ্যামরায়,-সুন্দর**—শ্রীকৃষ্ণ।
শ্যামল—কৃষ্ণবর্ণ, হরিদ্বর্ণ (দূর্বা-শ্যামল আঁচল বক্ষে টানি—রবি)। স্ত্রী. শ্যামলা—পার্বতী, অশ্বগন্ধা, কস্তুরী। **শ্যামলিকা**—নীলী, নীলগাছ। **শ্যামলিমা**—কৃষ্ণবর্ণত্ব বা হরিদ্বর্ণত্ব। **শ্যামলতা**—কৃষ্ণত্ব।
শ্যামলী—কৃষ্ণ-লোহিতবর্ণ গাভী (শ্যামলী ধবলী)।
শ্যামা—কালিকা (শ্যামা পূজা); কৃষ্ণবর্ণা গাভী; যুবতী, যাহার সন্তান হয় নাই; শীতে যাহার সর্বাঙ্গ সুখোষ্ণ ও গ্রীষ্মে যে সুশীতলা, এরূপ তপ্তকাঞ্চনবর্ণা নারী; কোকিলা; নীলগাছ; কস্তুরী; হরিদ্রা; হরিদ্বর্ণা, শস্যশ্যামলা (শ্যামা জন্মদে—মধু)। **শ্যামাঙ্গ**—শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণকায় (স্ত্রী. শ্যামাঙ্গিনী)। **শ্যামায়মান**—যাহা শ্যামলতা লাভ করিতেছে।
শ্যাল, শ্যালক—(সং.) পত্নীর ভ্রাতা, শালা; গালি। **শ্যালজায়া**—শ্যালাজ, শ্যালকের স্ত্রী। **শ্যালকী,-লিকা,-লি**—পত্নীর ভগিনী, শালী (**শ্যালীপতি**—ভায়রা-ভাই); গালি **শ্যালা**—শালা (স্ত্রী. শ্যালাজ)।
শ্যেন—(সং.) শ্বেতবর্ণ, পাণ্ডুরবর্ণ; বাজপাখী; যজ্ঞ-বিশেষ। স্ত্রী. শ্যেনী—স্ত্রীজাতি শ্যেন। **শ্যেনদৃষ্টি**—শ্যেনের মত তীক্ষ্ণদৃষ্টি অথবা ক্রূরদৃষ্টি।
শ্রদ্দধান—[শ্রৎ (ভক্তি)—ধা+শানচ্] শ্রদ্ধা-যুক্ত, ভক্তিমান্।
শ্রদ্ধা—[শ্রৎ—ধা+অঙ্+আ] বিশ্বাস, আস্থা (শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা; জাতির শ্রদ্ধাভাজন; তাঁর কথায় ও কাজে আমার শ্রদ্ধা আছে; সম্মান, সমাদর (ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র); রুচি, স্পৃহা, আগ্রহ (অশ্রদ্ধার সঙ্গে খেতে নেই)। **শ্রদ্ধা-বান্**—আস্থাশীল, ভক্তিমান্। **শ্রদ্ধালু**—শ্রদ্ধাবান্; দোহদবতী। **শ্রদ্ধাস্পদ**—শ্রদ্ধাভাজন। **শ্রদ্ধাস্পদেষু**—শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে লিখিত পত্রের আরম্ভে পাঠ। **শ্রদ্ধেয়**—সম্মানার্হ, যাহার উপর আস্থা স্থাপন করা যায়, সমাদরযোগ্য (শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি; শ্রদ্ধেয় মত)।
শ্রব, শ্রবঃ—(সং.) শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। **শ্রবণ**—শোনা, কর্ণ (**শ্রবণপথ,-বিবর**—কর্ণ-কুহর; **শ্রবণবেধ**—কান ফোড়ানো; **শ্রবণ সুখকর**—যাহা শুনিতে মধুর)। **শ্রবণা**—নক্ষত্র-বিশেষ (শ্রাবণ দ্রঃ)। **শ্রবণাতীত**—যাহা শোনা যায় না, অতিশয় মৃদু। **শ্রবণীয়**—শ্রবণযোগ্য। **শ্রবণেন্দ্রিয়**—কর্ণ। **শ্রবিষ্ঠা**—ধনিষ্ঠা নক্ষত্র (**শ্রবিষ্ঠাজ**—শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রে যাহার জন্ম, জ্যোতিষশাস্ত্রমতে এরূপ জাতক ধনী হয়)। **শ্রব্য**—যাহা শুনিবার যোগ্য (শ্রব্য কাব্য—যে কাব্যের আবৃত্তি শ্রবণ-সুখকর; বিপ. দৃশ্য কাব্য—নাটক)।
শ্রম—[শ্রম্ (পরিশ্রম করা, ক্লান্ত হওয়া)+অল্] পরিশ্রম, দৈহিক খাটুনি (শ্রমজীবী); অভ্যাস, পাঠাভ্যাস (শ্রম না করিলে বিদ্যালাভ হয় না)। **শ্রম-কাতর**—পরিশ্রমে বা প্রয়াসে যে কষ্ট বোধ করে, অলস। **শ্রমজল,-বারি**—

ধর্ম। **শ্রমবিভাগ**—division of labour, একটি কর্ম সম্পাদনে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ভাবে পরিশ্রম করা। **শ্রমলব্ধ**—পরিশ্রমের দ্বারা যাহা লাভ হইয়াছে। **শ্রমশিল্প**—শ্রমিকদের সাহায্যে যে শিল্পকর্ম সমাধা হয়, industry (বিপ. চারুশিল্প)। **শ্রমসাধ্য**—পরিশ্রম-সাধ্য, কষ্টসাধ্য। **অনুৎপাদক শ্রম**—unproductive labour, যে শ্রমের দ্বারা জাতীয় সমৃদ্ধি লাভ হয় না (বিপ. উৎপাদক শ্রম—productive labour)।

শ্রমণ—(শ্রম্+অন্) তপস্বী, সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ ভিক্ষু। স্ত্রী. শ্রমণা।

শ্রমাপনয়ন,-নোদন—শ্রমজনিত ক্লেশ দূর করা, বিশ্রাম লাভ। **শ্রমিক**—শ্রমজীবী। **শ্রমী**—পরিশ্রমী, শ্রমজীবী। **শ্রমোপ-জীবী**—শ্রমজীবী।

শ্রাদ্ধ—(শ্রদ্ধা+ষ্ণ—মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্নাদি দান। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পিতৃকৃত্য (নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ইত্যাদি দ্বাদশবিধ শ্রাদ্ধ); অপরিমিত ব্যয়, অপব্যয় (টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে)। (শ্রাদ্ধকর্তা, শ্রাদ্ধকর্ম, শ্রাদ্ধকাল, শ্রাদ্ধদিন, শ্রাদ্ধ-ভোজন)। **শ্রাদ্ধ করা**—যথাবিধি পিতৃকর্ম সম্পাদন; প্রভূত অনাবশ্যক ব্যয় করা, অকাজ করা, নষ্ট করা, উড়ানো (বড় লোকের ছেলে, কেবল দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ করতে জানে); পরচর্চা করা, মুণ্ডপাত করা (রোজ প্রতিবেশীদের শ্রাদ্ধ না করে সে জল খায় না)। **শ্রাদ্ধ গড়ানো**—বিসদৃশ ব্যাপার ঘটা, পরিণতি ঘটা (শ্রাদ্ধ যে এতদূর গড়াবে, তা কে জানত? এখনও জানা যায়নি শ্রাদ্ধ কতদূর গড়িয়েছে)। **শ্রাদ্ধদেব**—যম, পিতৃলোক, বৈবস্বত মনু। **শ্রাদ্ধশান্তি**—যথাবিহিত শ্রাদ্ধ, যাহার ফলে মৃতের আত্মার সদগতি হয়। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—ভূত দ্রঃ। **শ্রাদ্ধের চাল চড়ানো**—সমূহ ক্ষতি বা সর্বনাশ কামনা করা। **কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামন মরে**—বৃহৎ অথচ অসার্থক ব্যাপার সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি। **শ্রাদ্ধিক**—(শ্রাদ্ধ+ষ্ণিক) শ্রাদ্ধ-বিষয়ক; শ্রাদ্ধভোজী। **শ্রাদ্ধী**—যে শ্রাদ্ধ করে। **শ্রাদ্ধীয়**—শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধীয়।

শ্রান্ত—(শ্রম্+ক্ত) ক্লান্ত, পরিশ্রম-হেতু অবসাদ-গ্রস্ত ('আজকে আমি শ্রান্ত বড়, ঘুমাতে চাই, ঘুমাতে চাই')। বি. শ্রান্তি—শ্রম-হেতু ক্লেশ, খেদ (শ্রান্তি অপনোদন)। **শ্রান্তিহর**—যে বা যাহা শ্রান্তি দূর করে। **শ্রান্তিহীন**—পরিশ্রমে যে শ্রান্ত হয় না, অক্লান্ত।

শ্রাবক—(শ্রু+ণক) এই নামীয় বুদ্ধশিষ্য; শ্রোতা।

শ্রাবণ—শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্ত মাস, বাংলা সনের চতুর্থ মাস। **শ্রাবণী**—শ্রাবণ-পূর্ণিমা।

শ্রাবণ—(শ্রবণ+ষ্ণ) শ্রবণেন্দ্রিয় জন্য বা গ্রাহ্য (শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ; শ্রাবণ জ্ঞান)।

শ্রাবস্তী—রামায়ণ-বর্ণিত প্রাচীন নগর-বিশেষ; বৌদ্ধ-সাহিত্যে উল্লিখিত নগরী-বিশেষ, ইহাতে সুবিখ্যাত জেতবন বিহার ছিল।

শ্রাব্য—(শ্রু+ঘ্যণ্) শ্রবণযোগ্য; শুনাইবার যোগ্য (শ্রাব্য কাব্য)।

শ্রী—(শ্রি+ক্বিপ্—যিনি হরিকে আশ্রয় করেন, যাহাকে সকলে সেবা করে) লক্ষ্মী; সরস্বতী (শ্রীকণ্ঠ), সৌন্দর্য, লাবণ্য, শোভা, বেশবিন্যাস (শ্রীছাদ), সম্পদ্, সম্পত্তি, ত্রিবর্গ, ধর্ম, অর্থ, কাম; ধারা, ধরণ (কথার শ্রী—কথ্যভাষায় 'ছিরি'); দেবতা, গুরু, সিদ্ধ, পূজনীয়, গ্রন্থ, তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতির নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয় (শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীমা, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীভাগবত, শ্রীবৃন্দাবন); জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয় (পিতা শ্রী অমুক); পূজনীয়, আদরণীয় (শ্রীচরণ, শ্রীমুখ, শ্রীঅঙ্গ—ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়)। **শ্রীকণ্ঠ**—যাহার কণ্ঠে কাল-কূটের শ্রী, শিব; যাহার কণ্ঠে সরস্বতী, কবি ভবভূতি। **শ্রীকর**—যিনি সৌভাগ্য বিধান করেন, বিষ্ণু; শোভাকারক; রক্তোৎপল। **শ্রীকরণ**—লেখনী, কলম। **শ্রীকান্ত,-নাথ, -পতি**—বিষ্ণু। **শ্রীকৃষ্ণ**—মহাভারত-বর্ণিত স্বনামধন্য পুরুষ, সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানে বহু হিন্দু কর্তৃক পূজিত। **শ্রীক্ষেত্র**—পুরীধাম। **শ্রীখণ্ড**—চন্দন-কাষ্ঠ। **শ্রীখণ্ডী**—তাঁতবস্ত্র-বিশেষ, গর্ভিণীর পঞ্চামৃত ভক্ষণকালে ব্যবহৃত হয়; বিবাহে বরণের পিঁড়ি-বিশেষ। **শ্রীগর্ভ**—(সৌভাগ্যের উৎপত্তি-ক্ষেত্র) বিষ্ণু; খড়্গ। **শ্রীগ্রহ**—পক্ষীর পানীয়শালা। **শ্রীঘন**—(যোগ-বিভূতিপূর্ণ) বুদ্ধদেব। (বিদ্রূপে) কারাগার।

শ্রীচরণকমলেষু—ভক্তিভাজন ব্যক্তিকে লিখিত পত্রের পাঠ। **শ্রীছাঁদ**—সৌন্দর্যযুক্ত ধরণধারণ, বাগিরের সৌষ্ঠব। **শ্রীতাল**—তাল-গাছ-বিশেষ, ইহার পত্রে পুঁথি লেখা হইত। **শ্রীদাম**—ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সখা-বিশেষ। **শ্রীধর**—বিষ্ণু; স্বনামধন্য টীকাকার শ্রীধরস্বামী; শালগ্রাম শিলা-বিশেষ। **শ্রীনিবাস**—বিষ্ণু। **শ্রীপঞ্চমী**—সরস্বতী-পূজার তিথি। **শ্রীপথ**—রাজপথ। **শ্রীপাট**—বৈষ্ণব সাধুর পবিত্র অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। **শ্রীপাদ**—বৈষ্ণব সাধুর নামের পূর্বে শ্রদ্ধাব্যঞ্জক উপাধি। **শ্রীপাদপদ্ম**—বিষ্ণুর বা লক্ষ্মীর চরণ। **শ্রীপুষ্প**—লবঙ্গ। **শ্রীফল**—(যাহার ফলে শ্রী—বহুব্রী) বেলফল ও বেলগাছ। **শ্রীবৎস**—(লক্ষ্মীর বৎস, প্রিয়) বিষ্ণু; বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থ দক্ষিণাবর্ত রোমাবলী, বিষ্ণুবক্ষঃস্থ ভৃগুপদ-প্রহার-চিহ্ন, কৌস্তুভমণি (শ্রীবৎসলাঞ্ছন—বিষ্ণু); পৌরাণিক রাজা বিশেষ, ইঁহার পত্নীর নাম চিন্তা। **শ্রীবাস**—বিষ্ণু, শিব; পদ্ম সরল বৃক্ষের নির্যাস। **শ্রীবিষ্ণু**—বিষ্ণুমন্ত্র; ত্রুটি, পাপ ইত্যাদি ক্ষালনার্থ উচ্চারিত হয় (যেমন, ও হরি, রাম বল, লাহওল্ পড়)। **শ্রীবৃক্ষ**—শ্রীপ্রিয় বৃক্ষ অথবা মঙ্গলদায়ক বৃক্ষ, অশ্বত্থ, বেলগাছ। **শ্রীবৃদ্ধি**—উন্নতি; বাড়। **শ্রীমৎ**—পূজনীয়, সাধু-সন্ন্যাসীর নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। **শ্রীমতী**—কুমারী ও সধবার নামের পূর্বে ব্যবহার্য; রাধিকা। (বিধবার নামের পূর্বে শ্রীমত্যা লেখা হইত)। **শ্রীমন্ত**—ভাগ্যবন্ত, ঐশ্বর্যশালী; কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে বর্ণিত ধনপতি সওদাগরের পুত্র। **শ্রীমান্**—সৌন্দর্য, শোভা, কান্তি অথবা সম্পদ্‌ভূষিত; বাংলায় পুত্রাদির নামের পূর্বে ব্যবহৃত (শ্রীমান ও শ্রীমতীরা ভাল আছে)। **শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত**—লক্ষ্মীমন্ত, সম্পদ্‌শালী, শ্রদ্ধেয় অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তির নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। **শ্রীরাগ**—রাগ-বিশেষ। **শ্রীরাম**—রামায়ণ-বর্ণিত অবতাররূপে পূজিত রামচন্দ্র। **শ্রীল**—সৌভাগ্যবান্, শোভান্বিত (শ্রীল শ্রীযুক্ত—প্রতাপান্বিত ব্যক্তির নামের পূর্বে লেখা হয়)। **শ্রীশ**—বিষ্ণু। **শ্রীশ্রী**—দেবতা, সিদ্ধ ইত্যাদি মহাপূজনীয়দের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। **শ্রীহস্ত**—পূজনীয়ের অথবা প্রিয়ার হস্ত (শ্রীহস্তের রন্ধন—স্নেহেও ব্যবহৃত হয়। **শ্রীহীন**—শোভা-সম্পদহীন, মলিন। **শ্রীহট্টিয়া**—শ্রীহট্ট জেলার লোক (সাধারণ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)। **শ্রীহর্ষ**—সংস্কৃত কবি-বিশেষ।

শ্রুত—(শ্রু+ক্ত) যাহা শ্রবণ করা গিয়াছে, আকর্ণিত, খ্যাত, প্রসিদ্ধ (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ 'বিশ্রুত' লেখা হয়); (যাহা গুরু হইতে শুনা যায়) বেদ, শাস্ত্র; শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য (বহুশ্রুত)। **শ্রুতকীর্তি**—সুবিখ্যাত (বহুব্রী); রামানুজ শত্রুঘ্নের পত্নী। **শ্রুতদেবী**—সরস্বতী। **শ্রুতধর**—শ্রুতিধর। **শ্রুতবান্**—শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত। **শ্রুতান্বিত**—বেদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ।

শ্রুতি—(শ্রু+ক্তি) শ্রবণ, কর্ণ (শ্রুতিগোচর, শ্রুতিপথ); জনশ্রুতি, কিংবদন্তী; (যাহা গুরুমুখে শুনা যায়) বেদ সঙ্গীতে দুই স্বরের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম স্বরাংশসমূহ। এরূপ শ্রুতির সংখ্যা ২২)। **শ্রুতিকটু-কঠোর**—যাহা শুনিতে খারাপ লাগে (সুতরাং বর্জনীয়); লালিত্যহীন (রচনা)। **শ্রুতিদ্বৈধ**—বেদবাক্যের পরস্পর-বিরুদ্ধতা। **শ্রুতিধর**—যে শ্রবণমাত্রে স্মৃতিতে ধারণ করিতে পারে। **শ্রুতিপথ**—শ্রবণ করিবার পথ, কর্ণ। **শ্রুতিবেধ**—কান-বিঁধানো-সংস্কার। **শ্রুতিমধুর**—যাহা শুনিতে মধুর, শ্রুতিসুখকর। **শ্রুতিমূলক**—বেদবাক্য যাহার মূলে। **শ্রুতিস্মৃতি**—বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র।

শ্রেণি, -ণী—(শ্রি+নি) সারি, পঙ্‌ক্তি (পিপীলিকা-শ্রেণী); দল; গণ, (পক্ষি-শ্রেণী); জাতিগত বা ব্যবসায়গত বিভাগ (বারেন্দ্র-শ্রেণী; ধণিক-শ্রেণী)। **শ্রেণীকরণ**—শ্রেণীতে বিভাগ করা, grading। **শ্রেণীবদ্ধ**—সার বাঁধা, কাতার বাঁধা। **শ্রেণীভুক্ত**—দলের বা সঙ্ঘের অন্তর্গত (বি. শ্রেণীভুক্তি)।

শ্রেয়, শ্রেয়ঃ—(প্রশস্য+ঈয়স্) কল্যাণ, হিত, শুভ (লোকশ্রেয়ঃ—মানবহিত, জনসাধারণের হিত; ধর্ম; মুক্তি। **শ্রেয়ঃকল্প**—শুভকর-রূপে পরিগণিত। **শ্রেয়সী**—শুভযুক্তা, শুভদা; হরিতকী, রাস্না; গজপিপ্পলী। **শ্রেয়স্কর**—শুভকর, মঙ্গলজনক। **শ্রেয়স্কাম**—যে শুভকামনা করে, হিতৈষী। **শ্রেয়ান্**—(শ্রেয়স্ শব্দের পুংলিঙ্গ—বাংলায় তেমন ব্যবহার নাই)। **শ্রেয়োলাভ**—কল্যাণলাভ, অভীষ্টলাভ।

শ্রেষ্ঠ—(প্রশস্য+ইষ্ঠ) অতি উৎকৃষ্ট, প্রধান, সর্বপ্রধান (জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ ; পর্বত শ্রেষ্ঠ হিমালয়); রাজা, ব্রাহ্মণ ; বিষ্ণু, শিব, কুবের। **শ্রেষ্ঠতর**—উত্তমতর। **শ্রেষ্ঠতম**—উত্তমতম, প্রধানতম। **শ্রেষ্ঠাশ্রম**—গৃহস্থাশ্রম : বি. শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠত্ব।

শ্রেষ্ঠী—বিত্তশালী ব্যবসায়ী, সওদাগর, শেঠ।

শ্রোণি,-ণী—(সং.) কটিদেশ (সুশ্রোণি—সুমধ্যমা) ; নিতম্ব (শ্রোণিভার)। **শ্রোণি-সূত্র**—ঘুন্‌সী।

শ্রোতব্য—(শ্রু+তব্য) শ্রবণযোগ্য। **শ্রোতা**—যে শ্রবণ করে, যে পাঠাদি বা বক্তৃতা শ্রবণ করে (শ্রোতৃগণ,-মণ্ডলী—যাহারা বক্তৃতাদি শ্রবণ করে, audience)।

শ্রোত্র—শ্রু+ত্রন্) শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ ; বেদ।

শ্রোত্রিয়—(ছন্দস্+ঞ—ছন্দস্ স্থানে শ্রোত্র) বেদজ্ঞ, সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ ; যাহার ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম এবং উপনয়ন, সংস্কার ও বিদ্যালাভ হইয়াছে ; অকুলীন ব্রাহ্মণ (কুলীন ও শ্রোত্রিয়)।

শ্রৌত—(শ্রুতি+ষ্ণ) শ্রুতি-সম্বন্ধীয়, বেদবিহিত (**শ্রৌতকর্ম**—বেদ-বিহিত অগ্নিহোত্রাদি। **শ্রোতাগ্নিত্রয়**—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি) ; কর্ণ-সম্বন্ধীয়।

শ্লথ—[শ্লথ্ (ঢিলা হওয়া)+অচ্] শিথিল, অদৃঢ়, ঢিলা। **শ্লথবন্ধন**—যাহার বন্ধন শিথিল।

শ্লাঘা—[শ্লাঘ্ (প্রশংসা করা)+অ+আ] প্রশংসা, গৌরব, আত্মগরিমা (শ্লাঘার বিষয় নয়)। বিণ. শ্লাঘনীয়—প্রশংসনীয়, গৌরব করিবার যোগ্য। **শ্লাঘী**—শ্লাঘাকারী, আত্ম-গৌরবকারী। **শ্লাঘ্য**—শ্লাঘনীয় ; স্পৃহনীয়।

শ্লিষ্ট—[শ্লিষ্ (আলিঙ্গন করা)+ক্ত] আলিঙ্গিত, সংস্পৃষ্ট ; শ্লেষযুক্ত, অনেকার্থবাচক। বি. শ্লিষ্টি। **শ্লিষ্টোক্তি**—দ্ব্যর্থক উক্তি।

শ্লীপদ—[শ্রী (স্ফীতিযুক্ত) পদ] পায়ের শোথ রোগ, গোদ, পাদবল্মীক, elephantiasis।

শ্লীল—(শ্রীল) শ্রীযুক্ত (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না), শোভন, ভব্যতাসম্মত ; অনিন্দিত। বি. **শ্লীলতা**—ভব্যতা ; সম্ভ্রম (**শ্লীলতাহানি**—নারীর সম্ভ্রমহানি)। (অশ্লীল দ্রঃ)।

শ্লেষ—[শ্লিষ্ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্] সংযোগ (এই অর্থে বাংলায় 'সংশ্লিষ্ট', 'সংশ্লেষণ' বেশী ব্যবহৃত হয়) ; আশ্লেষ ; আলিঙ্গন ; শব্দালঙ্কার-বিশেষ, শব্দের একাধিক অর্থজ্ঞাপক (অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ, কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন—ভারতচন্দ্র) ; বক্রোক্তি, ব্যঙ্গোক্তি (তীব্র শ্লেষবাক্যে জর্জরিত করিল)।

শ্লেষ্মা—(সং.) কফ, phlegm (শ্লেষ্মার ধাত) যে শ্লেষ্মা বা গয়ার নির্গত হয় (শ্লেষ্মা উঠা)। **শ্লেষ্মাজ্বর, শ্লেষ্মজ্বর**—কফ-হেতু জ্বর। **শ্লেষ্মান্তক**—শ্লেষ্মানাশক। বিণ. শ্লৈষ্মিক—শ্লেষ্মা-সম্বন্ধীয়। **শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী**—শরীরের সূক্ষ্ম আবরণ-বিশেষ, mucus membrane, ইহা হইতে অনবরত এক প্রকার রস নির্গত হয়।

শ্লোক—(বাল্মীকির শোক হইতে প্রথম উত্থিত) ছন্দোবদ্ধ বাক্য, পদ্য, কবিতা (complete stanza) ; প্রসিদ্ধি ; কীর্তি (পুণ্যশ্লোক)।

শ্বঃ—(আগামী দিনে) পরশ্ব দ্রঃ।

শ্বগণ—(শ্বন+গণ) কুকুরসমূহ। **শ্বগণিত**—যে কুকুরের সাহায্যে শিকার করে। **শ্বজীবী**—কুকুর যাহাদের জীবিকার উপায়স্বরূপ, ব্যাধ। **শ্বদন্ত**—যে দন্ত কুকুরের দন্তের ন্যায় সূচল, canine tooth। **শ্বপচ, শ্বপাক**—(যে কুকুরকে যত্নে রক্ষা করে) ব্যাধ, চণ্ডাল। **শ্ববৃত্তি**—কুকুরের ন্যায় বৃত্তি, চাকরি, পরনির্ভরতা, পরপদ লেহন, তোষামোদ। **শ্বব্যাঘ্র**—চিতাবাঘ। **শ্বভীরু**—(পঞ্চমী তৎপুরুষ) শৃগাল।

শ্বশুর—[শু (আশু)+অশ্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+উর] স্বামী বা পিতা ; শ্বশুরের ভ্রাতা বা ভ্রাতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি (গ্রাম্য সম্পর্কে খুড়শ্বশুর বা চাচা-শ্বশুর) ; (হিন্দু-সমাজে ভাসুর ও শ্বশুরস্থানীয়)। **শ্বশুর-ঘর করা**—বধূর (বিশেষতঃ নব বধূর) শ্বশুরবাড়ীতে যোগ্য ভাবে সংসারের কাজে সাহায্য করা। **শ্বশ্রূ**—শাশুড়ী (শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী)—পূজনীয়া শাশুড়ী।

শ্বসন—শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ, প্রাণধারণ ; নিঃশ্বাস ; জীবন। বিণ. শ্বসিত।

শ্বা—(সং.) কুকুর (স্ত্রী. শুনী)। **শ্বান**—(শ্বন্+ক) কুকুর (**শ্বান-নিদ্রা**—কুকুরের মত পাত্‌লা ঘুম। (স্ত্রী. শুনী)।

শ্বাপদ—(কুকুরের মত পা যাহাদের—বহুব্রী.) বিড়াল, কুকুর, শৃগাল, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি শিকারী জন্তু (শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য)। **শ্বাপুচ্ছ**—কুকুরের লেজ।

শ্বাস—(শ্বস্+ঘঞ্) নিঃশ্বাস, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস

(শ্বাস চলছে না); হাঁপানি (শ্বাসরোগ)। **শ্বাসকষ্ট**—নিঃশ্বাস-গ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে কষ্ট। **শ্বাসকাস**—শ্বাসের সহিত কাসরোগ। **শ্বাস-প্রশ্বাস ধারণ**—প্রাণায়াম। **শ্বাসরোধ**—শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়া (শ্বাসরোধ-ঘটিত মৃত্যু); শ্বাসধারণ। **শ্বাসারি**—শ্বাসকষ্ট নিবারক ঔষধ-বিশেষ, পুষ্করমূল। [ধবল রোগ।

শ্বিত্র-[শ্বিং (শুক্লবর্ণ হওয়া)+রক্] শ্বেতকুষ্ঠ,

শ্বেত—(শ্বিং ধাতু) শুক্লবর্ণ, শুভ্র; দ্বীপ-বিশেষ; ধবল-গিরি; শাদা মেঘ; কড়ি; শঙ্খ; রৌপ্য; চোখের শাদা অংশ (কথা ভাষায় শ্বেতী বলে—চোখের শ্বেতী); মিছরি। **শ্বেতক**—কড়ি; রূপা। **শ্বেতকণ্টকারী**—শুভ্রবর্ণ কণ্টিকারী। **শ্বেতকরবী**—সাদা করবীফুল। **শ্বেত-কুঞ্জর,-দ্বিপ**—শাদা হাতী। **শ্বেতকাক**—অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ব্যাপার; বক। **শ্বেত-কুষ্ঠ**—ধবলরোগ। **শ্বেতকেতু**—ঋষি-বিশেষ, উদ্দালক মুনির পুত্র, ইঁহারই প্রযত্নে সুশৃঙ্খল বিবাহিত জীবনের সূচনা, এরূপ প্রসিদ্ধি। **শ্বেত-খদির**—পাপড়ি-খয়ের। **শ্বেতগঙ্গা**—শ্রী-ক্ষেত্রের হ্রদ-বিশেষ, ইহা একটি তীর্থ। **শ্বেত-গরুৎ**—(শ্বেত পক্ষ যাহার) হংস। **শ্বেত-গুঞ্জা**—শাদা কুঁচ। **শ্বেতচন্দন**—শাদা রঙের চন্দন। **শ্বেতচর্ম**—শাদা রঙের চামড়া; শুভ্রকায় জাতি, ইয়োরোপীয় (ব্যঙ্গে)। **শ্বেত-দূর্বা**—শাদা রঙের দূর্বাঘাস। **শ্বেতদ্বীপ**—বিষ্ণুধাম, (বর্তমানে বৃটেন, বিলাত)। **শ্বেত-ধাতু**—খড়ী। **শ্বেতনীল**—শ্বেতবর্ণ ও নীল-বর্ণের মিশ্রণ; মেঘ। **শ্বেতপত্র**—শ্বেত পক্ষ যাহার, হংস (শ্বেতপত্র বাহন—ব্রহ্মা)। **শ্বেত-পিঙ্গল**—শুক্লপীতবর্ণ। **শ্বেতপুষ্প**—শাদা ফুল; সিন্ধুবার বৃক্ষ। **শ্বেতপ্রদর**—স্ত্রীব্যাধি-বিশেষ, leucorrhoea। **শ্বেত বাজী**—শাদা ঘোড়া (কর্মধা.); (শ্বেত অশ্ব যাহার—বহুব্রী.) অর্জুন; চন্দ্র। **শ্বেতবাসাঃ,-ভিক্ষু**—শ্বেতাম্বর জৈন। **শ্বেতবাহ**—(বহুব্রী) অর্জুন, ইন্দ্র। **শ্বেতবাহন**—অর্জুন, ইন্দ্র, চন্দ্র, মকর। **শ্বেতবৃহতী**—ছোট শাদা বেগুন, আণ্ডা-বেগুন। **শ্বেতমরিচ**—শ্বেতবর্ণ মরিচ-বিশেষ; শজিনার বীজ। **শ্বেতরক্ত**—পাটল-বর্ণ, গোলাপী রং। **শ্বেতশিম্বী**—শাদা বড় শিম। **শ্বেতশূরণ**—বুনো ওল। **শ্বেত-শ্মশ্রু**—শাদা দাড়ি (বয়স ও সম্মানের প্রতীক)। **শ্বেতসর্ষপ**—শাদা সরিষা, রাই-সরিষা। **শ্বেতসার**—খদির বৃক্ষ; চাউল, গোধূম, আলু প্রভৃতির শ্বেত অংশ, starch। **শ্বেতহস্তী**—শাদা হাতী, white elephant, (ব্যঙ্গে) যাহার পোষণে অপরিমিত ব্যয় হয় (সুতরাং পরি-ত্যাজ্য)। **শ্বেতাংশু**—(বহুব্রী.) চন্দ্র। **শ্বেতাদ্রি**—ধবল পর্বত, কৈলাস। **শ্বেতাভ**—প্রায় শ্বেতবর্ণ। **শ্বেতাম্বর**—শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত; জৈন-সম্প্রদায়-বিশেষ। **শ্বেতার্ক**—শাদা আকন্দ। **শ্বেতাশ্ব**—(বহুব্রী.) অর্জুন; (কর্মধা) শাদা ঘোড়া।

শ্বেতি,-তী—ধবল রোগ।

শ্বৈত্য—(শ্বেত+ষ্য) শুক্লতা, শুভ্রতা, নির্মলতা।

ষ

ষ—একত্রিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ; উচ্চারণ স্থান মূর্ধা (শ দ্রঃ); সংস্কৃতে কেশ, শিক্ষক, নাশ, মুক্তি, নিদ্রা, বিজ্ঞ, অঙ্কুর ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে।

ষট্—(সং.) ছয়। **ষট্ক**—ছয় সংখ্যা, ছয়টি, কবিরাজী ছয়টি দ্রব্য (শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ প্রভৃতি)। **ষট্কর্ণ**—(ছয় কর্ণ যাহাতে—বহুব্রী) যাহা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হইয়াছে (ষট্কর্ণমন্ত্রণা গোপন থাকে না)। **ষট্কর্ম**—ব্রাহ্মণের শাস্ত্র-নির্দেশিত ছয় কর্ম (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ); বশীকরণ, স্তম্ভন, উচ্চাটন ইত্যাদি তন্ত্রোক্ত ছয় আভিচারিক কর্ম; দৃঢ়তা, ধৈর্য, স্থৈর্য, ধৌতি

ইত্যাদি যোগশাস্ত্র-নির্দেশিত ছয় সাধন ; সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম ইত্যাদি ব্রাহ্মণের ছয় নিত্য-কর্ম। **ষট্‌কর্মা**—এরূপ ছয় কর্মের অনুষ্ঠাতা। **ষট্‌কোণ**—ষটকোণযুক্ত ; লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান (জ্যোতিষে) ; হীরক। **ষট্‌চক্র**—তন্ত্রমতে দেহের ছয়টি বিভিন্ন চক্র বা স্থান (কুণ্ডলিনী, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা—এই ছয় চক্রের নাম)। **ষট্‌চক্রভেদ**—মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী-শক্তির দেহের বিভিন্ন চক্র ভেদ করিয়া মস্তকস্থিত সহস্রার শতদলে উত্থান, যোগীর জন্য ইহা পরমকাঙ্ক্ষিত।

ষট্‌পদ—(বহুব্রী) ছয় পা যাহার, ভ্রমর ; উকুন। **ষট্‌পদী**—ভ্রমরী ; ছয়চরণযুক্ত ছন্দ।

ষট্‌প্রজ্ঞ—(বহুব্রী) ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, লোকাচার ও তত্ত্বজ্ঞান—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ ; বৌদ্ধ ; কামুক।

ষট্‌শাস্ত্র—ষড়্‌দর্শন।

ষড়ংশ—ছয় ভাগের এক ভাগ। **ষড়ঙ্গ**—(দ্বিগু সমাস) ছয় অঙ্গের সমাহার ; বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, কটি ও মস্তক—দেহের এই ছয় অঙ্গ ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, বেদের এই ছয় অঙ্গ ; গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, ঘৃত, দধি ও গোরোচনা—এই ছয় গব্য ; মৌলভৃত্য, আটবিক প্রভৃতি সেনা-দলের ছয় বিভাগ ; পাদ্য-অর্ঘ-আদি পূজার ছয় উপচার। **ষড়ঙ্গধূপ**—ছয় উপাদানে (চিনি, গব্যঘৃত, মধু, গুগ্‌গুল, অগুরু ও শ্বেতচন্দন) প্রস্তুত ধূপ।

ষড়্‌যন্ত্র—কাহারও ক্ষতি করিবার জন্য কয়েক-জনের গোপন পরামর্শ ও উপায় উদ্ভাবন, conspiracy।

ষড়ানন—(ছয় মুখ যাহার—বহুব্রী) কার্তিকেয়। **ষড়াম্নায়**—ছয় প্রকার তন্ত্রশাস্ত্র (শিব ছয় দিকে মুখ করিয়া দেবীকে বলিয়াছিলেন)। **ষড়ৈশ্বর্য**—ঐশ্বর্য দ্রঃ।

ষড়্‌গুণ—রাজাদিগের ছয়টি গুণ (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়) ; ছয় সংখ্যার দ্বারা গুণিত sixfold ; ঐশ্বর্য, জ্ঞান, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য, ধর্ম (ষড়্‌গুণধারিণী—শিবানী)। **ষড়্‌জ, ষড়্জ**—নাসা, কণ্ঠ, বক্ষঃস্থল, তালু, জিহ্বা, দন্ত—এই ছয় স্থান হইতে উৎপন্ন স্বর-বিশেষ, সা—এই স্বর। **ষড়্‌দর্শন**—পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক—ভারতের এই ছয় দর্শন। **ষড়্‌-দুর্গ**—ছয় ধরণের দুর্গ (মহীদুর্গ, অব্‌দুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, নৃদুর্গ ও গিরিদুর্গ)।

ষড়্‌ধা—ছয় রকমে ; ছয়বার। **ষড়্‌বর্গ**—ছয় রিপু। **ষড়্‌বিধ**—ছয় প্রকার। **ষড়্‌বিন্দু**—শিরোরোগের কবিরাজী তৈল-বিশেষ (ইহার ছয় ফোঁটা নাকে দিতে হয়)। **ষড়্‌ভুজ**—ছয় হাত যার ; চৈতন্যদেব (স্ত্রী. ষড়্‌ভুজা—যাহার ছয়টি রেখা, খরমুজা)। **ষড়্‌যন্ত্র, ষড়যন্ত্র**—সমূহ ক্ষতি করিবার ছয় প্রকারের আভিচারিক উপায়, তাহা হইতে, কাহারও বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত। **ষড়্‌রস**—মধুর, কটু, কষায়, লবণ, অম্ল, তিক্ত—খাদ্যের এই ছয় ধরণের রস বা স্বাদ। **ষড়্‌রিপু**—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। **ষড়্‌লবণ**—সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট, সৌবর্চল ও উদ্ভিদ্‌জাত লবণ, আর মৃত্তিকাজাত লবণ।

ষণ্ড—(সং.) স্বাধীন বৃষ, ষাঁড় ; নপুংসক ; সমূহ (কমলষণ্ড—বাংলায় তেমন প্রয়োগ নেই)। **ষণ্ডা**—বৃষের মত বলবান্‌ ও গোঁয়ার ; বলবান্‌ ; গুণ্ডা। **ষণ্ডামার্ক**—শণ্ডামার্ক দ্রঃ। **ষণ্ডা-মার্কা**—ষণ্ডার মত দেখিতে। **ষণ্ডামি**—গুণ্ডামি, গোঁয়ার্তুমি।

ষণ্ণবতি—ছিয়ানব্বই। **ষণ্ণবতিতম**—৯৬, এই সংখ্যার পূরক।

ষণ্মাস—ছয় মাস। **ষণ্মাস্য**—যাহা ছয় মাসে নিষ্পন্ন হয়। **ষণ্মুখ**—(বহুব্রী) ছয় মুখ যাহার, কার্তিকেয়।

ষত্ব—(ব্যাকরণে) দন্ত্য-স-র স্থানে ষ হওয়া (ষত্ব-বিধান)। **ষত্বণত্ব**—কোথায় ষ হয় ও কোথায় ণ হয় ; ব্যাকরণের বা বর্ণের অশুদ্ধি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান (ষত্বণত্ব জ্ঞান নেই)।

ষষ্টি—৬০, এই সংখ্যা। **ষষ্টিক**—ধান্য-বিশেষ, ইহা ষাট দিনে পাকে। **ষষ্টিতম**—ষাট সংখ্যার পূরক।

ষষ্ঠ—ছয়ের পূরক, পাঁচের পরবর্তী। **ষষ্ঠাংশ**—ছয় ভাগের এক ভাগ।

ষষ্ঠী—ষষ্ঠীদেবী, শিশুদের পালন-কর্ত্রী ; সন্তান দান-কারিণী দেবতা (মা ষষ্ঠীর কৃপায় এবার একটি ছেলে হয়েছে) ; ব্যাকরণে সম্বন্ধসূচক বিভক্তি (কর্তায় ষষ্ঠী ; ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। **ষষ্ঠীতলা**—ষষ্ঠীদেবীর পূজার স্থান (সাধারণতঃ বটগাছের তলদেশ)। **ষষ্ঠীপূজা**—শিশুর জন্মের পরে

যে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয়। **ষষ্ঠীবাটা**—বাটা দ্রঃ। **ষষ্ঠীবুড়ি**—ষষ্ঠীদেবী। **ষষ্ঠীর কৃপা**—সন্তান-সন্ততি বা বহু সন্তান-সন্ততি লাভ করা।

ষষ্মাহী—(ফা.) ষাণ্মাসিক (হিসাব বা রাজকর)।

ষাঁড়—(সং. ষণ্ড) বৃষ (ধর্মের ষাঁড়) ; ষাঁড়ের মত বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছন্দবিহারী। **ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই**—দুই প্রবল প্রভাবান্বিত ব্যক্তি বা দলের মধ্যে লড়াই। **ষাঁড়ের গোবর**—ষাঁড়ের গোবর লেপা-পোঁছার কাজে ব্যবহৃত হয় না, তাহা হইতে, যে কোন কাজের লোক নয় (ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)। **গোকুলের ষাঁড়**—স্বেচ্ছাবিহারী ; দায়িত্বহীন। **ধর্মের ষাঁড়**—ধর্মঠাকুরের নামে যে ষাঁড় ছাড়িয়া দেওয়া হয় ; স্বচ্ছন্দবিহারী (সাধারণতঃ বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়—খেয়ে দেয়ে ধর্মের ষাঁড় হচ্ছে)।

ষাট্,-টি—ষাইট, ছয়ে শূন্য—এই সংখ্যা।

ষাট্,-ঠ—(ষষ্ঠী) ষষ্ঠীদেবী, ষষ্ঠীদেবীর স্মরণার্থক শব্দ (ষাট ষাট, বেঁচে থাকুক : ষাট বালাই, ও কথা বলতে নেই)। **ষেটের কোলে**—ষষ্ঠীদেবীর কোলে, ষষ্ঠীদেবীর প্রসন্নতায় (ষেটের কোলে পাঁচটি সন্তানের মা)।

ষড়্গুণ্য—সন্ধি-বিগ্রহ-আদি রাজার ছয়গুণ ; ছয়গুণের ভাব।

ষাণ্মাসিক—যাহা ছয়মাসে অথবা ছয়মাস অন্তর নিষ্পন্ন হয়, half-yearly ; ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধাদি ; প্রতি ছয়মাসে প্রকাশিত হয়, এমন পত্রিকা।

ষেটেরা—শিশুর জন্মের ষষ্ঠ রাত্রিতে যেসব অনুষ্ঠান করা হয় (ষেটেরা পূজা)।

ষোড়শ—ষোল, ১৬ ; ১৬ এই সংখ্যার পূরক (ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে) ; শ্রাদ্ধে যে ষোড়শ-সংখ্যক দান করা হয়। **ষোড়শক, ষোড়শ দান**—শ্রাদ্ধে যে ষোল রকমের দান করা হয় (ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, ছত্র, পাদুকা, ধেনু, কাঞ্চন ইত্যাদি)। **ষোড়শ মাতৃকা**—গৌরী, পদ্মা, শচী, সাবিত্রী, কুলদেবতা প্রভৃতি ষোল জনমাতৃকা। **ষোড়শাঙ্গ**—ষোলটি সুগন্ধি দ্রব্যে প্রস্তুত, ধূপ-বিশেষ। **ষোড়শাঙ্ঘ্রি**—ষোল পায়ার, কাঁকড়া। **ষোড়শার্চিঃ, ষোড়শাংশু**—শুক্রগ্রহ। **ষোড়শাবর্ত**—শঙ্খ। **ষোড়শার**—ষোড়শদল পদ্ম। **ষোড়শী**—ষোল বৎসর-বয়স্কা, পূর্ণযুবতী ; দশ মহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা। **ষোড়শোপচার**—(সমারোহপূর্ণ) পূজার জন্য প্রয়োজনীয় ষোলটি দ্রব্য (আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, চন্দন ; শক্তিপূজায় উপচারের পার্থক্য আছে)।

ষোল—(সং. ষোড়শন্) ১৬, এই সংখ্যা। **ষোল আনা**—এক টাকা ; পূর্ণাঙ্গ, সমস্ত (ফসল কি আর ষোল আনা পাওয়া যায় ; ষোল-আনা দোষ তোমার)। **ষোলই**—মাসের ষোল তারিখ। **ষোলকলা**—পূর্ণাবয়ব, সম্পূর্ণ (মনের সাধ ষোলকলায় পূর্ণ হলো)।

ষ্টকিং—(ইং. stocking) মোজা। **ষ্টীম**—(ইং. steam) বাষ্প। **ষ্টীমার**—(ইং. steamer) ইষ্টিমার, বাষ্প-চালিত ছোট পোত। **ষ্টীম-রোলার**—(ইং. steam-roller) বাষ্প-চালিত রোলার বা সমতল করিবার গোলাকার ভারী যন্ত্র। (ইংরেজি 'st' আজকাল সাধারণতঃ 'স্ট' এই ভাবে লেখা হয়)।

ষ্টীল—(ইং. steel) ইস্পাত, পাকা লোহা (ষ্টীল ট্রাঙ্ক)।

ষ্টেট—(ইং. state) রাজ্য ; জমিদারী (estate) বিষয়-সম্পত্তি (অনেক টাকার ষ্টেট রেখে গেছে)।

ষ্টেসান—(ইং. station) রেলগাড়ী বা ষ্টীমার থামিবার স্থান (গ্রাম্য—ইষ্টিসন)।

ষ্ট্যাম্প্—ডাক-টিকিট ; দলিল সম্পাদন করিবার সরকারী মোহরযুক্ত কাগজ (গ্রাম্য—ইষ্টাম্প)।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড—(ইং. standard) আদর্শ ; নির্ধারিত মান ; মাপ, সময় ইত্যাদি সম্পর্কে যাহা সরকার-কর্তৃক নির্ধারিত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম—বিপ. লোকাল টাইম)।

ট—(ইং. street) শহরের চওড়া রাস্তা।

স

স—দ্বাত্রিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ ; উচ্চারণ স্থান দন্তমূল, কিন্তু স-উচ্চারণ 'শুদ্ধ' 'ইতস্ততঃ' 'স্থির' প্রভৃতি শব্দের যুক্তবর্ণেই লক্ষ্য করা যায়, অন্যান্য ক্ষেত্রে স-এর উচ্চারণ শ-এর অনুরূপ ; বিদেশী শব্দের s-ধ্বনি সাধারণতঃ স দিয়া ব্যক্ত করা হয়।

স—সহিত, যুক্ত (সজল ; সবিস্ময়ে ; সস্ত্রীক) ; সমান, অভিন্ন (সোদর ; সতীর্থ)।

সই—সখী। **সই-সাঙাতি**—সই সখীদল।

সই—(আ. স'হীহ্') সহি দ্রঃ ; স্বাক্ষর, দস্তখত (নাম সই করা) ; খাঁটি, যথার্থ, পরিমাণ, ঠিক-ঠিক (মাপসই ; পছন্দসই ; কাঁটাসই) ; পর্যন্ত, সমান (বুকসই জল ; **জলসই করা**—জল-সমান করা, জলে ডুবানো) ; ভাল, গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত (পাঁচশ টাকা দিতে পারবে না, তিনশ টাকা দেবে, বেশ, তাই সই—কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত)। **টিপসই**—টিপ দ্রঃ। **টেকসই**—যাহা যোগ্য ভাবে টেকে)। **ঢেরাসই**—ঢেরা দ্রঃ। [সইসগিরি, সইসি]।

সইস—(আ. সঈস) অশ্বপালক ভৃত্য (বি.

সওগাত,-দ—(ফা. সবগা'ত্) উপহার। বিণ. **সওগাতী**—উপহার বিষয়ক।

সওদা—(ফা. সবদা) ব্যবসায় ; পণ্য ; ক্রীত দ্রব্য-সম্ভার। **সওদা করা**—প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র ক্রয় করা। **সওদাগর, সদাগর**—ব্যবসায়ী, বণিক। **সওদাগরি**—ব্যবসা-বাণিজ্য। **সওদাগরী**—ব্যবসায়-সংক্রান্ত (সওদাগরী জাহাজ)। **সওদাপত্র**—খরিদ-করা জিনিষ-পত্র।

সওয়া—সহ্য করা, ক্ষমা করা (এত দুঃখ সওয়া যায় না, ধর্মে সইবে না)। **সওয়ানো**—সহ্য করানো (ঠাণ্ডা জল সওয়ানো)।

সওয়া—এক ও একচতুর্থাংশ (এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি)। **সওয়াইয়া**—সোয়াইয়া, সওয়া গুণ-বিষয়ক-নামতা।

সওয়াব—(আ স'বাব) পুণ্যকর্ম (যাহার জন্য পরকালে পুরস্কার লাভ হইবে—এতিমের তত্ত্বতালাফি করা বহুত সওয়াবের কাজ)। (বিপ. গোনাহ্—পাপ)।

সওয়ার, শওয়ার—অশ্বারোহী ; আরূঢ় (উটের পিঠে সওয়ার হওয়া)। **ঘোড়-সওয়ার**—অশ্বারোহী। (সোয়ার দ্রঃ)। **সওয়ারি**—বাহন, যান (সওয়ারির বন্দোবস্ত করা) ; তানপুরা সেতার প্রভৃতি যন্ত্রের তার যে অস্থি বা কাষ্ঠ-খণ্ডের উপরে চড়াইয়া টানিয়া কানে বাঁধা হয়। **জিন সওয়ারি**—জিন দ্রঃ।

সওয়াল—(আ. সবাল) প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা (**সওয়াল-জবাব**—প্রশ্ন ও উত্তর, বিশেষতঃ উকিলের) ; প্রার্থনা (ভিক্ষুক সওয়াল করলে, যদি থাকে কিছু দাও)। (কথ্য—সোয়াল)।

সং, সঙ,-ঙ্গ—(সং. স্বাঙ্গ) কৌতুককর কৃত্রিম বেশ-ধারী (সং সাজা, সং দেওয়া ; **সং সাজানো**—সং-এর বেশ পরানো, উপহাসাস্পদ করা)।

সংকট, সঙ্কট—[সম্—কট (আবরণ করা) + অল্] সংকীর্ণ, কম চওড়া পথ (গিরি-সংকট) ; দুঃখ, ক্লেশ, বিপদ ; প্রাণসংশয়কর অবস্থা (উভয়-সঙ্কট, 'রক্ষা কর এ সংকটে', সংকটাপন্ন অবস্থা ; প্রাণসংকট) ; জনতা, ভিড়। (বাংলায় সংকট সাধারণতঃ বিশেষ্যরূপেই ব্যবহৃত হয়)। **সংকটত্রাণ**—সংকটাপন্ন অবস্থায় (দুর্ভিক্ষ, বন্যা ইত্যাদিতে) যে বা যাহা ত্রাণ করে (সংকট-ত্রাণ-সমিতি)। **সংকটস্থল**—বিপজ্জনক পরিস্থিতি ; সংকীর্ণ স্থলভাগ, যোজক।

সংকর, সঙ্কর—(সম্—কৃ + অল্) মিশ্রণ, বিরুদ্ধ পদার্থের সংমিশ্রণ, hybrid (বর্ণসংকর) ; ধূলি, আবর্জনা। সংকরধাতু—মিশ্রধাতু, alloy। সংকরাশ্ব—খচ্চর। স্ত্রী. সংকরী—নবদূষিতা (প্রথমদুষ্ট রজস্কা) কন্যা। **সংকরী-করণ**—একত্রীকরণ ; জাতিভ্রংশকরণ।

সংকর্ষণ, সঙ্কর্ষণ—(সম্ — কৃষ্ + অন) কর্ষণ, অনুশীলন, আকর্ষণ ; বলরাম। বিণ. সংকর্ষিত।

সংকলন, সঙ্কলন—[সম্—কল্ (সংগ্রহ করা) +অনট্] সংগ্রহ, সুসম্বদ্ধ সংগ্রহ, compilation (বেদ সংকলন ; অভিধান সংকলন) ; যোগ, ঠিক দেওয়া (বিপ. ব্যবকলন)। **সংকলক, সংকলয়িতা**—সংকলনকারী। বিণ. সংকলিত।

সংকল্প, সঙ্কল্প—(সম্—কল্প্+ঘঞ্) মানস কর্ম, আমি ইহা করিব, এইরূপ মনন, দৃঢ়ীকৃত অভিলাষ (সংকল্প করেছ যাহা সাধন করহ তাহা—হেমচন্দ্র) ; স্থিরসংকল্প ; বিপ. বিকল্প ; ব্রতনিয়মাদি ধর্মবিষয়ক অভিলাষ, নিয়ত। বিণ. **সঙ্কল্পিত**—অভীপ্সিত, পরিকল্পিত। **সঙ্কল্পজ**—সঙ্কল্প হইতে জাত ; কন্দর্প। **সংকল্পজন্মা,-যোনি**—কন্দর্প। **সংকল্প-বিকল্প**—যুগপৎ অভিলাষ ও সংশয়, দোলায়িত-চিত্ততা। **সংকল্প সিদ্ধি**—মনোরথ পূরণ।

সংকাশ, সঙ্কাশ—(কাশ্—দীপ্তি পাওয়া) সদৃশ, তুল্য (জবাকুসুমসংকাশ ; আদিত্য-সংকাশ)।

সংকীর্ণ, সঙ্কীর্ণ—(সম্—কৄ+ক্ত) বিরুদ্ধ মিশ্রণযুক্ত, বর্ণসংকর (সংকীর্ণ জাতি) ; মিশ্রিত রাগ রাগিণী ; অপ্রশস্ত, সঙ্কুচিত (গিরিমধ্যপথে সংকীর্ণ নদীটি চলি আসে কোনোমতে আঁকিয়া বাঁকিয়া—রবি) ; অনুদার (সংকীর্ণ-চিত্ত সংকীর্ণ-দৃষ্টি ; সংকীর্ণ সম্ভোগ) ; মদমত্ত (সংকীর্ণ হস্তী)। **সংকীর্ণাত্মা**—সংকীর্ণ-চিত্ত, হীন, নীচ। **সংকীর্ণাবস্থা**—অসচ্ছল অবস্থা। **সংকীর্ণীকরণ**—সংকরীকরণ।

সংকীর্তন, সঙ্কীর্তন—সম্যক্‌রূপে গুণাদি কথন ; গানের দ্বারা দেবতার গুণাদি বর্ণন ; বৈষ্ণবদের হরিসংকীর্তন। বিণ. সংকীর্তিত।

সংকুচিত, সঙ্কুচিত—[সম্—কুচ্ (কোঁকড়ানো) +ক্ত] মুদ্রিত, অপ্রসারিত (হিমানী সঙ্কুচিত) ; কুণ্ঠিত (অসঙ্কুচিত ভাবে ; বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন)।

সংকুল, সঙ্কুল—[সম্ (একসঙ্গে)—কুল্ (রাশি করা)+অ] সমাকীর্ণ, ব্যাপ্ত (শ্বাপদসংকুল ; তরঙ্গসংকুল) ; মিশ্রিত (ছয় ঋতু দেখিল সংকুল —কবি কঙ্কণ)। বিণ. সংকুলিত।

সংকুলন, সংকুলান—কুলাইয়া যাওয়া, পর্যাপ্তি (যে আয়, তাতে আর সংকুলান হয় না)।

সংকেত, সঙ্কেত—[সম্—কিৎ (সংদেহ করা, বলা)+অল্] ইঙ্গিত, ইশারা, অভিপ্রায়-জ্ঞাপক চিহ্ন (বংশী-সংকেত) ; প্রিয়-মিলনের গুপ্ত স্থান ; শব্দের অর্থবোধক শক্তি, অভিধা ; নিয়ম (সাংকেতিক দ্রঃ) ; (ব্যাকরণে) সংক্ষিপ্ত সূত্র। **সংকেতক**—সংকেত-স্থান। **সংকেত-বাক্য** ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্য, watch-ward। বিণ. সংকেতিত—সংকেতযুক্ত ; শব্দের সহজ ও মুখ্য অর্থ অনুযায়ী।

সংকোচ, সঙ্কোচ—(সম্ — কুচ্+অল্) জড়ভাব, কোঁচকানো ভাব ; যাহা বিস্তৃত, যাহা সংক্ষিপ্ত বা অল্পীকরণ, contraction, মুদ্রণ (শৈত্য-হেতু সংকোচ) ; হ্রাস (ব্যয়সংকোচ) ; কুণ্ঠা, লজ্জা (গুরুজনের সামনে সংকোচ)। **সংকোচক**—যাহা সংকোচ ঘটায়। **সংকোচন**—হ্রস্বীকরণ, compression ; মুদ্রণ। বিণ. **সংকুচিত**—হ্রস্বীকৃত, মুদ্রিত ; কুণ্ঠিত, লজ্জিত। **সংকোচ্যতা**—সংকুচিত হইবার গুণ, compressibility। **সংকোচহীন**—কুণ্ঠাহীন প্রগল্‌ভ।

সংক্রম, সংক্রমণ, সংক্রাম—[সম্—ক্রম্ (গমন করা)+অল্] গমন, বাধাপ্রাপ্ত গমন, পর্যটন ; রোগাদির বিস্তার, infection ; গ্রহগণের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন ; সেতু, সোপান, পার্বত্য পথ। বিণ. **সংক্রমিত, সংক্রামিত**—গমিত, প্রবিষ্ট, অন্যত্র সঞ্চারিত (পিতা হইতে পুত্রে সংক্রামিত)। সংক্রান্ত—গত, সঞ্চারিত ; সম্বন্ধীয়, বিষয়ক (বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যয়)। বি. **সংক্রান্তি**—গ্রহগণের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন, সঞ্চার, ব্যাপ্তি, প্রতিফলন ; মাসের শেষ দিন (চৈত্র-সংক্রান্তি)। **সংক্রামক, সংক্রামী**—যাহা সংক্রামিত হয়, infectious, সঞ্চারশীল (মন্দের মত ভাল-ও সংক্রামক ; সংক্রামক ব্যাধি)।

সংক্ষিপ্ত—(সম্+ক্ষিপ্+ক্ত) স্বল্পীকৃত abridged (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)। বি. **সংক্ষেপ, সংক্ষিপ্তি**—কমানো, বাহুল্য-বর্জিত রূপ, চুম্বক (একটু যদি সংক্ষেপেতে সারো, অধিক ক্ষতি হবে না তায় কারো—রবি)। **সংক্ষেপণ**—সংক্ষিপ্ত করা, কমানো। **সংক্ষেপতঃ**—অল্পকথায় বলিতে গেলে।

সংক্ষুব্ধ—[সম্—ক্ষুভ্ (বিচলিত হওয়া)+ক্ত

আলোড়িত, অশান্ত (সংক্ষুব্ধ সমুদ্র; সংক্ষুব্ধ জনতা)। **সংক্ষুভিত**—সংক্ষুব্ধ। বি. সংক্ষোভ—স্থৈর্যের অভাব, আলোড়ন, উত্তেজনা।

সংখ্য—(সং.) সংগ্রাম, যুদ্ধ, গণস্থিতা। **সংখ্যক**—(সমাসে উত্তরপদ) সেই সংখ্যাযুক্ত (বহুসংখ্যক লোক)। **সংখ্যা**—গণনা (সংখ্যা করা); **রাশি** (একক, দশক, শতক, সহস্র ইত্যাদি); **বিচার** (সাংখ্য দ্রঃ; সাংখ্যেতে কি হবে সংখ্যা আত্ম-নিরূপণ—ভারতচন্দ্র)। **সংখ্যাগরিষ্ঠ,-গুরু**—সংখ্যায় অধিক, majority। **সংখ্যাত**—গুণিত; বিখ্যাত। **সংখ্যাতিগ**—অসংখ্য। **সংখ্যাতীত**—যাহার সংখ্যা নাই, অগণিত। **সংখ্যান**—গণনা করা। **সংখ্যালঘিষ্ঠ,-লঘু**—সংখ্যায় অল্প, minority। **সংখ্যেয়**—গণনীয়।

সংগঠন—(সং. সংঘটন) সম্যক গঠন, সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলা, নির্মাণ, বিভিন্ন অঙ্গের সুসঙ্গতি সাধন (পল্লী সংগঠন—পল্লী-জীবনের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন)।

সংগত, সঙ্গত—(সম্—গম্+ক্ত) মিলিত (সংগম দ্রঃ); যুক্তিযুক্ত, ন্যায্য (সংগত কথাই বলেছে; যুক্তিসঙ্গত); (বি.) মেলন, বৈঠক (সাহিত্যিক সংগত); সংগীতের সঙ্গে বাজনার অথবা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সুরের সংগতি (সেতারে, বেহালায় আর বাঁশীতে চমৎকার সংগত হয়েছিল) শিখদের ধর্মস্থান। বি. **সংগতি, সঙ্গতি**—মিলন, সাহচর্য (সজ্জন-সংগতি); সম্বন্ধ, সামঞ্জস্য (কথার সঙ্গে কাজের সংগতি); সঙ্গ (প্রাচীন বাংলা); সংস্থান, সামর্থ্য, টাকা-পয়সা (সংগতি-হীন; সংগতিপন্ন)। **সংগম, সঙ্গম**—(সম্—গম্+অল) একাধিক নদীর অথবা নদী ও সাগরের মিলন অথবা মিলনস্থান (ত্রিবেণী-সংগম; সাগর-সংগম), সংযোগ, সহবাস, সম্ভোগ (তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর-সংগমে—রবি; স্ত্রী-সঙ্গম)।

সংগীত, সঙ্গীত—(সম্—গৈ+ক্ত) গীত, বাদ্য ও নৃত্য; গীত বা বাদ্য (রবীন্দ্রসঙ্গীত; যন্ত্রসঙ্গীত)। **সংগীত-শাস্ত্র**—গীতবাদ্য ও নৃত্য-বিষয়ক সুসম্বদ্ধ গ্রন্থ (সাধারণতঃ সঙ্গীতশাস্ত্র বলিতে গীত ও বাদ্য-বিষয়ক বুঝায়)। **সংগীতি**—আলাপ, কথোপকথন, বৌদ্ধ-ধর্মসভা।

সংগৃহীত—(সম্—গ্রহ্+ক্ত) সংকলিত, আহৃত, যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে (সংগৃহীত অস্ত্রসম্ভার)।

সংগোপন—গোপন, অগোচর (সংগোপনে—গোপনে, অপরের অজ্ঞাতভাবে)। বি. সংগোপনীয়; সংগোপিত, যাহা সযত্নে গোপন করা হইয়াছে, লুক্কায়িত।

সংগ্রহ—(সম্—গ্রহ্+অল্) নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত বস্তু একত্র করা, আহরণ, জোগাড়, সঞ্চয় (উপকরণ সংগ্রহ করা; অর্থসংগ্রহ); সংকলন যে গ্রন্থে নানা রচনা একত্র করা হইয়াছে (কাব্য-সংগ্রহ; রচনা-সংগ্রহ)। **সংগ্রহণ**—একত্র-করণ, আহরণ, সঞ্চয়, procurement। **সংগ্রহণী**—গ্রহণীরোগ; সংগ্রহণ। **সংগ্রহীতা, সংগ্রাহক**—সংগ্রহকারী (স্ত্রী. সংগ্রহীত্রী)।

সংগ্রাম—[সং—গ্রাম্ (যুদ্ধ করা)+অল্—অথবা, সম্মিলিত গ্রামবাসী যাহাতে] যুদ্ধ, সমর; দীর্ঘকালব্যাপী ধ্বস্তাধ্বস্তি বা যুদ্ধ (অন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের সংগ্রাম; দেবাসুরে সংগ্রাম)। **সংগ্রাম-কেশরী**—সংগ্রামে সিংহসদৃশ। **সংগ্রাম-পটহ**—রণবাদ্য, যুদ্ধের ঢাক।

সংঘ, সঙ্ঘ—(সম্—হন্+ঘঞ্—সম্মেলন) দল, সমিতি, organization (নিখিলভারত কাটুনী-সঙ্ঘ; ছাত্রসঙ্ঘ; শিল্পিসঙ্ঘ); সমূহ (জনসঙ্ঘ); বৌদ্ধ-ভিক্ষু-সমাজ (সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি)। **সঙ্ঘচারী**—যাহারা দল বা ঝাঁক বাঁধিয়া থাকে; মৎস্য। **সঙ্ঘজীবী**—যে দৈহিক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, মুটে, মজুর। **সঙ্ঘস্থবির**—মঠের অধ্যক্ষ।

সংঘটন—(সম্—ঘট্, ঘটি+অনট্) ঘটন, হওয়া; মেলন, ঘটানো, যোজন। **সংঘটনা**—ঘটনা; যোজনা। বিণ. সংঘটিত।

সংঘট্ট, সঙ্ঘট্ট—(সং.) সংঘর্ষ, ঘর্ষণ, সংঘাত; সমাবেশ, ভিড়। **সংঘট্টন**—সংঘট্ট, মল্লদ্বয়ের পরস্পরকে আঘাত বা প্যাঁচ কষাকষি; নির্মাণ। **সংঘট্টনা**—নির্মিত, যোজনা। বিণ. **সংঘট্টিত**—ঘৃষ্ট; পিষ্ট; নিপীড়িত; সংযোজিত, নির্মিত।

সংঘর্ষ, সঙ্ঘর্ষ, সংঘর্ষণ—(সম্—ঘৃষ্+অল) পরস্পরকে ঘর্ষণ বা আঘাত, ঠোকাঠুকি, conflict, collision, clash (দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষ)।

সংঘাত, সঙ্ঘাত—(সম্—হন্+ঘঞ্) তীব্র দ্বন্দ্ব, পরস্পরকে আঘাত ('স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে

সংঘাত') : নিবিড় সংযোগ (সংঘাত-কঠিন পর্বত : **সংঘাতচারী** — সংঘচারী, দলবদ্ধভাবে বিচরণকারী ; **সংঘাতবল**—একাধিক বলের সংযোগে সৃষ্ট বল, resultant force) ; সমূহ, সমষ্টি ('তুষার-সংঘাত')। বিণ. সাংঘাতিক।

সংঘারাম, সঙ্ঘারাম—বৌদ্ধমঠ।

সংছিন্ন—সম্যকরূপে ছিন্ন (জ্ঞান-সংছিন্ন সংশয়)। বি. সংছেদ।

সংজনন—উৎপাদন। **সংজননা**—উৎপাদন-কর্ম বা উৎপাদনের শক্তি।

সংজ্ঞক—নামযুক্ত (সমাসে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত)। **সংজ্ঞপন, সংজ্ঞপ্তি**—বিজ্ঞাপন ; বধ। বিণ. **সংজ্ঞপিত**—বিজ্ঞাপিত, নিহত। বি. **সংজ্ঞপ্তি**—বিজ্ঞপ্তি।

সংজ্ঞা—(সম্—জ্ঞা+আ—যাহার দ্বারা সকল বস্তু জানা যায়) নাম ; চেতনা, জ্ঞান (সংজ্ঞাহীন) ; সংকেত ; সূর্যপত্নী। **সংজ্ঞান**—সম্যকজ্ঞান, চেতনা, awareness, consciousness ; সংকেত। **সংজ্ঞাপন**—বিজ্ঞাপন, জানানো। **সংজ্ঞাবান্**—চেতনাবান্ ; নামযুক্ত। **সংজ্ঞিত**—তন্নামযুক্ত, আখ্যাত।

সংনমন—সম্যক্ নমন বা নত হওয়া, সঙ্কোচন, compression।

সংবৎ—বৎসর গণনার রীতি-বিশেষ (প্রচলিত সংবৎ বিক্রমাদিত্যের দ্বারা প্রবর্তিত, এইরূপ প্রসিদ্ধি)। খৃষ্টাব্দের সহিত ৫৭ যোগ করিলে সংবৎ অব্দ পাওয়া যায়)।

সংবৎসর—(প্রাদি সমাস) সম্পূর্ণ বৎসর, সারা বৎসর (সংবৎসর ক্ষেতের ফসলে চলে)। বিণ. সাংবৎসরিক।

সংবরণ—(সম্—ব+অনট্) বরণ : পতিত্বে বরণ ; সংগোপন, নিরোধ, আচ্ছাদন (ক্রোধ সংবরণ : সংবরিষা ভাব-অশ্রু-নীর চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর—রবি)। বিণ. সংবরণীয়, সংবৃত।

সংবর্ত—(সম্—বৃৎ+ঘঞ্) প্রভূত বর্ষণকারী মেঘ-বিশেষ, প্রলয়মেঘ, প্রলয়। **সংবর্তক**—বাড়বানল ; বলরামের লাঙ্গল ; বলরাম।

সংবর্ধক—বৃদ্ধিকারক, সম্মান জ্ঞাপনকারী। **সংবর্ধন,-সংবর্ধনা**—পোষণ, বৃদ্ধি, লালন (ধর্ম সংবর্ধন) ; সম্মাননা। বিণ. সংবর্ধিত—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, লালিত, সম্মানিত।

সংবলিত, সম্বলিত—[সম্—বল্ (বেষ্টন করা) +ক্ত] যুক্ত, সহিত, মিশ্রিত (টীকা সংবলিত মূল পাঠ)।

সংবহ—(বহ্—বহন করা) যে বায়ু আকাশে মেঘ বহন করে ; শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুর অন্যতম। **সংবহন**—বহন, পরিচালন, circulation।

সংবাদ—(সম্—বদ্+ঘঞ্) সমাচার, খবর, বৃত্তান্ত, বার্তা (সংবাদ পাওয়া ; আগমন-সংবাদ ; সংবাদ রটা ; সংবাদপত্র) ; পরস্পর কথাবার্তা (সখী-সংবাদ)। বিণ. **সংবাদী**—সাদৃশ্য-যুক্ত, তুল্য (**সংবাদী সুর**—কোন রাগ বা রাগিণীর প্রধান সুরের পরিপোষক সুর। বিপ. বিসংবাদী)।

সংবাহন, সংবাহ—(সম্—বহ্+অনট্, ঘঞ্) ভারাদি বহন ; অঙ্গমর্দন। **সংবাহক**—অঙ্গ-মর্দক ; ভারবাহক। স্ত্রী. সংবাহিকা। বিণ. সমাহিত।

সংবিগ্ন—(সম্—বিজ্+ক্ত) উদ্‌বিগ্ন, উদ্‌বেজিত।

সংবিৎ—(সম্—বিদ্+ক্বিপ্) জ্ঞান, চেতনা, বুদ্ধি (সংবিৎ হারানো—বাংলায় সম্বিৎ বেশী ব্যবহৃত হয়) ; প্রতিজ্ঞা (**সংবিৎপত্র**—প্রজাগণ রাজাকে যে প্রতিজ্ঞাপত্র দিত, অথবা প্রজাগণ রাজার সঙ্গে বিরোধে নিজেদের মধ্যে যে প্রতিজ্ঞাপত্র সম্পাদন করিত। **সংবিদ্-ব্যতিক্রম**—এরূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা-হেতু বিবাদ) ; সংকেত ; ভাঙ্। **সংবিদা**—সংবিৎ, চুক্তি ভাঙা। বিণ. সংবিদিত—পরিজ্ঞাত ; প্রতিজ্ঞাত ; অঙ্গীকৃত।

সংবিধা—(সম্—বি+ধা+অ) রচনা, সজ্জা, উপচার। **সংবিধান**—রচনা, সম্পাদন, বিহিত, ব্যবস্থা : দেশের শাসন-সংক্রান্ত বিধানা-বলী, Constitution। **সংবিধাতা**—ঈশ্বর ; সম্পাদয়িতা, বিহিত ব্যবস্থাকারী। (বিণ. সংবিহিত, সংবিধেয়)।

সংবিভক্ত—সম্যকরূপে বিভক্ত, অংশিত। বি. **সংবিভাগ**—পৃথক্‌করণ, ভাগাভাগি।

সংবিষ্ট—(সম্—বিশ্+ক্ত) শয়িত, নিদ্রিত, নিবিষ্ট।

সংবৃত—[সম্—বৃ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত] আচ্ছাদিত, আবৃত, গোপিত (সংবৃত মন্ত্র, সংবৃত স্বর) ; পরিবেষ্টিত। বি. সংবৃতি।

সংবৃত্ত—(সম্—বৃৎ+ক্ত) নিষ্পন্ন, যাত, যাহা

ঘটিয়াছে, ব্যাপার। বি. **সংবৃত্তি**—নিষ্পত্তি, সিদ্ধি, সংঘটন ; সদবৃত্তি।

সংবৃদ্ধ—(সম্—বৃধ+ক্ত) সুপরিণত, বর্ধিত। বি. সংবৃদ্ধি।

সংবেগ—(সম্—বিজ্+ঘঞ্) ভয়, ভয়জনিত ত্বরা ; অতিবেগ (বাত্যা সংবেগ) বিণ. সংবিগ্ন।

সংবেদ—(সম্—বিদ্+ঘঞ্) অনুভব, জ্ঞানবোধ, sensation ; অভিজ্ঞতা। **সংবেদন**—অনুভব, বিজ্ঞাপন। বিণ. **সংবেদ্য**—(জ্ঞেয়, অনুভবযোগ্য , বিজ্ঞাপনীয়।

সংবেশ, সংবেশন—(সম্—বিশ্+ঘঞ্, অনট্) নিদ্রা, শয়ন, আসন ; সুরত।

সংবেষ্ট—(যাহাদ্বারা বেষ্টন করা যায়) বস্ত্র, আচ্ছাদন। **সংবেষ্টন**—বেষ্টিত করা, পরিবেষ্টন। [বিহ্বল।

সংমূঢ়—(সম্—মুহ্+ক্ত) সম্পূর্ণ মূঢ়, দিশাহারা,

সংযত—[সম্—যম্ (নিবৃত্ত করা)+ক্ত] নিয়মিত, নিয়ন্ত্রিত, শাসিত (সংযতেন্দ্রিয়) ; পরিমিত, কৃতসংযম (**সংযতবাক্**—স্বল্পভাষী ; মৌনী) ; বাহুল্য বা আড়ম্বর-বর্জিত (সংযত বেশভূষা)। **সংযতচিত্ত**—মন যাহার বশীভূত। **সংযতাত্মা**—সংযতচিত্ত, আত্মসংযমবিশিষ্ট।

সংযম—(সম্—যম্+অল্) ইন্দ্রিয় শাসন বা নিয়ন্ত্রণ (আত্মসংযম ; বাক্সংযম) ; ব্রত, নিয়ম, ধ্যান ; ব্রতাদির পূর্বদিনে পালনীয় আচারবিশেষ। **সংযমন**—নিয়ন্ত্রণ, শাসন, বন্ধন (দুর্বৃত্ত সংযমন ; কেশ সংযমন)। স্ত্রী. সংযমনী যমপুরী। বিণ সংযমিত—নিয়মিত, দমিত, নিরুদ্ধ। **সংযমী**—জিতেন্দ্রিয়, যোগী ; সংযমে অভ্যস্ত, নিয়মবান্। স্ত্রী. সংযমিনী—যমপুরী ; যোগিনী , সংযতচরিত্রা।

সংযাত—মিলিতভাবে গত ; সহযাত্রী। **সংযাত্রা**—সমুদ্রযাত্রা। **সংযান**—ছাঁচ, mould ; সহযাত্রা ; শব শ্মশানে বা গোরস্থানে লইয়া যাওয়া।

সংযুক্ত—(সম্—যুজ্+ক্ত) যুক্ত, সংলগ্ন, মিলিত। **সংযুত**—(সম্—যু+ক্ত) সংযুক্ত, সমন্বিত, মিশ্রিত।

সংযোগ—(সম্—যুজ্+ঘঞ্) সম্যক যোগ ; সম্মিলন, মিলন, মিশ্রণ, সম্পর্ক (শুভ সংযোগ ; গৃহে অগ্নি-সংযোগ ; গ্রহের সংযোগ)। বিণ. সংযোগিত—সংযোগ-বিশিষ্ট, সংযুক্ত। **সংযোগ-বিয়োগ**—মিলন ও বিচ্ছেদ ; জমাখরচ। **সংযোগী**—সংযোগ-বিশিষ্ট, প্রিয়ার সহিত সংযুক্ত (বিপ. বিরহী)।

সংযোজক—(সম্—যুজ্+ণক) যে বা যাহা সংযোগ ঘটায়, সংশ্লেষক। **সংযোজন**—মিলন ঘটানো, মিশ্রণ synthesis (বিপ. বিয়োজন)। **সংযোজনা**—সংযোজন, জোগাড়। বিণ সংযোজিত। **সংযোজিক**—যাহা সংযোজন ঘটায়, synthetic।

সংরক্ষক—(সম্—রক্ষ্+ণক) সংরক্ষণকারী, পালক। **সংরক্ষণ, সংরক্ষা**—সযত্নে রক্ষণ, পালন, protection, preservation, (**সংরক্ষণনীতি**—বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে দেশের শিল্পাদি রক্ষা করিবার শাসননীতি। **ধর্মসংরক্ষণ**—ধর্মাচার অবিকৃত রাখা, ধর্মপালন ; সংখ্যালঘুদের জন্য আসনসংরক্ষণ)। বিণ. **সংরক্ষণীয়**, **সংরক্ষিত**। **সংরক্ষিত, অরণ্য, আসন**—reserved forest, seat. **সংরক্ষী**—রক্ষক, পালক।

সংরব্ধ—[সম্—রন্‌ভ্ (শব্দ করা)+ক্ত] ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত, উৎসাহিত। বি. সংরম্ভ—ক্রোধ, গর্ব, জাঁক, বেগ, উৎসাহ। বিণ. সংরম্ভী—ক্রোধী, ক্ষুব্ধ, গর্বিত ; উৎসাহী।

সংলক্ষিত—(সম্—লক্ষ্+ক্ত) বিশেষভাবে লক্ষীকৃত।

সংলগ্ন—[সম্—লগ্ (লাগিয়া থাকা)+ক্ত] সংযুক্ত, সংসক্ত, লাগাও (বাস্তুসংলগ্ন শস্যক্ষেত্র)।

সংলাপ—[সম্—লপ্ (বলা)+ঘঞ্] কথাবার্তা, পরস্পরের সঙ্গে আলাপ ; নাটকে পাত্রদের অথবা পাত্রপাত্রীদের কথোপকথন, dialogue।

সংলিপ্ত—(সম্—লিপ্+ক্ত) সংলগ্ন, জড়িত।

সংশপ্তক—(সম্যক্ বা সত্য শপথ যাহাদের—বহুব্রী) মহাভারতে বর্ণিত অমিতবিক্রম সেনাদলবিশেষ, 'আমরা এই স্থানেই থাকিয়া যুদ্ধ করিব', ইহাই ছিল ইহাদের প্রতিজ্ঞা ; নারায়ণী-সেনাবিশেষ।

সংশয়—[সম্—শী (সন্দেহ করা)+অচ্] সন্দেহ, দ্বিধা, অনিশ্চয়, uncertainty (**জীবন সংশয়**—বাঁচিবে কিনা, সেই সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা)। **সংশয়চ্ছেদ**—সন্দেহ দূর করা। **সংশয়াকুল**—সন্দেহহেতু অস্বস্তিপূর্ণ। **সংশয়াত্মক**

—সংশয়পূর্ণ। **সংশয়াত্মা**—সং' (সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়—গীতা)। **সংশয়বান, সংশয়ালু, সংশয়িতা**—সংদিগ্ধচিত্ত। বিণ. সংশয়িত—সন্দেহযুক্ত (**সংশয়িত জীবিত**—যাহার-জীবন সংশয় উপস্থিত)। **সংশয়ী**—সন্দেহকারী।

সংশিত—[সম্—শো (নাশ করা, নির্ণয় করা)+ক্ত] 'সম্যক্ শাণিত', সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত (**সংশিত ব্রত**—ব্রতনিয়মাদি যথানিয়মে পালনকারী); স্থিরীকৃত; নির্ধারিত, সুনিশ্চিত (**সংশিতাত্মা**—সুনিশ্চিত-চিত্ত)।

সংশুদ্ধ— সম্—শুধ্+ক্ত) পরিশুদ্ধ, পরিমার্জিত পবিত্রীকৃত, নির্মল। **সংশুদ্ধি, সংশোধন**—সম্যক্‌শোধন, পরিষ্করণ, দেহমার্জন, পবিত্রীকরণ, ভ্রম, ত্রুটি, অন্যায় ইত্যাদি শোধন, purification, correction (চরিত্রসংশোধন; জল সংশুদ্ধি); ঋণ শোধন। **সংশোধক**—যে সংশোধন করে। **সংশোধিত**—পরিশোধিত, ভ্রমরহিত।

সংশ্রয়—(সম্—শ্রি+অচ্) আশ্রয়; শত্রু-নিপীড়িত রাজার অন্য প্রবলতর রাজার আশ্রয় গ্রহণ। **সংশ্রয়ণ**—আলম্বন। **সংশ্রয়িতব্য**—আশ্রয়যোগ্য। **সংশ্রয়ী**—আশ্রয়কারী, অবলম্বী। **সংশ্রিত**—আশ্রিত, সংপ্রাপ্ত, অন্বিত, বিষয়ক।

সংশ্লিষ্ট—[সম্—শ্লিষ্ (আলিঙ্গন করা)+ক্ত] আলিঙ্গিত, মিলিত, সংযুক্ত (বিপ. বিশ্লিষ্ট); সম্পর্কিত, সম্বন্ধীয়। বি. সংশ্লেষ—আলিঙ্গন, সংযোগ, সম্পর্ক। **সংশ্লেষণ**—সংযোগ সাধন (বিপ. বিশ্লেষণ)।

সংসক্ত—[সম্—সন্‌জ্ (আসক্ত হওয়া)+ক্ত] সংলগ্ন, সম্পৃক্ত, মিলিত, আসক্ত (ভোগ-সংসক্ত)। বি. সংসক্তি—দৃঢ় সংযোগ, cohesion; আসক্তি।

সংসৎ, সংসদ—(সম্—সদ্+ক্বিপ্) সভা, পরিষৎ, সমাজ (সাহিত্য-সংসদ; ছাত্র-সংসদ); ভারতের কেন্দ্রীয় বিধান-সভা (Parliament)।

সংসর্গ—(সম্—সৃজ্+অল্) সম্পর্ক, সঙ্গ, সহবাস (সাধু সংসর্গ; স্ত্রী-সংসর্গ)। **সংসর্গজ**—সংসর্গ হইতে জাত। **সংসর্গ-দোষ**—সঙ্গ-দোষ। **সংসর্গী**—সংসর্গকারী; সংসর্গ রক্ষাকারী। বিণ. সংসৃষ্ট।

সংসর্প—[সম্—সৃপ্ (গমন করা)+অল] সম্যক্ প্রকারে গমন, সর্পাদির ন্যায় গতি, বিস্তার লাভ।

সংসার—(সম্—সৃ+ঘঞ্) মর্ত্যলোক, জগৎ, দৃশ্যমান জগৎ, নানা সুখদুঃখপূর্ণ জাগতিক জীবন; মায়াময় জীবন; স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন (সংসার বন্ধন); পারিবারিক অবস্থা (সংসার ভাল চলছে না); গার্হস্থ্য-জীবন, বিবাহ (সংসার করা; তিন সংসার)। **সংসার-গুরু**—জগতের গুরু, পরমেশ্বর। **সংসার-চক্র**—পার্থিব জীবনের ঘটনা-চক্র, সংসারে জন্ম ও মৃত্যুর চক্র। **সংসার-জ্ঞান**—জটিল ও কুটিল জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা। **সংসার ত্যাগ**—সাংসারিক জীবনের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ, সন্ন্যাস গ্রহণ। **সংসার-ধর্ম**—গার্হস্থ্য-জীবন, স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া বসবাস। **সংসার পাতা**—বিবাহ করিয়া পূর্ণ গৃহস্থ হওয়া, পরিজনের দায়িত্ব গ্রহণ করা। **সংসার-বন্ধন**—মায়াময় জীবনের বন্ধন, স্ত্রী পুত্রাদির বন্ধন। **সংসার-মরু,-কান্তার**—দুঃখময় সংসার-জীবন। **সংসার-মার্গ**—সংসারের পথ; সংসারে আগমনের পথ, যোনি। **সংসার-সাগর**—মায়ামোহময় দুস্তর ভবজীবন। **সংসার-স্রোত**—সংসার-জীবনের অভ্রান্ত ধারা। **সংসারাসক্ত**—বিষয়-বাসনায় মগ্ন, পারমার্থিক চেতনাহীন। **সংসারী**—গৃহস্থ; সাংসারিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ। **ঘোর সংসারী**—পারিবারিক স্বার্থ ও শ্রীবৃদ্ধি যাহার চিন্তার মুখ্য বিষয়; অতিশয় বিষয়াসক্ত।

সংসিদ্ধ—সম্যক্ সিদ্ধ, সুনিষ্পন্ন; স্বভাবসিদ্ধ, কুশল; উত্তমরূপে সিদ্ধ, boiled। বি. সংসিদ্ধি।

সংসূচন—(সম্—সূচ্+অনট্) ব্যক্ত করা, প্রকট করা। বিণ. সংসূচিত।

সংসৃতি—(সম্—সৃ+ক্তি) সংসার, সংসারে নানারূপে প্রবেশ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ (সংসৃতিচক্র); প্রবাহ, স্রোত।

সংসৃষ্ট—(সম্—সৃজ্+ক্ত) সংসর্গযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট, সংমিশ্রিত, সংযোজিত (বিষ-সংসৃষ্ট পানীয়; পাপ-সংসৃষ্ট কর্ম দুর্জন-সংসৃষ্ট ব্যাপার); সংসর্গরক্ষাকারী, যে পুত্র পৃথক হইয়াও পিতার সহিত মিলিয়া মিশিয়া সংসার করে, সংসর্গী। বি. সংসৃষ্টি—সংসর্গ, একত্র অবস্থিতি, সংযোগ,

সম্বন্ধ, সহবাস ; অলঙ্কার-বিশেষ। **সংসৃষ্টি**—এক-সঙ্গে বসবাসকারী, একান্নবর্তী।

সংস্করণ—(সম্—কৃ+অনট্) সংস্কার বা সংশোধনের কাজ, মার্জন, উৎকর্ষ সাধন (ধর্ম সংস্করণ) ; শবদাহ ; (পুস্তকের মুদ্রণ-সংখ্যা, প্রথম সংস্করণ গীতাঞ্জলি) ; সংশোধিত বা বিশেষ প্রয়োজন-সাধক মুদ্রণ (সুলভ সংস্করণ, রাজ-সংস্করণ ; পঞ্চম সংস্করণের পাঠ)। **সংস্কর্তা**—যে সংস্কার করে (সংস্কার দ্রঃ) ; পাচক।

সংস্কার—(সম্—কৃ+ঘঞ্) মার্জন, শোধন, ব্যাকরণ-সংক্রান্ত শুদ্ধি, উৎকর্ষ সাধন, মেরামত (গৃহ-সংস্কার, সংস্কার-সাপেক্ষ রচনা ; জীর্ণ-সংস্কার ; দুর্গ সংস্কার ; সমাজ সংস্কার) ; মন্ত্রাদির দ্বারা শোধন, পারিপাট্য সাধন, প্রসাধন (কেশ সংস্কার ; অঙ্গ সংস্কার), ব্যাকরণাদি-বিষয়ক জ্ঞান (সংস্কার সম্পন্ন), পচন, রন্ধন (স[illegible] অস্ত্রাদি শুদ্ধকরণ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, দশবিধ সামাজিক সংস্কার (গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ) ; পূর্বজন্মের প্রভাব-জনিত মনোবৃত্তি, intuition, instinct, ধারণা, ঝোঁক (সংস্কারবশে ; বদ্ধমূল সংস্কার ; কুসংস্কার)।

সংস্কারক—শোধনকারী, উৎকর্ষ সাধক, reformer ; পাচক। **সংস্কারজ**—সংস্কার হইতে জাত, বদ্ধমূল ধারণা-প্রসূত। **সংস্কারবর্জিত, -রহিত, -হীন**—যাহার উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই, ব্রাত্য ; (বাং.) বদ্ধমূল ধারণা, কুসংস্কার ইত্যাদি-বর্জিত (সংস্কার-বর্জিত মন নিয়ে বিচার কর)। বিণ. **সংস্কৃত**—মার্জিত, সংশোধিত, পবিত্রীকৃত ; উৎকর্ষ সাধিত, অলঙ্কৃত ; প্রাকৃতের সংস্রবযুক্ত, বিশুদ্ধ, সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষা, দেবভাষা। বি. **সংস্কৃতি**—সংস্কার, বিশুদ্ধীকরণ ; চিত্তপ্রকর্ষ, culture।

সংক্রিয়া—(সম্—কৃ+শ+আ) সংস্কার-কর্ম, মার্জন, পরিষ্করণ ; শবদাহ।

সংস্তব্ধ—(সম্—স্তন্ভ্+ক্ত) সম্যকরূপে স্তব্ধ বা স্তম্ভিত, জড়ীভূত। বি. সংস্তম্ভ—জড়ভাব, নিষ্ক্রিয় ভাব, নিরোধ। **সংস্তম্ভন**—সংস্তম্ভিত বা জড়ীভূত করা ; স্তম্ভন, নিবারণ, নিরোধ, থামানো। **সংস্তম্ভয়িতা**—স্তম্ভনকারক, নিবারয়িতা। বিণ. সংস্তম্ভিত—যাহা থামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, নিবারিত।

[তরুতল)।

সংস্তীর্ণ—বিছানো, আচ্ছাদিত (পুষ্পসংস্তীর্ণ

সংস্থ—(সম্—স্থা+অ) অবস্থিত, একত্রস্থিত। **সংস্থা**—স্থিতি, ন্যায়পথে স্থিতি, সন্নিবেশ, ব্যবস্থা, আয়, সমাপ্তি, সমাজ, সমিতি, প্রতিষ্ঠান। **সংস্থান**—বিন্যাস, সম্যক্ সন্নিবেশ (অবয়ব সংস্থান) ; আকৃতি, গঠন-বৈশিষ্ট্য ; সঞ্চয়, যোগাড়, ব্যবস্থা (অন্নের সংস্থান)। বিণ. সংস্থিত।

সংস্থাপক—(সম্—স্থাপি+ণক) ব্যবস্থাপক, প্রতিষ্ঠাতা (ধর্ম সংস্থাপক)। **সংস্থাপন**—স্থিরীকরণ, প্রতিষ্ঠাপন। বিণ. সংস্থাপিত। **সংস্থাপয়িতা**—সংস্থাপক (স্ত্রী. সংস্থাপয়িত্রী)।

সংস্থিত—(সম্—স্থা+ক্ত) সম্যক্ স্থিত, সমারূঢ়, সন্নিবিষ্ট। বি. সংস্থিতি—সম্যক্ স্থিতি, একত্র অবস্থান, সংস্থান।

সংস্পর্শ—(সম্—স্পৃশ্+অল্) সম্যক স্পর্শ, সঙ্গ, সংযোগ, প্রভাব (ইয়োরোপীয়দের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার ভাবান্তর ঘটে)। বিণ. সংস্পৃষ্ট—স্পৃষ্ট, সম্পৃক্ত, প্রভাবিত (উৎকণ্ঠা-সংস্পৃষ্ট হৃদয়)।

সংস্মরণ—(স্মৃ—স্মরণ করা) সম্যক্ স্মরণ ; পূর্ব-সংস্কার-হেতু মনে পড়া। **সংস্মৃতি**—সংস্মরণ, স্মৃতি।

সংস্রব—[সম্—স্রু (মিলিত হওয়া)+অল্] সম্পর্ক, সম্বন্ধ, যোগ, সংস্পর্শ (সে বিষয়ের সঙ্গে এর কোন সংস্রব নাই, নেতাদের সংস্রবে এসে দেশের অবস্থা কিছু বুঝেছি)।

সংহত—(সম্—হন্+ক্ত) দৃঢ়, ঘনীভূত, জমাট (গোটে যেন বিরাট রেনেসাঁসের সংহত ব্যক্তি-রূপ)। বি. **সংহতি**—মিলন, সংযোগ, দৃঢ় সংযোগ (সংহতি সাধন ; **সংহতিবাদ**—সঙ্ঘবদ্ধ কর্মসাধন-মতবাদ, collectivism) ; সঙ্গ, সঙ্গী (প্রাচীন বাংলা—স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি—কৃত্তিবাস)।

সংহনন—(সম্—হন্+অনট্) সম্যক্ আঘাত, শৈত্যের ফলে কঠিন জমাটরূপ গ্রহণ। বিণ. সংহত।

সংহরণ—(সম্—হৃ+অনট্) সংহার, বধ ; সংগ্রহ, সংক্ষেপ (শর-সংহরণ—শরপ্রত্যাহরণ)।

সংহর্তা—সংহার-কর্তা। **সংহার**—(সম্—হৃ+ঘঞ্) বিনাশ ; সংগ্রহ, সংক্ষেপ, সঙ্কোচন, গুটানো (**বেণী সংহার**—বেণী বন্ধন ; ধন-

সংহার—ধন-সঞ্চয়ী)। **সংহারক**—সংহারকারী; সংগ্রাহক।

সংহর্ষ—(হৃষ্—তুষ্ট হওয়া, আমোদ-প্রমোদ; রোমাঞ্চ। **সংহর্ষণ**—আনন্দজনক, রোমাঞ্চকর।

সংহিত—(সম্—ধা+ক্ত) সংগৃহীত, একত্রীকৃত; একত্রীভূত। **সংহিতা**—যাহাতে বিষয়-সমূহ একত্র করা হইয়াছে, মন্বাদি-প্রণীত ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র; কর্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদের শাখা-বিশেষ।

সংহৃত—(সম্—হৃ+ক্ত) সংগৃহীত, সঞ্চিত, সঙ্কুচিত সংক্ষিপ্ত; বিনাশিত। বি. সংহৃতি।

সংহৃষ্ট—অতিশয় পুলকিত।

সঁপা—সমর্পণ করা, [illegible] কে বুঝিয়া দেওয়া, [illegible] হইল, তাহার নিজস্ব জ্ঞানে [illegible] কবি কবি শুধাইলা সঁপিয়া [illegible] বরকে কন্যা সঁপা; হাতে হাতে সঁপে দেওয়া, ডাইনীর হাতে ছেলে সঁপা)।

সকড়ি—(সং সঙ্কার, সঙ্কর—মিশ্রণ, আবর্জনা) উচ্ছিষ্ট, এঁটো, সাধারণ রন্ধিত অন্নব্যঞ্জনাদির স্পর্শদুষ্টতা। **সকড়ি হাত**—এরূপ অন্নাদির স্পর্শজনিত এঁটো হাত। **সকড়ি হওয়া**—এঁটো হওয়া, অন্নাদির স্পর্শদোষ ঘটা, যেজন্য শুচি হওয়া প্রয়োজন। (ঠাকুরের প্রসাদে সকড়ি হয় না)।

সকণ্টক—কণ্টকযুক্ত (বহুব্রী); রোমাঞ্চিত; বিঘ্ন-সংকুল; শৈবাল; নাটা-করঞ্জ গাছ।

সকম্প—কম্পিত, কম্পান্বিত।

সকরুণ—(বহুব্রী) করুণাপূর্ণ, সদয় (সকরুণ দৃষ্টি); হৃদয়-দ্রাবক (সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়—রবি)।

সকর্দম—কর্দমপূর্ণ, কাদামাখা। **সকর্মক**—কর্মকারক-বিশিষ্ট (সকর্মক ক্রিয়া); কাম্যকর্ম-যুক্ত।

সকল—(কলার সহিত বর্তমান—বহুব্রী) কলা-সমূহ-বিশিষ্ট, পূর্ণাঙ্গ, সমুদয়, সমস্ত, সমূহ, সমগ্র (সকল গর্ব দূর করি দিব তোমার গর্ব ছাড়িব না—রবি; সকল শরীর; সকল দিয়া দিয়াই ভাল; বৃত্তি সকলের অনুশীলন)। **সকলে**—সবলোক। বি. সাকল্য।

সকাণ্ড—কাণ্ডের সহিত। **সকাতর**—(অসাধু) কাতর, পীড়িত, দুঃখিত ('সকাতরচিত্তে হস্ত হইতে হুকা নামাইয়া')।

সকাম—(বহুব্রী) কামনাযুক্ত, ভোগাকাঙ্ক্ষাযুক্ত, ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত (সকাম কর্ম—বিপ. নিষ্কাম কর্ম); যাহার কামনা চরিতার্থ হইয়াছে।

সকারী—যাহা ক্রিয়াশীল, active (বিপ. অকারী—passive)।

সকাল—প্রাতঃকাল, দিবসের প্রথম ভাগ (সকাল সন্ধ্যা); সত্বর, অবিলম্বে (তোমার কোন কাজই আর সকালে হয় না)। **সকাল-সকাল**—বিলম্ব না করিয়া, যথাসময়ের পূর্বে (সকাল-সকাল নেয়ে খেয়ে প্রস্তুত হও)। **সকাল**—বক্তব্য জোরালো করিবার ক্ষেত্রে কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়। [নিবেদন করিল)।

সকাশ—সমীপ, সন্নিধান, গোচর (পিতৃসকাশে

সকুল্য—সগোত্র, যাহারা সপিণ্ড ও যাহাদের দায়াধিকারের যোগ্যতা আছে।

সকৃৎ—(সং.) একবার (বাংলায় কচিৎ ব্যবহৃত হয়)। **সকৃৎফলা**—কদলী; ধান্য, গোধূম প্রভৃতি শস্যের গাছ। [দৃষ্টি)।

সকৌতুক—(বহুব্রী) কৌতূহলপূর্ণ (সকৌতুক

সক্কা—(আ. সক্কা) ভিস্তি (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। **বাচ্চা-ই-সক্কা**—বিখ্যাত আফগান দলপতি, ইহার পরাক্রমে আমীর আমানুল্লা দেশত্যাগ করেন।

সক্তু—(সং.) যবাদিচূর্ণ, ছাতু (চৈত্র-বায়ুতাড়িত সক্তু—কালীপ্রসন্ন ঘোষ)। [যুগন্ধর, pole।

সক্থি—(সং.) অস্থি, উরু; শকটের অঙ্গ-বিশেষ,

সক্ষত—ক্ষতযুক্ত; দোষযুক্ত (সক্ষত মণি)।

সক্ষম—(সং. ক্ষম) সমর্থ (ভার বহনে সক্ষম); পারগ, শক্তিশালী, দায়িত্ব গ্রহণ করিবার যোগ্য (তুমি সক্ষম, আমি অক্ষম)।

সখ, শখ—(আ. শওক্'—বাসনা, কামনা, পছন্দ, আনন্দ, স্ফূর্তি) আগ্রহ, অভিরুচি, খুশী, মনের ঝোঁক, সাধ, খেয়াল (ভাল খাবার সখ; বুড়োর বিয়ে করার সখ হয়েছে; শিকার করার সখ; থিয়েটার করার সখ)। (সখ বলিতে আগ্রহের সঙ্গে স্ফূর্তি ও খেয়ালিপনার সংযোগ বুঝায়)। **সখ করিয়া**—খুশী হইয়া, আমোদ উপভোগের জন্য, খেয়ালের বশে। **সখের**—কোন লাভের আশায় নয়, মুখ্যতঃ আমোদ-প্রমোদের জন্য (সখের থিয়েটার)। হাউস দ্রঃ। বিণ. সৌখীন।

সখা—(সং. সখি) যাহারা সমপ্রাণ, মিত্র, বন্ধু, সহচর, সুহৃৎ। স্ত্রী. সখী। বি. সখ্য (সখিতা বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। **সম্বোধনে**—সখা, সংস্কৃতনিষ্ঠ বাংলায় সখে।

সখাওত—(আ. সখা'বৎ) বদান্যতা, অকৃপণতা। **সখী**—দাতা, দানশীল (বিপ. বখীল)। (স—ভ.)।

সখী—বয়স্যা, সহচরী, নারীর নারী-বন্ধু। বি, **সখীত্ব**—দুই সখীর মধ্যকার বন্ধুত্ব। **সখীভাব**—বৈষ্ণব-সাধনার প্রকার-বিশেষ ; সাধক নিজেকে কৃষ্ণের সখী কল্পনা করিয়া সেই ভাবের সাধনা করেন। **সখী-সংবাদ,-সম্বাদ**—মথুরাবাসী কৃষ্ণের সমীপে রাধিকার সখী বৃন্দা রাধিকার যে বিরহবার্তা বহন করিয়াছিলেন তদ্-বিষয়ক গান।

সখ্য—(সখি+ষ্য) মিত্রতা, বন্ধুত্ব। **সখ্যরস**—বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও তাঁহার সখাদের মধ্যে যে মনোহর প্রীতির ভাব ছিল, তদনুরূপ, সমপ্রাণতার মাধুর্য।

সগর—পৌরাণিক রাজা বিশেষ ; ইঁহার বংশধর ভগীরথ মর্তে গঙ্গা আনয়ন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

সগর্ভ—(বহুব্রী) যাহার গর্ভে ভ্রূণ আছে (সগর্ভা নারী) ; যাহার ভিতরে মাজপাতা আছে (সগর্ভ দর্ভ) ; সহোদর।

সগুণ—(বহুব্রী) গুণসমন্বিত ; যে ধনুকে ছিলা চড়ানো হইয়াছে, অধিজ্য ; সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই তিন গুণযুক্ত, কর্তৃত্বযুক্ত (ব্রহ্ম) ; ওজঃ, মাধুর্য, প্রসাদ ইত্যাদি গুণ-বিশিষ্ট (রচনা)। **সগুণ ব্রহ্ম**—বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাদিযুক্ত ব্রহ্ম বা স্রষ্টা-ঈশ্বর (বিপ. নির্গুণ ব্রহ্ম—অদ্বিতীয় একমাত্র-সত্য সৃষ্টি-প্রয়োজনের অতীত ব্রহ্ম)।

সগোত্র—(বহুব্রী) এক গোত্রের, এক বংশজাত, জ্ঞাতি ; একমনোধর্ম-বিশিষ্ট (ম্যাকিয়াভেলির সগোত্র বিসমার্ক)।

সঘন—(বহুব্রী) মেঘযুক্ত (সঘন গগন) ; ঘনত্বযুক্ত, গহন, নিবিড় (সঘন কেশ) ; ঘনঘন, বারবার। **সঘনে**—ঘনঘন (কাব্যে ব্যবহৃত)।

সঘর—সমান ঘর, তুল্য কুলমর্যাদাসম্পন্ন বংশ (সঘরে কন্যা দান)। [(নৈবেদ্য সঘৃত করা) ।

সঘৃত—ঘৃতযুক্ত, ঘি-মাখানো, ঘিয়ের ছিটা-দেওয়া

সঙিন, সঙীন, সঙ্গীন—(ফা. সঙ্গীন—পাষাণ-ভূত, জমাটবদ্ধ, ভারী) সঙ্কটপূর্ণ, ঘোরালো, সাংঘাতিক (ব্যাপার সঙিন : সঙীন মোকদ্দমা) ; কিরিচ, bayonet (একটুখানি সরে গিয়ে কয়ো সঙের মতো সঙিন ঝমঝমর—রবি)।

সঙ্কট, সঙ্কথন, সঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, সঙ্কলন, সঙ্কল্প, সঙ্কাশ, সঙ্কীর্ণ, সঙ্কীর্তন, সঙ্কুচিত, সঙ্কুল, সঙ্কেত, সঙ্কোচ—যথাক্রমে সংকট, সংকথন, সংকর ইত্যাদি দ্রঃ।

সঙ্গ—[সন্জ্ (আসক্ত হওয়া)+ঘঞ্] সংসর্গ, সংস্রব, সহবাস, company (অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ ; দশজন ভদ্রলোকের সঙ্গে চলে ফেরে)। **সঙ্গে**—সহিত (তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই) ; সম্পর্কে, আনুষঙ্গিক ভাবে (সেই সঙ্গে এও বলে রাখছি, যাবার চেষ্টা করোনা) ; কাছে (সঙ্গে টাকা নেই) ; সঙ্গে আগত, সাহায্যকারীরূপে আগত (সঙ্গে মুল্লুকের জিনিসপত্র ; সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য)। **সঙ্গে সঙ্গে**—তৎক্ষণাৎ (সঙ্গে সঙ্গে উত্তর) ; সঙ্গীরূপে, অনুচররূপে (সঙ্গে সঙ্গে ফেরে)।

সঙ্গ্—(ফা. সঙ্গ—প্রস্তর) প্রস্তর। **সঙ্গতরাশ**—যে পাথর খুদিয়া মূর্তি গড়ে, ভাস্কর, sculptor (বি. সঙ্গ্-তরাশী—ভাস্কর্য। **সঙ্গ্ দিল** (দেল)—পাষাণ হৃদয় (বি সঙ্গ্ দিলি—পাষাণ চিত্ততা)। **সঙ্গ্ সার, সঙ্গেসার**—পাথর মারিয়া মারিয়া ফেলা। **সঙ্গে মর্মর**—মার্বেল পাথর মর্মর।

সঙ্গত, সঙ্গতি, সঙ্গম—সংগত আদি দ্রঃ।

সঙ্গিন, সঙ্গীন—সঙিন দ্রঃ।

সঙ্গী—সহচর, যে বা যাহা সঙ্গে থাকে, সাথী, দোসর (ধর্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী)। স্ত্রী. সঙ্গিনী।

সঙ্গীত, সঙ্গুপ্ত, সঙ্গূঢ়, সঙ্গোপন, সঙ্ঘ, সঙ্ঘটন, সঙ্ঘট্ট, সঙ্ঘর্ষ, সঙ্ঘাত, সঙ্ঘারাম, সঙ্ঘূষিত সঙ্ঘুষ্ট—যথাক্রমে সংগীত, সংগুপ্ত, সংগূঢ় ইত্যাদি দ্রঃ।

সচকিত—ভীত, ত্রস্ত ; চমকিত। **সচকিয়া**—চমকিত করিয়া (কাব্যে ব্যবহৃত)।

সচন্দন—চন্দনলিপ্ত (সচন্দন পুষ্প)।

সচরাচর—[স্থাবর ও জঙ্গমের সহিত (সচরাচর জগৎ)—বহুব্রী.] (বাং) সাধারণতঃ, প্রায়ই (সচরাচর দেখা যায় না)।

সচল—চলৎশক্তিযুক্ত, চলন্ত, গতিশীল (সচল রথ) ; চালু, চাহিদাযুক্ত (সচল কারবার, সচল টাকা) ; সচ্ছল (সচল সংসার)। (বিপ. অচল))।

সচি,-চী—শচী, ইন্দ্রাণী।
সচিত্র—(বহুব্রী) চিত্রযুক্ত (সচিত্র রামায়ণ)।
সচিব—(সং.) সহায়, সঙ্গী ; secretary ; অমাত্য ; মন্ত্রী।
সচেতন—(বহুব্রী) চেতনাযুক্ত, জীবন্ত ; সজাগ, জ্ঞাত, বিচারশীল (পুত্রের দোষগুণ সম্বন্ধে সচেতন ; সমাজ-সচেতন ; সচেতন দৃষ্টি)।
সচেষ্ট—যত্নবান, উদ্যোগী।
সচ্চরিত—(বহুব্রী) সাধু চরিত্রের, যাহার আচরণ সাধু ; (কর্মধা) সৎকর্ম, সদাচরণ। **সচ্চরিত্র**—(বহুব্রী) সাধু-চরিত্র, সদাচার-পরায়ণ।
সচ্চিদানন্দ—[সৎ ও চিৎ যে আনন্দ (আনন্দের কারণ)—কর্মধা ; অথবা নিত্যজ্ঞান ও আনন্দ যাহার—বহুব্রী] নিত্যজ্ঞানময় ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম।
সচ্চিন্তা—ভাল বিষয়ের চিন্তা, যাহাতে কল্যাণ হয়, সেরূপ বিষয়ের চিন্তা (বর্তমানে সৎচিন্তা লেখাই রীতি)।
সচ্ছল—(সং. সচ্ছীল—সৎশীল) বেশ চলিয়া যায়, এমন অবস্থা সঙ্গতিসম্পন্ন (সচ্ছল সংসার—যে সংসারে টানাটানি নাই, যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার অসদ্ভাব হয় না)।
সচ্ছায়—(বহুব্রী) ছায়াযুক্ত (সচ্ছায় বনস্পতি ; কান্তিযুক্ত, উজ্জ্বল) (সচ্ছায় মণি)।
সচ্ছিদ্র—(বহুব্রী) ছিদ্রযুক্ত ; ত্রুটিযুক্ত, দোষী।
সচ্ছূদ্র—(সৎ+শূদ্র) গোপ, নাপিত প্রভৃতি নবশাখ।
সজন—(বহুব্রী) জনপূর্ণ, জনপূর্ণ স্থান (বিপ. বিজন)।
সজন—(সং. স্বজন, সজ্জন ; হি. সজন—পতি, প্রণয়ী) আপনার লোক, জ্ঞাতি-কুটুম্ব (আত্মীয়-স্বজন) ; প্রণয়ী, পতি (স্ত্রী. সজনী)।
সজনী—(সজন দ্রঃ) প্রণয়িনী ; সখী (সতিমির রজনী, সচকিত সজনীশূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য —রবি)।
সজল—(বহুব্রী) জলপূর্ণ (সজল মেঘ) ; অশ্রু-পূর্ণ (সজল আঁখি) ; জলসিক্ত (সজল গাত্র ; সজল পদ্ম)।
সজাগ—(সং. সজাগর) নিদ্রাহীন, অতন্দ্রিত, অবধানযুক্ত, সচেতন ('সজাগ প্রহরী জেগে আছে' নিজের দোষ-গুণ সম্বন্ধে সজাগ)। **সজাগ ঘুম**—যে ঘুম সহজে ভাঙিয়া যায়। **চোরেরে বলে চুরি করতে, গেরস্তেরে বলে সজাগ থাকতে**—যে দুই পক্ষকেই হাতে রাখিতে চায়, কপটাচারী।
সজাতি—(বহুব্রী) এক জাতীয় বা এক শ্রেণীর লোক, এক জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের সন্তান, of the same caste or species (বিপ. বিজাতি)। বিণ. **সজাতীয়**—সমশ্রেণীর, এক ধরণের। বি সাজাত্য।
সজারু—শজারু দ্রঃ। (কোন কোন অঞ্চলে সেজারু বলা হয়)।
সজীব—(বহুব্রী) জীবিত ; প্রাণবন্ত, অম্লান, সতেজ, উদ্যমশীল, উৎসাহ-উদ্দীপনা-পূর্ণ (অন্তরের সজীবতা)।
সজোর; সজোরে—জোরের সহিত, বল প্রয়োগ করিয়া (সজোরে ধাক্কা)।
সজ্জন—(কর্মধা) সাধু ব্যক্তি : সুসভ্য, সৎকুল-জাত, সম্ভ্রান্ত (তুলনীয়—ভাল মানুষ)। (সাধু-সজ্জন, ব্রাহ্মণ-সজ্জন)।
সজ্জন—সজ্জ ও সজ্জা দ্রঃ।
সজ্জা—(সস্‌জ্‌+অ+আ) বেশভূষা (নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—রবি) ; সাজ, সাজাইবার উপকরণ, যুদ্ধের উপকরণ, আয়োজন (বরসজ্জা ; মঙ্গলসজ্জা ; গৃহসজ্জা ; সজ্জিত রণতরী, রণসজ্জা)। **সজ্জাগৃহ**—যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির সাজঘর।
সজ্জাতি—সৎশূদ্র, নবশাখ।
সজ্জিত—(সস্‌জ্‌+ক্ত) ভূষিত ; সাজানো, কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত ; রণসজ্জা-পরিহিত। **সজ্জীকৃত**—সজ্জিত, প্রস্তুত।
সজ্ঞান—চেতনাযুক্ত, অবহিত, যাহার হুঁস আছে। **সজ্ঞানে**—হুঁস থাকা অবস্থায়, জানিয়া শুনিয়া।
সঞ্চয়—[সম্‌—চি (একত্র করা)+অল্‌] সংগ্রহ, আহরণ, একত্রকরণ, জমানো (সঞ্চয় করার দিকেই মন ; শক্তি সঞ্চয় করা) ; সমূহ, রাশি (পুণ্য সঞ্চয় ; অস্থি সঞ্চয়) ; যাহা সঞ্চিত করা হইয়াছে (এক বৎসরের সঞ্চয় নষ্ট হইয়া গেল ; হোক ক্ষয় পুরাতন বৎসরের যত নিষ্ফল সঞ্চয়)। **সঞ্চয়ন**—সমাহরণ, সংগ্রহ (কাব্য-সঞ্চয়ন)। **সঞ্চয়ী**—সঞ্চয়কারী, সঞ্চয়ে পটু, খরচে নয়। বিণ. সঞ্চিত, সঞ্চীয়মান, সঞ্চেয়।
সঞ্চর, সঞ্চরণ—(সম্‌—চর্‌+অনট্‌) সংক্রমণ, গমন ('তেজোময় সঞ্চরণ') ; সাঁকো, পথ। বিণ. **সঞ্চরমান**—সংক্রমণশীল, গতিশীল

৺(আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরপটল—বিদ্যাসাগর); **সঞ্চরিত**—প্রচলিত, পরিব্যাপ্ত।

সঞ্চলন—(সম্—চল্+অনট্) কম্পন, দোলন, নড়াচড়া, চলন। বিণ. সঞ্চলিত (চৈত্র-পবনে মম চিত্তবনে বাণী-মঞ্জরী সঞ্চলিতা ওগো ললিতা—রবি)।

সঞ্চার—(সম্—চর্+ঘঞ্) সংক্রমণ, গ্রহাদির ভিন্ন রাশিতে গমন; গমন, কষ্টে গমন ('সূত্র সঞ্চারের পথ'); বিস্তার, ব্যাপ্তি, ছাইয়া যাওয়া, আবির্ভাব (আকাশে মেঘের সঞ্চার; যৌবন-সঞ্চার; তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে—রবি); উত্তেজন, উদ্রেক, চালন (রচনায় প্রাণ-সঞ্চার করা, শক্তি-সঞ্চার করা)। **সঞ্চারক**—সঞ্চারকারী, চালক। **সঞ্চারণ**—সঞ্চার, চালন, উত্তেজন, প্রতিষ্ঠা দান (শক্তি-সঞ্চার করা)। **সঞ্চারিকা**—যে এক স্থানের কথা অন্য স্থানে নেয়, দূতী, কুট্নী; নাসিকা। বিণ. সঞ্চারিত—ব্যাপ্ত, উদ্রিক্ত, আবির্ভূত। **সঞ্চারিল**—সঞ্চার করিল (কাব্যে)। **সঞ্চারী**—সঞ্চরণশীল, বিচরণকারী (অগাধ জলসঞ্চারী রোহিত; সঞ্চারিণী দীপশিখা); যাহা পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়, ছোঁয়াচে (সঞ্চারী ব্যাধি); যাহা সঞ্চার করে, উদ্রিক্ত করে (প্রাণ সঞ্চারী বাণী); বায়ু; ধূপ; সঙ্গীতের তৃতীয় কলি (অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ); (অলঙ্কারে) ব্যভিচারী, অর্থাৎ রসের পরিপুষ্টি-সাধক ভাব।

সঞ্চালক—(সম্—চালি+ণক) সঞ্চালনকারী, চালক, সঞ্চারকারক। **সঞ্চালন**—আন্দোলন; সঞ্চারণ, প্রবর্তন। বিণ. সঞ্চালিত—আন্দোলিত, চালিত; সঞ্চারিত।

সঞ্চিত—(সঞ্চয় দ্রঃ) সংগৃহীত, জমানো, সংরক্ষিত (বহু তপস্যায় সঞ্চিত পুণ্য; **সঞ্চিত আবর্জনা**—বহু পুরুষের সঞ্চিত অর্থ)। বি. সঞ্চিতি। **সঞ্চীয়মান**—যাহা সঞ্চিত হইতেছে। **সঞ্চেয়**—সঞ্চয়যোগ্য।

সঞ্জয়—মহাভারত-বর্ণিত বিদুরের পুত্র, ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনাইয়াছিলেন; বাংলা মহাভারতের অন্যতম লেখক।

সঞ্জাত—(সম্—জন্+ক্ত) জাত, উৎপন্ন।

সঞ্জাব—(ফা. সন্জাফ্) কাপড়ে বা জামায় লাগানো পাড় (সঞ্জাব লাগানো বা দেওয়া।

সঞ্জীবন—(সম্—জীবি+অনট্) যাহা সঞ্জীবিত করে (সঞ্জীবন ঔষধ; মৃতসঞ্জীবনী লতা); জীবন-সঞ্চার। **সঞ্জীবক**—সঞ্জীবনকারী। বিণ. সঞ্জীবিত—যাহাকে জীবিত করা হইয়াছে; প্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত। **সঞ্জীবনী পুরী**—যমপুরী, সংযমনী (প্রাচীন বাংলা)।

সট্—ক্ষিপ্রতাজ্ঞাপক (সট্ করে ভেগে পড়া)। তুলনীয়—চট্, ঝট্)। **সট্‌সট্**—অনেক লোকের একসঙ্গে দ্রুত পলায়ন বা অন্তর্ধান সম্পর্কে বলা হয়।

সট্‌কা—(সং. সট,-টা; হি. সটক) আলবোলার লম্বা নল; আলবোলা (কৃষ্ণকান্ত সট্‌কায় তামাক টানিতেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র)।

সট্‌কানো—সট্ করিয়া পালানো ('মানটা নিয়ে প্রাণটা নিয়ে সট্‌কেছি কেমন') (সট্‌কান দেওয়া-ও বলা হয়)। [বিলম্ব না করিয়া।

সটাং—সটান, সোজা, লম্বা, একটানা, আদৌ

সটান—সোজা, লম্বাভাবে, একটানা (সটান শুয়ে পড়া; সটান পাড়ি দেওয়া)।

সটীক—(বহুব্রী) টীকা বা ব্যাখ্যাযুক্ত, annotated (কুমারসম্ভবের সটীক বঙ্গানুবাদ)।

সঠিক—ঠিক, যথার্থ, যথাযথ (সঠিক সংবাদ)।

সড়—ষড়, ষড়যন্ত্র, কাহারও বিরুদ্ধে গোপন সলা-পরামর্শ বা চক্রান্ত (ষড় করা)।

সড়ক—(সং. সরক) দূরগামী বড় রাস্তা।

সড়কা—(শর গাছের মত অথবা শড়কির মত) লম্বা, ঢেঙা। (প্রাদেশিক)।

সড়কি—শড়কি, বল্লম (ঢাল-সড়কি)।

সড়গড়—(স্বরগত অথবা স্মৃতিগত) অভ্যস্ত, আয়ত্ত, রপ্ত।

সড়াঙ্গা, সড়িঙ্গা, সড়িঙ্গে, সড়ুঙ্গে, সড়িঙে—ঢেঙা, দীর্ঘকায়, কিন্তু শীর্ণ (বেঢপ সড়িঙে চেহারা; সড়িঙে আমগাছ—যে আমগাছ খুব উঁচু, কিন্তু ডালপালা খুব কম)।

সড়সড়—শড়শড় দ্রঃ। **সড়সড়ি**—শড়শড়ি দ্রঃ।

সড়া—ছোট মজবুত রজ্জু-বিশেষ, সাধারণতঃ বন্ধনীরূপে ব্যবহৃত হয়।

সড়াক, সড়াৎ—দ্রুত সরিয়া যাওয়া বা পিছলাইয়া যাওয়া সম্পর্কে বলা হয় (সড়াৎ করে পা পিছলে গেল)। লঘুতর অর্থে সুড়ুক বা সুড়ুৎ।

সডাক—ডাকমাশুল সহ (সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা)।

সড়াসড়, সরাসর—অব্যাহত গতি সম্পর্কে বলা হয় (সড়াসড় বাড়ীর ভিতরে ঢুকলো ; সড়াসড় বাঁশ বেয়ে উঠে গেল)।

সৎ—[অস্ (হওয়া)+অৎ (শতৃ)] বিদ্যমান, বর্তমান, নিত্য, চিরস্থায়ী (সৎ-চিৎ-আনন্দ); সত্য (সদসদ্-বিবেচনা); সাধু (সৎলোক ; সৎসমাগম); শোভন, প্রশস্ত, উত্তম (সদাচার, সৎকর্ম ; সদ্বুদ্ধি, সৎপথ) ; মর্যাদাসম্পন্ন, উচ্চকুল-জাত, বিদ্বান, জ্ঞানী (সজ্জন ; সদ্ব্রাহ্মণ। **সৎকলা**—সঙ্গীত, চিত্রাদি বিদ্যা, fine arts। **সৎকার**—সমাদর, সম্মান, সেবা (অতিথি-সৎকার); শবের দাহ-কর্ম (মৃতের সৎকার)। সৎকৃতি-ক্রিয়া—সৎকর্ম ; শবদাহ ; শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকর্ম।

সৎ—সতীন-সম্পর্কিত (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **সৎছেলে,-বেটা,-মেয়ে**—সতীনের ছেলে বা মেয়ে। **সৎবাপ**—বিপিতা, মায়ের অন্য স্বামী। **সৎমা**—মায়ের সতীন, বিমাতা। **সৎশাশুড়ী**—শাশুড়ীর সতীন।

সতত—[সম্—তন্ (বিস্তার করা)+ক্ত] সর্বদা, নিরন্তর, অনবরত। **সতত জ্বর**—যে জ্বরের বিরাম হয় না।

সততা—(সং. সত্তা) সাধুতা, ন্যায়পরতা, honesty। [সংখ্যক।

সতর, সতের—সপ্তদশ, ১৭ এই সংখ্যা বা

সতর্ক—[স (সহিত)+তর্ক (বিবেচনা, অবধান) —বহুব্রী] সাবধান, হুশিয়ার (তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি)। বি. সতর্কতা। **সতর্কী-করণ**—হুশিয়ার করা।

সতা—সতীন (গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি —ভারতচন্দ্র)। **সতাই**—বিমাতা। (বর্তমানে অপ্রচলিত ; পূর্ববঙ্গে সতাই ও হতাই প্রচলিত)। **সতাত**—সপত্নী-সম্পর্কিত, বৈমাত্রেয়। **সতাত বাপ**—বিপিতা। (কোন কোন অঞ্চলে সতাল-ও বলা হয়)।

সতিন, সতীন—সপত্নী (**সতীনকাঁটা**—কণ্টকের মত ক্লেশের কারণ যে সতীন)। **সতীনপো,-ঝি,-জামাই**—সতীনের পুত্র, কন্যা অথবা জামাই। **সতিনী**—সতীন (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

সতী—(সৎ+ঈ) সাধ্বী, পতিব্রতা, একনিষ্ঠা ; দক্ষকন্যা, শিবানী ; পতির মৃত্যুতে যে অনুমৃতা হয় (সতীদাহ) ; সৌরাষ্ট্রের মৃত্তিকা। **সতী-চ্ছদ**—কুমারী ঝিল্লি, যোনিমুখের এই পাতলা পরদা সাধারণতঃ রজোদর্শনে ছিন্ন হইয়া যায়। **সতীত্ব**—স্ত্রীরূপে একনিষ্ঠতা, পাতিব্রত্য, নারীর যৌন পবিত্রতা (সতীত্ব রক্ষা)। **সতীদাহ**—মৃতপতির সহিত তাহার বিধবাকে দাহ করিবার যে প্রথা ছিল। **সতীধর্ম**—নারীর একনিষ্ঠতা অথবা যৌন পবিত্রতা রক্ষা। **সতী-পনা**—সতীত্বের গর্ব (বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়)। **সতীলক্ষ্মী**—সতী ও গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা। **সতীসাবিত্রী**—সাবিত্রীর মত সতী, পরম নির্মল-চরিত্রা।

সতীন—সতিন দ্রঃ।

সতীর্থ—[স (সমান) তীর্থ (গুরু) যাহার—বহুব্রী] একই সময়ে এক গুরুর শিষ্য, সহপাঠী। **সতীর্থ্য**—একতীর্থবাসী ; সতীর্থ।

সতীশ—সতীপতি, শিব।

সতৃষ্ণ—(বহুব্রী) তৃষ্ণাযুক্ত, পিপাসিত (সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল)।

সতেজ—তেজযুক্ত, জোরালো, বলবান, প্রাণপূর্ণ, প্রাণ, উৎসাহ ইত্যাদি ব্যঞ্জক (সতেজ চারাগাছ ; সতেজ চাহনি)। (সং. সতেজাঃ—তেজস্বী, বলবান্)।

সৎকর্ম,-কার,-কৃতি,ক্রিয়া—সৎ দ্রঃ।

সত্তম—(সৎ+তম) অতি উত্তম, অতি শোভন, অতিশয় মান্য ; শ্রেষ্ঠ (মুনিসত্তম)।

সত্তর—(সং. সপ্ততি) ৭০—এই সংখ্যা বা সংখ্যক। **সত্তরি**—সত্তর (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

সত্তা—(সৎ+তা) বিদ্যমানতা, অস্তিত্ব, মূর্তরূপ (mass); নিজস্বতা (আপন সত্তা হারাইয়া ফেলানো) ; সাধুতা, উৎকর্ষ ; অধিকার, স্বামিত্ব (প্রাচীন বাংলা)।

সত্র, সত্র—(সং.) যজ্ঞ, সদাদান, সদাব্রত, যেখানে অন্নজলাদি বিতরণ করা হয় (অন্নসত্র ; জলসত্র)। **সত্রশালা**—অন্নাদি দানের গৃহ, ছত্র। **সত্রী**—যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ; যিনি অন্নসত্র খোলেন।

সত্ত্ব, সত্ত্ব—(সৎ+ত্ব) বিদ্যমানতা, অস্তিত্ব (নিষেধ সত্ত্বেও কেন গেলে ?) ; যাহার সত্তা আছে, বস্তু, প্রাণী (সত্ত্বলোক—প্রাণিলোক) ; প্রাণ, আত্মা,

অন্তঃকরণ, পরাক্রম, বীর্য (শুদ্ধসত্ত্ব ; মহাসত্ত্ব) ; সত্ত্বগুণ (সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি—যে প্রকৃতিতে স্বভাবতঃ মহৎপ্রবণতা থাকে) ; স্বভাব (সত্ত্ব-সংশুদ্ধি—স্বভাবের উৎকর্ষসাধন ; চিত্তের শুদ্ধি-সাধন) ; উৎসাহ (সত্ত্বহীন) ; ভ্রূণ (অন্তঃসত্ত্বা) ধন, বিত্ত, রস, নির্যাস (আমসত্ত্ব ; ধুতুরার সত্ত্ব)। **সত্ত্ববান্**—সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট ; বীর্যবান্ ; মহত্ত্বযুক্ত, উদারস্বভাব, স্বামিত্বযুক্ত।

সত্য—(সৎ+য) অমিথ্যা, যাথার্থ্য ; (প্রকৃত সত্য কি, তাহাই দেখিতে হইবে ; সত্যভাষণ) ; নিত্যত্ব ; (সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর) বিষ্ণু ('তিনি সত্যে ও সত্য তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্ত') ; শপথ, প্রতিজ্ঞা (তিন সত্যি করে বলেছিলে) ; প্রথম যুগ (সত্যযুগ) ; সপ্তভুবনের উপরিস্থিত লোক (সত্যলোক), যথার্থ জ্ঞান (বৈজ্ঞানিক সত্য ; পারমার্থিক সত্য) ; যাহা জগতের জন্য কল্যাণকর (যেখানে মিথ্যার উদ্দেশ্য মহৎ, সেখানে মিথ্যাই সত্য ; জগৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত) ; সতীত্ব (সত্যনাশ ; সত্যবতী সতীত্ববতী) ; প্রকৃত, যথার্থ, অভ্রান্ত (সত্যকথা ; সত্য খবর ; বৈজ্ঞানিক বিচারে সত্য নয়)। **সত্যকথা**—মিথ্যা বা অতিরঞ্জন-বর্জিত কথা ; আসল ব্যাপার। **সত্য-করা**—শপথ করা। **সত্যকাম**—সত্য যাহার প্রিয়, যে মিথ্যা বর্জন করিয়া চলে। **সত্যঘ্ন**—অসত্যে যাহার প্রীতি, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে। **সত্যংকার**—সত্য করা, কথা দেওয়া, বায়না করা বায়না ; জামিনস্বরূপ ন্যস্ত বস্তু বা ব্যক্তি, hostage। **সত্যতা**—যাথার্থ্য ; সত্যপরায়ণতা (ধর্মের মূল সত্যতা)। **সত্যদর্শী**—ভবিষ্যৎ সত্যের অথবা সত্যের দ্রষ্টা। **সত্যনারায়ণ**—নারায়ণের মূর্তি-বিশেষ, সত্যপীর। **সত্যনিষ্ঠ,-পরায়ণ**—সত্যের প্রতি অনুরক্ত, সত্যধন। **সত্যপীর**—মুসলমান-পীরবেশী সত্যনারায়ণ (সত্যপীরের শীরণি)। **সত্যপুর**—বিষ্ণুলোক, বৈকুণ্ঠ। **সত্যপ্রতিজ্ঞ**—যে প্রতিশ্রুতি পালনে দৃঢ়-সঙ্কল্প, সত্যসন্ধ। **সত্যবতী**—ব্যাসজননী। **সত্যবান্**—সত্যসন্ধ ; সাবিত্রীর স্বামী। **সত্য-ব্রত**—(বহুব্রী) সত্যপরায়ণ। **সত্য ভঙ্গ**—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। **সত্যভামা**—কৃষ্ণের এক মহিষী। **সত্যমিথ্যা**—কি সত্য, আর কি মিথ্যা, সত্য অথবা মিথ্যা (সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন)। **সত্যযৌবন**—যাহাদের যৌবন অটুট থাকে, বিদ্যাধর। **সত্যরক্ষা**—প্রতি-শ্রুতি রক্ষা। **সত্যসন্ধ**—(যাহার সন্ধা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা সত্য—বহুব্রী)। সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্য-পরায়ণ। **সত্যাগ্রহ**—(বহুব্রী) সত্য-আগ্রহ-যুক্ত) ; সত্যের (সত্যের ও ন্যায়ের) প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ (ষষ্ঠীতৎ) ; ন্যায্য অধিকারের প্রতিষ্ঠার জন্য মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অহিংস সংগ্রাম। **সত্যানৃত**—(বহুব্রী) যাহাতে সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত, বাণিজ্য ; সত্য ও মিথ্যা। **সত্যাসত্য**—সত্য অথবা মিথ্যা ; সত্য ও অসত্য।

সত্বর—(বহুব্রী) ত্বরান্বিত, শীঘ্র (সত্বর গমন ; সত্বর গমন কর—বিণ., ক্রি.-বিণ.) ; সতর্ক (প্রাচীন বাংলা)।

সদন—[সদ্ (গমন করা) + অনট্] গৃহ, বাড়ী ; স্থান ; সমীপ (পিতৃ-সদনে নিবেদন করিল ; কৈলাস-সদন)।

সদন্ত—দন্তযুক্ত (সদন্ত উক্তি) ; দাম্ভিক, ধর্মধ্বজী।

সদয়—(বহুব্রী) কৃপাযুক্ত, অনুগ্রহযুক্ত ; অনুকূল, প্রসন্ন (সদয় দৃষ্টি, সদয় ব্যবহার)।

সদর—(আ. স'দর্) রাজধানী ; জেলার শহর (সদর-মফঃস্বল) প্রধান, প্রকাশ্য, বহির্বাটী (সদর দরজা ; সদর রাস্তা ; সদর অন্দর) ; শাল প্রভৃতির বাহিরের পিঠ ; সভাপতি (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, তবে গ্রাম্য ভাষায় 'সদরতি' শব্দের ব্যবহার আছে, অর্থ, মোড়লি, উপর-পড়া—তোমাকে সদরতি করার জন্য কে ডেকেছে ?)। **সদর-অন্দর**—বহির্বাটী ও অন্তঃপুর। **সদর-আমিন**—রাজস্ব-বিভাগের নিম্নশ্রেণীর বিচারক-বিশেষ। **সদর-আদালত**—প্রধান বিচারালয়, সুপ্রিম কোর্ট। **সদর-আলা**—সবজজ। **সদর-কাছারি**—জমিদারের প্রধান কর্মস্থান। **সদর-খাজনা,-জমা**—জমিদারকে অথবা সরকারকে দেয় রাজস্ব। **সদর-নায়েব**—সদর-কাছারির নায়েব। **সদর-মোকাম**—ব্যবসায়, বিচার, রাজস্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রধান স্থান। **সদর-মফঃস্বল**—দেশের প্রধান শহর ও তাহার বাহিরের স্থান ; শহর ও গ্রাম ; ভিতরের পিঠ ও বাহিরের পিঠ ; ভিতর ও বাহির।

সদর্থ—সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত ব্যাখ্যা (বিপ. কদর্থ)।

সদর্থক—অস্তিত্বজ্ঞাপক, ধনাত্মক, positive (বিপ. নঞর্থক, negative)। [করিল)।

সদর্প—(বহুব্রী) দর্পযুক্ত, গর্বিত (সদর্পে উত্তর

সদসৎ—যাহা আছে ও যাহা নাই ; যাহা সাধু ও যাহা অসাধু (সদসদ্ বিবেচনা), যাহা সত্য ও যাহা মিথ্যা।

সদস্য—[সদস্ (সভা) + য] যজ্ঞানুষ্ঠান যথাবিধি হইতেছে কিনা, তাহা দর্শন ও সংশোধন করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত ঋত্বিক্ ; সভাসদ্, সভা ও সমিতি ইত্যাদির সভ্য।

সদা—[স (সর্ব) + দ (দাচ্)] সর্বদা, নিয়ত, সব সময়ে (কাব্যে অথবা অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **সদাগতি**—যাহা সর্বদা গতিশীল বা প্রবাহিত, সূর্য। **সনাতন**—সর্বদা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। **সদাদান**—সদাব্রত সত্র, সর্বদা যাহার দান, অর্থাৎ মদবারি ক্ষরিত হইতেছে, ঐরাবত, মত্তহস্তী। **সদানন্দ**—যে সর্বদা আনন্দিত ; শিব। **সদানর্ত**—খঞ্জন পাখী। **সদানীরা**—করতোয়া নদী ; হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রাবণ মাসে সকল নদীই রজস্বলা হয়, কেবল করতোয়া জলপূর্ণা থাকে। **সদাপুষ্প**—নারিকেল গাছ। **সদাফল**—নারিকেল, বেল। **সদাব্রত**—সত্র। **সদাযোগী**—শিব ; বিষ্ণু। **সদাশিব**—মঙ্গলের অফুরন্ত উৎস শিব ; সদানন্দ শিব ; অতিশয় উদার, আনন্দময় ও ক্রোধবর্জিত লোক। **সদাসর্বদা**—সর্বদা।

সদাগর—সওদাগর। বিণ. সদাগরী (সদাগরী জাহাজ)। বি. সদাগরি—বাণিজ্য।

সদাচরণ—সৎকর্মের অনুষ্ঠান ; সদ্ব্যবহার। **সদাচার**—(কর্মধা) সাধু আচরণ ; ব্রহ্মাবর্ত দেশের ব্রাহ্মণাদির আচার ; সজ্জনের আচরণ ; সদ্ব্যবহার ; (বহুব্রী) সাধু-আচরণ-বিশিষ্ট ; ধর্মপরায়ণ। **সদাচারী**—সদাচার-পরায়ণ ; বেদাচার-পরায়ণ ; ধার্মিক। **সদালাপ**—সদ্বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ; প্রীতিপূর্ণ আলাপ (বিণ. সদালাপী)। **সদাশয়**—(বহুব্রী) যাহার অভিপ্রায় বা অন্তঃকরণ মহৎ (বি. সদাশয়তা)।

সদিচ্ছা—সাধু ইচ্ছা, শুভকামনা। [নায়ক।

সদীয়াল—(আ. সদ্—শত) একশত সৈন্যের

সদুত্তর—প্রশ্নের প্রকৃত বা সন্তোষজনক উত্তর।

সদুপায়—(কর্মধা) সাধু উপায়, প্রশস্ত উপায় বা পথ।

সদৃশ—(স—দৃশ্ + অ) অনুরূপ, সমান, তুল্য (কুসুমসদৃশ কমনীয়), সমজাতীয়, মতন (তাঁহার সদৃশ গুণী কে ?)। বি. সাদৃশ্য। **সদৃশবিধান**—বিষই বিষের ঔষধ, এই ব্যবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসা-পদ্ধতি, Homeopathy।

সদোষ—(বহুব্রী) দোষযুক্ত, ত্রুটিপূর্ণ।

সদ্গতি—(কর্মধা) উত্তম গতি, স্বর্গে গমন, মোক্ষলাভ (লভিয়াছে বীরের সদ্গতি ; আত্মার সদ্গতি) ; সুব্যবস্থা, সুরাহা (যাহোক, বিধবার মেয়ের একটা সদ্গতি হলো) ; ব্যঙ্গে-ও ব্যবহৃত হয় (বুড়ো না খেয়েদেয়ে বহু টাকা জমিয়ে গেছে, এইবার ছেলেরা তার সদ্গতি করছে)।

সদ্গুরু—যিনি শিষ্যকে যোগ্যভাবে পরিচালিত করিতে পারেন, সিদ্ধগুরু।

সদ্গোপ—হিন্দু নবশায়থ জাতি-বিশেষ।

সদ্ধর্ম—(কর্মধা) শ্রেষ্ঠ ধর্মপথ ; বৌদ্ধধর্ম। বিণ. সদ্ধর্মী—বৌদ্ধ।

সদ্ধেতু—(ন্যায়ে) যে তর্কে বা বিচারে হেত্বাভাস (fallacy) নাই।

সদ্বিবেচনা—উত্তম বিবেচনা বা বিচার। **সদ্বিবেচক**—উত্তম বিবেচনাকারী, সুবিচারক, পক্ষপাতহীন।

সদ্বৃত্ত—(কর্মধা) সাধু আচরণ, সদ্ব্যবহার ; (বহুব্রী) সদাচার-সম্পন্ন, সচ্চরিত্র। বি. সদ্বৃত্তি সদাচার ; সাধু-জীবনোপায়।

সদ্ব্যবহার—সাধু বা শোভন আচরণ, সার্থক ব্যবহার বা প্রয়োগ (সময়ের বা ধনের সদ্ব্যবহার)।

সদ্বৈদ্য—উত্তম চিকিৎসক, হাতুড়ে নয়।

সদ্ভাব—অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা (বিপ. অসদ্ভাব) ; সম্প্রীতি, বন্ধুভাব (ভাইয়ে ভাইয়ে সদ্ভাব নেই) ; শ্রেষ্ঠভাব, কল্যাণপ্রসূ চিন্তা (সদ্ভাবশতক)।

সদ্ম—(সং) আবাস, নিকেতন, অধিষ্ঠান।

সদ্য, সদ্যঃ—(সং. সদ্যস্ -সমান দিন, তৎকাল, তখনই) বর্তমান সময়ে, এখনি (সদ্যোজাত ; সদ্যঃস্নাত) ; টাট্কা, বেশীদিনের বা বাসি নয় (সদ্য তরিতরকারি ; সদ্যবিধবা ; সদ্য-বিলেত-ফেরৎ ; সদ্য গলানো ঘি)। **সদ্যসদ্য**—টাট্কা-টাট্কা, হাতে-হাতে (সদ্যসদ্য ফল পাবে)। **সদ্যঃপাতী**—অতিশয় নশ্বর। **সদ্যঃশৌচ**—যাহাদের অশৌচকাল গত হইতে বিলম্ব হয় না

(কারুকর, বৈদ্য, দাস, দাসী, নাপিত, শ্রোত্রিয়, রাজা প্রভৃতি)। **সদ্যোমাংস**—টাট্‌কা মাংস।

সধবা—(বহুব্রী) যাহার স্বামী বর্তমান, এয়ো (বিপ. বিধবা)।

সধর্ম—একরূপ ধর্ম বা আচরণ (**সধর্মচারিণী**—সহধর্মিণী)। **সধর্মা, সধর্মী**—এক ধর্মের, এক ধর্মাবলম্বী, সমলক্ষণাক্রান্ত, সদৃশ। **সধর্মিণী**—সহধর্মিণী।

সন—(আ. সন ; সং. সমা) বৎসর (তিন সন ক্রমাগত অজন্মা); বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে নির্নীত বৎসর (হিজরী সন)। **ইংরেজী সন**—খৃষ্টীয় সন। **বাংলা সন**—সম্রাট্ আকবর-প্রবর্তিত সংস্কারকৃত হিজরী সন। **হিজরী সন**—হজরত মোহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় গমনের সময় হইতে নির্ণীত চান্দ্র বৎসর। **সন-তারিখ**—ঘটনার বৎসর ও তারিখ। বিণ. সনা, সনী (পাঁচসনা বন্দোবস্ত ; তে-সনী চা'ল—তিন বৎসরের পুরাতন চাউল)।

সনৎ—(সং.) ব্রহ্মা। **সনৎকুমার**—ব্রহ্মার মানসপুত্র সুপ্রসিদ্ধ মুনি।

সনদ—(আ. সনদ্) দলিল, সরকারদত্ত অনুমতি-পত্র, ডিপ্লোমা-আদি (বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ ; লাখেরাজের সনদ)।

সনন্দ—ব্রহ্মার পুত্র-বিশেষ ; সনদ (বাদশাহী সনন্দ)।

সনাক্ত—শনাক্ত দ্রঃ।

সনাতন—[সনা (নিত্য)+তন] সদাতন, চিরস্থায়ী, অনাদিকাল হইতে প্রচলিত, পরম্পরা-গত (সনাতন ধর্ম ; সনাতন আচার); বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, ব্রহ্মার মানসপুত্র-বিশেষ ; স্বনামধন্য বৈষ্ণব ভক্ত। স্ত্রী. সনাতনী—দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী। **সনাতন ধর্ম**—যে ধর্ম সর্বযুগে সত্য ও সার্থক ; বেদ-প্রবর্তিত ধর্ম ; অসংস্কৃত হিন্দু-ধর্ম। বিণ. সনাতনী (সনাতনী হিন্দু—প্রতিমা-পূজা, জাতিভেদ ইত্যাদি সুপ্রাচীন হিন্দুধর্মাচারে আস্থাবান হিন্দু, যে হিন্দু ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বা আর্যসমাজভুক্ত নহে)।

সনাথ—(বহুব্রী) নাথযুক্ত, যাহার প্রভু বা রক্ষক আছে (বিপ. অনাথ) ; যুক্ত, সমন্বিত (দীপিকা সনাথা রজনী)।

সনির্বন্ধ—অতিশয় আগ্রহ বা অনুনয়বিনয়-যুক্ত (সনির্বন্ধ অনুরোধ)।

সনির্বেদ—(বহুব্রী) সখেদ, আত্মধিক্কার-যুক্ত।

সনে—সহিত, সঙ্গে (কাব্যে ব্যবহৃত)।

সনেট—(ইং. sonnet), চতুর্দশপদী কবিতা-বিশেষ, ইহার চরণ-বিন্যাসের ও মিলের বিশেষ রীতি আছে।

সন্ত—(সং. সন্তঃ ; ইং. Saint) সাধু, ভক্ত (সাধুসন্ত—সাধুসন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী ও ভক্ত); কবীর, দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগের ভক্ত।

সন্তত—[সম্—তন্ (বিস্তার করা)+ক্ত] অবিচ্ছিন্ন, সতত (ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি—বিদ্যাপতি); নিরন্তর ; ব্যাপ্ত, বিস্তৃত। (বাংলায় 'সতত' বেশি ব্যবহৃত হয়)। **সন্তত-জ্বর**—অবিরাম জ্বর।

সন্ততি—(সম্—তন্+ক্তি) সন্তান ; বংশ, গোত্র ; পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী (দীপসন্ততি) ; পারম্পর্য, অবিচ্ছেদ, ধারা (চিন্তাসন্ততি)।

সন্তপ্ত—(সম্—তপ্+ক্ত) সন্তাপযুক্ত, জ্বরিত, ক্লিষ্ট, নিপীড়িত (শোক-সন্তপ্ত, বিরহ-সন্তপ্ত ; আতপ-সন্তপ্ত)।

সন্তরণ—(সম্—তৃ+অনট্) সাঁতার, ওপারে গমন, উল্লঙ্ঘন (ভবসিন্ধু সন্তরণ)। **সন্তরিকা**—যে সব জীব সাঁতার দেয়, সাঁতারু।

সন্তর্পণ—(সম্—তৃপি+অনট্) প্রীতিজনন, তোষণ, সেবা—প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। বিণ. সন্তর্পিত। **সন্তর্পণে**—কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি না করিয়া, সাবধানে, সযত্নে, আলগোছে।

সন্তাড়িত—সঞ্চালিত, বিক্ষোভিত (বাত্যা-সন্তাড়িত)।

সন্তান—(সম্—তন্+ঘঞ্) অপত্য, বংশধর ; বংশ, গোত্র ; অবিচ্ছেদ, পরম্পরা, ধারা। **সন্তানসন্ধি**—কন্যাদান করিয়া সন্ধি করা। **সন্তানক**—কল্পবৃক্ষ। **সন্তান-সন্ততি**—পুত্রকন্যাদি, পুত্রপৌত্রাদি। **সন্তান-সম্ভাবনা**—অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা।

সন্তানোচিত—সন্তানের জন্য যাহা উপযোগী বা শোভন, যাহা সন্তানের করণীয়।

সন্তাপ—(সম্—তপ্+ঘঞ্) দাহ, জ্বালা, অন্তর্দাহ, ক্লেশ, ব্যথা, অনুতাপ। **সন্তাপন**—দাহকর, পীড়ক (লোক-সন্তাপন—যাহা লোকের ক্লেশের কারণ) ; মদনের পঞ্চবাণের একটি। বিণ. **সন্তাপিত**—সন্তাপযুক্ত, ক্লিষ্ট, নিপীড়িত।

ষ্ট—(সম্—তুষ্‌+ক্ত) সন্তোষযুক্ত, তৃপ্ত, প্রীত, খুশী। বি. সন্তুষ্টি—পরিতোষ; **সন্তোষ**—পর্যাপ্তিবোধ-জাত আনন্দ (সন্তোষ পরম ধন); পরিতোষ, তৃপ্তি। **সন্তোষণ**—সন্তুষ্টিসাধন, প্রীণন। বিণ. সন্তোষিত—যাহার সন্তোষসাধন করা হইয়াছে।

সন্ত্রস্ত—(সম্—ত্রস্‌+ক্ত) অতিশয় ভীত (ভীত-সন্ত্রস্ত)। বি. সন্ত্রাস—অতিভীতি, মহাশঙ্কা (**সন্ত্রাসবাদ**—Terrorism, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য অথবা বিপক্ষকে কাবু করিবার জন্য হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নীতি)। বিণ. সন্ত্রাসিত—যাহাকে অতিশয় ভীত করা হইয়াছে, যে অতিশয় ভীত হইয়াছে।

সন্ত্রা—(পর্তু. Cintra) কমলালেবু, বিশেষতঃ নাগপুরের কমলালেবু।

সন্দংশ, সন্দংশিকা, সন্দংশী—(যাহা কামড়াইয়া ধরে) সাঁড়াশি, চিম্‌টা, সোন্না, কাতারি, জাঁতি ইত্যাদি।

সন্দর্ভ—[সম্—দৃভ্‌ (গ্রন্থন করা)+অল্‌] গ্রন্থন; রচনা, প্রবন্ধ, চিন্তাপূর্ণ রচনা। **সন্দর্ভ-শুদ্ধি**—কথার নির্দোষ বাঁধুনি।

সন্দর্শন—সম্যক্‌ দর্শন, অবলোকন, নিরীক্ষণ, পরীক্ষা; আকৃতি, চেহারা; সাক্ষাৎকার (মহাজন সন্দর্শন)।

সন্দিগ্ধ—[সম্—দিহ্‌ (সংশয় করা)+ক্ত] সন্দেহযুক্ত, সন্দেহপ্রবণ (সন্দিগ্ধচিত্ত); সংশয়িত, অনিশ্চিত। বি. সন্দিগ্ধতা—সন্দেহের ভাব, সংশয়।

সন্দিহান—সন্দেহযুক্ত, সন্দেহকারী (বন্ধুর সততায় সন্দিহান হইলেন)।

সন্দীপক—(সম্—দীপি+ণক) যে বা যাহা উত্তেজনার সঞ্চার করে, উদ্দীপক; কন্দর্পের বাণ-বিশেষ। **সন্দীপন**—উত্তেজন, প্রজ্বালন। বিণ. সন্দীপিত—উত্তেজিত, প্রজ্বালিত। **সন্দীপ্ত**—প্রজ্বলিত, উদ্দীপ্ত।

সন্দেশ—(সম্—দিশ্‌+ঘঞ্‌) বার্তা, সংবাদ (সন্দেশবহ—বার্তাবাহক, দূত); সুপরিচিত মিষ্টান্ন (আমরা খাই ঠোঙায়, কিন্তু খাই সন্দেশ)। **সন্দেশবহ,-হর,-হার**—বার্তাবাহক, দূত। **আঁব সন্দেশ**—আমের আকৃতির ও আমের গন্ধযুক্ত সন্দেশ।

সন্দেহ—(সম্—দিহ্‌+অল্‌) সংশয়, সততায় সন্দেহ; সন্দেহ ক্রমে; সন্দেহের অতীত); অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **সন্দেহজনক**—যাহা সন্দেহের উদ্রেক করে। **সন্দেহ ভঞ্জন**—সন্দেহ নিরসন।

সন্ধা—(সম্—ধা+অ) প্রতিজ্ঞা, পণ (সত্যসন্ধ); সন্ধি; মিলন, স্থিতি। **সন্ধাতব্য**—যাহার সহিত সন্ধি করা উচিত। **সন্ধান**—অন্বেষণ, খোঁজ, খোঁজখবর, তত্ত্ব, রহস্য (সন্ধানে ফেরা; পথের সন্ধান জানে); সংযোজন (শর সন্ধান); মদ চোয়ানো; গাঁজানো; কাঁজি, চাট, অবদংশ, আচার (pickle)। **সন্ধান-পুস্তক**—যে পুস্তক শব্দাদির বা বিষয়াদির সন্ধান দেয়। book of reference। **সন্ধানী**—যে সন্ধান জানে। **ঘর-সন্ধানী বিভীষণ**—যে আপনার জন ঘরের সন্ধান জানে, আর শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া সর্বনাশ ঘটায়। বিণ. সন্ধিত—যাহা গাঁজানো হইয়াছে বা মদ্যে পরিণত হইয়াছে, fermented।

সন্ধি—(সম্—ধা+ই) মিলন; দুই যুদ্ধরত পক্ষের কোন মীমাংসায় পৌঁছিয়া যুদ্ধত্যাগ, আপোস (সন্ধির প্রস্তাব; সন্ধির শর্ত); সংযোগ, জোড়, মিলনস্থান; (জানুসন্ধি) মধ্যবর্তীকাল (সন্ধি-পূজা; বয়ঃসন্ধি; যুগসন্ধি); বর্ণদ্বয়ের সংযোগ ও রূপান্তর (স্বরসন্ধি; ব্যঞ্জনসন্ধি); সন্ধান, রহস্য, কৌশল (অভিসন্ধি; নারীর মায়ার সন্ধি পুরুষে কি পায়—কৃত্তিবাস); সিঁধ; সুড়ঙ্গ। **সন্ধিক্ষণ**—সংযোগের মুহূর্ত। **সন্ধিচৌর**—সিঁধেল চোর। **সন্ধিজীবক**—যে ফাঁকিবাজির দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে। **সন্ধিত**—মিলিত, সংযোজিত; গাঁজানো। **সন্ধিপূজা**—দুই তিথির মধ্যবর্তীকালে অনুষ্ঠিত পূজা, শুক্লাষ্টমীর শেষ দণ্ড হইতে নবমীর প্রথম দণ্ড মধ্যে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা। **সন্ধিবদ্ধ**—মিলিত, সন্ধির শর্তাদির দ্বারা আবদ্ধ। **সন্ধিবন্ধন**—গাঁইট বন্ধন; শিরা। **সন্ধিবাত**—হাঁটু, গোড়ালি, কব্জি, কোমর প্রভৃতির বেদনাযুক্ত বাত, rheumatism। **সন্ধিবিগ্রহ**—রাজায় রাজায় বা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্প্রীতি ও বিরোধাদি, কোন রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিস্থাপন ও কাহারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার নীতি (**সন্ধিবিগ্রহিক**—সন্ধি ও বিগ্রহের ভারপ্রাপ্ত সচিব; **সন্ধিভঙ্গ**—সন্ধির শর্তাদি ভঙ্গ; সন্ধি বাতিল করা)। **সন্ধিবেলা**

—সন্ধ্যাকাল। **সন্ধিমুক্ত**—সন্ধি বা সংযোগ-স্থল হইতে বিযুক্ত, dislocated।

সন্ধিৎসু—(সম্—ধা+সন্+উ) সন্ধান করিতে ইচ্ছুক। বি. **সন্ধিৎসা**। (বাংলায় সাধারণতঃ 'অনুসন্ধিৎসু', 'অনুসন্ধিৎসা' ব্যবহৃত হয়)।

সন্ধুক্ষণ—[সম্+ধুক্ষ্ (দীপ্ত হওয়া)+অনট্] উত্তেজন, উদ্দীপন (বৈরসন্ধুক্ষণ)।

সন্ধ্যা—(সন্ধি+ধ্যা অথবা সম্—ধ্যৈ, ধ্যান করা +য) দিবারাত্রির সংযোগ-কাল (প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা; **ত্রিসন্ধ্যা**—ঠিক মধ্যাহ্নকালকেও সন্ধ্যা বলা হয়); সকাল ও বিকাল (চাল যা আছে, তাতে দুই সন্ধ্যা চলবে)। সন্ধিকালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রজপ (সন্ধ্যা-আহ্নিক); দিবাবসান-কাল (সন্ধ্যাতারা); যুগসন্ধি। **সন্ধ্যা করা,-সন্ধ্যাবন্দনা**—প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে উপাসনা করা। **সন্ধ্যাত্রয়,-ত্রিসন্ধ্যা**—প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকাল। **সন্ধ্যা-দীপ**—সায়ংকালে গৃহে গৃহে যে দীপ জ্বালানো হয়। **সন্ধ্যাভাষা, সন্ধাভাষা**—সাধারণের দুর্বোধ্য সংকেতপূর্ণ ভাষা। **সন্ধ্যামণি**—ফুল বিশেষ, ইহা সন্ধ্যায় ফোটে। **সন্ধ্যাংশ**—সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি যুগের সন্ধিকাল।

সন্নত—(সম্—নম্+ক্ত) অবনত, সম্যক্ নত, (ফলভারে সন্নত; সন্নত নয়ন)। বি. সন্নতি—অবনমন, নম্রতা, প্রণাম।

সন্নদ্ধ—[সম্—নহ্ (বন্ধন করা)+ক্ত] সম্বদ্ধ, সজ্জিত (পল্লবসন্নদ্ধ লতা); বর্মিত, সাঁজোয়া-পরা; ব্যূহবিন্যাসযুক্ত, শ্রেণীবদ্ধ; বধোদ্যত; মন্ত্রাদিযুক্ত।

সন্না—(সং. সন্দংশ) ছোট চিমটা, pincers (কোন কোন অঞ্চলে সোন বলে)।

সন্নাহ—(সম্—নহ্+ঘঞ্) বর্ম, সাঁজোয়া। **সন্নাহ্য**—সাঁজোয়া-পরিহিত; যুদ্ধোপযুক্ত হস্তী।

সন্নিকট—সন্নিধান, সমীপ, নিকট। **সন্নিকটে**—(ক্রি. বিণ.) নিকটে, কাছাকাছি।

সন্নিকর্ষ—(সম্—নি+কৃষ্+অল্) সান্নিধ্য, নৈকট্য পাশাপাশি অবস্থান। **সন্নিকর্ষণ**—সন্নিধান, পরস্পরের নিকটে অবস্থিতি। বিণ. সন্নিকৃষ্ট—পরস্পর নিকটে আগত, সমীপস্থ (বিপ. বিপ্রকৃষ্ট)।

সন্নিধাতা—(সম্—নি+ধা+তৃচ্) যে গচ্ছিত রাখে; যে চোরাই মাল গচ্ছিত রাখে, চোরের থলিয়াতি বা থালুত। **সন্নিধান**—সান্নিধ্য, নৈকট্য; গচ্ছিত রাখা; আধার। **সন্নিধি**—সান্নিধ্য। বিণ. সন্নিহিত। **সন্নিধাপিত**—উপস্থাপিত।

সন্নিপতিত—[সম্—নি—পৎ (গমন করা)+ক্ত] একত্র মিলিত, সমবেত, অবতীর্ণ, আগত। **সন্নিপাত**—সমূহ; একত্র মিলন, উপস্থিতি; বাতপিত্তকফের মিলন, (সান্নিপাতিক জ্বর); সম্যক্‌প্রকারে পতন বা নাশ। **সন্নিপাতন**—সম্মেলন, অবতরণ। বিণ. সন্নিপাতিত—যাহাদের একত্র সমাবেশ ঘটানো হইয়াছে।

সন্নিবদ্ধ—(সম্—নি—বন্ধ্+ক্ত) দৃঢ়বদ্ধ, গ্রথিত। **সন্নিবন্ধ, সন্নিবন্ধন**—দৃঢ়বন্ধন, গ্রন্থন, সম্যক্‌-রূপে একত্র সংকলন।

সন্নিবর্তন—প্রত্যাবর্তন; নিবর্তন। বিণ. সন্নিবৃত্ত। বি. **সন্নিবৃত্তি**—নিবৃত্তি; পুনরাবৃত্তি।

সন্নিবিষ্ট—উপবিষ্ট (আসন-সন্নিবিষ্ট); সংস্থিত (ঘন-সন্নিবিষ্ট পাদপরাজি; হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট)। বি. সন্নিবেশ—সংস্থিতি, বিন্যাস; সংস্থাপন (যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য-সন্নিবেশ; সমাজ-সন্নিবেশ); বাসস্থান; নগরের বহিঃস্থিত ভ্রমণার্থ মুক্তস্থান। বিণ. সন্নিবেশিত—সংস্থাপিত।

সন্নিভ—(সং.) তুল্য, সদৃশ।

সন্নিহিত—নিকটবর্তী; পার্শ্বে স্থিত, adjacent (সন্নিহিত কোণ)।

সন্ন্যস্ত[—সম্—নি—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত] পরিত্যক্ত; সমর্পিত; ন্যাসরূপে রক্ষিত। **সন্ন্যাস**—'সম্যক্ ন্যাস', সর্বকর্ম ও কর্মফল ভগবানে অর্পণ; কাম্য-কর্ম পরিত্যাগ; সংসার ত্যাগ ও প্রব্রজ্যা গ্রহণ; সন্ন্যাস রোগ, apoplexy **সন্ন্যাসী**—যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে, চতুর্থাশ্রমী, গাজনের সন্ন্যাসী (স্ত্রী. সন্ন্যাসিনী)। **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—এক কাজের ভার অনেকে লইলে তাহা সাধারণতঃ সুসম্পাদিত হয় না।

সন্মতি—(সৎ+মতি) সাধু বুদ্ধি, সুমতি।

সন্মার্গ—(কর্মধা) সৎপথ, সাধুদের পথ।

সপ—(আ. স'ফ্) পাতলা মাদুর-বিশেষ।

সপক্ষ—(বহুব্রী) পক্ষযুক্ত; নিজের পক্ষ (বিপ, বিপক্ষ)। **সপক্ষীয়**—নিজের পক্ষের।

সপত্ন—(সপত্নী+অ) শত্রু, প্রতিপক্ষ (সপত্ন-ভয়; অসপত্ন রাজ্য)।

সপত্নী—(সমান পতি যাহার—বহুব্রী) সতীন। **সপত্নীক**—সস্ত্রীক।

সপরিকর, -পরিজন—অনুচরসহ। **সপরিবার**—(বহুব্রী) পরিজন সহ; স্ত্রীপুত্রাদিসহ; সস্ত্রীক (একা না, সপরিবারে)।

সপর্যা—(সং) পূজা, অর্চনা, আরাধনা।

সপ্‌সপ্—ঝোলযুক্ত খাদ্য সম্পর্কে বলা হয় (ডাল-ভাত সপ্‌সপ্ করে খাচ্ছে; আরও ডাল ঢেলে সপসপে কর); অতিরিক্ত সিক্ত (ভিজে সপ্‌সপ্ করছে)। **সপাসপ্**—ঝোলযুক্ত খাদ্য খাওয়া সম্পর্কে বলা হয় (ডাল ঢেলে আধসের চালের ভাত সপাসপ্ মেরে দিলে); বারবার বেতমারার শব্দ, সপাং সপাং।

সপাং, সপাৎ—চাবুক মারার শব্দ। **সপাং-সপাং**—দ্রুত চাবুক মারার শব্দ (সপাং সপাং দশ ঘা কসে দিলে)।

সপিণ্ড—(বহুব্রী) এক বংশের লোক, ঊর্ধ্বতন সাত-পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতি। **সপিণ্ডীকরণ**—মৃত্যুর এক বৎসর পরে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, প্রেতত্ব বিমোচনার্থ করণীয় শ্রাদ্ধ, পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের মিশ্রণ।

সপিনা, সফিনা—(ইং. subpoena, আ. সফীনা) সমন, বিচারালয়ে হাজির হইবার আদেশ-পত্র। **সপিনা ধরানো**—আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য হুকুমজারি করা।

সপেটা—(পোতু. Zapota, ইং. Sapota) সুস্বাদু ফল-বিশেষ।

সপ্ত—(সং.) সাত সংখ্যা অথবা সংখ্যক। **সপ্তক**—সপ্তসংখ্যা-বিশিষ্ট অথবা একত্রে সাতটি (রুবাই-সপ্তক; সঙ্গীতের সপ্তক—সা রি গা মা পা ধা নি এই সাত সুর)। স্ত্রী. সপ্তকী (সাত নর-বিশিষ্ট) মেখলা। **সপ্তগ্রাম**—সাতগাঁ, এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধ বসতি ছিল। **সপ্তচত্বারিংশৎ**—সাতচল্লিশ। **সপ্তচত্বারিংশত্তম**—৪৭ সংখ্যার পূরক। **সপ্তচ্ছদ,-পর্ণ**—ছাতিম গাছ। **সপ্তজিহ্ব,-জ্বাল**—(বহুব্রী) অগ্নি (অগ্নির সাত জিহ্বা বা শিখা, এই প্রসিদ্ধি)। **সপ্ততন্তু**—(অগ্নির সাত জিহ্বা যাহার দিকে বিস্তৃত হয়, অথবা যাহার সাত বিভাগ) যজ্ঞ। **সপ্ততন্ত্রী**—সাততার-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। **সপ্ততল**—সাততলা। **সপ্ততাল**—উচ্চতায় বা গভীরতায় সাততাল-পরিমিত (তাল দ্রঃ)। **সপ্ততি**—সত্তর। **সপ্ততিতম**—৭০ সংখ্যার পূরক। **সপ্তত্রিংশৎ**—৩৭ এই সংখ্যা অথবা এই সংখ্যক। **সপ্তদশ**—১৭। **সপ্তদীধিতি**—সপ্তার্চিঃ, অগ্নি। **সপ্তদ্বীপ**—জম্বু কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—সসাগরা পৃথিবীর এই সাত বিভাগ বা অঞ্চল (সপ্তদ্বীপা—সপ্তদ্বীপযুক্ত পৃথিবী। **সপ্তধা**—সাতদিকে, সাত প্রকারে। **সপ্তধাতু**—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র—শরীরের এই সাত ধাতু। **সপ্ত নবতি**—৯৭। **সপ্তপর্ণ,-পত্র**—ছাতিম গাছ। **সপ্তপদী**—বিবাহের বর ও বধূর একসঙ্গে সপ্তপদ গমনরূপ সংস্কার। **সপ্ত পাতাল**—ভুবন দ্রঃ। **সপ্তবিংশতি**—২৭। **সপ্তভূমিক**—সাত তলা। **সপ্তম**—৭ সংখ্যার পূরক (**সপ্তমে চড়া**—ক্রোধ, চীৎকার ইত্যাদির অতিশয় বাড়াবাড়ি)। **সপ্তমী**—শুক্লপক্ষের বা কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথি; সপ্তমী বিভক্তি (ভাবে সপ্তমী)। **সপ্ত মাতা**—জননী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, ধাত্রী, গাভী, পৃথিবী এই সাত মাতা। **সপ্ত রক্ত**—করতল, পদতল, অপাঙ্গ, জিহ্বা, তালু, ওষ্ঠ, নখ শরীরের এই সাতটি রক্তবর্ণ স্থান। **সপ্তরথী**—দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, জয়দ্রথ, দুঃশাসন এই সাত রথী, যাঁহারা একযোগে অভিমন্যুকে আক্রমণ করিয়া বধ করিয়াছিলেন; একসঙ্গে বহুজনের প্রবল বিপক্ষতা, অথবা বহু বিরুদ্ধ ঘটনার একত্র সমাবেশ। **সপ্তলোক**—ভুবন দ্রঃ। **সপ্তর্ষি**—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ এই সাতজন ঋষি, সুবিখ্যাত সপ্ত নক্ষত্র, the Great Bear। **সপ্তশতী**—সপ্তশত শ্লোকযুক্ত চণ্ডীস্তব। **সপ্তসপ্ততি**—৭৭ (সপ্তসপ্ততিতম—৭৭ এই সংখ্যার পূরক)। **সপ্তসাগর**—পুরাণ-বর্ণিত লবণ, ইক্ষু সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ, জল এই সাত বস্তুর সাত সমুদ্র; মহাদান-বিশেষ। **সপ্তসুর,-স্বর**—ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ—সঙ্গীতের এই সাত সুর। **সপ্তস্বরা**—সাতটি জলপূর্ণ বাটির দ্বারা গঠিত বাদ্যযন্ত্র, জলতরঙ্গ বাদ্য।

সপ্তা—সপ্তাহ, হপ্তা। **সপ্তাঙ্গ**—রাজ্যের সাতটি ব্যাপার (স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল)। **সপ্তার্চি**—সপ্তজিহ্ব, অগ্নি।

সপ্তাশীতি—৮৭। **সপ্তাশ্ব**—(সপ্ত অশ্ব যাহার—বহুব্রী) সূর্য। **সপ্তাহ**—সাত দিনের সমাহার, হপ্তা। [বুদ্ধিমান্।
সপ্রতিভ—(বহুব্রী) অসঙ্কুচিত, যে ঘাবড়ায় না;
সপ্রমাণ—(বহুব্রী) প্রমাণযুক্ত, প্রমাণিত ('সপ্রমাণিত' অসাধু)।
সফর—(আ. সফর) ভ্রমণ, দেশ পর্যটন (সফর করা; সফরে যাওয়া); (আ. সফর) মুসলমানী চান্দ্র বৎসরের দ্বিতীয় মাস। **সফরনামা**—ভ্রমণ-বিবরণ। বিণ. সফরিয়া—ভ্রমণসংক্রান্ত (সফরিয়া দ্রব্য); ভ্রমণকারী (প্রাচীন বাংলা)।
সফরী, সফর—(সং.) পুঁটি মাছ ('গণ্ডূষজল-মাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে)। **সফরী-নৃত্য**—সফরীর মত লঘু চঞ্চল গতিভঙ্গি (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)।
সফরী (সবরী) আম—পেয়ারা। **সফরী-কলা**—সবরী কলা, মর্তমান কলা।
সফল—(বহুব্রীহি) ফলবান্, সুপরিণতিযুক্ত, সার্থক, সুপ্রসিদ্ধ (উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে; সফল-মনোরথ)। স্ত্রী. সফলা। বি. সফলতা।
সফেদ—(আ. সফেদ) সাদা, শ্বেত (সফেদ রং)। **সফেদা**—চাউলের গুঁড়া, লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ খরমুজা-বিশেষ, উৎকৃষ্ট আম-বিশেষ, সীসা-বিশেষ, white lead। বি. সফেদি—শুভ্রতা; চূণকাম (সফেদি করা)।
সফেন—(বহুব্রী) ফেনযুক্ত, ফেনিল।
সব—(সং. সর্ব) সকল, সমস্ত (সব কাজ, সব লোক, সব জল; সব জানা আছে; সব বুঝি, কিন্তু কি করব?); বহু (দেশের সব লোক তার বিপক্ষে); সর্বস্ব (সব দিবি কে সব দিবি পায় —রবি; এক ছেলেই তার সব)। **সবচিন**—যে সকলকে চেনে ও সবাই যাহাকে চেনে, যে সব পথঘাট চেনে। **সবচুল**—যাহার চুল আস্ত আছে কাটা হয় নাই। **সবজান,-জান্তা**—যে সব জানে (বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি)। **সবটা**—সবখানি, পুরাপুরি, কিছুই বাদ না দিয়া (সবটা দুধ খেতে পারবো না; সবটা দোষ তার)। **সবটুকু**—সমাদরে ও অনাদরে (সবটুকু দুধ খেতে হবে)। **সবরঙা**—সর্বদেহ রঞ্জিত। **সবরাঙা**—সর্বদেহ লালবর্ণ, শ্বেতাঙ্গ (ইয়োরোপীয়দের প্রতি বক্রোক্তি)। **সবলুট, -জোট**—যে সব-কিছু আত্মসাৎ করিতে চায়।

সব্, সাব্—(ইং. sub) অধস্তন, নিম্নতর পদের (সব্-ইন্‌স্‌পেক্‌টর; সব্-এসিস্‌টাণ্ট; সব্-জজ, সব্-ডেপুটি, সব্-রেজিষ্ট্রার; সাব-পোষ্ট-অফিস)।
সবংশে—বংশের সকলের সহিত ('সবংশে মজিল রাজা লঙ্কা-অধিপতি')।
সবক—(আ. সবক্‌') পাঠ, শিক্ষা, lesson। **সবক ইয়াদ করা**—পড়া মুখস্থ করা। **সবক নেওয়া**—পাঠ গ্রহণ করা; বিশেষ শিক্ষা বা মন্ত্রণা গ্রহণ করা (যে ফাঁকিবাজ লোকের সংস্রবে ছেলেকে রেখেছ, তাতে তার খুব ভাল সবক নেওয়া হচ্ছে)।
সবজা—(ফা. সব্‌যা) সবুজ তৃণ, সবুজ গাছপালা (গবী-সাহারার সবজার লাগে দাগ—নজরুল)। **সবজি,-জী**—(ফা. সব্‌যী) সবুজ তরকারী, vegetables (শাকসবজির বাগান)।
সবৎস—বৎস সহিত, বাচ্চা সমেত (সবৎসা গাভী দান)।
সবন—[(প্রসব করা)+অনট্] সোমরস প্রস্তুত করা; যজ্ঞে স্নান; প্রসব (পুংসবন); যজ্ঞ। বিণ. সবনীয়—যজ্ঞীয়।
সবন্ধক—বন্ধকযুক্ত, যে ঋণে কোন বস্তু বন্ধক রাখা হয় (**সবন্ধক প্রয়োগ**—কোন বস্তু রাখিয়া ঋণ দান)।
সবয়স্ক, সবয়াঃ—(বহুব্রী) এক বয়সের।
সবর্ণ—(বহুব্রী) একজাতি; একস্থানে উচ্চারিত বর্ণ; এক রঙের, সদৃশ।
সবল—(বহুব্রী) বলবান্, শক্তিশালী; সৈন্যসহ। **সবলে**—জোর করিয়া, বিক্রমের সহিত; সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে লইয়া।
সবাই—সকলে, কাহাকেও বাদ না দিয়া। **সবাকার**—সবার, সকলের (কাব্যে ব্যবহৃত)।
সবান্ধব—জ্ঞাতিসহিত, পরিজন সহ (সবান্ধবে পদার্পণ করিয়া বাধিত করিবেন)।
সবিকল্প, সবিকল্পক—সমাধি-বিশেষ, নির্বি-কল্পের বিপরীত, ইহাতে জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—এই তিনের বোধ বিলুপ্ত হয় না।
সবিকার—(বহুব্রী) বিকারপ্রাপ্ত; রূপান্তরিত; পর্যুষিত।
সবিগ্রহ—(বহুব্রী) শরীরবিশিষ্ট; তাৎপর্য-সূচক; যুদ্ধব্যাপৃত।
সবিতা—[সূ (প্রসব করা)+তৃচ্] জগৎ-

প্রসবিতা, সূর্য ; অর্ক বৃক্ষ। **সবিতৃমণ্ডল**—সূর্যমণ্ডল। **সবিতৃতনয়**—শনি। স্ত্রী. সবিত্রী—জনয়িত্রী ; গাভী।

সবিনয়—বিনয়যুক্ত, বিনীত (সবিনয় নিবেদন)। 'সবিনয়পূর্বক' অসাধু।

সবিরাম—বিরাম বা ছেদযুক্ত (বিপ. অবিরাম)। **সবিরাম জ্বর**—যে জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসে, intermittent fever।

সবিশেষ—বিশেষভাবে, বিস্তৃতভাবে (বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি—ভারতচন্দ্র) ; বিশিষ্ট, অসাধারণ।

সবিষ—বিষযুক্ত (সবিষ সর্প ; সবিষ শল্য)।

সবিস্তর—সবিশেষ, সমধিক। **সবিস্তার**—বিস্তৃত, বহুল, ব্যাপ্ত। **সবিস্তারে**—বিস্তৃতভাবে।

সবিস্ময়—বিস্ময়যুক্ত। **সবিস্ময়ে**—বিস্মিত হইয়া (সবিস্ময়ে হেরিলা অদূরে ভীষণ-দর্শন মূর্তি—মধু)।

সবুজ—(ফা. সব্‌য্) সবুজ বর্ণ-বিশিষ্ট ; সবুজ রঙ (সবুজের আমেজ) ; কাঁচা, কচি, নবীন (ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা—রবি) ; (ব্যঙ্গে) চ্যাংড়া, খেয়ালী তরুণ।

সবুর—(আ. স'ব্‌র্) ধৈর্য, সহগুণ (**সবুরে মেওয়া ফলে**—ধৈর্যে সুফল লাভ হয়) ; দেরী, বিলম্ব (**সবুর করা**—দেরী করা, ধৈর্য ধরা ; **সবুর সয় না**—বিলম্ব সহ্য হয় না)।

সবে—(সং. সর্ব) সকলে (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত) মাত্র, কেবল, শুদ্ধ, সব মিলিয়া (সবে আটটা বেজেছে ; সবে ধন নীলমণি—সর্বস্ব ধন, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই)। **সবে-মাত্র**—কেবলমাত্র। **এ সবে**—এসব বস্তুতে বা ব্যাপারে।

সব্য—(সং.) বাম (সব্য হস্ত ; সব্য ভাগে—বাম ভাগে) ; দক্ষিণ, দক্ষিণ দিকস্থ ; উভয় হস্ত। **সব্যসাচী**—যিনি উভয় হস্তে শর চালনা করিতে পারেন, অর্জুন ; যিনি এক সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম নিপুণ ভাবে সম্পাদন করিতে পারেন (বি. সব্যসাচিতা)। **সব্যেষ্ঠ, সব্যেষ্ঠা**—রথের বামভাগে উপবিষ্ট বীর, সারথি। [আজি ভয়শূন্য হিয়া—মধু)।

সভয়—(বহুব্রী) ভয়যুক্ত, শঙ্কিত (সভয় হইল

সভর্তৃকা—(বহুব্রী) সধবা।

সভা—[স (সহিত)—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ ক্বিপ্ + আ] কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যেখানে সকলে একত্র হইয়া শোভা পায়, পরিষদ্, পঞ্চায়েৎ (সভা ডেকে এর মীমাংসা কর) ; সম্মেলন (সাহিত্য-সভা) ; বৈঠক, আসর (সভায় মুখ পায় না, ঘরের মাগ কিলিয়ে মারে) ; সমিতি (কার্য-নির্বাহক সভা) ; দল, সমাজ, সংহতি (শৃগাল-সভা ; যুবতী-সভা)। **সভা আহ্বান করা**—সভায় সম্মিলিত হইয়া আলোচনাদির জন্য সভ্যগণকে অথবা দশজনকে আহ্বান করা। **সভাজন**—সভায় সমবেত লোকজন ; [সভাজ্ (প্রীতি করা, সেবা করা) + অনট্] আগমন ও প্রত্যাবর্তনের কালে সুহৃদাদিকে আলিঙ্গন ও কুশল-প্রশ্নাদি করা, প্রীতি জ্ঞাপন (বিণ. সভাজিত)। **সভা-পতি,-নায়ক**—যিনি সভার কাজ পরিচালনা করেন (স্ত্রী. সভাপতি, সভানেত্রী)। **সভাভঙ্গ**—সভার লোকদের সভাক্ষেত্র ত্যাগ (কার্যান্তে অথবা মনোমালিন্যের জন্য)। **সভামণ্ডপ**—সভাগৃহ। **সভাসদ্**—(যে সভায় গমন করে বা উপবেশন করে) সভ্য, সদস্য, সামাজিক, পারিষদ, দরবারের লোক। **সভাসমিতি**—বৃহৎ সভা ও কার্য-নির্বাহক ক্ষুদ্র সভা ; সভা। **সভাস্থ**—সভায় উপস্থিত (সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ ; পাত্র সভাস্থ করা)। **সভে**—সকলে।

সভারিন,-রেন—(ইং. Sovereign) স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ, গিনি।

সভ্য—(সভা + য্য) সভায় সাধু, সভাসদ্ ; সামাজিক ; সজ্জন ; যাহারা কোন সভা বা সমিতি গঠন করে (সভ্য-নির্বাচন) ; চালচলনে উন্নত, civilized (সভ্য সমাজ, সভ্য দেশ) ; মার্জিত-রুচি, শিষ্ট (ছেলেগুলোকে একটু সভ্য-শান্ত কর ; অসভ্য কোথাকার !)। **সভ্যতা**—রুচি ও ব্যবহারের মার্জিতত্ব, জীবনযাত্রার উন্নত ধারা, civilization ; সভ্যজাতির জীবন-যাত্রা নির্বাহের পদ্ধতি (প্রাচীন সভ্যতা ; দ্রাবিড় সভ্যতা)। **সভ্যভব্য**—চালচলনে সুসংযত, শিষ্ট। **সভ্যতা ও সংস্কৃতি**—জীবন-যাপনের সভ্যজনোচিত ধারা ও চিত্তোৎকর্ষ, civilization and culture।

সম্—সম্যক্ প্রকার, প্রকর্ষ, সংযোগ, আভিমুখ্য, ঔচিত্য, আতিশয্য ইত্যাদি জ্ঞাপক অব্যয়।

সম—তুল্য, সদৃশ, সমান (সমজ্ঞান করা ; বজ্রসম ; সমকোণ); অভিন্ন (সমকেন্দ্রিক); একধর্মা (সমপ্রাণ) ; অবন্ধুর (সমতল ক্ষেত্র) ; সম্পূর্ণ (সমকন্যা) ; যুগ্ম (সমরাশি) ; (সঙ্গীতে) তালের বিশ্রামস্থল ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **সমকক্ষ**—তুল্য প্রতিযোগী, তুল্য শক্তিশালী (সমকক্ষা—তুল্য বলশালিতা)। **সমকন্যা**—বিবাহের সম্পূর্ণ যোগ্যা কুমারী। **সমকাল**—এক সময়, যুগপৎ (সমকালবর্তী—সমসাময়িক ; সমকালীন—এক সময়ের, যুগপৎ, simultaneous, contemporary)। **সমকেন্দ্রিক**—যাহাদের একই কেন্দ্র, concentric। **সমকোণ**—এক সরল রেখার উপরে অন্য একটি সরলরেখা সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া যে সমান সন্নিহিত কোণ সৃষ্টি করে, সমকোণের পরিমাণ ৯০°।

সমক্ষ—চোখের গোচর, সম্মুখ, পুরোভাগ (বাংলায় সাধারণতঃ সমক্ষে ব্যবহৃত হয়)। **সমগুণ শ্রেঢ়ী**—সমভাবে গুণিত শ্রেঢ়ী, geometrical progression (শ্রেঢ়ী দ্রঃ)।

সমগ্র—(সম্—গ্রহ্+অ) সমস্ত, সমুদয়, অখণ্ড (সমগ্র মনোযোগ ; সমগ্র ভারতবর্ষ)। **সমঘন**—সমধর্মবিশিষ্ট, একজাতীয়, homogeneous। **সমচতুর্ভুজ,-চতুরস্র**—যে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের চারিটি বাহু ও চারিটি কোণ সমান। **সমজাতি,-জাতিক,-জাতীয়**—একশ্রেণীর, এক জাতীয় homogeneous। **সমতল**—যাহা উঁচুনীচু নহে। **সমতা**—তুল্যতা, সমভাব, একরূপতা, বিচলিত না হওয়ার ভাব (চিত্তের সমতা) অপক্ষপাত। **সমতুল**—(অসাধু) তুল্য, সমকক্ষ (কাব্যে ও কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত)। **সমতুল্য**—(অসাধু) তুল্য, সদৃশ। **সমদর্শন**, সমদৃষ্টি, অপক্ষপাত। **সমদর্শী**—যিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, পক্ষপাতবিহীন। **সমদুঃখ**—সমবেদনা। **সমদুঃখসুখ**—(বহুব্রী) যাহার কাছে দুঃখসুখ সমান। **সমদৃষ্টি**—সমদর্শী। **সমধর্মা**—সম গুণ বা প্রবণতা-বিশিষ্ট ; এক ধর্মাবলম্বী।

সমজ, সমঝ—(হি. সমঝ) বোধ, জ্ঞান। **সমঝদার**—যে বুঝিবার যোগ্যতা রাখে, যে কদর জানে, রসিক, connoisseur।

সমজা,-ঝা—বুঝা, বিচার-বিবেচনা করা, উপলব্ধি করা (সমঝে চল ; মনকে সমজাইল—মনকে বুঝাইল)। **সমঝৌতা,-থা**—মতের মিল, understanding, agreement (আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে একটা সমঝোথা হওয়া দরকার)।

সমজোট,-যোট—তুলাবল, সমকক্ষ (গ্রাম্য সমজুটী—সমকক্ষ ; এক বয়সের)।

সমঞ্জস—(সং.) উচিত, যোগ্য, সদৃশ, সংগতিযুক্ত, সমীচীন। **সমঞ্জসীভূত**—যাহা সমঞ্জস বা সংগতিযুক্ত করা হইয়াছে, মিলিত। [অঞ্চল।

সমতট—পূর্ববঙ্গে ; পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা প্রভৃতি

সমতীত—অতীত, বিগত।

সমত্ত, সোমত্ত—(সং. সমর্থ) সংসারধর্ম পালনে সমর্থ, যৌবনপ্রাপ্ত, বিবাহযোগ্য. (সোমত্ত মেয়ে)।

সমধিক—অত্যধিক, প্রচুর (কিন্তু যে গো মূঢ়মতি সন্তানের মাঝে, জননীর স্নেহ তার প্রতি সমধিক—মধু)।

সমন—(ইং. summons) আদালতে হাজির হইবার জন্য আসামী সাক্ষী প্রভৃতির প্রতি সরকারের হুকুমনামা।

সমন্ত্র, সমন্ত্রক—মন্ত্রযুক্ত, মন্ত্রপূত (সমন্ত্রক জৃম্ভক অস্ত্র—সীতার বনবাস)।

সমন্বয়—(সম্+অন্বয়) সংযোগ, মিলন, কিছু বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বস্তু বা ব্যাপার-সমূহের সংহতিসাধন (সর্বধর্মসমন্বয় ; বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়—সত্যেন দত্ত)। বিণ. **সমন্বিত**—যুক্ত (তালমান সমন্বিত) ; সংহতিযুক্ত, অবিরুদ্ধ। [সম্পন্ন।

সমপদস্থ—তুল্য পদের অধিকারী, তুল্য মর্যাদা-

সমপৃষ্ঠ—(বহুব্রী) অবন্ধুর, উঁচুনীচু নয়।

সমপ্রাণ—একমন একপ্রাণ, অভিন্ন হৃদয়।

সমবয়সী, সমবয়স্ক—এক বয়সের (তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—রবি)।

সমবায়—[সম্—অব—ই (গমন করা, যুক্ত হওয়া)+অল্] সম্মেলন, সংহতি, নিবিড় সংযোগ, union (বহু শক্তির সমবায়ে সংঘটিত) ; নিত্য-সম্বন্ধ [**সমবায়ী কারণ**—নিত্যযুক্ত (inseparable) কারণ, যেমন ঘট-কপালাদির, অর্থাৎ খাপরার, কারণ] ; সম্মিলিত বা যৌথ কর্মচেষ্টা, co-operation (**সমবায়-সমিতি**—co-operative society)। বিণ. **সমবেত**—সম্মিলিত, যৌথ (এই সঙ্কটে বিভিন্ন দলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন) ; সমাগত,

একত্রীভূত (কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎসুবৃন্দ ; সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী)।

সমবেদনা, সমব্যথা—সহানুভূতি, তুল্য দুঃখবোধ, sympathy। **সমব্যথী**—তুল্য দুঃখানুভূতিযুক্ত ব্যথায় ব্যথিত, ব্যথার ব্যথী।

সমভাব—একরূপ ভাব, সমতা, পক্ষপাতহীনতা।

সমভিব্যাহার—(সম্—অভি—বি—আ—হৃ +ঘঞ্) সঙ্গ, সাহচর্য (সমভিব্যাহারে—সঙ্গে, সঙ্গে লইয়া)। বিণ. **সমভিব্যহারী**—সঙ্গী, সহচর, আনুষঙ্গিক।

সমভূমি—(কর্মধা) সমতল ভূমি, অবন্ধুর দেশ। **সমভূম বা সমভূমি করা**—মাটির সহিত সমান করা, ভূমিসাৎ করা।

সমমণ্ডল—নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, Temperate [Zone।

সমমাত্র—তুল্যমাত্রা-বিশিষ্ট, homogenous। **সমমূল**—মূলতঃ সমান, equivalent। **সমমূল্য**—তুল্য মূল্য (সমমূল্যে—at par)।

সময়—(সম্—ই+অচ্—যাহা গমন করে বা চলিয়া যায়) কাল, time (সময় বহিয়া যায় ; তিনটার সময় ; মনুর সময় ; শীতের সময় ; ভাগ্য গ্রহ ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত কাল (ভাল সময় পড়েছে ; সময়টা খারাপ যাচ্ছে) ; নির্দিষ্ট কাল, উপযুক্ত কাল, সুযোগ (গাড়ী আসবার সময় হয়েছে ; যৌবন-কালই তো সাধনার সময় ; 'রোগ সময় পাইল') ; অন্তিমকাল, মৃত্যুসময় (সময় হয়েছে আর ধরে রাখা যাবে না) ; সিদ্ধান্ত (কবিসময়প্রসিদ্ধি) ; নিয়ম, নির্ধারিত সময় (সময় করে কাজটা শেষ করতে হবে)। **সময় ক্রিয়া**—নিয়ম করা। **সময়চ্যুতি**—নির্ধারিত কাল গত হইয়া যাওয়া। **সময়জ্ঞ**—শুভ ও অশুভ কাল অথবা সুযোগ-দুর্যোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। **একতিল সময় নাই**—আদৌ সময় নাই, আদৌ অবসর নাই। **ভাল সময়**—সুদিন, সৌভাগ্যের সময়, সস্তা বা প্রাচুর্যের সময়। **সময়-অসময় নাই**—অবসর আছে কিনা, সে বিচার না করিয়া। **মরবার সময় নেই**—অতিশয় কর্মব্যস্ত।

সময়ানুবর্তী—নিয়মানুবর্তী, punctual। **সময়ান্তর**—অন্য সময়, সুযোগমত। **সময়োচিত**—কালোচিত, timely, opportune। (**সময়োচিত নিবেদন**—শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ-পত্রের পাঠ)। **সময়োপযোগী**—সময়োচিত।

সমর—[সম্—ঋ (গমন করা)+অল্] সংগ্রাম, যুদ্ধ, রণ (সমর-সচিব)। **সমরভূমি**—যুদ্ধক্ষেত্র। **সমরপোত**—রণতরী, যুদ্ধজাহাজ। **সমরশায়ী**—যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত। **সমরসচিব**—যুদ্ধমন্ত্রী, সন্ধি-বিগ্রহিক। **সমরাঙ্গন**—যুদ্ধভূমি। বিণ. সামরিক। **সমরোত্থ**—সমরক্ষেত্রে উত্থিত (সমরোত্থ ধূলিপটল)।

সমরাশি—(কর্মধা) যুগ্মরাশি, যে রাশি দুই সমান অখণ্ড অংশে ভাগ করা যায় (২, ৪, ৬ ইত্যাদি)।

সমর্থ—[সম্—অর্থ্ (যাচ্ঞা করা, শক্ত হওয়া) +অচ্] শক্তিবিশিষ্ট, বলবান্ ; পারগ, উপযুক্ত, কুশল (ভার বহনে সমর্থ) ; (ব্যাকরণে) যে-সমস্ত পদের যোগে সমাস হয় ; তুল্যার্থযুক্ত। স্ত্রী. **সমর্থা**—প্রাপ্তযৌবনা, সোমত্ত।

সমর্থক—যে সমর্থন করে, যে কোন উক্তির বা দাবীর সপক্ষে কথা বলে বা দাঁড়ায়, supporter। বি. **সমর্থন**—দৃঢ়ীকরণ, পোষকতা করা (উক্তি সমর্থন করা ; অন্যায়ের সমর্থন আমার দ্বারা হইবে না)। বিণ. **সমর্থিত, সমর্থনীয়**।

সমর্পণ—সম্যক্ অর্পণ, ন্যস্তকরণ, স্বত্বত্যাগ করিয়া দান, সঁপিয়া দেওয়া (বধূর হস্তে গৃহস্থালির ভার সমর্পণ ; কন্যা সমর্পণ ; আত্ম সমর্পণ)। **সমর্পক, সমর্পয়িতা**—সমর্পণকারী। বিণ. সমর্পণীয় ; সমর্পিত।

সমল—(বহুব্রী) মলযুক্ত, আবিল ; বিষ্ঠা।

সমলঙ্কৃত—সম্যক্ ভূষিত, সুশোভিত।

সমশ্রেণী—তুল্য শ্রেণী বা জাতি, সমমর্যাদাযুক্ত (সমশ্রেণীভুক্ত)।

সমষ্টি—[সম্—অশ্ (ব্যাপ্ত করা)+ক্তি] সমস্তটা সামগ্র্য, সাকল্য, total ; শ্রেণীর বা দলের সকলে (সমষ্টির কল্যাণ—বিপ. ব্যষ্টি)।

সমসংস্থান—তুল্যভাবে সংস্থিতি, correspondence ; উভয়দিকে ভারের সমতা, equilibrium ; বিণ. সমসংস্থিত।

সমসা, সমোসা—(ফা. সমসা) পিষ্ট মাংসের পুর-দেওয়া ত্রিকোণ পিষ্টক-বিশেষ।

সমসাময়িক—এক সময়ের, সমকালের, contemporary।

সমস্ত—[সম্—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত] সমুদয়,

সকল, অখণ্ড (সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে) ; একত্রী-কৃত (বিপ. ব্যস্ত), সমাসবদ্ধ (সমস্ত পদ) ।
সমস্থলী—গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী স্থল, দোয়াব ।
সমস্যমান—যে সব পদের যোগে সমাস হয় ('বিগত-যৌবন' এই সমাসবদ্ধ পদে 'বিগত' ও 'যৌবন' সমস্যমান পদ) ।
সমস্যা—(সম্—অস্+য+আ) শ্লোকের পাদ-পূরণার্থ প্রশ্ন ; দুরূহ প্রশ্ন, জটিল পরিস্থিতি বা ব্যাপার, যাহার মীমাংসা প্রয়োজনীয় হইয়াছে, অথচ মীমাংসা করা কঠিন, problem (সমস্যার মীমাংসা করা ; এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; তাকে নিয়ে সমস্যায় পড়া গেছে) ।
সমস্বামিত্ব—তুল্য স্বামিত্ব বা অধিকার, তুল্য স্বত্ব ।
সমাংশ—(কর্মধা) সমান অংশ বা ভাগ ; (বহুব্রী) সমান অংশভাগী । **সমাংশিক, সমাংশী**—তুল্য অংশী ।
সমাকীর্ণ—(সম্—আ—কৄ + ক্ত) ব্যাপ্ত, ছড়ানো ; সঙ্কুল (কণ্টক-সমাকীর্ণ) ।
সমাকুল—অতিশয় আকুল, ব্যাকুল (শোক-সমাকুল) সন্দিগ্ধ ; হতবুদ্ধি, পরিব্যাপ্ত, পরিপূরিত (তরঙ্গ-সমাকুল কীর্তিনাশা) ।
সমাক্রান্ত—(সম্—আ—ক্রম্+ক্ত) আক্রান্ত, গৃহীত, পাল্লায় পড়া (বলবানের দ্বারা সমাক্রান্ত হইলে বৈতসী-বৃত্তি অবলম্বন করিবে) ।
সমাক্ষরেখা—বিরক্ষ রেখার সমান্তরাল কাল্পনিক রেখা (parallels of latitude) ।
সমাগত—আগত, উপস্থিত, সমবেত । বি, **সমাগতি, সমাগম**—আগমন, উপস্থিতি (জন-সমাগম) ; মিলন, সম্মেলন সঙ্গ (সাধু-সমাগম) ।
সমাচার—(সংস্কৃতে) আচরণ, অনুষ্ঠান ; (বাংলায়) সংবাদ, বার্তা (সমাচার-দর্পণ ; কুশল-সমাচার দানে সুখী করিবেন) ।
সমাচ্ছন্ন—সম্যক্‌রূপে আচ্ছন্ন, আবৃত (মেঘে মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন ; মোহ-সমাচ্ছন্ন বুদ্ধি) ।
সমাজ—[সম্—অজ্ (গমন করা) + ঘঞ্] সমূহ, দল (মনুষ্য-সমাজ ; নারী-সমাজ ; দেবের সমাজ) ; শ্রেণী, সঙ্ঘ (বিদ্বৎ-সমাজ ; ব্রাহ্মণ-সমাজ ; সমাজে ঠাঁই পায় না) ; ভাবনায় ও জীবনযাত্রায় ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়, community (ব্রাহ্মণ-সমাজ ; আর্য-সমাজ ; মুসলমান-সমাজ) । (মনুষ্য ভিন্ন পশু প্রভৃতির সংহতিকে সমাজ বলা হয়না, কিন্তু পক্ষি-সমাজ, শৃগাল-সমাজ ইত্যাদি প্রচলিত) । **সমাজচ্যুত**—শ্রেণীর সহিত চালচলনের অমিল হেতু পতিত অথবা শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত, একঘরে । **সমাজতত্ত্ব**—মনুষ্য-সমাজের উৎপত্তি, গঠন, উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয়ক শাস্ত্র, sociology । **সমাজতন্ত্র**—ব্যক্তির স্বার্থময় সমাজের স্বার্থই অগ্রগণ্য এই, চিন্তামূলক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, Socialism (সমাজতন্ত্রী—এরূপ চিন্তায় ও ব্যবস্থায় বিশ্বাসী) । **সমাজপতি**—শ্রেণীর নায়ক । **সমাজ-বিরোধী**—সমাজের স্বার্থ বা কল্যাণের বিরোধী । **সমাজে ঠেলা**—সমাজে ঠাঁই না দেওয়া, একঘরে করা ।
সমাদর—সম্যক্ আদর, গৌরব দান, সম্মাননা, সংবর্ধনা (গুণীর সমাদর ; ও বাড়ীতে আত্মীয়-কুটুম্বের সমাদর নেই) । বিণ. সমাদৃত ।
সমাদেশ—(সম্—আ—দিশ্ +ঘঞ্) আদেশ, আজ্ঞা । বিণ. সমাদিষ্ট (পিতৃ-সমাদিষ্ট পুত্র) ।
সমাধা—(সম্—আ—ধা+অঙ্) নিষ্পত্তি, সম্পাদন, সমাপন (কার্য সমাধা করা) । **সমাধান**—নিষ্পত্তি, মীমাংসা, উপায় (সমস্যার সমাধান) ; চিত্তের একাগ্রতা (এই অর্থে বর্তমানে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না) ।
সমাধি—(সম্—আ—ধা+ই) পূর্ণভাবে সমাহিত হওয়ার ভাব, ধ্যাননিমগ্নতা ["ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ দ্বারা কোন এক বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে তাহাকে একাগ্রতা বলে, একাগ্রতা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে তাহাকে ধারণা, এবং ধারণা বদ্ধ-মূল হইলে তাহাকে ধ্যান, এবং এই ধ্যান বদ্ধমূল হইলে তাহাকে সমাধি বলে" ; "সমাধি দ্বিবিধ—সবিকল্প, নির্বিকল্প । সবিকল্পে জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই তিনের জ্ঞান লয়প্রাপ্ত হয় না এবং ঐ তিন বিকল্প সত্ত্বেও ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি বিরাজ করে। নির্বিকল্পে ঐ বিকল্পত্রয়ের জ্ঞান অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বস্তুতে লীন হইয়া যায়"] ; সন্ন্যাসীর শব প্রোথিত করিবার স্থান ; কবর (সমাধিক্ষেত্র) ; কাব্যের গুণ-বিশেষ । **সমাধিভঙ্গ**—তপোভঙ্গ । **সমাধি-মন্দির**—কবরের উপরে ইষ্টক-প্রস্তরাদি নির্মিত স্মৃতি-মন্দির । **সমাধি-স্তম্ভ**—কবরের উপরে নির্মিত স্মৃতি-স্তম্ভ । **সমাধিস্থ**—গভীর ধ্যানে মগ্ন, ধ্যানযোগে ব্রহ্মে নিমগ্ন ।

সমাধ্যায়ী—সহপাঠী, সতীর্থ।

সমান—(সমান পরিমাণ যাহার—বহুব্রী) সমপরিমাণ, তুল্য, সদৃশ ; ভারসাম্যযুক্ত, তুল্য দোষ বা গুণযুক্ত (সমান-ধর্মা ; দুইজনই সমান আহাম্মক ; সমান ঘর ; কেউ কম নয়, দুইজনেই সমান) ; নাভিস্থিত বায়ু-বিশেষ। **সমানকালীন**—এক সময়ের, সমসাময়িক, contemporary। **সমানাধিকরণ**—যাহাদের সাধারণ গুণ বা অবস্থান তুল্য, এক শ্রেণীর। **সমানাধিকারবাদ**—সাম্যবাদ। **সমানুপাত**—proportion, দুই রাশির অনুপাতের সঙ্গে অন্য দুই রাশির অনুপাতের তুল্যতা (যেমন ৩ ৫ আর ৯ ১৫)। **সমানোদক**—(তর্পণে এক উদক যাহার—বহুব্রী) চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতি, যাহাদের তর্পণ করিতে হয়। **সমানে**—একভাবে, অবিচ্ছিন্নভাবে (সকাল থেকে সমানে বকে চলেছে)। **সমানে সমানে**—দুই তুল্য শক্তিশালীর মধ্যে (সমানে সমানে বোঝাপড়া)।

সমান্তর—সমান ব্যবধান ; সমান ব্যবধানযুক্ত, equidistant। **সমান্তরশ্রেঢ়ী**—Arithmetical progression। **সমান্তর, সমান্তরাল**—যাহাদের মধ্যে দূরত্ব সর্বত্র এক রকমের, parallel।

সমাপক—(সম্—আপি+ণক) সমাপনকারী, সমাধাকারী। **সমাপন**—সমাধা করা, সমাপ্তিসাধন। **সমাপিকা ক্রিয়া**—যে ক্রিয়া বাক্যার্থ সম্পূর্ণ করে। **সমাপিত**—সম্পাদিত, নিষ্পন্ন।

সমাপতন—একসঙ্গে সংঘটন, coincidence।

সমাপত্তি—(সম্—আ—পদ্+ক্তি) স্বচ্ছন্দমিলন ; সমাপ্তি। বিণ. সমাপন্ন—সমাপ্ত, সাধিত, নির্বাহিত ; লব্ধ ; আপদ্‌গ্রস্ত।

সমাপ্ত—(সম্—আপ্+ক্ত) যাহা শেষ করা হইয়াছে (ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে) ; সম্পূর্ণ ; বিগত। বি. **সমাপ্তি**—সমাপন, শেষ, অবসান (গ্রন্থ-সমাপ্তি ; ক্রিয়া-সমাপ্তি ; স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে—রবি)।

সমাবর্ত—(সম্—আ—বৃৎ+ঘঞ্) প্রত্যাবর্তন। **সমাবর্তন**—প্রত্যাবর্তন, ব্রহ্মচর্যের পরে গৃহধর্মে প্রবেশ ; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-দান অনুষ্ঠান, convocation। বিণ. সমাবৃত্ত—বেদাধ্যয়নের পরে গৃহধর্মে প্রবিষ্ট ; প্রত্যাবৃত্ত।

সমাবিষ্ট—(বিশ্—প্রবেশ করা) অভিনিবিষ্ট, একাগ্রচিত্ত (বিপ. অনাবিষ্ট) ; প্রবিষ্ট, আক্রান্ত (ক্রোধ-সমাবিষ্ট)। বি. সমাবেশ।

সমাবৃত—সম্যক্ আবৃত, বেষ্টিত, সমাচ্ছন্ন।

সমাবেশ—সমাবিষ্ট দ্রঃ ; একত্র অবস্থান, সম্মেলন (বহু ঘটনার একত্র সমাবেশ) ; সংস্থিতি, একত্র স্থাপন (সীমান্তে সৈন্য-সমাবেশ ; বিপুল জন-সমাবেশ)। বিণ. সমাবেশিত—প্রবেশিত, স্থাপিত ; অভিনিবেশিত।

সমারম্ভ—(সম্—আ—রভ্+ঘঞ্) উপক্রম, আরম্ভ, জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন (যুদ্ধের সমারম্ভ)।

সমারূঢ়—(সম্—আরূঢ়) সম্যক্‌রূপে আরূঢ় বা অবস্থিত, আশ্রিত।

সমারোহ—(সম্—আ—রুহ্ ঘঞ্) অত্যুন্নতি, জাঁকজমক আড়ম্বর, ঘটা (তার সমারোহ-ভার কিছু নেই, নেই কোনো মঙ্গলাচরণ !—রবি)।

সমার্থক—তুল্য অর্থযুক্ত, synoymous।

সমালোচক—(সম্—আ—লোচ্+ণক) যে দোষগুণ বিচার করে (সাহিত্য-সমালোচক) ; যে ত্রুটি প্রদর্শন করে (সরকারের কড়া সমালোচক)। বি. **সমালোচন,-চনা**—দোষগুণের আলোচনা ; ত্রুটি প্রদর্শন (আমায় হয়ত করতে হবে আমার কাব্য সমালোচন—রবি)। বিণ. **সমালোচিত ; সমালোচ্য**।

সমাস—[সম্—অস্ (ক্ষেপণ করা, সংক্ষেপ করা) +ঘঞ্] (ব্যাকরণে) বহুপদের একপদীকরণ, compound word ; সংক্ষেপ, সমাহার (বিপ. ব্যাস)। বিণ. সমস্ত ; সমস্যমান ।

সমাসক্ত—(সম+আসক্ত) সংলগ্ন, যুক্ত ; অত্যাসক্ত। বি. সমাসক্তি। **সমাসঙ্গ**—সংযোগ ; অত্যাসক্তি।

সমাসত্তি—(সম্—আ—সদ্+ক্তি) নিকটবর্তিতা, সন্নিকর্ষ। বিণ. **সমাসন্ন**—সন্নিহিত (বেলা সমাসন্ন শৈল)।

সমাসীন—[সম্—আস্ (উপবেশন করা)+শানচ্] উপবিষ্ট (নেতার আসনে সমাসীন)।

সমাহরণ—সংগ্রহ করা, সংখ্যা করা। **সমাহর্তা**—সমাহরণকারী, রাজস্ব সংগ্রহকারী।

সমাহার—(সম্—আ—হৃ+ঘঞ্) মিলন, সংগ্রহ, সংক্ষেপ সমাস-বিশেষ, যাহাতে সমষ্টির

ভাব মুখ্য (ত্রিভুবন)। বিণ. সমাহৃত—সংগৃহীত, একত্রীকৃত ; আনীত। বি. সমাহৃতি—সংগ্রহ, আয়োজন।

সমাহিত—(সম্—আ—ধা+ক্ত) সমাধিমগ্ন, একাগ্রচিত্ত, অভিনিবেশিত (সমাহিতচিত্ত দ্রষ্টা); অবহিত ; নিষ্পাদিত ; স্থাপিত ; সমাধিক্ষেত্রে নিহিত, buried।

সমিতি—[সম্ (সহিত)—ই (গমন করা) +ক্তি] সংহতি, সঙ্গ ; যুদ্ধ ; সংসদ্ ; কার্যনির্বাহক সভা।

সমিধ্, -ৎ—(সম্—ইন্ধ্+ ক্বিপ্—যাহা অগ্নি প্রজ্জলিত করে) ইন্ধন, যাহা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত করে (সমিদাহরণ) ; মস্তকে (সমিধ-ভার—রবি)। **সমিন্ধন**—ইন্ধন ; উদ্দীপন।

সমীকরণ—সদৃশীকরণ, পরিপাক করণ, assimilation ; অনুরূপ করা ; অঙ্ক- বিশেষ, equation, কোন জ্ঞাত রাশি অবলম্বন করিয়া তৎতুল্য কোন অজ্ঞাত রাশির পরিমাণ নির্ণয় করা। বিণ. সমীকৃত।

সমীক্ষ—(সম্—ঈক্ষ্+ঘঞ্) পর্যালোচনা ; সাংখ্য দর্শন। **সমীক্ষণ**—সম্যক্ দর্শন, observation, অনুসন্ধান। **সমীক্ষা**—সমীক্ষণ ; বুদ্ধি, মনীষা ; বুদ্ধি প্রভৃতি সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব ; মীমাংসা দর্শন। বিণ সমীক্ষিত—সম্যগ্‌দৃষ্ট, পর্যালোচিত। **সমীক্ষ্য**—সমীক্ষণযোগ্য ; সাংখ্য দর্শন। **সমীক্ষ্যকারী**—যে পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য করে (বি. সমীক্ষ্যকারিতা)। **সমীক্ষ্যবাদী**—যে পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া কথা বলে।

সমীচীন—[সম্—অনচ্ (গমন করা)+নীন) সঙ্গত, যোগ্য, উপযুক্ত, উত্তম, যথার্থ।

সমীপ—(সং) নিকট, সন্নিহিত, সন্নিধান (সমীপবর্তী ; পিতৃসমীপে ; সমীপস্থ)। বি. সামীপ্য।

সমীর—(সম্—ঈর্ (গমন করা)+অচ্—সর্বত্রগামী] বায়ু ; শমীবৃক্ষ। **সমীরণ**—বায়ু। বিণ. সমীরিত—প্রেরিত, বিকম্পিত (মারুত সমীরিত শাখী) ; উচ্চারিত, ধ্বনিত (সমীরিত বাণী)।

সমীহ—(সং. সমীহা) সম্ভ্রম প্রদর্শন, সংকোচ, খাতির, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা, চক্ষুলজ্জা (কৈ, গুরুজন বলে তো একটুও সমীহ করলে না)।

সমীহা—(সম্—ইহ্+অ+আ) উদ্যোগ, চেষ্টা, অভিলাষ।

সমুখ—(সং. সম্মুখ) সম্মুখ, সামনে (কাব্যে ব্যবহৃত—আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন করে আসা-যাওয়া—রবি)। (কথ্য ভাষায় সমুখ)।

সমুচয়—(সং সমুচ্চয়) সমুদয়, সব।

সমুচা—(হি সং. সমুচ্চয়) আস্ত, অখণ্ড, সমগ্র (সমুচা মুর্গীর রোস্‌ট)।

সমুচিত—(সম্—উচিত) উপযুক্ত, যোগ্য (সমুচিত শাস্তি)।

সমুচ্চয়—[সম্—উদ্—চি (চয়ন করা)+অল্] সমাহার, মিলন, সমূহ, রাশি (শিলা সমুচ্চয় ; শোভাসমুচ্চয়) : সংখ্যা ইয়ত্তা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত) ; অলঙ্কার-বিশেষ। বিণ. সমুচ্চিত—রাশীকৃত, সংগৃহীত।

সমুচ্চারণ—মিলিত উচ্চারণ।

সমুচ্ছল—অতিশয় উচ্ছলিত, উচ্ছ্বসিত (কে বুঝিতে পারে তাহার অগাধ শান্তি…তা'র সমুচ্ছল কল কথা—রবি)।

সমুচ্ছেদ—(সম্—উৎ—ছিদ্+ঘঞ্) উন্মূলন, ধ্বংস, বিনাশ। **সমুচ্ছেদন**—উন্মূলন। বিণ. সমুচ্ছিন্ন।

সমুচ্ছ্বাস—দীর্ঘশ্বাস ; প্রবল শ্বাস প্রশ্বাস ; স্ফীতি, স্ফূর্তি।

সমুজ্জ্বল—(সম্—উদ্—জ্বল+অচ্) অতিশয় উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত (কীর্তি সমুজ্জ্বল)।

সমুড্ডীন—উর্ধ্বগগনে উড্ডীয়মান (পক্ষী)।

সমুৎকর্ষ—(সম—উৎকর্ষ) সম্যক্ উৎকর্ষ (প্রাদি সমাস)।

সমুত্থ—(সম্—উৎ—স্থা+ড) উদ্গত, জাত, উত্থিত (অগ্নি সমুত্থ শিখা)। **সমুত্থান**—উত্থান ; উদয় ; উত্তোলন (ধ্বজ সমুত্থান) ; কার্যারম্ভ ; রোগশান্তি। বিণ. সমুত্থিত—উত্থিত, বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ; উদ্গত ; উত্তোলিত।

সমুৎপত্তি—(সম্—উৎপত্তি) উৎপত্তি, উদ্ভব। বিণ. সমুৎপন্ন।

সমুৎপাটন—উন্মূলন। বিণ. সমুৎপাটিত।

সমুৎসুক—(প্রাদি সমাস) অতিশয় উৎসুক, উৎকণ্ঠিত, ইষ্ট লাভের জন্য আগ্রহযুক্ত।

সমুদয়—(সম্—উৎ+ই+অল্) সম্যক উদয়, উত্থান ; সমবায় ; লগ্ন ; যুদ্ধ। বিণ. সমুদিত।

সমুদয়, সমুদায়—সমবায়, সমূহ, সকল।

সমুদিত—সম্যক্ উদিত ; উত্থিত ; সমুৎপন্ন ; জাত।

সমুদ্গত—(সম্—উদ্—গম্+ক্ত) উদ্গত, উৎপন্ন, নিঃসৃত। বি. সমুদ্গম—নিঃসরণ।

সমুদ্গীত—উচ্চৈঃস্বরে গীত।

সমুদ্গীর্ণ—(সম্—উৎ—গৃ + ক্ত) বমিত ; উচ্চারিত।

সমুদ্ধরণ, সমুদ্ধার—উত্তোলন ; উন্মূলন ; বমন ; উদ্ধার করা, (সমুদ্ধর্তা—সম্যক্‌রূপে উদ্ধার কর্তা। উন্মূলয়িতা) ; উদ্ধৃত, quotion। বিণ. সমুদ্ধৃত।

সমুদ্ভব—(সম্—উৎ—ভূ+অল্) উৎপত্তি, জন্ম ; উদ্ভূত (তপোদান সমুদ্ভব পুণ্য)। বিণ. উদ্ভূত।

সমুদ্ভাবিত—সম্যক্‌রূপে উদ্ভাবিত অর্থাৎ পরিকল্পিত। বি সমুদ্ভাবন, না। [আলোকিত।

সমুদ্ভাসিত—সম্যক্‌রূপে উদ্ভাসিত বা

সমুদ্যত—সম্যক্ রূপে উদ্যত বা উন্মুখ, উত্তোলিত। বি সমুদ্যম—উদ্যোগ, আরম্ভ।

সমুদ্র—[সম্ (সম্যক্)– উন্দ্ (ক্লিন্ন হওয়া) + র—যাহা চন্দ্রোদয়ে ক্লিন্ন হয় . সমুদ্র শব্দের অন্য ব্যুৎপত্তি-ও আছে, যেমন, যাহা হইতে বহ্নি উদ্গত হয়, যাহা রত্ন ও জল দান করে, ইত্যাদি] সাগর, পারাবার, অম্বুধি, অর্ণব . সমুদ্রের মত দুস্তর বা বিশাল (দুঃখসমুদ্র . জনসমুদ্র) সংখ্যা-বিশেষ। **সমুদ্রকফ**- সমুদ্রের ফেনা। **সমুদ্রকান্তা**—নদী। **সমুদ্রগ**—সমুদ্রগামী ; নাবিকাদি)। **সমুদ্রগা**—সমুদ্রগামিনী (নদী)। **সমুদ্রগৃহ** - প্রাচীনকালের ধনীদের গৃহ-বিশেষ, ইহার উপরে জল থাকিত এবং ছাদের ছিদ্র দিয়া বর্ষণের ন্যায় বিন্দু বিন্দু জল গায়ে পড়িত। **সমুদ্রচুলুক**—(সমুদ্র যাঁহার চুলুক অর্থাৎ গণ্ডূষ হইয়াছিল —বহুব্রী) অগস্ত্য মুনি। **সমুদ্রচৌর্য**—সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি, piracy। **সমুদ্রদারু**—কুমীর ; তিমিমাছ ; সেতুবন্ধ। **সমুদ্র নবনীত**—অমৃত ; চন্দ্র। **সমুদ্রনেমি,-মেখলা,-রসনা,-বসনা**—পৃথিবী। **সমুদ্রপত্নী**—নদী ; গঙ্গা ; যমুনা। **সমুদ্রফেন**—সমুদ্রের ফেনা ; cuttle-fish-bone। **সমুদ্রবহ্নি**—বাড়বানল। **সমুদ্রব্যবহারী** সমুদ্র পথে বাণিজ্যকারী। **সমুদ্রমন্থন**—দেবতা ও অসুরদের দ্বারা পুরাণ-বর্ণিত সাগর মন্থন যাহার ফলে লক্ষ্মী চন্দ্র, পারিজাত, ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা ধন্বন্তরী, অমৃত ও হলাহল উত্থিত হইয়াছিল ; ।-পরিণতিযুক্ত বৃহৎ ব্যাপার। **সমুদ্রযাত্রা**—সমুদ্র পথে বিদেশ গমন। **সমুদ্রযান**—জাহাজ। বিণ সমুদ্রীয়, সামুদ্রিক।

সমুদ্র—(বহুব্রী) মুদ্রাযুক্ত, মোহর করা, চাবি দেওয়া ('সমুদ্রগৃহ')।

সমুন্নত—সম্যক্ উন্নত, সুউচ্চ, উন্নতিবিশিষ্ট, বৃদ্ধিযুক্ত, উদার, মহৎ, উর্ধ্বে উত্থিত। বি. **সমুন্নতি**—উন্নতি, গৌরব, বৃদ্ধি। **সমুন্নয়, সমুন্নয়ন**—উন্নতিসাধন, উত্তোলন।

সমুপস্থিত—নিকটে উপস্থিত ; সমাগত। বি. সমুপস্থিতি।

সমুল্লসিত—উল্লাসযুক্ত, উৎফুল্ল, সম্যক্ বিকশিত, ক্রীড়াশীল। বি. সমুল্লাস।

সমূল—মূলের সহিত (সমূলচ্ছেদ ; সমূলে বিনাশ)। **সমূলক**—কারণযুক্ত, সহেতুক (বিপ. অমূলক)।

সমূহ—[সম্ বহ্ (বহন করা) + ঘঞ্] সমুদয়, রাশি (দেশ সমূহ) ; প্রচুর, বহু, পুরাপুরি (সমূহ দোষ . সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা) . প্রাচীন ভারতের পঞ্চায়েত অথবা অঞ্চল-শাসন-সমিতি। **সমূহতন্ত্র**—পঞ্চায়েতী শাসন . সর্বসাধারণের কল্যাণবৃদ্ধিমূলক শাসনতন্ত্র। **সমূহন**—রাশীকরণ। **সমূহনী**—সম্মার্জনী।

সমৃদ্ধ- [সম্—ঋধ্ (বৃদ্ধি পাওয়া) + ক্ত] প্রাচুর্যযুক্ত, বহুল (পুষ্পভারসমৃদ্ধ তরু ; জ্ঞানসমৃদ্ধ) ; সম্পত্তিশালী, ঐশ্বর্যযুক্ত (সমৃদ্ধ নগরী) ; সুসিদ্ধিত (সমৃদ্ধ বনস্পতি) ফলসমৃদ্ধ (সমৃদ্ধ শাখ)। বি. সমৃদ্ধি—প্রচুর, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য, বৃদ্ধি উৎকর্ষ, অভ্যুদয় (জাতীয় সমৃদ্ধি ; মনের সমৃদ্ধি ; সমৃদ্ধি কামনা করি)। বিণ. সমৃদ্ধিমান।

সমেত—(সম্—আ—ই+ক্ত) সমাগত, মিলিত, উপস্থিত সহিত, including (এই শেষোক্ত অর্থই বর্তমানে সাধারণত ব্যবহৃত হয়—বাড়ী সমেত জমি)।

সম্পত্তি—(সম্—পদ্+ক্তি) বিষয়-আশয়, ভূসম্পত্তি, যাহা হইতে আয় হয়। সম্পদ্, সম্পদ—ধন, বিত্ত, সম্পত্তি (সম্পদশালী) ; ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি, গুণোৎকর্ষ, যাহা জীবনকে সমৃদ্ধ করে (ভাবসম্পদ . তোমার বন্ধুত্বই আমার জীবনের সম্পদ ; কিন্তু সে আমার সাধনার ধন ছিল…সে আমার সম্পত্তি নয় সে আমার সম্পদ—রবি)। বিণ. **সম্পন্ন**—বিশিষ্ট, যুক্ত (সর্বগুণসম্পন্ন) ;

সম্পাদিত (কাজটি সুসম্পন্ন হইয়াছে); সম্পত্তি-শালী, টাকা পয়সা ওয়ালা (সম্পন্ন গৃহস্থ)।

সম্পর্ক—[সম্—পৃচ্ (যুক্ত হওয়া)+ঘঞ্] সম্বন্ধ, সংযোগ (এ ব্যাপারের সঙ্গে ও ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই; দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না); সংসর্গ (মূর্খের সম্পর্ক যত্নে পরিহার করিবে); আত্মীয়তা (সম্পর্কে খুড়া হন)। বিণ. **সম্পর্কিত**—সম্পর্কযুক্ত, সংশ্লিষ্ট।

সম্পাত—(সম্—পত্+ঘঞ্) পতন, বিচ্যুত হওয়া, প্রবেশ (কিরণ-সম্পাত)।

সম্পাদক—(সম্—পাদি+ণক) সম্পাদনকারী; কার্যনির্বাহক, secretary; সঙ্কলয়িতা; পত্রিকাদি যাহার সম্পাদনায় বাহির হয়, editor (স্ত্রী. সম্পাদিকা)। **সম্পাদকীয় স্তম্ভ**—সম্পাদকের মন্তব্যযুক্ত, সংবাদ পত্রের স্তম্ভ, editorial column। বি. **সম্পাদকতা**।

সম্পাদন—নিষ্পাদন (কর্ম সম্পাদন); সঙ্কলন, ভাষ্যাদি যুক্তকরণ, editing। বিণ. সম্পাদিত—নিষ্পন্ন, অনুষ্ঠিত; সঙ্কলিত; মন্তব্যাদি সহ প্রকাশিত, edited। **সম্পাদ্য**—যাহা সম্পাদন করিতে হইবে; (জ্যামিতিতে) যে প্রতিজ্ঞা (problem) সমাধান করিতে হইবে।

সম্পুট,-ক—কৌটা, ডিবা; পুঁথি, পেটরা; ঠোঙা। **সম্পুটিকা**—সম্পুট। [সম্পূজিত।

সম্পূজন—সম্যক্‌পূজন, সম্মাননা। বিণ.

সম্পূরক—যাহা পূর্ণ করে, যাহা অন্য কোণের সহিত মিলিত হইয়া দুই সমকোণ সৃষ্টি করে, supplement। **সম্পূরণ**—পূর্ণতা দান। বিণ. সম্পূরিত—যাহা পূর্ণ করা হইয়াছে।

সম্পূর্ণ—(সম্—পূর্+ক্ত) পরিপূর্ণ, সমাপ্ত, পূর্ণাঙ্গ (ব্রত সম্পূর্ণ হলো); সমস্ত (সম্পূর্ণ দোষ তোমার); সাতস্বরের রাগ বা রাগিণী। স্ত্রী. সম্পূর্ণা—একাদশী-বিশেষ। বি. সম্পূর্তি (অশীতিসম্পূর্তি)।

সম্পৃক্ত—[সম্—পৃচ্ (মিলিত হওয়া)+ক্ত] মিলিত, মিশ্রিত (শীকরসম্পৃক্ত সমীরণ); সংযুক্ত, জড়িত (পরস্পর সম্পৃক্ত)।

সম্প্রকাশিত—সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত, প্রকটিত।

সম্প্রচার—চতুর্দিকে প্রচার বা ঘোষণা। বিণ. সম্প্রচারিত—broadcast।

সম্প্রতি—ইদানীং, অধুনা, এক্ষণে (সম্প্রতি যারা দেশে ফিরেছে)। বিণ. সাম্প্রতিক।

সম্প্রতিপত্তি—বাদীর অভিযোগ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদীর তাহা স্বীকার করা, সহায়তা, আপোষ। বিণ. সম্প্রতিপন্ন।

সম্প্রদাতা—সম্প্রদানকারী, কন্যা সম্প্রদানকারী। বি. **সম্প্রদান**—সম্যক্‌রূপে দান, স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দান (কন্যা সম্প্রদান)।

সম্প্রদায়—(সম্—প্র—দা+ঘঞ্) এক গুরুর উপদেশ বা ধর্মাচার অনুসরণকারী দল, sect, community (বৈষ্ণব সম্প্রদায়) দল, এক মতের লোক (ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়); বিণ. সাম্প্রদায়িক। [অনুচিত-বিবেচনা।

সম্প্রধারণ, সম্প্রধারণা—অবধারণা, উচিত-

সম্প্রবৃত্ত—সমুদ্যত, প্রবৃত্ত। **সম্প্রয়াণ**—পরলোক গমন। **সম্প্রয়াস**—প্রয়াস, প্রযত্ন।

সম্প্রসারণ—বিস্তারণ (বিপ. সঙ্কোচন); (ব্যাকরণে) ই, উ, ঋ, ঌ স্থানে য, ব, র, ল হওয়া। বিণ. সম্প্রসারিত।

সম্প্রীতি—পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, সদ্ভাব, সখ্য, amity (সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি)।

সম্বৎ—সংবৎ দ্রঃ। **সম্বৎসর**—(অসাধু কিন্তু বহুল প্রচলিত—সম্বৎসরের খোরাক)।

সম্বদ্ধ—সম্বন্ধযুক্ত, সংযুক্ত, connected, related। বি. **সম্বন্ধ**—সংযোগ, সম্পর্ক (দুইয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই); আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা, বৈবাহিক সম্পর্ক (সম্বন্ধ করা); বিবাহের প্রস্তাব (মেয়ের সম্বন্ধ এসেছে; (ব্যাকরণে) জন্যজনকতাদি ভাব, possessive case (সম্বন্ধে ষষ্ঠী)। (গ্রাম্য—সম্মোন্দো, সমন্দ)। **সম্বন্ধী**—সম্বন্ধযুক্ত, সম্পর্কিত; বৈবাহিক সম্বন্ধ-যুক্ত (জামাতা, শ্বশুর, শালক প্রভৃতি- কিন্তু স্ত্রীর বড় ভাই)। (গ্রাম্য—সম্মন্দী, সুমুন্দী, সুমুন্দী; পূর্ববঙ্গে ছমুন্দী, ছমুন্দী; গালিরূপেও ব্যবহৃত হয়)। **সম্বন্ধীয়**—সম্পর্কিত।

সম্বরা—সংবরণ করা, গোপন করা, আবৃত করা, সংযত করা (বস্ত্র সম্বরণ; 'সম্বর ক্রোধ'); ব্যঞ্জনে যে ফোড়ন দেওয়া হয় (সম্বরা দেওয়া—ফোড়ন দ্রঃ)।

সম্বর্ধনা—সংবর্ধনা দ্রঃ।

সম্বল—(সম্—বল্+অ) পাথেয়, পুঁজি (পথের সম্বল; বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল—কবিকঙ্কণ); জীবনোপায়, অবলম্বন (সম্বল কান্তে আর লেংটি)। **সম্বলিত**—সংবলিত দ্রঃ।

সম্বুদ্ধ—(সম্—বুধ্+ক্ত) সম্যক্ জাগরিত, চৈতন্য-বিশিষ্ট ; বুদ্ধাবতার। বি. **সম্বুদ্ধি**—সম্যক্ চেতনা ; সম্বোধন, সম্বোধনে প্রথমার এক বচন। **সম্বোধন**—আহ্বান, ডাকা, আমন্ত্রণ, অভিমুখীকরণ। বিণ. সম্বোধিত।

সম্বোধি—সম্যক্ বোধি বা জ্ঞান।

সম্ভব—(সম্—ভূ+অল্) জন্ম, উৎপত্তি (কুমার-সম্ভব কাব্য ; 'রতন-সম্ভব' বিভা) ; সম্ভাবনাযুক্ত, যাহা ঘটিতে পারে, বিশ্বাস্য (এও কি সম্ভব) ; সম্ভাব্যতা (সম্ভব অসম্ভবের তর্ক রাখো) ; সম্ভবত (সম্ভব কাল আসবে)। (গ্রাম্য সম্ভাব)। **সম্ভবপর**—যাহার সম্ভাব্যতা আছে, সম্ভব। **সম্ভবে**—ঘটিতে পারে ('হেন রূপ অপ্সরার কন্যাতেই সম্ভবে')।

সম্ভাবন—সম্বল, টাকা পয়সা (প্রাচীন বাংলা)। **সম্ভাবনা**—হইতে পারে এমন জ্ঞান বা ভাব, probability, possibility, potentiality (ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা) ; সঙ্গতি (প্রাচীন বাংলা) ; (সংস্কৃতে—সম্মাননা)। **সম্ভাবনীয়, সম্ভাব্য, সম্ভব্য**—যাহা সম্ভবপর (সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইবে)। **সম্ভাবিত**—যাহা সম্ভবপর হইবে আশা করা যায়, expected (সংস্কৃতে—পূজিত, সম্মানিত)।

সম্ভার—(সম্—ভৃ+ঘঞ্) সংগ্রহ, রাশি, সমূহ, সংগৃহীত বস্তু, উপকরণ (দ্রব্য সম্ভার ; পূজার সম্ভার)।

সম্ভার—সম্বরা, ফোড়ন (সম্ভার দেওয়া) ; মশলায় ও তেলে বা ঘৃতে সাঁতলানো।

সম্ভাষ, সম্ভাষণ, সম্ভাষা—(ভাষ্—বলা) পরস্পর কথোপকথন, আলাপ, কুশল প্রশ্নাদি অভ্যর্থনা (লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ কুটুম্ব বাড়ী যায় জল পীড়ির দায় থাকুক সম্ভাষ না পায়—কবিকঙ্কণ ; সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন)।

সম্ভাষা—সম্ভাষণ করা (কাব্যে ব্যবহৃত)। কবে হে বীরকেশরী সম্ভাষে শৃগালে মিত্রভাবে —মধু)।

সম্ভূত—(সম্—ভূ+ক্ত) উৎপন্ন, উদ্ভূত, জাত (প্রযত্ন-সম্ভূত প্রতিষ্ঠা)।

সম্ভূয়কারী—যাহারা মিলিতভাবে কারবার করে। **সম্ভূয়বণিক**—মিলিতভাবে ব্যবসায়-কারী, বণিক্ দল। **সম্ভূয় সন্ধান**—পরস্পর মিলিত হইয়া সন্ধিকরণ। **সম্ভূয় সমুত্থান**—অংশীদিগের মিলিত হইয়া কারবার করা, Joint-stock Company।

সম্ভোগ—(সম্—ভুজ্+ঘঞ্) সম্যক্ উপভোগ, সুখাস্বাদন ; সুরত (বিচিত্র সম্ভোগে দিন যাপন)। **সম্ভোগী**—সম্ভোগকারী। **সম্ভোগ্য**—সম্ভোগের যোগ্য। **সম্ভোজন**—অনেকের একত্র ভোজন।

সম্ভ্রম—[সম্—ভ্রম্ (ভ্রমণ করা, মান্য হওয়া)+অল্) ভয়াদিজনিত ত্বরা, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা, সমাদর (সম্ভ্রম করা) ; মর্যাদা, মান্যতা (মান সম্ভ্রম বজায় রাখা দায় হইয়াছে)। বিণ. সম্ভ্রান্ত—মান্য, মর্যাদাযুক্ত (সম্ভ্রান্ত বংশ ; সম্ভ্রান্ত সমাজ) ; ভীত, ত্বরাযুক্ত (সংস্কৃতে)। **সম্ভ্রান্ত তন্ত্র**—Aristocracy, দেশের উচ্চবংশীয়দের দ্বারা রাজ্য শাসন।

সম্মত—(সম্—মন্+ক্ত) অনুমত, অনুমোদিত, অভিপ্রেত (শাস্ত্রসম্মত ; বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে) ; স্বীকৃত, ইচ্ছুক, রাজী (তিনি সম্মত হইয়াছেন)। বি. সম্মতি—স্বীকৃতি, অনুমতি (সম্মতি দিয়াছেন, সর্বসম্মতিক্রমে)। **সম্মতি পত্র**—রাজা উত্তমর্ণ প্রভৃতি প্রজা অধমর্ণ ইত্যাদিকে যে দলিল দিতেন।

সম্মান—(সম্—মন্+ঘঞ্) সম্ভ্রম, মর্যাদা, পূজা, সমাদর, খাতির (সম্মান প্রদর্শন ; সম্মান রক্ষা—মান রক্ষা, খাতির করা)। **সম্মাননা**—সমাদর প্রদর্শন, সম্বর্ধনা। বিণ. সম্মাননীয় ; সম্মানিত—শ্রদ্ধেয়, পূজিত, সমাদৃত (সম্মানিত অতিথি)।

সম্মার্জক—যাহা পরিষ্কৃত করে, সম্মার্জনী ; যে পরিষ্কৃত করে। **সম্মার্জন**—পরিষ্করণ, ঝাঁট দেওয়া। **সম্মার্জনী**—ঝাঁটা (সম্মার্জনী-প্রহার)। [সম্মিত)।

সম্মিত—(সম্+মিত) পরিমিত, তুল্য (অমৃত-

সম্মিলন, সম্মেলন—একত্র হওয়া, সংযোগ (সাহিত্য-সম্মেলন ; অষ্টবজ্র-সম্মিলন)। **সম্মিলনী**—সম্মিলন সভা বা সমিতি। বিণ. সম্মিলিত—একত্রিত, মিলিত।

সম্মীলন—(মীল্—সঙ্কুচিত হওয়া) সঙ্কোচন, মুদ্রণ (বিপ. উন্মীলন)। বিণ. সম্মীলিত।

সম্মুখ—(বহুব্রী) সমক্ষ, অভিমুখ, পরস্পরের দিকে মুখ করিয়া) সম্মুখ সমর ; সম্মুখে এক পশ্চাতে আর)। **সম্মুখস্থ**—সামনের।

সম্মুখীন—অভিমুখ, সম্মুখবর্তী (বিপদের সম্মুখীন হওয়া)।

সম্মুগ্ধ—(সম্—মুহ্+ক্ত) অতিশয় মুগ্ধ, পরম প্রীতিপূর্ণ (সম্মুগ্ধ বিলোচন)।

সম্মূঢ়—(সম্—মুহ্+ক্ত) অতিশয় মোহপ্রাপ্ত, বিহ্বল, সম্মোহিত। (বাংলায় মুগ্ধ ও মূঢ়-এর পার্থক্য লক্ষণীয়)।

সম্মেলন—মিলন, সমাগম (বন্ধু সম্মেলন)। সম্মিলন দ্রঃ।

সম্মোহ—(সম্—মুহ্+ঘঞ্) অতিশয় মোহ, চিত্তবৈকল্য, অবিবেক (ক্রোধ হইতে সম্মোহের উৎপত্তি—গীতা)। **সম্মোহন**—যাহা মোহিত করে, মদনের শর-বিশেষ; মোহিত করণ। স্ত্রী. সম্মোহনী (সম্মোহনী মায়া)। বিণ. **সম্মোহিত**—বিমূঢ়, যাহার বিচার বিবেচনা লোপ পাইয়াছে, সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাবে বশীভূত, bewitched hypnotized।

সম্যক্—(সং) সর্বপ্রকারে, সমগ্ররূপে, সমগ্রভাবে, পূর্ণরূপে, উত্তমরূপে (সম্যক্ অবধারণ)। **সম্যক্ আজীব**—সদুপায়ে জীবিকার্জন। **সম্যক্ দর্শন**—সত্য দর্শন, সত্য স্বরূপ ব্রহ্মে অভিনিবেশ। **সম্যক্ দৃষ্টি**—পূর্ণদৃষ্টি, দুঃখাদির মূলের প্রতি দৃষ্টি। **সম্যক্ প্রয়োগ**—পূর্ণভাবে প্রয়োগ, অভ্রান্ত প্রয়োগ। **সম্যক্ বাক্**—অযথা ও অন্যায় বাক্য হইতে নিবৃত্তি। **সম্যক্ সঙ্কল্প**—পূর্ণ সঙ্কল্প, একমাত্র সত্য ও কল্যাণের পথে চলিবার সঙ্কল্প, অবিদ্বেষ, অহিংসা ও নিষ্কামতা এই তিন অবলম্বনের সঙ্কল্প।

সম্রাট্—(সম্—রাজ+ক্বিপ্) রাজসূয় যজ্ঞকারী, রাজচক্রবর্তী, সর্বপ্রধান (কবি-সম্রাট্)। স্ত্রী **সম্রাজ্ঞী**—সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী; সম্রাট্ পত্নী।

সর—(সৃ+অ) শর, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতির অগ্রভাগ; জল প্রভৃতি তরল পদার্থের উপরে ভাসমান পাতলা পাদ (সরপড়া গুড়): গমনকারী, যায়ী (সমাসে উত্তর পদরূপে—অগ্রসর, পুরঃসর); সরোবর।

সরঃ—(সৃ+অস্—যেখানে জলের জন্য যায়) পুষ্করিণী। **সরঃকাক**—হংস।

সরক—[সং) প্রধান পথ, সড়ক, মদ্যপাত্র; ইক্ষুমদ্য; মদ্যপান; গগন; সরোবর।

সরকার—(ফা. সর্কার) রাজশক্তি, জমিদারি- (সরকারে জমা হবে); মোগল আমলে রাজস্ব আদায়ের বিভাগ-বিশেষ, রাজা, প্রভু, মালিক, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, কেরাণী (বাজার সরকার, বিল সরকার); উপাধি-বিশেষ; পাঠশালার গুরু মহাশয়।

সরকারি,-রী—রাজশক্তি বিষয়ক; জমিদারি-সংক্রান্ত; মনিবসংক্রান্ত; সাধারণ, যৌথ সরকারী মামা); সরকারের পদ (বাজার সরকারি); গুরু মহাশয়গিরি। [পত্র)।

সরখত—(ফা. সর্খত্—নিয়োগপত্র, সম্মতি-

সরখেল—(ফা. সর্খেলী) সেনাপতির পদ, অধ্যক্ষ, উপাধি-বিশেষ।

সরগরম—(ফা. সর্গর্মী—আগ্রহ) উদ্দীপনাপূর্ণ, গুলজার, গরম, চমকপূর্ণ (যুদ্ধের গুজবে বাজার সরগরম)।

সরগুজা,-গোঁজা,-গোজা, সোরগোজা—তিল বীজ-বিশেষ, সরিষার সহিত ভেজাল দেওয়া হয়।

সরজমিন—সরে জমিন দ্রঃ।

সরঞ্জাম—(ফা. সর্ আন্জাম) উপকরণ, আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র আয়োজন (প্রসাধনের সরঞ্জাম, কারখানার সরঞ্জাম, সরঞ্জাম করা—আয়োজন করা)।

সরণ—(সৃ+অনট্) গমন, চলন; প্রবাহ; পথ (যার আজীবনকাল পাষাণকঠিন সরণে—রবি)। **সরণা**—গন্ধ ভাদালি, পথ। **সরণি,-ণী**—পথ, পঙ্ক্তি; রীতি।

সরতা—(হি সরোতা) জাঁতি, যদ্দ্বারা সুপারি-আদি কাটা হয়।

সরদার, সর্দার—(ফা. সরদার) প্রধান, দল-পতি, মোড়ল (তুমি আমাদের সরদার সরদার পড়ো; কুড়ের সরদার)। বি **সরদারি**—সরদারের কাজ; মোড়লি (আর সরদারি করতে হবে না)। গ্রাম্য—সন্দার, সন্দারি)।

সরদেওয়াল,-দেয়াল—বাড়ীর চারিদিকে ঘুরাইয়া যে দেওয়াল দেওয়া হয়।

সরপেচ—(ফা. সর্পেচ্) পাগড়ীর চারিদিকে জড়াইবার রেশমী ফিতা-বিশেষ। **সরপেঁচ**—কবরী জড়াইবার পুষ্পমালা। **সরপোষ**—ঢাকনি, গেলাপ।

সরফরাজ—(ফা. সরফরায) বহু সম্মানিত,

কৃতার্থ (দাওয়াত কবুল করিয়া সরফরাজ করিবেন; ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয় (মহম্মদ রেজা খাঁ মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব —বঙ্কিমচন্দ্র)। বি সরফরাজি—(সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত) বাহাদুরি, মোড়লি।

সরবন্ধ—(ফা.) শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি।

সরবরাহ—(ফা. সর্‌বরহ্‌) যোগান, আনিয়া দেওয়া supply (মাল সরবরাহ করা)। **সরবরাহকার**—যে যোগান দেয়, এজেন্ট।

সরমা—রামায়ণ বর্ণিত বিভীষণের পত্নী; কুকুরী।

সরযু—অযোধ্যার নদী-বিশেষ।

সরল—[সৃ (গমন করা) + অল্] দেবদারু বৃক্ষ; শালগাছ; কাপট্যবর্জিত, ঋজুস্বভাব, সাধু, অবক্র (সরলভাবে সব কথা বলেছিলাম)। স্ত্রী. সরলা। **সরল দ্রব**—সরল বৃক্ষের রস, টারপিন। **সরল পুঁঠী**-বৃহৎপুঁঠী-বিশেষ। **সরল সংঘাত**—সোজাসুজি সংঘাত, direct impact। **সরলান্ত্র**—মলাশয়, large intestine। **সরলীকরণ**—(বীজগণিতে) simplification। **সরলোন্নত**—অবক্র ও উঁচু।

সরস—(বহুব্রী) রসযুক্ত, মধুর, চটুল, মজাদার (সরস গল্প গুজব); চিত্তাকর্ষক, কবিত্বময়; প্রেম প্রীতিপূর্ণ; উত্তম (সরেস), সরোবর ('মানস সরসে')।

সরসিজ—(অলুক্ সমাস) সরোবরে জাত, পদ্ম।

সরসী—সরোবর। **সরসীজ**—পদ্ম।

সরস্বতী—বাগ্‌দেবী; ব্রহ্মাণী; বাণী; নদী-বিশেষ; জৈনদিগের দেবী-বিশেষ; পাণ্ডিত্যের জন্য উচ্চ উপাধি-বিশেষ (মধুসূদন সরস্বতী)।

সরহদ্দ, সরহদ—(আ. সর্‌হ্'দ্) সীমান্ত, **সরহদ-বন্দি**—সীমা নির্দিষ্ট করণ।

সরা—(সং. সরাব) মৃদ্‌পাত্রের ঢাকনি-বিশেষ (হাঁড়ির মুখের সরা)।

সরা—সরিয়া যাওয়া, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া (সরে বসা; পা সরে যাওয়া) প্রকাশ পাওয়া, নিঃসৃত হওয়া (মুখে নাহি সরে বাণী); অগ্রসর হওয়া (পা সরছে না; কলম সরছে না); অলক্ষিত ভাবে পলায়ন করা (যদি বাঁচতে চাও তবে সরে পড়; সুটকেসটি তুলে নিয়ে সরে পড়েছে); আগ্রহ হওয়া (মন সরে না)। নিজন্ত সরানো।

সরাই, সরাইখানা—(ফা. সরা) পান্থশালা। (জীর্ণভাঙা সরাইখানা রাত্রি দিবা দুইটি দ্বার—ওমর খৈয়াম)।

সরাক—(সং. শ্রাবক; হি. সরাবগ) জৈন (সরাক বসে গুজরাটে জীব-জন্তু নাহি কাটে সর্বকাল করে নিরামিষ—কবিকঙ্কণ)।

সরাগ—(বহুব্রী) অনুরাগযুক্ত, সপ্রণয় (বিরাগী মুনির মনও সরাগ হয়); রঞ্জিত, অলক্তক-রঞ্জিত (সরাগ চরণ)।

সরাসর—(ফা) এ মুড়া হইতে অন্য মুড়া পর্যন্ত, সোজাসুজি (সরাসর কলকাতায় চলে গেলেন; সরাসর বাড়ীর ভিতরে ঢুকলো। **সরাসরি**—সোজাসুজি, মোট, সমগ্র ভাবে, জটিলতা পরিহার করিয়া। **সরাসরি বন্দোবস্ত**—কোন মধ্যবর্তীর সহিত সম্পর্ক নাই এমন বন্দোবস্ত, মোটামুটি বন্দোবস্ত; যে বন্দোবস্তের সঙ্গে আইন কানুনের জটিল সম্বন্ধ নাই। **সরাসরি বিচার**—বিস্তারিত জেরা জবানবন্দীর আশ্রয় না লইয়া সোজাসুজি বিচার, summary trial।

সরিৎ—[সৃ (গমন করা) + ইৎ] নদী, প্রবাহিণী; স্ত্রী. দুর্গা। **সরিৎপতি**—সমুদ্র। **সরিৎসুত**—ভীষ্ম। **সরিদ্বরা, সরিতাম্বরা**—নদী সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গঙ্গা। [সর্ষে দ্রঃ।

সরিষা—(সং. সর্ষপ) সুপরিচিত তৈলবীজ, সর্ষে।

সরীসৃপ—[সৃপ্ + যঙ্‌লুগন্ত + কিপ্ — যাহারা বুকে হাঁটিয়া যায়], reptile, সর্প, বৃশ্চিক, গোধিকা ইত্যাদি; মীন ও কর্কট রাশি।

সরু—[সৃ (গমন করা) + উ] শরু; সূক্ষ্ম; সংকীর্ণ; ক্ষীণ, মিহি; পাতলা। (সরু সুতো; 'বুদ্ধি বড় সরু'; সরুমাজা; সরু চাল; সরু-গলি)। (বিপ. মোটা, স্থূল)। প্রাচীন বাংলায় 'সরুঅ' 'সরুয়া')। **সরুচাকলি**—চাউল গুঁড়ি ও কলাই বাঁটার পাতলা পিঠা-বিশেষ।

সরূপ—(বহুব্রী) একরূপ, সদৃশ (বিপ. বিরূপ), বি. সরূপতা—সাদৃশ্য।

সরেওয়ার—[আ. শরহ্‌ (ব্যাখ্যা; মাশুলাদির হার) + ফা. ওয়ার (মতন, ধরণের, যুক্ত)] ব্যাখ্যা করিয়া, দফায় দফায় (সে ব্যক্তি সরেওয়ার কিছুই বলিতে পারিল না—আলালের ঘরের দুলাল)।

সরেজমিন, সরজমিন—(ফা. সর্‌যমিন)

চৌহদ্দিযুক্ত জমি ; ঘটনাস্থল (সরেজমিনে তদন্ত—ঘটনাস্থলে তদন্ত)। **সরেজমিন তহকীক**—সরেজমিন তদন্ত।

সরেস—(সং. সরস) উত্তম, উৎকৃষ্ট, উপাদেয় (সরেস দই ; সরেস রান্না)। **সরেস মানুষ**—অমায়িক লোক, উচ্চ অন্তঃকরণের লোক। (বিপ. নিরেস)। **এককাটি সরেস**—(ব্যঙ্গে) আরও মন্দ।

সরোকার—(ফা. সরোকার) সম্বন্ধ, সংস্রব, লেনদেন (সরোকার রাখা)।

সরোজ—(সরস্—জন্+ড) পদ্ম। **সরোজন্ম**—সরোজ। **সরোজিনী**—কমলিনী ; পদ্মের ঝাড় ; পদ্মবহুল পুষ্করিণী। **সরোজী**—সরোজ যাহার জন্মস্থান, ব্রহ্মা।

সরোবর—(সপ্তমীতৎ) শ্রেষ্ঠ জলাশয়, পদ্মাদি-যুক্ত পুষ্করিণী, তড়াগ।

সরোরুহ—(সরস্—রুহ্+ক্বিপ্) পদ্ম।

সরোষ—(বহুব্রী) রোষযুক্ত (সরোষ দৃষ্টি)।

সর্গ—(সৃজ্+ঘঞ্) সৃষ্টি, নির্মাণ, উৎপত্তি, সৃষ্ট পদার্থ (ভূতসর্গ), নিসর্গ, প্রকৃতি ; গ্রন্থের অধ্যায় (মহাকাব্য বীরচরিত্র অষ্টসর্গ—রবি); উৎসর্গ, মলত্যাগ। **সর্গকর্তা**—সৃষ্টিকর্তা। **সর্গবন্ধ**—অধ্যায়ে বিভক্ত রচনা, মহাকাব্য।

সর্জন—(সৃজ্+অনট্) সৃষ্টি, ত্যাগ ; সৈন্য দলের পশ্চাৎভাগ।

সর্দি—(ফা. সরদী—শৈত্য) কফরোগ-বিশেষ (সর্দিলাগা)। **সর্দিগরমি**—অতিশয় উত্তাপ-ভোগ হেতু পীড়া-বিশেষ, sun-stroke।

সর্প—[সৃপ্ (গমন করা)+অল্] সাপ, অহি, ভুজঙ্গ, নাগকেশর ; শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছজাতি-বিশেষ। স্ত্রী. সর্পিণী। **সর্পদষ্ট**—যাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে **সর্পদংষ্ট্রা**—বিছুটির গাছ। **সর্পভুক্**—ময়ূর, রাজসর্প। **সর্পরাজ**—বাসুকি, অনন্তদেব। **সর্পসত্র**—সর্পকুল ধ্বংস করিবার নিমিত্ত জনমেজয়-কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। **সর্পহা**—নকুল। **সর্পাবাস**—সর্পের বাস-স্থান, চন্দন। **সর্পাসন**—ময়ূর, গরুড়, নকুল।

সর্পিঃ—(সং) ঘৃত, হবিঃ। [শিলা।

সর্পিণী—স্ত্রীসর্প। **সর্পী**—সর্পিণী ; বিসর্পণ-

সর্পিল—সর্পের ন্যায় আঁকাবাঁকা গতিবিশিষ্ট, spiral, zigzag।

সর্ব—(সৃ+বন্) সব, সকল, সমস্ত, সমুদয়, বিশ্ব ; শিব ; বিষ্ণু) **সর্বংসহ**—যে সব কিছু সহ্য করে (স্ত্রী, সর্বংসহা—পৃথিবী)। **সর্বকর্তা**—বিধাতা। **সর্বকর্ম**—সকল কার্য ; গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদি। **সর্বকারী**—সর্বকর্মে পারদর্শী। **সর্বকর্মীন**—সকল কার্যক্ষম। **সর্বকাল**—চিরকাল। **সর্বগ**—সর্বত্রগামী। **সর্বগত**—সর্বব্যাপী। **সর্বগ্রাস**—(বহুব্রী) যে সব কিছু গ্রাস করে ; গ্রহণে পূর্ণগ্রাস। **সর্বজনীন**—সর্বলোকহিতকর। **সর্বজ্ঞান**—সর্বজ্ঞ। **সর্বতঃ**—সকল দিক হইতে, সকল দিকে, সকল বিষয়ে (সর্বতোগামী)। **সর্ব-তন্ত্র**—সাধারণ তন্ত্র, republic ; স্বতঃসিদ্ধ। **সর্বতোভদ্র**—সর্ববিষয়ে কল্যাণকর বা সুখকর ; চতুর্দিকে দ্বারযুক্ত ধনীদিগের গৃহ-বিশেষ, উৎসর্গ বা প্রতিষ্ঠাদি কর্মে দশদিকে দ্বারযুক্ত চতুষ্কোণ মণ্ডল-বিশেষ ; ব্যূহ-বিশেষ। **সর্বতোমুখ**—যাহার সব দিকে মুখ বা গতি (সর্বতোমুখী প্রতিভা)। **সর্বত্র**—সকল স্থানে, সকল দিকে, সকল বিষয়ে, সকল কালে (সর্বত্রগামী)। **সর্বথা**—সর্ব-প্রকারে (সর্বথা পরিত্যাজ্য)। **সর্বদর্শী**—সমুদায় দর্শন করেন, বিচক্ষণ, পরমেশ্বর। **সর্বদা**—সকল সময়ে, সতত। **সর্বদেবমুখ**—(সর্বদেবতার মুখ যাহাতে—বহুব্রী) অগ্নি। **সর্বধুরীণ**—সকল ভারবাহক। **সর্বনাম**—বিশেষ্যের পরিবর্তে যাহা ব্যবহৃত হয় ; pronoun। **সর্বনাশ**—সর্বধ্বংস ; মহাক্ষতি ; অতিশয় ভয়, বিস্ময় বা লজ্জার বিষয় (সর্বনাশ, অমন কাজ করিসনে) ; ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। বিণ. **সর্বনেশে**—সর্বনাশকারী, মহা অনর্থকারী। **সর্বপ্রযত্নে**—যথাসাধ্য প্রয়াস করিয়া। **সর্ববল্লভা**—গণিকা। **সর্ববাতসহা**—প্রাচীন বঙ্গের সমুদ্রগামী পোত-বিশেষ। **সর্ব-বাদীসম্মত**—সকল মতের লোকদের দ্বারা স্বীকৃত। **সর্ববিৎ**—সর্বজ্ঞ। **সর্ববেদ**—যে ব্রাহ্মণ সর্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন ; সর্বজ্ঞ। **সর্ববেদাঃ**—সর্বস্ব নিবেদনকারী, যিনি যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা স্বরূপ দান করিয়াছেন। **সর্ব-বেদী**—সর্বজ্ঞ, পরমেশ্বর। **সর্ববেশী**—যে সকল প্রকার বেশ ধারণ করে, বহুরূপী। **সর্ব-ব্যাপী**—সর্বত্র বিস্তৃত, all pervading। **সর্বভক্ষ, সর্বভক্ষ্য**—যে সব কিছু ভক্ষণ করে, অগ্নি ; যে সব কিছু আত্মসাৎ করে।

(স্ত্রী. সর্বভক্ষা—ছাগী)। **সর্বভুক্**—যে সব কিছু খায়, অগ্নি। **সর্বভূত**—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু ; সর্বপ্রাণী। **সর্বমঙ্গল**—সকলের জন্য মঙ্গলকর (স্ত্রী. সর্বমঙ্গলা—দুর্গা)। **সর্বময়**—সর্বব্যাপী, যাহার প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত (রাজ্যের সর্বময় কর্তা)। **সর্বরক্ষা**—সর্বপ্রকারে সৌভাগ্যের বিষয় (বিপ. সর্বনাশ)। **সর্বরস**—(সর্বরস যাহাতে—বহুব্রী) লবণ রস ; বিদ্বান্, ধুনা, বাদ্য যন্ত্র-বিশেষ। **সর্বরসোত্তম**—লবণ রস। **সর্বলিঙ্গী**—বেদবিরুদ্ধাচারী ; ধূর্ত। **সর্বলোক**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ; সকল মানুষ। **সর্বলোক পিতামহ**—আদি পিতা স্বায়ম্ভুব মনুর পিতা, ব্রহ্মা। **সর্বশক্তিমান্**—যিনি সর্বশক্তির অধিকারী, omnipotent। **সর্বশুচি**—অগ্নি। **সর্বশুদ্ধ**—সব মিলিয়া। **সর্বসমতা**—সকলের প্রতি সমান ব্যবহার, সকলকে তুল্য জ্ঞান করা। **সর্বসম্মত**—সকলের দ্বারা স্বীকৃত। **সর্ব সাধারণ**—দেশের উচ্চ-নীচ সকলে। **সর্বসিদ্ধি**—সকল প্রকার সফলতা। **সর্বস্ব**—সমুদয় ধন, সব কিছু, সারভূত (বাক্-সর্বস্ব)। **সর্বস্ব-দক্ষিণ**—যে যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা দেওয়া হয়। **সর্বস্বান্ত**—যাহার আর কিছুই নাই, কপর্দকহীন (রোগে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে)। **সর্বহর**—যে সব কিছু হরণ করে, যম, মৃত্যু।

সর্বরী—(স্ব—গমন করা) রাত্রি। সর্বরীকর—চন্দ্র।

সর্বাঙ্গ—সর্ব শরীর, সকল অবয়ব (সর্বাঙ্গ সুন্দরী)। **সর্বাঙ্গ সুন্দর**—আয়ুর্বেদীয় ঔষধ-বিশেষ ; **সর্বাঙ্গীণ**—সর্ব অঙ্গ সম্বন্ধীয় (সর্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব) ; পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ (রাজ্যের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ)।

সর্বাণী—সর্বের (শিবের) পত্নী, ভবানী।

সর্বাধিকারী—যাহার সকল বিষয়ে অধিকার আছে, মন্ত্রী প্রভৃতি ; উপাধি-বিশেষ। **সর্বাধ্যক্ষ**—প্রধান ভারপ্রাপ্ত, সর্বনায়ক।

সর্বার্থ—সর্ব অভীষ্ট, সর্ববিষয়। **সর্বার্থ সাধিকা**—সর্ব-অভীষ্ট-দাত্রী ; দুর্গা। **সর্বার্থ সিদ্ধ**—যাহার সকল কামনা পূর্ণ হইয়াছে, যাঁহার জন্মে পিতার সমুদয় অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব।

সর্বেশ্বর—সকলের প্রভু, সার্বভৌম ; শিব।

সর্বেসর্বা—(যিনি পুরুষদের মধ্যে ও নারীদের মধ্যে প্রধান) সর্বপ্রধান, সর্বময় কর্তা।

সর্বোত্তর—সর্বপ্রধান। **সর্বোপরি**—সকলের উপর, অন্য সমস্ত বিবেচনা ত্যাগ করিয়া ; অধিকন্তু। [সরিষা ও রাই।

সর্ষপ—(স্থ—গমন করা) সুপরিচিত তৈলবীজ,

সর্ষে—সর্ষপ, সরিষা। **চোখে সর্ষে ফুল দেখা**—বিষম সঙ্কটে পড়িয়া দিশাহারা হওয়া। **সর্ষে ভূতে পাওয়া**—যে সর্ষে মন্ত্রপূত করিয়া ওঝা ভূত ছাড়ায় তাহারই উপর ভূতের প্রভাব হওয়া ; তাহা হইতে, যাহার দ্বারা কার্যোদ্ধার হইবে তাহারই মতিগতি অন্য রকমের হওয়া। [হাসি)।

সলজ্জ—(বহুব্রী) লজ্জাযুক্ত, সব্রীড় (সলজ্জ

সলা—(আ. সলাহ্'—পরামর্শ) কুপরামর্শ, কুমন্ত্রণা। **সলাপরামর্শ করা**—কয়েকজনে মিলিয়া পরামর্শ করা। **সলা দেওয়া**—কুমন্ত্রণা দেওয়া ; (গ্রাম্য সল্লা)।

সলাজ—সলজ্জ (কাব্যে ব্যবহৃত)।

সলামত—সালামত দ্রঃ।

সলি—শলাকা।

সলিকা—(আ. সলীকা—প্রতিভা, কাজ করিবার যোগ্যতা ; ভদ্রতা) কাজ করিবার যোগ্যতা, কর্মে নিপুণতা, হুনর (কাজের কোন সলিকা নাই ; যোগ্যতা-সলিকা বেশ আছে)।

সলিতা, সলতে—দড়ির ন্যায় পাকানো ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড, রেড়ি প্রভৃতির তেলে ফেলিয়া বাতি জ্বালানো হয় ; পলিতা। **শিবরাত্রির সল্‌তে**—শিবরাত্রির টিমটিমে দীপের সল্‌তে : তাহা হইতে, বংশের একমাত্র সন্তান যে সব আত্মীয় স্বজন হারাইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছে।

সলিল—[সল্ (গমন করা) + ইলচ্] জল, অম্বু, বারি। **সলিলক্রিয়া**—তর্পণাদি। **সলিলনিধি**—সমুদ্র। **সলিলজ**—জলজ, পদ্ম। **সলিলেন্ধন**—(বহুব্রী) বাড়বানল।

সলীল—(বহুব্রী) লীলাযুক্ত, সুন্দর ভঙ্গিযুক্ত, অক্লিষ্ট ; graceful।

সল্মা—সোনা বা রূপার তারে তোলা অথবা রাঙ্‌তা দিয়া করা ফুল পাতার কাজ (**সল্মা চুমকির কাজ**—যাহা শাড়ী টুপি ইত্যাদির উপরে করা হয় অথবা যাহা দিয়া প্রতিমা সাজানো হয়।

সল্লকী—(সং.) সজারু ; বাবলা গাছ।

সশঙ্ক—(বহুব্রী) শঙ্কাযুক্ত, চকিত, ত্রস্ত। **সশঙ্কিত**—সশঙ্ক (অসাধু)।

সশরীরে—শরীরের সহিত, মৃত্যু বরণ না করিয়া (সশরীরে স্বর্গ লাভ); নিজে, খোদ (সশরীরে হাজির)।

সশব্দ, সশব্দে—শব্দের সহিত, উচ্চ শব্দের সহিত (দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল)।

সশস্ক—আঁইষ যুক্ত। **সশল্য**—শেলবিদ্ধ, কণ্টকবিদ্ধ; পীড়াদায়ক।

সশস্ত্র—(বহুব্রী) অস্ত্রের সহিত, অস্ত্রধারণপূর্বক (সশস্ত্র প্রতিরোধ)।

সশিষ্য—শিষ্য সমভিব্যাহারে।

সশ্রীক—(বহুব্রী) শোভাযুক্ত।

সসজ্জ—যুদ্ধের জন্য সজ্জিত। **সসজ্জিত**—সসজ্জ। [দখল)।

সসন্তান—পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে (সসন্তান ভোগ

সসম্ভ্রম—(বহুব্রী) সম্ভ্রমযুক্ত, সসম্মান। **সসম্ভ্রমে**—সম্মানের সহিত, ব্যস্তসমস্ত হইয়া। **সসম্মান, সসম্মানে**—সম্মান প্রদর্শন করিয়া।

সসাগরা—সাগরের সহিত বর্তমান (সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর)। [(বিপ. অসীম)।

সসীম—(বহুব্রী) সীমাবিশিষ্ট, পরিমিত; finite

সসেমিরা—(এক রাজপুত্র ভালুকের চড় খাইয়া কেবল সসেমিরা এই চারিটি বাক্য উচ্চারণ করিত, আর কোন কথা বলিতে পারিত না; ঐ চারিটি শব্দ আদ্যক্ষর রূপে ব্যবহার করিয়া একজন কবি চারিটি শ্লোক রচনা করেন, সেই শ্লোক শুনিয়া রাজপুত্র প্রকৃতিস্থ হয়; তাহা হইতে) 'প্রায়-প্রতিকারহীন-অবস্থাযুক্ত, বাহ্যজ্ঞান শূন্য' ইত্যাদি বুঝায় (সসেমিরা হয়ে থাকা)।

সসৈন্য, সসৈন্যে—সৈন্য সঙ্গে লইয়া। **সসৌষ্ঠব**—সৌষ্ঠবযুক্ত, অতি সুন্দর।

সস্তা—(সং. শস্ত) যাহার দাম বেশি নয়, যাহা অল্পদামে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, (সে কালের মত সস্তা মাছ আর কোথায় পাবে), সহজলভ্য (ছেলে কি সস্তা হয়েছে যে এত বকাঝকা করবে)। **সস্তার তিন অবস্থা**—যা সস্তা প্রায়ই তা তেমন কাজে লাগে না। [—বিপ অস্ত্রীক)।

সস্ত্রীক—(বহুব্রী) স্ত্রীর সহিত (সস্ত্রীক ধর্মানুষ্ঠান

সস্নেহ—(বহুব্রী) স্নেহের সহিত, স্নেহপূর্ণ (সস্নেহ সম্ভাষণ); তৈল বা রসা-যুক্ত। [পদচ্যুত।

সস্‌পেণ্ড—(ইং. suspended) সাময়িক ভাবে

সস্মিত—ঈষৎ হাস্য যুক্ত, সহাস্য।

সস্য—(সং.) শস্য।

সস্বর—সশব্দ; উচ্চৈঃস্বরে।

সস্বেদ—স্বেদযুক্ত, ঘর্মাক্ত। স্ত্রী. সস্বেদা—দূষিতা কুমারী।

সহ—[সহ্ (সহ্য করা) + অল্] সমর্থ, ক্ষম (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—ঘাতসহ; ভারসহ); সহিত, সহায়, সাহায্যকারী (সহকর্মী, সহপাঠী; গোমস্তাসহ পাঠাইয়া দিয়াছেন)। **সহকর্মা**—সাহায্যকারী। **সহকর্মী**—যাহারা এক সঙ্গে কাজ করে; colleague। **সহকার**—সৌরভযুক্ত আম্রবৃক্ষ, আম্রবৃক্ষ। **সহকারী**—সাহায্যকারী, অব্যবহিত নিম্নপদে অবস্থিত কর্মচারী, assistant (সহকারী-অধ্যক্ষ; সহকারী কোতোয়াল)। **সহগমন**—সঙ্গে গমন; সহমরণ। **সহচর**—সঙ্গী, অনুচর, সখা। (স্ত্রী. সহচরী—সঙ্গিনী, সখী; পত্নী)। **সহচরী**—সহচর (স্ত্রী. সহচারিণী)।

সহজ—(সহ—জন্ + ড) এক সঙ্গে জাত, সহোদর; সহজাত; স্বাভাবিক (সহজ পটুত্ব); যাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় (সহজ অঙ্ক; সহজ কথা); অনায়াসসাধ্য (এ সহজ কথা নয়); সরল, অজটিল (সহজে—সরলভাবে, জটিলতা সৃষ্টি না করিয়া—সহজে টাকা দেবে না); সাধারণ, যে প্যাঁচফের বর্জন করিয়া চলে (সহজ লোকের পাল্লায় পড় নি), পরকীয়া-সাধন-বিষয়ক (সহজ সাধন)। **সহজ প্রবৃত্তি**—সহজাত প্রবৃত্তি বা প্রবণতা, instinct। **সহজ বিশ্বাস**—যুক্তিতর্ক ব্যতিরিক্ত প্রত্যয়, সরল বিশ্বাস। **সহজমিত্র**—ভাগিনেয়, মাসতুত ভাই, পিসতুত ভাই ইত্যাদি। **সহজশত্রু**—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র প্রভৃতি। **সহজযান,-ধর্ম**—সহজিয়া দ্রঃ।

সহজাত—(সুপ্‌সুপা) সঙ্গে জাত, স্বভাবজ, innate (সহজাত গুণাবলী); সহোদর; যমজ।

সহজার্থ—শব্দের মুখ্য অর্থ (বিপ. গৌণার্থ)।

সহজিয়া, সহজী—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রাস-লীলার অনুকারী সম্প্রদায়-বিশেষ। ইঁহাদের মতে "যিনি গুরু তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং শিষ্যারা শ্রীমতী রাধিকাস্বরূপ। নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয় এই পঞ্চবিধ আশ্রয় ভজন-প্রণালীর অন্তর্গত। সহজীদিগের মতানুসারে

শেষ দুইটি সর্বপ্রধান। ঐ রস নায়কনায়িকার সম্ভোগস্বরূপ। উহা দুই প্রকার, স্বকীয় ও পরকীয়। সহজসাধনে পরকীয় রসই শ্রেষ্ঠ। গুরু শিষ্যা উভয়ে ঐ দুই আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া ও আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা জ্ঞান করিয়া রাধাকৃষ্ণের অনুরূপ রাসলীলা করিতে প্রবৃত্ত থাকেন।"

সহজে—স্বাভাবিক ভাবে, জন্মসূত্রে ('সহজে দুর্বল মোরা'); অকারণে, তাড়াতাড়ি, হঠাৎ (সেত সহজে রাগে না); বিশেষ চেষ্টা না করিয়া, অক্লেশে; (সহজে ভেঙে ফেলা গেল; সহজে পাবার নয়); জটিলতা অথবা অপ্রিয়তা সৃষ্টি না করিয়া, ভালয় ভালয় (সহজে মিটবার নয়; সহজে ছাড়া হবে না)।

সহধর্মচারিণী—(উপপদ অথবা সুপ্‌সুপা) সহধর্মিণী, পত্নী; একই ধর্মের অনুষ্ঠাত্রী (অনুসূয়ে, তোমাদের সহধর্মচারিণী শকুন্তলা চলিয়া গিয়াছে—শকুন্তলা)। (**সহধর্মিণী** সাধারণতঃ পত্নী অর্থেই ব্যবহৃত হয়)।

সহন—(সহ্—সহ্য করা) সহ্য করা, ধৈর্য ধরা (সহনশীল; সহনাতীত); সহিষ্ণু (সদ্‌গুণ-অসহন পাপাত্মা)। বিণ. সহনীয়।

সহপাঠী—সহাধ্যায়ী, সতীর্থ।

সহবৎ, সোহবত— আ. (সোহ্‌বৎ) সঙ্গ, সংসর্গ (সহবতের গুণে শিক্ষা)। **সহবতি,-তী**—সঙ্গী, সহকারী (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

সহবাস—সঙ্গে বাস, সঙ্গ সহবত (হেন সহবাসে কেননা শিখিবে বর্বরতা—মধু); স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস, রমণ।

সহমরণ—অনুগমন, মৃতপতির সহিত পত্নীর চিতারোহণ। বিণ. সহমৃতা।

সহযাত্রা—এক সঙ্গে গমন (বিণ. সহযাত্রী)।

সহযোগ—সংযোগ, সম্পর্ক, সহায়তা, co-operation (বিপ. অসহযোগ—non-co-operation, মহাত্মাগান্ধী প্রবর্তিত সুবিখ্যাত রাজনৈতিক আন্দোলন ও কর্মধারা)। **সহযোগী**—সহায়তাকারী। বি. **সহযোগিতা**।

সহর—শহর দ্রঃ। **সহরৎ**—শহরৎ দ্রঃ।

সহর্ষ—আনন্দের সহিত।

সহল—(আ. সহ্‌ল্) অক্লিষ্ট, ধীর, বলপ্রয়োগ ভিন্ন (সহলে সহলে—ধীরে ধীরে, জবরদস্তি না করিয়া); শৈথিল্য, ঢিলেমি (সহল দিলে সব মাটি)। (বর্তমানে গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।

সহসা—(সং. অব্যয়) হঠাৎ, অকস্মাৎ, অতর্কিত (সহসা ডালপালা তোর উতলা যে—রবি); শীঘ্র, বিচার বিবেচনা না করিয়া (সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্; সহসা যে এমন কাজ করে বসবে তা মনে হয় না)। **সহস্র**—(সং.) দশশত, হাজার; বহু (সহস্র চেষ্টায়ও হইবার নয়)। **সহস্রকর, -কিরণ,- কিরণমালী** — সূর্য। **সহস্রকৃত্ব**—হাজারবার, অসংখ্যবার। **সহস্রগুণ**—হাজার গুণ, বহুগুণ। **সহস্রচক্ষু,-নেত্র**—ইন্দ্র। **সহস্রদল**—সহস্রদল যাহার (সহস্রদল পদ্ম, সহস্রার)। **সহস্রধা**—বহুধা (সহস্রধা বিদীর্ণ)। **সহস্রধার**—সহস্রধারা-যুক্ত। **সহস্রপত্র**—সহস্রদল। **সহস্রবদন**—বিষ্ণু। **সহস্রবাহু,-ভুজ**—কার্তবীর্যার্জুন। **সহস্রমূর্ধা,-লোচন**—বিষ্ণু। **সহস্ররশ্মি**—সূর্য ('সংপ্রতি সহস্ররশ্মি ধরা হতে জল করেন সহস্র গুণ পুন বরিষণ')। **সহস্রশঃ**—সহস্র-রূপে, হাজারে হাজারে। **সহস্রাংশু**—সূর্য। **সহস্রাক্ষ**—ইন্দ্র। **সহস্রাধিপতি**—সহস্র গ্রামের অধিপতি। **সহস্রাস্য**—বিষ্ণু।

সহস্রার—[সহস্র+আর (কোণ) যাহার] তন্ত্রমতে মস্তকের নিম্নমুখ সহস্রদল পদ্ম (ষট্‌চক্রভেদ দ্রঃ)।

সহা—সহ্য করা, ক্ষমা করা (মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন—রবি)। **গাসহা**—যাহা গায়ে অসহ্যবোধ হয় না, অভ্যস্ত (মুখ ঝামটা-টা গা সহা হয়ে গিয়েছিল)।

সহাধ্যয়ন—একসঙ্গে পড়া। **সহাধ্যায়ী**—সহপাঠী। স্ত্রী. সহাধ্যায়িনী।

সহানুভূতি—অন্যের দুঃখে সমবেদনা, sympathy।

সহায়—[সহ—অয়্ (গমন করা)+অচ্] সাহায্যকারী, আনুকূল্যকারী (পবন অগ্নির সহায় হইল; সহায় সম্বল কিছুই নাই); সহচর, অবলম্বন (ধর্ম পরকালের সহায়)। বি. সহায়তা (বিণ. সহায়তাকারী)। **সহায়ী**—সহগামী। স্ত্রী. সহায়িনী।

সহাস, সহাস্য—হাস্যযুক্ত, সস্মিত (আলস্যে অরুণ সাহাস্যলোচন—রবি)। **সহাস্যে**—হাসিমুখে।

সহি—(আ. স'হ্'ঈহ্') স্বাক্ষর, সই (নাম সহি করা)। **সহিমোহরের পরোয়ানা**—ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সহিযুক্ত ও মোহরযুক্ত পরোয়ানা। **সহিসালামত**—নিরাপত্তা, নিরুদ্বেগ (সহিসালামতে আছে)। **সহি-সুপারিশ**—সুপারিশ, প্রশংসাপত্রাদি, প্রশংসা-পত্র ও অনুরোধ (কোন সহি-সুপারিশ ছিল না কিন্তু চাকরিটি পেয়ে যাই)। **সহি**—যথার্থ, পরিমাণ (সই দ্রঃ)।

সহিত—(সহ্+ইত) সমন্বিত, সমভিব্যাহৃত, (ভক্তিসহিত জ্ঞান—কিন্তু এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, এই অর্থে 'সহ' কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়); সঙ্গে (বন্ধুর সহিত মনান্তর ; আর দশ জনের সহিত কথাবার্তা বলিয়া দেখ)। বি. সাহিত্য।

সহিষ্ণু—(সহ্+ইষ্ণু) সহনশীল, ক্ষমাবান্ (কষ্ট-সহিষ্ণু , তরুর মত সহিষ্ণু)। বি. সহিষ্ণুতা।

সহিস—(আ. সঈস) সইস।

সহৃদয়—(বহুব্রী) হৃদয়বান্, আন্তরিক , সহানুভূতি-শীল, দয়ালু ; রসজ্ঞ, সমঝদার। বি. সহৃদয়তা।

সহোক্তি—অর্থালঙ্কার-বিশেষ।

সহোত্থায়ী—এক সঙ্গে উত্থানকারী বা উদ্যোগ-কারী (লেনিন ও তাঁর সহোত্থায়ী রুশ জনসাধারণ)।

সহোদর—(বহুব্রী) এক মাতার গর্ভজাত ; তুল্য (ভ্রূযুগল চাপ-সহোদর—কবিকঙ্কণ)। স্ত্রী. সহোদরা।

সহ্য—(সহ্+য) সহনযোগ্য, সহ নাই (এরূপ লোকের সঙ্গ অসহ্য); বরদাস্ত (অনেক সহ্য করেছি, আর নয়); পশ্চিমঘাট পর্বতের উত্তরাংশ (সহ্যাদ্রি)।

সাইকেল—বাইসাইকেল। **সাইকেল করা**—বাইসাইকেল চালানো)।

সাইঙ্গ, সাইঙ, সাং, সাঙ—সাঙা, সাঙার মত স্কন্ধবাহিত (রাস্তায় পড়েছিল, সাইঙ্ করে নিয়ে এসেছে) ভারবহনের দণ্ড, সাঙার মত ভারী।

সাইজ—(ইং. size) আকার, আয়তন।

সাইৎ,-ত, সায়াৎ—(আ. সা'ত—সময়, মুহূর্ত) ভালমন্দ সূচনাকারী লক্ষণ, নিমিত্ত (বাড়ী থেকে বেরিয়েই ডাইনে পড়ল শিয়াল কাজেই সাইত ভাল নয়), শুভসূচক নিমিত্ত বা কাজ (বকটা মেরে সায়াত করা যাক ; আপনার কাছে বেচেই সাইত করব)।

সাউ—(সং. সাধু) সাহা, বণিক্ জাতি-বিশেষ (সাউ শুঁড়ী—অবজ্ঞার্থক)।

সাউকার—সাহুকার, মহাজন, ধনী ; সম্ভ্রান্ত, সাধু (এই অর্থে সাউকার বা সাউখোড়, ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)। বি. **সাউকারি**—মহাজনি ; সাধুগিরি, মুরুব্বিগিরি (আর সাউকারি করতে হবে না—সাউকুড়ি,-খুড়ি,-গুরি,-গাড়ি ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়)।

সাওন, সাঙন—শ্রাবণ মাস (ব্রজবুলি)।

সাং—সাকিন (সংক্ষেপে—সাং বলরামপুর)।

সাংকর্য, সাঙ্কর্য—সংকরত্ব, সংমিশ্রণ।

সাংকেতিক, সাঙ্কেতিক—সংকেতমূলক (সাংকেতিক চিহ্ন ; সাঙ্কেতিক অঙ্ক)।

সাংখ্যিক—সংখ্যাগত, সংখ্যা সম্বন্ধীয়।

সাংঘাতিক, সাঙ্ঘাতিক—(সংঘাত+ষ্ণিক) মারাত্মক (সাংঘাতিক কিছু নয়); মর্মান্তিক, অতিশয় ক্ষতিকর, অপমানকর ইত্যাদি (সাংঘাতিক কথা); জন্ম হইতে ষোড়শ নক্ষত্র।

সাংড়া, সাঙ্গাড়া—জোড়া নৌকা ; গঙ্গা হইতে সমুদ্রগামী বাণিজ্য পোত-বিশেষ ; বিপুল দলবল, বহু সাঙ্গোপাঙ্গ (সাংড়া নিয়ে চলেছে, সঙ্গে সাংড়ার পাল—অবজ্ঞার্থক)।

সাংবৎসর—সাংবৎসর ব্যাপী , বার্ষিক ; দৈবজ্ঞ। **সাংবৎসরিক**—বাৎসরিক ; বর্ষব্যাপী।

সাংবাদিক—সংবাদ দাতা ; সংবাদ সম্বন্ধীয় , সংবাদ পরিবেশন অথবা সংবাদ পত্রাদি সম্পাদন যাহার কাজ, journalist। বি. সাংবাদিকতা—journalism, সাংবাদিকের ব্রত।

সাংসারিক—সংসার সম্বন্ধীয়, ইহকালীন (বিপ. পারলৌকিক); সংসারের কার্য নির্বাহের উপযোগী (সাংসারিক বুদ্ধি কিছুই নেই); সংসারে আসক্ত বা অনুরাগী (তিনি এখন ঘোর সাংসারিক), পারিবারিক (সাংসারিক অবস্থা ভালই)।

সাংস্কারিক—(সংস্কার+ষ্ণিক) সংস্কার অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধীয় (সাংস্কারিক দ্রব্য)।

সাঁই—(সং. স্বামী) প্রভু, পরমপ্রভু, পরমেশ্বর, খোদা ; দরবেশ ; সন্ন্যাসী ; ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষ (ইহারা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কিছু কিছু আচার পালন করে)।

সাঁওতাল—সুপরিচিত আদিম জাতি। স্ত্রী. সাঁওতালনী।

সাঁকালি—(পর্তু. sacala) টাকা রাখিবার মোটা কাপড়ের দুই মুখযুক্ত সরু ও লম্বা থলে (দুমুখো সাঁকালি—কপট ও স্বার্থপর)।

সাঁকো—(সং. সংক্রম) সেতু, পুল।

সাঁগা, সাগা—সাঙ্গা, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু নারীর একাধিকবার বিবাহ, নিকা। [ছাঁচ।

সাঁচ—(সং. সত্য, প্রাকৃ. সচ্চ) সত্য, অকৃত্রিম;

সাঁচা—সত্য, নিষ্কলুষ (সাঁচা মেয়ে—সতী মেয়ে)। সাঁচী—উৎকৃষ্ট পান-বিশেষ, ছাঁচি পান।

সাঁচ্চা, সাচ্চা—সত্য, অকৃত্রিম, খাঁটি (সাঁচ্চা জরি; সাচ্চা মানুষ—খাঁটি লোক, অকপট মানুষ)।

সাঁঝ, সাঝ—সন্ধ্যা (সাঁঝ সকাল); সন্ধ্যাপ্রদীপ (সাঁঝ দেওয়া); বেলা (এ চালে তিন সাঁঝ চলবে)। **সাঁঝবাতি**—সন্ধ্যা প্রদীপ; সন্ধ্যাপ্রদীপের সহিত লোক চলাচল সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা, curfew। **সাঁজ-সেঁজুতি**—অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠেয় ব্রত-বিশেষ।

সাঁজা,-ঝা—সন্ধ্যাদীপ; সন্ধ্যাকাল; সন্ধ্যারতি (সাঁঝা দেওয়া)।

সাজা—(সং সন্ধান) দম্বল। দইয়ের সাঁজা—সাজা-ও বলা হয়।

সাঁজাল,-লি—(সাঁজ+জ্বাল) মশা তাড়াইবার জন্য সন্ধ্যা বেলা গোয়ালে যে ঘুঁটে প্রভৃতি দিয়া প্রচুর ধূমযুক্ত আগুন জ্বালানো হয় (সাঁজাল দেওয়া)।

সাঁজো, সাজো—সদ্য, টাটকা (সাজো দই; সাজো কাপড়—সদ্য পরিষ্কৃত কাপড় যা ব্যবহার করা হয় নাই)।

সাঁজোয়া, সাজোয়া—(সং. সজ্জা) বর্ম, armour। **সাঁজোয়া গাড়ী**—armoured car।

সাটা—সংলগ্ন, দৃঢ়বদ্ধ (দেওয়ালের সঙ্গে সাঁটা); আঁটিয়া দেওয়া; টানিয়া আঁটিয়া ধরা (বুকে পিঠে সেঁটে ধরছে)। **সেঁটে খাওয়া**—কষিয়া খাওয়া।

সাঁড়া—নপুংসক (যে গাছে ফল হয় না)।

সাঁড়াশি,-সি—(সং সন্দংশী) লোহার মজবুত চিমটা, যাহার দ্বারা চাপিয়া ধরা যায়, tongs, forceps.

সাঁতরা—উপাধি-বিশেষ। [সন্তরণ দেওয়া।

সাঁতলানো—তপ্ত তৈলাদিতে ভাজা বা কষা;

সাঁতার—(সং. সন্তার) সন্তরণ; অথৈ, যেখানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হয় (সাঁতার জল, সাঁতার পানি)। **সাঁতারে পড়া**—অথৈ জলে পড়া, অতিশয় অসহায় বোধ করা (বয়স্থা মেয়ে নিয়ে সাঁতারে পড়েছে)।

সাঁতারু—(হি.) সন্তরণপটু, সন্তরণ-বিদ্যায় কৃতী

সাকল্য—(সকল+য) সমুদয়, সমগ্রতা (সর্ব সাকল্যে পাঁচজন)।

সাকার—(বহুব্রী) আকৃতি-বিশিষ্ট, মূর্তিমান্ (বিপ. নিরাকার)। **সাকার পূজা**—ঐশ্বরিক শক্তিকে মূর্তিদান করিয়া তাঁহার পূজা। **সাকারবাদ**—সাকার পূজা-বিষয়ক মতবাদ; সগুণ ব্রহ্মবাদ।

সাকিন—(আ. সাকিন—বাসিন্দা) বাসস্থান, ঠিকানা (গ্রাম—সাকিম; **সাকিমশূন্য লোক**—যার ঠায় ঠিকানা নাই, ভবঘুরে)।

সাকী—(আ. সাকী—মদ্যপাত্র-বাহক) মদ্যপাত্র পরিবেশক তরুণ বা তরুণী; তাহা হইতে, প্রেরণা-দাতা বা দাত্রী (সাকী মোদের শ্যাম ধরণী তাহার হাতে ক্ষোভ কি রবে); সুফীরা সাকী অর্থে দীক্ষা-গুরুও বুঝিয়া থাকেন।

সাকুফ, সাকুব—(স+ওকুফ—বহুব্রী) বুদ্ধিমান্, আক্কেলমন্দ (সবাই বেকুব আর উনি বড় সাকুব)।

সাক্ষর—(বহুব্রী) অক্ষরযুক্ত; বিদ্বান্।

সাক্ষাৎ—[স—অক্ষ—অৎ (গমন করা)+ক্বিপ্] প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষীভূত, মূর্তিমান্, স্বয়ং, তুল্য (সাক্ষাৎ যম); সম্মুখ (সাক্ষাতে বললেই হয়); সাক্ষাৎকার (হয়েছে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-অঙ্গনে দারুণ নিশীথে—রবি)। (সাক্ষাতে সব নিবেদন করিব); আপন, ঘনিষ্ঠ (সাক্ষাৎ মামাত ভাই)। **সাক্ষাৎ করা**—দেখা করা। **সাক্ষাৎকর্তা,-কারী**—যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। **সাক্ষাৎকার**—পরস্পর সন্দর্শন, মিলন। **সাক্ষাৎলাভ**—দর্শন লাভ। **সাক্ষাৎ সম্বন্ধে**—সোজাসুজি, প্রত্যক্ষভাবে, directly। **দেখাসাক্ষাৎ**—পরস্পর সন্দর্শন, মিলন।

সাক্ষী—(সাক্ষাৎ+ইন্) প্রত্যক্ষদর্শী, যে নিজে দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে; সাক্ষ্য (মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া); প্রমাণ (তুমি যে অন্যায় করিয়াছ তোমার চোখ-মুখই তার সাক্ষী)। **সাক্ষী-গোপাল**—কটকের গোপাল-বিগ্রহ, অন্তর্যামী গোপাল যিনি সব দেখেন ও বোঝেন কিন্তু বলেন

না কিছু; শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র (কর্তা সাক্ষিগোপাল যা করবার করেন ছোট ঠাকরুণ)। বি. **সাক্ষ্য**—সাক্ষীর কর্ম, প্রমাণ (সাক্ষ্য দেওয়া; **সাক্ষ্য-মঞ্চ**—সাক্ষীর কাঠগড়া)।

সাগর—(সগর+ষ্ণ—সগর সন্তানগণ কর্তৃক খাত) সমুদ্র, সিন্ধু, সাগর তুল্য দুস্তর বা বিষাদ (শোক-সাগর; বিদ্যাসাগর)। **সাগরগ,-গামী,-ঙ্গম**—সাগরে গমনকারী (নদনদী; পোত)। **সাগর তরণী**—সাগর তরণ যোগ্য বৃহৎ নৌকা, অর্ণবপোত। **সাগরনেমি,-মেখলা, সাগরাম্বরা**—পৃথিবী। **সাগরশাখা**—স্থল ভাগে প্রবিষ্ট সংকীর্ণ সাগরাংশ, খাঁড়ি। **সাগর সঙ্গম**—সাগরের সহিত নদীর মিলন স্থান। **সাগরান্ত**—সমুদ্র পর্যন্ত (সাগরান্তা পৃথিবী)। **সাগরালয়**—(বহুব্রী) সাগরে যাহার বাস; বরুণ। **সাগরোত্থ**—সমুদ্র লবন।

সাগু,-বু—(ইং Sago; পর্তু. Sagu) সুপরিচিত লঘুপথ্য, সাগুদানা।

সাগ্নিক—(বহুব্রী) যিনি সতত যাগশীল, অগ্নি-হোত্রী দ্বিজ (আমি সাগ্নিক জমদগ্নি—নজরুল; সাগ্নিকের নিষ্ঠা)।

সাগ্রহ—(বহুব্রী) আগ্রহযুক্ত, সাকাঙ্ক্ষ (আমার সাগ্রহ প্রত্যাশা ক্ষুণ্ণ হয়নি—রবি)।

সাঙা, সাঙ্গা—বিধবার বিবাহ, নিকা (পূর্ববঙ্গে হাঙ্গা); বেড়ার সঙ্গে আঁটা মাথার উপরে ঝুলানো মাচান, আড়া (কোন কোন অঞ্চলে চাং বলে)। **সাঙ্গা বসা**—বিধবার বিবাহ বসা। **সাঙ্গাইতা**—যে সাঙ্গা বসিয়াছে ('সাঙ্গাইতা স্ত্রীর যেন চুলে ধরে স্বামী')। **ভূতের সাঙ্গা**—ভূতের সাঙ্গার মত নামমাত্র ব্যাপার (যপে তপে তোমায় পাওয়া ভূতের সাঙ্গা—কমলাকান্ত)।

সাঙাত, সাঙ্গাত—(সং. সঙ্গত) সঙ্গী, সহচর, (কি বল ভাই সাঙাত—নজরুল) স্যাঙাৎ)। স্ত্রী. সাঙাতী, সঙ্গাতিনী, সাঙাৎনী—সখী বন্ধু-পত্নী (গ্রাম্য—স্যাঙাৎনী)। বি. সাঙাতি—সখ্য, মিত্রতা।

সাঙ্খ্য, সাংখ্য—প্রাচীন দার্শনিক মত-বিশেষ, ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের অন্যতম, প্রকৃতি বুদ্ধিতত্ত্ব অহঙ্কার একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চভূত ইত্যাদি পঞ্চ-বিংশতিতত্ত্ব এই দর্শনের বিষয়।

সাঙ্গ—(বহুব্রী) অঙ্গযুক্ত, অঙ্গসমেত (সাঙ্গ বেদাধ্যায়ন); যাহার কোন অঙ্গই বিকল নয়; সম্পূর্ণ, সমাপ্ত ('সাঙ্গ হইল রণ')।

সাঙ্গীকরণ—অঙ্গীভূত করা, নিজের করা, assi-milatoin।

সাঙ্গোপাঙ্গো—(বহুব্রী) অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত (সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ—চারি বেদ এবং শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ইত্যাদি বেদের উপাঙ্গ); প্রধান ও অপ্রধান পারিষদের সহিত, সঙ্গের দলবল (সাঙ্গো-পাঙ্গ লইয়া উপস্থিত)।

সাজ্ঘা—(সং. সঙ্ঘ) দল, শ্রেণী ('সাত সাজ্ঘা ডিঙ্গা.....এক এক সাজ্ঘায় সাতখানি করিয়া ডিঙ্গা')।

সাচা, সাচ্চা—সত্য, খাঁটি, অপকট, অকৃত্রিম (সাচ্চা জরি; সাচা-মিছা; সাচ্চা দিল—অকপট চিত্ত)।

সাচান—শ্যেন পক্ষী।

সাচি—(সং) বক্র, নত, তির্যক্, আড়। **সাচী-কৃত**—বক্রীকৃত; নোয়ানো। **সাচিবিলো-কিত**—আড়চোখে দেখা। **সাচিস্মিত**—মুখ ফিরাইয়া মুচকি হাসি।

সাজ—(সং. সজ্জা; ফা. সায) সজ্জা, পোষাক, পরিচ্ছদ (সাজ-পোষাকের দিকে মন; ডাকের সাজ); কাঠামো, frame (ঘরের সাজ তৈরি করা হয়েছে); উপকরণ, যুদ্ধের উপকরণ ('বীরসাজে সাজিল নৃমণি')। **সাজগোজ,-গোছ**—সাজসজ্জা, পরিপাটি বেশ ধারণ। **সাজঘর**—green-room যেখানে অভি-নেতারা অভিনয়ের জন্য সাজ পোষাক গ্রহণ করে। **সাজ-সরঞ্জাম**—সজ্জিত করিবার বা গড়িয়া তুলিবার উপকরণ।

সাজন—সজ্জা গ্রহণ, সমর সজ্জাগ্রহণ (করিল সাজন—কাব্যে ব্যবহৃত)। **সাজনগাজন**—পরিপাটি, বেশ-বিন্যাস, বিস্তৃত আয়োজন (সাজন-গাজন করতেই দিন গেল—অবজ্ঞায়)। **সাজনা, সাজনি**—সাজন (কাব্যে ব্যবহৃত); সাজ। **সাজন্ত**—যাহা সাজে, মানানসই।

সাজশ—(ফা. সাযিশ) ষড়যন্ত্র, কুকর্মে গোপন পরামর্শ (**যোগ-সাজশ**—ষড়যন্ত্র (গাঁয়ের মোড়ল জাতীয় কয়েকজন যোগ সাজশে এই কাজ করেছে)।

সাজা—দম্বল, যাহা দিয়া দই পাতা হয়।

সাজা—(ফা. সযা) শাস্তি, প্রতিফল (খাট

করেছিলাম সাজা পেয়েছি) ; জেল প্রভৃতি, দণ্ড (আসামীর সাজা হয়ে গেছে)।

সাজা—সাজপোষাক পরা, সজ্জিত হওয়া ; যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হওয়া ; কোন কর্ম সম্পাদনের জন্ম প্রস্তুত হওয়া (পাঁচ ভাই সেজে খাড়া হয়েছে) ; মানানসই হওয়া (তোমার মুখে ও কথা সাজে না) ; কপট বেশ ধারণ করা, ভান করা (সাধু সাজা ; বোকা সাজা), নাটকাদিতে ভূমিকা গ্রহণ করা (যাত্রায় ভীম সাজতো) ; রচনা করা, সেবনযোগ্য করা (পান সাজা)।

সাজাত্য—(সজাতি+ষ্য) এক জাতীয়তা (সাজাত্য বোধ)।

সাজানো—সজ্জিত করা, শোভিত করা, শৃঙ্খলা বিধান করা (ঘরদোর সাজানো) ; মিথ্যাকে সত্যের মত দাঁড় করানো (মোকদ্দমা সাজানো) ; কৃত্রিম, জাল (মোকদ্দমা যে সাজানো তা বোঝা গেছে)। [বিশেষ।

সাজি, -জী—ফুল রাখিবার বংশ নির্মিত পাত্র-

সাজিমাটি—কাপড় পরিষ্কার করিবার ক্ষারবিশেষ।

সাজোয়াল—(তুর্কী, সাযাবল্) ভূমিরাজস্ব আদায়কারী কর্মচারি-বিশেষ, তহশীলদার (সাজোয়াল হইল সুজন ভক্ষ—ভারত চন্দ্র)।

সাট—শাট দ্রঃ, আঘাত বা আঘাতের শব্দ। পাখ সাট মারা নাকসাট—নিদ্রিত ব্যক্তির নাকের শব্দ ; শ্রেণী ১০। (এক সাটের টাইপ)।

সাটন—আঘাত (পাখার সাটন)।

সাটিন—(ইং satin) কোমল রেশমী বস্ত্র-বিশেষ (ছেলেদের সাটিনের জামা)। ত্যাগ)।

সাড়—চৈতন্য, অনুভূতি, বাহ্যজ্ঞান (অসাড়ে মূত্র-

সাড়ম্বর—আড়ম্বরের সহিত, জমকালো (সাড়ম্বর পূজা প্রদক্ষিণ ; সাড়ম্বরে সমাধা হইল)।

সাড়া—চেতনা, চেতনাজনিত প্রতিক্রিয়া, শব্দ সঞ্চলন ইত্যাদি (সাড়া কারো নাইরে সবাই ঘুমায় অকাতরে—রবি ; সাড়া জাগা ; সাড়া পড়ে যাওয়া)। **সাড়া দেওয়া**—সচেতনার পরিচয় দেওয়া, উত্তর দেওয়া **সাড়াশব্দ**—সচেতনতার লক্ষণ ও শব্দ, কোন প্রকারের উত্তর (একবার একটি শব্দ হইল, তারপর বহুক্ষণ কোন সাড়া শব্দ নাই)।

সাড়ে—(সং. সার্ধ) অর্ধের সহিত (সাড়ে তিন—তিন ও অর্ধ)। (কিন্তু সাড়ে এক বলা হয় না, বলা হয় দেড় ; সাড়ে দুই বলা হয় না, বলা হয় আড়াই। **সাড়ে চুয়াত্তর** (৭৪৷৷০)—পত্রের উপরে লিখিত সঙ্কেত, প্রসিদ্ধি এই যে, আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে রাজপুতনায় যত ক্ষত্রিয় মরে তাহাদের উপবীতের পরিমাণ অথবা সংখ্যা হইয়াছিল সাড়ে চুয়াত্তর মণ অথবা হাজার ; এই সঙ্কেতের অর্থ, চিঠি অন্য কেহ খুলিলে তাহার রাজপুতানার সেই সব ক্ষত্রিয় বধের মত পাপ হইবে।

সাত—(সং সপ্তন্) ৭ এই সংখ্যা ; অনেক (সাত সতীনের ঘর)। **সাতকড়ি**—সাতটি কড়ি লইয়া যাহাকে বিক্রয় করা হয় (এইরূপে 'এককড়ি' 'তিনকড়ি' 'পাঁচকড়ি'—সাধারণত মৃতবৎসার সন্তানের নাম এরূপ রাখা হয়)। **সাত কথা শুনানো**—বহু কটু কথা বা অপ্রিয় কথা শুনানো। **সাতখান করে লাগানো**—কাহারও বিরুদ্ধে অতিরঞ্জিত করিয়া বা সত্য বিকৃত করিয়া লাগানো। **সাতখুন মাপ**—অতিরিক্ত বা অসঙ্গত প্রশ্রয় বা খাতির সম্পর্কে বলা হয় (বড়লোক কাজেই সাতখুন মাপ ; কবিদের সাতখুন মাপ)। **সাত গেঁয়ের কাছে মামদোবাজী**—মামদো দ্রঃ। **সাত ঘাটের জল খাওয়ানো**—বালী যেমন রাবণকে লেজে বাঁধিয়া সাত সমুদ্রের জল খাওয়াইয়াছিল সেইরূপ নাকাল করা। **সাত চড়েও কথা বেরোয়না**—অতিশয় নিরীহ। **সাত নকলে আসল খাস্তা**—নকল দ্রঃ। **সাতনর, -নরী**—সপ্ত লহরযুক্ত হার। **সাতনলা**—পাখী-মারা নল-বিশেষ ; কয়েকটি নল একটির সহিত অন্যটি জুড়িয়া খোচা দিয়া পাখী মারা হয়। **সাত পাঁচ ভাবিয়া**—ছোট বড় নানা কথা বা নানা দিক ভাবিয়া, অন্যথায় অমঙ্গল হইতে পারে এরূপ চিন্তা মনে স্থান দিয়া। **সাত পাকের সোয়ামী**—বিবাহে যাহাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়েছিল এরূপ মান্যমান স্বামী (অর্থাৎ সাঙ্গাইতা স্বামী নয়—গ্রাম্য)। **সাত পুরুষ**—পিতা পিতামহ প্রভৃতি বহু পুরুষ। সাত পুরুষের ভিটা—যে ভিটায় পুরুষানুক্রমে বহুকাল ধরিয়া বসবাস করা হইতেছে। **সাত সতর**—প্যাঁচফের (সাত সতর বুঝি না, যা করবার করলাম)। **সাত সতীনের ঘর**—হিংসা দ্বেষ করিবার জন্য যেখানে বহুলোক আছে,

ঈর্ষা দ্বেষের মধ্যে বসতি (মেয়েলি ভাষা)। **সাতেও নাই পাঁচেও নাই**—সংস্রবশূন্য।

সাতবাহন—সাত নামক গন্ধর্ব যাহার বাহন, শালিবাহন রাজা।

সাতভেয়ে,-ভাইয়া—ছাতারে পাখী, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকে; সপ্তর্ষি নক্ষত্র মণ্ডল, the Great Bear।

সাতিশয়—(বহুব্রী) অতিশয়িত, সমধিক (সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম)।

সাত্ত্বিক, সাত্বিক—(সত্ত্ব+ষ্ণিক) সত্ত্বগুণ জাত বা সত্ত্বঘটীয় (সাত্ত্বিক ভাব: সাত্ত্বিক লক্ষণ); সাত্ত্বিক গুণ-যুক্ত বা বর্ধক (সাত্ত্বিক দান; সাত্ত্বিক আহার); কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া যে কাজ করা হয় (সাত্ত্বিক পূজা); সত্য, যথার্থ, সাধু; ব্রহ্মা। **সাত্ত্বিক পুরাণ**—বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ পুরাণ। **সাত্ত্বিক ভাব**—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য ও মূর্চ্ছা অন্তঃকরণের এই অষ্টবিধ ভাব।

সাত্ত্বিকাহার—যে আহার সাত্ত্বিকগুণ বৃদ্ধি করে, নিরামিষ আহার।

সাত্যকি—শ্রীকৃষ্ণের সারথি।

সাথ—সঙ্গ (সাথ ধরা, সাথ নেওয়া, সাথে চলা)। **সাথী**—সঙ্গী, সহচর।

সাদ—(সদ্+ঘঞ্) অবসন্নতা, আলস্য, ক্ষীণতা (অঙ্গসাদ); বিনাশ; হিংসা (এত বড় সাদ তোমার সনে করে বাদ—ভারতচন্দ্র)। **সাদন**—নাশন, ক্লান্তকরণ, দূরীকরণ।

সাদ—সাধ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ; দোহদ (সাদ দেওয়া)। [সম্মানণ)।

সাদর—(বহুব্রী) সমাদরপূর্ণ, সসম্মান (সাদর

সাদা—(সং. শ্বেত, সিত; ফা. সফেদ) শ্বেত, শুভ্র; শ্বেতকায় (সাদায় কালায় মিশ খাওয়া কঠিন)। **সাদাটিয়া,-টে**—প্রায় শুভ্র, শ্বেতাভ।

সাদা—(ফা. সাদাহ্) অকুটিল, সরল, অনাড়ম্বর; অরঞ্জিত। **সাদা কথা**—সরল প্যাঁচফেরহীন কথা, যাহাতে কথার মারপেঁচ নাই। **সাদা কাগজ**—যে কাগজে লেখা হয় নাই (**সাদা কাগজে সই দেওয়া**—যে সই লইতেছে তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরতা জ্ঞাপক)। **সাদা কাপড়**—অরঞ্জিত বস্ত্র; থান কাপড় (যাহা বিধবারা পরিধান করে)। **সাদা চোখ**—সহজ দৃষ্টি, নেশায় বা ভাবে বিভোর নহে (সাদা চোখে জগৎ দেখা)। **সাদা দিল**—অকপট চিত্ত। **সাদা ভাত**—সাধারণ ভাত, পোলাও নহে। **সাদা ভোগ**—অন্ন ব্যঞ্জন ও পায়স-আদির ভোগ (খিচুড়ী বা লুচি নহে)। **সাদা মন**—অকপট মন। **সাদা মাঠা**—কারুকার্য-হীন, আড়ম্বর বা সৌখীনতাবিহীন (সাদা মাঠা চালচলন)। **সাদা রঙ**—শ্বেত বর্ণ। **সাদা রোশনাই**—রোশনাই দ্রঃ। **সাদাসিধা,-সিদা**—সরল, যে প্যাঁচফের বোঝে না (সাদা-সিদা লোক)। **সাদা হাত**—বিধবার হাত যাহাতে কোন গহনা নাই। **সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা করা**—যাহা সত্য তাহাকে মিথ্যা এবং যাহা মিথ্যা তাহাকে সত্যরূপে দাঁড় করানো।

সাদালতি—(ফা. সাদর) মোড়লি, সদরতি (সদর দ্রঃ)।

সাদি,-দী—(সদ্ গমন করা) অশ্বারোহী গজারোহী বা রথারোহী যোদ্ধা।

সাদৃশ্য—(সদৃশ+ষ্ণ্য) তুল্যতা, সমতা, resemblance (নাম সাদৃশ্য, আকার সাদৃশ্য); আলেখ্য।

সাধ—(সং. শ্রদ্ধা) আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, অভিলাষ, স্পৃহা (যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না—রবি; 'সাধ করে কে পরবে শিকল'); অভিলষিত বিষয় (সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ—মধু); সমাদর, অতিশয় আগ্রহ (সাধের ছেলেমেয়ে; সাধের বিয়ে); সখ (এত সাধের বাগান); দোহদ (সাধভক্ষণ, সাধ দেওয়া)। **সাধ মেটানো**—মনের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ করা। **সাধে**—স্বেচ্ছায়, আগ্রহে, অনুরাগে (সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়—দ্বিজেন্দ্রলাল)। **সাধের**—আদরের, অতিশয় স্পৃহনীয়, সখের।

সাধক—সম্পাদনকারী (হিতসাধক); অনুশীলন-কারী, আরাধক (সাধক বিহীন একক দেবতা ঘুমাতে ছিলেন সাগরকূলে—রবি); যোগী, কোন মন্ত্রাদিতে যিনি সিদ্ধি লাভ করিতে চেষ্টা করেন অথবা সিদ্ধি লাভ করেন (কালী সাধক, শব-সাধক)। স্ত্রী. সাধিকা, সাধকা (সর্বার্থ-সাধিকা—দুর্গা)।

সাধন—(সাধ্+অনট্) নিষ্পাদন, সিদ্ধি

(স্বকর্ম সাধন ; অসাধ্য সাধন ; হবে না তোর স্বর্গ-সাধন—রবি) ; সিদ্ধিলাভের প্রতিক্রিয়া মন্ত্রাদি জপ (ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে—রবি ; সাধন মার্গ) ; মন্ত্র জপাদির দ্বারা বশীকরণ (তাল বেতাল সাধন) ; পারদাদি শোধন (পারদ সাধন) ; বিনাশন, হত্যা, হেতু, উপায়, সহায়, উপকরণ (শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্ ; বিদ্যাসাধন, শ্রম ; সৌন্দর্যসাধন, (রুজ পমেটম) ; যুদ্ধোপকরণ ; বাহন ; মেঢ্ ; করণকারক (সাধনক্রিয়া—সমাপিকা ক্রিয়া) । **সাধনক্ষম**—নিষ্পাদন সমর্থ। **সাধননিষ্ঠা**—সাধনায় একাগ্রতা। **সাধন পত্র**—লেখ্য, দলিল সম্মতি পত্র ইত্যাদি।

সাধনা—সিদ্ধি লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা বা অভ্যাস, মন্ত্রাদি জপ, সাধন পদ্ধতি (শুধু চাইলেই হবে না, যা চাও তার জন্য সাধনা করতে হবে ; সঙ্গীত সাধনা শব সাধনা ; তান্ত্রিক সাধনা ; সুফী সাধনা) ; সাধনার বিষয় (তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা—রবি) ; শ্রেয় পন্থা, ব্রত, আদর্শ (জাতীয় সাধনা) । বিণ. সাধনীয়—সাধনাযোগ্য, করণীয়। **সাধ্যসাধনা করা**—অতিশয় অনুনয় বিনয় করা।

সাধর্ম্য—সাদৃশ্য, সমগুণবত্তা, সমানধর্মতা।

সাধা—জপ করা (ইষ্টমন্ত্র সাধা) ; দক্ষতা অর্জনের জন্য অভ্যাস করা (গলা সাধা ; হাত সাধা) ; (ব্যাকরণে, শব্দাদি সিদ্ধ করা, deriving (পদ সাধা) ; বিশেষ অনুনয় করা (পায়ে ধরে সাধা ; পাঁচ টাকা সাধছে) ; উপযাচক হইয়া কিছু করা (সেধে গলায় ফাঁস পরেছ, দোষ কার) ; নিষ্পাদন করা (কাব্যে—সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ—মধু) ; ঘটানো, প্রয়োগ করা (বাদ সাধা ; ঔষধ সাধিয়া মোর স্বামী কর বশ—কবি কঙ্কণ) ; যাহাতে দক্ষতা অর্জন করা যায়, অভ্যস্ত (সাধা বাঁশী, সাধা গলা, সাধা হাত) ; যাহা সমাদর করিয়া বা অনুনয় বিনয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে (সাধালক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না ; সাধা ভাত) । **সাধাসাধি করা**—গ্রহণের জন্য অনুনয় বিনয় করা।

সাধারণ—(স. আধারণ—বহুব্রী) যাহা সকলের মধ্যে বিদ্যমান (সাধারণ লক্ষণ ; অপত্যস্নেহ পশুতে ও মানুষে সাধারণ) ; যে বস্তু যাহা বিশিষ্ট নহে, সচরাচর ঘটে এমন (সাধারণ ঘটনা ; সাধারণ বুদ্ধি ; একজন সাধারণ ইংরেজ) ; নির্বিশেষ, সকল, সমুদয় (জনসাধারণ, সর্বসাধারণ) ; যাহা সকলের জন্য, আম (সাধারণ পাঠাগার ; সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব) । **সাধারণতঃ**—সচরাচর, প্রায়, ordinarily। **সাধারণ তন্ত্র**—দেশের সর্বসাধারণের মত অনুসারে পরিচালিত রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থা, Republic, Democracy। **সাধারণ ধর্ম**—যাহা সকল লোকের আচরণীয় (অহিংসা সত্য অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয়-সংযম ক্ষমা আর্জব দান ইত্যাদি) ; সাধারণ লক্ষণ ; যাহা তুল্য রূপে আচরণীয়। **সাধারণ স্ত্রী**—বারাঙ্গনা।

সাধারণ্য—(সাধারণ+য) সাধারণের ধর্ম, যাহা সকলে আছে ; সর্বসাধারণের সমাজ (ব্যাপারটি সাধারণ্যে এখনও অপ্রকাশিত) ।

সাধিত—সম্পাদিত, নিষ্পাদিত ; পরিশোধিত ; প্রমাণসিদ্ধ।

সাধিষ্ঠ—(সাধু+ইষ্ঠ) সাধুতম, অতিন্যায্য। **সাধীয়ান্**—(সাধু+ঈয়স্) সাধুতর, ন্যায্যতর। (স্ত্রী. সাধীয়সী) ।

সাধিষ্ঠান—দেহস্থিত ষট্চক্রের অন্যতম [(ষট্চক্র দ্রঃ) ।

সাধু—[সাধ্ (সিদ্ধ করা)+উ] সৎ, শোভন, উত্তম, প্রশংসনীয়, ভদ্র, মহৎ, ধার্মিক (সাধু ব্যক্তি ; সাধু ব্যবহার ; সাধু প্রচেষ্টা ; সাধুবাদ) ; যোগ্য, নির্দোষ, শিষ্টসম্মত (সাধু প্রয়োগ, সাধু ভাষা) ; নিপুণ ; বণিক ; সুদখোর ; সৎকুলজাত ; বৃদ্ধ। **সাধুকারী**—যে যোগ্যভাবে কাজ করে, নিপুণ। **সাধু খাঁ**—তৈলিকের উপাধি-বিশেষ। **সাধুগিরি**—সাধুতার আড়ম্বর বা ভান। **সাধুতা**—সদাচরণ, ধার্মিকতা, ন্যায়নিষ্ঠা। **সাধুনিগ্রহ**—যে পাত্রের হাতল ধরিবার পক্ষে ভাল, যাহারা মহৎ ও ধার্মিক তাহাদের উপরে অত্যাচার। **সাধুবাহ**—উত্তম অশ্ব বা যান। **সাধুবাদ**—সাধু সাধু এই ধ্বনি, প্রশংসা। **সাধুবৃত্ত**—সৎকর্ম, সদাচরণ। **সাধুবৃত্তি**—নির্দোষ জীবিকা, সদাচরণ। **সাধুভাষা**—শিষ্ট সম্মত ভাষা, সংস্কৃত শব্দ বহুল বাংলা ভাষা (বিপ. কথ্য ভাষা বা চলতি ভাষা) । **সাধুশীল**—সচ্চরিত্র। **সাধুসংসর্গ,-সঙ্গ**—সজ্জনের সংসর্গ। **সাধু-সম্মত**—সজ্জনদিগের অনুমোদিত, সমাজের

জ্ঞানী ও বিদ্বান্‌দের অনুমোদিত। **সাধু সাবধান**—চারিদিকে অসাধুতার জাল বিস্তৃত হইয়াছে অতএব সাধু যেন সাবধানে থাকে এই সতর্ক বাণী।

সাধ্য—(সাধ+য) সাধনযোগ্য, নিষ্পাদ্য, যাহা করিতে পারা যায় (অন্যের পক্ষে যাহা সাধ্য তুমি তাহা পারিবে না কেন); যাহার প্রতিকার সম্ভবপর (শিবের অসাধ্য ব্যাধি); প্রতিপাদ্য, অবধার্য ('কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত ইহা হইল সাধ্য—চৈতন্যচরিতামৃত); সম্পাদন, প্রতিকার ইত্যাদির ক্ষমতা (সাধ্য কার তার সামনে মুখ তুলে কথা কয়); গণদেবতা-বিশেষ। **সাধ্যপক্ষে**—ক্ষমতা থাকা পর্যন্ত (সাধ্যপক্ষে ত্রুটি করিব না)। **সাধ্যমত**—সাধ্যানুসারে। **সাধ্য-সাধনা**—সাধনা দ্রঃ। **সাধ্যাতিরিক্ত, সাধ্যাতীত**—যাহা ক্ষমতায় কুলায় না। **সাধ্যাসাধ্য**—যাহা সাধ্য এবং যাহা অসাধ্য, সম্ভব অসম্ভব। **সাধ্যি**—সাধ্য, সম্পাদনের ক্ষমতা (কথ্য)। [পতিব্রতা।

সাধ্বী—(সাধু+ঈপ্‌) সচ্চরিত্রা, সতী,

সান—শাণ, শান।

সানন্দ—(বহুব্রী) আনন্দযুক্ত, হৃষ্ট (সানন্দ চিত্তে; সানন্দ অভিনন্দন)। **সানন্দিত**—অসাধু।

সানা—[সং সন্নাহ—বর্ম; শানা—ফা. (চিরুণী)] বর্ম; শানা, তাঁত বুনিবার চিরুণীর মত যন্ত্র-বিশেষ।

সানা—ছাঁকা, (হি সাননা) ময়দা প্রভৃতি জল দিয়া মাখা ও ঠাসা (আটা সানা—বর্তমানে সাধারণতঃ 'আটা ছানা' বলা হয়)।

সানাই—(ফা. শহ্‌নাই) শানাই দ্রঃ।

সানাকার—যাহারা তাঁতে কাপড় বুনিবার শানা তৈরী করে।

সানি,-নী—(আ ষ্যানী) দ্বিতীয়, দ্বিতীয়বার কৃত পুনর্বিচার। সানী করা—পুনর্বিচারের জন্য প্রার্থনা করা; **সানী বিচার**—পুনর্বিচার)। **সানী খোৎবা**—ইমাম একটু বিশ্রাম লইয়া দ্বিতীয়বার যে খোৎবা পাঠ করেন।

সানু—[সন (সুপদান করা)+উ] পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি, গিরিতট। **সানুদেশ**—অধিত্যকা, tableland। **সানুমান**—পর্বত।

সানুকম্প—অনুকম্পার সহিত, সদয়। **সানুকূল**—(অসাধু) অনুকূল, সহায়।

সানুজ—অনুজের সহিত; সানু হইতে জাত।

সানুনয়—সনির্বন্ধ, সবিনয়। **সানুনাসিক**—নাসিকা হইতে উচ্চারিত (বর্ণ); নাকীসুর-বিশিষ্ট।

সানুরাগ—(বহুব্রী) অনুরাগের সহিত, প্রীতি-পূর্ণ। **সানুশয়**—অনুতাপযুক্ত।

সান্‌কি—শানক দ্রঃ। [যাহার অন্তে।

সান্ত—(বহুব্রী) সসীম (বিপ. অনন্ত); স বর্ণ

সান্তর—(বহুব্রী) ব্যবধান-বিশিষ্ট, সচ্ছিদ্র। বি. সান্তরতা—সচ্ছিদ্রতা, একেবারে গায়ে গায়ে মিলিয়া না যাওয়া, porosity।

সান্ত্রী—(ইং sentry) প্রহরারত সৈনিক, সশস্ত্র প্রহরী (তিমির রাত্রি মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান—নজরুল), সিপাহী-সান্ত্রী; সৈনিক ও প্রহরী অথবা সৈনিক প্রহরী।

সান্ত্বন, সান্ত্বনা—সমাশ্বাসন, প্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রবোধ দেওয়া, প্রবোধ, consolation (সান্ত্বনার কথা এই যে অত্যাচারীও যমের অধীন)

সান্দিপনি—মুনি-বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষক।

সান্দ্র—(সং) ঘন, নিবিড় প্রবৃদ্ধ, প্রগাঢ় (সান্দ্র কুতূহল, সান্দ্র তুষার), তরল অথচ গাঢ়, viscous মনোজ্ঞ, অরণ্য। **সান্দ্রাকৃত**—যাহা নিবিড় করা হইয়াছে। [সাঁধ ফাঁক।

সান্ধান—সাঁধানো (পূর্ববঙ্গে গ্রাম্য) সান্ধি—

সান্ধিক—[সন্ধা (চোয়ানো)+ইক] শৌণ্ডিক, শুঁড়ি যে সন্ধি করে।

সান্ধিবিগ্রহিক—(সন্ধি-বিগ্রহ+ফিক) সন্ধি বিগ্রহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সচিব, মহাসান্ধিবিগ্রহিকের সহকারী।

সান্ধ্য—(সন্ধ্যা+ফ) সন্ধ্যাকালীন, সন্ধ্যাকাল সম্বন্ধীয় (সান্ধ্য ভ্রমণ, সান্ধ্য কুসুম; সান্ধ্যদীপ)।

সান্নিধ্য—(সন্নিধি+ফ্য) সামীপ্য, নিকটে অবস্থিত (অস্বস্তিকর সান্নিধ্য)।

সান্নিপাতিক—যাহাতে বাত পিত্ত ও কফের মিলন ঘটিয়াছে সাংঘাতিক, সমষ্টিজাত।

সাপ—সর্প, সুপরিচিত সরীসৃপ। **সাপ-খোপ**—সাপ ও তজ্জাতীয় অবাঞ্ছিত জীব। **সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে**—যাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় অথচ বেশি বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে না হয় তেমন ব্যবস্থা দুই দিকই বজায় রাখা। **সাপে-কাটা**—সর্পদষ্ট।

সাপে ছুঁচো গেলা—যাহা অনভিপ্রেত অথচ বাধ্য হইয়া করিতে হইতেছে এমন ব্যাপার সম্পর্কে বলা হয় (সাপ ভুল করিয়া ছুঁচো ধরিলে উহার দুর্গন্ধে মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে চায় কিন্তু সাপের দাঁত ভিতরের দিকে বাঁকানো বলিয়া বাহির করিতে পারে না, সুতরাং বাধ্য হইয়া গিলিতে হয়)। **সাপে নেউলে**—অহিনকুল-সম্বন্ধ, স্বাভাবিক উৎকট শত্রুতা। **সাপের পাঁচ পা দেখা**—সাপের পা দেখিলে নাকি অসম্ভব ধন-সম্পদ লাভ হয়, তাহা হইতে, অতিশয় অহংকারী হওয়া বা বাড়াবাড়ি করা। **সাপের হাঁচি বেদে চেনে**—যে যাহা লইয়া থাকে সে-সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব ব্যাপারই তাহার জানা, সুতরাং অল্পেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারে। সাপের হাঁড়ি খোলা—হাঁড়ি দ্রঃ।

সাপট, সাপোট—(পুচ্ছাদির আস্ফোট) আস্ফালন, বড়াই (মুখের সাপটে দড় বিপদে অজ্ঞান—হেমচন্দ্র) ; ঝাপট, তাড়ন (লেজের সাপটে উড়ে পাদপ পাথর—কৃত্তিবাস)। **মুখ সাপট**—মুখচোর।

সাপটা, সাপ্টা—সবসুদ্ধ, সবকিছু জড়াইয়া, থাউকা (সাপটা দরে কেনা—সবগুলো এক দরে কেনা অথবা সবগুলো একসঙ্গে কেনা ; সাপটা দরে সাৎ করিলে খেতাব সি. এস. আই—হেমচন্দ্র)। **সাপটা রান্না**—সকলের জন্য একধরণের রান্না)।

সাপটানো—জড়াইয়া ধরা অথবা জড়াইয়া রাখা (মাদুরটা সাপটে রাখো) ; জাপটাইয়া ধরা, দৃঢ়মুষ্টিতে ধরা (সাপটিলা কোপে ফলক—মধু)। (**পাটিসাপটা**—যাহা পাটির মত সাপটানো হয়, পিষ্টক-বিশেষ)।

সাপত্ন, সাপত্ন্য—[সপত্ন (শত্রু) + অ, য অথবা সপত্নী + অ, য] শত্রু ; শত্রুতা ; সপত্নীতনয়।

সাপরাধ—(বহুব্রী) অপরাধী, দোষী।

সাপিণ্ড,-ণ্ড্য—সপিণ্ডতা, দায় অশৌচ ইত্যাদি গ্রহণের উপযোগী জ্ঞাতিধর্ম।

সাপুড়িয়া, সাপুড়ে—যে সাপের সাপুড়া রাখে অথবা সাপ ধরে ও সাপ লইয়া খেলে।

সাপেক্ষ—(বহুব্রী) অপেক্ষাযুক্ত, সাকাঙ্ক্ষ, সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, নির্ভরশীল dependent (পরস্পর সাপেক্ষ, আপনার সম্মতিসাপেক্ষ; প্রমাণসাপেক্ষ)।

সাফ—(আ. সা'ফ) পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, আবর্জনাহীন) (বাড়ীঘর সাফ রাখা ; নজর বড় সাফ) ; সুস্পষ্ট, অজটিল (সাফ বলে দিয়েছে এসো না ; সাফ জবাব, সাফ লেখা ; সাফ দুষমণি) ; নির্বাধ, নিষ্কণ্টক, নির্মেঘ (প্রমোশনের পথ সাফ রাখা ; নরকের পথ সাফ করা ; আকাশ সাফ হয়ে গেছে) ; অকপট (সাফ দিল ; ভিতরটা ভারি সাফ) ; অন্যের অজ্ঞাতসারে, বেমালুম (সাফ সরে পড়া)। **সাফ বিক্রয়**—সম্পূর্ণ বিক্রয়, শর্তহীন বিক্রয়। **সাফসুৎরা**—পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন (বাড়ীঘর সাফসুৎরা রাখে)।

সাফলা, সাপলা—কুমুদ।

সাফল্য—(সফল + ষ্ণ্য) সফলতা, সার্থকতা (সাফল্য নির্ভর করছে সঙ্কল্পের উপরে)।

সাফা—সাফ, পরিষ্কৃত (সাফা করা—পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)। বি. **সাফাই**—পরিষ্কার করা, পরিচ্ছন্নতা। **সাফাই সাক্ষী**—অভিযুক্তের নির্দোষতা প্রমাণের সাক্ষী। **হাত সাফাই**—অন্যে ধরিতে বা বুঝিতে পারে না এমন হস্ত-কৌশল ; কোন কিছু বেমালুম লুকাইয়া ফেলা (খুব হাত সাফাই দেখিয়েছে যা হোক)।

সাবকাশ—(বহুব্রী.) যাহার অবকাশ আছে, অবসরপ্রাপ্ত।

সাবধান—(বহুব্রী.) অবহিত, সতর্ক, অপ্রমত্ত (সাবধানের মার নেই) ; সতর্কীকরণ সম্বন্ধে উক্তি (সাবধান আর একপা-ও এগোবে না)। বি. সাবধানতা। **সাবধানী**—অতিরিক্ত সাবধান, calculating (সাধারণতঃ নিন্দার্থে ব্যবহৃত—ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভোলো—রবি)।

সাবন—ত্রিশ অহোরাত্রযুক্ত মাস।

সাবয়ব—অবয়ব-বিশিষ্ট।

সাবরণ—(বহুব্রী) আবরণযুক্ত, প্রচ্ছন্ন, রুদ্ধ, পর্দানশীন। (বিপ. দৃষ্ট)।

সাবর্ণ—সূর্যপত্নী সবর্ণার গর্ভজাত, অষ্টম মনু ; রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গোত্র-বিশেষ।

সাবলীল—লীলা বা ক্রীড়াযুক্ত, অনায়াস, স্বচ্ছন্দ, সহজ (রচনার সাবলীল ভঙ্গি)।

সাবহিত—(অসাধু) সাবধান, অবহিত।

সাবাড়—নিঃশেষিত খতম, বিনাশিত (সাবাড় করা ; সাবাড় দেওয়া—অবজ্ঞার্থক)।

সাবান—(আ. সাবুন, সা'বন ; পর্তু. Sabao)

ক্ষার চর্বি প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত সুপরিচিত মল-শোধক দ্রব্য (সাবান মাখা ; সাবান দেওয়া)।

সাবালক—(আ. বালিগ্') বয়ঃপ্রাপ্ত, প্রাপ্ত-ব্যবহার (বিপ. নাবালক)।

সাবাস—শাবাশ দ্রঃ।

সাবিত্রী—(সবিতৃ+ষ্ণ+ঈপ্) সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; গায়ত্রী ; ব্রহ্মার পত্নী ; সত্যবান্ রাজার পত্নী (সতী শিরোমণিরূপে পরিকীর্তিতা) ; যমুনা ; সরস্বতী ; উমা। **সাবিত্রী পতিত**—যথাকালে যে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হয় নাই। **সাবিত্রীব্রত**—জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে অনুষ্ঠেয় স্ত্রীলোকদিগের ব্রত-বিশেষ। **সাবিত্রী সূত্র**—গায়ত্রীতে দীক্ষার্থ সূত্র, যজ্ঞোপবীত।

সাবু, সাবুদানা—সাগু।

সাবুদ, সাবুত—(আ. থ'বূত) প্রমাণ ; দৃঢ়তা (বাংলায় সাক্ষী শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—সাক্ষী-সাবুদ যা আছে হাজির কর)।

সাবেক—(আ. সাবিক্') পূর্বতন, পূর্বের (সাবেক বাকী ; সাবেক কালের লোক)।

সাবেত, সবিত—(আ থ'াবিত) দৃঢ়, সুনিশ্চিত, প্রমাণীকৃত। **সাবেত করা, সাবেত হওয়া**—দৃঢ়ীকৃত হওয়া, প্রমাণিত হওয়া।

সাব্যস্ত—(আ. থ'াবিত ; সং. স-ব্যবস্থ) স্থিরীকৃত, প্রমাণিত, সুনিশ্চিত (দর দস্তুর সাব্যস্ত করা ; সাব্যস্ত হইল সে-ই অপরাধী।

সাভিনিবেশ—(বহুব্রী) অভিনিবেশযুক্ত, সমনো-যোগ (সাভিনিবেশ পর্যবেক্ষণ)। [অনুরক্ত।

সাভিলাষ—(বহুব্রী) অভিলাষী, ইচ্ছুক।

সাম—[সো (পাপ ও বিরোধ নাশ করা)+মন্] সামবেদ ; সামগান ; প্রিয়বচন ; যাহার দ্বারা পতি মানিনী স্ত্রীর মান ভঙ্গ করে ; শত্রুর সহিত মৈত্রীমূলক সন্ধি ; উপাধি-বিশেষ। **সামগ**—যে ব্রাহ্মণ সামগান করে (স্ত্রী. সামগী)। **সামগর্ভ**—নারায়ণ।

সামগ্রী—(সমগ্র+ষ্ণ্য+ঈপ্) সাফল্য (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না) ; বস্তু, দ্রব্য (খাদ্য সামগ্রী ; আদরের সামগ্রী)। গ্রাম্য—সামিগ্‌গীর, সামিগ্‌গীরি—উপাদেয় বস্তু, মিষ্টান্ন (কি এমন সামিগ্‌গীর নিয়ে এসেছ ; মিঠাই-সামিগ্‌গীরি)।

সামগ্র্য—(সমগ্র+ষ্ণ্য) সমগ্রতা, সাকল্য, দলবল ; ভাণ্ডার। **সামগ্র্যমতি**—সমগ্রতা-বোধ।

সামঞ্জস্য—(সমঞ্জস+ষ্ণ্য) ঔচিত্য, সমীচীনতা ; সঙ্গতি, মিল ; (মানবীয় বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ)।

সামনা—(হি.) সম্মুখ, সম্মুখের দিক (**সামনা করা**—সম্মুখবর্তী হওয়া, প্রতিস্পর্ধী হওয়া, মোকাবেলা করা)। **সামনা সামনি**—মুখোমুখি, সম্মুখবর্তী হইয়া (সামনা সামনি জবাব দেওয়া)। **সামনে**—সম্মুখে (সামনে পড়া ; সামনে দেখা)।

সামন্ত—(সমন্ত+ষ্ণ) সমীপস্থ রাজা ; সীমান্ত দেশ অথবা সীমান্তবাসী ; শ্রেষ্ঠপ্রজা ; করদ রাজা ; নায়ক ; উপাধি-বিশেষ। **সামন্তচক্র**—নিকটবর্তী রাজ্যের রাজারা। **সামন্তেশ্বর**—সম্রাট্।

সামবায়িক—(সমবায়+ষ্ণিক) সমবায় সম্বন্ধীয় ; দলপতি ; মন্ত্রী।

সামবেদ—দ্বিতীয় বেদ। সাম দ্রঃ।

সাময়িক—(সময়+ষ্ণিক) সময়োচিত ; অল্প কাল স্থায়ী (বিপ. চিরন্তন) **সাময়িকী**—কালোপযোগী বিষয়, বর্তমানে যাহা ঘটিয়াছে সেই প্রসঙ্গ।

সামরিক—(সমর+ষ্ণিক) সমর সম্বন্ধীয়, সমরে ব্যবহার্য (সামরিক আইন,-পোত,-বিচারালয় ; সামরিক কৌশল)।

সামর্থ্য—(সমর্থ+ষ্ণ্য) শক্তি, ক্ষমতা, যোগ্যতা (সামর্থ্যে কুলাইল না) ; শব্দের প্রতিপাদ্য।

সামলানো—(হি. সম্‌হাল্‌না) সংবরণ করা, রোধ করা, সংযত করা (মুখ সামলে কথা বলো ; পা সামলে চলা ; দুরন্ত ছেলেগুলোকে সামলাতে কম বেগ পেতে হয় না ; চোখের জল সামলানো ; কোঁচা সামলাতেই বিব্রত)। **কাপড় সামলানো**—কাপড় খুলিয়া পড়িতে না পারে সেইজন্য তাহা চাপিয়া ধরা ; আলুথালু বেশ সংযত করিতে চেষ্টা করা।

সামাজিক—(সমাজ+ষ্ণিক) সমাজ সম্বন্ধীয়, সমাজের জন্য কল্যাণকর (অসামাজিক কার্য-কলাপ) ; মিশুক ; সহৃদয়, রসজ্ঞ ; সমাজের সভ্য। বি. সামাজিকতা—লোকজনের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার, লৌকিকতা। **সামাজিক মৃত্যু**—জীবিত থাকা সত্ত্বেও সামাজিক ক্ষেত্রে

আদান প্রদানের বিলোপ (কারাবাসের জন্য অথবা দেশ হইতে বহিষ্করণের জন্য)।

সামান্য—(সমান+ষ্ণ্য) সাধারণ, সচরাচর, যাহা সকলের আছে, এজমালী (বিপ. বিশেষ—অলোকসামান্য রূপরাশি); নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর (সামান্য আয়, সামান্য লোক ; সামান্য একটু লেগেছে); অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **স্ত্রী.** সামান্যা—সাধারণী স্ত্রী ; বারবণিতা। **সামান্যত**—সাধারণত। **সামান্যীকরণ**—generalization, সাধারণ নামে অভিহিত করা, সাধারণ লক্ষণের প্রাধান্য দেওয়া।

সামাল—(সামলাও) প্রতিরোধ, নির্বিঘ্নতা (সামাল দেওয়া); সাবধান, সাবধান হও ('সামাল সামাল রব উঠেছে') **সামাল দেওয়া**—ঠেকানো, রক্ষা পাওয়া, সামলানো, বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না দেওয়া (অত বড়-ঘরের মেয়ে এনে সামাল দিতে পারবে ত)।

সামি—(সং. ; তুলনীয় Lat. semi) অর্ধ, কিয়দংশ (সামিকৃত—যাহার অর্ধেক বা কিয়দংশ সম্পাদিত হইয়াছে)।

সামীপ্য—(সমীপ+ষ্ণ্য) নৈকট্য, সান্নিধ্য।

সামুদ্র—(সমুদ্র+ষ্ণ) সমুদ্রজাত, সমুদ্র সম্বন্ধীয় ; সমুদ্র লবণ ; সমুদ্র ফেন ; দেহস্থ চিহ্নের সাহায্যে যে শাস্ত্র শুভাশুভ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে ; সমুদ্রযাত্রী। **সামুদ্রক**—হস্তাদির রেখার সাহায্যে শুভাশুভ নিরূপক গ্রন্থ। **সামুদ্রিক**—সামুদ্র শাস্ত্রবেত্তা, দৈবজ্ঞ ; সামুদ্র বিদ্যা, palmistry ; সমুদ্র সম্বন্ধীয় (সামুদ্রিক দস্যু ; সামুদ্রিক মৎস্য)।

সাম্পান—(চীনা. সাঙপাঙ ; ইং Sampan) ছোট নৌকা-বিশেষ, ইহা কখনো ডোবে না ও সমুদ্রে যাতায়াত করিতে পারে (ব্রহ্মদেশে ও চাটগাঁয় প্রচলিত)।

সাম্প্রতিক—(সম্প্রতি+ষ্ণিক) সম্প্রতি ; উপস্থিত সময়ে, ইদানীন্তন।

সাম্প্রদায়িক—সম্প্রদায়গত, দলগত, সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে বেশি মনোযোগী (সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি)। বি. সাম্প্রদায়িকতা।

সাম্য—(সম+ষ্ণ্য) সমতা, তুল্যতা ; টাকা পয়সা ও সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে সকলের সমান অধিকার এই মতবাদ (সাম্যবাদের ঋষি) ; সমদর্শিতা, চিত্তের রাগদ্বেষাদি রহিতভাব। **সাম্যবাদী**—সাম্যবাদে বিশ্বাসী, socialist, communist। **সাম্যাবস্থা**—চিত্তের অবিচলিত ভাব।

সাম্রাজ্য—(সম্রাজ+ষ্ণ্য) সম্রাটের শাসনাধীন রাজ্য, সার্বভৌমত্ব। **সাম্রাজ্যবাদ**—অধীন রাজ্যসমূহের তুলনায় সাম্রাজ্যের স্বার্থ অগ্রগণ্য এই মতবাদ।

সায়—[সো (নাশ করা)+ঘঞ্] অবসান, শেষ, সাঙ্গ (পালা হল সায়) ; সায়ংকাল।

সায়—সমর্থন, স্বীকৃতি, সম্মতি (তখন সবাই সায় দিয়েছিলো ; মন সায় দেয় না)।

সায়ংকাল—সন্ধ্যাকাল। বিণ. সায়ংকালীন—সন্ধ্যাকালীন। **সায়ং সন্ধ্যা**—সন্ধ্যা কালের উপাসনা। [সায়ক)।

সায়ক—(সো+নক) বাণ, শর, খড়্গ (কুসুম

সায়ণ,-ন—বেদের বিখ্যাত টীকাকার, চতুর্দশ শতাব্দীর লোক।

সায়ন্তন—সায়ংকালীন।

সায়ম—(সং. ; ফা. শাম) সায়ংকাল।

সায়র—সাগর, সরোবর, জলাশয় (সাধারণত কাব্যে ব্যবহৃত)।

সায়া—(ফরা. Saia) মেয়েরা শাড়ীর নিচে ঘাগরা জাতীয় কাপড় পড়ে।

সায়াহ্ন—দিনের পাঁচ ভাগের শেষ ভাগ, সন্ধ্যা। **সায়াহ্নকৃত্য**—সন্ধ্যাহ্নিক।

সাযুজ্য—(সযুজ্+ষ্ণ্য) সহযোগ ; অভেদ (ব্রহ্ম সাযুজ্য—ব্রহ্মের সহিত অভেদ ভাব, মুক্তি-বিশেষ)।

সার—[সৃ (গমন করা)+ঘঞ্] শ্রেষ্ঠাংশ, আসল তত্ত্ব (সার ভাগ ; সার কথা ; সংসারের সার) ; বৃক্ষাদির মজ্জা, দৃঢ় অংশ (সারী কাঠ ; চন্দনসার ; বজ্রসার) ; নির্যাস (সর্জসার) ; শাঁস ; দেহের রস রক্তাদি ; একমাত্র অবলম্বন (তোমার অভয় চরণ সার করেছি) ; একমাত্র লভ্য, সম্বল (অসারের তর্জন গর্জন সার ; দৌড়াদৌড়িই সার হইল ; ডাঁটা-সার গাছগুলো) ; ঠিক, exact (সার উত্তর অথবা সারে উত্তর) ; নবনীত, সর ; উদ্ভিদাদির তেজোবর্ধক পদার্থ (উদ্ভিজ্জ সার ; খনিজ সার ; প্রাণিজ সার ; ক্ষেতে সার দেওয়া)। **সারকুড়**—যেখানে গোবর জমাইয়া সার করা হয়। **সারকচু**—মানকচু। **সার খদির**—বিট্‌খদির। **সারগন্ধ**—(উৎকৃষ্ট গন্ধ যাহার)

চন্দন। **সারগর্ভ**—যাহার ভিতরে সার আছে, মূল্যবান। **সারগুড়**—যে গুড়ে মত নাই। **সারগ্রাহী**—মর্মগ্রাহী, তত্ত্বজ্ঞ, রসজ্ঞ।

সার—সারি, পঙ্‌ক্তি (সার দেওয়া; সার করে বসা)।

সারক—(সৃ+নিচ্‌+ণক) রেচক, ভেদক।

সারগম—সারিগামা ইত্যাদি সপ্ত সুর (সার গম সাধা)।

সারঙ্গ—(সৃ+অঙ্গচ্‌) বিচিত্র বর্ণ; চিত্র-মৃগ; ধনুক, মনি, হস্তী, ময়ূর, চাতক, সিংহ, পদ্ম, চন্দন, ভ্রমর, মেঘ, পৃথিবী, বাদ্য যন্ত্র-বিশেষ, রাগিণী-বিশেষ। **সারঙ্গাক্ষ**—হরিণলোচন। **সারঙ্গধর**—বিষ্ণু।

সারঙ্গ, সারেঙ্, সারেং—(ফা. সরহঙ্গ্‌) জাহাজের পরিচালক কর্মচারী-বিশেষ।

সারঙ্গী—সুপরিচিত প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র, বর্তমানে সাধারণতঃ সারেঙ্গী বলা হয় (সুর বেঁধে বীণ সারেঙ্গীতে খুবসে পীরাণ শরাব পিও—নজরুল)।

সারণ—(সৃ—নিচ্‌+অনট্‌) মল নিঃসারক; অতিসার, অপসারণ, চালন। **সারণি,-ণী**—ক্ষুদ্র নদী, তালিকা। **সারণিক**—পথিক।

সারথি—রথচালক; নেতা (সাহিত্যসারথি)। বি. সারথ্য—রথাদি চালন, নেতৃত্ব, সাহায্য।

সারদা—(যিনি সার দান করেন) সরস্বতী, দুর্গা।

সারদ্রুম—খদির বৃক্ষ।

সারবন্দি—শ্রেণীবদ্ধ (সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়েছে)।

সারবান—যাহার ভিতরে সারবস্তু আছে, সারগর্ভ, মূল্যবান্‌। **সারভূত**—সার বা শ্রেষ্ঠ অংশরূপে পরিগণিত। **সারমাটি**—গোবর প্রভৃতি যাহা সারে পরিণত হইয়া মাটির মত দেখায়।

সারমেয়—[সরমার (কুক্কুরীর) অপত্য] কুকুর। স্ত্রী. সারমেয়ী।

সারলোহ—ইস্পাত।

সারল্য—(সরল+ষ্য) সরলতা, অকপটতা।

সারস—(সরস+ষ্ণ) জলচর পক্ষী-বিশেষ, হংস, সরোবর সম্বন্ধীয়; চন্দ্র; পদ্ম। স্ত্রী. সারসী।

সারসংগ্রহ—শ্রেষ্ঠ অংশ সমূহের বা শ্রেষ্ঠ বস্তু সমূহের চয়ন।

সারসন—(স+আরসন) স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহারাদি; পুরুষের কটি বন্ধন।

সারস্বত—(সরস্বতী+ষ্ণ) সরস্বতী সম্বন্ধীয়; বিদ্বান্‌ (সারস্বত সমাজ); সরস্বতী তীরস্থ দেশ (দিল্লীর উত্তর পশ্চিম অঞ্চল-বিশেষ), সেই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ; মুনি-বিশেষ (কথিত আছে ইনি সরস্বতী নদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন); ব্যাকরণ-বিশেষ; বেলগাছ হইতে প্রস্তুত যষ্টি; কল্প-বিশেষ। **সারস্বত বৃত্তি**—বিদ্যানুশীলনের জীবন; বিদ্যা আলোচনার জন্য বৃত্তি।

সারহীন—অসার, বাজে, অন্তঃসারশূন্য।

সারা—মেরামত করা (ঘর সারা); সংশোধন করা (ভুল সারা; সেরে কথা বলতে জানে না); আলুথালু ভাব সংশোধন করা (কাপড় সারা); সমাপ্ত করা (কাজ সারা); পণ্ড করা (এই রে সেরেছে; দফা সারা); অক্ষত থাকা, নিস্তার পাওয়া (বাপ মা বড় সারা সেরেছে, তাদের মৃত্যুর দুবৎসরের মধ্যেই পর পর দুটি ছেলে মারা গেল); রোগ মুক্ত হওয়া (অনেক দিন ভুগে তবে সেরেছে), সরাইয়া ফেলা, লুকানো (মাল কি আর পাওয়া যাবে সব এতক্ষণে সেরে ফেলেছে); পরিশ্রান্ত, প্রাণান্ত (ভেবে ভেবে সারা; নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা—রবি); নষ্ট, পণ্ড (তার দফা সারা)। **সারাণী ভাঁটা**—ভাঁটার শেষ অবস্থা।

সারা—(হি সারা; সং. সর্ব) সর্ব, সমগ্র (সারা দুনিয়া; দুনিয়া; সারাদিন; 'সারা প্রাণ ঢালি দিয়া'; সারাক্ষণ—সমস্ত সময়)। **সারা কালি**—সমগ্র জমির কালি বা পরিমাণ।

সারানো—মেরামত করানো; রোগমুক্ত করানো বা করা, রোগ সারানো); দুরস্ত করা (সব বাঁদরামি দুদিনেই সারাতে পারি)।

সারাৎসার—সারের ও সার, শ্রেষ্ঠতম, পরমতত্ত্ব (তুমি সারাৎসার)।

সারাল,-লো—সারবান্‌, মূল্যবান্‌; সারী (সারালো কাঠ)।

সারি—[সৃ+নিচ্‌ (গমন করানো)+ই] পাশা; স্ত্রীশালিক; পঙ্‌ক্তি, শারিগান (শারি দ্রঃ)।

সারিক—শালিক। স্ত্রী. সারিকা।

সারিগামা—সারেগামা ইত্যাদি সুর (সারে গামা সাধা)।

সারিন্দা—সারঙ্গের বর্তমান গ্রাম্যরূপ (গ্রাম্য—সারিন্দে)।

সারী—সারযুক্ত (সারীকাঠ)।

সারী—শালিক; শুকী।

সারূপ্য—তুল্য রূপত্ব বা অবয়বত্ব, সাদৃশ্য পঞ্চবিধ মুক্তির অন্যতম (আরাধ্য দেবতার সহিত আরাধকের সমান রূপত্ব)। (সার্ষ্টি দ্রঃ)।

সারেং,-রেঙ্—সায়ঙ্গ দ্রঃ।

সারোদ্ধার—সংক্ষিপ্ত সারকথা, আসল কথা (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

সার্কাস—(ইং. circus) ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শনের স্থান-বিশেষ, মানুষের ও পশুর নানা ধরণের চমক-প্রদ খেলা ইহাতে দেখানো হয়।

সার্জ—(ইং. serge) পশমী বস্ত্র-বিশেষ।

সার্জন—(ইং. surgeon) অস্ত্র চিকিৎসক (সিভিল সার্জন—জেলার সর্বপ্রধান সরকারী চিকিৎসক)।

সার্জন, সার্জেণ্ট—(ইং. sergeant) উচ্চ-শ্রেণীর পুলিশ প্রহরী-বিশেষ।

সার্ট—(ইং. shirt) সুপরিচিত জামা (হাফ-সার্ট)।

সার্টিফিকেট—(ইং. certificate) শিক্ষালাভ সম্পর্কে প্রমাণপত্র; প্রশংসাপত্র।

সার্থ—(সৃ+ণিচ্+থন্) সমূহ, দল; বণিক্ সমূহ, জন্তু সমূহ। **সার্থপতি**—বণিকদের অধ্যক্ষ। **সার্থবাহ**—বণিক; বণিকের দল; বণিকদের অধ্যক্ষ; পথ প্রদর্শক। **সার্থহা**—বণিক হন্তা, দস্যু।

সার্থক—সফল, কৃতার্থ (জীবন সার্থক হলো); অন্বর্থ, প্রকৃত-অর্থ-যুক্ত (বাপ-মা সার্থক নাম রেখেছিলেন মধু)। **সার্থকনামা**—নামের সহিত যাহার আচরণের সঙ্গতি রহিয়াছে।

সার্ধ—(বহুব্রী) অর্ধযুক্ত, সাড়ে (সার্ধ পঞ্চবিংশতি।

সার্দ্র—আর্দ্র, সিক্ত।

সার্ব—(সর্ব+ষ্ণ) সর্বসম্বন্ধীয়, সর্বহিতকর; বুদ্ধ। **সার্বকালিক**—(সর্বকাল+ষ্ণিক) যাহা সকল-কালে জন্মে, নিত্য; সর্বকালসম্বন্ধীয়। **সার্বজনীন**—সর্বজনের প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত; সর্বলোকবিদিত। **সার্বজাতিক**—সর্বজাতি সম্বন্ধীয়, international। **সার্বত্রিক**—সর্বত্রব্যাপী, সকল স্থানের উপযুক্ত। **সার্বধাতুক**—সর্বধাতুসম্বন্ধীয়। **সার্ববিভক্তিক**—সর্ব বিভক্তি-সম্বন্ধীয়, সর্ব বিভক্তিজাত। **সার্ববিদ্য**—সমুদয় বেদ-বেত্তা ব্রাহ্মণ। **সার্বভৌম**—সমুদয় ভূমির অধীশ্বর; জগদ্ব্যাপী (সার্বভৌম কর্তৃত্ব); উত্তর দিকের দিগ্‌গজ; কুবেরের হস্তী; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপাধি। **সার্বলৌকিক**—সর্বত্র প্রসিদ্ধ, সর্বলোক সম্বন্ধীয়।

সার্ভে—(ইং. survey) জরীপ (সার্ভে করা; সার্ভে পার্টি)। **সার্ভেয়ার**—জরীপকারী কর্মচারি-বিশেষ।

সার্ষ্টি—(স+ঋষ্টি) ঈশ্বরের মতন ঐশ্বর্য লাভ, পঞ্চবিধ মুক্তির অন্যতম (সার্ষ্টি সালোক্য সারূপ্য সাযুজ্য নির্বাণ; 'শাক্তের সার্ষ্টি', যোগীর নির্বাণ)।

সার্সী—শার্শি।

সাল—শাল দ্রঃ।

সাল—(ফা. সাল) বৎসর; বঙ্গাব্দ (সম্রাট্ আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত)। **সালগুজশ্‌তা**—গত বৎসর। **সালতামামি**—বৎসরের শেষে যে হিসাব-নিকাশ বা বিবরণ দাখিল করা হয় (সালতামামি কবচ—বাৎসরিক খাজনার দাখিলা)।

সালঙ্কার—(বহুব্রী.) ভূষণযুক্ত (সালঙ্কারা দেবী); উপমাদি-বিশিষ্ট (সালঙ্কার বর্ণনা)। [দ্রঃ।

সালতামামি—সাল দ্রঃ। **সালতি**—শালতি

সালন—(হি সালন; সং সলবন) রন্ধিত ব্যঞ্জন। (গ্রাম্য সালুন; সালুন-চাখা—যে বিভিন্ন বাড়ীতে সালন চাখিয়া বেড়ায়, কোন-খানেই নিষ্ঠার সহিত লাগিয়া থাকে না। (অবজ্ঞার্থক)।

সালবোট—(স্পেন. salva; ইং. salver) ধাতুনির্মিত বারকোশ।

সালমমিছরী—(ফা. সা'লব্-ই-মিস্'রী) ঈষৎ মিষ্ট মূল-বিশেষ।

সালসা—(পর্তু. salsaparrilha) রক্তশোধক ও বলবর্ধক ঔষধ-বিশেষ (এতে সালসার কাজ করবে)।

সালাদ—(ইং. salad) সালাদ পাতা (বিদেশী শাক-বিশেষ); সালাদপাতা টমেটো শসা প্রভৃতি যাহা কাঁচা পরিবেশন করা হয়।

সালাম—(আ. সালাম) মুসলমানী শিষ্টাচার-মূলক 'আস্‌সালামো আলায়কুম্' এই বাণী উচ্চারণ; মুসলমানী নমস্কার, আদাব; গুরুজনের পদচুম্বন বা পাদস্পর্শ করিয়া শ্রদ্ধা জানানো (তোমার নানী আম্মাকে সালাম করে এসেছে তো); সেলাম দ্রঃ।

সালামত—(আ. সালামত্) নিরাপত্তা; মঙ্গল। **জান সালামতে থাকা**—স্বাস্থ্য ও নির্বিঘ্নতা ভোগ করা (গ্রাম্য)। **সহি সালামতে থাকা**—নিরাপত্তা ভোগ করা। **সালামতি**—সালামত, নিরাপত্তা, শান্তি।

সালামি—শ্রদ্ধাজ্ঞাপক উপহার, নজর। সেলামি দ্রঃ।
সালি—শালিধান্য।
সালিক—শালিক। [বৃত্তি।
সালিয়ানা—(ফা. সালীয়ানা) বার্ষিক ; বার্ষিক
সালিস—(আ. খ'লিথ্') মধ্যস্থ (সালিশ মানা)। বিণ. সালিসী—সালিসের দ্বারা যাহা মীমাংসিত হয়। **সালিসি**—মধ্যস্থতা। **সালিসনামা**—মধ্যস্থতা বিষয়ক দলিল, মধ্যস্থের রায়। **সালিসী ফয়সালা**—মধ্যস্থের দ্বারা নিষ্পত্তিসাধন।
সালোক্য, সালোকতা—(সলোক+ষ্ণ) ঈশ্বরের বা ইষ্টদেবতার সহিত একলোকে বাস, পঞ্চবিধ মুক্তির অন্যতম (সার্ষ্টি দ্রঃ)।
সাশ্রয়—ব্যয়লাঘব, খরচ কম পড়া।
সাশ্রু—(বহুব্রী.) অশ্রুপূর্ণ (সাশ্রুনয়না, সাশ্রু-নয়নে)।
সাষ্টাঙ্গ—(বহুব্রী) হাঁটু পা ইত্যাদি অষ্টাঙ্গের সহিত (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত—জানু পদ হস্ত বক্ষ বুদ্ধি শির বাক্য এবং চক্ষু, অথবা দুই হস্ত হৃদয় কপাল দুই জানু এবং দুই চরণ এই সব অঙ্গের সাহায্যে নিষ্পন্ন প্রণিপাত)।
সাস, সাসু—শাশুড়ী (কোন কোন অঞ্চলে নারী-ভাষায় ব্যবহৃত)।
সাহঙ্কার—(বহুব্রী.) অহংকৃত, গর্বিত।
সাহচর্য—(সহচর+ষ্ণ্য) সঙ্গ, সংসর্গ, সহচরত্ব।
সাহজিক—(সহজ+ষ্ণিক) স্বাভাবিক, অকৃত্রিম ('সাহজিক প্রীতি')।
সাহস—[সহস্ (বল)+ষ্ণ] অন্তঃকরণের বিক্রম, উৎসাহ, নির্ভীকতা (এই সব অর্থেই বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়); সহসাকৃত কর্ম; অনৌচিত্য ; বলপূর্বক কৃত দুষ্কর্ম (নরহত্যা, চৌর্য, পরদারাভিমর্ষণ, পারুষ্য এবং অনৃত); দণ্ড (সার্ধদ্বিশত পণ প্রথম সাহস ; পঞ্চশত পণ মধ্যম সাহস ; সহস্র পণ উত্তম সাহস . মতান্তরে ১০৮০ পণ উত্তম সাহস, তদর্ধ মধ্যম, তদর্ধ অধম)। বিণ. সাহসী, সাহসিক। **সাহস-ভাঙ্গা,-ভা**—যাহার সাহস বা উৎসাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।
সাহসিক, সাহসী—হঠকারী, অবিমৃশ্যকারী, নির্ভীক, সাহসপূর্বক দুষ্কৃতকারী (দস্যু পারদারিক প্রভৃতি)।
সাহা—ব্যবসায়ী জাত-বিশেষ (কথ্য ভাষায় সা)।
সাহাবা—(আ. আস্'হা'ব শব্দের বহুবচন) সঙ্গিগণ, সভাসদ্‌গণ, হজরত মোহাম্মদের সঙ্গিগণ।
সাহাবী—সাহাবা। [(অর্থ সাহায্য)।
সাহায্য—(সহায়+ষ্ণ্য) সহায়তা, আনুকূল্য
সাহারা—(আ. সহ্'রা—মরুভূমি) আফ্রিকার প্রসিদ্ধ মরুভূমি ; মরুভূমি।
সাহিত্য—(সাহিত+ষ্ণ্য) সংসর্গ, মিলন (সাহিত্য ও পার্থক্য) ; যাহা অলঙ্কার ব্যাকরণ ও ছন্দের সহিত গঠিত হয় (কবিতা উপন্যাস নাটক সন্দর্ভ প্রভৃতি) ; মানুষের চিন্তার লিখিত রূপ (বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ; দার্শনিক সাহিত্য ; ধর্ম সাহিত্য)। **সাহিত্যচর্চা**—কাব্য, উপন্যাস, নিবন্ধাদি পাঠ্য ও রচনা। **সাহিত্য জগৎ**—সাহিত্যে বর্ণিত ভাব-কল্পনা ; সাহিত্য ক্ষেত্র। **সাহিত্যসেবী**—সাহিত্যের রচয়িতা। **সাহিত্যিক**—সাহিত্যবিষয়ক ; সাহিত্যসেবী।
সাহু—(সং. সাধু) ব্যবসায়ী, মহাজন। **সাহু-কার**—মহাজন, সম্পদশালী। বি. সাহুকারী—মহাজনি ; সুদের কারবার। সাউকার দ্রঃ।
সাহেব—(আ. সা'হি'ব) প্রভু কর্তা (সাহেব বিবি—কর্তাগিন্নি) ; সম্মানিত ব্যক্তি, মহাশয় (শাহ্ সাহেব ; হেড্ মাষ্টার সাহেব) ; বাবু বা মিষ্টার (রহমান সাহেব ; হামিদ সাহেব) ; ইউরোপীয় ভদ্রলোক অথবা তাঁহাদের অনুকারী বাঙালী বা ভারতীয় (মার্টিন সাহেবের বাংলো ; হেয়ার সাহেব ; মেকলে সাহেব ; তিনি তখন ঘোর সাহেব ; সাধারণ ইয়োরোপীয়কে বাংলায় 'গোরা' বলা হয়) ; বিলাত ফেরৎ বাঙ্গালী বা ভারতীয় (দাশ সাহেব, মেহ্‌তা সাহেব) ; উচ্চ রাজ কর্ম-চারী (চক্রবর্তী সাহেব ; সেন সাহেব)। (বাবু দ্রঃ)। (স্ত্রী. সাহেবা ; বিবি ; মেম)। বি. সাহেবি। বিণ. সাহেবী। **সাহেব-সুবো**—পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ; (সাহেব-সুবোদের বাগাতে জানে)। **সাহেবান**—সাহেব শব্দের বহুবচন, মহাশয়গণ।
সাহেবি—ইউরোপীয় চালচলন, ইউরোপীয় ধরণের বিলাসিতা। **সাহেবী**—ইয়োরোপীয় ধরণের (সাহেবী কেতা ; সাহেবী বাংলা—ইয়োরোপীয়দের বিকৃত উচ্চারণ-যুক্ত বাংলা)। **সাহেবিয়ানা**—ইয়োরোপীয় ধরণের শৌখীনতা ; সাহেবী চালচলন।

সিউলি—শিউলি ; (প্রাদেশিক) যাহারা খেজুরের গাছ কাটিয়া গুড় তৈরি করে ('সিওলী' বা 'সিয়লী'-ও বলা হয়) ।

সিং—সিংহ, প্রধান, প্রবল (রামসিং ; সিংদরজা ; তিনি এলেন এক সিং হয়ে—গ্রাম্য) ।

সিংগার—সিঙার । **সিংগাসন**—সিংহাসন (গ্রাম্য) । **সিংগি, সিঙ্গি**—সিংহ (কথ্য—সিঙ্গির মামা ভোম্বলদাস) ; উপাধি-বিশেষ (সিঙ্গির বাগান) । **সিংদরজা**—সিংহদ্বার ।

সিংহ—[হিন্‌স্ (হিংসা করা) + অচ্] সুপ্রসিদ্ধ হিংস্র পশু, কেশরী, পশুরাজ (স্ত্রী. সিংহী) ; অন্য শব্দের পরে বসিলে) শ্রেষ্ঠ (পুরুষসিংহ ; বীরসিংহ) ; উপাধি-বিশেষ (ক্ষত্রিয়ের ও কায়স্থের) ; রাশি-বিশেষ । **সিংহগ্রীব**—সিংহের গ্রীবার মত যাহার গ্রীবা । **সিংহতল**—যোড়হাত । **সিংহদ্বার**—প্রধান প্রবেশদ্বার, যে দ্বারের উপরে সিংহের মূর্তি আছে । **সিংহ-ধ্বনি**—সিংহনাদ । **সিংহবাহিনী**—সিংহ যে দেবতার বাহন, দুর্গা । **সিংহবিক্রম**—সিংহের মত বিক্রম ; সিংহের মত বিক্রম যাহার (সিংহবিক্রান্ত—সিংহের মত বিক্রমশালী) । **সিংহভাগ**—lion's share, শ্রেষ্ঠ অংশ, বড়-ভাগ । **সিংহমুখ**—হস্তীর ভূষণ-বিশেষ ; সিংহের মুখ । **সিংহযানা**—সিংহবাহিনী । **সিংহ-শয্যা**—দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া অর্ধশায়িত হওয়ার ভঙ্গি । **সিংহশিশু**—সিংহের শাবক ; বীরের সন্তান, যে ভবিষ্যতে বীর হইবে ; বীর সিংহের সিংহ-শিশু—সত্যেন দত্ত) ।

সিংহল—ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ দ্বীপ, Ceylon । [শ্রেষ্ঠ আসন (হৃদয়-সিংহাসন) ।

সিংহাসন—সিংহযুক্ত আসন ; রাজার আসন ;

সিংহিনী—সিংহী (কথ্য) । **সিংহিকা**—রাহুর মাতা (সিংহিকাসুনু—রাহু) ।

সিঁচগাড়ী—জল সেঁচিয়া ফেলিবার জন্য বাঁধের কোলে যে ছোট গর্ত করা হয় ।

সিঁড়ি,-ড়ী—(সং. শ্রেণী) সোপান, ছাদে উঠিবার পৈঠা (সিঁড়ি ভাঙ্গা—সিঁড়ি বাহিয়া কষ্টে উপরে উঠা) ।

সিঁতা,-তি,-থা,-থি—(সং. সীমন্ত) সীমন্ত, মাথার চুল আঁচড়াইয়া ভাগ করিলে যে মধ্যরেখা হয় (সিঁতা কাটা ; সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক) । **সিঁতাপাটী, সিঁথি**—সিঁথার গহনা-বিশেষ ।

সিঁদ,-ধ—(সং. সন্ধি) ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য ঘরের ভিত্তিতে চোর যে ছিদ্র করে (সিঁদ কাটা, সিঁদ দেওয়া) । **সিঁদকাটি, সিঁদকাঠি**—সিঁদ কাটিবার লোহের অস্ত্র, jemmy । **সিঁদের মুখে বা মোহনায় চোর ধরা**—যখন অপরাধ করিতেছে তখনই ধরা, to catch red-handed । **সিঁদেল, সিঁধেল**—যে সিঁদ দেয় (সিঁদেল চোর—বড় দরের চোর, বিপ. ছিঁচকে চোর) ।

সিঁদুর—(সিন্দুর) সুপরিচিত লোহিত চূর্ণ, হিন্দু নারীর এয়োতির চিহ্ন (সিঁদুর পরা, সিঁদুর দেওয়া) । বিণ. সিঁদুরিয়া, সিঁদুরে (কথ্য, সিঁদরে—সিঁদরে আম) । **ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়**—যে বিপদ ভোগ করিয়াছে সে অনুরূপ বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে আতঙ্কিত হয় ।

সিকতা—(সং.) বালুকা ; বালুকাময় দেশ (সিন্ধু-সিকতা) । বিণ. সিকতাময়,-বান্, সিকতিল—বালুকাময়, বেলে ।

সিকা, সিকি—টাকার চারি ভাগের এক ভাগ, এক-চতুর্থ অংশ (পাঁচসিকা ; সিকিভরি ; সিকিটা) । **সিকি-পয়সা**—একটুকুও না (সিকি-পয়সা বিশ্বাস করিনে) ।

সিক্কা—(আ. সিক্কাহ্) মুদ্রার উপরে যে রাজকীয় ছাপ দেওয়া হয় ; প্রচলিত মুদ্রা, বাদশাহী আমলের অথবা কোম্পানীর আমলের ভারতীয় টাকা । **বিরাশি সিক্কা ওজনের**—মাত্রাতিরিক্ত, খুব ভারী (বিরাশি সিক্কা ওজনের এক কিল পিঠে পড়িল) ।

সিক্ত—(সিচ্ + ক্ত) আর্দ্রীকৃত, ভিজা (অশ্রু-সিক্ত নয়ন) ।

সিক্থ—(সিচ্ + থক্) মোম ; অন্নের গ্রাস (সিক্থদ্বয়—দুই গ্রাস অন্ন) ।

সিক্নি—শিঙ্ঘান, নাকের কফ ।

সিগন্যাল—(ইং. signal) সংকেত-চিহ্ন বা যন্ত্র । **সিগন্যাল ডাউন হওয়া**—রেল-লাইনের সাংকেতিক যন্ত্রের পাখা ঝুলিয়া পড়া, ইহার দ্বারা গাড়ী আসার সংকেত দেওয়া হয় ।

সিগারেট—(ইং. cigarette) সুপরিচিত কাগজে জোড়া ছোট চুরুট । **সিগারেট ফোঁকা**—স্ফূর্তি করিয়া সিগারেট খাওয়া, বিশেষতঃ অল্প বয়সে (ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়) ।

সিজ, সীজ—(সং. সিহুণ্ডা) মনসা গাছ, স্নুহী বৃক্ষ (ঘোড়া সিজ ; তেকাটা সিজ)।

সিজা—সিদ্ধ হওয়া (ভাল সেজে নাই ; ক্ষার সিজানো—ক্ষার-জলে কাপড় দিয়া সিদ্ধ করা) ; সিদ্ধ (সিজা ধান)।

সিজিল—(হি. সজিলা—সুন্দর, সুগঠিত) শৃঙ্খলা-বদ্ধ, পরিপাটি (জিনিষপত্র সিজিল করে রাখা) ; শৃঙ্খলা, সুবিন্যাস (কাজে কোন সিজিল নাই)।

সিঞা—(সং. সীবন) সেলাই করা (কাপড় সিঞানো)।

সিঞ্চন—সেচন (অসাধু, কিন্তু সুপ্রচলিত)। **সিঞ্চা, সিঁচা, সেঁচা**—সেচন করা। বিণ. সিঞ্চিত —(সাধু—সিক্ত) যাহাতে জল সেচন করা হইয়াছে। [সিটে বসেছিলাম)।

সিট—(ইং. seat) বসিবার স্থান (সামনের

সিট্‌কানো—(সং. সঙ্কোচন) কুঞ্চিত করা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ইত্যাদির জন্য নাসিকাদি কুঞ্চিত করা (নাক সিট্‌কানো ; দাঁত সিট্‌কানো—ক্রোধে দাঁত খিচানো)। বি. সিট্‌কানি। (গ্রাম্য—সিকটানি)।

সিণ্ডিকেট—(ইং. Syndicate) বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রভৃতির পরিচালক-সভা (যুদ্ধ হতো সেনেট-সিণ্ডিকেটে—রবি)।

সিত—(সং.) শ্বেতবর্ণযুক্ত, শুক্ল ('সিতাসিত দুই পক্ষ' ; সিত-চন্দন-পঙ্কে ; রৌপ্য। **সিতকণ্ঠ** —ডাহুক। **সিতকর**—চন্দ্র (বহুব্রী)।

সিতকুঞ্জর—শ্বেতহস্তী। **সিতগুঞ্জা**—সাদা কুঁচ। **সিতচ্ছত্র**—শ্বেতবর্ণের ছত্র ; রাজচ্ছত্র। **সিতচ্ছদ**—(বহুব্রী) রাজহাঁস (সিতচ্ছদা—শ্বেত দূর্বা)। **সিতপক্ষ**—শুক্লপক্ষ (কর্মধা) ; হংস (বহুব্রী)। **সিতপুষ্প**—কাশ (সিত-পুষ্পা—মল্লিকা ; সিতপুষ্পী—শ্বেত অপরাজিতা)।

সিতমণি—চন্দ্রকান্তমণি। **সিতরঞ্জন**—পীত-বর্ণ। **সিতরশ্মি,-রুচি**—চন্দ্র। **সিত শর্করা**—খুব সাদা চিনি, পদ্ম চিনি। **সিত-শূক**—যব। **সিতসিন্ধু**—(শ্বেতনদী) গঙ্গা।

সিতকার—শীৎকার।

সিতা—(সং.) শর্করা ; মিছরি ; শ্বেতদূর্বা ; সুন্দরী ; মল্লিকা ; জ্যোৎস্না ; সুরা। **সিতাংশু**—চন্দ্র (বহুব্রী)। **সিতাখণ্ড**—মধুজাত শর্করা ; মিষ্টান্ন-বিশেষ ; মিছরি। **সিতাভোগ**—বর্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন, ঘৃত, ময়দা, ক্ষীর, প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত হয়। **সিতাদি**—শর্করার আদি, গুড়।

সিতানন—যাহার মুখ শাদা ; গরুড়।

সিতাব—(ফা. শিতাব) সত্বর, শীঘ্র। বি. সিতাবি—সত্বরতা। (পুঁথি সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যবহৃত)।

সিতি—(সং. শুক্লবর্ণ ; কৃষ্ণবর্ণ (শিতি দ্রঃ)। **সিতিকণ্ঠ**—শিতিকণ্ঠ দ্রঃ।

সিদ্ধ—[সিধ্‌ (নিষ্পন্ন হওয়া)+ক্ত] নিষ্পন্ন, সফল (উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল) ; প্রমাণীকৃত (সিদ্ধ পক্ষ ; যুক্তিসিদ্ধ) ; তপ্তজলে পক্ব, boiled (আলু সিদ্ধ করা) ; নিপুণ, কৃতবিদ্য (সিদ্ধ-হস্ত) ; তপস্যার দ্বারা যিনি পরম তত্ত্ব জানিয়াছেন, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন (সিদ্ধ পুরুষ ; মন্ত্রসিদ্ধ ; সিদ্ধ কবচ) ; মন্ত্রাদির দ্বারা যিনি পিশাচাদি বশীভূত করিয়াছেন (পিশাচ-সিদ্ধ) ; দেবযোনী-বিশেষ ; জ্যোতিষে যোগ-বিশেষ। **সিদ্ধকাম**—যাহার কামনা চরিতার্থ হইয়াছে। **সিদ্ধজল**—যে জল আগুনে ফুটানো হইয়াছে, boiled water। **সিদ্ধরস**—পারদ। **সিদ্ধপক্ষ**—যে পক্ষের বক্তব্য প্রমাণীকৃত হইয়াছে। **সিদ্ধবিদ্যা**—কালী, তারা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা। **সিদ্ধপীঠ** —যে স্থানে লক্ষ বলি, কোটি সংখ্যক হোম এবং তৎপরিমিত মহাবিদ্যা জপ হইয়াছে। **সিদ্ধ-ভূমি**—সিদ্ধদেশ স্থান। **সিদ্ধযোগী**—মহাদেব।

সিদ্ধাই, সিদ্ধা—সিদ্ধ, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন (গ্রাম্য)।

সিদ্ধান্ত—পূর্বপক্ষ নিরসনপূর্বক সিদ্ধপক্ষ স্থাপন, মীমাংসা, জ্যোতিষ-শাস্ত্র-বিশেষ (সূর্য সিদ্ধান্ত) ; পণ্ডিতের উপাধি। বিণ. সিদ্ধান্তিত।

সিদ্ধার্থ—যাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে ; বুদ্ধদেব ; প্রসিদ্ধার্থ। **সিদ্ধাশ্রম**—বিষ্ণুর তপোবন ; বিশ্বামিত্রের আশ্রম। **সিদ্ধাসন**—যে আসনে যোগীর সিদ্ধিলাভের আনুকূল্য হয়।

সিদ্ধি—নিষ্পত্তি, সফলতা (উদ্যোগে কার্যসিদ্ধি ; উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল) ; জয়লাভ, রাজাদিগের ত্রিবিধ সিদ্ধি (প্রভাবসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, উৎসাহ-সিদ্ধি) ; যোগ-বিশেষ ; মোক্ষ প্রাপ্তি, অলৌকিক শক্তি লাভ (অষ্টসিদ্ধি) ; ভাঙ (অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ—ভারতচন্দ্র) ; অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পাদুকা। **সিদ্ধিখোর**

—ভাঙখোর। **সিদ্ধিদাতা**—যিনি সাফল্য দান করেন, গণেশ (স্ত্রী. সিদ্ধিদাত্রী—দুর্গা)। **সিদ্ধিযোগ**—জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুযায়ী যোগ-বিশেষ। **সিদ্ধেশ্বরী**—দেবী-বিশেষ।

সিধা, সিধে—(হি. সীধা; সংশুদ্ধ) অবক্র, সোজা, সহজ, সরল, (হোক রে সিধা কুটিল দ্বিধা যত—রবি: সিধা চলে যাও; শায়েস্তা (ধাক্কায় পড়ে দুদিনেই সিধা হয়ে যাবে); অসিদ্ধ চাউল, ডাল, ঘৃত, লবণ, কাঁচা তরিতরকারি প্রভৃতি যাহা রান্না করিয়া খাইবার জন্য দেওয়া হয় (ব্রাহ্মণকে সিধা দেওয়া)। **সিধাসিধি**—সোজাসুজি। **সাদাসিধা**—সাদা দ্রঃ। (এই সিধে কথাটা বোঝো না, সিধে পথ)]।

সিনকোনা—(ইং. cinchona) বৃক্ষ-বিশেষ, ইহার ছাল হইতে কুইনাইন তৈরী হয়।

সিনা—(ফা. সীনা) বক্ষ। **সিনা চাক হওয়া**—হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া। **সিনাজুরি**—গা-জুরি, জবরদস্তি।

সিনান—(সং. স্নান) স্নান (বৈষ্ণব-কবিতায় ব্যবহৃত—অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলই গরল ভেল—চণ্ডীদাস)।

সিনেট, সেনেট—(ইং. senate) মন্ত্রণা-সভা; বিশ্ববিদ্যালয়াদির পরিচালক-সভা-বিশেষ (সিনেট হাউজ)।

সিনেমা—(ইং. cinema) চলচ্চিত্র। **সিনেমা-স্টার**—সিনেমার লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা বা অভিনেত্রী।

সিন্দুক, সিন্ধুক—(আ. স'ন্দুক') বড় ও মজবুত কাঠের বাক্স। **লোহার সিন্দুক**—লোহার পাত দিয়া তৈরি অতিশয় মজবুত বাক্স-বিশেষ (লোহার সিন্দুকে রাখা—লোহা দ্রঃ)।

সিন্দূর—(সং. সিঁদুর) সুপরিচিত রক্তবর্ণ চূর্ণ। **সিন্দূর-তিলকা**—(বহুব্রী) সধবা নারী।

সিন্ধিয়া—গোয়ালিয়রের রাজার উপাধি।

সিন্ধু—[স্যন্দ্ (ক্ষরিত হওয়া)+উ] সমুদ্র (জীবন-প্রবাহ কালসিন্ধু পানে ধায়—মধু); সিন্ধুনদ; সিন্ধুদেশ; রাগিণী-বিশেষ; গজমদ। **সিন্ধুড়া**—রাগিণী-বিশেষ। **সিন্ধুবার**—নিসিন্দা গাছ; সিন্ধুদেশীয় বা পারস্যদেশীয় উত্তম অশ্ব। **সিন্ধু শয়ন**—(বহুব্রী) বিষ্ণু।

সিপাই, সিপাহী, সিফাই—(ফা. সিপাহ্) সৈনিক; অস্ত্রধারী শান্তিরক্ষক। **সিপাহী-শান্ত্রী**—সৈনিক ও প্রহরী। **সিপাহী-বিদ্রোহ**—১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ভারতীয় সৈনিকদের বিখ্যাত বিদ্রোহ। (সেপাই দ্রঃ)। **সিপাহ্‌শালার**—সেনাপতি।

সিভিল কোর্ট—(ইং. Civil Court) দেওয়ানী আদালত। **সিভিল প্রসিডিওর কোড**—(ইং. Civil Procedure Code) দেওয়ানী কার্যবিধি। **সিভিল সার্জন**—সার্জন দ্রঃ।

সিম—(সং. সিম্ব) শিম। (বহু অঞ্চলে ছিম বলা হয়)।

সিমেণ্ট—(ইং. cement) বিলাতী মাটি, চুণ ও মাটি হইতে প্রস্তুত সুপরিচিত চূর্ণ, দালানের মেঝে প্রভৃতি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

সিয়া—(ফা. সিয়াহ্) কৃষ্ণবর্ণ (নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া—নজরুল)। **সিয়াই, সিয়াহী**—কালি।

সিরকা—(ফা. সির্‌কা) আঙ্গুর, গুড় প্রভৃতির গাঁজানো অম্লরস-বিশেষ, vinegar।

সিরক্কো—(It. Sirocco; আ. শরক'—পূর্ব) আফ্রিকা হইতে ইতালীর দিকে প্রবাহিত উষ্ণ জলীয় বায়ু; মরুভূমির বালুকাপূর্ণ প্রবল ঝটিকা।

সিলাই, সেলাই—সীবন, সূচিকর্ম।

সিল্ক—(ইং. silk) রেশম, গরদ, ক্ষৌম (মুর্শিদাবাদের সিল্ক)।

সিসৃক্ষা—(সৃজ্+সন্+অ+আ) সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা। বিণ সিসৃক্ষু—নির্মাণেচ্ছু।

সীঁতা, সীঁতি—সীমন্ত (সীঁতার সিঁদুর)। **সীঁথি**—সীমন্তের গহনা-বিশেষ।

সীতা—[সি (ভূমি খনন করা)+ক্ত+আপ্] লাঙ্গল-চিহ্নিত রেখা, furrow; জনকনন্দিনী ও রামচন্দ্রের পত্নী (সীতামুখে সমুদ্ভূতা বলিয়া); লক্ষ্মী; স্বর্গগঙ্গার শাখা-বিশেষ; দুর্গা; মদ্য। **সীতাকান্ত, -পতি, -নাথ**—রামচন্দ্র। **সীতাকুণ্ড**—উষ্ণপ্রস্রবণ-বিশেষ, চট্টগ্রামের বিখ্যাত অঞ্চল ও পাহাড়। **সীতাভোগ**—সিতাভোগ দ্রঃ।

সীন—(ইং. scene) রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট।

সীপ—(সং) সিপ দ্রঃ; জলপাত্র-বিশেষ, কোশা; ছোট নৌকা-বিশেষ।

সীবন, সিবন—[সিব্ (সেলাই করা)+অনট্] সূচীকর্ম, সেলাই করা; লিঙ্গাগ্র হইতে গুহ্য পর্যন্ত

সীবন বা সূত্রাকার নাড়ী। **সীবনী**—সূচী। **সিব্য**—সেলাই করিবার যোগ্য (**সিব্যক্রিয়া**—শরীরের ক্ষত বা অস্ত্রকরা চর্ম সেলাই করা)। স্যূত দ্রঃ।

সীমন্ত—(সীমন্+অন্ত—নিপাতনে) কেশবীথি, সিঁথি; সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার। **সীমন্তক**—সিন্দুর। **সীমন্তিকা**—সীঁতাপাটি। বিণ. সীমন্তিত। **সীমন্তিনী**—সধবা নারী। **সীমন্তোদ্ধরণ**—(ষষ্ঠীতৎ.) সিঁথির সিঁন্দুর তুলিয়া ফেলা, বৈধব্য ঘটা। **সীমন্তোন্নয়ন**—(বহুব্রী.) গর্ভিণীর প্রথম গর্ভের চতুর্থ ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে অনুষ্ঠিত সংস্কার-বিশেষ।

সীমা—[সি (বন্ধন করা)+মন্] অন্ত, অবধি (দুঃখের আর সীমা নাই; আপনি ভব্যতার সীমা অতিক্রম করছেন); সীমানা; জমির আল বা চৌহদ্দি; বেলা, তীর। **সীমানা**—সীমা, অন্ত, আল, চৌহদ্দি (সীমানাসহ বন্ধ)। **সীমা-গিরি**—সীমা-নির্দেশক পর্বত। **সীমা নির্ণয়**—সীমা নির্ধারণ। **সীমা-পরিসীমা**—অবধি, অন্ত (লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা থাকবেনা)। **সীমাবদ্ধ**—সীমার দ্বারা পরিমিত, সংকীর্ণ (সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা)। **সীমাশূন্য**—অসীম।

সীমান্ত—দেশের শেষ সীমা, সীমান্তে অবস্থিত অঞ্চল, frontier।

সীল—(ইং. seal) মোহর, stamp (চিঠিখানির উপর অনেক ডাকঘরের সীল পড়েছে; সীল-করা চিঠি; আদালতের তরফ হইতে সম্পত্তি-আদি সীল করা—আটক করা)। **সীলমোহর**—গালার সাহায্যে বিশেষ চিহ্ন দিয়া আটকাইবার সুপরিচিত বস্তু। **সীলমারা**—মোহর দিয়া বন্ধ করা (মালিক ভিন্ন আর কেহ যেন না খোলে, এরূপ নির্দেশজ্ঞাপক।

সীস, সীসক, সীসা—সীসাধাতু, lead।

সু—(উপসর্গ) শুভ, মঙ্গল, উত্তম, অনায়াস, আতিশয্য ইত্যাদি জ্ঞাপক (সুসংবাদ; সুকেশী; সুমধ্যমা; সুকর; সুকঠিন); (প্রাচীন বাংলায় 'সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস', 'সুদুষ্কর' শব্দের ব্যবহারও আছে); পাদ পূরণেও ব্যবহৃত হয় (সুচন্দ্রানন—মধু)।

সুই, সুঁই—(সূচী) ছুঁচ।

সুইচ—(ইং. switch) বৈদ্যুতিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিবার সুপরিচিত চাবি (সুইচ অফ্ করা—চাবি টিপিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ বন্ধ করা)।

সুঁদরবুনে—সুন্দরবনের (বাঘ)। **সুঁদরি**—বৃক্ষ-বিশেষ।

সুঁদি—(সং. সৌগন্ধিক) শ্বেত কুমুদ।

সুকঠিন—অতিশয় কঠিন, দুঃসাধ্য। **সুকণ্ঠ**—(বহুব্রী.) যাহার কণ্ঠস্বর সুন্দর। (স্ত্রী. সুকণ্ঠা, সুকণ্ঠী)।

সুকতলা, সুখতলা—জুতার ভিতরকার কোমল চর্ম-বিশেষ। [কবি।

সুকবি—যিনি ভাল কবিতা লেখেন; উচ্চ শ্রেণীর

সুকর—(সু—কৃ+খল) অনায়াসসাধ্য, সুখসাধ্য (বিপ. দুষ্কর); বরেণ্য হস্ত (সুকরকমলে)।

সুকর্ম—(প্রাদি সমাস) সৎকর্ম। **সুকর্মা**—(বহুব্রী) কর্মকুশল, সৎকর্মশীল; বিশ্বকর্মা; জ্যোতিষে যোগ-বিশেষ। জাহাজের কর্ণধার।

সুকানী, সুখানী—(আ. সুক্কান—হাল)

সুকান্তি—(প্রাদি-সমাস) সুন্দর কান্তি; (বহুব্রী) সুদর্শন। **সুকীর্তি**—(প্রাদি সমাস) সুখ্যাতি; কীর্তিমান্ (বহুব্রী)।

সুকুমার—(সুপ্‌সুপা) অতি কোমল (সুকুমার-মতি বালক-বালিকা, সুকুমার দেহগন্ধ—রবি; কুসুমসুকুমার); সুন্দর বালক; (অলঙ্কারে) গুণ-বিশেষ। বি সৌকুমার্য)। **সুকুমারী**—উত্তমা কন্যা। **সুকুমার বিদ্যা**—Polite Learning, Fine Arts, কাব্য, ললিতকলাদি চিত্তরঞ্জনী বিদ্যা। [কর্মকুশল।

সুকৃৎ—(সু—কৃ+ক্বিপ্) সুকৃতকারী, পুণ্যবান্;

সুকৃত—যাহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সুনির্মিত; পুণ্যকর্মা; পুণ্যকর্ম (সুকৃত দুষ্কৃত); ধর্ম; ভাগ্য। **সুকৃতাত্মা**—পুণ্যাত্মা।

সুকৃতি—(প্রাদি সমাস) সৎকর্ম, পুণ্য, ধর্ম, সৌভাগ্য; (বহুব্রী) পুণ্যকর্মা, ধার্মিক।

সুকৃতী—ধার্মিক; পুণ্যবান্; সৌভাগ্যশালী।

সুকৃত্য—(প্রাদি সমাস) সৎকার্য।

সুকেশ—(বহুব্রী) উত্তম কেশযুক্ত (স্ত্রী. সুকেশা, সুকেশী)।

সুকৌশল—উত্তম কৌশল। **সুকৌশলে**—নিপুণতার সহিত, চতুরতার সহিত।

সুক্তো, সুক্তো—(সং. সুতিক্ত) তিক্তস্বাদ ঝোল-বিশেষ (সুক্তুনি-ও বলা হয়)।

সুখ—[সুখ্ (হৃষ্ট হওয়া)+অল] আরাম, শান্তি,

স্বাচ্ছন্দ্য, স্ফূর্তি, আনন্দ (সুখে থাকতে ভূতে কিলায়; মনের সুখই সুখ; ভালবাসা, ওগো দেবকুল, সে কী সুখ!—গোটে); আরামদায়ক, তৃপ্তিকর, অনায়াসসাধ্য (সুখশয্যা; সুখতলা; সুখভেদ্য)। **সুখকর**—সুখদায়ক; সুসাধ্য। **সুখগম্য**—সুগম। **সুখচর**—সুখে বিচরণকারী, সুখে সঞ্চরণশীল। **সুখচ্ছায়**—যাহার ছায়া আরামদায়ক। **সুখদ**—আনন্দদায়ক, আরামদায়ক; যিনি সুখদান করেন, বিষ্ণু (স্ত্রী. সুখদা—স্বর্বেশ্যা)। **সুখধাম**—সুখের স্থান। **সুখপাঠ্য**—যাহা সহজে পড়া যায়; যাহা পড়িতে ভাল লাগে। **সুখবাদী**—সুখভোগই জীবনের শ্রেষ্ঠকাম্য, এই মতবাদ যাহাদের। **সুখবাস**—সুখকর বসতি; শহুরে, ভদ্র বাসিন্দা (বিপ. বাজারে—যাহারা বাজারে ছোটখাট ব্যবসা করে)। **সুখরবি**—সুখ-সৌভাগ্যরূপ সূর্য। **সুখরাত্রি**—দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রি। **সুখলেশ**—সামান্য সুখ। **সুখশয়ন**—সুখনিদ্রা, সুখশয্যা। **সুখশান্তি**—আরাম-আয়েস ও শান্তি। **সুখসংবাদ**—আনন্দ-সংবাদ। **সুখ-সম্পদ**—আরাম ও ঐশ্বর্য। **সুখসাধ্য**—সুকর। **সুখসুপ্ত**—আরামে নিদ্রিত। **সুখ-সৌভাগ্য**—আরাম-আয়েস ও ঐশ্বর্য। **সুখস্পর্শ**—যাহার স্পর্শ আরামদায়ক। **সুখস্মৃতি**—আনন্দপূর্ণ স্মৃতি। **সুখস্বাচ্ছন্দ্য**—আরাম ও স্বাধীনতা। **সুখস্বপ্ন**—সুখদায়ক কল্পনা। **সুখে থাকতে ভূতে কিলায়**—নিজের স্বভাবদোষে যাহারা বিপদে বা গোলমালে পড়ে, তাহাদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি। **সুখের মুখ দেখা**—জীবনে কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা (সুখের মুখ তো কোন দিন দেখিনি)।

সুখবর—শুভ সংবাদ; (ব্যঙ্গে) দুঃসংবাদ (খুব সুখবর দিলে)। **সুখা**—শুষ্ক তামাকপাতাচূর্ণ, সুর্তি, খৈনি।

সুখাগার—সুখের স্থান; সুখশান্তিপূর্ণ গৃহ। **সুখাদ্য**—উত্তম খাদ্য; তৃপ্তিকর খাদ্য। **সুখাধার**—সুখস্থান; স্বর্গ।

সুখানুভব, সুখানুভূতি—সুখের বোধ। **সুখান্বেষণ**—সুখ খোঁজা। **সুখাবহ**—সুখজনক, প্রীতিকর। **সুখারাধ্য**—(সুপ্‌সুপা) যাহার আরাধনা বা পূজা কৃচ্ছ্রসাধ্য নয় (বিপ. দুরারাধ্য)। **সুখারোহ,-ণ**—যাহা আরোহণ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না (বিপ. দুরারোহ)। **সুখার্থ**—সুখের জন্য (সুখার্থী—সুখকামী)। **সুখাসন**—বসিবার আরামদায়ক স্থান বা অবস্থিতি; যোগের আসন-বিশেষ, পদ্মাসন। **সুখাসীন**—(সুপ্‌সুপা) আরামে উপবিষ্ট, সুখে অধিষ্ঠিত (ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে সুখাসীন ক্রোড়পতি)। **সুখাস্বাদ**—(ষষ্ঠীতৎ) সুখের আস্বাদ বা উপভোগ; তৃপ্তি ও আনন্দদায়ক আস্বাদ (কর্মধা)।

সুখিত—(সুখ+ইতচ্) সুখী (বিপ. দুঃখিত)। **সুখী**—সুখযুক্ত, সন্তুষ্ট (তুমি ক্রোড়পতি হইতে পার, কিন্তু তুমি কি সুখী?); প্রীতিমান্, খুশী (শিখীসহ শিখিনী সুখিনী নাচিত দুয়ারে মোর—মধু)।

সুখৈশ্বর্য—সুখ ও ধনসম্পদ। **সুখোৎপত্তি**—সুখের উদ্ভব, সুখলাভ। **সুখোৎসব**—সুখময় উৎসব; (সুখ উৎসব যাহার—বহুব্রী); স্বামী, পতি। **সুখোদয়**—সুখের আবির্ভাব, সুখ উপলব্ধি। **সুখোষ্ণ**—যাহার উষ্ণতা সুখকর।

সুখ্যাতি—সুযশ, সুনাম। বিণ. সুখ্যাত।

সুগঠন—(বহুব্রী) যাহার গঠন সুন্দর; সুন্দর গঠন বা আকৃতি (কর্মধা)। **সুগঠিত**—সুন্দর গঠনযুক্ত।

সুগত—বুদ্ধদেব; সুন্দর গতি-বিশিষ্ট (বহুব্রী)। **সুগতি**—সদ্গতি; সুন্দর গতি-বিশিষ্ট।

সুগন্ধ—যাহার গন্ধ সুন্দর, কিন্তু স্বাভাবিক নয় (সুগন্ধ পবন); চন্দন-বৃক্ষ; গন্ধক; নীলোৎপল, জিরা। **সুগন্ধা**—তুলসী, মাধবীলতা, শ্যামালতা, মল্লিকা প্রভৃতি। **সুগন্ধি**—স্বাভাবিক গন্ধযুক্ত (সুগন্ধি পুষ্প); সুন্দর গন্ধযুক্ত, সুরভিত (সুগন্ধি বায়ু; সুগন্ধি সলিল); গন্ধদ্রব্য; চন্দন; গন্ধতৃণ; ধনিয়া।

সুগভীর, সুগম্ভীর—অতিশয় গভীর, গাম্ভীর্যযুক্ত (সুগভীর অরণ্য; সুগম্ভীর তত্ত্ব)।

সুগম—(সু—গম্+অল) অনায়াসলভ্য, সহজে জ্ঞেয় (বিপ. দুর্গম)। **সুগম্য**—সুগম; সহজবোধ্য। **সুগহন**—(সুপ্‌সুপা) সুগভীর, অতি গহন।

সুগুপ্ত—(সুপ্‌সুপা) গোপনে রক্ষিত, সুরক্ষিত।

সুগৃহ—সুন্দর গৃহ; শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ গৃহ; (বহুব্রী) বাবুই পাখী।

সুগৃহীত—(সুপ্‌সুপা) দৃঢ়ভাবে ধৃত, যাহার উচ্চারণ মঙ্গলজনক। (**সুগৃহীতনামা**—যাঁহার নামগ্রহণ শুভকর, প্রাতঃস্মরণীয়)।

সুগোল—সুন্দরভাবে গোলাকার, সুগড় (সুগোল ললাট ; সুগোল বাহু)।

সুগ্রীব—(বহুব্রী) উত্তম গ্রীবাযুক্ত ; শিব ; ইন্দ্র ; রাজহাঁস ; বীর ; কৃষ্ণের অশ্ব-বিশেষ; কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি।

সুচরিত—উত্তম চরিত্র বা আচরণ ; উত্তম চরিত্রযুক্ত, সচ্চরিত্র। **সুচরিতেষু**—প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন কনিষ্ঠের নিকট লিখিত পত্রের পাঠ, জ্যেষ্ঠকে সাধারণতঃ 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' 'মান্যবরেষু' লেখা হয়। **সুচরিত্র**—(বহুব্রী) যাহার চরিত্র সুন্দর, সচ্চরিত্র (স্ত্রী. সুচরিত্রা—সৎস্বভাবা, সাধ্বী)।

সুচারু—(সুপ্‌সুপা) সুমনোহর, কমনীয়, পরিপাটি। **সুচারুরূপে**—সুন্দর রূপে।

সুচিক্কণ—সুমসৃণ, চক্‌চকে, যেন তেল চুয়াইয়া পড়ে এমন। **সুচিত্র**—(বহুব্রী) সুন্দর চিত্রযুক্ত ; নানাবর্ণযুক্ত। **সুচিত্রক**—মাছরাঙা পাখী, চিত্রসর্প। **সুচিত্রা**—ফুটি, কাঁকুড়। **সুচিত্রিত**—নিপুণভাবে চিত্রিত।

সুচিন্তা—সুন্দর ভাব-কল্পনা ; good idea, কল্যাণ-চিন্তা (বিপ. দুশ্চিন্তা)। **সুচিন্তিত**—(সুপ্‌সুপা) সুন্দর বিচার-বিবেচনাযুক্ত, সুপরিকল্পিত (সুচিন্তিত উপায়, সুচিন্তিত প্রবন্ধ ; সুচিন্তিত ঔষধ)।

সুচির—(সুপ্‌সুপা) সুদীর্ঘ (সুচির কাল)। (বিপ. অচির)। | চিন্ত ; সতর্ক।

সুচেতাঃ,-তা—উদারচিত্ত, মহৎ-হৃদয়, সন্তুষ্ট-

সুছন্দ—সুন্দর শ্রীছাঁদ, সুগঠন (বয়ান সুছন্দ—বিদ্যাপতি)। **সুছাঁদ**—সুছন্দ, সুগঠন।

সুজন—(প্রাদি সমাস) সজ্জন, যাহার উপর বিশ্বাস করা যায়, এমন লোক, সাধু (বিপ. দুর্জন)। **সুজনতা**—সৌজন্য, ভদ্রতা (সুজনতা ঐশ্বর্যের ভূষণ—ভর্তৃহরি)।

সুজনী—(ফা. সোজনী) মোটা সুতার তৈরি বিচিত্রবর্ণ শয্যাস্তরণ-বিশেষ।

সুজন্মা—(বহুব্রী.) বিবাহিত পিতামাতার সন্তান (বিপ. বিজন্মা—গ্রাম্য, বেজন্মা) ; সদ্বংশজাত ; প্রচুর ফসল লাভ (সুজন্মার বৎসর—বিপ. অজন্মা)। [তড়াগবহুলা। -প্রসন্নসলিলা ; প্রচুর জলশালিনী, নদী-

সুজাত—(বহুব্রী.) সদ্বংশজাত, কুলীন ; (সুপ্‌সুপা) সুন্দর, সুবর্ধিত (সুজাতাঙ্গী) ; অযোনিসম্ভূত (সুজাতা বৈদেহী)। **সুজাতা**—তুবরী। [হালুয়া)।

সুজি—(হি. সুজী) গোধুমচূর্ণ-বিশেষ (সুজির

সুট—(ই. suit) ইউরোপীয় পুরুষের পোষাক, কোট-প্যাণ্ট-আদি (র‍্যাঙ্কেনের বাড়ীর সুট) ; (ইং. set) সমবায়, প্রস্থ, সেট (একসুট বোতাম)। **সুটকেশ**—চামড়ার অপেক্ষকৃত ছোট বাক্স বিশেষ (কেম্বিস, টিন প্রভৃতি দিয়াও সুটকেস তৈরি হয়)। **সুটকরা**—(ই. suit) মানানো ; (ইং. shoot) গুলি করা।

সুঠাম—সুন্দর গঠনযুক্ত, অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত (সুঠাম শরীর)।

সুড়ঙ্গ—(সং সুরঙ্গ) মাটির ভিতরকার সরু পথ ; সিঁদ ; সরু গভীর গর্ত (এই অর্থে সোড়ঙ্গ বা সোড়ং বেশি ব্যবহৃত হয়—ভিতরে সোড়ং হয়ে গেছে)।

সুড় সুড়—মৃদু, কিন্তু অস্বস্তিকর গাত্র-কণ্ডুয়নের অনুভূতি, যেন গায়ের চামড়ার উপর দিয়া পিঁপড়া-আদি চলিয়া যাইতেছে, এরূপ অনুভূতি ; লঘুপদে দ্রুত পলায়ন (সুড়সুড় করে পালিয়ে গেল—কথ্য, সুসুড়)। **সুড় সুড় করা**—কণ্ডুয়নের অনুভূতি হওয়া (গলা সুড় সুড় করা—অপ্রিয় কিছু বলিবার জন্য অথবা কলহের জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া। **পিঠ সুড় সুড় করা**—পিঠে কিল-ঘুষি খাওয়ার মত ব্যবহার করা। বি. সুড়সুড়ানি, সুড়সুড়ুনি, সুড়সুড়ি। **সুড়সুড়ি দেওয়া**—মৃদু কাতুকুতু দেওয়া।

সুত—[সু (প্রসব করা) + ক্ত] পুত্র (স্ত্রী. সুতা) ; যুবরাজ। **সুতক**—জননাশৌচ (বিপ মৃতক)।

সুত, সুতা, সুতো, সূতো—সূত্র।

সুতনু—(বহুব্রী.) যাহার দেহ সুন্দর, সুঠাম ; (সুপ্‌সুপা) অতিশয় কৃশ। স্ত্রী. সুতনু,-নূ—শোভনাঙ্গী, সুন্দরী। [তপস্যা।

সুতপা—সূর্য ; উগ্রতপাঃ বা মহাতপাঃ ; উত্তম

সুতরাং—অতএব, এই হেতু, অগত্যা (ব্যাপারটি দুরূহ, সুতরাং আপাততঃ পরিত্যাজ্য) ; (সং.) অধিকতরভাবে, অত্যন্ত।

সুতলি—কার্পাস পাট বা শণ হইতে প্রস্তুত পাকানো সরু রশি ; সুতলির মত হার (গলায় সুতলি)।

সুতহিবুক—বিবাহের যোগ-বিশেষ।

সুতা, সুতো, সূতা—(সং. সূত্র) সূত্র। **সুতা কাটা**—চরকা-আদির সাহায্যে সুতা প্রস্তুত করা।

সুতার—ছুতার। [(সং.) পুত্রবান্।

সুতী—কার্পাস সূত্র-নির্মিত (সুতী কাপড়);

সুতীক্ষ্ণ—(সুপ্ সুপা) অতিশয় তীক্ষ্ণ বা ধারালো; অতিশয় তীব্র (সুতীক্ষ্ণ বাক্য)। **সুতীব্র**—অতিশয় কড়া, অতিশয় উগ্র (সুতীব্র গন্ধ)। **সুতুঙ্গ**—অতিশয় উচ্চ; গ্রহগণের উচ্চাংশ-বিশেষ।

সুদ—(ফা. সুদ,) কুসীদ, interest, ঋণগ্রহণ করিয়া লাভ হিসাবে যে অর্থ দেওয়া হয়। **সুদ কষা**—সুদের হিসাব করা; সুদের হিসাবের শুভঙ্করীর নিয়ম। **সুদখোর**—যে টাকা ধার দিয়া চড়া সুদ গ্রহণ করে (অবজ্ঞার্থক)। **সুদে আসলে**—আসল টাকা ও সুদের টাকা উভয়ই; যাহা ন্যায্য, তাহারও বেশী (যে ব্যবহার করছ, তা সুদে আসলে শোধ যাবে)। বিণ. সুদী (সুদী কারবার, সুদী টাকা)।

সুদক্ষ—অতিশয় নিপুণ বা পটু (সুদক্ষ কারিগর)।

সুদক্ষিণ—(সুপ্ সুপা) অতি উদার, অতি নিপুণ। স্ত্রী সুদক্ষিণা—দিলীপ রাজার পত্নী, উদার-স্বভাবা।

সুদন্ত—(বহুব্রী) যাহার দাঁত সুন্দর। স্ত্রী **সুদন্তা, সুদতী**। **সুদন্তী**—দিক্‌করিণী-বিশেষ।

সুদর্শন, সুদর্শ—(বহুব্রী) সুরূপ, দেখিতে সুন্দর; বিষ্ণুচক্র; তীক্ষ্ণদৃষ্টি। স্ত্রী. **সুদর্শনা**—সুন্দরী; **সুদর্শনী**—অমরাবতী।

সুদাম—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের গোপসখা-বিশেষ।

সুদামত—(আ. স'দ্‌মা—দুঃখ, বিঘ্ন, বিপত্তি) বিপত্তি। **সুদামত পাঠ**—বিপদসূচক নির্দেশ, অন্যথায় ভবিষ্যতে বিপদ হইতে পারে, এরূপ নির্দেশ।

সুদামা—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের গোপসখা-বিশেষ; শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ব্রাহ্মণ-বিশেষ; মেঘ; উত্তম দাতা।

সুদারুণ—(সুপ্ সুপা) অতি দারুণ, নিদারুণ।

সুদিন—শুভদিন; সৌভাগ্যের দিন (আজ তার সুদিন হয়েছে, তাই এমন অহঙ্কার দেখাবে?)। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। (বিপ. দুর্দিন)। **সুদীর্ঘ**—অতিদীর্ঘ।

সুদী—সুদ দ্রঃ।

সুদুঃসহ—(সুপ্ সুপা) অতিশয় অসহ্য। **সুদুর্বহ**—যাহা বহন করা বা সহ্য করা অতিশয় কঠিন। **সুদুর্লভ**—অতি দুষ্প্রাপ্য। **সুদুশ্চর, সুদুষ্কর**—অতিশয় ক্লেশে সম্পাদনীয়। **সুদুস্তর**—যাহা অতিক্রম করা অতিশয় কঠিন। **সুদুঃস্পর্শ**—অতি তীব্র।

সুদূর—অতি দূরবর্তী। **সুদূরপরাহত**—(অতিদূরে ব্যাহত, যাহা ঘটার সম্ভাবনা প্রায় নাই।

সুদৃঢ়—(সুপ্ সুপা) অতিশয় দৃঢ় বা কঠিন, দুচ্ছেদ্য।

সুদৃশ্য—(সুপ্ সুপা) যাহা দেখিতে সুন্দর, সুদর্শন। **সুদৃষ্ট**—যাহা সম্যক্‌রূপে নয়নগোচর হইয়াছে।

সুদ্ধ—(হি. সুদ্ধা) সমেত, সহিত, সকলকে লইয়া বা সবটা মিলাইয়া (ঢাকিসুদ্ধ বিসর্জন, সর্বসুদ্ধ পাঁচশত হইবে, রাজ্যসুদ্ধ লোক এক কথা বলছে, আর তুমি বলছ অন্য কথা)।

সুধন্বা—(বহুব্রী) যাহার ধনুক উত্তম; শক্তিশালী ধনুর্ধারী; বিষ্ণু; বিশ্বকর্মা।

সুধর্ম—(প্রাদি সমাস) শোভন ধর্ম বা ধর্মাচার (সুধর্মসঙ্গত)। **সুধর্মসভা**—সুধর্মা, দেবসভা। [গৃহস্থ।

সুধর্মা—(বহুব্রী) ধর্মপরায়ণ; দেবসভা;

সুধা—[সু (সুখে)—ধে (পান করা) + অ + আ] অমৃত, পীযুষ; সুধার মত মধুর (বাক্য-সুধা); চুণ ('সুধা-ধবলিত গৃহে'); জল; গঙ্গা; পুষ্পরস; বিদ্যুৎ; হরীতকী; জ্যোৎস্না। **সুধাংশু**—(বহুব্রী.) চন্দ্র। **সুধাকণ্ঠ**—মধুর কণ্ঠ, কোকিল। **সুধাকর**—চন্দ্র। **সুধাকার**—যে চুণকাম করে। **সুধাজীবী**—চুণকামকারী, রাজমিস্ত্রি। **সুধাদ্রব**—চুণগোলা জল। **সুধানিধি**—চন্দ্র। **সুধাপঙ্ক**—চুণের লেপ। **সুধাপানি**—ধন্বন্তরি। **সুধাবর্ষী**—অমৃতবর্ষী, অতি স্নিগ্ধকর। **সুধাময়**—সুধাপূর্ণ, প্রাসাদ। **সুধাবাস**—চন্দ্র। **সুধাময়ুখ,-রশ্মি**—চন্দ্র। **সুধামুখী**—মধুরভাষিণী। **সুধারস**—অমৃততুল্য রস, অমৃতময় অনুভূতি (চায় সে আমার কাছে আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে—রবি)। **সুধারুচি**—সুধার মত স্বাদযুক্ত। **সুধাশর্করা**—চুণের ভিতরকার আধপোড়া পাথর। **সুধাশুভ্র**—চুণের মত শাদা। **সুধাসার**—অমৃতবর্ষণ। **সুধা-**

সিন্ধু—অমৃত-সিন্ধু। **সুধাস্পর্ধী**—যাহা সুধাকেও পরাভূত করে (সুধাস্পর্ধিণী বাণী)। **সুধাস্যন্দী**—যাহা হইতে অমৃত ক্ষরিত হইতেছে। **সুধাহর**—গরুড়।

সুধার—(বহুব্রী) তীক্ষ্ণধার, ধারাল। **সুধারা**—আনন্দময় ধারা বা প্রবাহ ('গীত সুধারা')।

সুধী—(শোভন ধী যার—বহুব্রী) পণ্ডিত, বিদ্বান্; জ্ঞানী; সদ্বুদ্ধি। [সুধীরতা।

সুধীর—(সুপ্‌সুপা) ধীর, শান্ত; বিবেচক। বি.

সুনজর—প্রসন্নদৃষ্টি, প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি (সুনজরে দেখা; সুনজরে পড়া))

সুনন্দ—(সুপ্‌সুপা) বিশেষ প্রীতিদায়ক; শ্রীকৃষ্ণের পার্ষচর; বলরামের মূষল; রাজগৃহ-বিশেষ। **সুনন্দা**—পার্বতী; পার্বতীর সখী-বিশেষ; নারী, গোরোচনা।

সুনয়ন—(বহুব্রী.) যাহার চোখ সুন্দর; হরিণ। **সুনয়না**—যে নারীর চোখ সুন্দর; নারী।

সুনাব্য—যাহাতে নৌকায় গমনাগমন অনায়াস-সাধ্য অথবা কোন সময়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

সুনাম—যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি (সুনাম বজায় থাকা)। (বিপ. দুর্নাম)।

সুনাসীর—(যাঁহার অগ্রবর্তী সৈন্য অথবা জয়-শব্দাদি শোভন) ইন্দ্র। (আ. নাসি'র—সাহায্যকারী)।

সুনিদ্র—যাহার নিদ্রা গাঢ়। **সুনিদ্রা**—গাঢ় নিদ্রা, স্বস্তিতে নিদ্রা উপভোগ (সুনিদ্রার ব্যাঘাত হবে না)।

সুনিপুণ—সুদক্ষ। **সুনিভৃত**—জনসমাগম-শূন্য, সুগুপ্ত। **সুনিয়ত**—সুনিয়ন্ত্রিত। **সুনিয়ন্ত্রণ**—দক্ষতার সহিত পরিচালন; সুব্যবস্থা। **সুনিয়ম**—সুন্দর বিধি-ব্যবস্থা।

সুনির্ণীত—সুনিরূপিত। **সুনির্দিষ্ট**—স্পষ্ট নির্দেশযুক্ত, (সুনির্দিষ্ট সীমা)। **সুনির্ধারিত**—সুনির্দিষ্ট।

সুনির্মিত—উত্তমরূপে রচিত। **সুনির্মাণ**—(সুপ্‌সুপা ও বহুব্রী) উৎকৃষ্ট গঠন; সুনির্মিত। **সুনিশ্চয়**—উত্তমরূপে নির্ধারণ, সন্দেহহীনতা। বিণ. **সুনিশ্চিত**—সম্যক্ অবধারিত, সন্দেহ-শূন্য।

সুনিষ্ঠুর—(সুপ্‌সুপা) অতি নিষ্ঠুর।

সুনীতি—(প্রাদি সমাস) উৎকৃষ্ট নীতি, শিষ্ট সমাজের নীতি। (বিপ. দুর্নীতি)।

সুনীল—(সুপ্‌সুপা) গাঢ় নীলবর্ণ (সুনীল আকাশ; সুদূর ঐ সুনীল জল—রবি)।

সুন্দ—অসুর-বিশেষ। সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ—উপসুন্দ দ্রঃ।

সুন্দর—[সু—দৃ (আদর করা)+অ] সুরূপ, রম্য, রুচির, মনোহর (সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে—রবি); সুসঙ্গত, সৌষ্ঠবপূর্ণ, অভিমত (সুন্দর ব্যবস্থা; সর্বাঙ্গসুন্দর; সুন্দর কথাই বলেছে); গৌরবর্ণ (একটি সুন্দর মেয়ে চাই—বিপ. কালো) কামদেব। **সুন্দরম্মন্য**—যে নিজেকে সুন্দর মনে করে। স্ত্রী. **সুন্দরী**, সুন্দরা—সুন্দরী স্ত্রী; ভার্যা; নারী; (**সুন্দরী-ভবন**—অন্তঃপুর) হরিদ্রা; সুন্দরী গাছ।

সুন্দরবন—দক্ষিণ বঙ্গের সুপরিচিত বৃহৎ বন (গ্রাম্য, সোঁদরবন)।

সুন্দি,-ন্দি—সুঁদি, শ্বেতোৎপল।

সুন্নত,-ৎ—(আ.) যাহা ফরজ নহে (ফরজ দ্রঃ) কিন্তু হজরত মোহাম্মদের নির্দেশ বলিয়া করণীয় (বিয়ে করা ফরজ নয়, সুন্নত); ত্বক্‌চ্ছেদ সংস্কার, circumcision (সুন্নত করিয়া নাম যোলাল্য তাজাম—কবিকঙ্কণ; সুন্নত দেওয়া)।

সুন্নী—মুসলমানের সম্প্রদায়-বিশেষ, যাহারা প্রথম চার খলিফাকেই হজরত মোহাম্মদের বৈধ উত্তরাধি-কারী জ্ঞান করে; যাহারা মাত্র চতুর্থ খলিফা হজরত আলীকে বৈধ উত্তরাধিকারী জ্ঞান করে, তাহাদের শিয়া বলা হয়।

সুপ্—সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি ২১টি বিভক্তি, যাহা শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া পদের সৃষ্টি করে (ধাতুর উত্তরে যেসব প্রত্যয় হয় তাহাদিগকে তিঙ্ বলে)।

সুপক্ক—(সুপ্‌সুপা) উত্তমরূপে পক্ক, সুপরিণত, সুসিদ্ধ। **সুপচ**—(সু — পচ্ + খল্) লঘুপাক দ্রব্য। **সুপঠ**—সুখপাঠ্য, legible। **সুপত্র**—শোভন পত্র-বিশিষ্ট (বৃক্ষ); সুন্দর পক্ষযুক্ত; সুন্দর বাহনযুক্ত। **সুপুত্রা**—রুদ্রজটা; শতাবরী; শালপর্নী। [উত্তম পথ্য।

সুপথ, সুপন্থা—সৎপথ, সদুপায়। **সুপথ্য**—

সুপরীক্ষিত—যাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছে (সুপরীক্ষিত পদ্ধতি; সুপরীক্ষিত অমাত্য)।

সুপর্ণ—সুন্দর পক্ষ-বিশিষ্ট; গরুড়; স্বর্ণচূর পক্ষী; কুক্কুট। **সুপর্ণা, সুপর্ণী**—পদ্মিনী; গরুড়-মাতা।

সুপাচ্য—যাহা শীঘ্র পরিপাক করা যায়।
সুপাত্র—যোগ্য ব্যক্তি; বিবাহের যোগ্য পাত্র। স্ত্রী. সুপাত্রী।
সুপারি,-রী—পান খাইবার সুপরিচিত উপকরণ, গুয়া (কথ্য, সুপুরি; সুপুরি লাগা—পান খাওয়ার সময় কখনও কখনও যে বুকে সুপারি আট্‌কায় ও মাথা ঘোরে)।
সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট—(ইং. Superintendent) অধ্যক্ষ, প্রধান পরিচালক।
সুপারিশ—(ফা. সিফারিশ) কাহারও অনুকূলে কিছু বলা, recommendation (সুপারিশ-পত্র; সুপারিশের জোরে চাকুরি)। বিণ. সুপারিশী—অনুরোধযুক্ত।
সুপুত্র—গুণবান্ পুত্র (প্রাদি সমাস); যাহার পুত্র গুণবান্ (বহুব্রী)।
সুপুরুষ—সুদর্শন পুরুষ, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন পুরুষ।
সুপুষ্প—পালিতা মাদার গাছ; শিরীষ বৃক্ষ; লবঙ্গ; হরিদ্রা।
সুপ্ত—স্বপ্ (নিদ্রিত হওয়া)+ক্ত। নিদ্রিত; অচেতন, যাহা সক্রিয় নহে (সুপ্ত প্রবৃত্তি)। **সুপ্তজ্ঞান**—স্বপ্ন। বি. সুপ্তি—নিদ্রা। **সুপ্তোত্থিত**—যে পূর্বে সুপ্ত ছিল, কিন্তু এখন জাগিয়া উঠিয়াছে।
সুপ্রকাশ—প্রকটিত, সুন্দর বা পর্যাপ্ত প্রকাশ। **সুপ্রণালি**—উৎকৃষ্ট প্রণালী বা নিয়ম। **সুপ্রজ্ঞ**—(বহুব্রী) বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী।
সুপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠিত—শোভন স্থিতি বা অবলম্বনযুক্ত, stable, well-established (সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থামত); প্রতিষ্ঠাবান্, খ্যাতি-প্রতিপত্তি সমন্বিত (সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক)।
সুপ্রতিভা—উজ্জ্বল বুদ্ধি। । যুক্তা।
সুপ্রতিষ্ঠা—খ্যাতি-প্রতিপত্তি, খ্যাতি-প্রতিপত্তি-
সুপ্রতীক—(যাহার অবয়ব সুন্দর—বহুব্রী) কামদেব; শোভনাঙ্গ; ঈশান কোণের দিগ্‌গজ।
সুপ্রতীত—(সুপ্‌সুপা) উত্তমরূপে জ্ঞাত, যাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।
সুপ্রতুল—সুপ্রাচুর্য, পর্যাপ্ত কল্যাণ, বরকত (বিপ. অপ্রতুল)।
সুপ্রভাত—(সুপ্‌সুপা) সুন্দর বা কল্যাণযুক্ত প্রাতঃকাল; good morning—এর বাংলা রূপ।
সুপ্রয়োগ—উপযুক্ত বা সার্থক প্রয়োগ। বিণ. সুপ্রযুক্ত।
সুপ্রলাপ—বক্তৃতা, বাগ্মিতা (বাংলায় এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না, ব্যঙ্গে হইতে পারে)।
সুপ্রশস্ত—(সুপ্‌সুপা) উৎকৃষ্ট; যথেষ্ট চওড়া।
সুপ্রসন্ন—অতিশয় প্রসন্ন, সদয় (ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল); অনাবিল, নির্মল। বি. সুপ্রসাদ—অতিশয় প্রসন্নতা বা অনুকূলতা।
সুপ্রসিদ্ধ—খ্যাতিসম্পন্ন; সুবিদিত (বিপ. অপ্রসিদ্ধ)] বি. সুপ্রসিদ্ধি।
সুপ্রাতঃ—সুপ্রভাত।
সুপ্রাপ্য—সহজে লভ্য। **সুপ্রিয়**—আদরণীয়।
সুফল—সুপরিণতি; উত্তম ফলযুক্ত বা প্রচুর ফলোৎপাদক (সুজলা সুফলা); দাড়িম্ব; বিল্ব; বদর; কপিত্থ। **সুফলা**—দ্রাক্ষা-বিশেষ; কুমড়াগাছ; কদলী।
সুফী—মুসলমান মরমী সাধক। (সুফীরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত; ইঁহারা সাধারণতঃ গুরুর নির্দেশ শাস্ত্রের উপরে স্থান দেন অথবা গুরুকে শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যাতা জ্ঞান করেন। এক সময় সুফীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেশি ছিল, বর্তমানে শরীয়তের অনুবর্তিতাই মুসলমানেরা বেশী কাম্য মনে করেন)। **সুফী সাহিত্য**—হাফিজ রুমী প্রভৃতি সুফী কবিদের রচিত সাহিত্য।
সুফেন—সমুদ্রের ফেনা। **সুবঙ্কিম**—সুন্দর-ভাবে বাঁকা। **সুবচন**—উত্তম বা শুভবাক্য। **সুবচনী**—শুবচনী দ্রঃ।
সুবদন—(বহুব্রী) সুন্দর মুখ-বিশিষ্ট। স্ত্রী. সুবদনা,-নী—সুমুখী।
সুবন্ত——সুপ্ বিভক্তিযুক্ত পদ:
সুবর্চল—দেশ-বিশেষ।
সুবর্ণ—(সুন্দর বর্ণ যার—বহুব্রী) স্বর্ণ; কাঞ্চন; মোহর; ষোল মাসা পরিমিত সোনা; হরিচন্দন; স্বর্ণবর্ণ (শুধু নীরবে ভুঞ্জন এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা—রবি; বিশেষ মর্যাদা-যুক্ত, উত্তম (সুবর্ণ সুযোগ)। **সুবর্ণ কদলী**—চাঁপাকলা। **সুবর্ণকার**—স্বর্ণকার, সেকরা। **সুবর্ণ কেতকী**—স্বর্ণবর্ণ কেতকী-বিশেষ। **সুবর্ণগর্ভা**—রত্নগর্ভা, যে নারীর সন্তান-বিশেষ গুণবান্। **সুবর্ণ গৈরিক**—পীতবর্ণ গিরি-মাটি। **সুবর্ণ-গ্রন্থি**—স্বর্ণমুদ্রার থলি।

সুবর্ণ চম্পক—স্বর্ণবর্ণ চম্পক-বিশেষ। **সুবর্ণ ধেনু**—দানার্থ স্বর্ণনির্মিত ধেনু। **সুবর্ণ-পৃষ্ঠ**—গিল্টিকরা। **সুবর্ণ-বণিক**—জাতি-বিশেষ, সোনার বেনে। **সুবর্ণ বর্ণ**—স্বর্ণবর্ণ, পীতবর্ণ (সুবর্ণবর্ণা—হরিদ্রা)। **সুবর্ণ মাক্ষিক**—খনিজ পদার্থ-বিশেষ, golden pyrites।

সুবলন—সুগঠিত, অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন। **সুবলিত**—সুগঠিত (সুবলিত বাহু)।

সুবহ—(সু—বহ্‌+অ) যাহা অনায়াসে বহন করা যায়, portable।

সুবা, সুবে—(সু'বা) প্রদেশ (সুবে বাংলার নবাবী)। **সুবাদার**—প্রদেশপাল (বি. সুবাদারি)। **সাহেব-সুবা**—সাহেব দঃ।

সুবাদ—সম্পর্ক, আত্মীয়ের মত সম্বন্ধ (গ্রাম-সুবাদ—রক্ত-সম্পর্ক নয়, গ্রাম-সম্পর্ক)।

সুবাস—সুগন্ধ, সৌরভ, উত্তম বাসস্থান। **সুবাসিত**—যাহা সুবাসযুক্ত করা হইয়াছে। **সুবাসিনী**—পিত্রালয়বাসিনী স্ত্রী, সৌরভযুক্তা।

সুবাহু—যাহার বাহু দেখিতে সুন্দর; বাহুবলযুক্ত।

সুবিকট—অতি বিকট। **সুবিক্রম**—(বহুব্রী.) বিক্রমশালী। **সুবিক্রান্ত**—সুবিক্রম। **সুবিগ্রহ**—সুন্দর দেহধারী। **সুবিচক্ষণ**—অতিশয় বিচক্ষণ। **সুবিচার**—পক্ষপাতহীন বিচার, ন্যায়বিচার (সুবিচারক—সুবিচারকারী)। **সুবিজ্ঞাত**—যাহা ভাল করিয়া জানা গিয়াছে। **সুবিজ্ঞেয়**—যাহা সহজে জানা যাইতে পারে।

সুবিদিত—উত্তমরূপে জ্ঞাত, সুপ্রসিদ্ধ। **সুবিদ্য**—বিদ্বান্‌।

সুবিধা—সু+বিধ (প্রকার) আনুকূল্য, সুযোগ, কার্যসিদ্ধির উপায় (সুযোগ-সুবিধা নেই; তেমন সুবিধা করে উঠতে পারছে না; সুবিধা হলো না বুঝি?); অনুকূল, পড়তামত (সুবিধা দরে পাওয়া গেছে)।

সুবিধান—উত্তম বিধান বা ব্যবস্থা। **সুবিধি**—সুনিয়ম, সুরাহা। [সুশীলা গাভী]।

সুবিনীত—বিনয়নম্র; সুশিক্ষিত (স্ত্রী. সুবিনীতা)

সুবিন্দু—Zenith, খমধ্য।

সুবিন্যস্ত—সুন্দরভাবে স্থাপিত বা সাজানো, সুশৃঙ্খল (বাড়ে ভাল বা সুবিন্যস্ত—গোটে)। বি সুবিন্যাস।

সুবিমল—সুনির্মল। **সুবিশাল**—অতি বৃহৎ বা ব্যাপক। সুবিশাল পর্বতমালা)।

সুবিস্তীর্ণ, সুবিস্তৃত—ব্যাপক, সুপ্রসারিত।

সুবিহিত—(সুপ্‌সুপা) সম্যক্‌ভাবে স্থাপিত বা নিষ্পন্ন, সুব্যবস্থিত সুশৃঙ্খল।

সুবুদ্ধি—সাধুবুদ্ধি, সুমতি, সাধুবুদ্ধিযুক্ত, সুধী।

সুবৃষ্টি—যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টি, শস্য উৎপাদনের অনুকূল বৃষ্টি।

সুবৃহৎ—সুবিশাল, খুব বড়।

সুবেরাত—শবেরাত।

সুবেশ,-ষ—(বহুব্রী) উত্তম পরিচ্ছদধারী; (প্রাদি সমাস) উত্তম বেশ। **সুবেশী**—উত্তম বেশধারী।

সুবোধ—বুদ্ধিমান্‌, যাহাকে সহজে বুঝানো যায়; সুবিনীত, শান্তশিষ্ট (ব্যঙ্গে—গোবেচারা, বিপ. দুরন্ত)। **সুবোধন**—চৌকিদারাদির লোকদের সতর্কীকরণ।

সুব্যক্ত—সুপরিস্ফুট।

সুব্যবস্থা—প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা বা বিধান, সুনিয়ম, সুশৃঙ্খলভাব (বিপ. অব্যবস্থা)। বিণ. সুব্যবস্থিত।

সুব্রত—ব্রতাদি যথানিয়মে অনুষ্ঠানকারী, ধর্মকর্ম-পরায়ণ; ব্রহ্মচারী; আদর্শনিষ্ঠ। স্ত্রী. **সুব্রতা**—পতিব্রতা; যে গাভী সহজে দোহন করা যায়।

সুব্রহ্মণ্য—পূর্ণ ব্রহ্মতেজযুক্ত; যজ্ঞে উদ্‌গাতা-বিশেষ; উচ্চবেদধ্বনি; ব্রহ্মবাদ; দাক্ষিণাত্যের জনপদ-বিশেষ। **সুব্রহ্মণ্যক্ষেত্র**—দক্ষিণ কানাড়ার প্রাচীন তীর্থস্থান-বিশেষ। **সুব্রাহ্মণ**—উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণে আচার-বিনয়-বিদ্যা-আদি নবধা কুললক্ষণ বিদ্যমান।

সুভগ—(উত্তম শ্রীভাগ্যযুক্ত—বহুব্রী) সুন্দর, লোচনানন্দ-দায়ক, যাহাকে স্ত্রীগণ কামনা করে; ভাগ্যবান; সোহাগা; অশোকবৃক্ষ; চম্পক। স্ত্রী **সুভগা**—ভাগ্যবতী, পতিসোহাগিনী সম্রান্তা গৃহিণী (বিপ. দুর্ভগা) কস্তুরী; তুলসী; হরিদ্রা; নীলদূর্বা; সুবর্ণকদলী। **সুভগমানী, সুভগম্মন্য**—যে নিজেকে আদৃত মনে করে (সুভগমানিনী কৈকেয়ী)। **সুভগাসুত**—স্বামীর আদরিণীর পুত্র।

সুভদ্র—পরম কল্যাণকর, উত্তম; সুমঙ্গল। **সুভদ্রক**—বিল্ব; ব্যোমযান। স্ত্রী. **সুভদ্রা**—অর্জুনপত্নী; পীঠস্থানস্থ দেবী-বিশেষ, শ্যামালতা।

সুভব্য—সভ্যশান্ত, শিষ্ট। **সুভাগিনী**—সৌভাগ্যবতী।

সুভালাভালি—নিরাপদে, সহি-সালামতে (গ্রাম্য) —এখন সুভালাভালি বাড়ী আসে তবেই হয়)।

সুভাষিত—উত্তমরূপে কথিত; উত্তম বাক্য, হিতকথা, maxims, (বহুব্রী.) যাঁহার বাণী সুন্দর ও হিতকর, বুদ্ধদেব; বাগ্মী। **সুভাষী**—মধুরভাষী।

সুভাস—উত্তম দীপ্তিযুক্ত।

সুমঙ্গল—প্রচুর কল্যাণযুক্ত (ঝরণার সুমঙ্গল ধারা—রবি); শুভসূচক দ্রব্যাদি।

সুমতি—সুবুদ্ধি, সৎবুদ্ধি (বিপ. কুমতি); যাহার বুদ্ধি উত্তম, সুধী; জৈন মুনি-বিশেষ।

সুমধুর—(সুপ্‌সুপা) অতিশয় মধুর বা শ্রবণসুখকর (সুমধুর গীতধ্বনি); অতিশয় মিষ্ট বা চিত্তাকর্ষক।

সুমনাঃ, সুমনা—(উত্তম মন যাহার—বহুব্রী) দেবতা, বিদ্বান্, পণ্ডিত; সদাশয়, উদারমতি; (যাহা মনকে আনন্দিত করে) পুষ্প (শ্মশান-সুমনা); মালতীলতা; জাতী; শতপত্রী।

সুমনোহর—(সুপ্‌সুপা) অতিশয় চিত্তাকর্ষক, যাহা বিশেষভাবে মনোরঞ্জন করে।

সুমন্ত্র—রাজা দশরথের মন্ত্রী ও সারথি; আয়ব্যয়-সংক্রান্ত সচিব। **সুমন্ত্রণ**—সম্যক্ মন্ত্রণা অথবা পরামর্শ দান (বিণ. সুমন্ত্রিত)।

সুমন্দ—ধীরগতি (সুমন্দ পবন); মৃদু (সুমন্দ হাসি)। **সুমন্দ-বুদ্ধি**—অতি স্থূলবুদ্ধি; অতিশয় দুর্বুদ্ধি।

সুমহৎ—অতি মহৎ, অতি বৃহৎ, অতিশয় গৌরবপূর্ণ। পুং. সুমহান্। স্ত্রী. সুমহতী (বাংলায় শ্রুতিমাধুর্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রে 'মহান্', 'সুমহান্', 'মহতী' ও 'সুমহতী'-র পরিবর্তে 'মহৎ' ও 'সুমহৎ' ব্যবহৃত হয়—মহৎ দ্রঃ)।

সুমিত্রা—রামায়ণ-বর্ণিত লক্ষ্মণের জননী (সুমিত্রা-নন্দন—লক্ষ্মণ)।

সুমিষ্ট—শ্রুতিসুখকর; সুস্বাদু; অনুগ্র; হৃদয়গ্রাহী (সুমিষ্ট গন্ধ; সুমিষ্ট হাসি)।

সুমুখ—সম্মুখ (তোমার সুমুখ দিয়ে গেল, দেখতে পেলে না)।

সুমুখ—সুন্দর মুখ-বিশিষ্ট, সুন্দর, মনোজ্ঞ, (যাহার উচ্চারণ শুদ্ধ) বিদ্বান্; গণেশ; গরুড়-পুত্র। স্ত্রী. **সুমুখী**—সুন্দরী; দর্পণ; একাদশাক্ষর-পাদ ছন্দো-বিশেষ।

সুমেধাঃ—(বহুব্রী) উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানী।

সুমেরু—পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত, North Pole (বিপ. কুমেরু); জপমালার মধ্য-গুটিকা। **সুমেরুবৃত্ত**—Arctic Circle, উত্তর মেরু হইতে ২৩° ডিগ্রি দূরে কল্পিত বৃত্তরেখা। **সুমেরু সমুদ্র**—পৃথিবীর উত্তর মেরুর চারিদিকের সমুদ্র।

সুযশ—খ্যাতি, সুকীর্তি। **সুযশাঃ**—যশস্বী, খ্যাতনামা।

সুয়া—সোহাগী, আদরের স্ত্রী (বিপ. দুয়া—কথ্য, সুয়ো-দুয়ো); শুকপাখী; সুঁয়োপোকা।

সুযাত্রা—শুভযাত্রা।

সুযুক্তি—উত্তম যুক্তি বা হেতু, সুপরামর্শ (বিপ. কুযুক্তি)।

সুযুদ্ধ—ন্যায়যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ।

সুয়েম, সুয়ম—(ফা. সুয়ম্) তৃতীয় (জামাতে সুয়ম—তৃতীয় শ্রেণী)। **সুয়েম জমি**—তৃতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট জমি।

সুযোগ—সুসময়, সুবিধা, কার্যসিদ্ধির অনুকূল সময়, দাঁও (এই সুযোগে কাজ হাসিল করিল; সুযোগ প্রায় সবারই জীবনে আসে, কিন্তু তাকে কাজে লাগাতে পারে ক'জন ?)।

সুযোগ্য—সর্বপ্রকারে যোগ্য, উপযুক্ত (পিতার সুযোগ্য পুত্র)।

সুযোধন—দুর্যোধনের যুধিষ্ঠিরের দেওয়া নাম, কেননা তিনি অপ্রীতিকর শব্দ মুখে আনিতেন না।

সুয়োরাণী—রাজার প্রিয়রাণী (বিপ. দুয়োরাণী)।

সুর—[সু (আধিপত্য করা)+রক্] দেবতা, অমর (স্ত্রী. সুরী); সূর্য; পণ্ডিত। **সুরকন্যা**—দেবকন্যা। **সুরকামিনী**—অপ্সরা। **সুরকারু**—বিশ্বকর্মা। **সুরকার্মুক**—ইন্দ্রধনুঃ। **সুরগায়ক,-গায়ন**—গন্ধর্ব। **সুরগিরি**—সুমেরু পর্বত। **সুরগুরু**—বৃহস্পতি। **সুরজ্যেষ্ঠ**—ব্রহ্মা। **সুরতরু**—কল্পবৃক্ষ। **সুরদারু**- দেবদারু, সুরদীর্ঘিকা—মন্দাকিনী। **সুরধুনী**—গঙ্গা। **সুরপথ**—আকাশ। **সুরপাদপ**—কল্পবৃক্ষ, মন্দার, পারিজাত, সন্তান, হরিচন্দন। **সুরপুরী**—অমরাবতী। **সুরবীথি**—নক্ষত্রমার্গ; ছায়াপথ। **সুরলোক**—স্বর্গ। **সুর-শৈবলনী,-সরিৎ**—গঙ্গা। **সুরসদ্ম**—দেবলোক, অমরাবতী।

সুর—স্বর, সঙ্গীতের তাল (কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর—রবি); বক্তব্য, মত (**সুর বদলানো**—পূর্বের মত বদলানো, স্বার্থের খাতিরে অথবা দায়ে পড়িয়া); ধ্বনি, ধুয়া (**সুর তোলা**—ধুয়া তোলা; মিলিতভাবে অভিযোগাদি জানানো; সুরে সুর মিলানো—এক ধরণের কথা বলা, পোঁ ধরা), উপাধি-বিশেষ।

সুরক্ষিত—বিপদ, ক্ষতি ইত্যাদি হইতে যত্নে রক্ষিত; যত্নে সঞ্চিত (সুরক্ষিত ধন); যত্নে পালিত (সুরক্ষিত পিতৃ-আদেশ)।

সুরঙ্গ—উজ্জ্বল রক্তবর্ণ; হিঙ্গুল; সুরঙ্গ; সিঁধ।

সুরঞ্জিত—উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত, বিশেষভাবে রঞ্জিত বা বাড়াইয়া বলা, অতিরঞ্জিত।

সুরট,-সুরাটী—সৌরাষ্ট্রের প্রচলিত রাগিণী-বিশেষ (সুরট মল্লার—সুরট রাগিণী ও মল্লার রাগিণীর মিশ্রণ)।

সুরৎ, সুরত—(আ. সু'রত্) আকৃতি, চেহারা মূর্তি (রোদে রোদে বেড়িয়ে সুরৎখানা যা হয়েছে); মুখশ্রী (খোবসুরত); ধরণ, রকম, উপায় (কি সুরতে করা যাবে ভেবে পাচ্ছি না—বর্তমানে গ্রাম্য)। **সুরত বদলানো**—চেহারা বদলানো, ভোল পাল্টানো। **সুরত-হারাম**—শুধু দর্শনধারী, বাহিরে সুন্দর, ভিতরে কুৎসিত, specious। **সুরতহাল**—যাহা প্রকৃতই ঘটিয়াছে, তাহার স্বরূপ (সুরতহাল তদন্ত; সুরতহাল করা—কথ্য, 'সুরৎহাল')।

সুরত—(রম্—ক্রীড়া করা) রমণ, নিধুবন; অতিশয় অনুরক্ত। **সুরতা**—অতিশয় অনুরক্তা।

সুরতি—(সং. সুরত) রতি, কামকেলি।

সুরথ—পৌরাণিক রাজা-বিশেষ (সুরথ-উদ্ধার—সুরথ রাজার কাহিনী-সম্বলিত সুপরিচিত যাত্রার পালা)।

সুরবাহার—সেতার-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

সুরবোধ—রাগরাগিণীর সুরের যথাযথ জ্ঞান।

সুরভি,-ভী—[সু—রভ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ই] সুগন্ধ, সৌরভ, গন্ধামোদ, মনোজ্ঞতা (ফুলের সুরভি; সাহিত্য জ্ঞানের সুরভি); চৈত্রমাস, বসন্তকাল (সুরভি মাস; সুরভি সময়); চম্পক বৃক্ষ, কদম্ব, বকুল, জাতীফল বৃক্ষ, শমীবৃক্ষ; গন্ধতৃণ; ধুনা; সুগন্ধি, সুরভিত (কেতকী-সুরভি তাম্বুল); মনোজ্ঞ (বৈরাগ্য-সুরভি ঐশ্বর্য); গাভী (সুরভিতনয়—বৃষ); কামধেনু।

সুরভিদারু—সরল গাছ। বিণ **সুরভিত**—সৌরভযুক্ত।

সুরভি গন্ধ—সুরভিযুক্ত; তেজপত্র; সৌরভ। সুরভিগন্ধা (বনমল্লিকা)। **সুরভিগন্ধি,-ন্ধী**—সুগন্ধযুক্ত।

সুরম্য—মনোহর, রুচিকর (সুরম্য অট্টালিকা)।

সুরসাল—অতিশয় রসাল বা সুস্বাদু; চিত্তহারী, অতিশয় উপভোগ্য (সুরসাল গল্পগুজব)।

সুরসিক—রসিক, রসবেত্তা; বিশেষ অনুরাগী।

সুরসুন্দরী—সুরাঙ্গনা অপ্সরা; বিদ্যুৎ (সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে বামাকুল—মধু)।

সুরা—(সু+র+আ—যাহা মত্ততা প্রসব করে) মদিরা (গৌড়ী, পৌষ্টী, মাধ্বী—এই ত্রিবিধ সুরা); পানপাত্র। **সুরাপায়ী**—মদখোর। **সুরা-বীজ**—যে বীজের দ্বারা সুরা প্রস্তুত হয়, yeast। **সুরা সন্ধান**—মদ চোয়ানো।

সুরাখ—(ফা. সুরাখ) গর্ত, রন্ধ্র, সুরঙ্গ। সুরাখ করা—ছিদ্র করা, গভীর ভাবে বিদ্ধ করা (দিল সুরাখ করা)। [বৃহস্পতি।

সুরাঙ্গনা—অপ্সরা। **সুরাচার্য**—দেবগুরু

সুরাজীব,-জীবি—মদ্যবিক্রেতা, শুঁড়ি।

সুরাট—পশ্চিম ভারতের নগর-বিশেষ; রাগিণী-বিশেষ, সুরট।

সুরাপাণ-ন—(সুরা যাহাদের পেয়—বহুব্রী) প্রাচ্যদেশীয় লোক; (ষষ্ঠীতৎ.) মদ্যপান; সুরার চাট। [স্বর্গ; মদের দোকান।

সুরারি—দৈত্য। **সুরালয়**—সুমেরু পর্বত;

সুরাষ্ট্র—সুরাটদেশ, সৌরাষ্ট্র। **সুরাষ্ট্রজ**—বিষ-বিশেষ; কৃষ্ণমুগ। [alcohol; স্পিরিট।

সুরাসার—গাঁজানো দ্রাক্ষারসের সার-বিশেষ,

সুরাসুর—দেবতা ও অসুর; সু ও কু। **সুরাসুরের দ্বন্দ্ব**—দেবতা ও অসুরদের ভিতরকার সংগ্রাম; ভাল ও মন্দের লড়াই।

সুরাহা—(সু+রাহা) সদুপায়, ভাল ব্যবস্থা বা বন্দোবস্ত (ব্যাপারটার একটা সুরাহা করতে হবে তো)। [জলপাত্র, কুঁজো।

সুরাহি, সুরাই—(আ. সু'রাহী) সুপরিচিত

সুরিলা, সুরেলা—সুস্বরযুক্ত, সুকণ্ঠ (সুরেলা যন্ত্র; সুরেলা কণ্ঠ)।

সুরী—দেবী; মদিরা।

সুরু—শুরু দ্রঃ।

সুরুচি—উৎকৃষ্ট রুচি বা পছন্দ, চিত্তের উন্নত

প্রবণতা (গৃহের আসবাবপত্র গৃহকর্তার সুরুচির পরিচায়ক ; চালচলনে সুরুচির অত্যন্ত অভাব) ; মার্জিত রুচি-বিশিষ্ট ; ধ্রুবের বিমাতা। বিণ. সুরুচিবান্।

সুরূপ—(বহুব্রী) উত্তম রূপ-বিশিষ্ট, সুদর্শন, সুগঠন ; উত্তম রূপ বা আকৃতি। স্ত্রী. সুরূপা—সুন্দরী। **সুরূপিণী**—অতিশয় রূপবতী ; সৌভাগ্যনির্দেশক রেখা, হস্তাদির শুভসূচক রেখা।

সুরেণু—সূক্ষ্ম রেণু। **সুরেন্দ্র**—ইন্দ্র। **সুরেশ**—ইন্দ্র ; বিষ্ণু ; শিব। (স্ত্রী. সুরেশী)। **সুরেশ্বর**—ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব (স্ত্রী. সুরেশ্বরী—দুর্গা)। **সুরোত্তম**—সুরশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য। **সুরোৎসব**—প্রাচীন ভারতের নরনারীর ব্যাপকভাবে সুরাপানের উৎসব-বিশেষ।

র্কি—(ফা. সুর্খী—রক্তবর্ণ) সুপরিচিত ইষ্টক-চূর্ণ (চূণ ও সুর্কির সংমিশ্রণ দ্বারা গাঁথা, কাদা দিয়া গাঁথা নহে)।

সুর্তি—(পর্তু. Sorte) ভাগ্যপরীক্ষার খেলা-বিশেষ, চিঠি খেলা, lottery।

সুর্তি-র্তী—(সুরাটি) সুগন্ধি তামাক চূর্ণ-বিশেষ, পানের সঙ্গে খাওয়া হয়, বোধ হয় প্রথম সুরাটে প্রস্তুত হয়, এই হেতু।

সুর্মা, সুরমা—(ফা. সুর্মা) চোখে দিবার সুপরিচিত চূর্ণ, অঞ্জন, Kohl (সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে —রবি ; সুর্মা দেওয়া-পরা)। **সুর্মাদানী**—সুর্মা রাখিবার ছোট পাত্র।

সুর্মা, সুর্ষি, সুর্সো—(সং. সুষির—ছিদ্রযুক্ত, শূন্যগর্ভ (চৌকাঠের সঙ্গে আঁটা অর্ধগোলাকার ফাঁপা লৌহখণ্ড, যাহাতে শিকল আটকানো হয়।

সুলক্ষণ—শুভসূচক লক্ষণ, সৌভাগ্যের চিহ্ন ; সুলক্ষণযুক্ত (স্ত্রী. সুলক্ষণা) ; কার্যসিদ্ধির অনুকূল ভাব। **সুলক্ষিত**—যাহা ভালরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

সুলতান—(আ. সুল্‌তান) রাজা, বাদশা ; সেকালের তুরস্কের অধিপতি। স্ত্রী. সুলতানা (চাঁদ সুলতানা) ; **সুলতানৎ**—বাদশাহী, রাজত্ব। **সুলতানি**—সুলতানৎ। **সুলতানী**—সুলতান-সম্বন্ধীয়।

সুলভ—(সু—লভ্+খল্) অনায়াসলভ্য, সস্তা (সুলভ সমাচার) ; যাহা সচরাচর ঘটে, স্বাভাবিক (শিশুসুলভ সরলতা)। (বিপ. [illegible])।

সুললিত—(সুপ্‌সুপা) অতিশয় কোমল ও মধুর, অতিশয় মনোজ্ঞ (সুললিত কণ্ঠ ; সুললিত নৃত্য)।

সুলিখিত—সুন্দরভাবে লিখিত বা অঙ্কিত।

সুলুক—(ফা. সুরাখ্ ?) ছিদ্র, ত্রুটি। **সুলুক সন্ধান**—ত্রুটির খোঁজখবর। **হুকা সুলুক করা**—হুকার নলচের ভিতরে শিক দিয়া উহা সাফ করা। [পোত-বিশেষ।

সুলুপ—(ইং. sloop) ছোট পালে-চলা সমুদ্রগামী

সুলুস—(ইং. sluice) জলের বাঁধের কপাট, যাহার সাহায্যে জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়।

সুলেখ—সুন্দর রেখা-অঙ্কনযুক্ত (বহুব্রী.)। **সুলেখক**—যাহার রচনা উত্তম, লেখক হিসাবে যাহার কিছু খ্যাতি লাভ হইয়াছে। (স্ত্রী. সুলেখিকা)। [স্ত্রী. সুলোচনা—সুনয়না ; হরিণী।

সুলোচন—(বহুব্রী.) হরিণ ; উত্তম নয়ন যার।

সুলোহিত—অতিশয় রক্তবর্ণ। (স্ত্রী. সুলোহিতা—অগ্নির জিহ্বা-বিশেষ)।

সুশান্ত—অতিশয় শান্ত বা অক্ষুব্ধ।

সুশাসন—(সু—শাস্+অনট্) ন্যায়সঙ্গত উপায়ে শাসন, শৃঙ্খলাপূর্ণ দেশশাসন। বিণ. **সুশাসিত**—শৃঙ্খলার সহিত শাসিত ; সুনিয়ন্ত্রিত।

সুশিক্ষিত—বিদ্বান্ ; যাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে (সুশিক্ষিত অশ্ব)। বি. সুশিক্ষা।

সুশীতল—অতিশয় শীতল বা স্নিগ্ধ ; শ্বেত চন্দন।

সুশীল—(বহুব্রী.) মনোহর চরিত্র বা আচরণ-বিশিষ্ট, সুবোধ ; (ব্যঙ্গে) গোবেচারা। স্ত্রী. সুশীলা।

সুশৃঙ্খল—শৃঙ্খলাপূর্ণ, সুব্যবস্থিত। বি. **সুশৃঙ্খলা**—সুনিয়ন্ত্রণ (সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত)।

সুশোভন—সুসঙ্গত, মানানসই (সুশোভন আচরণ)। **সুশোভিত**—ভূষিত, সজ্জিত। **সুশোভী**—শোভাবর্ধনকারী ('বনসুশোভিনী লতা')।

সুশ্রব্য—(সু—শ্রু+খল্) যাহা শ্রবণসুখকর। **সুশ্রাব্য**—সুশ্রব্য, সুমধুর।

সুশ্রী, সুশ্রীক—(বহুব্রী.) সৌন্দর্যযুক্ত, সুদর্শন (মেয়েটি বেশ সুশ্রী) ; অতি সুন্দর।

সুশ্রুত—বেদে কৃতবিদ্য ; যাহা উত্তমরূপে শ্রুত হইয়াছে, সুবিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্র-প্রণেতা ; সুশ্রুত-প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থ।

সুষম—(যাহাতে সব শোভন—বহুব্রী) সুসঙ্গতি-যুক্ত, শোভন, রুচির, মনোজ্ঞ, সদৃশ, সমতল। (বিপ. বিষম)। **সুষমা**—সৌন্দর্য ; পরম শোভা। **সুষমিত**—সুষমাসম্পন্ন।

সুষুণী—জলজ শাক-বিশেষ, সুনিষণ্ণক (সুষুণীর শাক)।

সুষুপ্ত—(সু—স্বপ্‌+ক্ত) গভীর নিদ্রাযুক্ত ; আত্মবোধ-শূন্য। **সুষুপ্তি**—গভীর নিদ্রা ; চেতনার একান্ত অভাব। **সুষুপ্‌সা**—ঘুমের ইচ্ছা (বিণ. সুষুপ্‌সু)।

সুষুম্না—তন্ত্র-বর্ণিত সূক্ষ্মনাড়ী-বিশেষ, ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী ; সূর্যরশ্মি।

সুষেণ—বিষ্ণু, রামায়ণবর্ণিত চিকিৎসা-বিদ্যায় দক্ষ বানর-বিশেষ।

সুষ্ঠু—(সু—স্থা+উ) অতিশয় সুন্দর, অনবদ্য, উৎকৃষ্ট, ত্রুটিশূন্য (সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন ; সুষ্ঠু প্রয়োগ ; সুষ্ঠু শরীর ও মন) ; সত্য। বি. সৌষ্ঠব।

সুসংবাদ—শুভ সংবাদ, আনন্দ-সংবাদ ; (ব্যঙ্গে) অবাঞ্ছিত সংবাদ (বিপ. দুঃসংবাদ)।

সুসংযত—সুনিয়ন্ত্রিত ; সংযত ও শোভন (সুসংযত আচরণ)।

সুসংস্কৃত—যাহার বিশুদ্ধি বা উৎকর্ষ সম্পাদন করা হইয়াছে ; ঘৃতাদিযোগে সুপক্ব ; বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। [কেন্দ্রীভূত।

সুসংগত—দৃঢ়সম্বদ্ধ অতিশয় চমাট-বাঁধা ;

সুসংগত—ভাল মিশ খাইয়াছে এমন, সামঞ্জস্য-যুক্ত (তাঁহার আচরণ তাঁহার মতবাদের সহিত সুসংগত বলা যায় না)। বি. সুসংগতি।

সুসজ্জ, -উত্তমরূপে সজ্জিত বা সাজানো (সুসজ্জিত বরবেশ ; সুসজ্জিত গৃহ) ; যুদ্ধসম্ভারে সজ্জিত (সুসজ্জিত রণতরী) সুসজ্জিত বাহিনী—বি. সুসজ্জা।

সুসজ্জন—অতিশয় সজ্জন।

সুসভ্য—সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে সুউন্নত ; সবিশেষ মার্জিত-রুচি। [উপযুক্ত সময়।

সুসময়—সুখের বা সৌভাগ্যের দিন ; কার্যসিদ্ধির

সুসমাপ্ত—সুসম্পাদিত, নির্বিঘ্নে সমাপ্ত।

সুসমাহিত—(সুপ্‌সুপা) গাঢ় অভিনিবেশযুক্ত, অনন্যমনা ; সমাধিমগ্ন।

সুসমৃদ্ধ—অতিশয় সমৃদ্ধ বা ঐশ্বর্যশালী, অতিশয় প্রাচুর্য বা বৃদ্ধিযুক্ত (সুসমৃদ্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার ; সুসমৃদ্ধ আধুনিক নগরী)।

সুসম্পন্ন—সুনির্বাহিত, নির্বিঘ্নে সমাপ্ত ; বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী।

সুসম্বদ্ধ—দৃঢ়সম্বদ্ধ, সঙ্গতিযুক্ত, এলোমেলো নয়, এমন (সুসম্বদ্ধ চিন্তাধারা)।

সুসাধ্য—অনায়াসসাধ্য, নিষ্পন্ন করিবার যোগ্য (বিপ. দুঃসাধ্য)।

সুসেব্য—সুখসেব্য, যাহার উপভোগ আনন্দপ্রদ।

সুস্ত—(ফা. সুস্ত্‌) অলস, ঢিলে। বি. **সুস্তি** অলসতা, ঢিলেমি, উদ্যমহীনতা।

সুস্থ—(সু—স্থা + অ) নীরোগ, স্বাস্থ্যযুক্ত ; অস্বাভাবিকতাবর্জিত, সুস্থির, স্বচ্ছ (সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক নয় ; ধীরেসুস্থে)। **সুস্থ-চিত্ত**—যাহার মন স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, যাহার ভিতরে কোনরূপ খেপামি নাই, অক্ষুব্ধ-চিত্ত। বি. সুস্থতা।

সুস্থির—অচঞ্চল ; দৃঢ় ; সুনির্দিষ্ট।

সুস্নিগ্ধ—(সুপ্‌সুপা) অতিশয় মসৃণ, চিক্কণ বা কোমল ; অতিশয় নেত্রসুখকর ; সুশীতল।

সুস্পর্শ—সুখস্পর্শ। **সুস্পষ্ট**—অতিশয় স্পষ্ট বা ব্যাপ্ত। [স্ত্রী. সুস্মিতা।

সুস্মিত—(বহুব্রী.) যাহার মুখের মৃদু হাসি সুন্দর।

সুস্বন—মধুর ধ্বনি ; মধুর ধ্বনি-বিশিষ্ট।

সুস্বপ্ন—সুখদায়ক স্বপ্ন বা কল্পনা ; শুভস্বপ্ন। বিপ. দুঃস্বপ্ন। [মধুর স্বর।

সুস্বর—(বহুব্রী) মধুর স্বরযুক্ত, কলকণ্ঠ ; (প্রাদি)

সুস্বাগত—(প্রাদি সমাস) সাদর কুশল-প্রশ্ন বা সম্ভাষণ।

সুস্বাদ—(বহুব্রী) মধুর স্বাদযুক্ত ; মধুর স্বাদ।

সুস্বাদু—সুমধুর, সুরস।

সুহাস—(বহুব্রী.) যাহার হাসি সুন্দর ; সুন্দর হাস্য। স্ত্রী. সুহাসা, সুহাসিনী।

সুহৃৎ, সুহৃদ—(উত্তম হৃদয় যাহার—বহুব্রী.) সখা, মিত্র, বন্ধু, যে প্রত্যুপকারের অপেক্ষা না করিয়া উপকার করে (বিপ. দুর্হৃদ্‌)। **সুহৃত্তম** —শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্‌।

সুহৃদয়—(বহুব্রী.) প্রশস্তমনা, সদন্তঃকরণ-বিশিষ্ট (বিপ দুর্হৃদয়) ; শোভনহৃদয়, শুদ্ধচিত্ত (প্রাদি)।

সুহৃদ্‌বল—মিত্রসৈন্য।

সুহ্ম—দেশ-বিশেষ ; প্রাচীন রাঢ়। [রত্নপ্রসূ)।

সূ—[সূ (প্রসব করা) + কিপ্‌] প্রসূ (রত্নসূ—

সুই, সুঁই—সূচী, ছুঁচ।

সূক্ত—(সু—বচ্‌+ক্ত) সমীচীন বাক্য,

কথা; বেদোক্ত স্তোত্র-মন্ত্র (পুরুষসূক্ত)। স্ত্রী. সূক্তা—শারিকা। **সূক্তি**—উত্তম বাক্য, সরস বাক্য (কবিসূক্তি); বেদমন্ত্র।

সূক্ষ্ম—[সূচ্ (জ্ঞাপন করা)+মন্] ক্ষুদ্র; ক্ষীণ; অণু (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম) যাহা স্থূল নয়, সরু, fine (সূক্ষ্মচিন্তা, সূক্ষ্মবস্ত্র), তীক্ষ্ণাগ্র, ধারাল (সূক্ষ্মবুদ্ধি); দুর্বোধ্য (সূক্ষ্ম বিষয়); বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর (সূক্ষ্মদেহ)। **সূক্ষ্মকোণ**—যে কোণ সমকোণ হইতে ক্ষুদ্রতর। **সূক্ষ্মদর্শন যন্ত্র**—অনুবীক্ষণ। **সূক্ষ্মদর্শী**—যিনি ভিতরকার ব্যাপার তলাইয়া বোঝেন, অতিশয় বুদ্ধিমান্। **সূক্ষ্মদৃষ্টি**—তীক্ষ্ণদৃষ্টি; অন্তর্দৃষ্টি। **সূক্ষ্মদেহ,-শরীর**—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু এবং বুদ্ধি ও মন; ভোগদেহ। **সূক্ষ্মদেহী**—যে সব জীব অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন দেখা যায় না, infusoria। **সূক্ষ্ম বিচার**—ন্যায়-অন্যায়ের সম্যক্ বিচার (ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার)। **সূক্ষ্মবুদ্ধি**—তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারে এমন বুদ্ধি। **সূক্ষ্ম শরীর**—সূক্ষ্মদেহ দ্রঃ।

সূচ—সূচী, ছুঁচ। সূচ (ছুঁচ) হয়ে ঢুকবে, আর ফাল হয়ে বেরুবে—সূচনায় সামান্য বোধ হইলেও ভবিষ্যতে ভীষণাকার হইবে, কৌশলে ঢুকিয়া সর্বনাশ করিবে।

সূচক—(সূচ্+ণক) জ্ঞাপক, প্রকাশক (শুভসূচক; সম্মতিসূচক); ছুঁচ; সূচীকর্মকারী, দর্জি; সূত্রধর, কথক; খল; গোয়েন্দা; কুকুর, বিড়াল, কাক।

সূচন—জ্ঞাপন, কথন, সংকেত বা চিহ্নাদির দ্বারা জানানো, ইশারা। **সূচনা**—সূচন; উপক্রম, প্রারম্ভ (এই তো কেবল সূচনা, আরো কত কি দেখবে); প্রস্তাবনা।

সূচনী—সূচি, index। **সূচনীয়, সূচ্য**—জ্ঞাপনীয়।

সূচি,-চী—সীবনী, ছুঁচ; যাহা গ্রন্থের বিষয় সূচিত করে, index (সূচিপত্র); কুশাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, হুল। **সূচিকর্ম**—সেলাইয়ের কাজ। **সূচিপুষ্প**—কেতকী বৃক্ষ। **সূচীভেদ্য**—অতি নিবিড় (সূচীভেদ্য অন্ধকার)। **সূচিরোমা**—(সূচির মত যাহার রোম) শূকর।

সূচিকাভরণ—সূচ্যগ্র-মাত্র সেব্য সর্পবিষঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ-বিশেষ।

সূচিত—(সূচ্+ক্ত) জ্ঞাপিত, বোধিত, indicated (জ্বরে কম্প অনেক ক্ষেত্রেই ম্যালেরিয়া সূচিত করে)।

সূচিমুখ—সূচির মত তীক্ষ্ণাগ্র, ব্যূহ-বিশেষ; তীক্ষ্ণ-চঞ্চু পক্ষী; হীরক; বাণ-বিশেষ।

সূচ্যগ্র—(বহুব্রী.) সূচের মত তীক্ষ্ণাগ্র (সূচ্যগ্র বুদ্ধি); অত্যল্প ('বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী')।

সূত—[সূ (প্রসব করা)+ক্ত] অশ্বনিয়ন্তা সারথি (সূতপুত্র—সারথির পুত্র, কর্ণ); সূত্রধর, স্তুতিপাঠক; প্রসূত, উৎপাদিত। স্ত্রী. সূতা—নবপ্রসূতা।

সূত,-তা—সুতা, সূত্র। **সূতলি**—শণসূত্র-নির্মিত রশি; বঁড়শীযুক্ত লম্বা রশি (নদীতে সূতলি ফেলে মাছ ধরে)। **সূতী**—সুতী দ্রঃ।

সূতক—জন্ম; জননাশৌচ (সূতকাশৌচ); পারদ।

সূতি—(সূ+ক্তি) প্রসব, উৎপত্তি, জন্ম, সন্তান; সীবন। **সূতিগৃহ**—আঁতুড়-ঘর। **সূতিকা**—নবপ্রসূতা নারী; নবপ্রসূতা গাভী; সূতিকা রোগ। **সূতিকাগার,-গৃহ,-ভবন,-সদন**—প্রসব-গৃহ। **সূতিকাষষ্ঠী**—ষষ্ঠীদেবী, প্রসবের ষষ্ঠ দিনে যাঁহার পূজা করা হয়। **সূত্যাসৌচ**—জননাশৌচ।

সূত্র—(সূত্র+অচ্ অথবা সিব্+ত্র) যদ্দ্বারা সেলাই করা হয়, সুতা, তন্তু, যজ্ঞোপবীত; তার, ব্যাকরণ, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির মূল-নীতি-নির্দেশক প্রথম সংক্ষিপ্ত বাক্য (পাণিনি-সূত্র; বেদান্ত-সূত্র); নিয়ম, formula (বীজগণিতের সূত্র); সূচনা, প্রস্তাবনা (সূত্রপাত; সূত্রধার); ধারা, ক্রম, সম্পর্ক (চিন্তা-সূত্রের খেই হারিয়ে গেছে; সেই সূত্রে আলাপ)। **সূত্রকণ্ঠ**—ব্রাহ্মণ; কপোত; খঞ্জন পক্ষী। **সূত্রকর্তা**—মূল-সূত্রাকার গ্রন্থপ্রণেতা। **সূত্রগণ্ডিকা**—সুতার নলী। **সূত্রধার**—সূত্রধর জাতি, নাট্যের প্রস্তাব ও প্রধান নট। **সূত্রপাত**—প্রারম্ভ, সূচনা।

সূদন—(সূদ্+অনট্) ঘাতক, বিনাশক (মধুসূদন; রিপুসূদন); হনন। বিণ. সূদিত।

সূনা—(সং.) বধ্যভূমি; কসাইখানা; উনুন, শিল-নোড়া, ঝাঁটা, উদূখল-মূষল, কলসীপিঁড়ি—গৃহস্থের এই পঞ্চ জীবাদি হিংসার স্থান

(পঞ্চ-সূনা)। (সূনাদোষ—এই পঞ্চ স্থানে যে জীব-হিংসা হয়, সেই দোষ)।

সুনৃত—(সু+ঋত) সত্য অথচ প্রিয়বাক্য; সত্য এবং প্রিয় বাক্য যিনি বলেন; মঙ্গল, শুভ; সত্য।

সূপ—(সু+পক্ অথবা সু+প—যাহা আরামে পান করা যায়) ডাল, ঝোল, ব্যঞ্জন (ইং. soup); পাচক। **সূপকার,-কারী**—পাচক। **সূপরস**—ব্যঞ্জনের স্বাদ।

সূর—(সু+রক্) সূর্য; সূরি, জ্ঞানী।

সূরি—(সু+রি) সূর্য; কবি, পণ্ডিত (পূর্বসূরি); বৃহস্পতি; যাদব; জৈন গুরুগণের উপাধি।

সূরী—সূর্যের স্ত্রী, কুন্তী; রাজসর্ষপ; (সূরিন্); পণ্ডিত জ্ঞানী।

সূর্য—[সৃ বা সু (আকাশে গমন করা)+ক্যপ্] দিবাকর, আদিত্য, রবি, ভানু; বালির পুত্র। স্ত্রী. সূর্যা। **সূর্যকমল**—সূর্যমুখী ফুল। **সূর্যকান্ত**—আতসমণি। **সূর্যকাল**—দিবস। **সূর্যগ্রহ**—সূর্য; সূর্যগ্রহণ; রাহু; কেতু। **সূর্যগ্রহণ**—গ্রহণ দ্রঃ। **সূর্যঘড়ি**—ঘড়ি দ্রঃ। **সূর্যতনয়**—যম, শনিগ্রহ, মনু-বিশেষ, সুগ্রীব, বালি, কর্ণ (সূর্যতনয়া—যমুনা নদী, বিদ্যুৎ)। **সূর্যপক্ক**—রোদে পোড়া। **সূর্যবংশ**—রামায়ণ-বর্ণিত অযোধ্যার রাজবংশ। **সূর্যবেদী,-ধী**—(সূর্য যাহাকে বিদ্ধ করে) সুরুঙ্-মুখোগ্রাম, যে গ্রাম উত্তর-পশ্চিমে দীর্ঘ (এরূপ গ্রামের নাকি শ্রীবৃদ্ধি হয় না)। **সূর্যভক্ত**—সূর্যের উপাসক; বন্ধুক পুষ্পবৃক্ষ। **সূর্যমণি**—সূর্যকান্ত মণি; পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ (গ্রাম্য—সুজ্জি-মণি) ছোট, কিন্তু ঝাল লঙ্কা-বিশেষ। **সূর্যমণ্ডল**—সূর্যের পরিবেশ। **সূর্যসারথি**—অরুণ। **সূর্যসিদ্ধান্ত**—জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সুবিখ্যাত ভারতীয় গ্রন্থ। **সূর্যস্তোত্র**—সূর্যের প্রশংসামূলক কবিতা। **সূর্যস্নান**—sunbath, সমস্তদেহে সূর্যতাপ গ্রহণের পদ্ধতি-বিশেষ।

সূর্যা—সূর্যপত্নী (দেবতা, মানবী হইলে সূরী); নবোঢ়া স্ত্রী।

সূর্যাবর্ত—সূর্যমুখী ফুলের গাছ, শিরঃপীড়া-বিশেষ সূর্যোদয়ে যাহার আরম্ভ হয় ও সূর্যাস্তে উপশম।

সূর্যার্ঘ্য—সূর্যপূজায় দত্ত চন্দন, দূর্বা, পুষ্প প্রভৃতি। **সূর্যাশ্ম**—সূর্যকান্ত মণি। **সূর্যেন্দু-সঙ্গম**—(সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গম যাহাতে—বহুব্রী) অমাবস্যা। **সূর্যোঢ়**—সূর্যাস্তের পর আগত অতিথি; অস্তমিত সূর্য। **সূর্যোত্থান, সূর্যোদয়**—সূর্যের প্রকাশ। **সূর্যোপাসনা**—সূর্যের পূজা।

সৃক্—(সৃজ্+কিপ্) স্রষ্টা, উৎপাদনকারী (সমাসে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত—বিশ্বসৃক্)।

সৃজন—সৃষ্টি, নির্মাণ (সর্জন সাধু)। **সৃজক**—স্রষ্টা, নির্মাতা। **সৃজনী শক্তি**—নূতন কিছু গড়িবার শক্তি। **সৃজ্যমান**—যে বা যাহা সৃষ্ট হইতেছে।

সৃষ্ট—(সৃজ্+ক্ত) রচিত, নির্মিত (বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগৎ)। বি. **সৃষ্টি**—নির্মাণ, রূপদান (বিশ্বসৃষ্টি; কাব্যসৃষ্টি; অনাসৃষ্টি); সৃষ্ট বিশ্ব-জগৎ (সৃষ্টিনাশ, সৃষ্টিরক্ষা। গ্রাম্য ভাষায়—সিষ্টি)। **সৃষ্টিকর্তা**—বিশ্বসৃষ্টিকারক, পরমেশ্বর। **সৃষ্টিকৌশল,-চাতুর্য**—নির্মাণের নৈপুণ্য। **সৃষ্টিছাড়া**—অস্বাভাবিক সৃষ্টি, অদ্ভুত। **সৃষ্টিতত্ত্ব**—কিরূপে বিশ্ব-সৃষ্টি হইল, সেই তত্ত্ব। **সৃষ্টিধর**—যিনি সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন; ব্রহ্মা; শ্রীকৃষ্ণ। **সৃষ্টিনাশা**—যাহা সৃষ্টিনাশ করে, সর্বনাশা। **সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়**—বিশ্বজগতের সৃষ্টি, রক্ষণ ও ধ্বংস।

সে—সর্বনাম, যে ব্যক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। (সে আসে নাই); সেই, পূর্বোক্ত, বহুদিন পূর্বের বিশিষ্ট সেই ব্যক্তি (সে পথ বন্ধ; সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই; সেকাল; সে একাজ করবে, কখনই নয়), তাহা (সে হবে না); তখন (সে অবধি)। **সেটা**—সেই লোকটা (অবজ্ঞায়)। **সেটি**—সেই ব্যাপারটি বা কাজটি (সেটি হবার যো নেই)।

সে—(ফা. সেহ্) তিন (সেপত্তনি; সেপায়া; সেতার; সেসালা; সেমঞ্জিলা—ত্রিতল)।

সে—'আসিয়া'র বা 'এনে'র সংক্ষিপ্ত রূপ (দেখসে)।

সেই—বিশিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যাপার, পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট বা লক্ষিত (সেই লোকটা; সেই দিন থেকে; সেই ক'টা টাকা; সেই যাওয়াই গেলি); আর কেহ নয় (সে-ই একাজ করেছে; সে-ই তো আমাকে বলেছিল); তৎক্ষণাৎ (যেই শুনা, সেই দৌড়); তাহাই (ন্যায্যভাবে যদি ডাল-ভাতের যোগাড় করতে পারি, সেই আমার সোনা)। **সেই যে**—পূর্বে কোন এক সময়ে (সেই যে গেল, আর এল না)।

সেঁউতি—নৌকার জল সেচিয়া ফেলিবার পাত্র-বিশেষ, পূর্বে সাধারণতঃ কাঠ দিয়া তৈরী হইত ('সেঁউতীর উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ')।

সেঁক, সেক—উত্তাপ প্রয়োগ (গরম জলের সেঁক দেওয়া; শুকনা সেঁক দেওয়া)। **সেঁকা**—উত্তাপ প্রয়োগ করা, অগ্নির তাপে সিদ্ধ ও শুষ্ক করা (রুটি সেঁকা)।

সেঁচা—সিঞ্চন করা, জল তুলিয়া ফেলা (পুকুর সেঁচা; **সমুদ্র সেঁচা**—সমুদ্র সেঁচার মত অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করা)।

সেঁজতি, সেঁজুতি—(সাঁঝবাতি) সন্ধ্যা-প্রদীপ, অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালে কুমারীরা দীপ জ্বালাইয়া যে ব্রত পালন করে।

সেঁধনো, সেঁধোনো—প্রবিষ্ট হওয়া, ঢোকা (স্ত্রীপুত্র কিছু নেই, একলাটি কবরে সেঁধোনো, ভাল লাগে না কারো—গ্যেটে); গভীরভাবে প্রবিষ্ট হওয়া—পায়ে কাঁটা সেঁধোনো; রোগ ভাল করে সেঁধিয়েছে)। (ঈষৎ ব্যঙ্গপূর্ণ)।

সেক—(সিচ্+ঘঞ্) সেচন, ভিজানো (জল-সেক); সেঁক, উত্তাপ প্রদান (সেক দেওয়া)। **সেকপাত্র**—সেঁউতী।

সেকন্দর, সেকেন্দর—(ফা. সিকান্দার; ইং. Alexander) স্বনামধন্য গ্রীক দিগ্‌বিজয়ী, পারস্য-সাহিত্যে বিজয়ী বীররূপে খ্যাত। **সেকেন্দরী গজ**—বড় মাপের গজ। **সেকেন্দরী চাল**—জাঁকজমকপূর্ণ ঢিমা চাল।

সেকরা—স্বর্ণকার। স্ত্রী. সেকরাণী।

সেকাল—যে কাল গত হইয়া গিয়াছে; দূর অতীতকাল (সেকালের অতিকায় হস্তী)। বিণ. সেকেলে।

সেকেণ্ড—(ইং. second) এক মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ; অত্যল্পকাল, মুহূর্ত।

সেকেলে—সেকালের, অতীত কালের; পুরাতন এবং বর্তমানে অচল (সেকেলে চালচলন)।

সেক্রেটারী—(ইং. secretary) ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী-বিশেষ, সম্পাদক।

সেখান—সেই স্থান। **সেখানকার**—সেই স্থানের; পরকালের (বিপ. এখানকার)।

সেগা—(আ. সিগ'া) ছাঁচ, বিভাগ। **সেগা-ই-দেওয়ানী**—দেওয়ানী-বিভাগ। **সেগা-ই-মাল**—রাজস্ব-বিভাগ।

সেগুন—সুপরিচিত বৃক্ষ ও তাহার কাঠ। **সৈ-সেঙাতি**—সখী, বয়স্যা।

সেচ—সেচন, শস্যক্ষেত্রে জল দেওয়া (সেচ-পরিকল্পনা)। **সেচক**—সেচনকারী; বর্ষণকারী, মেঘ। **সেচন**—আর্দ্রীকরণ; পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে জল তুলিয়া ফেলা। **সেচনী**—সেচন-পাত্র, সেউতী।

সেজ, সেজো—[ফা. সে (তৃতীয়)+জ (জাত)] সন্তানদের মধ্যে তৃতীয় (সেজ ভাই; সেজদি; সেজবৌ; সেজমামা; সেজনানা (সেজকত্তা)।

সেজা—শজারু।

সেজ্‌দা—(আ. সজ্‌দা) হাটু গাড়িয়া মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া নতি নিবেদন (সেজ্‌দা করা, সেজ্‌দায় যাওয়া) মুসলমানদের মতে আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কাহাকেও এরূপ সেজ্‌দা করা যায় না।

সেট—(ইং. set) আসবাব, গহনা প্রভৃতির একটি প্রস্থ বা প্রয়োজনীয় সমষ্টি (এক সেট হীরে-বসানো চুড়ি; এক সেট বোতাম; ডিনার-সেট; এক সেট বেহারা)।

সেতখানা—(আ. সি'হ্'ৎ+ফা. খানা); পাই-খানার মত অপরিষ্কার স্থান (বাড়ীটা যেন সেতখানা করে রেখেছে)।

সেতাব—(ফা. সিতাব) শীঘ্র, অবিলম্বে। বি. সেতাবি—ত্বরা। (পুঁথি-সাহিত্যে ব্যবহৃত)।

সেতার—সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্র, প্রাচীন নাম ত্রিতন্ত্রী, বর্তমানে ইহাতে সাধারণতঃ পাঁচটি তার থাকে। **সেতারী**—(ফা. সেতারিয়া) সেতার-বাদক।

সেতু—[সি (বন্ধন করা)+তুন্] সাঁকো, পুল, জলবন্ধ, ভেড়ী, বাঁধ, জাঙ্গাল, ক্ষেত্রাদির আলি। **সেতুবন্ধ**—সেতু নির্মাণ; সেতু; দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরের নিকটবর্তী দ্বীপশ্রেণী-বিশেষ (হনুমানকর্তৃক নির্মিত বলিয়া প্রবাদ)। **সেতু-বন্ধন**—সেতু নির্মাণ; সেতু বন্ধনের দ্বারা যোগ স্থাপন; সাঁকো; যাহারা বিচ্ছিন্ন, তাহাদের মধ্যে সংলগ্ন-সাধন (প্রতীচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতু বন্ধন)।

সেথা, সেথায়—সেখানে। **সেথাকার**—সেখানকার। (কাব্যে ব্যবহৃত—বিপ. এথা, হেথা)।

সেথো—সাথী, সঙ্গী; তীর্থযাত্রীদের নেতা। (গ্রাম্য—সেতো)।

সেন—উপাধি-বিশেষ; বীর (ভীমসেন)।

সেন্সার—(ইং. censor) অবাঞ্ছিত পুঁথিপত্র, সংবাদ অথবা নাট্যের নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি-বিশেষ।

সেনা—(সি+ন+আ—শত্রুবন্ধনকারক) সৈন্য, বাহিনী। **সেনাগ্র**—সৈন্যদলের সম্মুখ ভাগ। **সেনাঙ্গ**—সৈন্যদলের বিভিন্ন অবয়ব, অশ্ব, রথ, পদাতি, গোলন্দাজ, বৈমানিক ইত্যাদি। **সেনানিবেশ**—শিবির, ছাউনী। **সেনানী**—সৈন্যাধ্যক্ষ; কার্তিকেয়; (বর্তমানে) সেনা (যুঝেছে হেথায় তুর্ক-সেনানী—নজরুল)। **সেনাপতি**—সৈন্যাধ্যক্ষ। **সেনাপৃষ্ঠ**—সৈন্যের পশ্চাৎভাগ বা পার্শ্ব। **সেনাব্যূহ**—যুদ্ধের জন্য সজ্জিত সৈন্যদল। **সেনামুখ**—সৈন্যের সম্মুখভাগ; ৩ হস্তী, ৩ রথ, ৯ অশ্ব ও ১৫ পদাতি লইয়া গঠিত সৈন্যদল।

সেনী, ছেনী—(ফা. সেনী) ডেগচির ঢাক্‌না; বারকোশ।

সেপত্তনী—তৃতীয় বারের পত্তনী (পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, সেপত্তনীদার)।

সেপাই—(ফা. সিপাহ্‌) সৈন্য, পদাতিক। **নামকাটা সেপাই**—যে সিপাহীকে নাম কাটিয়া দল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, মার্কা-মারা লোক (নিন্দায় ও বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়)। **তালপাতার সেপাই**—তাল দ্রঃ।

সেপায়া, ছেপায়া, তেপায়া—তিন পায়াযুক্ত অপেক্ষাকৃত ছোট আধার-বিশেষ।

সেপ্টেম্বর—(ইং. September) ইংরেজী বৎসরের নবম মাস (ভাদ্রের মধ্য হইতে আশ্বিনের মধ্য পর্যন্ত)।

সেব—(ফা. সে'ব) আপেল।

সেবক—[সেব্‌ (সেবা করা)+ণক] যে সেবা করে, পরিচারক, ভৃত্য। স্ত্রী. সেবকা, সেবিকা। **সেবকাধম**—অতি নগণ্য, অযোগ্য, বিনীত সেবক (পত্রে ব্যবহৃত হয়)।

সেবতী—সেঅতী, শাদা গোলাপ-বিশেষ।

সেবধি—রত্ন, শঙ্খ, পদ্ম প্রভৃতি কুবেরের নিধি।

সেবন—(সেব্‌+অনট্‌) সেবা, উপাসনা; উপভোগ (বায়ু সেবন, মৎস্য-মাংস সেবন); সীবন, সেলাই। **সেবনীয়**—সেবনযোগ্য।

সেবা—(সেব+অ+আ) পরিচর্যা (পদসেবা; রোগীর সেবা; পতিসেবা); উপাসনা (সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি লভিতে কি এই ফল!—মধু); উপভোগ (সুখসেবা; ইন্দ্রিয়-সেবা); ভক্ষণ (গোঁসাইজীর সেবা হয়েছে তো?); চাকরি (রাজসেবা); আজ্ঞা পালন, মোসাহেবি (ধনী ও পদস্থের সেবা)। নমস্কার (সেবা দেওয়া—গ্রাম্য ভাষায়, সাবা করা বা দেওয়া)। **সেবাকর্ম**—চাকরের কাজ। **সেবাদাস**—যে ক্রীতদাসের মত সেবা করে, সর্বপ্রকারে আজ্ঞাবহ হইতে প্রস্তুত। **সেবাদাসী**—একান্ত আজ্ঞাবহা দাসী; বৈষ্ণবের সেবিকা বৈষ্ণবী। **সেবাধর্ম**—সেবকের ধর্ম, ভৃত্যের কর্ম, চাকুরি। **সেবাবৃত্তি**—চাকুরি; চাকুরে। **সেবাব্রত**—সেবা যাহার জীবনের ব্রত (বহুব্রী); সেবারূপ ধর্মকর্ম। **উদর-সেবা**—ঔদরিকতা, ভোজন-বিলাস। **পদসেবা**—পা-টেপা; হীন আজ্ঞানুবর্তিতা।

সেবা—সেবা করা; পরিচর্যা করা, আজ্ঞানুবর্তী হওয়া; উপাসনা করা; উপভোগ করা। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

সেবাইত, সেবায়ত—দেবমন্দিরের বিগ্রহের সেবক বা পূজারী। **সেবাতি**—সেবাইত (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। [দ্রঃ।

সেবায়মান—সেবারত। **সেবিকা**—সেবক

সেবিত—উপাসিত, আরাধিত (ভক্তজন-সেবিত বিগ্রহ); উপভুক্ত; আশ্রিত; অধ্যুষিত (গন্ধর্ব-সেবিত পার্বত্য-ভূমি); অনুষ্ঠিত, আচরিত, ব্যবহৃত (মহাজন-সেবিত মার্গ)। **সেবিতব্য**—সেবার বা সেবনের যোগ্য। **সেবী**—সেবক (পদসেবী; অহিফেনসেবী)। **সেব্য**—সেবনীয়, আরাধ্য, উপভোগ্য; প্রভু (সেব্য-সেবক সম্বন্ধ)। **সেব্যমান**—আরাধ্যমান; যাহা উপভোগ করা যাইতেছে।

সেমই, সেমাই—(হি. সিমাই) ময়দার লেচি হইতে সুতার মত বাহির করা খাদ্য-বিশেষ, ঘৃত, চিনি, দুগ্ধ ইত্যাদি সহযোগে রান্না করা হয়, ঈদের সময়ে মুসলমানেরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন। (চালের ময়দা দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা সেমাই তৈরী হয় এবং নারিকেল-কোরা-আদি দিয়া রান্না হয়)।

সেমসেম—এক টুক্‌রার সহিত অন্য টুক্‌রার অথবা এক কাঠের সহিত অন্য কাঠের বেমালুম জোড় খাওয়া সম্পর্কে বলা হয় (সেমসেম হয়েছে বা সেমসেম মিলে গেছে)।

সেমিকোলন—(ইং. semicolon) যতিচিহ্ন-বিশেষ, ';' এই চিহ্ন (কমা-সেমিকোলন পর্যন্ত মুখস্থ)।

সেমিজ—(ইং. chemise) স্ত্রীলোকদিগের দীর্ঘ ও ঢোলা অঙ্গাবরণ-বিশেষ, ইহার উপরে শাড়ী পড়া হয়।

সেয়ান, সেয়ানা—(সং. সজ্ঞান) জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্; চতুর (সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি—চতুরের সঙ্গে চতুরের বোঝাপড়া); বয়স্ক, সোমত্ত (সেয়ানা মেয়ে ঘরে)। **সেয়ান পাগল**—পাগলের মত ব্যবহার করে, কিন্তু আসলে চতুর। **সেয়ানী**—সোমত্তা।

সের—১৬ ছটাক বা আশি তোলা। **সেরকে**—প্রতি সেরে (সেরকে আধপোয়া কম দেয়)। **সেরা**—সের-পরিমিত বা সের-ওজনের বাটখারা (পাঁচসেরা কাঠা; কাঁচি পাঁচসেরা দিয়ে ওজন করে দিয়েছে)।

সেরকশ—(ফা. সরকশ্) একগুয়ে, ঘাড়তেড়া লোক (ধর্মাবতার, সাক্ষী বড় সেরকশ—বঙ্কিমচন্দ্র)।

সেরেফ, স্রেফ—(আ. সি'র্ফ্) মাত্র, শুদ্ধ, একদম (স্রেফ পাগলামি; সেরেফ আমল দেবে না)।

সেরেস্তা—(ফা. সরিশ্‌তা) আফিসাদির দপ্তর, বিভাগ; আফিস (জজের সেরেস্তা; জমিদারী সেরেস্তা)। **সেরেস্তাদার**—বিভাগের বা আফিসের অধ্যক্ষ-বিশেষ। বি. সেরেস্তাদারি।

সেলাই—সিবন, ছুঁচ-সুতার সাহায্যে জোড়া দেওয়া। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—ইত্যক দ্রঃ।

সেলাবরদার—(আ. সিলাহ্'+ফা. বরদার) যে অস্ত্র বহন করে বা জোগাইয়া দেয়।

সেলাম, সালাম—'সালামে'র কথ্যরূপ ('আস্‌সালামো আলায়কুম্', 'আদাব', 'নমস্কার' সব অর্থেই ব্যবহৃত হয়—সেলাম বাবুজি, সেলাম হুজুর, সেলাম কর বাদশাজাদে —রবি)। **সেলাম করা**—মুসলমানী অথবা মুসলমানকে শিষ্টাচার নিবেদন করা; নতি জানানো (অনেক সময়ে ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)। **সেলাম ঠোকা**—মাথা ঝুঁকাইয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন করা (ব্যঙ্গেই বেশি ব্যবহৃত হয়); যথাবিহিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করা (সাধারণতঃ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য—তখন তো দুবেলা সেলাম ঠুকতে)। **সেলাম বাজানো**—সেলামঠোকা। **দূর থেকে সেলাম করা**—দুর্জন, গোঁয়ার প্রভৃতিকে ভব্যভাবে পরিহার করিয়া চলা সম্পর্কে বলা হয়। (সালাম দ্রঃ)। **সেলামত**—সালামত। **সেলামান্তি**—সেলাম নিবেদন (গ্রাম্য; ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়)।

সেলামি—নজর, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয়ের কালে অথবা নাম-খারিজ ও নাম-পত্তনের সময়ে ভূম্যধিকারী প্রভৃতিকে যে অর্থ উপহার দেওয়া হয় (বাড়ীওয়ালা সেলামি না নিয়ে বাড়ী ভাড়া দিচ্ছে না)। **আক্কেল-সেলামি**—আক্কেল দ্রঃ।

সেলুলয়েড—(ইং. celluloid) কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত কাচের মত উজ্জ্বল, কিন্তু কাচ হইতে বেশি মজবুত দ্রব্য-বিশেষ (সেলুলয়েডের পুতুল)।

সেলেখানা—(আ. ও ফা. সিলা'খানা) অস্ত্রাগার, armoury (দুর্গানামের দুর্গ গেঁথে রেখেছি মা সেলেখানা—রামপ্রসাদ)।

সেলেট, স্লেট—(ই. slate) নরম পাথরের সুপরিচিত লিখন-পট্ট। **স্লেট-পেন্সিল**—স্লেটে লিখিবার নরম পাথরের পেন্সিল।

সেসন—(ইং. session) ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচারের জন্য জজ ও জুরির বৈঠক; বিচারার্থ একাধিক বিচারপতির বৈঠক; আইন-সভার অধিবেশন। **সেসনে সোপর্দ করা**—বিচারার্থ সেসন-জজের কাছে পাঠানো।

সেহরী—(আ. সহ'র—প্রভাত) সূর্যোদয়ের পূর্বে রোজার সময়ে মুসলমানেরা যে আহার্য গ্রহণ করেন (সেহ্‌রী খাওয়া—গ্রাম্য 'সর্গাই খাওয়া', 'সহ্‌রগা'—প্রভাত হইতে)।

সেহা—(ফা. সিয়াহা) দৈনিক খাজনা আদায়ের বা আয়ব্যয়ের হিসাব অথবা সেই হিসাবের বহি। **সেহা করা**—আয়ব্যয় বহিতে লেখা। **সেহা-নবীশ**—দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাব-রক্ষক কেরাণী।

সেহাই—(ফা. সিয়াহী) কৃষ্ণত্ব; কালি।

সৈংহ—(সিংহ+ষ্ণ) সিংহসম্বন্ধীয়; সিংহতুল্য; সিংহের চিহ্নযুক্ত (সৈংহধ্বজা)। **সৈংহল**—সিংহল-সম্বন্ধীয়। **সৈংহিক, সৈংহিকেয়**—সিংহিকার পুত্র, রাহুগ্রহ।

সৈকত—(সিকতা+ষ্ণ) বালুকাময় স্থান, তট (সিন্ধু-সৈকত)।

সৈনাপত্য—সেনাপতিত্ব। **সৈনিক**—(সেনা +ষ্ণিক) সৈন্য, প্রহরী, যোদ্ধা (সত্যের সৈনিক)।

সৈন্ধব—(সিন্ধু+ষ্ণ) সমুদ্রজাত, সমুদ্রজাত লবণ ; সিন্ধুদেশীয় (সৈন্ধব অশ্ব)। **সৈন্ধবী**—রাগিণী-বিশেষ। **সৈন্ধবক**—সিন্ধুদেশীয় (মনুষ্য)।

সৈন্য—(সেনা+ষ্ণ্য) শ্রেণীবদ্ধ যোদ্ধা ; সৈনিক। **সৈন্য সমাবেশ**—সৈন্যদলের সমাবেশ বা ব্যূহ রচনা। **সৈন্য-সামন্ত**—সৈন্যদল ও অধীন রাজগণ ; সৈন্যের দল ও তাহাদের পরিচালকবর্গ (সৈন্যসামন্ত লইয়া হাজির)। **সৈন্যাধিনায়ক, সৈন্যাধ্যক্ষ**—সেনাপতি।

সৈমন্তিক—(সীমন্ত+ষ্ণিক) সিন্দুর।

সৈয়দ—(আ. সৈইঈদ) হজরত মোহম্মদের কন্যা হজরত ফাতেমার বা তাঁহার পুত্র ইমাম হোসেনের বংশধর। **সৈয়দ কওলানো**—নিজেদের সৈয়দ বলিয়া পরিচিত করানো, কৌলিন্য জাহির করা।

সৈরন্ধ্র—(সং.) কৃষক ; শিল্পকর্মে নিপুণ ভৃত্য। স্ত্রী. **সৈরিন্ধ্রি, সৈরন্ধ্রী**—পরগৃহবাসিনী, কিন্তু স্ববশা, কেশ-রচনাদি কর্মে নিপুণা পরিচারিকা ; বিরাট-রাজগৃহে সৈরিন্ধ্রীর কর্মে রতা দ্রৌপদী।

সোআমি, সোয়ামী—স্বামী, পতি, (গ্রাম্য)।

সোই—সেই (সোই কোকিল অব লাখ ডাকয়ু—বিদ্যাপতি)।

সোঁ—তীরের মত বেগে চলিয়া যাওয়ার শব্দ। **সোঁ সোঁ**—ক্রমাগত সোঁ (সোঁ সোঁ করে ছুটে আসছে)।

সোঁটা, সোটা—সোঁটা দ্রঃ। **সোঁটা ঘুরানো**—ছড়ি ঘুরানো, অন্যের উপরে সর্দারি করা (গ্রাম্য)—ছোটা ঘুরানো)।

সোঁত—স্রোত (বর্ষায় বড় সোঁত পড়েছে ; চুলছেঁড়া সোঁত ; সোঁতের শেওলা—একান্ত সহায়সম্বলহীন)। **সোঁতা**—নদীর স্বল্প-পরিসর ধারা, যাহাতে সামান্য স্রোত আছে (ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা—রবি)।

সোঁদা—মৃত্তিকার সুগন্ধ-বিশেষ, গ্রীষ্মকালে প্রথম বৃষ্টি হইলে ও মাটির নূতন কলসীর জলে এমন গন্ধ পাওয়া যায়। **সোঁদা নারকেল**—যে ঝুনা নারকেলের ভিতরের জল শুকাইয়া গিয়াছে।

সোঁদাল—সোনালু গাছ।

সোজা—(হি. সূঝ . সং. শুদ্ধ) অবক্র, সরল, সাদাসিধা (সোজা কথা . সোজা বুঝ . সোজা লোক পেয়ে ঠকিয়েছে ; কথার সোজা মানে) ; ঋজু (সোজা পথ ; সোজা দক্ষিণ দিকে যাও) ; সহজসাধ্য, সহজবোধ্য (সোজা কাজ নয় ; সোজা বিষয়) ; সায়েস্তা, দুরস্ত (ধাক্কায় পড়লে দুদিনেই সোজা হয়ে যাবে ; বাঁকাকে কেমন করে সোজা করতে হয়, তা জানি) ; সহজভাবে, প্যাঁচফের না রাখিয়া (সোজা বলে দিলেই তো পার)। **সোজাসুজি**—ঋজুভাবে, directly, খোলাখুলি ভাবে (সোজাসুজি বড়বাবুর কাছে যাও ; সোজাসুজি বল্লেই তো পার) ; ভিতরে না তলাইয়া (রাগ করলে, তাই সোজাসুজি বুঝে নিয়েছে, তোমার মত নেই)।

সোঝা—(হি. সুঝনা) সমঝিয়া দেখা (বুঝেসুঝে,-জে, চল) ঠাহর করা বা হওয়া (চোখে সোঝে না)। (সুঝা দ্রঃ)।

সোডা—(ইং. soda) পরিষ্কৃত ক্ষার-বিশেষ। **সোডা-ওয়াটার**—কার্বনিক এসিড গ্যাসে মিশ্রিত সুপরিচিত বোতলে বদ্ধ জল। **খাই সোডা**—যে সোডা খাওয়া যায়, sodium bicorbonate (গ্রাম্য)।

সোৎকণ্ঠ—(বহুব্রী.) উৎকণ্ঠা-যুক্ত, ব্যাকুল।

সোৎসাহ—উৎসাহযুক্ত, উদ্দীপনার সহিত (সোৎসাহ সমর্থন)। **সোৎসাহে**—উৎসাহের সহিত।

সোৎসুক—(বহুব্রী) ঔৎসুক্য বা কৌতূহলযুক্ত (সোৎসুক নিরীক্ষণ) ; সোৎকণ্ঠ। **সোৎসুকে**—ঔৎসুক্যের সহিত।

সোদর—(বহুব্রী) সহোদর। স্ত্রী. সোদরা। **সোদরীয়, সোদর্য**—সহোদর (স্ত্রী. সোদর্যা সোদরীয়া ভগিনী)।

সোদ্বেগ—(বহুব্রী) উৎকণ্ঠাযুক্ত, ব্যাকুল। **সোদ্বেগে**—ব্যাকুল হইয়া।

সোনা—(সং. স্বর্ণ; প্রাকৃ. সণ্ণ) সুপরিচিত মূল্যবান্ ধাতু, সুবর্ণ, কাঞ্চন ; সুবর্ণ মুদ্রা (স্বর্ণমূল্যে) ; সোনার গহনা (ওরা পায়ে সোনা পরে না) ; পরম আদরের (সোনাভাই আমার) ; উৎকৃষ্ট বা মহামূল্য বস্তু (সোনার ছেলে ; এই বিপদের দিনে একটি টাকা যে দিলে, সেই আমার সোনা)। **সোনা কষা**—কষ্টিপাথরে সোনা ঘষিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করা। **সোনা-খড়কে**—

গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোরাযুক্ত ক্ষুদ্র মৎস্য-বিশেষ। **সোনাদানা**—নানা ধরণের সোনার অলঙ্কার। **সোনা ফলা**—জমিতে প্রচুর ফসল হওয়া; খুব বেশী লাভ হওয়া (যাতে হাত দেয়, তাতেই সোনা ফলে)। **সোনা ফেলে আঁচলে গিরে**—আসল ব্যাপার ভুলিয়া বাহিরের জাঁক-জমক লইয়া সন্তুষ্ট থাকা, যাহা যোগ্য তাহার আদর না করিয়া অযোগ্যের আদর করা। **সোনাব্যাঙ**—সোনালি রঙের বড় ব্যাঙ-বিশেষ। **সোনাভস্ম**—সোনা পোড়াইয়া যে ভস্ম করা হয় (ঔষধে ব্যবহৃত হয়)। **সোনামুখ**—পরম আদরের ব্যক্তি। **সোনা-মুখী**—ছোট গাছ-বিশেষ। **সোনামুগ**—স্বর্ণবর্ণ মুগ। **সোনায় সোহাগা**—অতি উত্তম যোগ, মণিকাঞ্চন যোগ। **সোনার**—অতি উত্তম; (ব্যঙ্গে) অকিঞ্চিৎকর ('ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহুরী')। **সোনার অঙ্গ**—অতি সুন্দর দেহ, বরাঙ্গ। **সোনার কাঠি, রূপার কাঠি**—উপকথার সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, যে দুইটি দ্বারা রাজকন্যাকে জীয়াইয়া তোলা যাইত, আবার অচেতন করা হইত; তাহা হইতে, উন্নতি ও অবনতির হেতু। **সোনার চাঁদ**—পরম আদরের; অতি উত্তম (সোনার চাঁদ ছেলে); (ব্যঙ্গে) অপদার্থ। **সোনার জল**—স্বর্ণবর্ণ কালি-বিশেষ (সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা—রবি)। **সোনার জাদু**—অতিশয় প্রিয় সন্তান (ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়)। **সোনার পাত**—সোনার অতি সূক্ষ্ম পাত, সোনার তবক। **সোনার পাথর-বাটি**—যাহা অদ্ভুত ও অসম্ভব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব। **সোনার বরণ,-বর্ণ**—সোনার মত বর্ণ, উজ্জ্বল পীতবর্ণ। **সোনার বেনে,-ণে**—হিন্দুজাতি-বিশেষ। **সোনার বাংলা**—স্বর্ণশস্যশালিনী বঙ্গভূমি, ধনধান্যে ভরা বাংলা। **সোনার লঙ্কা**—স্বর্ণময় লঙ্কা, অতুল ঐশ্বর্যশালিনী লঙ্কা। **সোনার সংসার**—সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ সংসার।

সোনার—স্বর্ণকার, সেকরা। স্ত্রী. সোনারণী।

সোনালি—স্বর্ণমণ্ডিত; স্বর্ণনির্মিত; স্বর্ণবর্ণ। **সোনালি স্বপন**—রঙীন কল্পনা।

সোপকরণ—উপকরণের সহিত।

সোপচার—উপকরণের সহিত (সোপচার পূজা)।

সোপরদ্দ, সোপর্দ—(ফা. সুপুর্দ্) ভারার্পণ; ন্যস্ত করা; কোন ব্যক্তির হস্তে বিচারের জন্য অর্পণ (ফৌজদারী সোপরদ্দ করা)। **মেয়ে সোপর্দ করা**—কন্যা বরকে সম্প্রদান করা, বরের হাতে মেয়ের হাত রাখিয়া সঁপিয়া দেওয়ার অনুষ্ঠান।

সোপাধিক—উপাধিযুক্ত, বিশেষণ-সমন্বিত।

সোপান—[স+উপান (ঊর্ধ্বগমন)] সিঁড়ি, উপরে উঠিবার বা নীচে নামিবার ধাপসমূহ; উপায় (উন্নতির সোপান)। **সোপান-পঙ্‌ক্তি, -পরম্পরা**—পৈঠা সমূহ। **সোপানাবলী**—পর-পর সাজানো পৈঠা।

সোবেরাত—শবেবরাত দ্রঃ।

সোম—[সু (প্রসব করা)+ম, মন্) অমৃত প্রসবকারী, চন্দ্র; যজ্ঞে প্রস্তুত রস-বিশেষ; (সহ+উমা) মহাদেব; সোমবার; উপাধি-বিশেষ; সৌম্য, মনোহর (সোমদর্শন)। **সোমক্ষয়**—অমাবস্যা। **সোমতীর্থ**—প্রভাসতীর্থ। **সোমধারা**—আকাশ। **সোমনাথ**—ভারতের দ্বাদশ শিবলিঙ্গের অন্য-তম, সুলতান মামুদ কর্তৃক বিধ্বস্ত, বর্তমানে পুনঃস্থাপিত। **সোমপ,-পা**—যজ্ঞে সোমরস-পায়ী। **সোমবংশ**—চন্দ্রবংশ। **সোম-বিক্রয়ী**—সোমলতা-বিক্রয়ী। **সোমযাগ**—বর্ষত্রয়সাধ্য বৈদিক যজ্ঞ-বিশেষ, ইহাতে প্রথম বর্ষে সোমপান করিতে হইত। **সোমসিদ্ধান্ত**—জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-বিশেষ।

সোমত্ত—(সং. সমর্থ) সমত্ত দ্রঃ। [নদী।

সোমাংশু—চন্দ্রকিরণ। **সোমোদ্ভবা**—নর্মদা

সোয়া—সওয়া (সোয়া লক্ষ নাতি)।

সোয়াদ—স্বাদ, মাধুর্য (সোয়াদ দ্রঃ)।

সোয়ামি—স্বামী (গ্রাম্য)।

সোয়ার—সওয়ার, আরূঢ় (সোয়ার হওয়া)। **সোয়ারি,-রী**—পাল্কী, ডুলি প্রভৃতি (সোয়ারিতে আনা হয়েছে); আরোহণ (সোয়ারির ঘোড়া)। সওয়ারি দ্রঃ।

সোয়াস্তি—স্বস্তি, শান্তি, আরাম (ছেলেগুলোর যন্ত্রণায় একটুও সোয়াস্তি পাই না; সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল)। ('সোয়াস্ত' শব্দেরও ব্যবহার আছে)।

সোয়েম—(ফা.) সুয়েম দ্রঃ।

সোর—শোর দ্রঃ। **সোরগোল**—চেঁচামেচি ; গণ্ডগোল। **সোরৎ**—শহরৎ দ্রঃ।

সোরা—(ফা. শোরা ; সং. সর্জিকাক্ষার) ক্ষার-বিশেষ, nitre।

সোরাই—সুরাহি দ্রঃ।

সোলা—নরম ও হাল্কা কাঠ-বিশেষ (সোলার মত পাত্‌লা)। **সোলাকচু**—লঘু কচু-বিশেষ। **সোলার টুপি**—সোলা দিয়া নির্মিত টুপি, হ্যাট-বিশেষ।

সোল্লাস—(বহুব্রী.) উল্লাস-সমন্বিত, সানন্দ (সোল্লাস অভিনন্দন—ovation)।

সোলে—(আ. সু'লাহ্‌—শান্তি, সন্ধি,) সন্ধি, আপোষ, মিটমাট (দুইপক্ষে এখন সোলে হয়ে গেছে)। **সোলেনামা**—আপোষের শর্তাদি-যুক্ত লেখ্য।

সোসর—সদৃশ, তুল্য। সোঁসর দ্রঃ।

সোহম্‌, সোহহং—সে-ও আমি এক, আমি ব্রহ্ম, উপাস্যের সহিত উপাসকের একাত্মতা-ভাব (তু. 'আ'নাল্‌হক্‌')।

সোহাগ—(স. সৌভাগ্য ; প্রাকৃ. সোহগ্‌গ) অতিশয় আদর ('মার সোহাগে বাপের আদর' ; সোহাগী মেয়ে) ; স্বামীর বা প্রণয়ীর আদর (সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি—রবি ; দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তার কি আর সোহাগের অন্ত আছে ?)। বিণ. সোহাগী—যে সোহাগ লাভ করিয়াছে, আদরিণী (ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক)। (সোহাগিনী-ও ব্যবহৃত হয়)। **সোহাগ-কাজল**—স্বামীর সোহাগ বাড়াইবার জন্য যে অভিচারপূত কাজল পরা হয়। **সোহাগে**—সোহাগী (কথ্য)।

সোহাগা—ক্ষার-বিশেষ, টঙ্কণ, Borax (সোহাগার খৈ)। **সোনায় সোহাগা**—সোনা দ্রঃ।

সোহি—(ব্রজবুলি) সেই।

সৌকর্য—(সুকর+ষ্য) সুসাধ্যতা, অনায়াস (আকাশ-ভ্রমণের সৌকর্য)।

সৌকুমার্য—(সুকুমার+ষ) সুকুমারতা, লালিত্য, কমনীয়তা, কোমলতা (গঠন-সৌকুমার্য ; ভারতীয় নৃত্যের সৌকুমার্য)।

সৌক্ষ্ম্য—(সূক্ষ্ম+ষ্য) সূক্ষ্মতা ; জটিল বিষয়ে প্রবেশের শক্তি (বুদ্ধি-সৌক্ষ্ম্য)।

সৌখিন,-খীন, শৌখীন—(ফা. শৌকী'ন—আগ্রহী, কামনাকারী) যাহার সখ আছে, বিলাসী (সাজ-পোষাকে সৌখীন) ; অতিরিক্ত সুকুমার, ভাববিলাসী (সৌখীন রুচির পরিচায়ক ; এটি তার এক সৌখীন খেয়াল)। বি. সৌখীনতা।

সৌখ্য—(সুখ+ষ্য) সুখ, সুখধারা।

সৌগত—[সুগত (বুদ্ধ)+ষ] বৌদ্ধ, নিরীশ্বর-বাদমূলক (সৌগত মত)। **সৌগতিক**—বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, নাস্তিক।

সৌগন্ধ,-ন্ধ্য—(সুগন্ধ+ষ, ষ্য) সৌরভ ('আজি আম্র-মুকুল-সৌগন্ধে' ; **সৌগন্ধ-পুটিকা**—আতরদান বা এসেন্সের বাক্স। **সৌগন্ধিক**—ব্যবসায়ী, গন্ধ-বণিক ; নীলোৎপল ; পদ্মরাগ ; সুঁদি ; গন্ধক।

সৌজন্য—(সুজন+ষ্য) সুজনতা, ভদ্র-ব্যবহার, অমায়িকতা ও মার্জিততা (তাঁহার সৌজন্যে একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি)।

সৌজাত্য—(সুজাত+ষ্য) সুসন্তান লাভ, জন্মের উৎকর্ষ। **সৌজাত্য-বিদ্যা**—উৎকৃষ্ট-সন্তান-জনন-বিদ্যা ; Engenics।

সৌত্য—(সূত+ষ্য) সারথির কর্ম।

সৌত্র, সৌত্রিক—(সূত্র+ষ, ষ্কিক) সূত্রসম্বন্ধীয়, সূত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট (ধাতু) ; সূত্র-নির্মিত ; ব্রাহ্মণ।

সৌদামনী, সৌদামিনী, সৌদাম্নী—বিদ্যুৎ ; অপ্সরা-বিশেষ।

সৌধ—[সুধা (চূণ)+ষ—যাহা চূণকাম করা] প্রাসাদ ; ইষ্টকাদি-নির্মিত গৃহ। **সৌধ-শিখর**—প্রাসাদের উপরিভাগ। **সৌধশ্রেণী**—ইষ্টক-নির্মিত গৃহের শ্রেণী। **সৌধাঙ্গন**—সৌধের আঙ্গিনা।

সৌন্দর্য—(সুন্দর+ষ) সুন্দরভাব, রূপ, সাম-ঞ্জস্যের শ্রী (দৈহিক সৌন্দর্য ; চারিত্রিক সৌন্দর্য)।

সৌপর্ণ—(সুপর্ণ+ষ) গরুড়-সম্বন্ধীয় ; মরকত মণি। **সৌপর্ণেয়**—সুপর্ণীর (বিনতার) নন্দন, গরুড় ; মরকত মণি ; গায়ত্র্যাদি ছন্দ।

সৌপ্তিক—(সুপ্ত+ষ্কিক) নিশা-রণ ; মহা-ভারতের পর্ব-বিশেষ ; সুপ্ত-সম্বন্ধীয়।

সৌবর্চল—সুবর্চল দেশজাত কৃষ্ণ লবণ ; সাজিমাটি।

সৌবর্ণ—স্বর্ণ-নির্মিত।

সৌবস্তিক—(স্বস্তি+ষ্কিক) মঙ্গলজনক ; স্বস্তি-বাচক পুরোহিত।

সৌবীর—সিন্ধু নদের নিকটবর্তী দেশ-বিশেষ; সৌবীরবাসিগণ; সৌবীরের রাজা জয়দ্রথ বদর ফল; কাঁজি। **সৌবীরাঞ্জন**—সৌবীর দেশের অঞ্জন, শাদা সুর্মা।

সৌভদ্র, সৌভদ্রেয়—সুভদ্রাতনয়, অভিমন্যু।

সৌভাগিনেয়—(সুভগা+ঢেয়) সৌভাগ্যবতীর পুত্র, সুয়োরাণীর সন্তান (বিপ. দৌর্ভাগিনেয়) স্ত্রী. সৌভাগিনেয়ী।

সৌভাগিন্য—(সুভগিনী+ষ্ণ্য) ভগিনীদের মধ্যে সম্প্রীতি (তুলনীয়—সৌভ্রাত্র)।

সৌভাগ্য—(সুভগ+ষ্ণ্য) শুভাদৃষ্ট, সুদিন, অভ্যুদয়; পতির সমাদর (সৌভাগ্য-গর্ব); অবৈধব্য (সৌভাগ্যবতী); জ্যোতিষে যোগ-বিশেষ। **সৌভাগ্যক্রমে**—অনুকূল ভাগ্যের গুণে। **সৌভাগ্যচিহ্ন**—সিঁদুর, শঙ্খ প্রভৃতি সধবার চিহ্ন।

সৌভ্রাত্র—(সুভ্রাতৃ+ষ্ণ) ভ্রাতৃগণের পরস্পরের সঙ্গে সম্প্রীতি; ভ্রাতৃস্থানীয়দের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব, (ভারত ও চীনের প্রাচীন সৌভ্রাত্র)।

সৌমনস্য—(সুমনস্+ষ্ণ্য) প্রীতি, প্রসন্নতা (বিপ. দৌর্মনস্য)। [শত্রুঘ্ন।

সৌমিত্র, সৌমিত্রি—সুমিত্রার পুত্র, লক্ষ্মণ,

সৌম্য—(সোম+ষ্ণ্য) প্রিয়দর্শন, প্রসন্ন (সৌম্য মূর্তি); চন্দ্রের অপত্য; শুভকর, অনুকূল, সোমলতা-সম্বন্ধীয় (সোমপায়ী) বিপ্র। **সৌম্যধাতু**—শ্লেষ্মা।

সৌর—(সুর+ষ্ণ) সূর্য-সম্বন্ধীয় (সৌর-জগৎ—যে জগতের কেন্দ্র সূর্য; সৌর মাস); সূর্যোপাসক। **সৌরচিকিৎসা**—সূর্যোত্তাপের সাহায্যে চিকিৎসা, আতপ-স্নান। **সৌর দিবস**—ষাটদণ্ডযুক্ত দিবস। **সৌরমাস**—সূর্য এক রাশিতে যতদিন অবস্থিতি করে।

সৌরভ—(সুরভি+ষ্ণ) সুগন্ধ; কুমকুম। (গ্রাম্য—সৈরব)। **সৌরভেয়**—সুরভির অপত্য, বৃষ। **সৌরভ্য**—সৌগন্ধ।

সৌরসেন—সুর-সেনাপতি, কার্তিকেয়।

সৌরাজ্য—সুরাজত্ব, সুশাসনভাব।

সৌরাষ্ট্র—পশ্চিম ভারতের রাজ্য-বিশেষ; সৌরাষ্ট্রের লোক; কাংস্য। **সৌরাষ্ট্রিক**—সৌরাষ্ট্র-দেশজাত-বিশেষ। **সৌরাষ্ট্রী**—সৌরাষ্ট্র-দেশীয় সুগন্ধি মৃত্তিকা।

সৌরি—(সুর+ষ্ণি) সূর্যপুত্র, শনি, যম, কর্ণ; কৃষ্ণ, বিষ্ণু; সূর্য-সম্বন্ধীয়।

সৌরিক—(সুরা+ষ্ণিক) মদ্য-বিক্রেতা; সুরা-সম্বন্ধীয়; (সুর+ষ্ণিক) দেব-সম্বন্ধীয়, স্বর্গ।

সৌর্য্য—সূর্য-সম্বন্ধীয়। **সৌর্য্যচান্দ্রমাস**—সূর্য ও চন্দ্র-বিষয়ক।

সৌষ্ঠব—(সুষ্ঠু+ষ্ণ) উৎকর্ষ, সামঞ্জস্য, পারিপাট্য, সৌন্দর্য (সর্বাঙ্গের সৌষ্ঠব; সৌষ্ঠবপূর্ণ গৃহ)।

সৌসাদৃশ্য—বিলক্ষণ সাদৃশ্য (দুইয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে।

সৌহার্দ-র্দ্য, সৌহৃদ,-দ্য—(সুহৃদ্+ষ্ণ, ষ্ণ্য) সখ্য, প্রণয়, বন্ধুত্ব, সৌজন্য।

স্কন্দ—[স্কন্দ্ (গমন করা)+অল্] লাফাইয়া লাফাইয়া গমন; কার্তিকেয়, শিশুর তড়কা, মাতৃস্তন্যে অরুচি, মুখে ফেনা ওঠা প্রভৃতি রোগ (স্কন্দ গ্রহ)।

স্কন্ধ—[ক (মস্ত)—ধা (ধারণ করা)+অ, স আগম] যাহা মস্তক ধারণ করে, কাঁধ; দেহ; ষাঁড়ের ঝুঁটি; বৃক্ষের কাণ্ড হইতে শাখা নির্গমের স্থান; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বা বিভাগ; গৃহের কক্ষ; ব্যূহ ('চতুস্কন্ধ চমূ'); বৌদ্ধমতে জ্ঞানের পঞ্চ বিভাগ (রূপ-স্কন্ধ, বেদনা স্কন্ধ, বিজ্ঞান-স্কন্ধ ইত্যাদি); মার্গ; অভিষেকের সামগ্রী। **স্কন্ধচাপ**—ভার বহনের যষ্টি, বাঁক। **স্কন্ধজ**—যাহা অন্য গাছের গুঁড়ির উপরে জন্মে, আলোকলতা, পরগাছা প্রভৃতি। **স্কন্ধতরু**—নারিকেল গাছ। **স্কন্ধদেশ**—স্কন্ধ; হস্তিস্কন্ধ, যেখানে মাহুত বসে। **স্কন্ধবদ্ধ**—গাছের গুঁড়িতে বাঁধা। **স্কন্ধশাখা**—স্কন্ধ হইতে নির্গত শাখা, বৃক্ষের প্রধান শাখা। **স্কন্ধাবার**—(যাহা রাজা বা সৈন্যদলের জন্য আবরণের কাজ করে) রাজার শরীর-রক্ষক সেনা; সেনানিবেশ; শিবির; রাজধানী।

স্কলারশিপ—(ইং. scholarship) কৃতী ছাত্রকে দত্ত বৃত্তি (আগা পাশ করে স্কলারশিপ পেয়েছে)।

স্কুল—(ইং. school) বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়। **স্কুল-মাষ্টার**—বিদ্যালয়ের শিক্ষক; মত-বিশ্বাসে পরিবর্তন-বিরোধী, প্রচলিত পদ্ধতির অনুবর্তী (অবজ্ঞায়)। বি. স্কুলমাষ্টারি।

স্ক্রু—ইস্ক্রুপ দ্রঃ।

স্খলৎ—যাহা স্খলিত হইতেছে। **স্খলন**—পতন,

ভ্রংশ, স্থায়পথ হইতে চ্যুত হওয়া ('স্খলন, পতন, ত্রুটি'); ভ্রম হওয়া; হোঁচট খাওয়া, পিছলাইয়া যাওয়া (পদস্খলন)। বিণ. **স্খলিত**—বিচ্যুত, পতিত; অর্দ্ধোচ্চারিত (স্খলিত বচন); প্রতিহত (স্খলিত বীর্য—যাহার শক্তি প্রতিহত হইয়াছে)।

স্খালন—ক্ষালন, অপসারণ, (দোষস্খালন)। বিণ. স্খালিত।

স্তন—[স্তন্ (শব্দ করা)+অচ্—যাহা তারুণ্যের উদয় ঘোষিত করে] প্রয়োধর, কুচ; স্তন্য (স্তনপান); পালান (গো-স্তন); স্তনের মত মাংসপিণ্ড (অজাগল স্তন)। **স্তনত্যাগ**—শিশুর স্তন্যপান ত্যাগ। **স্তনদাত্রী**—যিনি স্তন্যপান করান। **স্তনন্ধয়**—স্তন্যপায়ী। **স্তনপ,-পা**—স্তন্যপায়ী। **স্তনবৃন্ত,-মুখ**—চুচুক। **স্তনাংশুক**—স্তনের আচ্ছাদন-বস্ত্র।

স্তনন—ধ্বনি, মেঘধ্বনি: কুন্থন (যাহা গর্ভিণীধর্ম)।

স্তনিত—(স্তন্+ক্ত) ধ্বনিত, শব্দিত; মেঘধ্বনি। **সমুদ্র-স্তনিত পৃথ্বী**—সমুদ্র-গর্জন-মুখরিত পৃথিবী (কিন্তু সমুদ্র যাহার স্তন্য, সেই পৃথিবী, এই অর্থই বেশী সঙ্গত মনে হয়; সমুদ্র-স্তনিত পৃথ্বী হে বিরাট্, তোমারে ভরিতে নাহি পারে—রবি)।

স্তন্য—(স্তন+ষ্য) স্তনদুগ্ধ। **স্তন্যজীবী**—যাহারা শৈশবে স্তন্য পান করিয়া বর্ধিত হয়, mammalia, মনুষ্য, গরু, মহিষ ইত্যাদি। **স্তন্য ত্যাগ**—স্তন্যপান ত্যাগ। **স্তন্যদান**—স্তন্য-দুগ্ধ পান করানো, মাই দেওয়া।

স্তব—(স্তু+অল্) স্তুতি, প্রশংসা, মহিমা-কীর্তন (দেবতার স্তবস্তুতি)। **স্তবন**—স্তব করা, স্তুতি। **স্তবস্তুতি**—মহিমা-কীর্তন; অনুনয়-বিনয়, খোসামোদ (বহু স্তব-স্তুতি করে তবে রেহাই পেয়েছে)। **স্তবনীয়**—স্তবের যোগ্য।

স্তবক—(স্তু+অক) গুচ্ছ, থোবা (পুষ্পস্তবক); গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; কবিতার কয়েকটি চরণের সমষ্টি, stanza। **স্তবকিত**—স্তবকে গঠিত বা সজ্জিত; যাহা তোড়া করা হইয়াছে।

স্তব্ধ—(স্তন্‌ভ্+ক্ত) স্তম্ভিত, জড়ীভূত, নিস্পন্দ (গতি স্তব্ধ হইল; বৃক্ষের মত স্তব্ধ); বাক্যহীন (বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল); পলকহীন (স্তব্ধ-নয়ন)। **স্তব্ধমতি**—যাহার বুদ্ধি খেলেনা, জড়বুদ্ধি। **স্তব্ধরোমা**—যাহার রোম শক্ত, বরাহ।

স্তব্ধীকৃত—যাহাকে স্তব্ধ বা নিষ্ক্রিয় করা হইয়াছে। **স্তব্ধীভূত**—যাহা নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চল হইয়াছে, স্পন্দীভূত।

স্তব্য—স্তবনীয়, স্তুত্য।

স্তম্ব—(স্তম্ভ্+অচ্) ধান্যাদির ডাঁটা, ঝাড়, গোছা, তৃণাদির আঁটি, কাণ্ড, হস্তিবন্ধন-স্তম্ভ। (আব্রহ্মস্তম্ব)।

স্তম্ভ—(স্তন্‌ভ্+অ, ঘঞ্) থাম, column (স্তম্ভ সারি সারি; সম্পাদকীয় স্তম্ভ); অচঞ্চলতা, জাড্য (উরুস্তম্ভ; বাহুস্তম্ভ); রোগাদিহেতু অজ্ঞান অবস্থা; মন্ত্রাদির দ্বারা শক্তির নিরোধ (বহ্নিস্তম্ভ)। **স্তম্ভক**—যাহা স্তম্ভিত করে। **স্তম্ভলিপি**—সমাধিস্তম্ভ-আদিতে উৎকীর্ণ-লিপি epitaph।

স্তম্ভন—স্থিরীকরণ, জড়ীকরণ: মন্ত্রাদির দ্বারা চেষ্টা রোধ; যাহা স্তম্ভিত বা রুদ্ধগতি করে; কন্দর্পের পঞ্চবাণের অন্যতম। **স্তম্ভনীয়**—স্তম্ভিত বা নিরুদ্ধ করিবার যোগ্য। **স্তম্ভিত**—নিবারিত, অবরুদ্ধ, নিশ্চল (স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ—রবি); বিস্ময়াদিহেতু জড়ীভূত বা হতবাক্ (তোমার এমন আচরণে স্তম্ভিত হয়েছি)।

স্তর—(স্তৃ+অল্) ভূমি প্রভৃতির কালে কালে সংঘটিত বিভাগ, layer, stratum; পলি; সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী; থাক, স্তবক। (সমাজের প্রতি স্তরে পচন ধরেছে; স্তরে স্তরে সজ্জিত)। **স্তরমেঘ**—বিস্তৃত অবিচ্ছিন্ন মেঘ, stratus।

স্তাবক—(স্তু+ণক) স্তুতিকারক, flatterer, খোসামুদে (যতসব স্তাবক জুটেছে)।

স্তিমিত—[স্তিম্ (ক্লিন্ন হওয়া)+ক্ত] নিশ্চল, স্থির, নিস্পন্দ, অতিশয় মন্দ; ভিজা, আর্দ্র (স্তিমিত নেত্রে—নির্নিমেষ চক্ষু; স্তিমিত প্রবাহ—স্রোতহীন)।

স্তুত—(স্তু+ক্ত) যাহার স্তুতি বা প্রশংসা করা হইয়াছে। **স্তুতি**—স্তব, প্রশংসা। (গ্রাম্য, তুতি—এত তুতি-মিনতি করে কি চলা যায়?)। **স্তুতিপাঠক**—যে স্তবগান করে, বন্দী। **স্তুতিবাদ**—প্রশংসা-কীর্তন; স্তাবকতা, flattery। **স্তুত্য**—স্তবনীয়।

স্তূপ—[স্তূপ্ (রাশি করা)+অ] রাশি, সমূহ, ঢিপি, heap; বৌদ্ধ সমাধি-স্তম্ভ। **স্তূপাকার, স্তূপাকৃতি**—যাহা জমিয়া স্তূপের মত হইয়াছে, প্রভূত। **স্তূপীকৃত**—রাশীকৃত।

স্তূয়মান—যাহার স্তব করা হইতেছে।

স্তেন—[স্তেন্ (চুরি করা) + অ] চোর ; চৌর্য (স্তেন-নিগ্রহ)।

স্তেয়—(স্তেন + য) চৌর্য। **স্তেয়ী**—চোর ; সেকরা। **স্তৈন, স্তৈন্য**—(স্তেন + ক, ষ্য) চৌর্য। [**অস্তেয়**—অচৌর্য, চুরি না করা]

স্তোক—[স্তুচ্ (প্রসন্ন হওয়া) + ঘঞ্] অল্প, ঈষৎ (স্তোকনম্র) ; মিথ্যা প্রবোধ বা আশ্বাস (স্তোকবাক্যে ভুলিবার নয়)।

স্তোতব্য—স্তবনীয়। **স্তোতা**—(স্তু + তৃচ্) স্তবকারক, বন্দী। **স্তোত্র**—স্তব, দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত আরাধনা-বাক্য।

স্তোভ—(সং.) অর্থহীন শব্দ ; অগৌরব, অসম্মান। **স্তোভবাক্য**—স্তোকবাক্য।

স্ত্রী—[স্ত্যৈ (শব্দ করা) + ড্রট্ + ঈ] যোষিৎ, নারী, স্ত্রী-জাতি ; পত্নী ; কন্যা-সন্তান (স্ত্রী-জননী)। **স্ত্রী-আচার**—বিবাহ-কালে সধবা নারীদিগের বর-কন্যাকে লইয়া নানা লৌকিক আচার উদ্‌যাপন। **স্ত্রীকাম**—পত্নীকামী ; কামুক। **স্ত্রীকুসুম**—আর্তব। **স্ত্রীগমন**—স্ত্রী-সম্ভোগ। **স্ত্রী-গুরু**—দীক্ষাদাত্রী। **স্ত্রী-চরিত্র**—নারী-জাতির প্রকৃতি (যাহা সাধারণত দুর্জ্ঞেয় ভাবা হয়)। **স্ত্রীচিহ্ন**—যোনি। **স্ত্রী-চোর**—নারী-অপহারক ; লম্পট। **স্ত্রী-জননী**—যে স্ত্রী কেবল কন্যা প্রসব করে। **স্ত্রীজিত**—স্ত্রৈণ। **স্ত্রীজীবী**—স্ত্রীকে পণ্যরূপে ব্যবহার করিয়া যে জীবিকা অর্জন করে। **স্ত্রীদ্বেষী**—যে নারীর প্রতি বিরূপ। **স্ত্রী-পুরুষ**—নরনারী ; স্বামী ও স্ত্রী। **স্ত্রীধন**—যে ধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধিকার। **স্ত্রীধর্ম**—যাহা স্ত্রীলোকের করণীয় ; ঋতু (স্ত্রীধর্মিণী—রজস্বলা)। **স্ত্রীপর্ব**—মহাভারতের একাদশ পর্ব, যাহাতে পুত্রহারা ও বিধবা রমণীদের বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। **স্ত্রী-প্রত্যয়**—যে প্রত্যয় স্ত্রীলিঙ্গের সূচনা করে। **স্ত্রীবশ**—স্ত্রৈণ। **স্ত্রীবিয়োগ**—পত্নীর মৃত্যু। **স্ত্রীবুদ্ধি**—নারীর বুদ্ধি (পুরুষের চোখে যাহা অনির্ভরযোগ্য। **স্ত্রীভাগ্য**—ভার্যার ভাগ্য (স্ত্রীভাগ্যে ধন)। **স্ত্রীমন্ত্র**—যে মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' যুক্ত। **স্ত্রীরত্ন**—শ্রেষ্ঠা নারী। **স্ত্রীরোগ**—যে সমস্ত রোগ বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের হয়। **স্ত্রীলক্ষণ**—স্ত্রীচিহ্ন। **স্ত্রীলিঙ্গ**—(ব্যাকরণে) স্ত্রীবাচক শব্দ ; স্ত্রীচিহ্ন। **স্ত্রী-শিক্ষা**—নারী-জাতির শিক্ষা। **স্ত্রী-সংসর্গ,-সেবা**—স্ত্রী গমন। **স্ত্রীসভা**—স্ত্রীলোকদের সভা। **স্ত্রীসুলভ**—নারীতে যাহা স্বাভাবিক। **স্ত্রীস্বভাব**—নারীজাতির স্বভাব ; যাহার স্বভাব স্ত্রীর মত, অন্তঃপুর-রক্ষক, খোজা।

স্ত্রীত্ব—নারীত্ব ; স্ত্রীলিঙ্গ। **স্ত্রৈণ**—(স্ত্রী + নঞ্) স্ত্রীস্বভাব ; স্ত্রীজিত (বি. স্ত্রৈণতা)। **স্ত্র্যাজীব**—স্ত্রীজীবী।

স্থ—(স্থা + ক) স্থিত, মধ্যবর্তী, বর্তমান, আসীন, আরূঢ়। (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—গর্ভস্থ সন্তান ; ধ্যানস্থ ; পাত্রস্থা ; সিংহাসনস্থ)।

স্থগ—[স্থগ্ (আচ্ছাদন করা) + অ] ধূর্ত, ঠগ। **স্থগন**—সংবরণ, আচ্ছাদন। **স্থগিত**—আবৃত, তিরোহিত, নিবৃত্ত (আপাততঃ কাজকর্ম স্থগিত রহিয়াছে)।

স্থণ্ডিল—(সং.) যজ্ঞার্থ প্রস্তুত পরিষ্কৃত ভূমি। **স্থণ্ডিলশায়ী**, **স্থণ্ডিলেশয়**—যজ্ঞভূমিতে শয়নকারী ব্রতী।

স্থপতি—[স্থ (স্থিত) + পতি] অন্তঃপুররক্ষক, কঞ্চুকী ; বার্হস্পত্য-যজ্ঞকর্তা ; অধিপতি, মন্ত্রী ; বৃহস্পতি ; ঘরামি ; রাজমিস্ত্রী ; শিল্পী ; সূত্রধর ; সারথি ; কুবের ; প্রধান। **স্থপতি-বিজ্ঞান,-বিদ্যা**—গৃহাদি নির্মাণ-বিষয়ক বিদ্যা। **স্থপতি-শালা**—শিল্পশালা, সূত্রধরের কর্মশালা।

স্থবির—(স্থা + কিরচ্) প্রাচীন ; বৃদ্ধ ; জীর্ণ ; জ্ঞানবৃদ্ধ ; বর্ষীয়ান্, বৌদ্ধ, ভিক্ষু ; ব্রহ্মা। স্ত্রী. স্থবিরা। **স্থবিরতা**—বার্ধক্য।

স্থল—(স্থল্ + অ) জলশূন্য অকৃত্রিম ভূমি ; স্থান ; প্রদেশ, ক্ষেত্র ; বিষয় ; পাত্র। **স্থলকন্দ**—বন-ওল। **স্থল-কমল,-পদ্ম**—সুপরিচিত পুষ্প-বিশেষ। **স্থল-কমলিনী,-পদ্মিনী**—স্থল-পদ্মের গাছ। **স্থল-কুমুদ**—করবীর বৃক্ষ। **স্থলকূল**—অবলম্বন, আশ্রয়। **স্থলচর**—স্থলে বিচারী (বিপ. জলচর)। **স্থলপথ**—ডাঙ্গা পথ (বিপ. জলপথ)। **স্থলশুদ্ধি**—স্থলের সংস্কার বা মার্জন। **স্থল-সংকট**—যোজক, isthmus।

স্থলাভিষিক্ত—স্থলে নবনিযুক্ত বা স্থাপিত। **স্থলী**—স্থল (বনস্থলী)। **স্থলীয়**—স্থল-সম্বন্ধীয়, স্থানীয়।

স্থাণু—(সং.) নিশ্চল, স্থির ; শিব (স্থাপিলা বিধুরে

বিধি স্থাণুর ললাটে—মধু) ; খোঁটা ; গোঁজ ; স্তম্ভ ; সড়কি ; উইয়ের ঢিবি ; শাখাহীন বৃক্ষ।

স্থাণ্ডিল—স্থণ্ডিলশায়ী, ভিক্ষু।

স্থাতব্য—(স্থা+তব্য) থাকিবার যোগ্য, স্থিতি-যোগ্য। **স্থাতা**—স্থিতিকারী।

স্থান—(স্থা+অনট্) স্থল : অবস্থান ; ক্ষেত্র (কঠিন স্থান) ; গৃহ, বাটী ; আধার ; সমীপ (পিতৃস্থানে নিবেদন করিল)। **স্থানক**—স্থান, দেশ ; আলবাস ; বুদ্বুদ ; নগর। **স্থান-চ্যুত**—স্বস্থান হইতে অপসারিত ; পদচ্যুত। **স্থান-পরিবর্তন**—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন। **স্থানবিৎ**—কোন বিশেষ স্থান বা দেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। **স্থান-মাহাত্ম্য**—স্থানের বিশেষ গুণ বা অলৌকিক শক্তি। **স্থান-সন্নিবেশ**—স্থান নির্ণয় ও তার সীমাদি নিরূপণ। **স্থানান্তর**—(ময়ূরব্যংসকাদি) অন্য স্থান (স্থানান্তরে গমন করিলেন)।

স্থানিক—স্থানীয় ; কোন স্থানের অধ্যক্ষ। **স্থানী**—স্থিতিশীল ; স্থান-বিশিষ্ট। **স্থানীয়**—বিশেষ কোন স্থানের।

স্থানেশ্বর—থানেশ্বর, প্রাচীন কালের কুরুক্ষেত্র।

স্থাপক—(স্থাপি+ণক) স্থাপনকারী, প্রতিষ্ঠাতা ; যে গচ্ছিত রাখে ; নাট্যে নট-বিশেষ **স্থাপন**—অর্পণ, বিন্যাস ; প্রতিষ্ঠাপন, নির্মাণ (মঠস্থাপন ; ধর্মস্থাপন ; মতবাদ স্থাপন)। **স্থাপনা**—স্থাপন, নিবেশন। **স্থাপনী**—আবাহনী মুদ্রা-বিশেষ। **স্থাপনীয়, স্থাপ্য**—স্থাপন করিবার যোগ্য। **স্থাপয়িতা**—স্থাপনকারী (স্ত্রী. স্থাপয়িত্রী)। বিণ. স্থাপিত।

স্থাপত্য—কঞ্চুকী ; স্থপতির কর্ম, architecture।

স্থাবর—(স্থা+বর) স্থিতিশীল, অচল, বৃক্ষ পর্বতাদি (স্থাবর, জঙ্গম ; স্থাবর সম্পত্তি—গৃহ, ভূসম্পত্তি, immovable property ইত্যাদি)। বি. স্থাবরতা—অনড়ভাব, জড়তা।

স্থায়িতা,-ত্ব—অনশ্বরতা, স্থিতিশীলতা।

স্থায়িভাব—শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীভৎস প্রভৃতি রস ; মনের স্থায়ী অনুভূতি। **স্থায়িভাবে**—চিরদিনের জন্য বা দীর্ঘকাল ধরিয়া। **স্থায়ী**—যাহা পরিবর্তিত হয় না, অচল, স্থির, টেঁকসই, মজবুত (স্থায়ী রং ; স্থায়ী বাসিন্দা)।

স্থালী—পাকপাত্র, হাঁড়ী।

স্থিত—(স্থা+ক্ত) বর্তমান, অবস্থিত ; অবিচলিত, স্থির (স্থিতপ্রজ্ঞ)। **স্থিতধী**—যিনি সুখে-দুঃখে অবিচলিত ও ব্রহ্মে সমর্পিত-চিত্ত, যিনি চাঞ্চল্যবিহীন ও বিচারে ধীর-স্থির। **স্থিতপ্রজ্ঞ**—স্থিতধী।

স্থিতি—(স্থা+ক্তি) থাকা, অবস্থান, অবধারণ ; স্থিরতা, অবিচলিত ভাব (ব্রাহ্মীস্থিতি) ; সমতা, equilibrium ; মর্যাদা, সীমা (স্থিতিজ্ঞ—এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না ; সঞ্চয়, জমা (এই অর্থে গ্রাম্য ভাষায় 'থিতি' ব্যবহৃত হয়)। **স্থিতিবান্**—স্থায়ীভাবে বসবাসকারী। **স্থিতিবিরোধ**—একত্র অবস্থান-বিষয়ে বিরোধ, এক সময়ে একত্র দ্রব্য-দ্বয়ের অবস্থান। **স্থিতিশীল**—স্থায়িত্বের দিকে যার প্রবণতা। **স্থিতিস্থাপক**—অভিঘাত, আকুঞ্চন, প্রসারণ ইত্যাদির পর যাহা পুনর্বার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, elastic।

স্থির—(স্থা+কিরচ্) অচঞ্চল, শান্ত, ধীর (এক দণ্ডও স্থির থাকে না) ; দৃঢ়, অবিচলিত, দ্বিধারহিত (স্থির সংকল্প ; স্থির বিশ্বাস) : দীর্ঘস্থায়ী, চিরস্থায়ী (স্থিরযৌবনা ; স্থিরচ্ছদ)। **স্থিরকর্মা**—সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত যে কর্মে লাগিয়া থাকে। **স্থিরগন্ধ**—চম্পক-বৃক্ষ (স্ত্রী. স্থিরগন্ধা—কেতকী)। **স্থিরচ্ছদ**—যাহার ত্বক্ দীর্ঘস্থায়ী, ভূর্জপত্রের গাছ। **স্থিরচ্ছায়**—(বহুব্রী) বারমাস যাহা ছায়া দেয়, ছায়াতরু, বৃক্ষ। **স্থিরজিহ্ব**—মৎস্য। **স্থিরধী**—স্থিতপ্রজ্ঞ। **স্থিরতা-ত্ব**—নিশ্চয়তা, নিশ্চলতা, দৃঢ়তা, স্থৈর্য। **স্থিরনিশ্চয়**—দৃঢ়সংকল্প। **স্থিরপত্র**—হিন্তাল। **স্থিরপুষ্প**—চম্পক-বৃক্ষ। **স্থির প্রতিজ্ঞ**—স্থিরসংকল্প ; সত্যসন্ধ। **স্থির, মতি**—স্থিতধী, ধীরস্থির। **স্থির-যৌবন**—যাহার যৌবন নষ্ট হয় না, ever youthful ; বিদ্যাধর। **স্থির-লোচন**—অপলক-দৃষ্টি। **স্থিরায়ুঃ**—চিরজীবী, দীর্ঘজীবী ; শাল্মলী।

স্থিরীকরণ—দ্বিধান্বিত না থাকা, নির্ধারণ (বিণ. স্থিরীকৃত—দৃঢ়ীকৃত, নির্ণীত)।

স্থূল—[স্থূল্ (মোটা হওয়া)+অ] অসূক্ষ্ম, মোটা (স্থূলবুদ্ধি, স্থূলাঙ্গ) ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (স্থূলদেহ—বিপ সূক্ষ্মদেহ) ; বৃহৎ (স্থূলান্ত্র)। **স্থূলকোণ**—সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ obtuse angle। **স্থূলচর্মি**—হস্তী, গণ্ডার, শূকর

প্রভৃতি। **স্থূলদর্শী**—যে তলাইয়া দেখে না, মোটা বুদ্ধির লোক। **স্থূলদৃষ্টি**—সাধারণ দৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম বিচার নাই। **স্থূলদেহ**—পাঞ্চভৌতিক দেহ, যে দেহ লইয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহ করা হইতেছে। **স্থূল প্রপঞ্চ**—দৃশ্যমান জগৎ। **স্থূলবুদ্ধি**—মন্দধী, মোটা বুদ্ধির লোক। **স্থূলভূত**—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত। **স্থূলমধ্য**—যাহার কোমর স্থূল। **স্থূলমান**—মোটামুটি হিসাব।

স্থূলাঙ্গ—স্থূলদেহ; স্থূলদেহ-বিশিষ্ট। **স্থূলান্ত্র**—বৃহদন্ত্র, large intestine। **স্থূলোদর**—ভুঁড়িওয়ালা।

স্থেয়—(স্থা+য) স্থাপনীয়; স্থিরতর; মধ্যস্থ, জুরি; পুরোহিত।

স্থৈর্য—(স্থির+ষ্য) স্থিরতা; দৃঢ়তা।

স্থৌল্য—(স্থূল+ষ্য) স্থূলতা; জাড্য। (বিপ. সৌক্ষ্ম্য)।

স্নাত—(স্না+ক্ত) যে স্নান করিয়াছে, অভিষিক্ত, ক্ষালিত (অশ্রুস্নাত)।

স্নাতক—ব্রহ্মচর্য সমাধান পূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট দ্বিজ; বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। **স্নাতকব্রত**—স্নাতকের যাহা করণীয়। **স্নাতানুলিপ্ত**—স্নানের পরে যে অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিয়াছে।

স্নান—(স্না+অনট্) সর্বাঙ্গ ক্ষালন, অবগাহন (স্নান পঞ্চবিধ—আগ্নেয়, বারুণ, বায়ব্য, ব্রাহ্ম, দিব্য; তীর্থে অবগাহন; দেবতার অভিষেক। **স্নানকক্ষ,-গৃহ,-শালা**—যে কক্ষে স্নান করা হয়। **স্নানদান**—স্নান ও তৎপরে ধন বিতরণ। **স্নানযাত্রা**—জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় জগন্নাথ দেবের মহাস্নানোৎসব। **আতপস্নান**—রৌদ্রস্নান। **সূর্যস্নান**—সর্বাঙ্গে সূর্যকিরণ গ্রহণ করিবার পদ্ধতি-বিশেষ। **বাষ্পস্নান**—বাষ্পে সর্বাঙ্গ সিক্ত করা। **মুক্তিস্নান**—সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের পরে পবিত্রতা-বিধায়ক স্নান।

স্নাপক—যে স্নান করায় (বিশেষতঃ উষ্ণ জলে)।

স্নায়ী—স্নানকারী (নিত্যস্নায়ী)।

স্নায়ু—(স্না+উন্—যাহা দ্বারা দেহ স্নাত হয়) সর্বদেহ ব্যাপী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম শিরা-বিশেষ, nerve; শরীরের অস্থিবন্ধনীয় নাড়ী-বিশেষ, ligament (স্নায়ুনির্মিত ধনুর্গুণ)। বিণ. **স্নায়বিক, স্নায়বীয়**—স্নায়ু সম্বন্ধীয়। **স্নায়ুজাল**—জালের মত শরীর বেষ্টনকারী স্নায়ুসমূহ। **স্নায়ু দৌর্বল্য**—স্নায়ুর দুর্বলতা বা অবসাদ, nervous dibility। **স্নায়ু শূল**—স্নায়ুর বিকার হেতু শরীরের নানাস্থানে যে ছুঁচ ফুটানোর মত বেদনা আদি অনুভূত হয়, neuralgia।

স্নিগ্ধ—[স্নিহ্ (স্নিগ্ধ হওয়া)+ক্ত] চিক্কণ, মেদুর, কোমল, তৃপ্তিদায়ক, শীতল (স্নিগ্ধ স্পর্শ; চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ; স্নিগ্ধ গম্ভীর মেঘধ্বনি); তৈলযুক্ত (স্নিগ্ধ আহার) মোম; ভাতের মণ্ড। স্ত্রী. স্নিগ্ধা—মজ্জা। বি. স্নিগ্ধতা, স্নৈগ্ধ্য। **স্নিগ্ধকর**—সুশীতল, তৃপ্তিদায়ক। **স্নিগ্ধ কান্তি**—কোমল চিত্তাকর্ষক মাধুর্য। **স্নিগ্ধ তণ্ডুল**—ষষ্টি ধান্য। **স্নিগ্ধদারু**—দেবদারু। **স্নিগ্ধদৃষ্টি**—সানুরাগ চাহনি। **স্নিগ্ধ শ্যামল**—নয়নের তৃপ্তিকর শ্যামল। **স্নিগ্ধোজ্জ্বল**—চোখের তৃপ্তি সাধন করে এমন ঔজ্জ্বল্যমণ্ডিত।

স্নুষা [স্নু—ক্ষরিত হওয়া)—যাহাতে স্নেহ ক্ষরিত হয়] পুত্রবধূ; পুত্রবধূ স্থানীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ কনিষ্ঠভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি; স্নুহীবৃক্ষ।

স্নেহ—(স্নিহ্+ঘঞ্) অন্তরের দ্রবীভূত ভাব, সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভাব, বাৎসল্য, প্রীতি, হৃদ্যতা (সাধারণতঃ বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি প্রীতির ভাবকে স্নেহ বলা হয়—পুত্রস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ) সখ্য, প্রণয় (এই অর্থে বাংলায় সাধারণত স্নেহ ব্যবহৃত হয় না, প্রীতি ও 'প্রেম' ব্যবহৃত হয়; বাৎসল্য দ্রঃ); তৈল, ঘৃত, চর্বি (খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে স্নেহ পদার্থ চাই)। **স্নেহ করা**—পুত্রাদি বয়ঃকনিষ্ঠাদির প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা। **স্নেহ পদার্থ**—তৈলাদি পদার্থ, fatty substance। **স্নেহাশীর্বাদ**—স্নেহ ও আশীর্বাদ, স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ।

স্পঞ্জ—(ইং. sponge) স্থিতি স্থাপক বস্তু-বিশেষ, ইহা এক শ্রেণীর জলচর প্রাণীর সূক্ষ্ম অস্থিপঞ্জরের সমষ্টি।

স্পন্দ, স্পন্দন—[স্পন্দ্ (কম্পিত হওয়া)+অল্, অনট্] ঈষৎ কম্পন বা আন্দোলন, স্ফুরণ (রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল; হৃৎস্পন্দন)। **স্পন্দনহীন**—কম্পনহীন, স্থির। বিণ. স্পন্দিত।

স্পর্ধন—(স্পর্ধ্+অনট্) স্পর্ধা করা, স্পর্ধা। বিণ. স্পর্ধনীয়—প্রতিস্পর্ধিতা করিবার যোগ্য, challengeable। **স্পর্ধা**—অপরকে পরাভূত

করিবার ইচ্ছা, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসযুক্ত বাড়াবাড়ি (স্পর্ধাত কম নয়)। বিণ. **স্পর্ধিত**—স্পর্ধাযুক্ত, গর্বিত; দ্বন্দ্বে আহূত। **স্পর্ধী**—স্পর্ধাকারী, দ্বন্দ্বে আহ্বানকারী (গৌরবস্পর্ধী—গৌরব হরণ করিতে ইচ্ছুক, প্রতিযোগী, তুল্য)।

স্পর্শ—(স্পৃশ্‌+অল্‌) ছোঁয়া (স্পর্শ দোষ—অবাঞ্ছিত ব্যক্তির স্পর্শ হেতু দোষ বা ত্রুটি, ছোঁয়াচ); সংসর্গ, প্রভাব (অল্প বয়সে মিশনারীদের স্পর্শে আসিয়াছিলেন)। **স্পর্শক**—স্পর্শকারী। **স্পর্শজ্যা**—যে সরল রেখা বৃত্তকে স্পর্শ করে কিন্তু বর্ধিত করিলে ছেদন করে না, tangent। **স্পর্শন**—ছোঁয়া। **স্পর্শবর্ণ**—পঞ্চবিংশতি ব্যঞ্জন বর্ণ। **স্পর্শমণি**—পরশ পাথর। **স্পর্শলজ্জা**—লজ্জাবতী লতা। **স্পর্শানন্দা**—অপ্সরা। **স্পর্শাসহ**—যে স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, স্পর্শদ্বেষী। **স্পর্শী**—স্পর্শকারী। **স্পর্শেন্দ্রিয়**—যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্পর্শ লাভ করা যায়, ত্বক্‌।

স্পষ্ট—[স্পশ্‌ (পরিষ্কার করা)+ক্ত] স্ফুট, ব্যাপ্ত, প্রকাশিত, সহজ বোধ্য (এর স্পষ্ট অর্থ এই); অকপট (স্পষ্টবাদী)। **স্পষ্টাক্ষর**—স্পষ্টবাক্য (স্পষ্টাক্ষরে বলে দিয়েছে)। **স্পষ্টীকরণ**—পরিস্ফুট করা (বিণ. স্পষ্টীকৃত)।

স্পিরিট—(ইং. spirit) সুরা, বীর্য, আরক (স্পিরিটে রাখা); তেজ (লোকটার আদৌ স্পিরিট নাই—কথ্য)। **স্প্রিং**—ইস্প্রিং দ্রঃ। **স্পৃশ্য**—স্পর্শযোগ্য, আচরণীয় (বিপ. অস্পৃশ্য)।

স্পৃষ্ট—(স্পৃশ্‌+ক্ত) যাহা স্পর্শ করা হইয়াছে (বিজাতীয়ের স্পৃষ্ট অন্ন); সংলগ্ন, ব্যাপ্ত (কপোল স্পৃষ্ট অলোকগুচ্ছ। **স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট, স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি**—ছোঁয়াছুঁয়ি (তীর্থে বিবাহে সংগ্রামে দেশবিপ্লবে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি দূষনীয় নয়)।

স্পৃহণ—(স্পৃহ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌) আকাঙ্ক্ষা করা, লোভ করা। **স্পৃহণীয়**—বাঞ্ছনীয়, শ্লাঘ্য; লোভনীয়। **স্পৃহা**—আকাঙ্ক্ষা, কামনা, লোভ (ধনস্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে)।

স্ফটিক, স্ফটীক—ফট্‌কিরি; অতি স্বচ্ছ শুভ্রবর্ণ প্রস্তর-বিশেষ, সূর্যকান্তমণি, rockcrystal। **স্ফটিকস্তম্ভ**—স্ফটিক নির্মিত স্তম্ভ। **স্ফটিকারি**—ফটকিরি।

স্ফাটিক, স্ফাটীক—স্ফটিকনির্মিত (স্ফাটিক দীপ); স্ফটিক।

স্ফার—[স্ফর্‌ (স্ফূর্তি পাওয়া)+ঘঞ্‌] বৃদ্ধি, স্ফীতি, ব্যাপকতা (বাংলায় সাধারণত বিস্ফার ব্যবহৃত হয়)। **স্ফারণ**—স্ফূর্তি; বিকাশ; কম্পন; আস্ফালন। **স্ফারিত**—বিস্ফারিত (বিস্ময়স্ফারিত লোচনে)।

স্ফীত—(স্ফায়্‌+ক্ত) প্রবৃদ্ধ, বর্ধিত; ফুলা, শোথযুক্ত; ফাঁপা; সমৃদ্ধ (অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া; নগরগুলি স্ফীত হইতেছে, পল্লীগ্রামগুলি শীর্ণ হইতেছে; স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা—রবি)। বি. **স্ফীতি**—inflation, মুদ্রা দ্রঃ)।

স্ফুট—[স্ফুট্‌ (বিকশিত হওয়া ব্যক্ত হওয়া)+অ] স্পষ্ট, ব্যক্ত (স্ফুটার্থ; **সূর্যের স্ফুটগতি**—appaicut wotion); বিকসিত, প্রফুল্ল (স্ফুট কোরক) বিশদ, নির্মল; বিদীর্ণ; (দন্তস্ফুট করিবার যো নাই) ফুটা। **স্ফুটবক্তা**—যে মনের কথা বলিয়া ফেলে, মুখফোঁড়। **স্ফুটবাক্**—যাহার কথা ফুটিয়াছে।

স্ফুটন—বিকসিত হওয়া; বিদীর্ণ হওয়া। **স্ফুটন বিন্দু**—উত্তাপের পরিমাণ-বিশেষ, যে উত্তাপে তরল পদার্থ ফুটিতে থাকে, boiling point। **স্ফুটনোন্মুখ**—যাহা প্রস্ফুটিত হইতে যাইতেছে; উত্তাপের ফলে যাহা ফুটনোদ্যত। **স্ফুটিত**—বিকসিত, স্পষ্টীকৃত; বিদীর্ণ; ছিদ্রিত।

স্ফুৎকার—ফুৎকার, ফুঁ দেওয়া।

স্ফুরণ—(স্ফুর্‌+অনট্‌) কম্পন, স্পন্দন; প্রকাশ, দীপ্তি (বিদ্যুৎ স্ফুরণ; বুদ্ধিস্ফুরণ। **স্ফুরৎ**—যাহা স্ফুরিত হইতেছে, কম্পমান, দীপ্যমান। বিণ. স্ফুরিত—কম্পিত (স্ফুরিত ওষ্ঠাধর); দীপ্ত; কম্পন, স্পন্দন; প্রকাশ। **স্ফুরা**—স্ফুরিত হওয়া (কাব্যে ব্যবহৃত)।

স্ফুলিঙ্গ—(স্ফুৎ+লিঙ্গ—যাহা ফুৎকারের ফলে গমন করে) আগুনের ফুলকি (স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ—রবি)। **স্ফুলিঙ্গিনী**—অগ্নির সপ্ত জিহ্বার অন্যতম।

স্ফূর্ত—স্ফুরিত, প্রকাশিত (স্বতঃস্ফূর্ত)। **স্ফূর্তি**—স্ফুর্‌+ক্তি) স্ফুরণ; স্পন্দন; প্রকাশ (বাক্যস্ফূর্তি হইল না); হর্ষ, ফুর্তি। **স্ফূর্তিমান্**—বিকাশমান; স্ফূর্তিবিশিষ্ট; প্রতিভাযুক্ত; শৈববিশেষ।

স্ফোট—(স্ফুট্‌+ণিচ্‌+অল্‌) ফাটার শব্দ; ফোড়া, আব। **স্ফোটক**—ফোড়া। **স্ফোটন**—ফোটা, বিদীর্ণ হওয়া (অণ্ড স্ফোটন);

ফুটানো, মটকানো (অঙ্গুলিস্ফোটন)। **স্ফোটনী**—বেধনী, যে যন্ত্রের দ্বারা ছিদ্র করা হয়।

স্মর—[স্মৃ (স্মরণ করা)+অল্] কন্দর্প (স্মর-গরলখণ্ডন—যাহা কামের বা কন্দর্পের বিষ খণ্ডন করে); যে স্মরণ করে (জাতিস্মর)। **স্মর-শত্রু, স্মরারি, স্মরশাসন**—শিব। **স্মরাসব**—অধরমদিরা।

স্মরণ—(স্মৃ+অনট্) মনে করা, ধ্যান, অনুধ্যান (স্মরণ করা,-হওয়া; স্মরণ নাই—মনে নাই)। **স্মরণ চিহ্ন**—যাহা মনে করাইয়া দেয়। **স্মরণ পথে পতিত হওয়া**—মনে পড়া। **স্মরণ শক্তি**—মনে রাখিবার শক্তি, memory। **স্মরণীয়, স্মর্তব্য**—স্মরণ করিবার যোগ্য। **স্মরণাতীত কাল**—অতি প্রাচীন কাল।

স্মারক—(স্মৃ+ণিচ্+ণক) যাহা স্মরণ করায়; উদ্বোধক। **স্মারকলিপি**—যে লেখা স্মরণ করাইয়া দেয়, memorandum; reminder। **স্মারকস্তম্ভ**—প্রাচীন ঘটনা বা কোন মৃত ব্যক্তিকে যে স্তম্ভ স্মরণ করাইয়া দেয়, memorial।

স্মার্ত—(স্মৃতি+ষ্ণ) স্মৃতি শাস্ত্র অনুযায়ী (বিপ. শ্রৌত); স্মৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত। **স্মার্ত ভট্টাচার্য**—স্মৃতিবিশারদ রঘুনন্দন (ষোড়শ শতাব্দীর লোক)। **স্মার্তিক**—স্মৃতির বিধান অনুযায়ী (স্মার্তিক প্রেতকর্ম)।

স্মিত—[স্মি (ঈষৎ হাস্য করা)+ক্ত] ঈষৎ হাস্য (স্মিতমুখী); ঈষৎহাসিত (স্মিতহাস্য; শুচিস্মিতা); বিকসিত, প্রফুল্ল (স্মিত চন্দ্র কর; স্মিতোজ্জ্বল নয়নদ্বয়)। [স্মরণের বিষয়।

স্মৃত—[স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্ত] স্মরণ পথে পতিত;

স্মৃতি—(স্মৃ+ক্তি) স্মরণ, পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান; স্মরণ শক্তি memory (স্মৃতিভ্রংশ); মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষি-প্রণীত ধর্মশাস্ত্র (স্মৃতির বিধান)। **স্মৃতিকথা**—অতীত স্মৃতিবিষয়ক বিবরণ বা কাহিনী, reminiscences। **স্মৃতি-কার**—স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা মুনি। **স্মৃতি-কারী**—যাহা স্মরণ করায়। **স্মৃতিচিহ্ন**—যে চিহ্ন দেখার ফলে কাহারও বা কোন বিষয়ের কথা মনে পড়ে (তেমনি স্মৃতিফলক, স্মৃতিমন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি)। **স্মৃতিপট**—স্মৃতিরূপ চিত্রপট বা আলেখ্য। **স্মৃতিপথ**—স্মরণরূপ পথ (স্মৃতিপথে পতিত হইল)। **স্মৃতি-বর্ধিনী**—যাহা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, ব্রাহ্মী। **স্মৃতিবার্ষিকী**—স্মারক, বার্ষিক অনুষ্ঠান; anniversary। **স্মৃতিবিভ্রম**—স্মরণ না থাকা। **স্মৃতিবিরুদ্ধ** — স্মৃতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। **স্মৃতিরক্ষা**—স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন; স্মৃতি-অনুষ্ঠান পালন। **স্মৃতিরত্ন**—স্মৃতিবিৎ পণ্ডিতের উপাধি। **স্মৃতিলোপ**—স্মৃতিভ্রংশ, স্মরণ না থাকা। **স্মৃতি সঙ্গত**—স্মৃতিশাস্ত্র-সম্মত। **স্মৃতিস্তম্ভ**—স্মারক-স্তম্ভ; মৃতের সমাধির উপরে নির্মিত স্তম্ভ। **স্মৃতি-স্থাপন**—স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন।

স্মের—(স্মি+র) ঈষৎ হাস্যযুক্ত (স্মের মুখ); বিকসিত, প্রফুল্ল (প্রমোদস্মের-নয়না)।

স্যন্দ—[স্যন্দ্ (গমন করা, ঝরা)+ঘঞ্] ক্ষরণ (সুধাস্যন্দ); চক্ষুরোগবিশিষ্ট, চন্দ্র। **স্যন্দন**—ক্ষরণ, filtration; গতি; চক্রযুক্ত যুদ্ধরথ বা যান (**স্যন্দনারূঢ়**; **স্যন্দনারোহ**—রথারূঢ় যোদ্ধা)। **স্যন্দনিকা**—ক্ষুদ্র নদী বা নালা; ক্ষুদ্র নাড়ী। **স্যন্দী**—ক্ষরণশীল (সুধা-স্যন্দিনী বাণী)।

স্যমন্তক—শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্থিত মণি-বিশেষ, ইহার নাকি রাজ্যের দুর্ভিক্ষ, চৌরভয় ইত্যাদি দূর করিবার ক্ষমতা ছিল। **স্যমন্তক, পঞ্চক**—কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী তীর্থস্থান-বিশেষ; কথিত আছে, পরশুরাম এইস্থানে ক্ষত্রিয়-শোণিতে পাঁচটি হ্রদ নির্মাণ করিয়া সেই রুধির-জলে পিতৃগণের তর্পণ করেন।

স্যর, স্যার—(ইং. Sir) সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন, মহাশয়; উচ্চ উপাধি-বিশেষ; শিক্ষক মহাশয় (স্যারকে বলে দেব); কর্তা-মশাই।

স্যাঁৎ-স্যাঁৎ—যাহা অস্বস্তিকরভাবে ভিজা-ভিজা লাগে (জায়গাটা স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করছে)। বিণ.—স্যাঁৎসেতে (স্যাঁৎসেতে কামরা)।

স্যাণ্টোনাইন—(ইং. Santonine) কৃমির সুপরিচিত ঔষধ।

স্যূত—[সিব্ (সেলাইকরা)+ক্ত] সেলাই করা, রিপু করা, গ্রথিত (অনুস্যূত); বঁড়শি-বিদ্ধ (স্যূতাস্য মৎস্য), থলিয়া, ছালা। বি. স্যূতি—সীবন, বয়ন, থলিয়া; সন্ততি বা বংশ।

স্রংসন—[স্রন্‌স্ (পতিত হওয়া)+অনট্] স্খলন, বিচ্যুতি; বিশ্লেষ।

স্রক্—[স্রজ্, সৃজ্ (সৃষ্ট করা)+ক্বিপ্] মালা, হার (হিরণ্যস্রক্; স্রক্চন্দনবনিতা—মাল্য-চন্দন, বনিতা প্রভৃতি ভোগের উপকরণ)।

স্রব, স্রবণ—(স্রু+অ, অনট্) ক্ষরণ; উৎস, প্রবাহ (রুধিরস্রব, স্রবণ)।

স্রষ্টা—(সৃজ্+তৃচ্) সৃষ্টিকর্তা (বিশ্বস্রষ্টা; কাব্য-স্রষ্টা); ব্রহ্মা; শিব; বিষ্ণু। **স্রষ্টৃত্ব**—স্রষ্টার ধর্ম বা কাজ।

স্রস্ত—[স্রন্স্ (পতিত হওয়া)+ক্ত] ক্ষরিত, বিযুক্তীকৃত (স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি—রবি); শিথিল (বিষাদগ্রস্ত-দেহ)।

স্রাব—(স্রু+ঘঞ্) ক্ষরণ, পতন, ভ্রংশ (রক্তস্রাব, গর্ভস্রাব)। **স্রাবক**—ক্ষরণশীল; মরিচা। **স্রাবী**—স্রাবয়িতা, ক্ষরণশীল (মদস্রাবী গজ)।

স্রুক্—(সং.) যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপনার্থ খদিরাদি কাষ্ঠ-নির্মিত দর্বি-বিশেষ।

স্রুত—(স্রু+ক্ত) ক্ষরিত, গলিত, পতিত। **স্রুতি**—ক্ষরণ, নিষ্যন্দ, পতন (অশ্রুস্রুতি)।

স্রোত,-তঃ—জলপ্রবাহ; প্রবাহ (ঘটনাস্রোত; বাক্যস্রোত; জনস্রোত)। **স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী**—নদী। **স্রোতোঞ্জন**—যৌনাস্রোতে সৌবীর দেশে উৎপন্ন অঞ্জন। **স্রোতোবহ,-বহা**—প্রবাহিনী। **স্রোতোরন্ধ্র**—নাসিকার ছিদ্র। **স্রোতোহীন**—যাহার স্রোত রুদ্ধ হইয়াছে।

স্লাইস—(ইং. slice) টুকরা, কর্তিত ক্ষুদ্র অংশ (এক স্লাইস রুটি)।

স্লিপার, সিলিপার—(ইং. sleeper) যে কাষ্ঠখণ্ড গুলির উপরে রেল পাতা হয় (সিলপট-ও বলা হয়)।

স্লো—(ইং. slow) মন্থর, যথা নির্দিষ্ট গতির তুলনায় মন্দতর (ঘড়িটা ২ মিনিট স্লো যাচ্ছে)। (বিপ. ফাস্ট)।

স্ব—(সং.—জ্ঞাতি ও ধন না বুঝাইলে সর্বনাম) স্বকীয়, আপন (স্বজন; স্বাধিকার; স্বহস্তে); আত্মা, স্বয়ং (স্বজ; স্বতন্ত্র); জ্ঞাতি (স্বজন পরজন); ধন (রাজস্ব; নিঃস্ব; সর্বস্ব); (বীজগণিতে) ধনাত্মক চিহ্ন, plus। **স্বকার্য,-কর্ম**—আপন কর্ম; আপন উদ্দেশ্য। **স্বকপোলকল্পিত**—খেয়ালী, মনগড়া, নিজের খেয়াল ও কল্পনার বাহিরে যাহার অস্তিত্ব নাই। **স্বকাল**—যথোপযুক্ত কাল, নির্দিষ্ট কাল।

স্বকীয়—আপন, আপনার (স্ত্রী. স্বকীয়া—পরিণীতা পত্নী, বিপ. পরকীয়া)। **স্বকীয়তা**—নিজস্বতা। **স্বকুল**—আপন কুল (বিণ. স্বকুল্য—নিজ বংশের বা গোত্রের)। **স্বকৃত**—নিজের দ্বারা আচরিত বা সম্পাদিত (স্বকৃতভঙ্গ—যে প্রথম নিজ কৌলীন্য ভঙ্গ করিয়া নিম্নকুলে কন্যা দান করে, প্রথম বংশজ)। **স্বখাত**—নিজের দ্বারা খনিত ('স্বখাত সলিলে ডুবে মরি')। **স্বগত**—আত্মগত, মনোগত, অভিনয় কালে নট সন্নিহিত ব্যক্তি বর্গকে লুকাইয়া যে সব কথাবার্তা বলে (স্বগতোক্তি)। **স্বঘর**—নিজের ঘর; করণী ঘর। **স্বচক্ষে**—আপন চক্ষে (এ আমার স্বচক্ষে দেখা)।

স্বচ্ছন্দ—(আপন ছন্দ যাহার বা যাহাতে—বহুব্রী.) স্বাধীন, স্বেচ্ছানুবর্তী, অবাধিত (স্বেচ্ছন্দ গতি; স্বচ্ছন্দচারী; স্বচ্ছন্দচিত্ত—যাহার মনে কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা নাই, সুস্থ; স্বচ্ছন্দানুবর্তী—যে নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা বা কাজকর্ম করে); অযত্নজাত, স্বাভাবিক (স্বচ্ছন্দবর্ধিত; স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূল)। **স্বচ্ছন্দমরণ**—স্বেচ্ছামৃত্যু। **স্বজ**—আত্মজ, পুত্র (স্ত্রী. স্বজা; শরীরজাত, ঘর্ম, রক্ত, স্বভাবজাত।

স্বজন—নিজের লোক, জ্ঞাতি (স্বজনপ্রিয়তা; স্বজন বিচ্ছেদ—বিপ. পরজন)। **স্বজনদোষ**—বিবাহে সপিণ্ডতা বা সগোত্রতা-জনিত দোষ। **স্ব স্ব**—নিজ নিজ।

স্বজনী—সখী; আত্মীয়া। সম্বোধনে স্বজনি। সজনী দ্রঃ।

স্বজাতি—নিজ শ্রেণী, সবর্ণ, এক গোষ্ঠীর লোক (ইচ্ছা করে মনে মনে স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে—রবি)। **স্বজাতিদ্রোহী**—নিজ বংশের লোকের অহিতাচরণকারী। **স্বজাতিদ্বেষী**—কুকুর। **স্বজাতিসুলভ**—বিশেষ কোন শ্রেণীর বা জাতির যাহা সাধারণ ধর্ম বা লক্ষণ। (কথ্য—স্বজাত)। বিণ. স্বজাতীয়।

স্বতঃ—(স্ব+তস্) আপনা হইতে, স্বয়ং। **স্বতঃপরতঃ**—নিজের দ্বারা ('স্বতপরতঃ'-ও ব্যবহৃত হয়)। **স্বতঃপ্রবৃত্ত**—নিজ হইতে, নিজে ইচ্ছা করিয়া। **স্বতঃপ্রমাণ**—যাহা অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। (স্বতঃপ্রমাণ অপৌরুষেয় বাণী)। বি. স্বতঃপ্রামাণ্য। **স্বতঃ-**

সিদ্ধ—স্বতঃপ্রমাণ, স্বভাবসিদ্ধ, Self-evident, axiomatic। **স্বতঃস্ফূর্ত**—আপনা হইতে প্রকাশিত, যাহা অনুশীলন বা প্রয়াস-সাপেক্ষ নহে। **স্বতোচ্ছ্বাসিত, স্বতোৎপন্ন**—অসাধু কিন্তু কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়।

স্বতন্ত্র—[স্ব তন্ত্র (ইচ্ছা) যাহার বহুব্রী] স্বাধীন, আত্মবশ, অন্য নিরপেক্ষ, আলাদা (তার কথা স্বতন্ত্র ; স্বতন্ত্রভাবে)। স্ত্রী. স্বতন্ত্রা। বি. স্বতন্ত্রতা, স্বাতন্ত্র্য।

স্বত্ব—(স্ব+ত্ব) স্বামিত্ব, অধিকার, মালিকানা, Right, ownership (স্বত্বাধিকার ; স্বত্বত্যাগ ; স্বত্ববান্ ; স্বত্বের মোকদ্দমা)। **স্বত্বাধিকারী**—মালিক। স্ত্রী. স্বত্বাধিকারিণী।

স্বদার—বিবাহিতা পত্নী (বিপ. পরদার)।

স্বদেশ—নিজের দেশ, জন্মভূমি (স্বদেশজাত ; স্বদেশভক্ত, বৎসল)। **স্বদেশদ্রোহী**—স্বদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধাচারী। **স্বদেশী**—স্বদেশীয় ; স্বদেশবাসী ; স্বদেশজাত (স্বদেশী আন্দোলন—স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার সম্বন্ধে আন্দোলন)।

স্বধর্ম—নিজের বা নিজের জাতির ধর্মনীতি আচরণ বা প্রবণতা (স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ—গীতা ; খলের স্বধর্ম) ; বেদাদি-বিহিত ধর্ম। **স্বধর্মনিরত,-নিষ্ঠ,-পরায়ণ**—যে স্বধর্ম অনুসারে চলিতে যত্নবান্। **স্বধর্ম-স্খলিত**—স্বধর্মভ্রষ্ট।

স্বধা—দেবোদ্দেশে হবিঃ প্রদান ; পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডাদি দান ; এরূপ দানের মন্ত্র ; অগ্নিপত্নী (স্বধাপ্রিয়, স্বধাধিপ—অগ্নি), মাতৃকা-বিশেষ। **স্বধাভুক্**—পিতৃগণ ; দেবতা।

স্বন—(স্বন্—শব্দ করা) ধ্বনি, স্বর। বিণ. স্বনিত—ধ্বনিত, নিনাদিত ; বজ্রধ্বনি ; মেঘধ্বনি। **স্বনন**—ধ্বনি, শব্দ।

স্বনাম—নিজের নাম। **স্বনামখ্যাত,-ধন্য,-প্রসিদ্ধ**—যাহা বা যে নিজের নামেই সুপরিচিত (স্বনামধন্য লেখক—ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়)।

স্বনুরক্ত—(সুপ্‌সুপা) অতিশয় অনুরক্ত। **স্বনুষ্ঠিত**—যথাযথভাবে সম্পাদিত।

স্বপক্ষ—নিজের দল বা স্বার্থ (স্বপক্ষে টেনে কথা বলা)। **স্বপক্ষীয়**—নিজ পক্ষের বা দলের।

স্বপদ—নিজের অধিকার। (ব্যবহৃত)। (স্বপ্নদ্রঃ)।

স্বপন—স্বপ্ন (সাধারণতঃ কথ্য ভাষায় ও কাব্যে

স্বপাক—নিজের হাতে রান্না (স্বপাক খান)।

স্বপ্ন—(স্বপ্—নিদ্রিত হওয়া) নিদ্রা (স্বপ্ন-জড়িমা ; স্বপ্নাবিষ্ট) ; নিদ্রায় যাহা অনুভব করা যায় বা দেখা যায় ; কল্পনা (সুখস্বপ্ন)। **স্বপ্নচারিতা**—নিদ্রিত অবস্থায় ভ্রমণ, somnambulism। **স্বপ্নতত্ত্ব**—স্বপ্নের হেতু, অর্থ ইত্যাদি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক চিন্তা। **স্বপ্নদর্শন**—স্বপ্নে দেখা, নিদ্রিতাবস্থায় দর্শন বা অনুভব। **স্বপ্ন দেখা**—স্বপ্ন দর্শন ; বৃথা-কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া (লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছে)। **স্বপ্নদোষ**—নিদ্রিত অবস্থায় বীর্যপাত। **স্বপ্নবৎ**—স্বপ্নের মত (অলীক অথবা ক্ষণস্থায়ী)। **স্বপ্নবৃত্তান্ত**—স্বপ্নে দৃষ্ট ব্যাপারের বিবরণ। **স্বপ্নরাজ্য**—কল্পনার রাজ্য। **স্বপ্নলব্ধ**—স্বপ্নে যাহা লাভ করা হইয়াছে (স্বপ্নলব্ধ মাদুলী)। **স্বপ্নাদেশ**—স্বপ্নে দেবতা প্রভৃতির আদেশ। **স্বপ্নের অগোচর**—কল্পনার অগোচর (তেমান 'স্বপ্নেও না ভাবা) (**দুঃস্বপ্ন**—দুঃস্বপ্ন দ্রঃ)।

স্বপ্নাবস্থা—নিদ্রিত অবস্থা, অচেতন মোহগ্রস্ত অবস্থা। **স্বপ্নোত্থিত**—নিদ্রা হইতে উত্থিত ; স্বপ্ন দেখার অবস্থা হইতে জাগরিত। **স্বপ্নোপম**—স্বপ্নের মত (অলীক বা অভাবনীয়)।

স্বপ্রচার—নিজেকে বা নিজের মত প্রচার বা ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রকরণ, propaganda।

স্ববশ—নিজের বশীভূত ; নিজের নিয়ন্ত্রণ (রিপুগণকে স্ববশে আনয়ন)।

স্বভাব—নিজভাব বা জন্মগত বৈশিষ্ট্য, চরিত্র, প্রকৃতি, প্রবণতা (স্বভাব যায় না ম'লে ; স্বভাব মন্দ), নিসর্গ, Nature (স্বভাবের শোভা) ; যাহার কুলপ্রথা যথাযথভাবে আচরিত হইয়া আসিয়াছে, কুলীন (স্বভাব-কুলীন—বিপ. ভঙ্গ)। **স্বভাব-কৃপণ**—কৃপণতা বা অনুদারতা যাহার স্বভাবের অঙ্গীভূত। **স্বভাবগুণে**—স্বভাবের ফলে (স্বভাবগুণে গালমন্দ শোনো)। **স্বভাবচরিত্র**—আচরণ, প্রবণতা (স্বভাব-চরিত্র ভাল না হলে কে আদর করবে ?)। **স্বভাবজ**—নিসর্গজ, অকৃত্রিম। **স্বভাবতঃ**—স্বাভাবিকভাবে, naturally (এমন কথা শুনলে স্বভাবতই রাগ হয়)। **স্বভাব-প্রকৃতি**—স্বভাব-চরিত্র, রীতিনীতি, ধরণধারণ। **স্বভাববাদ**—বিশ্ব কাহারও দ্বারা সৃষ্ট বা

পরিচালিত নহে, স্বভাবতঃ ক্রিয়াশীল ও বিকাশশীল—এই মতবাদ। **স্বভাববিরুদ্ধ**—প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অস্বাভাবিক। **স্বভাবশোভা**—প্রকৃতির শোভা। **স্বভাবসিদ্ধ,-স্বলভ**—প্রকৃতিগত, স্বাভাবিক (স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা)। **স্বভাবসুন্দর**—স্বভাবতঃ সুন্দর। **স্বভাবোক্তি**—নিসর্গের যথাযথ বর্ণনা, অর্থালঙ্কার-বিশেষ।

স্বমত—নিজের মত (স্বমতপ্রাধান্য; স্বমতবিঘাতক যাহা নিজের মতই খণ্ডন করে, self-contradictory)।

স্বয়ং—নিজে, আপনি (স্বয়ং উপস্থিত]; সাক্ষাৎ ('স্বয়ং ভগবান')। **স্বয়ংকৃত**—(স্ত্রী. সুপা) নিজের দ্বারা অনুষ্ঠিত বা রচিত; যে পিতৃমাতৃহীন বালক নিজে অপরের পুত্রত্ব স্বীকার করে। **স্বয়ংগুপ্ত**—যে নিজেকে নিজে রক্ষা করে। **স্বয়ংদত্ত**—পিতৃমাতৃহীন বা তাঁহাদের দ্বারা পরিত্যক্ত যে পুত্র নিজে অন্যের পুত্রত্ব স্বীকার করে। **স্বয়ং দৌত্য**—নায়কের নিজেই নিজের দৌত্যকার্য করা (স্ত্রী. স্বয়ংদূতী)। **স্বয়ং প্রকাশ**—স্বতঃপ্রকট, আপনার শক্তিতে বা জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত। **স্বয়ং প্রভ**—স্বতঃপ্রকট। **স্বয়ংপ্রভু**—যাহার প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। **স্বয়ংবর**—স্বেচ্ছায় স্বামী বরণ; স্বয়ংবর সভা। **স্বয়ংবরা**—যে কন্যা স্বেচ্ছায় স্বামিবরণ করে। **স্বয়ংবরবধূ**—স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া যে বধূ হইয়াছে। **স্বয়মর্জিত**—নিজের দ্বারা উপার্জিত।

স্বয়ম্ভু,-ভু—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; স্বভাবজাত। **স্বয়ংভুব**—ব্রহ্মা।

স্বর—[স্বৃ (শব্দ করা)+অল্] উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত এই ত্রিবিধ কণ্ঠধ্বনি; ধ্বনি (বীণাস্বর; স্বরলহরী); গানের সাতসুর (সপ্তস্বরা); অ আ প্রভৃতি স্বরবর্ণ। **স্বরকম্প**—সুরের কম্পন। **স্বরক্ষয়**—কণ্ঠস্বরের নাশ। **স্বরগ্রাম**—সঙ্গীতের সাতসুর (স্বরগ্রাম সাধা)। **স্বরবিকার**—কণ্ঠস্বরের বিকৃতি। **স্বরভঙ্গ**—গলা ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা গলা হইতে স্বর বাহির না হওয়া। **স্বরলিপি**—সঙ্গীতের সুর তাল লয় ইত্যাদির সংকেতযুক্ত লিপি বা চিহ্নাদি। **স্বরলোক**—গলা হইতে স্বর বাহির না হওয়া, aphasia। **স্বরসঙ্গতি**—বহু সুরের শ্রুতিসুখকর সম্মেলন, harmony। **স্বরসন্ধি**—স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের যোগ (অক্ষ+ঊহিণী=অক্ষৌহিণী)। **স্বরসংযোগ**—সঙ্গীতের আলাপ; স্বরবর্ণের সংযোগ।

স্বরাজ—দেশের লোকের নিজেদের পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, self-government; (ব্যঙ্গে) স্বেচ্ছাচারিতা (ছেলেরা আজকাল স্বরাজ পেয়ে গেছে, মাষ্টারদের কথা থোড়াই কেয়ার করে)। **স্বরাজ্য**—স্বরাজ, স্বায়ত্ত-শাসন।

স্বরাট্—[স্ব—রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্] স্বয়ং দীপ্ত, আত্মকর্তৃত্বযুক্ত (ধর্ম তখন স্বরাট্ ছিল); বিরাট-পুরুষ, ঈশ্বর।

স্বরান্ত—(বহুব্রী) যাহার অন্তে স্বরবর্ণ (বিপ. ব্যঞ্জনান্ত)।

স্বরাষ্ট্র—স্বরাজ্য।

স্বরিত—উচ্চারিত, নাদিত।

স্বরীশ্বর—স্বর্গের ঈশ্বর বা প্রভু, ইন্দ্র। স্ত্রী. স্বরীশ্বরী।

স্বরুচি—(ষষ্ঠীতৎ) নিজের রুচি বা অভিলাষ; (বহুব্রী) স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাবর্তী।

স্বরূপ—আপনপ্রকৃতি বা স্বভাব, নিজমূর্তি, স্বাভাবিক অবস্থা (স্বরূপ নির্ণয়); সদৃশ; তুল্য (আনন্দস্বরূপ; জীবনস্বরূপা); যথাযথ, সত্য (স্বরূপ বচন; স্বরূপ বৃত্তান্ত)। **স্বরূপতঃ,-ত**—আসলে, প্রকৃতপক্ষে।

স্বরোপঘাত—কণ্ঠস্বরের নাশ।

স্বর্গ—[সু (সুখ)—ঋজ্ (পাওয়া)+ঘঙ্] দেবতাদের বাসস্থান, অমরাবতী; নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা সুখস্থান (স্বর্গ হাতে পাওয়া); পরলোক (স্বর্গপ্রাপ্তি)। **স্বর্গকাম,-কামী**—যে স্বর্গ কামনা করে। **স্বর্গগঙ্গা**—মন্দাকিনী। **স্বর্গতরু**—পারিজাত। **স্বর্গধেনু**—কামধেনু; সুরভি। **স্বর্গবধূ**—অপ্সরা। **স্বর্গ বৈদ্য**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। **স্বর্গভোগ**—স্বর্গের সুখ-ভোগ; অতিশয় সুখভোগ। **স্বর্গলাভ**—পরলোকগমন। **স্বর্গসুখ**—স্বর্গে বাসজনিত সুখ; অতি গভীর সুখ। **স্বর্গে গেলাম**—চরিতার্থ হইলাম (ব্যঙ্গে)। **স্বর্গে তোলা**—(ব্যঙ্গে) অযথা উচ্চ প্রশংসা করা। **স্বর্গ হাতে পাওয়া**—অভাবিত সুখসৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা।

স্বর্গঙ্গা—মন্দাকিনী। **স্বর্গতঃ**—পরলোকগত। (বি. স্বর্গতি)।

স্বর্গাচল—সুমেরু পর্বত। **স্বর্গারোহণ**—পরলোকগমন।

স্বর্গীয়—স্বর্গসম্বন্ধীয় ; পরলোকগত ; স্বর্গে যাহা লাভ করা যায় তদ্রূপ (স্বর্গীয় আনন্দ)। **স্বর্গ্য**—স্বর্গীয়।

স্বর্ণ—(যাহার বর্ণ সুন্দর) কাঞ্চন, সোনা ; স্বর্ণমুদ্রা (স্বর্ণমূল্যে ক্রীত) ; উৎকৃষ্ট (স্বর্ণসুযোগ)। **স্বর্ণকমল**—রক্তপদ্ম। **স্বর্ণকায়**—স্বর্ণবর্ণ দেহ, গরুড়। **স্বর্ণকার**—সেকরা। **স্বর্ণচূড়**—যাহার চূড়া স্বর্ণবর্ণ, কুক্কুট। **স্বর্ণজ**—তিন ধাতু। **স্বর্ণপক্ষ**—গরুড়। **স্বর্ণপুষ্প**—চম্পকবৃক্ষ ; সোনালি গাছ ; বাবলাগাছ। **স্বর্ণপ্রসূ**—যাহা স্বর্ণ প্রসব করে, অতিশয় উর্বরা। **স্বর্ণপ্রসূন**—স্বর্ণবর্ণ পুষ্প। **স্বর্ণবজ্র**—ইস্পাত-বিশেষ। **স্বর্ণবণিক**—সোনার বেনে। **স্বর্ণবর্ণ**—পীতবর্ণ (স্ত্রী. **স্বর্ণবর্ণা**—হরিদ্রা)। **স্বর্ণমাক্ষিক**—স্বর্ণবর্ণ উপধাতু-বিশেষ, golden pyrites। **স্বর্ণমৃগ**—রামায়ণবর্ণিত স্বর্ণমৃগ, মনোহর কিন্তু অসম্ভব-কিছু (স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন)। **স্বর্ণরম্ভা**—চাঁপাকলা। **স্বর্ণলতা**—জ্যোতিষ্মতী লতা। **স্বর্ণসিন্দুর**—পারদঘটিত বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ। **স্বর্ণসুযোগ**—অতি উৎকৃষ্ট সুযোগ, golden opportunity।

স্বর্ণদী, স্বর্নদী, স্বর্ধুনী—মন্দাকিনী। **স্বর্ণারি**—গন্ধক। **স্বর্ণগরী**—অমরাবতী।

স্বর্বধূ, স্বর্বেশ্যা—স্বর্গনিকা, অপ্সরা। **স্বর্বাপী**—সুরনদী, গঙ্গা। **স্বর্ভানু**—রাহুগ্রহ। **স্বর্ভ্রষ্ট**—স্বর্গচ্যুত। **স্বর্লোক**—স্বর্গলোক।

স্বলঙ্কৃত—সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ; সুসজ্জিত (স্বলঙ্কৃত রাজপথ)।

]—(সুপ্ সুপা) অল্প, একটুখানি, ক্ষুদ্র। **স্বল্পতোয়**—যাহাতে অল্পজল আছে। **স্বল্পদৃক্,-দৃষ্টি,-দর্শী**—অদূরদর্শী। **স্বল্পবল**—অল্পশক্তি ; **স্বল্পভাষী**—মিতভাষী (স্ত্রী. স্বল্পভাষিণী)। **স্বল্পশরীর**—ক্ষুদ্রকায়, বামন। **স্বল্পাঙ্গুলি**—কনিষ্ঠাঙ্গুলি। **স্বল্পায়ু**—(বহুব্রী) যাহার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ নয়, ephemeral। **স্বল্পাহার, স্বল্পাহারী**—যে অল্পখাদ্য গ্রহণ করে।

স্বসা—(যে বিবাহের পরে পিতার কুল ও গোত্র ত্যাগ করে) ভগিনী (পিতৃস্বসা)।

স্বস্তি—(সু—অস্+ক্তি) মঙ্গল, শুভ (স্বস্তিবচন) ; শান্তি, আরাম, ব্যস্ততার অভাব (সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল ; কি ছেলে একদণ্ড স্বস্তি দেয় না)। **স্বস্তিবচন**—স্বস্তি হউক এই বচন, আশীর্বাণী। **স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা**—অতিশয় অস্থিরতা ব্যস্ততা ইত্যাদির পরে কিঞ্চিৎ অব্যস্ততা আরাম বা অবসরের সুযোগ পাওয়া। **স্বস্তিবাচন**—মঙ্গলকর্মের আরম্ভে শুভসূচক প্রার্থনাদি উচ্চারণ।

স্বস্তিক—পিটুলির দ্বারা প্রস্তুত মাঙ্গলিক দ্রব্য-বিশেষ ; দধি দূর্বাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য, মাঙ্গলিক চিহ্ন-বিশেষ (+) ; সর্পফণা, চৌরাস্তা ; যোগের আসন-বিশেষ ; সম্মুখে বারান্দাযুক্ত প্রাসাদ ; রসুন। **স্বস্তিকাসন**—যোগাসন-বিশেষ।

স্বস্তিমুখ—ব্রাহ্মণ ; স্তুতিপাঠক। **স্বস্তিকমণ্ডলী**—বিষ্ণুপূজার জন্য প্রয়োজনীয় স্বস্তিকাকার মণ্ডল রচনা-বিশেষ।

স্বস্ত্যয়ন—কুগ্রহশান্তির নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত মঙ্গল কর্মানুষ্ঠান, দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ (কথ্য ভাষায় স্বস্তেন)।

স্বস্থ—(স্বরূপে অবস্থিত) অব্যাকুল, নিরুদ্বিগ্ন, সুখে ও শান্তিতে অবস্থিত ; সমাহিত চিত্ত ; নীরোগ। বি. স্বস্থতা। [স্বদেশ ; রাজদত্ত পদ।

স্বস্থান—(ষষ্ঠীতৎ) আপন স্বভাবনির্দিষ্ট-স্থান ;

স্বস্রীয়—ভগিনীর পুত্র। স্ত্রী. স্বস্রীয়া। (স্বস্রের অসাধু)। [মঙ্গল।

স্বহন্তা—আত্মঘাতী। **স্ব-হিত**—নিজের

স্বাক্ষর—নিজের হাতের অক্ষর, সহি, দস্তখৎ (নাম স্বাক্ষর করতে জানে) ; বিশিষ্ট চিহ্ন বা ছাপ (কালের স্বাক্ষর)। বিণ. স্বাক্ষরিত।

স্বাগত—(সুপ্ সুপা) সুখে বা ন্যায়পথে আগত বা অর্জিত (স্বাগতধন) ; শুভাগমন ; আগমন শুভ হউক (স্বাগত সম্ভাষণ)। **স্বাগতপ্রশ্ন**—কুশলপ্রশ্ন। **স্বাগতিক**—যে কুশলপ্রশ্ন করে, স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে।

স্বাচ্ছন্দ্য—(স্বচ্ছন্দ+ষ্ণ্য) বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধকতার অভাব, স্বচ্ছন্দভাব ; সুস্থতা।

স্বাজাতিক—নিজের জাতি বা শ্রেণী সম্বন্ধীয়। বি. **স্বাজাতিকতা**—স্বজাতিপ্রীতি, স্বজাতির সঙ্গে একাত্মতাবোধ, nationalism, Kinship। **স্বাজাত্য**—স্বজাতিকতা।

স্বাতন্ত্র্য—(স্বতন্ত্র+ষ্ণ্য) স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা, অনন্যত্ব, স্বকীয়তা।

স্বাতি-তী—নক্ষত্র-বিশেষ, জ্যোতিষশাস্ত্রমতে ইহাতে জন্মিলে জাতক রূপবান্, কান্তার প্রতি অনুরক্ত, মতিমান ও ধনবান হয়, এই নক্ষত্রে শুক্তিতে বৃষ্টির জল প্রবিষ্ট হইলে মুক্তার জন্ম হয়।

স্বাত্মারাম—(নিজের আত্মা যাঁহার আনন্দ হেতু) নিজের আত্মায় যিনি ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন।

স্বাদ—(স্বদ্+ঘঙ্) আস্বাদ বা রস অনুভব, স্বাদুতা, taste (বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সেকি ছাড়ে ; এখানকার তরিতরকারিতে কোন স্বাদ পাই না ; জীবন স্বাদহীন হয়ে পড়েছে)। **স্বাদগ্রাহী, স্বাদী**—আস্বাদগ্রাহী। **স্বাদন**—আস্বাদ গ্রহণ, রসগ্রহণ ('স্বাদিতে নিজ মাধুরী')। বিণ. স্বাদিত—আস্বাদিত, ভক্ষিত। **স্বাদিষ্ট**—অতিশয় সুস্বাদু। **স্বাদীয়ান্**—মধুরতর।

স্বাদু—(স্বদ্+উণ্) মিষ্ট, মধুর, সুস্বাদযুক্ত (তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদী-বারি—রবি) ; মনোজ্ঞ ; স্বাদুতা, মধুরতা (বর্তমানে এই অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না) ; মধু, গুড়, দ্রাক্ষা। **স্বাদুকণ্টক**—বৈঁচিগাছ। **স্বাদুকাম**—সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন যাহার প্রিয়, ভোজনরসিক। **স্বাদুখণ্ড**—গুড়। **স্বাদুগন্ধা**—ভূমিকুষ্মাণ্ড। **স্বাদুফল**—বদরীফল। **স্বাদুরসা**—দ্রাক্ষা ; আমড়া ; দ্রাক্ষাজাত সুরা।

স্বাদেশিক—স্বদেশ সম্বন্ধীয় ; স্বদেশের প্রতি-প্রীতিমান্। বি. **স্বাদেশিকতা**—স্বদেশানুরাগ, patriotism।

স্বাধিকার—নিজের অধিকার বা প্রভুত্ব (স্বাধিকার প্রমত্ত) ; নিজের কর্তব্য।

স্বাধিষ্ঠান—তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রের দ্বিতীয়চক্র।

স্বাধীন—যে পরাধীন নয়, আত্মবশ, স্বতন্ত্র (স্বাধীন দেশ ; স্বাধীন জীবিকা)। বি **স্বাধীনতা**—পরবশতার অভাব, স্বাতন্ত্র্য (রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা)। **স্বাধীনপতিকা, স্বাধীনভর্তৃকা**—যাহার নায়ক অনুরক্ত ও সম্পূর্ণবশীভূত।

স্বাধ্যায়—আবৃত্তিপূর্বক বেদাধ্যয়ন অথবা শাস্ত্রাধ্যয়ন। **স্বাধ্যায়বান, স্বাধ্যায়ী**—বেদাধ্যয়নকারী।

স্বানুভূতি—নিজের অনুভূতি ; নিজের স্বরূপ জ্ঞান। **স্বানুষ্ঠিত**—নিজের দ্বারা কৃত।

স্বাবলম্বন—আত্মনির্ভরতা। **স্বাবলম্ব, স্বাবলম্বী**—আত্মনির্ভরশীল।

স্বাভাবিক—(স্বভাব+ষ্ণিক) স্বভাবসিদ্ধ, অকৃত্রিম, নৈসর্গিক।

স্বামিতা,-ত্ব,-ভাব—প্রভুত্ব, অধিকার। **স্বামিসেবা**—পতিসেবা, প্রভুর পরিচর্যা, প্রভুর সেবা বা সন্তোষার্থ কর্ম।

স্বামী—[স্ব (ঐশ্বর্য) + মিন্] প্রভু, অধিপতি, রাজা (গৃহস্বামী, জগৎস্বামী ; স্বামিগুণোপেত) ; পতি (গ্রাম্য ভাষায় সোয়ামী) ; গুরু, দীক্ষাদাতা, সন্ন্যাসী প্রভৃতির উপাধি (শ্রীধরস্বামী ; স্বামী বিবেকানন্দ) স্ত্রী স্বামিনী। **স্বামিগুণ**—রাজোচিত গুণ। **স্বামিঘ্ন**—প্রভুহন্তা, রাজহন্তা।

স্বায়ত্ত—নিজের অধীন, যাহার উপর নিজের কর্তৃত্ব রহিয়াছে। **স্বায়ত্তশাসন**—নিজেদের দ্বারা শাসন বা পরিচালন, autonomy। **স্বায়ত্তীকরণ**—নিজের অধীন করা বা অধিকারে আনা। [স্বয়ম্ভু সম্বন্ধীয়।

স্বায়ম্ভুব—(স্বয়ম্ভু+ষ্ণ) স্বয়ম্ভুর পুত্র, প্রথম মনু ;

স্বারাজ্য—(স্বরাজ্+ষ্ণ্য) ঈশ্বরত্ব ; ইন্দ্রত্ব ; স্বর্গরাজ্য ; ব্রহ্মানন্দ ; মোক্ষ।

স্বার্থ—নিজ প্রয়োজন বা লাভ, self-interest (স্বার্থে আঘাত লেগেছে), নিজের ধন বা বস্তু ; (ব্যাকরণে) লিঙ্গার্থ-বিশেষ ; বিশেষণ। **স্বার্থত্যাগ**—নিজের লাভের কথা না ভাবা। **স্বার্থপর,-পরায়ণ**—নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি সম্পর্কে ব্যগ্র। **স্বার্থসিদ্ধি**—নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি। **স্বার্থান্ধ**—যাহার শুধু নিজের লাভের দিকেই দৃষ্টি, অন্যের ভালমন্দের দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। **স্বার্থান্বেষী**—স্বার্থসাধন যাহার প্রধান অভীষ্ট। **স্বার্থিক**—স্বার্থে বিহিত (ব্যাকরণের প্রত্যয়) ; স্বার্থপর।

স্বাস্থ্য—(সুস্থ+ষ্ণ্য) সুস্থতা, নীরোগতা, অনাময়, স্বচ্ছন্দতা, স্বাভাবিক ভাব (স্বাস্থ্য টিকছে না ; স্বাস্থ্যকর স্থান ; মনের স্বাস্থ্য)। **স্বাস্থ্যভঙ্গ**—স্বাস্থ্যনাশ। **স্বাস্থ্যবিভাগ**—দেশের লোকের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি-বৃন্দ। **স্বাস্থ্যরক্ষা**—সুস্থতা বজায় রাখা।

স্বাহা—(সু—আ—হে+আ) দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃত প্রদান, এরূপ ঘৃত প্রদানের মন্ত্র ; অগ্নির ভার্যা। **স্বাহাভুক্**—দেবতা।

স্বীকরণ—যাহা নিজের নয় তাহা নিজের করা,

নিজস্ব করণ (প্রতিভার ধর্ম স্বীকরণ, অনুকরণ নয়); পত্নীরূপে গ্রহণ; স্বীকৃতি।

স্বীকার—[স্ব+কার—অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (ঈ)] গ্রহণ (আতিথ্য স্বীকার); অঙ্গীকার, সম্মতি (দোষ স্বীকার; স্বীকার পত্র)। **স্বীকার্য**—গ্রহণ করিবার যোগ্য, অনুমোদন করিবার যোগ্য (অবশ্য স্বীকার্য); postulate। **স্বীকৃত**—গৃহীত, অঙ্গীকৃত, সম্মত (পত্নীরূপে স্বীকৃতা; যাইতে স্বীকৃতা হইয়াছেন)। বি. স্বীকৃতি—গ্রহণ; সম্মতি।

স্বীয়—(স্ব+ঈয়) স্বকীয়, নিজের। স্ত্রী. স্বীয়া—একান্ত অনুরক্তা, পতিব্রতা।

স্বেচ্ছা—নিজের ইচ্ছা, যদৃচ্ছা, আপন খুশী (স্বেচ্ছাচারী; স্বেচ্ছা প্রণোদিত; স্বেচ্ছাবিহার; স্বেচ্ছাভোজন)। **স্বেচ্ছামৃত্যু**—আপন ইচ্ছা অনুসারে মৃত্যু; ভীষ্ম। **স্বেচ্ছাসেবক**—নিজের ইচ্ছায় যাহারা সেবকবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে, volunteer। **স্বেচ্ছানুবর্তিতা**—আপন ইচ্ছানুযায়ী চলা ফেরা বা কাজ কর্ম; স্বেচ্ছাচার।

স্বেদ—[স্বিদ্+অল্] ঘর্ম (স্বেদ, জল,-বারি; স্বেদোদ্গম); তাপ; বাষ্প; ভাবরা। **স্বেদজ**—তাপ হেতু ক্লেদাদি হইতে যাহার জন্ম, কৃমি, মশক মৎকুণ ইত্যাদি। **স্বেদন**—ঘর্মক্ষরণ; যাহা ঘর্ম উৎপাদন করে; ভাবরা দেওয়া, সেক দেওয়া।

স্বৈর—[স্ব (আপনি)—ঈর্ (গমন করা, প্রেরণ করা)+অচ্] আত্মবশ, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, স্বতন্ত্র; স্বেচ্ছা, স্বাধীনতা, যথেচ্ছাচার। **স্বৈরচারী**—স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য, স্বতন্ত্র (**স্বৈরচারিণী**—স্বেচ্ছাচারিণী, কুলটা)। **স্বৈরগতি**—(বহুব্রী) যে নিজের ইচ্ছামত গমনাগমন করে; নিজের ইচ্ছামত গমনাগমন। **স্বৈরবর্তী**—স্বচ্ছন্দানুবর্তী, স্বেচ্ছাধীন। **স্বৈরবৃত্তি**—স্বাধীন আচরণ; স্বেচ্ছাচার; স্বেচ্ছাচারী। **স্বৈরাচার**—স্বেচ্ছাচার, যথেচ্ছাচার। **স্বৈরিণী**—স্বৈরী দ্রঃ। **স্বৈরিতা,-স্বৈরতা**—স্বচ্ছন্দানুবর্তিতা; স্বেচ্ছাচারিতা।

স্বৈরী—স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য; স্বতন্ত্র। স্ত্রী. **স্বৈরিণী**—যে পতিকে ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় অন্য সবর্ণ পুরুষে অনুরক্তা হয়; স্বেচ্ছাচারিণী, কুলটা।

স্বোদরপূরণ—নিজের উদর পূরণ, স্বার্থান্বেষণ। **স্বোপার্জিত**—নিজের চেষ্টার দ্বারা অর্জিত (যাহা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নহে)।

হ

হ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ণ ও চতুর্থ উষ্ম বর্ণ, উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, মহাপ্রাণ: বক্তব্য দৃঢ়ীকরণের জন্য প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত হইয়াছে (সেহ রাম—সেই রাম); কাব্যে অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয় (করহ, চলহ, বাঁধহ)।

হইতে, হতে, হৈতে—অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি, থেকে, অবধি (মেঘ হইতে বৃষ্টি; মাথা হইতে পা পর্যন্ত); হেতু (ধন হইতে গর্ব); অপেক্ষা, তুলনায় (অপমান হইতে মৃত্যু ভাল); দ্বারা ('আমা হতে এ কর্ম হবে না সাধন')। কথ্য ভাষায় হতে'-র পরিবর্তে 'থেকে' ব্যবহৃত হয়, কাব্যে 'হতে ব্যবহৃত হয়। 'হৈতে' বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না। **হইতে না হইতে**—ঘটিতে না ঘটিতে ঘটিবামাত্র, যেন ঘটিবার পূর্বেই।

হইয়া, হয়ে, হোয়ে—ঘটিয়া; মধ্য বা প্রান্ত দিয়া বা তথায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া (নৈহাটি হয়ে ব্যাণ্ডেল যাবে); পক্ষাবলম্বন করিয়া, প্রতিনিধিরূপে, সুপারিশস্বরূপ (আমার হোয়ে দুটো কথা বলো)। **হইলে**—ঘটিলে। **হইলে হয়**—যদি ঘটে তবেই ভাল।

হউক, হোক—অনুজ্ঞা জ্ঞাপক; হইতে দাও, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না (হোক না বড়লোক তারজন্য থোড়াই কেয়ার করি)।

হওন—হওয়া, সংঘটন (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।

হওয়া—উদ্ভূত হওয়া, জন্মানো (ছেলে হয়েছে; ভাল ফসল হয়নি), ঘটা, পরিণত হওয়া (মনান্তর হয়েছে; এমনই হয়; বিয়ে হয়েছে; বৃষ্টি হয়েছে, ভুল হয়েছে; এই দশা হয়েছে (মূর্খ হয়ে বেঁচে লাভ কি); বিবেচিত হওয়া ('হেন মনে হয়'); অতিবাহিত হওয়া (তিনমাস হলো মরেছে, দুঘণ্টা হয়েছে, বাজারে গেছে); উপযুক্ত বা পর্যাপ্ত বিবেচিত হওয়া, সমাধা হওয়া (একসের চালে হবে; এ ছেলে দিয়ে কিছু হবে না; হয়েছে আর বলতে হবে না); কাল পূর্ণ হওয়া (পাকবার সময় হয়েছে; খাবার সময় হয়েছে); অতিক্রান্ত হওয়া (বয়স হয়েছে; বেলা হয়েছে); লাভ হওয়া, সফল হওয়া (চাকরি হয়েছে; চেষ্টা করতে পার কিন্তু হবে না; এত একদিনে হবার নয়); সংস্থান হওয়া, যোগাড় হওয়া (সমস্ত দিন খেটে পেটের ভাত হয় না); ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা, আপনার জন হওয়া (ও আমার ভাই হয়; ছেলে ভাই কেউই আমার হলো না; তুমি আমার হও তবেত আমি তোমার হব); ব্যঙ্গে (তবেই হয়েছে)।

হওয়া—যাহা নিষ্পন্ন বা পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে বলিলেই চলে (হওয়া ভাত পুড়ে গেল; হওয়া বিয়ে ভেঙ্গে গেল)। **হওয়া ভাতে কাঠি দেওয়া**—অনাবশ্যক কর্তৃত্ব ফলানো।

হংস—সুপরিচিত লিপ্তপদ জলচর পক্ষী; সূর্য; বিষ্ণু; ব্রহ্মা; শিব; পরমাত্মা; মন্ত্র-বিশেষ; নির্লোভ বা সম্পূর্ণ সংসারত্যাগী যোগী। স্ত্রী. হংসী। **হংসগামিনী**—মরালগামিনী। **হংসনাদিনী**—গুরুনিতম্বযুক্তা গজেন্দ্রগমনা কোকিলকণ্ঠী তন্বী। **হংসপাঁতি**—হংসশ্রেণী। **হংস বাহন,-রথ**—ব্রহ্মা। **হংসবাহিনী**—সরস্বতী। **হংসাণ্ড**—হাঁসের ডিম। **হংসারূঢ়**—ব্রহ্মা। **হংসোদক**—সূর্য কিরণে উত্তপ্ত ও চন্দ্রকিরণে স্নাপিত সুবাসিত নদীজল-বিশেষ।

হক—(আ. হ'ক্ক) ন্যায্য, সঙ্গত, যথার্থ (হক কথা বলতে কসুর করবে কেন); স্বত্ব, অধিকার (এতিমের হক নষ্ট করছ কেন)। **হকদার**—স্বত্ববান্, ন্যায্য অধিকারী। **হকনাহক**—সঙ্গত কারণে অথবা অন্যায়ভাবে; অকারণে (হকনাহক তুমিই বা মারতে গেলে কেন)। **হকশুফা**—(হক্-ই-শুফা') right of preemption, নৈকট্য-আদির জন্য কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার অগ্রগণ্য অধিকার (হকশফার মোকদ্দমা)।

হকচকানো—হটাৎ আক্রমণ ভয় ইত্যাদি হেতু দিশেহারা হইয়া পড়া, ভ্যাবাচাকা হওয়া (তোমাদের রকমসকম দেখে গাঁয়ের লোক হকচকিয়ে না গেলে হয়)।

হকার—হ এই বর্ণ।

হকার—(ইং. howker) ফেরিওয়ালা।

হকি—(ইং. hockey) সুপরিচিত ক্রীড়া। **হকিষ্টিক**—যে বক্রমুখ যষ্টির সাহায্যে হকির বল চালনা করা হয়।

হকিকত—(আ. হ'কীক'ত্) সত্য, আসল ঘটনা, যথাযথ বর্ণনা (হকিকত বয়ান করা; 'কহ হকিকত')। **হাল হকিকত**—প্রকৃত ঘটনা বা ব্যাপার, প্রকৃত বিষয়।

হকিম, হেকিম—(আঃ হ'কিম) ইউনানী মতের চিকিৎসক। **নিম হাকিম**—হাতুড়ে।

হকিয়ৎ—(আঃ হ'কি'য়ত্) অধিকার, সম্পত্তি; দাবি। **হকিয়তী মোকদ্দমা**—স্বত্ব-বিষয়ক মোকদ্দমা।

হকুক—(আ' হ'কু'ক') অধিকার বা কর্তব্যসমূহ।

হক্ক—হক (হক্কের ধন—যে ধনে যথার্থ অধিকার আছে)। [দীর্ঘসূত্রতা।

হচ্ছে হবে—ঢিমে চালচলন সম্বন্ধে বলা হয়,

হজ—(আ. হ'জ্জ্) বিশেষ তিথিতে মক্কাতীর্থ দর্শন। **হজ করা**—বিশেষ তিথিতে মক্কায় গমন করিয়া আরাফাতের ময়দানে গমন, কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করা, ইত্যাদি; (ব্যঙ্গে) সংসারের কাজে উদাসীন হওয়া, বসিয়া বসিয়া সময় কাটানো (উনি তো হজ করে বসেছেন—গ্রাম্য)।

হজম—(আ. হ'দ্ম্) পরিপাক, আত্মসাৎ, গাপ করা। **হজম করা**—পরিপাক করা; আত্মসাৎ করা, বেমালুম গাপ করা (নিয়েছে বটে কিন্তু হজম করতে পারবে না)। **হজম হওয়া**—পরিপাক হওয়া (খাবার হজম হয় না); ভাল বনিবনাও হওয়া (ও ঘরের মেয়ে কোথাও হজম হবার নয়)। বিণ. হজমী (হজমী গুলি—হজমের সহায়তা করে এমন গুলি বা বটিকা)।

হজরত—(আ. হ'দ্'রত্) সম্মানিত ব্যক্তি, প্রভুপাদ (হজরত মোহাম্মদ; হজরত বড় পীর সাহেব); উপস্থিতি। স্ত্রী. হজরত (হজরত ফাতেমা)।

হুজুরে—হুজুর দ্রঃ। **হুজ্জত**—হুজ্জত দ্রঃ।

হঞ্জে—সংস্কৃত নাটকে পরিচারিকার প্রতি স্ত্রী-লোকের সম্বোধন।

হটরহটর—খালি অথবা কম বোঝাই গরুর গাড়ী নৌকা প্রভৃতির শব্দ করিয়া কিছু দ্রুত গমন সম্বন্ধে বলা হয়।

হটা, হঠা—হারিয়া যাওয়া, পশ্চাৎপদ হওয়া, পরাভব স্বীকার করা (মোকদ্দমায় হটে গেছে; হটবার লোক নয়)। **হটানো**—পরাভূত করা, পশ্চাৎপদ করা, পিছনের দিকে সরাইয়া দেওয়া। **হট্ট**—হাট, ব্যাপক ক্রয়বিক্রয়ের স্থান। **হট্টগোল**—(হাটের গোলমাল) চেঁচামেচি সহ বিশৃঙ্খলা। **হট্টবিলাসিনী**—গন্ধদ্রব্য-বিশেষ; বারাঙ্গনা। **হট্টমন্দির**—হাটের ঘর বা চালা।

হঠ—[হঠ্ (বল প্রয়োগ করা) + অল্] বলাৎকার, লুণ্ঠন; গোঁয়ারতুমি; নির্বন্ধাতিশয়; ঝগড়া; শক্রতা। **হঠকারী**—যে জবরদস্তি করে, গোঁয়ার অবিবেচক, অভদ্র। বি. **হঠকারিতা** অবিমৃষ্যকারিতা; জবরদস্তি। **হঠযোগ**—কৃচ্ছ্র সাধ্য যোগ-বিশেষ (হঠযোগী—এরূপ কৃচ্ছ্র-সাধ্য যোগ অভ্যাসকারী)। **হঠাশ্লেষ**—বলপূর্বক আলিঙ্গন।

হঠাৎ—সহসা, দৈবাৎ, অতর্কিতভাবে (হঠাৎ আক্রমণ)। **হঠাৎকার**—হঠাৎ; জবরদস্তি। **হঠাৎনবাব,-বাবু**—যে রাতারাতি ধনীমানী হইয়া উঠিয়াছে।

হড়কা—পিচ্ছিল, ঢিলা (যাহা হড়হড় করে); বলাৎকারযুক্ত (হড়কাটান)। **হড়কানো**—হঠাৎ পিছলাইয়া যাওয়া (পা হড়কানো)। **হড়গড়ানে**—যেখানে কোন বস্তু হড়হড় করিয়া গড়াইয়া পড়ে, অতিশয় ঢালু।

হড়বড়—দ্রুত অস্পষ্ট উচ্চারণ সম্বন্ধে বলা হয় (হড়বড়ানো; হড়বড় করে কি সব বলে গেল)।

হড়মড়—শুষ্ক চর্ম টিনের পাত ইত্যাদি নাড়াচাড়ার শব্দ; মেঘের বা বজ্রের শব্দ। বি. হড়মড়ি।

হড়হড়—কঠিন বস্তু দ্রুত সঞ্চালিত হওয়ার শব্দ (হড়হড় করে লোহার দরজা টেনে দিল); সশব্দ নির্বাধ গতি (হড়হড় করে বমি হয়ে গেল); আঁটসাঁট ভাবের বিপরীত (বড্ড রোগা হয়ে গেছি হাতে চুড়িগুলো হড়হড় করছে) বিণ. হড়হড়ে। **হড়হড়ানো**—হড়হড় করা, ঢিলা বা পিচ্ছিল হওয়া।

হড়িয়াল, হরিয়াল—পায়রা জাতীয় সবুজবর্ণ পক্ষি-বিশেষ, শিকারীদের প্রিয়; কথ্য ভাষায় 'হরেল' বলা হয়। [অস্পৃশ্য জাতি।

হড্ডক, হড্ডিক, হড্ডিপ—হাড়ি, সুপরিচিত

হণ্ডা—দাসীকে সম্বোধন করিবার শব্দ; সম্বোধনে - হণ্ডে (সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত)।

হণ্ডিকা, হণ্ডা, হণ্ডী—হাঁড়ী।

হত—[হন্ (বধ করা) + ক্ত] নিহত, বিনষ্ট, বিনাশিত; ব্যাহত, প্রতিহত (হতবীর্য ফণী); নষ্ট, বিগত, বিহীন, দগ্ধ (হতচেতন; হতোদ্যম; হতবুদ্ধি; হতভাগ্য); গুণিত multiplied। **হতগৌরব**—গৌরবহীন। **হতচেতন**—অচেতন, মূর্চ্ছিত। **হতচ্ছাড়া**—লক্ষ্মীছাড়া (গালি)। **হতজীবিত**—গতায়ু। **হত-জ্ঞান**—মূর্চ্ছিত; বিমূঢ়। **হতত্রপ**—নির্লজ্জ। **হতদৈব**—মন্দভাগ্য। **হতধী**—নির্বুদ্ধি। **হতপুত্র**—মৃতপুত্র (বহুব্রী)। **হতপ্রভ**—দীপ্তিহীন। **হতপ্রভাব**—প্রভাবহীন। **হত-প্রায়**—বিনষ্টপ্রায়। **হতবল**—বলহীন; যাহার সৈন্যবল বিনষ্ট হইয়াছে। **হতবিক্রম**—যাহার বিক্রম প্রতিহত হইয়াছে। **হত-বিধি**—পোড়াবিধি। **হতবুদ্ধি**—বিমূঢ়, ভ্যাবাচ্যাকা। **হতভম্ব,-ভোম্বা**—হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত, ভ্যাবাচ্যাকা। **হতভাগ্য**—দুর্ভাগ্য। **হতভাগা**—পোড়াকপাল (স্ত্রী. হতভাগী, হত-ভাগিনী)। **হতমান**—অপমানিত, লাঞ্ছিত। **হতমূর্খ**—মহামূর্খ, গণ্ডমূর্খ। **হতশ্রদ্ধ**—শ্রদ্ধাহীন। **হতশ্রী**—হতবিভব; সৌন্দর্যহীন। **হতস্মর**—(যাঁহার দ্বারা মদন ভস্মীভূত হইয়া-ছিল) মহাদেব। **হতাদর**—অনাদৃত; অমর্যাদা, অসম্মান। **হতাশ**—আশাহীন, নিরাশ, মনমরা। **হতাশ্বাস**—আশ্বাস বা সান্ত্বনাহীন।

হতে—হইতে দ্রঃ। **হতেকতে**—কার্যগতিকে। **হতে হতে**—সমাধা হইবার প্রাক্কালে।

হতোঽস্মি—আমি হত হইলাম, আমার ভাগ্য একান্ত মন্দ (সাধারণত 'হা হতোঽস্মি' রূপে ব্যবহৃত হয়)। **হতোৎসাহ**—ভগ্নোৎসাহ।

হত্যা—(হন্ + কাপ্) বধ, হনন, হিংসা (নরহত্যা; প্রাণিহত্যা); বিফল মনোরথ হইলে প্রাণ ত্যাগ করিব এই সংকল্প, ধন্না (হত্যা দেওয়া বা হত্যে দেওয়া)। **হত্যাকাণ্ড**—হত্যার ব্যাপার, খুন।

হদ—(আ. হ'দ্দ্) সীমা। **হদ করা**—চূড়ান্ত করা। হদ্দ দ্রঃ। **হদ হওয়া**—চূড়ান্ত সীমায় গিয়া পৌঁছা (বলে বলে হদ হলাম)।

হদিস,-শ—(আ. হ'দীথ্') হাদিস দ্রঃ; তত্ত্ব, সন্ধান, খোঁজখবর, কূলকিনারা, নির্দেশ (হদিস পাওয়া)।

হদ্দ—(আ. হ'দ্দ্) সীমা, শেষ; চূড়ান্ত। **হদ্দ করা**—চূড়ান্ত করা, যতদূর করা সম্ভব তাহা করা (খোসামোদের হদ্দ করেছি)। **হদ্দ পাজী**—পাজীর এক শেষ। **হদ্দমজা**—আমোদের একশেষ। **হদ্দমুদ্দ**—শেষসীমা, যাহা করা যায় সব (ব্যাপারটার হদ্দমুদ্দ দেখে তবে ক্ষান্ত হব)। **বেহদ্দ**—বে দ্রঃ।

হনন—(হন্+অনট্) বধ, হত্যা; গুণন। বিণ. হননীয়।

হনহন—ত্বরিত গমন সম্বন্ধে বলা হয় (হন হন করে যাচ্ছিল)। **হনহনাইয়া, হনহনিয়ে**—হনহন করিয়া, ত্বরিত গমনে। **হনহনে**—চঞ্চল (গ্রাম্য—অবজ্ঞার্থক)।

হনিমুন—(ইং. honey-moon) বিবাহের প্রথম মাস, মধুচন্দ্রিকা-ও বলা হয়।

হনু,-নু—কপোলের উপরের অংশ, চোয়াল; হনুমান। **হনুগ্রহ,-স্তম্ভ**—চোয়াল লাগিয়া যাওয়া রোগ-বিশেষ, lock-jaw।

হনু,-নু, হনুমান, হনূমান—রামায়ণ-বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ বানর; বানরজাতি-বিশেষ, ইহাদের মুখ কালো; হনুমানের মত লম্ফঝম্ফপ্রিয় (অবজ্ঞার্থক—একটি আস্ত হনুমান)। **হনুমন্ত**—হনুমান (সম্ভ্রমসূচক—প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত)।

হন্ত—খেদসূচক শব্দ, বাংলায় কচিত ব্যবহৃত হয় (কোথা হা হন্ত চিরবসন্ত আমি বসন্তে মরি—রবি)। **হন্তদন্ত**—অতিশয় ব্যস্ত ও উত্তেজিত (অমন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় ছুটছ)।

হন্তব্য—(হন্+তব্য) হননীয়, বধযোগ্য; গুণ্য। **হন্তা**—(হন্+তৃচ্) হননকারী, ঘাতক (স্ত্রী. হন্ত্রী)। **হন্তারক**—বিনাশকারী।

হন্দর—(ইং. hundred-weight)—ওজন-বিশেষ, প্রায় ৫৫ সের; তাস খেলায় গণনা-বিশেষ।

হন্যে—(সং. হন্ত) ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত (যাহা হত হইবার যোগ্য—হন্যে কুকুর; হন্যে হয়ে ওঠা—মারমুখো হওয়া, মরিয়া হওয়া)।

হন্যমান—(হন্+য+শানচ্) যে বা যাহা হত বা বিনষ্ট হইতেছে (হন্যমান শরীর)।

হপ্তকলুমে—(ফা. হফ্ত ক'লম্) যে সাত রকমের অক্ষরে লিখিতে পারে, জালিয়াত।

হপ্তা—সপ্তাহ। **হপ্তায় হপ্তায়**—প্রতি সপ্তাহে।

হব হব—এখনই হইবে এরূপ অবস্থা (ভাত হব হব হয়েছে)।

হবন, হব—হোম; যজ্ঞ। **হবনী**—হোমকুণ্ড। বিণ. হবনীয়—হোম যোগ্য; হোমের বস্তু।

হবা—(আ. হ'বা) ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমান পুরাণ মতে আদিমানব আদমের পত্নী (শূন্য পুরাণে 'হায়া বিধি)।

হবি, হবিঃ—(হু+ইস্) ঘৃত; হবনীয় দ্রব্য। **হবিত্রী**—হোমকুণ্ড। **হবিরশন**—(বহুব্রী) অগ্নি, ঘৃতভোজন। **হবির্গন্ধা**—শমী। **হবির্গেহ**—যে গৃহে হোমদ্রব্যাদি রক্ষিত হয়। **হবির্দান**—হবি আহুতি দান। **হবির্ধান**—হোম দ্রব্যের আধার, যজ্ঞের স্থান। **হবির্ভুক্**—অগ্নি, দেবতা।

হবিষ্য—(হবিস্+ষ্য) ঘৃতান্ন; পক্ক নবনীত। **হবিষ্যান্ন**—আমিষ-বর্জিত ঘৃতযুক্ত আতপান্ন, ইহার সহিত সৈন্ধব দধি দুগ্ধ আম কলা প্রভৃতি ফলও যোগ করা হয়, এরূপ অন্ন ভক্ষণ করিয়া ব্রত করা হয়; হিন্দু বিধবারা এরূপ অন্ন ভক্ষণ করে (কথ্য ভাষায় 'হবিষ্যি করা' বলে)। **হবিষ্যাশী**—যে হবিষ্যান্ন ভোজন করে।

হবু—যে বা যাহা হইবে (হবু বিবাহ; হবু শাশুড়ী)।

হবুচন্দ্র—হাবাচন্দ্র বা হাবা রাম, অতিশয় নির্বোধ (হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী—যেমনি নির্বোধ রাজা তার তেমনি নির্বোধ মন্ত্রী)। **হবুথবু, হবুচবু**—হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

হবেলি—হাবেলী দ্রঃ।

হব্য—(হু+য) ঘৃত; হবনীয় দ্রব্য, দেবতার উদ্দেশ্যে দত্ত অন্ন; হবনীয়। **হব্যকব্য**—হোমের ঘৃত ও পিতৃশ্রাদ্ধের অন্নাদি। **হব্যবাহ,-বাহন**—অগ্নি। **হব্যভুক্**—অগ্নিদেবতা।

হম্—অপ্রসন্নতা, রোষ ইত্যাদি জ্ঞাপক শব্দ।

হম, হমি—আমি (বৈষ্ণব কবিতায় ব্যবহৃত হয়)। **হমার, হমারি**—আমার। **হমে**—আমাকে।

হ-য-ব-র-ল—উল্টাপাল্টা ব্যাপার, গোঁজামিল (একটা হ-য-ব-র-ল করে' যাহোক বুঝিয়ে দিয়েছে); হতবুদ্ধি।

হয়—[হয়্ (গমন করা)+অ] অশ্ব, ঘোটক; ৭ সংখ্যা (সূর্যের সাত ঘোড়া, তাহা হইতে)। স্ত্রী. হয়ী। **হয়গ্রীব**—যাহার গ্রীবা অশ্বের গ্রীবার মত; বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ; অসুর-বিশেষ। স্ত্রী. হয়গ্রীবা—দুর্গা।

হয়—ঘটে, জন্মে, দেখা দেয় (আজকাল পাঁচটায় ভোর হয়; কিসে প্রভুর সন্তোষ হয় ইহাই দাসের লক্ষ্য); বিকল্পসূচক, এইটি অথবা অন্যটি (হয় আজ নয় কাল); ঘটনা, সত্য ('হয়কে যে নয় করতে পারে সেই তো জাদুকর')। **হয়ত**—সম্ভবত।

হয়রান—(আ. হ'য়রান) পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত (খুঁজে খুঁজে হয়রান); বিব্রত (ভেবে হয়রান)। বি. হয়রানি (এত হয়রানি আর সহ্য হয় না)। **হয়রান পেরেশান**—অতিশয় পরিশ্রান্ত · অতিশয় বিব্রত। বি. হয়রানি।

হর—(হৃ+অচ্) যাহা হরণ করে, ভাজক (বিপ. লব); যাহা অপনোদন করে (ক্লান্তি হর; দুঃখ হরা); নাশক (প্রাণ হর; সর্বহর কাল); যে অপহরণ করে (পরস্বহর; অশ্বহর); যে গ্রহণ করে, অংশী (ভাগহর); শিব (হরি-হরাত্মা; হরকোপানল); অগ্নি; গর্দভ। স্ত্রী. হরা (দুঃখহরা)। **হরগৌরী**—শিব এবং পার্বতী; শিব ও পার্বতীর মূর্তি বিশেষ, অর্ধনারীশ্বর। **হরচূড়ামণি**—চন্দ্র। **হর-তেজঃ,-বীজ**—শিববীর্য, পারদ। **হরনেত্র**—শিবচক্ষু; সংখ্যাত্রয়। **হরশেখরা**—গঙ্গা; **হর হর বম্ বম্**—রাজপুতদিগের যুদ্ধ-ধ্বনি।

হর—(ফা. হর্—প্রত্যেক, প্রতি)। **হর-ওয়াক্ত**—সব সময়, সর্বদা। **হরকসম, হরকিসম**—নানাধরণের (গ্রাম্য-হরকেসেম)। **হরঘড়ি**—সর্বদা। **হরতরফ**—নানাদিক, সবদিক। **হরদম**—সর্বদা, নিরন্তর। **হররঙা**—বিচিত্র বর্ণ। **হররোজ**—প্রত্যহ।

হরকত—(আ. হ'র্কত্) বিঘ্ন, ব্যাঘাত; আপত্তিকর আচরণ (হরকত' করা)।

হরকরা—সংবাদবাহক; ডাকবাহক (ডাক হরকরা)।

হরগিজ, হরগেজ—(ফা. হর্‌গিজ্) কিছুতেই, কখনও, আদও (কতকরে বল্লাম, হরগেজ কথা কানে করলে না)।

হরণ—(হৃ+অনট্) যে হরণ করে, নাশক (চিন্তাহরণ; শঙ্কাহরণ); আকর্ষক, মোহন (এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ—রবি); দূরকরণ (ভূভারহরণ); অপহরণ, বলে কাড়িয়া লওয়া (সীতাহরণ); নাশন, বধ করা (প্রাণ হরণ); যাপন, কাটানো (কালহরণ); ভাগ করা। **হরণ-পূরণ**—ভাগ করা ও গুণ করা, হ্রাস-বৃদ্ধি। বিণ হর্তব্য, হার্য।

হরতন—(Duch Harten) তাসের ফোটা-বিশেষ।

হরতাল—(গুজরাটি — প্রতিদিরজায় তালা) ব্যাপকভাবে দোকানপাট বন্ধ করা, ধর্মঘট।

হরপ, হরফ—(আ. হ'র্ফ) অক্ষর, বর্ণ; হাতের লেখা। **হরফ চেনা**—অক্ষর চেনা।

হরবোলা—যে নানা বোল বলিতে পারে; যে নানা রকমের পশুপক্ষীর ডাক নকল করিতে পারে, বহুরূপী।

হররা—হাস্যধ্বনির অফুরন্ততা সম্বন্ধে বলা হয় (হাসির হররা)।

হরষ—হর্ষ (কাব্যে ব্যবহৃত)। বিণ. হরষিত।

হরা—চুরি করা; বলপূর্বক হরণ করা; মোহিত করা; দূর করা; যাপন করা। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

হরি—(হৃ+ই—যিনি সকল মানুষের হৃদয় হরণ করেন, যিনি রুদ্ররূপে সংহার করেন) বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ (হরিসংকীর্তন; হরিভক্তি); ইন্দ্র (হরিচাপ—ইন্দ্রধনু; অশ্ব (হরিমেধ); সিংহ; সর্প; ভেক; পিঙ্গলবর্ণ; (শিব, ব্রহ্মা, যম, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, কিরণ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাংলায় এইরূপ ব্যবহার বিরল)। **হরি ঘোষের গোয়াল**—হরি ঘোষ নামে এক বদান্য ব্যক্তি বহু লোককে আশ্রয় দিতেন ও তাহাদের ভরণপোষণ করিতেন, মতান্তরে হরি ঘোষ তাহার গোশালায় রঘুনাথ শিরোমণির জন্য একটি বৃহৎ চতুষ্পাঠীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইতে, বহু লোকের কোলাহলপূর্ণ গৃহ। **হরিচন্দন**—দেবতরু-বিশেষ; কপিলবর্ণ চন্দন। **হরিজন**—অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মহাত্মা গান্ধীর দেওয়া নাম। **হরিনামের ঝুলি**—বৈষ্ণবের ঝুলি-বিশেষ, যাহার ভিতর হরিনাম জপিবার

মালা থাকে। **হরিপ্রিয়**—কদম্ববৃক্ষ; কৃষ্ণচন্দন (স্ত্রী. হরিপ্রিয়া—লক্ষ্মী; তুলসী; পৃথিবী। **হরিভুক্**—সর্প। **হরিলোচন, -নেত্র**—পেচক। **হরিশয়ন**—আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী হইতে কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী পর্যন্ত চারি মাস কাল। **হরির খুড়ো**—নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি (অবজ্ঞায়)। **হরির লুঠ**—হরিসংকীর্তনের পর বাতাসা ছড়াইয়া দেওয়া ও লোকদের তাহা কোলাহল করিয়া কুড়াইয়া লওয়া, তাহা হইতে, যথেচ্ছ ভোগ করিবার মত টাকা পয়সা বা জিনিসপত্র (এ'কে হরির লুঠ পেয়েছ)। **গোলে হরিবোল দেওয়া**—আর দশজনের সহিত দায়শোধ দেওয়া গোছের কাজ করা।

হরিণ—(হৃ+ইন—যাহা সকলের মনোহরণ করে) সুপরিচিত সুদর্শন তৃণভোজী পশু, মৃগ, কুরঙ্গ। স্ত্রী. হরিণী—মৃগী; চিত্রিণী নারী; তরুণী; বরস্ত্রী; অপ্সরা-বিশেষ; ছন্দো-বিশেষ। **হরিণ-নয়না,-নেত্রা,-লোচনা**—হরিণাক্ষী, হরিণের মত সুন্দর নয়ন যে স্ত্রীর। **হরিণ-লাঞ্ছন**—(বহুব্রী) চন্দ্র। **হরিণ-হৃদয়**—ভীরু। **হরিণাঙ্ক**—(বহুব্রী) মৃগাঙ্ক, চন্দ্র। স্ত্রী. হরিণী।

হরিণবাড়ী—সুপ্রসিদ্ধ জেলখানা।

হরিৎ—(হৃ+ইৎ) নীল-পীত-মিশ্রিত বর্ণ, সবুজ-বর্ণ, পান্নার রং; হরিদ্বর্ণ-বিশিষ্ট; সূর্যের অশ্ব। **হরিত**—সবুজবর্ণ; সবুজবর্ণ বিশিষ্ট। **হরিতক**—হরিদ্বর্ণ তৃণ; শাক। **হরিতা**—দূর্বা; কপিলদ্রাক্ষা। **হরিৎধান্য**—কাঁচা ধান।

হরিতাল—হরিদ্বর্ণ পক্ষি-বিশেষ, হরিয়াল; পীত-বর্ণ ধাতু-বিশেষ, হরেল।

হরিদ্রা—হলুদ (হরিদ্রাভ; হরিদ্রারাগ)। **হরি-দ্রাক্ষ**—হরিতাল পাখী।

হরিদ্বার—(বৈকুণ্ঠে যাইবার দ্বার স্বরূপ) হিমালয়ের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র, গঙ্গার পর্বত হইতে সমতল ভূমিতে অবতরণের স্থান।

হরিবংশ—পুরাণ-বিশেষ, মহাভারতের পরিশিষ্ট। **হরিবাসর**—দ্বাদশীর প্রথমপাদ। **হরিবাহন**—গরুড়। **হরিশয়ন**—হরি দ্রঃ। **হরিশর**—(বহুব্রী) শিব।

হরিয়াল—হরিতাল পাখী।

হরিশ্চন্দ্র—সূর্যবংশীয় রাজা-বিশেষ (বিশ্বামিত্র ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী সুবিখ্যাত)।

হরিষ—হর্ষ (কাব্যে ব্যবহৃত)। **হরিষ-বিষাদ** হর্ষের সঙ্গে বিষাদ (হরিষে বিষাদে দুর্যোধনের মৃত্যু)।

হরিহর—বিষ্ণু ও শিব, বিষ্ণু ও শিবের সংযুক্ত মূর্তি। **হরিহরাত্মা**—যেন একমন একপ্রাণ, অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। **হরিহরাত্মক**—গরুড়; শিবের বৃষ।

হরিহরি—হরিনাম উচ্চারণ; বিস্ময় বা খেদ পূর্ণ উক্তি।

হরীতকী—সুপরিচিত ফল ও তাহার বৃক্ষ (বহু রোগ হরণ করে এইজন্য এই নাম; হরীতকী কয়েক প্রকারের দেখা যায়; গ্রাম্য ও কথ্য ভাষায় হর্তুকী ও হত্তুকী বলা হয়)।

হরেক—(ফা. হর্+এক্) প্রত্যেক, বিবিধ (হরেক রকমের, হরেক খেয়াল; হরেক চিজ)।

হরেদরে—(মোটের উপর, গড়ে (দুইই হরেদরে সমান)।

হর্তব্য—(হৃ+তব্য) হরণযোগ্য। **হর্তা**—হরণকর্তা, অপহারক; সংহারক; বহনকারী। **হর্তাকর্তা**—সংহারকর্তা ও নির্মাণকর্তা। **হর্তাকর্তা বিধাতা**—সর্বময় কর্তা; যাহা খুশী করিবার অধিকারযুক্ত।

হর্ম্য—(হৃ+য—ম আগম) ধনীর বাস ভবন ইষ্টক নির্মিত গৃহ, প্রাসাদ। **হর্ম্যতল**—দালানের মেঝে। **হর্ম্যচূড়া,-শিখর,-শেখর** প্রাসাদের সর্বোচ্চ অংশ।

হর্যক্ষ—(হরি অর্থাৎ হরিৎ বর্ণ চক্ষু যাহার—বহুব্রী) সিংহ (বনের মাঝারে যথা হর্যক্ষ সরোষে কড়মড়ি ভীমদন্ত লম্ফ দিয়া পড়ে বৃষস্কন্ধে —মধু)। **হর্যশ্ব**—হরিৎ-বর্ণ অশ্ব যাহার) ইন্দ্র।

হর্শেল—জ্যোতির্বিদ্ হর্শেল (herschell) কর্তৃক আবিষ্কৃত গ্রহ।

হর্ষ—[হৃষ্ (হৃষ্ট হওয়া)+অল্] অভীষ্ট লাভ বা দর্শন হেতু আনন্দ বা সুখ, উল্লসিত ভাব (হর্ষোৎফুল্ল; হর্ষধ্বনি); শিহরণ (রোমহর্ষ; দন্ত-হর্ষ—দাঁত শিড় শিড় করা)। হর্ষণ—যাহা হৃষ্ট করে, রোমাঞ্চকর (লোমহর্ষণ); আনন্দ, প্রীণন (হর্ষণকর)। **হর্ষনাদ**—হর্ষসূচক ধ্বনি, cheers, Hurrah। **হর্ষবর্ধন**—যাহা হর্ষ বৃদ্ধি করে; রাজা-বিশেষ। **হর্ষাতিশয়**—

আনন্দের আধিক্য। **হর্ষোচ্ছ্বাস**—অতিশয় উৎফুল্লতা। **হর্ষোদয়**—আনন্দের উদ্ভব।

হল—[হল্ (কর্ষণ করা)+অল্) লাঙ্গল (হলকর্ষণ; হলচালনা); ব্যঞ্জনবর্ণ (হলন্ত—যাহার অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণ); অসাধু-বিশেষ (হলধর; হলায়ুধ—বলরাম)। **হলদণ্ড**—লাঙ্গলের ঈষ। **হলভৃৎ**—হলচালক; বলরাম। **হলভূতি,-ভৃতি**—কৃষিকর্ম। **হলাগ্র**—লাঙ্গলের ফাল।

হল—(ইং. hall) বৃহৎ কক্ষ যেখানে দশজনে বসে অথবা সভা করে (হলঘর, টাউনহল)।

হল—(আ. হল্) দ্রব, বিগলিত (হল দেওয়া; হল করা); সোনার জলের লেপ (হল করা—সোনার জলের লেপ দেওয়া বা কালাই করা)।

হলকা—(আ হল্ক্) চক্র, দল, পাল (হলকায় জিকির করা—দলবদ্ধ করিয়া বিশেষ নাম জপ করা; হাতীর হলকা)

হলকুম—(আ. হল্ক্—কণ্ঠনালী) কণ্ঠনালী (হলকুমে হানে তেগ ওকে বসে ছাতিতে—নজরুল ইসলাম)।

হলদি,-দী—(সং হরিদ্রা) হলুদ; হলুদ চূর্ণ বা বাঁটা। বিণ হলদে (হলদে পাখী)।

হলধর—হল দ্রঃ। হলন্ত—হল দ্রঃ।

হলপ,-ফ—(আ. হলফ) শপথ, দিব্য (হলপ করে বলতে পারি; **হলফ পড়া**—আদালতের নির্ধারিত শপথ-বাণী পাঠ করা)। **হলফ নামা**—শপথের লিখিত পাঠ; এফিডেভিট।

হলহল—(হিলহিল দ্রঃ); ঢলঢলে বা শিথিল ভাব। বিণ. **হলহলে**—ঢিলা, ঢলঢলে।

হলায়ুধ—(বহুব্রী) বলরাম; সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার।

হলাহল—বিষ বিশেষ, হলহলা, কোলাহল।

হলাহলি গলাগলি—অতিশয় সম্প্রীতির ভাব, হলায় গলায় (ব্যঙ্গপূর্ণ উক্তি)।

হলী—কৃষক; বলরাম।

হলুদ—হলুদ গাছ ও মূল। বিণ. হলদে।

হল্কা. হল্‌কা—ঝলক, প্রবাহ (বিশেষত আগুনের)।

হল্য—(হল+য) হল সম্বন্ধীয়; কর্ষণযোগ্য; হলকৃষ্ট।

হল্লা—(হলহলা) কয়েকজনের মিলিত চেঁচামেচি, ছেলেদের চেঁচামেচি; অসংযত কলরব (পাড়ায় বড় হল্লা হয়)।

হসন—(হস্+অনট্) হাস্য, হাস্যকরণ।

হসনী, হসন্তী, হসন্তিকা—অঙ্গারধানী, অগ্নিপাত্র. মল্লিকা-বিশেষ।

হসন্ত—হাস্যযুক্ত, যে হাসিতেছে (প্রাচীন বাংলায়); ব্যঞ্জনান্ত, যাহার অন্তে স্বরবর্ণ নাই (্) এই চিহ্ন আছে (ধক্ ধক্)।

হসিত—(হস্+ক্ত) হাস্যযুক্ত; বিকসিত; হাস্য; মৃদুমন্দ হাস্য; উপহসিত। **হসিতা**—হাস্যকারী; উপহাসকারী।

হস্ত—(হস্+তন্—যাহা প্রাধান্যহেতু অন্যান্য অবয়বকে উপহাস করে) হাত, কর, মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত; কনুই হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত; বাহু (হস্ত প্রসারিত করিলেন); অধিকার. কর্তৃত্ব (দস্যুহস্তে নিগৃহীত; বরহস্তে কন্যা সমর্পণ); হস্তিশুণ্ড। স্ত্রী. হস্তা—নক্ষত্র-বিশেষ। **হস্তকণ্ডূয়ন**—হাতচুলকানি, কিছু করিবার জন্য হাতের নিস্‌পিস্ ভাব। **হস্ত কৌশল,-লাঘব**—হাতের কৌশল, হাত সাফাই। **হস্তগত**—অধিকারগত, করায়ত্ত। **হস্তক্ষেপ**—হাত দেওয়া, স্বহস্তে করা, নিয়ন্ত্রিত করা বা বাধা দেওয়া (অসঙ্গত হস্তক্ষেপ)। **হস্তচ্ছেদন**—হাত কাটিয়া ফেলা, প্রাচীন কালের শাস্তি-বিশেষ। **হস্তচ্যুত**—যাহা হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে, যাহা অধিকারের বাইরে চলিয়া গিয়াছে (হস্তচ্যুত পাশা)। **হস্ততল**—করতল; হস্তিশুণ্ডের অগ্রভাগ। **হস্তত্র**—হস্ত-রক্ষক আবরণ-বিশেষ; দস্তানা, gloves। **হস্তপক্ষ**—যাহাদের হস্ত পক্ষের কাজ করে, বাদুড় প্রভৃতি। **হস্তপুচ্ছ**—হাতের পোঁছা। **হস্তরেখা**—করতলের ভাগ্যনির্দেশক রেখা। **হস্তলেখ**—হাতের লেখা, হস্তলিপি; পাণ্ডুলিপি। **হস্তসিদ্ধি**—বেতন। **হস্তসূত্র**—মণিবন্ধে বাঁধা সূতা, রাখী।

হস্তবুদ—[ফা. হস্ত্ (বর্তমান) ও বুদ (অতীতের ব্যাপার)] বর্তমানের ও অতীতের হিসাব; মহালের বা জমিদারির মোট আয়ের হিসাবের কাগজপত্র।

হস্তাক্ষর—হাতের লেখা। **হস্তাগ্র**—হস্তীর শুঁড়ের অগ্রভাগ; হাতের অঙ্গুলি। **হস্তান্তর**—অন্যের অধিকারে বা দখলে যাওয়া (হস্তান্তরের অযোগ্য); বিণ. হস্তান্তরিত। **হস্তাবলেপ**—হাত দিয়া লেপিয়া দেওয়া বা অপরিচ্ছন্ন করা (দিঙ্‌নাগদের স্থূল হস্তাবলেপ—মেঘদূত)।

হস্তাভরণ—হাতের শোভাবর্ধক বলয়াদি। **হস্তামলক**—হস্তস্থিত আমলকার মত যাহা অধিকারগত বা দর্শনীয়। **হস্তার্পণ**—হাত দেওয়া, হস্তক্ষেপ করা।

হস্তিকর্ণ—এরণ্ড বৃক্ষ; উপদেবতা-বিশেষ। **হস্তিদন্ত**—হাতীর দাঁত, ivory। **হস্তিনখ**—দুর্গদ্বারের ঢালুমৃত্তিকা স্তূপ।

হস্তিনাপুর, হস্তিনপুর—যুধিষ্ঠিরের রাজধানী, ইহা বর্তমান দিল্লীর অদূরবর্তী ছিল।

হস্তিনী—মাদি হাতী; স্ত্রীজাতির শ্রেণী-বিশেষ।

হস্তিপ,-ক—যে হস্তী পালন করে, মাহুত।

হস্তিপর্ণী—লতা-বিশেষ। **হস্তিমদ**—বন্য বা মত্ত হস্তীর শুণ্ডের দুই ছিদ্র গণ্ডদ্বয় শিশ্ন ও চক্ষুর্দ্বয় এই সপ্ত স্থান হইতে ক্ষরিত উৎকট গন্ধযুক্ত জল। **হস্তিমল্ল**—ঐরাবত, গণেশ; ভস্মস্তূপ; ধূলি-বর্ষণ; হিমানী। **হস্তিবাহ**—অঙ্কুশ, ডাঙ্গশ। **হস্তিমূর্খ**—মহামূর্খ। **হস্তিশালা**—যেখানে হাতী রাখা হয়, পিলখানা। **হস্তিশুণ্ডা**—হাতীশুঁড়ার গাছ; হাতীর শুঁড়। **হস্তিস্নান**—গজস্নান দ্রঃ। করী গজ।

হস্তী—(হস্ত+ইন্) সুপরিচিত বৃহদাকার পশু,

হস্ত্যধ্যক্ষ—হস্তীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। **হস্ত্যাজীব**—(বহুব্রী) হস্তি-পালন যাহার বৃত্তি, হস্তিব্যবসায়ী; মাহুত। **হস্ত্যায়ুর্বেদ**—হস্তীর চিকিৎসা-শাস্ত্র।

হা—শোক খেদ ইত্যাদিসূচক অব্যয়, হায়, আহা (হাপুত্র, চিররণজয়ী রণে—মধু; হা নাথ!) **হা কপাল**—হায় দুর্ভাগ্য, কথ্যভাষায় অনেক সময় হা স্থলে আ বলা হয়)। **হাধিক্**—অতিশয় ধিক্কার জ্ঞাপন ও দুঃখপ্রকাশ। **হাভাত**—অন্নের জন্য হাহাকার, দুর্ভিক্ষ। **হাহুতাশ**—অতিশয় নৈরাশ্য ও দুঃখ জ্ঞাপন (হতাশ দ্রঃ)।

হা—গানের সময়ে হা-শব্দ। **হা দেওয়া**—হাধ্বনি করিয়া মুখের বাষ্প দেওয়া (কাচের উপরে অথবা চুনে গাল পুড়িয়া গেলে এরূপ হা হা করিয়া যন্ত্রণা লাঘব করা)।

হাই—(সং. হাফিকা (জৃম্ভন, মুখ-ব্যাদান, yawn (হাই তোলা; হাই উঠা)।

হাই আমলা, হাইআমলাতি—আমলাকী মেথি প্রভৃতি কয়েকটি পিষ্টদ্রব্য, ইহা পানে খাথাইয়া বরের গায়ে ছোঁয়াইলে বরকন্যার বশীভূত হয়; এরূপ সংস্কার; স্বামী-সোহাগিনী রমণীকে দিয়া এই আমলকী বাটানো হয়।

হাইকোর্ট—(ইং. High-court) উচ্চ-বিচারালয়, বর্তমানে প্রদেশের উচ্চতম বিচারালয়। **বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো**—অজ্ঞকে যা তা বুঝ দিয়া ঠকানো।

হাইড্রোজেন—(ইং. hydrozen) জলজান (অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিলিয়া জল হয়)। **হাইফেন**—(ইং. hyphen) সুপরিচিত সংযোজক চিহ্ন (-), সমাস সূচনা করে (আপিস-ফেরৎ)।

হাইর—হার, পরাজয় (পূর্ববঙ্গে উচ্চারণ)। **হাইল**—হাল, কর্ণ। আতসবাজি।

হাউই—(আ. হবাঈ) সুপরিচিত আকাশগামী

হাউজ, হোজ—(আ. হ'ওদ্) চৌবাচ্চা (গোসল করতে এক হাউজ পানি লাগে)।

হাউড়ে—(প্রাদেশিক) খাইবার জন্য অতিশয় লোলুপ, দেখিলেই মুখে পুরিতে চায় এমন ভাব।

হাউমাউ—ব্যাকুল ও উচ্চ ক্রন্দন সম্পর্কে বলা হয় (হাউমাউ করে কাঁদে (কেঁদে অস্থির)।

হাউস—(আ হবস্) শখ, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা (দাঁত পড়া বুড়োর বিয়ে করার হাউস; হাউস খানাত খুব—প্রাদেশিক); হৌস দ্রঃ।

হাউহাউ—উচ্চ চীৎকার, কান্না, ক্ষোভ প্রতিবাদ ইত্যাদি সূচক (হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগ্‌লো); কথা বল্লেই যে হাউহাউ করে ওঠে)।

হাউদা, হাওদা—(আ. হবদা) হাতীর পিঠে বসিবার জন্য যে আসন পাতা হয়, বরন্তক।

হাওয়া—(আ হবা) বায়ু, বাতাস (ভাল হাওয়া খেলে এমন ঘর); প্রভাব, প্রবণতা, হাবভাব, খেয়াল, সান্নিধ্য জনিত প্রভাব (শহরের হাওয়া গাঁয়েও লেগেছে; বৌয়ের হাওয়া ভাল নয়, ছেলে আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে); জল-বায়ু (হাওয়া বদল করা); মানবের আদি মাতা (আদম-হাওয়া)। **হাওয়া করা**—পাখা আদি দিয়া বাতাস করা। **হাওয়া খাওয়া**—মুক্ত বায়ু সেবন করা; কিছুই না খাওয়া (তোমাকে কেউ কিছু দেয় না তুমি হাওয়া খেয়ে থাক)। **হাওয়া চলা**—বায়ু প্রবাহিত হওয়া। **হাওয়াদার**—যেখানে বায়ু খেলে (হাওয়াদার কামরা)। **হাওয়া বদলানো**—

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উন্নততর জলবায়ুর ক্ষেত্রে যাওয়া; লোকজনের ভাবগতিকের পরিবর্তন হওয়া (দেশের হাওয়া বদলেছে)। বিণ. **হাওয়াই**—হাওয়াই জাহাজ—বিমান। **হাওয়াই খেয়াল**—অবাস্তব খেয়াল বা চিন্তা-ভাবনা; **হাওয়াই শাড়ী**—সূক্ষ্ম রেশমী শাড়ী)। **হাওয়া-গাড়ী**—মোটর গাড়ী (বর্তমানে তেমন ব্যবহৃত হয়না)।

হাওয়ালা, হাওলা—(আ. হাবালা) জিম্মা, ভার, তত্ত্বাবধান, রক্ষণাবেক্ষণ (কতকগুলো লোক বাধা দিচ্ছিল, তাদের পুলিশের হাওলা করে দেওয়া হয়েছে); reference, সম্পর্ক। **হাওয়ালা দেওয়া**—সম্পর্ক দেখানো (ফুট-নোটে অনেক নামকরা বইয়ের হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে)। **হাওয়ালাদার**—ভারপ্রাপ্ত; নিম্নপদস্থ সামরিক কর্মচারী-বিশেষ, হাবিলদার।

হাওলাত—(আ. হ'বালাত—যে-সব বস্তুর জিম্মালাভ হইয়াছে) ঋণ, কর্জ (কারো কাছে এক পয়সা হাওলাত পাবার জো নেই; হাওলাত-বরাত করিয়া মাসখানেক চালাইলাম)। বিণ. **হাওলাতী**—যাহা ঋণ করিয়া পাওয়া গিয়াছে।

হাওর—(সাগর) সুবিস্তীর্ণ জলখণ্ড, বড় বিল (মৈমনসিংহে প্রচলিত)। [শব্দ।

হাওলি—হাবেলি দ্রঃ। **হাঃ, হাঃ**—উচ্চ হাসির

হাঁ—মুখ-ব্যাদান (প্রকাণ্ড হাঁ; হাঁ করে কি দেখছিস?); স্বীকৃতি, সম্মতি (হাঁ-না কিছুই বল্লে না; হাঁ, ছেলে বটে); সন্দেহ, অবিশ্বাস, নিষেধ ইত্যাদি সূচক (হাঁ, হাঁ, সব বোঝা গেছে; হাঁ, হাঁ, কর কি, কর কি?)। **হাঁ-করা**—হাবলা, নির্বোধ (একটা হাঁ-করা কোথাকার)। (**হাঁ-গা**—পরিচিত ব্যক্তির প্রতি সম্বোধনে, সাধারণতঃ মেয়েদের দ্বারা অথবা মেয়েদের প্রতি ব্যবহৃত হয়)। **হাঁ-গো**—পরিচিত ব্যক্তির প্রতি সম্বোধনে, সাধারণতঃ বিরক্তি অথবা অভিযোগের সহিত।

হাঁই-ফাঁই—শ্বাসকষ্ট অথবা অসহায়-ভাব জ্ঞাপক (এখন আর হাঁই-ফাঁই করলে কি হবে?)। **হাঁই-হাঁই**—প্রবল ক্ষুধা, অতিশয় লোভ ইত্যাদি জ্ঞাপক (হাঁই-হাঁই আর মেটে না)। **হাঁউ**—আমি (প্রাচীন বাংলা)। **হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ**—রূপকথার রাক্ষসের মানুষ খাওয়ার লোভ-জ্ঞাপক।

হাঁক—(সং. হুঙ্কার?) উচ্চ ধ্বনি (ফকির দরজায় হাঁক দিয়েছে); উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা বা আহ্বান (**হায়দরী হাঁক**—মহাবীর হজরত আলীর রণনাদ)। **হাঁক-ডাক**—উচ্চকণ্ঠে ডাকা-ডাকি; সোরগোল; প্রভুত্ব ও ক্ষমতার খ্যাতি, দবদবা (তখন চারিদিকে চৌধুরীদের খুব হাঁক-ডাক)।

হাঁকড়ানো—হাঁকানো, সমারোহে দাঁড় করানো বা চালানো (গাড়ী হাঁকড়ানো; বাড়ী হাঁকড়ানো)।

হাঁকা—উচ্চৈঃস্বরে বা স্পর্ধার সঙ্গে ডাকা বা ঘোষণা করা (হাঁকে বীর শির দেগা নাহি দেগা আমামা—নজরুল; দাম হাঁকছে দশ টাকা)। **হাঁকানো**—বেগে বা সদর্পে চালানো (গাড়ী হাঁকানো; মোটর হাঁকাচ্ছে; কলম হাঁকানো)। **হাঁকাইয়া দেওয়া**—প্রভুত্ব জাহির করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া (এমন বড় মানুষ যে, ভিখিরিকে হাঁকিয়ে দেয়)। [—আঁকুপাঁকু।

হাঁকাহাঁকি—ডাকাডাকি, বচসা। **হাঁকুপাঁকু**

হাঁচা—(সং. হঞ্জি) হাঁচি দেওয়া, নাকে শুড়-শুড় বোধ হওয়া ও নাকে-মুখে উচ্চ হাঁচ্ বা হিঁচ্ শব্দ করা, sneezing; চেতনা প্রকাশ করা, সাড়া দেওয়া। **হাঁচানো**—হাঁচিতে বাধ্য করা। বি. হাঁচি। **হাঁচি পড়া**—যাত্রা-আদির সময়ে কাহারও হাঁচি দেওয়া। **হাঁচি মানা**—হাঁচি পড়ার ফলে যাত্রা-আদি স্থগিত করা; হাঁচি দৈবের ইঙ্গিত, এরূপ সংস্কার পোষণ করা।

হাঁটা—(সং. অট্) পদব্রজে যাওয়া; হাঁটিয়া যাওয়ার উপযোগী (হাঁটাপথ); পাওনাদারের তাগাদার জন্য আসা (চার আনা পয়সার জন্য তিন দিন ধরে হাঁটছি)। **হাঁটানো**—পদব্রজে গমন করানো (**হাঁটানো ছেলে**—পুনর্বিবাহিতা স্ত্রীর পূর্ব-পক্ষের ছেলে); তাগাদার জন্য বার বার আসিতে বাধ্য করা (দশ দিন ধরে হাঁটাচ্ছে); সূতা-আদি চালানো (ছুঁচে সূতা হাঁটানো)। **হাঁটাহাটি**—বার বার হাঁটা, তাগাদার জন্য বারবার যাওয়া।

হাঁটু,-ঠু—জানু। **হাঁটুগাড়া,-পাতা**—হাঁটু ভূমিতে পাতিত করিয়া বসা। **হাঁটুজল,-পানী**—হাঁটু পর্যন্ত গভীর জল, অল্প জল। **হাঁটুভাঙা,-ঙ্গা**—মনমরা, উৎসাহহীন।

হাঁড়ি,-ড়ী—বড় ও মুখ-চওড়া রন্ধনপাত্র (ভাতের হাঁড়ি, হাঁড়ির মত মুখ করা); সাপ রাখিবার পাত্র (**সাপের হাঁড়ি খোলা**—অবাঞ্ছিত

অনেক ব্যাপার রাষ্ট্র করা)। **হাঁড়িকুঁড়ি**—ছোট-বড় হাঁড়ি, কলসী, শরা ইত্যাদি। **হাঁড়ি খাওয়া**—হাঁড়ি হইতে খাদ্য চুরি করিয়া খাওয়া। **হাঁড়িখাগী**—যে স্ত্রীলোক লোভ সামলাইতে না পারিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে হাঁড়ি হইতে তুলিয়া খায়। **হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা**—হাট দ্রঃ।

হাঁড়িচাঁচা—পক্ষী-বিশেষ।

হাঁড়িয়া, হেঁড়ে—হাঁড়ির মত বড় (হেঁড়ে তাল ; **হেঁড়ে গলা**—ভারী ও চড়া গলা। **হেঁড়ে মেঘ**—অতিশয় কালো মেঘ, যাহাতে ঝড় হয়); চাউল হইতে প্রস্তুত করা মদ্য-বিশেষ (সাঁওতালদের প্রিয়)।

হাড়িশাল—রান্নাঘর। [ডু-ডু-ও বলা হয়।

হাডু-ডু-ডু—হাঁড়ু-ডু-ডু, কপাটি খেলা। **হেঁড়ে-**

হাঁদা—নির্বোধ, অতিশয় বোকা। **হাঁদারাম**—অতি স্থূলবুদ্ধি। **হাঁদাপেটা**—ভুঁড়িওয়ালা।

হাঁপ,-ফ—পরিশ্রমজনিত দ্রুত শ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ ; কাসরোগ-বিশেষ। **হাঁফ ছাড়া**—পরিশ্রমহেতু হাঁপানির পর কিঞ্চিৎ স্বস্তিলাভ-সূচক নিঃশ্বাস ত্যাগ। **হাঁফ ধরা**—দুর্বলতার ফলে কিছু পরিশ্রমের পর হাঁপানো (এখন আর দোতলায় উঠলে হাঁফ ধরে না)। **হাঁফছাড়ার সময় নাই**—ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে হইতেছে, একটুও অবসর নাই। বি. হাঁফানি—হাঁফকাস, asthma। **হাঁফানো**—পরিশ্রমাদির ফলে দ্রুত শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ।

হাঁফাল—লম্ফ, লাফঝাঁপ, (হাঁফাল মারে ; হাঁফালে—কাব্যে) ; প্রাচীন বাংলা। **হাফালো-ফোঁপালো**—বয়সের তুলনায় বেশী বাড়ন্ত (ছেলে বা মেয়ে) ; (প্রাদেশিক)।

হাঁরে—রোষ, অতি-পরিচয় অথবা অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন (কথ্য ও গ্রাম্য হ্যারে)। **হাঁরেরে-রেরেরে**—ডাকাতদের ধ্বনি।

হাঁস—(সং. হংস) সুপরিচিত জলচর পক্ষী (হাঁস বহু প্রকারের—পাতিহাঁস, বালিহাঁস, রাজহাঁস ইত্যাদি)। পুং. হাঁসা ; স্ত্রী. হাঁসী। **হাঁস-কল**—চৌকাঠের সহিত দরজার পাল্লা ঝুলাইবার সুপরিচিত বক্র লৌহখণ্ড।

হাঁসপাতাল—(ইং, hospital) রোগীদিগের বাসের ও চিকিৎসার সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান।

হাঁসফাঁস—ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগের অবস্থা, হাঁপানো (হাঁসফাঁস করা—হাঁপানো ; অতিশয় ব্যস্ত হওয়া)।

হাঁসলি, হাঁসুলি,-লী—মেয়েদের গলার অলঙ্কার-বিশেষ (বর্তমানে ভদ্র-সমাজে ব্যবহৃত হয় না)।

হাঁসা—হাঁসের মত শাদা রঙ্গের (হাঁসা ঘোড়া)।

হাঁসা—হাঁসা দ্রঃ। হাঁসানো—হাসানো দ্রঃ ; তরমুজ, ফুটি প্রভৃতি কাটা বা ভাঙা। **লোক হাঁসানো**—আচরণের দ্বারা লোকের অবজ্ঞাব্যাঞ্জক হাসির উদ্রেক করা।

হাঁসিয়া, হাশিয়া—(আ. হাশিয়া) পাড়, ধার (শালের হাসিয়া ; বইয়ের হাশিয়ায় লেখা মন্তব্য)।

হাঁসিয়া, হেঁসে—কাস্তের মত (অর্থাৎ হাঁসের গলার মত) বাঁকা কাটারি-জাতীয় অস্ত্র-বিশেষ।

হাক-থু, খাক-থু—ঘৃণা-ব্যঞ্জক নিষ্ঠীবন ত্যাগের শব্দ (আহা-মরিও বলবেনা, হাকথু-ও করবেনা)।

হাকিম—(আ. হাকিম) বিচারক, শাসনকর্তা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ প্রভৃতি। বি. হাকিমি—হাকিমের কাজ। **হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না**—এক বিচারকের স্থান অন্য বিচারক আসিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি যে হুকুম দিয়া যান, তাহা পালিত হয়।

হাকিম, হেকিম—(আ. হকীম) জ্ঞানী ; চিকিৎসক, ইউনানী চিকিৎসক। বি. হাকিমি—ইউনানী চিকিৎসকের কাজ। **নিম হাকিম**—হাতুড়ে বৈদ্য।

হাগা—(সং. হদ্—মলত্যাগ করা) মলত্যাগ করা (গ্রাম্য ও কথ্য—হাগা পাওয়া ; হাগতে যাওয়া ; হাগা মানেনা বাঘা) ; অত্যন্ত অপরিষ্কার করা (জায়গাটায় হেগে রেখেছে) ; অপকার করা, অপমান করা, সম্পূর্ণ হারাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয় (যে পাতে খায়, সেই পাতে হাগে ; ঘাড়ে হাগা ; টাকা দেবে না, হেগে দেবে)। বিণ. হেগো (হেগো রুগী)। **হেগো কুড়,-ডাঙ্গা**—যেখানে সাধারণতঃ লোকে মলত্যাগ করে। **হেগো রুগী মুখে সাপটে দড়,-মুখে দড়, হেগো রুগীর কথার চমক**—কিছুমাত্র যোগ্যতা নাই, কিন্তু কথার কম নয়। **কাছায় হাগা**—অত্যন্ত ভীরুতার পরিচয় দেওয়া (বিণ. কাছায় হেগো)।

হাগানো—মলত্যাগ করানো ; চাপ, অত্যাচার ইত্যাদির ফলে অতিশয় লাঞ্ছিত করা (আমরক্ত হাগানো)।

হা-ঘরে—অন্নহীন, নিঃস্ব, যাহার চালচুলা নাই ; ভবঘুরে ; যাযাবর, বেদে (হা-ঘরেদের ছেলে)।

হাঙর, হাঙর—হিংস্র জলজন্তু-বিশেষ, মকর, shark।

হাঙ্গাম, হাঙ্গামা, হেঙ্গাম,-মা, হ্যাঙ্গাম,-মা—(ফা. হাঙ্গামা) অস্বস্তিকর ব্যাপার, গণ্ডগোল, ফ্যাসাদ, দাঙ্গা (এত হাঙ্গামা পোষাবে না বাপু ; সেখানে এক হাঙ্গামা বেধে উঠেছে)। **হাঙ্গামা-হুজ্জৎ**—গণ্ডগোল, বচসা ইত্যাদি।

হাজত—(আ. হ'াজত—প্রয়োজন) বিচারের পূর্বে পুলিশের জিম্মাদারি, এরূপ জিম্মায় রাখিবার স্থান, lock-up (হাজত-বাস ; হাজতে পোরা হয়েছে ; হাজতে পচছে) ; প্রয়োজন, অবশ্য করণীয় (পায়খানার হাজত হয়েছে)।

হাজরা—হাজার সৈন্যের বা লোকের অধিনায়ক, মোড়ল ; ভূতদের মোড়ল (হাজরা ঠাকুরের মানত : হাজরা গাছ) ; উপাধি-বিশেষ।

হাজরি—(আ. হ'াদ্'রি—উপস্থিতি) উপস্থিতি ; প্রভুর জন্য আনিয়া উপস্থিত করা খাদ্য ; ইয়োরোপীয়দের খাবার (ছোট হাজরি—প্রাতরাশ, breakfast, লঘু খাদ্য ; বিপ. বড় হাজরি—dinner)। হাজির দ্রঃ।

হাজা—(আ. হাদি'মা—হজমের শক্তি) জল-কাদায় পচিয়া যাওয়া, প্লাবনে শস্য নষ্ট হওয়া (হাতপায়ের চামড়া হেজে গেছে) ; যাহা হাজিয়া গিয়াছে, এরূপ শস্য (হাজা শুখা—যে শস্য প্লাবনে নষ্ট হয় ও যে শস্য রোদে পুড়িয়া যায়)। **হাজানো**—জলে ডুবাইয়া পচানো বা নষ্ট করা।

হাজাম—(আ. হ'জ্জাম) নাপিত ; যে সুন্নৎ দেয়, অর্থাৎ খৎনা করে (গ্রামে সাধারণতঃ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়)। বি. হাজামত—ক্ষৌরকর্ম ; ত্বকচ্ছেদন।

হাজার—(ফা. হযার) সহস্র ; বহু, অনেক (হাজার বার বলেছি)। **হাজরী**—হাজার সৈন্যের অধিনায়ক (পাঁচ হাজারী মনসবদার)। **হাজারে হাজারে**—প্রভূত সংখ্যায়। **হাজারো**—বহু বহু, অনেক (হাজারো বার বলেছি)।

হাজী—যিনি হজ করিয়া আসিয়াছেন (হজ দ্রঃ)।

হাজির—(আ. হ'াদি'র) উপস্থিত, সজ্জিত (বান্দা হাজির ; হুজুরে হাজির আছি ; আসামীকে হাজির করা হইয়াছে ; খানা হাজির)। **হাজির-জবাব**—প্রত্যুৎপন্নমতি। **হাজির-জামিন**—কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কালে আদালতে উপস্থিত হইবে, এই অঙ্গীকারে যে জামিন থাকে। বি. হাজিরি, হাজিরা (হাজিরা দেওয়া ; হাজিরা বহি—যে বইতে উপস্থিতি লেখা হয়)। **গর-হাজির**—গর দ্রঃ। **ছোট হাজিরা**—ছোট হাজরি (হাজরি দ্রঃ)।

হাট—(সং. হট্ট) ব্যাপক ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান, বাজার (হাট নির্দিষ্ট দিনে বসে ও সাধারণতঃ বাজারের তুলনায় বড়) ; বহু লোকের সম্মিলন-স্থান (চাঁদের হাট, রূপের হাট) ; জনতা, ভিড়, গোপনীয়তা রক্ষা করিবার অযোগ্য স্থান ('হাটের মাঝে সে কহে')। **হাট করা**—হাটে প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করা অথবা ক্রয়-বিক্রয় করা। **হাটচালা**—হাটে দোকান করিবার জন্য যে চালা তোলা হয়। **হাট বসা**—হাটে কেনা-বেচা আরম্ভ হওয়া, বহু লোকের ভিড় হওয়া। **হাট বসানো**—প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্মাণ করাইয়া হাট জমানো, প্রকাণ্ড বিকিকিনির ব্যবস্থা করা ; বহুজনে মিলিয়া হট্টগোল করা। **হাটে বিকানো**—দশজনের দ্বারা সমাদৃত হওয়া। **হাটে হাঁড়ি ভাঙা**—গোপনীয় ব্যাপার সকলের সামনে ফাঁস করিয়া দেওয়া। **হাটের দুয়ারে কপাট**—অসম্ভব ব্যাপার। **হাটহদ্দ**—শেষ সীমা ; চূড়ান্ত ব্যাপার।

হাটুয়া, হেটো—যাহা হাটে-বাজারে বিক্রয় হয়, অতি সাধারণ (হেটো কাপড়)।

হাটুরিয়া, হাটুরে, হাটুয়া—যে হাটে ক্রয়-বিক্রয় করে ; যে হাট হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র কিনিয়া আনে, হাটের পণ্য-সম্পর্কিত (হাটুরিয়া নৌকা)।

হাড়—(সং. হড্ড) অস্থি (হাড় গোণা যায়) ; অন্তঃপ্রদেশ, মর্মস্থল (হাড়ে-হাড়ে বজ্জাতি ; হাড়ে হাড়ে বুঝেছি) ; আঁঠি (হাড়ে টক) ; কুলগৌরব (সোনপুরের মিঞারা ভাতে মরা, কিন্তু হাড় আছে ; তা থাকুক, শুকনা হাড় কুকুরেও চাটে না)। **হাড়কাঠ, হাড়িকাঠ**—যূপ-কাষ্ঠ (হাড়কাঠে ফেলা—বলির জন্য পশুকে পাতিত করা ; দুষ্টকে শাস্তি দিবার জন্য কায়দায়

পাওয়া)। **হাড় কালি হওয়া**—অত্যন্ত জ্বালাতন হওয়া, অত্যন্ত দুঃখ পাওয়া। **হাড় কাটে তো মাস কাটে না**—অত্যন্ত ভোঁতা অস্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়। **হাড় গুঁড়া করা**—খুব মার দেওয়া, কঠোর পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট করা। **হাড় ভাঙ্গা**—হাড় গুঁড়া করা। **হাড়গোড় ভাঙ্গা দ**—দ-এর মত বাঁকা ও পিণ্ডাকৃতি। **হাড় জুড়ানো**—প্রকৃত শান্তি বা আরাম লাভ করা, মৃত্যুর পরে সকল যন্ত্রণার অবসান হওয়া। **হাড়-জ্বালানো কথা**—যে কথায় অতিশয় বিরক্তি ও ক্ষোভের উদ্রেক হয় (**হাড়-জ্বালানে**—যে বা যাহা অত্যন্ত উত্ত্যক্ত করে)। **হাড়-জোড়া**—লতা-বিশেষ, ইহার ব্যবহারে ভাঙা হাড় জোড়া লাগে ('হাড়-ভাঙ্গার গাছ'ও বলা হয়)। **হাড়পেকে**—যাহাকে প্রচুর দুঃখদৈন্য সহ্য করিতে হইয়াছে; দেখিতে কৃশ, কিন্তু বয়স হইয়াছে; ঝানু; পাজী। **হাড়পেকের বোঝা**—কষ্টদায়ক বোঝা। **হাড়-ভাঙা খাটুনি**—অতিশয় পরিশ্রম, যাহার ফলে শরীর নষ্ট হইয়া যায়। **হাড় ভাজা-ভাজা হওয়া**—অতিশয় বিরক্ত হওয়া। **হাড়হদ্দ**—হদ্দমুদ্দ, নাড়ী-নক্ষত্র। **হাড়ে দূর্বা গজানো**—দীর্ঘ বা বিফল প্রতীক্ষা সম্বন্ধে বলা হয় (সরকারের সাহায্য পেতে পেতে স্কুলের হাড়ে দূর্বা গজাবে)। **পাকা হাড়**—অভিজ্ঞ, বহুদর্শী। **হাড়-হাভাতে**—লক্ষ্মীছাড়া-পনা যাহার মজ্জাগত, গালি-বিশেষ (হাড়-হাভাতে লক্ষ্মীছাড়ার দল)।

হাড়গিলা—মাংসাশী, শকুনির মত পক্ষী-বিশেষ।

হাড়ি-ড়ী—(সং. হড্ডি) অস্পৃশ্য জাতি-বিশেষ (হাড়ির হাল, হাড়ির খোয়ার—অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত)। স্ত্রী. হাড়িনী।

হাড়িকাঠ—হাড়-কাঠ দ্রঃ। **হাড়িকাঠে গলা দেওয়া**—জানিয়া শুনিয়া বিপদ বরণ করা।

হাড়িপা,-ফা—তন্ত্রমন্ত্রে সিদ্ধ শূদ্র-জাতীয় সুপ্রসিদ্ধ যোগী।

হাড্ডি—(সং হড্ডি) অস্থি, হাড় (**হাড্ডিসার**—যাহার অস্থি মাত্র আছে, অতিশয় শীর্ণ)। **হারামের হাড্ডি**—গালি-বিশেষ, অতিশয় পাজি।

হাণ্ডি,-ণ্ডী—হাঁড়ি (বৃহৎ হইলে হাণ্ডা—হাঁড়া)।

হাণ্ডিয়া—হেঁড়ে, হাঁড়ির মত বড়; মদ্য-বিশেষ, হাঁড়িয়া।

হাত—(সং. হস্ত; প্রাকৃ. হত্থ) বাহুমূল হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত অঙ্গ; কনুই হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত, আঠার ইঞ্চি পরিমিত; মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত; করতল (হাত-দেখা; বাহু বা মণিবন্ধ, যেখানে গহনা পরা হয় (হাতের শাঁখা; হাতের অনন্ত); হস্তচালিত (হাতপাখা; হাতলণ্ঠন); ক্ষমতা, অধিকার, এখতিয়ার (হাত নাই; হাতে পড়া); দক্ষতা হস্তকৌশল (শিকারে ভাল হাত)। **হাত-আলস্য**—হস্ত প্রসারণে আলস্য, গড়িমসি ভাব; (গ্রাম্য—**হাত-আল্‌সি**—হাত-আল্‌সি করে কাজটা পড়ে রয়েছে)। **হাত আসা**—আয়ত্ত হওয়া, অভ্যস্ত হওয়া। **হাত উঠানো**—হস্ত উত্থিত করা; হাত দিয়া মারা। **হাত-এড়ানো**—অধিকার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া; অনুনয়-বিনয়ে বশীভূত না হওয়া। **হাত-কড়া,-কড়ি**—কয়েদীর হাতের শৃঙ্খল-যুক্ত লৌহ-বলয় (হাতে হাতকড়া পড়া—অপরাধের দায়ে ধৃত হওয়া)। **হাত করা**—অধিকারে আনা, বশীভূত করা, পক্ষভুক্ত করা, (সাক্ষীকে হাত করা)। **হাতকর্জা**—খত না দিয়া যে ঋণ করা হয়। **হাত-করাত**—এক হাতে চালানো যায়, এমন ছোট করাত। **হাতকষা**—কৃপণ। **হাতকাটা**—কাটা দ্রঃ। **হাত কামড়ানো**—প্রতিকারের উপায় না পাইয়া ক্ষোভে নিজের হাত কামড়ানো। **হাতখরচ,-খরচা**—খরচ দ্রঃ। **হাত খালি**—হাতে টাকাপয়সা নাই, এমন অবস্থা; যাহার হাতে গহনা নাই। **হাত খোলা**—বাজনা-আদিতে দক্ষতা ব্যক্ত হওয়া। **হাত গুটানো**—কারবার-আদি বন্ধ করা; নিজেকে লিপ্ত না রাখা। **হাত গোনা,-গণা**—হাত দেখিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ বলা। **হাত চলা**—ক্ষিপ্রকারিতা প্রকাশ পাওয়া; সহজেই মারিয়া বসা। **হাত চালা**—চোর ধরিবার জন্য মন্ত্র পড়িয়া হাত চালানো। **হাত চালানো**—তাড়াতাড়ি কাজ করা। **হাত চুলকানো**—হস্তকণ্ডুয়ন। **হাতচিঠা**—চিঠা দ্রঃ। **হাতছাড়া**—আয়ত্তের বাহিরে। **হাত-ছানি**—হাত তুলিয়া ইঙ্গিত (হাতছানি দিয়া ডাকা)। **হাতছেঁচড়া**—ছিঁচ্‌কে চোর।

হাতজোড় করা—প্রণাম, মিনতি বা অক্ষমতা জানানো। **হাতজোড়া থাকা**—কর্মব্যাপৃত থাকা। **হাত ঝাড়লে বা ঝাড়া দিলে পর্বত**—এত ধনী যে, তাহার পক্ষে যাহা সামান্য, অন্যের পক্ষে তাহাই প্রচুর ঐশ্বর্য।

হাতটান—হাতকষা; চুরি-ছেঁচড়ামির অভ্যাস। **হাত ঠারা**—হাতের দ্বারা ইঙ্গিত দান। **হাত-তালি**—করতালি, বাহবা (দশের হাততালি)। **হাত তোলা**—মারা (পরের ছেলের গায়ে হাত তুলতে গেলে কেন?); যাহা হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়, অপ্রচুর। **হাত থাকা**—কর্তৃত্ব থাকা (এতে তার হাত আছে)। **হাত দিয়া হাতী ঠেলা**—সামান্য উপায়ে দুঃসাধ্য কর্ম সাধন বা চেষ্টা সম্পর্কে বলা হয়। **হাত দিয়া জল না গলা**—অতিশয় কৃপণ। **হাত দেওয়া**—কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া; স্পর্শ করা, সাহায্য করা, সংস্রবে থাকা। **হাত দেখা**—নাড়ীর গতি বুঝিতে চেষ্টা; হাত দেখিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ বলা। **হাত ধরা**—সাহায্যের জন্য হস্ত ধারণ করা। **হাত-ধরা**—করায়ত্ত, বশীভূত (হাত-ধরা লোক)। **হাত ধোয়া**—হস্ত ধৌত করা; সংস্রবশূন্য হওয়া (ও ব্যাপার থেকে আমি হাত ধুয়ে বসেছি)। **হাত-ধোয়া মৌলবী**—মৌলবীর মত যে সংসারে কোন কাজে হাত দেয় না (ব্যঙ্গ করিয়া বলা হয়)। **হাত নিশ্‌পিশ্‌ করা**—কিছু করিবার জন্য বা প্রহার দিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া। **হাত পড়া**—হস্তক্ষেপ বা সংস্পর্শ ঘটা। **হাত পড়িয়া যাওয়া**—রোগে হস্তের সঞ্চালন-ক্রিয়া না থাকা। **হাত পাকানো**—অভ্যস্ত বা অভিজ্ঞ হওয়া। **হাত পাতা**—হীনভাবে প্রার্থী হওয়া; ঘুষ চাওয়া। **হাত পা-বাঁধা**—স্বাধীন-ইচ্ছা-বর্জিত। **হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলা**—অপাত্রে কন্যাদান সম্পর্কে বলা হয়। **হাত-পা বাহির করা**—কথার হাত-পা বাহির করা দ্রঃ। **হাত ফসকানো**—হাত হইতে ফসকানো। **হাত ফেরা**—একজনের হাত হইতে অন্যজনের হাতে যাওয়া। **হাত বদল করা**—এক হাত হইতে অন্য হাতে লওয়া; চালাকি করিয়া ভাল জিনিষের পরিবর্তে মন্দ জিনিষ দেওয়া। **হাত-বাক্স**—ছোট বাক্স, যাহাতে খরচের টাকা থাকে। **হাত বাড়ানো**—সাহায্য করিবার জন্য অথবা সাহায্য পাইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করা (হাত বাড়াইয়া আকাশ পাওয়া—আশার অতিরিক্ত কিছু লাভ করা)। **হাত ভারা**—ভারী বস্তু বহনের জন্য হাত অবশ হওয়া। **হাত ভারী**—টাকা দিতে বা খরচ করিতে যাহার হাত উঠে না। **হাত মাটি করা**—শৌচান্তে হাতে মাটি মাখাইয়া ধৌত করা। **হাতযশ**—কাজে হাত দিলে তাহা ভাল উতরায়, এই খ্যাতি। **হাত-রাঁড় করা**—বিধবার মত হাত খালি করা। **হাত লাগা**—হাত ভারা; হস্তস্পর্শ ঘটা। **হাত লাগানো**—কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। **হাতশানি,-সানি**—হাতছানি। **হাত শুধু করা**—হাতে সধবার চিহ্ন চুড়ি-আদি না পরা। **হাত সাধা**—অভ্যস্ত হওয়া, দক্ষতা অর্জন করা। **হাত-সাফাই**—হস্তকৌশল। **হাত সুড়সুড় করা**—কিছু করিবার জন্য বা মারিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া। **হাতে আকাশ পাওয়া**—আকাশ দ্রঃ। **হাতে-কলমে করা**—বিদ্যা বা শিক্ষা কার্যে রূপান্তরিত করা। **হাতেখড়ি**—শিক্ষারম্ভ (রাজনৈতিক হাতে-খড়ি)। **হাতে খোলা দেওয়া**—সর্বস্বান্ত করা। **হাতে গড়া**—কাহারো দ্বারা বিশেষ-ভাবে শিক্ষিত বা প্রভাবান্বিত। **হাতে চাঁদ দেওয়া**—দুরাশায় উদ্বুদ্ধ করা। **হাতে থাকা**—অধিকারে থাকা; অঙ্কে পূর্ণ সংখ্যা বা দশক অবশিষ্ট থাকা (চৌদ্দর চার নামলে, হাতে থাকে এক)। **হাতে ধরা**—অনুনয়-বিনয় করা। **হাতে পড়া**—কর্তৃত্বাধীন হওয়া (বিনয় হাতে পড়া; বাটপাড়ের হাতে পড়া)। **হাতে পাওয়া**—অধিকারে পাওয়া, কর্তৃত্ব দেখাইবার সুযোগ পাওয়া। **হাতে পাঁজি মঙ্গলবার**—মীমাংসার নির্ভরযোগ্য উপায় থাকিতে তর্ক-বিতর্ক বৃথা। **হাতে মাথা কাটা**—অসম্ভব সম্ভব করা, অতিশয় প্রতাপশালিতার সম্বন্ধে বলা হয়; (সংক্ষেপে—হা-মা-কা)। **হাতে মারা নয়, ভাতে মারা**—সোজাসুজি প্রহার বা শাস্তি না দিয়া কৌশলে আয়ের পথ বন্ধ করিয়া কাবু করা। **হাতে-নাতে,-নোতে,-লোতে ধরা**—চোরাই মাল সমেত ধরা অথবা অপরাধের চিহ্ন সমেত ধরা। **হাতে রাখা**—বাধ্য রাখা; সঞ্চয় করিয়া রাখা; আপাততঃ ব্যবস্থা না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা।

হাতে স্বর্গ পাওয়া—স্বর্গ দ্রঃ। **হাতে-হাতে**—কর্মের সঙ্গে-সঙ্গে, অবিলম্বে (হাতে-হাতে ফল পাওয়া)। **হাতের পাঁচ**—যাহার উপর নিজের বিশেষ অধিকার আছে, শেষ সম্বল। **হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা**—যে সুযোগ-সুবিধা লাভ হইয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার না করা। **ডান হাতের ব্যাপার**—আহার্য গ্রহণের ব্যাপার। **বুকে হাত দিয়া বলা**—যাহা প্রকৃত সত্য অথবা অন্তরের কথা, তাহা বলা।

হাতড়ানো—অন্ধের মত হাত দিয়া অনুভব করা বা খোঁজা।

হাতব্য—[হা (ত্যাগ করা)+তব্য] ত্যক্তব্য, বর্জন করিবার যোগ্য।

হাতল—(হি. হথলী) কোন পাত্র ধরিবার বা দরজাদি খুলিবার ডাণ্ডা।

হাতা—(যাহা হাতের মত দেখিতে) দর্বি (এক হাতা মাংস); বাঘ প্রভৃতির নখযুক্ত সম্মুখের পদ, থাবা ; জামার আস্তিন ; গৃহসংলগ্ন স্থান বা গৃহের পার্শ্ববর্তী স্থান (বাড়ীর হাতা)। **হাতামাথা**—হাত বা মাথা, যাহা ধরা যায়, বুঝিবার উপায় (হাতামাথা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না)।

হাতানো—হাত দিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখা (তবু আজ সে দুইচার টাকা হাতায়)।

হাতাল—হাতলের মত যন্ত্র-বিশেষ, ইহা তাতাইয়া রাঙ্ ঝালা দেওয়া হয়।

হাতাহাতি—হাতের সাহায্যে পরস্পরের মারামারি (প্রথম কথা কাটাকাটি, পাছে হাতাহাতি); হাত-ধরাধরি।

হাতিনা, হাত্‌নে—ঘরের বারান্দা, ওসারা।

হাতিয়া—হস্ত-পরিমিত (পাঁচ হাতিয়া ধুতি)।

হাতিয়ার—(হি. হথিয়ার) যুদ্ধের অস্ত্র, তলোয়ার, বন্দুক প্রভৃতি ; কর্মসাধনের অস্ত্র।

হাতী, হাথী—(সং. হস্তী ; প্রাকৃ. হত্থী) সুপরিচিত বৃহদাকার জন্তু, করী, গজ, বারণ। **হাতী পোষা**—ব্যয়সাধ্য ব্যাপারের দায়িত্ব গ্রহণ করা (বৌ পোষা না হাতী পোষা)। **হাতীশুঁড়,-শুঁড়া**—ছোট গাছ-বিশেষ ; জলস্তম্ভ (হাতীশুঁড়া নেমেছে)। **হাতীর খোরাক**—প্রভূত খাদ্য গ্রহণ। **হাতীর গলায় ঘণ্টা**—ঘণ্টা দ্রঃ ; অধিক বয়স্ক বরের অল্প বয়স্কা বধূ। **হাতীর পাঁচ পা দেখা**—অতিশয় বাড়াবাড়ি করা। **হাতীর মুখে দুব্বো ঘাস**—যেখানে প্রভূত ভোজ্যের প্রয়োজন, সেখানে অল্প খাদ্যের আয়োজন।

হাতী—হস্ত-পরিমিত (দশহাতী ধুতি)।

হাতুড়,-ড়ী—সুপরিচিত ছোট লোহার মুগুর।

হাতুড়িয়া, হাতুড়ে—(হাতড়ানো ?) অশিক্ষিত বা আনাড়ী চিকিৎসক, quack ; অনভিজ্ঞ, কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত।

হাথা,—হাতা দ্রঃ। **হাথড়ানো**—হাতড়ানো দ্রঃ। **হাথানো**—হাতানো দ্রঃ।

হাদিস্,-ছ্—(আ. হ'দীথ্') হজরত মোহম্মদের বাণী। **সহী হাদিস**—নির্ভুল হাদিস (কোরআনের নীচেই সহী হাদিসের স্থান)। **জয়ীফ হাদিস**—দুর্বল হাদিস, যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের পরম্পরায় অথবা সেই বর্ণনাকারীদের কাহারও সত্যবাদিতায় সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ আছে। (সাধারণতঃ বোখারী ও মোস্‌লেমের হাদিস প্রামাণিকতায় অগ্রগণ্য জ্ঞান করা হয়)।

হানা—অস্ত্রাঘাত করা, প্রবল আঘাত করা (বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝঙ্কার ঝঞ্ঝনা—রবি)। (কাব্যে ব্যবহৃত)। **হানাহানি**—পরস্পরের প্রতি প্রবল আঘাত।

হানা—আক্রমণ, আঘাত, সহসা প্রবল বা তীব্র আক্রমণ (পুলিশের হানা ; বিজুলি হানা)। **হানাবাড়ী**—যে বাড়ীতে ভূত থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধি। [হানায়—ভারতচন্দ্র]।

হানা—গলদেশ, কণ্ঠ (রক্তভরা খুলীপুঁথি ঘোড়ার

হানি—[হা (ত্যাগ করা)+ক্তি] ক্ষতি, নাশ, অপচয় (ধনহানি, শস্য-হানি ; প্রাণহানি। **হানিকর**—ক্ষতিকর, নাশক।

হাপ, হাফ—ইং. half) অর্ধ-পরিমিত ; অর্ধেক (হাফসার্ট, হাফ-টিকেট)। **হাফ-আখড়াই**—কবিগানের ধরণের গান-বিশেষ। **হাফ-ইস্কুল**—স্কুল যে দিন পুরাপুরি না বসিয়া অর্ধেক সময় ব্যাপিয়া বসে।

হাপর—কামারের অগ্নিকুণ্ড, যেখানে ধাতু গলান হয়, furnace ; জেলেদের মাছ জিয়াইয়া রাখিবার বৃহৎ আধার ; যেখানে বীজ অঙ্কুরিত করা হয়।

হাপসানো, হাবসানো—দমবন্ধ হইয়া মৃতপ্রায় হওয়া (সাধারণতঃ সদ্যোজাত শিশু-সম্বন্ধে বলা হয়)।

হা-পিত্যেশ—হায়, কবে পাইব, সেই প্রত্যাশা, দীর্ঘ প্রতীক্ষা (তোমার দানের জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে নেই)।

হাপুস নয়নে—অঝোর নয়নে। **হাপুস-হুপুস**—ঝোলযুক্ত ভাত সশব্দে খাওয়া সম্বন্ধে বলা হয়।

হাফটোন—(ইং. halftone—ফটোগ্রাফ-বিশেষ, বিন্দু বা সূক্ষ্ম রেখা সমূহের সাহায্যে ইহা রচিত। (বিপ. লাইন-ব্লক)

হাফিজ, হাফেজ—(আ. হা'ফিয') রক্ষাকারী (খোদা হাফেজ—খোদা রক্ষা করুন—বিদায়-কালীন সম্ভাষণ) ; সমগ্র কোরআন যাঁর কণ্ঠস্থ ; স্বনামধন্য ইরানী কবি।

হাব—(হ্বে+অঞ্—আহ্বান) যুবতীর অনুরাগ-জাত বিলাস (বাংলায় 'হাবভাব' প্রচলিত)। **হাবভাব**—নারীর অনুরাগসূচক ভাবভঙ্গি ; আকার-ইঙ্গিত (হাবভাবে বা হাবেভাবে বোঝা গেল, তিনিও এই চান)।

হাবজা-গোবজা—হাবিজাবি, শাকপাতা প্রভৃতি অসার খাদ্য (হাবজা-গোবজা দিয়ে পেট ভরানো)।

হাবড় হাবোড়—প্রচুর কর্দম (পায়ে হাবড় লেগেছে, হাবড় ভাঙ্গা, এক হাঁটু হাবড়)। **হাবড়জোবড়,-জাবড়**—শাকপাতা প্রভৃতি অসার খাদ্য (হাবড়-জোবড়ে পেট ভরানো)। **হাবড়হাটি**—হাবড়ের প্রাচুর্য, অসার বাগ্‌বিস্তার (তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়া মরি ?—বঙ্কিমচন্দ্র)।

হাবড়া—হাবড়ের মত অসার, **বুড়ো হাবড়া**—অতিশয় বৃদ্ধ এবং একান্ত অকর্মণ্য।

হাবলা—(আ. আব্‌লাহ্‌) নির্বোধ, হাবাগোবা, বুদ্ধি-বিবেচনা-হীন।

হাবলি—হাবেলি দ্রঃ।

হাবশী,-সী—(আ. হ'ব্‌শী) আবিসিনিয়ার অধিবাসী ; হাবশীর মত অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ।

হাবা—(অবাক্ ; আ. আব্‌লাহ) নির্বোধ, বিচার-বিবেচনাহীন, অতিশয় বোকা (একটা হাবা কোথাকার !)। **হাবাকালা**—বুদ্ধি-বিবেচনাহীন, আবার কানেও শোনে না, মূক-বধির। **হাবা গঙ্গারাম**—মহা হাবা। **হাবা-গোবা**—অতিশয় নির্বোধ, গোবেচারা।

হাবাতে-কুড়ে—হাভাতে ও কুড়ে। বিণ. হাবাতে—হাভাতে।

হাবিলদার—হাওয়ালাদার (হাওয়ালা দ্রঃ)। বি. হাবিলদারি।

হাবিস করা, হাবিজ করা—(ইং. half-ease) খালাসীদের ভাষা, যন্ত্রের সাহায্যে ভারী জিনিষ উঠানো, নামানো, নঙ্গর করা, কাছি টানা ইত্যাদি সম্বন্ধে বলা হয়।

হাবুসখানা—(আ. হ'ব্‌স্‌) জেলখানা (সে এখন হাবুস খানায় আছে—বঙ্কিমচন্দ্র)।

হাবুডুবু—বারবার ডুবিয়া যাওয়ার জন্য শ্বাস-কষ্ট। **হাবুডুবু খাওয়া**—জলে ডুবিয়া হাঁস-ফাস করা ; একান্ত বিহ্বল হওয়া (সুখের দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে)।

হাবেলী—(আ. হ'বেলী) পাকাবাড়ী, অট্টালিকা, গৃহ।

হাভাত—অন্নাভাব ; অন্নাভাবের দুঃখ ('ঘরে বসে পুছে বাত, তার কপালে হাভাত')। বিণ. হাভাতে। স্ত্রী. হাভাতী।

হাম—সুপরিচিত সংক্রামক রোগ, সাধারণতঃ অল্প-বয়স্কদের বেশী হয় (হাম উঠা, হাম-জ্বর)।

হাম—(সং. অহম্ ; ব্রজবুলি) আমি। **হামার, হামারি**—আমার। **হামক**—আমাকে। **হামে**—আমাকে।

হাম—(ফা. সম, সমান,সদৃশ) পরস্পর-সম্পর্কিত। **হামওতন**—একদেশবাসী। **হামকওম**—এক গোত্রের বা জাতির বা সমাজের। **হাম-কদম**—সঙ্গী, সহচর। **হামকার**—সম-বৃত্তি। **হামছায়,-সায়া**—প্রতিবেশী। **হামজবান**—একভাষাভাষী। **হামজুল্‌ফ**—শ্যালীপতি। **হামজাত**—স্বজাতি। **হাম-দর্দি**—সমবেদনা। **হামদম**—বন্ধু। **হাম-দিল**—সখা। **হামপেশা**—সমবৃত্তি। **হাম-মজহাব**—একই ধর্মের লোক। **হাম-রাহী**—সহযাত্রী। **হামরঙ্গ**—একই রঙের। **হামশেকেল**—একই চেহারার। **হাম-শহরী**—একই শহরের অধিবাসী। **হাম-সবক**—সহপাঠী। **হামবড়াই**—আমি বড় এই ভাব, অহমিকা, আত্মম্ভরিতা। **হামবড়া-ভাব**—অহমিকা।

হামরাই—হামরাহী, সহযাত্রী, সহচর।

হামলা—(আ. হ'ম্‌লাহ্‌) আক্রমণ, অতর্কিত আক্রমণ (বাঘের হামলা)।

হামলানো—বাছুরের জন্য গাভীর হাম্বা-হাম্বা

করা ; (বিদ্রূপে) প্রিয়জনের জন্য, বিশেষতঃ সন্তানের অদর্শনে অতিরিক্ত ব্যস্ত হওয়া।

হামা—শিশুর দুই হাত ও দুই জানুর উপর ভর দিয়া চলিবার চেষ্টা (হামা দেওয়া, হামাগুড়ি দেওয়া)।

হামানদিস্তা, হামামদিস্তা—(ফা. হাবন্‌-দস্তাহ্‌) পিঁষিয়া গুড়া করিবার লোহার ভাণ্ড ও ডাঁটি।

হামাম, হাম্মাম—(আ. হ'ম্মাম), স্নানাগার, গোছলখানা, বিশেষতঃ সাধারণের জন্য ব্যবহার্য গরমজলের গোছলখানা।

হামাল, হমল—(আ. হ'ম্‌ল্‌) গর্ভ, পেটের শিশু ; বোঝা। হামালা, হামিলা, হামেলা, হামেল—গর্ভবতী।

হামি—(আ. হামী) রক্ষণাবেক্ষণকারী, অভিভাবক (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

হামেল—হেমায়েল দ্রঃ ; পুষ্পহার ; হাতীর গলার সাজ-বিশেষ।

হামেশা—(ফা. হামেশাহ্‌) সর্বদা, সর্বসময়। **হামেহাল**—(ফা. হামাহ্‌+হাল) সর্বদা, নিরন্তর।

হাম্বা—(সং. হম্বা) গম্ভীর ডাক, বিশেষতঃ বাছুরের জন্য (হাম্বারব)। **হাম্বা-হাম্বা করা**—হামরানো।

হাম্বীর—রাত্রির রাগিণী-বিশেষ।

হায়—(সং. হা) শোক, দুঃখ, নৈরাশ্য ইত্যাদি ব্যঞ্জক। **হায় হায় করা**—(আ. হায়হাত) অতিশয় শোক অথবা বড় রকমের ক্ষতির জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করা। **হায়-হাফসোস**—অনুতাপ, না পাওয়ার জন্য ক্ষোভ (হায়-হাফসোস আর মিটিবার নয়)।

হায়দর—(আ.) সিংহ ; হজরত আলীর উপাধি (আলী হায়দর)। **হায়দরী হাঁক**—মহাবীর হজরত আলীর মত রণহুঙ্কার।

হায়ওয়ান—(আ. হা'য়বান) পশু (মানুষ না, হায়ওয়ান)। [বালা, পক্ক হায়ন বালক)।

হায়ন—(সং.) বৎসর অগ্রহায়ণ ; ত্রিহায়ণী

হায়সিয়ত—(আ. হ'য়খি'য়ত্‌) সামাজিক পদ অনুযায়ী ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া।

হায়া—(আ. হ'য়া), লজ্জা, শালীনতাবোধ (হায়াপর্দা কিছু নাই)। বেহায়া—নির্লজ্জ।

হায়াত—(আ. হা'য়াত) আয়ু, জীবন (হায়াতে কুলোলে হয় ; হায়াতদারাজ হোক—দীর্ঘজীবী হোক)। [পুরাণে ব্যবহৃত)।

হায়াবিবি—মানবের আদিমাতা হাওয়া (মুস্‌-

হার—(হৃ—হরণ করা, বহণ করা) বহনকারী (ভারহার) ; যাহা মনোহরণে সাহায্য করে, মুক্তা প্রভৃতির মালা ('বক্ষে দুলিছে রত্নের হার') ; (গণিতে) ভাজক। **হারগুটিকা,-গুলিকা**—হারের মুক্তা, মণি প্রভৃতি। হারের বিভিন্ন নাম আছে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দ্রঃ।

হার—(ফা. হর্‌) সুদ, দাম প্রভৃতির নির্দিষ্ট পরিমাণ, rate (বার্ষিক তিনটাকা হারে সুদ ; টাকায় পাঁচটা হারে)। [মানা ; হার হওয়া)।

হার—(সং. হারি) পরাভব (হার-জিৎ ; হার

হারক—হরণকারী, চোর, ধূর্ত ; নাশকারী (প্রাণহারক) ; ভাজক, divisor।

হারমদ, হারমাদ, হরমাদ, হারামদ—(পর্তু, armada) পর্তুগীজ জলদস্যু (রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারামদের ডরে—কবিকঙ্কণ)।

হারমোনিয়ম—(ইং. harmonium) সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্র।

হারা—পরাজিত হওয়া (হারা জেতা) ; বাজি রাখিয়া পরাজিত হওয়া (যদি পার, পাঁচ টাকা হারব) ; বিনষ্ট, শূন্য, বিগত, বিস্মৃত (জ্ঞানবুদ্ধিহারা, হুঁসহারা ; আপনহারা ; মা-হারা ছেলে ; 'ইহকাল পরকাল-হারা') ; যাহা হারাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় পাওয়া গিয়াছে (হারামণি ; হারাধন ; হারা ছেলে)। **হারাণ**—হারা (হারাণচন্দ্র—যে চন্দ্র অর্থাৎ সন্তানরূপ দুর্লভ ধন পুনরায় পাওয়া গিয়াছে)। **হারাই-হারাই**—কখন হারাইয়া যায়, এই ভয়যুক্ত।

হারানো—খোয়ানো, অধিকারচ্যুত হওয়া (টাকা হারানো, রাজ্য হারানো) ; ভ্রষ্ট হওয়া, খুঁজিয়া না পাওয়া, ফসকানো (জাত হারানো ; বুদ্ধি হারানো ; পেই হারানো ; সুযোগ হারানো) ; যাহা হারাইয়া গিয়াছে, বিনষ্ট, বিগত (হারানো ধন, হারানো দিনের স্মৃতি ; হারাণচন্দ্র—যে হারানো 'চাঁদ' পুনরায় পাওয়া গিয়াছে)।

হারাম—(আ. হ'রাম) মুসলমান ধর্মানুসারে নিষিদ্ধ, অবৈধ (বিপ. হালাল)। **হারামকারি**—ধর্মবিগর্হিত আচরণ, ব্যভিচার। **হারাম খাওয়া**—অবৈধ অর্জনে জীবন নির্বাহ করা ; অবৈধ ধন বা খাদ্য গ্রহণ করা (বিপ.

হারামখোর ; বি. হারামখুরি)। **হারাম-জাদা**—জারজ ; পাজি, কড়া গালি-বিশেষ (স্ত্রী. হারামজাদী)। **হারাম হওয়া**—সংস্পর্শাদি ত্যাগের কঠিন সঙ্কল্পাদি সম্বন্ধে বলা হয় (ওদের বাড়ীর পথ মাড়ানো আমার জন্য হারাম হয়েছে)। **শূয়োর হারাম**—অর্থাৎ শূকর ও হারামের মত পরিত্যাজ্য, অথবা যাহার প্রাপ্তির বা ব্যবহারের প্রসঙ্গ উঠিতেই পারে না। **হিন্দুর গরু মুসলমানের হারাম**—সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। **হারামী**—পাজী, অতিশয় দুর্জন (গালিতে ব্যবহৃত হয়)।

হারামদ—হারমদ দ্রঃ। **হারাহারি**—হার-জিত ; পণ, বাজি (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।

হারি—পরাভব, মনোহর, রুচির (**হারিকণ্ঠ**—কোকিল)। [সুপরিচিত লণ্ঠন।

হারিকেন—(ইং. hurricane-lantern)

হারিণ—হরিণ-সম্বন্ধীয় ; হরিণের মাংস। **হারিণিক**—হরিণঘাতক, ব্যাধ।

হারিত—অপহারিত ; পণে যাহা হারা হইয়াছে ; হরিৎ বর্ণযুক্ত ; শুক পক্ষী। **হারিতপ্রাপ্ত**—যাহা পূর্বে হারাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরে পাওয়া গিয়াছে। **হারিতক**—শাক।

হারিদ্র—(হরিদ্রা+অ) হরিদ্রা বর্ণ, হলুদে।

হারী—(হৃ+ণিন্) মনোহর (চিত্তহারী), বাহক, জলহারী) ; অপহারক (বিত্তহারী, স্বর্ণহারী) ; অপনোদনকারক (তাপহারী, শোকহারী) ; নাশক (প্রাণহারী) ; গ্রহণকারী (রিক্থহারী ; ভাগহারী)।

হারীত—হোরেল পক্ষী ; শুক পক্ষী।

হারেম—(আ. হ'রম ; ইং. harem) অন্তঃপুরিকাদের মহল, শুদ্ধান্ত। **হারেমশরীফ**—কাবাগৃহ-সংলগ্ন পবিত্র স্থান, যেখানে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ।

হাল—[হাল (কর্ষণ করা)+অ] হল, লাঙ্গল ; বলরাম ; গাড়ীর চাকায় যে লোহার বেড় লাগানো হয় (হাল লাগানো)। **হালিক**—হাল বহন-কারী (গ্রাম্য—হেলে ; হাল্যা—পূর্ববঙ্গে)।

হাল—(আ. হ'াল) অবস্থা, দশা (সুহালে আছে ; রাজার হালে আছে ; দেশের হাল ভাল নয়) ; দুরবস্থা, দুর্গতি (কি হালে আছি দেখে যাও ; হাড়ীর হাল করেছে) ; নাকাল (বুড়ো মানুষ পেয়ে ছেলেগুলো বড় হাল করে—প্রাদেশিক) ; বর্তমান (হাল সাকিন ; হালে এসেছে)। **হালচাল**—অবস্থা, যে অবস্থা চলিতেছে, তাহা। **হাল বকেয়া**—বর্তমানের ও বিগত বৎসরের বা বৎসর-সমূহের (খাজনা)। **হালখাতা**—নূতন বৎসরের হিসাবের খাতা। **হাল-হকিকত**—প্রকৃত অবস্থা। **হালফিল**—(আ. ফিলহ'াল) বর্তমানে, এখন।

হাল, হালি—(ইং. helm) নৌকাদণ্ড, কর্ণ, বহিত্র। **হালমাচা**—যে মাচার উপর দাঁড়াইয়া বা বসিয়া মাঝি হাল ধরে। **হাল ধরা**—হাল ধারণ করিয়া নৌকা পরিচালনা করা ; সঙ্কল্প ও যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করা, দায়িত্ব গ্রহণ করা (বিপ. হাল ছাড়া—কর্মে বা সংকল্পে শিথিলতা দেখানো, হতাশ হওয়া)।

হালট—গ্রামাঞ্চলের চওড়া রাস্তা, গলি। **গো-হালট**—গরু চলিবার পথ।

হালৎ—(আ. হ'ালৎ) হাল, অবস্থা, দশা ; দুর্দশা ; (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

হালদার—(হাওলাদার) পদবী-বিশেষ।

হালা—এক মুষ্টিতে যতটা ধান প্রভৃতির গাছ ধরে (কয়েক হালা ধান)।

হালাক—(আ. হলাক্) ধ্বংস, বিনাশ, হত্যা। **হালাক করা**—হত্যা করা, জবাই করা ; হেরবার করা ; অতিশয় পরিশ্রান্ত করা। **হালাক হওয়া**—বিনষ্ট হওয়া, বিধ্বস্ত হওয়া ; হেরবার হওয়া ; অতিশয় পরিশ্রান্ত হওয়া। **হালাকু**—মারাত্মক, খুনী (হালাকু খাঁ—সুবিখ্যাত বাগদাদধ্বংস-কারী)।

হালাকালা—কালা ও হাবা, অথর্ব। **হালা-গোছা**—শৃঙ্খলা, গোছালো-ভাব, পারিপাট্য।

হালাল—(আ. হ'লাল) বৈধ (বিপ. হারাম)। **হালাল করা**—মুসলমানী প্রথায় জবাই করা (বিপ. ঝট্কা)।

হালাহল—হলাহল।

হালি—নূতন বৎসরের (হালি-কোটা চাউল ; হালি গন্ধ—কাঁচা-কাঁচা গন্ধ) ; চারটি (দুই হালি আম) (কোন কোন অঞ্চলে পাঁচটাতেও হালি হয়) ; হাল, কর্ণ।

হালিক—যে হল চালনা করে, কৃষক।

হালিশ—অর্শের বলি (হালিশ বেরোনো—হারিশ বা হাড়িশও বলা হয়)। [প্রস্তুতকারী।

হালুইকর—(আ. হ'ল্ৱাই) ময়রা, মিঠাই-

হালুয়া—(আ. হ'ল্‌বা) সুজি, ময়দা, ঘৃত, চিনি, কিশমিশ প্রভৃতি সহযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন-বিশেষ (সুজি বা ময়দা ভিন্ন কুমড়া, ডিম প্রভৃতির হালুয়া প্রস্তুত হয়)।

হালুয়া, হালিয়া—হালিক, চাষী। (প্রাদে.)

হালো—মেয়েদের প্রতি মেয়েদের সম্ভাষণ (সখীর প্রতি অথবা বয়স্থার তরুণীর প্রতি)।

হালোত—হালৎ। **হালোয়াই**—হালুইকর।

হাল্‌কা, হল্‌কা—(আ হ'ল্‌ক'') চক্র, দল, সমাজ (দরবেশদের হল্কা—দরবেশদের একসঙ্গে বসিয়া নাম-জপাদি করিবার চক্র; চক্র দ্রঃ); কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি (**হাল্‌কাবন্দী**—এরূপ গ্রাম-সমষ্টিতে অঞ্চল-বিশেষ বিভক্ত করা)।

হাল্কা, হাল্‌কা—(সং. লঘুক) যাহা ভারী নয়, পাতলা (বোঝা হাল্কা করা); ফিকা, অগাঢ় (হাল্কা সবুজ); গুরুত্ব বা গাম্ভীর্যহীন, ফচ্‌কে (হাল্‌কা লোক; হাল্‌কা কথা); (মেদ বা রসবাহুল্য-বর্জিত (শরীরটা হাল্‌কা বোধ করছি); অল্প ওজনের (হাল্‌কা গহনা); দুর্ভাবনাহীন, জীবনানন্দপূর্ণ, চপল (হাল্‌কা হাসি হাসছে কেবল —সত্যেন দত্ত); লঘু ও সুন্দর (হাল্‌কা গতি)। **হাল্কাপনা**—ছ্যাবলামি, দায়িত্বহীনতা। **পেট হাল্কা করা**—কোন কথা বলিয়া ফেলা।

হাল্লাক—হালাক, অতিশয় পরিশ্রান্ত, হয়রাণ (ডেকে ডেকে হাল্লাক হলাম, কারো জবাব নেই)।

হাস—(হস্‌+ঘঞ্‌) হাস্য; উপহাস; (হাস দেওয়া—পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত); প্রকাশ, দীপ্তি (পূর্ণ-শশী সুহাস আকাশে ' পূর্ণিমার—মধু)। **হাসকুটে**—হাসিয়া কুটি-কুটি হয়, সহজেই যার হাসি পায় (গ্রাম্য)।

হাসপাতাল—হাঁসপাতাল দ্রঃ।

হাসা—হাস্য করা; উপহাস করা; হাসির মত উজ্জ্বল দেখানো (বাড়ীঘর যেন হাসছে, শূন্য নগরী নিরখি নীরবে হাসিছে পূর্ণচন্দ্র—রবি); উপহাস করা (শুনে লোকে হাসবে)। **হাসিয়া উড়ানো**—অতিশয় অকিঞ্চিৎ জ্ঞান করিয়া উপহাস করা। **হাসি চাপা**—হাস্যের বেগ ধারণ করা (সাধারণতঃ উপহাসের ব্যাপার সম্পর্কে)। **প্রদীপ হাসা**—নিভিবার পূর্বে প্রদীপের উজ্জ্বলতর হইয়া উঠা। **হাসানো**—হাস্য করানো (ঠাট্টা বিদ্রূপ করাইয়া বা রং-তামাসা দেখাইয়া); উপহাস্য হওয়া (লোক হাসানো)। **হাসাহাসি**—উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, পরস্পরের মধ্যে তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক হাসি।

হাসি—হাস্য (আনন্দ-ব্যঞ্জক অথবা উপহাস-ব্যঞ্জক মুচ্‌কি হাসি, দিলখোলা হাসি)। **হাসির কথা**—অতি অকিঞ্চিৎকর কথা, যাহা হাসির উদ্রেক করে মাত্র। **হাসির গর্‌রা**—গর্‌রা দ্রঃ। **হাসির ঘটা**—হাসির অশোভন প্রাচুর্য। **হাসির ছটা**—হাসির দীপ্তি, হাসির ঘটা। **কাষ্ঠ-হাসি**—কাষ্ঠ দ্রঃ। **দেঁতো হাসি**—দেঁতো দ্রঃ। **দেখন-হাসি**—দেখিলেই যে (সখী) প্রীতিপূর্ণ হাস্য করে। **ম্লান হাসি**—দুঃখপূর্ণ হাসি, যে হাসিতে প্রাণ-প্রাচুর্য প্রকাশ পায় না (অপরাহ্ণ ম্লান হেসে হলো অবসান—রবি)। **হাসিকা**—হাসিনী; উপহাসকারিণী; যে হাসায় (দাসী প্রভৃতি)। **হাসিনী**—হাস্যকারিণী ('সুহাসিনী,' 'মধুর হাসিনী' ইত্যাদি-রূপে ব্যবহৃত হয়; 'হাসী' সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)।

হাসিল—(আ. হ'াসি'ল) সম্পাদন, সিদ্ধিলাভ। [বাংলায় সাধারণতঃ নিম্নিত অর্থে ব্যবহৃত হয়—কাজ হাসিল করা, মতলব হাসিল করা; ভাল অর্থেও কখনও কখনও ব্যবহৃত হয় (ফকিরি হাসিল করা—সিদ্ধ ফকির হওয়া; মকসেদ হাসিল করা—অভীষ্ট সিদ্ধ করা)]। **হাসিল জমি**—আবাদে আনা জমী।

হাস্য—(হস্‌+ণ্যৎ) হাসি (হাস্য-পরিহাস), কাব্যের রস-বিশেষ (হাস্য-রস); উপহসনীয়। **হাস্যকর,-জনক**—যাহা হাসির উদ্রেক করে। **হাস্যলহরী**—(আনন্দময়) হাসির তরঙ্গ। **হাস্যরসাত্মক**—যাহা হাস্যরসের উদ্রেক করে। **হাস্যালাপ**—হাস্যপূর্ণ আলাপ। **হাস্যাস্পদ**—উপহাসের যোগ্য। **হাস্যোদ্দীপক**—যাহাতে হাসি পায়।

হাহা—গভীর দুঃখ, শোক ইত্যাদি-সূচক শব্দ, আহা, হায়-হায়; উচ্চ হাসির শব্দ। **হাহাকার**—অতিশয় শোক অথবা ক্ষতি-ব্যঞ্জক ধ্বনি (পাকা ধান সব তলাইয়া গেল, চাষীরা সব হাহাকার করিতেছে; শোকার্তা মাতার হাহাকার); **হাহারব**—হাহাকার।

হাঃ হাঃ—উচ্চহাস্য অথবা অট্টহাস্য জ্ঞাপক শব্দ।

হি—হেতু, নিশ্চয়, অবধারণ, অনুজ্ঞা, তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী প্রভৃতি বিভক্তি, ইত্যাদি জ্ঞাপন করিতে

প্রাচীন বাংলায় ও ব্রজবুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে (তবহি; যবহি; শুনহি; 'একে ধনি পদুমিনি সহজহি ছোটি'; 'উপরহি চকমকি সার')।

হিং, হিঙ্, হিঙ্গু—(সং. হিঙ্গু) কটু নির্যাস-বিশেষ, ঔষধে ও ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। [শাক।

হিংচা, হিঞ্চা—(সং. হিলমোচিকা) হেলঞ্চা

হিং টিং ছট্—সংস্কৃত মন্ত্রের মত গাম্ভীর্যপূর্ণ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন শব্দসমষ্টি (রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত 'হিং টিং ছট্' ব্যঙ্গ কবিতা দ্রঃ—'হি টিং ছটের জবরদস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)।

হিংলী, হিঙ্গলী—তামাক গাছ-বিশেষ।

হিংসক—[হিন্স্ (বধ করা)+অক] হিংস্র জন্তু অহিংসক জীব বত—মধু); দ্বেষ্টা; শত্রু; ঘাতক; অথর্ব-বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ; ঈর্ষাপরায়ণ (কিন্তু এই অর্থে সাধারণতঃ 'হিংসুক' ব্যবহৃত হয়)। **হিংসন**—বধ, দ্বেষ। বিণ. হিংসনীয়। **হিংসা**—বধ (প্রাণি-হিংসা); পরপীড়া, (অহিংসা পরম ধর্ম); ঈর্ষা (তার সৌভাগ্য দেখিয়া প্রতিবেশীরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে; তোমার স্বাস্থ্য দেখিয়া হিংসা হয়)। **হিংসাত্মক**—হিংসাপূর্ণ। **হিংসাযন্ত্র**—ঘানি। **হিংসালু**—হিংসাশীল, অপকারক। **হিংসারু**—ব্যাঘ্র। **হিংসিত**—যাহাকে হিংসা করা হয়; নাশিত। **হিংসিতব্য**—হিংসার যোগ্য, বধযোগ্য, হিংস্য।

হিংসুক—ঈর্ষাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর ('হিংসুক পুড়িয়া মরে হিংসার আগুনে')। **হিংসুটে**—হিংসুক, ঈর্ষা করা যার স্বভাব।

হিংস্র, হিংস্রক—হিংসাশীল, পরপীড়া যাহার প্রকৃতিগত (হিংস্রপ্রকৃতি); শ্বাপদ। **হিংস্রিকা**—(প্রাচীন নৌ-পরিভাষা) দস্যুদের জলযান।

হিঁচড়ানো, হিঁচড়নো, হেঁচড়ানো—ভূমিসংলগ্ন অবস্থায় সবলে টানিয়া লওয়া, হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া (পূর্ববঙ্গে হ্যাচরান)। **হিঁচড়া-হিঁচড়ি**—পরস্পরকে হিঁচড়ানো বা ঘটাইয়া টানা; ক্লেশদায়ক টানাটানি।

হিঁজিপিঁজি—সাধারণ, বাজে (লোক)। (হেঁজিপেঁজিও বলা হয়)।

হিঁদু—হিন্দু (কথা-ভাষায় ব্যবহৃত)। **হিঁদু-আনি,-য়ানি**—হিন্দুর বিশিষ্ট আচার, অথবা সেই আচার-বিষয়ে গোঁড়ামি।

হিঁসকুটে—হিংসুটে, ঈর্ষাপরায়ণ।

হিকমত, হেকমত—(আ. হি'কমত্) দক্ষতা, কর্মকুশলতা (হিকমতে চীন, হুজ্জতে বাঙালী); জ্ঞানবত্তা। বিণ. হিকমতী—কর্মকুশল, চতুর।

হিক্কা—রোগের সুপরিচিত উপসর্গ, hiccup, হেঁচ্‌কি (হিক্কা উঠা)। **হিক্কী**—হিক্কারোগ-গ্রস্ত। [হিঙ্গুলের মত রক্তবর্ণ।

হিঙ্—হিং। **হিঙুল**—হিঙ্গুল। **হিঙুলে**—

হিঙ্গু—হিং।

হিঙ্গুল, হিঙ্গুলী—(সং. গাঢ়) লোহিতবর্ণ খনিজ পদার্থ-বিশেষ, cinnabar।

হিচ্‌কা—হিক্কা।

হিজড়া,-ড়ে—(ফা. হীয) নপুংসক।

হিজরা, হিজরি—(আ. হিজ্‌রী) হিজরত, মোহম্মদের জন্মভূমি ত্যাগ-সম্বন্ধীয়, হজরত মোহম্মদের মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় গমনের সন। **হিজরত**—দেশত্যাগ, হজরত মোহম্মদের মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন (হিজরত করা)। [পাতা বড় ও পুরু।

হিজল—(সং. হিজ্জল) সুপরিচিত বৃক্ষ, ইহার

হিজিবিজি—বাঁকাচোরা রেখাযুক্ত ও অস্পষ্ট (হিজিবিজি লেখা); যে লেখায় অর্থসঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য।

হিজ্জল—হিজলগাছ।

হিঞ্চা, হিঞ্চে—(সং. হিলমোচিকা) হেলঞ্চা শাক।

হিঞ্জীর—হাতীর পায়ের শৃঙ্খল।

হিটা-ভিটা—বসতভিটা ও তার আশেপাশের স্থান। **হিটায়ও মন পোড়ে ভিটায়ও মন পোড়ে**—ভিটা অথবা তাহার আশ-পাশের স্থান কিছুই ছাড়িতে চায় না, নিজের সবটুকুই রক্ষা করিতে চাওয়ার মনোভাব (গ্রাম্য)।

হিড়হিড়—বলপূর্বক দ্রুত টানিয়া লওয়া সম্পর্কে বলা হয়: (ইহাতে হেঁচড়ানোর মত ঘষ্টানি না-ও থাকিতে পারে)।

হিড়িক—সর্বসাধারণের ঝোঁক, ভিড়, হুজুক। **হিড়িক পড়া**—সর্বসাধারণের বিশেষ কোন দিকে ঝোঁক হওয়া (তখন লেখক হওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল)।

হিড়িম্ব—মহাভারত-বর্ণিত রাক্ষস-বিশেষ। স্ত্রী. হিড়িম্বা—হিড়িম্বের ভগ্নী, ভীমসেনের স্ত্রী ও ঘটোৎকচের মাতা।

হিণ্ডোল—হিন্দোল, দোলনা; হিন্দোল রাগিণী।

হিত—[ধা (পোষণ করা)+ক্ত] স্থাপিত, রক্ষিত (গুহাহিত); পথ্য, উপকারক (হিত বচন); কল্যাণ, মঙ্গল (দেশের হিত; দশের হিত)। **হিতকর**—মঙ্গলকর। **হিতকাম**—কল্যাণ-কামী। **হিতবুদ্ধি**—কল্যাণবুদ্ধিযুক্ত· কল্যাণ-বুদ্ধি। **হিতবাদী**—যে সৎ পরামর্শ দেয়। **হিতে বিপরীত**—উদ্দেশ্য হিত-সাধন, কিন্তু ফল হইল উল্টা। **হিতাহিত**—কোনটি হিতকর, কোনটি অহিতকর, তাহা। **হিতৈষণা**—মঙ্গল-কামনা। **হিতৈষী**—মঙ্গলেচ্ছু, শুভার্থী। স্ত্রী. হিতৈষিণী।

হিতোপদেশ—কল্যাণকর উপদেশ, স্বনামধন্য নীতিগ্রন্থ (বিণ. হিতোপদেষ্টা)।

হিন্তাল, হীন্তাল—বৃক্ষ-বিশেষ, হেঁতাল।

হিন্দি,-ন্দী—হিন্দুস্থানে অর্থাৎ উত্তর ভারতের প্রচলিত ভাষা, হিন্দি অথবা উর্দু ভাষা (হিন্দি ও উর্দু ভাষা মূলতঃ এক হইলেও, বর্তমানে এই দুইয়ের রচনার রীতিতে প্রচুর পার্থক্য দেখা দিয়াছে; হিন্দি সাধারণতঃ সংস্কৃত-শব্দ-বহুল, উর্দু আরবী ও ফারসী-শব্দ-বহুল)।

হিন্দু—(ফা. সিন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন, এই পণ্ডিতদের মত ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, জাতিভেদ স্বীকার ও নানা দেবদেবীর পূজা সাধারণতঃ ইঁহাদের প্রধান পরিচয়-চিহ্ন; শিখ, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতিকেও কখনও কখনও হিন্দু বলা হয়, যদিও ইঁহারা বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করেন না; আমেরিকার লোকেরা সমস্ত ভারতবাসীকেই সাধারণতঃ হিন্দু বলে। (কথা-হিঁদু; গ্রাম্য-হেঁদু, হাঁদু)। বি. হিন্দুয়ানি—হিন্দু-আচার পালন। **হিন্দুধর্ম**—শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-বিহিত ধর্ম (প্রাচীনকালে বৈদিক আচার হিন্দুর বা আর্যের জন্য অবশ্য পালনীয় ছিল; বর্তমানে হিন্দুধর্ম বলিতে স্মৃতি ও পুরাণের অনুবর্তিতা মুখ্যতঃ বুঝায়)। **হিন্দুস্থান**—ভারতবর্ষ, উত্তর-ভারত (হিন্দুস্থানী মওলানা; হিন্দুস্থানী মেয়ে)। বিণ. হিন্দুস্থানী—হিন্দুস্থানের অধিবাসী; হিন্দুস্থানের ভাষা—হিন্দী বা উর্দু। **হিন্দুর গরু, মুসলমানের হারাম**—হিন্দুর জন্য গোমাংস যেমন বর্জনীয়, অথবা মুসলমানের জন্য হারাম অর্থাৎ শূকর-মাংস যেমন বর্জনীয়, সেইরূপ পরিত্যাজ্য (বস্তু বা বিষয় বা ব্যাপার)।

হিন্দোল, হিন্দোলা—(সং. হিন্দোল) দোলনা; রাগিণী-বিশেষ। স্ত্রী. হিন্দোলী—ডুলী।

হিপ্-হিপ্-হুর্‌রে—(ইং. Hip-hip hurrah) জয়ধ্বনি, বিশেষতঃ খেলায়।

হিবুক—(জ্যোতিষে) লগ্নের চতুর্থ স্থান।

হিব্রু—(ইং. Hebrew) য়িহুদী জাতি ও তাহাদের প্রাচীন ভাষা (বর্তমানে হিব্রুর পুনরুজ্জীবন হইয়াছে)।

হিম—[হন্ (বধ করা)+ম] তুষার, নীহার; শিশির (হিম পড়া); তুষারের মত শীতল (হিম হয়ে গেছে); চন্দন বা চন্দন-দ্রব, শৈত্য; হিমালয় পর্বত, কর্পূর (হিমতৈল); হেমন্তকাল (হিমঋতু), চন্দ্র। **হিমকটিবন্ধ**—উদীচ্য-বৃত্ত, Arctic Circle। **হিমকর,-কিরণ**—চন্দ্র। **হিমকাল**—শীতকাল। **হিমকূট**—তুষারাবৃত শিখর। **হিমক্লিষ্ট**—তুষার-পাতের ফলে যাহার সৌন্দর্য বা বিকাশ ব্যাহত হইয়াছে, frost-bitten। **হিমগিরি**—হিমালয় পর্বত। **হিমমণ্ডল**—হিমকটিবন্ধ। **হিমবান্**—শীতল হিমালয় পর্বত। **হিমশিলা**—তুষার, বরফ।

হিমসিম—ভীত বা সঙ্কুচিত হইবার ভাব (হিম-সিম খায় না—আদৌ ভয় পায় না)।

হিমাকত, হেমাকত—(আ. হি'মাক'ৎ) নির্বুদ্ধিতা, গোঁয়ার্তুমি (কী তার হেমাকত!)।

হিমায়েত—(আ. হি'মায়ৎ) আশ্রয়, উৎসাহ দান (আঞ্জুমান-ই-হিমায়েত-ই-ইস্‌লাম)।

হিমাংশু—(বহুব্রী.) চন্দ্র; (কর্মধা) শীতল কিরণ। **হিমাগম**—(বহুব্রী.) শীতকাল, হেমন্ত ঋতু। **হিমাঙ্গ**—যাহার শরীর হিম হইয়া গিয়াছে; শীতল অঙ্গ। **হিমাত্যয়**—শীতের অবসানকাল, গ্রীষ্ম। **হিমাদ্রি, হিমাচল**—হিমালয় পর্বত (হিমাদ্রিজা—পার্বতী)।

হিমানী—হিম-সংহতি, তুষার, বরফ; জাবনাল শর্করা; শীতকাল (অসাধু)। **হিমালয়**—সুবিখ্যাত পর্বতমালা (হিমালয়-সুতা—পার্বতী)।

হিমিকা—শিশির, কুজ্‌ঝটিকা। **হিমোদ্ভবা**—শটী।

হিম্মত,-ৎ—(আ. হিম্মৎ) সাহস, তেজ ভয়হীনতা (লোকটার খুব হিম্মত আছে, যাহোক)। **হিম্মত করা**—সাহস করা। **হিম্মতী**—

সাহসী, দুঃসাহসী। [(কাব্যে ব্যবহৃত)।
হিয়া—(সং. হৃদয়) হৃদয়, অন্তঃকরণ, বক্ষঃস্থল
হিরণ—(হৃ+তনট্) স্বর্ণ, কড়ি ; স্বর্ণবর্ণ (হিরণ-কিরণ)। **হিরণময়, হিরণ্ময়**—স্বর্ণময়। **হিরণ্য**—সুবর্ণ ; রৌপ্য, ধন ; কনকধুতুরা। **হিরণ্যকশিপু** দৈত্যরাজ-বিশেষ প্রহ্লাদের পিতা। **হিরণ্যগর্ভ**—(যাহার গর্ভে হিরণ্য-রূপ ব্রহ্মাণ্ড) ব্রহ্মা, স্বয়ম্ভু। **হিরণ্যদ**—সমুদ্র (হিরণ্যদা—পৃথিবী)।
হিরণ্যাক্ষ—হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা।
হিরাকশ—(ফা.) উপরস-বিশেষ sulpate of iron।
হিরামন—তোতাপক্ষী-বিশেষ।
হিল, হীল—(ইং. heel) গোড়ালি, জুতার উঁচু গোড়ালি (হিলওয়ালা জুতো)।
হিলহিল—ডগা প্রভৃতির সহজে আন্দোলিত হওয়ার ভাব। বিণ. হিলহিলে (হলহলে—বেশী ঢোলা)। অঞ্চল-বিশেষে 'হিলপিলে', 'হ্যালপেলে' বলা হয় (হ্যালপেলে গড়ন—কিশোরের বাড়িয়া-উঠা সুকুমার গড়ন সম্বন্ধে বলা হয়)।
হিল্লা, হিল্লে, হেল্লা—(আ. হীলাহ্) ফন্দি, ছুতা ; আশ্রয়, অবলম্বন (কার হেল্লায় দাঁড়াবে ; নিকে হওয়াতে তবু যা হোক একটা হিল্লে হলো)।
হিল্লোল—(হিল্লোল্—আন্দোলিত হওয়া) তরঙ্গ, ঢেউ, দোলন (তরঙ্গ-হিল্লোল)। বিণ. হিল্লোলিত—তরঙ্গিত, ঢেউ-খেলানো। : বিশেষতঃ নারীর।
হিষ্টিরিয়া—(ইং. hysteria), মূর্ছারোগ-বিশেষ,
হিষ্ট্রি—(ইং. history) ইতিহাস, আনুপূর্বিক বিবরণ (রোগের হিষ্ট্রি)।
হিসাব—(আ. হিসাব) গণনা, আয় ও ব্যয়ের গণনা বা বিবরণ, পত্র (কত হয়, হিসাব করে বল ; হিসাব খাড়া করা) ; বিবেচনা (হিসাব করে কথা বলা ; হিসাব করে চলা)। বিণ. হিসাবী—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাকারী। **হিসাব-কিতাব**—বিস্তারিত হিসাব, খুঁটিনাটি হিসাব ; বিচার-বিবেচনা। **হিসাব চুকানো,-মেটানো**—প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দেওয়া। **হিসাবদিহি** -জবাবদিহি। **হিসাব-নিকাশ**—আয়ের ও খরচের বিস্তারিত ও নির্ভুল বিবরণ। **হিসাব লওয়া**—আয়ব্যয়ের যথাযথ বিবরণ বা বিবৃতি, দাবি করা ; জবাবদিহি করা। **গর-হিসাব**—হিসাবের বাহিরে বা অতিরিক্ত ব্যয়।
হিসাবী—হিসাব-বিষয়ক ; যে হিসাব বা বিবেচনা করিয়া চলে, বিবেচক।
হিস্যা, হিস্‌সা, হিস্সে—(আ. হি'স্'স'াহ্) অংশ, ভাগ (হিস্যা করা ; তোমার হিস্যায় পড়েছে)। **হিস্যাদার**—অংশী। বি. হিস্যা-দারি।
হিহি—উচ্চ হাসির শব্দ (বিদ্রূপাত্মক অথবা নির্বুদ্ধিতা-ব্যঞ্জক) ; অতিরিক্ত শীতবোধ-জনিত শব্দ (হিহি করে কাঁপছে)।
হীন—[হা (ত্যাগকরা)+ক্ত] বর্জিত, রহিত, ঊন (বাসনাহীন ; কামনাহীন ; শ্রীহীন) ; নিন্দনীয়, অধম, নীচ (হীনমনা ; হীনকুল), শূন্য (কাণ্ডজ্ঞানহীন) : দরিদ্র (হীন অবস্থার লোক ; দীনহীন)। **হীনজাতি**—নীচ জাতি। **হীন পক্ষ**—মোকদ্দমায় যে পক্ষের প্রমাণাদি দুর্বল। **হীনপ্রাণ**—ক্ষুদ্রচেতা ; যাহার জীবনীশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। **হীনবর্ণ**—নীচ জাতি। **হীনবল**—শক্তিহীন, সৈন্যসামন্তহীন। **হীন-বীর্য**—দুর্বল। **হীনবুদ্ধি**—মূঢ়মতি। **হীন-বৃত্তি**—যাহার কাজকর্ম নিন্দনীয়। **হীনবেশ** দীনহীনের বেশ। **হীনমতি**—মূঢ়মতি ; দুর্বুদ্ধি। **হীনযোনি**—হীন জন্ম ; হীনজাতি।
হীনতা—নীচতা, নীচাশয়তা ; ন্যূনতা ; রহিত (বুদ্ধিহীনতা, শক্তিহীনতা ; মর্যাদাহীনতা, গৌরবহীনতা, 'জানে সে হীনতা আপনার মনে মনে'—রবি ; এত যে হীনতা, এত লাজ, তবু ছাড়ি নাই আশা—রবি)।
হীন্তাল—হিন্তাল, হেঁতাল গাছ।
হীয়মান—যাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।
হীরক—(সং.) হীরা, diamond (**হীরক-হার**—হীরক-খচিত হার)।
হীরা—হীরক (কথ্য ভাষায়—হীরে)। **হীরের টুক্‌রো ছেলে**—অতিশয় সৎ-স্বভাব বা প্রতিভাবান্ ছেলে, যাহার সহিত সাধারণ ছেলের তুলনাই হয় না। **হীরার ধার**—হীরার মত তীক্ষ্ণ ধার (পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার—অযোগ্য অথবা অতিশয় প্রতিকূল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সাধনাও ব্যর্থ হয়) : মর্মচ্ছেদী (কথা না, হীরার ধার)। হী-হী—হি-হি দ্রঃ।
হুই—উপাধি-বিশেষ।
হুইপ—(ইং. whip) চাবুক (হুইপ লাগাও, হুইপ কষা) ; রাষ্ট্রের নির্বাচিত সভ্যদের দলের

কর্মচারী-বিশেষ, দলের সভ্যদের উপস্থিতি, ভোটদান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞাপন ইঁহার কাজ।

হুইল—(ইং. wheel) বঁড়শির ডোর জড়াইয়া রাখিবার চক্র-বিশেষ, ইহা ছিপের গোড়ায় বাঁধা থাকে ; এরূপ চক্রযুক্ত ছিপ (হুইল ফেলে মাছ ধরা, অথবা হুইলে মাছ ধরা)।

হুঁ— হ (ব্রজবুলি) ; অবধান-জ্ঞাপক শব্দ (হুঁ, বোঝা গেল, কি করতে চায়, তা তোমরা এখন কি করবে ?)। **হুঁ হুঁ করা**—কোন ওজর-আপত্তি না করিয়া সম্মতি জানানো।

হুঁকা, হুঁকো—(আ. হ'ক'।) তামাক খাওয়ার সুপরিচিত যন্ত্র। হুঁকা নানা প্রকারের—গুড়গুড়ি, ডাবা (সাধারণ নারকেলি, পূর্ববঙ্গের সাধারণ-সমাজে ব্যবহৃত হয়), নারকেলি (নারিকেলের খোলের সুদৃশ্য ছোট হুকা, ভদ্র-সমাজে প্রচলিত), ফরসি, ইত্যাদি। হোকা দ্রঃ। **হুঁকো নাপিত বন্ধ করা**—সমাজে এক ঘরে করা। **হুঁকা ফিরান**—হুকার পুরাতন কটু জল ফেলিয়া দিয়া নূতন জল পোরা।

হুঁচোট, হুঁচট—উচট দ্রঃ। (হুঁচোট খাওয়া —পায়ের আঙ্গুলে হঠাৎ আঘাত খাওয়ার ফলে গতির তালভঙ্গ হওয়া ; অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা পাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় দিশাহারা হওয়া)।

হুঁশ, হুশ—(ফা. হোশ) চৈতন্য, সচেতনতা। **হুঁশ করা**—হুঁশিয়ার হওয়া (হুঁশ করে কাজ কর—গ্রাম্য)। **হুঁশ না থাকা**—সচেতনতা না থাকা, মনে না থাকা, অজ্ঞান হওয়া (বিপ. হুঁশ হওয়া)। **হুঁশিয়ার, হুশিয়ার**—সচেতন, সাবধান, চালাক। বি. হুঁশিয়ারি—হুসিয়ারি।

হুক—(ইং. hook) লোহা প্রভৃতির বাঁকা মুখ, বোতাম, খিল ইত্যাদি।

হুকুম—(আ. হ'কুম্) আজ্ঞা, আদেশ, আদালত-আদির নির্দেশ (হুকুম দেওয়া ; হুকুম জারি করা) ; অনুমতি (কার হুকুমে এনেছ ?)। **হুকুম তামিল করা**—আদেশ অনুযায়ী কার্য করা। **হুকুমনামা**—আদেশযুক্ত লেখ্য। **হুকুম-বর্দার**—যে হুকুম তামিল করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত, আজ্ঞাবহ। **হুকুম নড়া**—আদেশ-অনুযায়ী কার্য না হওয়া। **হুকুম বাজানো** প্রভুর হুকুম-অনুযায়ী কাজ হাসিল করা। **হুকুম রদ করা**—আদেশ বাতিল করা। **জো-হুকুম**—প্রভু যাহা হুকুম করেন, তাহাই হইবে, তাবক (জো-হুকুমের দল)।

হুকুমত,-ৎ—শাসন-ব্যবস্থা, (গভর্নমেন্ট) রাজ্য, অধিকার (**হুকুমত করা**—শাসন পরিচালনা করা)। **হুকুম-হাকাম**—আদেশ-নির্দেশাদি।

হুক্কাহুয়া—শিয়ালের ডাক।

হুঙ্কার, হুঙ্কৃত, হুঙ্কৃতি—গর্জন, প্রভুত্বব্যঞ্জক গর্জন ; হুঙ্কারের মত উচ্চ শব্দে আহ্বান (কর্তা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, ওরে হরে)।

হুজরা—(আ. হু'জ্‌রা) ছোট কামরা, কুঠরি, মসজিদাদির সংলগ্ন ছোট কামরা (ইমাম-সাহেব এখন হুজরায়)।

হুজুক, হুজুগ—(আ. হুজুম) ঝোঁক, কোন ব্যাপারে বহু লোকের একসঙ্গে ঝোঁক (হুজুক-প্রিয়—হুজুকে মাতা) বিণ. হুজুকে মাতা যার স্বভাব।

হুজুর—(আ. হু'দূ'র) গৌরবান্বিত অধিষ্ঠান বা উপস্থিতি, মহামান্য, প্রভু (হুজুরে হাজির আছি ; হুজুরের দরবারে পেশ করিব) ; মহামান্য ব্যক্তির আহ্বানের উত্তরে (দারোগা হাঁকিলেন, লছমন সিং, তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল—হুজুর)। **হুজুরালী**—মহামান্য হুজুর। বিণ. হুজুরী—মহামান্য প্রভু-সম্বন্ধীয় (**হুজুরী তালুক**—যে তালুকের খাজনা সোজাসুজি রাজশক্তিকে দিতে হয়)। **হুজুরী খানা**—হুজুরের জন্য ভোজ্য, রাজভোগ, (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়—কে এত হুজুরী খানা জোগাবে)।

হুজ্জৎ, হুজ্জুৎ—(আ. হুজ্জৎ) তর্ক, বাদানুবাদ, বৃথা তর্ক (হুজ্জতে বাঙালী, হেকমতে চীন)। হুজ্জৎ করা—অতিশয় তর্ক করা, বৃথা তর্ক করা (এতও হুজ্জৎ করতে পার)। বিণ. হুজ্জতী—তার্কিক, যে তর্কে কিছুতেই হারিবে না।

হুট—দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ, ব্যস্ততাজ্ঞাপক শব্দ (হুটপাট করে কি ভাল কাজ হয়)। **হুটো-পাটি**—হুটপাট, তাড়াতাড়ি, হুড়াহুড়ি।

হুড়—(সং.—সৈন্যদের আড্ডা) শৃঙ্খলাহীন জনতা, জনতার ঠেলাঠেলি (এই হুড় ঠেলে কে যাবে ? হুড় লাগা)। বিণ. হুড়ে—যাহারা হুড় করে ; গণ্ডগোলপ্রিয়, ঝগড়াটে। **হুড়মুড়**—অনেকটা একসঙ্গে ভাঙিয়া পড়ার শব্দ (হুড়মুড় করে পড়া)। **হুড়হুড়**—উচ্চ শব্দে দ্রুত গমনের

অথবা আন্দোলিত হওয়ার শব্দ, প্রবল স্রোতের বা পেট ডাকার শব্দ।

হুড়কা, হুড়কো—(সং. হড়ুক) অর্গল, বিশেষতঃ দীর্ঘ অর্গল ; যে নূতন বৌ সুযোগ পাইলেই শ্বশুরবাড়ী হইতে পলাইয়া বাপের বাড়ী যায় (হুড়কো বৌ)।

হুড়কি ধান—উড়ী ধান, (হুড়কি ধানের মুড়কি)

হুড়হুড়া—ওষধি-বিশেষ।

হুড়া, হুড়ো—গুঁতা, লাঠির বা লগুড়ের গুঁতা (প্রাচীন বাংলা) ; অব্যবহার্য শুষ্ক খড়, আগাছা প্রভৃতির রাশি (চুলগুলো হুড়ো করে রেখেছে) ; মাছ ধরার জন্ম নদী প্রভৃতিতে যে ডালপালা ফেলা হয় (হুড়াঝাড়া) ; তাড়া, ধাক্কা (কাজের হুড়া ; সাধারণতঃ 'তাড়াহুড়া' 'হুড়াহুড়ি' ইত্যাদিরূপে ব্যবহৃত হয়)। **হুড়ানো**—তাড়না করা, খেদাইয়া লইয়া যাওয়া। **হুড়াহুড়ি**—ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি, ভিড়ের ভিতরে আগে যাইবার জন্ম প্রতিযোগিতা (হুড়াহুড়ি করা, হুড়াহুড়ি পড়ে যাওয়া)।

হুড়ুক—উচ্চ শব্দ, বজ্রের হুড়-হুড় শব্দ। **হুড়ুকা**—হুড়কা। **হুড়ুক্ক, হুড়ুক্ক**—হুড়কা ; ডাকপাখী। **হুড়ুৎ**—হঠাৎ সশব্দে কর্ম নিষ্পাদন সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়।

হুড়ুম—(সং. হুড়ুৎ—ভাজিবার সময় খোলায় হুড়মুড় করে, তাহা হইতে) ভাজা চিড়া ; খৈ-বিশেষ ; মুড়ি-বিশেষ, মুড়ি। **হুড়ুম-দুড়ুম**—উচ্চ শব্দযুক্ত ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কাজ সম্পর্কে বলা হয় (হুড়ুম দুড়ুম করে সব ফেলছে—হুড়ুম-ধাড়ুম-ও বলা হয়)।

হুড়ো—হুড়া দ্রঃ।

হুণ্ডি,-ণ্ডী—(সং. হুণ্ডিকা) মহাজনের এক মোকাম হইতে অন্য মোকামে টাকা দিবার নির্দেশ-পত্র, bill of exchange। **হুণ্ডি-ওয়ালা**—এরূপ হুণ্ডির কারবারী। **হুণ্ডি-কাটা**—এরূপ নির্দেশ-পত্র দেওয়া। **হুণ্ডি ভাঙ্গানো**—হুণ্ডি মহাজনের গদিতে জমা দিয়া টাকা লওয়া। **খাড়া হুণ্ডি বা দর্শনী হুণ্ডি**—মহাজনের গদিতে জমা দেওয়া-মাত্র যে হুণ্ডির টাকা দিয়া দিতে হইবে (payable at sight)। **মুদ্দতী হুণ্ডি**—বিশেষ সময়ের মধ্যে যে হুণ্ডির টাকা দিতে হইবে।

হুত—[হু (হোম করা) + ক্ত] দেবোদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত (ঘৃতাদি) ; হোম ; হবনের দ্রব্য (হুতাশন)। **হুতভুক্,-বহ,-হুতাশ, হুতাশন**—অগ্নি।

হুতাশ—হুত দ্রঃ ; নৈরাশ্য, দুর্ভাবনা ইত্যাদির আধিক্য, আতঙ্ক (হা-হুতাশ করা : হুতাশে মরা)।

হুতাশন—হুত দ্রঃ। **হুতি**—হবন, হোম।

হুতুম, হুতোম—(ধ্বন্যাত্মক ; ফা. বুম্) গম্ভীর রবকারী পেচক-বিশেষ। **হুতুম-পেঁচা**—হুতুম, হুতুমের মত অদ্ভুত রকম-সকম-বিশিষ্ট অথবা সেরূপ অদ্ভুত ব্যক্তি (হুতোম প্যাঁচার নক্সা—সুপ্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ-রচনা)।

হুদহুদ্—(আ. হুদ্ হুদ্) পক্ষী-বিশেষ hoopoe.।

হুদ্দা—(আ. হ'দ্) অধিকার, এলাকা, হাতা (বাড়ীর হুদ্দা)।

হুন—হুণ দ্রঃ।

হুনর, হুনোর—(ফা. হুনর্) নৈপুণ্য, দক্ষতা, কার্যসিদ্ধির উপায় (হুনর বাতাইয়া দেওয়া ; হুনরে চীন, হুজ্জতে বাংলা)। **হুনরমন্দ, হুনরী**—দক্ষ, নিপুণ, কলাকুশল ;

হুনা—মন্ত্র পড়িয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়া (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

হুপ—(আ. হ'ব্—প্রেম, প্রীতি) আগ্রহ, গরজ, উদ্যম (হুপ না থাকলে কি কাজ হয় ?)। (সাধারণতঃ গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।

হুপ—অতর্কিতে আগমন-সম্পর্কে বলা হয় (হুপ করে এসে পড়া ; হনুমানের ডাক)। **হুপ-হাপ**—হনুমানের লম্ফঝম্প।

হুপো—হুদহুদ্ পক্ষী।

হুবহু—(আ. হুবহু) ঠিকঠিক, ব্যতিক্রমহীন, সম্পূর্ণ (হুবহু মিলে গেছে ; হুবহু তার মত দেখতে)।

হুম—অসন্তোষ, ক্রোধ, ক্ষোভ ইত্যাদি-বাচক শব্দ। হুঁ দ্রঃ।

হুমড়ানো—হোঁচট খাইয়া উপুড় হইয়া বা ঘাড়মুড় ভাঙ্গিয়া পড়া (হুমড়ে পড়া)। বি. হুমড়ি (হুমড়ি খেয়ে পড়া)।

হুমকি, হুবকি—হুম্ শব্দে ভয় প্রদর্শন (হুমকি ছাড়া ; হুমকি দেওয়া, হুমকি দেখানো ; শুধু হুমকিতে আর চলবে না)।

হুমরো-চুমরো—হোমরা-চোমরা দ্রঃ।

হুমহাম—ভীতিজনক বা হুঙ্কারের মত শব্দ।

হুমো—হুম শব্দকারী, যে হুঙ্কার দেয় ('হুমো বাঘ ভেজেছে খাঁচা')।

হুর—(আ. হু'র) মুসলমানী স্বর্গের আয়তলোচনা দিব্যাঙ্গনা (পুণ্যবানদের ভোগ্যা—অনেকে হুরের রূপক ব্যাখ্যা দেন); অতিশয় সুন্দরী (হুরপরী)।

হুরমৎ—(আ. হু'র্মৎ) সম্ভ্রম, সম্মান, ইজ্জত (আব্রু হুরমৎ; **হুরমতের দাবীতে নালিশ**—শ্লীলতা-হানি করা হইয়াছে, অথবা মানহানি করা হইয়াছে, এই অভিযোগ)।

হুরী—হুর (ইং. houri অথবা আ. হু'রেঈ'ন হইতে, মুসলমান-সমাজে সাধারণতঃ হুর ব্যবহৃত হয়)।

হুরু—গরু তাড়ানোর শব্দ (হুরু, ডান-ডান—গাড়ীর গরু দুটী ডান দিকে যাক, চালকের এই নির্দেশ); 'ধেৎ, বিরক্ত করো না'; এই অর্থে আজকাল সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)।

হুল, হূল—(সং. অল) বোলতা, বৃশ্চিক প্রভৃতির আঘাত দিবার সুপরিচিত অঙ্গ, sting; ধনুকের প্রান্তভাগ; যাহা হুলের মত যাতনাদায়ক (কথার হুল)।

হুলস্থুল, হুলুস্থুল, হুলুস্থুলু—মহা ব্যস্ততা, মহা তোলপাড় (হুলস্থুল পড়িয়া যাওয়া); মহা ব্যস্ততাপূর্ণ (হুলস্থুল ব্যাপার)। [হুলুধ্বনি।

হুলহুলী, হুলাহুলি—উৎসবে স্ত্রীগণের সম্মিলিত

হুলানো—লাঠি আদির খোঁচা দিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া, স্থির থাকিতে না দেওয়া বা অতিষ্ঠ করিয়া তোলা (হুলাইয়া বাহির করা)।

হুলিয়া—চেহারা বিশেষতঃ অপরাধীদের চেহারার বিস্তৃত বর্ণনা বা বিবরণ। **হুলিয়া করা, হুলিয়া বাহির করা**—চেহারার এরূপ বিস্তৃত বিবরণ বাহির করা, যাহাতে ধরিয়া ফেলা যায়। **হুলিয়া বিগড়ানো**—প্রহারাদি দিয়া দেহের চেহারা বদলাইয়া দেওয়া।

হুলু—উলু, মুখঘণ্টা। **হুলুই**—হুলু; হুলস্থুল, হুলুস্থুলু—হুলস্থুল দ্রঃ।

হুলো—মর্দা বিড়াল।

হুল্লোড়—কোলাহলপূর্ণ স্ফূর্তি বা মাতামাতি; অনিয়ন্ত্রিত ভিড়ের আচরণ (হুল্লোড় করা; হৈ-হুল্লোড়)।

হুশ,-স্—পাখীকে উড়াইয়া দিবার অথবা পাখী উড়িবার শব্দ (হুশ্ করে উড়ে গেল); বাষ্প বাহির হইবার শব্দ (হুশহুশ্ করে ইঞ্জিন্ ছুটছে)।

হুশিয়ার—হুঁশ দ্রঃ। বি. হুশিয়ারি।

হু,-হু, হুহু,-হূ—গন্ধর্ব-বিশেষ।

—প্রবল গতিবেগের শব্দ (বায়ুবেগ, জলের বেগ ইত্যাদি); অগ্নিদাহ, অন্তর্দাহ, নৈরাশ্য ইত্যাদি সম্পর্কেও বলা হয় (মন হুহু করে)। **হুহুঙ্কার, হুহুঙ্কৃতি**—পুনঃপুনঃ হুঙ্কার; আহ্বান; অবজ্ঞা; শোক; গর্ব; শৃগালের রব (হুরব—শৃগাল)। **হুঁ**—তন্ত্রের মন্ত্র-বিশেষ। **হুঙ্কার**—'হুম্' এই অবজ্ঞাসূচক শব্দ; 'হুম্' এই মন্ত্র উচ্চারণ। [দেশ-বিশেষ।

হূণ,-ন—অসভ্য জাতি-বিশেষ; ভারতবর্ষের উত্তরস্থ

হূত—(হ্বে+ক্ত) আহূত। বি. হূতি—আহ্বান, যুদ্ধে আহ্বান। **হূয়মান**—যাহাকে আহ্বান করা যাইতেছে।

হূম—হুম দ্রঃ। **হূমহাম**—হুমহাম দ্রঃ।

হৃচ্ছয়—[হৃদ্—শী (শয়ন করা)+অ] যে হৃদয়ে শায়িত, মদন, কাম।

হৃৎ—[হৃ (হরণ করা)+ক্বিপ্] হরণকারী (পরস্বহৃৎ—পরধন হরণকারী; **শোকহৃৎ**—শোকহারী)।

হৃৎ, হৃদ্—(হৃ+ক্বিপ্) হৃদয়, চিত্ত, বক্ষঃস্থল। **হৃৎকমল**—হৃদয়রূপ কমল। **হৃৎকম্প**—ভয়হেতু হৃদয়ের কম্প, অতিশয় ভীতভাব। **হৃত্তাপ**—হৃদয়ের দুঃখ। **হৃৎপতি**—যিনি হৃদয়ের অধিস্বামী, অন্তর্যামী। **হৃৎপিণ্ড**—হৃদয়, heart। **হৃৎপীড়া**—হৃদয়-যন্ত্রের পীড়া। **হৃৎশূল**—হৃৎপিণ্ডের তীব্র বেদনা-বিশেষ। **হৃৎস্তম্ভ**—হৃৎপিণ্ড নিঃস্পন্দ হইয়া যাওয়া। **হৃৎস্পন্দন**—বক্ষের স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক স্পন্দন।

হৃত—(হৃ+ক্ত) অপহৃত, বলপূর্বক গৃহীত (হৃতসর্বস্ব; হৃতরাজ্য); আকৃষ্ট (হৃতমানস)। **হৃতাধিকার**—যাহার অধিকার হরণ করা হইয়াছে। বিণ. হৃতি—অপহরণ; নাশ।

হৃদয়—(হৃ+কয়ন্-'দ' আগম) চিত্ত, মন (হৃদয়কমল); প্রাণ, মর্মস্থল; দয়া, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতি অনুভূতির কেন্দ্র (হৃদয়বল্লভ, হৃদয়-বিদারক, হৃদয়স্পর্শী; হৃদয়রক্ত নিঃশেষিত করি); বক্ষঃস্থল (বাণভিন্নহৃদয়)। **হৃদয়গগন**—চিত্তের বা হৃদয়ের সুবিস্তৃত পট। **হৃদয়গ্রাহী**—যাহা হৃদয়কে আকর্ষণ করে, মনোহর। **হৃদয়ঙ্গম**—উপলব্ধ, অনুভূত; মনোহর, হৃদ্য। **হৃদয়জ**—আন্তরিক অনুভূতি হইতে জাত, আত্মজ, বক্ষোজ। **হৃদয়জ্ঞ**—মর্মজ্ঞ (শাস্ত্র-

। **হৃদয়বান্**—প্রেমপ্রীতি-সম্পন্ন, সহানুভূতি-সম্পন্ন, সহৃদয়। **হৃদয়ভেদী**—মর্মভেদী। **হৃদয়রত্ন**—অতি প্রিয়, পরমাকাঙ্ক্ষিত। **হৃদয়হীন**—দয়া, প্রেম, প্রীতি ইত্যাদি-বর্জিত। **হৃদয়ালু, হৃদয়িক**—প্রশস্ত-হৃদয়, হৃদয়বান্।

হৃদি—মন, চিত্ত, বক্ষ-স্থল (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত) 'তুমি হৃদি, তুমি মর্ম'; ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা—রবি); হৃদয়ে, বক্ষঃস্থলে (কাব্যে ব্যবহৃত)। **হৃদিশয়, হৃদিস্থ**—হৃদয়স্থিত। **হৃদিস্পৃক্**—মর্মস্পর্শী।

হৃদ্গত—অন্তরের; আন্তরিক; অন্তরতম। **হৃদ্দাহ**—চিত্তদাহ, গভীর দুঃখ বা ক্ষোভ। **হৃদ্বিলাসী**—হৃদয়ে বিহারকারী, হৃদয়ের প্রেম-প্রীতি যাহার উদ্দেশে নিবেদিত হয়। **হৃদ্বোধ**—অন্তরে অনুভব।

হৃদ্য—(হৃদয়+য) মনোজ্ঞ, হৃদয়হারী। **হৃদ্যগন্ধ**—যাহার গন্ধ প্রীতিদায়ক; ক্ষুদ্র জীবক (স্ত্রী. হৃদ্যগন্ধা—জাতী)। **হৃদ্যতা**—হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ, প্রেম, প্রীতি, বন্ধুত্ব, মিলমিশ (ওদের সঙ্গে তেমন হৃদ্যতা কোন দিনই হয় নি)।

হৃদ্রোগ—হৃৎপিণ্ডের পীড়া, heart-disease। **হৃদ্রোগ-বৈরী**—অর্জুন বৃক্ষ। **হৃল্লাস, হৃল্লাসিকা**—হিক্কা, হেঁচ্‌কি।

হৃল্লেখ—(যাহা হৃদয়ের কর্ষণ করে) জ্ঞান, তর্ক (স্ত্রী. হৃল্লেখা—ঔৎসুক্য)।

হৃষিত—(হৃষ্+ক্ত) আহ্লাদিত, হৃষ্ট, পুলকিত; তরতাজা (হৃষিত নির্মাল্য); সজ্জিত, বর্মপরিহিত।

হৃষীক—(হৃষ্+ঈক—যাহা হর্ষের উদ্রেক করে) ইন্দ্রিয়; জ্ঞানেন্দ্রিয়।

হৃষীকেশ—(হৃষীক+ঈশ) যিনি ইন্দ্রিয়গণের প্রভু বা হৃষ্ট অথবা ঐশ্বর্যবান্, বিষ্ণু, নারায়ণ, পরমাত্মা; তীর্থ-বিশেষ।

হৃষ্ট—(হৃষ্+ক্ত) আনন্দিত, আহ্লাদিত, প্রীত, প্রফুল্ল (হৃষ্টচিত্ত)। রোমাঞ্চিত (হৃষ্টরোমা)। **হৃষ্টপুষ্ট**—সানন্দ ও বলিষ্ঠ। **হৃষ্টরূপ**—হাসিখুশী চেহারা। বি. **হৃষ্টি**—হর্ষ; আনন্দ, গর্ব।

হে—সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়; কথ্য ভাষায় সাধারণতঃ বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি অথবা অবজ্ঞায় ব্যবহৃত হয় (ওহে, শুনে যাও! তুমি কেহে গলা করে এসেছ?)।

হেউ—উদ্গারের শব্দ। হেউ-ঢেউ—এউ-ঢেউ দ্রঃ।

হেংলা, হেঙ্‌লা, হ্যাংলা—অতিশয় লোভী, লালচী, কাঙাল (হ্যাংলাপনা, হ্যাংলামো); শিকারী কুকুরের মত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় ও অস্থূল (হ্যাংলা গড়ন); শীর্ণকায় (হেংলাটে—রোগাটে)। [আবার!)।

হেঃ—সাধারণতঃ অবজ্ঞায় ব্যবহৃত হয় (হেঃ, পারবে

হেঁ, হ্যাঁ—হাঁ, স্বীকার করিতেছি; সম্বোধনেও ব্যবহৃত হয় (হ্যাঁ গা: হেঁ বাছা; হাঁ হে; হেঁ-মা—কন্যা অথবা কন্যাস্থানীয়াদের প্রতি ব্যবহৃত হয়; হাঁ-রে—ক্রোধ-প্রকাশে ব্যবহৃত হয়)।

হেঁই—ভারী জিনিষ তোলা সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় (হেঁই করে মারলে এক লাঠি); গ্রাম্যভাষায় অতি-পরিচিতের প্রতি অথবা অতিশয় কাঙালের মত সম্বোধনেও ব্যবহৃত হয় (হেঁই মা, দে এক মুঠো ভাত!)। **হেঁইও**—খুব ভারী জিনিষ তোলা সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় (মারো ঠেলা, হেঁইও)। **হেঁইও হেঁইও**—খুব ভারী জিনিষ বহিয়া লইয়া যাওয়া সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় (চার জনে লোহার সিন্দুক হেঁইও হেঁইও করে বয়ে নিয়ে চল্‌ল)।

হেঁকোচ্-হোঁকোচ,-কোঁকোচ — গাড়ীর চাকার শব্দ ও ঝাঁকুনি সম্পর্কে বলা হয় (গাড়ীর হেঁকোচ-হোঁকোচ)। **হেঁকোট-পেঁকোট**—প্রবল বমির ভাব সম্পর্কে বলা হয় ('হাঁকোট-পাঁকোট'-ও ব্যবহৃত হয়)।

হেঁচ্‌কা, হ্যাঁচ্‌কা—হঠাৎ প্রবল আকর্ষণ বা ধাক্কা সম্পর্কে বলা হয় (হেঁচ্‌কা টান); ঝড়ো হাওয়ার ঝলক (গ্রাম্য)। **হেঁচ্‌কাইয়া হাঁটা**—এক পা বিকল হইবার ফলে ধাক্কা খাইয়া খাইয়া হাঁটা। [ওঠা)।

হেঁচকি,-কী—(হি হিচ্‌কী) হিক্কা (হেচ্‌কি

হেঁচ্-ছো—হাঁচির শব্দ।

হেঁচ্‌ড়ানো—হিঁচ্‌ড়ানো দ্রঃ।

হেঁচেতা—হাঁচুটী।

হেঁজ, হেঁজ—(ফা. হেচ্) নগণ্য, অধম ('দিশী হাকিম…কেরাণীরও হেঁজ')।

হেঁট, হেট—(প্রাকৃ. হেট্‌ঠ) পরাজিত ও অবনত, অধোবদন ('মাথা কৈল হেট; দশের সামনে মাথা হেঁট হল; হেটমুখে বসিয়া রহিল); দেহের নিম্ন অংশ ('পেটে ভাত, হেঁটে বস্ত্র'); তলদেশ (হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা, অথবা হেঁটোয় কাঁটা, উপরে কাঁটা)। **হেঁটা-টেঙ্‌রা**—

(হেঁটা—নীচু জায়গা, টেঁঙ্‌রা—টেঙ্গর, ডাঙ্গা জায়গা, উচ্চভূমি) ; উঁচুনীচু, অসমতল ('উঠানেরে কয় হেঁটা টেঙ্‌রা) ।

হেঁড়াল—ঘড়িয়াল।

হেঁড়ে—হাঁড়ির মত বড় (হেঁড়ে মাথা, হেঁড়ে তাল) ; উচ্চ শব্দযুক্ত (হেঁড়ে গলা) । **হেঁড়েল**—হেঁড়ে, নেকড়ে বাঘ (প্রাদেশিক) ।

হেঁতাল—হেন্তাল দ্রঃ ।

হেঁয়ালি—(সং. প্রহেলিকা) কূট অর্থযুক্ত কথা বা কবিতা, riddle ; যে বা যাহা দুর্বোধ্য (হেঁয়ালি রাখো ; তুমি তো এক হেঁয়ালি হয়ে উঠ্‌লে) ।

হেঁসেল,-শেল—(হাঁড়িশাল) রান্নাঘর। **হেঁসেল মুক্ত করা**—রান্না, খাওয়া ইত্যাদির পরে রান্নাঘর সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা ।

হেঁসো—(যাহা হাঁসের গলার মত ?) বড় কাস্তে-বিশেষ ; হাঁসুলি (হেঁসো-হার) ।

হেকমত—হিকমত দ্রঃ ।

হেগো—হাগা দ্রঃ ।

হেঙ্গল, হেঙল, হ্যাঙোল—কুকুর (প্রাদে.) বিণ. হেংলা (হেংলা দ্রঃ) । **হেংলা-দোলানী**—কুকুরের মত যাহার জিহ্বা (লোভ হেতু) বাহির হইয়াই থাকে, অতিশয় লোলুপা নারী) ।

হেজ্জাম—হাজাম দ্রঃ ।

হেজ—হেঁজ দ্রঃ ।

হেট,-ঠে—হেঁট দ্রঃ । **হেটা, হ্যাটা**—হটা, পশ্চাৎপদ হওয়া (কিছুতেই হাটে না—গ্রাম্য) ।

হেড—(ইং. head) প্রধান, ভারপ্রাপ্ত (হেড-মাষ্টার, হেডবাবু, হেড-মৌলবী) ; মস্তিষ্কশক্তি, বুদ্ধি-বিবেচনা । **বেহেড**—যাহার মাথার ঠিক নাই, বিকৃত-মস্তিষ্ক, বদমেজাজী) ; ফুটবল মস্তক দিয়া আঘাত করা (ভাল হেড করতে পারে) ।

হেতা—হেথা দ্রঃ । [(গ্রাম্য) ।

হেতার, হেতের, হেতিয়ার—হাতিয়ার

হেতাল, হেন্তাল—হিন্তাল বৃক্ষ বা কাষ্ঠ (হেন্তালের বাড়ী—হেন্তাল গাছের লাঠির বা ডালের বাড়ী) ।

হেতাল-ব্যথা,-বেদনা—প্রসবের পরে জরায়ুর সঙ্কোচজনিত বেদনা (ভাদালে বাথা বা কামড়-ও বলে) ।

হেতু—[হি (গমন করা) + তুন্] কারণ, মূল (রোগের হেতু) ; প্রয়োজন (সেই-হেতু আগমন) ; যুক্তি, প্রমাণ (হেতু প্রদর্শন) । **হেতুক**—হেতু ; কারণযুক্ত । **হেতুবাদ**—যুক্তিবাদ (বিণ. হেতুবাদী—যুক্তিবাদী, তার্কিক) ।

হেতুড়ে—হাতুড়ে (গ্রাম্য) ।

হেতের, হেতিয়ার—হেতার দ্রঃ । **হাতে-হেতেরে**—শুধু তত্ত্বের দিক দিয়ে নয়, হাতে-কলমে, ব্যবহারিক ভাবে ।

হেতো—হাতুয়া দ্রঃ ; যে বাছুর-মরা গাভীর দুধ হাতের কৌশলে নামানো ও দোহানো হয় । পানানো দ্রঃ ।

হেত্বাভাস—দেখিতে বা শুনিতে হেতুর মত, কিন্তু আসলে হেতু নয়, কুতর্ক, fallacy ।

হেথা—এখানে, এই স্থানে (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত) ।

হেদানো—শিশুর মাতার অদর্শনে অতিশয় ব্যাকুল হওয়া, প্রিয়জনের বিরহে ছট্‌ফট্ করা (ব্যঙ্গে) ।

হেদে, হ্যাদা—(হেঁই ভাখ্) সম্বোধনে, ওগো, ওহে, ('হাদে গো নন্দরাণী, মোদের শ্যামকে এনে দে') । বর্তমানে সাধারণতঃ গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত ।

হেদো, হেদুয়া—(সং. হ্রদ) হ্রদ, পুষ্করিণী (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের হেদোর ধারে) ।

হেন—এহেন, এমন (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত—হেন-মতে ; হেন গর্ব-কথা—রবি) । তুল্য, মতন (তোমা-হেন লোক যেখানে হেরে গেল) ।

হেনস্তা—হীন অবস্থা, অপমান, অবজ্ঞা ইত্যাদি ভোগ (মেয়েলী ভাষা) ।

হেনা—(আ. হিনা) মেহেদি গাছ (হেনা-বেড়ার কোণে—রবি) । **হেনা-আতর**—হেনাফুল হইতে প্রস্তুত আতর ।

হেপা, হেঁপা, হ্যাঁপা—হুজুক, হিড়িক, উত্তেজনা । ('কারবারের হেপায় আস্তিল হইয়া গেল') । **হেপায় পড়া**—হুজুকের বশবর্তী হওয়া । **হেপা সামলানো**—ধাক্কা বা ঝঞ্ঝাট সামলানো ।

হেফাজত, হেপাজত—(আ. হিফাযত্) নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ, জিম্মাদারি, custody (হিফাজত করা, হিফাজতে রাখা—মালের হেফাজত করা) ।

হেবা—(আ. হিবহ্, হিবা) মুসলমান-শাস্ত্রসম্মত দান-বিশেষ (বাড়ীটা স্ত্রীর নামে হেবা করেছিলাম) ।

হেষাধ্বনি—যে লেখ্যের সাহায্যে হেবা করা হয়।

হেম—(সং.) সুবর্ণ, সোনা (হেম-হার) ; স্বর্ণমুদ্রা বা অলঙ্কার ; ধুতুরা ফুল ; কেশর ; কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব। **হেমকান্তি**—স্বর্ণকান্তি ; দারুহরিদ্রা। **হেমকার**—স্বর্ণকার, সেক্‌রা। **হেমকূট**—হিমালয়ের উত্তরস্থিত পর্বত-বিশেষ। **হেমকেশ**—মহাদেব। **হেমচন্দ্র**—সোনার চাঁদ। **হেমচূর্ণ, হেমচুর**—স্বর্ণরেণু। **হেমজ্বাল**—অগ্নি। **হেমদুগ্ধ**—যজ্ঞ-ডুমুরের গাছ। **হেম-পর্বত**—সুমেরু। **হেমপুষ্প**—অশোকপুষ্প ; চম্পক-বৃক্ষ। **হেমকলা**—স্বর্ণকদলী। **হেম-বল্লী**—স্বর্ণলতা। **হেমমালী**—স্বর্ণবর্ণ মালা-শোভিত, সূর্য ; অর্ক-বৃক্ষ। **হেম মুকুলিকা**—মুকুলের আকৃতির সোনার কাণের গহনা। **হেমল**—স্বর্ণকার ; কষ্টিপাথর ; কৃকলাস। **হেমলতা**—স্বর্ণলতা। **হেমসার**—তুঁতে।

হেমন্ত—অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস ; হিমালয় পর্বত (হেমন্ত-দুহিতা—পার্বতী)।

হেমা—(সং.) অপ্সরা, সুন্দরী নারী ; বুধগ্রহ।

হেমাঙ্গ—(হেম, অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ, অঙ্গ যাহার) ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; গরুড় ; সিংহ ; সুমেরু ; চম্পক-বৃক্ষ (স্ত্রী. হেমাঙ্গী, হেমাঙ্গিনী—সুন্দরী নারী)।

হেমাদ্রি—সুমেরু পর্বত। **হেমাভ**—স্বর্ণবর্ণ, সোনালি।

হেমায়েল—(আ. হ'মায়েল—পুষ্পমাল্য) ছোট কোরাণ শরীফ, যাহা অনেক সময় কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখা হয় (হেমায়েল শরীফ)।

হেয়—[হা (ত্যাগ করা) + য] তুচ্ছ, নীচ, ঘৃণিত (নিজেকে হেয় করা) ; ত্যাজ্য (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। বি. হেয়তা, হেয়ত্ব।

হেরফের—উল্‌টা-পাল্‌টা ব্যবস্থা, অসঙ্গতি (হের-ফের ভাঙা ; শিক্ষার হেরফের) ; অদল-বদল (হেরফের করা)।

হেরা—দেখা, তাকানো, অবধান করা (কাব্যে ব্যবহৃত)। **হেরণ**—দেখা। **হেরই**—দেখে (ব্রজবুলি)। **হেরব**—দেখিবে। **হেরহ**—দেখ। **হেরলুঁ**—দেখিলাম।

হেরম্ব—[হে (শিব সমীপে) + রম্ব (অবস্থিত)—অলুক্ সমাস] গণেশ (হেরম্ব-জননী—দুর্গা) ; বৃক্ষ-বিশেষ ; গর্বিত ; মহিষ।

হেরিক—(সং.) চর, দূত।

হেরুক—(সং. বুদ্ধ-বিশেষ ; শিবলিঙ্গ-বিশেষ ; মহাকালগণ ; গণেশ) ; (বাংলা কাব্যে) দেখুক।

হেলঞ্চা, হেলাঞ্চা, হেলেঞ্চা, হেলঞ্চী—(সং হিলমোচিকা) সুপরিচিত জলজ শাক।

হেলন—[হেড় (ঘৃণা করা) + অনট্] অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অসম্মান (বন্ধুবাক্য হেলন ; 'না কর হেলন') ; সঞ্চালন (অঙ্গুলি-হেলনে চালিত) ; একদিকে কাত হওয়া বা ঝোঁকা (হেলানো দ্রঃ) : দেহের ললিত আন্দোলন-ভঙ্গি (হেলন-দোলন)। **হেলনি**—আন্দোলন, দেহের ললিত আন্দোলন-ভঙ্গি (প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত)। বিণ. হেলনীয়—অনাদরণীয়, অবজ্ঞার যোগ্য।

হেলা—(হেড় + অ + আ) অবহেলা, অবজ্ঞা (হেলা করা) ; (হিল্—কটাক্ষাদি নিক্ষেপ) হাবভাবাদির আধিক্য (বাংলা-সাহিত্যে সাধারণতঃ বর্ণনা করা হয় না) ; অনায়াস, অবলীলা ('হেলায় লঙ্কা করিল জয়')। **হেলাফেলা**—অবজ্ঞা, অনাদর, তাচ্ছিল্য (হেলাফেলা করা ; একি হেলা-ফেলা করার জিনিষ ?)। **হেলায়**—অনায়াসে ; অবহেলা করিয়া (স্বাস্থ্যরূপ অমূল্য রত্ন হেলায় হারাইও না)।

হেলা—(সং. হল্লক) শালুক ; কুমুদ ফুল।

হেলা—হেলানো, একদিকে কাত (গাছটা পুব দিকে হেলা) ; হেলিয়া পড়া বা কাত হওয়া (সূর্য তখন পশ্চিম দিকে হেলেছে) ; সুন্দরভাবে আন্দোলিত হওয়া (হেলে-দুলে যাওয়া) ; বিচলিত হওয়া, সঙ্কল্প ত্যাগ করা, ('হেলবার-দোলবার পাত্র নয়')। **হেলা করা**—অবজ্ঞা দেখানো। **হেলান**—কাত-ভাবে অবস্থান, ঠেসান (তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসা)। **হেলানো**—কাত, inclined (একপাশে হেলানো) ; আন্দোলিত করা (পাখা হেলানো) ; পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)। **হেলাহেলি**—পরস্পরের অঙ্গে হেলান দেওয়া (প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত)।

হেলাল—(আ. হিলাল) নব শশিকলা (ঈদের হেলাল—কাব্যে ব্যবহৃত)।

হেলিতব্য—অবহেলা করিবার যোগ্য। **হেলে**—হেলায় (কাব্যে ব্যবহৃত)।

হেলে—হালিক, যে হল কর্ষণ করে ; (প্রাদেশিক) নির্বিষ সর্প-বিশেষ (হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়—সহজ কাজ পারিয়া উঠে না, হাত দিতে যায় কঠিন কাজে, নিঃশক্তির কুযুক্তি ; এ

হেলে-গিরগিটি নয়, মা মনসা—অর্থাৎ হেলে-র মত নির্বিষ সাপ বা গিরগিটি পাও নাই যে, যাহা খুশী তাহাই করিবে, এ স্বয়ং মনসার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাইতেছ)।

হ্রেষা—হ্রেষা-ধ্বনি করা (কাব্যে ব্যবহৃত)। **হ্রেষানি**—হ্রেষাধ্বনি (কাব্যে ব্যবহৃত)।

হেস্ত-নেস্ত—(ফা. হস্ত্-নিস্ত্—থাকা-না-থাকা বাঁচন-মরণ) চরম বোঝাপড়া, শেষ নিষ্পত্তি (আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক)।

হৈ—উচ্চ শব্দ-বিশেষ, রাত্রে চৌকিদারেরা গ্রামবাসীদের সতর্ক করার জন্ম করে। **হৈ চৈ**—গণ্ডগোল, চেঁচামেচি; উচ্চকণ্ঠে সম্মিলিত প্রতিবাদ (এ নিয়ে মহা হৈ চৈ হবে)। **হৈ হৈ-রৈ রৈ**—জন-কোলাহল-জ্ঞাপক শব্দ (প্রসন্ন কোলাহল ও অপ্রসন্ন কোলাহল, দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়—হৈ হৈ, রৈ রৈ কাণ্ড; হৈ হৈ, রৈ রৈ পড়ে গেছে)।

হৈঙ্গুল—হিঙ্গুল-সম্বন্ধীয়, অথবা হিঙ্গুলের দ্বারা রঞ্জিত। **হৈড়িম্ব, হৈড়িম্বি**—হিড়িম্বার পুত্র, ঘটোৎকচ। **হৈতুক**—হেতু-সম্বন্ধীয়, কারণ-যুক্ত (বাংলায় সাধারণতঃ 'অহৈতুক' শব্দের ব্যবহার হয়); যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বেদাদি শাস্ত্রের ব্যবস্থায় সন্দিহান হয়, সংশয়বাদী, নাস্তিক।

হৈতে—হইতে দ্রঃ।

হৈন্দব,-বি—হিন্দুধর্ম, হিন্দু-সংস্কৃতি, হিন্দু-রীতি-নীতি (সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)।

হৈম—(হেমন্+ষ্ণ) স্বর্ণ-নির্মিত, স্বর্ণ-খচিত (হৈম সিংহাসন), স্বর্ণবর্ণ (হৈম শৃঙ্গ)। স্ত্রী. হৈম, হৈমী—স্বর্ণ-যূথিকা।

হৈম—হিম-সম্বন্ধীয়, শীতল, শিশির, ভূ-নিম্ব।

হৈমন্ত—হেমন্ত ঋতু, হেমন্ত সম্বন্ধীয়; যাহা হেমন্তকালে বপন করিতে হয়। **হৈমন্তিক**—(হেমন্ত+ষ্ণিক) যাহা হেমন্তকালে জন্মে (ধান্য, মুগ প্রভৃতি) হেমন্ত-সম্বন্ধীয়।

হৈমবত—(হিমবৎ+ষ্ণ) হিমালয়ে উৎপন্ন (হৈমবতী গঙ্গা); হিমালয় সম্বন্ধীয়; ভারতবর্ষ। স্ত্রী. হৈমবতী—পার্বতী; গঙ্গা; হরীতকী; কপিল দ্রাক্ষা। **হৈমবতী সুত**—কার্তিক, গণেশ।

হৈমীভূত—যাহা স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে।

হৈয়ঙ্গবীন—(পূর্ব-দিনের গোদোহন-জাত দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন) সদ্যোজাত ঘৃত, নবনীত)।

হৈরণ্য—(হিরণ+ষ্ণ্য) স্বর্ণ-নির্মিত অথবা স্বর্ণবর্ণ।

হৈরত—(আ. হ'য়রত্—বিস্ময়, চমক) আশ্চর্যজনক কর্ম, যে কর্মে তাক লাগে ('হৈরত করিয়া তবে ঠেকায় হাতীকে'—প্রাচীন বাংলার ব্যবহৃত)।

হৈরিক—(সং.) চোর, যে হরণ করে; হীরার মত কঠিন।

হৈহয়—(সং.) যাদব-বিশেষ; দেশ-বিশেষ; হৈগণের রাজা কার্তবীর্য। **হৈহেয়**—কার্তবীর্য।

হৈ হৈ—হৈ দ্রঃ।

হো—উচ্চ আহ্বান সূচক শব্দ (বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। **হো হো**—উচ্চ হাসির শব্দ।

হোই—(ব্রজবুলি) হয়। **হৌ, হউ**—হউক।

হোঁকরানো—গম্ভীর হামলানো। **হোঁচট**—হুচট্ দ্রঃ।

হোঁৎকা—কাণ্ডজ্ঞানশূন্য; স্থূলবুদ্ধি ও গোঁয়ার (কোঁৎকা খেয়ে হোঁৎকা এঁড়ে হাম্বা বলে ছোটে—ঈশ্বরগুপ্ত)। **হোৎকারাম**—অতিশয় স্থূলবুদ্ধি ও গোঁয়ার।

হোঁদড়—হিংস্র পশু-বিশেষ, hyena।

হোঁদোল—(হি. তোঁদেল—ভুঁড়িওয়ালা) ভুঁড়িওয়ালা, স্থূলকায় ও কুৎসিত। **হোঁদল-কুৎকুৎ**—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও বেমানান ভাবে মোটা (বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়) বিণ. হোঁদ্লা—হোদলের মত দেখিতে, কুশ্রী ও স্থূল।

হোক—হউক দ্রঃ। **হোকগে**—হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। **দূর হোকগে ছাই**—বিরক্তিসূচক বাক্য, যাহা খুশী, তাহাই হোক, আমার কিছুই ভাবিবার নাই।

হোক্কা—(আ. হুক্কা) হুঁকা, ফরসী-হুঁকা (**হোক্কাবরদার**—ধূমপানের জন্ম হুকা সাজাইয়া দিবার ভারপ্রাপ্ত ভৃত্য); শৃগালের ডাক (হোক্কাহুয়া)।

হোগল, হোগলা—তৃণ-বিশেষ; সেই তৃণ দিয়া প্রস্তুত মাদুর। **হোগলকুঁড়ে**—হোগল-তৃণ দিয়া ছাওয়া কুটির।

হোটেল—(ইং. hotel) মূল্য দিয়া যেখানে আহার্য ও বিশ্রামের স্থান পাওয়া যায়; নানা শ্রেণীর ও মর্যাদার হোটেল দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে দিবারাত্রি সব সময়ে বহু লোক ভোজন করে (হোটেল খোলা; বাড়ী তো নয়, হোটেল

থানা—বিদ্রূপে)। **হোটেলওয়ালা,-আলা**—হোটেলের মালিক বা পরিচালক।

হোড়—[হোড় (গমন করা)+অল্] নৌকা-বিশেষ, পদবী-বিশেষ; প্রতিযোগিতা, পণ (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত); জলকাদা; হাবড়। **হোড়া**—চোর।

হোতা—[হু (হোম করা)+তৃচ্] ঋগ্বেদবিৎ পুরহিত; যজ্ঞকর্তা। **হোত্র**—হোম; হবিঃ। **হোত্রা**—স্তুতি। **হোত্রী**—যাজ্ঞিক। **হোত্রীয়**—হোম-সম্বন্ধীয়; হবিগৃহ।

হোথা—ওখানে, সেখানে। (কথ্য—হোতা)।

হোনে, হোন্তে—হইতে (প্রাচীন বাংলা)।

হোম—[হু (হোম করা)+ম] দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া অগ্নিতে ঘৃতাদি ক্ষেপণ। **হোমকুণ্ড**—যে কুণ্ডে হোমাগ্নি জ্বলে। **হোম-তুরঙ্গ**—অশ্বমেধের অশ্ব। **হোমধান্য**—তিল। **হোমধেনু**—যে গাভীর দুগ্ধে হোমের জন্য প্রয়োজনীয় ঘৃত প্রস্তুত হয়।

হোমরা-চোমরা—(আ. আমীর-উম্‌রাহ্ অথবা উম্‌রাহ্) মান-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন সমাজের উচ্চপদস্থ লোক, সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়, বিপ. কেও-কেটা (আমাদের মতো লোকদের দিয়ে কি হবে? হোমরা চোমরাদের ডাকো)।

হোমাগ্নি—যজ্ঞের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নি। **হোমাবশেষ**—হুতদ্রব্যের অবশেষ অর্থাৎ ভস্ম।

হোমিওপ্যাথি—(ইং. homœopathy) চিকিৎসা-প্রণালী-বিশেষ। **হোমিওপ্যাথিক ডোজ**—অত্যল্প পরিমাণ (ব্যঙ্গে)।

হোমী—যিনি হোম করেন, হোতা। **হোমীয়**—হোম-সম্বন্ধীয়, হোম-যজ্ঞ। **হোম্য**—হোমের উপযুক্ত (ঘৃতাদি)।

হোয়া, হুয়া—শৃগালের রব; শিশুর উচ্চ ক্রন্দন ধ্বনি। **হোয়াক**—ওয়াক।

হোর—আর, আরও (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

হোরা—(Greek—hora; ইং. hour) আড়াই দণ্ড-পরিমিত কাল, এক ঘণ্টা, জ্যোতিষ শাস্ত্র-বিশেষ (হোরা-বিজ্ঞান)। **হোরা পঞ্চমী**—রথযাত্রার পরে পঞ্চমী তিথি।

হোরি,-রী,-লি—(হি. সং. হোলিকা) বসন্তকালে সুপরিচিত উৎসব, প্রাচীন ভারতের মদনোৎসবের আধুনিক রূপ। (হোরি বা হোলি খেলা)।

হোল—(সং. হাল) অণ্ডকোষ (সাধারণতঃ ভব্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় না)। বিণ. **হোলা**—অণ্ডকোষ যুক্ত, মর্দা (বিপ. মাদী)।

হোলা, হোলনা—মুখ-চওড়া মাটীর পাত্র-বিশেষ; মালসা।

হোলাকা, হোলিকা—হোলি-উৎসব, বিশেষ করিয়া দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত বহ্নি-উৎসব।

হোলি—হোরি দ্রঃ। **হো হো**—হো দ্রঃ।

হৌজ—হাউজ দ্রঃ।

হৌত-মৌত—(আ. হ'য়াত+মওত) বাঁচা কিংবা মরা (হৌত-মৌত গালও নয়, খোঁটাও নয়—গ্রাম্য)।

হৌম্য—হোম-সম্বন্ধীয়, হোমের উপযুক্ত ঘৃত।

হৌস—(ইং. house) সওদাগরী আপিস।

হ্যস্তন—(হ্যঃ—পূর্বদিনে) পূর্ব-দিবসীয়।

হ্যাঁ—হাঁ, স্বীকৃত আছি, তাই বটে (সাধারণতঃ কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত)। **হ্যাঁগা**—ওগো (সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়)।

হ্যাঁকোচ—হেঁকোচ দ্রঃ।

হ্যাঁজল, হ্যাঁজোল—হেঁজল দ্রঃ।

হ্যাঁচ্-ছো—হেঁচ্ছো দ্রঃ। **হ্যাঁচ্কা**—হেঁচ্কা দ্রঃ। **হ্যাঁপা**—হেপা দ্রঃ। **হ্যাঙ্গামা**—হাঙ্গাম দ্রঃ।

হ্যাট—(ইং. hat) সুপরিচিত উঁচু টুপি (হ্যাট-কোট-পরা সাহেব)।

হ্যাণ্ডনোট—(ইং. note of hand) স্বল্প-মেয়াদী ঋণ-সম্পর্কিত সুপরিচিত লেখ্য (শুধু হ্যাণ্ডনোটে টাকা পাওয়া যাবে না, গহনা চাই)।

হ্যাদানো—হেদানো দ্রঃ। **হ্যাদে**—হেদে দ্রঃ।

হ্যালপেলে—হিলহিলে (হিলহিল দ্রঃ)। **হ্যাসে**—শেষে, অবশেষে (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।

হ্রদ—[হ্রাদ্ (শব্দ করা)+অ—অব্যক্ত শব্দকারী] গভীর স্বভাবজাত জলাশয় (কালিন্দী হ্রদ; বৈকাল হ্রদ); রশ্মি। **হ্রদগ্রহ**—কুমীর। **হ্রদিনী**—নদী; বিদ্যুৎ।

হ্রসিত—[হ্রস্ (খর্ব হওয়া)+ক্ত] হ্রাস প্রাপ্ত। **হ্রসিমা, হ্রস্বতা,-ত্ব**—অল্পতা, লঘুতা, হ্রাস। **হ্রসিষ্ঠ**—হ্রস্বতম, ক্ষুদ্রতম। **হ্রসীয়ান**—অল্পতর, লঘুতর।

হ্রস্ব—(হ্রস্+ব) ক্ষুদ্র, খর্ব, লঘু; একমাত্র কালে উচ্চার্য স্বরবর্ণ (হ্রস্ব স্বর—বিপ. দীর্ঘ স্বর); বামন (হ্রস্বদেহ)। বি. হ্রস্বতা,-ত্ব—ক্ষুদ্রতা,

লঘুতা ; হ্রাস। **হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান না থাকা**—কাণ্ডজ্ঞান, গুরুলঘুজ্ঞান না থাকা।

হ্রাদ—(হ্রদ্+ঘঞ্) শব্দ ; গোলমালের শব্দ, নির্ঘোষ। [শব্দ করে, সরব।

হ্রাদিনী—বজ্র ; নদী। **হ্রাদী**—যে বা যারা

হ্রাস—(হ্রস্+ঘঞ্) ক্ষয়, অপচয় (হ্রাস বৃদ্ধি—কমতি বা বাড়তি, ক্ষতি বা লাভ)। **হ্রাসক**—হ্রাসকারী। **হ্রাসপ্রাপ্ত**—যাহা কমিয়া গিয়াছে। **হ্রাসন**—অল্পীকরণ ; খর্বীকরণ।

হ্রিত—[হ্রী (লজ্জিত হওয়া)+ক্ত অথবা হৃ+ক্ত] লজ্জিত ; বিভক্ত ; নীত।

হ্রী—(হ্রী+কিপ্) লজ্জ—ব্রীড়া। **হ্রীকা**—লজ্জা, ত্রপা ; শঙ্কা। **হ্রীকু**—লজ্জাযুক্ত ; জৌ। **হ্রীজিত**—লাজুক। **হ্রীমূঢ়**—লজ্জায় দিশাহারা। **হ্রীমান্**—লজ্জাসঙ্কোচযুক্ত (বিপ. হ্রীহীন)। **হ্রীত, হ্রীণ**—লজ্জিত।

হ্রেষা, হ্রেষিত—(হ্রেষ্+অ+আ) অশ্বরব, ঘোড়ার ডাক। **হ্রেষী**—হ্রেষাপর।

হ্লাদ—[হ্লাদ্ (আনন্দিত হওয়া)+ঘঞ্] আহ্লাদ, আনন্দ। **হ্লাদক**—যে আনন্দিত করে। **হ্লাদন**—আনন্দ-জনন, আনন্দন। **হ্লাদিত**—আনন্দিত, আহ্লাদিত, হৃষ্ট। **হ্লাদিনী**—বিদ্যুৎ ; শক্তি-বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-আস্বাদনের শক্তি (রাধিকা)। **হ্লাদী**—যে বা যাহা আনন্দিত করে, আনন্দযুক্ত।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫	৪১	অনিরূকনয়ান	অনিরুনয়ান
১৬	৩২	প্রথর্বহীন	প্রার্থর্বহীন
২৩	৪	অপবিত্র	অপবিত্র
৪৭	৫	মনে না	মনে হয় না
৫৪	৩১	আজা'ন	আজ'ান
১৯৮	৮	শুঢ়	গূঢ়
১৯৮	৩০	পূরাণ	পুরাণ
১৯৯	২৯	কৃতার্থম্মন্ত	কৃতার্থম্মন্ত
২০০	৯	কৃমিকেশজাত	কৃমিকোশজাত
২০৩	২	কেদে সেধে	কেঁদে সেধে
২০২	৩৩	কেজু	কেজো
২০২	৩৭	ছাইনির	ছাউনির
২০৫	৩	কৈতর	কৈতব
২০৫	৬	কৈতব	কৈতর
২০৭	৬	দ্যূতী	দূতী
২০৮	১৯	কোওয়াল	কোতওয়াল
২০৮	৩৮	সাঁতার	কোথাও সাঁতার
২০৯	৩৫	কর্‌আ'ন	কু'র্‌আ'ন
২৬৪	২৯	গা য়েব	গ'ায়েব
৩৮৮	১৭	ডকরু	ডমরু
৫৬১	৬	পর্ণকৃচ্ছ	পর্ণকৃচ্ছ্র
৫৮৮	২১	পুঁইয়ে পাওয়া	পুঁইয়ে যাওয়া
৬৩১	৭	ফদ'	ফর্দ'
৬৩১	২৮	দাঁদ	দাদ
৬৩১	৩৫	মাক্রেন	মাক্রেণ
৬৬৫	২৬	বালী	বাগ্মী
৬৪৩	৫১	ইন্দ্রজ	ইন্দ্রযব
৭৫৪	৩০	আনন্দনীয়তা	আনন্দময়তা
৭৫৯	৩	ভুষ্টবস্তু	ভুষ্টবস্তু
৭৬৮	২৯	আশাফুল	আশ্‌রাফুল্‌
৭৮৯	৩৮	মাসিল	ম
৮০০	৫	পূর্বে	পথ
৮০১	২৫	রাগিনী কিছু	রাগিং... কিছু
৮০৩	২	শাশুরী	শাশুড়ী
১১৫	২৩	জোড়	জোর
৮১৫	৩৮	এমনি	এখনি
৮১৫	৪০	পাড়	পার
৮৫২	২৯	রব্বরা	রবরবা
৮৬৯	১১	রুকা'	রুক'া'
৮৬৯	২৬	রোজা	রোযা
৮৭১	১৯	দাবা	দাদ
৯১১	১৭	সংকুর	শুকুর
৯৭৮	১৩	পৌষ্টী	পৈষ্টী
৯৮১	২৪	সৌচ	শৌচ
৯৮৩	৩	সেঁউতীর	সেঁউতী
৯৮৩	১৭	প্রস্ত	প্রস্থ
৯৮৬	১৫	সৈইইদ	সৈইদ
৯৮৮	১৭	সোইহম্‌	সোঽহম্‌
৯৮৮	৪২	শৌকী'ন	শৌক'ীন
৯৯২	১৪	অবস্থান	অনবস্থান
৯৯৬	৭	স্রষ্টত্ব	স্রষ্টৃত্ব
৯৯৬	২২	বৌনাস্রোতে	যমুনাস্রোতে
৯৯৮	৩০	স্বয়ংভুব	স্বয়ম্ভুব
৯৯৮	৪১	স্বরলোক	স্বরলোপ
৯৯৯	১	স্বর্গতঃ	স্বর্গত
১০০২	৮	howker	hawker
১০০১	২০	কারাগৃহ	কাবাগৃহ
১০০৭	৫	অসাধু	অস্ত্র
১০০৮	১৫	হ'ভদ	হ'ওদ্‌'